

ইসলামী বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

الموسوعة الإسلامية
باللغة البنغالية
المجلد الرابع

ইসলামী বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড

ইনজীল—ইমরোয

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড) (পৃষ্ঠা ৮০০)

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের

আওতায় সংকলিত ও প্রকাশিত

ইবিবি প্রকাশনা : ৫১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৩২৫/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৩

ISBN : 984-06-1101-1

প্রথম প্রকাশ

জুমাদা'ল-উলা ১৪০৬

মাঘ ১৩৯২

জানুয়ারী ১৯৮৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ

সেপ্টেম্বর ২০০০

ভাদ্র ১৪০৭

জুমাদা'ল আখিরা ১৪২১

দ্বিতীয় সংকরণ

আষাঢ় ১৪১৩

জুমাদা'ল-উলা ১৪২৭

জুন ২০০৬

প্রকাশক

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন

৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

গ্রাফিক আর্টস (জু.)

২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৫৯০.০০ টাকা মাত্র

Islami Bishwakosh (4th Volume) 2nd ed. (The Encyclopaedia of Islam in Bengali) Edited by the Board of Editors and published by A. S. M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. Phone : 9551902 June 2006

web site : www.islamicfoundation-bd.org

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 590.00 ; US \$ 30

সম্পাদনা পরিষদ (১ম সংস্করণ)

জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী	সভাপতি
ডঃ সিরাজুল হক	সদস্য
জনাব আহমদ হোসাইন	"
ডঃ মোহাম্মদ এছহাক	"
ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী	"
জনাব এম. আকবর আলী	"
ডঃ ছৈয়দ মুহম্মদ হক	"
অধ্যাপক শাহেদ আলী	"
জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	"
ডঃ কে.টি. হোসাইন	"
ডঃ এস. এম. শরফুদ্দীন	"
জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	"
ডঃ শমশের আলী	"
জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	"
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদনা পরিষদ (২য় সংস্করণ)

জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সদস্য
প্রফেসর মো. আবদুল মান্নান	"
ড. মুহম্মদ আবুল কাসেম	"
ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোসাইন	"
ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক	"
ড. শকিবর আহমদ	"
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম	"
মাওলানা ইমদাদুল হক	"
ড. হাকেমজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ	"
ড. জা. ফ. ম. খালিদ হোসেন	"
মাও. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	"
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

আমাদের কথা

বিশ্বকোষ বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ হইল ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামের ব্যাপক বিষয়াবলী ইসলামী বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নহে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি অনুপম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়াছে একটি নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে আমরা পাইয়াছি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জ্বল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব।

সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান সকল কিছুর শীর্ষে। জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে উহার বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আর সেইজন্যই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক।

ইসলামের এই ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজে ইহার ব্যাপক সাড়া ও চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কালে পঁচিশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে মৌলতম খণ্ড দুই ভাগে এবং চব্বিশতম খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মোট ২৮ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ এই প্রকাশনার কাজটি ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে উহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাদের জ্ঞানগবেষণা চালাইয়া যাইতে নিশ্চিত বোধ করেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই বৃহত্তর প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ অপ্রতুল থাকিয়া যায়, আবার তথ্য ও উপাত্ত না পাওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ আশানুরূপ সমৃদ্ধশালী করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই আরও সমৃদ্ধ আকারে ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্বকোষেরই ধর্ম।

ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ইহার সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করানো হইয়াছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করিয়া চালিয়া সাজানো হইয়াছে। বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখা হইয়াছে।

এইরূপে আজ ইসলামী বিশ্বকোষ চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার সহিত জড়িত লেখক, সম্পাদক, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য তাহাদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলকেই তাহাদের এই কষ্টের বিনিময়ে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আর্য

আলহামদু লিল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাঞ্ছা কোটি হাম্দ ও শোকর পেশ করিতেছি, পেশ করিতেছি অসংখ্য রুকু ও সিজদা। কেবল তিনিই তওফীক দানকারী এবং তাঁহার বান্দাদেরকে মনযিলে মকসূদে পৌছাইতে একমাত্র তিনিই সাহায্যকারী। এতদসঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল-মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়ীন, শাফী'উল-মুযনিবীন আহ'মাদ মুজতাবা মুহ'ম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাহার সীমাহীন ত্যাগ ও অপারিসীম কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি আর পৃথিবীর মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ সঠিক জীবনবোধ।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক তাহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন। বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরাজী, আরবী, ফারসী ও উর্দুসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় একশ কোটি বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহাবী-তমদ্দন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক বিশ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রমও গ্রহণ করে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ (পঁচিশ) খণ্ডে উন্নীত হয়।

১৯৮২ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলে অগ্রহী পাঠক ইহাকে সাধুগ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর পাঠকদের নিরন্তর তাকীদ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের আলোকে আরও ৬৯টি নিবন্ধ সহযোগে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পরম আনন্দের বিষয়, প্রকাশের অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণটিও নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইহাও সমাপ্তির পথে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রতি পাঠক সমাজের এই বিপুল আগ্রহ যেমন আমাদেরকে বিশ্বয়াভিভূত করে তেমনি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশে উৎসাহিত করে, নিরন্তর পরিশ্রমে করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আর ইহারই ফলে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে ইহার সর্বশেষ খণ্ড হিসাবে ২৬ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৬তম খণ্ডটি ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ) ও ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ) এবং ২৪তম খণ্ডটি ২৪তম খণ্ড (১ম ভাগ) ও ২৪তম খণ্ড (২য় ভাগ) নামে দুই অংশে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার জগতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে ইহাকে অনন্য নজীরই বলিতে হইবে। স্বর্তব্য, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদেরকে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অন্যথায় আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া" (দা.মা.ই.) সংকলন ও প্রকাশনায় ৪০ বৎসরের মত সময় লাগিয়াছে।

পরম আনন্দ ও সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ও সচেতন পাঠক সমাজ কর্তৃক আমাদের এই উদ্যোগ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত ইহার সমুদয় কপি দ্রুত নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি নিঃশেষ হইবার ফলে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে ইহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এধরনের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই ২০০০-২০০৫ সালের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে গৃহীত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাতে বিশ্বকোষ-এর কাজ শুরু হয় এবং ইহার আওতায় ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রাথমিকভাবে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদের নিকট ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই পরিষদ কর্তৃক ১ম ও ২য় খণ্ড সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই সংকলিত বিশ্বকোষটি অধিকতর সমৃদ্ধ নির্ভুল করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫টি সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। আর এই পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি পরিপূর্ণ অবস্থায় এক্ষণে আমাদের আত্মহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমরা পুনরায় আল্লাহ রাক্বুল-‘আলামীনের দরবারে অশেষ হামদ ও শোকর আদায় করিতেছি।

নব পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)-এর চতুর্থ খণ্ড সংকলন ও প্রকাশের পেছনে যাহাদের অস্বীকার্য অবদান রহিয়াছে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। বিশেষ করিয়া বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক, শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমঞ্জলী, বিশ্বকোষ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমরা তাহাদের জন্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে ইহার উপযুক্ত বিনিময় কামনা করি এবং তিনি ইহা তাঁহার শান মুতাবিক দিবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

সম্পাদনা পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি আমরা আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান খণ্ডের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। এতদসঙ্গে সম্মানিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের প্রতিও আমরা আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বর্তমান খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর নিকট, আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যিনি নানাভাবে উৎসাহ দিয়া এবং ইহার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়া ইহার প্রকাশকে সহজ করিয়াছেন। এতদসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব জনাব বদরুদ্দোজা, অর্থ পরিচালক জনাব লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক জনাব আবদুর রব, লাইব্রেরিয়ান জনাব সিরাজ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জনাব নূরুল আমীন-এর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু অত্র বিভাগে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, গবেষণা সহকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ আমার সকল সহকর্মীর প্রতি তাহাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। অতঃপর মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্সকে কম্পোজ ও আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সকে মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং প্রফ রীডারবৃন্দকে ইহার নির্ভুল প্রকাশে সহযোগিতা দানের জন্য জানাইতেছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দিন, ইহাই আমাদের একান্ত মুনাজাত।

পরিশেষে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতে চাই, বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। আল্লাহর অপার রহমত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দু’আ ও সহযোগিতা আমাদের সম্বল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইহার নানা পর্যায়ে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সতর্ক ও সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়িবে। তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমাদের বিনীত আবেদন, মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিবেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য করিবেন।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বকোষ বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বলা হয়; Encyclopaedia গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) Paideia (শিক্ষা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহ।

জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় যে আছে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয় তাহাকে প্রায়শ সাধারণ বিশ্বকোষ বলা হয়। তেমনি কোন এক বা একাধিক সমজাতীয় জ্ঞানশাখার তথ্য সংকলনকে সেই বিশেষ জ্ঞানশাখার বিশ্বকোষ নাম দেওয়া হয়। সন্ধানকার্যে সুবিধার জন্য বর্তমানে বিশ্বকোষের প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অভিধানের শব্দ বিন্যাসের মত বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং “হাওয়ালা” (reference)-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে শ্রেণীক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রাচীন বিশ্বকোষগুলির প্রায় সবই শেযোক্ত ধরনের অর্থাৎ শ্রেণীক্রমে বিন্যস্ত এবং সাধারণত বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন গ্রীসে প্রেটোর শিষ্যদ্বয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus, আনু. ৩৩৯ খৃ. পূ.) এবং এরিস্টোটেল (৩৮৪-৩২২ খৃ. পূ.) উভয়েরই বিশ্বকোষ প্রণেতা বলিয়া খ্যাতি আছে। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষের কিছু খণ্ডিত অংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা এরিস্টোটেল স্বীয় শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী বিষয় পরম্পরানুক্রমে কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভারো (Marcus Terentius Varro, ১১৬-২৭ খৃ. পূ.) সাহিত্য, অলংকার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত Disciplinarum Libri IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাঁহার দর্শন বিষয়ক De Fama Philosophiae Libri III এবং সাত শত গ্রীক ও রোমানের জীবনী সংকলন গ্রন্থ Imagines বিশেষ প্রসিদ্ধ। রোমের “সবজ্ঞান্ডা” পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Naturalis নামে একটি বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে সংকলন করেন। ইহাতে কয়েক শত গ্রন্থকারের রচনা হইতে সংগৃহীত বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত আধুনিক বিশ্বকোষ রচনা ধারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মধ্যযুগে সেভিলের (Seville) বিশপ Isidore (আনু. ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Originum sive Etymologiarum Libri XX গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাদি সংকলন করেন। ‘ঈসা ইবন রাহ’ম্ম আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) প্রাচ্যের অন্যতম খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদ। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে ‘আরবীতে “আল-মিআঃ ফি’স-স-না ‘আত্তিত’-তি-বিয়্যা” নামে এক শত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইবন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) ও আল-বীরুনীর (খৃ. ৯৩৭-১০৪৮) শিক্ষক ছিলেন। ফরাসী দেশীয় Vincent of Beauvais (আনু. ১২৬৪ খৃ.) তাঁহার রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতাব্দীর সমুদয় বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। William Caxton-এর Myrroure of The World (১৪২২-১৪৯১ খৃ.) উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইহা সর্বপ্রাচীন ইংরাজী বিশ্বকোষগুলির অন্তর্ভুক্ত। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী Brunetto Latini (আনু. ১২১২-১২৯৪ খৃ.) ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ইতালীয় অনুবাদ Li Livers don Tresor।

সর্বপ্রথম যেসব গ্রন্থের নামে Encyclopaedia শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৬৩৮ খৃ.)-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত Encyclopaedia Septemtomis Distincta তাহাদের অন্যতম। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতক ও ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বকোষ রচনার ধারা বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Johann Jacob Hofmann-এর Lexicon Universal (১৬৭৭-১৬৮৩ খৃ.)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ হইতেছে John Harris (আনু. ১৬৬৭-১৭১৯ খৃ.) কৃত Lexicon Technicum (১৭০৪-১৭১০ খৃ.)। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ হিসাবে Ephraim Chambers's Cyclopaedia

(১৭২৮ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বহু বিশেষজ্ঞের রচিত প্রবন্ধ সংকলনের পদ্ধতি এবং শ্রুতি-বসত (cross reference) সংযোজনের নীতি গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নত ভাষাসমূহে অসংখ্য সাধারণ ও বিশিষ্ট বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে। সবদিক দিয়া বিচার করিলে ইংরাজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের বহু সাধারণ বিশ্বকোষের মধ্যে Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২ খৃ., প্রথম সংস্করণ ৩ খণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশিষ্ট বিশ্বকোষগুলির মধ্যে Encyclopaedia of Religion and Ethics, 12 vols. & Index, ed. James Hastings; Oxford Companion to English Literature, ed. Paul Harvey; Encyclopaedia of World Art, e. Massimo Pallotian; Encyclopaedia of the Social Sciences, 15 vols., ed. Edwin R. A. Seligman; Encyclopaedia of World Politics, ed. Walter Theimer; Pears Medical Encyclopaedia, ed. J.A.C Brown; The Universal Encyclopaedia of Mathematics with Foreword by Jamesdia R. Newman; Larouse Encyclopaedia of World Geography; Larouse Encyclopaedia of Earth, of Astronomy, of Pre-Historic and Ancient Art, of Byzantine and Medieval Art, of Renaissance and Baroque Art, of Ancient and Medieval History, of Modern History, of Mythology বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

কুরআন মাজীদ বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানের এবং আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছে। ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেকেই বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক-রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইসলামী দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং আরবী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ (দাইরাতুল-মা 'আরিফ বা মাওসু'আত - موسوعات) রচনা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিকিৎসক আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আর-রাযী (২৫১ হি./৮৬৫ খৃ.-৩১৩ হি./৯২৫ খৃ.) 'কিতাবুল-হাবী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানির ৩য় সংস্করণ ১৯৫৫ খৃ. হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) ছাপা হয়। কার্ভোভাবাসী আবু 'উমার মুহাম্মাদ ইবন আহম্মাদ ইবন আব্দ রাবিহী (২৪৫ হি./৮৬০ খৃ.-৩২৮ হি./৯৪০ খৃ.) "আল-ইক'দুল-ফারীদ" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড এক একটি মণিমুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা, কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন তারখান আবুন-নাস'র আল-ফারাবী (২৬০ হি./৮৭৩ খৃ.-৩৩৮ হি./৯৫০ খৃ.) "ইহ'সাউল-উলুম" নামে একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইহাতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩২ খৃ. সংশোধিত আকারে ছাপা হয়। "রাসাইল ইখওয়ানিস'সাফা" গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার বিশ্বকোষ। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৫২টি পুস্তিকার সমষ্টি এবং আনু. ৩৫০ হি./৯৬১ খৃ. বহু জ্ঞান-ভণ্ডার রচনা-সম্ভারে সংকলিত। ইরাকের মুহাম্মাদ ইবন ইসহ'ক ইবন আবী যাক'ব আন-নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খৃ.) "ফিহরিসুত আল-উলুম" (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ বিবরণী প্রণয়ন করেন।

আবুল-ফারাজ আলী ইবনুল-ছ'সায়ন আল-ইস'ফাহানী (২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৭ খৃ.) রচিত "কিতাবুল-আগ'নী" মুখ্যত সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানিতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত রচিত যত আরবী কবিতায় সুর সংযোজিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধৃতি রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী ইত্যাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম ২০ খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. ও একবিংশ খণ্ড ১৮৮৮ খৃ. মিসরে ছাপা হয়।

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ আল-কাতিব আল-খাওয়ারিজমী (মৃ. ৩৮৭ হি. ৯৯৭ খৃ.) অন্যতম প্রাচীন মুসলিম বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি "মাফতীহ'ল-উলুম" নামে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে চর্চিত জ্ঞানের ১৫টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার অনেকাংশে গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত তথ্যের সংযোগ ঘটয়াছে। ১৮৯৫ খৃ. লাইডেন হইতে Van Vloten ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবু হ'য়ান আলী আত-তাওহীদী (মৃ. ৪১৪ হি./১০২৩ খৃ.) "আল-মুক'বাসাত" নামে একটি বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিদ্যা-সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের আলোচনা করেন। গ্রন্থখানি বোম্বাই, শীরায ও কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

ইসমা'ঈল আল-জুজানী (মৃ. ৫৩১ হি./১১৩৯ খৃ.) রচিত "যাশীরা আল-খাওয়ারিজম শাহী" ৯ খণ্ডে বিভক্ত চিকিৎসা বিষয়ক ফারসী বিশ্বকোষ; ইহাতে পরে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। সিসিলীর মুসলিম পণ্ডিত আবু আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-ইদরীসী (৪৯৪ হি./১১০০ খৃ.-৫৬২ হি./১১৬৬ খৃ.) 'নুযহাতুল-মুশতাক' ফী ইখতিরাকি'ল-আফাক' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত

ভূগোল বিশেষজ্ঞ যাকু'ত ইবন 'আবুদিন্নাহ আল-হ'আবী (৫৭৫ হি./১১৭৯ খৃ.-৬২৭ হি./১২১৯ খৃ.) ও "মু'জামুল-বুলদান" নামে একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৮৬৬ খৃ. লাইপ্‌সিক (Leipzig) ছাপা হয়। এই গ্রন্থকারের "মু'জামুল-উদাবা" (বা ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একখানি বিশ্বকোষও রহিয়াছে। ইহা ১৯১৬ খৃ. Margoliouth কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইবনুল-কি'ফতী (৫৬৮ হি./১২৪৮ খৃ.) তাঁহার "কিতাব ইখবারিল-উলামা বিআখবারিল-হ'কামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে পূর্ববর্তী ৪১৪ জন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু বিদ্যাবিশারদ নাসীরুদ্-দীন মুহ'ম্মাদ আত-ত্ব'সী (৫০৮ হি./১২০১ খৃ.-৬৭৩ হি./১২৭৪ খৃ.) খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুলাগু খাঁর আদেশে তিনি মারাগাতে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে "আত-তায'কিরাতুন-নাসীরিয়্যাঃ" নামে একখানি বিশ্বকোষ সঙ্গ্রহ রচনা করেন। পারস্যের ভূগোলবিদ যাকারিয়া আল-ক'ম্বীনী (আনু. ৬৮৩ হি./১২০৩ খৃ.-৬৮২ হি./ ১২৮৩) দুইখানা বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ ('আজাইবুল-মাখলুকাত ওয়া গ'রারাইবুল মাওজুদাত ও 'আজাইবুল-বুলদান) রচনা করেন।

মিসর দেশের আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমাদ আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩৩ হি./১৩৩১ খৃ.) মিসরের মামলুক বংশীয় খ্যাতনামা বাদশাহ্ আন-নাসির র মুহ'ম্মাদ ইবন ক'আলউনের রাজত্বকালে (খৃ. ১২৯৩-৯৪, ১২৯৮-১৩০৮, ১৩০৯-১২৪০) উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "নিহায়াতুল-আরাব ফী ফুনুনিল-আদাব" নামক ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থটি 'আল্লামা নুওয়ায়রীর বিরাট কীর্তি। গ্রন্থখানি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্তঃ (১) জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; (২) মানবজাতি, তাহাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ; (৩) প্রাণীজগৎ; (৪) উদ্ভিদ জগৎ (দ্রব্যগুণ আলোচনাসহ) ও (৫) ইতিহাস। শামসুদ্দীন আহ'মাদ ইবন মুহ'ম্মাদ ইবন খাল্লিকান (৬০৮ হি./ ১২১১ খৃ.-৬৮১ হি./১২৮২ খৃ.) একটি জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ (ওয়াকায়াতুল-আ'য়ান ওয়া আনাবাইয-যামান) সংকলন করেন। ইহাতে ৬৮৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। দামিশকবাসী ইবন ফাদু'ল্লাহ আল-উমারী (৭০০ হি./১৩০১ খৃ.-৭৪৯ হি./ ১৩৪৯ খৃ.) মিসরের সুলতান কালিউনের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত বিশ্বকোষ "মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসার" সুপরিচিত। "মাশাহীর মামালিক উক্বাদ আস-স'লীব" তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। ফিলিস্তিনী পণ্ডিত স'লহ'দ-দীন খালীল আস-সাহাদী (৬৯৬ হি./১২৯৭ খৃ.-৭৬৪ হি./১৩৬৩ খৃ.) তাঁহার 'আল-ওয়াকী'বিল-ওয়াকায়াত' নামক গ্রন্থে চৌদ্দ হাজারেরও অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিসরীয় বিজ্ঞানী আদ-দামীরী (১৩৪৪-১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ (কিতাব হ'য়াতি'ল-হ'য়াওয়ান) রচনা করিয়াছেন। মিসরীয় পণ্ডিত আবু'মাদ আল-ক'লক'শান্দী (৭৫৬ হি./১৩৫৫ খৃ.-৮২১ হি./১৪১৮ খৃ.) ইতিহাস, ভূগোল ও প্রশাসন সম্পর্কে "সুব্হ'ল-আ'শা ফী সিনাই'ল-ইনশা" নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা কায়রো হইতে ১৪ খণ্ডে (১৯১৩-২৪) প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী পণ্ডিত হ'াজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬১ হি./১৬৫৮ খৃ.) তাঁহার "কাল্‌ফু'জ-জু'ন্ন" পুস্তকের জন্য বিখ্যাত। এই পুস্তকে ঐ সময়ে জ্ঞাত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বুতরুস আল-বুস্তানী (১২৩৪ হি./১৮১৯ খৃ.-১৩০০ হি./১৮৮৩ খৃ.) তৎপুত্র সালীম আল-বুস্তানী (১২৬৩ হি./১৮৪৭ খৃ.-১৩০১ হি./১৮৮৪ খৃ.) প্রমুখ পণ্ডিত ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় "দাইরাতুল-মা'আরিফ" নামক একখানি বিশ্বকোষের ১১ খণ্ড "উজ্জমানিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। পরে ফুআদ আকরাম বাকী অংশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। খৃ. বিংশ শতাব্দীতে মুহ'ম্মাদ ফারীদ ওয়াজ্জী "দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ক'ানুনী'ল-ইশরী'ন" নামে আরবী ভাষায় আর একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া তিনি এই ধরনেরই "কানু'ল-উলুম ওয়াল-সুপ'াত" নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষাতেও কয়েকখানি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস্ কেরী (Felix Carey) 'বিদ্যাহারাবলী' নামে বিশ্বকোষের দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড (শরীরস্থানঃ Anatomy) ১৮১৯ খৃ. ১ অক্টোবর ও দ্বিতীয় খণ্ড (শু'তিশাস্ত্র) ১৮২১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের এক কপি Indian National Library-তে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইনিই বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। Encyclopaedia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠা ইংরেজী অন্য পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় রচিত। ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রোমের ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ২য় খণ্ড জ্যামিতি, প্রথম ভাগ; ৩য় খণ্ড বিবিধ, প্রথম ভাগ; ৪র্থ খণ্ড রোমের ইতিহাস; ২য় ভাগ; ৫ম খণ্ড জীবনী সঙ্গ্রহ, ১ম ভাগ; ৬ষ্ঠ খণ্ড মিসর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক মৌলিক আর কতক অনুবাদ।

২২ খণ্ডে সমাপ্ত "বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী ২১ খণ্ডে ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ঘব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনার প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৩৪২-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির কয়েক খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রী প্রজাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাধারণ বিশ্বকোষ “জ্ঞান ভারতী” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খৃ. “নবজ্ঞান ভারতী” নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে সংযোজনী খণ্ডসহ ১১ খণ্ডে বিষয়ানুক্রমে ছেলে-মেয়েদের বিশ্বকোষ “শিশু ভারতী” প্রকাশ করেন। কলিকাতাহু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ “ভারত কোষ” নামে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছে; ইহার প্রথম খণ্ড ডঃ সুনীল কুমার দের সম্পাদনায় ১৯৬৪ খৃ. এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম ‘বাংলা বিশ্বকোষ’-এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ সনে, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৩ সনে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় এবং ঢাকাহু ফ্রাংকলিন বুক প্রোথ্রাম্‌স-এর তত্ত্বাবধানে রচিত।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১০ খণ্ডে শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ১ম খণ্ড ‘জ্ঞানের কথা’ নামে ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সার্থক ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে অগ্রাণী ভূমিকা পালন করিয়াছে The Royal Netherlands Academy; ১৯০৮ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ (চারি খণ্ডে সমাপ্ত) Leiden হইতে প্রকাশ করে। এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ ও উহার পরিশিষ্ট হইতে ইসলামী শারী‘আত সহকীয় প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংকোচন, সংশোধন ও সংযোজনসহ “Shorter Encyclopaedia of Islam” নামে ১৯৫৩ খৃ. লাইডেন হইতেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি The Royal Netherlands Academy-এর পক্ষ হইতে H.A.R. Gibb ও J.H. Kramers কর্তৃক সম্পাদিত ও E.J. Brill, Leiden কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

লাইডেন হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam-এর ‘আরবী অনুবাদ মিসরে ১৯৩৩ খৃ. হইতে “দাইরাতুল-মা‘আরিফ আল-ইসলামিয়া” নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুহাম্মাদ ছাব্বিত আল-ফান্দী, আহাম্মাদ শান্‌শারী, ইব্রাহীম যাকী খুরশীদ ও আব্দুল-হামীদ য়ুসু এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে মূল প্রবন্ধগুলির অনুবাদে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে তুর্কী ভাষায় “Islam Ansiklopedisi” নামে একখানি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা শুরু হয়। এই গ্রন্থখানি লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-কে ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও সম্পাদক ইহাকে বহু মূল্যবান সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দু ভাষাও এই বিষয়ে পচাৎপদ নহে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-এর উর্দু অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনসহ “দাইরা মা‘আরিফ-ই ইসলামিয়া” নামে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ

বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে বাংলা একাডেমী লাইডেন হইতে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ উপসংঘ গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সদস্য সমবায়ে এই উপসংঘ পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত উপসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৯৫৮ সন হইতে এই উপসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদ কর্ম শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সনে উপসংঘ এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করে। তাঁহাদের পাণ্ডুলিপিতে মোট ৬৯১ টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ছিল Shorter Encyclopaedia of Islam হইতে ৫০৮টি নিবন্ধের অনুবাদ, উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ (দাইরা-ই-মা‘আরিফ-ই ইসলামিয়া) হইতে ৩৫টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং ৩৭টি মৌলিক নিবন্ধ। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইহার প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন জনাব শাইখ শরফুদ্দীন ও মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আদয়ুদ্দীন।

নানা কারণে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিবন্ধ গুলি নূতনভাবে নিরীক্ষার জন্য ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ প্রতিটি নিবন্ধ পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিকর, অসংগত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন বা বর্জন করে, প্রয়োজনবোধে বহু স্থানে সংযোজন করে। অধিকন্তু ৪২টি নূতন প্রবন্ধ পরিষদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। প্রধানত Shorter Encyclopaedia of Islam এবং উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া ইহার নিরীক্ষা কার্য চলে; তবে খান বাহাদুর

আবদুল হাকিম সম্পাদিত “বাংলা বিশ্বকোষ” এবং The Encyclopaedia of Islam (Luzac, New Edition) ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যে পর্যাপ্ত গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৯৫ টি নিবন্ধ সহযোগে ইহা “সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ” নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কালেবরে ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে অতিরিক্ত ৬৯টি নিবন্ধ সংযোজন করিয়া “সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-পরিশিষ্ট” ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান মতামত, সমালোচনা এবং পরামর্শ সুধী পাঠক মহলের নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে সেইগুলি আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিয়া ২০ (বিশ) খণ্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রণয়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতঃপর ফাউন্ডেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের উপর ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। পরিষদ দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের সহায়তায় এই কার্য শুরু করে। অনূদিত নিবন্ধসমূহের ক্ষেত্রে পরিষদ লাইডেন (Leiden) হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam (পুরাতন ও নূতন সংস্করণ) এবং পাজাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ (দা. মা. ই.) গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। প্রয়োজনবোধে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ E.J. Brill, Leiden, পাজাব ইউনিভার্সিটি এবং ফ্রাংকলীন বুক প্রোথ্রামস-এর নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে আত্মাহূর অশেষ রহমতে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড আত্মহী পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহাদের দরবারে আমাদের গভীর শুকরিয়া পেশ করিতেছি। এতদসঙ্গে আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, আত্মাহূর অনুগ্রহ হইলে অবশিষ্ট খণ্ডগুলিও পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতে সক্ষম হইব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বকোষ প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইতেছে। বর্তমান খণ্ডে মোট ৭৬৩টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে মৌলিক নিবন্ধ ১৯০, ইংরাজী হইতে অনুবাদ ৪৫৩, উর্দু হইতে ৫৬, ইংরেজী/উর্দু হইতে অনুবাদ ১০, বাংলা বিশ্বকোষ হইতে ৪৫ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ হইতে ১৯টি।

ইসলামী বিশ্বকোষের এই বৃহত্তর খণ্ডে বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের মুসলিম মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মসাধক এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কিত স্থান ও ব্যক্তিবর্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংরাজী ও উর্দু বিশ্বকোষে পর্যাণ্ড সংখ্যক সাহায্য কিরামের জীবনী না থাকায় ইহার প্রতি আমরা বিশেষ জোর দিয়াছি এবং শুধু ‘আ’ বর্ণেই মোট ১১০ জন সাহাবীর জীবনচরিত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিশ (২০) খণ্ডে প্রকাশিতব্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ইহা ১ম খণ্ড। আশা করা যায়, ইসলামী বিশ্বকোষ একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলমানগণের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানানুসন্ধানের বিশেষ সহায়ক হইবে, অন্যদিকে অমুসলিমগণও ইহা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবেন। বিশেষত যাঁহারা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আত্মহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁহাদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার্য হইবে এবং তদ্রূপ এই ধরনের রচনা ও গবেষণা উৎসাহ লাভ করিবে। ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে।

সাধারণত বিশ্বকোষ ও অভিধান জাতীয় গ্রন্থ কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন হইতে পারে না। বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের প্রত্যাশা, এইবারও তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ দান করিবেন এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে সহায়তা করিবেন।

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত; ৪। শব্দ সংক্ষেপ; ৫। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৬। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

ا = আ a	ج = জ dj. j	ز = য z	ع = ' ʿ	م = ম m
ا = ই i	ح = চ c	ژ = ঝ zh	غ = গ gh	ن = ন n
ا = উ u	ح = হ h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক' k.q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স' s	ك = ক k	ی = য y
ت = ত r	ذ = ড d	ض = দ/য- d	گ = গ g	ع = ' ay
ث = হ' th	ر = র r	ط = ত' t	ل = ল l	ء = ' ʿ
	ژ = ড r	ظ = জ z		

'আরবী বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (') আ , ا = احد = আছ'দ, بشر = বাশর,

যবর + আলিফ = ا حلال = হালাল,

যবর + و = يوم = য়াওম, قوم = কো'ম,

যবর + ی = یام, لیل = লায়ল, شیدا = শায়দা,

যের (') = ই / ا ابل = ইবিল,

যের + ی = عیسی / عیسی = ইসা, نسیم = নাসিম,

যের (ফারসী: শব্দ) = ع / ع پیش = পেশ,

পেশ (') উ / ا احد = উছ'দ, کتب = কুতুব, উল্টা পেশ (') = له = লাহ

পেশ + و = ع / ع قعود = কু'উদ, موسی = মুসা,

যবর ও তাশ্দীদযুক্ত ی = ম্যা بین = বায়ানা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত ی = ম্যা سید = সারিয়দ, পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত ی = ম্যা حی

= হা'য়, যবর ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওয়া, صور = সা'ওওয়ারা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত و = বি' مصور = মুসা'বির / মুসা'বির

পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাসা'ওউফ, যবরের পর ا = সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর ا সাকিন بنس =

বি'সা, পেশের পর ا সাকিন مؤمن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولی = ওয়া'লী, যেরযুক্ত و = বি' وتر = বি'তর, পেশযুক্ত و = উ

وضوء = উদূ (উ'যু-);

খাড়া যবর = ا قتل = কা'তলা; اوی = আওয়া,

খাড়া যের = ا, ربه = রবি'হী, یحیی = যুহ'য়ী,

অন্তে অনূচ্চারিত ة = : (বিসর্গ) : جنة = জান্না; জান্না; عائشة = 'আ ইশা;

পেশ কর্ণ ه সাকিন = ه الله = আলাহ নামে = নামাহ।

ع = এবং و = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ	عبد = 'আব্দ	و = বি	وتر = বি'ত্র
ع = ই	علم = 'ইলম	و =	وحى = 'ওয়াহ'লি
ع = উ	عثمان = 'উছ'মান	و = উ	وضو = উদূ' (উযূ')
ع = 'আ	عابد = 'আবিদ	و + الف = ওয়া	واجب = ওয়াজিব
عی = ঈ	عيد = 'ঈদ	و + ع = ওয়া'	وعظ = ওয়াজ'জ
عو = উ	عود = উদ		
و = ওয়া	ولد = ওয়ালাদ	و + ی = ওয়ায়	ويل = ওয়ায়ল
ی = য়া	يهود = য়াহুদ	و + ی = য়	يوسف = য়ুসুফ
ی = য়া	يونس = য়ুনুস	ی + ی = য়া	يونس = য়া
ا = আ	آ = 'আ	U = উ	

অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে

ব্যতিক্রম

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল 'আরবী' শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা :

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইনতিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযু, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাথী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তপরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্খিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিশর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহমত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজন, সুনত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, ছকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঍ ঔ ঐ ঐ ঔ ঐ :

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ন ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য় র ল শ ষ স হ

পাঠ-সংকেত : শব্দ সংকেত

অনু.	অনুবাদ, অনুদিত
'আ	'আরবী
আনু.	আনুমানিক
আবি.	আবির্ভাব
('আ)	'আলায়হিস্-সালাম
ই.	ইত্যাদি
ইং.	ইংরাজী
ঐ.	ib. ibid. و هي كتاب
ঋ. শ্রী.	ঋ'ঠাৎ, শ্রী'ঠাৎ, ঐ
ঋ. পূ.	ঋ'ঠপূর্ব

(মোল)

জ.	জন্ম
ড. ডঃ.	ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ.	ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি.	তারিখবিহীন n.d.
তু.	তুলনীয় cf. قَب
দ্র.	দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. ر ك ب ا ن
নং	নম্বর, No.
প.	পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. ب بعد
পরি.	পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ড.	পাণ্ডুলিপি, MS.
পৃ. এ.	পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. ك ت ا ب م ذ ك و ر
পৃ. স্থা.	পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. م ح ل ك و ر
ব.ব.	বহুবচন
বি. স্থা.	বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র.	মুদ্রণ
মূ. ধা.	মূল ধাতু
মূ.	মৃত, মৃত্যু = م
(র).	রাহ্মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা).	রাদিয়াল্লাহু 'আন্হু
(স).	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং.	সংস্করণ
সম্পা.	সম্পাদিত, ed.
স্থ.	বিভিন্ন স্থানে, passim, ب م و ا ض ع ك ت ي ر ه
হি.	হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র.	পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক.	id. Idem, و ه ي م ص ن ف
শা/ধা.	section mark, فصل
শিরো, ধাতু.	শিরোনামে, س. v. ب ذ ي ل م ا د ة
পত্র, পত্রক.	fols.
তথা.	Sc.
মূ. পা.	Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র.	Line. লাইন, س
ক.	a
খ.	b
১খ. ৪০	প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ঃ ৭	সূরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদে কক্ষে)
৪৫০/১০৫৮	হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '৭' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম : ৩৭, ২৩০, ২৯৭, ৭১১
 আ. ন. ম. রফীকুর রহমান : ৬৩৭
 আনওয়ারুল হক খতিবী : ২৪৩, ২৪৪
 আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন : ৩৪৩, ৭০৮, ৭১৩
 আ. ফ. ম. সাইয়েদ মাসউদ হোসেন : ৬৬৪
 আফতাব হোসেন : ১০১, ১১১, ১১২, ১২৩, ২০৫, ২৩৮, ২৪৫,
 ২৪৭, ২৬৩, ২৭১, ২৮১, ৩২৩, ৩২৪,
 ৩৬১, ৩৭৮, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৩, ৪৩৮, ৫৮১
 আবদুল আজীজ খান : ৩৩৮
 আবদুল ওয়াদুদ : ১৫০
 (ডঃ) আবদুল জলীল : ৩৪১, ৬৬৫, ৭৮৭
 আবদুল বাসেত : ১৪৬, ১৪৭, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩৬,
 ২৩৭, ২৪২, ২৬৫, ২৬৯, ৩২৫, ৩২৬,
 ৩৫৮, ৩৭৮, ৪৬১, ৪৬২, ৪৮৭, ৫১২,
 ৫১৩, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৮৩, ৫৯৮, ৫৯৯,
 ৬০০, ৬০৭, ৬২৩, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭,
 ৬৭৬, ৭২৬, ৭৩২, ৭৫২, ৭৫৯
 আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী : ৪৩৪
 আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম : ৬৭৬, ৬৭৮, ৬৮১, ৬৮২,
 ৬৮৩, ৬৮৬, ৬৮৮, ৭০০
 আবু মুহাম্মদ আসাদ : ২০১, ২০৪, ২১১, ২২০, ২৩৭, ৩১১,
 ৩৫২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৫৩৫, ৫৯৭, ৬০২,
 ৬২৬, ৬২৭, ৬৫৩
 আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ : ২২২, ৫০১
 আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী : ৭২৭
 (ডঃ) আ. ম. মু. শরফুদ্দীন : ৮৯, ৯৫
 আমজাদ হোসেন : ১৫৮, ১৫৯
 আ. র. মামুন : ১২৭, ১৪২, ১৫২, ২৬৫, ২৯১, ৩৯৪, ৪১৮,
 ৪১৯, ৪৭০, ৪৮৮, ৫২৯, ৫৫৫, ৭৫৮
 আহমদ হোসাইন : ৬৬৯
 ইবরাহিম ভূইয়া : ৬২৯
 ইয়াসিন আহমদ : ৫৬১
 উম্মে সালমা বেগম : ১৮২, ১৯১, ১৯৫, ৬৪৮
 এ. এইচ. এম. রফিক : ৩৮১
 এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা : ২১, ১০৬, ১৬২, ১৮৫,
 ২১১, ২৯১, ২৯৪, ৩১০, ৩১৩, ৩২০, ৩২৭,
 ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৭,
 ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭, ৪৬০, ৪৭৯,
 ৫০৭, ৫০৯, ৫১০, ৫৪০, ৫৪২, ৫৭০,
 ৫৭৭, ৫৮২, ৬১০, ৬১২, ৬১৫, ৬২০,
 ৬২৫, ৬২৮, ৬৩২, ৬৩৫, ৬৪৬, ৬৮৪,
 ৭২৩
 এ. এফ. এম আবদুর রহমান : ৬৫০
 এ. এফ. এম হোসাইন আহমদ : ৪২১
 এ. এম. এম নূরুল ইসলাম : ১৭৬
 (ডঃ) এ. কে. এম. আহিযুব আলী : ৩২২, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮২,
 ৬৮৭, ৬৯০, ৬৯২, ৭১৫, ৭৮৫

এ. কে. এম. আবদুল ওয়াদুদ : ২১৩
 এ. কে. এম. আবদুল্লাহ : ৩৫৯
 (ডঃ) এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী : ৪০৯, ৬০৪
 এ. কে. সুলতান আহমদ খান : ২৭৯
 এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন : ২৩৪, ৭৮৯
 এ. বি. এম. আবদুর রব : ১৯২, ২০৬, ২৪৩, ৪৯৮, ৫৮২,
 ৬২১
 এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া : ২২২, ২২৩, ২২৮, ২২৯,
 ২৪০, ৩১৮, ৩১৯, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৮৮,
 ৪১৩, ৫০৩, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৬১৯, ৭৫১
 এ. বি. রফীক আহমাদ : ৩৬০, ৩৬১, ৩৭৯
 এম. আকবর আলী : ৫৪৯, ৬৫০
 (ডঃ) এম. আবদুল কাদের : ৬২৬
 ওহীদুল আলম : ৬৪৪, ৬৪৫
 কালাম আযাদ : ২৮০, ৩৫০
 খান মুছলেহ উদ্দীন আহমদ : ৬৪৭
 (ডঃ) ছৈয়দ লুৎফুল হক : ১৬৫, ১৬৯, ১৭২, ১৭৪
 দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : ৬৯৯, ৭০০, ৭১৭
 নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী : ১২৪, ১৬৩, ২৩৭, ২৩৯
 নাজমা খান মজলিস : ৭২১
 নাজির উদ্দীন আহমদ : ২০৭
 নুসরাত সুলতানা : ১৮৮, ৩২৯
 নূর মুহাম্মাদ : ১৩৬
 নূরুল আমিন : ১৫৩, ১৫৫, ২০০
 পারসা বেগম : ১৫৮, ১৬০, ১৭১, ১৭৩, ২০১, ২০২, ২০৬,
 ২৫৫, ২৫৭, ৩২১, ৩২৮, ৩৮৬, ৪৩৯,
 ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৫৯, ৫৮৩, ৬০০, ৬৩০,
 ৬৩৮
 ফজলুর রহমান : ১৫৬, ২২৭, ২২৯, ২৩৩, ৩২৫, ৩৮৭, ৩৯১
 ফজলে রাবিব : ১৫৬, ২২৭, ২২৯, ২৩৩, ৩২৫, ৩৮৭, ৩৯১
 ফয়সল আহমদ জালালী : ৬৯৫
 বোরহান উদ্দীন : ১২৭, ২৫৩, ৩৯৪
 মনজুর আলম ওয়াহরা : ৬৬১
 মনজুর আহসান : ৩০৬, ৫৪২, ৫৯৪, ৬৯১, ৬৯২
 মনোয়ারা বেগম : ১৮৭, ১৯৯, ৫০৯, ৬৪৯
 মু. আবদুল মান্নান : ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬,
 ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৮৩, ৪০৫, ৪০৭, ৫০০,
 ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪৪, ৫৭৬, ৬২০, ৬৩৬,
 ৬৬৪
 মু. আবদুল মালেক : ৫৯৬, ৫৯৭
 মু. আলী আসগর খান : ৪৮২, ৮৪৮, ৬৫৪, ৬৫৮, ৬৬২
 (কাজী) মু. কামরুজ্জামান : ১৮১, ১৮৪, ১৯১, ৭৩২
 মু. মকবুলুর রহমান : ৩৬, ১৬৪, ৫৩১, ৫৭২, ৬৪৩, ৬৪৮
 মু. মাজহারুল হক : ২৮৮, ৩৬৪, ৫১৬, ৫৬৬, ৫৭০, ৫৯৩
 মু. মাহবুবুর রহমান : ১৯৯, ৬৬৩, ৬৭৩, ৬৮০, ৬৮৭, ৬৯৪,
 ৬৯৯, ৭০১, ৭০৯, ৭১০, ৭১৫
 মুহাঃ আবদুল শকুর : ২১৫, ২১৭

মুহাঃ আবু তাহের : ৪৬৩, ৭০১, ৭০৭
 মুহাঃ ভালেব আলী : ১১৭, ১৩২
 মুহাম্মদ আবদুল আজিজ : ২১৮
 মুহাম্মদ আবদুল কাদের : ১১০, ৪৯৯, ৫৯০
 মুহাম্মদ আবদুল মান্নান : ৩১৯
 (ডঃ) মুহাম্মদ আবদুল মালেক : ১০৯
 (ডঃ) মুহাম্মদ আবুল কাসেম : ১৬৫, ২৮২, ৩০৮, ৬৭০
 মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন : ১২২, ১২৬, ৬১৮
 মুহাম্মদ ইলাহি বংশ : ৩৮, ১৫৭, ২০৫, ২৬৪, ২৬৬, ২৮৪,
 ২৮৫, ২৮৬, ২৮৮, ২৯০, ২৯২, ৩৪০,
 ৪০৮, ৪২৩, ৪২৯, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৬৫,
 ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫৩৬,
 ৫৩৮, ৫৫৪, ৫৯১, ৬১৪, ৬১৬, ৬১৭, ৬৮৭,
 ৬৯৩, ৬৯৫, ৭০৩, ৭৫৪
 মুহাম্মদ ইসলামী গনী : ১০৮, ২৯৭, ৪৭৩
 মুহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম : ৫৬২
 মুহাম্মদ গোলাম রসূল : ৪৭২, ৪৮৭, ৬৫৫
 মুহাম্মদ নওয়াল আলী : ৫৩০, ৬১৪
 মুহাম্মদ নূরুল আমিন : ৫৩৪
 (ডঃ) মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : ১২৫, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৯৪,
 ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২
 মুহাম্মদ আল-ফারুক : ১৬৭, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৫, ৬৬০, ৬৬১
 মুহাম্মদ মুসা : ১৩৬, ১৪২, ২৪৭, ৩১২, ৫১২, ৫৩৪, ৬৪০,
 ৬৭৯, ৬৯১, ৭২৭, ৭৮৫, ৭৮৮
 মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান : ১০১, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৪, ১৮৯,
 ৩০৬
 মুহাম্মদ মোমতাজ হোসেন : ৬০১
 মুহাম্মদ রুহুল আমীন : ১৭১, ৬৯৩
 মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ : ২১২
 মুহাম্মদ শফীউদ্দীন : ১৮০, ১৯৩
 মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী : ১১৩, ১৩১, ৩৪৮, ৩৪৯,
 ৪৮২, ৬২৯, ৬৫৯
 মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম : ৩০৫, ৩৬২, ৪৫৮, ৭৫৪
 মুহাম্মদ সালমান : ২৮৩
 মুহাম্মদ হাসান রহমতী : ১৭৭, ১৮১
 মুহাম্মদ হোসাইন : ১৫৩
 মোঃ আলোয়ার শাহ : ৪৫৭
 মোঃ আবদুল আওয়াল : ১০৫

মোঃ আবদুল মান্নান : ২১৬, ২১৯, ২৯০, ২৯৩, ৪৬৫, ৪৬৯,
 ৫৯২, ৬৫৪
 মোঃ আবুল কালাম আজাদ : ৭৯, ৭১৮
 মোঃ ইফতেখার উদ্দীন ভূঞা : ৭১৩, ৭১৪
 মোঃ জয়নাল আবেদীন : ৪১৭
 মোঃ জহুরুল আশরাফ : ৫৪২
 মোঃ তাহির হুসাইন : ২২৮, ৫৯৫
 মোঃ ফজলুর রহমান : ৪৩৩
 মোঃ মনিরুল ইসলাম : ১৮৩, ১৯৫, ২১৩, ২৮২, ৩২২, ৪০৪,
 ৪২০, ৫৪৯, ৫৫৪, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৪,
 ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮
 মোঃ রেজাউর রহীম : ৪৮৮
 মোঃ রেজাউল করিম : ১৪৩, ১৮১, ১৯৪, ২৬৮, ২৯৩, ৩৩৩,
 ৪৫৯, ৪৭২, ৪৮০, ৫৭৪, ৬২১, ৬৫৪
 মোঃ লোকমান হোসেন : ৭১৭
 মোঃ শাহাব উদ্দীন খান : ২৯০, ৩৫৯, ৩৯৭, ৪৩৩, ৫৩৯, ৫৫৫
 রুহুল আমীন : ৫৭৪
 লিয়াকত আলী : ৭৯২, ৭৯৩
 শামসুর রহমান : ৭৫৯
 শায়খ ফজলুর রহমান : ১২৮, ৭৯২, ৭৯৩
 শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : ১৮০
 শিরিন আখতার : ৪৩০
 শেখ মোঃ আবদুল হাকিম : ২১৪, ২১৮
 শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান : ৪০৬, ৬৩৯, ৬৪১, ৭০৪, ৭০৫
 সাজ্জাদ হোসাইন খান : ৬৯৭
 সাঈদ উদ্দীন : ২৫৮
 সিরাজ উদ্দীন আহমাদ : ১১৬, ১৬৪, ২০২, ২০৩, ৩১৩, ৩৪৬,
 ৩৯৫, ৩৯৮, ৪৩০, ৬২৫
 (ডঃ) সিরাজুল হক : ৬৯৭
 হুমায়ূন খান : ৩৯, ৪৫, ১০২, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ২০৯,
 ২৪৮, ২৬৯, ২৯৫, ২৯৬, ৩১৫, ৩১৬,
 ৩৩৩, ৩৫০, ৩৫২, ৩৭৭, ৩৮৪, ৪০৫,
 ৪০৬, ৪২২, ৪২৪, ৪২৯, ৪৩২, ৪৪০,
 ৪৬০, ৪৬২, ৫০৭, ৫২৯, ৫৪৫, ৫৪৭,
 ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৭৩,
 ৬০২, ৬০৩, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬৩১,
 ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৫, ৬৬৪, ৬৮১, ৭১৮,
 ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭৩৪
 হোসেনে আরা রহমান : ৬০৪

বহুল উদ্ধৃতিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

‘আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগ 'নী' অথবা 'অথবা'=
 আবুল ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, আল-আগ 'নী, ব্লাক ১২৮৫ হি.; ^২ কারো ১৩২৩ হি.; ^৩ কারো ১৩৪৫ হি.।
 আগ 'নী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par I. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।
 আগ 'নী, Brunnow=কিতাবুল-আগানী, ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।
 আবুল-ফিদা, তাক 'বীম=তাক 'বীমুল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।
 আবুল-ফিদা, তাক 'বীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by
 Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আনবারী, নুযহা=নুযহাতুল-আলিব্বা ফী তাবাক'তি'ল-উদাবা, কায়রো ১২৯৪ হি।

'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগা-রাফিয়া লুগাতি, ইস্তাঙ্কুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।

ইদরীসী, মাল'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ।

ইবন কু'তায়বা, আশ-শি'র=ইবন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-ও'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ।

ইবন খালদুন, 'ইবার-ইকিতাবুল-ইবার ওয়া দীওয়ানুল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, ব্লাক ১২৮৪ হি।

ইবন খালদুন, মুক'দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।

ইবন খালদুন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ।

ইবন খালদুন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইবন খাল্লিকান=ওয়াকফাতুল-আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাই'য-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Göttingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies)।

ইবন খাল্লিকান, ব্লাক=the same, সং. ব্লাক ১২৭৫ হি।

ইবন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফাতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ।

ইবন খুররাদাযবিহ=আল-মাসালিক ওয়া-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।

ইবন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজুমুয-যাহিরা ফী মুলুক মিস'র ওয়া-ল-ক'হিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.

ইবন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=the Same, সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প।

ইবন বাত'তু'তা=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ।

ইবন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স'-সি'লা ফী আখবার আইয়াতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।

ইবন কসতা=আল-আ'লাকু'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।

ইবন সা'দ=আত'-তা'বাক'তুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ।

ইবন হ'াওক'াল=কিতাব সূ'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।

ইবন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Göttingen 1859-60.

ইবনুল-আছ'রী=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ।

ইবনুল-আছ'রী, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.

ইবনুল-আব্বার=কিতাব তাকমিল্লাতি'স'-সি'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।

ইবনুল-ইমাদ, শায'ারাত=শায'ারাতুল-য-য'াহাব ফী আখবার মান ঘ'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries)।

ইবনুল-ফাক'হি=মুখতাস'র কিতাব আল-কুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।

য়াকু'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI)।

য়াকু'ত=মু'জামুল-কুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)

য়াকু'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.

য়াকু'বী, কুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII)।

ইস'ত'ারী=আল-মাসালিক ওয়া-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।

কুতুবী, কাওয়াত=ইবন শাক্তির আল-কুতুবী, কাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ব্লাক ১২৯৯ হি।

খাওয়ানদামীর=হ'াবীবুল-সিয়র, তেহরান ১২৭১ হি।

ছা'আলিবী, রাতীম=রাতীমাতু'দ-দাহর ফী মাহ'সিনিল-আস'র, দামিশক ১৩০৪ হি।

জুওয়ানী=তারীখ-ই জিহান ওশা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ক'যবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)

জা-আ. (TA), তাজুল-আরস, মুহ'াম্মাদ মুরতাদা' ইবন মুহ'াম্মাদ আয-যাবীদী শ্রীতিত।

তাবারী=তারীখুর-কসুল ওয়া-ল-মুলুক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.

তারীখ-ই শুযীদা=হামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-কাযবীনী, তারীখ-ই শুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.

তারীখ দিমাশক =ইবন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিহক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।

তারীখ বাগদাদ=আল-খাত্তাবী আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।

দাওলাত শাহ=তায় 'কিরাতুল-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।

দাব্বী=বুগয়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহলিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).

দামীরী=হায়াতুল-হায়াতওয়ান (quoted according to title of articles).

ফারহাৎ=র'ামমায়ী ও ন'ওতাশ, ফারহাৎ-ই জুগরাফিয়া-ই ইরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।

ফিরিশতা=মুহাম্মদ কা'সিম ফিরিশতা, ওলশান-ই ইব্রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।

বালায়ু রী, আর্নসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪ খ., ৫ খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein, জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।

বালায়ু রী, ফুতুহ=ফুতুহ-ল-মুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

মাককারী, Analects=নামফ' 'ত-তীব ফী ওসুনিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la litterature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।

মাস'উদী, তানবীহ = কিতাবুত-তানবীহ ওয়াল-ইশরাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).

মাস'উদী, মুরাজ = মুরাজয-য'াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।

মীর খাওয়ানদ=রাওদাতু'স'-স'াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।

মুক'াদ্দসী=আহ'সানুত-তাক'াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক'াসীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).

মুনাজ্জিম বাশি=স'হ'ইফুল-আখবার, ইস্তাবুল ১২৮৫ হি.।

যাহাবী, হ'ফকাজ =আয-য'াহাবী, তায় 'কিরাতুল-হ'ফকাজ', ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।

যুবায়রী, নাসাব=মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।

লি. 'আ. (L.A)=লিসানুল-'আরাব।

শাহরাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।

সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).

সান্ব'কীস=মু'জামুল মাত'বু'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।

সিজিল-ই 'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল-ই 'উছমানী, ইস্তাবুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।

সুযুত'ী, বুগ'য়া=বুগয়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।

হাজ্জী খালীফ=কাশফুজ'-জু'নুন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাবুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।

হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা=ইস্তাবুল ১১৪৫/১৭৩২।

হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশফুজ' জু'নুন, Leipzig 1835-58.

হামদানী=লি ফাতু জায়ীরাতিল 'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Leiden 1884-91.

হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কু'ল্ব', সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)

হ'দুদুল 'আলাম=The Regions of the World, অন্ . V. Minorsky, London 1937 (Gms, N. S. Xi).

Abbreviated Titles

Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.

Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV ve XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Ziral Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.

Barthold, Turkestan=W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold, Turkestan²=the same, 1st edition, London 1958.

Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, I, Paris 1952.

- Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.
- Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.
- Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
- Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.
- Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.
- Dozy, Recherches⁸=Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.
- Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).
- Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch. des Qur.=Th. Noldeke, Geschichte des Qurans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
- Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
- Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.
- Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90
- Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.
- Goldziher, Vorlesungen²=2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall Gor²=the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.
- Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoudides, Leiden 1886-1902.
- Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.
- Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francals par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.
- Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Lane=E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).

- Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.
- Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.
- Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.
- Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).
- Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.
- Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.
- Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.
- Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margolouth, London 1937.
- Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
- Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.
- Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.
- Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.
- Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Snouck Hukgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.
- Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
- Spuler, Iran=B. Spuler, Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.
- Spuler, Mongolen²=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.
- Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.
- Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.
- Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.

- Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.
- Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.
- Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

- Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
- Abh.K.M.=Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes.
- Abh. Pr. Ak. W.=Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften.
- Afr.Fr.-Bulletin de Comite de l'Afrique française.
- AIEO Alger=Annales de l'Institut d'Etudes Orientales de l'Université d'Alger N.S. from 1964.
- AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.
- Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.
- AO=Acta Orientalia.
- ArO=Archiv Orientalni.
- ARW=Archiv für Religionswissenschaft.
- ASI=Archaeological Survey of India.
- ASI, NIS=ditto, New Imperial Series.
- ASI, AR=ditto, Annual reports.
- AUDTCFD=Ankara Üniversitesi Dilve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi.
- BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.
- BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
- Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).
- BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.
- BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Français de Damas.
- BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.
- BIE=Bulletin de l'Institut d'Egypte.
- BIFAO=Bulletin de l'Institut Français d'Archeologie Orientale de Caire.
- BRAH=Boletín de la Real Academia de la Historia de Espana.
- BSE=Boi'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), 1st ed.
- BSE²=the same, 2nd ed.
- BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.
- BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.
- BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers de Tunisie.

EI¹=Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

EIM=Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.

GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.

GMS=Gibb Memorial Series.

Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.

IA=Islam Ansiklopedisi.

IBLA=Revue de l' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.

IC=Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.

IHQ=Indian Historical Quarterly.

IQ=The Islamic Quarterly.

Isl.=Der Islam.

JA=Journal Asiatique.

JAfr. S=Journal of the African Society.

JAOS=Journal of the American Oriental Society.

JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE=Jewish Encyclopaedia.

JESHO=Journal of the Economic and Social History of the Orient.

J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JNES=Journal of Near Eastern Studies.

JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.

JQR=Jewish Quarterly Review.

JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.

JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.

JSS=Journal of Semitic Studies.

KCA=Korosi Csoma Archivum.

KS=Keleti Szemle (Oriental Review).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografily (Short communications of the Institute of Ethnography).

LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).

MDOG=Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.

MEA=Middle Eastern Affairs.

MEJ=Middle East Journal.

- MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de l' Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO =Milanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE-Memoires de l' Institut d'Egypte.
MIFAO=Memoires publics par les membres de l' Institut Francais d' Archeologie
Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.
MO=Le monde Oriental.
MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.
MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mittellungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische
Studien.
MSOS As.=Mittellungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Westasiatische
Studien.
MTM=Milli Tettebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
OC=Oriens Christianus
OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.
OM=Oriente Moderno.
PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraphie arabe.
REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali,
storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHE=Revue de l'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de l'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue Monde Musulman.
RO=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de l'Orient Chretien.
ROL=Revue de l'Orient Latin.
RSO=Rivista degli Studi Orientali.
RT=Revue Tunisienne.

SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.

SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physikalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der ditzinischen Sozietat in Erlangen.

SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl.-Studia Islamica.

S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).

TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarikh Dergisi.

TIE=Trudi Instituta Etnografy(Works of the Institute of Ethnography).

TM=Turkiyat Mecmuasi.

TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.

Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.

Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI'n. s.=The same, new series.

Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinaverains.

ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.

ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

ইসলামী বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইন্জীল	২১	ইনায়াত (শাহ) কাদিরী (র)	১২৫	ইবন 'আ'ছাম আল-কুফী	১৬২
ইঞ্জিয়া (দ্র. হিন্দ)	৩৬	ইনায়াত খান	১২৬	ইবন 'আজাররাদ (দ্র. আজারিদা)	১৬৩
ইঞ্জিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস	৩৬	ইনায়াত খান	১২৬	ইবন 'আজীবা আবুল আব্বাস	১৬৩
ইনতিহা	৩৭	ইনায়াতুল্লাহ কাম্বু	১২৭	ইবন আজ্জুম	১৬৪
ইনতিহার	৩৮	ইনায়াতুল্লাহ খান, মাশরিকী	১২৭	ইবন আত্তাশ	১৬৪
ইন্দোচীন	৩৯	ইনাল	১২৮	ইবন 'আতাউল্লাহ	১৬৫
ইন্দোনেশিয়া	৪৫	ইনাল	১৩১	ইবন আবদ রাব্বিহি	১৬৫
ইনফি'আল (দ্র. ফি'ল)	১০১	ইপশির মুসতাকা পাশা	১৩১	ইবন 'আবদাল (দ্র. আল-হাকাম	১৬৭
আল-ইনফিতার, সূরা	১০১	ইফক	১৩২	ইবন আবদাল)	১৬৭
ইনফিসাখ (দ্র. ফাসখ)	১০১	ইফতার	১৩৬	ইবন 'আবদি'জ-জাহির	১৬৭
ইনফিসাল (দ্র. ওয়াসূল)	১০২	ইফতিখারুদ-দীন আল-গীলানী	১৪২	ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব	১৬৯
ইনযাল	১০১	ইফতিখারু'দ-দীন আল-বারানী	১৪২	ইবন 'আবদি'ল-বারর	১৭১
ইনশা	১০২	ইফতিখারু'দ-দীন আর-রাযী	১৪২	ইবন 'আবদিল-মালিক আল-মাররাকুশী	১৭১
ইনশা	১০২	ইফনি	১৪২	ইবন 'আবদি'ল- মুন'ইম আল-হিমযারী	১৭২
ইনশা	১০৫	ইফরাগ	১৪২	ইবন 'আবদি'ল- হাকাম	১৭৩
ইনশা আদ্বাহ	১০৮	ইফরানজ	১৪৩	ইবন 'আবদি'ল- হাদী (দ্র. মুসুফ)	১৭৪
ইনশা আদ্বাহ খান (দ্র. ইনশা)	১০৮	আল-ইফরানী	১৪৬	ইবন 'আবদিদ্বাহ (দ্র. ইসম)	১৭৪
আল-ইনশিকাক, সূরা	১০৮	ইফরীকিয়া	১৪৭	ইবন 'আবদি'স-সামাদ	১৭৪
আল-ইনশিরাহ, সূরা	১০৮	ইফরীত	১৫০	ইবন 'আবদুন	১৭৫
ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক		ইফরুকলুস (দ্র. বুরুকলুস)	১৫২	ইবন আবদুন	১৭৬
এডুকেশন এন্ড রিচার্স	১০৯	ইফলাক (দ্র. আফলাক)	১৫২	ইবন 'আবদুন	১৭৬
ইনস্টিটিউট দ্য স্টিপট	১১০	আল-ইফলীলী (দ্র. ইবনুল-ইফলীলী)	১৫২	ইবন 'আবদুন	১৭৬
ইনস্টিটিউট দ্য হাউটে ইতুদে	১১১	আল-ইফার	১৫২	ইবন আবদুন (দ্র. জাহ্শিয়ারী)	১৭৬
ইনস্টিটিউট দ্য হাউটে ইতুদে ম্যারকাইন	১১২	ইফোগাস	১৫২	ইবন 'আব্বাদ	১৭৬
ইনস (দ্র. ইনসান)	১১৩	ইবতিদা	১৫৩	ইবন 'আব্বাদ	১৭৭
ইনসান	১১৩	ইবদা	১৫৩	ইবন 'আব্বাস (দ্র. আবদুল্লাহ)	১৮০
আল-ইনসানুল-কামিল	১১৬	ইবদাল	১৫৫	ইবন আবিদ-দাম	১৮০
আল-ইনসানুল কামিল	১১৭	ইবন	১৫৬	ইবন আবিদ-দিয়াক	১৮০
ইনস-গফ	১২২	ইবন 'আইয	১৫৭	ইবন আবিদ-দুময়্যা	১৮১
ইনহিসার	১২৩	ইবন 'আইশা	১৫৮	ইবন 'আবিদীন	১৮১
ইনান	১২৪	ইবন আওয়া	১৫৮	ইবন আবিয-যাওয়াইদ (দ্র. সুলায়মান)	১৮১
ইনাবা ইবন সুহায়ল (রা)	১২৫	ইবন 'আকীল	১৫৯	ইবন আবিয-যিনাদ	১৮১
ইনাম কমিশন	১২৫	ইবন 'আকীল	১৬০	ইবন আবিয-রিজাল	১৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবন আবির-রিজাল	১৮৩	ইবন আবী হাজলা	১৯৯	ইবন উয়ায়না (দ্র. সুফয়ান ইবন উয়ায়না)	২২৭
ইবন আবিল-আওজা	১৮৪	ইবন আবী হাসীনা	২০০	ইবন উস্ফুর	২২৭
ইবন আবিল-আযাকির (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী)	১৮৪	ইবন আবী হুযায়ফা (দ্র. মুহাম্মাদ)	২০১	ইবন ওয়াফিদ	২২৭
ইবন আবিল আশআছ	১৮৪	ইবন আমর আর-রিবাতী	২০১	ইবন ওয়ারসান্দ	২২৮
ইবন আবিল-বাগল (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন য়াহয়া)	১৮৫	ইবন আমাজুর	২০১	ইবন ওয়াসিল	২২৮
ইবন আবিল-হাদীদ	১৮৫	ইবন 'আমির	২০১	ইবন ওয়াহুব	২২৯
ইবন আবিশ-শাওয়রিব	১৮৭	ইবন 'আমীর	২০২	ইবন ওয়াহিবুন	২২৯
ইবন আবিস-সাকর (দ্র. মুহাম্মদ ইবন 'আলী)	১৮৮	ইবন 'আম্মার	২০২	ইবন ওয়াহিশিয়া	২৩০
ইবন আবিস-সাজ (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন আবিস-সাজ)	১৮৮	ইবন 'আম্মার	২০৩	ইবন ওয়াহব	২৩৩
ইবন আবিস-সামহ (দ্র. মালিক ইবন আবিস-সামহ)	১৮৮	ইবন 'আম্মার (দ্র. আম্মার, বানু)	২০৪	ইবন কাছীর	২৩৪
ইবন আবিস-সালত (দ্র. উমায়্যা ইবন আবিস-সালত)	১৮৮	ইবন আযযূয	২০৫	ইবন কাদী সামাওনা (দ্র. বাদরুদ দীন ইবন কাদী সামাওনা)	২৩৬
ইবন আবী 'আওন	১৮৮	ইবন আযারী (দ্র. ইবন ইযারী)	২০৫	ইবন কাদী শুহ্বা	২৩৬
ইবন আবী 'আমির (দ্র. আল-মানসুর)	১৮৯	ইবন 'আরভাত (দ্র. ইবন সায়হান)	২০৫	ইবন কাবতুরনু	২৩৬
ইবন আবী 'আসরান	১৮৯	ইবন 'আরাফা	২০৫	ইবন কাবার	২৩৭
ইবন আবী 'উয়ায়না	১৮৯	ইবন 'আরাবশাহ	২০৫	ইবন কামুনুনা	২৩৭
ইবন আবী 'উয়ায়না (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন আবী 'উয়ায়না)	১৯০	ইবন 'আরাস	২০৬	ইবন কামাল (দ্র. কামাল পাশা যাদে)	২৩৭
ইবন আবী উসায়বি'আ	১৯০	ইবন 'আলকামা তাম্বাম	২০৬	ইবন কায়স আর-ক্বায়্যাভ	২৩৭
ইবন আবী খায়িম (দ্র. বিশর ইবন আবী খায়িম)	১৯১	ইবন 'আলীওয়া	২০৭	ইবন কায়সান	২৩৮
ইবন আবী খায়ছামা	১৯১	ইবন আশির	২০৯	ইবন কায়সান	২৩৯
ইবন আবী জুমহুর আল-আহসানি	১৯১	ইবন 'আশূর	২০৯	ইবন কায়িম আল-জাওয়িয়া	২৪০
ইবন আবী ভায়্যা	১৯২	ইবন আসকার	২১১	ইবন কালাকিস	২৪২
ইবন আবী তাহির তায়ফুর	১৯২	ইবন 'আসাকির	২১১	ইবন কাসিম আল-গায্বী	২৪৩
ইবন আবী দাউদ (দ্র. আস-সিজিস্তানী)	১৯৩	ইবন 'আসিম	২১২	ইবন কাসিম (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন হায়িম)	২৪৩
ইবন আবী দীনার	১৯৩	ইবন ইদরীস	২১৩	ইবন কাসী	২৪৩
ইবন আবী দু'আদ (দ্র. আহমাদ ইবন আবী দু'আদ)	১৯৩	ইবন ইদরীস	২১৬	ইবন কাসী	২৪৪
ইবন আবী মুসলিম (দ্র. য়াহীদ ইবন দীনার)	১৯৩	ইবন ইনাবা	২১৪	ইবন কাসী	২৪৪
ইবন আবী যামানায়ন	১৯৩	ইবন ইযারী	২১৫	ইবন কিল্লিস	২৪৫
ইবন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী	১৯৪	ইবন ইয়াস	২১৬	ইবন কীরান	২৪৭
ইবন আবী যার	১৯৪	ইবন ইরুস	২১৭	ইবন কুতলুবুগা	২৪৭
ইবন আবী রানদাকা (দ্র. আত-তুশী)	১৯৫	ইবন ইরাক	২১৮	ইবন কুভায়বা	২৪৮
ইবন আবী শায়লা	১৯৫	ইবন ইসফানদিয়ার	২১৮	ইবন কুদামা আল-হায্বালী	২৫৩
ইবন আবী শানাব	১৯৫	ইবন ইসরাঈল আদ-দিমাশ্কী	২১৯	ইবন কুনফয	২৫৫
ইবন আবী শায়বা	১৯৯	ইবন ইসহাক	২২০	ইবন কুনাসা	২৫৭
ইবন আবী সারহ (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন সা'দ)	১৯৯	ইবন 'ঈসা	২২২	ইবন কুবতুরনা (দ্র. ইবন কুবতুরনু)	২৫৮
		ইবন 'ঈসা (দ্র. আকহিসারী)	২২২	ইবন কুযমান	২৫৮
		ইবন 'উকদা	২২২	ইবন কুদ্দাব	২৬৩
		ইবন 'উকবা (দ্র. মুসা ইবন 'উকবা)	২২৩	ইবন খাকান	২৬৪
		ইবন 'উছমান আল-মিক্নাসী	২২৩	ইবন খাত্তাব (দ্র. আল-খাত্তাবী)	২৬৫
		ইবন 'উনায়ন	২২৪	ইবন খাতিমা	২৬৫
		ইবন উমায়ল	২২৫	ইবন খাফাজা	২৬৫
		ইবন উমার জাযীর	২২৬	ইবন খাফীফ	২৬৬
		ইবন 'উমার (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন উমার)	২২৭	ইবন খাফীফ (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন খাফীফ)	২৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবন খায়ীম	২৬৮	ইবন তাগরীবিরুদী (দ্র. আবুল-মাহাসিন)	২৯৭	ইবন বাঙ্কার	৩৩৬
ইবন খায়িম (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন খায়িম)	২৬৯	ইবন তাবাতাবা	২৯৭	ইবন বাকিয়া	৩৩৭
ইবন খায়র আল-ইশবীলী	২৬৯	ইবন তায়মিয়া (র)	২৯৭	ইবন বাকী	৩৩৮
ইবন খায়্যাতি আল-উসফুরী	২৬৯	ইবন তুফায়ল	৩০৫	ইবন বাজ্জা	৩৩৮
ইবন খালদুন	২৭১	ইবন তুমলুস	৩০৬	ইবন বাত্তা	৩৪০
ইবন খালদুন	২৭৯	ইবন তুমার্ত	৩০৬	ইবন বাত্তুতা	৩৪১
ইবন খালাওয়য়হ	২৮০	ইবন তুলুন	৩০৮	ইবন বাত্তুতা	৩৪৩
ইবন খালাফ	২৮১	ইবন তুলুন (দ্র. আহমাদ ইবন তুলুন)	৩১০	ইবন বাদরুন (দ্র. ইবন আবদুন)	৩৪৬
ইবন খালাফ	২৮১	ইবন দাউদ	৩১০	ইবন বাদীস	৩৪৬
ইবন খাল্বাদ	২৮২	ইবন দাকীক আল-ঈদ	৩১১	ইবন বাদীস (দ্র. মুইয্য ইবন বাদীস)	৩৪৭
ইবন খাল্লিকান	২৮২	ইবন দানিয়াল	৩১২	ইবন বাবাওয়য়হ	৩৪৭
ইবন খুররাদায়বিহ	২৮৩	ইবন দাব আবুল-ওয়ালীদ ঈসা ইবন য়াহীদ	৩১৩	ইবন বাবরাজান	৩৪৮
ইবন গানিম	২৮৪	ইবন দাব্বা (দ্র. য়াহীদ ইবন মিকসাম)	৩১৩	ইবন বাবরী	৩৪৯
ইবন গানিয়া (দ্র. গানিয়া, বানু)	২৮৪	ইবন দায়সান (দ্র. দায়সানিয়া)	৩১৩	ইবন বাবরী	৩৪৯
ইবন গান্নাম	২৮৪	ইবন দাররাজ আত-তুফয়লী (দ্র. তুফয়লী)	৩১৩	ইবন বারাকা	৩৫০
ইবন গান্নাম	২৮৫	ইবন দাররাজ আল-কাস্তালী	৩১৩	ইবন বাশকুওয়াল	৩৫০
ইবন গাযী	২৮৬	ইবন দারুসুত	৩১৫	ইবন বাস্‌সাম	৩৫১
ইবন গাঙ্গুসিয়া	২৮৬	ইবন দিরহাম	৩১৬	ইবন বাস্‌সাম	৩৫২
ইবন গালবুন	২৮৬	ইবন দিরহাম, জাদ	৩১৮	ইবন বাস্‌সাল (দ্র. কিলাহা ২)	৩৫২
ইবন গালবুন (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন খালীল)	২৮৭	ইবন দিহয়া	৩১৯	ইবন বিকলারিশ	৩৫২
ইবন গালিব	২৮৭	ইবন দীনান (দ্র. ঈসা ইবন দীনান)	৩১৯	ইবন বিশর (দ্র. উছয়ান ইবন আবদিলাহ)	৩৫৩
ইবন গিয়াহম	২৮৮	ইবন দুক্‌মাক, সারিমুদ-দীন ইবরাহীম	৩১৯	ইবন বীবী আল-হুসায়ন	৩৫৩
ইবন গুরাব	২৮৮	ইবন দুরায়দ	৩২০	ইবন বুকায়লা	৩৫৪
ইবন ছাওয়াবা	২৮৯	ইবন দুক্‌সুতাওয়য়হ	৩২১	ইবন বুতলান	৩৫৫
ইবন জানাহ	২৯০	ইবন দুহন আল-হিন্দী	৩২২	ইবন বুরগুহ (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন উমার)	৩৫৭
ইবন জা'ফার	২৯০	ইবন নাকিয়া	৩২২	ইবন বুরদ	৩৫৭
ইবন জা'ফার	২৯০	ইবন নাজির আল-জায়শ	৩২৩	ইবন বুরদ (দ্র. বাশ্‌শার ইবন বুরদ)	৩৫৮
ইবন জাফির	২৯১	ইবন নাজী	৩২৩	ইবন বুলবুল (দ্র. ইসমাইল ইবন বুলবুল)	৩৫৮
ইবন জামা'আ	২৯১	ইবন নাসির	৩২৪	ইবন বুলুল	৩৫৮
ইবন জামি	২৯২	ইবন নুজায়ম	৩২৫	ইবন মাইস-সামা	৩৫৮
ইবন জামি	২৯৩	ইবন নুবাতা	৩২৫	ইবন মাক্কী	৩৫৯
ইবন জায়লা	২৯৩	ইবন নুবাতা	৩২৬	ইবন মাকুলা	৩৫৯
ইবন জাররারাহ (দ্র. জাররাহীগণ)	২৯৩	ইবন ফাদলান	৩২৭	ইবন মাখলাদ	৩৬০
ইবন জাহীর (দ্র. জাহীর, বানু)	২৯৩	ইবন ফাদলিল্লাহ আল-উমারী	৩২৮	ইবন মাখলাদ সুলায়মাস ইবনুল হাসান	৩৬১
ইবন জিননী	২৯৩	ইবন ফারহুন	৩২৯	ইবন মাখলাদ সাঈদ	৩৬১
ইবন জুদ'আন (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আন)	২৯৪	ইবন ফারাজ আল-জায়্যানী	৩২৯	ইবন মাউলী, মুহাম্মাদ আন-নাসিরী	৩৬১
ইবন জুবায়র	২৯৪	ইবন ফারাহ আল-ইশবীলী	৩৩০	ইবন মাজা	৩৬২
ইবন জুমায়'	২৯৫	ইবন ফারিস	৩৩১	ইবন মাজিদ	৩৬৪
ইবন জুমায়্যিল (দ্র. ইবন দিহয়া)	২৯৫	ইবন ফারীগুন	৩৩৩	ইবন মাউরুহ	৩৭৮
ইবন জুযায়্যি	২৯৫	ইবন ফাহদ	৩৩৩	ইবন মাতাওয়য়হ	৩৭৮
ইবন জুরায়জ	২৯৬	ইবন ফিরিশতা (দ্র. ফিরিশতা ওগলু)	৩৩৫	ইবন মাদা	৩৭৮
ইবন জুলজুল	২৯৬	ইবন ফুরাক	৩৩৫	ইবন মানজুর	৩৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবন মান্দা	৩৮১	ইবন যায়লা	৪২২	ইবন শাহীন (দ্র. নিস্‌সীম	
ইবন মাশ্বাতী	৩৮৩	ইবন যুর'আ	৪২৩	বেন মা'কোব ইবন শাহীন)	৪৬৯
ইবন মায়মূন	৩৮৪	ইবন যুহুর	৪২৪	ইবন শিব্বল	৪৬৯
ইবন মায়্যাাদা	৩৮৬	ইবন যুলাক	৪২৯	ইবন শুবরুমা	৪৬৯
ইবন মার্দানীশ	৩৮৭	ইবন মা'ঈশ	৪২৯	ইবন শুহায়দ	৪৭০
ইবন মারযুবান (দ্র. মুহাম্মদ ইবন		ইবন মা'ঈশ	৪৩০	ইবন সা'আদাঃ	৪৭২
খালাফ আল-মারযুবান)	৩৮৮	ইবন মামীন	৪৩০	ইবন সা'ঈদ আল-মাগরিবী	৪৭২
ইবন মারযুক	৩৮৮	ইবন মাদ্বাস	৪৩২	ইবন সা'ঈদ (দ্র. আল-মুনযির ইবন সা'ঈদ)	৪৭৩
ইবন মারযুক (দ্র. 'উছমান ইবন মারযুক)	৩৯১	ইবন মুনস	৪৩৩	ইবন সা'উদ	৪৭৩
ইবন মারয়াম	৩৯১	ইবন মুনস	৪৩৩	ইবন সা'দ	৪৭৯
ইবন মালকা (দ্র. আবুল-বারাকাত)	৩৯১	ইবন রাইক	৪৩৩	ইবন সাদাকা (দ্র. সাদাকা, বানু)	৪৮০
ইবন মালাক (দ্র. ফিরিশতা ওগলু)	৩৯১	ইবন রাওয়াহা [দ্র. 'আবদুল্লাহ		ইবন সা'দুন (দ্র. রাহয়া ইবন সা'দুন)	৪৮০
ইবন মালিক	৩৯১	ইবন রাওয়াহা (রা)]	৪৩৪	ইবন সানাইল-মুলক	৪৮০
ইবন মালিক ইবন আবিল-ফাদাইল	৩৯৪	ইবন রাজাব	৪৩৪	ইবন সাব'ঈন	৪৮০
ইবন মাসউদ [দ্র. 'আবদুল্লাহ		ইবন রাক্বান (দ্র. আত-ভাবারী)	৪৩৫	ইবন সামাজুন	৪৮২
ইবন মাসউদ (রা)]	৩৯৪	ইবন রাশীক	৪৩৫	ইবন সায়হান	৪৮২
ইবন মাসাওয়ামহ	৩৯৪	ইবন রাশীক	৪৩৭	ইবন সায়্যাদিন-নাস	৪৮২
ইবন মাসাররা	৩৯৫	ইবন রাহুওয়ামহ	৪৩৮	ইবন সারাবিয়্যুন	৪৮৩
ইবন মাসাল	৩৯৭	ইবন রিদওয়ান	৪৩৯	ইবন সালাম	৪৮৪
ইবন মাহান	৩৯৭	ইবন রশাদ	৪৪০	ইবন সাঈদ আল-জুমাহী	৪৮৪
ইবন মিকসাম	৩৯৮	ইবন রশাদ আল-মালিকী	৪৫৭	ইবন সাঈদ (দ্র. আবু 'উবায়দ ইবন সাঈদ)	৪৮৫
ইবন মিসকাওয়ামহ	৩৯৮	ইবন রশায়দ	২৫৮	ইবন সাসরা	৪৮৫
ইবন মীছাম	৪০৩	ইবন রস'তা	৪৫৯	ইবন সাহুল আল-ইসরাঈলী	৪৮৭
ইবন মুকবিল	৪০৩	ইবন রুহ	৪৬০	ইবন সাহিবিস-সালাত	৪৮৭
ইবন মুক্কা	৪০৪	ইবন রাজা	৪৬০	ইবন সীদা	৪৮৮
ইবন মুকাররাম (দ্র. ইবন মানজুর)	৪০৫	ইবন রানুকাক	৪৬০	ইবন সীনা	৪৮৮
ইবন মুজাহিদ	৪০৫	ইবন রাহীআ	৪৬০	ইবন সীরীন	৪৯৮
ইবন মুতায়র	৪০৫	ইবন লিয়া	৪৬১	ইবন সুরায়জ	৪৯৯
ইবন মু'তী	৪০৬	ইবন লিসান আল-জুমারা	৪৬২	ইবন সুরায়জ	৪৯৯
ইবন মুনাযির	৪০৬	ইবন লুয়ুন	৪৬২	ইবন সুলায়ম আল-আসওয়ানী	৫০০
ইবন মুনীর (দ্র. আত-তারাবুলুসী আর-রাফা)	৪০৭	ইবন শাক্কান আল-মিকনাসী	৪৬৩	ইবন সুদা (সাওদা)	৫০০
ইবন মুফ্লিহ	৪০৭	ইবন শাকির (দ্র. আল-কুতুবী)	৪৬৩	ইবন হাওকাল	৫০১
ইবন মুফাররিগ	৪০৭	ইবন শাদাদ	৪৬৩	ইবন হাওশাব (দ্র. মানসুর আল-য়ামান)	৫০৩
ইবন মুখাহিম (দ্র. নাসর ইবন মুযাহিম)	৪০৮	ইবন শাদাদ	৪৬৩	ইবন হাজার আল-'আস্কালানী	৫০৩
ইবন মুয়াসসার	৪০৮	ইবন শাদাদ	৪৬৪	ইবন হাতিম	৫০৭
ইবন মুলজাম	৪০৯	ইবন শানাবুয	৪৬৫	ইবন হানী আল-আন্দালুসী	৫০৭
ইবন যাকরী	৪১৩	ইবন শায়খ হিত্তীন		ইবন হাফসুন (দ্র. 'উমার ইবন হাফসুন)	৫০৯
ইবন যাকওয়ান	৪১৭	(দ্র. আদ-দিমাশকী, শামসুদ-দীন)	৪৬৫	ইবন হাবীব	৫০৯
ইবন যাকুর	৪১৮	ইবন শারয়া	৪৬৫	ইবন হাবীব	৫০৯
ইবন যামরাক	৪১৯	ইবন শারফ আল-কায়রাওয়ানী	৪৬৬	ইবন হাবীব	৫০৯
ইবন যায়দান	৪২০	ইবন শাহরাশুব	৪৬৭	ইবন হাবীব মুহাম্মদ (দ্র.	
ইবন যায়দুন	৪২১	ইবন শাহীন আজ-জাহিরী	৪৬৮	মুহাম্মদ ইবন হাবীব)	৫১০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবন হাম্বলীস	৫১০	ইবনুন-নাকীস	৫৪৯	ইবনুল-আহতাম (দ্র. 'আমর	
ইবন হামদুন	৫১২	ইবনুন-নাবীহ	৫৫৪	ইবনুল-আহতাম)	৫৯১
ইবন হাম্বাল (দ্র. আহমাদ ইবন হাম্বাল (র))	৫১২	ইবনুন-নাহ্‌হাস	৫৫৪	ইবনুল-আহনাফ (দ্র. 'আব্বাস	
ইবন হাম্বাদ (দ্র. ইবন হামাদ)	৫১২	ইবনুয়-যাক্বাক	৫৫৫	ইবনুল-আহনাফ)	৫৯১
ইবন হামাদু	৫১২	ইবনুয়-যাবীর	৫৫৫	ইবনুল-আহমার	৫৯১
ইবন হামামা (দ্র. বিলাল ইবন রাবাহ (রা))	৫১৩	ইবনুয়-যায়্যাভ	৫৫৬	ইবনুল-ইখশীদ	৫৯১
ইবন হামিদ	৫১৩	ইবনুয়-যায়্যাভ	৫৫৬	ইবনুল-ইতনাবা আল-খায়রাজী	৫৯২
ইবন হায়ম	৫১৩	ইবনুয়-যারকাল (দ্র. আয়-যারকালী)	৫৫৭	ইবনুল-ইফলীলী	৫৯২
ইবন হায়ম	৫২৯	ইবনুয়-যিবাব'রা	৫৫৭	ইবনুল-ইবরী	৫৯৩
ইবন হায়িম (দ্র. মুহাম্মদ ইবন হায়িম)	৫২৯	ইবনুয়-যুবায়র	৫৫৮	ইবনুল-ইমাদ	৫৯৪
ইবন হায়্যান	৫২৯	ইবনুয়-যুবায়র	৫৫৮	ইবনুল-ইমাম আশ-শিলবী	৫৯৪
ইবন হায়্যুস	৫৩০	ইবনুয়-যুবায়র (দ্র. 'আবদুল্লাহ		ইবনুল-উখুওওয়াঃ	৫৯৪
ইবন হারব (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবন সাবা)	৫৩১	ইবনুয়-যুবায়র (রা))	৫৫৮	ইবনুল-ওয়ান্নান	৫৯৪
ইবন হারমা	৫৩১	ইবনুর-রাওয়ান্দী	৫৫৯	ইবনুল-ওয়ান্দী	৫৯৫
ইবন হিজ্জা	৫৩১	ইবনুর-রাকীক	৫৬০	ইবনুল-ওয়ান্দী	৫৯৬
ইবন হিন্দু	৫৩২	ইবনুর-রাবীব	৫৬১	ইবনুল-কাভা	৫৯৬
ইবন হিনযাবা (দ্র. ইবনুল-ফুরাত)	৫৩২	ইবনুর-রাহিব	৫৬১	'ইবনুল-কাভা 'ঈসা ইবন সাঈদ	৫৯৭
ইবন হিব্বান	৫৩২	ইবনুর-রুমিয়্যা	৫৬২	ইবনুল-কাভান	৫৯৭
ইবন হিরযিহিম	৫৩৩	ইবনুর-রুমী	৫৬৩	ইবনুল-কাভান	৫৯৮
ইবন হিশাম	৫৩৪	ইবনুল-'আওওয়াম	৫৬৬	ইবনুল-কাদী	৫৯৮
ইবন হিশাম আল-লাখমী	৫৩৫	ইবনুল-আকফানী	৫৬৬	ইবনুল-কায়সারানী	৫৯৯
ইবন হুবায়রা	৫৩৬	ইবনুল-আছীর	৫৬৭	ইবনুল-কালবী (দ্র. আল-কালবী)	৬০০
ইবন হুবায়রা	৫৩৬	ইবনুল-আজাদাবী	৫৭০	ইবনুল-কালানিসী	৬০০
ইবন হুবায়শ	৫৩৭	ইবনুল-'আদীম	৫৭০	ইবনুল-কাসিম	৬০০
ইবন হুবাল	৫৩৮	ইবনুল-আনবারী (দ্র. আল		ইবনুল-কিত্ত	৬০১
ইবন হুযায়ল	৫৩৮	আনবারী, আবুল-বারাকাত)	৫৭২	ইবনুল-কিফতী	৬০২
ইবনু'ছ-ছুমনা	৫৩৯	ইবনুল-'আফীফ আত-তিলিমসানী	৫৭২	ইবনুল-কিররিয়্যা	৬০২
ইবনু'ত-তা'আবীযী	৫৪০	ইবনুল-আব্বার	৫৭৩	ইবনুল-কৃতিয়্যা	৬০৩
ইবনু'ত-তায়্যান (দ্র. তাম্বাম ইবন গালিব)	৫৪০	ইবনুল-আব্বার	৫৭৪	ইবনুল-কুফফ	৬০৪
ইবনু'ত-তিক্তাকা	৫৪০	ইবনুল-'আমীদ	৫৭৪	ইবনুল-খাতীব	৬০৪
ইবনু'ত-তিলমীয	৫৪১	ইবনুল-আমীদ (দ্র. ইবনুল-কালানিসী)	৫৭৬	ইবনুল-খায়্যাভ	৬০৭
ইবনু'ত-তুওয়ায়র	৫৪২	ইবনুল-আমীন, মাহমুদ কেমাল (দ্র. ইনালা)	৫৭৬	ইবনুল-খায়্যাভ	৬০৭
ইবনু'দ-দাওয়াদারী	৫৪২	ইবনুল-আ'রাবিয়্যা	৫৭৬	ইবনুল-খাশ্‌শাব	৬০৭
ইবনু'দ-দাবায়ছী (দ্র. ইবনুদ-দুবায়ছী)	৫৪২	ইবনুল-'আরাবী	৫৭৬	ইবনুল-খাসীব	৬০৮
ইবনু'দ-দায়বা	৫৪২	ইবনুল-'আরাবী	৫৭৭	ইবনুল-খাসীব	৬০৯
ইবনু'দ-দায়্যা	৫৪৪	ইবনুল-'আরীফ	৫৮১	ইবনুল-খাসীব (দ্র. 'আল-খাসীবী)	৬১০
ইবনু'দ-দুবায়ছী	৫৪৪	ইবনুল-'আরীফ	৫৮২	ইবনুল-গারাবীলী (দ্র. ইবন	
ইবনু'দ-দুমায়না	৫৪৫	ইবনুল-'আলকামী	৫৮২	খাসিম আল-গায়্বী)	৬১০
ইবনু'ন-নাজার	৫৪৫	ইবনুল-'আল্‌লাফ	৫৮৩	ইবনুল-গাসীল (দ্র. 'আবদুল্লাহ	
ইবনু'ন-নাঈজার	৫৪৫	ইবনুল-'আশ'আছ	৫৮৩	ইবন হানজালা (রা))	৬১০
ইবনু'ন-নাতাহ	৫৪৬	ইবনুল-'আশ'আছ (দ্র. হামদান কারমাত)	৫৯০	ইবনুল-জাওযী (র)	৬১০
ইবনু'ন-নাদীম	৫৪৭	ইবনুল-'আসসাল	৫৯০	ইবনুল-জাওযী, সিবত	৬১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবনুল-জাদ	৬১৩	ইবনুল-মুনযির	৬৩৯	ইবনুস-সাররাজ	৬৬০
ইবনুল-জায্যার	৬১৪	ইবনুল-মুবারাক	৬৪০	ইবনুস-সাররাজ	৬৬১
ইবনুল-জাযারী, শামসুদ-দীন	৬১৪	ইবনুল-মুযাওবিক (দ্র. ইবনুস-সাদীদ)	৬৪০	ইবনুস-সাররাজ	৬৬১
ইবনুল-জাররাহ	৬১৫	ইবনুল-মুযাহিম (দ্র. নাসর ইবন মুযাহিম)	৬৪০	ইবনুস-সাররাজ (দ্র. ইবনুল-কিত্ত)	৬৬২
ইবনুল-জাস্‌সাস	৬১৬	ইবনুল-মুরতাদা (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন যাহুয়া)	৬৪০	ইবনুস-সারায়্যাঃ (দ্র. সাকিম্যুদ-	
ইবনুল-জাহম (দ্র. 'আলী ইবনুল-		ইবনুল-মুরাবি'	৬৪০	দীন আল-হিল্লী)	৬৬২
জাহম, মুহাম্মাদ ইবনুল-জাহম)	৬১৭	ইবনুল-মুসলিমা	৬৪০	ইবনুস-সালার (দ্র. আল-'আদিল	
ইবনুল-জিল্লীকী (দ্র. 'আবদুর-		ইবনুল-শাব্বাদ (দ্র. 'আবদুল-		ইবনুস-সালার)	৬৬২
রাহমান ইবন মায়ওয়ান)	৬১৭	দাতীক আল-বাগদাদী)	৬৪২	ইবনুস-সালাহ	৬৬২
ইবনুল-ফাকীহ	৬১৭	ইবনুল-শাব্বানা	৬৪২	ইবনুস-সিল্লীত	৬৬৩
ইবনুল-ফাররা	৬১৮	ইবনুল-হাওওয়াস	৬৪৩	ইবনুস-সিত্তরী (দ্র. ইবনুল-বাওওয়াব)	৬৬৪
ইবনুল-ফারাদী	৬২০	ইবনুল-হাজ্জ	৬৪৪	ইবনুস-সীদ (দ্র. আল-বাতালয়্যাসী)	৬৬৪
ইবনুল-ফারিদ	৬২০	ইবনুল-হাজ্জ	৬৪৪	ইবনুস-সুন্নী	৬৬৪
ইবনুল-ফাহ্‌হাম	৬২১	ইবনুল-হাজ্জ	৬৪৫	ইব্ব	৬৬৪
ইবনুল-ফুওয়াজী	৬২১	ইবনুল-হাজ্জাজ	৬৪৫	ইব্রাইল	৬৬৪
ইবনুল-ফুরাত	৬২৩	ইবনুল-হাজ্জিব	৬৪৬	ইব্রাহীম (আ)	৬৬৫
ইবনুল-ফুরাত	৬২৫	ইবনুল-হাদরামী	৬৪৭	ইব্রাহীম, সূরা	৬৬৯
ইবনুল-বাওওয়াব	৬২৫	ইবনুল-হাফাদ	৬৪৮	ইব্রাহীম, সুলতান	৬৭০
ইবনুল-বান্না	৬২৬	ইবনুল-হান্নাত	৬৪৮	ইব্রাহীম ১ম	৬৭১
ইবনুল-বান্না আল-মাররাকুশী	৬২৬	ইবনুল-হানাফিয়্যা (দ্র. মুহাম্মাদ		ইব্রাহীম ২য়	৬৭২
ইবনুল-বায়যায় আল-আরদাবীলী	৬২৭	ইবনুল-হানাফিয়্যা)	৬৪৯	ইব্রাহীম আদহাম	৬৭৩
ইবনুল-বায়তান	৬২৮	ইবনুল-হাব্বারিয়্যা	৬৪৯	ইব্রাহীম ইবন আদহাম (র)	৬৭৪
ইবনুল-বালখী	৬২৯	ইবনুল-হাব্বাব (দ্র. 'উবায়দুল্লাহ		ইব্রাহীম ইবন 'আবদির-রাহমান	৬৭৬
ইবনুল-বালাদী	৬২৯	ইবনুল-হাব্বাব)	৬৫০	ইব্রাহীম ইবন 'আবদিয়াহ	৬৭৬
ইবনুল-বিতরীক (দ্র. সাঈদ		ইবনুল-হায়ছাম	৬৫০	ইব্রাহীম ইবন 'আবদিয়াহ	৬৭৮
ইবনুল-বিতরীক)	৬২৯	ইবনুল-হাসান আন-নুবাহী (দ্র. আন-নুবাহী)	৬৫৩	ইব্রাহীম ইবন 'আলী (দ্র. আশ-শীরাযী)	৬৭৯
ইবনুল-বিরযালী (দ্র. আল-বিরযালী)	৬২৯	ইবনুল-শাজরী আল-বাগদাদী	৬৫৩	ইব্রাহীম ইবন 'আলী	৬৭৯
ইবনুল-বিরয়র	৬২৯	ইবনুল-শালমাগানী (দ্র. মুহাম্মাদ		ইব্রাহীম ইবন 'আলী ইবন হাসান	৬৭৯
ইবনুল-মাওলা	৬৩০	ইবন 'আলী আশ-শালমাগানী)	৬৫৩	ইব্রাহীম ইবন 'আলী আল-আহ্দাব	৬৮০
ইবনুল-মারহুবান (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন খালাফ)	৬৩০	ইবনুল-শাহীদ	৬৫৩	ইব্রাহীম ইবন ইসমাইল	৬৮০
ইবনুল-মাশিতা	৬৩০	ইবনুল-শিহনা	৬৫৪	ইব্রাহীম ইবন ইসহাক	৬৮১
ইবনুল-মাছয় (দ্র. 'উবায়দুল্লাহ ইবন বাশীর)	৬৩০	ইবনুল-সা'আতী	৬৫৪	ইব্রাহীম ইবন খালিদ (দ্র. আবু ছাওর)	৬৮১
ইবনুল-মু'আযযাল	৬৩০	ইবনুল-সাইগ আল-'আরুদী	৬৫৪	ইব্রাহীম ইবন তাহমান আল-খুরাসানী	৬৮১
ইবনুল-মুআল্লিম (দ্র. আল-মুফীদ)	৬৩১	ইবনুল-সা'ঈ	৬৫৫	ইব্রাহীম ইবন মায়সারা	৬৮২
ইবনুল-মুওয়াক্কিত	৬৩১	ইবনুল-সাওলা (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবন সাবা)	৬৫৫	ইব্রাহীম ইবন মাসউদ, সুলতান	৬৮২
ইবনুল-মুকাক্‌ফা'	৬৩২	ইবনুল-সাগীর	৬৫৫	ইব্রাহীম (রা) ইবন মুহাম্মাদ (স)	৬৮৩
ইবনুল-মুকাক্‌ফা'	৬৩৫	ইবনুল-সাদীদ	৬৫৬	ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ	৬৮৪
ইবনুল-মুজাবির	৬৩৬	ইবনুল-সাদীদ	৬৫৬	ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ	৬৮৬
ইবনুল-মু'তাব্য	৬৩৭	ইবনুল-সাক্‌ফার	৬৫৭	ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ	৬৮৭
ইবনুল-মুদাবির	৬৩৮	ইবনুল-সাম্‌হ	৬৫৮	ইব্রাহীম ইবন যাকওয়ান আল-হাররমী	৬৮৭
ইবনুল-মুনকিয় (দ্র. উসামা ইবনুল		ইবনুল-সায়রাফী	৬৫৯	ইব্রাহীম ইবন যাকুব	৬৮৭
মুনকিয়, বান্)	৬৩৯	ইবনুল-সায়রাফী	৬৫৯	ইব্রাহীম ইবন যাবীদ আন-নাখ'ঈ (র)	৬৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইব্রাহীম ইবন মুসুফ	৬৯০	ইব্রাহীম বালয়াবী	৭০৮	ইবাদত	৭২৭
ইব্রাহীম ইবন শাহরিয়ার আল-হামাযানী	৬৯১	ইব্রাহীম বে, আল-কাবীর	৭০৯	ইবাদাতখানা	৭৩২
ইব্রাহীম ইবন শাহরুখ	৬৯১	ইব্রাহীম আল-মাওসিনী	৭১০	ইবাদান	৭৩২
ইব্রাহীম ইবন শীরকুহ	৬৯১	ইব্রাহীম মুতাকাররিকা	৭১১	আল-ইবাদিয়া	৭৩৪
ইব্রাহীম ইবন সায়াবাঃ	৬৯২	ইব্রাহীম মুকতী	৭১৩	ইবাহাঃ (১)	৭৫১
ইব্রাহীম ইবন সুলায়মান	৬৯২	ইব্রাহীম মুহম্মদ (বিচারপতি)	৭১৩	ইবাহাঃ (২)	৭৫২
ইব্রাহীম ইবন হিলাল (দ্র. আস-সাবি)	৬৯৩	ইব্রাহীম মুহম্মদ (বিশিষ্ট আলম)	৭১৪	ইবাহাতিয়া	৭৫৪
ইব্রাহীম ইবনুল-আশতার	৬৯৩	ইব্রাহীম মুহম্মদ (চিকিৎসক)	৭১৪	ইবাহিয়া দ্র. ইবাহা (২)	৭৫৪
ইব্রাহীম ইবনুল-ওয়ালীদ	৬৯৩	ইব্রাহীম আল-যাবিজী (দ্র. আল-যাবিজী)	৭১৫	ইবিল	৭৫৪
ইব্রাহীম ইবনুল-মাহদী	৬৯৪	ইব্রাহীম আন-রামী	৭১৫	ইমজাদ	৭৫৮
ইব্রাহীম ইবনুল-মুদাব্বির		ইব্রাহীম লোদী	৭১৬	ইমতিয়াজত	৭৫৯
(দ্র. ইবনুল-মুদাব্বির)	৬৯৫	ইব্রাহীম শাহ শারকী	৭১৭	ইমদাদুল্লাহ, হাজ্জী	৭৮২
ইব্রাহীম ইবনুল-সিন্দী	৬৯৫	ইব্রাহীম শাহ	৭১৭	ইমদাদুল হক, কাজী	৭৮৩
ইব্রাহীম আল-ইমাম (দ্র. ইব্রাহীম		ইব্রাহীম শিনাসী (দ্র. শিনাসী)	৭১৮	ইমরান	৭৮৪
ইবন মুহাম্মাদ)	৬৯৫	ইব্রাহীম শিরায়ী	৭১৮	ইমরান ইবন ইসাম	৭৮৫
ইব্রাহীম আলী কাযী	৬৯৫	ইব্রাহীম হাকী পাশা	৭১৮	ইমরান ইবন উওয়ায়ম	৭৮৫
ইব্রাহীম (কারী মুহাম্মাদ)	৬৯৭	ইব্রাহীম আল-হামিদী (দ্র. আল-হামিদী)	৭২০	ইমরান ইবন উমায়র	৭৮৫
ইব্রাহীম খাঁ, খ্রিস্টিয়াল	৬৯৭	ইব্রাহীম আল-হালাবী (দ্র. আল-হালাবী)	৭২০	ইমরান ইবন মুসা	৭৮৫
ইব্রাহীম খান	৬৯৯	ইব্রাহীম হিলমী পাশা (দ্র. কেচিবোয়ুনুয়)	৭২০	ইমরান ইবন শাহীন	৭৮৬
ইব্রাহীম চতুলী	৬৯৯	(আল) ইব্রাহীমী	৭২০	ইমরান ইবন হিজল	৭৮৭
ইব্রাহীম আত-তায়মী	৭০০	ইব্রাহীম (দ্র. হারীর)	৭২১	ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)	৭৮৭
ইব্রাহীম তিশনা	৭০০	ইব্রী	৭২১	ইমরান ইবনুল-ফাসীল (রা)	৭৮৮
ইব্রাহীম দারবীশ পাশা	৭০১	ইব্রী (দ্র. যাহূদ)	৭২১	(আল)-ইমরানী মু'ঈনু'দ-দীন আল হিন্দী	৭৮৮
ইব্রাহীম পাশা	৭০১	ইব্রীক	৭২১	ইমরুল-কায়স	৭৮৯
ইব্রাহীম পাশা	৭০২	ইবরুহ	৭২২	ইমরুল-কায়স	৭৯২
ইব্রাহীম পাশা কারা	৭০৪	ইবলীস	৭২৩	ইমরুল-কায়স ইবন আবিস	৭৯২
ইব্রাহীম পাশা চানদারলী (দ্র. জানদারলি)	৭০৫	ইবশীর মুসতাকা পাশা		ইমরুল-কায়স ইবনুল-আসবাগ (রা)	৭৯৩
ইব্রাহীম পাশা, দামাদ	৭০৫	(দ্র. ইপশীর মুসতাকা পাশা)	৭২৬	ইমরুল-কায়স ইবনুল ফাযির (রা)	৭৯৩
ইব্রাহীম পাশা, নেভশেহিরলী	৭০৭	আল-ইবশীহী	৭২৬	ইমরোয	৭৯৩
ইব্রাহীম পেচেবী (দ্র. পেচেবী)	৭০৮	ইবাদ (দ্র. নাসারা)	৭২৭		

ইসলামী বিশ্বকোষ

www.QuranerAlo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ইনজীল (انجيل) : খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, কুরআনে অনেকবার ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

নাম ও নামের কারণঃ ইনজীল শব্দটিকে সাধারণভাবে একটি গ্রীক শব্দরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, যাহার আসল রূপ Euangellion (Oxford dictionary, Evangel শীর্ষক নিবন্ধ) অথবা Evangelium (Chamber's dictionary, উল্লিখিত নিবন্ধ; Encyclo. Brit., ১৯৫০ খৃ., ১০খ, ৫৩৬, Gospel শীর্ষক নিবন্ধ)। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ সুসংবাদ, সুসমাচার। Oxford Dictionary-তে ইহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, "ইনজীল" শব্দটি গ্রীক শব্দ angelos হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার অর্থ পয়গাম্বার।

কোন কোন ভাষাবিদ "ইনজীল" শব্দটিকে "আরবী শব্দ ধরিয়া نجل الشیء (ن-ج-ن)-কে ইহার মূল ধাতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন (في الكتاب) অর্থ-ইহাকে প্রকাশিত ও আলোকিত করিয়াছে এবং نجله نجلا অর্থ মূল, ভিত্তি এবং কোন কিছু বাহির বা নির্গত করাও হইয়া থাকে (তাহা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তু. আস-সিজিস্তানী, গান্ধী'বুল-কুরআন, সম্পা. মুহাম্মাদ আলী, মিসর, পৃ. ২৯)। কিন্তু তাজুল-আরুস গ্রন্থের লেখক (৮খ, ১৩৮) উৎপত্তি সম্পর্কীয় উক্ত মতটিকে قيل (বলা হইয়াছে) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করিয়া মতটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মুনতাহা'ল-আরাব গ্রন্থের লেখকও উৎপত্তি সম্পর্কীয় উক্ত মতটিকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করেন না। 'আরবী ভাষায় "ইনজীল" শব্দের একটি পাঠ আনজীলও রহিয়াছে। আনজীল শব্দের অর্থ ব্যাপক ও প্রশস্ত। ইহার ভিত্তিতে আল-আস-মা'ঈ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনজীল শব্দ আফ'ঈল-এর সমরূপী এবং আনজীল সেই গ্রন্থকে বলা হয়, যাহাতে বহু ছত্র রহিয়াছে (তাজুল-আরুস, ৮খ, ১৩৮)। ইহাও শব্দটি অনারবী হওয়ার একটি দলীল। কেননা আফ'ঈল 'আরবী ভাষার শব্দরূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে (আল-কাশশাফ, ১খ, ৩৩৫, ৩৩৬, মিসর ১৩৬৫/১৯৪৬)। হাদীছ শারীফেও শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণ সম্পর্কে বর্ণনা করেন; صدورهم انا جرائهم অর্থাৎ সাহাবীগণ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই কুরআন মুখস্থ পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু আহলে কিতাব পাণ্ডুলিপির সাহায্য ব্যতীত তাহাদের কিতাব পাঠ করিতে পারে না (লিসান, نجل শীর্ষক নিবন্ধ)।

আল-খাফাজী (মু. ১০৬৯/১৬৫৯) শিফাউল-আলীল গ্রন্থে শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (অধিকন্তু ড. আবু মানসূর আল-জাওয়ালীকী, আল-মুরাব)। প্রাচীন মুফাসসিরগণের মধ্যে উক্ত মানের ভাষাবিদ জারুস্তাহ আয-যামাখশারী (মু. ৫৩৮/১১৪৩) শব্দটিকে অনারবী বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন (আল-কাশশাফ, ১খ., ৩৩৬)। আনাম্মা বায়দাবী

(মু. ৬৮৫/১২৮৬) আনওয়ারুত-তানযীল (পৃ. ৬২) ও আধুনিক কালের তাফসীরকার মুফতী মুহাম্মাদ আবদুলহু (মু. ১৩২৩/১৯০৫) তাফসীর (সম্পা. সাযিাদ রাশীদ রিদা, ৩খ, ১৫৮)-ও একই মত পোষণ করেন। যেহেতু ইনজীল ও ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রাচীন অনুবাদ সুরযানী ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় করা হইয়াছে (Encyclo. Britt., ৩খ, ৫১৭, Bible শীর্ষক নিবন্ধ, Encyclopaedia of Islam, Leiden, প্রথম সংস্করণ, ইনজীল শীর্ষক নিবন্ধ)। সুতরাং মূল গ্রীক শব্দটি সুরযানী ভাষার মাধ্যমে 'আরবী ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই অধিকতর সঙ্গব্য ও যুক্তিসংগত। সুরযানী ভাষায় লিখিত ইনজীলসমূহও Evangelion নামেই প্রকাশিত হইয়াছে (ডু. F. C. Burkitt, সং. লণ্ডন ১৯০৪ খৃ.)। একটি বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, "ইনজীল" শব্দটি সুরযানী ভাষা হইতে উদ্ভূত (তাজুল 'আরুস, ৮খ, ১৩৮)। আবিসিনীয় ভাষায় Wangel শব্দটি ইনজীলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইবন মানজুর-এর মতে "ইনজীল" শব্দটি হিব্রু অথবা সুরযানী ভাষার একটি বিশেষ্য (লিসান, নিবন্ধ)। হযরত 'ঈসা (আ) ও তাঁহার শিষ্যগণ ধর্মীয় ও বংশগত দিক দিয়া ইসরাঈলী ছিলেন। তাঁহাদের ধর্মীয় ও মাতৃভাষা ছিল হিব্রু অথবা আরামী (Ency. Britt. ৩খ, ৫২২, ২য় স্তম্ভ)। তাহা সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ হীয় ধর্মগ্রন্থ, তদুপরি ধর্মে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন, উহার নাম হিব্রু ভাষার পরিবর্তে গ্রীক ভাষায় কেন রাখা হইল? ইহার সঠিক উত্তর তখনই পাওয়া যাইবে, যখন আমরা ইনজীল মূলত কোন ভাষায় ছিল, ইহা চিহ্নিত করিতে পারিব। মূল ভাষা যদি হিব্রু হইয়া থাকে এবং পরবর্তী কালে যদি গ্রীক ভাষায় ইহাকে অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে, গ্রন্থটির নাম ইনজীল হইবে না। কেননা ইহা একটি গ্রীক শব্দ। কিন্তু যেহেতু হিব্রু ইনজীল আমাদের নিকট বিদ্যমান নাই, সেইজন্য ইহার মূল নামটিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইনজীলকে এইজন্য সুসংবাদ বলা হইয়াছে যে, হযরত "ঈসা (আ) সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ (স) [যাহার একটি নাম আহ-মাদ-ও ছিল]-এর আগমনের সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন :

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"আমার পরে আহ-মাদ নামে যে রাসূল আসিবে, আমি তাঁহার সুসংবাদদাতা" (৬১ : ৬)।

অন্যপক্ষে স্বয়ং 'ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সুসংবাদের ভিত্তিতে হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষদিকে খৃষ্টানগণ ইনজীলকে New Testament (নববিধান) নামে নামকরণ করে (Jewish Ency., ix, 246)।

বাইবেল (Bible) শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে, যাহা গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহার অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। ল্যাটিন ভাষার শব্দটি একবচন স্ত্রীলিঙ্গ। এইভাবে শব্দটি ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রীক ভাষা হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহা আসমানী বাণীসমূহের সংকলন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আজকাল খৃষ্টানদের নিকট ইনজীল শব্দ মূলত সেই চারটি গ্রন্থকে বুঝায়, যাহা 'ঈসা (আ)-এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলী প্রচারের ইতিকাহিনী এবং শত্রুদের চক্রান্তে শূলবিদ্ধ হওয়ার অলীক কাহিনী সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই চারটি গ্রন্থ 'ঈসা (আ)-এর চারিজন শিষ্য ST. Mathew (মথি), ST. mark (মার্ক) ST. Luke (লুক) ও ST. John (যোহন) কর্তৃক রচিত। খৃষ্টীয় প্রাথমিক যুগে অনেক ইনজীল বিদ্যমান ছিল, কিন্তু Athanasius-এর প্রচেষ্টায় (২৯৭-৩৭১ খৃ.) খৃষ্টান ধর্মাধিকরণদের (Nicaea) বৈঠকের (৩২৫ খৃ.) পর ইনজীলের সমস্ত পাণ্ডুলিপি হইতে কেবল চারটি পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হয় এবং বাকী সবকয়টিকে পরিহার করা হয়। এই পরিত্যক্ত ইনজীলসমূহকে ইংরেজী ভাষায় Apocryphal অর্থাৎ অপ্রামাণ্য অংশরূপে অভিহিত করা হয়।

ইনজীল সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী : খৃষ্টীয় সাহিত্যে নিম্নলিখিত ইনজীলসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় : Gospel of Byhood (মমি রচিত), Gospel of Peter (প্রচলিত), Gospel of John I, Gospel of John II, Gospel of Andrew, Gospel of Philip, Gospel of Bartholos, Gospel of Boyhood I, (খমাস রচিত), Gospel of Boyhood II (খমাস রচিত), Gospel of Jacob, Gospel of Matheu, Gospel of Mark, (মিসরীয়দের) Gospel of Mark (প্রচলিত), Gospel of Paul, Gospel of Besilidies, Gospel of Barnabas, Gospel of Matthi, Gospel of Judus, Gospel of Marcion, Gospel of Perfection, Gospel of Truth, Gospel of Nesserian, Gospel of Jhonns, Gospel of Yhaddaeus, Gospel of Virgin Mery.

উল্লিখিত ইনজীলসমূহ ছাড়াও শিষ্যদের রচিত বহু সংখ্যক চিঠি রহিয়াছে এবং প্রতিটি দল নিজেদের ধ্যান-ধারণার সমর্থনে এইগুলি পেশ করিত। এই সকল চিঠির সংখ্যা ১১৩ বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে Andrew, John, Paul, Peter, Thomas প্রমুখ শিষ্যের ক্রিয়াকর্ম ও দীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভীষণ মতভেদও লক্ষ্য করা যায়। উহাদের সংকলন পদ্ধতি ও কাল নির্ণয়ের ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করা হয় না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য Dr. Jewish Ency., ix, 247।

নূতন নিয়ম (New Testament)-কে একখানি পবিত্র ও আসমানী গ্রন্থরূপে প্রতিপন্ন করার ধারণা খৃষ্টানগণ যাহুদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে (Ency. of Rel. and Ethics, ii, 588)। হযরত 'ঈসা (আ) ও তাঁহার সহচরদের বাইবেল ছিল আদি পুস্তক (Old Testament)। যতদূর জানা যায়, হযরত 'ঈসা (আ) ও তাঁহার সহচরগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় আদি পুস্তককে নিজেদের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। এইজন্য 'ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর বিশ বৎসর পর পর্যন্ত কেহই নূতন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

যখন প্রয়োজন দেখা দিল, তখন আদি পুস্তককে সামনে রাখিয়া, যাহার নমুনা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, ধীরে ধীরে ইনজীল সংকলনের কাজ আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে ইহাই নূতন নিয়মের রূপ লাভ করে (Encyclopaedia Britannia, একাদশ সংস্করণ, ৩খ, New Testament শীর্ষক নিবন্ধ)।

বর্তমান ইনজীলসমূহের বিন্যাসের স্বরূপ : প্রাথমিক খৃষ্টান ইতিহাসে Athanasius (মৃ. ৩৭৩ খৃ.)-এর গুরুত্ব অপরিণীম। ৩২৫ খৃ. অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ Nicaea সম্মেলনেরও তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায়ই মীমাংসা হইয়াছিল, 'ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল ঐশী ও পার্থিব জগতের সমন্বয়। নূতন নিয়মের সংগ্রহ ও সংকলনেও তাহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ৩৬৭ খৃ. তিনি নূতন নিয়ম (New Testament)-কে বর্তমান রূপ দান করেন এবং ৩৮২ খৃ. ইহার বর্তমান বিন্যাসটি চূড়ান্ত ফায়সালা লাভ করে। সেই সনে রোমে পোপ Damasus (৩৬৬-৩৮৪ খৃ.)-এর নেতৃত্বে খৃষ্টান ধর্মাধিকরণদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে Athanasius-এর অনুমোদিত পাঠটি স্বীকৃতি লাভ করে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহার বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ : (ক) চারিটি ইনজীল ((Gospel), (খ) শিষ্যগণের কার্যাবলী, (গ) Paul-এর তেরটি পত্র, (ঘ) হিব্রুদের নামে লিখিত চিঠি : ইহার লেখক কে ছিলেন, জানা যায় না। অনেকের ধারণা, এই চিঠিখানাও ছিল Paul-এর লিখিত, কিন্তু অধিকাংশ গবেষকের মতে এই চিঠিখানা Paul-এর একজন শিষ্যের লিখিত ছিল : (ঙ) যাকুব (Jacob), পিটারস (Peter), জন (John) এবং য়েহোবার আটটি পত্র এবং সর্বশেষে (চ) জনের অলৌকিক কার্যাবলী। এই সকল পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি দিয়া অন্য সকল ইনজীল ও পত্রাবলীকে পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৪৮২ খৃ. রোমে অনুষ্ঠিত ধর্মাধিকরণদের সম্মেলনে যে সকল পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল, পোপ Gelasius (৪৯২-৪৯৬ খৃ.) ইহার সমর্থন করেন এবং এইগুলির প্রামাণ্যের স্বীকৃতিরূপ সনদ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমদিকে এমন কোন প্রসিদ্ধ চিঠি ছিল না যাহার পরে কোন পুস্তিকা নূতন নিয়মে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এবং মনে করা হইত যে, নববিধানের পাণ্ডুলিপিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার নির্দিষ্ট রূপ লাভ করিতে আরও এক শত বৎসর সময় লাগে। পরবর্তী দুইটি শতাব্দী এইভাবে অভিহিত হয় যে, কোন অধ্যায়কে ইহার অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আবার কোন অধ্যায়কে পাণ্ডুলিপি হইতে বাদ দেওয়া হয় অথবা কোন সম্প্রদায় একটি সংকলন প্রস্তুত করিত এবং অন্য একটি সম্প্রদায় ইহার বিপরীতে অপর একটি ভিন্ন সংকলন উপস্থিত করিত। চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে বাইবেল একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সুরয়ানী ভাষায় লিখিত বাইবেলটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে ৬৯২ খৃ. খৃষ্টান বিশ্বের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ একটি পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের ব্যাপারে একমত হন। তবে বর্তমান কালেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাইবেল অধ্যায়ের সংখ্যা বিভিন্ন। যেমন ক্যাথলিকদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৭২ এবং প্রোটেস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৬৬। উক্ত বাইবেলের নববিধানটি নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহের সমন্বয়ে গঠিত : Mathew, Mark, Luke ও John-এর Gospel, শিষ্যগণের কার্যাবলী, পত্রাবলী এবং জন (John)-এর অলৌকিক কার্যাবলী। এইগুলি

সেই সকল অধ্যায়, ৩৮২ খৃ. অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যেইগুলি গৃহীত হইয়াছিল এবং পঞ্চম শতাব্দীতে পোপ Gelastus যেইগুলিকে প্রমাণরূপে সমর্থন দিয়াছিলেন। এই সকল Gospel-এর জন্য দ্র. (১) Encyclopaedia of Religion and Ethics, (২) Jewish Encyclopaedia; (৩) Encyclopaedia Brit. ইহা ছাড়া (৪) E. W. Barnes, The Rise of Christianity, (৫) de Wette, Introduction to the New Testament, ১৯২৬ খৃ. ; (৬) F. G. Kenyon, Our Bible and the Ancient Mss; 1897; (৭) A. Harnack, the Origin of the New Testament.

ইনজীলে রদবদল : খৃষ্টান পণ্ডিতগণ নূতন নিয়মের পাঠ সংশোধনের জন্য বিগত শতাব্দীগুলিতে আশ্রয় চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের আশা ছিল যে, এই সকল চেষ্টা গবেষণার ফলে ইনজীলের যে কোন একটি পাঠের উপর তাহার সর্বকালের জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন; কিন্তু ফল হইল বিপরীত। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Dr. Mill নববিধানের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পরস্পর পরীক্ষা করিলে ত্রিশ হাজার পার্থক্য গণনা করেন। John James ও বাতাসতীন বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরও অধিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পরস্পর তুলনা করিলে দশ লক্ষ পার্থক্য দেখিতে পান। এই সকল পার্থক্যের অধিকাংশই ছিল পঠন ও লিখন সংক্রান্ত, কিন্তু এইগুলির মধ্যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও ছিল, যাহার ফলে সত্য ও মিথ্যা এবং আসল ও নকল পাঠ ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। কোন কোন অংশ ছিল সম্পূর্ণ সংযোজিত। কোন পাণ্ডুলিপিতে কোন অংশ কম, আবার কোনটিতে পাঠ পরিবর্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিসমূহের এইরূপ বিভিন্নতার ফলে ইনজীলের পাঠ সংক্রান্ত বহু জটিলতা সৃষ্টি হয়। ইহার অবশ্যজ্ঞাবী ফল এই দাঁড়ায় যে, ইনজীলে রদবদল করা হয়। ১৭০৭ খৃ. Mill ও ১৭৫১ খৃ. Wetstein বহু গবেষণা করিয়া প্রমাণ করেন যে, নববিধানে অনেক বড় রকমের ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। Encyclopaedia Britannica-এর Bible শীর্ষক নিবন্ধকার F. C. Burkitt লিখিয়াছেন যে, Mill ও Wetstein সর্বকালের জন্য প্রমাণ করেন যে, নববিধানে যে সকল বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, “যাহাদের মধ্যে কোন কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এইগুলি প্রথম দিকেই সৃষ্টি হইয়াছিল” (Ency. Brit, lii, 522)। প্রাথমিক খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে Marcion ও Tatien বাইবেলের রদবদলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ইনজীলের রদবদল সম্পর্কে যাহুদী দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, খৃষ্টানদের প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল চালচলন ও রীতিনীতি লেখকগণকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করিয়াছে। বিভিন্ন ইনজীলসমূহে বর্ণনার যে পারস্পরিক বৈপরীত্য বিদ্যমান, উহার কারণও ইহাই অনুমান করা হয় (Jewish Ency., ix, 947)। নিবন্ধকার ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে ইনজীলসমূহের পরস্পর বিরোধী বর্ণনার বহু উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার নিশ্চিত কোন কারণ জানা যায় না।

বাইবেলের রদবদলের কারণ কি? পাদ্রী Horne তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ “বাইবেল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভূমিকা”, ২খ, ৩১৭-এ ইহার চারিটি যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করিয়াছেন :

১. লিপিকারদের অসতর্কতা : (ক) গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় কয়েকটি বর্ণধ্বনি ও আকৃতিতে একে অপরের সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহার ফলে কোন অসতর্ক

ও অজ্ঞ লিপিকার কোন একটি শব্দ বা বর্ণের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ বা বর্ণ লিখিয়া ফেলিয়াছে। ফলে বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। (খ) প্রথমদিকে বড় হস্তাক্ষরে লেখা হইত এবং শব্দ তথা ছত্রের মধ্যে কোন ফাঁক রাখা হইত না। ফলে কোথাও শব্দের অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং কোথাও অন্য শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া লিখিয়া ফেলা হইয়াছে; (গ) প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহে সংক্ষেপণের বহু চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, অসতর্ক লিপিকারগণ ইহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। (ঘ) প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহে ইহার লেখক ও পাঠকগণ বিভিন্ন ভাষামূলক শব্দ ও শ্লোক নিজেরা লিখিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় দুই ছত্রের মধ্যে অথবা প্রান্তভাগে জটিল স্থানসমূহের টীকা লেখার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল; পরবর্তী কালে এইগুলিকে মূল পাঠের অংশরূপে মনে করা হয়।

২. অশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি হইতে অনুলিপি প্রস্তুতকরণ : এই অশুদ্ধতার পশ্চাতেও বহুবিধ কারণ রহিয়াছে যেমন। (ক) লিখন সংক্রান্ত ত্রুটি; (খ) কোন কোন বর্ণ অস্পষ্ট হইয়া যাওয়া অথবা অপঠনযোগ্য হওয়া; (গ) চামড়া, বন্ধলে এবং কাগজের প্রকারভেদেও এই সকল ত্রুটি-বিচ্ছৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। যথা চামড়া অথবা কাগজ হালকা হওয়ায় এক পাঠের লেখা অপর পাঠে দৃশ্যমান হয়। ফলে ইহাকে অপর পাঠের বর্ণ মনে করা হইয়াছে।

৩. মূল পাঠের বিভিন্নতার ইহাও একটি কারণ যে, ত্রুটি অন্বেষণকারিগণ মূল পাঠকে উত্তম ও বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করিত। মেকলস বর্ণনা করেন, ইনজীল (New Testament)-এর বহু স্থানে যে সকল সংশয়পূর্ণ অংশের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ এই যে, যে সকল স্থানে একই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে এইরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহাতে একটি ঘটনা অপর ঘটনার সহিত আরও অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। ইহাতে ইনজীল (Gospel) চতুষ্টয়ের বিশেষ ক্ষতিসাধিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে ওয়ালগ্যাটকৃত ল্যাটিন অনুবাদের সহিত মিলাইবার উদ্দেশ্যে ইহার পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তন সাধন করেন।

৪. ইহা একটি স্বীকৃত বিষয় যে, কেহ কেহ সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যে ইনজীলে পরিবর্তন সাধন করেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইহাতে তাহাদের সমর্থিত বিষয়টি আরও জোরদার হইবে অথবা বিষয়টি সম্পর্কে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা দূর হইবে।

ইনজীলের পরিবর্তনের কারণস্বরূপ ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক যুগে লেখার সরঞ্জামাদি খুবই কম এবং অপ্রতুল ছিল। অনেক সময় পূর্বতন লেখা মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে নূতন কিছু লেখা হইত। কখনও কখনও একই বস্তুর উপর চার-পাঁচবার অনুরূপ লেখার কাজ চলিত। ইনজীল লেখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ফলে পূর্বতন লেখার কোন কোন অংশ পরবর্তী কালে স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইনজীলের পাঠের সঙ্গে সংযোজিত হইয়া পড়ে। বাইবেল সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য লেখক F. C. Burkitt এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (৩খ., ৫১৮, ১৯০০ খৃ.)-এ পরিবর্তন সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নমুনা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইনজীল (Gospel) চতুষ্টয়ের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় (১) বায়বাস্টীয়, (২) আলেকজান্দ্রীয় ও (৩) পাস্চাত্য। এই পাণ্ডুলিপিসমূহের বহু স্থানে খুবই বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

সম্রাট প্রথম জেমস ১৬১১ খৃষ্টাব্দে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বাইবেলকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহাতে এমন বহু অংশ রহিয়াছে,

যাহাকে সাতাইশজন খ্যাতনামা খৃস্টান পণ্ডিতের একটি দল সংযোজন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

ইনজীল সম্পর্কে খৃস্টান দৃষ্টিভঙ্গী : ইনজীল সম্পর্কে খৃস্টানদের মধ্যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) সনাতনপন্থী সাধারণ খৃস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গী। এই পন্থার অনুসারীগণ সম্পূর্ণ বাইবেলকে আল্লাহর নির্ভুল বাণীরূপে মনে করে। এই বিষয়টি তাহাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে, Old Testament (আদি পুস্তক) এবং New Testament (নববিধান) আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অনুগত জিব্রীল ফেরেশতা দ্বারা তাঁহার বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিষয়বস্তুই কেবল আসমানী নয়, বরং ইহার বাক্যগুলিও আসমানী সূত্রে প্রাপ্ত। বাইবেলে উল্লিখিত নবীদের নিকট যে ফেরেশতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী ও খৃস্টান প্রচারকগণের কাছেও সেই ফেরেশতা আবির্ভূত হইতেন। ইনজীল লেখকগণ যাহারাই হউন না কেন, বস্তুত তাহারা আল্লাহর হাতের ক্রীড়নকররূপ ছিলেন। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে Philo ও Gosephus এই অতিমতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন (Ency. Brit, iii, 500, 1950)।

(২) সেই সকল খৃস্টান পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী, যাহারা আধুনিক কালের গবেষণার রীতি পদ্ধতির অনুসারী। এই সঙ্গে তাঁহারা ধর্মেরও অনুসারী। এই দলটির সাধারণ অভিমত এই যে, ঐতিহাসিক আবিষ্কার, প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে বাইবেলের কোন সম্পর্ক নাই। এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য কেবল বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের। অন্য গ্রন্থাবলীর ন্যায় ইহাও পক্ষপাতহীন মন লইয়া অধ্যয়ন করা উচিত এবং সাধারণ সমালোচনা রীতি-পদ্ধতি বাইবেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (Ency. Brit, iii, 501, 1950)। তাঁহাদের মতে (New Testament) প্রামাণিকতার দিক দিয়া আইন পুস্তকের অনুরূপ প্রামাণ্যরূপে প্রতিপাদ্য নহে, যাহার অনুসরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিবার্য ও অবধারিত। New Testament-এর অলৌকিক কাহিনীসমূহ যাহা বর্তমান কাল পর্যন্ত খৃস্টানদের আশ্রয়স্থলরূপে মনে করা হইত, এমন সব জটিলতার সৃষ্টি করে, যাহার ফলে জওয়াবদিহি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তদুপরি কেবল অলৌকিক কাহিনীসমূহই নহে, বরং ইহার ঐতিহাসিক অংশও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অধিকন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আধুনিক দার্শনিকগণ প্রকৃত ওয়াহ-য়ির জন্য শর্তারোপ করেন যে, ওয়াহ-য়ি এইরূপ পন্থায় স্বীয় ভাব প্রকাশ করিবে, যাহা একজন মধ্যম স্তরের সরল লোকের মনে, ব্যক্তিগতভাবে সে যে মতের অনুসারী হইত না কেন, বিশ্বাসের দৃঢ়তার সৃষ্টি করিবে এবং এই মাপকাঠির ভিত্তিতে New Testament-এর আসমানী হওয়ার প্রামাণিক হয় না (Ency. Brit, 1950, iii, 522-24)। পরবর্তী কালে এমন সব Gospel প্রকাশিত হইতে থাকে, যাহাকে আধুনিক চিন্তাধারার নিকটবর্তী করার জন্য নূতন ছাচে গঠন করা হয়। ইহাকে নূতনভাবে চিত্রিত করার পশ্চাতেও একই চিন্তা ক্রিয়াশীল। প্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক হারৎক, যিনি জার্মানীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রোশিয়ান রয়্যাল একাডেমীর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, উক্ত দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন, “ইহা সত্য ে, চতুর্থ Gospel-এর ন্যায় প্রথম তিনটি Gospel-ও কোনরূপ ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু যেভাবে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় নাই, বরং এই সকল গ্রন্থ

রচনার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, “ইহাদের দ্বারা খৃষ্ট ধর্মের সুসংবাদ দেওয়া হইবে” (তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদঃ What is Christia-nity)। এই দলের মতে কেবল Gospel-সমূহের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, শব্দ ও ঘটনাবলী তেমন গুরুত্ববহু নহে এবং ইহা আসমানী নহে।

(৩) সেই সকল স্বাধীন চিন্তার অনুসারী খৃস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি যাহাদের অধিকাংশই সত্যানুরাগী এবং কিছু সংখ্যক ধর্মহীন। এই প্রকার সত্যানুরাগীদের একটি দল “টোবিংগেন স্কুল” নামে প্রসিদ্ধ। এই দলের চিন্তাধারার সারমর্ম এই, New Testament-এর গ্রন্থাদির অধিকাংশই Paul-এর চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি। ফিলিপ ডেবীন তাঁহার গ্রন্থ The Church and Modern Thought-এ ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, New Testament সেই সকল রচয়িতাদের রচনা, যাহারা মনে করিতেন যে, তাঁহারা এমন এক যুগে বাস করিতেছেন, যাহা দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং শীঘ্রই প্রলয় সংঘটিত হইবে। তাঁহারা স্বীয় সন্তানদের লালন-পালন করিলেও ভবিষ্যত বংশধরদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এইজন্য বিবাহ-শাদীর ব্যাপারেও তাঁহারা নিরুৎসাহিত করিতেন। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। লৌকিক রীতিনীতির ব্যাপারে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং জাগতিক কাজকর্মে তাঁহাদের আকর্ষণ ছিল না। New Testament-এ এই সকল বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বের চারিপার্শ্বে আবর্তিত; কিন্তু তাঁহার জীবন সম্পর্কিত আলোচনা খুবই অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমত তাঁহার সমস্ত জীবনকালের কেবল তিন বৎসরের সময়কালকে নির্বাচন করা হয় এবং এই তিন বৎসরের ঘটনাবলীও খুবই অপরিষ্কার।

ইনজীল কোন ভাষায় রচিত : হযরত ঈসা (আ) বংশ, ধর্ম ও দেশের বিচারে ইসরাইলী ছিলেন। মাতার দিক দিয়াও তাঁহার বংশপরম্পরা হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত মিলিত হয় (মথি, ১খ, ১)। এইভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্মীয় ভাষা ছিল হিব্রু। Renen ইহাকে হিব্রুমিশ্রিত সুরয়ানী ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Jesus, পৃ. ৪৮)। অধিকন্তু বলা যায় যে, তাঁহার ভাষা ছিল আরামী অথবা আরামী ভাষার কোন শাখা। Encyclopaedia Britannica (1950, iii, 22)-এর নিবন্ধকার লিখিয়াছেন যে, ঈসা (আ) ও তাঁহার শিষ্যগণ আরামী ভাষায় কথা বলিতেন। Dr. Mosses Buttenwise যিনি Cincinnati (আমেরিকা)-এর ইউনিয়ন কলেজের হিব্রু ভাষার অধ্যাপক ছিলেন, লিখিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনকালে আরামী ভাষা বলা হইত (Jewish Ency., xiii, 505. Messiah শীর্ষক নিবন্ধ)। ইহার পর এই বিষয়ে কোন সন্ধান নাই যে, ঈসা (আ) (ড্র. Moffit-এর অনুবাদ, New Testament Un-educated) গ্রীক ভাষা জানিতেন এবং তাঁহার প্রাথমিক শিষ্য ও অনুসারীদেরও একই অবস্থা ছিল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক Papias বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহকে কোন ঐতিহাসিক কালক্রম ছাড়া মথি হিব্রু অথবা (আরামী ভাষায়) সংকলন করিয়াছিলেন (Jewish Ency., ix, 249-এর বরাতে)। তিনি বর্ণনা করেন যে, মার্ক বিচ্ছিন্নভাবে পিটার (Peter) হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই সংকলন করিয়াছিলেন (পৃ. গ্র.-এর বরাতে) এবং পিটারের ভাষাও গ্রীক নহে, বরং

হিব্রু, সুরয়ানী অথবা আরামী ছিল। মথি ও মার্ক সম্পর্কেও জানা যায় যে, এই দুইটি পুস্তিকাও মূলত-গ্রীক ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল না। কোন কোন গবেষক John-এর Gospel-কে আরামী ভাষায় রচিত বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন (Alfred Loisy, The Birth of Chri, Religion, পৃ. ৩৬৬, টীকা ৬০)। Gospel-সমূহের বরাত সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায়শই “Q”-এর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং F.C. Burkitt খুবই প্রজ্ঞার সঙ্গে এই সম্ভাবনা প্রকাশ করেন যে, “Q”-এর মূল পাণ্ডুলিপি প্রকৃতপক্ষে আরামী ভাষায় ছিল (Ency. Brit, iii, 524, ed.1950)। পরিবর্তিত খৃস্টান সাহিত্যে Jesus-এর gospel রহিয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য আরামী ভাষায় রচিত ছিল এবং এই gospelটি খৃস্টানদের প্রাথমিক দলগুলির Nazerien ও Ebionites শাখাঙ্ঘয়ের মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৫০ খৃ.) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এই দলসমূহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই Gospel-টিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। Ency. Brit., Apocryphel Literature শীর্ষক নিবন্ধ)।

কাশফু'জ-জুনুন গ্রন্থের গ্রন্থকার ইনজীল সম্পর্কিত আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, মূল ইনজীল সুরয়ানী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। খৃস্টান সোসাইটি, ওয়াচ টাওয়ার (Watch Tower)-এর মুদ্রিত বাইবেলের (নিউ ইয়র্ক সংস্করণ) ভূমিকায় (পৃ. viii) এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করা হইয়াছে। একদিকে ইহা যেমন সত্য, অপরদিকে দেখা যায় যে, New Testament-এর যে সকল প্রাচীন অংশ এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের কোনটিই হিব্রু, সুরয়ানী অথবা আরামী ভাষায় রচিত নহে, বরং সবকয়টিই গ্রীক ভাষায় রচিত এবং সবই Gospel গ্রীক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মূল ইনজীল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান গ্রীক পাণ্ডুলিপিসমূহ ও ইহার অনুবাদসমূহ মূল গ্রন্থ হইতে চয়নকৃত ও ইহার অনুবাদ অথবা ইহার অনুবাদের অনুবাদ।

মূলকথা এই যে, অল্পকালের মধ্যেই ইনজীল ফিলিস্তিন ও আরামী ভাষাভাষী অঞ্চল পরিত্যাগ করে এবং আন্তর্দেশীয় ধর্ম হওয়ার কারণে তদানীন্তন আন্তর্দেশীয় ভাষা গ্রীক গ্রহণ করে। এই সময় রোমেও এই ভাষা প্রচলিত ছিল (Ency. of Religion and Ethics, ii, 584)। হিব্রু ও আরামী ভাষার পরিবর্তে গ্রীক অনুবাদ পাওয়া যাওয়ার ইহাও কারণ যে, প্রাথমিক কালে (১৫০-১৭০ খৃ.) সমগ্র খৃস্টান জগত গ্রীক ভাষাভাষী রোমানদের শাসনাধীন ছিল (Ency. Brit, 1950, ii, 516)। আধুনিক কালের গ্রীক ভাষা প্রাচীন গ্রীক ভাষার বিকৃত রূপ। কিন্তু বর্তমান কালে প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীক ভাষায় এতদূর পার্থক্য বিরাজমান যে, ইহাদেরকে দুইটি পৃথক ভাষা বলা যায়। Maxinus Calliergi সেই ভাষা হইতে New Testament-কে ভাষান্তরিত করেন। এই অনুবাদটি ১৬৩৮ খৃ. জেনোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। এক কলামে মূল গ্রীক অনুবাদ রহিয়াছে এবং অপর কলামে আধুনিক গ্রীক ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে।

ইনজীলের অনুবাদ : খৃস্টান বিশ্বে New Testament-এর গ্রীক অনুবাদটি বর্তমান কালে মূলরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গ্রীক ভাষা হইতে ল্যাটিন ও সুরয়ানী ভাষায় অনূদিত হয়। ইহার পর সুরয়ানী ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় ইনজীলের অনুবাদ হয়। ইহা চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্শ্বের ঘটনা (Ency. Brit, 1950, iii, 517)। ইবনুল 'ইবরী লিখিয়াছেন যে, খৃ. ৬৩১ ও ৬৪০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আমর ইবন সা'দের নির্দেশে পোপ

জন একটি অনুবাদ প্রস্তুত করেন। লাইপয়িং-এ সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ইনজীলের 'আরবী অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। ইহাও সুরয়ানী ভাষা হইতে অনূদিত। এই অনুবাদটি ৭৫০ খৃ. ও ৮৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে করা হইয়াছে (E.I., ইনজীল শীর্ষক নিবন্ধ)। ১৬৭১ খৃ. রোমে সর্বপ্রথম 'আরবী বাইবেল প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে ১৫৯০-১৫৯১ খৃ. রোমে Gospel চতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায়ই ইনজীলের অনুবাদ হইয়াছে। এই সকল অনুবাদের জন্য দ্র. (১) Watt, Fourhundred Tongues; (২) Monle ও Darlow, Gospel in Many Years; (৩) West Cott, History of the English Bible. ইংরেজী ভাষায় New Testament-এর প্রভাব সম্পর্কে দ্র. (১) R. G. Moulton, The Literary Study of the Bible, 1901; (২) J. H. Gardiner, The Bible as English Literature, 1906; (৩) H. H. Mellone, The N. T. and Modern Life, 1921; (৪) E. von Dobschitz, The Influence of the Bible on Civilization, 1913; (৫) A.S. Cook, Biblical Quotations in Old English Prose Writers. 1898-1903; (৬) C. Wordsworth, Shakespeare's Knowledge and use of the Bible, 1864.

New Testament-এর অনুবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা জানা যায় যে, ৬০০ খৃ. পর্যন্ত ইহা অথবা ইহার অংশসমূহ আটটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা বিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া অনূদিত ভাষার সংখ্যা একাত্তরে পৌঁছে। ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৬। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ৮৫৬টি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ইনজীলের ভাষ্যসমূহ : খৃস্টান ধর্মাধিকরণেদের ভাষ্যসমূহের বেশীর ভাগই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে, উহাকে একত্র ও সংকলিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে (ড্র. A. Souter, The Commentary Religious on the Epp. of Parul, 1907)। নস্টিকগণ Gostics New Testament-এর সর্বপ্রথম ভাষ্য লেখেন। মধ্যযুগের ভাষ্যকারদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) Walafsid of Strabo ও Nicolaus of Lyra, সাম্প্রতিক কালের ভাষ্যকারদের মধ্যে Meyer de Wette, J. P. Lange, Josiars Bunsen Speaker, J. Sexell, Dean Spence (Pulpit Commentary), Haltzmann, Driver, Plummer, Briggs (International Critical Commentary), Robertson Nicoll (Expositor's Bible)-এর বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। তাহাদের ভাষ্যগুলি যথাক্রমে ১৮৩২, ১৮৩৬, ১৮৫৭, ১৮৭১, ১৮৮০, ১৮৮৯, ১৮৯৫, ১৯০৩ ও ১৯০৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইনজীলের ভাষ্যসমূহের জন্য দ্র. (১) F. W. Farrer, History of Interpretation, ১৮৮৫ খৃ. পৃ.; (২) G. H. Giloert, Interpretation of the Bible 1908। এই ভাষ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য কি, এইগুলি কোন প্রভাব এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে এইগুলি আলোচনা করা সম্ভব নয়।

বাইবেল সোসাইটি : বাইবেল এবং New Testament--কে বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত করা এবং ইহার প্রকাশ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যে সকল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাদের জন্য দ্র. (১) G. Browne, History of the Bible Society, 1859; (২) R. Kilgon, Gospel in Many Years, 1925; (৩) W. Canton History of the Brit. And For. Bible Society, পাঁচ খণ্ডে, ১৯০৪ খৃ.; (৪) T. H. Darlaw ও H. F. Monle, Historical Catalogue of the Printed Edition of the Scripture, চার খণ্ডে, ১৯০৩ খৃ.।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সনে কট্ট কৌশলের আশ্রয় লইয়া বি. বি. এস. (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি?) কর্তৃক বাইবেল নতুন নিয়মে কিছু ইসলামী পরিভাষা সংযোজন করিয়া ইঞ্জীল শরীফ শিরোনামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইনজীল ও তাওরাত : New Testament ও Old Testament-এর মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক? যাহুদী দৃষ্টিভঙ্গিতে New Testament কোন আসমানী এবং ধর্মীয় পুস্তিকা নহে। তাহারা ইহার পবিত্রতাও স্বীকার করে না (মথি, ৫খ, ১৭, আরও দ্র. Ency. Brit., 1950, iii, 500 এবং Ency. of Religion and Ethics, iii, 582)। তাওরাত ও ইনজীল-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, তাওরাতের সমর্থকরূপে ইনজীল নাযিল হইয়াছিল। যেমন কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে :

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ.

“পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের সমর্থকরূপে” (৫ : ৪৬)। খোদ হযরত সৈসা (আ)-ও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছিলেন (মথি, ৫খ, ১৭, ১৮)। আরও দ্র. ৫ : ৬৬, ৬৮, অধিকন্তু তাওরাত শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইনজীল ও কুরআন : হযরত সৈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে : “উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো” (৫ : ৫৬)। অতঃপর কুরআন সৈসানের যে মৌল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহা এইঃ “তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে” (এই কুরআন তাহাদের জন্য পথনির্দেশ, ২ : ৪)। এখানে পূর্বে নাযিল গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাওরাত ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর সংগে ইনজীলও অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে ইনজীলে যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে “ইনজীল” শব্দ দ্বারা সেই গ্রন্থকে বুঝান হইয়াছে, যাহা হযরত সৈসা (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল। হযরত সৈসা (আ)-এর অনুসারিগণ পরবর্তী কালে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং হযরত সৈসা (আ)-এর জীবনী ও উক্তিসমূহ একত্র করত সঠিকরূপে অথবা ভ্রান্তিপূর্ণভাবে যে সকল সংকলন প্রস্তুত করা হয়, যেগুলিকে খৃষ্টানগণ মথি (Mathew), মার্ক (Mark), লুক (Luke) এবং যোহন (John) Gospel-এর নামে অভিহিত করেন, সেইগুলি কুরআনে উল্লিখিত ইনজীল নহে। ইমাম কুরতুবী আল-আলাম গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিয়াছেন এবং ইমাম রাযীও একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা ইনজীলের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এবং ঐতিহাসিক কালসমূহ ইহার পরিক্রমণের বর্ণনা দিয়া উল্লেখ করেন, “সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহর তরফ হইতে অবতীর্ণ ইনজীল বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার মধ্যে কেবল কিছু অংশ বাকী থাকে” (আল-ইলাল, ২খ, ২-৩৯)।

কুরআনে যে ‘ইনজীল’ শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে, এই সম্পর্কে ইসলামে প্রাথমিক যুগের মনীষীদের অভিমত কি ছিল? কাতাদা ইবন জাফার, ইবন হুমাইদ প্রমুখ তাবিঈদের উক্তির মাধ্যমে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, “ইনজীল” শব্দ দ্বারা সেই গ্রন্থ বা আসমানী বাণীকে বুঝায়, যাহা ওয়াহ্নি-র মাধ্যমে হযরত সৈসা (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছে (ইবন জারীর, ১খ, ১০৩, ১৭২; ২খ, ১৫৩)। সাম্প্রতিক কালে ‘আল্লামা রাহু’মাতুল্লাহ কীরানবী ‘আলিমগণের ফাতওয়্যার আলোকে বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত ইনজীল দ্বারা সেই মূল গ্রন্থকে বুঝায়, যাহা হযরত সৈসা (আ)-এর উপর ওয়াহ্নি করা হইয়াছিল এবং এই New Testament হযরত সৈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ ইনজীল নহে। শী‘আ মুজতাহিদগণও একই অভিমত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, “প্রচলিত ইনজীল আল্লাহর বাণী নহে, কাজেই ইহা কোন প্রামাণ্য দলীল নহে।” মাওলানা ‘আবদুল-হাক্ক হাক্কানী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় মূল তাওরাত ও ইনজীল বর্তমান ছিল না। বর্তমান কালের সংকলনসমূহকে আসল তাওরাত ও ইনজীল বলিয়া বর্ণনা করা জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক (ফাতহুল-মানান, ৪খ, লাহোর ১৩৪৬ হি.)। ‘আল্লামা রাশীদ রিদা মিসরী (র) লিখেন, চতুর্থ খৃ. শতকে বহু সংখ্যক ইনজীল বিদ্যমান ছিল, ইহাদের মধ্যে চারিটিকে বাছাই করিয়া বর্তমানে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই গ্রন্থগুলিকে আমরা সেই ইনজীল বলিতে পারি না, কুরআনের প্রতিটি স্থানে যাহাকে একবচনে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহা হযরত সৈসা (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল (তাফসরুল-মানার, ৩খ, ৪৯, ১৫৮, মিসর ১২৩৪ হি.)।

ইনজীল ও মুসলিম লেখক : প্রাচীন মুসলিমদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ইনজীল সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান রাখিতেন। ইব্রানী খৃষ্টানদেরও মকায় কিছু কিছু আনাগোনা ছিল। ইহার ফলে তাহারা স্বীয় ভূমিতে বায়তুল্লাহর নমুনায় একটি গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাকে নাজরানের কা’বা বলা হইত। ইহার পর য়ামানে ‘আল-কালীস’ নামক একটি গির্জা নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ৫৭০-৫৭১ খৃ. আব্বায়াহ বায়তুল্লাহ আক্রমণের মনস্থ করে। এই প্রসংগে প্রাথমিক যুগের সাহাবীগণ ইনজীল ও উহার শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত ছিলেন। মদীনার যুগের ‘আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের বাইবেল সম্পর্কিত জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পায়। হাদীছ ও তাফসীরে তাবিঈ ও তাব’ তাবিঈগণের বরাতেও উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদের মধ্যে আল-মাকুবী ইনজীল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাহার তরীখে (৩৫৯/১৩৫৮ খৃ., পৃ. ৫৬) চতুস্তয়ের সারমর্ম দিয়াছেন। তিনি ইনজীল ও কুরআনের বর্ণনায় পার্থক্য সম্পর্কেও গবেষণা করিয়াছেন। আল-মাসু‘উদী (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) কিভাবে নাসি’রা-র একটি গির্জায় গমন করিয়াছিলেন ও সেখানে ইনজীল সম্পর্কে যেসব কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি নিজে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি দুইবার Peter ও Paul-এর হত্যার উল্লেখ করিয়াছেন। শিষ্য Thomas সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যে, Thomas-ই ভারতে গমন করিয়াছিলেন। তাহার ভাষায় Thomas “যিনি ১২ জন শিষ্যের একজন ছিলেন, যীশুর বাণীর দাওয়াত লইয়া ভারতে গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।” মাসু‘উদী খৃষ্ট ধর্মের শুরু এবং ইহার দীর্ঘকালীন ইতিহাস সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খৃষ্টানদের বিশ্বাস এবং তাহাদের ইনজীলের পরস্পর বিরোধী ও

সন্দেহজনক অংশসমূহ সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন (মুরুজুয-যাহাব, ২খ., ২৯৭ প.)। ইনজীল সম্পর্কে আল-বীরুনী (মৃ. ৪৪০/১০৪৮)-র জ্ঞান আল-মাস্'উদী অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। স্বীয় গ্রন্থ আল-আহাকু'ল-বাকি'য়া রচনা প্রসঙ্গে তিনি নেস্টোরীয় (Nestorian) খৃষ্টানদের সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি Jesudod-এর ভাষ্য সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা রচনা করেন। তিনি বহু গবেষণার পর উল্লেখ করেন যে, Gospel চতুষ্টয় (মথি, মার্ক, লুক ও যোহন) প্রকৃতপক্ষে ইনজীলের চারিটি পাণ্ডুলিপি। তিনি যাহূদী, খৃষ্টান ও সামিরীদের নিকট রক্ষিত New Testament-এর পাণ্ডুলিপিশুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া এই মন্তব্য করেন। তিনি Necea সম্মেলনে পরিত্যক্ত বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহেরও উল্লেখ করেন। তিনি Gospel-সমূহের পারস্পরিক বিভিন্নতা সম্পর্কেও উল্লেখ করেন এবং মথি (১খ, ১-১৭) ও লুক (৩খ, ২৩) যীশুর যে বিভিন্ন বংশ তালিকার বর্ণনা দিয়াছেন, ইহাদের বিভিন্নতার বর্ণনা দিয়া প্রশ্ন করেন, খৃষ্টানগণ কিভাবে এই সব বিভিন্নতার সমাধান দিয়া থাকেন? অতঃপর তিনি লিখেন যে, এইসব বিভিন্নতার আলোকে Gospel-সমূহকে আসমানী গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আল্লামা ইবন হায়ম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) New Testament সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টান-বিশ্বাস ('আক'ীদা) সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল খুবই ব্যাপক। তিনি বাইবেলের রদবদল সম্পর্কে খুবই মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (আল-ফিস'াল, ২খ, ২-৩৯)। ইখওয়ানু'স-সাফা' (৩৭৩/৯৮৩), আল-কিন্দী (মৃ. আনু. ২৬০/৮৭৩), আল-গাযালী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫) ও আওয়ালিফু'ল-মা'আরিফ গ্রন্থের রচয়িতা সুহরাওয়াদী (মৃ. ৬৩২/১২৩৪)-এর রচনাবলী দ্বারাও ইনজীল সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উল্লেখ্য যে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এবং প্রাথমিক যুগের ইনজীলের অনুবাদের অপ্রতুলতা হেতু ইহার বেশী প্রসার হয় নাই। উক্ত রচয়িতাগণ ইনজীল সম্পর্কে যে সকল বরাত উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের অধিকাংশই ভাবার্থস্বরূপ এবং যেহেতু ইনজীলসমূহে ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্তন ও রদবদল সাধিত হইতেছে, সেইহেতু উক্ত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত বরাতসমূহও পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও বিশেষ পরিবর্তিতরূপে দেখা যায়।

শিহাবুদ-দীন আল-কারাফী (মৃ. ৬৮৪/১২৮৫) খৃষ্টানদের জওয়াবে আল-আযবি-বাতু'ল-ফাখিরা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর 'আল্লামা ইবন তাইমিয়া (৭২৮/১৩২৫) কথোপকথনের রীতিতে 'আল-জাওয়াবু'স-সাহীহ ফীমান বাদলা দীনা'ল- মাসীহ' নামক একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহার তৃতীয় খণ্ডে খৃষ্ট ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স'-এর "আবিভাবের পূর্বেই খৃষ্ট ধর্ম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রমাণ হিসাবে সাহীহ মুসলিমের এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন : 'আহলে কিতাবগণ আসমানী গ্রন্থের অর্থ ও হালাল-হা'রাম সম্পর্কিত নির্দেশসমূহের পরিবর্তন করে এবং সত্য-মিথ্যাকে (হাক্ক ও বাতি'লকে) এমনভাবে মিশাইয়া ফেলে যে, উহার বিষয়বস্তু হইতে মূল শিক্ষাকে পৃথক করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।' তাহা ছাড়া তিনি লিখিয়াছেন যে, খোদ খৃষ্টানগণও স্বীকার করে যে, তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থে ভুলক্রমেই হউক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই হউক, পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র 'আল্লামা ইবন কা'য়াম (মৃ. ৭৫১হি.)-এর রচিত গ্রন্থ; যথা হিদায়াতু'ল- হবারাও খুবই উল্লেখযোগ্য। হাজ্জী খালীফা (মৃ.

১০৬৮/১৬৫৮) তাঁহার গ্রন্থ কাশফুজ জুন-এর ইনজীল শীর্ষক নিবন্ধে চিন্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ইনজীলসমূহ রদবদলে পরিপূর্ণ। ১২৭০/১৮৫৪ সালে 'আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানাবী মুহাজির মাক্কী ইয়হারে হাক্ক ও ইযালা-তু'শ-ওক্ক গ্রন্থখানি সমাণ্ড করেন (মাদ্রাজ ১২৮৮ হি.)। অনুরূপভাবে শায়খ 'আবদু'ল-হাক্ক দিহ্লাবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ ফাতু'ল মানান (লাহোর ১৩৬৪ হি.)-র বিভিন্ন প্রায়াজনীয় আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স'-এর সময়ে মূল ইনজীল বিদ্যমান ছিল না (৪খ, ৪৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) F. W. Farrar, History of Interpretation, ১৮৮৫ খৃ. প.; (২) H. S. Nazh, History of the Higher Criticism of the N. T., ১৯০০ খৃ.; (৩) M. Dods, The Bible, its Origin and Nature, ১৯০৫ খৃ.; (৪) J. Chapman, History of the Vulgate Gospels, ১৯০৮ খৃ.; (৫) W. F. Adeney, How to read the Bible, ১৮৯৬ খৃ.; (৬) J. Owen, History of the Origin and the First ten years of the Band F. B. Soc., ১৮১৬ খৃ.; (৭) J. G. Watt, Four Hundred Tongues, ১৮৯৯ খৃ., বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ সম্পর্কে; (৮) F. G. Kenyon, Our Bible and the Ancient Mss, ১৮৯৭ খৃ.; (৯) B. F. Westcott, Canon of the N. T., ১৮৫৫ খৃ.; (১০) H. F. Monle ও T. H. Darlow, Historical Catalogue of the Printed Edition of Holy Scripture, ১৯০৩ খৃ.; (১১) R. Kilgon, Gospel in many years, ১৯২৫ খৃ.; (১২) E. Von Dobschitz, The Influence of the Bible on Civilization, ১৯১৩ খৃ.; (১৩) S. H. Mollone, The N. T. and Modern Life, ১৯২১ খৃ.; (১৪) R. G. Moulton, The Literary Study of The Bible, ১৯০১ খৃ.; (১৫) G. Washington Moon, The Reviser's English, ১৮৮২ খৃ.; (১৬) J. B. Lightfoot, On a fresh Revision of the English N. T., ১৮৯১ খৃ.; (১৭) Westcott, History of the English Bible; (১৮) G. G. Montefiore, The Synoptic Gospel, ১৯২৭ খৃ.; (১৯) J. Moffatt, An Introduction to the Literature of the N. T., ১৯১৮ খৃ.; (২০) F. C. Burkitt, Beginning of Christianity; (২১) G. Dalman, The Words of Jesus, ১৯০৫ খৃ., ইংরেজী অনু.; (২২) A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus (ইংরেজী অনু. ১৯১০ খৃ.); (২৩) B. F. Westcott, The N. T. in the Original Greek, 1881-1896; (২৪) B. H. Streeter, The Four Gospels, ১৯২৪ খৃ.; (২৫) A. S. Lewis, The old Syriac Gospels, ১৯১০ খৃ.; (২৬) B. F. Westcott, General Survey of the History of the Canon of the N. T., ১৮৭৪ খৃ.; (২৭) A. Souter, The Text and Canon of The N. T., ১৯১৩ খৃ.; (২৮) A. Harnack, The Origin of the N. T., ১৯২৫ খৃ.; (২৯) H. E. Perkins, Principles Suggested for

the Revision of the Urdu Bible; (৩০) H. U. Weitbrecht, The Urdu New Testament, লণ্ডন, ১৯০০ খৃ.; (৩১) The Bible of Every Land, Bagstero, ১৮৬০ খৃ.; (৩২) Bible in India, ইংরেজী অনু. এলাহাবাদ ১৯১৬ খৃ.; (৩৩) H. U. Weitbrecht, The Urdu New Testament, ১৯০০ খৃ.; (৩৪) সায়্যিদ নাওওয়ার 'আলী, সু'হফ সামাবী; (৩৫) সায়্যিদ আহ'মাদ খান, তাবয়ীনুল-ক'লাম, গ'যীপুর ১৮৬২ খৃ.; (৩৬) নূ'মান খায়রু'দ-দীন আলুসী, আল-জাওয়াবুল-ফাসীহ'; (৩৭) ইব্বন ক'য়্যিম, হিদায়াতুল-হ'ব্বারা লি-আজবি'বাতিল-য়াহুদ ওয়ান-নাস'ারা; (৩৮) রাহ'মাতুল্লাহ কীরানাবী, ইজ'হারুল-হাক্ক; (৩৯) এ লেখক, ই'জায ই'সাবী; (৪০) আবুল বাকা ও সালিহ, তাখজীলুল আনাজীল; (৪১) মূসা জারুল্লাহ, আস'-সু'ফু'স'-সামাবিয়া।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইন্ডিয়া : (দ্র. হিন্দ)

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (Indian National Congress) : ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছিল ইংরেজী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ভারতীয় হিন্দু, পারসিক ও মুসলিমগণের একটি সমাবেশ। এই সমাবেশে তাঁহারা একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। উপস্থিত ৭৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তারূপে Allen O. Hume নামক একজন সিভিলিয়ানের উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল Lord Duffrin-ও এই সংগঠনের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন।

“ভারতের জাতীয় পরিষদ” হিসাবে গঠিত হইয়া ভারতীয় আইন-সভার বুনিয়াদ হিসাবে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং বৃটিশ প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ দাবি করে। কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছিল, ইহা একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) সংগঠন যাহা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করে। মুসলমানরা এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইহা তাহাদেরও দাবি-দাওয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। কংগ্রেস বিশেষ করিয়া এই দাবি বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয়।

কংগ্রেস-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মুসলমানরা দুই পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল মনে করিতেন, হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে অপর দল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ও বৈপরীত্য দেখিতে পান। প্রথম চিন্তাধারার অনুসারিগণ বাদরু'দ-দীন তায়িবজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেসকে “সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংগঠন” হিসাবে গণ্য করিবার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতায় উৎসাহ দান করেন এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সহিত একাত্মতা ঘোষণার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তথাপি কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসব্যাপী ডক্টর এম. এ. আনসারী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ডক্টর যাকির হুসায়ন প্রমুখ প্রখ্যাত মুসলিম এই

দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার চালাইয়া যান। তাঁহাদের মতে ইসলামী জীবনাদর্শ ও কংগ্রেসের সদস্যপদ অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। যাহা হউক, অধিকাংশ মুসলিম কংগ্রেসের সংশ্রব পরিহার করেন। তাঁহারা স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ খানের এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন যে, কংগ্রেস কেবল হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গঠিত একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা স্যার সায়্যিদ আহ'মাদের এই আশংকার সহিতও ঐকমত্য পোষণ করিতেন যে, কংগ্রেস এমন একটি হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় হইবে মাত্র একটি বধিত সংখ্যালঘু।

কংগ্রেস উহার বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানে মুসলিম সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সম্মেলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট আপত্তিকর বিষয়সমূহ আলোচনা হইতে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অধিকন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনপ্রিয় বিক্ষোভের প্রতিও কংগ্রেস ইহার দলীয় অনুমোদন প্রদান করে নাই। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এই বিক্ষোভটির মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের আর্থ সমাজ পরিচালিত মুসলিম বিরোধী তৎপরতা, মুসলিম বিরোধী জঙ্গী শিবাজী-উৎসব, মহারাষ্ট্রের গো-রক্ষা আন্দোলন প্রভৃতির প্রতিও কংগ্রেস সমর্থন প্রদান করে নাই; তথাপি অধিকাংশ মুসলিম কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু মানসিকতা দেখিতে পান। যেহেতু মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জনে, নূতন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে এবং রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে হিন্দুদের তুলনায় অধিকতর পশ্চাতে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের এই পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হন এবং সংখ্যালঘুর বিশেষ অধিকারের দাবি জানাইয়া তাঁহাদের স্বার্থ অর্জন ত্বরান্বিত করিতে উদ্যমী হন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৯ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও কংগ্রেস অব্যাহতভাবে দাবি করে, ইহাই ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি।

সংক্ষিপ্ত কালের জন্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় যৌথভাবে ১৯১৬ সালে “Home-rule League”-এর প্রতি সমর্থন জানায় এবং ১৯২০ সালে খিলাফত ও আইন ভঙ্গ আন্দোলনে সহযোগিতা করে। কিন্তু যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-আলোচনা না করিয়া গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন পরিহার করা হয় এবং কামাল আতাতুর্ক যখন খিলাফতের অবসান ঘোষণা করেন—এই কারণে যখন খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়ে, তখন মুসলমানরা নিরাশ ও হত্বোদ্যম হইয়া যান এবং হিন্দু-মুসলমানদের সাময়িক সমঝোতা অনৈক্য ও পারস্পরিক বিরোধিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্ট কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের অস্বীকৃতি মুসলিম লীগের মতে কংগ্রেস শাসনে মুসলিম সম্প্রদায় একটি বধিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে, এই আশংকার প্রমাণ হিসাবে মুসলিম লীগ ইহাকে গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেসের জয়লাভ এবং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সভা গঠনের পর মুসলিম প্রতিনিধি গ্রহণের প্রশ্নে যখন কংগ্রেস এই শর্তে কেবল কংগ্রেস যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী সভায় মুসলিম প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারে যদি তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইহাতে মুসলিম লীগের আশংকা আরও ঘনীভূত হয়।

কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার শাসনামলে মুসলিমগণের প্রতি অসম আচরণের যে অভিযোগ স্বরাজ (স্বায়ত্তশাসন) আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া তোলে, একদিকে মিঃ নেহেরু সেই অভিযোগকে গৌণ ও মামুলী ব্যাপার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, অন্য দিকে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মুসলিম সম্প্রদায়কে মুসলিম লীগের ছায়াতলে একত্রীভূত করেন এবং তাহাদেরকে এই মর্মে ইশিয়ারী প্রদান করেন যে, তথাকথিত স্বরাজের অর্থ হইল হিন্দুরাজ। কংগ্রেস মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকার অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, যেহেতু হিন্দুগণ মুসলমানদের অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত, অধিকতর সমৃদ্ধ ও উদ্যোগী, সুতরাং সম-অধিকারের অর্থ হইবে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী হীনমন্যতা ও আর্থ-রাজনৈতিক অত্যাচার। একদিকে কংগ্রেস মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সহনশীলতার নিশ্চয়তা প্রদান করে, অপরদিকে মুসলিম লীগ মুসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দেয় যে, হিন্দুতে বিলীন হইয়া তাহাদের নিজস্ব সত্তা হারাইয়া ফেলিবার আশংকা রহিয়াছে। অতএব যে মুসলিম লীগে शामिल হইবে না সে ইসলামের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। এতদসত্ত্বেও কংগ্রেস কিছু সংখ্যক মুসলিমকে ইহার আওতায় আনিল যাহাদের অনেকে কংগ্রেস পার্টিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯৪০ খৃ. পর্যন্ত মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ অধিকার অর্জন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রাম চালায়। ১৯৪০ সাল হইতে মুসলিম লীগ জোর দাবি জানায় যে, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি পৃথক জাতি, মুসলিম লীগই মুসলমানদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্যঃ মুসলিমদের জন্য জাতীয় আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা। জাতীয়তাবাদের সহিত ধর্মকে সমান গুরুত্ব প্রদানের বিষয়কে প্রত্যাখ্যানপূর্বক কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে ধর্মীয় বিদেশ সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করে। যাহা হউক, ১৯৪৫ খৃ. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দূরতক্রম্য ব্যবধান প্রশস্ত করে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়া এই বিরোধ চরম পরিণতি লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) লাজপাত রায়, ইয়ং ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক ১৯১৭; (২) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, A Nation in Making, লণ্ডন ১৯২৫; (৩) বি. পি. সিতারায়া, History of Indian National Congress, মাদ্রাজ ১৯৩৫; (৪) W. C. Smith, Modern Islam in India, লাহোর ১৯৪৩; (৫) H. Bolitho, জিন্নাহ, লণ্ডন ১৯৫৪; (৬) আবুল-কলাম আযাদ, India Wins Freedom, কলিকাতা, ১৯৫৯; (৭) রাম গোপাল, Indian Muslims ১৮৫৮-১৯৪৭, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৯; (৮) C. H. Philips (সম্পা.), The Evolution of India and Pakistan, লণ্ডন ১৯৬২; (৯) আব্বাস আহমাদ, Studies in Islamic Culture in the Indian environment, লণ্ডন ১৯৬৪; (১০) ঐ লেখক, Islamic Modernism in India and Pakistan ১৮৫৭-১৯৬৪, অক্সফোর্ড ১৯৬৭; (১১) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ., শিরোনামঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ঢাকা ১৯৭১ খৃ.।

D. Argov (E.I.²)/মুঃ মকবুলুর রহমান

ইনতিহা' (النتها) : 'সমাপ্তি' বা 'উপসংহার' অলংকারশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কাব্যবীণী-র তাল্খীসু'ল-মিফতাহ', (মাতানু'ত-

তাল্খীস' শিরোনামে প্রকাশিত, কায়রো তা.বি., পৃ. ১২৬-৭)। ইহার বর্ধিত সংস্করণ 'ঈদাহ' (সম্পা. মুহাম্মাদ আবদুল-মুনইম খাফাজী, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ৬খ, ১৫৩-৪)। তাল্খীস'ভিত্তিক বিভিন্ন রচনায় এবং পূর্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রন্থে 'ইনতিহা' পদটি ইবুতিদা' পদের সাথে উল্লিখিত হইয়াছে। ইবুতিদা' অর্থ সূচনা, প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ। তাখালুস অর্থাৎ সাময়িক পরিবর্তনকে কোন কাব্য বা গদ্য রচনার তিনটি অংশের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয় (কেহ কেহ খুতবা বা উপদেশরও উল্লেখ করিয়াছেন) যেইগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। লেখকের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতা কিংবা লেখার পরিসমাপ্তি শ্রোতার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করিবে। সুতরাং উহা পূর্বকার কোন ক্রটি-বিচ্যুতির সংশোধন করিতে পারে এবং তাহা আবার খুব সফল একটি রচনাকে নষ্টও করিতে পারে। রচয়িতাকে শুধু তাহার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ শৈলী প্রদর্শন করিলে চলিবে না, বরং তাহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে যে, তাহার রচনার বিষয়বস্তুর আর কোন পরিস্ফুটন হইবে না। তাহার বিষয়বস্তুর উপসংহার এমন একটি প্রার্থনা বা দু'আকে অনুসঙ্গী করিয়া এই লক্ষ্য হাসিল করা যাইতে পারে যে, দু'আর শব্দাবলী কামুলা (كامل) বা 'খাতামা' (ختم)-এর অর্থজ্ঞাপক হইবে। কামাল অর্থ পরিপূর্ণতা এবং খাতামার তাৎপর্য, পরিসমাপ্তি বা সীল করা ইত্যাদি (পরবর্তী কালের কতিপয় পুস্তিকা অনুসারে' উদাহরণ হিসাবে দেখুন ইবন হি'জ্জা-র খিয়ানাতুল-আদাব, কায়রো ১৩০৪/১৮৮৬, পৃ. ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৬)। অন্যবিধ উপায়েও রচনার পরিসমাপ্তি টানা যায় এবং সেই উপায় বা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নহে।

প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে আবু হিলাল আল-'আস্কারী (যেমন কিতাবু'স-সিনা'আতায়ন, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, পৃ. ৪৪৩-৫) কবিতার পরিসমাপ্তিতে প্রবাদ বাক্য প্রয়োগের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন রাশীক মনে করেন যে, প্রার্থনা বা দু'আ কেবল রাজা-বাদশাহর প্রশস্তিমূলক কবিতার উপসংহারে ব্যবহার করা উচিত (ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 'দু'আ-ই তাবীদ, [শাসকের] "দীর্ঘায়ু কামনা" রাশীদ উ'দ-দীন ওয়াত-ওয়াত কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, হাদাইকু'স-সিহ'র, সম্পা. 'আব্বাস ই'কবাল, তেহরান তা. বি., পৃ. ৩৩)। কেহ কেহ কাব্যকলি হইতে অতিশয়োক্তি-মূলক উদাহরণ সহযোগে তাহাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। অধিকাংশ গ্রন্থকার নির্দেশ করেন যে, তাখালুসের মত ইনতিহা পরবর্তী কালের কবিদের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে।

ইনতিহা' বা উপসংহার মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচিত হইয়াছে। যেমন হু'সনুল-মাক্'তা বারা'আতুল-মাক্'তা (এই ক্ষেত্রে মাক্'তাকে কবিতার শেষ পংক্তি অর্থে ব্যবহৃত একই পদ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত মনে করিতে হইবে), হসনুল-খাতিমা ইত্যাদি।

পবিত্র কু'রআনে ইনতিহা'র উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু কাব্যবীণীর অনুসরণে বিজ্ঞ আলিমগণ পবিত্র সূরাসমূহের শেখাংশের শৈলী-সুখমা সম্যক উপলব্ধি করার জন্য অভিজ্ঞতা অপরিহার্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আলী-আল-জুবজানী, আল-ওয়াসা'তা বায় না'ল-মুতানাব্বী ওয়া খুসূ'মিহ, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ১৪; (২) ইবন রাশীক, উমদা, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ১খ, ১৪৫, ১৮৯-৯১; (৩) ইবন আবিল-ইস'বা, তাহ'রীকু'ত-তাহ'বীর, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩, পৃ.

৬১৬-২৩; (৪) ঐ লেখক, বাদী 'উ'ল-কু'রআন, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৩৪৩-৫৩; (৫) বাদরু'দ-দীন ইব্ন মালিক, মিস্‌বাহ, কায়রো ১৩৪১/১৯২৩, পৃ. ১২৬-৮; (৬) শাম্‌সু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স আর-রাযী, আল-মু'জাম ফী মা'আইরি'ল-আশ'আরি'ল-'আজাম, লন্ডন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৩৭৯-৮১; (৭) গুরুহ'ত-ভালখীস, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ৪খ, ৫৪৩-৭; (৮) তাফতায়ানী, আশ-শারহ'ল মুতাওওয়াল, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১১, পৃ. ৪৮১-২; (৯) সুযু'তী, 'উকুদু'ল জুমান, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ১৭৫-৬; (১০) 'আব্বাসী, মা'আহিদ, কায়রো ১৩৬৬-৭/১৯৪৭-৮, ৪খ., ২৬৮-৭৪; (১১) A.F. Mehren. Die Rhetorik der Araber, ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ১৪৬-৭; (১২) Ruckert-Pertsch, Grammatik, Poetik und Rhetorik, der Perser, গোথা ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ৩৫৯।

S. A. Bonebakker (E. I. 2) সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

ইনতিহার (انتحار) : “আত্মহত্যা”, কষ্টনালী বিদ্ধ বা ছেদন করিয়া আত্মহত্যা, হাদীছে'ও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মহত্যা বুঝাইবার জন্য শব্দটি কোন সময় হইতে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা জানা যায় না। ইহা সম্ভবত সুপ্রাচীন কাল হইতে এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায়ও শব্দটি আত্মহত্যার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আল-কু'রআনে এমন কয়েকটি আয়াত রহিয়াছে (৪ : ৬৬, ১৮ : ৬) যাহাতে আত্মহত্যার অর্থ বুঝায়। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হইল : “আর নিজদেরকে (আনফুসাকুম) হত্যা করিও না” (৪ : ২৯)। প্রখ্যাত তাফসীরকারগণ আয়াতটিকে পারম্পরিক হত্যা সম্পর্কিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে আনফুসাকুম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই আয়াতেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মত পোষণ করেন।

ইহা নিশ্চিত যে, মহানবী (স) আত্মহত্যা অবৈধ ও মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কতিপয় হাদীছ হইতে সন্দেহাতীতভাবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। যে কোন অবস্থায়ই হউক না কেন, আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। কথিত আছে, মহানবী (স) জনৈক আত্মহত্যাকারীর জানাযা সালাত পড়াইতে অস্বীকার করেন। আত্মহত্যা কবীর গুনাহ (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয-যাহাবী, কাবাইর, কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ১১৯ প., অধ্যায় ২৯; ইব্ন হাজার-আল-হায়ছামী, যাওয়াজির, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, ২খ, ৮৯ প.)। ইহা হত্যা অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক বলিয়া বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে (ইব্ন কু'তায়বা, উমূন, কায়রো ১৩৪৩-৪৯ হি. ৩খ, ২১৭; ইব্ন 'আরাবী', ফুতুহাত, কায়রো ১৩২৯ হি., ২খ, ২৩৪, অধ্যায় ১৪৭; ৪খ, ৪৬৩ প., অধ্যায় ৯৬০; তু. কাদীখান, ফাতাবী, কলিকাতা ১৮৩৫ খৃ., ৪খ., ১৯৮ প.)।

আত্মহত্যাকারীর জানাযা সালাত সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইমাম ব্যতীত অন্য কেহ তাহার জানাযা পড়াইবে। দামিশকের আমীনিয়া মাদুরাসার অন্ধ অধ্যাপক 'ঈসা ইব্ন যুসুফ আল-'ইরাকী ৬০২/১২০৬ সনে আত্মহত্যা করিলে জনগণ তাঁহার জানাযা পড়িতে অস্বীকার করে। কিন্তু শাফি'ঈ মাহযাবের জনৈক 'আলিম তাঁহার জানাজা পড়ান (ইব্ন কাছীর, বিদায়া, কায়রো ১৩৫১-৫৮ হি., ১৩ খ., ৪৪, আবু শামা হইতে)। ফারসীহগণ আত্মহত্যার মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। যেমন

এইরূপ ক্ষেত্রে 'আকি'লা (দ্র.)-এর অপ্রয়োজ্যতা বিষয়ে আইন (ইব্ন আবী যায়দ, রাসালা, সম্পা. ও অনু. L. Berchet, আলজিয়াস ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ২৪৬)। সংগম দ্বারা বিবাহকে বিধিসিদ্ধ করার পূর্বে যে স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে তাহার মাহুর (দ্র.)-এর বিলি-বন্দোবস্তের বিষয় (দ্র. আশ-শায়বানী, আল-জামি'উস-সাগীর, বুলাক ১৩০২ হি.; আবু যুসুফ, খারাজ, পৃ. ৩৭-এর হাশিয়া; কাদীখান, ১খ., ৪৩৬)। যে ব্যক্তি একটি কূপ খনন বা অনুরূপ কোন কার্য দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে কাহারও পক্ষে আত্মহত্যা সম্ভব করিয়া তোলে তাহার সম্পর্কে মাসআলা (কাদীখান, ৪খ, ১৩৪, ৪৬৪)। জ্ঞাতসারে কাহাকেও আত্মহত্যার জন্য সমর্থ করিয়া তুলিলে যে নৈতিকতার সমস্যার উদ্ভব হয়, তৎসম্পর্কে মু'তাহিলী মতবাদ, (তু. আবদুল জাব্বার, মুগ'নী, ১১ খ., কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫, ২৩২ প. এবং তু. ইব্ন কায়িম-আল জাওয়িয়া, মিস্‌তাহ' দারি'স-সা'আদা, কায়রো তা. বি., ২খ, ৫৩) কিংবা হালের শী'আ বিধানমতে আত্মহত্যাকারীর বৈধতা উহার সম্পাদনকালের উপরে নির্ভর করিবে (A.A.A. Fyze, Outlines of Muhammadan Law, কলিকাতা ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০৬)। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে স্বেচ্ছায় ভয়ংকর বিপদের মুখে নিক্ষেপের বিষয়টি রূপক অর্থে আত্মহত্যার পর্যায়ে পড়ে কিংবা মাত্রান্তিরিক পরিমাণ সালাত পাঠ বা সি-য়াম পালন রূপক অর্থে আত্মহত্যা নামে অভিহিত (তু. আল-মুহাসিবী, খালওয়া, সম্পা., দামিশক ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩৩; আস-সারাখসী, উসূল, কায়রো ১৩৭২-৭৩ হি., ১খ, ১২০; B. Reinert, Die Lehre vom tawakkul, বার্লিন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৬৭ প.) অথবা বিচক্ষণতাশূন্য বাচালতাকে (আস-সুলামী, তা'বাকাত, সম্পা. J. Pedersen, লাইডেন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২১)। অতিমাত্রার প্রচেষ্টার জন্যও রূপকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম কবিগণ আত্মহত্যা শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন (যেমন 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ, দীওয়ান, সম্পা. P. Schwarz, নং ১২৭; আগানী ৩, ১খ, ১৫৮; তামীম ইব্নুল মু'ইযয, দীওয়ান, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৫০, ২৫১; আছ-ছা'আলিবী, যাতীমা, ১খ, ৩২২ এবং তু. যাকু'ত, উদাবা, ২খ, ১৮৮, আল-'ইমাদ আল-ইসফাহানী, খারীদা, সিরীয় কবিবন্দ, দামিশক ১৩৭৫/১৯৫৫, ১খ, ৫৫৬; আল-ইব্বশীহী, মুসতাত'রাফ, বুলাক ১২৬৮ হি, ১খ, ২২৯; আর-রাগিব, মুহাদ'রাত, কায়রো ১২৮৭ হি., ১খ, ১৫২; আস-সাফাদী, গা'য়ছ, কায়রো ১৩০৫ হি, ২খ, ২৬২ প.)।

৩য়/৯ম ও ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত সমাজের মধ্যে আত্মহত্যা শব্দটির অর্থের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্ভবত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় (তু. আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, কায়রো ১৩২৩-২৫ হি., ২খ, ৯৯, ১১৪ অথবা ইব্ন আবী তাহির তায়ফুর মানছুর পাণ্ডু, কায়রো, আদাব ৫৮১, পত্রক ৮৮ বি-তে উল্লিখিত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাবলী)। আবু হাওয়ান আত-তাওহীদীর দলের কোন কোন বিতর্ক আলোচনার বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, নৈতিক উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারিলেই কেবল মানব জীবনের মূল্য বজায় থাকে; নহিলে বাঁচিয়া থাকা নিকৃষ্ট ক্রেটিপূর্ণ জীবনের সমাপ্তি ঘটানো হয়, তবে তাহাতে কিছুই আসে যায় বলিয়া মনে হয় না। নিঃসঙ্গতা, হতাশা, পরিস্থিতির মুকাবিলায় ব্যর্থতা এবং যে প্রেমঘটিত পরিস্থিতি কাহারও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়, সেই রকম অবস্থা মানুষকে আত্মহত্যায় বাধ্য করে। সাময়িক ও উপলক্ষগতভাবে অযৌক্তিক মানসিক প্রবণতার প্রভাব

বৃদ্ধি পাইলে আত্মহত্যার কারণ ঘটে। কেননা মনের তিন রকম প্রভাবের সমন্বিত ফলেই মানুষের স্বভাব গড়িয়া উঠে। কেবল ধর্মীয় ঐতিহ্যের বলেই নহে, বরং আত্মহত্যা এমন একটা অযৌক্তিক কার্য, যাহা সম্পাদন করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে বলিয়াই নিন্দার যোগ্য। তবে সময় বিশেষে লোকে উহা এড়াইতে পারে না (মুকুণবাসাত, কায়রো ১৩৪৭ হি., পৃ. ২১৫ প., তু. JAOS, lxvi, ১৯৪৬ খ., পৃ. ২৪৮ প.; আত-তাওহীদী ও মিস্কাওয়ামহ, হাওয়ামিল, সম্পা. এ. আমীন ও এ সাব্বর, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ১৫০ প., তু. এতদ্ভিন্ন মৃত্যুভয় ও মৃত্যুর আশংকা সম্পর্কিত যথাক্রমে ৭২ প. ও ১৮৭ প., তবে আল-বীরুনী আত্মহত্যার নিন্দা করিতে গ্রীক সূত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন (India, সম্পা. E. Sachau, পৃ. ২৪৮, অনু. ২খ, ১৭১)।

বরাত গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় সংঘটিত অনেক ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এমনকি আত্মহত্যাকারীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যাদিও প্রাসঙ্গিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে (য়াকূত, উদাবা, ৭খ, ১৪৬; ইবন কাছীর, বিদায়া, ১৩খ, ৪১ (?); ইবন হাজার, দুবার, হাওয়াদরবাদ ১৩৪৮-৫০ হি., ৩খ., ৩৯২)। যেহেতু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সূত্র হইতেই আমরা প্রধানত আমাদের তথ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, সেহেতু ইহাতে অবাধ হওয়ার কিছু নাই যে, শত্রু হস্তে নিশ্চিত বন্দী বা মৃত্যুর আশংকার ক্ষেত্রে দাস্য-হাস্যামার মধ্যে অপমানিত ও রুতমান হওয়া এবন্ধিধ বিপদ হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা আত্মহত্যার সাধারণ কারণ বলিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি। ধর্মীয় কারণে ঘৃণা সহকারে আত্মহত্যাকে পরিহার উপলক্ষে রাজনৈতিক হত্যাকে আত্মহত্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ আমলাদের মৃত্যুতে আত্মহত্যার অসমর্থিত গুজবের কথাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। ধর্মমতে গৌড়া সন্দেহে অকারণ আত্মহত্যার জন্য দোষারোপ করা হইয়াছে। যেমনটি ঘটিয়াছে কবি আবু'ল-'আলা' আল-মা'আররীর বেলায় (য়াকূত, উদাবা, ১খ., ১৯৪ প.)। রাষ্ট্রীয় অমর্যাদা, শাস্তির ভয়, অসহ্য রোগযন্ত্রণা (তু. ইবন ওহায়দের ব্যাপারটি—তবে তিনি কেবল আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করেন : ইবন সাঈদ, মাগ'রিব, কায়রো ১৯৫২ খ., পৃ. ৮৪; ইবন বাসুসাম, যাবীরা, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, ১/১, পৃ. ২৮২, Ch. Pellat, ইবন ওহায়দ, 'আম্মান ১৯৬৬ খ., পৃ. ৬৭-৮)। উনাত্তা, পাপযুক্ত মনোভাব ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে আত্মহত্যার কারণ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

অর্থবহ পরিসংখ্যান না থাকায় এই বিষয়ে কোন সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হঠকারিতার কাজ হইবে। যেমন মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দাম্পত্য সমস্যাদির সাধারণ উদ্দেশ্য এই ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা পালন করিয়াছে, অথচ উহা কি তথ্যাদির অভাবের জন্য, না ইসলাম ধর্মের প্রভাবের সৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের জন্য, তাহা সঠিক বুঝা যায় না। শারী'আতজ্ঞ 'আলিমদের আত্মহত্যার বিবরণ কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেই সকল 'আলিমের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপকে তাহাদের আত্মহত্যার কারণের তালিকা হইতে সম্ভবত বাদ দেওয়া চলে, তাহারা হইতেছেন : ৬০২ হি., প্রাগুক্ত আল-'ইরাকী; ৬৬৯ হি. খামখয়ালি ইবন সাবঈন (দ্র.); ৬৯৮ হি. 'আবদু'র-রাহীম ইবন আবী বাক্বর আল-জাযারী আন-নাহ্'বী; ৭৩১ হি. মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল-আশকার (ইবন হাজার, দুবার, ৩খ, ৩৯২); ৭৮৮ হি. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আয-যারকাসী; ৮০১ হি. 'আবদুল-কা'দির আল-হাশ্বালী (আস-সাখাবী, দাও, ৪খ, ৩০০) অথবা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে W. Ivanow কর্তৃক Satpanth,

লাইডেন, কায়রো ১৯৪৮ খ., Collectanea, ১খ, ১৮-তে উল্লিখিত ঘটনা। যাহা হউক, মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে জীবনের ঘটনারলীতে আত্মহত্যাও যে স্থান লাভ করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে আত্মহত্যার বহু ঘটনা হয়ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তবে ইহা যে একটি গর্হিত কাজ বলিয়া গণ্য হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলে আত্মহত্যা সেই কালে কদাচিৎ ঘটিত। মনে হয় ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে জনসাধারণ আত্মহত্যা হইতে বিরত রহিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) T.P. Hughes, A dictionary of Islam, লন্ডন ১৮৮৫ খ., Suicide; (২) O. Rescher, in Isl. (সাময়িকী DER Islam ১৯১৯১ খ.), ৯খ, ৫৫ প. (আরব্য উপন্যাস); (৩) W. M. Patton, Encyclopaedia of Religion and Ethics, নিউ ইয়র্ক ১৯২২ খ., ১২খ., ৩৮; (৪) মুসতাফা জাওয়াদ, আল-মুনতাহিরুন ফিল-জাহিলিয়া ওয়াল-ইসলাম, আল-হিলাল, ৪২ সংখ্যা (১৯৩৪ খ.), পৃ. ৪৭৫-৯; (৫) L. Nemoy, A tenth Century disquisition on Suicide (য়াকূব আল-কি'রকি'সানী, Journal of Biblical Literature, ৫৭ সংখ্যা (১৯৩৮ খ.), পৃ. ৪১১-২০; (৬) F. Rosenthal, on Suicide in Islam, in JAOS, ১৯৪৬ খ., ৬৬ সংখ্যা, পৃ. ২৩৯-২৫৯; ইহাতে পূর্ববর্তী আত্মহত্যা সম্পর্কিত সাহিত্যের অধিকাংশই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে; (৭) H. Ritter, Das Meer der Seele, Wiesbaden ১৯৫৫ খ., পৃ. ১৪৭, ২৩৯, ৩৫৯, ৪১০, ৪৬৭, ৫১৭, ৫৩৩ উছ'মানী সুলতান ১ম বায়াযীদ (দ্র.) আত্মহত্যা করেন—এই অত্যন্ত সন্দেহজনক ঐতিহ্য সম্পর্কে দ্র. M.F. Koprulu, Bell, ১/২ (১৯৩৭ খ.) ও মুকরিমিন হালিল-যিনা-নাস, ২খ., ৩৮৮-৯।

F. Rosenthal (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইন্দোচীন (Indochina) : (সেখানে ইসলাম)। ইন্দোচীন ইউনিয়ন ১৮৮৭ খ. ১৯ অক্টোবর তারিখে ফরাসী সরকারের জারীকৃত একটি ডিক্রীর মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছিল। উহা Paul Doumer গভর্নর থাকাকালে (ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭-মার্চ ১৯০২) চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং সংগঠিত হয়। ৭,৪০,০০০ বর্গকিলোমিটারের বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত এই ভূখণ্ডের কোন ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না, বিস্তৃত ছিল চীন দেশ হইতে শ্যাম দেশ, থাইল্যান্ড পর্যন্ত, একদিকের সীমান্তে ছিল প্রশান্ত মহাসাগর এবং অপর দিকে ভারত মহাসাগর। ১৯৪৫ খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে এই ইন্দোচীন ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া তিনটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় : দক্ষিণ-পশ্চিমে কম্বোডিয়া (বর্তমান কম্পুচিয়া), উত্তর-পশ্চিমে লাওস এবং পূর্বে ভিয়েতনাম।

২০শ শতাব্দীর শুরুতে এই সমগ্র অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুমিত হইয়াছিল প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ, অতঃপর সেই সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০ খ. কম্বোডীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫,০০,০০০, লাওসীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০,০০,০০০ এবং ভিয়েতনামী ছিল ১,৭০,০০,০০০; তন্মধ্যে ৭৫,০০,০০০ টংকিনে, ৫০,০০,০০০ আন্নামে এবং ৪৫,০০,০০০ কোচিন চীনে বাস করিত। ১৯শ শতাব্দীতে এই তিনটি দেশ মিলিয়া ভিয়েতনাম সাম্রাজ্য গঠিত হয় (এই নামটি দেওয়া হয় ১৮০৪ খ.)। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না; তবে সাধারণভাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ১৯৬৯ খ. কম্পুচিয়াতে প্রায় ৪০ লক্ষ অধিবাসী ছিল, লাওসে ছিল ২৫

লক্ষ, ভিয়েতনামে ছিল কমপক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ। এই সংখ্যার মধ্যে রহিয়াছে ৫ লক্ষ চীনা বা চীনা বংশোদ্ভূত লোক, আর ২০ লক্ষের কিছু কম লোক উপজাতীয় সংখ্যালঘু ইহাদেরকে প্রায়শ তুলক্রমে লাওসীয়া বলে খা, ভিয়েতনামীরা বলে মোই, আর কম্বোডীয়রা বলে নোঙ (Pnong)। এগুলির অর্থ হয় যথাক্রমে “শূকর, পাহাড়ী, জংলী মানুষ”। বিভিন্ন দেশে ইহারানা রকমভাবে বিভক্ত। চীনারা বাস করে শহর কেন্দ্রগুলিতে আর সংখ্যালঘুরা মালভূমি অঞ্চলে।

প্রধান প্রধান ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এখন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসীবাদ ও তাওবাদ। কম্বোডিয়া (বা কম্পুচিয়া) এবং লাওসে (হীনায়ান) বৌদ্ধ ধর্মই রাষ্ট্রীয় ধর্ম, ইহাই ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। ভিয়েতনামে আত্মপূজাই (Spirit worship) প্রকৃতপক্ষে মূল ধর্ম, আর মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, যদিও অধিকাংশ অধিবাসী ইহার প্রতি আকৃষ্ট তথাপি প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রে ইহার যে ঐক্য ও অবিকৃত রূপ রহিয়াছে এখানে তাহা নাই। তদুপরি ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভিয়েতনামীদের যে সহনশীল ও আপোষমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহার কারণে সেখানকার অধিবাসিগণ বিভিন্ন উৎস-উদ্ভূত ধর্মীয় দর্শনকে সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। তাহার একটি উদাহরণ হইতেছে ১৯২৫ খৃ. সেখানে কাঙডাই ধর্মের উদ্ভব। উহার উদ্দেশ্য ছিল এক অভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্বাধীনে বাদবাকী সকল ধর্মাবলম্বীকে একত্রীভূত করা। ১৯৭৯ খৃ. এই নূতন ধর্মানুরাগীদের সংখ্যা হইয়াছিল ২০ লক্ষ এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামী। রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদেরও অধিকাংশ ভিয়েতনামী; উহাদের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। প্রকৃতি পূজারীরা প্রায় সকলেই উপজাতীয় সংখ্যালঘু। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দু ধর্ম কম্বোডিয়াতে দশ শতাব্দী কাল যাবত বিকাশ লাভ করে, এখনও এই ধর্ম পালন করা হয়; তবে এই ধর্মের রূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে শুধু সংখ্যালঘু তামিল ও বাঙ্গালীরা হিন্দু ধর্ম পালন করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া ভিয়েতনামের চামদের (উচ্চারণ করা হয় তায়াম, দ্র. চাম) অধিকাংশই হিন্দু, আর বাকী কম্পুচিয়ার চাম, মালয় এবং কিছু সংখ্যক তামিল অধিবাসী মুসলমান।

এমনকি শামপার (দ্র. সানক) গৌরবের দিনেও ইসলাম ইন্দোচীনে কখনও সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া চামগণ প্রধানত হিন্দু ধর্ম পালন করিত আর অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় পালন করিত বৌদ্ধ ধর্ম। অনেক সময়ে আবার এই উভয়ের মিশ্রিত ধর্ম রূপও পালন করিত। কিন্তু যে সকল ধর্মীয় রূপ প্রায় বর্জিতই হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে কম্বোডিয়ার প্রায় সকল চাম ও মধ্যভিয়েতনামের দক্ষিণাংশে বসবাসকারী অধিবাসিগণের প্রায় অর্ধেকই মুসলমান। ইহার নিজেদেরকে “আদি চাম” বলিয়া দাবি করে।

শামপাতে প্রথম কবে ইসলাম আসিয়াছিল তাহার সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, ‘আরব সওদাগরগণ ১ম/৭ম শতাব্দীতে সুদূর চীনে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল আর এইরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে, ‘আরব হইতে চীনে গমনাগমনের কালে তাহারা অন্তর্গত উপকূলেও যাইত। হইতে পারে সেই সময়ে তাহারা কিছু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। E. Huber (in Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient, iii, 55, no. 1) এই মতের সমর্থনে “Annals of the Song” হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছে। সেখানে দেবতার বা আত্মার উদ্দেশে একটি মহিষ বলি

দিবার কালে উচ্চারণ করা হইয়াছিল ‘আলো-হো কি-পা’ অর্থ ‘শীঘ্রই ইহার আবার পুনর্জন্ম হউক’ এই কথাগুলি। উহা ছিল মুসলমানগণের “আল্লাহ আকবার” (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) কথাটির অনুকরণ। শামপার দুইটি কৃষ্ণী শিলালিপি, একটির তারিখ “১০২৫ খৃ. ও ১০৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং অপরটির তারিখ ১০৩৯ খৃ. (দ্র. P. Ravaisse, JA-তে প্রকাশিত, ২০/২, ২১৯২ খৃ., ২৮৭) হইতে ধারণা করা যায় যে, মুসলিমগণ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে শামপার দক্ষিণে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও কোন চামকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার কথা উল্লেখ করার মত ভিত্তি পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক তথ্যাবলী বা জনশ্রুতি কোন কিছু হইতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে চামদের রাজ্যটি ভিয়েতনামীদের দ্বারা দখল করিয়া নিবার পূর্বে তাহারা ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরিয়া নেওয়া যায়, ইসলাম ১৫ম শতাব্দীতে কম্বোডিয়ার চাম শরণার্থীদের মধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং এই ধর্ম তাহাদের জাতিগত ভ্রাতা মালয়দের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল। এই মালয়রা খৃ. ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে সেই দেশে বারংবার গমনাগমন অব্যাহত রাখে এবং খুব সম্ভব কম্বোডিয়ার এই মুসলিম চামরাই মধ্যভিয়েতনামে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করে। তবে তাহারা খুব বেশী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়।

কম্বোডিয়ার মুসলিম চামগণ ও মালয়গণ ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত কাল বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে, লোকদের ইসলামের ছায়াতলে আনয়ন করে এবং দেশের রাজনীতিতেও কিছু অংশগ্রহণ করে। এই সকল কর্মতৎপরতার ফলেই ১৮২০ খৃ. তাহাদের মধ্যে একজন তুয়ান সাইত আহ-মিত (শায়খ আহ-মাদ) রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে শত্রুগণের চক্রান্তে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ১৮৬৩ খৃ. ইন্দোচীন ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইলে তখন তাহারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের ন্যায় কম্বোডিয়াতেও (চাউ-ডক, সায়গন, পান-থিয়েট) বেশ দৃঢ়বদ্ধ সমাজ গঠন করে এবং অন্যান্য কম্বোডীয় অধিবাসী হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে থাকে।

তাহারা যে ইসলাম ধর্ম পালন করে তাহাতে তাহাদের নিজস্ব মৌলিকত্ব বলিয়া কোন কিছু আলাদাভাবে উল্লেখ করিবার নাই। চাম ও মালয়দের যে ধর্মবিশ্বাস, তাহাদেরও সেইরূপ। সকলেই উম্ম করে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, ১৫ বৎসর বয়সে ছেলেদের খতনা করান, শূকর, কুকুর, কচ্ছপ, কুমীর, হাতী, ময়ূর, শকুন, ঈগল পাখী ও কাকের গোশত খান না, কোন কড়া বা চোলাই মদ পান করেন না। কেহ কখনও অদ্ভুত কোন মূর্তির পূজা করিলে বা উপাসনা করিলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ মক্কাতে হজ্জ করিতে যান অথবা হজ্জের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা অপর একজনকে হজ্জ বাদল করিতে পাঠান। কম্বোডিয়াতে মসজিদ সচরাচর কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয় এবং বেশ প্রকাশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়। সর্বাপেক্ষা সুন্দর মসজিদগুলি বিশাল খোলা কক্ষসম্মিলিত; ঐগুলির পিছনে মিনার তৈরি করা হয়। যে মাদুর বিছাইয়া সালাত আদায় করা হয় সেগুলি পরে গুটাইয়া বরগার উপরে রাখিয়া দেওয়া হয়। মসজিদের প্রবেশ পথের বাম দিকে সাধারণত একটি বড় পিপা লাল রঙ্গের রাঙাইয়া রাখা হয় (চাম ভাষায় উহাকে বলা হয় গানং, মালয়ী ভাষায় গেনডাঙ, জাভার ভাষায় বলা হয় কেনডাঙ)। বাহিরে উম্ম করিবার জন্য একটি পাকা হাণ্ড থাকে।

মসজিদের এলাকার ভিতরে ইমাম সাহেব ছেলেমেয়েদেরকে 'আরবী পড়ান এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেন। কমপক্ষে ৪০ জন মুসল্লী না হইলে জুমু'আর জামা'আত হয় না। রমযান মাসে প্রত্যেকে বাধ্যতামূলকভাবে রোযা রাখে। ধর্মতীর্থ পরিবারগুলিতে এই সময় অত্যন্ত সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা হয়। সোমবার কেহ সহবাস করে না।

কম্বোডিয়ার চামগণ বুলান ওক হাঞ্জী (হাঞ্জীগণের রোযার মাস)-তে ধর্মীয় উৎসবও পালন করেন। ইহা বুলান ওকলাহ (আল্লাহর মাস) নামেও পরিচিত, রমযান মাসের দুই মাস পরে এই যিল-হাজ্জ মাস আসে। তাঁহারা মৌলুদ অনুষ্ঠানও পালন করেন, ইহাকে মোলোত বা মেলুত ('আরবী মাওলুদ) বলা হয়। এই উপলক্ষে ৩ হইতে ১৩ বৎসর বয়স ছেলেমেয়েদের মাথার এক গোছা চুল কাটা হয় এবং তাহাকে একটি ধর্মীয় নাম দেওয়া হয়। পুত্রগণকে দেওয়া হয় 'আবদুল্লাহ বা মুহাম্মাদ নাম আর কন্যাগণকে দেওয়া হয় ফওয়াতিমোহ (ফাতিমাঃ) নাম। যে বাড়ীতে এই অনুষ্ঠান হয় সেখানে অন্তত চার জন ধর্মীয় ইমামকে দাওয়াত করা হয়। এই চুল কাটার রীতি সম্ভবত কম্বোডীয়দের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আসিয়া থাকিবে।

তামাত অনুষ্ঠান ('আরবী তাম্মা) প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কোন ছেলে যখন হাফিজ কুরআন হয় তখন করা হয় এই অনুষ্ঠান। আর যে সময় বালকটিকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া সারা গ্রামের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া আনা হয়, নারী-পুরুষ সকলে তাহাকে অভিনন্দন জানায়। সে দেশে অবশ্য কুরআনের হাফিজের সংখ্যা খুবই কম। তরুন হাফিজকে সেদিন অতি সুন্দর কাপড় পরান হয়, আর আবা-বন্ধ-বণিতা সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

সূরাহ' (অনুসরণ) অনুষ্ঠান করা হয় প্রথম চাম মাসে। সেই উপলক্ষে দুই দিন রোযা রাখা হয়। এই অনুষ্ঠান তাহারা করে রাসুল্লাহ (স)-এর হিজরত উপলক্ষে। বৃদ্ধ লোকেরা যে তওবা করে তাহাকে এখানে বলা হয় তাপাত, আর আন্নারামের চামরা বলে তুবাহ, এই উপলক্ষে নামাযের পরে তওবাকারী ব্যক্তির পায়ে পানি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কম্বোডিয়াতে মালয়দের ও চামদের একই ধর্মীয় কর্মকর্তা রহিয়াছে। পদ অনুযায়ী তাহাদের নাম এই রকমঃ

মালয়	চাম	দায়িত্ব
১। মুফতি	মোফাতি	ধর্ম বিষয়ক আইনবেত্তা
২। তুয়ান কাদলি	তুহ কালিক	বিচারক
৩। রায় কাদলি	রাজক কালিক	বিচারক
৪। তুয়ান পাকিহ	তুয়ান পাকে	ধর্মবিষয়ক আইনবেত্তা
৫। হাকিম	হাকেম	চিকিৎসক
৬। কেতিপ	কাতিপ	ধর্ম প্রচারক, খাতীব
৭। বিলাল	বিলাল	মু'আযযিন
৮। লেবাই	লেবেই	ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী

ইহাদের সকলের জন্যই সকল প্রকার রাত্নীয় কর মওকুফ। প্রথমোক্ত চারজনের কম্বোডীয় নাম হইতেছে যথাক্রমে (১) ওকানা রাচা কোলি, (২) ওকানা রায় কোলি, (৩) ওকানা টোক কোলি এবং (৪) ওকানা পাকে। স্বয়ং রাজা তাহাদের নিযুক্ত করেন, তাহারা রাজার পরিষদের সদস্য এবং কম্বোডিয়ান মুসলমানদের মুরুব্বীস্বরূপ। দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ মনে করেন যে, তাহারা হইতেছেন রাসুল্লাহ (স)-এর চার খলীফার প্রতিনিধি

স্থানীয়, সে কারণেই তাহারা যথেষ্ট আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বও ভোগ করিয়া থাকেন।

ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণত সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হইয়া থাকেন। ১৫ বৎসর বয়সে তাহাদেরকে ইমাম করা হয়। এই সকল বংশের কন্যাদেরকে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয় যাহাতে তাহারা উপযুক্ত স্ত্রী হইতে পারেন।

কম্বোডিয়ান মুসলমানরা ওয়ালী-দরবেশগণের মাযারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ মাযারকে তাহারা বলে তা-লাক। তাহারা ভূত-প্রেত, অশুভ আত্মা, যাদু-টোনা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন এবং কিছু কিছু কৃষিজ রীতিনীতি পালন করিয়া থাকেন। সেগুলি আবার প্রতিবেশী দেশসমূহেও দেখা যায়। যেমন কম্বোডীয় ও আন্নারামীদের অঞ্চলে এইগুলি সকলই প্রাচীন প্রকৃতি পূজায়ুগের স্মৃতি বহন করিতেছে।

কম্বোডিয়ান মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। পিতার কর্তৃত্ব খুবই বেশী। স্ত্রীর প্রতি তাহারা যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করে এবং স্ত্রীকে সম্মানের চোখে দেখে। কিন্তু স্ত্রী ও কন্যাকে তাহারা কড়া কড়িভাবে বাড়ীর ভিতরে রাখে। মেয়েরা বেশ অল্প বয়সেই ঘর-সংসারের কাজ শিক্ষা করে। তাহারা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। একমাত্র মুসলিম ছাড়া আর কোন ধর্মাবলম্বীকে বিবাহ করা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। মুসলিম চামগণ কম্বোডীয়গণের নিকট হইতে একটি রীতি গ্রহণ করিয়াছে যে, মেয়েদের বয়স ১৫ বৎসর হইলেই তাহাদের দাঁত রঙ করাইয়া দেয়, সেই সময়ে ইমাম সাহেব দু'আ'-দরুদ পাঠ করেন এবং মেয়ের মাথায় যমযমের পানি ছিটাইয়া দেন।

বিবাহের রীতি সাধারণভাবে মুসলিম রীতিই। ১৮ বৎসরের আগে ছেলেদের এবং ১৫ বৎসরের আগে মেয়েদের বিবাহ সাধারণত হয় না। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিরাট খানাপিনার আয়োজন হইয়া থাকে। তালাক আছে, তবে খুবই কদাচিৎ; স্ত্রী যদি তালাক দাবি করে তবে (চাম ভাষায় সাকাভিন, মালয় ভাষায় মাসকাবিন) বিবাহের সময়ে স্থিরীকৃত কাবিনের অর্থ (মাহর) সে আর পায় না।

কাফন-দাফনের রীতি খুবই সহজ সরল। লাশ প্রথমে দুইবার জুজুব পাতা জ্বাল দেওয়া পানি দিয়া ধোয়ানো হয়। কখনও বেনজয়েন মিশানো পানি দিয়া ধোয়ানো হয়। তারপরে আবার পরিষ্কার পানি দিয়া গোসল করানো হয়। অতঃপর সাদা কাফনের কাপড় পরাইয়া মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ মূর্দার মুখ কা'বামুখী করিয়া কবর দেওয়া হয়। মাটি দিয়া উপরে কাঁটা-গুলু গাঁথিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শূগাল বা অন্য কোন বন্য প্রাণী লাশ না নিয়া যাইতে পারে। পরে কবরের মাথার কাছে অথবা পায়ের কাছে ছোট, চেপ্টা আকারের সমাধি ফলক স্থাপন করা হয় উহাতে আবার কখনও কখনও অলংকরণও করা হয়, নানা রকম নকশাও করা হয়। উহাকে বলা হয় কুত (সংস্কৃত কুট?)। মৃত্যুর পরে তৃতীয়, সপ্তম; দশম, ত্রিশতম, চল্লিশতম ও শততম দিবসে ইমামগণকে দাওয়াত করা হয়, তাহাদের সঙ্গে পরিবারের সকলে কবরস্থানের নিকটে বসিয়া খাবার খায় এবং অতঃপর দু'আ করা হয়। আন্নারামের চামরা যে কবর হইতে পুনরায় লাশ উত্তোলন করে সেই রীতি ইহাদের মধ্যে নাই।

স্ত্রী মারা গেলে স্বামী ৪০ দিন পর্যন্ত সাদা কাপড় পরিয়া থাকিয়া শোক প্রকাশ করে, আর স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী তিন মাস দশ দিন পর্যন্ত শোকের চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পরে ১০০ দিন পার না হইলে সেই বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না।

আল্লামের চামদের মধ্যে আচরিত ইসলামের রূপটি আবার ভিন্নতর। সেখানে যেন শী'আ প্রভাবই বেশী লক্ষণীয়। আচান (হাসান) [রা], আচাই (ছসায়ন) [রা], ইহাদের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করা হয়। আল্লামে এখন পর্যন্ত যে স্বল্প সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে সেগুলির বিষয়বস্তুতেও তাহাদের গুরুত্ব বেশী লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার কাহিনী, জনশ্রুতি ইত্যাদিতেও তাহাদের যথেষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। তবে সেখানকার সমাজে পূর্বকার প্রকৃতি পূজা ও হিন্দু বিশ্বাস এবং রীতিনীতি যথেষ্ট অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সেইগুলি ইসলামী রীতিনীতি ও আচার-আচরণের পাশাপাশি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। আল্লামের মুসলিম চামদেরকে যে মুসলিমরূপে গণ্য করা হয় তাহা প্রধানত তাহাদের এই সহজ-সরল বিশ্বাসটির কারণে যে, তাহারা মুসলিম। তাহারা স্বদেশবাসী হিন্দুদেরকে অকপটেই কাফির বলিয়া আখ্যা দেয়। তাহাতে কোন প্রকার অপমানাত্মক মনোভাব থাকে না, আর নিজদেরকে বলে বানী বা ধর্মের সন্তান অথবা চাম আসালাম (ইসলাম) অর্থাৎ ইসলামের চাম। তাহারা ঘোষণা করে যে, একমাত্র উপাস্য অবলাহ্ (আল্লাহ) কিন্তু আবার তাহারা পো দেবতা খণ্ড (চতোর) সংস্কৃত দেবতা স্বর্গ "দেবহা স্বর্গের প্রভু" এই নামও উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া কতকগুলি কৃষিজ অনুষ্ঠানে তাহারা উপহার প্রদান করে। যেমন পো আলওয়াহ্ গাক্ আলাকে (পাতালপুরীর রহস্যময় দেবতা) তাহারা দুইটি ডিম, এক পেয়ালা ভাতের তাড়ি ও তিনটি পান দিয়া থাকে। বস্তুত তাহারা কিন্তু আল্লাহ তা'আলা, এই মুসলিম প্রকাশ ধনি হইতেই উক্ত দেবতা বা শক্তিকে কল্পনা করিয়া নিয়াছে। তাহারা আবার ব্রাহ্মণ দেবতা পো ইনো নোগার-এর দেশের মাতা (উমা, ভগবতী) এবং তাহার স্বামী পো ইয়াও আমো) = হাওয়া- এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করে অর্থাৎ এই যে উমা, ভগবতী ও মহাপ্রভু শিব, ইহারা তাহাদের ধারণায় আদি মাতা-পিতা হাওয়া ও আদাম (আ) ব্যতীত আর কেহই নহেন।

আল্লামের কাফির চামগণ উহার সহনশীলতার সঙ্গে পো ওভলাহ্ (আল্লাহ)-এর নামে নিরাকার সর্বশক্তিমানের কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তিনি পো রাচুল্লাকের (রাসুলুল্লাহ) এবং পো লাতিলা (انتها) লা-ইলাহা) স্রষ্টা। তিনি মোকা (মক্কা) হইতে অধিষ্ঠান করেন এবং তাহার স্রষ্টা পো ওভলাহ্ (انتها) আল্লাহ)। তিনি হইলেন নবি মাহ'মাত (=নবী মুহাম্মাদ)-এর পিতা। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, এক বিভ্রান্তিজনক ধারণা হইতে কাফিরগণ তিন উপাস্যের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

বনি আল্লামের নবী মাহামাত অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (স') সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত উচ্চ কিন্তু বিভ্রান্তিজনক। কুরআন শারীফকে তাহারা মনে করে তাপুক (কিতাব) নবী মাহ'মাত-নবী মুহাম্মাদ (স')-এর কিতাব বলিয়া; কুরআনকে তাহারা তাপুক আসালাম (কিতাবুল-ইসলাম) অর্থাৎ ইসলাম-গ্রন্থ, কিতাব আলামাদু (কিতাবুল-হামদ) অর্থাৎ প্রশংসার গ্রন্থ, তাপুক চাকারাই অর্থাৎ অভ্যাসার্থ গ্রন্থও বলিয়া থাকে। কোন সময়েই তাহারা কুরআন শারীফ কথাটি বলে না। তদুপরি এক খণ্ড কুরআন শারীফও তাহাদের নিকটে আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। যে স্বল্প সংখ্যক খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলিরও পাঠ শুদ্ধ নহে। চীনা কাগজের উপরে তুলি দিয়া লেখা, কালি-কলম দিয়া নহে। বানিগণ আবার এক অধ্যাত্মবাদী বিষয় ধর্মীয় সারসংক্ষেপের আদেশ-নিষেধও পালন করিয়া থাকে। জাবানীদের প্রিমবোনের সঙ্গে উহার মিল আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা সেই গ্রন্থকে

বলে নুরশাভান। ধর্মীয় নেতাগণ শুধু রমযান মাসে (রামাদান) এই খানির অনুলিপি তৈরি করিয়া থাকেন এবং প্রতি খণ্ডের জন্য একটি করিয়া সাহিত্য পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন।

আল্লামের চামগণ শুধু শুক্রবার দিন এবং রমযান মাসে পাঁচ ভাহ বা ভাকতু (ওয়াক্ত) স'লাত আদায় করিয়া থাকে। সেই ভাকতুগুলির নাম তাহারা বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে চাবাহিক, চোবাহিক (সুবহ) "ফজরের স'লাত"; ভাহচারিক (জুহর) 'যুহরের স'লাত; আসারিক (আসর) আসরের স'লাত'; মোগারিপ (মাগরিব) মাগরিবের স'লাত; ইহসা (ইশা)। ইশার স'লাতে তাহারা যে সূরা পাঠ করে তাহাতে তাহাদের নিজেদের ভাষাগত সম্বিশ্রণের ফলে উচ্চারণ বিকৃতি খুব বেশী হয়, যে কারণে অনেক সময়ে বুঝিতেই অসুবিধা হয়। যেমন বিসমিল্লাহির রাহ'মানির রাহীমকে তাহারা পড়ে "আবিহ সিমিল্লা হযোর রাহ' মোনয়োর রাহ হিমিক"। আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে তাহারা পড়ে "দুলাহ আক্কাবার; লা ইলাহা ইল্লাওয়াহুক উউওয়াহুক আক্কাবার।"

উয়ু তাহারা কদাচিতই করে; তবে উয়ুর মত করিয়া কতগুলি ইশারা করে। দেখিয়া মনে হয় যেন মাটির মধ্যে কোন গর্ত আছে, সেই গর্ত হইতে পানি নিয়া তাহারা উয়ু করিতেছে। ছেলেদের খাতনা করা ইবার রীতিও কতকটা প্রতীকধর্মী। ছেলেদের ১৫ বৎসর বয়সে অবশ্যই বিবাহের আগে এই খাতনা করানো হয়। ইমাম সাহেব একটি কাঠের ছুরি নিয়া খাতনা করা ইবার ভান করেন। তাহাতেই খাতনা হইয়া গেল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। তখন ছেলেটিকে নূতন নাম দেওয়া হয় (আওয়ালা-আওয়ালা)। সাধারণত 'আলী বা মুহাম্মাদ সহযোগে সেই নাম রাখা হয়। বানিয়া মক্কাতে হজ্জ করিতে যায় না। তাহারা যদিও শূকরের মাংস-খায় না, কিন্তু ইমাম সমেত প্রায় সকলেই ভাতের তাড়ি পান করে, অন্যান্য নেশাকারক পানীয়ও পান করে। মসজিদে অবশ্য কেহই কোন প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় বা শরাব পান করে না। শুক্রবার জুমু'আর স'লাতের সময়ে মসজিদে যদি ৪০ জন লোক জমায়েত না হয় তবে অনুপস্থিত জনদের স্থলে পিঠা বা কেক স্থাপন করিয়া নেওয়া হয়, খাবারের পরে স'লাত আরম্ভ হয়।

রমযান মাসে লোকেরা মাত্র ৩ দিন সিয়াম পালন করে, তবে ইমামগণ গোটা সমাজের পক্ষ হইতে পুরা তিরিশটিই পালন করেন। সিয়ামের সময়ে ইমামগণ মসজিদের মধ্যে আবদ্ধই থাকেন, তাহাদের সঙ্গে থাকে ওয়াজীফার বই, তা'সবীহ, চায়ের পাত্র, ঘুমাইবার মাদুর, পিতলের পিকদানী ও পান-সুপারীর বাটা। গোসলের জন্য ব্যতীত এই সময়ে তাহারা বস্তুত মসজিদ হইতে বাহিরে আসেন না এবং ই'তিকাহে থাকেন। অন্যান্য প্রয়োজন তাহারা মসজিদের ছাদের নীচেই নির্মিত সংলগ্ন কক্ষসমূহে সমাধা করিয়া থাকেন। মসজিদকে তাহারা বলে সাঙ মোজিক (সামোজিক, সামমিক; তু. Ach. mosogil)। কা'বামুখী করিয়া তৈরী মসজিদগুলি সাধারণত বাঁশের বেড়া দেয়া খড়ের চালযুক্ত হয়।

সেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের নামগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, ইসলাম আল্লামে যথেষ্ট বিকৃত হইয়াছে। সকলের উপরে রহিয়াছেন পোথ্ অথবা ওঙ গুরু (সংস্কৃত গুরু)। তাহারা নীচে রহিয়াছেন ইমামগণ, তাহাদের মধ্য হইতেই ওঙ গুরু নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাহারাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতঃপর রহিয়াছেন কাতিপগণ (খাতীব), তাহারা মসজিদে খুতবা পাঠ করেন; অতঃপর মোদিন (মুআয্-খিন)-গণ; আচারগণ

(সংস্কৃত আচার্য)। তাহারা মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ধর্ম শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। সাধারণভাবে আনামে আচার কথটি দিয়া মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনকারীকেই বুঝানো হইয়া থাকে, ইহার সমতুল্য হইতেছে হিন্দু বাচাইহ'গণ অর্থাৎ পুরোহিতগণ।

আনামের সকল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই তাঁহাদের মাথার চুল ও মুখের দাড়ি-গোঁফ চাঁচিয়া ফেলেন। তদুপরি আবার কয়েকটি সাদাসিধা সাদা রঙের ফেব্রু টুপির উপরে তাহারা এক বিশাল আকারের পাগড়ি পরেন। উহাতে সোনালী, লাল বা খয়েরী রঙের নক্সী করা ফিতার কিনারা থাকে। তাঁহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই নক্সী করা ফিতা দীর্ঘ বা খাটো হয়। হিন্দু পুরোহিতদের মত তাঁহারা একটি লম্বা বেতের লাঠি হাতে রাখেন, সেই বেতের গোড়ার দিকে যে শিকড় থাকে সেগুলিকে বুনিয়া একটি ছোট বুদ্ধির আকারের করা হয়, এইরূপ লাঠি শুধু ওঙ ফ্র রাখিতে পারেন। তাহাদের পোশাক একটি সাদা সারোঙ অর্থাৎ একটি দীর্ঘ সাদা জোকা, উহার চারিদিক আটকানো, শুধু গলায় বোতাম থাকে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে মসজিদের মিনার এবং ভিতরের সকল স্থানে সাদা কাপড় বিছানো হয়। এই সকল দিবস উপলক্ষে তাহারা পাগড়ী বদল করিয়া বিনিময়ে এক প্রকার থালা গ্রহণ করেন। সেইটির মাঝখানে ছিদ্র করিয়া এক টুকরা ফিতা দিয়া ফেব্রু টুপির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন। তখন সব কিছু মিলাইয়া তাঁহাকে যেন একজন বিচারপতির মত দেখায়। এই ধর্মীয় নেতাগণের জ্ঞান বস্তুতপক্ষে তাঁহাদের অজ্ঞ অনুসারীদের অপেক্ষা খুব বেশী নহে। 'আরবী তাহারা সামান্য পড়িতে পারেন, ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশুনাও কমই করেন। কয়েকটি মাত্র সূরা তাহারা মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারেন। "পিতা-পিতামহগণও পড়িতেন, তাই তাঁহারাও পড়িয়া থাকেন।" তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খাজনা আদায় করা হয় না। তাঁহাদের জন্য কোনরূপ শ্রম বাধ্যতামূলক নহে। জনসাধারণ তাঁহাদেরকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে। বিদ্যা যত কমই থাকুক না কেন, তাঁহারা ই সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী। যেহেতু তাহারা কতকটা উদাসীন ও সহনশীল প্রকৃতির, কাজেই কোন বিশ্বাসী যখন পো ইয়াঙ-এর নিকটে বা বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর নিকটে কোন উপহার বা উপাচার নিয়া আসে তখন তাহারা কোনরূপ খারাপ ধারণা করেন না, বরং ভূত-প্রেত ইত্যাদি দূর করিবার উদ্দেশ্যে এমন কিছু কিছু কৃষিজ আচার-অনুষ্ঠান বা যাদু-টোনা ইত্যাদি করেন যাহার সঙ্গে ইসলাম বা মুসলিম ঐতিহ্যের কোন সম্পর্কই নাই। হিন্দু বাচাইহদের সঙ্গে তাহারা যথার্থ সুসম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলেন, নিজেদের ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে তাহাদেরকে দাওয়াত করেন, নিজেরাও তাহাদের কাছ হইতে দাওয়াত পান। তবে ইমাম-এর খাবার অবশ্যই কোন মুসলিম মেয়ে রান্না করিয়া দেয় এবং একে অন্যকে যথেষ্ট সম্মান দিয়া থাকে। পারম্পরিক সহনশীলতার কারণেই সেখানকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কেহ শূকর বা গরুর গোশত খায় না।

শুধু হিন্দুদের শবদাহের অনুষ্ঠান হইতে মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ কৌশলে অনুপস্থিত থাকেন এবং বলা হইয়া থাকে যে, অতীতে মৃতদেহের এই ভয়াবহ ধর্মীয় ব্যবস্থার কারণেই একমাত্র মুসলিম ইমামগণই রাজপ্রাসাদে প্রবেশের অধিকার পাইতেন; সেখানে প্রসূতির জন্য দু'আ করিতে পারিতেন এবং রাজার অনুপস্থিতিতে তাহার পত্নী ও ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করিবার দায়িত্বে থাকিতে পারিতেন।

হয় সুপ্রাচীন রীতির ফলে অথবা মালয়-পলিনেশীয় মাতৃভাজিক পদ্ধতির ফলে অথবা আনামের হিন্দুদের সাহচর্যের ফলে যাহাদের মধ্যে নাকি

পাগাউ নামী পূজারিণী রহিয়াছে—আনামের মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে নারী ধর্মনেত্রী রহিয়াছেন। তাহাদেরকে বলা হয় রাজা বা রিজা। পরিবারের কোন সদস্যের রোগমুক্তির জন্য বা কেহ দূরের পথে যাত্রা করিলে বা শুভ মুহূর্ত দেখিয়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ আরম্ভ করিলে তখন সর্বপ্রথম ইমাম কয়েকটি দু'আর বাণী পাঠ করেন। অতঃপর রাজা-প্রায়শ স্নায়ং গৃহকর্ত্রীই রাজা হইয়া থাকেন—সেদিনের অর্থাৎ গায়িকাদের গান ও ঢোল বাজানোর সঙ্গে রীতিসিদ্ধ এক প্রকার নাচে অংশ গ্রহণ করেন অথবা এক প্রকার উত্তেজনাঙ্কর অবস্থা প্রদর্শন করেন যাহাতে নাকি দেবী বা প্রেতাছা বশীভূত থাকে। সেই একই সময়ে আবার উক্ত শক্তির নামে পশু হত্যাও করা হয়। এইরূপ অনুষ্ঠানের পরে সাধারণত বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। রাজাগণ অবশ্যই বধ করা শূকর বা গুঁই সাপের গোশত খাইতে পারেন না। কিন্তু তাহারা বিরাট বাৎসরিক উৎসবে প্রধান ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসব সম্ভবত মালয় বা ইন্দোনেশীয় প্রাচীন রীতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। অনুষ্ঠান হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে। সে সময়ে জাভা নামটি বারবার উচ্চারণ করা হয় এবং মুসলিম চামগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের "পূর্বপুরুষদের নববর্ষ অনুষ্ঠান"।

অনুষ্ঠান চলে দুই দিন ও তিন রাত্রি ধরিয়া। একটি চতুর্দিক ঘেরা স্থানের মধ্যে মস্ত বড় এক অস্থায়ী চালাধর তৈরি করা হয়। যথাসম্ভব নূতন সরঞ্জাম দিয়াই নির্মাণ করা হয়, ভিতরে সাদা সূতী কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। একটা বেদী করা হয়; উহা হইল সাদাসিধা বড় একটা ঝাঞ্জ। তাহাতে থালা থাকে, সেগুলিতে খাবার ও পান-সুপারী দেওয়া হয়। থালাগুলির কিনারাতে মোমবাতি জ্বালানো হয়, চতুর্দিকে রঙ-বেরঙের সূতা দিয়াও বাঁধা হয়। দুইটি থাম হইতে টানা দিয়া একটি ঝুলনা ঝুলানো হয়, উহা রাজার জন্য, তাঁহাকে সাহায্য করেন তিনজন ইমাম ও মোদিন। তিনি নিজে মাদল দ্বারা একটি সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে একটি ক্লারিওনেট, একটি বেহালা, করতাল ও ঢোল (গানঙ)। এই উৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর খানাপিনার ব্যবস্থা থাকে। উদ্বোধন করা হয় বিসমিল্লাহ বলিয়া। অতঃপর পর্বত ও বনভূমির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বন্দনা গাওয়া হয়, সাগরের পরপারে যে দৈব শক্তি থাকে তাহার বন্দনা গাওয়া হয়, তবে তাহার নাম ধরিয়া নহে। সবশেষে ৩৮ জন দৈব শক্তির বন্দনা করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকের নামে ইমামগণ দু'আ পাঠ করেন। এই উৎসবের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময় অংশ শুরু হয় দ্বিতীয় দিনে শুকতারার দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মোদিন প্রথমে দৈব শক্তিসমূহের বন্দনা করেন। অতঃপর রাজা তাহাদের ভূষ্ট করিবার জন্য বিশেষ এক নৃত্য প্রদর্শন করেন। অতঃপর তাহারা এক কাঠের তৈরী একটি নৌকাতে আরোহণ করেন। বলা হয় যে, সেই নৌকা খাজনা তোলায় জন্য জাভা হইতে বা চীন দেশ হইতে আসে। যে বাড়ীতে অনুষ্ঠান হয় সেই বাড়ীর মালিক এমন ভাব দেখান যেন তিনি জাভানী ভাষা কিছুই বুঝিতে পারেন না। আর মোদিন তখন দোভাষী হইয়া সব বুঝাইয়া দেন। চতুর্দিকে হাসিঠাট্টা চলিতে থাকে। ডিম, কেক আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগানো একটি বানরের মূর্তি নৌকাতে তোলা হয়। অংশ গ্রহণকারীরা তখন সেই অস্থায়ী ঘরের দেওয়াল, ছাদ সব ভাঙ্গিয়া তছমছ করিয়া কেকের জন্য মারামারি করিতে থাকে। তৃতীয় দিনে রাজা তাহার কর্মকর্তাবৃন্দ ও সঙ্গীতজ্ঞদের লইয়া নদীতে যান এবং গাভীরের সঙ্গে বানরের মূর্তি সমেত নৌকাটি পানিতে ভাসাইয়া দেন। অতঃপর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আল্লামের বানিগণের মধ্যে যে খাতনা করানো হয় তাহা শুধু প্রতীক ধরনের কাঠের ছুরি দিয়া খাতনা করিবার ইশারামাত্র করা হয়; প্রকৃতপক্ষে চামড়া কাটা হয় না। সেখানকার বৃদ্ধ লোকেরা যে তওবা করে তাহা কষোড়িয়ার অনুরূপ। আর কারোহ (শাদিক অর্থ বন্ধ করা) করা অর্থ কোন মেয়ে যে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে তাহা ঘোষণা করা। তাহার পূর্বে কোন মেয়ে চুল বাঁধিতে পারে না বা বিবাহ করিতে পারে না। ততদিন পর্যন্ত মেয়েরা তারুণ্য থাকে অর্থাৎ কোন ছেলে তাহার নিকটে বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে পারে না। কেহ অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সঙ্গে সেইরূপ ইচ্ছা লইয়া মেলামেশা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান হয় ওঙ্ক গ্রন্থ সভাপতিত্বে এবং দুইজন ইমামের উপস্থিতিতে। একেক বারে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ের বিষয় বিবেচনা করা হয়। অনুষ্ঠান দুই দিন স্থায়ী হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় আল্লাহর ইবাদাত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা দ্বারা। অতঃপর হিন্দু দেবদেবিগণের নাম লওয়া হয় এবং পূর্বপুরুষদের নাম নেওয়া হয়, সবশেষে খানাপিনা হয়। তখন ইমামগণ আলাদা আলাদাভাবে খানাপিনা করেন। দুইটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়, একটি অনুষ্ঠানের জন্য এবং অপরটি মেয়েদের সাজঘর হিসাবে, যেখানে মেয়েরা চারজন পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে ঘুমায়। ইমামগণ সারা রাত ইবাদাত করেন। সকাল ৭-০ টার সময় মেয়েরা সর্বাপেক্ষা ভাল পোশাক পরিয়া, সুন্দর অলংকার পরিয়া আবির্ভূত হয়। তখন তাহাদের খোলা চুল একটি ত্রিকোণাকার মুকুট দ্বারা ঢাকা থাকে। তাহাদের সামনে একজন বৃদ্ধ মহিলা এবং সাদা কাপড় পরা একজন লোক যায়। লোকটি এক বৎসরের একটি শিশু কোলে করিয়া লইয়া যায়। বাচ্চাটির পোশাক হয় হবহ সেই মেয়েদেরই মত। শুধু মাথার মুকুটটি থাকে না। ওঙ্ক গ্রন্থ ইমামদের সামনে যাইয়া তাহারা নত হইয়া বসে। ওঙ্ক গ্রন্থ তখন শিশুটির মুখে একদানা লবণ দেয়, তাহার মাথার এক গোছা চুল কাটিয়া নেয় এবং একটু পানি খাইতে দেয়। মেয়েদেরও ঠিক তাহাই করে। অতঃপর মেয়েরা সারিবদ্ধ হইয়া আবার ঘরের ভিতরে চলিয়া যায়। কোন মেয়ে যদি ইতোমধ্যে পুরুষ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া থাকে তবে তাহার ঘাড় হইতে চুলের গোছা কাটিয়া লজ্জা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার আর এক দফা খানাপিনা হয়। তখন ইমামগণ সমবেত মুসলমানদের আগে খাবার খাইয়া লয় এবং তাহা দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

আল্লামের বানিদের মধ্যে যে জনোৎসবের রীতি তাহা কাফিরদেরই (Kaphir) অনুরূপ। তফাৎ এই যে, বানিরা শিশুর জন্য উপলক্ষে কোন পশু যবেহ করে না বা কোন দেবদেবীর উদ্দেশে পশু হত্যা করে না। কেহ কোন মেয়েকে প্ররোচিত করিতে চাহিলেও তাহাকে গুরুত্বের শাস্তি দেওয়া হয়। ১৭-১৮ বৎসর বয়স না হইলে কোন যুবক বিবাহ করে না। পানরাঙে—স্পষ্টতই প্রাচীন মালয়-মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে উহার আরও অন্যান্য নিদর্শন রহিয়াছে। যেমন মেয়েদের উত্তরাধিকার ও মায়ের মাধ্যমে বংশের পরিচয় খোঁজা এবং পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় পদ্ধতিসমূহ পালন করা। বিবাহের রীতি এই যে, মেয়েরা নিজেরা তাহাদের উপযুক্ত তরুণ যুবকের সন্ধান করে, অথচ ইন্দোচীনের অন্যত্র ইহার বিপরীত রীতিই প্রচলিত। বিবাহ (চাম ডাম্মায় খিলাহ', 'আরবী নিকাহ') উপলক্ষে দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়বহুল উৎসব হইয়া থাকে। সাধারণত ইহার পরিবর্তে প্রকাশ্যে একত্রে বাস করে, তাহাতে কোনরূপ বদনাম উত্থাপিত হয় না। পরে তাহারা যখন সমর্থ হয় তখন ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। আর এমনও দেখা যায় যে, কোন

স্বামী-স্ত্রী তাহাদের বিরোধের খানাপিনার আয়োজন করে এত পরে যে, তাহাদের দুই তিনটি ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে এবং তাহারাও উহাতে যোগদান করে। কাফিরগণ অপেক্ষা বানিগণ এই উৎসব অনেক বেশী বড় আকারে করিয়া থাকে। তখন ইমামগণ বারবার দু'আ পাঠ করেন। ওঙ্ক গ্রন্থ স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিনিধি হইয়া ফাতি মারুপী কনেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আলী প্রদত্ত উপহার সে গ্রহণ করিল কিনা। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিরাট খানাপিনার আয়োজন হইয়া থাকে। যৌতুকের সম্পাদি স্ত্রীর নিকট থাকে। কোথাও তালাকের ঘটনা ঘটিলে তখন স্ত্রী সেগুলি লইয়া যায়। তালাক দেওয়া সহজ কিন্তু সেক্ষেত্রে উভয়ের যৌথ সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই স্ত্রীর অংশে পড়ে। মিশ্র ধর্মীয় বিবাহের ঘটনা প্রায় বিরল। আর সেক্ষেত্রে সন্তানেরা নিজ নিজ মায়ের ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কখনও এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, মুসলিম কোন মহিলা হিন্দু স্বামী গ্রহণ করিয়াছে।

বানিদের মধ্যে লাশের দাফন-কাফনের রীতি অতি সহজ। কিন্তু কাফিরদের মধ্যে যথেষ্ট বিস্তারিত রীতিনীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। লাশে সাদা কাপড়ের কাফন পরানো হয় এবং একটি ছোট কুড়ে ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেখানে ওঙ্ক গ্রন্থ ও ইমামগণ দু'আ দরুদ পাঠ করিতে থাকেন। রাত্রি হইলে তখন প্রায় গোপনে লাশ দাফন করা হয়। সে সময়ে চারজন ইমাম উপস্থিত থাকেন। লাশ উত্তর শিয়ার এবং কা'বামুখী করিয়া দাফন করা হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা তখন মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি প্রার্থনা জানায়, যেন তাহাদের কাহারও প্রতি আসিয়া ভর না করে। মৃত্যুর ৩য়, ৭ম, ১০ম, ৩০ম, ৪০ম, ১০০তম দিবসে এবং মৃত্যুবার্ষিকীতে গোরস্তানের পাশে "পাবি" অনুষ্ঠান হয় অর্থাৎ সেখানে দু'আ-খায়র হয়, লোকজনকে খাওয়ানো হয়, ইমামগণকে উপহার দেওয়া হয়। এসব দিবসের মধ্যে আবার ৭ম ও ৪০তম দিবসের অনুষ্ঠান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ পরবর্তী কোন মৃত্যু বার্ষিকীতে অবশ্যই একবার কবর হইতে উঠানো হইয়া থাকে। হাড়গোড় ও দেহের সোনার বা রূপার অলংকারাদি সব একটি ছোট কফিনে ভরা হয় এবং তাহা কোন একটি বিশেষ স্থানে কবর দিয়া রাখা হয়। সেই স্থানটিকে তাহারা পবিত্র বলিয়া মনে করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কষোড়িয়াতে ইসলাম মোটামুটি নিষ্কলুষ ও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। আর আল্লামে নানা প্রকার রীতিনীতি ও আচার-আচরণাদি আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কিছু আসিয়াছে প্রকৃতি পূজারীদের মধ্য হইতে আর কিছু আসিয়াছে হিন্দুদের মধ্য হইতে। তবে চামগণ নিঃসন্দেহে ভাল মুসলিম হইতে চায়। দীর্ঘ কালের অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত আচরণই তাহাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য দায়ী। মালয়ী হাজ্জীগণ দ্বীপপুঞ্জ হইতে অথবা কষোড়িয়া হইতে তাবলীগে আসিয়া বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনেক গ্রামে দেবদেবীদের উদ্দেশে বলি দানের প্রথা রহিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহারা ভাতের তাড়ি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই।

ইন্দোচীনবাসী আধুনিকতার ও পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়িবার ফলে উল্লিখিত এই সকল আচার-আচরণ পালনের মনোভাব এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক গুরুত্বহীন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগের জীবনধারার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সকল রীতিনীতি আন্তে আন্তে আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

ফরাসী প্রশাসন খুব জবরদস্তি মূলকভাবে না হইলেও চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে চামগণ সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হইয়া না যায় এবং একটি আলাদা

জাতিগত অস্তিত্ব না হারায়। ২০শ শতাব্দীর শুরুতে তাহাদের সেইরূপ সকল স্বকীয়তা হারাইয়া অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবার আশংকা দেখা দিয়াছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলে তাহাদের নির্মিত সৌধসমূহের মধ্যে যেগুলি তখনও পর্যন্ত টিকিয়া ছিল সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় এবং অধিবাসিগণের আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়া আসে। তাহাদের ভবিষ্যত তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে, আর তাহা খুবই অনিশ্চিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. aymonier, Les Tchams et leurs religieux, প্যারিস ১৮৯১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Legendes historiques des chams, Excursions et reconnaissances-এ প্রকাশিত, ১৪খ, নং ৩২; (৩) ঐ লেখক, Grammaire de la langue Chame, সায়গন ১৮৮৯ খৃ.; (৪) Aymonier ও Cabaton, Dictionnaire cam-Francais, introduction La Langue chame, প্যারিস ১৯০৬ খৃ.; (৫) Cabaton, Notes sur l'Islam dans l'Indochine Francaise, RMM- এ প্রকাশিত, ১খ, ২৭-৪৭; (৬) ঐ লেখক, Les Chams musulmans de l'Indochine Francaise, ঐ, পৃ. ১২৯-১৮০; (৭) ঐ লেখক, Nouvelles recherches sur Les Chams, প্যারিস ১৯০১ খৃ.; (৮) R. P. Durand, Les Chams Banis, Bulletin de l'Ecole francaise d'Extreme-Orient, ৩খ, ৫৪-৬২, ৪৪৭-৫৪, ৫৯৭-৬০৩, ৫খ, ৩৬৮-৮৬; (৯) এ লেখক, Notes sur les Chams, Revue Indochinoise-এ প্রকাশিত, নং ৭৯; (১০) Jeanne Leuba, Les Chams d'autrefois et d'aujourd'hui, হ্যানয় ১৯১৫ খৃ.; Un Royaume disparu, Les Chams et leur art নামে পুনঃপ্রকাশিত, সম্পা. Van Oest, ১৯২৩ খৃ.; (১১) Georges Maspero Le royaume de Champa, সম্পা. Van Oest, ১৯২৮ খৃ.; (১২) ড. Champa শীর্ষক প্রবন্ধ, Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient, ২১খ, ২, সাধারণ নির্ঘণ্ট হইতে ১-২০খ এবং পরবর্তী খণ্ডসমূহের বর্ণনামূলক নির্দেশিকাতে প্রদত্ত একই প্রবন্ধ।

A. Cabaton [G. Meillon] (E.I.²) / হুমায়ুন খান

ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) : এশিয়া মহাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ নিয়া গঠিত, জন সংখ্যায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র।

১। ভূগোল : ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র দ্বীপপুঞ্জের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়া গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে শুরু করিয়া পূর্বমুখে প্রসারিত হইয়াছে এবং ভারত মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে; একই সঙ্গে ইহা এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যে কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে এই দ্বীপপুঞ্জ ৩,৪০০ মাইল বিস্তৃত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ইহার বিস্তার প্রায় ১,২৫০ মাইল (এই দেশটি ৯২° ও ১৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এবং ৬° উত্তর হইতে ১১° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত)। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের সর্বমোট দ্বীপের সংখ্যা প্রায় ৩,০০০। সেগুলি আকার, আয়তন, বৈশিষ্ট্য ও সম্পদের দিক হইতে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়। জনপ্রিয় ভৌগোলিক ভাষাতাত্ত্বিক দিক হইতে এগুলিকে চার

শ্রেণীর বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সুনদা রাজ্য বা বৃহৎ সুনদা দ্বীপসমূহ; তন্মধ্যে চারিটি বড় দ্বীপ সুমাত্রা, জাভা (জাওয়া), সেলিবিস (সুলাওয়েসি) এবং কালিমানতানের বৃহদংশ নিয়া দেশের কেন্দ্রীয় অংশ গঠিত। বাহিরের আয়তন, বিস্তৃতি, জনসংখ্যার পরিমাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির দিক হইতেই সেগুলিকে ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্র বলা যায়। মুসতেঙ্গারা বা ছোট সুনদা ছোট কতগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত এবং তাহা বালী হইতে পশ্চিম তিমুর পর্যন্ত বিস্তৃত (এই শেষোক্ত দ্বীপের পূর্বদিকের অর্ধাংশ পর্তুগালের নিয়ন্ত্রণাধীন)। তৃতীয় দ্বীপমালা মালুকু নামে পরিচিত এবং উহার অন্তর্গত কতকগুলি বৃত্তাকারের দ্বীপশ্রেণী; সেগুলি পূর্ব ছোট সুনদার উত্তর দিকে এবং সেলিবিসের পূর্বদিকে অবস্থিত। ইরিয়ান বারাত বা নিউগিনি দ্বীপের পশ্চিমের অর্ধাংশ সাম্প্রতিক কালে (১৯৬৩ খৃ.) ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। যে কোন দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উহাই দেশের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত এলাকা।

ভূ-গঠনের দিক দিয়া ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ তিনটি প্রধান উপাদান সামগ্রীর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। উহাদের প্রতিটির গঠনরূপ পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। পশ্চিম বালিয়াড়ি ও সাহুল বালিয়াড়ি নামে পরিচিত; এইগুলি সুপ্রাচীন শক্ত পূর্বাঞ্চলীয় শিলাভূমির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভূ-প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে অবরোহী এবং সমুদ্র ও তুলনামূলকভাবে অগভীর। এই শিলাভূমিগুলির মধ্যে এবং আংশিকভাবে চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে অনেক কয়টি পর্বতমালা রহিয়াছে। এইগুলি ভূতাত্ত্বিকগণের মতে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট। বর্তমানে মানচিত্রে এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপরূপে দেখান হয়। কিন্তু গঠনগতভাবে পরস্পর সংযুক্ত একটানা দ্বীপচক্র। একটি আর একটি হইতে গভীর অর্ধ-মহাসাগরিক অববাহিকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহাদের ভূতত্ত্বগত ইতিহাস হইতে যেরূপ ধারণা করা যায়, এই দ্বীপচক্রগুলি ঠিক সেরূপ দৃঢ় গড়নের নহে। এখানে প্রায়শই ভূমিকম্প হয়; তবে কম্পনের তীব্রতা খুব বেশী হয় না, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত খুবই ব্যাপক। পূর্বাঞ্চলীয় (Continental) ভূ-সমতায় এই গঠনগত ভূমিসংস্থানের উপরিভাগে পললভূমির আবরণ রহিয়াছে। ফলে এই সকল স্থানে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি দেখা যায়। অন্যান্য স্থানে ঢাল যথেষ্ট গভীর এবং সমতল অঞ্চল খুবই সামান্য। সর্বোপরি, এই গঠনগত শিলা ও ভূমিরূপসমূহ বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদের উৎস, বিশেষ করিয়া পেট্রোলিয়াম, টিন, বিভিন্ন মানের কয়লা ও বকসাইট। এই সবই সুনদা বালিয়াড়ি ও উহার প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে পাওয়া যায়। নিম্নমানের লোহার খনি রহিয়াছে বোর্নিও ও সেলিবিস দ্বীপে। অন্যত্র পাওয়া যায় সামান্য পরিমাণে কিন্তু উচ্চ মানের চুম্বক লোহার খনি এবং অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ এক শ্রেণীর লোহার (hematite haematite, Fe 2O3) খনি। অন্যান্য যেসব খনিজ পদার্থ স্ব স্ব পরিমাণে উত্তোলন করা হইতেছে তন্মধ্যে রহিয়াছে সেলিবিস দ্বীপে নিকেল, জাভা দ্বীপে ম্যাঙ্গানিজ, ফসফেট বা এক জাতীয় লবণ, গন্ধক (সালফার) ও আয়োডিন এবং সুমাত্রা ও পশ্চিম জাভাতে সোনা ও রূপা।

ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক অরস্থানগত কারণেই এখানকার আবহাওয়া মোটামুটিভাবে বিষুবীয়। সূর্যতাপের প্রখরতা ও স্থায়িত্বের তারতম্য অতি সামান্য হয়। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতায় তাপমাত্রা সর্বত্র একইরূপ অধিক ও স্থায়ী হয়। বার্ষিক গড় তাপমাত্রার হেরফের খুবই সামান্য। সাধারণত ৫০ ফারেনহাইট, দৈনিক হেরফের উহার তিন গুণ পর্যন্ত হয়। ঋতু পরিবর্তন, অঞ্চলভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও পরিমাণ নির্ভর করে অবস্থানের উপর

এবং ঋতুভেদে পরিবর্তনশীল বায়ু প্রবাহের ধরনের উপর। বায়ু প্রবাহ এখানে পূর্বাঞ্চলীয় ভূমিরূপের উপরে বিষুবীয় অঞ্চলের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্র বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেখানে প্রায় ৮০ ইঞ্চি, ধাপ-অঞ্চলে উত্তর গোলার্ধে প্রবহমান ঈষদোষ্ণ। আর্দ্র বায়ুস্রোত বিরাজিত থাকিবার কারণে গ্রীষ্মকালব্যাপী বৃষ্টিপাত কিছুটা বেশী হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বারিসান পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত পাদাঙে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৭৭ ইঞ্চি। জাভা ও নুসা তেঙ্গারা-এর পূর্বদিকের অর্ধাংশে ইহার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। ইন্দোনেশীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া উহা অস্ট্রেলিয়ার বিরান এলাকার আবহাওয়ার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। ফলে সেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৬০ ইঞ্চিরও কম হয়। সমগ্র দেশের মধ্যে ইহাই একমাত্র অঞ্চল, যেখানে লক্ষণীয়ভাবে শুষ্ক ঋতু অনুভূত হইয়া থাকে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৃষ্টিপাত সর্বত্রই ভারীভাবে হয় এবং তুলনামূলকভাবে বৃষ্টির স্থায়িত্ব কম হয়।

উচ্চ তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে একমাত্র সাম্প্রতিক কালে পলল দ্বারা সৃষ্ট বা আগ্নেয়গিরি ছাই দ্বারা সৃষ্ট স্থানসমূহ ব্যতীত সর্বত্র ভূমি শক্ত এবং তাহাতে লোহার পরিমাণ বেশী। তাই এখানে কৃষি-অর্থনীতিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হইতেছে প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা কম উর্বরতা। প্রাথমিক যুগে বস্তুত সমগ্র দেশই অত্যন্ত সতেজ বিষুবীয় বনভূমি দ্বারা আবৃত ছিল। আর উহার মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ, ভারী বৃষ্টিপ্রধান বনভূমি হইতে শুরু করিয়া উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন, মিঠা পানির ভিজা মাটির বন, চুনা পাথরের মিশ্রণ এবং পার্বত্য উদ্ভিদ। শত শত বৎসর যাবত মানুষের বসতি থাকিবার কারণে এই সকল বনভূমির পরিমাণ ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের এক-পঞ্চমাংশের কম অংশে প্রাথমিক যুগের বনভূমি রহিয়াছে বা পরিমাণ ও ধরনটা উহার কাছাকাছি কিছু হইবে। আর সেই বনাঞ্চল অসমভাবে সমগ্র দেশব্যাপীই বিস্তৃত। ইরিয়ান বারাত ও পূর্ব কালিমানতানের চার-পঞ্চমাংশ যেখানে বনাবৃত, উহার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে জাভা ও নুসাতেঙ্গারার বনভূমি স্ব স্ব অঞ্চলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

বাস্তু-সংস্থানের সহিত খাপ খাওয়ানোর দিক হইতে এবং সমসাময়িক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈপরীত্যস্বরূপ দেখান যায় যে, ইন্দোনেশীয় দুনিয়াতে প্রধান যে শ্রেণীবিভাগ, তাহার একদিকে রহিয়াছে জাভা দ্বীপ এবং অপরদিকে দেশের বাদবাকী অংশ অর্থাৎ তথাকথিত বহিঃদ্বীপসমূহ এবং এই তফাৎ কৃষিজ ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্যে যতটা লক্ষ্য করা যায়, ততটা আর কোন ক্ষেত্রেই নহে। ঐতিহ্যগতভাবে এই অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথমটি প্রধানত (যদিও কোনরূপেই একান্তভাবে নহে) গাছপালা কাটিয়া পোড়াইয়া এক স্থানে চাষাবাদ করা এবং পুনরায় অন্যত্র গিয়া একই পদ্ধতিতে চাষ করার সূক্ষ্ম পরিবেশগত ভারসাম্য (কৃষিবিদগণের নিকটে Swidden নামে পরিচিত) জাভার মূল ভূ-খণ্ডে চিরস্থায়ী শস্যক্ষেত্রের আর্দ্র জমিতে চাষাবাদের স্থায়ী ভারসাম্যের সহিত জড়িত। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষির পদ্ধতিগত এই পার্থক্য কতকটা অস্পষ্ট হয় যখন উভয় অঞ্চলেই নতুন শস্যের আবাদ শুরু করা হয়। যেমন ইক্ষু, তামাক, কফি ও পরবর্তীতে রাবার। এই অস্পষ্টতার আরও একটি কারণ এই যে, জাভাতে পুরুষানুক্রমে ঔপনিবেশিক রীতির সরকারের এক কৃষিশিল্প ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন (যাহা একেবারে গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্রে পেশাগত কৃষিকার্যের অসমতা রক্ষার শক্তিতে অনুপ্রবেশ করে) ফলে জাভাবাসী কৃষি-শ্রমিক অনেক সময়ে

পেশাগতভাবে বিভিন্নমুখী হইয়া পড়ে। যেমন একজন একই সময়ে কৃষিকাজও করিত, আবার কুলির কাজও করিত।

জনসংখ্যার দিক হইতে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম দেশ এবং প্রথম মুসলিম দেশ, বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি Ency, Brt, Y. B. 1985)। ইহাদের মধ্যে আনুমানিক দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে জাভা ও মাদুরাতে, অথচ আয়তনের দিক হইতে এই দুইটি মিলিয়া স্থলভাগের পরিমাণ সমগ্র দেশের সাত শতাংশ। জনবসতির গড় হিসাবে জাভা দ্বীপে প্রতি বর্গমাইলে ১,২০০ জনের মত লোক বাস করে, আর বহিঃদ্বীপসমূহে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে মাত্র ৬২ জন (এই সংখ্যা হইতে অবশ্য অঞ্চলটির বিভিন্ন অংশের গড়ের যে ব্যাপক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না, যেমন বালীতে প্রতি বর্গমাইলে বসবাসকারী জনসংখ্যার গড় ৭৫০; সুমাত্রাতে ৮০, কালিমানতান-এ ১৮, আর ইরিয়ান বারাত-এ মাত্র ৬)। Clifford Geertz- এর ভাষায়, জনসংখ্যা বিস্তৃতির অসমতার প্রধান কারণ হইতেছে সময় সাপেক্ষ ধরনের ভিজা মাটিতে চাষাবাদের প্রণালী ও উদ্ভিদের ধরনকে ঔপনিবেশিক জাভাতে কেন্দ্রীভূত ব্যবসায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূতকরণ। স্থান পরিবর্তন করিয়া Swidd'en পদ্ধতির উদ্ভিদ্ধ প্রজাতির ভারসাম্য রক্ষার যে বিচ্ছিন্ন, অপ্রসারণশীল কৃষি ব্যবস্থা, তাহার ফলে বিপুল সংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের জাভা হইতে আপাত স্ব স্ব জন অধ্যুষিত বহিঃদ্বীপসমূহে চলিয়া যাওয়া শুধু যে অজনপ্রিয় হইত তাহাই নহে, বরং কার্যকারিতাহীনও হইত যদি না ভারসাম্য রক্ষার রীতিতেও বড় পরিবর্তন সাধিত হইত।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণ বসতি স্থাপনের স্তর অনুযায়ী বাস করে, স্তরের নিম্ন পর্যায়ে রহিয়াছে অগণিত গ্রাম আর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রহিয়াছে রাজধানী জাকার্তা। জাকার্তা ৩০ লক্ষ অধিবাসী সমেত আয়তনে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সুরাবায়র দ্বিগুণ। তবে এখানে ক্রমউন্নয়নশীল শহর উহা আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা অর্থনৈতিকভাবে বর্ধিষ্ণু শহরের বৈশিষ্ট্য। ইহা সাবেক ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডের অন্যান্য বহু বৃহৎ শহরের ন্যায় নহে। বস্তুত বৃহত্তর যে ধারণা তাহা বরং বহিঃদ্বীপসমূহের প্রতিই অধিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়, সেখানে কোন কোন উন্নত মানের নগর কেন্দ্র সেই অঞ্চলের পরবর্তী বৃহৎ শহর অপেক্ষা প্রায় চার গুণ বেশী জনবহুল। নগরায়ন ইন্দোনেশিয়ার অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা জাভাতে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। বহিঃদ্বীপসমূহে এই নগরায়ন যেন অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসরমান কয়েক স্তরের নগরায়নের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বিভিন্ন শ্রেণীর নগর রূপ, ঐতিহ্যগত আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় প্রকাশ রূপ হইতে শুরু করিয়া ব্যবসায়িক-প্রশাসনিক অবদানসমূহ, যেগুলি ঔপনিবেশিক যুগে প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ প্রধানত শিল্পায়ন-পূর্ব যুগের দ্রুত গড়িয়া তোলা বাজার-শহর হইতে আধুনিক শিল্পপ্রধান বন্দর-নগরে রূপ লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Charles A. Fisher, South-East Asia: A social economic and political geography, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ.। গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ইন্দোনেশিয়ার ভূদৃশ্য ও আবহাওয়া সম্বন্ধে লিখিত একটি চমৎকার ভূমিকা রহিয়াছে। যে সকল গ্রন্থের রচনা বা প্রকাশকাল বর্তমানে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নির্দেশ করা হইয়া থাকে, যদিও ধারণাগত কারণে যতটা যথার্থ তথ্যগত কারণে ততটা নহে—সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে : (২) Charles Robeauquin সাধারণ গবেষণা Le monde malais, প্যারিস

১৯৪৬ খৃ. এবং (৩) C. Braak, Klimakunde von Hinterindien und Insulinde (Band iv, Teil R. of W. Koppen and R. Geiger, eds, Handbuch der Klimatologie, Berlin 1931)। ইন্দোনেশিয়ার কৃষি ব্যবস্থার গঠন সর্ক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন : (৪) Karl J. Pelzer, The agricultural foundation, Ruth T. M. Vey সম্পা.) Indonesia-তে নিউ হ্যাভেন, ২য় মুদ্রণ (সংশোধিত) ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১১৮-১৫৪; বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (৫) C. J. J. van Hall ও C. Van de Koppel, De landbouw in de Indische archipel, দি হেগ ১৯৪৬-৫০ খৃ.; (৬) Clifford Geertz কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যাব্যক্য সমস্যাগুলির বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহার Agricultural involution, The Process of ecological change in Indonesia গ্রন্থে, বার্কলে ও লস এঞ্জেলস ১৯৬৩ খৃ.। উপনিবেশিক যুগের শেষভাগে ইন্দোনেশিয়ার শহরগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন : (৭) W.F. Wertheim et al, The Indonesian town. Studies in sociology গ্রন্থে, দি হেগ ও বানদুঙ ১৯৫৮ খৃ.। সাম্প্রতিক কালের পরিবর্তনগুলি দেখান হইয়াছে : (৮) Pauline D. Milone, Urban areas in Indonesia administrative and census concepts গ্রন্থে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, Institute of International Studies, গবেষণা সিরিজ নং ১০, বার্কলে-ক্যালিফোর্নিয়া ১৯৬৬ খৃ.। একটি অতি প্রয়োজনীয় সমসাময়িক মানচিত্র হইতেছে : (৯) Atlas Nasional Seluruh Dunia untuk Sekolah Landjutan, -জার্কাতা, বানদুঙ, গানাকো ১৯৬০ খৃ.; (১০) Atlas van tropisch Nederland, বাটাভিয়া ১৯৩৮ খৃ.; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেকার অবস্থার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও চমৎকার মানচিত্রের প্রামাণ্য দলীল।

P. Wheatley (E.I.²) হুমায়ুন খান

২। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস : ইন্দোনেশিয়ার কয়েক শত বিভিন্ন জাতীয় মানুষের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য অত্যন্ত চমকপ্রদ বিভিন্নতার মাঝেও অন্তর্নিহিত যে একটি সাধারণ রূপ রহিয়াছে তাহা লক্ষণীয়। কিন্তু উহাকে বৈশিষ্ট্যময়ভাবে চিহ্নিত করা বড় কঠিন। এই কারণেই ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণ ও তাহাদের সাংস্কৃতির কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ করা বা বিভিন্ন রূপভেদে বিন্যস্ত করিবার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছান সম্ভব হয় নাই। অনেকটা অর্থার্থ হইলেও চলনসই একটি শ্রেণীবিভাগ এইরূপ হইতে পারে (ক) এমন সব সমাজ, যেখানে রাজনৈতিক সংগঠন প্রধানত অঞ্চলভিত্তিক; (খ) এমন সব সমাজ, যেগুলি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত; কিন্তু বিভিন্ন স্থানীয় শাসক বা গোত্রীয় প্রধানগণেরও রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতা রহিয়াছে; (গ) এমন সকল সমাজ, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা একান্তভাবেই স্থানীয় শাসক বা গোত্রীয় প্রধানগণের হাতে ন্যস্ত (বা অনুরূপ গোত্র বা দলের স্থানীয় কোন অংশের হাতে ন্যস্ত)।

'ক' গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবর্গই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য গঠন করিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ভূমিকা পালন করিয়াছে। এইগুলির উদাহরণ হইতেছে জাভা ও বালির রাজ্যসমূহ, পূর্ব সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের মালয় রাজ্যসমূহ এবং দক্ষিণ সেলিবিসের বুগিস-মাকাস্সারের

সালতানাতসমূহ। কোনরূপ ব্যতিক্রমবিহীনভাবে তাহারা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—ইসলাম। কিন্তু বালী দ্বীপে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের একটি মিশ্রিত রূপ রহিয়াছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রহিয়াছে (অথবা বলা যায় ছিল— ইন্দোনেশিয়াতে এই রাজ্যগুলি উহাদের অর্ধ-স্বাধীন সত্তা, যাহা মালয়েশিয়াতে রক্ষিত হইয়াছে তাহা হারায়াছে) প্রতিষ্ঠিত রাজবংশসমূহের হাতে। তাহাদের সহায়ক হইলেন সভাসদগণ, প্রশাসকগণ ও আঞ্চলিক সর্দারগণ। তাহারা ই অভিজাত শ্রেণী গঠন করিয়াছেন এবং (জাভার ক্ষেত্রে) শাসক কর্তৃক মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহাদেরকে মঞ্জুরিকৃত জেলা-এলাকা হইতে আদায়কৃত খাজনার একটি অংশ হইতে তাহারা নিজেদের বৃত্তি ভোগ করিতেন। শাসকগণকে ও তাহাদের সুলতানী বা রাজকীয় চিহ্নসমূহকে গঠন কেন্দ্র বা শক্তিকেন্দ্র, আধ্যাত্মিকতার উৎস এবং রাজ্যের কল্যাণের প্রতীক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। এখানকার সমাজে আত্মীয়তার বা রক্তসম্পর্কীয় সংগঠনসমূহ সাধারণত দ্বিপাক্ষিক (জাতিগত) ধরনের। উহার ভিত্তি হইল একক পরিবারের এক-একটি সংসার। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, কৃষি (ধান উৎপাদিত হয় ব্যাপকভাবে সেচ দেয়া কৃষি জমিতে), পশুপালন ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়, কিছু পরিমাণ ব্যবসা একাধিক দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে পরিচালিত হয়।

'খ' শ্রেণীভুক্ত সমাজের (যেমন সুমাত্রার বাটাক ও মিনাংকাবাউগণ) মধ্যে কিছু মাত্রায় কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সরকার রহিয়াছে বা ছিল, কিন্তু গোত্রীয় যেসব দল (গোত্র বা বংশ) রহিয়াছে সেগুলির সদস্যগণের উপরে যথেষ্ট কর্তৃত্ব রহিয়াছে। এই ধরনের রক্তসম্পর্ক মাতার দিক (যেমন মিনাংকাবাউদের মধ্যে) বা পিতার দিক উভয় ধারা হইতেই স্থাপিত হইতে পারে। উহাদের মধ্যে একরূপ একটি প্রবণতা রহিয়াছে যে, এক গোত্র বংশের লোকেরা অন্য একটি বিশেষ গোত্র বা বংশের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকে। আর সেখানে মেয়ের পিতৃপক্ষ সাধারণত ছেলের পিতৃপক্ষ হইতে উঁচু ঘরের হয়। এই ধরনের সামাজিক গঠনরীতি সকল প্রকার সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিভাগেরই সঙ্গে যুক্ত থাকে। তন্মধ্যে পুরুষ/নারী, উপরের স্তর/নীচের স্তর ও উন্নত/হীন, এইরূপ দুই অংশের বিভাগ থাকে এবং সেখানে সংখ্যাভেদ ও গাত্রবর্ণের হিসাবে আনুমানিক শ্রেণীবিভাগ থাকে। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায় সেই সব বাটাক গোত্রের লোকদের মধ্যে, যাহারা এখনও ইসলাম বা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাই।

ধান চাষ (পানি সেচ দেয়া কৃষিক্ষেত্রে এবং কতকটা জুম চাষ ধরনের, স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া, গাছ-আগাছা পোড়াইয়া, জমি কোপাইয়া সেখানে ফসল উৎপাদন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসলও (যেমন কফি, রাবার) একইরূপ গুরুত্বপূর্ণ। এই দলভুক্ত বা শ্রেণীর লোকেরা আধুনিক ইন্দোনেশিয়াতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ক' দলের লোকদের অপেক্ষা কম প্রভাবশালী নহে।

সবশেষে "গ" শ্রেণীর যে সমাজ, তাহা দেখা যায় ছোট ছোট দ্বীপ এবং বড় দ্বীপের গভীর অঞ্চলে। যেমন বোর্নিও দ্বীপের দায়াক অধিবাসীরা, সেলিবিস দ্বীপের টোরাজা অধিবাসীরা ও অন্যান্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও তাহাদের আদি ধর্মের প্রতি আসক্ত বা অতি সাম্প্রতিক কালে মাত্র ইসলাম ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন যে ধর্ম, তাহা প্রধানত পূর্বপুরুষ পূজা—সেখানে প্রায়শ ভোজ উৎসব ইত্যাদি হয়, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উপাসনা (যে রূপ দায়াকদের মধ্যে প্রচলিত) করা হয়,

পুরোহিততাত্ত্বিক এক প্রকার ধর্মতত্ত্ব সেখানে যথেষ্ট উন্নত, পৌরাণিক কাহিনী খুবই সমৃদ্ধ; এখানেই “খ” দলের ন্যায় একই রূপ শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। জাতি সম্পর্কের ধরন পিতা-মাতা উভয় দিককার উত্তরাধিকারকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহা বিভিন্ন রকমের হয়। এখানে কৃষিরই প্রাধান্য (শুষ্ক চাষের মাধ্যমে ধান, ভুট্টা, সাগু ইত্যাদি উৎপাদন)। বৈদেশিক বাণিজ্য এখনও একেবারে প্রাথমিক স্তরে রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর অধিবাসীরা ইন্দোনেশিয়ার জন্য এক প্রকট সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র দেশটি যেখানে আধুনিকতা ও সাধারণ, সম্মিলিত সংস্কৃতির পথে দ্রুত অগ্রসরমান, সেখানে তাহাদের চিরাচরিত এই সকল জীবন যাপন পদ্ধতি কতটা সংরক্ষিত হইবে অথবা আদৌ সংরক্ষিত হওয়া উচিত কি?

গ্রন্থপঞ্জী : R Kennedy, bibliography of Indonesian Peoples and cultures, সংশোধিত সংস্করণ, ২ খণ্ডে, নিউ হ্যাভেন, ১৯৫৫ খৃ.।

P. E. de Josselin de Jong (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

৩। ভাষা : ইন্দোনেশিয়াতে যে সকল স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত, সেগুলি সবই অস্ট্রোনেশীয় (Austronesian) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রোনেশীয় গোষ্ঠীর ভাষা মাদাগাস্কার, ভিয়েতনামের দক্ষিণাংশ, তাইওয়ান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া/নিউগিনি, প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেশীয়, মাইক্রোনেশীয় ও পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিল্যান্ডে প্রচলিত। এ ধরনের একটি ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা সেই ১৭৮০ সালেই William Marsden স্বীকার করিয়া নিলেও ১৮৩৬ খৃ. W. von Humboldt আরও ঘনিষ্ঠভাবে এগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রমাণ প্রদান করেন এবং নাম দেন ‘মালয়-পলিনেশীয়’ ভাষা। পরবর্তী এক শত বৎসর পর্যন্ত উল্লিখিত দেশসমূহের এই সকল ভাষা তাহার দেয়া এই নামেই পরিচিত ছিল। ১৮৯৯ খৃ. Wilhelm Schmidt এইগুলির নূতন নামকরণ করেন অস্ট্রোনেশীয় ভাষা (austronesian), বর্তমানে এই নামই প্রচলিত। অস্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীতে সর্বমোট প্রায় ৫০০ ভাষা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা ইন্দোনেশীয়, পলিনেশীয় ও মেমরানেশীয়। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক মাইক্রোনেশীয়কেও একটি চতুর্থ শ্রেণী বলিয়া মনে করেন। এই অঞ্চলের যে সকল লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সকলেই ইন্দোনেশীয় গোত্রের ভাষায় কথা বলেন। কাজেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলাম সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া মালয়, জাভা, সুন্দানী, আকীনী, মিনাংকাবাউ, বুগিনী ও মাকাসারীর ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই ভাষাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যথার্থ তথ্য-প্রমাণের অভাবহেতু অবশ্য অস্ট্রোনেশীয় ভাষাভাষিগণের আদিম ও প্রাথমিক যুগের ইতিহাস প্রায় অনুমান ভিত্তিক। তাহাদের যে সম্ভাব্য আদি বাসভূমি, তাহা অবশ্যই ইন্দোনেশীয় অধিবাসিগণেরও পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি—সেই স্থান আনুমানিকভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে তারতারী (Tartary) হইতে ইন্দোচীন অঞ্চল এবং দক্ষিণ চীন হইতে মেলানেশিয়া বা তাইওয়ান পর্যন্ত।

ইন্দোনেশিয়ার সকল ভাষাই ইন্দোনেশীয় ভাষা শাখার অন্তর্ভুক্ত নহে। অ-ইন্দোনেশীয় ভাষায় কথা বলে এমন অধিবাসীরা বাস করে উত্তর হালমাহেরা, তারনাতে (Ternate), তিদেরা (Tidore) ও হরিয়ান বারাত-এ (পূর্বনাম পশ্চিম নিউ গিনি)। এগুলি ছাড়া দেশে কথিত বাহিরের

ভাষার কথাও উল্লেখ করা উচিত, যেমন চীনা ভাষা (প্রধানত হোককিয়েন, খেহ ও ক্যান্টনী ভাষা), ওলন্দাজ ভাষা, ইংরাজী ও ‘আরবী।

অপর দিকে আবার ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক সীমানার বাহিরেও বেশ কিছু এলাকাতে ইন্দোনেশীয় শাখার ভাষা কথিত হয়। মালয়েশিয়াতে, দক্ষিণ থাইল্যান্ড ও ব্রুনাইয়ে মালয় ভাষা এবং এই শাখার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষা কথিত হয় পূর্ব মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ও সাবাহতে, তাইওয়ানে, মাদাগাস্কারে, ফিলিপাইনে ও পর্তুগালীয় তিমুরে। তদুপরি, ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসী, যাহারা সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুরিনাম ও নেদারল্যান্ডে বাস করে তাহারাও মালয় ভাষা বা অন্যান্য ইন্দোনেশীয় ভাষায় কথা বলে।

ইন্দোনেশিয়াতে কথিত সর্বমোট ভাষার সংখ্যা কত, সে বিষয়ে কোন সাধারণ ঐকমত্য নাই। ভাষার সংজ্ঞা বিষয়ে সর্বসম্মত স্বীকৃত মত নাই, সে কারণেই অধিকাংশ অঞ্চলের কোন বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয় নাই। সাধারণভাবে বলা হয় যে, ইন্দোনেশিয়াতে ২৫০টি বিভিন্ন ভাষা রহিয়াছে কিন্তু সম্ভবত কেহ কেহ ধারণা করেন যে, সর্বমোট ভাষার সংখ্যা ২০০ বা তাহারও কিছু কম, উহাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য। কোন একটি বিশেষ ভাষায় কত সংখ্যক লোকে কথা বলে তাহা ৫ কোটি (যেমন জাভাবাসী) হইতে ৪০,০০০ বা তাহার কাছাকাছি হইতে পারে, যেমন অপ্রধান ভাষাভাষী অধিবাসিগণ। প্রধান প্রধান ভাষাভাষী এলাকার একটি ধারণা করা যাইবে সপ্তশ্লিষ্ট ভাষা-মানচিত্র হইতে। উহাতে প্রদত্ত কিছু কিছু তথ্যগত সংশোধনের জন্য যেসব পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে ড্র. I. Dyen, A Lexicostatistical classification of the Austronesian Languages, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৪৮-৫০। খুবই স্বাভাবিক যে, এই ক্ষেলে আঁকা একটি মানচিত্রে জনসংখ্যার স্থানান্তর গমনের কারণে মূল কথা এলাকার বাহিরে গড়িয়া উঠা সংখ্যালঘিষ্ট ভাষাভাষিগণকে দেখান সম্ভব হয় না। ওলন্দাজ পণ্ডিত J.L.A. Brandes ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহকে পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয়—এভাবে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার সে বিভাগ কালের ধোপে টিকে নাই।

উৎকীর্ণ লিপিসামগ্রী : ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতির উপরে সর্বপ্রাচীন চূড়ান্ত বৈদেশিক প্রভাব সন্দেহাতীতভাবে ভারতবর্ষীয় এবং এখন পর্যন্ত সর্বপ্রাচীন যে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তন্মধ্যে একটি কালেমানতান দ্বীপের (পূর্ব নাম বোর্নিও দ্বীপ) কুতেই-এর নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটি আনুমানিক খৃ. পূ. ৪০০ সালের বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। উহাতে অধিকৃত একটি রাজ্যের উপরে মূল্যবর্মণ নামক জনৈক রাজার শাসনের বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। মালয় উপদ্বীপের সর্বপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ, বৌদ্ধ ধর্মীয় পাঠসমূহ এবং পশ্চিম জাভায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলালিপির যে নমুনা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সবই অনুরূপভাবে এই একই সময়পর্বের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

এই এলাকার নিজস্ব লিপিতে, উহার উৎকীর্ণকরণ কাল হইতেছে ৬৮২ খৃষ্টাব্দ এবং লিখিত বিষয়বস্তু শ্রী-বিজয় রাজ্যের। উহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও মূল যে ভাষা উহার সঙ্গে শেষ যুগের মালয় ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে, পরে সেই ভাষার নাম হয় প্রাচীন মালয়। প্রাচীন জাভার উৎকীর্ণ লিপিসমূহ উহার মাত্র এক শতাব্দী কাল পরে পাওয়া গিয়াছে (আনু. ৭৮৬ খৃ.)। এই ভাষায় লিখিত পরবর্তীকালীন দ্রব্যাদি প্রাচীন মালয়

ভাষায় প্রাণ্ড দ্রব্যাদি অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; ১২শ/১৮শ শতককালের তাম্রশাসন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ইন্দোনেশীয় ভাষা, প্রাচীন বালী ভাষার লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা ৮৮২ খৃষ্টাব্দের। পরবর্তী দুই শতাব্দীরও অধিক কাল যাবত লিখিত বা উৎকীর্ণ উক্ত ভাষার নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, তিনটি ভাষাতেই যে লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষীয় ভাষারই কোন না কোন লিপির রূপ। প্রাথমিক যুগের লিপিসমূহে অবশ্য ইসলামের কোন উল্লেখ নাই।

মালয় ও ইন্দোনেশীয় ভাষা : মালয় ভাষার উৎপত্তি সম্ভবত সুমাত্রাতে, উহা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াব্যাপী বিস্তার লাভ করে। এখানে বহু শতাব্দী কালব্যাপী ইহাই অধিবাসিগণের মুখের ভাষা ছিল। বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে ইহার উপযোগিতা থাকাহেতু এই ভাষা অন্যান্য ইন্দোনেশীয় ভাষা হইতে অনেক বেশী বিদেশী উপযোগিতা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। ১১শ-১৩শ-১৭শ/১৯শ শতকে রচিত যথেষ্ট সংখ্যক পাল্লুলিপি গ্রন্থের ভাষা ছিল ইহা। মালয়েশিয়ার সরকারী ভাষা মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার সরকারী ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (নিম্নে দ্র.)। এই উভয় ভাষাই সরাসরি এই মালয় ভাষার প্রাচীনতম রূপ হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে বলিতে গেলে, মালয় ভাষা ও বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে আদৌ দুইটি ভিন্ন ভাষা বলাই যায় না। দুইটি ভিন্ন নাম দ্বারা ইন্দোনেশীয় সাংস্কৃতিক বিভাগের এলাকার রাজনৈতিক প্রতিফলনকেই রূপায়িত করে। সেই রাজনৈতিক বিভাগ ১২৩৯/১৮২৪ সালেরই ইন্দো-ওলন্দাজ চুক্তির পরে বাস্তবায়িত হয়। মালয় ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ ইন্দোনেশীয় বাহাসা ভাষা সম্বন্ধেও একই রকমভাবে প্রয়োগ সিদ্ধ।

প্রথমে আমরা সাধারণভাবে ইন্দোনেশীয় ভাষার কোন কোন দিকের কথা বলিব যেগুলি একই সঙ্গে মালয় ভাষার প্রতিও প্রযোজ্য হয়। পর্যবেক্ষকগণ ইন্দোনেশীয় উপ-গোত্রের ভাষাসমূহের মধ্যে দৃশ্যমান কতকগুলি পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বরধ্বনির সংখ্যা সীমিত, মূলত (আ). (ই). (উ) এবং (এ) এর মধ্যে, কখনও কখনও সেগুলির উচ্চারণে ধ্বনিভেদ হয়, যেমন (ই) হয় (এ), (উ) হয় (ও) ইত্যাদি। স্বরধ্বনি যখন উচ্চারণ করা হয় তখন উহার উচ্চারণ দীর্ঘতারও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধারণ যুগ্মধ্বনি হইতেছে (অই) বা (ঐ), (অউ) বা (ঔ) এবং উই। ব্যঞ্জন পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ। হাম্‌যা-এর ব্যবহার খুব বেশী হয়। একক স্বরধ্বনির ব্যবহারই বেশী হয়, যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের শুরুতে বা শেষে উভয় ক্ষেত্রেই বর্জন করা হয়। কিন্তু কতগুলি দুই বা নয়ক্ক রূপ, বিশেষ করিয়া নাসিকা-যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি, যেমন মব, নড ইত্যাদির ব্যবহার শব্দের মাঝখানেও হইয়া থাকে। ফলে ইন্দোনেশীয় “শব্দ নির্মাণে”র একটি সাধারণ রূপ যাহা দুই সিলেবলের হওয়া স্বাভাবিক হইবে—এ রকমঃ ব্যঞ্জনধ্বনি/স্বরধ্বনি/ ব্যঞ্জনধ্বনি/স্বরধ্বনি/ ব্যঞ্জনধ্বনি।

ইন্দোনেশীয় ভাষার যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যয় উপসর্গ ও অনুসর্গ যোগ, তাহার সর্বোত্তম উদাহরণ দেখান যায় মালয় অংশীয় ভাষা হইতে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মালয় ভাষায় যদিও বা অনুপ্রবেশের (inflection) রীতি ছিল, তথাপি এখন আর তাহার ব্যবহার নাই। খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, মালয় ভাষায় ক্রিয়া বিশেষণের রূপ হিসাবে ‘বের’ অথবা ‘বার’, ‘মে-পে’, (র) অথবা ‘পা’ (র) এবং ‘তের’ অথবা ‘তার’

ব্যবহৃত হয়। আর অনুসর্গ হইতেছে ‘ই’ এবং কান; ক্রিয়াপদ কোনরূপ প্রত্যয় বা উপসর্গ ছাড়াই ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে একযোগে দুইটি প্রত্যয় বা উপসর্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার একই শব্দে উপসর্গ ও অনুসর্গ দুইটিই একযোগে ব্যবহৃত হয়। সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে যে সকল উপসর্গ যোগ করিয়া সাধারণত বিশেষ্য বা হওয়া ক্রিয়া গঠন করা হয় সেগুলি হইল ‘কে’-বা ‘কা’-‘পে-বা ‘পো’ এবং ‘আর’, ‘আন’ হইতেছে সচরাচর ব্যবহৃত অনুসর্গ (ইহা আবার সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে একটি অনুসর্গ সমেত ব্যবহৃত হইতে পারে)।

তদুপরি লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ্য বা হওয়া ক্রিয়ার (Substantives) কোন ব্যাকরণগত পুরুষ-রূপ নাই এবং সাধারণত সেগুলির কারক বা বচনের জন্য কোনরূপ গঠনগত পরিবর্তন করা হয় না। ‘মাতা’ শব্দটির আর কোনরূপ গুণবাচক রূপ না দিলে উহা দ্বারা চক্ষু বা চক্ষুসমূহ এই উভয়ই বুঝান যায়। বিশেষ্য বা হইয়া ক্রিয়ার ‘দিত্ব’রূপ প্রদান ইন্দোনেশীয় ভাষায় একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উহা বহুবচনের রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু তাহা আবার সব সময়ে হয় না। মালয় ভাষার যে একটি বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্ভবত উল্লেখ করা উচিত, তাহা এই যে, বিশেষণীয় বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়।

ইন্দোনেশীয় ভাষার উপর বাহিরের ভাষার প্রভাব : ঐতিহাসিক সময়কালে যে সকল ভাষা এই অঞ্চলে প্রচলিত হয় সেগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সংস্কৃতই সর্বপ্রথম সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃত ভাষায়ুক্ত প্রস্তর ও তাম্রলিপির সন্ধান যে পাওয়া গিয়াছে তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। জাভার ভাষা ও মালয় ভাষাই, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত এই অঞ্চলের অন্যান্য ভাষাতে প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতই এই সকল ভাষাকে সাধারণ প্রত্যয় ও উপসর্গ ও অনুসর্গসমূহ দান করিয়াছে এবং তদুপরি ধর্মের ক্ষেত্রে বহু শব্দসম্ভার প্রদান করিয়াছে (যেমন আগামা, দোষা ইত্যাদি); ধারণার ক্ষেত্রেও অনেক শব্দ দিয়াছে (যেমন বোধি, জীব ইত্যাদি); রাজসভা, দরবারের রীতিনীতির ভাষা দিয়াছে (যেমন উপকারা দক্ষিণা ইত্যাদি); রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দও দিয়াছে (যেমন দূত, দ্রোহক ইত্যাদি); বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তসম্পর্কের শব্দ দিয়াছে (যেমন স্বামী, পুত্র ইত্যাদি)। এই রকম আরও বহু উদাহরণ রহিয়াছে; মূল সংস্কৃত শব্দ স্থানীয় ভাষায় গৃহীত হইবার পরে গ্রহণশীলতার প্রয়োজনে উহাদের রূপের যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটয়াছে।

ইন্দোনেশীয় ভাষার উপরে দীর্ঘকালব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এরূপ অপর ভাষা হইতেছে ‘আরবী’। মালয় ভাষার উপরেই ইহার প্রভাব পড়িয়াছে সর্বাধিক এবং এই মালয়ের মাধ্যমেই ‘আরবী’র প্রভাব অন্যান্য ভাষাতেও পড়িয়াছে। মালয় ভাষার বাক্য গঠন রীতিতেই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, অন্তত ধর্মীয় লেখাতে, ‘জনপ্রিয়’ শব্দকোষে এবং পণ্ডিতগণের ব্যবহৃত শব্দকোষে; যদিও বোধগম্য কারণেই শেবোক্ত ধরনের গুলিতে প্রভাব অধিকতর। প্রাত্যহিক দিনের মালয় ভাষাতে ‘আরবী’ হইতে গৃহীত শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেলঃ আসল (আস্’ল), ফাসাল (ফাস’ল), হাল (হা’ল), ইলম (ইলম), মুস্কিন (মুমকিন), পেরলু (ফারলু), সেবাব (সা’বাব), সেলামত (সালামা), তওবাত (তাওবা) ইত্যাদি। বাপ্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের পূর্বে ‘আরবের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা হইত প্রধানত ভারতবর্ষের মাধ্যমে। ইন্দোনেশীয় ভাষাতে ‘আরবী

ভাষার যে শব্দসমূহ ধার করা হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতীয় ভাষার শব্দ এবং ফার্সী ভাষার অনেক শব্দও অনুপ্রবেশ করে। সম্ভবত ইহা হইতেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, কেন মালয়ের ইসলামী ধর্মীয় ভাষাতেও আকস্মিকভাবে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত শব্দ পাওয়া যায়। কাজেই বেহেশত বুঝাইতে তাহার গুর্ণ (সংস্কৃত স্বর্ণ), 'আরবী সামা' বলে না; দোযখ বুঝাইতে বলে নরক (সংস্কৃত নরক), 'আরবী জাহান্নাম বা আন-নার বলে না; সাওম পালন করাকে বলে প্রয়াসা (সংস্কৃত উপবাস) 'আরবী সাওম বলে না। পর্যায়ক্রমে— এবং ইহাই অধিক সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়—এই সংস্কৃতজ শব্দসমূহের ব্যবহার এই কারণে হইয়া থাকিবে যে, মুসলিমগণ এই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মান্তরকরণের এই স্থানটিতে ইতিমধ্যেই প্রচলিত কিছু কিছু শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল।

মালয় ও অন্যান্য ইন্দোনেশীয় ভাষার উপর সংস্কৃত ও আরবী ভাষার প্রভাব সৃষ্টির তুলনামূলক অবস্থানকে সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপিত করা যায়ঃ ৭ম/১৩শ শতক কাল পর্যন্ত এখানকার ভাষাতে প্রভাব ছিল সংস্কৃতের। সে সময়ে সকল শিলালিপি ও তাম্রলিপিতে ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও ব্যবহৃত হইত এবং বাস্তবিক অবিশ্রুতভাবে সংস্কৃত ভাষা শুধু কখনও কখনও ব্যবহৃত হইত। তাই ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শুরুতে ইসলাম এই দ্বীপপুঞ্জে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ভাষার উপরে আরবীর প্রভাব যথার্থভাবে অনুভূত হইতে থাকে। সেই শতাব্দীতেই পরিষ্কার ইসলামী মালয় ভাষা শিলালিপি দেখিতে পাই। উহা ট্রেঙ্গানু পাথর নামে পরিচিত; উহা আবার 'আরবীর অনুকৃত হরফে লিখিত। তখন হইতে ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের স্থলে 'আরবী ক্রমেই অধিকতর স্থান অধিকার করিতে থাকে। শিলালিপি ও তাম্রলিপির সংস্কৃত ভাষা বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। অপর দিকে 'আরবী একবার ভাষাতে সংযোজিত হইবার পর হইতে সেই ভাষায় রচিত লিপিসমূহ তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক অক্ষত রহিয়াছে। 'আরবী ভাষার অবস্থান যে ক্রমেই মন্ববৃত হইয়াছে তাহা অবশ্যই কু'রআন ও মাদুরাসাসমূহে প্রদত্ত ধর্মীয় শিক্ষার শক্তিবলে এবং 'আরবী ভাষার পাণ্ডুলিপিসমূহ ইন্দোনেশিয়াতে আনিবার এবং ইন্দোনেশিয়াতেই রচিত হইবারও কারণে। সম্ভবত একমাত্র বালী দ্বীপ ব্যতীত আর কোনখানেই তুলনীয় হইবার মত সংস্কৃত অব-সংস্কৃত নাই। তবে ১৯৪২ খৃ. হইতে ইন্দোনেশীয় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ প্রায়শই ব্যাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষার জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষার উপরেই নির্ভর করিতেছেন।

অন্যান্য আর যে সকল অ-ইন্দোনেশীয় ভাষা মালয় ও বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেগুলি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন এবং সেগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই চলিবে। এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বহু শতাব্দী, সেই তুলনায় চীনা ভাষার প্রভাব ছিল সামান্যই। তবে কথ্য ভাষার প্রভাব কিছুটা অধিক লক্ষণীয়। ইহাতে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দী, ফার্সী, উর্দু ও তামিল ভাষার বেশ কিছু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। যে তিনটি যুরোপীয় ভাষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য সেগুলি হইল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজী। তন্মধ্যে শেষোক্ত ভাষাই ইন্দোনেশিয়াতে বিদেশী ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। ইহাই বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে বলিয়া ধারণা করা যায়। অবশ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে।

লিপিঃ মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা হইতে যে ধরনের প্রভাবের বিষয় উদ্ভিত হইয়াছে তাহা ইন্দোনেশিয়াতে ব্যবহৃত যে কোন লিপি বিষয়ক আলোচনাতেই প্রতিফলিত হইবে। প্রাচীনতম সংস্কৃত শিলালিপি ও তাম্রলিপিসমূহ পাল্লভ (Pallava) হরফে লিখিত হইয়াছিল এবং ইহার বিকশিত রূপ পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য শিলালিপি ও পুঁথিপত্রে ব্যবহৃত হয়ঃ প্রাচীন জাভার ভাষা (উহা হইতে আধুনিক জাভার লিপি আহৃত হইয়াছে এবং উহা সুমাত্রার প্রাচীন মালয় লিপির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ), বালীর ভাষা, মাদুরী ভাষা, সুনদানী ভাষা; ইহা ছাড়া সুমাত্রার ভাষাসমূহের মধ্যে বাটক, রেদজাং ও লামপং এবং অন্যান্য ভাষা। বাহ্যিকভাবে খুবই ভিন্ন হইলেও বুনিস ও মাকাস্‌সার লিপির সঙ্গে উল্লিখিতগুলির নিশ্চিত মিল রহিয়াছে। বস্তুত H. Kern ও অন্যগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাথমিক যুগের সকল লিপিই ভারতবর্ষীয় লিপিসমূহ হইতে উদ্ভূত, তাহা খণ্ডন করিবার মত কোন যুক্তি এখন পর্যন্ত আমাদের নিকটে নাই।

কোন কোন ভাষার ক্ষেত্রে (মালয় ভাষা অন্যতম উদাহরণ) যদিও অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে নহে, ইসলামের বিকাশের ফলে নূতন 'আরবী ধরনের লিপি গৃহীত হয়। মালয় ভাষার ক্ষেত্রে বস্তুত সামগ্রিকভাবেই 'আরবীকৃত লিপি গৃহীত হয় এবং উপরে উল্লিখিত লিপিশ্রেণীর বস্তু ব্যতীত প্রাক-'আরবী আর কোন লিপিই পাওয়া যায় না। অন্যান্য ভাষার বিষয়ে বলা যায় যে, নূতন লিপি সেগুলির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নরকমভাবে গৃহীত হইয়াছিল। জাভা ভাষায় 'আরবীকৃত লিপিতে বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইত, (Bugis) বুগিস ও মাকাস্‌সারী ভাষার ক্ষেত্রে এই লিপি কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত, আবার আকেনী (Achenese) ও মিনাংকাবাউ ভাষায় সচরাচর এই 'আরবীকৃত লিপিই ব্যবহৃত হইত। মালয় ভাষার ধর্নিগত কারণে যে প্রধান প্রধান সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় তাহা ছিল 'আরবীতে নাই এরূপ ধর্নিগুলির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণসমূহ গ্রহণঃ (চ ch বুঝাইবার জন্য; = ng বুঝাইবার জন্য; = প বুঝাইবার জন্য; = গ বুঝাইবার জন্য এবং = ny বুঝাইবার জন্য। মালয় বর্ণমালাতে (ইহাতে এই বিষয়ে ফার্সী 'আরবী উদ্ভূত অন্য বর্ণমালা অপেক্ষা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ)—এর আগে = ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের চিহ্ন, যথা ফাতহা, কাসরা ও দাম্মা (যবর, যের ও পেশ) কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নগুলির মালয় নাম যথাক্রমে বারিস দিয়াতাস বা উপরে টান, বারিস দিবাওয়াহ বা নীচে টান এবং বারিস দিহাদাপান বা সামনে টান; এইগুলি ফার্সী ভাষার সমতুল্য নামগুলির কথা মনে করাইয়া দেয়। এই লিপির হরফগুলি বাহাসা ইন্দোনেশীয় ভাষায় হরফ 'আরব নামে পরিচিত, কিন্তু মালয় ভাষায় বলা হয় জাবী (Jawi)। মালয়েশিয়াতে এই লিপির ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতে ইহা প্রায় নাই বলিলেই চলে, শুধু ধর্মীয় বিষয়াদি লিখিতে ব্যবহৃত হয়। 'আরবীকৃত লিপির স্থান অধিকার করিয়াছে রোমানকৃত লিপি। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে খৃষ্টান মিশনারীগণ যুরোপ হইতে উহা আনিয়া প্রচলন করেন। ফলে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত অন্যান্য ভাষাতে, যেমন জাভার ভাষাতে, বর্তমানে বিভিন্ন প্রকাশনার জন্য রোমানকৃত হরফ ব্যবহার করা হয়। বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ও মালয় ভাষাতে রোমানীকৃত-উচ্চারণ যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ইংরেজী বর্ণগুণ্ডি অনুযায়ী হইবার কারণে উভয়ের মধ্যকার ভিন্নতাকেই যেন জোর দিয়া প্রকাশ করিতে চায়। যাহা হউক, ২৭ জুন, ১৯৬৭ সালে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে একটি নূতন

অভিন্ন উচ্চারণ রূপ ব্যবহার করা হইবে। যে হরফগুলি পূর্বকার দুই ভাষাতেই সমভাবে ব্যবহৃত হইত সেগুলিকে নূতন বানানেও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে : ব, দ, ফ, গ, হ, ক, ল, ম, ন, প, র, স, ত, ওয়া, য; যুক্ত বর্ণ, যেমন 'নগ' এবং বিদেশী ধার করা শব্দে ব্যবহৃত হয় এরূপ কয়েকটি হরফও, ক, ভ ও খ বা এক্স (x) রাখা হইয়াছে। পূর্বকার দুই ভাষাতে ইন্দোনেশীয় ও মালয়েশীয়, যে যে ক্ষেত্রে বর্ণশুদ্ধিগত পার্থক্য ছিল সে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা হয় :

পূর্বকার মালয় উচ্চারণ	পূর্বকার বাহাসা ইন্দোনেশীয় উচ্চারণ	নূতন গৃহীত উচ্চারণ	
চ (ch)	তজ (ti)	স (c)	
জ (j)	দজ (dj)	জ (j)	
য় (y)	জ (j)	য় (y)	
নয় (ny)	নজ (nj)	নয় (ny)	
‘আরবী হইতে উদ্ভূত শব্দের জন্য	খ (kh)	চ (ch)	খ (kh)
	গ (gh)	গ (g)	গ (gh)
	শ (sh)	সজ (sj)	সয় (sy)

স্বর বর্ণের জন্য উভয় পক্ষের গৃহীত নূতন নূতন প্রতীক বা বর্ণগুলি হইতেছে অ, ই, এ, আই, ও এবং উ (ফলে বস্তৃত পড়ার অভ্যাসের জন্য ব্যতীত ক্রম ই এবং দীর্ঘ ঈ-এর মধ্যে এখন হইতে আর কোন পার্থক্য থাকিবে না)। যুক্তবর্ণসমূহ (বা diphthongs), যেমন অই, অউ, ওই) রাখা হইয়াছে। নূতন বানানরীতি যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়াব্যাপী সাধারণভাবে গৃহীত হইবে সে বিষয়ে এখনও কোন নিশ্চয়তা নাই।

বাহাসা ইন্দোনেশিয়া : আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন জাভার ভাষা ও প্রাচীন মালয় এই উভয়ই প্রাথমিক যুগের শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলিতে উভয় ভাষারই বিকাশ সাধিত হইয়াছে এবং উভয় ভাষাই দ্বীপপুঞ্জের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে, জাভার ভাষা মধ্য ও পূর্ব জাভার মার্জিত জনদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাষারূপে এবং মালয় বন্দর-রাজ্য ও সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষারূপে। জাভার সৃষ্টি অগণিত সাহিত্যকর্মের জন্য এবং এই এলাকার জাভাবাসিগণের সাংস্কৃতিক মর্যাদার কারণে জাভার ভাষাই ইন্দোনেশিয়ার ভাষা হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। যাহা হউক, অংশত সম্ভবত জাভার ভাষার বিন্যাস হইতে উদ্ভূত জটিলতার কারণে এবং অংশত দ্বীপসমূহ মালয় ভাষার ভৌগোলিকভাবে বিক্ষিপ্ত হইবার কারণে স্বাধীনতা লাভের পরে নূতন জাতির রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় মালয় ভাষা। মালয় ভাষার আধুনিক ইন্দোনেশীয় রূপের নাম বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (শাব্দিক অর্থ ‘ভাষা ইন্দোনেশিয়া’)। বিদেশী লেখকগণ সাধারণত এই শব্দটি দ্বারা ইন্দোনেশীয় ভাষাকে বুঝাইয়া থাকেন, শুধু ‘ইন্দোনেশীয়’ কথাটি দ্বারা অর্থ পরিচ্ছন্ন হয় না। ভাষা ইন্দোনেশিয়াকে যে দেশের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হইবে তাহা বস্তৃত ১৯৪৯ খৃ. ওলন্দাজ শাসন অবসান হইবার পূর্বেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন মহল হইতে ওলন্দাজ ভাষাকে প্রাথমিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও এবং অন্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও এরূপ ভুল ধারণা থাকা সত্ত্বেও যে, ভাষা ইন্দোনেশিয়া সম্ভবত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারী ভাষারূপে কার্যকর হইতে পরিবে না, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদিগণের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণে বিষয়টির মীমাংসা হয় এবং ভাষা ইন্দোনেশিয়াই তাহাদের জাতীয় ইচ্ছা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহন হয়। ১৯২৮ খৃ.

জাতীয়তাবাদী যুব আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৪২ খৃ. জাপানী বাহিনী কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিজ দখল করিবার পরিণামে ওলন্দাজ ভাষাকে দমন করিবার ফলে ভাষা ইন্দোনেশিয়ার পথ হইতে অপর একটি বাধা অপসারিত হয়। ১৯৪৫ খৃ. ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের গৃহীত সংবিধানে ইহাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র বেতারে, সংবাদপত্রে ও বই-পুস্তকে ভাষা ইন্দোনেশিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংবাদপত্রে ও বই-পুস্তকে ভাষা ইন্দোনেশিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল ইন্দোনেশিয়াই এই ভাষায় কথা বলে এবং এই ভাষা বুঝে, একমাত্র সামান্য ব্যতিক্রম মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ। এই ভাষাতেই এখন যেহেতু সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সকল স্কুলে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে—কাজেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, আগামী এক পুরুষ সময় কালের মধ্যে ইহাই সকল ইন্দোনেশিয়াবাসীর অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসীরও মুখের ভাষা হইবে। ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী একই সঙ্গে অপর একটি আঞ্চলিক ভাষাতেও কথা বলিবে এবং পঠন-পাঠন করিতে থাকিবে, (যেমন জাভার ভাষা, সুন্দানী ভাষা ইত্যাদি), সেগুলিই হইবে তাহাদের মাতৃভাষা। বয়োবৃদ্ধ শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়গণ এখন পর্যন্ত ওলন্দাজ ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু দ্রুত তাহা অপসারিত হইতেছে এবং হইতে বাধ্য। ইংরাজী এখন বহুলাংশে ওলন্দাজ ভাষার স্থান অধিকার করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : বৃহত্তর অর্থে ইন্দোনেশীয় ভাষার একটি জরীপের জন্য দ্র.

(১) A. Capell, Oceanic Linguistics today, Current Anthropology-তে প্রকাশিত, ৩/৪ খ. (অক্টোবর ১৯৬২), পৃ. ৩৭১-৯৬ এবং সেখানে বিষয়টি সম্বন্ধে অন্যদের মন্তব্যও দ্র.। আরও দ্র. (২) C. F. ও F. M. Voegelin, Languages of the world: Indo-Pacific, Anthropological Linguistics-এ প্রকাশিত, ৬/৪ খ. (১৯৬৪ খৃ.) ও ৭/২ খ. (১৯৬৫ খৃ.)। “Proto-Austronesian” বিষয়ের জন্য দ্র. : (৩) O. Dempwolf, Vergleichende Lautlehre des Austronesischen Wortschatzes, ৩ খণ্ডে, বার্লিন ১৯৩৪-৮ খৃ. এবং (৪) R. Brandstetter, Wurzel, und Wort in den Indonesischen Sprachen, লুসান ১৯১০ খৃ. এবং (৫) Brandstetter-কৃত অন্য সন্দর্ভসমূহ (তন্মধ্যে চারটি অনুবাদ করিয়াছেন C. O. Blagden, সেগুলি An Introduction to Indonesian Linguistics-এর অন্তর্ভুক্ত, লণ্ডন ১৯১৬ খৃ.)। “Austronesian homeland” বা অস্ট্রোনেশীয় আদি বাসভূমির মতবাদ বিষয়ক একটি মূল্যবান জরীপ ও সেই সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে; (৬) J. C. Anceaux, BTLV-তে প্রকাশিত, deel 121 (১৯৬৫ খৃ.), পৃ. ৪১৭-৩২। (৭) J. Gonda, sandkint in Indonesia (নাগপুর ১৯৫২ খৃ.) গ্রন্থে উহার নামকরণ হইতে যতটা ধারণা করা যায় তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী তথ্য রহিয়াছে; (৮) এই পণ্ডিতের রচিত ইন্দোনেশিয়ার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে BTLV, Lingua-তে এবং অন্যত্র।

মালয় ভাষার উপরে ‘আরবীর প্রভাব সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. (৯) Ph. S. van Ronkel, Over Invloed der Arabische Syntaxis op de Maleische, TBG-তে প্রকাশিত, deel 41

(১৮৯৯ খৃ.), পৃ. ৪৯৮-৫২৮; (১০) C. Skinner, The influence of Arabic upon Modern Malay, Intisari-তে প্রকাশিত, সিঙ্গাপুর, ২/১ খৃ., ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৩৪-৪৭। লিপিসমূহের নিদর্শনের জন্য দ্র. : (১১) K.F. Holle, Tabel van Oud-en Nieuw-Indische Alphabettin, দি হেগ ১৮৮২ খৃ., উহা ব্যতীত (নিম্ন) আরাকিন (Arakin) দ্র.। বাহাসা ইন্দোনেশিয়া ভাষার অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনটিই উন্নত মানের বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

ইন্দোনেশীয় ভাষা সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনা পাওয়া যাইবে : (১২) V.D. Arakin, Indondzyskie Yazuiki, মস্কো ১৯৬৫ খৃ., উহাতে বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হইয়াছে। ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে একখানি সমালোচনামূলক মূল্যবান সিরিজ প্রকাশিত হইতেছে লাইডেন হইতে, প্রকাশ করিতেছে Koninklijk Instiut voor Taal, Land-en vkin-kunde; এই পর্যন্ত যেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি হইল : (১৩) P. Voouhoeve, Critical survey of studies in the Languages of Sumatra, ১৯৫৫ খৃ.; (১৪) A. A. Cense ও E. M. Uhlen-beck, Critical survey of studies on the Languages of Borneo, ১৯৫৮ খৃ.; (১৫) A. Teeuw (তঁাহাকে সহায়তা করিয়াছেন H. W. Emanuels), A critical survey of studies on Malay and Bahasa Indonesia, ১৯৬১ খৃ.; (১৬) E. M. Uhlinbeck, A critical survey of studies on the Languages of Java and Madura, ১৯৬৪ খৃ.। ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রের ব্যাপক সংগ্রহের জন্য দ্র. : (১৭) Richar Salzner, Sprachenatlas des Indopazifischen Raumes, ২ খণ্ডে, Wiesbaden ১৯৬০ খৃ.।

Russell Jones (E.I. ²) হুমায়ুন খান

৪। ইতিহাস : [ক] ইসলামী আমল : মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ সম্ভাব্য মুসলিম বসতি স্থাপনের সর্বপ্রাচীন যে তথ্য আমরা পাই তাহা হইল পূর্ব সুমাত্রাতে (সান-ফু-চি, শ্রীবিজয়, পালেমবাঙ) ৫৫/৬৭৪ সালে, জনৈক 'আরব সর্দার কর্তৃক বসতি স্থাপনের বিবরণ। দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপকভাবে মুসলিম বসতি স্থাপনের নিশ্চিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আল-মাস'উদী। তিনি লিখিয়াছেন যে, ২৬৫/৮৭৮ সালে প্রধানত ('আরব ও পারস্যবাসী) মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়ী যাহারা খানফু (ক্যান্টন)-তে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় ১,২০,০০০ বা ২,০০,০০০ লোক নিহত হয়। তেং সত্রাট হি-সুঙ-এর শাসনামলে (২৬৫/৮৭৮-২৭৬/৮৮৯ সাল) দক্ষিণ চীনে এক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে পরিণতিতে সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। অতঃপর বিপুল সংখ্যক মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়ী ক্যান্টন হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালাহ (কেদাহ)-তে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়ীগণের সেই ব্যাপক স্থানান্তর গমনের ফলে চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় বন্দর ক্যান্টন হইতে কেদাহ-তে স্থানান্তরিত হয়। যথার্থভাবেই আমরা ধরিয়া নিতে পারি যে, মুসলমানদের যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক বসতি ক্যান্টনে ছিল (সেই বসতি স্থাপন ১ম/৭ম শতক হইতেই শুরু হইয়াছিল)

এবং তাহারা যথেষ্ট ধর্মীয় অধিকার ও সামাজিক মান-মর্যাদা ভোগ করিত; কাজেই কেদাহ-তেও তাহারা নিজেদের বসতি স্থাপনের ধরন-ধারণ এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ অক্ষুণ্ণ ও প্রচলিত রাখিয়াছিল। কেদাহ ব্যতীত তাহারা পালেমবাং-এ এক রকমভাবেই গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই ঘটনাই দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের সূচনা করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কম্বোডিয়ার দক্ষিণ চাম্পার ফানরাং অঞ্চলে ৪৩১/১০৩৯ সালে বা তাহারও আগে মুসলিম বসতি স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব জাভার খ্রেসিনের নিকটবর্তী নেরান শিলাপিলা (৪৭৫/১০৮২) হইতে এই অঞ্চলের আরও পূর্বকার মুসলিম বসতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আকেহনীয় (Achehese) [মালয়] ইতিহাস অনুযায়ী সুমাত্রার সর্বোত্তর প্রান্তে জনৈক 'আরব ধর্মপ্রচারক সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন ৫০৬/১১১২ সালে বা উহার কাছাকাছি কোন সময়ে। তাঁহার নাম ছিল শায়খ 'আবদুল্লাহ 'আরিফ। তাঁহার জনৈক অনুসারী শায়খ বুরহানু'দ-দীন পরবর্তী কালে ইসলাম প্রচার কার্য পশ্চিম উপকূলের প্রায়মান (Priaman) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। উত্তর সুমাত্রাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে ৬০১/১২০৪ সাল; তখন জুহান শাহ এখানকার প্রথম সুলতান হন। হিকায়াত রাজা-রাজা পাসাই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, মক্কার শারীফ ৭ম/১৩শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনৈক শায়খ ইসমা'ঈলকে একটি প্রচার দলের প্রধান করিয়া উত্তর সুমাত্রাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উত্তর সুমাত্রার পাসাই অঞ্চল পেরলাক ও সামুদ্রা রাজ্য নিয়া গঠিত ছিল এবং ৬৮২/১২৮২ সালের মধ্যেই উহা মুসলিম অঞ্চলে পরিণত হয়। সেখানকার সুলতান আল-মালিক আস-সালিহ ৬৯৭/১২৯৭ সালে বা ৭০৭/১৩০৭ সালে মারা যান। মালয় উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ট্রেঙ্গানুতে অবস্থিত কুয়ালা বেরাং-এ ৭০২/১৩০২ সালের তারিখযুক্ত একটি পাথরের ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে সেই অঞ্চলে প্রাথমিক মুসলিম বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুলুর অন্তর্গত জোলো দ্বীপের বুদ দাতো-তে প্রাপ্ত একটি মুসলিম মাযার ফলক হইতে জানা যায় যে, মুসলিমগণ সম্ভবত চীনের সঙ্গে তাহাদের বাণিজ্য সম্পর্ক সূত্রে প্রায়শ সেই অঞ্চলে গমনাগমন করিত।

৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষদিকে মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাভা হইতে পলাইয়া গিয়া পালেমবাং রাজবংশের পরমেশ্বর নামক জনৈক রাজপুত্র সেই রাজ্য স্থাপন করেন এবং তুমাসিক (সিঙ্গাপুর) হইতে স্বল্পকালের জন্য রাজ্য শাসন করেন। এরূপ হওয়া সম্ভব যে, মালাক্কার উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ মুসলিমগণ আরও আগে হইতেই তাহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। কেননা দেখা যাইতেছে যে, অনেক আগেই তাহারা কেদাহতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ৮১২/১৪০৯ সালের মধ্যে মালাক্কার শাসক সেখানকার মুসলিম ধর্মীয় প্রচারকগণের প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পাসাইয়ের সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পাসাই এবং মালাক্কা-এই উভয় স্থানই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপিয়া ইসলাম প্রচারকার্য চলিতেছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দীকাল যাবত যে ইসলামীকরণের কর্মধারা চলিতে থাকে তাহাতে প্রধান ভূমিকাটি পালনের কৃতিত্ব ছিল সূফীবাদের। দ্বীপপুঞ্জের সকল এলাকার ও 'আরব হইতে আগত বিদ্বান ('আলিম) ব্যক্তিগণ ও ধর্ম

প্রচারকগণ এই দুই কেন্দ্রে মিলিত হইয়া ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জাভা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন, তুবান হইতে আগত সুনান বোনাং ও সুনান গিরি পরবর্তীকালে সূফী দরবেশ হইয়াছিলেন। জাভাতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সেখানে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন।

আল-মালিকু'স-সালিহ-এর পৌত্র আল-মালিকু'জ-জাহির-এর রাজত্বকালে (৮ম/১৪শ শতকের শুরু) পাসাই ছিল দ্বীপপুঞ্জের সর্বপ্রাচীন ইসলাম চর্চার কেন্দ্র। ৭৪৬/১৩৪৫-৭৪৭/১৩৪৬ সালে ইবন বাত'তু'গ যখন পাসাই সফর করেন তখন দেখিতে পান যে, সুলতান ধর্মীয় আলোচনায় খুবই উৎসাহী এবং বিজয়ের মাধ্যমে চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহনে অত্যন্ত আগ্রহী ও নিরলস। ৮১৯/১৪১৬ সালের মধ্যে আকু, সামুদ্রা, পেরির ও লামব্রি-র লোকেরা সকলেই আতজেহ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং আতজেহ-এর শক্তি ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হয়। সুলুর বিশিষ্ট পরিবারসমূহের একটি বংশানুক্রমিক বিবরণী তারসিলা (বা সিলসিলা) অনুযায়ী সেখানে ইসলামের প্রথম পরিচয় করান ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শারীফ আওলিয়া কারীম আল-মাখদুম নামক জনৈক আরব দরবেশ, পরবর্তী কালে মালাক্কা নামে বিখ্যাত স্থান হইতে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। মালাক্কাতেও তিনি স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ৭৮২/১৩৮০ সালে সুলু-তে গিয়া পৌছেন বলিয়া কথিত আছে। সেখানে তিনি জোলোর নিকটবর্তী বওয়াসা-তে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী প্রচারকও ছিলেন একজন আরব, নাম সায়্যিদ আবু বাকর; তিনিও সেই একই এলাকা হইতে আসেন এবং সম্ভবত সুমাত্রা হইতেই আসিয়া উপনীত হন। তিনি বওয়ানসার মুসলিম শাসক মিনাংকাবাউ বংশীয় রাজা বাগিনদার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে স্বত্তরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সুলুর প্রথম সুলতান হন।

জাভাতে আরব ও ইরানের দরবেশগণ ৮০৩/১৪০০ সাল হইতেই ইসলাম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত ওয়ালী, সায়্যিদ মাওলানা মালিক ইব্রাহীম ৮২২/১৪১৯ সালে খ্রিস্ট-এ ইনতিকাল করেন। তিনি মাজাপাহিতের রাজা বিক্রম-বর্ধনকে (রাজত্বাল ৭৮৮/১৩৮৬-৮৩৩/১৪২৯ সাল) ইসলাম কবুল করাইতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত কীর্তিবিজয়ের রাজত্বকালে (শ্রে তুমাপেল, ৮৫১/১৪৪৭-৮৫৫/১৪৫১ সাল) মাজাপাহিতের রাজদরবারে ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার সূচনা করেন চাম্পার জনৈক দরবেশের পুত্র রাদেন রাহমাত সেখানে আগমন করিয়া। তিনি যে জাভাকে ইসলামীকরণের কাজ চূড়ান্তভাবে সুসম্পন্ন করিবেন তাহা পূর্ব হইতেই জাভার অপর একজন দরবেশ শায়খ মাওলানা জুমাদা আল-কুবরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন বলিয়া কথিত। রাদেন রাহমাত, আমপেল (সুরাবায়া)-এ তাঁহার আস্তানা স্থাপন করেন, অত্যন্ত সাফল্যজনক কর্মতৎপরতার জন্য জাভাবাসিগণ পরে তাঁহাকে জাভার ওয়ালী-এ আ'জামরূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁহাকে সুনান আমপেন উপাধি প্রদান করে। জাভার অপর একজন বিখ্যাত সায়্যিদ ধর্মপ্রচারক ছিলেন পাসাইয়ের মাওলানা ইসহাক। পাসাইয়ের সুলতান তাঁহাকে জাভার সর্বপূর্ববর্তী অঞ্চল বালামবাসানোর অধিবাসীদেরকে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আনিবার দায়িত্ব প্রদান করেন। সুনান আমপেল-এর পুত্র সুনান বোনাস এবং তিনি মাজাপাহিতের সুলতানের যে

কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার গর্ভজাত পুত্র রাদেন পাকু (সুনান গিরি) উভয়ে মালাক্কা ও পাসাইয়ে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সুনান আমপেল-এর মৃত্যুর পরে (৮৭২/১৪৬৭) সুনান গিরি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আমপেল-কে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করিয়া এবং জাভাতে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র করিয়া উহাকে আরও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলেন। সুনান আমপেল-এর অপর এক পুত্রও ওয়ালী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন এবং তিনি সিদাইয়ু-র সুনান দ্রাজাত নামে পরিচিত হন। মাদুরা দ্বীপে পাঙেরান শারীফ (খলীফা হুসায়ন নামেও পরিচিত) ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ৮৮৩/১৪৭৮ সালে মাজাপাহিতের পতনের সঙ্গে রাদেন পাতাহ-এর নাম ঐতিহ্যগতভাবে জড়িত হইয়া আসিয়াছে, তিনি ছিলেন রাজারই পুত্র এবং আর্ঘদামার-এর পোষ্য পুত্র। এই আর্ঘ দামার ছিলেন পালেমবাং-এর মাজাপাহিত গভর্নর। তিনি ৮৪৪/১৪৪০ সালের পূর্বে কোন সময়ে রাদেন রাহমাত-এর নিকট ইসলাম কবুল করেন। রাদেন পাতাহ বিনতারাতে (দেমাক) বসতি স্থাপন করেন, সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উহার নির্মাণ কাজ ৮৯৪/১৪৮৮ সালে সমাপ্ত হয়। মসজিদটি অদ্যাবধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দিমাংকও জাভা দ্বীপে ইসলামের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান হইতে আর একজন বিখ্যাত ওয়ালী সুনান কালিজাগা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ওয়াইয়াং বা থিয়েটারকে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সুমাত্রার দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামীকরণের কাজ শুরু হয় ৯ম/১৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শুরু হইতে সমগ্র অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত হইয়া যায়। মিনাংকাবাউয়ের কোন কোন এলাকাও সেই সময়ের মধ্যে ইসলামের আওতাভুক্ত হইয়া যায়। পালেমবাং ইসলামীকৃত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় প্রথমত রাদেন রাহমাত এবং আর্ঘ দামার-এর প্রভাবের ফলে। আনুমানিক ৮৪৪/১৪৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণের লামপুং অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয় বানতেম-এর প্রভাবের ফলে, সেখানে ইসলাম শিকড় গাড়াইয়াছিল ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে। বলা হইয়া থাকে যে, লামপুং-এর রাজা মিনাক কমল বুয়ী (ভূমি) নিজে বানতেমে গমন করেন, সেখানে তিনি ইসলাম কবুল করেন। মক্কা শরীফে গিয়া হজ্জ পালন করিয়া লামপুং-এ প্রত্যাবর্তন করিবার পর নিজ রাজ্যে তিনি ইসলামের প্রসার ঘটান।

দক্ষিণ বোর্নিওর বানজারমাসিনে ইসলাম প্রচার করেন জাভা (দেমাক) হইতে আগত দরবেশগণ ৯ম/১৫ম শতাব্দীতে। দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত ক্রনাই ইসলামীকৃত হয় আরও আগে, সুলুর সমসাময়িক কালে (উপরে দ্র.)। মোলাক্কাসেও ইসলামের প্রথম পরিচিতি ঘটে ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে। এই দ্বীপগুলি অতঃপর প্রধানত তেরনাতি, তিডোর, গিলোলো ও বাটজানের রাজপরিবারসমূহের অধীনে আসে। আর সেগুলির অন্তর্গত হইতেছে হালমাহেরা, সেলিবিস, আমবোন, বানুদা, নিউ গিনির পশ্চিম উপকূল এবং সেরাম, বাটজান ও ওবি দ্বীপসমূহের মধ্যে অবস্থিত কিছু সংখ্যক দ্বীপ। এই সকল দ্বীপের মধ্যে প্রধান দ্বীপ তেরনাতিতে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। এখানকার প্রথম সুলতানই সর্বপ্রথম খ্রিস্টকে ইসলাম কবুল করেন ৯০১/১৪৯৫ সালে। নিজ রাজ্যে তিনি ইসলামের প্রসার ঘটান আমবোনের অন্তর্গত হিতুর জনৈক পতি পুতাহ-এর সহায়তায়, ইনিও জাভাতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ৯২৮/১৫২১ সালের ৫০ বৎসরের বেশী আগে হইবে না যে, তিডোরের রাজা, গিলোলো এবং বাটজানের রাজাগণের ন্যায়, ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন।

১১৭/১৫১১ সালে রাদেন পাভাহ-এর পুত্র পাতি য়ুনুস জাপারা জয় করেন এবং দেমাকের প্রথম সুলতানরূপে ঘোষিত হন। এই সময়ে সুনান গুন্ডু জাতি উপাধিধারী জাভার অপর একজন ওয়ালী সুনানদী (পশ্চিম) জাভাতে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। তজিরেবন হইতে তিনি তাঁহার এক পুত্র মাওলানা হা'সানুদ-দীনকে পশ্চিম জাভার বানতেমে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। ১৩৩/১৫২৬ সালের মধ্যে বানতেম ও জাকার্তার অধিবাসিগণ ইসলাম কবুল করে এবং সুনান গুন্ডু জাতি বানতেমের প্রথম সুলতান হন (রাজত্বকাল ১৩৩/১৫২৬-১৬০/১৫৫২ সাল)। এই সুনান ছিলেন ভবিষ্যত তজিরেবন রাজপুরুষগণের এবং বানতেম সুলতানগণের যে রাজবংশ উহাদের পূর্বপুরুষ। রাদেন ততেঙ্গানার রাজত্বকালে পাতি য়ুনুস-এর ভাই, যিনি দেমাকের (পশ্চিম জাভা) সুলতানরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ইসলাম কবুল করেন। পূর্ব জাভার হিন্দু-জাভানী রাজ্য সিঙ্গাসারি (তুম পেল) স্বীয় ধর্মীয় সত্তা বজায় রাখিয়া চলিতে থাকে। উহার ব্যর্থ সমর্থন প্রদান করে তখনও পর্যন্ত অমুসলিম রাজ্য কেদিরি ও মতারাম, বালামাবঙ্গানে, পানারুকান ও পাসুরুয়ান স্বাধীন রাজ্য দুইটি বালীর শিবাই রাজপুত্রের ক্ষমতায়ীনে ছিল। তিনি নিজ শক্তিকে মাতাজান পুতিহ হইতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। রাদেন ত্রেঙ্গানার সিঙ্গাসারি ও মাতারাম বিজয় সম্পন্ন করেন এবং পাসুরুয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতে থাকাকালীন আনুমানিক ১৫৩/১৫৪৬ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ত্রেঙ্গানার মৃত্যুর পরে কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার পুত্রগণ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকার কারণে বিভ্রান্তিজনক অবস্থা বিরাজমান ছিল। অতঃপর পূর্ব জাভার পাজাঙে নিযুক্ত প্রতিনিধি আদি বিজয় পরিস্থিতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনেন এবং তাঁহার শাসনাধীনে দশটি জেলা সমবায়ে গঠিত পাজাঙ রাজ্যের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। জেলাগুলি শাসন করিতেন গভর্নরগণ, তাঁহারা সুলতানের নিকটে দায়ী থাকিতেন। ১০ম/১৬শ শতকের শেষদিকে মাতারামের গভর্নর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে পরিণামে পৃথক দেখা দেয়। মাতারামের গভর্নর সুতাবিজয় (সত্যবিজয়), যিনি রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি নামে পরিচিত ছিলেন, সেই যুদ্ধে বিজয়ী হন এবং মাতারাম সালতানাতে প্রতিষ্ঠা করেন (১১০/১৫৮২-১০১০/ ১৬০১)। তাঁহার মৃত্যুর পরে (১০১০/১৬০১) এই রাজ্য সমগ্র জাভা ব্যাপিয়া এবং পশ্চিমদিকে তজিরেবনের অন্তর্গত গালুহ পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে প্রায় সমগ্র বালামাবঙ্গান পর্যন্ত মোট ২৫টি জেলা জুড়িয়া বিস্তৃত হয়।

মালয় উপদ্বীপের মধ্যে প্রথম মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় মালাক্কাতে। উহা সব সময়ই জাভা এবং সর্বপূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে ইসলাম প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ৮৮০/১৪৭৫ সালে জনৈক সায়্যিদ ও তাঁহার পত্নী জনৈক মালাক্কীয় শাহাদীর পুত্র শারীফ মুহাম্মাদী কাবুংসুয়ান সেখান হইতে ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ে গমন করেন এবং সেখানে ইসলামের বাণী সর্বপ্রথম প্রচার করেন। মালয় ও আরব দরবেশগণ ও প্রচারকগণ, যাহারা সুমাত্রা ও মালাক্কা হইতে পালের জাহাজযোগে মোলুকাসে গমন করিতেন, তাঁহারাও সেলিবিসের অন্তর্গত মাকাসাসারের অধিবাসিগণকে ইসলামীকরণে অংশগ্রহণ করেন (১১১/১৫০৫)। একজন বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন খাতীব তুনঙ্গাল, তিনি ছিলেন মিনানকাবাং-এর অধিবাসী, তাঁহার মাযার এখনও গওয়ার উত্তরে অবস্থিত তাল্লাতে বর্তমান রহিয়াছে। মাকাসাসারগণ বুগি অধিবাসিগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ইহার

প্রথমে খুব ধীর গতিতে নূতন ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু একবার মুসলমান হওয়ার পর নিউগিনি ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে পরিচালিত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সূত্রে অন্যদের ইসলামের আওতার মধ্যে আনিতে আশ্রয় চেষ্টা করে। তাহাদের চেষ্টার ফলেই দক্ষিণের ফলোরোস দ্বীপরাজ্য ধীরে ধীরে ইসলামী অঞ্চলে পরিণত হয়। সেলিবিস হইতে মাকাসাসার প্রচারকগণই ইসলামের বাণী নিয়া যায় সুমাত্রাওয়াতে ও সম্ভবত লমবকেও এবং সেই প্রচারকার্যের সময়কাল ছিল ১৪৭/১৫৪০ ও ১৫৭/১৫৫০ সাল।

মালয় উপদ্বীপ কেদাহ প্রচারকগণের প্রচেষ্টার ফলে ৮৭৯/১৪৭৪ সালের মধ্যে মুসলিম অঞ্চলে পরিণত হয়। উপদ্বীপের বাকী সমগ্র অংশে কিভাবে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না, কিন্তু প্রচারকার্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; প্রচারকগণের কেন্দ্র ছিল মালাক্কা ও পাসাই।

দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্নিওর সুকাদানা ইসলাম প্রভাবিত হয় আরব ও মালয়গণ দ্বারা, প্রধানত তাঁহারা ছিলেন পালেমবাং-এর প্রচারক। ১০০০/১৫৯১ সালের মধ্যে বোর্নিওর সকল উপকূলবর্তী অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত হইয়া যায়।

লুয়ন দ্বীপসমূহ ও ম্যানিলা, সেবু, ওতোন এবং অন্য জেলাসমূহে ইসলাম প্রচার করেন ক্রনাই ও আতজেহ হইতে গমনকারী প্রচারকগণ, মিনদানাও ও সুলুতেও তাঁহারা ইসলাম প্রচার করেন। ১০০৯/১৬০০ সালের দিকে জাভার ইসলাম প্রচারকগণ দ্বীপপুঞ্জের সুদূর পূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকার্যে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বৃহত্তর আতজেহ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সুলতান 'আলী মুগায়াত শাহ (মৃ. ১৩৭/১৫৩০)-এর অধীনে আতজেহ দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য জয় করেন। তাঁহার পুত্র সুলতান আলাউদ-দীন রি'আয়াত শাহ আল-কাহ'হার (মৃ. ১৭৬/১৫৬৮) তুরক, আর্বিসিনিয়া, গুজরাট ও মালাবার হইতে সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে ১৪৪/১৫৩৭ সালে মধ্যসুমাত্রা (বাটক অঞ্চল) জয় করেন। বাটক অধিবাসিগণের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আরও অনেক পরে মুসলিমগণ সেখানে সর্বোচ্চ প্রচারকের সাফল্য অর্জন করেন, যখন ১৩১৫/১৮৯৭ সালে সেখানে খৃষ্টান প্রটেষ্ট্যান্ট পাদ্রিগণ আগমন করেন। নিঃসন্দেহে উহার অন্যতম কারণ ছিল ওয়াহাবী ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হাজ্জীগণের শিক্ষা ও প্রচার কার্যের ফল। তাঁহারা ১২১৮/১৮০৩ সালে এক ধর্মীয় পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলনের প্রেরণা সৃষ্টি করেন (দ্র. পাদ্রী প্রবন্ধ)। ১৮৩/১৫৭৫ সালে ও ১১০/১৫৮২ সালে আতজেহতে মক্কা, যামান ও গুজরাট হইতে কিছু সংখ্যক আলিম আগমন করেন। তাঁহারা সেখানে তাসাওউফ ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা ১৪ম/১৫শ শতকের শুরুতে আরও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চিন্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে প্রসারিত হইয়া সেই সকল আলোচনা মালয়ে স্বতঃস্ফূর্ত গ্রন্থাদি রচিত হইবার প্রেরণা সৃষ্টি করে। সেই টেউ পরবর্তী দুই শত বৎসরের বেশী কাল যাবত মানুষের প্রভাগত ও চিন্তা-ভাবনার আত্ম জাগরক রাখে। তাঁহাদের গুরুত্ব ছিল এই যে, তাঁহারা দ্বীপপুঞ্জের ইসলামীকরণের প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গুরুত্বকে বুঝাইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া সুমাত্রা ও জাভার ক্ষেত্রে। এই সকল গ্রন্থ রচনার কিছু কিছু প্রকৃষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত উদাহরণ হইতেছে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উপরে মালয়

সূফী কবি ও লেখক হামযা ফানসুরী (দ্র.)। তিনি কা'দিরিয়্যা তারীক'র অনুসারী ছিলেন এবং সুলতান আলাউদ্-দীন রিয়ায়াত শাহ-এর শাসনামলে (সায়্যিদুল-মুকাফাল, ৯৯৮-১০১৩/১৫৮৯-১৬০৪ সালে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুলতান ইসকান্দার মুদা-র রাজত্বকালে (১০১৬-৪৬/১৬০৭-৩৬) আতজেহ সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তিতে গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। "দুনিয়ার মুকুট" (মাহকোটা 'আলাম) উপাধিধারী ইসকান্দার মুদাপেরাক জয় করেন, জোহোর লুণ্ঠন করেন এবং একমাত্র জাভা ও দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাঞ্চল ব্যতীত বাকী সমগ্র অঞ্চলের উপরে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার শাসনামলে অপর একজন বিখ্যাত মালয় সূফী আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ছিল শামসুদ্দীন আস-সুমাত্রানী (মু. ১০৪০/১৬৩০ দ্র.)। তিনি ছিলেন আতজেহ-এর শায়খুল-ইসলাম। ৯ম/১৫ম শতকে যে আলোচনা এবং উজুদিয়া অধ্যাত্মবাদের বাহাছ বা বিতর্ক গুরু হইয়াছিল তাহা আতজেহ-এর আধ্যাত্মিক আবহাওয়াকে (আতজেহ-এর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড সমগ্র দ্বীপপুঞ্জেরই তাৎপমান যন্ত্রস্বরূপ ছিল) সার্বিকভাবে ১০৪৭/১৬৩৭ সালে নূরুদ্-দীন আর-রানিরী (মু. ১০৭৭/ ১৬৬৬ দ্র.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সচল রাখিয়াছিল। আর-রানিরীর অসাধারণ বিতর্ক ও স্বতঃস্ফূর্ত লেখা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে উজুদিয়া অধ্যাত্মবাদের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাকে প্রায় মুসলিম দর্শনের উপরে আল-না'যালী (র)-এর প্রভাবের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। আর-রানিরী ১০৫৪/১৬৪৪ সাল পর্যন্ত আতজেহ (Atjeh)-তে অবস্থান করেন এবং সুলতান ২য় ইসকান্দার-এর শাসনামলে (১০৪৭-৫১/ ১৬৩৭-৪১) রাজ্যের প্রধান কাদীর পদ অলংকৃত করেন। এই আমলের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মালয় ভাষায় কু'রআন শারীফের অনুবাদ। আল-বায়দাবীর টীকা ও ব্যাখ্যাসমেত অনুবাদ করেন 'আবদুর-রাউফ আস-সিন্কিলী জি. আনু. ১০৩০/১৬২০ সাল ও মু. ১১০৪/১৬৯৩ সালের পরে (দ্র.)। তিনি ছিলেন শান্তগরিয়া তারীক'র অনুসারী এবং যে চারজন রাণী ১০৫১/১৬৪১ হইতে ১১১১/১৬৯৯ সাল পর্যন্ত আতজেহ শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমজন সুলতান তাজুল-আলাম আস-সাকফিয়াতু'দ দীন শাহ-এর শাসনামলে (১০৫১/১৬৪১-১০৮৬/১৬৭৫) আবির্ভূত হন। আতজেহ-এর সুলতানগণের বংশধারা ১৩২১/১৯০৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল (দ্র. আতজেহ)।

সেলিবিস দ্বীপে মিনাহাস্‌সার পূর্বে অবস্থিত উপদ্বীপের উত্তর বোলাআং-মঙোনদৌ (Bolaang-Mongondou) রাজ্য ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাবধীনে আসে 'আরব, বুগী ও অন্যান্য স্থানীয় মুসলিম সূফী ও প্রচারকের কর্মতৎপরতার ফলে। ১০৯৮/১৬৮৬ সাল ও ১১২১/১৭০৯ সালের মধ্যে এই রাজ্য সর্বপ্রথম খৃষ্টান রাজা জ্যাকোবাস ম্যানোপো কর্তৃক শাসিত হয়। ১২৬০/১৮৪৪ সালের মধ্যে রাজ্যের শেষ খৃষ্টান রাজা জ্যাকোবাস মানুয়াল ম্যানোপো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলের খ্যাতনামা প্রচারক ছিলেন হাকীম বাগুস ও ইমাম তুওয়োকো। বাতযান (Batjan)-এর সুলতান যায়নুল-'আবিদীন-এর শাসনামলে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শুরুতে নিউগিনির কিছু সংখ্যক পাপুয়াবাসী এবং উহার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপের যে সকল অধিবাসী তাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। নিউগিনির পশ্চিম উপকূলে আরও অনেক আগে ১০১৫/১৬০৬ সাল হইতেই ইসলাম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। অগ্রগতি বেশী ছিল না, যদিও

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে আরব ও স্থানীয় প্রচারকগণ আবার নূতন করিয়া প্রচার তৎপরতা শুরু করেন। যাহা হউক, সামগ্রিকভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীগণই ইসলাম কবুল করে, অভ্যন্তরভাগের অধিবাসীগণ এখন পর্যন্ত অর্ধসভ্য প্রকৃতি পূজারীই রহিয়া গিয়াছে। মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বিস্তার ও ইসলামীকরণের কাজ এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রায় চলিয়া আসিতেছে।

উপরের বিবরণে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের যে কালানুক্রমিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, মালয়-ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীগণের জীবনে যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা রহিয়াছে, তাহারও অতি সামান্য বর্ণনাই এখানে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের ইতিহাসের ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই। দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে কবে প্রথম ইসলামের আলো প্রবেশ করিয়াছিল তাহার সঠিক তারিখসমূহ জানা না থাকিবার ফলে উপরে যে সকল তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলিকে আরও পিছাইয়া দেওয়াও সম্ভব হইতে পারে। দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রচলন ও বিস্তার সম্বন্ধে এবং ইসলাম কি উপায়ে প্রসার লাভ করিয়াছিল সেই সম্বন্ধেও কয়েকটি মত প্রচলিত রহিয়াছে। মালয়-ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীগণের ইতিহাসে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদানের মূল্যায়ন করিবার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। বিভিন্ন যে সকল প্রধান মত প্রচলিত, সেগুলির প্রতিটিতেই এককভাবে এগুলির ভূমিকার প্রাধান্যের কথা বলা হইয়াছে : (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রেই সর্বপ্রথম ইসলাম এই দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিল; (খ) ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ভূমিকা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ছিল শাহবানদারগণ (দ্র.), পারম্পরিক বিবাহ বন্ধন দ্বারাও ইসলাম প্রসার লাভ করে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্তর দ্রুততর হয়; (গ) মুসলিম-খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ইসলাম বিস্তার দ্রুততর হয়, বিশেষ করিয়া ৯ম/১৫শ ও ১১শ/১৭শ শতাব্দী কালের মধ্যে সেই বিস্তার বেশী হয়—মুসলিম প্রচারকগণ এখানে ইহাকে খৃষ্টান-মুসলিম ক্রুসেড যুদ্ধেরই চলমান নবরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; (ঘ) ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিরও সহায়ক ছিল; (ঙ) ইসলামের আদর্শগত মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বই অধিবাসীগণের ইসলামীকরণের পিছনে সর্বাপেক্ষা বড় কারণস্বরূপ ছিল এবং (চ) সূফীবাদ ও ইহার বিভিন্ন তারীক'র প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তিস্বরূপ ছিল। উল্লিখিত সকল মতামতের সমালোচনার জন্য এবং এই দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে নূতন সাধারণ এক মতের বিষয়ে জানিবার জন্য (দ্র.) (১) এস. এম. এন. আল-আত্তাস, The mysticism of Hamzah Fansuri, ২ খণ্ড, অক্সফোর্ড ও কুয়ালা লামপুর; (২) ঐ লেখক, Islamic Culture in Malaysia, কুয়ালা লামপুর ১৯৬৭ খু., পৃ. ১২৩-৩০; (৩) ঐ লেখক, The Origin of the Malay sha'ir, কুয়ালা লামপুর ১৯৬৮ খু.; (৪) ঐ লেখক, A general theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago, কুয়ালা লামপুর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মালয়-ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে জানিবার জন্য মালয়, জাভানী ও অন্যান্য মূল তথ্য-উৎস সমসাময়িক অমুসলিম তথ্য-উৎস হইতে অনুবাদ ভিত্তিক এবং প্রধানত ওলন্দাজ পণ্ডিতগণের গবেষণার উপরে ভিত্তি করিয়া সংগৃহীত। সর্বোত্তম ভাল

বিবরণমূলক গ্রন্থ হইতেছে : (১) T. W. Arnold-এর The Preaching of Islam, লণ্ডন ১১৩৫ খৃ., অধ্যায় ১২। দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের ইতিহাসের সাধারণ বা বিশেষ অঞ্চলের বিবরণ রহিয়াছে বহু মুসলিম এবং অন্যান্য তথ্য-উৎসে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে : (২) হিকায়াত রাজা-রাজ্য পাসাই (পাসাই রাজবংশের ইতিহাস), সম্পা. A. H. Hill, JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩৩খ, ১৯৬০ খৃ.; (৩) হিকায়াত আতজেহ (আচেই-এর ইতিহাস), সম্পা. টি. ইস্কান্দার, দি হেগ ১৯৫৯ খৃ.; (৪) আর-রানিরীকৃত, বুস্তানু'স-সালাতীন, পাণ্ডু. Or. 1971 ও Or. 5303, লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত; (৫) সেজারাহ মেলায়ু (মালয়ের ইতিকাহিনী), সম্পা. টি. সিতুমোরাং ও এ. তীইউ, জাকার্তা ১৯৫৮ খৃ.; (৬) সেজারাহ বানতেন (বানতেনের ইতিকাহিনী), সম্পা. আর. এইচ. জাজাদিনিখাত, হারলেম ১৯১৩ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, Critisch over-zicht...maleische...gegevens over de geschiedenis v. h. Soeltanaat van Atjeh. VTLB-তে প্রকাশিত, ৬৫খ, ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৩৫-২৬৫; (৮) বাবাদ তানাহ জাবি (জাবার ইতিহাস), জাভানী ভাষা হইতে অনুবাদ ও সম্পাদনা W. L. Olthoff, দি হেগ ১৯৪১ খৃ.; (৯) T. Pires, Suma Oriental, পর্তুগীজ ভাষা হইতে অনুবাদ A. Cortesao, লণ্ডন ১৯৪৪ খৃ., ২খ; (১০) C. Snouck Hurgronje, De Atjehers (The Achehnese-আতেহর-গণ), বাটাভিয়া (জাকার্তা) ১৮৯৩-৯৪ খৃ., ২ খণ্ডে. ইংরাজী অনু. A. W. S. O'Sullivan. লাইডেন ১৯০৬ খৃ.; (১১) এস. এ. হ'যায়িন, Arabia and the Far East, their commercial and cultural relations in Graeco-Roman and Irano-Arabian times, কায়রো ১৯৪২ খৃ.; (১২) F. Hirth ও W. W. Rockhill, Chau ju-Kua; his works on the Chinese and Arab trade in the 12th and 13th centuries, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১১ খৃ.; (১৩) H. A. R. Gibb, Travels of Ibn Battuta in Asia and Africa, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ.; (১৪) এম. সালীবি (M. Saleeby), Studies in Moro history, law and religion, ম্যানিলা ১৯০৫ খৃ.; (১৫) ঐ লেখক, History of Sulu, ম্যানিলা ১৯০৮ খৃ.; (১৬) W. P. Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago and Malacca, compiled from Chinese sources, VBCKW-তে প্রকাশিত, ১৮৮০ খৃ., ৩৯খ. পৃ. ১৪-১৫।

মালয় উপদ্বীপে ইসলামের প্রসার সম্বন্ধে R. J. Wilkinson ও Sir Richard Winstedt-এর বিভিন্ন লেখা রহিয়াছে, সেগুলি JMBRAS ও JSBRS-এ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রথম আগমন ও বিস্তার বিষয়ে বিভিন্ন মত সম্বন্ধে দ্র. (১৭) R. A. Kern, De verbreiding van den Islam, Geechiedinis van Nederlandsch Indie-তে প্রকাশিত, আম্‌স্টারডাম ১৯৩৮ খৃ., ১খ.; (১৮) ঐ লেখক, Verspreide Geschriften, দি হেগ ১৯১৭ খৃ., ৬খ.; (১৯) C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, বন-লাইপসিং ১৯২৪ খৃ., ৪খ.; (২০) F. W. Stapel, Geschiedenis van

Nederlandsch Indie, আম্‌স্টারডাম ১৯৩৮-৪০ খৃ., ৫ খণ্ডে; (২১) W. F. Stutterheim, De Islam en zijn komst in den Archipel (ইসলাম ও দ্বীপপুঞ্জে উহার আগমন), ২য় সংস্করণ, Groningen ১৯৫২ খৃ.; (২২) J. B. O. Schrieke, Indonesian sociological studies, দি হেগ ১৯৫৫-৭ খৃ., ২ খণ্ডে; (২৩) J. C. van Leur, Indonesian trade and society, দি হেগ ১৯৫৫ খৃ.; (২৪) W. F. Wrtheim, Indonesian society in transition, দি হেগ ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৯৫-২৩৫; (২৫) A. H. Johns, Sufism as a category in Indonesian Literature and history, JSEAH-এ প্রকাশিত, ১/২ খ. (জুলাই, ১৯৬১)। ইন্দোনেশিয়ার হিন্দুপূর্ব যুগ, হিন্দু যুগ এবং ১৭০৫ খৃ. পর্যন্ত ইসলামের ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য দ্র. : (২৬) B. H. M. Vlekke, Nusantara—a history of indonesia, দি হেগ ১৯৫৯ খৃ., অধ্যায় ১-৮।

দ্বীপপুঞ্জের ইসলামের আগমন ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সমালোচনামূলক আলোচনার জন্য দ্র. : (২৭) এস. এইচ. আলাতাস (S. H. Alatas), Reconstruction of Malaysian history, RSEA-তে প্রকাশিত, ১৯৬২ খৃ., নং ৩, ২১৯-৪৫; (২৮) সি. এ. মাজুল (C. A. Majul), Theories on the introduction and expansion of Islam in Malaysia, International Association of Historians of Asia, 2nd Biennial Conference Proceedings, অক্টোবর ১৯৬২ খৃ., তাইওয়ান, পৃ. ৩৩৯-৯৭; (২৯) এস. কিউ. ফাতি-মী, Islam comes to Malaysia, মালয়েশীয় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ইন্সটিটিউট, সিঙ্গাপুর ১৯৬৩ খৃ.।

দ্বীপপুঞ্জে সূফীবাদের প্রভাব সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. : (৩০) R. Le Roy Archer, Muhammadan mysticism in Sumatra, হার্টফোর্ড ১৯৩৫ খৃ.; (৩১) G. W. J. Drewes, Drie Javaansche Goeroe's Hun leven, onderricht en Messiasprediking, লাইডেন ১৯২৫ খৃ.; (৩২) D. A. Rinkes, Abdoerraef van Singkel Bijdrage tot de kennis van de mystiek op Sumatra en Java, Heerenveen ১৯০৯ খৃ.; (৩৩) ঐ লেখক, De Heiligen van Java, VBGKW-তে প্রকাশিত, ৫২খ., ১৯১০ খৃ., পৃ. ৫৫৬ প.; ৫৩খ. (১৯১১ খৃ.), ১৭ প.; ২৬৯ প.; ৪৩৫ প.; ৫৪ খ. (১৯১২ খৃ.), ১৩৫; ৫৫খ. (১৯১৩ খৃ.), ২০১; (৩৪) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Shamsu '1-Din van pasai, লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (৩৫) A. H. Johns, Malay Sufism, JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩০খ. (১৯৫৭ খৃ.); (৩৬) P. J. Zoetmulder, Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-Litteratuur, নিজমেজেন ১৯৩৫ খৃ.; (৩৭) এস. এম. এন. আল-আতাস, Raniri and the Wujudiyah of 17th century Acheh, MMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩খ., ১৯৬৬ খৃ.।

নাম সংক্ষেপসমূহ : JMBRAS=Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society;

JSBRAS= Journal of the Straits branch of the Royal Asiatic Society; JSEAH=Journal of Southeast Asian History; MMBRAS =Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society; RSEA=Revue du sud-ost asiatique (Institut de Sociologie, Universite libre de Bruxelles); VBGKW=Verhandelingen van het (Koninklijk); Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.;

এস. এম. এন. আল-আত্তাস (E.I.²) হুমায়ুন খান

(খ) ঔপনিবেশিক যুগ : ওলন্দাজ বণিকগণ ১৫৯৬ খৃ. জাভাতে পৌঁছিয়া জানিতে পারে যে, অভ্যন্তরভাগে একটি বড় রাজ্য রহিয়াছে। সেখানে জাভাতে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে শেষ প্রধান হিন্দু-বৌদ্ধ রাজা মাজাপাহিতের পতনের পরে প্রায় শতাব্দীকাল যাবত বিরাজিত বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে তখন ইসলামী রাষ্ট্র মাতরামের উত্থান ঘটিতেছিল। মাতারাম কর্তৃত্ব উত্তর উপকূলে বন্দর রাজ্যসমূহ এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাজ্যের উপরে বিস্তৃত হইতেছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ মাতারাম শাসক ছিলেন সুলতান আশুং (১৬১৩-১৬৪৫ খৃ.)। তিনি ১৬২৫ খৃ. সুরাবাজা জয় করিয়া সমগ্র জাভার উপরে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬১৯ খৃ. একটি সাবেক সুন্দানী বন্দরে তাহাদের প্রধান ঘাঁটি নির্মাণ করে এবং উহার নাম দেয় 'বাটাভিয়া'। সুলতান আশুং এই ওলন্দাজ ঘাঁটি নির্মাণ সহ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই ১৬২৮ খৃ. ও ১৬২৯ খৃ. ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি ওলন্দাজ ঘাঁটি দখল করিতে পারেন নাই। জাভার পরবর্তী মাসকগণের মধ্যে আর কেহ কখনও সেখানকার ওলন্দাজদেরকে আক্রমণ করেন নাই।

পরের কয়েক দশক ধরিয়৷ একদিকে ওলন্দাজ বাণিজ্য বাটাভিয়া হইতে বিস্তৃত হইয়া বাহিরের দিকে এশিয়ার সাগরগুলির সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, অপর দিকে আতজেহ (দ্র.) ও মাকসুসার (দ্র.)-এর ন্যায় নৌশক্তি সম্পন্ন রাজ্যগুলির ও পতন ঘটিতে থাকে, মাতারাম রাজ্যও নানা অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়। কিছু সঙ্কট ছিল আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর শক্তিশালী ইসলামী ও ঐতিহ্যধারী জাভানী সমাজের সানত্রি ও আবাসনদের মধ্যকার টানাপোড়েন সম্পর্কের কারণে। এই সকল উত্তেজনার অবস্থ্য আবার অঞ্চলগত বিরোধ ও রাজবংশগত বিবাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া জটিল অবস্থ্যর সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে ১৬৭৫ খৃ. সমগ্র রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থ্য বিরাজ করে। বিদ্রোহী ক্রনাজাজা বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী দল-উপদলগুলিকে একত্রীভূত করেন এবং ১৬৭৭ খৃ. রাজধানী অধিকার করিয়া নেন। ঠিক এই সময়ে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমবারের মত "ন্যায়সঙ্গত" শাসকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ কান্দলে হস্তক্ষেপ করে এবং মাতারাম বংশীয় শাসককে সিংহাসন লাভে সহায়তা করে।

অতঃপর আশি বৎসর যাবত রাজ্যটিতে বিদ্রোহ আর বিশৃঙ্খল অবস্থ্য বিরাজিত থাকে, আর সেই পরিস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গত "দাবিদারগণ" তাহাদের উত্তরাধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজদেরকে নিয়োজিত করেন। কোম্পানীকে জাভার উত্তর উপকূলে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধমান অধিকার প্রদান করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করা হইতে থাকে।

অবশেষে সপ্তদশ শতকের শেষভাগের মধ্যে তাহারা জাভার সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর এককল্পে অধিকার লাভ করে এবং প্রায় অর্ধের শাসন ক্ষমতা লাভ করে, যাহার বলে তাহারা বিপুল পরিমাণে রফতানী শস্য, যথা কফি, চিনি ও মরিচ সংগ্রহ করিতে থাকে। বস্তুত সেসব সামগ্রী তাহারা কতকটা উপটোকনস্বরূপই লাভ করিতে থাকে। অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী ক্রমেই বর্ধিতরূপে জাভাতে কেন্দ্রীভূতভাবে অর্থনৈতিক শোষণ চালাইতে থাকে এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপে এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে তাহাদের বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে অচলাবস্থ্যর সৃষ্টি হয়। এই বৎসরগুলি ব্যাপিয়া ওলন্দাজগণ ক্রমেই বেশী করিয়া জাভানী রাজদরবারী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে, তাহারা বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিত এবং একই সময়ে তাহারা জাভানী সমাজের বিভিন্ন স্তরে সর্বসাধারণের ভাবপ্রবণতার কেন্দ্রবিন্দুও হইয়া উঠে।

১৭৫৫ খৃ. ওলন্দাজরা নয় বৎসরব্যাপী চলিতে থাকা এক ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত শাসককে রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া এক অংশ বিদ্রোহীদেরকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদেরকে শাস্ত করিতে সন্মত করায়। এভাবেই রাজ্যটি দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অংশ সুরাকার্তা হইতে সুসুছনানগণ শাসন করিতে থাকে এবং অপর অংশ জোগজাকার্তা হইতে শাসন করেন সুলতান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাভানী শাসকগণ এই নূতন পরিস্থিতিতেই আইনসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে এবং সেখানে স্থিতিশীলতা আনয়ন করিতে সচেষ্ট হন, আর সেই কাজে ওলন্দাজরা ক্রমে অধিক মাত্রায় বাহ্যিক আবরণী শক্তিরূপে জড়িত থাকে। কারণ রাজন্যবর্গের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে।

ইতোমধ্যে ওলন্দাজ বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। উহার সূচনা হয় ইসলামী সচেতনতাবোধ দ্বারা এবং জাভার দুই শাসকেরই বিরোধী দলীয় বিদ্রোহিগণ দ্বারা। এই দুই ধারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিদেশীদেরকে বিতাড়িত করিয়া বিভক্ত রাজ্যকে পুনরায় একত্রীভূত করিবার জন্য একটি আন্দোলন গড়িয়া তোলে। সুরাকার্তাতে ১৭৯০ খৃ. এইরূপ একটি প্রচেষ্টা করা হইলে ওলন্দাজ ও জোগজাকার্তা যৌথভাবে উহা প্রতিরোধ করে। ইসলামী ও স্বদেশী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ সেই দলটির পরবর্তী বড় প্রচেষ্টা হইয়াছিল ১৮১০-১৮৩০ খৃ. সময়ের মধ্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ সময়কালে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়ে। মাতারাম বিভক্তির পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক ব্যয়ভার অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্যিক আয়ও হ্রাস পায়। ১৭৫০ খৃ. কোম্পানীর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) গিল্ডারে, চল্লিশ বৎসর পরে সেই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) গিল্ডারে। যুরোপে বিপ্লবী যুদ্ধ চলাকালীন নেদারল্যাণ্ড হইতে ইন্দোনেশিয়া যোগসূত্রবিহীন হইয়া পড়ে। ফলে পরিস্থিতি তিক্ততর হয় এবং ১৭৯৫ খৃ. ফরাসী বাহিনী কর্তৃক নেদারল্যাণ্ড অধিকৃত হইলে কোম্পানীর বিষয়াদি প্রথমে একটি কমিটির উপরে ন্যস্ত করা হয়, অতঃপর একটি কাউন্সিল অব এশিয়াটিক পজেসন-এর উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১ জানুয়ারী, ১৮০০ খৃ. কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং উহার সম্পদাদির মালিকানা নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়।

ইন্দোনেশিয়াতে সংস্কার আনয়নের জন্য বিপ্লবাত্মক নীতি প্রণয়ন করা হইলে একটি সরকারী কমিশন সেগুলির বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। ১৮০২

খৃ. গঠিত উক্ত কমিশন এক নূতন ঔপনিবেশিক সনদ রচনা করে কিন্তু তাহারা এক অবর্ণনীয় সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে, তদুপরি রফতানী শস্যের “বাধ্যতামূলক আদায়ী”র ও “শর্তমূলক প্রদেয়”-এর উপরে ভিত্তি করিয়া যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল উহাকে চালু রাখিবারও বাবস্থা হয়। গভর্নর জেনারেল হারমান উইলেম ডায়েনডেলস (Daendels)-এর আমলে (১৮০৮-১১ খৃ.) প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং ইন্দোনেশীয় রাজপ্রতিনিধিগণ বা জাভার উত্তর-পূর্ব উপকূলের শাসকগণকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ওলন্দাজ কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। জাভার যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া জাভার সুদীর্ঘ যে ডাক সড়ক ছিল উহার উন্নয়ন সাধন করা হয়। ইহা করা হয় সম্ভাব্য বৃটিশ অভিযানের আশংকা চিন্তা করিয়া। বৃটিশ নৌবহর কর্তৃক বাটাভিয়া ও দ্বীপের অন্যান্য বন্দর অবরুদ্ধ হইলে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮১১ খৃ. জাভা ও উহার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ বৃটিশ শক্তির দখলে আসে এবং অতঃপর পাঁচ বৎসরব্যাপী অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন চালু হয়—প্রধানত লেফটেন্যান্ট গভর্নর টমাস স্ট্যামফোর্ড র্যাফলস-এর অধীনে (১৮১১-১৬ খৃ.) একটি আমূল সংস্কার দ্বারা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় ও কৃষিকাজ করানোর প্রথাকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করা হয়, পরিবর্তে চাষ ব্যবস্থার মুক্তি এবং মুদ্রা অর্থনীতি ভিত্তিক একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল সংস্কারের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জমির ব্যবস্থা, যদ্বারা জাভানী কৃষকগণ তাহাদের উৎপাদিত ধানের একটা নির্দিষ্ট অংশ বাৎসরিক কর হিসাবে দিবে, হয় ধান দিয়া নতুবা নগদ টাকায়। এই পদ্ধতি চালু করা হয় উত্তর-পূর্ব জাভাতে; কিন্তু পশ্চিম জাভার প্রিয়দান অঞ্চলে নহে। কেননা সেখানে বাধ্যতামূলক কফি চাষ প্রচলিত ছিল। গভর্নর র্যাফলস তাহার পূর্ববর্তী ডায়েনডেলস-এর সংস্কারকে আরও অগ্রবর্তী করেন এবং রাজপ্রতিনিধিগণের অধিকারসমূহ বাতিল করিয়া দিয়া পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন। তিনি মধ্যজাভার রাজ্যসমূহের বিষয়াদিকে আরও শক্ত ভিত্তির উপরে স্থাপন করেন।

১৮১৬ খৃ. ইন্দোনেশীয় সম্পদ নেদারল্যান্ডকে প্রভাৰ্পণ করা হইলে সাবেক শাসনামলের উদারনৈতিক পদ্ধতি চালু করিবার প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত হয়, অবশ্য পূর্বকার অসুবিধাগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন অন্তে। জমির খাজনা নির্ধারণের ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির ফলে গ্রাম ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহাও ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট হয় নাই। নিজেজ অর্থনীতিকে চাঙা করিয়া তুলিবার জন্য ১৮২৪ খৃ. একটি নূতন বাণিজ্যিক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল, ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ওলন্দাজদের হাতে রাখা, কিন্তু কোম্পানী (Nederlandsche handel maatschappij) সেই প্রত্যাশা পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহ সামরিক ব্যয়ভার বহনের কারণে গুরুতর হয়। জাভা যুদ্ধ (১৮২৫-৩০ খৃ.) ও তথাকথিত পাদ্রিস যুদ্ধের (১৮২১-৩১ খৃ.) দরুন সেই ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ সংঘটিত হয় মধ্যসুমাট্রার মেনাংকাবাউ অঞ্চলে (দ্র.)। উল্লিখিত উভয় যুদ্ধই ছিল অংশত ইন্দোনেশীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ইতিপূর্বে উল্লিখিত সানত্রি বা গৌড়াপত্তী ইসলাম অনুসারিগণ এবং আবাংগান বা ঐতিহ্যবাহিগণের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা ছিল উহার মূল কারণ। সানত্রি বা গৌড়া মুসলিমগণের

ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রধানত ঐতিহ্যধারী শাসকশ্রেণী কর্তৃক আবাংগান কৃষক শ্রেণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জরূপ হয়, সেই শাসকশ্রেণীর বড় সমর্থক ছিল তাহাদের ওলন্দাজ মিত্রগণ। এই দুই বিরোধ আবার মূর্তিপূজারী ও খৃষ্টানগণের বিরুদ্ধে উপনিবেশবিরোধী সংঘর্ষের আকারেও দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজদের বিজয় দ্বারা তাহাদের ও অধিকাংশ ঐতিহ্যধারী ইন্দোনেশীয় অভিজাত মহলের (জাভাতে তাহারা প্রিজাজি নামে পরিচিত) স্বার্থের অভিন্নতাকে ময়বুত করিয়া তোলে, সেই স্বার্থ ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

জাভা যুদ্ধ ও পাদ্রিস যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের জন্য ঔপনিবেশিক ঋণের বোঝা বাড়ে। তদুপরি বেলজিয়ামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফলে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত জোহানেস ভ্যানডেন বশ-কে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। তাহার প্রতি নির্দেশ ছিল যে, ঔপনিবেশকে ব্যয়ভার বহন করাইতে হইবে। ভ্যানডেন বশ (১৮৩০-৩৪ খৃ.) তথাকথিত কালচার পদ্ধতি (Culture system, Cultuur stelsel) প্রবর্তনের সূচনা করেন। সেই কুখ্যাত ও নির্যাতনমূলক পদ্ধতির অধীনে বিশ্ববাজারে রফতানীর উদ্দেশে জাভার বিস্তীর্ণ আবাদী জমিতে কফি, ইক্ষু, নীল ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন শুরু করা হয়। সংস্কারের অংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্য প্রতিনিধিগণের (প্রিজাজি) অনেক ক্ষমতাই পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কালচার পদ্ধতির প্রথম দশ বৎসরে জাভার রফতানী ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেগুলি বহন করে তখনকার সমৃদ্ধিশালী নেদারল্যান্ডস ট্রেডিং কোম্পানী। এই সকল রফতানী হইতে যে পরিমাণ আয় হইত তাহা সবই নেদারল্যান্ড-এর কোষাগারে জমা হইত এবং হল্যান্ডের করভার লাঘব করিবার কাজে ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহে ব্যয়িত হইত। কালচার পদ্ধতি হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল যাবত (১৮৩০-৭৭ খৃ.) অর্থ প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে আনুমানিক ৮৩২ মিলিয়ন (৮৩ কোটি ২০ লক্ষ) গিল্ডার গিয়াছিল ইন্দোনেশিয়া হইতে। নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্টের উদারপন্থী সদস্যগণ সেই কুখ্যাত পদ্ধতিটি বিলোপ করিয়া দিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন, পার্লামেন্ট তখন ক্রমেই অধিকতরভাবে ঔপনিবেশিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিত। ইহা ব্যতীত E. Douwes Dekker-এর ন্যায় মানবতাবাদী লেখকগণও উহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি তাহার বিখ্যাত উপন্যাস Max Havelaar-এ সেই শোষণমূলক কুখ্যাত পদ্ধতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮৬৩ খৃ. হইতে শুরু করিয়া একের পর এক সরকার আসিয়া সেই পদ্ধতির নির্মম শোষণ হইতে জাভাবাসিগণকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে তাহারা সেই কালচার পদ্ধতিটিকে উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এককাল যাবত যে সকল শস্যের উপর সরকারের একচেটিয়া শোষণের অধিকার ছিল, যেমন মরিচ, নীল ও চা, সেগুলিতে ব্যবসায়িগণকে ও পুঁজিপতিগণকে অধিকার প্রদান করা হয়। তবে অধিকতর লাভজনক একচেটিয়া বিষয়গুলি, যেমন আফিম বিক্রয় এবং চিনি ও কফি উৎপাদন আরও বহু বৎসর পর্যন্ত তাহাদেরই হাতে থাকিয়া যায়। সর্বশেষেও কফি উৎপাদন বিদেশীদের হাতে ছিল, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পরে কফি উৎপাদন ও বিক্রয়ের অধিকার জাভাবাসিগণ লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দোনেশিয়াতে বিদেশীদের শক্তি আরও সম্প্রসারিত হয়। জাভার বাহিরের দ্বীপসমূহেও ক্রমে তাহাদের শাসন বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সবই ওলন্দাজ শাসনাধীনে আসে। ১৮৬৩

খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাহাদের এই কার্যকলাপ বুঝা যাইতেছিল, আর প্রথমদিকে তাহা ছিল একান্তভাবেই সরকারী পর্যায়ের বিষয়। প্রাথমিকভাবে ইহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে এবং যে সকল স্বাধীনতাকামী শক্তি ওলন্দাজ অধিকৃত এই সকল অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইবে, তাহাদেরকে প্রতিহত করা। ওলন্দাজগণ এখানে এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা স্থানীয় ইন্দোনেশীয় শাসকগণের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করিত, যাহার বলে এই স্থানীয় শাসকগণ নিজেদের রাজ্যকে নোদারল্যাণ্ড-ইন্ডিয়ায় অংশ বলিয়া মানিয়া লইতেন। কখনও কখনও যেমন বালীতে ১৮৪৬ খৃ. ও ১৮৪৯ খৃ. ঘটয়াছিল, ঐ ধরনের চুক্তির পরিণামে সামরিক অভিযানের ও ওলন্দাজ রেসিডেন্ট রাখিবার প্রয়োজনও দেখা দিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন ১৮৫১ খৃ. টিন খনির দ্বীপ বিল্লিটনে ঘটয়াছিল, পুরাপুরি অধিকার এবং প্রশাসন পরিচালনা করিতে হয়। তবে অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু কাগজে-কলমে ওলন্দাজ আধিপত্য মানিয়া নিলেই চলিত।

তথাকথিত 'উদারনৈতিক' যুগ শুরু হইবার পরে এই সরকারী পর্যায়ের কার্যকলাপকে বাহিরের দ্বীপসমূহ ব্যাপিয়া অধিকতর জোরদার ও প্রবল করা হয়, এবারে বেসরকারী ওলন্দাজ এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও পুঁজির আকাঙ্ক্ষাগণ অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে কৃষিজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ শোষণের প্রতি ধাবিত হয়। বহু উদাহরণ হইতেই ব্যাপক আকারের জমিদারী বা জোতাদারী চাষের প্রক্রিয়া চালু করিবার উল্লেখ করা যাইতে পারে, আর উহার শুরু হয় সুমাত্রার পূর্ব উপকূলের রেসিডেন্সিতে তামাকের চাষ দ্বারা। ইহার আংশিক কারণ এই যে, ১৮৬৩ খৃ. সম্পাদিত সিয়াক (Siak) তামাক চুক্তি ছিল এই সকল বেসরকারী উদ্যোগের অন্যতম বৃহৎ ও আদি, আর আংশিক কারণ হইতেছে সেগুলির ফলে ওলন্দাজ ও আকেহনীগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। শেষোক্তগণ নীজ দেয়া তামাক চাষের জমির উপরে নিজেদের সার্বিক অধিকার দাবি করে।

আত্জেহ (Atjeh) যুদ্ধ (১৮৭৩-১৯০৪) দীর্ঘস্থায়ী, শক্তি সাধা, ফলে ওলন্দাজদের জন্য ইহা অর্থনৈতিকভাবে সর্বনাশা হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছিল যে, সে আকেহনাগণ এত দৃঢ়তার সঙ্গে ওলন্দাজ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে ও নিজেদের স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়াছিল, তাহারা দীর্ঘ ঐতিহ্যসূত্রে ছিল এক ইসলামী সমাজের লোক। মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই যুদ্ধ দ্বারা উপনিবেশবাদী সরকারের ইসলাম বিরোধী নীতিই জঘন্য হয়। এই যুদ্ধের ফলে দুইজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন : Snouck Hurgronje, তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং ১৮৯০ খৃ. হইতে সরকারের ইসলাম বিষয়ক উপদেষ্টা এবং Van Heutsz, তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা ও প্রশাসক। Snouck Hurgronje নীতিগতভাবে যে সকল মুসলিম নেতা ওলন্দাজ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং ওলন্দাজ প্রশাসনের অধীনে ইসলামের প্রাত্যহিক ধর্মীয় বিধান ও রীতিনীতিসমূহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিতেছিলেন তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নিপীড়নমূলক ধর্মীয় নীতির প্রথম অংশ বাস্তবায়নের ভার দেওয়া হয় Van Heutsz-এর উপরে। তিনি শুধু আত্জেহ-এর যুদ্ধই সমাপ্ত করেন নাই, বরং গভর্নর জেনারেল হিসাবে (১৯০৪-১৯০৯ খৃ.) বাহিরের বাদবাকী সব দ্বীপকেই সরাসরি ওলন্দাজ শাসনাধীনে নিয়া আসেন।

বিশ শতক শুরু হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র অংশ অর্থাৎ সব দ্বীপেই ওলন্দাজ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) কোম্পানীর জাহাজসমূহ বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে চলাচল করিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ১৮৮৮ খৃ. সরকারী সহায়তায় উক্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শতকেই আমরা দেখিতে পাই যে, এক নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটয়াছে, উহার মূল আচরণীয় হইতেছে 'নৈতিকতা'। এই নীতির উদ্দেশ্য শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নই ছিল না, বরং ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের কল্যাণ সাধনও উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩০ খৃ. 'culture stelsel' পদ্ধতি চালু করিবার পর হইতে হল্যাও ইন্দোনেশিয়া হইতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে যে সকল 'সম্মানজনক ঋণ' গ্রহণ করিয়াছিল সেগুলিও প্রত্যর্পণের নীতি গৃহীত হয়। এই পটভূমি হইতেই আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়বাদের বিকাশ ঘটে।

বিশ শতকের আগে পাশ্চাত্য রীতিনীতি ইন্দোনেশীয়গণের গ্রহণশীলতার প্রধান প্রধান প্রবন্ধা ছিলেন 'প্রগতিশীল রাজপুরুষগণ' এবং কিছু সংখ্যক আধুনিক চিন্তার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাহারা ঐতিহ্যধারী সম্ভ্রান্ত সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অধিকতর যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে ওলন্দাজগণের মুকাবিলা করিবার আহ্বান জানান। শতাব্দীর শুরুতে নূতন নূতন এবং আরও চরমপন্থী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। তাহারা আধুনিক ধারায় ইন্দোনেশীয় সমাজে গ্রহণশীলতার কথা বলে।

প্রথমে যে সংগঠনের মাধ্যমে এই নূতন বিষয়সমূহের কথা বলা হইতে থাকে তাহা ছিল বুদি উতোমো (মহৎ প্রচেষ্টা)। ১৯০৮ খৃ. জাভার ছাত্রদের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই ছিল ছোটখাট জমিদার-তালুকদার পরিবারের সন্তান এবং সকলেই ছিল ওলন্দাজ ধরনে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। উহার উদ্দেশ্য ছিল জাভানী সংস্কৃতির রূপান্তরের মাধ্যমে সামাজিক আধুনিকতায় উত্তরণ। ইহা ছিল একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি, সেখানে সংস্কৃতিসম্পন্ন ঔপনিবেশিক প্রশাসন আর স্থানীয় অভিজাত সমাজের প্রগতিশীল সদস্যগণ একযোগে কাজ করিয়া যাইতেন। বুদি উতোমো-এর পরে বহিঃদ্বীপসমূহে পরপর কয়েকটি 'তরুণ সমাজে' আন্দোলন গড়িয়া উঠে, যেমন জোং-সুমাত্রা, জোংমিনাহাসা ইত্যাদি। এগুলির সবই ছিল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর, কিন্তু তথাপি ইহাদের সদস্যগণ চিন্তা করিতেন গতানুগতিক ধারাতেই।

অল্পদিনের মধ্যেই বুদি উতোমোর অনুসরণে আরও অন্যান্য আন্দোলন গড়িয়া উঠে। সেগুলি ছিল আরও চরমপন্থী এবং আবেদনের দিক হইতে অনেক জনপ্রিয়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সারেকাত ইসলাম বা ইসলামী ইউনিয়ন। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ খৃ.। প্রথমে ইহা জাভানী বাটিক (ছাপা কাপড়) ব্যবসায়িগণের সমিতি ছিল, সেই ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই ছিলেন সানত্রি। কিন্তু চীনা সংখ্যালঘুদের ক্রমবর্ধমান ব্যবসায় প্রতিযোগিতার মুকাবিলা করিবার জন্য এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকগণের কার্যাবলীর প্রতিহতকরণ ও প্রতিকার কর্মে তাহারা একত্রীভূত হইয়া এই সমিতি গঠন করেন। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সারেকাত ইসলাম ব্যাপক গণঅসন্তোষের সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। ইহা অংশত ঐতিহ্য অনুসারী মুক্তিকামী দল এবং অংশত একটি আধুনিক রাজনৈতিক দল।

১৯১২ খৃ. ও ১৯২২ খৃ.-এর মধ্যবর্তী দশক ছিল ইন্দোনেশিয়াতে রাজনৈতিক ইসলামের সর্বাধিক গৌরবের কাল। সারেকাত ইসলাম ছিল

সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ইন্দোনেশীয় সংগঠন। ইহাতে আঞ্চলিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া একটি স্বকীয় সত্তার জনপ্রিয় সচেতনতার ক্রমবর্ধমান প্রতিফলন ঘটিয়াছিল এবং এই বৃহত্তর একককে দেখা হইয়াছিল ইন্দোনেশিয়াবাসিগণের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইবার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

মালয়ে বৃহত্তর আঞ্চলিক জাগরণের ফলে ইসলামের স্থায়ী পরিচিতির সঙ্গে মালয় মনোভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল; কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় সেই যোগাযোগটি ছিল স্বল্পস্থায়ী। সারেকাত সাংগঠনিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করিতে এবং দেশবাসীর জীবন ধারণের অবস্থার উন্নয়ন সাধনের মত শক্তিশালী অবস্থায় ছিল না, সে কারণে ইহার অনুসারিগণ ছিল অস্থিতিশীল ও ভাঙ্গমান ধরনের, কোন কোন অঞ্চলে দুর্বল হইয়া পড়িত, আবার নূতন নূতন অঞ্চলে, যেখানে ইতিপূর্বে সংগঠন ছিল না বা ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয় নাই, সেখানে নূতনভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিত। কিন্তু এ ধরনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অবশ্যই শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাপক নৈরাস্যের মধ্য দিয়া সমাপ্তি লাভ করে। তদুপরি ১৯২০ খৃ. প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান সরকারী চাপের মুখে সারেকাত ইসলামের নেতাগণের ওলন্দাজ শাসনবিরোধী প্রচার ও কার্যক্রম কমিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে পরেই তাঁহারা ইন্দোনেশিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি (PKI)-কে নিজেদের সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সেই পার্টি ততদিন পর্যন্ত বৃহত্তর সংগঠনের ও আন্দোলনের মধ্যে থাকিয়াই একটি উপদলরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে ইতিমধ্যে যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত সারেকাত ইসলাম সংগঠনের একটা বড় অংশ চলিয়া যায়। ফলে ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম জন-সাংগঠনিক ক্ষমতাও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের হাতে চলিয়া যায়।

PKI ও সারেকাত ইসলাম এই দুইয়ের মধ্যকার যে বিরোধ, তাহা অংশত সান্নি-আবাংগান সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণেও ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দের দিকে মধ্যজাভা ও পশ্চিম সুমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনও গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর ১৯২৬-২৭ খৃ. কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান যে এলাকা (বানতেন ও পশ্চিম সুমাত্রা), সেগুলি ছিল শক্তিশালী মুসলিম অঞ্চল। তদুপরি বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার পরে পরে যে সকল কম্যুনিষ্ট নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হাজ্জী অথবা ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে PKI ও সারেকাত ইসলামের অনুসারিগণের দল নির্বাচনের যে মূল ভিত্তি বা অভিন্ন কারণ, তাহা ছিল বিদেশী শাসনের জোয়াল কাঁধ হইতে অপসারণের দাবি। সারেকাত ইসলামের সর্বাধিক অসন্তুষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ছোটখাট ব্যবসায়ী, বড় সওদাগর ও ধনী কৃষক ছিলেন। হতাশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের বিদ্রোহ হইতে হাজার রকমের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যে সকল সারেকাত ইসলাম অনুসারী কোনভাবেই কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই তাঁহাদের অধিকাংশই (বিতৃষ্ণাবশত) রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়ান। বাদবাকিগণ, যাঁহারা অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তা ভোগ করিতেছিলেন এবং সীমিত অথবা অরাজনৈতিক ধরনের সংগঠন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারাশেষ পর্যন্ত সারেকাত ইসলাম ও উহার উত্তরাধিকারী সংগঠনের মধ্যে থাকিয়া যান।

নেদারল্যান্ড ইণ্ডিজ সরকার একটি আধুনিক শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর উত্থান ও উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার দ্বারা ইন্দোনেশীয়

সমাজের পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টার বিষয়ে অসতর্ক ছিল না। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহারা স্থির করিতে পারে নাই যে, তাঁহারা কি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক গঠনরীতিকেই সমর্থন দিয়া যাইবে এবং ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ অর্থনৈতিক আধুনিকতাবাদ দ্বারা যে নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে উহাকে দমন করিয়া রাখিবে যাহাতে নাকি তখনকার স্থিতিবস্থা বজায় রাখা যায়, নাকি তাঁহারা দেশটির বিভিন্ন আধুনিকতার ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয়গণের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাই বৃদ্ধি করিবে, বিশেষ করিয়া অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা অগ্রগামী হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদেরকে ভবিষ্যত দেশীয় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিবে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবেই সমাজে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তথাকথিত নৈতিকতাবাদী নীতির প্রবক্তাগণ শেযোক্ত পথটি সমর্থন করেন, উহাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সাফল্য ছিল বিভিন্ন দল গঠন করা এবং ১৯২৬ খৃ. Volksraad স্থাপন করা। উহা ছিল একটি উপদেষ্টা পরিষদ, যাহাতে কিছু সংখ্যক ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি থাকিবেন আর সীমিত সংখ্যক ইন্দোনেশীয় ভোটাধিকারী থাকিবেন। যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দোনেশীয় ও ওলন্দাজ উভয় পক্ষের নিকটেই প্রতিভাত হয় যে, স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগের পরিমাণ ও গতি উভয় সম্বন্ধেই তাঁহাদের যে ধারণা, তাহা অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের এবং তাঁহাদের যে অতীত ফল লাভের আশা ছিল, তাহা যে কতটা গ্রহণযোগ্য হইবে সেই বিষয়টা ক্রমেই বেশী করিয়া প্রশ্নের বিষয় হইয়া দেখা দেয়। ১৯১৯ খৃ. সারেকাত ইসলাম একটি জনসমর্থিত গোলযোগে জড়িত হইয়া পড়িলে নৈতিকতাবাদিগণের ধারণার উপরে এক মারাত্মক আঘাত আসে এবং ১৯২৬-২৭ খৃ. একটি কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রচেষ্টা Coup de grace-এর ভয়ংকরতা লইয়া আসে। অতঃপর ওলন্দাজ নীতি এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের উপরে জোর দিয়া গৃহীত হয় যে, ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বই যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কোন ইন্দোনেশীয় রাজনীতিবিদ যাহাতে বড় রকমের কোন গণসমর্থন লাভ না করিতে পারে সেজন্য কঠোর দমননীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়।

কাজেই আধুনিক শিক্ষিত ক্ষুদ্র অভিজাত মহলের জন্য রাজনীতি করা পুনরায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যে সকল মহলের কেন্দ্র ছিল প্রধানত জাভার বড় বড় শহরে, এই সকল দলই তখন পর্যন্ত একটা ক্ষুদ্রাকার ও সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন সংখ্যালঘু জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল। তবে এগুলি ছিল চরমপন্থী দল এবং ইহাদের সদস্যগণ নিজেদের পিতা-পিতামহের ধ্যান-ধারণার জগত হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া আসিয়াছিলেন। আঞ্চলিক সংস্কৃতি যে তাঁহাদের আত্মপরিচিতির প্রথম নিদর্শন, তাহা তাঁহারা বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকটে অতীত ঐতিহ্য ছিল এক মস্ত বড় বোঝাবহুরূপ। উহাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দোনেশীয় অধিবাসিগণকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে এবং কার্যকরভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, এই ছিল তাঁহাদের মত ও পথ। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল একটি আধুনিক ইন্দোনেশীয় জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা, সারেকাত ইসলাম ও PKI যে আন্তর্জাতিক আদর্শগত লক্ষ্য নিয়া দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল তাহাকে ইহারা যথেষ্ট উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

এক সকল জাতীয়বাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে যুক্ত থাকিতেন, কিন্তু অধিকাংশই একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন বা সে ধরনের সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার একটি কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্যমুখিতা এবং অতঃপর

ধর্মনিরপেক্ষতা। আধুনিক ইন্দোনেশীয় অভিজাত শ্রেণিগণ তাহাই ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট ইসলাম যেন কতকটা অতীতের ঐতিহ্যগত দুনিয়ার একটি বিষয় ছিল, তদুপরি তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন প্রিজাজি-উদ্ভূত। এই কারণেই তাঁহারা সাত্রি-আবাংগান সাংস্কৃতিক বেসাদৃশ্যের মধ্যে আবাংগান অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইসলাম সহজে দীর্ঘস্থায়ী প্রিজাজি জীতির শরীক ছিলেন, যে ইসলাম হইতেছে জনগণের আনুগত্যের ভিন্নতর জ্যোতির কেন্দ্র এবং সে কারণেই সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্য এক সম্ভাবনাময় উৎস।

ইহার পর হইতে ইন্দোনেশীয় রাজনীতি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে এক সুগভীর ফাটল দ্বারা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইসলামী দিকে সারেকাত ইসলামী সমর্থকগণ যখন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তাঁহাদের চরম বিরুদ্ধবাদ পরিচয় করেন তখন তাঁহারা মূলে যাঁহাদের দ্বারা সংগঠনটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই জাভানী ব্যবসায়ী ও ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একতাবদ্ধ হইয়া যান। এইগুলি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে ছিল আধুনিকতাবাদী ও মুহাম্মাদিয়া নামক ১৯১২ খৃ. জোগজাকার্তায় স্থাপিত একটি সামাজিক ও শিক্ষামূলক জনকল্যাণমুখী সংগঠনের মধ্যে সেই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটয়াছিল। মুহাম্মাদিয়ার আধুনিকতাবাদী সদস্যগণ ১৯২০-এর দশকের সারেকাত ইসলামে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং উহাকে প্যান-ইসলামী প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে জড়িত করেন। উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অধিকতর ঐতিহ্যবাদী জাভানী মুসলিমগণ ১৯২৬ খৃ. 'নাহদাতুল'-উলামা' নামে এক নূতন ইসলামী সংগঠন স্থাপন করেন। এই নূতন সংগঠন প্রায় এলাকার জনগণের মতামতের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিল, সেই সকল অঞ্চলের ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অবস্থাপন্ন গৃহসমাজ হইতেই ইহার নেতাগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দুই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সংগঠনের কোনটি বা উহাদের যে সামাজিক ভিত্তি ছিল তাহা জাতীয়তাবাদিগণের নিকটে আকর্ষণীয় ছিল না। শেষোক্তদের সকলেই ছিলেন ঐতিহ্যগতভাবে অভিজাত আমলাতান্ত্রিক পরিবার হইতে আগত। অপরদিকে মুসলিম দলসমূহ ধর্মনিরপেক্ষ দলের ক্ষমতাবান হইয়া উঠিবার প্রবণতাকে সম্ভব কারণেই বিশেষ আশংকার চোখে দেখিত।

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দলসমূহের মধ্যেও আবার এক অধিকতর বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রবণতা ছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে সেই বিবাদ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে এবং কখন কোন কৌশল অবলম্বন করা হইবে তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কোন মৌলিক আদর্শগত বিভেদের রূপ লাভ করে নাই। সর্বাধিক মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল দুই পক্ষের মধ্যে। এক পক্ষ মনে করিত যে, ওলন্দাজ সরকার যতটুকু প্রতিধিত্বের সুযোগ দিয়াছিল তাহাই গ্রহণ করা উচিত। অপর পক্ষ মনে করিত যে, ওলন্দাজ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করা শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলাইবারই শামিল। অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনকারী দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ইন্দোনেশীয় জাতীয়বাদী দল (Indonesian Nationalist Party-PNI)। ১৯২৭ খৃ. এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার নেতৃত্ব করিতেছিলেন ভবিষ্যত ইন্দোনেশীয় রষ্ট্রপতি আহমাদ সুকর্ন। ১৯৩০ খৃ. নেতাকে বন্দী করা হইলে এই দলের অস্তিত্ব লোপ পায়। অতঃপর আরও দুইটি সংগঠন উহার স্থান গ্রহণ করে। সেই দুইটিও ছিল জাতীয়তাবাদী তবে উহারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে—ইন্দোনেশীয় পার্টি

(Indonesian Party=Partindo), ইহা জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেই সময়ে যতটুকু গণসমর্থন আদায় করা যায় সেদিকে প্রচেষ্টা চালায়, এবং 'নূতন' PNI দল ইহার নেতৃত্ব করেন হাত্তা ও জাহরির (Sjahrir—)। আদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণী গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

বিভিন্ন গোত্রগত দুর্বলতা ও সাধারণভাবে অসহযোগের অসারত্ব সম্বন্ধে সচেতন, ১৯৩০ দশকের জাতীয়তাবাদিগণ একটা একত্রীকরণ কামনা করিতেছিলেন, প্রথমে ১৯৩০ খৃ. বৃহত্তর দ্বীপের পার্টির সঙ্গে (Greater Island Party=Parindra-) এবং পরে ১৯৩৭ খৃ. আরও চরমপন্থী ইন্দোনেশীয় গণআন্দোলন পার্টির সঙ্গে (Indonesian People's Movement=Gerindo)। তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার যে প্রচেষ্টা, উহার ফলে ইসলামী সংগঠনগুলিতেও পরিবর্তন আসে। আধুনিকতাবাদী ও ঐতিহ্যবাদিগণ একতাবদ্ধ হইয়া ১৯৩৭ খৃ. অখও ইন্দোনেশীয় ইসলামী কাউন্সিল (All-Indonesian Islamic Council=M.I.A.I.) গঠন করেন। অবশেষে ধর্মীয় মতাবলম্বী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহ একত্র হইয়া ১৯৩৯ খৃ. ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক ঐক্য ফ্রন্ট (Indonesian Political Coalition=—G. A. P. I.) গঠন করেন।

ঐক্যের এই আশ্রয় প্রচেষ্টা বা উগ্রপন্থিগণ কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন বর্জন কোনটি দ্বারাই ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনয়ন সম্ভব হয় নাই। নৈতিকতাপরবর্তী (Post-ethical) নির্যাতনমূলক নীতি ওলন্দাজ শাসকদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনকভাবে কার্যকর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সংযুক্ত ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলিও দুর্বল ছিল এবং উহাদের গোলযোগকারী নেতৃবৃন্দকে কারণারে নিষ্ক্ষেপ করা হয় নতুবা তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া যাঁতে বাধ্য হন। পরিণামে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, আর রাজনৈতিক জটিলতাকে ঘাঁটিয়া ভাগ্যের উপরে দুর্ভিপাক না আনাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। ওলন্দাজ শাসনের শেষ বৎসরগুলিতে, এমনকি অত্যন্ত মধ্যপন্থী ইন্দোনেশীয় জাতীয়বাদিগণের নিকটেও ঔপনিবেশিক শাসন সংস্কার বিষয়ে কোন আশার আলো প্রতিভাত হয় নাই। ওলন্দাজ উপস্থিতিতেও তাঁহারা যে সংকটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছেন সেরূপ বোধ করিবার মত খুব সামান্যই কারণ ছিল। আর ১৯৪২ খৃ. জাপানীরা উপনিবেশটি অধিকার করিয়া লইবার পরেও ওলন্দাজদের আবার ফিরিয়া আসিবার মত ভীতির অনেক কিছুই ছিল।

R. B. McC (E.I.²)/হুমায়ুন খান

(গ) ১৯৪২ খৃ. পরবর্তী আমল (দ্র. 'দুস্তুর' প্রবন্ধ; 'হিব্ব' প্রবন্ধ)।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম : ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম আসিয়াছিল বাহির হইতে আগত তিনটি কম বা বেশী বিশাল প্রভাবের যে উপর্যুপরি ডেউ, তাহাদের দ্বিতীয় ডেউ হিসাবে। তিনটি ডেউয়ের মধ্যে একমাত্র এই ডেউটিই সাধারণভাবে সমগ্র দেশটিকে প্রাবিত করিয়া দেয় এবং ইন্দোনেশীয়দের চিন্তাধারা ও কর্মের উপর অত্যন্ত দৃশ্যমান ছাপ অঙ্কন করিতে সক্ষম হয়। তাহা সত্ত্বেও বিশাল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র সেই প্রভাব সমভাবে পড়ে নাই, বেশ উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক তফাত ছিল। অপর পক্ষে ইন্দোনেশিয়া স্পষ্টত ইসলামী দুনিয়ার একেবারে বাহিরের প্রান্তে অবস্থিত। এখানে ইসলামের অনেক কিছুই আঞ্চলিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বিপরীতক্রমে আবার ইসলামে স্থানীয়

যথার্থ অবদানের পরিমাণ খুবই নগণ্য, আদর্শগতভাবেই হউক বা আচরণগতভাবেই হউক, ইহা এমনকি সুদূর মূল ইন্দোনেশিয়াতে ঘটয়াছে।

কোন কালপঞ্জী বা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রসারের প্রকৃতি, কোনটিই সম্ভোষণকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ইসলাম প্রসারের যুগ সম্বন্ধে একথা অধিক যথার্থ। যেভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে দুইটি পদ্ধতির মিশ্রণের কথা প্রায়ই বর্ণনা করা হইয়া থাকে। জনসাধারণ (এককভাবে বা সপরিবারে) ক্রমে ক্রমে ইসলাম কবুল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কখনও বা এই প্রসার অত্যন্ত দ্রুত ঘটয়াছিল, তখন সমগ্র সমাজ একযোগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, যেমন পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণের চাপ সৃষ্টির সময়ে বা অন্য কোনরূপ জটিল সমস্যার কালে ঘটয়াছে। শেষোক্ত ধরনের পরিস্থিতির কালে মুসলিম চাপ সৃষ্টি অনেক সময়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। কচিং কখনও শক্তি প্রয়োগের বিষয় উল্লিখিত দেখা যায় কিন্তু উহা কোন স্বাভাবিক গৃহীত রীতি ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিস্তারের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম গিয়া পৌঁছিয়াছিল এক পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠা জীবন বিধানরূপে; এই ধর্মের আচার-আচরণ বা রীতি-পদ্ধতিতে ইন্দোনেশীয় অবদানের কোন প্রয়োজনই ছিল না। ঐতিহাসিক কালে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস একের পর এক তিনটি বহিরাগত প্রভাবের তরঙ্গ প্রবাহ দ্বারা অনেকখানি চিহ্নিতযোগ্য হয়। একটি আসিয়াছে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশ হইতে, উহার প্রকাশ ঘটয়াছে সেই দেশের ধর্ম ও দর্শন দ্বারা, বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা। দ্বিতীয় চেউটি ছিল ইসলামের; উহাও প্রথমে আসিয়াছিল উক্ত উপমহাদেশ হইতেই, কিন্তু পরে ইসলামের প্রেরণার মূল উৎস মধ্যপ্রাচ্যে স্থানান্তরিত হয়। তৃতীয় চেউটি ছিল যুরোপীয়, বিশেষ করিয়া ওলন্দাজ চেউ; উহা ছিল খৃষ্টান প্রভাব কিন্তু ধর্মীয় দিকটি কোন সময়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় নাই। চতুর্থ আর একটি বহিঃপ্রভাব ছিল ইন্দোনেশিয়ায় যুগ যুগ ধরিয়া চীনাগণের উপস্থিতি। তিনটি চেউয়ের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কম বেশী নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি পূর্ণ বেগে চলমান থাকিবার সময়েই ইতিমধ্যে তৃতীয় চেউটি আগাইয়া আসিতেছিল। পরে ইসলামের যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও খৃষ্ট ধর্ম সেখানে কিছুটা স্থান করিয়া নিতে থাকে।

উল্লিখিত চেউগুলির প্রতিটিই যখন আসিয়াছে তখন ইন্দোনেশিয়া দেশের আঞ্চলিক বিভাগ সাম্প্রতিক কালের ন্যায় ছিল না। কাজেই এই শক্তিগুলি যে 'ইন্দোনেশিয়াতে' গিয়া আঘাত করিয়াছিল, এরূপভাবে উহাদের আলোচনা করা বোধ হয় ঠিক হইবে না; তথাপি একটি বর্ণনামূলক পদ্ধতি হিসাবে ইহা খুব আপত্তিজনকও হইবে না, বিশেষ করিয়া চারটি কারণে: (১) ইরিয়ান বা নিউ গিনি সত্যিকারের অর্থে বর্তমান বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয় না; (২) ফিলিপাইনে ইসলাম পৌঁছিয়াছিল ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিয়া, এই ফিলিপাইন সব সময়ই একটি আলাদা দেশ ছিল; (৩) মালয়কে সম্পূর্ণ বিবেচনা বর্হিত করিয়া রাখা যায় না, কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার শুধু উল্লেখ করিয়া গেলেই চলিবে; (৪) দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপের অংশবিশেষ যেগুলি ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের অংশ নহে; যেমন উত্তর কালিমাতান (বোর্নিও) বা তিমুরের অর্ধেক অংশ, সেগুলি ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম বিষয়ে আলোচনাতে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় নয়।

এই তিনটি চেউয়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, প্রতিটিই প্রথমে আসিয়াছিল বাণিজ্য উপলক্ষে। প্রথম দুইটি হইতে তৃতীয়টির পার্থক্য ছিল এখানে যে, উহা ধীরে ধীরে একটি বিদেশী জাতি কর্তৃক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিজয়ের রূপ নেয়, অবশেষে একটি ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। তিনটি চেউয়ের আগমন ও অবস্থিতির মধ্যে আরও একটি বিষয়ে মিল রহিয়াছে যে, উহাদের কোনটিরই আগমন দ্বারা ইন্দোনেশীয় ধারাবাহিকতা বিপর্যস্ত হয় নাই। কিন্তু সেই তিনটির মধ্যে আবার পার্থক্য রহিয়াছে এখানে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী চেউয়ের বাহকগণ ক্রমে ক্রমে নূতন ইন্দোনেশীয় পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল, আর পাশ্চাত্যের চেউ বহনকারিগণ সুচিন্তিতভাবে এবং ক্রমেই বেশী করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। তদুপরি প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ইসলাম এখন ইন্দোনেশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। আর প্রথমটির দৃশ্যমানতা ও গুরুত্ব উভয় দিক হইতেই অনেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে।

ইসলাম প্রসারের কালপঞ্জী বিষয়ে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রথম স্থান লাভ করে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে, ৭শ/১৩ম শতাব্দীর শেষ ভাগে। চীনের সঙ্গে মুসলমানগণের বাণিজ্যের ইতিহাস উত্থান-পতন ও ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনায় পূর্ণ, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলাম সেখানে সাফল্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় রহিয়াছে। এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, কখনও কখনও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে এই কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মসলা ব্যবসায়ের কথা আসিয়া যায়, প্রধানত মলুক্কাস এলাকাতে ঐ ব্যবসা জমজমাট ছিল। ১২৯২ খৃ. ভেনিসের বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপলো উত্তর সুমাত্রার পেরলাক, সামুদ্রা ও লাঙ্গির বন্দরসমূহ সফর করেন এবং প্রথমেই দুইটি বন্দরকে চতুর্দিকে জড়-উপাসকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুসলিম বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাম্বোতে (গুজরাট) তৈরী ৬৯৬/১২৯৭ সালের তারিখযুক্ত একটি প্রস্তর নির্মিত আবরণ সামুদ্রাপাসেতে শাসক মালিকু'স-সালিহ-এর মাযারের উপরে রহিয়াছে, এই শাসক অবশ্যই একজন মুসলিম ছিলেন। অপর বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পর্যটক মরক্কোর ইবন বাতুতা ৭৪৬/১৩৪৫-৪৬ সালে এই অঞ্চল সফর করেন, তিনিও এই উপমহাদেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে ধরনের একটি অবস্থান হইতে প্রসারের গতি যেখানে শ্রুত হইবারই কথা ছিল, সেখানে উপকূলীয় রাজ্য মালাককা ইসলামের ভাবাধীনে আসিবার ফলে উহা এক বিরাট শক্তি লাভ করে; সেই মালাককা রাজ্য আদিতে (আনু. ১৪০০ খৃষ্টাব্দের দিকে) ছিল জনৈক জাতানী বসতি স্থাপনকারীর সৃষ্টি। অত্যন্ত সফল নৌশক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্য এই মালাককা চতুর্দিকে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারের কেন্দ্ররূপ হয়। ক্যাম্বোতেই তৈরী অপর একটি প্রস্তরনির্মিত মাযার ও শিলালিপি হইতে জনৈক মালিক ইব্রাহীম-এর নাম পাওয়া যায়, তিনি পূর্ব জাভার প্রেসিকে ৮২২/১৪১৯ সালে ইনতিকাল করেন। মালয় উপদ্বীপ ও উত্তর-পূর্ব সুমাত্রার বিভিন্ন অংশের উপকূল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। ১০ম/১৬শ শতকের প্রথম দিকে জাভার উত্তর উপকূলে কয়েকটি ছোট ছোট মুসলিম রাজ্য বর্তমান ছিল। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক নির্ধারণী শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয় পর্তুগালীয়দের ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধের চেতনাশক্তি হইতে। ১৪৯৮ খৃ. উহাদের প্রথম আগমন ঘটে

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, অতঃপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের পূর্বাভিমুখী প্রসার শুরু হয় এবং ১৫১১ খৃ. পর্তুগালীয়রা ইতোমধ্যে মুসলিম রাজ্যে পরিণত মালাক্কা অধিকার করিয়া নেয়। তৃতীয় ডেউটি যখন ইন্দোনেশিয়াতে গিয়া পৌঁছায় তখন উহা দ্বিতীয় ডেউয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এভাবে ইসলামের পরবর্তী অধিকতর বিস্তৃতিতে একটি মাত্রাবিহীন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক কৌশলগত বিষয় যুক্ত হয়।

সুমাত্রাতে ১০ম/১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লামপুঙ ও বেঙ্কলের এলাকা ইসলামীকৃত হয়, কিন্তু দক্ষিণ সুমাত্রার অভ্যন্তরভাগের শেষ আদি অধিবাসিগণ মাত্র ১৯১৯ খৃ. মুসলামান হয়। মিনাঙকাবাউ ইসলামীকৃত হয় উত্তর সুমাত্রা হইতে আগত লোকদের নিকটে মালক্কার পতন ঘটবার পরে। সেই বিজয়ী লোকেরা ছিল আতজেহ রাজ্যের এবং তাহারা মসলার ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। বাস্তবিক ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে চিরচলমান মসলার ব্যবসায় একটি উপলক্ষস্বরূপ ছিল, উহার আচ্ছাদনের অন্তরালেই দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি প্রধান বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ঘটনা আবর্তিত হইত। উত্তর সুমাত্রার মধ্যবর্তী বাটাক অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ বিলম্বিত হয়। দক্ষিণের বাক এলাকা ইসলামীকৃত হয় ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশে ক্রমে ক্রমে খৃষ্ট ধর্ম বিস্তার লাভ করে। সুমাত্রার পশ্চিমের দ্বীপসমূহ নিয়াস, কোন কারণে ইসলামের আবেদন বহির্ভূত থাকিয়া যায়, খৃষ্ট ধর্মও সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই।

কালিমানতান (বোর্নিও)-এর অভ্যন্তরীণ এলাকায় বর্তমান সময় পর্যন্ত জড়বাদী প্রকৃতি পূজা ও আদিম ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে। উহার উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে জনবসতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই অঞ্চল ব্যাপকভাবে ইসলামীকৃত হইয়াছে। এই ইসলামীকরণের কাজ করিয়াছেন দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা, বিশেষ করিয়া উত্তর ও পশ্চিমাংশে চীনা মুসলমানরা ও হাদ্রামী আরবগণ যথেষ্ট প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। নূতন নূতন উদ্ভূত বিভিন্ন রাজ্য অবধারিতভাবে মুসলিম পরিচয়, কখনও কখনও হাদ্রামী মুসলিম পরিচয় বহন করিত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্য হইতেছে বাঞ্জারমাসিন, কুতাই ও পোন্তিয়ানাক। প্রথমোক্তটি ১০ম/১৬শ শতকের মধ্যভাগ হইতে খৃ. ১৯শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল হলু সুসাই এলাকা।

সেলিবিস দ্বীপের (সুলাবেসী) মধ্যভাগে প্রধানত প্রকৃতি পূজারীই রহিয়া গিয়াছিল, শুধু সেখানকার তোরাজা সম্প্রদায় খৃষ্টান হইয়াছিল। ইহার উত্তরের প্রান্তবর্তী অঞ্চল খৃষ্টানপ্রধান হয়। কিন্তু ইহার দক্ষিণের দুই প্রান্তবর্তী অঞ্চল, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-শক্তির এলাকা ছিল মসলা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ—ইসলামীকৃত হইয়াছিল প্রধানত জাভা হইতে পরিচালিত প্রচারকার্যের ফলে ১১শ/১৭শ শতকে। কিন্তু এখানকার ইসলাম প্রচারকার্য বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়।

মোলুকাসে অংশত পর্তুগিজ প্রচেষ্টার ফলে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। পরে ওলন্দাজ চাপের কারণে সেখানকার খৃষ্টানগণ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু খৃ. ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে তেরানতে রাজ্য (Terante) পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অভিমুখে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল।

ছোট সুন্দা দ্বীপসমূহে ইসলাম প্রচার কিভাবে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহার আর এক পরিষ্কার

নিদর্শন পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে দুর্গম এই সকল অঞ্চলেও নূতন নূতন উখিত রাজ্য কিভাবে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা দ্বারা যে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা দৃশ্যমান রহিয়াছে। এভাবে বালী দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চল এবং লোম্বোক দ্বীপ ও সুমাত্রা দ্বীপ সেই কোন সময়ে ব্যাপকভাবে ইসলামীকৃত হইয়াছে, অথচ একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও বাদবাকী দ্বীপগুলিতে ইসলামের স্পর্শ নামমাত্র লাগিয়াছে।

জাভায় ইসলামীকরণের রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির ছাপ বরং আরও বেশী লক্ষণীয়। উল্লিখিত মুসলিম উপকূলীয় রাজ্যসমূহ প্রথমে অভ্যন্তরভাগের বৃহত্তর হিন্দু-বৌদ্ধ রাজ্যসমূহের করদরূপে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে আধিপত্যের পরিবর্তন ঘটে। দেমাক রাজ্যের অধীনে এক্যবদ্ধ হইবার পরে মুসলিম শক্তি অধিকতর প্রবল হয়। ১০ম/১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে জাভার সমগ্র অংশ এবং মাদুরা প্রথাগতভাবেই ইসলামীকৃত হয়, রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকাসমূহে ধীর গতিতে।

ইন্দোনেশিয়া ও ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহের মধ্যে সরাসরি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার ইসলামের ক্ষেত্রে একটি পর্যায়ক্রমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। কেহ কেহ এরূপ তর্ক উত্থাপন করেন যে, এই যে প্রক্রিয়া যাহা সম্ভবত ১৮৭৫ খৃ. দিকে শুরু হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে গৌড়াপস্থী ইসলামের পুনরারোপ। উহার লক্ষ্য হইতেছে প্রাথমিক যুগের ইন্দোনেশীয়কৃত রূপের ইসলামের স্থলে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রতিষ্ঠা করা। বহু স্থানেই এই বিশুদ্ধ আন্দোলনের ফলে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা বহুলাংশে বিমূর্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। একই সঙ্গে আবার উহার ফলে সেই সময়কার সংস্কারমূলক ও আধুনিক তাবাদিগণের মিশ্রিত চিন্তার দরজাও খুলিয়া গিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইতে ইসলামী পরিচিতির সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের উপর নূতন করিয়া জোর দেওয়া হয়। উল্লিখিত এলাকাগুলির কোনটির বিষয়েই একেবারে সঠিক কোন তথ্য নাই। তথাপি একটি বিষয় সত্য যে, জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পর হইতে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর হইতে (আগস্ট ১৯৪৫ খৃ.) ইন্দোনেশিয়ার তখন পর্যন্ত প্রকৃতিপূজারী লোকদেরকে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে আনিবার চেষ্টা অধিকতর জোরদার হয়। দীর্ঘকাল যাবত নিজেদের প্রকৃতিপূজারী অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিবার পর এখন তাহাদের আপাতপ্রয়োজন ইন্দোনেশীয় জাতীয়তার মধ্যে সংহত হওয়া। ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়া তাহাদের সেই প্রয়োজন ও নূতন আলোকপ্রাপ্তি উভয় উদ্দেশ্যই এবং উপকার সাধিত হয়।

ইসলামের আবেদন ইন্দোনেশিয়ায় কিভাবে গৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রাচীনতম বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমদিকে উত্তর সুমাত্রায়। ইসলামী পাণ্ডুলিপিসমূহ ও ওলন্দাজ চাক্ষুষ দেখা বিবরণ রহিয়াছে। এই এলাকাটি পরিষ্কারই তখন পর্যন্ত ইসলামের আলোক বিচ্ছরণের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। তথ্যাদি হইতে মনে হয় যেন এখানে সূফী তাত্ত্বিকগণের অনুসারীই বেশী ছিল এবং বিভিন্ন তারীকা গৌড়াপস্থী ইসলামের মাযহাবের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণ তুলনামূলকভাবে কতটা সহজভাবে এবং স্বৈচ্ছায় ইসলাম কবুল করিয়াছিল এ প্রশ্নটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা রহিয়াছে; কি কিভাবে তাহারা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিয়াও

আলোচনা হইয়াছে। কোন কোন আলোচনা ঐতিহাসিক সমান্তরলতা অনুসরণ করিয়াছে। এরূপও ধারণা করা হইয়াছে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাব দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অংশে লক্ষণীয় বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হইবার পরে অপর একটি রূপভেদ লাভ করিতে থাকে অর্থাৎ অস্তিত্বশীল কিন্তু পরিবর্তনশীল একটি শক্তি কাঠামোর আনুষ্ঠানিক যথার্থতা লাভ। বস্তুত পুরোহিতের যে কাজ ছিল তাহারও প্রচলন প্রাচীন ইন্দোনেশিয়াতে পূর্ব হইতেই ছিল। তদুপরি এরূপও আন্দাজ করা হইয়াছে যে, তুলনামূলক উপায়ে ইসলামী রীতি-প্রকৃতিসমূহ ইন্দোনেশিয়ার এখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকা মুসলিম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে স্থাপন করা হয় এবং তাহাও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত বা উদীয়মান শক্তিসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এ ধরনের ধারণা দুর্বল বলিয়াই মনে হয়, কেননা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করিবার জন্য একজন মাওলাবীর অভাবে বা যথাযথ ধর্মীয় আচার-আচরণে বা রীতিনীতি জানা না থাকিবার কারণে ইসলামের উপযোগিতা তাহাদের নিকট কিছু কম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা নয়। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে মুসলিম বিস্তৃতির এক সংকটজনক সময়ে ইসলামী শাস্ত্র পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ সিংহাসনের আড়ালে অবস্থিত সিদ্ধান্তকারী শক্তিরূপে কাজ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ জাভায় নয়জন ওয়ালী ইসলামের বাণী বহন করিয়া নিয়া যান বলিয়া স্মরণীয় ও কৃতী হইয়া রহিয়াছেন এবং সুমাত্রায় অন্তত একজন সূফী ছিলেন যিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রভাবের ডেউ এই দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় (অর্থাৎ সাংস্কৃতিক) উভয়ভাবেই অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং তাহা করিয়াছে ইসলামের প্রভাবের বিরুদ্ধে। ফলে ইন্দোনেশীয়গণ হয়তো আত্মরক্ষার জন্যই কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করিবার সুযোগ নেয়। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম হয়তো কোন সময়েই ইসলামের মত আকর্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কেননা পাশ্চাত্য হইতে আগত এই ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয় ক্রমাগতই তাহাদের মধ্যে অসংহত অবস্থায় ছিল। বিদেশী বস্তুরূপে থাকিয়া ইহা কখনোই সংশোধনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে নাই। গির্জার কর্তৃপক্ষ সচরাচর খৃষ্ট ধর্মের সম্প্রদায়গত এবং প্রায় ক্ষেত্রে স্থানীয় আবেদনগত দিক উপেক্ষা করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অপর পক্ষে মুসলমানদের বিষয়ে বলা যায় যে, তাহারা খৃষ্ট ধর্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসা একটি অতিক্রান্ত ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সংরক্ষিত মর্যাদার ধর্ম বলিয়া মনে করে। কাজেই স্বভাবতই কোন মুসলমান খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না।

এই সব কিছুর পরিণামে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় মানচিত্রে দেখা যাইবে যে, খৃষ্ট ধর্ম কেবল সেই সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়, যেখানে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রকৃতিপূজারীরা বাস করিত (যেমন মোলুকাসের অংশ বিশেষ, উত্তর সেলিবিস, সুমাত্রার বাটাক অঞ্চলের অংশবিশেষ), আর যেখানে নগরবাসী মিশ্র অধিবাসী হিসাবে বাস করিয়া থাকে। সেই মানচিত্রে দেখা যাইবে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ অধিবাসিগণ যেন একটি বিশেষ এলাকাতে সীমিত হইয়া রহিয়াছে (বালী দ্বীপের মধ্য ও পূর্ব অঞ্চল)। দেখা যাইবে যে, প্রকৃতিপূজারী আদিম লোকেরা এখনও বিভিন্ন দ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। মানচিত্রে আরও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মই জয়ী হইয়াছে এমনকি ১৯৫০-এর দশকে এবং ১৯৬০-এর দশকের রাজনৈতিক

সংঘাতের ফলে সাময়িকভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাব কিছুটা কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও মানচিত্রে উহার ব্যাপক স্থান দখল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বলা হইয়া থাকে, বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৯০% মুসলিম। পরিসংখ্যাগতভাবে এই তথ্য প্রমাণিত করা সম্ভব নহে, তবে ইহাকে সাধারণ অনুমান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সর্বমোট ১৬,১৫,৭৯,৫০০ জন (Ency. Brt. Y. B., ১৯৮৬ খৃ.)। সাড়ে ১৫ কোটি অধিবাসী নিয়া ইন্দোনেশিয়া আজকের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ।

এইভাবে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র বিস্তৃত এবং এখনও বিকাশমান ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এতই কঠিন যে, উহা নিয়া বারবার বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মতবিরোধ ও বিবাদ হইয়াছে মুসলিম ও অ-মুসলিম পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে এই নিয়া যে, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা কতটুকু সত্যিকারের মুসলমান। এই প্রশ্নটি যাহারা না-সূচক উত্তর দিতে ইচ্ছুক তাহাদের যুক্তি এই যে, ইসলাম এখানে আসলে একটি বাহ্যিক আবরণমাত্র, উহার নীচে আসলে যে ময়বৃত্তি ভিত্তি, তাহা জড়বাদ বা আদিম প্রকৃতিপূজারী প্রতিভূ, যাহার উপরের স্তরে এখানে সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধবাদের আচরণ রহিয়াছে এবং সেগুলি খুবই সম্পৃষ্ট। ইহাতে যদি সত্য থাকিয়াও থাকে, তথাপি ইহা ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের মুসলিম হিসাবে পরিচিতির ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নাই। এখনও সব বস্তুর যৌক্তিকতা ও আইনগত স্বীকৃতি রহিয়াছে যেগুলি সম্ভবত উৎপত্তি বা ধারণার দিক হইতে প্রাক-ইসলামী, অথচ সেইগুলিও সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত রহিয়াছে এবং সেইগুলিই ইন্দোনেশীয়গণের জন্য সাধারণত যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আইনের বিষয়ে শাফি'ঈ মাযহাবেরই প্রাধান্য সর্বত্র বিরাজমান এবং অন্যান্য মাযহাবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহার প্রাধান্যের এখনও অবনতি ঘটে নাই। তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি অধিকতর জটিল বলিয়া চিহ্নিত, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ঔপনিবেশিক শাসন এ ধরনের ইসলামের মৌলিক আইন এবং স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আইনের মধ্যকার পার্থক্যকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং উস্কাইয়া দিয়াছে। বাস্তবিক দীর্ঘকাল যাবত তিনটি প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির মধ্যে ইসলামী আইনেই সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্ব লাভ করিয়া আসিয়াছে। যথা প্রচলিত আইন, যেগুলির সংখ্যা অনেক এবং দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে এই আইনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। ওলন্দাজ আইন (শাসনতান্ত্রিক ও ফৌজদারী, দেওয়ানী আইন নহে), ইহা ক্রমেই অধিকতরভাবে প্রয়োগ করিয়া প্রশাসনকে সুষ্ঠু করিবার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায় এবং ইসলামী আইন, যাহা ইন্দোনেশীয়গণ কিছু সংখ্যক সীমিত প্রয়োজনের জন্য মাত্র গ্রহণ করিয়াছে এবং স্থান-কালভেদে এই প্রয়োগের পরিমাণের হেরফের হইয়া থাকে। উপরিউক্ত প্রতিটি আইন-পদ্ধতির স্ব স্ব প্রায়োগিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইসলামের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগের জন্য ইসলামী বিদ্বান ব্যক্তিগণ, যথা 'উলামা' বা 'কিয়াহিগণের স্থান সর্বাপেক্ষা। এই একটি পথে ইসলামের সকল বিদ্বান ব্যক্তি ঔপনিবেশিক যুগেরও আগে মুসলিম বিস্তৃতির প্রাথমিক যুগ হইতে নিজের গুরুত্বের কিছুটা অংশ গুণু রক্ষা করিয়া যে আসিতেছিলেন তাহাই নহে, ইহার দরুনই তাঁহারা প্রাক-ইসলামী যুগের অভিজাত শ্রেণীর (জাভাতে এই বিশিষ্ট শ্রেণীটি প্রিজাজি নামে পরিচিত) বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃতভাবে হইলেও যথেষ্ট কার্যকরভাবে সংস্থিত হন। অপরপক্ষে এই প্রতিযোগিতাই ইন্দোনেশিয়াতে

তাহাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা হইতে দূরে রাখিয়াছে— যেমন ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহে মুফতী ও কাদীগণের ন্যায় ধর্মীয় প্রধানগণের ভূমিকা। তবে যাহা মনে হয় তাহা যেন বিদ্বানগণের একটি ভিন্ন রকমের কতকটা কম ঐতিহ্যগত প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা। রাজনৈতিকভাবে কার্যকর বিদ্বান ব্যক্তিগণই সম্ভবত ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহের রাজনৈতিক কাঠামো এবং ইন্দোনেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে—যে ঐতিহ্য, এখানে বা সেখানে, হিন্দু-বৌদ্ধ রীতি দ্বারা প্রভাবিত—প্রধান সাধারণ সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। একই সঙ্গে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম প্রবেশের পর হইতে তাঁহারা সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শাসকের শাসনের পশ্চাতে তাঁহারা ইক্ষমতার অধিকারী, রাষ্ট্রের ইসলামী রূপটিকে তাঁহারা ইদৃশ্যমান করিয়া রাখেন এবং সেই রূপটির বাস্তবায়নের জন্যও দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য রাষ্ট্রের রূপ ও পরিচালনা পদ্ধতি যদি বিশেষ ধরনের ও ঐতিহ্যগত ইন্দোনেশীয় ধারণা অনুযায়ী হয়ও, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই তাঁহাদের উপরেই—যেমন জাভার নয়জন ওয়ালীর সমবায়ে গঠিত, কিংবদন্তীপ্রায়-পদ্ধতি-ইন্দোনেশিয়ার ইসলামীকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত। আধুনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশ্যে কথা বলিবার অধিকার লাভের পরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিষয়ে অবশ্য পালনীয় বা অ-পালনীয় কথাগুলি বলিবার দায়িত্ব তাঁহাদের উপরে আসে। তাঁহারা ইপুনরায় মুসলমানদের সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক সংস্থাসমূহে নেতৃত্বান্বিত ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন।

ইসলামের আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ওয়াক্'ফ-এর কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওয়াক্'ফ সাধারণভাবে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র প্রচলিত থাকিলেও ইহার কোন নিদিষ্ট ইন্দোনেশীয় ধরনের ব্যবহার বা প্রয়োগ নাই। তবে মনে করা হইয়া থাকে যে, এখানে ওয়াক্'ফ বাবদ যে পরিমাণ সম্পত্তি আলাদা করিয়া দেওয়া হয় তাহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশ অপেক্ষা কম। অন্য সব জায়গার মত এখানেও অভিভাবকত্ব বা পরিচালন বিষয়ক জটিলতা রহিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দুইটি প্রধান পদ্ধতির কথা আলাদা করিয়া বলিতে হয়। একটি ঐতিহ্যগত বোর্ডিং স্কুল বা পেসানত্রেন (Pesantren), মাদরাসাও বলা হইয়া থাকে; অপরটি হইল আরও আধুনিক শিক্ষা, যাহা আদিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে—যেমন মুহাম্মাদিয়ায় প্রদান করা হইত। এই শেষোক্ত ধরনের শিক্ষা এখন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত পদ্ধতির কোন কোন বৈশিষ্ট্য অদ্যাবধি ইরান বা তুরস্কের দরবেশগণের পরিচালিত গৃহশিক্ষা ব্যবস্থার কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু পেসানত্রেনের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবত ভারতীয় আশ্রমের রীতি হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ ইহা বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র। নিকটবর্তী এলাকার ছাত্রগণ এবং আশ্রম বিখ্যাত হইলে দূরবর্তী এলাকার ছাত্রগণও সেখানে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যায়। যিনি পরিচালক, তাঁহাকে বলা হয় 'কিয়াহি'। তিনিই প্রধান পণ্ডিত, ছাত্রগণের উপরে তাহার বিশেষ কর্তৃত্ব রহিয়াছে, পাস করিবার পরে তাহাদেরকে শিক্ষক হইয়া শিক্ষা দান করিবার ইজাযাত প্রদান করিবার জন্য তিনি তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। সব সময়ের জন্য তিনিই তাহাদের আধ্যাত্মিক নেতা ও শিক্ষাগুরু। শিক্ষকের ধারণাতে ভারতবর্ষে উস্তাদের যে স্থান, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী পরিবেশে 'আলিম-এরও সেই স্থান। এই সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে মক্কা

ও কায়রোর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের ঐতিহ্যগত যোগাযোগ রহিয়াছে, এই যোগাযোগ খুব সুসংগঠিত নহে, কিন্তু মোটামুটি নিয়মিত। শেষোক্ত স্থানগুলিতে যে বিদ্যার চর্চা হইত, এখানকার শিক্ষায়তনগুলিতে সময়ের ব্যবধানে তাহারই প্রতিফলন ঘটা ইবার চেষ্টা করা হয়। ঔপনিবেশিক যুগে ও তাহার পরেও এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা সামগ্রিকভাবে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শিক্ষার জন্য অনিষ্টকর হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নামকরণ করা হইয়াছে মাদরাসা এবং সেগুলিকে আরও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হইয়াছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এগুলির তিনটি স্তর ছিলঃ প্রাথমিক (১৩০৫৭ টি স্কুল), প্রাথমিক পরবর্তী (৭৭৬ টি) ও মাধ্যমিক (১৬টি)।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্থাপত্য শিল্প। কয়েকটি মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যতিক্রমধর্মী ভবন ব্যতীত (এগুলি 'আরব রীতির অনুকরণ, যেমন মেদান, কেবাজোরান) ইন্দোনেশিয়ার মসজিদগুলিতে যে নির্মাণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলিতে ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতে ইসলামী যুগে প্রবেশের ধারাবাহিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কুদুসের (Al-Quds) মসজিদের ন্যায় অন্যান্য কয়েকটি মসজিদে হিন্দু-জাভানী নির্মাণ রীতি লক্ষ্য করা যায়, যদিও সেইগুলিকে এখন ইসলামী ভবন বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ স্বীকৃতি দিয়া থাকেন। এইগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তিন বা চার স্তরে নির্মিত ছাদ, প্রায় প্যাগোডারই মত দেখিতে, সেইগুলির ফাঁক দিয়া যথেষ্ট বিশুদ্ধ টাটকা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। একান্তভাবেই একটি ইন্দোনেশীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে বেদুগ বা বিশাল গোলাকৃতির ড্রামের ব্যবহার, আযানের শব্দ যাহাতে ভালভাবে শোনা যায়, সেইজন্য এই বেদুগের মধ্যে দিয়া বড় আওয়াজ প্রচার করিয়া সালাতের আহ্বান পৌছান হয়। অপরপক্ষে মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যকার শ্রেণীবিভাগ দেশের সর্বত্র প্রায় একই রূপ।

ধর্ম পালনের বিষয়ে ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে তেমন ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সালাত অবশ্যই পড়া হয়, দুনিয়ার অন্য সব দেশে যেমন পড়া হয়; যাকাত প্রদান বিশৃঙ্খল ধরনের। ধর্মীয় আচার-আচরণের পবিত্রতা রক্ষায় ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমগণ অপেক্ষাকৃত অধিক কড়াকড়ি অবলম্বন করিয়া থাকেন। হাজ্জও সব সময়েই তাহাদের নিকটে আকর্ষণীয়—ইন্দোনেশিয়াবাসী ইহাকে চ্যালেঞ্জরূপেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। সুযোগ-সুবিধা পাইলেই অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ইন্দোনেশীয় (তন্মধ্যে অনেক নারীও) হাজ্জ পালন করিতে থাকেন। হাজ্জীগণ তাঁহাদের সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়া যান। হাজ্জী যদি ছোট কোন প্রত্যন্ত এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি সেখানকার একজন নেতৃত্বান্বিত ব্যক্তি হন এবং তাঁহার মতামতকে অনেক মূল্য দেওয়া হয়। অবশ্য শুধু হাজ্জ করিলেই যথেষ্ট হয় না, হাজ্জী সাহেবের যদি ইসলামী বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান না থাকে তবে তিনি সমাজে তেমন বড় সম্মান ভোগ করিতে পারেন না। হাজ্জযাত্রা বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা বেশী নিরাপদ হইবার ফলে এবং এখন অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোক হাজ্জে যাইবার ব্যয় বহনও সক্ষম বলিয়া তাহাদের মূল্যায়নটা এইরূপ হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে প্রধানত পাশ্চাত্যবাসিগণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে বলিয়া। হাজ্জের প্রতি ইন্দোনেশিয়াবাসীর আকর্ষণবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অর্থ ঋণ গ্রহণ করিবার প্রবণতার মধ্যে যদিও উহা স্পষ্টতই ইসলামী নির্দেশের বিরোধী।

উল্লেখ্য ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে এই কথা প্রায় সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, হজ্জের আরবরা তাহাদের বিবাহ হইবার বিয়টি একটি সামাজিক বিধান সর্বজনস্বীকৃত।

অধ্যাত্মবাদ বা সূফীবাদ এই দেশে অনেককাল যাবত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উত্তর সুমাত্রায় উহার প্রভাব ২০শে শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। দক্ষিণ সেলিবিসে অধ্যাত্মবাদ অবশ্যই প্রায় জাপানী অধিকারের সময়কাল পর্যন্ত থাকিবার কথা। এই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন সূফী তারীকণার নানা অস্তিত্বের পরিচয় এখনও রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইসলামের কেন্দ্রভূমিসমূহে উদ্ভূত বিভিন্ন তারীকণাও ছিল। তারীকণাপন্থী বা ভ্রাতৃসমাজের নামগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। যেমন শায়িলিয়া, কাদিরিয়া, নাক্-শাবান্দিয়া, খালওয়তিয়া, সাম্মাশিয়া, রিফাইয়া, তিজানিয়া। তবে তাহাদের সেই সব ধর্মীয় সংগঠনের কোন ব্যবহারোপযোগী তথ্যাদি নাই, কার্যাবলীর বর্ণনা বা বিবরণ তো নাই-ই। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাহাদের কর্মতৎপরতা কতটুকু ছিল বা সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নেই বা তাহাদের ভূমিকা কতটুকু ছিল, তাহাও এখন আর সঠিকভাবে জানা যায় না।

উল্লিখিত দুইটি অঞ্চল ছাড়াও সূফীগণ কর্তৃক প্রভাবিত তৃতীয় আর একটি অঞ্চল জাভা, যাহা একটি বড় বিষয়ে উপরিউক্ত দুইটি হইতে ভিন্নতর। জাভানী ইসলামী সূফীতাত্ত্বিক রচনাবলীতে সূফী ভাবধারা গ্রহণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুমাত্রার সূফীগণ যখন ভারতবর্ষীয় সূফীগণের স্থান অধিকার করেন তখন তাহাদের ভাবধারা বিকাশেও ধর্মীয় কর্মতৎপরতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু এখানে অধ্যাত্মবাদের আবহাওয়ায় এক পুরাপুরি পরিবর্তন ঘটে। অপরপক্ষে এই বিশেষভাবেই জাভানী সূফীতত্ত্ব অন্য কোন দ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

সর্বত্রই এখন গোড়াপন্থী ইসলামী শিক্ষা ক্রমে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করিতেছে। তবে দুঃখের বিষয় যে, এই প্রক্রিয়া এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা হয় নাই। সে কারণেই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে অজ্ঞেয়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী ধরনের (কেবাতিনান) অসংখ্য ধর্মীয় সংস্থা জাগিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক কয়টিই বিখ্যাত সূফীবাদী ইখওয়ান বা ভ্রাতৃসমাজের নামধারী এবং সেগুলির প্রতি বেশ কিছু শহরবাসী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকও যখন আকর্ষণ বোধ করিয়া সমবেত হইয়াছে, তখন তাহা যেন কতকটা বিশ্বয়কর বলিয়াই মনে হয়।

আরও কয়েকটি অপ্রধান বৈশিষ্ট্যও আছে। তন্মধ্যে প্রথম এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইতেছে স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু শী'আঃ প্রভাবের রক্ষণ। হা'সান-ছ'সায়ন অনুষ্ঠান, যাহা বস্তুত কোনভাবেই শী'আ মতবাদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কিত নহে, পশ্চিম সুমাত্রার মেনাংকাবাউ অঞ্চলে পালন করা হয়। সেই অঞ্চলে মাতৃপ্রধান ধরনের আইন থাকিবার ফলে এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যেগুলিতে ইসলামী আইনের কতকটা প্রকাশ্য নিকা ছিল।

আর একটি বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া মধ্যজাভার বৈশিষ্ট্য হইতেছে তথাকথিত 'ঙঙ পুতিহান' Nong putihan) বা 'সাদা (ধার্মিক অর্থে) মানুষ'। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম এই ব্যক্তিগণকে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ইসলামের প্রতি (গোড়াপন্থী ইসলাম) ইহাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত গভীর। সাধারণত ইহারা কোন মসজিদের নিকটে জমায়েত হইয়া থাকেন।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের মোটামুটি ঐতিহ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তালিকাভুক্ত করিবার পরে এখন সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক বিকাশসমূহের কথা বলা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রমবর্ধমান আকাজক্ষার পরিণাম অবশ্যই ঘটিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের বিভিন্ন কেন্দ্রের গুরুত্ব এই পরিস্থিতি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় যে, ওলন্দাজ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে এই দ্বীপপুঞ্জের সকল কার্যকলাপের কেন্দ্র জাভা দ্বীপের এতকাল পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বসম্পন্ন বন্দর জাকার্তায় (বাটাভিয়া) স্থানান্তরিত হয়। জাকার্তাই তখন হয় সকল কিছুর মূল কেন্দ্র। আবার ওলন্দাজ সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে যে প্রজ্ঞিবাদ ও প্রতিরোধ হইতেছিল, তাহার প্রকাশ বিভিন্নরূপেই দেখা দিতেছিল (তন্মধ্যে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষও হইত, যেমন জাভায় ১৮২৫-৩০ খৃ. ব্যাপী সংঘটিত দিপো নগোরোর বিক্ষুব্ধ যুদ্ধ), সেই সকল প্রতিরোধের পিছনে ছিল মুসলিম শক্তি। ওলন্দাজপ্রভাব ও ক্রমবর্ধমান ইন্দোনেশীয় আত্মপ্রকাশের মধ্যকার মেরুকরণ দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ইসলামী রূপের একটা প্রতিক্রিয়া দ্রুততর হয়। সেই প্রবণতা বিশ শতকের গোড়ার দিকে দুই আকারে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমটি ছিল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সেই সশস্ত্র প্রতিরোধ করা হইত ইসলামের নামে। পরেরটির কথা আমরা নীচে উল্লেখ করিব, উহা ছিল রাজনৈতিক সংগঠন, সাধারণত উহার মূল উদ্দেশ্যের বিষয় সশস্ত্র প্রতিরোধবিহীনভাবেই প্রকাশ করিত, কিন্তু সেই প্রকাশটি করিত ইসলামের নামে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইসলাম দেখা দেয় প্রধান পরিচালিকা শক্তিরূপে, জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক ধরনের যৌক্তিকতা হিসাবে; ঠিক ইসলামী পরিভাষায় উহার প্রকাশ ঘটুক বা না ঘটুক।

এক অর্থে পরিবর্তনটি সূচিত হয় ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যেই উহার নীতি গ্রহণের কালে। উহা আবার একই সময়ে ছিল এতকাল পর্যন্ত বস্তুতপক্ষে নিয়ন্ত্রণবিহীন কিছু সংখ্যক দ্বীপে কার্যকর ওলন্দাজ-ইন্ডিজ প্রশাসন চালু করিবারও কাল। সেই নীতিটির প্রতিবাদে গৃহীত সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য মুসলিম প্রতিরোধ ছিল ১৮৭৩ খৃ. হইতে শুরু করিয়া ১৯০৪ খৃ. পর্যন্ত পরিচালিত বিখ্যাত আতজেহ যুদ্ধ এবং এই সময়েই আবার ওলন্দাজ-ইন্ডিজ কর্তৃপক্ষ বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ইসলামতত্ত্ববিদ C. Snouck-Hurgronje-এর পরামর্শ অনুযায়ী এক নূতন নীতি গ্রহণ করে। উহার লক্ষ্য ছিল, শেষ উপায় হিসাবে, প্রতিরোধ শক্তিরূপে ইসলামী প্রচেষ্টাকে বিদূরিত করিয়া অধিকতর কার্যকরভাবে ওলন্দাজ শাসন কায়েম করা। আরও পরিষ্কারভাবে কথাটা বলিতে গেলে, যথার্থ বিরুদ্ধ শক্তি যাহাই থাকুক না কেন, সে সমস্তকে পরোয়া না করিয়া শাসন ক্ষমতা চালাইয়া যাওয়া। কেননা ইন্দোনেশিয়াতে মুসলিম বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী মানুষের সংখ্যা অনেক।

মোটামুটিভাবে প্রায় একই সময়ে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রেও কয়েক প্রকারের প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য যে কোন বিরোধ বা বিপ্লবের সময়ে অনুরূপ সাময়িক ধরনের মতভেদ দেখা দিয়া থাকে। প্রথমেই বলা যায় যে, ইসলামের কেন্দ্রভূমির বিভিন্ন দেশে যে সকল সংস্কারমূলক বা প্রগতিবাদী প্রবণতা দেখা দিয়াছে, সেগুলি প্রতিচ্ছায়া বা প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার উপরে পড়িয়াছে যদিও বা ভারতের মত উপমহাদেশে আবির্ভূত প্রগতিবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন, সেরূপ চিন্তাবিদ ইন্দোনেশিয়াতে কেহ আবির্ভূত হন নাই, এখানে এমন কি এই প্রবণতাপন্থী

দুইটি অংশের যে বিভাজন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বিশেষ রূপটিও ইন্দোনেশিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। একটির পরিসমাপ্তি ঘটে প্রধান রাজনৈতিক ধরনের একটি মুসলিম আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারবোধে, অপরটি সমাপ্ত হয় একান্তভাবেই ইন্দোনেশীয় ধরনের, স্থানীয় উগ্র স্বাদেশিকতার নীতিতে। প্রথমোক্ত ধারাটি সম্বন্ধে আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শেষোক্তটির বাস্তব ও কার্যকর প্রকাশ ঘটিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। উহা প্রকটিত হয় জাপানী অভিযান অধিকৃতির পরে, প্রথমে দক্ষিণ উপকূলের নিকটে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মধ্য ও পশ্চিম জাভার মাঝামাঝি এলাকাতে, চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দেশরূপে। নেগারা দারুল-ইসলাম নামে সেই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করেন কার্তোসুবিরাইও (Kartoswiryo) (কার্তোসুর্য়) ১৯৪৮ খৃ. (১৯৬২ খৃ. তাঁহাকে দমন করা হয়) এবং অতঃপর দ্বিতীয় ধারাটি দক্ষিণ সেলিবিস ও কালিমানতানের ন্যায় অঞ্চলসমূহে সামরিক অভিযানরূপে (১৯৪৯ খৃ.) প্রকাশ পায়। ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র ইহাকে দমন করিয়াছিল; কিন্তু নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। কেননা ইহার প্রকৃত প্রেরণা বাঁচিয়া ছিল।

দ্বিতীয়ত একের পর এক ধর্মসম্পৃক্ত আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সে সময়ে এগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই। একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় যে, এগুলি ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় নূতন করিয়া প্রদানের উদ্দেশ্যেই টিকিয়া ছিল। তথাপি ইহাদের উদ্দেশ্য জীবনের কোন সম্পূর্ণতা নির্ধারণ করা ছিল বলিয়া মনে হয় না, বরং প্রতিকূল পরিবেশে প্রয়োজনীয় আশ্রয় প্রদানই সম্ভবত ইহাদের লক্ষ্য ছিল। এই ধর্মসম্পৃক্ততাবোধের কিছু কিছু দিক ইসলামী দুনিয়ার ভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন (দ্র. ওয়াহ্‌হাবিয়া) পূর্ববর্তী পথ-নির্দেশকরূপে কাজ করিয়াছিল। সুমাত্রায় তাহার প্রভাব পড়িয়াছিল এবং ১২শ/১৮শ শতকের শেষভাগ নাগাদ জাভাতেও তাহা প্রভাবিত হয়। ভারত হইতে আহমাদিয়া আন্দোলনের প্রচারকরাও জাপানী অধিকারের পূর্বে ও পরে স্বল্পকালের জন্য এখানে প্রচার কার্য চালাইয়াছিল। কিন্তু এই চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা অতি নগণ্য সংখ্যক মাত্র লোককে নিজেদের মতবাদে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিল এবং তাহাও প্রধানত শহর অঞ্চলে। কালক্রমে এই আহমাদিয়াদেরই ন্যায় অন্যান্য আরও কয়েকটি ধর্মীয় মতবাদ ইন্দোনেশিয়াতে উদ্ভূত হয় (প্রাচীন ইন্দোনেশিয়া প্রকৃতি পূজা, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শনেরও রীতি-প্রকৃতির ও শিক্ষার মিশ্রিত রূপ)। সেগুলিতে আত্মিক তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য কিছু কিছু আধ্যাত্মিক বা এমন কি যাদুমন্ত্র ইত্যাদিও মিশ্রিত ছিল। সমসাময়িক কেবাতিনান আন্দোলনের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আবার ইন্দোনেশিয়ার কিছু কিছু এলাকা অন্যান্য এলাকা হইতে স্পষ্টতই কিছুটা বেশী উর্বর। তবে সব সময়েই দেখা গিয়াছে যে, এই ধরনের সম্প্রদায়গত আন্দোলন প্রায় ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এই ধরনের সম্প্রদায়গত আন্দোলনের নেতাগণকে 'কেয়াহি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইন্দোনেশিয়া ভাষায় এই শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা আলিম বা ইসলামী বিজ্ঞানে পণ্ডিত বা শাস্ত্রীয় বিদ্বান বুঝায়।

তৃতীয়ত রহিয়াছে ঐ ক্ষেত্র যেখানে রাজনৈতিক কর্মসূচীর জন্য আদর্শগত সমর্থন হিসাবে ইসলামকে কাজে লাগান হয়। ইহার দ্বারা ইসলাম ধর্ম অনেকটা বিদ্যুতে পরিষ্কৃতির আবের্ভে নিষ্কণ্ড হইয়া পড়ে। জাতীয়তাবাদ

যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সচেষ্ট হয়, তাহা তিনটি প্রধান প্রতিদ্বন্দী ভিত্তির একটি হিসাবে ইসলামকে দেখান হয়। ইহার অপরটি হইতেছে মার্কসবাদ, কড়া কড়িভাবে (রুশ বা চীন-কম্যুনিষ্ট আকারেই হউক বা আর একটু তরলীকৃত সমাজতান্ত্রিক সংশোধিত উপস্থাপনারূপেই হউক) তৃতীয়টি হইতেছে একেবারে সহজ সরল জাতীয়তাবাদ, যাহা পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং নিজ অধিকার বলেই যথেষ্ট আদর্শরূপ প্রতিভাত হয়; শেষ আশ্রয়রূপে উহা প্রতিআদর্শবাদস্বরূপ প্রতিপন্ন হয় যাহার নিদর্শন দেখা গিয়াছে ডঃ সুকর্নর পরিচালিত বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে। এখানে একটি মতাদর্শ তিনটি মৌলিক অবস্থানের অন্যতম হিসাবে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, বরং অপর দুইটিকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, যদিও বা তাহা পূর্ণ পরিষ্কারভাবে না হইলেও সীমিত পরিমাণে হইয়া থাকে। বিষয়টি হইতে এই যে, তিনটি মূলনীতি যেখানে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সে কার্যভঙ্গর রকমের প্রতিদ্বন্দিতামূলক, একই সঙ্গে সেগুলি আবার অবশ্যই বোধগম্য এই অর্থে যে, প্রতিটি অন্যগুলির কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে যাহাতে জনগণের আবেদন হইতে বঞ্চিত না হইতে হয়। আর যাহাই হউক না কেন, ইহাদের প্রতিটিই নিজস্ব মান অনুযায়ী এক-একটি আন্দোলন যাহা সমগ্র জাতিকে জড়িত করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। বাস্তবিকই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের আগে সকল প্রয়োজনে এগুলি সবই এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের চার দশককালে তিনটি প্রবণতার যে সদ্য উল্লিখিত প্রকাশ দেখা গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠানগত রূপ ও যোগাযোগ পদ্ধতি গ্রহণ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। এই সময়েই বহু বিভিন্ন ধরনের মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটে। কখনও কখনও (যেমন অধিকাংশ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে) সেগুলি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সেগুলি আবার সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করিতে সচেষ্ট হয় এবং তাহাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনও করে।

সর্বপ্রথম একেবারে যথার্থ ইন্দোনেশীয় সংস্থাটি (Association) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খৃ। উহা ছিল একটি জাভানী সংস্থা বা সমিতি। উহার উদ্দেশ্য ছিল মূলত শিক্ষার অগ্রগতি সাধন। উহার পরে পরে ১৯১১ খৃ সর্বপ্রথম বিশেষভাবে মুসলিম সংস্থা 'সারেকাত দাগাং ইসলাম' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ইহার নাম হয় শুধু 'সারেকাত ইসলাম।' পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের সমিতিরূপে প্রথম ইহা গঠিত হইয়াছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে উহার লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়ীগণের অর্থনৈতিক বিষয়াদির স্বার্থ রক্ষা করা, ঠিক রাজনৈতিক নহে এবং যে পর্যায়ে উহা ছিল বস্তুত যতটা ওলন্দাজবিরোধী তাহা অপেক্ষা বেশী চীনাবিরোধী। পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহা সম্ভবত তখন পর্যন্ত ছিল কিছুটা ধর্মীয়ভাবে নীতি নির্ধারিত এবং 'কেয়াহি' প্রভাবিত। কিন্তু অতঃপর উহা একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং স্পষ্টতই একটি জাতীয়তাবাদী রূপ লাভ করে।

১৯১২ খৃ. কতকটা ভিন্ন ধরনের একটি সংস্থা মুহাম্মাদিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কে. এইচ. দাহ্লান-এর ন্যায় ব্যক্তিগণের পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্দোনেশীয় মুসলিমগণের মধ্যে তৎকালে মিসর ও ভারতবর্ষের ন্যায় আধুনিকতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন পটভূমিতে এই আন্দোলন সম্ভবত অন্যান্য স্থানীয় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বেশি পোড়াপস্টী ছিল এবং সম্ভবত শিক্ষা বিস্তারের প্রতিও অধিকতর মনোযোগী

ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, এগুলি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি করিয়া অঙ্গ সংস্থাও চালু রাখিয়াছিল, সেগুলির মাধ্যমে উহার বিশেষ শ্রেণীর লোকের কাছে, যেমন নারী সমাজের কাছে বা তরুণদের কাছে তাহাদের আবেদন পৌছাইয়া দিত।

তৃতীয় আর একটি সংস্থার উদ্ভব ঘটে ১৯২৬ খৃ., উহার নাম ছিল নাহদাতুল-উলামা। উহার উদ্দেশ্য ছিল অধিকাংশ বিখ্যাত ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত অধিকতর ঐতিহ্যবাহী ও গোঁড়াগন্থী চিন্তাধারাসমূহের ময়বুত ঘাঁটিরূপে কাজ করিয়া যাওয়া। কিন্তু জনসমর্থন লাভের জন্য অপর দুইটি সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করা হইতে দূরে থাকিতে না পারিয়া উহা মৌলবাদী (Fundamentalist) হইতে পারে নাই, যেমন পারে নাই আরও পরবর্তীকালে দারুল-ইসলাম আন্দোলন।

তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কের মধ্যেও কোন মজবুত ও সদাবিद्यমান সুসম্পর্ক ছিল না। জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ফলে এক ধরনের ঐক্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন স্বার্থ থাকিবার কারণে সেই ঐক্য শক্তিশালী হয়। এই সংগঠনগুলি একযোগে কর্মসূচী গ্রহণ করিবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন ধরনের অধিবাসী একটি নব-উখিত জাতিতে পরিণত হয়, যে জাতি ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনে সকলে এক হইয়া আত্মপ্রত্যয় লাভ করে, সেই ঐক্যবোধ যতটুকু অগ্রগতিমুখীন হইয়া থাকুক না কেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাহারা মুসলিম হিসাবেই সমধিক অভিন্ন ছিল। অপরপক্ষে পাশাপাশি আবার গুরুত্বপূর্ণ অমুসলিম দল ও সংগঠনও থাকিবার কারণে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের নামে ঘটিত রাজনৈতিক ঐক্যেরও সীমাবদ্ধতা ছিল।

১৯৩৭ খৃ. সংস্থা ও সংগঠনগত ঐক্যবোধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয় যখন মুহাম্মাদিয়া ও নাহদাতুল-উলামা একযোগে 'মাজলিসুল-ইসলামি'ল-আ'লা ইন্দোনেশিয়া' (MIAI) নামে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ ইসলামী কাউন্সিল গঠন করে। ইহার সঙ্গে তৃতীয় সংগঠনটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে, যাহার নাম ছিল 'পারটাই সারেকাত ইসলাম ইন্দোনেশিয়া'। অবশেষে ১৯৩৯ খৃ. উহার একত্রীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ১৯৩৮ খৃ. নূতনভাবে 'পারটাই ইসলাম ইন্দোনেশিয়া' গঠিত হয়, উহা কতকটা পূর্বকার জোং ইসলামিয়েতেন বণ্ড (Young Muslims Association) হইতেই গঠিত হয়।

জাপানী অধিকারকাল : ১৯৪২-৪৫ খৃ. ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের জন্য দ্বিগুণ গুরুত্ব বহন করিয়া আনে। ঘটনার দীর্ঘকাল পরে পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা দ্বারা এমন এক প্রকারে ঔপনিবেশিকতা হইতে মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হইয়াছিল যাহার সঙ্গে জাপানীদের উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্কই ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, শাসক কর্তৃপক্ষের ইসলামী নীতিতে উহা এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়াছিল। আর সে পরিবর্তন জাভার ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়াছিল দেশের অন্যান্য স্থানে সেরূপ হয় নাই।

জাপানী বাহিনীর যে ইসলামী নীতি, তাহা ছিল তুলনামূলকভাবে সুপরিষ্কৃত দ্বিমুখী প্রচেষ্টা যেন এক সঙ্গে দুইটি সমস্যার সমাধান করা যায়: মুসলিম বিরোধিতাকে গোড়াতেই নির্মূল করা এবং যে সকল মুসলিম নেতার প্রতি জনসমর্থন রহিয়াছে, তাহাদেরকে দিয়া জাপানী পক্ষ সমর্থন

করাইয়া জনগণের আস্থাভাজন হওয়া। এই কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাপানী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল। একদিকে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কার্যকর ছিল, সেগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং চেষ্টার পরে চেষ্টা চলিতে থাকে যেন সেগুলির পরিবর্তে এমন একটি সংস্থা গঠন করা যায় যাহার কর্মকর্তাগণ জাপানী নির্দেশ মান্য করিয়া চলিবে। অপর দিকে কেয়াহি শ্রেণীর সংগঠনের মতবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাহারা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিশেষ শিক্ষা কোর্স সমাণ্ড করিয়া নেয়। এই বিষয়ে করণীয় ও কৃত কার্যাবলীর প্রতি সমর্থন দানের জন্য সমগ্র এলাকাব্যাপী অফিসার নিয়োগ করা হয়। ইতোপূর্বে ওলন্দাজরা যেরূপ স্থানীয় বিষয়াদি লক্ষ্য করিবার জন্য একটি দফতর সৃষ্টি করিয়াছিল, জাপানীদের ব্যবস্থা ছিল যেন উহারই এক ধাপ অগ্রবর্তী অপর এক বিকৃত রূপ। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও জাপানী ইসলামী নীতিতে মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল, যাহার ফলে ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন এক শক্তির সৃষ্টি হয় যে, যে কোন বহিঃশক্তির চাপ অস্বীকার করিয়া তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করিতে পারে এবং যাহা তাহাদের সেই উপলব্ধিকে সোচ্চার করিবার লক্ষ্যে তেমন কোন কিছু করিতে পারে নাই।

১৯৪৫ খৃ. আগস্ট মাসে জাপানী অধিকার শেষ হইলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সূচিত হয় এবং তাহা সম্পন্ন হয় দুইটি স্তরে। ১৭ আগস্ট তারিখে জরুরীভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে-(দ্র. দুসতুর) ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি হয়। বস্তুর প্রথমে তাহা জাভা দ্বীপের একাংশে মাত্র বাস্তব রূপ লাভ করে এবং সেই নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রকে উপনিবেশবাদী ওলন্দাজগণের সঙ্গে তাহাদের এক নূতন ইন্দোনেশিয়া দেশ গঠনের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে হয়। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সরকারীভাবে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের নিকটে হস্তান্তরিত করা হয় ১৯৪৯ খৃ.। উহাতে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কর্তৃত্বের জন্য প্রচেষ্টার দুইটি শক্তিই মুসলমানদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে মুসলমানরা প্রধানত নিজেদের উদ্যোগে জাপানিগণ কর্তৃক চাপাইয়া দেওয়া নানা সংস্থা এবং চিন্তাধারার ধ্বংসাত্মক অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম জনজীবনে প্রধানত দুইটি ভূমিকা পালন করিয়াছে। একদিকে ইহা পরিচিতির অন্যতম প্রধান পথ এবং বাস্তবিক জাতীয় আদর্শেরও পস্থা। পঞ্চশীলা বা জাতীয় আদর্শের পাঁচ দফা অতি কৌশলের সঙ্গে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে মুসলমানগণ উহাকে নিজস্ব বলিয়াই দাবী করিতে পারে, আবার অমুসলমানদেরকেও যেন ভিন্ন সত্তা বলিয়া দূরে সরাইয়া না দিতে হয়। পাঁচ দফার অন্যতম দফা হইতেছে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা; তথাপি আদর্শগত পালনীয় হিসাবে সেই স্বীকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শকেও সমর্থন করে যাহা শেষ পর্যন্ত জাতীয় আদর্শের সঙ্গে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক হইয়া দাঁড়ায়; তবে সেই আদর্শকে ঘিরিয়া খৃষ্টান ও অন্য দলও একতাবদ্ধ হয়। এই সব কিছুই অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক আঁওতায় প্রতিফলিত হয়। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব ইসলামী নীতি (যাহা অবশ্যই ওলন্দাজ ও জাপানী নীতি হইতে ভিন্নতর হইবে) নূতনভাবে গড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের অংশবিশেষ হিসাবে রূপায়িত হইতে থাকে। এই মন্ত্রণালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন ধর্মাবলম্বীর সামাজিক প্রয়োজনের

প্রতি লক্ষ্য রাখা। তবে এই মন্ত্রণালয় অবধারিতভাবে অত্যধিক মুসলিম রূপ লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে কেয়াহি বৈশিষ্ট্য যুক্ত রহিয়াছে।

অপরদিকে ইসলাম দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম হইয়াছে এই অর্থে যে, ইসলামের পরিচয় দ্বারা কেহ চিহ্নিত হইয়া জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব। আর সেই রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বা একান্তভাবেই যে ইসলামী ধরনের হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহাকে কখনও কখনও ওলন্দাজ রাজনৈতিক পদ্ধতিতে যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, তাহারই পরিণতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়তো পাওয়া যাইবে ইন্দোনেশীয়গণের আত্মপরিচয়ের রূপ দানে ইসলামের যে ঐতিহ্যগত ভূমিকা রহিয়াছে তাহাতে। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে ১৯৪৫ খৃ. জুন মাসে সংঘটিত পিয়াগাম জার্তা। উহা ছিল শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক দলীলস্বরূপ। উহাতে উল্লিখিত ছিল যে, ইন্দোনেশিয়ার সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হইবে। রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইসলাম ইতিপূর্বে উল্লিখিত অপর দুইটি শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জড়িত হয়, একটি কম্যুনিজম ও অপরটি জাতীয়তাবাদ। এই সকল অবস্থায়ই এমন কোন জরুরী প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ একান্তই ইসলামী ধরনের তুলনামূলকভাবে মহত্তর ধারণার বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইবেন। কার্যত মুসলমানদের যুদ্ধ-পূর্বকালীন যে একান্তই রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ধরন ছিল তাহাই আবার ফিরিয়া আসে, শুধু নামগুলির সংশোধন করা হয়—ইহাও জাপানী হস্তক্ষেপের কারণে এবং সেই একই অমঘবৃত্ত পারস্পরিক সম্পর্ক তখনও বর্তমান ছিল।

জাপানিগণ কর্তৃক MIAI-এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত মাশুমি (Mashumi= মাজলিস শূরা মুসলমীন ইন্দোনেশিয়া) প্রথমে পারটাই পলিটিক ইসলাম ইন্দোনেশিয়া নামে পুনর্গঠিত হয় (দ্র. হি'য্ব) এবং মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু সংস্থাটি দীর্ঘকাল সেরূপ থাকে নাই। পারটাই সারেকাত ইসলামী ইন্দোনেশিয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ফলে উহা একেবারে সেই ১৯১২ খৃ. হইতে উজ্জীবিত থাকিবার গৌরবময় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে এবং পূর্বকার কয়েকটি ভাঙনের ঘটনা থাকা সত্ত্বেও (১৯২৩ খৃ., ১৯৩২ খৃ., ১৯৩৬ খৃ., ১৯৩৮ খৃ.) অটুট অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। মেনাংকাবাউ (সুমাট্রা)-এর মোটামুটিভাবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পারটাই ইসলাম, “পারসাতুয়ান তারবিয়াহ ইসলামিয়া” আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫২ খৃ. নাহদাতুল ‘ল-‘উলামা, মাশুমি হইতে রচিত হইয়া যায় এবং নিজের স্বাধীনভাবে একটি দল গঠন করে। ফলে ১৯২৬ খৃ. যে ঐতিহ্যের গুরু হইয়াছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক চাপের মুখে মাশুমি ও PSII-কে দমন করা হয় এবং ১৯৫৯ খৃ. বাদবাকী রাজনৈতিক দলগুলির একত্রীকরণের চেষ্টা করা হয়। ড. সুকর্নর শাসনামলের অবসানে ১৯৬৭ খৃ. আরও একটি ইসলামী পার্টি আত্মপ্রকাশ করে, উহার নাম পারটাই মুসলিমিন ইন্দোনেশিয়া। এই কয়েকটি পার্টির রাজনৈতিক প্র্যাটফর্মের সাদৃশ্য এরূপ যে, তাহাদের মধ্যে কোনটি যে গৌড়া ইসলামপন্থী আর কোনটি আধুনিকতাবাদী তাহা বাস্তবিকই খুব পরিষ্কার নহে। প্রতি দলেরই দাবী যে, তাহা সমগ্র দেশের মুসলিমগণের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। ফলে তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বিরাজমান ছিল।

এই পরিস্থিতিতে ইসলামী জীবনধারার অপর একটি দিক সম্বন্ধেও আলোচনা করা আবশ্যিক। তাহা হইল সচেতনভাবে ধর্মভীরু মুসলমানদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশ মুতাবিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডে জীবনকে দেখা এবং গঠন করিতে পারার প্রয়োজনীয়তা। এখন পর্যন্ত এই প্রয়োজনীয়তার কিছুটা ইতোপূর্বে উল্লিখিত কেবতিনান আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে (কিন্তু বাস্তবায়ন সামান্যই হইয়াছে)। কিন্তু রাজনৈতিক দলসমূহ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যেগুলির রহিয়াছে, সেগুলির পক্ষে ইহার জন্য সন্তোষজনক কিছু করার প্রকৃতি সামান্যই আছে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) C. Snouck Hurgronje. Verspreide Geschriften, ৪খ., বন ১৯২৪; (২) G. F. Pijper, Fragmenta Islamica, Studien over het Islamisme in Nederlandsch-Indie, লাইডেন ১৯৩৪ খৃ.; (৩) G. H. Bousquet, Introduction a l'etude de l' Islam indonesien, REI-তে প্রকাশিত ১৯৩৮ খৃ., ১২খ, পৃ. ১৩৫-২৫৯; (৪) এ ছালীম, Riwayat kedatangan Islam di Indonesia, জাকার্তা ১৯৪১ খৃ.; (৫) R. A. Kern, De Islam in Indonesie, দি হেগ ১৯৪৭ খৃ.; (৬) J. Prins, Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesie, দি হেগ ১৯৪৮ খৃ.; (৭) G. W. J. Drewes, Indonesia : mysticism and activism, in G.E. von grunebaum (সম্পা), Unity and variety in Muslim civilization-এ প্রকাশিত, শিকাগো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২৮৪-৩১০; (৮) J. C. van Leur, Indonesian trade and society, essays in Asian social and economic history, দি হেগ ১৯৫৫ খৃ.; বিশেষ করিয়া ১১০ পৃ. হইতে; (৯) এইচ. জে. বেনদা, The Crescent and the rising sun, Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945 দি হেগ ১৯৫৮ খৃ.; (১০) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Aspects of Islam in post-colonial Indonesia, দি হেগ ১৯৫৮খৃ.; (১১) B. Schrieke, Indonesian sociological studies, দি হেগ ১৯৫৭ খৃ.; ২খ., বিশেষ করিয়া ২৩০ পৃ. হইতে।

C. A. O. van Nieuwenhuijze (E.I.²)/ছাময়ান খান

৬। সাহিত্য : ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ বিশাল এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত। সেখানে দুই শতেরও বেশী ভাষা কথিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আমরা সাহিত্যের বিরাট বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। এই ভাষাসমূহ যেহেতু মুসলমানদেরই কথিত ভাষা (দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন এলাকা এখনও ইসলামীকৃত হয় নাই), কাজেই সকল ভাষার সাহিত্যও ইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত—কোনটি বেশী, কোনটি কম। এই প্রভাব ছিল দ্বিমুখী; একদিকে ইসলামের কারণে পূর্বকার অনেক সাহিত্যকর্মই, বিশেষ করিয়া ধর্মসম্পৃক্ত সাহিত্য অপসৃত হইয়া যায়; অপর দিকে ইসলাম নূতন রীতি সৃষ্টি করিয়া এবং সাহিত্যের স্থানে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া সেই সকল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। একই সঙ্গে পূর্বকার কিছু কিছু সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে এই নূতন ধারার সাহিত্য যুক্ত হইয়াও অবদানের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করে।

এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনা ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ইসলাম সম্পৃক্ত অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব। ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে ইসলামের যতটুকু প্রভাব, তাহা মূলত ধর্ম হিসাবে ইসলামেরই প্রভাব। ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় অনুবাদে, 'আরবী ও ফার্সী সাহিত্য অবলম্বনে রচিত সাহিত্যে, যেগুলি শিক্ষার প্রয়োজনে এবং সৌকর্যের প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল : আরবী পাঠ্য বই, ব্যাকরণ, কুরআন শরীফের অনুবাদ, টীকা, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ, ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ, ধর্মতত্ত্ব, আইন ও অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক গ্রন্থ অর্থাৎ সংক্ষেপে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ ও মারিফাত বিষয়ক যে কোন বিষয়ে রচিত হইয়াছিল। আদাব সাহিত্য, যাহা ইসলামী সভ্যতার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কবিতা ও সাধারণভাবে রম্যরচনা জাতীয় সাহিত্য খাঁটি ধর্মীয় সাহিত্যের তুলনায় পরিমাণে কম। ইসলামী বিজ্ঞান বিষয়ক, প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক এবং ভূগোল ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য অর্থাৎ সে সব বইয়ের নাম আঙ্গুলে গণনা করা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জোড়া ইসলামের বিরাত ও দৃশ্যমান প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সেই প্রভাব ছিল সীমিত এবং প্রধানত ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ইহার একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই ঘটনা হইতে যে, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত ছিল ইসলামী সভ্যতার বাহিরে বা একেবারে শেষ প্রান্তে। তদুপরি ঐতিহাসিক পটভূমিতে দেখিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম আসিয়াছিল বিলম্বে এবং ইসলামীকরণের প্রক্রিয়াও কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, সেই প্রক্রিয়া বস্তুত আজকের দিন পর্যন্ত চলিতেছে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত (৭ম/১৩ম শতাব্দী হইতে একেবারে ১১শ/১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত) ইন্দোনেশিয়া ও আরবের মধ্যে যোগাযোগ ছিল দূরূহ এবং খুবই সামান্য। যে সকল ব্যক্তি ইসলামের আধ্যাত্মিক ও তামাদুনিক জীবনের কেন্দ্রভূমিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সুদীর্ঘ ও বিপজ্জনক সমুদ্রপথ পাড়ি দিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই যাইতেন হাজ্জ করিতে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য পবিত্র স্থান ঘিয়ারাতে। তবে তাঁহাদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সে সকল স্থানে দীর্ঘতর সময় অবস্থান করিতেন, হয়তো বা কয়েক বৎসর ধরিয়াই অবস্থান করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান লাভ করিতেন। সেখানে তাহারা যে সকল কিতাব পাঠ করিতেন সেগুলির অনুলিপি করিয়া সঙ্গে লইয়া নিজেদের দেশে আসিতেন, সে সব কিতাবের প্রায় সবই ছিল ধর্ম বিষয়ক পাঠ্য বই।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য। এই ব্যবসার প্রয়োজনে অনেক বিদেশী বণিক-আরব, পারস্যবাসী বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্দরসমূহ হইতে আগমনকারী বণিকগণ এই দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করিতেন এবং এইরূপ ধরিয় লওয়া যায় যে, তাহারা নিজেদের বাণিজ্যসম্ভার ছাড়া সাংস্কৃতিক দ্রব্যসম্ভারও বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তন্মধ্যে থাকিত বিভিন্ন সাহিত্যিকর্ম, যেমন গল্প-কাহিনী, রোমাঞ্চ ইত্যাদি যেগুলি পরবর্তীতে মালয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং ক্রমেই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। বন্দর-নগরীগুলি ছিল এরূপ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিচ্ছুরণ কেন্দ্র। সেখানকার জনসংখ্যা ছিল মিশ্র শ্রেণীর এবং বহু পূর্ব হইতেই আন্তর্জাতিক ধরনের। আন্তঃএশীয় বাণিজ্যে যাহারা অংশগ্রহণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দ্বিভাষিক। কেহ কেহ, এমন কি দুইটিরও বেশী ভাষা জানিতেন এবং সেই গুণটির কারণেই দ্বীপপুঞ্জে ইসলামী সাহিত্যের অনুবাদ ও ভাষানুবাদ যথেষ্ট হয় এবং ইসলামী সাহিত্যের প্রসার ঘটে।

ইসলাম প্রসারের জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহৃত হয় তাহা ছিল মালয় ভাষা। মালয় ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যাবলী যদিও খুবই সামান্য, তথাপি ধরিয় লওয়া যায় যে, দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম আসিয়া পৌছবার আগে ইতোপূর্বেই এই ভাষাটি এই অঞ্চলের জনগণের ভাব বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম ছিল। ভাষাটির উপরে যে নতুন দায়িত্ব আরোপিত হয় তাহার ফলে মালয় ভাষার উপরে উহার বহু প্রভাব পড়ে। বিপুল 'আরবী শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে শুধু যে মালয় ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাই নহে, বরং তদুপরি (কিন্তু ইহা সম্ভবত বহুকাল পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল) শব্দ গঠনতত্ত্বের দিক বিবেচনা করিলে মালয় ভাষাতে এক সহজীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহার ফলে মালয় ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (= ভাষা ইন্দোনেশিয়া) ভাষাতে পরিবর্তিত হইয়া বিকাশ লাভ করিতে থাকে যাহা পরে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। দীর্ঘকাল যাবত আদি ভারতীয় ইন্দোনেশীয় লিপি 'আরবী-ফার্সী লিপির পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, যাহা মালয় বর্ণ শুদ্ধির প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্তটি পশ্চাতে পড়িয়া যায় এবং শেষোক্তটি উহার স্থান অধিকার করিয়া লয়। যথার্থভাবেই বলা যায় যে, জাতানী ইত্যাদি সাহিত্যের অনুরূপ মালয় সাহিত্য বস্তুত ইসলামী সাহিত্য। এই মালয় ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল এবং প্রধানত সে কারণেই সেই সকল ভাষাভাষী লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

মালয় ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞাত লেখক ও কবিগণের রচনা (আর এই কথা দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে সমভাবে সভ্য) অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা বা সম্পাদকগণের নাম জানা যায় না। গ্রন্থসমূহের রচনাকালও জানা যায় না অর্থাৎ গ্রন্থগুলি যে কোন্ বৎসর বা এমন কি কোন্ আমলে রচিত হইয়াছিল তাহা আদৌ কোন নিশ্চয়তার সঙ্গে নিরূপণ করা যায় না। ইহা অবশ্যই এক মস্ত বড় অসুবিধার বিষয়। ইহার ফলে মালয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা—যাহাতে অতীত যুগের সাহিত্যের বিকাশের বিষয় আলোচিত থাকিবে, তাহা অত্যন্ত কঠিন কাজ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, আপাতত সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক পদ্ধতি হইতেছে মালয় সাহিত্যের অনুরূপ গ্রন্থসমূহকে, যেগুলি ইসলামী প্রভাবের আমলে রচিত হইয়াছে, সেগুলিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া। সব না হইলেও নিম্নের উল্লিখিত অনেক গ্রন্থই দ্বীপপুঞ্জে অন্যান্য ভাষাতে পাওয়া যায়, যেমন আকেহনী, জাতানী, সুনদানী-মাকাসসারী, বুগিনী ইত্যাদি ভাষা। নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলি বৈশিষ্ট্যময় :

(১) কুর'আনের কাহিনী বা কুর'আনে উল্লিখিত নবীগণের ও অন্যান্য মানুষের কাহিনী। এসবের মধ্যে কিছু কিছু কাহিনী নবীগণের কাহিনীর সংকলন : হিকাজাত আয়িয়া (হিকাজাত আয়িয়া)। অন্যগুলি বিশেষ বিশেষ নবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত : হিকাজাত জুসুফ (যুসুফ), হিকাজাত নবী মুসা মুনাজাত, হিকাজাত ওয়াসিচ্জাত লুক'মানু'ল-হাকিম হিকাজাত যাকারিয়া (যাকারিয়া), হিকাজাত রাজা ফিরাউন ইত্যাদি। একদিকে এই সকল কাহিনীর বিশাল সকল চরিত্র রহিয়াছে, অপরদিকে এইগুলির উদ্দেশ্য হইতেছে কুর'আনে উল্লিখিত কোন কোন কাহিনী পরিপূর্ণ করা এবং ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো। সে হিসাবে এইগুলি কুর'আনের ব্যাখ্যাধরূপ, মূলত ধর্মতাত্ত্বিক অর্থে নহে যদিও, কিন্তু ঐতিহাসিক ও সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়োজনে অবশ্যই। এই সকল কাহিনীর বিষয়বস্তু সাধারণত 'আরবী ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন রহিয়াছে কুর'আনের বিখ্যাত সব টীকা

এছে, আল-বায়দাবীর ভাষ্যে বা আল-জালালায়ন-এর ভাষ্যে ও আল-কিসাস্‌দির কিতাব ক'সাসুল-আদ্বিয়াতে। এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যেমন ছিল হিকাজাত রাজা জুমুজুমাহ—যেখানে 'ঈসা নবী ও জনৈক কাক্সির রাজার নরমুওের মধ্যকার জাহান্নামের শাস্তি সম্বন্ধে কথোপকথন বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু হইতেছে স্বয়ং রাসূল (স)-এর জীবনের নানা কাহিনী। বিষয়বস্তু অবশ্যই 'আরব হইতে আহরিত, কিন্তু সেগুলি পারস্যের মধ্য দিয়া অর্থাৎ ফার্সী অনুবাদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেগুলিতে রাসূল (স)-এর জীবন, তাঁহার জন্মের পূর্বেকার ঘটনাবলী, তাঁহার জন্মবিষয়ক নানা কিংবদন্তী, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রদর্শিত আশ্চর্য ঘটনাবলীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একটি সুবিখ্যাত বই হইতেছে হিকাজাত নূর এবং উহার আধ্যাত্মিক প্রবণতা অত্যধিক। একরূপ বুঝানো হইয়াছে যে, বিশ্বজগত সৃষ্টি হইবার পূর্বেই নবীগণের মধ্যে রহস্যময় আলোকের অস্তিত্ব ছিল, অতঃপর সেই আলোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে। আলোকের রহস্যময় প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন সূক্ষী ভাস্কিক ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত হইয়াছে। এই হিকাজাত নূর আবার হিকাজাত মুহাম্মাদ হান্নাফিজ্জাহ (নিম্নে দ্র.) গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপির প্রথম অধ্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিকাজাত নাবীবেরতুজুকুর নামক গ্রন্থখানিও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইহার বিষয়বস্তু ছিল জিবরাসিল (আ) কর্তৃক রাসূল (স)-এর মাথার চুল কামানো। এই গ্রন্থখানির পাঠকের সংখ্যা যথেষ্ট, উপরন্তু ইহা কয়েকবারই মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিলে নানা রকম রোগ ও বালা-মুসিবত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া এবং মৃত্যুর পরে কবরে মুনকার ও নাকীর ফিরিশতাদ্বয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দানে সক্ষম হওয়া যায় বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। হিকাজাত নাবী মিরাজ গ্রন্থের পাণ্ডু-সংখ্যাও অনেক। এইগুলিতে রাসূল (স)-এর মিরাজ গমনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একটু ভিন্ন ধরনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে হিকাজাত নাবী মেনগাজার আনাকনজা ফাতিমা [রাসূল (স) কর্তৃক তাঁহার কন্যা ফাতিমা (রা)-কে প্রদত্ত উপদেশাবলী] গ্রন্থখানি নাবী সমাজের জন্য আয়নারূপে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি কি, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং হিকাজাত নবী মেনগাজার 'আলী [রাসূল (স) কর্তৃক হযরত 'আলীকে প্রদত্ত উপদেশাবলী] গ্রন্থখানি হইতেছে ধর্মের চারি পথ, শারী'আত, ভারীকাত, হাকীকাত ও মা'রিফাত বিষয়ক আধ্যাত্মিক ধরনের। রাসূল (স)-এর অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে পাই হিকাজাত বুলান বেরবেলাহ; এই গ্রন্থটিতে রাসূল (স) কর্তৃক অঙ্গুলির নির্দেশে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিবার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পাঠের উদ্দেশ্য হইতেছে পাঠক-পাঠিকাগণের নৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং মহৎ জীবন যাপনে সাহায্য করা। 'হিকাজাত ইবলিস দান নাবী মুহাম্মাদ' গ্রন্থে হযরত (স) ও ইবলীসের মধ্যে কথোপকথনের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। হিকাজাত তাৎকালী রাসূল আল্লাহ মেমবেরি সিদিকাহ কেপাদা সেওরাং দিরবেসজ [রাসূল (স) কর্তৃক দরবেশকে শিক্ষা দানের কাহিনী] এবং হিকাজাত নাবী দান ওরাং মিসকীন [রাসূল (স) ও দরিদ্র ব্যক্তি] সেই শ্রেণীর গ্রন্থ; শেযোক্ত দুইখানি দরিদ্র সাধারণের প্রতি মানুষের করুণা ও উর্দার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনভিত্তিক কাহিনীর প্রসঙ্গে দুইখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতেই হয়; হিকাজাত (হিকাজাত) ওফাত নাবী [নবী (স)-এর ওফাতের কাহিনী], এই গ্রন্থটিতে ফার্সী গ্রন্থ অবলম্বনে পুনর্লিখিত এবং হিকাজাত

মলুদ (মৌলুদ, মৌলিদ) অর্থাৎ নবী (স)-এর জনা কাহিনী বর্ণনা। পূর্বেও ইহা সুপরিচিত ছিল এবং এখনও সেরূপই সুবিখ্যাত রহিয়াছে। আর একখানি গ্রন্থ, নাম মলুদ বারজানজী [এই গ্রন্থটিতে মূল ভারতীয় লেখক বারজানজী কর্তৃক নবী (স)-এর জন্ম কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে], নবী (স)-এর জন্মদিনের অর্থাৎ ঈদ-ই-মিলাদুননবীতে পাঠোপযোগী বিষয়বস্তু ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদুপরি এই প্রসঙ্গে আল-বুসীরী রচিত সুপরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ বুরদা (দ্র.)-এর উল্লেখ করিতেই হয়, সেই গ্রন্থটিতে কখনও কখনও ফাঁকে ফাঁকে মালয় অনুবাদও দেওয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে রাসূল (স)-এর সমসাময়িক ব্যক্তিগণ—সাহাবীগণের এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদিগণেরও জীবনভিত্তিক কাহিনীসমূহ। প্রথমত আমরা উল্লেখ করিব হিকাজাত রাজা খান্দাক (হিন্দিক, উন্দুক, 'আরবী খান্দাক-পরিখা) গ্রন্থখানির কথা। এইখানিতে রাসূল (স)-এর খন্দক যুদ্ধের কাহিনী অতি রোমাঞ্চকরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মূল ইতিহাস হইতে ইহার কাহিনী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। 'আরবী খান্দাক (পরিখা) শব্দটি এখানে জনৈক ব্যক্তির নাম হইয়া গিয়াছে। বদর এই স্থান— নামটির ক্ষেত্রেও একই রূপ ঘটয়াছে। এই কাহিনীতে বদর হইতেছে রাজা খন্দকের পুত্রের নাম। এই কাহিনীতে রাজা খন্দক হযরত 'আলী (রা)-র নিকটে পরাজিত হয়। দেখা যায় যে, আলী (রা) জনৈক রাজা ইফতির-এর সঙ্গে এবং অপর জনৈক রাজা ফিরিসী অর্থাৎ খৃষ্টান রাজার সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। এই ধরনের অন্যান্য কাহিনী হইতেছে হিকাজাত রাজা খায়বার এবং হিকাজাত রাজা পাণ্ডিতা র'গিব। এইগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি হইতেছে রাসূল (স)-এর খায়বার বিজয়, কিন্তু এই সকল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের একমাত্র যোগাযোগ হইতেছে শুধু খায়বার নামটি। বস্তুত এগুলি অত্যন্ত কল্পনাপ্রসূত রোমাঞ্চিক কাহিনী এবং 'আরব ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হইতে অনেকটা বিচ্যুত। এগুলি অবশ্যই ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। হিকাজাত সামাউন-এর কাহিনী এই একই রূপ। 'হিকাজাত সামাউন'-এর প্রধান প্রধান চরিত্র হইতেছে কপটীয় (Coptic) মারিয়া ও সামাউন। শেযোক্ত জনকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাবীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাহিনীটির এমন কি একটি 'আরবী সংস্করণও রহিয়াছে। উহাও অবশ্যই এই দ্বীপপুঞ্জেই রচিত হইয়া থাকিবে, সম্ভবত অ-স্থানীয় কোন 'আরবী ভাষাভাষী সে গ্রন্থটি 'আরবীতে অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। এগুলি ব্যতীত হিকাজাত তামিমুদারি বইখানির নামও উল্লেখ করিতেই হয়। অবিশ্বাস্য কাঙ্ক্ষনিক কাহিনীতে ঠাসা, উল্লিখিত নামের দুঃসাহসিক জীবন কাহিনী। তিনি প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন, পরে রাসূল (স)-এর আমলে ইসলাম কবুল করেন। এই কাহিনীটির একটি 'আরবী সংস্করণও রহিয়াছে, কিন্তু মালয় উপাখ্যান পারস্য-ভারতীয় সংস্করণের সমকালীন প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

এই কাহিনীর শ্রেণী বিভাগের শেযোক্ত কাহিনীগুলির উল্লেখ করিতে হয়, সেগুলি রাসূল (স)-এর বংশের ব্যক্তিগণের জীবনের নানা ঘটনাভিত্তিক। হযরত 'আলী (রা), হযরত ফাতিমা (রা), তাঁহাদের সন্তান, হ'সান (রা) ও হ'সায়ন (রা) এবং তাঁহাদের সৎভাই মুহাম্মাদ ইবনুল-হান্নাফিয়্যা সেগুলির মূল চরিত্র। শেযোক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত রোমাঞ্চ বা কাহিনী কাব্য রহিয়াছে, নাম হিকাজাত মুহাম্মাদ হ'নানফিজ্জাহ, সেইখানি হিকাজাত 'আলী হান্নাফিজ্জাহ নামেও প্রচলিত। এই

কাব্যের যে সকল পাঠ রহিয়াছে সেগুলির অধিকাংশেরই পাণ্ডুলিপি নুরন-নুবুওয়ার কাহিনী দ্বারা শুরু করা হইয়াছে, অতঃপর কাহিনীর প্রধান যে চরিত্র, তাহার ঘটনাবলী অনুসরণ করিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনার বৈপরীত্যক্রমে দেখানো হইয়াছে যে, তিনি যাবীদ-এর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। কিন্তু কাহিনীর শেষভাগে দেখা যায় যে, তিনি যুদ্ধ-সংঘাত হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অনেকটা গুপ্ত ইমামের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন এবং যথাসময়ে তিনি আবার আবির্ভূত হইবেন। এই হিকাজাতখানির মূল নিঃসন্দেহে ফার্সী ছিল। ইমাম হু'সায়ন (রা)-এর শাহাদাতের স্মৃতিবাহী কাহিনী হইতেছে হি'কাজাত তাবুত (কাফনের কাহিনী)। এইরূপ নামকরণের কারণ এই যে, আগেকার দিনে পাদাং ও বেংকোলেনে একটি কাফন সজ্জিত করিয়া বিভিন্ন রাস্তা দিয়া বহন করিয়া নিয়া যাওয়া হইত। এই কাহিনীটিতে শী'আ প্রভাব দৃশ্যমান, কিন্তু তাহা বাহিত হইয়াছিল সম্ভবত স্বল্পকালীন ইংরাজ অধিকারকালীন যে সকল ভারতীয় সৈন্য সেখানে রাখা হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছে ইসলামের বিরাট কর্মময় জীবনের অধিকারী বীরগণের জীবনীভিত্তিক কাহিনীগুলি। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়া এখানে আমরা কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিব মাত্রঃ 'হিকাজাত ইস্কান্দার যু'ল-কারনায়ন' (মহাবীর আলেক-জাওয়ার কাহিনী), ইন্দোনেশিয়ার বাহিরে অন্যান্য অসংখ্য ভাষাতেও এই কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। মালয় কাহিনীটি সম্ভবত একটি সামঞ্জস্যকৃত 'আরবী-ফার্সী সংস্করণের অনুবাদ। 'হিকাজাত আমীর হামযা' এই গ্রন্থেও মূল ফার্সী ভাষার কাহিনী অবলম্বনে মালয় ভাষাতে পুনরায় রূপ দান করা হয়। কিন্তু মালয় ভাষাতে কাহিনীর পরিবর্ধন করা হইয়াছে। 'হিকাজাত সাযফ যু'ল-জাযান', দক্ষিণ 'আরবের আধা কিংবদন্তীর ও আধা ঐতিহাসিক শাসকের জীবন কাহিনীভিত্তিক, 'আরবী হইতে অনূদিত। সর্বশেষে 'হিকাজাত সুলতান ইব্রাহীম ইবন আদহাম', ইসলামী জগতের এই অতি বিখ্যাত দরবেশের জীবন কাহিনীভিত্তিক গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ।

(৫) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীর পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থ রহিয়াছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে 'কিতাব' সাহিত্য নামে চিহ্নিত করিলেই যথার্থ বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হইবে। ধর্মীয় ও আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং ইসলামী জ্ঞানের তিনটি বিশেষ বিভাগের গ্রন্থ, তথা 'ইলমু'ল-কালাম, 'ইলমু'ল-ফিক'হ ও 'ইলমু'ত-তাসা'ওউফ এবং সেই সঙ্গে এইগুলি পালনের রীতি বিষয়ক গ্রন্থ। উপরে উল্লিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যকার এবং এই কিতাব সাহিত্যের মাঝখানে সম্ভবত আর একখানি গ্রন্থের নাম করা যায়, হিকাজাত (বা কিতাব সেরিবু মাসা'আলাহ (এক হাজার প্রশ্নের গ্রন্থ)। ইহা বিশ্ব-সাহিত্যে সুপরিচিত এবং (কু'রআন সমেত) বিভিন্ন যুরোপীয় ভাষায় অনূদিত প্রাথমিককালের 'আরবী গ্রন্থের অন্যতম ছিল। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জেও এই গ্রন্থখানির পাঠক-পাঠিকা বিপুল সংখ্যক। গদ্যে সম্পাদিত রূপ ছাড়াও অন্তত একখানি পদ্য সংস্করণ পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে খায়বারের যাহূদী পণ্ডিত 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম (৪) কর্তৃক রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসিত কিছু সংখ্যক প্রশ্ন (জগত ও মহাজগত সম্বন্ধে প্রশ্ন, জীবন, মরণ ও পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্ন, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ে প্রশ্ন এবং জাগতিক জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন) এবং রাসূল (স) সে সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলে তখন সেই যাহূদী যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, সেই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপ কিতাব সাহিত্য অতি ব্যাপক। বস্তুত ইহা একটি বিশেষ ধরনের সাহিত্য, এগুলি লিখিত হইয়াছে এক শ্রেণীর লোকের পঠন-পাঠনের জন্য, যেমন ধর্মপ্রবণ মানুষ, বিশেষ করিয়া ধর্মতাত্ত্বিকগণ ও ধর্ম শিক্ষা দানকারী ব্যক্তিদের জন্য। ভাষা মালয় কিন্তু তাহা বহু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত এবং বাক্য গঠনরীতি ও শব্দাবলী এই উভয় দিক দিয়াই 'আরবী প্রভাবিত। এই শ্রেণীর সাহিত্যই মালয় ভাষাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিয়াছে। এই সাহিত্যের অধিকাংশই 'আরবীর পুনর্লিখিত রূপ বা 'আরবীর অনুবাদ। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, পুনর্লিখন বা অনুবাদ কাজ করা হইয়াছে মক্কা শরীফে বা মদীনা শরীফে, অনুবাদ করিয়াছিলেন ইন্দোনেশিয়ার লেখকরাই তাঁহাদের স্বদেশবাসী 'আরবী জ্ঞানহীন লোকদের উপকারার্থে। এই ধরনের কয়েকটি গ্রন্থেরই লেখক ও অনুবাদকের নাম জানা যায়, আর এইখানেই মালয় সাহিত্যের স্বাভাবিক অজ্ঞাত রচনার বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে। 'আরবী রীতি অনুযায়ী এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ স্ব স্ব নামের সঙ্গে নিজেদের জন্মস্থানের নামও যুক্ত করিয়াছেন, যে কারণে তাহাদের নামের সঙ্গে এই শব্দগুলিও পাওয়া যায়। যেমন আল-পালিমবানী, আল-বানজারী, আস-সামাতরা'ঈ, আল-ফানসুরী, আল-বুনী, আল-মাকাসারী, আল-কালানতানী, আল-ফাতানী ইত্যাদি। এই কিতাব সাহিত্যের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট বৈচিত্র্য রহিয়াছে। ধর্ম হিসাবে ইসলামের সকল দিকই বস্তুত এখানে রূপায়িত করা হইয়াছেঃ কু'রআন, তাফসীর, তাজবীদ, হাদীছ, আরকানু'ল-ইসলাম, ফিক'হ এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে উসুলু'ল-ফিক'হ। এইগুলির মধ্যে কোন কোনটি আকারে বিশাল, অন্যগুলি আকারে ছোট এবং কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়া লিখিত হইয়াছে। যেমন 'ইবাদাত ও সালাত, বিবাহ বা উত্তরাধিকার আইনের কোন বিশেষ দিক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বইয়ের সংখ্যাও অনেক (যেমন 'ইলমু সু'ফী, 'ইলমু তাসা'ওউফ), তেমনই সু'ফী তারীক'াসমূহ, ফিক'হ সম্বন্ধীয়, রাওয়াজিৎ বা মুনাযাত পদ্ধতি এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় নোট ধরনের বইও যথেষ্ট। দু'আর সংগ্রহও অনেক। 'জিমাৎ' সংগ্রহের ও ('আরবী 'আজীমা; শব্দজাত) একটি বিশেষ শ্রেণী রহিয়াছে। এইগুলি ছোট ছোট পুস্তিকা, বিষয়বস্তু, দু'আ-কালাম ও ঝাড়-ফুক, অনেক সময়ে খুবই অশুদ্ধ 'আরবীতে লিখিত। সে সব দু'আ' শব্দের দুশমনীকে বিফল করিবার জন্য এবং রোগ-বলাই হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

১১শ/১৭শ শতাব্দীতে উত্তর সুমাত্রায় যখন আতজেহ সালতানাত সমৃদ্ধি লাভ করিতেছিল তখন চারিজন সুবিখ্যাত ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তী দীর্ঘকালব্যাপী সমগ্র ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে তাঁহাদের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। তাঁহাদের নাম হামযা ফানসুরী-শামসুদ্দীন আস-সামাতরা'ই, নুরুদ্দীন আর-রানীরী ও 'আবদু'র-রাউফ আল-সিন্কিলী। আকিনী রাজদরবার ১১শ/১৭শ শতকে মালয় ধর্মীয় সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সে সময়ে আকেহতে এক মিশ্র ধরনের সুফীবাদ বিকাশ লাভ করে। উহার ভিত্তি ছিল সত্তার সাতটি স্তর। উহাকে বলা হইত উজুদিয়া (ইবনু'ল-আরাবী, 'আবদু'ল-কা'দির জীলানী)। হামযা ফানসুরী (দ্র.) তাঁহার আধ্যাত্মিক সজাইর-এর জন্য বিখ্যাত (মালয় কবিতার একটি বিশেষ ধারা, ছন্দের মাত্রা ক ক ক ক/খ খ খ খ)। ইহার কাব্যিক শক্তি যথেষ্ট। মালয় সাহিত্যে ইহার সাহিত্য মূল্যও অনেক। যেমন সজাইর দাগাঙ (ভবঘুরের কবিতা), সজাইর বুরাং পিংগাই (পিংগাই পাখীর কবিতা) ও সজাইর পেরাহ (জাহাজের কবিতা)। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকটি গদ্য

রচনাও রহিয়াছে। যেমন শারাবু'ল-আশিকীন, ইহার সাতটি অধ্যায়। প্রথম চার অধ্যায় চারটি ধর্মীয় পন্থা নিয়া রচিত, (শারী'আ, তারীকা, হা'কীকা ও মা'রিফা)। পরের দুই অধ্যায় (উজুদ) ও আল্লাহর গুণাবলী (সি'ফাত) নিয়া রচিত। আর শেষ অধ্যায় রচিত বেরাহি দান সজুকুর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উদ্দীপনাবোধ লইয়া। তাঁহার রচিত একখানি গদ্যগ্রন্থের নাম আসরার'ল-আরিফীন ফী বায়ান 'ইলমু'স-সুলুক ওয়াত-তাওহীদ, উহাও অধ্যাত্মবাদী বিষয়বস্তু নিয়া রচিত। হামযার কয়েকখানি গ্রন্থের উপরে টীকা রচনা করেন শায়খ শামসুদ্দীন আস-সামাতরাঈ। তিনি শামসুদ্দীন পাসাই নামেও পরিচিত। শামসুদ্দীন ১০৩৯/১৬৩০ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি নিজেও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার নামে প্রচলিত সকল গ্রন্থই তাঁহার রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহার কিছু কিছু গ্রন্থ 'আরবীতে রচিত, যেমন জাওহাক'ল-হা'কাইক, কিছু গ্রন্থ 'আরবী ও মালয় এই উভয় ভাষায় রচিত, যেমন নূরু'দ-দাক'ইক, আর কিছু শুধু মালয় ভাষায় রচিত, যেমন মিরআতু'ল-মু'মিন, এইটি প্রশ্নোত্তরে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার বই।

নূরুদ্দীন আর-রানীরী (মৃ. ১০৬৮/১৬৫৮, ভারতবর্ষে) ভারতের রানীরে জনগ্রহণ করেন (যাহা তাঁহার নিসবা হইতেও বুঝা যায়)। অতএব, তাঁহাকে মালয় বলা যায় না। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত লেখক ছিলেন। আতজেহতে তুলনামূলকভাবে স্বল্পকাল অবস্থানের সময়ে (১০৪৭/১৬৩৭-১০৫৪/১৬৪৪) তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি বিশাল বড় আকারের এবং 'আরবী ও মালয় উভয় ভাষাতেই রচিত। কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বাহিরে বসিয়া রচনা করেন। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়াপন্থী শায়খ। সেই কারণেই তিনি হামযা ফানসুরী ও শামসুদ্দীন-এর আধ্যাত্মিক বা সূফীতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে এবং তাঁহাদের অনুসারীগণকে লেখার মাধ্যমে আক্রমণ করিতেন। উজুদিয়া-এর বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক ও আক্রমণাত্মক তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিব্বান ফী মা'রিফাত'ল-আদ্যান; ইহার দুইবাব, প্রথম বাবে নবী ঈসা (আ) হইতে শুরু করিয়া মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় বাবে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক আচারিত বিভিন্ন রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য তাঁহার হু'জ্জাতু'স-সিন্দী লি দাফ'ইয-যিন্দীক এবং তদুপরি হান্নুল-জিন্ন ও শিফাউল-কুলুব। বহুল পরিচিত এবং এখন পর্যন্ত পঠিত তাঁহার গ্রন্থ হইতেছে সি'রাতু'ল-মুসতাকীম (ইন্দোনেশীয় রীতি অনুযায়ী প্রথম অংশ বাদ দিয়া নামটি রাখা হইয়াছে)। ইহা 'আরবী হইতে অনূদিত এবং তাঁহার বিপুলায়তন গ্রন্থ আখবার'ল-আখিরা ফী আহ'ওয়ালি'ল-কিয়ামা জীবন, জগত ও আখিরাত বিষয়ক গ্রন্থ, বিভিন্ন 'আরবী উৎস-গ্রন্থ হইতে সংকলিত। আর-রানীরী শেষ যে গ্রন্থখানি রচনা শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু আতজেহ হইতে চলিয়া যাইবার কারণে রচনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহার নাম জাওয়াহির'ল-উলুম ফী কাশফিল-মালুম। পরে তাঁহার জনৈক ছাত্র গ্রন্থখানির রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, ইহাতে আর-রানীরী বিস্তারিতভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে তাঁহার ধর্মতত্ত্ববিষয়ক মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিরাটাকার বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থ বুস্তানু'স-সালাতীন বিষয়ে জানিবার জন্য নিম্নে দ্র.।

সিংকেল-এর 'আবদু'র-রাউফ তাঁহার মৃত্যুর পরে আতজেহতে টেকুডি কুয়াল নামে পরিচিতি লাভ করেন (তিনি সম্ভবত ১২শ শতকের শুরু/১৭শ শতকের শেষভাগে মারা যান)। তিনি দীর্ঘ ১৯ বৎসর যাবত 'আরব দেশে

শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে তাঁহার উদ্ভাদগণের মধ্যে ছিলেন আহ'মাদ আল-কুশাশী ও মাওলা ইব্রাহীম। শেষোক্ত জনের কাছ হইতে ইজাযত পাইয়া তিনি আতজেহতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি শাততারিয়া তারীকা পরিচিত করান, পরে বহুকাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়াতে এই তারীকা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শাত'তারিয়া তারীকা অবশ্য 'আবদু'র-রাউফের প্রচেষ্টা ছাড়াও ভিন্নভাবে ইন্দোনেশিয়াতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'উমদাতু'ল-মুহ'তাজীন ইলা সুলুক মাসলাকি'ল-মুফরাদীন বাস্তব সূফীবাদের একখানি পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাতে যিক'র করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। রাওয়াতিব বা মুনাজাত ও দু'আ-দরুদের রীতিনীতি এবং কখন কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে, সে সব যিকরের সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঠিক রীতি ইত্যাদি চিত্রসমেত দেওয়া রহিয়াছে, যাহাতে পাঠক-পাঠিকাগণ সূফীতত্ত্বের কোন কোন গূঢ় সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন। 'আবদু'র-রাউফও একজন স্বতঃস্ফূর্ত লেখক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল-বায়দাবী কু'রআন শারীফের যে ভাষা রচনা করিয়াছিলেন তিনি তাহার অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। উহার মিসরে মুদ্রিত সংস্করণ অদ্যাবধি সুমাত্রা ও মালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত Voorhaeve-এর প্রবন্ধসমূহ দ্র.।

উপরে উল্লিখিত অধ্যাত্মবাদের গ্রন্থসমূহ ব্যতীত আরও বিপুল পরিমাণে পুরাতন বিষয়ক গোঁড়াপন্থী বই রহিয়াছে। এখানে আমরা সেইগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। ব্যাপকভাবে পঠিত হইত এইরূপ গ্রন্থ হইতেছে, বিদায়াতু'ল-হিদায়া, ইমাম আল-গা'যালীর গ্রন্থ; নিজের সংযোজিত অংশসমেত মালয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন 'আবদু'স-সামাদ আল-পালিমবানী। তিনিই আল-গা'যালীর চতুর্থ গ্রন্থ ইহ'য়া 'উলুমিদ্দীন ও মালয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, নাম সাযর'স-সালিকীন ইলা 'ইবাদাত রাব্বি'ল-আলামীন। 'আবদু'স-সামাদ 'আরব দেশে বাস করিবার সময়ে এই উভয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন। প্রশ্নোত্তরে ধর্ম শিক্ষার বই অনেক রহিয়াছে, তন্মধ্যে জনপ্রিয় মাসাইলু'ল-মুহ'তাদী লি ইখওয়ানি'ল-মুবতাদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার বহু পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে এবং বহুবার মুদ্রিতও হইয়াছে।

ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে তথাকথিত রিসালাতও ওয়াসি'য়্যাতের ('আরবী ওয়াসিয়া শব্দজাত)। এগুলি বিভিন্ন সময়ে কোন গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা বা দুর্যোগের পরে, যেমন বন্যা বা ভূমিকম্প, রচিত হইয়াছে। এইসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল লোকদেরকে তাহাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলা এবং তাহাদেরকে ধর্মপানে ফিরিয়া আসার আহবান জানানো। রচনারীতি সাধারণত গতানুগতিক হইয়া থাকে। লেখক বলেন, নবী (স) স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া নির্দেশ দেন যে, অমুক অমুক সংবাদ যেন তাঁহার অনুসারী উম্মাতগণের নিকটে পৌছাইয়া দেওয়া হয়।

সবশেষে দুইটি শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ করিতেই হয়। সেইগুলি ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় ইসলামের ও জনপ্রিয় বিশ্বাসের, যথা ঃ কিতাব তিব্ব এবং দরবেশগণের ও বিভিন্ন তারীক'র প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবন-কাহিনীর ঘটনাবলী। কিতাব তিব্ব-এ প্রকৃতই চিকিৎসার বিধান দেওয়া রহিয়াছে, কিন্তু অপরপক্ষে সেগুলিতে আবার যাদু-টেনা ধরনের বিষয়ও রহিয়াছে। কারণ দু'আ-দরুদ ও কু'রআনের কালামসমেত অন্যান্য দু'আ কয়েকবার পাঠ করিলে রোগ-বলাই ভাল হইয়া যায় বলিয়া লোকেরা

বিশ্বাস করিয়া থাকে। রোগ মুক্তির অপর একটি উপায় হইতেছে রোগীর নাম লিখিতে যে আরবী অক্ষরগুলির প্রয়োজন হয় সেগুলির প্রতিটির প্রতীক যে সংখ্যা সেগুলি ধরিয়া হিসাব করিয়া চিকিৎসার বিধান দেওয়া। অতীতের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা ও দরবেশগণের বিষয়ে এবং তরীকাদের প্রতিষ্ঠাতাগণের বিষয়ে যে সকল কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলিকে সঠিক অর্থে জীবনী বলা চলে না, বরং গল্পই বলা উচিত। কেননা সেখানে প্রধান প্রধান চরিত্রের অভ্যাস্য কাহিনীসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। কারামাত বা অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা সেই ব্যক্তির পাক-পবিত্র জীবন ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দরবেশগণের বিষয়ে এ সব কাহিনী ও কিংবদন্তী যে প্রচলিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করা। এইরূপ প্রধান প্রধান গ্রন্থের উদাহরণ হইতেছে হি'কাজাত সজয়ক 'আবদুল-কাদির আল-জীলানী ('আরবী শায়েখ 'আবদুল-কাদির আল-জীলানী) ও হিকাজাত সজয়ক মুহাম্মাদ সাম্মান।

রম্য রচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই দুইখানি গুরুত্বপূর্ণ পাঠের উল্লেখ করিতে হয়। উভয়টি ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে আকেহনী সুলতানগণের জন্য রচিত হয়। প্রথমখানির নাম তাজুস-সালাতীন; ইহার লেখক বুখারী জোহোরী (বা জাওহারী), তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই পাঠ, রাজপুরুষগণের আয়না, ১০১২/১৬০৩ সালে নিঃসন্দেহে মূল ফার্সীর অনুসরণে রচিত হয়। দ্বিতীয়খানি আর-রানীরীর কুস্তানুস-সালাতীন, রচনাকাল ১০৪৭/১৬৩৮ সাল। ইহা বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থ এবং ইসলামী জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার, একটি অধ্যায় রহিয়াছে আকেহনী সুলতানগণ সম্বন্ধে এবং সুলতানগণের বংশ তালিকাও সেখানে দেওয়া রহিয়াছে। এগুলি ছাড়াও ইহাতে গদ্য ও পদ্যে বহু সংখ্যক রোমাস রহিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালের রচনা, ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে ও বিশেষ করিয়া ১৩শ/১৯শ শতাব্দীতে রচিত। এগুলি নামেমাত্র ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত, শুধু বাহ্যিক রূপ ও বিষয়বস্তুটুকুই আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য হইতে গৃহীত অর্থাৎ সেগুলির যে পারিপার্শ্বিকতা, তাহা ইসলামের মূল ভূমিসমূহে সংক্ষেপিত। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে: (পদ্যে) সজাইর তাজুল-মুলক, সজাইর সিদ্দিক যুবায়দাহ, সজাইর হিকাজাত রাজা দামসাজিক এবং (গদ্যে) হিকাজাত কোমাল্লা বাহ'রায়ন, হিকাজাত শাহী মারদান (=হিকাজাত বিক্রম দিতজা জাজা), হিকাজাত আহ'মাদ মুহাম্মাদ, হিকাজাত জাওহার মানিকাম, হিকাজাত 'আবদুল-রাহমান দান 'আবদুর-রাহীম, হিকাজাত রাজা দামসাজিক, হিকাজাত তাওয়াদুদ ও অন্যান্য অনেক।

আকেহনী, মাকাস্‌সারী ও বুগিনী সাহিত্য সম্বন্ধেও (মাকাস্‌সারী ও বুগিনীগণ, জাভানীগণের ন্যায় নিজেদের মৌলিক লিপিমাল্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন) মালয় সাহিত্যের ন্যায় একই কথা বলা যায়। যদিও এই সকল ভাষায় ইসলামী সাহিত্য কমই রচিত হইয়াছে; কিন্তু অপর পক্ষে এই সকল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও মালয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যাপক প্রচার ছিল। বিস্তারিত জানিবার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত গ্রন্থাবলীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন।

জাভানী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা মালয় সাহিত্যের ন্যায় একই রূপ পাই 'আরবী পাঠ্য বই, কুরআনের অনুবাদ ও টীকা এবং ইসলামের পবিত্র ইতিহাস বিষয়ে রচিত গ্রন্থ, রাসূল (স)' ও তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী, ইসলামের ইতিহাসের মহানবীগণের কাহিনী ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই হইতেছে মালয় ভাষা হইতে অনুবাদ এবং মূল মালয়ের

ন্যায়ই এগুলির মূল রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। জাভানী অনুবাদ ও পুনর্লিখিত বইসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, এগুলি বর্ণিত করা হইয়াছে এবং নিয়মানুযায়ী জাভানী সাহিত্যিক রুচিবোধ অনুযায়ী এগুলির কাব্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। হামযার কাহিনী এখানে বিরাটাকার লাভ করিয়াছে এবং অত্যন্ত প্রিয় "মেনাক" সাহিত্য ধারাতে পরিণত হইয়াছে। হযরত যুসুফ (আ)-এর যে কাহিনী তাহা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, জাভাতে ও মাদুরাতে এই কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই গ্রন্থখানি তালপাতার উপরে (লোনতার) জাভানী ভাষায় লেখা। জাভার একজন সুপরিচিত গৌড়াপন্থী ধর্মতত্ত্ববিদ ও কয়েকখানি বহুল পঠিত গ্রন্থের লেখক ছিলেন পেকালাংগানের কালি সালাকের অধিবাসী আহ'মাদ রিপাংগী (রিফাঙ্গী)।

জাভানী ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুসারে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন ওয়ালীগণ ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে। এই ওয়ালীগণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁহারা সাধারণত নয়জনের এক একদল করিয়া প্রচারকার্যে বাহির হইতেন। তাঁহাদেরকে তামাদুনিক ক্ষেত্রের কীর্তিমান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহারা ই জাভাতে ওয়েআং বা ছায়ানাটকের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং আজকের দিনে অতি সুপরিচিত জাভার যে বাদ্যযন্ত্র গামেলান, উহাও প্রথম পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। এই ওয়ালীগণ শ্রুষ্টি ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে ও সত্তার একক বিষয়ে এক মিশ্র ধরনের আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচার করিতেন। সেই মতবাদ সুলুক নামে এক অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, তাহার মধ্য দিয়া সুফীতাত্ত্বিক ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, কখনও ছাত্র কর্তৃক উস্তাদকে জিজ্ঞাসিত বা পুত্র কর্তৃক পিতাকে জিজ্ঞাসিত বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের এবং সেগুলির উত্তরের মাধ্যমে। ভাষা প্রায়ই রহস্যময় ধরনের। কোন কোনটি খুবই গীতি-কবিতাধর্মী জাভানী সাহিত্যে উহা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। সমগ্র জাভা জুড়িয়া সেগুলি যে বহুল প্রচলিত, তাহা সম্ভবত এই কারণে যে, ছাত্র বা শিষ্যগণ এক কিয়ানির (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) নিকট হইতে আরেক জনের নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বিরাটাকার রোমাটিক কাহিনীর যে আবর্তন, যেমন তজাবোলাং, তজেনতিনি, জাতিওয়ারা ইত্যাদি সম্ভবত একই নামীয় সুলুকের চতুর্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এইগুলি ভ্রমণ কাহিনীরূপে পরিকল্পিত, প্রধান প্রধান চরিত্র একে অপরকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়; বিশ্রাম-স্থলে প্রায়শ বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শিক্ষকের (কিয়ানি) বাড়িতে প্রায় তাবত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় হইতে অতি উচ্চ মানের গভীর ও গূঢ় বিষয়বস্তু, তন্মধ্যে গভীর ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণাসমূহ।

'আরবী লিপি জাভানী লিপিকে স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই, যদিও একেবারে বিশেষভাবে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী জাভানী ভাষায় এক ধার করা 'আরবী লিপিতে তথাকথিত পেগোন লিপিতে লিখিত হইয়াছিল।

স্থানীয় সাহিত্য ব্যতীত বাহির হইতে আমদানী করা বিপুল পরিমাণ 'আরবী সাহিত্যও ছিল। এই সাহিত্য বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে। জাকার্তার পুসাত যাদুঘরে (পূর্ব নাম The Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences)-এ সকল পাঠের একটি বিরাট সংগ্রহ রহিয়াছে। এই ধরনের অন্যান্য পাণ্ডুলিপি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও রক্ষিত আছে। সেগুলি প্রধানত Professor Snouck Hurgronje-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে

লওয়া। নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগগুলি বৈশিষ্ট্যময় কু'রআন, হাদীছ, ধর্মতত্ত্ব, আইন, ইসলামের পবিত্র ইতিহাস ও জীবনী, ভাষাতত্ত্ব এবং (যদিও শুধু সংখ্যায় খুবই কম) কাব্য ও কাহিনী। বিস্তারিত জানিবার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থপঞ্জী দেখিতে পারেন।

ইসলামের আধুনিক বিকাশরূপসমূহ ইন্দোনেশীয় ও মালয় সাহিত্যের উপরে বস্তুত কোন দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা লোকায়ত সাহিত্য, অবশ্য যদিও সেখানে হামকা (হাজ্জী আবদুল-মালিক কারীম আমরুল্লাহ)-এর ন্যায় ইসলামী বলিয়া চিহ্নিত লেখকগণও রহিয়াছেন। তিনি সুমাত্রাতে জনগ্রহণকারী একজন ইন্দোনেশীয় লেখক।

গ্রন্থপঞ্জী : সাধারণ গ্রন্থসমূহ (১) C. Snouck Hurgronje, The Achenese, ২ খণ্ডে, লাইডেন, ১৯০৬ খৃ., বিশেষ করিয়া দ্র. ২খ, অধ্যায় ২; (২) ঐ লেখক, Brieven van een wedono-pensioen Verspreide Geschriften- এ প্রকাশিত, বন ও লাইপসিগ ১৯২৪ খৃ., ৪/১, প. ১১১-২৪৮; (৩) R.O. Winstedt, A history of Malay literature, with a chapter on modern developmenst by Zaba (যায়নুল-আবিদীন ইবন আহ'মাদ), JMBRAS-এ প্রকাশিত, ১৭খ, ১৯৪০ খৃ.; (৪) ইহা A History of Classical Malay literature- এ পুনর্মুদ্রিত হয় (Zaba-এর অংশটুকু বাদে) উক্ত একই পত্রিকাতে, ৩১খ, ১৯৫৮; (৫) A. Teeuw, Modern Indonesian literature, দি হেগ ১৯৬৭ খৃ.।

ক্যাটালগসমূহ : (৬) B. F. Matthes, Kort Verslag aangaande... Makassarsche en Boegiensche Handschriften আমস্টারডাম ১৮৭৫ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, Vervolg op het Kort Verslag, আমস্টারডাম ১৮৮১.; (৮) P. friederich ও L. W. C. van den Berg, Codicum Arabicorum in Bibliotheca Societatis Artium et Scientiarum quae Bataviaw floret asservatorum Catalogus, বাটাভিয়া/ দি হেগ ১৮৮৩ খৃ.; (৯) Ph. S. van Ronkel, Supplement to the Catalogue of the Arabic manuscripts preserved in the Museum of the Batavia Society of Art and Sciences, বাটাভিয়া/দি হেগ ১৯১৩ খৃ.; (১০) H. H. Juynboll, Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften der Leidsche Universiteit-bibliotheek, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (১১) Ph. S. van Ronkel, Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, vol. lvii, ১৯০৯ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, Supplement -catalogus der Maleische en Minangk abausche Handschriften in de Leidsche Universiteits-bibliotheek, লাইডেন, ১৯২১ খৃ.; (১৩) P. Voorhoeve, Handlist of Arabic

Manuscripts (ইহাতে বহু 'আরবী পাণ্ডুলিপি এবং সেগুলির ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে মালয় ও জাভানী ভাষায় অনুবাদসমেত তালিকা রহিয়াছে); (১৪) Th. G. Th. Pigeaud, Literature of Java, ৩ খণ্ডে, দি হেগ ১৯৬৭-৭০ খৃ.।

গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ : (১৫) Ph. S. van Ronkel, De Roman Van Amir Hamzah (গবেষণা সন্দর্ভ), লাইডেন ১৮৯৫ খৃ.; (১৬) D. A. Rinkes, Abdoerraef van Singkel (গবেষণা সন্দর্ভ), হীরেনভীন ১৯০৯ খৃ.; (১৭) B. J. O. Schrieke, Het boek van Bonang (গবেষণা সন্দর্ভ), উতরেখট ১৯১৬ খৃ.; (১৮) H. Kraemer, Een Javaansche Primbon uit de Zestiende Eeuw ((গবেষণা সন্দর্ভ), লাইডেন ১৯২১ খৃ.; (১৯) G. F. Pijper, Het Boek der Duizend Vragen (গবেষণা সন্দর্ভ), লাইডেন ১৯২৪ খৃ.; (২০) G. W. J. Drewes, Drie Javansche Goeroe's. hun leven, onderricht en Messiasprediking B (গবেষণা সন্দর্ভ) লাইডেন ১৯২৫ খৃ.; (২১) J. Doorenbos, De Geschriften van Hamzah Pansoeri (গবেষণা সন্দর্ভ) লাইডেন ১৯৩৩ খৃ.; (২২) P. J. Zoetmulder, Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur (গবেষণা সন্দর্ভ), নিজমিগিন ১৯৩৫ খৃ.; (২৩) R. Le Roy Archer, Muhammedan mysticism in sumatra (গবেষণা সন্দর্ভ), JMBRAS- এ প্রকাশিত, ১৫খ, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১-১২৬; (২৪) P.J. van Leeuwen, De Maleische Alexanderroman (গবেষণা সন্দর্ভ) মেপেল ১৯৩৮ খৃ.; (২৫) J. Edel, Hikajat Hasanoeddin (গবেষণা সন্দর্ভ), মেপেল ১৯৩৮ খৃ.; (২৬) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Samsu l-Din van Pasai(গবেষণা সন্দর্ভ) লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (২৭) Ph. van Akkeren, Een gedrocht en toch de volmaakt mens. De Javaansche suluk Gatolotjo (গবেষণা সন্দর্ভ) দি হেগ ১৯৫১ খৃ.; (২৮) G. W. J. Drewes, Een javaansche primbon uit de zestiende eeuw, opnieuw uitgegeven en vertaald, লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (২৯) P.Voorhoeve, Twee Maleise Geschriften van Nuruddin ar-Raniri, লাইডেন ১৯৫৫ খৃ. (এইখানি তিবয়ান ফী মা'রিকাতিল-আদয়ান এবং হু'জাতু'স সিদ্দীক লি-দাফ'ই'ল যিন্দীক-এর প্রতিলিপি সংস্করণ); (৩০) A.H. Johns, Malay Sufism as illustrated in an anonymous collection of 17th century tracts (গবেষণা সন্দর্ভ), JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৩০খ, ১৯৫৭ খৃ.; (৩১) ঐ লেখক, The Gift addressed to the Spirit of the Prophet. ক্যানবেরা ১৯৬৫ খৃ.; (৩২) সায়িদ মুহ'ম্মাদ নাগিব আল-আত্তাস, Raniri and the Wujudiyah of 17th century Aceh, MBRAS- এর সন্দর্ভ নং ৩, ১৯৬৬ খৃ.; (৩৩) G.W.J. Drewes, The admonitions of Seh bari, দি হেগ ১৯৬৯ খৃ.।

শ্রবক : (৩৪) Ph. S. van Ronkel, Het verhaal van de held Sama'un en van Mariah de Koptische (হিকাজাত সমাখউন), TILV-তে প্রকাশিত, ৪৩ খ. (১৯০১ খ.) পৃ. ৪৪১-৮১; (৩৫) D. A. Rinkes, De Heiligen van Java, TILV-তে প্রকাশিত ৫২খ. (১৯১০ খ.), পৃ. ৫৫৬-৮৯; ৫৩খ (১৯১১খ.), পৃ. ১৭-৫৬, ২৬৯-৯৩, ৪৩৫-৪৮১; ৫৪খ (১৯১২ খ.), পৃ. ১৩৫-২০৭; ৫৫খ, (১৯১৩ খ.), পৃ. ১-২০১; (৩৬) Th. G. Th. Pigeaud, De Serat Tjabolang en de Serat Tjentini, Verhandelingen Bataviaansch Genootschap, ৭২ খ., (১৯৩৩খ.), (৩৭) C. A. O. van Nieuwenhuijze, Nur al-Din al-Raniri als bestrijder der Wugudiya, BTLV-তে প্রকাশিত, ১০৪খ., (১৯৪৮ খ.), পৃ. ৩৩৭-৪১৪ (৩৮) Th. G. Th Pigeaud, The Romance of Amir Hamza in Java, Bingkisan Budi (Festschrift Ph. S. Van Ronkel) লাইডেন ১৯৫০ খ., পৃ. ২৩৫-৪০; (৩৯) P. Voorhoeve, Van en over, Nuruddin ar-Raniri, BTLV-তে প্রকাশিত, ১০৭ খ., (১৯৫১ খ.), পৃ. ৩৫৭-৬৮; (৪০) ঐ লেখক, Bajan Tadjalli, Gegevens voor een nadere studie over Abdurrauf van Singkel, TILV-তে প্রকাশিত, ৮৫খ., (১৯৫২ খ.), পৃ. ৮৭-১১৭; (৪১) ঐ লেখক, Lijst de geschriften van Raniri en Apparatus Criticus bij de takst van twee verhandelingen, BTLV-তে প্রকাশিত ১১১খ., (১৯৫৫ খ.), পৃ. ১৫২-৬১; (৪২) G. W. J. Drewes, De herkomst van Nuruddin ar-Raniri, BTLV-তে প্রকাশিত, ১১১খ. (১৯৫৫ খ.), ১৩৭-৫১; (৪৩) ঐ লেখক, Een 16e eeuwse Maleise vertaling van de Burda van al-Busiri, VTLV-তে প্রকাশিত, ১৮খ., (১৯৫৫ খ.); (৪৪) ঐ লেখক, The struggle between Javanism and Islam as illustrated by the Serat Dermagandul, BTLV-তে প্রকাশিত, ১২২খ., (১৯৬৬খ.) পৃ. ৩০৯-৬৫; (৪৫) ঐ লেখক, Javanese poems dealing with or attributed to the saint of Bonan, BTLV-তে প্রকাশিত, ১২৪ খ., (১৯৬৮ খ.), পৃ. ২০৯-৩৯; (৪৬) সায়িদ নাগিব আল আত্তাস, New light on the life of Hamzah Fansuri, JMBRAS-এ প্রকাশিত, ৪০খ., (১৯৬৭ খ.), পৃ. ৪২-৫১।

R. Roolvink (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

সংযোজন

ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ার মোট আয়তন ৪,৮৫,৪২৭ বর্গমাইল (২০,৩৪,২৫৫ বর্গ কিলোমিটার), জনসংখ্যা ১৯৮০ খ. আদমশুমারী অনুযায়ী ছিল ১৪, ৭৪,৯০,২৯৮। ১৯৮৩ খ. আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৫, ৮০,০০,০০০ ও ১৯৮৫ খ. ১৬,১৫,৭৯,৫০০ (আনু.)। জনসংখ্যার দিক হইতে ইহা বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। দেশটি পূর্বপশ্চিমে প্রায় ৩, ২০০ মাইল জোড়াবিস্তৃত বলিয়া এখানে ১ ঘণ্টা সময় ব্যবধান ধরিয়া তিনটি সময় মান (Standard time) নির্ধারিত রহিয়াছে

ঃ পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম। প্রধান প্রধান দ্বীপের নাম সুমাত্রা, জাভা ও মাদুরা, সুলাবেসী (সেলিবিস), কালিমানতান (বোর্নিও), নুসা তেঙ্গারা (ছোট সুনদা), মালুকু, (মলুকুকাস), ওইরিয়ান জায়া (নিউগিনির পশ্চিমার্ধ)। এছাড়া আরও প্রায় ৩,০০০ ছোট বড় দ্বীপ রহিয়াছে। সমগ্র দেশ ২৭ টি প্রদেশে বিভক্ত। সেগুলি সুমাত্রা, জাওয়া ও মাদুরা কালিমানতান, সুলাবেসী, পাল্লাউ ইত্যাদি। রাজধানী জাকার্তার জনসংখ্যা ৭৫,৮৫,৪৪৯ লক্ষ, উহা জাল দ্বীপে (জাকার্তা রায়া প্রদেশে) অবস্থিত। অন্য প্রধান প্রধান শহর হইতেছে সুরাবায়া (জাওয়াতিমুর প্রদেশে), জনসংখ্যা ৩,০৮,৬৮,৭০০ (১৯৮৪ খ.), বান্দুং (জাওয়া বারাত প্রদেশ), জনসংখ্যা ৩,০৩,৯৫,৭২৫ (১৯৮৪ খ.) সেমারাং (জাওয়াতাং প্রদেশ) জনসংখ্যা ২,৬৯,৯৭, ৫০০ (১০৮৪ খ.) মেদান (সুমাতেরা উত্তরা প্রদেশ), জনসংখ্যা ৯২,৩১,৭০০ (১৯৮৪ খ.) পালেমবাং (সুমাতেরা সেলতান প্রদেশ), জনসংখ্যা ৫২,৫৯,২০০ (১৯৮৪ খ.) এবং যোগযাকার্তা, (যোগযাকার্তা প্রদেশ), জনসংখ্যা ২৮,৬৫,২০০ (সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মোট জনসংখ্যা দেখানো হইয়াছে)। পস্তিয়ানাংক, বানজারমাসিন, সমারিন্দা মেনাদো, তেলানাইপুরা, তানজুংকারাং, মালাং, সুরাকার্তা, বোগের ও কেদিরী। দেশের প্রধান প্রধান জনগোত্র হইতেছে সুমাত্রায় আসেহ, বাটক ও মিনাংকাবাউগণ, জাভায় জাভানী ও সুনদানীগণ, মাদুরায় মাদুরীগণ, বালীতে বালীনীগণ, লম্বকে সামাকগণ, সুলাবেসীতে (সেলিবিস), মেনাদোনী, মিনাহা, তোরাজা ও বুগিনীগণ, কালিমানতানে দায়াকগণ, ইরিয়ান জায়াতে ইরয়ানীগণ, মলুকুকাসে আমবোনীগণ ও তিমর তিমুরে তিমরীগণ।

ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের রেখার উপরে অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সাধারণভাবে আবহাওয়া সেইরূপ। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শুষ্ক মওসুম, অক্টোবর হইতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত বৃষ্টির মওসুম সারা বৎসরব্যাপীই বেশ অনুভূত হয়। রাজধানী জাকার্তায় জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা ৭৮° ফারেন হাইট, আবার জুলাই মাসের গড় তাপমাত্রাও ৭৮ ফারেনহাইট; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭১" ইঞ্চি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত তটভূমির প্রকৃতি ও বায়ু প্রবাহের উপরে নির্ভরশীল, আর ব্যাপক অঞ্চল ব্যাপিয়া অবস্থিত বলিয়া বিভিন্ন দ্বীপের আঞ্চলিক যে আবহাওয়া ও উষ্ণতা, তাহাতে অনেক বৈচিত্র্য রহিয়াছে। আবহাওয়ার দুই প্রধান নিয়ন্ত্রক হইতেছে বিষুবীয় উত্তাপ এবং দ্বীপাঞ্চল বলিয়া সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহ।

মূল শ্রবকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের ৯০% মুসলিম। বাকী অধিবাসিগণ খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও প্রকৃতি পূজারী। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই শাফি'ঈ মায'হাবপন্থী সুন্নী মুসলিম। ১৯৭৯ খ. সমগ্র দেশে মসজিদের সংখ্যা ছিল ৪,২৩, ৫৭০। রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রহিয়াছে। সমগ্র দেশে অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত। প্রধান ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতেছে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (ভাষা ইন্দোনেশিয়া)। ইহার সমগোত্রীয় নিকটতম ভাষা হইতেছে মালয়। এই ভাষাতে বিদেশের দুইটি ভাষার—সংস্কৃত ও আরবী প্রভাব সমাধিক।

ইন্দোনেশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধান কৃষিজ উৎপাদন ধান, ১৯৮২ খ. মোট উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টন। অন্যান্য উৎপাদিত শস্যের মধ্যে প্রধান প্রধান হইতেছে ইক্ষু, নারিকেল, চা, কফি, তামাক, গোল মরিচ, পাম তৈল, রাবার ও কুইনীন। দেশে গরু(১৯৮২ খ. মোট সংখ্যা ৬৪,৫০,০০০), মহিষ (মোট সংখ্যা ২৫,০৬,০০০), ঘোড়া

(মোট সংখ্যা ৬,১৬,০০০), ভেড়া (মোট সংখ্যা ৪১,৯৬,০০০) ও বকরী (মোট সংখ্যা, ৭৯,৮৫,০০) পালিত হয়।

উতাপ ও বৃষ্টিপাতের উভয়েরই আধিক্য হেতু দেশে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। অনেক দ্বীপেই অতি দুর্ভেদ্য অরণ্য রহিয়াছে, সেগুলিতে বন্য জীবজন্তুর বৈচিত্র্যও অনেক। বন হইতে বিপুল পরিমাণ কাঠ আহরিত হয়। ১৯৮১ খৃ. গোলাকার কাঠের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ২,৭৩,০০,০০০ ঘন মিটার। দেশের বিভিন্ন দ্বীপেই সমুদ্র হইতে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৭৮ খৃ. সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬,৫৫,০০০ টন।

খনিজ সম্পদে ইন্দোনেশিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। বিভিন্ন পদার্থের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আরও অনেক খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। প্রধান খনিজ দ্রব্য তৈল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশ। ইহা ওপেক (OPEC) সদস্যভুক্ত দেশ এবং উৎপাদনের দিক হইতে ইহার স্থান দশম। তৈলের খনিগুলি সুমাত্রা, কালিমানতান (ইন্দোনেশিয়া বোর্নিও) ও জাভা দ্বীপে অবস্থিত। উৎপাদন ও আমদানীতে প্রধান স্বার্থ রহিয়াছে বৃটিশ, ওলন্দাজ ও মার্কিন কোম্পানীগুলির। ১৯৮২ খৃ. মোট উৎপাদন ছিল ৪৮,৮০,০০,০০০ ব্যারেল। ১৯৭২ খৃ. হইতে দেশে গ্যাস উৎপাদিত হইতেছে। অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে টিন (অন্যতম প্রধান), ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, রূপা, নিকেল, এলুমিনিয়াম, বক্সাইট ও স্বর্ণ (বার্ষিক উৎপাদন ২৩৩.৯ কিলোগ্রাম)।

দেশে তিনটি বড় আকারের পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্প রহিয়াছে: জাভা দ্বীপের জাতিলুহর নদীতে ও ব্রানতাস নদীতে এবং সুমাত্রার আসাহান নদীতে। ১৯৫২ খৃ. দেশের এই সকল বিদ্যুৎ প্রকল্প রক্ষায়ত্ত করা হয়।

প্রধান প্রধান রফতানী দ্রব্য তৈল, কফি, রাবার, পাম তৈল, নারিকেল তৈল, টিন, চা, তামাক ও কাঠ। বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় পরিশোধিত তৈল, চাউল, ব্যবহারিক দ্রব্যাদি, সার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সূতা, লোহা, ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি।

ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রার নাম রুপীয়া বা রুপী (RP), ১০০ সেন-এ এক রুপী হয়। মোটামুটিভাবে ১,৪৭৭ রুপী ১ স্টার্লিং পাউণ্ড এবং ৯৯৩ রুপী ১ মার্কিন ডলার (১৯৮৪ খৃ. মুদ্রামান অনুযায়ী)। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক ইন্দোনেশিয়া, পূর্বে ইহার নাম ছিল জাভা ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক নেগারা ইন্দোনেশিয়া দেশের অন্যতম স্টেট ব্যাঙ্ক। দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ঋণসমূহ এই ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হয়, আর কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ও খনি প্রকল্পের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে ব্যাঙ্ক পেমবাস্কু নাম ইন্দোনেশিয়া। দেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৯-৮৪ খৃ.) সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে কৃষিজ উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সেজন্য ভাতের উপরে নির্ভরশীলতা কমাওয়া অন্যান্য খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন আঞ্চলিক ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সমগ্র অঞ্চলে একটি সাধারণ ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য ১৯২৩ খৃ. মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৮ খৃ. হইতে মেট্রিক পদ্ধতি সার্বিকভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন পদ্ধতিগুলির মধ্যে জনপ্রিয় একটি রূপ ছিলঃ (ওঁজনের জন্য) কাঙ্ডি, ১০০কাঙ্ডি=১ পিকোল; (জমির মাপের জন্য) বাউ=১.৭৫ একর, বর্গ পাল=৫৬১ একর; (দৈর্ঘ্যের জন্য) জেঙ্কল=৪ গজ, পাল= ১.৫০৬ মিটার।

স্বাধীনতার পরে ইন্দোনেশিয়ায় শিল্পকারখানার অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও দেশটি খুব বেশী উন্নত নহে। জাকার্তা, রায়, সুরাবায়, সেমারাং ও আম্বোইনাতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা রহিয়াছে। বড়-ছোট কাপড় বয়ন কারখানা অনেক। ১৯৭৮-৭৯ খৃ. মোট উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১,৪০০ মিলিয়ন মিটার। বাটিক নামে এই দেশে বিশেষভাবে যে ছাপা কাপড় তৈরি হয় তাহার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দেশে একটি বড় কাগজের কল আছে, ১৯৭৭-৭৮ খৃ. উহার মোট উৎপাদন ছিল ৮৩,৪৯৬ টন। ইহা ছাড়া দিয়াশলাই কারখানা, মোটর গাড়ি ও সাইকেল সংযোজন কারখানা, টায়ার নির্মাণ কারখানা, কাচের দ্রব্যাদি নির্মাণ কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত কারখানা, সিমেন্ট কারখানা ও সার কারখানা রহিয়াছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় বাধা বিভিন্ন দ্বীপের মাঝে বিরাজমান বিপুল বারিরাশি; তথাপি সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। ট্রান্স সুমাত্রা রাজপথের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইলে উত্তরে আসেহ-এর সঙ্গে দক্ষিণে লামপুং-এর সংযোজন স্থাপিত হইবে। ১৯৭৪ খৃ. পেকানবারুতে কাঙ্গার নদীর উপরে সেতু নির্মাণ করিয়া পশ্চিমে সুমাত্রার সঙ্গে বিরাট রিয়াউ প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ১৯৮০ খৃ. সমগ্র দেশে রেল পথের পরিমাণ ছিল ৬,৮৭৭ কিলোমিটার। রেল লাইন প্রধানত সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে স্থাপিত হইয়াছে। ইন্দোনেশীয় জাতীয় বিমান ব্যবস্থার নাম GIA (গারুদা ইন্দোনেশীয় এয়ার ওয়েজ)। ১৯৪৯ খৃ. ওলন্দাজ KLM প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্ধেক মূলধনের ভিত্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৯৫৪ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার KLM-এর অংশ কিনিয়া নেয় এবং GIA নামে সমগ্র সংস্থাটিকে জাতীয়করণ করে। গারুদা বর্তমানে একটি খ্যাতিনামা আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা। ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় জাহাজ কোম্পানীর নাম পেলাজারান নাসিওনাল ইন্দোনেশীয় (PELNI)। ইহার অধীনস্থ জাহাজসমূহ দেশের অগণিত দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এবং দ্বীপ হইতে দ্বীপে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাকার্তা লয়েড জাকার্তার সঙ্গে যুরোপীয় বিভিন্ন দেশের বন্দরের যোগাযোগ রক্ষা ও পণ্যসামগ্রী পরিবহন করে।

ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় বেতারের নাম রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া। উহা তথা মন্ত্রণালয়ের অধীন, সমগ্র দেশে মোট ২৬টি বেতার কেন্দ্র রহিয়াছে। টেলিভিশন ব্যবস্থা ৭২,১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী সম্প্রচার করিয়া থাকে, ১৯৭৯ খৃ. দেশে মোট ৮২টি প্রচার কেন্দ্র ছিল।

১৯৭৩ খৃ. সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে বিভিন্ন প্রচার ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ১১৭টি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সাময়িকীর সংখ্যা ছিল ২৭০ টি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৬১ সাল হইতে উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বিভাগ খোলা হইলে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ খৃ. সমগ্র দেশের সাধারণ ও মাদরাসার প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে পাঠরত বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯,৭,৯৪,৮০০ ও ৩০,৩২,০০০। অতঃপর উভয় ক্ষেত্রে নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,৯৫,৯৯৪ জন। দেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১টি, তন্মধ্যে ২৩টি বেসরকারী। মাতৃভাষা ও 'আরবীর পরে সেখানে বর্তমানে বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ইন্দোনেশীয়ার নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠিত

হয় ১৯৫৫ খৃ.। ১৯৬৭ খৃ. স্থল বাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে একত্রীভূত করিয়া প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগ গঠন করা হয়। দেশে সামরিক বাহিনীতে যোগদান কাহারও জন্য বাধ্যতামূলক নহে। জাতীয় পতাকা সাদা পশ্চাদপটের উপরে লম্বালম্বিভাবে লাল রেখা। জাতীয় সঙ্গীতকে বলা হয় ইন্দোনেশিয়া রায়া, ইহা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার বিচার বিভাগে কিছুটা বৈচিত্র্য রহিয়াছে। উচ্চতর পর্যায়ে প্রতিটি প্রদেশের রাজধানীতে একটি করিয়া হাই কোর্ট-এর শাখা রহিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব সমগ্র দেশব্যাপী, উহা রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। দেওয়ানী মামলার আইন প্রয়োগের জন্য দেশের সমগ্র জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিবেচনা করা হয়; যথা : (১) ইন্দোনেশীয়; (২) যুরোপীয় ও (৩) প্রাচ্য দেশীয় বিদেশী। ইহাদের প্রতিটি শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন আইন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ফৌজদারী আইন অবশ্য উক্ত তিন শ্রেণীর সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন আইনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খাস ইন্দোনেশীয়গণের জন্য এক ধরনের সামাজিক আইনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহাকে বলা হয় আদত আইন, উহা প্রধানত অবিধিবদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটলে অতঃপর ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে ড. আহমাদ সুকর্ন (সুকারনো) ও ড. হাত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুমাত্রা, জাভা ও মাদুরায় নিজেদের স্বাধিকার দাবী করেন। নেদারল্যান্ড ও ওলন্দাজ সরকার পুনরায় ইন্দোনেশিয়ার উপরে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এই সময়ে তাহার যুদ্ধে বন্দী জাপানী সৈনিকদেরকেও ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী মিত্র শক্তি আবার জাতীয়তাবাদী সরকারকে সমর্থন দান করে। স্বাধীনতা ঘোষণার পরে ড. সুকর্ন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ড. হাত্তা ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন। ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী ওলন্দাজগণ ড. সুকর্নকে জাপানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিবার অভিযোগে দায়ী করিতেও সচেষ্ট হয়। অবশেষে জাতিসঙ্ঘ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নির্ধারণে আগাইয়া আসে। ১৯৪৯ খৃ. ২৮ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘের দি হেগ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইন্দোনেশীয় স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। নূতন রাষ্ট্রের নাম হয় “সম্মিলিত ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র” (ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্দোনেশীয়)। কিন্তু তখনও ১৫টি ওলন্দাজ সমর্থনপুষ্ট রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫০ খৃ. ড. আহমাদ সুকর্ন ইন্দোনেশীয় ফেডারেশন গঠন করিলে তখন ওলন্দাজ আনুগত্য বস্তৃত নামে মাত্র থাকিয়া যায়। ১৯৫৬ খৃ. ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে এই রাষ্ট্রের নাম ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র (Republic Indonesia)। সম্ভাবনাময় একটি নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে ড. আহমাদ সুকর্ন সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন এবং স্বদেশ ও বিদেশে, বিশেষ করিয়া মুসলিম দুনিয়ায় জনপ্রিয় ও সম্মানিত নেতারূপে পরিচিত হন। তিনিই ছিলেন এই রাষ্ট্রটির প্রধান স্থপতি। তাঁহার পরিশ্রম ও পরিচালনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশীয় একটি সম্পদশালী ও শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্ররূপে দ্রুত অগ্রসরমান হইতে থাকে। ১৯৫৫ খৃ. এপ্রিল মাসে বান্দুং শহরে বিখ্যাত আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাই ছিল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সর্বপ্রথম আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলন এবং সেখানে উভয় মহাদেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ মানবাধিকারের প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সমর্থন

প্রদান করেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্নমুখী নানা শক্তির তৎপরতায় এবং বিদেশী বৃহৎ শক্তির মধ্যকার টানাপোড়েনের কারণে একে একে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। ১৯৫৫ খৃ. দেশের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ন তখন ১৯৫৪ খৃ. সনদ পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং শাসন বিভাগকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করেন। ১৯৬১ খৃ. যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে (Non-aligned Conference) ইন্দোনেশিয়া যোগদান করে। এই সময় হইতেই চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া যোগদান করে। এই সময় হইতেই চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়। চীন সে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর শত্রু ছিল। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়ায় পাশ্চাত্য প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতে থাকে। ইংল্যান্ড কর্তৃক সমর্থিত মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং উহার একাংশে নিজ অধিকার দাবী করিয়া বিরোধিতা করিয়া যাইতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় সকল বৃটিশ ব্যাঙ্ক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করিয়া লওয়া হয়। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তি ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ব হইতেই ছিল এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের যথার্থ ভূমিকাও ছিল। দেশের এই পাশ্চাত্যবিরোধী ভূমিকা চলাকালীন সমগ্র ইন্দোনেশীয়াব্যাপী তাহাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ খৃ. সেনাবাহিনীর একটি দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিতে চেষ্টা করে, সেই অভ্যুত্থানের কালে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান আহমাদ জানি নিহত হন। অতঃপর লেঃ জেনারেল সুহার্তোকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ খৃ. সেনাবাহিনীর একটি দল কম্যুনিষ্ট তৎপরতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে দেশে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করে। ইহার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল। সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল (পরে জেনারেল) সুহার্তো (জন্ম ১৯২১ খৃ.) শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করিয়া প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুবান্ডিওকে ফাঁসি দেন। অতঃপর সমগ্র দেশব্যাপী যে ব্যাপক কম্যুনিষ্টবিক্ষেপী অভিযান চলে তাহার ফলে সৃষ্ট মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধে প্রায় ৮০,০০০-এরও বেশী লোক হতাহত হয়। জেনারেল সুহার্তো ১৯৬৭ খৃ. সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আহমাদ সুকর্নকে পদচ্যুত করিয়া নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হন। সুকর্নের বিচারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে দেশেই অন্তরীণ করা হয়। ১৯৭০ খৃ. অন্তরীণ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে Peoples Consultative Assembly, ইহার সদস্যগণই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করিয়া থাকেন। ইহার সদস্য সংখ্যা ৯২০ জন, অধিবেশন প্রতি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ন্যূনপক্ষে একবার বসিয়া থাকে। গণপ্রতিনিধি সংসদের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৬০ জন, তন্মধ্যে ৩৬০ জন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন আর বাকী ১০০ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনয়ন দ্বারা সদস্য হন। প্রত্যেকে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি সংসদের শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮২ খৃ.। ৩৬০টি নির্বাচনী আসনের মধ্যে অধিকাংশগুলি লাভ করে গোলকার পার্টি। ক্ষমতাসীন না হইলেও দেশে ইসলামী পার্টির প্রভাব ক্রমবর্ধমান ও সম্প্রসারণশীল। তাহাদের দাবী দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করা। ক্ষমতা গ্রহণের পর হইতে জেনারেল সুহার্তো কঠোরতার সঙ্গে দেশটি শাসন করিয়া আসিতেছেন। তিনিই একাধারে

দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বস্তুত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। Peoples Consultive Assembly কর্তৃক তিনি ১৯৬৮ খৃ., ১৯৭৩ খৃ. এবং পুনরায় ১৯৮৩ খৃ. রাষ্ট্র প্রধানরূপে নির্বাচিত হন। বর্তমানে দেশে বিদেশী শক্তির মধ্যে মার্কিন প্রভাব সর্বাধিক।

ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঙ্গ সংস্থা ASEAN-এরও সদস্য। তাহা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থারও (OIC) সদস্য রাষ্ট্র।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রান্সলিন বুক প্রোগ্রামস কর্তৃক সংকলিত, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউজ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., গ্রন্থক ইন্দোনেশিয়া; (২) Florence Elliott, Dictionary of Politics, Penguin Books Ltd. ইংল্যান্ড ১৯৬৯ খৃ., গ্রন্থক ইন্দোনেশিয়া, সুকারনো আহমাদ; সুহার্তো জেনারেল, আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স, (৩) Statesmans year Book, 1984-85, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৩ খৃ., গ্রন্থক ইন্দোনেশিয়া।

হুমায়ুন খান

সংযোজন

ইন্দোনেশিয়া (اندونيشيا) : ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) : নূতন তথ্য (সংযোজন)

ইন্দোনেশিয়া : ভূগোল

প্রাকৃতিক সম্পদ : পেট্রোলিয়াম, টিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, নিকেল, কাঠ, বক্সাইট তামা, উর্বর মৃত্তিকা, কয়লা, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

ভূমির ব্যবহার : আবাদযোগ্য ভূমি : ১১.৩২%

স্থায়ী শস্য : ৭.২৩%

অন্যান্য : ৮১.৪৪% (২০০১ খৃ.)

আবাদকৃত ভূমি : ৪৮,১৫০ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯৮ খৃ. আনু.)

পরিবেশ চলতি ইস্যুসমূহ : ক্রম হ্রাসমান বনজ সম্পদ; শিল্প বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশণে জল-দূষণ, শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণ এবং বনজ দাবানল সৃষ্টি ধোঁয়া ও কুয়াশা।

জনগোষ্ঠী :

জনসংখ্যা : ২৪১,৯৭৩,৮৭৯, (জুলাই ২০০৫ খৃ. আনু.)।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার : ১.৪৫% (২০০৫ খৃ. আনু.)

জন্ম হার : ২০.৭১ টি জন্ম/১,০০০ জন সংখ্যা (২০০৫ খৃ. আনু.)

মৃত্যু হার : ৬.২৫ টি মৃত্যু/১,০০০ জনে (২০০৫ খৃ. আনু.)।

গড় আয়ু : ৬৯.৫৭ বৎসর

পুরুষ : ৬৭.১৩ বৎসর

মহিলা : ৭২.১৩ বৎসর (২০০৫ খৃ. আনু.)

জাতীয়তা : ইন্দোনেশীয়।

নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহ :

যবদ্বীপ বাসী ৪৫%

সুদানীজ ১৪%

মাদুরীজ ৭.৫%

উপকূলীয় মালয়গণ ৭.৫%

অন্যান্য ২৬%

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী :

মুসলিম ৮৮%

প্রোটেষ্ট্যান্ট ৫%

রোমান ক্যাথলিক ৩%

হিন্দু ২%

বৌদ্ধ ১%

অন্যান্য ১% (১৯৯৮ খৃ.)।

ভাষাসমূহ : বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (দাফতরিক) মালয় ভাষার রূপান্তরিত ধরন, ইংরেজী, ওলন্দাজ ভাষা এবং স্থানীয় ভাষাসমূহ, যাহার মধ্যে যবদ্বীপের ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বাক্ষরতা : সংজ্ঞা : বয়স ১৫ ও তদূর্ধ্ব লিখিতে ও পড়িতে পারে।

মোট জনসংখ্যা : ৮৭.৯%

পুরুষ : ৯২.৫%

মহিলা ৮৩.৪% (২০০২ খৃ.)।

সরকার :

দেশের নাম : আনুষ্ঠানিক পূর্ণাঙ্গ নামঃ ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র; ভূতপূর্বঃ নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজ ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ।

ইন্দোনেশিয়ার সরকার বিষয়ক তথ্যের বরাত। (CIA-The World Factbook Indonesia, 21 May 2005, in the internet, google search)

প্রশাসনিক বিভাগসমূহ : ৩০টি প্রদেশ (প্রিনসিপ-প্রিনসিপ, একবচন প্রিনসিপ), ২টি বিশেষ অঞ্চল এবং একটি বিশেষ রাজধানী শহর; জেলা : আচেহ, বালি, বানতেন, বেনগকুলু, গোরোনতালো, ইরিয়ান জায়া, বারাত, জাকার্তা রায়া, জামবি, জাওয়া বারাত, জাওয়া তেনগাহ, জাওয়া তিমুর, কালিমানতান বারাত, কালিমানতান সেলাতান, কালিমানতান তেনগাহ, কালিমানতান তিমুর, কেপুলাউয়ান বানগকা বেলিতুং, কেপুলাউয়ান রিয়াউ, লামপুং, মালুকু, মালুকু উতারা, নুসা তেনগগারা বারাত, নুসা তেনগগারা তিমুর, পাপুয়া, রিয়াউ, সুলাওয়েসি বারাত, সুলাওয়েসি সেলাতান, সুলাওয়েসি তেনগাহ, সুলাওয়েসি তেনগগারা, সুলাওয়েসি উতারা, সুমাতেরা বারাত, সুমাতেরা সেলাতান, সুমাতেরা উতারা এবং যোগ জাকার্তা। (জানুয়ারী ১, ২০০১ খৃষ্টাব্দে)

বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে, ৩৫৭টি জেলা বা রিজেন্সি অধিকাংশ সরকারী সেবা প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত মূল প্রশাসনিক একক হিসাবে বিবেচিত হয় (প্রাপ্ত)।

ইন্দোনেশিয়ার প্রশাসনিক বিভাগসমূহের বরাত। (CIA-The World Factbook Indonesia, 21 May 2005, in the internet, google search)

স্বাধীনতা : ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খৃ. (স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়); ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খৃ. ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

সংবিধান : আগস্ট ১৯৪৫ খৃ., ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেডারেল সংবিধান ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের সাময়িক সংবিধান দ্বারা বাতিলকৃত, অতঃপর ৫ জুলাই ১৯৫৯ খৃ. পুনঃপ্রবর্তিত।

আইন ব্যবস্থা : রোমান-ডাচ আইন ভিত্তিক যাহা স্থানীয় ধ্যান-ধারণা, নূতন ক্ষৌজদারী কার্যবিধি এবং নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ইত্যাদি দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিমার্জিত হইয়াছে।

ভোটাধিকার : ১৭ বৎসর বয়সে; বিশ্বজনীন এবং বিবাহিত ব্যক্তিবর্গ বয়স নির্বিশেষে।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সরকার প্রধান : প্রেসিডেন্ট সুসিলো বামবাও যুধোয়োনো (২০ অক্টোবর ২০০৪ খৃ. হইতে) এবং উপ-রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ যুসুফ কাললা (২০ অক্টোবর ২০০৪ খৃ. হইতে)।

ক্যাবিনেট : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রিসভা নিয়োজিত হয়।

নির্বাচন : দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন যাহা সর্বশেষ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় (পরবর্তী নির্বাচন সেপ্টেম্বর ২০০৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইবে)।

বিধান সভা ও উহার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ : এক কক্ষ বিশিষ্ট প্রতিনিধি পরিষদ বা Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (৫৫০টি আসন; সদস্যগণ পাঁচ বৎসর মেয়াদে নির্বাচিত হন)। আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ (Dewan Perwakilan Daerah বা DPD) বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহের সমন্বয়ে DPR-এর নিকট প্রস্তাব উত্থাপনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। গণ পরামর্শ পরিষদ (Majelis Permusyawaratan Rakyat বা MPR) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন ও সংবিধান সংশোধন করিতে পারে। MPR ও DPD-এর জনপ্রিয় নির্বাচিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত MPR জাতীয় নীতি-নির্ধারণের ভূমিকা পালন করে না।

নির্বাচন : সর্বশেষ ৫ এপ্রিল ২০০৪ খৃ. অনুষ্ঠিত হয় (পরবর্তী নির্বাচন এপ্রিল ২০০৯ খৃ. অনুষ্ঠিত হইবে)।

বিচার ব্যবস্থা : সুপ্রীম কোর্ট বা মাহ্ কামাহ আগুঙ (আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত প্রার্থীদের একটি তালিকা হইতে রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিযুক্ত করেন)। ১৬ আগস্ট ২০০৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি একটি পৃথক সাংবিধানিক আদালত বা মাহ্ কামা কনসটিটিউসি স্থাপন করেন। মে ২০০৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট, বিচার ও মানবাধিকার মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে নিম্ন আদালত ব্যবস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

পতাকা বিবরণ : উপরে এবং नीচে সাদা রঙের দুইটি আনুভূমিক ব্যান্ড যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ২ : ৩।

অর্থনীতি : অর্থনৈতিক পর্যালোচনা : বহুভাষার দেশ ইন্দোনেশিয়া অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপন করিয়াছে এবং এশীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় হইতে সহনীয় পর্যায়ের রাজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। তথাপি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কিছু সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। যেমনঃ উচ্চ বেকারত্বের হার, ভঙ্গুর ব্যাংকিং খাত, দুর্নীতি, অপরিষ্কারিত অবকাঠামো, বিনিয়োগের অনুৎসাহব্যাঞ্জক পরিবেশ, অঞ্চলসমূহের মধ্যে সম্পদের অসম বন্টন ইত্যাদি। ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন এবং নূতন অনুসন্ধান বিনিয়োগের অপরিপাকতার কারণে ২০০৪ খৃ. ইন্দোনেশিয়া তৈল আমদানীকারক একটি দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহার ফলে জাকার্তা বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান তৈলের উচ্চ মূল্যের সুফল আহরণে ব্যর্থ হয়। তৎসহ ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জ্বালানীর মূল্যের উপর ভর্তুকি দিতে হওয়ায় বাজেটের উপর ক্ষমবর্ধমান চাপ অনুভূত হয়। এই পটভূমিতে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক উপযোগগুলির মধ্যে রহিয়াছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ খৃ. এক প্রলয়ঙ্করী সুনামীতে ২,৩৭,০০০ এর অধিক ইন্দোনেশীয় নিহত হন এবং নজিরবিহীন এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সহায়-সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। (প্রাণ্ডু)

অনুকূল রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ২০০৪ খৃ. ইন্দোনেশিয়ার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। ২০০৩ খৃ. দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.১%, যাহা ২০০২ খৃ. ছিল ৩.৭৭%। ২০০২ খৃ. ১০% মুদ্রাস্ফীতি ২০০৩ খৃ. ৫.৬%-এ নামিয়া যায়। ২০০৩ খৃ. রফতানী মূল্য ৬১.০২৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় যাহা ২০০২ খৃষ্টাব্দে তুলনায় ৬.৭৬% বেশী। জানুয়ারী-মে ২০০৪ খৃ. রফতানী ২৫.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, যাহা ২০০৩ খৃ. একই সময়কালের তুলনায় ২.১১% বেশী ছিল। জানুয়ারী-এপ্রিল ২০০৪ খৃ. আমদানী মূল্য পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ১০.২০% বাড়িয়া ১০.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হইতে ১২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। দেশটির আমদানী পণ্যের মধ্যে রহিয়াছে যন্ত্রপাতি ও জৈব রাসায়নিক মালামাল, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ইন্দোনেশিয়ার আমদানী ও রফতানী অংশীদারগণের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ১৫,০০০ ব্যাংক অফিস সমন্বিত ইন্দোনেশিয়াতে ২০০৪ খৃ. প্রথম চতুর্থাংশে ৯ মার্চ, ২০০৪ খৃ. ০ ব্যাংকগুলির সর্বমোট সম্পদ ছিল ১, ১৫০.০ ট্রিলিয়ন রুপি।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP : ক্রম ক্ষমতা তুল্যতা -৮২.৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ. আনু.)।

GDP.- প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হার : ৪.৯% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

GDP. মাতা পিছু আয় :

ক্রম ক্ষমতা তুল্যতা - ৩,৫০০ মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ. আনু.)।

GDP. খাত ভিত্তিক অবদান :

কৃষি : ১৪.৬%

শিল্প : ৪৫%

সেবা : ৪০.৪% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বিনিয়োগ (মোট নির্ধারিত) :

GDP.-এর ১৬.৬% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

দারিদ্র্য সীমার নিম্নে জন সংখ্যা : ২৭% (১৯৯৯ খৃ. আনু.)।

পারিবারিক আয়ের বিতরণ গিনি (Gini) সূচকঃ ৩৭ (২০০১ খৃ.)।

মুদ্রাস্ফীতির হার (ভোক্তা মূল্য) : ৬.১% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

শ্রম শক্তি : ১১১.৫ মিলিয়ন (২০০৪ খৃ. আনু.)।

শ্রম শক্তি পেশা অনুসারে : কৃষি ৪৫%, শিল্প ১৬%, সেবা ৩৯% (১৯৯৯ খৃ. আনু.)।

বেকারত্বের হার : ৯.২% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বাজেট : রাজস্ব : ৫২. ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ব্যয় : ৫৫. ৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মূলধন ব্যয়সহ ২০০৪ খৃ. আনু.)।

জনগণের ঋণ : ৫৬.২% GDP.-এর। ২০০৪ খৃ. আনু.।

শিল্প : পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, টেক্সটাইল, পোশাক, পাদুকা, খনি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন শিল্প, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, প্লাস্টিক, রাবার, খাদ্য ও পর্যটন।

শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধি হার : ১০.৫% (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বিদ্যুৎ উৎপাদন : ১১০.২ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (২০০৩ খৃ.)।

বিদ্যুতের ব্যবহার : ৯২.৩৫ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (২০০৩ খৃ.)।

বিদ্যুৎ আমদানী ও রফতানী : ০ কিলোওয়াট ঘন্টা (২০০২ খৃ.)।

তৈল-উৎপাদন : ৯৭১,০০০ ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ. আনু.)।
 তৈল-ব্যবহার : ১.১৮৩ মিলিয়ন ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ. আনু.)।
 তৈল-রফতানী : ৫১৮,১০০ ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ.)।
 তৈল আমদানী : ৩৭০,৫০০ ব্যারেল/দিন (২০০৩ খৃ.)।
 তৈল প্রমাণিত মজুদ : ৪.৯ বিলিয়ন ব্যারেল (২০০৪ খৃ. আনু.)।
 প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদন : ৭৭.৬ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)
 প্রাকৃতিক গ্যাস-ব্যবহার : ৫৫.৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)।
 প্রাকৃতিক গ্যাস-রফতানী : ৩৯.৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)।
 প্রাকৃতিক গ্যাস-আমদানী : ০ কিউবিক মিটার (২০০৩ খৃ. আনু.)
 প্রাকৃতিক গ্যাস- প্রমাণিত মজুদ : ২.৫৪৯ ট্রিলিয়ন মিটার (২০০৪ খৃ. আনু.)।
 রফতানী : ৬৯.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।
 রফতানী-দ্রব্যাদি : তৈল ও গ্যাস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্রাইউড, টেক্সটাইল ও রাবার।
 রফতানী অংশীদারগণ : জাপান ২২.৩%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২.১%, সিঙ্গাপুর ৮.৯%, দক্ষিণ কোরিয়া ৭.১%, চীন ৬.২%, (২০০৪ খৃ.)।
 আমদানী : ৪৫.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।
 আমদানী-অংশীদারগণ : জাপান ১৩%, সিঙ্গাপুর, ১২.৮%, চীন ৯.১%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮.৩%, থাইল্যান্ড ৫.২%, অস্ট্রেলিয়া, ৫.১%, দক্ষিণ কোরিয়া ৪.৭%, সৌদি আরব ৪.৬% (২০০৩ খৃ.)।
 বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণের মজুদ : ৩৫.৮২% বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।
 বৈদেশিক ঋণ : ১৪১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।
 অর্থনৈতিক সহায়তা-গ্রহণকারী : ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
 নোট : ডিসেম্বর ২০০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কর্মসূচী সমাপ্ত করে। তৎসঙ্গেও ইন্দোনেশিয়ার উপদেষ্টা গ্রুপ (CGI)-এর মাধ্যমে দেশটি ২০০৪ খৃ. এবং ২০০৫ খৃষ্টাব্দের জন্য ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মঞ্জুরী এবং ঋণের আকারে দ্বিপক্ষীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জন করে। ২০০৪ খৃষ্টাব্দে সুনামীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর নিকট হইতে ইন্দোনেশিয়া প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। এই আর্থিক সহায়তায় সুনামী বিধ্বস্ত আছেহ প্রদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
 প্রচলিত মুদ্রা : ইন্দোনেশীয় রুপি : (IDR) চলতি মুদ্রা কোড gIDR.
 প্রাপ্ত ও Indonisia's rupiah breaches 10,000 level, AFP, Kualalampur 21 August 2005.
 যানবাহন :
 রেলপথ : মোট : ৬,৪৫৮ কিলোমিটার
 ন্যারো গেজ : ৫.৯৬১ কিলোমিটার, ১.০৬৭ মিটার গেজ (১২৫ কিলোমিটার বিদ্যুৎতায়িত); ৪৯৭ কিলোমিটার ০.৭৫০ মিটার গেজ (২০০৩ খৃ.)।
 মহাসড়ক : মোট : ৩৪২, ৭০০ কিলোমিটার
 পাকা : ১৫৮, ৬৭০ কিলোমিটার
 কাঁচা : ১৮৪,০৩০ কিলোমিটার (১৯৯৯ খৃ.)।

জলপথ : ২১, ৫৭৯ কিলোমিটার সুমাত্রা ৫, ৪৭১ কিলোমিটার, জাভা ও মাদুরা ৮২০ কিলোমিটার, কালিমানতান ১০,৪৬০ কিলোমিটার, সুলাওয়েসি (সেলিবিস) ২৪১ কিলোমিটার, ইরিয়ান জায়া ৪, ৫৮৭ কিলোমিটার (২০০৪ খৃ.)।

বন্দর ও পোতাশ্রয় : চিলাচাপ, চিরেবন, জাকার্তা, কুমপাং, মাকাসসার, পালেমবাং, সেমারাং এবং সুরাবায়া।

সামুদ্রিক বাণিজ্য বহর : মোট : ৭২৮টি জাহাজ (১,০০০ টন GRT বা তদূর্ধ্ব) ৩, ১৯২, ৮৪৭ GRT/৪,৩১৯, ৭৩৯, DWT.*

শ্রেণী অনুসারে : মালবাহী ৩৫, কার্গো ৪০৯, রাসায়নিক ট্যাংকার, ১৯ কনটেনার ৩৬, তরলীকৃত গ্যাস ৭, পশুসম্পদ বাহী ১, যাত্রীবাহী ৪১, যাত্রীবাহী/কার্গো ৩৬, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার, ১২৫, হিমাগারযুক্ত কার্গো ২টি, রোল অন। রোল অফ ১৩, বিশেষায়িত ট্যাংকার ২ এবং কতকগুলি যানবাহন বহনকারী জাহাজ।

বিদেশী মালিকানা : ১৯ (ফ্রান্স ১, জাপান ৩, ফিলিপাইন ১, সিঙ্গাপুর ১১, সুইজারল্যান্ড ১, যুক্তরাজ্য ২)।

অন্যান্য দেশে রেজিস্ট্রিকৃত : ১১৩ টি (২০০৬ খৃ.)।

বিমান বন্দর : ৬৬৭টি (২০০৪ খৃ. আনু.)।

বিমানবন্দর-পাকা রানওয়েসহ : মোট : ১৫৪টি।

বিমানবন্দরের সংখ্যা-কাঁচা রানওয়েসহ : মোট : ৫১৩।

হেলিপোর্ট-এর সংখ্যা : ২২ (২০০৪ খৃ.)।

সামরিক বিভাগ (সেনাবাহিনী) :

শাখাসমূহ : ইন্দোনেশীয় সশস্ত্র বাহিনী (TNI): সেনাবাহিনী (TNI-AD), নৌ-বাহিনী (TNI-AL, মেরিন) এবং নৌ বিমান শাখাসহ), বিমান বাহিনী (TNI-AU)।

জনবল : স্থলবাহিনী ২৭৪,০৬১, নৌবাহিনী ৫৫, ৫৪১, এবং বিমান বাহিনী ২৫, ৭৩২ জন (এপ্রিল ২০০৪ খৃ.)।

সামরিক ব্যয়ভার : ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৪ খৃ.)।

সামরিক ব্যয়ভার জিডিপি (GDP)-র শতকরা : ৩% (২০০৪ খৃ.)।

শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ : অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ (IDPs)-এর সংখ্যা: ৫৩৫,০০০ (আচেহতে বিদ্রোহ দমনে সরকারী বাহিনী সামরিক অভিযানে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ শরণার্থী আছেহ, কেন্দ্রীয় কালিমানতান, মালাকু এবং কেন্দ্রীয় সুলাওয়েসি প্রদেশে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে)। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ খৃ. সুনামীতে ৪৪১, ০০০ ব্যক্তি তাহাদের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পদ হারাইয়া শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অবৈধ মাদক ব্যবসায় : বিশেষত অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্যানাবিস (cannabis)- এর অবৈধ উৎপাদনকারী ইন্দোনেশিয়া গোন্ডেন ট্রায়াম্বল হিরোইনের জন্য যাত্রাপথ পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধিকর ভূমিকা পালন করিতেছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহার : ২০০৪ খৃ., দেশটিতে ৮৫০ কোটি ডলার মূল্যের সিগারেট বিক্রি হয়। সেখানে ধূমপায়ীর সংখ্যা বাড়িয়া ১৪ কোটি ১০ লক্ষ পৌছে। ২০০৫ খৃ. ইহা আরও ৫% বৃদ্ধি পায়। ২০০৪ খৃ. এই খাত হইতে সরকারের আয় ছিল ৩৩০ কোটি ডলার।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস :

ধারণা করা হয় যে, প্রেইটোসিন যুগে (খৃ. পূ ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্বে) এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার অস্তিত্ব ছিল। এ

সময় সেখানে হোমোনিভদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এই সময় অধুনা ইন্দোনেশিয়া নামক পরিচিত ভূ-খণ্ডে “জাভা মানব” বসতি স্থাপন করিয়া থাকিবে। ইউজিন দুবোইস জাভা দ্বীপে ফসিলকৃত জাভা মানবের সন্ধান পান এবং উহার বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন Pithecanthropus erectus; এই জাভা মানবই ইন্দোনেশিয়ার প্রথম বাসিন্দা।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের বরাতে (Indonesia 2004, 35th Official handbook, National Information Agency, জাকার্তা ২০০৪ খৃ., পৃ. ১৭-১৮)।

উত্তর ইউরোপ এবং আমেরিকাতে বরফ স্তর গলিয়া যাওয়ার কারণে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভব ঘটে। এই সময়ে (খৃ. পূ. ৩০০০-৫০০ বৎসর) এশিয়া হইতে আগত উপ-মঙ্গোলীয় অভিবাসিগণ ইন্দোনেশিয়াতে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তাহার দ্বীপ পুটির আদিবাসীদের সহিত আন্ত-বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আরও পরে তাহাদের সহিত মিশ্রণ ঘটে দক্ষিণ এশীয় ভারত উপমহাদেশ হইতে আগত ইন্দো-আর্থ অভিবাসীদের (১০০০ খৃ. পূ.)।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রথম ভারতীয় অভিবাসীরা ইন্দোনেশিয়াতে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের গুজরাট হইতে আগত। ৭৮ খৃ. ভারতীয় যুবরাজ আজি কাকা কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা এবং পল্লব লিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়াতে কাকা আমলের গোড়াপত্তন ঘটে। ইন্দোনেশিয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত প্রস্তর ও তাম্র লিপিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সময় পল্লব রীতি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার দেবনাগরী লিপির প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে উভয় লিপিমালারই ইন্দোনেশিয়া-করণ ঘটে, যাহার ফলশ্রুতিতে “কাওই” ভাষার উৎপত্তি হয়, যেখানে কতকগুলি অতিরিক্ত জাভানীজ শব্দ ও বাগধারা ভাষাটিতে সংযুক্ত হয়। দক্ষিণ ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রাথমিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন সুমাত্রাকে “স্বর্ণদ্বীপ” নামে অভিহিত করা হয়। জাভাকে “যব দ্বীপ” বা ধানের দ্বীপ নামকরণ করা হয়। অপর পক্ষে বোর্নিও (কালিমানতান)-এ অবস্থিত হিন্দু রাজ্যের নাম রাখা হয় কুতাই। ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্ক শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে বৌদ্ধ রাজ্য শ্রী জয়া এবং দক্ষিণ ভারতের নালন্দার মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

১ম হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীদের আগমন অব্যাহত থাকে। এইভাবে দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে ইন্দোনেশিয়া নামের উৎপত্তি ঘটে : “ইন্দো” অর্থাৎ ভারত এবং “নেশিয়া” অর্থাৎ দ্বীপপুঞ্জ।

ইন্দোনেশিয়ার ৭ম-২০তম শতাব্দীর ইতিহাস : ইন্দোনেশিয়ার ভূগোল, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, ভাষা, ইসলামী আমল, ঔপনিবেশিক যুগ, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ড্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ., ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৪২৮-৪৬৩।

বেঙ্গল গভর্নর জেনারেলের শাসনাধীনে ইন্দোনেশিয়া :

ইউরোপে নেপোলিয়ন যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স যখন হল্যান্ড দখল করে তখন ইন্দোনেশিয়া বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে চলিয়া যায় (১৮১১-১৮১৬ খৃ.)। স্যার টমাস স্ট্যামফোর্ড র্যাফলসকে জাভা ও উহার অধীনস্থ অঞ্চল সমূহের লেফটেন্যান্ট গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করত কলিকাতাস্থ বেঙ্গল গভর্নর জেনারেলের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এইভাবে একদা সিঙ্গাপুরকেও কলিকাতাস্থ বেঙ্গল গভর্নরশীপের অধীনে ন্যস্ত করা

হয়। বাংলাদেশ হইতে ঐসব দেশের দূরত্বের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলেও ঐ সময় দেশগুলির সুশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়।

হল্যান্ড ফরাসী দখলমুক্ত হওয়ার পর বৃটিশ এবং ডাচ সরকার ১৩ আগস্ট, ১৮১৪ খৃ. লণ্ডনে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তিমতে ইন্দোনেশিয়া পুনরায় ডাচ শাসনাধীনে চলিয়া যায়। অতঃপর ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খৃ. দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস :

ইন্দোনেশিয়া ইতিপূর্বে নেদারল্যান্ডস্ ইস্ট ইন্ডিস নামে পরিচিত ছিল। ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ দখল শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে উহা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করে। ২০তম শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে মার্চ ১৯৪২ খৃ. হইতে এলাকাটি জাপানীদের দখলে চলিয়া যায়। ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, জাপানীদের আত্মসমর্পণের তিন দিন পরে, জাতীয়তাবাদীদের একটি গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্ব-ঘোষিত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডঃ আহমাদ সুকর্ণ। তিনি ১৯২০ খৃ. এর দশক হইতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন। নেদারল্যান্ড এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় নাই। সে দ্বীপ পুঞ্জটিতে তাহার যুদ্ধ-পূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাইতে থাকে। চার বৎসর যাবৎ লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহ এবং আলাপ-আলোচনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে জাতীয়তাবাদিগণ এবং ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খৃ. ইন্দোনেশিয়া আইনগতভাবে স্বাধীনতা লাভ করে এবং সুকর্ণ রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। প্রাথমিকভাবে দেশটির একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্র ছিল, যদ্বারা ইহার ১৬টি উপাদান-কল্প অঞ্চলকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। আগস্ট ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ফেডারেশনের বিলোপ সাধন করিয়া দেশটি একক ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা চুক্তিতে পশ্চিম নিউ গিনি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে পশ্চিম নিউ গিনির নূতন নাম হয় ইরিয়ান জায়া, যাহা ১ জানুয়ারী, ২০০২ হইতে পাপুয়া নামে পরিচিত হয়। পাপুয়া ১৯৬২ খৃ. পর্যন্ত ওলন্দাজ শাসনাধীনে ছিল, অতঃপর স্বল্পকাল জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে থাকার পর ১৯৬৩ খৃ. ইহা ইন্দোনেশিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়।

সুকর্ণ চরম জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁহার শাসনামল একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তাঁহার বৈদেশিক নীতি গণচীনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। অবশ্য তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেও নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাপক দুর্নীতির ফলে সুকর্ণের সরকারের প্রতি জনরোষ দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, সেখানে ইন্দোনেশীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (PKI) সক্রিয় হাত ছিল। ইহার প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক দল ও উহার সমর্থকদিগকে গণহারে হত্যা করা হয়। মার্চ ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে সুকর্ণের জরুরী নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বাধীন সেনাপতিদের নিকট হস্তান্তর করেন। সুহার্তো সমাজতান্ত্রিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ খৃ. সুকার্ণো সুহার্তোর নিকট সর্বময় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মার্চ মাসে গণপরামর্শক এসেম্বলী

(MPR) সুকার্গেকে অপসারণ করত সুহার্তোকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করে। তিনি অক্টোবর ১৯৬৭ খৃ. প্রধানমন্ত্রী হন; MPR কর্তৃক নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মার্চ ১৯৬৮ খৃ. তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। জুলাই ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কার্যকরী গ্রুপসমূহের যুগ্ম সচিবালয় বা গোলকার প্রতিনিধি পরিষদে (DPR) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মার্চ ১৯৭৩ খৃ. সুহার্তো পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সুহার্তোর নূতন আদেশ :

সুহার্তোর 'নূতন আদেশ' অনুসারে প্রকৃত ক্ষমতা আইন পরিষদ ও মন্ত্রী পরিষদের নিকট হইতে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার নিকট চলিয়া যায়। বাম দলের রাজনীতিকে দমন করত একটি উদার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়। মে ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে গোলকার পার্টি আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মার্চ ১৯৭৮ খৃ. সুহার্তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সরকারের সমালোচনা সত্ত্বেও মে ১৯৮২-র নির্বাচনে গোলকার বর্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মার্চ ১৯৮৩ খৃ. সুহার্তো পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সুহার্তোর পঞ্চশিলা ও মুসলিম বৈরিতা : ১৯৮৪ খৃ. সুহার্তো সকল রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পঞ্চশিলা নীতির ভিত্তিতে আইন সভা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে তাহা মুসলিমদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পঞ্চশিলা নামক উক্ত অপরিহার্য রাষ্ট্র-দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল:

১. সর্ব শক্তিমান একক আল্লাহর সত্ত্বায় বিশ্বাস'
২. মানবতা;
৩. জাতীয় একতা;
৪. গণজোটের মাধ্যমে গণতন্ত্র. এবং
৫. সামাজিক ন্যায়বিচার

জাকার্তা এবং উহার আশেপাশে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লাগাতার বোমা হামলা ও ব্যাপক লুটতরাজ দেখা দেয়। এজন্য প্রস্তাবিত সংবিধানের বিরোধী মুসলিমগণকে সন্দেহ করা হয়। অনেক মুসলমান ধর্মান্বলম্বীকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জুন ১৯৮৫ খৃ. গণ-সংগঠন বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং জুলাই মাস নাগাদ সকল রাজনৈতিক দল পঞ্চশিলা নীতি মানিয়া নেয়। এপ্রিল ১৯৮৭-র সাধারণ নির্বাচনে, দুর্নীতি ও পূর্ব তিমুরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অব্যাহত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গোলকার দল প্রতিনিধি পরিষদের ৫০০ আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসন লাভ করে। অধিকন্তু প্রথমবারের মত দলটি ইন্দোনেশিয়ার ২৭টি প্রদেশের প্রতিটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

দ্বৈত সামরিক এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম : ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনীসমূহের (ABRI) দ্বৈত (অর্থাৎ সামরিক এবং আর্থ-সামাজিক) কার্যক্রম পুনর্বহাল করা হয়। মার্চ মাসে সুহার্তো পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে, পূর্ববর্তী পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটাইয়া, সুহার্তো কোন প্রার্থীর অনুকূলে সুপারিশ করা হইতে নিবৃত থাকেন, কিন্তু তিনি MPR-কে উক্ত পদে মনোনয়ন দানে উৎসাহিত করেন। যাহা হউক, লে. জে

(অব.) সুধর্মনো, গোলকার দলের চেয়ারম্যান এবং ডঃ জাইলানি নারো, সংযুক্ত উন্নয়ন পার্টির (PPP) নেতা উভয়েই পদটির জন্য মনোনীত হইলে জেনারেল সুহার্তো সুধর্মনোর অনুকূলে তাঁহার সমর্থন ব্যক্ত করেন, নারো তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন, ফলে সুধর্মনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ABRI সুধর্মনোর নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ গোলকার-এর সভাপতি হিসাবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে দলীয়করণে সামরিক প্রধানের ব্যাদূত হয় এবং তাঁহাকে বাম দলের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে সন্দেহ করা হয়। অক্টোবরে সুধর্মনো গোলকার-এর চেয়ারম্যান পদ হইতে পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন জেনারেল (অব.) ও আহনো, যিনি ABRI এবং উদীয়মান আমলাতান্ত্রিক উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হন। (Artical Indonesia in the Europa World Yearbook, লন্ডন ২০০৩ খৃ., পৃ. ২০৬৬)।

জাভা এবং সুমবাওয়া দ্বীপের অস্থিরতা : ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে ভূমি বিরোধ হইতে উদ্ভূত চাপা উত্তেজনাকে কেন্দ্র করিয়া জাভা ও সুমবাওয়া দ্বীপ বাশি এবং লমবকের পূর্বে), নুসা টেঙ্গারা-এর তিনটি এলাকাতে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্থদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই সরকারীভাবে ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রথমবারের মত ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনী ছাত্র-বিক্ষোভ দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। ইতোমধ্যে সুহার্তোর উত্তরসূরী কে হইবেন, সে বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। মে ১৯৮৯ সনে সুহার্তো সরকারী কর্মকর্তাগণকে এইরূপ জল্পনা-কল্পনা হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ দেন এবং সেপ্টেম্বরে, যখন ইন্দোনেশীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (PDI) তাহার অনুকূলে সমর্থন দেয়, তখন ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ষষ্ঠ বারের মত নির্বাচনে প্রার্থী হইবেন। আগস্ট ১৯৯০ সনে ৫৮ জন গণ্যমান্য ইন্দোনেশীয় নাগরিক তাঁহার বর্তমান মেয়াদান্তে রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণের গণদাবী উত্থাপন করেন এবং ইন্দোনেশিয়াতে বৃহত্তর গণতন্ত্রের সুযোগ দানের আবেদন করেন।

শ্রমিক অসন্তোষ : ১৯৯১ সনে রাজনৈতিক উন্মুক্ততার জন্য বর্ধিত দাবীর প্রেক্ষিতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কতিপয় নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শ্রেফতার এবং রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানীর মাধ্যমে অসন্তোষ দমনের চেষ্টা করা হয়। ছাত্রদের অস্থিরতা দূরীকরণার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সুহার্তো গোলকার-এর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে অপসারণ করেন, যাহাদের ৯ জুন ১৯৯২-র সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল।

মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা : ১৯৯৩ খৃ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রকৃত্তির লক্ষ্যে সরকার মুসলমান ভোটারদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ খৃ. একটি আইন পাশের মাধ্যমে ইসলামী আদালতের রায়কে বেসামরিক আদালতের সমর্থনের মাধ্যমে নিশ্চিতকরণের প্রথা রহিত করা হয়। ১৯৯০ খৃ. রাষ্ট্রপতি নবগঠিত ইন্দোনেশীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী এসোসিয়েশন (ICMI)-এর একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যাহা ইসলামিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক বিষয়াদির সমন্বয় সাধন করে। ১৯৯১ খৃ. সুহার্তো মক্কা শরীফে তাঁহার জীবনের প্রথম হজ্জ পালন করেন, ইসলামিক দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে কতিপয় সংস্কার

প্রস্তাব মানিয়া নেন এবং একটি ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেন। ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি স্থিতিশীলতার পরিপন্থী হইবে এই বিবেচনায় ABRI, ICMI- এর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করেন।

ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক রাজনৈতিক প্রচারণা নিষিদ্ধকরণ : প্রতিনিধি পরিষদ বা DPR-এর স্থানীয় সরকার ও পরিষদে নির্বাচনের লক্ষ্যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত চার সপ্তাহের প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলিকে ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা যাহা জাতীয় ঐক্যের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ প্রচারণা হইতে বিরত রাখা হয়।

১৯৯২-র সাধারণ নির্বাচন : ৯ জুন ১৯৯২-তে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি পরিষদ, DPR-এর নির্বাচনে ৯০.৪% ভোটের অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে সরকারী দল গোলকার ৬৮% জোটসহ আরও একবার বিজয় লাভ করে। ৪০০ আসনের মধ্যে গোলকার দল ২৮২ টি, PPP ৬২টি এবং DPI ৫৬টি আসন লাভ করে।

প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিম নেতৃত্বের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থিতা: অক্টোবর ১৯৯২ খৃ. সুহার্তো সরকারী দল গোলকার, PPP, PDI এবং ABRI কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন মতে ষষ্ঠ বারের মত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এইভাবে মার্চ ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁহার বিজয় নিশ্চিত হয়। অতঃপর উপ-রাষ্ট্রপতি পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কথিত আছে যে, এই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুহার্তো ইন্দোনেশীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিম নেতা, গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রফেসর ড. বুচারুদ্দিন জুমুফ (বি, জে.) হাবিবীর অনুকূলে তাঁহার সমর্থন ব্যক্ত করেন। অবশ্য, পরবর্তীতে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী সমর্থিত প্রার্থী সুতঞ্চ উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। ইহার মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রতিনিধি পরিষদে তাহাদের জন্য নির্ধারিত ১০০ আসনের বিতর্কিত অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

মন্ত্রী পরিষদে মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আধিক্য : মার্চে ঘোষিত সুহার্তোর মন্ত্রী সভায়, ২২ জন নব-নিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১১ হইতে ৮-এ হ্রাস করা হয় এবং প্রভাব বিস্তারকারী রুদিদী এবং মুরাদানীকে বাদ দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত খৃষ্টান মন্ত্রীবর্গ প্রফেসর ড. জোহানস বি. সুমারলিন, এড্রিয়ানুস মুঈ ও রাদিয়াস প্রাইরো, যাহারা ১৯৮৮ খৃ. হইতে দেশটির অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তাহাদিগকে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং মাত্র তিনজন খৃষ্টানকে মন্ত্রী সভাতে বহাল রাখা হয়। নূতন তালিকায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কতিপয় সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করত হাবিবীর নেতৃত্বাধীন দলকে অগ্রগামী করা হয়। সুহার্তো ঘোষণা করেন যে, নূতন সরকার অধিকতর গণতন্ত্র ও মুক্ত রাজনীতির লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে। ১৯৯৩ খৃ. সুহার্তো ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং মানবাধিকার বিষয়ক একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ : জুন ১৯৯৩ খৃ. যুক্তরাষ্ট্র, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে শ্রমিক অধিকার উন্নয়নের একটি সময়সীমা বাঁধিয়া দেয়। অন্যথায় ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য সুবিধা হারাইবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরকার একমাত্র দাফতরিকভাবে স্বীকৃত নিখিল ইন্দোনেশিয়া শ্রমিক

ইউনিয়নে কতিপয় সংস্কার সাধন করে, নূনতম মজুরীর উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটায় এবং ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম আইনের বিলোপ সাধন করা হয়। নূতন নূনতম মজুরী পরিশোধে নিয়োগকর্তাদের অভিযুক্ত করত উন্নততর কর্ম পরিবেশের দাবীতে শ্রমিকগণ ধর্মঘটে চলিয়া যায়। এপ্রিল ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে মেদান এবং সুমাত্রাতে দাঙ্গা বাঁধিয়া যায়। ইহার প্রেক্ষিতে অনেক চীনা সম্পত্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়। দাঙ্গা দমনে শ্রমিক নেতৃত্বকে গ্রেফতার করত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ইসলামিক স্টেট অব ইন্দোনেশিয়া : অক্টোবর ১৯৯৫ খৃ. চরম ডানপন্থী গ্রুপ, ইসলামিক স্টেট অব ইন্দোনেশিয়ার ৩০ জন সদস্যকে পশ্চিম জাভাতে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁহারা 'ইন্দোনেশিয়ার একনায়কতান্ত্রিক সরকার'-কে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। ঐ সময় এইরূপ আশঙ্কা করা হয় যে, ইসলামের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া সুহার্তো সেনাবাহিনীর প্রভাবের সহিত যে ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা করেন, তাহাতে ধর্মীয় নীতির সাথে অসঙ্গতি দেখা দিবে। রাজনৈতিক সমালোচকগণ ইন্দোনেশীয় ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘের (ICMI) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত সংবাদপত্র 'রিপাবলিক' এবং ইহার সাময়িকী 'উম্মাত'-কে ধর্মীয় আবেগ তাড়িত গোলযোগ সৃষ্টির জন্য দোষারোপ করেন। ঐ সময় জীবনমাত্রার মানে অসঙ্গতির জন্যও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৯৬ খৃ. বান্দুর এবং পশ্চিম জাভাতে হাজার হাজার লোক অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ধনবান উপজাতীয় চীনাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে।

উপেক্ষিত ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘ : ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃ. সুহার্তো নিজরিবহীনভাবে তাঁহার মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত করেন। সে সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত অধ্যাপক ডঃ বুদিয়ার্দজো যুদোনোকে বরখাস্ত করত মন্ত্রণালয়টিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহিত একীভূত করা হয়। এইভাবে হাবিবীর একজন ঘনিষ্ঠজনের বরখাস্ত, বিশেষত উত্তরোত্তর শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘের চেয়ারম্যান পদে হাবিবীর পুনর্নির্বাচনের পূর্ব দিনে, গোলযোগের ইস্তিত বহন করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণের মতে, এই কার্যপদ্ধতির দ্বারা সুহার্তো হাবিবীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করার প্রয়াস পান।

ধর্মীয় উদ্বেগ ও সামাজিক অস্থিরতা : ১৯৯৬ খৃ. ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সামাজিক অস্থিরতা ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দেও অব্যাহত থাকে। ইহার কারণ হিসাবে ধর্মীয় উদ্বেগ, সামাজিক এবং উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আয় বৈষম্য এবং ১৯৭১ খৃ. সৃচিত আন্ত অভিবাসন কর্মসূচীকে চিহ্নিত করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৯৬ খৃ. পশ্চিম কালিমানবতানে সবচেয়ে মারাত্মক সহিংসতার ঘটনাটি ঘটে। মুসলিম যুবকগণ কর্তৃক স্থানীয় বিদ্যালয়গামী ছাত্রীদের উপর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আদিবাসী দায়াক উপজাতীয় গোত্রের লোকেরা শত শত আন্ত অভিবাসীকে হত্যা করে। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ খৃ. একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও মার্চ মাস অবধি সংঘর্ষ চলে এবং হাজার হাজার লোককে স্থানচ্যুত করা হয়।

দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী দল মুহাম্মদিয়া : আগস্ট ১৯৯৭ খৃ. দুইজন প্রধান মুসলিম ধর্মীয় নেতা, আবদুর রাহমান ওয়াহিদ এবং আমিয়েন রাইস, দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী দল মুহাম্মদিয়ার নেতা, গণপরিষদ মার্শক সভা (MPR)- এ নিয়োজিত ৫০০ সাময়িক ও বেসাময়িক ব্যক্তির তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া যান। ইরিয়ান জায়া (বর্তমানে পাপুয়া)-তে অবস্থিত

বিতর্কিত ফ্রিপোর্ট খনির বিষয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনার জন্য ইসলামী বুদ্ধিজীবী সংঘের বিশেষজ্ঞ বোর্ড হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে আমি যেন রাইসকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমাবেশ : আগস্ট ও অক্টোবর ১৯৯৭ খৃ.-এর মধ্যে ইন্দোনেশীয় মুদ্রার ব্যাপক অবমূল্যায়ন ঘটে। তখন সুহার্তো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) প্রদত্ত এক উদ্ধার কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু সুহার্তো আই. এম. এফ. কর্তৃক প্রত্যাশিত সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি মনে করেন যে, সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গের স্বার্থের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে। উল্লেখ্য যে, তাঁহার স্বজনেরা দীর্ঘকাল যাবৎ লোভনীয় একচেটিয়া ব্যবসায় ও করমুক্ত কারবারের সুবিধা লাভ করিয়া আসিতেছিল। ডিসেম্বর ১৯৯৭ খৃ. সুহার্তোর স্বাস্থ্য হানির ব্যাপক গুজবে ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির উপর আত্মহীনতার সঙ্কট বৃদ্ধি পায়। এই মাসের শেষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীগণের এক নজিরবিহীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সংঘের সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারিগণ সুহার্তোর নেতৃত্ব প্রত্যাহ্বান করেন এবং রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী আমি যেন রাইসের অনুকূলে তাঁহাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সুহার্তোর পদত্যাগ দাবীর প্রতি ওয়াহিদ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ কন্যা মেঘবতী সুকর্ণপুত্রীও সমর্থন ব্যক্ত করেন। অতঃপর মেঘবতী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। আই এম এফ প্রস্তাবিত সংস্কার, বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, নিষ্ফল বাজেট, মুদ্রার দ্রুত অবমূল্যায়ন ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দাঙ্গা ইত্যাদি সত্ত্বেও গোলকার-এর মনোনয়নক্রমে সুহার্তো ১০ মার্চ ১৯৯৮-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে পুনর্নির্বাচিত হন। উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনি হাবিবীর মনোনয়নের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

সহিংসতা ও সুহার্তোর পদত্যাগ : সুহার্তোর মন্ত্রীসভায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যবর্গের অন্তর্ভুক্তি ও আই.এম.এফ.-এর সুপারিশমালার প্রতি অবজ্ঞার কারণে সুহার্তোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ছাত্ররা তাঁহার পদত্যাগ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দাবী করে। এই অবস্থায় জুলানী তেলের মূল্য ৭০% বৃদ্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ৫ মে ১৯৯৮ খৃ. জাকার্তায় দাঙ্গা ধাঁধিয়া যায়। পরবর্তী দিনগুলিতে সহিংসতা ও অস্থিরতা সমগ্র দেশটিকে গ্রাস করে। ১২ মে, ১৯৯৮ তারিখে ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভে সেনাবাহিনী ৬ জন ছাত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ধারণা করা হয় যে, ১২-১৫ মে, ১৯৯৮ তারিখের মধ্যে রাজধানীতে ৫০০ লোককে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্য স্থানে আরও ৭০০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার গ্রুপের মতে শুধু মাত্র জাকার্তাই ১,১৮৮ ব্যক্তি প্রাণ হারান। হাজার হাজার ভবন ও যানবাহনের ধ্বংস সাধন করা হয় এবং কিছু কিছু লুটপাটকারী জুলন্ত ভবনের অভ্যন্তরে আটকা পড়িয়া মারা যায়। ইন্দোনেশিয়ার উপজাতীয় চীনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হামলার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়। অজ্ঞাত সংখ্যক চীনকে হত্যা করা হয়, চীনা মহিলাদিগকে ধর্ষণ করা হয় এবং তাহাদের ঘরবাড়ীতে ও ব্যবসা কেন্দ্রে লুটপাট করা হয়। অব্যাহত গণঅসন্তোষ ও রাজনৈতিক চাপের মুখে ২১ মে ১৯৯৮ খৃ. সুহার্তো পদত্যাগ করেন এবং তদন্তুলে উপ-রাষ্ট্রপতি হাবিবীর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মুসলিম ও ক্যাথলিকদের দাঙ্গা : নূতন প্রশাসনের অধীনে পরিবর্তনের শ্রুত গতি, মারাত্মক খাদ্য সঙ্কট এবং বিভিন্ন উপজাতীয় ও ধর্মীয় দলগুলির মধ্যে বিরাজিত উদ্বেগ-উত্তেজনার কারণে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ্বে ব্যাপী দেশময় অসন্তোষ ও দাঙ্গা অব্যাহত থাকে। ২২ মে নভেম্বর ক্যাথলিক খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় ১৪ ব্যক্তি প্রাণ হারান। এ সময় গীর্জা এবং খৃষ্টান বিদ্যালয়গুলি আক্রান্ত হয়।

আমবন দ্বীপের মুসলিম-খৃষ্টান সংঘর্ষ : জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃ. সমগ্র ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে উত্তাল অস্থিরতা বিরাজ করিতে থাকে। এই সময় মালুকু প্রদেশের অন্তর্গত আমবন দ্বীপে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫৯ ব্যক্তি নিহত হন। ইহার প্রভাবে অন্যত্রও অনেকে নিহত হন। আসন্ন আইন সভার নির্বাচনের জন্য প্রচারণা ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধের মুখ্য রাজনৈতিক আলোচ্যসূচী হইলেও হাবিবীর সরকার এই সময়ে ব্যাপক সংস্কার কর্ম অব্যাহত রাখে। এই সময় অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করা হয়।

ইসলামিক পার্টি সমর্থিত রাষ্ট্রপতি : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর সহিত ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ১৪ মে, ১৯৯৯ তারিখে হাবিবীকে রাষ্ট্রপতি পদে গোলকার পার্টির একক প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দান করা হয়। ৭ জুন, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মেঘবতী ও হাবিবী রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হন। ২০ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে গণ পরামর্শক পরিষদ (MPR) কর্তৃক প্রেসিডেন্ট হিসাবে হাবিবীর গোপন রেকর্ড পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন। অপর প্রার্থী মেঘবতী, ইসলামিক পার্টিসমূহ ও গোলকার-এর সমর্থনপুষ্ট প্রার্থী আবদুর রহমান ওয়াহিদের নিকট নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন। অতঃপর মেঘবতীকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করত মন্ত্রী পরিষদে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী উভয় শ্রেণীর সদস্যগণের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উহাকে শক্তিশালী করা হয়।

ওয়াহিদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরবর্তীতে দ্বীপপুঞ্জটিতে আরও সহিংসতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। মালুকু প্রদেশের আম্বন দ্বীপে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় ৭৫০ ব্যক্তি প্রাণ হারায় এবং ইহার প্রভাবে আরও সহস্রাধিক ব্যক্তি উক্ত এলাকা হইতে পলায়ন করে। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান ওয়াহিদ এবং উপ-রাষ্ট্রপতি মেঘবতী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়কে শান্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। তথাপি, সংঘর্ষ ও প্রাণহানি অব্যাহত থাকায় উক্ত এলাকায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত আরও ২,৫০০ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। মালাকুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলির সমন্বয়ে ১৯৯৯ খৃ. নবগঠিত উত্তর মালাকু প্রদেশ গঠন করা সত্ত্বেও উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই। সংঘর্ষ অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে এবং হালমাহেরা দ্বীপে খৃষ্টান-মুসলিম সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৬৫ ব্যক্তি নিহত হন।

৩১ জানুয়ারী, ২০০০ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার মানবাধিকার কমিশন তিমুর-লিসতি প্রদেশে সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করে। ইহাতে প্রাক্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল উইরানতো সহ তেত্রিশ জন সেনা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়। আগস্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুহার্তোকে তাঁহার ৩০ বৎসর শাসনামলের দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত করা হয়। জুলাই ২০০১ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি সায়্যফি উদ্দীন কারতাসাসমিতা অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হন। উল্লেখ্য,

ইতোপূর্বে তিনি সুহার্তো'র কনিষ্ঠ পুত্র হুতুমু মানদালা পুত্রাকে দুর্নীতির দায়ে ১৮ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার এড়াইয়া পলায়ন করে। এই বিচারপতি হত্যার দায়ে হুতুমু মানদালা পুত্রাকে ১৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান ওয়াহিদ তাঁহার কর্মপথে আর্থিক কেলেঙ্কারীর দায়ে সেপার-এর সম্মুখীন হন। তিনি ভুল স্বীকারে বিরত থাকেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁহার মেয়াদ পূর্ণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মার্চ ২০০১ খৃ. জাকার্তা শহরে ১২,০০০ ছাত্রের এক বিক্ষোভ মিছিলে তাঁহার পদত্যাগ দাবী করা হয়। ওয়াহিদের অনুসারিগণও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু গণ পরামর্শক পরিষদের নিন্দা ও সেনাবাহিনীর অসহযোগিতার মুখে ২৩ জুলাই ২০০১ খৃ. তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতা মোকাবিলায় রাষ্ট্রপতি মেঘবতী সুকর্ণপুত্রীঃ উপ-রাষ্ট্রপতি মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী ২৩ জুলাই, ২০০১ খৃ. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আবদুর রহমান ওয়াহিদের নিকট হইতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০২ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার যে সকল মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল সন্ত্রাসবাদের উত্থান। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে বালি দ্বীপের কুতা পর্যটন কেন্দ্রে দুইটি বোমা বর্ষণের ঘটনা ঘটে। ইহার একটি বোমা বিষ্ফোরণের ঘটনায় ২০০-এর অধিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। বোমাটি একটি নৈশ ক্লাবের বহিরাঙ্গনে বিষ্ফোরিত হয়। নিহতদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পর্যটক, বেশীরভাগই অস্ট্রেলীয় নাগরিক। ইন্দোনেশীয় সরকার উহার প্রথম স্বীকারোক্তিতে বলে যে, ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠি দেশটির অভ্যন্তরে সক্রিয় আছে; তাহারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র আল-কায়দার সহযোগিতায় আক্রমণটি পরিচালনা করিয়া থাকিবে। সন্ত্রাস মুকাবিলায় গণপরিষদ দুই জরুরী আইন পাশ করে; ইতোপূর্বে বিলম্বিত অনেকগুলি সন্ত্রাস বিরোধী ব্যবস্থা কার্যকর করে এবং বিনা অভিযোগে সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণকে সাত দিন পর্যন্ত আটক রাখার আইন প্রবর্তন করে। বোমা বর্ষণ ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে মুসলিম ধর্মবিদ আবু বকর বশীরকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ছিলেন ইন্দোনেশীয় মুজাহিদ্দীন কাউন্সিলের কমান্ডার। তাঁহাকে আঞ্চলিক ইসলামী সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান জেমাহ ইসলামিয়াহ-এর আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। বোমা বিষ্ফোরণ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁহাকে আটক করা হয়। ইতিপূর্বে ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে আল-কায়দার সহিত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিনি পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হন, কিন্তু কোন অভিযোগপত্র ছাড়াই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘ জেমাহ ইসলামিয়াহকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করত তাহাদের সকল সম্পদ জব্দ করে। তদন্তের অগ্রযাত্রায় পুলিশ আরও অনেককে গ্রেফতার করে এবং নভেম্বরে আমরোজি নামক একজন সন্দেহভাজন তাহার সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে, জেমাহ ইসলামিয়াহ-এর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা এবং বোমা হামলায় অন্যদের জড়িত থাকার কথা সে স্বীকার করে। একই সাথে বোমা হামলা ঘটনার সংগঠক সন্দেহে ইমাম সমুদ্রকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তাঁহার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি জেমাহ ইসলামিয়াহ-এর সদস্য এবং তিনি ইতিপূর্বে সংঘটিত আরও কয়েকটি বোমা হামলার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সেই গুলির মধ্যে ছিল ডিসেম্বর ২০০০ খৃষ্টাব্দে পরিচালিত দেশব্যাপী গীর্জাসমূহে বোমা হামলা। এই কাজে তাঁহার সহযোগী ছিলেন সংস্থার অপারেশন লীডার

রিদুয়ান ইসামুদ্দীন, যিনি হাশ্বলী নামেও পরিচিত। ডিসেম্বর মাসে আলী গুফরান নামে পরিচিত মুখলাসকেও গ্রেফতার করা হয়, তিনি দৃশ্যত হাশ্বলীর উত্তরসূরী হিসাবে অপারেশন লীডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বালি দ্বীপে বোমা বিষ্ফোরণ পরিকল্পনায় তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। জানুয়ারী ২০০৩ নাগাদ বালি বিষ্ফোরণ ঘটনায় সন্দেহভাজন ও আটককৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত হয়। যে মাসে ইহাদের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে আবু বকর বশীরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে গীর্জাসমূহে সংঘটিত কতিপয় বোমা বিষ্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

২০০০ খৃ. হইতে আবদুর রহমান ওয়াহিদ এবং সুকর্ণপুত্রী সরকারসমূহ যে পর্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, সেইগুলির মধ্যে একটি হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তৎসহ ছিল আচেহ এবং পাপুয়ার মত বিভিন্ন আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। মধ্য ২০০০ খৃ. নাগাদ মাশাকু এবং উত্তর মাণ্ডকুর মুসলিম-খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত দাঙ্গায় ৪০০০ ব্যক্তি নিহত ও ৩০০,০০০ ব্যক্তি গৃহহারা হন। সেনাবাহিনীর একাংশ সংঘাতে জড়াইয়া পড়িলে তাহাদিগকে বদলী করা হয়। সংঘাতে অংশগ্রহণার্থে বিবাদমান মুসলিম আধা-সামরিক গোষ্ঠী লশকর জিহাদের আগমন ঘটে, যাহাদের সহিত সেনাবাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ইহাও অভিযোগ করা হয় যে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী খৃষ্টানদের উপরে মুসলমানগণের আক্রমণে সহায়তা দান করে। ১৮ ডিসেম্বর বড় দিনের প্রাক্কালে জাকার্তাসহ নয়টি শহরের গীর্জায় একটি সিরিজ বোমা বর্ষণের ঘটনায় ৯ ব্যক্তি নিহত ও ৮০ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। জুন ২০০২ খৃ. জনৈক ইরাকী নাগরিক 'উমার আল-ফারুককে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বোমা বিষ্ফোরণ ঘটনাগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবান-বন্দী দিয়াছেন।

ফেব্রুয়ারী ২০০১ খৃ. কেন্দ্রীয় কালিমানতানে মাদুরীস আন্ত অভিবাসী ও দোয়ায়ক উপজাতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে ৪২৮ জন মাদুরীসকে হত্যা করা হয়। ডিসেম্বর ২০০১ খৃ. খৃষ্টান যাত্রীবাহী একটি নৌকায় বিষ্ফোরণে সাতজন যাত্রীর প্রাণহানিকে কেন্দ্র করিয়া মালুকুর আমবানে দাঙ্গা বাঁধিয়া যায়। খৃষ্টান সম্প্রদায় আক্রমণটির জন্য মুসলিমদিগকে অভিযুক্ত করে। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় বন্দুকধারিগণ একটি ফেরীতে ভ্রমণকারী নয়জন খৃষ্টানকে হত্যা এবং অন্য দুই ব্যক্তিকে আহত করে।

ফেব্রুয়ারী ২০০২ খৃষ্টাব্দে মালুকু এবং উত্তর মামুকুতে বিবাদমান খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার সূত্র ধরিয়া সহিংসতা প্রশমনের লক্ষ্যে মালমো ২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে লশকর জিহাদের মত বহিরাগত দলগুলিকে বহিষ্কারের সংস্থান রাখা হয়। চুক্তিতে উপনীত হওয়ার অল্পকাল পরেই আঘন শহরে একটি সিরিজ বোমা বিষ্ফোরিত হয়। সরকার বোমা বিষ্ফোরণের নিন্দা করে এবং বলে যে, এই ঘটনা চুক্তির ব্যর্থতা নির্দেশ করে না। এপ্রিল মাসে আরও বোমা বিষ্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং গভর্নর হাইডেজ অগ্নি সংযোগ করা হয়। একই মাসে আরেকটি সহিংসতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে যাহার ধারাবাহিকতায় মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্ট নামক খৃষ্টান বিচ্ছিন্নবাদী সংগঠনের নেতা আলেক্স মানুপুন্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি দক্ষিণ মালুকু প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ৫২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে একটি পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা করেন। ২৫ মে

এপ্রিলে মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্ট দিবসটি উৎযাপনের জন্য আশ্বনে পতাকা উত্তোলন করিলে এলাকার মুসলমানদের নিকট ঘটনাটি উচ্চনিমূলক হিসাবে প্রতিভাত হয়।

ইহার প্রেক্ষিতে লশকর জিহাদের নেতা জাফর 'উমর ছালিব খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধ পুনরায় শুরু করার জন্য এলাকার মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। অল্পকাল পরেই আশ্বনে উদ্ভূত সংঘর্ষে ১৪ জন খৃষ্টান মারা যায়। মে মাসে জাফর 'উমর ছালিবকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি সহিংসতাকে অনুপ্রাণিত করার প্রেক্ষিতে খৃষ্টানরা হত্যাযজ্ঞের শিকার হন। ছালিব গ্রেফতার থাকাকালে উপ-রাষ্ট্রপতি হামযা হাজ্জ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎটি ব্যাপক সমালোচিত হয় এবং বলা হয় যে, উপ-রাষ্ট্রপতি মুসলিম জঙ্গী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। একই মাসে রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক সমন্বয়কারী মন্ত্রী মুসিলো বামবাং ইউবোধইয়োনো ঘোষণা করেন যে, সরকার কিছু মুসলিম জঙ্গীকে এলাকা হইতে বহিষ্কারের এবং মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

জুলাই ২০০২ খৃ. আশ্বনের একটি খৃষ্টান এলাকায় দুইটি বিক্ষোভে ৫০ জনেরও অধিক ব্যক্তি আহত হন। আগস্টে আলেক্স মানুপুত্তি ও অন্য আরেকজন খৃষ্টান নেতা স্যামুয়েল ওয়াইলেকুনির বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার কার্য শুরু করা হয়। তৎসহ লশকর জিহাদ নেতা জাফর উমর ছালিবকেও আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়; তাঁহার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। পরবর্তী মাসে মালাকুর সাপারুয়া দ্বীপে তিনজন মুসলিম মহিলাকে হত্যা করা হয় এবং উত্তেজিত মুসলিম জনতা খৃষ্টানদের বহনকারী একটি ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করে। অক্টোবর মাসে বালি দ্বীপে বোমা বিক্ষোভ ঘটানোর পর লশকর জিহাদ দ্বীপটি হইতে উহার সামরিক কার্যক্রম গুটাইয়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করে। জাফর 'উমর ছালিব বলেন যে, তাঁহার দলের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি বালি দ্বীপে বোমা বিক্ষোভ ঘটানার সহিত তাঁহার দলের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেন। একই মাসে মালুকু স্বাধীনতা ফ্রন্টের ১৪ জন নেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জানুয়ারী ২০০৩-এর শেষের দিকে খৃষ্টান নেতা আলেক্স মানুপুত্তি ও স্যামুয়েল ওয়াইলেকুনির তাহাদের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জাফর 'উমর ছালিবকে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

২০০১ খৃ. শেষের দিকে সুলাওয়েশি প্রদেশেও দাঙ্গা দেখা দেয়, সেখানে পূর্ববর্তী দুইটি বৎসরের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় আনুমানিক ১,০০০ ব্যক্তি নিহত হন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সশস্ত্র খৃষ্টান-ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় কমপক্ষে সাত ব্যক্তি প্রাণ হারায় এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি গৃহহারা হইয়া পড়ে। ধারণা করা হয় যে, দ্বীপটিতে লশকর জিহাদের আগমন সংবাদে সহিংসতা দানা বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেখানে ২০০০-এর বেশী পুলিশ ও সেনা মোতায়েন করা হয়। রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক মুখ্য মন্ত্রী এলাকাটি পরিদর্শন করেন। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আল-কায়েদার

সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া বর্ণিত গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় (প্রোগ্রাম, পৃ. ২০৭৩)।

আচেহ বিচ্ছিন্নতাবাদ ও শান্তিচুক্তি : স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে আচেহকে ইন্দোনেশিয়ার একটি পূর্ণ প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হইলেও পরবর্তী কালে তাহা প্রত্যাহার করত উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও শিক্ষা বিষয়ক স্বায়ত্তশাসনসহ ইহাকে একটি বিশেষ এলাকা (দায়েরাহ ইসতিমেত্তাহ) তে রূপান্তর করা হয়। ইহাতে সেখানে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ আরও ঘনীভূত হয় যখন কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করত এলাকাটির স্থানীয় উন্নয়নে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকে। ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য এলাকা হইতে আচেহতে বসতিস্থাপন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রম বর্ধমান নিয়ন্ত্রণের মুখে আচেহর আত্ম-নিয়োগাধিকার হুমকীর মুখে পতিত হয়। এই পর্যায়ে ১৯৭৬ খৃ. হাসান দি তিরো স্বাধীন আচেহ আন্দোলন বা GAM প্রতিষ্ঠা করত ১৯৭৭ খৃ. স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহকে দ্রুততার সহিত দমন করা হয়। যাহা হউক, তিরো পরবর্তীতে সুইডেনে এক প্রবাসী সরকার গঠন করেন।

১৯৮৯ খৃ. কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পুনরায় বিক্ষোভ দানা বাঁধে। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট আচেহ সুমাত্রা ইহার নেতৃত্ব দান করে। ১৯৯০ খৃ. এলাকাটিকে একটি সামরিক অপারেশন অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইহাতে বিক্ষোভ দমনে সামরিক বাহিনীকে আরও স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ১৯৯১ খৃ. বিদ্রোহ বহুলাংশে দমন করা হয়। ১৯৯৩ খৃ. এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাবমতে ১৯৮৯ খৃ. হইতে কমপক্ষে ২০০০ আচেহবাসী সামরিক বাহিনীর বাড়াবাড়ি ও নির্বিচার শক্তি প্রয়োগের ফলে প্রাণ হারান।

আচেহর সামরিক অপারেশন অঞ্চলের মর্যাদা : ১৯৯৮ খৃ. রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর পতনের প্রেক্ষিতে প্রত্যাহার করা হয়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে সংঘটিত দাঙ্গার প্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত সেনা অপসারণটি আর ঘটে নাই। ১৯৯৯ খৃ. স্বাধীনতার দাবীতে সেখানে অসন্তোষ ও সহিংসতা চলিতে থাকে। মে ২০০০ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার ও আচেহর বিদ্রোহীরা অস্ত্র সম্বরণে সম্মত হন। জানুয়ারী ২০০১ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার ও আচেহ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শান্তি আলোচনায় বসিতে ঐকমত্যে উপনীত হয়। তৎসঙ্গেও ২০০২ খৃ. অবাধ সহিংসতা অব্যাহত থাকে। ৯ ডিসেম্বর সরকার ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জেনেভাতে এক শান্তি চুক্তিতে উপনীত হন। অস্ত্র সম্বরণ ছাড়াও চুক্তিটিতে ২০০৪ খৃ. একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এইভাবে আচেহ স্বাধীন না হইলেও সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এইভাবে আচেহতে শান্তি ও সংঘর্ষের পালা বদল চলিতে থাকে ১৫ আগস্ট ২০০৫ খৃ. অবধি, যখন ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে সরকার জিএমের প্রতিনিধিরা অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হইয়া এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট মুসিলো ইয়ুধোইয়োনো দিনটিকে খুবই আনন্দের ও ঐতিহাসিক দিন হিসাবে অভিহিত করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে ২৯ বৎসর স্থায়ী বৈরিতার অবসান ঘটে। চুক্তিতে উভয় পক্ষ বেশ কিছু ছাড় দেয়। আচেহর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ণ স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবী হইতে সরিয়া আসিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রস্তাব মানিয়া নেন। চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ হইতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির অস্বীকার করা হইয়াছে। সাবেক বিদ্রোহীদের

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিতে সহায়তা হিসাবে তাহাদের কৃষি জমিরও সংস্থান রাখা হয়। আছে হইতে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহার এবং যৌথ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এশীয় পর্যবেক্ষণ দল কর্তৃক সমগ্র প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়।

ডিসেম্বর ২০০৪ খৃ. ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সুনামিতে জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ আছে প্রদেশ ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়। এ সময় ৪৩ লাখ মানুষের বাসভূমির ব্যবস্থার জন্য জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত কাঙ্ক্ষিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনা যাহাতে আছেহর সাধারণ মানুষ সরাসরি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন সেজন্য প্রাদেশিক রাজধানী বান্দা আছেহর একটি প্রধান মসজিদে স্থানীয়রা এই চুক্তি যাহাতে শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় তাহার জন্য দীর্ঘসময়ের একটি প্রার্থনার আয়োজন করেন।

পূর্ব তিমুর : ১৯৭৪ খৃ. পর্তুগালে বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী দেড় বৎসর যাবৎ পূর্ব তিমুরে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ খৃ. পর্তুগীজ সেনাবাহিনী দ্বীপটি ত্যাগ করিলে বামপন্থী এক সেনাবাহিনী রাজধানী দিলির কর্তৃত্ব দখল করে। স্বাধীনতা প্রত্যাশী (ফ্রিটিলিনের) এই বাহিনী যাহাতে সমগ্র এলাকাটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে না পারে সেজন্য ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে সেখানে একটি প্রাদেশিক সরকার স্থাপন করা হয়। সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধকল্পে যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানায়। জুলাই ১৯৭৬ খৃ. পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ ঘোষণা করা হয়। মানবাধিকার সংস্থাসমূহের হিসাব মতে এই সংযুক্তির প্রাক্কালে দ্বীপটির আনুমানিক ২০০,০০০ ব্যক্তি ইন্দোনেশীয় সশস্ত্র বাহিনীর হাতে নিহত হন। ইন্দোনেশীয় সরকার এই জবর দখলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে। ১৯৮৩ খৃ. জাতিসংঘ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইয়া একটি প্রস্তাব পাশ করে। নভেম্বর ১৯৯০ খৃ. ইন্দোনেশীয় সরকার ফ্রিটিলিনের অধিনায়ক, জোসে আলেকজান্ডার (জান্না) গুসামাও প্রদত্ত নিঃশর্ত শান্তি আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯২ খৃ. জাতিসংঘ পূর্ব তিমুরে মানবাধিকার লংঘনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৯৮ খৃ. সুহার্তোর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৯৮ খৃ. সুহার্তোর পতন ও হাবিবীর উত্থানে পূর্ব তিমুরের জন্য কিছুটা আশার আলো সঞ্চার করে। ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের আগস্টে গণভোটে পূর্ব তিমুরীরা ইন্দোনেশিয়ার স্বায়ত্তশাসনের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী স্বাধীনতাপন্থী পূর্ব তিমুরীদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান শুরু করে। এরপর অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর হস্তক্ষেপে সেখানে শান্তি-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০০ খৃ. পশ্চিম তিমুরে জাতিসংঘের তিনজন ত্রাণকর্মীর নিহত হওয়ার ঘটনায় ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ডিসেম্বর ২০০১ খৃষ্টাব্দে ১০জন জাকার্তা পন্থী জঙ্গীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় যে, তাহারা ১৯৯৯ খৃ. পূর্ব তিমুরে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতার গণভোটকে কেন্দ্র করিয়া মানবতার পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত হয়। পরিশেষে ২০ মে, ২০০২ খৃ. দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা :

ইন্দোনেশিয়ার বিদ্যান সমাজ : সাধারণ : (১) Jajasan Kerja-Sama Kelbudajaan (সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

ফাউন্ডেশন) বান্দুং। ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমঝোতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করিয়া থাকে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান : (২) ইন্দোনেশিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, জাকার্তা। স্থাপিত ১৯৫৪ খৃ.)।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : (৩) I Katan Dokter Indonesia (ইন্দোনেশিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন)। প্রকাশনা:

Majalah Kedokteran Indonesia (মাসিক), BIDI (বৎসরে ২৬ টি সংখ্যা)। এসোসিয়েশনটি জাকার্তা শহরে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সাধারণ : (৪) UNESCO Office Jakarta and Regional Science Bureau for Asia and the Pacific জাকার্তা ১০০০২। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের জন্য ক্লাস্টার অফিস হিসাবে স্থাপিত।

ভৌত বিজ্ঞান : (৫) এন্ট্রোলজিক্যাল এসোসিয়েশন অব ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা। মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধনে ১৯৯০ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

প্রযুক্তি : (৬) ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, জাকার্তা। সদস্য সংখ্যা ২৭,০০০।

ভাষা ও সাহিত্য : (১) অ'লিয়স ফ্রসেস, বান্দুং ৪০১১৭। প্রতিষ্ঠানটি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎসহ ইহা ফ্রান্সের সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় উৎসাহিত করিয়া থাকে। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শহরে অ'লিয়স ফ্রসেসের কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র রহিয়াছে; কেন্দ্রগুলি বালিকপাপান, বোগোর, ডেনপাসসার জাতি, পাদাং, মাকাসসার, মানাদো, মেদান, সেমারাং এবং যোগজাকার্তাতে অবস্থিত।

(২) বৃটিশ কাউন্সিল, জাকার্তা ১২১৯০। ইহা একটি শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে ইংরেজী ভাষা এবং বৃটিশ সংস্কৃতির বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তৎসহ, প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাজ্যের সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীকে বিকশিত করিয়া থাকে। সুরাবায়াতে বৃটিশ কাউন্সিলের একটি শাখা রহিয়াছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ১৮,০০০।

(৩) গোয়েথ ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১০৩৫০। প্রতিষ্ঠানটি জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। জার্মানীর সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রচার ও প্রসারও ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বান্দুং-এ ইহার একটি শাখা আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ১১,০০০; সাময়িকী ৪০।

ইন্দোনেশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ :

সাধারণ : ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস, জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৬৭ খৃ. প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রহিয়াছে: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা ও সহযোগিতা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা এবং জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সুসংগঠিত করা। এখানে ১৫০,০০০ গ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার আছে। প্রকাশনা : ৩টি ষাণ্মাসিক ও একটি বার্ষিক গবেষণা পত্রিকা।

কৃষি মৎস্য ও পশু বিজ্ঞান :

(১) বন গবেষণা ও উন্নয়ন এজেন্সি, জাকার্তা : স্থাপিত ১৯৮৩ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ২৫,০০০। প্রকাশনা : বন গবেষণা ও উন্নয়ন

পত্রিকা, বন গবেষণা ও উন্নয়নের খবর, বন গবেষণা বুলেটিন; বনজঙ্গল গবেষণা জার্নাল এবং যোগাযোগ, বনজঙ্গল গবেষণা।

(২) কৃষি ভিত্তিক শিল্প কেন্দ্র, বোগোর : শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত এই কেন্দ্রটি ১৯০৯ খৃ. স্থাপিত হয়। কৃষি ভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্রে ইহার সেবার ক্ষেত্রগুলি হইতেছে : প্রশিক্ষণ পরামর্শ প্রদান, রাসায়নিক এবং অনুজীব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন, সার্টিফিকেশন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং ক্যালিব্রেশন। প্রকাশনা : কৃষি ভিত্তিক শিল্প জার্নাল, ইহা একটি যান্মাসিক পত্রিকা।

(৩) পশু বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন এজেন্সি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বোগোর। ১৯০৮ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত বিভাগ সমূহের সমন্বয়ে গঠিত : জীবাণুবিদ্যা, রোগতত্ত্ববিদ্যা, মহামারীবিদ্যা, বিষক্রিয়া বিজ্ঞান, ছত্রাকবিজ্ঞান, অনুজীববিজ্ঞান, ভাইরাস বিজ্ঞান ও ইন্দোনেশিয়ার ভেটেনারি কালচার সংগ্রহ।

প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ১২,৫৪৫টি পুস্তক ও সাময়িকী আছে। প্রকাশকঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ লেটার (যান্মাসিক)।

(৪) কেন্দ্রীয় উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাকার্তা। প্রতিষ্ঠানটি উদ্যানতত্ত্ব ভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন করিয়া থাকে।

(৫) অলঙ্কারিক পুষ্প গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাকার্তা।

(৬) শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, লেমব্যাঙ্গ।

(৭) ফল গবেষণা ইনস্টিটিউট, সুমাতেরা বারাত।

(৮) কেন্দ্রীয় পশু বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পশ্চিম জাভা; ১৯৫০ খৃ. স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে খামারের পশু ও উহাদের রোগ ব্যাধি বিষয়ে গবেষণা করা হয়। ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে ১৪,০০০ গ্রন্থ ও ১,১৯৯টি সাময়িকী আছে। প্রকাশনাঃ দুইটি যান্মাসিক পত্রিকা ও জাতীয় সেমিনারের কার্যবিবরণী (বার্ষিক)।

(৯) কেন্দ্রীয় খাদ্য শস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, (CRIFC) বোগোর। খাদ্য শস্য গবেষণা ও উন্নয়নকল্পে ১৯৬১ খৃ. প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ইহার গ্রন্থাগারে ৩,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। প্রকাশনাঃ Contribution of CRIFC (বৎসরে ইহার ৪-৬ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়)।

(১০) CRIFC-এর অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহ-

i. জলাভূমি অঞ্চলের খাদ্যশস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কালিমানতান সেলানতান। প্রকাশনা : বৎসরে ২-৪টি সংখ্যা। ii. খাদ্য শস্যের বায়োটেকনোলজী গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রকাশনা : কৃষি গবেষণা, বৎসরে ৩-৪ টি সংখ্যা; গবেষণা বুলেটিন, বৎসরে ৩-৪টি সংখ্যা। iii. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাওয়া বারাত। গবেষণা প্রকাশনা : বৎসরে ২-৪টি সংখ্যা বিশিষ্ট একটি পত্রিকা। iv. ভূট্টা ও অন্যান্য খাদ্য শস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সুলাওয়েসি সেলাতান তেলপ। প্রকাশনা : কৃষি গবেষণা বুলেটিন, বৎসরে ২-৪টি সংখ্যা।

(১১) ইন্দোনেশীয় পাম তেল গবেষণা ইনস্টিটিউট মেদান। এই জাতীয় কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯১৬ খৃ. প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সদস্য-সংখ্যা ৫০০। ইহার গ্রন্থাগারে ১১,০০০ বই ও ২০,০০০ সাময়িকী আছে। গবেষণা প্রকাশনা : ত্রৈমাসিক বুলেটিন, বার্ষিক প্রতিবেদন, পাম তেল পরিসংখ্যান, ইত্যাদি।

(১২) ইন্দোনেশীয় ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাসুরুয়ান। স্থাপিত ১৮৮৭ খৃ.। ইহার গ্রন্থাগারে ১৫,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। প্রকাশনা : ত্রৈমাসিক ইস্যু জার্নাল, যোগাযোগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি।

(১৩) মৃত্তিকা এবং কৃষি আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, বোগোর। ১৯০৫ খৃ. স্থাপিত এই কেন্দ্রে ৫,০০০ বই আছে।

(১৪) Indonesian Biotechnology Research Unit for Estate Crops, bogor, ১৯৩৩ খৃ. স্থাপিত। প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ১২,০০০ পুস্তক, এবং ১,৫৩৩টি সাময়িকী আছে। গবেষণা প্রকাশনাঃ ১টি বার্ষিক ও একটি যান্মাসিক পত্রিকা।

স্থাপত্যবিদ্যা ও নগর পরিকল্পনা : মানব বসতি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জাতিসংঘের মানব বসতি গবেষণা কেন্দ্র, বানদুং। আবাসিক ভবনাদি ও ইহার নির্মাণের উপর গবেষণা করার জন্য ১৯৫৩ খৃ. প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। ইহার গ্রন্থাগারে ২৯,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। প্রকাশনা : দুইটি ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল ও একটি সাময়িকী।

অর্থনীতি, আইন ও রাজনীতি :

(১) BPS পরিসংখ্যান ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা ১০৭১০। ১৯২০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ৬০,০০০ পুস্তক ও ১,১০০ সাময়িকী আছে।

(২) কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র, জাকার্তা। ১৯৫১ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ২৫,০০০ পুস্তক আছে। এখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণী গবেষণা করা হয়। এ লক্ষ্যে শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, আইন ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদগ্ধ সুধী সমাজের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। প্রকাশনা : একটি ত্রৈমাসিক সাময়িকী।

(৩) আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ইন্দোনেশীয় ইনস্টিটিউট, জাকার্তায় অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

(৪) লোক প্রশাসন ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১০১১০। ১৯৫৮ খৃ. প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ৫০,২৬২টি পুস্তক আছে। প্রকাশনাঃ লোক প্রশাসন বিষয়ক সাময়িকী।

(৫) প্রেস ও জনমত ইনস্টিটিউট, তথ্য মন্ত্রণালয়, জাকার্তা, ১৯৫৩ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি প্রেস, চলচ্চিত্র ও রেডিও বিষয়ে জনমত গবেষণা করিয়া থাকে; ইহার গ্রন্থাগারে ৪,৫০০ পুস্তক আছে।

ইতিহাস, ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্ব :

(১) ভূগোল ইনস্টিটিউট, জাকার্তা।

(২) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর, জাকার্তা।

(৩) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র, জাকার্তা; প্রতিষ্ঠানটির অনেকগুলি শাখা রহিয়াছে; গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১৫,০০০। প্রকাশনা : বুলেটিন, রিপোর্ট, মনোগ্রন্থ ইত্যাদি।

ভাষা ও সাহিত্য : জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষা কেন্দ্র, জাকার্তা। ১৯৭৫ খৃ. স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রন্থাগারে ৮০,০০০ পুস্তক রহিয়াছে। কেন্দ্রটির কর্মক্ষেত্রঃ ভাষা পরিকল্পনা নীতিমালা, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, অভিধান প্রণয়ন, ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের সমন্বয় সাধন এবং তত্ত্বাবধান, ভাষা শিক্ষায় প্রায়োগিক গবেষণা ইত্যাদি। গবেষণা প্রকাশনা : দুইটি যান্মাসিক এবং একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

ঔষধ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান :

(১) কেন্দ্রীয় কুষ্ঠ গবেষণা ইনস্টিটিউট; ১৯৩৫ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটে একটি ক্লিনিক ও একটি ল্যাব আছে। ইহা জাকার্তা শহরে অবস্থিত।

(২) ঔষধ, মাদক ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ মহাপরিদপ্তর, জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৬৩খৃ.। অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান : ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে, জাকার্তায় স্থাপিত খাদ্য ও পানীয় নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর।

(৩) রোগতাত্ত্বিক ল্যাব, স্থাপন মন্ত্রণালয়; ১৯০৬ খৃ. স্থাপিত; মেদানে অবস্থিত। হেঁয়াচে ও মহামারী রোগ-বলাইয়ের অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে ৩,০০০ পুস্তক আছে।

(৪) Eijhman Institute; ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অনুষদ কর্তৃক ১৮৮৮ খৃ. জাকার্তায় স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে bacteriological Serological, রাসায়নিক এবং ভাইরাস বিভাগসমূহ রহিয়াছে।

(৫) ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জাকার্তা।

(৬) স্বাস্থ্য সেবা ও প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র; ১৯৭৫ খৃ. সুরাবায়াতে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে ১৩১১৯ টি বই ও ৭৫১ টি জার্নাল আছে। গবেষণা প্রকাশনাঃ একটি ষাণ্মাসিক ও একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

(৭) পুষ্টি ইনস্টিটিউট; ১৯৩৭ খৃ. ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ :

সাধারণ : উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১২৭৩০; স্থাপিত ১৯৪৪ খৃ.। কর্মক্ষেত্র : ভূগোল, কৃষি, বনায়ন, নৃতত্ত্ব, মৎস্য, বিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি।

জীব বিজ্ঞান : জীব বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বোগোর; স্থাপিত ১৮১৭ খৃ. সদস্য সংখ্যা ১৪৬; গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা সাময়িকী ১৪,৯৯৫। কেন্দ্রটির কতকগুলি গবেষণা প্রকাশনা রহিয়াছে।

অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহ :

i. উদ্ভিদ বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বোগোর, স্থাপিত ১৮৮৪ খৃ.।

ii. অণু জীব বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বোগোরে স্থাপিত ১৮৮৪ খৃ.।

iii. প্রাণীবিদ্যা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বোগোর।

iv. বোগোর বোটানিক্যাল গার্ডেনস; স্থাপিত ১৮১৭ খৃ.; ইহার কতকগুলি গবেষণা প্রকাশনা রহিয়াছে।

ভৌত বিজ্ঞানসমূহ :

(১) আবহাওয়া এবং ভূতত্ত্ব পদার্থবিদ্যা এজেন্সি, জাকার্তা।

(২) জিওডেটিক শাখা, সেনাবাহিনীর স্থান বিবরণ বিষয়ক সার্ভিস, বানদুং, স্থাপিত ১৮৫৫ খৃ.। ইহার গ্রন্থাগারে ২০০০ পুস্তক ও ২,৫০০ সাময়িকী রহিয়াছে।

(৩) Bosscha মানমন্দির, স্থাপিত ১৯২৫ খৃ. জাভাতে অবস্থিত। প্রকাশনা : বার্ষিক প্রতিবেদন ও ২টি অনিয়মিত গবেষণা পত্রিকা।

(৪) ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বানদুং স্থাপিত ১৯৭৯ খৃ.। প্রকাশনা : কতকগুলি বার্ষিক প্রতিবেদন, জার্নাল, নিউজ লেটার।

(৫) সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, জাকার্তা, স্থাপিত ১৯০৫ খৃ.। ইহার গ্রন্থাগারে ২,০০০ পুস্তক ও ২৫০টি সাময়িকী রহিয়াছে। প্রকাশনা : ২টি অনিয়মিত ও ১টি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা।

(৬) জাতীয় আণবিক শক্তি এজেন্সি, জাকার্তা ১২০৪৩।

প্রযুক্তি : (১) চর্ম প্রযুক্তি একাডেমি যোগজাকার্তা।

(২) চর্ম, রাবার এবং প্লাস্টিক কেন্দ্র (CLRP); যোগজাকার্তা। ১৯২৭ খৃ. স্থাপিত এই কেন্দ্রে ৪,০০০ পুস্তক রহিয়াছে।

(৩) ফটোগ্রামেট্রি ইনস্টিটিউট, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাকার্তা। স্থাপিত ১৯৩৭ খৃ., এই কেন্দ্রে ফটোগ্রামেট্রি, ও স্থান বিবরণ-সম্বন্ধীয় মানচিত্রাদির বিষয়ে গবেষণা করা হয়। ইহার গ্রন্থাগারে আনুমানিক ১,৫০০ পুস্তক ও সাময়িকী রহিয়াছে।

(৪) বাটিক এবং হস্তশিল্প গবেষণা ইনস্টিটিউট, যোগজাকার্তা। ১৯৫১ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট গবেষণা, পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট এই গবেষণা কেন্দ্রে ১,৭৯২ টি পুস্তক রহিয়াছে।

(৫) ইন্দোনেশীয় নৌবাহিনীর মহাসমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণা দফতর, জাকার্তা। ১৯৪৭ খৃ. প্রতিষ্ঠিত এই দফতরের মাধ্যমে দেশটির সমুদ্রতাত্ত্বিক জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। প্রকাশনা : জোয়ার ভাটার তালিকা ইত্যাদি।

(৬) ১৯২৩ খৃ. প্রতিষ্ঠিত আবহাওয়া পরিদপ্তর বানদুং। (৭) বস্ত্র প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বানদুং। স্থাপিত ১৯২২ খৃ.।

(৮) ইন্দোনেশীয় স্ট্যাডার্ডস ইনস্টিটিউট; বানদুং স্থাপিত ১৯২০ খৃ.।

(৯) মিলিটারী ল্যাবরেটরী গবেষণা ও বস্ত্র পরীক্ষা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বানদুং। ১৮৬৫ খৃ. স্থাপিত এই গবেষণাগারে ১,৫০০ পুস্তক রহিয়াছে।

(১০) পানি সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বানদুং। গবেষণা ও উন্নয়ন এজেন্সি, ভুবাসন ও আঞ্চলিক অবকাঠামো মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৬ খৃ. স্থাপিত হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে জরিপ, অনুসন্ধান এবং গবেষণা চালানো প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব। এতদুদ্দেশ্যে ইহার কতকগুলি পরীক্ষামূলক স্টেশন রহিয়াছে, যেখানে পানি বিজ্ঞান, পানি সম্পদ, পরিবেশ, হাইড্রোলিক কাঠামো, ভূ-প্রযুক্তি, সেচ, জলাশয় ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং নদী বিষয়ে গবেষণা করা হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৬,০০০, প্রতিবেদন ৩,০০০ এবং সাময়িকী ৯,০০০। প্রকাশনা : ২টি ষাণ্মাসিক এবং ১টি গবেষণা পত্রিকা।

গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা :

বানদুং : (১) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বানদুং প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বানদুং; স্থাপিত ১৯২০ খৃ.। গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান, চারুকলা এবং প্রযুক্তির পুস্তকসংখ্যা ২১৯,০০০; সাময়িকী ৭৫০টি, বাঁধাইকৃত ভল্যুম ৪০,০০০ ইন্দোনেশিয়ার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক-পুস্তিকা এবং চারুকলার সংগ্রহ রহিয়াছে। প্রকাশনা : ITB Proceedings.

(২) ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, বানদুং। এই গ্রন্থাগারে ১১,০০০ বই, ৯০৪ সাময়িকী, ৪৬০৯ মানচিত্র, ১১০২১ রিপোর্ট এবং ৪০০ মাইক্রোফিচ রহিয়াছে।

গ্রন্থাগার : (৩) কেন্দ্রীয় সামরিক গ্রন্থাগার, বানদুং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ৩৬,০০০ পুস্তক আছে।

বোগোর : (১) কৃষি গ্রন্থাগার ও গবেষণা যোগাযোগ কেন্দ্র; বোগোর স্থাপিত ১৮৪২ খৃ.। পুস্তক সংখ্যা ৪০০,০০০। প্রকাশনাঃ কয়েকটি বার্ষিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক ও অনিয়মিত জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা। গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানার বরাত : (Indonesia, in the World of Learning 2005, 4th edition, ১খ., লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ২০০৪ খৃ., পৃ. ৮৩৬-৮৩৭)।

(২) বোগোর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বোগোর; স্থাপিত ১৯৬৩ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১৫৯,০০০; সাময়িকী ৩,৫০০। প্রকাশনাঃ ২টি জার্নাল।

জাকার্তা : (১) জাতীয় আর্কাইভস, জাকার্তা; স্থাপিত ১৮৯২ খৃ.। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের মধ্যে রহিয়াছে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে দলীল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংরক্ষণ; জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও জীবন যাত্রার ইতিহাসকে ধারণ ও সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক আর্কাইভের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ব্যবহার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। এখানে আছে : ৮৪৩৭ টি পুস্তক ও অন্যান্য প্রকাশনাঃ ৪৮,০০০ ফিলা; ১০,০০০ ভিডিও রেকর্ড, ৪০০০ কথ্য ইতিহাস রেকর্ড এবং ১, ৬০০,০০০ ছবি। প্রকাশনাঃ একটি মাসিক ও কয়েকটি অনিয়মিত পত্র-পত্রিকা।

(২) তথ্য মন্ত্রালয়ের কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টেশন ও গ্রন্থাগার; স্থাপিত : ১৯৪৫ খৃ.। গণযোগাযোগ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে গ্রন্থাগারটি আঞ্চলিক শাখা দফতরসমূহের জন্য ইন্দোনেশীয় পত্র-পত্রিকার প্রেস কাটিং সার্ভিস চালু করিয়াছে। পুস্তক সংখ্যা ১০,০০০।

(৩) রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থাগার, জাকার্তা, স্থাপিত ১৯৪২ খৃ.। জাতীয় গ্রন্থ বিবরণী কেন্দ্রকে ইহার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারটির পুস্তক সংখ্যা ৬৫,০০০। প্রকাশনা একটি মাসিক বুলেটিন ও গ্রন্থাগার বিষয়ক ২টি পত্রিকা।

(৪) ড. তজিবতো মানগুনকুসুমো হাসপাতাল গ্রন্থাগার, জাকার্তা। এখানে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে ৩,০০০ পুস্তক আছে।

(৫) ইন্দোনেশীয় সংসদ গ্রন্থাগার, জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৪৬ খৃ.; পুস্তক সংখ্যা ২০০,০০০।

(৬) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার, জাকার্তা। ১৯৮০ খৃ. চারটি গ্রন্থাগারকে একীভূত করিয়া ইহা স্থাপন করা হয়। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৭৫০,০০০। বিশেষ সংগ্রহঃ ১৮১০ খৃ. হইতে ইন্দোনেশীয় সংবাদপত্র; ১৮৭৯ খৃ. হইতে সাময়িকী, ১৭শ শতাব্দী হইতে ইন্দোনেশীয় মানচিত্রসমূহ এবং ১৭শ শতাব্দী হইতে ইন্দোনেশীয় অভিসন্দর্ভ, ইতিবৃত্ত, ইত্যাদি। প্রকাশনা : ২টি ত্রৈমাসিক ও বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ বিবরণী ক্যাটালগ ইত্যাদি। (পৃ. ৪. পৃ. ৮৩৭)।

(৭) বৈজ্ঞানিক ডকুমেন্টেশন ও তথ্য কেন্দ্র, ইন্দোনেশীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, জাকার্তা ১২০৪২ টি, স্থাপিত ১৯৬৫ খৃ.। কেন্দ্রের সংগ্রহ : পুস্তক সংখ্যা ৫৮,৫৫২, সাময়িকী ৪৭৮৩ টি, অভিসন্দর্ভ ১৪,০২২ টি, মাইক্রোফর্ম ৭৫,০০০, গবেষণা প্রতিবেদন ৩২,৯১ টি এবং প্যাটেন্ট ৪,৬৭৯টি। প্রকাশনা : ৭টি নিয়মিত ও অনিয়মিত পত্র-পত্রিকা।

(৮) গ্রন্থাগার ও পরিসংখ্যান বিষয়ক ডকুমেন্টেশন, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাকার্তা। পুস্তক সংখ্যাঃ ৬০,০০০।

উজুং পানদাং : (১) হাসানুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উজুং পানদাং; স্থাপিত ১৯৫৬ খৃ.। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই গ্রন্থাগারে আছে পুস্তক ১২২,০০০; সাময়িকী ৩৮২১ ও অভিসন্দর্ভ ২৩,৪২১টি। প্রকাশনা : ২টি সাময়িকী। (২) মাকাসসার গণগ্রন্থাগার, উজুং পানদাং, স্থাপিত ১৯৬৯ খৃ.। গ্রন্থাগারটি সমগ্র দক্ষিণ সুল্লাওয়েসি প্রদেশে অবস্থিত শাখাসমূহে ঋণভিত্তিক গ্রন্থাগার সার্ভিস তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত কর্মসূচী; বিদেশী বিভিন্ন ভাষার কোর্স, শিশুদের গ্রন্থাগার সার্ভিস এবং প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করাও ইহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পুস্তক সংখ্যা : ৪২,০০০।

যোগজাকার্তা : (১) ইসলামিক গ্রন্থাগার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, যোগজাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৪২ খৃ.। পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও

সাময়িকীর সংখ্যা : ৭০,০০০। (২) হাডতা ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, যোগজাকার্তা, পুস্তক সংখ্যা : ৪৩,০০০। (৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, যোগজাকার্তা : স্থাপিত ১৯৪৯ খৃ. পুস্তক সংখ্যা : ১২০,০০০।

জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী :

ডেন পাসার : বালী জাদুঘর, বালী, স্থাপিত ১৯৩২ খৃ.। এখানে বালী দ্বীপের সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি প্রদর্শন করা হয়। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ : পুস্তক ১৯৭০ টি, ম্যাগাজিন ১৬০৫ টি ও তাল পাতার পুঁথি ১.০২৩ টি। প্রকাশনা : সাময়িকী, প্রতিবেদন ইত্যাদি।

জাকার্তা : জাতীয় জাদুঘর, জাকার্তা পুসাত; স্থাপিত : ১৭৭৮ খৃ.। ইতিপূর্বে পুসাত জাদুঘর নামে পরিচিত এই জাতীয় জাদুঘরের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৩৬০,০০০ (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের অংশ বিশেষ)। এখানে চীনা মাটি, নৃত্য, প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, পাণ্ডুলিপি ও শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগসমূহ রহিয়াছে। প্রকাশনা : বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাটালগ (প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৩৭)।

ইন্দোনেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরসমূহ : ২০০৩ খৃষ্টাব্দের ২০ নং আইনানুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরসমূহ নিম্নরূপ :

১. মকুল পূর্ব ও মৌলিক শিক্ষা; ২ বৎসর

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়; ৬ বৎসর

৩. জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ৩ বৎসর

৪. সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ৩/৪ বৎসর

৫. উচ্চ শিক্ষা : স্নাতক ৪ বৎসর, স্নাতকোত্তর আরও ৩ বৎসর।

২০০২/২০০৩ খৃ. শিক্ষাবর্ষে ১৬৯,১৪৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; ছাত্র সংখ্যা : ২৯,০৫০,৮৩৪ ও শিক্ষক সংখ্যা : ১,২৩৪,৯২৭ ছিল। ২০০২/২০০৩ খৃ. জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২,৩২২টি, ছাত্র সংখ্যা ৯, ৯৩৬,৬৪৭ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৩৭৬, ৫১২ জন ছিল (প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৩৭)।

২০০২/২০০৩ খৃ. শিক্ষাবর্ষে সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮,০৩৬টি, শিক্ষক সংখ্যা ২৬১-৮৯ ও ছাত্র সংখ্যা ৩,১৪৩, ৭৩৩ জন ছিল।

২০০২/২০০৩ খৃ. শিক্ষাবর্ষে বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪,৯৪৩ খৃ.; শিক্ষক সংখ্যা ৯৬,৬৭২ এবং ছাত্র সংখ্যা ২,০৯৯,৭৫৩ জন ছিল।

ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ২,৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে ইবন খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, লুসানতারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিঅউ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর সুমাত্রা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মোহাম্মাদিজাহ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ : (৮১টি, ২০০৪ খৃ.)

উল্লেখ্য : প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাধ্যম ইন্দোনেশিয়ান।

(১) এয়ারলাংগা বিশ্ববিদ্যালয় সুরাবায়া, স্থাপিত ১৯৫৪ খৃ.। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০৫৯৩, শিক্ষক সংখ্যা ১,৪৩১। অনুষদ সংখ্যা : ১৫।

(২) আন্দালাস বিশ্ববিদ্যালয়; পশ্চিম সুমাত্রা; স্থাপিত ১৯৫৬ খৃ.। অনুষদ : শিক্ষক ১৩৯৬ জন, ছাত্র-ছাত্রী ১৩,০০৯ জন।

(৩) বানদুং ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বানদুং। স্থাপিত ১৯২০ খৃ.। ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদত্রয়কে একীভূতকরণের মাধ্যমে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়টি

বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। শিক্ষক সংখ্যা: ১২৬৩; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫,০৩১ প্রকাশনা: ১৩টি জার্নাল। অনুষদসমূহের সংখ্যা: ৬টি।

(৪) বেংকুলু বিশ্ববিদ্যালয়, বেংকুলু; স্থাপিত: ১৯৮২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ২০,৬০০; শিক্ষক সংখ্যা: ৪৪৪; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা: ৩,৩২০।

(৫) বোগোর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত: ১৯৬৩ খৃ.। বিদেশী ডিজিটিং প্রফেসরদের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইংরেজীতে বক্তৃতার সুযোগ রহিয়াছে। শিক্ষক সংখ্যা: ১,৩২৭; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯,৪৪০; প্রকাশনা: ১২টি জার্নাল। অনুষদ: ৮টি।

(৬) ব্রাওইজায়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৬৩ খৃ.; শিক্ষক-শিক্ষিকা: ১,৪৩৯ জন; ছাত্র-ছাত্রী. ২৮,৩৪৪ জন। প্রকাশনা: ১৬টি জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা। অনুষদ: ১২টি।

(৭) চেনদেবোয়াসিহ বিশ্ববিদ্যালয়, পাপুয়া ৯৯৩৫৮; স্থাপিত: ১৯৬২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ৫৬,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকা ৫১৯ জন; ছাত্র-ছাত্রী ৬৭৮৯ জন। প্রকাশনা: ২টি সাময়িকী। অনুষদ: ৮টি।

(৮) দিপোনেগোরো বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জাভা, স্থাপিত: ১৯৫৬ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ১৯৪, ৮৬০। শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা: ১,৫৫৫; ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা: ২৯,৭১০। প্রকাশনা: ৩৮ টি গবেষণা সাময়িকী, নিউজ লেটার ও বুলেটিন। অনুষদ: ১০টি।

(৯) গাজাহ মাদা বিশ্ববিদ্যালয়, যোগজাকার্তা ৫৫২৮১, স্থাপিত: ১৯৪৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ২২৭৭; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৪৪,৭৮৭। প্রকাশনা: ১৮টি জার্নাল। অনুষদ ১৮টি।

(১০) হালুয়োলিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়, টেংগারা ৯৩২৩২, স্থাপিত: ১৯৮১ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ৪৩,৩৪২। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৪৫২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৯০২৯। প্রকাশনা: ৫টি জার্নাল। অনুষদ: ৪টি।

(১১) হাসানুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়, উজুং পানদাং, স্থাপিত: ১৯৫৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১,৬৮৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ২০,৮১৬। অনুষদ: ১২টি।

(১২) ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত: ১৯৫০। বিশ্ববিদ্যালয়টি জাকার্তা পুসাত-এ অবস্থিত। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ২৪৩৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৩৫,০০০। প্রকাশনা: ৪টি জার্নাল এবং বিভিন্ন অনুষদের বুলেটিন। অনুষদ: ১৩টি।

(১৩) জাশি বিশ্ববিদ্যালয়, জাশি, স্থাপিত: ১৯৬৩ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ৯৯,০০০। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৫৬৭; ছাত্র- ছাত্রীদের সংখ্যা: ৬,০০০। প্রকাশনা: ১টি সাময়িকী। অনুষদ: ৫টি।

(১৪) জেহার বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব জাভা ৬৮১২, স্থাপিত: ১৯৬৪ খৃ.। ইংরেজী ও ফরাসী। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ১১৭,৪৪১। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৭৮৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১২,৯৩৩। প্রকাশনা: ২টি সাময়িকী। অনুষদ: ৮টি।

(১৫) জেনদেবোয়াসিহ বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জাভা; স্থাপিত: ১৯৬০ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৭৫০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১৩,০০০। প্রকাশনা: ২টি জার্নাল। অনুষদ ৬টি।

(১৬) লামপুং মাংকুরাত বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ-কালী মানতান; স্থাপিত: ১৯৫৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৮৩০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১০,৭৩৪। প্রকাশনা: ৪টি গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ: ৯টি।

(১৭) লামপুং বিশ্ববিদ্যালয়, লামপুং, স্থাপিত: ১৯৬৫ খৃ.। ইংরেজী ও চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৯৬৯; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ২৩,৯৩৪। প্রকাশনা: ২টি সাময়িকী। অনুষদ: ৬টি।

(১৮) মাতারাম বিশ্ববিদ্যালয়, নুসা টেংগারা বারাত, স্থাপিত: ১৯৬২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ৭৩,১৫৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৮৫১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১১,৫৪১। প্রকাশনা: ৩টি জার্নাল। অনুষদ: ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউটের সংখ্যা: ১১টি।

(১৯) মুলাও আরমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব কালিমানতান ৭৫,১১৯; স্থাপিত: ১৯৬২ খৃ.। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৪,৬০৩; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৫৪০। প্রকাশনা: একটি বৈজ্ঞানিক সাময়িকী। অনুষদ: ৬টি।

(২০) নুসা চেনদানা বিশ্ববিদ্যালয়, নুসা টেংগারা তিমুর, স্থাপিত: ১৯৬২ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৮১৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৫২০৭। অনুষদ: ৬টি।

(২১) পাদজাদজারান বিশ্ববিদ্যালয়, জাভা, স্থাপিত: ১৯৫৭ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ১৭৮,৪৪১। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৪০,৪৮২। প্রকাশনা: ৭টি জার্নাল। অনুষদ: ১১টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট: ২টি।

(২২) পালাংকারায়া বিশ্ববিদ্যালয়, কালিমানতান, তেনগাহ ৭৩১১২; স্থাপিত: ১৯৬৩ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৫০১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৫২৬০৫। প্রকাশনা: ৪টি সাময়িকী। অনুষদ: মাত্র ৩টি। অর্থনীতি, শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কৃষি।

(২৩) রিআউ বিশ্ববিদ্যালয়, সুমাত্রা; স্থাপিত: ১৯৬২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৯১৯; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১৪,২২৩। প্রকাশনা: ১০টি জার্নাল ও বুলেটিন। অনুষদ: ৭টি।

(২৪) সাম রাডুলাঙ্গি বিশ্ববিদ্যালয়, সুলাওয়েসি ৯৫১১৫; স্থাপিত: ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম ইন্দোনেশিয়ান। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১৪৯৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১২,৫২৬। অনুষদ: ১০টি।

(২৫) সেবেলাম মারেত বিশ্ববিদ্যালয়, মুরাকারতা ৫৭১২৬; স্থাপিত: ১৯৭৬ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ১৪০, ৬১২। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১৯৭৩২; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১৪১৮। প্রকাশনা ৩টি জার্নাল ও বুলেটিন। অনুষদ: ১০টি।

(২৬) শ্রীওইজায়া বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ সুমাত্রা, স্থাপিত: ১৯৬০ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৫৪০ জন পূর্ণকালীন, ৬১৭ জন খণ্ডকালীন; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৮,৪২৭ জন। প্রকাশনা: ২টি সাময়িকী। অনুষদ: ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট ৩টি; গবেষণা ইনস্টিটিউট, সমাজসেবা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বোর্ড।

(২৭) উত্তর সুমাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়, মেদান ২০১৫৫; স্থাপিত: ১৯৫২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সংখ্যা: ১৬৫০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ২৬,০০০। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। অনুষদ: ১১টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট সংখ্যা ৩টি।

(২৮) সয়ইআহ বুআলা বিশ্ববিদ্যালয়, বান্দা আচেহ, স্থাপিত: ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম: ইন্দোনেশিয়ান। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১০৯৫; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১১,০৬৮। প্রকাশনা: ২টি সাময়িকী; অনুষদ: ৮টি।

(২৯) তাদুলাকো বিশ্ববিদ্যালয়, সুলাওয়েসি, স্থাপিত : ১৯৮১ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৩০০৪২; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৬৬০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৬৫০০। অনুষদ : ৬টি।

(৩০) তানজুংপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, পনতিআনাক; স্থাপিত : ১৯৫৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৭৩৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৯৩০৫। অনুষদ : ৬টি।

(৩১) ইন্দোনেশীয় উনুক্ত শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্কাতা, স্থাপিত : ১৯৮৪ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৩০,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৭৬৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ২২৫,২০৩। প্রকাশনা : ৬টি জার্নাল। অনুষদ : ৪টি।

(৩২) আর্টস যোগজাকার্তা ইন্দোনেশিয়া ইনস্টিটিউট, যোগজাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৮৪ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ২১,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ২৯৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ২,৬৪৪। প্রকাশনা : ২টি জার্নাল। অনুষদ ৩টি।

(৩৩) সেপুলুহ নপেশ্বর টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, পূর্ব জাভা; স্থাপিত : ১৯৬০ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৪৫,৯৯৪; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ১০৪৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ১৭,৩৮৪। প্রকাশনা : Berita ITS ও বিভিন্ন অনুষদীয় বুলেটিন। অনুষদ : ৫টি। ইনস্টিটিউট ও পলিটেকনিক ৩টি।

(৩৪) উদায়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, বালি; স্থাপিত : ১৯৬২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ১৭০২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ১০,৮৫৩। প্রকাশনা : ২টি ত্রৈমাসিক ও একটি মাসিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ: ৯টি।
উল্লেখ্য, ইন্দোনেশিয়ার ৮১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০২/২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ২,৯৩৫,৮৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছিল। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা : ১৪৩,০৯৬ টি।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ : (২,৩৯৯টি, ২০০৪ খৃ.)

(১) বিশ্ববিদ্যালয়, মেদান, স্থাপিত : ১৯৫৮ খৃ.। অনুষদ: ৬টি। Universitas 17 Augustus 1945, Surabaya (Private Universities of Indonesia, in the World of Learning 2005, ৫৪তম সং, ১খ., লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ২০০৪ খৃ., পৃ. ৮৪৬)।

(২) Batak Christian Protestant Church (HKBP) নমমেনসেন বিশ্ববিদ্যালয়, মেদান, স্থাপিত : ১৯৫৪ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৩১০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৭৫৪৯। অনুষদ: ৮টি।

(৩) ইবন খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়, তিমুর, স্থাপিত : ১৯৫৬ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম রূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজী ও আরবীও চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১১৫; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৩,০০০। প্রকাশনা: Media UIC। অনুষদ : ৬টি।

(৪) ইবন খালদুন বোগোর বিশ্ববিদ্যালয়, বোগোর, স্থাপিত : ১৯৬১ খৃ.। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৪২৯৩ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৩০০। প্রকাশনা: ২টি ইসলামিক জার্নাল। ৬টি অনুষদ : শিক্ষা, অর্থনীতি, আইন, ইসলাম শিক্ষা, প্রকৌশল ও স্নাতকোত্তর ইসলাম শিক্ষা।

(৫) ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাভা, স্থাপিত : ১৯৪৫। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৭৩,০০০; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৩৬৫;

ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ১৮,৩৭৫। প্রকাশনা UTI News (মাসিক)। অনুষদ ৮টি।

(৬) চিরেবন-এ অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; স্থাপিত: ১৯৫১ খৃ.। ৩টি অনুষদ : আইন, অর্থনীতি ও ধর্মতত্ত্ব।

(৭) নুসানতারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বানদুং স্থাপিত : ১৯৫৯ খৃ. নাহদাতুল-'উলামা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৭৬ খৃ. বর্তমান নাম ধারণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৪০২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৬৫৭৪, অনুষদ ৭টি। প্রকাশনা সুআরা UNINUS (ত্রৈমাসিক) ও Literat (ত্রৈমাসিক)।

(৮) রিআউ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিআউ, স্থাপিত : ১৯৬২ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ৫,১৫০ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা: ৫,১৫০। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৬৬০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৭,৩৯১। প্রকাশনা: ২টি ত্রৈমাসিক ও ৩টি ষান্নাধিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট: ৭টি।

(৯) উত্তর সুমাত্রা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুমাত্রা, স্থাপিত : ১৯৫২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৮০৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ১০,০০০। প্রকাশনা: ৩টি ইসলামিক গবেষণা পত্রিকা। অনুষদ ১১টি।

(১০) জায়াবায়ী বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা, তিমুর, স্থাপিত : ১৯৫৮ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৭৮২; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ১৫, ০০০। অনুষদ ৬টি। গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪টি।

(১১) ক্যাথোলিক ইন্দোনেশিয়া আত্মা জায়া বিশ্ববিদ্যালয়; জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৬০ খৃ.। প্রকাশনা: ৮টি জার্নাল। অনুষদ: ৮টি। সংলগ্ন কেন্দ্র ৯টি।

(১২) পারাহেয়ানগান ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বানদুং, স্থাপিত : ১৯৫৫ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১৩২১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৯৭৮১। প্রকাশনা: ১০টি জার্নাল। অনুষদ : ৮টি; সংলগ্ন ইনস্টিটিউট: ২টি।

(১৩) কৃষ্ণদ্বিপাজানা বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৫২ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ১২৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ২,০০০। অনুষদ : ৪টি।

(১৪) ইন্দোনেশিয়ার খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা ১৩৬৩০; স্থাপিত : ১৯৫৩ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৭৩৯; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৮,০০০। প্রকাশনা : ৮টি জার্নাল, বুলেটিন ইত্যাদি। অনুষদ : ৭টি। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট ৮টি।

(১৫) মারানার্থী খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়, বানদুং, স্থাপিত : ১৯৬৫ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৮৫০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৭০০০। প্রকাশনা : ৩টি বিজ্ঞান, যোগাযোগ ও মেডিসিন বিষয়ক জার্নাল। অনুষদ : ৫টি।

(১৬) সত্য ও আচানা খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় জাভা, স্থাপিত : ১৯৫৬ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম প্রধানত ইন্দোনেশিয়ান, তবে শুধু বিশেষ কার্যক্রমের জন্য ইংরেজী চালু আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৩০৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৯৩২৫। প্রকাশনা: বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৪টি সাময়িকী। অনুষদ : ১৫টি। ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাপনা বিদ্যা ও পেশাগত কর্মসূচীসহ।

(১৭) মোহাম্মাদিজাহ বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা। অনুষদ ৭টি।

(১৮) মালাং-এর মুহাম্মাদিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব জাভা, স্থাপিত : ১৯৬৬ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৮১৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ২০,২৭৪। প্রকাশনা ১টি জার্নাল ও ১টি মাসিক ট্যাবলয়েড পত্রিকা। অনুসদ : ১০টি।

(১৯) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৪৯ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৬১১; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৫৫০০। প্রকাশনা : একটি মাসিক গবেষণা পত্রিকা। অনুসদ : ৮টি।

(২০) পাকুআন বিশ্ববিদ্যালয়, বোগোর, স্থাপিত : ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা : ৬০। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৩৫০। অনুসদ : ৪টি।

(২১) পঞ্চশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা সেলাতান, স্থাপিত : ১৯৬৬ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৩০, ৯০৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৮৬০; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ১২,০১৭। প্রকাশনা: ৫টি জার্নাল ও সাময়িকী। অনুসদ : ৪টি।

(২২) পেট্রা খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব জাভা, স্থাপিত : ১৯৬১ খৃ.। শিক্ষার মাধ্যম রূপ ইন্দোনেশিয়ান ভাষার সাথে ইংরেজীও চালু আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ১০৪,১৩৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৭৫৮; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ১০,১৬১। প্রকাশনা: ১১টি জার্নাল এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৬টি অনুসদ ও ৪টি ইনস্টিটিউট আছে।

(২৩) ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৬৫ খৃ.। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ২,৪০৬; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৩১,৬২৬। প্রকাশনা: ১টি মাসিক পত্রিকা। সংলগ্ন ইনস্টিটিউট: ২টি সংলগ্ন মহাবিদ্যালয় ও একাডেমি ৫টি।

(২৪) ভেটরান রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইজুং পানদাং। অনুসদ ৩টি। ইতিহাস আইন ও শিক্ষা।

শিল্পকলা ও সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ :

(১) ইন্দোনেশিয়া শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়, জাওয়া তেনগাহ; স্থাপিত ১৯৬৪ খৃ.। এখানে ডিপ্লোমা, মাস্টার্স ও স্নাতকোত্তর কর্মসূচী চালু রহিয়াছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৩৬, ৫৮৮। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ২০৩; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: ৮৫২। বিভাগসমূহ সঙ্গীত, পুতুলশিল্প, নৃত্য ও চারুকলা।

(২) চিরায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য একাডেমি, সুমাতেরা বারাত, স্থাপিত ১৯৬৬ খৃ.। এখানে ব্যালে, নৃত্য ও সঙ্গীতে ডিপ্লোমা কোর্স চালু রহিয়াছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৬, ১৯৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা ৬২। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৪২৮। ৩টি বিভাগ: চিরায়ত সঙ্গীত চিরায়ত নৃত্য ও সঙ্গীত বিদ্যালয়।

(৩) ইন্দোনেশিয়া শিল্পকলা ইনস্টিটিউট, সিয়োন, যোগ জাকার্তা।

(৪) ইন্দোনেশিয়া শিল্পকলা একাডেমি, জাওয়া বারাত; স্থাপিত ১৯৭০ খৃ.। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা : ৪,১১৩। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা: ৭৪; ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা : ৩৪২। বিভাগ ৩টি ও নৃত্য, চিরায়ত সঙ্গীত ও থিয়েটার। এখানে চিরায়ত সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পে ডিগ্রী কোর্সসমূহ চালু আছে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেস :

আগস্ট ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে সরকার ঘোষণা করে যে, স্থানীয় ও বিদেশী উভয় প্রেসের সেন্সরশীপ শিথিল করা হইবে। তৎসহ আরও বলা হয় যে, প্রেস

নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা লঙ্ঘনকারী সংবাদ পত্রসমূহের লাইসেন্স বাতিল করা হইতে সরকার বিরত থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেসের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়। জুন ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে সরকার তিনটি প্রধান সংবাদপত্রের প্রকাশনা লাইসেন্স বাতিল করে। এই সংবাদ সাময়িকীগুলি ছিল যথাক্রমে Tempo, Editor ও Detik, মে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পদত্যাগের পরে নূতন সরকার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে De Tik ম্যাগাজিনটি নূতন Detak নাম ধারণ করিয়া জুলাই মাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হয়; অতঃপর Tempo ম্যাগাজিনের প্রকাশনা অস্টোবরে পুনর্বহাল হয়।

প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ : (২২.৮ টি প্রতি ১,০০০ জনে)

বালি : The Harian Pagi Unum : (বালি পোস্ট) : ডেনপাসার ৮০২৩২; স্থাপিত : ১৯৪৮ খৃ.; দৈনিক (ইন্দোনেশীয় সংস্করণ), সাপ্তাহিক (ইংরেজী সংস্করণ, প্রচার সংখ্যা ২৫,০০০।

(১) The Angkatan Bersenjata : জাকার্তা পুসাত।

(২) দি বানদুং পোস্ট : বানদু স্থাপিত : ১৯৭৯ খৃ.।

(৩) The Berita Buana : জাকার্তা স্থাপিত : ১৯৭০ খৃ. পুনঃ প্রতিষ্ঠা ১৯৯০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০।

(৪) The Berita Yudha : জাকার্তা; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(৫) The Bisnis Indonesia : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৮৫ খৃ.; ইন্টারনেটেও দৃশ্যমান; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৬০,০০০।

(৬) The Harian Berita Sore : জাকার্তা; ইন্দোনেশীয়।

(৭) The Harian Indonesia : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৬৬ খৃ.; (চীনা ভাষায়) প্রচার সংখ্যা ৪২,০০০।

(৮) The Harian Terbit : জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১২৫,০০০।

(৯) The Harian Umum AB : জাকার্তা পুসাত; স্থাপিত : ১৯৬৫ খৃ.; সশস্ত্র বাহিনীর দাপ্তরিক জার্নাল; প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০।

(১০) দি ইন্দোনেশিয়া টাইমস : জাকার্তা, তিমুর; স্থাপিত : ১৯৭৪ খৃ.; প্রচার সংখ্যা ৩৫,০০০।

(১১) দি ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৫৫ খৃ.; ইংরেজী; স্বাধীন; প্রচার সংখ্যা ২৫,০০০।

(১২) দি জাকার্তা পোস্ট : জাকার্তা ১০২৭০; স্থাপিত : ১৯৮৩ খৃ.; ইংরেজী ইংরেজী; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(১৩) The Jawa Pos : সুরাবায়া, স্থাপিত : ১৯৪৯ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচারসংখ্যা ১২০,০০০।

(১৪) The Jepara Pos : জেপায়া; ইন্দোনেশীয়; স্থাপিত : ১৯৪৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; স্বতন্ত্র; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(১৫) The Kedaulatan Rakyat : যোগজাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৪৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; স্বতন্ত্র; প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

(১৬) The Kompas : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৬৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫২৩, ৪৫৩।

(১৭) The Media Indonesia Daily : জাকার্তা স্থাপিত ১৯৮৯ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ২০,০০।

(১৮) The Merdeka : সেলাতান স্থাপিত : ১৯৪৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৩০,০০০।

- (১৯) The Neraca : জাকার্তা।
 (২০) The Pelita : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৭৪ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; মুসলিম ভাবধারার বাহক, প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০।
 (২১) The Pewarta Surabaya : সুরাবায়া; স্থাপিত ১৯০৫ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১০,০০০।
 (২২) The Pikiran Rakyat : বান্দুং; স্থাপিত ১৯৫০ খৃ.; ইন্দোনেশীয় স্বতন্ত্র; প্রচারসংখ্যা ১৫০,০০০।
 (২৩) The Pos Kota : জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৭০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫০০,০০০।
 (২৪) The Republika : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৯৩ খৃ।
 (২৫) The Sinar Pagi : জাকার্তা, সেলাতান।
 (২৬) The Suara Karya : জাকার্তা সেলাতান; স্থাপিত ১৯৭১ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১০০,০০০।
 (২৭) The Suara Merdeka : সেমারাং স্থাপিত : ১৯৫০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ২০০,০০০।
 (২৮) The Suara Pembaruan : জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে The Sinar Harapan : নামে প্রচলিত ইহার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়; প্রচার সংখ্যা ২০০,০০০।
 (২৯) The Surabaya Post : সুরাবায়া; স্থাপিত ১৯৫৩ খৃ.; স্বতন্ত্র; প্রচারসংখ্যা ১১৫,০০০।
 (৩০) The Uwasari : মেদান; স্থাপিত ১৯৮৬ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচারসংখ্যা ৬৫,০০০।
 কালিমানতান : (১) The Bangarmasin Post : বানজারমাসিন; স্থাপিত ১৯৭১ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচারসংখ্যা ৫০,০০০। (২) The Gawi Manuntung : বানজারমাসিন; স্থাপিত : ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৫,০০০। (৩) The Harian Umum Akeaya : পনতিয়ানাক। (৪) The Lampung Post : লামপুং। (৫) The Manuntung : বালিকপাপান পূর্ব বোর্নিয়োর গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা।
 মালাকু : (১) The Pos Maluku : আমবন (২) The Suara Maluku : টারনেট।
 পাপুয়া : (১) The Berita Karya : জায়াপুরা। (২) The Cendrawasih Post : জায়াপুরা। (৩) The Teropong : জায়াপুরা।
 রিআউ : The Riau Pos : রিআউ।
 সুলাবুয়েসি : (১) The Bulletin Sulut : সুলাবুয়েসি উতার। (২) The Cahaya Siang : সুলাবুয়েসি উতার। (৩) ফজর (উষা) মাকাসসার; প্রচার সংখ্যার; স্থাপিত ১৯৪৭ খৃ.; স্বতন্ত্র; প্রচারসংখ্যা : ৩০,০০০। (৫) The Suluh Merdeka : মানাদো ৯৫১১০। (৬) The Tegas মাকাসসার। (৭) The Wenang Post : মানাদো ৯৫১১৫; সাপ্তাহিক। (৮) The Manado Post : মানাদো।
 সুমাত্রা : (১) The Harian Analisa : মেদান; স্থাপিত : ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৭৫,০০০। (২) The Harian Haluan পানদাং; স্থাপিত : ১৯৪৮ খৃ.; প্রচার সংখ্যা ৪০,০০০। (৩) Harian Umum Nasional Waspada : মেদান : ২০১৫১;

- ইন্দোনেশীয়। (৪) The Mimbar Umum : মেদান; স্থাপিত ৫৫,০০০। (৫) Serambi Indonesia : বান্দা আচেহ। (৬) The Sinar Indonesia Baru : মেদান ২০১৫১; স্থাপিত : ১৯৭০ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০। (৭) The Suara Rakyat Semesta : পালেমবাং, ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১০,০০০। (৮) The Waspada : মেদান স্থাপিত ১৯৪৭ খৃ.; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৬০,০০০ (দৈনিক)।

প্রধান প্রধান সাময়িকী :

- (১) আমানাহ : জাকার্তা; পাক্ষিক; মুসলিম চলতি ঘটনাপ্রবাহ; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৮০,০০০।
 (২) বেরিতা নেগারা : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৫১ খৃ.; সপ্তাহে ২টি সংখ্যা; দাপ্তরিক গেজেট।
 (৩) বোবো : জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৭৩ খৃ.; সাপ্তাহিক; শিশুতোষ পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ২৪০,০০০।
 (৪) বোলা : জাকার্তা, সপ্তাহে ২টি সংখ্যা; মঙ্গলবার ও শুক্রবার ক্রীড়া পত্রিকা; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ৭১৫,০০০।
 (৫) বুয়ানা মিঙু : জাকার্তা পুসাত, সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় পত্রিকা; ইন্দোনেশীয়; প্রচার সংখ্যা ১৯৪, ৪৫০।
 (৬) বিজনেস নিউজ : জাকার্তা; স্থাপিত : ১৯৫৬ খৃ.; সপ্তাহে ৩টি সংখ্যা (ইন্দোনেশীয় সংস্করণ); সপ্তাহে ২টি সংখ্যা (ইংরেজী সংস্করণ); প্রচার সংখ্যা ১৫,০০০।
 (৭) চিতরা : জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৯০ খৃ.; টিভি, চলচ্চিত্র কর্মসূচী, সঙ্গীত এবং সংবাদ শিরোনাম সম্বলিত সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ২৩৯,০০০।
 (৮) ডেপথ নিউজ : ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা, স্থাপিত : ১৯৭২ খৃ.; ইন্দোনেশিয়ার প্রেস ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।
 (৯) দুনিয়া ওয়ানিতা : মেদান; স্থাপিত : ১৯৪৯ খৃ.; পাক্ষিক ইন্দোনেশীয় মহিলা টাবলেয়েড; প্রচার সংখ্যা ১০,০০০।
 (১০) ইকোনমিক রিভিউ : জাকার্তা, স্থাপিত ১৯৬৬ খৃ.; ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকা।
 (১১) ইকোনমি ইন্দোনেশিয়া : জাকার্তা; মাসিক ইংরেজী অর্থনৈতিক জার্নাল; প্রচার সংখ্যা : ২০,০০০।
 (১২) একসেকুতিফ : জাকার্তা।
 (১৩) ফেমিলা : জাকার্তা সেলামান; স্থাপিত : ১৯৭২ খৃ.; মহিলাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা : ১৩০,০০০।
 (১৪) ফোরাম : জাকার্তা।
 (১৫) গাদিস ম্যাগাজিন স্থাপিত : ১৯৭৩ খৃ.; প্রতি ১০ দিনে প্রকাশিত কিশোর পত্রিকা; ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রচার সংখ্যা : ১০০,০০০।
 (১৬) গামমা জাকার্তা; ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে টেমপো ও গাতরা পত্রিকার সাবেক কর্মিগণ ইহা স্থাপন করেন।
 (১৭) সুগাত (অভিযোগ) : রাজনীতি, আইন ও অপরাধ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা। সুরাবায়া হইতে প্রকাশিত। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ২৫০,০০০।
 (১৮) হাই : জাকার্তা, ১০২৭০; ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত যুব পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ৭০,০০০।

(১৯) ইন্দোনেশিয়া বিজনেস নিউজঃ জাকার্তা ১১৪১০; ইংরেজী পত্রিকা।

(২০) ইন্দোনেশিয়া বিজনেস উইকলিঃ জাকার্তা ১১৪১০; ইংরেজী পত্রিকা।

(২১) ইন্দোনেশিয়া ম্যাগাজিনঃ জাকার্তা; ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মাসিক ইংরেজী পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ১৫,০০০।

(২২) ইনতিসারি (ডাইজেস্ট); জাকার্তা, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ইন্দোনেশীয় মাসিক পত্রিকা; জনপ্রিয় বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি পত্রিকাটির উপজীব্য বিষয়বস্তু; প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০।

(২৩) জাকার্তা জাকার্তাঃ জাকার্তা; ১৯৮৫ খৃ. স্থাপিত সাপ্তাহিক পত্রিকা; খাদ্য, কৌতুক, ফ্যাশন ও তারকাদের খবর পত্রিকাটির উপজীব্য বিষয়বস্তু; প্রচার সংখ্যা ৭০,০০০।

(২৪) কেলুআরগাঃ জাকার্তা; মহিলাদের পাক্ষিক পারিবারিক পত্রিকা।

(২৫) মাজালাহ ইকোনমিসঃ জাকার্তা; মাসিক ইংরেজী ব্যবসায় পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ২০,০০০।

(২৬) মাজালাহ কেদোকতেরান ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের জার্নাল)ঃ জাকার্তা; ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মাসিক পত্রিকা; ইন্দোনেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত।

(২৭) ম্যাঙ্গলঃ বান্দুং; ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সুদানীজ পত্রিকা; প্রচার সংখ্যা ৭৪,০০০।

(২৮) মাতরাঃ জাকার্তা; ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মাসিক ম্যাগাজিন; সাধারণ জ্ঞাতব্য ও চলতি ঘটনা প্রবাহ পত্রিকাটির উপজীব্য বিষয়বস্তু; প্রচার সংখ্যাঃ ১০০,০০০।

(২৯) মিমবার কাবিনেত পেমবানগুনানঃ জাকার্তা; ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মাসিক ইন্দোনেশীয় পত্রিকা; তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

(৩০) মুতিয়ারাঃ জাকার্তা তিমুর; সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সম্বলিত পত্রিকা।

(৩১) নোভাঃ জাকার্তা সাপ্তাহিক; ইন্দোনেশীয় ভাষায় পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৬১৮,২৬৭।

(৩২) অপোসিসিঃ জাকার্তা; রাজনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৪০০,০০০।

(৩৩) অটোমেটিভঃ জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৯০ খৃ.; যানবাহন সংক্রান্ত বিশেষায়িত সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড, প্রচার সংখ্যা ২১৫,৭৬৩।

(৩৪) পেরারবাঃ যোগজাকার্তা; সাপ্তাহিক ইন্দোনেশীয় ও জাভানীজ রোমান ক্যাথলিক পত্রিকা।

(৩৫) পারতনি পিটিঃ জাকার্তা সেলাতান; স্থাপিতঃ ১৯৭৪ খৃ. মাসিক ইন্দোনেশীয় কৃষি পত্রিকা।

(৩৬) পেতিসিঃ সুরাবায়া হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিকী।

(৩৭) রাজাওয়ালীঃ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ে জাকার্তা হইতে ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রকাশিত মাসিক।

(৩৮) সিলেকাটাঃ জাকার্তা হইতে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক; প্রচার সংখ্যা ৮০,০০০।

(৩৯) সিমপানিঃ জাকার্তা; ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে Detik (নিষিদ্ধ ঘোষিত ১৯৯৪-৯৮ খৃ.) পত্রিকার প্রাক্তন কর্মীগণ পত্রিকাটি চালু করেন।

(৪০) সিনার জায়াঃ জাকার্তা সেলাতান হইতে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক পাক্ষিক।

(৪১) সওআসেমবাদাঃ জাকার্তা।

(৪২) টেমপোঃ জাকার্তা ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সাপ্তাহিক।

(৪৩) তিআরাঃ জাকার্তা ১০২৭০; স্থাপিত ১৯৯০ খৃ; জীবনাচরণ, ফিচার এবং তারকাদের সংবাদসম্বলিত পাক্ষিক পত্রিকা।

(৪৪) উম্মাতঃ ICMI-এর পৃষ্ঠপোষকতায় জাকার্তা হইতে প্রকাশিত ইসলামী পত্রিকা।

প্রধান প্রধান সাময়িকীসমূহের বরাতঃ Principal Periodicals, in the Europa World Year Book, লন্ডন ২০০৩ খৃ. পৃ. ২০৯২।

নিউজ এজেন্সিসমূহঃ

(১) আনতারা (ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি)ঃ জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৩৭ খৃ.; ২০টি রেডিও, ৭টি টেলিভিশন, ৯৬টি সংবাদপত্র, ৮টি বিদেশী সংবাদপত্র, ৭টি ট্যাবলয়েড, ৭টি ম্যাগাজিন, ২টি নিউজ এজেন্সি, ৯টি দূতাবাস এবং ৭টি উটকম গ্রাহক (২০০১ খৃ.); ইন্দোনেশিয়াতে ২৬ টি শাখা. বিদেশে ৬টি শাখা/করেসপেণ্ডেন্ট; ৪টি ইন্দোনেশীয় এবং ১টি ইংরেজী বুলেটিন; বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারসমূহের মনিটরিং সার্ভিস; ফটো সার্ভিস ইত্যাদি ইহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(২) কানতোরবেরিতা নেসিওন্যাল ইন্দোনেশিয়া (KNI নিউজ সার্ভিস)ঃ জাকার্তা তিমুর স্থাপিত ১৯৬৬ খৃ.; স্বাধীন জাতীয় নিউজ সার্ভিস; প্রতিষ্ঠানটি ইন্দোনেশীয় ভাষায় দেশ-বিদেশের খবর পরিবেশন করিয়া থাকে।

প্রেস এসোসিয়েশনসমূহঃ

(১) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (স্বাধীন সাংবাদি সমিতি)ঃ স্থাপিত ১৯৯৪ খৃ. বেসরকারী এই প্রতিষ্ঠানটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করিয়া থাকে। ইহা জাকার্তা শহরে অবস্থিত।

(২) ইন্দোনেশিয়ান জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনঃ জাকার্তা; স্থাপিত ১৯৪৬ খৃ. সরকার নিয়ন্ত্রিত।

(৩) ইন্দোনেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশক এসোসিয়েশন (SPS)ঃ জাকার্তা।

(৪) ইন্দোনেশিয়ার প্রেস ফাউন্ডেশনঃ জাকার্তা ১৩৩১০; স্থাপিত ১৯৬৭ খৃ.।

ইন্দোনেশিয়ার প্রকাশনা ব্যবস্থাঃ

ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় এক শত পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এইগুলি দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রকাশনাগুলির তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় ধর্মীয় ও শিশুতোষ পুস্তক প্রকাশক যোগজাকার্তার কনিসিনে পাবলিশার্স দেরেসানং ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সুবারায়ের ধর্ম দর্শন ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদির প্রকাশক জায়াবায়ু এবং ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত জাকার্তার ইসলাম ও ইতিহাস বিষয়ক প্রকাশনায় তিন ভাষায় ইন্দোনেশিয়া সর্বপ্রচীন প্রকাশনালয়। অবশিষ্ট প্রকাশনালয়গুলি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত। ইন্দোনেশীয় ভাষা ছাড়া পূর্বসূরীর বেশ কিছু উন্নত ভাষার পুস্তকও এদেশে প্রকাশিত হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ও মুদ্রণালয়টি রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। সরকারী নানা বিষয়ের প্রকাশনা ছাড়াও কলা, সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির গ্রন্থাদিও এ মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

২০০১ - ২০০৪ খৃ. ইন্দোনেশিয়া :

সাধারণ নির্বাচন : ইন্দোনেশিয়াতে এ যাবৎ নয়টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের বৎসরগুলি ছিল যথাক্রমে : ১৯৫৫, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৯৭, ১৯৯৯ ও সাম্প্রতিককাল ২০০৪ খৃ.। এ নির্বাচনে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর জেনারেল সুসিলো বামবাং ইউধোইয়োনো জয় লাভ করিয়া জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রেসিডেন্ট সুসিলো দেশের ৩২টি প্রদেশের মধ্যে ২৯টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। তাঁহার জনপ্রিয়তা দেশব্যাপী ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সংমিশ্রণ রহিয়াছে। ৫৫০ সদস্যবিশিষ্ট সংসদে প্রেসিডেন্টের নব গঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির রহিয়াছে মাত্র ৫৮টি আসন। তাই তিনি সংসদে তাঁহার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইউসুফ কাল্লার 'গোলকার' দলের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ইন্দোনেশিয়ার রত্নপতিগণ

ক্রমিক নং	নাম	শাসনামল
১.	আহমদ সুকর্ন	১৯৫৫ - ১৯৬৭ খৃ.
২.	সুহার্তো	১৯৬৭ - ১৯৯৮ খৃ.
৩.	বি. জে. হাবিবী	১৯৯৮ - ১৯৯৯ খৃ.
৪.	আবদুর রহমান ওয়াহিদ	১৯৯৯ - ২০০১ খৃ.
৫.	মেঘবর্তী সুকর্নপুত্রী	২০০১-২০০৪ খৃ.
৬.	সুসিলো বামবাং ইউধোইয়োনো	২০০৪ খৃ.

মানবাধিকার : ২০০০ খৃষ্টাব্দের ২৬ নং আইন দ্বারা মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠা করত রোম সংবিধির ধারাসমূহের আত্মীকরণ করা হয়। শেযোক্ত সংবিধিতে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বিধৃত আছে।

মুসলিম জনসংখ্যার ক্রমোন্নতি : সুমাত্রা দ্বীপের সর্বউত্তরাংশে অবস্থিত আচেহ-তে আগত গুজরাটী ও পারস্য দেশীয় মুসলমান বণিকগণ দ্বীপটিতে ইসলাম ধর্মের গোড়াপত্তন করেন। এইভাবে জাভা দ্বীপের বানতেন ও দেমাকে প্রচার লাভের পূর্বেই ইসলাম আচেহতে বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ প্রথমে উপকূলীয় এলাকা হইতে ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরে ইহার অগ্রযাত্রা সাধিত হয়, বিশেষত জাভাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নয়জন বুয়ুর্গ বা ওয়ালীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সে সময় হইতে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭১ কৃ. আদম গুমারী মতে দেশটির ৮৭.৫১% জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান যাহা ২০০০ খৃ. আদমগুমারী মতে ৮৮.২২%-তে উন্নীত হয় অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১.৮৬%। ইহার ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশিয়ার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। উল্লেখ্য যে, জাকার্তাতে অবস্থিত ইসতিকলাল মসজিদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ। দেমাক মসজিদ ইন্দোনেশিয়ার সর্বপ্রাচীন মসজিদ।

ইন্দোনেশিয়ার ইসলাম ধর্মীয় কার্যক্রম : ইন্দোনেশিয়াতে দাপ্তরিকভাবে স্বীকৃত ছয়টি ধর্মমত রহিয়াছে, যথা : ইসলাম, ক্যাথোলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু ও কনফুসিয়াস-এর ধর্ম।

১৯৯৯-২০০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল : সকল ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা ও সেবার মান উন্নয়ন, ধর্মীয় শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতি, ধর্মীয় শিক্ষায়তনসমূহের উন্নয়ন এবং প্রথাগত ধর্মীয় বিদ্যালয়-সমূহের সম্প্রসারণ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় নীতি নির্ধারণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করিয়া থাকে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সেবার মানোন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মসজিদের সংস্কার ও সংরক্ষণ, হজ্জ্ব ব্যবস্থাপনা, মুসলিম বিবাহের জন্য কাযী অফিসসমূহের স্থাপন ও ধর্মীয় বই-পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার।

সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায় মুসল্লিদের জন্য আরও মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাহাদের নামাযের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নিরন্তর প্রচেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্য মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইসলামী জ্ঞানের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার অনুবাদসহ ইসলামী গ্রন্থাবলির সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইন্দোনেশীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া এ সকল রচনা ও প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদেরকে সার্বিকভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ লক্ষ্যে বহু বহু বই-পুস্তক মৌলিক ও অনুবাদ এই উভয় প্রকারের বই প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়।

বিবাহ সুষ্ঠুভিত্তিক করণার্থে বিবাহ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে পারিবারিক কল্যাণ বিধান ও পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরও দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

মানবিক কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দান, অনুদান ও দাতব্য কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হয়। এই লক্ষ্যে সকল প্রদেশেই কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য হাজার হাজার লোককে মানোন্নয়ন কোর্সের মাধ্যমে পাঠ দান করা হইয়াছে।

মসজিদ, মন্দির, বিহার ও গীর্জা স্থাপনের জন্য ২০০১ খৃ. ১.৯৭১ টি এবং ২০০২ খৃ. ২.১৯৩ টি এবং ২০০৩ খৃ. ৫.৯৩০ টি প্রুট রেজিস্ট্রি করা হয়। এই সময়ে ইসলামী অনুদান ব্যবস্থাপনার জন্য ১.০৫৭ ব্যক্তিকে মানোন্নয়নের উপর সংক্ষিপ্ত কোর্সে পাঠ দান করা হয় এবং সামাজিক-ধর্মীয় তহবিলসমূহের ব্যবস্থাপনা-পুস্তক বিতরণ করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার হজ্জ্ব ব্যবস্থাপনা : ইন্দোনেশিয়ার হজ্জ্বযাত্রীদের কল্যাণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। হজ্জ্বযাত্রীদের জন্য পুরাতন বোর্ডিং হাউসগুলির সংস্কারের পাশাপাশি অনেক নূতন ভবনও নির্মাণ করা হইয়াছে। হজ্জ্বর আয়োজনকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স ও বিধিবিধানসম্বলিত পুস্তকাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২০০১-২০০৩ খৃ. সময়কালে হজ্জ্বযাত্রীদের ২৫৫টি দলকে নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুষ্ঠু হজ্জ্ব ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশীয় হজ্জ্বযাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ২০০২ খৃ. ১৮২,০৬২ জন এবং ২০০৩ খৃ. ২০১,৩১৯ জন ইন্দোনেশীয় মোট হাজীাদের ৪৬%.৭৮% ছিলেন জাভা হইতে আগত, ১৫.১৪% আসেন সুমাত্রা দ্বীপ হইতে এবং বাকীরা ছিলেন অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসী।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কার্যক্রম : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্মীয় আদর্শের বিকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি জোরদারকরণের লক্ষ্যে ইন্দোনেশীয় সরকার একটি আইন পাশের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার আওতায় সহস্রাধিক লোককে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান করা

হয়। প্রায়শই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে।

ধর্মীয় সংঘাত বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে সংহতির অন্তরায়। এজন্য ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিটি ধর্মের প্রখ্যাত নেতাদের মধ্যে আন্তঃসংলাপের আয়োজন করত সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এইভাবে ১৮টি দেশ হইতে প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে জাকার্তা শহরে ইসলাম, খৃস্টান আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আরও আলোকপাত করা হয়ঃ ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মালিন্দো ১ ও ২ সন্ধি ঘোষণা (মালিন্দোর বৈরী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ঘোষণা) ইত্যাদি।

ইসলাম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে যোগ জাকার্তায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হইয়াছে। মেদান ও আমবনে ইহার শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী বুদ্ধিজীবীগণ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করত উহার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় খুঁজিয়া বাহির করেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে ইন্দোনেশীয় 'উলামা পরিষদ নাহদাতুল-উলামা ইন্দোনেশিয়া (MUI) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পরিষদটি যেসব ভ্রাতৃপ্রভৃতি সংস্থাসমূহের সহযোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়াস পায় সেগুলির মধ্যে আছে :

- ইন্দোনেশীয় গীর্জা এসোসিয়েশন (PGI)

- ইন্দোনেশীয় ক্যাথলিক গীর্জা কনফারেন্স (KWI)

-ইন্দোনেশীয় হিন্দু ধর্ম পরিষদ (PHDI)

-ইন্দোনেশীয় বুদ্ধ এসোসিয়েশন (ওয়ালুবি) এবং ইন্দোনেশীয় কনফুসীয় উচ্চ পরিষদ (মাতাকিন)

প্রধান ইসলামী বিদ্যালয় ব্যবস্থায় মানোন্নয়ন : এই কার্যক্রমের আওতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় কারিকুলাম উন্নয়ন, ধর্মীয় শিক্ষকদের দক্ষতার মান নির্ধারণ এবং উন্নততর ইসলামী আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকে। ইহার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষকগণ মানোন্নয়ন কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, এমন কি দেশ-বিদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদেরকে শিক্ষা কার্যক্রমবহির্ভূত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণেও উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল বিষয়সহ ইসলামিক রেফারেন্স জার্নাল ও পুস্তকাদিও সরবরাহ করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষা : ইন্দোনেশিয়াতে স্কুল-পূর্ব এবং মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদরাসা শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। অপর পক্ষে সানাওইয়াহ মাদরাসাগুলিতে সাধারণ জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানের শিক্ষাক্রম পরিচালিত হইয়া থাকে। মাদরাসাগুলি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে।

পূর্ব জাভার ফিদরী জেলায় আমাদের দেশের কওমী মাদরাসা ধরনের বেসরকারী একটি বিশাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে—যাহার ছাত্র সংখ্যা ৫/৬ হাজার। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ 'উলামা প্রতিনিধিদল ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সফর করিলে আমাদের জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, তদানীন্তন গণভবন মসজিদের খতীব মওলানা আবদুল্লাহ বিন

সাদিদ জালালাবাদী প্রমুখ কয়েকজন সদস্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন শায়খ উস্তাদ মাহরুস আলীর বিশেষ দাওয়াতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি মিসরের আল-আযহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাই প্রতি বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ আল-আযহারে ভর্তির সুযোগ পাইয়া থাকেন।

ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী উৎসব ও অনুষ্ঠানমালা ২০০৫ :

গ্রীষ্মে সুয়ো : মুহাররাম মাসের প্রথম দিনে জাভার মুসলমানগণ নববর্ষ পালন করেন। অনুষ্ঠানমালার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ১১শ জাতীয় রিওগ উৎসব; যাহা পনোরোগো শহরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিখ্যাত রিওগ অনুষ্ঠানমালার চিত্তাকর্ষক আয়োজনের মধ্যে আছে একটি বিশাল মুখোশযুক্ত আকৃতির বাঘ যাহার মাথা ও ময়ূরপুচ্ছ সজ্জিত দেহটির ওজন ৪০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইয়া থাকে। একটি ভাবাবেগপূর্ণ অনুষ্ঠানে ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে আছে শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানমালা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও কুটির শিল্পসামগ্রীর কেনা-বেচা।

ফেব্রুয়ারী তাবুক : পশ্চিম সুমাত্রার পারিয়ামানে মুহাররাম মাসের দশ তারিখে ইসলাম ধর্মের আদর্শ রক্ষার্থে কারবালার যুদ্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দৌহিত্র হযরত হা'সান ও হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত দিবসে আতরা উপলক্ষে দিনটি পালিত হয়। "বোরাক" নামক একটি স্বর্ণীয় প্রাণী বা নারী মৃত্ত বিশিষ্ট পঞ্জীরাজ ফোড়া হা'সান এবং হুসায়ন (রা)-এর আত্মাকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তাযিয়ার মিছিলে নৃত্য-গীত পরিশেষে উহাকে সমুদ্র বক্ষে বিসর্জন দেওয়া হয়। ধর্মপ্রাণ দর্শকগণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ঐ বিসর্জিত তাযিয়ার কিছু অংশ সংগ্রহের প্রয়াস পান। এই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রহিয়াছে ঘোড় দৌড়, সমুদ্র সৈকত অনুষ্ঠান ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনী।

সেকাতেন উৎসব : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী সপ্তাহসমূহে ইহা পালিত হইয়া থাকে। সেকাতেন উৎসব শুরু হয় মধ্যরাতে; তখন রাজপ্রাসাদের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে দুই সেট প্রাচীন বাদ্য যন্ত্রসহ একটি শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। সমগ্র সপ্তাহে শুধু বৃহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবারের সকাল ব্যতীত ঐ দুই সেট বাদ্যযন্ত্র দিবা-রাত্রি পালাক্রমে রাজানো হয়। সেকাতেন উপলক্ষে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি মেলাও বসে; সেখানে যাবতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী ও লোকজ শিল্প দ্রব্যের বেচাকেনা হয়। শোভাযাত্রা সহকারে বাদ্যযন্ত্রের সেট ছয়কে ক্রান্তনে ফিরাইয়া নেওয়ার মাধ্যমে সেকাতেন উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। আলন আলন উতারা ক্রান্তন, যোগজাকার্তার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

তাবুত উৎস, বেংকুলু : মুসলমান সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে লালন, বিশেষত ইসলাম ধর্মকে রক্ষা ও ইহার আদর্শকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরার জন্য ইমাম হা'সান ও হুসায়ন (রা) ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মোৎসর্গকে উপলক্ষে করিয়া অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিম সুমাত্রায় উদ্‌যাপিত তাবুক উৎসবের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সেকাতেন মেলা, সুরাকার্তা পৌরসভা, কেন্দ্রীয় জাভা : হিজরী রাবীউল আউয়াল মাসে অর্থাৎ জাভার মৌলুদ মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাটি আলুন- আলুন উতারা (কাসুনানান রাজপ্রাসাদের উত্তর প্রাঙ্গণে) অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দর্শকদের জন্য দিবা-রাত্রি খোলা থাকে। এখানে ঐতিহ্যগত খাদ্যসামগ্রী, কুটির শিল্পজাত খেলনা ইত্যাদি নানাবিধ পর্যটক আকর্ষণীয়

দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। রাজকীয় পরিবারের শোভাযাত্রার মাধ্যমে মেলা সূচিত হয়। তাহারা বিশাল দুই সেট বাদ্যযন্ত্র সুনান রাজপ্রাসাদ হইতে প্রার্থনার বড় মসজিদের উত্তর প্রাঙ্গণে আনয়ন করেন। “গ্রেবেগ মৌলুদ”-এর মাধ্যমে সেকাতেন মেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঈদুল আযহা : ইহা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে পালিত হয়। মুসলমানগণ এই দিনে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে মসজিদে ও শহরের উন্মুক্ত স্থানে ঈদের নামায আদায় করত গরু-ছাগল কোরবানী করেন। প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে কোরবানীর গোশতের বিলি-বন্টন করা হয়। ইহা একটি সরকারী ছুটির দিন।

গ্রেবেগ বেনার উৎসব : মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উদ্দেশে উৎসবটি পালিত হয়। মুসলমানগণ এই দিনে দান-খয়রাত করেন, গরু-ছাগল কোরবানী করেন এবং গরীব দুঃস্থদের মধ্যে কোরবানীর গোশত বিতরণ করেন। মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাহার প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ)-কে কোরবানী করার উদ্যোগ নেন। উৎসবটি গ্রেবেগ শাওয়ালের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। পর্বটির মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইলের সেই আত্মোৎসর্গকে স্মরণ করা হয়।

রবক রবক, পস্তিয়ানাক, পশ্চিম কালিমানতান : জাভার দিনপঞ্জী মতে সফর মাসের শেষ বুধবারে পান্তিয়ানাকে রবক রবক নামক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। উৎসবটি আমানতুলিল্লাহ রাজতন্ত্রের একটি চিরায়ত প্রথা হিসাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর নৃত্যের আয়োজন করা হয়।

গ্রেবেগ মৌলুদ মুসলিম ধর্মীয় উৎসব : গ্রেবেগ দ্বারা প্রাসাদ নিরাপত্তা কর্মীদের শোভাযাত্রা ব্যায়। জাভানীজ ভাষা হইতে চয়নকৃত এই শব্দটির অর্থ গোলযোগপূর্ণ শোরগোলের উৎসব হিসাবে দর্শনার্থীদের কোলাহল অথবা রাজপ্রাসাদ হইতে মসজিদগামী শোভাযাত্রার সহগামী রাজকীয় গার্ডদের কুচকাওয়াজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শব্দ আরও জোরালো হয় যখন শোভাযাত্রা হইতে রাজকীয় গার্ড বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গুলি ফোটায়। সুলতানের প্রাসাদ হইতে এই উৎসবটির আয়োজন করা হয়।

মাওদু লামপোয়া, চিকোয়াঙ গ্রাম, তাকালার, দক্ষিণ সুলাবয়েসি : মহানবী (স)-এর জন্মদিন উপলক্ষে এখানে বিভিন্ন আকর্ষণীয় আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে আছে সুসজ্জিত নৌকা বাইচ, শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ইত্যাদি।

উয়া পুয়া, বিমা পশ্চিম নুসা টেংগারা : মৌলুদ নবী মুহাম্মাদ (স) অর্থাৎ তাহার জন্মদিন পালন উপলক্ষে বিমানীজ জনগণ বিমা প্রাসাদে এই সাংস্কৃতিক উৎসবটির আয়োজন করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে অনেক ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান, খেলা ও প্রার্থনা-উৎসবের আয়োজন করা হয়।

ইসরা (মি'রাজ) : মহানবী (স) কর্তৃক সপ্ত আসমান পাড়ি-দিয়া আল্লাহর দীদার লাভের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইন্দোনেশিয়াব্যাপী দিনটি পালিত হয়। ইহা একটি সরকারী ছুটির দিন।

মালিমান শ্রীওয়েদারি/“সেলিকোরান” উৎসব সুরাকার্তা পৌর-সভা/কেন্দ্রীয় জাজা : পবিত্র রমযান মাসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল উপলক্ষে শ্রীওয়েদারি পার্কে এই “নৈশ উৎসব”-টি পালিত হয়। ২১ রমযান তারিখে সন্ধ্যা ৬টায় কাসুনান রাজপ্রাসাদ হইতে রাজকীয় পরিবারবর্গের শোভাযাত্রার মাধ্যমে

অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। রাত ৮টায় শোভাযাত্রাটি শ্রীওয়েদারি পার্কে পৌছানোর পর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুটিরশিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

গ্রেবেগ শওয়াল উৎসব, আলুন-আলুন উতারু ক্রাতন যোগজাকার্তা : পবিত্র রমযান মাসে সিয়ামব্রত পালনান্তে মুসলমানগণ আল্লাহর প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার উদ্দেশে উৎসবটি পালিত হইয়া থাকে। সকাল ৮ ঘটিকায় ক্রাতন গার্ডদের শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সূচিত হয়। ওয়িরোব্রোজ, দায়েং, কেতাংওং, যোগকারিও, পাওয়িরোতোমো ও মল্লীজিরো পরিহিত তাহাদের ক্রোতা দুরন্ত ইউনিফর্ম দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে দেন সেনুবাহিনী প্রধান। মার্চ পার্টি অনুষ্ঠানটি যিতি হিংগিল হইতে শুরু হয় উহা পেজলারান-এর উপর দিয়া দক্ষিণ প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া শোভাযাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

ঈদুল ফিতর (লিবারান) : পবিত্র রমযানের সিয়ামব্রত পালনান্তে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানগণ ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করেন। ইহা একটি সরকারী ছুটির দিন। ঈদুল ফিতর-এর জামাত মসজিদ ও উন্মুক্ত মাঠসমূহে সকাল ৮টা হইতে শুরু হয়। তাহারা তাহাদের সবচেয়ে ভাল পোশাকগুলি পরিধান করেন এবং বিগত বৎসরের ভুল-ত্রুটির জন্য একে অপরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

রমযানের পিঠা উৎসব/মেলা : বানজারমাসিন, দক্ষিণ কালিমানতান, সমগ্র রমযানের রোযার মাসব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় বানজার জনগোষ্ঠী তাহাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকেন। মেলাটি প্রতিদিন বেলা ৩ টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে।

পুকুল সাপু (ঈদুল ফিতরের সাতদিন পর)

মামালা ও মোরেলো, মালুকু : মামালা ও মোরেলো গ্রামের দুই দল লোক খোলা গায়ে পালাক্রমে একে অপরের পিঠে আধা ঘণ্টা যাবৎ আঘাতকরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পালন করিয়া থাকে। অনুষ্ঠানে আহত ব্যক্তিবর্গের শরীরে “মামালা তৈল” প্রয়োগ করত এই তেলের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়। হাড় ভাঙার আরোগ্য করা সহ তৈলটির অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Indonesia, in The World of learning, 2005, 54th edition, volume I, London and New York 2004, 834-851; (২) Indonesia 2004, 35th official handbook, National Information Agency, Jakarta 2004; (৩) Indonesia, the most varied destination anywhere, MICE Venues, The Ministry of culture and Tourism Jakarta 2004; (৪) Indonesia, Calendar of Event 2005, The Ministry of Culture and Tourism, Jakarta 2004; (৫) Welcome to Indonesia, Indonesia Culture and Tourism Board, Jakarta 2002; (৬) Image Indonesia, April 2005 edition, Jakarta Selatan 2005; (৭) Indonesia, Ultimate in Diversity;

Jakarta, Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua. The Ministry of Culture and Tourism, Jakarta 2004; (৮) Indonesia Travel News, Nov-Dec. edition, The Ministry of Culture and Tourism, Jakarta 2004; (৯) Article Indonesia in the Europa World Yearbook, London 2003; (১০) Tsunami Servivors face hunger as Muslim Vestival nears, in The Bangladesh Today, Dhaka 21 January 2005; (১১) Bangladesh blasts recall Indonesian Experience, in The Financial Express, Dhaka 31 August 2005, 1-7; (১২) Article Indonesia, in The Encyclopaedia Americana, International Edition, Connecticut 1996, 77-96; (১৩) Anwar, Khaidir, Indonesia : The Development and Use of a national language. Ohio Univ. Press 1980; (১৪) Coomaraswamy, Ananda K., History of Indian and Indonesian Art, Dover 1985; (১৫) Aveling Harry, ed. The Development of Indonesian Society, St. Martin's Press 1980; (১৬) Mody, Nawas, Indonesia under Suherto: A Study in the Concentration of Power, Art. Bks. 1986; (১৭) Indonesia looks to keep pace with dynamic Asia, in IMF Survey, Washington DC August 29, 2005, 260-261; (১৮) Pangestu, Marie, and Manggi Habir, The Boom, Bust, And Restructuring of the Indonesian, Banks, IMF Working Paper 02/66, Washington DC 2002; (১৯) Barton Greog "Neo-Modernism : A vital synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia," Studia Islamika, Vol 2, No. 3, Jakarta 1995; (২০) Burton Greg, The Emergence of Neo- Modernism: a Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia : A Textual Study Examining the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmed Wahih and Abdurrahman Wahid 1968-1980, Monash University, Australia 1995; (২১) Burton Greg, "Indonesia Nurcholish Madjid and Aburrahman Wahid as Intellecteal Ulama : The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism and Modernism in Neo-Modernist Thought" Studia Islamika Vol-4, No. 1, Jakarta

1997; (২২) Darmali dadi, "Urban Sufism : The New 'flourishing Vivacity of Contmporary Indonesian Islam in Studia Islamika, vol. 8, No. 1, Jakarta 2001; (২৩) Madjid Nurcholish, "The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia: From a Participant Point of view in A Ibrahim, S. Siddique & Y. Hussain Reedings on Islam in Southeset Asia Singapore 1985; (২৪) Muzani Saiful, "Mutazila Theology and Modernization of The Indonesia Muslim Community Intellectual Portrait of Harun Nasution" in Studia Islamika, vol. 1, No.1., Jakarta 1994; (২৫) Saeed Abdullah, "Ijtihad and Innovation in Neo-Modernist Islamic Thought in Indonesia" Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 8, No. 3, 1997; (২৬) Indonesia, in Encyclopaedia Britannica, Vol. 6, Chicago 1994, 298-299; (২৭) ৫, Vol 21, Chicago 1994, 213-245; (২৮) Ailsa Zainuddin, A Short History of Indonesia, 2nd ed. (1980); (২৯) F.D.K. Bosch, Selected Studies in Indonesia, Archaeology, 1961; (৩০) M. C. Ricklefs, Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792; a History of the Division of Java (1974); (৩১) Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a changing Peasnt Economy; Cental Sumatra. 1784-1847 (1983); (৩২) Deliar Noer, the Moderuist Muslim Movement in Indonesia,, 1900-1973). পুস্তকটিতে ঔপনিবেশিক যুগের শেষার্ধ্বে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা হয়েছে; (৩৩) Harry J. Benda, The Crescent and The Rising Sun: Indonesia, Islam Under The Japanese Occupation 1944-1945 (1961); (৩৪) Britannica Book of the Year 2002, Chicago 2002, 440-441; (৩৫) Country Perspectives Indonesia, Ambon's Societal Constellation, Muslim Exeutive and Expatriate Newsletter, Volume 1, issue 1, [http:// WWW. islamic-paths. org](http://WWW.islamic-paths.org), 2006; (৩৬) T. Zayn Al-Abidin, An Indonesia Toursim Study, Australia 20 July 2001, in [www. victory news magazine. com](http://www.victorynews.com), 2006; (৩৭) The History of Indonesia,, 100-1500, Ancient Kingdoms and the Coming of Islam, in the internet google search, 2006; (৩৮) Indonesia, The World almanac and Book of Facts, New York, 2005, 785-786.

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

ইনফি 'আল (দ্র. ফি'ল)

আল-ইনফিতার (النفطار) পবিত্র কুরআনের ৮২ তম সূরা যাহা মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে নাখিল হইয়াছে। ইহার রুকু সংখ্যা ও বিসমিল্লাহ ব্যতীত আয়াত সংখ্যা যথাক্রমে ১ ও ১৯। تَفَطَّر -এর মূল ধাতু ف-ط-ر এবং فطر-এর অর্থ কোন জিনিসকে লম্বালম্বিভাবে বিদীর্ণ করা (مفردات)। এই বিদীর্ণ কখনও কোন জিনিসকে বিকৃত করিবার জন্য এবং কখনও কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়। এইজন্যই هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ -এর অর্থ ফটিল, যেমন فُطُورٌ (তাকাইয়া দেখ কোন) ক্রটি দেখিতে পাও কিনা, (৬৭ : ৩)? ইমাম রাগিবের মতে إِبْجَادِ الشَّيْءِ وَإِبْدَاعِهِ -এর অর্থ فَطَّرَ اللَّهُ الْخَلْقَ -এর অর্থ "আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন এইভাবে যে, উহার মধ্যে কোন না-কোন কার্যক্ষমতা বিদ্যমান" এবং উহাতে মানব জাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান যে গচ্ছিত আছে তাহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইজন্যই فَطَّرَ اللَّهُ الْفُطُورَ বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের যোগ্যতা বুঝায় যাহা মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। اَلْسَمَاءُ -এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম রাগিব বলিয়াছেন যে, ইহা নির্দেশ করে যাহা কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে তাহা সে গ্রহণ করিয়া লইবে (দ্র. مفردات ف-ط-ر অধীনে)।

এই সূরায় অত্যন্ত অলংকৃত ভাষায় কিয়ামত ও উহার নিকটবর্তী সময়ের নিদর্শনাবলী ও অবস্থাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই সময় আসমান বিদীর্ণ হইবে। নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে, সমুদ্রসমূহ উদ্বেলিত হইবে, কবরসমূহ উন্মোচিত হইবে, জানিবে সে কি অগ্নে পাঠাইয়াছে এবং কি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে: "হে মানব! তোমাকে বক্তৃগত ও সম্পর্কগত উভয় দিক দিয়া পরিপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করা হইয়াছিল, অতঃপর তুমি সত্য অস্বীকার করিয়া নিজেকে অপদস্থ করিলে কেন?" প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে অবিশ্বাস তাহাকে উক্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে। বস্তৃত মানবের কৃতকর্ম কখনও নষ্ট হয় না। বলা হইয়াছে: "হে (অসতর্ক) মানব! কোন বস্তু তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সঙ্ঘর্ষে বিভ্রান্ত করিল, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন, অতঃপর তোমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী সুসমঞ্জস্য করিয়াছেন, অতঃপর যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন তিনি (আল্লাহ) তোমাকে গঠন করিয়াছেন? প্রকৃত কথা হইল এই যে, তুমি তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তাহার পক্ষ হইতে তোমার জন্য এমন শক্তিশালী প্রহরী নিযুক্ত আছেন যাহারা প্রতিনিয়ত তোমার কৃতকর্মের হিসাব রাখিয়া যাইতেছেন এবং তোমার কোন কর্মই তাহাদের দৃষ্টি হইতে গোপন থাকে না। আখিরাতে তাহা (আমলনামা) পূর্ণভাবে প্রকাশ লাভ করিবে এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহর।"

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

ইনফিসাখ (দ্র. ফাসখ)

ইনফিসাল (দ্র. ওয়াসল)

ইনযাল (انزال) : (ফরাসী উচ্চারণ: "এয়েল" আনযালা হইতে, অর্থ কাহাকেও আশ্রয়, আতিথ্য দান)। ইনযাল তিউনিসিয়ার এক ধরনের

ঐতিহ্যবাহী ইজারা প্রথা। দৃশ্যত ইহা রোমক Emphyteusis প্রথার অবশেষ। পর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সম্পত্তির অপরিবর্তনযোগ্যতার বিষয়টি ইহার সুবাদে এড়ানো সম্ভব হয়। মালিকী মাযহাবের সংজ্ঞায় ইহা কোনও সম্পত্তি বিশেষের এক ধরনের চিরস্থায়ী ইজারা বা বন্দোবস্ত বিশেষ (কিরা মু'য়াব্বাদ)। এই ইজারা কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ইজারা বলে ঐ সম্পত্তিতে বাড়ী বা অন্য কোনও ভবন নির্মাণ করিতে পারে কিংবা বৃক্ষ রোপণ করিতে পারে এবং সে বৎসর বা মাসের ভিত্তিতে সেইজন্য একটা কায়েমী খাজনা প্রদান করে (D. Santillana, istituzioni di diritto musulmano malichita, Rome 1925, i, 441)। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে E. Clavel যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে সম্পত্তির দুই জমিদারীগত বিষয় স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন: "L'enzel est un contrat sui generis, par lequel le wakf ou le propriétaire d'un bien mulk sedepouille a perpetuite du domaine eminent a charge par le temancier de payer un canon annuel fixe (Le Wakf ou habous, caire 1896, 2, 188)। ইজারাগ্রহীতার অধিকার এই ব্যবস্থাদীনে অত্যন্ত ব্যাপক বিধায় তিনি বস্তৃত জমিদারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে ভবন নির্মাণ করিতে পারেন, বৃক্ষ রোপণ করিতে পারেন, ঐ সম্পত্তির উন্নতি সাধন করিতে পারেন (যাহা তাহার সম্পত্তিতে পরিণত হয়), ঐ সম্পত্তি দান করিতে ও অধিকার হস্তান্তর করিতে পারেন। ইনযাল তিউনিসিয়ার কিরদার ও মিসরের হিক্‌র ব্যবস্থার অনুরূপ; তবে চারিটি বিষয়ে ইহার ভিন্নতা রহিয়াছে: যেমন (১) ইহার মূল উদ্দেশ্য বর্তমানে বিলুপ্ত অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে উৎপাদনশীল করিয়া তুলিয়া উহা ফলভোগীদের জন্য আয়ের ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা আর নাই; (২) ইহা এখন আর কেবল ওয়াক্‌ফে সীমিত নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়; (৩) পর পর দুই বৎসর খাজনা প্রদান না করিলে ইহা বাতিল হয় এবং (৪) সম্পত্তির খাজনাকে ঐ সম্পত্তির রাজস্ব মূল্যায়নের উঠানামার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা চলিবে না। ফরাসী আশ্রিত দেশ হিসাবে তিউনিসিয়ায় সমসাময়িককালে ইনযাল ব্যবস্থা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কেননা এই ব্যবস্থাদীনে ঔপনিবেশিকদের (colons) জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধন-বিনিয়োগ ছাড়াই বিপুল জোত-জমির অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (মূল পাঠে প্রদত্ত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত: (১) J. Aribat, Essai Sur les contrats de quasi-alienation et de location perpetuelle, Algiers 1902; (২) G. Del matto, Enfiteusi ed Inzal, in L'Africa Italiana, N. S. vi (1927), 16-21; (৩) H. De Montety, Une Loi agraire en Tunisie, cohors 1927; (৪) F. Valenzi, Il contratto di Enzel nel diritto musulmano, in Rivista delle cononie italiane (1931), 83-91; (৫) A. Seemala, Le contrat, d'Enzel en droit tunisien, thesis, Paris 1935; (৬) G. Vittorio, I beni, "habous" in Tunisia, in om, xxxiv (1954), 540-8।

P. Shinar (E.I.²)/আফতার হোসেন

ইনশা (إنشاء) : (আ) উদ্ভাবন, সৃষ্টি, মৌলিক রচনা। মাফাতীহ'-ল-উলুম, (van vloeten, পৃ. ৭৮) অনুযায়ী ইনশার এক অর্থ কোন দলীল প্রস্তুত করা, যাহা পরবর্তীকালে বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ অথবা কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীতই চূড়ান্ত করা হয়। অন্য কথায় ইহা দ্বারা কোন দলীলের খসড়া বুঝায়। 'ইলমুল-ইনশার অর্থ দলীল লিখন অর্থাৎ চিঠিপত্র এবং প্রতিবেদন দলীল ইত্যাদি রচনা বিষয়ক বিদ্যা। ধারণা করা হয় যে, 'আরবের শেষ উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের গোপন তথ্যলেখক আবদুল-হামীদ ইবন যাহ'য়া (এইজনা দ্র. ইবন খাল্লিকান, উক্ত শিরো.) প্রথম উক্ত বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় অসংখ্য পুস্তক রহিয়াছে যেইগুলিতে পরোক্ষভাবে সত্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কীয় বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথাঃ আল-কালকাশানদী (দ্র.)-র বহুৎ গ্রন্থ সুবছ'-ল-আ'শা ও ইবন ফাদ'লিল্লাহ (দ্র.)-এর আত-তা'রীফ বিল-মুসতানাহ' নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। আশ-শারীফ মার'আ ইবন যুসুফ 'আরবী ভাষায় ইনশার নির্দেশিকা পুস্তক হিসাবে বাদী 'উ'-ল-ইনশা ওয়াস-সিফাত ফি'ল-মুকাতাবাত ওয়া'ল-মুরাসালাত গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন যাহা বুলাক, কায়রো ও কনস্টান্টিনোপল-এ বার বার (কখনও হা'সান আল-আত্তার (দ্র.)-এর এই জাতীয় গ্রন্থ ইনশাউল আত্তার-এর সহিত) মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতেও অধিকতর পুরাতন ইবন ফাহদ আল-হালাবী (কায়রো ১২৯৮ হি., ১৩১৫ হি.) রচিত হু'সনু'-ত-তাওয়াসুুল ইলা সানা'আতিত-তারাসুুল নামক গ্রন্থ। 'আরবী ভাষায় এমন বহু পুস্তক আছে যাহাতে চিঠিপত্রের নমুনা প্রদান করা হইয়াছে। তু. 'আরবী ভাষায় প্রণীত পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়। বর্তমান যুগে রচিতঃ সা'ঈদ শারতুনী : Manuel de style epistolaire, বৈরুত ১৮৮০ খৃ. জে, হারফুশ, Correspondance Commerciale, বৈরুত ১৯০২ খৃ.; E. Fumey Choix de correspondances Marccaines etc. ১৯০৩ খৃ. ইত্যাদি। ফারসী ভাষায় ইবন মুআয়্যাদ আল-বাগ'দাদী, হিন্দু শাহ আল-মুনশী আন-নাখহ'-ওয়ানী ও আবুল-ফাদ'ল (দ্র.) প্রমুখ। মাজমু'আ-ই খুতাত (পত্রাবলী সংগ্রহ) ব্যতীত পত্র ও রচনা বিষয়ে হারকারন (দ্র.) খলীফা শাহ মুহাম্মাদ (জামি'উল-কা'ওয়ানীন, লখনৌ ১৮৪৬ খৃ. ও কানপুর ১৮৬৪ খৃ.) ও সাযিদুল-ইনশা নাও জুহ'র, তেহরান ১৩২৭ হি., শামসী ইত্যাদি গ্রন্থও রহিয়াছে। তুর্কী ভাষায় চিঠিপত্র বিষয়ে নেরকেসীযাদাহ ও কিনালী যাদাহ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ফেরীদুনের প্রসিদ্ধ মাজমু'আর ব্যাপারে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে (E.I.² ২খ., ৯৫); আরও দ্র. খায়রাত এফেনদী, ইনশা, অষ্টম মুদ্রণ (বুলাক ১২৪২ হি.)। বর্তমান যুগের গ্রন্থসমূহঃ আহ'মাদ রাসিম, এল আবেলী খায়ীনা-ই মাকাতিব (মাকাতিব), (ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি.), মুহাম্মাদ ফু'আদ, রাহবার-ই কিতাবাত-ই 'উছমানিয়া ইয়া খুদ মুকাতাল মুনশা'আত (ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি.); সা'ঈদ এফেনদী, Guide Complet de Correspondance turcfrançais, কনস্টান্টিনোপল ১৩৩১ হি. ইত্যাদি।

ইনশা দফতরের পেশাদার লেখকদের (দ্র. কাতিব) মুনশী বলা হয়। দ্র. ওয়াহীদ কুরায়শী Insha Literature of Persian (পিএইচ. ডি.-র থিসিস, পাণ্ডুলিপি, পাজাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার); সাযিদ আবদুল্লাহ, ইনশায় ফারসী, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত, মে ১৯২৭ খৃ.;

বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন ও ইণ্ডিয়া অফিসে ফারসী পাণ্ডুলিপির তালিকায় ইনশা সাহিত্য বিষয়ে অধিক সূত্রসমূহের সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/আবদুল আওয়াল

ইনশা (إنشاء) : যথার্থভাবে শব্দটির অর্থ চিঠিপত্র, দলীলাদি বা রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রের ভাষার গঠন পদ্ধতি ও রচনাশৈলী। তাহা ছাড়া বাক্য গঠনে বা বাক্যাংশেও শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন 'ইলমুল-ইনশা (মাবাদিউ'ল-ইনশা) বা "মুনশা'আত"-এর সমার্থক শব্দরূপে, অর্থ ইনশার রীতি অনুযায়ী রচিত পত্র ও দলীল-দস্তাবেজ। 'ইনশা', সাহিত্যের একটি ধরন বা রূপকে বুঝায়। এই হিসাবে ইসলামী সংস্কৃতির ভাষাসমূহে (যথাঃ 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী) জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি রচনা পদ্ধতি। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে দরবারী লেখকগণের জন্য প্রণীত স্টাইল গ্রন্থ, হস্তাক্ষর গ্রন্থ (Copy book) এবং পত্র রচনারীতি যেমন, 'ইনশা'ও কতকটা তাহাই। কাজেই ইনশা-সাহিত্য হইতে শুধু গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখন পদ্ধতি এবং কূটনৈতিক উপাদানই নহে বরং ইসলামী দুনিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসেরও পরিচয় লাভ করা যায়, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ইহাতে খ্যাতনামা পত্রলিপিকার, কবি ও রাষ্ট্রনায়কগণের রচনারীতির আদর্শ রূপটি রক্ষিত আছে। ইনশা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রহিয়াছে। কিছু পত্র ও দলীল লেখকগণের নীতিসূত্র সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন দরবার বা উচ্চ বিচারালয়ের নির্দেশসমূহের লেখকের (কাতিব [আলসির]-মুনশী), আবার অন্যগুলি বিভিন্ন ধরনেরই ব্যক্তিগত বা জনগণ সংক্রান্ত নমুনাপত্র, বিশেষ করিয়া দরবার বা উচ্চ বিচারালয় হইতে জারীকৃত দলীল, উপাধিপত্র (Diploma) বা রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র। কোন কোন ইনশার অন্তর্ভুক্ত থাকে লিপিকারগণের জন্য নীতিমালা, স্টাইলের নির্দেশ বা স্টাইলের নমুনা বা ইহার যে কোন একটি: কিন্তু এই উভয়বিধ রচনাও রহিয়াছে এইরূপ ইনশার সংখ্যাও বহু।

ইনশা' রচনার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত পত্র, প্রশস্তি, অভিনন্দন বা শোক জ্ঞাপন, ধন্যবাদ প্রদান, স্মারকপত্র ইত্যাদি। উহা পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা পরিচিতজনদের উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। বিভিন্ন ধরনের দলীল ও রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র কূটনৈতিক (Diplomatic) শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

ইনশার স্টাইল বা রচনাশৈলীর নমুন্যরূপে পূর্বেকার রচিত ও জারীকৃত কোন প্রকৃত নির্দর্শন অনেক সময় প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু উদ্ভাবিত মূল পাঠ তৎসঙ্গে কিছু পরিমাণ আপেক্ষিক মূল্য-যোগ করিয়াও আবার কখনও কখনও প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু ইনশা রচনাশৈলীর অবিকৃত ও উদ্ভাবিত-এই উভয় দৃষ্টান্তই প্রায়শ প্রদর্শন করা হয় এবং সেখানে কোন তফাৎজ্ঞাপক আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া হয় না, কাজেই কোন একটি ইনশার মূল পাঠ যথার্থ রূপি কিনা তাহা সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কোন ইনশা রচনা সংকলক যদি অতীতের কোন দলীল, যেমন কোন সাবেক শাসকের আমলের বা অতীতের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ফরমান বা রাষ্ট্রীয় কাগজ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তবে তাহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে মূল দলীলের সঙ্গে সহজেই উদ্ভাবিত পাঠ যোগ করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যখন নির্ভরযোগ্য নমুনার অভাব থাকিলেও সংকলক হয়ত দেখাইতে ইচ্ছুক হইবেন যে, সেইরূপ দলীল কিভাবে প্রকাশ পাইল। ইহা দ্বারা পবেষককে বিভ্রান্ত করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। কেননা সংকলক হয়ত বৈষয়িক কারণে তাহা করিয়াছিলেন বা

অন্তত সাহিত্যিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য দ্বারা নহে। আইন বিয়য়ক উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনা ত আরও কম! কোন ইনশা সাহিত্যের লেখক যদি তাহার নিজেরই রচিত পূর্বের কোন দলীল হইতে উদ্ধৃতি পেশ করেন যেইরূপ প্রায়শই হইয়া থাকে। কেননা অনেক রচয়িতা হয়ত দরবারের কর্মকর্তা হইবার অধিকার বলে তাহা করিতেও পারেন, তবুও সেই ক্ষেত্রে সংযোজিত পাঠকে পুরাপুরি বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না। সেইগুলি হয়ত বা খসড়া মাত্রও হইতে পারে। যাহা অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছিল কিন্তু অনুমোদিত হয় নাই, অথচ লেখক রচনাশৈলীগত কারণে সেইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। রীতি-পদ্ধতির ব্যাপারেও সাবধানতার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা সব সময় প্রমাণিত করা সম্ভব নহে যে, সেইগুলি যথার্থভাবে লিখিত মূল দলীল হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা এবং ঠিকানা, তারিখ ও প্রেরণের স্থান অনুল্লিখিত রহিয়াছে কিনা; নাকি সেইসব তথ্য যথেষ্টভাবে উদ্ভাবিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

ইসলামের ইতিহাসের কোন কোন আমলের ঐতিহাসিকভাবে সামঞ্জস্য-পূর্ণ মূল দলীলসমূহের অভাবই ইনশা সাহিত্যের উপরে গবেষণার আগ্রহ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। হত অথবা বিনষ্ট মূল দলীলের বিকল্পের সন্ধান গুরু হইয়াছে এবং তাহা সম্ভব কারণেই। কেননা সংকলকের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য, ধরিয়া নিলেও অধিকাংশ ইনশা রচনাই উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত আপাতদৃষ্টিতে কৃত্রিমতার সন্দেহযুক্ত নহে বা বিভ্রান্ত করিবার ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে ইনশা সাহিত্য সম্বন্ধে গত কয়েক দশকে আমাদের জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং সেই ধারণা হইয়াছে কোন একটি বিশেষ ইনশা বা কয়েকটি ইনশার সমষ্টির আকার বা রীতি বিষয়ে বা বিষয়বস্তু লইয়া। ঐতিহাসিকতার প্রতি গবেষকগণের একান্ত আগ্রহহেতুই রচনাশৈলী বা স্টাইলের দৃষ্টিভঙ্গী, সৌন্দর্যবোধ বা সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় নাই বা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য মাত্র। তাহার পরেও আবার ইনশার উৎপত্তি এবং প্রাথমিকভাবে ক্রমবিকাশের প্রশ্ন সম্বন্ধে-যাহা কয়েকটি কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এত কম গবেষণা হইয়াছে যে, সেইগুলি সম্বন্ধে এই পর্যন্ত আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার প্রায় অধিকাংশই অনুমানভিত্তিক।

খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলেই মক্কাবাসিগণ তাহাদের কূটনৈতিক ও ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনে 'আরবীতে লিখিত দলীল ব্যবহার করিত। সেই বিধিবদ্ধ রীতিমালা তখন প্রচলিত ছিল; হুদায়বিয়াতে বায়'আত্'র-রিদওয়ান-এর জন্য আপত মক্কার প্রতিনিধিদের আচরণ হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলিমগণ 'বাসমালা' ব্যবহার করিতে চাহিলে তখন কুরায়শগণ আপত্তি করে যে, প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী সন্ধির শর্তাবলী লিখিতে হইবে। তৎকালে সেইসব লিখন পদ্ধতির কোন বিধিবদ্ধ রূপ ছিল কিনা বা রচনারীতির কোন সংগ্রহও ছিল কিনা, যাহা ইনশা'র অগ্রবর্তী রূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই। আপাতত উমায়্যা আমলের শেষ ভাগ পর্যন্ত এই শ্রেণীর সাহিত্যের সন্ধান লাভ করা গিয়াছে। এই সাহিত্য সন্দেহাতীতভাবে 'আরবী উৎসজাত হইলেও এইগুলির মধ্যে যে পারসিক বা বায়য্যাক্টীয় রীতির প্রভাব ছিল তাহা একটি বিবেচনার বিষয়। চিঠিপত্র ও ফরমান বা দলীলপত্রের ধরন হইতেই তাহা বুঝা যায়। যাহা হউক, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পারস্য ও মেসোপটেমিয়া 'আরব শাসনাধীনে আসিলে পরে নূতন শাসকগণ সাসানীয়

দরবার ও কর্মকর্তাগণের পদসমূহ অধিকার করিয়া লয়, যেমন মিসরে বায়য্যাক্টীয় দরবার ও তথাকার কর্মকর্তাগণের পদসমূহ তাহারা দখল করিয়া লইয়াছিল। তদুপরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'আরবীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হইতে এবং' সে সঙ্গে শুধু 'আরবী ভাষার ব্যবহার ও দরবারে 'আরব কর্মকর্তা নিয়োজিত হইতে অনেক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ইনশা' শব্দের ব্যবহার ঠিক কখন হইতে শুরু হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নই। ইহা কুদামা ২৮৮/৯০০-এর দিকে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার কিতাবুল-খারাজ ওয়া সান'আতুল কিতাবা গ্রন্থে স্থানে স্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মিসরে ফাতিমীগণের আমলে সরকারীভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাহাদের আমলে যে প্রতিষ্ঠান অন্যত্র দীওয়ানুল-রাসাইল বা দীওয়ানুল-মুকাতাভাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে তাহারা উহাকে বলিতেন দীওয়ানুল-ইনশা'। সাধারণভাবে ইনশা' নামে পরিচিত যে রচনারীতি, তাহা ২য় মারওয়ান-এর খ্যাতনামা সচিব 'আবদুল-হামীদ ইবন যাহয়া (মৃ. ১৩৩/৭৫০)-এর আমলে প্রবর্তিত বলিয়া ধরা হয়। তিনি আদর্শ পত্রাবলীর একটি সংগ্রহ রাখিয়া যান, সেই পত্রগুলি অংশত এবং তৎরচিত রিসালা ইলা'ল-কুতাব (ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ apud F. Gabrieli) অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। 'আবদুল-হামীদ কাতিব ইনশা রচয়িতা হিসাবে যে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পিছনেও পারসিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সেই সময় পর্যন্ত উমায়্যা খলীফাদের সচিবগণ নিম্নতর মর্যাদা ভোগ করিতেন, অথচ সাসানীদের আমলে তাহাদের মর্যাদা ছিল বেশ উচ্চ। তাহার পত্র রচনার স্টাইলেও পারসিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা সত্য যে, তাহার রিসালা ইলাল-কুতাব সহজ গদ্যে রচিত, কিন্তু তাহার অন্যান্য রচনাতে পারসিক আদর্শের অনুকরণে-কৃত্রিম স্টাইলগত প্রয়োগ বিদ্যমান এবং উহাতে সাজ-পদ্ধতি নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে। সাজ (Stylus Ornatus) ইহার ভিত্তিস্বরূপ হয়। ইহা পরবর্তী ইনশা সাহিত্যের এবং অন্যান্য বহুবিধ ঘটনার বৈশিষ্ট্য ছিল। পারস্য প্রভাবের সমর্থন পাওয়া যায় ইবনুল-মুক'ফফা' (দ্র.) কর্তৃক তাহার পরবর্তী সচিবগণের প্রতি প্রদত্ত উপদেশের মধ্যেও।

'আব্বাসী আমলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে সচিবগণের পদমর্যাদা অতীতপূর্বভাবে উন্নীত হয়, উহাও অন্যান্য পারসিক প্রভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন বলিয়া মনে হয় না। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচিব ও তাহার দায়িত্ব সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণী সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আবুল-যুসু'র ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-মুদাক্কির, যিনি আনু. ২৬৪/৮৭৬ সনে উযীর নিযুক্ত হন, সম্ভবত সচিবগণের জন্য সর্বপ্রথম আর-রিসালা আল-আযরা ফী মাওয়ায়ীন আল-বালাগা নামে একখানি handbook রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগের সচিবগণের সাহিত্য (ইনশা) আদাবুল-কাতিব সাহিত্য (দ্র. কাতিব) হইতে বিশদভাবে পার্থক্য করা যায় না, যাহা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে এবং যাহার সারমর্ম Bjorkman তাহার Stakskanzlei গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। বুওয়ায়হিদ আমলে ইবনুল-'আমীদ (মৃ. ৩৫৯/৯৭০)-এর রচনায় ইনশার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে, বিশেষভাবে মিসরে ফাতিমীদের আমলে ইবনু'স-সায়রাফী (মৃ. ৫৬৩/১১৪৭)-এর রচনায় এবং মামলুকদের আমলে আহ'মাদ ফাদলুল্লাহ আল-'উমারীর আত-তা'রীফ বিল-মুসত'লাহ' আশ-শারীফ রচনাকাল ৭৪১/১৩৪০-১) গ্রন্থে এবং আল-ক'লক'শানদী-এর রচনায় ইনশা বিকাশ লাভ করে। শেখোজ্জনের রচিত সু-বছ'ল-আ'শা (রচনা সমাপ্ত হয়

৮১৫/১৪১২) লিপিকারগণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সমৃদ্ধ একখানি বিশ্বকোষ, যাহা কার্যত প্রশাসনের সার্বক্ষণিক সহায়ক পুস্তিকা (handbook)-রূপে প্রচলিত হয়।

আরবী ইনশা সাহিত্য পরবর্তী আরও কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া রচিত হইতে থাকে। যদিও সেইখানে তাহা আর বিশেষ কোন উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। উনিশ শতকের, এমনকি যুরোপীয় প্রভাবেও ইনশা বিদ্যমান ছিল, যেমন আরব লেখকগণ কর্তৃক ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই পর্যায়ে পৌছিবার পূর্বে অবশ্য ইহার আরও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিকাশ সাধিত হয়। যেমন খলীফাগণের ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। ফলে মুসলিম বিশ্বে আরবীর পাশাপাশি বা আরবীর বদলে অন্যান্য ভাষা সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে সময়ে ও বিশেষত খিলাফতের পরিসমাপ্তির পর 'আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও ইনশা সাহিত্যের বিকাশ ঘটিতে থাকে। প্রথমে ফার্সী ভাষায়, অতঃপর তুর্কী, চাগাতাই ও উর্দু ভাষায়।

ইহা সত্য যে, ৬৫৭/১২৫৯ সালে রুমের সালজুকদের দরবারে 'আরবীর স্থলে ফারসী ভাষা সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা ছিল ইনশার অগ্রগতির চূড়ান্ত রূপ যাহার সূত্রপাত হয় বহু পূর্বে। বহুত আমরা জানি যে, সর্বশেষ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে খাওয়ারায়মের দরবারে ফারিস রীতি প্রচলিত ছিল যাহা আরবীয় প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেননা তথাকার সর্বপ্রাচীন সংগ্রহে দেখা যায় যে, 'আরবী ও ফার্সী এই উভয় রীতির ইনশার আদর্শই ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. Horst)। উদাহরণস্বরূপ রাশীদুদীন ওয়াত ওয়াত (মু. ৫৭৮/১১৮২-৩)-এর সংকলনের কথা বলা যায়। বাহাউদ্দীন বাগদাদী, যিনি খাওয়ারায়ম শাহ তাকাশের উঘীর ছিলেন, সমসাময়িক বা তৎপরবর্তী ইনশা রচয়িতাগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন। তাহার রচিত আত-তাওয়াসুসুল ইলাত তারাসুসুল (সম্পা. এ. বাহমানয়ার, তেহরান, ১৩১৫/১৯৩৬) এতই সুপরিচিত ছিল যে, ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফারীদুন আহ-মাদ বেগ (দ্র.) তৎরচিত মুনশাআতু'স-সালাতীন গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আল-মায়হানী তাহার সংকলন 'কিতাবু'র রাসাইল বিল-ফারিসিয়া ও দাসতুর-ই দাবীরী গ্রন্থদ্বয়ের রচনাতে উহা ব্যবহার করেন। সেই সময় হইতে শুরু করিয়া ফার্সী ইনশা গ্রন্থ রচনা অনিঃশেষিতভাবে হইতে থাকে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুহাম্মাদ ইবন হিন্দ শাহ নাখজুওয়ানী-এর দাসতুরুল-কাতিব ফী ত'য়ীনিলা-মারাতিব রচনার মাধ্যমে উহা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তদুপর তিনি সেই সময়ে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেন যে, তাহার ফার্সী ইনশা-এর উত্তরপর্ব হিসাবে তিনি একখানি 'আরবী ইনশা গ্রন্থও রচনা করিবেন। ফার্সী ইনশা গ্রন্থ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. Ethe, Roemer ও Herrmann (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)

উছমানী ইনশা সাহিত্য সরাসরি ফার্সীর সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া আরবীর সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিছিন্ন কারণে মনে হয় যেন উছমানী তুর্কীগণ একমাত্র ফার্সীর উপরেই নির্ভর করিবেন উহাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, সরাসরি আরবী প্রভাব, যথাঃ মিসরের মামলুক সুলতানগণের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। সে যাহাই হউক, এমন কতগুলি তুর্কী ইনশা গ্রন্থ রহিয়াছে যাহাতে তুর্কী ও ফার্সী রীতির নমুনার পাশাপাশি আরবীরও নমুনা রহিয়াছে। তুর্কী ইনশা সাহিত্যের উৎপত্তি

৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত তারাসুসুল গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায় যাহার প্রণেতা আহ-মাদ দা'ঈ (মু. ৮২৪/১৪২১)। তিনি উহাতে লিপিকারগণের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও আদর্শ পত্রের নমুনা প্রদান করিয়াছেন। পরবর্তী যে গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায় উহা ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা; যাহা আল-কাতিব-এর মানাহিজুল-ইনশা; হু'সাম যাদা মুস-তা'ফা আফেদীর মাজমু'আ-ই-ইনশা; মুহাম্মাদ ইবন আদহাম-এর গুলমানই ইনশা। তুর্কী ইনশা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে ফেরীদুন বেগ(দ্র.)-এর মুনশা-আতু'স-সালাতীন। উহা আনু. ৯৭৪/১৫৬৬ সনে রচিত (ইসতাবুল ১২৬৪-৫, ১২৭৪-৫, প্রতিটি দুই খণ্ডে)। ইহাতে অবশ্য আসল ও নকল এই উভয় প্রকারের নমুনার দলীলই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া উছমানী ইনশার ক্রমবিকাশের জন্য Bjorkman, Briefsammlungen ও Matuz দ্র. সেখানে উছমানী ইনশা গ্রন্থাবলীর একটি গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেলিখিত গ্রন্থরাজির কার্যের পরিপূরকরূপে পাঠ করা যাইতে পারে "Diplomatic", "Diwan", "Katib" ইত্যাদি প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী : এই বিষয়ে বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে শুধু বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণগুলি এবং সর্বোপরি সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীই তালিকাভুক্ত করা গেল :

(১) W. Bjorkan, Bietrage zur Geschichte der Staatskanzlei im Islamischen Agypten Hamburg 1928; (২) C. Cahen, Notes de diplomatique arabo-Musulmane, in JA. 1963, 311-25; (৩) F. Gabrieli, II Katib Abd al-Hamid ibn Yahya e i Primordi della epistolografia araba, in Annali Acc. Naz. Linc, xii (1957), 320-32; (৪) A.Z. Safwat জামহারাতু রাসা'ইলিল 'আরাব. কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ৪ খণ্ডে; (৫) জ. আশ-শায়্যাল, মাজমু'আতুল-ওয়াছাইক আল-ফতিমিয়া ১ : ওয়াছাইকুল-খিলাফা ওয়া বি'লায়াতুল-আহদ ওয়াল-বি'যারা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (৬) E. Levi-Provencal, Un recueil de lettres officielles almohades in hesperis, xxviii (1941), 1-80; (৭) শাকীব আরসলান, আল-মুখতার মিন রাসাইল আবি ইসহাক আস-সাবী বা আবদা ১৮৯৮ খৃ.; (৮) আস-সাহিব ইবন আব্বাদ, রাসাইল, সম্পা. শাকী দায়ফ ও 'আবদুল-ওয়াহাব 'আযযাম, দারুল-ফিকরিল-আরাবীতে তা. বি. (১৯৪৭ খৃ.); (৯) C. Cahen. La Correspondance de Diya al din ibn al-Athir, liste de lettres et de textes de diplomes, in BSOAS. xiv (1952), 34-43; (১০) এ লেখক, Une Correspondance buyide inedite, in studi Orientalistici... Levi Della vida. i, Rome 1956, 83-97; (১১) J. Ch. Burgel, Die Hofkorrespondenz Adud ad-Daulas und ihr Verhaltnis zu anderen historischen Quellen der fruhen Buyiden, Wiesbaden 1965; (১২) S. A. S. El-Beheiry, Les lettres dal Nasir Dawud, in Arabica, xv. (1968), 170-82; (১৩) 'আবদুর-রাহীম আলী ইবন শীছ আল-কু'রাশী, কিতাব মা'আনিম আল-কিতাবা ওয়া মাগ'নিম

আল-ইশাবা, সম্পা. কে. আল-বানী আল-মুখাল্লিসী, বৈরুত ১৯১৩ খৃ.; (১৪) A. Helbig al-Qadi-al Fadil, der Wesir Saladins, eine Biographie. Diss, Phil, Heidelberg 1908; (১৫) H. A. Hein, Beitrage zur ayyubidischen Diplomatie, Diss, Phil, Freiburg i. Br. 1968; (১৬) আনিস আল-মাকদিসী, রাসা'ইল ইব্নি'ল-আছীর তুনশার লি-আওয়াল মাররা 'আন মাখতু'ভাতারজি ইলাল-ক'ারনি'স-সাবি আল-হিজরী, বৈরুত ১৯৫৯ খৃ.; H. Ethe, Neupersische Literatur, in Gr. 1. Ph., ii, 55, 338-43; (১৭) H. Horst, Die Staatsverwaltung der Grosseigenen und der Horazmashs (1038-1231), eine Untersuchung nach Urkundenformularen der Zeit, Wiesbaden 1964; (১৮) কে. তুইসিরকানী, নামাহায়ি রাশীদুদ্দীন ওয়াত'ওয়াত, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯; (১৯) আফদালুদ্দীন বাদীল খাক'ানী শিরওয়ানী, মাজমু'আয়ি নামাহা, সম্পা. দি'য়াউদ্দীন সাজ্জাদী, n.p. ১৩৪৬/১৯৬৭; (২০) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-হালিক' আল-মেয়হেনী, দেসতুর-ই-দেবীরী, সম্পা. এ. এস. এরমি, আনকারা ১৯৬২ খৃ.; (২১) A. S. Erzi, Selcukiler devrine aid insa eserleri. Ia : Hasan b. Abdil Mumin el-Hoyi, gunyetul Katib ve munyetut-talib rusumur-resail ve nucumul-fazail, Ankara 1963; (২২) M. A. Koymen, Selcuklu devri Kaynaklarina dair arastirmalar, I Buyuk Selcuklu imparatorlugu devrine ait munseat mecmualari, ankara Univ. DTCFD, viii (1951), 537-648; (২৩) O. Turan, Turkiye Selcuklari hakkinda resmi vesikalar. metin tercume ve arastirmalar, Ankara 1958; (২৪) মুহাম্মাদ শাফী, মুকাতাবাত-ই রাশীদী যানী রাসাইলী কি... রাশীদুদ্দীন ফাদ'লুল্লাহ... নিবি'শতা, লাহোর ১৩৬৪/১৯৪৫; (২৫) এম. মীর আফতাব, দাসতুর'ল-কাতিব ফী তা'য়ীনি'ল-মারাতিব [des] Mohammad ebn Moulana Hendusah Nahgowani, Edition und Darstellung, Diss Phil, Gottingen 1956; (২৬) J. Sajadieh, Organisation und Administration unter den Mongolen in Iran nach dem Dastur al Katib fi tayin al-maratib des Muhammad b. Hinducah, Diss, Phil, Vienna 1958; (২৭) এম. বি. হিন্দুশাহ নাখ্চিওয়ানী, দাসতুর'ল-কাতিব ফী তা'য়ীনি'ল-মারাতিব, Kribiceskiy tekst, Predislovie i ukazateli, এ. এ. আলীযাদে, এই পর্যন্ত প্রকাশিত ১খ., cast I, Moscow 1964; (২৮) H. R. Roemer. Statsschreiben der Timuridenzeit, Wiesbaden 1952; (২৯) নাওয়াঈ, আসনাদ ওয়া-মুকাতাবাত-ই তারীখী আয তিমুর তা শাহ ইসমা'ঈল, তেহরান ১৩৪১ হি.; (৩০) এস. এ. এম. ছাবিতী, আসনাদ ওয়া নামাহায়ি তারীখী আয আওয়াইল-ই দাওয়ারায়ি ইসলামী তা আওয়াখির-ই আহমদ-ই শাহ

ইসমা'ঈল-ই সাফাবী, তেহরান ১৩৪৬ হি.; (৩১) G. Herrmann. Der historische Gehalt des "Nama-ye nami" von Handamir, Diss, Phil Gottingen 1968; (৩২) 'আবদুল্লাহ কু'ত্ব-ই-শীরাযী, মাকাতিব-ই ফারসী, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০; (৩৩) ছাবিতিয়ান, আসনাদ ওয়া নামাহায়ি তারীখীয়ি দাওয়ারায়ি সাফাবী'য়া, তেহরান ১১৪০ হি.; (৩৪) মীরা আবুল-ক'াসিম ক'াইম মাক'াম, মুনশাআত-ই কাইম মাক'াম, সম্পা. জাহাঙ্গীর 'কাইম মাক'ামী, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮; (৩৫) মীর 'আলী মীর নাওয়াঈ, মুনশাআত, বাকু ১৯২৬খৃ.; (৩৬) Berezin, Turetskaya Khrestomatiya I, Kazan 1857. 180-201; (৩৭) W. Bjorkman. Die Anfange der turkischen Briefsammlungen, in Orientalia Suecana, v (1956), 20-9; (৩৮) J. Matuz. uber die Epistolographie und Insa-literatur der Osmanen, in Deutscher Orientalistentag 1968, Wiesbaden 1970, ZDMG Supplementa, 1, 2, 574-94; (৩৯) P. Wittek, Zu einigen fruhosmanischen Urkunden I-VII, in WZKM, liii-lx (1957-64); (৪০) N. Beldiceanu, Les ac-es des Premiers sultans Conservees dans les manuscrits trucs de la Bibliotheque Nationale a Paris, I, Paris 1960; (৪১) I Beldiceanu Steinherr, Recherches sur les actes des regnes des sultans Osman, Orkhan, Murad I, Munich 1967; (৪২) W. Bjorkman, Eine turkische Briefsammlung aus dem 15, Jahrhundert, in Documenta islamica inedita, Berlin 1952, 189-96; (৪৩) N. Lugal und A. S. Erzi, Fatih devrine ait munseat mecmuasi, Istanbul 1956; (৪৪) M. Koppel, Untersuchungen uber zwei turkische urkundenhandschriften in Gottingen, Bremen 1920; (৪৫) Mukrimin Khalil [yinanc]. Feridun Beg munsheati, in TOEM, 62-81 (Istanbul 1336-9) (৪৬) A. S. Erzi, sari Abdullah Efendi munseatinin tavsifi, in Bel., xiv (1950), 631-47; (৪৭) H. Ilaydin and A. S. Erzi, xvi, Asra aid bir munseat mecmuasi, in Bell., xxi (1957), 221-52.

H. R. Roemer (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইনশা (الانشاء): সায়্যিদ ইনশা আল্লাহ্ খানের কবিনাম। তিনি উর্দু ভাষার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নাজাফ আশরাফের জা'ফার বংশীয় সায়্যিদ ছিলেন, যাহারা ভারতে আগমন করেন এবং দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। মুকবিরু'দ-দাওলা হাকীম মাশাআল্লাহ্ খান মাসদার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, মিষ্টভাষী কবি ও বীরপুরুষ ছিলেন (দাসতুর'ল-ফাসাহাত, মাখযানু'ল-গারাইব)। কিন্তু তাঁহার প্রাথমিক জীবনের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় যে,

তিনি দিল্লীতে রাজকীয় চিকিৎসক এবং উমারা দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেইখান হইতে তিনি মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং তথাকার শাহী দরবারে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ও আমীরানা জীবন যাপন করেন। এইখানেই ইনশা আল্লাহ খান জনগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ সম্পর্কে মাজমু'আ-ই নাগয গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সময়ে সিরাজু'দ-দাওলার শাসনকাল ছিল, (সিয়ারু'ল- মুতাআখখিরীন অনুযায়ী রাজাব, ১১৬৯/১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ হইতে ৫ শাওওয়াল, ১১৭০/২৩ জুন, ১৭৫৭ পর্যন্ত)। একমাত্র পুত্র হওয়ার কারণে তাহার শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ফলে অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বিদ্যা-জ্ঞান অর্জন করেন। জীবনীকারগণ তাঁহার মেধা, প্রতিভা, শিক্ষা, মহত্ত্ব, সুন্দর চেহারা ও চরিত্রের স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

মীর কাসিমের শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া মীর মাশা আল্লাহু খান অযোধ্যার শাসক নাওয়াব (নবাব) গুজা'উদ-দাওলার নিকট ফায়যাবাদ গমন করেন (মাখযানু'ল-গারাইব)। ইনশা ষোল বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে নওয়াবের দরবারে স্থান লাভ করেন। ইতোমধ্যে তিনি একটি দীওয়ান রচনা করিয়াছিলেন (দাসতুর'ল-ফাসাহাত)। কাব্যে তিনি কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা সমসাময়িক কোন জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আহাদ 'আলী যাক'তা তাঁহাকে মীর সোয়-এর এবং নাসসাখ তাঁহাকে মুস'হ'ফীর শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইনশার স্বভাব-প্রকৃতিতে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্য রচনায় গুরু-শিষ্যের প্রথাই তাহার নিকট অপসন্দনীয় ছিল।

গুজা'উদ-দাওলার মৃত্যু (১১৮৮/১৭৭৪)-র পর ইনশা কিছুদিন আমীরু'ল-উমারা যুল-ফিকর'দ-দাওলা নাজাফ খানের সেনাবাহিনীতে এবং কিছুদিন বুন্দেল খণ্ডে অবস্থানের পর দিল্লীতে উপনীত হন এবং সম্রাট শাহ 'আলামের দরবারের সহিত তাহার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও দিল্লীতে কাব্যানুরাগীর অভাব ছিল না এবং মীর ও সাওদার শিষ্যদের উদ্দীপনায় কাব্য-চর্চার আসরসমূহ উদ্দীপ্ত ছিল। অতএব, সেইখানে ইনশা স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শনের উত্তম সুযোগ লাভ করেন। এই সময়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, সাওদার শিষ্য মিরযা 'আজ্জীমের সহিত ইনশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহার বিস্তারিত বিবরণ একজন চাক্ষুষ সাক্ষী কুদরাতুল্লাহ কাসিম মাজমু'আ-ই-নাগয গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইনশা দিল্লী ত্যাগ করিয়া লাখনৌ কখন উপনীত হন ইহার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বলা যায় যে, তিনি ১২০৩/১৭৮৮-৮৯ সালে লাখনৌ-এ ছিলেন এবং সম্ভবত নাওয়াব আলমাস 'আলী খানের সরকারের অধীনে চাকুরীরত ছিলেন (তাহ'কীকী নাওয়াদির)। নাওয়াবের প্রশংসায় ইনশার একটি কাসীদা পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহার রচনাকালে উক্ত নাওয়াবের বয়স চল্লিশ বৎসর ছিল এবং ১২৩৩ হিজরীতে ষাট বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। অতএব, আমাদের এই বর্ণনা সঠিক নহে যে, ইনশা মাস'হ'ফীর পরে লাখনৌ-এ উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে মাস'হ'ফী দিল্লীর বাদশাহ শাহ 'আলামের পুত্র মিরযা সুলায়মান শেকোহ-এর শিক্ষক ছিলেন (দ্র. আব-ই হ'য়াত)। কেননা তাযকিরাই হিন্দী গোয়ান পুস্তকে স্বয়ং মাস'হ'ফী লিখিয়াছেন, "মিরযা সুলায়মান শেকোহ ইনশার অনুরোধে আমাকে ডাকিয়া পাঠান।" উক্ত

তাযকিরাই ১২০৯/১৭৯৪ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১২০৭/১৭৯২ সালে সুলায়মান শেকোহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহিব্ব-এর মৃত্যুর পর মাস'হ'ফীকে স্বীয় শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেন। স্বয়ং সুলায়মান শেকোহ ১২০৫/১৭৯০ সালে লাখনৌ উপনীত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার দরবারে মাস'হ'ফী ও ইনশার সেই ঐতিহাসিক লড়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যাহা উভয় কবিকে অপমানিত এবং উর্দু কাব্যের সুনাম ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। উহার বিস্তারিত বিবরণ কোন সমসাময়িক গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেন নাই। বর্তমান যুগের অধিকাংশ সমালোচক আব-ই হ'য়াতে গ্রন্থের উপরই নির্ভরশীল, যাহাতে গ্রন্থকার আযাদ সূচারূপে উক্ত কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। কেননা তিনি বাস্তব ঘটনা বর্ণনাকালে কখনও কখনও কাহিনী সৃষ্টির অবতারণা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পুরাতন জীবনী গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ইনশার পাল্লা ভারী ছিল এবং মাস'হ'ফী শুধু অপমানেরই সম্মুখীন হন নাই, উপরন্তু সুলায়মান শেকোহের ক্রোধের শিকার হইয়া তাঁহাকে পঁচিশ টাকার স্থলে পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পর তিজতা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, এই গুরুদের শিষ্যগণও ইহাতে অংশগ্রহণ করিল। ইহাতে লাখনৌ শহরে অশান্তির আশংকা দেখা দেয় এবং নাওয়াব আস'ফু'দ-দাওলা ইনশাকে শহর ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী তিনি হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন (তাযকিরাই-ই খায়িনু'শ-ও'আরা)। কিন্তু ইতিমধ্যে আস'ফু'দ-দাওলার মৃত্যু (১২১২/১৭৯৭) হওয়ায় তিনি লাখনৌ প্রত্যাবর্তন করেন। নাওয়াব ওয়ায়ীর আলী খানের স্বল্পকালীন শাসনামলের বিশৃঙ্খলায় কেহ উক্ত নির্বাসন আদেশ অমান্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় নাই (নিগার, মাস'হ'ফী সংখ্যা)। নাওয়াব সাআদাত 'আলী খান ও শা'বান, ১২১২/২১ জানুয়ারী, ১৭৯৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইনশা অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি কাসীদা রচনা করেন। যেহেতু তাযকিরাই-ই হিন্দী গোয়ান গ্রন্থে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। অতএব, বলা যায়, উক্ত ঘটনা ১২০৯/১৭৯৪ হইতে ১২১২/১৭৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকিবে। ইনশার মৃত্যুর পর মাস'হ'ফী যেইভাবে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাতে মনে হয় এই জাতীয় পরিতাপমূলক অবস্থা সম্ভবত দ্বিতীয়বার আর কখনও সংঘটিত হয় নাই।

লাখনৌ প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনশা কিছুকাল স্বীয় পুরাতন অভিভাবক সুলায়মান শেকোহ-এর সরকারের অধীনে চাকুরীরত ছিলেন। কিন্তু ১২১৫/১৮০০ সালে সেইখানে তাহার কোন প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না (গুলাম-ই হিন্দ)। ফলে মাখযানু'ল-গারাইব গ্রন্থের প্রণেতার মতে তিনি সেইখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কিছুদিন নাওয়াব আলমাস 'আলী খানের অধীনে চাকুরী করেন। অতঃপর নাওয়াব সা'আদাত আলী খানের দরবারে উপনীত হন এবং শীঘ্রই স্বীয় সদাচরণ ও বাক-চাতুর্ঘ্যের মাধ্যমে নাওয়াবের নৈকট্য লাভ করেন। ইহা ছিল ইনশার উত্থানকাল। কিন্তু মজলিস সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও দরবারী আদব-কায়দা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ইনশা উক্ত পদে বেশী দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন না এবং স্বীয় কোন বাক্য দ্বারা নাওয়াবের এত বেশী ক্রোধের শিকার হন যে, ১২২৬/১৮১১ সালে তাঁহাকে চাকুরীচ্যুত করিয়া স্বীয় গৃহে নজরবন্দী করা হয় (মা'দিনুল-ফাওয়া'ইদ)।

ইনশার জীবনের শেষ দিনগুলি দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। ১২২৮/১৮১৩ সালে তাঁহার বয়স্ক কন্যা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন।

অতঃপর একমাত্র পুত্র তা'আলিগ্লাহ খান মারা যান। নজরবন্দী, বন্ধুদের বিরাগ ও যুবক সন্তানের মৃত্যুতে ইনশা মানসিক ভারসাম্য হারায়া ফেলেন (দাসতুরুল-ফাসাহাত)। অবশেষে ১২৩৩/১৮১৭-১৮ সালে ইনতিকাল করেন। বয়স ষাটের কিছু অধিক ছিল।

রচনাবলী : (১) কুল্লিয়াত ইনশা (নওল কিশোর ১৮৯৮ খৃ.) ইহাতে উরদু গাযাল ব্যতীত একটি পূর্ণ রেখতী দীওয়ান, কতিপয় কাসীদা, কিছু মাছনাবী, ফারসী দীওয়ান, নুক তাবিহীন দীওয়ান এবং বিভিন্ন কবিতা, চতুস্পদী, খণ্ড কবিতা ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার কাব্য প্রতিভা কাব্যিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায় :

(২) দারয়ায়ী লাতাফাত : ইহা মিরযা মুহাম্মাদ হাসান কাভীল-এর সহিত একযোগে ফারসী গদ্যে লিখিত। প্রথম খণ্ড ইনশা কর্তৃক রচিত ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে ভাষার মূল ও উন্নয়ন এবং ইহার নিয়ম-পদ্ধতি, উর্দু ভাষার সারফ ও নাহ'ব' (ব্যাকরণ), তদুপরি দিল্লী ও লাখনৌ এবং উহার বিভিন্ন মহল্লা ও শ্রেণীতে কথিত উরদু ভাষার নমুনাসমূহ, উক্ত বিষয়ে ইহা উর্দু ভাষার প্রথম গ্রন্থ এবং এই ভাষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসাবে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাকে আনজুমান-তারাক'কী উরদু মাওলাবী আবদুল হাক্ক-এর ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়াছে।

(৩) দাসতানারানী কীতাকী আওর কোওর উধেভান কী : ইহা খাঁটি হিন্দী ভাষায় রচিত। পূর্ণ কাহিনীতে কোন 'আরবী, ফারসী (অথবা সংস্কৃত) শব্দের সংমিশ্রণ হইতে দেন নাই। নিঃসন্দেহে ইহা কৃত্রিমতামুক্ত নয়, কিন্তু ইহাতে গ্রন্থ প্রণেতার সৃজনশীলতা এবং ভাষা-জ্ঞানের সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্তমানে আনজুমান তারাক'কী উরদু কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন পাওয়া যায়;

(৪) লাতা'ইফু'স-সা'আদাত : নাওয়াব সা'আদাত 'আলী খানের নির্দেশে তাহার মন তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। অতি সাম্প্রতিক কালে ডঃ আমিনা খাতুন (বাঙ্গালোর) ইহাকে সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :

(৫) বাহরু'স-সা'আদাত : এই যাবত প্রকাশিত হয় নাই, সম্ভবত ইহা দারয়ায়ী-লাতাফাত-এর প্রথম প্রয়াস ছিল (মিরযা মুহাম্মাদ 'আসকারী)।

ইনশার প্রাথমিক রচনাসমূহে প্রাচীন লেখকদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই সেই সময়ে রচিত গাযালসমূহে প্রেমের পবিত্র ধারণা, তাসাওউফ-এর উচ্চমার্গের প্রশ্নাবলী এবং চারিত্রিক বিষয়সমূহ নিত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এবং মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি (কবি) সোয়-এর সাবলীল ভাষা, সাওদার আড়ম্বরপূর্ণ পদ্ধতি এবং জুরআর-এর নির্ভীক বর্ণনাকে স্বীয় স্বভাবজাত কৌতুকের মাধ্যমে এমন একটি একক রূপ দান করিয়াছিলেন, আষাদের ভাষায় তিনি স্বয়ং যাহার স্রষ্টা এবং তাঁহার হাতেই যাহার সমাপ্তি ঘটে। তাঁহার অধিকাংশ রচনায় স্বল্প দুঃখ-যন্ত্রণা এবং অধিক শক্তি ও জাঁকজমক দৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যা ও প্রতিভা, সাহিত্য সৃষ্টি এবং রচনা ও বর্ণনা ক্ষমতার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে উর্দুর অনন্য কাসীদা রচয়িতায় পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু ইহারই অপব্যবহার তাঁহার গাযালকে আহত করে। চাতুর্য, কৌতুক, প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং সজিবতার পর তাঁহার যেই গুণটি সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে, তিনি পুরাতন শব্দ ও শব্দ সংযোজন পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন ভাষা ও নবপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহা তৎকালীন দৈনন্দিন জীবন হইতে

অর্জিত হইয়াছিল। উহাতে মহিমা এবং চাকচিক্য না থাকিলেও সাহসিকতাপূর্ণ অভিনবত্ব নিশ্চয়ই ছিল। দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা ও পরিস্থিতি যাহার সামগ্রিক ও বিস্তারিত বিবরণ নাজীর আকবারাবাদী প্রধান করিয়াছেন, উহার প্রাথমিক চিত্র ইনশার রচনায় পাওয়া যায়। মূলত তিনি জ্ঞানী ও দরবারী ছিলেন। ফলে একদিকে তাঁহার রচনায় ত্রিপদী এবং চতুস্পদী গাযালসমূহ, কঠিন ভাষা অপূর্ব অন্তমিল (فافية), দীর্ঘ রাদীফ (ردیف) (পরিচিত উপমা, পরোক্ষ উল্লেখ এবং রূপকসমূহ, সর্বোপরি বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলীর ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রয়োজনীয় ও নিঃপ্রয়োজনীয় প্রকাশ ঘটয়াছে; অন্যদিকে স্বীয় অস্থির স্বভাব, লাখনৌর পরিবেশের ফলে তিনি জীবিকার প্রয়োজনে এমন সকল দরবারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন যেইগুলিতে অতি সাধারণ আবেগের ছড়াছড়ি ছিল। তাহার ফলে এই সকল বস্তু তাঁহার কাব্যে উন্মুক্ত আবেগ ও নিঃসমানের ধ্যান-ধারণা আনয়ন করে, হয়ত উহা শুধু ভাষা ও বর্ণনার মধুরতায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্তই গাযালের নিয়ম-নীতির পরিপন্থী। কিন্তু ইনশা স্বীয় কাব্য চর্চার ভিত্তি এই সকল বিষয়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার অভিনবত্ব ও হাস্য-রসিকতা যাহার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন পতিত জাতিকে প্রেরণা প্রদান করা যাইত (তু. আকবার এলাহাবাদী), উহা বন্ধনবিহীন হইয়া শুধু সভাঙ্গন ও কাব্য চর্চার আসরে সাময়িক হাস্যরস এবং প্রশংসা ও বাহবার জন্য সীমিত হইয়া পড়ে। এতদসত্ত্বেও তাহার এই কার্যক্রম প্রশংসার উপযোগী যে, তিনি গাযালের পরিসীমাকে বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন, উর্দু ভাষার কমলীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাতে ভিন্ন ভাষায় শব্দ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যেই সময়ে উর্দু কাব্য হতাশা ও নিরাশার হাহাকারে বিদীর্ণ হইতেছিল তখন তিনি উল্লাস ও প্রফুল্লতার গান রচনা করিয়া হাস্যরস ও অটুহাসির ফুলঝুরি ছড়াইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহমাদ 'আলী য়াক্তা, দাসতুরুল-ফাসাহাত, ইমতিয়াজ 'আলী 'আরশী কর্তৃক সংকলিত, রামপুর গ্রন্থাগার ১৯৪৩ খৃ. এবং সমস্ত তায-কিরা যাহার তালিকা 'ইনশা' শব্দের অধীনে লিপিবদ্ধ আছে, বিশেষত (২) মাসহাফী, তায-কিরা-ই হিন্দী গুয়ান, আনজুমান-ই তারাক'কী উর্দু, আওরঙ্গাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৪ খৃ.; (৩) কু'দরাতুল্লাহ কা'সিম, মাজমু'আ-ই নাগয মাহমুদ শীরানী কর্তৃক বিন্যস্ত, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ১৯৩৩ খৃ.; (৪) শীফতাহ, গুলশান-ই বে খার, নওল কিশোর প্রেস, লাখনৌ ১৯১০ খৃ.; (৫) মীরযা 'আলী লুত্ফ, তায-কিরাহ-ই গুলশানই হিন্দ, শিবলী নু'মানীর সংশোধনী ও পাশ্চটীকা এবং মাওলাবী 'আবদুল-হাক্ক-এর ভূমিকাসহ, দারুল-ইশা'আত, পাঞ্জাব, লাহোর ১৯০৬ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ, আব-ই হায়াত, শায়খ গু'লাম 'আলী কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (৭) 'আবদুল-স-সালাম নাদাবী, শি'রুল-হিন্দ, মা'আরিফ প্রেস, আজমগড়, তা. বি.; (৮) 'আবদুল-হাযি, গুলই রানা, মা'আরিফ প্রেস, আজমগড় ১৩৭০ হি.; (৯) মুহাম্মাদ হাসান কাভীল, মা'দানুল-ওয়াইদ (রুক্ক 'আত-ই কা'ভীল), জাফারী প্রেস, কানপুর ১২৭৩ হি.; (১০) আমীর আহ'মাদ 'আলাবী, নিগার-এ, লাখনৌ (মাস-হাফী সংখ্যা); (১১) সাকসেনা ও 'আসকারী, তারীখ-ই আদাব-ই উরদু, নওল কিশোর প্রেস, লাখনৌ; (১২) আবুল-লায়ছ সিদ্দীকী, লাখনাউ কা দাবিসতান-ই শা'ইরী, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড় ১৯৪৪ খৃ.; (১৩) সিয়ারুল-ল-মুতা'আখিরীন, নওল কিশোর প্রেস, লাখনৌ ১২৮৩/১৮৬৬; (১৪) খুত বাতই গারসান দি তাসী, আনজুমানই তারাক'কী উরদু, আওরঙ্গাবাদ

(দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৫ খৃ.; (১৫) আমিনা খাতুন, তাহ'কীকী নাওয়াদির, কাওছার প্রেস বুক ডিপো, বাঙ্গালোর ১৯৪৯ খৃ.; (১৬) আহমাদ আলী সিন্দীলাবী, মাখযানু'ল-গ'রাইব, পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লাহোর; (১৭) কুল্লিয়াতই ইনশা, উরদু পত্রিকায় প্রকাশিত, দিল্লী ১৮৫৫ খৃ.; (১৮) কালামই ইনশা, মিরযা মুহ'আমদ 'আসকারী ও মুহ'আমদ রাফী' কর্তৃক বিনাস্ত, হিন্দুস্তানী একাডেমী, এলাহাবাদ ১৯৫২ খৃ.; (১৯) দারয়া-ই লাতাফাত, আনজুমান-ই তারাক'কী উর্দু কর্তৃক বিনাস্ত, করাচী; (২০) দাস্তান রানী কী তাকী, আনজুমান-ই তারাক'কী উরদু কর্তৃক প্রকাশিত, আওরঙ্গাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৩ খৃ.; (২১) সাযিদ আবদুল্লাহ, চান্দ শাহ'ইর নয়ে আওর পুরানে, লাহোর ১৯৬৩ খৃ.; অনন্তর দ্র. উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধ আদাবী মু'আরাকে, এতদ্ব্যতীত লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধ, বিশেষত (২২) সাযিদ ইনশা কী শাখস'িয়াত, আদাব-ই লাভীফ সাময়িকীতে, লাহোর (জুন, ১৯৫০ খৃ.); (২৩) ইনশা আওর ত'রীক'ই রাসিখা-ই ও'আরা, উপরিউক্ত সাময়িকীতে (অক্টোবর, ১৯৫১ খৃ.); (২৪) ইনশা কী শুরিশ পাসানদী, মাহ'ওল সাময়িকীতে লাহোর (সংখ্যা-১); (২৫) ইনশা কী রীখতী, আদাবী-দুনয়া সাময়িকীতে, লাহোর (আগস্ট, ১৯৫৩ খৃ.)।

সাযিদ আমজাদ আলত'ফ (দা. মা. ই.)/মোঃ আবদুল আওয়াল

ইনশা' আল্লাহ (الْإِنشَاء) : ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কে কোন কিছু বলার সময় ইনশা আল্লাহ বাক্যটির বহুল ব্যবহার ইসলামী সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, শাব্দিক অর্থ আল্লাহ যদি চাহেন। অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে এই বাক্যটি ব্যবহারের প্রমাণ কুরআন মজীদে পাওয়া যায় : وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِنَبِيِّ إِسْمَاءِ أَنْ يُدْعَى الْأَنْشَاءَ اللَّهُ تুমি কোন বিষয়ে বলিও না, আমি উহা আগামী কাল করিব, ইনশা আল্লাহ না বলিয়া" (১৮ : ২৩-২৪)। কুরআনে বাক্যটির ব্যবহারের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا "আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন" (১৮ : ৬৯)। এতদ্ব্যতীত দ্র. ১১ : ৩৩, ১২ : ৯৯ এবং ৩৭ : ১০২ নং আয়াতে। রাসূলুল্লাহ (স) বাক্যটি ব্যবহার করিতেন, যেমন কবর যিয়ারতের দু'আয় তিনি বলেন, اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব।" হাদীছে ইনশা আল্লাহ ব্যবহারের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বুখারী কিতাবুল-ঈমান, বাব-১, ৩, ৪, ১৮; কিতাবুল- কাফফারাত, বাব-৯, ১০; কিতাবুল-জিহাদ, বাব-২৩; কিতাবুল-নিকাহ, বাব-১৯; মুসলিম, কিতাবুল-আদাব, বাব-৬২; কিতাবুল-তি'ব্ব, বাব-১৯; কিতাবুল-ফিতান, বাব-৬; তিরমিযী, কিতাবুল-স-সালাত, বাব-১; কিতাবুল-নুফর, বাব-৭; নাসাঈ, কিতাবুল-জানাইয ইত্যাদি। ইনশা আল্লাহ বাক্যটি আশা ও অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

'আবদুল মান্নান উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইনশা' আল্লাহ খান (দ্র. ইনশা)

আল-ইনশিকাক (الانشقاق) কুরআনের ৮৪তম সূরার নাম। ইহাতে এক রুকু এবং পঁচিশ আয়াত রহিয়াছে, সূরাটি হিজরাতের পূর্বে মক্কার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয় (আল-ইতক'ান)।

ইনশিকাক শব্দ শাকক (شق) হইতে উদ্ভূত, বাব ইনফি'আল, شق الشيء-এর অর্থ সে জিনিসটি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, 'সে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে'। انشق البرق-এর অর্থ 'বিদ্যুৎ মেঘ ভেদ করিয়া

নির্গত হইয়াছে' (লিসানু'ল-'আরাব, তাজুল-'আরুস ও আক'রাবু'ল-মাওয়াদির, شق শব্দের অধীন)। ইনশিকাক-এর অর্থ হইল বিদীর্ণ হওয়া এবং উহা বিদীর্ণ হওয়ার দরুন অপর বস্তু, যাহা উহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা গোচরীভূত হওয়া এবং প্রকাশ পাওয়া।

এই সূরায় কিয়ামাত ও কিয়ামতের আলামতসমূহ বর্ণিত হইয়াছে এবং ইসলামের উন্নতির সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, কিয়ামতের সময় আকাশ বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ফিরিশতা অবতরণের পথ উন্মুক্ত হইবে (ইবন হ'ায়্যান)। ভূমি (পৃথিবী) সম্প্রসারিত করা হইবে এবং উহা স্বীয় প্রতিপালকের কথা এবং তাহার বিধি-নিষেধ পালন করিবে (ইবন হ'ায়্যান)। যাহা কিছু ভূমি অভ্যন্তরে রহিয়াছে তাহা বাহিরে নিষ্ক্ষিপ হইয়া ভূমি শূন্য হইয়া যাইবে (রুহ'ল-মা'আনী)। অতঃপর উক্ত হইয়াছে যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে তাহার প্রতিপালকের দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে আগ্রহী (কিন্তু এই জগতে অনেকের ক্ষেত্রে এই স্বভাব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না); ফলে প্রয়োজন আখিরাতে উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ইহার পর কিয়ামত সংক্রান্ত কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই সূরায় মহানবী (স)-এর যুগে ইসলামের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, উহার বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে সাহীহ আল-বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার لَنَرَّ كِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবে) আয়াতে মহানবী (স)-এর উল্লেখ রহিয়াছে (কিতাবু'ত-তাফসীর) এবং কাফিরদের সহিত মহানবী (স)-এর যুদ্ধ সংঘাতের বর্ণনা রহিয়াছে (আর-রাযী; আল-বাহ'রু'ল-মুহীত) এবং উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, তাহার প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করিবে অর্থাৎ প্রথমদিকে কাফির দল শক্তিশালী, তৎপর দুই দলই সমান এবং পরিশেষে মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত হইবে। এইভাবে ইসলাম পূর্ণিমা চন্দ্রের ন্যায় আলো-রিকীরণ করিবে এবং কুফরীর অন্ধকারের অবসান ঘটাইবে, আর কাফিরদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

শব্দপঞ্জী : (১) আল-বুখারী, কিতাবু'ত-তাফসীর; (২) ইমাম আহ'মাদ, মুসনাদ, ৬খ, ৪৭, ৯১, ১০৮, ১২৭, ১৮৫, ২০৬; (৩) ইবন হ'ায়্যান, আল-বাহ'রু'ল-মুহীত, যেই সকল আয়াতে আনসাব-এর উল্লেখ রহিয়াছে উহাদের তাফসীর; (৪) আল-আলুসী, রুহ'ল-মা'আনী, যেই সকল আয়াতে আনসাব-এর অধীন উল্লেখ রহিয়াছে উহাদের ভাষ্য; (৫) আর রাযী, মাফাতীহ'ল-গ'য়ায, যেই সকল আয়াতে 'আনসাব'-এর উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলির ভাষ্য; (৬) আয-যামাখ্শারী, কাশশাফ, আনসাব শব্দসম্বলিত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

আল-ইনশিরাহ (الانشراح) কুরআন মাজীদে ৯৪তম সূরা।

ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নুবুওয়াত লাভের অব্যবহিত পরই মক্কা মু'আজ্-জামাতে নাযিল হয় (আল-ইতক'ান, ১খ, ১০)। ইহাতে এক রুকু ও আট আয়াত রহিয়াছে। 'আরবীতে শারহ' শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা, কর্তন করা, বিস্তার করা, শারহুল-গামিদ-এর অর্থ কোন জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া ও সমস্যার সমাধান করা। শারহ' সাদর-এর অর্থ ইমাম রাগিব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলার নূর এবং তাঁহার

কালাম দ্বারা অন্তরে প্রশান্তির সৃষ্টি হওয়া” (মুফরাদাত, শিরো. শারহ)। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনুল-আরাবীর মতে শারহ-এর অর্থ বিশদ বর্ণনা বোধ, সংরক্ষণ এবং শারহ সাদর-এর অর্থ হাক্ক ও কল্যাণ গ্রহণের জন্য অন্তর উন্মুক্ত হওয়া) তাজুল-আরুস, শব্দাধীন)।

অত্র সূরায় নবী কারীম (স)-এর শারহ সাদর-এর উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার গুণাবলীও বর্ণনা করা হইয়াছে, কিভাবে ওয়াহ'য়ি এবং আল্লাহর নুরের মাধ্যমে শান্তি ও ধৈর্য দ্বারা তাঁহার বক্ষ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সততা গ্রহণ এবং নেক আমল করিবার জন্য প্রশান্ত আত্মা দান করিয়াছেন। এমনভাবে কুরআনের সত্যতার উপর তাঁহার পূর্ণ ঈমান রহিয়াছে এবং তিনি শক্তিশালী দলীল-প্রমাণেরও অধিকারী। তদুপরি জটিলতা নিরসনের ক্ষমতাও তাহার রহিয়াছে। কুরআন মাজীদে ১৮ : ৬, ৩৬ : ৩, ৩৫ : ৮ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী কারীম (স) মানব জাতির পথপ্রদর্শক দর্শনে অত্যন্ত চিত্তিত ছিলেন। ইহা মহানবী (স)-এর পরম মহানুভবতা এবং দয়ার-ই নিদর্শন। অতঃপর দীন প্রচার কার্যে ভয়ানক বাধার সৃষ্টি হইলেও সেই কাজ বন্ধ থাকে নাই এবং বহু সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি ঈমানের সম্পদ লাভ করেন। হিদায়াতের গুরুভার ও ধৈর্য পরীক্ষার কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও মু'মিনগণ সর্বপ্রকার বিপদাপদে সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং মহানবী (স)-এর বোঝা লাঘবকারী একদল উৎসর্গীকৃত সাহাবীর আবির্ভাব ঘটে। নুবুওয়াতের মর্যাদা আল্লাহপ্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা, যাহার দায়িত্বসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বসমূহের অনুভূতি মনকে অনেকটা বিচলিত রাখে [আরও দ্র. (তাহা)]; সুতরাং সেই কষ্টদায়ক বোঝা, যাহার উল্লেখ এই সূরায় করা হইয়াছে, তাহা মহান দায়িত্বসমূহের কঠিন অনুভূতির বোঝা অর্থাৎ বিশ্ব মানবতার সংস্কারের বোঝা, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ক্রেশের বোঝা এবং নুবুওয়াতের গুরু দায়িত্বসমূহের বোঝা। আর-রাযী লিখিয়াছেন যে, আয়াত দ্বারা ইহাও বুঝায় যে, মহানবী (স)-এর পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বোঝা এবং অপসন্দনীয় বিষয়ের বোঝা তাঁহার মোটেই ছিল না। তিনি পার্থিব দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত ছিলেন। কেননা আরবগণ দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে ضيق صدر (সংকীর্ণ বক্ষ) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তদুপরি উহা দ্বারা উম্মাতের গুনাহসমূহের বোঝা বুঝায়। এর অর্থ ইহাও করা হয় যে, এই বোঝা ছিল ওয়াহ'য়ি নাযিল এবং জিব্রাঈল (আ)-এর আগমন। তিনি এই ধরনের নয়টি বোঝার উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম রাযী লিখিয়াছেন, الوزر ما كان يكرهه من التغييرهم لسنة الخليل الخ الذي هو إلهنا, 'আরবগণ হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল বিধায় মহানবী (স) খুবই ব্যথিত ছিলেন এবং তাহাদেরকে এই পথপ্রদর্শক হইতে নিষ্কৃতি দানের কোন রাস্তাও পাইতেছিলেন না।

পূর্ববর্তী সূরা : আদ-দু-হায় ওয়াদা করা হইয়াছিল যে, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য পরবর্তী অবস্থা পূর্বের তুলনায় উত্তম হইবে অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে পরবর্তীকালে এমন সব পুরস্কার দান করিবেন যাহা তাঁহার আনন্দের কারণ হইবে। পরবর্তী সূরায় উহার পক্ষে কিছু দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ বলেন, “আমি আপনার স্তুতি সুউচ্চ ও স্থায়ী করিয়াছি এবং আপনার সজ্ঞাতেই বিজয় নিহিত রহিয়াছে। শত্রু-মিত্রের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিবন্ধ। সকল বৈঠক ও সমাবেশে আপনার স্তুতি ধ্বনিত হইয়াছে।” ইহা ছিল প্রথমদিকের অবস্থা। আর এখন পৃথিবীর এমন কোন অংশ বা প্রান্ত নাই

যেখানে দিবারাত্র প্রতি মুহূর্তে মহানবী (স)-এর আহ্বানের পুনাবৃত্তি হইতেছে না এবং দরুদ ও সালামের আওয়ায ধ্বনিত হইতেছে না। এই সমস্ত رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ-এর জুলন্ত প্রমাণ নয়ত আর কি? তিনি ব্যতীত এমন কে আছেন যিনি মানব জগতে এই সুউচ্চ স্তুতি লাভ করিয়াছেন? সূরার শেষে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে যে, ইসলামের উপর দুইবার বিপদ ও সংকটের যুগও আসিবে; কিন্তু প্রতিবারই সংকটের পর স্বস্তি অবধারিত (তাগিদ বা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে দুইবার বলা হইয়াছে। রুহুল-মাআনী)। ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের উপর এক যুগ সংকটের আসিবে এবং উহার পরে দুই যুগ আসিবে প্রশস্ততার (আর-রাযী), বরং যখনই ইসলামের বিপদ ও সংকট দেখা দিবে আল্লাহ নিজের তরফ হইতে উহা অপসারণের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন। পরিশেষে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন ইসলাম সীমাহীন উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন জারীর; (২) রুহুল-মা'আনী; (৩) আল-বাহরুল-মুহ'তী; (৪) আস-সুয়ুতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৩৬৮ হি.; (৫) আর-রাযী, মাফাতীহুল-গা'য়ব [সূরা-এর অধীন]

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ :

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের আমন্ত্রণে প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ ও কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যাক্তি ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ ঢাকায় আসেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষার ইসলামীকরণের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং অবিলম্বে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন (মাহমুদ জামাল, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫)। এরই ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও চেতনার সহিত মিল রাখিয়া ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ (Institute of Islamic Education and Research বা IIER) নামে একটি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন যাহা প্রথম পর্যায়ে ধানমন্ডির ৬ নং রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হইয়াছিল।

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে Act No. XXXI of 1980 বলে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. মমতাজ উদ্দীন চৌধুরীকে এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকীকে এর উপ-পরিচালক নিয়োগ করা হয় (মাহমুদ জামাল, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫)। এই প্রতিষ্ঠানে তখন প্রভাষক হইতে শুরু করিয়া সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন তাহার প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে ছিল ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী নীতি ও আদর্শ ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা, শিক্ষার আধুনিক শাখাসমূহ যেমন মানবিক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজতত্ত্বের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল স্তরে নতুন কৌশল ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব ইসলামী শিক্ষা দর্শনের আলোকে তৈরী করা।

এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে পরিচালক ড. চৌধুরীর তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা এবং সৌদি আরবের অর্থায়নে ঢাকার

তৎকালীন হোটেল ইন্টার কন্টিন্যান্টাল (বর্তমান শেরাটনে) ১৯৮১ সালের ৫ মার্চ হইতে ১১ মার্চ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন [ড. সৈয়দ আলী আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত নিবন্ধ, Muslim Education (ইংরেজী সাময়িকী), কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৩]। প্রধান অতিথি হিসাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই সম্মেলনে উদ্বোধন করার কথা ছিল এবং সেইভাবে অনুষ্ঠানসূচীও প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় এক জরুরী কাজে ঐ দিন তিনি সৌদি আরব চলিয়া যাওয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Text Book Development" অর্থাৎ দ্বিতীয় ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে যে সিলেবাস তৈরী করা হয় তাহার ভিত্তিতে কিভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যায় সে প্রসঙ্গেই ঐ সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং পদ্ধতিগত দিক নির্ধারণ করা হয় (মাহমুদ জামাল, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জন্য স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে কারিকুলাম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৭)।

১৯৮২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Ordinance No. XLIII of 1982-এর অধ্যাদেশ বলে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে বিলুপ্ত ঘোষণা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকল দায় ও সম্পদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করেন। ২ অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে স্মারক নং SVIII/7U3/83/919-Edn মুতাবিক মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর দ্বিতীয় সংবিধি অনুমোদন করেন। এই সংবিধির ক্ষমতাবলে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট পুনঃস্থাপন করা হয়। ইহাতে সাবেক ইনস্টিটিউটের সকল উদ্দেশ্য বহাল রাখিয়া আরবী, ইসলামিয়াত ও মাদরাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সংবিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের পক্ষে একটি বোর্ড অব গভর্নরস ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ইহার সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট, ৮৬-৮৭ এবং ৮৭-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮)।

১৯৮৮ সালে ইহার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। এই সময় মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন যুগ্ম-পরিচালক ও নূর মোহাম্মদ মিয়া প্রভাষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন-এর সম্পাদনায় 'গবেষণা পত্রিকা' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালের পর ইহার কার্যক্রম অঘোষিতভাবে বন্ধ হইয়া যায়। (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪, পৃ. ৮২)।

২০০৪ ইং সালের ৪ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর এম. রফিকুল ইসলামকে চার বৎসরের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ডি.সি. হিসাবে দায়িত্ব লাভের পর হইতে তিনি একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক

কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিশেষ করিয়া ৩১-০৭-২০০৪ ইং তারিখ হইতে তিনি 'ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ'-এর কার্যক্রম চালু করেন। এই ইনস্টিটিউটকে পরিচালনা করিবার জন্য তিনি ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী (সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-বাংলাদেশ)-কে পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাহমুদ জামাল, ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় শহীদ জিয়া, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা মঙ্গলবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, ৩১ মে ২০০৫, পৃ. ১৫; (২) ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে বাস্তবিত জাতীয় সংসদের Act No. XXXI of 1980; (৩) ড. সৈয়দ আলী আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত নিবন্ধ, Muslim Education (ইংরেজী সাময়িকী), কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৩; (৪) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট, ৮৬-৮৭ এবং ৮৭-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮; (৫) Ordinance No. XLIII of 1982; (৬) ২ অক্টোবর ১৯৮৩ সালের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সংবিধির স্মারক নং SVIII/7U3/83/919-Edn; (৭) ড. তাহির আহমদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ৫৭; (৮) ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ৮২।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

ইনস্টিটিউট দ্য ইজিপ্ট (Institut D Egypte) :

মিসর-এর প্রতিষ্ঠান, আধুনিক কায়রোর অন্যতম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ইহার ইতিহাস বস্তুত দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস।

(ক) প্রথমটি হইল ১৭৯৮ খৃস্টাব্দের ২০ আগস্ট 'মং' (Mongue)-এর সভাপতিত্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দ্বারা কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট দ্য ইজিপ্ট। বোনাপার্টের অভিযাত্রী দলে শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি কমিশন অল্পভুক্ত থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি সম্ভব হয়। কারণ বোনাপার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স ত্যাগের সময় সামরিক নেতৃবৃন্দের ন্যায় একদল ধীমান কর্মচারী তাহার সঙ্গে থাকিবেন। ইনস্টিটিউট দ্য ইজিপ্ট-এর অধিবেশনসমূহ হ'াসান কাশিফ-এর প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হইত। ইহার অধিবেশন ছিল এক ধরনের সংস্কৃতি-পরিষদ; কারণ ইহাতে বহু আলিম, শিল্পী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও বিভিন্ন কর্মবিভাগের প্রধানগণের সমাবেশ ঘটত। ইহার চারটি শাখা ছিলঃ গণিত, ভৌত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও চারুকলা শাখা। প্রতি শাখায় বারজন করিয়া মোট আটচল্লিশ জন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও এই সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যই অভিযাত্রী সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সাহিত্য ও চারুকলা শাখার একজন মিসরীয় সদস্য : রাফায়েল আনতুন যাকুর রাহিব (Raphael Antun Zakhur Rahib)। তিনি গ্রীক ক্যাথলিক মতাবলম্বী একজন পাদ্রী ও প্যারিসে প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহের বিদ্যায়তনে (Ecole des Langues Orientale) শিক্ষা দান করিতেন (১৮০৩-১৬)। তিনি মিসরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে ইতালীয় 'আরবী অভিধান প্রকাশ করেন (১৮২২ খৃ.)। এই পুস্তকই ছিল ব্লাক-এর মুদ্রণালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া ভৌগোলিক মানচিত্র প্রস্তুত হাড়াও এই প্রতিষ্ঠান অধিবাসিগণের কৃষি সম্পদ, শিল্প, বীতিনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবগতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যবিদ মারসেল (Marcel)-এর পরিচালনাধীনে মুদ্রণ কার্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করিত। রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত ছিল। গ্যাব্রিয়েল গ্যুমার্দ (Gabriel Guemard)-এর মতে শান্তির সুফলের মাধ্যমে পরাজয়ের গ্লানি ভুলাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান বিশিষ্ট রচনা সংকলনও প্রকাশ করে। অধিবেশনের বিবরণসমূহ Decade Egyptienne-এ প্রকাশিত হইত। মিসর পরিত্যাগের পর এই বিশাল সংগ্রহ ও টীকাসমূহ Description de l' Egypte নামক প্রসিদ্ধ সংকলনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। আধুনিক ইতিহাস ও মিসর-চর্চার দিক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মিসর সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণের জন্য এই পুস্তক এক অনন্য তথ্যের উৎস। এই বিবরণী পুস্তকে (Description) অধ্যয়নের জন্য বহু খণ্ড মূল গ্রন্থ ব্যতীত বিবিধ বিষয়ের ভৌগোলিক মানচিত্র ও চিত্রাদির এক বিরাট সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(খ) ১৮৫৯ সালের ৬ মে, এক প্রকৃতি সভায় মিসরের মহামান্য ভাইসরয় (মুহাম্মাদ সাঈদ পাশা)-এর মহিমময় ছত্রছায়ায় আলেকজান্দ্রিয়াতে (Institut Egyptien (মিসরীয় প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বোনাপার্ট কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে চলমান রাখা। সেইখানে যুরোপীয় ও মিসরীয় পণ্ডিতগণ সমমর্যাদায় মিলিত হইতেন। এই “বিজ্ঞান ও সাহিত্য” পরিষদ ১৮৮০ সালে কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৮ সালের পহেলা নভেম্বর এই প্রতিষ্ঠান পুনরায় পূর্ব নাম Institut D Egypte (মিসর-এর প্রতিষ্ঠান) ধারণ করে এবং এক শতাব্দীর অধিককাল পরেও ইহার কার্যক্রম চালাইয়া আসিতেছে। ইহার ‘আরবী নাম “আল-মাজমাউ’ল-ইল্মী আল-মিসরী” ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত ইহার লিখিত আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার বলে পঞ্চাশজন মিসরবাসী সদস্য থাকিবেন। ইহা ব্যতীত অনধিক এক শত অনারারী সদস্য নিযুক্ত হইবেন এবং অসংখ্য করেসপনডিং সদস্য থাকিবেন। এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে একটি সাময়িকী (মাজমাউঃ) প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৮৫৯ খৃ. হইতে ১৯১৮ খৃ. পর্যন্ত এই সাময়িকীর নাম ছিল মিসরীয় প্রতিষ্ঠানের সাময়িকী (Bulletin de l'Institut Egyptien) এবং তাহার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার নাম হয় মিসরের প্রতিষ্ঠানের সাময়িকী Bulletin de l'Institut d'Egypte। অনিয়মিতভাবে ইহা ঋতুকথা Memoires প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার প্রকাশনার ভাষা ‘আরবী, ফরাসী ও ইংরাজী। কিন্তু অদ্যাবধি ইহার প্রকাশনায় মুখ্যত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে। মিসরের প্রতিষ্ঠানের উত্তম রূপরেখা জা ইলুল (Jean Ellul)-এর নির্ঘণ্ট পুস্তক Index des Communication et Memoires publies par l' Institut d' Egypte" (১৮৫৯-১৯৫২), কায়রো ১৯৫২-তে পাওয়া যায়। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের নূতন আইনের সঙ্গে সঙ্গতিকল্পে কিছু কিছু সংশোধন ব্যতিরেকে মিসরের প্রতিষ্ঠানের ১৯১৮ সালে গৃহীত লিখিত আইন যাহা ঐ সময়ে সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই অদ্যাবধি উক্ত প্রতিষ্ঠানের আইনগত ভিত্তি হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Gabriel Guemard, Essai d'histoire de l'Institut d' Egypte et de la Commission des Sciences et des Arts, in BIE, vi (১৯২৩-২৪ খৃ.) ৪৩-৮৪; (২) ঐ লেখক, Essai de bibliographie critique de l'Institut d'Egypte et de la Commission des Sciences et des Arts, in BIE, vi (1923-24) 135-57 (এই পুস্তকসমূহ সংশোধনের পর একই নামে প্রকাশিত, কায়রো ১৯৩৬খৃ., ১২৯ পৃষ্ঠা); (৩) Description de l' Egypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont ete faites en Egypte Pendant l' expedition de l' armee francaise. 1st ed., Impr. Imper 1809-13 et Impr. Royale 1818-28; 2nd ed. Pankouke, 1821-9; (৪) H. Munier, Tables de la Description d l'Egypte. Suivies d'une bibliographie de l'expedition francaise de bonaparte, 2 vols. Cairo 1943: La Decade Egyptienne (Three Volumes, years vii and viii); Histoire Scientifique et militaire de l'Expedition francaise en Egypte, Paris, 10 vols., 1830-6; (৫) A. Geiss, Histoire de l'Imprimerie en Egypte, in BIE, 1907, 133-57 (deals only with the expedition of Bonaparte); (৬) R. G. Canivet, L' Imprimerie de l' Expedition d'Egypte, in BIE, 1909; 1-22; (৭) Ch. A. Bachatly, Un member, Oriental du premier Institut d'Egypte : Don Raphael (1759-1831), in BIE, xvii (1935), 237-60.

J. Jomier (E.I.²)/মুহাম্মাদ আবদুল কাদের

ইনস্টিটিউট দ্য হাউটে ইতুদে দ্য তুনীস (Institut Des Hautes Etudes De Tunis) উচ্চতর জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান Centre d' Etudes Juridiques ও Ecole Superieure de Langue et Litterature Arabes-এর সমবায়ে ১৯৪৫ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া দেওয়ায় ইহা সূচনা পর্ব হইতেই উপকৃত হয়। ফরাসী আশ্রিত রাজ্য হিসাবে প্রথমে তিউনিসের জনশিক্ষা বিভাগ ও পরে তিউনিসিয়া সরকারের জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সনের ১ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স ও তিউনিসিয়া সরকারের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরের পরও এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়, বিশেষ করিয়া তিউনিসিয়া সরকার প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতাকে বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন। এই অনুকূল পরিবেশে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফ্রান্স কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালনাসহ যুগপৎ তিউনিসীয় ডিপ্লোমা প্রদান করিতে থাকে।

তিউনিস নিবাসী একজন সভাপতি তাহার সহায়ক একজন উপ-সভাপতি Institut Des Hautes Etudes De Tunis-

এর পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। William Marçais Jean Roche পর পর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং Jacques Four, Roger Jambu Merlin Pierre marthelot-এর উপ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানের চারটি শাখা পরবর্তীকালে অনুসঙ্গে পরিণত হয়। এইগুলি হইতেছে আইন ও অর্থনৈতিক বিষয়ক সমীক্ষা শাখা, বিজ্ঞান শাখা, সাহিত্য ও কলা শাখা এবং ভাষা-বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব শাখা। ফরাসী ও তিউনিসীয় অধ্যাপকবৃন্দ ইহাতে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং ফ্রান্সের উচ্চতর শিক্ষার মান অনুযায়ী শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও পটভূমি তাহাদের ছিল। অন্যান্য শিক্ষক, সহকারী ও কোর্স তত্ত্বাবধায়কগণ শাখা প্রধানের সুপারিশে নিযুক্ত হইতেন।

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিত এবং তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার পর Ecole Normale Superieure, Ecole Nationale d' Administration Centre de d' Egtudes Economiques-এর ছাত্র-ছাত্রীরাও এই প্রতিষ্ঠানে যৌথ কোর্সে যোগদান করিত। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৮-৯ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫২২-এ। ইহাদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮২। মোট ছাত্রছাত্রীর ৪৪.৭% ছিল তিউনিসীয় নাগরিক।

নিয়মিত পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ছাড়াও Institut Des Hautes Etudes-এ কয়েকটি গবেষণাগার ও সমীক্ষা কেন্দ্র ছিল, যেইগুলি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সাজসরঞ্জাম ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিত। একইভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাত্রদের জন্য নিজ সম্পদ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিত। ঐ সময় সুকুল-আত-তাগরীন সাধারণ গ্রন্থাগারে ছাত্রদের পড়াশুনার যেই সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করিত, উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুবিধাদি সেইগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিশেষে Institut Des Hautes Etudes-এর দায়িত্ব দাঁড়ায় দুইটি সমীক্ষাপত্র সংগঠন ও পরিচালনা। এই সমীক্ষাপত্র দুইটি হইতেছে Cahiers de Tunisie কলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক সমীক্ষা যাহা পূর্ববর্তী Revue Tunisienne-এর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং Revue de droit (ইহাও ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)। বিশেষ সংকলন হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রকাশ করে। যেমন আইন ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত পাঠাগার, বিজ্ঞান শাখার প্রকাশনাসমূহ এবং সাহিত্য শাখা প্রকাশনা (Paris. P. U. F.)। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমকক্ষ উচ্চতর শিক্ষার এই আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এইভাবে আনুমানিক দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল পরিচালিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা, সেই সঙ্গে বহু ফরাসী শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপকের ঐ প্রতিষ্ঠানে আগমন ইত্যাদির সুবাদে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার উন্নত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এই উচ্চ মানের কল্যাণেই তিউনিসের এই Institut Des Hautes Etudes 1960 সনের ৩১ মার্চ এক ফরমানবলে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটা এবং একটি জীবন প্রশাসন ব্যবস্থা থাকিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্ক যদিও প্রাতিষ্ঠানিক নয় এবং স্বাভাবিকই একান্ত নয়, তবু এ যাবতকালে রাষ্ট্রীয়

পর্যায়ে ডক্টরেট লাভের মাধ্যমে তিউনিসীয় অধ্যাপকদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারা তাহাদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তিউনিসীয় রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অপেক্ষকৃত কম সংঘাতের মাধ্যমে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ-প্রধান ও তিউনিসিয়া নাগরিক মাহ-মুদ মেসুসাদী জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী নিয়োজিত হন। তাহা ছাড়া প্রোরেক্টর ছিলেন প্রতিষ্ঠানের একজন সাবেক অধ্যাপক ও Ecole Normale Superieure-এর পরিচালক আহ-মাদ আবদু'স-সালিম। ইহাদের দুইজনই মনীষী, লেখক ও অত্যন্ত যশস্বী শিক্ষাবিদ।

এইভাবে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাঙ্গিকভাবে ও ক্রমান্বয়ে দেশের সহিত একাত্ম হইয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি যে নিজের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহা স্বাধীন তিউনিসিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-কাঠামোর প্রেক্ষাপটে বলা যায়। তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয় নিজের তুলনামূলক তারুণ্য সত্ত্বেও (এবং কিছুটা ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রের সুবাদে) স্পষ্টত দেশের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ও কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

P. Marhelot (E.I.² Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইনস্টিটিউট দ্যা হাউটে ইতুদে ম্যারকাইন (Institut Des Hautes Etudes Marocaines) (আই. এইচ. ই. এম.) আল-মা'হাদ লি-'উলুমিল-'উলয়া আল-মাগ'রিবিয়া (মরক্কোর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ৪০ বৎসরের দীর্ঘকাল পরিক্রমায় মরক্কোর জ্ঞান ও মনীষা চর্চার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কারণ ১৯১৫ সনে অত্যন্ত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারী দোভাষী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য রাবাতে Ecole Superieure de langue Arabeet des Dialectes Berbers প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে ঐ প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে।

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০/২০ জুমাদা'ল-উলা, ১৩৩৮ সনে প্রধান মন্ত্রীর এক ফরমানবলে আই. এইচ. এম. প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্য ছিল মরক্কোর সহিত সম্পর্ক আছে এই ধরনের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ ও প্রেরণা দান, সেগুলিকে সমন্বিত করা ও লক্ষ সুফলসমূহ কেন্দ্রীভূত করা। মরক্কোর স্বাধীনতার পর ১৯৫৬ সনে রাবাতে Faculte des Lettres des Sciences Humaines of Robat ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়।

M. Nehlil I. Hmet- এর মত বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন ও দোভাষী ব্যাখ্যাকার Ecole Superieure পরিচালনায় ছিলেন। অনুরূপভাবে কালপরম্পরায় আই, এইচ. ই. এম.-এর নেতৃত্ব দেন H. Basset, F. Levi Provençal, L. Brunot H. Terrasse- এর মত অত্যন্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দ। "ইহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালক, প্রভাষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে ছিলেন F. Arin, A. Besset, E. Biarnay, R. Blachere, H. Brouno, H. De. Castries, J. Celerier, P. de Cenival, L. Chatelain, G.S. Colin, J. de Cossé-Brissac, R. Hoffher, M Bendaoud, E. Laoust, C. Le Coeur, R. Le Tourneau, V. Loubignac, G. and W. Marçais, G.

Marcy, P. Mauchausse, J. Meunie, R. Montagne, L. Paye, H. Renaud, P. Ricard, J. Riche and A. Roux-এর মত অত্যন্ত গুণী ব্যক্তিবর্গ। তাঁহাদের অনেকেই এই বিশ্বকোষে (E.I.) অবদান রাখিয়াছেন।

আই. এইচ. ই. এ.-এর অবদান বিপুল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে মরক্কায় শিক্ষিত মনীষী সম্প্রদায়ের দৃঢ় বুনিন্যাদ গড়িয়া উঠে। তাহারা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে মরক্কো সম্পর্কিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় নিয়োজিত হন এবং মাগরিব ও মুসলিম স্পেন সম্পর্কিত আমরা যাহা জানি তাহার সম্পূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন করেন। এই প্রতিষ্ঠান তথা ইনস্টিটিউট Les Archives Berberes নামক সমীক্ষা পত্রিকার উত্তরসূরি হিসাবে, Bulletin de I. H. E. M. প্রকাশ করে যাহা প্রথমবার প্রকাশের পর "Hesperis" এই অনবদ্য নাম ধারণ করে। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হওয়া অবধি এই নাম বজায় থাকে। এই প্রকাশনার বৈজ্ঞানিক বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ প্রামাণিকতা এতখানি উৎকর্ষ অর্জন করে যে, ১৯৭২ সনে এই পত্রিকার সমগ্র প্রকাশনার একটি সামগ্রিক বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয় (Archives Berberes এই বুলেটিনসহ)।

Hesperis-এ প্রকাশিত অন্যতম নিবন্ধ "Bibliographie Marocaine" অত্যন্ত ব্যাপক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল। ইহাতে আনুমানিক ৪০টি শিরোনামের আওতায় মরক্কো সংক্রান্ত জ্ঞাত সকল বিষয় ও ঐ দেশে বিভিন্ন সময়ে বিকশিত সভ্যতাসমূহের এক বিস্তৃত ও প্রামাণ্য বিবরণ দেওয়া হয়। রাবাতের Bibliotheque Generale বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদিত এই প্রকাশনাটি মাগরিব (মরক্কো) সংক্রান্ত যে কোনও বিজ্ঞান ও পদ্ধতিসম্মত সমীক্ষার ক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবদান বিশেষ। এই গ্রন্থপঞ্জীটি ১৯২৩ ও ১৯৫৩ খৃ. মধ্যবর্তীকালে প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ খৃ. Hesperis সাময়িকী Tamda পত্রিকার সহিত একীভূত হইয়া যায়। শেষোক্ত পত্রিকাটি মরক্কো স্পেনের আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকাকালে ঐ শাসনের শেষের দিকে Tetuan আত্মপ্রকাশ করে। Hesperis আজও এই আকারে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মরক্কোর সেবা করিতেছে।

Hesperis ছাড়াও আই. এইচ. ই. এম. গোটা Hesperis-এর কয়েকটি সংকলন (১৫ খণ্ডে) প্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে রহিয়াছে ইহার 'আরবী ভাষা সংকলন (১২ খণ্ডে); আই. এইচ. ই. এম. প্রকাশনাসমূহ (৬২ খণ্ডে); Centres d Etudes Juridiques-এর নিবন্ধ সংস্করণ (৪৫ খণ্ডে); আই. এইচ. ই. এম. কংগ্রেসের কার্যবিবরণী (৯ খণ্ডে), Imitation au Maroc (৩টি সংস্করণ), একটি Notice sur Les regles d edition des travaux ও স্পেনীয় ও পর্তুগীজ শব্দের লিপি ও মুদ্রণের জন্য কিছু Brefs Conseils Pratiques (R. Ricard)-সহ কিছু ব্যতিক্রম প্রকাশনা; লিপি ও দলীল সংকলন (২১ খণ্ডে) এবং মরক্কোর বার্বার ভাষা, পাঠসমূহের সংকলন (২ খণ্ডে)।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'আরবী (প্রাচীন ও চলিত), বার্বার ও মরক্কোর সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশনা ছাড়াও আই. এইচ. ই. এম. ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনুমোদিত মানবিক ও আইন বিষয়ে নানা ডিগ্রির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়াছে। ইহার দরুন বহু তরুণ ছাত্র-ছাত্রী ফ্রান্সে যাইবার ধকল ছাড়াই 'আরবী ভাষা ও আইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা লাভ করিয়াছে।

এখানে আরও একটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখের দাবী রাখে। ইহা Institut Scientifique Cherifien, যাহা ১৯২০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে একমাত্র মরক্কো সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হইত। প্রতিষ্ঠানটি উহার সমসাময়িক কালের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক উন্নত ছিল। সেইজন্য ইহা জগদ্বিখ্যাত Academie des Sciences of Paris-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানে অদ্যাবধি নানা প্রশংসনীয় কাজ হইতেছে এবং এখান হইতে বহু বই প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Direction generale de L'instruction publique des beaux arts et des antiquites Historique (1912-30); Rabat 1931. chs ii, xii; (2) Bull. de Inst. des Hautes Etudes Marocaines, No. I (Dec, 1920); শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের জন্য মহাউষীরের ফরমান ও আই. এইচ. ই. এম.-এর প্রথম কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণের বিবরণ। এই উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বৈজ্ঞানিক ও মানবিক কার্যক্রমের রূপরেখা প্রদত্ত হয়; (৩) Publication de L'I. H. E. M. (1915-1935); tables et index, suppl. to Hesperis, 1936, 3rd term (pp, 82); (৪) Publications de l'I. H.E.M. et de la section Historique du Maroc, Rabat 1954 (pp. 17); (৫) H. Hosotte-Raynaud, publications de I. I. H. E. M., 1936-1954, Tables et Repertoires, Rabat 1956 (pp. 145). (৬) P. Morin, bibliographie analytique des Sciences de la terre. Maroc et regions limitrophes depuis, le debut des recherches geologiques a 1964 (Notes et memoires au Service geologique No. 182), Rabat 1965, 2 vols; (৭) A. Adam, Bibliographie critique de Sociologie, d ethnographie et de geographie humaine du Maroc, Memoires du Centre de recherches anthro pologiques, prehistoriques et ethnographiques d Alger, algiers 1972, Introd.

G. Deverdun (E.I.² Suppl.) আফতার হোসেন

ইনস (দ্র. ইনসান)

ইনসান (إنسان) : (আ) মানুষ (homo)। কুরআন বলে, 'আল্লাহ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন' (৪ : ২৮)। কতগুলি আয়াতে তাহার মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে : 'বিপদে পড়িলে সে আল্লাহকে ডাকে। যখন বিপদ কাটিয়া যায় তখন সে উহা ভুলিয়া যায়' (১০, ১২; ৩৯ : ৮ ও ৪৯); 'সে অত্যন্ত অন্যায়কারী' (জালুম ১৪ : ৩৪ ; ৩৩ : ৭২); 'সে অতি মাত্রায় তুরাগ্রিয়' ('আজুল ১৭ : ১১); 'সে অতি মাত্রায় অস্থিরচিত্ত' (হালু ৪০ : ১৯), 'সে অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রিয় এবং সে বিতর্ককারী' (১৮ : ৫৪; ৩৬ : ৭৭)।

লিসানুল-'আরাব কুরআনের এই শিক্ষার প্রতিধ্বনি করে : যেই সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীকে বুদ্ধিবৃত্তি দান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ফিরিশতা ও জিন্ন তार्কিক

কিন্তু মানুষ তাহাদের অপেক্ষা অধিক তार्কিক; অপরপক্ষে উক্ত গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রা) হইতে একটি উদ্ভট শব্দ প্রকরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে : “মানুষকে ইনসান বলা হইয়াছে; কারণ সে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করে এবং পরে সে ভুলিয়া যায়, (فنى), এই শব্দের মূল ইনসিয়ান (انسيان) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যাহা ইফ ‘ঈলান (افعلان) ছাঁচে নিসয়ান (نسيان) হইতে গঠিত।

মানুষের দৈহিক সত্তা সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত আছে। আল্লাহ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ‘ছাঁচেঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে’ (১৬ঃ২৬), বিশেষ করিয়া ২৩ ও ১২ ও পরবর্তী আয়াতসমূহে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে : মানবদেহের প্রধান উপাদান কদম; অতঃপর আনুক্রমিকভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে তাহার সৃষ্টি : “আমি উহাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে), পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি ‘আলাকে’ (এমন কিছু, যাহা লাগিয়া থাকে-এমন এক বস্তুতে); অতঃপর উহাকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অতঃপর আমি পঞ্জরকে ঢাকিয়া দিই গোশত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অনন্য সৃষ্টিরূপে”। তাফসীরকারকদের মতে ইহা অনুরূপভাবে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় ক্রমবিকাশকে বুঝায়। ফাখরুদ্দীন আর-রাযী Aristotle-এর ন্যায় এই অনুচ্ছেদগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন : “শুক্রাণুর নিঃসরণ হইতে মানুষের জন্ম, শুক্রাণু উৎপন্ন হয় চতুর্থ প্রকারের অতিরিক্ত পরিপাক শক্তির দ্বারা (من فضل الضم الرابع) তু. Meteorologica, ৪র্থ পুস্তক, ৩৭৯ঃ১২; De Gen. animal, 724 a 9 f.)। কিন্তু এইগুলি উৎপন্ন হয় একমাত্র খাদ্যবস্তুসমূহ হইতে, যাহা প্রাণীজ অথবা উদ্ভিজ্জ। প্রাণী পদার্থগুলি উদ্ভিজ্জ পদার্থে পরিণত হয়, আর উহা নিজে উৎপন্ন হয় মৃত্তিকা ও পানির পরিশোধিত রস হইতে। অতএব, মানুষের জন্ম প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকার খাঁটি রস হইতে (من سلاله من طين) তু. ২৩ : ১২)। পরে এই খাঁটি রস আনুক্রমিকভাবে গঠনকার্যের বিভিন্ন অবস্থার (اطوار) তু. ৭১ : ১৪) ও বিকাশের আবর্তনের মধ্য দিয়া শুক্রে পরিণত হয়। “আমরা তাহাকে একটি দ্বিতীয় সৃষ্টির মধ্য দিয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্য তৈরি করিয়াছি”- কথটির ব্যাখ্যা হইতেছে : “যখন মানুষ প্রাণহীন একটি পদার্থ ছিল, তখন তাহাকে আল্লাহ জীবন দান করিয়াছেন ও সে ছিল বোবা, তাহাকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন; সে ছিল বধির, তাহাকে শ্রবণশক্তি দান করিয়াছেন; সে ছিল অন্ধ, তাহাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন। আল্লাহ তাহার মধ্যে, তাহার ভিতরে ও বাহিরে, তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং সকল দেহযন্ত্রে এক বিশ্বয়কর প্রকৃতি ও প্রশংসনীয় প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন যাহা বর্ণনাতীত!”

কুরআনে ইনসানের সৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে আপাত-অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও উহাতে সমন্বয় সাধন মোটেই দুঃসাধ্য নয়। যেমন মানুষ মহৎ ও হীন (তু. ৯৫ : ৪-৫); “আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তৎপর আমি তাহাকে হীনতাপ্রসূদের হীনতমে পরিণত করিয়াছি” (৯৪ : ৪-৫)। আর-রাযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাকবীম (تقويم) শব্দটি বাহিরের আকৃতিকে, ইহার সুষম অঙ্গ সমাবেশকে বুঝাইতে পারে (কেহ কেহ মন্তব্য করেন যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাহার মুখ মাটির দিকে ফিরান নাই) (مكبا على وجهه) (বুকিয়া তাহার মুখে ভর দিয়া, ৬৭ : ২২)। কিন্তু তাহার একটি স্বল্প দৃঢ়তা রহিয়াছে, مديد القامة এবং সে তাহার হস্ত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে, তু. St. Gregory of Nyssa,

“On the workmanship of man.” হাত, মুখ, মাথা, পা ইত্যাদি এমন সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্ট যে, ইনসান তাহার কাজকর্ম পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করত সম্পন্ন করিতে পারে অথবা অভ্যন্তরীণ দিকে ও বুদ্ধিবৃত্তি, ধীশক্তি, সভ্যতা, বাগিতা পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। [ইবন আব্বাস (রা) পঞ্চম আয়াতকে ১৬ : ১৭ (অথবা ২২ : ৫)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন] : “এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় চরম অর্থবৃত্তায় (ازل العمر)। এইরূপে চিন্তাসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়; দর্শনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কার্য করিতে ব্যর্থ হয়; শক্তি হ্রাস পায় এবং ইনসান ভাল কাজ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে (আর-রাযী)। সূরা ১১-তে যেইখানে আদাম (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধি (খালীফা) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার আল্লাহর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ফিরিশতাপণ সমালোচনা করিয়াছেন, সেইখানে ইনসানের এই দুই প্রকার অবস্থা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাফসীর আল-মানার গ্রন্থের এক ভাষ্যে নৃতত্ত্ব বিষয়ক একটি চিত্তাকর্ষক ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে যাহার সহিত Herder-এর সময়কার কিছু পাশ্চাত্য ধারণার সাদৃশ্য আছে, যেই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। জন্তুসমূহ সহজাত প্রবৃত্তি (الهاما) দ্বারা তাহাদের পক্ষে কি উপকারী এবং কি ক্ষতিকর তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইনসান তাহা বুঝিতে অক্ষম, সে কেবল তাহার পারিপার্শ্বিকতার বিষয় সম্পর্কে ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করে। তাহার পারদর্শিতার কোন সীমা নাই এবং এই বিষয়ে সে ফিরিশতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ ফিরিশতাদের জ্ঞান ও কর্ম সীমাবদ্ধ (محدور)। ইহা ইমাম আর-রাযীর অভিমত স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ফিরিশতা ও তাহা অপেক্ষা নিকট জীবজন্তুর ন্যায় ইনসানের কোন নির্ধারিত কাজ (وظيفة معينة) নাই। একইরূপে মানুষ এমন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে যাহা তাহাকে প্রকৃতির উপর যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং যাহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। “সে উদ্ভাবন করিয়াছে, নূতন আবিষ্কার করিয়াছে, যদ্বারা পৃথিবীর আকারও পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইয়াছে” (حتى غير شكل الارض), মানার গ্রন্থে আমরা ইহার উল্লেখ পাই। সে অনাবাদী জমিগুলি চাষ করিয়াছে; বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সে নানা প্রজাতি উৎপাদন করিয়াছে যাহা পূর্বে ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক প্রকার কমলা লেবু (যুসুফ আফিন্দী) যাহা “আল্লাহ ইনসানের হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন” (خلق بيد الانسان)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইনসান তাহার সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর খলীফা হইতে সক্ষম।

কুরআনের আয়াত হইতেই ইখওয়ানু’স-সাফা (দ্র.) তাহাদের পদ্ধতিতে মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা—দৈহিক ও নৈতিক দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “এই শরীরের মধ্যে অবস্থানকারী আত্মাকেই মানুষ নামে অভিহিত করা হয়। উভয়ে মিলিতভাবে মানুষের দুইটি অংশ; উভয় অংশের মিলনে অখণ্ড মানুষ। কিন্তু উভয় অংশের মধ্যে আত্মা উৎকৃষ্টতর। ইহা যেন মজ্জা আর অন্য অংশটি অর্থাৎ দেহ যেন আবরণ) তু. ইবন মাসাররাঃ এবং Pseudo Empedocles)...। আত্মা বৃক্ষের ন্যায় এবং দেহ ফলের ন্যায়” Epistle ২২, ২খ, ৩১৯ প., কায়রো ১৯২৮ খৃ.। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কাজ হইতেছে শরীরকে ইহার কার্য সাধন (تمام) করিতে দেওয়া এবং তাহা করিয়া ইহা পূর্ণতা (كمال) প্রাপ্ত হয়। আত্মার জন্যই দেহ এবং ইহা কারিগণের জন্য তাহার কারখানার ন্যায়। ইহাকে শহরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের নানা গোত্র ও বিভিন্ন

জনসমষ্টি আত্মার স্বাভাবিক শক্তি : উদ্ভিদের ন্যায় বর্ধনশীল, জীবনী শক্তিসম্পন্ন, বিচার শক্তিসম্পন্ন—এক উপাদান হইতে তিনটির উৎপত্তি। ইনসান একটি ক্ষুদ্র জগৎ, একটি সুনিয়ন্ত্রিত নগরী (مدينة فاضلة), আত্মা যাহার সম্রাট।

অতঃপর Epistle-এ মাস ও নক্ষত্রের প্রভাবে মানব জগের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মতে প্রথম মাসে শনিগ্রহের প্রভাবে জড় পদার্থ একটি আকার গ্রহণ করে, নুত্‌ফা : (نطفة) গুত্র) জরায়ুর মধ্যে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মাসে বৃহস্পতি গ্রহের প্রবল আধ্যাত্মিক প্রভাবে 'আলাক' : (علقة) -তে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং ইহার মধ্যে কতিপয় দৈহিক রসের সমতা সৃষ্টি হয়। তৃতীয় মাসে মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে 'আলাক' অধিকতর সহজভাবে নড়াচড়া করে এবং অতিরিক্ত তাপ গ্রহণ করিয়া ইহা মুদ'গা : (مضغة) -তে পরিণত হয়। চতুর্থ মাসে সূর্য ক্রমবিকাশের কার্য পরিচালনা করে ইহার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ মুদ'গার উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে; জীবনদায়ক শক্তিগুলি ইহাতে জীবন সঞ্চারিত করে এবং ইহা জীবন প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম মাসে শুক্র গ্রহের প্রভাবে দেহের আকার গঠন (خلق) সমাপ্ত হয় (استتم) এবং ইহার সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় (استكملت) চক্ষু, নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর ও কর্ণ গঠিত হয়। ষষ্ঠ মাসে বুধ গ্রহের প্রভাবে নূতন আধ্যাত্মিক শক্তি জগকে সঞ্চারিত করে, তাহার ফলে ইহা তখন ইহার হস্তপদ চালনা করিতে পারে। ইহা মুখ ও চোখের পাতা খুলিতে পারে; ইহা কখনও ঘুমায়, কখনও জাগিয়া থাকে। সপ্তম মাস হইতে ইহার উপর চন্দ্রের প্রভাব পড়িতে থাকে : জগের ওজন, গোশ্বত, স্থূলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহার সন্ধিস্থানগুলি শক্ত হয় এবং ইহার সঞ্চালন ক্ষমতা দৃঢ়তর হয়; ইহা অপরুদ্ধ রহিয়াছে মনে করে এবং বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করে। যদি তাহা ঘটয়া যায়, ইহা বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অষ্টম মাস পর্যন্ত যদি ইহা মাতার গর্ভাশয়ের ভিতরে থাকে, ইহা অধিকতর ভারী হয়, ইহা শৈত্যের প্রবল ক্রিয়া অনুভব করে, ইহা নিদ্রালুতা কাটাইতে পারে না এবং ইহার সামান্য সঞ্চালন ক্ষমতা থাকে। যদি তখন ভূমিষ্ঠ হয়, ধীরে ধীরে ইহার বর্ধন হয়, ইহার সঞ্চালন ক্ষমতা মত্তর হয় এবং কখনও কখনও ইহা মৃতজাত হয়। এইরূপ হইবার কারণ, ইহার উপর পুনরায় শনি গ্রহের প্রভাব পতিত হয়। কিন্তু নবম মাসে আবার ইহার উপর বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাব পড়িতে থাকে : আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে সমতা আসে, প্রাণধারক জীবনী শক্তি প্রবল হয় এবং জীবাত্মার ক্রিয়া কলাপ দেহের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। মানুষের জন্ম রহস্য এইরূপই। ইখওয়ানু'স-সাফা'তে মানুষ সম্বন্ধে আরও অনেক ধারণা আছে, সবই কৌতূহলোদ্দীপক ও চিন্তাকর্ষক। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায় : অনুরূপভাবে যেহেতু মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ, সেহেতু জীবজন্তুর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও তাহার মধ্যে বর্তমান (তু. Ep. ২৬, ৩খ, ১৯ প.)। এই পদ্ধতিতে সৃষ্টিকর্তার নয়, সার্বজনীন আত্মার যন্ত্ররূপে নক্ষত্ররাজি তাহার আনুগত্য স্বীকার করে যাহা সেই সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন করে। এইরূপে মানুষ বিশ্বের উপর আধিপত্যে তাহার অংশগ্রহণ করে। উল্লিখিত মতগুলি ইসলামসম্মত নয়। দার্শনিকদের মধ্যে এই ধরনের বহু মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা ইসলাম সমর্থন করে না।

ফালাসিফা : (দার্শনিকগণ) প্রধানত গ্রীক চিন্তাধারার অনুসরণে আত্মার প্রকৃতির বিষয়, শরীরের সহিত ইহার সম্পর্ক ও কর্তাবুদ্ধি (agent intellect عقل فعال) এর উপাদানগত বুদ্ধির সহিত

সংযোগ-বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন। “যুক্তি-চিন্তাবৃত্তি (Rational faculty), যাহার ক্ষমতাবলে মানুষ মানবতা লাভে সক্ষম হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কার্যরত বুদ্ধি (intellect in action عقل بالفعل) নহে, কর্তা বুদ্ধিই ইহাকে কার্যরত বুদ্ধিতে পরিণত করে” (আল-ফারাবী, আল-সিয়াসাতুল-মাদানিয়া, বৈরুত ১৯৬৪, খ., পৃ. ৩৫)।

পরিশেষে আত-তাহানাবী তাহার অভিধানে 'ইনসান' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আর-রাযী সূরা ১৭ : ৮৫ -এ সম্পর্কিত তাফসীর হইতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন : “বল, আত্মা আমার প্রভুর আদেশ হইতে উদ্ভূত।” কেবল ইলহাম (إلهام) [দ্র.] দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, মানুষ যখন বলে আমি তখন সে যাহাকে বুঝায় তাহাই আত্মা (روح)। যখন ইহা সুবিদিত যে, জৈব দেহের অঙ্গগুলি সর্বদা পরিবর্তিত ও পুনঃস্থাপিত, তখন এই “আমি” কি কোন জৈব দেহ হইতে পারে? যদি মানুষ এই দেহ না হয়, তাহা হইলে সে কি এমন একটি দেহ যাহার মধ্যে জাগতিক উপাদানসমূহের প্রভাব প্রবল? যেহেতু অস্থি, গোশ্বত, মেদ ও পেশীতত্ত্ব লইয়া দেহ গঠিত এবং কেহই এই সকল “স্থূল, বারী ও অন্ধকারময়” দৈহিক উপাদানসমূহের সহিত মানুষকে এক বলিয়া মনে করে না। ইহা দেহ হইতে পারে না যাহার মধ্যে জলীয় উপাদানসমূহ প্রবলভাবে কাজ করে। কারণ ইহাকে চারিটি শারীরিক রসের একটি হইতে হইবে এবং ইহাদের কোনটি মানুষ নহে। অনেকে মনে করেন যে, একমাত্র রক্তকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যায়, কারণ ইহার ক্ষয়ে মৃত্যু ঘটে। যেই দেহগুলিতে প্রভূত্ব করে বাতাস এবং আঁশের উপাদানসমূহ, সেইগুলি হইতেছে আত্মা। ইহা স্বাভাবিক উত্তাপ (الحرارة الفريزية) -এর সহিত মিশ্রিত বাতাস দ্বারা তৈরী এবং হ্রৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে উৎপন্ন। আত্মাসমূহ দ্রবীভূত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ইহার মহান, স্বর্গীয় ও পবিত্র বস্তু। ইহার জীবদেহে আকার প্রাপ্ত হইব মাত্র এবং ইহাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করিবার উপযুক্ত হইলেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। যতদিন দেহ সুস্থ থাকে, ততদিন ইহার দেহের মধ্যে থাকে, কিন্তু যখন দেহে ঘন রস উৎপন্ন হইয়া ইহাদের সঞ্চালনে (سريان) বাধা দান করে তখন ইহার দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহাই মৃত্যু। আর-রাযী বলেন, “এই মতবাদ দৃঢ় ও মহান এবং এই মত সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। কারণ ইহা আসমানী কিতাবসমূহে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বর্ণিত বিবরণের অনুরূপ।” বস্তুত আল্লাহ ফিরিশ্বতাদেরকে বলিয়াছেন, “আমি কর্দম দ্বারা এক মরণশীল জীবন সৃষ্টি করিতেছি। যখন আমি উহাকে সূঠাম করিব এবং উহাতে আমার আত্মা (روح) সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিদ্ধাবনত হইও” (৩৮ : ৭২, তু. ১৫ : ২৯)।

অধিকাংশ চিকিৎসক এবং যাহারা আত্মাকে অস্বীকার করেন তাহাদের মতবাদের ভিত্তি হইতেছে, তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন যে, প্রতিটি প্রজাতির জন্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেই প্রজাতির শারীরিক রসসমূহের সুঘম বিন্যাস। “মানবীয়” শব্দটি তাহাদের উপর আরোপ করা হয় যাহাদের বিশেষ ধরনের গুণ আছে যেই গুণসমূহ সমতার বিশেষ অংশ অনুযায়ী উপাদানসমূহের মিশ্রণের ফল। অপরদিকে দার্শনিকরা বলেন যে, মানুষ দেহ নহে। তাহারা আল্লাহর নিকট “প্রত্যাবর্তন” (معاد) -এর মতবাদ শিক্ষা দেন, কিন্তু দেহের মৃত্যু ঘটে এবং পরজগতে পুরস্কার বা শাস্তি আত্মার জন্যই হইবে—এই কথা তাহারা বিশ্বাস করেন। কতিপয় মুসলিম 'আলিমও এই মত সমর্থন করিয়াছেন, যথা : কতিপয় প্রাচীন মু'তামিলী, কাররামিয়াদের একটি দল, শী'আদের মধ্যে আশ-শায়খুল-মুহীদ।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির পরে আত-তাহানাবী আল-ইনসানু'ল কামিল-এর বিষয় আলোচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : এই নিবন্ধে প্রদত্ত বরাতগুলি ছাড়াও দ্র. আল-ইনসানু'ল-কামিল।

R. Anradex (E.I.²)/মুহাম্মাদ শাহাদত আলী আনসারী

আল-ইনসানু'ল-কামিল (الانسان الكامل) : অর্থ পরিপূর্ণ মানুষ, তাসাউফের একটি পরিভাষা, যাহা সুফীগণ উচ্চতর মানবীয় যোগ্যতার স্তর বুঝাইতে ব্যবহার করেন। অন্য কথায় ইহার অর্থ এই যে, “আল-ইনসানু'ল-কামিল” এমন একজন আল্লাহ-প্রেমিক ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহর একক সত্তার পূর্ণ অনুভূতি নিজের অন্তরে বদ্ধমূল করিতে সক্ষম। আবু যযীদ বিসতামী (মৃ. ২৬১/৮৭৪), [যাহার উদ্ধৃতি আল-কুশায়রীর গ্রন্থে (কায়রো ১৩১৮ হি. পৃ. ১৪০ লা. ১২ পৃ., তু. R. Hartmann, Al-Kuschairis Darstellung des : Sufitum, Turkische Bibliothek. ১৮ খ. ১৬৮ প. আছে) বলেন, যে সুফী আল্লাহর কতক গুণে গুণান্বিত হইতে সক্ষম হন এবং উত্তরোত্তর এই বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করেন, তিনিই পরিপূর্ণতার (আল-কামিলু'ত- তাম) অধিকারী হন। এই পর্যায়ের সুফীকে আল ইনসানু'ল-কামিল' বলিতে পারি। এই পরিভাষা সম্ভবত ইবনু'ল 'আরাবী তাহার রচনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন (তু. ফুসুলুল-হিকাম অধ্যায় ১)। 'আবদুল-কারীম ইবন ইব্রাহীম আল-জীলী'র (মৃ. আনু. ৮২০/১৪১৭) একটি সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত গ্রন্থের নামও “আল-ইনসানু'ল-কামিল ফী মা'রিফাতিল-আওয়ালিহ ওয়া'ল-আওয়াল ইল” [উর্দু অনু. ফাদ'ল মীরান, করাচী ১৯৬২]। সুফীগণ “ওয়াহদাতুল-ওয়াজুদ” আকীদার ভিত্তিতে “ইনসান কামিল”-এর মূল্যায়ন করেন। ইহার অর্থ এই যে, وجود শব্দ কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া অন্য সব কিছুই একান্তভাবে আপেক্ষিক। ইহার অনুরূপ অথবা কিছু ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন মানসুর হা'ল্লাজ (তু. কিতাবু'ত-তাওয়াসীন, Massignon সংস্করণ, পৃ. ১২৯ প.)। ইবনু'ল 'আরাবী বলেন : মানুষ তাহার সত্তায় আল্লাহর প্রতিচ্ছবি ও সৃষ্টি জগতের প্রতিচ্ছবি একত্র করিয়া নেয়। আল্লাহর সত্তা, তাহার নাম ও গুণাবলীসহ মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়। মানুষ এমন একটি আয়না যাহাতে আল্লাহ নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং মানুষই সৃষ্টিজগত সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। আমাদের মধ্যে এমন গুণাবলী বিদ্যমান যে গুণাবলীর সাহায্যে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে পারি। আমাদের অস্তিত্ব তাহার অস্তিত্বের বাহ্যিক রূপমাত্র। আমাদের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব যেমন অপরিহার্য তেমন আমাদের অস্তিত্বও তাহার (আল্লাহর) অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য যাহাতে তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।”

এই বিষয়ের কোন কোন ব্যাখ্যায় আল-জীলী ইবনু'ল-'আরাবীর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। আল-জীলী এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার বক্তব্য এই : তাহাই সত্তা, যাহার সহিত নাম ও গুণাবলী সম্পৃক্ত করা যায়। যদিও প্রকৃতপক্ষে সত্তা ও গুণবাচক সত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না, তবু মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা অস্তিত্ববান অথবা অস্তিত্ববান নয়। অস্তিত্ববান বলিতে তো একমাত্র আল্লাহকেই বুঝায় অথবা এমন কিছু যাহাতে অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা সম্পৃক্ত হয় (সৃষ্টি বস্তুসমূহ)। সাধারণ অস্তিত্ব অথবা অপরিহার্য অস্তিত্বের অর্থ এই যে, গুণবাচক সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে নাম, গুণাবলী ও অপরিহার্যতার মিলিত রূপ এবং ‘আমাল ইনকিশাফ-এর

অর্থ এই যে, অবিমিশ্র পদার্থ (بساطت)-এর স্তর হইতে নিম্নে অবতীর্ণ হওয়ার কার্য (‘আমাল)। ইহার তিনটি পর্যায় আছে : (১) احدى (২) احدى و هوية (৩) ائنة ; ‘আমাল ইনকিশাফ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে নাম ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটে এবং আমরা ইহা দ্বারা সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। ইহার পৌছাইবার মাধ্যম পরিপূর্ণ মানুষের দীপ্তি (تجلي) যাহা সাধারণ সত্তা হইতে নির্গত হওয়ার এবং পুনরায় উহাতেই প্রত্যাবর্তনের আদর্শ দৃষ্টান্ত। জ্যোতিসমূহের সূত্র ধরিয়া ইহা আরও উপরের স্তরে উন্নীত হয়। পরিশেষে ইহা ইলাহী সত্তায় বিলীন হইয়া যায়, প্রথম স্তরে ইহাকে تجلى নামে অভিহিত করা হয়। ‘ইনসান কামিল’কে এই নামের জ্যোতি বিলীন (فناء) করিয়া দেয়। ইহার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন, এমন কি যদি আল্লাহকে তাহার সত্তামূলক নামে ডাকা হয় তবে তিনি সে ডাকে সাড়া দিবেন। কেননা এই নাম সম্পূর্ণরূপে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। দ্বিতীয় স্তরের নাম تجلى তাহার চেষ্টি ও অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ তাহার জ্ঞানের প্রশস্ততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তা অনুযায়ী তারীকাতের অনুশীলনকারী এই জ্যোতি (তাজালী) লাভ করেন। কোন কোন মানুষের নিকট আল্লাহ নিজেকে صفت حیات (জীবন গুণের) দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট তিনি صفت علم (জ্ঞান সম্পর্কিত গুণাবলী) প্রকাশ করেন এবং কাহারও নিকট তিনি তাহার শক্তি ও পরাক্রমশীলতার (صفت قدرت) গুণাবলী প্রকাশ করেন। এইভাবে তিনি তাহার অন্যান্য যাবতীয় গুণের প্রকাশ ঘটাইয়া থাকেন। অতঃপর এমনও হয় যে, একই গুণের প্রকাশ বিভিন্ন অবয়বে হইতে পারে। যেমন, কেহ কেহ আল্লাহর কালাম (বাণী)-কে নিজের পূর্ণ অস্তিত্ব দ্বারা শ্রবণ করে, কেহ অন্য মানুষের মৌখিক শ্রবণ করে। কিন্তু তাহাকে আল্লাহর বাণী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং অনেককে ইহার পরবর্তী ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের (حوادث) সংবাদ প্রদান করা হয়, সর্বোচ্চ স্তরের নাম تجلى ذات (সত্তার জ্যোতি)। ইহা দ্বারা ইনসান কামিল-এর মধ্যে الوهيت (প্রভুত্ব)-এর ধারণা সৃষ্টি হয়। তখন সেই মানুষ সমস্ত সৃষ্টির কৃত্ব (দ্র.) হয় এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ওয়াসীলা হইয়া যায়। সুতরাং মানব জাতির জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য। সে এইরূপ মানুষের আনুগত্য করে। কেননা সে পৃথিবীতে আল্লাহর খালীফা (দ্র.; তু. ২ : ২৮)। ইনসান কামিল আল্লাহ ও মানুষের যাবতীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হইয়া আল্লাহ ও তাহার সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করে। স্বীয় বিশ্বজনীন প্রকৃতির ফলে অস্তিত্বের (وجود) জগতে তিনি এক অতুলনীয় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন। আল-জীলী, আল্লাহর গুণাবলী ৪ প্রকার বলিয়া বর্ণনা করেন : (১) সত্তা (ذات), একত্ব (احديت), চিরন্তনতা (ابدیت), সৃষ্টি করার ক্ষমতা (خالقیت) ও অনুরূপ অন্যান্য গুণ ইহার অন্তর্ভুক্ত (২) صفات جمال (সৌন্দর্য সম্পর্কিত গুণাবলী)। (৩) صفات جلال (পরাক্রমের গুণাবলী) ও পূর্ণতা লাভের গুণাবলী। جلال جمال ও جمال (সৌন্দর্য, পরাক্রম ও পূর্ণতা)-এর গুণাবলীর বিকাশ এই দুনিয়াতেও ঘটে এবং আখিরাতেও ঘটয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ জান্নাত ও জাহান্নাম পর্যায়ক্রমে جمال و جلال (সৌন্দর্য ও পরাক্রম) প্রকাশক। কিন্তু ইনসান কামিল এমন এক পরিপূর্ণ মানবসত্তা যাহার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ ঘটয়া থাকে এবং যে ইলাহী জীবন হইতে পূর্ণ অংশ পায়। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের (৩৩ : ৭২) সুফীতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বোধগম্য হয় যে, ‘আলামে আস-গ'ার (ক্ষুদ্র বিশ্ব)-এর স্তরে পৌছাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষ নিজেই আল্লাহর নিকট হইতে আমানাত-স্বরূপ গ্রহণ

করিয়াছে। তাহার সত্তায় রহ'নী (আধ্যাত্মিক) ও পার্থিব উভয় প্রকারের উপকরণ বিদ্যমান। তাহার কাল্ব (অন্তর) আল্লাহর 'আরশ (উচ্চাসন), তাঁহার বুদ্ধি ('আক'ল), আল্লাহর কালাম (মসি), তাহার নাফস (ব্যক্তিসত্তা) লাওহে' মাহ'ফুজ (সংরক্ষিত ফলক) এবং তাহার প্রকৃতি (ফিত'রাত) উপাদানসমূহের সমার্থক। মোটকথা, সে সত্যের (আল্লাহর) ব্যবস্থাপত্র বা নির্দেশ [(তু. হ'াদীছে' আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত 'আদাম্ব (আ)-কে তাঁহার স্-রাত্তে (আকৃতিতে) সৃষ্টি করেন। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ(স)-কে "ইনসানুল-কামিল"-এর বাস্তব উদাহরণরূপ মনে করা হয়। কেননা পূর্ণ 'আকীদার একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সৃষ্টি রোযে আযলেই (সৃষ্টির প্রথম দিনেই) হইয়াছিল (দ্র. Goldziher, Nauplatonische und gnostische Elemente im Hadit, Zeitschrift für Assyriologie: ২২, ৩২৪ প.)। প্লেটোবাদী কতিপয় সূ-ফীও "হযরত নবী কারীম (স)-কে অর্থাৎ "ইনসান কামিল" [যাহার মধ্যে আল্লাহর উত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়াছে]-কে 'আকল কুল হইতে পৃথক করেন না।" আল-জীলী অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। যত নবী ও ওয়ালী দুনিয়ায় আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের মর্যাদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা অপেক্ষা কম। আল-জীলী বলেন, [আল্লাহ মা'ফ করুন] হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রতি যুগে কোন একজন ওয়ালীর অবয়ব অবলম্বন করেন এবং অনুরূপভাবে সূফীদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। তু. Goldziher পৃ. ১৯., এই 'আকীদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী "নূরে মুহাম্মাদী" ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হইতে থাকে। অতঃপর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামের মূলনীতি মুতাবিক "ইনসানে কামিল"-এর জন্য শারী'আতের অনুসরণ অত্যাৱশ্যক। আহলু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত উপরিউক্ত মতাবলী গ্রহণ করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে : (১) মাহ'মুদ শাবিন্দারী, গুলশান রায়, Whinfield সংস্করণ, শ্লোক ৩১২-৫৬১; (২) Tholuck, Sufismus, অধ্যায় ৪; (৩) Palmer, Oriental Mysticism, অধ্যায় ৩; (৪) 'আল্লামা ইক'বাল, The development of Metaphysics in Persia ইহাতে আল-জীলীর দার্শনিক মতবাদসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে; এই পর্যায়ে ইক'বালের "ইনসানে কামিল" সম্পর্কে চিন্তাধারা পর্যালোচনাযোগ্য। দ্র.; (৫) যুসুফ হুসায়ন খান, রুহে' ইক'বাল; (৬) খালীফা 'আবদুল-হাকীম, ফিকরে ইক'বাল ইত্যাদি; (৭) Nicholson, The Mystics of Islam, অধ্যায় ৬।

Nicholson (E.I.²)/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

সংযোজন

আল-ইনসানুল-কামিল (الانسان الكامل) : কথাটির অর্থ— একজন পরিপূর্ণ মানুষ। ইহা সূফী দার্শনিকগণের একটি পরিভাষা। মানবীয় যোগ্যতার উচ্চতর স্তর বুঝাইতে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায় আল-ইনসানুল-কামিল বলিতে এমন একজন আল্লাহ প্রেমিক ব্যক্তিকে বুঝায়—যিনি আল্লাহর একক সত্তার পূর্ণ অনুভূতি স্বীয় অন্তরে বদ্ধমূল করিতে সক্ষম হইয়াছেন (আবু যায়ীদ আল-কুশায়রী, যাহার উদ্ধৃতি আল-কুশায়রীর গ্রন্থে, ১২ খ., পৃ. ১৪০, ১৩৬৮ হি.; তু. HART

MANN ALKUSCHRIRIS DURSTHUNGS DES : SUFITUM. TURKISCHE BIBLIOTHEK, ১৮খ., পৃ. ১৬৮) বলেন, যে সূফী আল্লাহর কতক গুণে গুণান্বিত হইতে সক্ষম হন এবং এই বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন, তিনিই পরিপূর্ণতার অধিকারী হন (আল-ইনসানুল-কামিলু'ত-তায্ম)। এই পরিভাষা সম্ভবত ইবনুল-আরাবী তাঁহার রচনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন (তু. ফুসুলুল হিকাম, ১ম অধ্যায়)। 'আবদুল-কারীম আল-জীলীর একটি সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত গ্রন্থের নামও 'আল-ইনসানুল-কামিল ফী মা'রিফাতিল-আওয়ালির ওয়াল-আওয়ালিল'। উক্ত সংস্করণ ফাদল মীরান, করাচী ১৯৬২ খৃ.।

একজন ইনসানে কামিল জাগতিক ও আসমানী সকল আংশিক ও সামগ্রিকের সীমাবদ্ধকারী। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি জাগতিক ও আসমানী গ্রন্থসমূহের একটি একত্র রূপ। একইভাবে তাঁহার রহ' ও মেধা একটি জ্ঞান গ্রন্থ যাহা গ্রন্থসমূহের সারাংশ নামে পরিচিত। সেই দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে তাঁহার প্রকৃতি বিনাশন ও স্থিতির গ্রন্থ। আর তাঁহার অন্তঃকরণ লাওহে' মাহ'ফযেজর গ্রন্থ (মুহাম্মাদ 'আবদুর রউফ মানাজী, আত-তাওফীক 'আলা-মুহিমমাতিত-তা'আরীফ, ১খ, ৯৯)।

'আল্লামা জুরজানীও উপরোক্ত মন্তব্যের পর লেখেন, তিনি একটি মহাপবিত্রতম পুস্তিকা যাহা পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না এবং উহার রহস্যাবলী উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ সেখানে তমসার পর্দা বিরাজিত (আলী ইবন মুহাম্মাদ জুরজানী, আত-তা'আরীফাত, ১খ., ৫৬)। ইনসানের সৃষ্টি সুন্দরতম গঠনে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি সুন্দরতম গঠনে" (৯৪ : ৪)।

এখানে الانسان বলিতে সমগ্র মানবজাতিকে বুঝান হইয়াছে। আর ত্বোয়িম শব্দটি সাধিত হইয়াছে قوام বা قوام ধাতুমূল হইতে। কোন কিছুর অবয়ব বা ভিত্তিকে নির্ধারণ করার অবস্থাকে বলে قوام। আর এই প্রেক্ষাপটকে قوم বলে, যাহা হইতে নির্মান করা হয় কোন কিছুর মৌলিক পরিকাঠামো। মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রকাশ্য জগতের সকল বস্তুই বিদ্যমান, ইহা ব্যতীত তাহার মধ্যে রহিয়াছে জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু আত্মা, রহিয়াছে বাকশক্তি। এই সমন্বিত রূপের কারণে মানুষ সমস্ত জগতের প্রতিভূ। আর এই কারণেই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে পরিলক্ষিত হয় যুগপৎ শয়তান ও ফেরেশতা স্বভাবের সহাবস্থান, প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, অভিপ্রায়, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও প্রেম-ভালোবাসা। এক কথায় মানুষ আল্লাহ তা'আলার সমষ্টিগত গুণবস্তুর প্রতিবিম্ব। সে কারণেই মানুষ বিবেক-বুদ্ধির জ্যোতিতে মাত। পরম সত্তার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও প্রতিবিম্বজাত পূর্ণত্বসমূহের ধারক ও বাহক এই মানুষ। তাই এই মানুষই লাভ করিয়াছে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধিত্ব (খিলাফাত)। যেমন তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে চাই" (২ : ৩০; কাযী ছানাতুল্লাহ পানিপতী, তাফসীরে মাজ'হারী, ১০খ, পৃ. ২৯৭)।

এখানে খলীফা অর্থ প্রতিনিধি, আর প্রতিনিধি নামকরণে ভূষিত করা হইয়াছে হযরত আদম (আ)-কে। খলীফা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ পাকের বিধানাবলীর প্রচলন, পথ প্রদর্শন, সত্য পথের প্রতি আহ্বান, আল্লাহ

পাকের নৈকট্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মের জন্য। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্যই তিনি খলীফা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ সাধারণ মানুষ সরাসরি আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা রাখে না এবং সরাসরি আল্লাহ পাকের প্রত্যাদিষ্ট বিধান গ্রহণ করিতেও অক্ষম। তাই আল্লাহ পাক এই প্রতিনিধিত্বের পরম্পরা শুরু করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে (তাফসীর মাজহরী, ১খ, পৃ. ৪৮)।

প্রসিদ্ধ সূফী দার্শনিকগণের নিকট এই বিষয়টি স্বতসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান যে, পৃথিবীর সকল কিছু সূর্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে পারে না, পারে শুধু মাটি। মাটি সূর্যকিরণ আকর্ষণ করত নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে, প্রয়োজনে অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে। তেমনিই অন্যান্য সৃষ্টি আল্লাহ পাকের গুণাবলীর বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে সি'ফাতী) কতকাংশে ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও সত্তাগত বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে যাতী) ধারণ করিতে পারে না। উভয় বিচ্ছুরণের সুদূরবর্তী ছায়া-প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করিয়াই সৃষ্টিকে তৃপ্ত থাকিতে হয়। কেবল মানুষ ইহার ব্যতিক্রম। মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। মাটিসহ দশটি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম উপাদান লইয়া মানুষের অস্তিত্ব গঠন করা হইয়াছে। তাই মানুষ মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমাহার। মহাবিশ্ব আলামে কাবীর, বৃহৎ জগত, আর মানুষ আলামে ছাগীর, ক্ষুদ্র জগত। মহাবিশ্বের কোন কিছুই তাহার মত সমষ্টিভূত নহে। কেবল মানুষই আল্লাহর সত্তা ও গুণবস্তুর তাজাল্লী গ্রহণে সক্ষম। আমানতের প্রকৃত দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই রহিয়াছে। হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতি সম্পর্কিত একটি কাব্যে উল্লেখ হইয়াছে :

دواءك فيك ولا تشعر - وداءك منك وما تبصر

تزعم أنك جرم صغير - وفيك انطوى العالم الأكبر

“আরে, তোমার ব্যাধির প্রতিষেধক তো তোমাতেই বিদ্যমান, তুমি তাহা জান না। তোমার ব্যাধির উৎস তো তুমিই; তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ না। তুমি মনে কর, তুমি একটা ক্ষুদ্র সত্তা— আরে না, তোমাতেই সঞ্চিত রহিয়াছে মহাবিশ্ব”।

মহান আল্লাহ পাকের শানে আলোচিত গুণবস্তুর দ্বারা তিনি মানব স্বভাবকে গুণাবিত্ত করিয়াছেন, তাহাই সুন্দরতম পরিগঠন আহ'সানি তাক-বীম, যদ্বারা তিনি তাহাকে, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও কর্মক্ষম করিয়াছেন। তিনি বলেন,

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً.

“আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহর রঙ, রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর” (২ : ১৩৮)।

লক্ষ করা যায়—হীয হস্তে তিনি অস্তিত্ব দান করিলেন, হযরত আদম (আ)-এর (তু. ৩৮ : ৭৫)। ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন তাহাকে সিজদা করার। অথচ কত মর্য়াদাশীল সৃষ্টি তাহারা? যাওয়া ইবন মু'আয আর-রাযী বলেন, “من عرف نفسه فقد عرف ربه” যে ব্যক্তি নিজেকে চিনিয়াছে সে তাহার প্রতিপালককে চিনিয়াছে” (আল্লামা আলুসী, তাফসীরে রুহুল-মা'আনী, ৩০খ, পৃ. ১৭৫)।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ইনসানের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে একটি সুপ্ত যোগ্যতা রহিয়াছে। ইনসান আমানতের বাহক।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ.

“আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার নিকট এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম। তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল” (৩৩ : ৭২)।

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমানত অর্থ আনুগত্য এবং ফরয দায়িত্বসমূহ যেগুলির বাস্তবায়ন আল্লাহ পাক তাহার বান্দাদের জন্য আবশ্যকীয় করিয়াছেন। 'আল্লামা বাগ-বী লিখিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, আমানত বহনকারী একমাত্র মানবজাতি। সুতরাং আমানতের অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় 'আনুগত্য ও শারী'আতের দায়িত্বভার' তাহা হইলে মানুষের বিশেষত্ব আর থাকে কোথায়? জিন ও ফেরেশতারও তো শারী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর তাহা হইলে ফেরেশতারাই হইবে অগ্রগামী। যেহেতু তাহারা নিষ্পাপ। তাই তাহাদের আনুগত্যও নিষ্ফল। সারাক্ষণ তাহারা ব্যাপৃত থাকে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায়। পক্ষান্তরে মানবজাতির অনেকেই আত্ম-অত্যাচারী। পাক কুরআনের ভাষায় তাহাদেরকে বলা হইয়াছে ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ “সে আত্ম-অত্যাচারী”। কিছু সংখ্যক আবার মধ্যপথাবলম্বী। তাহাদেরকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে مُتَّصِدٌ (মধ্যপথাবলম্বী)। আবার কেহ কেহ কল্যাণের পথে আওয়ান। তাহাদেরকে বলা হইয়াছে سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (কল্যাণের পথে অগ্রগামী)। এই সকল কারণেই সূফী দার্শনিকগণ বলেন, আমানত অর্থ জ্ঞানের আলো, বিবেকের জ্যোতি ও প্রেমের আগুন। জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে অর্জিত হয় যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ন ও আল্লাহর পরিচয়ের পথ। আর সে পথের সকল অন্তরায় প্রেমের আগুন দ্বারা জুলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া যায়। পথ হয় পরিচ্ছন্ন ও সুগম। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ফেরেশতাগণের উন্নতির স্তর নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ।

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ.

“আর আমার পক্ষ হইতে তাহাদের প্রত্যেকের মর্য়াদা সুনির্ধারিত সীমাবদ্ধ”।

ঈদৃশ সীমাবদ্ধতাকে জ্বালাইয়া অতিক্রম করিতে পারে একমাত্র ভালোবাসার আগুন। আর সেই ভালোবাসা বুকে ধারণ করে শুধু মানব জাতিই। সেই হেতু একমাত্র তাহাদের সম্মুখেই উন্মোচিত হইতে পারে আল্লাহ পাকের রহস্যময় পরিচয়, 'মারিফাতে ইলাহী। আল্লামা ছানাতুল্লাহ পানিপতী বলেন, আমি হযরত মুজাদ্দিত আলফে ছানীর মহামূল্যবান বক্তব্য হইতে এইটুকুই উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি যে, আমানত একটি দুশ্পাপ্য অমূল্য বৈভব। পরম পবিত্রতম সত্তার জ্যোতিসম্পাত ধারণ করার যোগ্যতাই হইতেছে আমানত। আর সেই যোগ্যতার অধিকারী একমাত্র মানুষ। ঈমান ও পুণ্যকর্ম মানুষকে স্থাপন করিতে পারে ফেরেশতাগণের সমান্তরালে। তখনই অর্জিত হইতে পারে আল্লাহর গুণবর্তীজাত জ্যোতি ধারণের যোগ্যতা। কিন্তু তাহার সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিফলন ধারণ করিতে পারে কেবল রহস্যময় মুকুর যাহা মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত। হযরত আদম (আ) এই রকম যোগ্যতাধারী ছিলেন বলিয়াই হইতে পারিয়াছিলেন আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। তিনি হযরত আদম (আ)-এর সৃজন প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, اِنِّى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ “নিশ্চয় আমি জানি তোমরা

যাহা জান না” (২ : ৩০)। একথার অর্থ, ওহে ফেরেশতামণ্ডলী! আমি যে আমানত সম্পর্কে জানি তাহা হইল, আমার সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে একমাত্র মৃত্তিকাজাত ‘আদম’—একথা আমি জানি, তোমরা জান না।

দুই ধরনের শক্তি দেওয়া হইয়াছে শুধু মানুষকে। একটি হিংস পশুশক্তি, অপরটি গৃহপালিত পশু শক্তি। হিংস পশুশক্তিবলে মানুষ আরোহণ করিতে পারে আধ্যাত্মিকতার উন্নততর স্তরে। আর গৃহপালিত পশুশক্তি তাহাকে যোগান দেয়, কঠোর সাধনার স্পৃহা, আল্লাহর পথে ক্রেশ সহ্য করার ক্ষমতা। এই শক্তি দুইটির ভিত্তিমূল বা উৎসস্থল ও মৃত্তিকা (তাফসীরে মাজহারী, ৭খ, পৃ. ৩৮৭)।

সূর্যালোক শোষণ ও সংরক্ষণ করা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই সূর্যালোক স্নাত মাটি হইতে উৎপন্ন হয় লতাগুলা ও বৃক্ষরাজি। কিন্তু আলোর মধ্যে এইরূপ বৈশিষ্ট্য নাই। শোষণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা না থাকার কারণে আলোক যেমন নিজে সূর্যকিরণ হইতে কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, তেমনই অপরকেও কল্যাণ দান করিতে পারে না। ফেরেশতা নূর বা আলোক হইতে সৃষ্ট আর মানুষ মাটি হইতে। তাই উভয়ের মধ্যে মৌলিক তারতম্য রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্য ধন্য। তবে তাহাদের নৈকট্যের পরিসর সীমিত। তবে মানুষ নৈকট্যের (কুরবাতের) মর্যাদায় ফেরেশতাগণের সমান্তরাল হইলেও বন্ধুত্বের (বিলায়াতের) মর্যাদায় ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অবশ্য নবী-রাসূলগণই ইনসানে কামিল পরিপূর্ণ মানুষ। নবী-রাসূলগণ ও ফেরেশতামণ্ডলী উভয়ে পরিপুষ্ট ও কল্যাণপ্রাপ্ত হন আল্লাহর গুণবস্তুর জ্যোতি হইতে, যে গুণবস্তুর তাঁহার সত্তা সম্পৃক্ত। তাই তাঁহার সংগুণ নাম (ইসমে বাতিন) হইতে অনুপ্রেরণা (ফায়েশ) গ্রহণ করে ফেরেশতাকুল। আর প্রকাশ্য নাম (ইসমে জাহির) হইতে ফয়েযসিক্ত হন নবী-রাসূলগণ। ইহা সকলের উৎসস্থল (মারজা’ তা’আম্ম্যন), সূত্রাং মনে রাখিতে হইবে নবুওয়্যাতের পরিপোষক সত্তাজাত জ্যোতি বা যাতী নূর। ফেরেশতাগণ এই নূরের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে অক্ষম। কারণ তাহাদের অস্তিত্বে মৃত্তিকার উপাদান নাই। মৃত্তিকা রহিয়াছে মানুষের অস্তিত্বে। তাই সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা হইতে এবং বিশেষ মানুষ (নবী-রাসূল) বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আবার জান্নাতও নির্ধারণ করা হইয়াছে শুধু মানুষের জন্য। জান্নাতের সুখ-সম্ভার আনন্দান করার যোগ্যতা ফেরেশতাগণের নাই। তাহারা দায়িত্ব পালনার্থে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং কর্তব্য শেষ হইলে জান্নাত হইতে বাহির হইয়া আসিবে (তাফসীরে রুহুল-মা’আনী, ২২খ, পৃ. ৯৬-১০২)। তাফসীরে হাফস্কাণীতে উল্লেখ হইয়াছে, এই আমানত হইল দিলের দরদ, হৃদয়ের কামনা, মহব্বত। জড়জগত, উদ্ভিদ জগত, এমনকি ফেরেশতাকুল কাহারও এই যোগ্যতা নাই (তাফসীরে হাফস্কাণী, ৪খ, ৪১; হাফস্কাইকুল ইসলাম ওয়া আবাতীলুল-খুমুসাহ, আনোয়ার সাদাত, পৃ. ৯৩; জেঃ সেক্রেটারী মুতামার আলাম আল-ইসলামী, পাকিস্তান)।

আল্লাহ নির্ধারিত ফিতরাতই ইনসানের ফিতরাত,

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

“আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন” (৩০ : ৩০)।

فِطْرَةُ শব্দটির অভিধানিক অর্থ প্রকৃতি, সূচনা, স্বভাব, সৃষ্টি, প্রত্যেক বস্তুর মৌল অবস্থা। পানির প্রকৃতি প্রবহমানতা, বায়ুর প্রকৃতি সঞ্চালন-শীলতা। এইগুলি উহাদের সৃষ্টিগত প্রকৃতি। এইরূপ মানুষের মৌল প্রকৃতি সূচনাতে ছিল فِطْرَةُ আল্লাহর ‘ফিৎরাত’ যাহা একটি সর্বোৎকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। তাহাকেই اسلام ‘ইসলাম’ এবং তাহাকেই دِينِ قِيمِ একটি প্রতিষ্ঠিত দীন বলে (তাফসীরে হাফস্কাণী, ৩খ, পৃ. ৫৫১)।

ফিতরাতের পারিভাষিক অর্থ—(১) সকল পদার্থের মধ্যে আজন্ম বর্তমান একটি বিশেষ গুণের নাম ফিতরাত। (২) পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবমুক্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক গতিই ফিতরাত। (৩) আদ-দীন অর্থাৎ আইনের বিধান। (৪) আস-সুন্নাত অর্থাৎ প্রকৃতি বা রীতিনীতি। (৫) নব সৃষ্টি। এই সকল অর্থের মৌল ভাবের প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যায়, সকল পদার্থের মধ্যে আজন্ম বর্তমান একটি বিশেষ গুণের নামই ফিতরাত। অপরপর অর্থগুলি ইহারই বিভিন্ন রূপ (জা’ফর ফুলওয়ারবী, ইসলাম ও ফিতরাত, পৃ. ১৩)।

এখন আমাদেরকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, আল্লাহর ফিতরাত কী, আর মানুষের ফিতরাত কী? মানুষের ফিতরাত সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে পরস্পর বিরোধী অভিমত পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পারিপার্শ্বিকতা ও বহির্জগতের সম্পর্ক মুক্ত ব্যক্তিজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই মানুষের ফিতরাত। আবার কেহ বলেন, দেশকাল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র মানবেতিহাসের পক্ষপাতহীন পর্যালোচনার আলোকে যে সাধারণ ধর্ম বা গুণটি পাওয়া যায়— তাহাই মানুষের ফিতরাত। কোন কোন চিন্তাবিদদের অভিমতে— পরবর্তী কালের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অপরিচিত পূর্ববর্তী যুগের মরচ্চারী মানুষের প্রকৃতিই মানুষের ফিতরাত। আবার কোন কোন গবেষকের মতে— সদ্যজাত শিশুর স্বভাবই মানুষের ফিতরাত। তবে কোন অভিমতই সমালোচনার উর্ধ্বে নয় (প্রাগুক্ত)।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষের ফিতরাতী (প্রকৃতিগত) চাহিদাগুলি দুই ধরনের, জৈবিক ও আধ্যাত্মিক। মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলির প্রতি লক্ষ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ ও সাধারণ জীবের মধ্যে শুধুমাত্র রুচিবোধ ব্যতীত আর কোন তফাৎ নাই। গরু ছাগল উদ্ভিদ খায়, বাঘ খায় গোশত, আর মানুষ সেইগুলি খায় রন্ধন করত। জীবন ধারণের জন্য পানাহার, বংশ বৃদ্ধির জন্য যৌনাচারের ক্ষেত্রে মানুষ ও সাধারণ জীবের মধ্যে রুচিবোধের পার্থক্য। একমাত্র নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সাধারণ জীব হইতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশক।

আমরা মানুষের নৈতিক ফিতরাতগুলির প্রতি লক্ষ করিলে দেখিতে পাইব, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণ বর্তমান। দয়া ও নিষ্ঠুরতা, দানশীলতা ও কৃপণতা, বীরত্ব ও ভীর্ণতা, সভ্যতা ও অসভ্যতা, লোলুপতা ও অল্পে তুষ্টতা, স্বৈর্য ও চপলতা, কঠোরতা ও কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও লজ্জাহীনতা, আর্দ্রতা ও উষ্ণতা, সম্মতি ও অসম্মতি, মিতাচার ও অমিতাচার, ভালোবাসা ও শত্রুতা একই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। ভালো-মন্দ সকল গুণই কমবেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমাবিষ্ট এবং এই সকলই ফিতরাতের অবদান। এখন প্রশ্ন হইল, মানুষের প্রকৃত ফিতরাত কী? সং গুণ না অসং গুণ, প্রীতি না বিদ্বেষ কৃতজ্ঞতা না কৃতঘ্নতা, সুবিচার না অবিচার? এখন আমরা পর্যালোচনা করিব, কোনটি সঠিক?

একথাটি এখন সুস্পষ্ট যে—মানুষের অন্তরের সহজাত প্রবণতাগুলিই ফিতরাত। এইগুলিকে শিথিল করা আল্লাহর আদৌ উদ্দেশ্য নয়। যদি

তাহাই হইত—তাহা হইলে এইগুলি দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকিত না। মানুষের কোন গুণকেই বিলুপ্ত করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের নাই, বরং এইগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই তাহার কাম্য। তোমাদের এই ফিতরাতগুলিকে আমার মত ন্যায়সংগতভাবে যথাস্থানে ব্যবহার কর; আল্লাহ পাক যেন বিশ্ব মানবকে এই কথাই ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিতেছেন। আল্লাহর ফিতরাত,

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

“আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত প্রকৃতি যাহার ভিত্তিতে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানবজাতিকে” (৩০ঃ৩০)।

অণু-পরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর সহিত আল্লাহ প্রদত্ত উহার সহজাত প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই সত্যটিকেই পাক কুরআন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছে ‘سُنَّةُ اللَّهِ’ আল্লাহর রীতি বলিয়া। আল্লাহর ফিতরাত অখণ্ডনীয় পরিপূর্ণ ও অসীম। সসীমের পক্ষে ইহার পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে মানবজাতি যে জ্ঞানের অধিকারী তদ্বারা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, এই অগণ্য সৃষ্টি জগতের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি ফিতরাত কার্যকরীরূপে বিরাজমান আর তাহাই আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত (প্রাণ্ডক্ত)।

আল্লাহ পাকের অসংখ্য গুণ। আমরা তাঁহার গুণাবলীকে তিনটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি, ‘রবুবীয়ত’ (লালন-পালন) ‘রহমত’ (করুণা), ‘আদালত’ (ন্যায়বিচার)। সূরা ফাতিহাতে এই তিনটি বিশেষণের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে :

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَرَبِّ الْعَالَمِينَ.

বিশ্বসৃষ্টির অণু-পরমাণুতে এই তিনটি গুণের কার্যকারিতাই দৃশ্যমান। আল্লাহর একটি গুণের নাম عدالت বা ন্যায়পরায়ণতা। প্রতিটি বস্তুর সঠিক ব্যবহারের নাম ন্যায়পরায়ণতা। এই গুণটির ফলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বিশ্বের যত নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং মানবজীবন বিধানের সত্যিকারের ভিত্তিও ইহাই। ন্যায়পরায়ণতা বিরোধী গুণটিই ‘জুলুম’ অর্থাৎ কোন বস্তুর অযথার্থ ব্যবহার। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ঠিক হইলেও কোন বস্তুর ব্যবহার যথার্থ না হইলে জুলুম হইতে পারে, যদি ব্যবহার ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সংগতিহীন থাকে।

আল্লাহর ফিতরাত বলিতে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী, ইহা তো জানা কথা। তিনি ‘রাহমান’, ‘রাহীম’, ‘কারীম’, ‘সান্তার’। আর তিনিই ‘আযীয’, ‘জাব্বার’, ‘মুতাকাব্বির’ অর্থাৎ তিনি দাভা-দয়ালু, গোপনকারী, তেমনই প্রবল, মহাপরাক্রান্ত, অহংকারী প্রকাশক। তাই বলিয়া তিনি জালিম নহেন। তিনি পরম্পর বিরোধী অশেষ গুণের অধিকারী হইলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনুযায়ী সেন্সলির যথাযথ ব্যবহার তাঁহাকে করিয়াছে ন্যায়পরায়ণ।

কোমলতা ও কঠোরতা দুইটি বিপরীত গুণ রহিয়াছে আল্লাহ পাকের। স্বভাবগতভাবে মানুষের মধ্যেও রহিয়াছে এই দুইটি গুণ। ইহার কোনটিকেই বিলোপের নির্দেশ তিনি দেন না, বরং ইহাদের যথাস্থানে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারই তাঁহার কাম্য। কোমলের স্থানে কোমলতা প্রয়োজন, কঠোরতা সেখানে অবাস্তব। অন্যথায় উহাকে যুলুম বলা হইবে। আবার কঠোরতার স্থলে কঠোরতাই প্রয়োজ্য, কোমলতার প্রয়োগ হইবে অবিচার। فطرة الله আয়াতের মর্মও তাহাই। একথার অর্থ— হে মানবজাতি! যে ফিতরাতের উপর মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তোমরা

আল্লাহ প্রদত্ত সেই ফিতরাতকেই গ্রহণ কর। ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, যথাযোগ্য ব্যবহার ও ভারসাম্যমূলক প্রয়োগ ইত্যাদি সামগ্রিক জাগতিক গুণগুলির সকলই আল্লাহর ফিতরাতের বাস্তব দৃষ্টান্ত। সুতরাং মানুষের উচিত স্বীয় জীবন পথে ইনসাফ ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ বিধানগুলি মানিয়া চলা। কথাটি এইভাবেও বলা যায়, নিজেদের ফিতরাতকে আল্লাহর ফিতরাতের অনুরূপ গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। মানুষের ফিতরাত আল্লাহর ফিতরাতের অনুরূপ না হইলে ফিতরাতের সহজাত প্রবণতাগুলির বাস্তবায়ন অথবা সেন্সলির মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। পরে সমাজ সংসারে বিরাজ করিবে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি।

অতঃপর আমরা ফিতরাতের আধ্যাত্মিক চাহিদা আলোচনা করিব পরবর্তী আত্মনিমগ্নতা অনুচ্ছেদে। আত্মনিমগ্নতাই ইনসানে কামিলের কর্মসূচি।

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَتَّبِعًا

“সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাহাতে মগ্ন হও” (৭৩ : ৮)।

একথার অর্থ, একপ্রকার সহিত কেবল তাঁহার প্রতি অভিনিবেশী হইয়া তাঁহার নামের যিকির করিতে থাক। তাহা হইলে তাঁহার নাম ও গুণাবলী হইতে বিচ্ছিন্নিত দ্যুতিচ্ছটা দ্বারা তোমরা রঞ্জিত হইতে পারিবে এবং তাঁহার আনুরূপ্যবাহীন পরিচয় পাইবে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এখানে تَبْتَئِلُ অর্থ ফানা হওয়া বিনাশ হওয়া। এমনভাবে তোমাকে হারাইয়া ফেলা যাহাতে অন্তর্জগতে প্রতিভাষিত হইতে থাকে আল্লাহর গুণবস্তুর তাজালী। মনে রাখিতে হইবে, সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত এইগুলি পৃথক পৃথক যিকির। ‘আল্লাহ’ নামের যিকির এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নফী ইছবাতের যিকির। এই চারটি আমল আল্লাহর প্রিয়ভাজন এবং নৈকট্যভাজন হওয়ার মাধ্যম। প্রথম দুইটি উপনীত করে মর্যাদার চূড়ান্ত স্তরে, আর শেষের দুইটি সাহায্য করে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে (তাফসীরে মাযহারী)।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ক্রমধারা বর্ণনা করিতে গিয়া ‘আল্লামা আলুসী বলেন, মানুষ চারটি স্তরে আত্মার উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। প্রথমত, আল্লাহ পাকের বিধান—সালাত, রোযা ইত্যাকার ইবাদত অনুশীলন করিয়া বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিয়া। দ্বিতীয়ত, নিকৃষ্ট স্বভাব ও জগনুখী মানসিকতা পরিহার করিয়া অভ্যন্তরীণ বিমলতা অর্জন করিয়া। তৃতীয়ত, প্রবৃত্তিকে পবিত্র আকৃতিতে অলংকৃত করিয়া। চতুর্থত, স্বীয় সজা হইতে বিনাশ হইয়া বিশ্বনিয়ন্ত্রার তত্ত্বাবধানে লীন হওয়া। প্রকৃতির উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও বলা হয়, জনাকালে মানুষ অন্যান্য পশু-জানোয়ার সদৃশ প্রাণী ছিল। পানাহার ব্যতীত সে আর কিছুই জানিত না। অতঃপর তাহার মধ্যে জাগ্রত হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎস্যর্য নামক মানুষের সুশীল প্রকৃতি ধ্বংসকারী ষড়রিপু। সে পরিণত হয় রিপূর দাসে। ইহার পর তাহার অজ্ঞানতার নিদ্রা ভঙ্গিয়া যায়। সে জাগ্রত হয় উদাসীন্যের তন্দ্রা হইতে। তাহার নিকট সুস্পষ্ট হয় যে, এই পাশবিক ভোগবিলাসের পিছনে বিদ্যমান রহিয়াছে অন্য একটি আনন্দ্য বিনোদন, একটি চরমোৎকর্ষময় জগৎ, তখন সে প্রত্যাবৃত্ত হয় শার’ঈ বিধি-বিধানের প্রতি, একনিষ্ঠ হয় আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এবং পরিত্যাগ করে পার্থিব অনর্থক কার্যাবলী। সে দৃঢ়চিত্ত হয় পরকালীন উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে, আশ্রয়ন হয় মহান অধিপতি আল্লাহ পাকের পবিত্র সান্নিধ্য লাভের পথে।

নির্জনতা অবলম্বন করে প্রবৃত্তির শৃংখলা ছিন্ন করিয়া, লিগু হয় কৃষ্ণসাধনায়। কথিত আছে, মুক্তির লক্ষ্যে ইহা একটি চরম নিধন, প্রবৃত্তির বিনাসন-‘ফানা’। সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় বাধাকে প্রতিহত করিয়া লাভ করে সফলতা, অর্জিত হয় আল্লাহভীতির প্রকৃত গুণাবলী, দূরীভূত হয় অশ্লীল কার্য প্রবণতা; অলংকৃত হয় মু‘মিনের গুণাবলী দ্বারা, বলিষ্ঠ হয় ঈমান। আল্লাহ প্রেমের ঈমানী সুধা পান করত সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়, হয় ইনসানে কামিল (দ্র. তাফসীরে রুহুল-মা‘আনী, ১৫খ, পৃ. ১৫৭)।

এখন পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ‘ফিতরাতে গুণ-জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক’ দাবির আলোকে কাহাকে একজন ইনসানে কামিল নামে ভূষিত করা যায়। যিনি একাধারে হইবেন ‘খিলাফাতে’র ‘আমানত’ বহনকারী এবং আল্লাহতে ‘ফানা’— আত্মসমাহিত। মানব জীবনে তিনি জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাবিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিবেন।

পৃথিবীতে এমন হাজার হাজার মানুষের আগমন ঘটয়াছে যাহারা জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। এই বিশ্বমঞ্চে আবির্ভাব ঘটয়াছে শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ, দিগ্বিজয়ী বীর সেনানায়ক, যোদ্ধা, দার্শনিক, উদ্ভাবক, আইন প্রণেতা, কবি-সাহিত্যিকের। তাহারা শুধু সমকালীন গণজীবনকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত আদর্শ, মহোত্তম চারিত্রিক দৃষ্টান্ত কিংবা কালোত্তীর্ণ শিক্ষার স্থায়ী কোন উত্তরাধিকার না রাখিয়াই এই প্রতিভাধর ব্যক্তিগণ পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহাদের কেহই মানবেতিহাসে পূর্ণাঙ্গ কোন জীবনাদর্শের প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ কেবল এখানে ব্যতিক্রম। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা ছিলেন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শ, সুশীল চরিত্রের অধিকারী। পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ছাপ ফেলিয়া মানব জীবনধারাকে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ যুগে পরিচালিত করিয়াছেন অভ্রান্ত সত্য ও মানবতার সন্ধানে। তাঁহারা পৃথিবীতে নৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও সততা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনাচার ও মানবিক দুর্গতি বিমোচন করেন।

শান্তি ও কল্যাণের বার্তবাহী এই নবী-রাসূলগণ তাঁহাদের সময়কার গোটা সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহারা আল্লাহর দেয়া শিক্ষার আলোকে ও ব্যক্তিগত আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সূচনা করেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ন্যায়নীতি, সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণের উচ্চতম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহারা সমাজ হইতে বিতাড়িত করেন পুঞ্জীভূত অনাচার, শোষণ, দুর্নীতি, উৎপীড়ন ও অনৈতিকতা। তাঁহারা রাজত্ব করেন নাই কোন দেশে, রাজত্ব করিয়াছেন—মানব হৃদয়ে। সুধী সমাজ গবেষকগণের ধারণায় তাঁহারাই ছিলেন ইনসানে কামিল (দ্র. মুহাম্মদ আফযালুর রহমান, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব সীরাহ, ১খ, ৩৯-৪০)।

এই সকল নবী-রাসূলের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মানবেতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাহার সমগ্র জীবনেতিহাস পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ, উজ্জ্বল দিবাকরের ন্যায় সমুদ্ভাসিত। তিনি একজন নবীই ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সংসারী মানুষও। গৃহে স্ত্রীগণের সহিত তিনি আলোচনা করিতেন সাংসারিক আদর্শ লইয়া। জনসাধারণকেও তিনি তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এই শিক্ষাদান রীতি শুধু মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাজারে বণিক ও ক্রেতাদের নিকট পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আদর্শ নীতিমালা তিনি ব্যাখ্যা করিতেন। বৈদেশিক

প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদের নিকট রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার এই পররাষ্ট্র বিষয়ক ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন ও পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধকালে তিনি উদ্ভাবন করিতেন যুদ্ধ ও শান্তির নীতি এবং তাহাই পরে যুদ্ধ বিষয়ক আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার সহচরগণের মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তাঁহার কারণ খুঁজিয়া সঠিক যুক্তি ও ন্যায়নীতির আলোকে তিনি বিরোধ মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার বিচার বিষয়ক এই সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ইসলামী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংজ্ঞা ও নীতিমালা রূপ লাভ করে। রাষ্ট্রের ব্যক্তি, নাগরিক ও সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রদত্ত তাঁহার মৌলিক আইনগত সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন।

তিনি বিবাহ করিয়াছেন, সন্তান-সন্তুতির জনক হইয়াছেন এবং পরম সুখে সুবিন্যস্ত পারিবারিক জীবন উপভোগ করিয়াছেন। মদীনার জীবনে তিনি একাধারে পালন করেন সমাজপতি ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। যুগপৎ তাঁহাকে প্রধান বিচারক, প্রধান শাসনকর্তা, মুখ্য আইন প্রণেতা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তক, পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ামক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বও পালন করিতে হয়। জীবনের সূচনা কাল হইতে শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও পদমর্যাদায় এত বহুমুখী দায়িত্ব পালনের সুবাদে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্ভার সমৃদ্ধ হয়। তিনি মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে বিশাল বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে তিনি একজন অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। জগৎ ও জীবন বিষয়ক অভিজ্ঞতার বিচারে জগতের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহার তুলনাই চলে না। সেখানে তিনি একক দৃষ্টান্তের অধিকারী এবং স্বীয় কীর্তিতে ও মহিমায় অদ্বিতীয়।

একজন ইনসানে কামিলের মহোত্তম গুণাবলী দ্বারা তিনি ভূষিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মান নির্ধারণে আল্লাহ পাকের ঘোষণায় আসিয়াছে: **أَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** “আপনি তো অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত” (৬৮ : ৪; প্রাণ্ড, ৩৯-৪২)।

অপরদিকে আত্মসমাহিত সাধক হিসাবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নবুওয়্যাত-পূর্ব জীবনে সত্যানুসন্ধানের তন্ময়তা ও ধ্যানে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময় তিনি মানুষের দুর্গতি ও নৈতিক অবক্ষয় দর্শনে ব্যর্থিত হইতেন। এইগুলি দূরিকরণের উপায় সন্ধানের লক্ষ্যে পরম করুণাময়ের দরবারে করুণ আকৃতি পেশ করিতেন। ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি গভীরতর ধ্যান ও মুরাকাবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমাবস্থায় তিনি স্বপ্নযোগে শুভ আলোক দর্শন করিতেন। অতঃপর গভীরতর তন্ময়তার উদ্দেশ্যে তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিভৃত হেরা গুহায় সত্যের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হইলেন। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাহিত চিত্তে মুরাকাবার পর তিনি আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া তিনি নবুওয়্যাতী জীবন লাভে ধন্য হইলেন।

নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর তাঁহার ধ্যানের প্রকৃতি গভীর হইতে গভীরতর হইল। ওহীর প্রাপ্তিতে তিনি লাভ করিলেন মহান স্রষ্টার পরিচয়। তাঁহার গুণবস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন তাঁহার প্রতি। শয়নে-স্বপনে, সুখে-দুঃখে, সর্বক্ষণ তিনি তাঁহার চিন্তায় বিভোর থাকিতেন।

নামায আদায় করিতেন অত্যধিক। নামাযে তিনি আত্মসমাহিত হইতেন অধিক পরিমাণে। অনেক সময় নামায সমাপনান্তে তিনি তাঁহার প্রিয়তম দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা)-কেও চিনিতে পারেন নাই। রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ জাগিয়া তিনি সালাত আদায় করিতেন। কখনও কখনও তিনি সিজদায় পড়িয়া এমনই আত্মসমাহিত হইতেন যে, ভোর হইয়া যাইত। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এত অধিক সময় সিজদায় থাকিতেন যে, এক রাত্রিতে সিজদা অবস্থায়

إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَاتَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

“তুমি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা কর তবে তো তুমি পরাক্রমশালী প্রভুস্বয়ম” (৫ : ৮) উদ্ধারণ করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল (মুনশী আব্দুল করিম, আদর্শ মানব, ২খ., পৃ. ৭৬)।

ইনসানে কামিল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায় মি'রাজ রজনীতে। আল্লাহ পাকের দীদার তাঁহাকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতি-গত। সকল সৌন্দর্যের আধার মহান আল্লাহ পাক, তিনি তো সমগ্র সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ধ্যান-ধারণায় মর্মে মর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি অনুরক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি যে তাঁহার মাহবুব। মহান মাহবুব তাঁহাকে ডাক দিয়াছেন মি'রাজ রজনীতে। মহান রাসূল (স) গগন পবন অভরীক্ষ ভেদ করিয়া ছুটিলেন উর্ধ্বপানে সৃষ্টি জগত অতিক্রম করিয়া। সম্মুখে তাঁহার সত্তর হাজার নূরের পর্দা। ইশকের আগুনে উষ্ণীভূত করিয়া হাজির হইলেন মহান সখা রব্বুল-আলামীনের সন্নিধানে, আসিলেন একেবারে সন্নিকটে, সম্পন্ন হইল দীদারে ইলাহী। ইতোপূর্বে আর কোন মনুষ্য সন্তান কর্তৃক এমন সৌভাগ্য অর্জিত হয় নাই। তিনি হইলেন পরিপূর্ণতম ইনসানে কামিল।

গৃহপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল-কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৩৬৭ হি.; (২) আল্লামা আলুসী, তাফসীরে রুহ-ল-মা'আনী, ইয়াহুউ তুরাছ আল-আরাবী, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.; (৩) কাযী ছানাতুল্লাহ পানিপতী, তাফসীরে মাজ-হারী, মাকতাবাই রশীদিয়া, সিরকী রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান; (৪) আবদুল হক হক্কানী, তাফসীরে হক্কানী, ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ভারত, তা.বি.; (৫) আফযালুর রহমান, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব সীরাহ, সীরাহ ফাউন্ডেশন, লন্ডন ১৯৮১ খৃ.; (৬) হ'কাইকুল-ইসলাম ওয়া আবাতুলুল-খুসুমাহ, আনোয়ার সাদাত, জেনারেল সেক্রেটারী, মুতামারে ইসলামী, পাকিস্তান; (৭) ইমাম আবদুল-ওয়াহাব শারানী, আল-ইয়াওয়াকীত ওয়া-জাওয়াহির, দারুল মারিফা, লেবানন, তা. বি.; (৮) দাইরা মাআরিফে ইসলামিয়া, দানেশগাহ, পাঞ্জাব, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৯) জাফর ফুলওয়ারবী, ইসলাম ও ফিতরাত, মুহাঃ সাদেক অনূদিত বাংলা সংস্করণ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা। আরও দেখা যাইতে পারে, (ক) শারহুল আকীদাতিত-তাহাবিয়া, ১খ., পৃ. ১২৩; (খ) মাদারিজুস সালিকীন, ২খ., পৃ. ২৪১।

মুহাঃ তালেব আলী

ইনসাফ (إنصاف) : ন্যায় বিচার। 'আরবী ভাষার বিশ্বকোষ "লিসানুল-আরাব" অনুযায়ী চতুর্থ রূপের (إفعال), এই মাস-দারটির

নাসাফ (نصف), নাসাফা (نصفه) সমার্থবোধক রূপ রহিয়াছে এবং "অধিকার প্রদান" (عطاء الحق)-বাচক অর্থ প্রকাশ করে। এই সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আনসাফা (إنصاف) "অপরের জন্য সেই সকল অধিকার নিশ্চিত করা, যাহা সে নিজের জন্য দাবী করে।" এই মর্মে যেই ভাবধারা প্রকাশ পায় তাহা সুস্পষ্টভাবেই ন্যায় বিচারের সমার্থক; তবে ঠিক কোন সময় হইতে এই ভাবধারা প্রকাশার্থ "ইনসাফ" শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহা সুস্পষ্ট নয়। প্রাথমিক যুগের কাব্যসমূহে নাসাফ-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া গেলেও জাহিলী যুগের দীওয়ানসমূহে "ইনসাফ" কথাটির ব্যবহার দেখা যায় না। যাহা হউক, ৩য়/৯ম শতকের কাব্য-সংগ্রহগুলিতে আশ'আর মুনসি'ফা : (أشعار منصفة) অথবা আশ'আরুন-নাসাফ (আল-ইনসাফ)-এর ন্যায় শব্দের অভিব্যক্তি দেখা যায়, যাহা কোন কাব্যিক নীতি নির্দেশ না করিলেও এমন একটি ধারার সূচক যাহা জাহিলী যুগের শেষভাগে ও ইসলামের প্রাথমিক দিনসমূহের কতিপয় কবির সৃষ্টিকর্মে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকার কবিতাসমূহে [যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়াফির (وافر) ছন্দে রচিত এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত শব্দালংকারে সমৃদ্ধ], কবি বিরুদ্ধ গোত্রের সাহস ও শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করেন এবং স্বীকার করেন যে, বিজয় অতি কষ্টে অর্জিত হইয়াছে। এই সকল কবিতার মাধ্যমে শত্রুকে অসম্মানিত না করিয়া নিজেদের গুণাগুণ বা গৌরব কীর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহ্যবাহী হিজা' (د. هجاء)-এর বিষয়বস্তুর সহিত এই বৈপরীত্যই সংকলকগণ (ইবন-সাল্লাম, আবু তামাম, আল-বুহতুরী ও অন্যান্য)এর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় এবং তাহারা ইহার জন্য মুনসি'ফা বর্ণনামূলক নাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন (দ্র. Ch. Pellat, Sur 1, expression arabe asar m. n. s. fa/fat, Mel; Marcel Cohen, ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২১১-৯)।

ইনসাফ শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয় নাই; ইহাতে ন্যায় বিচারবোধক অর্থে ক'-স-ত (ق س ط) ধাতু ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা এমন ধাতুসমূহের পুনঃপুনঃ এবং বিস্তৃত ব্যবহার দ্বারা ইহার অর্থবহতা প্রাণময় করিয়া তোলে যেই সকল ধাতু ভাবগত দিক দিয়া হয় নিকটবর্তী অথবা বিপরীত দিগবর্তী, যথা 'আদুও (ع د و), জ'লম (ظ ل م), 'আদল (ع د ل), স'লহ (ص ل ح), হ'সন (ح س ن), বিশেষত হানাফীগণ কর্তৃক ইসতিহ'সান (استحسان)-এর যে নীতি গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হয় তাহাকে কুরআনী ভাবধারা ও পরিভাষার ক্রমিকরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে : বাস্তবিকপক্ষে ইহা দ্বারা কি'য়াস (قياس)-এর আনুষ্ঠানিক কঠোরতা সৃষ্টি অতি ঋজু বিচারের একটি অধিকতর নমনীয় এবং অধিকতর আনুষঙ্গিক ধারণা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যক্ত হইয়াছে। সময়, রীতি ও ব্যক্তি বিশেষের বাস্তব বিবেচনায় ইসতিহ'সান দ্বারা এমন একটি সমাধান গ্রহণ করা সম্ভব যাহা ক্রমশ ন্যায় বিচারের নিষ্ঠাবর্তী হইতে থাকে। Ch. Chehata (Etudes de Philosophie musulmane du droit, St. 1st...-এ ২৫খ, ১৩৮) বলেন, "ইসতিহ'সানকে এমন একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে, যাহা মুসলিম ফাফীহগণ ন্যায়বিচারের মানসে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। Benignitas (ইসতিহ'সান) হইতেছে Jus est ars awqui et boni নীতির একটি অত্যন্ত মানবিক দিক। ইহার অবস্থান আইন ও নৈতিকতার মধ্যস্থ সীমারেখায়।

প্রত্যক্ষ প্রভাব ও পরোক্ষ প্রভাবের উপরে উদাহরণস্বরূপ প্রশ্নরূপ হিলুম (حلم)-এর প্রতি অর্থাৎ উচ্চতর বিচাররূপে ইরাকী ও মাদানী 'উরফ ইত্যাদির প্রতি' আইনগত এই ধারণাটি কী মাত্রায় ঋণী, তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা কষ্টকর। যাহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে, তাহা হইতেছে Nicomachean ethics- এর বিচার (dike) সংক্রান্ত যে গ্রন্থের শেষভাগে ন্যায় বিচার (epreikeia) প্রসঙ্গে একটি সুদীর্ঘ ও গভীর ভেদী আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অ্যারিস্টটলের ধারণাসমূহে উৎপত্তি হয় একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে যাহা লিখিত আইনের মুকাবিলায় অলিখিত আইনের বিরোধিতা করে। তবে ইহা এত সার্বজনীন বিষয় যে, সকল পৃথক পৃথক বিষয় সমদর্শিতার সহিত সমাধান করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে উচ্চতর আইনের উৎসরূপে ন্যায় বিচারের সুস্পষ্ট ভূমিকা অনুধাবন করা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই ইহার নৈতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করার লক্ষ্যে ফালাসিফা এই ধারণাটি গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ মিসকাওয়ামহ (তাহবী'বুল-আখলাক, সম্পা. যুরায়ক, ১৮)-এর ভাষায়, "ন্যায় বিচারের গুণাবলী (عَدَالَة) হইতেছে ইহাই যে, ইহা মানুষের মধ্যে এমন একটি স্বভাব সৃষ্টি করে (هَيْئَة) যাহা দ্বারা সে সব সময়েই প্রথমে নিজে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হয় এবং অতঃপর সকলের সঙ্গে সেই ন্যায় বিচারের সহিত আচরণ করে (إنصاف/انتصاف), যাহা সে অপরের নিকট হইতে আশা করে।"

এই ভাবধারাটির যুক্তিবদ্ধতা ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণা ও লেখনীতে অনুসৃত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইনসাফ শব্দটি পক্ষপাতহীনতা, বাস্তবতা, ন্যায়পরায়ণতা অর্থাৎ সংক্ষেপে বিধান ব্যক্তি (ذو العلم)-এর কার্যক্রমের জন্য একটি সার্বিক নীতিবিধিমূলক অর্থ ধারণ করে। আল-মাওয়ানদী ইহাকেই "আত্মার বিশুদ্ধতা"-রূপে সবিস্তার বিশ্লেষণ করেন (صِيَاْفَة النَّفْس, আদাবু'দ-দুনয়া ওয়া'দদীন গ্রন্থে, সম্পা. Saqqa, পৃ. ৩০ ও স্থা.)। এই নৈতিক বিধির গুরুত্বের দরুন বিভিন্ন গ্রন্থকার কিতাবুল-ইনসাফ অথবা কিতাবুল-ইনসাফ ওয়া'ল-ইনতিসাফ নামক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন (Brockelmann-এ এইরূপ ২৬টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে)।

শেষে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইনসাফ হইতেছে একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি যাহাতে যাহার পক্ষে ফরিয়াদ করা হইতেছে তাহার তুলনায় যাহার বিপক্ষে অভিযোগ করা হইতেছে তাহার নিকৃষ্টতা বা ভ্রান্তি তাৎক্ষণিকভাবে সজোরে প্রকাশ করার পরিবর্তে, উভয়কেই একটি কাল্পনিক সমদর্শিতামূলক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যদিও ধারণা করা হয় যে, ইহাদের যে কোন একটি নিকৃষ্টতর অথবা ভ্রান্ত। এইভাবে পরোক্ষে বিকল্প প্রস্তাবনাটির অসম্ভব প্রতীয়মান হইবার পাশাপাশি পক্ষপাতহীনতাকে নিশ্চিত করা হয়। এই প্রেক্ষিতে আদর্শরূপে ব্যবহার্য কুরআনের ৩৪তম সূরার ২৩/২৪ আয়াত, "হয় আমরা না হয় তোমরা সং পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত" (M. Canard, আখ্বারুর-রাদী বিলাহ... আলজিয়ার্স ১৯৪৬ খৃ., ১খ, ৬৭, টীকা ৩; আরও দ্র. একই আয়াতের ভাষ্যসমূহ, যেইখানে হাসসান ইবন ছাবিত-এর ২টি শ্লোক (ওয়াফির وافر ছন্দে, আউ... অন্ত্যমিল-এ) এই বিষয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে (দীওয়ান-এর প্রথম অংশ, ২৪-৫ পংক্তি, সম্পাদকদের ব্যাখ্যাসহ)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত (১) R. A. Gauthier ও J. Y. Jolif, Aristotle, Ethique a Nichomaque, ২খ, ১,৪৩১-২)।

M. Arkoun (E.I.2)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইনহিসার (انحصار) : 'উছমানী তুর্কী ভাষায় হ'াসির শব্দটিও 'উছ'মানী তুর্কী সাম্রাজ্যে শিল্পী-কারিগর বা বণিকদের সংঘ বা একচেটিয়া সংগঠন বুঝায়। পুরা কথাটি inhisar-i beyive shira। এই একচেটিয়া সংগঠনগুলির বণিক ও পেশাদারী সদস্যদের সংখ্যা সীমিত ছিল। পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করা হইত। এই প্রকার বিধি-নিষেধ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিবেচিত হইত। ইহার বিপরীতে একচেটিয়া মজুতদারী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ হইত। উল্লিখিত দুই ধরনের তৎপরতার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য শেষোক্ত তৎপরতাকে তুরস্কে ইহ'তিকার বলা হইত। তবে 'আরবী ভাষায় উভয়ের জন্য ইহার ব্যবহার আছে (ড্র. Baer, Monopolies, 145-6; Egyptian Guids, 107 n. 11, 159-61)।

১৮শ হইতে ১৯শ শতাব্দীর ইস্তাম্বুল ও কায়রো সংক্রান্ত বিভিন্ন দলীলে দেখা যায়, কোনও কারিগর বা ব্যবসায়ী স্বাধীনভাবে স্বীয় কাজ চালাইতে চাহিলে তাহাকে সংঘ প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত। আগেকার দিনে কোন কোন ছোট শহরে অর্থনৈতিক তৎপরতার উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যদিও প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৭শ শতাব্দীর কায়রোতে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদেরকে ইজাযাত পাওয়ার জন্য নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হইত। এই ইজাযাত ছাড়া ঐ শিল্পীকারিগরগণকে তাহাদের নিজ নিজ পেশা চালাইতে দেওয়া হইত না। ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিলঃ কোনও ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োজিত বিপণী বা লোকের সংখ্যা সীমিত রাখা। এই ধরনের সীমারোপ তথা বিধি-নিষেধের দলীল ইস্তাম্বুলে বস্তুত ১৬শ হইতে ১৯শ শতাব্দী অবধি লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ব্যতীত ভুইফোড় উদ্যোগ নিবারণ, বিশেষ করিয়া ফেরীওয়ালাদের অবৈধ ব্যবসায় বন্ধ করার জন্যও প্রচেষ্টা চালানো হয়।

আরও এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল, প্রতিটি সংঘকে একটি মাত্র নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করিতে দেওয়া। এই ব্যবস্থার লক্ষ্যে ছিল, বহির্দেশীয় ও অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা নিবারণ করিয়া সামাজিক আন্দোলন ও অসন্তোষ রোধ করা। একই লক্ষ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, একটি বিশেষ জনপদের লোকদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের পোশাকই কেবল তৈরি করিতে হইবে যাহাতে ঐ জনপদের লোকদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। বহু ব্যবসায় ও সংঘ বিশেষ বিশেষ স্থান বা বাজারে সীমিত ছিল যাহা অনেক সময় উক্ত ব্যবসায় বা সংঘের নামে পরিচিত হইত।

এই ধরনের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ gedik ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হইত। গেদিক-এর শাব্দিক অর্থ "ব্যত্যয়" এবং এইজন্য ইহা বিশেষ সুবিধা (Privilege)-র তাৎপর্য লাভ করে। এই কারণেই অধিকাংশ 'গেদিক' সাধারণভাবে কোনও শিল্প বা ব্যবসায় চালানোর কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও স্থানে বা নির্দিষ্ট কোন দোকানে উহা পরিচালনার অধিকার বিশেষ। প্রায় সকল গেদিক-এ কোন কর্মশালার যন্ত্রপাতি কিংবা ব্যবসায়ের হাতিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার থাকিত প্রতিটি পেশার জন্য গেদিক-এর সংখ্যা নির্ধারিত ছিল, যদিও ইহা মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা যাইত। কোন

গেদিক-এর মালিক না হইয়া কাহাকেও দোকান খুলিতে বা দোকানের মালিক হইতে দেওয়া হইত না বলিয়া কেবল দোকান খালি হইলেই নূতন মালিক গৃহীত হইত। গেদিকগুলি উত্তরাধিকারযোগ্য ছিল যদি উক্ত উত্তরাধিকারী শিল্পের মালিক হইবার অন্যান্য শর্ত পূরণ করিত। অন্যথায় নিয়ম ছিল যে, বহিরাগতদের নিকট না দিয়া সংঘের শিক্ষানবীশ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর (Journymen) নিকট গেদিক-এর মালিকানা হস্তান্তর করা হইত।

কর্তৃপক্ষ সংঘ ব্যবস্থার বিধি-নিষেধ ও একচেটিয়া অধিকার জঞ্জুর করিতেন এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী ফরমান হিসাবে উহা জারী করিত। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিসরে এই প্রথার বিলোপ সাধনের কয়েকটি ব্যর্থ প্রয়াসের পর ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মিসর ও উছমানী সাম্রাজ্যের অন্য সকল অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে উহার বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৯০ সনের ৯ জানুয়ারী মিসরে এক ফরমানে ঘোষণা করা হয় যে, একমাত্র ধ্বংসাত্মক বিপজ্জনক বৃত্তি এবং সরকারী একচেটিয়া ব্যবস্থা ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যে কোন শিল্পবৃত্তি, পেশা বা ব্যবসাকে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উছমান নূরী Medjelle-yi umur-i belediyye, i, Stanbul 1922; (২) C. White, Three years in constantinople, London 1845; (৩) G. Barer, Monopolies and restrictive practices of Turkish guilds, in JESHO, xiii/2 (1970), 145-65; (৪) ঐ লেখক, Egyptian guilds in modern times, Jerusalem 1964, 105-12.

G. Baer (E.I.² suppl)/ আফতাব হোসেন

ইনান (عنان) : দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাগদাদের অতি প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। তাঁহার জীবন সম্পর্কে সামান্য যাহা জানা যায়, তাহা সন্দেহাতীতভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। তিনি একজন মুওয়াল্লাদাঃ (আরব পিতা ও অনারব মাতার কন্যা) ছিলেন। জন্ম ও শিক্ষা যামামায়। এই যামামায় কিছু দিন পরে ফাদুল নামক আর একজন বিখ্যাত মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইনানের মুনীব আবু খালিদ-আন-নাতি'ফী তাহাকে রাজধানীতে বসবাস করিবার জন্য লইয়া আসেন। অতঃপর সম্ভবত তিনি খুরাসানে বাস করেন এবং অবশেষে ২২৬/৮৪১ সালে মিসরে ইনতিকাল করেন (নিসাউল খুলাফা-৫৩)। আর-রাশীদ-এর আমলে ইনান তৎকালীন সাহিত্য আসরকে প্রাণবন্ত করিয়াছিলেন। আর-রাশীদ ইনান-এর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আর-রাশীদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইনান-এর নাম পাওয়া যায় না।

আব্বাসী যুগে সাহিত্যকর্মে তিনিই প্রথম প্রসিদ্ধ মহিলা কবিরূপে বিবেচিত হইতেন। ফিহরিস্ত (ইবন নাদীম) মাত্র বিশ পাতার একটি দীওয়ান তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতা টিকিয়া আছে। ইহার মধ্যে দীর্ঘতম কবিতাটি ছিল যাহা ইবন খালিদ (ইবনুল-মুতায়্য)-এর উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতিমূলক চতুর্দশ পংক্তির একটি আবেদন। এই সকল খণ্ড খণ্ড কবিতা তাঁহার প্রকৃত কাব্য-শক্তির স্বাক্ষর বহন করে। শক্তিশালী সূক্ষ্ম ও সহজবোধ্য শব্দাবলীর ব্যবহারে ইনান সুবিন্যস্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহাতে সেই যুগে জনপ্রিয় সৃজনশীল উপমার (نسان) সুরচিহ্ন ব্যবহার তাঁহার ভাবধারাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে। পরবর্তীকালের

মহিলা কবি ফাদুল-এর মত তাৎক্ষণিক রচনায় (improvisation) দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি এতই সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন যে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সম্পর্কে বহু কাহিনী রচিত হইয়াছিল। আবু নুওয়াস, আল-আব্বাস ইবনুল-আহনাফ ও মারওয়ান ইবন আবী হাফসা প্রমুখ দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কবিতা-দ্বন্দ্বে হৃদয় উত্তর প্রদানে তিনি এত সুদক্ষ ছিলেন যে, যে কোন অবস্থার মুকাবিলায় তাৎক্ষণিক কবিতায় জবাব দিতে তিনি সক্ষম ছিলেন এবং ইহাই সমসাময়িকগণের মধ্যে কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রাচীন কবিতায় তাঁহার গভীর জ্ঞানের ফলে, উদাহরণস্বরূপ, ইজাযা-এর অনুশীলনে প্রসিদ্ধ কবি জারীরের একটি কবিতার অনুসরণে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (আগানী, ইক্'দ)। যে সকল লেখক পূর্ববর্তীদের রচনামূলকী ক্রমাগত অনুশীলন করিয়াছেন, ইনানের এই তাৎক্ষণিক রচনা তাঁহাদের রচনাকৌশলের উপর আলোকপাত করে।

কিন্তু মনে হয়, একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্র হিসাবেই তাঁহার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গৃহে প্রায়শই অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্যভাবে বিখ্যাত 'স্বাধীনচেতা' লোকজনের সমাগম হইত। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ইনানের উপস্থিতিতে আলোচনা করিতেন এবং বিচারের জন্য স্বকীয় রচনা তাঁহার নিকট পেশ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের অনেকেই ইনানকে প্রেরণার উৎস বলিয়া মনে করিতেন। আরঃ নুওয়াস, ইবনুল-আহনাফ ও বারমাকীদের সঙ্গে যুক্ত বসরানিবাসী আবু'ন-নাদীর সকলেই ইনানকে প্রেমের কবিতা উৎসর্গ করিয়াছিলেন যদিও তাঁহাদের আন্তরিকতা ছিল সংশয়পূর্ণ। প্রথমোক্ত কবি তাঁহার প্রতি কিছু অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিলে তিনি যথেষ্ট চাতুর্য ও সুরচিহ্ন রূপকের সাহায্যে উহার জবাব দেন। আসল কথা এই যে, তিনি এক শ্রেণীর মহিলার প্রতিনিধিত্ব করিতেন যাহারা লেখকদের সহিত নিঃসংকোচে ও নির্দিষ্ট মিশ্রিতেন এবং বাগদাদের উপকণ্ঠে কোন কোন আমোদ-প্রমোদের স্থানে কখনও কখনও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিতেন। তাঁহার প্রতি কবিগণ যে প্রেম নিবেদন করিতেন তাহা ছিল চাতুর্যের অভিব্যক্তি, প্রকৃত অনুভূতির প্রকাশ নহে। শিষ্টাচারমূলক, পরিহাস-চঞ্চল, এমন কি কামোদ্দীপক বাক্য বিনিময় এমন একটি রচনামূলক কবিতা রচনার নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় হিজরী নূতন প্রেমমূলক কবিতা রচনার নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় হিজরী নূতন প্রেমমূলক কবিতাবলীকে অলংকৃত করিবার মাধ্যমে। আর এই শতাব্দীতেই এই ধরনের কবিতার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী, বৈরুত সং., ২২খ., ৫২০-৩২ (notice) ১১খ., ২৬৮-৯; (২) আবু হিফফান, আখবার আবী নুওয়াস, কায়রো ১৯৫৯ খ., ৭৯-৮২, ১১০-১১, ১১২; (৩) বাকরী, সিমতুল-লা'আলী, কায়রো ১৯৩৬ খ., ১খ., ৫০০; (৪) ইবন আব্বাদ রাববিহী, ইক্'দ, ৬খ., ৫৭-৬০; (৫) ইবনুল-জাররাহ, ওয়ারাক, কায়রো ১৯৫৩ খ., ৩৯-৪২; (৬) ইবন মানজুর, আখবার আবী নুওয়াস, কায়রো ১৯২৪ খ., ৩৪-৫, ১৩৭, ২১২; (৭) ইবনুল-মুতায়্য, তাবাকগত, ৪২১-২; (৮) ফিহরিসত, ২৩৯; (৯) ইবনুল-সাদ্দ, নিসাউল-খুলাফা, কায়রো তা. বি., ৪৭-৫৩; (১০) নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-আরাব, ৫খ., ৭৮-৮২; (১১) সুয়ূতী,

আল-মুসতাজ-রাফ মিন আখবারি'ল-জাওয়ানী, বৈরুত ১৯৬৩ খৃ., ৩৭-৪৭; (১২) যিরিকলী, আল-আলাম, ৫খ., ২৬৭; (১৩) ওয়াশশা, মুওয়াশশা, বৈরুত ১৯৬৫ খৃ., ২৬৪; আরও তু. আল 'আব্বাস ইবনুল আহনাফ-এর দীওয়ান, সম্পা. খায়রাজী, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১০৭-৮ ও আবু নুওয়াস-এর দীওয়ান, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., গাযাল বিভাগ ২২৭-৩৯৮; 'ইনানের সঙ্গে আবু নুওয়াসের সম্পর্ক বিষয়ে ড. 'আলী শালাক', আবু নুওয়াস, বায়না'ত-তাখাত'তী' ওয়াল-ইলতিযাম, বৈরুত ১৯৬৪ খৃ., ২৫২-৮।

J. E. Bencheikh (E.I.2)/নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইনাবা ইবন সুহায়ল (عنبه بن سهيل) : (রা) ইবন 'আমর আল-কুরাশী আল-আমিরী। কেহ কেহ তাঁহার নাম 'উত্বা (عتبة) এবং কেহ কেহ 'উক'বা (عقبة) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুল-আছীর বলেন, তাঁহার নাম 'আন্বাসা (عنيسة)। কিন্তু ইবন হাজার বলিয়াছেন, 'ইনাবাই সঠিক। মাতার নাম ফাখিতা বিন্ত 'আমির ইবন নাওফাল। 'ইনাবা তাঁহার পিতা সুহায়লের সহিত একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পিতার সঙ্গে সিরিয়াজিহাদে অংশগ্রহণ করেন। ঐ জিহাদে তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যা ফাখিতাও ছিল। জিহাদে পিতা সুহায়ল (রা) শহীদ হন। অতঃপর মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া 'ইনাবা (রা) ইনতিকাল করেন। কন্যা ফাখিতা তখন একেবারে অসহায়। অপরদিকে একই জিহাদে আল-হ'রিছ (রা) ইবন হিশামও শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পুত্র 'আবদুর-রাহমান ইবনুল-হ'রিছ'ও যাতীম হইয়া পড়েন। লোকেরা 'ইনাবা তনয়া ফাখিতা ও হ'রিছ' তনয় 'আবদুর-রাহমানকে লইয়া খলীফা 'উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া দেন। এই ফাখিতাই আবু বাকর ইবন আবদি'র রাহমানের জননী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা, ৩খ., সংখ্যা ৬০৭৭, পৃ. ৩৯-৪০; (২) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, উর্দু অনু. লাখনৌ, ৭খ., ২০৪; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসুমা'ইস-সাহাবা, বৈরুত তা. বি. ১খ., ৪২৬, ক্র. ৪৬১০; (৪) ইবন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ., ১৭৬-৮)।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

ইনাম কমিশন (..... انعام) : লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব পরীক্ষার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ; বোম্বাই ছিল তাহাদের সদর দফতর। আযাদী সংগ্রামের (১৮৫৭) পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে তাঁহারা দক্ষিণাত্যে ২০,০০০ যমীনদারী বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে জটিলতার সৃষ্টি অবশ্যজারী, তাহা তাঁহাদের নিকট ছিল অকল্পনীয়। এই পুঞ্জীভূত গণঅসন্তোষ আযাদী সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ৩০৮

ইনায়াত (শাহ) কাদিরী [شاه قادي] : শাহ 'ইনায়াতুল্লাহ কাদিরী কাসুরী লাহোরী (র), পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও সূফীগণের অন্যতম। বাবা বুল্লে শাহ কাসুরী তাঁহারই মুরীদ ছিলেন। এই পর্যন্ত তাঁহার ষোলখানা 'আরবী ও ফারসী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে "গায়াতুল-হাওয়াশী" একখানি বৃহৎ সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

তিনি নিজের পূর্ণ নাম লিখিয়াছেন আবুল-মা'আরিফ মুহাম্মাদ 'ইনায়াতুল্লাহ আল-হানাফী আল-কাদিরী আশ-শাত'তারা আল-কাসুরী

আবার (ثم) লাহোরী (শাহ 'ইনায়াত, গায়াতুল-হাওয়াশী, পাণ্ডু)। তাঁহার পিতার নাম ছিল পীর মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ আকবার আলী, সালীমু'ত-তাওয়ানীখ, ৩৬৬)। তিনি পবিত্র কুরআনের হা'ফিজ'ও ছিলেন (শাহ 'ইনায়াত, য'ায়লুল-আগ'লাত', পাণ্ডু)। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উদ্যান রচনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন (শু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতুল-আস-ফিয়া, ১ম সং., লাহোর ১২৮৪ হি., ১৭৮)। শাহ 'ইনায়াত জাহিরী বিদ্যা শিক্ষা করেন মাওলানা সাযিদ্ আবু'ন-নাস'র ওরফে সাযিদ্ ইলয়াস (শাহ 'ইনায়াত, গায়াতুল-হাওয়াশী, লাভাইফ গায়বিয়া, পাণ্ডু), ও শামাইলুন-নাবাবি'য়া (শাহ 'ইনায়াত, কালিমাতুল-তামমাত, পাণ্ডু) গ্রন্থের ভাষ্যকার মাওলাবী 'আবদুল-হাদী লাহোরীর নিকট এবং বাতিনী 'ইলম শিক্ষা লাভ করেন মুজাদ্দি আলফ-ই ছানী (র)-এর পৌত্র শাহ 'আলী রিদা ফারুকী, (১১৪১/১৭২৮) [শাহ ইনায়াত, লাভাইফ-ই গায়বিয়া, পাণ্ডুলিপি পত্রক ৬৫], শায়খ মুহাম্মাদ সুলতান বুখারী (পৃ. ৬৪) এবং শাহ মুহাম্মাদ রিদা ইবন কাদী শায়খ মুহাম্মাদ ফাদিল লাহোরী [(মু. ১১১৮/১৭০৭) শু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতুল-আস-ফিয়া, ১খ., ১৮৯]-এর নিকট।

শাহ 'ইনায়াত ১১৩২/১৭২০ পর্যন্ত কাসুরে অবস্থান করেন। অতঃপর কাসুরের শাসনকর্তা হু'সায়ন খান খেশগীর সহিত ঝগড়া হইলে তিনি তাঁহাকে কাসুর ত্যাগের নির্দেশ দেন (শু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতুল-আস-ফিয়া, ১ম সংস্করণ, লাহোর, পৃ. ১৮৬-৮৭)। এইভাবে তিনি লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন।

সমসাময়িক 'আলিম ও সূফীদের সহিত শাহ 'ইনায়াতের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরী (মু. ১১৫৩/১৭৪০)-র সহিত তাঁহার জ্ঞান-বিষয়ক পত্র যোগাযোগ ছিল। তিনি হাজ্জী সাহেবের জওয়াবে পাঁচখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পত্রে তাঁহার সহিত সাধারণত শারী'আত সম্পর্কিত বিষয়াদির বিচার-বিশ্লেষণ হইত (শু'লাম রাসূল কাসুরী, শাজারাতুল-আনসার, লাহোর ১৯৩৫ খৃ., ২২-২৩)। শাহ 'ইনায়াত ও হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফের মধ্যে তামাক সেবন সম্পর্কেও পত্র-বিনিময় হইয়াছিল (শু'লাম হু'সায়ন কাসুরী শাজারাতুল-আনসার, পাণ্ডু)।

শাহ 'ইনায়াতের মৃত্যুর সন কোন সমকালীন জীবনীকার উল্লেখ করেন নাই। সর্বপ্রথম মুফতী শু'লাম সারওয়ার ১১৪১ হি. লিপিবদ্ধ করেন (খাযীনাতুল-আস-ফিয়া, ১৮৭)। ইহার পর সকল জীবনীকার, যথাঃ মাওলাবী রাহমান 'আলী ও মাওলানা 'আবদুল-হায়ি হা'সানী এই সনকেই তাঁহার মৃত্যু সন বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু এই মৃত্যু সন এই কারণে গ্রহণযোগ্য নহে যে, শাহ 'ইনায়াতের একজন সমসাময়িক 'আলিম হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরী (যাঁহার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) ১১৪৮/১৭৩৫ সনে লিখিত, এক পত্রে শুভ কামনারূপে سلمه الله تعالى (আল্লাহ তাঁহাকে নিরাপদে রাখুন) কথাটি লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, শাহ 'ইনায়াত অন্তত ঐ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং আনু. ১১৫০/১৭৩৭ সনের পর ইনতিকাল করেন (ড্র. হায়াত-ই-শাহ 'ইনায়াত কাদিরী)।

তাঁহার সন্তানদের মধ্যে দুই পুত্র মুহাম্মাদ যাহিদ ও মুহাম্মাদ যামান-এর বংশধরগণ ১৯১৯ খৃ. পর্যন্ত পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় বর্তমান ছিলেন (মুহাম্মাদ আকবার 'আলী, সালীমু'ত-তাওয়ানীখ, ৩৭৪)। শাহ 'ইনায়াতের বহু সংখ্যক মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত সূফী কবি বাবা বুল্লে শাহ কাসুরী(র)-র নাম তালিকার শীর্ষে।

এ পর্যন্ত শাহ 'ইনায়াতের' নিম্নবর্ণিত ষোলটি 'আরবী ও ফারসী রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে : (১) তান্কাহ'ল-মারাম ফী মা'ব্‌হা'ছি-বু'জ্‌দ রচনা কাল ১১১০ হি, 'আবদুল-হা'য়্যি হাসানী, নুহাতুল-খাওয়াতি'র ৬খ., ১৯৫); (২) লা'তাইফ-ই গায়বিয়াঃ (ফারসী গদ্য), রচনা কাল ১১১০ হি, শাত'তারিয়া তারীক'ঃ সম্পর্কে, পাভুলিপি, রাওয়াল পিণ্ডি; (৩) ইরান ও পাকিস্তান ফারসী গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার রাওয়ালপিণ্ডি "আয্-কার-ই কাদিরিয়াঃ" (Ivanov, Catalogue of the Mss. of the Asiatic Society of Bengal, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ: পাণ্ডু. নং ১৩২৩; (৪) গ'য়াতুল-হাওয়াশী(আরবী গদ্য) শাহ'র' বি'কায়া-র পাশ্চটিকা, রচনাকাল ১১৩৪ হি. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডু. নং ৬৪১০; (৫) "কানযু'দ-দাক'ইক"-এর ভাষ্য মূলতাক'তুল-হ'কাইক; (৬) মাজমু'আঃ-ই সুলতানী-র ভাষ্য মাজমু'আঃ-ই ইরফানী; (ফারসী গদ্য). পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাভুলিপি নং ৬৫৭; (৭) হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরীর পত্রের জবাবে লিখিত পুস্তিকা "দার মাসআলা-ই হারব ওয়া দার'ল- হ'ারব" (ফারসী গদ্য), (পাণ্ডু.) মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায় এই পুস্তিকায় তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার আলোকে ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে দার'ল-হ'ারব আখ্যায়িত করিয়া বলেন যে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, রাজপুত ও বেরার জাতিসমূহে প্রকাশ্যে কুফরের নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হয়। (৮) য'য়লুল-আগ'লাত' ফী মাসাইলিল-গ'সব বি'ল-ইফরাত (ফারসী গদ্য) হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরীর মতবাদ খণ্ডনে লিখিত, মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায়, পাণ্ডু.। (৯) আল-কালিমাতুল-তাম্মাত ফী রাদ্দ-ই মাত'ইনি'ছ-ছি'কাত, হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরীর মতবাদ খণ্ডনে লিখিত, মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানা পাণ্ডু.। (১০) রিসালাঃ হিবাতুল-তা'আত ('আরবী গদ্য) হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরীর মতবাদ খণ্ডনে, ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায় পাণ্ডু.। (১১) রিসালাঃ ফী হ'ল্ল-ই গুরবি'দ-দুখান ('আরবী গদ্য) হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরীর মতবাদ খণ্ডনে মাওলানা আবদুর-রশীদ শাহদারাঃ লাহোর-এর মালিকানায়, পাণ্ডু.। (১২) রিসালাঃ ফী হি'ল্ল-ই-তাম্বাকু ('আরবী গদ্য) মুঈন্'দ-দীন এর মালিকানায়, পাণ্ডু. লাহোর। (১৩) রিসালাঃ ফী রাদ্দ-ই মান কা'লা ইন্না'দ-দুআ'ফি'র- রিয়কে কুফর ('আরবী গদ্য) মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায় পাণ্ডু.। (১৪) লিবাস-ই বারহানা : মাওলাবী নাসীর'দ-দীন লাহোরী প্রণীত ফাতাওয়া-ই বারহানাঃ গ্রন্থের কতিপয় জটিল অংশের টীকা (ফারসী গদ্য) মাওলানা মুহাম্মাদ ত'য়্যিব হামাদানী কাসুরীর মালিকানায়, পাণ্ডু.। (১৫) ফাতাওয়া-ই 'ইনায়াতিয়াঃ (হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসুরীর লেখার বরাতসহ উল্লিখিত ব্যক্তির মালিকানায় পাণ্ডু.) (১৬) মুহাম্মাদ আক্‌বার 'আলী রচিত সালীমু'ত-তাওয়ারিখ গ্রন্থের ৩৬৭ ও ৩৭০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত দাস্তুর'ল-আমাল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) গুলাম রাসূল কাসুরী ইবন মুহাম্মাদ হাসান ইবন হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ, শাজরাতুল-আনসাব, (পাণ্ডু.) মাওলানা গু'লাম রাসূল মিহর-এর- মালিকানায়; (২) গুলাম হুসায়ন কাসুরী ইবন মুহাম্মাদ হাসান, শাজরাতুল-আনসাব, (পাণ্ডু.) ড. মুহাম্মাদ শাফী লাহোরীর মালিকানায়; (৩) মুহাম্মাদ 'আকিল লাহোরী, তুহ'ফাতুল-মুসলিমীন, গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডু., মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদীর মালিকানায়; (৪) গু'লাম সারওয়ার মুফতী লাহোরী, 'খাযীনা'তুল-আস্ফিয়া, লাহোর ১২৮৪ হি.;

(৫) এ লেখক, হাদীক'তুল-আওলিয়া, সম্পা. মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদী, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (৬) রাহ'মান 'আলী তায্কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, উর্দু অনু. মুহাম্মাদ আয়ুব কাদিরী, করাচী ১৯৬১ খৃ.; (৭) 'আবদুল-হা'য়্যি হাসানী নুহাতুল-খাওয়াতি'র ৬খ, দাক্ষিণাত্য ১৯৫৭ খৃ.; (৮) ফাকীর মুহাম্মাদ বিলামী, হাদাইকুল-হ'ানাফিয়া : লখনৌ ১৯০২ খৃ.; (৯) মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী, আওলিয়া-ই কাসুর, লাহোর ১৯২৭ খৃ.; (১০) মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদী, হায়াত-ই-শাহ 'ইনায়াত কাদিরী, যন্ত্রঃ; (১১) বুলহে শাহ, কুল্লিয়াতে-ই পাঞ্জাবী, পদ্য লাহোর ১৯৬৭ খৃ.; (১২) Ivanov, পাণ্ডু. নং ১৩২৩, Cat. mass, Asiatic Society, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.; (১৩) ফাওক' মুহাম্মাদ দীন, তায্কিরা-ই 'উলামা-ই লাহোর ১৯২০ খৃ. (১৪) মুহাম্মাদ-আকবার 'আলী, সালীমু'ত-তাওয়ারিখ, অমৃতসর ১৯১৯ খৃ.।

মুহাম্মাদ ইক'বাল মুজাদ্দিদী (দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

'ইনায়াত খান (عنايت خان) : মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীব (দ্র.)-এর একজন অখ্যাত সেনাপতি। তিনি ছিলেন তাহাওউর খানের শ্বশুর। শেষোক্ত ব্যক্তি ১০৯১-২/১৬৮০-১ সালের বিদ্রোহের সময় আওরঙ্গযীবের পুত্র আকবার-এর অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। যু'ল-হিজ্জা ১০৯১/জানুয়ারী, ১৬৮১ সালে যখন আওরঙ্গযীব আজমীর অঞ্চলে দো-রাহা অভিযুখে অগ্রসর হন, তখন 'ইনায়াত খানকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন তাহাওউর খানকে অবিলম্বে যুবরাজের বাহিনী ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়া পত্র প্রেরণ করেন। এই সময়ে যুবরাজের বাহিনী কুরকীতে অবস্থান করিতেছিল। তাহাওউর খান পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু আওরঙ্গযীব-এর শিবিরে উপস্থিত হইবার পর কোন প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যাহার ফলশ্রুতিতে তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : স্যার যদুনাথ সরকার, History of Aurangzib. কলিকাতা ১৯১২-২৪ খৃ., ৩খ., ৪১১-১২।

P. Jackson (E. I. 2)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ-দীন

'ইনায়াত খান (عنايت خان) : ভারতীয় মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীব-এর দরবারের একজন সভাসদ। বংশগতভাবে তিনি খুরাসান-এর খাফ (দ্র.) হইতে আগমন করেন। তবে তাঁহার কর্ম-জীবনের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই। ১০৭৭/১৬৬৬-৭ সালে তাঁহাকে দীওয়ান-ই খালিসাঃ (খাস জমিসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীওয়ান) দফতরের অধিকর্তারূপে নিয়োগ করা হয়। ১০৭৯/১৬৬৮-৯ সালে তাঁহাকে ৯০০ যাত ও ১০০ সুওয়ার-এর পদে উন্নীত করা হয়। ১০৮০/১৬৬৯-৭০ সালে তিনি এই মর্মে একটি রিপোর্ট দেন যে, শাহ জাহান-এর আমলের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে একটি বিরাট অঙ্কের ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিশ্রেক্ষিতে আওরঙ্গযীব খালিসাঃ ভূমিসমূহের বিস্তারণ ও ব্যয় নির্বাহে সংকোচন সম্পাদনের জন্য আদেশ দেন। ১০৮২/১৬৭১-২ সালে তাঁহাকে চাকলা বারেলী এবং ১০৮৬/১৬৮৭-৬ সালে তাঁহাকে খায়রাবাদ-এর ফাওজদার (দ্র.) (সেনাপ্রধান) নিযুক্ত করা হয়। ১০৮৮/১৬৭৭-৮ সালে তাঁহাকে পুনরায় পীশাদাস্ত-ই দাফতার-ই খালিসাঃ পদে নিয়োগ করা হয় এবং এইবার তাঁহাকে ১০০০ যাত ও ১০০ সুওয়ার-এর পদে উন্নীত করা হয়। ১০৯২/১৬৮১-২ সালে তাঁহাকে পদোন্নতি প্রদান করিয়া দীওয়ানই বয়ু'তাত

(রাজকীয় পরিবারের হিসাব সংরক্ষণ দফতর)-এর প্রধানরূপে নিয়োগ করা হয় এবং ইহার স্বল্পকাল পরেই তাঁহার নিজ অনুরোধে তাঁহাকে আজমীরের গভর্ণর পদ প্রদান করা হয়। রাখোরদের বিরুদ্ধে তিনি একটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১০৯৩/১৬৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়েই নিহত তাঁহার জামাতা বাদশাহ কুলী খান যে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন তাঁহার সহিত তিনি কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুসতাঈদ খান, মা'আছির-ই 'আলামগীরী, Bib. Ind. কলিকাতা ১৮৭১ খ., (২) শাহ নাওয়াজ খান, মা'আছির-ই 'আলামগীরী, Bib. Ind. কলিকাতা ১৮৮৮ খ., ২খ.; (৩) খাফী খান, মুন্নাখাবুল-নুবাব, Bib. Ins. কলিকাতা ১৮৬০ খ.।

M. Athar (E. I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ-দীন

'ইনায়াতুল্লাহ কাম্বু (عنایت الله كنبو) : ইনি মুহাম্মাদ সালিহ কাম্বুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি মুগল সম্রাট শাহজাহান (দ্র.)-এর ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'আমাল-ই সালিহ' অথবা শাহ জাহান-নামাহ নামক পুস্তকের রচয়িতা। তাঁহার পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি ছিল লাহোরে। তিনি বুরহানপুরে (দ্র.) ১৯ জুমাদাল-উলা, ১০৭১/৩১ আগস্ট, ১৬০৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। কিভাবে ও কোন্ সময়ে তাঁহার মতাপিতা বুরহানপুরে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। যখন পরিবারটি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল, প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় তাঁহার পিতা অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সম্পর্কে মমতাপূর্ণ ভাষায় কথা বলিতেন এবং তাঁহাকে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

প্রথমে জীবনে তিনি লাহোরে মুগল সুবাদারের অধীনে চাকুরী করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সেইখানে নিয়োজিত হন। জীবনের শেষভাগে তিনি পার্শ্ববর্তী জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লী গমন করিয়া সেইখানে কুতুবুদ-দীন বাখতিয়ার কাকীর সমাধি পার্শ্বে নিজেই একটি খানকাহ নির্মাণ করেন। তথায় তিনি সালাত, সাওম ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, লেখক ও কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ : (১) তারীখ-ই দিলকুশাঃ ইহা আদাম (আ) হইতে ভারতবর্ষে মুগল শাসনের প্রারম্ভিক সময়ের প্রচলিত বিবরণসম্বলিত শাহজাহান এবং তাঁহার পূর্ববর্তীদের ইতিহাস; ইহা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে; (২) বাহার-ই দানিশ, ইহা শ্রেণ স্বামিগণকে প্রতারণিত করিবার উদ্দেশ্যে অসত্য স্ত্রীদের বিভিন্ন চাতুরীর রোমাঞ্চকর ও কামোদ্দীপক কাহিনীর সংকলন। প্রধানত এই গ্রন্থ দ্বারাই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন; ইহা ১০৬১/১৬৫১ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহাকে "স্থূল ঘাসের সূত্রে গ্রথিত মুক্তামালা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কতিপয় ভারতীয় লোক-কাহিনীর ফারসী রূপান্তর। গ্রন্থকার এইগুলি একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন (সম্পা. কলিকাতা ১৮০৯ খ. ১৮৩৬ খ., দিল্লী ১৮৪৯ খ, বোম্বাই ১৮৭৭ খ. লখনৌ, তা.বি.)। ইংরেজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন আলেকজান্ডার ডাও (লণ্ডন ১৭৬৮ খ.), জোনাতান স্কট (Shrewsbury ১৭৯৯) এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এ. টি. হার্টমান (লাইপসিগ ১৮০২ খ.)।

তিনি দিল্লীতে ১৯ জুমাদাল-উলা, ১০৮২, সেপ্টেম্বর, ১৬৭১ সনে ইনতিকাল করেন। লাঠীফ (লাহোর, ২০৯) এবং চিশতী (তাহকীকাত,

১৩০৯) উভয়েই বলিয়াছেন যে, স্বনির্মিত একটি কবরে তাঁহাকে দাফন করা হয় এবং সেইখানেই তাঁহার অধিকতর প্রসিদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহাম্মাদ সালিহ কাম্বু, 'আমাল-ই সালিহ', Bib. Ins. ৩খ., ৩৭৯-৮২, ৪৩৯-৪১ ও সম্পাদকের ভূমিকা, পৃ. ২, ৬-৭, ৯, ১৩-৪; (২) Rieu, Catalogue of Persian manuscripts, ২খ., ৭৬৫, ৩খ., ১০৯৩ বি., (৩) এস. এম. লাঠীফ, Lahore : its history, architectural remains; লাহোর ১৮৯২ খ. পৃ., ২০৮-৯; (৪) নূর আহমাদ চিশতী, তাহকীকাত-ই চিশতী, লাহোর ১৯৬৪ খ., পৃ. ১৩০৯ (বহু অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা); (৫) Storey, ১খ., ৫৭৮-৯।

A. S. Bazme Ansari (E. I.²) আ. র. মামুন

'ইনায়াতুল্লাহ খান আল-মাশরিকী (عنایت الله خان المشرقي) : আল্লামা মাশরিকী নামে প্রসিদ্ধ। খাকসার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা 'আল্লামা মাশরিকী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম খান 'আতা' মুহাম্মাদ খান। তাঁহার পূর্বপুরুষ দীওয়ান লাল মুহাম্মাদ খান সম্রাট 'আলামগীর-এর দরবারে দীওয়ানী ও পাঁচ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাহাদাত মু'আজ্জাম ও সম্রাট ২য় 'আলামগীর-এর দরবারেও দীওয়ানী পদে তাঁহার খান্দানের লোক অধিষ্ঠিত ছিল। খান 'আতা' মুহাম্মাদ খানের পিতা দীওয়ান কামালুদদীন খান মহারাজা শের সিংহের আমলে কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলেও এই দায়িত্ব ছিল তাঁহারই বংশধরের হাতে। অমৃতসর ও পাতিলা খানে 'আতা মুহাম্মাদ খানের বহু সম্পত্তি ছিল।

আল-মাশরিকী অমৃতসরে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ইহার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯০৯ খৃ. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতশাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে ট্রিপল অনার্স পরীক্ষা পাস করিয়া ব্যাংলার (Wrangler) উপাধি লাভ করেন। ১৯১২ খৃ. পদার্থবিদ্যায় বি. এস.সি. এবং ম্যাকানিকাল সাইন্স অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রাচ্য ভাষা (আরবী ও ফারসী)-সমূহে বি. ও. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। এইভাবে মাত্র পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ৪টি অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। লেখাপড়া শেষে 'আল্লামা মাশরিকী হিন্দুস্থান প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯১৩-১৫ খৃ. পর্যন্ত পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং উহার পর হইতে ১৯১৭ খৃ. পর্যন্ত প্রিন্সিপালের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭-২০ খৃ. পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের আঞ্জার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর কয়েকটি কারণে সরকার তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং শাস্তিমূলকভাবে তাঁহাকে একটি স্কুলের হেড মাস্টার করিয়া দেয়। ইহাতে তাঁহার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন হইতে তিনি সামাজিক জীবনে মুসলিম জাতির অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং ১৯২৫ খৃ. তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক তাযকিরাত্ উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেন। পুস্তকের সারমর্ম ছিল এই যে, মুসলিম জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল দুনিয়াতে আল্লাহর খিলাফাত অর্জন করা, আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজন অবিরত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সুশৃঙ্খল সংগঠন। পুস্তকে বর্ণিত কতগুলি বিষয়ে আলিমগণ বিরোধিতা করেন এবং ধর্মীয় মহলে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। দ্র. মুহাম্মাদ মানজুর নুমানী, খাকসার তাহরীকঃ

মায'হাব ওয়া সিয়াসাত ক্বী রোশনী মে (خاکسار تحريك مذهب) বেরেলী সং.। ফ্রান্সের এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্যারিস জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁহাকে ফেলোশিপ প্রদান করে। সম্মেলনের অধিবেশন শেষে ১৯২৬ খৃ. তিনি যুরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৩১ খৃ. তিনি "ইশারাত" নামক পুস্তকখানা রচনা করেন এবং চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া খাকসার আন্দোলনের সূচনা করেন। খাকী পোশাক পরিধান ও বেলচা বহন করা ছিল খাকসার কর্মীদের বৈশিষ্ট্য। শীঘ্রই ইহাদের একটি বাহিনী গঠিত হয়। তাহারা সন্ধ্যায় মাগ'রিবের সালাতের পর ন্যূনতম দশ-দশজনের দলে বিভক্ত হইয়া আপন আপন কমাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে চাপ রাসত চাপ রাসত (ডান বাম) ধ্বনি তুলিয়া প্যারেড করিত। নেতার আনুগত্য ও জনগণের সেবাই ছিল তাহাদের ধ্বনি ও আদর্শ। রীতিনীতি ও প্রথার সংস্কার ছিল তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁহার একটি সংস্কারমূলক কাজ জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সিন্ধু প্রদেশে হায়দরাবাদ জেলায় লোওয়ারী নামক স্থানে প্রতি বৎসর যু'ল-হিজ্জাঃ মাসে হাজ্জ মাওসুমে দুই দিনব্যাপী এক মেলা বসিত। ইহা লোওয়ারী হাজ্জ নামে অভিহিত হইত। লোওয়ারীর কূপটি যামযাম কূপ এবং কবরস্থানকে জান্নাতুল-বাকী' বলা হইত। তথাকার প্রতিটি বস্তুরূপে হাজ্জ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির সমমর্যাদা দেওয়া হইত। আল-মাশরিকীর নির্দেশ মতে খাকসারদের একটি প্রতিনিধি দল এই বিষয় লইয়া সিন্ধুর মুখ্য মন্ত্রীর সহিত ১৯৩৯ সালের ৩ জানুয়ারী সাক্ষাত করে। অতঃপর তাহাদের অটল দাবীর প্রেক্ষিতে ৮ জানুয়ারী এক সরকারী ঘোষণাবলে লোওয়ারীর হাজ্জ প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। খাকসার ছিল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের পতাকাবাহী আদর্শবাদী দল। একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন ও সুনিপুণ কর্ম পদ্ধতি ছাড়াও তাহারা উদারতা প্রদর্শনের নীতির পক্ষপাতী ছিল। যদিও হিন্দুস্থানের অমুসলিম সম্প্রদায়, বৃটিশ সরকার ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহ উহাকে একটি বেসরকারী সেনাবাহিনী সংগঠন বলিয়াই মনে করিত। আল-মাশরিকী ছিলেন ইংরেজদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রায়িক চিন্তাধারার যোর বিরোধী। লাহোরের ইচরাহ নামক স্থানে ছিল খাকসার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দফতর। ১৯৪০ খৃ. প্রথম দিক নাগাদ খাকসার আন্দোলন পেশোয়ার থেকে সুদূর রেঙ্গুন পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়ে। তাহারা উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে পালাক্রমে ক্যাম্প করিয়া তাহাদের কাজকর্মের প্রদর্শনী করিত। পরিধানে খাকী পোশাক ও হাতে বেলচা নিয়া খাকসার কর্মীগণ বিভিন্ন শহরে সমাবেশের আয়োজন করিত। এইরূপ কোন কোন সমাবেশে এক লক্ষ কর্মী সমবেত হইত। ১৯৪০ খৃ. ১৯ মার্চ তাহাদের উপর এক বিপদ নামিয়া আসে। ৩১ জন খাকসারের একটি দল যখন লাহোরে 'আলামগীরী শাহী মসজিদের দিকে যাইতেছিল, সরকার তখন তাহাদের গতিরোধের জন্য গুলী চালাইবার নির্দেশ দেয় এবং আল-মাশরিকীকে গ্রেফতার করিয়া মাদ্রাজের ভেলোর কারাগারে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এই ঘটনায় অনেক খাকসার প্রাণ হারায় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। ইহা আল-মাশরিকীর জীবনের প্রথম গ্রেফতার ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বন্দী করিয়া তাঁহাকে কারাগারে আটক রাখা হয় যাহার সর্বমোট পরিমাণ হইবে দশ বৎসর। অবশেষে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া এই সংগ্রামী বীর ১৯৬৩ খৃ. ২৫ আগস্ট ইনতিকাল করেন। তায-কিরাঃ এবং ইশারাত ছাড়া তাকমিলাঃ, হাদীছুল-কু'রআন ও আরমাগান-ই হাকীমও তাঁহার রচিত গ্রন্থ। সাপ্তাহিক 'আল-ইস-লাহ' ছিল তাঁহার

আন্দোলনের মুখপত্র। 'আল্লামা আল-মাশরিকীর সকল প্রচেষ্টা ও সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতিকে কু'রআনী শিক্ষার আলোকে সৎ কাজের প্রতি আহ্বান জানাইয়া নব জীবনে উজ্জীবিত করা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফাতের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলা। খাকসার সংগঠন বর্তমানেও (প্রবন্ধ লেখার কালে, ১৯৮১ খৃ.) বিদ্যমান আছে এবং উহা দুই দলে বিভক্ত। শান্তিপূর্ণ দলীয় সমাবেশ ও প্রদর্শনী এখনও হইয়া থাকে। তবে জনসেবাই বর্তমানে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উল্লেখ্য যে, আল-মাশরিকীর রাজনীতির সহিত তদানীন্তন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ ছিল। বহু বই-পুস্তকে ইহার তথ্য পাওয়া যাইবে। বর্তমান নিবন্ধে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা ও রচনা-কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতভেদের আলোচনা খুব কমই করা হইয়াছে।

হাশমাত 'আলী (দা. মা. ই.)/বোরহান উদ্দীন

ইনাল (Inal) : ইবনুল-আমীন মাহ'মুদ কামাল (আধুনিক তুর্কীতে Ibnul Emin Mahmud Kemal Inal) ১৮৭০-১৯৫৭ খৃ. তুর্কী চরিত্রকার ও লেখক, ঐতিহ্যবাহী উছমানী বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের সর্বশেষ বিশিষ্ট প্রতিনিধিরূপে ইনি ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ আমীন পাশা (১৮৩৭-১৯০৮খৃ.) তদীয় আত্মীয় ও পৃষ্ঠপোষক যুসুফ কামিল পাশার (১৮০৮-৭৬ খৃ. সুলতান আবদুল আযীযের অধীনে প্রধান মন্ত্রী ও মিসরের মু'হাম্মাদ আলীর জামাতা) ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন হেতু "মুহুরদার" বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। তিনি আনাতোলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে চাকুরী করার পর ১৯০৮ খৃ. ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর (মুতাসাররিফ)-রূপে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা হামীদা নার্বিস (১৯৩৫ খৃ. ইনতিকাল করেন।

মাহ'মুদ কামালের পূর্বপুরুষগণ মূলে বুখারা হইতে তুরস্কে আসেন, তাহারা সেলজেন-ওগলু (Selcenoglu) নামে পরিচিত ছিলেন, তাহাদের পারিবারিক সীলমোহরে এই নাম খোদিত ছিল। পরবর্তী কালে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৯৩৪ খৃ. যখন আইনের মাধ্যমে পারিবারিক নামের ব্যবহার প্রবর্তিত হয় যখন পরিবারের কোন কোন সদস্যের ন্যায় পুরাতন পারিবারিক নাম সেলজেন ওগলু গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্তে (আমীন-এর তরজমা হিসাবে) ইনাল পারিবারিক নাম গ্রহণ করিয়া তিনি অনুতপ্ত (I.M.K.Inal, Son hattatlar, 672. n. 1) হন। খৃ. ১৮৯০ দশকে তাঁহার প্রথম জীবনের রচনাবলীতেই তাঁহার ডাকনাম ইবনুল-আমীন (ইবনুল-এমিন, Ibnulemin) প্রকাশিত হইতে থাকে।

সুলায়মানিয়া কুল্লিয়া ইমারতের প্রাচীন ভবনে অবস্থিত শাহযাদাহ হাই স্কুল (রুশদিয়া) হইতে পাশ করিয়া মাহ'মুদ কামাল মুলকিয়্যায়া (দ্র.) ভর্তি হন, কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। পরে তিনি আইন বিদ্যালয়ের (মাকতাব-ই হুকুক) কতিপয় কোর্সে এবং ইস্তান্বুলের প্রধান প্রধান মাদরাসা ও মসজিদে অনুষ্ঠিত বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তবে পিতা ও গৃহশিক্ষকগণের নিকটই তাঁহার বেশীর ভাগ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এইরূপে তিনি 'আরবী, ফারসী, প্রাচীন মুসলিম বিজ্ঞান ও কিছু ফরাসী ভাষা শিখেন। কবি মুহাম্মাদ আকিফের পিতা আলবেনিয়ার আইপেকনিবাসী প্রসিদ্ধ খোজা তাহির ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিক্ষক। হস্তাক্ষরবিদ হাসান তাহসীন (১৮৫১-১৯১৫ খৃ.) তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন; তিনিই ইনালকে তুর্কী হস্তাক্ষর বিজ্ঞানের ইতিহাসে গভীরভাবে আখরী করিয়া তোলেন (son hattatlar, 424-7)।

মাহ'মুদ কামাল ১৮৮৯ খৃ. প্রধানমন্ত্রীর অফিসে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বিভাগের একজন কেরানীরূপে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৮৯১ খৃ. তিনি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রেকর্ড অফিসে (সাদারাত মাকতুবী কালেমী) বদলি হন। ১৯০৬ খৃ. তিনি এই অফিসে উপ-পরিচালক এবং ১৯০৮ খৃ. পরিচালক হন। ১৯০৮ খৃ. শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বসনিয় ও লুগেরীয় সংকটের সময় ইনাল স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ অফিসের (ইয়লাত-ই মুমতায়ি বিমুখতারি) পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৯০৯ খৃ. তুর্কী সুলতান 'আবদুল-হামীদকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সময় গ্লিদিয় প্রাসাদে প্রাপ্ত এবং অস্থায়ীভাবে সমর মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে বর্তমান সামিয়ানায় স্থানান্তরিত দলীল-দস্তাবেয ও সংবাদ সংগ্রাহকদের রিপোর্টসমূহ শ্রেণীবিন্যস্ত করিবার জন্য ইনালকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। ইহার দরুন তিনি সুলতান 'আবদুল-হামীদের রাজত্বকালের (১৮৭৬-১৯০৯খৃ.) স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত বহু অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ দলীলপত্র পরীক্ষার এবং ঐগুলির অনুলিপি প্রণয়নের সুযোগ পান। পরবর্তী কালে বিভিন্ন লেখায় তিনি এইগুলি ব্যাপকভাবে কাজে লাগান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী শুকরু বে [দ্র.] মুসতাকা কামালের বিরুদ্ধে ইউনিয়নিস্ট ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে (১৯২৬ খৃ. প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত) ইনালকে (জনাব শিহাবুদ্দীন, সুলায়মান নাফীফ ও আরও কয়েকজনসহ) আছারই মুফীদি কুতুব খানেনিসি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করেন। এই বোর্ডের তুর্কী সাহিত্যের দুর্লভ বা অসাধারণ পাণ্ডুলিপিসমূহ পরীক্ষা ও প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইনাল এই দুশ্চাপ্য প্রকাশনা সিরিজের (নীচে দ্র.) বহু রচনাকর্মের মূল্যবান মুখবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু কবি আবদুল-হাক্ক হামিদ (দ্র.) এই সিরিজে স্বরচিত পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইলে এবং আনওয়ার পাশা সেনাবাহিনীর জন্য নামিক কামালের কোন কোন রচনা পুনর্মুদ্রণের আদেশ দিলে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ইহার আরও কারণ ছিল যুদ্ধকালীন বিভিন্ন অসুবিধা ও ঘটতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হইতে ইস্তাম্বুল সরকার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সময় পর্যন্ত (১৯১৮-২২ খৃ.) ইনাল সরকারী সংবাদপত্র তাকবীম-ই ওয়াকাই-এর সম্পাদক এবং শেষের দুই মাস সরকারী রেকর্ড বিভাগের (দীওয়ান-ই হুমায়ুন বেগলিকচিসি) প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি আসন্ন শান্তি আলোচনায় তুর্কী সরকারের মতামত প্রণয়নের জন্য গঠিত আঞ্জার সেক্রেটারীদের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিনিধিত্ব করেন। [এই কমিটিতে কর্নেল ইসমেত বে, পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট ইনোনু (Inonu) সমর মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।]

উছমানী রাষ্ট্রীয় দায় পরিচালনা বিভাগে [দুয়ুন-ই উমুমিয়া (দ্র.)] অস্থায়ীভাবে কিছুকাল তৎকালীন বহু নেতৃস্থানীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সহকর্মীরূপে কর্মরত থাকার পর ১৯২৪ খৃ. উছমানী ইতিহাস সমিতি (তারীখই উছমানী আনজুমানি) তাঁহাকে ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেয ওয়াছাইক-ই-তারীখিয়ে তায়নীফ হায়াতি) শ্রেণীবিন্যাসকরণ কমিশনের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বৎসর (১৯২৩ খৃ.) তিনি এই কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। এই কমিশনে ৩ বৎসরকাল গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজ করিয়া ইনাল তাঁহার ভবিষ্যৎ রচনাবলীর জন্য মূল্যবান মালমসলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ১৯২৭ খৃ. তাহার দুই গুণমুগ্ধ

বন্ধু কবি খালীল নিহাদ [বোয়টেপ] ও কবি ইবরাহীম আলাউদ্দীন [গোভসা]-এর মধ্যস্থতায় নূতন আঙ্কারা সরকার ইনালকে সুলায়মানিয়া কুল্লিয়া প্রাসাদে অবস্থিত ইসলামী ওয়াক'ফ যাদুঘরের (আওকাফসিলামিয়া মুয়েসি) পরিচালক নিয়োগ করেন। পরে এই যাদুঘরের পরিবর্তিত নাম হয় তুর্কী ও ইসলামী শিল্পকলা যাদুঘর (Turk ve Islam Eserleri Muzesi)। ১৯৩৫ খৃ. অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

১৯৩৬ খৃ. মিসরের শাহযাদী খাদীজা 'আব্বাস হালীমের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে যান এবং মিসর সফর করেন। ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ মিসরের সিংহাসনের তৎকালীন ভারী উত্তরাধিকারী প্রিন্স মুহাম্মাদ 'আলী তাহার ইসলামী হস্তলিপি সংগ্রহের শ্রেণীবিন্যাসে সাহায্য করার জন্য হস্তলিপিবিদ কামিল আকাদিকসহ ইনালকে মিসরে আমন্ত্রণ করেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৪০-এ মিসর হইতে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া ইনাল জানিতে পারেন যে, তাহাকে ইসলামী বিশ্বকোষের তুর্কী সংস্করণের সম্পাদনা বোর্ডের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হইয়াছে। তৎকালীন সুযোগ্য শিক্ষামন্ত্রী, লেখক ও সাংবাদিক হাসান আলী যুসেলের (১৮৯৭-১৯৬১ খৃ.) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে তাঁহাকে এই পদ প্রদান করা হয়। যুসেল ৮ বৎসর কাল মন্ত্রী থাকাকালে এবং পরবর্তী কালেও ইনালকে তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা প্রকাশের জন্য অবিরাম উৎসাহ ও তাগাদা দিয়া যান (তখনও পর্যন্ত ঐসব রচনা ছিল অসংলগ্ন নোটের আকারে। ফলে ছাপাখানায় পাঠাইবার প্রাক্কালেই ঐগুলি সম্পাদনা করা হইতে থাকে। আগ্রহের অভাব থাকিলেও মাহ'মুদ কামাল জোর করিয়া নিজেই তাঁহার বিরাট সাহিত্য উপাদান হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছাইয়ের কাজে নিয়োজিত করিতেন এবং যখন লেখার জন্য তাঁহাকে সরকারীভাবে নিয়োগ করা হইত কেবল তখনই তিনি ঐগুলি সুসম্বিত করিয়া লেখার কাজে হাত দিতেন (ইনালের মরণোত্তর সাহিত্যকর্ম Hos Sada. Istandbul 1958. P.L. IV. উপক্রমণিকা, A.H. Tanpinar Ibnul Emin Mahmud Kemals dair)। ১৯৪০ খৃ. হইতে আমৃত্যু (১৯৫৭)। তাঁহার অধিকাংশ সময় তিনি স্বরচিত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন, সংশোধন ও মুদ্রণ তদারকির কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মাহ'মুদ কামাল ছিলেন সম্ভবত পুরাতন উছমানী আমলের ভদ্রলোকের শেষ দৃষ্টান্ত, যিনি যুগের সহিত সঙ্গতিহীনভাবে সেই বিলুপ্ত শ্রেণীর স্টাইলে জীবন যাপন করিতে এবং স্বপ্নে সেই হারানো দিনের গৃহকাতরতার এক অবাস্তব মায়াজাল বিস্তার করিয়া রাখিতে চাহিতেন। পুরাতন উছমানী আমলের কীর্তিকলাপের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া ইনাল তাঁহার চারিদিকে সংঘটিত পরিবর্তনকে আমল দিতেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে অস্বীকার করিয়া তিনি ক্রমশ অধিকতর একগুয়ে, সামান্য কারণে উত্তেজনাগ্রবণ ও বদমেজাজী হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রচণ্ড অহমিকা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এই সমস্ত দোষ আরও বাড়াইয়া তোলে। ১৯৩০ খৃ. মধ্যে চিরকুমার মাহ'মুদ কামাল পোশাক-আশাকে, আদব-কায়দায়, কথাবার্তায় ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইস্তাম্বুলের সর্বাপেক্ষা খামখেয়ালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। একই সঙ্গে তিনি এক জীবন্ত মোহাফেজখানা এবং উছমানী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষত ১৮৭০-১৯২১ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সারা

জীবন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য দলীলপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিয়া কয়েক পুরুষ বহু ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিয়া তিনি এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। নিজের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির জন্যই তাঁহার পক্ষে এই কৃতিত্ব অর্জন সম্ভবপর হইয়াছিল। তরুণ বয়স হইতেই মাহ'মুদ কামাল দলীলপত্র, পাণ্ডুলিপি ও পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং ৫০ দশক বয়সের কোঠায় পৌঁছিয়াই তিনি সমগ্র তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সংগ্রহের অধিকারী হন। বায়াযীদে তাঁহার পারিবারিক ভবনে (Konak) এই সমস্ত সংগৃহীত দ্রব্যাদি জমা রাখা হয়। মুদরোসের সন্ধি-চুক্তির (armistice of Mudros) পর ১৯১৯ খৃ. মিজ বাহিনী ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করিলে মাহ'মুদ কামালকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কোনাক ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। ১৯ মাস পরে যখন ভবনটি তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল সংগৃহীত দলীলপত্র, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদির অধিকাংশই লুণ্ঠন, ধ্বংস ও অপবিত্র করা হইয়াছে বা নিখোঁজ হইয়াছে। এক আত্মজীবনী সমীক্ষায় তীব্র ক্ষোভের সহিত তিনি এক অভিযোগ করেন (Kendine dair, son asir Turk sairleri, Istanbul 1930-1942. pp. 2201-42)।

খৃ. ১৮৮০ দশকে যখন তারিক পত্রিকায় মাহ'মুদ কামালের প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় তখন তিনি অল্প বয়স্ক বালকমাত্র (জ. ১৮৭০ খৃ.)। বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক আহ'মাদ মিদহাত কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া তিনি বহু বৎসরকাল তদীয় পত্রিকা তারজুমানই হাকীকাত-এ লিখিয়া যান। ঐ সময় হইতে ইবনুল-আমীন এই নূতন ডাকনামে ইস্তাম্বুল ও স্যালোনিকার বহু পত্রিকা ও সাময়িকীতে তাঁহার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। অতঃপর ছোট বড় বিভিন্ন আকারের পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ধর্ম-নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য ও ইতিহাস। সুলতান আবদুল-হামীদের আমলে প্রকাশনা পরীক্ষকদের হাতে তাহার লেখা প্রায়ই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইত। তবে মাহ'মুদ কামালের প্রকৃত অবদান হইতেছে জীবনী লেখার ক্ষেত্রে। মূলত জীবন-চরিত রচনার ঐতিহ্যবাহী উচ্ছমানী পদ্ধতি অনুসরণ করিলেও মাহ'মুদ কামাল পরবর্তীকালে ইহার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। সত্য বটে, তিনি তাঁহার বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে সরকারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি নিষ্প্রাণ বিষয়ের তালিকা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু এই সবের সহিত তিনি অতিরিক্ত যথা যোগ করিয়াছেন তাহা সর্বক্ষেত্রেই হইয়াছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষিত দলীল-দস্তাবেয, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত দলীলপত্র, সহায়ক প্রামাণিক কাহিনী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তুল্য ঘটনাবলী, সমসাময়িক অবস্থার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক দূরদৃষ্টি ও স্বীয় প্রখর রসবোধের গুরুমূলত দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া মাহ'মুদ কামাল প্রায়শই তাঁহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতীব স্বচ্ছ অবিস্মরণীয় ও বিশ্বাস্য প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করিয়াছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অতীব ভাবপ্রবণ মেধাজ্ঞ, প্রবল আবেগ, পূর্ব সংস্কারদুষ্টতা ও কথাবার্তায় বহু লোকের সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার লেখায় অত্যন্ত বিবেকবান, সুমম ও ন্যায্যনিষ্ঠ ছিলেন। সম্ভবত এই কথা বলা ঠিক হইবে যে, অন্যদের তুলনায় তাঁহার পরিবারের ও নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকগণের (যেমন যুসুফ কামাল পাশা, কামিল পাশা কুচুক সাঈদ পাশা) প্রতি তিনি একটু বেশী সহানুভূতিশীল ও মনোযোগী হইয়াছেন।

মাহ'মুদ কামালের সম্পত্তির উইলের পূর্ণ বিবরণ তাঁহার মরণোত্তর প্রকাশনা হোশ সাদা (Hos Sada) (নীচে দ্র.)-এর উপক্রমণিকায়

প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বহু তুর্কী পণ্ডিত ব্যক্তির অনুসরণে তিনি তাঁহার মূল্যবান ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহার বাসভবনটি (Konak) ইস্তাম্বুলের ইমাম-হাতিপ বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন।

১৯২৮ খৃ. তুরস্কে কঠোর ধর্মিতাত্ত্বিক নিয়মাবলীসম্বলিত যে নূতন রোমান হরফ চালু হয় উহার সহিত অভ্যস্ত হওয়া মাহ'মুদ কামালের পক্ষে সত্যই কষ্টকর ছিল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি আধুনিক তুর্কী ভাষার নূতন বানানরীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী উচ্ছমানী আমলের তুর্কী ভাষার বানান পদ্ধতি অনুসারে ছাপাইবার জন্য জিদ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া মু'আল্লিম নাজীপহীদের ন্যায় বিশুদ্ধবাদীদের মত তিনি আরবী হইতে তুর্কী ভাষায় সম্পূর্ণ কতিপয় আরবী শব্দে সঠিক অর্থাৎ পুরাতন রূপ পছন্দ করিতেন এবং ধর্মিতাত্ত্বিক নিয়মানুসারে উহার পরিবর্তিত তুর্কী রূপ বর্জন করেন (যথা : eyalet, akrala, tehlike Eyalet akriba, tehlike)

ছোটখাটো সাহিত্য প্রকাশনা এবং বহু পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ বাদে মাহ'মুদ কামাল নিম্নোক্ত প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা (১) আওকাফ-ই হুমাযুন নেজারতিনিহন তারীখচে ই তেশকীলাতি বে. নুজজারিন তেরাজিমই আদওয়ালি, ইস্তাম্বুল, ১৩৩৫/১৯১৭ ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের জীবনীসহ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস। গ্রন্থখানি প্রণয়নের ভার একটি লেখকগোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত থাকিলেও মাহ'মুদ কামালের সহকর্মীগণ এই ব্যাপারে কোনই কাজ করেন নাই; (২) ১১ম/১৭শ শতাব্দীর কবি শায়খুল-ইসলাম যাহ'যার জীবনী ও কবিতা সম্পর্কে ৬৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধসহ কবির দীওয়ানের একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪/১৯১৬; (৩) ১৯শ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক্যালপন্থী হারসেকলি আরিফ হিকমাতের কবি কর্মের ৭৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধসহ তাঁহার দীওয়ানের একটি সমালোচনা সংস্করণ; (৪) ৪৭ পৃষ্ঠার একটি উপক্রমণিকাসহ ১৯শ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক্যাল কবি লেসকোফচালি গালিব-এর দীওয়ানের সমালোচনা সংস্করণ, ইস্তাম্বুল, ১৩৩৫/১৯১৭; (৫) মুসতাফা আলীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সুদীর্ঘ ১৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপক্রমণিকাসহ আলীর মানাকিবই হুনরভেরান-এর সমালোচনা সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.; (৬) ৮৫ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকা ও টীকাসহ মুসতাকীম যাদা সুলায়মান সাদুদ্দীন রচিত হস্তলিপিবিদদের জীবনী তুহফাই খাতাততীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ. (৭) খৃ. ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর নির্বাচিত কবিদের রচিত কবিতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনাসহ জীবনী গ্রন্থ (কবিদের তালিকা সুনির্বাচিত হয় নাই এবং সকল ক্ষেত্রে রচনা সমমানের নহে), son asir Turk sairleri, ১২টি পুস্তিকা, ১২৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, ইস্তাম্বুল ১৯৩০-১৯৪২ খৃ. (মূল শিরোনাম কামালু'শ-ও'আরা, ইহার প্রকাশক তুর্কী ইতিহাস সমিতি কর্তৃক পরিবর্তিত); (৮) মাহ'মুদ কামালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা Osmanli devrin de Son sadriazamlar, Istanbul 1940-49, ইহাতে তুরস্কের শেষ ৩৭ জন প্রধান মন্ত্রীর কর্মজীবন ও সমকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বহু অপ্রকাশিত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উচ্ছমানযাদা তাইব-এর হ'দীকাতুল-উয়ারা-এর (মূল শিরোনাম কামালু'স- সুদূর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবর্তিত) ৬ষ্ঠ ও সর্বশেষ পরিশিষ্টরূপে প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়; (৯) প্রাচীন আমলে

হস্তলিপিবিদদের জীবন কাহিনীর উছমানী সূত্র সম্পর্কে একটি মুখবন্ধসহ ১৬৩ জন হস্তলিপিবিদদের জীবনীর এক সুবৃহৎ (৮৩৯ পৃষ্ঠায়) সংগ্রহ Son hattatlar, Istanbul 1955; ইহাতে হস্তলিপিবিদদের কাজের প্রচুর নমুনাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, (১০) হোস সাদা, Hos Sada) ইস্তাযুল ১৯৫৮ খৃ. (মরণোত্তর), ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর তুর্কী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত রচয়িতাদের জীবনী সম্পর্কে ৩১৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। ইহার প্রথম ১৮২ পৃষ্ঠা মাহ-মুদ কামালের নিজস্ব রচনা অবশিষ্টাংশ (১২৯-৩১৪ পৃ.) প্রধানত মাহ-মুদ কামালের লিখিত টীকা হইতে সংকলন করিয়া গ্রন্থখানির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়াছেন আভনি আকতুচ (Avni Aktuc)। ইহার ৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকার মাহ-মুদ কামালের উইলের পূর্ণ বিবরণ এবং তাঁহার জীবন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্বলিত কতিপয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির লেখক হাসান আলী মুসেল, আহমাদ হামদি তানুপিনার ও তাঁহার দুই চিকিৎসক কে, আই, গুরকান ও এম. ই. শুচান।

গ্রন্থপঞ্জী : মাহ-মুদ কামাল ইনালের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত তথ্যাবলীর প্রধান উৎস হইতেছে এই নিবন্ধে তালিকাভুক্ত তাঁহার নিজের রচনাবলী।

Fahir Iz (E.I.2)/ শায়খ ফজলুর রহমান

ইনাল (إنال) : বা ইনাল চুখ তুর্কী সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারায়ম শাহ (দ্র.)-এর আমলে উত্তরার (দ্র.)-এর গভর্নর। ইনি ছিলেন সুলতানের মাতা তারকান খাতুনের জ্যেষ্ঠ। তাঁহাকে কাযীর খান উপাধি দেওয়া হয়। চিন্তাশীল খান (দ্র.)-এর জনৈক রাজদূত ও তাহার সহগামী একটি মুসলিম ব্যবসায়ী দলকে তাহার আদেশে হত্যা করার ফলে সুলতান মুহাম্মাদের সাম্রাজ্য মোংগল অভিযানের শিকার হয়। মরণপণ প্রতিরোধের পর ইনাল উত্তরার-এ বন্দী হন। ৬১৭/১২২০ সালে বসন্ত কালে সামারকান্দ-এ তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জুওয়ায়নী বয়েল (Djuwayni-boyle) 79-86,367-8; (2) Barthold, Turkestan 398-9।

J.A. Boyle (E.I.2)/শায়খ ফজলুর রহমান

ইপশির মুস'তাফা পাশা (ابشر مصطفى پاشا) : (১০৬৫/১৬৫৫), তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী। তিনি বিপ্লবী আবাজা মুহাম্মাদ পাশা-এর আত্মীয় ছিলেন; নাইমার (সম্পা. ১২৮২ হি., ২/৩০২, ৩/১৯৪. ৫/১৯৬) বর্ণনা অনুসারে তাঁহার ভগ্নীর পুত্র; হাদীকাতুল-জাওয়ানি' (১খ., ১৮২) অনুসারে তাঁহার পিতব্যপুত্র। তাঁহার উপনাম ইপশির রাখা হইয়াছিল সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি আবখায় (দ্র.)-এর আপসীল (Apsil) গোত্রভুক্ত ছিলেন (দ্র. ইসমাঈল বারকক, তারিহ-ই কাফ কাসায়্যা, ইস্তাযুল ১৯৫৮ খৃ., ১৪২)। আবাজা মুহাম্মাদ পাশা তাঁহাকে লালন-পালন করেন। আবাজা মুহাম্মাদ পাশা যখন আলেক্সান্ডার গভর্নর ছিলেন, তখন ১০২৬/১৬১৭ সনে (নাইমা, ৫খ., ১৯৬) তাঁহাকে তারসূসের সানজাক-বেগি (Sandjak-begi)-এর পদ প্রদান করেন। আবাজা যখন মুরতাদা পাশা (নাইমা ২খ., ৩০২)-র সহিত যুদ্ধ করেন তখন তিনি আবাজার সহিত ছিলেন। বসনিয়া ও বেলগ্রেডে অবস্থানকালে ১০৪৩/১৬৩৩ সনে পোলাগোর যুদ্ধের সময় এবং ইস্তাযুলে ১০৪৪/১৬৩৪ সনে আবাজার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার সহিত ছিলেন। পরবর্তীকালে কেমানকেশ মুস'তাফা পাশা তাঁহাকে খলীফার প্রাসাদের চাকুরীতে ভর্তি করিয়া দেন এবং ১০৪৯/১৬৩৯ সনের মধ্যে তিনি মুইয়ুক মীর আখুর পদে উন্নীত হন।

পরবর্তীকালে তিনি যথাক্রমে বুদিন, সিলিস্তার, মার'আশ, মাওসিল, ভ্যান, কারামান এবং (১০৫৪/১৬৪৪) তেমেশবার-এর গভর্নর হইয়াছিলেন। তিনি জনগণের কাছে অপ্রিয় ও ভীতিপ্রদ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তিশালী ব্যক্তিগত সমর্থকবৃন্দও ছিল। যদিও তিনি ১০৫৬/১৬৪৬ সনে দারবীশ মুহাম্মাদ পাশার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তবুও তিনি আনাদোল-এর বেগলার বেগি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ বিভিন্ন প্রকারের বিদ্রোহীদের দমন করিবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নর একমাত্র তিনিই ছিলেন [হায়দার-ওগ'লু মুহাম্মাদ, বারবার 'আলী পাশা (উভয় দ্র.) গুরুজু নবী] এবং তিনি ১০৬০/১৬৫০ সনে লেবাননে দ্রুয়দের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু আবাজ হ'াসান (দ্র. আবাজা, ২)-এর বিপক্ষে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব তিনি কৌশলে এড়াইয়া যান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই 'জেলালী' ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ১ শাওয়াল, ১০৬১/১৭ সেপ্টেম্বর ১৬৫১ তিনি আনকারা দখল করেন এবং এক্ষি শহর পর্যন্ত তাঁহার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। রাজধানীকে আগাদের প্রভাবমুক্ত করা, দুর্গদের বশীভূত করা ও সিপাহীদের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা প্রভৃতি পরিকল্পনার জন্য তিনি অনেক সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত এক অপোস-মীমাংসার ফলে ইপশির আলেক্সান্ডার গভর্নর নিযুক্ত হন (১০৬২/১৬৫২)। এখানে তিনি তাঁহার সংস্কারের পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করিতে আরম্ভ করেন এবং তজ্জন্ম তিনি নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের গভর্নরদের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও জনসাধারণ তাঁহার অত্যাচারের বিপক্ষে অভিযোগ করিতে লাগিল এবং তাঁহার সেনাদল হইতে কিছু সংখ্যক লোককে ছাঁটাই করিবার জন্য ইস্তাযুল হইতে তিনি যে প্রস্তাব পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাযুলের রাজনীতিবিদরা অপর একজন প্রার্থীকে নিযুক্ত করা সম্পর্কে একমত হইতে না পারায় এবং সেই নিয়োগের ফলে 'জেলালী' তীতি বিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করিতে না পারায় প্রধান উযীরের মোহর তাঁহার নিকট আলেক্সান্ডারে (যু'ল-হিজ্জা : ১০৬৪/ অক্টোবর, ১৬৫৪) প্রেরণ করা হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইস্তাযুল-এ আসিবার পূর্বে তিনি পূর্ব সীমান্তে সমস্যাসমূহের সমাধান করিবেন এবং তাঁহার সংস্কারের কর্মসূচী প্রকাশ করিবেন। ইহাতে ইস্তাযুল-এ ভীতির সঞ্চার হইল এবং বারবার তাঁহাকে রাজধানী হইতে তলব করায় তিনি ডিসেম্বর মাসে আলেক্সান্ডার হইতে যাত্রা করিলেন। আনাতোলিয়ার ভিতর দিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হইবার সময় তিনি তাঁহার অনুচরদের মধ্যে মুকাতাআস (দ্র.) এবং পূর্বে বিক্রীত অন্যান্য কার্যালয় পুনর্বিন্টন করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ অধিকতর সং এবং জনসাধারণকে নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিতেছেন, তদুপরি যে সকল গভর্নরের বিপক্ষে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তিনি তাহাদেরকে কারারুদ্ধ করিতে, এমন কি প্রাণদণ্ড দিতেও ইতস্তত করেন নাই। ১৬৫৫ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে কাইম মাকাম ত্যাগ করিয়া এবং মুফতীর পুত্রকে আসকুদার-এ প্রতিভূ হিসাবে রাখিয়া তিনি সাহসিকতার সহিত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের সহিত এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হইবার পর তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করা তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার চাতুরী বলিয়া তিনি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহা দূরীভূত হইল এবং নগরীতে তাঁহার আড়ম্বরপূর্ণ প্রবেশের পরে প্রাক্তন সুলতান ইবরাহীমের কন্যা 'আইশার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

যাহা হউক, তিনি যে সমস্ত বলিষ্ঠ ও কর্ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই তাহার ঘনিষ্ঠ সমর্থনকারী ও সিপাহীদের ক্ষেত্রের কারণ হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য পূরণ হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহারা তাহার শত্রু জেনিসারিদের (Janissaries) সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। ৩ রাজাব, ১০৬৫/৯ মে, ১৬৫৫ একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হইল এবং পরের দিন বিদ্রোহী দলের চাপে ইপশির পাশার প্রাণদণ্ড হইল। তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, অশ্বারোহী, ধার্মিক, দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারে অতি নৈতিকতার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রস্থপঞ্জী : পাণ্ডুলিপির উৎস ছাড়াও (১) 'আবদু'র রাহমান 'আদী পাশা ওয়াকায়িনামা; (২) মুহাম্মাদ খালীফা : তারীখ-ই গিলমানী; (৩) তারীখ-ই নিহাদী; (৪) হাসান ওয়াজীহী, তারীখ; (৫) মুসতাফা, রিসালি-ই খাতীব (Evliya Celebi), সিয়াহাত নামা, ১খ, ২৮০-২, ৩খ, ১১৭, ২৬৭, ২৮০-১, ৮৯২-৫৩২, ৪খ, ২৯৭-৮; (৬) Findikili Mehmed, সিলিহদার তারীখি, ১খ, ৪, ৬-১১; (৭) নাইমা, ২খ, ৩০২, ৪৪৪, ৩খ, ১৯৪, ৪৩২, ৪খ, ৫, ৭৩, ১১১, ২২৩, ২২৭, ২৪৬-৮, ২৭০, ২৭৪-৮, ৩৪৬, ৪১৭, ৫খ, ৩-৫ ৩৯-৪১, ৪৪, ৮৯-৯২, ১৫৫-৬৫, ১৬৮, ১৭১-৫, ১৮৮, ১৯৫-৯, ৩০৯-১৩, ৩৪১, ৪৩২-৪, ৬খ, ৪-২২, ২৯-৪৭, ৫৩-৯৬; (৮) হাদীকাতুল-উয়ারা ৯৯-১০১; (৯) হাদীকাতুল-জাওয়ামি, ১খ., ১৮২, ২৭৫; (১০) 'আতা, তারীখ, ২খ, ৬৫ প.; (১১) Hammer-Purgstall, index dr. Ipschirpascha; (১২) I. H. Uzuncarsili, উছমানলি তারিখী, ৩/১, ২৩৪-৫, ২৬৫, ২৭২, ২৭৮-৯৪, ৪৩৮, ৩/২, ২৭৬, ৩৯৮-৯, ৪০৮-১০। আরও ইহার কাল ও তৎকালীন বিপর্যয়সমূহের জন্য : Djelali (in Supp); (১৩) Mehmed IV; (১৪) Sipahi; (১৫) Yeniceri।

Munir Aktepe (E. I.²) মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইফক (افك) : ইফক শব্দের আভিধানিক অর্থ অপবিত্র, মিথ্যা, অসত্য, অবাস্তব, সত্যকে বিকৃতকরণ, চূড়ান্ত পর্যায়ে মিথ্যা কথন। ইবন মানজুর বলেন—افك اذا كذب 'যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন তাহাকে افك বলা হয়'। অর্থাৎ মিথ্যাবাদীকে افك বলে (ইবন মানজুর, লিসানুল 'আরাব, ১খ., পৃ. ১৬৬)। ইতিহাসে হযরত 'আইশা (রা)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদকেই ইফক বলা হইয়া থাকে (ছানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারী, ৮খ., পৃ. ২৯৯)।

খুযা'আ গোত্রের শাখাগোত্র বানু মুসতালিক। মদীনা হইতে নয় মনযিল দূরে মুরায়সী নামক স্থানে তাহারা বসবাস করিত। এই গোত্রের নেতা ছিল হারিছ ইবন 'আবী দিরার। সে কুরায়শদের ইস্তিতে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরীভূত হইল। ফলে পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বানু মুসতালিক-এর বাহিনীর যুদ্ধ হয়। শত্রু বাহিনীর অধিকাংশই পালাইয়া যায়। মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ছয় শত লোককে খেফতার করেন। গনীমতের মাল হিসাবে ছিল দুই হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল। রাসূলুল্লাহ (স) এই সকল বন্দী ও গনীমতের সম্পদসহ মদীনার পথে রওনা দেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নাবী, ফজলুর রহমান মুন্নী কৃত বাংলা অনু., ১খ., ২০৭; সায়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, ১খ., পৃ. ২৭৩; সীরাতে বিশ্বকোষ, ৭খ., পৃ. ১৮)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত ইবন মাসউদ (রা)-র সূত্রে হযরত আইশা (রা)-এর একটি বিবরণ উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাহার নিষ্পাপ হওয়ার কথা প্রকাশ করার পর হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোন সফরে যাওয়ার মনস্থ করিলে লটারীর মাধ্যমে স্ত্রীগণের মধ্য হইতে তিনি তাহার সফর সঙ্গিনী নির্ধারিত করিতেন। অনুরূপ এক লটারীতে আমার নাম উঠিলে তিনি আমাকে সঙ্গে লইলেন। ঘটনাটি ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের। সফরটি ছিল একটি যুদ্ধ অভিযান। যথাসময়ে যুদ্ধ শেষ হইল। ফেরার পথে এক স্থানে আমাদের কাফেলা যাত্রাবিরতি করিল। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আমি কিছু দূরে গমন করিলাম। ফিরিয়া আসার পর আমি দেখিলাম, আমার গলার হারটি নাই। তৎক্ষণাৎ হারটি খুঁজিতে গেলাম। ইত্যবসরে আমার হাওদা উটের পিঠে উঠানো হইয়াছে। তাহারা মনে করিল, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। আমি ছিলাম তখন স্কীপাসিনী বালিকা। তাই তাহারা আমার থাকা না থাকার বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমি হারটি খুঁজিয়া পাইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু তখন কাফেলা চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম পরবর্তী যাত্রাবিরতির পর তাহারা আমার অনুপস্থিতি টের পাইবে। তখন অনুসন্ধান করিয়া আমাকে কেহ লইতে আসিবে। বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমি নিদ্রায় ঢলিতে লাগিলাম। অবশেষে মুমাইয়া পড়িলাম। সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল যাকওয়ানী (রা)-কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কাফেলার পরবর্তী অনুসন্ধানকারী রূপে। তাহার দায়িত্ব ছিল সৈনিক দলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করা। তিনি তাহার পচাশবর্তী অবস্থান স্থল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন শেষ রাত্রিতে। তিনি আমাকে দেখিয়া পাঠ করিলেন **هَذَا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ** হঠাৎ তাহার এই আওয়াজ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমি উঠিয়া বসিলাম ও নিজেকে চাদরাবৃত্ত করিলাম। "আল্লাহর কসম! তাহার সহিত আমার কোন বাক্যালাপ হয় নাই। 'ইন্না লিল্লাহ' ব্যতীত আমি তাহার নিকট হইতে কোন কথাই শুনিতে পাই নাই।"

তিনি আমার পাশে তাহার উট বসাইলেন। আমি উহাতে উঠিয়া বসিলাম। তিনি উটের রসি ধরিয়া আগে আগে চলিলেন। দ্বিপ্রহরে আমরা আমাদের সেনাদলের সাক্ষাৎ পাইলাম। এক স্থানে তাহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিল।

এই যুদ্ধে রক্তপাত নাও হইতে পারে অনুমান করিয়া অধিক সংখ্যক মুনাফিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ইতঃপূর্বে এত অধিক সংখ্যক মুনাফিক অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই (ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, পৃ. ৪৫)। মুনাফিক চক্র এই ঘটনাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর চরিত্রে কলংক আরোপ করিল। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবায়্য, তাহার দোসর যাদদ ইবন রিফা'আ এবং তাহার অন্যান্য সঙ্গী অপবাদ রটনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উটের লাগাম ধরিয়া হযরত সাফওয়ান যখন কাফেলার নিকটবর্তী হইলেন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবায়্য বলিয়া উঠিল, "আল্লাহর কসম, 'আইশা ও সাফওয়ান একে অপর হইতে রক্ষা পায় নাই। দেখ, তোমাদের নবীর পত্নী অপরের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া প্রকাশ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। কিছু সংখ্যক সরলপ্রাণ মুসলমানও সমালোচনায় অংশ নেয় (তাফসীরে মাযহারী, ৮খ., পৃ. ৩০০; মা'আরিফুল কুরআন, মদীনা সংস্করণ, পৃ. ৯৩২)।

মুনাফিকরা লক্ষ্য করে যে, দিন দিন ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। সাহাবা

কিরাম-এর সুখ্যাতিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহাই ছিল মুনাফিকদের গাভ্রদাহের কারণ। রাসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকরকে হয়ে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাহারা এই হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল (সীরাতে 'আইশা. পৃ. ৯২)।

উম্মত জননী হযরত 'আইশা (রা) বলেন, মদীনায়ে পৌছিয়া আমি পীড়িত হইলাম। সে কারণে অপবাদকারীরা আরও সমালোচনা মুখর হইয়া উঠিল। এ সম্পর্কে আমি ঘৃণাক্ষরেও কিছু জানিতাম না। তবে আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালবাসা ও মনোযোগ শিথিল হইতেছে। তিনি কখনও আসিয়া বলিতেন, আস্সালমু আলাইকুম, কখনও বলিতেন, কেমন আছ? অতঃপর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যাইতেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। তবে দুর্বলতা কাটাইতে পারি নাই। এক রাত্রিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আমি উম্মু মিসতাহকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে রওয়ানা দিলাম। ফিরিবার কালে উম্মু মিসতাহ হেঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, মিসতাহ-এর সর্বনাশ হউক। আমি বলিলাম, তুমি তোমার ছেলেকে বদ দু'আ করিয়া বসিলে? উম্মু মিসতাহ বলিল, হে কন্যা! তুমি কি জান না, সে কী অপকর্ম করিয়া বসিয়াছে? আমি বলিলাম, না তো। সে তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল। ঘটনা শুনিয়া ক্ষোভে-দুঃখে আমি পুনরায় পীরিত হইয়া পড়িলাম। এমতাবস্থায় একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে আগমন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? জবাবে আমি বলিলাম, আপনার সদয় অনুমতি পাইলে আমি কয়েক দিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইতাম। আমার ধারণা ছিল, পিতা-মাতার নিকট হইতে আমি সকল কিছু জানিতে পারিব। তিনি আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পিতৃগৃহে গিয়া আমি আম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মা! মানুষ আমাকে লইয়া কী সব আলোচনা-সমালোচনা শুরু করিয়া দিয়াছে? মা বলিলেন, প্রিয় কন্যা! চিন্তার কোন কারণ নাই। স্বামীর দৃষ্টিতে যে অধিক প্রিয় হয়, উহার দুর্নাম তো সপত্নীগণ ছড়াইবেই, ইহাতে আর চিন্তার কী আছে। আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ, বাহিরের লোকেরাও তো অনেক কিছু বলাবলি করিতেছে। আম্মাজান নিশ্চুপ। আমি রাতভর কাঁদিয়াছি ও বিন্দ্র রজনী যাপন করিয়াছি (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ওহীর মাধ্যমে কিছুই জানিতে পারিতেছিলেন না। ফলে তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে আলী ইবন আবী তালিব ও উসামা ইবন যায়দকে ডাকিলেন। উসামা আমার এবং আমার সপত্নীগণের সম্পর্কে ভাল করিয়াই জানিত। সে মহানবী (স)-কে অত্যধিক ভালবাসিত। সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো আপনার জীবন সঙ্গিনী, আমি তাঁহার সম্পর্কে উত্তম বৈ আর কিছুই জানি না। অতঃপর আলী (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বরং গৃহপরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই আপনাকে সত্য কথা বলিয়া দিবে (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পরিচারিকা বারীরাহকে ডাক দিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কখনও 'আইশার কোন সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করিয়াছ? সে বলিল, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য বাণীবাহক হিসাবে শ্রেণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথসহ বলিতেছি, আমি তেমন কোন কিছুই দেখি নাই। তবে সে এখনও সংসার কর্মে অনভিজ্ঞ। এইভাবে অনুসন্ধানের পর রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন এবং মিস্বারে আরোহণ পূর্বক জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে

মুসলিম জনতা! আমি আমার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন উবায়-এর নিকট হইতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি। তাহার বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে উত্তম বৈ অন্য কিছু দেখি নাই। আর অপবাদকারীরা তাহার সহিত যাহার নাম সংশ্লিষ্ট করিয়াছে সেও অত্যন্ত সৎ। সে কখনও কখনও আমার সঙ্গে আমার গৃহে প্রবেশ করে। তবে একাকী কখনও নহে।

ইহাতে সা'দ ইবন মু'আয আনসারী (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন—হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াও এইভাবে কষ্টে ভুগিবেন কেন? অপবাদকারীর নাম উচ্চারণ করুন। সে সদি আওস গোত্রের হয়, তাহা হইলে আমি এখনই তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। আর যদি সে খায়রাজ গোত্রের হয়, তবে আপনার আদেশই প্রতিপালিত হইবে। সা'দ ইবন উবাদা (রা) ছিলেন খায়রাজ গোত্রের নেতা। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, অপরাধী খায়রাজ গোত্রের বলিয়াই সা'দ ইবন মু'আয এমন কথা বলিতেছে। তাহাকে সন্মোহন করিয়া সা'দ ইবন উবাদা (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি কখনও তাহাকে হত্যা করিতে পারিবেন না। সা'দ ইবন মু'আযের চাচাত ভাই উবায়দ ইবন হুদায়র (রা) দাঁড়াইয়া সা'দ ইবন উবাদাকে বলিলেন, আপনি ভুল বলিতেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন আদেশ করিবেন, আমরা তখন অবশ্যই তাহাকে হত্যা করিব। অপরাধী খায়রাজ গোত্রের হউক অথবা অন্য কোন গোত্রের হউক। কেহ আমাদেরকে বাধা দিতে পারিবে না। কেন আপনি মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন? এইভাবে বাদানুবাদে উত্তেজনা যখন বৃদ্ধি পাইল ও জনগণ উত্তেজিত হইল, রাসূলুল্লাহ (স) হস্তক্ষেপ করিয়া উভয় পক্ষকে শান্ত করিলেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ২০২)।

ইবন কায়্যাম উল্লেখ করেন, নেতৃস্থানীয় সাহাবা-ই কিরামের সম্মুখে বিষয়টি যখন আলোচনায় আসে, তখন আবু আয্যুব আনসারী, যায়দ ইবন হারিছা ও অন্যান্য বলিলেন, سبحانك هذا بهتان 'ইয়া আল্লাহ যাবতীয় মাহাত্ম তোমারই, ইহা তো গুরুতর অপবাদ'। হযরত 'উমার ইবনুল খাতাব (রা) ও হযরত 'উছমান ইবন আফফান (রা) এই প্রসঙ্গে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাক আপনার সহধর্মিণী দ্বারা এই ধরনের গর্হিত কর্ম করাইবেন ইহা হইতে পারে না (দুররুল-মানছুর, ৫খ., পৃ. ৩৪; আসাহুস্-সিয়ান, পৃ. ১৩৭)। ইবন কাছীর উল্লেখ করেন, আবু আয্যুব আল-আনসারী (রা)-কে একদা তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, ওগো আয্যুবের পিতা! তুমি কি শোন নাই, হযরত 'আইশা (রা) সম্বন্ধে লোকেরা কি সব কানাঘুসা করিতেছে? তিনি জবাবে বলেনঃ

نعم فذلك الكذب اكننت فاعلة ذلك يا ام ايوب. قالت والله ما كنت لافعله. قال فعائشة والله خير منك.

“হাঁ শুনিয়াছি, সকলই মিথ্যা। তুমি কি এইরূপ গর্হিত কর্ম করিতে পার হে আয্যুবের মাতা। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! না, এমন কর্ম করিতে পারি না। আয্যুবের পিতা বলিলেন, আল্লাহর কসম! 'আইশা তোমা অপেক্ষা অধিক উত্তম মহিলা” (তাফসীরে ইবন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৩০১)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, ঐদিনও আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসিয়াছিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া শুধু কান্না আর কান্না, চোখে নন্দ্রা নাই। আব্বা-আম্মার আশংকা, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে। আমি মারা যাইব। এমন সময় এক মহিলা গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। আমরা অনুমতি দিলে সেও ক্রন্দন শুরু করিল। কিছুক্ষণ

পর আসিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তিনি আমার পার্শ্বে বসিলেন, অপবাদ রটনার পর হইতে এইভাবে তিনি আমার পার্শ্বে বসেন নাই। ইতঃমধ্যে প্রায় একটি মাস অতীত হইয়াছে। ওহীও ছিল বন্ধ। রাসূলুল্লাহ (স) আমার পার্শ্বে বসিয়া প্রথমে কলেমা শাহাদাত পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'আইশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এমন এমন সংবাদ পৌছিয়াছে। তুমি যদি নির্দোষ হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিবেন। আর যদি তুমি কোন প্রকার দোষ করিয়া থাক, তাহা হইলে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। তিনি তোমার তওবা কবুল করিবেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৭)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনিয়া আমার কান্না থামিয়া গেল। আব্বাকে বলিলাম, জবাব দিন। তিনি বলিলেন, কী জবাব দিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। আম্মাকে বলিলাম, জবাব দিন। তিনিও একই কথা বলিলেন। অগত্যা আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনিও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে চান। এখন আমি যদি বলি, আপনি যাহা শুনিয়াছেন, আমি ইহা হইতে পবিত্র, তাহা কি আপনি বিশ্বাস করিবেন? অথচ আল্লাহ জানেন আমি অবশ্যই পবিত্র। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি কিছুই বলিব না। এখন আমার অবস্থা তো নবী ইউসুফের পিতা নবী ইয়াকুব (আ)-এর মত। তিনি বলিয়াছিলেন—

فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.

"সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়; তোমরা যাহা বলিতেছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল" (১২ঃ১৮)।

এই কথা বলিয়াই 'আইশা (রা) মুখ ফিরাইয়া লইয়া বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ তো জানেন, সেই মুহূর্তেও আমি পবিত্র। আর আমি ইহাও জানিতাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করিবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি ধারণা করি নাই যে, আল্লাহ পাক আমার বিষয়ে ওহী নাযিল করিবেন।

রাসূলুল্লাহ (স) স্থান ত্যাগ করিয়া তখনও উঠেন নাই। ওহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাঁহাকে বজ্রাচ্ছাদিত করা হইল। তাঁহার মাথার নিচে চর্ম নির্মিত বলিশ দেওয়া হইল। শীত মৌসুমেও তাঁহার চেহারা মুবারক হইতে মুক্তার দানার মত ঘামের বিন্দু ঝরিতেছিল। 'আইশা (রা) বলেন, আমি তখন মোটেও ভীত হই নাই। কারণ আমি যে ছিলাম দোষমুক্ত। আমি সুনিশ্চিত ছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর জুলুম করিবেন না। আমার পিতা-মাতা ছিলেন আশংকাত্ত (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ১৯১; তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৬১৬)। ওহী নাযিল সম্পন্ন হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারকে আনন্দ ও খুশীর লক্ষণ পরিস্ফুটিত হইল। ললাটের ঘাম মুছিতে মুছিতে রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

ابشرى يا عائشة فقد انزل الله برائتك "হে 'আইশা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত নাযিল করিয়াছেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৮; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৩খ., পৃ. ১৯১-১৯২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সূরা নূরের নিম্নোক্ত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ

سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقَوْلُكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ، وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ.

"যাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে, তাহারা তো তোমাদেরই একটি দল। ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। উহাদের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। এই কথা শুনিবার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ নিজদের বিষয়ে কেন সং ধারণা করে নাই এবং বলে নাই, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমরা যাহাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করিত। যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নহে, আল্লাহ পবিত্র, মহান! ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। যাহারা মু'মিনদের মধ্যে অশীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মভুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পাইত না এবং আল্লাহ দয়র্দ ও পরম দয়ালু" (২৪ : ১১-২০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন 'আইশা (রা)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ মুক্তি সম্পর্কিত সূরা নূরের দশটি আয়াত তিলাওয়াত সম্পন্ন করলেন, হযরত আবু

বাকর (রা) আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া স্বীয় কন্যার কপালে চুমা দিলেন। 'আইশা (রা) বলিলেন, আপনি আমাকে পূর্বাচ্ছেই নিরপরাধ মনে করেন নাই কেন? হযরত আবু বাকর প্রত্যুত্তরে কন্যাকে বলিলেন, মাত! আমি যাহা জানি না তাহা কেমন করিয়া বলিব? তাহা হইলে কোন আকাশ আমাকে ছায়া দিত, আর কোন যমীন আমাকে আশ্রয় দিত (তাফসীরে রুহুল-মা'আনী, ১৮খ., পৃ. ১০৯)।

'আইশা (রা)-এর মাতা বলিলেন, বেটী! ওঠ, রাসূলুল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় কর। জবাবে 'আইশা (রা) বলিলেন, "আল্লাহর শপথ! না, আমি উঠিব না, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও শুকরিয়া আদায় করিব না। আল্লাহ আমাকে নিরপরাধ প্রমাণ করিয়া দশটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৮)।

আত্মীয়তার বন্ধন ও দারিদ্র্যের কারণে হযরত আবু বাকর (রা) মিসতাহ ইবন উছাছাকে নিয়মিত সাহায্য প্রদান করিতেন। স্বীয় কন্যার অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করাতে তিনি মর্মান্বিত হইলেন এবং তাহার সাহায্য বরাদ্দ মওকুফ করিয়া দিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন লাভ করে নাই, আয়াত নাযিল হইল :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا
أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যাহারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদেরকে কিছুই দিবে না। তাহারা যেন উহাদেরকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু" (২৪ : ২২)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বাকর (রা) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে মার্জনা করুন, ইহা অবশ্যই আমি পসন্দ করি। তিনি মিসতাহ-এর বরাদ্দ পুনর্বহাল করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনও তাহার সেই বরাদ্দ কাড়িয়া লইব না (ইবন হিশাম, সীরাতুন নাবী, ৩খ, পৃ. ১৯৩; তারীখ তাবরী, ২খ., পৃ. ৬১৮)

হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র যায়নাব ছিল আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সে অত্যন্ত সংযমশীল ও ধর্মপরায়ণ যদ্রুদ আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তবে তাহার ভগ্নি হামনা বিনত জাহশ কুৎসা ছড়াইতেছিল। ফলে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৯৮)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইলেন এবং জনগণকে সূরা নূরের দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। হাসসান ও তাঁহার সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিলেন, 'আইশার বিরুদ্ধে তোমরা যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছ, তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত কর। তাঁহারা সকলে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। আমরা অপরাধ স্বীকার করিতেছি। স্বতী-সাক্ষী মহিলাগণের উপর

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি যাহা আল-কুরআনের বিধান আমরা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে আশিটি করিয়া কশাঘাত করা হয়। অতঃপর তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করিয়া পবিত্র হইয়া যায় (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৭০; হায়াতে সিদ্দীকা, পৃ. ৪১)।

হাদীছের অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিক দলপতি আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যাকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হয় নাই। অথচ অপবাদ রটনায় এই দুর্বৃত্তের ভূমিকা ছিল শীর্ষে। ইহার হেতু সম্পর্কে বলা হয় যে, যাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, এই শাস্তির বিনিময়ে তাহারা পরকালের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আর আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যাকে আল্লাহ তা'আলা পরকালে কঠিন শাস্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। সেই হেতু তাহাকে পার্থিব কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৬৪, ২খ., পৃ. ৬৯৭; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১৩)।

প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিমগণের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পূর্বের ন্যায় মেহ-ভালবাসার পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি পিত্রালয় হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অপবাদের অবসান হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে (ডঃ মুহাম্মদ হুসায়ন, The Life of Muhammed, পৃ. ৩৩৪)।

ইফকের ঘটনায় নিহিত রহিয়াছে অনেক শিক্ষা, পথনির্দেশিকা ও তাৎপর্য যাহা সর্বদা মানব জাতিকে পথনির্দেশ করিবে। পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—(১) ইফকের ঘটনার মাধ্যমে হযরত 'আইশা (রা)-এর চারিত্রিক পবিত্রতা, মাহাত্ম ও আল্লাহ ভীতির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। (২) হযরত 'আইশা (রা)-এর অপবাদ মুক্তি ও পবিত্রতার সাক্ষ্য আসিয়াছে আল্লাহর পক্ষ হইতে কুরআনের দশটি আয়াতের মাধ্যমে এবং হযরত 'আইশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ রটনাকারীদের নিন্দাবাদের বর্ণনা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হইতে থাকিবে। ইহা কত বড় মর্যাদা ও কৃতিত্বের কথা (তাফসীরে বায়ানুল কুরআন, ৮খ., পৃ. ৮)। (৩) ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে, উহাতে হযরত আবু বাকর (রা)-এর ধৈর্য, সততা ও মর্যাদারও স্বীকৃতি রহিয়াছে। স্বীয় কন্যা হইলে কী হইবে কখনও তিনি কন্যার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, বরং ওহী নাযিল হওয়া পর্যন্ত চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভীষণ উদ্বেগ ও প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে একবার শুধু বলিয়াছিলেন, "আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগেও আমাদের সম্পর্কে এমন কথা কেহ বলিতে পারে নাই। আর আল্লাহ যখন ইসলামের বদৌলতে আমাদেরকে সম্মানের অধিকারী করিয়াছেন তখন ইহা কী করিয়া সম্ভব (ফাতহুল-বারী, ৮খ., পৃ. ৩৫৯)।

(৪) নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের জন্য ঈমান ও ইখলাসের এক মহাপরীক্ষা ছিল এই ইফকের ঘটনা। কার্যত তাহারা সফলকাম হইয়াছিলেন।

(৫) ইফকের ঘটনার মাধ্যমে মুনাফিকদের কদম স্বভাব ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ জনসম্মুখে খুলিয়া যায়। তাহারা হয়ে প্রতিপন্ন হয়। আবদুল্লাহ ইবন উবায়্য এমনভাবে লাজিত হয় যে, মানুষের নিকট সে একজন জঘন্য লোক বলিয়া পরিচিত হয়। আর কোন দিন সে মাথা উঠাইতে পারে নাই (আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৩৬৯)।

(৬) ইফকের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্যের খবর এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেহ জানে না। এক মাস যাবৎ ওহী বন্ধ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইয়াছেন।

(৭) ইফকের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্রোধবশত গোত্রপ্রীতিকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া, অপর গোত্রকে হীন দৃষ্টিতে দেখা অবৈধ। যেমন আওস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের নেতৃস্থানীয়গণের উক্তিতে প্রকাশ পায়।

(৮) ইফকের ঘটনায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, নবী পরিবারবর্গ সতী-সাক্ষী ও পবিত্র। তাহাদের সম্পর্কে কটুক্তি করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দেওয়া, যাহার অর্থ আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া, যাহা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে। ইমাম ইবন তায়মিয়া (র) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দেয় সে কার্যত আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেয়, সে কাফির এবং মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী, শুধু তওবা করিলেই তাহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে না (আস-সারিমুল- মাসলুল)।

(৯) হযরত মারযাম (আ)-এর প্রতি চারিত্রিক অপবাদ দেওয়ার কারণে যাহুদীরা অভিশপ্ত হইয়াছে। তদ্রূপ হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে রাফীযীরাও অভিশপ্ত।

(১০) ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদের শাস্তির বিধান নাযিল হইয়াছে। ইহাই মুসলিম আইন হিসাবে গৃহীত।

(১১) ইফকের ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়াইলে অপবাদকারীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে (হিফজুর রাহমান, কাসাসুল কুরআন)।

(১২) পত্নীগণের মধ্যে হযরত 'আইশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সমধিক প্রিয়। তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপিত হইলে প্রমাণ ও অনুসন্ধান ব্যতীত উহা গ্রহণ করা হয় নাই। উপরন্তু তদন্ত ও প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নারীর প্রতি অবিচারও করা হয় নাই। ইহাই ছিল রিসালাত ও নবুওয়াতের শান। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন নারীর মর্যাদা।

(১৩) নবীন ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠন এই ইফকের ঘটনা দ্বারা আরও অধিক সচেতন ও সুসংহত হইয়াছিল (নাঈম সিদ্দীকী, মুহসিন ইনসানিয়াত, পৃ. ২৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩ খৃ.; (২) ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, বৈরুত, লেবানন ১৯৯২ খৃ.; (৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, করাচী ১৯৮০ খৃ.; (৪) আশরাফ আলী খানভী, তাফসীর বায়ানুল কুরআন, ভারত; (৫) সায়্যিদ মাহমুদ আলুসী, তাফসীর রুহুল মা'আনী, বৈরুত, তা.বি.; (৬) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দেওবন্দ; (৭) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, তা.বি.; (৮) ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, বৈরুত; (৯) ইবন জারীর, তারীখ তাবারী, মিসর, তা.বি.; (১০) ইবন সা'দ, আত-তাবাকা'তুল কুবরা, লাইডেন, তা.বি.; (১১) ইবন হিশাম, সীরাতুল নাবী, বৈরুত ১৯৭৫ খৃ.; (১২) ইবন তায়মিয়া, আস-সারিমুল মাসলুল, সাউদী আরব, তা.বি.; (১৩) মুফতী মুহাম্মাদ শাহকী, মা'আরিফুল কুরআন, মদীনা পাবলিকেশন; (১৪) শিবলী নু'মানী, সীরাতুল নাবী, করাচী ১৯৮৪ খৃ.; (১৫) সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, নবীরে রহমত, ইফা সংস্করণ, ঢাকা; (১৬) সায়্যিদ ওয়াদুদ নন্দবী, হায়াতে সিদ্দীকা, করাচী ১৯৭৮

খৃ.; (১৭) ইদরীস কানখালবী, সীরাতুল মুসতাহফা, কানপুর; (১৮) সফিউর রাহমান মুবারাকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা সং. ঢাকা; (১৯) হিফজুর রাহমান, কাসাসুল কুর'আন, করাচী; (২০) নাঈম সিদ্দীকী, মুহসিন ইনসানিয়াত, বাংলা সং., ঢাকা; (২১) জালালুদ্দীন সুয়ুতী, দূররুল মানছুর, বৈরুত তা.বি.; (২২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহুস সিয়ার, কলিকাতা; (২৩) ইবনুল কাযিয়াম, যাদুল মা'আদ, মিসর, তা.বি.।

মুহাঃ তালেব আলী

ইফতার (افطار) : 'আরবী, فطر (ফাতারা) হইতে উদ্ভূত, অর্থ : ছেদন করা, বিচ্ছিন্ন করা, ভংগ করা, পানাহার করা, নাস্তা দেওয়া। সা'ওম-এর সময় সূর্যাস্তের পর রোযাদারের প্রথম পানাহারকে ইফতার বলা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ বৎসরে এক চান্দ্র মাস (রামাদান) রোযা রাখে। ইসলামে ইহা অবশ্য করণীয়। সারাদিন সা'ওম পালন করার পর পানীয় ও হালকা খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সা'ওম ভংগ করা হয়; ইসলামের পরিভাষায় এই খাদ্য গ্রহণই "ইফতার"।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমার উম্মাত যতদিন পর্যন্ত ইফতারে তুরান্বিত করিবে এবং সাহ'রী বিলম্বিত করিবে, ততদিন তাহারা কল্যাণের মধ্যে থাকিবে" (মুসনাদ আহ'মাদ)। অপর এক হাদীছে নবী কারীম (স) বলেন : রোযাদারগণ যতদিন পর্যন্ত ইফতার তুরান্বিত করিবে, ততদিন দীন-ইসলাম স্পষ্ট, অম্লান ও বিজয়ী থাকিবে" (ঐ)। হাদীছে কুদসীতে বলা হইয়াছে, মহান আল্লাহ বলেন, "ইফতার তুরান্বিতকারী বান্দাগণই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।" রোযাদারকে ইফতার করানোর মধ্যেও অশেষ ছা'ওয়াব রহিয়াছে। নবী (স) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে কিছু হালাল জিনিস পানাহার করাইয়া ইফতার করায়, ফিরিশতাগণ রমযান মাসের সমস্ত সময় ধরিয়া তাহার উপর রাহ'মাত বর্ষণ করেন এবং জিবরীল (আ) কদরের রাতে তাহার জন্য রাহ'মাতের দু'আ করেন" (তাবারানী, ইবন হাব্বান)। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, "রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে, তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, জাহান্নাম হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে এবং তাহাকে রোযাদারের সমপরিমাণ ছা'ওয়াব দেওয়া হইবে" (বায়হাকীর গ'আবুল-ঈমান)।

ইফতার করার সময় রাসূলুল্লাহ (স) এই দু'আ পড়িতেন :

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت (مشكوة)
 (كتاب الصوم)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হাদীছ গ্রন্থসমূহে কিতাবু'স-সা'ওম দ্র.; (২) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীছ শরীফ, ১ম সং., ঢাকা ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ (২য় ভাগ) পৃ. ২-৩, ৬৮-৯, ৭৬; (৩) 'আরবী অভিধানে ফাতারা শব্দ দ্র. (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ৩১৩।

মুহাম্মাদ মুসা

ইফতার (افطار) : আভিধানিক অর্থ রোযা খোলা, রোযা ভঙ্গ করা, প্রাতঃরাশ গ্রহণ (ফীরোয়ুল, লুগাত, পৃ. ১০৪; ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, 'আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, পৃ. ৯৬)। ইহার মূল ধাতু 'فَطَرَ' (ফাতর) ভাসিয়া ফেলা, ফাড়িয়া ফেলা, বিদীর্ণ করা, সৃষ্টি করা, অপূর্ব আবিষ্কার করা, প্রকৃতি, স্বভাব ইত্যাদি অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ৬ঃ১৪, ৬ঃ৭৯, ১১ঃ৫১, ১২ঃ ১০১, ১৪ ১০, ১৭ঃ ৫১, ১৯

৯০ : ২০ : ৭২, ২১ : ৫৬, ৩০ : ৩০, ৩৫ : ১, ৩৬ : ২২, ৩৯ : ৪৬, ৪২ : ৫, ৪২ : ১১, ৪৩ : ২৭, ৬৭ : ৩, ৭৩ : ১৮, ৮২ : ১, মুহম্মদ ফু'আদ আবদুল্লাহ, আল-মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ৬৩৩, দ্র. শিরো. (فَطْرُ)। فَطْرُ (ফিতর), فَطُورُ (ফাতুর) ও فُطُورُ (ফুতুর) শব্দত্রয়ও إِفْطَارُ (ইফতার)-এর সমার্থক হিসাবে হাদীছ ও ফিকহের গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে এই শব্দ চতুষ্টয় 'প্রাতঃরাশ গ্রহণ' অর্থেও বহুল ব্যবহৃত (মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়া, আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৬৯৪-৫, দ্র. শিরো. فطر)।

ফকীহগণের পরিভাষায় ইফতার শব্দটি ৩টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমত, রোযার নিয়াতে পূর্ণদিবস পানাহার, কামাচার ইত্যাদি হইতে বিরত থাকার পর রোযার বিপরীত কোন কাজ করিয়া রোযা ভঙ্গ করা। দ্বিতীয়ত, অনুরূপ কোন কাজ (খাওয়া, পান করা, কামাচার ইত্যাদি) সূর্যাস্তের পূর্বে দিবসের কোন অংশে করিয়া ফেলা। তৃতীয়ত, শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত রোযার দিবসে রোযা না রাখা (আল-মাজলিসুল 'আলালিশ-ওউন আল-ইসলামিয়া, মাওসু'আতুল ফিকহিল ইসলামী, ২০খ, পৃ. ৫, দ্র. افطار)।

উপরোক্ত সংজ্ঞায়ের মধ্যে সর্বসাধারণের পরিভাষায় প্রথমোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে (কামু'সুল ফিকহ ১খ, পৃ. ৪০২, দ্র. افطار)। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের প্রথমার্ধে প্রথমোক্ত অর্থের ভিত্তিতে ও দ্বিতীয়ার্ধে শেষোক্ত অর্থদ্বয়ের ভিত্তিতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

ইফতারের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বাণী :

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (১৮৭ : ২)

“অতঃপর তোমরা নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর” (২ : ১৮৭)।

عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.

“উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যখন পূর্বদিক হইতে রাত্রির আগমন ঘটে এবং দিবস পশ্চিমদিকে পৃষ্ঠ ফিরাই এবং সূর্য অস্ত যায়, তখন রোযাদার ইফতার করিবে” (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৩৪, ২খ., পৃ. ৬৯১, হাদীছ নং ১৮৫৩)।

তুরায় ইফতার করা অর্থাৎ ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা সূনাত।

عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

“সাহুল ইবন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ তুরায় ইফতার করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা কল্যাণ প্রাপ্ত থাকিবে” (বুখারী, কিতাব আস-সাওম, বাব নং ৪৫, হাদীছ নং ১৮৫৬, ২খ, পৃ. ৬৯২)।

عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شماننا.

“আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার উম্মাত যতদিন পর্যন্ত ইফতার তুরান্বিত ও সাহরী বিলম্বিত করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা কল্যাণ প্রাপ্ত থাকিবে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি জনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমরা নবীসম্প্রদায় এই মর্মে আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা ইফতার তুরান্বিত ও সাহরী বিলম্বিত করি, আর সালাতে কিয়াম অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করি” (মাজমা'উয যাওয়াইদ, বাব তা'জীলিল ইফতার, ৩খ., পৃ. ১৫৪)।

ইফতারের পর মাগরিবের সালাত আদায় করিবে।

عن أنس ابن مالك قال ما رأيت النبي ﷺ قط على صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء.

“আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি কখনও দেখি নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) পানির শরবত দ্বারা ইফতার করিলেও উহার পূর্বে মাগরিবের সালাত আদায় করিয়াছেন” (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫)।

ইফতার করাইবার অনেক ফযীলাত বর্ণিত হইয়াছে।

عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله ﷺ من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.

“যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে সে উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ ফযীলাত প্রাপ্ত হইবে, তবে রোযাদারের ছাওয়াব সামান্যতমও হ্রাস পাইবে না” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব, ৮২, হাদীছ ৮০৭, ৩খ., পৃ. ১৭১)।

وعن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيئا وما عمل من أعمال البر شيء إلا كان أجره لصاحب الطعام ما كان قوة الطعام فيه.

“আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে সে উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে, তাতে রোযাদারের নিজের ছাওয়াবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘাটতিও হইবে না। অনুরূপভাবে সেই রোযাদার উক্ত খাদ্যের শক্তিবলে যত ইবাদত করিবে উহার সমপরিমাণ ছাওয়াবও খাদ্যদাতা লাভ করিবে” (মাজমা'উয যাওয়াইদ, ৩খ, পৃ. ১৫৭)।

عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه حبريل ليلة القدر قال سلمان إن كان لا يقدر على قوته قال على كسرة خبز أو مذقة لبن أو شربة ماء كان له ذلك.

“সালমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি স্বীয় হালাল উপার্জন হইতে কোন রোযাদারকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ইফতার করাইবে ফেরেশতাগণ রামাদান মাসের মকবুল সময়গুলিতে তাহার জন্য

দু'আ করিতে থাকেন এবং জিবরাঈল (আ) কদরের রাত্রিতে তাহার জন্য দু'আ করেন। সালমান (রা) বলেন, যদি পূর্ণ আহার্য দানের সামর্থ্য তাহার না থাকে তিনি বলেন, শুধু এক টুকরা রুটি কিংবা এক চুমুক দুধ কিংবা এক ঢোক পানি পান করাইলেও উক্ত ফযীলাত পাওয়া যাইবে” (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬)।

ইফতারের পূর্বে রোযাদারের দু'আ কবুল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

“আমার বান্দাগণ যখন আমার সন্ধকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাতে ঈমান আনে যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে” (২:১৮৬)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন কাছীর বলেন, আল্লাহ রক্বুল ‘আলামীন সিয়ামের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'আর প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক এই আয়াত উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন যে, সিয়াম সাধনা পূর্ণ করিয়া, বরং প্রতি রোজই ‘ইফতারের সময় দু'আ ও প্রার্থনার প্রতি মনোযোগী হওয়া খুবই উপকারী” (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্র. ২ : ১৮৬)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصررك ولو بعد حين.

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরাইয়া দেওয়া হয় না (কবুল হইয়া যায়) : রোযাদারের দু'আ ‘ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত, ন্যায়পরায়ন শাসকের দু'আ ও ময়লুমের দু'আ। আল্লাহ তাহার দু'আ মেঘমালার উপরে উঠাইয়া লন, উহার জন্য আসমানের দরওয়াজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মর্যাদার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিব, যদিও তাহা কিছু বিলম্বেই হউক না কেন” (তিরমিযী কিতাবুদ, দা'আওয়াত, বাব ১৪৬, ৫খ, পৃ. ৫৭৬, হাদীছ ৩৫৯৪)।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله ﷺ إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شيء أن تغفر لى.

“আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ‘ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দু'আ অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে। ইবন ‘আবী মুলায়কা বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা)-কে ইফতারের সময় এই দু'আ বলিতে শুনিয়াছি : হে আল্লাহ! আপনার করুণা সর্বব্যাপী। সেই করুণার উসীলায় আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন” (ইবন মাজা, কিতাবুস সাওম, বাব ৪৮, ১খ, পৃ. ৫৫৭, হাদীছ ১৭৫৩)।

“আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি : ‘ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়’। এই কারণেই ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) ‘ইফতারের সময় স্বীয় বিবি-বান্দাগণকে ডাকিয়া আনিতেন এবং দু'আয় মশগুল হইতেন” (আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, মুসনাদ, হাদীছ নং ২২৬২)।

قال ابن عمر كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره إما أن يعجل له فى دنياه أو يدخر به فى آخرته قال فكان ابن عمر يقول عند إفطاره يا واسع المغفرة اغفر لى.

“ইবন ‘উমার (রা) বলেন, ইফতারের সময় সকল মু'মিনের একটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়। তবে সেই দু'আ হয়ত তাহাকে দুনিয়াতেই প্রদান করা হয় অথবা আখিরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হয়। নাফে' (র) বলেন, এই কারণেই ইবন ‘উমার (রা) ইফতারের সময় দু'আ করিতেন, হে সর্বময় ক্ষমাশীল আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন” (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, ৩খ, পৃ. ৪০৭, হাদীছ নং ৩৯০৩)।

عن عبد الله بن عباس أنه سمع رسول الله ﷺ يقول والله عز وجل فى كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار.

“আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেনঃ মাহে রামাদানের প্রতি দিন ইফতারের সময় আল্লাহ রক্বুল ‘আলামীন এমন হাজার হাজার (অসংখ্য) মানুষকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন যাহারা পাপ করিয়া নিজেদের জন্য জাহান্নামকে অবধারিত করিয়াছিল” (পূর্বোক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৩৫, হাদীছ নং ৩৬৯৫)।

عن معاذ قال : كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال الحمد لله الذى أعاننى فصمت ورزقنى فأفطرت.

“মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইফতার করিতেন তখন বলিতেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি রোযা রাখিতে পারিয়াছি এবং আমাকে রিযিক দান করিয়াছেন বলিয়া আমি ইফতার করিয়াছি” (পূর্বোক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০৬, হাদীছ নং ৩৯০২)।

عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وعن ابن عباس قال كان النبى ﷺ إذا أفطر قال لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منى إنك أنت السميع العليم.

“ইবন ‘উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইফতার করিবার সময় বলিতেন : তৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছে, শিরা সিক্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ চাহেনত ছাওয়াবও হইয়াছে। ইবন ‘আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইফতারের সময় বলিতেন : হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যেই রোযা রাখিয়াছি এবং আপনার প্রদত্ত রিযিক দ্বারাই ইফতার করিয়াছি। সুতরাং আপনি কবুল করুন। কেননা আপনি সর্বশ্রেষ্ঠতা ও সর্বদ্রষ্টা” (আবু দাউদ, কিতাবুস সাওম, বাব আল-কাওলি ইনদাল ইফতার, হাদীছ নং ২৩৫৭)।

عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

“আবদুল্লাহ ইবনুয় যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সা’দ ইবন মু’আয (রা)-র এখানে ইফতার করিয়া বলিয়াছিলেন, রোযাদার ব্যক্তিগণ তোমাদের বাড়ীতে ইফতার করিয়াছেন, নেক বান্দাগণ তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দু’আ করিয়াছেন” (ইবন মাজা, কিতাবুস সাওম, বাব ৪৫, হাদীছ নং ১৭৪৬, ১খ., পৃ. ৫৫)।

ইফতারের উত্তম উপকরণ হইল খেজুর, অতঃপর পানি। এই সময় রোযাদার আনন্দিত হয়। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে :

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور.

‘আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কেহ যদি খেজুর পায় তাহা হইলে উহা দ্বারাই ইফতার করিবে অন্যথায় পানি দ্বারা। কেননা পানি স্বয়ং পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করে” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ১০, হাদীছ নং ৬৯৪, ৩খ., পৃ. ৭৭)।

عن انس بن مالك قال كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء ... وروى أن رسول الله ﷺ كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء.

“আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মাগরিবের সালাতের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করিতেন, তাজা খেজুর না থাকিলে কয়েকটি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করিতেন এবং শুকনা খেজুরও না থাকিলে কয়েক চুমুক পানি পান করিয়া ইফতার করিতেন। অপর এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) শীতকালে খেজুর দ্বারা এবং গ্রীষ্মকালে পানি দ্বারা ইফতার করিতেন” (পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬, হাদীছ নং ৭৯)।

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ إن لله عز وجل عتقاء في كل ليلة من شهر رمضان إلا رجل أفطر على خمر. (على بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب فيمن أفطر على محرم)

“আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মাহে রামাযানের প্রত্যেকটি রাতে আলাহ তা’আলা অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে যেই ব্যক্তি মদপান করিয়া ইফতার করে সে ব্যতীত” (প্রাণ্ডক্ত, ৩খ., পৃ. ১৫৬)।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ للصائم فرحان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, রোযাদারের দুইটি আনন্দ। একটি ইফতারের সময়, অপরটি আপন প্রভুর সহিত সাফাতের সময়” (মুসলিম, কিতাবুস সাওম, বাব ৩০, ২খ., পৃ. ৮০৭, হাদীছ নং ১১৫১)।

(১) ইফতারের জন্য নিয়াত শর্ত নহে, শুধু ইফতারের দু’আ বলাই সন্নাত (ইউসুফ লুথমানবী, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, ৩খ, পৃ. ২৬৯)।

(২) রেডিও ও প্রচার মাধ্যমগুলিতে যেহেতু সঠিক সময়ে ঘোষণা ও আযান দেওয়া হয় সুতরাং উহার অনুসরণে ইফতার করা জায়েয (প্রাণ্ডক্ত)।

(৩) রোযা রাখা ও খোলার ক্ষেত্রে বিধি এই যে, মানুষ যেই এলাকায় থাকিবে সেই এলাকার সময়ই ধর্তব্য হইবে। কোন ব্যক্তি ‘আরববিশ্বে রোযা রাখিয়া ঢাকা আগমন করিলে ঢাকার সময়ানুযায়ী ইফতার করিবে। অনুরূপভাবে ঢাকায় রোযা রাখিয়া বহির্বিদেশের কোথাও গমন করিলে তাহাকে সেই দেশের সময়ানুযায়ী ইফতার করিতে হইবে (প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭০)।

(৪) ঢাকায় ইফতারের সময় হইয়া গিয়াছে অথচ ঢাকার আকাশে ৩৫ হাজার ফুট উপরে উড়ন্ত প্লেন হইতে সূর্য দেখা যাইতেছে, এমতাবস্থায় প্লেনের যাত্রীগণ নিজ স্থানের সময়কে ধর্তব্য করিয়া ইফতার করিতে পারিবে না। বরং যখন যাত্রীগণ সূর্য অন্তমিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিবে কিংবা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, সূর্য অন্তমিত হইয়াছে তখন ইফতার করিবে (প্রাণ্ডক্ত)।

(৫) ইফতারের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করা উচিত।

(৬) অন্যের নিকট ইফতার করিলে নিজের রোযার ছাওয়াব অন্যের নিকট চলিয়া যায়— এইরূপ ধারণা ভুল (ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, ৬খ, পৃ. ৪৯৩)।

(৭) অমুসলিম ব্যক্তি যদি তাহার ন্যায়সংগত পন্থায় উপার্জিত অর্থের দ্বারা, হালাল জিনিস দ্বারা, হালাল তরীকায় ইফতারের ইত্তিযাম করে তাহা হইলে তাহার ইফতার গ্রহণ করা জায়েয (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৩)।

(৮) অসুস্থ ব্যক্তি ঔষধ দ্বারা ইফতার করিতে পারিবে (পূর্বোক্ত)।
বৎসরে পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম : বছরে মোট পাঁচ দিন ইফতার করা অর্থাৎ রোযা না রাখা ফরয। সেই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। দিনগুলি হইল, দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পর আয়্যামে তাশরীকের তিন দিন।

عن أبي عبيد مؤلى ابن أهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطرکم من صيامکم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.

“ইবন আযহারের মুক্তদাস আবু উবায়দ (র) বলেন, আমি এক ঈদের দিন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এই দুই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন— ‘ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন, যেই দিন তোমরা কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করিয়া থাক” (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৬৬, ২খ., পৃ. ৭০২, হাদীছ নং ১৮৮৯)।

عن نبیثة الهذلی قال قال رسول الله ﷺ أيام التشريق أيام أكل وشرب.

“নুবায়শা আল-হুযালী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহ হইল পানাহারের দিন” (মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাব ২৩, ২খ., পৃ. ৮০০, হাদীছ ১১৪১)।

সফরে ইফতার : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

“সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে” (২ : ১৮৫)।

عن عائشة زوج النبي ﷺ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ﷺ أوصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأنظر.

“উম্মুল মুমিনীন 'আ'ইশা (রা) হইতে বর্ণিত। হামযা ইব্ন 'আমর আল-আসলামী (রা) যিনি অধিক পরিমাণে নফল সিয়াম পালন করিতেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি সফর অবস্থায় (রমাদান মাসের) রোযা রাখিব? তিনি বলিলেন : তুমি চাহিলে রাখিতে পার অথবা নাও রাখিতে পার” (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৩৩, ২খ., পৃ. ৬৮৫, হাদীছ ১৮৪০)।

عن أنس بن مالك قال كنا نساغر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

“আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা মাহে রামাযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সফর করিতাম। আমাদের মধ্যকার রোযাদারগণ রোযাহীনদেরকে এবং রোযাহীনগণ রোযাদারগণকে দোষারোপ করিতেন না” (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ৩৭, ২খ., পৃ. ৬৮৭, হাদীছ ১৮৪৫)।

সফর অবস্থায় রামাদান শরীফের রোযা রাখার বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য রহিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী একদল আলিমের মত হইল, সফর অবস্থায় রোযা না রাখাই উত্তম। আবার কেহ কেহ এমন মতও পোষণ করেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখিলেও রোযা সহীহ হইবে না বিধায় সফরের পর তাহার কাযা করা জরুরী। ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাকের মতে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম। উপরোক্ত দুইটি মতের বিপরীত সাহাবা কিরাম ও পরবর্তী আলিমগণের অনেকেই যেই মতের উপর একমত হইয়াছেন এবং যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা হইল, যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে রোযা রাখাই উত্তম, আর যদি সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে না রাখাই উত্তম (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ১৮, ৩খ., পৃ. ৮৯, হাদীছ নং ৭১০)।

অসুস্থ ব্যক্তির রোযা না রাখার অনুমতি আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

“এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে” (২ : ১৮৫)।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রামাদানের রোযা না রাখা জায়েয। শর্ত হইল, কোন লক্ষণ দৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আন্দোকে কিংবা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের অভিমতে রোযার দ্বারা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কিংবা বিলম্বে আরোগ্য লাভের প্রবল আশংকা থাকিলে রোগীর জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয। সকল অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ইফতারের অনুমতি নাই। কেননা অভিজ্ঞতা ও গবেষণার দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, রোযা বহু রোগমুক্তিরও উপায় হয়। রোযা না রাখার অনুমতি শুধু সেই রোগীর ক্ষেত্রে যাহার সহিত রোযার আনুকূল্য হয় না (আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ, কিতাবুস সিয়াম, ১খ., পৃ. ৪৩৮)।

গর্ভাবস্থায় কিংবা স্তন্যদানের রোযা ভংগ করা জায়েয। এ সম্পর্কে শরীআতের বিধান নিম্নরূপ :

عن انس قال رخص رسول الله ﷺ للحبلى التى تخاف على نفسها أن تفتطر وللمرضع التى تخاف على ولدها.

“আনাস (রা) বলেন, যেই গর্ভবতী নারী স্বীয় প্রাণনাশের আশংকায় এবং যেই স্তন্যদানকারিণী স্বীয় সন্তানের প্রাণের বিষয়ে আশংকায় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের জন্য রামাদান মাসে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন” (ইব্ন মাজা, কিতাবুস সিয়াম, বাব ১২, হাদীছ ১৬৬৭, ১খ., পৃ. ৫৩৩)।

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشرط الصلوة وعن الحامل أو المرضع الصوم.

“আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের জন্য সফরের অবস্থায় অর্ধেক সালাত ও রোযা রাখার দায়িত্ব লাঘব করিয়া দিয়াছেন, অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর জন্যও রোযা রাখার দায়িত্ব লাঘব করিয়া দিয়াছেন” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ২০, ৩খ., পৃ. ৯৪, হাদীছ ৭১৫)।

রোযাদারের যদি পিপাসা কিংবা ক্ষুধা এতই প্রচণ্ড হয় যে, ইহাতে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইবার কিংবা জ্ঞানশূন্য হইবার প্রবল আশংকা দেখা দেয় তাহা হইলে তাহার জন্য রোযা ভংগের অনুমতি আছে। তবে এমতাবস্থায় ও পূর্বোক্তিত সকল অবস্থায় এবং ঋতুপ্রভাব ও প্রসবোত্তর শ্রাবশ্রুত মহিলাগণের উপর তাহাদের অনাদায়ী রোযাগুলির কাযা করা ফরয। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কঠিন পরিশ্রম করায়, ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণার তাড়নায় প্রাণ হারাইবার আশংকায় হইয়া পড়ে এবং রোযা ভংগ করে তাহা হইলে তাহাকে উক্ত রোযার কাযার সহিত কাফফারাও আদায় করিতে হইবে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪১)।

রোযা রাখিতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ.

“ইহা যাহাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদয়া— একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা” (২ : ১৮৪)।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতে এমন খুড়খুড়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কথা বলা হইয়াছে যাহারা রোযা রাখিতে কিছুতেই সক্ষম নহে। তাহারা প্রতিজন প্রতি একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন করিয়া মিসকীনকে খাদ্য দান করিবে। ‘আলিমগণ তাহাদের সহিত সেই চিররোগীকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যে রোগমুক্ত হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া তাহাদের মতই রোযা রাখিতে চির অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২)। রোযা অবস্থায় ভুলে রোযার পরিপন্থী কিছু করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। রোযার কায্য করিতে হইবে না (পূর্বোক্ত)।

রোযাদার যদি ভুলক্রমে খায় কিংবা পান করে কিংবা সহবাস করে তাহা হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। তাহা রামাদানের রোযাই হউক অথবা অন্য কোন রোযা (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬)। রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে না (পূর্বোক্ত)।

ইচ্ছাকৃতভাবে রামাদানের রোযা ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ অত্যধিক।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه.

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যেই ব্যক্তি কোনরূপ ওজর কিংবা অসুস্থতা ব্যতীত রামাদানের একটি রোযাও ভঙ্গ করিবে, সে সারা জীবন রোযা রাখিলেও উহার সমতুল্য হইবে না” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ২৬, হাদীছ ৭২৩, ৩খ, পৃ. ১০১)।

عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلك قال وقعت على امرأتى في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر والعرق المكثل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابنيها أحد أفقر منا قال فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه قال فخذ فاصمه أهلك.

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংস করিয়াছে? লোকটি বলিল, রামাদানের দিবসে সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহার কাফফারারূপ তুমি কি একটি দাস মুক্ত করিতে পারিবে? সে বলিল, আমি সক্ষম নহি। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে পারিবে? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াইতে পারিবে? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, বস। লোকটি বসিয়া গেল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট একটি বড় ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা লইয়া যাও এবং গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দাও। সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গোটা মদীনায় আমার চাইতে অধিক গরীব আর কেহই নাই। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) এমনভাবে হাসিয়া ফেলিলেন যে, তাহার সম্মুখভাগের দন্ত প্রকাশ পাইয়া গেল।

অতঃপর তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তাহা হইলে তোমার পরিবার পরিজনকেই খাওয়াইয়া দাও” (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাব ২৭, ৩খ., পৃ. ১০২, হাদীছ ৭২৪)।

ইয়াম যুহরীর মতে ইহা ছিল ঐ ব্যক্তির জন্য বিশেষ অনুমতি। আবার কেহ কেহ বলেন, এই বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে উক্তম ব্যাখ্যা হইল, ইহা ছিল সচ্ছলতা অর্জন না করা পর্যন্ত অবকাশ দানের ঘটনা।

পূর্বোক্ত হাদীছ শরীফে উল্লেখিত রোযার কাফফারা কাহার উপর ওয়াজিব হইবে? যেই ব্যক্তি রামাদানুল মুবারকের রাতি হইতে নিয়াত করিয়া রোয রাখার পর কোনরূপ জবরদস্তী কিংবা নিরুপায়ের পরিস্থিতি ব্যতীত সম্পূর্ণ ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অথচ রোযা ভাঙ্গার মত কোন ওজরও দেখা যায় নাই অথবা বৈধ কোন কারণ সৃষ্টি হয় নাই অথবা রোযার বিপরীত বিষয় যেমন হায়েয, নিফাছ ইত্যাদিও প্রকাশ পায় নাই, তাহার উপর উক্ত রোযার কায্যও জরুরী, কাফফারাও জরুরী (আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ, ১খ., পৃ. ৪১৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আয়াতসমূহের তরজমা আল-কুরআনুল কারীম, ই,ফা, বা, প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ২৮৩তম মুদ্রণ, ২০০৩খ. (২) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীবী তাফসীর ইবন কাছীর, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০০, দ্র. ২ : ১৮৫-এর তাফসীর; (৩) মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারু ইবন কাছীর, আল-মামামা, বৈরুত ১৪০৭/১৯৮৭; (৪) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সাহীহ, দারু ইহুয়াইত তুরাছ আল-আরারী, বৈরুত, তা. বি.; (৫) মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, আস-সুনান, দারু ইহুয়াইত তুরাছ আল-আরারী, বৈরুত, তা. বি.; (৬) সুলায়মান ইবনুল-আশ-আছ আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, দারুল ফিকর, তা. বি.; (৭) মুহাম্মাদ ইবন যযীদ আল-কাযবীনী, আস-সুনান, দারুল ফিকর, বৈরুত, তা. বি.; (৮) আলী ইবন আবী বাকর আল-হায়ছামী, মাজমা’উয-যাওয়াইদ, দারুল রায়ান লিত-তুরাছ, দারুল-কিতাব আল-আরারী, কাররো-বৈরুত ১৪০৭ হি., ৩খ, পৃ. ১৫৪-৭; (৯) সুলায়মান ইবন দাউদ আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল-মুসনাদ, দারুল মা’রিফা, বৈরুত, তা.বি.; (১০) আবু বাকর আহমাদ ইবনুল ছসায়ন আল-বায়হাকী, ও’আবুল ঈমান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১০ হি.; (১১) মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ, আল-উম্ম, দারুল মা’রিফা, বৈরুত ১৩৯৩ হি., ৭খ., পৃ. ২২৫; (১২) আবদুল হামীদ মাহমুদ তাহমায়, আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ, দারুল কলম, দামেশক, আদদার আশশামিয়া, বৈরুত ১৪১৯/১৯৯৮, কিতাবুস সিয়াম, ১খ., পৃ. ৪০৬-৪৩; (১৩) আল-মাজলিসুল আলা লিশ-ও’উন আল-ইসলামিয়া, মাওসু’আতুল ফিকহিল ইসলামী, কাররো ১৪০৮/১৯৮৮, ২০খ., পৃ. ৫, দ্র. افطار; (১৪) খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, কামুসুল ফিকহ, নাদওয়া এজেসি, হায়দরাবাদ, ইন্ডিয়া ১৪০৯/১৯৮৮, ১খ., পৃ. ৪০২, দ্র. افطار; (১৫) মুহা. ইউসুফ লুথয়ানবী, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, কুতুবখানা নঈমিয়া, দেওবন্দ ১৪১৪/১৯৯৩, ৩খ., পৃ. ২৬৯-৭০; (১৬) মুফতী আবদুর রাহীম লাজপুরী, ফাতাওয়া রাহীমিয়া, মাকতাবা রাহীমিয়া, গুজরাট, তা. বি., ৮খ., পৃ. ২৬৪-৫; (১৭) মুফতী আযীযুর রহমান ‘উছমানী, ফাতাওয়া দারুল ‘উলূম দেওবন্দ, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, তা. বি., ৬খ., পৃ. ৪৯৩; (১৮) ফীরৌয়ুল লুগাত, আনজুম বুকডিপু, দিল্লী ১৯৮৭ খ., পৃ. ১০৪; (১৯), ড.

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ৯৬।

নূর মুহাম্মদ

ইফতিখারু'দ-দীন আল-গীলানী (افتخار الدين الغيلاني) : মাওলানা, ফিক্'হ, উসূল ও 'আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 'আলিম। তিনি গি'য়াহু'দ-দীন তুগ'লাকের রাজত্বকালে দিল্লীতে শিক্ষক ছিলেন। শায়খ 'আবদুল-কারীম শীরাওয়ানীর ইনতিকালের পর শায়খ নাসীরু'দ-দীন মাহ'মুদ ইব্ন যাহুয়া 'আল-আওদী তাঁহার নিকট সমস্ত পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল-হায়ি লাখনাবী, নযহাতুল-খাওয়াতি'র, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ১৩।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফতিখারু'দ-দীন আল-বারানী (افتخار الدين البرنى) : বিশিষ্ট 'আলিম ও শিক্ষক, সুলতান 'আলাউদ-দীন মুহাম্মাদ শাহ খিলজীর রাজত্বকালে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি কু'রআন-সুন্না এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শী ছিলেন। দি'য়াউ'দ-দীন আল-বারানীর ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল-হায়ি লাখনাবী, নযহাতুল-খাওয়াতি'র, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ১২।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফতিখারু'দ-দীন আর-রাযী (افتخار الدين الرازى) : মাওলানা, ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট 'আলিম, সারা জীবন দিল্লীতে শিক্ষকতায় অতিবাহিত করেন। তিনি ফিক্'হ, উসূল-ফিক্'হ, কালাম (দ্র.) শাস্ত্র ও 'আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দি'য়াউ'দ-দীন বারানীর ইতিহাসে গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল-হায়ি লাখনাবী, নযহাতুল-খাওয়াতি'র, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ১২।

মুহাম্মাদ মূসা

ইফনি (Ifni) : ইহা পূর্ব সানতক্রুজ দ্যা মার পেকেনা (Santa Cruz de Mar Pequena) নামে পরিচিত ভূতপূর্ব স্পেনীয় ছিটমহল (enclave)। ইহা আয়তনে প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এবং ২৮°৫৪' ৩" ও ২৯°৩৮' ১০" ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার মধ্যবর্তী দক্ষিণ মরক্কোর উপকূলে অবস্থিত। টেটুয়ানের (Tetuan) সন্ধির (১৮৬০ খৃ.) মাধ্যমে এই অঞ্চলে স্পেনীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল এবং এই অঞ্চলে স্পেন প্রায় ১৪৭৬ খৃ. হইতে ১৫২৪ খৃ. পর্যন্ত ব্যবসা কেন্দ্র বজায় রাখিয়াছিল। এই অধিকার ফ্রান্স কর্তৃক ১৯১২ খৃ. স্বীকৃত হয় কিন্তু এই স্বীকৃত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। ইহার রাজধানী সিদি ইফনি পূর্বে Afica Occidental Espanola-এর একক কেন্দ্রীয় শাসনের সদর দফতর ছিল। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে মরক্কোর অনিয়মিত সৈন্যগণ ইহা আক্রমণ করে; কিন্তু এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তৎপর ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইহা স্পেনীয় সাহারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল এবং একটি পৃথক সামরিক গর্ভনরের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল। ইফনি দক্ষিণ দিকে আধা-মরুময় অঞ্চল এবং ইহার অনুল্লত সম্পদ প্রায় ৪০,০০০ অধিবাসীর জন্য অপ্রতুল ছিল। কোন উল্লেখযোগ্য

রফতানী না থাকায় স্পেনের নিকট ইহা আর্থিক দায়স্বরূপ ছিল এবং মরক্কোর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ইহার পুরুষ অধিবাসীর অর্ধাংশ মরক্কোতে ভ্রমণশীল শ্রমজীবী হিসাবে কাজ করিত। এখানে কোন কার্যকর স্পেনীয়করণ হয় নাই। ১৯৫৮ খৃ. হইতে এই অঞ্চলের উপর মরক্কোর দাবী স্থানীয় অধিবাসিগণের নেতৃবৃন্দের এবং প্রধানত আলস্যপরায়েণ বারবার-ভায়ী আইত বা আমরান (Ait Ba-Amran) উপজাতির সাতটি খ্রোত্রের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি প্রস্তাবে স্পেনকে ইফনির ঔপনিবেশিক অবস্থার অবসান ঘটাইবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার অনুরোধ জানান হয়। পরবর্তীকালে আরও চাপ প্রয়োগ করা হয়। ইহার শাসন মরক্কোর নিকট হস্তান্তরের জন্য স্পেন ও মরক্কো সরকারের মধ্যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) T. Garcia Figueras, Santa Cruz de Mar Pequena-Ifni-Sahara, মাদ্রিদ ১৯৪১ খৃ.; (২) J. Caro Baroja, Estudios Sharinos, মাদ্রিদ ১৯৫৫ খৃ.; (৩) N. Barbour, Survey of North-West Africa, লণ্ডন ১৯৫৯ খৃ.; (৪) R. Pelissier, Les territoires espagnols d' Afrique প্যারিস ১৯৬৩ খৃ.।

D. H Jones (E. I.²)/ আ. র. মামুন

ইফরাগ (অথবা আফরাগা : افراغا) : ইহা ফ্রাগার 'আরবী রূপ এবং লেরিডা (Lerida)-র পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের একটি ছোট শহর (লোক সংখ্যা প্রায় ৯,০০০)। শহরটি পুরাতন অংশ-সিনকা (Cinca) এবং এবরো নীর সংগমস্থলের প্রায় ১৮ কিলোমিটার উজানে সিন্কা নদীর খাড়া বাম তীরে অবস্থিত। বাস্তবপক্ষে মুসলিম শাসনের কোনও চিহ্ন আজ এইখানে টিকিয়া নাই।

যখন মূসা ইব্ন নূসায়র ৯৬/৭১৪ সালে সারাগোসা (Saragossa) দখল করিয়াছিলেন সেই সময় ফ্রাগা 'আরবদের অধিকারে আসে বলিয়া অনুমিত হয়। তারপর হইতেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইতিহাসে নাম ধরিয়া কদাচিত্ ইহার উল্লেখ থাকিলেও ফ্রাগা সারাগোসার সৌভাগ্যের অংশীদার হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে যাহ'য়া' ইব্ন গানিয়া (দ্র. গানিয়া, বানু) যখন শাসনকর্তা ছিলেন তখনও ইহা আল-মুরাবিত রাজত্বের নামমাত্র অধীনে ছিল। ৫২৮/১১৩৪ সালে প্রথম আল্‌ফোনসো, যিনি "যুদ্ধবাজ" নামে পরিচিত (যিনি ইতোমধ্যে ৫১২/১১১৮ সালে সারাগোসা অধিকার করিয়া লাইয়াছিলেন) ফ্রাগা দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহ'য়া কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন। ৫৪৩/১১৪৯ সালে বারসেলোনা-র কাউন্ট চতুর্থ র্যামোন বেরেনগুয়ের (Ramón Berenguer iv) কর্তৃক শহরটি অধিকৃত হয় এবং শহরটিতে মুসলিম শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

ইদরীসী ফ্রাগাকে জাকা, লেরিডা ও মেকুইনেন যাহার সহিত যায়তুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আল-হি'ময়রীর মত যায়তুন নামটি সিনকার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করিয়াছেন। আল-হি'ময়রীও ৫২৮/১১৩৪ সালের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা দিয়াছেন। ক্যাটালানদের (Catalan) নিকট ফ্রাগার পতনের তারিখ যাহ'কৃত সঠিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সখিক্ষিপ্তভাবে লিখিত বিবরণ অন্যথায় এককভাবে

ভুলের সমাহার। সংকট মুহূর্তে অধিবাসিগণ সুড়ঙ্গ পথগুলির যে ঘিঞ্জি বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কণযবীনী তাহার বর্ণনা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইদ্রীসী, আল-মাগরিব, ১৭৬, অনু. ২১১, ১৯০, অনু. ২৩১; (২) ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী, আর-রাওদু'ল-মি'তারার, নং ২০, যাকূত শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র. (৩) কণযবীনী, আছ'রু'ল-বিলাদ, দ্র. ফারাগা; (৪) Codera, Decadencia, পৃ. ১১১ প.।

J. F. P. Hopkins (E. I.²)/আ. র. মামুন

ইফরানজ (إفرانج) : অথবা ফিরানজ (فرائج) ফ্রাঙ্ক (Franks) বা ফিরিস্গীদের জন্য 'আরবী প্রতিশব্দ। এই নাম সম্ভবত বায়যান্টাইনদের মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট পৌঁছে। মূলত শার্লিমেনের (Charlemagne) রাজ্যে বসবাসকারীদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং পরবর্তীকালে সাধারণভাবে যুরোপীয়দের ক্ষেত্রে এই ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়। মধ্যযুগে সাধারণত ইহা স্পেনীয় খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত না (দ্র. আন্দালুস, জিব্রীকিয়াঃ এবং নীচে), স্লাভদের ক্ষেত্রে (দ্র. সাকালিবাঃ) অথবা ভাইকিংদের ক্ষেত্রে (দ্র. মাজুস-২)-ও প্রযোজ্য হইত না; পক্ষান্তরে বেশ বিস্তৃতভাবে যুরোপ মহাদেশ ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত। ফ্রাঙ্কদের আবাসভূমিকে ইফরানজাঃ (ফাসী ও তুর্কী ভাষায় ফিরান্দিস্তান) বলা হইত।

পশ্চিম যুরোপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে প্রাচীনতম মুসলিম ধারণা টলেমির Geographike Hyphegesis গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে যাহা আল-খাওয়ারিসমী কর্তৃক 'আরবী অভিযোজনার মাধ্যমে সুপরিচিত ছিল। প্রাথমিক আমলের মুসলিম ভূগোলবিদগণের অতি সামান্যই ইহাতে সংযোজন করিবার অবকাশ ছিল। খুররাদাযবিহ (আনু. ২৩২/৮৪৬) জানিতেন যে, ইফরানজাঃ অন্য বহুশ্বেত্রবাদীদের আবাসভূমির সহিত স্পেনের পার্শ্বে অবস্থিত (تجاور الاقدلس) (B. G. A. ৬., ৯০) এবং যুরোপের অংশ, যাহাকে তিনি 'আরুফাঃ (ঐ, ১৫৫) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভূমধ্যসাগর হইয়া আসা আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তিনি ফিরিস্গী দাস ও প্রবালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৯২) এবং অধিকন্তু বায়যানিয়া (দ্র.) নামক একদল যাহুদী ব্যবসায়ী সম্পর্কে মজার এবং প্রায়শ উল্লিখিত একটি বিবরণ দান করিয়াছেন, যাহারা, কথিত আছে যে, ইফরানজাঃ বন্দর ও মধ্যপ্রাচ্যের মাঝে বাণিজ্য করিত [ঐ, ১৫৩-৪। C. Cahen ya-t-il eu des Rahdanites? in REJ, ive ser, iii (exxiii), 1964, 499-505; এই কাহিনী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অহেতুক নহে]। প্রাথমিককালের অন্যান্য ভূগোলবিদ ইফরানজাঃ সম্পর্কে সমভাবে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান করিয়াছেন, যদিও ইবন রুস্তাহ (আনু. ২৯০-৩০০/৯০৩-১৩) বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের (B. G. A. ৭খ, ৮৫) উল্লেখ করিয়াছেন এবং রোম (ঐ, ১১৭-৩০ : আরও দেখুন রুমিয়াঃ) সম্পর্কিত কতিপয় পরিপূর্ণ বিবরণ দান করিয়াছেন। হারুন ইবন যাহ'য়া (দ্র.) নামক একজন প্রত্যাগত যুদ্ধবন্দীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা লিখিত যিনি তাহার রোম সম্পর্কিত বর্ণনার সংগে ইফরানজাঃ ও বৃটেন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যোগ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানটি (বৃটেন) সাতজন রাজা কর্তৃক শাসিত হইত, সুস্পষ্টত পূর্বেই বিলুপ্ত এ্যাংলো-স্যাকসন সপ্ত শাসক রাজ্য সম্পর্কে একটি বিলম্বিত পরোক্ষ উল্লেখ বরং পরিপূর্ণ তথ্য মাস'উদীর নিকট সহজলভ্য ছিল, তিনি তাঁহার মুরূজ (৩ : ৬৬-৭, ৬৯-৭২;) সম্পা. ও অনু. Ch. Pellat. ss ৯১০-১. ৯১৪-৬)

এবং তানবীহ (B. G. A. ৮ : ২২ প.; ১৭৬ প. ইত্যাদি) উভয় গ্রন্থেই ফ্রাঙ্কদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনামতে ফ্রাঙ্ক জাতি 'জাপেট' (يافت)-এর বংশধর; বিশাল ও একীভূত রাজ্যসহ তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল জাতি। রাজধানী বাবীরা (বারীয়া)-সহ তাহাদের প্রায় ১৫০টি শহর আছে। এই যুগের মুসলিম লেখকদের মধ্যে একমাত্র মাস'উদীই ফ্রাঙ্ক রাজদের ক্রোডিস হইতে ৪র্থ লুইস পর্যন্ত একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আন্দালুসীয় ভাবী উবী উত্তরাধিকারী (পরবর্তীকালে খালীফা) আল-হাকাম-এর জন্য ৩২৮/৯৩৯ সালে একজন খৃষ্টান বিশপ কর্তৃক লিখিত একটি পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি ৩৩৬/৯৪৭ সালে মিসরে এই পুস্তকের একটি কপি দেখিতে পান। খিলাফাত ও ফ্রাঙ্কদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল খুবই কম এবং ইহার প্রায় কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। হারুনুর-রাশীদ ও শার্লিমেনের মধ্যকার দূত বিনিময় একমাত্র ফ্রাঙ্ক-সূত্র হইতেই জানা যায়। যদি ইহা বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 'আরবী ইতিবৃত্ত লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণে ইহা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে নাই; কেননা তাঁহারা ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই। বারথোল্ড (Barthold) যথার্থই সম্পূর্ণ ঘটনাকে অপ্রামাণিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (Socineniya, vi মস্কো ১৯৬৬ খৃ. পৃ. ৩৪২-৬৪-Khristianskiy Vostok, ১, (১৯১২ খৃ. পৃ. ৬৯-৯৪) বিপরীত মতের জন্য দেখুন F. W. Buckler, Harunur-Rashid and Charles the Great, Cambridge 1931; F.F. Schmidt in Isl, ৩ (১৯১২ খৃ.), পৃ. ৪০৯-১১, Barthold, soc, ৬, পৃ. ৪৩২-৬১-Khrist. Vostok, ৩, (১৯১৫ খৃ.) পৃ. ২৬৩-২৯৬; W. Ebermann, in Islamica, ৩ (১৯২৭ খৃ.), পৃ. ২৩৩-৫; S Runciman, Charlemagne and Palestine, in English Historical Review, ১ (১৯৩৫ খৃ.) পৃ. ৬০৬-১৯; মাজীদ কাদুরী, আস-সিলাতু'দ-দিবাল, মাতি'কিয়াঃ বায়না হারুন'র-রাশীদ ওয়া শারলামান, বাগদাদ ১৯৩৯ খৃ.; G Musca, Carlo Magno ed Harun-al Rashid, Bari ১৯৬৩ খৃ.। বাগদাদে সর্বপ্রথম ফ্রাংক দূত প্রেরণের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় ২৯৩/৯০৬ সাল হইতে। এই সময় আল-ওয়াহিদী রচিত আয-যাখাইর ওয়াত-তাহাফ গ্রন্থ অনুযায়ী লোরাইনে রাজা দ্বিতীয় লোখাইর-এর কন্যা এবং ইবরী (Ivree)-এর মারকুইস ডালবাট দি রীচ-এর স্ত্রী বাখার পক্ষ হইতে একদল দূত খালীফা আল-মুকতাত্ফীর দরবারে আগমন করে (এম. হামীদুল্লাহ, Embassy of Queen Barha to Caliph al Muktafi billah in Bagdad 293/906, in J. Pak. Hist, soc, ১ (১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ২৭২-৩০০; ঐ লেখক, in Islam Tetkikleri Enstitusu Dergisi, ২ (১৯৫৬-৫৭ খৃ.), পৃ. ১১৫-৪৫; G Levi Della vida, La Corrispondenza di Berta di Toscnacol califfo Muktafi, in Rivista Storica Italiana, Ixvi (1954), 21-38; ঐ, Aneddoti e Svaghi arabi e non arabi, Milan-Naples 1959, 26-44)। দূত ছিল উত্তর আফ্রিকার একজন খোজা। সে বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকনসহ গ্রীক লিপিসদৃশ কিন্তু ইহা হইতে সরলতর, ফ্রাঙ্ক হস্তাক্ষরে লিখিত একখাশা পত্র আনে। বেশ

খোঁজাখুঁজির পর একটি পোশাকের দোকানে কর্মরত একজন ফ্রাংককে পাওয়া যায় যে এই পত্রখানা পাঠ করে এবং গ্রীক ভাষায় ইহার অনুবাদ করে। অতঃপর ইহা ইসহাক ইবন হু'নায়ন গ্রীক হইতে আরবীতে অনুবাদ করেন। প্রায় ৮০ বৎসর ইবন নু'ন-নাদীম এই অনুচ্ছেদটি তাহার ফ্রাংক হস্তাক্ষর বিবরণীর জন্য সংগ্রহ করেন এবং তাহার লিখন সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি আরও সংযোগ করেন যে, এই হস্তাক্ষর প্রায়শ তিনি ফ্রাংক দেশীয় তরবারিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন (ফিহরিস্ত, সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৭১ খৃ., পৃ. ২০; মুসলিমদের মধ্যে যুরোপীয় তরবারির উচ্চ খ্যাতি সম্পর্কে দেখুন A. Zeki validi. (Togan), Die Schwurter der Germanen nach arabischen Berichten des 9-11 gahrhunderts, in ZDMG, Xc (1936), (19-37)।

এই সময়কাল মুসলিম দেশ হইতে যুরোপ আগত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ পরিব্রাজক ছিল ইবরাহীম ইবন য়াকুব (দ্র)। সে ছিল তারতোসার একজন স্পেনীয় যাত্রী যে আনুমানিক ৩৫৪/৯৬৫ সালে ফ্রাংকীয় যুরোপীয় ভূখণ্ডে বিস্তৃতভাবে পরিভ্রমণ করে। সম্ভবত কর্ডোভার উমায়্যাঃ খালীফার কোন এক ধরনের সরকারী কার্যে সে এই সফর করে। ইবন য়াকুব-এর নিজস্ব বর্ণনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালীন ভৌগোলিকদের উদ্ধৃতি হইতে, বিশেষত বাকরী ও ক'য়কীনির উদ্ধৃতি হইতে ইহা জানা যায়। প্রথম উছমানীয়দের বিবরণের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম যুরোপ সম্পর্কে মুসলিম জগতের পক্ষ হইতে নাম উল্লিখিত পরিব্রাজকের ইহাই ছিল একমাত্র ব্যক্তিগত বিবরণী।

একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টান জগতের অগ্রগতি একটা নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দুই শতাব্দীরও অধিককাল যাবত ফ্রাংকদের ও মুসলমানদের নিয়মিত ও নিকট যোগাযোগ ছিল—কখনও যুদ্ধে, কিন্তু আবার কখনও বাণিজ্যে, কূটনীতিতে, এমন কি কখনও কখনও মৈত্রীতেও। শুধু আধ্যাত্মিক উৎসুক্যের জন্য নয় বরং এই সময়ে ফ্রাংকদের জ্ঞান ও তাহাদের দেশ মুসলমানদের বাস্তব প্রয়োজনের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব, ইহা অধিক লক্ষণীয় যে, তাহারা ক্রমাগত খুবই কম অগ্রহ প্রদর্শন করিতেছিল। প্রাচ্যে মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ইফরানজা নামে অভিহিত করে, সামরিক ব্যাপার সম্পর্কে বেশ কিছু এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বলিবার আছে। ক্রুসেডে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা কম এবং বিভিন্ন জাতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আরও কম অগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহাদের উৎপত্তি বা জনাস্থান অথবা আগমনের কারণ সম্পর্কে মোটেই কোন অগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। ক্রুসেড যোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনুভূতি প্রাচ্যে জানা যায়, যেমন ইবন যুবায়র ও উসামা ইবন মুনকি'য; কিন্তু এইগুলি হইল ব্যতিক্রমধর্মী এবং পরবর্তী লেখকগণের উপর এইগুলির কোন প্রভাব পড়ে নাই। শুধু হামদান ইবন 'আবদি'র-রাহীম আল-আছারিবী ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের একজন লেখক রচিত একটি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা এই বৎসরসমূহের যে সকল ফ্রাংক মুসলিম দেশে আগমন করিয়াছিল তাহাদের বিবরণসম্বলিত (ইবন মুয়াস্‌সার, আখবার মিস্‌র, সম্পা. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৭০; cit. F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden ১৯৬৮

খৃ., ৬২)। বৈশিষ্ট্যগতভাবে ইহা বিদ্যমান থাকে নাই, এমন কি ইহা হইতে উদ্ধৃতিও পাওয়া যায় না। যুরোপ সম্পর্কে মুসলমানদের জ্ঞানের মৌলিক প্রসার প্রাচ্য হইতে নয় বরং পাশ্চাত্য হইতে স্পেন, সিসিল ও উত্তর আফ্রিকার প্রভুকারদের নিকট হইতে আসিয়াছে— যেমন আবু 'উবায়দ আল-বাকরী আল-ইদ্রীসী, ইবন সাঈদ ও ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী (নি. সমুহ দ্র.)। এইগুলি পূর্ণ এবং অধিকতর নিখুঁত ভৌগোলিক তথ্য প্রদান করে, যেইগুলি 'আরবীতে রচিত আধুনিক প্রাচ্য দেশীয় বিবরণীসমূহের মূল ভিত্তি।

ফ্রাংকদের ইতিহাস বিষয়ে মুসলমানদের রচিত প্রথম বিদ্যমান গ্রন্থ হইল মাস'উদীর রাজন্য-তালিকা ব্যতীত যাহা রাশীদু'দ-দীন তাহার বিশ্বজনীন ইতিহাস জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার সংবাদদাতা ছিলেন ফ্রাংক দেশীয় একজন পরিব্রাজক, সম্ভবত একজন সন্মাসী যিনি পারস্যের মংগোল রাজদরবারের স্পেন শাসিত সিউরিয়া (Curia) হইতে একজন দূত হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার মাধ্যমে রাশীদু'দ-দীন যুরোপীয় একজন ইতিহাস লেখকের, যাহাকে জেন (Jahn), ত্রোপ্পাউ (Troppau)- এর মার্টিন (Martin) বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন— মার্টিন পালোনাস (Martin Polonus) বলিয়াও যিনি পরিচিত, (মৃ. ১২৭৮)-গ্রন্থ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই উৎস ও মৌখিক তথ্যের সংযোগ রাশীদু'দ-দীন হোলী রোমান সম্রাটদের প্রথম এলবার্ট পর্যন্ত এবং পোপগণের একাদশ বেনিডিক্ট পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় সক্ষম হন এবং এই উভয়টিই নির্ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেন এইগুলি সেই সময়কার জীবন্ত ঘটনা।

জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা উহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত ১০ম/১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম গ্রন্থকার ফ্রাংকদের ইতিহাস বিষয়ে বোধ হয় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই এমন কি বিখ্যাত ইবন খালদুন খৃষ্টান যুরোপ সম্পর্কে খুব কমই আলোকপাত করিয়াছেন, অবশ্য অতি সতর্কতার সহিত শুধু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি 'ইদানিং গুনিয়াছেন' যে, 'ঐ সকল এলাকায় দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিতেছে, কিন্তু আল্লাহই ভাল জানেন সেখানে ঘটিতেছে' (যুকাদামা, সম্পা. Quatremere, ৩, ৯৩, অনু. Rosenthal ৩, ১১৭-৮)। আগেকার দিনে মুসলমানগণ গ্রীক, পারস্যবাসী ও ভারতীয়দের প্রতি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ ফ্রাংকদের ক্ষেত্রে তাহা নিস্পৃহ রহিয়াছে নিঃসন্দেহে তাহার সংগত কারণ ছিল। যাহা হউক, ৮ম/১৪শ শতকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভয়ংকরভাবে অসময়োচিত ছিল, এমন কি ক্রুসেড, পরবর্তীকালের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের দ্রুত প্রবৃদ্ধিও খুবই বাস্তব অগ্রহ সৃষ্টি করে। ৭৪১/১৩৪০-এর দিকে শিহাবু'দ-দীন আল-উমারী তাহার প্রণীত সার্বভৌম শাসকদের তালিকায়, যাহাদের সহিত মিসরের সুলতান পত্র যোগাযোগ করিয়াছেন, পাশ্চাত্যের স্পেন ও ফ্রান্সের দুইজন রাজাকে তাহাদের কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ ও প্রত্যেকের জন্য সঠিক পদ্ধতি ও সম্বোধনসহ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পরবর্তী একটি সংস্করণ, 'তাহকীফ' গ্রন্থে আরও কিছু নাম সংযোজিত হইয়াছে এবং কালক'াশান্দী যুরোপীয় রাষ্ট্র ও শাসকদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কিছু তথ্যসহ অপেক্ষাকৃত পূর্ণ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ('উমারী, আত-তারীফ বিল-মুস'তালাহি'শ-শারীফ, কায়রো ১৩১২ হি, ৬০-৫; কালক'াশান্দী, সুব'ল-আ'শা, ৮খ., ৩৩-৫৩)।

প্রাথমিক কাল হইতেই 'উছমানীদের সহিত ফ্রাংকদের বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ছিল—ব্যবসায়ী হিসাবে, শত্রু হিসাবে, প্রতিবেশী হিসাবে এবং কূটনৈতিক মেহমান হিসাবে। গ্রীসে তাহারা ফ্রাংকদের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ জয় করিয়াছিলেন; ভার্না (Varna)-তে তাহারা ১৪১৪ সালে ফ্রাংক নাইটদের বন্দী করেন এবং জমকালো পরিচ্ছেদে তাহাদেরকে মুসলিম দেশে সুদূর হিরাত পর্যন্ত সাড়ম্বরে প্রদর্শন করে। তু. Z. V. Togan কর্তৃক Turk Dill ve Edebyati Dergisi, ৩. (১৯৩৯ খৃ.) পৃ. ৫৩৫-এ উদ্ধৃত কবিতা। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে যুরোপীয় দেশসমূহের সংগে তাহারা ব্যাপক ও জটিল কারবারে জড়িত হইয়া পড়ে। খৃষ্টান-যুরোপে 'উছমানীদের স্বার্থ, যদিও খুব বেশী ছিল না, লক্ষণীয়ভাবে প্রাথমিককালের মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যকার স্বার্থ অপেক্ষা বেশী ছিল। এই স্বার্থ লালিত-পালিত হইয়াছিল নিকটতর যোগযোগ দ্বারা, যুরোপীদের দর্শনার্থীদের আগমন প্রবাহ দ্বারা, দলত্যাগী (Renegdes)-দের দ্বারা এবং সময়ে যুরোপীয় শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অবগতি দ্বারা।

এই আগ্রহের একটি বহিঃপ্রকাশ হইতেছে যুরোপীয় ইতিহাসের অধ্যয়ন, যাহা পরিধি ও প্রভাবের দিক হইতে ছিল সীমিত, তথাপি প্রাথমিককালের প্রায় সম্পূর্ণ অনীহা হইতে একটি পরিবর্তন সূচিত করে। ৮৫০/১৫৭২ সালে দুইজন লেখক, একজন অনুবাদক ও একজন কাতিব রাঈস এফেন্দি ফারীদুন বেগ (দ্র.)-এর নির্দেশে লোককাহিনীর ফারামুও (Farmund) হইতে ১৫৬০ খৃ. পর্যন্ত ফ্রাংকের ইতিহাসের একটি তুর্কী সংস্করণ সম্পূর্ণ করে, ইহা একটি একক পাণ্ডুলিপিতে এখনও বিদ্যমান আছে (Babinger, 107)। ইহার পরই আসে প্রসিদ্ধ তারীখুল-হিন্দ গারবী (দ্র.) যাহা যুরোপীয় উৎস হইতে অভিযোজিত নূতন-জগতে আবিষ্কার সম্পর্কিত একটি বিবরণী এবং ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক অন্যান্য ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থ। এইগুলি যুরোপের কিছু কিছু বিবরণ প্রদান করে এবং প্রধানত যুরোপীয় উৎস হইতে রচিত (দ্র. জুগরাফিয়াঃ ৬ষ্ঠ; কাতিব চেলবী : মুনাজ্জিম বাশী; ইবরাহীম, মুতাফাররিকঃ)। ১৮শ শতাব্দীতে কিছু অতিরিক্ত তথ্য যদিও ধরাবাঁধা ধরনের ধারাবাহিক 'উছমানী দূতদের দ্বারা প্রদান করা হইয়াছে, যাহারা যুরোপের রাজধানীগুলিতে দৌত্যকর্ম উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। অনুরূপ যুরোপ ভ্রমণের বিবরণ অধিকাংশ সরকারী দূতদের দ্বারা সম্পন্ন, মরক্কো ও পারস্যে লিখিত হয় (তুর্কী বিবরণের জন্য দেখুন Babinger ৩২৩ প. ও Koray² ১৯৬-৭; পারস্যের বিবরণের জন্য, Storey ১/২, ১০৬৬-৭১, ১১৫৩, ১১৯৫; মরক্কো দেশীয় পরিব্রাজকদের জন্য, H. Peres, L'Espagne vue par les Voyageurs musulmans de 1910 a 1930, Paris 1937, Hesperis-Tammuda, Passim; আরও দেখুন সেফারাতনামা, সাফীর)। ভারতীয় দুইজন পরিব্রাজক ইতিহাসবিদ-দীন (দ্র) এবং দ্বিতীয়টি ১৭৯৯ ও ১৮০৩-এর মধ্যবর্তীকালে। উভয় রচনাই ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

১৬শ ও ১৯শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণভাবে যুরোপীয় খৃষ্টানদের জন্য প্রায় সকল মুসলিম দেশে ফ্রাংক (ফিরঙ্গী) শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, ইহার ব্যবহার ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, সামী ফ্যাশেরি এইরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন (কামুসুল-আলাম, দ্র. Firenk)। রাশিয়ান, গ্রীক, বুলগার, সার্বীয় ও অন্য গৌড়া খৃষ্টানদেরকে ফ্রাঙ্ক বলা হইত না। শব্দটি কখনও কখনও এমন

কতকগুলি বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় যেইগুলি মনে করা হয় ফ্রাংকদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে, যেমন সিফিলিস, কামান, পাশ্চাত্য পোশাক ও আধুনিক সভ্যতা (দ্র. তাফরনুজ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) I. Guidi, L'Europa occidental negli antichi geografi arabi in Florilegium Melchior de Vogue, প্যারিস ১৯০৯ খৃ., ২৬৩-৯; (২) B. Lewis, The Muslim discovery of Europa in BSOAS, 20 (1957), ৪০৯-১৬; (৩) এই লেখক, Masudi on the kings of the Franks in Al-Masudi millenary commemoration volume, আলীগড় ১৯৬০, খৃ. ৭-১০; (৪) এই লেখক, The use by Muslim historians of non-Muslim sources, in B. Lewis and P. M. Holt, Historians of the middle East², লন্ডন ১৯৬৪ খৃ, ১৮০-৯১; (৫) D. M. Dunlop, The British Isles, according to medieval Arabic authors, in IQ, ৪খ., (১৯৫৭), ১১-২৮; (৬) T. Lewicki, Die Vorstellungen arabischer Schriftsteller des 9. und 10. Jahrhunderts von der Geographie und von den ethnischen Verhältnissen Osteuropas, in Isl. ৩৫খ., (১৯৫৯), ২৬-৪১; (৭) এই লেখক, L'apport des sources arabes Medievales (IX^e-X^e siècles) a la connaissance de l'Europe centrale et orientale, in L'Occident e l'Islam nell'alto medioevo, i, Spoleto 1965, 471 প.; (৮) যুসুফ কু'যমা'ল-খুরী, আল-জুগ-রাফিয়ানা-আরাব ওয়া উরুবা, আল-আবহা'হ-এ, ২০/৪ (১৯৬৭), ৩৫৭-৯২; (৯) 'আবদু'র-রাহ'মান 'আলী আল-হাজ্জী কর্তৃক স্পেনীয় উমায়্যাঃ এবং খৃষ্টান যুরোপের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে লিখিত নিবন্ধসমূহের একটি সিরিজ, IQ, ৯খ (১৯৬৫), ৪৬-৫৫-এ ১০খ (১৯৬৬), ১৯-২৩ ও ৮৪-৯৪; ১১খ (১৯৬৭), ১২৯-৩৬; ১২খ (১৯৬৮) ৫৯-৭০ ও ১৪০-৫; ১৩খ (১৯৬৯) ১১৩-২৬; (১০) রাশীদু'দ-দীন ফাদ-লুল্লাহ, কিতাবু তারীখি ইফরানুজ (Histoire des Francs) ফ্রাংক অনুবাদসহ K. Jahn কর্তৃক সম্পাদিত, লাইডেন ১৯৫১ খৃ.; (১১) H. Lammens, Correspondance diplomatique entre les sultans mamlouks d'Egypte et les puissances chrétiennes, in ROC, ৯ (১৯০৪, ১৫১-৮৭); (১২) E. Ashtor, Checosa sapevano i geografi arabi dell' Europa Occidentale? In Riv. Stor. It ১.৩ (১৯৬০), ৪৫৩-৭৯।

B. Lewis (E.I.)²/ মোঃ রেজাউল করিম

শ্লোক : স্পেন ও মাগরিব সম্পর্কে 'আরবদের লেখায় ইফরানুজ শব্দটি (কখনও আবার 'ইফরানুজদের আবাসভূমির অতিরিক্ত অর্থসহ 'ইফরানজা) যে কোন খৃষ্টান জনগোষ্ঠীকে বুঝাইত যাহাদের সংগে লেখকগণ পরিচিত ছিলেন। সমধিক সাধারণ প্রতিশব্দ ছিল রুম অথবা উপদ্বীপের খৃষ্টানদের বুঝাইত জালালিকাঃ (দ্র. জিল্লীকি-য়াঃ) অথবা 'বাকুনিশ' (দ্র.)। সম্ভবত 'ইফরানুজ' ও 'রুম' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না এবং যদিও কোন কোন লেখকের সম্পর্কে এইগুলির বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহারের

সন্দেহ করা যায়, কিন্তু ইহা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব। নিশ্চিতভাবেই লেখকদের নিজেদের পারস্পরিক পার্থক্য রহিয়াছে এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত শুধু ইফরানজ শব্দের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া কোন সুনির্দিষ্ট উপসংহার টানা বিপজ্জনক হইতে পারে। যেমন ইবনু'ল-আববার বলিয়াছেন, ৬১৪/১২১৭ সালে ইফরানজগণ 'আল-কাসর দো সাল' (Alcacer do sal) অধিকার করে (হুলা : ২. ২৯০)। রাওদু'ল-মিত্তার (দ্র. কাসর আবি দানিস)-এর বর্ণনাতে আছে রুম। রাওদু'ল কিরতাস-এর গ্রন্থকার (Sub anno ৬১৪) ব্যবহার করিয়াছেন শুধু আল-আদুব'ব" (যাহা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত)। এইখানে সংশ্লিষ্ট খৃষ্টানগণ ছিলেন জার্মান ক্রুসেড যোদ্ধাদের দ্বারা সাহায্যকৃত পর্তুগীজ। স্বাভাবিক অনুমান যে, নীতিগতভাবে ইফরানজ অর্থ 'ফ্রাংক জাতি'। ইহা ঐতিহাসিক লেখকদের প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ ইবনু'ল-খাতীব (আ'মাল, ২খ., ২৩) উত্তর-পশ্চিম স্পেনের একজন খৃষ্টান রাজাকে ইফরানজার একজন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন, 'বিলাদু'র-রুম' আক্রমণের, যাহা সুস্পষ্ট নারবোন এলাকা (আ'মাল, ১. ১১-২)। একজন স্পেনীয় লেখক কর্তৃক 'ইফরানজ' শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার সম্ভবত ইবনু'ল-কুতিয়্যাই (মু. ৩৬৭.৯৭৭) করিয়া ছিলেন তিনি সারাগোসা এলাকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ইহা প্রয়োগ করেন (পৃ. ১৩৩)।

পরিভাষার অস্পষ্টতা জ্ঞানের অস্পষ্টতা প্রতিফলিত করে, সম্ভবত ইহা উৎসাহের অভাবেরই ফলশ্রুতি। যাহারা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক তথ্য প্রদানের অঙ্গীকার করেন তাঁহারাও ইহার অংশীদার। এই শ্রেণীর লেখকদের দ্বারা প্রত্যুত কিছুটা অপ্রতুল ও বিভ্রান্ত তথ্য-সংকলন এই ধারণার সুস্পষ্ট-ইংগিত করে যে, 'ইফরানজ' = Franks লোককাহিনীর বুনটের একটি সূত্র— যাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে পীরেনীজের উত্তরে অবস্থিত মহাদেশের জন্য আল-আবদু'ল কাবীর শব্দের (Term) ব্যবহার দ্বারা এবং যাহা সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছেন সা'ইদ আল-আনদালুসী তাঁহার তারাকাতু'ল-উমাম (কায়রো nd, ৮৫) গ্রন্থে। সা'ইদ ইফরানজাতু'ল-উমাম-এর সহিত আল-আবদু'ল-কাবীরের সমীকরণ করিয়াছেন কিন্তু ইহাকে ইফরানসাঃ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন। সা'ইদ-এর সমসাময়িক বাকরী (F. ৪৬০/১০৬৭) এবং তাঁহার পরবর্তীকালের অন্যান্য, যেমন 'আবদু'ল-মুন'ইম আল-হিমযারী অনুরূপ রচনাশৈলী ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইফরানসাঃ-এর উল্লেখ পরিহার করিয়াছেন (বাকরী, জুগ'রাফিয়াতু'ল-আনদালুস ওয়া উরুব্বা, সম্পা. 'আবদু'র-রাহ'মান আল-হাজ্জী, বৈরুত, ১৯৬৮ খৃ., ৬৬-৭; আর-রাওদু'ল-মিত্তার, দ্র. ইফরানজা; ইহা আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয় লোককাহিনী (Tradition) এবং প্রাচ্যের সহিত কোনভাবেই সম্পৃক্ত নহে কিন্তু অন্য একটি প্রধান সূত্র হইল যাহা মাস'উদীর গ্রন্থে ইহার প্রাচীনতম আকারে পাওয়া যায় (মুরজ, ৩খ., ৬৭; সম্পা. ও অনু. Pellat ৯১১)। মাস'উদীর বিবরণীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এই যে, ইফরানজ জালালিকাঃ ইহতে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ তাহারা উপদ্বীপের বাসিন্দা নয় এবং তাহাদের রাজধানী প্যারিস। বাকরী (১৩৭ প.) এবং 'আবদু'ল-মুন'ইম (ইফরানজাঃ) উভয়েই অজ্ঞাত উৎসের কিছু অতিরিক্ত সংযোজনসহ মাস'উদীর তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠককে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই যে, ইহা কালাপযোগী করা হইয়াছে অথবা অন্য তথ্যের সংগে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। অতএব, যদিও আর-রাওদু'ল-মিত্তার গ্রন্থে

ইফরানজাঃ নিবন্ধটি যুক্তিযুক্তভাবে ফ্রান্সের একটি সুসংগত বিবরণ প্রদান করে, নিবন্ধ বুরদীল (Bordeaux), অন্যপক্ষে যথার্থ উক্ত শহরকে জিল্লীকি'য়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এবং ইহাতে বারসিলোনাকে, (দ্র. বারশালুসাঃ) ইরানজার রাজার বাসস্থান বলা হইয়াছে। পরিব্রাজকদের অদ্যাপি বর্তমান বিবরণীর কোনটিই যথা: গ'য়াল, তু'রতুশী, রাবী' ইবন বায়দ ওরফে Recemundo ইফরানজ/ফ্রাংকদের সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করে নাই।

পশ্চিম যুরোপের প্রতিচ্ছবি যাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইতেছে একটি বিশাল ঠাণ্ডা, কিন্তু উর্বর ভূভাগ উত্তরদিকে বসতির শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পূর্বদিকে পাহাড় ও জংগল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার ভিতরে কিংবা বাহিরে স'কালিবাঃ জাতি বাস করে। খৃষ্টান ইফরানজগণ যদিও অভ্যাসগতভাবে অপরিস্কৃত কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু এবং ভাল যোদ্ধা। দীর্ঘদিন যাবত তাহারা একজন রাজার অনুগত ছিল, যাহার রাজধানী বর্তমান আছে অথবা পূর্বে ছিল প্যারিস (Paris) কিংবা লিয়নস (Lyons)। এই চিত্রটি এত অস্পষ্ট এবং খণ্ডিত যে, সংগতভাবেই যে কেহ সন্দেহ করিতে পারিত যে, অদ্যাপি বর্তমান সাহিত্য স্পেনের মুসলমানদের নিকটে পশ্চিম যুরোপ সম্পর্কিত তথ্য পূর্ণরূপে সুলভ করে না।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

J. F. P. Hopkins (E.I.²/) মোঃ রেজাউল করিম

আল-ইফরানী (الافرانى) : (ইফরানী, উফরানী ইত্যাদি), আবু 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হাজ্জ, মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, আস-সাগীল-নামে পরিচিত, মরক্কোর ঐতিহাসিক ও জীবনীকার, আনু. ১০৮০/১৬৬৯-৭০ সনে মাররাকুশ শহরে জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন ইফরান বা উফরানগোষ্ঠীর বারবার উপজাতির সদস্য। ইহারা দক্ষিণ মরক্কোতে ওয়াদী দার'আর চতুষ্পার্শ্বে বাস করিত। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তিনি স্ত্রী শহরে ও, পরবর্তীতে ফেজ শহরে শিক্ষা লাভ করেন এবং মরক্কোর প্রধান নগরসমূহের কোন একটি বা আবু'জ-জাদ (বুজাদ)-এর শারকাওয়া (দ্র.)-এর য'বিয়াতে বসবাস করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি মাররাকুশ-এর যুসুফী মসজিদ (অথবা মাদ্রাসাঃ ইবন যুসুফ)-এ ইমাম ও খাতীব ছিলেন। সম্ভবত ১১৫৬/১৭৪৩ অথবা ১১৫৭/১৭৪৫ সনে তিনি ইনতিকাল করেন (G. Deverdun, Un registre d'inventaire et de pret date de in ১১১১/১৭০০, in Hesperis, ১৯৪৪ খৃ., ৫৯ এবং 'আবদু'ল-হায়ী আল-কাততানী, ফিহরিসু'ল-ফাহারিস, (২খ, ১৫)। ইফরানী মূলত তাঁহার নুযহাতু'ল-হাদী বি-আখবারি মুলকি'ল-ক'ারনি'ল-হাদী নামক মরক্কোর সা'দী বংশীয় সুলতানগণের সুবিখ্যাত ঘটনাপঞ্জী রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। ইহা O. Houdas-র ফরাসী অনুবাদ Nozhet elhadi, Histoire de la dayastie Saadine au Maroc, (১৯৫১-১৬১০)-সহ প্রকাশিত হয়, প্যারিস ১৮৮৮-৯ (= PELOV, 3rd ser, vol. ii) (and lith. Fez, ১৩০৭.হি.)। কেবল সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জীর উপর নির্ভর না করিয়া আংশিকভাবে মূল মুহাফিজ'খানায় রক্ষিত তথ্যাদি ব্যবহার করার কারণে এ যাবত ইহাই মরক্কোর প্রথম শারীফী বংশীয় শাসকগণের ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইহাতে মোটামুটি ৯১৭/১৫১১-২ হইতে ১১৭/১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঘটনা-লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অসমভাবে হইলেও

বিভিন্ন সাদিয়া রাজ্যবর্ণের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে সুলতান আহামাদ আল-মানসুর (দ্র.)-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষা বিশদ।

সাদিয়াগণের ইতিহাস ব্যতীত ইফরানী বিভিন্ন ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক অথবা সাহিত্যিক গ্রন্থ রচনা করেন। রচনার কালানুক্রমে প্রধানগুলি এই : (১) আল-মাসলাকু'স-সাহল ফী শারহি' তাওশীহ ইবন সাহল সুবিখ্যাত স্পেনীয় কবি ইব্রাহীম ইবন সাহল (দ্র.)-এর একটি কবিতার ভাষ্য (Lith. Fez ১৩২৪ হি.); (২) মরক্কোর 'আলাবী সুলতান মাওলায় ইসমা'ঈল-এর সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রাওদ 'তু'ত-তারীফ অথবা আয়-মিল'ল-ওয়ারীফ ফী মাফাখির-ই মাওলানা ইসমা'ঈল ইবনু'শ-শারীফ; (৩) ১১শ/১৭শ শতাব্দীর মরক্কোর পীরগণের জীবনী সংকলন সাফওয়াতু মান ইনতাশার মিন আখবার-ই সুলাহাইল-কারনি'ল-হাদী 'আশার (Lith. Fez n. d.) মরক্কোর মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত হইতে শারীফী মারাবুত (Marabout) আন্দোলন সম্পর্কে একটি অত্যাব্যবসিক গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে বর্ণিত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত : (১) কাদিরী, নাশর'ল-মাছানী, ফেয ১৩১০ হি, ১খ, ৩; (২) আল-আব্বাস ইবন ইব্রাহীম আল-মাররাকুশী, আল-ই'লাম বি-মান হগ্না মাররাকুশ ওয়া আগ'মাত মিনা'ল-আ'লাম, ফেয ১৯৩৯ খৃ., ৫খ., ৫৩-৯, (আল-ইফরানীর রচনার সম্পূর্ণ তালিকা); (৩) ইবনু'ল-মুওয়াক্কিত, আস-সা'আদাতু'ল-আবাদিয়া; ফেয ১৩৩৬ হি, ১খ., ১১২-৫; (৪) Brockelmann, II, ৪৫৭, S II, ৬৮১-২; (৫) R. Levi Provencal, chorf, ১১২-৩১, ৩০৬-৯ এই গ্রন্থে রহিয়াছে মুহ'তু'ল-হাদী-র বিষয়বস্তুর বিশদ সমালোচনা এবং গ্রন্থপঞ্জীমূলক বিবরণ; (৬) আবদু'স-সালাম ইবন সূদা, দালীলু মু'আররিখি'ল-মাগরীবি'ল-আক'সা; Tetuan, ১৩৬৯/১৯৫০, ১৭৮-৯, ২৮০; (৭) Allouche & Regragui, Catalogue des manuscrits arabes de Rabat, II^e serie, ২খ., (১৯২১-৫৩), Rabat, ১৯৫৮, নিষ্পত্তি।

G. Deverdun (E. I. 2)/ আবদুল রাসেত

ইফরীকিয়া (إفريقية) : মাগরিব অঞ্চলের পূর্ব অংশ, ইহা হইতে কতিপয় আধুনিক ঐতিহাসিক পূর্ব-বারবারী অঞ্চলকেও এই একই নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরব গ্রন্থকারগণ যাহাই দাবী করুন না কেন, 'ইফরীকিয়া' শব্দটি নিঃসন্দেহে ল্যাটিন শব্দ 'আফ্রিকা' হইতে সংগৃহীত। সুতারাং 'আরবী শব্দটির উৎস সন্ধান করিতে হইবে ল্যাটিন এই শব্দটির শব্দপ্রকরণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ এই সমস্যাটির সমাধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'আফ্রিকা' শব্দটি ও একই শব্দ-মূল 'আফার' (বহু বচনে 'আফরি') হইতে উদ্ভূত অন্য সকল শব্দরূপ কার্থেজের পতনের বহু পূর্ব হইতেই ল্যাটিন উৎস প্রমাণিত বিশেষত ইহা উল্লিখিত আছে যে, যামা-র যুদ্ধে (২০২ খৃ. পূ.) হ্যানিবলকে পরাভূতকারী জ্যেষ্ঠ Scipio (২৩৫-১৮৩ খৃ. পূ.) নিজস্ব হিসাবে 'আফরিকানাস' (Africanus) উপনাম প্রাপ্ত হন। কার্থেজের পতনের পূর্বে (১৪৬ খৃ. পূ.) শব্দটির বিশেষণ রূপ 'আফরিকাস' (africus)-এর বহুল ব্যবহার হইয়াছে। কার্থেজ অঞ্চলটি রোম দ্বারা অধিকৃত হইবার পর 'প্রভিন্সিয়া আফ্রিকা' (Provincia Africa) নামে অথবা বিশেষ্যটির বর্জনের মাধ্যমে সাধারণভাবে আফ্রিকা (Africa) নামে পরিচিত হইতে থাকে (Gsell, Hist. ancienne, ৭খ, ২)।

প্রভিন্সিয়া আফ্রিকা ছিল মূলত আফ্রিগণের দেশ। আফ্রি শব্দটি প্রাথমিকভাবে কার্থেজ-এর এলাকাধীন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করিতে, এমন কি সময় সময় তাহাদের Poeni বা Carthaginenses হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইতে ব্যবহৃত হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা শেখোক্ত গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। হ্যানিবলের বিজয়ীর উপনাম এই বক্তব্য সমর্থন করে। এই ব্যাপারে উল্লিখিত তথ্যসমূহই একমাত্র সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য।

ইহার পর হইতে 'আফ্রিকা' শব্দটির মূল সম্পর্কে অতি নগণ্য সংখ্যক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিষয়টি সম্পর্কে মতৈক্য দেখা যায় না। ১৮৭৫ খৃ. Fournel দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "ইহা স্বীকার করিতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই যে, এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত" (Berbers, ১খ, ২৩)। ইহার কয়েক দশক পর Gsell বলেন, "নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা স্বীকার করাই শ্রেয়" (Hist. ancienne, ৭খ, ৫) এবং অদ্যাবধি এই পরিস্থিতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব উপস্থাপন করা হইয়াছে সেইগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্বাসযোগ্য অথবা অতি দক্ষতায় উদ্ভাবিত— এই দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পৌরাণিক শব্দপ্রকরণ : অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন বিশ্বে ঐশ্বরিক বীরত্বব্যঞ্জক বংশভিত্তিক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হইত। উদাহরণস্বরূপ 'আফ্রিকা'-কে মনে করা হইত 'রাজকন্যা লিবিয়া-র' এক পুত্র আফার-এর সন্তানগণের দেশ। "রাজকন্যাটি ছিল স্থানীয় অথবা গ্রীক দেবতা জুপিটার (Jupiter) অথবা নেপচুন (Neptune) অথবা ইপাফাস (Epaphus)-এর কন্যা" (d'Avezac, Afrique, পৃ. ৪)। অন্য বর্ণনামতে আফার ছিল লিবিয় হারকিউলিস-এর পুত্র অথবা ক্রনোস (Cronos) ও ফিলাইরার পুত্র অথবা আবরাহাম ও কাভুরার পুত্র অথবা আবরাহাম, লিবিয়ার প্রেরিত একটি অভিযানের নেতার পৌত্র ইত্যাদি (এই প্রসঙ্গে উৎসের জন্য দ্র. Gsell, Hist. ancienne, ৭খ, ৪)।

'আরবরা নব অধিকৃত এই দেশে বহুল প্রচলিত এই সকল কিংবদন্তী সম্পর্কে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল না এবং এই বিষয়ে তাহারাও কল্পনার অভাব দেখায় নাই। তাহাদের গৃহীত ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে ছিল মূলত একদিকে যাহা দ্বারা তাহারা 'আরব জাতির অস্তিত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া হইত যে, এই জাতি পূর্বপুরুষ ছিলেন 'ইফরীকীস' (إفريقيس) Africus বা কখনও 'ইফরীকীশ'। তাহার নাম অনুসারে ইফরীকিয়ানদের ও তাহাদের দেশের নাম প্রচলিত হয়। এই ব্যাখ্যাটি পরবর্তীকালে প্রায় সকল 'আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ বিভিন্নরূপে ব্যবহার করেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যা একটিমাত্র মতবাদের প্রতীক, যাহা হিশাম ইবন মুহাম্মাদ আল-কালবী [মৃ. ২০৪ হইতে ২০৬/৮১৯-২১-এর মধ্যে] দ্র. আল-কালবী কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়।

তবে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন, একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাফীহ ও মুহাদ্দিছ পরিবারের সদস্য ইবন 'আবাদ'ল-হাকাম (১৮৭-২৫৭/৮০৩-৭১) 'ইফরীকিয়া' বিজয়ের ইতিহাসের প্রাচীনতম লিখিত উৎসের গ্রন্থকার হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত সূচিন্তিতভাবেই তাহার গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেন নাই। নির্ভরযোগ্য হাদীছ বেজাগণের মতে ইবনু'ল-কালবী বিশ্বাসযোগ্য

নহেন (যাকু'ত ১৯খ, ২৮৭-৮)। ইবন খালদুন তাঁহার সুপরিচিত সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে ইহা তাঁহার মুকাদ্দামা (১৬)-তে উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল তাঁহার পূর্বসূরিগণের রচনাকর্মে “অসত্য কাহিনীসমূহ” (আল-আখবার'ল-ওয়াহিয়াঃ)-এর উদাহরণ হিসাবে। পরবর্তীকালে তিনি যখন ইহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন (ইবার, ২খ ৯৫, ১০৮, ১৭০), তখন এই সম্পর্কে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই অথবা পরিষ্কারভাবে এই বিষয়ে তাঁহার বিতৃষ্ণা ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন (২খ, ১৭০)।

ঐতিহাসিকগণ অবশ্য সব সময়েই ইফরীকীস (إفريقيس) বা ইফরীকীশ (إفريقيش)-কে উপস্থাপন করিয়াছেন কিংবদন্তীর সহিত জড়িত একজন সম্পূর্ণ আরব বীররূপে। তাঁহার ইতিহাস সব সময়েই বিভিন্ন মাত্রায় বারবারগণ (দ্র.)-এর অদ্যাবধি অস্পষ্ট উৎপত্তির সহিত জড়িত। তাহাদেরকে আরবগণ সাধারণভাবে কান'আনী অথবা হিময়ারী জাতির প্রাচ্য গোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত বংশ তালিকা অনুযায়ী ইফরীকীস-কে উল্লেখ করা হয় সুলায়মান (আ)-এর সমসাময়িক য়ামানের একজন শক্তিশালী রাজ্যরূপে। কথিত আছে, তিনি মাগরিব জয় করিয়া এই স্থানকে নিজ নামে নামকরণ করেন এবং সেইখানে স্থায়ীভাবে কতিপয় দক্ষিণ আরবীয় গোত্রকে বসতি স্থাপন করান। আল-বালায়ূরী (মু. আনু. ২৭৯/৮৯২) ইবনুল-কালবীর অনুকরণে তাঁহাকে ইফরীকীস ইবন কায়স ইবন সায়ফী আল-হিময়ারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন খালদুনও এই একই বংশক্রম ব্যবহার করিয়াছেন। তবে অন্যান্য প্রচলিত বহু নামের সহিত তাঁহাকে কখনও কখনও ইফরীকীস আবরাহাঃ ইবনুল-রা'ইশ নামেও বর্ণনা করা হইয়াছে (আল-মাস'উদী, মুরুজ নিরফ্টি; আল-বাকরী, মাসালিক, পৃ. ২১; যাকু'ত, ১খ, ২২৮)।

আরব ঐতিহাসিকগণ পৌরাণিক দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য ইফরীকিয়াকে নাম প্রদানকারী বীর একজন বাইবেলীয় চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। জোসেফাস বর্ণিত ধ্রীসীয়-য়াহুদী কিংবদন্তী প্রতিধ্বনি-সংযুক্ত এই ব্যাখ্যার মতে (Tissot, Exploration, ১খ, ৩৮৯, টীকা ৫) এই বীর ছিলেন ইবরাহীম ও তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী কাতুরা (Keturah)-এর পুত্র ইফরীক (Ephric) (আল-বাকরী, মাসালিক, পৃ. ২১) অথবা অন্য এক ফারিক ইবন বায়সার ইবন হাম ইবন নূহ (Noah)-এর পুত্র (যাকু'ত ১খ, ২২৮)। প্রায় একই প্রকারের বাইবেলীয় বংশপঞ্জীসমূহ প্রস্তাব করিয়াছেন ইবন আবী দীনার (মু'নিস, পৃ. ১৯)।

(২) ভাষাবিদ্যা অনুযায়ী শব্দপ্রকরণসমূহ : ইফরীকিয়া, শব্দের মধ্যে 'আরবী শব্দমূল ف-ر-ق (= পৃথক করা) রহিয়াছে। এই ধারণার ভিত্তি করিয়া বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন আল-বীরুনী (মু. ৪৪২/১০৫০-এর পর, যাকু'ত কর্তৃক উদ্ধৃত ১খ, ২২৮), আয-যাবীদী (TA, ৭খ, ৪৬) এবং ইবন আবী দীনার (মু'নিস, পৃ. ১৯)। তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইফরীকিয়া নামকরণের কারণ হইতেছে, “ইহা মিসরকে মাগরিব হইতে পৃথক করিয়াছে” (فرقت بين مصر والمغرب)। লিও আফ্রিকানাস (অনু. Epaulard, পৃ. ৩)-এর মতে ইহার কারণ এই যে, ইহা ভূমধ্যসাগর দ্বারা যুরোপ ও আংশিকভাবে এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন।

কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিত ও অপর অল্প সংখ্যক আধুনিক পণ্ডিত ল্যাটিন, গ্রীক অথবা সামী মূল হইতে উৎপন্ন বেশ কিছু শব্দ-রূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। এইগুলি সমস্তই শব্দতত্ত্বের মাধ্যমে উদ্ভূত।

'আফ্রিকা' নামটি ল্যাটিন শব্দ 'aprica' (= উত্তম) হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। এই শব্দ-প্রকরণটির প্রস্তাবক Isidorus ("African quidam inde nominatam existimant, quasi apricam, quod sit aperta caelo vel soli et sine horrorefrigoris") এবং Servius (দ্র. Tissot, Exploration, ১খ, ২৮৯, টীকা ২; Gsell, Afrique, ৭খ, ৩, টীকা ৮) এবং ইবন আবী দীনারও ইহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন এবং ল্যাটিন শব্দটিকে একটি 'আরবী ধাতুর সহিত সংযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ইবনুল-শ-শাব্বাত" বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করিয়া এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে, ইফরীকিয়াকে বলা হইত ইবরীকীয়া (إبريقية) (Aprica =) যাহার উৎপত্তি 'বারীক' (بريق) (উজ্জ্বলতা) শব্দ হইতে কেননা ইহার আকাশ ছিল মেঘমুক্ত (মু'নিস, পৃ. ১৯) অথবা ইহার উৎপত্তি গ্রীক শব্দ a-phrike (= শৈত্যবঞ্চিত বা শৈত্যহীন) (দ্র. d'Avezac, Afrique, পৃ. ৪) অথবা সামী ধাতু ف-ر-ق হইতে।

M. d'Avezac (Afrique, পৃ. ৪-৫) প্রথমে উল্লেখ করেন, 'Africa' শব্দটি “মসলা সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল, তাল জাতীয় বৃক্ষের দেশ, ধূলিময় অঞ্চলবিশেষ, বিভক্ত দেশ, বারকাহদের দেশ” বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি যোগ করিয়াছেন, কিন্তু Suidas-এর অতি সরল বক্তব্য আফ্রিকা বস্তুতপক্ষে কার্থেজের প্রাচীন নামমাত্র—এর তুলনায় এই সমস্ত ধারণা ও তত্ত্ব অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং কার্থেজের ভাষাতেই কার্থেজের এই প্রাচীন নামের মূল শব্দ-প্রকরণ পাওয়া যায় যাহাতে Afryqah-কে বলা হইয়াছে একটি 'পৃথকীকৃত' জনবসতি এবং টায়ার অঞ্চলের উপনিবেশ বিশেষ, ইহা হইতে 'আরবগণ প্রথাগত প্রত্যয়সিদ্ধ করিয়া এই প্রাচীন 'Afryqah'-এর উপর নির্ভরশীল এলাকার নামকরণ করে 'Afryqah'।

M. G. de Slane কর্তৃক গৃহীত, কিন্তু Fournel, Tissot ও Gsell দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এই ব্যাখ্যাটি মূলত দুইটি সমস্যা জড়িত : (ক) প্রথমত ইহা চরম নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, প্রাচীনকালে কার্থেজের নাম ছিল 'Afryqah'। Suidas-এর বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ন (Carthago, quae Afryea et Byrsa dicta fuit) প্রকৃত পক্ষে এমন একজন মৃত গ্রন্থকারের (নবম-দশম শতাব্দী খৃ:) যাহাকে বহু গবেষক নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। সুতরাং ইহা চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য নয় (Fournel, Berbers, ১খ, ২৪, টীকা ২; Gsell, Afryque, ৭খ, ৩ টীকা ২)। (খ) উপরিউক্ত শব্দটির উৎস সম্পর্কে বর্তমান জটিলতা ছাড়াও Afer শব্দটি অথবা ইহার রূপান্তরসমূহ যেইগুলি সম্ভবত ল্যাটিন শব্দ নয়, কো কার্থেজবাসী সম্বন্ধীয় (Punic) শিলালিপিতে পাওয়া যায় নাই। এই পরিস্থিতি Gsell (Afrique, ৭খ, ৪)-এর সময় হইতে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, অন্যান্য বার্বার শব্দ হইতে উদ্ভূত শব্দ-প্রকরণসমূহ পরীক্ষা করা। এই সকল রূপান্তরের মধ্যে রহিয়াছে : 'ইফরি' (গুহা) হইতে অথবা 'ইফরান' (দ্র.) হইতে অথবা 'আওরিগা' (Awrigha) গোত্রের নাম হইতে।

শেষোক্ত শব্দ-প্রকরণটিও প্রথম প্রস্তাবনা Carette-এর। তিনি গ্রীকদের ব্যবহৃত 'লিবিয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা উদ্ভূত হন যাহা মূলত Lebou বা Luwata-এর অঞ্চলকে বুঝাইত। একই রকমের

যুক্তিতে তিনি 'আফ্রিকা' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন, "সাইরেন (Cyrene)-এর গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের নিকট লিবিয়া নামটি যাহা বুঝাইত, সম্ভবত এই নামটি কার্থেজের ফিনিসীয় উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের নিকটও তাহাই বুঝাইত... তাহাদের সহিত প্রথম সম্পর্শে আসা জনগোষ্ঠীর নিকট হইতে ধার করা একটি নাম এবং যাহা ঐ দেশে ঐতিহ্যগতভাবে চালু ছিল। নামটি এমন কি 'লিবিয়া' হইতে প্রাচীনতর, কারণ কার্থেজীয়দের বসতি ছিল সাইরেনীয়দের তুলনায় প্রাচীনতর" (Recherches. পৃ. ৩০৯-১০)।

"আফ্রিকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও" তাঁহার মতে "ইহা সম্ভবপর" বলার পর, তিনি বেশ কিছু অতি সূক্ষ্ম প্রমাণের মাধ্যমে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করিয়াছেন যে, আওরিগাগণ নিশ্চয়ই অতি প্রাচীনকালে কার্থেজ অধিকৃত অঞ্চলে বাস করিত। এই কার্থেজীয়দের শাসনকালে "কেবল একটি উপদল Haouara ছায়া এই Aourir'a (= Awrigha) গোত্র সম্ভবত নিশ্চিহ্ন বা ছত্রভংগ হইয়া যায়..." (Recherches, পৃ. ৩১১)।

এই ব্যাখ্যাটি Vivien de Saint-Martm ও Tissot গ্রহণ করেন এবং আওরিগাকে 'আরব ভৌগোলিকগণের 'আফারিকা এবং কোরিপ্পাস (Corippus)- এই ইফুরেসেস (Ifuraces)- এর সহিত অভিন্ন বলিয়া গণ্য করেন। বর্তমানে আমরা এইরূপ অভিন্নতার মত পোষণের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে অবহিত আছি। উপরন্তু Carette-এর ব্যাখ্যাসমূহ অত্যন্ত দুর্বল অনুমানসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুনির্দিষ্ট তথ্যের অবর্তমানে এবং যদি কেহ স্বীকার না করেন যে, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (Fournel ও Gsell-এর ন্যায় বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়া), তবে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ অনুমান হইতেছে যে, আফ্রিকা (= ইফরীকি'য়্যাঃ) শব্দটি সামী ধাতু ف-ر-ق হইতে উদ্ভূত। যেহেতু রোমকদের নিজ ভাষায় শব্দটি অবর্তমান এবং গ্রীকদের নিকট হইতেও তাহারা এই শব্দটি গ্রহণ করে নাই (গ্রীকরা ইফরীকি'য়্যাকে বলিত 'লিবিয়া'), তাহারা ইহা কেবল তাহাদের পূর্বসূরি কার্থেজীয়দের নিকট হইতে পাইতে পারে। কার্থেজীয়দের নিকট হইতে যুদ্ধের বদৌলতে তাহারা এই অঞ্চলটি লাভ করে। 'আফ্রিকা ভূখণ্ড' বা 'Provincia Africa' ('আরবদের নিকট ইফরীকি'য়্যাঃ) প্রথমত রোমকগণ কার্থেজীয়দের নিকট হইতে বিজয়ের মাধ্যমে যে অঞ্চলটি অধিকার করিয়াছিল সেই অঞ্চলটিকেই বুঝায়। একমাত্র এই তথ্যটিই অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

'আরবী লিপিতে সব কয়টি স্বরবর্ণের নির্দেশ না থাকায় ইফরীকি'য়্যাঃ শব্দটির বানান সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চয়তা বর্তমান। কিছু কিছু অভিধান সংকলক শব্দটির উচ্চারণ-রীতি ও ইহার পঠন সংকেত সম্পর্কে কোনরূপ নির্দেশনা ব্যতীতই শব্দটির অনুলিপি করিয়াছেন (কামূস, ৩খ, ২৭৫; সিহাহ, ৪খ., ১৫৪৩)। ইবন দুরায়দ (মু. ৩২১/৯৩৩)-এ শব্দটিকে স্বরচিহ্নযুক্ত করা হইয়াছে—ইফরীকি'য়্যাঃ (জাম্হারাঃ, ১খ, ১২৬)। তবে পদ্ধতিটি গ্রন্থকারের না সম্পাদকের, সেই বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। ইবন মানজুর (লিসান, ১০খ, ৩০৭)-এর মতে ইহার পঠনরূপ হইবে ইফরীকি'য়্যাঃ (মুখাফফাফাতুল'য়্যা' مخففة اليا) ও আয়-যুবায়দী (তাজ, ৭খ, ৪৬) একই বানান রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্থির করেন যে, ইহার পঠন রীতি হইবে বি'ল-কাসর.....ওয়া-হিয়া মুখাফফাফাঃ بالكسر.....وهي مخففة)। এই দুই গ্রন্থকার আরও বলেন যে, 'ইফরীকি'য়্যার বহুবচন

রূপ 'আফারীক' (أفاريق) এবং এই প্রসঙ্গে আল-আহওয়াস-এর দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন (তবে ইহা চূড়ান্ত কোন প্রমাণ নয়)। ইবন আবী দীনার-এ শব্দটি কখনও ইফরীকি'য়্যা (উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থের শিরোনামে), আবার কখনও ইফরীকি'য়্যাঃরূপে লিখিত হইয়াছে (মু'নিস, পৃ. ১৯)।

বর্তমানে প্রধানত নিম্নলিখিতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ঃ ইফরীকি'য়্যা ব্যবহৃত হয় আফ্রিকা মহাদেশকে নির্দেশ করিতে এবং মধ্যযুগীয় 'আরব-মুসলিম এই একই নামের অঞ্চলকে নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হয় ইফরীকি'য়্যাঃ।

ইফরীকি'য়্যাঃ-র আঞ্চলিক সীমাঃ অঞ্চলটির সীমানা অত্যন্ত অনিশ্চিত, বিভিন্ন 'আরব মুসলিম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ প্রদত্ত বিস্তৃত বর্ণনা সব সময়ে এক প্রকার নয় এবং ইহা পরিষ্কার যে, ইফরীকি'য়্যাঃ-র সঠিক সীমানা সম্পর্কে কখনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

সাধারণভাবে বিজয় সম্বন্ধে প্রথম 'আরব ঐতিহাসিকগণ ইফরীকি'য়্যাঃ-কে গর্ভনর (exarch) শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন রাজ্যের সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, যাহার কর্তৃত্ব ত্রিপোলী হইতে তাঞ্জিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে করা হয় [(ইবন 'আবদিল-হাকাম (মু. ২৫৭/৮৭১), ফুতুহ, পৃ. ৪২-৩; আল-বালায়ুরী (মু. আনু. ২৭৯/৮৯২), ফুতুহ', ১খ, ২৭৬]। কিন্তু স্বয়ং আল-বালায়ুরীই ইহার এক পৃষ্ঠা পূর্বেই বলিয়াছেনঃ 'আমর ইবনুল-'আস (রা) এক পত্রে হযরত 'উমার (রা)-কে লিখেনঃ আমরা ত্রিপোলী পৌছিয়াছি। ইহা ইফরীকি'য়্যাঃ হইতে পদব্রজে ৯ দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। আল-বাকরী (মাসালিক, পৃ. ২১)-এর তথ্য উৎস আল-ওয়াররাক (৪র্থ/১০ম শতাব্দী) মনে করেন, "দৈর্ঘ্যে ইফরীকি'য়্যার সীমান্ত পূর্বে বারকাঃ হইতে পশ্চিম দিকে মাউরিতানিয়া নামে পরিচিত সবুজ তাঞ্জিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রক্ষে ইহার সীমান্ত সমুদ্র হইতে কৃষ্ণ মানুষের দেশ (আস-সূদান)-এর প্রারম্ভসূচক বালুকাতুমি পর্যন্ত বিস্তৃত" (আরো দ্র. যাকূত, ১খ, ২২৮; আল- হি'ম্মারী, রাওদ, কলাম ৭৫; ইবন আবী দীনার, মু'নিস, পৃ. ২০)। সুতরাং ইহা পরিষ্কার যে, এই সকল গ্রন্থকারই ইফরীকি'য়্যাঃ বলিতে সমগ্র মাগরিব অঞ্চলকে বুঝাইয়াছেন। এই ধারণাই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে অন্যান্য গ্রন্থকার দ্বারা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।

ভৌগোলিক ইবন খুররাদাযবিহ (মু. আনু. ২৭২/৮৮৫) বসতিপূর্ণ বিশ্বকে চারভাগে ভাগ করিয়া আফ্রিকা মহাদেশকে বর্ণনা করার জন্য গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি ইহাকে লুবয়া (لوبييا) [লিবিয়া] নামে অভিহিত করিয়া এই অঞ্চলের মধ্যে মিসর, আবিসিনিয়া, বার্বার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (মাসালিক, পৃ. ২৪-৫)। ইফরীকি'য়্যাঃ শব্দটি তিনি আগ'লাবী রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়াছেন এবং এই অঞ্চলের প্রধান শহরসমূহের তালিকা প্রদান করিয়াছেন (মাসালিক, পৃ. ৬-৭)। মূল ইফরীকি'য়্যাকে তৎকালীন আগ'লাবী রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এই প্রবণতা অন্য প্রায় সকল ভৌগোলিকের মধ্যেই দেখা যায় [ইবনুল-ফাকীহ (মু. আনু. ২৯০/৯০৩), বুলদান, পৃ. আল-ইসত'খরী (মু. আনু. ৩৫০/৯৬১), মাসালিক, পৃ. ৩৩; যাকূত (মু. ৬২৬/১২২৯), ১খ, ২২৮; মাররাকুশী (মু. আনু. ৬৪৭/১২৪৯), মুজিব, পৃ. ২৭৩, ৪৩৩-৪২)]। এই রাজ্যটি বৃগি (Bougie)-এর পূর্ব হইতে বারকার অল্প কয়েক পারাসাং পর্যন্ত ছিল (আল-য়াকূ'বী, বুলদান, পৃ. ২১৫)।

সাহনুন (মু. ২৪০/৮৫৫) অবশ্য মনে করেন, "ইফরীকি'য়্যার সীমান্ত ত্রিপলী হইতে তোবনা (Tobna) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল" (আদ-দাউদীর

রচনায়, আসওয়াল, Mcl. Levi-Provencal- এ ২খ, ৪০৯)। আল-মুকাদাসী (মু. আনু. ৩৭৫/৯৮৫) মনে করেন “মিসর হইতে আমগমনকালে প্রথম জিলাটি (كورة) হইতেছে বারকা জিলা; ইহার পর হইতেছে ইফরীকি-য়্যাঃ তাহারত, সিজিলমাসাঃ এবং ফাস জিলাসমূহ তাহার পর সুসূল-আকসা” (আহ-সানুত-তাকাসীম, পৃ. ৪-৫)। তিনি ইফরীকি-য়্যার শহর সমূহের মধ্যে জাযীরাত বানী যাগনায়াঃ (আলজিয়ার্স) মাজীজাঃ (মিজিলাঃ) এবং আশীর-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ এমন সকল অঞ্চল যাহার উপর আগ-লাবীদের কখনও আধিপত্য ছিল না। শেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যাকূত কাহারও কাহারও মতে ইহার পশ্চিমে সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন বুগিতে অথবা মিলিয়ানা-তে। অপর দিকে ইবন আবি দীনার-এর বক্তব্য মতে তাহার যুগে (১১শ/১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে) ইফরীকি-য়্যাঃ শব্দটি বিজা পর্যন্ত বিস্তৃত মেজের্দা সমভূমি ব্যতীত কদাচিৎ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইত (মু'নিস, পৃ. ২০)। এই ধরনের ব্যবহার অদ্যাবধি তিউনিসিয়ার বেদুঈনদের ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নাই।

সংক্ষেপে বলা চলে, কখনও কখনও ইফরীকি-য়্যাকে সম্পূর্ণ মাগরিব-এর সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে এবং কখনও কখনও ইহাকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে একটি পৃথক ভৌগোলিক সত্তারূপে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভৌগোলিক ইফরীকি-য়্যাঃ প্রধানত প্রাচীন (নুমিডিয়া) প্রকনসূলারিস ও বায়যাসেনাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত ছিল। পরবর্তীকালে ইহার সহিত ত্রিপোলিতানিয়া, অরেসদের নুমিডিয়া (The Numidia of the Aures) ও এমন কি সিতিকীয় নুমিডিয়ার একটি অংশ সংযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে এই ভৌগোলিক ধারণার উপর একটি প্রশাসনিক ধারণা প্রতিস্থাপিত হয়। ইহার ফলে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ইফরীকি-য়্যাঃ ক্রমশ তালগোল পাকাইয়া যায়। ইতিহাসের শাসিত অঞ্চলের সহিত ইহা কখনও বিস্তার লাভ করিয়াছে; আবার কখনও সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইহাই হইল এই শব্দটির প্রায়শঃ এমনই অনিশ্চিত ব্যবহারের ব্যাখ্যা এবং কেবল সময় ও প্রসঙ্গের সম্পর্কেই ইহার কথা সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : ‘আরব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকবৃন্দ : (১) ইবন ‘আবিদ’ল-হাকাম, ফুতুহ, সম্পা. ও আংশিক অনু. A Gateau, আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৩৪-৫, ৪০-২; (২) যাকূবী, অনু. wiet, পৃ. ২১৫; (৩) তাবারী তারীখ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ৭খ, ২৫৪; (৪) ইবন খুরাদাদযবিহ মাসালিক, সম্পা. ও আংশিক অনু, হাজসাদোক, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৬-৭, ২৪-৫; (৫) ইবনুল-ফাকীহ, বুলদান, সম্পা. ও আংশিক অনু. হাজসাদোক, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০-১, ৩৮-৯; (৬) বালায়ুরী, ফুতুহ, সম্পা. মুনাঞ্জিদ, কায়রো ১৯৫৬ খৃ. ১খ, ২৬৬-৭৫; (৭) মাসউদী, মুরুজ, সম্পা. ও অনু, Pellat, ১০০২, ১০২৭, ১০৮৬; (৮) দাউদী, আমওয়াল, সম্পা. ও আংশিক অনু. H. H. Abdül-Wahab ও F. Dachraoui, Etudes d'Orientalisme dediees a la memoire de Levi-Provencal-এ প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ২খ, ৪০৯, ৪২৮; (৯) মুকাদাসী, আহ-সানুত-তাকাসীম, সম্পা ও আংশিক অনু. Ch. Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৪-৫, ১২-১৩; (১০) ইসতখারী, মাসালিক, সম্পা. হায়নী ও গিরবাল, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৩৩; (১১) ইবন হায়ম, জামহারঃ, সম্পা. E. Levi Provencal, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৪১০-১১; (১২) রাক্বী, মাসালিক, সম্পা. অনু. M. G. de Slane, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২১;

(১৩) যাকূত, বুলদান, বৈরুত ১৯৫৫ খৃ., ১খ, ২২৮-৩১; (১৪) মাররাকুশী, মুজিব, সম্পা. মুহাম্মাদ সাঈদ আল-উরয়ান, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৭৩, ৪৩৩-৪২; (১৫) আবুল-ফিদা, তারীখ, ১খ, ১০২; (১৬) ইবনুল-মুনইম আল-হিমযারী, রাওদ পাণ্ডু, Institut 'Etudes. Islamiques, প্যারিস পত্র ৭৫; (১৭) ইবন খালদুন, ইবার, বৈরুত ১৯৬৫ খৃ., ১খ, ১৬-১৭, ২খ, ৯৫-৬, ১০৮-৯, ১৭০-১; (১৮) Leo Africanus, Description del 'Afrique, অনু. A. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ১খ., ৩-৪; (১৯) ইবন আবি দীনার, মু'নিস, সম্পা. ম. শাম্মাম, তিউনিস ১৯৬৭ খৃ., ১৯-২১।

আধুনিক গবেষণা (এই সমস্ত গবেষণার কম বেশী বিস্তারিতভাবে ‘আরবী উৎসসমূহ ছাড়া এবং গ্রীক ও ল্যাটিন উৎসসমূহ হইতেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়) : (২০) M. d' Avezac Afrique, esquisse generale de l'Afrique et Afrique ancienne, প্যারিস ১৮৪৪ খৃ., পৃ. ৪-৫; (২১) E. Carett, Recherches sur l'origineet les migrartions des principales tribus de l'Afrique septentrionale. প্যারিস ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৩০৬-১২; (২২) M. G. de Slane, Histoire des Berberes, আলজিয়ার্স ১৮৫৬ খৃ., ৪খ, ৫৬৪-৫, ৫৭১-২; (২৩) M. Vivien de saint-martin, Le Nord del Afique....., প্যারিস ১৮৬৩ খৃ.,....., পৃ. ১৪৯-৫২; (২৪) H. Fournel, Les Berbers, প্যারিস ১৮৭৫-৮১ ১খ., ২৩-৩২; (২৫) Ch Tissot, Exploration Scientifique de la Tunisie, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ., ১খ, ৩৮৮-৯১, (২৬) S. Gsell, Hisstoire ancienne de l'Afrique du Nord. প্যারিস-১৯৩০ খৃ., ৭খ, ১-৮ (এই প্রশ্নে স্পষ্টতম ব্যাখ্যা); (২৭) E. F. Gautier, Le passe de l'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১২৫-৬; (২৮) M. Talbi, L'Emirat Aghlabide, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১২২-৯; (২৯) H. Djait, La Wilaya d Ifriqiya au Ile/VIIIe Siecle SI-এ ২৭ (১৯৬৭ খৃ.) পৃ. ৮৮-৯৪; আরও দ্র. আলজিরিয়া, বারবার, লিবিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া।

M. Talbi (E.I.²). মোঃ আবদুল বাসেত

‘ইফরীত (عفريت) : কখনো (تفریت) নিফরীত (দুষ্টি কিংবা নীতিহীন অর্থজ্ঞাপক)-এর সঙ্গে সঙ্কল্পিত হইতে দেখা যায়। ইহা শক্তি, ধূর্ততা ও অব্যাহতা অর্থজ্ঞাপক একটি উপাধি। যদিও ‘আরবী শব্দ-প্রকরণ বহির্ভূত, তথাপিও শব্দটি ‘আরবী মূল ধাতু বলিয়াই মনে হয়। অভিধান লেখকগণের মতে ইহার মূল শব্দ عفرة ‘অফ্রাঃ হইতে গৃহীত, যাহার অর্থ কাহাকেও ধূল্যয় ধূসরিত করা। এই কারণেই ইহা অবনমিত করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শব্দটি হিজরাত-পূর্বকালের ‘আরবী কবিতায় কদাচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। পবিত্র কুরআনে ইহা মাত্র এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত সুলায়মান (আ) যখন সাবার রাণীর সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ‘ইফরীত নামক একটি জিন্ন বলিল, (قال عفريت) (من الجن), “আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব” (২৭ : ৩৯)। সকল প্রকার প্রমাণাদি, বিশেষত এই সূরার চল্লিশতম আয়াতের প্রারম্ভ এই ধারণা সুদৃঢ় করে যে, এই স্থানে ‘ইফরীত

উপাধি দ্বারা বিশেষ কোন জিন্দ সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয় নাই। এই মর্মে আবু হুরায়রাঃ (রা) হযরত নবী কারীম (স) হইতে একটি হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন, “ইফরীত জিন্দদেরই অন্তর্ভুক্ত” (সাহীহ মুসলিম, কায়রো ১৩৩৪ হি. ২খ, ৭২; তু. আদ-দামীরী, হায়াওয়ান, কায়রো ১৩১৯ হি., ১খ, ১৭৩)।

কুরআন শারীফে শব্দটির ব্যবহারের পর হইতেই ইহা স্বকীয় সত্ত্বামূলক একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা ভৌতিক, অতিপ্রাকৃতিক, ভয়াবহ ও ধূর্ত শক্তির অধিকারী একটি অদৃশ্য শ্রেণীকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। যাহাই হউক, ‘জিন্দ’ শব্দটির অর্থের অনিশ্চয়তার দরুন ‘ইফরীত-এর সঠিক অর্থ নির্ণয় করা একটি দুরূহ ব্যাপারই বটে! কারণ অদৃশ্য ও দৃষ্টির আড়ালের সকল কিছুকে বুঝানোর জন্য জিন্দ শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেই কারণে ইহা ভূত, প্রেতাছা, দৈত্য, পিশাচ সব কিছুকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহা مارিদ (মারিদ)-এর মতই একটি বহুবোধক শব্দ। এই শব্দটিও কুরআনে মাত্র এক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় (৩৭ : ৭)। ইহাও শয়তানের বিশেষণ, চরম বিদ্রোহী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (কুরআন, ৪ : ১১৭, ২২ : ৩)। তবে এই ক্ষেত্রে ধারণা অনেকটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে যে, মারিদ নীচ জাতের কাল্পনিক প্রাণীর একটি। এতদসত্ত্বেও ‘ইফরীত শ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করাও আর একটি জটিল ব্যাপার। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণ অবশ্যই এতদুভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। অধিকাংশ তাফসীরকার উভয় শ্রেণীকে মূলত একই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; তবে মারিদকে অধিকতর বিদ্রোহদুষ্টি দানব হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই ক্ষেত্রে আল-জাহিজ অত্যন্ত মূল্যবান ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহার মতে শয়তান হইল স্বধর্মত্যাগী জিন্দ, যাহারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করিয়া অনেক অপকর্মের জন্ম দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি কঠোর দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তাহারা ভারী বোঝা বহন করে এবং উর্ধ্বাকাশের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে (কুরআন, ৩৭ : ৬-১০, ৭২ : ৮-৯) আর উহারাই হইল মারিদ যাহারা ‘ইফরীতের তুলনায়ও অধিক শক্তিশালী (হায়াওয়ান, কায়রো, ১৩৫৬ হি, ১খ., ২৯১)।

প্রকৃতপক্ষে এই জন্ম শ্রেণীদ্বয়ের পার্থক্য গুণগত নয়। আলৌকিক ও বিশ্বয়কর কাজ সম্পাদনের পার্থক্যই ইহাদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলে। জাহিজ-এর এই সাধারণ ধারণার সাথে জনপ্রিয় কাহিনীগুলির বেশ মিল আছে। কিন্তু ঔপন্যাসিকগণ অনেক ক্ষেত্রে ‘ইফরীত অপেক্ষা মারিদকে অধিকতর শক্তিশালী হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এমন কি চল্লিশ গুণ বেশী শক্তিশালী বলিয়াও কোন কোন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (Sayf b. Dhi Yazan, Cairo n. d. iii, 155)। প্রত্যেক মারিদ-এর আদেশাধীন রহিয়াছে এক হাজার সহকারী বা ‘আওন; প্রত্যেক সহকারীর অধীনে রহিয়াছে এক হাজার শয়তান এবং প্রত্যেক শয়তানের অধীনে রহিয়াছে এক হাজার জিন্দ (এক হাজার এক রাত্রি, নং ৯৯৫); তথাপিও এইরূপ প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায় না। এমন হওয়াও সম্ভব যে, ‘ইফরীত দূর হইতে উহার প্রতিপক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে (Sayf, ii, 131, 286)। গল্পকারগণ এমন দুরূহ মন্তব্যও সংযোজন করিয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বয়কর। তাহারা বলিয়াছেন, জিন্দ ও ‘ইফরীত একই ক্ষমতাসম্পন্ন, বরং বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ধারণের ক্ষেত্রে জিন্দরা ‘ইফরীতদেরও অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু ‘ইফরীতরা কোন আকৃতি ধারণ

করিতে পারে না (Sayf, iii, 155)। যাহাই হউক, “এক হাজার এক রাত্রি” উপন্যাসে ‘ইফরীতকে মানুষের নিকট বিভিন্ন আকৃতি ধারণপূর্বক আসিতে দেখা গিয়াছে (রাত্রি নং ১৪ ও ২২)। মারিদ-এর ক্ষেত্রেও একই সত্য প্রতিভাত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারা স্বীয় আকৃতিকে অবলুপ্ত করিয়া পক্ষী, সর্প, নারী ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই দুই ধরনের অশরীরী জিন্দদের মধ্যকার সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার। উপরন্তু গল্পকারদের পক্ষেও ‘ইফরীত ও মারিদ নাম দুইটির উলট-পালট করিয়া ফেলাও অস্বাভাবিক নয় (রাত্রি নং ৩, ৪, ৬৭২, ৬৭৪, Sayf, i, ৪৫, ৪৯, ৯৭, ১২৭)। ফলে উপসংহার এই দাঁড়ায় যে, আসলে উভয়ই সমার্থবোধক শব্দ। প্রকৃত প্রস্তাবে উহার সকলে একই উপাদানে গঠিত। সুতরাং একই শব্দ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা সম্ভব। জনপ্রিয় কাব্যে ‘ইফরীত মারিদ-এর মতই প্রকাণ্ড আকৃতিবিশিষ্ট জিন্দ (রাত্রি নং ১ Sayf, i, 47)। আর ইহা মূল খোঁয়া দ্বারা গঠিত (রাত্রি নং ৩ Sayf, ii, ২), যাহার ফলে ইহা সঙ্কুচিত হইতে পারে, এমন কি একটি কলসীতে প্রবেশ করিতে পারে (রাত্রি নং ৩)। যখন উহা আহত হয় তখন উহার ক্ষতস্থান হইতে ধূম উদগীরিত হয় (Sayf, i, 50, 97), অথচ কুরআনে রহিয়াছে যে, জিন্দ “নির্ধূম আওন” দ্বারা সৃষ্ট (৫৫ : ১৫)। ইহার দুইটি পাখা আছে, উড়িবার সময় সে উহা বিস্তার করে (রাত্রি নং ১৭১, Sayf, i, 50)। ইহা জনমানবহীন ধ্বংসাবশেষ অধ্যুষিত করে এবং মাটির নীচে বসবাস করে (রাত্রি নং ৬ ও ১৮৪, ৯৯১ Sayf, i, 47)। ইহাই হইল উহার স্বাভাবিক বাসস্থান। ইহাদের এত সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের পক্ষে ইহাদেরকে বশীভূত করা কিংবা দাসে পরিণত করা সম্ভব। সূতীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্রের আঘাত উহাদের গায়ে লাগে না (Sayf, ii, 287)। মন্ত্রাদি দ্বারা বশীভূত করা ব্যতীত ইহাদেরকে আহত বা নিহত করা সম্ভব নয় (Sayf, ii, 287)। নৈতিকতার দিক হইতে ‘ইফরীতরা মূলত খারাপ নয়। স্ত্রী কর্তৃক সন্ত্রস্ত হতভাগ্য একজন স্বামীর প্রতি জনৈক ‘ইফরীত দয়া প্রদর্শন করিয়াছিল (রাত্রি সংখ্যা ৯৯১)। একইভাবে জনৈক যুবতীকে বিকট কুজোবিশিষ্ট একটি দুষ্টি প্রকৃতির লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলে একটি ‘ইফরীত ঐ যুবতীটিকে সাহায্য করে এবং দুষ্টি লোকটির কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করে (রাত্রি নং ২১ ও ২২)।

সে যাহাই হউক, ধর্মত্যাগী এই প্রজাতির মধ্যে নিকট গুণাবলী প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। উহার মানুষের কন্যা সন্তানদেরকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় (Sayf, i, 96) এবং উহার না করিতে পারে এমন কোন দুর্কর্ম নাই। যাদুকরণ ইহাদের মধ্যে হইতে অধস্তন সহকারী বাছিয়া লইয়া বশীভূত করে। তবে ইহাদের মধ্যে বিশ্বাসী (ঈমানদার) ‘ইফরীতও আছে যাহারা ভাল কাজ করে এবং আল্লাহর আদেশ মানিয়া চলে।

অন্য সকল জিন্দদের মতই ‘ইফরীতরাও পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইভাগে বিভক্ত। কিন্তু ‘ইফরীতকে (রাত্রি নং ২ ও ২২) কখনও কখনও পুরুষ শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ-শাদী হইয়া থাকে। তবে তাহাদের পক্ষে মানুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও সম্ভব (রাত্রি নং ২ ও ৬৫৯)। তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনেকটা ‘আরবদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি। তাহারা গোত্র ও বংশ বিভক্ত এবং বাদশাহ দ্বারা শাসিত। বাদশাহ প্রয়োজনে যুদ্ধও করেন। তাহাদের মর্যাদাবোধ ‘আরব বেদুঈনদের মতই। তাহারা বাদশাহের আদেশ পালন করিয়া থাকে, বিশেষত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে রাজার আদেশ তাহারা নত শিরে পালন করিয়া থাকে (Sayf, ii, 160, 167)।

ইফরীত শব্দের ব্যবহার মানুষের ক্ষেত্রে, এমন কি পশুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা তখন মানুষ কিংবা পশুর ধূর্ততা, উদ্ভাবনী শক্তি ও দৈহিক শক্তির প্রকাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় (আল-কামুস, আল-মুহীত ও লিসানুল-আরাব, art, Afara) সমসাময়িক ইসলামে ইহা শক্তিশালী ও ভয়ানক দৈত্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। মিসরে এই সাধারণ অর্থের সঙ্গে মারিদ-এর অধিকতর আধিপত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হইত (Lane, Manners and customs of the Modern Egyptians, London 1895, 232, a. amin, Qamus al-adat, Cairo 1953, 355)।

মৃত ব্যক্তির গ্রেত অথবা আত্মা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয় (Lane. ibid, 236)। সিরিয়ার আঞ্চলিক 'আরবী ভাষায় ইহার অর্থ অশরীরী জিন্ন এবং মানুষের ক্ষেত্রেও সমভাবে উহার প্রয়োগ করা হয়—যখন ঐ লোকটির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জী পাঠ করিয়া জিন্ন সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে : (১) শিবলী, আহ-কামুল-মারজান ফী আহ-কামিল-জান্ন; (২) কা'য্বানী, 'আজাইবুল-মাখলুকা'ত; (৩) N.T. Nima আল-জিন্ন ফিল-আদাবিল-আরাবী, বৈরুত ১৯৬১ খৃ.; (৪) J. Henninger, Geisterglaube bei den vorislamischen Arabern, in Studia Instituti anthropos. xviii (1963)। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, Wensinck জিন্ন শব্দের ল্যাটিন ধাতুরূপ প্রকরণ হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করিয়া দিয়া Wellhausen-এর সহিত একমত হইয়াছেন যে, শব্দটি 'আরবী মূল ধাতু হইতে নিস্পন্ন হইয়াছে (The etymology of the Arabic djinn, 506, in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 5e reeks, Deel IV, Amsterdam 1920); (৫) J. Chelhod-এর Les Structures du sacrechez les Arabes, Paris 1965, 70-এর আলোচনা দেখুন।

J. Chelhod (E.I.²)/ আবদুল ওয়াদুদ

ইফরুক লুস (দ্র. বুরুকলুস)

ইফলাক (দ্র. আফলাক)

আল-ইফলীলী (দ্র. ইবনুল-ইফলীলী)

আল-ইফার (العفار) : (কখনও কখনও পাশ্চাত্য উৎসে 'আফার হিসাবে দেখান হইয়াছে), পূর্ব 'আরবের ওমানের একটি ক্ষুদ্র গোত্র। ইহার নিস্বা হইল 'ইফারী। এই গোত্রের লোকগুলি বেদুঈন এবং তাহারা সায়াহ্ অথবা আর রুব'উ'ল-খালীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বৃক্ষহীন পূর্ব প্রান্তরে গমনাগমন করিত। এই অঞ্চলের একটি বিশেষ চিহ্নিত স্থান হইল কারাতুল-কিবরীত (গন্ধক পাহাড়)। পাহাড়টির পশ্চিম দিকে ওয়াদিল-উমায়রী অবস্থিত। ইহা যেই কয়েকটি উপত্যকা উম্মুস-সামীম (দ্র.)-এর চোরাবালি পর্যন্ত গিয়াছে, তাহাদের একটি। আল-ইফার-এর উত্তরদিকে আদদুর (দ্র.) গোত্রের বাস, আর পূর্বদিকে আল-জানা'বা (দ্র.) গোত্রের কতিপয় শাখার এবং আল-ওয়াহী'বা (দ্র.) ও আল-হি'কমান গোত্রের বাস। আল-জানা'বা গোত্রের অন্য শাখাগুলি এবং আল-হারাসীস (দ্র.) গোত্র আল-ইফার-এর দক্ষিণদিকের সীমানার অপর পারে অবস্থিত।

আল-ইফার গোত্রের ঐতিহ্য অনুসারে গোত্রীয় পূর্ব-কুলমাতা ছিলেন আমির এবং কাছীর-এর ভগ্নী 'আফরা ('আরবে শব্দটি এখনও ধূসর বর্ণের উদ্ভীকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়)। 'আফরার কোন স্বামী ছিল না এবং তিনি 'আফুর (অর্থ বালি-দেবতা, নিঃসন্দেহে 'ইফরীত-এর প্রতিধ্বনিসম্পন্ন) কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। 'আমির তাহার এই বেয়াড়া ভগ্নীকে হত্যা করিতে উদাত হয়, কিন্তু কাছীর তাহাকে বাঁচাইবার জন্য হস্তক্ষেপ করে। 'আফরা এক পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং তাহার নাম রাখা হয় 'ইফার। এই লোক কাহিনীটি আল-ইফার-এর সহিত আল-'আওয়ামির (দ্র.) এবং বায়ত কাছীর গোত্রদ্বয়ের রক্ত সম্পর্কের প্রতি ইংগিত করিতেছে। শেষোক্ত গোত্রটি আল-'ইফার পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জুফার (দ্র.) অঞ্চলের পশ্চাৎভূমি অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী গোত্র। আল-'ইফার গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিম জুফার-এর হাবারুত হইতে আসিয়াছে।

আল-'ইফার গোত্রের তিনটি প্রধান শাখা হইল বায়ত হামুদা, আল-মায়ানিয়া (উচ্চারিত মায়ানিয়া, একবচনে মুহায়নিবী) ও আল-মাহাকি'কা (উচ্চারিত মাহাগগা, একবচনে মুহায়কি'কা)। এই গোত্রের লোকগণ ওমানের হিমা'বী (দক্ষিণাঞ্চলীয় 'আরব)। দলের অন্তর্গত, কিন্তু তাহারা যে কোন লোককে তাহাদের সহিত সহযাত্রী হিসাবে লইয়া গাফিরী (উত্তরাঞ্চলীয় 'আরব) অঞ্চলে বিনা বাধায় ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। আল-'ইফার গোত্রের লোকগণ, তাহাদের আল-জানা'বা ও আল-হারাসীস প্রতিবেশিগণের মত নিজেদেরকে সুনী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রতাপশালী প্রতিবেশী, যেমন আল-ওয়াহী'বা ও আদ-দুর, ইবাদী অথবা প্রধানত ইবাদী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-'ইফার গোত্রের লোকদের সহিত সাক্ষাৎকার, তৎসহ সংযোজিত হইয়াছে A handbook of Arabia নামক পুস্তকের Admiralty নামক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখসমূহ, লন্ডন ১৯১৬-৭ খৃ.; (২) G. Rentz, etc., Oman and the southern shore of the Persian Gulf, কায়রো, ১৯৫২ খৃ.; (৩) W. Thesiger, Arabian sands, লন্ডন ১৯৫৯।

G. Rentz (E.I.²)/আ. র. মামুন

ইফোগাস (Ifoghas افوغس) : ইহা তুয়ারেগ (Touareg)

গোত্রগুলির প্রায় ১৭,০০০ লোকের একটি সংঘ। ইহারা মালি প্রজাতন্ত্রের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ১৭° ২১' উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে দক্ষিণ সাহারা'য় বাস করে। ইহারা আদরার (দ্র.)-এর অনুচ্চ পাহাড়গুলির উপর বসবাস করে, বিশেষ করিয়া ইহার উপত্যকাগুলিতে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ উপত্যকা ও নিম্নভূমিসমূহে। আদরার স্ফটিক ও গ্রানাইট পাথরের নিবিড় পর্বত স্তূপ। ইহা উচ্চতায় ১,০০০ মিটারেরও কম। ইহা পশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে ছোট ছোট বেলে পাথরের মালভূমি। ওয়াদী (উপত্যকা)-গুলি প্রায় প্রতি গ্রীষ্ম মৌসুমে বর্ষাকালে বন্যায় প্রাবিত হয় (কিদালের কাছে ১৩৬ মি. মি.) এবং কখনও কখনও পশ্চিমে তিলেমসিতে যুক্ত হয়। উপত্যকাগুলি ও নিম্নভূমিগুলি সবুজ গাছ-গাছড়া'য় মোটামুটিভাবে ভরা থাকে (বাবলা, ঝাউগাছ ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃক্ষ)। পানি বেশ অগভীর এবং চারণভূমিগুলি তুলনামূলকভাবে বেশ তৃণসমৃদ্ধ।

অঞ্চলটিতে সম্ভবত প্রথমে সংহাই (Songhai) নিম্নোপগণ বাস করিত। কতকগুলি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ তাহাদের বসতির নিদর্শন বলিয়া

ধরা হয়। তারপর ইহা তুয়ারেগ (Touareg) মুর ও সংহাই (Songhai)-দের মধ্যে বহুদিন ধরিয় বিরোধের বিষয় ছিল বলিয়া মনে করা হয়। তুয়াবেগ ইফোগাস প্রভৃত্য লাভ করিয়া অঞ্চলটির উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল, ইহা নাইজার (গাও), আগাদেস (Agades), আহাগগার এবং উত্তরের মরুদ্যানগুলিতে, বিশেষ করিয়া তুয়াত (Touat)-এ কাফিলাসমূহের যাইবার রাস্তাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পথ ছিল।

ইফোগাস গোত্রীয় লোকজন অন্যান্য তুয়ারেগ (Touareg) গোত্রের লোকের মতই গৌরবর্ণ। ইহারা তামাহাক'ক (একটি বারবারী উপভাষা) ভাষায় কথা বলে। তাহারা যাযাবর মেমপালক এবং কাফিলাবন্ধভাবে চলাফেরা করে। তাহারা অবশ্য উত্তরের তুয়ারেগদের (আহাগগার ও আয়্জের) অপেক্ষা কম দরিদ্র। তাহাদের বংশ তালিকার সূত্র কোন নারীর মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে নাই এবং তাহাদের সমাজ কাঠামো কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। তাহাদের কোন যোদ্ধা কিংবা কোন দান-গোত্র নাই। তাহাদের অধিকাংশ উট দূর মাঠে চরিতে যায়; ঐগুলি রাখালের হেফাজতে রাখিয়া, তাহারা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া তাহাদের ছাগচর্মের তাঁবুগুলি এবং মেম ও ছাগ লইয়া অল্প দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে। লরীর (Lorry)-র প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও তাহারা এখনও কাফিলার মাধ্যমে তুয়াত ও তিদিকেলত (Tidikelt) মরুদ্যানের সহিত ব্যবসা করিয়া থাকে, এইখান হইতে খেজুর সংগ্রহ করে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে সাহেল অঞ্চলের সহিত ব্যবসা করিয়া থাকে। সাহেল হইতে তাহারা জোয়ার ও চাউল সংগ্রহ করে। তাহাদের একমাত্র স্থায়ী লক্ষ্যস্থল উত্তর-পশ্চিমে তেসসালিত (Tessalit)-এর অতি ক্ষুদ্র খেজুর-বাঁধি এবং দক্ষিণে কিদালের প্রশাসনিক কেন্দ্র। কিদালই একমাত্র বাজার; সেখানে মাযাবী ও উত্তরের আরবগণ দোকানের মালিক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. Capot-Rey, Le Sahara francais, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ.; (২) H. Bissuel Les Touareg de l'Ouest, আলজিয়ার্স ১৮৮৮ খৃ.; (৩) M. Cortier, D'une rive a l'autre de Sahara, প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (৪) Th. Monod, L'Adrar Ahnet, প্যারিস ১৯৩২ খৃ.; (৫) H. Kaufmann Wirtschaft und Sozialkultur der lforas Tuareg, কোলোন ১৯৬৪ খৃ.; আরও দ্র. তাওয়ারিক।
J. Despois(E.I. 2)/আ. র. মামুন

ইবতিদা (ابتداء = بدء) : ধাতু হইতে বাব ইফতি'আল (افتعال)-এর মাস-দার। অর্থ 'আরম্ভ' অথবা আরম্ভের সহিত সম্পৃক্ত, 'আরবী ব্যাকরণের একটি পরিভাষাগত শব্দ, যাহা নামবাচক বাক্য (جملة اسمية)-এর কোন শব্দকে উদ্দেশ্য (مبتدا) হিসাবে ব্যবহার করা প্রকাশ করে। মুবতাদা উদ্দেশ্যসূচক বিশেষ্য (اسم) বা (উহার স্থলাভিষিক্ত) কোন শব্দ হইয়া থাকে। ইহাকে বাক্যের প্রারম্ভে এইজন্য ব্যবহার করা হয় যে, উহার উপর বাক্যের ভিত্তি করিয়া যেন বাক্যটি সম্পূর্ণ করা যায়। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় উদ্দেশ্যকে মুবতাদা (مبتدا) এবং বিধেয়কে 'খাবার' (خبر) বলা হয়। 'মুবতাদা' ও 'খাবার' উভয়ই রাফ'ঈ হালাত (حالت رافعي) যেই অবস্থায় সাধারণত শব্দের শেষ অক্ষরে পেশ হয়, (দ্র. ই'রাব)-এ ব্যবহৃত হয়। মুবতাদা-এর উপর নির্ভরশীল পরবর্তী বাক্যাংশ খাবার-এর ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত প্রারম্ভিক শব্দটিকে পরিভাষায়

মুবতাদা বলা যায় না (সীবাওয়য়হ, ১খ, ২৩৯, পংক্তি ৩-৪); যেমন الله محمد رسول الله বাক্যটির শুরু محمد শব্দটি দ্বারা হইয়াছে যাহা ابتداء অর্থাৎ মুবতাদা হওয়ার কারণে মারফু (পেশযুক্ত) এবং الله বাক্যাংশটি ভাবকে পরিপূর্ণ করার জন্য উহার উপর নির্ভরশীল। প্রথমটিকে বলে মুবতাদা বা উদ্দেশ্য অর্থাৎ যাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় অথবা যাহার সম্পর্কে কিছু বলা হয় এবং দ্বিতীয়টিকে 'খাবার' বা বিধেয় অর্থাৎ যাহাকে উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয় অথবা উদ্দেশ্যের সম্পর্কে যাহা বলা হয় (আল-জুরজানী)। নামবাচক বাক্য (جملة اسمية)-এর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মুবতাদা ও খাবার-এর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন, যাহা প্রকাশ করিতে কোন পূর্ণ ক্রিয়া (فعل تام)-এর দরকার নাই। সাধারণত مسند إليه (উদ্দেশ্য) مسند (বিধেয়)-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের বাক্য, যাহার مسند إليه বা উদ্দেশ্য বাক্যের প্রথমে (বিশেষ্য) ব্যবহৃত হয় ইহাকে جملة اسمية বা নামবাচক বাক্য বলা হয়। তু. زيد مات বাক্যে زيد উদ্দেশ্য مبتدا و فاعل زيد উদ্দেশ্য فاعل زيد (مسند اليه)-রূপে; কিন্তু زيد مات বাক্যে زيد উদ্দেশ্য فاعل زيد (مسند اليه)-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (বিশেষভাবে দ্র. Wrights Arabic Grammar, ২খ., ২৫০-২৫১ A ও B)। মুবতাদার বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হওয়া কোন সার্বজনীন নিয়ম নয়; এমন অনেক উদাহরণ উত্থাপন করা যায় যাহাতে সাধারণত নিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্য বা অন্য কোন বিশেষ কারণে 'খাবার'কে প্রথমে আনা হয়।

ছন্দ প্রকরণ বিজ্ঞানে বাহৃত (بيت)-এর দ্বিতীয় পংক্তি (مصراع)-এর প্রথম অংশকে ইবতিদা বলা হয়, তু. শিরো, মুবতাদা ও মুসনাদ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সীবাওয়য়হ, আল-কিতাব (Derenbourg সং.), ১খ, ২২২, ২৩৯, ২৪০ এবং স্থা.; (২) আয়-যামাখ্শারী, আল-মুফাস্‌সাল (সম্পা. Broch, ২য় সং.), পৃ. ১২-১৪; (৩) ইবন য়া'ঈশ (সম্পা. Jahn), পৃ. ১০০-১২৪; (৪) আল-জুরজানী, তারীফাত (সম্পা. Flugel), পৃ. ৪-৫; (৫) মুহাম্মাদ আ'লা, কাশশাফ ইস্‌তिलाহা'তি'ল-ফুনুন (সম্পা. Sprenger), পৃ. ১০৭-৮; (৬) Wright, Arabic Grammar, ২খ, ২৫০ পৃ.; (৭) Freytag, Darst der arab, Verskunst, পৃ. ১১৮, ৫১৯।

Robert Stevenson(দা.মা. ই.)/মোহাম্মদ হোসাইন

ইবদা (إبداء) : অর্থ অনন্তিত্ব হইতে কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন, মৌলিক উদ্ভাবন। শব্দটি হুবহু কুরআনে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু কুরআনে আলাহুকে বাদী' অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বে আনয়নকারী, মহাপ্রস্টা, আদি মহাউদ্ভাবক হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কুরআনের দ্বিতীয় সূরার ১১৭ নং আয়াতে এবং ৬ষ্ঠ সূরার ১০১ নং আয়াতে অত্যন্ত জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, "আলাহুই এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর একমাত্র প্রস্টা (বাদী)।" এই আয়াতের 'পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী' দ্বারা আমাদেরকে অবশ্য দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুই বুঝিতে হইবে। তাফসীরকারগণ জোর দিয়াই বলেন যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর একমাত্র প্রস্টা হওয়ার কারণেই আলাহু বাদী' এবং (মুত্তিকা হইতে ৫৫ : ১৪) মানব সৃষ্টি করার কারণেই তিনি খালিক।

আরও এক দিক দিয়া কুরআনে এই পার্থক্য দেখানো হইয়াছে : কুরআনে বারবার প্রথমবারের সৃষ্টি ও দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অর্থাৎ পুনরুত্থানের মধ্যে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে। এইক্ষেত্রে যে ক্রিয়া পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা বাদা'আ উহার চতুর্থ রূপ (مزید فيه)

আবদা'আ নয়, বরং বাদা'আ আল-খাল্বা, 'তিনি আদিত্তে সৃষ্টি করেন' অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ, ১০ : ৪৪ ও ৩৪; ২৭ : ৬৪ ইত্যাদি)। বাদ' (بَدَأَ) হাতু বা ক্রিয়ামূল দ্বারা আরম্ভ করিবার ধারণা পাওয়া যায় এবং এই আরম্ভ করিবার ধারণার সাথে আরম্ভ করা কাজটি চলিতে থাকার ধারণাও যুক্ত আছে। বাদ' (بَدَأَ) দ্বারা শুধু শুরু বুঝায় না, বরং সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রবর্তন বা অস্তিত্বহীন কোন কিছু পূর্ণরূপে অস্তিত্বে আনয়ন করা বুঝায়।

আল্লাহর গুণগত নাম বাদী' হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে এবং মুসলিমদের ধারণার বিশদ ব্যাখ্যার আলোকে পর্যালোচনা করিলে ইহার চতুর্থ রূপের মাস'দার (ক্রিয়ামূল)-এর অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টার আসল কাজ অর্থাৎ সৃষ্টি করা। ইব্দা' শব্দটি শী'ঈ মতাবলম্বিগণ (বিশেষ করিয়া ইসমা'ঈলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা) এবং দার্শনিকদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত। এই ইব্দা' শব্দটির কি অর্থ করা হইবে, তাহা নির্ভর করে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রতিটি দলের ধারণা বা বিশ্বাসের উপর। 'ইলমুল-কলাম-এ ইহার যে প্রায়োগিক (Technical) অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহার সহিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুন্নীদের মধ্যে প্রচলিত অর্থের অনেকটা মিল রহিয়াছে।

শী'আদের ধারণা—আল্লাহ যে শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে কোন কিছুর অস্তিত্ব দান করেন, সেই 'কুন' অর্থাৎ "হইয়া যাও" শব্দের সাথে ইব্দা' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত। "পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর মহাস্রষ্টা কোন কিছু সৃষ্টি করিবেন বলিয়া স্থির করিলে তিনি শুধু বলেন, 'কুন' (হইয়া যাও) আর তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়" (কুরআন, ২ : ১১৭)। কিন্তু "পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী"র ব্যাখ্যা প্রয়োজন। H. corbin-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্রষ্টা তাহার ইব্দা' বা আদি সৃষ্টিকর্ম দ্বারা মুবদা'আত-এর উর্ধ্বজগত অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশ শ্রবণ ও জওয়াব দান করিবার মত যোগ্য বুদ্ধি অস্তিত্বে আনয়ন করেন (তু., ৪র্থ/১০ম শতকের আবু-য়া'কুব আস-সিজিসতানী, কিতাবুল-য়ানাবী, শা ৪০, ap. H. Corbin, Trilogie ismaeline, তেহরান-প্যারিস ১৯৬১ খৃ.) ইহাই হইল ইব্দা'র জগত। ইহাকে অবশ্যই নিম্নস্তরের খাল্ক'-এর জগত হইতে ভিন্ন মনে করিতে হইবে। আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে যে প্রাথমিক পবিত্র সত্তা (First Hypostasis), আল-মুবদা'উ'ল আওয়াল-এ যে বোধগম্য সত্তা (Pleroma) নিহিত রহিয়াছেন তাহাকে বুঝাইবার জন্যই ইব্দা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এমন কি এই কথাও বলা যায় যে, আস-সিজিসতানীর নিকট সূত্রবদ্ধ ও সক্রিয় (অথবা মুবদি') ইব্দাই হইল প্রাথমিক সত্তা (First Hypostasis) নাসির-ই খুসরাও-এর লেখায় এই রকম ধারণাই ব্যক্ত হইয়াছে।

পরবর্তীকালে আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল ব্যক্তি চরম ইচ্ছা (মাসীআ)-কে পবিত্র সত্তার সহিত এবং ইব্দাকে সৃষ্টির প্রথম প্রবাহের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইমামী মুন্না সাদরা শীরাযী (১০ম-১১শ/১৬শ-১৭শ শতাব্দী) তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছেন। ৮ম ইমাম 'আলী রিদার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার নিকট চরম বা পরম ইচ্ছা, ইচ্ছার কর্ম (ইরাদা) এবং ইব্দার মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। উহার স্রষ্টার কর্মের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র।

ফালসাফা : (দর্শন) : আবু য়া'কুব আল-কিন্দী'র ধারণা অন্যান্য দার্শনিকের ধারণার চেয়ে মু'তাবিলীদের ধারণার অনেকটা কাছাকাছি। তাহার ধারণায় ইব্দা'র অর্থ হইল ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক সৃষ্টি (ex-nihilo)

(রাসাইলুল-কিন্দী, সম্পা. আবু রিদা, ১খ, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ২০৭, ২৭০; তু. R. Walzer, Greek into Arabic, Oxford 1962, 188-9)। পরবর্তীকালের ইবন রুশদ, ইবন সীনা অথবা আল-ফারাবী প্রমুখ দার্শনিকদের মতে যে সকল বস্তু আপনা-আপনি অস্তিত্বে টিকিয়া থাকিতে পারে না, ইব্দা' দ্বারা সেই সকল বস্তুর সৃষ্টিতে সৃজনশীল (প্রবহমান) কর্মের মৌলিকত্ব বুঝায়। এখানেও নব্য-প্লেটোবাদের মত "আল্লাহ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি" এবং কোন বস্তু হইতে সেই বস্তু ভিন্ন অন্য কোন কিছুইর উদ্ভব হইতে পারে না" — এই ধারণাই পাওয়া যায়। আদি বুদ্ধিমত্তাই আদি মুবদা'আত (তু. আল-ফারাবী, উয়ুনুল-মাসা'ইল, apud Alfarabis Phil, Abhand, Dieterici, Leiden 1890, 58)। শী'ঈ মতাবলম্বিগণ খোদায়ী নির্দেশ 'কুন' এবং উহার অনাদি হওয়ার ধারণার উপর জোর দিয়া থাকেন। কিন্তু শী'ঈদের ধারণা দ্বারা যতই প্রভাবিত হউন না কেন, দার্শনিকগণ সৃষ্টির মৌলিকতার উপর জোর দিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে ইবন সীনার ব্যবহৃত বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ বিশ্লেষণ করা হইল। তাহার আলোচনায় দুইটি প্রধান দিক লক্ষ্য করা যায় : (১) অস্তিত্ব সৃষ্টি ও (২) অস্তিত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি।

(১) অস্তিত্বের সৃষ্টি : ইবন সীনা তাহার বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানগর্ভ রচনায় অবশ্যই খাল্ক' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করিবার পূর্বেই উহাকে যে সৃজন করিতে হয়, খাল্ক' শব্দ দ্বারা তাহাই বুঝায় (তিস'উ রাসা'ইল, কায়রো ১৩২৬ হি., ১০১ পৃ.)। কিন্তু তাহার হিকমা মাশরিকিয়্যার ভূমিকা হিসাবে পরিচিত মূল রচনায় তিনি যে একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন উহাতে দেখা যায় যে, তাহার মতে ইব্দা' দ্বারা নিজ হইতে অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না এবং যাহার পূর্বে কোন কিছুই, এমন কি অনস্তিত্বও ছিল না এবং উহাই আদি সত্তা, এমন কিছুর সময় সম্পর্কহীন পরম সৃষ্টি বুঝায়। এই রকম ধারণাই ব্যক্ত করা হইয়াছে ইশারাত-এ (সম্পা. Forget, Leiden 1892, 153)। সর্বপ্রথমে সৃষ্ট বস্তু আল-মুবদা'উ'ল আওয়াল (ঐ, পৃ. ৪৩১) হইল আদি সত্তা অথবা সর্বময়ের বুদ্ধি (শারহ')। এ্যারিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব [Theology of Aristotle] (সম্পা. A. Badawi, Cairo 1947, 60) পুস্তকে ইব্দা' শব্দটি ইন্বিজাস শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি শব্দ একত্রে সৃষ্টিমূলক প্রেরণার প্রবাহ বুঝায়। যখন আদি সত্তা হইতে অন্য সকল বস্তুর উৎপত্তি বুঝায়, তখন এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রবল বেগে নির্গমন (Gushing out = ইন্বিজাস) এবং যখন ঐ সত্তার সাথে অন্য সকল বস্তুর সম্পর্ক বুঝানো হয়, তখন বলা হয় সৃষ্টি (ইব্দা')। এই ব্যাখ্যায়ও ইব্দা' দ্বারা হঠাৎ করিয়া অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে (ঐ, পৃ. ৬৪)।

(২) সৃষ্টি পদ্ধতি (তু. ইশারাত, পৃ. ৪.; তিস'উ রাসাইল, পৃ. ১০১-২, ইত্যাদি); আরও সংকীর্ণ অর্থে ইব্দা' শব্দ দ্বারা মধ্যবর্তী কোন প্রকার পূর্ব অস্তিত্ব ব্যতিরেকেই নশ্বর বা অবিনশ্বর, বাস্তব (খ-গোলক) বা অবাস্তব কোন কিছুর সৃষ্টি বুঝায়। এখানেও আমরা আবার সেই শী'ঈ মতাবলম্বীদের ইব্দা'র জগতের (দারুল-ইব্দা') পরিচয় পাই। খাল্ক' শব্দ দ্বারা মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মাধ্যমে বা কোন মাধ্যম ছাড়াই অবিনশ্বর বা নশ্বর, বাস্তব সত্তার সৃষ্টি বুঝায়। তাকবী'ন শব্দ দ্বারা মধ্যবর্তী কোন বস্তুর সাহায্যে নশ্বর বস্তুর সৃষ্টি বুঝায়। (এক অর্থে ইহা ইবন সীনার ব্যবহৃত একটি পরিভাষা সুন'-এর সমার্থক)। সর্বশেষে ইহ'দাছ' শব্দটির অর্থও বিবেচনা করিতে হইবে। শব্দটি দ্বারা চূড়ান্ত সৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তার উপরই জোর দেওয়া হইয়া

থাকে। নিজে নিজে সৃষ্টি হইতে পারে না বা নিজে নিজে অস্তিত্বে বহাল থাকিতে পারে না এমন যে কোন বস্তু বুঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা যায়, যদিও ইহা সাময়িক আরম্ভের ধারণাই প্রকাশ করিয়া থাকে (তু. A. M. Goichon, La distinction de Lessence et de l'existence d'apres Ibn Sina, Paris 1937, 241-59)। ইব্ন সীনার রচনায় এমনিভাবে ইব্দা', খাল্ক' এবং ইহদাছ দ্বারা মোটের উপর আদি হইতেই বিদ্যমান সৃজনশীল প্রবাহকে বুঝানো হইয়াছে। তাকবীন ও সুন' দ্বারা পূর্ব হইতে বিদ্যমান উপাদানের সাহায্যে জটিল বস্তুর সৃষ্টি বুঝায়।

এই সংক্ষিপ্ত ও আংশিক অভিধান-সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলা যায়, যে ফালসাফাঃ (দর্শন) এবং শী'আ মতাবলম্বীদের ধারণামতে ইব্দা' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি-কাজের (প্রবল বেগে নির্গমন) সর্বময় শক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। এইভাবে সৃষ্টি পদার্থ বা মুবদাআত-এর ক্ষেত্রে শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ করা হইবে, বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার উপরই তাহা নির্ভর করে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আসমান যমীন অবিনশ্বর হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহার মুক্তি খণ্ডনের জন্য দ্র. তাহাফুতুল ফালাসিফা (ইফাবা)।

'ইলমুল-কালাম : দার্শনিক (উদাহরণস্বরূপ আশ-শাহরাসতানী ইত্যাদি) মতবাদ পোষণকারীদের সাথে বিরোধের পরই মনে হয় মুতাকাল্লিমদের শব্দভাণ্ডারে ইব্দা' শব্দটি গৃহীত হয়। তাহারা শব্দটিকে মৌলিক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের নিকট শব্দটির যে অন্তর্নিহিত অর্থ রহিয়াছে তাহা ইব্ন সীনা অথবা শী'ঈদের চাইতে আল-কিন্দীর মতের অধিকতর নিকটবর্তী। সংক্ষেপ করিবার জন্য আমরা শুধু আল-জুরজানীর তা'রীফাত (সম্পা. Flugel Leipzig 1845, 5-6)-এরই উল্লেখ করিব। ইহাতে এই বিষয়ে সমধর্মী দার্শনিকদের মতামত সঠিকভাবে এবং সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ইব্দা' শব্দ দ্বারা 'বস্তু বা সময়ের পূর্ব-অস্তিত্ব ছাড়াই' কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন করা (অথবা বস্তু জগতে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় 'ঈজাদ) বুঝায়। ইব্ন সীনার মতানুযায়ী ইব্দা'র সীমিত অর্থ মানিয়া লইয়া আল-জুরজানী বলেন যে, (বিচ্ছিন্ন) বৃদ্ধি বা উকুল হইল এই শ্রেণীর বস্তু। এইভাবে ইব্দা' শব্দটিকে তাকবীন শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও বিপরীতার্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাকবীন শব্দের অর্থ পূর্ববর্তী সময়ে ও বস্তু হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা। ইব্দা' ও খাল্ক' শব্দের পার্থক্য নিম্নরূপঃ ইব্দা' অর্থ পূর্ব অস্তিত্বসম্পন্ন কোন বস্তু ছাড়াই কোন বস্তু সৃষ্টি করা এবং খাল্ক' অর্থ পূর্ব-অস্তিত্বসম্পন্ন কোন বস্তু হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা। খাল্ক' ও তাকবীন-এর পার্থক্য হইল এই যে, খাল্ক' দ্বারা সৃষ্টি করার ধারণার উপর জোর দেওয়া হয় এবং তাকবীন দ্বারা আকৃতি দানের উপর জোর দেওয়া হয়। আল-জুরজানী এখানে খাল্ক' শব্দটির ইব্ন সীনা প্রস্তাবিত (এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত 'আরবী অভিধানে প্রদত্ত) সার্বজনীন অর্থের কথা উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি মনে করিয়াছেন যে, ইব্দা' শব্দটি খাল্ক'-এর চাইতে অধিক সার্বজনীন। এই ধারণার সমর্থনে তিনি কুরআনের যে সকল আয়াতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি বুঝানোর জন্য আল্লাহর নাম বাদী' এবং মানব সৃষ্টি বুঝানোর জন্য খালাকা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্নপঞ্জী : নিবন্ধে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

L. Gardet (E.I.²)/নুরুল আমিন

ইব্দাল (ابدال) : (বিশে), শব্দটি বদলানো, পরিবর্তন করা ইত্যাদি অর্থবোধক, আরবী ব্যাকরণের একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। ইহা একদিকে পূর্ববর্তী কোন শব্দের প্রভাবে পরবর্তী বর্ণ বা শব্দের ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের পরিবর্তন নির্দেশ করে। 'আরবী ব্যাকরণের ইব্দাল শব্দকে বলিতে ইহাই বুঝায়, যেমন ইত্তাসালা ইত্তাসালা (দেখুন হামযা, নাহু, তাসরীফ ইত্যাদি); অপরদিকে আভিধানিক অর্থে শুধু একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্যবিশিষ্ট সব প্রকৃতিজ শব্দ (বাদাল, মুদারা'আ, মু'আকাবা, নাজীর ইত্যাদি) বুঝায়। যেমন মাদাহা/মাদাহা (প্রশংসা করা), কা'তা'আ/কা'তা'আ (কর্তন করা) ইত্যাদি।

আভিধানিক (লুগাবী) ইব্দাল সম্পর্কে কৌতুহলী অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ পূর্ব হইতেই এই বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এবং সেগুলির একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ইহার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। ইব্দাল-এর সহিত দুইটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। প্রথম প্রশ্নটি হইল এই সমপ্রকৃতিজ শব্দগুলির সবই কোন একটিমাত্র উপভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় কিনা এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হইল ব্যঞ্জনবর্ণের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই সমপ্রকৃতিজ ভিন্ন শব্দগুলির সৃষ্টি হইয়াছে কিনা। সকল ভাষাবিদ বিষয়টি নিয়া সমভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন নাই। তাহারা বরং শ্রেণী বিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী কোন বিশেষ শিরোনামে সমপ্রকৃতিজ শব্দগুলির তালিকা প্রস্তুত করার মধ্যেই তাহাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন (ত/ল, ত/ফ ইত্যাদি)। ইব্ন ফারিস (মৃ. ৩৯৫/১০০৪) নিঃসংকোচেই বলিয়াছেন যে, আরবদের একটি ধ্বনির (হ'আরফ) পরিবর্তে অন্য ধ্বনি উচ্চারণের অভ্যাস (মিনসুনান) রহিয়াছে (সোহিবী, সম্পা. Chouemi, বৈরুত ১৩৮৩/১৯৬৪, ২০৩-৪ পৃ.) এবং ইব্ন সিদুহ (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) স্বীকার করিয়াছেন যে, একটিমাত্র উপজাতির উচ্চারণে মুদারা'আ রহিয়াছে (মুখাসসাস, ১৪খ., ১৯ পৃ.)। অপরদিকে আবু'ত-তা'য়্যিব আল-লুগাবী (মৃ. ৩৫১/৯৬২)-এর সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কোন একটিমাত্র আঞ্চলিক ভাষায় সব সমপ্রকৃতিজ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না (কিতাবু'ল-ইব্দাল, সম্পা. 'ইযযুদ্দীন আত-তানুখী, দামিশক ১৩৭৯/১৯৬০, ১খ, ২৬১ পৃ.) তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় তিনি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশত সুযুতীর নিকট তাঁহার পুস্তকের ভূমিকার একটি অংশ সংরক্ষিত আছে (মুযহির, ১খ, ২৭৩ পৃ.; ২য় সং., ১খ, ৪৬০ পৃ.)। তিনি ইব্দালের উৎপত্তির ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃত বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার মতে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ব্যবহৃত সমগোত্রীয় শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপের (লুগাত) ব্যবহারের ফলেই এইগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি মনে করেন নাই যে, সমগোত্রীয় ভিন্ন ভিন্ন রূপের শব্দগুলি স্বরস্বরের কাছাকাছি উচ্চারণ-স্থান হইতেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি এমন কতগুলি সমপ্রকৃতিজ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি এই নিয়ম মানিয়া উচ্চারণ করা হয় না, যেমন ج/س/ج/وص/ج ইত্যাদি। যাহা হউক, আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮) মনে করিতেন যে, এইগুলি কাছাকাছি উচ্চারণস্থান হইতেই উচ্চারিত হওয়া উচিত (কামিল, কায়রো, ১৩০৮ হি., ২খ, ৯৭ পৃ.) ইব্ন জিন্নী (মৃ. ৩৯২/১০০২) তাহার সিররু'স-সিনা'আ (১খ, ১৯৭) গ্রন্থে এবং ইব্ন সিদুহ (মুখাসস সাস, ১৩ খ, ২৭৪ পৃ.) এই বিষয়ে অভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সমপ্রকৃতিজ শব্দগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ফলে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আরও অধিক সার্বজনীন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইব্ন জিন্নী (খাস'ইস', ১খ, ৪৬ পৃ.) ধ্বনাত্মক শব্দগুলির (Onomatopoeic)

শব্দভাণ্ডারের এক বিরাট অংশ দখল করিয়া থাকার সজাবনা কখনই বাতিল করেন নাই। কিন্তু ফারীস আল-শিদয়াক (দ্র.)-ই তাহার সিররুল-লায়াল ফিল-কালব ওয়াল-ইবদাল (ইস্তাযুল, ১২৪৮ হি.) গ্রন্থে বিষয়টি একটি বিশেষ সূত্রের সাহায্যে তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, সকল ক্রিয়া পদ 'ছিন্ন করা' 'ভঙ্গ করা' ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে, সেইগুলির অনেক সমপ্রকৃতিজ শব্দ রহিয়াছে। তিনি মনে করেন যে, দীর্ঘ দ্বিতীয় ধাতু (যে সকল ক্রিয়া পদ 'বধির' বলিয়া পরিচিত) বিশিষ্ট সমগোত্রীয় শব্দের দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট রূপই সর্বাধিক প্রাচীন (যেমন কাততা, কর্তন করা) এবং 'আরবগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিতীয়টিকে পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে অন্য একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে। একটু ভিন্ন ধরনের একটা অর্থ প্রকাশ করার জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে (এইরূপ কাতা'আ, কাতামা ইত্যাদি)। এখানে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যায় যে, ইহার ফলে দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দগুলি তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে রূপান্তরিত হইয়া যায় কিনা এবং এইভাবে দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা যায়।

ভাষাতত্ত্ববিদগণ এই শব্দগুলির ব্যাপারে কি কি নিয়ম নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, আল-ফাররা (মু. ২০৭/৮২২) উ-ঘ-খ-গ-ঘ-এর পূর্বস্থিত স-কে-স-এ রূপান্তরিত করিবার কথা বলিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ আল-বাতলিয়ুসী (عبد الله البطليوسي) [মু. ৫২০/১১২৬] এইগুলির সাথে ع বর্ণ যোগ করিয়াছেন এবং আল-হারীরী তাহার মাকণমা হালাবিয়াতে س ও ص বিশিষ্ট অনেক সমপ্রকৃতিজ শব্দ অত্যন্ত যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকন্তু ব্যাকরণবিদগণ নাহ-বী নামে পরিচিত যে সকল ধ্বনিকে ইবদাল-এর মত ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে বিন্যস্ত করা যায়, সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি গণনা করিয়াছেন। তবে এইগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে মত পার্থক্য রহিয়াছে।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে আবু'ত-তায়িব এর কিতাবুল-ইবদাল-এর সম্পাদকের অভিমত কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। তিনি আধুনিক পরিষাভার উন্নয়নের জন্য সমপ্রকৃতিজ শব্দ ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন (উপক্রমণিকা, ৪১ পৃ.) এবং উদাহরণস্বরূপ তারীছ (সীমা চিহ্নিতকরণ) এবং তারীফ (ভূমি জরিপ করা) অথবা মিরদা'খা (আখরোট ভাসার যন্ত্র) ও মিরদা'হা (হায়েল গাছের ফল বা বাদাম = hazel nut ভাসার যন্ত্র) [এইগুলি ব্যবহার করিলে সম্ভবত জটিলতার সৃষ্টি হইবে] ইত্যাদি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

রচনাকৌশল ও তুল-ভ্রান্তির কথা (বিশেষ করিয়া তাহা হীফ=তুল উচ্চারণ যাহার কারণে অনেক বাদাল হইয়াছে) স্মরণে রাখিয়া নিবন্ধে উল্লিখিত উদাহরণগুলি সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য সেমেটিক ভাষার ধাতুর সহিত তুলনা ও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তারপর যতদূর ইহাদেরকে কোন বিশেষ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় ততদূর পর্যন্ত প্রাচীন 'আরবের একটি ভাষাভিত্তিক মানচিত্র তৈরি করা যায় (ডু. C. Rabin, Ancient West-Arabian, London 1951)।

গ্রন্থপঞ্জী : ব্যাকরণ পুস্তকের সাধারণত ইবদাল-এর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট থাকে; (১) সুযুতী, মুযাহির, ১খ, ২৭২-৮২; (২) ঐ, ২য় সং., ১খ, ৪৫৮ প.; (৩) 'ইযুদ্দীন আত-তানুখী, আবু'ত-তায়িব-এর কিতাবুল-ইবদাল-এর ভূমিকা, পৃ. ৫-৪২; (৪) ফ. বুসতানীর দাইরাতুল-মা'আরিফ,

২খ, ৮৪-৯০ পৃষ্ঠায় বি. বুসতানী এবং ঐ পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জী। ইহা ছাড়া কিতাবুল-ইবদাল-এ উল্লিখিত এতদবিষয়ক অন্য নিবন্ধসমূহের মধ্যে (৫) ইবনু'স-সিক্কীত, আল-কালব ওয়াল-মু'আকাবা ওয়ান-নাযা'ইর, সম্পা. তানুখী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/নুরুল আমিন

ইবন (ابن) : পুত্র। যে সকল আরবী ব্যাকরণবিদ ও আভিধানিক এই মত পোষণ করেন যে, সকল শব্দই তিনটি মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা বলেন, ابن শব্দটি ب-ن-و এই তিন ধাতু হইতে উদ্ভূত। তাহারা মনে করেন, কল্পিত (hypothetical) بنوة শব্দের উচ্চারিত দ্বিতীয় মূল অক্ষরটি লোপ প্রাপ্ত হইয়া ابن শব্দটি এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এইভাবে শব্দটির উদ্ভব। অন্যরা বলেন, ب ن ي হইল মূল ধাতু এবং ابن শব্দটি بنى على (ইবন-ই-ক্রিয়া পদ (অর্থ কাহারও উপর/জন্য তাঁবু নির্মাণ করা, অর্থ সম্প্রসারণে বুঝায় বিবাহ করা) হইতে ব্যুৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে আমরা দুই অক্ষরবিশিষ্ট একটি সেমিটিক শব্দ জানি যাহাকে relative adjective (بنوى) abstract noun (بنوة)-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের পরিণত করা হইয়াছে। ابن-এর স্ত্রীলিঙ্গে بنت স্ত্রী-লিঙ্গসূচক ت যোগে ইহা গঠিত; ابنة ইহার প্রতিরূপ (Rival) দ্বিতীয় পর্যায়ের আকৃতি (Secondary form) ইহার বহুবচন بنون এবং بن-ই-এর সহিত শেযোজটির নিকটতর সাদৃশ্য (ইহার বিশিষ্ট ব্যবহারের জন্য দ্র. بنات-এর বহুবচন (بنات)।

বংশপরম্পরা বর্ণনায় ইবন শব্দটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। একদিকে الف লোপ পায় যখন ইহার পূর্বে ব্যক্তিটির নাম اسم বসে এবং পরে পিতার পদবী ব্যবহৃত হয় (কোন ছত্রের শুরুতে হইলে الف লোপ পায়)। অপরদিকে الف বহাল থাকে যদি ابن শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন কুনয়া/লাকাব-এর পরে এবং উল্লেখ্য ব্যক্তির মাতা অথবা বংশের অন্য কাহারও পদবীর পূর্বে অর্থাৎ ইবন কোন খাঁটি পিতৃকুলজাত নামের প্রথম শব্দ হইলে আলিফ বহাল থাকে (নীচে দ্র.)। ইবন শব্দের উপস্থিতি পরবর্তী শব্দের উপরে পশ্চাত্মুখী প্রভাব সৃষ্টি করে; সাধারণত যেই শব্দে তানবীন থাকে সেই তানবীন বিলুপ্ত হয়। (যথাঃ মুহাম্মাদু-এর পরিবর্তে মুহাম্মাদুব্ন আহ'মাদা)। ইবন শব্দটি যেম সেই নামটিরই সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছে যদিও বাস্তবিকপক্ষে নামটি সম্বোধনাত্মক (Vocative) এবং সমকারকে (in opposition) ব্যবহৃত হয়। সম্বন্ধ পদে অনুরূপ পশ্চাত্মুখী ক্রিয়া ঐচ্ছিক এই অর্থে যে, প্রথম নাম কর্তৃকারকে প্রয়োগ করা যায়, তখন গুণবাচক বিশেষণের উপরে বাধ্যতামূলকভাবে সম্মুখ গতিশীল ক্রিয়ার প্রভাব সৃষ্টি করা যায়, যাহাতে যে বিশেষ্যের প্রতি প্রয়োগ, সেই বিশেষ্যের এই শেযোজটির একই কারক না হয়। [যা মুহাম্মাদ (অথবা মুহাম্মাদুবনা আহমাদিল-হাকীমা) [কখনও হাকীমু নহে]। কিছ সংখ্যক জীবজন্তু ও উদ্ভিদের নামের গঠনেও ইবন শব্দ ব্যবহৃত হয়, ইবন ইরুস (বেজী), ইবন আওবার (ছত্রাক, যাহা মাটির নীচে জন্মায় ও রন্ধন করা হয়) ইত্যাদি। সেই সকল ক্ষেত্রে বহুবচনে বানাত (যদিও কখন কখনও বানু)-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ইহা যু অথবা সাহিব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ ইবনু 'ইশরীনা সানা [২০ বৎসর বয়স], ইবনু'স-সাবীল (পর্যটক) ইত্যাদি। এই দুই প্রকারের ব্যবহারে অর্থ প্রকাশ জোরদার হয়।

দেখা যায় যে, কোন কোন লোক ইবন এবং কোন মহিলার নামের সমন্বয়ে গঠিত পদবী দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে মাতৃপ্রধান সমাজের নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইসলামী আমলে এইরূপ নাম অমর্যাদাসূচকভাবে ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার নাম গঠিত হইত হয় ব্যক্তিটিকে অপদস্থ করিবার জন্য অথবা তাহার পিতা যে অজ্ঞাতনামা কেহ ছিল, সেই বিষয়টির উপর জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে (যথাঃ জারীর [দ্র.]-এর অপর নাম ইবনুল-মারাগা, যিয়াদ [দ্র.]-এর অপর নাম ইবন সুমায়াঃ অথবা যিয়াদ ইবন আবীহু-- পিতার নামটি অনুজ্জিখিত ইত্যাদি)। যাদু সম্পর্কিত আবাহনী মন্ত্র উচ্চারণের বেলায় একই নীতি (Pater incertus, mater certa)- এর আওতায় পিতার নাম নহে বরং মাতার নামই উচ্চারণ করা হয় (ড. S. Reich, *Quatre coupes magiques*, in BEO vii-viii, 165-6)। ইহার বিপরীত উদাহরণ ইবন 'আইশা, এই নামের ক্ষেত্রে 'আইশা বিনত তালহা' (দ্র.)-কে বোঝান হয় এবং নামটি মোটেই অবজ্ঞাসূচক নহে। অবজ্ঞা প্রকাশের উদ্দেশ্যে না থাকিলে ইবন-এর পরে সাধারণত পুরুষের নাম বসিয়া থাকে। বস্তুতপক্ষে 'আরবের রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন এমন অসংখ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইবন-এর পরে তাহাদের পিতার ইস্ম, লাক'াব, নিসবা অথবা বংশের সংযোগে সুপরিচিত হন। যথাঃ ইবন 'আব্বাস = 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস অথবা পিতার কোন পূর্বপুরুষের নাম যুক্ত হয়, যিনি হয়ত বা বিখ্যাত হইয়া থাকিবেন, যেমন ইবন 'আইশা। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষ অখ্যাত ব্যক্তি হন যদিও বা বংশধর বিখ্যাত হইয়া থাকে। যথাঃ ইবন রুশদ-মুহ'াম্মাদ ইবন রুশদ; অতঃপর তাঁহার পুত্র আহ'মাদ (ইবন রুশদ), তাহার নাতি মুহ'াম্মাদ (ইবন রুশদ) ইত্যাদি। ইহাকে মা'রিফা বা শুহরা বলা হয় এবং এই রীতিতেই পিতৃগোত্রীয় নাম গঠিত হয়, বিশেষত স্পেনে ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বানু অমুক (যথাঃ বানু শুহায়দ) আখ্যায় অনেক পরিবার ব্যাপকভাবে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে শুরুতে ইবন শব্দের যোগে একটি পিতৃ-গোত্রীয় নাম দেওয়া হয়। যথাঃ ইবনু হাযম, ইবনু তাবাত'াবা, ইবনু মাসলামা প্রভৃতি। ইহার সহিত একটি কুন্যা (উপনাম) ও একটি ইস্ম যোগ করা হয়, যথাঃ আবু মুহ'াম্মাদ 'আলী ইবন হাযম (এইরূপ ক্ষেত্রে Ibn-এর আদ্যাক্ষর বড় হাতের হওয়া বাঞ্ছনীয়)। বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাদের মা'রিফা অথবা শুহরা দ্বারাই পরিচিত (যদিও বা তাহাদের এই সব পদবী বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে)। এই সত্যটি উপলব্ধি করিবার জন্য এই প্রবন্ধের শেষের পৃষ্ঠাগুলি অথবা এফ, আল-বুসতানীর দাইরাতুল-মা'আরিফ-এর দ্বিতীয় খণ্ড হইতে চতুর্থ খণ্ড এক নজর দেখাই কেবল আবশ্যিক। জীবনী গ্রন্থের সংকলকগণ সাধারণভাবে মা'রিফা-এর সন্ধান পাওয়া গেলে জীবনী গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং কোন ইস্ম-এর শিরোনামে কাহার জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে, নির্ঘণ্টে অতি যত্ন সহকারে পাঠকদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করেন। উদাহরণস্বরূপ আল-'আসক'ালানী প্রণীত লিসানুল-মীযান-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড এই ব্যাপারে শিক্ষাপ্রদ। ইহাতে তিনি নিস্বা ও কুন্যা-এর তুলনায় স্বল্প প্রচলিত মা'রিফা-এর হদীস প্রদান করিয়াছেন। মা'রিফা-এর ব্যবহার অতি প্রাচীন হইলেও উহা প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকপক্ষে গোত্র তখন বানু অমুক (ফুলান) নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু গোত্রের প্রত্যেক সদস্য নিজেকে ইবন ফুলান-এর পরিবর্তে আখু

ফুলান, যথাঃ আখু 'আদ বা আখু বানী 'আদ বলিয়া অথবা কোন নিস্বা দ্বারা পরিচয় দিত।

পুত্রের আইন সম্বন্ধ মর্যাদার জন্য দ্র. ওয়ালাদ। মুসলিম নামের গঠন রীতির জন্য দ্র. ইস্ম।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/ফজলুর রহমান

ইবন 'আইয (ابن عاين) : ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ মাগাযী (দ্র.) সম্পর্কিত একখানি ইতিহাসের গ্রন্থকার। ইবন সাযিয়দুনাস, আয-যাহাবী প্রমুখ পরবর্তী গ্রন্থকার উহা কাজে লাগাইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মুহ'াম্মাদ বলা হইয়াছে, 'আবদুল্লাহ অথবা আবু আহ'মাদ ছিল তাহার কুন্যা, 'সা'ঈদ' কিংবা 'আবদুল্লাহ অথবা আবু আহ'মাদ ছিল তাঁহার পিতামহের নাম। জ. ১৫০/৭৬৭ সনে দামিশকে, বৃহস্পতিবার, ২৫ রাবী'উ'ছ-ছানী, ২৩৩/৮ ডিসেম্বর, ৮৪৭ (মতান্তরে যুল-হিজ্জা ২৩২/জুলাই-আগস্ট, ৮৪৮ কিংবা ২৩৪/৮৪৭) সনে সেখানেই ইনতিকাল করেন। খলীফা আল-মা'মূনের রাজত্বকালে তিনি গুতা এলাকার রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন। ইতিবৃত্তকাররূপে তিনি একদিকে আল-ওয়ালীদ ইবন মুসলিম ও আল-ওয়ালিদীর, অন্যদিকে আবু যুর'আ আদ-দিমাশকী, আবু যুর'আ আর-রাযী ও য়াকুব ইবন সুফয়ান-এর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তারীখ-ই-দিমাশক' নামক একখানি বৃহৎ জীবনী গ্রন্থে এই সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে [পাণ্ড. Yale -৩১২L (Nemoy ১১৮২) ২খ, ১০২ ক-১০৩ খ]। অধিকতর প্রাচীন পুস্তকাদির ভিত্তিতে গ্রন্থখানি রচিত এবং উহা ছিল পরবর্তী জীবনীকারদের প্রধান উৎস-গ্রন্থ। ইহা ছাড়া তারীখ-ই-দিমাশক'-এ ইবন 'আইয-এর মুসলিম রাজ্য বিস্তার ও গ্রীষ্মকালীন গায়ওয়া সারিয়্যা সম্পর্কিত অন্য একখানা পুস্তক রচনার কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং তাহার নামে কিছু ইতিহাসবিহীন বর্ণনার উদ্ধৃতিও মিলে।

“যেহেতু এই নামটি বিরল নহে, সেহেতু ইহা সম্ভবপর যে, ইবন 'আসাকির এক বা একাধিক ব্যক্তির পুস্তকাদির বিভিন্ন পাঠ মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। ফিহরিস্ত, পৃ. ১০৯, ইবন 'আবিদ (sic) নামক জনৈক ঐতিহাসিককে বিভিন্ন রাজা ও জাতির ইতিবৃত্তকাররূপে উল্লেখ করায় অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে। কেননা ইহার ফলে মাস'উদী কর্তৃক একই নামের এক ঐতিহাসিকের উল্লেখ প্রাসঙ্গিকতাকে দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যতদূর জানা গিয়াছে ইবন 'আইয' কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ইহা এইজন্য হইতে পারে যে, তিনি ছিলেন তৎকালে সিরিয়ায় প্রচলিত জনসাধারণের অপ্রিয় একটি ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। উল্লেখ্য যে, (আমরা একই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি— ইহা যদি সঠিক হয়), ইতিবৃত্তকাররূপে তাঁহাকে বিশস্ত বিবেচনা করা হইলেও তাঁহাকে মু'তামিলী (কাদারী) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বুখারী, তারীখ, ১খ, প্রথমমাংশ, ২০৭; (২) ইবন আবী হাতিম আর-রাযী, জাব্বহ, ৪খ, ১, ৫২; (আদ-দাওলাবী, আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ইবন মাকুলা, তারীখ-ই-দিমাশক'-এ ইহাদের সবই উদ্ধৃত); (৩) আস-সাফাদী, ওয়াফী, ৩খ, ১৮১; (৪) আয-যাহাবী, 'ইবার, কুয়েত ১৯৬০ খৃ., ১খ, ৪১৪ (ইবনুল-'ইমাদ কর্তৃক শায'রাত ২খ, ৭৮-এ উদ্ধৃত); (৫) ইবন-হ'াজার, তাহযীব, ১খ, ৩২১-৬; (৬) আস-সাখাবী, ই'লান, F. Rosenthal, A history of Muslim historiography-তে, লাইভেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩২০, ৩২২, ৪৩০, ৪৩২, (৫০৯)।

F. Rosenthal (E.I.2)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন 'আইশা (ابن عائشة) : কয়েকজন ব্যক্তির নাম, তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১। মুহাম্মাদ ইবন 'আইশাঃ আবু জা'ফার, ইনি মদীনার একজন গায়ক ছিলেন। তাঁহার পিতৃ-পরিচয় জানা যায় নাই। ইনি মা'বাদ ও ইমাম মালিকের একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য না করিলেও তাঁহাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন হিসাবে গণ্য করা হইত। তিনি তাঁহার সুদক্ষ নৈপুণ্য অনুষ্ঠানাদিতে প্রদর্শন করিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহাকে মক্কা ও মদীনায় সম্মান প্রদর্শন করা হইত। তিনি ছিলেন দাষ্টিক। যখন তাঁহাকে গান গাহিতে বলা হইত তখন তিনি খুবই রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন। খুব সম্ভব হিশাম ইবন 'আবদি'ল-মালিকের রাজত্বকালে (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩) আল-ওয়ালীদ ইবন য়ায়ীদ কর্তৃক তিনি দামিশকের দরবারে আমন্ত্রিত হন। তিনি সেখান হইতে উপটোকনসহ ফিরিয়া আসিবার পথে যু'-খুওব নামক স্থানে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ইনতিকাল করেন। কমপক্ষে দুইখানা প্রকরণ গ্রন্থ (Monographs) তাঁহার প্রতি উৎসর্গ করা হয়, একটি ইসহাক আল-মাওসিলী কর্তৃক (ফিহরিসুত, কায়রো সং., ১৩৪৮ হি., পৃ. ২০২) এবং অপরটি আবু আয়্যাব আল-মাদীনী (ঐ. পৃ. ২১২) কর্তৃক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী, বৈরুত সং., ২খ, ১৭০-২০৭; (২) হ'স'রী, জাম', পৃ. ৬২, ১৬২; (৩) ফ. বুস্তানী, দাইরাতুল'-মা'আরিফ, ৩খ, ৩৩০-৪।

২। ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবনি'ল-ওয়াহাব ইবন ইব্রাহীম আল-ইমাম, ইনি তাঁহার দাদী 'আইশা বিন্ত সূলায়মান ইবন 'আলীর নামানুসারে ইবন 'আইশা নামে পরিচিত ছিলেন। আল-মা'শূনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে ইনি খলীফা কর্তৃক কারাগারে নিহত হন এবং ২০৯/৮২৪-৫ সনে তাঁহার লাশ বাগদাদের রাজপথে বুলাইয়া রাখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, ৩খ, ১০০২, ১০৭৩, ১০৭৫; (২) মাস'উদী, মুরুজ, ৭খ, ৭৮-৮০; (৩) মুহাম্মাদ ইবন হ'বীব, মুহাব্বার, পৃ. ৪৮৯; (৪) ফ. বুস্তানী, দাইরাতুল'-মা'আরিফ, ৩খ, ৩২৯।

৩। মুহাম্মাদ ইবন হ'ফস আত'-তায়মী, আবু বাকর, বংশনামাবিশারদ, হাদীছ সংকলক এবং বসরার একজন বুদ্ধিদীপ্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইবন 'আইশা (আল-আকবার) উপনাম 'আইশা বিন্ত তাল'হা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহি'জ, হায়াওয়ান, ১খ, ১২; ২খ, ১৫৫; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ১খ, ১০২, ৩২০, ২খ, ২৯০; (৩) তা'বারী, সূচীপত্র; (৪) আগানী; সূচীপত্র। (৫) মাস'উদী, মুরুজ, ৫খ, ৩৪৩।

৪। 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হ'ফস আবু 'আবদি'র-রাহমান, ইনি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যক্তির পুত্র এবং তাঁহার নামানুসারেই ইবন 'আইশা (আল-আস-গার) অথবা আল-'আইশী অথবা এমন কি আল-'আয়শী নাম গ্রহণ করেন। ইনি মুহাদ্দীছ, রাবী ও একজন বিখ্যাত বাগী ছিলেন। ইনি ২১৯/৮৩৪ সনে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহাকে খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইত এবং ইসনাদে প্রায়ই তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইত। কেবল ইবন 'আইশা নাম ব্যবহৃত হইলে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝায়। তিনি বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঐতিহাসমূহ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, এমন কি তাঁহাকে একটি ইতিহাস

গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি বসরায় ২২৮/৮৪৩ সনে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহি'জ, বায়ান, ১খ, ১০২, ১৯৪, ২৩৯, ৩২০; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, ২খ, ১২; (৩) ইবন কু'তায়বা, মা'আরিফ, ৫৪৩, ৫২৩, ৫৯৮; (৪) মাস'উদী, মুরুজ, ৭খ, ২৮৮; (৫) শা'রানী, আনসাব, ৩৭৯; (৬) ইবন হ'াজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৭খ, ৪৫; (৭) ফ. বুস্তানী, দাইরাতুল'-মা'আরিফ, ৩খ., ৩২৯-৩০।

Ch. Pellat (E.I. 2)/ আমজাদ হোসেন

ইবন আওয়া (ابن اوى) : (আরবী, ব. ব., বানাতে আওয়া, কদাচিৎ আবনা বানু আওয়া) বলিতে সাধারণ অর্থে (canis aureus—পূর্বে Thos aureus) শূগালকে বুঝায় (ফার্সী শা'গাল, তুর্কী ভাষায় চাকাল, ফরাসী ভাষায় চাকাল)। মাংসাসী প্রাণীকুলের এই ক্ষুদ্র সদস্য, দেহগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া খেঁকশিয়াল (ছা'লাব) অপেক্ষা নেকড়ে বাঘ(যি'ব)-এর নিকটতর। 'আরবদের মধ্যে ছা'লাব ও আওয়ার অর্থ লইয়া কখনও বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি দেখা যায় নাই। ইবন আওয়ার দীর্ঘ নাসা ও মুখ, ইহার চক্ষুর গোলাকার অক্ষিপোলক, যাহা বাদাম আকৃতির নহে, ইহার দীর্ঘ ও উজ্জ্বল ত্বক এবং খেঁকশিয়াল অপেক্ষা ইহার দ্রুততর গতি বেদুঈন দর্শকদের পক্ষে ইহাদের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।

তৃণ অঞ্চলের আবহাওয়া হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের তৃণ অঞ্চলের মরুভূমি পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়িয়া শূগালের বাস। অবশ্য ইহাদেরকে ঘাসে ঢাকা সাভানা অঞ্চলে একেবারে কোচিন-চীন পর্যন্ত পাওয়া যায়। মুখ্যত ইহার নিশাচরের প্রকৃতি, দলবদ্ধভাবে চলার প্রবণতা এবং তীব্র ও অবিরাম ক্ষুধা ইহাকে লোকালয়ে আসিতে বাধ্য করে। শিবির ও মরুদ্যানবাসীরা প্রকৃতপক্ষে এই নিত্যদিনের অতিথির নিশা-করণ বিলাপের ('উওয়া, ওয়া'আ 'আ, তাহাওউব, হ'ীবুরা) প্রতি স্বল্পই দৃকপাত করে। কেননা ইহারা গৃহাঙ্গনের আবর্জনা ও মৃত জন্তুর-ময়লাদি সরাইয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা করে। অবশ্য পথিপার্শ্বের এই স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনকারীরা লোভের বশবর্তী হইয়া মুরগীর খোয়াড়, আঙুরের বাগান ও ফলের বাগানে যে লুটতরাজ চালায় তাহাতে অনেক ক্ষতির কারণ ঘটে।

'আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহের প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল এক ধরনের শূগালের জাতের সাথে পরিচিত, যাহাকে তাহারা স্থানীয় নামে ডাকে। যেমন আমরা দেখি : (ক) উত্তর আফ্রিকায় Canis aureus anthus (মাগরিব ফী'ব/দীব, নেকড়ে বাঘের সহিত অনেক সময় ভুল করা হয়) যাহা সেখানে বাস করে না, 'ওয়া'ওয়া 'ওয়া, আওয়াও, তামুরুর, বাবা জাদান আল-জা'ঈদাত, বুদবীহা, তালিব যুসুফ; মাগরিবী বারবারে উশ্শেন (ushshen), তামাশেক ibegg, ibeggi, (খ) মিসরের canis lupaster (দীব, নেকড়ে বাঘ বলিয়া গণ্য); (গ) আপার ইজিপট ও সুদানের Thos mesomelas অথবা কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশযুক্ত শূগাল (আওস, উওয়ায়স, সুদানে বাওম, বাশুম, আবুওম, ও'ম/শুম, (ঘ) সিরিয়া ও ইরাকে canis aureus syriacus (ওয়াবী, লেবাননে জাকাল) এবং (ঙ) পারস্য ও ভারতের canis aureus indicus (পাহলবী শব্দের 'আরবী রূপ এই রকম শাহার, শাবার, শাগ'বার, যাগ'বার)।

ইবন আওয়া নামক ডাক নামটির উৎস সুদূর প্রাচীন 'আরবের আঞ্চলিক ভাষায় যাহাতে যৌগিক বিশেষ্য গঠনের প্রবণতা ছিল, যাহাতে ইবন/বিনত, আর/উন্না এবং যু/যাত; উহাদের আদি অর্থ হারাইয়া মালিকানা অথবা গুণ অর্থ বুঝায়। আওয়া শব্দটিকে, মুসলিম ধ্বনিতত্ত্ববিদগণ তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের নিশ্চিত প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়া, আফ'আল বাবের নমুনায় আওও/আও'য় মূলের সহিত এই অর্থে সম্পৃক্ত করিয়াছেন; আশ্রয় বা সঙ্গ প্রার্থনা করা... এইভাবে তাহারা ইবন আওয়ার অর্থ করিয়াছেন, "এমন একজন যে তাহার সমগোত্রীয়দের ডাকে সাড়া দেয়।" এই ব্যাখ্যা যাহা শৃগালের বৈশিষ্ট্যগত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর, সম্ভবত শব্দমূল আওও/অওয়া-এর (যে শব্দ ক্রন্দনের ধারণা দেয় না) বেদুঈন অনুকার শব্দ ওয়া ওয়া/'ওয়াওয়া-এর যুক্ত হওয়া ফল। এই অনুকার শব্দটি শৃগালের ধ্বনির অনুকরণ, যাহার সহিত এই সব লোক পরিচিত। অনুকার শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই ওয়াওয়া ধ্বনি শৃগালের শোকাকর্ষী চীৎকারের সহিত বর্তমানকালের ভাষায় বিদ্যমান (ড্র. উপরে উল্লিখিত শৃগালের বিভিন্ন স্থানীয় নাম এবং আল-জাহিজের, 'হায়াওয়ান, ৫ম খণ্ড, ২৮৮-এ, ওয়াও ওয়াও যাহা শিশুদের ভাষায় কুকুর)।

শৃগালের অত্যধিক ভীর্ণতা, যাহার দক্ষন কেবল রাত্রিকালেই ইহার আবাস ত্যাগ করে, শব্দেহ খাওয়ার জন্য ইহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রশিক্ষণের প্রতি ইহার প্রকৃতিগত বিদ্রোহ, কুরআনী আইনের দৃষ্টিতে ইহার অপবিত্রতার ফলে ইহার মাংস খাওয়া হারাম হওয়া ইত্যাদি কারণে ইহাকে ঘৃণা না করিলেও ইহা যাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত—যেমন শিকারী, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ এবং কবি ইহারা ইহার প্রতি পুরাপুরি উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও ইহাকে খেঁকশিয়ালের মত ধৃত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, তথাপি তাহারা ইহাকে কেবল স্বৃতির জন্য উল্লেখ করে এবং অপ্রচলিত শব্দ দ্বারা ইহাকে চিহ্নিত করিতে গিয়া ভাষাতত্ত্ববিদগণ কেবল এই রূপক শব্দটিই পেশ করিতে পারেন; শাওত বারাহিন-যাহার অর্থ করা যায় মরুভূমির আলোকিত রশ্মি (শাওত-এর প্রকৃত অর্থ এইখানে স্পষ্ট নহে, কারণ এই শব্দটি একই সময়ে একটিমাত্র স্তর দ্বারা গঠিত দীর্ঘ যাত্রা, এবং আকাশ-আলোকের ভিতর দিয়া চমকিত আলোক রশ্মি বুঝাইয়া থাকে এবং হিময়ারী ভাষার অবশিষ্টরূপে 'আরবীর তিনটি রূপের অধীনে -ইল্লাওদ/লাওয়াদ।

বিশেষত মাগরিবে শৃগালের প্রতি এত কম মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধরনের এবং কোন কোন সময় অনির্দিষ্ট রকমের 'douar dogs'-কেও সংকর জাতীয় শৃগাল (বারহুশ) বলিয়া ধরা হয় এবং এইগুলি ইহাদের মৌলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে।

মুসলিমগণ কর্তৃক শৃগাল সহজাত চণ্ডে পরিত্যক্ত হইলেও Touareg গোত্রের লোকদের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। তাহারা ইহাকে তাহাদের শিকারের মধ্যে গণ্য করে এবং লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া, ফাঁদে আটকাইয়া বা বিষ প্রয়োগ করিয়া শিকার করে। কখনও কখনও তাহারা ইহার মাংস রান্না করিয়া খাইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা ইহার পশম জিনের গদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। জাহিলী যুগের 'আরবের মত ইহাদের মধ্যে শৃগালের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয় (বাংলাদেশেও)। সাধারণভাবে বারবারীতে যেখানে ইহাকে এখনও জলাতঙ্ক রোগ সংক্রমণকারী এবং মুরগীর খোয়াড় ও ভেড়ার খোয়াড় লুণ্ঠনকারী হিসাবে ভয় করা হয় (বাংলাদেশেও)। সেখানে ইহা পশু

বিষয়ক কাহিনীতে শৃগালকে প্রধান নায়কের ভূমিকায় দেখা যায়, যাহা প্রকারান্তরে খেঁকশিয়ালেরই কাজ (ড্র. H. Basset, Essai sur la litterature des Berberes. আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., ২০৬-৩১)।

উপসংহারে বলা যায় যে, মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে শৃগাল ছিল মাগরিব হইতে আমদানীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ সামগ্রী। এই বাণিজ্য মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইত এবং আদিতে (আদ-দীব হইতে) নামের আবরণে ফেনেক ও খেঁকশিয়ালের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া কোমল পশু-লোমের ব্যবসার ক্ষেত্রে ইহাকে গুরুত্ব দেওয়া হইত। আদিলে, আদিরে, আদিত, আদূয় ও আরদিত, আদিরের এই সমস্ত বিকৃত রূপ বিশেষ করিয়া, philippe de commynes (১৫শ শতক)-এর memoires (সম্পাদনা প্যারিস ১৯২৪-৬ খৃ.)-এ আমরা দেখিতে পাই। ...রাজা একাদশ লুই অদ্ভুত জন্তুর সন্ধানে চতুর্দিকে লোক পাঠান। যেমন বারবারীতে ছোট ছোট শৃগাল অপেক্ষা বেশী বড় নহে—এমন ধরনের সিংহকে আদিত বলা হয়। সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় যে, Buffon (Hist. Nat., ৫খ. ২১৪) শৃগালকে 'আদিভে' নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

সুতরাং মুসলিম দেশসমূহে শৃগাল একটি অক্ষুণ্ণ অপেক্ষা বেশী কিছু নহে। অপরদিকে ফিরআওনের যুগের মিসরীয়রা শৃগালের প্রতি একটি পূজা পদ্ধতি নিবেদন করিত, যেমন আনুবিস।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কাযবীনী, 'আজাহিবুল'-মাখলুকাৎ, ২খ, ২১৩; (২) দামীরী, হায়াতুল-হায়াওয়ান, ১খ, ১০৮; (৩) ইবন সীদুহ, মুখাস'সা'স, ৮খ, ৭৩; (৪) জাহিজ, হায়াওয়ান (ড্র. নির্ঘণ্ট); (৫) এ. মালুফ, an Arabic Zoological dictionary. কায়রো ১৯৩২ খৃ., ড্র. Canis and Jackal. (৬) St. G. Mivart, A monograph of the Canidae, লন্ডন ১৮৯০ খৃ.; (৭) L. Lavauden, Les Vertebres du Sahara, তিউনিস ১৯২৬ খৃ., ৩৩-৪ ও গ্রন্থপঞ্জী; (৮) V. Monteil, Faune du Sahara Occidental প্যারিস ১৯৫১ খৃ.; (৯) L. Blancou, Geographie cynegetique du monde, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৪৪, ৫৫ প. ও গ্রন্থপঞ্জী; (১০) P. Bourgoin, Animaux de chasse d Afrique প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৭৬-৭ (১১) H. Lhote, La chasse chez les Touaregs, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., পৃ. ১৩১-২; (১২) J. Ellerman and T. C. S. Morrison Scott, Checklist of palaeartic and Indian mammals, লন্ডন ১৯৫১ খৃ., in Canidae; (১৩) T. Sanderson, Living mammals of the world, ফরাসী অনু. Les Mammiferes vivants du monde, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.; (১৪) P. Grasse, etc., Traite de zoologie, (Mammiferes প্যারিস ১৯৫৫ খৃ.)।

F. Vire (E.I.²)/ প্যারিসা বেগম

ইবন 'আকীল (ابن عقيل) : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল-রাহমান ইবন 'আবদিল্লাহ বাহাউদ্দীন আল-হাশিমী, ইনি ৬৯৪/১২৯৪ (বা হি. ৬৯৮ বা ৭০০) সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৬৯/১৩৬৭ সনে ইনতিকাল করেন। ইনি শাফি'ঈ মাযহাবের আইনজ্ঞ এবং একজন ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তিনি সিরিয়ার বালিস গ্রামের অধিবাসী। তিনি

কপর্দকহীন অবস্থায় কায়রো পৌছেন এবং সেখানে তাঁহার ব্যাকরণের শিক্ষক আবু হা'য়ান আল-গারনাতী (দ্র.) তাঁহার দক্ষতা উপলব্ধি করেন। ফিক'হ শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন-'আলাউদ্দীন আল-কুনাবী (Brockelmann, ২খ, ১০৫, পরিশিষ্ট ২খ, ১০১) এবং প্রধান কাদী জালালুদ্দীন আল-কাযবীনী (সুব্বী, তাবাকাত, ৫খ, ২৩৮)। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে (না'ইব) কাযীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া কাজ করার পর প্রধান কাযী 'ইযযুদ্দীন ইবন জামা'আ (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর কাজ করিবার সময় একটি আলোচনায় অশোভনীয়তার জন্য পদচ্যুত হন। যাহা হউক, তিনি আমীর সারগিতমিশ-এর অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং আমীর ইবন জামা'আকে বরখাস্ত করিয়া ৭৫৯/১৩৫৮ সনে তাঁহার স্থলে ইবন 'আকীলকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহার পর পরই সারগিতমিশ (Sarghitmish)-এর পতন ঘটিলে ইবন জামা'আ উক্ত পদে পুনর্বহাল হন। ইবন 'আকীলের চাকুরীর মেয়াদ মাত্র আশি দিন স্থায়ী হয়। ইবন 'আকীলের স্বল্পকাল চাকুরীর মেয়াদ গরীব ও ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর দান-খয়রাত বিতরণের কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি নিজস্ব অর্থ-সম্পদ হইতে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) দিরহামের একটি ন্যাসাধীন তহবিল গঠন করেন যাহা হইতে তিনি মাথা পিছু ১ দীনার হইতে ১০ দীনার পর্যন্ত বণ্টন করেন। সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য বৈধ উইল প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন।

ইবন 'আকীল কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। তিনি ইবন তুলূনের মসজিদে কুরআনের তাফসীর করিতেন। পূর্ণ কুরআনের তাফসীর শেষ করিতে তাঁহার তেইশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার পর তিনি পুনরায় তাফসীর শুরু করেন। কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্য রচনা খুব বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি ইবন মালিক (দ্র.)-এর আলফিয়া নামক গ্রন্থের একখানা ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আস-সুযুতী উক্ত গ্রন্থের একটি টীকা পুস্তিকা (হাশিয়া) রচনা করেন। ইবন 'আকীল-এর তাসহীল নামক গ্রন্থের একখানা ভাষ্যও আস-সুযুতী রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই সংরক্ষিত আছে। তিনি ইহা ছাড়া আরও একটি অতি বিশদ কাজ আরম্ভ করেন, যাহা তায়সীরুল-ইসতি'দাদ লি-রুতবাতি'ল-ইজতিহাদ, আত-তা'সীস লি-মায'হাব ইবন ইদরীস প্রভৃতি নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে তিনি ইখতিলাফ (মতবিরোধ) এবং বিভিন্ন যুক্তি বিন্যস্ত করেন। যে মতবাদগুলির সমর্থনে সর্বোত্তম হাদীছ রহিয়াছে সেইগুলির পক্ষে তিনি রায় দেন। ইহার চারি খণ্ড বর্তমান আছে।

ইবন 'আকীল তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য ও বসবাসে খুবই রুচিবান ছিলেন। তিনি সমাজের উচ্চ স্তরে মেলামেশা করিতে পসন্দ করিতেন। সেখানে তাঁহাকেও খুব পসন্দ করা হইত। যদিও তিনি উদার ছিলেন তথাপি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। সিরাজুদ্দীন আল-বুলুকীনী (দ্র.) তাঁহার জামাতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আদ-দুরারুল-কামিনা, ২খ, ২৬৬ প., সংখ্যা ২১৫৭; (২) ইবনুল-কাদী, দুররাতুল-হিজাল, ২খ, ৩৪৭ প.; (৩) আস-সুযুতী, হ'সনুল-মুহাদারা, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ২৫৭ (ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার); (৪) ঐ লেখক, বৃগ'যাতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি., ২৮৪ প.; (৫) ইবনুল-'ইমাদ,

শায'রাতুল-য-যাহাব, ৬খ, ২১৪ (হি. ৭৬৯); (৬) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ, ৩৮৬; (৭) খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, ৩খ, ৪৫৮; (৮) কায়রো তালিকা, ৩খ, ২১২; (৯) Brockelmann, ২খ, ১০৮, সা II (শেষে পড়ুন কায়রো, ২খ, ১২১); পরিশিষ্ট, ১০৪ সা. ১২ শেষে পড়ুন কায়রো ২ ২খ, ১৫৮)।

J. Schacht(E.I.²)/ আমজাদ হোসেন

ইবন 'আকীল (ابن عقيل) : আবুল-ওয়ালিদ 'আলী ইবন 'আকীল ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল ইবন আহ'মাদ আল-বাগদাদী আজ-জাফারী, (৪৩১/১০৪০-৫১৩/১১১৯) হাশ্বালী ফাকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ সুন্নী মতাবলম্বী এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁহার জীবন ও রচনাবলী মুসলিম ধর্মীয় চিন্তাধারার এক গুরুত্বপূর্ণ কালের উপর আলোকপাত করে এবং যিনি সনাতনী সুন্নী মতবাদের গতানুগতিকতার মধ্যে একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতা হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রথম যৌবন : ইবন 'আকীল বাগদাদে নদীর বাম তীরে অবস্থিত মহল্লা বাবু'ততাক-এ জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. তাঁহার কিতাবুল-ফুনূন, পত্রক ১২ঃ "... বাবু'ত-তাক, যেই মহল্লায় আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম")। তাঁহার জন্ম তারিখ জুমাদা'ছ-হানী, ৪৩১/ ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১০৪০ সাল। নিম্নোল্লিখিত ঘটনাবলীর সহিত উপরিউক্ত ঘটনা সংযোজন করিলে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তিনি কেবল তাহার মাতৃদিক হইতেই নহে (G. Makdisi, ইবন 'আকীল, পৃ. ৩৮৭). অধিকন্তু পিতৃদিক হইতেও হানাফী মতাবলম্বী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের কিছু স্মৃতি সেই মহল্লার সহিত জড়িত যেইখানে ইমাম আবু হানাফা (র)-র মাযার ও হানাফীগণের বৃহৎ কবরস্থানের সহিত বৃহৎ হানাফী মসজিদ- মাদারাসা অবস্থিত। এই সময়ে মু'তামিলী মতবাদ হানাফী মাযহাব-এর মধ্যে একটি আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই ইবন 'আকীল মু'তামিলী মতবাদের প্রতি আগ্রহান্বিত হন, যেই আগ্রহ তাঁহাকে আমরণ স্বাধীনচেতা করিয়া রাখে এবং যাহার ফলে হাশ্বালী আন্দোলন এক নূতন দিকদর্শন ও নবায়িত শক্তির দ্যোতনা লাভ করে।

তাঁহার শিক্ষা : এই অপরিণত বয়সে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী যুবক কুরআন ও হাদীছ, ব্যাকরণ, রম্য রচনা, কঠোর সংযম ও সুফীবাদ, ছন্দ প্রকরণ ও পত্র লেখার শিল্প-শৈলী হইতে শুরু করিয়া যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যথাঃ বক্তৃতা প্রদানের কৌশল, গৌড়া ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা ও আইনশাস্ত্র—এই সব কিছুতেই প্রগাঢ়ভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। যেই তেইশজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইজন হাশ্বালী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন আবু য়া'লা ও আবু মুহাম্মাদ আত-তামীমী (মু. ৪৮৮/১০৯৫)। অন্যগণ ছিলেন শাফি'ঈ, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবু ইসহাক আশ-শীরাযী (মু. ৪৭৮/১০৮৫-৬); হানাফী, যাহাদের মধ্যে ছিলেন কাাদিল-কুদাত আবু 'আবদিল্লাহ আদ-দামাগানী (মু. ৪৭৮/১০৮৫-৬) এবং মু'তামিলী, আবুল-কাসিম ইবন বুরহান (মু. ৪৫৬/১০৬৪), আবু 'আলী ইবনুল-ওয়ালীদ (মু. ৪৭৮/১০৮৬) ও আবুল-কাসিম ইবনুল-তাববান (মু. সন অজ্ঞাত)। রম্য রচনার প্রতি তাঁহার আগ্রহের সূত্র হইতেছে তাঁহার পরিবারের পৈতৃক দিক, যাহাদের সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন, "তাহারা

সকলেই ছিলেন লেখক, সচিব, কবি ও সাহিত্যিক।"গদ্য রচয়িতা হিসাবে তাঁহার প্রতিভার ছাপ রহিয়াছে বিশেষভাবে তাঁহার ধর্মোপদেশ ও চিন্তাশীল প্রবন্ধসমূহের মধ্যে।

এগার বৎসর ব্যাপিয়া ইবন 'আকীল হা'ম্বালী মতাবলম্বী কাদী আবু য়াল ইবনুল-ফাররার অধীনে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বৎসরগুলি তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুইটি সময়কালের মধ্যে পড়ে ৪৪৭/১০৫৫ ও ৪৫৮/১০৬৬। প্রথমোক্ত তারিখটি তাঁহার মানসপটে বাগদাদে সালজুকী দলের অনুপ্রবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে দাগ কাটিয়াছিল, যখন তাহার মহল্লা বাবু'ত-তাক-এর উপর তাহাদের নির্মম আক্রমণের ফলে তিনি অন্যত্র সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাবু'ত-তাক হইতে তিনি যখন অন্যত্র চলিয়া গেলেন তখন হইতেই তিনি হা'ম্বালী মাযহাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে শুরু করেন। এই সময়ে মহান হা'ম্বালী মতাবলম্বী সওদাগর আবু মানসুর ইবন য়ুসুফ (মু. ৪৬০/১০৬৭-৮) বাগদাদে পর্দার অন্তরালে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতেছিলেন। তিনিই খলীফা আল-কাইম-এর নিকট হানাফী আবু 'আবদিল্লাহু আদ-দামাগানীকে (মু. ৪৭৮ হি.) প্রধান কাযীর পদে অধিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ পেশ করেন। ইহা ছিল হানাফী সালজুকীদেরকে শাস্ত করিবার একটি রাজনৈতিক চাল। তাঁহার পরবর্তীকালের স্মৃতিকথায় ইবন 'আকীল আবু মানসুর সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহার সদয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে হা'ম্বালী মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ছিলেন। যেহেতু ইবন 'আকীল ছিলেন তাহার আশ্রিত, সুতরাং খুব সম্ভব মানসুর এই সময়ে ইবন 'আকীলের হা'ম্বালী মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিলেন। এইভাবে যেই ঘটনা 'আব্বাসী রাজধানীর জন্য এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল, সেই ঘটনাই ইবন 'আকীলের জীবনে ষোল বৎসর বয়সে এক নূতন যুগের উন্মেষ ঘটায়। দ্বিতীয় তারিখটি ৪৫৮/১০৬৬ সালে তাহার শিক্ষক আবু য়ালার মৃত্যু দ্বারা চিহ্নিত, যাহা হা'ম্বালী মাযহাবের ভিতরে তাঁহার অসুবিধা সূচিত করে।

নির্ঘাতন ও নির্বাসনঃ ইবন 'আকীলের বুদ্ধিবৃত্তিক পিপাসা ঐ সময়ে হা'ম্বালী মাযহাবে সম্মানের সহিত বিবেচিত প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ৪৫৮ হি. তাঁহার শিক্ষক আবু য়ালার মৃত্যুর পূর্বেই তিনি মু'তামিলী শিক্ষাবিদদের পাঠক্রমগুলিতে প্রায়ই যাইতেন, হা'ম্বালী মাযহাব কর্তৃক অতি নিন্দিত কলামশাস্ত্রে গভীর গবেষণা করিতেন এবং মহান মরমীবাদী সূফী ওয়াহদাতা'শ-ওহুদ (وحدة الشهور) বিশ্বাসী আল-হাল্লাজ (দ্র.)-এর রচনার পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কোন এক স্মৃতিকথায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হা'ম্বালী মাযহাবের অনুসারী তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন এবং অভিযোগ করেন যে, ইহা তাঁহার প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

৪৫৮ হি. তাঁহার শিক্ষক আবু য়ালার ইনতিকালের পর আল মানসুরের জামি' মসজিদের একটি পদে তাহার নিয়োগ, যাহা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আবু মানসুরের সহায়তায় সম্ভব হইয়াছিল, তাহাকে শারীফ আবু জা'ফার (মু. ৪৭০ হি.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হা'ম্বালীদের একটি দলের শত্রুতার কবলে নিষ্ক্ষেপ করে। ইবন 'আকীল হইতে বিশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এই শারীফ আবু জা'ফার স্পষ্টতই এই যুবকের অল্প বয়সে লক্ষ খ্যাতির প্রতি বিরক্ত ছিলেন। ৪৬০ হি. আবু মানসুরের ইনতিকালের ফলে নিরাপদ আশ্রয়

হারায়া ইবন 'আকীলকে এই দলের ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পলায়নরত অবস্থায় কাল কাটাতে হয়। ৪৬০-৪৬৫ হি. পর্যন্ত তিনি আবু মানসুরের জামাতা ও একজন ধনাঢ্য সওদাগর আবুল-কা'সিম ইবন রিদওয়ান-এর আশ্রয়ে বাবুল-মারাবি নামক মহল্লায় নির্বাসনে কাটান।

জনসমক্ষে মত প্রত্যাহারঃ ৪৮ মুহ'াররাম, ৪৬৫/২৪ সেপ্টেম্বর, ১০৭২, সোমবার, বাগদাদের পূর্বদিকে অবস্থিত নাহরুল-মু'আল্লা মহল্লায় শারীফ আবু জা'ফার-এর মসজিদে ইবন 'আকীল এক বিরাট জনসমাবেশে তাঁহার মত প্রত্যাহারের মূল কপি পাঠ করিয়া শুনান। এই লিখিত মত প্রত্যাহার পরে পাঁচজন শুহুদ-নোটারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, তন্মধ্যে মরহুম আবু মানসুর-এর দুই পুত্র ও দুই জামাতাও ছিলেন। ইহার দুইদিন পর খালীফার দীওয়ানে আর একটি অনুষ্ঠানে ইবন 'আকীল তাহার মত প্রত্যাহার দলীলে স্বাক্ষর করেন। এই দলীলে ইবন 'আকীল হাল্লাজের এবং কয়েকটি মু'তামিলী মতবাদের সপক্ষে তাঁহার রচনাবলী প্রত্যাহার করেন।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, হা'ম্বালী মাযহাব মোটের উপর মু'তামিলী মতবাদের বিরুদ্ধে ছিল এবং মু'তামিলী মত পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ইবন 'আকীলের ঐকান্তিকতা সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করিবার কোন কারণ নাই। যদিও তাঁহার পরবর্তীকালের রচনাবলী মু'তামিলী অধ্যাপকগণের নিকট হইতে অর্জিত অনুসন্ধানের চেতনায় দীপ্ত, তথাপি এই কথা বলা যাইবে না, তিনি মু'তামিলীদের ধর্মীয় তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং মু'তামিলী মতবাদের ব্যাপারে বলা যায় যে, ইবন 'আকীল তাঁহার মত প্রত্যাহারে আন্তরিক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে হা'ম্বালী মাযহাবের প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনুগত ছিলেন।

যাহা হউক, হাল্লাজের ব্যাপারে এই কথা নিরাপদেই বলা যায় যে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ইবন 'আকীলের ঐকান্তিকতায় সন্দেহ পোষণের অবকাশ রহিয়াছে। এই মশহুর মুসলিম সিদ্ধ পুরুষের উপর তাঁহার রচনাবলী প্রত্যাহার করিতে গিয়া ইবন 'আকীল তাকিয়্যা (تقية) বা পরিণামদর্শী ছদ্ম মনোভাবের আশ্রয় লইয়াছেন। এই কাজ করিয়া তিনি তাঁহার মাযহাবের শিক্ষার বিরোধিতা করেন নাই। কেননা আল-হাল্লাজের প্রতি হা'ম্বালী দৃষ্টিভঙ্গী তখন এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল পর্যন্ত দ্বিধাভিত্তক ছিল। যখন হা'ম্বালী ইবন কুদামা (মু. ৬২০/১২২৩) ইবন 'আকীলের মত প্রত্যাহারের মূল পাঠ (text) বর্ণনা করিতেন তখন আল-হাল্লাজের প্রসঙ্গটি বাদ দিতেন, নিঃসন্দেহে ইহা তাঁহার নিজস্ব সূফী প্রবণতার কারণেই ছিল। হা'ম্বালী তা'ওফী (মু. ৭১৫/১৩১৬) যিনি ইবন কুদামার রচনাবলীর একটি সর্বাঙ্গী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, হাল্লাজের সূফী হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করিতেন। হা'ম্বালী মাযহাব সূফী মতবাদের বিরোধী ছিল না। কেননা সূফীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন এই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যেমন আল-আনসারী আল-হারাযী (দ্র.) ও আবদুল-কা'দির আল-জীলানী (দ্র.), সর্বপ্রথম সূফী তারীকা কা'দিরিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, জনসমক্ষে মত প্রত্যাহারের পর শারীফ আবু জা'ফার যিনি ইবন 'আকীলের রচনাবলীর নিন্দা করিতেন, তিনি প্রত্যাহৃত রচনাবলী তাঁহার নিকট এই মর্মে ফেরত দেন যে, তিনি নিজেই সেইগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি সেইগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু অন্যরা বলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেইগুলি প্রকাশিত হয়। আমাদের নিকট ইবনুল-জাওয়ীর সাক্ষ্য বর্তমান আছে। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইবন 'আকীলের হা'ল্লাজ সম্পর্কিত প্রশংসাবাদের রচনাসম্বলিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি পুস্তিকা আছে। ইহার নাম জুয ফী নাসর কারামাতিল-হাল্লাজ।

উত্তরকালের বিচার : ইবনু'ল-জাওযী, যিনি ইবন আকীলের রচনাবলী, বিশেষভাবে তাঁহার ধর্মীয় বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি ইবন আকীলের দুঃখ-কষ্টের কারণ হিসাবে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহলকে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ইবন আকীল নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রবণতার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। শাফি'ঈ ইবন আল-কুতুবীও এই মত পোষণ করেন। ইবন কু'দামা ও ইবন রাজাব-এর মত হাশ্বালী ফাকীহগণ এবং শাফি'ঈ ইবন কাছীর ইবন আকীলকে পুরাপুরি নিন্দা না করিলেও বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি কখনই মু'তাযিলীপ্রবণতা হইতে মুক্ত ছিলেন না। অপরদিকে বিখ্যাত হা'শ্বালী ইবন তায়মিয়া (দ্র.) মনে করেন যে, ইবন আকীল, যিনি প্রথমে জাহ্মী মতবাদ ও মু'তাযিলী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষভাগে প্রচলিত গৌড়া মতবাদের গুফ্বানী (সুন্নী) চেতনায় সঞ্জীবিত হন।

প্রধান রচনাবলী : ইবন আকীলের রচনাবলী আজও সমালোচনা-মূলকভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নাই এবং সেই কারণে এখনও তাঁহার চিন্তাধারা সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব হয় নাই। জি. মাক্‌দিসী বর্তমানে নিম্নলিখিত রচনাবলীর সম্পাদনা কার্যে নিয়োজিত আছেন : (১) কিতাবু'ল-ফুনুন (كتاب الفنون), ইহা ইবন আকীলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ঐতিহাসিকগণ এই রচনার পরিষি সম্পর্কে একমত নহেন। তাহাদের প্রদত্ত খণ্ডের সংখ্যা হইতেছে দুই শত হইতে আট শত; মাত্র এক খণ্ড এখন বর্তমান আছে বলিয়া জানা যায়। দশ খণ্ডে একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন (এখন অবিদ্যমান) ইবনু'ল-জাওযী কর্তৃক প্রণীত হয়। সিব্বত ইবনু'ল-জাওযী বাগদাদে মামুনীয়্যাগণের ওয়াক্‌ফে সত্তরটি খণ্ড পড়াশুনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইহা বিশ্বকোষের মত একটি বিরাট দিনপঞ্জী, যাহাতে সব ধরনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই ইহার রচয়িতার বহুবিধ বিষয়ে আগ্রহের কথা জানা যায়। (২) কিতাবু'ল-ওয়াদিহ ফী উসূল'ল-ফিক্‌হ (كتاب الواضع في اصول الفقه); ফিক্‌হ-শাফের নীতিমালা বিষয়ক তিন খণ্ডে রচিত একখানা গ্রন্থ; সব খণ্ডই বিদ্যমান আছে। (৩) আশ'আরী মতবাদ খণ্ডন করিয়া কুরআনের প্রকৃতি বিষয়ে লিখিত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। (৪) কিতাবু'ল-জাদাল (كتاب الجدل); এক খণ্ডে সমাপ্ত ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণ যুক্তিবিদ্যার উপর প্রণালী বিষয়ে রচিত একটি গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন আকীল-এর জনসমক্ষে মত প্রত্যাহার সম্বন্ধে দ্র. (১) I. Goldziher, Zur Geschichte der hanbalitischen Bewegungen, ZDMG-তে ৬২ (১৯০৮ খ.), ২০-১; (২) L. Massignon, La Passion d al-Hosayn ibn Mansour al-Hallaj, প্যারিস ১৯১৪-২২, পৃ. ৩৬৬, ৩৬৭। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানিবার জন্য দ্র. (৩) G. Makdisi, Nouveaux details sur l'affaire d' Ibn Aqil, Melanges Louis Massignon-এ ৩খ, ৯১-১২৬। হাশ্বালী মাযহাবের ইতিহাসের ইবন আকীল সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দ্র.; (৪) H. Laoust, Le Hanbalisme Sous le Califat de Baghdad, REI-এ (১৯৫৯ খ.), পৃ. ১০৪-৫। গ্রন্থপঞ্জী এবং ইবন আকীল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (৫) G. Makdisi, Ibn Aqil et la resurgence de l' Islam traditionaliste au XI^e siecle, দামিহক(PIFD) ১৯৬৩ খ., বিশেষত পঞ্চম অধ্যায় ও নির্ঘণ্ট, শিরো।

G. Makdisi (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবন আ'ছাম আল-কুফী (ابن اعثم الكوفي) : আবু মুহাম্মাদ আহমাদ, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর একজন আরব ঐতিহাসিক। Wustefeld ও bröckelmann তাঁহাকে খাওয়ান্দ আমীর ও হা'জ্জী খালীফা তাঁহাকে মুহাম্মাদ ইবন আলী 'উরফে ইবন আ'ছাম আল-কুফী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত এই বর্ণনা সঠিক নয়। ইবন আ'ছাম আল-কুফী ৩১৪/৯২৬ সালের দিকে ইনতিকাল করেন (দ্র. Frahn, Indications Bibliographiques, পৃ. ১৬, নং ৫৩)। Wustefeld ও হা'জ্জী খালীফা ত্র্যস্তবশত তাঁহার মৃত্যু সন ১০০৩/১৫৯৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন আছাম আল-কুফী একজন কবিও ছিলেন। যাকু'ত আল-হামাবী আবু আলী আল-হুসায়ন ইবন আহমাদ আল-বায়হাকীর বরাতে ইবন আ'ছামের দুইটি কবিতা নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহাদ্দিসগণ ইবন আ'ছামকে দা'ঈফ (ضعيف) রাব্বী বলিয়া বর্ণনা করেন।

ইবন আ'ছামের কেবল তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যত 'আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কোন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইহার মধ্যে দুইটি গ্রন্থ যাকু'ত আল-হামাবীরও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু তিনি গ্রন্থ দুইটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নাই। গ্রন্থ দুইটি হইলঃ (১) কিতাবু'ল-মা'লুফ ও (২) কিতাবু'ত-তারীখ। ইহাতে তিনি আল-মা'মুনের শাসনামল হইতে আল-মুকাতারের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রন্থই বর্তমানে দৃশ্যপ্য। (৩) ইবন আ'ছাম কিতাবু'ল-ফুতুহ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে তিনি শী'আ দৃষ্টিভঙ্গিতে খিলাফাতের প্রাথমিককাল হইতে হারুন'র-রাশীদের শাসনকাল পর্যন্ত রোমীয় ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ফিহরিস্ত কুতুবখানা-ই মাশহাদ (৩খ, ৭৬, পাণ্ডুলিপি-১১)-এর বর্ণনা অনুসারে এই গ্রন্থটি ২০৪/৮১৯ সালে লিখিত। কিন্তু ইহা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ইহাও একটি চিন্তার বিষয় যে, সনদের অনুপস্থিতি কিতাবু'ল-ফুতুহ গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, অথচ সেই সময়ের রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য উহা ছিল না।

৫৯৬/১১৯৯ সালের দিকে মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবী বাকুর আল-মুসতাওফী আল-হামাবী বুশানজ-এর সন্নিহিতে তায়াবাদ মাদরাসায় অবস্থানকালে ইবন আ'ছাম আল-কুফীর কিতাবু'ল-ফুতুহ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন (পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Storey, ১খ, ২০৭-২০৯, ১২৬০) W. Ousely ইহার একটি চয়নিকা এবং B. Gerrans, Oriental Collections-এ ইহার অনুবাদ পেশ করিয়াছেন (দ্র. ১খ, ৬৩, ১৬১ প.; The History of the Conquest of Zoor, ১খ, ১৬০-৫; The Fight and Murder of Yesdejerhd, ১খ, ৩৩৩-৬; The Invasion of Nubia and Historical Anecdotes, ফারসী পাঠ : F. Willken, Institutions and Fundamentalsinguae persicae, ১৫৪-৬১ ল্যাটিন অনুবাদঃ ঐ লেখক, Auctarium chrestomathian ৩১-৭; উর্দু অনুবাদঃ খিলাফাত-ই-রাশিদা, দিল্লী ১৩১৮/১৯০১।

কিতাবু'ল-ফুতুহ গ্রন্থটি ষষ্ঠ শতকে পূর্বের আরবী পাঠের কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকু'ত আল-হামাবী, ইরশাদুল-আরবী, ১খ, ৩৭৯; (২) আতাউল্লাহ জামাল হুসায়নী, রাওদাতুল-আহ বাব, লাখনৌ ১২৯৭

হি., ৩খ, ৪৬, ৬৯, ৭০; (৩) খাওয়ানদ আমীর, হ'বীবু'স-সিয়র, বোম্বে, ৭; (৪) আহমাদ আল-গাফফারী, তারীখ নিগারিস্তান, বোম্বে ১২২৫ হি., ৫, ২৫, ৯৩; (৫) হ'জ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, সম্পা. Flugel, ৪খ, ৩৮০, ৩৮৫; (৬) F. Wustenfeld, Geschichtschreiber etc. নং ৫৪১; (৭) C. Brockelmann, ১খ, ৫১৬; পরিশিষ্ট ১ : ২২০ (৮) Storey, History of Persian Literature ১খ, ২০৭-৯, ১২৬০; (৯) 'আবদুল-মুক্তাদির, ফিহরিস্ত কুতুব, বাকীপুর, ৬খ, ১১৬-২০; (১০) ZDMG ৬৯ঃ ৭৭; (১১) RAAD ২খ, ১৪২-৩; (১২) Encyclopaedia of Islam, Leiden, ২য়/১৯৭৯ সংস্করণ, ৩খ, ৭২৩; (১৩) H. Hane, La Chronique d Ibn A, tham, in Mel. Gaudefroy Demombynes, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৮৫-৯০।

রানা ইহ সান ইলাহী (দা.মা.ই.)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন আজাররাদ (দ্র. আজারিদা)

ইবন 'আজীবা আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-মাহদী ইবন 'আজীবা আল-হাসানী (ابن عجيبة ابو العباس احمد بن محمد بن المهدى ابن عجيبة الحسنى) : ছিলেন মরক্কোর শারীফী বংশোদ্ভূত একজন সূফী ও দারকাওয়া (দ্র.) তারীকার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ১১৬০ অথবা ১১৬১/১৭৪৬-৪৭ সালে তিনি আনজরা গোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম আল-খামীস-এ (মরক্কোর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, তানজিয়ার ও তেতুয়ানের মধ্যে) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ভক্তিমূলক ধর্মকর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, ধর্মতত্ত্ব, পবিত্র আইন ও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, প্রথমে স্থানীয় ফিক্'হবিদগণের নিকট, পরে তেতুয়ানের 'আবদুল-কারীম ইবন কুবরীশ, মুহাম্মাদ জান্বী ও মুহাম্মাদ ওয়ারযীযী-এর নিকট। অবশেষে ফেয শহরে তাউদী ইবন সূদা ও মুহাম্মাদ বান্নীম-এর নিকট হইতে শিক্ষা দান করিবার জন্য তিনি অনুমতি (إجازة) প্রাপ্ত হন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তেতুয়ানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শারী'আ শিক্ষা দান করেন এবং ফিক্'হ ও হ'দীছ' সম্পর্কে গ্রন্থ এবং সূফীতত্ত্বের উপর তাঁহার প্রথম ভাষ্যসমূহ রচনা করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ইবন 'আতাউল্লাহ (দ্র.)-এর হিকাম অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং সূফী তারীকায় আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ১২০৮/১৭৯৪ সালে মাওলাঈ দারকাবী-এর প্রত্যক্ষ ছাত্র শায়খ মুহাম্মাদ আল-বুযীদী (মু. ১৮১৪ খৃ.)-এর মুরীদ হন। এই সময় তিনি তাঁহার পূর্বের জীবন ধারার নাটকীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া তাঁহার চাকুরী ও বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন এবং তালিমুক্ত পোশাক (মুরাককা'আ) পরিধান করিয়া ভিক্ষুক ও ভিত্তির পেশা গ্রহণ করেন, এমন কি আপত্তিকর বিদ'আতের অভিযোগে অন্য ফকীরগণের সহিত কয়েকদিনের জন্য তিনি তেতুয়ানে (Teuan) কারারুদ্ধ হন। এই পরীক্ষা সময়ের কষ্ট-ক্লেশের পর তিনি যে দিব্য জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের ক্ষমতা (শায়খে তারীকা) প্রাপ্ত হন সে সম্বন্ধে নিজের আত্মজীবনীতে (ফাহুরাসা) এই বিপদকালের প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন এবং মুরশিদ(শায়খ তারীকা) হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের পন্থা ও সূফী তারীকা প্রচার করিতে থাকেন এবং জাবালার উত্তরে অবস্থিত গ্রামসমূহে অনেক যাবিয়া (খানকাহ)

প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই সময়ের রচনা ছিল প্রচুর, যেইগুলি শিক্ষা দান ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। এই রচনাগুলিতে মূল সূফী অভিজ্ঞতাকে ফিক্'হ-এর শিক্ষার সহিত সমন্বিত করিয়াছিলেন এবং ইহাতে প্রকাশ্য জ্ঞানকে (আল-'ইলমু'জ-জাহির) বাতিনী (আল-'ইলমু'ল-বাতিন) জ্ঞান অর্জনের উপায় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 'ইলমু'ল-ইশারার (পরোক্ষ ইঙ্গিত) ব্যাখ্যা দানে দক্ষতার জন্য ইবন 'আজীবা স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্লেগে আক্রান্ত হইয়া গামারায় তাঁহার শায়খের গৃহে ৭ শাওয়াল, ১২২৪/১৫ নভেম্বর, ১৮০৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। যামমিজ গ্রামের (তানজিয়ার হইতে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে) সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু তাঁহার মাযার। এখানে প্রতি বৎসর 'আজীবার মুরীদগণ কর্তৃক মাওসিম (বাৎসরিক মাহফিল) [১৪ সেপ্টেম্বর] অনুষ্ঠিত হয়।

রচনাবলী : নিজের আত্মজীবনীতে (ফাহুরাসা) ইবন 'আজীবা তাঁহার গ্রন্থরাজির যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা সাধারণভাবে রচনাকালক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকাশিত রচনাবলীর উপর যথাক্রমে বিস্তারিত বিবরণসহ উহা নিম্নরূপঃ

(১) ও (২) শারহ'ল-হামযিয়া ও শারহ'ল-বুরদা (আল-বুসীরী); (৩) শারহ'ল-ওয়াজীফা (যাররুক); (৪) শারহ'ল-হিয'ব'ল-কাবীর (শাযিলী); (৫) শারহ' আসমা'ইল্লাহ'ল-হুসনা; (৬) শারহ'ল-মুনফারিজা (ইবন নাহবী); (৭) শারহ' তাইয়্যা (জা'ইদী); (৮) কিতাব ফী 'ইলমি'ন-নিয়্যা; (৯) কিতাব ফী যাম্মি'ল-গণিবা ওয়া মাদহি'ল-উযলা ওয়াস-সাম্ত; (১০) তা'লীফ ফি'ল-আযকারি'ন-নাবাবিয়া; (১১) আরবান্ন হাদীছ; (১২) আল-কিরাআতু'ল-'আশারা; (১৩) আয-হাবু'ল-বুস্তান (তাবাকাত মালিকিয়া), (১৪) হাশিয়া 'আলা মুখতাসার খালীল; (১৫) শারহ' হিসনু'ল-হাসীন (জামারী); (১৬) শারহ'ল-হিকাম (ইবন 'আতা ইল্লাহ); (১৭ নং-এ সঙ্গে প্রকাশিত কায়রো ১৩৩১/১৯১৩ ও পৃথকভাবে কায়রো ১৩৮১/১৯৬১); (১৭) শারহ'ল-মাবাহি ছি'ল-আসলিয়া (তুজীবী); (১৮) শারহ' তাসলিয়া (ইবনু মাশাশ); (১৯) (২০) ও (২১) শারহ'ল-ফাত্বিহা (কু'রআন-এর প্রথম সূরার উপর ৩টি পৃথক ভাষ্য—একটি ছোট্ট, একটি দীর্ঘ ও তৃতীয়টি খুব সংক্ষিপ্ত); (২২) তাফসীরু'ল-কু'রআন (কু'রআন-এর উপর ভাষ্য, ৪ খণ্ডে, অন্তত ১ ও ২ নং প্রকাশিত, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫ ও ১৩৭৬/১৯৫৬); (২৩) শারহ'ল-খামরিয়া (ইবনুল-ফারিদ); (২৪) শারহ কাসীদা (রিফা'ঈ); (২৫) শারহ' মুকাত্তা'আত (শুশতারী); (২৬) শারহ' কাসীদা ফি'স-সুলুক (বুযীদী); (২৭) কিতাব ফি'ল-কাঁদা ওয়াল-কাদার; (২৮) শারহ' আবয়াত (ইবন 'আরাবী); (২৯) ফি'ল-খামরাতি'ল-'আযালিয়া; (৩০) ফি'ত-তালাসিম। এই গ্রন্থ ও ইহার পূর্বেরটি সংক্ষিপ্ত মরমীবাদী প্রবন্ধসমূহ। ইহাতে গ্রন্থকার সরাসরি নাম উল্লেখ না করিলেও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের একত্ববাদ তত্ত্ব (ওয়াহ্-দাতু'ল-উজুদ) উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া আল্লাহ তাঁহার জ্যোতি প্রকাশের (তাজালী) আগে ও পরে তাঁহার নিজ অস্তিত্বের সহিত অভিন্ন থাকে। দ্বিতীয় : তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, 'অস্তিত্ববান পর্দা' যাহার আড়ালে লুক্কায়িত আছে, একক সত্তা' এবং যাহার মাধ্যমে ইহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে একের তিনটি ক্রমবর্ধমান নিখুঁত রীতি অনুসারেঃ তাওহীদু'ল-আফ'আল (কার্যের একতা), তাওহীদু'স-সিফাত (গুণের একতা), তাওহীদু'য-যাত (সত্তার একতা); (৩১) শারহ তাসলিয়া (ইবন 'আরাবী); (৩২) শারহ' নুনিয়া (শুশতারী); (৩৩) মি'রাযু'ত- তাসাওউফ (সূফীতত্ত্বের

পারিভাষিক শব্দকোষ, দামিশক ১৩৫৫/১৯৩৭, আল-হাশিমী (দ্র.) কর্তৃক প্রকাশিত; Fr. Tr. by J. L. Michon, *Dr. Bibl.*); (৩৪) ও (৩৫) শারহ' তাইয়্যা ফি'ল-খামর (দুইটি ভাষা একটি সংক্ষিপ্ত, অন্যটি দীর্ঘ—তাঁহার উস্তাদ বুযীদী-এর একটি কবিতার উপর); (৩৬) শারহ'ল-আজুররুমিয়া (ইবন আজুররুম-এর ব্যাকরণের উপর দুইটি পর্যায়ের ভাষাঃ ব্যাকরণ ও মরমী তত্ত্ব (বাতিনী)। কেবল বাতিনী ব্যাখ্যাসম্বলিত তাজরীদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইস্তাহুল ১৩১৫ হি.); (৩৭) হাশিয়া আলা'ল-জামি'ইস-সাগীর (আস-সুযু'তী); (৩৮) দীওয়ান (৪টি কাসীদা ও বিভিন্ন তাওশীহাত, সর্বমোট প্রায় ২০০ চরণের মত। এই তালিকায় অবশ্যই যুক্ত হইবে ফাহরাসাটি ও কিছু রচনাবলী, যাহা উল্লিখিত হয় নাই সম্ভবত এই কারণে যে, সেগুলি গ্রন্থকারের মৃত্যুর বেশী আগে রচিত হয় নাই); (৩৯) শারহ' 'আয়নিয়া (আল-জীলী); (৪০) তাবসিরাত দারকাবিয়া; (৪১) তা'রীফ (পরিচয়) মাওলায় দারকাবী; (৪২) ফি'ল-মাওয়াদ্দা; (৪৩) আহযাব (হিব্বুল'ল-হিফজ, হিব্বুল'ল-ইযব ও হিব্বুল'ল-ফাতহ)।

গ্রন্থপঞ্জী : Lévi-Provencal devoted a notice to Ibn Adjiba in *Les historiens des chorfa* 336, তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই 'আরবীতে তাঁহাকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে 'আবদুল-কাদির আল-কুহিন (দ্র. ঐ, ৩৪০), বিশেষ করিয়া বুযিয়ান আল-মা'আসকারী (তা'বাকাত দারকাবিয়া)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে *Bibliographical সংকলনে* (ফ. বুসতানী, দাইরাতুল'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩৫৮; সারকীস, মু'জাম, ১৬৯-৭০) ও পাণ্ডুলিপি তালিকায় (Allouche and Regragui, *Mss. Ar. Rabat*, ১, স্থা.)। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ দাউদ তাঁহার তা'রীখ তিতওয়ান গ্রন্থে তাঁহাকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন (দ্র. vol. iii. 1962, *Passim and vol. vi, to appear*)। ঐ সকল উৎস ও তথ্য গ্রন্থকারের রচনাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়া J. L. Michon তাঁহার গবেষণা গ্রন্থ *Ibn Adjiba et son Mi'radj* (thesis, Paris 1966)-এ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

J. L. Michon (E. I. 2)/ম, নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইবন আজুররুম আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন দাউদ আস-সানহাজী (ابن جرير بن محمد بن داود السنهالجي) মরক্কো দেশীয় একজন ব্যাকরণবিদ। তিনি ৬৭২/১২৭৩-৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২৩/১৩২৩-৪ সালে ফেয নগরে ইনতিকাল করেন; সেইখানে তিনি ব্যাকরণ ও বিদ্বন্ধরূপে কুরআন পঠন বিদ্যা (علم التجويد) শিক্ষা দিতেন। ইবন আজুররুম প্রখ্যাত মুকাদ্দামা (مقدمة)-এর গ্রন্থকার যাহা তাঁহার নাম বহন করিতেছে। কয়েক পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকাটিতে তিনি 'আরবী শব্দমালার ই'রাব (স্বরচিহ্ন) পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। সহজে মুখস্থ করা সম্ভব এই ব্যাকরণটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল 'আরবী ভাষাভাষী দেশে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। গ্রন্থটির অত্যধিক সংক্ষিপ্ততার কারণে পরবর্তী ব্যাকরণবিদগণ মুকাদ্দামার ৬০টি ভাষ্য রচনা করেন। শিক্ষকদের মধ্যে উহার বহুল প্রচলনের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'আরবী ভাষাবিদগণের 'আরবী ব্যাকরণ শিখিবার অন্যতম প্রথম পুস্তক হিসাবে মুকাদ্দামা

দশম/ষোড়শ শতাব্দী হইতে যুরোপে পরিচিতি লাভ করে। পুস্তকখানা বহুবার প্রকাশিত হয় এবং অধিকাংশ যুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, আস-সুযু'তী (বুগয়া, পৃ. ১০২) মনে করেন, ইবন আজুররুম ক্ব্বী বৈয়াকরণগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তাঁহাকে এইরূপ মনে করিবার যুক্তি এই যে, ইবন আজুররুম পরিভাষা খাফ্দ (خفف) ব্যবহার করিতেন এবং অনুজ্ঞা (امر Imperative)-কে মু'রাব (معرّب) ও কাযফামা (كيفما) পদটিকে জাম্ম (جزم) দানকারী মনে করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, ২খ, ৩০৮-১০, পরিশিষ্ট ২, ৩৩২-৫; (২) এম. আল-মাখযুমী, মাদরাসাতুল'ল-কুফা, বাগদাদ ১৯৫৫ খ., পৃ. ১১৭; (৩) G. Troupeau, *Trois traductions latines de la Muqaddima d'Ibn Adjurrum*, in *Etudes d. Orientalisme dediees a la memoire de Levi-Provencal*, ১খ, প্যারিস ১৯৬২ খ., পৃ. ৩৫৯-৬৫।

G. Troupeau (E. I. 2)/ মকবুলুর রহমান

ইবন 'আত্তাশ (ابن عطاءش) : 'আবদুল-মালিক, ইসমাঈলী মতবাদের একজন প্রচারক। ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইরাকে ও পশ্চিম পারস্যে ধর্মমত প্রচারের কার্য তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাহার সম্পর্কে তথ্যাদি নিতান্ত অপ্রতুল। হা'সান-ই সাব্বাহ (দ্র.)-এর আত্মজীবনী অনুযায়ী তিনি রামাদান, ৪৬৪/মে-জুন, ১০৭২ সালে রায় গমন করেন এবং ধর্মমত প্রচারের কাজে হা'সানকে তালিকাভুক্ত করেন। কথিত আছে, তিনি গিরদকুহ-এর পরবর্তীকালের নিযায়ীদের অন্যতম অতি সক্রিয় নেতা মুজাফফারকে নিজ দলভুক্ত করিয়াছিলেন। জাহীরুদ্দীন ও রাওয়ান্দী পরোক্ষভাবে হা'সান-ই সাব্বাহ-এর সহিত তাঁহার সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই বিবরণ অনুযায়ী ইসফাহানে বসবাসকারী 'আবদুল-মালিক নামে এক ব্যক্তি শী'আ মতবাদে অভিযুক্ত হন এবং তিনি ইসফাহান হইতে পলাইয়া রায়-এ গিয়া হা'সান-ই সাব্বাহ-এর সহিত মিলিত হন। ইবনুল-জাওযী একটু ভিন্ন ধরনের বিবরণ দেন এবং আরও বিশদ বর্ণনা যোগ করিয়া বলেন, তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন, তিনি তাঁহার ধর্ম বিশ্বাসের অপরাধে সুলতান তুগরুল বে' কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং তাঁহাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। তিনি অনুতপ্ত হওয়ার ভান করেন, মুক্ত হইয়া রায় গমন করেন এবং সেইখানে ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের নেতা আবু 'আলী আন-নীশাপুরীর সহযোগী হন। তিনি ইসমাঈলিয়া মতবাদের উপর আল-'আকীকা নামক একটি বই লেখেন এবং রায় অঞ্চলে ইনতিকাল করেন। রাওয়ান্দী ও ইবনুল-আছীর একমত যে, তিনি একজন প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি ও সুন্দর লিপিকার ছিলেন। রাওয়ান্দী আরও বলেন যে, ইসফাহানে তাঁহার হস্তলিখিত বেশ কিছু বই আছে।

তাঁহার পুত্র আহ'মাদও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাওয়ান্দীর মতে তিনি ইসফাহানে তাঁহার পিতার ধর্ম বিশ্বাসের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার পিতার পলায়নের সময় উৎপীড়িতও হন নাই। যাহা হউক, তিনি গোপনে কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন। শাহদিয নামক নগর দুর্গের দায়লামী সেনানিবাসের বালকদের স্কুল শিক্ষক হিসাবে তিনি কার্যরত ছিলেন। তিনি বালকদের পিতাদের নিকট মতবাদ প্রচার করেন এবং তাহাদেরকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নগর দুর্গের নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্য হন। তিনি ইহা বেশ কয়েক বৎসর স্বীয়

অধিকারে রাখেন। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হন (৫০০/১১০৭)। দুর্গ অধিকারের পর আহমাদকে ইসফাহানের রাস্তায় ঘুরানোর পর জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার শরীরের চামড়া ছাড়াইয়া ফেলা হয়। তাঁহার ছিন্ন মস্তক বাগদাদে পাঠান হয়। ইবনুল-আছীীরের মতে তিনি ছিলেন একজন মূর্খ লোক। তাঁহার প্রতি হা'সান-ই সাব্বাহ-এর শ্রদ্ধা তিনি স্বীয় পিতার কারণেই লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ৯খ, হায়দরাবাদ ১৩৫৯ হি., পৃ. ১৫০-১; (২) বুন্দারী, ইমাদুদ্দীন, Histoire des Seldjoucides, সম্পা. M. Th. Houstma লাইডেন ১৮৮৯ খ., পৃ. ৯০-২; (৩) জাহীরুদ্দীন নীশাপুরী, সালজুক-নামাহ, তেহরান ১৩৩২ হি., পৃ. ৪০-২; (৪) রাওয়ান্দী, রাহাতু'স-সুদূর, সম্পা. মু. ইকবাল, লন্ডন ১৯২১ খ., পৃ. ১৫৫-৬, ১৫৯-৬১; (৫) ইবনুল-কালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশক, সম্পা. H. F. Amedroz, বৈরুত ১৯০৮ খ., পৃ. ১৫১-৬; ফরাসী অনু. R. Le Tourneau, Damas de 1075 a 1154 দামিশক ১৯৫২ খ., পৃ. ৬৬-৭৩ (আহুদিয় দখলের বিজয়পত্র); (৬) ইবনুল-আছীীর, কামিল, ১০খ, ২১৫-৭; ২৯৯-৩০২; (৭) জুওয়ায়নী, ৩খ, ১৮৯= অনু. Boyle, ২খ, ৬৬৩; (৮) রাশীদুদ্দীন, জামি'উত-তাওয়ীরীখ, কিসমাত-ই ইস্‌মা'ঈলিয়ান, সম্পা. মু. তাকী দানিশপানুহ, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯, পৃ. ৯৯, ১১৬, ১২২ ইত্যাদি; (৯) আবুল-কাসিম কাশানী, তা'রীখ-ই ইস্‌মা'ঈলিয়া (যুবদাতুত-তাওয়ীরীখ হইতে গৃহীত), সম্পা. মু. তাকী দানিশপানুহ, বার্তাজ ১৩৪৩ সা. হি., পৃ. ১২২; (১০) M. G. S. Hodgson, The Order of Assassins, হেগ ১৯৫৫ খ., নির্ঘণ্ট; (১১) মুসতাহফা গালিব, আ'লামুল-ইস্‌মা'ঈলিয়া, বৈরুত ১৯৬৪ খ., পৃ. ১৪৪-৫; (১২) মু. মিহর য়ার, মাহদিয় কুজা আন্ত? নাশরিয়্যা-ই দানিশকাদা-ই আদাবিয়্যা-ই ইসফাহান এ, ১খ, (১৩৪৩/১৯৬৫); ১১৫-৬, ১৫৬-৭; (১৩) B. Lewis, The Assassins, লন্ডন ১৯৬৭ খ., নির্ঘণ্ট।

B. Lewis (E.I.²)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইবন 'আতাউল্লাহ (ابن عطاء الله) : তাজুদ-দীন আবুল-ফাদল (এবং আবুল-আব্বাস. দ্র. ইবন ফারহন, দীবাজ, কায়রো ১৩৫১ হি., পৃ. ৭০) আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল-কারীম ইবন 'আতাউল্লাহ আল-ইস্‌কান্দারী আশ-শায়িলী ছিলেন আরব দেশীয় সূফী এবং সূফী আবুল-আব্বাস আহ-মাদ ইবন 'আলী আল-আনসারী আল-মুরসী (মু. ৬৮৬/১২৮৭)-এর শিষ্য হিসাবে আল-শায়িলী (আবুল-হাসান আশ-শায়িলী, মু. ৬৫৬/১২৫৮) তারীকার অনুসারী। তিনি উভয় সূফীর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে লা'তা'ইফুল-মিনান ফী মানাকিবী'শ-শায়খ আবুল-আব্বাস ওয়া শায়খিহি আবুল-হাসান (তিউনিসিয়া ১৩০৪/১৮৮৬-৮৭; কায়রো ১৩২২/১৯০৪) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা শা'রানীর লা'তা'ইফুল-মিনান নামক গ্রন্থের হাশিয়ায় মুদ্রিত।

ইবন 'আতাউল্লাহ মূলত আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। কিন্তু তিনি কায়রোতে জীবন যাপন করেন এবং তথায় ১৬ জুমাদা'ছ-ছানী, ৭০৯/২১ নভেম্বর, ১৩০৯ সালে মাদরাসা মানসুরিয়ায় ইনতিকাল করেন। Brockelmann (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) ইবন 'আতাউল্লাহর বিশখানা গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এইগুলি প্রধানত সূফীতত্ত্ব ও সংসার বিমুখতা সম্পর্কে রচিত। ইহাদের ছয়খানা মুদ্রিত ও অবশিষ্টগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে

রহিয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-হিকামুল-'আতা'ইয়া, যাহা উপদেশমূলক বাণীসমূহের একটি সংকলন এবং ইহার প্রকাশ ভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর। আধুনিককাল পর্যন্ত ইহার অনেক ভাষ্য রচিত হইয়াছে। স্পেন দেশীয় সূফী ইবন 'আব্বাদ আর-রুন্দী (মু. ৭৯৬/১৩৯৪) কর্তৃক রচিত গায়ছু'ল-মাওয়াহিবিল-'আলিয়া (বৃলাক ১২৮৫/১৮৬৮) এই ভাষ্যগুলির অন্যতম। ইহাও জানা যায় যে, তিনি তাফসীর, হাদীছ, আরবী ব্যাকরণ ও আইনের প্রণালী (উসূল) বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (দ্র. দীবাজ, পৃ. ৭০)।

ইবন 'আতাউল্লাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ হা'সালী আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইবন তায়মিয়া (মু. ৭২৮/১৩২৮)-এর প্রধান প্রতিপক্ষদের অন্যতম। শাওয়াল, ৭০৭/মার্চ-এপ্রিল, ১৩০৮-এ ইবন তায়মিয়া (র) বন্দী হইলে ইবন 'আতাউল্লাহই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি ইবনুল-'আরাবী (দ্র.) ও অন্যান্য সূফীর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন অভিযোগই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। আল-বিরযালী (দ্র.)-এর মতানুসারে (ইবন কাছীর, ১৪খ, ৪৫) ইবন তায়মিয়া সূফীদের কতিপয় মতবাদের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া ইবন 'আতাউল্লাহ তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। যেমন আল্লাহর নামকে একক পদ হিসাবে বিশেষ্য অথবা সর্বনামরূপে উল্লেখ করার যিকর-এর প্রচলিত নিয়ম (আল-ইসমুল-মুফরাদ মুজহারান ওয়া মুদ্‌মারান)। ইহাকে তিনি তাঁহার মাজমু'আতু'র-রাসা'ইল ওয়া'ল-মাসাইল (৫ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪১-৪৯ হি.), ৫খ, ৮৬ পৃ.-তে বিদ'আত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে ইবন তায়মিয়া এই বিদ'আতকে আল-গাফালী (র) (দ্র.)-র প্রতি আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরুও বলিয়াছেন যে, তাঁহার কতিপয় সমকালীন ব্যক্তিও এই অপরাধে অপরাধী (ওয়া হাযা ওয়া আশবাহুহ ওয়াকা'আলি-বা'দি মান কানা ফী যামানিনা)। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ ইবন 'আতাউল্লাহর প্রতি প্রযোজ্য। তাঁহার একটি গ্রন্থের শিরোনাম আল-কাসদুল-মুজাররাদ ফী মা'রিফতি'ল-ইসমিল-মুফরাদ (কায়রো (১৯৩০ খ.))।

শাফি'ঈ (সুব্বী, তাবাকাতু'শ-শাফি' ইয়াতি'ল-কুব্বা, ৫খ, ১৭৬) এবং মালিকী (ইবন ফারহূ'ন, দীবাজ, পৃ. ৭০) উভয় দলই ইবন 'আতাউল্লাহকে তাঁহাদের মতাবলম্বী বলিয়া দাবী করিয়াছে। তাঁহাকে কায়রোর কারাফা কবরস্থানে দাফন করা হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার কবর যিয়ারাতের জন্য সেখানে বহু লোকের সমাগম হইত। ইহা দক্ষিণ-পূর্বদিকের কবরগুলির স্থানে অবস্থিত (দ্র. L. Massignon, La Cite des Morts au Caire in BIFAO lvii, 67)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও দ্র. (১) Brockelmann ২খ., ১৪৩-৪, পরিশিষ্ট ২খ., ১৪৫-৭; (২) H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimiya. দামিশক ১৯৩৯ খ., নির্ঘণ্ট শিরো.; (৩) আবুল-ওয়ালী আল-গুনায়মী আত-তাফতায়ানী, ইবন 'আতাউল্লাহ আস-সিকান্দারী ওয়া তাসাওউফুহ (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৪) জামালুদ্দীন আশ-শায়াল, আ'লামুল-ইস্‌কান্দারিয়া, কায়রো ১৯৬৫ খ., পৃ. ২১৩-২২।

G. Makdisi (E.I.²)/ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

ইবন 'আব্দ রাববিহি (ابن عبد ربه) : আবু 'উমার আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দ রাববিহি, আন্দালুসের একজন লেখক ও কবি। তিনি কর্ডোভায় ১০ রামাদান, ২৪৬/২৯ নভেম্বর, ৮৬০ সালে

জনাগ্রহণ করেন এবং একই শহরে কয়েক বৎসর ধরিয়্যা পক্ষাঘাত রোগ ভোগের পর ১৮ জুমাদা'ল-উলা. ৩২৮/৩ মার্চ, ৯৪০ সনে ইনতিকাল করেন। সেইখানকার বানু'ল-'আব্বাস গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষ সালিম (ভিন্ন বর্ণনায় হুদায়র) হিশাম ইবন 'আবদি'র-রাহমান আদ-দাখিলের মাওলা (মুক্তদাস) ছিলেন। তথাপি তিনি প্রথম মুহাম্মাদ (মু. ২৭০/৮৮৬)-এর শাসনকাল হইতে আন-নাসির (৩০০/৯১২-৩৫০/৯৬১)-এর শাসনের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত মারওয়ানী বংশীয় শাসকদের সরকারী স্তুতি রচয়িতা কবিদের অন্যতম ছিলেন। এই ধরনের কবিতা রচনায় তিনি মধ্যম ধরনের কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যৌবনকালে লিখিত প্রেম-কবিতায় তিনি অধিকতর সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধকালে তিনি ইহার সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন একই মাত্রা এবং ছন্দে লিখিত সূফী সাধনামূলক কবিতা। তিনি এইগুলির নামকরণ করিয়াছিলেন আল-মুমাহুহিসাত (المحصات) অর্থাৎ পাপমোচনকারী কবিতাসমূহ। তাহার প্রচুর কাব্য রচনাবলী আন-নাসির-এর জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং আল-হুমায়দী (apud, . যাকু'ত, ৪খ, ২১৫) ইহার ২০ খণ্ডের (اجزاء) বেশী দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল মুওয়াশশাহাত (د. ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে একটি নীতিমূলক উরজুয়া (أرجوزة) কবিতা। এই কবিতাটি তেমন কোন মূল্যবান তথ্যপূর্ণ ছিল না। কেননা ইহাতে প্রায় কোন নূতন তথ্য ছিল না, এমন কি স্পেন সম্বন্ধেও না। ইবন 'আব্দ রাববিহি এই কবিতাটি তাহার প্রধান গ্রন্থের ১৫শ অধ্যায়ের শেষভাগে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানায় তিনি স্বীয় বহু সংখ্যক রচনা বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন এবং ইহার নাম দিয়াছিলেন আল-'ইকদ বা কণ্ঠহার। পরবর্তীকালে সাহিত্যিকরা আল-'ইকদ-এর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন আল-'ইকদুল-ফারীদ 'অননা কণ্ঠহার'। এই নামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থখানাকে ২৫টি অধ্যায়ে (كُتَاب), আবার প্রতিটি অধ্যায়কে দুইটি পরিচ্ছেদে (جزء) ভাগ করিয়া সব কয়টি অধ্যায় كُتَاب কে এক একটি মূল্যবান পাথরের নামে নামকরণ করিয়াছেন : (১) আল-লু'লু'আ, (২) আল-ফারীদা, (৩) আয-যাবারজাদা ইত্যাদি; ১৩শ অধ্যায়কে বলা হয় আল-ওয়াসিলা (মধ্যবর্তী) (হীরক) এবং শেষ ১২টি অধ্যায় বিপরীত ক্রমানুসারে প্রথম ১২টির অনুরূপ নাম বহন করে, কেবল ইহার সহিত আছ-ছানিয়া (দ্বিতীয়) শব্দটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, ২৩তম অধ্যায়কে বলা হয় আয-'যাবারজাদাতু'ছ-ছানিয়া।

আল-'ইকদ মূলত একখানা আদাব গ্রন্থ। ইহার উপাদানসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে আল-জাহিজ, ইবন কুতায়বা ও অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে, যাহারা 'আরব কৃষ্টির মৌলিক পদার্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব, ইহাকে জ্ঞানের এক রকম বিশ্বকোষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, যাহা উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির কার্যে সাহায্য করিবে এবং ইহা মোটামুটি সাধারণ কৃষ্টির ধারণাসমূহের সুনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীবিন্যাসের একটি সার্থক প্রচেষ্টা; ১ম অধ্যায় প্রশাসন; ২য় যুদ্ধ-সংঘাত; ৩য় দানশীল ব্যক্তিবর্গ; ৪র্থ, প্রতিনিধি প্রেরণ; ৫ম, বাদশাহদেরকে সম্বোধনের নিয়মকানুন; ৬ষ্ঠ, ধর্মীয় জ্ঞান ও সদাচরণের মূল নীতিসমূহ (أُذْيُ); ৭ম, প্রবাদ বাক্যসমূহ; ৮ম ধর্মোপদেশ ও ধর্মপরায়ণতা; ৯ম, শোক প্রকাশ ও শোকগাথা; ১০ম প্রাচীন 'আরবদের বংশবৃত্তান্ত ও তাহাদের সদগুণাবলী; ১১শ. বেদুঈনদের বক্তৃতা; ১২শ উত্তরমাল্লা; ১৩শ ব্যাগাভা; ১৪শ. পত্র বিনিময় সংক্রান্ত কলাকৌশল; ১৫শ.

খলীফাদের ইতিহাস; ১৬শ. যিয়াদ, হা'জ্জাজ, তালিবীগণ, বারমাকীগণ; ১৭ম, আয়্যামুল-'আরাব, ১৮শ, কবিতার সদগুণাবলী ১৯তম, মাত্রাবিজ্ঞান; ২০তম, বাদাসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত; ২১তম, নারী জাতি; ২২ তম, গল্প ও কাহিনী, ২৩তম, জীবজন্তু ও মানব স্বভাব; ২৪তম, খাদ্য ও পানীয়, ২৫তম, বিচিত্র কাহিনী।

এই বিশ্বকোষখানার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্বেক্ত উরজুয়াটির কিয়দংশ ছাড়া ইহাতে আন্দালুসীয় উৎসজন্মিত কোন কাহিনী বা প্রথার উল্লেখ মোটেই পাওয়া যায় না। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবল স্পেনে কিছু খাঁটি প্রাচ্য দেশীয় তথ্যের প্রচলন সাধন করা। বুওয়ায়হী উযীর সাহিব ইবন ('আব্বাদ (দ্র.)-এর উক্তি এই ব্যাপারে সর্বজনবিদিত। জনগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট অতি প্রশংসিত আল-'ইকদ গ্রন্থখানা পঠিত হওয়ার পর তিনি হতাশাব্যঞ্জক ভাষায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ইহা আমাদেরই সম্পদ যাহা আমাদের প্রতি প্রতর্পিত হইয়াছে।" আর ইহা লক্ষণীয় যে, ইবন হায়ম মুসলিম স্পেনের সমর্থনে লিখিত তাঁহার গ্রন্থে ইবন 'আব্দ রাববিহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। যদিও ইহা সত্য যে, তাঁহার স্বদেশবাসী আশ-শাকুনদী স্বীয় রিসালায় তাঁহাকে 'আদাব রীতির উস্তাদ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইবন 'আব্দ রাববিহ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই শ্রেণীতে ছিলেন, যেই শ্রেণীতে তাঁহার পূর্ববর্তীকালে ছিলেন আল-জাহিজ এবং পরবর্তীকালে ছিলেন কিতাবুল-আগানীর প্রণেতা আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী। যদি এই দুইজন "সাহিত্য ও ভাষার বৈচিত্র্যে" তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, তবুও "পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা"য় তাহার মর্যাদা ছিল তাঁহাদের উপরে। এই জন্য ফু'আদ বুসতানী তাঁহাকে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সাহিত্যিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মুতানাববী তাঁহাকে সালীহ'ল-আনদালুস (صليح الاقللس) বা আন্দালুসের মধুরভাষী সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আল-'ইকদুল-ফারীদ-এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, বলাক ১২৯৩/১৮৭৬: কায়রো ১৩০৩/১৮৮৫-৬, ১৩০৫, ১৩১৭, ১৩২১, ১৩৪৬/১৯২৭ ও বৈরুত ১৯৫১-৫। মুহাম্মাদ শাকী' ইহার নিখুঁতমালা (indexes) ও বর্ণনানুক্রমিক সূচীপত্র (Concordances) প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা ১৯৩৫-৩৭ খৃ. ১৯৪০-৫৩ খৃ. ইহার সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর এইগুলির প্রয়োজনীয়তা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। নিখুঁতসহ এইটিই ছিল গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ। প্রাচীন 'আরবদের সহিত সম্পর্কীয় ইহার কিছু কিছু অংশ Fournel কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে -Lettres sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme নামে প্যারিস ১৮৩৬-৮। সঙ্গীত বিষয়ক অংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন H. G. Farmaer. Music the priceless jewel প্রাচ্যের লেখকগণের সঙ্গীত সংগ্রহ, সম্পা. H. G. Farmer, & Bearsden Scotland ১৯৪২। মুখতার'ল-'ইকদিল-ফারীদ নামে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইয়াছে, ২য় সংস্করণ, কায়রো ১৩২৮/১৯১০। ইহার শেষভাগে কঠিন শব্দসমূহের শব্দকোষ সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ছা'আলিবী, যাতীমা, ১খ, ৩০০-৪, ৪১২-৩৬; (২) ইবন খাকান, মাতমাহ'ল-আনফুস, ইস্তাবুল ১৩০২/১৮৮৪-৫, ৫১-৩; (৩) দাব্বী, বুগয়া, ১৩৭-৪০; (৪) ইবনুল-ফারাদী, তারাজিম 'উলামাই'ল-আনদালুস, ১খ, ৩৭; (৫) যাকু'ত, মু'জামুল-উদাবা, ৪খ, ২১১-২৪

(ইরশাদ, ২খ, ৬৭-৭২); (৬) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ৩২-৩; (৭) সুযুতী, বুগয়া, পৃ. ১৬১; (৮) মাককারী, Analectes, index (৯) Pons boigues, Ensayo, ৫১-৭; (১০) Ganzalex Palencia, Literatura², পৃ. ১২৭-৯; (১১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ২খ, নির্ঘন্ট, ৩খ, পৃ. ৪৯২-৩; (১২) Brockelmann, ১খ, ১৫৪, S I, পৃ. ২৫০-১; (১৩) Dj Dibbur, ইবন 'আবদ রাববিহ ওয়া 'ইক্‌দুহ্, বৈক্রত ১৯৩৩ খৃ.; (১৪) ঐ গ্রন্থকার, F. Bustani দাইরাতুল'-মা'আরিফ-এ ৩খ., ৩৩৬-৪০; (১৫) ইবনুল'-ইমাদ, শাযারাতু'য'-যাহাব, ২খ, ৩১২; (১৬) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ, ১৯৩ প.; (১৭) দা. মা. ই. (উর্দু), ২য় সং, ১৪০০/১৯৮০, শিরো।

C. Brockelmann (E.I.²)/ছেয়দ লুৎফুল হক

ইবন 'আবদাল (দ্র. আল-হাকাম ইবন 'আবদাল)

ইবন 'আবদি'জ জাহির (ابن عبد الظاهر) : মুহয়িদীন আবুল'-ফাদল 'আবদুল্লাহ ইবন রাশীদুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ 'আবদু'জ-জাহির ইবন নাশওয়ান ইবন 'আবদি'জ-জাহির ইবন নাজদা আস-সাদী আর-রাওহী, কায়রোতে ৬২০/১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ৬৯২/১২৯২ সালে ইনতিকাল করেন (Wustefeld, Geschichtschreiber, No. 366)। মিসরের মামলুক সুলতান বায়বার্স কালাউন ও খালীল-এর অধীনে অধিকাংশ সময় তিনি ব্যক্তিগত সচিব, কাতিবুস-সিরর বা সাহিব দীওয়ানি'ল-ইনশা' (দ্র. ইনশা')-রূপে কায়রোতে অবস্থান করেন। আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স (৬৬১/১২৬২)-এর সালতানাতকে বৈধকরণের জন্য আহ'মাদ আল-হাকিম বি আমরিলাহকে 'আব্বাসীয় খলীফারূপে ক্ষমতাসীন করানোর ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন, সেই সম্বন্ধে মাকরীযী বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আল-হাকিমের বংশতালিকা রচনা করেন যাহা কাযী দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং অভিজাতদের সমাবেশে পাঠ করা হয়। তিনি বায়বার্সের 'আহাদ (শপথনামা)-ও রচনা করেন যাহা খলীফা পরে পাঠ করিয়াছিলেন (সুলুক, ১খ, ৪৭৭; 'আহাদের জন্য দেখুন কাসতাল্লানী, সুবহ'ল-আশা, ১০ম ১১৬ পৃ.) তিনি তাঁহার দফতরে আগত সমস্ত চিঠি পড়িতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল চিঠি ও দলীলের খসড়া তিনি নিজে প্রস্তুত করিতেন। তিনি আবিসিনিয়ার রাজাকে একটি উত্তর প্রদান করেন, এই রাজা তাঁহার জন্য একজন যোগ্য ধর্মযাজক নিয়োগের জন্য কপটিক মহাযাজকের প্রতি নির্দেশ প্রার্থনা করিয়া সুলতানকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (সুলুক, ১খ, ৬১৬ প. টি.)। বায়বার্সের সহিত যখন মিত্রতার প্রস্তাবসহ মোঙ্গলপ্রধান বারকা একজন দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন ইবন 'আবদি'জ-জাহির নিজে উক্ত চুক্তিনামাটি রচনা করিয়া তাহা সুলতান ও আমীরদের সামনে পাঠ করেন (সুলুক, ১খ, ৪৯৭)। বায়বার্স যে তাকলীদ দ্বারা তাঁহার নিজ পুত্র আল-মালিক আস-সান্দকে স্বীয় উত্তরাধিকারী (ওয়ালী 'আহাদ) মনোনীত করেন, উহার মুসাবিদা তিনি নিজেই তৈরি করেন (সু'বহ'ল-আ'শা', ১০খ, ১৬২, ১৭ প.) এবং ৬৭৪/১২৭৫-৬ সালে অনুষ্ঠিত ঐ পুত্রের সহিত ক'লাউন কন্যার বিবাহ-পত্রের (কুতবা সাদাক') খসড়াও তিনিই প্রস্তুত করেন (প্রাগুক্ত, ১৪খ, ৩০০ প.)। ৬৭৯/১২৮০ সালে ক'লাউনের নির্দেশে তিনি একটি দলীল প্রস্তুত করেন যাহা দ্বারা ক'লাউনের পুত্র আল-মালিকু'স-সালিহ 'আলাউদ্দীনকে (প্রাগুক্ত, ১০খ, ১৭৩ প.; তু. তাশরীফ, ২০০ প.) এবং

তাহার পরে অন্য পুত্র আল-মালিক আল-আশরাফ খালীলকে (প্রাগুক্ত, ১০খ, ১৬৬ প., তাশরীফ ২৬৪-৫১) তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। 'আলাউদ্দীন ৬৮৭/১২৮৮ সালে তাহার পিতার জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। ফলে কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার ভ্রাতা খালীল তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন (সুলুক, ১খ, ৭৪৪; তাশরীফ, ২৮৮)। এই সন্দেহে এবং ইবন 'আবদি'জ-জাহির কর্তৃক খালীলের জন্য প্রস্তুতকৃত তাক'লীদ-এ 'আলাউদ্দীনের নাম সংযুক্ত করিতে ক'লাউন অস্বীকৃতি জানান, এমন কি ইবন 'আবদি'জ-জাহিরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী যখন তাঁহার নিকট ইহা পেশ করেন তখনও তিনি পুনরায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন—এই দুইয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা আছে (সুলুক, ১খ, ৭৫৬ প.; ইবন তাগ'রিবিরদী, নুজুম, ৮খ, ৩ প.)। বস্তুত মূল গ্রন্থে ক'লাউনের নামের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে প্রথমাবস্থায় ক'লাউন খালীলকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তখন আরমেনিয়াতে যুদ্ধ বিরতিকালে (৬৮৪ হি.) খালীল তাঁহার পিতা ও ভাইয়ের সহিত শপথ গ্রহণ করেন, এমন কি ক'লাউনের মৃত্যুর (৬৮৯ হি.) পরেও সৈন্যবাহিনী তাঁহার প্রতি প্রভুভক্তির শপথ নবায়ন করিয়াছিল (সুলুক, ১খ, ৭৫৬)। তাশরীফ-এর গ্রন্থকার দুই ভাইয়ের মধ্যকার সুসম্পর্কের উপর জোর দিয়াছেন। এই সম্পর্ক—'আলাউদ্দীন যখন খালীলের বিবাহের ব্যবস্থা করেন তখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

ইবন 'আবদি'জ-জাহিরের নিকট কাযী-মুল-ফাযিল একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি নিজেই একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহার অনেক সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিয়োগকর্তাদের সম্মানে এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন (দেখুন, তাশরীফ)। সরকারী নথিপত্র ছাড়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যাহা উত্তরকালের লেখকদের জন্য খুবই সহায়ক হইয়াছে। কিতাবুর-রাওদী'ল-বাহিয়ী'জ-জাহিরঃ ফী খিতা'তি'ল-মু'আযযিয়া আল-ক'হির (كتاب الروض البهي الظاهرة في خطط المعزية القاهرة) নামক গ্রন্থটিকে মাকরীযী তাঁহার খিতাত-এ প্রধানত ফাতিমীয় আমলের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন (তু. Becker, Beitrage, 23, 30.; Guest in JRAS, 1902. 120, 125)। ইবন তাগ'রিবিরদীও ইহা ব্যবহার করিয়াছেন (নুজুম, ৪খ, ২৪, ৪১, ১০২ প্রভৃতি)। তিনি তাঁহার সময়ের তিনজন সুলতানের জীবনী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সীরাতু'স-সুলতান আল-মালিক আজ-জাহির বায়বার্স (سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس) নামক গ্রন্থটি (পাণ্ডুলিপি আংশিকভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিস ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে) মাকরীযী, নুওয়ায়রী ও শাফি'আল-আসক'লানী কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শেয়োক্‌ গ্রন্থকার হু'সনুল'-মানাকিব নামে ইহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন (দেখুন, Moberg, p. xvii)। তাঁহার তাশরীফুল'-আয়্যাম ওয়াল'-উসূর ফী সীরাতি'ল-মালিক আল-মানসূর (تشریف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور) (সম্পা., মুরাদ কামিল, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পূর্বোক্ত) নামক গ্রন্থে ক'লাউন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটি বেনামী এবং যদিও কোন নিশ্চিত প্রমাণ বর্তমান নাই, তবু ইহা সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, সম্পাদক (ও Casanova) রচনা গ্রন্থটির সঠিকভাবেই ইবন 'আবদি'জ-জাহির-এর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। তিনি

তাঁহার জীবনী ও তাঁহার কিছু দলীলপত্রসহ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। আল-আশরাফ খালীলের জীবনীর যে অংশ টিকিয়া আছে মোবার্গ (নীচে দেখুন) তাহা সম্পাদনা করিয়াছেন। সংবাদবাহী পায়রা সম্পর্কে তিনি তামাইমুল-হামাইম (تائم الحائم) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন (মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ২৩১)। সুবহ'ল-আ'শা (১খ, ১০৪)-এর বিবরণ মতে বায়বার্গের আমলে দীওয়ানুল-ইনমাতে তিনজন কুতাব (সচিব) ছিলেন। ইবন 'আবদি'জ-জাহির এইগুলির প্রধান ছিলেন এবং তাঁহার পদের নাম ছিল কাতিবু'স-সিরর বা সা'হিবুল-ইনশা'। কালাউন কর্তৃক ঐ পদে তাঁহার পুত্র ফাতহ'দ-দীনকে নিয়োগ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। এই শেষোক্ত বিষয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়াছে। মাকরীযীর বর্ণনা মতে (সুলুক, ১খ, ৬৮২, খিতাত, ২খ, ৩২৪) ৬৭৯/১২৮০ সালে ইবন 'আবদু'জ-জাহির কর্তৃক দীওয়ানুল-ইনশাতে 'আলাউদ্দীনের জন্য তাকলীদ রচনার পর ঘটনাক্রমে ফাখরুদ্দীন ইবরাহীম ইবন লুকমান উযীরের পদ হইতে বরখাস্ত হন এবং দীওয়ানুল-ইনশাতে ইহার সা'হিব (প্রধান) হিসাবে ফিরিয়া আসেন। ইবন তাগরিবিরদী বলেন (নুজুম, ৭খ, ৩৩৮), ফাখরুদ্দীন শেষ আয়ুবীদের ও প্রাথমিক তুর্কীদের অধীনে কালাউন তাঁহাকে উযীর নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত ক'তিবুল-ইনশা' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—কালাউন-এর অনুমোদন ক্রমে। ইবন 'আবদি'জ-জাহিরের পুত্র ফাতহ'দীনকে দীওয়ানে তাঁহার উত্তরসূরী মনোনীত করা হয় এবং তিনি উক্ত পদে দীর্ঘদিন বহাল থাকেন। এইভাবে তিনি ইবন 'আবদি'জ-জাহিরকে তাম্বিল করেন, এমন কি উল্লেখ করেন যে, ফাতহ'দীন প্রথম কাতিবু'স-সিরর ছিলেন (২৯৩, ৩৩৩)। সুযুতীও একই রকমের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, হ'সনুল-মুহাদ্দারা ফী আখবার মিসর ওয়াল-কা'হিরা (حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة) কায়রো, ১৩২১/১৯০৩, ২খ, ১৪৭। উভয়েই আস-সাফদীকে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (একইভাবে ইবন খালদুন, ইবার, ৫খ, ৩৮২ ও ইবন ইয়াস, ১খ, ১০১)।

এই ক্ষেত্রে মনে হয়, আসলে প্রাথমিক অবস্থায় দফতরটি উযীর বা দাওয়াদারের অধীনে ছিল এবং কালাউন উহাকে (বায়বার্গের ইঙ্গিতানুসরণে) সরাসরি সুলতানের অধীনে লইয়া আসেন। আল-মাহ্দীর ঘটনা হইতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রাথমিক কালের শাসকদেরও গোপন সচিব ছিল (তাবারী, ৩খ, ৫২৮ প.), ইবন তাগরিবিরদী কর্তৃক প্রাথমিক কালের শব্দ ব্যবহার হইতেও ইহা প্রতিপন্ন হয় (নুজুম, ৭খ, ৩৩৫-৪৩)।

এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ইবন 'আবদি'জ-জাহির গোপন সচিব হিসাবে সরকারী কর্মকাণ্ডে অধিক জড়িত ছিলেন এবং তাঁহার ইতিহাসে ফাখরুদ্দীনের ভূমিকা নির্ণয় করা একটি জটিল ব্যাপার। ইবনুল-ফুরাত একটি আকর্ষণীয় দলীল উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিরিয়ার সেনাধিনায়ক হিসাবে ফাখরুদ্দীনের জন্য রাবী'উল-আওয়াল, ৬৭৯/জুলাই, ১২৮০ সাহিবুল-ইনশা, কর্তৃক একটি তাকলীদ প্রস্তুত করা হয় (তাশরীফ, ১৯০ প.)। ৬৭৮ হিজরীতে একজন আমীরের জন্য রচিত একই রকমের একটি তাকলীদ হইতেও এই পদে ফাতহ'দীনের তৎপরতা প্রতিপন্ন হয় (প্রাগুক্ত, ২৬; তু. ৬৭৯, ১৯৩, ১৯৮) এবং ইহার পরবর্তী বৎসরগুলির অন্যান্য দলীল-দস্তাবেযেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে ৬৮৭ হিজরীতে সিদ্ধ, হিন্দ, চীন ও ইরাকের ব্যবসায়ীদেরকে দেয়া একটি আমান (নিরাপত্তাপত্র) অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, ২৩৬)। যাহা হউক, ইবন 'আবদি'জ-জাহির এই বৎসরগুলিতে তাঁহার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন।

জুমাদায়ুল-আখির, ৬৭৯/অক্টোবর, ১২৮০ সালে তিনি কালাউনের নির্দেশানুসারে আল-মালিক আস-সালিহের জন্য একটি তাফবীদুস-সালতানা রচনা করেন (প্রাগুক্ত, ২০০ প.; সুবহ'ল-আ'শা, ১০খ, ১৭৩ প.)। রাবী'উ'ল-ছানী, ৬৮৪/জুন, ১২৫৮ সনে তিনি যাহুদীদের নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রস্তুত করেন (তাশরীফ, ২১৮; সুবহ'ল-আ'শা, ১১খ, ৩৮৬ প.)। রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৯১/মার্চ, ১২৯২ সালে ফুতুওয়ার সদস্য হিসাবে কুরদুল-হাফারীর দীক্ষার জন্য তিনি একটি ডিক্রী লিপিবদ্ধ করেন (ডিক্রীর মূল পাঠের জন্য দেখুন, সুবহ'ল-আ'শা, ১২খ, ২৭৪ প.; জার্মান অনুবাদ, Moberg, 70 প.; আরবী, ৬৪ প.; জার্মান অনুবাদ F. Taeschner, in F. taeschner and G. Jaschke, Aus der Gesch. d. Islam, Oriens, Tubingen 1949)। একই বৎসর তিনি খালীলের মাদরাসা ও 'তুরবা' এবং পিতা কালাউনের কু'ব্বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল-খালীলের একটি ওয়াক'ফ দলীল লিপিবদ্ধ করেন (Moberg in Le Monde Oriental, xii, 1918)। যাহুদীদের উপর জারীকৃত ঘোষণার জন্য সুলতান তিনটি খসড়া পাইয়াছিলেন : দুইটি ইবন 'আবদি'জ-জাহিরের নিকট হইতে এবং তৃতীয়টি একজন কাতিবের নিকট হইতে। এই সব হইতে মনে হয় যে, পিতা ও পুত্র কিছুকাল একই সঙ্গে দীওয়ানে কর্মরত ছিলেন।

ফাতহ'দীন কায়রোতে ৬৩৮/১২৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল কালাউনের অধীনে, অতঃপর আল-আশরাফ খালীলের অধীনে চাকরী করিয়া ৬৯১/১২৯২ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার পিতাকে অত্যধিক সম্মান করিতেন। তাঁহার সম্মানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। জামি' ইবন 'আবদি'জ-জাহির নামের এই মসজিদে ৬৮৩/১২৮৪ সালে প্রথম খুতবা পাঠ করা হয়। মসজিদটি আল-কারাফাস-সু'গ'রাতে অবস্থিত এবং ৬৯২/১২৯৩ সালে ইবন 'আবদি'জ-জাহিরের মৃত্যুর পর তাঁহাকে ইহার সন্নিকটেই দাফন করা হয়। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার গৃহের পার্শ্ববর্তী সড়কটির নামকরণ করা হয় দারব ইবন 'আবদি'জ-জাহির। কাতিবু'স-সিরর হিসাবে "তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন এবং তাঁহার সহকর্মীদেরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন" (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩খ., ৩৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মাকরীযী, খিতাত, ১ম-২য়, কায়রো ১২৭০/১৮৫৩; (২) সুলুক, ১খ, কায়রো ১৯৩৪-৬; (৩) ইবন তাগরিবিরদী, নুজুম ১-১২ খ, কায়রো ১৩৪৮/১৯২৯-১৩৭৫/১৯৫৬; (৪) Quatremere, Histoire des Sultans Mamelouks par Makrizi, প্যারিস ১৮৪০-৫ খ.; (৫) Casanova, L' Historien Ibn Abd Adh-Dhahir, (Mem. publ, par les membres de la mission archeologique au Caire, tome vi, 493-505); (৬) A. Moberg, Ur Abd Allah Ibn Abd ez-Zahirs Biografi over Sultanen el-Melik el-Asraf Halil ('আরবী ও সুইডিশ), অভিসন্দর্ভ, লুন্ড ১৯০২ খ.; (৭) E. Strauss in WZKM, xlv (1938), 191-202; (৮) C. H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam ১খ, স্ট্রাসবার্গ ১৯০২ খ.; (৯) W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staat skanzlei im islamischen Agypten, হামবুর্গ ১৯২৮ খ.;

(১০) J. Sauvaget, *Historiens Arabes (Initiation a l' Islam)* প্যারিস ১৯৪৬ খৃ.; (১১) Brockelmann, I, 318 S.I, 551. বায়বার্দের জীবনীর আংশিক সংস্করণ ও অনুবাদ সৈয়দ ফাতেমা সাদেকের গ্রন্থে আছে Baybars I of Egypt, ঢাকা ১৯৫৬ (তু. Arabica, ৫খ, (১৯৫৮), ২১১-২-এ Cl. Cahen- এর এবং BSOAS, xxii (1959), 143-5; P.M.Holt-এর পর্যালোচনা); পূর্ণ পুস্তকটি পাণ্ডুলিপি আকারে ফাতিহ-এ সংরক্ষিত আছে (নং ৪৩৬৭), এবং ইহা ড. এ. এ. খুওয়াইতের সম্পাদনা করিয়াছেন (London Ph. D. thesis 1960) এবং ইহা প্রকাশিত হইবে।

J. Pedersen (E.I.²)/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব (ابن عبد الوهاب) : আশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব (র) একজন হাম্বলী ধর্মতাত্ত্বিক ও ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১১৫/১৭০৩ সালে মধ্যনাঙ্গ-এর 'উয়ায়নাতে জনগ্রহণ করেন। এই স্থানটি ছিল একটি মরুদ্যান এবং তৎকালে কিছুটা সমৃদ্ধিশালী। ইহার আগেই নাঙ্গদে হাম্বলী মায'হাবের কয়েকজন প্রতিনিধির আবির্ভাব হইয়াছিল। যুবক মুহাম্মাদ এমন একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন যাহাতে এই মায'হাবের কতিপয় বিখ্যাত 'আলিম জনগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ সুলায়মান ইবন মুহাম্মাদ ছিলেন নাঙ্গদ-এর মুফতী। তাঁহার পিতা 'আবদুল-ওয়াহাব ছিলেন আমীর 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ-ইবন মু'আম্মার-এর শাসনকালে 'উয়ায়নার ক'াদী। তিনি শহরের মসজিদে হ'াদীছ' ও ফিক'হশাস্ত্র শিক্ষা দান করিতেন এবং হাম্বলী মায'হাবে অনুপ্রেরণাদায়ক কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি আংশিকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব-এর শিক্ষা আরম্ভ হয় তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে। তিনি কুরআন মাজীদ হি'ফজ' করেন এবং প্রথমে শায়খ মুওয়াফফাকু'দীন ইবন কু'দামা (মৃ. ৬২০/১২২৩)-এর গ্রন্থাবলী, বিশেষ করিয়া তাঁহার 'উমদা গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে হাম্বলী মায'হাব অধ্যয়ন করেন। শায়খ ইবন বিশর-এর মতে এই গ্রন্থখানা সেই সময়ে অতি নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত (এই গ্রন্থকার ও 'উমদা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য H. Laoust, *Le precis de droit d'Ibn Qudama*, PIFD সিরিজ-এ, বৈরুত ১৯৫০ খৃ.)।

যুবক ধর্মতাত্ত্বিক অচিরে 'উয়ায়না ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ অবস্থায় তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় নাই। সম্ভবত যেহেতু তিনি সূ'ফী সাধকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বেদুঈনদের মধ্যে বহুল প্রচলিত বিধর্মী আচরণের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রচার কার্যত শুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং যেহেতু আমীর এই বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করার ব্যাপারে খুব কমই আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণেও হইতে পারে যে, যেহেতু 'উয়ায়না মরুদ্যানে জ্ঞানের উৎসসমূহ তুলনামূলকভাবে খুবই সীমিত ছিল। তরুণ শায়খ তাঁহার শিক্ষা সমাপনের জন্য অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার আবশ্যিকতা অনুভব করিলেন।

শিক্ষার অন্তিমভাগে তাঁহার দেশ ভ্রমণের কালানুক্রমিক বৃত্তান্ত খুব কমই জানা যায়। এইরূপে প্রথমে মক্কা শারীফে গমন করিয়া তিনি হাজ্জ সমাপন করেন। সেখানে তিনি দেখেন শিক্ষার মান নৈরাজ্যজনক। ইহার পর তাঁহার মদীনায় অবস্থান নিজের পরবর্তী চিন্তাধারার গতি নির্ধারণের চূড়ান্ত রূপ দান করিয়াছিল। মদীনায় বিশেষ করিয়া তিনি একজন হাম্বলী ধর্মতাত্ত্বিকের

সহিত সাক্ষাত করেন, যাহার চূড়ান্ত প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তিনি ছিলেন শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আন-নাঙ্গদী, যিনি ইবন তায়মিয়া (র)-এর নব্য হাম্বলীবাদের একজন সমর্থক ছিলেন এবং নিজে ছিলেন শায়খ 'আবদুল-বাকী আল-হাম্বলী (মৃ. ১০৭১/১৬৬১)-এর শিষ্য। 'আবদুল-বাকী ছিলেন বালাবাক-এর অধিবাসী এবং তিনি আল-বাহতী (দ্র.) এবং আল-মার'সির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি ('আবদুল্লাহ আন-নাঙ্গদী) মদীনায় দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। অতঃপর দামির্শক প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানে উমায়্যা মসজিদে শিক্ষা দান কার্যে রত থাকেন।

মদীনায় মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব আরও কতিপয় 'আলিমের সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বলী আস-সিক্কী (মৃ. ১১৬৫/১৭৫১)। তিনি ছিলেন একজন হাম্বলী, যাহার প্রভাব তাঁহার উপর খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না এবং মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান আল-কুরদী (মৃ. ১১৯৪/১৭৮০)।

মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব অতঃপর (সঠিক তারিখ অজ্ঞাত) বসরা গমন করেন যাহা তখনও ইসলামী কৃষ্টির কর্মতৎপর কেন্দ্র ছিল। মনে হয় তিনি এইখানে বেশ দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তাঁহার এমন কতিপয় শিক্ষকের নাম জানা যায় যাহাদের তিনি সেই সময় সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া মুহাম্মাদ আল-মাজমু'সির নাম যাহার নিকট তিনি ভাষ্যতত্ত্ব ও সীরাতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আরও সম্ভবত বসরার ন্যায় একটি মিশ্রিত জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরে আধ্যাত্মিক সুধীমণ্ডলীর অধিকতর প্রশস্ত চক্রের সহিত তিনি পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন যাহা তিনি অন্যত্র পান নাই বিশেষত সূ'ফী ভ্রাতৃসংঘসমূহ ও শী'ঈ উপদলগুলি সম্পর্কে। জনপ্রিয় পৌত্তলিকতার দৃশ্য—যেমন সূ'ফীদের নিজেদের পদ্ধতি এবং ইহার আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানসমূহ যেইগুলিকে হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যাসম্মত বলিয়া মনে করা সুকঠিন, মনে হয় এই তরুণ শায়খকে এই সময়ে ধর্মীয় সংস্কারের অভিযান চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি ১১৫২/১৭৩৯ সালে বসরা ত্যাগ করেন। যাহা হউক, এই সময়টাই ছিল তাঁহার শিক্ষাকালের সমাপ্তি এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালনার সূচনা। অজ্ঞাতনামা লেখকের লাম'উশ্-শিহাব ফী তা'রীখি মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব (সম্পা. আহমাদ এ. আবু হাকিমা, বৈরুত ১৯৬৭ খৃ.) নামক গ্রন্থের লোক-কাহিনীসুলভ বেশ কয়েকটি ঘটনা হইতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব বসরায় চার বৎসর অতিবাহিত করার পর বাগদাদ গমন করেন এবং এইখানে তিনি এক ধনাঢ্য মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তথায় তিনি পাঁচ বৎসরকাল অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় কুর্দিস্তানে, হামাদানে ও ইস্ফাহানে। এইখানে তিনি আগমন করেন আনুমানিক ১১৪৮/১৭৩৬ সালে নাদির শাহের রাজত্বকালের প্রথমদিকে। এইখানে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও সূ'ফীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। অতঃপর দামির্শক ও কায়রো গমন করেন। ইতিপূর্বে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-ও অনুরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

বসরা ত্যাগের পর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব হুরায়মিলা গমন করেন, যেইখানে তাঁহার পিতা (মৃ. ১১৫৩/১৬৪০) সবেমাত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইখানেই মুহাম্মাদ আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) সম্পর্কীয় তাঁহার প্রথম গ্রন্থ (كتاب التوحيد) রচনা করেন,

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহার প্রথম দিককার শাগিরদগণকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একত্র করেন। ইহার ফলে তিনি মরুদ্যানের শাসক পরিবারবর্গের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান কর্তৃক ও পিতা কর্তৃক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। যাহা হউক, এইসব বর্ণনা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা উচিত হইবে না, বিশেষত যেইখানে সূফীদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁহার পিতার একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ রহিয়াছে (MRMN, ১, ৫২৩-৫)।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব আনুমানিক ১১৫৩/১১৭০ সালে ছুরায়মিলা ত্যাগ করত 'উয়ায়না উপনীত হন। সেইখানে তিনি চার বৎসরকাল অবস্থান করেন। সেই সময়ে মরুদ্যানটি মু'আম্মার পরিবারের অন্য একজন সদস্য 'উছমান ইবন বিশর-এর শাসনাধীন ছিল। তিনি তাঁহার পরবর্তী ইবন সু'উদ-এর মত নিজ রাজশক্তি শায়খ-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন। মুহাম্মাদ একটি ইসলামী শারীআগভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, যেইখানে তিনি হইবেন বিচার-বিষয়ক পরামর্শদাতা। তিনি 'উছমান ইবন মু'আম্মারকে নিজ মতবাদে দীক্ষিত করেন এবং তাহাকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পবিত্র বলিয়া বিবেচিত বহু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে ও কয়েকটি মাযারের ধ্বংস সাধন করিতে অনুপ্রাণিত করিলেন। যুগপৎ তিনি তাঁহার ধর্মোপদেশ প্রচার কার্য রিয়াদের দার'ইয়্যা ও মান্‌ফুহা মরুদ্যানসমূহে সম্প্রসারিত করেন। এই সময় তিনি দার'ইয়্যা অনুসারীদের একটি দল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাদের আমীর ছিল তখন মুহাম্মাদ ইবন সু'উদ, এমন কি আমীরের দুই ভ্রাতা: মাসারী ও ছুমান এই সংস্কারকে তাঁহাদের সমর্থন দান করেন এবং 'উয়ায়না অঞ্চলের মাযারসমূহ ধ্বংস সাধনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় আহসার অধিবাসীদের সহিত নাজদ-এর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শী'আ মতাবলম্বী ছিল, যাহারা শায়খের ধর্মোপদেশ প্রচার চালনায় আতংকিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের হস্তক্ষেপ (এবং বানু খালিদেরও হস্তক্ষেপ)-এর দরুন শায়খ মুহাম্মাদ 'উয়ায়না ত্যাগ করেন। তিনি দার'ইয়্যা (সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদের নিকটে) গমন করেন এবং এইখানে আমীর মুহাম্মাদ ইবন সু'উদ-এর পরিবারের কয়েকজন শক্তিশালী আশ্রয়দাতার আশ্রয় লাভ করিলেন। আমীরের দুই ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্র ভবিষ্যত বাদশাহ 'আবদুল-আযীয (মু. ১২১৫/১৮০১) কর্তৃক তাঁহার পক্ষ সমর্থন লাভের পর তিনি অবশেষে স্বয়ং আমীরের সমর্থন লাভ করেন। যদিও ইহা অনায়াসে সম্ভবপর হয় নাই, যেহেতু বানু খালিদের শত্রুতার আশংকা তখনও বিদ্যমান ছিল। ১১৫৭/১১৭৪ সালে আমীর ও শায়খ মুহাম্মাদ পারস্পরিক আনুগত্যের শপথ (بيعة) গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, তাঁহার আন্তাহর বাণীর রাজত্ব কায়ম করার ব্যাপারে দরকার হইলে বল প্রয়োগ করিয়া কঠোরভাবে চেষ্টা করিবেন। এই চুক্তি, যাহা বিশ্বস্ততার সহিত পালন করা হইয়াছিল, ওয়াহ্‌হাবী রাষ্ট্রের প্রকৃত সূচনা চিহ্নিত করিয়াছিল এবং একটি ক্ষুদ্র বেদুঈন রাজ্যকে আইনসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত শারী'আভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিয়াছিল। এই সময় হইতে শায়খ-এর ভাগ্য আর সৌদী রাজবংশের ভাগ্য এক ও অবিলম্বিত হইয়া গিয়াছিল।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব ১২০৬/১১৯২ সালে মৃত্যু অবধি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। তিনি দার'ইয়্যার মসজিদে শিক্ষা দান করেন, ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী রচনা

করেন এবং নাজ্‌দে ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারীদের একটি নূতন দল লাভ করার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক পত্র প্রেরণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবন সু'উদ (মু. ১১৭৮/১৭৬৫)-এর রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী 'আবদুল-আযীয (১৭৬৫-১৮০১ খৃ.)-এর রাজত্বকালে মনে হয় ইহা হইতে কিছুটা কম মর্যাদাসম্পন্ন একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর সাহিত্যবিষয়ক ও মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলি ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের প্রচারকার্যে ব্যবহারের জন্য কয়েক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ রচনা বেশ সংক্ষিপ্ত, কু'রআন ও হাদীছের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'কিতাবু'ত-তাওহীদ বহুবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহার বেশ কয়েকখানা ভাষ্য লেখা হইয়াছে। গ্রন্থখানাতে তিনি কড়া হাদ্বালী মতবাদ অনুসারে তাঁহার শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন।

বাদশাহ 'আবদুল-আযীযের অনুরোধে লিখিত তাঁহার 'কিতাবুল-উসুলি'ছ'-ছালাছা একখানা অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে শিক্ষা দানের বিধি গ্রন্থ, যাহা এখনও সমাদৃত। তাঁহার অনেকটা বিতর্কমূলক বর্ণনা জাতীয় গ্রন্থ 'কিতাব কাশফি'শ-শুবুহাত' খাটি তাওহীদের অনুসরণে ব্যর্থ মুসলিমদের নিন্দাবাদে লিখিত।

মাজমু'আতুল-হাদীছ আন-নাজদিয়্যা (কায়রো ১৩৪৬ হি.) গ্রন্থখানায় তাঁহার ধারণামতে ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞাসম্বলিত আরও কয়েকখানা পুস্তিকার উল্লেখ আছে (উসুলুল-ঈমান, ফাদলুল-ইসলাম, আল-কাবাইর, নাসীহাতুল-মুসলিমীন)।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের পুত্রদের ও উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে কয়েকজন তাঁহার কার্য চালু রাখেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ যিনি ১৮০৫-৬ খৃ. হিজায় বিজয়ের সময় সু'উদ ইবন 'আবদি'ল-আযীয (১৮০৩-১৪ খৃ.)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং ইরাকের ব্যাপারে তাঁহার কার্যের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। তিনি ইছনা 'আশারিয়্যা ও যায়দিয়া শী'আদের মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়া একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, যাহা মাজমু'আতুল-রাসাইল ওয়া'ল-মাসাইল আন-নাজদিয়্যা (৪ : ৪৭-২২২; এই গ্রন্থ সংগ্রহের ১ম খণ্ডের অধিকাংশ তাঁহার রচনাসম্বলিত) গ্রন্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে। 'আবদুল-ওয়াহ্‌হাব বহুবার তাঁহার গ্রন্থসমূহে অ-হাদ্বালী সূনী উৎসসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন (ইহাদের মধ্যে ইবন হায্ম অন্যতম)।

শায়খ মুহাম্মাদের পৌত্র ও সংস্কারের নীতির প্রতি আত্মনিয়োগকারী সুলায়মান ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব দার'ইয়্যার কাদী ছিলেন। তিনি 'উছ'মানীদের প্রতি খুবই শত্রুতাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সব সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২৩৩/১৮১৮ সালে দার'ইয়্যা অধিকারের পর তিনি ইব্রাহীম পাশা কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা 'আলী মিসরীফান কর্তৃক অভিযুক্ত হন এবং খারজ নামক স্থানে নিহত হন। সুলায়মান কিতাবু'ত-তাওহীদ-আন তাওহীদিল-খাল্লাক ফী জাওয়াবি'ল-ইরাক (কায়রো ১৩১৯ খৃ.) নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন যাহা ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের সহিত ইরাকের সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একখানি চিত্তাকর্ষক পুস্তক। শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের ইসলামী আন্দোলন ইবন তায়মিয়্যা (মু. ৭২৮/১৩২৮)-এর মতবাদ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে এবং ইবন কায়ম আল-জাওয়িয়্যা (মু. ৭৫১/১৩৫০)-এর মতবাদ দ্বারা

আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইজন লেখক ছাড়া ইহা আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল শায়খ 'আবদুল্লাহ (মু. ২৯০/৯০৩) কিংবা আবু বাকুর আল-খাল্লাল (মু. ৩১১/৯২৪)-এর ন্যায় প্রাথমিক যুগের লেখকদের প্রস্থাবলীতে লিপিবদ্ধ মতবাদের সহিত। হায্বালীগণ কর্তৃক সুন্নীবাদের সহিত অসংগত বলিয়া সदा প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত দলগুলির (শী'আ, মু'তাযিলা, খাওয়ারিজ ইত্যাদি) যোর বিরোধী মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্বাব সব রকমের কালাম অথবা সূ'ফীবাদের, এমন কি উহা সুন্নীবাদের আওতাভুক্ত হইলেও, বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা ইহা ইসলামী ধর্মমতে অথবা ইসলামী আইন-কানুনে ধর্ম বিরোধিতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদিতা তুল্য নূতনত্বের (বিদ'আ بدعة) প্রবর্তনেরই প্রয়াসমাত্র। তিনি বেদুঈনদের মধ্যে জাহিলিয়া যুগের কোন কোন প্রথা প্রচলিত থাকার তীব্র বিরোধিতা করেন। যদিও শায়খ মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্বাবের চিন্তাধারা মুসলমানদের একটি দলের মতামত কর্তৃক সমালোচিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি ইহা কেবল 'আরব উপদ্বীপে ব্যাপকভাবে ইসলামী নীতিমালা প্রবর্তনেই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে নাই, বরং ইহা ঠিক আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ইসলামী বিবেকের পুনর্জাগরণ সাধনও করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্বাবের জীবনী সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাইবে : (১) মাহ'মুদ শুকরী আলসীকৃত তারীখ নাজদি'ল-হায্বালী, মক্কা ১৩৪৯ হি., পৃ. ৬-৮৯; (২) মুহ'াম্মাদ হামিদ আল-ফিক্কী, আছ'রু'দ-দা'ওয়ালি'ল-ওয়াহ্বাবিয়া, কায়রো ১৩৫৪ হি.: (৩) H. St. J. B. Philby, Arabia, London 1930. পৃ. ৮-২৬; (৪) এ লেখক, Saudi Araba, London ১৯৫৫ খৃ.: (৫) আরও দেখুন Margoliouth, in EI, art. Wahhabiyya; (৬) H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et Politiques d'Ibn Taymyya, Cairo (IFAO) ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫০৬-৪০ এবং ইসলামের ইতিহাসে গ্রন্থকারের স্থানের জন্য; (৭) Les schismes dans l'Islam, Paris ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩২১-৩২; (৮) ফাদলুর-রাহমান, Islam, London ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১৯৬-২০১।

H. Laoust (E.I.²)/ছেয়দ লুফুল হক

ইবন 'আবদি'ল-বারুর (ابن عبد البر) : আন-নুমায়রী, কর্ডোভার একটি বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত বংশের পদবী, আবু 'উমার যুসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। তিনি ৩৬৮/৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আপন শহরেই তিনি প্রসিদ্ধ উস্তাদদের অধীনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচ্যের পণ্ডিতদের সহিত তিনি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানান্বেষণে তিনি সারা স্পেন পরিভ্রমণ করিলেও কখনও প্রাচ্যে গমন করেন নাই। তিনি তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছ'বেত্তা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ফিক্'হ ও কুলজিবিজ্ঞানে তিনি সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম দিকে তাঁহার বন্ধু ইবন হা'যম-এর ন্যায় জাহিরী মতবাদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ প্রদর্শনের পর তিনি মালিকী মায'হাব অনুসরণ করেন। তবে শাফি'ঈ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া তিনি তাহা করেন নাই। লিসবনে ও সানতারেমে তিনি আল-মুজাফফার ইবনুল-আফতাসের অধীনে কাদী'র পদ অধিকার করিয়াছিলেন। ৪৬৩/১০৭০ সালে তিনি জাতিভায় ইনতিকাল করেন।

ইবন 'আবদি'ল-বারুর বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। উহাদের মধ্যে যেগুলি সংরক্ষিত আছে সেইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিতাবুল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতি'ল-আস-হা'ব, সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থ (সং., হায়দরাবাদ ১৩১৮-১৯); পরে আল 'আসক'ালানী প্রণীত ইসাবা গ্রন্থটির টীকায় ইহা মুদ্রিত হয়, কায়রো ১৩২৩-৫০, পরিশেষে 'আলী মুহ'াম্মাদ আল-বাজাবীর সম্পাদনায় ১৯৫৭ খৃ. কায়রো হইতে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয় (ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণের জন্য দ্র. Brockelmann); জামি' বায়ানি'ল-'ইলম ওয়া ফাদলি'হী ওয়ামা ইয়ামবাগী ফী রিওয়ালতিহী ওয়া হামালিহী, কায়রো ১৩৪৬ হি.; আল-কাফী ফি'ল-ফিক্'হ, মালিকী ফিক্'হের এক সারগ্রন্থ (দ্র. Brockelmann S I, 297. পাদটীকা); আত-তামহীদ লিমা ফি'ল-মুওয়াল্লা মিনা'ল-মা'আনী ওয়া'ল-আসানীদ, হাদীছের পদ্ধতি সম্বন্ধে (দ্র. Brockelmann, S I, 298, 629) কিতাবুল-ইসতিয'কার ফী শারহি মাযাহিবি 'উলামাইল আমসার, কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ (দ্র. Brockelmann, S I, 297. পাদটীকা); আল-ইসতিদরাক লি মাযাহিবি'ল-'আসার ফী মা তাদাম্মানাহ'ল- মুওয়াল্লা মিন মা'আনি'র-রা'য় ওয়া'ল-আছ'ার, মুয়াত্তার ভাষ্যগ্রন্থ; কিতাবুল-ইনতিকা ফী ফাদায়িলিছ' ছালাছ'তি'ল-আইয়্যাতি'ল-ফুক'হা, ইমাম মালিক, আবু হা'নীফা ও আশ্-শাফি'ঈ (র)-র জীবনী, কায়রো ১৩৫০ হি। আল-ইনসা'ফু ফী মা বায়না'ল-'উলামা মিনা'ল-ইখতিলাফ, সম্পা. কায়রো, মাজমু'আতি'র-রাসাইলি'ল-মুনীরিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। আল ক'াসদু ওয়া'ল-আমাম ফি'ত-তারীফ বি উসুলি'ল-'আরাব ওয়া'ল-'আজাম ওয়া মান আওওয়াল মান তাকাল্লামা বিল-'আরাবিয়্যা মিনা'ল-উমাম, ভাষাতত্ত্ব ও কুলজি-বিজ্ঞান, কায়রো ১৩৫০ হি.; ইহার ফরাসী অনুবাদ—এ. মাহ'জুব, RAfr.. xcix (১৯৫৫-৭); রাবীদের বংশ তালিকা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত; আল-ইনবাহ 'আলা কাবাইলি'র-রুওয়াত, আল-ক'াসদ বাহ'জাতুল-মাজালিস ওয়া উনসুল-মুজালিস; ইহা পদ্যে রচিত একটি সাহিত্য পুস্তক; ইহা রচিত হইয়াছিল আল-মুজাফফারের জন্য; ইবন লুয়ন ইহা সংক্ষিপ্ত করেন (দ্র. Brockelmann, S I, 629. অন্যান্য শিরোনামসহ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খায়র, ফাহরাসা, নির্ঘণ্ট; (২) ইবন বাশ্কুওয়াল, সীলা, ২খ, ৬৪০; (৩) ইবন হা'যম, রিসালা (দ্র. Ch. Pellat, আল-আম্দালুস, xix/1 ১৯৫৪ খৃ., ৭-৯); (৪) A Gonzalez Palencia, literatura, index; (৫) এফ. আল-বুস্তানী, দাইরা'তুল-মা'আরিফ, ৩খ., ৩৩৩-৪; (৬) Brockelmann. S I, 297, 628-9.

Ch. Pellat-(E.I.²)/ মুহ'াম্মাদ রুফুল আমীন

ইবন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী (ابن عبد الملك المراكشي) : পূর্ণ নাম আবু 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-মালিক ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন সা'ঈদ আল-আওসী আল-আনসারী আল-মাররাকুশী, মারানীগণের অধীনে মাররাকুশের প্রধান কাদী, পশ্চিমের বিখ্যাত মুসলিমগণের সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য একটি চরিত্রাভিধানের রচয়িতা, জ., সম্ভবত মাররাকুশে, ১৪ যু'ল-কাদা, ৬৩৪/৯ জুলাই, ১২৩৭, ম. তেলেমসানে (Tlemcen) ৭০৩/১৩০৩-৪। তাঁহার রচিত গ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। ইহা কয়েকটি খণ্ডসম্বলিত এবং ইহার নাম الصلة والوصول لتكابين الموصول والصلة

অর্থাৎ ইহা ইবনুল ফারাদী (দ্র., মু. ৪০৩/১০১২-৩)-এর كتاب تاريخ الوصول في এবং ইবন বাশকুওয়াল (দ্র., মু. ৫৭৮/১১৮২-৩)-এর كتاب الصلة في اخبار ائمة اندلس এই দুই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ও পরিপূরক। ইহা ইবনুল-খাতীব (দ্র.), ইবনুল-কাদী (দ্র.), Leo Africanus (দ্র.) প্রমুখ কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত সূত্র। 'আব্বাস ইবন ইবরাহীম (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধে তাঁহার শিক্ষক, ছাত্র ও বহু সূত্রসহ তাঁহার অন্যান্য রচনার একটি দীর্ঘ তালিকা, এমন কি মাররাকুশের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ত্রিশ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহাদের জীবনী রচনা করিয়াছেন ইবন 'আবদি'ল- মালিক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) F. Pons Boignes, Ensayo, 444; (২) 'আব্বাস ইবন ইবরাহীম, আল-ই'নাম বিমান হাললা মাররাকুশ . iii , ফাস ১৯৩৭ খ., ২৪০-৩; (৩) Brockelmann, I, ৫৮১; (৪) 'আবদু'স সালাম ইবন সুদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগরিবি'ল-আকসা, Tetuan ১৯৫০ খ., নং ৮৪৬; (৫) I. Allouche and A. Regragui, Catalogue des monuscrits de Rabat, ২খ. Rabat ১৯৫৮ খ., নং ২২১৪-৬।

G. Deverdun (E.I.²)/ পারসা বেগম

ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী (ابن عبد المنعم الحميري) : বরং আশ-শায়খ আল-ফাকীসুল-আদল আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী মুহাম্মাদ 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম (ইবন 'আবদিন-নূর আল-হিময়ারী), কিতাবুর-রাওদি'ল-মি'তার ফী খাবারি'ল-আকতার নামক অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আরবী ভৌগোলিক অভিধানের প্রণেতা। তিনি মাগরিব হইতে আগত এবং একজন ফাকীহ ও কাদীর পরামর্শদাতা অথবা দালীলপত্র সম্পাদনার অধিকারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী (আদল) ছিলেন। ইহা ছাড়া এই লেখক সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় না। E. Levi Provençal-এর বদৌলতে তাঁহার গ্রন্থের এক বিরাট অংশ (La peninsul Iberique au Moyen Age, d'apres le Kitab ar-Rawd al-mi'tar fikhabar al-aktar d'Ibn abd al-Munim al Himyary, Leiden 1938) আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে Levi Provençal ১১শ/১৭শ ও ১২শ/১৮শ শতাব্দীর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি (Meknes, Fez, Sale and Timbuktu-এর) ব্যবহার করিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপিগুলির সহিত ১৯৩৮ সালের পরে প্রাপ্ত আরও দুইখানা পাণ্ডুলিপি যোগ করিতে হইবে। একখানা সংরক্ষিত আছে ইস্তাম্বুলের নূর 'উছ-মানিয়া গ্রন্থাগারে, ১০৪৫/১৬৩৫-৬ সালের পূর্বে লিখিত এবং অপরখানা লিখিত ৯৭১/১৫৬৩-৪ সালে এবং সংরক্ষিত আছে মদীনায়ে শায়খুল-ইসলামের গ্রন্থাগারে। Timbuktu পাণ্ডুলিপিতে রাওদ-এর প্রণয়নের সঠিক কাল ও স্থানের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ জিদ্দা ৮৬৬/১৪৬১। ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম-এর ভৌগোলিক অভিধানের পূর্ণ ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার তাঁহার প্রধান উৎস হিসাবে ৫ম/১১শ ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনখানা 'আরবী ভূগোল গ্রন্থের ব্যবহার করিয়াছেন : (১) আল-বাকরী (আনু. ৪৬০/১০৬৭-৮) প্রণীত কিতাবুল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক; (২) আল-ইদরীসী (৫৪৮/১১৫৪) প্রণীত নুযহাতুল মুশতাক ফি'খতিরা'কি'ল-আফাক এবং (৩) কিতাবুল-ইসতিবসার ফী 'আজাহিবি'ল-

আম্‌সার (আনু. ৫৮৭/১১৫৪) নামক একখানা ভূগোল গ্রন্থ। ইহা প্রকৃতপক্ষে আল-বাকরীর গ্রন্থের পুনর্লিখন মাত্র যাহাতে গ্রন্থকার তাঁহার নিজস্ব কিছু কিছু মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন। মনে হয়, রাওদ' গ্রন্থখানা কিতাবুল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক-এর পরবর্তীকালীন যে কোন সম্পাদনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইবে। যেহেতু আল-হিময়ারীর অভিধানে মাসালিক গ্রন্থখানা হইতে বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত উদ্ধৃতিগুলি যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় তবে ইহা একটি পূর্ণরূপ প্রদান করিতে এবং এতদ্ব্যতীত de Slane, Kunik-Rosen ও Kowalski কর্তৃক সম্পাদিত রূপ হইতে কিছুটা ভিন্ন রূপ প্রদান করিবে। এইরূপে প্রাগা (Prague) শহরের বর্ণনা যাহা আল-বাকরী কর্তৃক ইবরাহীম ইবন যাকুব আত-তুরতুশী (আনু. ৩৫৫/৯৬৫-৬)-এর বিবরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা Kowalski কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণনা হইতে আল-হিময়ারীর প্রদত্ত উদ্ধৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। আল-হিময়ারীর অভিধানে, বিশেষত ইহার যে সব স্থানে আইবেরীয় উপদ্বীপ আলোচিত হইয়াছে, নুযহাতুল-মুশতাক হইতে বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এইগুলি আল-ইদরীসীর গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনার কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

E. Levi-Provençal কর্তৃক আবিষ্কারের পূর্বে রাওদ গ্রন্থখানা পুরাপুরিভাবে অজ্ঞাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থখানা ১০৬৭/১৬৫৭ সালের পূর্বে হাজ্জী খালীফা কর্তৃক তাঁহার কাশফু'জ-জুনুন (সম্পা. Flugel, ৩ : ৪৯০, নং ৬৫৯৭)-এ জনৈক আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হিময়ারী (দ্র. ৯০০/১৪৯৪) প্রণীত আর-রাওদুল-মি'তার ফী আখবারি'ল-আকতার নামে উল্লিখিত হইয়াছে। E. Levi-Provençal আগেই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানা এবং তাঁহার আবিষ্কৃত গ্রন্থখানা এক ও অভিন্ন। মনে হয় তাঁহার এই অনুমান যথার্থ, যেহেতু হাজ্জী খালীফা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ হুবহু মিলিয়া যায় রাওদুল-মি'তার-এর সহিত যাহা লিখিত হইয়াছিল ৮৬৬/১৪৬১ সালে এবং জ্ঞাত ছিল উপরে উল্লিখিত ছয়খানা পাণ্ডুলিপির বদৌলতে।

ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম-এর গ্রন্থখানা এতদসত্ত্বেও একটি সমস্যার উদ্ভব করে, যাহা সহজে সমাধান হওয়ার নয়। প্রকৃতপক্ষে হাজ্জী খালীফা আর-রাওদুল-মি'তার, নং ৬৫৯৭-এর পর পরই ৬৫৯৮ নম্বরে একই নামবিশিষ্ট একখানা গ্রন্থ তালিকাভুক্ত করেন (৩খ., ৪৯১)। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানার প্রণেতার নাম, যাহার সম্বন্ধে হাজ্জী খালীফা আমাদেরকে কিছুই বলেন না—প্রায় একই আশ-শায়খুল-উমদা আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী। এই ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টায় Levi-Provençal এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কিতাবুর-রাওদি'ল-মি'তার-এর অবশ্যই দুইটি সংস্করণ থাকিয়া থাকিবে এবং এইগুলি ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী পরিবারের দুইজন সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ, যাহা এখন বিলুপ্ত, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষ দিককার। তাঁহার এই অনুমান দুইটি তথ্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে: (১) আল-হিময়ারী যে সব লিখিত গ্রন্থ তাঁহার উৎস হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে ৮ম/১৪শ-এবং ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রধান প্রধান গ্রন্থের অভাব রহিয়াছে, (২) এই অভিধানে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলির অধিকাংশ ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষাংশের, পরবর্তীকালের ঘটনা নহে। দ্বিতীয় সংস্করণটির (৭৬৬/১৪৬১ সালের) স্থলাভিষিক্ত হয় পূর্বোল্লিখিত বহু

সংখ্যক পাণ্ডুলিপি। নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে, ইহা প্রথম আনুমানিক সংস্করণ, আল-কালকাশানদী (মৃ. ৮২১/১৪১৮)-এর উদ্ধৃতিগুলি ইহার সহিত সম্পর্কিত। যাহা হউক, ইহা জোর দিয়া বলা যাইতে পারে যে, কিতাব'র-রাওদ-এর লিখন এবং প্রণেতার সমস্যাটি এখনও অসীমার্থসিত রহিয়াছে এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থখানা সমালোচনামূলকভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সমস্যাটির সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৮ খৃ.-এর পর এই 'গ্রন্থ হইতে Levi-Provencal কর্তৃক আইবেরীয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ ফ্রান্স সম্পর্কীয় ইহার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়ার সময় হইতে (১৯৩৫ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়ার ফির'আউনদের বিবরণও প্রকাশিত হওয়ায়) ইহার প্রতি ক্রমাগত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদসঙ্গেও হিমযারীর অভিধান হইতে মাত্র অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে Ch. Pellat ১৯৫৪ খৃ. বসরার একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন এবং ১৯৫৬ খৃ. Levi-Provencal কর্তৃক (Crite) ক্রীট দ্বীপের বিবরণী এবং U. Rizzitano কর্তৃক ইতালীয় দ্বীপসমূহ ও নগরসমূহের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। T. Lewicki ১৯৫৯-৬০ খৃ. Prague (براعة) ও পোলিশ রাজ্য Mieszko I (مشفة)-এর এবং A. Malecka ১০৬২-৩ খৃ. পূর্ব আফ্রিকার কোন কোন স্থান এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এতদসঙ্গে T. Lewicki কর্তৃক ১৯৬০ খৃ. প্রদত্ত পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ যুরোপ সম্পর্কে অভিধানের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষণও যোগ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থখানা বিশেষভাবে মাগরিব এলাকায় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। আল-কালকাশানদী ছাড়া এই সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন আল-মাককারী (১১শ/১৭শ শতাব্দী); মাক্দিস (১২শ/১৮শ শতাব্দী) এবং আল-নাসিরী আস-সালাবী (১৩শ/১৯শ শতাব্দী)। কেবল আল-কালকাশানদী উদ্ধৃতি দিয়াছেন পূর্ববর্তীকালীন সংস্করণ হইতে। যাহাই হউক, কেহ কেহ ধারণা করেন যে, মাকরীযীর (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২) জানি'ল-আযহার মিন' রাওদি'ল-মিতার আল-হিমযারীর গ্রন্থের পুনর্লিখিত রূপ। কিন্তু অধিকতর সাম্প্রতিককালের গবেষণার ফলে মনে হয় যে, বরং ইহা আল-ইদরীসীর নুহাতুল-মুশতাক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, আল-মাকরীযী প্রবন্ধ E.I.2; (২) W. Kubiak, Some West and Middle-European geographical names according to the abridgement of Idrisis Nuzhat al-Mushtak known as Makrizi's Gany al-Azhar min ar-rawd al-mi-tar, in Folia Orientalia, 1/2 (1959-60 খৃ.), পৃ. ১৯৮-২০৮; (৩) E Levi-Provencal ar-Rawd al-mitar, in Actes du xviii^e Congres des Orientalistes, Leiden 1932; (৪) ঐ গ্রন্থকার, La peninsule Iberique...; (৫) ঐ গ্রন্থাগার, Une description inedite du Phare d'Alexandrie, in Melanges Maspero, ৩খ, ১৬১-৭১, কায়রো ১৯৩৫ খৃ.; (৬) ঐ গ্রন্থকার, Une heroine de La resistance Musulmane en Sicile au debut du xiii^e Siecle, in OM xxxiv (১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ২৮৩-৮; (৭) ঐ গ্রন্থকার, Une description

arabe inedite de la crete in Studi G. Levi Della Vida, ২খ, রোম ১৯৫৬ খৃ., ৪৯-৫৭; (৮) T. Lewicki, Braga et Miska d apres une source arabe inedite in Folia Orientalia 1/2, ১৯৫৯-৬০ খৃ., পৃ. ৩২২-৬; (৯) ঐ গ্রন্থকার, Kitab ar Rawd al-mi'tar d'Ibn Abd al-Mun'im al-Himyari, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ যুরোপ সম্বন্ধে তথ্যের উৎস হিসাবে (রুশ ভাষায়), Problemi Vostoko- Vedeniya-তে ৩খ, মস্কো, ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১২৯-৩৬; (১০) A. Malecka, La cote orientale de l' Afrique au Moyen Age d'apres le kitab al-Rawd al mitar de al-Himyari (Xv^e s.), in Folia Orientalia, ৪খ., ১৯৬২-৩খ., ৩৩১-৪৩; (১১) Ch. Pellat, Extraits d'une notice inedite sur Basra, in Arabica, ১/২, ১৯৫৪ খৃ., ২১৩-৫; (১২) U. Rizzitano, কিতাব আর-রাওদি'ল-মি'তার লি-ইবন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিমযারী, খাসসা বিল-জুযূর ওয়া'ল- বিকাইল-ইতালিয়া, মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতি'ল-আদাব-এ, ১৮খ, মে ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১২৯ প.; (১৩) G. Wiet, Un resume d'Idrisi, in Bull. Soc. Royale de Geogr, d Egypte. ২০খ, ১৯৩৯ খৃ.।

T. Lewicki (E.I.²)/ ছৈয়দ লুৎফুল হক

ইবন 'আবদি'ল-হাকাম (ابن عبد الحكم); : 'আবদুল-হাকাম (১৭১/৭৮৭-৮ খৃ. ইনতিকাল করেন বলিয়া কথিত) এই নামে তৃতীয়/নবম শতাব্দীর মিসরের আইনজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের এক ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী পরিবারের এক পুত্র এবং চারি পৌত্র পরিচিত। মিসরে মালিকী মায'হাব প্রবর্তনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বানু 'আবদি'ল-হাকাম। তাঁহার ইমাম শাফি'ঈ [(র) (দ্র.)]-র সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মিসরে তাহার অবস্থানের প্রাথমিক ব্যয় বহন করেন। কথিত আছে, ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহাদের গৃহেই ইনতিকাল করেন (ইবন ফারহূন, ১৩৪) এবং তাঁহাদের পারিবারিক গোরস্থানে সমাধিস্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁহার শাফি'ঈ মায'হাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পারিবারিক উচ্চ মর্যাদার দরুন তাহাদেরকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের শিকার হইতে এবং মু'তামিলী মিহ্না (Inquisition) আমলে (২২৭/৮৪২) নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। ২৩৭/৮৫১ সনে যাহারা এক উচ্চ পদস্থ সাবেক কর্মকর্তার স্বাজেয়াফতকৃত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দায়ে অভিযুক্ত ছিল, এই পরিবারের সদস্যগণ তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পত্তি নিজের বলিয়া দাবী করিয়াছিল। তাঁহাদের উপর অত্যধিক মাত্রায় ১৪, ০৪, ০০০ দীনার কর ধার্য করা হয়। তাঁহাদেরকে শীঘ্রই এই অভিযোগ হইতে মুক্তি দেওয়া হইলেও তাঁহার ইহার ফলে সাবেক প্রসিদ্ধি ও প্রভাব হারাইয়া ফেলেন বলিয়া মনে হয়।

(১) আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদি'ল-হাকাম জ. ১৫৫/৭৭২, মৃ. ২১ রামাদান, ২১৪/২২ নভেম্বর, ৮২৯। কথিত আছে, ইমাম মালিক (র)-এর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তিনি মালিকী আইন সম্পর্কে কতিপয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কেবল 'উমার ইবন 'আবদি'ল - 'আযীয-এর জীবনী গ্রন্থই সংরক্ষিত আছে (সম্পা. এ. 'উবায়দ, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৭)। ইহাতে তাঁহাকে আদর্শ মুসলিম শাসকরূপে চিত্রিত করা হয় এবং বহু সংখ্যক চরিত্র উন্নয়নমূলক কাহিনী,

সমসাময়িক লোকজনের সহিত তাঁহার আচরণ, খুতবা, প্রার্থনা ও সরকারী চিঠিপত্র এবং তাহার অর্থনীতির ব্যাখ্যামূলক রাজস্ব নির্ধারণের নীতিমালা সন্নিবেশিত (H. A. R. Gibb, in Arabica. ২খ, ১৯৫৫ খৃ., ১-১৬)। ইহাতে মুসলিম ইতিহাস রচনারীতির উপর ধর্মীয় আইনগত চিন্তাধারার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে রচিত বিপুল সংখ্যক মুসলিম জীবনী গ্রন্থের প্রাচীনতম সংরক্ষিত নমুনা [রাসূল (স)-এর সীরাত ব্যতীত] হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান।

(২) 'আবদুল-হাকাম, 'আবদুল্লাহর পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ; তিনি ৮৫১ খৃ. নভেম্বর মাসে সম্পত্তি আত্মসাৎ সংক্রান্ত বিচারের সময় নির্বাতনের ফলে ইনতিকাল করেন। তিনি চারি ভাতার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সা'দ-এর ন্যায় কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

(৩) আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, জ. ১৫ যুল-হিজ্জা, ১৮২/২৭ জানুয়ারী, ৭৯৯। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাফি'ঈ মাহযাব যে ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা খণ্ডন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। কুরআন সূত্র—এই মতবাদের পক্ষে স্বাক্ষর দান করিতে তাঁহাকে বাগদাদে তলব করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে মিসরে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার রচনাবলীর কোনটিই সংরক্ষিত হয় নাই। উহাতে ইরাকীদের ও বিশ্বর আল-মারীসীর বিরুদ্ধে কতিপয় বিতর্কমূলক প্রবন্ধ যেমন রহিয়াছে, তেমন আছে কতিপয় আইনগত প্রশ্নের আলোচনা। তাঁহার পিতার রচিত 'উমার ইবন 'আবদি'ল-আযীযের জীবনী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহে তাঁহাকে ইহার বর্ণনাকারী (রাবী) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ইনতিকালের তারিখ বিভিন্নভাবে বর্ণিতঃ ২৬৮ বা ২৬৯/৮৮২ বা ৮৮৩।

(৪) আবুল-কাসিম 'আবদুর-রাহমান ইবন 'আবদিল্লাহ (জ. আনু, ১৮২/৭৯৮-৯, মৃ. ২৫৭/৮৭১)। মিসর ও পাশ্চাত্য বিজয় বিষয়ক তাঁহার রচনা ফুতূহ মিসর-এর জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ যাহা প্রাচীনতম সংরক্ষিত গ্রন্থ (সম্পা. C. C. Torrey, New Haven ১৯২২ খৃ.; অন্য একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপি আছে Manisa General Library -তে, ২৮১, ২. তু A. Atis, in Revue de l'Institut des Manuscrits Arabes, iv ১৯৫৮ খৃ., ২০ প.)। দুইটি দীর্ঘ পরিশিষ্টে ২৪৬/৮৬০ পর্যন্ত মিসরের প্রধান বিচারপতি এবং মিসরে আগত রাসূল (স)-এর সাহাবী (রা)-গণের এবং তাঁহাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থখানির প্রধান অংশে মিসরের ইতিহাস-প্রাচীন লোককাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া 'আমর ইবনুল-আস (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত, তৎপর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ফুসাত-এ ঐতিহাসিক মানচিত্রের (খিতাত) মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের সমস্যাবলীও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার ব্যবহৃত সূত্রসমূহের ন্যায়ই তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আইনবিদের, ঐতিহাসিকের নহে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে তিনি দেশের আদি কপটিকদের (Copts) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ দিয়া রচনা শুরু করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজয় সঙ্কীর্ণ রচনাংশ A. Gateau কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে [আলজিয়াস ১৯৪২ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৭ (১৯৪৮)]। ঐতিহাসিক উৎস হিসাবে এই অংশের বিশ্লেষণের জন্য তু.

Brunschvig, in AIEO Alger. ৬খ., ১৯৪২-৪৭ খৃ., ১০৮-৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) আল-কিন্দী, The governors and judges of Egypt, সম্পা. R. Guest, লাইডেন-লন্ডন ১৯১২ খৃ., ১৯৯ প., ৪৫৫, ৪৬৪ প.; (২) ইবন আবী হা'তিম আর-রাযী, জারহ', ii/1 ৯২ (সা'দ), ii/2, ১০৫ প. ('আবদুল্লাহ), ২৫৭ ('আবদুর-রাহ'মান), iii/1, ৩৬ ('আবদুল-হাকাম), iii/2, ৩০০ প. (মুহাম্মাদ) হাদীছ বর্ণনাকারীরূপে তাহাদের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিরল মূল্যায়ন); (৩) ফিহরিস্ত, ২১১ ('আবদুল্লাহ); (৪) আবু 'আসিম আল-'আব্বাদী, তাব, ফুকাহা, সম্পা. G. Vitestam, Leiden ১৯৬৪ খৃ., ২০ প. (মুহাম্মাদ); (৫) ইবন খাল্লিকান, ওফায়াত, নং ৩২২, ৫৮২ (কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ii ২৩৯ প., 'আবদুল্লাহ), ৩খ, ৩৩৩ প. (মুহাম্মাদ); (৬) আস-সাফাদী, ওয়াফী, সম্পা. S. Dederling ৩খ, ৩৩৮ প. (মুহাম্মাদ); (৭) আস-সুবকী, তাবাকাতুল-শাফি'ইয়া, ১খ, ২২৩-৫ (মুহাম্মাদ); (৮) ইবন ফারহূ'ন, দীবাজ, কায়রো ১৩৫১ হি., ১৩৪ ('আবদুল্লাহ), ১৬৬ ('আবদুল-হাকাম ইবন 'আবদিল্লাহ), ২৩১ প. (মুহাম্মাদ), (বিস্তারিত তথ্য); (৯) ইবন হাজার, তাহযীব, ৫খ, ২৮৯ প. ('আবদুল্লাহ, খ, ২০৮ ('আবদুর-রাহ'মান -৯খ, ২৬০-৬২ (মুহাম্মাদ); (১০) আরও দ্র. Brockelmann. ১খ, ১৫৪ Sl. ২২৭ প.; (১১) আল-কিন্দীর সংস্করণের ভূমিকাসমূহ, ফুতূহ, মিসর, ২২-৪, (তু. in EI.) of A. Gateaus trans.; (১২) ইবরাহীম এ. আল-'আদাবী, ইবন 'আবদি'ল-হাকাম, রাইসুল-মু'আররিখীনি'ল-'আরাব, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.।

F. Rosenthal (E. I.²)/ পারসা বেগম

ইবন 'আবদি'ল-হাদী (দ্র. যুসুফ ইবন 'আবদি'ল-হাদী)

ইবন 'আবদিল্লাহ (দ্র. ইসম)

ইবন 'আবদি'স-সামাদ (ابن عبد الصمد) : যুসুফ ইবন আবিল-কাসিম ইবন খালাফ ইবন আহ'মাদ, আবু বাহর (যদিও নিছক ভুলক্রমে কখনও কখনও বলা হয় আবু বাকর), ৫ম/১১শ শতাব্দীর একজন আন্দালুসীয় কবি, সেভিলের বাদশাহ মু'তামিদ ইবন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর স্ত্রী রচয়িতা। তাঁহার জীবনী সষক্রে খুব কম তথ্যই আমাদের জানা আছে এবং তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উভয়ই আমাদের নিকট অজ্ঞাত। তিনি Jean জনপদ (كروجر)-এর এক নামজাদা সাহিত্যানুরাগী পরিবারের সদস্য এবং আল-আন্দালুসের প্রথম 'আরব গভর্নরদের (والى) অন্যতম আস-সামূহ ইবন মালিক ইবন খাওলান-এর বংশধর ছিলেন। ইবন বাসসাম-এর মতে মূলকু'ত-তাওয়াইফ-এর আমলে এই পরিবারের বহু সংখ্যক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে কোন এক অজ্ঞাতনামা কবির কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইগুলি আল-মাককারী কর্তৃকও সংরক্ষিত হইয়াছে (Analectes, ২খ., ৩৫৯)। তাহার প্রাচুর্যপূর্ণ পদ্য ও গদ্য রচনাবলীর (كاسمه) অর্থাৎ كالبهر ইবন বাসসাম-এর মতে) কেবল এক ক্ষুদ্রাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন ইবন 'আবদি'স-সামাদ-এর প্রতি উদার ও অনুগ্রহশীল আল-মু'তামিদ সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত হইলেন, তখন হইতে সেভিলের কাব্য জগতে দুর্বোণের এক অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল (দেখুন E. Garcia Gomez. আল-আন্দালুস-এ, ১০খ., ১৯৪৫ খৃ., ২৮৪-৩৪৩)।

এইকালেই অবশ্য লিখিত হইয়া থাকিবে তাঁহার কতক কবিতা যেইগুলিতে তিনি নূতন প্রভু আল-মুরাবিতুনদের অর্থ-লিন্দার শোক গাহিয়াছেন, অধুনা যাহাদের স্তুতি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; অধিকতর শোক গাহিয়াছেন দীর্ঘ পর্যটনের যেই সময়ে তিনি কোনও বন্ধুর সাক্ষাত লাভে সমর্থ হন নাই (Analectes, পৃ. স্থা.)। পরাজিত আল-মু'তামিদ-এর বদান্যতা তাঁহার স্মৃতিপটে আজীবন সংরক্ষিত থাকিবে। তিনি সেই কবি রাজন্যের প্রতি ইবনু'ল-লাববানা (দ্র.)-এর মত প্রভুতজিতে সদা নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং আল-মু'তামিদ-এর মৃত্যুর (৪৮৮-১০৯৫) কিছুকাল পরে আগমাত গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি তাঁহার কবর চুম্বন এবং এক উৎসবের দিনে বিশাল জনসমাবেশে তাহার শোকগাথা আবৃত্তি করার মত দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ আবেগপূর্ণ শোকগাথায় তিনি তাঁহাকে রাজাধিরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সত্য কাহিনীটি যাহার দুইটি সদৃশরূপ আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে (ইবন খাল্লিকান, কালাইদ, ব্লাক' ১২৮৩ হি., পৃ. ৩০-১; ইবনু'ল-খাতীব, আ'মালু'ল-আ'লাম, বৈরুত ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৬৫-৭, যিনি শতাধিক পংক্তি সংরক্ষণ করিয়াছেন), R. Dozy কর্তৃক তাঁহার Hist. Mus, Esp, ৩, ১৭৫-এ এবং E. Garcia Gomez কর্তৃক আল-আন্দালুস-এ ১৮ (১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৪০৩-৪ ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : ইতোপূর্বে উদ্ধৃত গ্রন্থমালার অতিরিক্ত : (১) ইবন বাস্‌সাম, যাবীরা, ৩খ. (পাণ্ড); (২) ইবন সা'ঈদ, মাগ'রিব, ২খ., ২০৩-৪ (যাহাতে সম্পাদক কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যেইগুলি এই প্রবন্ধটি রচনায় ব্যবহৃত হয় নাই); (৩) মাককারী, Analectes, ২খ, ৪৯৭; (৪) H. Peres, Poesie andalouse, নির্ধৃত।

F. De, LA Granja (E. I.²) / ছৈয়দ লুৎফুল হক

ইবন 'আবদূন (ابن عبدون) : আবু মুহাম্মাদ 'আবদূ'ল মাজীদ ইবন 'আবদূ'ন আল-ফিহরী, একজন আন্দালুসীয় কবি (সচিব) ও কবি। এভোরাতে তাঁহার জন্ম, প্রথম জীবনে তাঁহার প্রতিভা এই শহরের শাসনকর্তা 'উমার ইবনু'ল-আফতাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'উমার যখন আল-মুতাওয়াক্কিল উপাধি ধারণ করিয়া ৪৭১/১০৭৮ সালে (দ্র. আফত'াসী, বাদাজোয় = Batalyaws)-এর শাসক হন, তখন ইবন 'আবদূ'ন তাঁহার সচিব নিযুক্ত হন। ৪৮৭/১০৯৫ সালে আল-মুরাবিত সেনাপতি সীর ইবন আবী বাকর কর্তৃক আফত'াসী বংশের পতন ও বাদাজোয় অধিকারের পর ইবন 'আবদূ'ন-আল-মুরাবিত-এর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং যুসুফ ইবন তাশফীন ও তাঁহার পুত্র আলীর কবি হন। ৫২৯/১১৩৪ সালে এভোরাতে তাঁহার ইনতিকাল হয়।

ইবন 'আবদূ'নের সাহিত্যরচনা ছিল উন্নত মানের (কথিত আছে, আগানী তাঁহার মুখস্থ ছিল) এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার ছিল যথেষ্ট খ্যাতি (কথিত আছে, কাদী 'ইয়াদ ইবন মুসা (দ্র.) ও ইবন যারকুন তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। গদ্য লেখক ও প্রতিভাশালী কবি হিসাবে তিনি ছিলেন সমাদৃত। কিন্তু তাঁহার সরকারী ও ব্যক্তিগত গদ্য রচনার মধ্যে কেবল অল্প কয়েকটি এবং তাহার পদ্যের মধ্যে একটি বিখ্যাত কা'সীদাই বর্তমান আছে। এই কা'সীদাটির জন্যই তিনি খ্যাত। ইহা আফত'াসীদের পতনের পর রচিত আল-বাসসামা নামে পরিচিত একটি রাইয়া (শেষ চরণে বা সম্বলিত দীর্ঘ কবিতা)। অদৃষ্টের উত্থান-পতন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য (শ্লোক ১-৮) এবং

মর্মান্তিক ভাগ্যের শিকারে পরিণত অতীতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও জাতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর (২য়, ৯-২১) কবি এসব মুসলিম নরপতির কথা স্মরণ করেন যাহারা ভয়াবহ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হন (২য়, ২২-৪৪)। তারপর তিনি মুলুকু'ত-তাওয়াইফ শাসনকালের বিস্তারিত বিবরণ দেন (২য়, ৪৫-৪৭) এবং সর্বশেষ শ্লোকগুলি সম্পূর্ণরূপে আফত'াসীদের সম্বন্ধে লিখিত (২য়, ৪৮-৭৫)। এই কা'সীদাটি মানব জাতির শুরু হইতে যেসব নরপতি নিহত হইয়াছেন তাহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা আফত'াসীদের পতন সম্বন্ধে একটি শোকগাথা। কা'সীদাটির বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য আছে; তবুও ইহাতে রহিয়াছে প্রকৃত কাব্যিক অনুপ্রেরণার অভাব এবং ইহা সাধারণ নামের সমাবেশে ভারাক্রান্ত। এতদসত্ত্বেও 'আরব সমালোচকগণ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং ইহাকে প্রকৃত অবদান হিসাবে গণ্য করেন।

কবিতাটি বৃষ্টিতে হইলে ইহার সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। এই কথাটি আবু'ল-কাসিম 'আবদূ'ল-মালিক ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাদরামী উপলব্ধি করেন। তিনি তাহার ডাক নাম ইবন বাদরুন নামে সমধিক পরিচিত। তিনি কবিতাটি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক সমালোচনা লেখেন। ইবন বাদরুন সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা এই যে, মূলত তিনি সিলভেসের লোক এবং ইবন 'আবদূ'নের সমসাময়িক। প্রধানত প্রাচ্যদেশীয় তথ্য, বিশেষ করিয়া মাস'উদীর মুরুজের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত তাঁহার এই সমালোচনা অবশ্য এখনও টিকিয়া আছে। মূল কবিতাটিও পর্যাপ্ত মন্তব্যসহ ১৮৪৬ খৃ. লাইডেন হইতে R. Dozy কর্তৃক প্রকাশিত হয় Commentaire historique sur le poeme d'Ibn Abdoun par Ibn badroun নামে। ইতিপূর্বে ১৮৩৯ খৃ. Hoogvliet লাইডেন হইতে ইহা প্রকাশ করেন, the prolegomena ad editionem celebratissimi Aben Abduni poematis in luctuosum aphtasidarum interitum.

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন 'আবদূ'নের গোটা কবিতাটি মাররাকুশীর মু'জিবেও দেখিতে পাওয়া যাইবে (সম্পা. Dozy, ৫৩-৬০; কায়রো সংস্করণ ১৩৬৮/১৯৪৯, ৭৬-৮৭; ফরাসী অনু. E. Fagnan, Histoire des Almohades ৬৫-৭৪; স্পেনীয় অনু. Pons Boigues, Ensayo, ১০-৮); পুনঃপ্রকাশিত, এফ-বুসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩৫১-৫২; অসম্পূর্ণ কবিতা ইবন খাকান-এ, কালাইদ, ৩৭-৪০; (২) ইবনু'ল-খাতীব, আ'মাল, সম্পা. Levi-Provencal, ২১৬-৮, পুনঃসম্পা. বৈরুত ১৯৫৬ খৃ., ১৮৬-৯। ইবন 'আবদূ'ন সম্পর্কে : (৩) ইবন. বাশকুওয়াল, সিল্লা নং ৮৩১; (৪) দাব্বী, বুগ্‌য়া, নং ১৫৬৭; (৫) ইবন যুবায়র, সিল্লাতু'স-সিলা, সম্পা. Levi-Provencal, রাবাত ১৯৩৭ খৃ., ৪২; (৬) ইবন খাল্লিকান, দ্র. শিরো; (৭) কুতুবী, ফাওয়াত, শিরো.; (৮) মররাকুশী, পৃ. ৬., সূচীপত্র; (৯) মাককারী Analectes, সূচীপত্র; (১০) Brockelmann, I, 271, Sl, 480; (১১) H. Peres, Poesie, সূচীপত্র; (১২) জ. আর-রিকাবী, ফি'ল-আদাবিল-আন্দালুসী, দামির্শক ১৯৫৭ খৃ., সূচীপত্র। ইবন বাদরুন সম্পর্কে; (১৩) Pons Boigues, Ensayo, ২৬০ প.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মোখলেছুর রহমান

ইবন আবদূন (ابن عبدون) : মুহাম্মাদ ইবন আবদূন, সেভিলের হিস্বা (দ্র.) বিধায়ক একুথানা পুস্তিকার স্পেনীয় লেখক। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা তাঁহার রচিত পুস্তিকা হইতেই গৃহীত। পুস্তিকাটির জানা পাণ্ডুলিপি দুইটিতে প্রণেতার নাম কিছুটা পৃথকভাবে দুই আকারে লিপিবদ্ধ আছে। (মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আন-নাখ'ঈ আবদূন এবং মুহাম্মাদ ইবন আহ-মাদ ইবন আবদূন আত-তুজীবী)। তিনি একজন ফাকীহ্ অথবা কাদী অথবা মুহতাসিব ছিলেন। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি সম্ভবত সেভিলে জনপ্রহণ করেন এবং নিঃসন্দেহে সেভিলেই তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ অতিবাহিত করেন। একদিকে তিনি নিজেকে আল-মু'তামিদের রাজত্বের প্রথম বৎসরগুলির প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা করেন এবং অন্যদিকে আল-মুরাবিতুন ইতিপূর্বেই শহরের শাসক ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি এবং তাহার সমসাময়িক আস্-সাকাতীর মালাগা সম্বন্ধে একই ধরনের গ্রন্থখানা—এই দুইটি একত্রে এই সময়কার মুসলিম স্পেনের পৌর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। E. Levi-Provencal পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেন (JA. ২২৪ ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৭৭-২৯৯; ২য় সং Doc. arabes inedités sur la vie sociale et economique en Occ. mus. au moyen age-এ কায়রো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩-৬৫)। F. Gabrieli ইতালীয় ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন (Il trattato censorio di Ibn Abdun sul buon governo di siviglia Rend, Lin এ, ৬ষ্ঠ সিরিজ, ১১খ (১৯৩৫ খৃ.), ৮৭৮-৯৩৫)। E. Levi-Provencal, নিজেই ফরাসী ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন Seville musulmane au debut du XII siecle : le traite d'Ibn Abdun প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.) এবং E. Levi-Provencal, E. Garcia Gomez স্পেনীয় ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন (Sievilla a comienzos del siglo XII, মাদ্রিদ ১৯৪৮ খৃ.)।

F. Gabrieli (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

ইবন আবদূস (ابن عبدوس) : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম ইবন আবদূস (২০২-৬০/৮১৭-৭৩) ইফ্রীকিয়া (তিউনিস)-এর ফাকীহ্। তাঁহার জীবনী, জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তাধারা সাহনুন ইবন সা'ঈদ (১৬০-২৪০/৭৭৬-৮৫৪)-এর বংশধরদের জন্য নমুনাস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে, যাহারা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। ইবন আবদূস ছিলেন সাহনুনের পুত্র মুহাম্মাদের সমসাময়িক এবং সময় বিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী। বিদ্বান (আলিম) হিসাবে তাকে মুহাম্মাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য করা যাইতে পারে। দুইজনের মধ্যে আল-ঈমান সম্পর্কে এক তুমুল বিতর্ক চলে যাহাতে ইবন আবদূসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। ইবন আবদূস ও তাঁহার অনুসারিগণ (আল-আবদূসিয়া) বলিতেন, মানুষ ঈমান সম্পর্কে কেবল অতীত ও বর্তমানের জন্য নিশ্চিত হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য পারে না। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে মু'মিন কিনা তখন তাহার বলা উচিত, “মু'মিন ইনশা আল্লাহ্।” ইবন সাহনুন ও তাঁহার অনুসারিগণ (আল-মুহাম্মাদিয়া) মনে করিতেন যে, ইহাতে সন্দেহ বৃদ্ধায়, এজন্য তাঁহারা ইবন আবদূসের মতবাদকে আশ-শুক্কিয়া (সন্দেহবাদী) নামে আখ্যায়িত করেন। অধিকাংশ লোক ইবন সাহনুনের পক্ষ সমর্থন করে এবং ইবন আবদূস তাহার মতবাদ সংশোধন করিতে এবং তিনি যে

কখনও এইরূপ মতবাদ পোষণ করিয়াছেন তাহাও অস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং ফিক'হ-এ সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন এবং ইবাদাত ও অধ্যয়নে সময় উৎসর্গ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু'ল-আরাব, তাবাক'াত উলামা ইফ্রীকিয়া, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯১৪ খৃ., ১৩২-৩; (২) ফরাসী অনুবাদ, Ben Cheneb. Classes, des Savants de Ifriqiya, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., সূচী; (৩) ইয়াদ ইবন মুসা আল-য়াহসুবী, তারতীবুল-মাদারিক, দারুল-কুতুব, পাণ্ডু., কায়রো, ১খ, পত্রক ১৫০; (৪) ইবন নাজী, মা'আলিমুল-ঈমান, তিউনিস ১৩৫০ই., ২খ, ৯০ প.; (৫) মালিকী, রিয়াদুল-ন-নুফুস (সম্পা. H. Mones), কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, ৩৬০-৬৩।

Hussain Mones (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

ইবন আবদূস (ابو عامر احمد ابن عبدوس) : আবু আমির আহ-মাদ ইবন আবদূস বানু জাহওয়্যার (৪২২-৬২/১০৩০-৭০)-এর প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনকালের কর্ডোভার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও উযীর। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ওয়াল্লাদা বিনতুল-মুস্তাকফীর ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইজন্যই তিনি বিখ্যাত। ওয়াল্লাদার প্রেমিক ইবন যায়দুনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া ইবন আবদূস ওয়াল্লাদার নিকট একজন মহিলা মধ্যস্থতার লক্ষ্যে প্রেরণ করিলে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইবন যায়দুন ইহাতে রাগান্বিত হইয়া আর রিসালাতুল-হামালিয়া” (বিদ্রূপাত্মক পত্র) নামে একটি দীর্ঘ অপমানসূচক পত্র লিখেন এবং ওয়াল্লাদার দস্তখতসহ পত্রটি একই মাধ্যম দ্বারা ইবন আবদূসের নিকট প্রেরণ করেন। রিসালাটি তৎক্ষণাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ ইহা ছিল শহরের এক প্রধান ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ। ওয়াল্লাদার সহিত ইবন আবদূস খোলাখুলি যোগাযোগ এড়াইয়া চলিতেন। এই দিকে কবি ইবন যায়দুনের ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহার প্রতি ওয়াল্লাদার অগ্ন্যহে ভাটা পড়ে। ইবন যায়দুন কর্ডোভা পরিত্যাগ করিয়া বাদাজোয ও পরে সেভিল চলিয়া যাওয়ার পর ওয়াল্লাদাকে ইবন আবদূস সম্পূর্ণরূপে লাভ করেন। ওয়াল্লাদা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রেমিকা ছিলেন। ইবন আবদূস ৪৭২/১০৭৯-৮০ সালে ৮০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাসসাম, যাখীর i/I, ২৮৯ প.; (২) মাক্কারী, Analectes, নির্যণ্ট; (৩) ইবনুল-আববার, তাক্‌মিলা, A. Bel ও M. Ben Cheneb কর্তৃক আংশিক প্রকাশিত, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., নং ২৪৪০; (৪) ইবন সা'ঈদ, রায়াত (সম্পা. Garcia Gomez) মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., নং ৫৬; (৫) ঐ লেখক, উনওয়ানুল-মুরকিসাত, কায়রো, ৬১; (৬) A. Cour. Un Poete arabe d Andalousie. Ibn Zaidon. কনস্টান্টাইন ১৯২০ খৃ., ৩১-৫০; (৭) ইবন যায়দুন, দীওয়ান কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ৫৮২, ৬৩৪, ৭৯১; (৮) ইবন নুবাতা, শারহুল-উয়ুন ফী শারহ' রিসালাত ইবন যায়দুন, বুলাক' ১২৭৯ ই., ৬প.।

Hussain Mones (E.I.²)/ মোখলেছুর রহমান

ইবন আবদূস (দ্র. জাহশিয়ারী)।

ইবন আব্বাদ (ابن عباد), আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী ইসহাক আন-নাফযী ইব্রাহীম আল-হি'ময়ারী আর রুন্দী, ৮ম/১৪শ

শতকের মারীনী রাজ্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মরমী লেখক। রনুদা অঞ্চলে ৭৩৩/১৩৩৩ সনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তথাকার মসজিদে ধর্মীয় বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতেন। কৈশোরেই তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া মরক্কোতে চলিয়া যান। তথাকার বিখ্যাত মাদরাসাসমূহ অসংখ্য শিক্ষার্থী আকর্ষণ করিত। প্রথমে তিনি তেলেমসানে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন আশ-শারীফ আত-তিলিমসানীর কাছে, যিনি মাগরিবে মালিকী মায'হাব পুনঃপ্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর তিনি ফেয (Fez) শহরে চলিয়া যান। সেইখানে শিক্ষকতা করিতেন আল-'আবিলী, আল-মাককারী, আল-'ইমরানী, আল-ফিশতালী এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অবিখ্যাত ব্যক্তিগণ। তাঁহার মৌলিক অধ্যয়নের গ্রন্থ ছিল ইমাম মালিকের মু'ওয়াত্তা, আল-বারাযিঈর তাহযীব এবং ইবনু'ল-হাজিবের দুইটি মুখতাসার। তখন সূফীবাদ ফেয-এর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শ্রদ্ধার বিষয়রূপে পরিগণিত হইত। তিনি এই বিষয়ে আল-মাক্কীর কৃতুল-কুলুব-এর অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করেন। নির্জনতা ও ধ্যানের প্রবণতা থাকায় শীঘ্রই তিনি ফিক'হ-এর চর্চা পরিভ্যাগ করত সূফীতত্ত্ব ও সাধনায় মনোনিবেশ করেন। আনু. ৭৬০/১৩৫৯ সনে সেইলে (Sale) পৌঁছেন। হাদরামী (Salsal)-এর মতে তথায় ইবন 'আশির নামক একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া সূফী জীবনধারা সারা মরক্কোতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই সাহায্যে ইবন আব্বাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। পীরের ইনতিকালের পর ইবন 'আব্বাদ ক্ষিপ্ত গতিতে তানজিয়ার সফর করেন; সেইখানে তিনি আবু মারওয়ান 'আবদুল-মালিকের সহায়তায় ফাত'হ (আধ্যাত্মিক সাফল্য) অর্জন করেন। তৎপর ফেয-এ প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার বন্ধুঘর যাহুয়া আস-সাররাজ ও সুলায়মান আল-আনফাসীর অনুরোধে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ইবনু 'আতাউল্লাহ প্রণীত হিকাম-এর একখানি অত্যন্ত সফল ভাষ্য রচনা করেন। ইবন 'আতার গ্রন্থাবলী ও তৎসহ শাযিলী তারীকা তখন সবমাত্র মরক্কোতে পৌঁছিয়াছিল। ইহার প্রসারে ইবন 'আব্বাদের বিশেষ অবদান ছিল। তিনি পুনর্বার Sale-এ ফিরিয়া আসেন। সেইখানে তিনি তাহার সেই সমুদয় পত্র রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলি যাহুয়া আস-সাররাজ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। তখন হইতে তিনি একজন সূফী শায়খ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৭৭৭/১৩৭৫ সনে সুলতান তাঁহাকে কারাবিয়ীন-এর ইমাম ও প্রচারক নিয়োগ করেন। উক্ত পদে তিনি মৃত্যুকাল (৭৯২/১৩৯০) পর্যন্ত বহাল ছিলেন। তাঁহাকে বাবু'ল-ফুত'হ নামক স্থানে দাফন করা হয়। যদিও তাঁহার কবরটি বর্তমানে চিহ্নিত করা যায় না, তবুও তাঁহার কবর সুপরিচিত।

হিকাম-এর ভাষ্য ছাড়াও তিনি আধ্যাত্মিক নির্দেশাবলীসম্বলিত কতকগুলি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা রাসাইল কুবরা নামে সংকলিত এবং লিখো পদ্ধতিতে ফেয-এ ১৩২০ হি.-তে প্রকাশিত (পৃ. সংখ্যা ২৬২) এবং রাসাইল সুগরা (সম্পা. P. Nwyia, খু., পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৮)। এতদ্ব্যতীত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন কতকগুলি অপ্রকাশিত গ্রন্থ, যথা : ফাত'হ'ত-তুহফা (ইবাদাতের বিধিসম্বলিত হাদীছ সংকলন), দু'আ বি'ল-আসমাই'ল হু'সনা, জুমু'আর খুত'বার একটি সংকলন, হিকাম-এর ছন্দোবদ্ধ সংস্করণ। ইবন 'আব্বাদের রচনাবলী সূফীবাদের আদি প্রকৃতির দিকে প্রত্যাবর্তনসূচক (মুহাসিবী)। তিনি ইবন সাব'ঈনকে পসন্দ করিতেন না এবং ইবনু'ল-'আরাবী হইতে কচিৎ উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : P. Nwyia, Ibn Abbad de Ronda, বৈরুত ১৯৬১ খু., ১-৪১। ইহাতে সূত্র ও গ্রন্থসমূহের একটি পূর্ণ তালিকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় : M. Asin Palacios, Un Precursor hispano-musulman de San Juan de la Cruz, in al-Andalus, i (1933), 7-79।

P. Nwyia (E.I.²)/ এ. এম. এম. নুরুল ইসলাম

ইবন 'আব্বাদ (ابن عباد) : আবু'ল-কাসিম কাফি'ল-কুফাত ইসমা'ঈল ইবন 'আব্বাদ ইবনি'ল-'আব্বাস ইবন 'আব্বাদ ইবন আহ'মাদ ইদরীস আত-তালিকানী (যু'ল-কা'দা, ৩২৬-২৪-সাফার, ৩৮৫/সেপ্টেম্বর, ৯৩৮-২০ মার্চ, ৯৯৫) বুওয়ায়হী খানদানের উযীর এবং সমকালীন শিক্ষা-সাহিত্যের এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পিতাও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রুকনু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীর উযীর ছিলেন। ইবন 'আব্বাদ তাঁহার পিতা ও শহরের বড় বড় ব্যাকরণবিদের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর বাগ'দাদ রওয়ানা হন এবং সেখানে শিক্ষা সমাপনের পর একজন সাধারণ কাতিব (করণিক) হিসাবে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ৩৪৭ হি. তিনি উযীর আবু 'আলী আল-কাশানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহার পর আমরা তাহাকে আবু'ল-ফাদল ইবনু'ল-আমীদ-এর চাকুরীতে দেখিতে পাই। ইনি বুয়ায়হী রাষ্ট্রের বিখ্যাত উযীর ও সাহিত্যিক ছিলেন। ইবন 'আব্বাদ ২৬০ হি. মুআয়্যিদু'দ-দাওলা ইবন রুকনু'দ-দাওলার উযীর হিসাবে নিযুক্ত হন, যিনি তখন পর্যন্ত শাহুয়াদাহ ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি শাহুয়াদাহ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সংস্কার করেন। স্বাভাবিক প্রতিভা ও উন্নত চরিত্রের জন্য শাহুয়াদাহ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহাকে আস'-সাহিব (المصاحب) ও কাফি'ল-কুফাত (كافى الكفاة) এই দুইটি উপাধি দান করিয়াছিলেন।

রুকনু'দ-দাওলার ইনতিকাল (৩৬৬/৯৭৬) হইলে তদন্থলে মুআয়্যিদু'দ-দাওলার শাসন কায়েম হইল, তখন তিনি স্বীয় পিতার উযীর ইবনু'ল-আমীদ আবু'ল-ফাত'হ 'আলী ইবন মুহ'াম্মাদকে পদচ্যুত করত কারারুদ্ধ করেন এবং ইবন 'আব্বাদকে উযীর নিযুক্ত করেন। ইবন 'আব্বাদ অত্যন্ত মনোযোগ ও যোগ্যতার সহিত উযীরের দায়িত্ব আনন্ডাম দেন। ৩৭০ হি. তাঁহাকে তাহার মনিবের পক্ষ হইতে 'আদু'দুদ-দাওলার দরবারে রাষ্ট্রদূতরূপে হ'ামাদান প্রেরণ করা হয়। ভ্রাতার নিকট ইবন 'আব্বাদের কিরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহা 'আদু'দুদ-দাওলা ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি অতি শ্রদ্ধা ও সন্তুষ্টির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন, স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হন এবং সমস্ত সরকারী কর্মচারী তাঁহার নির্দেশক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইবন 'আব্বাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে ইবন 'আব্বাদ সমুদয় কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ইত্যবসরে মুআয়্যিদু'দ-দাওলার ভ্রাতা ফাখরু'দ-দাওলা 'আদু'দুদ দাওলার রাজত্ব অস্বীকার করত তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া জুরজান ও তাবারিস্তানের শাসনকর্তা কাবুস ইবন ওয়াশমাগীর যিয়ারী [অনুরূপ, যীরা?] এর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। 'আদু'দুদ-দাওলা স্বীয় ভ্রাতা মুআয়্যিদু'দ-দাওলাকে তাঁহার প্রতিরোধের জন্য প্রেরণ করেন। মুআয়্যিদু'দ-দাওলা ইবন 'আব্বাদকে সঙ্গে লইয়া জুরজান ও তাবারিস্তান দখল করেন। তাঁহার ভয়ে ফাখরু'দ-দাওলা ও কাবুস পলায়ন করত হু'সামুদ্দীন তাশে-এর নিকট নীশাপুরে আশ্রয় গ্রহণ

করেন, যিনি তখন নূহ ইবন মানসূর সামানীর পক্ষ হইতে খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। তাশ নূহ ইবন মানসূর সামানীর নির্দেশক্রমে তাঁহাকে সাহায্য করেন। তিনি জুরজান অধিকারের চেষ্ঠা চালাইয়া নীশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ৩৭৩/৯৮৩ সনে মুআয়্যিদুদ-দাওলা স্বীয় স্থলাভিষেক সম্পর্কে ওয়াসিয়াত না করিয়া ইনতিকাল করেন। এই হেতু ইবন আব্বাদের সুপারিশ ও ইঙ্গিতে ফাখরু'দ-দাওলাকে রাজত্ব গ্রহণ করার নিমিত্ত আহ্বান করা হয়।

ফাখরু'দ-দাওলার আগমন ও যাবতীয় ইনতিজাম মনোমত সম্পন্ন হইবার পর ইবন আব্বাদ চিন্তা করিলেন যে, নূতন বাদশাহ যিনি তাঁহার হাতে অনেক রকম দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, আগামীতে তাঁহার আচরণ অনুকূল না হইবার আশংকায় ওয়াযারাত হইতে ইস্তিফা দিতে চাহিলেন। কিন্তু নূতন বাদশাহ এই ইস্তিফা মঞ্জুর করিলেন না এবং ইবন আব্বাদকে সঙ্গে লইয়া রায়্য শহরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় আস-সাহিব ইবন আব্বাদের জনপ্রিয়তা ও তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বমহলে উল্লেখ ছিল, এমন কি খোদ বাদশাহ তাঁহার সম্মুখে সংঘত হইয়া চলিতেন।

রাষ্ট্রের ছোট বড় সমুদয় কার্য ইবন আব্বাদের নির্দেশেই নিষ্পন্ন হইত। কোনও ব্যাপারে তাঁহার ও বাদশাহর মধ্যে মতানৈক্য হইলে উযীরের মত কার্যকর হইত। ৩৭৭ হি. ইবন আব্বাদ দ্বিতীয়বার তাবারিস্তানে অভিযান চালান। তিনি স্বেচ্ছানকার পরিস্থিতি সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কতিপয় দুর্গ অবরোধ ও জয় করিয়া রায়্য শহরের ফিরিয়া আসেন।

একজন উযীরের পক্ষে যেইরূপ অভিলাষ থাকা সম্ভব, উহার সব কিছুই তখন ইবন আব্বাদের করায়ত্ত ছিল। অবশ্য একটি আকাজক্ষা তখনও তাঁহার অপূর্ণ ছিল। তাহা এই যে, তাঁহার বাদশাহ রাজধানী বাগদাদ নগরী কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে লইবেন এবং তিনি নিজে ইরাকের উযীর হইবেন। এই অভিলাষ পরিপূরণের লক্ষ্যে ইবন আব্বাদ সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। সুতরাং আবুল-ফাওয়ারিস শীরযীল বুওয়ায়হীর ইনতিকাল (৩৭৯/৯৮৯)-এর পর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি সুযোগ পাইলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু ইহার পরিণাম সম্পর্কে শংকিত ছিলেন, সেইজন্য নিজে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন না, বরং ফাখরু'দ-দাওলাকে উৎসাহ দিলেন এবং তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া ইরাক-ই আরবের উদ্দেশে রায়্য ত্যাগ করিয়া হামাদান উপস্থিত হইলেন। ইবন আব্বাদ ফাখরু'দ-দাওলার উপস্থিতির বিশ দিন পূর্বেই আহওয়ায পৌছিয়া ঐ শহরটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যদি ইবন আব্বাদ এবং যেই সকল ঐতিহাসিক ইবন আব্বাদেরই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাগদাদ দখলের পদক্ষেপ ফাখরু'দ-দাওলার ভুল-ত্রুটির দরুন ব্যর্থ হয় এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

৩৮৫/৯৯৫ সনে ইবন আব্বাদ অসুস্থ হইয়া রায়্য নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে ফাখরু'দ-দাওলাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন, যাহা একজন বিশ্বদ্রষ্টা অভিজ্ঞ উযীরের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলেনঃ

“মহামানা! আমি আপনার সেবা করিতে কোন ক্রটি করি নাই এবং আমি আপনার রাজ্যে এমন রীতি অবলম্বন করিয়াছি যাহাতে আপনার সুনাম হয়। যদি সমুদয় কার্যক্রম এইভাবেই চলিতে থাকে, তবে এই সুখ-সমৃদ্ধি আপনারই অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে, কেহ আমার নামও উচ্চারণ করিবে না। কিন্তু এই পথ হইতে আপনি বিচ্যুত হইলে মানুষ আমার প্রতি

কৃতজ্ঞ হইবে এবং দ্বিতীয় পথটি আপনার উপর বর্তাইবে। ইহাতে আপনার শাসনের দুর্নাম হইবে।”

তাঁহার কাফন-দাফনে স্বয়ং ফাখরু'দ-দাওলা ও সকল বড় বড় দায়লামী আমীর শরীক ছিলেন। জনসাধারণ বিলাপ করিতে করিতে নিজেদের কাপড় পর্যন্ত ছিড়িয়া ফেলে। ইবন আব্বাদের মৃত্যুতে এই চিত্রটি উদ্ভাসিত হয় যে, যে সম্মান তাঁহাকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব! অন্য কোনও উযীরই হয়ত এত উচ্চে পৌছিতে পারেন নাই। এতদসত্ত্বেও ফাখরু'দ-দাওলা এদিনই তাঁহার আবাসগৃহ ও কোষাগারে প্রহরী নিয়োগ করেন এবং সমুদয় সম্পদ শাহী মহলে স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর তাঁহার জানাযা ইসফাহানে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানেই তিনি সমাহিত হন।

ফাখরু'দ-দাওলার মধ্যে বাদশাহীর যোগ্যতা যে অপরিপূর্ণ ছিল, তাঁহার বাদশাহ হওয়ার পূর্বেকার ব্যর্থ কার্যাবলী হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এহেন ব্যক্তির শাসনকার্যও ইবন আব্বাদ এমনভাবে পরিচালনা করিয়াছেন যে, দায়লামী আমীরদের বিদ্রোহ, তুর্কী ও দায়লামী সৈন্যদের পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং শহর ধ্বংস ও প্রজাসাধারণের দুরবস্থার কারণস্বরূপ যত রকম বিভেদ ও অনৈক্য হইতে পারে এবং যাহা দায়লামী বাদশাহদের মধ্যে নিত্যকার ঘটনা ছিল, তাহা ইবন আব্বাদের কর্তৃত্বাধীন শহরগুলিতে অজ্ঞাত ছিল। ইবন আব্বাদ পঞ্চাশটিরও বেশী দুর্গ ফাখরু'দ-দাওলার আয়ত্তে আনয়ন করেন। এই বাদশাহ যদি তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন, তাহা হইলে ইরাক-ই আরব জয় করিয়া বাগদাদকে তাহার রাজধানী করিতে পারিতেন। কিন্তু ফাখরু'দ-দাওলা নিজের ভাল-মন্দ বুঝিবারও যোগ্যতা রাখিতেন না। আর তাঁহার রাজনীতির পরিণামে রাষ্ট্রের যে ভিত্তিসমূহ ইবন আব্বাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল, উহা অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গেল। বিচক্ষণ উযীর হিসাবে ইবন আব্বাদের সুখ্যাতি সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই আমীর নূহ ইবন মানসূর সামানী তাঁহাকে নিজ দেশের উযীর নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইবন আব্বাদ উহাতে সম্মত হন নাই।

ইবন আব্বাদের চরিত্রের একটি দিক তো প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হওয়া। কিন্তু উহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দিক ছিল তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। ইবন আব্বাদ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যেমন সম্বন্ধ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ উহার সমঝদারও ছিলেন। পদমর্যাদা ও বৈভবের দরুন তিনি আলম-ই-ইসলামের সকল মননশীল নেতার আশা-আকাজক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে অনেক কীর্তিমান কবি-সাহিত্যিক তাঁহার দরবারে সমাগত হন। যাতীমাতু'দ-দাহুর-এর সম্পর্কে আছ-ছা'আলিবী যথার্থই বলিয়াছেন যে, কেবল খালীফা হারুনুর-রাশীদের দরবারেই এত খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটয়াছিল। ইবন আব্বাদের স্তাবকদের মধ্যে, যাহারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমকালীন বড় কবিদের প্রধান, উল্লেখযোগ্য আবু সাঈদ আর-রুসতামী, আবুল-হাসান আস-সালামী ও আবুল-কাসিম আয়-যাকরানী। সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল আবু বাকর আল-খাওয়ারিসমী ও বাদী'উ'য-যামান আল-হামাদানী, (মাকামাত مفادات-এর আবিষ্কারক) এবং ফারসী কবিদের মধ্যে আবু মুহাম্মাদ আল-খুসরাবী ইবন আব্বাদকে সাহায্য করিতেন এবং উযীরের নিকট হইতে বাৎসরিক পারিতোষিক পাইতেন (দ্র. 'আওফী, লুবাব ২খ, ১৩; আর-রা দুয়ানী, তারজামানুল-বালাগা, আহ'মাদ আতিশ প্রকাশিত,

ইস্‌তাম্বুল ১৯৪৯ খ., ১৭৪)। স্বয়ং ইবন আব্বাদের উক্তি, তাঁহার শব্দভুক্তি প্রসঙ্গে 'আরবী-ফার্সীতে লক্ষাধিক কাসীদা লিখিত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পদ কবি, সাহিত্যিক, দর্শনার্থী ও দূতদের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

এই দূতদের মধ্যে আবু হা'য়ান আত-তাওহীদী বিখ্যাত (দ্র. Brockelmann, ১খ, ২৪৪ ও তাকমিলা, ১খ, ৪৩৫ প.)। তিনি ৩৭০ ও ৩৭৬ হি. সনের মধ্যে তিন বৎসর রায় শহরে ইবন আব্বাদের দরবারে অতিবাহিত করেন এবং কিছু উপহার-উপঢৌকন লাভ না করিয়াই বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন (য়াকূ'ত, মু'জামু'ল-উদাবা, কায়রো, ১৫খ, ২৬ প., বিশেষত পৃ. ৩৩)। এই সাক্ষাৎকারে আত-তাওহীদীর কোন আর্থিক উপকার না হইলেও 'আরবী সাহিত্যে তিনি এক বিরাট কীর্তি অর্থাৎ আখলাকু'ল-ওয়ামীরায়ন কিংবা যামু'ল-ওয়ামীরায়ন নামক গ্রন্থ সংযোজন করেন যাহা 'আরবী সাহিত্যে এক নজীরবিহীন অবদান। তাঁহার কতিপয় সাহিত্য সম্পদ যাকূ'তের মু'জামে (১৫, কায়রো সং., ইবন আব্বাদ ও তাওহীদী শিরোনামে) এখনও বিদ্যমান।

আত-তাওহীদী এই গ্রন্থে ইবন আব্বাদ ও ইবনুল-'আমীদের স্বভাব ও কীর্তি এবং তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ইবন আব্বাদও ইবনুল-'আমীদের ন্যায় একজন অনুপম উবীর ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রে ক্ষুদ্রতা ও এমন কিছু দুর্বলতা ছিল যাহা একজন মহান গুণী ও সর্বজনমান্য লোকের মধ্যে বেশ দৃশ্যীয় ও বেমানান মনে হইত। তাঁহার দুর্বলতার মধ্যে ছিল প্রথমত ছন্দময় (سجع) কথা বলিবার (স্বআরোপিত) বাধ্যবাধকতা। দ্বিতীয় তিনি আত্মপ্রশংসা অত্যধিক পসন্দ করিতেন তাহা যতই অতিরঞ্জিত ও স্বভাববিরোধী হউক না কেন। ইহা ব্যতীত অপরের সং গুণাবলী নিজের প্রতি আরোপ করা এবং ইন'আম প্রদানে কার্পণ্য করা ইত্যাদি। কিন্তু স্মরণীয় যে, তাওহীদী এমন কিছু বৈশিষ্ট্যকে দোষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যাহা গুণ বলিয়াও সাব্যস্ত করা যায়।

ইবন আব্বাদের গ্রন্থাগার ছিল বিরাট। উহার তালিকা ছিল দশ খণ্ড বিশিষ্ট। কিন্তু এই গ্রন্থাগারও বেশী দিন বিদ্যমান থাকে নাই ৪২০/১০২৯ সনে যখন সুলতান মাহমুদ গায়নাবী রায় শহর জয় করেন, তখন তাঁহাকে বলা হয় যে, ইবন আব্বাদের সমস্ত কিতাবই رافضی ['আলী (রা)-এর পক্ষত্যাগী]-দের রচিত। সুলতান আহল-ই-সুন্না'তের সহিত অধিক সম্পর্কযুক্ত ছিলেন বলিয়া গ্রন্থাগারে 'ইলম-ই-কালাম (দর্শন)-এর যত কিতাব ছিল সেইগুলিকে তিনি যত্নতন্ন বর্জন করিয়া দেন এবং অবশিষ্টগুলিকে গায়নীতে পাঠাইয়া দেন। (ড্র. এম. নাজিম, Life and times of Sultan Mahmud of Ghazna. মুদ্রণ কেমব্রিজ ১৯৩১ খ., ৮৩)।

ইবন আব্বাদ তাঁহার কর্তব্যকর্ম ও নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও গ্রন্থ রচনায়ও যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। যাকূ'ত তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) আল-মুহীত বি'ল-লুগা (১০ খণ্ড); (২) দীওয়ানু'র-রাসাইল (১০ খণ্ড); (৩) কিতাবুল-কাফী (প্রজাবলী); (৪) কিতাবু'য-যায়দিয়া; (৫) কিতাবুল-আয়াদ ওয়া ফাদাইলুন-নাওরুয; (৬) কিতাব ফী তাফদীল 'আলী

(রা) ইবন আবী তালিব ওয়া তাসু'হী'হ ইমামাতি মান তাকাদামাহ; (৭) কিতাবুল-উযারা; (৮) 'উনওয়ানুল-মা'আরিফ; (৯) আল-কাশফ 'আন মুসাবি'ল-মুতানাব্বী; (১০) কিতাব মুখতাসার আসমা'ইল্লাহি তাআলা ওয়া সিফাতিহী; (১১) কিতাবুল-আরুদিল-কাফী; (১২) কিতাবু জাওহারাতিল-জামহারী; (১৩) নাহজু'স-সাবীল; (১৪) কিতাবু আখবারি আবি'ল-আয়না; (১৫) কিতাবু নাকদিল-'আরুদ; (১৬) তারীখুল-মুলুক ওয়া ইখতিলাফিদ-দুওয়াল; (১৭) কিতাবু'য-যায়দায়ন; (১৮) দীওয়ান।

নিম্নোক্তগুলিমাত্র এখন বিদ্যমান : (১) আল-মুহীত ফিল-লুগা, 'আরবী হইতে 'আরবী অভিধান গ্রন্থ, শব্দ সংখ্যা বহু, কিন্তু উদাহরণ কম। একটি খণ্ড যা (:) অক্ষর হইতে আরম্ভ হইয়া ফা (ف) অক্ষরে শেষ হইয়াছে, উহা কায়রোতে বিদ্যমান (দ্র. ফিহরিসুল-কুতুবিল-'আরাবিয়্যাতি'ল-মাওজু'দাতি বি'দ-দার, কায়রো ১৩৪৫ হি., ২খ., ৩৫)। অন্য একটি খণ্ড, যাহাতে মূল ধাতু حق হইতে মূল ধাতু قفرئ পর্যন্ত আছে, ইস্তাঙ্বুলে তৃতীয় সুলতান আহমাদের গ্রন্থাগারে বিদ্যমান (দ্র. H. Ritter, Philologica XIII arabische Handchriften in anatolien und Istanbul Oriens, ৭খ., ২৩৭)।

(২) রাসাইলঃ ইবন আব্বাদের উচ্চাঙ্গের চিঠিপত্র, যাহা অজ্ঞাতনামা এক সংগ্রাহক সংকলন করিয়াছেন-'আবদুল-ওয়াল-ওয়াল-আযযাম (আজজাম) ও শাওকী হানীফ "রাসাইলুল-স-সাহিব ইবন আব্বাদ" নামে প্রকাশ করেন, মুদ্রণ কায়রো ১৩৬৬ হি.। সংকলক পত্রগুলিকে বিষয়ভিত্তিতে বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রতি অধ্যায়ে দশটি পত্র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের চিঠিগুলি সুসংবাদ ও বিজয়বিষয়ক। বিভিন্ন অধ্যায়ে আরও কতিপয় চিঠিতে সমকালীন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পত্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনাক্রমে বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৩) দীওয়ান : দুই কপি ইস্তাঙ্বুলের আয়া সুফিয়ার গ্রন্থাগারে বিদ্যমান (সংখ্যা ৩৯৫২-৫৩)...

(৪) আল-কাশফ 'আন মুসাবি'ল-মুতানাব্বী : পুস্তিকা, ১৩৪২ হি. কায়রোতে প্রকাশিত, আল-মুতানাব্বীর কয়েকটি কবিতার সমালোচনা।

(৫) আল-ইকনা'উ ফিল-'আরুদিল ওয়া'ল-কাওয়াফীঃ কপি প্যারিসের আহলিয়াহ (Bibliothèque Nationale) গ্রন্থাগারে রক্ষিত (নং ৬০৪২) ড্র. G. Vajda, Index general des manuscrits Arabes, Musulmans de la Bibl. Nat., প্যারিস ১৯৫২ খ., ৪০৫। সম্ভবত ইহা সেই গ্রন্থ, যাহা ইরশাদুল-আরীব-এ কিতাবুল-'আরুদিল-কাফী নামে উল্লিখিত।

(৬) কিতাবুল-মাকসূর ওয়া'ল-মামদূদ পুস্তিকা। P. Bronnle কর্তৃক প্রকাশিত Contribution towards Philology, প্রথম প্রকাশ লন্ডন ও লাইডেন ১৯০০ খ.। ইবন আব্বাদের কোনও কোনও পুস্তিকা ও বিভিন্ন কবিতায় জনা ড্র. Brockelmann, ১খ., ১৩১ ও পরিশিষ্ট, ১খ., ১৯৯।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ব্যতীত : (১) যাকূ'ত, ইরশাদুল-আরীব, সম্পা. Margoliouth, ২খ., ২৭৩-৩৪৩, কায়রো সং., ৬খ, ১৬৮-৩১৭; (২) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-'আ'য়ান, সম্পা. Wustenfled, সংখ্যা ৯৫; অনু. De Slane, ১খ., ২১২, আরও কায়রো সং. ১২৯৯ হি., ১খ., ৭৫ প.; (৩) আবু গুজা' মুহাম্মাদ ইবন

হ'সায়ন, যা'য়ল কিভাব তাজারবি'ল-উমাম (পাঠ সম্পা. H. F. Amedroz ও D. S. Margoliouth, অক্সফোর্ড ১৯১৪-১৯১৬ খৃ.); (৪) The Eclipses of the Abbasid Caliphate, ৩য় খণ্ড; (৫) আছ-ছা'আলাবী, য়াভীমাতু'দ-দাহর, সং., কায়রো ১৯৩৪ খৃ., ৩খ., ১৬৯-২৬০ (৬) ইবনুল-আনবারী, নুযহাতুল-আলিব্বা, ৩৯৭ প.; (৭) ইবনুল-জাওযী, কিতাবুল-মুনতাজাম, হ'য়দারাবাদ ১৩৫৮ হি., ৭খ., ১৭৯ প.; (৮) আস-সুযুতী, বুগয়াতুল-উ'আত ফী তাবাকাতিল-ল-লুগাবিয়ীন ওয়ান-নুহাত, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ১৯৬ প.; (৯) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি., ৩খ., ১১৩ প.; (১০) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg. ৮খ., ২৬৪, ৪৫৪ এবং ৯খ., ৪প., ১৮, ৩৯, ৪৪, ৭২, ৭৭ প.; (১১) Wilken, Geschichte der Sultane aus dem Geschechte Bujehnach Mirchond, অধ্যায় ৮; (১২) যাকী মুবারাক, Arabe au Vie, La Prose Siecle de l' Hegire, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., ১৩৬-১৪৫; (১৩) ঐ লেখক, আন-নাছরুল-ফান্নী, ২খ., ২৪৩-২৫৮; (১৪) আবুল-কাসিম আল-কুবাইঈ, রিসালাতুল-ইরশাদ ফী আহওয়ালিস-স-সাহিবিল-কাফী ইসমা'ঈল ইবন 'আব্বাদ, মুফাদদি'ল ইবন সাদি'ল-মাফারখী, শিরোনাম ৪ কিতাবু মাহাসিন ইসফাহান, তেহরান সং. ১৯৩২ খৃ.; আরও ড্র. (১৫) Seybold, in Isl., ৮খ, ৯৯; (১৫) Brockelmann, ১খ., ১৩০ প.।

আহমাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ হাসান রহমতী

ইবন 'আব্বাস (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস)

ইবন আবি'দ-দাম (ابن ابى الدم) : পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হামাবী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং শাফি'ঈ ফারসী। ২১ জুমাদা'ল-উলা, ৫৮৩/২৯ জুলাই, ১১৮৭ তারিখে হামাত-এ জন্ম। তিনি বাগ'দাদে শিক্ষা লাভ শেষে হামাত, আলেক্সা ও কায়রোতে অধ্যাপনা করেন এবং সর্বশেষে নিজ জন্ম স্থানে বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি হি. ৬৪১ সালে হামাতের শাসনকর্তা আল-মালিকুল-মুজাফফারের দূত হিসাবে বাগ'দাদ গমন করেন। পরবর্তী বৎসর পুনরায় যখন তিনি বাগ'দাদে আল-মালিকুল-মুজাফফারের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার জন্য যাইতেছিলেন সেই সময় পথিমধ্যে আল-মা'আররা নামক স্থানে আমাশয়ে'আক্রান্ত হন এবং হামাতে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর সেখানেই তিনি ১৫ জুমাদা'ছ-ছানী, ৬৪২/১৮ নভেম্বর, ১২৪৪ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি দুইখানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল আল-মালিকুল-মুজাফফারের নামে উৎসর্গীকৃত মহানবী (স)-এর জীবনী হইতে শুরু করিয়া ৬২৮ হি. পর্যন্ত বর্ষভিত্তিক বিবরণ এবং অপরটি ছিল আত-তারীখুল-মুজাফফারী শীর্ষক ছয় খণ্ডে সমাপ্ত সুবহৎ জীবনীমূলক রচনা। বর্তমানে শুধু প্রথমটিই পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে (আলেকজান্দ্রিয়ার মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে MS. 1292b)। উপরন্তু মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ সম্পর্কে প্রায়শ উল্লিখিত হয় এমন একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন (ড্র. H. Ritter, Isl. ১৮ (১৯২৯ খৃ.), পৃ. ৫১। ইহা ছাড়াও তিনি আদাবুল-কাদা (কাদী, কুদাত)-এর উপর কয়েকটি আইন গ্রন্থ, হাদীছের রিওয়াজাত সম্পর্কে তাদকীকুল-ইনায়ী ফী তাহকীকির রিওয়াজা নামক গ্রন্থ এবং আল-গাযালীর ওয়াসীত (শারহ' মুশকিলুল-ওয়াসীত) স্পষ্টতই যাহা ঈদাহ'ল-আগালীত হইতে অভিন্ন বলিয়া

Brockelmann কর্তৃক উল্লিখিত, Sl. ৭৫৩, নং ৪৯৮) এবং তানবীহ (আবু ইসহাক আশ-শীরাযীর, দামীরী কর্তৃক যারারফাতে উদ্ধৃত)-এর ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত একটি আইনগত অভিমত সুবকীগণ কর্তৃক অদ্যাবধি এক বিতর্কিত বিষয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকীউদ্দীন আল-মুনযিরী, তাকমিলা (মুসতাবাফা জাওয়াদ-এর ইবনুস-সাব্বানীর সংস্করণে উদ্ধৃত, তাকমিলা, বাগ'দাদ ১৩৭৭/১৯৫৭, ২৯৫ প.); (২) আবুল-ফিদা, সম্পা. Reiske, iv, পৃ. ৪৮০; (৩) তাকিয়ুদ্দীন আস-সুব্বী, ফাতাবী, কায়রো ১৩৫৫-৫৬ হি., ii, 474 প., তাজুদ্দীন আস-সুব্বী কর্তৃক উদ্ধৃত, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়া, v পৃ. ৪৭; (৪) ইবন কাদী শুহবা (মুসতাবাফা জাওয়াদ কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ছা., এবং বাকীপুর ক্যাটালগ, ১৫ খ., পৃ. ৮); (৫) আস-সাখাবী, ই'লান F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography-তে Leiden ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৩২ প., ৪১৪, ৪৩৬; (৬) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, পৃ. ২১৩; (৭) আয-যাহাবীর তারীখুল-ইসলাম-এর প্রবন্ধসমূহ এবং আস-সাফাদীর ওয়াফী (পাওয়া যায় না)। ড্র. উপরন্তু Brockelmann পৃ. ৪২৩ প. (ঐ স্থলে উল্লিখিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থসমূহ ইবন আবি'দ-দাম-এর পূর্ববর্তী নয়, বরং ইবন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারীর পূর্ববর্তী) S.I., পৃ. ৫৮৮; (৮) C. Cahen la Syrie du Nord, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫৭।

F. Rosenthal (E.I.²)/ শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

ইবন আবি'দ-দিয়াফ (ابن ابى الضيف) : আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ, তিউনিসীয় ঘটনাপঞ্জী লেখক। জ. ১২১৭/১৮০২-৩ তিউনিসে, মৃ. ১৭ শাবান ১২৯১/২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪। শাসকদের সচিব ও উপদেষ্টা হিসাবে ১২৪৬/১৮৩০ ও ১২৫৮/১৮৪২ সালে ইস্তাম্বুলে কতিপয় নায়ুক ব্যাপারে প্রেরিত মিশনসমূহের দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। আহ'মাদ বের সহিত ১২৬২/১৮৪৬ সালে প্যারিস গমন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃ. মৌলিক চুক্তি (The Pacte Fondamental) এবং সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন (দ্র. দুসতুর Dustur)। এই সময়ের পর তাঁহার মর্যাদা আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৭৩ খৃ. হইতে প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত খায়রুদ্দীনের কৃপায় স্বল্পকালের জন্য তিনি এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ইবন 'আবি'দ-দিয়াফের রচনা প্রধানত 'আরবগণের বিজয় হইতে ১২৮৯/১৮৭২ সন পর্যন্ত তিউনিসিয়ার ইতিহাস ইতহাফু আহলিল'য-যামান ফী আখবারি মুলুকি তিউনিস ওয়া 'আহদি'ল-আমান (اتحاد اهل الزمان فى اخبار ملوك تونس وعهد الامان) গ্রন্থখানা হ'সায়নীদের রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত মৌলিকতাবিহীন বিবরণমাত্র। কিন্তু গ্রন্থকারের সমসাময়িক ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত বলিয়া ইহার প্রচার ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থপঞ্জী : ১ম সংস্করণসমূহ (১) Tunis, Imprimerie officielle, ১৩১৯/১৯০১-২ শুধু ১ম 'ইকদ; (২) Tunis, Secretariat d Etat aux Affaires culturelles, ১৯৬৩-৬ খৃ., আটটি খণ্ড প্রকাশিত।

২য় সূত্র গ্রন্থসমূহ : (১) মুহাম্মাদ বায়রাম (বায়রাম ৫) সাফওয়াতুল-ই'তিবার, ২খ, কায়রো ১৩০২ হি.; (২) মুহাম্মাদ আল-ন্যাযফার, 'উনওয়ানুল-'আরীব ফী মান নাশা'আ বি'ল-মামলাকাতিত- তিউনিসিয়া মিন

'আলিম আদীব, তিউনিস ১৩৫১ হি., ২খ, ১৩০; (৩) মুহাম্মাদ মাখলুফ, শাজারাতু'ন-নূরিয-যাকিয়্যা ফী তা'বাক'তি'ল-মালিকিয়া, ৩৯৪, সংখ্যা ১৫৭১; (৪) এইচ. এইচ. 'আবদুল-ওয়াহ্‌হাব, আল-মুনতাখাব আল-মাদরাসী মিনা'ল-আদাবিত তিউনিস^২, কায়রো ১৯৪৪ খ., ১৪২; (৫) ঐ লেখক, খুলাসাতু তা'রীখ'ত-তিউনিস^৩, তিউনিস ১৩৭৩ হি., ১৭০; (৬) আর রাইদু'ত-তিউনিসী, পঞ্চদশ বর্ষ, সংখ্যা ২৫ ও ২৬; (৭) Brockelmann S III, 499; (৮) L. Bercher, En marge du pacte fondamental, in RT, n. s. xxxvii (১৯৩৯/১) ৬৭, টীকা ৩; (৯) G. Ganiage, Les Origines du Protectorat français en tunisie. প্যারিস ১৯৫৯ খ., ৮৬, টীকা ৩৮; (১০) H. Peres, La littérature arabe et I: Islam par les textes, les xix^e et xx^e siècles. আলজিয়ার্স ১৯৩৮ খ., ১৮।

A. Abdeselem (E.I.^২)/ মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

ইবন আবি'দ-দুনয়া (ابن ابى الدنيا) : আবু বাকর 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ ইবন সফয়ান আল-কুরাশী আল-বাগদাদী, আরবী লেখক, ২০৮/৮২৩ সালে বাগদাদে জন্ম ও ২৮১/৮৯৪ সালে তখায় ইনতিকাল। উমায়্যাদের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হইলেও তিনি কতিপয় 'আব্বাসী রাজকুমারের, বিশেষত যাহারা পরে খলীফা হইয়াছিলেন, যথা: আল-মু'তাদিদ ও আল-মুকতাফী-এর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইবন আবিদ-দুনয়া ছিলেন একজন বিদ্বান শিক্ষক। তাঁহার আদর্শ জীবন-পদ্ধতির জন্য মানুষ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। শুধু শী'আরাই তাঁহাকে দুর্বল হাদীছ'বিদ হিসাবে গণ্য করিত (মামাকানী, তানকীহ'ল-মাকাল, ৭০২৮)। ধার্মিক ও বৈরাগ্য জীবন (যুহুদ) যাপনের সহিত তিনি ব্যাপক শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় সম্পর্কে। ধৈর্য, নয়ত্ব, কৃত পাপের জন্য অনুতাপ, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, অতিথিসেবা, ইবাদাতের জন্য রাত্রি জাগরণ, স্বল্পভাষিতা, মিতব্যয় ইত্যাদির জন্য তিনি উপদেশ দেন, হিংসা, ক্রোধ, মদ্য পানাসক্ততা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও সাধারণভাবে দুনিয়া (আদ-দুনয়া)-র নিন্দা করেন। তিনি একক বিষয়বস্তুর সমূহও, যথা: রামাদান ও দশম যুল-হিজজা (য়ামুল-আদহা)-র ফযীলত আলোচনা করেন। সার্বজনীন বিষয়বস্তুর সমূহও তাঁহার আলোচনায় স্থান পায়। যথা: নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (মাকারিমুল-আখলাক) যাহা মানুষের অর্জন করা উচিত; দুঃখের পর সুখ (আল-ফারাজ বা'দাশ-শিদ্দা) লাভের বিষয়টিও তিনি আলোচনা করেন। তাঁহার কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের নামও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কথিত আছে, ইবন আবিদ-দুনয়া শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে বিশখানা গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, এমন কি সিবত ইবনুল-জাওয়াযী বলেন, তাঁহার ১৩০ খানিরও বেশী গ্রন্থের সহিত তিনি পরিচিত। ইবনুল-নাদীম-এর ফিহরিসত, হাজ্জী খালীফার কাশফু'জ-জুনুন ও পাঠ তালিকাসমূহ (ফাহরিসু'শ-শুযুখ) হইতে তাঁহার শতাধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পাঠতালিকাসমূহে পরবর্তী পণ্ডিতগণ তাহাদের পঠিত গ্রন্থাবলী লিপিবদ্ধ করার সময় ইবন আবিদ-দুনয়ারও কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-নাদীম, ফিহরিস্ত, সম্পা. Flugel ১খ, ১৮৫; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খ., ১খ, ৪৯৪ প.; (৩) খাতীব,

তারীখ বাগদাদ, ১০খ, ৮৯-৯১; (৪) ইবন হাজার, তাহ'যীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-২৮ হি., ৬খ, ১২ প.; (৫) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, কায়রো ১৩৮০ হি., ১খ, ৪৪৭; (৬) ইবনুল-ফাররা, তাবাক'তুল-হানাবিলা, দামিশক ১৩৫০ হি., পৃ. ১৩৯; (৭) আল-ইশ্বীলী, ফিহরিস্ত, সম্পা. F. Codera J. Ribera (Bibl. Arabico-Hispana xi/I), পৃ. ২৬৮; (৮) ইবনুল-আছীর, ৭খ, ৩২৪; (৯) যাহাবী, তায'কিরা, ২খ, হায়দরাবাদ ১৯৫৬ খ., পৃ. ৬৭৭-৯; (১০) আবু হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ: ওয়া'ত-তা'দীল, ২/২ খ. হায়দরাবাদ ১৩৭২ হি., প. ১৬৩; (১১) মাস'উদী, মুরুজ (প্যারিস সং.) ৮খ, ২০৯ প.; (১২) ইবন তাগরীবিরদী, নুজুম, ৩খ, কায়রো ১৯৩২ খ., পৃ. ৮৬; (১৩) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ৭১; (১৪) সাখাবী, ইলান, দ্র. F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden ১৯৫২ খ. পৃ., ৩২৭ প. ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫৮, ৪২৬, ৪৩২; (১৫) A. Wiener, in Isl. ৪খ, (১৯১৩ খ.), পৃ. ২৭৯-৯১, ৪১৩-২০ (ইবন আবিদ-দুনয়ার গ্রন্থসমূহের তালিকা খুব সম্পূর্ণ নয়) (১৬) Brockelmann ১খ, পৃ. ১৬০, পরিষ্টি ১, পৃ. ২৪৭.; (১৭) আল-মুনাজ্জিদ in MIDEO ৩খ, (১৯৫৬ খ.). পৃ. ৩৪৯-৫৮; (১৮) F. Rosenthal, in Oriens. ১৫খ, (১৯৬২খ.), পৃ. ৩৫-৪২; (১৯) যুসুফ আল-ঈশশ, ফিহরিস মাখতূতাৎ দারিল-কুতুব'জ-জাহিরিয়া আত-তারীখ ওয়া মুলহাকাতুহ, দামিশক ১৯৪৭ ক., পৃ. ৮২ প., ৯৪ প. ২১৯ প.,; (২০) L. Nemoj, Arabic manuscripts in the Yale University Library, New Haven ১৯৫৬ খ., নং ১৪৩৪, ১৬১৭, ১৬২৮; (২১) লুতফী আবদুল-বাদী, ফিহরিসুল-মাখতূতাৎ ল-মুসাওয়ারা, ২খ, (আত-তারীখ) কায়রো তা. বি. (১৯৫৭ খ.), পৃ. ১৯, ২০৯।

A. Dietrich (E.I.^২) / ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইবন 'আবিদীন (ابن عابدین) বংশনাম, 'উছমানী শাসনের শেষ পাঁচ সিরিয়ায় বসবাসকারী দুইজন হানাফী ফাকীহ-এর ক্ষেত্রে সাধারণত প্রযোজ্য হইত। প্রথম ব্যক্তি, মুহাম্মাদ-আমীন ইবন উমার ইবন 'আবিদিল-আযীয ইবন 'আবিদীন, দামিশকে ১১৯৮/১৭৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম তিনি শাফি'ঈ ফিক'হ ও পরে হানাফী আইন অধ্যয়ন করেন এবং সমসাময়িককালের বিখ্যাত হানাফী বিশিষ্ট 'আলিমদের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি দামিশকে ১২৫৮/১৮৪২ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা পরিচিত গ্রন্থ হাস্কাফী (মু. ১০৮৮/১৬৭৭) রচিত রাদ্দুল-মুহ'তার-এর ভাষ্য, প্রকাশিত ১২৯৯ হি. কায়রোতে এবং ১৩০৭ হি. ইস্তাযুলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ইবন 'আবিদীন। তিনি ১২৮৫/১৮৬৮ সালে ইস্তাযুল গমন করেন, যেইখানে তিনি আহমাদ জাওদাত পাশা (দ্র.)-র নির্দেশে মাজাল্লা (দ্র.) সংকলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর পর দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানেই ১৩০৬/১৮৮৮ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, ২খ, ৩১০ এবং পরিষ্টি ২, ৭৭৩-৪; (২) F. Bustani, DM, ৩খ, ৩৮০-৬।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.^২)/ মো: রেজাউল করিম

ইবন আবি'য-যাওয়াইস (দ্র. সুলায়মান ইবন যাহ্যা)

ইবন আবি'য-যিনাদ (ابن ابى الزناد) : (রা), আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল-রাহ'মান ইবন 'আবিদিল্লাহ ইবন যাকওয়ান ২য়/৮খ

শতাব্দীর মদীনার একজন মুহাম্মদিহ ও ফকীহ। তিনি এক মাওয়ালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবুয-যিনাদ (মৃ. ১৩০/৭৪৭-৪৮) ইরাজে রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন। ইবনু'য-যিনাদ নিজেও মদীনাতে অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ গমন করেন যেখানে ১৭৪/৭৯০-৯১ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাহার ভ্রাতা আবুল-কাসিম ও পুত্র মুহাম্মাদ ও হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। Goldzihr (Muh. Studien ১খ., ২৪, ৩২-৩৩; ইংরাজী অনু., ১খ., ৩১-৩৮) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, 'আবদু'র-রাহ'মান সেই সকল লোকের একজন ছিলেন যাহারা মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের সমর্থনে এই হাদীছ-টি আবিষ্কার না করিলেও প্রচার করিয়াছিলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আন (দ্র. মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (র) [মৃ. ১৭৯/৭৯৫-৯৬ দ্র.)-এর সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্মীয় আচার প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ৩১৫ ফিহরিসত (কায়রো সং., ৩১৫)-এ তাহার ফিকহশাস্ত্র সম্পর্কিত দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লিখিত আছে। একখানি উত্তরাধিকার রিযয়ক (কিতাবুল-ফারাইদ) এবং অপরখানি দীনার ফিকহশাস্ত্রবিদদের মতপার্থক্য সম্পর্কিত, যাহার নাম রা'যুল-ফুকাহা আস-সা'বা'আ মিন আহলিল-মাদীনা ওয়ামাখতালাফু ফীহি (রأى الفقهاء السبعة من اهل المدينة وماختلفوا فيه)। শেষোক্ত কিতাবখানি নিঃসন্দেহে ইসলামী আইনের উৎপত্তি সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২২০, ৪৬৪-৬৬; (২) এ লেখক, 'উয়ুনুল আখবার, ১খ, ৪৪; (৩) জাহশিয়ায়ী, উযারা, পৃ. ২০, ৫৪-৫৫; (৪) খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ, ১০খ, ২২৮; (৫) নাওয়াবী, পৃ. ৭১৮-১৯; (৬) ইবন হাজার তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৬খ., ১৭০-৭২; (৭) বুসতানী, DM. ২খ.; (৮) যিরাকলী, আ'লাম, ৪খ., ৮৫।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl) / কাজী মুঃ কামরুজ্জামান

ইবন আবি'র-রিজাল (ابن ابي الرجال) : আবুল-হাসান 'আলী আশ-শায়বানী আল-কাতিবুল-মাগরিবী আল-কায়রাওয়ানী, একজন জ্যোতিষী এবং যীরী যুবরাজ আল-মু'ইযয ইবন বাদীস (৪০৭-৫৪/১০১৬-৬২)-এর গৃহশিক্ষক ছিলেন। আল মু'ইযয ৪৪৯/১০৫৭ সাল পর্যন্ত কায়রাওয়ানে রাজসভা করিতেন। ইবন আবি'র-রিজাল তাঁহার প্রশাসনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন H. R. Idris, La Berberie Orientale sous les Zirides, Paris ১৯৬২ খৃ. স্থা.)। তিনি আল-মু'ইযয-এর দরবারের বিশিষ্টতম কবি ইবন রাশীক (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪)-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কবি তাহার 'উমদা ফী মাহাসিন—ইবন আবি'র-রিজালকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ও আবুল-হাসান আল-মাগরিবী একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না, আল-কিফতী (তা'রীখুল-ছ'কামা, সম্পা. Lippert, ৩৫১-৩) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল-হাসান আল-মাগরিবী ছিলেন ৩৭৮/৯৮৮ সালে বাগদাদে ককট ক্রান্তি (Summer Solstice) ও জলবিষুব (Autumn equinox) পর্যবেক্ষণকারীদের অন্যতম এবং যদিও একই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার সমাধিশিলায় তারিখ ছিল ৪২৬/১০৩৪-৫ সাল (Idris, ৮১০, টীকা ১৯৭), বাস্তবে তিনি আরও কিছুকাল জীবিত ছিলেন, কেননা তিনি Sicily-র কাল্বী আমীর আহ'মাদ ইবন আবি'ল-হাসয়ন (কিতাবুল-বারি, ৩খ, ২২)-এর মৃত্যু ১০৩৭ হি. উল্লেখ করেন। একই অনুচ্ছেদে তিনি

৪৩৯/১০৪৭-৮ সালে অপমানিত নিফতার গভর্নর (ইদরীস, ১৯৭) হিসাবে পরিচিত জনৈক হাবুস ইবন ছ'মায়দ এবং ৪৪০/১০৪৯ সালে অথবা ইহার অল্পকাল পরে মিসরে পলায়নকারী সম্ভবত একজন কাযী পুত্র (ইদরীস, ৫৬০) জনৈক 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবন আবি'র-রিজালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিতাবুল বারি' ফী আহ'কামি'ন-নুজুম-এ এই বরাতগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা চারি ধরনের জ্যোতিষবিদ্যাসম্বলিত ৮টি পুস্তকের এক বিরাট সারসংক্ষেপ। প্রশ্নসমূহ বা Interrogations (১-৩) কোষ্ঠী বা natinties (৪-৬), ক্যাটারচিক (Catarchic) জ্যোতিষ (৭) এবং সাধারণ (রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকসহ) জ্যোতির্বিদ্যা (৮)। তাঁহার মূল গ্রন্থের দুই ডজন মত আরবী পাণ্ডুলিপি ছাড়াও Yehuda ben Moshe কর্তৃক ১২৫৪ হি. Alfonso the Wise-এর জন্য অনূদিত একটি পুরাতন ক্যাণ্টিলিয়ান অনুবাদ রহিয়াছে (কেবল প্রথম পাঁচটি বই বিদ্যমান)। এই প্রাচীন ক্যাণ্টিলিয়ান অনুবাদ দুইবার ল্যাটিন ভাষায় (যাহা পালাক্রমে তিনবার হিব্রু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল) এবং একবার প্রাচীন পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সম্ভবত এই ল্যাটিন অনুবাদ হইতেই ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদও হইয়াছিল। যুরোপীয় ভাষাসমূহে লিখিত এই বিপুল রচনাবলীর কারণে আধুনিককালে ইবন আবি'র-রিজাল সম্পর্কে এত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। আসলে বর্তমানকালে 'আরবীতে বিদ্যমান তৃতীয়/নবম শতাব্দীর জ্যোতিষবিদ্যা সর্বাঙ্গীয় সংকলনসমূহ হইতে কিতাবুল-বারি'টি ব্যাপকভাবে নকল (অনেকক্ষেত্রে বৈঠিকভাবে) করা হইয়াছে।

ইবন আবি'র-রিজালের জ্যোতির্বিদ্যা সর্বাঙ্গীয় অন্য রচনাসমূহের মধ্যে একটি উরজুয়া ফিল-আহকাম (উরজুয়া ফী দালীলির-রা'দ সম্ভবত ইহার একটি অংশ) আছে যাহাতে টীকা সংযোজন করিয়াছিলেন ৭৫৫/১৩৫৪ সালে কামালুত-তুরাকানী এবং ৭৭৪/১৩৭২ সালে আহমাদ ইবন হাসান ইবনিল-কু'নফুয' কু'সত'ানতীনী। হাল্‌লুল-'আকুদ ওয়া বায়ানু'র-রাস্দ নামক তাহার কিতাব ফি'র-রুমূয ও যীজা (জ্যোতিষ জ্ঞান টেবল) হারাইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন আবি'র-রিজালের কর্মজীবন ও আল-মু'ইযয-এর দরবারে তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট (এবং মূলত একমাত্র) গ্রন্থ ইদরীস কর্তৃক রচিত, যাহা এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবন আরও কম আলোচিত হইয়াছে। উৎসসূচক ও জীবনী সংক্রান্ত কিছু তথ্য আছে : (১) Suter, ১০০-এ. (২) Sarton, ১, ৭১৫-৬; (৩) Brockelmann ১খ, ২৫৬ ও S.I ৪০১ যাহা নিম্নে উল্লিখিত Nykl Hilty-এর প্রবন্ধ দ্বারা সম্পূরিত হইতে পারে। ইবন আবি'র-রিজাল-এ ব্যবহৃত উৎস সম্পর্কে দুইটি গ্রন্থ : (৪-৫) V. Stegemann: Der griechische Astrologe Dorotheos von sidon und der arabische Astrologe Abul-Hasan Ali ibn abir-Rigal, genannt Albohazen, Heidelberg ১৯৩৫ খৃ. এবং Astrologische Zarathustra Fragment bei dem arabischen Astrologen Abul Hasan Ali i. abir-Rigal (II. Jhdt.), in Orientalia, নূতন সিরিজ ৬খ, (১৯৩৭ খৃ.), ৩১৭-৩৬ (শেষোক্ত প্রবন্ধের একটি প্রধান অংশ J. Bidez ও F. Cumont, Les mages, hellenises, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ.,

২খ, ২৩৩-৪০ এ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। (৬) কিতাবুল-বারি'-এর বিভিন্ন অনুবাদের জন্য Dr. Old-Castilian- (৭) A. R. Nyki, Libro Conplido en los Juizios de las Estrellas, in Speculum, 21 খ., (1954 খ.), 85-99 (৮) Hilty, El Libro Complido en los Iudizios de las Estrellas, Madrid ১৯৫৪ খ. (মূল বইয়ের সম্পাদনা); (৯) একই আখ্যার একটি প্রবন্ধ in al-Andalus, ২০ খ. (১৯৫৫ খ.) ১-৭৫ (Contra Nyki) (১০) Latin ল্যাটিন অনুবাদ (ইংরেজী ও ফরাসী অনুবাদের সঙ্গে ইহাদের বহু পাণ্ডুলিপি ও অসংখ্য সংস্করণ) F. J. Carmody কর্তৃক তালিকাভুক্ত Arabic astronomical and astrological Science in Latin translation, Berkeley-Los Angeles ১৯৫৬ খ., ১৫০-৪; (১১) Hebrew-M, Steinschneider, Die hebraischen Uebersetzungen, Berlin ১৮৯৩ খ., ৫৭৮-৮০; (১২) Old Portuguese-I, Gonzalez Llubera, Two old Portuguese astrological texts in Hebrew Characters, in Romance Philology, ৬খ. (১৯৫২-৩ খ.) ২৬৭-৭২।

D. Pingree (E.I.²)/ উম্মে সালমা বেগম

ইবন আবি'র-রিজাল (ابن ابي الرجال) : আহ'মাদ ইবন স'লিহ' নামেও পরিচিত। তিনি যামানের যায়দী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত একজন ঐতিহাসিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ফাকাহী ও কবি ছিলেন। তিনি সান'আর পশ্চিমে আল-আহনুম এলাকার অন্তর্গত আল-শাবাত নামক স্থানে শা'বান, ১০২৯/জুলাই, ১৬২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন যামানেই অতিবাহিত করেন। তিনি মঙ্গলবার ৫ অথবা বুধবার ৬ অথবা ৬ রাবীউল-আওয়াল রাতে ১০৯২/২৪-৫ অথবা ২৫-৬ মার্চ, ১৬১৮ সালে ৬২ বৎসর ৭ মাস বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আর-রাওদা নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার ভাই মুহ'াম্মাদ কর্তৃক রচিত তাঁহার জীবনী গ্রন্থে (পাণ্ডুলিপি) Ambrosiana nuovo fondo, ২৫৬ fols, ২-১১) তাঁহার অধ্যয়ন ও অধীত বিষয়সমূহের খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিবরণ রক্ষিত আছে। এই জীবনী গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যায়দী আলিমগণকে তাঁহার শিক্ষক হিসাবে পাইয়াছিলেন (তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আল-মু'আয়্যাদ বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল-ক'াসিম, শায়খ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-মু'আয়্যাদী, শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবন দু'রায়ব, শায়খ মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হ'াসান ইবনিল-ইমাম আল-কাসিম, শায়খ আহমাদ ইবন সা'দুদ্দীন আল-মিসওয়ালী, শায়খ ইবরাহীম ইবন যাহ'য়া আস-সুহুলী)। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতবাদের বিজ্ঞ মনীষীদেরকেও তিনি তাঁহার শিক্ষক হিসাবে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সুখ্যাতির কারণে তিনি ইমাম আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ ইসমা'ঈল ইবনুল-কাসিম (মৃ. ১০৮৭/১৬৭৭)-এর বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে সচিব ও রাজদরবারের বক্তা (خطيب صنعاء) হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যে গ্রন্থের উপর তাঁহার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল একখানি জীবনী গ্রন্থ—(১) মাত'লা'উল-বুদূর ওয়া মাজমা'উল-বুহূর (مطلع البدور ومجمع البحور)। ইহাতে ইরাক ও ইরানের

সামরিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বের অধিকারী যায়দী সম্প্রদায়ভুক্ত ১৩০০ জন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী বর্ণনাক্রমিকভাবে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মতবাদের এই ঐতিহাসিক দলীল গ্রন্থখানা হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হইত, যাহা ঐতিহাসিক তথ্যের এক অতুলনীয় উৎস। ইহা এই কারণে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, যায়দী সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সম্পর্কে সকল ব্যাপারেই নীরবতা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট থাকিত। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে অনেক ঘটনার বিবরণ আছে যাহা এমন উৎসমূহ হইতে সংগৃহীত যেইগুলি বর্তমানে কেবল আংশিকভাবে বিদ্যমান। এই সকল তথ্য শুধু ইতিহাসের সহিতই সংশ্লিষ্ট নয়, অধিকন্তু যামানের ভূগোল ও প্রকৃতির সহিতও সম্পর্কিত।

অন্য যে সকল গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন, কয়েকখানা ব্যতীত সেইগুলির শুধু নামই এখন পাওয়া যায়। নিম্নে সেইগুলির বিবরণ দেওয়া হইল : (ক) জীবনী ও কুলজি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, যেমন (২) তায়সীরুল-ই'লাম বি-তারাজিমাতি তারাজিমাতি তাফসীরুল-'আলাম (تيسير الاعلام بتراجمه تراجمه تفسير الاعلام) কুরআনের ভাষ্যকারদের জীবনী; (৩) ইনবা'উল-আব্বা বিত'রীকা সালাফিহুমুল-হ'সনা জামি'লি-নাসাবি আল আবি'র-রিজাল (إنباء الانباء بطريقة سلفهم) তাঁহার নিজ পরিবারের কুলজি; (৪) ইবনুল-জালাল কর্তৃক রচিত আল-মুশাজ্জার (المشجر) যায়দী ইমামদের কুলজী, গ্রন্থের টীকা (تعليق) (পাণ্ড. Ambrosiana ৬৮/১); (খ) ধর্মতত্ত্ব ও ফিক'হ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী : (৫) ই'লামুল-মুওওয়ালী বি কালাম সাদাতিহিল-'আলাম আল-মাওয়ালী (إعلام الموالى بسلام ساداه الاعلام الموالى) (পাণ্ড. Br. Mus. Suppl. ২১৭/২); (৬) তায়সীর (তায়সীর), শ-শারী'আ [تيسير (تفسير) الشريعة] (পাণ্ডুলিপি Br. Mus. Suppl. ২১৭/১); (৭) আর-রিয়াদুল-ন-নাদিয়্যা ফী আননা'ল-ফিরকা আন-নাযিয়া হুমুয-যায়দিয়া (الرياض الندية فى ان الفرقة الناجية هم) (الزيدية); (৮) আল-মাওয়ালীনুর-রাজীহা লি'ল-বারাহীন আস-সাহীহা (الموازين الرجيحة للبراهين الصحيحة) ইমাম আল-মুতাওয়াক্কিল ইসমা'ঈল কর্তৃক প্রণীত আল-'আকীদাতুল-স-সাহীহা গ্রন্থের ভাষ্য; (৯) মাজালিসু'ত-তাফহীম (مجالس التفهيم); (১০) আল-ওয়াজহুল আওজাহ ফী হুকুমি যাওজ আল্লাহী দ্যায়ায়-যাওজা (الوجه الاوجه فى حكم زوج الذى ضيع الزوجة); (১১) মাজায় মান আরাদাল-হ'াকীকা মিন মু'আদিল হ'াকীকা (مجاز من اراد الحاققة من مراد الحاققة); (১২) আল-হাদিয়্যা ইলা মান যুহিব ওয়া'ল-হিদায়া ইলা মান যুহিব (الهدية الى من يحب والهداية) আল-জাওয়ালুশ-শাফী লিস-সাদী ইলা (الى من يحب الجواب الشافى للصدى الى عبد) (العزیز الضمى) (১৪) তায়কিরাতুল-কুলূব আল্লাতী ফিস-সুদূর ফী হায়াতিল-আজসাম আল্লাতী ফিল-কুবূর; (১৫) تذكرة القلوب التى فى) (الصدور فى حياة الاجسام التى فى القبور) (১৫) বিভিন্ন বিষয়ে রচিত রাসাইল; (গ) কুরআনের ভাষ্যবিষয়ক রচনাবলী, যেমন (১৬) বুগয়াতুল-তালিব ওয়া-সুওয়ালুহ ফী সাবাবি ইল্লামা ওয়ালিয়্য-কুমুল্লাহ (بغية الطالب وسؤله فى سبب انما وليكم الله) (رسوله) (কুরআন, ৫ : ৬০); (ঘ) ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী, যেমন

(১৭) হাশিয়া 'আলা লাফজি'ল-আযহার (حاشية على الله فظ الازهار); (১৮) দীওয়ান (ديوان) প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক কবিতার সংকলন, ইহার কিছু কিছু খণ্ড কবিতা তাঁহার জীবনী গ্রন্থে এবং কিছু কিছু মাতলাল-বুদূর' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল-আছার, ১খ., ২২০; (২) শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি, কায়রো, ১৩৪৮ হি., ১খ., ৫৯-৬১, টীকা ৩৬; (৩) E. Griffini, Lista dei Manoscritti arabi nuovo fondo della Biblioteca Ambrosiana di Milano, RSO-তে, ৪খ., ১০৪৬-৮।

R. Traini (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন আবি'ল-আওজা' (ابن أبي العوجاء) : 'আবদু'ল-কারীম, একজন কুখ্যাত গুপ্ত-মানিকীয় (দ্র. যিন্দীক), বিখ্যাত এক পরিবারের লোক (মা'ন ইবন যাইদা-র মাতুল) ছিল। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে সে প্রথমে বসরায় বাস করিত। সেখানে (যদিও ইহাতে সন্দেহ আছে) সে হাসান আল-বাসরীর শিষ্য ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অদৃষ্টবাদ (তাকদীর) সম্পর্কে হাসানের মতবাদের কারণে সে তাঁহার দল ত্যাগ করে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর নিশ্চিত এই যে, সে খুবই মিশ্র পরিবেশে, যেমন মু'তামিলী 'আমর ইবন 'উবায়দ ও ওয়াসিল ইবন 'আতা, নিষ্ঠাবান মুসলিমগণ কর্তক সমালোচিত কবি বাশশার ইবন বুদদ ও সালিহ ইবন 'আবদিল-কুদ্দুস ও অন্যান্য সন্দিগ্ধ ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিত। বসরা হইতে বিতাড়িত হইয়া সে কূফায় বসবাস করিতে গেল, কিন্তু সেখানে কূফার শাসনকর্তা মুহ'াম্মাদ ইবন সুলায়মান তাহাকে ১৫৫/৭৭২ সালে কিংবা ইহার সম্ভবত দুই বৎসর পূর্বে হত্যা করেন। তাহার মৃত্যু সম্পর্কে L. Massignon কর্তক প্রদত্ত তারিখ ১৬৭/৭৮৩-৪ গ্রহণ করা দুষ্কর।

মক্কাতে ইবন আবি'ল-আওজা ও ইমাম জা'ফার আস-সাদিকের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক হইয়াছিল বলিয়া যে শী'আ বিবরণ রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এই সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। L. Massignon-এর যেসব যুক্তির ভিত্তিতে তাহাকে ইমাম জা'ফারের রিওয়ামাতের সংকলক হিসাবে স্বীকার করিতে হয়, সেগুলি মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম ঐতিহাসিকও ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে এই কুখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচলিত ধর্মবিরোধী। সে নিজেই স্বীকার করিয়াছে, সে বহু হাদীছ উদ্ভাবন, মেকী পঞ্জিকা তৈরি করিয়াছে এবং আযাব ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রশ্নে গোপনে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মানিকীয় প্রচারণা চালাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সে ছিল বিশ্বজগতের নিত্যতা ও জ্ঞানান্তরবাদে (তানাসুখ) বিশ্বাসী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বরাতগুলি G. Vajda কর্তক সংগৃহীত ও আলোচিত তাঁহার সমীক্ষা, Les Zindiqs en Pays d'Islam au debut de la Periode abbaside, in RSO, xvii (1937-8), 193 (21)-196 (24), 223 (51)-225 (53); (২) আল-কুলায়নী, উসুলুল-কাফী, প্রথম খণ্ড, তেহরান ১৩৭৫/১৯৫৫, ৭৪ প.-এর অতিরিক্ত। (৩) Ch. Pellat, Le milieu basrien et la formation de Gahiz, ১৯৫৩ খ., ২১৯; (৪) L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique

musulmane², ১৯৫৪ খ., ১৮২, ২০১, ২০৫-৬ (নির্ঘণ্টে সংশোধনী প্রয়োজন); (৫) এইচ, তাকীয়াদেহ ও এ. আফশার শীরাযী, মানি ভে দীন-ই-উ, তেহরান ১৩৫৫ হি./১৯৫৬, দ্র. নির্ঘণ্ট, ইবন আবি'ল-আওজা (পৃ. ৫৪০)।

G. Vajda (E.I.²)/মোখলেছুর রহমান

ইবন আবি'ল-আযাকির (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী)

ইবন আবি'ল-আশ'আছ (ابن أبي الأشعث) আবু জা'ফার আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ একজন আরব চিকিৎসক। ইবন আবী উসায়বি'আ প্রদত্ত, সিরীয় আরব চিকিৎসক 'উবায়দুল্লাহ ইবন জিবরীল ইবন বাখতিশ-এর বর্ণনামতে ইবন আবি'ল-আশ'আছ ফারস-এর অধিবাসী ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাহার আয় বাজেয়াপ্ত হইলে তিনি অতি দ্রুত স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং কপর্দক শূন্য অবস্থায় মাওসিল (Mosul) উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সাফল্যের সহিত হামদানী, নাসিরুদ-দাওলার এক অসুস্থ পুত্রের চিকিৎসা করেন। এইভাবে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেখানে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি ৩৬০/৯৬০ সালের অব্যবহিত পরে মাওসিলে বৃদ্ধ বয়সে ইনতিকাল করেন। তাহাকে গ্যালেন (Galen)-এর উপর একজন চমৎকার বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করা হইত (দ্র. জালীনুস)। তাঁহার ন্যায় তিনিও নিজের জ্ঞানকে যুক্তিসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যেভাবে পুনঃপুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পাইয়াছিলেন তাহার বিবরণী তিনি অবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যাহা প্রায়শ ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা গ্রন্থের (Pharmacopoeia) মুখবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইবন আবি'ল-আশ'আছ-এর লিখিত কিতাব ফিল-'ইলমি'ল-ইলাহী [৩৫৫/৯৬৬ সালে সমাপ্ত] শীর্ষক ধর্মীয় গ্রন্থ এবং এরিস্টোটল-এর নামবিহীন কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যা ব্যতীত ঔষধ, প্রাণিবিদ্যা ও পশু চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। এইগুলির কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সেইগুলির কোনটাই এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তিনি গ্যালেন-এর গ্রন্থাবলীর কয়েকখানির উন্নত মানের সংশোধনীও করিয়াছেন।

(১) কিতাবু'ল-উসতুকুসসাৎ; 'আলা রা'য় আবুকরাত (২) কিতাবু'ল-মিযাজ, (৩) মাকালার ফী সু'আলিল-মিযাজি'ল-মুখতালিফ, (৪) মাকালার ফী আফদালি হায়াতিল-বাদান (৫) মাকালার ফী খিসবিল বাদান। তাহার নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য : (৬) কিতাব কুওয়াল-আদবিয়া আল-মুফরাদা, সাধারণ ভেষজ পদার্থের ক্ষমতা সম্পর্কে (৩৫৩/৮৬৪ সালে তাহার কতক শিষ্যের অনুরোধে লিখিত), ইহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ভালভাবে সংরক্ষিত আছে। ইহা গ্যালেন-এর একটি গ্রন্থের (হিলাতু'ল-বুর') উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তবে ইহা সুবিন্যস্ত ও অধিক উপকারী; সুতরাং প্রকাশযোগ্য। (৭) আর্মেনিয়ায় অবস্থানকালে (৩৪৮/৯৬০) খাদ্য বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ "খাদ্য ও যাহারা নিজেই খাদ্য গ্রহণ করে" কিতাবু'ল-গায়ী ওয়া'ল-মুগতায়ী, (৮) নিদ্রা ও জাগরণ (মাকালার ফিন-নাওম ওয়া'ল-যাকজা), (৯) প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের জন্য কিতাবু'ল-হায়াওয়ান গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অন্যান্য উজনখানেক রচনা সম্পর্কে কেবল শিরোনাম অথবা বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়। ৩৫৫/৯৬৬ সালে লিখিত তিনটি অধ্যয়নসম্বলিত মানসিক

শক্তি দুর্বলতা এবং পুরিস সম্পর্কে লেখা কিতাব ফি'স-সিরসাম ওয়া'ল-বিরসাম গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং গ্যালেনের আরও কিছু গ্রন্থের ভাষ্য (১) কিতাবু'ল-ফিরাক (২) কিতাবু'ল-হু-মায়্যা'ত এবং (৩) আল-কুতুবুস সিন্তা 'আশার, আল-জাওয়ামি' নামে পরিচিত। শেযোজটি গ্যালেন-এর যোলখানা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী-উসায়বি'আ, ১খ, ২৪৫-৭৭; (২) Brockelmann, 1, 272, S.I. 422; (৩) A. Dietrich, Medicinalia arabica, Gottingen 1966 UO., kO. 143-5; (4) M. Ullmann, die Medizin in Islam লাইডেন ১৯৭০ খ., পৃ. ১৩৮; (৫) ঐ লেখা, Die Naturund Gehimwissenschaften im Islam লাইডেন ১৯৭২ খ., পৃ. ২৫।

A. Dietrich (E.I.²) Suppl) /কাজী মুঃ কামরুজ্জামান

ইবন আবি'ল-বাগল (দ্র.) মুহাম্মাদ ইবন রাহযা)

ইবন আবি'ল-হাদীদ (ابن ابى الحديد) : ইযযুদ্দীন আবু হামিদ আবদুল-হামীদ ইবন আবি'ল-হু-সায়ন হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন লি-হু-সায়ন ইবন আবি'ল-হাদীদ আল-মাদাইনী আরবী ভাষা, সাহিত্য, কবিতা, অলংকারশাস্ত্র ও কালামশাস্ত্রে পারদর্শী একজন 'আলিম। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন উসুলী আইনবেত্তা (দ্র. উসুল) এবং খ্যাতনামা কবি ও গদ্যকার। তিনি ১ হু'ল-হিজ্জা, ৫৮৬/৩০ ডিসেম্বর, ১১৯০ সালে মাদাইন-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং জুমাদা'ল-উখরা, ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন (মাজমা'উ'ল-আদাব; অপর পক্ষে ফাওয়াতুল-গুয়াফায়াত গ্রন্থে তাঁহার মৃত্যু সাল ৬৫৫/১২৫৭ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অন্যান্য রচয়িতাও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন)। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, হালাকু খাঁর বাগদাদ আক্রমণের সময় (২০ মুহ'ররাম, ৬৫৬/২৮ জানুয়ারী, ১২৫৮) তিনি জীবিত ছিলেন। ইবনু'ল-ফুওয়াতী বর্ণনা করেন যে, তিনি বাগদাদ আক্রমণকারীদের হত্যাযজ্ঞ হইতে পলাইয়া উযীর ইবনু'ল-'আলকামী'র গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইবনু'ল-'আলকামী তাঁহাকে সান্না (দীওয়ানু'য-যিমান)-এর কাতিব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আল-হু'ওয়াদিহু'ল-জামি'আ (পৃ. ২৩৬) গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে যে, জুমাদা'ল-উখরা ৬৫৬ সালে ইবনু'ল-'আলকামী ইনতিকাল করেন। ইহার কয়েকদিন পর মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন আবি'ল-হাদীদ ইনতিকাল করেন এবং ইহার চৌদ্দ দিন পর ইযযুদ্দীন ইবন আবি'ল-হাদীদ ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা একজন কাযী ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতার উল্লেখ রহিয়াছে। একজন ছিলেন মুওয়াফফাকুদ্দীন আবু'ল-মা'আলী আহ'মাদ (অথবা আল-কাসিম)। তিনি একজন আইনবেত্তা, জ্ঞানী ও কবিরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অপরজন ছিলেন আবু'ল-বারাকাত মুহাম্মাদ। তিনি নিজামিয়া মাদরাসার ওয়াক্ফ-এর সচিব (কাতিব) ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি একজন কবিও ছিলেন। ৩৪ বৎসর বয়সে ৫৯৮/১২০১ সালে তিনি ইনতিকাল করেন (ইবনুস-সাসী, ৮৮)।

'আবদুল-হামীদ নিজ শহর মাদাইনেই তাঁহার যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ই তাঁহার মধ্যে মু'তাবিলা মতবাদের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। মাদাইনে তখন শী'আ মতবাদ প্রবল ছিল। তিনি শী'আ মতবাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া

সাতটি কাশীদা রচনা করেন, ইহা আল-আলাবিয়াত নামে পরিচিত। ইহার পর তিনি বাগদাদ গমন করেন, সেখানে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা করেন এবং স্বীয় চিন্তাধারাকে প্রশমিত করেন। তথায় তিনি 'আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক সরকারী পদ লাভ করেন। যেমন দারু'ত-তাশরীফাতে (প্রটোকল দফতর) কাতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর যথাক্রমে দীওয়ানু'ল-খিলাফা বীমারিস্তানের (হাসপাতাল) নাজির (পরিদর্শক) এবং সর্বশেষে বাগদাদের গ্রন্থাগারের পরিচালক ছিলেন (মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদ'ল সম্পাদিত শারহ নাহজু'ল-বালাগার ভূমিকা অনুসরণে)। ইবন আবি'ল-হাদীদ একজন বেসামরিক কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য চর্চা ও শিক্ষানুরাগের প্রতি কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নাই। ইবনু'ল-'আলকামী (দ্র) ছিলেন শেষ 'আব্বাসী উযীর, যিনি তাঁহার প্রতি পর্যাণ্ড আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

Brockelmann ইবন আবি'ল-হাদীদদের কেবল পাঁচটি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; নিম্নে কিছু অতিরিক্ত তথ্যসহ গ্রন্থগুলির নামের উল্লেখ করা হইল : (১) দিয়াউদ্দীন ইবনুল-আছীর (৫৮৭/১১৯১-৬৩৭/১২৩৯)-কৃত الشاعر والکاتب فى ادب السائر فى المثل السائر -এর একটি সমালোচনা পুস্তক (Brockelmann, 1, 297, SI, 521); উক্ত গ্রন্থের জওয়াবে ইবন আবি'ল-হাদীদ খলীফা আল-মুস্তানসিরের নির্দেশে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইহার নামকরণ করেনঃ المثل السائر على فلك الدائر গ্রন্থটিতে দিয়াউদ্দীনকৃত প্রখ্যাত 'আরব রচয়িতাদের সমালোচনা খণ্ডন করা হয় (দ্র. হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, v, 373)। ইবন আবি'ল-হাদীদ ১ হু'ল-হিজ্জা, ৬৩৩/৬ আগস্ট, ১২৩৬ সালে গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যে রচনা সমাপ্ত করেন। (২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী রচিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ আল আয়াতুল-বায়িনাত (Brockelmann, I, 507, S I, 923)-এর একটি ভাষ্য; (৩) ইবন সীনা রচিত আল-মানজু'মাতু ফি'ত-তিব্ব (Brockelmann, S I, 823) নামক একটি ভাষ্য; (৪) ছালাব রচিত কিতাবু'ল-ফাসীহ-এর একটি কাব্যরূপ (Brockelmann, I, 118, S I, 181)। ইবন আবি'ল-হাদীদ মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত গ্রন্থটিকে কাব্য রূপ দান করেন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (ভারত) ইহার একটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে; (৫) নাহজু'ল-বালাগার একটি ভাষ্য; নাহজু'ল-বালাগা হযরত 'আলী (রা)-এর বক্তৃতা ধর্মোপদেশ চিঠিপত্র ও সারণর্ভ বাণীসমূহের একটি সংকলন (Brockelmann, I, 405, SI, 705)।

শারীফ রাদী (৩৫৯/৯৭০-৪০৬/১০১৬) (দ্র.) এই সংকলনটি প্রস্তুত করেন (তাঁহার ভ্রাতা শারীফ মুরতাদা ৩৫৫/৯৬৬-৪৩৬/১০৪৪-এর উপরও সংকলনটি আরোপিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সঠিক নহে)। সংকলনটি হি. ১২৭১ সালে তেহরান হইতে এবং হি. ১৩২৯ সালে মিসর হইতে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইবন আবি'ল-হাদীদকৃত ইহার ভাষ্যটি ২০টি অংশে বিভক্ত। তিনি তাঁহার ভাষ্যে কালামশাস্ত্র, ফিক্হ, 'আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবন-চরিত সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির গুরুত্বের একটি কারণ এই যে, তিনি প্রতিটি বিষয় আলোচনার প্রারম্ভে ইহার সারাংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (মুহাম্মাদ ইবন আবি'ল-ফাদলকৃত

ইহার নূতন সংস্করণটি অধিকতর সহজে ব্যবহারযোগ্য; ইহা বিশ খণ্ডে মিসর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইবন আবি'ল-হাদীদ পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ে তাঁহার ভাষ্যটি রচনা করেন [(১) রাজাব, ৬৪৪/১২৪৬-স'ফার, ৬৪৯/১২৫১) দ্র. কায়রোর দারুল-কুতুব গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা, ৪ (১৩০৭), ২৮৮]; তাঁহার ভ্রাতা আল-মুওয়াফফাক উযীর ইবনুল-'আলকামীকে ভাষ্যখানি উপহার দেন। ইবনুল-'আলকামী তাঁহাকে এক শত দীনার, একখানি খিল'আত (সম্মানজনক পোশাক) এবং একটি ঘোড়া পুরস্কার প্রদান করেন। যায়দী ফাখরুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবনুল-হাদীদ ইবন আমীরিল-'মু'মিনীন আল-মুআয়্যাদ বিলাহ যাহ'য়া ইবন হাম'যা (Brockelmann, II, 242)

العقد النذيد المستخرج من شرح ابن أبي الحديد

নামে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। সংস্করণটি ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (Brockelmann, 81, 705)। Brockelmann-এর উক্ত তালিকার সঙ্গে এই গ্রন্থগুলির যোগ করিতে হইবে :

الاختبار على كتاب الذريعة في اصول الشريعة (৬)

সায়্যিদ আল-মুরতাদাকে গ্রন্থটির রচয়িতা বলা হইয়াছে সম্ভবত তিনি আশ শারীফ আল-মুরতাদা (শারহ' নাহজুল-'বালাগা', ৪র্থ, ৯২); Brockelmann গ্রন্থটির উল্লেখ করেন নাই; (৭) ইনতিকাদুল মুসতাফা (আল-গ'যালী, আল-মুসতাফা মিন 'ইলমিল-'উসুল (দ্র. Brockelmann, I, 424, SI, 754); (৮) আল-হাওয়াসী 'আলা কিতাবিল-'মুফাসসাল ফিন-নাহও (আয-যামাখ'শারীকৃত; দ্র. Brockelmann, I, 291, SI, 509); (৯) ইমাম আর-রাযী রচিত তা'লীকাতু 'আলা আরবাবিন-এর উপর কিছু সমালোচনামূলক টীকা (Brockelmann, I, 506, SI, 921); (১০) ফাখরুদ্দীন আর রাযী রচিত আল-মাহসুল ফী উসুলিল-'ফিকহ-এর একটি ভাষ্য; (১১) আর-রাযীর একটি দার্শনিক গ্রন্থ মুহাসসালু আফকারিল-'মুতাক'াদিমীন ওয়া'ল-'মুতাআখখিরীন-এর একটি শারহ (Brockelmann, I, 507, SI, 923); (১২) আবুল-'হাসান (অথবা আবুল-'হু'সায়ন) রচিত উসুলুল-'কালাম সম্পর্কিত গ্রন্থ মুশকিলাতুল-'গুরার-এর একটি শারহ (Brockelmann রচনা বা রচয়িতা, কিছুই উল্লেখ করেন নাই); (১৩) আল-'আবকারিয়াল-'হাসান নামে ধর্মীয় ঐতিহাসিক ও সাহিত্য রচনাবলীর একটি সংকলন। লেখক ইহাতে তাঁহার স্বরচিত কিছু গদ্য ও কবিতা সংযোজন করিয়াছেন; (১৪) আবু ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন নাওবাখতী (Brockelmann, SI, 320) রচিত আল-যাকুতের একটি ভাষ্য; (১৫) আল-বিশাহ'য-যাহাবী ফিল 'ইলমিল-'আবী, ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নাই।

ইবন আবি'ল-হাদীদ একজন উচ্চ মানের কবিও ছিলেন। কোন কোন সময় বিরুদ্ধবাদী কবিগণ তাঁহাকে আশ শাহ'ইরুল-'ইরাকীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার কবিতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কাব্য গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল : (১) দীওয়ান, ইহাতে গায়াল জাতীয় সকল কবিতা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সু'ফী মুনাযাত ও মুখাতাবা জাতীয় কবিতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে (শারহ নাহজুল-'বালাগা', ৪খ, ২৯-৩০-এ কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে)। (২) কাসীদা যাহা আল-কাসীদাতুল-'স-সাব'আ আল-'আলাবিয়্যাত অথবা আস-সাব'উল-'আলাবিয়্যাত নামে পরিচিত;

ইহার কমপক্ষে চারটি ভাষ্য রহিয়াছে (Brockelmann, I, 249; SI, 497)। এই সকল কাসীদার বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ (ক) খায়বার অধিকার; (খ) মক্কা বিজয় ও (গ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা এবং (ঘ) হু'সায়ন ইবন 'আলী (রা)-এর শাহাদাত। (৩) মুসতানসিরিয়্যাত, খালীফা আল- মুসতানসিরের নির্দেশে রচিত। আস-সাফাদী ও ইবন শাকির জীবনী বিষয়ক আলোচনায় ইবন আবি'ল-হাদীদে কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

উপরিউক্ত তথ্যাবলী দ্বারা ইবন 'আবি'ল-হাদীদে কবিতার বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তাঁহার চিন্তাধারায় কিছু জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। রাওদাতুল-জান্নাত গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে এবং রায়হানাতুল-'ল-আদাব গ্রন্থে ইবন আবি'ল-হাদীদকে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইসলামের কোন রাজনৈতিক ও বৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনে তাঁহাকে শ্রেণীবদ্ধ করার জটিলতা সম্পর্কে উল্লিখিত বরাত দুইটিতে আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাকে বিচার করা হইয়াছে, কিন্তু লেখক তাঁহার অবস্থানকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তাঁহার অবস্থান ভিন্নরূপে দেখান হইয়াছে। উসুলের বিচারে তিনি মু'তামিলী, কিন্তু ফুরু (فروع)-এর বিচারে তিনি শাফি'ঈ (এইক্ষেত্রে তিনি সুন্নী মতাদর্শের অনুসারী); কিন্তু আহলুল-'বায়তের (দ্র.) প্রতি তাঁহার মনোভাব ও হযরত 'আলী (রা)-এর অধিকার সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় বক্তব্য দ্বারা তিনি একজন শী'আরুপে প্রতিপন্ন হন। অতঃপর প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে তিনি মু'তামিলী ছিলেন, পরবর্তীকালে শী'আঃ ও সুন্নী মতাদর্শের মধ্যমপন্থার অনুসারী ছিলেন (বায়না'ল-'ফারীকায়ন)। কারণ তিনি নিরপেক্ষ (ইনসাফ) চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সুন্নী মতাদর্শের বিচারে তাঁহাকে অনেকে 'উমার ইবন 'আবদিল-'আযীয (র)-এর সংগে তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মু'তামিলীঃ মতবাদের বিচারে তাঁহাকে জাহিজের মতবাদের অনুসারী (মু'তামিলী জাহিজী)-রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। নাহজুল-'বালাগার ভাষ্যে তাঁহার মতবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি জাহিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাঁহার চিন্তাধারার উপলক্ষি এবং তাঁহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নাহজুল-'বালাগার বিতর্কমূলক অংশগুলির নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। তাহা সত্ত্বেও ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, তিনি ইমামী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, বলাক ১২৯৯ হি., ২খ., ২০৯, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ., ১৫৮ (দিয়াউদ্দীন ইবনুল-'আছীরের জীবনী আলোচনায়) অনু. de Slane, III, 547; (২) ইবনুল-'স-সাদ্, আল-জামি'উল-'মুখতােসার, ৯, সম্পা, মুসতাফা জাওয়াদ, বাগ'দাদ ১৩৫৩/১৯৩৪, ৮৮ এবং ভূমিকার ১১ পৃষ্ঠার টীকা, মূল পাঠের ৭৭, ২২৯, ২৬২ পৃ.; (৩) আল-ফাখরী, সম্পা. Derembourg, 456; (৪) সাফাদী, ওয়াফী, ms. Bodl., 16, 58v.-60r. (দ্র. 'আবদুল-'হাদীদ); (৫) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, বলাক ১২৮৩ হি., ১খ., ৩১৭-৯ কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ., ২৪৮-৫০; (৬) ইবন কাছীর, বিদায়া, কায়রো ১৩৪৮-৬৬ ১৩ খ., ১৯৯ পৃ.; (৭) বাওয়ানসারী, রাওদাতুল-'জান্নাত, ৪২২-৫; (৮) হাজ্জী খালীফাঃ, সম্পা. Flugel, ৩খ., ২৯৪, ৫৭৭, ৪খ., ৪৪৫, ৪৬৪, ৫খ., ৩৭৩, ৪২২, ৪২৪, ৬খ., ৪০৭; (৯) রায়হানাতুল-'আদাব ফী 'আরাজিমিল-'মা'রফীন বি'ল-কুনয়া ওয়া'ল-'লাকাব, ৫খ., তেহরান ১৩৭৩ হি., ২১৬-৮; (১০) G. C. Anawati, Textes

arabes edites en Egypte au cours des annees 1959 et 1960, in MIDEO, vi (1959-61), 232-5; (১১) মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদল ইবরাহীমকৃত শারহ' নাহজু'ল- বালাগ'ায় লিখিত জীবনী, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮, ১খ, ১৩-৯, গ্রন্থপঞ্জীসহ; (১২) দ্র. যিরিকলী, আল-আ'লাম^২, ৪খ., ৬০; (১৩) কাহহালা-মু'জামু'ল মু'আল্লিফীন, ৫খ., ১০৬; (১৪) দা. মা. ই., ১খ., ৪০৬ প।

L. Veccia Vaglieri (E.I.^২)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন আবি'শ-শাওয়ারিব (ابن ابى الشوارب) বানু আবি'শ-শাওয়ারিব বংশের সদস্যদের উপনাম। এই বংশ তৃতীয়/নবম শতাব্দীতে চতুর্থ/দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। এই সময় মুসলিম সাম্রাজ্য রাজনৈতিকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা আদর্শগত স্থিতিশীলতা রক্ষা করিয়াছিল। আর এই বানু আবি'শ-শাওয়ারিব হইতেই বংশপরম্পরায় বহু মুহাদ্দীছ, ফাকীহ ও কাযীর জন্ম হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার সন্তান কুরায়শ বংশোদ্ভূত 'আত্তাব ইবন আসীদ (দ্র.)-এর বংশধর। তাঁহারা ছিলেন 'উছ'মানপন্থী এবং উমায়্যা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (৩য়/৯ম শতাব্দীর 'উছ'মানীবাদ সম্পর্কে দ্র. Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৮৮; আরও দ্র. Arabica, ৩/৩, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩১২)। পরিবারটি কেবল তখনই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল যখন আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২-৪৭/৮৪৭-৬১)-এর আমলে খিলাফাত, মু'তামিলী; এমন কি শী'ঈ ভাবাপন্ন যুগের প্রভাব প্রত্যাহার করিয়া 'আরব ও অতীতের সুন্নী মুসলমানদের সহিত নূতনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। এই বংশের উত্থান হইতেছে সেই অপ্রধান ঘটনাসমূহের অন্যতম যাহা 'আব্বাসী খিলাফাত ও সুন্নী মতবাদের বিরোধ নিরসনের পরিচায়ক ছিল। এই বিরোধ নিরসন ছিল সেই সময়ের বেসামরিক সরকারী শক্তি ও ধর্মীয় একটি প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের পূর্বাভাস। এই বিবর্তনের ইতিহাসে ইবন আবি'শ-শাওয়ারিব নামের একাধিক লোক পাওয়া যায়, প্রথমে কয়েকজন হাদীছ-বিশারদ এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ফাকীহ ও কাদী। তাঁহারা হইলেন :

(১) মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল'-মালিক (মৃ. ২৪৪/৮৫৮)। (২) তাঁহার পুত্র হা'সান ইবন মুহাম্মাদ, কাদী ২৫০/২৬১-৮৬৪-৭৪ সাল পর্যন্ত। (৩) 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, যিনি ১ শাওওয়াল, ২৬১/৯ জুলাই, ৮৭৫ সালে তাঁহার ভাই হা'সানের স্থলাভিষিক্ত হন। আত্-তাবারীর (৩খ., ১৯০৮) মতে এই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু ইবনু'ল-আছীর (৭খ, ৩৩৪)-এর মতে তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতেছে ২৮৩ হি.; Massignon-ও এই শেষোক্ত মত সমর্থন করেন। আত্-তাবারী ও আল-খাতীবু'ল-বাগ-দাদী উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি কেবল ছয় মাস উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (৪) 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী কাদী ২৯৬-৩১০/৯০৮-১৩ সাল পর্যন্ত। ইবনু'ল-জাওয়ীর মতে (মুনতাজাম, ১খ, ৯৭ ও Sourdél, Vizirat, পৃ. ৪০১), ২৯৮ হি. তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু এই ঘটনা অন্যান্য ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নাই (তু, 'আরীব, Tabari Continuatus, পৃ. ৩৯)। (৫) হু'সায়ন ইবন 'আবদিল্লাহ ৩১৭/৯২৩ সালে কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ('আরবী, পৃ. ১৩)। তাঁহার মৃত্যু তারিখের মত তাঁহার অবসর গ্রহণের তারিখটিও অনিশ্চিত। আরবী, পৃ. ১২০-এর বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, তিনি ৩২০/৯৩২ সাল পর্যন্ত কাদী ছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কিছু সন্দেহ রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত মুহাম্মাদ, যিনি প্রধানত ছিলেন একজন হাদীছ-বিশারদ, কু'রআনের ভাষ্য (তিনি ছিলেন যাবীদ ইবন যুরায়'-এর রাবী) ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক হাদীছ উভয় বিষয়ে সুদক্ষ। তিনি আবু 'আসিম আল-আব্বাদানীর ধারা বজায় রাখেন (দ্র. আল-কু'শায়রী, রিসালা, রিদা অধ্যায়)। তিনি সুন্নাহপন্থীদের নীতি কঠোরভাবে পালন করিতেন যদিও সেই সময় তাঁহারা ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সরকারী সব ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি প্রধানত হাদীছ-বিষয়ে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং এই কাজের সূত্রেই আল-বাগাবী, আল-বাগানদী, ইবন আবি'দ-দুনয়া (দ্র.) ও আত্-তাবারী (তৃতীয়/নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাবী)-এর মত প্রখ্যাত হাদীছবিদদের সংস্পর্শ আসেন। প্রসিদ্ধ হাদীছ-বিদ হিসাবে তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার জন্মস্থান বসরা শহরে তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

তাঁহার পুত্র হা'সানের জীবনধারা ছিল ভিন্নরূপ। তিনি তাঁহার পিতার মতই বানু'শ-শাওয়ারিব বংশের সুপ্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের বিস্তৃত কর্মচারী হওয়ার কারণে খলীফা তাঁহাকে প্রথমে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য বায়যানটায় সীমান্তে প্রেরণ করেন। গুপ্ত ঘাতকের হস্তে খলীফা নিহত হইলে তিনি আল-মুসতা'ঈন (২৪৮-৫১/৮৬২-৬)-এর আমলে খলীফার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন এবং ২৫০ হি. তাঁহাকে সরকারী উপদেষ্টার পদ হইতে অপসারিত করা হয়। ২৫১/৮৬৬ সালে আল-মু'তায্য-এর ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে হা'সানের ভাগ্য ফিরিয়া আসে। এই সময়ে যায়দী, জাহমী বা রাফীদীগণ বিচার বিভাগ হইতে বহিস্কৃত হয়। পরবর্তী শাসক আল-মুহতাদী ও আল-মু'তামিদ হা'সানের উপর তাঁহাদের আস্থা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাই 'আলীর উপর উক্ত পদ অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে তিনি এই পদে ছয় মাসের বেশী বহাল ছিলেন না। তখন হইতে হাদীছ-বিশারদদের মধ্যে এই পরিবারের কোন লোক স্থান পায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি সাময়িক দুর্যোগমাত্র। অচিরেই 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী একটি বিশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। আল-মুকতাদী-র মৃত্যুর পর মু'তায্য-এর প্রতি তাঁহার পিতৃত্ব হা'সানের আনুগত্যের কথা চিন্তা করিয়া মুতায্য-এর সমর্থকগণ তাঁহাকে রাযী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি রাযী হন নাই। এই বিচক্ষণতা অবিলম্বে আল-মুকতাদির কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ পশ্চিম বাগদাদের বিচার কার্যের দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বানু আবি'শ-শাওয়ারিব পরিবারের ভাগ্যে এই পুরস্কারটির প্রাপ্তি প্রায়ই ঘটত। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী (যদি তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ না হয়, উপরে দ্রষ্টব্য) সম্ভবত এমনভাবে স্থায়ী দায়িত্ব পালন করিতেন যাহা তাঁহার জন্য অত্যন্ত লাভজনক হইত। আল-মুকতাদির-এর সময় উযীর ইবন ছাওয়াবা তাঁহার উপর বিপুল পরিমাণ কর ধার্য করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত এই সময়ে মিসরের বিংশশালী আল-মাযারাদ পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন।

তাঁহার পুত্র হু'সায়ন-বানু আবি'শ-শাওয়ারিব গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি আল-মুকতাদির-এর শাসনামলের শেষ দিকে তাঁহার পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশা পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দায়িত্ব পালনে তাঁহার পারিবারিক বৈশিষ্ট্যসূচক বিজ্ঞতা ও

নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি সমাজ জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, যাহার জন্য প্রয়োজন মত তাঁহার দলীল প্রণয়নের যোগ্যতা ছিল। খলীফা আল-মুকতাদির যুদ্ধে নিহত হইলে তিনি তাঁহার জানাযা পড়াইয়াছিলেন। ৩১৭ হি. পরে তিনি কাযী ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তিনি সম্ভবত বিখ্যাত মালিকী কাযী আবু 'আমর-এর সমসাময়িক ছিলেন (H. Bowen 'আলী ইবন ঈশা The good vizier, পৃ. ১১৯)। বলা হয় যে, 'আমর-এর বিচার এলাকা ছিল তাইহীস নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত। ইহা সম্ভবত আবু 'উমার হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের কারণেই ছিল। কেননা ২৯৬-৩০০ হি. পর্যন্ত যখন আবু 'আবদিল্লাহ কাদী পদে নিয়োজিত ছিলেন, তখন আবু 'উমার পদচ্যুত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন (মুনতাজাম, ৬খ., ২৪৭)। তিনি ৩০১ হি. উযীর আলী ইবন ঈসার অনুগ্রহে পুনরায় কাদীর পদ লাভে সমর্থ হন।

নীতিগত মতপার্থক্য ও খলীফার প্রাসাদে গোত্রীয় বৈরিতার কারণে দুইটি আধা-বংশগত কাদী পরিবার (ইবন আবি'শ শাওয়ারিব ৪ ও ৫ আবু 'উমার এবং তদীয় পুত্র 'উমার-এর বিপক্ষে, দ্র. মুনতাজাম, ৬খ., ৩৫০)-এর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। মক্কার কুরায়শ-বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বানু আবি'শ-শাওয়ারিব ইরাকে আসিয়া সম্ভবত হানায়ী মায'হাব গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইহাদের পূর্বপুরুষদেরকে কিছুটা অবজ্ঞার সহিত মায'হাব আহলি'ল-ইরাকরূপে উল্লেখ করা হইত)। উযীর 'আলী ইবন ঈসা শাফি'ঈ হইয়াও বিচার বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন মালিকী মায'হাবের লোককে প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং ৩১৭/৯২৯ সালে ছ'সায়নকে বরখাস্ত করিবার হয়ত এমনই কোন কারণ ছিল। এই সময়ে আল-কাহির কর্তৃক একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ফলে আল-মুকতাদিরের নীতি একটি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই পরিবারের সমৃদ্ধির দ্বিতীয় শতাব্দীতে বুওয়ায়হীদের আগমনে ইহাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটে নাই। আল-খাতীবুল-বাগদাদী (৫খ., ৪৭)-র বর্ণনামতে এই বংশের পূর্বপুরুষ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-মালিক-এর সততা ও নিরপেক্ষতা ইহাদের সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া বাগদাদবাসীরা মনে করিত। জালালু'দ-দাওলা (৪১৬-৩৫/১০২৫-৪৪)-এর শাসনামলেও একজন ইবন আবি'শ-শাওয়ারিব (আল-খাতীব, ঐ) বাগদাদের প্রধান কাদী ছিলেন। এই পরিবারের সাবেক দুইজন সদস্য তাঁহার পূর্বে এই পদ অলংকৃত করেন। তাঁহাদের নাম তাবাকাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। বানু আবি'শ-শাওয়ারিব পরিবারের ২৪ জন কাদী ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না (একই সূত্রে)। সর্বোপরি বানু আবি'শ-শাওয়ারিব গোত্রীয়দের জীবন বৃত্তান্ত বাগদাদের মতবাদ সংক্রান্ত বিবর্তনের ইতিহাসের অস্পষ্ট পটভূমিকার আলোকে দেখিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Massignon, Opera minora, ১খ., ২৫৯-৯৯; (২) আল-খাতীবুল বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ৫খ., ৪৭; (৩) সাম'আনী, আনুসাব, পাতা ৩৯৯ b। নং (১) সম্বন্ধে : আল-খাতীবুল বাগদাদী, ২খ., ৩৪৪; (৪) 'আসকালানী, তাহযীবুল তাহযীব, ৯খ., ৩১৬; নং (২) সম্বন্ধে : (৫) তা'বারী, ৩খ., ১৪২৮ ১৫৩৩, ১৭৫৯, ১৭৮৭, ১৮৯০; (৬) ইবনুল আছীর, ৬খ., ১৯৯, ২৬২; আল-খাতীবুল-বাগদাদী, ৭খ., ৪১০। নং (৩) সম্বন্ধে : তা'বারী, ৩খ., ১৯০৭, ১৯০৮। আল খাতীবুল-বাগদাদী, ১২খ., ৫৯। নং (৪) সম্বন্ধে : 'আরীব, পৃ. ২৭, ৩৯। নং (৫) সম্বন্ধে : 'আরীব, পৃ. ১৩১, ১৮০, ৩০৬।

J. C. Vadet (E.I.²)/মনোয়ারা বেগম

ইবন আবি'স-সাকর (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন 'উমার)

ইবন আবি'স-সাজ (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন আবি'স-সাজ)

ইবন আবি'স-সামহ (দ্র. মালিক ইবন আবি'স-সামহ)

ইবন আবি'স-সালত (দ্র. উমায়্যাঃ ইবন আবি'স-সালত)

ইবন আবি 'আওন (ابن ابي عون) : ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আবি 'আওন ইবন হিলাল আবি'ন নাজম তৃতীয়/৯ম শতকের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁহার কুন্যা (ডাক নাম) ছিল আবু ইস'হাক আবু 'ইয়রান (বাগদাদী, ফারক), আবু 'আমর (তাঁহার কিতাবু'ত-তাশবীহাত-এর মদীনা পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, নিম্নের ৪নং)। যাকু'ত (উদাবা) কর্তৃক প্রদত্ত উপরিউক্ত বংশবৃত্তান্ত বাগদাদীও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার লুব্বুল আদাব-এর বার্লিন পাণ্ডুলিপির (নিম্নের ৬ নং) অন্তর্ভুক্তি হইতেও উহা জানা যায়। তাঁহার প্রপিতামহ হিলাল একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সচিব এবং তাঁহার পিতামহ আহ'মাদ একজন পণ্ডিত ও কবি হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন, যাঁহার কবিতাসমূহ কিতাবু'ত-তাশবীহাত (আল-'উমদা, ১খ, ২০৫) ও কিতাবুল-মিখলাত (১৮৪) গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন তাহির-এর পারিবারিক বিষয়াদির অধ্যক্ষ এবং ২৫৫/৮৬৬ সালে আল-মু'তাম্ম-এর খিলাফতকালে তিনি ওয়াসিত-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি একজন কবিও ছিলেন এবং ইবন'র রুমীর (দ্র.) উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার কবিতা আল-মুওয়াশশাহ পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে পৃ. ৩৪৯।

ইবন আবি 'আওন বানু সূলায়ম-এর একজন মিত্র ছিলেন। তিনি নাহর ঈসা-র তীরবর্তী আল-আনবার-এর স্থানীয় অধিবাসী এবং বংশগত পেশা সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার উপাধি হয় আল-কাতিবুল বাগদাদী। কিছুকালের জন্য তিনি শুরতা (পুলিস বাহিনী)-র প্রধানও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আল-মুকতাদির-এর উযীর হামিদ ইবনুল 'আব্বাস (দ্র.) ও মুহাসসিন ইবনুল-ফুরাত (দ্র. ইবনুল ফুরাত)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি আশ-শালমাগানী-এর অনুগত ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতার কারণে তাঁহাকে ৩২২/৯৩৩ সালে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল (ফিহরিসুত; বাগদাদী, ফারক ইত্যাদিতেও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে)। যেহেতু তাঁহার বর্তমানে বিদ্যমান রচনাসমূহের মধ্যে তৎকালীন ধর্মমতবিরোধী কোন অভিমত পাওয়া যায় না, সেইহেতু প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার ফাঁসির আদেশ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে সংগঠিত হইয়াছিল।

রচনাবলী : (১) কিতাবু'দ - দাওয়াবীন; (২) কিতাবু'র-রাসা'ঈল; (৩) কিতাবু বায়ত মাল আল-সুরর; উক্ত পুস্তকগুলি বিদ্যমান নাই; (৪) কিতাবু'ত-তাশবীহাত, উপমা বা অলংকারশাস্ত্রের একটি অভিধান, সম্পাদিত ম. 'আবদুল-মু'ঈদ খান GMS. (গিব মেমোরিয়াল সিরিজ), n. s. xvii, ১৯৫০ খৃ.; (৫) লুব্বুল-আদাব ফী রাদদি জাওয়াব যাবীল আল'বাব; (৬) কিতাবুল-জাওয়াবাতি'ল মুসকিতা, যাহা পৃথক পৃথক রচনা বলিয়া গ্রন্থপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, অনুমিত হয় যে, ইহা একই রচনার বিকল্প শিরোনাম; এই গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃত Islamic Culture, xvi (১৯৪২ খৃ.), ২০২-১২ খৃ.; (৭) কিতাবুল-নাওয়াহিল-বুলদান (বিভিন্ন শিরোনামে); প্রতীয়মান হয় যে, মাকু'বী (দ্র.) রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক কিতাবুল-বুলদান-এর সহিত বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, ১৪৭ (কারো সম্পা, ২১১); (২) যাকূত, উদাবা ১খ, ২৯৬; (৩) ইবন খাল্লিকান, নং ১৮৬; (৪) মিসকাওয়াহ, তাজারিবুল উমাম, ১খ, ২২, ১২০; (৫) আছ-ছা'আলিবী, যাতীমা, ৪খ., ২৭৪; (৬) বাগ'দাদী, ফারুক নির্ঘণ্ট; (৭) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ৫খ., ৬২; (৮) Brockelmann, I, 154, S.I, 188 প.; (৯) F. Bustani, DM, ১খ., ৩৬৫; (১০) জ., যায়দান, ভারীখ আদাবিল-লুগাতি'ল 'আরাবিয়া, ২খ., ১৭৫; (১১) কিতাবু'ত-তাশবীহাত, সম্পা. ম. মু'ঈদ খান, GMS, n. s. xvii, ১৯৫০ খ., ভূমিকা; (১২) M. A. M. Khan, Ibn Abi 'Awn, a litterateur of the third century, in Islamic Culture, xvi (১৯৪২ খ.), ২০২-১২।

এম. এ. মু'ঈদ খান (E.I.¹)/নুসরাত সুলতানা

ইবন আবী 'আমির (দ্র. আল-মানসূর)।

ইবন আবী 'আসরুন (ابن ابى عمرو) : শারাকুদীন আবু সা'দ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হিবাতিল্লাহ ইবন মুতাহহার আত'-তামীমী আল-মাওসিলী, পরবর্তীকালে আল-হালাবী এবং সর্বশেষ আদ-দিমাশুকী ছিলেন তাঁহার সময়ের অন্যতম বিখ্যাত শাফি'ঈ আলিম। তিনি ১ রাবীউল আওওয়াল, ৪৯২ অথবা ৪৯৩/ফেব্রুয়ারী, ১০৯৯ অথবা ১১০০ সালে হাদীছগাতে জন্মগ্রহণ করেন। মাওসিল ও পরে ওয়াসিত-এর আবু 'আলী আল-ফারিকীর নিকট এবং বাগদাদে, বিশেষ করিয়া আস'আদ আল-মায়হানী ও ইবন বুরহানের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন (দ্র. আন-নু'আয়মীর দারিস, পৃ. ৪০০-তে তাঁহার শিক্ষকদের তালিকা)। ৫২৩/১১২৯ সাল হইতে তিনি মাওসিলে শিক্ষকতা করেন, তাঁরপর সিনজার অঞ্চলে বসবাস করিতে যান এবং সিনজার নিসীবীন ও হাররানের কা'দী নিযুক্ত হন। ৫৪৫/১১৫০-৫১ সালে নূরুদীন তাঁহাকে আলেক্সান্দ্রে আসিবার আমন্ত্রণ জানান। ৫৪৯/১১৫৪ সালের পর তিনি উক্ত যাত্রী সুলতানের সহিত দামিশুকে আসেন এবং সেইখানে গাযালীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। প্রধান মসজিদের উত্তর-পশ্চিম অংশে তাঁহার বক্তৃতা হইত। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তির প্রশাসক (ناظر)-ও নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি আলেক্সান্দ্রে ফিরিয়া যান। সেইখানে তিনি পূর্বে একটি মাদরাসা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুনরায় সিনজার হাররান ও দিয়ার বাকর-এর কা'দী নিযুক্ত হন। পুত্র নাজমুদ্দীনকে আলেক্সান্দ্রে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তিনি গাযালীয়া মাদরাসা ও তাঁহার নিজের মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য ৫৭০/১১৭৪ সালে দামিশুকে ফিরিয়া আসেন। ৫৭৩/১১৮৩ সালে সালাহু'দ্দীনের রাজত্বকালে দিয়াউদ্দীন আশ-শাহরাযুরী-র মৃত্যুর পর তিনি প্রধান শাফি'ঈ কা'দী হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইহা ছিল সিরিয়ার বিচার বিভাগীয় সর্বাধিকার গুরুত্বপূর্ণ পদ। ৫৭৫/১১৭৯/৮০ সালে তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রামাদান, ৫৮৫/অক্টোবর-নভেম্বর, ১১৮৯ সালে ৯৩ বৎসরের অধিক বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে দামিশুকে বাবুল-বারীদের পশ্চিমে তাঁহার গৃহের বিপরীত দিকে তাঁহার মাদরাসায় দাফন করা হয়।

নূরুদ্দীন তাঁহার আলেক্সান্দ্রে, বা'লাবাক, দামিশুক, হামাত, হিম্‌স ও মানবিজ-এ ছয়টি মাদরাসা নির্মাণ করান। ইবন আবী 'আসরুন অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে ইবন কাছীর সেইগুলির মধ্যে সাতটির শিরোনাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রহিয়াছে সাত খণ্ডে সমাপ্ত সাফওয়াতুল-মায়'হাব ফী নিহায়াতি'ল-মাতলাব

(صفوة المذهب فى نهاية المطالب), কিতাবুল-ইনতিসাহ (فوائد المذهب) ও ফাওয়াইদুল-মায়হাব (كتاب الانتصاف)।

আলেক্সান্দ্রে ও দামিশুকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলিতে তাঁহার পুত্র নাজমুদ্দীন ও মুহয়িদীন এবং তাঁহার পরে তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ শিক্ষকতা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১২খ, ২৩৩; (২) ইবনু'শ-শিহ্না (অনু. J. Sauvaget), Perles, পৃ. ১১০-১; (৩) সি'বত ইবনুল-'আজামী (অনু. J. Sauvaget) Tresore, পৃ. ৬৪-৫; (৪) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, ২৮৩; (৫) সুব্বী, তা'বাকাত, ৪খ, ২৩৭-৯; (৬) ইবন খাল্লিকান, অভিধান, ২খ, ৩২-৬; (৭) নু'আয়মী, দারিস, ১খ, (দামিশুক, MMIA ১৯৪৮ খ.), নং ৬৮ পৃ. ৩৯৮-৪০৬; (৮) ইবন তুলুন, কুদাত দিমাশুক, সম্পা. 'এস. আল-মুনাজ্জিদ (দামিশুক, MMIA ১৯৫৬ খ.), নং ৮৩, পৃ. ৪৯-৫১; (৯) আর, তা'বাকাত, ই'লাম, ৪খ, ২৭৯ খ.; (১০) N. Elisseeff, Les monuments de Nur al Din, BEO-তে ১৩খ, (১৯৪৯-৫১খ.), ১১, ১৭, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩; (১১) D. Sourdel, Les Professeurs de madrasa a Alep aux XII-XIII^e Siecles d'apres Ibn Shaddad, BEO-তে ১৩ খ., ৮৬, ১০০, ১০৮।

N. Elisseeff, (E.I.²)/মোখলেছুর রহমান

ইবন আবী 'উয়ায়না (ابن ابى عيينة) : ২য়/৮ম শতাব্দীর বসরার দুইজন কবির নাম। (১) ইবন আবী 'উয়ায়না (ছোট) বা আবুল-মিনহাল আল 'উয়ায়নাঃ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী 'উয়ায়নাই অধিকতর পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আল-মুহাল্লাব-এর প্রপৌত্র এবং খালীফা আল-মানসূ'রের আমলে আর-রাযি-এর জনৈক গভর্নরের পুত্র। ২য়/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বসরাতে খ্যাতি লাভ করেন। সেই কবিতাগুলি তিনি তাহার প্রিয়তমা দুনয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা করেন; দুনয়া ছিল তাঁহার দূর সম্পর্কিত চাচাতো বোন ফাতিমার ছদ্মনাম। তাহার পিতা ছিলেন 'উমার ইবন হাফস (মৃ. ১৫৩/৭৭০)। পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ফাতিমাকে তাঁহার সহিত বিবাহ না দিয়া জনৈক 'আব্বাসী শাহযাদা 'ঈসা ইবন সুলায়মান-এর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। কবি ১৫৯/৭৭৫-৬ সালে কূফাতে বাস করেন, অতঃপর জুরজানে গমন করেন, সেখানে চাচাতো ভাই খালিদ ইবন য়াযীদ ইবন হাতিম-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৬৯/৭৮৫ সালে আল-হাদী খলীফা হইলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বসরাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের শহর সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া তাঁহার ব্যর্থ প্রেমের বেদনা এবং খালিদ-এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত করেন। আর-রাশীদ নামে তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী খলীফা আল-মা'মুন তাঁহাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য একটি জনশ্রুতি মতে আল-মা'মুন তাঁহাকে মুদারীবিরোধী মতবাদের জন্য বহিষ্কার করিয়াছিলেন এবং খলীফার মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর ইরাকে ফিরিয়া আসেন নাই।

তাঁহার রচিত আনুমানিক ৪০০০ শ্লোকের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৪১টি ক্ষুদ্র কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতে মোট শ্লোকের সংখ্যা ৩২৫, সেইগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ফাতিমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গা'যাল, খালিদ-এর উদ্দেশ্যে রচিত হিজা এবং বসরা শহরের বর্ণনামূলক কবিতা।

প্রেম, স্বাধীনতা ও প্রকৃতি তাঁহার কবিতার বিষয়। মুওয়াল্লাদগণের মধ্যে চারিজন কবি প্রতিভাবান ছিলেন বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

(২) ইবন আবী 'উয়ায়নাঃ (বড়) বা আবু জা'ফার 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী 'উয়ায়না পূর্ববর্তী ব্যক্তির ভ্রাতা, বারমাকীগণের পতনের (১৮৭/৮০০) স্বল্পকাল পূর্বে, বিশেষ করিয়া আল-আমীন ও আল-মা'মুন-এর মধ্যকার বিবাদের সময়ে ইনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬/৮১২ সালে বসরাবাসিগণকে আল-মা'মুন-এর সমর্থক করিয়া তুলিবার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। সেই বৎসরই আল-আহওয়ায়ের যুদ্ধের পরে তিনি তাহির ইবনুল-ছ'সায়ন-এর সাহচর্যে আসেন। কিছুকালের জন্য তিনি বাহরায়নের ও য়ামামার গভর্নর ছিলেন। অতঃপর তিনি বসরায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে অপ্রধান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সেনাপতি তাহির-এর সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন। ফলে 'আব্বাসীগণের অনুগত থাকেন এবং 'আলীপন্থিগণের বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে ২০৪/৮১৯ সালে পুনরায় তাঁহার নাম শোনা যায়। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পরেও এবং সম্ভবত আল-মা'মুন-এরও মৃত্যুর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

তাঁহার রচিত কবিতার সংখ্যাও প্রায় তাঁহার ভ্রাতার সমান। ২০৬টি শ্লোকসম্বলিত ২৬টি ক্ষুদ্র কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানত মাদহ (স্তুতি), 'ইতাব (তিরস্কার) ও ফাখর (গৌরব) শ্রেণীর। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কম ছিল।

তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা দাউদও একজন কবি ছিলেন; তবে খুবই অপ্রধান কবি। তিনি অল্প বয়সে ১৬৯/৭৮৫ সালে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. Ghedira, Deux poètes contemporains de Bassar, les freres Ibn Abi Uyayna, Arabica-তে প্রকাশিত, ১০খ, ১৫৪-৮৭; (২) ঐ লেখক, Les diwans des freres Ibn Abi Uyayna, B. Et. Or.-এ প্রকাশিত, ১৯খ, (১৯৬৬খ.) এবং সেখানে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী।

A. Ghedira (E.I.²)/ হুয়ায়ন খান

ইবন আবী-'উয়ায়না (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন আবী 'উয়ায়না)

ইবন আবী উসায়বি'আ (ابن ابي اصبعة) : মুওয়াফফাকু'দ্দীন আবুল- 'আব্বাস আহ-মাদ ইবনুল-কাসিম ইবন খালীফা ইবন য়ুনুস আল-খায়রাজী, চিকিৎসাবিদ ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতা। তাঁহার কোন একজন পূর্বপুরুষের হাত পঙ্কু ছিল, সম্ভবত উহা হইতেই তাহাদের পিতৃনাম গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন এক চিকিৎসাবিদ পরিবারের সন্তান। ৫৯০/১১৯৪ সালের পরে কোন সময়ে দামিশক-এ তাঁহার জন্ম হয়। সেই আমলের প্রধান প্রধান শিক্ষকের নিকটে তিনি অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে ছিলেন ইবনুল-বায়তার (দ্র.), তাঁহার নিকটে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পিতা (সু. ৬৪৯/১২৫১) ও আর-রাহবী (সু. ৬৩১/১২৩৩) তাঁহাদের নিকটে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দামিশকের নূরী হাসপাতালে এবং কায়রোর নাসিরী হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন। অতঃপর (৬৩৪/১২৩৬) তিনি সারখাদে 'আমীর 'ইয্যুদ্দীন আয়বাক আল-মু'আজ্জামীর দরবারে চিকিৎসকের চাকুরী গ্রহণ করেন, সেইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন (৬৬৮-১২৭০)।

তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি বর্তমানে বিলুপ্ত। তাঁহার 'উয়ুন গ্রন্থে সেগুলি প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনীকারগণও সেগুলির বিষয়ে বলিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইস'াবাতুল-মুনাজ্জিমীন, আত-তাজারিব ওয়া'ল- ফাওয়াইদ, হিকায়াতুল- 'আতিব্বা ফী 'ইলাজাতি'ল-আদওয়া ও মা'আলিমুল-উমাম। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেন; কিন্তু তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার 'উয়ুনুল-আন্বা ফী তাবাকাতিল- 'আতিব্বা নামক গ্রন্থ, ৩৮০টি জীবনী সংগ্রহ, 'আরব বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার জন্য উহার অপরিমেয় মূল্য রহিয়াছে—যদিও স্থানে স্থানে কিছুটা বিভ্রান্তি রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দীর্ঘ কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে মূল বিষয়বস্তুর খুব একটা সম্পর্ক নাই, তাহা ছাড়া বিষয়বস্তু নির্বাচনেও পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি ইবন নাফীস-এর ন্যায় ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই, অথচ তিনি ও ইবন নাফীস উভয়ে একই উস্তাদ ইবনু'দ-দাখওয়ান-এর (সু. আনু. ৬২৮/১২৩০) নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি উক্ত সতীর্থকে অপসন্দ করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার এই গ্রন্থখানির ভিত্তি ছিল তাঁহার পূর্ববর্তিগণের (যথাঃ ইবন জুলজুল) গ্রন্থপঞ্জী শ্রেণীর বইসমূহ এবং সেগুলির পাঠ ও ইবন আবী উসায়বি'আর গ্রন্থের পাঠ মিলাইলে দেখা যায় যে, কোন কোন সময়ে তিনি সেগুলির অনুলিপিও করিয়াছেন, অনেক সময়ে সারসংক্ষেপ করিয়াছেন। পরে সেই বিপুল পরিমাণ তথ্যাবলী ক্রমাগত সংযোজন দ্বারা তিনি উহা পরিবর্ধিত করিয়াছেন। জীবনীসমূহ দেশ অনুসারে ও পুরুষানুক্রমে (তাবাকাত) সাজানো হইয়াছে। গ্রন্থখানি দুই অংশে প্রকাশিত হয় বড় অংশ ও ছোট অংশ। শেষের অংশ ৬৪০/১২৪২ সালে সমাপ্ত হয় এবং অংশত ইবনুল-কিফতীর তা'রীখুল- ছ'কামা গ্রন্থখানি হইতে নূতন তথ্যাবলী সংযোজিত হয়। গ্রন্থখানির বহুল সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় (৬৬৭/১২৬৮)। লেখকের মৃত্যুর পরে বইটির অংশ অবলম্বনে জনৈক লিপিকার একটি অনুলিপি তৈরি করেন। কিন্তু তাহাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। 'উয়ুন-এর রচনারীতিতে জনপ্রিয় পদ্ধতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। A. Muller উহার পঠন-পাঠন করিয়াছেন; তিনি নিজেও মূল খণ্ড অবলম্বনে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বইখানি অগণিত মুদ্রণ প্রমাদযুক্ত হইয়া কায়রো হইতে প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁহাকে একটি সুদীর্ঘ সংশোধনী সংযোজিত করিতে হয় এবং তৃতীয় একটি খণ্ড ছাপাইতে হয়; সেখানে প্রধানত পাঠের বিভিন্নতা প্রদর্শন করা হয় (Ibn abi Useibia herausgegeben von August Muller, কুনিগ্‌সবাগ ১৮৮৪খ.)। 'উয়ুন গ্রন্থখানি পরবর্তীকালে কয়েকবার ব্যবসায়িক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয় এবং তেমন কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ব্যতীতই বৈরত হইতে পুনর্মুদ্রিত হয় (দারুল-ফিকর, ১৯৫৫-৬খ.)।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ এই গ্রন্থখানির পাঠের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন (দ্র. Wustefeld, Lecerc); আংশিকভাবে ইহার ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেন Sanguinetti (J. A.-তে প্রকাশিত ১৮৫৪-৬ খ.) জার্মান অনুবাদ করেন Hamed Waly; সাম্প্রতিককালে (আলজিয়াস ১৯৫৮ খ.); এইচ.জাহীর ও 'আবদুল-কাদির নুরুদ্দীন গ্রন্থখানির মুসলিম পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদগণের বিষয়ে রচিত অধ্যয়নটির সম্পাদনা ও টীকাসহ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন তাগ'রীবিরদী, মুজুম ৭খ, পৃ. ২২৯; অন্যান্য 'আরবী তথ্য-উৎস গ্রন্থসমূহের তালিকা তৈরি করিয়াছেন; (২) থিরিকলী, আ'লাম, ১খ, পৃ. ১৮৮-৯; (৩) Nallino 'ইলমুল-ফালাক, পৃ. ৬৪ প; Scritti, ৫খ. ১৩৭-৪৪); (৪) Brockelmann, I 326 S.I. 560; (৫) Sarton Introduction, ১ ২খ, ৬৮৫ (৬) Wustenfeld, Arab, Aerzte, পৃ. ১৩২; (৭) Leclerc, Hist, de la med. arabe, ২খ, ১৮৭; (৮) A. Muller, Uber Ibn abi Oceibia und seine Geschichte der Aerzte, Actes du VIe congres int, des-Orient. ii, এর অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ২৫৯-৮০; (৯) এ লেখক, Uber Texte und Sprachgebrauch von Ibn abi Useibia Geschichte der Aerzte, in SB Bayer, Ak. Phil, Kl.-এ প্রকাশিত, ১৮৮৪ খ., পৃ. ৮৫৩-৭৮।

J. Vernet (E.I.²) / হুমায়ুন খান

ইবন আবী খায়মি (দ্র. বিশর ইবন আবী খায়মি)

ইবন আবী খায়ছামা (ابن ابي خيثمة) : আবু বাকর আহ'মাদ ইবন যুহায়র (আবু খায়ছামা) ইবন হ'রব ইবন শাদদাদ আন-নাসা'ঈ আল-বাগ'দাদী, একজন মুহ'াদ্দিছ', বংশ তালিকাভিষায়দ, ঐতিহাসিক ও কবি ছিলেন। তিনি ১৮৫/৮০১ সালে নাসা'তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৯/৮৯২ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন ২০৫/৮২০ ও ২৯৯/৯১১-২ তারিখগুলি সম্ভবত অনেক পরের। আবু খায়ছামার (মৃ. ২৪৩/৮৫৭) পুত্র, কিতাবুল-মুসনাদ ও কিতাবুল-ইলম-এর রচয়িতা (ফিহরিস্ত, কায়রো সং., ৩২১), হাদীছ ও ফিক'হশাফ্রে ইবন হ'ায্বালের, কুলজীতে মুস'আব আয-যুবায়রীর, ইতিহাসে আল-মাদাইনীর্ এবং সাহিত্যে মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবুল-মুনতামীন (?), কিতাবুল-আরাব, কিতাব আখবারিল-শ-ও'আরা ও কিতাবুল-ত-তারীখ-ফিহরিস্ত-এ উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্তটি আল-মাস'উদী কর্তৃক ব্যবহৃত, খাতীবুল-বাগ'দাদী কর্তৃক প্রশংসিত এবং স্পেনে বহুল পরিচিত হইয়া (দ্র. বিশেষ করিয়া ইবন ছবায়শ) টিকিয়া আছে (পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, হায়দরাবাদের পরিকল্পিত সংস্করণটি সম্ভবত প্রকাশিত হয় নাই)। ইবন আবী খায়ছামা কাদারিয়া, মতবাদে বিশ্বাসীরূপে অভিযুক্ত হন এবং 'আলী ইবন ঈসার সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই।

তাঁহার পুত্র আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ (যিনি সম্ভবত ২৯৯/৯১১-২ সালে মারা যান) কিতাবুল-য-যাকাত ও (সম্পূর্ণ) কিতাবুল-ত-তারীখ-এর রচয়িতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, কায়রো সংস্করণ, ৩২১; (২) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ১খ, ১৭৪; (৩) খাতীব বাগদাদী, ৪খ, ১৬২-৪; (৪) যাক'ূত, উদাবা, ৩, ৩৫-৭; (৫) ইবন আবী য়া'লা তাবাকাতুল-হানাবিলা, ২২; (৬) যাহাবী, তায়কিরাতুল-ছ'ফফাজ, ২খ, ১৫৬; (৭) মাস'উদী, মুরাজ, ৫খ, ২০৮, ৩৭৬ (সম্পা. Pellet, ১৯৭১ খ., ২১২৯); (৮) রু'আয়নী, বারনামাজ, ৪৩-৪; (৯) এফ. বুসতানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ., ৩০২; (১০) Brockelmann, S I. 272।

Ch. Pellat (E.I.²) / উম্মে সালেমা বেগম

ইবন আবী জুমহূর আল-আহসানী (ابن ابي جمهور الاحسائي) : মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন ইব্রাহীম ইবন হাসান ইবন ইব্রাহীম ইবন হাসান আল-হাজারী, একজন ইমামী শীআ 'আলিম। আনু. ৮৩৭/১৪৩৩-৩৪ সালে আল-আহসাতে এক ঐতিহ্যবাহী 'আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আল-আহ'সাতে তাঁহার পিতার নিকট এবং পরে আন-নাজাফ-এ আল হ'াসান ইবন 'আবদিল-কারীম আল-ফাত্তালসহ অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ৮৭৭/১৪৭২-৭৩ সালে তিনি 'আলী ইবন হিলাল আল-জাহাইরীর নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিবার জন্য সিরিয়ার কারাক নহ গমন করেন। ইহার পর তিনি মক্কা শারীফে হাজ্জ সম্পন্ন করিয়া নিজের দেশ ভ্রমণ করেন এবং বাগ'দাদে ইমামগণের মাযার যিয়ারাত করেন। ৮৭৮.১৩৭৩-৭৪ সালে তিনি মাশহাদ গমন করেন এবং সায্যিদ মুহ'সিন ইবন মুহ'াম্মাদ আল-রিদায়ী আল-কুম্মীর গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হেরাত হইতে আগত একজন সুন্নী 'আলিমের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হন (অদ্যাপি বর্তমান একটি রিসালায় যাহা বর্ণিত)। পরবর্তী দুই দশক যাবত তিনি মাশহাদ, আন-নাজাফ ও আল-আহ'সাতে প্রধানত শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জানা যায়, তিনি ৮৮৮/১৪৮৩ সালে ও ৮৯৬-৯৭/১৪৯০-৯২ সালে আরও দুইবার মাশহাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ৮৯৩/১৪৮৮ সালে আল-আহসাতে অবস্থান করেন এবং পরে মক্কা শারীফ ভ্রমণের পর ৮৯৪-৯৫/১৪৯৩-৯৪ সালে আন-নাজাফ-এ শিক্ষকতার কাজে ব্যাপ্ত থাকেন। সেখানে তিনি তাঁহার কিতাবুল-মুজলী গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ৮৯৮-৯৯/১৪৯৭-৯৮ সালে তিনি আস'তাবাদ অঞ্চলে অবস্থানকালে তাঁহার একখানা গ্রন্থ আমীর 'ইমাদুদ্দীন-এর নামে নিবেদন করেন। ২৫ যুল-কাদা, ৯০৪/৪ জুলাই, ১৪৯৯ তারিখে মদীনাতে তিনি আল-'আল্লামা আল-হিন্দীর গ্রন্থ আল-বাবুল-হাদী 'আশার-এর ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর স্থান ও তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই।

ইবন আবী জুমহূর-এর অদ্যাবধি প্রাপ্ত অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে, যেগুলির অধিকাংশ এখনও অপ্রকাশিত। সেইগুলির মধ্যে আছে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি, যেগুলির বিষয়বস্তু হইতেছে 'ইবাদাত, ফিক'হ, উসূল-ফিক'হ, হাদীছ, ধর্মতত্ত্ব ও ইমামাত সম্পর্কীয় মতভেদ। যাহা হউক, তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ হইতেছে কিতাবুল-মুজলী বা মুজলী মির'আতুল-নূরি'ল-মুনজী (লিখো মুদ্রণ, তেহরান ১৩২৪ ও ১৩২৯ হি.)। কালামশাফ্রে তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ "কিতাব মাসলাকিল (মাসালিকি)-আফহাম ফী 'ইলমিল-কালাম"। ইহাতে আছে সূচিক্তিত মন্তব্যে ইমামী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব, ইবন সীনার মতাবলম্বিগণের দর্শন, আস-সুহরাওয়ারদীর সমুজ্জল চিন্তাধারা ও সূফীবাদ, প্রধানত ইবনুল "আরাবী এবং তাঁহার অনুসারিগণের তাগ'ওউফ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা। তাঁহার গ্রন্থাবলীকে ইস্ফাহানের সাফাবী যুগের দার্শনিক গোষ্ঠীর মতবাদের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা যায়, যাহাতে সেই মতবাদের ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার সংশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও উহাদের উপর এই গ্রন্থাবলীর সরাসরি প্রভাব খুব অল্পই ছিল; পরবর্তীকালে ইবন আবী জুমহূর সম্পর্কে ইমামী মতামত তাঁহার অনুকূলে ছিল, যদিও কেহ কেহ তাঁহার কিতাবুল-মুজলীর সমালোচনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, উহাতে তাগ'ওউফের সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নূরুল্লাহ স্তারী, মাজালিসুল-মু'মিনীন, তেহরান ১২৯৯/১৮৮২, পৃ. ২৫০-২৫৪; (২) আল-ছরফ'ল-'আমিলী, 'আমালুল-

'আমিল, সম্পা. আহমাদ আল-হুসায়নী, বাগদাদ ১৩৮৫/১৯৬৫, ২খ, ২৫৩, ২৮০ প.; (৩) আল-বাহরানী, লুলু-আতুল-বাহ-রায়ন, সম্পা. মুহাম্মাদ সা'াদিক বাহ-রুল-উলুম, নাজাফ ১৩৮৬/১৯৬৬, পৃ. ১৬৬-৬৮; (৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, সম্পা. আসাদুল্লাহ ইসমা'ঈলিয়ান, কুম্ম ১৩৯০-৯২/১৯৭০-১৯৭২, ৭খ, ১২৬-৩৪, (৫) আন-নূরী আত-তাবারসী, মুসতাদরাকুল-ওয়াসাইল, তেহরান ১৩১৮/১৯০০, ৩খ, ৩৬১-৬৫, ৪০৫; (৬) H. Corbin, Lidee du Paraclat en philosophic iranienne, in La Persia nel Medioevo, রোম ১৯৭১ খ., পৃ. ৫৩-৫৬; (৭) W. Madelung, Ibn Abi Jumhur al-Ahsai's synthesis of kalam, Philosophy and sufism (প্রকাশিতব্য)।

W. Madelung (E.I.² Suppl.) কাজী মু. কামরুজ্জামান

ইবন আবি তায়্যি (ابن ابى طيىء) : যাহা ইবন হামীদ

আন-নাজ্জার আল-হালাবী (৫৭৫/১১৮০-আনু, ৬২০-৩০/১২২৮-৩৩) আলেক্সেন্দার একজন খ্যাতনামা শী'আ ঐতিহাসিক, বিশেষ করিয়া মা'আদিন'য যাহাব ফী তা'রীখ'ল-মূলক ওয়া'ল-খুলাফা ওয়া যাব'বির-রাতাব নামক একখানা বিশ্ব ইতিহাসের রচয়িতা, এমন কি সুন্নী লেখকগণ প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করুন আর না করুন—এই গ্রন্থখানা ব্যবহার না করিয়া পারেন নাই। ইহা হইতে ইবনুল-ফুরাত (দ্র.)-এর ইতিহাস গ্রন্থ ও আবু শামা (দ্র.)-এর রাওদাত'য়ন গ্রন্থে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ সম্পর্কে মূল্যবান উদ্ধৃতি সংরক্ষিত আছে। অন্যদের মধ্যে 'ইযুদ্দীন ইবন শাদ্দাদ (দ্র.)-এর নিকটও ইহা পরিচিত ছিল; তবে কিছুটা কম নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় যে, আলেক্সেন্দার অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুন্নী কামালুদ্দীন ইবনুল-আদীম (দ্র.)-ও তাঁহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইবন আবি তায়্যি, সালাহুদ্দীন ও তাঁহার পুত্র আলেক্সেন্দার আজ-জাহির-এর শাসনকাল সম্পর্কিত নিবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার ইতিহাস প্রণয়ন অব্যাহত রাখেন। মনে হয় তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বভাবতঃ কিছু বলা খুবই দুর্বল ব্যাপার ও ইহাদের কয়েকটি সম্ভবত পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার অভিযোজন মাত্র। যাহাই হউক, ইহাদের কোনটিই "মা'আদিন"-এর মত গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। কেননা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উৎসসমূহ লুপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে (যদিও কামালুদ্দীন ইবনুল-আদীম কর্তৃকও সেইগুলি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল) এবং ইহাদের সাধারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শী'আদের সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা ক্রুসেডের সময়কার উত্তর সিরিয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয় ইতিহাস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মা'আদিন-এ মিসর ও মাঝে মাঝে মাগরিব সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইবন আবি তায়্যি ঐতিহাসিক 'ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানীকে অনুকরণ করিয়া ইরাক ও পারস্যের ইতিহাস রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবি তায়্যি-এর জীবনী গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে তাঁহার সমসাময়িক যাকৃত-ই একমাত্র ব্যক্তি যাহার পুস্তক আজও বিদ্যমান, সাফাদী যাহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন (পাণ্ডু. সুলায়মানিয়া, ৮৪২, পাতা ৩০ v.) কিন্তু বর্তমানে "ইরশাদ" গ্রন্থের বিবরণে ইহা উল্লিখিত হয় নাই। নূতন গবেষণা : (১) Cl. Cahen Une Chronique chi'ite au temps des Croisades, comptesrendus

des Seances de l'Acad, des Inscr- এ, ১৯৩৫ খ.; (২) H. A. R. Gibb, The sources for the history of Saladin, Speculum-এ, ২৫খ (১৯৫০ খ.); (৩) এই দুইটি প্রবন্ধ সম্ভবত Cl. Cahen কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, La Syrie du Nord au temps des Croisades, প্যারিস ১৯৪০ খ., পৃ. ৫৫-৭।

Cl. Cahen(E.I.²)/ এ. বি.এম. আবদুর রব

ইবন আবী তাহির তায়ফুর (ابن ابى طاهر طيفور) :

আবুল-ফাদল আহমাদ বাগদাদী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি ২০৪/৮১৯-২০ সালে ইরানী উদ্ভূত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে শিক্ষকতা দ্বারা কর্মজীবন শুরু করেন, পরে বাগদাদের বই-বাজার এলাকায় বসবাস করিতে থাকেন। তখন হইতে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। তিনি বিশিষ্ট লেখকগণের ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের সাহচর্যে আসেন এবং নিজে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁহার কবিতা কারণে অ-কারণে কোন কোন মহল হইতে সমালোচিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি অশ্বারোহণ ও শিকার বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বোপরি সাহিত্য সমালোচনা, কিংবদন্তী এবং অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রধানত কবিতা বিষয়ক, তন্মধ্যে বিভিন্ন কবির কাব্য সংকলন জাতীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন, বিশেষ করিয়া আল-মুহতাদীর শাসনামল পর্যন্ত বাগদাদের ইতিহাস রচনার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে শুধু আল-মা'মুন-এর খিলাফাতের অধ্যায়ই রক্ষিত আছে। উহার জার্মান অনুবাদ সমেত সম্পাদনা করেন H. Keller (লাইপসিগ ১৯০৮ খ.; সম্পা. 'ইয্যাত আল-আত্তার আল-হুসায়নী, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯)। আমরা যতদূর মূল্যায়ন করিতে পারি তাহা হইতে বলা যায় যে, সেই গ্রন্থখানি এক নূতন উদ্যোগ ও রাজনৈতিক স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি সফল প্রচেষ্টা। ইহাতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক রচনাকাল, বিভিন্ন দলীল ও উৎসের ব্যবহার যেইগুলি এখন হারাইয়া গিয়াছে এবং বিস্তারিত চিত্তাকর্ষক বিবরণের প্রতি লেখকের যে আগ্রহ ছিল তাহাই তথ্যউৎস হিসাবে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। ইবন আবি তাহির বিষয়বস্তুকে যেভাবে সাজাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন উহার সঙ্গে পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিক তগবীরীর যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। তাঁহার বলিয়া বর্ণিত যে অগণিত উদ্ধৃতি আগানী গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলির সহিত বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা বাগদাদের ইতিহাসের অংশসমূহের তথ্যাদির যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়, যদিও কবি সম্বন্ধে তাঁহার রচিত প্রবন্ধের সঙ্গেও সেইগুলি সম্পর্কিত হইতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, তু. আগানী, ৩খ, ২০১, যাহা সম্ভবত তাঁহার আখবারুল-মুতাজাররিফাত-এর সঙ্গে সম্পর্কিত)। ইবন আবি তাহির-এর আর যে একটি গ্রন্থ টিকিয়া আছে তাহা হইতেছে তাঁহার বিরাট সাহিত্য সংকলন কিতাবুল-মান'ছুর ওয়া'ল-মানজুম-এর একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড; যে খণ্ডে স্বীলোকদের চাচুরপূর্ণ উক্তিসমূহ রহিয়াছে। উহা এ. আল-আলফী কর্তৃক কায়রো হইতে ১৩২৬/১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং উহার কিছু কিছু অংশ মুহাম্মাদ কুর্দ আলী কর্তৃক রাসাইলুল-বুলাগ'এ গ্রন্থেও প্রকাশিত হয় (কায়রো ১৩৩১/১৯১৩, ১১৫ প.)। এই গ্রন্থখানিকে অন্যতম উৎসরূপে ব্যবহার করিয়া আবু হায়ান আত-তাওহীদী তাঁহার বাসাইর গ্রন্থ রচনা করেন (কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৩, পৃ. ৬)। বিভিন্ন মহলের সঙ্গে তাঁহার ব্যাপক

ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক থাকিবার ফলে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন যাহা তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাগদাদে অত্যধিক প্রতিযোগিতামূলক সাহিত্যিক জীবনে তাঁহার আবার অনেক প্রভাবশালী শত্রুও সৃষ্টি হয়। তাদের অন্যতম ছিলেন কবি আল-বুহতুরী (তু. আস-সুলী, আখবারুল-বুহতুরী, সম্পা. এস. আল-আশতার, দামিশ্‌ক ১৩৭৮/১৯৫৮, পৃ. ৭৮, ১১২, ১৩১ প.)। ইবন আবী তাহির মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে ২৭-৮ জুমাদা, ১, ২৮০/১৪-১৫ মার্চ, ৮৯৩ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পুত্র আবুল-হুসায়ন উবায়দুল্লাহ পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করেন এবং একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি হন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অনেক কম। পিতার রচিত বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থের রচনা তিনি অব্যাহত রাখেন এবং পিতার অংশের সঙ্গে খলীফা আল-মু'তামিদ হইতে আল-মুক'তাদির-এর শাসনামলের ঘটনাবলী সংযোজন করেন। আল-মুক'তাদির-এর রাজত্বকালে তিনি ইনতিকাল করেন (৩১৩/৯২৫-২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-মু'তামিদ, তা'বাকাতুল-শু'আরা, কায়রো, ১৩৭৫/১৯৫৬, ৪১৬ প.; (২) মাস'উদী, মুরুজ, ৮খ, ২০৯; (৩) ফিহরিস্ত, পৃ. ১৪৬ প., (তু. পৃ. ১২৫, ৩০৮); (৪) আল-মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, কায়রো ১৩৪৩ হি., প. ৩৫১; (৫) তারীখ বাগদাদ, ৪খ, ২১১ প., ১০খ, ৩৪৮; (৬) যাকূত, উদাবা, ১খ, ১৫২-৫৭; (৭) Keller, History of Baghdad, ভূমিকা; (৮) I. Krackovskiy, Izbr. Socineniya, ৬খ ৩৩৩-৩৬; (৯) Brockelmann, I. 144 S I, 210, 236; (১০) F. Rosenthal, A. History of Muslim historiography লাইডেন ১৯৫২ খ., পৃ. ৩৮৬, ৪২৪; (১১) J. Lassner, JAOS- এ প্রকাশিত, ৮৩ খ., পৃ. ৩৮৬, ৪৬০ প। ইবন আবী তাহির-এর কবিতার নিদর্শনের জন্য দ্র.। (১২) মাস'উদী, মুরুজ, ৭খ, ৩৩৩ প.; (১৩) আয'-যাজ্জাজী, 'আমালী, কায়রো ১৩৮২ হি., পৃ. ১১০; (১৪) ইবন আব্দ রাব্বিহ, 'ইকদ, কায়রো ১৩০৫ হি., ২খ, ১৭৪, ১৭৭, ৩খ, ১৪৪, ২৯২ (শেষের অনুচ্ছেদে উপহার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে, সম্ভবত এই বিষয়ে লিখিত তাঁহার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত উপহার বিষয়ক গল্পসমূহ বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থ এবং আল-মুক'তাদির জীবনী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আর কিছু নেওয়া হইয়াছে 'উবায়দুল্লাহ-এর রচনা হইতে, যিনি আর-রাশীদ ইবনু'য-যুবায়র-এর আয-যাখাইর ওয়াত-তুহাফ-এর পরিবর্ধন করিয়াছেন (সম্পা. এস. আল-মুনাজ্জিদ, কুয়েত ১৯৫৯ খ., পৃ. ৩১ প.); (১৫) আল-মারযুবানী, নূরুল-কাবাস, R. Sellheim, Wiesbaden ১৯৬৪ খ. (Bibl. Isl 23a) পৃ. ১২৬, ৩২৩, ৩৩৯; (১৬) আল-হাতীমী, 'আর-রিসালা আল-মুদিহা, সম্পা. এম. ওয়াই, নাজম, বৈরুত ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ১৩২, ১৬১। তাঁহার সমসাময়িক কালের এবং ৪র্থ/১০ম শতকের ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ক বহু গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন (১৭) ইবন জাররাহ, ওয়ারাকণ; (১৮) আল-মারযুবানী, মুওয়াশশাহ (যেখানে 'উবায়দুল্লাহ-এর উদ্ধৃতিও রহিয়াছে); (১৯) আল-কালী, আমালী; (২০) আত-তানুখী, আল-ফারাজ বা'দা'শ শিদ্দা, অধ্যায় ১৩ শেষাংশে (যেখানে তাঁহার ফাদ'ইলুল-ওয়ারদ 'আলান-নারজিস হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে); (২১) আবু আহ'মাদ আল-'আসকারী, মাসুন ইত্যাদি। (মানছুর ওয়া'ল-মানজুম গ্রন্থের একাদশ

হইতে ত্রয়োদশ অংশের পাণ্ডুলিপির জন্য); (২২) কে. আওওয়াদ, ফিহরিস্ত মাখতূতাত (বাগদাদের হি'কমা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত), বাগদাদ, ১৩৮৫/১৯৬৬, প. ৪০ প.)।

F. Rosenthal (E.I.²)/হামায়ন খান

ইবন আবী দাউদ (দ্র. আস-সিজিস্তানী)

ইবন আবী দীনার (ابن ابى دينار) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবি'ল-কাসিম আর-রু'আয়নী আল-কায়রাওয়ানী, কায়রাওয়ানের একজন ঐতিহাসিক ১০৯২/১৬৮১ সালে অথবা ১১১০/১৬৯৮ সালে "কিতাবুল-মু'নিস ফী আখবারি ইফরীকিয়া ওয়া তুনিস" নামে তিউনিসিয়ার একখানা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ১২৮৬/১৮৬১-২ সালে তিউনিসে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ. প্যারিসে ইহা Pellissier ও Remusat কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। ইহা একখানা মধ্যম মানের গ্রন্থ। ইহার রচনাকালের কাছাকাছি যুগের জন্য পুস্তকটির কিছুটা প্রয়োজন থাকিলেও অন্য কোন যুগের জন্য ইহা অঙ্গপ উপকারী নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : A. Bel, Les Benou Ghanya, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., ভূমিকা; (২) Roy, Extrait du catalogue des manuscrits de la Bibliotheque de la Grande Mosquerr de Tunis, তিউনিস ১৯০০ খৃ., নং ৪৯৬০, ৫০; (৩) Brockelmann, II, 457, S II, 682; (৪) F. Bustani, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৩০৫।

H. R. Idris (E.I.²) মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

ইবন আবী দু'আদ (দ্র. আহ'মাদ ইবন আবী দু'আদ)

ইবন আবী মুসলিম (দ্র. যাবীদ ইবন দীনার)

ইবন আবী যামানায়ন (ابن ابى زمنين) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'ঈসা আল-মুররী, আন্দালুসীয় কবি, বিশেষত একজন আইনজ্ঞ, ৩২৪/৯৩৬ সালে এলভাইরা-তে জনগ্রহণ করেন এবং সেই শহরেই ৩৯৯/১০০৯ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত যে স্বল্প সংখ্যক কবিতা আমাদের কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে সেগুলি অনেকটা ধর্মীয় শ্রেণীর। সেগুলিতে কিছুটা নৈরাশ্যবাদী মনোভাবই প্রকাশ পায় এবং বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। হায়াতুল-কুলূব কাবগ্রন্থে উহার পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। যাহা হউক, তিনি মূলত একজন স্বাধীন মালিকী আইনবেত্তা এবং কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতারূপেই সমধিক পরিচিত। গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (র)-এর মু'আত্তার টীকা রচনা, সা'হনুন-এর মুদাওওয়ানার একখানি সারসংক্ষেপ, একখানি কিতাব আহ'ওয়ালু'স-সুন্না ও একখানি নীতিসূত্রগ্রন্থ (যাহা আবু মুহাম্মাদ আল-কায়সী ও অন্যগণ ব্যবহার করিয়াছেন) বিখ্যাত ছিল (দ্র. Levi-Provencal, Hist. ESP. Mus., iii, 242 n)। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের কোনটিই টিকিয়া আছে বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাব্বী, বুগয়া, পৃ. ১৬০; (২) ইবন খাকান, মাত'মাহ, পৃ. ৪৯; (৩) ইবনুল-ফারাদী, নং ১৬৬৬; (৪) ইবনুল-খাতীব, 'আ'মালুল-আ'লাম, পৃ. ৫২; (৫) মাক্'কারী Analectes, ২খ, পৃ. ৩৭৪; (৬) Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ৯৮-৯; (৭) Gonzalez Palencia, Literatura, পৃ. ৬১ ও নির্ঘণ্ট; (৮)

ফুওয়াদ বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ; ২খ, পৃ. ৩১১; (৯) Brockelmann, I, ১৯১, SII, পৃ. ৩৩৫।

সম্পাদকমঞ্জলী (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইবন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী (ابن ابى زيد القيروانى) : আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন আবী যায়দ 'আবদি'র রাহমান (৩১০-৮৬/৯২২-৯৬), কায়রাওয়ানের মালিকী মাযহাবের প্রধান। নাফযাওয়ার একটি পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং জন্মস্থান কায়রাওয়ানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞান, সাহিত্যকর্ম, ধার্মিকতা ও সম্পদ খুব শীঘ্রই তাঁহাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে খেটে মর্যাদাবান করিয়া তোলে। তিনি আশ'আরীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। সমসাময়িক কায়রাওয়ানে আশ'আরীয় মতাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তিনি সূফীবাদেরও অনুরক্ত হইয়া পড়েন। সূফীবাদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ও বিশেষত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন। অসংখ্য গ্রন্থ সম্পাদনা, অগণিত ফাতাওয়া প্রদান ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি মালিকী মাযহাবকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল করেন এবং সর্বোপরি জনগণের মধ্যে উহার প্রচার করেন। আল-মু'ইযয ইবন বাদীস-এর অধীনে যীরিয় ও ফাতিমীদের বিচ্ছেদের ফলে মালিকী মাযহাবের যে চূড়ান্ত বিজয় ঘটে তাহার কৃতিত্ব প্রাথমিকভাবে তাঁহার ও তাঁহার অনুসরণকারী শিষ্যদের। ইহাদের মধ্যে আল-কা'বিসী তাঁহার (ইবন আবী যায়দের) কাজ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ইবন আবী যায়দ-এর অসংখ্য ও বিভিন্ন রচনার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অগণিত চিঠিও (Epistles) রহিয়াছে। তাঁহার রচিত সংরক্ষিত গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে ইসলামী বিধি-বিধানের একটি সারসংক্ষেপ আল-'আকীদা আও জুম্বা মুখতাসারা মিন ওয়াজিবি উমুরিদ-দিয়ানা, কিয়ামত সম্পর্কে একটি কা'সীদা (পাণ্ডু. প্যারিস, bibl. Nat. নং ৫৬৭৫) রাসূল (স)-এর সম্মানার্থে লিখিত একটি কবিতা (পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম, নং ১৬১৭), একটি হাদীছ'সংগ্রহ (পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম নং ২খ, ৮৮৮); ধার্মিক আস-সাবা'ঈ (মু. ৩৫৬/৯৬৬)-র অনুরোধে। আবু যায়ীদের বিদ্রোহের পূর্বে ১৭ বৎসর বয়স কালে ৩২৭/৯৩৮ সালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রিসালা রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্তমান আকারে তাঁহার চাচাতো ভাই মুহরিয ইবন খালাফ (মু. ৪১৩/১০২২)-এর নামে উৎসর্গীকৃত। মুহরিয তখন ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক, পরে তিউনিসের বরণ্য দরবেশ সীদী মাহুরিয নামে পরিচিত। এই প্রচারমূলক গ্রন্থটি মালিকী মাযহাবের সারসংক্ষেপ। ইহা প্রসিদ্ধ ইসমা'ঈলী কাযী আবু হানীফা আন-নু'মান বিরচিত দা'আইমুল-ইসলামের অনুরূপ গ্রন্থ এবং তখন হইতেই অব্যাহতভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা সমালোচনার বিষয় হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহা কায়রোতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষত ১৩২৩ হি. এ. ডি. রাসেল (A.D. Russell) ও 'আবদুল্লাহ আল-মা'মুন সুহরাওয়ানী কর্তৃক মূল পাঠ (Text) ও আংশিক ইংরেজী অনু. First Steps in Muslim Jurisprudence, লন্ডন ১৯০৬ খৃ.; ফরাসী অনু. E. Fagnan, প্যারিস ১৯১৪ খৃ.; মূল আরবী পাঠ ও ফরাসী অনু. L. Bercher, আলজিয়ার্স ১৯৪৫, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খৃ.। তাঁহার প্রধান রচনা হইল কিতাবুন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত আলাল-মুদাওয়ানা যাহা তাঁহার জ্ঞানসমষ্টি ও মালিকী ফিক্হ-এর সারসংক্ষেপ। ইহার প্রকাশনা ও অধ্যয়ন খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে। তাঁহার মুদাওয়ানা গ্রন্থের সংক্ষেপ (মুখতাসার) প্রথম দিকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে; কিন্তু অচিরেই আল-বারাযি'ঈর জন্য ইহা দীপ্তিহীন হইয়া পড়ে। ইবন আবী যায়দ ছোট

মালিক নামে সম্বোধিত হইতেন এবং মালিকী মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাদাতাদের অন্যতম আল-আবহারীর সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার নিজস্ব গৃহেই দাফন করা হয় এবং তাঁহার কবর খুব শীঘ্রই যিয়ারাতগাহে পরিণত হয়, যাহা অদ্যাপি বর্তমান। তাঁহার পুত্র আবু বাকর আহমাদ ইবন 'আবদি'লাহ ইবন আবী যায়দ ৪৩৫/১০৪৩ সালে আল-মু'ইযয ইবন বাদীস কর্তৃক কায়রাওয়ানের কাদী নিযুক্ত হন। কিন্তু এক ষড়যন্ত্রের ফলে খুব শীঘ্রই তিনি এই নিয়োগ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন নাজী, মা'আলিমুল-ঈমান, তিউনিস ১৩২০ হি., ৩খ, ১৩৫-৫২; (২) H. R. Idris, Deux juristes kairouanais de l'epoque Ziride Ibn Abi Zayd et al-Qabisi, in AIEO Alger, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১২১-৯৮; (৩) এ লেখক, La Berberie Orientale sous les Zirides, ১-২খ, প্যারিস ১৯৬২ খৃ.; (৪) Brockelmann, S I, ৩০১-২।

H. R. Idris (E.I.²) / মোঃ রেজাউল করিম

ইবন আবী যার' (ابن ابى زرع) : পূর্ণ নাম আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ আল-ফাসী, ৭১০-৭২০/১৩১০-১৩২০-এর মধ্যবর্তী সময়ে ফেয (Fez)-এ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেখানে ইমাম ছিলেন। তিনি "আল-আনীসুল-মুত্তারিব বি-রাওদিল-কিরতাস ফী আখ্বার মূলকিল-মাগ'রিব ওয়া তা'রীখ মাদীনাতি ফাস" শিরোনামে মরক্কোর একখানি ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি সংক্ষেপে রাওদুল-কিরতাস অথবা কিরতাস নামেও পরিচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির মূল পাঠ বহুবার মুদ্রিত ও ভাষান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি সমালোচনা ও সম্পাদনামূলক (Critical) সংস্করণ মুদ্রণের উদ্যোগ লওয়া হয় নাই।

কিরতাস-এর মূল গ্রন্থ : (মুদ্রিত হইয়াছে) Tornberg, Annales regum Mauritaniae, Upsala ১৮৪৩-৬ খৃ. (ল্যাটিন অনুবাদসহ); ফেজ হইতে বহুবার লিখো ছাপা, ১৩০৩-১৮৮৫ খৃ. মুহাম্মাদ আল-হাশিমী আল-ফিলালী দুই খণ্ডে ১৩৫৫/১৯৩৬, রাবাত হইতে সম্পাদনা করেন। তবে এই সম্পাদনা সূচরূপে করা হয় নাই।

অনুবাদ : Dombay, Geschichte der mauritanischen konige, Agram ১৭৯৪-৭ খৃ. (জার্মান অনু.); Moura, Historia dos soberanos mahometanos, lisbena ১৯২৪ খৃ. (পর্তুগীজ অনু.); টর্নবার্গ (উপরে বর্ণিত ল্যাটিন অনু.) Beaumier, Histoire des souverains du Magerb et Annales de la ville de Fes, Paris 1860 (ফরাসী অনু.); Huici, Valencia ১৯৪৮ খৃ. (স্প্যানিশ অনু.)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A Bel, Les Benou Ghanya, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., ভূমিকা; (২) E. Levi-Provencal, Islam d Occident, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৩৩-৪; (৩) E. F. Gautier, Le passe de l' Afrique de Nord. Les siecles obscurs, প্যারিস ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৬৫-৭৯; (৪) R. Basset, Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat al Anfas, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ১২-৩; (৫) Brockelmann, ২খ, ২৪০-১, S II, ৩৩৯; (৬) 'আবদুল্লাহ কানুনন (Guennoun) Ibn Abi Zar, মাশাহীর রিজালিল-মাগরিব-এ ২৯, বৈরুত ১৯৬১ খৃ.।

H. R. Idris (E.I.²) / মোঃ রেজাউল করিম

ইবন আবী রানদাকা (দ্র. আত-তুশী)

ইবন আবী লায়লা (ابن ابى لیلی)ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে প্রখ্যাত দুইজন লোকের উপাধি।

(১) আবু 'ঈসা 'আবদুর-রাহ'মান ইবন আবী লায়লা আল-আনসারী, কূফার তাবি'ঈ, ১৭/৬৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইবন আবী তালিব এবং অন্য সাহাবীগণের নিকট হইতে শ্রুত হাদীছ' সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উস্ত্রের যুদ্ধে 'আলী (রা)-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন (দ্র. আল-জামাল) এবং ইবনু'ল-আশ'আছ (দ্র.)-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কিভাবে ইনতিকাল করিয়াছিলেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। হাদীছে'র ইসনাদে তিনি সাহাবীদের পরেই প্রথম সূত্রের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি প্রায়শই ইবন আবী লায়লা আল-আক্বার নামে উল্লিখিত হইতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) বালায়ুরী, ফুতহ', নির্ঘণ্ট; (৩) নাওয়াবী, তাহযীব, ৩৮৯-৯০; (৪) ইবন হাজার, ইসাবা, নং ৫১৯২; (৫) তিরমিযী, ২খ, ১৮৯, ২৫৭; (৬) Goldziher, Muh. Stud., ২. ১৪৪।

Ch. Pellat (E.I. 2)/ উম্মে সালেমা বেগম

(২) তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'র-রাহ'মান ইবন আবী লায়লা ৭৪/৬৯৩ সালে (ইবন খাল্লিকান) অথবা ৭৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ ১৪৮/৭৬৫ সালে যখন তিনি ইনতিকাল করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ৭২ বৎসর (ইবন সা'দ)। তাঁহার পিতার কথা তিনি খুব কমই স্মরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার শিক্ষকরূপে শা'বী ও 'আতা ইবন আবী রাবাহ' দ্র.-কে উল্লেখ করা হইয়াছে (বুখারী), পরবর্তী জীবনীকারগণ হাদীছে'র ক্ষেত্রে তাঁহার উস্তাদ (বিশেষজ্ঞ) ও শাগরিদদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইবন আবী লায়লা প্রকৃত হাদীছ' প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। যেই কতিপয় হাদীছে'র ইসনাদে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত সেইগুলি হয় ঐতিহাসিক তথ্যধারক বা উপদেশমূলক (ওয়াকী', তাবারী)। প্রথম হইতেই তাঁহার সত্যবাদিতা অস্বীকৃত হয় নাই, বরং হাদীছ' বর্ণনাকারী (রাবী) হিসাবে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা স্বীকৃত হয় নাই। আহ'মাদ ইবন হা'যাল (র) তাঁহার হাদীছে'র তুলনায় তাঁহার ফিকহ'কে অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ইবন আবী লায়লা উহায়হা ইবনু'ল-জুলাহ'-এর বংশধর এই দাবী কূফার কাদী হিসাবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী এবং পূর্ববর্তী ইবন শুবরুমাঃ ও অন্যরা বোধ হয় অসংগতভাবেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ইবন শুবরুমাঃ রচিত তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছিল, ইহার মূলে ছিল সম্ভবত পেশাগত ঈর্ষা এবং ইবন আবী লায়লা ও আবু হানীফা (দ্র.)-র মধ্যে কিছু বিরোধিতা। কিন্তু এই বিরোধের উৎপত্তি সম্পর্কিত কাহিনীটি (ওয়াকী' ও ইবন খাল্লিকান) ইতিহাসসমর্থিত নহে। কেননা ইহাতে ইবন আবী লায়লা তাঁহার সমসাময়িক আবু হানীফাকে একজন "তেজী তরুণ" হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (শাব্ব)। ওয়াকী'তে ইবন আবী লায়লার জীবনীর অন্যান্য বিষয়ও কল্পিত; তবে ইহা সম্ভবত সত্য যে, সুফয়ান আছ'-ছাওরী (দ্র.) তাঁহাকে ও ইবন শুবরুমাঃকে কূফায় ইসলামী আইনের দুইজন মহাবিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

ইবন আবী লায়লা ১২৩/৭৪১ সালে সাম্প্রতিক নিযুক্ত গভর্নর 'ঈসা ইবন মুসা কর্তৃক কূফার কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি উমায়্যা ও

'আক্বাসীদের অধীনে মৃত্যু পর্যন্ত মোট ৩৩ বৎসর এই দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে খারিজী অন্যান্য অধিকারী আদ-দাহ্বাক ইবন কায়সের সময় নিজের অনুরোধেই অল্পকালের জন্য অব্যাহতি লাইয়াছিলেন। তখনকার রীতি অনুসারে বিচারের ক্ষেত্রে স্ববিবেচিত মতামত (রায়-এর) উপর নির্ভর করিতেন। উত্তরাধিকার আইন (ফারাইদ)-এর একটি গ্রন্থ তাঁহার নামে আরোপিত হইয়াছে (ফিহুরিস্ত)। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র 'আবদুর-রাহ'মান ইবন 'আবদি'রাহ ইবন 'ঈসা তাঁহার পরে কূফার কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি ইনতিকাল করেন। ইবন আবী লায়লার বিশিষ্ট মতবাদের অনুসারী শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪/৮২০)-র সময় পর্যন্ত কূফাতে বিদ্যমান ছিল।

শাফি'ঈর একটি পুস্তক (কিতাবু'ল-উম্ম, ৭খ, ৮৭ প., হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪২ নং ৯৮৩৮-এ যাহাকে আশ্চর্যজনকভাবে কিতাবু'ল-আস্মা ওয়া'ল-কাবাইল বলা হইয়াছে) ইবন আবী লায়লা ও আবু হানীফার মধ্যস্থ মতপার্থক্যের সহিত সম্পর্কিত এবং ফিকহী মতবাদের বিশদ আলোচনাসম্বলিত। সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে, ইবন আবী লায়লা তাঁহার সমসাময়িক আবু হানীফার তুলনায় প্রাচীনতর মত পোষণ করিতেন, যে কারণে তাঁহাকে অধিকতর রক্ষণশীল বলা যায়। পরন্তু তিনি আইনের প্রয়োগের প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ইবন আবী লায়লার মতবাদে সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আইনগত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সাধারণত আদিম প্রকৃতির, কিছুটা অস্পষ্ট ও অমার্জিত। ফলে অদূরদর্শী ও ফলাফলের দিক হইতে দুর্ভাগ্যজনক। ধারাবাহিক বিন্যাসের প্রচেষ্টা, সাধারণ প্রবণতা ও নীতি তাঁহার সমগ্র মতবাদে পরিব্যাপ্ত। আচার-আচরণে কঠোরতা সম্ভবত তাহার ফিকহী চিন্তার অবিশ্লেষ্য বৈশিষ্ট্য। ইবন আবী লায়লার সহজাত বাস্তব জ্ঞানের যুক্তি প্রায়ই বিশিষ্ট ইসলামী নীতিসম্মত বলিয়া বিবেচিত। তাহার মতবাদে একজন কাদী হিসাবে তাঁহার অভিজ্ঞতার বহু সংখ্যক নিদর্শন রহিয়াছে, বিশেষত তাহার রক্ষণশীলতার।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৬খ, ২৪৯; (২) আহ'মাদ ইবন হা'যাল, কিতাবু'ল-ইলাল ওয়া মা'রিফতি'র-রিজাল, ১খ, আঙ্কারা ১৯৬৩ খ., ৮২৮ ও ৮৩৩; (৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, ১খ, ১৮০; (৪) নাওয়াখ্ভী, ফিরাকু'শ-শী'আ, ৭; (৫) ওয়াকী', আখবারু'ল-কুদাত, ৩খ, ১২৯-৪৯ এবং নির্ঘণ্ট, বিশেষত ৯৫ প., ১০৭, ১০৮; (৬) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২৪৮; (৭) আত'-তাবারী, Annales, নির্ঘণ্ট; (৮) ইবন আবী হা'তিম আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ' ওয়া'ত-তা'দীল, ৩খ, নং ১৭৩৯; (৯) ফিহুরিস্ত, ২০২ প.; (১০) ইবন খাল্লিকান, S.V.; (১১) আয-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হ'ফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৩ হি., ১খ, ১৬২ (তাবাকাত, ৫খ, নং ১২); (১২) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীব, ৯খ, নং ৫০১; (১৩) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ৪খ, ৩৯৬ (৮৯৬৭-এর অন্তে), ৫খ, ৪২ (নং ৯৮৩৮); (১৪) ইবনু'ল-ইমাদ, শাযারা'তু'য-যাহাব, ১খ, ২২৪; (১৫) J. Schacht, Origins, নির্ঘণ্ট; (১৬) ঐ, ভূমিকা, ৪৪।

J. Schacht (E.I. 2)/উম্মে সালেমা বেগম

ইবন আবী শানাভ (ابن ابى شنب) : আলজিরিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় তাঁহার নাম বেন শেব এবং সরকারীভাবে ফরাসী ভাষায় বেন চেনেব, প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনু'ল-'আরাবী। তিনি আলজিরিয়ার

একজন শিক্ষক এবং আরবী ভাষাবিদ ছিলেন। আলজিরিয়ার অন্তর্গত মিদিয়ায় নিকটবর্তী তাকবু নামক স্থানে ১০ রাজাব, ১২৮৬/২৬ অক্টোবর, ১৮৬৯ তারিখে তাঁহার জন্ম এবং ২৭ শাবান, ১৩৪৭/৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ তারিখে আলজিয়ার্সে তাঁহার মৃত্যু।

তাঁহার কতিপয় পূর্বপুরুষ বুরসার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মিসরে অবস্থানরত তুর্কী সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন এবং তাহাদের অন্তত একজন আলজিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতামহ তুর্কী সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসাবে অবসর গ্রহণের পর ১৮৪০ সালের মে-জুন মাসে আমীর 'আবদুল-কাদির (দ্র. 'আবদুল-কাদির আল-জায়াইরী) কর্তৃক মিদিয়া শহর অবরোধের সময় এইখানে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা মিদিয়া শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী একজন ক্ষুদ্র কৃষক ছিলেন এবং তাঁহার মাতাও তুর্কী বংশোদ্ভূত একজন 'বাহ্তারমী' ছিলেন।

প্রথমে স্বল্পকালের জন্য তিনি কুরআনী মক্তবে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইকোলে ফ্রান্সেই স্কুলে এবং ইহার পর কলেজ দ্য মিদিয়ায় (বর্তমানে Lycee Ben cheneb) এবং সর্বশেষ এক বৎসর আলজিয়ার্সের নিকটবর্তী বুয়ারিয়ায় (Bouzarea) অবস্থিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে তাঁহার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৮৮ খৃ., ১৯ বৎসর বয়সে তিনি মিদিয়া হইতে ৩০ কিলোমিটার দূরে জেনদেল নামক মিশ্র কমিউনের তামজারেতে ওয়ামরী-এর "দুয়ার-এ (Douar of wamri) শিক্ষক হন। চারি বৎসর পরে তিনি আলজিয়ার্সের ফাতাহ স্কুলে বদলি হন এবং সেখানে ছয় বৎসর অবস্থান করেন। ফাতাহ স্কুলে অবস্থান তাহার মানসিক বিকাশ ও কর্ম জীবনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। সে সময় তিনি কাসবার মুসলিম শিশুদেরকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। সে সময় তিনি নিজেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেমন লীসী, বহু মসজিদ, ইকোলে দ্য লেটার (Ecole des Lettres) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিদ্বান ব্যক্তিদের বক্তৃতা শুনিতেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়েও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন শায়খ 'আবদুল-হালীম ইবন সামায়া (আলজিয়ার্সের একজন 'আলিম), বেন সাদিরা, কাত, ফাগনান ও রেনে বাসেত (Rene Basct)। ইহা ব্যতীত তিনি একদিকে 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্র; যুক্তিবাদ, ধর্মতত্ত্ব, হাদীছ' বিজ্ঞান, কুলাজি বিজ্ঞান ও হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করেন, অন্যদিকে কিছু ল্যাটিন স্পেনীয়, জার্মান, ফারসী ও তুর্কী ভাষাও অধ্যয়ন করেন। তিনি সাফল্যের সহিত আলজিয়ার্সের Ecole des Lettres হইতে 'আরবীতে ডিপ্লোমা, Baccalaureat-এর প্রথম পর্ব ও Brevet পাস করেন। গুটি বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি Baccalaureat-এর দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত যোগ্যতা লইয়া তিনি আলজিয়ার্সের ইকোলে দ্য লেটার নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার শিক্ষক বেন সাদিরার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৯৮ সালের ২২ মে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি কনস্টান্টাইনে মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং প্রথমবারের মত 'আরবী ভাষার নাহও, সারফ, আদাব, ফিকহ প্রভৃতি তাঁহার প্রায় সমবয়সী ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করিতে শুরু করেন। কনস্টান্টাইনে তিনি তিন বৎসরের কিছু কম সময় থাকেন। তবে এই সময়ের স্মৃতি তাঁহার নিকট খুব সুখকর ছিল না।

১৯০১ সালের ২০ এপ্রিল তিনি আলজিয়ার্সের মাদ্রাসায় বদলি হন এবং ১৯২৬ খৃ. পর্যন্ত সেখানে থাকেন। ১৯০৩ খৃ. ইকোলে দ্য লেটার

বিদ্যালয়ে তিনি একই সাথে তিনটি শিক্ষাকোর্স, যথাঃ 'আরবী, ছন্দবিজ্ঞান, আইন সংক্রান্ত দলীল-পত্রাদির অনুবাদ ও কথ্য 'আরবী ভাষার কোর্স পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ইহারও অতিরিক্ত ১৯০৪ খৃ. আলজিয়ার্সে অবস্থিত জামি' সাফীরে হাদীছ' গ্রন্থ আল-বুখারীর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হাদীছের একটি কোর্স পরিচালনা করিতে সক্ষম হন।

১৯০৮ খৃ. আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি তাঁহার মাদ্রাসার পদ রাখিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculte des Lettres-এ শিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি শিক্ষকতা এবং গবেষণা কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁহার চমৎকার শিক্ষা দান শ্রোতাদের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা অর্জন করে ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকে। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক ও নিবন্ধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অনেক বাড়িয়া যায়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত ওরান, কনস্টান্টাইন, তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে প্রায়ই ভ্রমণে যাইতেন এবং সেই সব জায়গায় কোথাও পরীক্ষকদের বোর্ডে সভাপতির কার্য পরিচালনা করিতেন, কোথাও বা বিজ্ঞান সম্মেলনে কিংবা আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করিতেন। আলজিরিয়ার বাহিরের অনেক প্রাচ্যবিদদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। স্পেনের কডেরা ও মিগুয়েল আসিন প্যালাসিওস, ইতালীর ই. গ্রিফিনি, রাশিয়ার ক্রাচকোভস্কি, মিসরের আহমাদ তায়মুর, তিউনিসিয়ার হা'সান হু'সানী 'আবদুল-ওয়ালহাব, দামিশকের 'আরব একাডেমীর সদস্যস্বন্দ, মরক্কোর 'উলামা সম্প্রদায়, আরও অনেক স্থানের মনীষিগণের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল।

১৯২০ খৃ. দামিশকের 'আরব একাডেমীতে তাঁহার সদস্য নির্বাচিত হওয়া এবং ১৯২২ খৃ. আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁহাকে Docteur es Lettres d'Etat ডিগ্রী প্রদান দ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯২৪ খৃ. তিনি আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculte des Lettres-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান পদে তাঁহার পূর্বসূরী বাসেত-এর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের সপ্তদশ কংগ্রেসে তিনি আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ইবন আবী শানাব-এর কর্মময় জীবন আলজিরিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এখনও পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ কেহ ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কি ফ্রান্স ও অন্যত্রও তাঁহার মত কর্মজীবন দুর্লভ। যে মানুষটি এই সকল যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি আসলে ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ, অটল ইচ্ছা ও সুদৃঢ় শারীরিক গঠনের অধিকারী যাহা তাঁহাকে একজন অক্লান্ত কর্মী ও সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও গোছালা পণ্ডিতে পরিণত করে।

ফাগনান ও বাসেতের মত পণ্ডিতগণের সাহায্যের ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত কাজের আধুনিক পদ্ধতির ইতিবাচক দিক দ্রুত উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে তিনি খাটো করিয়া দেখেন নাই, সারা জীবন ইহার প্রতি বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাস অথবা পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ঐতিহ্যগত স্টাইল বজায় রাখিয়াছেন এবং একজন নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানদীপ্ত মুসলিম হিসাবে ধর্মীয় আচরণ বিধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়৷ তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলি লেখা চলে। ১৯০৬ ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রচুর লিখিয়াছেন। অতঃপর প্রথম

মহামুদকালীন কিছুদিনের জন্য তাঁহার লেখার বিরতি ঘটে। ১৯১৮ ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় তিনি আবার লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার রচনার ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত, যেমন অধ্যাপনা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মুসলিম আইন, হাদীছ, জনশ্রুতি, লোককাব্য, প্রবাদবাক্য, অভিধান-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দবিদ্যা, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস। ইকোলে নর্মালা (Ecole Normale) নামক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন, ইহার ছাপ তাঁহার রচনাবলীতে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া বিভিন্ন মাদরাসা, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের “লেটরস” ফ্যাকাল্টিতে (Faculte des Lettres) যে সমস্ত বিষয়ে তিনি শিক্ষা দান করিতেন তাহা তাঁহার রচনায় বিধৃত হইয়াছে। ধারাবাহিকভাবে তাঁহার রচনাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইলঃ (১) আল-ফার্সী (আবু য়াদ আবদুর-রাহমান ইবন আবদি'ল-কাদির)-এর আত্ম-তায়সীর ওয়াত-তালীল ফী যিকরি মা আগফালাহ'শ-শায়খ খালীল মিন আহ-কামি'ল-মুগারাসা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ। অনুবাদ গ্রন্থে ফরাসী নাম : La Plantationa frais communs en droit malekite, in Rev. algerienne, tunisienne et marocaine de droit et de legislation আলজিয়ার্স ১৮৯৫ খৃ., ১৩ পৃষ্ঠা; (২) একজন অজ্ঞাত লেখকের প্রবন্ধ “খাতিমাঃ ফী রিয়াদতি'স-সিব্বান ওয়া তা'দীবহিম ওয়া তালীমিহিম ওয়া-মায়ালীকু বিয়ালিকা”-এর ফরাসী অনুবাদ ও সম্পাদনা। ফরাসী অনুবাদের নাম : Notions de Pedagogie musulmane, in RAfr., ১৮৯৭ খৃ., ২৬৭-৮৫; (৩) Itineraire de Tlemcena la Mekke par Ben Msayeb, Poete Populaire tlemcenien du xviii s., মূল পাঠ এও ফরাসী অনুবাদ, RAfr., ৪৪খ. (১৯০০ খৃ.) ২৬১-৮২; (৪) আল-গাযালী (র) রচিত “শিশুদের শিক্ষা” বিষয়ক একটি প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ (প্রকাশিত তিউনিস ১৩১৪/১৮৯৮) RAfr.-এ ১৯০১ খৃ., ১০১-১০; (৫) Proverbes arabes de l'Algerie et du Maghreb, ৩ খণ্ডে, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.; (৬) De la transmission du recueil de traditions de Bokhary aux habitants d Alger, in Rec. de mam. et de textes publies Par les Professeurs de l'Ecole des Lettres et des medersas d algerie, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৯৯-১১৬; (৭) Revue des ouvrages arabes edites ou Publies par les Musulmans en 1322 et 1323 (1904-1905), RAfr- এ, ১৯০৬ খৃ., ২৬১-৯৬; (৮) Notice Sur un manuscrit du ve. s. de l hegire intitule "Kitab Tabaqat ulama Ifriqiya" in JA. 1906, 343-60; (৯) Etude sur les Personnages mentionnes dans l'idjaza du cheikh Abd al Qadir al-Fasi, in Actes du XIVE Congres int. des Orientalistes, প্যারিস ১৯০৭ খৃ., ৪খ, ১৬৮-৫৬০ (৩৬০ জন মনীষী); (১০) L guerre de Crimée et les Algeriens, Poeme populaire de Muhammad b. Ismail (poete algerois 1820-1870), RAfr.-এ, ১৯০৭ খৃ., পৃ. ১৬২-২২; (১১) De l'Origine dumot chechia, RAfr. এ ১৯০৭

খৃ., পৃ. ৫৫-৫৬; (১২) কুতরুব-এর সংস্করণ. নাম মুছাল্লাছাত 'আল্লামাতি'ল- আনাম, কামুসুল বালাগা ওয়ানিবরাসিল-আফহাম, আলজিয়ার্স ১৯০৭ খৃ. (তু, Brockelmann, SI. 161); (১৩) La vie civile musulmane a Alger, in Revue Indigene. ১৭ খৃ.; (১৯০৭ খৃ.) ৩৩১, ১৯ খৃ., ৪০৮, ২১খ. ২২খ. ৫৭ এবং Annales de l' I.E.O., n. s. i (১৯৬৪ খৃ.), ৭-৩৮ গ্রন্থের নাম La vie civile musulmane a Alger vers 1900; (১৪) Notice sur deux ms. relatifs aux Cherifs de la Zaouia de Tamasluhat RAfr.-এ, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১০৫-১৪; (১৫) De la condition de la femme dapres Le coran et la suna (Sic). Revue Indigene-এ ২৫খ. (১৯০৮খৃ.), পৃ. ১৭৩-৭৭, ২৬খ, ২০৮-১৪; (১৬) ইবন মারযাম লিখিত আল-বুস্তান, সম্পা. ও ফরাসী অনু., আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., ২ খণ্ডে; (১৭) আল-ওয়ালীলানী-এর রিহ্লা গ্রন্থের সম্পা., আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (১৮) আবু সা'ঈদ আস-সুসী-এর সম্পাদনা, শিরোনামঃ নাজমুল মুমতি' ফী শারহি'ল-মুকনি', আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (১৯) Du mariage des musulmans et non-musulmans, in Archives marocaines. ১৫খ, (১৯০৯ খৃ.) ৫৫-৭৯; (২০) Catalogue des manus Crits arebes de la Grande Mosquee d' Alger. আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২১) ফীরুযাবাদীর তাহ'বীর'ল- মুওয়াশশীন ফিত-তা'বীর (অন্যত্র ফী মা যুকালু) বিসসীন ওয়াশশীন, যে সমস্ত আরবী শব্দের বানানে স অথবা ش উভয়ই ব্যবহার কর যায়, তাহাদের তালিকা) আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২২) মাজমু'উল-ফাওয়াইদ মিন মানজুমি'ল-মুছাল্লাছাত ওয়া'শ-শাওয়ারিদ এর সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২৩) খারাইদুল-উকুদ ফী ফারাইদি'ল-কুয়ূদ (একই ব্যঞ্জন-বর্ণ- বিশিষ্ট বিভিন্ন শব্দের সম্ভাব্য তিনি প্রকারের উচ্চারণ সম্পর্কে)-এর সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (২৪) গুবরীলী-এর 'উনওয়ানু'দ- দিরায়া-এর সম্পাদনা, আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ.; (২৫) কাদী 'ইয়াদ লিখিত তারবীবুল মাদারিক ওয়া তাক'বী'ল-মাসালিক লি-মা'রিফাত আ'লাম, মায'হাব মালিক-এর সম্পাদনা, Centenario deau nascita di Michele Amari-এর অন্তর্ভুক্ত, Palermo ১৯১০ খৃ., ১খ, ২৫১-৭৬; (২৬) উম্মে হানী রচিত “মহানবী (স) এর সম্মানে কবিতা”-এর সম্পাদনা ও ফরাসী অনুবাদ, RAfr- এ ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৮২-৯০; (২৭) বুরহানুদ্দীন আবু ইব্রাহীম ইবন 'উমার আল-জাবারী (৬৪০-৭৩২/ ১২৪২-১৩৩২) লিখিত তাদমিছু'ত-তায'কীর ফিত-তানীছ' ওয়াত-তায'কীর এর সম্পাদনা ও ফরাসী রূপান্তর, নাম Poeme didactique sur le feminin, ইহা কামিল ছন্দে রচিত ২৭৩টি শ্লোকের সংকলন, ZA-তে, ২৬খ, (১৯১১খৃ.), ৩৫৯-৮১; (২৮) মিসরীয় সংবাদপত্র আল-মান্যর হইতে সংগৃহীত “কালিমাৎ 'ইলমিয়্যা 'আরাবিয়্যা-এর ফরাসী অনুবাদ, আত্ম-তাক'বী'ল-জাযাইরীতে প্রকাশিত, ১৯১১ খৃ., পৃ. ১২৯-৪৭; (২৯) 'আবদুল-জাব্বার ইবন আহমাদ আল-ফিজীজী, রাওদাত'স-সুলওয়ান, আত্ম-তাক'বী'ল-জাযাইরীতে, ১৯১১ খৃ., পৃ. ৭১-৯৪; (৩০) আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন আস-বাগ (ইবনুল-মুনাসিফ নামে খ্যাত)-এর আল-উরজু'ল-আলফিয়্যা অথবা আল-

মুহাফ্‌হা বা সম্পাদনা, আত-তাকবীমুল-জাযাইরী, ১৯১২ খ., পৃ. ৭১-১২২; (৩১) Observations sur l'emploi du mot tellis son origine, in RAfr., ১৯১২ খ., পৃ. ৫৬৬-৭০; (৩২) নাজরা ইজমালিয়া ফী তা'রীখ মাদীনাতি'ল-জাযাইর, আত-তাকবীমুল জাযাইরীতে ১৯১২ খ., পৃ. ১৮৮-৯৪, ১৯১৩ খ., পৃ. ১২৯-৩২, এবং 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালী, যিকরা., পৃ. ৫৫-৬১; (৩৩) বৃনা, আত-তাকবীমুল-জাযাইরীতে ১৯১৩ খ., পৃ. ৮১-৮৬, এবং 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালী, পৃ. গ্র., পৃ. ৬২-৬৭; (৩৪) আল-বুনী [মুহা'ম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন কাসিম ইবন মুহা'ম্মাদ আস'-সাসী] আল আলফিয়া আস'-সুগরা অথবা আদ-দুররা আল-মাসূনা ফী 'উলামা ওয়া সুলাহা বৃনা, আত-তাকবীমুল-জাযাইরীতে ১৯১৩ খ., পৃ. ৮৭-১২৮; (৩৫) La Preface d Ibn al-Abbar a sa Takmilat al-Sila, মূল 'আরবী পাঠ, ফরাসী অনু. ও টীকা RAfr.-এ, ১৯১৮ খ., পৃ. ৩০৬-৩৫; (৩৬) Sources musulmanes dans la Divine Comedie, RAfr. -এ, ১৯১৯ খ., পৃ. ৪৮৩-৯৩; (৩৭) A Bel--এর সহিত একত্রে ইবনুল-আব্বার-এর তাকমিলাতুল-স-সিলা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা, আলজিয়াস ১৯২০ খ., ২২খ, ৪৬৮; (৩৮) আবুল-আরাব ও আল-খুশানীর Classes des Savants de l'Ifrikiya গ্রন্থের সম্পাদনা ও টীকাসহ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ, আলজিয়াস ১৯১৫ খ. 'আরবী মূল পাঠ, পৃ. ৩০০ ফরাসী অনু. প্যারিস ১৯২০ খ., ২ খণ্ডে, পৃ. ৪১৬; (৩৯) Liste des abreviations employees Par les auteurs arabes, RAfr.-এ ১৯২০ খ., পৃ. ১৩৪-৩৮; (৪০) E. Levi-Provençal-এর সহিত একত্রে) Essai de repertoire chronologique des editions de Fes, RAfr.-এ ১৯২০ খ., পৃ. ১৫৮-৭৩; ১৯২১ খ., পৃ. ২৭৫-৯০, ১৯২২ খ., পৃ. ১৭১-৮৫, ৩৩৩-৪৭; (৪১) আয'-যাখীরা আস'-সানিয়া ফী তা'রীখিদ দাওয়া আল-মারীনিয়া গ্রন্থের সম্পাদনা, Bull, de corresp africaine-এর অন্তর্ভুক্ত, ৫৭ খ., ২৩৬ প. ও আলজিয়াস ১৯২১ খ., পৃ. ২৩৫; (৪২) Mots turks et Persans Conserves dans le Parle d Alger, আলজিয়াস ১৯২২ খ., পৃ. ৮৭; (৪৩) Abu Dolama, Poete boufon de la cour des Premies Califes abbasides, আলজিয়াস ১৯২২ খ.; (৪৪) La Preace d Ibn al-Abbar sa a Takmilat al -Sila, RAfr.-এ, ১৯২২ খ., পৃ. ১৬৩-৬৪; (৪৫) Notes Chronologiques Principalement sur la Conquete de l'Espagne Parles chrctiens, in Melanges Rene Basset প্যারিস ১৯২৩ খ., ১খ, ৬৯-৭৭; (৪৬) বি. কেন সেদিরাকৃত Dictionnaire darabe Parle- এর সংশোধন ও সম্পাদনা, আলজিয়াস ১৯২৫ খ., (৪৭) 'আলকামা ইবন 'আবাদার দীওয়ান, আল-আলাম আশ-শানতামারীর টীকাসহ, সম্পা., আলজিয়াস ১৯২৫ খ.; (৪৮) 'উরওয়া ইবনুল-ওয়াদের দীওয়ান, ইবনুল-স-সিক্কীতের টীকাসহ, সম্পা., Biblioteca arabica, ২খ, আলজিয়াস ১৯২৬ খ.; (৪৯) Du nombre trois chez les Arabes RAfr.-এ ১৯২৬ খ., পৃ. ১০৫-৭৮; (৫০) তুহ'ফাতুল-আদাব ফী মীযানি আশ'আরিল-'আরাব, আলজিয়াস ১৯০৬ খ., আলজিয়াস ১৯২৮ খ., প্যারিস ১৯৫৪ খ., ১খ,

১১২; (৫১) আয'-যাজজাজীর আল-গোমাল-এর সম্পা., আলজিয়াস ১৯২৭ খ., প্যারিস ১৯৫৭ খ.; (৫২) La Farisiya ou les debuts de la dynastie hafside par Ibn Qonfod de constantine, in Hesperis, ১৯২৮ খ., পৃ. ৩৭-৪৯; (৫৩) Ibn Khatima, Poete arabe d'Espagne du VIII^e s, de l'hegire, ১৯২৮ খ., অল্পফোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের সপ্তদশ কংগ্রেসে ইহা উপস্থাপিত এবং আলজিরিয়ার সংস্কারবাদী 'উলামা সংগঠনের মুখপত্র আশ-শিহাব পত্রিকায় প্রকাশিত, কনসটানটাইন ১৯২৮ খ. এবং ইহার প্রথম অংশ 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালীর অন্তর্ভুক্ত, পৃ. গ্র., পৃ. ৬৭-৬৯; (৫৪) Quelques adages algeriens Memorial Henri Basset- এর অন্তর্ভুক্ত, প্যারিস ১৯২৮ খ., ১খ, ৪৩-৬৮; (৫৫) রায়-গাযীব-ফিল-কুরআন মানসূব-লিল-জাহিজ, ইহা ১৯২৮ সালে রাবাতেরে অনুষ্ঠিত l'Institut des Hautes Etudes Marocaines- এর কংগ্রেসে পঠিত এবং 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালীতে প্রকাশিত, পৃ. গ্র., পৃ. ৫০-৫৪; (৫৬) নাজরা ইজমালিয়া ফিল-লুগাতিস-সামিয়া, ইফরীকিয়ায়, ১৯২৮ খ., এবং 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালীতে পৃ. গ্র., পৃ. ৪৫-৫০; (৫৭) M. Beaussier-কৃত, Dictionnaire-এর সংশোধন ও সম্পাদনা, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত, আলজিয়াস ১৯৩১ খ., প্যারিস ১৯৫৮ খ.। উপরে বর্ণিত রচনাবলীর অতিরিক্ত তাঁহার অন্য রচনাসমূহের বিবরণ (ক) EI- এর অন্তর্ভুক্ত ৬৩টি নিবন্ধ। ইহাদের মধ্যে ১০টি প্রথম খণ্ডে, ৪২টি ২য় খণ্ডে, ১১টি তৃতীয় খণ্ডে এবং ১টি ৪র্থ খণ্ডে। এই রচনাসমূহের মধ্যে ৪৯টি বিভিন্ন লেখকের জীবনী যাহাদের অধিকাংশই মাগরিবী, ১৩টি রচনা 'আরবী ছন্দ বিজ্ঞানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ১টি 'আশীর লিখিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার; (খ) তিনটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য RAAD-এ প্রকাশিত (গাযযালী অথবা গাযালী), ১৯২৭ খ., পৃ. ২২৪; (ঈদাহ ওয়া ইস্তীদাহ), ১৯২৮ খ., পৃ. ৬৯০; (আল-জাযাইর) ১৯২৯; (গ) আরব পাঠকদের জন্য বিভিন্ন শ্লোক ও ছন্দোবদ্ধ গদ্যের বিভিন্ন খসড়া রচনা হইতে চয়ন ও সংশোধন 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালী, পৃ. গ্র., পৃ. ৩৫প। মনে হয় ইবন আবী শানাভ তাঁহার কবিতাসমূহ তাঁহার ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সকালের মধ্যে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘতম কবিতা ৫৮টি শ্লোকের সমষ্টি এবং ইহাতে নিজদেরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আলজিরিয়াবাসীকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। ২১ শ্লোকবিশিষ্ট অন্য একটি কবিতা যেনে বাসেতের সম্মানে রচিত এবং সর্বশেষে বিভিন্ন শিক্ষিত 'আরব ব্যক্তিবর্গের নিকট লিখিত তাঁহার ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রাদিতে ইবন আবী শানাভ পুরাতন কিন্তু প্রশংসিত ঐতিহ্য অনুসরণে 'সাজ' বা ছন্দোবদ্ধ গদ্যের রীতি ব্যবহার করিয়াছেন।

তাঁহার রচনাসমূহ নিম্নরূপঃ (ক) 'আরবী মূল গ্রন্থের সম্পাদনা এবং প্রায়ই তাহা ফরাসী অনুবাদ ও টীকা সহকারে, (খ) সেই সময়ের 'আরববিদদের রীতি অনুযায়ী ফরাসী ভাষায় মৌলিক গবেষণা, অবশ্য ইহা তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে, কিন্তু 'আরবী রচনাসমূহ ইহার ব্যতিক্রম। তিনি তাহার লেখার মাধ্যমে আলজিরিয়া এবং সমগ্র মাগরিবী মুসলিম দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতে এবং ইহার প্রসার ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পসন্দ, অভিরূচি ও বিষয়বস্তু চয়নের মধ্যে এই ইচ্ছার স্পষ্ট প্রকাশ পরিস্ফুট।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কনস্টান্টাইন হইতে প্রকাশিত 'আরবী সাপ্তাহিক আন-নাজাহ'-তে প্রকাশিত মৃত ব্যক্তির জীবনী ও বিজ্ঞাপনসমূহ, নং ৭২২, ৭২৩, এপ্রিল ১৯২৯ খৃ.; (২) RAfr, 1er semestre, 1929 (P. Martinò G. Marçais) (৩) JA, ccxiv (১৯২৯) ৩৫৯-৬৪ (A. Bel); (৪) আল-মুক'তাভাফ, ১ নভেম্বর, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৪২০-২৭; (৫) মুহাম্মাদ আস-সাঈদ আয-যাহিরী কর্তৃক লিখিত এবং 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালী কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত "সাফহা মাজীদা মিন হা'লিল-আদাব ওয়া'ল 'ইলম ফিল-জাযাইর, আদ-দুকতুর আবু শানাভ," পৃ. ৭৯-৮৯; (৬) আলজিরিয়ার উলামা সংঘের পত্রিকা আশ-শিহাব, ৫/১, ২-৩, (১৩৪৭/১৯২৯); (৭) RAAD, ৩খ, এপ্রিল, ১৯৩০, ১০ খ, ২৩৮-৪০ (আবুজীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত নোট); (৮) 'আবদুর-রাহমান আল জীলালী, যিকরাদ-দুকতুর মুহাম্মাদ ইবন আবী শানাভ, আলজিয়ার্স ১৩৫২/১৯৩৩; (৯) Universite d'Alger-cinquan-tenaire, 1909-1959, আলজিয়ার্স ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৪৬; (১০) F. E. Boustany, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, বৈরুত ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২৯৫; (১১) সা'দুদ্দীন ইবন আবী শানাভ, আন-নাহ্দাতুল-আরাবিয়া বিল-জাযাইর ফিন-নিস্ফিল-আওয়াল মিনা'ল-কারনির-রাবি' আশার লি'ল-হিজরা, 'জামি'আতুল-জাযাইর-এ, মাজারাত কুল্লিয়াতি'ল-আদাব, নং ১, ১৯৬৪ খৃ., ৫৫ প.।

M. Hadj-Sadok (E.I.²)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন আবী শায়বা (ابن ابي شيبة) : আবু বাকর 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম (আবু শায়বা) ইবন উছমান আল-আব্বাসী আল-কুফী, ইরাকী হাদীছ-বিশারদ ও ঐতিহাসিক (১৫৯-২৩৫/৭৭৫-৮৪৯)। তিনি একটি আলিম পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ আবু শায়বা ওয়াসিতের কাষী ছিলেন, কিন্তু তিনি দাঈফ (হাদীছ-শাস্ত্রে দুর্বল) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন (ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ৬খ, ৩৯৫)। আবু বাকর আর-রুসাফাতে পড়াশুনা করিয়াছেন, জ্ঞানের সম্বন্ধে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং বাগদাদে বসবাসের পর কুফায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার বহু ছাত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ইবন মাজা (দ্র.) একজন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহা ফিহরিসত-এ তালিকাভুক্ত রহিয়াছে : কিতাবু'ত-তা'রীখ, কিতাবুল-ফিতান, কিতাবু'স-সিফফীন, কিতাবুল-জামাল, ইতিহাস বিষয়ে কিতাবুল ফুতুহ', কিতাবু'স-সুনান ফিল-ফিক'হ, কিতাবু'ত-তাফসীর, কিতাবুল-মুসনাদ। বিষয়কর ভাবে শেষোক্ত কিতাবুল-মুসনাদ নামেও পরিচিত। উহা বহু পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান (Brockelmann, পরি, ১, ২১৫; পরি, ১, ২৬০ পৃষ্ঠায় একটি "বাদ্দুন 'আলা আবী হানীফা"-এর উল্লেখ রহিয়াছে, উর্দু অনুবাদসহ ১৩৩৩ হি. দিল্লীতে মুদ্রিত) এবং ইহার পাঁচটি খণ্ডের বিভিন্ন অংশ মূলতানে মুদ্রিত হইয়াছে। মরক্কো (المغرب) ও মুসলিম স্পেনে এই গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। বাকী ইবন মাখলাদ (দ্র. প্রাচ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে (কর্ডোভার মুফতী আসবাগ ইবন খালীলের গুরুতর বিরাগ সত্ত্বেও) স্বয়ং ইহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন (দ্র. E. Levi-Provencal, Hist, ESP. Mus., ৩খ, ৪৪৭-৮) এবং তথায় ইহা উলামা পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত (দ্র. ইবন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহরাসা, ১৩১-৩; আর-রু'আয়নী, বারনামাজ, ৪৪)। আল-মাগরিব-এ (মরক্কোয়) সাহীহ বলিয়া স্বীকৃত হাদীছ গ্রন্থের সংখ্যা ৬ হইতে ১০ পর্যন্ত বর্ণিত করা হইয়াছিল আল-বুখারী, মুসলিম, মালিক, আবু দাউদ, আন-নাসাঈ,

আল-বায়যার, আদ-দারাকু'তনী, আল-বায়হাকী, ইবন আবী শায়বা। সম্ভবত পূর্ববর্তী মুওয়াহ-হিদুন (Almohads) ইহা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক না কেন, ৬২০/১২২৫ সালের পূর্বে ইহা ঘটয়াছিল। এই সময়ে আল-মাররাকুশীর (আল-মু'জিব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২৭৯) বর্ণনা অনুযায়ী, আবু যুসুফ যাক্ব মালিকী মায'হাবের শ্রেষ্ঠ অবসানকল্পে সালাত এবং তৎসম্পর্কিত সমস্ত হাদীছ আল-মুসান্নাফাতুল-আশারা হইতে উদ্ধৃত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন (ড্র. I. Goldziher, Muh, St. ২খ., পৃ. ২৬৫)।

আবু বাকরের ভ্রাতা আবুল-হাসান উছমানও একজন হাদীছ-বিশারদ ছিলেন তিনি কিতাবু'স-সুনান ফিল-ফিক'হ, কিতাবু'ত-তাফসীর, কিতাবুল-আয়ন ও কিতাবুল-মুসনাদ রচনা করেন। তিনি ১৫৬/৭৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৭ অথবা ২৩৯/৮৫১ অথবা ৮৫৩ সালে ইনতিকাল করেন।

উছমানের পুত্র আবু জা'ফার মুহাম্মাদ আরও একটি কিতাবু'স-সুনান ফিল-ফিক'হ ও একটি হাদীছ-বিশারদগণের ইতিহাস সংকলনের পরে ২৯৭/৯০৯ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত; (১) ইবন সা'দ, ৬খ, ২৮৮; (২) মাস'উদী, মুরুজ, ৭খ, ২১১; (৩) ফিহরিসত, ২২৯, (কায়রো সংস্করণ, ৩২০); (৪) তু'সী, ফিহরিসত, ১৮৩, ১৮৫; (৫) খাতীব বাগ-দাদী, তা'রীখ বাগ-দাদ, ১০খ, ৬৬-৭১; (৬) যাহাবী, তায-কিরাতুল-হুফফাজ, ২খ, ১৯; (৭) এ লেখক, মীযানুল-ই'তিদাল, ২খ, ৭১; (৮) ইবনুল-কায়সারানী, জাম', ১খ, ২৫৯; (৯) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাত ২খ, ৮৫; (১০) ইবন হাজার, তাহফীব, ৬খ, ২; (১১) এ লেখক, আল-আনদালুস, ১৯/১ (১৯৫৪ খৃ.); ১৭; (১২) Brockelmann, পরি, ২১৫, ২৬০; (১৩) এফ., বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ., ৩১৪।

Ch. Pellat (E.I.²)/মনোয়ারা বেগম

ইবন আবী সারহ (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন সা'দ)

ইবন আবী হাজালা (ابن ابي حجلة) : আবুল-আক্বাস আহ-মাদ ইবন যাহ'য়া শিহাবুদ্দীন আত-তিলিমসানী, একজন কবি ও গদ্য লেখক। তিনি ৭২৫/১৩২৫ সনে তিলিমসান নামক স্থানে তাঁহার পিতামহের খানকাহ যাবি'য়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতামহকে আবু হাজালা (তিতির-এর পিতা) এই ডাক নামে এই কারণে অভিহিত করা হয় যে, একটি তিতির পাখী তাঁহার জামার আস্তিনে ডিম পাড়িয়াছিল। ইবন আবী হাজালা কায়রোর উদ্দেশে তিলিমসান ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি হাজ্জ সম্পাদন করিয়া দামিশক গমন করেন। তথায় তিনি সাহিত্য (আদাব) বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া বুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্থায়ীভাবে কায়রোতে বসবাস করেন। তিনি বহু সংখ্যক মাকামা এবং পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে কিছু সংখ্যক রচনা এখনও বিদ্যমান আছে (দ্র. Brockelmann,)। তিনি কায়রোর বাহিরে একটি সু-ফী খানকাহর অধিকর্তারূপে পরিগণিত হন। কিন্তু সু-ফীতত্ত্ব অপেক্ষা সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক রচনার দিকে তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মানে ইবনুল-ফারিদ-এর কা'সীদা অনুকরণে কিছু সংখ্যক কা'সীদা রচনা করেন; তবে তিনি ইবনুল-ফারিদ-এর ওয়াহ্দাতুল-উজুদ (এক সত্তাবাদ) মতবাদের যোর বিরোধী ছিলেন। তিনি হানাফী মায'হাবের অনুসারী ছিলেন,

কিন্তু হাশ্বালী মায'হাবের প্রতি উৎসুক ছিলেন। তিনি ২০ যু'ল-কাদা, ৭৭৬/২ মে, ১৩৭৫ সনে প্রেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন।

তঁহার প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল : দীওয়ানু'স-সাবাবা। ইহাতে তিনি পরবর্তী সমসাময়িক লেখকদের প্রেম ও প্রেমিকদের সম্পর্কীয় কাহিনী ও কবিতা সংকলন করিয়াছেন। যেমন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ, ইবনি'ল-'আরাবী (দ্র.)-এর দীওয়ানু'ল-'আশিকীন ইবন দাউদ (দ্র.)-এর কিতাবু'য-যাহরা, মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আন-নাওকাতীর তুহ'ফাতু'য-যিরায়ফ ও ইবন হা'য্ম-এর তাওকুল-'হামামা ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ১খ, ৩২৯-৩১ (নম্বর ৮২৬); (২) Orientalia, ii, 40; (৩) F. Wustefeld, Die Geschichtschreiber der Araber, Gottingen 1882, No. 437; (৪) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫১ হি. ৬খ, ২৪০; (৫) হাঞ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel No. 335; (৬) J. Robson, A Chess maqama in the John Rylands Library, John Rylands Library. বুলেটিনে, xxxvi (1953) 111-27. ইবন আবী হাজারের অন্যান্য রচনা যাহা টিকিয়া আছে, Brockelmann-এ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, ii, ১৪ (তথ্য নং ৮ আত-তি'ব্ব'ল-মাসনুন ফী দাফ'ইত-তা'উন পৃথক রচনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দাফ'উন-নিকমা ফি'স-সালাত 'আলা নাবিয়্যির-রাহমা-এর সারাংশমাত্র। SII, 6, no, 10) ও SII, 5-6 (তথ্য শিরোনাম সংখ্যা দ্বিতীয় দুরারু'য-যামান ইত্যাদি দাওরু'য-যামান শিরোনাম দ্বারা সংশোধন করা উচিত; অনুরূপ ভুল কায়রোর তালিকায় সংঘটিত হইয়াছে, 2 ivb, 48) দীওয়ানু'স-সাবাবা-এর উৎসসমূহ সম্পর্কে (ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সম্পাদিত ও সার-সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে), ৩১টি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুসমূহ ও লিসানুদ্দীন ইবনুল-'খাতীব (দ্র.) কর্তক রচনার প্রতি সাড়া দেওয়া (যাহা তাঁহার রাওদ'াতু'ত-তারীফ রচনার উপলক্ষ ছিল) সম্পর্কে দেখুন U. Rizzitano, Il diwan as-Sababah dello scrittore magrebino Ibn Abi Hagalah, in RSO xxviii (1953), 35-70

J. Robson and U. Rizzitano (E.I.²)/মু.মাহবুবুর রহমান

ইবন আবী হাসীনা (ابن ابى حصينه) : আবুল-'ফাতহ' আল-হাসান ইবন 'আবদিদ্বাহ ইবন আহ'মাদ ইবন 'আবদি'ল-জাব্বার ইবনি'ল হাসীনা আস-সুলামী, 'আদনান বংশোদ্ভূত 'আরবের বিখ্যাত বানু সুলায়ম গোত্রের একজন যুবরাজ ও কবি। তিনি ৩৮৮/৯৮৮ সালে মা'আররায় (সিরিয়া) জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানেই (যাহা তৎকালে ছিল একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং আল-মা'আররীর মত ইহার সকল জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সম্পদ আহরণ করেন। অতঃপর আলেক্সান্দ্রেতে তিনি তাঁহার শিক্ষা সমাপন করেন। সেইখানকার সাহিত্য্যমোদীদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন।

মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি রাহ'বায় ছিমাল ইবন মিরদাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেন। কবিতাটি সুস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রহন করে। মিরদাসিগণ যখন আলেক্সান্দ্রের গর্ভনর (৪১৪ হইতে ৪৭৮/১০২৩ হইতে ১০৮৫ সাল পর্যন্ত)-এর দায়িত্ব পালন করেন তখন তিনি তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ

করেন। আজীবন তিনি তাঁহাদের গুণাবলীর ও বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। ছিমাল ইবন মিরদাস কর্তৃক যাতিমী খালীফা মুস্তানসির-এর নিকট একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া ৪৩৭/১০৪৫ সালে তিনি মিসর সফর করেন। সেইখানে তিনি খালীফা মুস্তানসির-এর উদ্দেশ্যে একটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। পরে অনুরূপভাবে ৪৫০/১০৫৮ সালে আরও একটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। তাঁহার রচিত কবিতা শুনিয়া খুশী হইয়া খালীফা তাঁহাকে রাজোচিত উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে তিনি আলেক্সান্দ্রেতে একজন আমীর-এর ন্যায় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন। ইবন আবী হাসীনা দামিশ্কেও সফর করেন। তিনি সেইখানকার সুধীবৃন্দের সহিত মিলিত হন এবং ইহার সুন্দর পরিবেশ ও অবস্থানের প্রশংসা করিয়া কবিতা রচনা করেন। দামিশক শহরের কাদী আবু'য়াল্লা হামযা ইবনুল-'ছ'সায়ন ইনতিকাল করিলে তিনি একটি সুন্দর শোকগাথা রচনা করেন। ইবন আবী হাসীনা সব সময়ই মিরদাসীদের প্রতি অনুগত ছিলেন। ১৫ শা'বান, ৪৫৭/২২ জুলাই, ১০৬৫ সালে তিনি সারাজ-এ ইনতিকাল করেন। ৪৭৩/১০৮০ সালে আলেক্সান্দ্রে অধিকার করিবার পর শারায়ু'দ-দাওলার উদ্দেশ্যে রচিত একখানি প্রশংসামূলক কবিতাকে ইবনুল-'আদীম (যুবদা, ২খ, ৭৩) ইবন আবী হাসীনার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অবশ্যই ঐ কবিতাটি হয় একই নামের অপর কোন ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন অথবা ইবন হায়্যুস (দ্র.)-কে ইবন আবী হাসীনা বলিয়া ভুল করা হইয়াছে।

তিনি স্তুতিগাথা, প্রেম-কবিতা, বর্ণনামূলক ও শোকসূচক কবিতাসমূহ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মুখ্যত তিনি স্তুতিমূলক কবিতাই বেশী রচনা করিয়াছেন। উন্নত ভাষা প্রয়োগের জন্য সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। চিরাচরিত প্রচলিত বিষয়বস্তুই তাঁহার কবিতার প্রতিপাদ্য।

ইবন আবী হাসীনার দীওয়ান মুহাম্মাদ আস'আদ তালাস কর্তৃক ১৯৫৬ সালে দামিশক হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে তাঁহার কবিতাসমূহ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সেই কবিতাগুলি আবুল-'আলা আল-মা'আররীর কর্তৃক ভাষ্যসম্বলিত হইয়াছে, যাহাতে প্রতীয়মান হয় তিনি তাঁহার কবিতাগুলি আবুল-'আলা আল-মা'আররীর নিকট তাঁহার মন্তব্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দীওয়ান-এর এই সংস্করণটি বাগদাদে প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি (ইরাকী যাদুঘর, নং ১২৬১) এবং এসকোরিয়াল-এর ২৭৫ নং পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া সংকলিত হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই সংস্করণে তাঁহার সম্পূর্ণ রচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কারণ আবুল-'আলা আল-মা'আররীর ভাষ্যে কতকগুলি কবিতার প্রথম শ্লোক (مطلع)-এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রকাশিত সংকলনে সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, ২৩৯; (২) যাকু'ত, ইরশাদ ১০খ, ৯০-১১৮; (৩) ইবন 'আসাকির, তারীখ, ৪খ, ৫খ, পাণ্ডু., দামিশকের জ'হিরিয়া লাইব্রেরী, নং ৩৩৬৯ ও ৩৩৭০; (৪) ইবনুল-'ওয়াদী, তারীখ, ১খ, ৩৬৫; (৫) ইবনুল-'আদীম, যুবদা, সম্পা. এস. দাহহান, দামিশক ১৯৫১-৪ খৃ., ১খ, ২৬৬-২৭১-২, ২খ, ৭৩; (৬) বাগ'দাদী (ইসমা'ঈল পাশা), ঈদ'হ'ল-মাকনুন, ইসতাবুল ১৯৪৫ খৃ. ১খ, ৪৮৪; (৭) 'আমিলী (যুহসিন আল-আমীন), আ'য়ানু'শ-শী'আ, দামিশক ১৯৪৮ খৃ., ২৬খ. ২৭৩-৮৪; (৮) যিরিকলী, আ'লাম, ২খ, ২১২; (৯)

কাহ হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৩খ, ২৩৭; (১০) এইচ, জালিস, MMIA-তে, ২৪খ, ৫২৬-৩৬; (১১) এম. জাওয়াদ, MMIA-তে, ৩২খ, ৫৩৩-৯, ৬৮১-৪; (১২) এ. মায়মানী, MMIA-তে, ৩২খ, ৬৯৭; আরও দ্র. (১৩) E.I. 1) শিরো, "মিরদাসিগণ"।

J. Rikabi (E.I. 2)/নুরুল আমিন

ইবন আবী হু'যায়ফা (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন আবী হু'যায়ফা)।

ইবন 'আমর আর-রিবাতী (ابن عمرو الرباطی) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আমর আল-আনসারী, আন্দালুসী বংশোদ্ভূত মরক্কোর কবি ও ফার্সী, যিনি রাবাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল কাযীর পদ অলঙ্কৃত করিয়া ১২২৪/১৮০৯ সন হইতে মাররাকুশে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। হাজ্জে যাত্রার কালে তিনি তিউনিসে বিরতি করেন এবং তথায় কিছু ইজাযা লাভ করেন। তিনি ১০ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১২৪৩/১ অক্টোবর, ১৮২৭ তারিখে হিজায়ে ইনতিকাল করেন।

ইবন 'আমর বড় ফার্সী বা বড় কবি কোনটিই ছিলেন না। তাঁহার রচনাবলী, যাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া একটি "দীওয়ান", একটি "ফাহরাসা" ও একটি "রিহ'লা" রহিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয় নাই এবং ইবনু'ল-ওয়ান্নান (দ্র.)-এর শামাক্‌মাকি'য়া-এর অনুকরণে লিখিত একটি রচনার কারণেই মূলত তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "আল-'আমরিয়া" নামে পরিচিত এই রচনাটি ছিল একটি কা'ফিয়া, যাহা ইহার শেষের শ্লোকসমূহে ব্যক্ত ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই প্রধানত সমাদর লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ধাঁচে লিখিত এই কা'ফীদায় লেখক এমন সব অপ্রচলিত বিরল শব্দাবলীর সমাবেশ ঘটান যাহাদেরকে প্রায়শ হু'শী (حوشی) (দ্র.) হু'শ বা অদ্ভুত বলিয়া বর্ণনা করা যায় এবং অলংকারসমৃদ্ধ পদ্যতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া রাসুলুন্নাহ (স)-এর গুণকীর্তনের প্রয়াস পান, যিনি প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সম্ভবত তাঁহাকে বাতরোগ হইতে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাররাকুশী, আল-ইলাম বিমান হা'ল্লা মাররাকুশ, নং ৫০৯; (২) কাতানী, ফিহরিসু'ল-ফাহারিস, ফাস ১৩৪৬/১৯২৭, ১খ, ২০২-৫; (৩) সাইবু, আল-মুনতাখাবাতু'ল 'আবক'রিয়া, রূবাত, ১৯২০ খৃ., পৃ. ৯৫-১০০; (৪) M. Lakhdar, vie litteraire, পৃ. ৩০৬-৯ এবং নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

Ed.(E.I. 2 suppl)/ আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন আমাজুর (ابن ماجور) : অথবা ইবন মাজুর (ابن ماجور), ফারগানার একটি জ্যোতির্বিদ পরিবারের নাম। এই পরিবার পিতা আবু'ল-কা'সিম 'আবদুল্লাহ ইবন আমাজুর আত-তুর্কী ও তদীয় পুত্র আবু'ল-হাসান 'আলী ও মুফলিহ' নামক তাঁহার একজন আযাদকৃত দাসকে লইয়া গঠিত ছিল। তাঁহারা ২৭২/৮৮৫ সাল এবং ৩২১/৯৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে বাগদাদ এবং শিরানে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজ করেন যাহা আংশিকভাবে ইবন য়ুনস কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁহার মনোযোগ একান্তভাবে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চন্দ্রের এই দ্রাঘিমা হিপার্কাস (Hipparchus) (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) কর্তৃক উল্লিখিত দ্রাঘিমা অপেক্ষা বৃহত্তর। তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট পার্থক্য

লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্তব্য যাহা চন্দ্রের কক্ষপথের সমতলের বিভিন্নতা সম্পর্কিত তথ্য নির্দেশ করে তাহা আবু'ল-হাসান 'আলীর রচিত গ্রন্থ কতখানি যথার্থ ছিল তাহাই প্রমাণ করে। এই তিনজন জ্যোতির্বিদ আল-বাদী', আল-মামররাত আল-খালিস, আল-মুখাননার নামক তালিকা সংকলনের ব্যাপারে একত্রে কাজ করেন। সিন্দ-হিন্দের একটি সংকলন যাহা এখন বিলুপ্ত এবং পারসীয় দিনপঞ্জী অনুযায়ী মঙ্গল গ্রহের কিছু ছক তাঁহারা সংকলন করেন। আবু'ল-কা'সিম 'আবদুল্লাহ দুইটি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন; জাওয়ামি' আহ'কামি'ল-কুসূফায়ন (প্যারিস, Bibl. Nat. ৫৮৯৪ ও Leiden ১১০৭) এবং যাদু'ল মুসাফির (ইবনুল কিফতী কর্তৃক উদ্ধৃত)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিসুত, পৃ. ২৮০; (২) ইবনুল কিফতী, সম্পা. J. Lippert, ২২০, ২৩১; (৩) A. Sedillot, Proleomenes des Tables Astronomiques d'ologu Beg. i. Paris 1847, xxxv-xl.; (৪) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১, ৩৯৭; (৫) G. Sarton, Introduction to the history of science, 1, Baltimore, ১৯২৭ খৃ., ৬৩০; (৬) H. Suter, ৪৯ (নং ৯৯), ২১১ (১৯০০ খৃ.); (৭) ঐ লেখক, Nachtrage und Brichtigungen, in Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, ১৪খ. (১৯০২ খৃ.), ১৬৫; (৮) J. B. T. Delambre, Hist. de lastronomie au Moycn Age, Paris ১৮১৯ খৃ, ১৩৯; (৯) E. S. Kennedy, A survey of Islamic astronomical tables, in Transactions of the Amer. Philosophical society xlvii/2(১৯৫৬ খৃ.) নং ৮, ৬৭, ৭৮, ৭৯, ৯০; (১০) C. A. Nallino, "ইলমুল-ফালাক, রোম ১৯১১ খৃ., ১৭৫; (১১) M. Steinschneider, in ZDMG, xxiv (১৮৭০ খৃ.), ৩৮৭, নং ৬৭।

J. Vernet (E.I. 2)/পারসা বেগম

ইবন 'আমির (ابن عامر) : আবু 'উমার 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির আল-য়াহুসুবী, কি'রাআতশাজ্জ (قاری) বিশেষজ্ঞ; যাহার কিরা'আত (দ্র.) প্রামাণ্য সত্ত্বে কিরা'আতের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত, দক্ষিণ 'আরব বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন তাবি'উনদের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (দ্র. তাবি'উন)। তাঁহার কিরা'আত-এর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন 'উছ'মান ইবন 'আফফান (রা), আবু'দ-দারদা (রা) (দ্র.) এবং অপরাপর স্বল্প বিখ্যাত সাহাবা। তিনি দামিশকে বসতি স্থাপন করেন। এখানে তিনি আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল-মালিক কর্তৃক কাযীর পদে এবং য়াযীদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ কর্তৃক পুলিশ প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কিরা'আত দামিশকের অধিবাসীদের নিকট গৃহীত হয়। তিনি ১১৮/৭৩৬ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে রহিয়াছেন তাঁহার ভাতা 'আবদু'র-রাহ'মান, বিশেষত য়াহুয়া ইবন আল-হ'রিছ আল-কিমারী (মৃ. ১৪৫/৭৬২) যাহাকে ইবন কুতায়বা (ম'আরিফ ৫৩০) প্রামাণ্য কিরা'আতগুলির পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, অথচ ইবন 'আমিরকে কেবল ঘটনাক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কিরা'আত 'আবদুল্লাহ ইবন আহ'মাদ ইবন যাকওয়ান (ম্র. ২৪১/৮৫৬) এবং দামিশকের কা'ফী হিশাম ইবন 'আম্মার আস-সুলামী (মৃ. ২৪৫/৮৫৯)-এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে

বর্ণনা করা হইয়াছে। এই একই নামের অন্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তি হইতেছেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন কুরায়য (দ্র.)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, কায়রো ১৩৪৮ হি., ৪৩-৪; (২) ইবন জায়ারী, কুররা, দ্র.; (৩) দানী, ভায়সীর, দ্র.; (৪) ঐ, মুহ'কাম, দামিশ্ক ১৯৬০, ১৪০, ১৮৮; (৫) ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, সম্পা. মুনা'জ্জিদ ২/১, ৫১; (৬) ইবন খালিকান, দ্র.; (৭) 'আসক'ালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৫খ, ২৭৪; (৮) Gesch. des. Qur., iii; (৯) H. Blachere, Introduction au Coran, ১২০।

Ed. (E.I.²)/ পারসা বেগম

ইবন 'আমীরা (ابن عميرة) : আবু'ল-মুতাররিফ আহ'মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মাখযুমী, লেখক, কবি ও বিচারক। তিনি স্পেনের ভ্যালেনসিয়াতে রামাদান, ৫৮০/ডিসেম্বর, ১১৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং যি'ল-হাজ্জ, ৬৫৬ অথবা ৬৫৮/ডিসেম্বর, ১২৫৮ অথবা নভেম্বর, ১২৬০ সালে তিউনিসে ইনতিকাল করেন (ইবনুল-কা'দী-এর জায়ওয়াতুল-ইক'তিবাসে, পৃ. ৭২; তাঁহার পিতামহের নাম 'উমায়রা বলিয়া উল্লিখিত আছে)। তাঁহার পরিবারের আদি বাস ছিল ভ্যালেনসিয়ার নিকটবর্তী আল-সিরাতে (জায়ীরাত শুকর)। তিনি আন্দালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট পড়াশুনা করেন। অতঃপর সম্ভবত প্রাচ্যে সফর করেন, যেখানে তিনি ফিক'হ, হাদীছ এবং সাহিত্য সম্পর্ক প্রভৃৎ জ্ঞান অর্জন করেন। এখানে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের (মা'ক'লাত) বিভিন্ন শাখার সহিত পরিচিত হন, যেমন দর্শন, কালাম ইত্যাদি।

প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কিছুকালের জন্য তাঁহার নিজস্ব শহরে বসবাস করেন। এখানে তিনি স্থানীয় মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। এই স্থানেই তিনি ইবনুল-আব্বার (দ্র.)-এর সাহিত্য আঁজিবন বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। অল্পকাল পরেই তিনি যাতায়াত বিচারক পদে নিযুক্ত হন। ম্যাজরকাতেও তিনি ৬২৭/১২২৯-৩০ সালের দিকে এই পদে সমাসীন ছিলেন বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কেননা আরাগনের প্রথম জেমস (Jaime el conquistador) যখন এই দ্বীপটি অধিকার করেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি পুস্তকে এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকটির নাম জানা যায় নাই, তবে সাধারণভাবে ইহাকে সর্বদাই "কিতাব 'আন-কাযিনাত মাইয়রকা" নামে উল্লেখ করা হয়। ইহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ এবং আল-মাক'কারী (Analectes, ii, ৭৬৫-৬); ইহা হইতে দীর্ঘ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেখন হইতে তিনি ভ্যালেনসিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এখানে তিনি একটি মুসলিম শহর হিসাবে ভ্যালেনসিয়ায় শেষ বৎসরগুলির ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন যে পর্যন্ত না ইহা ম্যাজরকা অধিকারের নয় বৎসর পর প্রথম জেমসের নিকট আত্মসমর্পণ করে (১৭ সাফার, ৬৩৬/২৮ সেপ্টেম্বর, ১২৩৮ সালে)। তাঁহার নিজ শহরের পতনের পর তিনি প্রণালী অতিক্রম করিয়া মরক্কোতে গমন করেন এবং দশম আল-মুওয়াহহিদ খালীফা আবু মুহ'ম্মাদ 'আবদুল ওয়াহি'দ আর-রাশীদ (৬৩০-৪০/১২৩২-৪২)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। খালীফা তাঁহাকে তাঁহার অর্থমন্ত্রীর দফতরের (চ্যাসেলারীতে) সচিব পদে নিয়োগ দান করেন। অল্পকাল পরেই তাঁহাকে হীলানা গোত্রের কাযী নিয়োগ করা হয় এবং তারপর তাঁহাকে সালীতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী শাসনামলে তিনি মেক্‌নিসে কাযী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইহার পর তিনি

সিউটাতে এবং তথা হইতে ইফরীকিয়াতে যান। সেখানে তিনি তিউনিসে হাফসী বংশের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে আল-উরবুসে এবং পরে গাবিসে কাযী পদে নিযুক্ত হন। আল-মুসতানসির বিল্লাহ (৬৪৭-৭৫/ ১২৪৯-৭৬ সালে) তাঁহাকে তাঁহার একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন এবং তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল ২০ যি'ল-হাজ্জ, ৬৫৮/২৬ নভেম্বর, ১২৬০ পর্যন্ত তাঁহার প্রিয় সভাসদ ছিলেন।

ইবন 'আমীরা গদ্য ও পদ্য বিপুল পরিমাণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থপত্রীতে উল্লিখিত সূত্রসমূহে প্রভূৎ পরিমাণ তথ্যের উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এই উপাদানগুলির অধিকাংশই সরকারী চিঠি ও বন্ধুবান্ধবের নিকট লিখিত চিঠির আকারে রহিয়াছে, এমন কি মাজরকার পতন সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির নিকট লিখিত রিসালা (পত্র)। তাঁহার পদ্য রচনা সংযত, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ইবনুল-আব্বারের পদ্য রচনায় এই গুণসমূহ আরও অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাঁহার কাব্য তাঁহার গদ্য রচনা হইতে উৎকৃষ্টতর। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কেবল আত-তিবয়ান ফী 'ইলমিল-কালাম (MS. Escorial ২৯৬) নামক গ্রন্থটিই বর্তমান এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই গ্রন্থটি ও মাজরকা সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থটিই তাঁহার রচনা, যদিও তাঁহাকে আরও কয়েকখানা গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, আল-মুক'তাদাব মিন কিতাব তুহ-ফাতি'ল-কা'দিম, কায়রো, ১৯৫৭ খ., ১৪৫-৫০(একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন, ইহাতে অধিকাংশ গদ্য উদ্ধৃতিই বাদ দেওয়া হইয়াছে); (২) ইবন 'আবদিল-মুন'ইম আল-হিমযারী, সম্পাদনা ও অনুবাদ Levi-Provencal, La Peninsule rberique au moyen aye, Leiden ১৯৩৮ খ., ৩৩, ৪৮-৫৫, ১০৩-৪, 'আবু'ল মূল গ্রন্থাংশ; (৩) ইবনুল-কা'দী, জায়ওয়াতুল-ইক'তিবাস, ফাস ১৩১৫ হি., ৭২-৩; (৪) মাক'কারী, Analectes, নিষ্ফিৎ; (৫) ঐ লেখক, আযহার'র-রিয়াদ, কায়রো ১৯৪২ খ., ৩খ, ২১৮; (৬) M. M. Antuna, Notas Sober dos mss, escurialenses mal Catalogados in al-Andalus, vi/2(১৯৪১ খ.), ২৭১-৬; (৭) Brockelmann, I, ৩৮১; (৮) এফ. বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪০২; (৯) 'আবদুল-মালিক আল-মাররাকুশী, আল-যায়ল ওয়াত-তাক'মিলা, Ms. Karawiyyin i, 70 ff.; (১০) মুহাম্মাদ ইবন শারীফ, আবু'ল-মুতাররিফ আহ'মাদ ইবন 'আমীরা আল-মাখযুমী, হা'য়াতুহ ওয়া আছ'রুহ, রাবাত, ১৯৬৬ খ।

H. Mones (E.I.²)/ পারসা বেগম

ইবন 'আম্মার (ابن عمارة) : আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ, ফিক'হ-শাস্ত্রবিদ ও কবি। বর্তমানে আলজিরিয়ায় সীদী বেন 'আম্মার নামে পরিচিত। তাঁহার জন্মের তারিখ ও স্থান, শৈশব, যৌবনকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি আবু হাফস: 'উমার ইবন 'আকীল (অথবা 'উকায়ল) আল-য়া'আলাবী (Sic) অথবা আল-বা'আলাবী (সম্ভবত আল-য়া'আলাবী অর্থাৎ বানু ওয়ালা নামক গোত্রের ক্ষুদ্রতর শাখা) আল-মাক্কা (মু. ১১৭০/১৭৫৬)-এর নিকট হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইবন 'আম্মার একাধিক শিক্ষকের নিকট বিশেষভাবে সাহীহ আল-বুখারী অধ্যয়ন করেন। উক্ত শিক্ষকগণ তিলিমসানের প্রাক্তন মুফতী আবু 'উছ'মান সা'ঈদ ইবন আহ'মাদ আল-মাক'কারী (৯২৮/১৫২১-১০১১/১৬০২)-র সহিত সনদের

মাধ্যমে সম্পর্কিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ নাসির আদ-দার'ঈর শাগরিদ আবু 'আবদিলাহ আল-সুনাওয়ার আত-তিলিমসানীর দ্বারা শাখি'লিয়া তারীক'য় দীক্ষিত হন। মিসরীয় শিক্ষক 'আবদুল-ওয়াহ্বাহ আল-'আফীফীর সূফীতত্ত্বের শিক্ষা তিনি আরও কতিপয় শিক্ষকের নিকট লাভ করেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক, বিশেষত মুওয়াল্লাহাত নামক কাব্য রচনার রীতি পদ্ধতির শিক্ষা তিনি যেই সকল শিক্ষক হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন আলজিরীয় শিক্ষক আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ আল-মানজাল্লাতি ও আবু 'আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, যিনি বর্তমানে আলজিরিয়ায় সিদি বেন লী (Sidi Ben li) নামে পরিচিত।

১১৬৬/১৭৫২ সালে তিনি হাজ্জ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং ছয় বৎসর কায়রোতে অবস্থানের পর জীবনের শেষ দিনগুলি মুজাবির হিসাবে অতিবাহিত করিবার উদ্দেশে হিজায় গমন করেন। কিছু তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ১২০৪/১৭৮৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১২০৪/১৭৮৯ হইতে ১২১১/১৭৯৬ সালের মধ্যে তিনি মক্কা শারীফে ইনতিকাল করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছুই জানা যায় না। আলজিরিয়ায় তিনি দীর্ঘকাল মালিকী মায়হাবেবের মুফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তথায় হাদীছ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার শিষ্য ও তাঁহার নিকট হইতে রিওয়াজতকারীদের মধ্যে আহ'মাদ আল-গাযযাল আল-জাহাযীরীয় নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার বিশ পঙক্তির একটি কাসীদায় ইবন 'আম্মারের জ্ঞানের প্রসারতা ও শিক্ষা দানের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য : (১) কবিতার একটি দীওয়ান; (২) লিওয়াউ'ন-নাসার ফী ফুদ'লাইল-'আসর; (৩) রিসালা ফি'ত-ত'ারীক'তি'ল-খালওয়াতিয়া; (৪) নিহ'লাতুল-'লাবীব বি-'আখবারির-রিহ'লা ইলা'ল-হাবীব।

গুণু শেখোক্ত গ্রন্থের ভূমিকাটি অবশিষ্ট আছে। এই সম্পর্কে ইহার অধিক কিছুই জানা যায় না। প্রধানত শেখোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা হইতে আমরা ইবন 'আম্মারের ব্যক্তিত্ব ও রচনার মান সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত মন্তব্যাদি করিতে সক্ষম হইয়াছি। নির্ধায় বলা যায়, তিনি ছিলেন তাঁহার যুগের 'আলিম, ফাকীহ, আদীব (সাহিত্যিক), কবি এবং কতকটা সূফী মতাবলম্বী ব্যক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের মানবতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে পান্চাত্য ইসলামী 'আরবকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার গুণসূচ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। মুফতী হিসাবে তিনি ইবনুল-জাহারী (দ্র.), ইবন মারযুক (দ্র.), আর-রাস'স' আল-ওয়ান্শারীসী (দ্র.) প্রমুখকে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করিতেন। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি আশ্-শাকরাতিসী, আত-তানাসী, যাহ'য়া ইবন খালদুন, আল-কায়সী, ইবনুল-খাতীব ও ইবন যামরাককে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাকে আল-ফাত্হ ইবন খাক'নের শাগরিদ হিসাবে গণ্য করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন 'আম্মার, নিহ'লাতুল-'লাবীব বি-'আখবারির-রিহ'লা ইলা'ল-হাবীব, আলজিয়ার্স ১৩২০/১৯০২; (২) ওয়ারছীলানী, রিহ'লা, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (৩) Joachim de gonzales, Essai chronologique Sur les musulmans celebres de la ville d' Alger, আলজিয়ার্স ১৮৬৬ খৃ.; (৪) হাফনাবী, ত'ারীফুল-খালাফ বি-রিজালিল-'স-সালাফ, ২ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৩২৮/

১৯০৯; (৫) 'আবদুল-হাফিয়া আল-কাত্তানী, ফিহরিসুল-'ফাহারিস ওয়া'ল-আহ'বাত, ফেজ, তা. বি.; (৬) M. Hadj-Sadok, Le mawild dapres le mufti-poete d' Alger, Ibn Ammar, Metanges Louis Massignon, Damascus 1957।

M. Hadj -Sadok (E.I.²)/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইবন 'আম্মার (ابن عمار) : আবু বাকুর মুহাম্মাদ ইবন 'আম্মার ইবন হুসায়ন ইবন 'আম্মার, আন্দালুসের 'আরব কবি ও মন্ত্রী। ৪২২/১০৩১ সালে সিলভেস-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে এক দরিদ্র ও অখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে যামানী বলিয়া দাবী করিলেও আসলে তাহা সন্দেহপূর্ণ ছিল। সিলভেস (Silves)-এ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কর্ডোভায় সাহিত্যের উপর উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য পৃষ্ঠপোষকের খোঁজে সমগ্র স্পেন ভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রথম স্তুতিমূলক কবিতা মূল্যায়ন করিতে কেহই উদ্যোগী হন নাই। এই সমস্ত স্তুতি কাব্যে আন্দালুসিয়ার বিভিন্ন সামন্ত রাজার প্রশংসা মোটেই ফলবতী হয় নাই। তাঁহার যৌবনের এই কাব্যকর্ম বিনষ্ট করিতে তিনি মনস্থ করেন। ৪৫৫/১০৫৩ সালে তিনি সেভিলে (إشبيلية) পৌছেন এবং সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা আল-মু'তাদিদ (দ্র.)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। আল-মু'তাদিদ বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া নিজের সম্পর্কে প্রশংসামূলক কিছু লেখাইবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। এই সুযোগে ইবন 'আম্মার আল-মু'তাদিদকে সম্বোধন করত এক প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। ইহাতে তিনি আল-মু'তাদিদেবের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেন, বর্বর শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং তাঁহার প্রতিভা যে পুরস্কৃত হওয়া উচিত সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেন। আল-মু'তাদিদ এই প্রশংসায় পুলকিত হইয়া ইবন 'আম্মারকে সভাকবি পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার আনন্দ-সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার জীবনের কর্মধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক ঘটনা ছিল যাহা সব সময়ে 'আব্বাদিদগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল। শাহী দরবারে তিনি শাহযাদা মুহাম্মাদের বন্ধুতে পরিণত হন। শাহযাদা সিলভেসের শাসনকর্তা নিয়োজিত হওয়ার পর তিনি এইখানে তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুর ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে অপপ্রচার করিতে থাকেন। এই দুই যুবক সম্পর্কে অসন্তোষজনক সংবাদ রটিতে লাগিল। আল-মু'তাদিদ তাঁহাদের বন্ধুত্ব সন্ধিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পুত্রকে তিনি পুনরায় সেভিলে ডাকিয়া পাঠান (৪৫০/১০৫৮) এবং কবিকে রাজ্য ত্যাগ করার আদেশ দান করেন। ইবন 'আম্মার সারাগোসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি সেভিলের শাসনকর্তা এবং তাঁহার মন্ত্রী ইবন যায়দনকে (দ্র.) সম্বোধন করিয়া কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের দয়া অর্জন করার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি আল-মু'তাদিদেবের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার বন্ধু মুহাম্মাদের অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং (যিনি আল-মু'তাদিদ উপাধি ধারণ করেন) ৪৬১/১০৬৯ সালে সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি তাঁহাকে সেভিলে পুনরায় ডাকিয়া পাঠান।

তখন হইতে ইবন 'আম্মার কাব্য রচনা ত্যাগ করিয়া নিজেকে রাজনীতিতে নিয়োজিত করেন। ইহার ফলে তিনি মুসলিম স্পেনে রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রত্যাবর্তনের পর শীঘ্রই তিনি সিলভেসের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন এবং পরবর্তী সময়ে আল-মু'তাদিদেবের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ৪৬২/১০৭০ সালে তিনি সেভিলে

রাজ্য কর্তোভা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজে ব্যাপৃত হন, যাহা পরবর্তী সময়ে রাজধানীতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন যায়দুনকে সেভিলে ফেরত পাঠাইয়া তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হন। তিনি তাঁহার বিরোধী ইতিমাদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করেন এবং শাসনকর্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া কার্যত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি খৃষ্টানদের অর্থাৎ ৬ষ্ঠ আলফোনসোর সমর্থনের ভিত্তিতে তাঁহার ক্ষমতার বিস্তৃতির জন্য একটি নীতি গ্রহণ করেন। স্বীয় ক্ষমতার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি ৬ষ্ঠ আলফোনসোর সহিত সেভিলের সম্পর্কে জোরদার করেন। ফলে তিনি রাজদ্রোহীরূপে বিবেচিত হন। ৬ষ্ঠ আলফোনসোর সহায়তায় নৈপুণ্যের সহিত সৈন্য পরিচালনা করা সত্ত্বেও তিনি গ্রানাডা দখল করিতে সমর্থ হন নাই এবং মারসিয়া (Tudmir)-এর বিরুদ্ধেও তাঁহার প্রথম অভিযান তেমন সফল হয় নাই। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে শহরটি দখল করার পরিকল্পনার অংশ ছিল। সুতরাং ইবন রাশীকের সহায়তায় ৪৭১/১০৭৮ সালে তিনি মারসিয়া দখল করিতে সক্ষম হন এবং নিজেই মারস্যিয়ার স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করেন। এই বিজয়ের সুযোগে মারস্যিয়ার শাসনভার ইবন রাশীকের হাতে অর্পণ করত তিনি টলেডোর দিকে যাত্রা করেন। এইদিকে ইবন রাশীক তাঁহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত নিজেই স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ইবন আয্মার সারাগোসায় মু'তামিদ ইবন হুদ (দ্র.)-এর নিকট পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষে তিনি একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি সেগুরা নামক স্থানে বন্দী হন (রাবী'উল-আওয়াল, ৪৭৭/আগস্ট, ১০৮৪) এবং তাঁহাকে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। কার্যত তিনি কবিতা রচনায় ফিরিয়া আসেন। বন্দী অবস্থায় তিনি আল-মু'তামিদের করুণা ও সাহায্য লাভের আশায় অত্যন্ত মর্মভূত ভাষায় আবেদনমূলক কিছু কবিতা রচনা করেন। কিন্তু মু'তামিদের তখন অনেক বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। এইজন্য ইবন আয্মারকে মুক্তি দানের পরিবর্তে তিনি তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইবন আয্মারকে শুল্কালিত অবস্থায় কর্তোভায় লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানে তাঁহাকে একটি গর্দভের পৃষ্ঠে বসাইয়া রাস্তায় ঘুরান হয়। অতঃপর তাঁহাকে সেভিলে নিয়া যাওয়া হয়। সেভিলে তিনি অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ও অপমানকর জীবন যাপন করেন। ইবন আয্মারের পক্ষ হইতে বাধা আসা সত্ত্বেও আল-মু'তামিদ তাঁহার সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকেন এবং কারাগার হইতে ইবন আয্মারের আবেদনমূলক কবিতার আহ্বান তাঁহাকে পুনরায় প্রভাবিত করিতে পারে নাই। এতদসত্ত্বেও যে সমস্ত কবিতা দ্বারা তিনি তাঁহার প্রাক্তন বন্ধুর অন্তর বিগলিত করার চেষ্টা করেন সেইগুলি প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে এবং আল-মু'তামিদের অনুভূতিকে যথার্থভাবে স্পর্শ করে। এক সময় তিনি তাঁহার অভিযোগ প্রত্যাহার করত ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইবন আয্মার এমন মারাত্মক ভুল করিয়া বসিলেন যাহা তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রুদেরকে সুযোগ করিয়া দিল, বিশেষ করিয়া ইবন যায়দুনের পুত্র প্রতিশোধ নেওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আল-মু'তামিদ রোষান্বিত হইয়া কুঠারের আঘাতে ইবন আয্মারের মস্তক ছিন্ন করেন (৪৭৯/১০৮৬)।

ইবন আয্মার তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্পেনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার মেধা, বিশেষ করিয়া তাঁহার দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে

ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছিল। তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে, মানুষকে কিভাবে সুন্দর ব্যবহার এবং মধুর আলাপ-আলোচনার দ্বারা মুগ্ধ করা যায়। আল-মু'তামিদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার কঠোরতার সহিত বিচার্য হইলেও তাঁহার কবি প্রতিভার স্বীকৃতি উক্ত সমালোচনা দ্বারা বাধ্যস্ত হন নাই। তাঁহার কবিতা অনুপ্রেরণায় একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও দক্ষতাপূর্ণ বাক্য প্রয়োগে বিন্যস্ত, বিতর্কের উর্ধ্বে ও মৌলিক ছিল। কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলি কটু ছিল এবং তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতায় সাহসিকতার অভাব ছিল।

তাঁহার দীওয়ান স্পেনে বহুল পঠিত। আবু তাহির মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ আত-তামিমী ও আবু'ল-কাসিম আশ-শিবলী নামক দুইজন সমালোচক উক্ত দীওয়ান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা এখন পাওয়া যায় না। অন্য দিকে ইবন বাসসাম তাঁহার নুখবাতুল-ইখতিয়ার ফী আশ'আর যি'ল-বিজারাতায়ন ইবন আয্মার শীর্ষক সংকলনে ইবন আয্মারের যে সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন সেইগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। এই সংকলনও এখন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি স'লাছ'দীন খারিস সোরবোনে ১৯৫৩ খৃ. ইবন আয্মারের কবিতা These Compementaire নামক পুস্তকে পুনর্নিব্যস্ত করিয়াছেন; তাহা ছাড়া তিনি These principale on La vie litteraire a Seville au xe Siecle নামক পুস্তকে একটি দীর্ঘ অধ্যায় ইবন আয্মারের আলোচনায় উৎসর্গ করিয়াছেন। ইবন আয্মার সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য মুহাম্মাদ ইবন আয্মার আল-আন্দালুসী শিরোনামে ১৯৫৭ সালে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal, Les Memoires de Abd Allah, dernier roiz iride de Grenade, in al Andalus, III-IV (১৯৩৫-৬ খৃ.), সূচীপত্র; ইবন বাসসাম, যাখীর, ২ (Ms); (২) ইবন খাকান, কালান্দ, ৮৮-৯৯, ইবনুল-আব্বার, Hulla, apnd dozy, Scriptorum arabum loci de abbadidis (Munis ed., index); (৩) Ibn Khallikan iv; Marrakushi, Muidjub, index; (৪) Ibn Said mughrib, index; Makkari, analectes, index; (৫) Ibn Dihya, Mutrib; (৬) ইবনুল-ইমাদ আল-ইসফাহানী, খারীদাতুল-কাসর, Ms Paris ৩৩৩০; (৭) dozy, Hist. Mus. Esp², iii, 83-117 and references there given; (৮) A. Gonzalez Palencia, Literature², 75-8; (৯) A. Dayf, Balaghat al-Arab fil Andalus, Cairo 1342/1924 iii, 20; (১০) H. Pere, Poesic Andalouse, index.

Ch. Pellat (E.L.²)/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইবন আয্মার (দ্র. আয্মার, বান)

ইবন আযযুয (ابن عزرون) : সীদী বালা (سیدی بلا) নামে অভিহিত, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কু'রাশী আশ-শায়লী আল-মাররাকুশী, মাররাকুশের জনৈক মুচি, যাহার প্রতি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকার আরোপ করা হয় এবং যিনি ১২০৪/১৭৮৯ সনে পুণ্যের খ্যাতিসহ মৃত্যুবরণ করেন। স্বীয় বাসস্থান বাব আয়লান-এ অবস্থিত তাঁহার কবরে ইহার রোগ নিরাময় করিবার খ্যাতির কারণে অনবরত দর্শনার্থীদের সমাগম হইত। অতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও ইবন আযযুয প্রচুর সংখ্যক রচনা রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন, যেইগুলি প্রধানত তাসা'ওউফ ও

অতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত। তবে তাঁহার রচনাবলীতে কদাচিৎ মৌলিকত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহার কোনটিই কোন প্রকাশককে উৎসাহিত করিতে পারে নাই। যদিও তাঁহার “যাহাবুল-কুসূফ ওয়া নাফযুজ্জ-জুলুমাত ফী ইলমিত-তিব্ব ওয়া ত-তাবাই ওয়া ল-হিকমা” (نهاب الكسوف ونفى الظلمات فى علم الطب والطبايع) চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক সূত্রসমূহের একটি জনপ্রিয় সংগ্রহ (দ্র. L. Leclerc, La chirurgie d A bulcasis, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., ২খ, ৩০৭-৮; H. P. J. Renaud, Initiation au Maroc-এ প্যারিস ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ১৮৩-৪) মরক্কোতে সফলতা লাভ করিয়াছিল। ভেষজ উদ্ভিদসমূহের উপর লিখিত তাঁহার “কাশফু-র-রুমূ” (كشف الرموز)-ও সমভাবে সুবিদিত। তাসাওউফ সম্পর্কে লিখিত তাঁহার তিনটি রচনার মধ্যে তানবীহ-ত-তিলমীয আল-মুহু-তাজ (تنبيه التلميذ المحتاج) সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক। কারণ ইহাতে শারী‘আ ও হাফীকা (দ্র.)-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস রহিয়াছে। পরিশেষে প্রাকৃত বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে তাঁহার লুবাবুল-হিকমা ফী ইলমিল-হু-রুফ ওয়া ইলমিল-আসমা আল-ইলাহিয়া (لياب الحكمة فى علم الحروف) ব্যবহারিক যাদুবিদ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত যাদুবিদ্যার উপর একটি পুস্তিকা।

গ্রন্থপঞ্জী : সীদী বান্নার রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দ্র. (১) Brockelmann, পরিশিষ্ট ২, ৭০৪, ৭১৩; (২) M. Lakhdar, vic litteraire, পৃ. ২৫৩-৬; আরও দ্র.; (৩) ইবন সুদা, দালীল মুআররিবি‘ল-মাগরিব আল-আক‘সা, কাসারাত্কা, ১৯৬০ খৃ. ২খ, ৪৪৬, ৪৪৯; (৪) আ. গান্নন, আন-মুব্বু‘ল-মাগ‘রিবী, বৈরুত ১৯৬১ খৃ., ১খ, ৩০৪-৫, ৩১০।

Ed. (E.I.² Suppl.)/ আবু মুহাম্মদ আসাদ

ইবন আযারী (দ্র. ইবন ইযারী)

ইবন আরভাত (দ্র. ইবন সাযহান)

ইবন আরাফা (ابن عرفة) : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ওয়ালগামমী (৭১৬/১৩১৬-৮০৩/১৪০১), বানু হাফস শাসনাধীন তিউনিসিয়ার মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি জাতিতে বারবার, দক্ষিণ-পূর্ব তিউনিসিয়ার অধিবাসী। তিনি ইবন আবাদিস-সালাম ইবন সালামা, ইবন হারুন আল-কিনানী, উমার ইবন কাদদাহ, ইবনুল-জাক্বাব, ইবন আনদারাস ও মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আল-আবুলুলী প্রমুখ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিউনিসের শাহী মসজিদের ইমাম ও মুফতী হইবার পর তাঁহার জ্ঞান ও গুণাবলী তাঁহার নিজ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহার প্রধান অনুসারী বা শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন আল-গুবরীনী, আল-বুরযুলী, আল-উববী ও ইবন নাজী। তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ইবন খালদূনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। অন্য হাফসী ফাকীহদের মত তিনি আইন ও সামাজিক রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মালিকী মাযহাবের পুনঃজীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁহার হু‘দূদ (সংজ্ঞাবলী) শীর্ষক রচনা চিরায়ত মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আর-রাসসা ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি ঐ ভাষ্যে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতা সহকারে বাহুল্যবর্জিত ও যথাযথভাবে বিচারগত ধারণাগুলির সংজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহার চিরায়ত রচনাবলীর মধ্যে ফিকহ আল-মাবসূত বা আল-মুখতাসার‘ল-কাবীর এখন প্রায় বিস্মৃত। এইগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. Brunschvig, La Berberie. Orientale Sous les Hasfsides, ii, Paris 1947; (২) ইবন মারয়াম, কিতাবুল-বুসতান, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., ফরাসী অনু. আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris(E.I.²)/ আফআব হোসেন.

ইবন আরাবশাহ (ابن عربشاه) : আহ‘মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন ইব্রাহীম শিহাবুদ্দীন আবুল-আব্বাস আদ-দিমাশকী আল-হানাফী আল-আজামী, জ. ৭৯১/১৩৯২ সনে দামিশকে। তীমুর দামিশক জয় করিয়া ৮০৩/১৪০০-১ সনে যখন উহার অনেক বাসিন্দাকে সঙ্গে লইয়া সামারকান্দে যান (তু. Vita Timuri. Manger. Leeuwaarden 1767-72. ২খ, ১৪৩ প.), তখন ইবন আরাবশাহ তাঁহার পরিবারের সঙ্গে সেইখানে নীত হন। তথায় তিনি আল-জুরজানী, আল-জাযারী ও অন্যান্য শিক্ষকের নিকট ফারসী, তুর্কী ও মঙ্গোল ভাষা শিক্ষা করেন। ৮১১/১৪০৮-৯ সনে তিনি মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত খাতায় গমন করেন। সেইখানে তিনি আশ-শিরামীর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি খাওয়ারায়ম ও দাশত (সিরিয়া ও হাজ্জী তারখান-এ) অঞ্চলে গমন করেন। সেইখানে ৮১৪/১৪০৯-১০ সন অবধি অবস্থান করেন (Vita Timuri. ১খ, ৩৭৬)। তিনি ক্রিমিয়া হইয়া এডিরনে (Edirne) নগরীতে উপস্থিত হন। এইখানে তিনি উছমানী সুলতান ১ম মুহাম্মাদ ইবন বায়াযীদ-এর বিশ্বাসভাজন হন। তিনি সুলতানের জন্য কতিপয় গ্রন্থ তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন (আল-আওফী, জামিউ‘ল-হিকায়াত ওয়া লামিউ‘র-রিওয়ায়াত, হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ২খ, ৫১০; আবুল-লায়ছ, তাফসীর, হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৩৫২; দীনাওয়ালী, তাবীর, হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৩১২) এবং কতিবু‘স-সিরর (আও-সবিচ) পদমর্যাদায় আরবী, তুর্কী, ফারসী ও মঙ্গোল ভাষায় সুলতানের পক্ষে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৮২৪/১৪২১ সনে আলোপ্পো নগরীতে এবং ৮২৫/১৪২২ সনে দামিশকে বন্ধু আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-বুখারীর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন (Vita Tumuri, ১খ, ৩২)। ৮৩২/১৪২৯ সনে তিনি হাজ্জব্রত পালন করেন। ইহার পর ৮৪০/১৪৩৬ সনে তিনি দেশান্তরী হইয়া কায়রো গমন করেন। সেইখানে তিনি অন্যান্যের মধ্যে আবুল-মাহাসিন ইবন তাগরীবিরদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং ৮৫৪/১৪৫০ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আজাইবুল-মাকদূর ফী নাওয়াইব তীমুর সর্ব প্রধান (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১২২ প.; Brockelmann-এ সংস্করণ সমূহ, ১১১০/১৬৯৮ সনে আল-মুরতাদা নাজমী যাদে আল-বাগদাদী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত, হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৯০; ৬খ, ৫৪৪)। উক্ত গ্রন্থে তীমুরের দেশ জয় ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে দেশের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে তীমুর একজন নিষ্ঠুর, অসচ্চরিত্র, অত্যাচারী ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার শেষাংশে (Manger. সম্পা. ৩খ, ৭৮১ প.) তাঁহার মহৎ গুণাবলী প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মূল্যায়ন করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে সামারকান্দে ও তত্রস্থ পণ্ডিত সমাজের মূল্যবান বিবরণ রহিয়াছে (৩খ, ৮৫৫ প.) Bolius-কৃত ল্যাটিন অনুবাদ লাইডেন হইতে ১৬৩৬ খৃ., Vattier-কৃত ফরাসী অনুবাদ ১৬৫৮ খৃ., এবং J. H. Sanders-কৃত ইংরেজী অনুবাদ লন্ডন হইতে ১৯৩৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। হাজ্জী খালীফার মতে “কালীলা ওয়া দিম্না” ও “সুলওয়ানুল-

মুতা"-এর ন্যায় দশ অধ্যায়ে সমাপ্ত ৮৫২ (১৪৪৮ খৃ.) সনের সাফার মাসে রচিত (হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ৩৪৫)। তাঁহার ফাকিহাতুল-খুলাফা ওয়া মুফাকাহাতুল-জ-জুরাফা (فكاهة الخلفاء ومفاهمة الظرفاء) গ্রন্থে রহিয়াছে নূপতিদের জন্য দর্পণ ও নীতি শিক্ষামূলক জীবজন্তুর উপকথা (দ্র.

Chauvin. Bibliographie. ২খ, নং ১৪০-৪), কিন্তু Chauvin দেখাইয়াছেন (পৃ. গ্র., ২খ, নং ১৪৫-৯) যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে ওয়ারাবীন (Varavin)-এর অধিবাসী সা'দ কর্তৃক সমালোচনামূলক সংশোধিত ফারসী গ্রন্থ মারযুবান-নামার অনুবাদ (ত. Houtsma ZDMG-তে ৫২খ, ৩৫৯ প.; Freytag-এ উদ্ধৃতাংশ Locmani Fabulae, পৃ. ৭২ প., পূর্ণ সং, নিচে দ্র.)। তৎকৃত "আত'-তালীফ'-তাহির ফী শিয়াম... আবী সা'ঈদ জাকমাক"-এর একটি সংস্করণের ভূমিকা অংশ S.A. Strong কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে JRAS-এ, ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৩৯৫ প.। দশখানা গ্রন্থে রচয়িতারূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষাবিশয়ক গ্রন্থ "তারজুমানুল-মুরতাজিম" (ترجمان المرتجم) অন্যতম (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ২৭৮)। আরও দ্র. হাজ্জী খালীফা, ৩খ, ১৫৮; ৪খ, ১৯০, ১৩২, ২৭০, ৩১১, ৫খ, ৪৭৯ ও Reyttag-এর নিম্নলিখিত গ্রন্থ।

তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইজন গ্রন্থকার ছিলেন : (১) আল-হাসান আন-নাবুলুসী দামিশকের বিরুদ্ধে তাহার অত্যাচারপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে হন্দোবদ্ধ গদ্যে "ঈদাহ'জ-জুল্ম ওয়া বায়ানুল-উদওয়ান ফী-তারীখিন-নাবুলুসী আল-খারিজ আল-খাওয়ান" গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেন। (দ্র. Brockelmann, ২খ, ৩০); (২) তাজুদ্দীন 'আবদুল-ওয়াহাব, জ. ৮১৩/১৪১১ সনে হাজ্জী তারখান-এ মৃ. ৯০১/১৪৯৫ সনে। তিনি তাঁহার পিতার একখানা জীবনী ও হ'নানফী ফিক'হশাফ্র বিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন (শায়রাতুল-য-যাহাব, ৮খ, ৫; Brockelmann, ২খ, ১৯, পরিশিষ্ট, ২, ১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Freytag, Fructus Imperatorum et Jociatio Ingeniosorum ২ খণ্ড বন ১৮৩২ খৃ. (ফাকি'হা সং, পৃ. xxv-xxxiii, আস'-সাপখাবী ও তাগরীরবিরদীর গ্রন্থাদির ভিত্তিতে প্রণীত তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত); (২) Pertsch, Verzeichnis der arab, Hdschr, zu Gotha নং ৯৪/১৩, ১৮৪০, ১৮৪১, ২৬৯৬; (৩) Wustefeld, Geschichtschreiberder Araber, নং ৪৮৮; (৪) Brockelmann, I, 196 II, ২৮-৩০; (৫) Browne, ৩খ, ৩৫৫ প.; (৬) W. J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane, পৃ. ১ প., Berkeley ও Los Angeles ১৯৫২ খৃ; (৭) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্র. Ibrahim Kafesoglu, আরাবশাহ; (৮) R. H. Roemer, C. A. J.-তে ২খ, ২২১ প।

J. Pedersen (E.I.²)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন 'আরুস (ابن عروس) : আবুল-আব্বাস আহ'মাদ, সীদী ইবন 'আরুস, (মৃ. ৮৬৮/১৪৬৩), মধ্যযুগের শেষদিকের একজন তিউনিসীয় ওয়ালী। তিনি বন (Bon) অন্তরীপের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমত তিউনিসী এবং পরে মরক্কোতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। সেখানে শিক্ষা গ্রহণকালে বিশেষত সূফীতত্ত্বে তিনি নিম্ন পর্যায়ের কাজকর্ম সম্পন্ন করিতেন। অবশেষে তিনি তিউনিসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। সেখানে তিনি

ভবঘুরে সংসারত্যাগীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। কথিত আছে, তাঁহার বেশ কিছু কারামাতও ছিল। কিছু সংখ্যক 'আলিম (ফুকাহা) তাঁহার কিছু কর্মের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তিনি সাধারণ লোকদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শাসকশ্রেণীর আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহাকে খানকাহ'-তে দাফন করা হয়। তাঁহার নামানুসারে 'আরুসি'য়া তাত্ত্বিকার উদ্ভব হয়। তাঁহার শিষ্য 'উমার ইবন 'আলী আর-রাশিদী তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করেন এবং ইহা ১৩০৩/১৮৮৫ সালে তিউনিসে মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hafides, ২খ, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris (E.I.²)/এ.বি.এম. আবদুর রব

ইবন 'আলকামা তাম্মাম (ابن علقمة تمام) : উমায়্যা আমীরাত আমলের প্রাথমিক যুগে মুসলিম স্পেনের দুইজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম। তাঁহাদের একজন হইলেন আবু গালিব তাম্মাম ইবন 'আলকামা। তিনি ছিলেন 'আবদুল-রাহমান ইবন উম্মিল-হ'াকাম অর্থাৎ 'আবদুল-রাহমান ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উছমান ইবন রাবী'আ আছ-ছাকাফী (৫৮/৬৭৮ সালে কূফায় মু'আবিয়ার গর্ভনর, তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১)-এর মাওলা অর্থাৎ গোত্র সম্পৃক্ত ব্যক্তি। ১২৩/৭৪১ সালে তিনি বালজ ইবন বিশর আল-কুশায়রী (দ্র.)-র সিরীয় সৈন্যবাহিনীর একটি অগ্রগামী দল (طليعة)-এর সহিত আল আন্দালুসে আসেন। ছাকীফ-এর সহিত সম্পর্ক সূত্রে তিনি ছিলেন কায়সী (দ্র. কায়স)। তাম্মাম ইবন আলকামা ছিলেন সেই প্রধান ব্যক্তিদের একজন, যাহারা প্রথম 'আবদুল-রাহমান আদ-দাখিল দ্র.)-কে প্রাচ্যে 'উমায়্যা শাসনের পতনের পর আন্দালুসে উমায়্যা শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহার সফল প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবত তাম্মাম ইবন আলকামার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বীরোচিত কার্য হইতেছে ১৪৭/৭৬৪ সালে মাওলা বাদুর-এর সহিত টলেডে (তুলায়তুলা দ্র.)-কে পদানত করার ব্যাপারে তাঁহার অংশগ্রহণ। তৎপরবর্তীকালে তিনি ওয়াশকা (Huesca) তুরতুসা (Tortosa) ও তারাসুনা (Tarazona)-এর গর্ভনর ছিলেন। প্রথম 'আবদুল রাহমানের পৌত্র প্রথম আল-হ'াকাম আর-রাবাদী (১৮০/৭১৬ হইতে ২০৬/৮২২)-এর শাসনামলের শেষ দিকে তিনি অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন।

দ্বিতীয় তাম্মাম ছিলেন তাম্মাম ইবন 'আলকামা (বিশদ পরিচয়ঃ তাম্মাম ইবন 'আমির ইবন আহ'মাদ ইবন গালিব ইবন তাম্মাম ইবন 'আলকামা আছ-ছাকাফী), প্রথমোক্ত আল-কামার সাক্ষাৎ বংশধর, তাঁহাদের নামে প্রায়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, তিনি ৯৬ (চান্দ্র) বৎসর বয়সে ২৮৩/৮৯৬ সনে ইনতিকাল করেন অর্থাৎ তাঁহার জন্মের বৎসর হওয়া উচিত ১৮৭/৮০৩ সাল; কিন্তু আবু বাকুর আর-রাযী (ইবনুল-আব্বারে উদ্ধৃত)-র মতানুসারে ইহা ১৯৪/৮০৯-১০ সাল। তিনি উমায়্যা বংশের প্রথম মুহ'াম্মাদ দ্র.] (২৩৮/৮৫২ হইতে ২৭৩/৮৮৬), আল-মুনযির (দ্র.) (২৭৩/৮৮৬ হইতে ২৭৫/৮৮৮) এবং 'আবদুল্লাহ দ্র.] (২৭৫/৮৮৮ হইতে ৩০০/৯১২)-এর মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 'আবদুল্লাহ তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার সাহিত্যকর্ম, বিশেষত একটি উরজুয়া [রাজ্য (দ্র.) হন্দে লিখিত কবিতা] ইবনুল-আব্বারের মতে এই কবিতায় মুসলিমগণ কর্তৃক আল-আন্দালুস বিজয়ের কাহিনী এবং স্পেনীয় শাসনকর্তা ও খলীফা (দৃশ্যত খলীফা বলিতে

প্রথম 'আবদু'র-রাহ'মান হইতে সকল উমায়্যা আমীরগণকে বোঝান হইয়াছে)- গণের নাম বর্ণিত হইয়াছে। বিজরী তারিক ইবন যিয়াদ (দ্র.)-এর প্রবেশের তারিখ হইতে দ্বিতীয় 'আবদু'র-রাহ'মান (দ্র.)-এর (২০৬/৮-২২-২৩৮/৮-৫২) আমলের শেষ পর্যন্ত আন্দালুসে যত যুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার বর্ণনা রহিয়াছে। সম্ভবত দ্বিতীয় 'আবদু'র-রাহ'মানের আমলের শেষ দিকে এই কবিতা রচিত হইয়াছিল (Dozy)। ইবনুল-কুতিয়া তাহার উর্ধ্বতন মহিলা গথিক (gothic) রাজকুমারী সারাহ' (Sarah-যিনি ছিলেন Witiza-এর পৌত্রী; উইতিয়া ছিলেন visigoths রাজবংশের শেষ শাসনকর্তা)-র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা তাম্বাম ইবন আলকামার উরজুয়া হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমিত হয়। এই উরজুয়াটি এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইবনুল-আব্বার কর্তৃক তাম্বামের প্রতি আরোপিত যে স্বল্প কয়েকটি কবিতার ছত্র পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন ছন্দে রচিত এবং একটি ভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ইবন দিহয়া (দ্র.) যাহ'য়া ইবন হাকাম এর গল্পের ক্ষেত্রে তাম্বাম ইবন 'আলকামার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই গল্পটি আল-গাযাল (দ্র.) নামে পরিচিত। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, তাম্বাম ইবন 'আলকামা নবুসমেনদের রাজার দরবারে যাওয়ার সফরে যাহ'য়া ইবন হাকামকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। যাহ'য়া ইবন হাকাম ছিলেন তাম্বাম ইবন আলকামার বয়োবৃদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু ইবন দিহ'য়া নির্ভরযোগ্য চরিত্রের লোক নহেন, সূত্রান্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত রচনাসমূহ ব্যতীত তাম্বাম ইবন 'আলকামার অন্য কোন গদ্য রচনার অস্তিত্ব অথবা কথিত সফরের সত্যতা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, আল-হ'ম্মাতুস-সিয়ারা, সম্পা. Dozy, (Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden ১৮৪৭-৫১) ৭৭-৮, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ১৪৩-৪; (২) ইবনুল-কুতিয়া, তারীখু ইফতিভাহিল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৮৬৮-৬, ১০১, ১০৩; (৩) ইবন সা'দ, আল মুগরিব ফী হুলা'ল-মাগরিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ (যাখাইরুল-আরাব, ১০), ১খ, ৪৪; (৪) ইবন খালদুন, বৈরুত ১৯৫৪-৬১ খৃ., ৪খ, ২৬৬ (টলেডো অধিকারের তারিখ ১৪৯ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন); (৫) Pons boigues, 47-4; (৬) R. Dozy, সম্পা. ইবন ইযারী, আল-বায়ানুল-মুগ'রিব, i, introd., 14; (৭) ঐ লেখক, Recherches, ii, 268; (৮) ঐ লেখক, Hist. mus. Esp. new ed. by E. Levi Provençal, 1932. index.

D. M. Dunlop (E.I.²)/ পারসা বেগম

ইবন 'আলীওয়া (ابن عليوة) সূফী ও কবি ইবন 'আলীওয়া শায়খ আবুল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুত্তাফা আল-আলাবী আল-মুত্তাগানিমী ১২৮৬/১৮৬৯ সালে আলজিরিয়ার মুসতাগানিম নামক স্থানে এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি বিশিষ্ট হইলেও সেই সময়ে ছিল দারিদ্র-পীড়িত। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে গমন করেন নাই এবং এই কারণে তাঁহার হাতের লেখা সারা জীবনই খারাপ থাকিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুরআন পড়া শিখান এবং কুরআন শারীফের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন। পরিবারের আর্থিক অনটন হেতু ইহাও তাঁহাকে বাদ দিতে হয় এবং অল্প বয়সেই দারিদ্র তাঁহাকে চর্মকারের পেশা অবলম্বনে বাধ্য করে। পরবর্তীতে তিনি একটি ছোট দোকানও খোলেন।

অবসর সময়ে তিনি আঞ্জাহর একত্ব (توحيد) সংক্রান্ত ইসলামী মতবাদের পাঠসমূহ ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং ইহার অভ্যন্তরকাল পরই তিনি 'ঈসাবী (দ্র.) তারীকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই তারীকার নানা প্রকার বিশ্বয় সৃষ্টির কাজে বেশ পটু হইয়া উঠেন। যাহা হউক, এই সমস্ত কাজের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে অচিরেই তাঁহার মনে সন্দেহ দানা বাধিতে থাকে এবং ক্রমশ তিনি সভায় যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় যে, নিজে নিজেই সাপ ধরা শিখিয়া তিনি সাপুড়িয়ার কাজ করিতে থাকেন যে পর্যন্ত না তিনি দারকাবী শায়িলী তারীকা (দ্র. দারকাওয়া)-এর পীর মুহাম্মাদ আল-বুযীদীর সংস্পর্শে আসেন। এই পীর সাহেব একদিন তাঁহাকে একটি সাপ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে খেলিতে বলিলেন। সাপের খেলা হইয়া গেলে তিনি তাঁহাকে ঐ কর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হইয়া বরং নিজের আত্মাকে বশীভূত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলিলেন। কারণ আত্মা হইল অধিকতর বিষধর ও বেয়াড়া সর্পস্বরূপ। স্বীয় তারীকায় গ্রহণ করিবার পর তিনি তাঁহাকে ঐ সমস্ত পাঠ গ্রহণ ক্রমে যাইতে নিষেধ করেন। তাঁহার যুক্তি হইল এই যে, তাওহীদ এত অতীন্দ্রিয় যে, নিছক বাহ্যিক বা মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না এবং ইহার জন্য দরকার দৃঢ় আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি যাহাকে জগত করার জন্য প্রয়োজন আঞ্জাহর নামের যিকর (ذكر الله)। পরে তিনি তাঁহাকে পুনরায় পাঠ গ্রহণের অনুমতি দান করেন এবং তাঁহার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি তাঁহাকে প্রতিনিধি (مقدم) বানান এবং নবাগত শিক্ষানবীসদেরকে তারীকার নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দানের ক্ষমতা অর্পণ করেন।

১৫ বৎসর পর ১৯০৯ খৃ. শায়খ আল-বুযীদীর মৃত্যুতে তারীকার লোকজন আহ'মাদ ইবন 'আলীওয়াকে তাহাদের মুরশিদ হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। বৎসর পাঁচেক পর তিনি মরক্কোর অন্তর্গত দারকাওয়া মূল খানকাহ (زاوية) হইতে নিজে খানকাহ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই নূতন শাখার নাম দেওয়া হয় আত-তারীকা'তুল-আলাবি'য়া আদ-দারকাবি'য়া আশ-শায়িলিয়া (الطريقة العلوية الدرقاوية الشاذلية)। এখন হইতে তিনি নিজে শায়খ আল-আলাবী নামে পরিচিত হন। মূল তারীকার সঙ্গে তাঁহার তারীকার যেই "গরমিল" ছিল তাহা কিছুটা সখ্যের সঙ্গেই ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই গরমিলের অন্যতম কারণ এই ছিল যে, তিনি স্বীয় সাধনা পদ্ধতির অংশ হিসাবে আধ্যাত্মিক নির্জনতা (خلوة) অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। দারকাবী শায়িলী তারীকার সনাতন প্রথমত প্রকৃতির উনুজ প্রান্তরে এইরূপ নির্জনতা না হইয়া উহা তাঁহার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্জন প্রকোষ্ঠে পরিচালিত হইবে।

সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং মুসতাগানিম-এর টিডগিট নামক স্থানে সমুদ্র তীরে তাঁহার বিশাল খানকাহ নির্মিত হয়। টিডগিট হইল মুসতাগানিম-এর খাঁটি এক 'আরব অঞ্চল। যেহেতু তিনি সূফীবাদের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন এবং অনেকে তাঁহাকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কারক (مجدد) বলিয়া মনে করিত, সম্ভবত সেই কারণে তাঁহাকে সূফীবাদের শত্রুদের সহিত, বিশেষ করিয়া "সংস্কারবাদী" সালাফিয়া (দ্র.) দলীয় সদস্যদের সহিত অনিবার্যরূপে সংঘর্ষে আসিতে হয়। কনস্ট্যান্টাইনে তাহাদের প্রকাশিত আশ-শিহাব (الشهاب) পত্রিকার আংশিক প্রতিষেধক হিসাবে আলজিয়ার্সে তিনি

আল-বালাগু'ল-জাযা'ইরী (البلاغ الجزائرى) শীর্ষক একখানা সাপ্তাহিক পর্যালোচনা পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় সূফীবাদের দৃঢ় সমর্থন ছাড়াও ইসলামের বিনিময়ে আধুনিকতার প্রতি ক্রমাগত ঝুঁকিয়া পড়ার কারণে তথাকথিত সংস্কারকদেরকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেন। সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য তিনি পুরাতন আরবী ভাষা আয়ত্ত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তনের, বিশেষ করিয়া আধুনিক যুরোপীয় পোশাক-পরিধানের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় নিন্দা করিতেন। যদিও তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদেরকে ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণে নিরুৎসাহিত করিতেন এবং যদিও আমীর 'আবদুল-কারীম আল-খাতাবী (দ্র.) তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সदा পত্র বিনিময় করিতেন, তথাপি ফরাসী সরকার ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাঁহার বিরাট প্রভাবের দরুন তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে এবং কেবল একবার তাঁহার গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ১৯৩৪ খৃ. তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শিষ্য সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লক্ষের উর্ধ্বে। সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ও দামিশক (দ্র. আল-হাশিমী), জাফকা, গাজা, ফালুজা, এডেন ও আদ্দিস আবাবাতে তাঁহার খানকাহ ছিল। আবার যুরোপের হেগ, মারসেই, প্যারিস এবং কার্ডিফেও তাঁহার খানকাহ ছিল। তাঁহার প্রচুর যামানী শিষ্য, যাহাদের অনেকেই ছিল নাবিক, বিভিন্ন বন্দরে আরও বহু খানকাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আহ-মাদ ইবন আলীওয়া কবিতা ও সঙ্গীতের বিরাট ভক্ত ছিলেন। যুরোপের বহু লোক যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে জানিতেন, তাঁহাদের একজনের মন্তব্য এই, “তাঁহার মধ্য হইতে অদ্ভুত এক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইত; তিনি ছিলেন স্বয়ংক্রিয় এক আকর্ষণী শক্তি।” অপর একজনের মতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করা ছিল “যেন বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া মধ্যযুগীয় সাধু অথবা সেমিটিক ধর্মযাজকের মুখোমুখি আসা।” এ. বার্ক (A. Berque) তাঁহার উপর যে তথ্য পুস্তক রচনা করেন, উহার শিরোনাম দেন Un mystique moderniste” অর্থাৎ আধুনিক অতীন্দ্রিয়বাদী (Revue Africaine, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৬৯১-৭৭৬)। এই শিরোনাম সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, “আধুনিকতা” তাঁহার অধ্যাত্মবাদ-প্রীতির উদারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। “জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার ভক্তই রহিয়া গিয়াছেন। খুব কম বিষয়ই আছে যাহার আলোচনায় তিনি হাত দেন নাই এবং এমন কোন দর্শনই নাই যাহার রস তিনি নিংড়াইয়া লন নাই।” এই মহান মনীষী গভীর রক্ষণশীলতা ও অনমনীয় গৌড়ামির সঙ্গে পাশাপাশি চলিতেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি সুবিচার করার নীতিতে অনড় থাকাই ছিল তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মকে তিনি ইসলাম, ঈমান ও ইহসান (অর্থাৎ আইন, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক সাধনা)-এই ত্রিশক্তির অবিভাজ্য রূপ বলিয়া মনে করিতেন। এই তিন বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রের পূর্ণ রূপায়ণ করিতে হইবে যেন যথাক্রমে ইসলাম হয় ইস্তিসলাম (استسلام) বা শারী'আতের আইনের প্রতি সানন্দ আত্মসমর্পণ, ঈমান হয় ঈকান (إيقان) বা দৃঢ় প্রত্যয় এবং ইহসান হয় আ'য়ান (اعيان) বা সুখকর অন্তর্দৃষ্টি। কুরআন শারীফের যে আয়াতটির উদ্ধৃতি তিনি প্রায়ই দিতেন, তাহা হইতেছে “তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি বাহ্যিকভাবে ব্যক্ত এবং আত্মিকভাবে গুপ্ত (৫৭৯০)।” এই আয়াতটির উপর অন্যান্য মতবাদ ছাড়াও ইসলামী অতীন্দ্রিয়বাদের অর্থাৎ সত্তার

একত্ববাদ (وحدة الوجود) (দ্র.)-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রুতবাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সঙ্কেত তাঁহার অধিকাংশ লেখার মধ্যে যেমন রহিয়াছে, তেমনই আবার তাঁহার বহু কবিতায়ও ইহা বিদ্যমান।

নূর'ল-ইছ'মিদ (نور الاثميد) তাঁহার একখানা পুস্তিকা। পুস্তিকাটি ফিক'হশাস্ত্রের বিষয়ে সীমাবদ্ধ এবং ইহাতে আনুষ্ঠানিক সগলাতের মধ্যে হাতের অবস্থান ও ভঙ্গি সংক্রান্ত আলোচনা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরো কয়েকখানা গ্রন্থ রহিয়াছে যেহিঁগুলির সংখ্যা মোট ১৫ খানা হইবে এবং যেহিঁগুলি সমস্তই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সূফীবাদের উপর লিখিত। সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আল-মিনাহ'ল-কুদ্দুসিয়া (المنح القدوسية) নামক গ্রন্থ। ইহা তাঁহার পীর সাহেবের জীবদ্দশায় এবং তাঁহারই উৎসাহ দানে রচিত। ইহা ইবন 'আশির (দ্র.) প্রণীত আল মুরশিদ'ল-মু'ঈন (المرشد المعين) গ্রন্থের এক ব্যাপক ভাষ্যস্বরূপ। এই পুস্তকে তিনি রাসুল (স)-এর সুল্লাতের খুঁটিনাটি বিষয়সহ ইসলামী মতবাদ ও অনুষ্ঠানের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের গূঢ় বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল-উনমূযাজু'ল-ফরীদ (الانموذج الفريد) গ্রন্থে তিনি বর্ণমালার অক্ষরসমূহের প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী মতবাদের প্রধানতম দিকটি আলোচনা করিয়াছেন এবং ইলাহিক প্রকৃতি (ماهية), ইলাহিক সত্তা (وجود) ও পরমাত্মা (الروح الاعظم) এই তিনের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই পুস্তিকার প্রারম্ভিক সূত্র 'আবদুল-কারীম আল-জীলীর আল-কাহফ ওয়ার-রাকীম (الكهف والرقيم) শীর্ষক গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আহ-মাদ ইবন আলীওয়ার আলোচনা আরও সূক্ষ্ম। “লুবাবুল-ইলম ফী সুরাতিন-নাযম” (لباب العلم فى سورة النجم) নামক গ্রন্থে তিনি নবী কারীম (স)-এর দুইটি দৃষ্টির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দৃষ্টি দুইটির উল্লেখ কুরআন শারীফের ৫৩ নং সূরা সূরাতুন-নাযম-এর মধ্যে আছে, যাহার একটি হইল অন্তঃকরণ (فؤاد) দ্বারা এবং অপরটি চক্ষু (بصر) দ্বারা। তাঁহার কবিতামালাসহ তাঁহার দীওয়ান-এর তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৩ খৃ. দামিশকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানগভীর। সূফীবাদের সমর্থনে তাঁহার সর্বপ্রথম পুস্তক আল কাওলুল-মা'রুফ (القول المعروف) ১৯২০ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর পরই ১৯২৭ খৃ. তিনি “রিসালাতুন না'নাসির মা'রুফ” (رسالة الناصر معروف) গ্রন্থখানা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ হইল ২য়/৮ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের বিখ্যাত আইনশাস্ত্রজ্ঞ (فقهاء) ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ (متكلمون)-এর সূফীবাদের প্রশংসামূলক মতবাদ।

আল-মাওয়াদু'ল-গায়ছি'য়া (المواد الغيضية) গ্রন্থের প্রথম অংশ ১৯৪২ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইহা হইল ও'আয়ব আবু মাদান-এর প্রবাদসমূহের ভাষ্য। তবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সূরাতুল-ফাতিহা'র ভাষ্য বা সূরাতুল-বাক'রার প্রথম ৪০ আয়াতের ভাষ্য কোনটাই প্রকাশিত হয় নাই। এই আয়াতগুলির শাদিক ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক পর্যায়ের ব্যাখ্যা পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতের চারিটি করিয়া পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অনুপম পাণ্ডুলিপিগুলি মুসতাগানিমে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ আলোচনা করা হইয়াছে : (১) আশ-শাহা'ইদ ওয়াল-ফাতাবী ফীমা সাহ'হা

লাদায়'ল-'উলামা মিন আমুরি'শ-শায়খ আল-'আলাবী (মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-বারী কর্তৃক সংগৃহীত), তিউনিস ১৯২৫ খৃ.; (২) F. Schuon, রাহিমাহুল্লাহ, Cahiers du Sud-এ, ১৯৩৫ খৃ.; (৩) 'উদাহ ইবন তুনিস, আর-রাওদাতু'স সানিয়া ফি'ল-মা'আছির আল-'আলাবিয়া, মুসতাগানিম, ১৯৩৬ খৃ., (১৯০১ খৃ. পর্যন্ত পীর সাহেবের আত্মজীবনী সম্বলিত, যাহা তাঁহার নিজের ডিকটেশানে লেখা); (৪) A. Meard Le reformisme musulman en Algerie প্যারিস এবং হেগ, ১৯৬৭ খৃ. স্বা.; (৫) M. Lings, A. Moslem Saint of the twentieth century, লন্ডন ১৯৬১ খৃ.।

M. Lings (E.I.²)/ নাজির উদ্দীন আহমেদ

ইবন 'আশির (ابن عاشر) আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আল-'আনসারী আল-'আন্দালুসী, মারীনী আমলের সূফী সাধক, সালে (Sale) শহরের কুতব। উক্ত শহরেই ৭৬৪ বা ৭৬৫/১৩৬২-৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন স্পেনের জিমেনার অধিবাসী, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আলজেরিকারাসে গমন করেন এবং সেইখানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি কুরআন মাজীদ-এর শিক্ষা দান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন। সেইখানে তিনি শান্তিতেই ছিলেন, কিন্তু একদিন তথাকার জনৈক সাধক, যাহার সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল এবং যাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন খৃষ্টানদের আগমনের পূর্বেই নিজের নিরাপত্তার জন্য সেই দেশ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি মক্কাতে হাজ্জ পালন করিতে যান। প্রাচ্যদেশ হইতে ফিরিবার পথে তিনি ফেয-এ কিছু কাল অবস্থান করেন। অতঃপর মেকনেশ-এ তাঁহার এক ভগিনীকে দেখিতে যান। কিন্তু লেখােনে সম্ভবত তিনি যাহা সন্ধান করিতেছিলেন তাহা পান নাই। ফলে পুনরায় তিনি বাহির হইয়া পড়েন এবং বো রেগরেগ (Bou Regreg) নদীর বাম তীরে অবস্থিত শাল্লাতে বসতি স্থাপন করেন। সেইখানে স্বীয় মুরশিদ সূফী আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-যাবুরী কর্তৃক কবরস্থানের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত খানকাহর মধ্যে তাঁহাকে একটি খালওয়া (নির্জন প্রকোষ্ঠ) প্রদান করেন। মুরশিদের ইনতিকালের পরে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার জন্য অতি উপযোগী সেই শান্তিপূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া সালেতেই নদীর ডান তীরে অবস্থিত বড় মসজিদের নিকটবর্তী অপর একটি খানকায় গমন করেন। পরে কষ্টার্জিত আয়ের সঞ্চিত কিছু অর্থ দ্বারা তিনি শহরের পশ্চিমে আল-মুআল্লাকা ফটকের উল্টা দিকে একটি ছোট বাড়ী ক্রয় করেন। এই ফটক সংলগ্ন কবরস্থানেই তাঁহার মাযার অবস্থিত।

ইবন 'আশির যথেষ্ট জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী বা পাণ্ডিত্যাভিমাত্রী কোনটাই ছিলেন না। তিনি মূলত কুরআন মাজীদের শিক্ষক ছিলেন, তাহাও স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্য। কারণ সব সময়েই তিনি একটি নীতি কড়া কড়িভাবে মানিয়া চলিতেন যে, নিজ পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবন যাপন করিবেন। কনষ্টানটাইনের ইবন কুনফুয বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যখন সালেতে ৭৬৩/১৩৬১-২ সালে অর্থাৎ ইবন 'আশির'-এর মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর আগে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তিনি তখন তাঁহার প্রিয় গ্রন্থসমূহের অন্যতম হাদীছ গ্রন্থ "উমদা"র অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই কাজ দ্বারাই তিনি সামান্য জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এইরূপ জানা যায় যে, অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া তিনি নিজেই উহা বাঁধাই করিতেন এবং ঠিক যেই পরিশ্রম হইত উহার সঠিক মূল্য গ্রহণ করিতেন।

দুনিয়ার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে উগ্র ধরনের নির্জনতাপ্রিয় বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। ৭৫৭/১৩৫৬ সালে মরক্কোর সুলতান (তিনি অবশ্যই মারীনী সুলতান আবু 'ইনান হইবেন) তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। সেই কারণেই তিনি যখন প্রফুল্ল চিত্তে হাসি মুখে ইবন কুনফুযকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন তখন তাঁহার মুরীদগণ ও ভক্তগণ বিম্বিত হইয়াছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একাকীত্ব, নীরবতা ও ধ্যানপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সূফী-দরবেশগণের সমাবেশের প্রতি তাঁহার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। ফাকীরদের সভা সম্মেলনে তিনি কদাচিৎ উপস্থিত হইতেন। এইরূপ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে তিনি সম্মত হইতেন না, হইলেও খুব সামান্য কথা বলিতেন এবং তাহাও অনিচ্ছার সহিত। জীবনের শেষ প্রান্তে ইবন 'আশির মলিন ছেঁড়া কাপড় পরিতেন, খুব কম লোককে সাক্ষাৎ দান করিতেন, এক ধরনের মানসিক আকস্মিক প্রবল আবেগপূর্ণ অবস্থায় অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকিতেন এবং প্রায়শ বড় মসজিদের পিছনের কবরস্থানে গিয়া কবরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন।

তিনি কোন তারীকাতুজ ছিলেন না। ইবন কুনফুযের মতে তাঁহার প্রকৃত তারীকাতুজ ছিল ইমাম আল-গাযালীর ইহয়া গ্রন্থে বর্ণিত ধর্মীয় শিক্ষার অতি কঠোর, নিষ্ঠাপূর্ণ, খাঁটি ও অকপট পর্যবেক্ষণ। হালাল ও হারাম বিষয়ে পার্থক্য নির্ণয় করিতে সব সময়েই তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতেন না, প্রতি দিনের কৃত কার্যাবলী সম্বন্ধে স্বীয় বিবেকের কঠোর পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার অন্যতম জীবনীকার আল-হাদরামী বলেন যে, অন্যান্য কয়েকখানি কিতাবের মধ্যে আল-মুহাসিবীর বি'আয়া তিনি সব সময়ে পাঠ করিতেন।

সালেতে ইবন 'আশিরের নিকট অনেক সূফী আগমন করিতেন; সেই স্থানটি সূফী সাধনার জন্য খুবই উপযোগী ছিল। তখন যাহারা অধ্যাত্মবাদী সূফী হইবার আকাঙ্ক্ষায় ফেয হইতে ছুটিয়া যাইতেন, তাঁহাদের নিকটে উহা এক শান্তির বাগান ও নিরাপত্তার স্থানরূপ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন রনডা নিবাসী ইবন 'আব্বাদ (দ্র.) সেইখানে গিয়া এই দরবেশের সাহচর্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহমাদ ইবন 'আশির আল-হাফী (মৃ. ১১৬৩/১৭৫০) তাঁহার এই সমনাম ব্যক্তি সম্বন্ধে তুহ'ফাতু'য-যাইর বি'ব'াদ মানাকিব সাযিাদী আল-হাজ্জ আহ'মাদ ইবন 'আশির নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, যাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই (দ্র. I. S. Allouche A. Regragui, Catalogue des manuscrits arabes de Rabat, ২খ, রাবাত ১৯৫৮ খৃ., নং ২৩০৩); দরবেশের জীবনীকারগণের তালিকার জন্য দ্র. (২) Levi-Provencal, chorf, পৃ. ৩১৩-৪; (৩) ইবন কুনফুয, উনসুল-ফাকীর ওয়া 'ইযযুল-হাকীর, সম্পা., এ. আল-ফাসি ও এ, ফাউরী, রাবাত ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৯-১০; (৪) Paul Nwaia, Ibn Abbād de rōnda গ্রন্থে ইবন 'আশির বিষয়ে লিখিত চমৎকার পৃষ্ঠাসমূহ, বৈরুত ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৫৫প.।

A. Faure (E.I.²)/ছায়ায়ন খান

ইবন 'আশুর (ابن عاشر) : মরক্কোতে উজ্জ্বত, ইদরীসী বংশীয় একটি পরিবারের পিতৃনাম, ইহার মুসলিম স্পেনে গিয়া বসতি স্থাপন

করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 'আশূর ধর্মীয় নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলাইয়া আসিয়া মরক্কোতে বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আনুমানিক ১০৩০/১৬২১ সনে সালেতে (Sale) জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম, যিনি তিউনিসিয়ার ইতিহাসে গুরুত্ব লাভ করেন প্রথমে সূফীবাদের ক্ষেত্রে, অতঃপর ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্ষেত্রে, শিক্ষা দানে এবং ধর্মীয় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদ ইবন 'আশূরকে সূফীবাদে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন মরক্কোতে শায়খ মুহাম্মাদ আল-খুজায়রী (র)। পরে তিনি তিউনিসে একটি ধর্মীয় তারীকার নেতৃত্ব দান করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে হাজ্জ হইতে ফিরিয়া তিনি সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং নিজের বৃশ বা ফেয টুপি তৈরির ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। তিউনিসে প্রথমে তিনি শায়খ 'আলী আল-যাওয়াবী দ্বারা প্রভাবিত হন। উস্তাদের মৃত্যুর পরে তিনি যাবিয়াতে তারীকার নেতা হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যাহা পরে তাহার নামে পরিচিত হয়। উহা বাব মানারা জেলাতে অবস্থিত ছিল (সেই বাব রাজধানীর অন্যতম বিখ্যাত ফটক ছিল, সম্প্রতি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে)। সর্বশেষে তিনি আবু'ল-হাসান আশ-শায়িলী (রা)-এর অনুসৃত তারীকা গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'আশূর (র)-এর কোন ক্ষমতার লোভ ছিল না, বরং তিনি ক্ষমতার পথ পরিহার করিতেন এবং দরিদ্রের মত জীবন যাপন করিতেন। তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত, "যিকুর করিয়া যাহারা উহার কোন বিনিময় আশা করে আমরা তাহাদের দলে নহি" (যায়ল, পৃ. ১৯৭) তিনি ১১১০/১৬৯৮-৯ সালে ইনতিকাল করেন। উস্তাদ 'আলী আয-যাওয়াবীর নিকট হইতে তিনি যাবিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

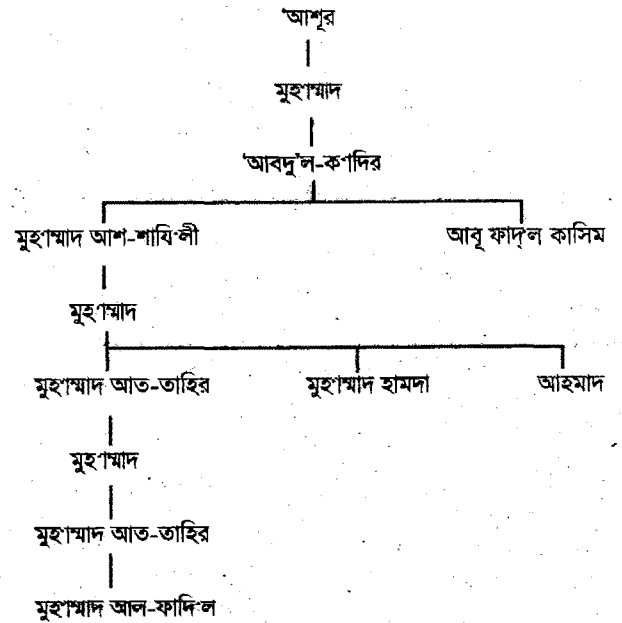
তাঁহার পুত্র 'আবদুল-কাদির-এর জন্মের বিষয়ে পূর্বেই এই নামীয় জনৈক বিখ্যাত সূফী তাহাকে স্বপ্নে জানাইয়াছিলেন। এই পুত্র তারীকার নেতা হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষা কম সংবেদনশীল ছিলেন এবং বস্তৃত বেশ আরামের জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে একটি তারীকার সম্পদশালী নেতা হিসাবে। তাঁহার কিছু পরিমাণ নৈতিক কর্তৃত্বও ছিল, যে কেহ তাঁহার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে আশ্রয় দান করিতেন, এমন কি যাহুদী এবং খৃষ্টান যিম্মীগণকেও। সুদূর ভারতবর্ষ হইতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতেও দ্রবণেণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। হুসায়ন খুজা যখন তাহার ষায়ল কিতাব রচনা করেন সে সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন।

'আবদুল-কাদির-এর প্রপৌত্র আহ-মাদ (মৃ. ১২৫৫/১৮৩৯) ও মুহাম্মাদ-হামদা নামে পরিচিত (মৃ. ১২৬৫/১৮৪৯) ও বিশেষ করিয়া মুহাম্মাদ আত-তা'হির (মৃ. ১২৮৪/১৮৬৮)-এর সময় হইতেই এই পরিবারটি ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন করিতে থাকে। আহমাদ সুবিখ্যাত আয-যায়তুনা মসজিদে ফিক্‌হ ও ব্যাকরণ শিক্ষা দান করিতেন। তিনি দলীল-পত্র প্রমাণকের (আত-তা'ওছীক=Notary) সরকারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর পরে শায়খ 'আলী আল-যাওয়াবীর নিকট হইতে তাহারা যে যাবিয়াটির উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মুহাম্মাদ যিনি হামদা নামে পরিচিত ছিলেন তিনিও পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবু'ল-আব্বাস আহমাদ (১২৫৩/১৮৩৭-৫৪) তাঁহাকে সেনাবাহিনীর কাদী নিযুক্ত করিলে তিনি উযীর মুসতাফা খায়নাদার-এর নিকটে আবেদন জানান যে,

তিনি যেন সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করেন। তাঁহাকেও সীদী আবলী আল-যাওয়াবীর যাবিয়াতেই দাফন করা হয়, মনে হয় উহা যেন তাঁহাদের পরিবারিক গোরস্থানেই পরিণত হইয়াছিল।

তিন ভ্রাতার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মুহাম্মাদ আত-তা'হির। তিনি একজন আদীব (সাহিত্যিক) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অনেক গদ্য ও কাব্য রচনার উদাহরণ রহিয়াছে। তিনি বৈয়াকরণ ও ফার্সি হুও ছিলেন। তিনি আল-কাতর-এর উপরে লিখিত ভাষ্যের উপরে মন্তব্য (হাশিয়া) লেখেন (সেই কিতাবখানি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আয-যায়তুনীতে দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্য পুস্তক ছিল) এবং আল-বুসীরী (দ্র.)-এর বুরদা গ্রন্থের ইবন মারযুক লিখিত ভাষ্যের একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। ২৫ রাজাব, ১২৬৭/২৬ মে, ১৮৫১ তা'খি তিনি তিউনিসের প্রধান কাদী নিযুক্ত হন এবং ১২৭৭/১৮৬০-১ সালে তিনি এই পদ ত্যাগ করিয়া মুফতী হন। অল্পদিন পরে তিনি একই সঙ্গে আশরাফের নাকীবের পদও লাভ করেন। তিনি ২১ যুল-হিজ্জা, ১২৮৪/১৪ এপ্রিল, ১৮৬৮ তারিখে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে একই গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বংশ তালিকা



এই পরিবারের ঐতিহ্য বহন করেন তাঁহার পৌত্র, তাঁহারও নম ছিল মুহাম্মাদ আত-তা'হির (জ. ১২৯৬/১৮৭৯) এবং অতঃপর তাঁহার প্রপৌত্র মুহাম্মাদ আল-ফাদিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হুসায়ন খুজা, আয-যায়ল লি-কিতাব বাশাইরিল-ইমান, তিউনিস ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৯২-৯; (২) মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ মাখলুফ, শাজারাতুল-ন-নূর আয-যাকিয়্যা, ফী তাবাকাতিল-মালিকিয়্যা, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, ১খ, ৩৯২, নং ১৫৬৫; (৩) আহ-মাদ ইবন আবী দিয়াফ, ইতহাফ আহলিল-য-যামান, তিউনিস ১৯৬৬ খৃ., ৮খ, নং ২৪৩, ২৮৩, ৩৯৪; (৪) আত-তারীখুল-বাসী, পাণ্ডু., ন্যাশনাল লাইব্রেরী, তিউনিস, নং ১৭৯৪, ৩১৬; (৫) আল-ওয়াবীর আস-সাররাজ, আল-হুলালুস-সুনদুসিয়্যা,

পাণ্ডু আহমাদিয়াতে (যায়তুনা) রক্ষিত, তিউনিস, নং ৬২০৫, পত্রক, ৯৮-৯; (৬) মুহাম্মাদ আন-নায়ফার, 'উনওয়ানুল-আরীব, তিউনিস ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ১২২-৭; (৭) মুহাম্মাদ আল-বুহলী আন-নায়্যাল, আল-হাকীকা আত- তা'রীখিয়া লিত-তাসাওউফিল-ইসলামী, তিউনিস ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩০৬-৭।

এম. তালবী (E.I.²)/হুমায়ূন খান

ইবন 'আস্কার (ابن عسكر) : মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন খাদির ইবন হারুন আল-গাস্‌সানী, একজন আন্দালুসী ফার্সী, ভাষাতাত্ত্বিক, কবি ও সাহিত্যিক যিনি মালাগা (مالقة)-এর একটি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৮৪/১১৮৮-৯ সনে এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে সেইখানে বিচার বিভাগের উচ্চ পদে আসীন হন। ৬২৬/১২২৯ ও ৬৩১/১২৩৪ সনের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইবন হুদ [দ্র. হুদীগণ]-এর কাযী আবু 'আবদিল্লাহ ইবন'ল-হাসানআল-জুযামীর সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ৬৩৫/১২৩৮ সনে প্রথম মুহাম্মাদ তাঁহাকে নাসরী মালাগার কাযী নিযুক্ত করেন। তিনি ৪ জুমাদা'ছ-ছানিয়া, ৬৩৬/১২ জানুয়ারী, ১২৩৯ তারিখে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে কর্মরত ছিলেন। তরুণ বয়সে ইবন 'আস্কার "কিতাব আলিফ বা"-এর রচয়িতা আবুল-হাজ্জাজ ইবনু'শ-শায়খ (মৃ. ৬০৪/১২০৭)-এর ছাত্র ছিলেন। M. Asir Palacios উক্ত গ্রন্থের উপর তাঁহার বহুল বিদিত সমীক্ষা "El Abecedario" de Yusuf Benaxeij (মাদ্রিদ ১৯৩২ খৃ.) পরিচালনা করেন। স্বীয় ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র, জীবনীকার ও তাঁহার ধারার উত্তরসূরী আবু বাকর ইবনুল-খামীস ও বিখ্যাত ইবনুল-আব্বার [দ্র.] অন্যতম।

৭ম/১৩শ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দী আন্দালুসী লেখকগণ বহুবার ইবন 'আস্কার-এর মালাগার ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার শিরোনাম হইতেছে "আল-ইকমাল ওয়া'ল-ই'লাম ফী সিলাতিল-ই'লাম বি-মাহাসিনিল আ'লাম মিন আহল মালাকা আল-কিরাম"

الاکمال والاعلام فى صلة الاعلام بمحاسن الاعلام من

أهل مالقة الكرام.)

যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা মালাগার পণ্ডিত আসবাগ ইবনুল-আব্বার (মৃ. ৫৯২/১১৯৬) প্রণীত ই'লাম (اعلام)-এরই সম্প্রসারণ। তবে ইবনুল-খাতীব [দ্র.] যাহার জন্য রচনাটি "ইহাতা" (إحاطة)-র একটি প্রধান উৎস ছিল ইহাকে "মাতলাউল-আনওয়ান ওয়া নুযহাতুল-আব্বার" (مطلع الانوار ونزهة الابصار) ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। অন্যান্য রূপান্তরও রহিয়াছে যাহার মধ্যে সহজ ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত শিরোনাম "তা'রীখ মালাকা:" (تاريخ مالقة) অন্যতম। লেখকের মৃত্যুকালে রচনাটি অসমাপ্ত ছিল এবং ইহা শেষ করিবার দায়িত্ব ইবনুল-খামীস (উপরে দ্রষ্টব্য)-এর উপর বর্তায়, যিনি ৭ম/১৩শ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ের দিকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। "ইকমাল"-এর অদ্যাবধি বিদ্যমান যেই পাণ্ডুলিপিটি আমাদের নিকট রহিয়াছে (ব্যক্তিগত সংগ্রহে) তাহা অসম্পূর্ণ; তবে ইহার এক বৃহৎ অংশ সৌভাগ্যক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছে এবং যাহা হইতে ইহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের মূল্যায়ন হইতে পারে। জীবনীমূলক তথ্যাদি ছাড়াও

আলোচিত ব্যক্তিগণের কাব্যের সময়েপযোগী নমুন্যর উপস্থাপনের কারণে ইহাতে অন্তর্ভুক্ত মালাগার বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীসমূহের একটি বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য রহিয়াছে (দুর্ভাগ্যক্রমে "মুওয়াশশাহাত" ও "যাজাল"-এর কোনরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই)। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ইহাতে এমন উপাদান রহিয়াছে যাহা ৮ম হইতে ১৩শ খৃ. শতকের মধ্যবর্তী সময়ের আমাদের বর্তমান বর্ণনাসমূহ পরিবর্তন, পরিপূরণ ও নিরীক্ষণে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইবন 'আস্কার আরও বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। যেমন (১) আল-মশর'আউর-রাবী (المشعر الروى) যাহা কুরআন শারীফ ও হাদীছে ব্যবহৃত বিরল শব্দাবলীর উপর লিখিত আল-হারাবীর রচনাসমূহের একটি পরিশিষ্ট; (২) নুযহাতুল-নাজির ফী মানাকিব 'আম্মার ইবন যাসির (نزهة الناظر فى مناقب عمار بن ياسر) যাহা Alcalá la Real-এর বানু সা'ঈদ-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এবং স্পেনে আগমনকারী এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তির জীবনী বিষয়ে লিখিত (ইবন 'আস্কার এই পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন); (৩) আল-জুযউ'ল- মুখতাসার 'আন-যাহাবিল-বাসার (الجزء المختصر... عن زهاب البصر), যাহা জনৈক অন্ধ বন্ধুকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশে অন্ধত্বের বিষয়ে লিখিত; (৪) ইযখিখারু'স-সাবর (انذار الصبر) তাসাওউফ সম্পর্কে একটি রচনা; (৫) আল-আরবা'ঈনুল-হাদীছ (الاربعين الحديث) এবং (৬) আত-তাকমীল ওয়া'ল-ইতমাম লি-কিতাবিত-তা'রীফ ওয়া'ল-ই'লাম (التكميل والاطماف لكتاب التعريف والاعلام) যাহা কুরআনে পাওয়া যায় না এমন সব নামবাচক বিশেষ্য সম্বন্ধে Fengirola-এর আস-সুহায়লী (৫০৭-৮১/১১১৩-৮৫) একটি গ্রন্থের ভাষ্য ও পরিশিষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী : সকল গুরুত্বপূর্ণ বরাত প্রদত্ত হইয়াছে নিম্নলিখিত রচনাটিতে : J. Vallve Bermejo Una fuente importante de la historia de al-andalus: La "Historia" de Ibn Askar, al-Andalus-এ, ৩১ (১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ২৩৭-৮০ (সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের অনুচ্ছেদসমূহের কতকগুলির অনুবাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

J. D. Latham (E.I.² Suppl.)/ আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন 'আসাকির (ابن عساكر) : কয়েকজন 'আরব রচয়িতার নাম যাহাদের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ:

(১) দামিশকের ঐতিহাসিক 'আলী ইবনুল-হাসান ইবন হিবাতিল্লাহ আবুল-কাসিম ছিকাতুদ্দীন আশ-শাফি'ঈ, মুহাররাম, ৪৯৯/সেপ্টেম্বর, ১১০৫ সালে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদ ও ইরানের বড় বড় শহরে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পিতৃনগর দামিশকের আল-মাদরাসাতুল-নূরিয়ায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন এবং সেখানেই ১১ রাজাব, ৫৭১/২৫ জানুয়ারী, ১১৭৬ সালে ইনতিকাল করেন। আল-আনসাবের রচয়িতা আস-সাম'আনী (মৃ. ৫৬২ হি.) তাঁহার বন্ধু ছিলেন। আল-খাতীবুল-বাগদাদী সংকলিত তা'রীখ বাগদাদ-এর অনুসরণে রচিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ তা'রীখ মাদীনাতে দামিশক'-এ তিনি সেই সকল ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ করেন, যাহারা যেকোন এক সময় দামিশকের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। মূল গ্রন্থের আশি খণ্ডের মধ্যে মাত্র কয়েক খণ্ড বর্তমানে অবশিষ্ট আছে (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২৯-৩০ হি. সালে দামিশক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রথম খণ্ড, সম্পা. সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, দামিশক, ১৩৭১/১৯৫১। এই খণ্ডগুলি ব্যতীত, যাহা Brockelmann, ১: ৩৩১-এ উল্লেখ রহিয়াছে, আরও কয়েকটি খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা: (১) Stramburg- (ZDMG, -৪০ ও ৩১০); (২) ইস্তাবুলে (দামাদ ইবরাহীম পাশা, সংখ্যা ৮৭৩-৮৮২), 'আতিফ আফিন্দী, সংখ্যা ১৮১২-১৮১৯); (৩) কায়রো-এ (ফিহরিসতুল-কুতুবিল-মাহফুজা বিল-কুতুবখানা আল-খুদায়বিয়া, ৫:২৫); (৪) দামিশক-এ (দ্র. হাবীবু'য-যায়্যাত, খাযাইনুল-কুতুব ফী দামিশক ওয়া দাওয়ানীয়া, পৃ. ৭৫ প., দ্র. Horovitz, in Mitt. d. Sem. or. Spr. ১০খ, ৫০ প.); (৫) তিউনিসে যায়তুনা (Houdas Banel, সংখ্যা ৬৫); অধিকন্তু তু. ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ জাররাহ আল-'আজলুনী (মু. ১১৬২/১৭৪৯) in Tubinger, Seybold Verzeichmis, সংখ্যা-৬, তু. Sauvatre : Histoire de Damas, in JA ১৮৯৪-১৮৯৬।

তারীখ দামিশক গ্রন্থটি বৃহৎ অবয়ববিশিষ্ট হওয়ার কারণে বিভিন্ন লেখক ইহার সারসংক্ষেপ রচনা করিয়াছিলেন, যেমন আবু শামা (মু. ৬৬৫ হি.) ইবন 'আবদি'দ-দাইম আল-মাক্দিসী (মু. ৬৮০ হি.) গ্রন্থটির নাম ফাকিরাতুল-মাজালিস ওয়া ফাকাহাতুল-মাজালিস; ইবনুল-মুকাররাম (মু. ৭১১ হি.), আল-'আয়নী (মু. ৮৭৯ হি.), আস্-সুযুতী (মু. ৯১১ হি.), ইহার নাম ছিল তুহফাতুল-মায়াকিরিল-মুনতাকা মিন তারীখ ইবন 'আসাকির। পরবর্তীকালের রচয়িতাদের মধ্যে বাদরান 'আবদুল কাদির (মু. ১৩২৭ হি.) তাহফীব তারীখ ইবন 'আসাকির নামে একটি সারসংক্ষেপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৩২৯ হি. সাল হইতে ১৩৩২ হি. সাল পর্যন্ত তিনি দামিশক হইতে ইহার পাচটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর তাহার ইনতিকাল হয়। আতঃপর দামিশকের আল- মাক্তাভাতুল- আরাবিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড হইতে ইহার প্রকাশ শুরু করে। ১৩৫১ হি. সালে ইহার ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তারীখ দামিশক-এর উপর কয়েকটি পরিশিষ্টও রচিত হইয়াছে, যেমন-তাহার পুত্র আবুল-কাসিমের রচিত পরিশিষ্ট; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা ছাড়া সাদরুদ্দীন আল-বাকরী 'উমার ইবনুল- হাজিব আল-বায়ারী ও আবু য়া'ল রচিত পরিশিষ্ট।

তাহার অন্য যেসব গ্রন্থের উল্লেখ Brockelmann করিয়াছেন, সেইগুলি ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল "আল-মু'জাম"। ইহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত শাফি'ঈ মতানুসারী খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ আল-মাক্দিসী (মু. ৬৪৩/১২৪৫) কিতাবুল-ওয়াহম নামে একটি পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন (দ্র.

Description list of the Arab. Mss. acquired by the Trustees Since 1894, লন্ডন ১৯১২ খ., পৃ. ৩৫)। তাহার গ্রন্থ আমালীর কিছু অংশ দামিশকে সংরক্ষিত রহিয়াছে (আয-যায়্যাত, পু. গ্র., পৃ. ২৯ সংখ্যা-৫)। তাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "তাবয়ীনু কিতাবিল-মুকতী ফী মা নাসাবা ইলা'ল-ইমাম হা'সান আল-'আসকারী"-এর কিছু অংশ লাইডেন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পা. Mehren., অনুরূপভাবে কাশফুল-মুগাঙ্গা ফী ফাদলিল-মুওয়াততাতও প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকুত, ইরশাদুল-আরীব, সম্পা. Margoliuth, ৫খ, ১৩৯, ১৪৬; (২) ইবন খাল্লিকান, বুলাক' ১২৯৯ হি., সংখ্যা ৪১৪; (৩) আস্-সুব্বকী, তাবাকাতুল-শ-শাফি 'ইয়্যাতিল-কুব্বা, ৪খ, ২৭০-৭; (৪) Liber classium, Virorum. auct. dhabio, সম্পা.

Wustenfled, Gottingae ১৮৩৩-৩৪ খ. ১৪ খ. ১৬; (৫) Wustenfled, Die geschichtschreiber der Araber, সংখ্যা-২৭৬; (৬) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৪খ, ২৩৯; (৭) যাহাবী, তাবাকাতুল-হুফফাজ, ৪খ, ১২২; (৮) ঐ লেখক, দুওয়ালুল-ইসলাম, ২খ, ৬৩; (৯) ইবনুল-জাওবী, আল-মুনতাজাম, ১০খ, ২৬১; (১০) আবুল-ফিদা, তারীখ; (১১) আস-সাফাদী, আল-ওয়াকী বি'ল-ওয়াকিয়াত; (১২) মিস্তাহ'স-সা'আদা, ১খ, ৩১১; (১৩) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ১২খ, ২৯৪; (১৪) ইবনুল-ওয়াদী, ২খ, ৮৭; (১৫) আন-নু'আয়মী, তানবীহ'ত-তালিব; (১৬) তাযকিরাতুল-য-বামান, ৮খ, ৩৩৬; (১৭) তা'রীখ মাদীনা দামিশক-এর ভূমিকা, সম্পা. সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, মুহাম্মাদ কুরদ'আলীকৃত, পৃ. ৬-ন, ৫-৫৫; (১৮) Brockelmann, ১ : ৩৩১, পরিশিষ্ট ১ : ৫৬৬; (১৯) আল-বুতানী, বাতরুস, দাইরাতুল- মা'আরিফ, ১খ, ৬০৩; (২০) হসামুদ্দীন আল-কুদসী, মুকাদ্দামাতুল- তাবয়ীনি'ল-মুফতী, ১৩৪৭ হি.; (২১) E.I.² ৩খ, ৭১৩-৫।

(২) তাহার পুত্র আল-কাসিম ৫২৭/১১৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০০/১২৩০ সালে ইনতিকাল করেন। অন্যান্য রচনা ছাড়াও তিনি আল-জামি'উ'ল-মুসতাকসা ফী ফাদাইলিল-মাস'জিদিল-আকসা নামক গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি ইবনুল-ফাকীহ রচিত বা 'ইছ'ন-নুফুস-এর দুইটি বৃহৎ বরাতের একটি; তু. আস্-সুব্বকী, তাবাকাতুল-শ-শাফি'ইয়া, ৫খ, ১৫৮।

C. Brockelmann ও 'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান জু'ফা

ইবন 'আসিম (ابن عاصم) : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আসিম আল-গারনাতী, একজন বিখ্যাত মালিকী ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, বৈয়াকরণ ও সাহিত্যবিশারদ ছিলেন। তিনি ১২ জুমাদাল-উলা, ৭৬০/১১ এপ্রিল, ১৩৫৯ সনে গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১ শাওয়াল, ৮২৯/১৫ আগস্ট, ১৪২৬ সনে তথায় মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মাদ নামে তাহার আর এক ভাই ছিলেন। তাহার কন্যা ছিল আবু য়াহ্যা। তাহার এক পুত্র ছিল, তাহার কন্যাও ছিল আবু য়াহ্যা। এই শেখোক্ত ব্যক্তি তাহার পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছিলেন (আহ'মাদ বাবা, নয়ল, ২৮৫)। ইবন 'আসিম গ্রানাডার এক অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবন জুমায়্যি তাহার মাতার চাচা ছিলেন। ইবন 'আসিম গ্রানাডার বহু অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহাদের মধ্যে ইমাম শাতিবী (দ্র.) ছিলেন অন্যতম (পূর্ণ তালিকার জন্য, দেখুন Ben cheneb, in E.I.¹)। কথিত আছে, তিনি বই বাঁধাইয়ের পেশা অবলম্বন করেন, পরিশেষে তিনি গ্রানাডার প্রধান কাযীর পদে শ্ৰীষ্ঠিত হন। তাহার জীবনীকারগণ তাহার রচিত দশটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই ফিক্‌হ, কিরা'আত, নাহ্‌ও ও সাহিত্যের উপর ছন্দাকারে লিখিত। তাহার এই সকল রচনার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে :

(১) তুহফাতুল-হুক্কাম ফী নুকাতি'ল-'উকুদ ওয়া'ল-আহ'কাম মালিকী মায'হাবের ফিক্‌হ সম্পর্কে ১৬৯৮টি রাজ্য ছন্দের শ্লোকে রচিত, পুনঃপুনঃ মুদ্রিত এই নিবন্ধটি 'আসিমিয়া নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থখানা ইবন আবী যায়দের রিসালা এবং খালীল ইবন ইসহাকের মুখতাসার গ্রন্থসমেত মালিকী

মায-হাবের একখানা নির্ভরযোগ্য সারথাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, অনেকই এই গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাহাদের ভাষ্যসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে তাহারা হইলেন মুহাম্মাদ ইবন আহ-মাদ মায়্যারা (মৃ. ১০৭২/১৬৬২), মুহাম্মাদ ইবন সূদা আত-তাও (মৃ. ১২০৭/১৭৯২), আলী ইবন আবদিস-সালাম আত-তাসুলী (মৃ. ১২৭৮/১৮৬২) এবং তিউনিসের যায়তুনা মসজিদের অধ্যাপক উছমান ইবন ল-মাকী আত-তাওয়ারী (১৩৩৯/১৯২১ সনে লিখিত)। তুহফা গ্রন্থটি Houdas F. Martel কর্তৃক সম্পাদিত এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়, আলজিয়ার্স ও প্যারিস ১৮৮২-৯৩ খৃ.। অতঃপর L. Bercher গ্রন্থটির অনুবাদ করেন, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.।

(২) মুরতাকাল-উসূল ইলা মা'রিফাতি 'ইলমি'ল- উসূল উসূল-ল-ফিকহশাস্ত্রে রাজায় পদ্যে লিখিত একখানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (৩) কিতাবুল-হাদাইক অথবা হাদাইকুল-আযহার, গল্প ও উপাখ্যানে একটি সংকলন, নাসরী শাসনকর্তা দ্বিতীয় যুসুফ (৭৯৩-৪/১৩৯১-২)এর নামে উৎসর্গীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহ-মাদ-বাবুল আল-তালুকতী, নায়লুল-ইব্বতিহাজ বি-তাতরীযিদ-দীবাজ, কায়রো, ১৩২৯-৩০ হি. ২৮৯প.। (২) মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ মাখলূফ, শাজারাতুল-নূর আয-যাকিয়্যা, কায়রো ১৩৪৯ হি., নং ৮৯১; (৩) Moh, Ben cheneb, in E.I.¹ দ্র.।

J. Schacht (E.I.²)/মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ

ইবন ইদরীস (ابن ادریس) : (১) ইদানিংকালে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস ইবন মুহাম্মাদ আল-আজামুরী আল-আমরাবী আল-ফাসী। তিনি ছিলেন মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী এবং অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার সুখ্যাতি তাঁহার জন্ম-ভূমির বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমরা তাঁহার সঠিক জন্ম তারিখ (১১১৮/১৮৮৪ খৃ.) জানি না। ফাস ছিল অত্যন্ত ভ্রূ পরিবেশপূর্ণ স্থান। তথায় তাঁহার পরিবার শারীফ খান্দান বলিয়া পরিচিত ছিল। কঠোর অধ্যবসায় সহকারে পড়াশুনা শেষ করিয়া তিনি প্রথমত একজন নকলনবীশ এবং পরে স্কুল শিক্ষক হিসাবে উপার্জন শুরু করেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার বংশ পরিচয় ও প্রতিভার কথা আলাবী বংশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল-কাসিম আয-যায়ানী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তাঁহার লেখাগুলি সুবিন্যস্ত করার পরামর্শ দেন এবং পরবর্তী সুলতান আবদুর-রাহ-মান-এর দরবারে তাঁহাকে উপস্থিত করিলে সুলতান তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করেন। ১২৩৭/১৮২২ সনে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক আকলনসূস (দ্র.)-এর স্কুলে তাঁহাকে মন্ত্রী পদে যোগদানের জন্য ইবন ইদরীসকে আহ্বান করেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মিথ্যা অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধে ছড়াইয়া পড়িলে তিনি সুলতানের রোষানলে পতিত হন, এমন কি সুলতানের আদেশে তাঁহাকে দৈহিকভাবেও নির্ধাতন করা হয় (১২৪৭/১৮৩১)। ১৮৩৫ খৃ. সুলতান তাঁহার প্রতি পুনঃ আস্থা স্থাপন করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে অতিরিক্ত হাজিরের পদে তাঁহাকে পুনর্বহাল করেন। এই পদে তিনি তাঁহার মৃত্যু ৪/৫ মুহ'ররাম, ১২৬৪/১২ অথবা ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৭ পর্যন্ত অত্যন্ত খ্যাতি ও নিপুণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য অগাধ সম্পদ রাখিয়া যান; তবে মাওলা আবদুর-রাহ-মানের আদেশে তাঁহার উপর যে নৃশংসতা আপতিত হইয়াছিল উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। কারণ সুলতানকে এই কথা বলিয়া উত্তেজিত করা হইয়াছিল যে, মন্ত্রী মহোদয় আলজিরীয় আমীর আবদুল-কাদিরের কৃপা দৃষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সুলতানের

কতিপয় বিব্রতকর ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের দরুন দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্ভবত উহার পতন ঘটানোরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইবন ইদরীসই মরক্কোর অফিস সংক্রান্ত পত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা ভঙ্গিয়া পড়ার পর আধুনিক রীতিতে উহাকে পুনঃপ্রচলিত করেন। তিনি অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। অতিরঞ্জিত ভাবাবেগমুক্ত মিত্রাক্ষরযুক্ত পদ্য রচনায় তিনি সফলতা অর্জন করেন। কবি হিসাবেও তিনি মরক্কোবাসীর নিকট অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন দান লাভ করিয়াছিলেন যে, যে কোন অবস্থায় তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি সাধারণত বুদ্ধিমত্তার কিংবা কখনো কখনো সরলতার দরুন যুবরাজদেরকে, যাহাদের অধীন তিনি চাকুরী করিয়াছিলেন, দেশের সাধক ও তাপস, মাওয়ালীদের গর্ব কিংবা মাররাকুশের উদ্যান বলিয়া তাঁহার লেখনীতে প্রকাশ করিয়াছেন। আলজিরিয়া জবর দখলের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন এবং বিদ্রোহাঙ্ক কবিতা রচনা করেন। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থ দীওয়ান-এখনো মরক্কোর রাজধানী রাবাতের রাজকীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। মাররাকুশে বিরাট উদ্যান পরিবেশিত তাঁহার মনোরম বাসস্থান এখনও 'Arset ben Dris' নামে খ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Fumey, Choix de Correspondances marocaines, ১ম খণ্ড, মূল ও নেট, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., ১৩২; (২) Kattani, সালওয়াত আল-আনফাস, ফাস ১৯১৬ খৃ., ২খ, ৩৬২; (৩) Akanss al -Djaysh al-aramarm, Fas, ১৯১৮, ২খ, (বিশেষত পৃ. ৩১ ও ১৫৮-৫৩); (৪) ইবন যায়দুন, ইতহাফ আল'লামিন-নাস..., রাবাত ১৯৩২ খৃ., ৪খ, ১৮৯-২৩৯ (তাঁহার সুদীর্ঘ গদ্য ও পদ্য রচনাবলী); (৫) আব্বাস ইবন ইব্রাহীম আল-ইসলাম বি-মান হাল্লা মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আ'লাম, ফাস ১৯৩২-৯, ১খ, ৩২৪-৯, ৫খ, ২৬৩-৯২; (৬) Mohamed-El-Fasi, La litterature marocaine in Le Maroc (ouvrage collectif sous la direction d'E. Guernier) প্যারিস ১৯৪০ খৃ., ৪২৫; (৭) J. Caille, Une mission de Leon Roches a Rabat en 1845, Casablanca 1847; (PIHEM, xliiii) নির্ঘণ্ট; (৮) Nacer El-Fasi, মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস, vizir et Poete de la Cour de Moulay Abderrahman, in Hesperis Jamuda, iii/i ১৯৬২ খৃ. (কতক অনুবাদসমূহ); (৯) নাসির আল-ফাসী, মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস, আল-বাহছুল-ইলমী নং ১ (জানুয়ারী, ১৯৬৪ খৃ.)।

G. Deverdun (E.I.²)/এ. কে. এম. আবদুল ওয়াদুদ

ইবন ইদরীস (ابن ادریس) : (২) তাঁহার প্রকৃত নাম আবুল-আলা ইদরীস। তিনি ফাস (ফেয) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ব্যাপকভাবে সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সুলতান মুহাম্মাদ ইবন আবদুর-রাহ-মান তাঁহাকে ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিয়োগ করেন এবং কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়া ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮৪৫ খৃ., স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে সংঘটিত দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের ফলস্বরূপ মরক্কো যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ছিল, তাহা হ্রাস করাইবার জন্য স্পেন সরকারের উপর ফরাসী সম্রাটের হস্তক্ষেপ কামনা করাই ছিল তাঁহার এই কূটনৈতিক মিশনের উদ্দেশ্য। ১৮৬০ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে তিনি প্যারিসে ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত করেন এবং সেখানে চমৎকার প্রভাব

রাখিয়া আসেন। তাঁহার ভ্রমণের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তুহফাতুল-মালিকিল-আযীয-বি মামলাকাত বারীয" শিরোনামে একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত (রিহলা) রচনা করেন। ফরাসী দেশের যে সমস্ত প্রদেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত দালান ও ইমারত দেখিয়াছিলেন, যে সকল সংবর্ধনায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে সমস্ত রীতি ও প্রথা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সেইগুলির চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ১৩২৭/১৯০৭ সালে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ফাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইবন ইদরীস আরও একটি কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য স্পেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৪ জুমাদাছ-ছানী, ১২৯৬/৫ জুন, ১৮৭৯ তারিখে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তিনি রাবাতে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. de la Martiniere, Souvenire du Maroc, প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (২) ইবন যায়দান, ইতহাফ আ'লামিন-ন-নাস, রাবাত, ১৯৩০ খৃ., ২খ, ৩২-৪১; (৩) 'আবদু'স-সালাম ইবন সুদা, দালীল মু'আররিখিল-মাগরিবি'ল-আকসা, তিতুয়ান ১৩৬৯/১৯৫০, পৃ. ৩৭২, নং ১১৫৩; (৪) J. L. Miege, Le Maroc et l'Europe (1830-1894), প্যারিস ১৯৬১ খৃ. নির্ঘণ্ট।

G. Deverdun (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন ইনাবা (ابن عنابة) : (ইরাক-পারস্য মহলে অতি সাধারণ রূপ; অন্যন্য রূপ 'উক্বা, 'উত্বা, 'আনবাসা) জামালুদ্দীন আহ'মাদ ইবন 'আলী ইবন ইনাবা আদ-দাউদী আল-হাসানী ইমামী, বংশতালিকা বিশারদ তালিবী নাসসাবার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। জ. আনু. ৭৪৮/১৩৪৭ সনে (৭৬৪-হি. কৈশোর অতিক্রমের পর তিনি ইবন মু'আয়্যার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন—ইহার ভিত্তিতে এই তারিখ নির্ণীত), মু. ৭ সাফার, ৮২৮/২৯ ডিসেম্বর, ১৪২৪, কিরমানে। তিনি কুলজীবিশারদ আহ'মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ আল-'উবায়দীর এবং পরোক্ষভাবে ইবনু'ল-মুতাহহার আল-হিল্লী ও জালালুদ্দীন আবু'ল-কাসিম 'আলী ইবন 'আবদি'ল-হামীদ ইবন ফাখখার-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা জীবনে যাহার প্রভাব সর্বাধিক তিনি ছিলেন তাহার শ্বশুর ইবন মু'আয়্যা (তাজুদ্দীন আবু 'আবদি'ল্লাহ, মুহ'াম্মাদ ইবন আল-কাসিম)। শেখোক্ত ব্যক্তি ফুতুওয়া (দ্র.)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন; যেমন এই কারণে যে, খ্রিষ্টজন বিখ্যাত 'আলিম (বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ ইবনু'ল-মুতাহহার আল-হিল্লী, ইবন তা'উস ও ইবন ফাখখার)-এর ইজাযাত লাভ করিয়াছিলেন এই কারণেও যে, বার-ইমামপন্থিগণের সর্বপ্রথম শহীদ (আশ-শাহীদুল-আওয়াল) শামসুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইবন মাককী আল-'আমিলীর মত বিদ্বান ও তাহার শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ বারটি বৎসর ইবন ইনাবাকে আইন (ফিক্'হ), হাদীছ, কুলজী, অঙ্কশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

ইবন ইনাবার রচনাবলী একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। اعيان الشيعة-এর তালিকা অনুযায়ী ইহার মধ্যে রহিয়াছে (১) 'উমদাতু'ত-তালিব ফী আনসাব আল-ই আবী তালিব (আল-কুবরা নামে পরিচিত), সমাণ্ড ৮১৪/১৪১১-২, যাহা তায়মূরিয়া সংগ্রহের একটি কপিতে টিকিয়া আছে। একটি সূত্রে জানা যায়, গ্রন্থটি তৈমূর লংগকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বস্তুত হু'সায়নী জালালুদ্দীন আল-হাসান ইবন 'আমীদুদ্দীন, 'আলী ইবন ইয়যুদ্দীন আশ-শারীফ মুহ'াম্মাদ ইবন আবিল-ফাদল 'আলীর জন্য রচিত হইয়াছিল; সম্ভবত ইহা মোহাঈ সংস্করণ ১৩১৮/১৯০০-১-এর অনুরূপ।

(২) 'উমদাতু'ত-তালিব, আস-সুগরা সাযিদ্ মুহ'াম্মাদ ইবন ফাল্লাহ আল-মুশা'শাঈ আল-মাহদীর (অথবা তাঁহার পিতার) প্রতি উৎসর্গীকৃত। কাশফু'জ-জুনুন অনুযায়ী পুস্তকটি কিছু সংযোজনসহ ইবনু'স-সু'ফীর মুখতাসার এবং আবু নাসর সাহল ইবন 'আবদি'ল্লাহ আল-বুখারীর তা'লীফ-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আল-কানতুরী দুই 'উমদার মধ্যে এই পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছেন, বরং উহাদেরকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। খিয়াবানী উক্ত পার্থক্য স্বীকার করেন এবং ১৯১৮ খৃ. নাজাফ সংস্করণের ভূমিকাতেও ইহা স্বীকৃত, যাহাতে একমাত্র এই ক্ষুদ্র উমদাই টিকিয়া আছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিসমূহে নামের কিঞ্চিৎ পার্থক্য (আনসাব অথবা নাসাব অথবা মানাকিব) এবং বিষয়বস্তু বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু বৈচিত্র্য ব্যতীত এই 'উমদা সর্বক্ষেত্রে আবু তালিব-এর পাঁচ পুত্রের অনুরূপ পাঁচটি ফাসল (অধ্যায়)-এ বিভক্ত। মনে হয় এই 'উমদা তাহাই যাহা লঙ্কৌ সংস্করণ (৮০২/১৩৯৯-১৪০০)-এ প্রকাশিত হয় এবং সাম্প্রতিককালে তারিখবিহীন বৈরাত সংস্করণে প্রকাশিত।

(৩) কিতাব ফি'ল-আনসাব নামক একটি গ্রন্থ সম্ভবত ফারসী ভাষায় লিখিত; নাজাফ মূল পাঠের সম্পাদকগণের মতে ইহা 'উমদার সংক্ষিপ্ত আকার, যারী'আ-তে উল্লিখিত কিতাবু আনসাবি আল-ই আবী তালিব হইতে অভিন্ন, কিন্তু এই যারী'আতেই উল্লিখিত অপর দুইটি পুস্তক তুহফাতুল-জামালিয়া ও তুহফাতু'ত-তালিব-এর সহিত ইহাকে সনাক্ত করা যায়। অন্য লেখকগণও এই দুই পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্যাটি সমাধানহীনই রহিয়া-গেল, বিশেষত যেহেতু খিয়াবানী উভয় তুহফাকে আসলে একই রচনা বলিয়া মনে করেন।

(৪) বাহরুল-আনসাব ফী নাসাবি বানী হাশিম, একটি মুক'াদ্দামা ও পাঁচটি অধ্যায়সম্মিলিত, জুরজী যায়দান উল্লেখ করিয়াছেন যে, কায়রোর খেদীবীয় গ্রন্থাগারে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি আছে, যারী'আ ও খিয়াবানীও ইহার উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, II, 119, S II, 272; (২) হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১৯৪৩ খৃ., ১১৬৭-৬৮; (৩) আল-কানতুরী, কাশফু'ল-মাহজুব ওয়াল-আসত্বার, কলিকাতা ১৩৩০/১৯১২, ৩৮৬, n 2136; (৪) Agha Bozorg Tehrani *الدريفة على تصانيف الشيعة* iii, Nadjaf 1357/1938; 424-5, n, 1536, 448 n, 1627; (৫) Abbas al-Kummi al-Nadjafi, *Kitab al-Kuna wal al-kab*, i, Nadjaf 1956, 391; (৬) Dj. Zaydan *Tarikh adab al-lugha al arabiyya*, III, Cairo 1913, 1745; (৭) Preface to the ed. of Nadjaf 1918, 3-12; (৮) Muhammad Ali Tabrizi *Khiyabani, ریحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب* Tabriz i, 1326 s./1947-8, 275, np, 680; iv, n. d. 96 n. 146; (৯) আল-আমিলী, *আয়ানুশশী'আ*, xi, 149-52, (১০) B. Scarcia Amoretti, *sulla Umdat al-talib fi ansab al abi Talib*" e sul suo autore *Djamal al-Din ahmad, ibn Inaba*, in *AUON N.S.* xiii (1963), 287-94; (১১) G. Levi Della Vida, *Secondo elenco dei manoscritti arabi islamici*, Vatican 1965, 80-1.n. 1672.

B. Scarcia Amoretti (E.I.²)/শেখ মোঃ আবদুল হাকিম

ইবন ইয়ারী (ابن عذاری) : আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়ারী আল-মাররাফুশী ছিলেন মাগ-রিব-এর ঐতিহাসিক। তাঁহার সম্পর্কে মাত্র জানা যায় যে, তিনি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে জীবিত ছিলেন, ফেয-এর “কাইদ” ছিলেন এবং ৭১২/১৩১২-৩ সালেও তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থটি লিখিতেছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী বিচার করিলে দেখা যায় যে, তিনি অবশ্যই প্রাচ্যের খলীফা, ইমাম ও আমীরদের সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে গ্রন্থটি এখন বিলুপ্ত। এই ঐতিহাসিকের রচিত অদ্যাপি বিদ্যমান ইতিহাস গ্রন্থের শিরোনাম,

البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس
والمغرب.

তিন অংশে বিভক্ত এই ইতিহাসের প্রকাশিত অংশটিতে লেখক ২০/৬৪০-১ সালে মিসর বিজয় হইতে শুরু করিয়া ৬০২-১২০৫-৬ সালে মুওয়াহহিদ্দীন কর্তৃক আল-মাহদিয়া অধিকার (৬০২/১২০৫-৬) পর্যন্ত সময়ের ইফরীকিয়ার ইতিহাস ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন বংশ ও জনপদ, যাহা একে অন্যের অনুগামী হয়, তাহাদের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের বিশ্লেষণাত্মক ও সংক্ষিপ্ত (তালখীস) বিবরণ প্রদান করেন। আইবেরীয় উপদ্বীপ বিজয়, আমীরাত, খিলাফাত ও “তাইফা”দের রাজ্যসমূহের ইতিহাস রহিয়াছে দ্বিতীয় অংশে। পঞ্চান্তরে ৩য় অংশে রহিয়াছে আল-মাগরিব ও স্পেনের আন্দালুসিয়া প্রদেশে আল-মুরাবিতুন এবং আল-মুওয়াহহিদ্দীন বংশের বিলুপ্তি পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। ৩৮৭/৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসসম্বলিত প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের প্রথমার্ধের মূল পাঠ (text) R. Dozy কর্তৃক প্রকাশিত হয় : Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, Leiden 1848-51 2 Vols, (corrections sur les textes du Bayano I-Mogrib, Leiden 1883- সহ) প্রকাশিত হয়। G. S. Colin ও E. Levi-Provencal কর্তৃক নূতন ও পূর্বতর পাণ্ডুলিপিসমূহের সাহায্যে সম্পাদিত (Leiden 1848-51, 2 vols) অপর একটি গ্রন্থ এই সংস্করণটিকে বাতিল করিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম অংশ স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন F. Fernandez Gonzalez (খানাতা ১৮৬০ খৃ., কিছুটা ক্রটিপূর্ণ) এবং ফরাসী ভাষায় E. Fagnan (আলজিয়ার্স ১৯০১-৪, দুই খণ্ড)। ৩৯২-৪৬০/১০০১ (২) ১০৬৭(৮) সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসসম্বলিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বের শেষার্ধের যে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানা আমাদের হস্তগত হইয়াছে উহা ছিল E. Levi-Provencal-এর একটি সম্পাদনার বিষয়বস্তু; বায়ান ৩খ, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; ইহা পাঠ করিতে হইবে Observations sur le texte du tome. III du Bayan d Ibn Idari-এর সংযোগে, in Melanges Gaudefroy- Demombynes (কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ২৪১-৫৮)। Levi-Provencal এই পাঠের বিভিন্ন খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন R. Dozy Histoire des Musulmans d'Espagne, Leiden 1932, ৩খ-এর পরিষ্টি এবং al-Andalus (সাময়িকীতে) xiii (১৯৪৮ খৃ.), ১৪৯-১১ (অনু. E. Garcia Gomez)। বায়ান-এর খণ্ডই তৃতীয় যাহা সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে আবিষ্কৃত নূতন পাণ্ডুলিপি হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। মুরাবিত সমাজের প্রাচীনতম বৎসরগুলি হইতে ৫৪১/১১৪৬ সাল

পর্যন্ত (৪৬৯-৪৯৫/১০৭৬-১১০২ বিরতিসহ) বিবরণের কতিপয় খণ্ডাংশ আল-মুরাবিত বায়ান হইতে প্রকাশ ও অনুবাদ করেন A. Huici (Un fargmento inedito de Ibn Idari Sobre los almoravides, in Hesperis Tamuda. ii/I. 1961, 43-111)। E. Levi-Provencal 8৮৫/১০৯২, 8৮৭/১০৯৪ ও ৪৯৬/১১০২ সালের সহিত সম্পর্কিত খণ্ডাংশ এবং আল-মাজদালী কর্তৃক Valencia বিজয় সম্পর্কিত খণ্ডাংশ প্রকাশ ও অনুবাদ করেন। (সম্পূর্ণটি অনুবাদ করেন E. Garcia Gomez. in La toma de Valencia por el Cid, in al-Andalus, xiii, 1948, 91-156)। আল-মুওয়াহহিদ্দীন বায়ান-এর সম্পূর্ণতর মূল পাঠ El anonimo de Madrid y Copenhague-এ (Valencia 1917) বিধৃত রহিয়াছে : A Huici ইহাকে পরিচিত করিয়াছেন in the Notes d'histoire al mohade iii (মূল ও অনু. E. Levi-Provencal) in Hesperis X (1930), 49-90. আরও সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণতর আকারে পরিচিত করিয়াছেন in the III parte de al Bayan ae-Mughrrib por Ibn Idari. সম্পা., A. Huici. মুহা. ইবন তাবীত ও মুহা. ইবন আল-কাততানীর সহযোগিতায়, তেতুয়ান, ১৯৬৩। Coleccion de Cronisas arabes de la Reconquista, ii-iii. Tetuan 1953 সংকলনে এবং সম্প্রতি ইবন ইয়ারী আল-বায়ানুল মুগরিব গ্রন্থে A. Huici মুওয়াহহিদ্দীন বায়ান-এর পাণ্ডুলিপি হইতে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, Nuevos Fragmentos al moravidesy almohades. Valencia 1963।

আল-ইয়ারীর ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মাগ-রিব ও আন্দালুসের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণাগণের জন্য সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণসম্বলিত একটি অপরিহার্য মৌলিক সূত্ররূপে স্বীকৃত। অবশ্য তাঁহার বর্ণনাত্মক সমালোচনার জন্য অন্যদের মধ্যে দ্র. Cl. Sanchez Albornoz (En torno a los origenes del feudalismo, Parte segunda: Los arabes y el regimen prefeudal carolingio., fuentes de la historia hispano-musulmana del siglo VIII, ii; Mendoza 1942, 327-35) A. Huici (Col Croniscas arabes de la Reconquista, ii Pp. XI and XII) অন্যদিকে তাঁহার সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি অনেক দৃশ্যপ্য সূত্রের ভিত্তিতে তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

গ্রন্থশক্তি : নিবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থপঞ্জী বাতীত দ্র. Dozy-এর সংস্করণ, ১খ, ৭৭-১০৭-এর মুখবন্ধ (ইহার সিদ্ধান্তসমূহ অসম্পূর্ণ হইলেও অদ্যাবধি কার্যকর); (২) Wustenfeld, Die Geschichts- chreiber. no 373, 151; (৩) Pons Boigurs. Ensayo 414-5; অধিকতর সাম্প্রতিক এবং কার্যকর (৪) E. Levi-Provencal. Alfonso VI y su hermana la infanta Urraca, in al-Andalus, xiii (1948) 157-9, একটি অতি সংক্ষিপ্ত অংশের সংস্করণ ও অনুবাদসহ; (৫) A. Huici, La salida de los almoravides del desierto y el reinado de y Yusuf

b. Tasfin, in Hesperais, xlvii (1959). বিশেষত ১৫৫-৬২ পৃ.; (৬) ঐ লেখক, Un nuevo manuscrito de "al-Bayan al-Mugrib". in al-Andalus, xxiv (1959), 63-84; (৭) ঐ লেখক, Nucvies aportaciones de "al bayan al-Mugrib" sobre los almoravides in al-Andalus, xxvii (1963). 313-30।

J. Bosch-Vila, (E.I.2)/মুহ. আবদুশ শুকুর

ইবন ইয়াস (ابن ياس) : (পাঠান্তর আয়াস), আবুল-বারাকাত মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ যায়ন (শিহাবুদ্দীন আন-নাসিরী আল-যারকাসী আল-হানাফী, জ. ৬ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৮৫২/৯ জুন, ১৪৪ চ.ম. আনুমানিক ৯৩০/১৫২৪। তিনি মিসরে মামলুক শাসনের পতনের এবং ৯২৩/১৫১৭ সালে তাহাদের উপর বিজয়ী উছমানীয় তুর্কীদের প্রথম কয়েক বৎসরের শাসনকালের ইতিহাস রচিয়াত। উল্লিখিত সময়ের ঘটনাবলীর জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিকাল হইতে ইবন ইয়াস প্রধান উৎস হিসাবে স্বীকৃত এবং তাঁহার গ্রন্থ বাদাই'উ-য-যুহুর ফী ওয়াকা'ই'দ-দুহুর (ব্লাক সংস্করণ, অতঃপর সংক্ষেপে ইবন ইয়াস নামে উল্লিখিত)-এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে গ্রন্থকারের কোন জীবনচরিত রচিত না হওয়ায় সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ইবন ইয়াসের শুধু তুলনামূলক গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত করে না: বরং ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মিসরে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বদ্ধান্তের ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত যৎসামান্য তথ্য তাঁহার নিজ রচনা হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা এই উৎস হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহা গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা কালাউনী শাসনামলের আংশিক ও সিরকাসিয়ানদের সম্পূর্ণ শাসনামলে কমপক্ষে একটি মামলুক পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে চমৎকার আলোকপাত করে।

গ্রন্থকারের একজন পূর্বপুরুষ ওয়দেমির (আযদামুর) আল-উমারী অল-নাসিরী আল-খাযিনদার (মৃ. ৭৭১/১৩৭০) সুলতান হুসান ও সুলতান আল-আশরাফ শাবানের অধীনে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইহার মধ্যে সমরসজ্জার আমীর (امير السلاح) ৭৫৭ হি., ত্রিপোলীর ভাইসরয়, ৭৬৪ হি., পরে আলেঞ্জের ভাইসরয়, অতঃপর আবার সমরসজ্জার আমীর, ৭৬৮, হি.-এর পদ উল্লেখযোগ্য। কিছু কালের জন্য তিনি কারাক্ক হন এবং কারামুক্তির পর দামিশকের শাসনকর্তার পদের জন্য মনোনীত হন; কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই ইনতিকাল করেন (ড্র. ইবন ইয়াস, পৃ. ২২১)। ওয়দেমীরের এক কন্যা ইয়াস আল-ফাখরী নামক এক মামলুক যুবকের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এই যুবককে তাঁহার প্রাক্তন মালিকের নামের সূত্রে "মিন-জুনায়দ" এবং পরবর্তীকালে সুলতান আজ-জাহির বারকুকের মালিকানাধীন ও চাকুরীরত থাকার কারণে "আজ-জাহিরী" নামেও আখ্যায়িত করা হইত। ইয়াস (আনু. ৭৮০-৮৩০/১৩৭৮-১৪২৭) বারকুকের পুত্র সুলতান আন-নাসির ফারাজের আমলে দ্বিতীয় নির্বাহী সচিব (দাওয়াদার ছানী) পদে উন্নীত হন (ড্র. ইবন তাগরীবিরদী, পৃ. ২৭৮; wiet, Manhal নং ৫৬৩)।

গ্রন্থকারের পিতা আহমাদ একজন মামলুক আমীরের পৌত্র ও অপর একজনের পুত্র হিসাবে আমীরগণের সামগ্ৰিক মান্যবরদের দলভুক্ত হওয়ার যোগ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি "আওলাদুন-নাস" (اولاد الناس)-এর অন্যতম পদ লাভ করেন। ইবন ইয়াসের মতে পদটি 'আজনা'দুল-হালকার

সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। তিনি তৎকালীন সুলতানের আদেশে এক ধরনের সামরিক রিজার্ভ হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতেন। ইবন ইয়াস-দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, সুলতান কাইত বায়-এর শাসনামলে প্রত্যেক সামরিক রিজার্ভের দায়িত্ব ছিল ২য় সামরিক অভিমানে অংশগ্রহণ করা অথবা নিজের স্থলবর্তী কাছাকেও পাঠান বা ১০০ দীনার প্রদান করা (ড্র. ইবন ইয়াস, ২খ, ৯৩)। তাঁহার পুত্রের বর্ণনানুসারে আহমাদ ইবন ইয়াস (৮২৪-৯০৮/ ১৪২১-১৫০২) বহু আমীর ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ২৫ জন সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনজন-দুই পুত্র ও এক কন্যা তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন। কন্যাটি অশ্ব-তত্ত্বাবধায়ক আমীর (امير اخور) কুর্কমাস আল-'আলা'ঈ (মৃ. ৮৭৭/১৪৭২) নামক এক মামলুকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন; এক পুত্র অশ্রুশালার প্রধান কর্মচারী ছিলেন (زردكس) এবং অন্য পুত্র ছিলেন গ্রন্থকার নিজে (ড্র. ইবন ইয়াস, সম্পা. (Mostafa, ৪খ. ৪৭)।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াসের জীবনী সম্পর্কে যে যৎসামান্য ঘটনা জানা যায়, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে তাঁহার সমসাময়িক দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের অধীনে বিদ্যার্জন : বহুবিদ্যাশিষ্যরদ আস-সুযুতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) (ড্র. ইবন ইয়াস, ২খ, ১১৯, ২৭১, ৩০৭, ৩৩৯, ৩৯২) যাহার সম্পর্কে তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ খুব অল্পই ছিল বলিয়া মনে হয় এবং হানাফী ফারুকী হ ও ঐতিহাসিক 'আবদুল-বাসিত ইবন খালীল আল-হানাফী (মৃ. ৯২০/১৫১৪), (ড্র. ঐ. ১০৪, ১০৫, ও স্থা.)। ইবন ইয়াসের রচনার মূল বিষয়বস্তু (সর্বমোট ছয়টি শিরোনাম, ড্র. Bröckelmann, S II, 405) ছিল ইতিহাস সম্পর্কিত। মনে হয় তাঁহার লক্ষ্য ছিল ফির'আওন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িককাল পর্যন্ত মিসরের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা। মোট কথা, তিনি তাঁহার প্রধান রচনা "বাদাই'উ-য-যুহুর ফী ওয়াকা'ই'দ-দুহুর" গ্রন্থে মামলুক শাসনকাল পর্যন্ত সমগ্র মিসরের একটি ভাসাভাসা ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর রব্বানুক্রমিক ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ পেশ করিয়াছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের (কায়রো, ১৩০১-০৬/১৮৮৪-৮৮; পুনর্মুদ্রিত ব্লাক, ১৩১১-১২/১৮৯৪) প্রথম খণ্ডে আদি যুগ হইতে ৮১৫/১৪১২ পর্যন্ত মিসরের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে ৮১৫-৯০৬/১৪১২-১৫০১, আল-আদিল তুমান-বের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে সুলতান আল-গাওরীর শাসনকাল (৯০৬-২১/ ১৫০১-১৫) বাদ দিয়া মামলুক বংশের শেষ সুলতান আশরাফ তুমান বের শাসনকাল ৯২২-৮/১৫১৬-২২ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে একদিকে যেমন বিভিন্ন যুগের প্রতি অসম্পর্কিত বিন্যাস লক্ষণীয়, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র গ্রন্থখণ্ডে ইবন ইয়াসের রচনা বলিয়া স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সমস্যার প্রতি ইঙ্গিতবহু। আল-গাওরীর শাসনামলের বিবরণ কায়রো ব্লাক সংস্করণের মূল উৎস পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত থাকিলেও অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে তাহা বিদ্যমান এবং পরবর্তী সংস্করণে ৮৭২-৯২৮/ ১৪৬৭-১৫২২ সময়কালের বিবরণসম্বলিত খণ্ডের অর্থাৎ ইবন ইয়াস যে সময়কালের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ইহারই অন্তর্ভুক্ত করা হয় (৩ খণ্ডে, সম্পা. P. Kahle, M. Mostafa, M. Sobernheim, Bibliotheca Islamica, ৫খ, ১৯৩১- ৩৯খ.; সংশোধিত সংস্করণ এম. মুস্তফা, ১৯৬০-৬৩খ.)। গ্রন্থের প্রথম অংশ (কাইত বায়-এর-শাসনামল হইতে) সংক্ষিপ্ত ও দেশীয় রীতিতে রচিত হইলেও

শেষাংশ ৯২২/১৫১৬ হইতে পরবর্তীকালের ইতিহাস শুধু অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতই নয়, বরং অধিকতর পরিমার্জিত ও ভাষাশৈলীতে সমৃদ্ধ। ফলে K. Vollers (in Revue, d. Egypte, ১৮৯৫ খ., ৫৪৪-৭৩) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই শেষাংশের রচয়িতা ইবন ইয়াস নাও হইতে পারেন। অবশ্য M. Sobernheim (E.I¹ ২খ., ৪১৪) উক্ত মতের বিরোধিতা করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, ভাষারীতির এই পার্থক্য দুইটি ভাষ্যের সম্মিলিত বা সংশ্লিষ্ট ডায়েরী ও কোর্ট বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তির ফলশ্রুতি হইতে পারে। এই শেষাংশের মিসরের, বিশেষত মামলুক কোর্টের জীবনযাত্রা, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু সংবাদ, বিদ্বজ্জন ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের সম্মানে রচিত কবিতাগুলি (অনেক গ্রন্থকারের নিজের) হিসাবপত্র, ঘরোয়া বিপর্যয়, বাজারদরের রেকর্ড ও গতি এবং তৎকালীন দৃষ্টি আকর্ষণকারী মামলা-মোকদ্দমা (Causes Celebres) সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে, তদুপরি শাসকবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত লেখকের বর্ণনা হিসাবে গ্রন্থটি অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ইবন তাগরীবিয়দী রচিত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও ইবন ইয়াসের রচনায় পূর্ববর্তী লেখকের ইতিহাস চেতনা ও রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে অনুপস্থিত। একজন সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক 'উছমানী তুর্কীদের হাতে মামলুকদের পরাজয়ের মূল্যায়ন ও কারণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হিসাবে ইহার মূল্য অত্যধিক। গ্রন্থকার সুলতান আল-গাওরীর সমালোচনায় অত্যন্ত মুখর, তিনি সুলতানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য দোষারোপ করেন। দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন, মামলুকদের অন্তর্দন্দ এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রতি উপেক্ষা সম্মিলিতভাবে মামলুকদের পরাজয়ের কারণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পরিশেষে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ভাষা গ্রন্থকারের যুগের মিসরীয় চলতি ভাষার প্রতিফলন হিসাবে 'আরবী উপভাষা বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য মূল্যবান। ইবন ইয়াস রচিত বলিয়া কথিত অন্যান্য গ্রন্থ হইল (১) মারজুয়-মুহুর ফী ওয়ালা ই'দ-দুহুর, ধর্মযাজক ও রাসূলগণ সম্পর্কিত একটি জনপ্রিয় ইতিহাস গ্রন্থ। সম্ভবত গ্রন্থটি ইবন ইয়াস রচিত নয়; (২) নাসখুল-আযহার ফী 'আজাইবি'ল- আকতার বিশ্বতত্ত্ব বা ভূ-বিবরণ, বিশেষত মিসরের প্রসঙ্গে ৯২২/১৫১৭ সালে রচিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকবৃন্দ কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত; (৩) নুহাতুল-'উমাম ফি'ল-'আজাইবি ওয়া'ল-হিকাম একটি অল্প পরিচিত পুস্তক যাহার একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান; (৪) বাদাই' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতমূলক জাওয়াহিরুল-'স-সুলক শীর্ষক পুস্তক এবং (৫) মুনতাজাম বা'দাদ-দুনয়া ওয়া তা'রীখি'ল-'উমাম, ৩ খণ্ডে (গ্রন্থকার রচিত হওয়া অনিশ্চিত, তু. C. Cahen in REI, iii, ১৯৩৬ খ., পৃ. ৩৫৮)। শেষোক্ত দুইটি পুস্তকের প্রতিটির একটি করিয়া কপি ইজামুলে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) Wustenfeld, Geschichts-chreiber, no. 513; (২) Brockelmann, ii, 295, S II, 405; (৩) M. Sobernheim. ইবন ইয়াস, in EI¹, II, 414; (৪) ইবন ইয়াস, বাদাই'উ'য-মুহুর..... ৩ খণ্ড, কায়রো ১৩০১-০৬/১৮৮৪-৮৮, বুলাক ১৩১১-১২/১৮৯৪; (৫) ফিহরিস্ত, সম্পা. মুহা. 'আলী আল-বিবলবী, বুলাক. ১৩১৪/১৮৯৬; (৬) ইবন ইয়াস, বাদাই 'উ'য-মুহুর.....৩খ., সম্পা. P. Kahle, M. Mostafa, M. Sobernheim, Bibliotheca Islamica, v, ইস্তাম্বুল, ১৯৩১, ৯ খ; (৭) পৃ. গ্র., দ্বিতীয় সংশোধিত

সংস্করণ, সম্পা. এম. মুসতাফা Bibliotheca Islamica. 5c-5e, কায়রো ১৯৬০-৬৩ খ.; (৮) Indices. সম্পা. A. Schimmel, ১৯৪৫। অনুবাদসমূহ; (৯) W. H. Salmon, An account of the Ottoman conquest of Egypt. Orient, Trans, Fund, N. S. vol. xxv, ১৯২১ খ., (D. Margoliouth-এর ভূমিকা বিশেষভাবে মূল্যবান); (১০) সূতীসহ নিম্নলিখিত ফরাসী অনুবাদ হি. ৮৭২-৯২৮ সময়কাল সংক্রান্ত (শিরোনামের পার্থক্য লক্ষণীয়); G. Wiet, Histoire des Mamlouks Circassiens. ii, Inst. Fr. d'arch or., ১৯৪৫; (১১) ঐ লেখক, Journal du bourgeois du Caire, ২খণ্ড, Bibl. gen. del Ecole prat. des Hautes Etudes, ১৯৫৫-৬০ খ.।

W. M. Brinner (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন 'ইরস (ابن عرس) : (কদাচিৎ আবনা/বানু ইরস) নেউল (weasel) জাতীয় ক্ষুদ্র মাংসাশী প্রাণী (Mustela nivalis) Mustelidae (সারউব. ব.ব. সারান্দিব) জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম, প্রায় সকল মুসলিম দেশই এই প্রাণীর আবাসভূমি। বিভিন্ন অঞ্চলের এই নেউলের মধ্যে গায়ের লোম ও আকারের সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয় এবং ইহারা যে একই ধরনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাহা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ইহাদের নামের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যথাঃ মিসরে এই প্রাণীকে 'ইরসা, সিরিয়া ও ইরাকে বেল-'ইরস এবং আল-মাগ'রিব-এ বেনল-ইরস ও 'আরুসাতুল'-ফীরান বলা হয়। 'আরবী বিশ্বকোষ প্রণেতা ও জীবতত্ত্ববিদগণ এই প্রাণী সম্পর্কে খুব অল্প কথাই বলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা প্রাণটির প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রীকদের অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেন। যেমন এই প্রাণী গলা বা কানের মধ্য দিয়া বাচ্চা প্রসব করে, সাপকে আক্রমণের পূর্বে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে rue অর্থাৎ উগ্র গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার বনৌষধি (সাযাব) চিবাইয়া লয় (তু. Aristotle Hist. des animaux, অনু. J. Tricot, Paris 1957 ii, 601 এবং আল-জাহিজ', হায়াওয়ান, ৪খ, ২২৮), কুমীর হাই তুলিবার সময় উহার অস্ত্র ভক্ষণের জন্য এই প্রাণী উহার পেটের মধ্যে ঢুকিয়া পাড়ে ইত্যাদি।

শিকারের ক্ষেত্রে নেউল মুসলিম দেশসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী মাংসাশী প্রাণীর (মু'আল্লামাত, দাওয়ার, জাওয়ানিহ, দ্র. ৫ ৪ ৫) তালিকায় শিকারী পাখী (দ্র. বায়যারা ও ফাহ্দ)-এর ন্যায় আইনসিদ্ধভাবে শিকারে ব্যবহৃত হাতিয়ার হিসাবে নেউল স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মুসলিম লেখকদের শিকার-বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহে শিকারে নেউলের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় (কুশাজিম, কিতাবুল-মাসাইদ ওয়া'ল-মাতারিদ, বাগদাদ ১৯৫৪ খ., ২২৮-৯)। কিতাবুল-বায়যারা (দামিশক, ১৯৫৩ খ., ২৯) গ্রন্থের বেনামী লেখক, যিনি ফাতিমীয় খালীফা আল-'আযীয বিল্লাহ (৩৬৪-৮৬/৯৭৫-৯৬)-এর শিকারী পক্ষীর প্রশিক্ষক (falconer)-দের প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি লিখিয়াছেন যে, নেউল পারস্যের বাদশাহদের শিকারের উপকরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁহারা যে বিপুল সংখ্যক শিকারী কুকুর, চিতাবাঘ ও বাজপাখী পুষ্টিভেন, নেউল ঐগুলির সমমর্যদাভুক্ত ছিল। শায়যার-এর অধিপতি বিখ্যাত সৌখিন শিকারী উসামা ইবন মুনকিয় (মু. ৫৮৪/১১৮৮) তাঁহার যুদ্ধ ও শিকারের স্মৃতিকথা

Recollections of War and the Chase (কিতাবুল-ইতিবার, সম্পা. Princeton ১৯৩০ খৃ., ৩য় অধ্যায় ২১৩) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বাগিঞ্জা উপলক্ষে ইসফাহান ভ্রমণের পর দেশে প্রত্যাবর্তনকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার শ্রেণ্য পিতাকে যে সমস্ত উপহার প্রদান করেন সেইগুলির মধ্যে ছিল একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেউল (ইবন 'ইরস মু'আল্লাম)। শিকারে সাফল্যের কারণে এই ক্ষুদ্র নেউল কুকুরের স্থলাভিষিক্ত হইতে সক্ষম।

নেউলের গোশত অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর গোশতের মতই খাদ্য হিসাবে ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহার মস্তিষ্ক, রক্ত ও চর্বিবর ন্যায় উহার গোশতের মধ্যেও কিছু রোগ নিরাময়কারী গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে প্রদত্ত উৎসের অতিরিক্ত (১) কায্বীনী 'আজাইবুল'-মাখলুকাত, ২খ, ২১৪; (২) দায়ীরা, হায়াতুল-হায়াওয়ান, ২খ, ১৪৮; (৩) ইবন সীদুহ, মুখাস'সাস, ৮খ, ৯৯; (৪) জাহিজ, হায়াওয়ান (নির্ঘণ্ট দ্র.); (৫) ইবনুল-বায়তর, Traite des simples L. Leclerc, Pais 1877-83, i. no-12; (৬) a. Maluf, An arabic zoological dictionary, Cairo 1932; s.v. Mustela; (৭) H. B. Tristram, The fauna and flora of Palestine, London 1884; (৮) S. Flower, List of animals in Giza, Cairo 1910; (৯) The Survey of Iraq fauna, by Members of the Mesopotemia Expeditionary force, Bombay 1923; (১০) J. Ellerman and T.C.S. Morrison Scott, Checklist of Palaearctic and Indian mammals, London 1961; (১১) R. Hainard Mammiferes sauvages d Europe, Neuchatel-aris 1948, ii, 189ff.; (১২) R. Thevenin, Les petits carnivores d Eurpoe, Paris 1952, 12-43 and bibl; (১৩) ঐ লেখক, Les fourrues, Paris 1948; (১৪) A. Cabrera La Patria de "Putorius furo" Madrid 1930; (১৫) ঐ লেখক, Los Mamiferos de Marruecos, Madrid 1932।

F. Vire (সংক্ষেপিত) E.I.²/ মুহ. আবদুশ শুকুর

ইবন ইরাক (ابن عراق) : আবু নাসর মানসূর ইবন আলী, একজন জ্যোতির্বিদ ও গণিতবেত্তা, যিনি আনুমানিক ১০০০ খৃ., খ্যাতি লাভ করেন (তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না)। তিনি আল-বীরুনীর (দ্র.) শিক্ষক এবং আবুল-ওয়ালিদ আল-বুয়জানী (দ্র.)-র শিষ্য হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ইবন 'ইরাক পরিবারের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, যাহারা গযনীর মাহমুদ (দ্র.) কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাওয়ানায়াম শাসন করিয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি 'আল-আমীর ও 'মাওলা আমীরুল-মু'মিনীন' উপাধি লাভ করেন।

৩৯৮/১০০৭-৮ খৃ. সমাপ্ত মিনিলাজের স্ফেরিকস (Menelauss Spherics), সম্পা. ও অনু. Krause, ১৯৩৬ খৃ.)-এর 'আরবী অনুবাদ পরিমার্জিত করার জন্যও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। গ্রীক ভাষায় রচিত ইহার মূল গ্রন্থখানি খোয়া গিয়াছে। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কীয় পনেরখানি পঞ্জিকা ১৯৪৮ খৃ. প্রকাশিত হয় যেইগুলি পাণ্ডু বাকীপুর

'আরবী ২৪৬৮-তে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে আসভারলাব (উচ্চতা মাপিবার যন্ত্র) সম্পর্কীয় গ্রন্থ, আর্গেকার জ্যোতিষশাস্ত্রের যীজসমূহ (জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সারনীসমূহ) সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা; ইউক্লিডের এলিমেন্ট, ৮ম খণ্ড-এর কঠিন সমস্যার সমাধান এবং জাদওয়ালুদ্বাকাইক গ্রন্থটি, যাহাতে বিশেষ ত্রিকোণোমিতির অঙ্ক সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

আল-বীরুনীর 'Treatise on chords' গ্রন্থে ইবন 'ইরাককে কতিপয় গাণিতিক প্রমাণের সূত্র আবিষ্কারকরূপে দেখান হইয়াছে। আল বীরুনীর Chronology of ancient nations (সম্পা. ও অনু. C. E. Sachau) গ্রন্থে তাঁহাকে সৌর অয়ন বৃত্তের উপর অবস্থিত তিনটি বিন্দু হইতে সূর্যের অপভ্রুর অবস্থান নিরূপণের নিয়ম নির্ধারণের কৃতিত্বের অধিকারী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি আধুনিক কালের (মুসলিম) জ্যোতির্বিদদের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি হইতে এমন উন্নত ধরনের ছিল, যেমন পুরাকালের জ্যোতির্বিদদের নির্ধারিত পদ্ধতি অপেক্ষা পরবর্তীকালের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনেক উন্নত ধরনের ছিল। নাসীরুদ্দীন আত-তুসী (দ্র.) তাঁহার ত্রিকোণোমিতির গ্রন্থে ইবন 'ইরাকের রচনার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Krause, Die Spharik von Menelasos aus Alexandrien in der Verbesserung von Abu Nasr Mansur b. Ali b. Iraq. Abh. G. W. Gott., Phil-hist. Kl. 3. Folge, ১৭, ১৯৩৬ খৃ.; Krause প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের বরাত দেন পৃ. ১০৯-তে। অতঃপর ইবন 'ইরাকের জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করেন (৫ খানা গণিতবিষয়ক, ১৭ খানা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক); (২) Catalogue of the Arabic and Persian MSS in... Bankipore, 22 খ. ১৯৩৭ খৃ.; (৩) রাসাইল আবী নাসর ইলাল-বীরুনী, হায়াদরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৪৮ খৃ.। এই সংগ্রহের দ্বিতীয় পুস্তিকাটি সম্বন্ধে E.S. Kennedy H. Sharkas তাহাদের নিবন্ধ-Two medieval methods for determining the obliquity of the ecliptic-এ আলোচনা করিয়াছেন, Mathematics Teacher, ৫৫খ, ১৯৬২খৃ., ২৮৬-৯০।

B. R. Goldstein (E.I.²)/শেখ মোঃ আবদুল হাকীম

ইবন ইসফানদিয়ার (ابن اسفنديار) : বাহাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন হাসান, ইরানী ঐতিহাসিক। তিনি তাঁহার জন্মভূমি তাবারিস্তানের ইতিহাস, তাসীখই তাবারিস্তান গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন উহাই হইল তাঁহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধান সূত্র। এই গ্রন্থটি তাঁহার একমাত্র রচনা। তিনি তাবারিস্তানের শাসনকর্তা আল-ই-বাওয়ান্দ (Al-i-Bavand)-দের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং হুসামুদ-দাওলা আরদাশীর ইবন হাসান (৫৬৭-৬০২/১১৭১-২-১২০৫-৬)-এর উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ৬০৬/১২১০ সনে বাগদাদ হইতে ইরাক-ই-আজাম প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের পুত্র ও ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী রুস্তাম ইবন আরদাশীর-এর হত্যার খবর পান। মতান্তরে তাবারিস্তানের শাসক রুস্তাম ইবন আরদাশীর-এর হত্যার সংবাদ শ্রবণের পর তিনি ৬-৬/১২১০ সনে বাগদাদ হইতে ইরাক-ই-আজামে প্রত্যাবর্তন

করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়া তিনি দুই মাস কাল যাবত রায় নগরীতে অভিবাহিত করেন। সেইখানে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারে গবেষণা কার্যে নিমগ্ন থাকেন। এই সময়ে তিনি তাবারিস্তানের ইতিহাস সম্পর্কে রচিত আবুল-হাসান আল-মুহাম্মাদী-এর 'আরবী পুস্তকটির সন্ধান পাইয়াছিলেন (বর্তমানে দুশ্শাপ্য)। এই পুস্তকটিকে আরও পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি স্থির করিলেন যে, উহার ফার্সী অনুবাদ করত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আরদাশীর, তাঁহার পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের জীবনেতিহাস উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন। শীঘ্রই প্রথম খসড়া প্রণয়ন করিবার পর তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে একখানি পত্র পান। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লক্ষ্যহীন ভ্রমণ হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দেন এবং স্বগৃহ আমুলে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে নির্দেশ দেন। সেই অঞ্চলে তখন গোলযোগ চলিতেছিল বলিয়া তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাত লাভ হয় নাই। অতঃপর পুনরায় ভ্রমণে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি আমুল ত্যাগ করেন এবং খাওয়ারায়ম শহরে চলিয়া যান। এই শহরকে তিনি একটি সমৃদ্ধ নগরী ও জ্ঞানের পীঠস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এইখানে পাঁচ বৎসর প্রবাসী জীবনে তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনার জন্য অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি এক বইয়ের দোকানে এমন কতকগুলি নূতন পুস্তকের সন্ধান পান যেগুলির মধ্যে ইবনুল-মুকাফফা'-এর 'আরবী ভাষায় অনূদিত আরদাশীর বাবাকান-এর মন্ত্রী তানসার (দ্র.)-এর তাবারিস্তানের বাদশাহ জুসুনাসাফ-এর নিকট লিখিত একখানি পত্র সংযোজিত ছিল (JA, ৯ম সংখ্যা, ৩য় খণ্ড, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ১৮০ ও ৫০২)। মতান্তরে তানসার, আরদাশীর-এর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসে এই পত্রের ফার্সী অনুবাদ সংযুক্ত করিয়া পাহলাবী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। ঐ পত্রের অনুবাদকার্য-হইতে তাঁহার ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

তারীখ-ই তাবারিস্তান, যাহা তিনি ৬১৩/১২১৬-৭ পর্যন্ত লিখিতেছিলেন, তাহা অনেক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও জীবনবৃত্তান্তমূলক প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীসম্বলিত ছিল। উহা সাহিত্যিক গুণেও সমৃদ্ধ ছিল এবং আঞ্চলিক তাবারী ভাষার অনেক কবিতাস্তবকও ইহাতে সংরক্ষিত আছে। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার জন্মভূমি এবং তথাকার গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে ওয়াশমগীর, বানু বুওয়ায়হ, গাযনাবী, সালজুক রাজবংশসমূহের অধীনে তাবারিস্তান এবং পরিশেষে বাওয়ান রাজবংশের আমলে তাবারিস্তান-এর ইতিহাস স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালে একজন অজ্ঞাতনামা বা ছদ্মনামা ব্যক্তি ৬০৬/১২১০ সাল হইতে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন, যাহাতে আছে তাবারিস্তানে আল-ই-বাওয়ানের প্রথম শাসন কর্তৃত্ব সাম'আর ইতিহাস এবং ৭৫০/১৩৪৯ সাল পর্যন্ত তাঁহাদের ২য় শাসন কর্তৃত্বের অবসানের ইতিহাস। ঐতিহাসিক E. G. Browne ইংরেজী ভাষায় উক্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা GMS ২য় খণ্ডে, ১৯০৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। সংযোজিত যে অংশ বহু পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা আওলিয়া উল্লাহ আমলীর-তারীখ-ই রুয়ান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা সম্ভবত ৭৬৪/১৩৬২ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) তারীখ-ই তাবারিস্তান, সম্পা. আ. ইক'বাল, তেহরান, ১৯৪১ খৃ., ভূমিকা এবং পৃ. ১-৮; (২) An abridged trans-

lation of the History of Tabaristan by E.G. Browne, Leiden and London 1905; (৩) story, ii/2. 359-61; (৪) Browne, ii, 479-80।

আরও দ্র. দা. মা. ই. (উর্দু): (৫) SIR W. Ouseley, Travels, ২খ, ২১৪, ৩খ, ৩০৪ প.; (৬) B. Dorn, Schireddin, geschichte, von Tabaristan পৃ. ৩; (৭) Spiegel Zeitschr d. Deutsch Morgenl. Gesell. ৪খ, ১৮৫০ খৃ., পৃ. ৬২; (৮) Riev, Cat, of Persia MSS, পৃ. ২০২ তা. বি.; (৯) Ethe, Persian MSS. Bodl. Libr. 160; (১০) Cat. Pes, MSS, India office এবং 223; (১১) Browné. A Literary History of Persia. ২খ, ৪৭৯ প.।

E. Yar shater (E.I.²)/মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ

ইবন ইসরাঈল আদ-দিমাশকী (ابن اسرائيل) : মুহাম্মাদ ইবন সাওওয়ার ইবন ইসরাঈল ইবন আল-খিদর ইবন ইসরাঈল আশ-শায়বানী, সুফী ও কবি (৬০৩-৭৭/১২০৬-৭৮)। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মিসর ও সিরিয়ায় বর্তমান মধ্যম মানের কাব্য প্রতিভাধারীদের মধ্যে নাজমুদ্দীন আবুল-মা'আলী ইবন ইসরাঈল স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহাকে ঐ শতাব্দীতে বর্তমান নিষ্পত্ত কাব্য চর্চাকারীদের প্রতিনিধিস্বরূপও গণ্য করা হয়। তাঁহার জীবনালেখ্যে সম্ভবত তাঁহার রচনা হইতে অধিক আকর্ষণীয়। দামিশকে জন্মগ্রহণ ও বিদ্যা শিক্ষার পর তিনি একটি সন্দেহজনক মরমীবাদী ও আনন্দবাদী কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আবু মুহাম্মাদ আলী আল-হারীরী (মৃ. ৬৪৫/১২৪৭-৮) প্রতিষ্ঠিত সুফী তারীকায় দীক্ষিত হন। 'আলী আল-হারীরীর চরিত্র ও মতবাদ শামসুদ্দীন আয-যাহাবীর মত নিষ্ঠাবান শাস্ত্রবিশারদ কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। উক্ত শায়খ হারীরীর দুর্নাম ইবন ইসরাঈলের সমগ্র জীবনে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটায়। অবশ্য ইবন শাকির আল-কুতুবীর বর্ণনানুযায়ী তিনি শিহাবুদ্দীন আস-সুহরাওয়ারদীর নিকট হইতে সুফীদের খিরকা (خرقة বিশেষ পোশাক) লাভ করেন, কিন্তু ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। কেননা শায়খ সুহরাওয়ারদী ৫৭৯/১১৮৩ সালে ইনতিকাল করেন।

ইবন ইসরাঈল ফার্সী সুফীগণের (على قدم الفقراء) : নিয়মানুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন, যদিও পথিমধ্যে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ আনন্দ (قضاء الاوقات الطيبة) হইতে তিনি নিজেকে বঞ্চিত রাখিতেন না। তিনি প্রায়শ বিস্তারিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে থাকিতেন। নিজেও ঐ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং ঐ গোষ্ঠীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার দীওয়ান যদিও তাঁহার শায়খ আল-হারীরীর প্রশস্তিসূচক কবিতা দিয়া আরম্ভ হয়, তবুও ইহাতে তথাকথিত মরমীবাদের তুলনায় পার্থিব জীবনের অধিকভর প্রতিফলন লক্ষ্যীয়। একবার তিনি তাঁহার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দী কবি মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল-মুন'ইম খিয়ামী (মৃ. ৬৮৫/১২৮৬) রচিত একটি কবিতাকে স্বরচিত বলিয়া দাবী করেন। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ইবনুল-ফারিদের নিকট পেশ করিতে হয় এবং তিনি সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, ২৬৯-৭৪, ২৮৭-৯৫; (২) ইবন তাগীরীবিরদী, নুজুম, কায়রো, ১৯৩৬ খৃ., ৬খ, ৩৬০. ৭খ., ২৮২-৩, ৩৬৯-৭০; (৩) 'উমারী,

মাসালিকুল-আবসার (পাণ্ডু, কায়রো গ্রন্থাগার ৫৫৯), ১৪-১৫ খৃ.; (৪) দীওয়ান, Escorial 437; (৫) Brockelmann, I 257; (৬) B. Lewis, in Arabica, ১৩খ., (১৯৬৬ খৃ.), ২৫৭; (৭) ফারীদ বুসতানী, দাইরাতু-মা'আরিফ, ২খ, ৩৩৫-৬।

H. Mones (E.I.2)/ মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন ইসহাক (ابن اسحاق) : মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন য়াসার ইবন খিয়ার। কোন কোন সূত্রানুসারে ইবন খাব্বার ابن خبار বা কুমান বা কুতান। তিনি মুসা ইবন উক্বা ও আল-ওয়াকিদীর ন্যায় আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যার অন্যতম বিশেষজ্ঞ এই প্রসিদ্ধ আরব সংকলক হাদীছ-শাস্ত্রের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উপনাম (কুনয়া) আবু 'আবদিল্লাহ বা আবু বাকর। প্রথমোক্তটি কালের পরিক্রমায় অধিকতর প্রচলিত রহিয়াছে এবং আবু বাকর নামক তাঁহার এক ভ্রাতা ছিল বিধায় দ্বিতীয়টি সম্পর্কে ভ্রমের সৃষ্টি হইতে পারে (উদাবা, ৬খ, ৪০০)। আনুমানিক ৮৫/৭০৪ সনে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ সূত্রানুসারে ১৫০/৭৬৭ সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর অন্যান্য সম্ভাব্য সন ১৫১ ও ১৫৩ হিজরী (ওয়াকফায়াত, ১খ, ৬১২), আরও পূর্বে, এমন কি ১৪৪/৭৬১-২ সনে। খায়য়ুরানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সমাধির নিকটেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার পিতামহ য়াসার ছিলেন ১২/৬৩৩-৪ সনে ইরাকের 'আয়নু'-তামর গির্জা হইতে ধৃত বন্দীদের অন্যতম এবং যাকূত ও আল-বাগদাদীর মতে তিনি ছিলেন খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ (রা) কর্তৃক মদীনায় হযরত আবু বাকর (রা)-এর নিকট প্রেরিত প্রথম কয়েকজন বন্দীর অন্যতম। তিনি কায়স ইবন মাখরামা ইবনিল-মুত্তালিব ইবন আব্দ মানাফ ইবন কুসায়্যার ক্রীতদাসে পরিণত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং আল-মুত্তালিবী নিসবা গ্রহণপূর্বক তিনি মাওলারূপে গণ্য হন। তাঁহার তিন পুত্র মুসা, 'আবদুর'-রাহমান ও ইসহাক সকলেই আখবার (ঐতিহাসিক বর্ণনা)-এর বাহক ও প্রচারক ছিলেন। ইসহাক অন্য এক মাওলার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহ সূত্রেই ইবন ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে প্রথম যুগের "আখবার" ও "হাদীছ" প্রচারের পরিবারকেন্দ্রিক প্রকৃতির কারণে তিনি যে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যদের পদাংক অনুসরণ করিয়া জ্ঞান চর্চার উক্ত শাখাসমূহে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিবেন তাহাই স্বাভাবিক। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা সংগ্রহ করার কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। আয-যুহরী (মৃ. ১২৪/৭৪১-২) তাঁহাকে মাগাযীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন ('উনুল-আছার, ১খ, ৮)। ১১৯/৭৩৭ সনে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন এবং যাবীদ ইবন আবী হাবীবের অধীনে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইবন হাজারের ভাষায় তিনি মিসরের কিছু সংখ্যক লোকের বরাত দিয়া হাদীছ বর্ণনা করেন, যাহাদের বরাতে আমার জানামতে অন্য কেহ কিছু বর্ণনা করে নাই (তাহযীব, ৯খ, ৪৪)। J. Fuck মনে করেন, ইবন ইসহাক মিসর হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ইরাকে গমন করেন। তাঁহার মদীনা ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। মদীনাবাসীদের মধ্যে ইবরাহীম ইবন সা'দ নামক তাঁহার একজন মাত্র বর্ণনাকারীর উপস্থিতিই ইহা প্রমাণ করে (উদাবা ৬/৩৯৯)। তাঁহার মদীনা ত্যাগের কারণ হিসাবে প্রথমেই বলা যায় যে, কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তৎকালীন মদীনায়

প্রতিষ্ঠিত "সীরাতে" লেখকদের সহিত তাঁহার সংঘাতের সূত্রপাত হয়। তাঁহারা তাঁহার বর্ণিত অসংখ্য ঘটনা কল্পিত বলিয়া এবং তাঁহার শী'আ মতবাদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অভিসুক্ত করেন, বিশেষভাবে হিশাম ইবন 'উরওয়া-মালিক ইবন আনাস-দুই ব্যক্তির শত্রুতাকেও একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কথিত আছে, হিশাম ইবন 'উরওয়া ইবন ইসহাক কর্তৃক তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল-মুনযির ইবনিল-য-যুবায়রের বরাতে হাদীছ বর্ণনার প্রতিবাদ করেন। ইবন ইসহাকের প্রতি ইমাম মালিকের বিরুদ্ধাচরণের কারণস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি খায়বার ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ইসলাম গ্রহণকারী যাহুদী সন্তানগণের মাধ্যমে নবী (স)-এর "গায়াওয়াত"-এর ইতিহাসের রূপরেখা আবিষ্কারে ইবন ইসহাকের গৃহীত পদ্ধতির প্রতিবাদ করেন (তাহযীব, ৯খ, ৪৫)। তদুপরি ইবন ইসহাকের প্রতি ইমাম মালিকের বিদ্বেষের অন্য একটি ব্যাখ্যা এই যে, ইমাম মালিক তাঁহার শী'ঈ ও কাদারী হওয়ার কারণে তাঁহার বিরোধিতা করেন (উদাবা, ৬খ, ৪০০; 'উয়ুন, ১খ, ৯; তাহযীব, ৯খ, ৪২)। আল-ওয়াকিদী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আনীত হইয়াছিল... আহমাদ ইবন য়ুনুস বলিয়াছেন "মাগাযীর পণ্ডিতগণ শী'আ ছিলেন। যথাঃ ইবন ইসহাক, আবু মা'শার, যাহ'য়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী প্রমুখ (উদাবা, ৬খ, ৪০০)।

মদীনা ত্যাগ করিয়া ইবন ইসহাক প্রথমে আল-জাবীরার গভর্নর আল-'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদের নিকট গমন করেন। অতঃপর তিনি আল-হারীয আবু-জা'ফার আল-মানসুরের নিকট গমন করেন এবং অবশেষে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। খালীফা আল-মানসুরই তাঁহাকে বাগদাদ আগমনে অনুপ্রাণিত করেন। এই ভ্রমণসমূহের বিবরণ তাঁহার "সীরাতে" গ্রন্থের বিভিন্ন রিওয়ায়াতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আনুমানিক পনরটি এইরূপ রিওয়ায়াতে কুফা, রায় ও বসরার প্রভাব সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মদীনায় রিওয়ায়াত পাওয়া যায় মাত্র একটি। সীরাতে গ্রন্থ ছাড়াও তিনি কিতাবুল-খুলাফা, যাহা আল-উমাবী তাঁহার বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ফিহরিস্ত, ৯২ উদাবা, ৬খ, ৪০১) এবং সুনান-এর উপর একটি গ্রন্থ (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১০০৮) রচনার কৃতিত্বেরও অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের ঘটনাবলী তিনি দুইটি খণ্ডে সংকলন করিয়াছিলেন "কিতাবুল-মুবতাদা" (ফিহরিস্ত, পৃ. ৯২) অথবা "মুবতাদাউল-খালক" (ইবন 'আদী, উৎস ইবন হিশাম, সম্পা. Wusten-feld, ২৮, ১/২৩) অথবা কিতাবুল-মুবতাদা ওয়া কাসাসুল-আম্বিয়া (আল-হালাবী, আস-সীরাতে, ২খ, ২৩৪) যাহাতে হিজরাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে এবং "কিতাবুল-মাগাযী"। ইহা জানা যায় যে, তাঁহার "কিতাবুল-খুলাফা" প্রথমে এই বৃহৎ সংকলনের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া মনে করা হইয়াছে। Karabacek-এর ধারণা ছিল যে, ইবন ইসহাকের সীরাতুন-নাবীর মূল গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা কাগজে লিখিত Rainer-এর সংকলনে পাওয়া গিয়াছিল (দ্র. Fuhrer durch die Sammlung সংখ্যা ৬৬৫)। ইস্তাবুলের কোপার্লু মাদরাসার গ্রন্থাগারে ইবন ইসহাকের শ্রেষ্ঠ সংকলন "কিতাবুল-মাগাযী" ইবন হিশামের লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। (Horovitz. "Mitt, des sem, fur Orient, Sprachen Westas Stud. ১০খ, ১৪)। তবে জানা যায় যে, আল-মাওয়ারদীর সময় নাগাদ মূল গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকিতে

পারে। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজের “কিতাবুল-আহ-কামিস-সুলতানিয়া”র (সম্পা. Enger) ৬৫, ৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮(৬৯?) পৃষ্ঠাসমূহে “কিতাবুল-মাগাযী”র সেই সকল বর্ণনা নকল করিয়াছিলেন, যাহা ইবন হিশামের গ্রন্থে (পৃ. ৪৪৫, ৫৬১, ৫৭৭ ও ৮৪১) সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া গিয়াছিল। আত-তবারী এই গ্রন্থের সকল উদ্ধৃতি নকল করিয়া ইহার সংরক্ষণে সাহায্য করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, গ্রন্থটি ইবন হিশামের (তু.) সংগ্রহের মধ্যেই সংরক্ষিত হইয়াছিল। ইবন ইসহাকের এক কুফাবাসী ছাত্র যিয়াদ ইবন আবদিল্লাহ আল-বাককাসির মাধ্যমে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইবন হিশাম জানিতে পারেন। তিনি ইহার পৃথক খণ্ড দুইটিকে “সীরাতে রাসূলিল্লাহ” গ্রন্থে একত্র করেন এবং কোথাও কোথাও বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন। হিজরী চতুর্থ শতকে আল-ওয়ালীরুল-মাগরিবী (তু.) ইহার বর্তমান রূপ দান করেন। আস-সুহায়লী (মৃ. ৫০৮/১১১৪) এবং পরে আবু যারর মুসআব ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাসউদ আল-মররাকুশী-ফেয (ফাস) মৃ. ৬০৪/১২০৭ ইহার ব্যাখ্যা লিখেন।

“আল-জারাহ ওয়াত-তাদীল” (দ্র.) সাহিত্যের স্বাভাবিক ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমালোচকগণকে ইবন ইসহাকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মূল্যায়ন করিতে দেখা যায়। উপরে বর্ণিত আয-মুহরীর অনুকূল মূল্যায়ন ছাড়াও আসিম ইবন উমার ইবন কাতাদার এই মত ছিল, “যতদিন ইবন ইসহাক জীবিত থাকিবেন জ্ঞান ততদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে” (উয়ুন, ১খ, ৯; উদাবা, ৬খ, ৪০০; তাহযীব, ৯খ, ৪৪)। শু’বা তাঁহাকে হাদীছ-শাস্ত্রের আমীরুল-ল-মু’মিনীন” বলিয়া গণ্য করিতেন (তাহযীব, ৯খ, ৪৪)। আবু যুরআ, আল-মাদীনী, ইবন মাঈন ও ইবন সা’দ তাঁহাকে হাদীছ-শাস্ত্রে দক্ষ মনে করিতেন। পঞ্চান্তরে আন-নাসাঈ ও যাহযা ইবন কাস্তান হাদীছ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। আল-আসলাম, সুলায়মান আত-তায়মী ও উহায়ব ইবন খালিদ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেন। অবশ্য এই অভিযোগ ছিল হাদীছ সংক্রান্ত বিষয়ে। ইবন ইসহাক জাল জানিয়াও কিছু কিছু বর্ণনা তাঁহার সীরাতে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন বলিয়া আল-জুহাযী, ইবনু’ন-নাদীম ও যাকূ’তের বহু উল্লিখিত যে অভিযোগ রহিয়াছে, তাহা ইহা হইতে পৃথক। আল-বুখারী ও মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন নুমায়র তাঁহার রিওয়াজাতের উপর সন্দেহ ছিলেন না। ইবন হায্বাল “মাগাযী” সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেও হাদীছের ব্যাপারে তাঁহার উদ্ধৃতি দেন নাই। কারণ তিনি তাঁহার সমষ্টিগত “ইসনাদ” চর্চার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, “আমি তাঁহাকে একটি মাত্র হাদীছ বর্ণনার জন্য একদল লোকের সূত্র ব্যবহার করিতে দেখি এবং তিনি একের ভাষা হইতে অন্যের ভাষার কোন পার্থক্য করেন না” (তাহযীব, ৯খ, ৪৩০)। একটি মাত্র কারণের উপর ভিত্তি করিয়া ইবন ইসহাককে পৃথক করিয়া দেখাটা অন্যায় হইবে। কারণ সমষ্টিগত “ইসনাদ”-এর ব্যবহার সীরাতে মাগাযীর প্রথম যুগের পণ্ডিতদের লেখায় কোন বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) P. Bronnle, Die commenta-toren des Ibn Ishak und ihre scholien Halle ১৮৯৫ খৃ.; (২) আল-বুখারী, আত-তাবীখুল-কাবীর, হাযদরাবাদ ১৩৬১ হি., ১খ, ৪০। (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফায, হাযদরাবাদ ১৯৫৬খৃ. ১খ, ১৭২-৪; (৪) J. Fuck Muhammad ibn Ishaq, Frankfurt, a. M. ১৯২৫ খৃ.; (৫) A. Guillaume, The

life of Muhammad. লন্ডন ১৯৫৫ খৃ.. Introd.: (৬) ঐ লেখক, A note on the Sira of Ibn Ishaq in BSOAS. ১৮খ, (১৯৫৬ খৃ.), ১-৪; (৭) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবু’ত-তাহযীব, হাযদরাবাদ ১৩২৬ হি., ৯খ, ৩৮-৪৫; (৮) J. Horovitz, The earliest Biographies of the Prophet and their authors, in IC. ১৯২৮ খৃ., ১৬৯-৮০; (৯) J. M. B. Jones, Ibn Ishaq and al-Waqidi : the dream of Atika and the raid to Nakhla in relation to the charge of plagiarism in BSOAS. ২২খ, (১৯৫৯খ.) ৪১-৫১; (১০) ইবন খাল্লিকান, ব্লাক’, ১খ, ৬১১-২ অনু. de Slane, ২খ, ৬৭৭-৯; (১১) আল-খাতীব, তারীখ বাগদাদ, কায়রো ১৯৩১ খৃ., ২১৪-৩৪; (১২) ফিহরিসুত, বৈরুত, ১৯৬৪., ৯২-৩; (১৩) ইবন কুতায়বা, আল-মাআরিফ, কায়রো ১৯৬০ খৃ., ৪৯১-২; (১৪) আর-রাযী, কিতাবুল-জারহ ওয়া’ত-তাদীল, হাযদরাবাদ ১৩৬১ হি., ৩/২, ১৯১-৪; (১৫) J. Robson, Ibn Ishaq use of the isnad in Bull John Rylands Library, ৩৮খ, (১৯৫৫-৬খৃ.) ৪৪৯-৬৫; (১৬) ইবন সালাম, তাবাকাত ফুহুলি’শ- ও’আরা, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ৮-৯; (১৭) ইবন সা’দ, কিতাবু’ত- তাবাকাতিল- কাবীর, Leiden ১৯১৮ খৃ., ৭/১, ৬৭; (১৮) ইবন সাযিাদিন-নাস, উয়ুনুল-আছার ফী ফুনুলি-মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার, কায়রো ১৩৫৬ হি., ১খ, ১-১৭; (১৯) যাকূ’ত, ইরশাদুল- আরীব, ৬খ, ৩৯৯-৪০১। অন্যান্য মাগাযী ও সীরাতে গ্রন্থ দ্র.: (২০) তাবারী, যায়লুল-মুযাযাল, আনু. ১৫০হি., ৩/৪, ২৫১২; (২১) Sprenger, in Zeitschr. d. Deutsch, Morg, Ges. ১৪খ, ২৮৮-২৯০; (২২) ঐ লেখক, Leben Mohammeds, ৩খ, ৭০; (২৩) Noldeke, Geschichte des Qurans, পৃ. ১৪; (২৪) Wellhausen, Mohammed in Medina, পৃ. ১১; (২৫) Ranke, Weltgeschichte, ২খ, ২৫২; (২৬) Wustenfild, Geschichtschreiber, der Araber, সংখ্যা ২৮; (২৬) M. Hartmann, Der Islamische Orient, ১খ, ৩২ প.: (২৭) A. Fischer, Biographien von Gewährsmannern des Ibn Ishaq hauptsachlich aus ad-Dahabi. লাইডেন ১৮৯০ খৃ., তু. Zeitschr, d. Deutsch. Morg Ges, ৪৬খ, ১৪৮ প.: (২৮) Das Leben Muhamed's nach Muhammed Ibn Ishak bearbeitet von Abdal Malik Ibn Hisham প্রকাশনায় F. Wustenfild, Gottingen ১৯৫৮-১৮৬০ খৃ., ব্লাক’ ১২৯৫ হি. এবং কায়রো হইতে ১৩২৪ হি. প্রকাশিত ইবনুল- কায়িম আল-জাওযিয়্যার যাদুল-মাআদ-এর হাশিয়াতে; (২৯) Die Kommentare des Suhaili und des Abu Darr zu den Uhud Gedichten, in der sira des Ibn Hisham. সম্পা. Wustenfild (১খ, ৬১১-৬৩৮). nach den Hdss, zu Berlin Strassburg, Paris und Leipzig, প্রকাশনায় A. Schaade প্রবন্ধ Leipzig 1908 (Leipzig Sem Stud ৩খ., ২); (৩০) Commentary on Ibn Hishams Biography of Muhammad

according to Abu Dzarr's MSS in Berlin. Constantiople and the Escorial প্রকাশনায় Paul Bronnle (Monuments of Arabic Philology) ১খ., ও ২খ., কায়রো ১৯১১ খৃ.: (৩১) সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবু'আত, কলম ১৬২৮।

J. M. B. Jones & C. Brockemann
(দা.মা.ই., E.I.2)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন 'ঈসা (ابن عيسى) : মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন 'ঈসা আস-সানহাজী, আবু 'আবদিল্লাহ মরক্কোর একজন সাহিত্যিক (তিনি তাঁহার সমনাম ব্যক্তি আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন 'ঈসা আল-মাগ'রিবী, মৃত্যু দামিশক ১০১৬/১৬০৭, হইতে স্বতন্ত্র, Brockemann S II. ৩৩৪)। তাঁহার পিতা মু. ৯৫৫/১৫৪৮-৯) ও একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। অসাধারণ কবিত্ব ও চমকপ্রদ গদ্যরীতির অধিকারী এই ইবন 'ঈসা ছিলেন সুলতান 'আবদুল্লাহ আল-গালিব বিল্লাহ (৯৬৪-৮১/১৫৫৭-৭৪) ও সুলতান আবু মারওয়ান 'আবদুল-মালিক (৯৮৩-৬/১৫৭৬-৮)-এর সচিব। পরবর্তীকালে তিনি সুলতান আহ'মাদ আল-মানসুর আয-যাহাবী (দ্র.) ৯৮৬-১০১২/১৫৭৮-১৬০৩)-এর ওয়াযীফ'ল-কালামি'ল-আ'লা অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান সচিব (First Secretary of State) হন এবং ৯৮৬/১৫৭৮ সন হইতে সুলতানের পুত্র, "ফেজ" প্রদেশের গভর্নর মা'মুন-এর আমলা দলভুক্ত হন। ইহা সুনিশ্চিত যে, এই সুলতানের অধীনে চাকুরীতে থাকাকালে তিনি তাঁহার কিতাবু'ল-মামদুদ ওয়াল-মাকসুর মিন সানা'ইস-সুলতান আবি'ল 'আব্বাস আল-মানসুর নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন, যাহার শিরোনামটি ঐতিহাসিক আল-মাককারী কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও দুই প্রকৃতির জন্য কুখ্যাত মা'মুন তাঁহাকে ফেজ শহরে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহার খাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ৯৯০/১৫৮২-৩ সালে কারাগারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা সম্ভবত তাঁহাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে মা'মুন এই কাজের জন্য তিরস্কৃত হন। একখণ্ড বেনামী ধারা বিবরণীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইবন 'ঈসার রচিত দলীল-পত্রের অনুলিপির কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়, যাহা হয়ত বা তাঁহার রচনার অঙ্গ কিংবা উহা হইতে উদ্ধৃত। ৯৮৮/১৫৭৯-৮০ সনে সুলতানের প্রতি নির্বেদিত একটি প্রতিবেদন গ্রন্থকারের অনুগ্রহ বঞ্চিত পূর্বাভাস প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. Paniel. in Hesperis, 1949, 244; 1954, 147-53; (২) E. Levi-Provencal Chorfa 97; (৩) ইবনুল-ক'যী, দুররা'তুল-হিজাল, ১খ, ৫১, নং ১৪৬ (তাঁহার পিতা সম্পর্কিত), ২৫৮, নং ৬৫৬; (৪) আল-ফিশ্তালী, মানাহিলু'স-সাফা (মুখতাসার'ল-জুয'ই'ছ-ছানী), রাবাত ১৯৬৪ খৃ., ২৪৪ গ.; (৫) আল-মাককারী, নাফহ'ত-তীব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৯খ, ২৮৯; (৬) Chronique anonyme de la dynastie sa dienne, 84 প; (অনু. E. Fagnan Extraits, ineditis relatifs au Maghreb 422); (৭) আল-'ইফরানী, নুযহাতুল-হাদী, মূল পাঠ, ১৬৩, ১৮০ অনু. ২৭০; ২৯০; (৮) আহ'মাদ ইবন খালিদ আন-নাসিরী আস-সালাবী, কিতাবু'ল-ইসতিকসা, ৫খ, ক্যাসালাংকা ১৯৫৫ খৃ., ১৬৯. (তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আন-নাসিরী কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ in A. M. ৩৪ (১৯৩৬ খৃ.). ৩০৩ ও টীকা ১; (৯) 'আব্বাস ইবন ইব্রাহীম

আল-মাররাকুশী আল-ই'লাম বিমান হাল্লাহ মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আ'লাম, ৪ : ১৯১।

J. Schacht (E.I.2) আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

ইবন 'ঈসা (দ্র. আক' হিসারী)

ইবন 'উকদা (ابن عقدة) : আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আবদি'র-রাহ'মান ইবন ইবরাহীম ইবন যিয়াদ ইবন 'আবদিল্লাহ (ইবন যিয়াদ?) ইবন আজলাম আল-হামাদানী আল-হাফিজ, কূফাবাসী মুহাদ্দিছ। তিনি ১৫ মুহাররাম ২৪৯/১০ মার্চ, ৮৬৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ আজলান ও যিয়াদ যথাক্রমে 'আবদুল-রাহ'মান ইবন সা'ঈদ ইবন কায়স আস-সা'বীঈ আল-হামাদানী (মৃ. ৬৬/৬৭৬) এবং 'আবদুল-ওয়ালিদ ইবন 'ঈসা ইবন মূসা আল-হামিমীর মাওলা (মুক্ত দাস, মিত্র) ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন যায়দী মতবাদপন্থী এবং কূফার অধিবাসী। তিনি পুস্তকের অনুলিপি তৈরি করিয়া এবং কু'রআন, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 'আরবী ব্যাকরণের জটিলতা সম্পর্কে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে 'উকদা উপনাম দেওয়া হইয়াছিল। ইবন 'উকদা তিনবার বাগ'দাদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমবার ২৭২/৮৮৬-এর পূর্বে তাঁহার বাল্যকালে তিনি কতিপয় বিখ্যাত মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ শ্রবণ করেন। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ খুব সম্ভবত ৪র্থ শতাব্দীর (৯১৩-২২ খৃ.) প্রথম দশকে। তিনি জনপ্রিয় হাদীছ'বেত্তা যাহুয়া ইবন সা'ঈদের মৃ. ৩১৮/৯৩০) একটি হাদীছের ইসনাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একটি বর্ণনা অনুসারে ইবন সা'ঈদের অনুসারীদের প্ররোচনায় উযীর 'আলী ইবন 'ঈসা (দ্র.) কর্তৃক তিনি সর্ফিস্ত সময়ের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমালোচনা সঠিক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। অন্য কোন সূত্রে উহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি তৃতীয়বার বাগ'দাদ ভ্রমণ করেন এবং আর-রুসাফা মসজিদে শিক্ষা দান করেন। সেখানে তিনি সাফার ৩৩০/নভেম্বর, ৯৪১ সনে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং বারাছা-এর শী'ঈ মসজিদেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিজাযেও তিনি একবার সফর করিয়াছিলেন। তিনি কূফাবাসীদের ও কূফায় ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে অধিকাংশ হাদীছ'রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি ৭ যুল-ক'াদা, ৩৩২/১ জুলাই, ৯৪৪ তারিখে কূফায় ইনতিকাল করেন।

ইবন 'উকদা তাহার সময়ের কূফার শ্রেষ্ঠ হাদীছবিদ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বয়কর স্মৃতিশক্তি এবং তাঁহার হাযার হাযার সংগৃহীত হাদীছ' (যেইগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল) এবং উট বোঝাই গ্রন্থ, যাহা তাঁহার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল তাহা সম্বন্ধে অনেক বিশ্বয়কর গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ'সমূহে কূফায় প্রাপ্ত সকল প্রকারের হাদীছ'ই ছিল, যেমন সুন্নী, ইমামী ও যায়দী হাদীছ'সমূহ। সুন্নী ও শী'ঈ মুহাদ্দিছ'গণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করার জন্য সমানভাবে অগ্রহী ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট সুন্নী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আদ-দারাকুতনী ইবন 'আদী, আত-ত'বারানী ও আবু 'উবায়দিল্লাহ আল-মারযুবানী। যদিও তিনি আপত্তিকর (মুনকার) হাদীছের সহিত যুক্ত থাকার জন্য, আবু বাকুর (রা) ও 'উমার (রা)-এর উপর দোষারোপ করার (মোছালিব) জন্য এবং নব আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ (বিজাদা) হইতে হাদীছ' গ্রহণের জন্য কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং এই ভিত্তিতে কূফার হাদীছ' বিনষ্ট করার দোষে

অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। ইমামীদের মধ্যে হারুন ইবন মুসা আত তাব্বা 'উকবারী ও আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আস-সালত তাহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময় প্রাথমিক যুগের কুফার ইমামী রিওয়াজসমূহের একমাত্র রাবী [transmitter=বর্ণনাকারী] এবং কুমম মতবাদী সাধারণ ইমামী শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে প্রতিষ্ঠাতা। ইমামী রিজাল গ্রন্থসমূহে রাবী (বর্ণনাকারী) হিসাবে তাঁহাকে উক্ত মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। যদিও তাঁহারা এই কথার উপর জোর দিয়াছেন যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত একজন জারুদী যামদী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সময়ের ঐ সকল যারদিয়া, যাছারা ইমামাতকে শুধু আলী ও ফাতিমা (রা)-র বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন তাহাদের বিপরীত তিনি তালিবিয়াদের মতবাদ সমর্থন করিতেন, যাহারা নীতিগতভাবে আবু তালিবের সকল বংশধরকে ইমামাতের জন্য যোগ্য মনে করিতেন। তিনি আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানীর কিতাবু মাক'তিলি'ত-তালিবিয়ান-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতা। আল-ইসফাহানীর নিকট তিনি 'আলী বংশীয় যাহ'য়া ইবনুল-হাসান ইবন জা'ফার-এর "কিতাবু নাসাবি আল-ই আবী তালিব" পুস্তকটি রিওয়াজ করিয়াছিলেন।

ইমামী রিজাল গ্রন্থসমূহে ইবন 'উকদার রচনাবলীর শিরোনামসমূহ তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। অন্যথায় উল্লেখযোগ্য হইতেছে কুফার মর্যাদা সংক্রান্ত কিতাব ফাদলি'ল-কুফা, শীর্ষক একটি বিরাট গ্রন্থ। কিতাবু'স-সুনান, একখানা ফু'রআন ভাষ্য, 'আলী, হাসান, হু'সায়ন, 'আলী যামনুল-আবিদীন, মুহাম্মাদ আল-বাকির, য়াদ ইবন 'আলী, জা'ফার আস-সাদিক ও আবু হানীফা (র) হইতে বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে গ্রন্থসমূহ এবং 'আলী, য়াদ ইবন 'আলী ও আবু হানীফার মুসনাদ। যিকরুন-নাবী নামে তাঁহার পুস্তকটির একটি অংশ প্যাপিরাস পত্রে লিখা পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (N. Abbott, Studies in Arabic literary Papyri, ১ খ, চিকাগো ১৯৫৭ খ., ১০০-৮)। য়াদ ইবন 'আলী হইতে বর্ণনাকারীদের উপর তাঁহার গ্রন্থখানা হইল কুফাবাসী যামদী আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-আলাবী (মৃ. ৪৪৫/১০৫৩) কর্তৃক এই বিষয়ে রচিত গ্রন্থখানার প্রধান উৎস।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত-তুসী, ফিহরিস্ত কুতবিশ-শী'আ, সম্পা. A. Sprenger, কলিকাতা, ১৮৫৩-৫ খ., পৃ. ৪২-৪; (২) ঐ লেখক, রিজালু'ত-তুসী, সম্পা. মুহাম্মাদ সাাদিক আল-বাহরি'ল-উলুম, নাজাফ ১৩৮১/১৯৬১, পৃ. ৪৪১; (৩) আন-নাজাশী, আর-রিজাল, তেহরান তা. বি., পৃ. ৭৩ পৃ.; (৪) তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ১৪-২৩; (৫) ইবন শাহরাসূব মা'আলিমুল-'উলামা, সম্পা. 'আব্বাস ইক'বাল, তেহরান ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ১৩ পৃ.; (৬) ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ৬খ, ৩৩৬ পৃ.; (৭) আয-যাহাবী, তায'কিরাতুল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৪/১৯১৫, ৩খ, ৫৫-৭; (৮) ঐ লেখক, আল-ইবার, ২খ., সম্পা. এফ. সাযিদ, কুয়েত ১৯৬১ খ.; ২৩০; (৯) ঐ লেখক, মীযানুল-ই'তিদাল, সম্পা. 'আলী মুহাম্মাদ আল-বিজাবী, কায়রো ১৩৮২/১৯৬২, ১খ, ১৩৬-৮; (১০) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, হায়দরাবাদ ১৩২৯-৩১/১৯১১-১৩, ১খ, ২৬৩-৬; (১১) আস-সফাদী, আল-ওয়াফী, ৮খ., সম্পা. ইহ'সান 'আব্বাস, Wiesbaden ১৯৬৯ খ., পৃ. ৩৯৫ পৃ.; (১২) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, সম্পা. A. Ismailyan, কুম্ব, ১৩৯০-২/১৯৭০-

২, ১খ, ২০৮ পৃ.; (১৩) R. Strothmann, Das Problem der literarischen Personlichkeit Zaid b. Ali. in Isl. ১৩খ, ১৯২৩ খ. ১৫ পৃ.; (১৪) মুহসিনুল-আমীন, আ'য়ানুশ-শী'আ, দামিগক ১৯৩৫খ., ৯খ, ৪২৮-৪৫; (১৫) W. Madelung, Der unam al-Qasim ibn Ibrahim. বার্লিন, ১৯৬৫ খ., পৃ. ৪৭-৫৯।

W. Madelung (E.I.² suppl.)/এ.বি.এম.আব্দুল মান্নান মিয়া
ইবন 'উকবা (দ্র. মুসা ইবন 'উকবা)

ইবন 'উছমান আল-মিকনাসী (ابن عثمان المكناسي) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-ওয়াহাব ইবন 'উছ'মান, ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মরক্কোবাসী কূটনীতিক ও উযীর ছিলেন। তিনি তাঁহার দেশ ও স্পেনের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতাকে অনুসরণ করিয়া মেকনেস (Meknes)-এর একটি মসজিদে ধর্ম প্রচারক হিসাবে জীবন শুরু করেন। এখানে তিনি সুলতান সীদী মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (১১৭১-১২০৪/১৭৫৭-৮৯)-এর সুনজরে পড়েন। সুলতান তাঁহাকে সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেন; তবে এই নিযুক্তির তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। ১১৯৩/১৭৯৯ সনে আলজিরিয়ার বন্দী মুক্তি এবং দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস-এর রাজসভায় পাঠান হয়। এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল এবং উহা Aranjuez-এর সন্ধির পথ সুগম করিয়াছিল। এই সন্ধি ১৭৮০ খ. স্বাক্ষরিত হয় (দ্র. V. Rodriguez Casado La embajada del Talbe Sidi Mohamed Ben Otoman en 1780 in Hispania xiii (১৯৪৩ খ.), পৃ. ৫৯৮-৬১১; ঐ লেখক, Politica marroquide carlos iii, মাদ্রিদ ১৯৪৬ খ., প. ২৮৫-৩০৬; M. Arribas Palau, El. texto arabe del Convenio de Aranjuez de 1780. in Tamuda, vi (১৯৫৮খ.); ঐ লেখক, Carta arabes de Mawlay Muhammad b. Abdullah relativas a la embajada de ibn Utman de 1780 in Hesperis-Tamuda, ii/2-3. ১৯৬১ খ., পৃ. ৩২৭-৩৫) এবং ইবন 'উছমান তাঁহার দৌত্যকার্যের একটি বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন, আল-ইকসীর ফী ফিকাকি'ল-আসীর (M.El Fasi কর্তৃক ১৯৬৫ খ. রাবাত প্রকাশিত) গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উক্ত কূটনীতিকের জীবন ও রচনাবলীর একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উযীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম দৌত্যকার্যের সফলতা তাঁহার উপর দ্বিতীয় একটি দৌত্যকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করিতে সুলতানকে উৎসাহিত করিয়াছিল। আরও বন্দী মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মালটা ও ন্যাপলস (Naples)-এ পাঠান হইয়াছিল। এই দৌত্যকার্য ১১৯৬/১৭৮২ সনে সম্পন্ন হয়। এই কার্যের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসারে উহার শিরোনাম দেওয়া হইয়াছিল আল-বাদরু'স সাফির ফী ইফ্তিকাকি'ল-উসারা মিন যাদিল-'আদুওবি'ল-কাফির,

البدن السافر في افتكك لاسارى من يد العدو

الكافر

ইবন যায়দান কর্তৃক ইহা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে (ইতহাফ, ৩খ, ৩২০-৯) এবং ইহার কয়েকটি পাণ্ডু রাবাত ও মেকনেস (Meknes)-এ বিদ্যমান।

তিন বৎসর পর ইবন উছমানের উপর আর একটি নূতন দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। এইবার তাঁহাকে ইস্তাযুলে প্রথম 'আবদুল হামীদ-এর রাজসভায় পাঠান হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আলজিরিয়া ও মরক্কোর সীমান্তে তুর্কী সৈন্যদের উল্লানিমূলক আচরণ দ্বারা যে সংঘর্ষের আশংকা দানা বাধিয়া উঠিয়াছিল তাহা প্রশমিত করা। তিনি ১ মুহাররাম, ১২০০/৪ নভেম্বর, ১৭৮৫ সালে রওয়ানা হন এবং ২৯ শাবান, ১২০২/৪ জুন, ১৭৮৮-এর পূর্বে মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই সফরে তিনি হাজ্জ পাঠানের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা তাঁহাকে তৃতীয় রিহলা-র উপাদান সরবরাহ করিয়াছিল। ইহার শিরোনাম পূর্ববর্তী দুইটির চেয়েও বেশী বিস্তৃত ছিল : "ইহরায়ুল-মুআল্লা ওয়া'র-রাকীব ফী হাজ্জ বায়তিল্লাহিল-হারাম ওয়া যিয়ারাতি'ল-কু'দসিশ-শারীফ ওয়া'ল-খালীল ওয়া'ত-ভাবারক'ক বি-কাবরিল-হাবীব" (দ্র. ইবন যায়দান, ইতহাফ, ৩খ, ৩০-৫; M. El Fasi কর্তৃক একটি সংস্করণ প্রস্তুতির পর্যায়ে রহিয়াছে)।

তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর স্পেন কর্তৃক মুক্তিপ্রদত্ত বন্দীদেরকে স্বাগত জানাইবার জন্য তাঁহাকে আলজিরিয়ায় পাঠান হয়। মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহর মৃত্যুর পর তিনি মাওলায় আল-য়ামীদের (১২০৪-৬/ ১৭৮৯-৯২) চাকুরীতে বহাল ছিলেন। আল-য়ামীদ তাঁহাকে স্পেনের ৪র্থ চার্লস-এর রাজসভায় পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯০ সনের ডিসেম্বরের শেষদিকে রওয়ানা হইয়া ১৭৯১ সনের ২৭ জানুয়ারী মাদ্রিদের রাজা কর্তৃক অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দৌত্য বিফল হইয়াছিল এবং তিনি ১৮ আগস্ট স্বদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পরদিন ৪র্থ চার্লস মরক্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশ্য ইবন উছমানকে মাদ্রিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে তিনি ১৭৯২ সনের এপ্রিল পর্যন্ত একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বসবাস করেন। তাঁহার স্পেনে অবস্থান সম্বন্ধে M. Arribas Palau কর্তৃক কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক দলীল আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে (La estancia en Espana de Muhammad ibn Utman, ১৭৯১-১৭৯২ খ., in Hesperis Tamuda ৪/১-২, ১৯৬৩ খ., ১২০-৯২; তু. The same Cartas arabes de Marruecos en tiempo de Mawlay al Yazid, ১৭৯০-১৭৯২ খ., Tetuan ১৯৬১ খ.)। আল-য়ামীদের মৃত্যুর পর ইবন উছমান মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাওলায় সুলায়মান (১২০৬-৩৮/১৭৯২-১৮২৩)-এর চাকুরীতে যোগদান করেন যিনি তাঁহাকে কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্ব দিয়া পূর্বেই স্পেনে তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। নূতন সুলতান তাঁহাকে Tetuan-এর গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। অনুরূপভাবে Tangier-এ তাঁহার আবাসে বৈদেশিক কূটনীতিকদের সহিত কার্য সম্পাদনে তাহাকে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দান করিলেন (দ্র. M. Arribas Palau, Muhammad ibn Utman designado gobernador de Tetuan a finales de 1792, in Hesperis-Tamuda, ii/1, 1961, 113-27)। কূটনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার মেধার জন্য তাঁহাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ নিরসনের দায়িত্বও দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতম প্রধান সাফল্য ছিল ১৮৯৭ খ. সাফির গভর্নর 'আবদুল-রাহমান ইবন নাসিরকে নূতন প্রশাসনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিতে বাধ্য করানো। 'আবদুল-র-

রাহমান পূর্ববর্তী সময়ের মাওলায় সুলায়মানকে স্বীকৃতি দিতে স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কাজ ছিল ২২ রামাদান, ১২১২/২ মার্চ, ১৭৯৯ সনে মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করা (দ্র. M. Arribas Palau, El texto arabe del tratado de 1790 entre Espana y marruecos in Tamuda, ৭খ., ১৯৫৯ খ., ৯-৫১)। তিনি স্বল্পকাল পরে মাররাকিশ-এ মৃত্যুবরণ করেন, সেখানে তিনি সুলতানের অনুগামীরূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন (১২১৪ খ. প্রারম্ভে/১৭৯৯ খ. মাঝামাঝি) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আয-য়ামানী [দ্র.]-কে তাঁহার নিজস্ব জিনিসপত্র Meknes -এ ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি ভ্রমণসমূহের বর্ণনাও রচনা করিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিক দলীল হিসাবেও অত্যন্ত মূল্যবান। ইবন উছমান উল্লেখযোগ্য কলেবরের কূটনৈতিক প্রাবলীতে স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। ঐগুলির অধিকাংশ M. Arribas Palau কর্তৃক প্রকাশিত ও অনূদিত হইয়াছে। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছেন যাহা তাঁহার কাব্য প্রতিভার প্রমাণ বহন করে। ইহা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির শক্তিশালী পটভূমিতে একজন মরক্কোবাসী হইতে যাহা আশা করা যায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। ইস্তাযুলে ও পবিত্র স্থানসমূহে তাঁহার ভ্রমণের বর্ণনায় তাঁহার অর্জিত শিক্ষারও প্রতিফলন ঘটিয়াছে এবং ইহা সাধারণত ছন্দময় গদ্যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলীর ধারণা দেয়, যাহা ধর্মীয় ও সাহিত্যিক স্মৃতিচারণে সমৃদ্ধ। পক্ষান্তরে তাঁহার অন্যান্য রচনা সরল ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে লিখিত। এই সকল রচনায় আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গী সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার স্পেন সম্বন্ধে বর্ণনার সময় স্পেনীয় শব্দসমূহ ব্যবহার করিতে ইতস্তত করেন নাই। তিনি সে দেশে যে-নূতনত্ব, অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে ও সরস ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে প্রদত্ত M. Arribas Palau-এর মৌলিক রচনাবলী ছাড়াও দেখুন : (১) মাররাকুশী, আল-ই'লাম বি-মাম হ'ল্লা মাররাকুশী ওয়া আগ'মাত মিনা'ল-'আলাম, ফাস ১৩৫৫-৮/১৯৩৬-৯, ৫খ. ১৪২-৩; (২) ইবন যায়দান, ইতহাফ 'আলামিন'-নাস, রাবাত ১৩৪৭-৫২/ ১৯২৯-৩৩, ৩খ, ৩০১-৫, ৩১৮-৩০, ৪খ, ১৫৯-৬৮ ; (৩) যামানী, তারজুমান, সম্পা. ও অনু. O. Houdas Le Maroc de 1631 a 1812. প্যারিস ১৮৮৬ খ., নির্ধক্ট; (৪) H. Peres. L Espagne vue par les voyageurs musulmans, প্যারিস ১৯৩৭ খ., পৃ. ১৭-২৯; (৫) এম. আল-ফাসী, মুহাম্মাদ ইবন উছমান আল-মিকনাসী, রাবাত ১৯৬১-২ খ.; (৬) M. Lakhdar, vie litteraire, 266-71, উহাতে গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl)/এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া

ইবন 'উনায়ন (ابن عنين) : আবুল-মাহাসিন শারায়ুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন নাসর ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন গালিব আল-আনসারী, দামিশকের ব্যঙ্গ কবি। দামিশকে ৯ শাবান, ৫৪৯/১৯ অক্টোবর ১১৫৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একই স্থানে ২০ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৩০/৪ জানুয়ারী, ১২৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। দামিশকের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হইতে সনাতনী শিক্ষা লাভের পর এবং কিছুকাল ইরাকে অতিবাহিত করিয়া ইবন 'উনায়ন শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আক্রমণ শুরু করেন। তাঁহার এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির বহু লোক। তিনি এমন কি

সালাহুদ্দীনকেও রেহাই দেন নাই। সালাহুদ্দীন এই সময় (৫৭০/১১৭৪) কেবল নগরীর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এই আক্রমণের জন্য শীঘ্রই ইবন 'উনায়ন নির্বাসিত হন। ইহার পর তিনি বাণিজ্যিক ব্যাপারে কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ইরাক, আযারবায়জান, খুরাসান, ট্রান্সঅক্সানিয়া, এমন কি ভারত সফর করেন। ইহার পর তিনি য়ামান প্রত্যাবর্তন করেন এবং সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা তুগতাকীন-এর পারিষদরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি কিছুকালের জন্য মিসরে বসবাস করেন (৫৯৩/১১৯৭-এর পূর্বে)। তাঁহার নিজ শহরের স্মৃতির তাড়নায় তিনি আল-মালিকুল-'আদিল-এর নিকট এক কবিতায় ঐ শহরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত ৫৯৭/১২০১ সনে তিনি পুনরায় উমায়্যা মসজিদ দর্শনে সমর্থ হন। আল-'আদিলের পুত্র আল-মালিকুল-'মু'আজ্জাম 'ঈসা এই সময় দামিশকের প্রশাসক ছিলেন। তিনি কবিকে স্বাগত জানান এবং কবি শীঘ্রই তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং কালক্রমে তাঁহার উযীর পদে উন্নীত হন।

কথিত আছে, ইবন 'উনায়ন তা'রীখ 'আযীযী ও ইবন দুরায়দের জামহারার একটি মুখতাসার-এর প্রণেতা। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোনটিই মনে হয় টিকিয়া নাই। তিনি প্রধানত তাঁহার কাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার উপহাস, শ্লেষ ও বিদ্রোপের ব্যঙ্গরাজ্যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত কাঙ্গী, ফুকাহা ও ধর্ম প্রচারকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হয়ে প্রতিপন্ন করিতেন। ইহার ফলে তাঁহাকে যিন্দীকরূপে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁহার নিজের, তাঁহার পিতা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, এমন কি সুলতানের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য করা তাঁহার হিজাসমূহ ছিল অত্যন্ত তীব্র ও দৃষ্ট মনোভঙ্গিপূর্ণ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত স্তুতিকাব্যগুলি সুলিখিত হইলেও তাহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলি হন্দুবাদী অভিব্যক্তিপূর্ণ। তাঁহার স্মৃতির শহরের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে দীর্ঘ কবিতায়। প্রখ্যাত এই সকল কবিতায় দামিশক ও ইহার পারিপার্শ্বিকতার সুদীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। অন্য কোন স্থান কবিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি হেয়ালী ও প্রাসঙ্গিক কবিতাও রচনা করিয়াছেন এবং এই সমস্ত কবিতায় প্রায় সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। তিনি সব সময়েই তাঁহার রচনাবলীকে দীওয়ানে সংকলনের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তি কিছু রচনা উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, যাহার সাহায্যে ১৯৪৬ খৃ. দামিশকে খালীল মারদাম একটি দীওয়ান প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ৪খ.; (২) য়াকূ'ত, উদাবা, ১৯খ. ৮১-৯২; (৩) আবু শামা, রাওদাতায়ন; (৪) ইবন কাহীর, বিদায়া, ১১-১২; (৫) সিবত ইবনুল-জাওয়ী, মির'আতু'য-য়ামান, ৮খ, দ্র.; (৬) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, ৫খ.; (৭) হাজ্জী খালীফা, ১খ., col ৭৬৭; (৮) J. Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ. নির্দেশিকা; (৯) খালীল মারদাম, দীওয়ান-এর ভূমিকা; (১০) ঐ লেখক, in D.M. ৩খ. ৪০৩-৭।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইবন উমায়ল (ابن اميل) : আল-হাকীমুস-সাদিক আত-তামীমী আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ, রূপক ও মরমীবাদভিত্তিক আলকেমী (কীমিয়া) শিক্ষক শ্রেণীর প্রতিনিধি। বর্তমানে আলকেমী মনোবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে (ড্র. C. G. Jung,

Psychologie und Alchemie², Zurich 1952, index s. v. Senior)। তিনি আনু. ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে মিসরে বসবাস করিতেন (জাবির-এর সহিত কালক্রমিক সম্পর্কের জন্য ড্র. M Plessner in ZDMG, cxv, 1965 31)। তাঁহার বহু রচনার মধ্যে রহিয়াছে কতিপয় কা'সীদা যাহার একটি رسالة الشمس الى الهلال তিনি নিজে الماء الورقى والارض শীর্ষক ইহার একটি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ভাষ্য ও মূল কবিতাটি মধ্যযুগের যুরোপে ক্রটিপূর্ণ একটি ল্যাটিন পাঠে Tabula chimica ও Epistola solis ad lunum crescentem নামে পরিচিত হয়। ইহাতে ভাষ্যকারের নাম Senior Zadith Filius Hamuelis-রূপে লিখিত। আল-মাউল-ওয়াকী'র শুরুতে রহিয়াছে দুইটি অর্থ প্রাথমিক অভিযাত্রার বর্ণনা যাহা বুসর আস-সি'দর (দ্র.)-এ অবস্থিত একটি প্রাচীন গির্জায় আলকেমী সংক্রান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। এই ভূমিকাটি আলকেমী সংক্রান্ত গুপ্ত সাহিত্যের প্রচলিত কল্পকাহিনীর রীতিতে রচিত। কিন্তু B. H. Stricker দেখাইয়াছেন যে, ইবন উমায়ল নিশ্চিতভাবেই স্বয়ং গির্জায় গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে তিনি Imhotep-এর একটি প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করে, যদিও ইহার প্রকৃত তাৎপর্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই (AO, xix ১৯৪২ খৃ., ১০১-৩৭)। প্রাচীন গির্জা ও উহার প্রাচীর চিত্রের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়

السفر الكبير فى حل الاشكال البرباوية والتساوير.

নামক তাঁহার অপর একটি রচনায়, (ড্র. Semenov, নং ৫৩৪)। আল-মাউল-ওয়াকীতে উদ্ধৃত বেশ কয়েকজন আলকেমী বিশেষজ্ঞের মধ্যে উল্লিখিত Hermes (দ্র. Hermis), মিসরের কিংবদন্তীর রাজা (Marqunus ড্র. G. Wiet, L'Egypte de Murtadi, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ. ২১), Democritus, Socrates, Plato, Zosimus, Mary the Jewess, খালিদ ইবন য়াসীদ (দ্র.) য়ুন-নুন (দ্র.) ও জাবির ইবন হায়ান (দ্র.); তিনি Turba philosophorum-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি আর-রাযী (দ্র.) সম্পর্কে নীরব; তবে মনে হয় তাঁহার সমসাময়িক সুদক্ষ যে সমস্ত আলকেমী, নিকৃষ্ট জৈব পদার্থ যথাঃ ডিম ও লোম হইতে স্পর্শমণি (অথবা আবু-ই-হায়াত) আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় আর-রাযীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন [দ্র. Al-Iksir]।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহাম্মাদ ইবন উমায়ল প্রণীত আলকেমী সম্পর্কিত তিনটি 'আরবী প্রবন্ধ, সম্পা. ম. তুরাব 'আলী [আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, xii/1 ১৯৩৩ খৃ., ১-২১৩ (ইহাতে রহিয়াছে আল-মাউ'ল-ওয়াকী। রিসালাতু'শ-শামুস ইলা'ল-হিলাল ও আল-কা'সীদাতুন-নুনিয়া-এর মূল পাঠসহ প্রথম দুইটি রচনার ল্যাটিন তরজমার একটি সংস্করণ, আলকেমী ইতিহাসে ইবন উমায়ল-এর অবস্থান, তারিখ ও রচনাবলী সম্পর্কে H. E. Stapleton ও M. Hidayat hussayn-কৃত পরিশিষ্ট (excursus); (২) পত্রক ১২৬ প., রচনাবলী ও বিদ্যমান পাণ্ডুলিপির একটি তালিকা; (৩) অধিকতর তথ্যের জন্য ড্র. Brockelmann, I ২৭৯ ও SI ৪২৯ প., ৯৬২; (৪) A Siggel, katalog der arabischen alchemistischen Handschriften Deutschlands. Handschriften

der ehemals Herzoglichen Bibuiothek zu Gotha, Berlin 1950, 17-20, 39f. 54-56; (৫) A. A. Semenov, *Sobranie vostochnik rukopisey akademii nauk Uzbekskoy SSR*, I, Tashkent 1952, নং ৫৩৩ প.; (৬) A. Mazaheri, *Bibliographic avec index analytique*, in A. mieli, la science arabe, repr, Leiden 1966, nos, 523f.; (৭) J. Ruska, *Turba Philosophorum in Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin i* (1931), 310-18; (৮) এ লেখক, *Studen zu Muhammad Ibn Umail al -Tamimis Kitab al-Maal Waraqi wal -Ard an-Najmiyah*, in *Isis*, xxiv (১৯৩৬ খ.), ৩১০-৪২ (গুরুত্বপূর্ণ); (৯) এ লেখক, *Der Urtext der Tabula Chemica*, in *Archeion*, xvi (1934), 373-83; (১০) এ লেখক, *Chaucer und das Buch Senior*, in *Anglia*, lxi (1937), 136 (১১) P. Kraus, *Jabir ibn Hayyan* কার্যে ১৯৩৩ খ., ১৯৪২ (MIE, xlv, xlv), indexes; (১২) H. E. Stapleton G. L. Lewis and F. Sherwood Taylor, *The sayings of Hermes quoted in the Maal Waraqi of Ibn Umail in Ambix*, iii(১৯৪৯ খ.) ৬৯-৯০।

G. Strohmaier (E.I.²)/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইবন 'উমার জায়ীরা (ابن عمر جزيرة) : তুর্কী ভাষায় Cezire-i-Ibn Omar Cizre, বর্তমান তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত শহর। কথিত আছে, ইহা আল-হাসান ইবন 'উমার ইবন'ল-খাত্তাব আত-তাগলিবী (মু. আনু. ২৫০/৮৬৫) কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। ইহার নির্মাতারূপে আর্দাশীর বাবাকানকেও উল্লেখ করা হয়। আরামিক ভাষায় প্রাচীন শহরটিকে বলা হইত d' Djazarta Kardu এবং এই নামটি ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর খৃষ্টান রচনাবলীতেও পুনরুল্লেখ পাওয়া যায়। এই শহরটিকে প্রাচীন বাযাবদা-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে, যেই স্থানে মহাবীর আলেকজান্ডার তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করেন এবং পরবর্তীকালে ইহা ছিল Ammianus Marcellinus (xx. xvii, i) বর্ণিত রোমক অভিযানের অগ্রবর্তী স্থানসমূহের অন্যতম।

দিয়ার রাবী'আর (দ্র.) ৩৭°১৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪২°০৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) ৪০০ মিটার উচ্চতায় এবং মাউন্ট জুদী (দ্র.)-এর দিকে অবস্থিত। জায়ীরাতে ইবন 'উমার দাজলা (তাইগ্রীস)-র তীরে এমন জায়গায় অবস্থিত যে স্থানটির দূরত্ব ফুরাত নদী (ইউফ্রেটিস) হইতে সর্বাধিক। Taurus গিরিখাত হইতে উদ্ভূত হইয়া দাজলা ইহার পর জায়ীরার উচ্চাঞ্চলে প্রবেশ করে। এই অঞ্চলটি হইয়াছিল নদীর একটি বাঁকে এবং এই বাঁকের দুই প্রান্ত সংকীর্ণতম স্থানে একটি খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। কথিত আছে, আল-হাসান ইবন 'উমার এই খাল খনন করেন। ইহার ফলে নগরটির অবস্থান একটি দ্বীপে পরিণত হইয়া জায়ীরা (দ্বীপ) নাম ধারণ করে। স্রোতের বেগে খালটি দাজলার প্রধান খাতে পরিণত হয় এবং নগর বেটনকারী নদীর পূর্বতন ধারা কালক্রমে শুকাইয়া যায়। শহরটিতে একটি

সেতু ছিল এবং ইহা ছিল একটি নৌবন্দর। এই স্থান হইতেই দাজলা নদীটি নাব্য ছিল এবং মোসুল অভিমুখে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্বচ্ছ পানি সরবরাহের ফলে সৃষ্ট ফলের বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জসমৃদ্ধ অঞ্চলের নদী বন্দর হিসাবে জায়ীরাত ইবন 'উমার ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। ওক বৃক্ষের বনে আবৃত নিকটবর্তী পর্বতশ্রেণী হইতে প্রচুর আখরোট, হোজেল, বাদাম, গলনাট এবং মৌমাছি দ্বারা উৎপন্ন মধু ও মোম পাওয়া যাইতে এবং উহা রফতানী হইত। 'আরব ও কুর্দ এলাকার সীমান্ত চিহ্নিত করিয়াছে একটি রোমক সড়ক—দারব 'আতীক' ইহা জায়ীরাত ইবন 'উমারকে নিসীবীন এবং তৎপরে মারদীনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

অতীতের গৌরবের সাক্ষী স্মৃতিসৌধমণ্ডিত এই শহরের জনসংখ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্রাস পাইতে থাকে। মুসলিম কুর্দ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টান সমন্বয়ে ইহার জনসংখ্যা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৯,৫৬০ হইতে ১৯৪০ সনে ৫,৫৭৫-এ হ্রাস পায়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ছিল ৬,৪৭৩। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে শহরটিতে মাটির ইটের তৈরী বিশাল বিশাল প্রাচীর ছিল। ইবন বাত'তূত'ার সময়ে এই প্রাচীরে তিনটি ফটক ছিল। পরবর্তীকালে এইগুলি ব্যাসাল্ট পাথরে (আপ্পোগিরিজাত শিলা) পুনর্নির্মিত হয় এবং ইহাদের একাংশ আজও উত্তর দিকে কুর্দী আমীরগণের দুর্গের ছত্রছায়ায় দণ্ডায়মান। ৬ষ্ঠ/১২ম শতাব্দীতে শহরটিতে ১০টি হাসপাতাল, চৌদ্দটি হামাম, যাহার আটটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও অটুট ছিল, ত্রিশটি সাবীল (পথিকদের জন্য পানীয় সরবরাহের স্থান) এবং উনিশটি মসজিদ ছিল, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই শহরের সক্রিয় ভূমিকার দৃষ্টান্ত মিলে চারটি শাফি'ঈ মাদরাসা। ইহা ছাড়াও শহর প্রাচীরের বাহিরে ছিল সূফীগণের দুইটি খানকাহ। মূল প্রধান মসজিদ ব্যতীত পরবর্তী শতাব্দীতে আমীর বাদরুদ্দীন লুলু অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে Cuinet-এর মতে কর্মচঞ্চল বাণিজ্যিক কেন্দ্রটিতে অবশিষ্ট ছিল পাঁচটি সরাইখানা, একটি খিলানযুক্ত বাজার, এক শত ছয়টি ছোট দোকান ও দশটি কাফে (কফিখানা), কয়েকটি প্রাচীন গির্জার অবস্থিতি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জায়ীরাত ইবন 'উমার-এর সামান্য নিম্নে একটি সুন্দর সেতুর ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান। উহার ২৮ মিটার দীর্ঘ একটি খিলান এখনও দণ্ডায়মান। আরতুকিদ আমলের কীর্তি হি'সন্ কায়ফা (দ্র.) সেতুর ন্যায় এই সেতুটির স্তম্ভে রাশিচক্রের চিহ্নাবলী খোদাই করা আছে। নদীর উজানে বাতমান সূত্রে মারদীনের আমীর তিমুরতাস নির্মিত অপর একটি সেতু বর্তমান।

দীর্ঘদিন যাবত কুর্দ আমীরগণের কর্তৃত্বাধীনে জায়ীরাত ইবন 'উমার মধ্যযুগের কিছুটা গুরুত্বের অধিকারী ছিল। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইহা ছিল মোসুলের অধীনস্থ একটি এলাকা, মালিক শাহের প্রাক্তন মামলুক শামসু'দ-দাওলা জাকারমিশ ৪৯৫/১১০২ সনে উহার গভর্নর থাকার পর ৫ম/১১শ শতাব্দীতে উহা মারওয়ানীগণের অধিকারে যায়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ইহা ছিল যাকীগণের অধীন এবং তাহারা ৫৪১/১১৪৬ সনে 'ইযযুদ্দীন আবু বাকর আদ-দুবায়সীকে গভর্নররূপে নিয়োগ করেন। ৫৫৩/১১৫৮ সনে বাশনাবী কুর্দগণের অধিকারভুক্ত এই অঞ্চলটি কুতবুদ্দীন মাওদুদ ইবন যাকী অধিকার করিয়া নেন। ৬ষ্ঠ, ৭ম/১২ম ও ১৩শ শতাব্দীতে দুইটি পরিবার এই শহরের গৌরব বৃদ্ধি করে পণ্ডিত ও গ্ন্থকারসমৃদ্ধ বানুল-আছীর ও বহু ইমামের পূর্বপুরুষ বানু 'আবদী'ল-কারীম

আল-জাযারী। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে শহরটি অধিকারের জন্য সাফল্যবী ও 'উছ'মানীগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। কুর্দগণ সেই সময় 'উছ'মানীগণের আশ্রয় কামনা করে এবং হামিদিয়াগণের সহযোগে তুলনামূলকভাবে একটি স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ৯৪১/১৫৩৫ সনের পরে সায়্যিদ আহ'মাদের অধীনে জাযীরাত ইবন উমার মোসুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ৯৭৩/১৫৬৬ সনে কতিপয় খুস্তান পরিবার ইরবিল হইতে পলায়ন করিয়া এই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে শহরটি কার্যত স্বশাসিত মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু খৃ. ১৯শ শতাব্দীতে 'উছ'মানীগণের এক প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং তাহারা এই অঞ্চলটি ১২৪৮/১৮৩৩ সনে পুনর্দখল করে। জাযীরাত ইবন উমার ১৮৩৬ সনে তাহাদের অধীনে আসে এবং এই সময় হইতে শহরটির পতন শুরু হয়। কুর্দগৌরবের প্রাক্তন কেন্দ্র বর্তমানে পরিণত হয় একটি তুর্কী কাদার সাধারণ কেন্দ্রে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Turk Ansiklopedisi, ১০খ, ৩৩৬, দ্র. Cezire-i-Ibn Omer,; (২) IA, ৩খ, ১৫২-৪; (৩) ইবন হাওকাল, অনু, Kramers-Weit, ২১৯; (৪) হারাবী, যিয়ারাত, ১৫২; (৫) ইবনুল আছীর, Atabegs, in RHOC, ii, 210; (৬) ইবন বাতুতা, ২খ, ১৩৯; (৭) যাকুত, দ্র.; (৮) Le Strange ৯৩-৪; (৯) V. Cuinet, Turquie d'asie, ২খ, ৫১১-৪; (১০) G. Bell, Amurath to Amurath ২৯৬; (১১) S. H. Longrigg, Four centuries of Modern Iraq, অক্সফোর্ড ১৯২৫ খৃ., ২৬, ৩৭, ৪১, ৯৮; (১২) R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie ১৯২৭ খৃ., ৪৯৯, ৫০১, ৫২২; (১৩) CL. Cahen La Djazira, in REI, ১৯৩৪ খৃ. ১১৩; (১৪) R. Lescot, Enquete sur les Yezidis ১৯৩৮, খৃ., ১১০-১১২; (১৫) M. Canard, H'amdanides 110-1; (১৬) M. Dunand, De l'Amanus au Sinai, ১৯৫৩ খৃ., ৮৯-৯১ (আলোকচিত্রসম্বলিত); (১৭) B. Nikitine, Les Kurdes et le Kurdistan, ১৯৫৬ খৃ., ৫, ২৮, ৬৭, ৮৬, ১৬১; (১৮) Dillemann, Haute Mesopotamie orientale et pays adjacents, in BAH. lxxii (১৯৬২ খৃ.) নির্যুক্ত; (১৯) S. M. Fiey, Assyrie Chretienne, ১৯৬৫ খৃ. নির্যুক্ত।

N. Elisseeff (E.I.²)/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইবন উমার (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন উমার)

ইবন উয়ায়না (দ্র. সুফয়ান ইবন উয়ায়না)

ইবন উসফুর (ابن عصفور) : আবুল-হাসান আলী ইবন মু'মিন, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় বৈয়াকরণ। ৫৯৭/১২০০ সনে সেভিলে তাঁহার জন্ম। তিনি সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বৈয়াকরণ আশ-শালাওবীন-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকের সহিত মতানৈক্যের পর তিনি নিজ শহর ত্যাগ করেন এবং আল-আন্দালুসের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কতিপয় শহরে অবস্থান করেন এবং সেই সকল শহরে কুরআন ও ব্যাকরণ শিক্ষা দান করেন। ইহার পর তিনি ইফরীকিয়া গমন করেন এবং ভিউনিস ও বুগি (Bougie)-তে হাফসীয় আমীর আবু যাকারিয়ার দরবারে অবস্থান করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায়

আল-আন্দালুসে পরিভ্রমণ করেন এবং ইহার পর মাগ'রিবে গমন করিয়া সালে (Sale)-তে অবস্থান করিতে থাকেন। হাফসীয় খালীফা আল-মুস্তানসির-এর আমন্ত্রণে তিনি ইফরীকিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভিউনিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তথায় ৬৭০/১২৭১ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইবন উসফুর দুইটি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিতাবুল-মুক'াররিব ফিন-নাহ'ও ও কিতাবুল-মুমতি' ফিত-তাসরীফ-এর প্রণেতা। ইহা ছাড়াও তিনি অপর ৪টি ব্যাকরণ গ্রন্থ সীবাওয়্যাহ (Sibawayh)-এর কিতাব, আল-ফারিসীর কিতাবুল-ঈদাহ, আয-যাজ্জাজীর কিতাবুল-জুমাল ও আল-জুযুলির মুকাদদামা-এর ভাষ্য লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I ৩৮১ S I, ৫৪৬; (২) U. R. Kahhala, ৭খ, 251; (৩) ইবনু'য-যুবায়র, সিলাতুল-স-সি'লা, সম্পা. Levi-Provencal ১৪২-৩ (নং ২৮৫)।

G. Troupeau (E.I.²)/ মোঃ আবদুল বাসেত

ইবন ওয়াফিদ (ابن وافي) : আবুল-মুতাররিফ 'আবদুল-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-লাখমী আন্দালুসিয়ার একজন চিকিৎসক, ভেষজ-বিজ্ঞানী ও কৃষিতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি ৩৯৮/১০০৭ (সাইদের মতে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬০/১০৬৭ সনে টলেডোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি কর্ডোভার যাহরাবী-এর নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ৪৬৭/১০৭৪ সনে ইনতিকাল করেন। সাইদ বলেন, ভেষজবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি পথ্যের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। যদি ঔষধ দিতে বাধ্য হইতেন সেই ক্ষেত্রে কেবল মিশ্রিত (مركبات) অপেক্ষা অমিশ্রিত (مفردات) ঔষধের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার যে সাতটি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি মোটামুটি পাওয়া যায় :

(১) কিতাব ফিল-আদাবি-য়াতি'ল-মুফরাদা Cremona-এর Greard 'Liber Albenguefith Philosophi de virtutibus medicinarum et ciborum' এই শিরোনামে গ্রন্থটি সংক্ষেপে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। হিব্রু এবং Catalan ভাষায়ও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার 'আরবী মূল পাঠ আংশিকভাবে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকাশিত হয় নাই; (২) কিতাবুল-বিসাদ ফিত-তিশ্বব, পাণ্ডুলিপি আকারে; (৩) মাজমু' ফিল-ফিলাহা, 'আরবী ও Castilian-এ মূল পাঠ, যাহা ইহার সহিত সুনির্দিষ্টভাবে অভিন্নরূপে গণ্য করা হইয়াছে, Millas Garcia Gomez তাহাদের রচনায় আলোচনা করিয়াছেন; (৪) De balneis Sermo, Mieli এই শিরোনাম বিশিষ্ট একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন 'আরবী শিরোনামের সহিত ইহার সুস্পষ্ট মিল নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আববার, ২খ, ৫৫১; (২) সাইদ আল-আন্দালুসী, Cairo ভা. বি., 110-Fr. tr. R. Blachere, Paris 1935 148 প.; (৩) ইবন আবী উসায়বি'আ, তা'বাকাত (সম্পা. Muller); (৪) J. Millars Vallicrosa, El libro de agricultura de Ibn Wafid y su influencia en la agricultura de Renacimiento in And, viii (1943), 281-332- Estudios sobre historia de la ciencia

espanola, Barcelona 1949. ch. 7; (৫) E. Garcia Gomez Solore agricultura arabigoandaluza (Cuestiones Bibliograficas), in And, x (1945), 127-46; (৬) Choulant, Handbuch der Buckerkunde fur die altere Medizin 96 (on the Letin tr. of the K. al-adwiya); (৭) M. Streinschneider, Die Hebraischen Uebersetzungen des Mittelalters, 175 (on the Hebrew tr.); (৮) Mieli, La science arabe, Leiden 1938, 387.

J. F.P. Hopkins (E.I.²)/ফজলুর রহমান

ইবন ওয়ারসান্দ (ابن ورسند) : 'আলী ইবনুল-হুসায়ন আল-বাজালী। তিনি ছিলেন বাজালিয়া নামে পরিচিত মাগ'রিব অঞ্চলের একটি শী'আ দলের প্রতিষ্ঠাতা [দ্র. আল-বাজালী]। তাঁহার গ্রন্থসমূহে তিনি শী'আ আইন ও বিধি-বিধান সংকলন করিয়াছেন। ঐগুলি কা'দী আন-নু'মান কর্তৃক প্রণীত কিতাবুল-ঈদাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উদ্ধৃতিসমূহ প্রমাণ করে যে, তৃতীয়/নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন এবং তিনি মুসা'বী শী'আ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহারা মুসা আল-কাজিমকে তাহাদের সর্বশেষ ইমাম ও মাহদী হিসাবে মান্য করেন। তিনি কাসতীলিয়ার নাফতায় বসবাস করিতেন এবং শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতবাদ তাঁহার পুত্র আল-হাসান কর্তৃক সর্বপ্রথম দার'আতে প্রচারিত হয় বলিয়া জানা যায় [দ্র. আল-বাজালী] এবং তাহার পর ২৮০/৮৯৩ সনের পূর্ব পর্যন্ত জনৈক মুহাম্মাদ ইবন ওয়ারসান্দ কর্তৃক এই মতবাদ প্রচারিত হয়। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন সুস আল-আকসাতে বসবাসকারী আল-হাসানের একজন পুত্র।

সেখানে দুইটি দলের মধ্যে তারুদাত্তের জনতা বিভক্ত হইয়াছিল। বাজালিয়াগণ উহাদের একটি গঠন করে এবং অন্য একটি দল সুন্নী মালিকীদের সহিত সর্বদা সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তাহারা ঐ অঞ্চলের ইদ্রীসী আমীরদের দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত হইত। এই ইদ্রীসী আমীরগণ নিজেরাই তাহাদের মতবাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উহাদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সম্পর্কে যে তথ্য রহিয়াছে তাহা সঠিক নয় মনে হয়, সম্ভবত কয়েকটি স্পষ্টতই ভুল তথ্যের জন্য ইহা প্রচারিত হইয়াছে। এই তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, তাহারা ইমামাতকে 'আলী (রা)-র উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে হাসানীদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে, হুসায়নীদের জন্য নয়। ৪৫৮/১০৬৬ সনে আল-মুরাবিত-গণ কর্তৃক শহরটি বিজয়ের পরে তারুদাত্তে বাজালিয়া দল ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য দলটি সুসের দ্বিতীয় শহর তিযুরবীনে টিকিয়াছিল। উহারা সম্ভবত ৬ষ্ঠ/১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর উক্ত এলাকায় উদ্ধৃত আল-মুওয়াহ'হিদ আন্দোলনের সহিত যুক্ত ও উহা দ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত সূত্রসমূহ ছাড়াও : (১) আল-ইদরীসী, Description de l' Afrique septentrionale et saharienne, সম্পা. H. Peres, আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৯; (২) ইবন আবী যার, রাওদুল-কি'রতাস, সম্পা. C. H. Tornberg, Uppsala ১৮৩৪ খৃ., পৃ. ৮২; (৩) M. Talbi, L' Emirat Aghlabide, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫৭১-৩; (৪) W. Madelung, Some notes on non-Isma'ili Shism in the Maghrib in Stud. Isl., xlv (১৯৭০ খৃ.), ৮৭-৯৭; (৫) বিদাদুল-কা'দী, আশ-শী'আ আল-বাজালিয়া ফিল-মাগ'রিব আল-

আকসা, আশগালুল-মু'তামার আল-আওয়াল লি-তা'রীখি'ল-মাগ'রিব ওয়া হাদারাতিহি. ১খ, তিউনিস ১৯৭৯ খৃ., ১৬৫-৯৪।

W. Madelung (E.I.² Suppl.)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন ওয়াসিল (ابن واصل) : আবু 'আবদিল্লাহ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন সালিম ইবন নাস'রিল্লাহ ইবন সালিম ইবন ওয়াসিল, ঐতিহাসিক, কা'যী ও সাহিত্যিক, রবিবার ২ শাওয়াল, ৬০৪/২০ এপ্রিল, ১২০৮ সালে হামাত-এ জন্ম। তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন তাঁহার পিতার অধীনে যিনি প্রথমে হামাত ও আল-মা'আররার কা'দী এবং পরে জেরুসালেম-এর নাসি'রিয়া মাদরাসার মুদাররিস ছিলেন। হাজ্জ পালন উপলক্ষে তাঁহার পিতা অনুপস্থিত থাকিলে ৬২৪/১২২৭-৯ সালে ইবন ওয়াসিল নাসি'রিয়াতে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তী দুই বৎসর তিনি দামিশক ও আলেক্সো [যেইখানে তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ঐতিহাসিক ইবন শাদদাদ (দ্র.)-ও ছিলেন]-তে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ৬২৯/১২৩২ সালে তিনি কারাক-এর আয়্যুবী প্রশাসক আল-মালিকু'ন-নাসির দাউদ-এর অধীনে কার্যে যোগ দেন এবং সেইখানে শামসুদ্দীন আল-খুসরাও শাহীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৬৩১/১২৩৪ সাল হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত হামাত-এর আয়্যুবী প্রশাসক আল-মুজা'ফফার-এর অধীনে তিনি কর্মরত ছিলেন। এই প্রশাসকের আদেশেই তিনি মিসরীয় গণিতবিদ 'আলামুদ্দীন কায়সার (তা'আসীফ تعاليف -- নামে পরিচিত)-কে একটি মানমন্দির নির্মাণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির কার্যে সহায়তা করেন। ইহার পর তিনি দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে কুরদী আমীর হুসামুদ্দীন ইবন আবী 'আলী (পরবর্তীতে তিনি মিসরে আয়্যুবী সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ নাজমুদ্দীন-এর প্রতিনিধি ছিলেন)-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই সম্পর্কে মিসরে অবস্থানকালে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসে।

৬৪১/১২৪৩-৪ সালে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু ইবন আবি'দ-দাম (দ্র.)-এর সহিত একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে বাগদাদে গমন করেন এবং তথা হইতে তিনি কায়রো যান। কায়রোতে সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ নাজমুদ্দীন [যাহার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার আত-তারাখু'স-সালিহী (التاريخ الصالحى) নিমে ১নং) উৎসর্গ করেন] এবং তাঁহার উত্তরাধিকার আল-মালিকু'ল-মু'আজ্জাম তুরান শাহ [যাহার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার নাজমু'দ-দুরার نجم الدرر (নিম্নের ২নং) এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে একটি রচনা উৎসর্গ করেন]-এর সম্পর্কে আসার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার বন্ধু হুসামুদ্দীন ইবন আবী 'আলীর সহিত ৬৪৯/১২৫২ সালে তিনি হাজ্জ পালন করেন এবং তুরান শাহ-এর হত্যাকাণ্ড, আয়্যুবী শাসনের পতন এবং মামলুক বংশের উত্থান স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন।

রামাদান, ৬৫৯/আগস্ট, ১২৬১ সালে বায়বারস তাঁহাকে সিসিলীর রাজা মানফ্রেড (Manfred)-এর দরবারে দৌত্যকার্যে প্রেরণ করেন যাহার সহিত দক্ষিণ ইতালির বারলেটায় (Barletta) তাঁহার সাক্ষাত ঘটে এবং যাহার উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তিবিদ্যার একটি পুস্তক আর-রিসালাতুল-আনবারুরিয়া (الرسالة العنبرورية) উৎসর্গ করেন।

৬৬৩/১২৬৪-৫ সালের দিকে ইবন ওয়াসিল তাঁহার জন্মস্থান হামাত-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এইখানকার প্রধান কা'দী নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময় তিনি লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া ৬৭১ হিজরী হইতে ৬৮৩

হিজরীর (১২৭২-৮৫ খৃ.) মধ্যে মুখতার'ল-আগানী (مختصر الاغانى) ও মুফাররিজুল-কুরুব (مفرج الكروب) নিম্নের ৩নং) পুস্তকদ্বয়ের রচনা সমাপ্ত করেন। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে দৃষ্টিশক্তি হারাওয়া হ'মাত-এ তিনি ৯৩ বৎসর বয়সে ৬৯৭/১২৯৮ সালে ইনতিকাল করেন।

ইবন ওয়াসিল-এর তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক রচনা হইল : (১) আত-তারীখু'স-স'ালিহী, রাসুলুল্লাহ (স)-এর সময় হইতে ৬৩৭/১২৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের একটি সাধারণ ইতিহাস (পাণ্ডু. ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ৬৬৫৭); (২) নাজমু'দ-দুরার ফিল-হাওয়াদিহ ওয়া'স সিয়র (পাণ্ডু. Chester Beatty ৫২৬৪); (৩) মুফাররিজুল-কুরুব ফী আখবার বানী আয়ুব ৬৬১/১২৬৩ সাল পর্যন্ত, আয়ুবী বংশের ইতিহাস রচনার ইহাই অতীব মূল্যবান উৎস। চারিটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রস্তুতের কাজ অগ্রসর হইতেছে। এই পর্যন্ত তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬১ খৃ.), যাহাতে ১ম আল-'আদিল-এর মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, Jamal al Din Ibn Wasil and his book, Mufarrij al-Kurub fi akhbar Bani Ayyub, অপ্রকাশিত, Ph. D. অভিসন্দর্ভ আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৪৮ খৃ.; (২) ইবন ওয়াসিল, মুফাররিজুল-কুরুব, সম্পা. জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, ১-৩ খ, কায়রো ১৯৫৪-৬১ খৃ.; (৩) Brockelmann, ১খ, ৩২৩, পরিশিষ্ট ১, ৫৫৫.; (৪) বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ, ১৩১; (৫) C. Waddy, An Introduction to the chronicle called Mufarrij al kurub, অপ্রকাশিত, Ph. D. অভিসন্দর্ভ, লন্ডন ১৯৩৪খৃ.; (৬) এইচ হিলমী এম. আহ'মাদ B. Lewis ও P. M. Holt (ed)-এ, Historians, পৃ. ৯৪-৫; (৭) F. Gabrieli ঐ, পৃ. ১০৫; (৮) ঐ লেখক, Saggi orientali Caltanissetta ১৯৬০ খৃ. পৃ. ৯৭-১০৬।

Gamal el-Din el-Shayyal (E.I.²)/মোঃ তাহির হুসাইন

ইবন ওয়াহ্ব (ابن وهب) : আবুল-হুসায়ন ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন সুলায়মান ইবন ওয়াহ্ব আল-কাতিব, প্রসিদ্ধ সচিব-পরিবারের লোক এবং 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্র, সচিবের দায়িত্ব কর্তব্য ও কৌশল সম্বন্ধে একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবুল-বুরহান ফী উজ্জীল-বায়ান"-এর রচয়িতা। তাঁহার দাদা সুলায়মান খলীফা আল-মুহতাদী ও আল-মু'তামিদের উযীর ছিলেন। তিনি আল মুওয়াফফাকের সময় রাজরোষে ও মর্যাদাহানিকর অবস্থায় পতিত হন এবং বন্দীদশায় ২৯২/৯০৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পিতার ও তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তাঁহার অভ্যুদয় ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ ৩৩৫/-৯৪৬-৭ সনে অথবা ইহার পরে রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ উহাতে উল্লেখ আছে যে, উযীর 'আলী-ইবন 'ঈসা [দ্র.] ইতোপূর্বেই মারা গিয়াছেন। সুতরাং তিনি কুদামা ইবন জা'ফার [দ্র.]-এর সমসাময়িক, যাহার Escorial ms- এর বিচ্ছিন্ন অংশের সম্পাদক ছিলেন।

'আব্বাদী ও এ. এইচ. টি. হু'সায়ন শেষোক্ত ব্যক্তির যোরতর সন্দেহ সত্ত্বেও এই রচনাটি ইবন জা'ফারের গ্রন্থনাধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং উহা নাকদু'ন-নাছর (কায়রো ১৩৫১/-১৯৩৩) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। Chester Beatty সংগ্রহে 'আলী হাসান 'আবদুল-কাদির কর্তৃক

একটি পূর্ণাঙ্গ কপি আবিষ্কার (সম্পা. এ. মাতলূব ও খ. হাদীছী. বাগ'দাদ ১৩৮৭/১৯৭৬) গ্রন্থকার ও শিরোনামের শুদ্ধ ও সঠিক পরিচিতি সম্ভব করিয়াছে।

বুরহান গ্রন্থখানা 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রে গ্রীক, মু'তামিলী ও ইমামী মতবাদসমূহ প্রয়োগের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও চমৎকার প্রচেষ্টার সাক্ষ্য। ইমামী মতবাদের প্রবণতা দ্বাদশ ইমাম ও অষ্টম ইমামসহ কতিপয় ইমামের সুস্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং এই প্রবণতার অন্যতম প্রমাণ হইল ইমামী নীতিমালার উল্লেখ, যেমন তাকিয়া, 'ইসমা, জাহির, বাতিন, তাবী'ল, রুমূয (কু'রআনের মধ্যে), কিতমান ও বাদা। ইহাতে জাহিজের বায়ান গ্রন্থেরও কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও ইহার কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। তিনি কুদামা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা এখন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়। গ্রন্থকার অবশ্য তাঁহার নিজের চারিটি রচনার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন : কিতাবুল-হু'জ্জাত কিতাবুল-'ঈদাহ, কিতাবুল-ত্বা'আব্বদ ও কিতাব আসরারিল-কু'রআন। ইহাদের কোনটিই এখন বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না এবং কোন সূত্রে এইসব গ্রন্থের উল্লেখ আছে বলিয়া ও এখন পর্যন্ত জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) টি. হু'সায়ন ও এ. এইচ. 'আব্বাদী (eds), কিতাব নাকদু'ন-নাছর, কায়রো ১৯৪১ খৃ., পরিচিতি, ২০-৪; (২) এ. এইচ, 'আবদুল-কাদির, আর-রিসালাত-এ উল্লিখিত, ১৬ খ. (১৯৪৮ খৃ.) ১২৫৭ প. ও in RAAD, ২৪খ. (১৯৪৯ খৃ.) ৭৩-৮১; (৩) তি. তাবানা, কুদামা ইবন জা'ফার ওয়া'ন-নাকদু'ল-'আদাবী, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ৯৪- ১০৮; (৪) S. A Bonebakker (সম্পা.) কিতাব নাকদু'শ-শি'র, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ., ১৬-২০; (৫) শায়খ দায়ফ, আল-বালাগা তাভাতু'র ওয়াত-তারীখ; (البلغة تطور) و التاریخ, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; ৯৩-১০২; (৬) মাতলূব ও হাদীছী (সংস্করণসমূহ) কিতাবুল-বুরহান, পরিচিতি ১-৪১ (বায়ান শব্দটির ধারণার জন্য নিবন্ধ দ্র. in i, 1115a)।

P. Shinar (E.I.². Supl.)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন ওয়াহ্ব (ابن وهب) : আবু মুহ'ম্মাদ 'আবদুল-জালীল ইবন ওয়াহ্ব, স্পেনের 'আরব বংশোদ্ভূত কবি, Seville-এর শাসনকর্তা আল-মু'তামিদ ইবন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর দরবারে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। আনুমানিক ৪৩০-৪০/১০৩৯-৪৯-এ মুরসিয়াতে (Murcia) জন্ম। সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি ভাগ্যান্বেষণে Seville-এ গমন করেন। সেইখানে তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ আল-'আ'লাম আশ-শানতামারী (দ্র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার পূর্বে উযীর ও কবি ইবন 'আম্মার (দ্র.)-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পরে তিনি আল-মু'তামিদ-এর অন্যতম দরবারী স্তুতিকার হিসাবে স্থান লাভ করেন এবং আকস্মিকভাবে কিছু সংখ্যক উচ্চ মানের কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৪৭৬/১০৮৩ সনে তিনি আল-'আ'লাম-এর দাফনের সময়ে বক্তৃতা করেন। পরে তিনি ইবন 'আম্মার-এর পক্ষ সমর্থন এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। আয-যাললাকা (দ্র.) যুদ্ধের পরে এবং 'আল-মু'তামিদ-এর যুসুফ ইবন তাশফীন-এর সাহায্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে মরক্কো গমন উপলক্ষে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন (৪৮১/১০৮৯ সনে) ইহার কিছু খণ্ডাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইবন ওয়াহ্ব কিছু সফল বর্ণনামূলক

কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, এইগুলি আল-মু'তামিদ-এর আয়-যাহী নামক প্রাসাদ সম্পর্কে।

তিনি নিজের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া অথবা মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ প্রচার করিয়া যে উচ্চ মানের কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাতে আল-মুতানাববীর প্রভাব সুস্পষ্ট। সহজাত গর্ববোধ, সাময়িক কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও আল-মু'তামিদ-এর প্রতি তাঁহার আনুগত্য তাঁহার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার মনিবের ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর তিনি জানিতেন না বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। আনুমানিক ৪৮৪/১০৯২ সনে (এবং কতক সূত্র অনুসারে উল্লিখিত ৫৩৩/১১৩৮-৯ সনে) ইবন খাফাজা (দ্র.)-এর সহিত মুরসিয়া ভ্রমণের সময়ে কতিপয় খৃষ্টান অশ্বেরোহী কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাসসাম আল-ইকলীলুল-মুশতামিল 'আলা শি'র 'আবদি'ল-জালীল শিরোনামে ইবন ওয়াহবুন-এর দীওয়ান সংকলন করেন, কিন্তু এই সংকলন বিদ্যমান নাই, এই সংকলকের কবি সম্পর্কিত রচনার মধ্যে যাহীরা (এখনও অপ্রকাশিত)-এর কেবল একটি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান আছে; (২) আল-ফাতহ ইবন খাকান, ক'লাইদ, ১৩-৪, ২৪২-৫; (৩) ইবন দিহ'য়া, মুতরিব, নির্ঘণ্ট দ্র.: (৪) ইবন ফাদ'লিল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিকুল-আবসার, xvii, MS, Paris, 32v, 36v.; (৫) আল-'ইমাদ আল-ইসফাহানী, খারীদ xi, MS, Paris. (৬) ইবন জা'ফির, বাদাই'উ'ল-বাদাইহ, ৩৭; (৭) ইবনুল-খাতীব, আ'মাল, ২৪৬; (৮) মাক্কারী Analectes, নির্ঘণ্ট; (৯) মাররাকুশী, মু'জিব, ১০২-৫; (১০) ইবন খাল্লিকান, নির্ঘণ্ট, দ্র.; (১১) দাব্বী, ৩৭৪, নং ১১০১; (১২) ইবন সা'ঈদ, মাগ'রিব, নির্ঘণ্ট; (১৩) Dozy, De Abbadidis i, 50 116-47; (১৪) Luya, in Hesperes, 1936: 150; (১৫) A. Dayf, Balaghat al Arab fi I-andalus, 121-8; (১৬) H. Peres, Poésie an dalouse, index: (১৭) A. Gonzales Palencia, Literatura 93, 200, 202; (১৮) S. Khalis, La vie litteraire a Seville au XIe Siecle, unpublished thesis, Sorbonne 1953.

Ch. Pellat (E.I.²)/ ফজলুর রহমান

ইবন ওয়াহশিয়া (ابن وحشية) : তাঁহার প্রতি অনেক পুস্তক প্রণয়নের কৃতিত্ব আরোপিত হইয়াছে। তাঁহার পুরা নাম আবু বাক্বর আহ'মাদ (অথবা মুহ'াম্মাদ) ইবন 'আলী ইবন জারছিয়া ইবন বাদনিয়া ইবন বারতানিয়া ইবন 'আলাতিয়া ইবন কাসিম ইবন আল-মুখতার ইবন 'আবদি'ল-কারীম আল-কালদানী অথবা আন-নাবাতী আল-কাসদানী আস-সুফী আল ফুসসায়নী (অথবা আল-কাসীতী বা আল-কুসায়ত (আল ফিহরিসূত ৩১১))। তিনি ইবন ওয়াহশিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু ওয়াহশিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। Noldeke (in ZDMG xxix ১৮৭৫ খৃ., ৪৫৩ প.) মনে করেন যে, তাঁহার নামে আরোপিত গ্রন্থের প্রকৃত লেখক (অথবা অন্তত সংকলক) ছিলেন আবু তালিব আহমাদ ইবনুল-হু'সায়ন ইবন 'আলী ইবন আহ'মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-মালিক আয়-যায়্যাত। তাঁহার নিকট ইবন ওয়াহশিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি কালদীয় (Chaldees) ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায়' অনুবাদ করিয়া পুস্তকটি অপরের দ্বারা লিখাইয়াছেন। L. Massignon-এর মতে এই আবু তালিব আহ'মাদ ইবনুল-হু'সায়ন ইবন 'আলী ইবন যায়্যাত যিনি ইবন ওয়াহশিয়ার শিষ্য ও সচিব বলিয়া দাবী করেন এবং যেই

পরিবারে বহু সংখ্যক উযীর হইয়াছিলেন তিনি সেই পরিবারের একজন শী'আ সদস্য (Apud Festugiere, La Revelation Dherms Trismegiste, i. প্যারিস ১৯৪৪ খৃ., App. iii, 396)। তিনি ইবনুল-নাদীম-এর সময়ে জীবিত ছিলেন (ফিহরিসূত ৩১২)। তাহার নামে সকল অংশ সঠিক হইলে তিনি উযীর আবু জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-মালিক (ইবন আবান, আবু তালিবের উল্লেখের ক্ষেত্রে সব সূত্র ইহা বর্জন করিয়াছে) যায়্যাত (দ্র. ইবনুল-যায়্যাত)-এর প্রপৌত্রের পুত্র ছিলেন। তাঁহার গৌত্রীয় উপাধি আয়-যায়্যাত হইতে মনে হয় যে, তিনি হয়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। আল-কারখ (দ্র.) নামক কোন একটি জনপদ হইতে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আগমন ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন এডেসীয় হরফে সিরীয় ভাষার MS Leiden Pp. 1 and 3) কিছু প্রাচীন দলীল হয়ত সেই পরিবারের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এডিসীয় লিপি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে Estrangelo নামে অভিহিত হয় এবং পারস্যের নেস্টোরিয়গণ দ্বারা উহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইবন ওয়াহশিয়ার রচিত বলিয়া কথিত রচনাগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা ও অনুবাদশৈলী নিশ্চিতভাবে এই প্রমাণ বহন করে যে, সেগুলি স্থানীয় ব্যবহৃত 'আরবী ভাষা নহে। এখন প্রশ্ন হইতেছে : সেগুলি কি সরাসরি সিরীয়, গ্রীক অথবা পাহলাবী হইতে? সিরীয় ভাষা হইতে অনূদিত বলিয়া লেখকের দাবীর পক্ষে কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণ এখানে বর্তমান। সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হইতেছে ভাষার বিশেষ শৈলী ছাড়াও উহাতে সন্নিবিষ্ট প্রার্থনার নমুনা, বিশেষভাবে কিতাবুল-ফিলাহাতি'ন-নাবাতিয়া (كتاب الفلاح النبطية) নামক গ্রন্থে, যাহাতে সিরীয় প্রার্থনারীতির সঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। [(ক্. বিশেষভাবে যে প্রার্থনা দ্বারা গ্রন্থখানি শুরু করা হয়) (দ্র.) Zs. vi (১৯২৮-৯) এবং যাহা সিরীয় প্রার্থনা পুস্তকের মত এক ধরনের প্রমিয়ন (Prumiyon)]। এই ধরনের প্রার্থনা যাদুবিদ্যার সারগ্রন্থ ও অলৌকিক ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় (যথা: আল-মাজরীতির নিকট হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন)। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রার্থনা-বাক্যগুলি কোন ক্ষেত্রেই আকারে ও মর্মগতভাবে সিরীয় প্রার্থনারীতির খুব কাছাকাছি নহে। এককভাবে এই লক্ষণগুলি গুরুত্বপূর্ণ নহে; কেননা এই জাতীয় প্রার্থনারীতি বায়যান্টাইনেও দৃষ্ট হয়। ইবন ওয়াহ শিয়্যার বলিয়া কথিত রচনাবলীর ব্যাপক গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, গ্রীক, পাহলাবী ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে সিরীয় ভাষা বাহন হিসাবে কাজ করিয়াছিল।

ইবন ওয়াহশিয়ার বলিয়া কথিত রচনাবলীর একটি তালিকা এবং ঐগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) সর্বাংশে সম্পূর্ণ নয় এ জাতীয় বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে রচিত বিশালাকৃতির গ্রন্থ কিতাবুল-ফিলাহাতি'ন-নাবাতিয়া নিংসন্দেহে সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। (MS. লাইডেন ১২৬৪ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট; বিয়াযিত ১৯৫২-৩ খৃ., ৪৬৫ ফলিও, ৩২×২৪ সি. মি., নাসখী, বিয়াযিত ৪০৬৪×৩৩২ ফলিও, ২৫×১৭ সি. মি., নাসখী)। ইবন ওয়াহশিয়া বলেন যে, তিনি "গ্রন্থখানি ক্যালদীয়দের (Chaldees) ভাষা হইতে 'আরবীতে অনুবাদ করিয়াছেন ২৯১/৯০৩-৪ সালে" এবং ৩১৮/৯৩০ সালে তিনি এগুলিকে আবু তালিব আয়-যায়্যাত-এর সাহায্যে শ্রুতি লিখন সম্পন্ন করান (লাইডেন MS. p.1)। নাবাতীয় (সিরীয়) ভাষায় ইহার আদি নাম ছিল "কিতাবুল-ইফলাহি'ল-আরব্দ ওয়া ইসলাহি'য-য়ার' ওয়া'শ-শাজার ওয়া'ছ-ছিমারি ওয়া দাফ'ইল-আওকাতি 'আনহা"

كتاب الافلاح الارض واصلاح الزرع والشجر والثمار
ودفع الاوقات عنها-

M. Plessner ZS, vi (1928-9) 35-55-তে ইহার একটি সূচীপত্র প্রদান করিয়াছেন।

এই রচনাটিকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৩৫ হইতে ১৮৭৫ খৃ. পর্যন্ত প্রাচ্যবিদগণের মাঝে প্রবল বিতর্ক চলিতেছিল। E.M. Quatremere তাহার Memoire sur les Nabateens, in JA, xv (1835) 5-55-97-137-209-71-তে ইহাকে দ্বিতীয় Nabuchodonosor-এ আমলের কালদীয় (Chaldean) রচনার অনুবাদ বলিয়া অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন (৬০৫-৫৬২) B.C. ইবন ওয়াহ শিয়া সম্বন্ধে ফিহুরিস্ত বলিয়াছেন, وهو من ولد سنحارب و Sennacherib, 705-681 B.C.) ইময়ার (Meyer) ইহাকে খৃস্টীয় ১ম শতাব্দীর রচনা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন (Gesch. der botanik iii (1856), 43-89)। ডি. চওলসন D. Chwoison in Uber die Uberreste der altbaby Ionischen Literatur im arabischen Uebersetzungen in Memoires des Savants Etrangers, presents a l' Academie Imperiale des Sciences de St. Petesbourg, viii (1859), 329-524- ইহার রচনাকাল নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা কমপক্ষে খৃস্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা। তাহার এই চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত হওয়ার পর প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে এমন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যে, ফলে প্রায় (এই নিবন্ধ লেখার) পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থটি পুনরালোচিত হইয়াছে। উক্ত অভিমতের উত্তরে তিনিটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ঃ E. Renan (Sur les debris de l'ancienne litterature baby- lonienne conserves dans les traditions arabes, in Mem. de l' Academie des Inscriptions, xxiv/I (1861), 139-90; Revue Germanique, x (1860) 136-66-তে উদ্ধৃত; L' Institut, April-May, 1860 37-44), এই গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিমতের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া বলা হয়, ইহা হেলেনীয় আমলে (৩য় ও ৪র্থ খৃ.) সাবীয়ান (Sabeian) পরিবেশে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে মানদীয় (Mandean) পরিবেশে লিখিত হইয়াছে। তিনি “নাবাতী” (Nabatean) ভাষাকে মানদীয় (Mandean) ভাষা বলিয়া মনে করেন। এক বৎসর পর Alfred von Gutschimid এই বিষয়ের উপর সর্বাধিক বিতর্কিত অভিমত ব্যক্ত করেন (Die Nabataische Landwirtschaft und ihre Gaschwister, in ZDMG, xv (1861), 1-110 (=Kleine Schriften, ii, 568-716; cf, also War Ibn Wahshijah ein nabataischer Herodot? in Berichte uber d. Verhandl. d. kgl, sachs, Gesellschaft d. Wiss. zu Leipzig, Phil-hist. Kl. 1862. p. 67-99=kleine Schriften ii 717-53)। তিনি দৃঢ় যুক্তি সহকারে বলেন, নাবাতী রচনাসমূহ মুসলিম আমলের জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নহে (নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে) এবং ইহা নিশ্চয়ই ৭০০

খৃ.-এর পূর্বের নহে। আকবাসী আমলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থে বিধৃত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাদৃশ্যকে তিনি তাহার যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন [গৌরবোজ্জ্বল অতীত সত্ত্বেও নাবাতীদের (সেমিটিকদের) প্রতি আরবদের অজ্ঞেয়বাদী আদর্শের প্রতি ঝোঁক, মুসলিম রূপকথায় কালদীয় (Chaldeans)-গণের প্রতি আরোপিত মহত্ত্ব ও প্রজ্ঞা]। কিন্তু এতদসত্ত্বেও Von Gutschimid ইবন ওয়াহ শিয়াকে প্রাচীনকালের একজন ছয়বেশী প্রভারক বলিয়া মনে করেন। Noldeke এই মতবাদের সপক্ষে আরও প্রমাণ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই রচনাগুলি জালিয়াতি এবং এইগুলির রচনাকাল ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ (Noch Einiges uber die "nabataische Landwirtschaft" in ZDMG, xxix (1৮৭৫ খৃ.. ৪৪৫-৫৫-তে)। তিনি মনে করেন যে, এই জালিয়াত গ্রন্থকার আবু তালিব... আয়-যায়্যাত। তিনি ইহাতে Koine-তে লিখিত গ্রীক রচনাবলীর প্রভাব দেখিতে পান এবং গ্রন্থকারের বর্ষপঞ্জী সম্পর্কিত জ্ঞান এবং মুসলমানদের চন্দ্র বর্ষপঞ্জী ব্যবহার না করিয়া (সৌর বর্ষভিত্তিক) Edesso Harranian বা জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবত বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইবন ওয়াহ শিয়াকে A. von Gutschimid ও Th. Noldeke-এর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। [ড. E. Wiedeman, Zur Nabatischen Landwirtschaft, in ZS, i, (১৯২২ খৃ.), ২০১-২; M. Plessner, Der Inhalt der Nabataischen Landwirtschaft. Ein Ver such Ibn Wahsija zu rehabilitieren, in ZS, vi (১৯২৮-৯ খৃ.) ২৭-৫৬; E. Bergdolt, Beitrage zur Geschichte der Botanik, I-Ibn Wahschija Die Kultur des Veilchens (viola odorata) und die Bedingungen des bluhens in der Ruhezeit, in Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, I (১৯৩২খৃ.) 321-36; II-Uber einigen Pfropfungen ib., lii (১৯৩৪ খৃ.; ৮৭-৯৪; III-Wesseranzeigende Pflanzen ib., liv (১৯৩৬) ১২৭-৩৪; G. O. S. Darby, The mysterious Abolays, in Osiris, i (১৯৩৬খৃ.) ২৫১-৫৯; idem, Ibn Wahshiya in mediaeval Spanish literature, in Isis, xxxii (১৯৪১ খৃ.) ৪৩৩-৮। Franz Boll K. Tankalusha (নিম্নে দ্র.)-এর উক্তির উল্লেখ “ist gleich seinen ubrigen Schriften verdientermassen noch immer unedirt geblieben und wird es wohl auch bleiben (Sphaera, Leipzig 1903, 428)-এর মাধ্যমে যে নৈরাশ্যজনক মন্তব্য করিয়াছেন উহা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

আল-ফালাহাতুন-নাবাতিয়া (الفلاحة النبطية) : গ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়া যে বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা তাহার অন্যান্য স্বল্প পরিচিত গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) কিতাবু'শ-শাওকুল-মুসতাহাম ফী মারিফাতি রুমূযি'ল-আক-লাম (كتاب الشوق المستهام فى معرفة رموز الاقلام) নামক

গ্রন্থখানি প্রতিটি Zodiac চিহ্নের এবং প্রতিটি গ্রন্থের জন্য প্রযোজ্য অক্ষর সমন্বয়ে প্রাচীন সেমেটিক, হেলেনিক, হিন্দু ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপিত ৯৩ টি রহস্যপূর্ণ অক্ষরের অসাধারণ সংগ্রহ [MS প্যারিস ৬৮০৫, ১৩১, fols. ১১৬৫/১৭৫১-২ naskhi-তে বর্ণিত হইয়াছে fol ১২৯, ২৪১/৮৮৫ (sic) সালে এই রচনাগুলি খালীফা আবদুল-মালিক ইবন মারওয়ান-এর জন্য লেখা হইয়াছিল। গ্রন্থকার তখন দামিহকে বসবাস করিতেন, J. Hammer, Ancien alphabets and hieroglyphic characters explained, with an account of the Egyptian Priests, their classes, initiation and sacrifices in the Arabic Language... লন্ডন ১৮০৬ খৃ.; S. De Sacy. apud A. L. Millin Magasin Encyclopedique, vi (1810) 145-75; v. Gutschmid, loc. cit., 16-21]। এই জাতীয় অক্ষরের সংকলনে ম্যাজিক ও যাদুবিদ্যা কলা-কৌশলে পরিলক্ষিত হয়। রহস্যবিদ্যা সম্পর্কিত মাজমু'আর মধ্যে এই জাতীয় অক্ষরের নমুনা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহা অসম্ভব নহে যে, এ সকল অক্ষরের অনেকগুলি অর্থহীন গোপন চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায় : প্রত্যেক সাম্য, বিপ্রতীপ, আধ্যারোপ, নিম্নঘাত-এর আক্ষরিক বুনন, ক্ষুদ্র নিম্নঘাত দ্বারা অন্তরীকরণ ও অলংকরণ (symmetry, opposition, superposition, interlacin of downstro kes; differentiation by small downstrokes decortive refinements)।

(৩) কিতাবু'ত-তানকালুশা (= Teucros; তু.A Brissov, in JA. ccxxvi, ১৯৩৫ খৃ.) আল-বাবিলী আল-কুকানী ফী সুওয়ার দারাজিল-ফলাক ওয়া মা যাদুললু 'আলায়হি মিন আহওয়ালিল মাওলুদীন, النابيلی القوقانی فی صور درج الفلك وما يدل عليه من احوال المولودين.

"নাবাতী ভাষা হইতে আবু বাকর ইবন আহ'মাদ ইবন ওয়াহশিয়া কর্তৃক 'আরবীতে অনূদিত এবং 'আলী (sic) ইবন আবী ত'ালিব আয'-যাওয়াত-এর সাহায্যে শ্রুতিলিখিত (MS. লাইডেন, ৮৯১/২ fols ২৮-৬৯, তৎপূর্বে সিডনের Dorotheos-এর প্রতি আরোপিত জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর একখানা গ্রন্থ, ইহার অনুবাদক হিসাবে 'উমার ইবন ফাররুখান আত'-তাবারীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. Brockelmann, S.I. 392) Vettius Valens- এর Avooyiat (Anthologiat) ও ব্যাবিলন Teucros-এর rdpavat (paranatellonta)-এর পাহলভী অনুবাদভিত্তিক একখানা জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক রচনা যাহাতে ১২টি রাশিচক্র (Zodiac) সংকেতের বিশ্লেষণ এবং উহাদের প্রতিটির ত্রিশ ডিগ্রীর বর্ণনা বিদ্যমান।

(৪) কিতাবু'স-সুমূ'ম (كتاب السموم) নাবাতী ভাষা হইতে অনূদিত ও আবু তালিব আয'-যাওয়াতের সাহায্যে শ্রুতিলিখিত। (MSS ইস্তাযুল, শাহীদ 'আলী পাশা ২০৭৩ Naskhi of ৯০৫/১৪৯৯-১৫০০, ২১. ৫×১৫ সি. মি.; লাইডেন, ৭২৬, ১৪২. fols., বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি হইতে একটি কপি তৈরি করা হইয়াছে ১৩৫৭; অন্যান্য পাণ্ডুলিপি Brockelmann-এ সন্নিবিষ্ট S I. 431)। ইবন ওয়াহশিয়া তাঁহার সূত্র

প্রদান করিয়াছেন ইহা বিষয় বিজ্ঞান সম্পর্কিত দুইখানা গ্রন্থের সমন্বিত সংকলন। ইহাদের একটির রচয়িতা Yarbuka (ইস্তাযুল MS. Baryufa) al Nabati al-Kardani, অপরটির লেখক Suhab Sat (ইস্তাযুল MS: Shuhat Bisat) 'আকু কুকার অধিবাসী (সুতরাং ইস্তাযুল)। এই গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ হইতে জানদিশাহপুর (جند شاهپور)-এর চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে প্রকাশিত নূতনভাবে সম্পাদিত গ্রন্থে বলা হয় যে, ঐ গ্রন্থখানা কানাকি'য়া (Canakya)-এর বিশ্বের ম্যানুয়েল (তু. B. Strauss, Das Giftbuch des Sahaq in Quellen u. Studien z. Gesch. der Naturwiss u. der Medizin iv/2 (1934) 28 (116) Massignon Loc. cit, 393)। রচনাটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ : (ক) দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা হত্যাকারী; (খ) ভীতি উৎপাদনকারী স্বর, (গ) শ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা হত্যাকারী; (ঘ) যাহা ভক্ষণ বা পান করিলে শ্রাণ নাশ হয় এবং (ঙ) যাহার স্পর্শ শ্রাণঘাতী। অষ্টম অধ্যায়ের পর হইতে ইহার আলোচ্য বিষয় হইতেছে সর্প দংশন, কুকুর দংশন, বৃত্তিক ও মাকড়সার ছল দংশন ইত্যাদি (তু. জাবির, কিতাবু'স-সুমূ'ম ওয়া দাফ'ই মাদাররিহা (كتاب السموم و دفع مضارها) Brockelmann, SI, 428, n. 31; karaus, Jabir, i 156-9)।

(৫) আলকেমী বা রসায়নবিষয়ক গ্রন্থ কিতাবু'ল-উসুলি'ল-কাবীর Mss. ইস্তাযুল, রাগিব পাশা, ৯৬৩/৩, fol 49v. p., Naskhi ২৪×১৮ সি. মি.; একই মাজমু'আ, fol ১-৩৮ v. কিতাবু'শ-শাওয়াহিদ ফিল-হাজারিল-ওয়াহি'দ তাহার রচিত বলিয়া কথিত। Hacı Besir Aga, 649.

fols. 22r-30r, তা'লীক' ফারসী n. d., ৩৫×২৬ সি. মি.; আলকেমী বা রসায়নশাস্ত্রের উপর রচিত একটি মাজমু'আ (গ্রন্থ সমষ্টি) যাহার অধিকাংশই ফারসী ভাষায় লিখিত এবং কিতাবু'ল- মুসাহহাত আল-আফলাতুন-ওয়া তাফসীর জাবির ইবন হায়্যান আস-সু'ফী (كتاب المسحات الافلاطون وتفسير جابر بن حيان الصوفى) (Fols) ১-২২ এই মাজমু'আর প্রথম গ্রন্থ; কোনিয়ায় (Konya) আর একটি মাজমু'আ (সংকলনে যুসুফ আগা, ৪৮৮৭/৩, ৫৫ ফলিও, ১৬×১১.৫ সে. মি. ৭০৭/১৩০৭-৮ সনের একটি ক্ষুদ্র তা'লীক, আরও দেখুন একই সংকলন ৫৪৮৬), কিতাবু'ল-কাশফি'র-রুমূ'য নামেক অপর একখানা রসায়নবিদ্যার পুস্তক তাহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আরও কিছু সংখ্যক আলকেমী (রসায়ন) বিষয়ক পুস্তকেরও রচয়িতা বলিয়া তাহাকে অভিহিত করা হয়। যথা: কানযু'ল-হিকমা মাতালিউ'ল-আনওয়'র ফিল-হিকমা (كنز الحكمة مطالع الانوار فى) (الحكمة) ইসমা'ঈলী সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত কিতাবু'ল-হায়াকিল ওয়াত-তামাছিল ও কিতাবু'র-তাবকাতানা (তু. Brockelmann-এ উল্লিখিত ১, ২৮১ S I, ৪৩১) গ্রন্থদ্বয় বিশেষ পরিচিত নয়। তিনি নিজেই আল-ফিলাহান-নাবাতিয়া গ্রন্থে (লাইডেন MS.P.2) বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত বিশাল ও মূল্যবান গ্রন্থ কিতাবু'য-যাওয়ানী আল-বাবিলী ফী ইসরা'রিল-ফলাক ওয়া'ল-আহ'কাম 'আলা'ল-হাওয়াদিছ মিন হারাকাতিল-ন-নুজুম,

(كتاب الذوائى البابلى فى اسرار الفلك والاحكام على الحوادث من حركات النجوم.)

এবং কিতাবু'ল-আদওয়ালিল কাবীর" হইতে কিয়দাংশ তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। ফিহরিস্ত, ৩১২, অন্যান্য গ্রন্থের নামও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ নাই।

সার্বিকভাবে তাঁহার রচনাগুলি হইতে তাঁহার অভিমতের সঙ্গে Iamblichus (মৃ. ৩৩০ খৃ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিরিয়ার নব্য প্লেটোনিক (Neo Platonic) চিন্তাবিদগণের (School) অভিমতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। (Iamblichus-এর মতে ইবন ওয়াহশিয়াও মনে করেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্মীয় অনুসারীদের অনুমোদিত বিধিমালা অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারে)। উদ্ভিদের আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলীর (روحانية) সঙ্গে উর্ধ্বলোকস্থিত সভা (Heavenly bodies)-সমূহের যোগাযোগ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জিওপনিকা (Geoponica)-এর প্রাচীন গ্রন্থকারগণ যে অভিনিবেশ সহকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন সে রকম অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণদীপসম্পন্ন ইবন খালদুন ইহা (মুকাদ্দামা, ৩খ, ১২০/১৬৫ প., অনু. Rosenthal ৩খ, ১৫১প.) হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, কিতাবু'ল-ফিলাহা'ন-নাবতিয়্যা গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত (كتاب ترجم من اليونانية)

উপসংহার আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি (G. H. Ewald, ইতিপূর্বে Gottinger Nachrichten ১৯৫৭ খৃ., ১৪১-ও ১৮৬১ খৃ., ১৫ মে-তে ইংগিত প্রদান করিয়াছেন) যে, ইবন ওয়াহশিয়া কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত গ্রন্থগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে টিকিয়া থাকা সেই সকল বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক বিষয়ে রচনার ফলশ্রুতি। বিভিন্ন সময়ে পুনর্লিখন ও পরিমার্জনসহ সিরিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক দার্শনিকগণ (হেলেনীয়) দ্বারা সংরক্ষিত এবং গ্রীক নথিপত্র বা পাহলবী ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদের আকারে বায়তু'ল-হিকমার অনুবাদকগণের যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। জিওপনিকা (Geoponica)-এর একখানি গ্রন্থের ফার্সী সংস্করণের অস্তিত্ব এখানে উল্লেখ্য যাহা ইতোপূর্বে ২৩৫/৮৫০ সনে সমাও 'আলী ইবন সাহুল ইবন রাববান' আত-তা'বারীর ফিরদাওসুল-হিকমা গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে উল্লিখিত বহু সংখ্যক গ্রন্থ ছাড়াও দ্র. (১) C.A. Nallino-র 'ইলমুল-ফালাক: ইনদাল-আরাব (علم الفلك عند العرب)' রোম ১৯১১ খৃ., ২০৮; (২) P. Kraus জাবির ইবন হায়ান, Contribution a l'histoire des idees scientifiques hans l'Islam (I-II, Mem. de l'Institut d'Egypte, xlv-xlv, কায়রো, ১৯৪১-৪৩ ও সূচী (৩) I. goldziher, Muh, St., i, 158 (a product of the shuubiyya); (৪) J. Ruska, Cassianus Bassus Scholasticus und die arabischen Versionen der Griechischen Landwirtschaft, in Isl. v (1914), 184-9 (Kusta B. Luka, al Filaha al-yunaniyya: লাইডেন পাণ্ডুলিপিটি একটি ফার্সী অনুবাদভিত্তিক, সম্পা. কায়রো ১২৯৩/১৮৭৬; (৫) ঐ লেখক Weinbau und Wein in den arabischen Bearbeitungen der Geoponica, in Archiv fur die Gesch der Naturwiss, u. der Technik vi (1913). 305-20; (৬) ঐ লেখক, Turba philosophorum ein

Beitrag zur Geschichte der Alehemie. in Quellen u Studienz. Gesch der Naturwiss u. der Medizin i (1931), 1-368), (৭) ঐ লেখক Ababische Alchemie in Archeion, xiv (1932) 425-35; (৮) ঐ লেখক, Uber das fortleben der antiken Wissenschaften im Orient, in Archiv fur Gesch der Mathematik der Naturwiss u. der Technik x. (N. F.i) 1927-8), 112-35; (৯) P. Sabth. L'ouvrage geoponique d Anatolius de Biryos (৪র্থ শতাব্দী), আরবী পাণ্ডুলিপি, Sbath কর্তৃক আবিষ্কৃত BIE-তে xiii (১৯৩১খৃ.) ৪৭-৫৪; (১০) G. Sarton Intro to the History of science, i ৬৩৪-৫ ii, ৪২৫, ৮৪২; (১১) Ps. মাজরীতি গয়াতু'ল-হাকীম, সম্পা. Ritter, লাইপসিগ ১৯৩২ খৃ., ৬০, ১৭৯, ২২৯প.; (১২) ইবনুল আওয়াম, কিতাবুল-ফিলাহা, সম্পা. Banqueri, i-ii, মাদ্রিদ ১৮০২ খৃ. (অনু. J. J. Clement- Mullet. i-ii, প্যারিস ১৮৬৪-৭ খৃ.); (১৩) ইবন বাসসাল, কিতাবু'ল-ফিলাহা, সম্পা. J. M. Millas vallicros and M. Aziman কর্তৃক সম্পা. ও স্প্যানিস অনূ.-সহ Tetuan ১৯৫৫ খৃ.।

T. Fahd (E.I.²) / সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

ইবন ওয়াহব (ابن وهب) : আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহব ইবন মুসলিম আল-ফিহরী আল-কুরাশী, মিসরের মালিকী মুহাম্মদ হু (হাদীছ-বিদ), কায়রোয় ১২৫/৭৪৩-এ জন্ম এবং ১৯৭/৮১৩-তে মৃত্যু। অতি অল্প বয়সেই মদীনার মাসজিদু'ন-নাবাবীর ইমাম-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁহার এই শিক্ষা গ্রহণ ইমামের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কায়রোয় প্রত্যাবর্তন করেন, যেখানে কারাফাতে তাঁহার কবর অবস্থিত (দ্র. ইবন খাল্লিকান, tr. de Slane, ২, ১৬; ইবনু'য-যায়াত, আল-কাওয়াকিবু'স-সায়্যারা, ৪৪)। কাদী 'ইয়াদ (তারতীবুল-মাদারিক, কায়রো MS. Fol, 88 a)-এর বর্ণনানুসারে মালিকী ফিকহ-এর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কতকগুলির শিরোনামেরও তিনি উল্লেখ করেন। অদ্যাবধি তাঁহার যে গ্রন্থটি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে তাহা হইতেছে Papyrus পত্রে এক শত পৃষ্ঠার একটি হস্ত লিখিত গ্রন্থ। ইহা তাঁহার জামি' গ্রন্থের একটি খণ্ডাংশমাত্র, J. David-Weill কর্তৃক ২৭৬/৮৮৯ সালে যাহা ভাষা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। জামি'-এর এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে বংশ তালিকা, সীলমোহর, হু'নায়নের যুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু হাদীছ এবং ইবন 'আব্বাস (রা)-এর একটি মুনাযাত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইবন মালিক (র)-এর মুওয়াত্তা অথবা সাহমুন-এর মুদাওয়ানা গ্রন্থের অসংখ্য সংস্করণের কোন একটিতেও ইহার পাঠের কিছুই উল্লেখ নাই (অন্যান্য খণ্ডের জন্য দ্র. J. Schacht, in Arabica xiv (1967) 231)।

ইবন ওয়াহব-এর জীবন চরিত্রের জন্য দ্র. Le Djami d' Ibn Wahb, ed. J. David Weill (BIFAO), Cairo 1939-48 i. xi and J. David Weill, Manuscrit malekite d'Ibn Wahb, in Melanges Maspero Cairo 1840 iii, 177-43।

J. David Weill (E.I.²) ফজলুর রহমান

ইবন কাছীর (ابن كثير) : ইসমাঈল ইবন উমার ইবন কাছীর ইবন দু'ইবন দায়্য' আল-কুরাশী আল-বুসরাবী আদ-দিমশকী কুনয়া (উপনাম) আবুল-ফিদা উপাধি 'ইমাদুদ্দীন, সাধারণত পিতামহের নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক তাফসীরকার ও মুহাদ্দিছ' হিসাবে বিখ্যাত। জন্ম ৭০০/১৩০০ (ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ২৩১) বা ৭০১/১৩০০ (আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি, ১খ, ১৫৩) সনে (অন্য মতে হি. ৭০০ সনের কিছু পরে, ইবন হাজার আল-আসক'ালানী, আদ-দুরাক'ল-কামিনা, ১খ, ৪৪৫) দামিশকের উপকণ্ঠস্থ বুসরা অঞ্চলের মাজদা পল্লীতে। সেইখানে তাঁহার মাতামহের বাড়ী। তাঁহার পিতা জীবনের শেষদিকে এই পল্লীর মসজিদে খাতীব নিযুক্ত হইয়া এইখানে বাস করিতে থাকেন এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন (মু. ৭০৩ হি., আল-বিদায়া, ১৪খ, ৩১, ৩২)। পিতার মৃত্যুর পর ইবন কাছীর-এর বয়স যখন ৬ বৎসর (৭০৭/১৩০৭) তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দামিশকে চলিয়া যান এবং সেইখানেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। অতি অধ্যয়নের ফলে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি এই শহরেই শা'বান, ৭৭৪/ফেব্রুয়ারী, ১৩৭৩-এ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার উস্তাদ শায়খ ইমাম ইবন তায়মি'য়া (মু. ৭২৮/১৩৭৩ (র)-এর কবরের পাশেই তাঁহাকে দাফন করা হয় (ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ২৩২; মাস'উদুর-রাহ'মান খান আন-নাদাবী, ইবন কাছীর, পৃ. ১৮)। আবুল বাক ও বাদরুদ্দীন নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইবন কাছীর তাঁহার বড় ভাই আবদুল-ওয়াহ'ব (মু. ৭৫০ হি.)-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪খ, ৩২)। ১১ বৎসর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করেন। সেই সময়ের প্রখ্যাত 'আলিম ও মনীষিগণের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় ৪৪ জন শিক্ষকের নাম তাঁহার জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন (মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. গ্র., প. ৩৩)। তাঁহার বিশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক হইলেন ফিক'হশাফে বুরহানুদ্দীন আল-ফযারী (মু. ৭২৯ হি.) ও কামালুদ্দীন ইবন কাদী ওহ'বা; হাদীছে, বুখারী শারীফে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবু আব্বাস আহ'মাদ ইবনুল-হিজার (মু. ৭৩০ হি.) ও শায়খ জামালুদ্দীন আবুল-হাজ্জাজ যুসুফ ইবনুল-য-যাকী (মু. ৭৪২ হি.) এবং মুসলিম শারীফে ও আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থে শায়খ বুরহানুদ্দীন ইবন ইসহ'ক আল-ফযারী, যিনি ফিক'হশাফেও তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। ইমাম ইবন তায়মিয়া (র)-এর নিকটও তিনি হাদীছ' শিক্ষা করেন। তিনি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ' জামালুদ্দীন আল-মিযযী (মু. ৭৪২/১৩৪২)-এর জামাতা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন তাঁহার সাহচর্যে হাদীছ' শিক্ষার সুযোগও লাভ করিয়াছিলেন (মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. গ্র. পৃ. ২৪, ৩৫)।

ইবন কাছীর প্রথর স্বরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যাহা পাঠ করিতেন তাহা সহজে ভুলিতেন না (ইবন কাদী ওহ'বা, তা'বাক'াতুল-শাফি'ইয়া, পৃ. ৪৭৪)। হাদীছ', তাফসীর, ফিক'হ ও ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ব্যাকরণশাস্ত্র ও হাদীছের রাবীদের জীবনী (আসমাউর রিজাল) সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি মুফতী হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইবনুল-ইমাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার ফাতাওয়ার পৃষ্ঠাসমূহ দেশের সর্বত্র যেন উড়িয়া

বেড়াইতেছে (শাযারাত ৬খ, ২৩১)। তাঁহাকে ইমাম, মুফতী, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ও অভিজ্ঞ ফাকীহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (শাযারাত, ৬খ, ২৩; আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-ল-ছ'ফফাজ, ৪খ, ১৫০৮; মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. ৫৬, 'আসক'ালানী, দুরার, ১খ, ৪৪৬)। বিদ্যার্জনের উদ্দেশে তিনি ভ্রমণও করিয়াছেন (رحلة الطالب العلم) যথাঃ আল-কুদস, নাবলুস ও বালাবাক শহর। এক বর্ণনামতে তিনি এই উদ্দেশে মিসরেও গমন করিয়াছিলেন (মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. গ্র., পৃ. ৫১-৫৩)। ৭৫১ হি. হাজ্জ আদান করেন। তিনি একজন শাফি'ঈ ইমাম ছিলেন, তবে তাঁহার উস্তাদ ইবন তায়মিয়া (র)-এর অনুসরণে কোন কোন ক্ষেত্রে হাম্বলী ফিক'হ-এর মতও অবলম্বন করিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁহাকেও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আমীর বাহাউদ্দীন আল-মারজানী (দ্র. ৭৪৯/১৩৪৮, বিদায়া ১৪খ, ২১৬, ২৬৩) তাঁহাকে মিয়যার মসজিদের খাতীব নিযুক্ত করিয়াছিলেন (মুহ'ররাম, ৭৪৬/মে ১৩৪৫)। ইবন কাছীর অধ্যাপনার কাজেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গর্ভনর আরশুন শাহ (মু. ৭৫০/১৩৪৯)-এর শাসন আমলে তিনি উম্মু সালিহ-এর তুব'বায় হাদীছের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন (ফুলক'াদা, ৭৪৮/ফেব্রুয়ারী, ১৩৪৮)। কতিপয় সূত্র মতে ৭৫৬ হি. তিনি কাদী তাকিয়ুদ্দীন সুবকীর মুত্বার পর কিছু সময়ের জন্য দারুল-হাদীছ' আল-আশরাফিয়ার পরিচালকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। গর্ভনর সায়ফুদ্দীন মানকালী বুগা (৭৬৪-৬৮হি.) আল-জামি' উমাবীতে তাঁহাকে হি. ৭৬৭ সালে তাফসীর-এর শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত করেন। (বিদায়া, ১৪ খ., ৩২১)। এই পদটি তৎকালে অতি উচ্চ মর্যাদার পদ বলিয়া গণ্য হইত (মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. গ্র., পৃ. ৬৭)। ছাত্র ও গবেষকদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যেই সকল কমিটি গঠন করা হইয়াছিল এইগুলির কয়েকটির তিনি সদস্য ছিলেন (পৃ. গ্র., পৃ. ৬৯)। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা হইতে ছাত্রগণ আগমন করিত। তাঁহার অনেক ছাত্র ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ কতিপয় ছাত্রের তালিকার জন্য দ্র. মাস'উদুর-রাহ'মান, পৃ. ৭২-৭৭। সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম হিসাবে সরকারী মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। যথাঃ ৭৫১/১৩৪১ সালের শেষের দিকে গর্ভনর আল-তুনবুগা আন-নাসিরীর সভাপতিত্বে অবতারবাদ (হুলুল)-এ বিশ্বাসী বলিয়া অভিযুক্ত এক যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী)-এর বিচার করণার্থ দুইটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত তদন্ত কার্যে বিশিষ্ট কতক 'আলিমের সঙ্গে ইবন কাছীরও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (বিদায়া, ১৪খ, ১৮৯-৯০) ৭৪২/১৩৫১ সালে আমীর বায়বুগা উরুস-এর বিদ্রোহ অকৃতকার্য হইলে খলীফা আল-মু'তাদিদ (মু. ৭৬৩/১৩৬১-৬২) শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে দামিশকে আসেন। তিনি তখন দাসমাগিয়া মাদরাসায় ইবন কাছীরকে সাক্ষাত প্রদান করেন। আমীর সানুজাক দুর্নীতি দমনের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাাদি আরও জোরদার করার উদ্দেশে এই ব্যাপারে গৃহীত পূর্বের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিতে চাহেন। সেইজন্য (৭৫৯/১৩৫৮) তিনি 'আলিমগণের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইবন কাছীরও এই উদ্দেশে আহূত হইয়াছিলেন (বিদায়া, ১৪খ, ২৬১-২)। ৭৬২/১৩৬১ সালে আমীর বায়দামুর-এর বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ইবন কাছীরসহ অন্যান্য প্রধান 'আলিমের নিকট বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। ইবন কাছীর তাঁহার ফাতাওয়ায় সমঝোতা

ও শান্তির পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন (বিদায়া, ১৪খ, ৩১২)। সাইপ্রাসের ফ্রাংকদের দ্বারা লেবানন ও সিরিয়ার সমুদ্রোপকূল আক্রান্ত হইলে দামিশকের গভর্নর আমীর সানজাক উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিতে চাহিলে ইবন কাহীরকে এই বিষয়ে কিছু লিখিতে অনুরোধ করেন। ইবন কাহীর সীমান্ত রক্ষার উপর রিবাতুল-ইজ্জতিহাদ ফী তালাবি'ল-জিহাদ (الجهاد في طلب الجهاد) কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮ নামে একটি সন্দর্ভ রচনা করেন।

ইবন কাহীর জীবনের অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পর্যালোচনা, গবেষণা, ফাতাওয়া দান ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজে অতিবাহিত করেন এবং কয়েকটি অতি উচ্চ মানের গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা:

(১) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (البداية والنهاية): কায়রো ১৩৫১-৮/১৯৩২-৯, বৈরুত ১৯৬৬ ও ১৯৭৭ খ., ১৪ খণ্ডে, প্রায় ৫৩০০ পৃ. সম্বলিত) একটি বিশ্বকোষ জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ, হি. ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস হইতে বিধৃত, বিশেষত মামলুক যুগের ইহাই প্রধান ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহুদী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি বর্জন করিয়াছেন (জুরজী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়া, ৩খ, ২০৮-৯)। তা'বাবী, ইবন 'আসাকির, ইবনুল-জাওযী, ইবনুল-আহু'রী, সিব্বত ইবনুল- জাওযী, কুতবুদ্দীন আল-যুনিনী, আয-যাহাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা হইতে তিনি ইহার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রন্থের শেষাংশে দামিশকের ইতিহাস সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহার বেশ কিছু অংশ বিরযালী (মু. ৭৩৯/১৩৩৮-৯) -এর তা'রীখ ও তাঁহার "মু'জাম"-এর সাহায্যে রচিত (E.I.2 ৩খ., ৮১৮, মাস'উদু'র-রাহ'মান, পৃ. ৪৪)। আল-বিদায়ার জনপ্রিয়তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাঁহাদের রচনায় মূল সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা: ইবন হি'জ্জী (মু. ৮১৬/১৪১৩), ইবন ক'াদী শুহবা (মু. ৮৫১/১৪৪৮), আল-'আয়নী (মু. ৮৫৫/১৪৫১), বিশেষত ইবন হাজার 'আসকালানী (মু. ৮৫১/১৪৪৯) প্রমুখ ঐতিহাসিক।

(২) তাঁহার তাফসীর'ল-কু'রআনি'ল-'আজীম (বৈরুত ১৪০০/১৯৮০, ৪খণ্ডে, প্রায় ২৪০০, পৃ. সম্বলিত) কু'রআনী তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় এই তাফসীরে অবলম্বিত রীতি ও পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন (ক) কু'রআন দ্বারাই কু'রআনের তাফসীর, তাঁহার মতে এই পদ্ধতি অতীব উত্তম ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা কু'রআনেই এক স্থানে যাহা সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটিভাবে বলা হইয়াছে, অপর স্থানে তাহা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে; (খ) হ'াদীছ' দ্বারা কু'রআনের তাফসীর, প্রথম পদ্ধতি সম্ভব না হইলে ইহা গ্রহণীয়। কেননা হ'াদীছে' স্বয়ং রাসূল কারীম : (স)-কৃত তাফসীর বিধৃত হইয়াছে; (গ) সাহাবীগণের উক্তি দ্বারা কু'রআনের তাফসীর। ইহা তৃতীয় পর্যায়ে গ্রহণীয় পদ্ধতি; কেননা সাহাবীগণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কু'রআনের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কু'রআন নাযিল হওয়ার সকল অবস্থা, পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁহার সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন; (ঘ) উপরিউক্ত তিন পদ্ধতির পরে তাবি'ঈ ও তাঁহাদের শিষ্যদের (তাবা' তাবি'ঈন) উক্তিসমূহের আলোকে তাফসীর রচনা। এই নীতিগুলি অবলম্বন করিয়া আরও কিছু তাফসীর রচিত হইয়াছে (যথা: ইবন জারীর তাবাবীর তাফসীর)। কিন্তু উক্ত হ'াদীছ'সমূহের বিচার-বিশ্লেষণে তাঁহার তত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। ইবন কাহীর একজন অভিজ্ঞ হ'াদীছ'-বিদ হিসাবে তাঁহার তাফসীরে সাহীছ' হাদীছসমূহ উল্লেখ করিতে

বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছেন। এই কারণেই সুযুতী মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই পদ্ধতিতে রচিত ইহা অপেক্ষা উন্নত মানের তাফসীর আর একটিও নাই (যায়ল, পৃ. ৩২১)। শাওকানীর মতে এই তাফসীরখানি সর্বোত্তম না হইলেও সর্বোত্তম তাফসীরগুলির অন্যতম (আল-বাদরু'ত-তালি', ১খ, ১৫৩)।

(৩) কু'রআনের সংরক্ষণ লিখন ও বর্ণনানীতি সম্পর্কে ফাদাইলুল-কু'রআন (فضائل القرآن): তাঁহার একটি বিশেষ রচনা, কায়রো, ১৩৪৩-১৩৪৭ হি.; (৪-৫) আস-সীরাতুল-নাবাবি'য়া, السيرة النبوية "আল-ফুসূল-ফী মুখতাসার সীরাতির-রাসূল" নামে মিদর হইতে) ১৩৪৮হি.) প্রকাশিত। আর সীরাতে'র বিস্তারিত গ্রন্থটিও আস-সীরাতুল-নাবাবিয়া আল-মুতাওয়াল (السيرة النبوية المطولة) নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত (কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৪), কিন্তু তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ আল-বিদায়াতে ইহা সংযোজিত(মাস'উদু'র-রাহ'মান, পৃ. ১০৭-০৮)। (৬) ইবনু'স-সালাহ'-এর মুকাদ্দামা লি 'উলুম'ল-হাদীছ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার তাঁহার মুখতাসার বা ইখতিসার 'উলুম'ল-হাদীছ (مختصر) প্রকাশিত। (৭) মুহাম্মাদ হাদীছ (او اختصار علوم الحديث) গ্রন্থটি কায়রো হইতে (১৩৫৫/১৯৩৭) প্রকাশিত।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকটি প্রকাশিত পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্র. মাস'উদু'র-রাহ'মান, পৃ. ১০৮-১৫)। তাঁহার কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। তন্মধ্যে (১) জামি'উ'ল-মাসানীদ ওয়া'স-সুনান (جامع المسانيد و السنن), হ'াদীছ' সংকলনের বিশ্বকোষরূপী বৃহদাকার একটি গ্রন্থ (৮খণ্ডে), ইহাতে সিহ'হ' সিহ'হ' মুসনাদ আ'হ'মাদ ও কতিপয় অপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের হ'াদীছ'সমূহ সংকলন করা হইয়াছে। সাহাবীদের নাম বর্ণনাক্রমিক সাজাইয়া প্রত্যেক সাহাবী হইতে বর্ণিত হাদীছগুলি একত্রে পরপর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মিসরের খেদীবী গ্রন্থাগারে (دار الكتب) ইহার একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে (জুরজী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়া, ৩খ, ২০৮); (২) আত-তাকমীল ফী মা'রিফাতি'ছ-ছিক'াত ওয়া'দ-দু'আফা ওয়া'ল-মাজাহীল (التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل) ইহা আল-মিযবী (৬৫৪-৭৪২ হি.)-র তাহফীব ও আয'-যাহাবী (৬৭৭-৭৪৮ হি.)-র মীযান গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; (৩) তাবাকাতুল-শাফি'ইয়া, (طبقات الشافعية) ইহারই অনুসরণে ইবন ক'াদী শুহবা তাঁহার তাবাকাতুল-শাফি'ইয়া রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু রচনা আছে যেইগুলির নাম বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, কিন্তু এখন আর বিদ্যমান নাই: (১) আল-কাওয়াকিবু'দ-দারারী (الكواكب الدراري) হ'াজ্জী খালীফা (কাশফু'জ-জুনূন, ২খ, ১৫৩১) ও ইসমা'ঈল বাশা আল-বাগ'দাদী (হাদয়াতুল-'আরিফীন, ১খ, ২১৫) ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আল-বিদায়ার সারসংক্ষেপ.; (২) মুসনাদুল-শাযখায়ন (مسند الشياخين) আল-বিদায়া: ৫খ, ২৮৮); (৩) কিতাবুল-আহ'কা'মি'ল-কাবীর (كتاب الاحكام الكبير) ফিক'হ গ্রন্থ, ইহা তিনি সমাণ্ড করিতে পারেন নাই; (৪) আবু ইসহ'াক, আশ-শীরাযীর তানবীহ, পুস্তকের ভাষ্য (আল-বিদায়া: ১২খ, ১২৫); এইরূপ আরও কিছু গ্রন্থ রহিয়াছে (দ্র. মাস'উদু'র-রাহ'মান, পৃ. ১২৬-৪১)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কাহীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরুত ১৯৭৭ খ., পৃ. ৩১-৩২, ১৮৯-৯০, ২১৬, ২৬১-৬৩, ৩১২, ৩২১; (২) আয-

যাহাবী, তায-কিরাতুল-ছ-ফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯০/১৯৭০, ৪খ, ১৫০৮; (৩) ইবন হাজার আল-আসকালানী, আদ-দুরারুল-কামিনা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯২/১৯৭২, ১খ, ৪৪৫-৪৬; (৪) ইবনুল-ইমাদ আল-হাঞ্জালী, শাযারাতুল-যাহাব, বৈরুত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৬খ, ২৩১; (৫) আস-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', বৈরুত, তা.বি., ১খ, ১৫৩; (৬) ইবন তাগ-রীবির্দী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৩৪৯-৭৫ হি., ১১ খ., ১২৩ পৃ.; (৭) ইবন কাদী শুহবা, তাবাকাতুল-শ-শাফ'ইয়া, পৃ. ৪৭৩-৭৫; (৮) আস-সুযূতী, যায়ল, মিসর ১৩৪৭ হি.; (৯) জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগাত আল-আরাবিয়া, কায়রো ১৯৫৮ খ., ৩খ, ২০৮-৯; (১০) 'উমার রিদাকাহ-হালা, মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, বৈরুত, তা. বি., ১খ, ২৮৩-৮৪; (১১) Clement Huart, Arabic Literature, বৈরুত ১৯৬৬; খৃ. পৃ. ৩৪৪; (১২) Brockelmann ২খ, ৬০-১, পরিশিষ্ট, ২, ৪৮-৯; (১৩) H. Locust, Ibn Kather historien, Arabica-তে ২খ, (১৯৫০ খৃ.), ৪২-৮৮; (১৪) E.I.² শিরো।

এ. টি. এম. মুহলেহ উন্দীন

ইবন কাদী সামাওনা (দ্র. বাদরুদীন ইবন কাদী সামাওনা)

ইবন কাদী শুহবা (ابن قاضي شهبة) : দামিশক হইতে আগত ধর্মীয় 'উলামার একটি পরিবারের সদস্যবৃন্দের একটি পদবী। হাওরান-এর অন্তর্গত সুহবার কাদী জনৈক পূর্বপুরুষের নাম হইতে উদ্ভূত।

১। এই পরিবারের সর্বাধিক পরিচিত সদস্য ছিলেন আবু বাকর ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমার, তাকিয়ুদ্দীন। তিনি জীবন-চরিতবিষয়ক রচনাবলীর একজন গ্রন্থকার হিসাবে সুপরিচিত হইলেও তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার প্রধান খ্যাতি ছিল ফিক'হশাস্ত্রে। তিনি ৭৭৯/১৩৭৭ সালে জনাগ্রহণ করেন এবং ৮৫১/১৪৪৮ সালে আকস্মিকভাবে বিনা কষ্টে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন সিরাজুদ্দীন আল-বুলুককানী [দ্র.]। তিনি দামিশকে বহু সংখ্যক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, সেইখানকার নূরী হাসপাতালের একজন পরিদর্শক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত স্থানের কাদী নিযুক্ত হইয়া অবশেষে ৮৪২-৪৪/১৪৩৮-৪০ সালে প্রধান কাযী পদে উন্নীত হন (মধ্যে কিছু সময় বাদে)। তিনি সুলতান জুন্সুমান কর্তৃক শাহরুখের নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায়শই স্বল্পে আবির্ভূত হইতেন। বর্তমানে বিদ্যমান তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত জীবন-চরিতটি তাঁহার শিষ্য আস-সাখাবী কর্তৃক রচিত (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)।

তাঁহার প্রধান রচনা হইতেছে প্রসিদ্ধ তাবাকাতুল-শ-শাফ'ইয়া, যাহা ৪০/১৪৩৬ সাল পর্যন্ত প্রতি ২০ বৎসরের জন্য একটি হিসাবে ২৯ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়। ইহা Wustensfeld (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) কর্তৃক কবহত হইয়াছিল। বর্তমানে বাগ'দাদে ইহার একটি সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস-সাখাবী, আদ-দা'ওউল লামি', ১১খ, ২১-৫; (২) ইবন তাগ-রীবির্দী, ৭খ, ৩১৪; (৩) আস-সুযূতী, নাজমুল-ইকয়ান, সম্পা. হি. নং ৫১; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৭খ, ১৬৯; (৫) F. Wustensfeld, in Abh. G. W. Gott.-এ ৩৬-৩৭ খৃ. ১৮৯০-৯১

খৃ. (বিশেষত ৩৬খ. ২৪-৭); (৬) Brockelmann, ২খ, ৬৩, পরিশিষ্ট, ২, ৫০।

২। তাঁহার পুত্র বাদরুদীন মুহাম্মাদ, মূ. ৮৭৪/১৪৭০ সালে তাঁহার পিতার একটি জীবন-চরিত এবং অপরাপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, Brockelmann-এ যাহার উল্লেখ রহিয়াছে ২খ, ৩৭ পরিশিষ্ট ২, ২৫। বাদরুদীন-এর পুত্র তাকিয়ুদ্দীন মুহাম্মাদও একজন গ্রন্থকার হিসাবে সুপরিচিত (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২, ২৫)।

৩। ১ নং-এর চাচা, যুসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমার, মূ. ৭৮৯/১৩৮৭ সালে, মুসা ইবন 'উকবা [দ্র.]-এর কিতাবুল-মাগাযী হইতে উৎকলন করিয়াছেন; (২) ত্র. E. Sachau SBPr. Ak W. Phil-hist Kl. ১৯০৪ খৃ., ১১খ, ৬; (৩) Brockelmann, ১খ, ১৪১।

J. Schacht (E.I.²) মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইবন কাবতুরনু (ابن قبطورنو) : (কাবতুরনা, কুবতুরনা বা কুবতুরনা) তিন ভ্রাতার নাম, সকলেই আন্দালুসীয় সাহিত্যিক। তাঁহারা বাদাজোয (Badajoz)-এর অধিবাসী। তথায় তাঁহাদের পরিবার অন্যতম প্রাচীন এবং আন্দালুসের পশ্চিমাংশের সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত বলিয়া কথিত ছিল। নামের বিবেচনায় এই পরিবারটি আইবেরীয় বংশোদ্ভূত ছিল। ঐতিহাসিক Dozy (supplement, ২খ, ৩০২) ও Simonet (Glosario ৯৭) ইঙ্গিত করেন, কাবতুরনু ক্লাসিকাল ল্যাটিন Caput-এর সহিত মধ্যযুগীয় ল্যাটিন Torno (l' turn) সমন্বয়ে গঠিত।

তিন ভ্রাতার মধ্যে আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আবদি'ল-'আযীয় সর্বাপেক্ষা অখ্যাত। গ্রন্থকার ইবন সা'ঈদ (নং ৩৫, 'আরবী ভাষা, ৩০, স্পেনীয় ভাষায় অনু., ১৬৩)-এর রায়ত নামক গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং প্রায় সকল কাব্য সংকলনে উদ্ধৃত দুইটি কবিতা ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় নাই।

আবু বাকর 'আবদুল-'আযীয় তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি গদ্য-লেখক ও কবি হিসাবে উচ্চ সম্মানের অধিকারী। প্রায়শই উল্লেখ করা হয় যে, 'আবদুল-'আযীয় ইবন 'আবদুন (মূ. ৫২০/১১২৬ বা ৫২৯/১১৩৪)-এবং তিনি আন্দালুসের পশ্চিমাংশের দুইজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তথাপি তাঁহার গদ্য ও পদ্যের যে সকল নমুনা বিদ্যমান আছে তাহা কোন প্রকারেই এই দাবী সমর্থন করে না। তাঁহার কবিতা কৃত্রিম ও নিশ্চাপ, অন্যদিকে তাঁহার গদ্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শনমূলক ও অগভীর। খুব সম্ভব বাদাজোয-এর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শাসক 'উমার আল-মুতাওয়াক্কিল (৪৬৪-৮৮/১০৭২-৯৪)-এর সচিবরূপে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পদের উপরই তাঁহার খ্যাতি নির্ভরশীল। পরবর্তীকালে তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত তিনি আল-মুরাব্বিতুন-এর মন্ত্রী দফতরে নিযুক্ত হন। তিনি ৫২০/১১২৬ (ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, নং ১৭৪৩) সালের পর আলী ইবন যুসুফ ইবন তাশফীন-এর রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার ভ্রাতা আবু মুহাম্মাদ তালহার মেধা ও গুরুত্ব আরও কম ছিল। তিনি মন্ত্রী পরিষদে সচিব ছিলেন এবং ভ্রাতার পূর্বেই ইনতিকাল করেন (ইবনুল আব্বার, তাকমিলা, নং ২৫৯)।

যে বিষয়াদয় পরিস্থিতিতে তাঁহারা বসবাস করিতেন তাহা সন্দেহও কাবতুরনুগণের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও উদ্বোধন। যেন তাহারা তাহাদের সময়ের বিষয়াদয় ঘটনাবলী সম্পর্কে অস্ত্র অথবা উদাসীন ছিলেন। আমাদের

উৎস হইতে দেখা যায় যে, তিন ভ্রাতা ক্ষয়িষ্ণু বিলাসবহুল (dolce vita) জীবন যাপন করেন যাহার কিছু কিছু দৃশ্য তাহাদের বিস্তার অলঙ্কারপূর্ণ (rococo) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যে চিত্রিত করেন। অরিরাম আনন্দময় জীবনের এই শিউসুলভ স্বপ্ন পরবর্তী কবি ও লেখকগণের কল্পনাকে বরাবর অনুপ্রাণিত করে এবং বানু কাবতুরনুর ঐ চরণগুলির সদৃশ কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত উৎসমূহের অতিরিক্ত (১) ইবন খাকান, কালাইদ, ১৪৮-৫৫; (২) ইবন বাসসাম, যাখীরা, ২খ, ৪৬৮-৮০; (৩) ইবন সাঈদ, মুগ'রিব, ১ ৩৬৭-৮, ২খ, ৮৮, ২৪৯-৫০; (৪) ইবন দিহ্যা, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খ., ১৮৬-৭; (৫) মাররাকুশী, মু'জিব, ১২৪ (অনু. ফাগনান, ১৪৯); (৬) ইবনুল-খাতীব, ইহাতা, সম্পা. 'আবদুল্লাহ সৈনান, কায়রো ১৯৫৫ খ., ১খ, ৫২৮-৩১; (৭) মাক্ক'রী, নাফহ, কায়রো ১৯৪৯ খ., ২খ, ১৬০, ৪খ, ২৫০, ৫খ, ১৩৩, ১৪৮, ১৫২, ৩৬৭, ৬খ, ৪৮; (৮) ম. আ. মাক্ক'ী, ওয়াছা'ইক' তারীখিয়া জাদীদা, in RIEIM, ৭-৮(১৯৫৯-৬০ খ.) ১১৭, ১৯৬-৮।

H. Mones (E.I.²)/ মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইবন কাবার (ابن كبر) : আবুল-বারাকাত, শামসূ'র-রি'আসা আন-নাসরানী, মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ভুক্ত (মৃ. ৭২০-২৭/১৩২০-২৭ সনের মধ্যে)। তিনি "যুবদাতুল-ফিকরা" গ্রন্থের রচয়িতা, বায়বারস আল-মানসুরী (দ্র.)-এর সচিব ছিলেন। আস-সাফাদী ও তাঁহার পর ইবন হাজার, আল-মাকরীযী প্রমুখ কতিপয় ঐতিহাসিক দাবী করেন যে, ইবন কাবার গ্রন্থটির সংকলনে বায়বারসকে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের গুরুত্ব কতটুকু ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব! কারণ বায়বারস যে প্রতিভাবান ঐতিহাসিক ছিলেন এবং বই-পুস্তক ও ঘটনাপঞ্জীর প্রতি যে তাঁহার প্রাণবন্ত আগ্রহ ছিল তাহা অনস্বীকার্য এবং ইবন কাবারের সমসাময়িক ও সমধর্মাবলম্বী আল-মুফাদ্দ'াল ইবন আবি'ল-ফাদাই'ল ইহা স্পষ্টভাবে সত্যায়ন করিয়াছেন। আবুল-মাহাসিন ইবন তাগরীবিরদীও এই মত পোষণ করেন।

অধিকন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইবন কাবার বায়বারস আল-মানসুরীর ইতিহাস "মুখতারুল-আখবার"-এর একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহার পাণ্ডুলিপি মিলানের Ambrosiana সংগ্রহে সংরক্ষিত হইয়াছে MS C 45 Inf.) আল-মানসুর ক'লাউনের রাজত্বকালের একাংশসহ ফাতিমীদের অধ্যায়টি এই পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত এবং ৭০২/১৩০২ সন পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ করিয়া ইহার বর্ণনা ধামিয়া যায়।

ইবন কাবারের প্রধান গ্রন্থটি হইতেছে কিবতীদের যাজকীয় বিজ্ঞান-সমূহের উপর লিখিত কিতাব মিস'বাহি'জ-জুলমা ওয়া ঈদাহি'ল-খিদমা। ইহা Dom Louis Villecourt কর্তৃক Mgr. E. Tisserant Gaston Wiet-এর সহযোগিতায় Patrologia Orientalis, xx/iv Paris 1928- এ অনূদিত হয়। ইবন কাবার একটি কিবতী 'আরবী অভিধানও রাখিয়া যান, যাহা Athanasius Kircher "Scala magna" নামে প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও অপ্ৰকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মুফাদ্দ'াল ইবন আবি'ল-ফাদাই'ল, আল-মানহাজ্জ'স-সাদীদ, সম্পা. Blochet, PO, xiii, xiv, xx, Paris, 1919-28; (২) মাকরীযী, সুলুক, সম্পা. মিয়াদা, ২/১ ২৬৯; (৩) ইবন হাজার, আদ-দুরার'ল-কামিনা, কায়রো ১৯৬৬ খ., ২খ, ৪৩; (৪) ইবন

তাগরীবিরদী, আল-মানহাজ্জ'স-সাফী, BN Paris ms., Fonds, arabe 2069, f. 106a; (৫) সাখাবী, ইলান, অনু. F. Rosenthal, in A history of Muslim historiography, Leiden 1952, 418; (৬) Lingua aegyptiaca restitua, Romo 1943, 41-272; (৭) Brockelmann, II.² 55. (Bekr Kabar-রূপে শুদ্ধ করিয়া নিন); (৮) E. tisserant, L. Villecourt G. Wiet Recherches sur la personalite et la vie de Abul Barakat Ibn Kubr. in ROC. xxxi (1921-2), 373-94; (৯) Graf. GCAL, ii, 438-44; (১০) O. Lofgren Renato Traini, Arabix Manuscripts in Bibliotheca Ambrosiana i (Antico Fondo Medio Fondo) Vicenza 1975, 71.

Abdul Hamid Saleh. (E.I.²)/ আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন কামমূনা (ابن كمونه) : সা'দ ইবন মানসূ'র চক্ষুরোগ চিকিৎসক এবং দার্শনিক, পৌত্তলিক মসোলদের শাসনামলে ৭ম/১৩শ শতকে বাগ'দাদে বাস করিতেন। তাঁহার রচনাবলী, যেগুলির অধিকাংশই ছিল দর্শনের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং ইবন সীনা ও সুহরাওয়ারদীর ভাষ্য, তাঁহাকে ইসলামী দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস ও প্রবল যুক্তিবাদী প্রবণতা তাঁহার তানকী'হ'-আবহাছ লি'ল-মিলালি'ছ-ছালাছ গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত। এই যুক্তিবাদী গ্রন্থকার সাধারণভাবে ধর্ম ও রিসালাত সম্পর্কে (ইবন সীনা, আল-গা'যালী, Maiminides এবং ফাখররুদ্দীন আর-রাযী হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়া) আলোচনা করেন ও প্রতিটি একত্ববাদী ধর্মের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেন। এই আলোচনায় তিনি উল্লেখযোগ্য নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। Steinschneider এই গ্রন্থকে 'আরবী ভাষায় আন্তর্ধর্মীয় বিতর্কবাদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পুস্তক' রূপে বিবেচনা করেন। ইহার অধিকাংশ ইসলাম সম্পর্কিত এবং আলোচনার সার্বিক প্রভাব মুসলিমগণকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয়। ৬৭৯/১২৮০ সালে লিখিত গ্রন্থখানা লেখকের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বল গণঅভ্যুত্থানের অজুহাতরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার স্বল্পকাল পরেই ৬৮৩/১২৮৪-৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : Dr. Examination of the inquiries into the three faiths. সম্পা. M. Perlmann, (Unvi. of Calif, Publ Near Est, St. 1967)

M. Perlmann, (E.I.²)/ মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইবন কামাল (দ্র. কামাল পাশা যাদে)

ইবন কায়স আর-রুকায়াত (ابن قيس الرقيات) : উ'বায়দুল্লাহ ('আবদুল্লাহ নহেন, যিনি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা ইবন কায়স ইবন ওয়ায়য, উমায়্যা আমলে 'আরবী কবি ছিলেন। তিনি কুরায়শ বংশের অন্তর্গত বানু 'আমির ইবন লু'আয়্যা নামক একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সম্ভবত বিশের দশকে (আগ'নী, ৫খ, ১৫৮; ২০-এ উল্লিখিত ঘটনায় ১২/৬৩৩ সন নির্ভরযোগ্য নহে) মক্কা শারীফে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজাবে লালিত-পালিত হন। সিক্ষার্থীদের যুদ্ধের পর ৩৭/৬৫৭ সনে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের কয়েকজনকে লইয়া তিনি জায়ীরা (মোসোপটেমিয়া)-এর আর-রাক্কায় চলিয়া যান। ইহাদের মধ্যে ছিলেন

'আবদুল-ওয়াহিদ ইবন আবী সা'দ, যাহার কন্যা রুকায়্যাৎ এবং তাহার সমনামের অন্যদের নিকট হইতে কবি এই নাম গ্রহণ করেন (Dr. Noldeke, Zur Grammatik. 29)। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর মেসোপটেমিয়ায় অবস্থান করেন। তবে এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে হিজায় ভ্রমণ করিতেন। ৬২/৬৮৩ সনে তাহার ভ্রাতা 'আবদুল্লাহর দুই পুত্র ও তাহার আত্মীয়স্বজন হাররা যুদ্ধে নিহত হইলে তিনি তাহার উপর শোকগাথা রচনা করেন (কবিতা ৪০-৪১)। ষাটের দশকের শেষের দিকে বানু 'আমির ইবন লু'আয়্যা গোত্রের মেসোপটেমিয়াস্থ অধিবসিগণ উমায়্যা ও যুবায়রীদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়ন। রুকায়্যার ভাই হারব ইবন 'আবদিল-ওয়াহিদ বানু সুলায়ম গোত্রের একজনকে হত্যা করিলে 'উমায়র ইবন আল-হাবাব আস-সুলামী (মু. ৭০/৬৯০) আর-রাককার পার্শ্ববর্তী ওয়ায়াদি'ল-আহরার নামক স্থানে বানু 'আমিরগণকে আক্রমণ করেন। এই ঘটনার সময় ইবন কায়স আর-রুকায়্যাৎ বন্দী হন। কিন্তু দুইজন সুলায়মী গোত্রীয় লোকের প্রশংসনীয় হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি লাভ করেন (কবিতা ৪৩)। তিনি তখন তাহার গোত্রের লোকজনকে লইয়া সিরিয়া গমন করেন। কিন্তু ৭১/৬৯০ সনে তাহাকে মুস'আব ইবনু-যুবায়র-এর পক্ষে ইরাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মাসকিনের নিকটবর্তী দায়রু'ল-জাহালীক-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে মুস'আব পরাজিত হইলে (৭২/৬৯১) তিনি কুফায় পলায়ন করেন এবং খায়রাজ গোত্রের এক মহিলার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এই মহিলাকে তিনি তাহার কবিতায় কাছীরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থানের স্বল্প অবস্থান ইবন কায়স আর-রুকায়্যাৎ ও কাছীরাকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রেমের গল্প রচিত হয় (ইবনুল-ওয়ালিদ, আল-মুওয়াশশাহ, ৫৪, ১৫)। এক বৎসর পর তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করিতে সাহস করেন। তথায় তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন আবী তালিবকে একজন উদার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পান। এখন তিনি উমায়্যাগণের প্রশংসাপীতি গাহিতে থাকেন। 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার তাহার জন্য খলীফা 'আবদুল-মালিকের নিকট সুপারিশ করেন। ইহাতে খলীফা তাহাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্বের বার্ষিক ভাতা মঞ্জুর করিলেন না। সুতরাং ইবন কায়স আর-রুকায়্যাৎ মিসরের গর্ভনর 'আবদুল-আযীয ইবন মারওয়ানের দরবারে গমন করিয়া তাহার স্তুতিতে কবিতা রচনা করেন। খিলাফাত লইয়া খলীফা ও তাহার ভ্রাতা 'আবদুল আযীয-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি শেষোক্ত জনের দাবী সমর্থন করেন (কবিতা ৩৯, ১৬ ও ৬১১২)। কবির মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

ইবন কায়স আর-রুকায়্যাৎ-এর ইদানিংকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় ১০০০ কবিতার একটি বিরাট অংশ স্তুতি কবিতা হইলেও তৎকালীন হিজায়-এর প্রেম-কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে তিনি প্রথম সারির একজন অগ্রণী কবি ছিলেন। 'উমার ইবন আবী রাবী'আ-এর সহিত যদিও তাহার কোন কোন ক্ষেত্রে মিল ছিল, তথাপি অন্যান্য ক্ষেত্রে ইবন আবী রাবী'আ তাহাকে সহজেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাহার লেখার ভঙ্গী মনোরম ও স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি অপ্রচলিত শব্দ পরিহার করিতেন এবং হ্রস্ব ছন্দ পসন্দ করিতেন, বিশেষ করিয়া খাফীফ এবং মুনসারিহ। তাহার ভাষায় কখনও কখনও হিজায়ের স্থানীয় ভাষার চিহ্ন পাওয়া যায় (যেমন বি'ব-রায়্যা-এর পরিবর্তে বি'র-রায়্যা, ৩৪, ৪১ নম্বর-এ)। তাহার কবিতাগুলিকে মদীনার বিখ্যাত গায়কগণ ও পরে 'আব্বাসী রাজসভার গায়কগণ কর্তৃক পানে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবন হাবীব (মু. ২৪৫/৮৬০)

সর্বপ্রথম তাহার কবিতাগুলিকে সংকলিত করিয়াছিলেন। এই সংকলনই আবু সা'ঈদ আস-সুককারী (মু. ২৭৫/৮৮৮) কর্তৃক রচিত সমালোচনামূলক সংশোধনীর মাধ্যম আমাদের নিকট আসিয়াছে। অন্য সংকলন বরং নির্বাচন বলা যাইতে পারে, করিয়াছিলেন ইবন আবী তাহির তায়ফুর (ফিহরিসত, ১৪৩, ৩)। তাহার মৃত্যু সন ২৮০/৮৯৩। কুরায়শ বংশের বিখ্যাত কুলুজিশাব্দ্রিশারদ আয-যুবায়র ইবন বাক্কার (মু. ২৬৫/৮৭০) তাহাকে কুরায়শ মুসলিমগণের মধ্য হইতে উদ্ধৃত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিহিত করিয়াছেন। তাহার আখবার 'উবায়দিদ্দাহ ইবন কায়স আর-রুকায়্যাৎ আপাতদৃষ্টিতে আবুল-ফারাজ-এর আগাণী (৪খ. ১৫৫-৬৭; ৫খ. ৭২-১০০)-তে অন্তর্ভুক্ত কবির উপরে নিবন্ধের প্রধান উৎস। একই শিরোনামে একাধিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী (ফিহরিসত, ২৪৩, ২)-এর পৌত্র হাম্মাদ ইবন ইসহাক এবং নির্বাচিত কবিতাবলীর সহিত রচনা করিয়াছেন ইবনুল-মারযুবান (মু. ৩০৯/৯২১)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কায়স আর-রুকায়্যাৎের কবিতাবলীর আস-সুককারীকৃত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ইস্তাঙ্গুলে পাণ্ডুলিপি আসির ইফেন্দী ৭৪৬ (যাহার দুইটি কায়রো পাণ্ডুলিপি A ও B অনুলিপিমাাত্র)-এ রক্ষিত আছে। ইহা অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত আরও কবিতাবলীর সহিত N. Rhodokanakis-কৃত জার্মান অনুবাদ, টীকা ও একটি মূলসহ (Der Diwan des Ubaid Allah b. Kays al Rukayyat, in SBAK, Wien cxliv, 1902) প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপি C-এর পঠন সম্পর্কে গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে; (২) Th. Noldeke কর্তৃক WZKM xvii (1903) 78-92-এ সমালোচনা দ্র.; (৩) মাহ'মুদ যুসুফ নাজম-এর দীওয়ানে সংস্করণের জন্য ইব্রাহীম 'আবদুল-রাহমান মুহাম্মাদ-এর প্রবন্ধ (in Revue de l'Institut des MSS Arabes, v. 379-93); (৪) জুমাহী, তা'বাকাতু'শ-শু'আরা, সম্পা. J. Hell ১৭৭ প; (৫) ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র, ৩৪৩-৫; (৬) আগাণী, Tables, (৭) মারযুবানী, আল-মুওয়াশশাহ, পৃ. ১৮৬ প.; (৮) Fuck. Arabiya, ২৮।

J. W. Fuck (E. I. 2)/ মু. নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইবন কায়সান (ابن كيسان) : আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন ইব্রাহীম বাগ'দাদী একজন ভাষাবিজ্ঞানী। সকল সূত্র অনুসারে তিনি হি. ২৯৯-৩১১-১২ সনের মধ্যে ইনতিকাল করেন। অবশ্য যাকৃত এই তারিখটি ঠিক নয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাহার মতে আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী ভুল করিয়াছেন। আসলে উহা হইবে ৩২০/৯৩২ সন।

ইবন কায়সান ছিলেন আল-মুবাররাদ আল-বাসরী ও ছালাবের (আল-কুফী দ্র.) ছাত্র। কথিত আছে, তিনি বসরা ও কুফার ব্যাকরণবিদগণের তত্ত্বগুলিকে একত্র তথা সমন্বিত করেন যদিও তিনি বসরার ব্যাকরণবিদগণের মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একটি গ্রন্থের লেখক। বর্তমানে অবশ্য গ্রন্থটির অস্তিত্ব নাই। ইহার নাম কিতাবুল-মাসাইল 'আলা মাহযাবিন-নাহবিয়ীন, মিম্মা'খতালাফা ফীহিল-কুফিযুন ওয়া'ল-বাসরিযান,

(كتاب المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه)

(الكوفيون والبصريون)

আবু হায়্যান আত-তাওহীদী তাঁহার রচিত গ্রন্থ ইমতগ (৩খ, ৬)-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দরজায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, “প্রবেশ কর ও আহা কর।” অন্য এক অনুল্লিখিত গ্রন্থে একই গ্রন্থকার (বিশেষত যাকূত ও আস-সুযুতী) তাঁহার প্রভাষণক্রমের বর্ণনা দিয়াছেন। শোভামণ্ডলী তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইত তিনি উহারও বিবরণ দিয়াছেন। যে মসজিদে তিনি তাঁহার ভাষণ দিতেন তাঁহার প্রবেশদ্বারের নিকটও উল্লিখিত শোভামণ্ডলী ছাড়াও আনুমানিক এক শতের মত লোক অশ্বা রুঢ় থাকিয়া তাঁহার ভাষণ শুনিতে। তবে যাকূত আবু হায়্যানের এই বিবরণ পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিতাবুল-মাসাইল ছাড়াও ইবনু'ন-নাদীম নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইবন কায়সানের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: আল-মুহায-যাব ফিন-নাহ্ব (المهذب فى النحو) ; কিতাবুল-শ-শায়ানী ফিন-নাহ্ব; আল-মুযাক্কর ওয়া'ল-মু'আলাহ; আল-মাকসূ'র ওয়া'ল-মামদূদ; মুখতাসারুন-নাহ্বি; আল-মুখতার ফী 'ইলালিন-নাহ্ব; আল-হিজ্জা, ওয়া'ল খাতত; আল-ওয়াক'ফ ওয়া'ল-ইবতিদা; আল-হাকাইক; আল-বুরহান; আল-কির'আ; মা'আনীউ'ল-কুরআন ও গারীবুল-হাদীছ এইগুলির তালিকায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিও যোগ করা যাইতে পারে; সংশয় থাকিলেও : গালাত আদাবুল-কাতিব, আল-লামাত, আত-তাসারীফ, আল-ফা'ইল ওয়াল-মাফ'উল বিহি। যাকূত এই গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন শারহুত-তিওয়ালে। ইহা ছাড়া তালকীবুল-ক'ওয়াক্বী ওয়া তালকীবুল হারাকাতিহা (تلقيب القوا فى وتلقيب حركاتها) নামক গ্রন্থটিও ঐ তালিকাভুক্ত করা হয়; কিন্তু ইহার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সংশয় আছে। A. J. Arberry (Chester Beatty Library Handlist of the Arabic manuscripts, Dublin 1955) বলিয়াছেন, কিতাবু মাসহ'ল-কিতাব (শেষোক্ত শব্দের উচ্চারণ এইভাবেই হইবে) গ্রন্থটিও ইবন কায়সান রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তবে গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে অন্যতম শী'আ মতাবলম্বী লেখক সুবিখ্যাত আবু'ল-কাসিম আল-হুসায়ন আল-ওয়ামীর আল-মাগ'রীবী (দ্র. আল-মাগ'রীবী)-র লেখা বলিয়া মনে হয়। দ্র. ইবন কায়সানের লেখা বলিয়া উল্লিখিত আল মাসাবীহ ফী তাফসীরিল কুরআনি'ল 'আজীম-এর এক সমালোচনামূলক সংস্করণ U.Y. ইসমা'ঈলকৃত Manchester, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ১৯৭৯ খ., অপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ন-নাদীম, ফিহরিসুত ৮১, কায়রো সংস্করণ, ১২০; (২) খাতীব বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ১খ, ৩২৫; (৩) কিফতী, ইনবাহ, কায়রো সংস্করণ ১৩৬৯-৭৪/১৯৫০-৫ ৩খ, ৫৭-৯; (৪) যুবায়দী, ভারাকাতুন-নাহ্বিয়ীন, কায়রো সং ১৩৭৩/১৯৫৪, ১৭০-১; (৫) আনবারী, নুহা, সম্পা. A. Amer, Stockholm 1963, 143; (৬) যাকূত, উদাবা, ১৭খ, ১৩৭-৪১; (৭) সুযুতী, বৃগ'য়া, ৮; (৮) ফুয়াদ বূস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ, ৪৮৪; (৯) Brockelmann, I², 111, SI, 170।

Ch, Pellat (E.I.² Supp)/ আফতার হোসেন

ইবন কায়সান (ابن كيسان) : আবু'ল হায়্যান মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন কায়সান আন-নাহ'বী একজন 'আরবী বৈয়াকরণ, যাহার জন্মের তারিখ ও স্থান অজ্ঞাত। তিনি বুদ্ধার ইবন লিয়যা ও বিশেষত আল-মুবাররাদ (মু. ২৮৫/৮৯৮) ও ছা'লাব (মু. ২৯১/৯০৪)-এর শাগরিদ ছিলেন। উক্ত শিক্ষকগণের নিকট তিনি ব্যাকরণের বসরা ও কূফা ধারা

সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন এবং সাধারণভাবে গৃহীত মতে ২৯৯/২১১ ও যাকূত (উদাবা, ১৭খ, ১৪১)-এর মতে ৩২০/৯৩২ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার অধ্যাপনা বিস্তালাী অথবা উচ্চ পদস্থ বহু শোতাকে আকৃষ্ট করিত। কিন্তু মূল্যবান বা জীর্ণ যে ধরনের গোশাককেই তাহার আসুন না' কেন, সকলকে তিনি সমভাবে অভ্যর্থনা জানাইতেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে ছিলেন আবু বাকুর মুহাম্মাদ ইবন 'উছমান, যিনি আজজাদ (আস-সুযুতী, বৃগ'য়া, ৭২) নামে পরিচিত এবং আবু'ল-হু'সায়ন মুহাম্মাদ ইবন বাহুর আর-রহনী আশ-শায়বানী (যাকূত, পৃ. গ্র., ১৮খ, ৩২)।

ঐতিহাসিক উৎসসমূহ ভাষাতত্ত্বে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের কথা এক বাক্যে স্বীকার করে, কিন্তু ব্যাকরণে বসরা ও কূফা মতবাদের মিশ্রণের কথা সকলেই তাহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন অথবা তজ্জন্য তাঁহাকে দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বাগদাদের তথাকথিত সারগ্রাহী সম্প্রদায় (eclectic school)-এর যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য। মনে হয়, ব্যক্তিব্যতন্ত্রে উজ্জীবিত, সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ইবন কায়সান বস্তুত কোন দলে ভিড়িতে অস্বীকার করিয়াছিলেন (দ্র. বিশেষত আল-কিফতী, ইনবাহ, ৩খ, ৫৮ লাইন ১-৩। G. Weil ইবনুল আনবারীর কিতাবুল-ইনসাফ (Leiden 1913)-এর স্বীয় সংস্করণ Einleitung (78)-এ বলিয়াছেন যে, পদ্ধতির বিবেচনায় ইবন কায়সান ছিলেন বসরাপন্থী। তাঁহার কিতাব :

كتاب المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه
البصريون والكوفيون .

(ফিহরিসুত, ৮১)-এর শিরোনামের মাধ্যমে ইবন কায়সান তাঁহার অবস্থান প্রকাশ করিয়াছেন; বসরী ও কূফী মতবাদের মধ্যে কেহ এইভাবে তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শন করিতে চাহিলে তাঁহাকে ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে হইবে এবং একজন বসরী হইতে হইবে। কূফী ছা'লাব তাঁহার গ্রন্থের নাম শুধু ইখতিলাফুন নাহ্বিয়ীন (اختلاف النحويين) রাখিয়াছেন এবং ইহা ছিল ব্যাকরণ সম্পর্কীয় দীর্ঘ বিতর্কের মধ্যে ব্যতিক্রম। অধিকন্তু ইবন কায়সান প্রথম গ্রন্থকাররূপে জ্ঞাত যিনি উপরে উল্লিখিত শিরোনাম ব্যবহার করিয়া কূফার বৈয়াকরণদের মতবাদ গ্রহণকারীদেরকে শ্রেণীগতভাবে কূফী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ফিহরিসুত (৮১) ইবন কায়সান-এর পনেরটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, যাকূত (পৃ. গ্র., ১৭খ, ১৩৯) অন্য চারিটি গ্রন্থের নাম যোগ করেন; এগুলির একটিও টিকিয়া নাই। যেই নাহ'বী (نحوى) সচিবদের প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহার কার্যকলাপ উহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে; প্রথমত কিতাবু গালাতি আদাবিল-কাতিব এবং পরে কিতাবু মাসাবীহিল-কুত্তাব। তিনি একজন অভিধান রচয়িতাও ছিলেন (কিতাবু গারীবিল-হাদীছ) একজন কুরআন বিশেষজ্ঞও; কিতাবুল-কি'র'আত, কিতাবু মা'আনি'ল- কুরআন। ইবনুল-আনবারী ও (নুহা, ১৬২, বাগদাদ, সম্পা. আস-সামাররা'ঈ) শারহুস-সাব্বিহুত 'তিওয়াল (আল- জাহিলিয়ায়ত)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে ৭৪৪০-এই শারহ'-এ রহিয়াছে। কবি ইমরুল-কায়স, তা'রাফা, লাবীদ, 'আমুর ইবন কুলছুম ও আল-হা'রিছ ইবন হিল্লিয়া- তাঁহাদের মু'আল্লাকাত-এর ভাষা। এই শারহ হইতে M. Schlossinger 'আমর (Z. A. xvi (1902, 15-64)-এর

মু'আল্লাকার ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং F. L. Bernstein ইমক'ল-কা'য়স (ZA xxix (1914), 1-77)- এর ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু W. Wright ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে একটি নিবন্ধঃ كتاب تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها (in Opuscula arabica, 47-74, Leiden 1859) যাহা হা'জ্জী খালীফা (২খ, নং ৩৫৫৭) কর্তৃক উল্লিখিত। মন্তব্যসমূহ ফিহরিসুত (চ-১)-এ তাঁহাকে আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কায়সান নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং কায়সানকে নাম (الاسم) হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। যাকূ'ত তাঁহাকে আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন কায়সান নামে এবং ইবরাহীম তাঁহার নাম ও কায়সান তাঁহার উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে আবু'ল-কাসিম আল-'উক্বারী (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪)-এর বিবরণ উল্লেখ করিয়া (নুষ'হা, ১৬২; তু. যাকূ'ত (ibid) আল-কিফ্তী, ইনবাহ, ৩খ, ৫৭) ইবনু'ল-আনবারী বলেন, কায়সান তাঁহার পিতার উপাধি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার নহে। এই নিবন্ধের শিরোনাম যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা ইবনু'ল-আনবারী (নুষহা ১৬২), আয-যুবায়দী (তাবাক'াত, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ১৭০) এবং Brockelmann (l'. iii, and Sl. 170)-এর অনুসরণে।

যাহা হউক, ইবন কায়সান আবু'ল-হাসান ও অন্য এক ব্যাকরণবিদ কায়সান যিনি খালীলের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আবু 'উবায়দার শাগরিদ ছিলেন এবং যাহার নাম আবু সূলায়মান কায়সান ইবনু'ল-মু'আররাফ আল-হ'জায়মী। এতদুভয়ের মধ্যে সতর্কতার সহিত পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে (আয-যুবায়দী, তাবাক'াত, ১৯৫-৬; আল-কিফ্তী, ইনবাহ, ৩খ., ৩৮; যাকূ'ত, উদাবা, ১৭খ, ৩১-৪; আস-সুযুতী, বুগ'য়াঃ, ৩৮২)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীতঃ (১) Brockelmann, S.I. ৩৫; (২) তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৩২০/৯০২ সম্পর্কে G. Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, Leipzig 1862, 98, 210; (৩) M. Schlossinger, in ZA, xvi (1902), 18, 'আরবী উৎসসমূহে ইবন কায়সান সম্পর্কে তথ্য একত্রে সংগৃহীত; (৪) যাকূ'ত, মু'জামু'ল-উদারা, ১৭খ., ১৩৭-৪১= ইরশাদ ৬খ., ২৮০-৩ এবং পরবর্তীকালে পুনরুজ্জিসহ সংগ্রহ করিয়াছেন; (৫) কি'ফ্তী, ইনবাহ'র-রুওয়াত, ৩খ, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫, ৫৭-৬০; (৬) সাফাদী, আল-ওয়াক'ী বিল-ওয়াক'ায়াত, সম্পা. S. Dederig, ২খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খ., ৩১-২ ও (৭) সুযুতী, বুগ'য়া, ৮।

H. Fleisch (E.I.²)/মু. নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ইবন কায়্যিম আল-জাওয়িয়্যা বা ইবনু'ল-কায়্যিম (ابن قيم الجوزية أو ابن القيم) : শামসুদ্দীন আবু আবদিদ্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন আযু'ব ইবন সাদ আয-যার'ঈ হাশালী মায়হাবে'র একজন ধর্মতত্ত্ববিদ (متكلم) ও আইনজ্ঞ (فقيه) ছিলেন। তিনি ৭ সাফার ৬৯১ জানুয়ারী, ১২৯২/২৯ সালে দামিশকে জনপ্রথন করেন এবং ১৩ রাজাব, ৭৫১/১৬ আগস্ট, ১৩৫০ সালে সেখানেই ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পিতা দামিশকের জাওয়িয়্যা মাদরাসার কায়্যিম (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন, ঐ প্রতিষ্ঠানটি দামিশকের ক'াদি'ল-কু'দাত'-এর বিচারালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই হিসাবে তাঁহাকে প্রথম দিকে ইবন কায়্যিম

আল-জাওয়িয়্যা বলা হইত; পরে সংক্ষেপে শুধু ইবনু'ল কায়্যিম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন (আদ-দুরাক'ল-কামিনা, ৩খ, ৪০০; আন-নুজুমু'য-যাহিরা, ৫খ, ১০৫)।

ইবনু'ল-কায়্যিমের শিক্ষা বিশেষ ব্যাপক ও গভীর ছিল। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে কাযী সূলায়মান ইন হামযা (মৃ. ৭১১/১৩১১) ও মুহাদ্দিছ ইবন আব্বাদ'দ-দাহিম-এর পুত্র শায়খ আবু বাকর (মৃ. ৭১৮/১৩১৮)-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৭১৩/১৩১৩ সালে, মতান্তরে ৭১২/১৩১২ সালে যখন আহ'মাদ ইবন তায়মিয়্যা (র) মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন হইতেই তিনি ইবন তায়মিয়্যার সাহচর্য ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ৭২৮ হিজরীতে ইবন তায়মিয়্যার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার নিকট ছিলেন, এক মুহুর্তের জন্যও তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই (আদ-দুরাক'ল-কামিনা, ৩খ, ৪০১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪খ, ২৩৪)। এই দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে তাঁহার উপর ইবন তায়মিয়্যার প্রভাব প্রাধান্য পাইয়াছিল। তিনি ইবন তায়মিয়্যার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত এবং সত্যিকার অর্থে তাঁহার জ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন। বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া তাঁহার রচনা জনপ্রিয় করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন সকল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়, যেমন কুর'আন শারীফের ভাষ্য, হাদীছ, উসূল'ল-ফিক'হ' ও ফিক'হ'শাফে তাঁহার বরণ্য শিক্ষকের মত সুদক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার মতই অদ্বৈতবাদী (اتحادية) মতবাদের বিরোধী ছিলেন যাহা ইবনু'ল-আরবী (মৃ. ৬৩৮/১২৪০)-এর শিক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইবনু'ল-কায়্যিম তাঁহার শিক্ষক হইতে এই দিক দিয়া একটু ভিন্ন ছিলেন যে, তিনি সূফী মতবাদ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি আল-আনসারীর (মৃ. ৪৮১/১০৮৯) মানাযিল সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, যিনি মামলুক আমলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষকের তুলনায় কম তার্কিক এবং বেশী ধর্ম প্রচারক (واعظ) ছিলেন। ইবনু'ল-কায়্যিম অবশেষে একজন অত্যন্ত দক্ষ লেখক হিসাবে সমগ্র সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অলংকারপূর্ণ বাকপটুতা তাঁহার প্রখ্যাত শিক্ষকের কঠোর যুক্তিভিত্তিক নীরস সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। ইবন তায়মিয়্যার মৃত্যুর পর তাঁহার গ্রন্থসমূহের পরিমার্জন, সংস্কার, প্রকাশ ও প্রচার তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল (তাবাক'াতু'ল-হানাযিলা, পাণ্ডু, আদ-দুরাক'ল-কামিনা, ৩খ., ৪০১; আল-বাদরু'ত-তালি, ২খ., ১৫২)।

৭২৬/১৩২৬ সালে ইবনু'ল-কায়্যিম দামিশকের দুর্গে তাঁহার শিক্ষক ইবন তায়মিয়্যার সহিত বন্দী হইয়াছিলেন এবং ৭২৮/১৩২৮ সালে ইবন তায়মিয়্যার মৃত্যুর পর বন্দী দশা হইতে মুক্তি পান। কিন্তু ইবন তায়মিয়্যার চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আরও বেশী নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল (তাবাক'াতু'ল-হানাযিলা, পাণ্ডু, আদ-দুরাক'ল-কামিনা, ৩খ., ৪০৯; আল বাদরু'ত-তালি, ২খ., ১৪৩)।

তিনি ৭৩১/১৩৩১-২ সালে মক্কা শারীফে হাজ্জ সমাপন করিতে যান। কথিত আছে, আমীর ইয়যুদদীন আযবাক-এর নেতৃত্বে যেই সিরীয় কাফেলাটি গিয়াছিল, তাহাতে বহু সংখ্যক ফাফীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন (ইবন কাহীর, বিদায়া, ১৪খ., ১৫৪)।

ইবনু'ল-কায়্যিম (র)-এর কর্মজীবন সাধারণ ছিল, কিন্তু মামলুক সাম্রাজ্যের সরকার চক্রের যাহারা ইবন তায়মিয়্যার নব্য হাশালী চিন্তাধারার

ব্যক্তি অনুকরণ (تقليد شخصي)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফিক্-হী মাসআলাসমূহে নিজের শিক্ষকের ন্যায় আহ-মাদ ইবন হাশ্বাল-এর প্রতি তাঁহার ঝোক ছিল। উসুল ও 'আকাইদ-এ তিনি হাশ্বালী মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ফুর্ক: (ফিক্-হী মাসআলা)-তে স্বাধীন ছিলেন ('আবদুল-হায়্যা বানি'ল-ইমাদঃ শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ১৬৯)। নিজের শিক্ষকদের মত তিনি দার্শনিক মু'তাযিলা, জাহমিয়া, হাশবিয়া ও অদ্বৈতবাদীদের কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং কালাম, 'আকাইদ ও তাসাওউফের ব্যাপারে সালাফ সালিহীন-এর (পূর্বতন ধর্মবেত্তাদের) নীতির ধারক, বাহক ও সংরক্ষক ছিলেন। তিনি বিদ'আত ও মুহদাছাত (নতুন মতবাদসমূহ)-কে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন এবং মুসলমানদেরকে প্রাথমিক যুগের সরল ইসলামের দিকে নিয়া যাইতে সচেষ্ট ছিলেন। খৃষ্টান ও যাহূদীদের ভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

নাজমুদ্দীন ইবন খালী খান বাব শারকী ও বাব তুমার-বাহিরে ও তা বাগানে যেই মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি ২ রাজাব, ৭৩৬/১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৩৩৬ সালে সর্বপ্রথম সেইখানে খুতবা দান করেন (বিদায়া, ১৪ খ. ১৭৪)। ৬ সাফার, ৭৪৩/১১ জুলাই ১৩৪২ সালে সাদরিয়া মাদরাসায় তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দিয়াছিলেন। এই মাদরাসায় তাঁহাকে আজীবন শিক্ষা দান করিতে হইয়াছিল (ঐ, ১৪খ., ২০২)।

দামিশকের শাফি'ঈ মাযহাবের প্রধান কাদী তাকিয়ুদ্দীন আস-সুবকী (মৃ. ৭৭৭/১৩৭৮)-র সহিত ফিক্-হ-এর দিক দিয়া দুইটি ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাত্মক বিবাদে লিপ্ত হন নাই।

মুসাভাক'া (مسابقة) অর্থাৎ দৌড় বা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার বৈধতা সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিযোগিতা এমন—যাহাতে দুইজন প্রতিযোগী প্রত্যেকে নিজ নিজ বাজি রাখে এবং যাহাতে মুহাল্লিল محلل নামে পরিচিত তৃতীয় প্রতিযোগী নিজে কোন বাজি না রাখিয়া অংশগ্রহণ করিয়া এই জুয়াসদৃশ প্রতিযোগিতাকে আইনানুগ ও বৈধ করে যাহা অন্যথায় মুহাল্লিলের অনুপস্থিতিতে একটি অবৈধ জুয়া (قمار) খেলায় পর্যবসিত হইতে পারিত, তাহা বৈধ কিনা এই ব্যাপারে ইবনুল-কায়্যিম মুহাররাম, ৭৪৬/৪মে-২ জুন, ১৩৪৫ সালে আস-সুবকীর সহিত দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি ইবন তায়মিয়ার ধারণা প্রকাশ করিয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, উক্ত মুহাল্লিলের উপস্থিতি (মুসাভাক'াকে বৈধ করার জন্য) আবশ্যকীয় নয় (বিদায়া ১৪খ. ২১৬)। যাহা হউক, তিনি যখন শাফি'ঈ কাদি'ল-কুদাত-এর সমন পাইলেন তখন তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

ইহার অল্প কিছুকাল পরে ৭৫০/১৩৪৯ সালে আবার তিনি আস-সুবকীর বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি ইবন তায়মিয়া (র)-র মতের অনুসরণ করিয়া তালাকের ব্যাপারে এমন কতিপয় ফাতাওয়া দিয়াছিলেন, যেইগুলি আস-সুবকীর মতের পরিপন্থী ছিল (বিদায়া ১৪ খ. ২৩৫)। অবশেষে বেদুঈন আমীর সায়ফুদ্দীন ইবন ফাদাল-এর প্রচেষ্টায় তাঁহার প্রতিপক্ষের সহিত আপোষরফা হয়।

২৩ রাজাব, ৭৫১/২৬ সেপ্টেম্বর, ১৩৫০ মতান্তরে ১৩ রাজাব, ৭৫১/১৬ আগস্ট, ১৩৫০ সালে ইবনুল-কায়্যিম (র) ৬০ বৎসর বয়সে 'ইশার সালাতের আযানের সময় দামিশকে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী দিন জুহর-এর সালাতের পরে জামি' জাররাহ-তে তাঁহার জানাযা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে বাব সাগীর কবর স্থানে তাঁহার মাতার (দা. মা. ই.

পিতার) কবরের পাশে দাফন করা হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪ খ. ২৩৪; তা'বাকাতুল-হানাবিলা, পাণ্ডু)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৫৬/১৩৫৫) সাদরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ইবনুল-কায়্যিম-এর চিন্তাধারা ও সাহিত্য কীর্তি উল্লেখযোগ্য। ইবন রাজাব-এর য়ায়ল (২খ, ৪৪৯-৫০)-এ তাঁহার রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে উহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল: (১) ফাওয়া'ইদ (فوائد) বাদাই'উল-ফাওয়া'ইদ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার স্থানের জন্য ড্র. বায়ান, ১১১৬ b.; (২) মাদারিজু'স-সালিকীন (مدارج السالكين) [কায়রো ১৩৩৩/১৯১৬, ৩ কণ্ডে.], যাহা আল-আনসারীর মানাযিলুস-সাইরীন-এর একটি ভাষ্যসম্মিলিত, ইহা হাশ্বালী সূফী সাহিত্যের একটি সেরা গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে; (৩) ই'লামুল-মুওয়াক্কি'ঈন (إعلام الموقعين), (কায়রো ১৩২৫/১৯১৫, ৩ কণ্ডে.) বা "পূর্ণ মুফতীদের জন্য নির্দেশিকা" উসুলুল-ফিক্-হ বিষয়ক একখানা গ্রন্থ, এই ক্ষেত্রেও তিনি ইবন তায়মিয়া (র)-র ধারণা অনুসরণ করিয়াছেন, ইহার উর্দু অনুবাদ দীন-ই মুহাম্মাদী নামে দিল্লীতে প্রকাশিত হইয়াছে; (৪) রাজনীতিতে, কিতাবু'ত-তুরকি'ল-হ-কমিয়া ফি'স-সিয়াসাতি'শ-শার'ইয়া (كتاب طرق الحكميه في السياسة الشرعية) [কায়রো ১৩১৭/১৯০০ এবং তৎপর পুনঃমুদ্রিত], ইবন তায়মিয়া (র) তাঁহার হিসাব ও কিতাবু'স-সিয়াসা আশ-শার'ইয়াত-এ যেই নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিও তাহার উপর ভিত্তি করিয়াছেন; (৫) সর্বশেষ উসুলুদ্দীন-এর ক্ষেত্রে তাঁহার কাসীদা নূনিয়া (قصيدة نونية) -এর উল্লেখ করিতে হয়, ইহা ইসলামী 'আকীদা বা "ধর্মীয় বিশ্বাস ঘোষণা"-মূলক একটি কবিতা, যাহা প্রধানত ইত্তিহাদিয়াদের বিরুদ্ধে রচিত হইয়াছিল; (৬) জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে রচিত হইয়াছিল; (৬) জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একখানা বিতর্ক গ্রন্থ কিতাবু'স-সাওয়া'ইক'ল-মুনামযাল, 'আলা'ল-জাহমিয়া ওয়া'ল-মুআত'তালা (كتاب الصواعق المنزلة على الجهمية) [কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০]।

মামলুক রাজত্বকালের বহু প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিত হযত ইবনুল-কায়্যিম-এর শাগ'রিদ ছিলেন অথবা তাঁহার দ্বারা বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাফি'ঈ মুহাদ্দিছ' ও ঐতিহাসিক ইবন কাছীর (মৃ. ৭৭৪-১৩৭৩, তু. বিদায়া ১৪খ. ২৩৪-৫), য়ায়নুদ্দীন ইবন রাজাব (মৃ. ৭৯৫/১৩৯৭) মধ্যযুগীয় হাশ্বালী মাযহাবের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯)। বস্তুত তিনি বর্তমানেও একজন উচ্চ স্তরের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার, শুধু ওয়াহাবীদের মধ্যেই নহে, বরং সালাফিয়াদের মধ্যেও এবং উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের অনেক ধর্মীয় দলের মধ্যেও।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া তাঁহার রচিত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। Brockemann ইবনুল-কায়্যিমের ৫২ খানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন Suppl. ১২৬)।

ইবনুল-কায়্যিমের আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রচনার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল : (৭) ইজতিমা'উ'ল-জুযুশিল-ইসলামিয়া (اجتماع الخيوش الاسلاميه); অমৃতসর ১৩১৪ হি., মিসর ১৩৫০ হি.; (৮) ইগাছাতুল-লুহফান ফী হুকম তালাক'ল-গাদবান (اغثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان) মিসর ১৩২২ হি.; (৯) ইগাছাতুল-লুহফান

মিন-মাসাইদি'শ শায়তান (إغاثه الكيفان من مصائد الشيطان), মিসর ১৩২০ হি.; (১০) আত-তিব্যান ফী আকসামি'ল কু'রআন (التبيان في اقسام القرآن), মক্কা ১৩২১ হি., মিসর ১৩৫২ হি. (১১) হাদি'ল-আরওয়াহ-ইলা বিলাদি'ল আকরাহ (১৩২৫-৬ হি.); (১২) কিতাবুল-রুহ, হা'য়দরাবাদ ১৩১৮ হি., ১৩২৪ হি.; (১৩) শিফা'উল-'আলীল ফি'ল-কা'দা - ওয়া'ল-কা'দর ওয়া'ল-হিক্মাত ওয়া'ত-তা'লীল, মিসর, ১৩২৩ হি. [উর্দু অনু. কিতাবু'ত-তাকদীর, লাহোরে প্রকাশিত]; (১৪) আল-কাফিয়াতু'শ-শাফিয়া ফি'ল-ফিরক'তিন-নাজিয়া, মিসর তা. বি.; (১৫) মিফতাহ দারিস-সা'আদা, মিসর ১৩২৩-২৫ হি., হিন্দুস্তান ১৩২৯ হি.; (১৬) আর রিসালাতু'ত-তাবুকিয়া, মক্কা ১৩৪৭; (১৭) 'উদ্দাতু'স-সা'বিরীন ওয়া যাখারাতু'শ-শাকিরীন, মিসর ১৩৪১ ও ১৩৪৯ হি.; (১৮) হু'কম তারিকিস-সালাত; (১৯) রাওয়াদাতুল-মুহিব্বীন ওয়া মুযহাতুল-মুশতাকীন; (২০) আল-ওয়াবিলু'স-সায়িব; (২১) তাফসীরুল-মু'আবা বিযাতায়ন, কায়রো তা. বি. [উর্দু অনু. 'আবদু'র-রাহীম, লাহোর ১৯২৮ খৃ.]; (২২) তাফসীরুল-কা'যিয়ম নামে উওয়ায়স নাদবী ইবনুল-কা'যিয়ম-এর রচনাবলী দ্বারা কু'রআন মাজীদ-এর তাফসীর সংকলন করিয়াছেন, মক্কা ১৩৬৮/ ১৯৪৯; (২৩) তুহফাতুল-ওয়াদুদ ফী আহ'কামি'ল-মাওলুদ, লাহোর ১৩২৯ হি.; (২৪) যাদুল-মা'আদ ফী হাদি'ল খায়রিল-ইবাদ, কানপুর ১২৯৮ হি., মিসর ১৩২৪ ও ১৩৪৭ হি.; (২৫) হিদায়াতুল-হাযারা মিনা'ল-মাহুদ ওয়ান নাস'ারা, মিসর ১৩২৩ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে প্রদত্ত বরাতসমূহ ছাড়াও দ্র.ঃ (১) ইবন রাজাব, যায়ল, কায়রো ২খ, ৪৪৭-৫৩; (২) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ১৬৮-৭০; (৩) Brockelmann, ২খ, ১২৭-৯ পরিশিষ্ট ২, ১২৬-৮; (৪) H. Laoust, Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides, REI-তে ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৬৬-৮; (৫) 'আবদুল-'আজীম শারাহুদ্দীন, ইবনুল কা'যিয়ম আল-জাওযিয়া, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৬; আরও দ্র.; (৬) ইবন আলুসী আল-বাগ'দাদী, জালাউ'ল-'আয়নায়ন, ব্লাক ১২৯৮ হি.; (৭) ইবন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজমু'য-যাহিরা ফী আখ্বার মিসর ওয়া'ল-কাহিরা, মুদ্রণ University of California Press; (৮) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কা'মিনা ফী আয়ান আল-মি'আতিছ-হামিনা, হা'য়দরাবাদ, ভারত, ৩খ, ৪০০. পৃ.; (৯) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সা'আদা, প্রেস, ১৪খ, ২৩৪; (১০) আবু যাহরা মুহাম্মাদ, ইবন তায়মিয়া হায়াতুহু' ওয়া 'আসরুহ, দারুল-ফিকর আল-'আরাবী, মিসর; (১১) আবু 'আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, আর-রা'দুল-ওয়াকিফ, মিসর ১৩২৯ হি.; (১২) আস-সুযু'তী, বুগয়াতুল-উ'আত, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২৫; (১৩) জুরজী যায়দান, তা'রীখ 'আদাবিল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়া, মিসর ১৯৩১ খৃ.; (১৪) হ'জ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, মিসর ১৩১১ হি.; (১৫) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি'; (১৬) সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল-'উলুম, তুপাল ১২৯৬ হি.; (১৭) ঐ লেখক, ইতহাফুল-নুবালা, কানপুর; (১৮) ইব্রাহীম মীর সিয়ালকোটী, রিসালাতুল হাদী ('উলামায়ি ইসলাম), পাঞ্জাব প্রেস, সিয়ালকোট, ২খ, সংখ্যা ১০; (১৯) মুহাম্মাদ যুসুফ কোকনী, রিসালা-ই মা'আরিফ, আজমগড় (ইমাম ইবন কা'যিয়ম আল-জাওযিয়া প্রবন্ধ); (২০) মালিক যুল-ফাকার 'আলী OCM এ. মে. ১৯৬৩ খৃ.;

(২১) Clement Huart, Arabic literature; (২২) Brockelmann ২খ, ১০৫ ও পরিশিষ্ট ১, ৭৭৪, ২, ১২৬ পৃ.; (২৩) E. I., first Ed., লাইডেন শিরো. ইবনুল-কা'যিয়ম।

H. Laoust (E.I. 2 দা. মা.ই.)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন কালাকিস (ابن قلاقس) : আবুল-ফাত্হ (তিনি রূপ ফুতহ) নাসর (নাসরুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ একজন 'আরাবী কবি, লেখক ও পত্রলেখক যিনি ইবন কালাকিস (অথবা আল-কা'দি'ল-আআযয নামে পরিচিত), জ. ৫৩২/১১৩৭ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায়, যেখানে তিনি তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে কায়রো গমন করেন। উৎসসমূহ হইতে জানা যায় যে, আবু তাহির আস-সিলাফী (দ্র.) তাঁহার শায়খ ছিলেন।

১১৬৯ খৃ. প্রায় মধ্যভাগে ইবন কালাকিস অজ্ঞাত কারণে সিসিলী ভ্রমণ করেন। পরবর্তী বৎসরের শেষ পর্যন্ত তিনি তথায় বাস করেন। তবে অনুমান করা যায় যে, নিম্নে উল্লিখিত কতিপয় বন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন।

১১৬৯ অথবা ১১৭০ খৃ. প্রারম্ভে কবি যামানের এডেন ও যাবীদ-এ এবং লোহিত সাগরের মিসরীয় উপকূলে আয়যাব-এ অবস্থান করেন। তাঁহারা ইবন কালাকিসকে এডেন-এর শী'আ উযীর আবু বাকর আল-'ঈদীর সহিত সাক্ষাত করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁহাদের মধ্যে ফ'তিমী কবি 'উমারা আল-য়ামানী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয়ই ছিল। কিন্তু তাঁহার বাণিজ্যিক বা বৃত্তি সংক্রান্ত ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি জাহাজ ডুবির বিপদের অভিজ্ঞতা লাভ করেন যেমন হইয়াছিল সিসিলী ভ্রমণকালে মিসরে প্রত্যাবর্তনের জন্য জাহাজে আরোহণের সময়। ফলে তিনি লোহিত সাগরের ডাহলাভ দ্বীপপুঞ্জের সুলতানের আতিথ্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ৫৬৭/১১৭২ সালে তিনি আয়যাব-এ ইনতিকাল করেন।

ইবন কালাকিস সিসিলীর কতিপয় শহরে : (Termini, Cefalu, Caronia, Patti, Ovlivieri, Milazzo, Messina ও Syracuse) তাঁহার অবস্থানের রেকর্ড রাখিয়া গিয়াছেন যাহা প্রধানত পাওয়া যায় আয-যাহরুল-বাসিম ফী আওসাফ ইবনিল-কা'সিম গ্রন্থে। আল-'ইমাদুল-ইসফাহানীর খারীদা মিসরের কবিগণের সম্পর্কে লিখিত অংশ, সম্পা. আহমাদ আমীন, শাওকী দায়ফ ও ইহসান 'আব্বাস, কায়রো, ১খ, ১৯৫১ খৃ. দ্বিতীয় সংস্করণ তা. বি., ১খ, ১৪৫-৬৫)-তে যে সকল গদ্য পদ্যাংশ একত্র করিয়াছেন তাহার আলোকে বিবেচনা করিলে আযযাহরুল-কা'সিম গ্রন্থটিকে অবশ্যই সিসিলীতে ইবন কালাকিস-এর ভ্রমণ কাহিনী এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কাইদ আবুল-কা'সিম ইবন হামমুদ-এর সহিত তাহার অবস্থানের বিবরণ (অন্ততপক্ষে মুকাদ্দিমায়)-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইবন হাজার (দ্র. M. Amari, পৃ. গ্র. স্থা.) নামে পরিচিত ইবন হামমুদ ও তাহার তিন পুত্র আবু বাকর, 'উমার ও 'উছ'মান-এর নামে কবি তাঁহার কাসীদাগুলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

Palermo-তে যাহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘটে এবং যাহাদের কেবল উল্লিখিত গ্রন্থেই নহে; বরং তাঁহার দীওয়ান (সম্পা. খালীল মুত্তরান, কায়রো ১৯০৫ খৃ.; একটি পূর্ণতর সংস্করণ প্যারিসে প্রস্তুত করা

হইয়াছে)-এ এবং সর্বোপরি তাঁহার অপ্রকাশিত পত্র সংকলনে (তারাসুসুল ইবন কালাকিস, কায়রোতে দারুল-কুতুবের পাণ্ডুলিপি, আল-মাকতাবা, আত-তায়মুরিয়া, আদাব (নং ৬১৭) উল্লেখ আছে। তাঁহাদের সনাক্তকরণ অদ্যা বধি বাকী রহিয়াছে। সংকলনটিতে রহিয়াছে চারি ব্যক্তিকে প্রেরিত পত্রসমূহ : (১) জুরদাননা আয-যাহরুল-বাসিম গ্রন্থে খারীদা, ১খ, ১৬৫, যেখানে ইহার সম্পাদকগণ স্বরচিহ্ন দ্বারা অনুরূপ উচ্চারণ নির্দেশ করিয়াছেন; দীওয়ানে, ইহা يزجود (যাজজুর্দ) এবং "সাহিব সিকিল্লিয়া"র উযীররূপে বর্ণিত যাহা একজন Giordano-র প্রতি ইংগিত দেয় (নরমান আমলে অতীব সাধারণ নাম); William-এর জনৈক মন্ত্রী, যদিও রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে এই নামধারী কোন ব্যক্তি ছিলেন না। (২) গ'রাত ইবন জাওশান বা জুশান (তারাসুসুল, পত্র ৩৪), উইলিয়ামের দরবারের জনৈক প্রখ্যাত ব্যক্তি। (৩) আস-সাদীদুল-হ'সুরী (এ. পত্র ৪৭-৮), যাহা ম. আমারী, পু. গ্র. ৩ খ., ৫১০ এবং টীকাতে উল্লিখিত Sedictus - এর প্রতি ইঙ্গিত করে। (৪) ইবন ফাতিহ' (এ. পত্র ৪৩), যিনি একজন ফাকীহরূপে বর্ণিত।

গ্রন্থপঞ্জী : ম. আমারী কর্তৃক উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ, পু. গ্র. স্থা. Brockelmann I. 261 SI ৪৬১ এবং উক্ত প্রবন্ধের সহিত ইহসান 'আব্বাস al-Arab fi sikilliyya, কায়রো ১৯৫৯ খৃ. ২৮৭-৯৪-তে প্রদত্ত সূত্রসমূহ (the review by U. Rizzitano, in II Contributo del mondo arabo agli Studi arabo siculi, in RSO ৬ (১৯৬১খৃ.), বিশেষভাবে ৭৮-৮৯ দ্র.)।

U. Rizzitano, (E.I.²)/ মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইবন কাসিম আল-গাযযী (ابن قاسم الغزى) : শামসুদ্দীন 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মিসরী, ইবনুল-গারাবীলী নামেও পরিচিত, একজন শাফি'ঈ মনীষী ও ভাষ্যকার, মৃ. ৯১৮/১৫১২ সন। তিনি গা'যযাতে জনগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত-পালিত হন। তিনি জালালুদ্দীন আল-মাহান্নী। (মৃ. ৮৬৪/১৪৫৯-এর শাগরিদ ছিলেন (Brockelmann, ২খ, ১৩৮, পরি ২, ১৪০), কিন্তু তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি আজও বিদ্যমান :

(১) ফাতুল-কারীব আল-মুজীব (فتح القريب المجيب) অথবা আল-কাওলুল-মুখতার ফী শারহ গায়াতুল - ই খতিসার (القول المختار فى شرح غاية الاحتصار), ইহা আবু ওজা' (দ্র.) রচিত মুখতাসার অথবা তাকরীব অথবা গায়াতুল-ইখতিসার-এর একখানা ভাষ্য গ্রন্থ; editio princeps, বু'নাক' ১২৭১ হি., অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ১৩১০ হি. সনে সিসাপুরেও ইহা প্রতি পঙ্ক্তির নীচে মালয় ভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল; এতদভিন্ন L. W. C. van den Berg কর্তৃক ইহা ফরাসী ভাষায় সম্পাদিত ও অনূদিত হয়, লাইডেন, ১৮৯৪ খৃ. (G. H. Bousquet-এর Kitab-et-Tanbih-এ এই ক্রটিপূর্ণ অনুবাদের কিছুটা সংশোধন করা হয়, Bibliotheque de la Faculte de Droit de l'Universite d'Alger, ২, ১১, ১৩, ১৫ খৃ. আলজিয়ার্স ১৯৪৯-৫২ খৃ.); ইহার হাশিয়াতে অনেক দুরূহ অংশের টীকা সংযোজন করা হইয়াছে, যথাঃ আল-বাজরী (দ্র.)-এর টীকা।

(২) 'আবদুল-রাহীম আল-ইরাকীর ফাতুল-গা'যয গ্রন্থের হাশিয়াতে দুরূহ অংশের টীকা এবং ইহা ছিল তাঁহার স্বরচিত আলফিয়া বা

তাবসিরাতুল-মুবতাদী ওয়া তাফকিরাতুল-মুনতাহী (الفية أو تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهى) গ্রন্থের ভাষ্য। ইবন সালাহ' (দ্র.)-এর হাদীছবিজ্ঞান বিষয়ে এই গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছিল।

(৩) আন-নাসাফী (দ্র.) রচিত 'আকাইদ গ্রন্থের আত-তাফতাহানী (দ্র.) প্রণীত ভাষ্য গ্রন্থের দুরূহ অংশের পাশ্চটীকা।

(৪) ইবনুল-হাজিব (দ্র.) রচিত শাফিয়া নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের আহ'মাদ ইবন হা'সান আল-জারাবারদী প্রণীত ভাষ্যের দুরূহ অংশের পাশ্চটীকা।

(৫) মানজুমা ফি'দ-দাল ওয়া'য-যাল, ইহা জোড়া শব্দ দ্বারা গঠিত একটি সংক্ষিপ্ত কাসীদা, যাহার জোড়া শব্দের শেষে দাল ও যাল বর্ণ থাকার দরুন প্রতিটি শব্দ অন্য শব্দ হইতে স্বতন্ত্র; ক্যাটালগ, বার্লিন, ৭০২৭।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I, ৪৯২; পরি, ১ পৃ. ৬৭৭, ২পৃ. ৪৪০; (২) সারকীস, মু'জামুল-মাতবু'আত, ২খ, ১৪১৬ প.।

J. Schacht (E.I.²) / এ. বি. এম. আবদুর রব

ইবন কাসিম (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন হা'যিম)

ইবন কাসী (ابن قسى) : ইহা বানু কাসী পরিবারের সদস্যদের বংশগত নাম যাহা ইবন হা'যিমের জামহারী গ্রন্থের বর্ণনানুসারে একজন ভিসিগোথিক কাউন্ট (Visigothic count) কাসী হইতে উদ্ভূত। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার নাম মুওয়াল্লাদ বংশধরদের দীর্ঘ বংশপরম্পরাকে দিয়াছিলেন, যাহারা পিরেনীয় ও এবরো উপত্যকার মধ্যবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের বাহ্যিক ইসলামী আচরণ তাহাদেরকে ভাসকোনিয়ার অভিজাত পরিবারগুলির সহিত পূর্বের সম্পর্ক সংরক্ষণ, এমন কি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুবিধা প্রদান করিয়াছিল। এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন মূসা ইবন মূসা ইবন কাসী, যিনি নাভার-এর গাসিয়া ইনিগুয়েজ-এর সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া টুডেলায় অবস্থিত নিজ জায়গীর হইতে ২য় 'আবদুর রাহ'মান-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একাধিকবার আনুগত্য ও বিদ্রোহ ঘোষণার পর তিনি সরকারীভাবে টুডেলা জমিদার (Lord) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 'উমায়্যা আমীর প্রথম মুহাম্মাদের অনুরোধে তিনি কাতালোনিয়ার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতাপের শীর্ষে স্পেনের তৃতীয় বাদশাহ হিসাবে পরিচিতি অর্জনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। আস্তুরিয়াস-এর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি আলবেলদা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা লগরোনোর প্রায় ৭ মাইল (২ leagues) দক্ষিণে অবস্থিত। তিনি ১ম অর্ডোনো কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়নে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ক্লাভিজোর শেষ ধ্রাত্তে মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার পুত্র লোপ (Lope) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ১ম অর্ডোনোর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লন। তিনিও ইহার অল্পকাল পরে ইনতিকাল করেন। তাঁহার ভ্রাতৃত্ব মৃত্যুরিফ ও ইসমা'ঈল নিজদেরকে টুডেলা ও সারাগোসার শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষণা করেন, অপরদিকে মূসা ইবন মূসার পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন লোপ ১ম মুহাম্মাদ-এর বশ্যতা স্বীকার করত সারাগোসার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং পরে 'আবদুর-রাহ'মান ইবন 'আবদিল-আযীযের তুজীবীদের চাপের মুখে পুনরায় উমায়্যাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন। তুজীবীগণ কর্তৃক অধিকৃত

এবরোর রাজধানী বারবার আক্রমণ করার পর অবশেষে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুসা ইবন মুসা ইবন কাসীর বহু সংখ্যক বংশধর বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন ৩য় 'আবদু'র-রাহ'মানের সময় উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়া নিশ্চয় হইয়া পড়ে। টুডেলার জমিদার মুহাম্মাদ ইবন লোপ-এর জনৈক পুত্র ৩০৩/৯১৫ সনে মারা যান, যেই বৎসর তাঁহার ভাই মুতাররিফ নিজ ভ্রাতৃপুত্র মুহাম্মাদ স্বীয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহর পুত্র কর্তৃক নিহত হন। একই বংশোদ্ভূত একজন রাজকুমারী উররাকা ২য় ফ্রেয়েলাকে বিবাহ করেন এবং দুর্দান্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে ৩য় 'আবদু'র-রাহ'মানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করার জন্য কর্তৃত্বভায়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল অথবা খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল এবং লিওন ও নাভার-এর রাজদরবারে তাঁহাদের ঘন ঘন যাতায়াত ঘটিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal Hist. Mus., ১খ, ৩১৪-৮, ৩৯২-৪, ২খ, ৩০; (২) ইবন হায়ম, জামহার, পৃ. ৪৬৪; (৩) Dozy Recherches, ১খ, ২১৪; (৪) A. Huici, Cronicas latinas de la reconquista, ২খ, ৭৭; (৫) Sanchez Albornoz, La autentica batalla de clavijo, পৃ. ১১৫ টীকা ৫৩।

A. Huici Miranda (E.I.²) / আনওয়ারুল হক খতিবী

ইবন কাসী (ابن قسى) : আবুল-কাসিম আহমাদ ইবন হুসায়ন, অনেক বিদ্রোহীদের একজন, যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে ৫৪১/১১৪৬-৭ সনে আল-মুওয়াহহিদ বাহিনীর কাতিজে অবতরণের পূর্বে স্পেনের আল-মুরাবিত বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করিবার ক্ষেত্রে দায়ী ছিল।

তাঁহার কৃতিত্বের নাট্যমঞ্চ ছিল যেখানে বর্তমান পর্তুগাল তাঁহার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত আলগারভে-এ ও বিশেষত সিলভিসে, যাহা ছিল ঐ এলাকার প্রাক্তন রাজধানী। তাঁহার অনুসারীদেরকে এবং তাহার মুরীদগণকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে আগ্রহী) যাহাদেরকে ধর্মীয় আধা-সামরিক বাহিনীরূপে গঠন করা হইয়াছিল, একত্র হওয়ার জন্য শহরের সল্লিকটে তিনি একটি রাবিতার প্রতিষ্ঠা করেন। মুজাহিদ সূফীদের এই রাবিতা হইতে তিনি স্বীয় চিন্তাধারা প্রচার করেন এবং নিজের ইমামাতের দাবী প্রকাশ করেন।

যৌবনকালে ইবন কাসী একজন অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং অত্যন্ত বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐশী অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার সম্পদগুলি ত্যাগ করত আন্দালুসিয়ার পথে দীর্ঘ তীর্থযাত্রা শুরু করেন। তাঁহার পরিভ্রমণকালে হঠাৎ সংঘটিত সভাসমূহ হইতে তিনি নিজের চতুর্দিকে ব্যক্তিগত রক্ষী সংগ্রহ করেন, যাহারা মোটেই সম্মানীয় ছিল না (দা'ইরাতু'স-সু'ই)। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া দাবী করেন, নিজেকে মাহদী বলিয়া বর্ণনা করেন এবং অলৌকিক ঘটনা (মাখারীক) সম্পাদন করেন। ইবন কাসী সম্পর্কে এই বিরূপ তথ্যসমূহ আমাদের নিকট লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাত্তাবের নিকট হইতে আসিয়াছে। এই ঐতিহাসিকের মতানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ উগ্রপন্থী বাতিনী সম্প্রদায়ের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং ইখওয়ানু'স-সাফার প্রচারিত দার্শনিক মতবাদে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মু'জিব এত্বের প্রণেতা 'আবদুল-ওয়ালিদ আল-মাররাকুশী তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেন, কিন্তু বাস্তবিকই ইহা অতীব খামখেয়ালীপূর্ণ এবং বাস্তবের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি তাঁহাকে একজন বাগাড়ম্বরকারী ও ধৃত প্রবঞ্চকরূপে চিত্রিত করেন (সাহিব

হিয়াল, রাব শা'বায়া) এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা কোন আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না। মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জাগাইয়া তোলার জন্য আনুসঙ্গিক সত্য তথ্য থাকা প্রয়োজন। আল-মুরাবিত সূফীবিরোধী ঘোষিত গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রশ্নে ইহা স্বীকৃতভাবে গ্রহণযোগ্য যে, ইবন কাসী আলমিরিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই মতবাদ ইবনুল-'আরীফ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, যিনি ৫৩৬/১১৪১ সনে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ও অসদুদ্দেশ্যের শিকার হইয়া মাররাকুশে মৃত্যবরণ করেন, যাহার সমসাময়িক ছিলেন সেভিলের ইবন বাররাজান, যিনি তাঁহার উস্তাদ ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাঁহার শাগরিদ নহেন। আমরা যদি আশ-শা'রানীকে বিশ্বাস করি তাহা হইলে ইবন বাররাজান ইমামের উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং ১৩০ টি গ্রামে এই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ইবন কাসী বাহ্যত এই প্রখ্যাত সূফীর মতাদর্শ অনুসরণ করার মনস্থ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার চিন্তাকে কাজে পরিণত করার পূর্বে 'আলী ইবন যুসুফ ইবন তাশফীনের নির্দেশে যথাসময়ে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

ইবন কাসীর ঝুঁকিপূর্ণ কর্মতৎপরতা সংঘটিত হইয়াছিল ৫৩৭/১১৪২ সনে ইবনুল-'আরীফ ও ইবন বাররাজানের মর্মান্তিক মৃত্যুর এক বৎসর পরে এবং তাঁহার হত্যার বৎসর ৫৪৬/১১৫১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। তাঁহার মৃত্যু একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে সংঘটিত হইয়াছিল যাহা প্রথমে আল-মুরাবিত ক্ষমতার পতন দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। বিদ্রোহ তখন শহরসমূহে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। নিরাপত্তাহীনতা গ্রাম্য অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সড়কগুলি দস্যু ও ডাকাতে দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। মোনটিয়াগুডো (Monteagudo) দুর্গের উপর একটি হামলা অকৃতকার্য হইয়াছিল (৫৩৮/১১৪৪)। কিন্তু ১২ সাফার, ৫৩৯/১৪ আগস্ট, ১১৪৪ সনে জনৈক ইবনুল-কাবীলার পরিচালনাধীন, যিনি একজন সাহসী ও প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, ৭০ জন মুরীদানের একটি ছোট বাহিনী কৌশল অবলম্বন করিয়া মেরটোলা দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইবন কাসী এই সুরক্ষিত দুর্গটিতে তাঁহার মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অনুগামিগণ তাঁহাকে ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দানে বাধ্য করেন। ইবন ওয়াযীর ও ইবন মুনযির নামক দুইজন বিদ্রোহী নেতা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সংঘবদ্ধ হইয়া মেরটোলার সহিত ইভোরা, বীজা হয়েলভা, নিয়েবলা ও সিলভস সংযোজন করিয়া একটি দুর্বল রাজ্য গঠন করেন। ইবন কাসীর ন্যায় দ্বৈত ব্যক্তিত্ব— যিনি রাজনীতিক ও সূফী উভয় মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, এই রাজ্যটি শাসন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ৫৪০/১১৪৫ সনে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ তাঁহাকে আপন ভাই ও ইবন ওয়াযীরের বিরুদ্ধে ঘন্টে লিপ্ত করে। আল-মুওয়াহহিদগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করাকে তিনি একটি চাতুর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে মনে করেন, তাঁহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদনে সফলকাম হন এবং তাহাদেরকে স্পেনে অবতরণ করিতে উৎসাহিত করেন। শীঘ্রই জীরেয, আরকোস, রন্দা ও নিয়েবলা আল-মুওয়াহহিদগণের আধিপত্য মানিয়া নেয়। পরবর্তী সময়ে আল-গার্ডের (সরবেকার) সিলভিসের পতন ঘটে। পরে বীজা, মেরটোলা, সেভিল ও বাদাজোয শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। ইবন কাসীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতে শুরু করে। যে আল-মুওয়াহহিদগণের হস্তক্ষেপকে তিনি আমন্ত্রণ ও সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল তাঁহার পতনের কারণ। তাঁহার শক্তিশালী মিত্রগণের থাবা

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি কয়মবরার (Coimbra) পর্তুগীজদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই কৌশলী অভিযান সিলভাস-এর জনগণের অবিশ্বাসকে জাগাইয়া তোলে। কেননা এই ধরনের নীতি পরিণামে তাহাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হইতে পারে। একটি দল তাঁহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহারা তাঁহার সন্নিকটে আসে এবং তাঁহাকে আঘাত করিয়া ভুলুষ্ঠিত করে এবং তাঁহার মস্তক সেই বর্শার অগ্রভাগে প্রোথিত করে, যাহা তিনি কয়মবরার খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে উপটোকন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন (৫৪৬/১১৫১)।

যেসব গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া ধারণা করা হয় তাহার মধ্যে শুধু খাল-উ'ন-না'লায়ন শীর্ষক পুস্তকটি সাধারণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইবন কাসীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পরে সেভিলে জনগ্রহণকারী ইবন 'আরাবী যিনি ছিলেন ইবনু'ল-'আরীফের একজন শিষ্য ও উত্তরসূরি, তিনি এই গ্রন্থের একটি ভাষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Asin Palacios Abenmasarra y su escuela. Madrid 1914, 109-10; (২) ইবনু'ল-'আরীফ, মাহ'লিনু'ল-মাজালিস Ar. text, tr. and Comm. by M. Asin Palacios Paris 1933, 5; (৩) ইবনু'ল-খাতীব, 'আমালু'ল-'আলাম, ed. E. Levi Provençal Rabat 1934, 258 ff.; (৪) J. Bosch Vila, Los almoravides, Tetuan 1956 287ff. (see note 4 which mentions, besides the works referred to above, also; (৫) Ibn Khaldun, Berberes, ii 184; (৬) মাররাকুশী, মুজিব, tr. Fagnan, 182; (৭) Codera decadencia y desa paricion de los almoravides en Espana, 33-52; (৮) Valdeavellano, Historia de Espana, 914-7; (৯) Nwyia, Notes sur quelques fragments inedits de la correspondance d. Ibn al -Arif avec Ibn Barrajan in Hesperis 1956, 211-21.

A. Faure (E.I.²)/ ড. আনওয়ারুল হক. খতিবী

ইবন কিল্লিস (ابن كلس) : আবু'ল-ফারাজ য়া'কুব ইবন যুসুফ (ابو الفرج يعقوب بن يوسف) ফাতিমী খলীফা আল-'আযীয (দ্র.)-এর বিখ্যাত উযীর। তিনি মূলত একজন যাহুদী; জন্ম ৩১৮/৯৩০ সনে বাগ'দাদে। তিনি তাঁহার পিতার সহিত সিরিয়ায় যান এবং রামাল্লায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন বণিকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু এক বর্ণনামতে ঐ বণিকদের অর্থ ফেরত দিতে না পারিয়া তিনি মিসরে পলাইয়া যান এবং সেখানে কাফুর (দ্র.)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পর্কে কাফুরের উচ্চ ধারণা জন্মে। ইবন কিল্লিস কাফুরকে বিভিন্ন বিষয়-সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়া ও সেগুলি আয়ত্তে আনিতে তাঁহাকে সহায়তা করিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করেন। কার্যত কাফুর তাঁহার ঐসব সম্পত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না। ইহা ছাড়াও ইবন কিল্লিস তাঁহার জন্য কিছু বিষয় সম্পত্তি ক্রয়ও করিয়া দেন। ইহার প্রতিদান হিসাবে কাফুর তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় খাস জমি হইতে বন্দোবস্ত দেন। ইবন কিল্লিস সিরিয়া ও মিসরে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্বও লাভ করেন। কাফুর একবার বলিয়াছিলেন যে, ইবন কিল্লিস যদি মুসলমান হইতেন, তিনি উযীর হইতে পারিতেন। উযীর পদ অভিলাষী ইবন কিল্লিস

অতঃপর ৩৫৬/১৯৬৭ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে কুরআন ও ইসলামী আইন অধ্যয়নে নিয়োজিত হন। কিন্তু পবের বৎসর কাফুরের ইনতিকাল হইলে ইবন কিল্লিসের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ উযীর আবু'ল-ফাদল জা'ফার ইবনিল-ফুরাত তাহাকে গ্রেফতার করান। পরবর্তী কালে এই উযীরের পুত্র ইবন কিল্লিসের এক কন্যাকে (য়াকূ'ত, উদাবা, ৭খ. ১৭৩) বিবাহ করেন। বিভিন্ন মহল হইতে হস্তক্ষেপ ও উৎকোচ প্রদানের ফলে তিনি মুক্তি পান এবং উত্তর আফ্রিকার উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া যান। সম্ভবত মিসরে থাকাকালেই ঐ সময়কার ফাতিমীয় প্রচারণায় তিনি ফাতিমীয় পক্ষে যোগদান করেন।

তিনি আল-মু'ইযয লি-দীনিল্লাহ-এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। আল-মু'ইযয প্রশাসক হিসাবে তাঁহার গুণাবলীতে চমৎকৃত হন। তিনি তাঁহার সহিত মিসরে ফিরিয়া আসেন। বস্তুত ইবন কিল্লিসই তাঁহাকে মিসর জয়ের প্রেরণা দেন এবং ৩৬২/৯৬৯ সনে তাহা বিজিত হয়। ৩৬৩/অক্টোবর, ৯৭৩ সনের গোড়ার দিক হইতেই উসলুজ ইবনু'ল-হাসানের সহায়তায় তাহাকে গোটা অর্থ-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কতকগুলি বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেন এবং মু'ইযয প্রবর্তিত দীনারে আস্থা সুনিশ্চিত করেন। ৩৬৫/৯৭৫ সনে আল-মু'ইযয ইনতিকাল করেন। ইহার পর ইবন কিল্লিস তাঁহার পুত্র আল-'আযীযের পক্ষে সকল রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহ করিতে থাকেন। আল-'আযীয ৩৬৭ আগস্ট ৯৭৭ সনের গোড়ার দিকে তাঁহাকে তাঁহার উযীর নিযুক্ত করেন। পরের বৎসর রামাদান মাসের/ফেব্রুয়ারী ৯৭৯ সনে খলীফা তাঁহাকে আল-উযীরুল আজাল (গৌরবান্বিত উযীর) খেতাব প্রদান করেন। তিনি ফাতিমীয় শাসক বংশের প্রথম উযীর। আল-'আযীয তাঁহাকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন এবং সম্পদও প্রদান করেন। আল-'আযীযের অধীনে উযীর ইবন কিল্লিসের আমলে মিসর অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই সময় ফাতিমীয় সাম্রাজ্যও সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে।

মৃত্যুর আগে ইবন কিল্লিস খলীফা আল-'আযীযকে যে পরামর্শ দিয়া যান তাহাতে তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বায়যান্টীয় শাসকেরা নিজেরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযান পরিচালনা না করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আলেল্পোর হামদানীয় শাসকদেরকে কোনও রকমে একটা বশ্যতা স্বীকারমূলক সামন্ত করিয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে; কিন্তু ফিলিস্তিনের তায়রী 'আরব প্রধান মুফাররিজ ইবনু'ল-জাররাহকে (জাররাহিয়া দ্র.) নিষ্কৃতি দেওয়া চলিবে না। ইবন কিল্লিস-তাঁহার নিজ পরামর্শ বাস্তবেও কার্যকর করিয়াছিলেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে চক্রান্ত, ছলনা, এমন কি হত্যার উদ্যোগ লইতে হইয়াছিল। তিনি কণরামাতীয়দের মিত্র তুর্ক আলপতাকীনের নিকট হইতে দামিশক পুনর্দখল করেন। এই তুর্ক আলপতাকীনের পরবর্তীকালে মিসরের খলীফার প্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন এবং তিনি উযীরকে উপেক্ষা করিতে থাকেন। এই অবস্থায় উযীর ইবন কিল্লিস তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন (ইবনু'ল-আছীর, ৮খ, ২১৯, s. a. ৩৬৫) দামিশকে আলপতাকীনের উত্তরাধিকারী কাাসাম, সিরিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে জায়ীরা হইতে আগত হামদানীয় আবু তাগ'লিব ও মুফাররিজ ইবনু'ল-জাররাহ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইবন কিল্লিস এই পরিস্থিতির অবসান ঘটান।

ইহার পর তিনি হিমসে হামদানীয় প্রতিনিধি বাকজুরকে (আল-'আযীয বাক জুরকে দামিশকের গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইবন কিল্লিস এই বাকজুরকে ঘৃণা করিতেন। কারণ দামিশক অঞ্চলে তাঁহার মালিকানাধীন জমির প্রজাদেরকে বাকজুর হত্যা করেন এবং ঐসব জমি দখল করেন) দামিশক ছাড়িতে বাধ্য করেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-'আযীয)। ইবন কিল্লিস খলীফাকে উত্তর সিরিয়ায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব গভীরভাবে জড়াইয়া পড়া হইতে বিরত রাখেন।

অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রেও ইবন কিল্লিস প্রচুর আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পদে আসীন থাকাকালে তিনি মাত্র কয়েক মাসের জন্য (৩৭৩-৪ হি.) একবার প্রতিকূলতার মুখে পড়িয়াছিলেন। সম্ভবত ইহার কারণ, আলপতাকীনকে বিষ প্রয়োগে হত্যাযজ্ঞিত ব্যাপারে খালীফার ক্রোধ কিংবা মিসরে দুর্ভিক্ষজনিত গোলযোগ। তবে অচিরেই ইবন কিল্লিস তাঁহার সকল রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও বিপুল ধন-সম্পদ ফিরিয়া পান। অধিকন্তু ইবন কিল্লিস তাঁহার মনিবের মনোরঞ্জে মোটেও কার্পণ্য করেন নাই। সিরিয়া হইতে মনিবের জন্য ইবন কিল্লিসের কবুতরবাহিত চেরী ফলের কাহিনী (আল-কালকাশানদী, সুবহ, ১৪২, ৩৯১ ও ২২; ৯৩ ও Gaudefroy Demombynes La Syrie 252) ও খালীফার তোষামোদমূলক কবিতা উহাই প্রমাণ করে। ঐ কবিতায় খালীফা ও তাঁহার কবুতরদের উদ্ভয়ন প্রতিযোগিতায় কিভাবে তাঁহার একটি কবুতর খালীফার একটি কবুতরকে পিছু ফেলিয়া যায়, ইবন কিল্লিস তাঁহার বর্ণনা দিয়াছিলেন। আর বক্তৃতপক্ষে এই বিষয়টিকেই উযীরের দূশমনেরা তাঁহারই বিরুদ্ধে কাজে লাগায়।

মহিমাম্বিত প্রাসাদ জীবন-যাপন, বিদ্বান, আইনবিশারদ, চিকিৎসক, সুদী ও কবিগণের প্রতি উদার ও জ্ঞান চর্চার বিকাশে নিষ্ঠার জন্য ইবন কিল্লিস খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আল-আযহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি ৩৫ জন আইন বিশেষজ্ঞের ভরণ-পোষণ বহন করিতেন। তিনি ফাতিমীয়দের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। দামিশকের একজন 'আলীপন্থী ফাতিমীয়দের বংশ-লভিকার ব্যাপারে বিদ্রূপ করায় তিনি তাহাকে কারাগারে পাঠান। তিনি ইসমাঈলী ফিক্‌হশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সকল জীবনীকার এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল-মু'ইযয ও আল-'আযীযের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে তিনি আর-রিসালাতুল-উযীরিয়া নামে একটি আইন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত তাঁহার কিছু ভাষণ সন্নিবেশিত হয়। ইহা ছাড়া কিছু ফাতাওয়াও এই রচনার অন্তর্ভুক্ত। ফাতাওয়াগুলি তাঁহার প্রচারিত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত। তাঁহার প্রাসাদে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ইহার নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। ঐ মসজিদ আল-হাকিমের মসজিদ নামে পরিচয় লাভ করে। ৩৭৮/৯৮৭ সনে তিনি 'আম্বরের মসজিদে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করিয়া দেন (যাক্ব'ত, ৩খ, ৮৯৯)। দৃশ্যত তিনি ফাতিমীয় আনুষ্ঠানিকতাসমূহের বিকাশে অবদান রাখেন। তিনি খালীফার দরবারে একদল নির্বাচিত সৈন্য (কুওয়াদ) মোতায়েন রাখিবার প্রথা প্রবর্তন করেন। এই সৈনিকদল মিছিল সহকারে কুচকাওয়াজ করিত। তিনি একটি সৈনিক রেজিমেন্টেরও প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার নামে রেজিমেন্টটি "আত- তাইফাতুল-উযীরিয়া" এই পরিচিতি লাভ করে।

ইবন কিল্লিসের জীবনীকারগণ তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে এই উযীর স্বীয় দূশমন ও সংশ্লিষ্ট শাসক বংশের দূশমনকে নির্মূল করিতে কিংবা সাফল্য নিশ্চিত করিবার জন্য যেসব সন্দেহজনক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তাহাদের মনোভাবে কোনও রাখ ঢাক করেন নাই। ৩৮০/ফেব্রুয়ারী ৯৯১ সনের শেষদিকে তিনি ইনতিকাল করেন। বাদশাহ আল-'আযীয স্বয়ং তাঁহার জানায়ায় ইমামতি করেন এবং ক্রন্দনরত চিত্তে তাঁহার জন্য আকুল শোক প্রকাশ করেন। খৃষ্টান যাহা ইবন সাঈদ বলেন, এই মর্যাদা তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তবে মিসরীয় জনগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খৃষ্টান ও যাহূদীদের প্রতি অতিরিক্ত আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাহা ইবন সাঈদ আল-আনতাকী, Annales smpa. Cheirkho, 155, 163, 164, 172, 173, (=P.O. xxiii, 390 (183), 411 (203, 414 (206), 433, (225); (২) আবু শুজা 'আর-রফযরাওয়ারী, যায়ল কিভাবে তাজারিবুল উমাম, ১৮৫; (৩) ইবনু'স-সায়রাফী, কিতাবুল-ইশারা ইলা মান. নাল'ল-উযারা (كتاب الاشارة الى من نال الوزارة in BIFAO xxv (1925) 19-23; (৪) ইবনুল-কালানিসী, যায়ল, ভারীখ দিমাশক, ১৫, ২২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২; (৫) ইবন হাম্মাদ, আখবার, মূলক বানী উবায়দ, সম্পা. Vonderheyden 49; (৬) ইবনুল-আছীর, ১৩০৩ হি., সম্পা. ৮খ, ২১৯, ৯খ, ৬. ১৯. ২৭; (৭) ইবন সাঈদ, কিতাবুল-মাগরিব, ..., ৪খ, সম্পা. Tallqvist, 76; (৮) ইবন মুয়াসসার, আখবার, মিসর, সম্পা. H. Masse, 45, 51; (৯) ইবন খাল্লিকান, ব্লাক, সম্পা. ২খ, ৪৪০-৪ (অনু. de slane, iv 359); (১০) কুতুবী, ব্লাক, সম্পা., ১খ, ১০৪; (১১) ইবনু'দ-দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার ওয়া জামি'উ'ল-গুরার, ৬খ, সম্পা. এস. মুনা'জ্জিদ, কায়রো ১৯৬১, খ., ১৬৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১-৩, ২০৫, ২০৮, ২১০-৩, ২১৬, ২১৮-২৩, ২২৫-৬; (১২) মাক'রীযী, খিতাত, ব্লাক, সম্পা. ১খ, ৪৩৯, ২খ, ৫-৬, ২২৬, ৩৪১; (১৩) ঐ লেখক, ইতিআজ্জ'ল-হুনাফা, সম্পা. শায়য়াল ১৯৩. ১৯৮-৯, ২৭৫, ২৭৯; ২৯৬; (১৪) Quatremere, Vie du calife fat. Moezzlidin-Allah, in JA, 3rd series nos, 2 and 3; (১৫) Wustenfeld, Gesch. d. Fatimiden Chalifen 50-1, 133 ff.; (১৬) ঐ লেখক, Die Statthaeiter von Agypten... 51; (১৭) R. Gottheil, a. Fetwa on the appointment of Dhimmis to office in Festschrift Gold zither 222; (১৮) G. Wief, L' Egypte arabe (Hist, de la Nation Egypt, iv) 1937, 149-50, 188, 192, 194; (১৯) W. Bjorkman, Beitrage zur Gesch. der Staatskanzleim islam. Agypten. 1928, 19, 28, 64; (২০) W. J. Fischel, Jews in the economic and political life of medieval Islam. London 1937, 45-68.। আরও দ্র.ঃ (২১) হা'সান ইবরাহীম হা'সান, ভারীখু'দ-দাওয়াদারী-ফাতিমিয়া, কায়রো ১৯৫৮ খ., ২৭০-২, ২৯৮-৩০০, ৪২৬-৭, ৪৪৪-৫, ৫৩৬-৭, ৬৩২-৩ ও নির্ঘণ্ট; (২২) মুহাম্মাদ কামিল হু'সায়ন, ফী আদাব মিসুরি'ল-ফাতিমিয়া, কায়রো ১৯৫০ খ., ৫৪-৯, ১৭৪-৬ ও নির্ঘণ্ট।

M. Canard (E.I.²)/আফতার হোসেন

ইবন কীরান (ابن كيران) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আত-তায়াবি ইবন 'আবদি'ল-মাজীদ ইবন 'আবদি'স-সালাম ইবন কীরান (১১৭২-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২) মরক্কোর ফেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ফার্সী ও ফেজের একজন সাহিত্যিক। তিনি স্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট হইতে সনাতন ধারার শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজে ইবনুল-হাজ্জ (দ্র.) হামদূন, ইবন 'আজীবা, আল-কুহিন [দ্র.] প্রমুখের মত বহু ছাত্রকে অলংকারশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। সুলতান মাওলায় সুলায়মান (১২০৫-৩৮/১৭৯২-১৮২৩) বরাবরই ইবন কীরান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার প্রতি আস্থাভাবন ছিলেন। সুলতান তাঁহার বিভিন্ন অধ্যাদেশ বলবৎ করার ক্ষেত্রে অন্য ফার্সীহগণের সঙ্গে তাঁহার প্রতি আস্থাভাবন ছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর অধিকাংশই সুরক্ষিত আছে। এগুলি বিভিন্ন সূরার টীকা-ভাষ্য ও অন্যান্য রচনা (পাণ্ডু. রাবাত K. ১৩৭৩, K. ১৩৭৯, K. ১৬৭৩, K. ২৫৩৪)। এই রচনাবলীর মধ্যে ইবন আশীরের আল-মুরশিদুল-মু'মিন 'আলাদ-দাকরী মিন ইলমিদীন [المرشد المعين على الضرورى من علم الدين] লিখা, ফেজ ১২৯৬ হি.; পাণ্ডু. রাবাত K. ৮১) এবং তাঁহার ছাত্র ইবনুল-হাজ্জ কর্তৃক ন্যায়াশাস্ত্রীয় রচনা উরজু'য়ার টীকা-ভাষ্য বিশেষ। ইবন মালিকের (ফেজ ১৩১৫) আলফিয়্যার উপর ইবন হিশামের টীকা-ভাষ্যের পরিভাষ্যও তিনি রচনা করেন। ইহা ছাড়া অন্য তিন পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতাক্রমে আন-নাওয়াবীর (পাণ্ডু. রাবাত ৫৫) ৪০টি হাদীছের উপর ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার মূল রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে দুইটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনাসূত্র (পাণ্ডু. রাবাত D. ৯৩৮) ও কালা (K. ১০৭২, ১৩৭৩); রূপকের উপর লেখা 'উরজু'য়া' (ফেজ ১৩১০; পাণ্ডুলিপির আকারে রাবাত D. ৯২১, আল-বুরীর টীকা-ভাষ্য) এবং মু'মিন মুসলমানদের অনুপ্রেরণামূলক সংক্ষিপ্ত রচনা (K. ১০৭২ সঙ্গে কিছু responsa)।

তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-মাজীদ (মৃ. ২ মুহাম্মাদ, ১২১৪/৬ জুন, ১৭৯৯) ই'রাব-এর উপর একটি উরজু'য়া (পাণ্ডু. D. ১৩৪৮ টীকা-ভাষ্যসহ) রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্র আবু বাক্বর (মৃ. ৪ জুমাদা-২, ১২৬৭/১৬ এপ্রিল, ১৮৫১) ফেজের একজন ইমাম ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নাসিরী, ইসতিকসা, ৪খ, ১৪৯; (২) কান্তানী, সালওয়াতুল-আনফাস, লিখা, ফেজ ১৩১৬/১৮৯৮, ৩খ, ২প.; (৩) E. Levi-Provencal, Chorfa, নির্ধৃত; (৪) ইবন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগরিবি'ল-আকসা, ১খ, ৩৭৪; (৫) Brockelmann, SII, 875; (৬) বুস্তানী, DM iii, 484; (৭) M. Lakhdar, Vie litteraire 275-7 ও উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ আফতাভ হোসেন

ইবন কুতুবুগা (ابن قطلوبغا) : য়ায়নুল-মিন্নাত ওয়া'দ-দীন আবুল-ফাদল ওয়া আবুল-আদল আল-কাসিম ইবন কুতুবুগা ইবন 'আবদিল্লাহ আল-জামালী আস-সূদনী আল-মিসরী আল-হানাফী, মিসরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফিকহ-বিদ। তিনি মুহাম্মাদ ৮০২/সেপ্টেম্বর ১৩৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই তাঁহার পিতা [সূদন আশ-শায়খুনী (মৃ. ৭৯৮/১৩৯৬)-র মুক্তদাস] কুতুবুগা মারা যান। তিনি যুবক বয়সে দর্জীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন, কিন্তু অচিরেই ধর্মীয় শিক্ষায়

আত্মনিয়োগ করেন এবং জ্ঞান চর্চায় সারা জীবন কাটাইয়া দেন। তাঁহার প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষকের নাম 'ইযযুদীন ইবন জাম'আ (عز الدين بن جمعة) মৃ. ৮১৯/১৪১৬)। তাঁহার প্রধান উস্তাদের নাম ইবনুল-হমাম (ابن الهمام) মৃ. ৮৬১/১৪৫৭)। সমসাময়িক জ্ঞান অর্জন অভিলাষী যুবকদের মত তিনিও ইবন হাজার আল-'আসকালানীর নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি বিদ্যা চর্চা উপলক্ষে ব্যাপক ভ্রমণ না করিয়া থাকিলেও দামিশক, জেরুসালেম, আলেকজান্দ্রিয়া ও মক্কা ভ্রমণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অপরাপর মাদরাসাসহ বায়বারসিয়া ও জানিবাক আল-জিদাবীর মাদরাসায় স্বল্পকালের জন্য শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজের প্রভাবশালী বন্ধুদের নিকট হইতে স্বল্পকাল স্থায়ী আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। কোন কোন সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাসিক ৮০০ দিরহাম, কোন কোনটির পরিমাণ ছিল ২০০০ দিরহাম। ইহার সাহায্যে তিনি নিজের বৃহদায়তন পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতেন। কিন্তু পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার বিশেষ মর্যাদা ছিল। মনে হয় পরবর্তীকালে তাঁহার রচনাকর্ম ও আইন বিষয়ক পরামর্শ দান হইতে প্রাপ্ত আয় তাঁহার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল। সূফীবাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ইবনুল-'আরাবী ও ইবনুল-ফারীদের মতকে জোরদার করে। ৪ রাবী'উছ-হানী বৃহৎ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী রাতে ৮৭৯/১৭-১৮ আগস্ট, ১৪৭৪ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার রচনাকর্ম শুরু হয় এবং তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। উহার সংখ্যা প্রায় এক শতটি বলিয়া অনুমান করা হয়; তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ ইতিহাস এবং ইবন সীনা (দ্র.)-র দর্শন সম্পর্কে রহিয়াছে। তিনি প্রধানত হাদীছ ও ফিকহ-সম্পর্কেই কাজ করেন। তাঁহার রচনাকর্ম ছিল মায়হাবভিত্তিক আইনের সাধারণ ব্যাখ্যা, হাদীছ-সংকলন, ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন, ফিকহ-এর সূচীপত্র, প্রসিদ্ধ ইমামদের জীবনী সংকলন, ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থ সম্পর্কে গবেষণা, ব্যক্তি পর্যায়ের আইনগত সমস্যা আলোচনা, ফাতাওয়া ও অনুরূপ কাজ। তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক জনপ্রিয় রচনাসমূহের বহু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হইয়াছে। যেমন ইস্তাভুলের সুলায়মানিয়া লাইব্রেরীর ক্যাটালগে প্রায় ৭০টি পাণ্ডুলিপি তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় বিশটি পাণ্ডুলিপি হইতেছে তাহার তাজ্ব'ত-তারাজিম (تاج التراجم) গ্রন্থের। হানাফী মায়হাবের পুস্তক রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসম্বলিত এই সংকলনটি সর্বপ্রথম G. Flugel কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং ইহা পাশ্চাত্য জগতে ইবন কুতুবুগাকে পরিচিত করিয়া তোলে ([Abh K. M. ii/3. 1862, also Bagdad 1962, a manuscript dated 866 in Chester Beatty 3572 (3)] আছ-ছিকাতুল মিনা'র-রুওয়াত শিরোনামে হাদীছের নির্ভরযোগ্য বহু সংখ্যক রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনীসম্বলিত তাঁহার আর একটি বিরাট সংকলন MSS, Istanbul Koprul i, 264 ও 1060-এ বহুলাংশে সংরক্ষিত রহিয়াছে। পুরাতন পাণ্ডুলিপিসহ তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির কথা বাদ দিলেও বর্তমানকালে পাওয়া যায়— তাঁহার এমন রচনাসমূহের একটি তালিকা এখনও সংকলিত হয় নাই। কখনও কখনও একই রচনা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক আইনত মাসআলা ও ফাতাওয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে তালিকাভুক্ত হইতে

দেখা গিয়াছে। তাঁহার যেইসব রচনাকর্ম Brockelmann-এ তালিকাভুক্ত হয় নাই তাহা হইতেছে :

(১) তাখরীজুল-আহাদীছ: [সম্প্রতি মুদ্রিত]; (২) আল-ইখতিয়ারুল-লি-তালিলি'ল-মুখতার লি-ইবনি'ল-বুলদাজী (الاختیار لتعلیل المختار لابن البلدجی) (মু. ৬৮৩/১২৮৪, MS Istanbul Fyzullah 292, খসড়া কপি?); (৩) হাশিয়া আলা শারহি মাজমাইল-বাহরায়ন লি-ইবন ফিরিশতা—যদি না Brockelmann-এ তালিকাভুক্ত এই গ্রন্থটি ফারাইদের ভাষ্য হইতে অভিন্ন হয়, SI 658 (Feyzullah 707, Besir Aga 228); (৪) নুযহাতুল-রাইদ ফী তাখরীজুল-আহাদীছ আল-ফারাইদ (হিদায়া-এর) Yeni Cami 301, পত্রক ১-২০ 'আলী ইবন সুদন আল-ইবরাহীমী কর্তৃক ৮৫৩ হি. কপিকৃত); (৫) রিসালা ফী জাওয়ামি ইজারাতিল-ইক'তা (MS, Chester Beatty ৩২০২ [৩], ঐ ইবরাহীমী ও লালেলি (৯৫১ হি.) কর্তৃক কপিকৃত); (৬) আইনগত সমস্যা সম্পর্কে (দ্র. দাও, ৬খ, ১৮৭, ১১খ, ১৮প.) আল-কাওলুল-মুত্বা ফী আহ'কামিল-কানাইস ওয়া'লবিয়া' (Chester Beatty ৩৭২৪); (৭) তাহরীরুল (দাও তাখরীজ) আকওয়াল ফী মাসআলাতি'ল-ইসতিবদাল; (৮) আল-কাওলুল-কাসিম ফী বায়ানি (তা'হীর) হুকমিল-হাকিম [Chester Beatty ৫২৭৬ (১-২)] (আইন সংক্রান্ত সংকলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকিলে)। তাঁহার তাসহীছ'ল-কুদূরী তাঁহার স্বহস্তলিখিত (৮৬৮হি.) পাণ্ডু, Chester Beatty 5040, pl 181।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কুতায়বায়, তাজু'ত-তারাজিম পৃ. ৭৩; (২) আস-সাখাবী, আদ-দাওউ'ল-লামি, ৬খ, ১৮৪-৯০; ২২৩; (৩) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৭খ, ৩২৬; (৪) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি, ২খ, ১৪৫-প.; (৫) আবদুল-হাযিয লাহনাবী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়া, পৃ. ৯৯; (৬) আল-মানহালু'স-সাফী, পৃ. ২, সারকীসের বরাতে স্তম্ভ ২১৬; (৭) আত-তায়মুরিয়া, ৩খ, ২৪৪; (৮) খাযাইনুল-আওয়াকফ, পৃ. ৫৯, ৮১, ২৫২; (৯) আল-কাতানী, ফিহরিস্ত, ২খ, ৩২১; (১০) Wustenfeld, Gesch, পৃ. ৪৯২; (১১) আল-বিকাই, 'উনয়ানুল-য-যামান, যেমন ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত-এ উদ্ধৃত ৭খ, ৩২৬; (১২) আল-মাকরীযী, 'উকুদ, (১৩) Brockelmann-II, ৯৯ প., পরিশিষ্ট ২, ৯৩; (১৪) ঐ লেখক, I. 469, II, 224, S I, 296, 362, 611, 635, 638, 658, II, 90, 92, 264 III, 1253: (১৫) দা. মা. ই., ১ম সং, লাহোর ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৬৪৬-৭।

F. Rosenthal (E.I.²) মুহাম্মাদ মূসা

ইবন কুতায়বা (ابن قتيبة) : আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম আদ-দীনাওয়ারী (কেহ কেহ ইহার সঙ্গে যোগ করেন আল-কুতী, উহা হইতে তাঁহার জন্মস্থানের নাম জানা যায় এবং আল-মারওয়ায়ী, উহা সম্ভবত তাঁহার পিতার দেশের পরিচয় নির্দেশ করে) ৩য়/৯ম শতাব্দীর বিখ্যাত সুন্নী আলিম, নিরলস লেখক। তিনি ধর্মতত্ত্ব ও আদাব—এই উভয় বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করেন। খুরাসান হইতে আগত একটি 'আরবীকৃত ইরানী পরিবারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। মাতৃকুলের দিক দিয়া তাঁহাদের পরিবার বসরার বাহিনীগণের সঙ্গে সম্পর্কিত

এবং ২য়/৮ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'আব্বাসী সেনাবাহিনীর সদস্যরূপে ইরাকে আসিয়া থাকিবেন।

১১৩/৮২৮-সালে কুফাতে তাঁহার জন্ম, কিন্তু তাঁহার শৈশব ও কৈশোরে সম্বন্ধে সামান্যই জানিতে পারা যায়। বড়জোর তাঁহার শিক্ষকগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়; তবে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করিলে তাহা হইতেও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, সাধারণভাবে তাঁহাদের সুখ্যাতির মূলে ছিল সুন্নার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ, হয় ধর্মতত্ত্ববিদরূপে; হাদীছ'বেত্তারূপে বা ভাষাতত্ত্ববিদরূপে অথবা সচরাচর একাধারে এই তিনটিরূপেই। জীবনীকারণ ও সমালোচকগণ তাহাদের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করিয়াছেন, কিন্তু এখানে আমরা তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ করিব। তরুণ ইবন কুতায়বার উপরে যে তিনজন ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক প্রভাব পড়িয়াছিল নিঃসন্দেহে তাঁহারা ছিলেন ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন রাহওয়ায়হ আল-হানজালী [মু. আনু, ২৩৭/৮৫১, তিনি ছিলেন একজন সুন্নী ধর্মতত্ত্ববিদ, ইমাম ইবন হাম্বাল (র)-র ছাত্র এবং নিশাপুরের তাহিরী বংশীয় শাসকগণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সেখানেই তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাওয়াইছিলেন বলিয়া মনে হয়। আবু হা'তিম সাহল ইবন মুহাম্মাদ আস-সিজিস্তানী (মু. আনু, ২৫০/৮৬৪, সুন্নী ভাষাতাত্ত্বিক ও হাদীছ'বেত্তা ছিলেন এবং তৎকালীন ইরাকে যাহারা ভাষাতত্ত্ব ও হাদীছ'শাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের উদ্ভাদ ছিলেন) এবং সর্বশেষে আল-'আব্বাস ইবনুল-ফারাজ আর-রিয়াশী (মু. ২৫৭/৮৭১, তিনি ইরাকে ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে পঠন-পাঠনের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, আল-আসমা'ঈ, আবু 'উবায়দা ও ২য়/৮ম শতাব্দীর অন্যান্য আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিগণের রচনাবলী তিনি পরবর্তীকালের জন্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন)।

ইবন কুতায়বার কর্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য তথ্য লাভ করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত ব্যাপারে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব : আল-মুতাওয়াক্কিল ও তাঁহার প্রধান প্রধান সঙ্গী কর্তৃক গৃহীত মতাদর্শ পরিবর্তনের পরে ২৩২/৮৪৬ সাল হইতে ইবন কুতায়বা তাঁহার সাহিত্য-কীর্তিসমূহের জন্য সমাদর লাভ করেন। তাঁহার সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে নূতন চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল ছিল। সম্ভবত আদাবুল-কাতিব সাহিত্যের যে একটি ধারার তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহার ফলেই তিনি উযীর আবুল-হাসান 'উবায়দুল্লাহ ইবন যাহ'যা ইবন খাকান-এর সুনজরে পড়েন। উযীর তাহাকে একটি সরকারী পদে নিযুক্ত করেন, এই উযীরই নূতন নীতির মূল প্রবর্তক ছিলেন। সম্ভবত ২৬৩/৮৭৭ সালে অপসৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ইবন কুতায়বার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উক্ত উযীরেরই প্রচেষ্টায় তিনি ২৩৬/৮৫১ সালে দীনাওয়ারের কাযী পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি ২৫৬/৮৭০ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সে সময়ে স্বল্পকালের জন্য তিনি বসরার মাজালিসের পরিদর্শকও ছিলেন। অতঃপর নভেম্বর, ৮৭১ খৃ. (শাওয়াল ২৫৭ হি.) যানজগণ শহরটি লুণ্ঠন করে। তবে অসম্ভব নহে যে, শেষোক্ত পদটি তিনি লাভ করিয়াছিলেন 'আব্বাসী প্রশাসনের অপর এক ক্ষমতাবান কর্মকর্তার সহায়তায়। সম্ভবত তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত নেস্তোরীয় সা'ঈদ ইবন মাখলাদ। বাগ'দাদের তাহিরী গভর্নরগণের সঙ্গে সম্ভবত সময়ে সময়ে তাহার যে সম্পর্ক ছিল তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে (দ্র. 'উয়ূন, ২খ, ২২২)।

২৫৭/৮৭১ সালের পরে ইবন কুতায়বা বাগদাদের একটি জেলাতে স্বরচিত গ্রন্থাবলী শিক্ষা দান করিয়া কাটান। ২৭৬/৮৮৯ সালে ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। ইবন কুতায়বার পুত্র আহ'মাদই ছিলেন তাঁহার প্রধান ছাত্র। তিনি ও তাঁহার পুত্র 'আবদুল-ওয়ালিদ-এর প্রচেষ্টায়ই, বিশেষ করিয়া আবু 'আলী আল-কালীর মাধ্যমে—ইবন কুতায়বার অধিকাংশ গ্রন্থ মিসরে এবং পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচার লাভ করে। আল-আন্দালুসে ইবন কুতায়বার রচনাবলীর প্রচার নিশ্চিত করেন বিখ্যাত কাসিম ইবন আসবাগ। তিনি ২৭৪/৮৮৭ সালে লেখাপড়া করিবার জন্য বাগদাদে আসিয়াছিলেন। প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রগণের মধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল-র-রাহ-মান আস-সুককারী (মৃ. ৩২৩/৯৩৫) বিশেষভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কেননা অনেক ইসনাদেরই শীর্ষে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন দুরুসতাওয়য়হ (দ্র.) ও ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আযুব আস-সাইগ (মৃ. ৩১৩/৯২৫)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। তাহা ব্যতীত অন্যান্য অপ্রধান শাশরিদগণও ছিলেন।

বলা যাইতে পারে যে, দুইটি মাত্র গ্রন্থ বাদে বর্তমানে পরিচিত ইবন কুতায়বার সব যথার্থ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে প্রতিটি গ্রন্থের সর্বপেক্ষা মূল্যবান সংস্করণের নাম ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসময়ে একটি তালিকা দেওয়া হইলঃ

(১) কিতাব আদাবিল-কতিব (সম্পা. Grunert, লাইডেন ১৯০০ খৃ.) সচিবগণের ব্যবহারের জন্য ভাষাতাত্ত্বিক সারণ্য, একটি বিখ্যাত ভূমিকাসম্মত, উহাকে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রচারপত্র বলা যাইতে পারে।

(২) কিতাবুল-আনওয়া' (সম্পা. Pellat-হামীদুল্লাহ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৭৫/১৯৫৬), ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যা ও আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ।

(৩) কিতাবুল-'আরাব (সম্পা. কুর্দ 'আলী, রাসাইলুল-বুলাগ'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কায়রো ১৩২৫/১৯৪৬ পৃ. ৩৪৪-৭৭), ও'উবীবিরোধী রীতিতে 'আরব, ইরানী ও খুরাসানের' অধিবাসিগণের তুলনামূলক মেধা বিষয়ক সন্দর্ভ।

(৪) কিতাবুল-আশরিবা (সম্পা. কুর্দ 'আলী, দামিশক ১৩৬৬/১৯৪৭), আদাব রীতিতে রচিত মদ্য পান পানীয় বিষয়ক ফতোয়া।

(৫) কিতাবুল-ইখতিলাফ ফিল-লাফজ ওয়া'র-রাপ আল'ল-জাহ'মিয়া ওয়া'ল-মুশাবিহা (সম্পা. মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাওছারী, কায়রো ১৩৪৯ হি.) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক একটি পুস্তিকা; ইহাতে সিন্ধ বা গুণাবলী বিষয়ে মুশাবিহা মতবাদ বাতিল করা হইয়াছে এবং কু'রআনের উচ্চারণ বিষয়ে জাহমিয়াপ্রবণতাসম্পন্ন মু'তাযিলীগণের মতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

(৬) কিতাবু মা'আনিস-শ-শি'র [২খ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৬৮/১৯৪৯], কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা গ্রন্থ।

(৭) কিতাবুল-মা'আরিফ (সম্পা. উকাশা, কায়রো ১৯৬০ খৃ.) একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থসংক্ষেপ, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বকোষ ধরনের সংযোজনা।

(৮) কিতাবুল-মাসাইল ওয়া'ল-আজবিবা (কায়রো ১৩৪৯ হি.) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ।

(৯) কিতাবুল-মায়সির ওয়া'ল-কিদাহ (সম্পা. মুহিববু'দ-দীন আল-খাতীব, কায়রো ১৩৪৩ হি.), জুয়া ও লটারী জাতীয় ক্রীড়ার আলোচনা, যেমন এই ধরনের ক্রীড়ার নামের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ, কিতাবুল-আশরিবা গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল চোলাই করা মদ্য বিষয়ে।

(১০) কিতাবুল-শ-শি'র ওয়া'ল-শ-আরা (সম্পা. আহ'মাদ শাকির, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৩৬৪-৬৯/১৯৪৫-৫০) কাব্য সংকলন, কালানুক্রমিকভাবে সাজানো, প্রধান অংশে আধুনিক ('আব্বাসী যুগের) কবিগণের কবিতা সংকলিত হইয়াছে। ভূমিকা অংশ কতকটা অতিরঞ্জিত, উহাকে নিও-ক্লাসিকতাবাদের ঘোষণাপত্রও বলা হইয়া থাকে (সম্পা. ও অনু. Gaudefroy-Demombynes, অনুদিত গ্রন্থের নাম Introduction au Liver de la Poésie et des poètes প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.)।

(১১) কিতাব তাফসীর গারীবিল-কু'রআন (সম্পা. আহ'মাদ সাক্বর, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮), কু'রআন শারীফের কঠিন আয়াতগুলি সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

(১২) কিতাব তা'বীল মুখতালিফিল-হাদীছ (সম্পা. ফারাজুল্লাহ যাকী আল-কুর্দী, মাহ'মুদ গুক্রী আল-আলুসী, মাহ'মুদ শা'বানদারযারে, কায়রো ১৩২৬ হি.) এইখানি ইবন কুতায়বার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, এইটিতে তাঁহার ধর্মীয়, ধর্মবিরোধ বিষয়ক ও রাজনৈতিক ধারণা ও মতবাদসমূহ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে (ফরাসী অনু. G. Lecomte, দামিশক ১৯৬২ খৃ.)।

(১৩) কিতাব তা'বীল মুশকিলিল-কু'রআন (সম্পা. আহ'মাদ সাক্বর, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪), কু'রআনের শব্দ ও বাক্যের অলঙ্কার বিষয়ক ও ই'জায়ুল-কু'রআন বিষয়ক গ্রন্থ।

(১৪) কিতাব 'উম্মিল-আখবার (সম্পা. আহ'মাদ যাকী আল-'আদাবী, কায়রো ১৩৪৩-৮/১৯২৫-৩০, আদাব বিষয়ক একটি বৃহৎ সারণ্য; আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়া রচিত। ইহার ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া যে দুইখানি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে সেগুলি হইলঃ

(১৫) কিতাবু গারীবিল-হাদীছ', ইহার একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, দামিশকের জাহিরিয়াতে রক্ষিত আছে (লুগা ৩৪-৩৫); ইহা হাদীছের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

(১৬) কিতাব ইসলাহিল-গালাত ফী-গারীবিল-হাদীছ' লি আবী 'উবায়দ-আল-কাসিম ইবন সাল্লাম (আয়া সোফিয়া, নং ৪৫৭; জাহিরিয়া, নং ৭৮৯৯), ১৫ নং-এর একটি ভিন্ন পুস্তিকা রহিয়াছে। উহাতে আবু 'উবায়দ-এর ব্যাখ্যার ক্রটি সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইবন কুতায়বার রচিত বলিয়া কথিত অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সন্দেহ রহিয়াছে। তবে সেইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে সন্দেহ বা সমস্যা কমঃ

(১৭) কিতাব দালাইলিল-ন-বুওয়া; (১৮) কিতাবুল-ফিক্বহ; (১৯) কিতাব ই'রাবিল-কু'রআন; (২০) কিতাবুল-নাহবি এবং সম্ভবত (২১) কিতাবুল-কালাম (২২) কিতাব তা'বীরিল-কু'রআন; (২৩) কিতাবুল-কিরা'আত।

জীবনী গ্রন্থসমূহের আরও বইয়ের নাম পাওয়া যায়; তবে সেইগুলির প্রকৃত লেখক সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলিতে সম্ভবত উপরে উল্লিখিত জ্ঞাত বইসমূহের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ থাকিতে পারে।

তাঁহার নামে প্রচলিত আরও কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রহিয়াছে, সেই-গুলির রচয়িতা সন্দেহজনক। তন্মধ্যে এখন পর্যন্ত নিম্নলিখিতগুলির নাম জানা যায় :

(১) কিতাবুল-আলফাজ আল-মুগরাবা বি'ল-আলকাবি'ল-মু'রাবা (ফাস, কারাবিয়ান, লুগা, ১২৬২ হি.); (২) কিতাবুল-জারাহীম, ইহা একখানি কৃত্রিম ভাষাতাত্ত্বিক সঙ্কলন গ্রন্থ, খণ্ডাংশরূপে প্রকাশিত; (৩) কিতাবুল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা (কায়রো ১৩২২, ১৩২৭, ১৩৭৭ হি.); অনেকে এইখানিকে ইবন কুতায়বার রচিত হইতে পারে বলিয়াও মনে করেন; (৪) কিতাব তালকীনি'ল-মুতা'আল্লিম ফি'ন-নাহবি, প্যারিস Bibl. Nat. নং ৪৭১৫।

এই সকল গ্রন্থে উপরে সংক্ষেপে উল্লিখিত ইবন কুতায়বার শিক্ষকগণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাহা ব্যতীত ৩য়/৯ম শতাব্দীতে 'আব্বাসীয় সমাজে যে প্রধান চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল সেগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যাহার অর্থ দাঁড়ায় যে, তৎকালে বা পূর্বে লিখিত গ্রন্থাদির ব্যাপক বিষয়বস্তুসমূহ হইতেও তিনি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথমত, ইবনুল-মুকাফফা (দ্র.)-এর গ্রন্থাবলীর মূল ধারণাসমূহ অবশ্যই ইবন কু'তায়বার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া 'উয়ুনুল-আখবার ও মা'আরিফ-এ কিতাব কালীলা ওয়া দিমনা, কিতাবুল-আদাবি'ল-কাবীর, কিতাবুল-আয়ন কিতাব ও সিয়ারি মুলকি'ল-আজাম (খুযায়নামা, পারস্যের রাজ্যগণের ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ)-এর ভাবধারা। অতঃপর নাম করা যায় ৩য়/৯ম শতাব্দীর শুরুতে এরিস্টোটলের ও এরিস্টোটেলপত্নী দার্শনিকগণের যে সকল গ্রন্থ 'আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল, যেমন প্রধানত কিতাবুল-হায়াওয়ান ও কিতাবুল-ফিলাহা নামে প্রকাশিত গ্রন্থ, সেগুলির প্রভাব। আল-জাহিজের কিতাবুল-হায়াওয়ান গ্রন্থ হইতে যে কিছু কিছু অংশ ধার করা হইয়াছে সেই সঞ্জাবনার বিষয় বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না, আর কিতাবুল-ফিলাহা (বস্তুত সেখানি Cassianus Geoponica গ্রন্থ) সম্ভবত মূল তথ্যসূত্রের অন্যতম। ইবন কুতায়বা আল-জাহিজ-এর গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, এই লেখকের যে একটিমাত্র গ্রন্থের তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন উহা হইল কিতাবুল-বুখালা। অন্যগুলি যে ধার করা হইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। সবশেষে যথার্থভাবেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইবন কুতায়বা বাইবেলের তৎকালে বর্তমান নির্ভরযোগ্য অনুবাদ (Torah ও Gospels) হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন (মা'আরিফ, মুখতালিফুল-হ-'দীছ' ও 'উয়ুনুল-আখবার গ্রন্থ)।

পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ এতকাল পর্যন্ত তাঁহার আদাব সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধেই আশ্রয়ী ছিলেন। কেননা এতকাল পর্যন্ত তাহাদের লাইব্রেরীতে শুধু তাঁহার সেই সাহিত্যের সংগ্রহই ছিল এবং তাঁহারা ইবন কু'তায়বার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীকে উপেক্ষাই করিতেন, আর তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ বিষয়ে তাঁহারা নীরবই থাকিতেন। একটি বিষয় পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, জীবনের কোন এক স্তরে ইবন কু'তায়বা সুন্নী মতবাদ পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের প্রতিভা কাজে লাগাইয়াছিলেন—যে কাজটি খালীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ও তাঁহার প্রধান প্রধান সহায়ক হাতে নিয়াছিলেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাঁহার বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল একটি রাজনৈতিক ধর্মীয় মতাদর্শকে তুলিয়া ধরবার জন্য, অথচ এই গ্রন্থগুলিতে সে সময়ে প্রচলিত সুন্নাতের আদর্শগত ধারা সম্বন্ধে আলোচনা

হইতে পারিত, বিশেষ করিয়া ইবন হ'াম্মাল (র) ও ইস্হাক ইবন রাহাওয়ান হ যে ধারায় কাজ করিয়া গিয়াছিলেন সেইভাবে।

যাহা হউক, ইবন কু'তায়বা স্বীকার করিয়াছেন যে, যৌবনে তিনি তৎকালে প্রচলিত প্রায় সকল যুক্তিনির্ভর মতাদর্শ দ্বারা উদ্ভুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কোন কোন সময়ে হ-'দীছ' অনুসারিগণের অতিরিক্ত গোঁড়ামি দ্বারা বিব্রত হইতেন।

এই তত্ত্ববাদ পরিষ্কারভাবেই হ'াম্মালী হইলেও কাদার সম্বন্ধে তাঁহার যে মনোভাব তাহাতে কিছু অদ্ভুত আভাস রহিয়াছে। কু'রআন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গোঁড়াপত্নী, কিন্তু লাফজ-এর সমস্যার বিষয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলেন যে, তাহাতে সুন্নী সমাজভুক্ত হইতে কোন বাধা নাই। সাহাবীগণের সম্বন্ধে তাঁহার যে মনোভাব, তাহা পরবর্তীকালে সুন্নাতের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। রাসুলুল্লাহ (স)-এর পরিবারবর্গ ও বংশধরগণের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল—যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য তাহারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ছিলেন বা থাকিতেন, এমন কি জাতীয় দলসমূহ (শু'উবিয়া) সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল তাহাও এই পর্যন্ত স্বীকৃত মত অপেক্ষা অনেক বেশী সূক্ষ্ম। তিনি গোত্রীয় বা গোষ্ঠীগত দল বা ধর্মীয় দল যাহাদের সম্বন্ধেই লিখুন না কেন, এরূপ ধারণা করিতেই হয় যে, তিনি শাসক রাজবংশের চতুষ্পার্শ্বে শান্তিপূর্ণভাবে এমন সব ব্যক্তিবর্গকেই একত্র করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যাহাদেরকে তিনি রাজনৈতিকভাবে জয় করিয়া নেওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। অপরদিকে ইবন কুতায়বার যে পদ্ধতি—যাহার সম্বন্ধে কোনখানে তিনি কোন রীতিসিদ্ধ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই, তাহাতে বলিষ্ঠভাবেই যেন যুক্তিগত বা প্রজ্ঞাগত দিককে অবজ্ঞা করা হইয়াছে, অথচ হানাফী ও শাফি'ঈপন্থিগণ সেই দিকটির বিশেষ মূল্য দিয়া থাকেন। তাঁহার নিকটে কু'রআন ও সুন্না ছিল মতবাদ গঠনের দুই মৌলিক ভিত্তি; তৃতীয়টি ছিল ইজমা'। আর এই ইজমা' সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব ধারণার সঙ্গে সম্ভবত ইমাম আহ-মাদ ইবন হ'াম্মাল (র) অপেক্ষা ইমাম মালিক (র)-এর ধারণার অধিক মিল ছিল। হানাফী রায় ও শাফি'ঈ কিয়াসকে তাঁহার মুখতালিফে খণ্ডন করা হইয়াছে, উহাদের সমপর্যায়ভুক্তগুলিকেও (যেমন নাজার, 'আকল, ইস্তিহসান ইত্যাদি) একই রকমভাবে বাতিল করা হইয়াছে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্য এই সকল ধরনের লেখা মিলাইয়া বিবেচনা করিলে ইবন কু'তায়বা আহলুল-স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের একমাত্র না হইলেও একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিত্বরূপে প্রতীয়মান হন। আর 'আব্বাসী রাজবংশ মু'তামিলী মতবাদ পরিত্যাগ করিবার পর এই সময় হইতে এই দলকেই নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইবনুল-নাদীম হইতে শুরু করিয়া পরবর্তীকালের সমালোচকগণ সকলেই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ইবন কু'তায়বার স্থান নির্ণয়ের জন্য একই ধরনের নির্ধারিত মতামতের উপরে নির্ভর করিয়াছেন। একটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করা হয় যে, কু'ফা ও বসরার দুই ভাষাতাত্ত্বিক মতাদর্শের একটি বাগদাদী সমন্বয় সৃষ্টি করিবার জন্য তিনিই ছিলেন মূল ব্যক্তি। খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে এই মতটি সন্দেহজনক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বস্তুত G. Weil ইতিমধ্যেই যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়াছেন (দ্র. ইবনুল-আনবারীর কিতাবুল-ইনসাফ ফী মাসাইলিল-খিলাফ-এর ভূমিকা, লাইডেন-১৯১৩ খৃ.) যে, বসরার ও কু'ফার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩য়/৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে আদৌ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই, ইবন কুতায়বার ভাষাতাত্ত্বিক রচনাবলীর

মধ্যে অন্তত অদ্যাবধি টিকিয়া থাকা রচনাবলীর মধ্যে, উহার অতিরিক্ত আর তেমন কিছুই পাওয়া যায় নাই যাহা দ্বারা উক্ত মতকে সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করা যায়। বস্তুত যদিও তিনি তাহাদেরকে বাসরী বলিয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছেন, তবুও পরবর্তীকালে যাহারা কৃষ্ণ মতবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাদেরকে সব সময়েই তিনি বাগদাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উভয়ের সম্মিশ্রণ এতটুকু হইয়াছিল যে, উহাকে বড়জোর একটি যথার্থ ভিন্নমত মাত্র বলা যায়, ঠিক একটি প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য অর্জন বলা যায় না।

অতএব, যাহা দাঁড়ায় তাহা হইল এই যে, ইবন কুতায়বা বস্তুত কৃষ্ণী বলিয়া খ্যাত কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতাকে বাসরী বলিয়া পরিচিত অপার কয়েকটির সঙ্গে একত্রীভূত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে এই বলিয়া তাঁহার ভাষাতাত্ত্বিক অবদান নির্ধারণ করা যায় যে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তিনি সামগ্রিকভাবে ছিলেন প্রচলিত রীতিরই সমর্থক অর্থাৎ বাসরী ছিলেন—যদিও বা আল-কিসা'ঈ ও আল-ফাররার শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল। আরও সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সচরাচর গৃহীত মত হইতে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই, এই মনোভাব ছিল কৃষ্ণী মনোভাব।

ইবন কুতায়বার কাব্য বিষয়ক রচনা পাওয়া যায় প্রধানত তাঁহার দুইখানি রচনাতে কিতাব মা'আনি'শ-শি'র-এ, ইহা কাব্যিক ভাবের একটি দীর্ঘ সংকলন এবং কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-ও'আরাতে ইহা কালানুক্রমিকভাবে সাজানো একটি সঙ্কলন। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার অন্য যে সকল গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে সেগুলিও কাব্য বিষয়কই ছিল। যেমন প্রায়শ একখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিতাব 'উয়ুনি'শ-শি'র, কিন্তু সেই বইখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণত (দ্র. উপরে উল্লিখিত Gaudefroy- Demombynes) বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয় কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-ও'আরা-এর ভূমিকার উপরে। খুবই সত্য যে, উহা সম্ভবত ছিল নিও-ক্রাস্টিকবাদের সারস্বরূপ (দ্র. R. Blachere, HLA, ১৮, ১৪০) এই অর্থে যে, ইহাতে কবিগণকে—নব নব ধারণা ও চিন্তার ভিত্তিতে সুপ্রাচীন রীতির কবিতা' লিখিতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে এবং আদর্শ কাব্যিক রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু মৌলিক ধারণা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু একটি কথা বলিতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই পাঠের যদিও কাব্যিক প্রমাণ হিসাবে কিছু মূল্য রহিয়াছে এবং আগ্রহেরও কারণ রহিয়াছে, তথাপি ষ্টাইল বা কাব্য-রীতির গ্রন্থ হিসাবে ইহাকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হইয়াছে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার যে স্বল্প সংখ্যক মূল ধারণা সেগুলির সহিত কাব্যিক রীতি-পদ্ধতির আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত সেই সকল ধারণার বিষয় হইতেছে এক বিরাট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমস্যার সমাধান—প্রাচীন ও আধুনিকগণের মধ্যকার বিবাদের সমাধান এবং তদুপরি ঐতিহাসিক পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও সমাধান অর্থাৎ কড়াকড়ি অর্থে সাহিত্য গ্রন্থের প্রামাণ্য মূল্য নির্ধারণ। ইহার মধ্যে সাত্যিকারের অর্থে কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক কিছুই নাই। ইবন কুতায়বা নিজে যেহেতু কোন কবিতা রচনা করেন নাই, কাজেই তিনি একজন গদ্য রচয়িতারূপেই বিবেচিত হইতে পারেন।

যাহা হউক, তাহাকে অবশ্যই একজন নূতন দিক-নির্দেশক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় এই অর্থে যে, তিনি তাঁহার সঙ্কলনসমূহে, বিশেষ

করিয়া তাঁহার শি'র গ্রন্থে প্রাচীন কবিগণের জন্য যতটুকু স্থান রাখিয়াছেন আধুনিকদের জন্যও অন্তত ততটুকু স্থান রাখিয়াছেন। ইহা করিতে গিয়া তিনি কবিগণের প্রতি—যেমন বাশ্শার ও আবু নুওয়াস-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবি এবং অন্যগণ—শুধার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার আর এক কৃতিত্ব হইতেছে এই যে, তিনি এমন সব কবির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের বিষয়ে অন্য কোন সূত্র হইতে কিছুই জানিতে পারা যায় না।

বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইবন কুতায়বার খ্যাতি প্রধানত আদাব সাহিত্য রচনাতে তাঁহার যোগ্যতার কারণে। তাঁহার আদাবে রহিয়াছে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও একটি সংস্কৃতির পরিচয়। তাহাতে ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'আব্বাসী সমাজের সকল বুদ্ধিজীবী ভাবধারার-সমন্বয় ঘটিয়াছে ও তাহাতে অন্তত কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের কাছে উহা পরিচিত করাইবার প্রয়াস ছিল, এই অর্থে উহা ছিল এক ধরনের মানবতা। কিন্তু 'উয়ুন এবং আদাবু'ল-কাতিবের ভূমিকায় যে ধর্ম বা বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হইয়াছে সেই আলোকে ইহাকে ঠিক ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা অন্তত সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ মানবতা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অনেকেই সেরূপ ভুল করিয়াছেন। উপরের আলোচনায় তাঁহার ধর্মীয় ধারণা ও সুল্লাভের সমর্থক হিসাবে তাঁহার স্থান বিষয়ে যাহা স্পষ্ট হইয়াছে তাহাতে পরিষ্কারই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষামূলক রচনায় যে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দুইটি দিক রহিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোন প্রকার ভেদের পার্থক্য ছিল না—পার্থক্য ছিল মাত্র। ইবন কুতায়বার যে সংস্কৃতি তাহাতে নানাভাবেই তাঁহার আমলের চারিটি প্রধান সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয় ঘটাইয়াছিল। খাঁটি 'আরবী ধারা, তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সঠিকভাবে তথাকথিত ধর্মীয় বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে যোগ করিতে হইবে ভাষাতত্ত্ববিষয়ক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞান; ইন্দো-ইরানীয় ধারা, ইহা কিছু মাত্রায় প্রশাসনিক সংস্কৃতি ও উন্নত সমাজের সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক কিছুটা ধারণা দান করিয়াছে; যাহুদী-খৃষ্টান ধারা, ইহা কিছুটা আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং কিছুটা কম মাত্রায় খ্রীস্টীয় ধারা, ইহা যুক্তিবিদ্যা ও নিরীক্ষাধর্মী জ্ঞানের প্রবণতা দান করিয়াছে। অনুরূপভাবে ইবন কুতায়বার নৈতিকতাবোধের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন সংস্কৃতির নৈতিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটাইয়াছে; মরুভূমির উদ্ধত ও নিমর্ম নৈতিকতা, জাহিলী যুগের মুদ্রণওওয়ার পৌরুষদণ্ড ও বিনম্র গুণাবলী; পারস্য ঐতিহ্যের সুসভ্য ও সুযোগ্য সন্ধানী নৈতিকতা, তিনটি আসমানী কিতাবপ্রদত্ত ধর্মের আধ্যাত্মিক ও মরমী নৈতিকতা। তবে তাঁহার নৈতিক সমন্বয়ের মধ্যে এরিস্টোটলীয় বা প্ল্যাটোনীয় নৈতিকতার কোন প্রভাব খুঁজিতে যাওয়া অর্থহীন; সুন্নী মতাদর্শের গঠনের সঙ্গে সেগুলি আদৌ সাম স্যপূর্ণ নহে।

সংগ্রাহক ও সঙ্কলকের রচনারীতিকে সচরাচর অযথার্থ ধরনের বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। একটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইবন কুতায়বার বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব সরাসরি তাহাকে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতিটি গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকা রহিয়াছে, সেগুলি সাধারণত দীর্ঘ এবং আপাতদৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে মৌলিক রচনা, সেই সব মিলাইলে কয়েক শত পৃষ্ঠা হয়। তদুপরি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মীয় বাদানুবাদমূলক আদর্শভিত্তিক তাঁহার যত রচনা রহিয়াছে, যেমন মুখতালাফ, ইখতিলাফ ফি'ল-লাফজ ও

মাসা'ইল, এগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। কাজেই কতকটা বৈপরীত্যমূলক-ভাবেই দেখা যায় যে, সবচেয়ে বিশেষ ধরনের (technical) লেখায় বা লেখার অংশ বিশেষেই এমন সকল অধ্যায় পাওয়া যায় যেগুলিতে লেখক হিসাবে ইবন কুতায়বার গুণাবলীর পরিচয় বিধৃত।

এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 'আরবী গদ্যের ক্ষেত্রে কালানুক্রমিকভাবে ইবন কুতায়বাই তৃতীয় শ্রেষ্ঠ গদ্য রচয়িতা। পূর্ববর্তী দুইজন হইলেন ইবনুল-মুকাফফা' ও আল-জাহিজ। ২য়/৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগের বাগাড়াবরণ এবং প্রায়শ দুর্বোধ্য গদ্য-সাহিত্যের পরে এবং অতঃপর আল-জাহিজ-এর অতি বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু কঠিন ভাষাশৈলীর পরে ইবন কুতায়বা এরূপ এক গদ্যরীতির প্রচলন করেন যাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সহজ সাবলীলতা। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সচিবদের বক্তৃতাতুল্য রচনারীতি হইতে এবং আল-জাহিজের রচনাবৈশিষ্ট্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী তাঁহার কাব্যগুলি সরল, ছোট ছোট ও কৃত্রিমতাহীন, তাঁহার যে ভাষারীতি তাহাই বর্তমান সময়েও প্রচলিত, গারীব (অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য)-এর জন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম নাই এবং ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসরণের কোনরূপ অতিরঞ্জন নাই। কাজেই উহাই "আধুনিক আরবী"।

ইবন কুতায়বার দুইটি দিক, 'ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষঃ যেগুলি অবশ্য শুধু ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই চিহ্নিত করা যায়, সেগুলি হইতে তাঁহার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। সকল প্রচলিত প্রজ্ঞাশীল ধারণার প্রতি গ্রহণশীল মনোভাব লইয়া তিনি সেই সময়কার সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এক সময়ে তিনি স্বীয় সাহিত্যিক কীর্তি দ্বারা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর সংস্কারকে সমর্থন দান করিতেও অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। আর ইবন তায়মিয়া (র) বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন বর্ধিষ্ণু সূন্না-এর মুখপাত্ররূপ। ইহার পরে এই উদারপন্থী পণ্ডিত ব্যক্তিটি যদি নিজেরই কিছু কিছু গ্রহণশীল প্রবণতাকে দমিত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন তবে বিশ্বয়ের কিছু নাই। ইহা হইতেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য দেশসমূহে কেন তাঁহার সম্বন্ধে মৌনতা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যদিও বা সাধারণভাবে তাহা বিপরীত কারণহেতু; আর সেই কারণেই সম্ভবত ইসলামের কোন বিখ্যাত চিন্তাধারার বাহকগণই কখনও তাঁহাকে নিজের মতাবলম্বী বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : ১। প্রধান প্রধান জীবনী-গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাহাবী, মীযান, কায়রো ১৩২৫ হি., ২খ, ৭৭; (২) খাতীব বাগ'দাদী, তারীখ, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১, ১০খ, ১৭০ (নং ৫৩০৯); (৩) ইবনুল-আছীর, লুবাব, কায়রো ১৩৫৬ হি., ২খ., ২৪২; (৪) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৯-৩১ হি., ৩খ., ৩৫৭-৯; (৫) ইবন খাল্লিকান; ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৮ খ., ২খ, ২৪৬ (নং ৩০৪); (৬) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ২খ, ১৬৯-৭০; (৭) ইবনুল-নাদীম, ফিহরিসুত, কায়রো ১৩৪৮ হি., পৃ. ১২১; (৮) কিফতী, ইনবাহ, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ., ১৪৩, ও টীকা; (৯) সাম'আলী, আনসাব, লাইডেন ১৯১২ খ., পত্রক ৪৪৩; (১০) সুযুত্বী, বুগয়া, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২৯১; (১১) য়াকি'ঈ, মিরআতুল-জানান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৭ হি., ২ খ., পৃ. ১৯১; (১২) য়াকু'ত, ইরশাদ, লাইডেন ১৯০৭-৩১ খ., ১খ, ১৬০-১।

২। আধুনিক সহায়ক গ্রন্থসমূহ (১৩) যিরিকলী, আ'লাম, কায়রো ১৯২৭-৮ খ., ২খ, ৫৮৬; (১৪) 'উমার রিদা কাহ'হালা, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, দামিশক ১৩৭৫-৮০/১৯৫৫-৬১, ৬খ., ১৫০-১। অন্যগুলি বর্তমানে আর কালোপযোগী নহে, তন্মধ্যে (১৫) Brockelmann, ১খ., পৃ. ১২০-১ ও ১, পৃ. ১৮৪-৫; (১৬) Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, লাইপসিগ ১৮৬২ খ., পৃ. ২৮৭-৯০।

৩। সাধারণ পঠন-পাঠনের প্রধান প্রধান গ্রন্থ : (১৭) মুহিববুদ-দীন আল-খাতীব, মায়সির-এর ভূমিকাংশ, কায়রো ১৩৪৩ হি., পৃ. ৩-২৮, (১৮) আহ'মদ যাকী আল-'আদাবী, 'উয়ুনুল-আখবার গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের প্রারম্ভে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, পৃ. ৫-৪০; (১৯) মুহাম্মাদ যাগ'লুল সাল্লাম, ইবন কু'তায়বার রচনার বিভিন্ন খণ্ডাংশসম্বলিত তাঁহার নাওয়াবিগ'ল-ফিকুর আল-'আরাবী গ্রন্থের ভূমিকা, কায়রো ১৯৫৭ খ., নং ১৮, পৃ. ৫-৬২; (২০) হারওয়াত 'উকাশা, মা'আরিফ গ্রন্থের ভূমিকা, কায়রো ১৯৬০ খ., পৃ. ৩-১০০ ('আরবীতে), পৃ. ৩-৩০ (ফরাসীতে); (২১) ইসহাক মুসা আল-হুসায়নী, The life and works of ibn Qutayba, বৈরুত ১৯৫০ খ.; (২২) সায়্যিদ আহ'মাদ সাকুর, মুশকিলুল-কুরআন গ্রন্থের ভূমিকা, কায়রো ১৩৭৩/-১৯৫৪, পৃ. ৩-৬৭; (২৩) G. Lecimte, Inb Qutayba, Lhomme, son acuvre, ses idees, দামিশক ১৯৬৫ খ. (ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জী সমেত); (২৪) ঐ লেখক, Addenda, Arabica-তে প্রকাশিত ১৯৬৬ খ., পৃ. ১৭৩-৯৫।

৪। অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থ; (২৫) L. Kopf ও F. S. Bodenheimer, The natural history section from a 9th century book of useful knowledge, the 'Uyun al-Akhbar of Ibn Qutayba প্যারিস/লাইডেন ১৯৪৯ খ.; (২৬) Ch. Pellat, Ibn Kutayba wa l-thakafa alarabiyya, তাহা হু'সায়ন স্মারক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কায়রো ১৮৬২ খ., (২৭) G. Lecomte, Le Traite des divergences iu hadith d'Ibn Qutayba (কিতাব তা'বীল মুখতালিফিল হাদীহ'-এর টীকা অনুবাদ), দামিশক ১৯৬২ খ.; (২৮) ঐ লেখক L'Ifriqiya et l Occident dns le K. al-Maarif d'Ibn Qutayba CT-তে প্রকাশিত, ১৯৫৭ খ., পৃ. ২৫২-৫; (২৯) ঐ লেখক, Les citations de l'ancien et du Nouveau Testament dans l'oeuvre d'Ibn Qutayba, Arabica-তে প্রকাশিত, ১৯৫৮ খ., পৃ. ৩৪-৪৬ (একই বিষয়ের জন্য দ্র.)ঃ (৩০) G. Vajda, REJ-তে প্রকাশিত, ১৯৩৫ খ., পৃ. ৬৮-৮০; (৩১) ঐ লেখক, Les descendants d'Ibn Qutayba en Egypte, in Etudes Levi-Provençal প্যারিস ১৯৬১ খ. ১খ., ১৬৫-৭৩; (৩২) ঐ লেখক, La wasiyya (testament spirituel) attribuce a... Ibn Qutayba, REI-তে প্রকাশিত, ১ম সংখ্যা, ১৯৬০ খ., পৃ. ৭১-৯২; (৩৩) ঐ লেখক, Les disciples directs d'Ibn Qutayba, Arabica-তে প্রকাশিত ১৯৬৩ খ., পৃ. ২৮২-৩০০; (৩৪) ঐ লেখক Le probleme d' Abu-Ubayd: reflexions sur les erreurs que lui attribue Ibn

Kutayba Arabica-তে প্রকাশিত, ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ১৪০-৭৪। কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে ইবন কুতায়বার অবদান সম্পর্কে জানিবার জন্য ড. প্রবন্ধ বালাগা ও আল-মা'আনী ওয়া'ল-বায়ান।

G. Lecomte (E.I.²)/ছাম্মুন খান

ইবন কুদামা আল-হাশালী (أبو عبد الله القاسمي) : হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাম্মা'ঈল (جماعيل) (ফিলিস্তীন)-এর দুইটি পরিবার ইবন কুদামার পরিবার ও ইবন সুরুর পরিবার) হিজরাত করিয়া দামিশক চলিয়া আসেন এবং পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করিয়া দীর্ঘ দিন যাবত সেখানে বসবাস করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে ইবন কুদামার পরিবার ধর্মপরায়ণতা ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সমর্থিত প্রসিদ্ধ ছিল। হাশালী মায-হাবের ফিক-হশাফ্রে তাঁহাদের অবদান ছিল প্রচুর। বিচারক পদে তাঁহাদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। এই বংশের কতিপয় মহিলাও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়মিত শিক্ষা দান করিতেন, অনেক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই বংশের প্রায় সকলেই দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন (ড. বংশপঞ্জী)।

আবু 'উমার মুহাম্মাদ ইবন আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কুদামা ৫২৮/১১৩৩ সালে জাম্মা'ঈলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৫১/১১৫৬ সালে ফিলিস্তীনে ফিরিস্তীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে তিনি পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত হিজরাত করিয়া দামিশক চলিয়া আসেন। এখানে প্রথমে তিনি নগরীর পূর্বদ্বারের বাহিরে আবু সালিহ (আস-সালিহিয়া) মসজিদে অবস্থান করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি জাবাল কাসিয়ুন (جبل قاسيون) নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

আবু 'উমার ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বড় 'আলিম 'আবিদ ও ভোগবিলাসবিরাগী। দৈনিক জুহুর ও 'আসরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কু'রআন শারীফের এক মানখিল তিলাওয়াত করিতেন। 'ইশার সালাতের পরে দীর্ঘক্ষণ যাবত বসিয়া সূরা য়াসীন, মূলক, ওয়াকি'আ, সূরা ইখলাস, নাস, ফালাকও তিলাওয়াত করিতেন। উযুসই নিদ্রা যাইতেন। ফাজর সালাতের পর হইতে এক প্রহর পর্যন্ত কু'রআনের দরস দিতেন। প্রতি শুক্রবার 'আসরের সালাতের পরে কবর ভিয়ারাত করিতেন। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার মাগারা'ত-দাম (مغارة الدم) পর্যন্ত নগ্ন পদে হাঁটিয়া যাইতেন এবং গরীব মিসকীন ও অসহায় বিধবাদের মধ্যে আটা ও টাকা-পয়সা বিতরণ করিতেন। অল্পে তুষ্ট থাকার গুণ এত অধিক ছিল যে, যবের রুটি ব্যতীত তিনি অন্য কিছু খাইতেন না এবং খালি চাটাইয়ের উপর ঘুমাইতেন।

আবু 'উমারের হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর এবং তিনি অতি দ্রুত লিখিতে পারিতেন। বই-পুস্তক ও কু'রআন শারীফ হাতে লিখিয়া লোকদের বিনা মূল্যে দান করিতেন। তিনি দামিশকের মুজাফফারী জামি' মাসজিদের খাতীব ছিলেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীনের সহিত কয়েকটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। ২৭ রাজাব, ৫৮৩/১১৮৭ সালে যখন মুসলিম বাহিনী বায়তুল-মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয় তখন সেনাপতি সালাহুদ্দীন আবু 'উমারের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার তাঁবুতে গমন করেন। আবু 'উমার তখন সালাতে রত ছিলেন। তিনি ধীরস্থিরভাবে ও মনোযোগ সহকারে সালাত ও অন্যান্য ওয়াজীফা শেষ করিয়া

পরে সুলতানের সহিত সাক্ষাত করেন। আবু 'উমার মুহাম্মাদ ৬০৭/১২১০ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাত্র দুইটি পুত্র ছিল 'আবদুল-রাহ-মান (দ্র. নং ৩) ও 'আবদুল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সিবত ইবনুল-জাওযী মিরআতু'য-যামান; হায়দরাবাদ ১৯৫১-৫২ খৃ., ৮খ, প. ৫৪৬-৫৩; (২) জামালুদ্দীন ইবন ওয়াসিল, মুফাররিজুল-কুব (مفرج الكروب), কেন্দ্রিজ লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৬, ১, Lt. পৃ. ১৪৪ B. (৩) তারীখ 'উম্মী (৬৭৯ হি. পর্যন্ত), (কেন্দ্রিজ লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২৯২৫ Add.) পৃ. ১২৬; (৪) আয-যাহাবী, তারীখ দুওয়ালিল-ইসলাম, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ৮৫; (৫) ইবন তাগ-রীবিরদী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., ৫খ. ২০১-২০২; (৬) ইবনুল-ইমাদ, শাযারা'তু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ, ২৭-৩০ প.।

(২) মুওয়াকফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ (موفق الدين) : ইবন আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কুদামা আল-হাশালী আল-মাকদিসী আস-সালিহী। ইবন কুদামার বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ মুওয়াকফাকুদ্দীন ৫৪১/১১৪৬ সালে জাম্মা'ঈলে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি হিজরাত করিয়া দামিশক চলিয়া যান। ৫৬০/১১৬৪ সালে তিনি তাঁহার খালাত ভাই 'আবদুল-গানী ইবন 'আবদিল-ওয়ালিদ ইবন 'আলী ইবন সুরুর আল-মাকদিসী [মৃ. ৬০০/১২০৩]-এর সহিত বাগ-দাদ যান। এখানে তিনি চারি বৎসর অবস্থান করেন এবং শায়খ আবদুল-কাদির আল-জীলানী (র) [মৃ. ৫৬১/১১৬৫] 'ইবাতুল্লাহ আল-হাসান ইবন হিলালিদ-দাক-কাক [মৃ. ৫৬২/১১৬৬] এবং আল-বাজিস রাবী [মৃ. ৫৬৩/১১৬৭]-এর ন্যায় বিশিষ্ট 'আলিমদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৫৬৭/১১৭১ সালে তিনি পুনরায় বাগ-দাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং আবুল-ফাতহ নাস'র ইবন ফিতযান ইবন মুতাররিফ ইবনুল-মান্নী [মৃ. ৫৮১/১১৮৫]-এর নিকট ফিক-হশাফ্রে অধ্যয়ন করেন। ৫৭৩/১১৯৭ সালে তিনি মক্কা গমন করেন এবং ৫৭৪/১১৭৮ সালে হাজ্জ পালন করেন। তিনি মুবারাক ইবন 'আলী ইবনিত-তাববাখ আল-হাশালীর নিকট ফিক-হশাফ্রে অধ্যয়ন করেন। ইবনু'ত-তাব্বাখের মৃত্যুর (শাওয়াল ৫৭৫/১১৭৯) পর তিনি বাগ-দাদে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় ইবনুল-মান্নীর পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এক বৎসর পর তিনি দামিশক চলিয়া আসার সংকল্প করিলে আবুল-ফাতহ ইবনুল-মান্নী বলিলেন, "তুমি এখানেই থাক, বাগ-দাদে তোমার প্রয়োজন আছে।" কিন্তু তিনি দামিশক চলিয়া আসেন এবং আল-মুগ'নী গ্রন্থ সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। ৬০৭/১২১০ সালে স্বীয় ভ্রাতার (ড্র. ইবন কুদামা নং ১) মৃত্যুর পর তিনি মুজাফফারী জামি' মাসজিদের খাতীব নিযুক্ত হন।

ভ্রাতা আবু 'উমারের পরেই আন্নাহুতীতি, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও জ্ঞান-গরিমায় মুওয়াকফাকুদ্দীন ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। তাফসীর, হাদীছ ও ফিক-হশাফ্রে তিনি ছিলেন সেই যুগের ইমাম এবং ব্যাকরণ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায়ও ছিলেন মহাপণ্ডিত।

তিনি স্বীয় পাগড়ির মধ্যে বালু ভর্তি কয়েকটি পুরিয়া রাখিয়া দিতেন, যখন কোন ফাতাওয়া বা সনদপত্র লিখিতেন তখন ঐ বালু দ্বারা লেখা শুকাইতেন। একবার রাত্রিবেলা বৈঠক চলাকালীন পাগড়ি তাঁহার মাথা হইতে খুলিয়া পড়িয়া যায় এবং জনৈক ব্যক্তি তাহা তুলিয়া নেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, "মিঞা, পুরিয়াগুলি তোমার নিকট রাখিয়া দাও এবং

পাগড়িট আমাকে দিয়া দাও, মাথায় বাঁধিব।” লোকটি দেখিল যে, কাগজে কিছু ভারী জিনিস আছে, তখন সে পুরিয়া হইতে বালুগুলি পকেটে ঢালিয়া রাখিল এবং পাগড়ি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল।

১. শাওয়াল, ৬২০/১২২৩ মুওয়াফফাকুদ্দীন ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইবন আবদি'র-রাহ'মান আল-আলাবী একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, “আমরা বানু হিলাল (যাক্বত-এর মতে রামাদান মাসের শেষের দিকে) পর্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। হঠাৎ কাসিয়ুম পর্বত আলোকিত হইতে দেখা গেল। মনে হইল যেন দামিশক শহরে আঙন লাগিয়াছে! পরে ইহার রহস্য জানা গেল যে, মুওয়াফফাক ঠিক ঐ সময় ইনতিকাল করেন। মির'আতু'য-যামানে তাঁহার কতিপয় ক'রামাতের উল্লেখ রহিয়াছে।

মুওয়াফফাকুদ্দীনের তিন পুত্র মুহাম্মাদ, যাহয়া ও 'ঈসা তাঁহার জীবদ্দশায় মারা যায়। 'ঈসার ছিল দুই পুত্র; তাহারো নিঃসন্তান অবস্থায় ইনতিকাল করে। এইভাবে মুওয়াফফাকের সন্তানপরম্পরা বন্ধ হইয়া যায়।

মুওয়াফফাকের গ্রন্থ সংখ্যা পঁচিশের উর্ধ্বে (দ্র. Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ, ৬৮৮-৬৮৯); তন্মধ্যে আল-মুগনী, আল-মুকনি, রাওদুন-নাজির, যামমু'ল-ওয়াসওয়াস, যামমু'ত-তা'বীল ও 'আকীদা, প্রকাশিত হইয়াছে। আল-মুগনী (মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা প্রকাশিত, কায়রো ১৩৪১-৪৮ হি., ১২ খণ্ড)-এর প্রকাশক গ্রন্থের ভূমিকায় শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবন আবদি'স-সালাম-এর মতামত সমর্থন করিয়া বলেন যে, ইসলামের ফিক'হশাস্ত্রের উপর রচিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইবন হাযম'-এর আল-মুহাল্লা ও মুওয়াফফাক-এর আল-মুগনী সর্বোত্তম গ্রন্থ। আল-মুগনীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আল-মানার-এর লেখক বলেন যে, এই গ্রন্থটি সমুদয় মুসলিম জাতির জন্য উপকারী, পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে। ইহাতে শুধু সেই সব মাস'আলা বর্ণিত হইয়াছে যেইগুলি সকল মুসলমানের সর্বসম্মত মতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইহার 'আমল ওয়াজিব। কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে মুওয়াফফাক যদি হাযালী মায'হাবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন বৃথা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট মাস'আলার দলীল-প্রমাণের প্রাধান্যের ভিত্তিতেই তাহা করিয়াছেন। আল-মুগনীর বিভিন্ন স্থানে লেখক অনর্থক মায'হাবী অনুকরণের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আল-মুগনীর অধ্যায় এই মতকেও প্রত্যাখ্যান করে যে, মুসলমানগণ তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের নির্দেশাবলী রোমান আইন (Roman Law) হইতে ধার করিয়া লইয়াছে। তাহার আল-মুকনিও সকলের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। ইহার উপরে বহু টীকা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাক্বত আল-হাযালী, মু'জামুল-বুলদান (সম্পূর্ণ। Wustenfield) ২খ, ১১৩, ১১৪ ও ৩খ, ৭৯৬; (২) সিব্বত ইবনুল-জাওয়ী, মিরআতু'য-যামান, হাযদরাবাদ ১৯৫১-৫২ খ., ৮খ, ৫১৯, ৬২৭-৩০; (৩) তারীখ 'উমূমী (কেমব্রিজ গ্রন্থাগার সংখ্যা ২৯২৫ Add.) পৃ. ১৩৭ B.; (৪) আয-যাহাবী, তারীখ দুওয়ালিল-ইসলাম, হাযদরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ৯৩. ৯৪; (৫) তারীখ ফী বাহাছিস'-সাহাবা, ওয়া'ত-তাবিস্বিন (বৃটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার, লন্ডন সংখ্যা ৬৪২৮ or যাহাকে A. G. Ellis আয-যাহাবীর আল-ইবার মনে করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, আয-যাহাবী এই কথা বলিয়াছেন কিন্তু আমার মতে....), পৃ. ১৪৩ A.; (৬) ইবন শাকির

আল-কুত্বী, ফাওয়াত, বুলাক', ১২৯৯ হি., ১খ., ২০৩ ২০৪; (৭) ইবন তাগরীবিদী আন-নুজুমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৯৩৬ খ., ৬খ., ২০১, ২৫৬; (৮) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারা'তু'য-যাহাব, কায়রো, ১৩৫১ হি., ৫খ., ৮৮-৯২; (৯) হাজ্জী খালীফা কাশফু'জ জুনূন, লাইপয়গ/লন্ডন ১৮৩৫-১৮৫৮ খ., ২খ, ১৮৮ এবং ৫খ, ২২, ৬৫, ৮০, ৮৮, ৪৪৩, ৬৫৪, ৩ ৬খ, ৯৬; (১০) Brockelmann, ১খ, ৩৯৮ ও পরিশিষ্ট ১, ৬৮৮ প.; (১১), সারকীস, মু'জামুল-মাতব'আত, কায়রো ১৯৩০ খ., স্তম্ভ ২১৩, ২১৪; (১২) Henri Laoust, De Precis de Droit d'Ibn Qudama, বৈরুত ১৯৫০ খ.; (১)

E.I. 2 ৩খ, পৃ. ৮৪২-৩।

(৩) কাদিল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) শামসুদ্দীন 'আবদুর-রাহ'মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কুদামা আল-হাযালী আস-সালিহী, শাওয়াল ৫৯৭/১২০০ কাসিয়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা, চাচা মুওয়াফফাকুদ্দীন ও সমসাময়িক যুগের আলিমদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। 'আবদুর-রাহ'মান অত্যন্ত সম্মানিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। সেই সাথে তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও অবিচলিত, তাঁহার অন্তর ছিল কোমল ও চক্ষু আত্মাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত। ফখরুদ্দীন আল-বালাবাক্কী (মু. ৬৮৮/১২৮৯) বলিয়াছেন, “আমি জানি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শামসুদ্দীন কখনও কাহারো প্রতি রাগান্বিত হন নাই।”

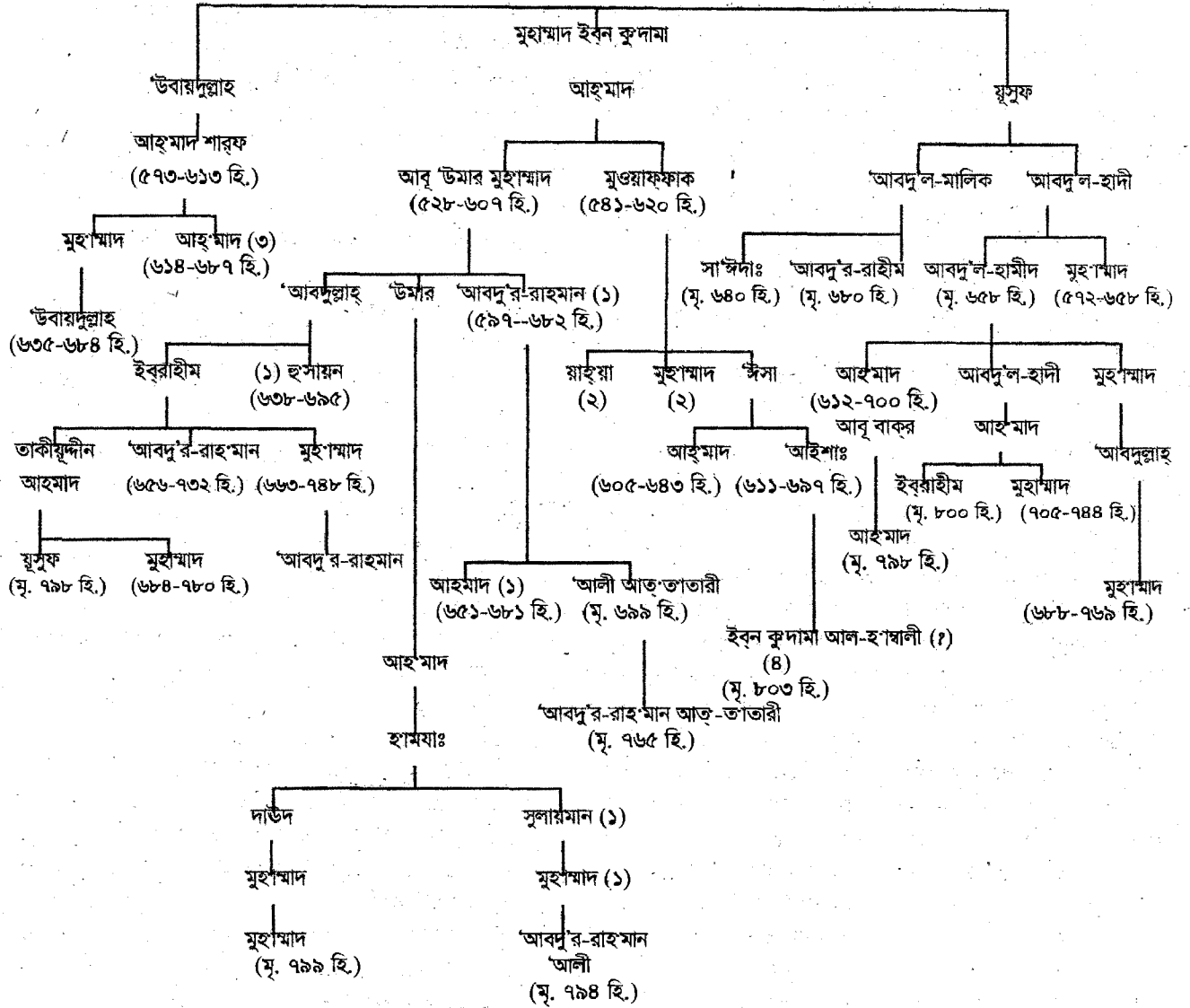
৬৫৮/১২৫৯ সালে সুলতান আজ-জাহির দামিশকে প্রতিটি মায'হাব হইতে ভিন্ন ভিন্ন কাদী (বিচারক) নিযুক্ত করেন। শাফি'ঈ মায'হাবের কাদী ছিলেন ইবন খাল্লিকান (মু. ৬৮১/১২৮২) হানাফীদের কাদী আল-আয'রা'ঈ (মু. ৬৭৩/১২৭৪) এবং হাযালীদের কাদী ছিলেন 'আবদুর-রাহ'মান ইবন কুদামা। মজার ব্যাপার, এই তিনজনের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল শামসুদ্দীন এবং এই উপাধিতেই তাঁহারা প্রসিদ্ধ। তাই কোন কোন কবি তাঁহাদের কবিতায় এই তিন জনের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে শুযু'শ-শাম (সিরিয়ার নক্ষত্র ত্রয় شمس الشام) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সরকার বাধ্য করার দরুন ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও 'আবদুর রাহমান ১২ বৎসর পর্যন্ত বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আশ-শাফী' (আশ-শারহুল-কাবীর) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি মুওয়াফফাকুদ্দীন-এর আল-মুকনি'-এর বিশদ ব্যাখ্যা। তাঁহার দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থের শিরোনাম তাসহীলুল-মাতলাব ফী তাহসীলিল-মায'হাব।

রাবী'উল-আখির, ৬৮২/১২৮৩ 'আবদুর-রাহ'মান ইনতিকাল করেন। তাকীযুদ-দীন ইবন তায়মিয়া ও মাজদুদ-দীন ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আল-হাররানী তাঁহার প্রধানতম শিষ্য। ইসমা'ঈল ইবনুল-খাববায় আল-মুহাদ্দিছ ১৫০ অনুচ্ছেদসম্বলিত তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আয-যাহাবী, তারীখ দুওয়ালিল-ইসলাম, হাযদরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ১৪৩; (২) ইবন শাকির, ফাওয়াত, বুলাক' ১২৯৯ হি., ১খ, ২৬২; (৩) ইবন তাগরীবিদী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, কায়রো ১৯৩৬ খ., ৭খ., ১৩৭, ৩৫৮, ৩৬০; (৪) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারা'তু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ., ৩৭৬-৭৯; (৫) সারকীস, মু'জামুল-মাতব'আত, কায়রো ১৯৩০ খ., স্তম্ভ ২১৩; (৬) Brockelmann, ১খ., ৩৯৯ ও পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৬৯১।

ইবন কুদামা আল-হাশ্বালীর বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ (৪৮১-৮০৩/১০৮৮-১৪০০)



সাংকেতিক সংখ্যার ব্যাখ্যা : ১— প্রধান বিচারপতি

২— নিঃসন্তান

৩— পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে জন্ম

৪— ড. Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ, ১৩০, সংখ্যা ৬২

ইহসান ইলাহী (রানা) (দা.মা.ই.)/বোরহান উদ্দীন

ইবন কুনফুয (ابن قنفذ) : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন হা'সান (ভুল রূপ হু'সায়ন) ইবন আলী ইবন হা'সান আল-খাতীব ইবন আলী ইবন মায়মুন ইবন কুনফুয (মতান্তরে আল-কুনফুয) আলজিরীয় ফার্সীছ, মুহাদ্দীছ ও ঐতিহাসিক। তিনি ৭৩১/১৩৩০ সালে অথবা খুব সম্ভব ৭৪১/১৩৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮০৯/১৪০৬ সালে অথবা

৮১০/১৪০৭ সালে কনষ্টানটাইনে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন সেই শহর ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার এক শিক্ষক এবং ফার্সীছ পরিবারের সদস্য। তাঁহার পূর্বপুরুষ হা'সান ইবন আলী আল-খাতীব কনষ্টানটাইনে হাদীছ শিক্ষা দিতেন এবং নিজেকে শাযিলিয়া তরীকার সদস্য বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি ৬৬৪/১২৬৫ সালে ইনতিকাল করেন (ভূ. ওয়াফায়াত, পৃ.

৫১)। তাঁহার পিতামহ 'আলী ইবন হা'সানও অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া কনস্টানটাইনে খাতীব ছিলেন এবং বহু বৎসর যাবত ক'পদীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৭৩৩/১৩৩২ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৪)। তাঁহার মাতামহ যুসুফ ইবন য়া'কুব আল-মাল্লারী ছিলেন সূফী আবু মাদয়ান (দ্র.)-এর মুরীদ; তিনি খানকাহার পরিচালক ছিলেন। ইহা ছিল "কনস্টানটাইনের দুই মানযিল পশ্চিমে" যেইখানে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। তিনি ৬৮০/১২৮১ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৮)। পরিশেষে তাঁহার পিতা হাসান ইবন আলী ও কনস্টানটাইনে খাতীব ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা ফার্সী ও আল-মাসনুন ফী আহ'কামিত তা'উন (المسئون في أحكام الطاعون) নামক পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন। তিনি ৭৫০/১৩৫০ সালে ইনতিকাল করেন (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৬)।

অতএব, তিনি সম্ভবত প্রথমে এই ধরনের আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে তাঁহার সাংস্কৃতিক শিক্ষার জরুরী অংশের তা'লীম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি যেই শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তাহা ত্যাগ করেন ৭৫৯/১৩৫৭ সালে আঠারো বৎসর বয়সে। তাঁহার এই ভ্রমণ আঠারো বৎসর ব্যাপিয়া চলে। ভ্রমণকালে তিনি প্রথমে ফেজে এবং পরে মাররাকুশে গমন করেন। ৭৬৩/১৩৬১-২ সালে তিনি হিন্তাতার সহিত ছিলেন। হিন্তাতা হইতেছে মরক্কীয় এটলাসের একটি প্রধান গোত্র যাহা ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি মাহদী ইবন তুমার্ত-এর সমাধিতে ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকিবার জন্য তিনমেল্লেল গমন করেন। পরবর্তী-কালে তিনি সালা (Sale)-তে যান। সেইখানে তিনি বর্ষীয়ান ধর্মতত্ত্ববিদ ও সূফী ইবন আশির (দ্র.)-এর সংস্পর্শে আসার বিরল সুযোগ লাভ করেন। ৭৭৬/১৩৭৪ সালে তিনি তিলিমসানে ছিলেন। সেইখানে তিনি হা'ফসী যুবরাজ আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ (৭৭০-৯৬/১৩৬৮-৯৩)-এর সাক্ষাত পান এবং পরে তিউনিসে গমন করেন। তথায় তিনি আর একজন হা'ফসী যুবরাজ আবু ফারিস আবুদু'ল-আযীয় (৭৯৭-৮৩৪/১৩৯৩-১৪৩৪)-এর সহিত বিশিষ্ট আলিম আবু মাহদী সৈসা ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ওবরীনী (মু. ৮১৬/১৪১২)-র বক্তৃতা শ্রবণ করেন। অবশেষে এক অজ্ঞাত তারিখে তিনি কনস্টানটাইনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানে মুফতী ও ক'পদীর পদে নিযুক্ত হন। ৮০৪/১৪০১ সালে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় এবং তিনি আমৃত্যু এই অপমানজনক অবস্থায় ছিলেন।

তাঁহার পর্যটনকালে তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, মানতিক নাহুও, কিরা'আত ও গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভের এবং বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হইতে ডিপ্লোমা (اجازة) লাভের চেষ্টা করেন। এই শিক্ষকদের নাম তিনি তাঁহাদের মৃত্যুর ক্রমানুসারে তাঁহার ওয়াফায়াত-এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন (ক) ফেজে (১) আবু যায়দ আবুদু'র-রাহমান ইবন সুলায়মান আল-লাজা'ঈ (মৃত্যু ৭৭৩/১৩৭১)। তিনি ছিলেন গণিতবিদ ইবনুল-বান্নার ছাত্র; (২) আবু ইয়রান মুসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুতী আল-আবদুসী (মু. ৭৭৬/১৩৭৪), মেকনেস-এর অধিবাসী; (৩) আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ আল-কাব্বাব, মু. ৭৭৯/১৩৭৮; (৪) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-ওয়ানগীলী, তিনি অন্ধ ছিলেন, (মু. ৭৭৯/১৩৭৮); (৫) আবু মুহাম্মাদ আবদুল-হাক্ক আল-হাস্কুরী; (খ) সালে শহরে; (৬) ইবন আশির আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ (মু. ৭৬৫/১৩৫৩); (৮) লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীব (মু. ৭৭৬/১৩৭৪); (গ) মাররাকুশে; (৯) আবু

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আয-যুকানদারী (মু. ৭৬৮/১৩৬৭); (ঘ) তিলিমসানে; (১০) আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মাহয়া (মু. ৭৭১/১৩৬৯); (১১) আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মারযুক (মু. ৭৮০/১৩৭৯); (ঙ) কনস্টানটাইনে; (১২) আবু আলী হা'সান ইবন আবিল-কাসিম ইবন বাদীস (মু. ৭৮৭/১৩৮৫); (১৩) হা'সান ইবন খালাফিল্লাহ ইবন হা'সান ইবন আবিল-কাসিম মায়মুন ইবন বাদীস, শেবোক্ত জনের চাচাত ভাইয়ের বংশধর (মু. ৭৮৪/১৩৮২); (চ) তিউনিসে; (১৪) আবু'ল-হা'সান মুহাম্মাদ ইবনে আহ'মাদ আল-বাতারনী (মতান্তরে, আল-বাতরনী এবং আল-বাত্বীবী, (মু. ৭৯৩/১৩৯০); (১৫) আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফা, (মু. ৮০৩/১৪০০); (১৬) আবু মাহদী সৈসা আল-ওবরীনী, যাহার নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে; (১৭) আবু'ল-কাসিম মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ-আস-সাবতী, গ্রানাদার কাযী, (মু. ৭৬১/১৩৫৯) যিনি তাঁহাকে "তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগের অনুমতি" দিয়া পরে একটি সাধারণ ইজাযা দিয়াছিলেন। (তু. ওয়াফায়াত, পৃ. ৫৮); (১৮) আবু হাফস উমার আর-রাজরাজী (সম্ভবত আর-রাগ'রাগী, মু. ৮১০/১৪০৭), ওয়াফায়াত রচনার পর; (১৯) আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী ইসহাক ইবরাহীম ইবন আবী বাকর.... ইবন আববাব আর-রুন্দী (দ্র.), ইনতিকাল করেন, ফেজে ৭৯৩/১৩৯০ সালে। শেবোক্ত দুইজনের নাম ওয়াফায়াত-এ উল্লেখ করা হয় নাই।

একই গ্রন্থের শেষে ইবন কুনফুয তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করিবার ব্যাপারে সমভাবে যত্নবান ছিলেন। এই তালিকায় উল্লিখিত ২৬টি নামের মধ্যে বলিতে গেলে বর্তমানে আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে জানি : (১) বুগয়াতুল-ফারিদ মিনাল-হিসাব ওয়া'ল-ফারাইদ (بغية الفارض من الحساب والفرائض) এই গ্রন্থটি ও মু'আওয়ানাতুল-রাইদ ফী মাবাদিল-ফারাইদ (معاونة الرائد في مبادئ الفرائض) অথবা শারহুল-উরজুমা (মতান্তরে আল-মানজুমা شرح الارجوزة) আত-তিলিমসানিয়া ফিল-ফারাইদ (بغية الفارض من الحساب والفرائض) সম্ভবত একই গ্রন্থ, এম. বেন চেনেব-এর মতে এই গ্রন্থটি একটি ব্যক্তিগত (১) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; (২) আল-ফারিসিয়া ফী মাবাদিল-দাওলা আল-হাফসিয়া (في الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية), সম্পা. এম. নায়ফার এবং এতুর্কী, নিউনিস, ১৯৬৮ খ., একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ; (৩) আল-মাসাফাতুল-সানিয়া ফীখতিসারিল-রিহলাতি'ল-আবদারিয়া (المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية) আহ'মাদ বাবা প্রণীত নায়লুল ইবতিহাজ-এর উৎস, ফেজ সং, পৃ. ৩৯৪, কায়রো সং, পৃ. ৭০ এবং স্থা.; (৪) শারাহুল-তালিব ফী আসনাল-মাতালিব (দ্র. পাতুলিপিসমূহ, আল-ফারিসিয়াতে, পৃ. ৭৪-৭); (৫) তায়সীরুল-মাতালিব ফী তা'দীলিল-কাওয়াকিব (تيسير الطالب في تعديل الكواكب) পাণ্ডু. রাবাত ৫১২, দুইবার; (৬) উনসুল-ফাকীর ওয়া ইয়ু'ল-হাকীর (أنس الفقير وعز الحقيير) আন্দালুসীয় সূফী আবু মাদয়ান ও তাঁহার অনুসারীদের জীবনী; পাণ্ডু. রাবাত ৩৮৫, কায়রো, ৭খ, পৃ. ৩৪৪-৪৫; সম্পা. এম. আল-ফার্সী ও এ. ফাউর, রাবাত ১৯৬৫ খ.; (৭) হাত'তুল-নিকায আন-উজুহ আ'মালিল হিসাব (خط النقاہ عن وجوه اعمال الحساب), ইবনুল-বান্না (দ্র.) প্রণীত তালখীস আ'মালিল-হিসাব-এর ভাষ্য, পাণ্ডু. রাবাত ৫৩১।

এম. বেন-চেনেব তাঁহাকে আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া চিহ্নিত করেন, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের নাম তাঁহার নিজস্ব তালিকায় নাই; (৮) তাহসীলুল-মানাকিব ফী তাক্বীলিল-মা'আরিব, উপরে উল্লিখিত ৫ নং গ্রন্থের ভাষ্য, পাণ্ডু, রাবাত ৫১২ দুইবার; (৯) শারহ উরজুযাত ইবন আবি'র-রিজাল (দ্র.), পাণ্ডু, রাবাত ৪৬৬, ৪৬৭, ৫১২ দুইবার (১); বৃটিশ মিউজিয়াম ৯৭৭ a।

অপরপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে-(দ্র. আল-ফারিসিয়্যার ভূমিকা), বিশেষ করিয়া (১০) উরজুযা ফিত-তিব্ব (ارجوزة فى الطب); (১১) তুহফাতুল-ওয়ালিদ ফী ইখতিসাসি'শ-শারফ মিন কিবালিল-ওয়ালিদ (تحفة الوالد فى اختصاص الشرف); (১২) তাহসীলুল-মাতালিব ফী তাদীলিল-কাওয়াকিব (تحصيل المطالب فى تعديل الكواكب); (১৩) সিরাজু'ছ-ছিকাত ফী ইলমিল-আওকাত (سراج الثقات فى علم الاوقات)।

অবশিষ্টগুলি বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয় : (ক) 'আলামাতুল-নাজাহ ফী মাবাদিল-ইসলাহ (علامة النجاح فى مبادئ الاصلاح); (খ) আনওয়াক্ব'স-সা'আদা ফী উসুলিল-ইবাদা (انوار السعادة فى أصول العبادة); (গ) বাসতু'র-রুম্বিল-খাফিয়্যা ফী শারহ' আরদিল-খায়রাজিয়্যা (بسط الرموز الخفية فى شرح أرض الخزرجية ইবন মালিক (هداية السالك فى بيان الفية ابن مالك); (ঙ) ইদাহ'ল-মা'আনী ফী বায়ানিল-মাবানী (يضاح المعانى فى بيان المبانى); (চ) আল-ইবরাহীমিয়্যা ফী মাবাদী 'ইলমিল-আরাবিয়্যা (الابراهيمية فى مبادئ علم العربية); (ছ) আল-কুনফুযিয়্যা ফী ইবতালিল-দ-দিলালিল-ফালাকিয়্যা (القنذية فى إبطال الدلال); (জ) আল-লুবাব ফী ইখতিসারিল-জাল্লাব (اللباب فى اختصار الجلاب); (ঝ) তাফহীমু'ত-তালিব লি-মাসাইল উসুল (ماتান্তরে আসলায় اصلی) ইবনিল-হাজিব (تفهيم الطالب); (ঞ) আত-তাখলীস ফী শারহিত-তালখীস (التخليص فى شرح التخليص); (ট) তাক্বীরুদ-দিলালা ফী শারহি'র-রিসালা (تقريب الدلالة فى شرح الرسالة); (ঠ) আল-খুনাজীর তালখীসুল-আমাল ফী শারহি'ল-জুমাল (تلخيص العمل فى شرح الجمل); (ড) আসহীলুল-ইবারা ফী তা'দীলিল-ইশারা (تسهيل العبارة فى تعديل الاشارة وسيلة الاسلام); (৭) বিকায়াতুল-মুওয়াক্কিত ওয়া নিকায়াতুল-মুনাক্কিত (وقاية الموقت ونكابة المنكت)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-কাদী, জায়ওয়াতুল-ইক্তিবাস ফী মান হান্না মিনা'ল-আ'লাম মাদীনাত ফাস, লিখু, ফাস ১৩০৯ হি., পৃ. ৭৯; (২) ঐ লেখক, দুররাতুল-হিজাল ফী আসমাই'র-রিজাল, রাবাত ১৯০৪ খৃ.; ১খ, ৬০; (৩) আহ'মাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ বি-তাভরীখি'দ-দীবা, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ৭৫; (৪) কাদীরী, নাশফুল-মাছানী লি-আহলিল-ল-

কারনিল-হাদী 'আশার ওয়া ছানী, লিখু, ফাস ১৩১০ হি., ১খ, ৪; (৫) ইবন মারয়াম, আল-বুসতান ফী যিকরি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-উলামা বি-তিলিমসান, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮, পৃ. ৩০৯; (৬) হাফনাবী, তা'রীখুল-খুলাফ বি-রিজালিল-স-সালফ, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯০৯, পৃ. ২৭-৩২; (৭) কান্তানী, ফিহরিসুল-ফাহারিস ওয়াল-আছবাত, ২খ, ৩২০; (৮) R. Basset, Rech. biblio graphiques sur les sources de la Salouat al-Anfas, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ২০; (৯) E. Levi-Provençal, Chorfa, পৃ. ৯৮, টীকা ২, ২৪৭, টীকা ৫; (১০) M. Ben Cheneb, Hesperis-এ, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৩৭-৪৯; (১১) Brockelmann, ২খ, ২৪১, পরিশিষ্ট ১, ৫৯৮, পরিশিষ্ট ২, ৩৪১, ৩৬১; (১২) Cl. Huart, Litt. ar.. পৃ. ৩৪৩; (১৩) নাসি'রী, কিতাবুল-ইসতিক্বসা লি-আখ্বাব দুওয়ালিল-মাগ'রিব আল-আকসা, কাসাব্লাঙ্কা ১৯৫৪-৬ খৃ., ৪খ, ৮৩; (১৪) H. Peres, সং. ইবন কুনফুয-এর ওয়াফায়াত, আলজিয়ার্স তা. বি., পৃ. ৫৮প.।

M. Hadj-Sadok (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবন কুনাসা (ابن كناسة) : আবু যাহ'য়া মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (কুনাসা) ইবন 'আব্দিল-আ'লা আল-মাযিনী আল-আসাদী, কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ ও 'আব্বাসী যুগের রাবী। তিনি ১২৩/৭৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই শহরেই বাবু আসাদ গোত্রের সর্বাঙ্গী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কবিতা, হাদীছ এবং অন্যান্য প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি বেশ কয়েকজন কবির রচনা উত্তরসুরীদের নিকট পৌছাইয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাঙ্গী বিখ্যাত ছিলেন আল-কুমায়ত (দ্র.)। তিনি আল-আ'মশ (দ্র.) ও সুফয়ান আছ'ছাওরী (দ্র.)-র ন্যায় খ্যাতনামা হাদীছ বেত্তাদের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তিনি বাগ'দাদে বাস করিতেন, তথাপি তিনি রাজদরবারে প্রবেশের অধিকার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ৩ শাওওয়াল, ২০৭/১৯ ফেব্রুয়ারী, ৮২৩ অথবা ২০৯/৮২৪ সালে কূফায় ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচিত কবিতার যে কয়টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, কাব্য বিচারে তাহাতে ইবন কুনাসাকে বড় কবি বলা যায় না। কিন্তু সরল প্রকাশভঙ্গিযুক্ত তাঁহার কাব্যে এমন এক নৈতিকতা ও প্রশান্ত ভাব বিরাজমান যাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি ইব্রাহীম ইবনুল-আদহাম (দ্র.)-এর ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন এবং চরম ধার্মিক পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও ইবন কুনাসা দানানীর নামক একজন বিখ্যাত গায়িকা ক্রীতদাসীর মালিক ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুফার বর্ণনায় তাঁহার রচিত কবিতাও উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ফিহরিসুল-এ উল্লিখিত আছে কিতাব মা'আনি'শ-শি'র, কিতাব সারিকাতিল-কুমায়ত মিনা'ল-কুরআন ও কিতাবুল-আনওয়া'। এইগুলি পরবর্তী লেখকগণ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং সম্ভবত এই ধরনের রচনা এই প্রথম (Ch. Pellat in Arabica, ১৯৫৫ খৃ., ১, ৩৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান ও হায়াওয়ান, সূচী; (২) ফিহরিসুল, কায়রো সং, ১০৫, ২২৫; (৩) ইবন কু'তায়বা, আনওয়া', সূচী; (৪) ঐ লেখক, মা'আরিফ, পৃ. ৫৪৩; (৫) আগানী, ১২খ; ১০৫-১০ (বৈরুত সং,

১৩খ, ৩৩৮-৪৭); (৬) আল-বীরুনী, আছার, পৃ. ৩৩৬; (৭) ইবনুল-জাররাহ্ ওয়ারাকা, পৃ. ৮১-৩; (৮) খাতীব বাগদাদী, তাঁরীখ বাগদাদ, ৫খ, ৪০৪-৮; (৯) ইবন খাল্লিকান, অনু. de Slane, ১খ, ৪৭৩; (১০) আমরুসী, আল-জাওয়ারিল-মুগান্নিয়াত, কায়রো তা. বি., পৃ. ১৫৫-৬২; (১১) এফ. বুসতানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৮২-৩।

Ch.Pellat (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবন কুবত্বুরন (দ্র. ইবন কাবত্বুরন)

ইবন কুয়মান (ابن قزمان) : কর্ডোভার একটি পরিবারের নাম যে পরিবারের পাঁচজন সদস্য বিভিন্ন কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবারের বংশ-তালিকা ইবনুল-আববার, নং ১৫১৭-এ বিবৃত হইয়াছে।

১। আবুল-আসবাগ সিসা ইবন আব্দিল-মালিক ইবন কুয়মান ছিলেন ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর একজন কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। খলীফার সংসারের জোবধায়ক আল-মানসূর ইবন আবী আমির এই কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে তরুণ খালীফা হিশাম (২য়) আল-মু'আয়াদ-এর অন্যতম গৃহ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এই তরুণ খালীফা এগার বৎসর বয়সে ৩৬৬/৯৭৬ সালে মসনদে বসেন। কাজেই E.Levi-Provencal-এর অভিমত সত্ত্বেও (দ্র. Du nouveau...13) তিনি প্রখ্যাত যাজাল কবিতা (নং ৫) লেখকের পিতা হইতে পারেন না, যদিও উভয়ের নাম একই ছিল। ইবন সাঈদ এই তথ্য পরিবেশন করেন (মুগ'রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, ১খ, ২১০)। তিনি আরও বলেন, এই দুইজন একই পরিবারের সদস্য ছিলেন মাত্র। তাঁহার চারিটি কবিতা তিনি উদ্ধৃত করেন। অন্যান্য কবিতা, যাহাতে জীবনী সংক্রান্ত কোন তথ্য নাই, সেইগুলি আছ-ছা'আলিবী (য়াতীমাতু'দ- দাহর, কায়রো ১৯৪৭ খ., ২খ., ৩৪-৫) ও আদ-দাব্বী (নং ১১৪৯) কর্তৃক প্রদত্ত।

২। আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল-মালিক ইবন উবায়দুল্লাহ্, একই নামে তাঁহার ভাগিনেয় হইতে তাঁহার পৃথক করিবার জন্য তাঁহাকে আল-আকবার বলা হইত। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সৌখিন ব্যক্তি ও কবি। তিনি বাদাজোয় (Badajoz)-এর সর্বশেষ আফতাসী শাসনকর্তা আল-মুতাওয়াক্কিলের সচিব ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এইভাবে আবদুল-মাজীদ ইবন আবদুল-আযীয ইবন সাঈদ আল- বাতলয়াওসীর সহকর্মী ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি কাবত্বুরন নামেও পরিচিত, যাহার সুখ্যাতি বহুতপক্ষে তাঁহার অপেক্ষাও বেশী। এই বংশের বিলুপ্তির (৪৮৭/১০৯৪) পর অখ্যাত অবস্থায় তিনি বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার অশোভন চরিত্র ও কটুভাষিতার কারণে তাঁহার অনেক শত্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন কর্ডোভার প্রধান কাদী মুহাম্মাদ ইবন হামদীন, যাহার হাতে তিনি নির্ধাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি ৫০৮/১১১৪ সালে ইনতিকাল করেন, (দ্র. ইবন বাশকুওয়াল, সিল্লা, সম্পা. Codera, No. 1139; মুগ'রিব, ১খ, ৯৯ যাহাতে ইবন বাসসাম-এর যাকীরা পুস্তকের পাঠ সন্নিবেশিত; ইবন খাকান, কালাইদ, ব্লাক, ১২৮৩ হি., পৃ. ১৮৭; ইবন সাঈদ, উনওয়ানুল-মুরকিসাত, সম্পা. মাহ'দাদ, আলজিয়াস, ১৯৪৯ খ., পৃ. ৪৫ যাহাতে কবিকে ইবন কুবরবান নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে)।

৩। আবু মারওয়ান আবদুর-রাহমান ছিলেন পূর্বেই আল-আকবারের পুত্র, বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রথিতযশা বিদ্বান ও আইনবিদ, আবু রুশদ (Averroes)-এর পিতামহ কর্ডোভার প্রধান কাযী আবুল-ওয়ালীদ আবু রুশদ-এর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মুসলিম স্পেনের মহান হাদীছ-বেত্তাগণের

সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি ৫৬৪/১১৬৯ সালে একজন কাদী হিসাবে সেভিলের ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে উশুনা (Ushuna) নামক ক্ষুদ্র শহরে ৮৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন (তু. ইবন বাশকুওয়াল, নং ৭৫২; আদ-দাব্বী, নং ৯৮৯)।

৪। আবুল-হুসায়ন উবায়দুল্লাহ্, আবু মারওয়ান আবদুর-রাহমানের পুত্র, একজন আইনবিদ ও কবি। তিনি কাযী হিসাবে কর্ডোভা প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তিনি উশুনা শহরে ৫৯৩/১১৯৬-৯৭ অথবা ৫৯৪/১১৯৭-৯৮ সালে ইনতিকাল করেন (ইবনুল-আববার, নং ১৫১৭)।

৫। আবু বাকর মুহাম্মাদ (দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে পৃথক পরিচয়ের জন্য আল-আসগার কনিষ্ঠ) বলা হইত বা ইবন সিসা ইবন আব্দিল-মালিক... ইবন কুয়মান ছিলেন বিখ্যাত যাজাল কবি। তিনি প্রথমে ক্লাসিক্যাল ভাষায় প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করিতে চেষ্টা করেন। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ইবন খাফাজাস-এর মত বিখ্যাত কবিগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহার নাই তখন তিনি জনপ্রিয় যাজাল রীতির দিকে আকৃষ্ট হন যাহা স্পেনের আঞ্চলিক আরবী ভাষায় রচিত। এই ক্ষেত্রে তাঁহার সাফল্য এতই কৃতিত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি যাজালীদের নেতা (ইমামুল- যাজজালীন) বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইবন কুয়মানের জীবনী সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তিনি নিজে কেবল ইহাই বর্ণনা করেন যে, (যাজাল, সংখ্যা ৩৮, স্তবক ৯) বিখ্যাত যাজলাক মুন্সের সময়ও (৪৭৯/১০৮৬) তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, তিনি কর্ডোভায় ৫৫৫ হিজরীর (৩ অক্টোবর ১১৬০) দ্র. ইবনুল-খাতীব, ইহাতা, MS, Escorial, পত্রক ৫৪) রামাদান মাসের শেষাংশে ইনতিকাল করেন।

যে সময় কবিদের ছিল বড় দুর্দিন সে সময়ে ইবন কুয়মান জীবিত। আল-মুরাবিত মুসুফ ইবন তাশফীন ৪৮৯/১০৯৬ সাল হইতে আঞ্চলিক নৃপতিদের (মুলুকু'ত-তাওয়াইফ) নির্মূল করিতে ছিলেন তাঁহাদের জাকালো পারিষদ ও বেতনভুক্ত কবিদেরসহ। শুধু ছদ্মগণ সুদূর সারাগোসাতে কোন রকমে ৫০৩/১১১০ সাল পর্যন্ত টিকিয়া ছিলেন। সাহারা হইতে আগত দেশের নূতন শাসকগণ তথা সুলতান, ভাইসরয় ও গভর্নরগণ ছিলেন বারবার ভাষাভাষী। তাঁহারা আরবী কবিতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ছিলেন। (তু. Dozy, Hist. Mus, Esp², ৩খ, ১২৭, ১৩৫)। দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মাসসুফার সাহারীয় গোত্রের ইবন তীফালবীত পূর্ব স্পেনের গভর্নর ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে ভ্যালেনসিয়াতে সেই সময়ের একজন খ্যাতিমান কবি ইবন খাফাজা (দ্র.) কর্তৃক রচিত প্রশস্তিমূলক কবিতা তিনি কতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অত্রুপ তিনি পরে সারাগোসাতে প্রখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসক ও সঙ্গীতজ্ঞ ইবন বাজজা (দ্র.) কর্তৃক রচিত প্রশস্তিমূলক কবিতাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে। ফলে যাহাদের নিকট কবিগণ পৃষ্ঠপোষকতা আশা করিতে পারিতেন, তাঁহারা ছিলেন কিছু সংখ্যক আন্দালুসী আরব অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ধনী, ক্ষমতাবান ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। তাঁহারা পালাক্রমে শহরের প্রধান শাসকের পদ অলংকৃত করিতেন। তাঁহাদের উদারতা ছিল বটে কিন্তু তত সংগতি ছিল না। তাহাদেরই একজন মুহাম্মাদ ইবন হামদীন ভীষণ কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কৃপণতা ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের বিষয়বস্তু (তু. Dozy, Hist. Mus, Esp², ৩খ, ১৫৬)। অতএব, ইবন কুয়মানকে সব সময় অর্ধের

সন্ধানে ব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্যকর্ম কর্তোভার বড় বড় পরিবারের সদস্যদের নামে উৎসর্গ করেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে বানু হামদীন, বানু রুশদ, বানু সিরাজ, বানু আবি'ল-খিসাল, বানু রাঁবী, বানু সুহায়দ, বানু মুগীছ, বানু আল-মুনাসিফ, বানু যান্নাক পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন ভবঘুরে কবি ছিলেন। অর্থাৎ সব সময় তাঁহাকে নিজ শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুকম্পা লাভের জন্য তাড়া করিত। তিনি সেভিলে কয়েকবার সফর করেন (যাজাল নং ৮৪, স্তবক-১)। কেননা সেইখানে তাঁহার দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাস করিতেন; একজন আবু'ল-আ'লা ইবন যুহর (মৃ. ৫২৫/১১৩১) ইবন যুহর (Avenzoar)-এর পিতা এবং অন্যজন ছিলেন ইবন'ল-কুরাশী আয-যুহরী। সেভিল শহরে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার কর্তোভার পৃষ্ঠপোষক আবু'ল-কাসিম ইবন হামদীনের মৃত্যুর খবর অবগত হন। হামদীন ৫২১/১১২৭ সালে ইনতিকাল করেন (যাজাল নং ৩৮, স্তবক-২)।

এই একই কারণে তিনি প্রায়ই গ্রানাডায়ও যাইতেন। শহরের কাদী 'আলী ইবন আদহা আল-হামদানী, 'আলী ইবন হানী, বিশেষভাবে আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ যিনি সরকারী অর্থ তদ্বাবধানকারী ছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশস্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। শেষোক্ত ব্যক্তির গৃহে তিনি মহিলা কবি নাযহনের সাক্ষাত লাভ করেন, যাহার সঙ্গে তাঁহার প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ হয় (দ্র. আল-মাককারী Analectes II, 636)। তিনি সম্ভবত জাঈন (Jaen)-ও সফর করেন (নং ২১, স্তবক ১৪)। এইভাবে মুসলিম স্পেনেই তাঁহার সফর সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমুদ্র দেখেন নাই। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি মূলক কবিতা তাঁহার জীবনের কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। তুলনা প্রসঙ্গে তিনি নিশ্চিতভাবে জিব্রালফারোর কথা উল্লেখ করেন যাহা মালাগার উর্ধ্বে অবস্থিত (নং ১৪২, স্তবক ২), কিন্তু তিনি ইহা জনশ্রুতির মাধ্যমে জানিয়া থাকিবেন।

নিজের বর্ণনা অনুযায়ী ইবন কুযমান ছিলেন দীর্ঘদেহী, নীলাভ চক্ষু এবং লালচে শূশ্রমণ্ডিত। অন্য সূত্রে জানা যায় যে, তিনি টেরা-চোখা ও কুৎসিত চেহারার ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি রসাত্মক সত্য কাহিনী রহিয়াছে, যাহা আল-জাহিজের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত (তু. Ch. Pellat, Le milieu basrien et la formation de Gahiz, 57)।

যাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার যাজাল কবিতা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত তাঁহারও মুসলিম স্পেনের দক্ষিণ এলাকায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার উপর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি সেই ভাষা হইতে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে শব্দেরই উদ্ধৃতি দিতেন না, বরং প্রচলিত বাকধারা অনুযায়ী ছোট ছোট বাক্যও ব্যবহার করিতেন। সারাহা হইতে আগত লোকজনদের ভাষা সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না। কিছু কবিতা যাহা আল-মুরাবিতী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে উৎসর্গ করা হয়, সেইগুলিতে ঐ ভাষার শব্দসম্ভারও সংযোজন করা হয়। ইহা ছাড়া এই শব্দগুলি পরাজিত জনগণ বিজয়ীদের নিকট হইতে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইবন কুযমান কোন বিবেচনা মতেই এমন কোন গীতি কবি ছিলেন না—যিনি সুরুচিসম্পন্ন দরবারী প্রেমের গান গাহেন এবং তিনি এইরূপ গানকে উপহাসই করিতেন। আবু নুওয়াস ও Francois Villon-এর মত তিনি একজন অভাবী উচ্ছ্বাল, অপরিণামদর্শী, মদ্যপায়ী ও বিলাসী

হিসাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ঘোরতর শত্রু ফাকী'হগণ সর্বদা তাহার কামুক চরিত্রের সমালোচনা করিতেন। এই ফাকী'হগণ আল-মুরাবিতগণের অধীনে অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিলেন। এইজন্য তাঁহার কবিতায় 'ফাকী' শব্দটি 'ভণ্ড' অর্থে ব্যবহৃত হইত। সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ ছিল পুলিশপ্রধানের প্রদত্ত শাস্তি। অত্যধিক সুরাসক্তির কারণে তাহাকে অধর্মোচিত ও অনৈতিক আচরণকারী ও কর্তব্যে অবহেলাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে তাঁহাকে কারাভোগও করিতে হয়, এমন কি তাহাকে বেত্রাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু মুহাম্মাদ ইবন সীর নামক একজন আল-মুরাবিত আমলার হস্তক্ষেপের ফলে ইহা হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন (নং ৩৯ ও ৪১)। মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে এক শহর হইতে অন্য শহরে তাহার ঘুরিয়া বেড়াইবার অন্যতম কারণ ছিল বিচার হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস।

তাঁহার দীওয়ানের একক পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেকে ওয়াযীর হিসাবে পরিচয় দেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সেই সময় এই উপাধি ইহার অন্তর্নিহিত সকল তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ সম্মানসূচক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের ব্যক্তিদেরকে বিশেষ করিয়া সভাকবিগণকে এই উপাধি দেওয়া হইত (তু. স্পেনীয় alguacil-এ ইহার অপকৃষ্ট, "পুলিস সার্জেন্ট")। যাহা হউক, তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে আবু বাকর ইবন 'আবদি'ল-মালিক। এই নাম কুযমান পরিবারের দুই নম্বর সদস্যের সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, যিনি প্রকৃতই একজন ওয়াযীর ছিলেন। অপরপক্ষে ব্রোকেলম্যানের এই অভিমতের (SI, 48) কোন ভিত্তি নাই যে, ইবন কুযমান একটি বানর সঙ্গে লইয়া আন্ডালুস একজন চিত্ত বিনোদক হিসাবে ঘুরিতেন। বস্তুর এই মন্তব্য তুল অনুবাদের কারণে করা হইয়াছে। দুইটি কবিতায় (নং ৭, স্তবক ২ ও নং ১২১, স্তবক ২) কবি প্রকৃতই তাঁহার কিরদ (বানর)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই শব্দটি 'দুর্ভাগ্য ও দুঃস্থ আত্মা' বুঝাইবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা প্রতিবার সা'দ (সৌভাগ্য)-এর বিপরীতার্থে।

ইবন কুযমানের জীবনের শেষ ষোলটি বৎসর অতিবাহিত হয় বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে। পরাজিত আল-মুরাবিতী সুলতান তাশফীনকে ৫৩৯/১১৪৫ সনে ওরানের নিকট হত্যা করা হয়। তাঁহার সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন যাবত আল-মুওয়াহহিদগণের দৌরাণ্যে দুর্বল হইতে থাকে। অতঃপর পশ্চিম স্পেনের মুসলিম শহরগুলিতে আল-মুরাবিতী গভর্নর যাহা ইবন গানিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আল-মুওয়াহহিদগণ দেশটি দখল করেন এবং ৫৪৩/১১৪৮ সনে কর্তোভায় ইহার রাজধানী স্থাপন করেন। শহরগুলিতে পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। Castile-এর রাজা সপ্তম আল-ফনসোর হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি কখনও সরাসরি, কখনও তাঁহার আস্থাজনক মুসলিম অনুচর ইবন মারদানীশ ও ইবন হামুশকুর মাধ্যমে পরিস্থিতি ঘোলাটে করিবার চেষ্টা করিতেন। ইবন কুযমানের সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার একজন প্রধান রক্ষক কর্তোভার কাদী আবু জা'ফার হামদীনও বিশৃঙ্খলায় সক্রিয় উস্কানিদাতা ছিলেন। তিনি আল-মুরাবিতগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ৫৩৯/১১৪৫ সনে নিজেই নিজেকে আমীর'ল-মুসলিমীন হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁহার শাসনকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। Castile-এর

রাজার সমর্থন সত্ত্বেও তিনি মুরাবিত বা আল-মুওয়াহ্-হিদ কোন পক্ষকেই বাধা প্রদানে সক্ষম ছিলেন না। তিনি ৫৪৮/১১৫৩ সনে খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ইনতিকাল করেন।

ইবন কুয়মান ৫৫৫/১১৬০ সালে ইনতিকাল করেন। সেই সময় কর্ডোভা নগরী অবরোধ করে মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মারদানীশ, যিনি আল-মুওয়াহ্-হিদগণের নিকট হইতে শহরটি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন।

ইবন কুয়মান আয়েসী জীবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনে হইত তুলনামূলকভাবে তিনি বেশী বয়সে উপনীত হন। তাঁহার প্রথম যাজাল (নং ৮৩, আবুল-কগাসিম ইবন হামদীনের মৃত্যুতে লিখিত শোকগাথা) ৫২১/১১২৭ সালে লিখিত হয়। ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষায় রচিত এই কবিতায় তিনি নিজেকে এক আনমিত পথচারী হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন যেন তিনি ধূলিকণার মধ্যে নিজের যৌবনের অন্বেষণ করিতেছিলেন (Analectes, ii, 43)। আমরা যদি তাঁহার ১৪৭ নং যাজালের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কবি তাঁহার খুব বেশী আদর্শমূলক নয় এইরূপ জীবনের শেষ দিকে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মুআযযিনের দায়িত্ব গ্রহণের মত যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজেকে সংশোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের মত পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় রামাদান মাসে তাঁহার ইনতিকালের ঘটনার মধ্যে। এই মাসে কঠোর সিয়াম সাধনার পর অনেক বয়স্ক ব্যক্তি ইনতিকাল করেন। এইভাবে ইনতিকাল সাধনা ও মর্যাদার ব্যাপার, তথাপি তাহার এই সাক্ষ্য দান (নং ৯০) একজন লম্পট ও মদ্যপের রচনা বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবত ইহা তিনি যৌবনকালে লিখিয়া থাকিবেন। ইহাতে তিনি মৃত্যুর পর তাঁহাকে দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাহিত করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা অন্য সুরাভক্ত কবিদের ইচ্ছার প্রতিফলন মাত্র (ড্র. Noldeke, De lectus, 26)। যে অসুখী বিবাহে তিনি সর্বদা প্রচণ্ডভাবে অনুতপ্ত ছিলেন (নং ১৮ ও ২১), সেই বিবাহেই তাঁহার কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে (নং ১৪৩ঃ আতফালী, নং ১১, স্তবক ৯, আওলাদী)। পুত্রদের মধ্যে একজনই ছিলেন পরিচিত। তিনি হাদীছ-বিদ আহ-মাদ, যিনি ৬০০/১২০৪ সালের কিছুদিন পর মালাগাতে ইনতিকাল করেন।

রচনাবন্দীঃ ইবন কুয়মান নিজেকে প্রাচীন ধারার একজন গদ্য লেখক ও কবি এবং সেই সঙ্গে মুওয়াশশাহ' (ড্র.) ও যাজালের রচয়িতা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনা হিসাবে দীওয়ানের মুখবন্ধটুকুই সুপরিচিত। তাঁহার রচিত ক্লাসিক্যাল কবিতার মধ্যে খুব সামান্যই টিকিয়া আছে এবং সেইগুলিতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত একটি মাত্র মুওয়াশশাহ-ই সংরক্ষিত আছে (ড্র. Hoenerbach, 94)।

ফলে তাঁহার রচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশই যাজাল। এক সময় আল-হিল্লীর নিকট (ড্র. Hoenerbach, 94) এইগুলির বিপুল সংগ্রহ ছিল এবং তিনি এইগুলি ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এইগুলি এখন প্রায় বিলুপ্ত। ইসাবাতুল-আগরাদ ফী ওয়াসফিল-আ'রাদ নামক অন্য একটি (সংক্ষিপ্ত) দীওয়ান ইব্রাহীম আল-ওয়াশকী নামে তাঁহার জনৈক অজ্ঞাত বন্ধুর নিকট রাখিয়া যান। দুর্ভাগ্যবশত এই পাণ্ডুলিপিও ক্রটিপূর্ণ। সুখের কথা, বিভিন্ন সংকলক তাঁহার কোন কোন হারানো কবিতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, এমন কি ইহার একটি ফুসতাতের গানিয়াতেও পাওয়া গিয়াছে। ১৪৯টি যাজাল, যাহা

বর্তমান আকারে দীওয়ানে সংরক্ষিত, সেইগুলি দুইভাবে বিভক্তঃ উৎসর্গীকৃত এবং অনুৎসর্গীকৃত। অনুৎসর্গীকৃত যাজালের সংখ্যা অল্প (২৭) এবং এইগুলি সংক্ষিপ্ত পাঁচ বা ছয় স্তবকবিশিষ্ট। এইগুলি প্রায় মুওয়াশশাহের অনুরূপ। S. M. Stern (Studies 385) যথার্থই বলিয়াছেন, এইগুলি মুওয়াশশাহ ধাচের যাজাল। প্রেম ও সুরা পান একান্তভাবে এইগুলির বিষয়বস্তু।

উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলি বিবিধ দৈর্ঘ্যের। ইহাদের অধিকাংশই পাঁচ হইতে নয় স্তবকে রচিত; তবে ইহাতে বেশ কিছু দীর্ঘ ও কিছু ছোট কবিতাও রহিয়াছে। দীর্ঘ কবিতাগুলি ৪০ স্তবক (নং ৩৮) হইতে ৪২ স্তবক (নং ৯) পর্যন্ত এবং ছোট কবিতাগুলি সর্বনিম্ন তিন স্তবক (নং ৪৭) পর্যন্ত। আল-মুরাবিতগণ বাকবাছল্য পসন্দ করিতেন না বলিয়া গভর্নর তাশফীনের প্রতি উৎসর্গীকৃত এই ছোট কবিতা রচিত হয়। উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলি কাসীদার মত দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত; তবে প্রতি অংশে তিন তিন ছন্দসহ একাধিক স্তবক রহিয়াছে। এইগুলি আঞ্চলিক কথ্য 'আরবীতে লিখিত, যাহার ছন্দ প্রায়ই ক্লাসিক নয়। এই কবিতাকে ব্যালাড হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইগুলির প্রথম অংশে হালকা ভূমিকা থাকে (গোয়াল, তাগায়ুল), যাহা পুরাতন নাসীবের স্থান দখল করিয়াছে। কবিতাগুলির সমাদৃত বিষয়বস্তুই হইল প্রেম আর সুরা এবং এইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন। দ্বিতীয় অংশে থাকে, যে ব্যক্তির প্রতি কবিতাটি উৎসর্গ করা হয় এবং যাহার নিকট কবি পুরস্কার আশা করেন তাঁহার জন্য স্তুতিরাদ (মাদহ-মাদীহ)। এই দুই প্রয়োজনীয় বিভাগের মধ্যে রহিয়াছে (দুখল, খুরজ, তাখাল্লুস); এই সংযোগ অংশ নির্বাচনের উদ্ভাবন দক্ষতা কবির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। প্রায়শই অতিশয়োক্তিতে ভরা স্তুতিবাদ খুব আকর্ষণীয় নয়। ইহাতে যাহার নামে উৎসর্গ করা হয় তাঁহার সৌন্দর্য, শিক্ষা এবং সর্বোপরি তাঁহার উদারতার প্রশংসা করা হইয়া থাকে। কখনও কখনও ব্যক্তিগত গর্ব প্রকাশের জন্য তিনি নিজেকে যাজালের যুবরাজ, এমন কি কখনও পিতা হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রচনা হইতে চুরি করার অভিযোগও তিনি উত্থাপন করেন।

অপরপক্ষে রসাত্মক ভূমিকামূলক অংশটি ইবন কুয়মানের সাহিত্যকর্মের সর্বাধিক স্বকীয় ও আনন্দদায়ক অংশ হিসাবে গণ্য। এই অংশে নগরবাসীর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের জীবনাধারার অনবদ্য চিত্র তুলিয়া ধরা হয়, যাহাতে ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ ফুটিয়া ওঠে। এইসব খুঁটিনাটি বর্ণনায়ও প্রায়ই রসাত্মক দৃশ্যসমূহ রহিয়াছে, যাহা প্রাণবন্ত, বৈচিত্র্যময় ও বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দদায়ক বর্ণনার মধ্যে কবির পর্যবেক্ষণ ও ভাব প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা ফুটিয়ে উঠিয়াছে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গি সাবলীল। মাতালদের ঝগড়া, ভোজের আয়োজন (যাহা কবিকে তাঁহার দীর্ঘকালের দীনতার অভিযোগ তুলিয়া ধরার সুযোগ করিয়া দিয়াছে), আনন্দমেলার আনন্দ উপভোগ, দৈবজ্ঞের সহিত আলোচনা, রোমান্টিক অভিযান ও স্ত্রীর সহিত প্রতারিত স্বামীর বাক-বিতণ্ডা প্রভৃতিও কবির বর্ণনা হইতে বাদ যায় নাই। কবি প্রায়ই নিজেই রসাত্মক ভূমিকায় মগ্নে আবির্ভূত হন। তবে নিজে কখনও প্রেমিকের ভূমিকায় অংশ নেন না। তাঁহার হাস্যোদ্দীপক কবিতাগুলি খোলাখুলিভাবে কামুকতামিশ্রিত থাকিলেও কদাচিৎ সেইগুলিতে বাস্তব অশ্লীলতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যবশত তাহার কবিতা হইতে সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য উদ্ঘাটন করা কঠিন। কবির প্রচণ্ড আবেগোল্ল ও জীবন্ত রচনারীতি, শব্দ

চয়নে অত্যধিক সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনায় প্রাণবন্ততা ও আকস্মিকতা, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে উল্লঙ্ঘন এই জটিলতার মূল কারণ। অধিকন্তু কবিতায় সমকালীন জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, তাঁহাদের আকীদা-বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতির পরোক্ষ উল্লেখ থাকে যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না এবং এই উপহাসগুলিতে অধিকাংশ শব্দই বিশিষ্ট স্থানীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে যেইগুলি হয়ত বা অভিধানবহির্ভূত নতুন প্রাচীন নকলনবীসগণ কর্তৃক বিকৃত। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, সংকলনকারিগণ ইবন কু'য়মানের কবিতাগুলিকে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে কাটছাঁট করিয়া কেবল প্রেম ও সুরা পানমূলক বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা যেসব কবিতায় অতি প্রচলিত সত্তা শব্দের প্রয়োগ অথবা সাধারণ 'আরবী' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, এমন কি যে অংশে ক্লাসিক্যাল প্রবণতা রহিয়াছে, কেবল তাহাই সংকলন করিয়াছেন। এইসব বর্ণনামূলক অংশে কবির প্রতিভার স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার দরুন সংকলকগণ সেইগুলি বর্জন করিয়াছেন।

যেহেতু ইবন কু'য়মান একজন শহুরে মানুষ ছিলেন স্বেচ্ছতঃ তাঁহার লেখায় প্রকৃতির বন্যতা স্থান পায় নাই। তাহার লেখায় কেবল কর্তোভা হইতে গ্রানাদা ভ্রমণের এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে তিনি খাঁজ খাঁজ পর্বতশ্রেণী ও সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রমকালে যে বিপজ্জনক ও লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ করিয়াছিলেন তাহারই চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সময় কবি যে কুঞ্জবন ও তুলসী গাছ অপেক্ষা সুন্দর করবী বৃক্ষের দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন তাহাও চিত্রিত করিয়াছেন (নং ৭৩, স্তবক ৫)। তিনি স্পেনের অন্যান্য কবির মত (ব্যতিক্রম শুধু সমসাময়িক ইবন খাফাজা) পল্লী এলাকায় ও বিনোদনকুঞ্জসমূহে আনন্দ ভ্রমণকালে প্রকৃতির যে দৃশ্য উপভোগ করিতেন তাহাই তাহার লেখায় ফুটাইয়া তুলিতেন। বড় বড় নগরীর বাহিরে অবস্থিত বিনোদনকুঞ্জগুলি কবির পৃষ্ঠপোষকদের মালিকানাভুক্ত ছিল এবং তাঁহারা বসন্ত ও শরৎকালীন ভ্রমণকালে এইগুলিতে বেড়াইতে যাইতেন। স্বচ্ছলিলা, পুষ্প উদ্যানের মধ্যে স্বচ্ছকায়ী নহরের অথবা পুকুরের অথবা পাখির কলতান মুখরিত এলম বৃক্ষের ছায়ায় এক মায়াময় পরিবেশে প্রফুল্লচিত্ত মাতাল তরুণ ও রমণীয় বালিকাদের হৈ হুল্লোড়, নাচ-গান অথবা সঁতার কাটার দৃশ্যের বর্ণনা দিতে কবি খুবই পসন্দ করিতেন। তাঁহার ৭৯ নং কবিতা একটু ব্যতিক্রমধর্মী, যাহাতে কবি আন্দালুসিয়ার রাত্তিকালীন আকাশের (তারকাপূর্ণ) বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার কবিতায় খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্যক বর্ণনা থাকিলেও (নং ৩৮, ৪০, ৪৭, ৮৬, ১০২) তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। কারণ ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তিনি বিজয়ী বাহিনীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের অন্যতম দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকা ব্যতীত সশস্ত্রের কোন যুদ্ধেই যোগ দেন নাই।

একান্তভাবে রসিক কবি ইবন কু'য়মানের শোকগাথাও রহিয়াছে নং, ৮৩ আংশিক পুনরাবৃত্তি নং ৩৮, স্ত., ৩৬, ৩৭ ও ৩৮)। তিনি ৫২১/১১২৭ সনে তাঁহার কর্তোভাত্ত্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক আবুল-কাসিম আহ-মাদ ইবন হামদীনের মৃত্যুতে এইসব শোকগাথাধর্মী কবিতা রচনা করেন।

সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় হইল যে, ইবন কু'য়মান তাহার কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ধারার অনুসরণ করেন নাই, অথচ তিনি এই ধারা ব্যবহারের যথেষ্ট যোগ্যতা রাখিতেন। উপরন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর সমালোচক ফকহীদের প্রতি আক্রমণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বদাই সতর্ক ও সচেতন।

মুওয়াশশাহ রচয়িতাগণের একটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহারা যথোপযুক্ত ধর্মির মূর্ছনা নির্বাচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং পরে উক্ত সুর অনুযায়ী পরবর্তী অংশের গঠন সম্পন্ন করিতেন। এই মূর্ছনাই হইয়া উঠে কবিতার চূড়ান্ত তান (finale). ইহার সরস উক্তি (Sally=Sp. Salida) বহির্গমন (Goingout, আ, খারজা) এবং একই সঙ্গে ইহার মূল বিষয় (Pivot) বা কেন্দ্র (মারকায) যাহা গোটা কবিতার হৃদয়, নিদর্শন এবং প্রতি চরণের শেষে ছন্দমিল (Rhyme) স্থির করে যাহা প্রতিটি শ্লোকের অন্তে বার বার আসে। এই ক্ষেত্রে ইবন কু'য়মান কোন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেন নাই। কোথাও কোথাও কিছু জনপ্রিয় প্রবাদে ব্যবহার করিলেও তাঁহার ব্যবহৃত উপসংহার বা অন্ত্য প্রয়োগগুলির কোনটিই রোমান্স (আঞ্চলিক) ভাষায় নয়। কোন সূত্রের বরাত না দিয়া তিনটি স্থানে তিনি সমসাময়িক ও স্বদেশী কবি মুওয়াশশাহের খ্যাতনামা রচয়িতা ইবন বাকী (মু. ৫৪০/১১৪৫)-র রচনারীতি হইতে ধার করিয়াছেন।

ইহা নিশ্চিত মনে হয় যে, সেই সময় কথ্য 'আরবী বা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ উপসংহারের পুনর্ব্যবহার সমসাময়িক স্পেনীয়, যাহূদী ও মুসলিম কবিদের প্রচলিত অভ্যাস ছিল। তখন কোন খ্যাতনামা কবির উপসংহার ধার লইয়া তাঁহার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন মুওয়াশশাহ বা যাজাল পুনর্গঠন করা নৈতিক উৎকর্ষের চর্চা বলিয়া গণ্য হইত এবং ইহাকে অন্যের লেখা হইতে চুরি করার মত কিছু মনে করা হইত না। ইহা ছিল এক প্রকার মু'আরাদা। ইবন কু'য়মানের যাজালের গঠন ও মাত্রা সম্পর্কে 'যাজাল' নামক নিবন্ধের আলোচনা দ্র.।

ইবন কু'য়মান তাঁহার যাজালে দক্ষিণ স্পেনের 'আরবী কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ সেই সময় উহা শিক্ষিত লোকেরা ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, তিনি ক্লাসিক্যাল ধারা হইতে ধার করিয়া তাঁহার শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তবে ইহা সর্বদাই ব্যাকরণগত বিকৃতি হইতে মুক্ত ছিল। আল-আতিলু'ল-হালী শীর্ষক নিবন্ধে সাকিম্যুদ-দীন আল-হিল্লী ইবন কু'য়মানের প্রতি খাঁটি স্পেনীয় কথ্য ভাষা হইতে অধিক মাত্রায় দূরে সরিয়া যাওয়ার অভিযোগ তুলিয়াছেন। কিন্তু ইবন কু'য়মানের দুই শতাব্দী পরের এই মেসোপটেমীয় সমালোচকের পক্ষে উক্ত বাকধারার বিশেষত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না রাখারই কথা। উক্ত নিবন্ধকার অন্য এক স্থানে দেখাইয়াছেন যে, এই সকল সমালোচনা বাস্তবিকপক্ষে যথার্থ নহে। তবে ইহা সত্য যে, মাত্রা ঠিক রাখার জন্য ইবন কু'য়মান কিছু উচ্চারিত হ'ামযা (হামযাতুল-কাত)-এর অপব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এমন একটি কবি-প্রয়োগ (Poetic-Licence) যাহা ক্লাসিক্যাল ভাষায় লেখার সময়ও কবিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি অদ্রুপ সংযোজক অব্যয় ফা (ف) ও কাদ (ق) উপসর্গের পুনঃপুনঃ ব্যবহারও করিতে পারেন যাহার পরিমাণ সাধারণ মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত। তথাপি ইহা স্মর্তব্য যে, তাঁহার যাজালসমূহ মুখ্যত শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল।

নিজের প্রতিভা সম্পর্কে ইবন কু'য়মানের নিজস্ব মূল্যায়ন পরবর্তীকালেও তাহার উত্তরপুরুষগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঞ্চলের 'আরবী ভাষাভাষিগণ তাঁহাকে একজন অনতিক্রম্য যাজাল লেখক হিসাবে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লেখা এমন মানোত্তীর্ণ আদর্শ হিসাবে গণ্য হইয়াছে যে, শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রাচ্যের যাজাল রচয়িতাগণ স্পেনীয় কথ্য

ভাষার নিকটবর্তী শব্দ যাজাল রচনা রীতি একটি বিধান হিসাবে বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন।

ইবন কুযমানের শক্তিশালী মৌলিকতার সমকক্ষতা কেহই অর্জন করিতে পারেন নাই। অন্য কোন কবিই তাঁহার মত বিশাল পরিমাণে সমৃদ্ধ মাত্রার সমাহার করিতে পারেন নাই। সমালোচকগণ কেবল তাঁহার উত্তরাধিকারী ও স্বদেশীয় মাদগালিস (Madghales)-কেই তাঁহার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য ইবন কুযমানকে তাঁহার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল-মুতানাব্বীর পর্যায়ে উপস্থাপন করা এবং মাদগালিসকে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আবু-তাম্বামের পর্যায়ে উন্নীত করা (আল-মাককারী *Analectes* ii, 262), কিন্তু অধুনা ইবন কুযমানকে ক্লাসিক্যাল ভাষা ব্যবহারকারী প্রাচ্যের কবি আবু-নুওয়াস, ইবনুল-মু'তাযয, ইবনুল-হাজ্জাজ, ইবন সুক্কারা প্রমুখের ঐতিহ্যের অনুসারী বলিয়া গণ্য করা হয়। এই কবিগণ কোন সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তু ব্যবহার না করিয়াই তাঁহাদের রচনাকে বিকশিত করিতে পারিতেন।

যেহেতু মুওয়াশশাহ ও যাজালের উৎপত্তি প্রাচ্যে না প্রতীচ্যে, তাহা লইয়া দুইটি জোরালো মত রহিয়াছে, সেহেতু ইবন কুযমানের অজ্ঞাতনামা পূর্বপুরুষদের সম্পর্কেও দুইটি পরস্পরবিরোধী মতামত পাওয়া যায়।

কেহ কেহ 'কুযমান' শব্দটি স্পেনীয় নাম ওযমান (এখানে 'গ' অক্ষরটি পরিবর্তিত হইয়া বর্তমানে 'আরবী ক'ফ'-এর রূপ লইয়াছে) শব্দটির রূপান্তর বলিয়া মনে করেন, যাহা জার্মানউদ্ভূত। সুতরাং ইবন কুযমানকে তাঁহারা জার্মান বংশোদ্ভূত (অনুমানভিত্তিক) বলিয়া গণ্য করেন। ইবন কুযমানের চেহারা হইতেই এই অনুমানের সত্যতা পাওয়া যায়; লম্বা নীল চক্ষু ও লোহিত বর্ণের দাড়িবিশিষ্ট মানুষ। অধিকন্তু 'আরবী নামের তালিকায় কুযমান নামটি একান্তই বিরল। ইতিহাসে কেবল এই নামের একজন আনসারী সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি উছদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন (আত-তা'বারী, ১খ, ১৪২৩, ইবন হিশাম, ২খ, ৫৭৮ TA, under the radical KZM)। Lerchundi এবং Simonet কি জন্য ইবন কুযমানকে যাহুদী বংশোদ্ভূত বলিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে (Crestomatia arabigo-espanola, 336)। অবশ্যই বিষয়টি খুব কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ইবন কুযমানের সময় মুসলিম স্পেনের আরব পরিবারসমূহের সঙ্গে আইবেরীয়, ল্যাটিন, জার্মান, বাব্বাব্ব, যাহুদী ও এমনকি নিগ্রোদেরও বিবাহ-শাহী হইত।

ইবন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী তাঁহার কিতাবুল-যায়ল ওয়া'ত-তাক্‌মিলা নামক গ্রন্থে ইবন কুযমানের নামের সঙ্গে তাঁহার নৃতাত্ত্বিক নাম আয-যুহরী সংযুক্ত করিয়াছেন। অনেক স্পেনীয় মুসলমানের নামের সঙ্গে ইহা সংযুক্ত থাকে। কুরায়শ বংশের অন্যতম প্রধান শাখা আয-যুহরা হইতে এই নৃতাত্ত্বিক নামটির উৎপত্তি; তবে এই একটিমাত্র প্রমাণ দ্বারা আমরা তাহাকে কুরায়শ বংশোদ্ভূত বলিয়া মানিয়া লওয়া সমীচীন মনে করি না। বস্তুত ইহা অনিশ্চিত তথ্য, এই নিসবা বা সম্পর্ক বহুনিষ্ঠ নহে, বরং ইহা কল্পিত, যেমন একজন মনিব তাহার মুক্ত দাসকে দিয়া থাকেন; তবে এই নৃতাত্ত্বিক নামের সঙ্গে সেভিলের বিখ্যাত পরিবার বানু যুহর-এর সম্পর্ক থাকিতে পারে। সুনিশ্চিতভাবে ইবন কুযমান যে চারি ব্যক্তির নামে তাঁহার দীওয়ান উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি, আবুল-আলা যুহর ও ইবনুল-কুরাশী আয-যুহরী হইলেন সেভিলীয় পরিবারভুক্ত।

ইবন হা'যম তাঁহার ত'ওকুল-হামামা, (তু. ed. Bercher, Algiers 1949, 300-1, যাহার অনুবাদ ক্রটিমুক্ত নহে)-তে জনৈক ইবন কুযমান নামক কান্তিব বা সচিবের উল্লেখ করিয়াছেন—যিনি আসলাম ইবন 'আবদি'ল-'আযীয নামে কর্ডোভার জনৈক সুদর্শন যুবাব প্রতি অপ্রশমিত আসক্তির কারণে মৃত্যুবরণ করেন। এই আসলাম ৩০০/৯১২ সনে সিংহাসনের আরোহণকারী তৃতীয় 'আবদুল-রাহ-মান আন-নাসির-এর দ্বিতীয় প্রধান কাদী ছিলেন। ৩১৪/৯২৬ সনে আসলাম তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কারণে চাকুরীচ্যুত হন এবং ৩১৯/৯৩১ সনে ইনতিকাল করেন (তু. আদ-দাব্বী, নং ৫৭১; ইবন 'ইযারী, ২খ, ১৯৩)। প্রেম-কাতর হইয়া মৃত্যুবরণকারী এই ইবন কুযমান সম্ভবত 'দিসা (১)-র একজন পূর্বপুরুষ হইতে পারেন।

ইবন বাশকুওয়াল (নং ১৪৯) টলেডোর জনৈক আহ-মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন কুযমানের উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি আনুমানিক ৪৯০/১০৯৭ সনে ইনতিকাল করেন; তবে তিনি কর্ডোভীয় পরিবারের সদস্য নহেন বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal, Du nouveau sur Ibn Kuzman, in BIFAO, xlv (1944) ইংরেজী অনু. in JRAS, 1944, 105; স্প্যানিশ অনু. in And., ix(1944) 347]। ইহাতে প্রবন্ধে উল্লিখিত সময়ের পূর্ববর্তীকালের একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে; (২) G. Kampffmeyer, Das marokkanische Prasezprafix ka, in WZKM, xliii (1899), 1 and 277; (৩) L. Bouvat, review in JA, July-September 1935; 129 of the Cancionero সম্পা. Nykl, Madrid 1933.

পরবর্তী কালের জন্য (৪) Nykl Hispanoarabic poetry, Baltimore 1946; (৫) এ লেখক, Algo Nuevo sobre, Ibn Quzman, in And., xii (1947), 123; (৬) এ লেখক, A note on Ibn Quzman, in Speculum, October 1947; (৭) W. Hoenerbach, Neues uber Ibn Quzman, in ZDMG, NF, xxiv (1945-9), 204; (৮) এ লেখক, Neues zur Ibn Quzman, in BFac, Ar., ii (1949), 179; (৯) W. Hoenerbach and H. Ritter, Neue Materialien zum Zagal i Ibn Quzman in Oriens, iii (1950), 166; (১০) E. Levi-Provencal, Conferencias sur l'Espagne musulmane; La poesie arabe populaire en Espagne Ibn Kuzman, Cairo 1951, p. 23; (১১) S.M. Stern, Studies on Ibn Quzman, in And., xvi (1951), 279; (১২) E.K. Neuvonen, La negacion Katt en el cancionero de Ibn Quzman, in Studia Orientalia xvii/9 (Helsinki 1952); (১৩) শাওকী দায়ফ, সম্পাদিত আল-মুগরিব ফী হ'লালিল-মাগরিব, রচনা ইবন সা'ঈদ, কাযরো ১৯৫৩ খৃ.; (১৪) E. Levi-Provencal, Le zagal hispanique dans le Mugrib d'Ibn Sa'id, in Arabica, i (1954), 44. (১৫) W. Hoenerbach, Die vulararabische Poetik:

al-Kitab al-atil al-hali des Safiyaddin Hilli, Wiesbaden 1956; (১৬) 'আবদুল-আযীয আল-আহওয়ানী, আল-যাজাল ফি'ল-আনদালুস, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.; (১৭) G. S. Colin Guzmaniana, in Etudes, dediees a Levi-Provencal, Paris 1962.p 87; (১৮) Garcia Gomez La jarya en Ibn Quzman, in And, xxviii (1963), 1-60; (১৯) A. T. Hatto (ed.), Eos, The Hague 1965, p. 220-1, 242-3.

G. S. Colin (E. I.²)/সালেহ উদ্দিন আহমদ

ইবন কুল্লাব (ابن كلاب) : 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ইদ ইবন মুহাম্মাদ আল-কাত'তান আল-মিসরী (মৃ. ২৪১/৮৫৫?), মিহনা আমলের সমন্বয়ধর্মী ধর্মতত্ত্বের সর্বপ্রথম প্রতিিনিধি। তাঁহার জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি খালকুল-কুরআন সংক্রান্ত মু'তাযিলী তত্ত্ব খণ্ডন করেন। এইজন্য তিনি আল্লাহর কালাম (কালামুল্লাহ) এবং ঐ কথার উপলব্ধির মাঝে তারতম্য প্রদর্শন করেন; আল্লাহ তা'আলা অনন্ত কাল ধরিয়্যা বাকশক্তি সম্পন্ন (মুতাকাল্লিম), কিন্তু তিনি মুকাল্লিম হন যখন কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলেন—অবশ্য যদি সেই সর্বোচ্চের অস্তিত্ব থাকে। বাণী বা বাক্য আল্লাহর মাঝে অস্তিত্বমান এক স্থায়ী ও অপরিবর্তনযোগ্য গুণ। কিন্তু আল্লাহর ওয়াহয়ির ক্ষেত্রে যখন ঐ কথা কাহারও উদ্দেশ্যে বাণীতে পরিণত হয় তখন সেই বাণী পরিবর্তন সাপেক্ষে বিভিন্ন ভাষায় ইহা উপস্থাপিত হইতে পারে এবং আবশ্যিকভাবেই বাণী একটি বিন্যস্ত ধারা, বিভিন্ন আকার লইয়া বিভিন্ন পরিস্থিতির উপযোগী হইয়া উঠে। সেইজন্য খালকুল-কুরআন কথাটি বিভ্রান্তিকর। আল্লাহ তা'আলার বাণীর চিহ্ন (রাস্ম) ঐ বাণীর ঐতিহাসিক সত্যতায় পুনরুৎপাদন বা উপস্থাপন, বিশেষত পবিত্র গ্রন্থে উহার প্রকাশ ও পরবর্তীকালে উহা হইতে আবৃত্তি (কুরআন-কিরাআ) অর্থে ইহা সত্য। আল্লাহর বাণীর আবৃত্তি ভাল কাজ (কাস্ব) যাহা মানুষ করিয়া থাকে; তবে মু'তাযিলিরা যে সিদ্ধান্ত দিয়া থাকেন যে, আল্লাহ কেবল নশ্বর বাণীর মাধ্যমে কথা বলিয়াছেন, চিরন্তন বাণীর মাধ্যমে কথা বলেন নাই, ইবন কুল্লাব ইহা অনুমোদন করেন না। অসৃষ্ট ও অনাদি বাণী যে রহিয়াছে তাহা কুরআনের কুন-বা হও কথাটিতেই প্রমাণিত; এই শব্দ দ্বারাই আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন আর সে কারণে শব্দটি স্বয়ং সৃষ্ট হইতে পারে না। এই অসৃষ্ট বাণীর অক্ষর ও ধ্বনি কিছুই নাই; কাজেই এই বাণী বা বিকৃতি কেহই শুনিতে পারিবে না (যাহা সূরা ৯ : ৬-এর বিপরীত; উহা রূপক তাৎপর্বে বুঝিতে হইবে)। এ ক্ষেত্রে একমাত্র মূসা (আ) ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ বলিয়াছিলেনঃ “আমি তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছি; অতএব যাহা বলা হয় তাহা শ্রবণ কর” (সূরা ২০ : ১৩)। তিনিই আল্লাহকে তাঁহার সহিত সরাসরি কথা বলিতে শুনিয়াছিলেন; তবে এই ধরনের বিষয়টি ইবন কুল্লাব কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই।

আল্লাহর বাণী স্বতন্ত্র সত্তারূপে চিরন্তন নয় (যাহার অর্থ দাঁড়াইবে একটি গুণ বা আকস্মিকতা, যেমন চিরন্তনতা আরেকটিতে অর্থাৎ বাণীতে অস্তিত্বমান থাকিতে হইবে); আল্লাহর গুণাবলী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত : এগুলি অভিন্নও যেমন নয় আবার অনভিন্নও নয়। এইগুলির বৈশিষ্ট্যাবলী অভিন্ন, কিন্তু সেগুলি পরস্পর বিনিময়যোগ্য নয়। আল্লাহর সত্তার সঙ্গে এইগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেইজন্য একই কথা বলিতেই হয় “لاهي بهو ولا هو غيرة”। সেইগুলি তাহা হইতে

পুরাপুরি ভিন্ন যেমন নয়, তেমনিই পুরাপুরি ও সর্বাংশে অভিন্নও নয় অর্থাৎ 'আব্বাদ ইবন সুলায়মান (দ্র.) মু'তাযিলীর ধারণায় সেইগুলি কেবল নাম নয়। এই 'আব্বাদ ইবন সুলায়মান-এর সঙ্গে ইবন কুল্লাবের প্রায়ই আলোচনা বৈঠক হইত। এই প্রসঙ্গে সিফাতুল-য-যাহ (সত্তাগুণ) ও সিফাতুল-ফিল (কর্মগুণ)-এর মধ্যে কোনও তারতম্য করার প্রয়োজন নাই; আল্লাহর ইচ্ছাকে এক বাস্তব গুণ গণ্য করা হয়; আর সে কারণেই মু'তাযিলাগণ ইহাকে নশ্বর বিবেচনা করে। ইবন কুল্লাবের মতে ইহা তাহার মহানুভবতার (জুদ) ও করুণার (কারাম), বন্ধুত্বের (ওয়ালায়) ও শত্রুতার ('আদাওয়া, সাখত) মতই চিরন্তন, স্বাস্থ্য এই সূত্রটি (সিফাত খাবারিয়্যার) ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সিফাত খাবারিয়্যার গুণগুলির স্বীকৃতি লাভ করে এই কারণে যে, সেগুলি আল্লাহর ওয়াহয়ির অর্থাৎ নরত্বারোপবাদ-সমূহের অঙ্গীভূত হয় অর্থাৎ আল্লাহর মুখমণ্ডল, হাত, চোখ ইত্যাদি যে সব কথা বলা হয় তাহা একদিকে যেমন তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন নয়, তেমনি তাঁহার সহিত অনভিন্নও নয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায় আমরা সঠিকভাবে তাহা জানি না। তবে আমরা শুনিয়া থাকি যে, আল্লাহ তাঁহার সিংহাসনে তাঁহার সত্তাসহ সমাসীন আছেন; কিন্তু তিনি কোন অবয়বে বা কোনও নির্দিষ্ট স্থানে সমাসীন নহেন।

কুরআনে আল্লাহর যে গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ইবন কুল্লাব কেবল উহার মধ্যেই তাঁহার গুণাবলী সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনার (ওয়াসফ) ভিত্তিতে তাঁহার একটি গুণ সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি। তবে এমন কিছু গুণ আছে যেগুলি এই নীতির আওতায় পড়ে না। আল্লাহ চিরন্তন ও অনন্ত আর সেইজন্য তিনি চিরন্তনতার অধিকারী (কিদাম, যাহা কুরআনের পরিভাষাবলীতে নাই)। কিন্তু এই চিরন্তনতা অবশ্যই তাঁহার সহিত সরাসরি অভিন্ন হইতে হইবে; কেননা তাঁহাকে ছাড়া কিছুই চিরন্তন নয়। অনুরূপভাবে তাঁহার অভিন্ন কোনভাবেই তাঁহার সহিত অনভিন্ন নয়। ইবন কুল্লাবের অনুসারীদের মধ্যেও আল্লাহর পবিত্রতার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইবন কুল্লাব আসহাবুল হাদীছ-এর মতামত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আখিরাতে রু'ইয়া বি'ল-আবসার (স্বচ্ছন্দে আল্লাহর সন্দর্শন)-এ এবং মুসলমানদের পাপ সত্ত্বেও পরিণামে তাহাদের মুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করিতেন। তিনি পূর্ব নির্ধারিত নিয়তিতেও মোটামুটি বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের কাজ করার জন্য (কুদরা) কোনও অন্তর্নিহিত সামর্থ্য নাই; কেবল কর্ম সম্পাদন ভূমিকা পালনের মুহূর্তেই সে উহা প্রাপ্ত হয়। সে ঐ সামর্থ্য তাহার কাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে অর্থাৎ সে পাপের বা আনুগত্যের জন্য উহা কাজে লাগাইতে পারে, তবে কাজ বাছাই করার এই স্বাধীনতার কারণে গুরু হইতে আল্লাহ, নির্ধারিত মুক্তি লাভের অবস্থা বদলায় না, অপরিবর্তিত থাকে।

ইবন কুল্লাবের সিফাত তত্ত্বটি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বাহিরে ও ভিতরের লোকগণের পূর্বকার চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত, বিশেষত আবুল-হুযায়ল (দ্র.) ও হিশাম ইবনুল-হাকাম-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা এবং গোড়ার দিকের যায়দী ধর্মতত্ত্ববিদ সুলায়মান ইবন জারীর আল-রাক'কী, রাক'কীর চিন্তাধারাসজাত (ইহাদের জন্য ড্র. W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim 61 প.) অবশ্য তিনিই সর্বপ্রথম ঐ তত্ত্বকে বিশদ ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে একটি সুসম্বন্ধিত পদ্ধতির আকার দেন যাহার সহিত আস-হাবুল-হাদীছের মিল রহিয়াছে। তিনি দৃশ্যত তাত্ত্বিক

নীতিগুনিকে সেগুলির সহিত মানব বাণীর তত্ত্ব যোগ করিয়া আরও বিস্তৃত পটভূমিকা দান করেন। তাঁহার মানব বাণী তত্ত্বটি খোদ ঐ বাণী বা কথাটি এবং অক্ষর ও ধ্বনির মাধ্যমে ঐ বাণীর বা কথার পুনরুৎপাদনের মধ্যে একই তারতম্য সহকারে ক্রিয়াশীল। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবু'স-সিফাত ও মু'তাযিলা মতের খণ্ডন সংক্রান্ত গ্রন্থ ঐগুলির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার রচনাবলীর কেবল একটি ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে (দ্র. Oriens, xviii-xix (1965-6 P. 138 P.)). বাগ'দাদে তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন সূ'ফী আল-হা'রিছ আল-মুহা'সিবী (মৃ. ২৪৩/৮৫৭)। নীশাপুরে তাঁহার তত্ত্বের সমর্থক হিসাবে আল হু'সায়ন ইবনুল-ফাদল আল-বাজলীর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ইবন কুল্লাবের একজন সমসাময়িক ব্যক্তি। আল-কু'রআনের একজন ব্যাখ্যাকার হিসাবেই প্রধানত তিনি পরিচিত ছিলেন। খালীফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ও ২৩৮/৮৫২-৩ সনে কালাম সম্পর্কিত বিতর্গা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই মতবাদের প্রসার গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। আহ'মাদ ইবন হা'ম্বাল (র) ও তাঁহার লাফজিয়া নামধারী শাগরিদগণ উল্লিখিত চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ধর্মতাত্ত্বিকদের বিরোধিতা করেন। ইবন হা'ম্বাল (র) ও তাঁহার অনুসারীগণ উচ্চারণ তথা কু'রআনের আবৃত্তির সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী; কিন্তু দুই পুরুষ পর আহ'মাদ ইবন 'আবদি'র-রাহ'মান আল-কালানিসী (রাযি় নিবাসী) ও তাঁহার সমসাময়িক আল-আশ'আরী (মৃ. ৩২৪/৩৯৬ (দ্র.)) ইবন কুল্লাবের চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কাদী 'আবদুল-জাব্বার (মৃ. ৪১৫/১০২৫) উহার পরেও আল-আশ'আরীর অপেক্ষা কুল্লাবিয়াদের বিরুদ্ধে অধিক প্রচারণা চালাইতে থাকেন এবং কার্যত তাহাদের উভয়কে এক কাতারে ফেলিয়া মূল্যায়ন করিতে থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উহা চলিতে থাকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আল-মুকাদ্দাসী ৩৭৫/৯৮৫ সনে জানান যে, আশ'আরীয়গণ তাহাদের পূর্বসূরীদের ডিসাইয়া গিয়াছিলেন। কুল্লাবিয়া মতবাদের শেষ চিহ্ন অতঃপর ৫ম/১১শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন কুল্লাবের তত্ত্ব সংক্রান্ত মূল তথ্যাদি : (১) আল-আশ'আরী রচিত মাকালাতুল-ইসলামিয়ীন, তু. নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ, তু. আরও ইবনুন-নাদীম, ফিহরিস্ত, সম্পা. আর, তাজাদদুদ, তেহরান ১৯৭৩, ২৩০, II ৬ প.। উল্লিখিত ও অন্যান্য সূত্র; (৩) J. Van Ess, Ibn Kullab und die Mihna, in Oriens xviii-xix (1965-6), 92 প.-এ বিশ্লেষিত; (৪) আরও দ্র. M. Allard, Le probleme des attributs divins, Beirut 1965, 146 ff. (৫) W. M. Watt, The formative period of Islamic thought, Edinburgh 1973, 286ff.; (৬) F. E. Peters, Allahs Commonwealth New York 1973, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৭) H. Daiber, Das theologisch-philosophische System des Muammar ibn Abbad as-Sulami, Beirut 1975, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৮) H. A. Wolfson The philosophy of the Kalam, Cambridge Mass. 1976, 248ff.; (৯) J. Peters, God's created speech, Leiden 1976, নির্ঘণ্ট দ্র.; (১০) R.M. Frank, Beings and their attributes Albany 1978, নির্ঘণ্ট।

J. Van Ess (E.I.²)/আফতার হোসেন

ইবন খাকান (ابن خاقان) : 'আব্বাসী সুলতানগণের কয়েকজন সচিব ও উযীরের নামঃ

(১) যাহ'য়া ইবন খাকান, সচিব, মূলে খুরাসানী। ইনি খলীফা আল-মা'মুন-এর আমলে আল-হা'সান, ইবন সাহল (দ্র.)-এর কর্মচারী ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর আমলে প্রথমে তিনি ভূমিরাজস্ব সচিব ছিলেন; পরে যখন তাঁহার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ উযীর নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি মাজালিস আদালতের পরিচালক নিযুক্ত হন।

(২) তাঁহার বংশে 'উবায়দুল্লাহ ইবন যাহ'য়াই সর্বপ্রথম উযীরের পদমর্যাদা লাভ করেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তাঁহার একান্ত সচিব নিযুক্ত হইয়া এবং ২৩৬/৮৫১ সনের কাছাকাছি সময়ে কয়েক বৎসর যাবত উযীর পদে নিয়োগ লাভে সক্ষম হন। তখন তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভে, বিশেষত প্রধান প্রধান উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর মনোনয়ন দানের সুযোগের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণের পথরোধ করিতে সক্ষম হন। তিনি জনৈক রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলের শেষ পর্যায়ে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং সম্ভবত খলীফাকে 'আলীবিরোধী নীতি গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। যাতকের হস্তে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার পর তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ২৪৮/৮৬২ সনে তাহাকে বারকায় নির্বাসন দেওয়া হয়। ২৫৩/৮৬৭ সনের পূর্বে তিনি বাগ'দাদে ফিরিয়া আসেন নাই। আল-মু'তামিদ-এর খিলাফাত লাভের ফলে তিনি ২৫৬/৮৭০ সনে আবার উযীরের পদ লাভ করেন এবং ২৬৩/৮৭৭ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন।

(৩) খলীফা আল-মুকতাদির-এর আমলে আল-খাকানী নামে পরিচিত মুহাম্মাদ ইবন 'উবায়দিল্লাহ, আবু 'আলী উযীর হন (যু'লহিজ্জা, ২৯৯/জুলাই, ৯১২) এবং মুহা'ররাম ৩০১/আগস্ট, ৯১৩ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তিনি ইবনুল-ফুরাত-এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁহার কর্মচারীবৃন্দকে চাকুরীচ্যুত করেন এবং ঐ সকল কর্মচারীকে গুরু অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কোষাগারের তহবিল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি বাগদাদের শী'আ জনসংখ্যার বিরুদ্ধে উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং হা'ম্বালীগণের দাবী পূরণে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার প্রশাসন খালীফার অনুগামিগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পদচ্যুতির পর তিনি প্রথমে 'আলী ইবন 'ঈসা কর্তৃক এবং ৩০৪/৯১৭ সনে ইবনুল-ফুরাতের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তৎকর্তৃক কারারুদ্ধ হন। তিনি ৩১২/৯২৪-৫ সনে ইনতিকাল করেন।

(৪) 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আবুল-ক'াসিম পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র। তাঁহার পিতা উযীর পদে থাকাকালে তিনি সচিব পদে কার্যরত ছিলেন। তিনি (রাবী'উল-আওয়াল, ৩১২/জুন, ৯২৪) ইবনুল-ফুরাতের স্থলাভিষিক্ত হন। এই সময়ে গুরুতর অভ্যন্তরীণ সংকটের সম্মুখীন হইলে তিনি উহার মুকাবিলায় অসমর্থ হন। ফলে তিনি আমীর মু'নিস-এর জিদের ফলে (রামাদান, ৩১৩/নভেম্বর, ৯২৫) পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন এবং অর্ধদণ্ড প্রদানে বাধ্য হন। ৩১৪/৯২৬-৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. Sourdel, viziral, নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) G. Lecomte, Ibn, Qutayba, নির্ঘণ্ট দ্র.; (আবু য়ালা, তা'বাকাতুল-হানাবিলা, ১খ, ২০৪।

D. Sourdel, (E/I.²)/ মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন খাতাব (দ্র. আল-খাতাবী)

ইবন খাতিমা (ابن خاتمة) : আবু জা'ফার আহ'মাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন খাতিমা আল-আনসারী, আল-আন্দালুসের ব্যাকরণবিদ, ঐতিহাসিক, কবি ও বিদগ্ধজন। আলমেরিয়াতে অজ্ঞাত তারিখে তাঁহার জন্ম এবং এই স্থানেই তিনি তাঁহার জীবনের প্রধানতম কাল অতিবাহিত করেন। ৭৭০/১৩৬৯-এ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীব-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, থানাডা রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার হৃদয়তা ছিল। তবে আলমেরিয়ার মসজিদের কাতিব ও মুকরির পদ তিনু তিনি অন্য কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন আবুল-বারাকাত আল-বালান্ফীকী, ইবন লুয়ন, ইবন জাবির, ইবন শু'আয়ব ও ইবন ফারকুন। তাঁহার জীবনকালেই তিনি উচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি পরিচিত :

(১) তাহসীলুল-গারায়িল-কাসিদ ফী তাফসীলিল-মারাদিল-ওয়ালফিদ; ৭৪৯-৫০/১৩৪৮-৯-এ ঘটিত ব্যাপক মহামারী সম্পর্কিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইবন খাতিমা সাধারণভাবে মহামারীর, বিশেষত আলমেরিয়া নগরীর ৭৪৯-৫০-এর মহামারীর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন; MSS: Berlin 6369, Escorial (Derenbourg, নং ১৭৮৫); জার্মান ভাষায় অনু. তাহা দিনানাহ, Arch fur Gesch. d. Med., 20 (১৯২৬ খৃ.) ২৭-৮১-তে। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত অংশের জার্মান ভাষা হইতে স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ J. Fernandez কর্তৃক Martinez, Actualidad Medica (Granada), ৪০৩-৪ (১৯৫৮ খৃ.) ৪৪৯-৫১২, ৫৬৬-৮৮।

২। মাযিয়াতুল-মারিয়া 'আলা গায়রিহা মিনা'ল-বিলাদি'ল-আন্দালুসিয়া; ঐতিহাসিক চরিত্রের এই পুস্তকটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না; তবে তৎকালীন যুগের ঐতিহাসিক ইবনুল-খাতীব, আল-মাককারী, ইবনুল-কাদী ও অন্যগণ ইহাকে প্রায়শই উৎস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। দীওয়ান : স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি, Escorial (Dernbourg (381) পাঁচ অংশে বিভক্ত : (ক) ফিল-মাদহ ওয়াছ-ছানা; (খ) ফিল-নাসীব ওয়া'ল-গ'য়াল; (গ) ফিল-মুলাহ' ওয়া'ল ফুকাহাত; (ঘ) ফিল-ওয়াসায়া ওয়া'ল-হি'কাম; (ঙ) মুওয়াশশাহাত, দীওয়ানের পর্যালোচনা ও স্পেনীয় অনুবাদ. S Gibert-কৃত (Thesis, Madrid ১৯৫১ খৃ.) অপর একটি পাণ্ডুলিপি, Raot Bibl. generale, নং ২৬৯।

৪। কিতাব রাইকু'ত-তাহলিয়া ফী ফাইকি'ত-তাওরিয়া; তাহার ছাত্রবৃন্দের একজন ইবন জারকালার সংকলিত এবং tawriya (BAYAN)-সম্বলিত ইবন খাতিমাকৃত কবিতাবলীর সংগ্রহ। পাণ্ডুলিপিঃ Escorial (Derenbourg নং ৪১৯), Bibl. Nat. Paris (Blochet, নং ৫৭৪৯), Rabat (Catal, ১৯৫৮ খৃ.) নং ১৮২৬); এই প্রসঙ্গে S. Gilbert-এর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ Etudes d' Orientalisme... Levi-Provencal, Paris ১৯৬২ খৃ., ৫৪৩-৫৭।

৫। আল-ফাসলুল-আদিল বায়না'র-রাকীব ওয়া'ল-ওয়াশী ওয়া'ল-আযিল, ছন্দ কাব্যে গুণ্ডচর, গোয়েন্দা ও দোষদর্শি-এর পার্থক্য বর্ণনামূলক

রচনা। অনু. ও সম্পা. S. Gilbert- আল-আন্দালুস-এ, ১৮ : (১৯৫৪ খৃ.) ১-১৬।

৬। সিরাদুল-লা'আল ফী আনশাদি'য-মাওয়াল (ল); কর্ডোভার ইবন মাককী ও আয-যুবায়দী-কৃত দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কিত পুস্তিকার আলোচনা ও তৎসহ ইবন হিশামের আলোচনা। ইবন হানী আল-সাবতী কর্তৃক ক্রমানুসারে গ্রন্থি; সম্পা. ও আলোচনা G.S. Colin, Hesperis-এ, ১২৪ (১৯৩১ খৃ.), ১-৩২।

৭। নায়লুল-ইবতিহাজ (কায়রো ১৩৫০ হি., ৭২); গ্রন্থে ইহার গ্রন্থকার আহ'মাদ বাবা ব্যাকরণ সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গে ইবন খাতিমাকৃত অপর একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইলহাকুল-'আকল বি'ল-হিসাস নামক এই পুস্তক সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু জানা যায় নাই।

মাদ্রিদ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সংগ্রহ (ms. 511, gg. 390 Cat. Guillen Robesl)-এ ইবন খাতিমার একটি কবিতা রহিয়াছে। তাঁহার দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটি ইবনুল-খায়মীর একটি মরমী কবিতার 'তাখমীস'।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জীর অতিরিক্ত : (১) ইবনুল-খাতীব, ইহাতা, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ১খ, ১১৪-২৯; (২) মাককারী, নাফহ'ত-তীব, কায়রো ১৩৬৪/১৯৪৯, ৮খ, ১৩৯-৪৮; (৩) ঐ লেখক, আযহার'র-রিয়াদ, কায়রো ১৩৫৮-৬১/১৯৪০-৪২, ১খ, ২৩, ২৫০, ২খ, ২৫২, ২৫৯, ৩০২, ৩৪৬ ৩৯৫; (৪) ইবনুল-কাদী, দুররা'তুল-হিজার, রাবাত, ১৯৩৪ খৃ., ১খ, নং ১১৬; (৫) আহ'মাদ বাবা আহ-তুম্বুকতী, নায়ল, কায়রো ১৩৫০ হি., ৭২; (৬) জায়রী, গায়াতুল-নিহায়া ফী তাবাক'তি'ল-কুররা, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., ১খ, ৭৮; (৭) উমারী, মাসালিকুল-আবসার ফী মামালিকি'ল-আমসার, ms, Paris, নং ২৩২৭, ১৭খ, পত্রক ২১০; (৮) Brockelmann, ২খ, 259, S II, 396; (৯) Pons Boigues, Ensayo, 331-3; (১০) G. S. Colin, Quelques Poetes arabes d'occident au Xiv^e Siecle, in Hesperis, 1931খৃ. ১১ 241; (১১) M. Antuna, Abenjatima de Almeria y su tratado de la Peste in Religion y cultura Madrid, Oct. ১৯২৮ খৃ।

S. Gibert (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন খাফাজা (ابن خفاجة) : আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন আবি'ল-ফাহত আল-খাফাজী, বিখ্যাত আন্দালুসীয় কবি, বর্তমান ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের আলসিয়া (জাযীরাতুল-শ-শুকর) নামক স্থানে ৪৫০/১০৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানের নামানুসারে তাঁহার নামের সহিত আল-জায়রী ও আশ-শুকরী সম্বন্ধবাচক নাম যুক্ত হইয়াছে।

এই জেলায় সম্পত্তির অধিকারী এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি কাহারো অনুগ্রহ কামনা করেন নাই কিংবা যাহারা তাহাকে তাহাদের পারিষদবর্গে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি সাড়া দেন নাই, যদিও তিনি তখনকার সময়ের প্রথা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রশস্তি কীর্তন অনুসরণ করিয়াছিলেন। যেমন তিনি ৫১০/১১১৭ সালে 'ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে আল-মুরাবিত যুবরাজ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন তাশফীন-এর প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি দরবারী কবি হওয়া ইহাতে অনেক দূরে ছিলেন এবং তাঁহার প্রাদেশিক বিশ্রাম স্থলে বাস করা ও সেখানকার প্রাকৃতিক উচ্ছলতাকে যাহা তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি

করিতেন লেখনীর মাধ্যমে তুলিয়া ধরাকে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং জটিলতাবিহীন জীবন যাপন করেন। তিনি ৫৩৩/১১৩৯ সালে ৮০ বৎসরেরও বেশী বয়সে ইনতিকাল করেন।

ইবন খাফাজা যদিও তাঁহার কবিতায় জীবন উপভোগকারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে প্রতীয়মান হন, তবুও তিনি নানা বিষয়ে লিখিয়াছেন। তবে যখন তিনি তাঁহার উৎসাহের প্রধান উৎস প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তখনই তিনি তাহার সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রকৃতির কবি হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। নদী, পুকুর, বাগান, বৃক্ষ, ফল ও ফুল সম্বন্ধে তাঁহার অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বসিত বর্ণনার জন্য তিনি আল-জান্নান (উদ্যান রচয়িতা) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইবন খাফাজার কবিতাগুলি তাঁহার জীবদ্দশাতেই যোগ্যতার দাবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একটি দীওয়ানে তাঁহার কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে (তাঁহার রাবী ছিলেন আবু যাকারিয়া যাহুয়া ইবন মুহাম্মাদ আল-আরকুশী, তু. ইবন সাঈদ, মুগরিব ১খ, ৩১৬ ও টীকা)। ইহা আন্দালুসীয় কবিগণের অতি অল্প সংখ্যক বিদ্যমান এবং সম্পূর্ণ দীওয়ানগুলির মধ্যে একটি এবং ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, কমপক্ষে ইহার এক ডজন হস্তলিখিত কপি এখনও বিদ্যমান। ইবন খাকান, ইবন বাসসাম, আল-হিজারী, ইবন দিহ্মা ও ইবন সাঈদ প্রমুখ প্রখ্যাত আন্দালুসীয় সংকলকগণ তাহাদের কবিতা সংকলনে তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল সমালোচকদের অন্যতম আশ-শাকুনদী তাঁহার সখিগুণ রিসালা ফী ফাদলিল'ল-আন্দালুস গ্রন্থে খাফাজার কবিতা হইতে কমপক্ষে আটটি উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত ইবন খাফাজার প্রশংসা আল-মাককারী অপেক্ষা বেশী আর কেহই করেন নাই। তিনি উপর্যুপরি তাঁহার কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাঁহাকে আন্দালুস-এর সানাওবারী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন (Analected II, 328)। তিনি প্রাচ্যে প্রভূতভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন এবং ইবন খাল্লিকান যখন তাঁহার গ্রন্থে ইবন খাফাজার নামোল্লেখ করেন তখন হইতে তিনি প্রাচ্য কবিতা সংকলনগুলিতে স্থান পাইতে থাকেন। 'আরব বিশ্বের স্কুলের পাঠ্য বইগুলিতে তাঁহার কবিতার চয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে আন্দালুসের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ইবন খাফাজা ছন্দোবদ্ধ গদ্যও লিখিয়াছেন। তাঁহার কিছু ইখওয়ানিয়াত এখনও বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে একটি ইবন খাকানকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইবন খাকান তাঁহার কালাইদ-এ ইহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার কিছু রাসাইলও এখনও বিদ্যমান যাহাতে তিনি ভাসা ভাসা আবেগ সহকারে এক বন্ধু বিয়োগের বিলাপ করিয়াছেন (এই ধরনের বিলাপ তাঁহার কবিতাগুলিতেও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে আন্তরিকতার সহিত ইহার ব্যবহার হইয়াছে)। এইরূপ ভাসা ভাসা আবেগের প্রকাশ দেখা যায় যখনই তিনি ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়াইতেন অথবা যখন গৃহকাতরতা ও বিষণ্ণতার সহিত তাঁহার যৌবনের দিনগুলিকে অনুতাপের সুপরিচিত প্রকাশরীতিতে কল্পনাসমৃদ্ধভাবে স্মরণ করিয়াছেন এবং অগভীর আবেগভরে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইবন খাফাজা তাঁহার অনুপ্রেরণার বেশীর ভাগই লাভ করিয়াছেন প্রাচ্যকবি শারীফ'র-রাদী 'আবদুল-মুহসিন আস-সুরী অথবা মিহয়ার আদ-দায়লামী প্রমুখ হইতে এবং খুব সম্ভবত আল-বুহতুরী ও আস-

সানাওবারীর নিকট হইতেও, যদিও তিনি শেষের দুইজনের কথা স্বীকার করেন নাই (তু. H. Peres, Poesie andalouse 36)। তিনি নিজেও বেশ কয়েকজন আন্দালুসীয় কবিকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। গুরুতে এইরূপ প্রভাব পড়িয়াছিল তাঁহার ভাগিনেয় অথবা তাইপো ইবনু'য-মাক'কারী-এর উপর। আল-মাক'কারী (Analectes II, 424)-র বর্ণনামতে তিনি ইবন 'আইশা নামে অপর এক কবিসহ ইবনু'য-মাক'কারী-এর সহিত কোন এক উপলক্ষে প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তাহাকে Levante অর্থাৎ পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় কবিগোষ্ঠীর দ্রষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। Garcia Gomez বলিয়াছেন যে, খাফাজার রচনাধারা গ্রানাডা রাজত্বের অবসান কাল পর্যন্ত বজায় ছিল।

গ্রন্থগঞ্জী : (১) Brockelmann, II, 480-81-এ উল্লিখিত বরাত ছাড়া দেখুন : (২) মাক'কারী, Analectes নির্ঘণ্ট; (৩) ইবন দিহ্মা, মুতরিব, কায়রো সংস্করণ ১৯৫৪ খ., ১১১-৭; (৪) ইবন সাঈদ, মুগরিব, ২খ, ৩৬৭-৭১; (৫) R. Nykl, Hispano-Arabic poetry, 227-31; (৬) H. Peres, Poesie andalouse, নির্ঘণ্ট; (৭) E. Garcia Gomez, Poesias arabigoandaluces, Madrid 1943 খ., ৩৫। দীওয়ান-এর শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা হইতেছে মুস্তাফা গাযী-কৃত, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৬০।

F. de La Granja (E.I.)²/ আবদুর রহমান মামুন

ইবন খাফীফ (ابن خفيف) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আশ-শীরাযী আশ-শায়খুল কাবীর বা আশ-শায়খুল-শীরাযী নামেও পরিচিত। শীরায নগরীর প্রখ্যাত সূফী। কথিত আছে, তিনি খুব বেশী বয়সে তাঁহার জন্ম নগরীতে ৩৭১/৯৮১ সনে মৃত্যুবরণ করেন (যাকু'ত, শিরো, শীরায)। তাঁহার গ্রন্থাবলী (২৬ খানার নাম শাদুল-ইয়ার-এ সংরক্ষিত পৃ. ৪২-৩) এখন বিলুপ্ত। কেবল ইহা ব্যতীত যে, প্রধানত আস-সুলামী, আবু নু'আয়ম ও আল-কুশায়রী, ইবন 'আফীফ-এর শাগরিদ হাল্লাজী দার্শনিক আবুল-হ'সান আদ-দায়লামী ঐগীত জীবনী হইতে কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করায় উহা আমাদের হাতে আসিয়াছে। শাদুল-ইয়ার (সীরায ইবন খাফীফ, সম্পা. দ্বিধর্মাবলম্বী A. Schimmel) গ্রন্থ প্রণেতা ইবন জুনায়দ উক্ত গ্রন্থখানির পুনর্লিখন ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন।

তবে আল-হজ্ববীরী (৪৫৬/১০৬৩)-র মতে ইবন খাফীফ এক অভিনব সূফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা (Kashf. G M S. সাময়িকী, ১৭খ, ২৪৭; তু. তায-কিরাতুল-আওলিয়া, ২খ, ১৩৫)। কাযারুনী আন্দোলনের (Vita Kuzeruni, সম্পা. F. Meyer, ইস্তাবুল ১৯৪৩ খ., পৃ. ১৭) উপর তাঁহার স্থায়ী প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং সুহরাওয়ার্দীয়া তারীকার সূফীদের কুরসীনামায় তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত রহিয়াছে (Depont ও Coppolani-কৃত Confretries religieuses musulmanes, পৃ. ৫৩৪)। ফলে ফুতুওয়ার কুরসীনামাগুলিতে ইবন খাফীফ-এর নাম অন্তর্ভুক্ত হয় (Golpinarili, Iktisat Fakultesi mecmuasi-তে ১১ খ., ৩৪)। ইবন খাফীফ-এর পর রায়বাহান বাকলী (মৃ. ৬০৬/১২০৯), যিনি কিতাবুল-ইগানা নামক একখানি গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ প্রণয়ন করেন এবং যিনি আদ-দায়লামী-কৃত 'আতফ হইতে উদ্ধৃত এক দীর্ঘ অংশ তৎপ্রণীত জাসমিন নামক পুস্তকে (সম্পা. Corbin, পৃ. ৯) লিপিবদ্ধ

করেন, তিনি বানু সালিবার জৈনক উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে খিরকা গ্রহণ করেন। পূর্বে ইহার দায়লামী বংশের আশ্রিত ছিলেন, অথচ পিতা-পুত্রাদিক্রমে ক্রমাগত ইহাদের মধ্যেই খাফীফী তারীকার গদী হস্তান্তরিত হইত (শাদ্দ, পৃ. ২৯৯; শীরায নামাহ, পৃ. ১১৩; তু. ঐ, পৃ. ১১৭; Massignon, Passion ১খ, ৩৭৪)। পরিশেষে ইবন খাফীফ শীরায নগরীতে যে বিরাত (برات)-এর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইবনুল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০)-এর জীবদ্দশায়ও জাঁকজমকের সঙ্গে বজায় ছিল (মাদদ, পৃ. ৫৮)। এইভাবে কম বেশী হাল্লাজবাদের গুঢ় প্রভাবের সঙ্গে ইবন খাফীফ-এর শিক্ষা ফারস-এর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মসোল অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল।

ইবন খাফীফ-এর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্য ছিল কিনা সেই বিষয়ে তর্ক উঠিয়াছে। ইহা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে যে, তিনি ফিক্‌হশাস্ত্রে জাহিরী, কালামশাস্ত্রে আশ'আরী এবং ইসলামী আধ্যাত্মিক ধর্মতত্ত্বে সালিমী বিরোধী মতের অনুসারী ছিলেন (L. Massignon, Essai, পৃ. ৩১৫)। আরও সহজ কথায় বলিতে গেলে শীরায নগরীর এই বিশিষ্ট সন্তানের জীবন ও চিন্তাধারাকে নীতিগতভাবে দুইটি ধারাবাহিক যুগে বিভক্ত করা চলে। তন্মধ্যে প্রথম যুগে আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব সমস্যাবলী (معاملات) প্রভাব বিস্তার করিত। উহাই ফারস-এর দরবেশদের মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এইজন্য জাহিরীবাদের, বিশেষত সদাগঠিত মালামাতিয়া বা ফুতুওয়্যার প্রতি তাঁহাদের সুস্পষ্ট ঝোঁক প্রায়শই দেখা যাইত (দৃষ্টান্তস্বরূপ আবু 'আমর আল-ইস্‌তাহরী, 'আলী ইবন সাহল, বুনদার ইবনুল-হ'সায়ন; আস-সুলামী, তাবাক'াত, সম্পা. শারীবা, পৃ. ৪৬৭, আবুল-হ'সান আল-মুযায়িন, বিশেষত আবু জা'ফার আল-হায়যার নাম করা যাইতে পারে, যাহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন : শাদ্দ, পৃ. ৯৬)। উহার দ্বিতীয় যুগ বাগ'দাদী মতবাদের জুনায়দী শাখার প্রভাবাধীন হওয়ায় অধিকতর গবেষণা তৎপর। এই যুগে তিনি অবশেষে শীরাযে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন, তৎপ্রণীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং দায়লামী 'আদদু'দ-দাওলা (যিনি ৩৩৮/৯৪৯ সন হইতে শীরাযের শাসনকর্তা ছিলেন)-এর রাজদরবারে তিনি একটি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁহার তৎকালীন বিশিষ্ট মর্যাদার ফলেই তখন ইরাক হইতে যেই সকল হাল্লাজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তাহাদের আশ্রয় দান করা সম্ভবপর হইয়াছিল সেখানে তাঁহাকে অস্পষ্টভাবে মানসিক উদারের অধিকারী না বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে এই ধারণা করাই অধিকতর সমীচীন হইবে যে, জীবনের দুই ভিন্নতর দিকের (জুনায়দী ও আধা হাল্লাজী) সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তাঁহার চিন্তাধারা বিকশিত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহাকে বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণা কার্যে পরিচালিত করিয়াছিল। উক্ত ধারণার সমর্থনে বহুবিধ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবন খাফীফ বক্তব্যের সূচনায় পালাক্রমে দুইটি প্রারম্ভিক ইসনাদ (اسناد) ব্যবহার করিতেন। তন্মধ্যে একটি শুধু শীরায নগরীর বাসিন্দাদের, তখন তিনি জা'ফার আল-হায়যা (সীরাঃ পৃ. ১৪৯, ১৭৮, ২০২) এবং আবু 'আমর আল-ইসতাহরী (সীরা পৃ. ৩৩, ৩৫, ৮৭, ১৫২)-এর নাম উল্লেখ করেন। আর অপরটি আল-জুনায়দ-এর সঙ্গে কৃত্রিমরূপে সম্পর্ক স্থাপন করে (L. Massignon, Essai, প্র. ১২৯, কাযারুনীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, পৃ. গ্র., পৃ. ২৫। একদা ইবন খাফীফ আল-জুনায়দ-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠকালে পূর্বকথিত বক্তব্য প্রত্যাখ্যার করেন ('আতফ, সম্পা. Vadet, পৃ.

৩)। তিনি আল-জুনায়দ-এর মতবাদ ও তাঁহার প্রথম বাগ'দাদী উস্তাদ রুওয়ায়ম-এর শিক্ষার মধ্যে ইতস্তত ভাব পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহার উস্তাদ একজন মালামাতিয়া, ইসতাহরীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও আল-জুনায়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল না (I. Goldziher, Die Zahrüten, পৃ. ১৭৯; আস-সুলামী, পৃ. গ্র., পৃ. ৪৬২; আল-'আফীফী, মালামাতিয়া, পৃ. ৬০; তা'রীখ বাগদাদ, ৮খ, ৪৩১; তু. শীরায নামাহ, পৃ. ৯৫-৬)।

ইবন খাফীফ-এর আধ্যাত্মিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক নিয়মাবলী বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদ্ভাসিত হইলেও পরবর্তীকালে একদল তত্ত্ববিদ কর্তৃক উহা দ্রুততার সঙ্গে পুস্তকাকারে লিখিত হয়। উহাতে কোন মতে তাঁহার জীবনের দুইটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। মনে হয়, নিম্নোক্ত শর্তাদি দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হইত : (১) দারিদ্র্যের (فقير) প্রয়োজনীয়তা আর ধন-দৌলতের উপরে এই দারিদ্র্যের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থার প্রাধান্য ('দারিদ্র্য' মহানবী (স)-এর অনুকরণ, আধিকন্তু ইহা স্বীয় গুণাবলীর কবল হইতে নিজকে মুক্তি দান, তায'কিরাতুল-আওলিয়া, পৃ. ১৩১; তাওহীদকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য ইহা যেন একটি নেতিবাচক পদ্ধতি। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ব অন্তর দ্বারা যাচাই করা; আবু নু'আয়ম, ১০খ, ৩৮৬। (২) সূ'ফীমাত্রই যেমন ওয়ালী হয় না, তেমনই কেহ নিঃস্ব স্বাক্তি হইলেই আপনা-আপনি সূ'ফীর মর্যাদায় উন্নীত হয় না। (৩) আল্লাহর প্রেমে তন্ময় হওয়া বা ওয়াজ্জদ (وجد)-এর জন্য মুহূর্তের গভীর অনুভূতি (غلبة) যথেষ্ট নয়, ঠিক যেমন সাধুতা (ولاية) অর্জনের জন্য ওয়াজ্জদ যথেষ্ট নয়। (৪) অস্থায়ী অবস্থা (حال)-র তুলনায় সাধুতা অর্জন একটি অধিক শর্তমূলক অনির্ধারিত মানসিক অবস্থা। ইবন খাফীফের দৃষ্টিভঙ্গীতে হাল অপেক্ষা মাকাম (مقام) উত্তম ঠিক যেমন মস্ততা অপেক্ষা মিতাচার উৎকৃষ্ট। সাধুতা অর্জনকে দারিদ্র্যের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া ইবন খাফীফ মনে করিতেন, অথচ তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির কুত্রাপি তিনি উহার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা তাহা বলা দুষ্কর। তাঁহার স্থানাপন্ন তাঁহার হাল্লাজী শিষ্যবর্গ বা শিষ্যভূত দাবীদাররা 'ইশক (عشق) ও মুহাব্বাত (محبة) সম্পর্কে তাহাদের ধারণার ভিত্তিতে ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। শীরায নগরীর এই পণ্ডিতের জগৎজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও ইহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যার সহায়ক হইয়াছে।

Dr. A. Schimmel কর্তৃক সম্পাদিত (ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জী সমেত, আঙ্কারা, ১৯৫৫ খৃ.) সীরাতে ইবন খাফীফ গ্রন্থের মূল ঐতিহাসিক যেই সকল পুস্তক সমালোচনা প্রণয়ন করিয়াছেন দুর্ভাগ্যবশত উক্ত গ্রন্থের মূল পাঠ্যাংশ কোনক্রমেই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। উঁহারা হইতেছেন আবুল-আব্বাস যাক্বব (মৃ. ৭৩৪/১৩৩৩, শীরায নামাহ, সম্পা. বাহমান, কারীমী) ও ইবন জুনায়দ আশ-শীরাযী (মৃ. ৭৯১/১৩৮৮, শাদ্দুল-ইয়ার)। ইবন খাফীফ-এর হাল্লাজী মতবাদ বুঝিবার জন্য L. Massignon, আখবারুল-হাল্লাজ, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৮ ও ৮১ এবং Studia Orientalia Ioanni Pedersen-এ প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., Vie et oeuvres de Ruzbihan Bakli পাঠ করা যাইতে পারে।

ইবন খাফীফ-এর জীবন ও মতবাদ যেই ব্যাপক প্রশ্নোচ্ছের অংশ বিশেষ, তাহার যথাযোগ্য সমাধান আজ পর্যন্ত মিলে নাই। তাহা হইলেঃ (১) বাগদাদের জুনায়দবাদ এবং ৩য়/৯ম শতকের ইরান ও খুরাসানের বাস্তব সূফীবাদের পারস্পরিক বিরোধিতা আবু যায়ীদ আল-বিস্তামীর স্মৃতি,

মালামাতিয়া, দারিদ্র্য ও আন্তরিকতার শর্তে জিদ ধরা, বীর ধর্মপরায়ণতা। (فترة) তাঁহাদের মতবাদের সারসংক্ষেপের জন্য দ্র. আবু নু'আয়ম, ১০খ, ৩৮৭। (২) এই বিরোধিতা ক্রমবৃদ্ধিশীল আশ-আরীবাদ ও জাহিরীবাদ-এর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিল না; ইবন খাফীফ-এর জীবদ্দশায় এই দুইটি ছিল শাফি'ঈ মায'হাবের সংগ্রামের দুইটি পরস্পরবিরোধী শাখা, বিশেষত ইরাকের শাফি'ঈ মায'হাবের যাহার সঙ্গে জুনায়দবাদ পরিণামে একীভূত হইয়া যায়। (৩) যখন এই দুই প্রাথমিক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়, কেবল তখনই ইবন খাফীফ-এর হাদ্জাবাদের অনিশ্চিত দ্ব্যর্থক ব্যাখ্যা এবং তৎসঙ্গে এই মতবাদের অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশের ধারা-অন্তত ইরান অঞ্চলের -আরও সহজবোধ্য হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল পাঠে দেওয়া আছে।

J. C. Vadet (E.I.²)/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন খাফীফ (দ্র. মুহম্মদ ইবন খাফীফ)

ইবন খামীস (ابن خميس) : আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ আল-হিময়ারী, আল-হাজরী আর-রু'আয়নী, আত-তিলিমসানী (আত-তুনিসী নন, যেমন ইবন কুনফুয ভুলবশত বলিয়াছেন), আরবী কবি, জ. ৬৫০/১২৫২ সালে তিলিমসানে এবং ৭০৮/১৩০৮ সালে গ্রানাডায় তিনি নিহত হন।

নিজের বংশ-মূল সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি য়ামানের হিময়ার প্রোত্রভুক্ত ছিলেন। স্বরচিত কবিতাবলীতে নিজের সম্পর্কে যতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে শুধু সেইটুকুই জানা যায়। তাঁহার ৫৮ বৎসরের জীবনের প্রথমার্শ সম্পর্কে আমরা এইটুকু জানি যে, তিনি ছিলেন দরিদ্র এবং একটি ফুন্দুক (সরাইখানা)-এর কামরায় বসবাস করিতেন এবং ভেড়ার চামড়ার বিছানায় শয়ন করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি সচ্ছলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সচ্ছলতা তাঁহাকে আয়েশী জীবন যাপনের সুযোগ দিয়াছিল। তিনি এইজন্য পরে তাঁহার কবিতায় অনুশোচনাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী ও ৬৮১/১২৮২ সালে সুলতান আবু সা'ঈদ উছমান (১ম) ইবন য়াগমুরাসান (৬৮১-৭০৩/১২৮২-১৩০৩)-এর ব্যক্তিগত সচিবের পদে তাঁহার নিয়োগ লাভ হইতে ধারণা করা যায় যে, তিনি সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

এই পদে তিনি কতদিন বহাল ছিলেন তাহা অজ্ঞাত। ৬৮৮/১২৯৯ সালে পরিব্রাজক আল-আবদারী (যিনি তিলিমসানের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ইবন খামীস সম্পর্কে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল) তাঁহাকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় দেখিতে পান। দশ বৎসর পর তিলিমসান মারীনী শাসক আবু য়া'কুব য়ুসুফ (৬৮৫-৭০৬/১২৮৬-১৩০৭) কর্তৃক অপরুদ্ধ হয় এবং অবরোধকারী নিহত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অবরোধ দীর্ঘ এক শত মাস স্থায়ী হয়। সঠিক তারিখ ও মূল বিষয়টি জানা নাই বটে, তবে কথিত আছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে শহরটির আত্মসমর্পণের পক্ষাবলম্বনের অভিযোগ আনিয়া তৎসময়ের ক্ষমতাসীনরা তাঁহার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাইলে অবরোধ চলাকালীন তিনি তাহার শহর ত্যাগ করেন। তিনি অন্ততপক্ষে তাহার দুইটি কবিতায় এই সম্পর্কে কৌশলে ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি Ceuta গমন করেন। এই সময়ে Ceuta আবু তালিব আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আল-আযাফী ও তদীয় ভ্রাতা আবু হা'তিম

কর্তৃক শাসিত হইতেছিল। সেখানে তিনি নিজেকে একজন শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা নেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু'ল-হাসান আলী ইবন আবি'র-রাবী কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া তাঁহার ছাত্ররা তাঁহার প্রতি বিরতকর ব্যাকরণগত প্রশ্নাবণ নিষ্ফল করিয়া তাঁহাকে প্রতিহত করায় তাঁহার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি Algeciras গমন করেন। অতঃপর তিনি মালাগা এবং অবশেষে ৭০৬/১৩০৪-এ গ্রানাডা গমন করেন। প্রতিটি স্থানেই তিনি শিক্ষা দান ও কবিতা রচনার (এই কবিতাগুলির মাধ্যমে তিনি মহান ব্যক্তিদের গুণকীর্তনের আনন্দ লাভ করতেন) মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন। এই সময়ে গ্রানাডার শাসনকর্তা তৃতীয় মুহাম্মাদ [আল-মাখলু নামে পরিচিত (৭০১-৮/১৩০২-৯) এবং তাঁহার উর্ষীয় ইবনু'ল-হাকীম মুহাম্মাদ ইবন আবদি'র-রাহ'মান ইবন ইবরাহীম (৬৬০-৭০৮/১২৬২- ১৩০৮), যিনি সমসাময়িক কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন। দেশের পূর্বাঞ্চলের এক দীর্ঘ সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শেখোক্ত ব্যক্তি তিলিমসানের মধ্য দিয়া গমন করাকালে ইবন খামীসের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। গ্রানাডায় তাঁহার দরবারে পণ্ডিত ও বিদ্বানগণের সমাগম হইত, তিনি ইবন খামীসকে এই দরবারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান, তিনি (অবশ্যই প্রশস্তিমূলক কবিতার বিনিময়ে) তাহার নিরুপদ্রব জীবনের নিশ্চয়তা দান করেন। ৭০৬/১৩০৬ সালে এক ভ্রমণে ইবন খামীস মালাগায় প্রত্যাগমন করেন, অতঃপর আলমেরিয়া গমন করেন। এখানে ইবনু'ল-হাকীমের একজন অধীন সেনাপতি ইবন কুমাশা তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের ভাষায়, "আমি রক্তের মত; প্রতি বসন্তে আমি আমাতে গতি সঞ্চার করি"। তিনি কখনই তিলিমসানকে ভুলেন নাই এবং সর্বদা সেখানে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু ৭০৮/১৩০ সালে ক্ষমতা দখলকারী আবু'ল-জুযুশ নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৭০৮-১৩/১৩০৯-১৪)-এর প্ররোচনায় এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। সেই হাঙ্গামায় ইবন খামীস তাঁহার গ্রানাডার অবস্থানস্থলে আল-আরকাম (মুক) নামে প্রসিদ্ধ জনৈক আলী ইবন নাসর-এর বর্শার আঘাতে নিহত হন। ইবনু'ল-হাকীমের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কই ছিল এই হত্যার কারণ। ইবনু'ল-হাকীমও একই দিনে নিহত হন।

ইবন খামীসের জীবনীকারগণ তাঁহাকে একজন পণ্ডিত, দার্শনিক, সংলোক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, বাতিল ফিরকামুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সাহিত্যিক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গুণের জন্য কোন প্রামাণ্য দলীল নাই এবং অনেকটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁহার লিখিত বলিয়া অনুমিত রচনাসমূহের মধ্যে যতদূর টিকিয়া আছে, সবই কবিতা। জনৈক কাফী আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-হাদরামী (যাহাকে আর বেশী দূর সনাক্ত করা যায় নাই) কর্তৃক ঐগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আদ-দুররু'ন-নাফীস ফী শি'র ইবন খামীস শিরোনামের একটি সংগ্রহে উল্লেখ দেখা যায়। তবে এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানা যায় না। তৎসঙ্গেও ইবন খামীসের কবিতাবলী সামগ্রিকভাবে না হইলেও অন্ততপক্ষে বৃহত্তর অংশ দুর্লভ নহে। ঐগুলি আল-আযদারী, যাহা ইবন খালদুন ইবনু'ল-কাদী ও আল-মাক'কারী, যিনি ইবনু'ল-খাতীবকে পুনঃউপস্থাপন করেন, প্রমুখের রচনাসমূহে ছড়াইয়া আছে। ইবন মানসুর ঐগুলির মধ্যে ৬১০টিরও অধিক চরণসম্বলিত ১৬টি কাঙ্গীদা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ইহাদের মধ্যে ১০টি কাঙ্গীদার প্রতিটিতে ৩ টিরও অধিক চরণ রহিয়াছে এবং দুইটি কাঙ্গীদার প্রতিটিতে ৮০ চরণ পর্যন্ত রহিয়াছে।

এইগুলির মাঝে আমরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা—মাদহ, হিজা, ফাখর কখনও কখনও গুরুতে নাসীব-এর ব্যবহারসহ দেখিতে পাই। তিনি তিলিমসানের বানু যায়ান, পরিব্রাজক ইবন রুশায়দ ও বিশেষত উযীর ইবন হা‘কীম-এর প্রশংসা করেন, যিনি কবিকে আশ্রয় দান ও তাহার শত্রুদের পরাভূত করেন এবং যিনি ক্ষমতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি বানু য়াগমুর সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন যাহারা তাঁহার গুণহত্যার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বানু য়াগমুর নৈরাজ্যে জর্জরিত তাঁহার ক্ষুদ্র দেশ ছাড়িয়া দূরে নির্বাসন গ্রহণের জন্য তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল। তাহার স্বল্প মূল্যে উহাদের আনুগত্য প্রদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল গর্বিত, নির্যম ও জঘন্য অত্যাচারী। তিনি মুজাসী নাহশাল, হিম্‌য়ার, সাকাসিক প্রমুখ পূর্বপুরুষের জন্য গর্ববোধ করিতেন।

ইহা ছাড়াও তাঁহার কবিতাবলী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও স্থানের নাম ও অপ্রচলিত শব্দে অলংকৃত ছিল। এইগুলি ছিল কৃষ্টির গভীরতা ব্যঞ্জক, ৭ম/১৩শ শতকের তিলিমসানের দরিদ্র পরিবারের একজন সদস্যের মধ্যে ইহার প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর! তাঁহার গ্রন্থাদি ‘আরব, পারসিক, গ্রীক-রোমান প্রাচীন কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত এবং এইগুলিতে ছিল হারমেস, সক্রোটস, আল-ফারাবী, আস-সুহরাওয়ার্দী, সায়ফ ইবন যী-য়ান, ‘আমর ইবন হিন্দ, নু‘মান, ইমফ‘ল-কায়স এবং আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনীর সমাবেশ। ইহা ছাড়াও তাঁহার অনুসৃত রচনারীতি একটি কবিতাছন্দে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি দুর্বোধ্য (হসী) ভাষার উপর দন্তক্ষুট করিতে সক্ষম নহেন তিনি স্পষ্ট ব্যঞ্জনার স্বাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম।” এই অদ্ভুত রচনামূল্যে কেবল তাঁহার একটি তত্ত্বগত ধারণা ছিল না, বরং বাস্তবেও তাহা তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার কিছু কিছু কবিতা খুব ভাল অভিধানের সাহায্য ব্যতীত অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। সম্ভবত এই কারণেই ইতিপূর্বে তাঁহাকে শানফারা, তা‘আব্বাতা শাররান, সুলায়ক ইবন আমির প্রমুখ ‘আরবী কবিতার প্রাজ্ঞ (ফুহুল) ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাহ্-য়া ইবন খালদুন, বুগ-য়াত্ব’র-রুওয়াদ ফী যিকরিল-মুলুক মিন বানী ‘আবদি’ল-ওয়া’দ, আলজিয়ার্স ১৯০৩ খৃ., ১খ, ১০-৪৩, ১১৭; (২) ইবন কুনফুয, ওয়াফায়াত, সম্পা. H. Peres, আলজিয়ার্স, তা. বি., ৫৩, নং ৭০৮; (৩) ইবনুল-কাদী, দুৱরাত্ব’ল-হিজাল, সম্পা. Allouche, রাবাত ১৯৩৪ খৃ., ১খ., ১৬৩, নং ৪৭০; (৪) ইবন মারয়াম, বুস্তান, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., পৃ. ২২৫; (৫) মাক‘কারী, নাফহ’ত-তীব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৭খ., ২৮০-৯৫; (৬) ঐ লেখক, আযহার’র-রিয়াদ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ২খ., ৩০১-৩৬; (৭) J-J-L-Barges, Complement de l’histoire des Beni Zeiyan, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ২২-৪; (৮) Abdesselam Meziane, ইবন খামীস poete tlemcenien du XIII^e, Sicle in Deuxieme congres de la Federation des societes savantes de l’Afrique de Nord a Tlemcen 14-17 avril 1936, আলজিয়ার্স, ১৯৩৬ খৃ., ২খ, ১০৫৭-৬৬; (৯) ‘আবদুল-ওয়াহহাব ইবন মানসুর, ‘আল-মুনতখাব্ব’ল-নাফীস মিন শি’র ইবন খামীস, তিলিমসান ১৩৬৫ হি.; (১০) ‘আবদুল-রাহমান আল-জীলালী, তারীখুল-জাযাইরিল-‘আম, আলজিয়ার্স ১৯৫৫ খৃ., ২খ, ১৪৬।

M. Hadj-Sadok (E.I.²)/ মোঃ রেজাউল করিম

ইবন খায়িম (দ্র. ‘আবদুল্লাহ ইবন খায়িম)

ইবন খায়র আল-ইশবীলী (ابن خير الاشبيلي) : আবু বাকর মুহাম্মাদ খায়র ইবন ‘উমার ইবন খালীফাতুল-ল-লামতুনী আল-আমাবী, সেভিলের হাদীছ-বিশারদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি ৫০২/১১০৮-এ সেভিল নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভা নগরীর মসজিদের ইমাম হইয়াছিলেন এবং ঐ নগরীতে ৫৭৫/১১৭৯-এ মৃত্যুবরণ করেন। ইবন খায়র আল-আন্দালুসে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার পঠিত বিভিন্ন পুস্তক ও তাঁহার শিক্ষকগণের রচিত গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে প্রণীত পুস্তকের তালিকা (ফাহরাসা দ্র.) জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সেভিল, কর্ডোভা, আলমেরিয়া, মালাগা, গ্রানাডা প্রভৃতি নগরে বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হইতে সনদ (ইজাযা) লাভ করেন। ফাহরাসাত মা রাওয়াছ ‘আন-ওয়ুখিহি মিনা’দ-দাওয়াবীনুল-মুসান্নাফা ফী দুৱবি’ল-ইল্ম ওয়া ‘আন-ওয়াহই’ল-‘আরিফ নামক তাঁহার গ্রন্থটি ১৮৯৪-এ-এ সারাগোসাতে J. Riberay Tarrago কর্তৃক Index librorum de diversis scientiarum ordinibus quos a magistris didicit শিরোনামে প্রকাশিত হয় (দুই খণ্ড, BAH-এর ৯-১০ খণ্ড হিসাবে)। বহু হাদীছ সম্বলিত ভূমিকার পর গ্রন্থকার তাঁহার পঠিত কুরআন বিজ্ঞান (‘উলুমুল-কুরআন) সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থের পর্যালোচনা করেন (পঠন, নাসিখ ও মানসূখ)। ইহার পর বিশদভাবে হাদীছ, তৎসহ সিয়র ও আনসাব এবং মালিকী ফিক্‌হ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহার পরে রহিয়াছে ব্যাকরণ, অভিধানতত্ত্ব, সাহিত্য ও কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা। পরিশেষে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থ বিবরণী (fahrasas)-সমূহের তালিকা প্রদান করেন। প্রতিটি শাস্ত্রের জন্য তিনি তাঁহার শিক্ষকগণের নাম অক্ষর ভিত্তিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের জীবনী সম্পর্কিত তেমন কোন তথ্যই তিনি প্রদান করেন নাই। গ্রন্থকারের যুগের মুসলিম স্পেনে পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থাবলীর অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থ নির্দেশিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ (দ্র. H. Peres, Poesie andalouse, 28ff)। ইবন খায়র-এর নিজেস্ব অসংখ্য ছাত্র ছিল; কথিত আছে, তাহাদের নামের তালিকার ত্রিশ পৃষ্ঠাসম্বলিত দশটি পুস্তিকা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাব্বী, বুগ-য়া, ১১২; (২) ইবনুল-‘আব্বার, তাকমিলা, ৭৮০; (৩) হাজ্জী খালীফা, ৭খ, ৫৪০; (৪) Pons Boigues Ensayo, 242-4; (৫) Wustenfelf; Geschichtschreiber, নং ২৩১; (৬) আহওয়ানী, in RIMA, 1/1 (1955) 97-8; (৭) Gonzalez Palencia, Literatura, 195; (৮) Brockelmann, S I. 499

Ch. Pellat (E.I.²)/ আবদুল বাসেত

ইবন খায়্যাৎ আল-‘উসফুরী (ابن خياط العسفری) : খালীফা, মৃ. ২৪০/৮৫৪, সাধারণভাবে শাবাব নামে পরিচিত বিশিষ্ট চরিতকার, বংশ তালিকাবিশারদ ও হাদীছ-শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। তিনি সম্ভবত প্রায় ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মনে হয় নিজ শহরেই শিক্ষা লাভ করেন। সে যুগের রীতি অনুযায়ী বিদ্যা শিক্ষার্থে তিন কোন শহরে যান নাই। আল-খাতীব আল-বাগ-দাদী তৎরচিত বাগ-দাদের ইতিহাসে সেরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। অপরাপর জীবনীকারগণও তাঁহার বিদ্যা

শিক্ষার্থে বাহিরে যাইবার বিষয়ে কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। তদুপরি তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বসরার অধিবাসী বা বসরাতে বসবাসকারী।

এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার দাদা (যিনি এই একই নামীয় ছিলেন) এবং তাঁহার পিতা হাদীছ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্টিবান ও তামাদুনিব মনের অধিকারী। যেমন যাহীদ ইবন, যুরায়' সুফয়ান ইবন 'উয়ায়না, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, গুনদার, হিশামু'ল-কালবী, 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-মাদাইনী প্রমুখ। কিন্তু তিনি যাহীদ ইবন যুরায়' (দ্র.)-এরই অধিক ঘনিষ্ঠ ছিলেন যাহাকে ইবন সা'দ বলিয়াছিলেন, "উছমানী মনোভাবাপন্ন একজন সুযোগ্য ব্যক্তি।" ইবন খায়্যাৎ-এর লেখার কতকাংশে সেই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্যাতনামা হাদীছবেত্তাগণ সব দিক মিলাইয়া ইবন খায়্যাৎকে সম্মানিত সরলপন্থী ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার বিখ্যাত ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন আল-বুখারী, 'আব্দুল্লাহ ইবন আহ'মাদ, ইবন হাশ্বাল এবং বাকী ইবন মাখলাদ।

ইবনু'ন-নাদীম-এর মতে তিনি চারখানি গ্রন্থের রচয়িতা : (১) আত-তারীখ; (২) তাবাকাতু'ল-কুররা; (৩) তারীখু'য-যামনা ওয়া'ল-উরজান ওয়া'ল-মারদা ওয়া'ল-উময়ান ও (৪) কিতাব আজযা আল-কু'রআন ওয়া 'আশারিহি ওয়া আসবাহিহি ওয়া আয়াতিহি। মনে হয় যেন ইবনু'ন-নাদীম কর্তৃক উল্লিখিত তাবাকাতু'ল-কুররা গ্রন্থটি এবং তাবাকাত খালীফা ইবন খায়্যাৎ নামে বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকা গ্রন্থটি এইখানির একটি চমৎকার কপি দামিশকের আজ জাহিরিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত। আত-তারীখ গ্রন্থখানিও টিকিয়া আছে। মরক্কোতে উহার একটি কপি (এ পর্যন্ত জানা মতে একমাত্র কপি) পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি একখণ্ডে সমাপ্ত এবং উহার পত্রসংখ্যা ১৬৮, মুসলিম স্পেনে ৪৭৭-১০৮৪ সালে এই অনুলিপিখানি নকল করা হইয়াছিল।

লেখক তারীখ শব্দটির ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থ শুরু করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পর হিজরত হইতে শুরু করিয়া ২৩২/৮৪৬ পর্যন্ত কালের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এবং দেখা যায় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের মক্কা অধ্যায় বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থখানির শুরুত্ব শুধু এই কারণে নহে যে, ইহাই ইসলামের ঘটনাবলীর প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ জরীপ যাহা আমাদের নিকটে পৌছিয়াছে, বরং বিষয়বস্তুর কারণে ও উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্বেও ইহা শুরুত্বের দাবিদার। লেখক দামিশকের উমায়্যা খলীফাগণের প্রতি এবং মুসলিম বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়সমূহের প্রতি, বিশেষ করিয়া মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে অধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রতিটি ঘটনাকে তিনি দুইটি ভিন্ন সূত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : স্থানীয় ও সরকারী। ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের দিকে তিনি মনোযোগ দেন নাই, বরং 'উছমান (রা)-এর শাহদাত, 'আলী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার যুদ্ধ, আল-হ'ররার যুদ্ধ, খারিজী আন্দোলন ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনাবলীর প্রতিই বেশী শুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থটি প্রাথমিক যুগের ইসলামের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আলোচনা বিষয়ক একটি শুরুত্বপূর্ণ দলীল। লেখক প্রত্যেক খলীফার শাসনকাল আলোচনার শেষে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত শাসক, সেনাপতি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবনী গ্রন্থ আত-তাবাকাত বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত এই ধরনের প্রাচীনতম গ্রন্থ; ইবন সা'দ আরও পূর্বকার লেখক হইলেও তাঁহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। ইহার চমৎকার প্রতিলিপিখানি গ্রন্থাকারের জনৈক ছাত্র কর্তৃক কৃত, সম্ভবত তাঁহার জীবিত থাকার সময়েই। বইখানি ৯৭ পত্রের কৃষ্ণী ও নাসখী—এই উভয় রীতির সংমিশ্রিত লিপিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। দীর্ঘ সময়ের কারণে এবং অবশ্যে ব্যবহারের জন্য বর্তমানে ইহার পাঠোদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। ইহাতে আনুমানিক ৩,৩৭৫ জন এমন সব পুরুষ ও নারীর জীবনী গ্রন্থিত হইয়াছে যাহারা ইসলামের প্রথম ২৩৬ বৎসরে হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থখানি দুইটি অসম্মান অংশে বিভক্ত, পুরুষদের জীবনী অংশ খুবই বৃহৎ আর মহিলাদের অংশ ক্ষুদ্র।

ইবন খায়্যাৎ তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও স্বদেশবাসী ইবন সা'দ-এর রীতি হইতে ভিন্ন রীতিতে তাঁহার এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি মদীনাতে বসবাসকারী হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মূল্যায়ন দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, প্রথমে রাসূল (স), তৎপরে গোত্রীয় পরিচয় ও রাসূল (স)-এর সঙ্গে সম্পর্কের নৈকটা অনুসারে কুরায়শ বংশীয়গণ এবং অতঃপর অন্যান্য আরব গোত্রীয়গণ স্থান লাভ করিয়াছেন। অবশেষে তিনি বিভিন্ন মুসলিম শহর ও কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেইগুলির ক্ষেত্রেও একই রকম শুরুত্বের ক্রমঅনুযায়ী পর্যালোচনা করিয়াছেন। জীবনীমূলক তথ্য খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গ্রন্থখানির প্রধান শুরুত্ব এই যে, ইহাতে সম্পূর্ণতা রহিয়াছে এবং লেখক বিশেষ মনোনিবেশের সঙ্গে বংশানুক্রমসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের কালে যেই সকল আরব গোত্র, দল ও পরিবার মদীনাতে হিজরাত করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের প্রত্যেকেরই মূল্যায়ন করিয়াছেন এবং কে কোথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইসলামী আন্দোলন, ১ম/৭ম শতকের ব্যাপক হিজরাত এবং উমায়্যা খিলাফাত সম্বন্ধে (কেননা তাঁহাদের আমলে বিভিন্ন গোত্রীয়গণ শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন) পঠন-পাঠনের জন্য তাঁহার এই তথ্যাবলী অত্যন্ত মূল্যবান। ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাস ও তামাদুন বা সমাজ সম্বন্ধে পড়াশুনার জন্যও বইখানি সমভাবে মূল্যবান।

গ্রন্থখানির উভয় পাঠই পৃথকভাবে সম্পাদনা করিয়াছিলেন সুহায়ল যাককার (দামিশক ১৯৬৭ খৃ.) ও আকরাম আল-উমারী (বাগদাদ ১৯৬৭ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, তাবাকাত, বৈরুত ১৯৫৭ খৃ., ৭খ, ২৮৯; (২) আল-বুখারী, আত-তারীখু'ল-কাবীর, হায়দ্রাবাদ ১৩৬০-৭৮ হি., ৬৪৪; (৩) ইবন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারুহ ওয়া'ত-তা'দীল, হায়দরাবাদ ১৩৬০-৮৩ হি., ১/২, ৩৭৮; (৪) ফিহরিসুত, ২৩২; (৫) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ১খ, ১৭২; (৬) ইবন 'আদী, আল-কামিল, পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে জাহিরিয়াত, দামিশক, পত্রক ১২৩; (৭) ইবন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-৭ হি., ৩খ, ১৬০-১; (৮) যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-ছফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৭৫-৭ হি., ৪৩৬, ৯৪৫, ৯৭৩, ১৪০৫; (৯) সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, পাণ্ডুলিপি ইস্তাঙ্বুলের ৩য় আহ'মাদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত, ৮, ১২৬-৭; (১০) ইবন তাগরীবির্দী, কায়রো, ২খ, ৩০৩; (১১) ইবনু'ল-ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ৯৪।

S. Zakkar (E.I.²)/ছ'মাদুন খান

ইবন খালদুন (ابن خلدون) : ওয়ালিয়্যুদ-দীন 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান (৭৩২-৮৪/১৩৩২-৮২) 'আরব-মুসলিম সংস্কৃতির অবক্ষয় যুগের অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, একজন ঐতিহাসিক, সমাজ-বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও নিউ মহিষের পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে সর্বজনস্বীকৃত। স্বভাবতই তাঁহার জীবন ও কর্ম লইয়া অসংখ্য অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে, রচিত হইয়াছে প্রচুর গ্রন্থ। আর তাহার ফলে তাঁহার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হইয়াছে, এমন কি কিছু পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যারও অবকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবন, কর্ম ও অবদানসমূহের মূল্যায়ন বিশ্লেষণে অদ্যাবধি উচ্চতর গবেষণা কর্মসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এখনও বিদ্যমান।

১. **জীবনী** : ইবন খালদুনের জীবনকে তিন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ের ২০ বৎসর ইবন খালদুনের বাল্য ও শিক্ষা জীবন; দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ বৎসরকাল পরবর্তী অধ্যয়ন, সমীক্ষা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অতিবাহিত হয়; শেষ অধ্যায়ের সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর তিনি সুপণ্ডিত, শিক্ষক ও প্রশাসক-বিচারক হিসাবে অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনের উল্লিখিত প্রথম দুই অধ্যায় মুসলিম পাশ্চাত্য তথা তিউনিসিয়া ও স্পেনে কাটে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি অংশত মাগরিব ও মিসরে কাটান।

তিউনিসি়ে : ১ রামাদান, ৭৩২/২৭ মে, ১৩৩২ সনে ইবন খালদুন তিউনিসি়ের এক 'আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই 'আরব পরিবারটি হাদরামাওত হইতে আসিয়া মুসলিম বিজয় অভিযানের সূচনা পূর্বে (ইবন হ'াম্ম', জামহারা, সম্পা. Levi-Provencal 430) স্পেনের সেভিলে বসতি স্থাপন করেন। পরিবারটি এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। ইহার পর ইবন খালদুনের পূর্বপুরুষ স্পেনে খুস্তান কর্তৃক (Recon quista) পুনর্দখল অভিযান শুরু করার অব্যবহিত পূর্বে সেভিলে পরিত্যাগ করিয়া সিউটা (سبتة) যায় এবং সেখান হইতে ইফরীকিয়া গমনের পর হাফসী আবু যাকারিয়ার শাসনকালে (৬২৫-৪৭/১২২৮-৪৯) তিউনিসি়ে বসতি স্থাপন করে। আবু ইস্হাকের শাসনামলে (৬৭৮-৮১/ ১২৭৯-৮৩) ইবন খালদুনের প্রপিতামহ আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসানকে রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইবন খালদুনের এই প্রপিতামহ আদাবুল-কাতিব [দ্র. E Levi-Provencal in Arabica ii (1955), 280-8] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী ইবন আবী উমারা (৬৮১-২/১২৮৩-৪) তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় পদ হইতে অপসারণ করেন এবং হত্যা করেন। প্রথমে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পরে অত্যাচার-নির্যাতন চলাইয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদও বুগী (Bougie) ও তিউনিসি়ে বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইবনুল-লিহয়ানী (৭১১-৭/১৩১১-৭)-র পতনের পর তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন। ৭৩৭/১৩৩৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। মুহাম্মাদের পুত্র ও ইবন খালদুনের পিতা বিচক্ষণতার সহিত রাজনীতি এড়াইয়া চলেন এবং একজন ফাকী' ও শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে (তারীফ, ১০-১৫) জীবন যাপন করিতে থাকেন।

ইহার ফলে পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মানের সুশিক্ষা লাভ নিশ্চিত হয়। তিউনিসি়ের সর্বাপেক্ষা প্রথিতযশা শিক্ষকদের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর (তারীফ) অনেকখানি অংশ জুড়িয়া এই সকল শিক্ষকের সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মূলত কু'রআন,

হাদীছ', 'আরবী ভাষা ও ফিক্-হ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় (৭৪৮-৫০/১৩৪৭-৯) মারীনীয়া আক্রমণ অভিযান শুরু হওয়ার ফলে সুলতান আবুল-হাসান তিউনিসি়ে আগমন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিরাট একদল ধর্মতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিষয়ক সুপণ্ডিতের তিউনিসি়ে আগমন ঘটে। ইহাতে তরুণ ইবন খালদুনের জ্ঞানের পরিধি অনেকখানি প্রসারিত হয়। শুভ ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি, বিশেষত আল-আবিলীর তত্ত্বাবধানে দর্শন ও 'আরব-মুসলিম চিন্তাধারার মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। অবশ্য তাঁহাকে প্রচুর দুর্ভোগ ও কষ্টের শিকার হইতে হয়। তিউনিসিয়ায় মারীনীয়া দখল বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া শেষ হয়। ইহা ছাড়া তথায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা বিশ্বে এই ভয়ঙ্কর মহামারীতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। তিউনিসিয়ায় এই রোগটি আসে প্রাচ্য হইতে। তিউনিসিয়ায় বহু লোক মারা যায়। ইবন খালদুনের মাতা-পিতাও এই রোগে মৃত্যুবরণ করেন। ইবন খালদুন তখন মাত্র ১৭ বৎসরের তরুণ। তরুণ মনে এই বিভীষিকা যে গভীর রেখাপাত করে তারীফ ও মুকাদ্দমা গ্রন্থের বহু স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিউনিসি়ের প্লেগ মহামারী তাঁহার জীবনের প্রথম বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা যাহা তাঁহার মন-মানসে সন্দেহাতীতভাবে প্রভাব ফেলে। ইহা ছাড়া মারীনীয়া পণ্ডিত সুধীবর্গ তিউনিসি়ে ত্যাগ করায় এক বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সময় দৃশ্যত তরুণ ইবন খালদুনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে তিউনিসিয়া ত্যাগ করিয়া তৎকালীন মুসলিম পাশ্চাত্য মনীষার গৌরবোজ্জ্বল রাজধানী মরক্কোর ফেযে গমন। তিনি বলেন (তারীফ, ৫৫), তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা ছিল প্রবল। তাঁহার বড় ভাই মুহাম্মাদ তাঁহাকে তাঁহার দেশান্তর গমনের পরিকল্পনা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন। তবে তাহা অচিরেই ব্যর্থ হয়।

ফেয দরবারে : ৭৫১/১৩৫০ সনের শেষভাগে ফেয-এর প্রভাবশালী প্রাসাদ অধ্যক্ষ ইবন তাফরাজীন অনূর্ধ্ব ২০ বৎসরের তরুণ ইবন খালদুনকে 'আলামা' (শাসকের সরকারী স্বাক্ষর) দফতরের লেখক নিযুক্ত করেন। সুলতান আবু ইস্হাকের পক্ষে তাফরাজীন তাঁহাকে এই নিয়োগ প্রদান করেন। ইবন খালদুন এই নিয়োগ গ্রহণ করেন। তবে এই পদে দীর্ঘকাল থাকিবার ইচ্ছা দৃশ্যত তাঁহার ছিল না (তারীফ, ৫৬১)। কনস্টানটাইন (Constantine)-এর আমীর আবু য়াযীদ (৭৫৩/১৩৫২) ইফরীকিয়া আক্রমণ করিলে তাঁহার ঐ পদত্যাগের এক বাঞ্ছিত সুযোগ উপস্থিত হয়। পরাজয়ের ফাঁকে তিনি তাঁহার মনিবের সহিত ফেয ছাড়িয়া এব্বায় (Ebba) গিয়া সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি তেবেসুয়ায় যান, তেবেসুয়া হইতে গাফসা ও পরে বিসকারাতে পৌঁছান। সেখানে তিনি বানু মুহনী গোত্রের সাহচর্বে শীতকাল অতিবাহিত করেন। এখান হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু, যাহা একদিকে যেমন পণ্ডিতসুলভ, অন্যদিকে তেমনি দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। জীবনের গতিপথের নানা পট পরিবর্তনের মাঝে ইবন খালদুনের জীবনের এই অধ্যায়ের শুরু। পরবর্তীকালেও অনুরূপ পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাঁহার জীবন ও কর্মের সমীক্ষক ও আলোচকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁহার জীবনের এই পট পরিবর্তনের যৌর সমালোচনা করিয়াছেন; তবে হয়ত এই পরিবর্তন মন্দ কিছু ছিল না। ইবন খালদুন ইফরীকিয়ার সর্বমাসী গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় আটকাইয়া পড়িতে চান নাই যেখানে ঐ সময় ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া চলিতেছিল এবং রাজদরবারেও আনুগত্য ও সদাচরণের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়াছিল।

ইতোমধ্যে মারীনীয়া শাসক আবু'ল-হাসান এক দুর্ভাগ্যজনক অভিযানের পর নিহত হন (৭৫২/১৩৫১)। মাগ'রিবের পশ্চিমাঞ্চল তাঁহার পুত্র আবু 'ইনানের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া যায়। আবু 'ইনান অবশ্য পিতার মৃত্যুর অপেক্ষা না করিয়া ফেযের সিংহাসনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। মারীনীয়দের আধিপত্য আবার ঐ অঞ্চলে দৃশ্যত সংহত হইতে থাকে। আবু 'ইনান তিলমসেন (Tlemcen, ৭৫৩/১৩৫২) দখল করেন এবং বুগী (Bougie) আবার তাঁহার পদানত হয়। বিসকারা হইতে ইবন খালদুন তাঁহাকে সহায়তার প্রস্তাব দেন। ফেয যাত্রাপথে মারীনীয়া প্রাসাদ অধ্যক্ষ ও বুগীর গভর্নর ইবন আবি 'আমরের সহিত ইবন খালদুনের সাক্ষাত ঘটে। তিনি ইবন খালদুনকে তাঁহার নূতন আবাসে অবস্থানের আমন্ত্রণ জানান। তিনি ইবন আবি 'আমরের প্রাসাদে কিছুদিন কাটান (৭৫৪/১৩৫৩-৪ সনের শীতের শেষ অবধি)। উহার পর ফেয দরবার হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। তিনি সরকারীভাবে সুলতানের সাহিত্য সভার (মাজলিসুহ'ল-'ইলমী) সদস্য ছিলেন। অচিরে তিনি সুলতানের সচিবমণ্ডলীরও (কিতাবাতুহ) অন্তর্ভুক্ত হন। অবশ্য এই সব পদ সম্পর্কে তিনি আদৌ উৎসাহিত ছিলেন না। কেননা এই ধরনের পদ তাঁহার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পতিপূর্ণ ছিল না অর্থাৎ এই পদ তাঁহাদের পারিবারিক ঐতিহ্যগত মর্যাদার তুলনায় হেয় ছিল। এই মন্তব্য হইতে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সের তরুণ যুবা ইবন খালদুনের সুদূরপ্রসারী উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য ঈশ্বং হতাশ ইবন খালদুন প্রধানত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন (তা'রীফ, ৫৯), "আমি চিন্তানুশীলন, অধ্যয়ন ও মহান শিক্ষকদের পদপ্রাপ্তে বসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণে নিজেকে নিয়োজিত করিলাম (এই শিক্ষকগণ ঐ সময় মাগ'রিব ও স্পেন হইতে আসিয়া ফেযে অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিলেন) এবং উহা হইতে প্রভূত উপকৃত হইলাম।" সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনীতিতে আগ্রহ অপেক্ষা জ্ঞানানুসন্ধানই তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তবু এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে, সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে তিনিই হয়ত বুগীর সাবেক রাজত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য এই চক্রান্তে শরীক হওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, চক্রান্তে, বিদেহ ও ঈর্ষামূলকভাবে (তা'রীফ, ৬৭) তাঁহাকে এই অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরেও অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। আবু 'ইনানের মৃত্যু অবধি তিনি দীর্ঘ দুই বৎসর (৭৫৮-৯/১৩৫৭-৮) কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইহার পর সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে সংঘাতজনিত গোলযোগ শুরু হয়, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাত চলিতে থাকে। অতঃপর মুক্ত ইবন খালদুনও সেকালের রীতি অনুযায়ী ঐ সকল দন্দু-সংঘাত ও চক্রান্তে যোগ দেন। আনুগত্য বদল ছিল তখন সচরাচর ব্যাপার; তিনিও উহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অচিরেই ইবন খালদুন, শা'বান, ৭৬০/জুলাই, ১৩৫৯ সনে নূতন সুলতান আবু সালিমের মন্ত্রী পরিষদের সচিব (কিতাবাতু'স-সিরর ওয়া'ত-তারসীল) পদে নিযুক্ত হন। আরও সূচারুপক্ষে তাঁহার ভূমিকা পালন ও তাঁহার অবস্থান সুদূর করার জন্য তিনি রাজদরবারের কবি ("আখাযতু নাফসী বিশ-শির'রি", তা'রীফ, ৭০) হওয়ারও চেষ্টা করেন। তিনি স্তবক কবি হিসাবে তাঁহার রচিত কবিতা হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তাঁহার সৌভাগ্যে ভাটা পড়ে। দুই বৎসর পর তিনি মন্ত্রী পরিষদের সচিবের পদ ছাড়িয়া বিচার বিভাগীয় মাজালিম পদে যোগ দেন। পরে নূতন সুলতানের

সিংহাসন আরোহণের কালে আরও গোলযোগ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ইবন খালদুন সময়মত আনুগত্য পরিবর্তন করেন। তাঁহার নিকট মনে হয় যে, তাঁহাকে অন্যায়ভাবে বিজয়ের সুফল হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার তিক্ততার কথা গোপন রাখেন নাই। ফলত তাহার অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয় এবং বহু অসুবিধার পর গ্রানাডায় চলিয়া যাইবার অনুমতি পান (শরৎ ৭৬৪/১৩৬২)।

গ্রানাডার দরবারে : রামাদান ৭৬০ আগস্ট ১৩৫৯ সনে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-আহ'মার সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি তাঁহার বিখ্যাত উযীর ইবনু'ল-খাতীবসহ মুহাররাম, ৭৬১/ডিসেম্বর, ১৩৫৯ সনে ফেযে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ইবনু'ল-খাতীব ও তরুণ ইবন খালদুনের মধ্যে এক নিখাদ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে যাহা কিছু অনিবার্য ও অপ্রীতিকর টানাপোড়নে সত্ত্বেও কালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জুমা-২ ৭৬৩/এপ্রিল, ১৩৬২ সনে মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-আহ'মার তাঁহার রুত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলে ইবনু'ল-খাতীব তাঁহার পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। ইবন খালদুন ভাগ্যের পট পরিবর্তনে ভূমধ্যসাগরের ওপারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ফেযে খাতীবের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে গ্রানাডায় ইবন খালদুন সর্বোচ্চ সম্মানে গৃহীত হন। ৭৬৫/১৩৬৪ সনে তাঁহাকে নিষ্ঠুর পেড্রো (Pedro the Cruel)-এর সন্নিধানে এক কঠিন শাস্তি দৌত্যে সেভিলে পাঠানো হয়। খৃষ্টান বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার এই যোগাযোগ তাঁহার চিন্তে যথেষ্ট রেখাপাত করে। ঐ সময়টি ছিল তৎকালীন খৃষ্টান বিশ্বের এক ক্রান্তিকাল। এই দৌত্য মিশন হইতে ফিরিবার পর নাসরীয় আমীর তাঁহাকে প্রচুর সমাদর করেন। ইহার পর ইবন খালদুন তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কনস্টানটাইনে আনিবার জন্য লোক পাঠান। তবে তরুণ বন্ধু ইবন খালদুনের সাফল্যে ইবনু'ল-খাতীব কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। আর এই কারণেই ইবন খালদুন তাঁহার অনুকূল অবস্থার পুরা সুযোগ না লইবার সিদ্ধান্ত নেন (বসন্তকাল ৭৬৬/১৩৬৫)।

বুগী রাজদরবারে : ইহা সত্য যে, এই সময় ইবন খালদুনের উচ্চাভিলাষ পূরণের সুবর্ণ সুযোগ আসে। তাঁহার বন্ধু আবু 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ তাঁহার বুগী রাজ্য উদ্ধার করেন। কথিত আছে, এই আবু 'আবদিল্লাহর সঙ্গে ইবন খালদুন ফেযে এক চক্রান্তে যোগ দিয়াছিলেন। আবু 'আবদিল্লাহ তাঁহাকে হাজিব পদ (প্রাসাদ অধ্যক্ষ) দানের প্রস্তাব করেন। তৎকালে হাজিব পদটি ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ। ইবন খালদুনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাহ'য়াকে উযীর পদে নিয়োগ করা হয় (পরের নিবন্ধ দ্র.)। ইবন খালদুন একই সঙ্গে ফিক'হশাস্ত্রের শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার এই সাফল্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পরের বৎসর কনস্টানটাইন-এর আমীর আবু'ল-'আব্বাস স্বীয় জ্ঞাতভ্রাতা 'আবদুল্লাহ মুহ'াম্মাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে চরমভাবে পরাজিত করেন। 'আবদুল্লাহ মুহ'াম্মাদ নিহত হন। ইবন খালদুনকে এই অবস্থায় প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, নিহত শাসকের এক কনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষে তাঁহার যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং উল্টা বুগী শহরটি বিজেতাদের হাতে তুলিয়া দেন (শা'বান, ৭৬৭/মে, ১৩৬৬) এবং নিজে আবু'ল-'আব্বাসের চাকুরীতে যোগ দেন। অবশ্য ইহাও খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইবন খালদুন ঘটনা প্রবাহের গতি বুঝিতে পারিয়া সময়মত পদত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি দাওয়াবিদা 'আরবদের নিকট ও পরে বিসকারা-এর বানু মুযনী গোত্রের বন্ধুদের নিকট

আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা যাহ'য়া বন্দী হন। সুলতান আবু হামমু ১৭ রাজাব, ৭৬৯/৮ মার্চ, ১৩৬৮ সনে লিখিত এক পত্রে (তারীফ, ১০২-৩) তিলিমসান (Tlemcen)-এ হাজিবের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে ইবন খালদুন বিনম্র জওয়াবে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে নিজ ভ্রাতা যাহ'য়াকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। যাহ'য়া ইতোমধ্যে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে স্বীয় মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, “বস্তুতপক্ষে আমি ইতোমধ্যে পদের মোহ (গিওয়ায়াতু'র-রুতাব) হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম। সর্বোপরি, আমি বহুকাল ধরিয়া জ্ঞান চর্চায় অবহেলা করিয়া আসিতেছিলাম। তাই আমি শাসক রাজাদের সকল বিষয় হইতে নিজেকে সরাইয়া আমার সকল শক্তি ও উদ্দীপনা অধ্যয়ন (আল-কিরা'আ) ও শিক্ষা দানে নিয়োজিত করিয়াছিলাম” (তারীফ, ১০৩)।

এইরূপে বিস্কারায় তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু ইবনু'ল-খাতীবের (তারীফ, ১০৩-৩০) সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপে নিয়োজিত হন। পত্রগুলি বাজায় ওজস্বিতা ও অলংকারে দীপ্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত হইতে দূরে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিউনিসের হা'ফসী শাসক ও তিলিমসান (Tlemcen)-এর 'আবদুল-ওয়াদিদ আবু হামমু যখন আবু'ল-আব্বাসের বিরুদ্ধে একজোট হন তখন তিনি এই জোটকে সমর্থন দেন। ইহার পর তিনি নিজেই মারীনীয়া আবু ফারিসের জন্য মদদ ও সমর্থন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তিনি সত্যিকার অর্থেই একটি বড় শক্তিকে মদদ যোগানোর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় সেনাদল সংগঠিত করিবার উদ্যোগ নেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরূপ ঘটনা তাঁহার হিসাব ভুল্ল করিয়া দেয়। ক্ষমতার দাবীদারের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় জোটে বারংবার রদবদল ঘটতে থাকে। মূলত বিজয়ীকে সমর্থন দানে তাঁহার ব্যর্থতা সম্ভবত এইজন্য দায়ী। যাহা হউক, একথা বলিতেই হয় যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মুসলিম পাশ্চাত্যে সত্যিকার অর্থে কোনও বিজয়ীর অস্তিত্ব ছিলই না। অধিকন্তু বানু মুঘনী গোত্রে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিরোধিতা করিতে শুরু করে। আবার ইবন খালদুন রাজনীতির মোহ এড়াইবার চেষ্টা করেন। তিনি আবু মাদয়ানের রিবাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত বর্ণনায় তিনি বলেন, “যদি শান্তিতে থাকিতে পারি তাহা হইলে অবসর জীবন যাপন ও একান্তভাবে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগই হইবে আমার জন্য বাঞ্ছনীয়” (তারীফ, ১৩৪)। তিনি শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই, বেশী দিন শান্তিতে থাকাও তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। এই কারণে মধ্যমাগরিব অঞ্চলে নূতন কিছু বিপর্যয়ের পর তিনি জীবনযুদ্ধে ফেবে ব্যর্থতা বরণ করেন (৭৭৪/১৩৭২)। প্রথমে সাদরে গৃহীত হইলেও পরে সেখানে তাঁহাকে শ্রেফতার করা হয়। আরও পরে তিনি মুক্তি পান ও পরিশেষে তাঁহাকে মুসলিম স্পেনে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হয় (বসন্তকাল ৭৬৬/১৩৭৫)। তিনি দুনিয়াদারী ছাড়িয়া মুসলিম স্পেনে স্থায়ী বসতি স্থাপন এবং জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত” (কাসদুল-কারার ওয়া'ল-ইনকিবাদ ওয়া'ল-উকুফ 'আলা কিরা'আতি'ল-ইলম)। (তারীফ, ২২৬) হইতে মনস্থ করেন। কিন্তু আবার তাঁহাকে হতাশায় পাইয়া বসে। ইতোমধ্যে তিনি এমন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিলেন যাহার খ্যাতি সুনিশ্চিতভাবেই সর্বশ্রীষ্ট পক্ষের মনে সংশয় সৃষ্টি করিত। সেইজন্য অতঃপর তিনি কার্যত এক বিতর্কিত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত হন যাহার সম্পর্কে জনমনে মিশ্র অনুভূতি বিরাজ করিত। বস্তুত কখনও তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে সন্দেহমুক্ত ছিলেন না, অথচ ঐ সময় দৃশ্যত তাঁহার

একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁহার অতীত উত্থান-পতনসঙ্কল অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ ও তাঁহার ধারণাগুলিকে সুবিন্যস্ত রূপ দেওয়া।

ইবন সালামার দুর্গ প্রাসাদে ৪ থানাডা ছাড়ার জন্য কার্যত আদেশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে ইবন খালদুন মাগ'রিবে ফিরিয়া আসেন এবং কিছু অসুবিধা ও সমস্যা মুকাবিলায় পর পরিবারসহ (১ শাওওয়াল, ৭৭৬/৫ মার্চ, ১৩৭৫) তিলিমসান (Tlemcen) -এ বসতি স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার বন্ধু উযীর ইবনু'ল-খাতীব যাহাকে তিনি বাঁচাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন (তারীফ, ২২৭) এবং যাহার জন্য তিনি থানাডার আমীরের দৃশমন গণ্য হইয়াছিলেন সেই বন্ধুকে ফেবের কারণে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। ইবন খালদুন হয়ত বা এই ঘটনাকে তাঁহার জন্য হুশিয়ারী হিসাবে দেখিয়াছিলেন। ইহার পর দৃশ্যত নিশ্চিতভাবেই অধ্যয়ন ও শিক্ষা দানের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে আবদ্ধ রাখার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে তিলিমসান-এর সুলতান তাঁহার অতীত ভুলিয়া যাইতে রাখি ছিলেন; কারণ হাজার হউক, ইবন খালদুন তাঁহার যেমন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তেমন তাঁহার পক্ষাবলম্বনও করিয়াছিলেন। ইবন খালদুনকে আরও একবার তাঁহার মতলব হাসিলের কাজে লাগানোই ছিল উদ্দেশ্য। সুলতান তাহাকে দাওয়াবিদায় এক মিশনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইবন খালদুন এই দায়িত্ব গ্রহণের ভান করেন। কিন্তু তিলিমসান ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরই তিনি আওলাদ 'আরীফের গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা তাঁহাকে স্বাগত জানায় এবং তাহার পক্ষে তিলিমসান-এর সুলতানের নিকট ইবন খালদূনের পরিবারবর্গকে তাঁহার সকাশে পাঠাইয়া দেওয়ার অনুরোধ জানায়। সুলতান অনুমতি দেন। পরবর্তী চার বৎসর (৭৭৬-৮০/১৩৭৫-৯) ইবন খালদুন ওরান প্রদেশের অন্তর্গত (তারীফ, ২২৮) অধুনা ফ্রেন্দা (Frenda) হইতে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ইবন সালামার দুর্গ প্রাসাদে কাটান। সময়টি ছিল ইবন খালদূনের জীবনে এক চূড়ান্ত দ্রাবাকাল। প্রথমবারের মত এইবার সত্যই তিনি তাঁহার কাজিক্ত “গর্বিত নির্জন বাসে” (ivory tower) আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার এই অবসর যাপনকালে (তারীফ, ২২৯) মুকা'দিমার মূল পরিকল্পনা (আন-নাইওয়া'ল-গারীব) সম্পর্কে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি মুকা'দিমা রচনা করেন।

আবার তিউনিসে ৪ ইহার পর মুকা'দিমা প্রণয়ন অব্যাহত রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ দলীল-প্রমাণের আবশ্যিকতা প্রকট হইয়া উঠে। ঐ সময় ইবন খালদূনের বয়স ছিল ৪৭ বৎসর। ২০ বৎসর বয়সে ছাড়িয়া আসা তিউনিসে ফিরিবার স্বপ্ন তিনি দেখিতেছিলেন। কেননা “এই তিউনিসেই আমার পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন যেখানে এখনও তাঁহাদের বসতবাড়ি, বিষয়-আশয়ের নির্দশন ও সমাধি রহিয়াছে” (তারীফ, ২৩০)। তিনি তিউনিসিয়ায় হা'ফসী রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্থপতি আবু'ল-আব্বাসের (৭৭১-৯৬/১৩৭০-৯৫) নিকট তিউনিসে ফিরিবার অনুমতি চাহিয়া পত্র পাঠান এবং অনুমতিও পান। বুগীতে ১০ বৎসর আগে আবু'ল-আব্বাসের সহিত ইবন খালদূনের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। শা'বান, ৭৮০/নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৩৭৮ সনে তিনি তাঁহার জন্মস্থান তিউনিসে গিয়া (তারীফ, ২৩১) “মুসাফিরত্ব পরিত্যাগ করেন”। এখানে শিক্ষক ও সুধী হিসাবে তাঁহার নূতন জীবন শুরু হয়। এখানেই তিনি তাঁহার ইবার (তারীফ)-এর প্রথম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং

একটি সুদীর্ঘ তুতিমূলক কবিতাসহ (তা'রীফ, ২৩৩-৪) ঐ গ্রন্থের প্রথম কপিটি সুলতানকে উপহার দেন। কিন্তু শিক্ষা দানে তাঁহার সাক্ষ্য ও কাসকের সমাদরের কারণে ইবন খালদুনের অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্ত চলিতে থাকে। আর বিখ্যাত ইবন 'আরাফার মত ব্যক্তি সেই কূট চক্রান্তের মধ্যমণি হওয়ায় ইবন খালদুন চরম অশুভ আশঙ্কা করিতে থাকেন। তিনি মুসলিম পাশ্চাত্য তথা মাগরিব দেশ পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা মাগ'রিবের যেখানেই তিনি গমন করুন না কেন, তাঁহার সঙ্কট সমাকীর্ণ অতীত তাঁহার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করিতেছিল। সেইজন্য তিনি হাজ্জ যাত্রার উদ্দেশ্যে মাগ'রিব হইতে পাড়ি জমান। সুলতান এজন্য তাঁহাকে অনুমতি মঞ্জুর করেন। আলেকজান্দ্রিয়া যাইবার জন্য একটি জাহাজ তখন প্রস্তুত ছিল। ইবন খালদুন ১৫ শা'বান, ৭৮৪/২৪ অক্টোবর, ১৩৮২ সনে ঐ জাহাজে আরোহণ করেন (তা'রীফ, ২৪৫)।

কায়রোয়ঃ মামলুক রাজধানীতে পৌছিয়া বস্তুত ইবন খালদুন চমৎকৃত হন। আল-আযহারে তাঁহার ক্লাসে অর্গণিত ছাত্র সমবেত হইতে থাকে। অচিরেই তিনি আল-কামহিয়া মাদরাসায় মালিকী ফিক'হ-এর একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তিনি মালিকী মায'হাবের প্রধান কাদী (জুমাদা-২, ৭৮৬/- জুলাই-আগস্ট, ১৩৮৪)-ও নিযুক্ত হন। ইহার পর মিসরে ইবন খালদুনের দুর্ভোগ-নিগ্রহ শুরু হয়। সুলতান আজ-জাহির বারকুকের হস্তক্ষেপে ইবন খালদুনের পরিবার মিসরে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অনুমতি পাইলেও দুর্ভাগ্যবশত তাঁহাদের জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া উপকূলের অদূরে ডুবিয়া যায়। ঐ সময়ে যুগপৎ তাঁহার নিজের জিদ ও শত্রুর চক্রান্তে তিনি কাদী (জুমাদা-১, ৭৮৭/জুন-জুলাই, ১৩৮৫) পদ হইতে বরখাস্ত হন। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন বিদেশীকে নিযুক্ত দেখিয়া ইবন খালদুনের শত্রুরা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ৭৮৯/১৩৮৭ সনে তিনি নব নির্মিত আজ-জাহিরিয়া মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে হাজ্জ হইতে ফিরিবার পর তাঁহাকে সারণাতমিশ মাদরাসার হাদীছের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ইবন খালদুন ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্ত'তার (তা'রীফ, ২৯৪-৩১০) উপর প্রদত্ত তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণগুলি (মুহ'ব্বারাম, ৭৯১/জানুয়ারী, ১৩৮৯) পুরাপুরি অটুটভাবে সংরক্ষণ করেন। ঐ সময় তিনি যুগপৎ মিসরের সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বপূর্ণ সূফী কেন্দ্র বায়বার্সের খানকাহ-এর প্রধান হিসাবেও নিযুক্ত হন। অতঃপর সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে তাঁহাকে আবার কাদী নিয়োগ করা হয় (১৫ রামাদান, ৮০১/২১ মে ১৩৯৯)। তিনি আবার পদচ্যুত হন (মুহ'ব্বারাম, ৮০৩/ আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৪০০)। কয়েক মাস পরে দামিশ্ক পুনরুদ্ধার অভিযানে তাঁহাকে আন-নাসিরের সঙ্গে যাইতে হয়। তায়মুরলঙ্গ আলোপাপো দখলের পর দামিশ্ক অবরোধ করিয়া হুমকির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আন-নাসির অবশ্য কায়রোয় তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুতির চক্রান্ত চলিতেছে সন্দেহে শশব্যস্ত হইয়া এবং ইবন খালদুনকে এই বিষয়ে কোনও রকম সতর্ক না করিয়াই অবরুদ্ধ দামিশ্ক শহরে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান। ইবন খালদুন নিরাপত্তার (আমান) মিথ্যা আশ্বাসের ভিত্তিতে দামিশ্ক শহর তায়মুরলঙ্গের হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা পালন করেন। ইবন খালদুন এই মঙ্গোল নেতার সহিত সাক্ষাৎকারের এক বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন (তা'রীফ, ৩৬৬-৮৩)। বস্তুত তাঁহার নিকট হয়ত মনে হইয়াছিল যে, তায়মুরলঙ্গের মধ্যে শতাব্দীর এমন এক ব্যক্তিত্বের

সাক্ষাত পাইয়াছেন যাহার মাঝে মুসলিম জাহানকে পুনরায় একত্র করিবার ও ইতিহাসকে এক নয়া দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মত যথেষ্ট অনুরাগ ('আসাবিয়াঃ) আছে (তা'রীফ, ৩৭২, ৩৮২)। পরিশেষে তায়মুরলঙ্গের জন্য মাগ'রিব দেশের এক বিবরণ লিখিয়া দিয়া ও দামিশ্ক শহরে অগ্নি সংযোগ ও লুণ্ঠনের বিজীঘিকা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি কায়রো ফিরিয়া আসেন। পথিমধ্যে দুর্বৃত্তরা তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। তায়মুরলঙ্গের প্রতি তাঁহার আপোষধর্মী মনোভাব (তা'রীফ, ৩৭৮) সন্তোষ দরবারে তাঁহাকে স্বাগত জানানো হয়। আরও চারিবার তাঁহাকে কাষী নিযুক্ত ও পদচ্যুত করা হয়। ২৬ রামাদান, ৮০৮/১৬ মার্চ, ১৪০৬ সনে তাঁহার ইনতিকালের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শা'বান, ৮০৮/জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, ১৪০৬ সনে ষষ্ঠ ও শেষবারের মত তিনি কাদী পদে নিযুক্তি লাভ করেন।

কায়রো থাকাকালে ইবন খালদুন মুসলিম পাশ্চাত্য তথা মাগ'রিবের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। তিনি তাঁহার গাঢ় রক্তের আল-খেল্লার মাগ'রিবী পরিচ্ছদ বহাল রাখিয়াছিলেন। তিনি মিসর ও মাগ'রিবের সুলতানদের মধ্যে ঔভেচ্ছা উপহার বিনিময় উৎসাহিত করিতে এবং তাঁহাদের মধ্যে সহযোগিতার একটি পরিবেশ গড়িতেও (তা'রীফ, ৩৩৫-৪৬) প্রয়াসী ছিলেন। তিনি তাঁহার ইবার গ্রন্থের একটি কপি মারীনীয শাসক আবু ফারিসকে (৭৯৬-৯/১৩৯৪-৬) পাঠান, বঙ্গ-বান্ধবের সহিত পত্র বিনিময় অব্যাহত রাখেন ও বিশেষত গ্রানাডার বিখ্যাত কবি ইবন যামরাক (তা'রীফ, ২৬২-৭৪) তাঁহাকে যে সমস্ত পত্র পাঠান সেই সব পত্রের ব্যাক্য ও কবিতার চরণসম্বলিত দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলি সংরক্ষণ করেন।

ইবন খালদুনের জীবনের মূল্যায়ন হইয়াছে বিভিন্নভাবে। আর এই মূল্যায়ন সাধারণভাবে বলিতে গেলে অনেকটা কঠোর দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। কোনও সন্দেহ নাই যে, তিনি একটি বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক, চড়া মেজাজ, উচ্চাভিলাষ ও দৈর্ঘ্যবোধক আচরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেও কিছু সে কথা গোপন করার চেষ্টা করেন নাই, বরং খোলাখুলিভাবে তাঁহার তা'রীফ গ্রন্থে বারংবার নিজ আনুগত্য বদলের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চিন্তাশৃঙ্খল্য ও দেশপ্রেমহীনতার অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কঠোর মূল্যায়ন প্রযোজ্য হইতে হইলে উহার পূর্ব শর্ত হিসাবে কোনও একটি দেশের প্রতি আনুগত্যের ধারণার অস্তিত্ব থাকিতে হইবে যাহার অস্তিত্ব আদ্যপেই তখন ছিল না। খোদ দেশপ্রেমের ধারণার অস্তিত্ব ছিলই না বলা চলে। একজন মুসলিম তখন যে কোন মুসলিম দেশকে স্বদেশ হিসাবে বিবেচনা করিত। যুরোপের সম্পর্কে আসিয়া প্রভাবিত না হওয়া অবধি মুসলিম চিন্তাধারাতে আধুনিক সংকীর্ণ অর্থে দেশপ্রেম নামক উপাদানের ছায়াপাত ঘটে নাই। তখন একমাত্র ধর্মত্যাগই বিদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হইত। একজন মানুষের প্রতি আর একজন মানুষের বিশ্বস্ততার ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই আনুগত্যের বিবেচনা সীমিত ছিল। তাহা ছাড়া তৎকালে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার লোকেরাও নিত্য কূটনৈতিক কর্ম করিতেন। সর্বোপরি ইবন খালদুনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহার প্রতি ভূরিত ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি পালান্দ্রমে কখনও তাঁহাদের দুশমন, কখনও তাঁহাদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় কাজ করিতেন। আর এইভাবে সত্যিকার কারণ থাকুক বা নাই থাকুক, শুধু সাবধানতা বা নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বহু লোক বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইত। ইবন খালদুনের সময়ে মুসলিম পাশ্চাত্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিত তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে কয়েক দফা ছোটখাট ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রয়াস বলা যায়।

কাজেই আমাদের সমসাময়িককালের মানদণ্ডে নয়, বরং ইবন খালদুনের সময়কার মূল্যমানের নিরিখেই তাহার মূল্যায়ন করিতে হইবে।

সর্বোপরি তাঁহার রচিত মুকাদ্দিমায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি আশ্চর্য পরিষ্কার চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতালিপ্সু, দুঃসাহসিকতার আদ্বাদ, এমন কি রাজনৈতিক প্রশ্নে কঠোর মনোভাব তাঁহার আচরণকে পরিচালিত করে। তবু সেগুলিই সম্ভবত সব নয়। তিনি স্বজাতি প্রেম ('আসাবিয়াঃ') ধারণার তান্ত্রিক ছিলেন। কাজেই তাঁহার মত একজন ব্যক্তি যদি 'আরব মুসলিম সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনও পরিকল্পনার কথা না ভাবিয়া থাকেন তাহা আশ্চর্যের কথাই বলিতে হইবে। তিনি পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করিয়াছেন, 'আরব মুসলিম সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁহার আমৃত্যু স্বপ্ন। এইজন্য তিনি যে সব উত্থান-পতনময় অভিযানে শরীক হইয়াছিলেন সেগুলিকে ইসলামের মর্যাদা ও আধিপত্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী এক 'আসাবিয়ার জন্য তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস বলা যায়। কতকগুলি ঘটনা এই ধারণার পক্ষে সমর্থন যোগায় ঠিকই, কিন্তু কোথাও তিনি এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই; তাঁহার তারীফে এক্ষেত্রে কোনই সাহায্যে আসে না। আগেই বলা হইয়াছে, তারীফে খোদ গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার কোন সন্ধান মিলে না, তাঁহার বাহিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাতই কেবল মিলে। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত মনোভাব জানিবার কোনই উপায় নাই।

২. রচনাবলী : ইবন খালদুন প্রধানত তাঁহার মুকাদ্দিমাঃ ও 'ইবার-এর জন্য পরিচিত। তবে তিনি আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যেগুলির বর্তমানে অস্তিত্ব নাই।

আনুমানিক ২০ বৎসর বয়সে আল-আবিলাীর প্রভাবে ইবন খালদুন আর-রাযীর কিতাব মুহাস্-সাগল আফ্কারিল-মুতাকাদ্দিমীন ওয়া'ল-মুতাআখ্বিরীন মিনাল-উলামা ওয়া'ল-হুকামা ওয়া'ল-মুতাকাল্লিমীন (كتاب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين) [কায়রো ১৯০৫ খৃ.]-এর অনুসরণে ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক বিশ্বকোষের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রণয়নে প্রয়াসী হন। ইহা কার্যত ধর্মবিশ্বাস ও ইহার দার্শনিক প্রতিক্রিয়া প্রভাবের সমস্যা সংশ্লিষ্ট নিখিল 'আরব মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত অবয়বের রূপরেখা, লুবারুল-মুহাস্-সাগল ফী উস্-লি'দ-দীন (Jetuan 1952) শীর্ষক এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী গ্রন্থে ইবন খালদুনের চিন্তার গতিধারার নির্দেশনা রহিয়াছে যাহা কোনদিনই তিনি বিস্মৃত হন নাই।

আরও মনে রাখা দরকার যে, ইবন খালদুন তাঁহার তারীফ গ্রন্থে ফেয ও গ্নানাডায় তাঁহার অবস্থানের ও অধ্যয়ন বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। এই সময়ে অর্থাৎ ৭৫২-৬৫/১৩৫১-৬৪ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ইবনুল-খাতীবের ইহাতাঃ রচনার কাজ সম্পন্ন হয় (এই গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যগুলি পাওয়া গিয়াছে)। ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ইবন খালদুন পাঁচটি রচনার কাজ করিয়াছিলেন : (১) আল-রুসীরীর বুরদা (দ্র.)-এর একটি ভাষ্য; (২) ন্যায়শাস্ত্রের রূপরেখা; (৩) গণিত সংক্রান্ত রচনা; (৪) ইবন-রুশ্দের রচনাবলীর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য, যদিও উহা কোন কোন রচনার ভাষ্য দুর্ভাগক্রমে তাহা জানা যায় না; (৫) উসুলুল-ফিক্হ-এর উপর ইবনুল-খাতীবের একটি কবিতার ভাষ্য। এইগুলির সব কয়টিই বর্তমানে লুপ্ত। লেখকের জীবদ্দশাতেই হয়ত লোকে দ্রুত এইগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছে, এমন কি ইবন খালদুনও তাঁহার তারীফ-এ এইগুলির উল্লেখ

করেন নাই। তাঁহার মিসরীয় জীবনীকারও দৃশ্যত এইগুলি সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই রচনাগুলির আবার গতানুগতিক ধর্মীয়-দর্শনের প্রকৃতিসম্পন্ন। ইহাতে যে গণিত সন্নিবেশিত তাহা একজন ফাকীহ-এর জানা আবশ্যিক। এই যাবত এমন কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই যে, ইবন খালদুন মানব জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট ইতিহাস বিজ্ঞান ও অন্যান্য কয়েকটি শাস্ত্রের একজন যশস্বী প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হইবেন। তাঁহার প্রতিভার স্ক্রুণ হয়, ইবন সালামাঃ দুর্গপ্রাসাদে, গতানুগতিক শাস্ত্রসমূহে তাঁহার শিক্ষা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্ভািত ফসল সম্ভারের মণিকাঞ্চন সংযোগে। বারংবার তিজ্ত ব্যর্থতা ও সংকটের উপলব্ধির মধ্য দিয়া তিনি ইতিহাসের গূঢ় তাৎপর্য ('ইবার) ও অর্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন। ইবন সালামাঃ দুর্গপ্রাসাদের শান্ত পরিবেশে দুঃসাহসিকতাময় মানব অভিযানের তথা মানুষের অনিষ্ট ও দুর্যোগময় কর্ম প্রয়াসের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যায় অবশ্যই মহিমা আছে; তবু আমরা এক্ষেত্রে প্রধানত দুঃখ-দুর্দশারই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। ইবন খালদুন প্রকৃত অর্থেই চিন্তাবিদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন পথচারী এক ফাকীহ যিনি শেষ পর্যন্ত একজন প্রতিভাবান ঐতিহাসিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলি আধুনিককালের মানবীয় বিষয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইয়া উঠে। তাঁহার রচিত বিশ্বজনীন ইতিহাসের (কিতাবুল-ইবার) ভূমিকার (মুকাদ্দিমাঃ) প্রথম খসড়া যাহাতে তাঁহার চিন্তাধারার নির্যাস নিহিত এবং সেই সঙ্গে খোদ ঐ ইতিহাস গ্রন্থের বিপুলায়তন অংশগুলি ৭৭৬/১৩৭৫ হইতে ৭৮০/১৩৭৯ সনের মধ্যবর্তী অসংসরকালে লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি আমৃত্যু এই সব মূল রচনার পুনর্লিখনে, বিশেষত মুকাদ্দিমার পুনর্লিখনে নিয়োজিত থাকেন। তারীফ নামে তাঁহার আত্মজীবনী গ্রন্থটির লেখা যুল-কা'দাঃ, ৮০৭/মে, ১৪০৫ সনে বন্ধ হইয়াছে দেখা যায় (সম্পা. আত্-তানজী. কায়রো ১৯৫১ খৃ.)। সূফীবাদের উপর রচিত শিফা-উস-সাইল তাঁহার জীবনের শেষভাগে লেখা হয় (সম্পা. আত্-তানজী, ইস্তাযুল ১৯৫৮ খৃ.; ও সম্পা. আই. এ খালীফে, বৈরুত ১৯৫৯ খৃ.)। এইগুলি তাঁহার মূল ক্লাসিক রচনাগুলির তুলনায় গৌণ রচনা। এই রচনাগুলির মূল ঐ ক্লাসিক রচনাবলীর উপর কতখানি আলোকপাত করে কেবল তাহাতেই উহাদের গুরুত্ব সীমিত। উল্লেখ্য যে, ইবন খালদুনের চিন্তাধারায় ইতিহাসের জন্য শিফা-উস-সাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহার প্রামাণিকতা সম্পর্কিত সমস্যাটির আজও সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান হয় নাই।

'উছ-মানী ঐতিহাসিক না'ঈমা (দ্র.) (মু. ১১২৮/১৭১৬) তাঁহার রচনার ভূমিকায় ইবন খালদুনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। মুকাদ্দিমার অংশ বিশেষের প্রথম তুর্কী অনুবাদ করেন শায়খুল-ইসলাম পীরীয়াদে মেহমেদ ইফেন্দি; অনুবাদকাল : ১১৪৩/১৭৩৯ (দ্র. IA শিরো. ইবন হালদুন, স্তম্ভ ৭৪০b)। অতি সাম্প্রতিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করিয়াছেন যাকির কাদিরি উগান (২ খণ্ডে, ইস্তাযুল ১৯৫৪ খৃ.)। ইহা সত্ত্বেও যুরোপেই ইবন খালদুনের মনীষা পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেখানেই সর্বপ্রথম যথাক্রমে d'Herbelot (Bibliothèque orientale 1697), Silvestre de Sacy (Chrestomatie arabe, 1806), Von Hammer Purgstall (Ueber den Verfall des Islâm ... 1812) প্রমুখই

মুকাদ্দিমার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, বিশেষত Quatremere যিনি ১৮৫৮ খৃ. মুকাদ্দিমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ একই বৎসরে কায়রোয় নাসরুল-হরীনী ফেয়ের সুলতান আবু ফারিসকে উৎসর্গ করা (৭৯৬-৯/১৩৯৪-৭) পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে মুকাদ্দিমার আরও একখানি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর De Slane মুকাদ্দিমার প্রথম ফরাসী অনুবাদ বাহির করেন (Les Prolegomenes, Paris 1863-8)। ইহার পর হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধারাবাহিকভাবে মুকাদ্দিমার বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইতে থাকে এবং রচনাটির উপর গবেষণা, সমীক্ষা চলিতে থাকে। ফলত ইবন খালদুনের চিন্তাধারা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রমাণ মিলিতে থাকে। সাম্প্রতিককালে মুকাদ্দিমার এত বেশী গবেষণাধর্মী লেখা ও রচনা প্রকাশিত হয় যে, সেগুলির গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন (H. Peres ও W. J. Fischel) আবশ্যিক হইয়া পড়ে। অতি সাম্প্রতিককালে F. Rosenthal (ইংরেজী অনু. ৩ খণ্ডে, New York-London 1958) ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি (আতিফ ইফেন্দী ১৯৩৬ খৃ.) হইতে মুকাদ্দিমার অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ কর্মটির বাড়তি সুবিধা হইতেছে এই যে, ঐ পাণ্ডুলিপিতে ইবন খালদুনের এই মর্মে একটি লেখা সন্নিবেশিত রহিয়াছে যাহাতে মুকাদ্দিমার লেখক বলিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং গ্রন্থখানির বিজ্ঞানসম্মত সংশোধন ও পুনর্লিখন করিয়াছেন। মুকাদ্দিমার একটি পর্ভুগীজ অনুবাদের কথাও উল্লেখ করা যায় (Kohury, in 3 vols. Sao Paulo 1958-60)। ইহা ছাড়া V. Monteil-কৃত মুকাদ্দিমার একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইবার বা বিশ্বজনীন ইতিহাস খুব স্বাভাবিক কারণেই কম আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। Noel Desvergers "Histoire de l'Afrique Sous la dynastie des Aghlabites et de la Sicile Sous la domination musulmane" (Paris 1841) এই শিরোনামে প্রকাশিত এক সংস্করণে ইবার হইতে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিস্তৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পর ইবার-এর আর একটি আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় : Histoire des Berberes et des dynasties musulmanes de l'Afrique Septentrionale (৪ খণ্ডে, আলজিয়ার্স, ১৮৫২-৬ খৃ.) এই নামে। de Slane ইহার অনুবাদক। ইহার পর ইবার-এর কিছু অনুচ্ছেদের অনুবাদসহ আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় (২ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৮৬৩ খৃ.)। পরে পূর্ণাঙ্গ বুলাক' সংস্করণ (৭ খণ্ডে, ১৮৬৮-৭ খৃ.) প্রকাশিত হয়। ইহার পর হইতে ইবার-এর কিছু আংশিক অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য মুকাদ্দিমাঃ বা ইবার-এর সত্যিকার সমালোচনামূলক সংস্করণ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আজও প্রকাশিত হয় নাই। ইবারের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বেরুত (১৯৫৬-৯ খৃ.) হইতে। ইহা একটি বাণিজ্যিক সংস্করণ হইলেও ইহাতে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নিখুঁত দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার সূত্রও এই বেরুতের সংস্করণটি।

ইবার সম্পর্কে সাধারণ সমালোচনার প্রতিপাদ্য এই যে, মুকাদ্দিমায় যেসব অঙ্গীকার করা হইয়াছে ইবার-এ তাহা পূরণ হয় নাই। বিষয়টি সুস্পষ্ট যাহার অন্যথাও হয়ত হইতে পারিত না। মুকাদ্দিমার শর্তানুযায়ী কোন একজন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় একটি বিশ্বজনীন ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। তবে ইবারের ক্রটি-বিদ্যুতি এক্ষেত্রে আরও বেশী গুরুতর। কোনও কোনও

ক্ষেত্রে ইবন খালদুন আশ্চর্য রকমের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। যেমন আল-মুওয়াহহিদ ও তাঁহাদের তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার বিবরণ ; ইহা ছাড়া সঠিক তারিখের উল্লেখ বিরল; সমগ্র রচনায় সন্নিবেশিত ঘটনাপঞ্জীমূলক বিবরণগুলিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। আর সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে আরও নগণ্য ও আরও কম সূচিক্রিত গ্রন্থকে বাছিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন (R. Brunschvig, Hafsides, ii, 392)। ইহা সত্ত্বেও কিতাবুল-'ইবার-এ বিভিন্ন ঘটনার তথ্য বিবরণ সন্নিবেশের কারণে এবং সেই সঙ্গে বিবরণের বিশদতা ও সম্ভাবনার বিবেচনায় বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশেষত লেখক ইবন খালদুনের নিকটতম দুই শতাব্দীকাল তথা (খৃ.) ১৩শ ও ১৪শ-শতাব্দীর জন্য এক অতুলনীয় উপকরণ। এই বিশেষজ্ঞরা ইবন খালদুনের 'ইবার হইতে প্রভূতভাবে উপকৃত (R. Brunschvig, পৃ. ৫১, ২খ, ৩৯৩)। আরও উল্লেখ করা দরকার যে, ইহা প্রাচ্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগই হতাশাবাঞ্জক; কিন্তু ইহা মুসলিম পাশ্চাত্য, বিশেষত বারবারদের ইতিহাসের জন্য বিশেষ মূল্যবান।

তবে ইবন খালদুনের প্রধান রচনা মুকাদ্দিমাঃ বিশ্বজনীন মূল্যের দাবীদার। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও গ্রন্থের শিরোনামের ইঙ্গিত অনুযায়ী ইহা ঐতিহাসিকের রচনামূলক একটি ভূমিকা। তাই ইহা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞানসম্মত লেখায় ঐতিহাসিককে সক্ষম করিয়া তোলায় জন্য পদ্ধতিতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক সংশ্লেষণ; বস্তুতপক্ষে ইবন খালদুন গোড়ার দিকে জ্ঞানতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। পরে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের পদ্ধতি ও বিষয় লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিতে করিতে তিনি কি করিতে যাইতেছেন সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠেন। তিনি যাহা উদ্ভাবন করেন তাহাকে 'নূতন বিজ্ঞান' ('ইলম মুস্তাওয়ান্বাতুন-নাশাঐ', ৬৩) বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার এই উদ্ভাবিত বিজ্ঞানে দেখা যায়, কম বেশী প্রচ্ছন্নভাবে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, এমন কি অন্যান্য শাস্ত্রের দর্শন সম্পর্কিত গবেষণার কিছু সূচনা পরের নির্দেশ রহিয়াছে।

তাঁহার খোদ মুকাদ্দিমাঃ গ্রন্থের মুখবন্ধে (মুকাদ্দিমাতুল-'মুকাদ্দিমাঃ ১-৬৮) ইবন খালদুন ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়া তাঁহার লেখার সূচনা করিয়াছেন। ইতিহাসের এই সংজ্ঞার বিস্তৃতি সাধন করিয়া তিনি মানব জাতির গোটা অতীত ইহার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি উহার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংজ্ঞা দেন, তাঁহার পূর্বসুরীদের অনুসন্ধিৎসার অভাব ও পদ্ধতির সমালোচনা করেন এবং মুহূ ও সূত্র সমালোচনার নিয়মাবলী স্থির করিয়া দেন। এই সমালোচনা সাম্ভ্য-প্রমাণ যাচাই ছাড়াও মূলত সত্যতার সঙ্গে সঙ্গতিশীলতার শর্তের (কানুনুল-মুত'বাক'ঃ, ৬১-২) বুনিয়েদে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বিবৃত ঘটনাগুলির সম্ভাবনা এবং ঘটনা বা বিষয়ের প্রকৃতির সহিত সঙ্গতিশীলতা যাহা ইতিহাসের প্রবাহ ও উহার বিবর্তনের অনুরূপ। আর সেই কারণেই এই প্রবাহের গতি নির্ধারক সূত্রগুলিকে বাহির করিয়া আনা প্রয়োজন। ইবন খালদুনের ভাষায় : যে বিজ্ঞান এই বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করিতে সক্ষম তাহার নাম তাঁহার ভাষায় 'উমরান'। এই 'উমরান' এমন এক বিজ্ঞান ('ইলম মুস্তাকিল্ল বি-নাফসিহ) যাহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায় এবং যাহা ইহার উদ্দেশ্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত : ইহার উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতা (আল-'উমরানুল-বাহারী) ও সামাজিক তথ্যাবলী (৬২)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাই খোদ মুকাদ্দিমার মূল অংশ এবং এই নূতন ও স্বাধীন বিজ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

যাথা গ্রন্থকার উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তিনি একটি কড়াকড়ি নিয়মাবদ্ধ পরিকল্পনা মাফিক তাঁহার যুক্তিগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। যদিও কোনও কোনও মতবাদের তিনি বিরোধিতা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বক্তব্যের বিশদ উপস্থাপনার প্রারম্ভে মোটামুটি রূপরেখায় উল্লিখিত যুক্তিতর্কের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই বিশদ উপস্থাপনা ছয়টি দীর্ঘ অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি আবার বিভিন্ন পরিসর ও পরিমাপের অনুচ্ছেদে উপবিভক্ত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গাণিতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত। অধ্যায় ১ : মানব প্রকৃতির উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষার রূপরেখা এবং জাতি ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অধ্যায় ২ : পত্নী সমাজ ও সাধারণত অপেক্ষাকৃত আদি সভ্যতা ('উমরান বাদাবী') সংক্রান্ত; অধ্যায় ৩ : বিভিন্ন ধরনের সরকার, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত; অধ্যায় ৪ : নগর সভ্যতাভিত্তিক ('উমরান হাদারী'); সমাজ সংক্রান্ত অর্থাৎ উন্নতিশীল ও অত্যাধুনিক বিষয় সংক্রান্ত ৬৫ : সাধারণভাবে জ্ঞানানুশীলন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়।

উল্লিখিত পরিকল্পনায় পরিষ্কার দৃষ্ট হয় যে, ইবন খালদুন তাঁহার মুকাদ্দিমায় সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিষয়াবলীকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে অবক্ষয় ও পতনের হেতুতত্ত্ব অর্থাৎ সেই সকল লক্ষণ ও উপসর্গের প্রকৃতি, যাহা সভ্যতার ধ্বংস ডাকিয়া আনে। এই কারণে মুকাদ্দিমাঃ গ্রন্থকারের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুঁতপ্রোতভাবে জড়িত। ইবন খালদুন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে, তিনি নিজেই ইতিহাসের এক মহাক্রান্তিলগ্নের বিপুল পট পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ দর্শক; আর সেইজন্য তিনি অতীত মানব সমাজের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ও উহা হইতে শিক্ষা ('ইবার) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসে এমন সব ঝঞ্ঝাটবাসস্থল ব্যতিক্রমী ক্রান্তিকাল আসে যখন প্রত্যক্ষদর্শীর এমন উপলব্ধি স্বাভাবিক যে, তিনি একটা কোনও না কোন সৃষ্টির আয়োজন (কা'আননাহ খালক জাদীদ), একটা সত্যিকার রেনেসাঁয় (নাশা'আ মুস্তাহদাছাঃ) ও একটা নূতন পৃথিবীর (ওয়া 'আলাম মুহদাছাঃ) উন্মেষকালে তথায় সমুপস্থিত। বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক একই রকম (লি-হাযা'ল-'আহ'দ)। এই কারণে মানব সমাজ ও বিশ্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় (৫৩)। ইবন খালদুন জানিতেন (৮৬৬), পৃথিবীর অন্য কোথাও এই নূতন দুনিয়ার উদয় হইতেছে। তিনি ইহা উপলব্ধি করেন যে, তিনি যে সভ্যতার মানুষ, সেই সভ্যতার অন্তিম দশা সমাগত প্রায়। আসন্ন বিপর্যয় এড়াইতে অক্ষম হইলেও কী ঘটতেছে তাহা জানিতে তিনি অন্তত কৌতূহলী। আর সেইজন্য তিনি মনে করেন, ইতিহাসের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

তাঁহার এই বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ার হইতেছে পর্যবেক্ষণ। বেশ সাম্প্রতিককালে তাঁহার চিন্তাধারায় বাস্তব দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইবন খালদুন ন্যায়শাস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বিশেষত আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন বিধায় তিনি কল্পনাবাদী হেতু প্রয়োগে ঘোর অবিশ্বাসী। তিনি স্বীকার করেন যে, হেতু প্রয়োগ এক চমৎকার হাতিয়ার, কিন্তু তাহা কেবল স্বভাব-সীমার কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ যাহা সত্য তাহার অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই হইতে হইবে। তিনি জ্ঞানের সমস্যা লইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন, আর এই জন্যই পরিশেষে এক বিপ্লবী সমালোচনার পর তিনি দর্শনকেই নাকচ করিয়া দেন। বিশ্বজনীন যুক্তিযুক্ততা ও ব্যক্তিগত সভ্যতার পর্যাপ্ততা

সম্পর্কে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইবন খালদুন তৎকালীন কল্পনামূলক দর্শনের সমগ্র কাঠামো সম্পর্কেই সংশয়ের সৃষ্টি করেন (N. Nassar, La Pensee realiste d' Ibn Khaldun, 66)। এইভাবে স্থির চিত্তে গ্রীক প্রভাবিত 'আরব মুসলিম দর্শনকে খণ্ডন করিয়া সত্যানুসন্ধান ও উহার তাৎপর্য উপনীত হইবার জন্য তিনি এমন এক ধরনের প্রয়োগবাদ বাছিয়া নেন যাহা নির্দিষ্ট 'এ শ্রেণীর যৌক্তিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতে পারে যাহা দর্শন হইতে উদ্ধৃত।' সংক্ষেপে ইবন খালদুন দার্শনিকদের চিরাচরিত কল্পনা-কল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন যাহা নিখিল কুতর্ক ও বিতর্কের চোরাবালিতে ফাঁসিয়া যায় এবং তিনি ইহা করেন আর এক ধরনের কল্পনাকে স্থলাভিষিক্ত করিতে যাহার পর্যায়গুলি আরও বেশী নিশ্চিত ও পরিণাম আরও বেশী ফলদায়ক। কেননা ইহা নিরেট বাস্তবতাসমূহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

তাঁহার কথিত এই নূতন ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা এবং মুকাদ্দিমায় তিনি ইহার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা একটি দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কয়েকটি সমীক্ষায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে (Y. Lacoste ও N. Nassar-এর সাম্প্রতিক রচনাবলী বিশেষভাবে দ্র.)। বস্তুত তিনি দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার মুকাবিলা না করিয়া ও ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া সত্যতা বা বাস্তবতার মূলে পৌছাইতে পারেন নাই, পারেন নাই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সভ্যতার অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের কারণে যে সংগ্রাম ও সংঘাত, উত্তেজনা ও বারংবার ব্যর্থতার উদ্ভব ঘটয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে। বিশেষত তিনি তো তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকের বৎসরগুলিতে আগেই ন্যায়শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হন আর সেই সঙ্গে মুসলিম মানসের স্ববিরোধিতা, প্রতিকল্প, বিরোধিতা, পরস্পর বৈপরীত্যের সম্পূর্ণতা, দৈবতা, জটিলতা ও বিভ্রান্তির সহিত বহুদিন হইতেই পরিচিত। বস্তুত ইবন খালদুন এগুলিরই ছাত্র। এইগুলি তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পাদক বা কার্যকারক ধারণা হিসাবে প্রয়োগ করা হয় যাহা উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার সহায়ক। দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতে বৈপরীত্য উত্তরণ ও সেগুলির ব্যাখ্যা ও সমাধানের প্রয়াসে ইবন খালদুন মানুষের নিয়তির দ্বন্দ্বিক বিকাশের এক গতিধর্মী ধারণায় ও ইতিহাসের এক পদ্ধতিতে উপনীত হইয়াছেন যাহা পূর্বাপর যুক্তিগ্রাহ্য, যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয়। ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁহার বিখ্যাত চক্র পদ্ধতি (cyclic schema)-র (যাহার স্বকীয় মৌলিকত্ব তেমন নাই) সত্যিকার অর্থ বোঝার জন্য উহাও সাধারণভাবে আমাদের বিবেচনায় আনিতে হইবে।

মুকাদ্দিমায় চিন্তাধারা বা ভাবধারার যে মণি-কাঞ্চনের সন্নিবেশ করা হইয়াছে সেগুলির সুবাদে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উহাতে বেশ কয়েকটি জ্ঞানশাস্ত্রের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছেন যেগুলি অতি সাম্প্রতিককালে এক একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ঐতিহাসিক হিসাবে ইবন খালদূনের উৎকর্ষ লইয়া বিতর্কের কোনও অবকাশ নাই। Y. Lacoste লিখিয়াছেন, "Thucydides যদি ইতিহাসের উদ্ভাবক হইয়া থাকেন, ইবন খালদূনকে ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপক বলিতে হইবে" (ইবন খালদুন, ১৮৭); তবে তিনি একজন দার্শনিক হিসাবেও গণ্য হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মুকাদ্দিমায় সমাজতত্ত্বের এক অতি বিশদ পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার 'নূতন বিজ্ঞান' (Neo Scidua) তাঁহার 'ইলমুল-উমরান যাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি নিজেই চমৎকৃত হন- উহা সঠিকভাবে বলিতে গেলে মূলত সমাজতত্ত্বের

এক পদ্ধতি বৈ কিছুই নয় যাহাকে ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান, এই সত্য হিসাবে ধারণা করা হয়। তিনি মনে করেন, ইতিহাস বিবর্তনের মৌল কারণগুলিকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বুঝিতে হইবে। আর তাই তিনি এই কাঠামোগুলির বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন এবং উহার ফলশ্রুতিতে বিশদাঙ্করে কয়েকটি নূতন ক্রিয়াশীল ধারণা প্রদান করেন, যেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে 'আসাবিয়াঃ (দ্র.)-র ধারণা। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'আসাবিয়াঃ ও 'উমরান-এর ধারণা দুইটি লইয়া আধুনিককালে বহু আলোচনার সূত্রপাত ঘটয়াছে- আলোচনা হইয়াছে সেইগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা লইয়া (দ্র. M. Talbi, Ibn Khaldun et le Sens de l'histoire. in S I, xxvi (1967), 86-90 99-112)। তিনি বিশেষত সামাজিক জনসমষ্টিগুলির বিবর্তনে জীবনধারা ও উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাব সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। একটি বিখ্যাত বাক্যে তিনি বলেন, দুই পুরুষ বা প্রজন্মের মাঝে আচরণে যে সব পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেগুলি এসব পার্থক্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র যেগুলি ঐ প্রজন্মের লোকগুলিকে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থায় পৃথক করিয়া রাখে" (২১০)। এই বাক্যটিকে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসের এক সমতুল্য বিখ্যাত বাক্যের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে, যাহাতে বলা হইয়াছে : "জীবনের বস্তুগত বিষয়গুলির উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণত জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াগুলি নির্ধারণ করে।" উভয় বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবিকপক্ষেই আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। আর ঐ মিল কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই কারণে বিশেষত সাম্প্রতিক কয়েক বৎসর ধরিয়া ইবন খালদুনের চিন্তাধারাকে অনেক ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের নিরিখে বিচার করা হইতেছে। তবু এই অবিসম্বাদিত মিল সত্ত্বেও ইবন খালদুনকে বস্তুবাদের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা খুবই কঠিন। অধিকন্তু তিনি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহা একান্তভাবেই কিংবা সর্বাংশে আর্থ-সামাজিক নয়; বরং মনস্তাত্ত্বিকও বটে। "মুকাদ্দিমায় কেবল সাধারণ সমাজতত্ত্বই নয়, একটি অত্যন্ত বিশদ ও প্রচ্ছন্ন সামাজিক মনস্তত্ত্ব, নীতিগত মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ মনস্তত্ত্ব-এইভাবে ভাগ করা যায়। এই সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ সমাজতত্ত্বের মিশ্রিত বা নিবিড় সম্পর্কিত উপাদানগুলি এমন এক জটিল সামগ্রিকতা গড়িয়া তোলে যাহা বিচ্ছিন্ন করা কঠিন" (N. Nassar, পৃ. ৫., ১৭৮)। এই জটিল সামগ্রিকতার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক তত্ত্বের বা সূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি সমীক্ষা বা অধ্যয়নে নিবিষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট বিশদও বটে। শুধু তাহাই নহে, ইতিহাসের এক দর্শনের সন্ধানও ইহাতে মিলে যাহা লইয়া এম. মাহদী এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সত্যিকারের মূল্যবান জাতিতাত্ত্বিক ও জনসংখ্যাগত তথ্যও পরিবেশিত হইয়াছে।

এমনিভাবে 'আরব-মুসলিম সংস্কৃতির এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব ইবন খালদুনের প্রতিভা যুরোপে আবিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে এক নিখাদ প্রতিভা ও মনীষা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছেনঃ "Un penseur genial et aberrant" (Brunschvig, পৃ. ৫., ২খ, ৩৯১)। তাঁহার মুকাদ্দিমা "মানব চিন্তাধারার এক ভাবগম্বীর মুহূর্তরূপে বিবেচিত (Bouthoul)। ইবন খালদুন নিঃসংশয়ে একজন অনন্য প্রতিভা; তিনি 'আরব মুসলিম চিন্তাধারার কোনও সুনির্দিষ্ট স্রোতের কেহ নহেন। কারণ তাঁহার রচনাবলী বস্তুতপক্ষে অসংখ্য যন্ত্রণাদায়ক অনুসন্ধিস্বার ফল। তাঁহার চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন পরিস্ফুট। 'আরবীয় লেখকদের মধ্যে

তাঁহার যেমন পূর্বসূরী ছিলেন না, তাঁহার কোনও উত্তরসূরি কিংবা অনুসারীর সাক্ষাত বর্তমান যুগেও পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগে মিসরের কোনও লেখকের উপর তাঁহার প্রভাব থাকিলেও ইহা বলা যায় যে, তাঁহার স্বদেশ বারবার ভূমিতে তাঁহার মুকাদ্দিমা কিংবা তাঁহার ব্যক্তিগত শিক্ষার কোনও স্থায়ী চিহ্নই থাকে নাই। আর সত্য বলিতে কি, এই প্রতিভাবান স্বাধীনচেতা চিন্তাবিদ তাঁহার নিজ জনগণের নিকট হইতে যে অনমনীয় বৈরিতার সম্মুখীন হইয়াছেন, যে পরিকল্পিতভাবে তাঁহার বক্তব্য অনুধাবনে অনীহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অন্যতম হৃদয়বিদারক কাহিনী, নিদারুণ বিষাদ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়" (R. Brunschvig, পৃ. ৫., ২খ, ৩৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন খালদুন সম্পর্কিত রচনার সংখ্যা অসংখ্য, তাহার পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। (১) H. Peres, Bibliographie sur la vie et l'oeuvre d'Ibn Khaldun in Mel. Levi Della vida, ii, 308-29 এবং (২) W. J. Fischel সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থপঞ্জী যাহা F. Rosenthal, New York 1958, 27 pp. অনূদিত মুকাদ্দিমার ৩য় খণ্ডের শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেঃ (৩) T. Hussein, Etude analytique et critique de la philosophie sociale d'Ibn Khaldun, Paris 1917; (৪) G. Bouthoul Ibn Khaldun, sa philosophie sociale, Paris 1930; (৫) N. Schmidt, Ibn Khaldun, historian, sociologist and philosopher, New York 1930; (৬) এম. এ. ইনান, ইবন খালদুন, হায়াতুহ ওয়া তুরাছু-হ'ল-ফিকরী, কায়রো ১৯৩৩ খৃ., নূতন সং, সংযোজনসহ, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (৭) R. Brunschvig, চমৎকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ in La Berberie orientale sous les Hafside, Paris 1947, ii, 385-93; (৮) C. Issawi, An Arab Philosophy of history, London 1950; (৯) এস. আল-হুসরী, দিরাসাতু 'আন- মুকাদ্দিমাত ইবন খালদুন, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (১০) M. Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of history, London 1957. W. J. Fischel-এর গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনার পরবর্তী কালে এ যাবত আরও কিছু গবেষণা সমীক্ষা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। যথাঃ (১১) E. I. J. Rosenthal, Political thought in medieval Islam, Cambridge 1958, chap. iv, 84-113; (১২) ঐ লেখক, Islam in the modern national state, Cambridge 1965, পৃ. ১৬-২৭ এবং স্থা. (সমসাময়িক আধুনিকমনা মুসলিম চিন্তাবিদদের উপর ইবন খালদুনের প্রভাব); (১৩) H. Simon, Ibn Khaldun's Wissenschaft der menschlichen Kultur, Leipzig 1959; (১৪) S. M. Batsieva, Sotsyalniys osnovi istorikofilosokogo ucheniya Ibn Khalduna, in Pamyati I. Yu. Krackovskogo, Leningrad 1958; (১৫) W. J. Fischel, Ibn Khaldun's use of historical sources, in S I, xiv (1961); (১৬) ঐ লেখক, Ibn Khaldun in Egypt, his

public functions and his historical research (1382-1406), Berkeley 1967; (১৭) E. Gellner, From Ibn Khaldun to Karl Marx, in Political Quarterly, xxxii(1961), 385-92; (১৮) আল-ফিকর (তিউনিসে প্রকাশিত ১৯৬১ সালের মার্চ সংখ্যাটি ইবন খালদুনকে নিবেদিত; (১৯) এ. বাদাবী, মু'আল্লাফাত ইবন খালদুন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২০) এ. আল-ওয়াদী, মানতিক ইবন খালদুন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২১) আমাল মাহরাজান ইবন খালদুন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২২) R. Walzer, Aspects of Islamic political thought al Farabi and Ibn Khaldun, in Oriens, xv (1963), 40-60; (২৩) Jitsuzp Tamura জাপানী ভাষায় ইবন খালদুনকে অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন, Ajia kazai গ্রন্থে, September 1963; (২৪) H. A. Wolfson তাঁহার Religious Philosophy, Harvard 1961, গ্রন্থের কয়েকটি পাতায় (১৭৭-৯৫) ইবন খালদুন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি তাঁহার গুণাবলী ও নিয়তি সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন; (২৫) Colloque de Rabat, May 1962, সং. দারুল-কিতাব, ক্যাসাল্লাঙ্কা; (২৬) M. Atallah Berham, La pensee economique d'Ibn Khaldun, University thesis, Paris 1964; (২৭) N. Nassar, Le maitre d'Ibn Khaldun al-Abili, in SI' xx (1965), 103-15; (২৮) এ লেখক, La pensee realiste d'Ibn Khaldun, Paris 1967; (২৯) G. H. Bousquet, Les textes sociologiques et economiques de la Mukaddima (1375-1376), Paris 1965; (৩০) G. Labica, Esquisse d'une sociologie de la religion chez Ibn Khaldun, in La Pensee, October 1965, no. 123, 3-23; (৩১) R. Arnaldez, Reflexions sur un Passage de la Mukaddima d'Ibn Khaldun, in Mel. R. Crozet Poitiers 1966, 1337 প.; (৩২) Y. Lacoste, Ibn Khaldun, naissance de l'histoire passe du tiers-monde, Paris 1966 (এক চমৎকার মার্কসবাদী ব্যাখ্যা; তবে সতর্কতার সহিত প্রযোজ্য, ডু. টাইমস্ পত্রিকার সাহিত্য ক্রোড়পত্রে পর্যালোচনা, ৮ আগস্ট, ১৯৬৮, পৃ. ৮৫৩); (৩৩) E. A. Myers, Ibn Khaldun, fore-runner of "new science" in The Arab World, New York, March 1966; (৩৪) M. Talbi, Ibn Khaldun et le sens de l'histoire, in SI, xxvi (1967), 73-148; (৩৫) V. Monteil, in La Rev. Hist., April-June 1967; (৩৬) মুহাম্মাদ মাহমুদ রাব., The political theory of Ibn Khaldun, Leiden 1967; (৩৭) J. Bielawski, Aspect Sociologique des opinions d'Ibn Haldun sur "les sciences de la langue arabe" in Atti del terzo congresso di studi ar. eisl., Napoli 1967. তুরস্কে তাঁহার প্রভাব সম্পর্কে দ্র.: (৩৮) Findrkoglu Z. Fahri, Turkiye' de Ibn Haldunizm

in Eued Koprulu armagani, Istanbul 1953, 163-63. আরও দ্র.: Pearson, নির্যক্ষ, 10897-10923: Supp. I 2872-2887; Supp. II: 2796-2805.

M. Talbi (E.I.²)/আফতাব হোসেন

ইবন খালদুন (ابن خلدون) : আবু যাকারিয়া যাহ'য়া, আনু. ৭৩৪/১৩৩৩ সনে তিউনিসে জন্ম, রামাদান ৭৮০/নভে.-ডিসে. ১৩৭৮ সনে তিলিমসানে, মতান্তরে জানুয়ারী ১৩৭৯ (৭৮১ হি.)-তে মৃত্যু। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (উপরে) ন্যায় এবং সম্ভবত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া জনাস্থান তিউনিসে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখেন। তাঁহার সমসাময়িক কালে হাফসীদের রাজধানী শহরে অবস্থানকারী সকল খ্যাতিসম্পন্ন 'আলিমের সহিত তাঁহার গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ (যাহা নিম্নে উল্লিখিত) হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কবিতা, সাহিত্য ও রম্য রচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অতি সামান্য অবগত আছি। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার জীবনের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (তাঁহার ভাই) 'আবদু'র রাহমান-এর আত্মচরিত ও কিতাবুল-'ইবার (كتاب العبر)-এর যে অংশে বার্বার জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা যায়। শেবোক্ত গ্রন্থে তিলিমসানে যাহ'য়ার হত্যার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহ'য়া স্বয়ং তাঁহার লিখিত বুগ'য়াতু'র-রুওয়াদ (وادي بغية ال) গ্রন্থে স্বীয় জীবনের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

৭৫৭/১৩৫৬ সনে যাহ'য়ার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় যখন ফেযের সুলতান আবু সালিমের দরবারে তিনি 'আপন ভ্রাতার সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন (যিনি কিছুদিন পর বন্দী হন)। শেবোক্ত ব্যক্তির নিকট দুইজন হাফসী আমীর বন্দী ছিলেন; তিনি তিলিমসান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদেরকে বুগী (Bougie)-তে প্রেরণ করেন। যাহ'য়া তাঁহার ভ্রাতার পরিবর্তে উক্ত যুবরাজদ্বয়ের সহিত গমন করেন। তিনি উহাদের একজন অর্থাৎ আবু 'আবদিল্লাহর হাজিব (গৃহাধ্যক্ষ) হিসাবে কাজ করেন। আবু 'আবদিল্লাহ দীর্ঘদিন বুগী (Bougie) অবরোধ করিয়া রাখিবার পরও যখন উহা পুনরায় দখল করিতে ব্যর্থ হইলেন তখন যাহ'য়াকে তিলিমসানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবু হাম্মু (ابو حمو)-র নিকট (৭৬৪/১৩৬২) সাহায্য প্রার্থনার জন্য প্রেরণ করেন। যাহ'য়াকে তিলিমসানে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয় এবং তাঁহার আবেদনও মঞ্জুর করা হয়। তথায় তিনি মাওলিদের উৎসবে (عيد مولد) যোগ দেন এবং সে সম্পর্কে তাঁহার স্বরচিত কবিতায় উল্লেখ করেন। ৮ জুমাদা'ল-উখ্‌রা, ৭৬৪/২৫ মার্চ, ১৩৬৩ সনে যাহ'য়া স্বীয় মনিবকে 'আবদুল-ওয়াদ-এর দরবারে আনয়নের জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। তাহারা উভয়ে আবু হাম্মুর-প্রেরিত সেন্যবাহিনীসহ বুগীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭৬৭/১৩৬৫-১৩৬৬ সনে কনষ্টানটাইনের হাফসী আমীর বুগী দখল করিবার পর যাহ'য়াকে বুনা (بونه) নামক স্থানে বন্দী করেন এবং তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি শীঘ্রই তথা হইতে পলায়ন করিয়া বিস্কারা (بِسْكَرَة) শহরে ইবন মুযনী ও স্বীয় ভ্রাতার নিকট গমন করেন। সম্ভবত তিনি ঐ সময়ে 'উক'বা ইবন নাকি' (উত্তর আফ্রিকা বিজেতা)-এর কবর যিয়ারাতের জন্য গমন করেন, যেই সম্পর্কে তিনি তাঁহার বুগ'য়াতু'র-রুওয়াদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবু হাম্মু-র অনুরোধে তিনি ৭৬৯/১৩৬৭ সনে বিস্কারা ত্যাগ করত রাজাব ৭৬৯/ফেব্রুয়ারী ১৩৬৮

সনে তিলিমসানে পৌছেন। সেইখানে তাঁহাকে কাতিবুল-ইনশা (সচিব) নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন তিনি অবগত হইলেন যে, মারীনীদেবর পক্ষ হইতে তিলিমসান আক্রমণের আশংকা আছে তখন তিনি আবু হাম্মুর অনুগ্রহ ভুলিয়া গিয়া ৭৭২/১৩৭০-১ সনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং মারীনী বাদশাহ 'আবদুল-আযীয এবং অতঃপর তাঁহার উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ আস-সাদ-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সুলতান আবুল 'আব্বাস ৭৭৫/১৩৭৩ সনে যখন ফাস আল-জাদীদ দখল করেন তখন যাহুয়া পুনরায় তিলিমসানে প্রত্যাবর্তন করেন। আবু হাম্মু তখনও তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং পুনরায় পূর্ববর্তী সচিবের পদে বহাল করেন। তিনি অতি শীঘ্রই আবার বাদশাহের আস্থাভাজন হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার ফলে দরবারের অন্য পারিষদবর্গের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া আবু হাম্মুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আবু তাশফীন (أبو تاشفين) যিনি প্রধানত সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, তাঁহার মনে হিংসার উদ্রেক হয়। রামাদান ৭৮০/ডিসেম্বর ১৩৭৮ সনে রাত্রিবেলায় যখন যাহুয়া প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তি কতিপয় ভাড়াটিয়া ঘাতকসহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন। আবু হাম্মু যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র এই হত্যার প্ররোচনা দানকারী, তখন হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তিনি সাহস পাইলেন না।

যাহুয়ার রাজনৈতিক জীবন তাঁহার ভ্রাতার তুলনায় স্বল্পকালের এবং কম গৌরবের ছিল; তথাপি ইহা তাঁহাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনার সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দেয়। উক্ত গ্রন্থের নাম বৃগ'য়াতুল-র-রুওয়াদ ফী যিকরি'ল-মুলুক মিন বানী 'আবদি'ল-ওয়াদ (Brosselard ও Barges তাঁহাদের রচিত তিলিমসানের ইতিহাসে এই গ্রন্থ হইতে প্রচুর তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন)। Alfred Bel উক্ত গ্রন্থের মূল 'আরবী পাঠ ফরাসী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন Histoire des Beni Abd al-Wad, rois de Tlemcen শিরোনামে, ২খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৯০৪-১৩ খৃ. তিলিমসান রাজ্যের ইতিহাস গ্রন্থটির লেখক বাদশাহ ২য় আবু হাম্মুর সচিব ও বিশিষ্ট পরামর্শদাতা ছিলেন। ফলে গ্রন্থটি তাঁহার সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালের সঠিক ইতিহাসের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তিনি সচিব ছিলেন সেইহেতু নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক দলীলপত্রের মূল কপিগুলি তিনি পাঠ করিতেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উহাদের কিছু কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুর-রাহমান-এর গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থটি আলোচনার ক্ষেত্রে তেমন ব্যাপক নয়। তদুপরি উচ্চ ধ্যান-ধারণা অথবা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীও ইহাতে পরিলক্ষিত হয় না, তবুও ইহার সাহিত্যিক মূল্যমান অনেক উচ্চ। যাহুয়া তাঁহার গ্রন্থের গুণ সাহিত্যিক নিপুণতাই দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, বরং কাব্যিক দক্ষতারও সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছেন। তাঁহার সুবর্চসম্পন্ন রচনামূল্য প্রায়ই উন্নীত হইয়াছে এবং প্রাচীন লেখকদের রচনা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার বর্ণনাকে উচ্চ মর্যাদায় অলংকৃত করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে একমাত্র মধ্যযুগের সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্রই তুলিয়া ধরেন নাই, বরং আমাদের জন্য তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে সমসাময়িক কালের দরবারী কবিদের কবিতাসমূহও সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি ইহা ব্যতীত সেই সময়কার 'আলিমগণের সম্পর্কে এবং তিলিমসান রাজ্যের দরবারী কবিদের কবিতার আসর সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করিয়াছেন। এই সকল তথ্য অন্য কোন সূত্রে পাওয়া একেবারেই

অসম্ভব। ইহা দ্বারা ৮ম/১৪শ শতাব্দীর 'আবদুল-ওয়াদ-এর রাজধানীর সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিখুঁত চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে বর্ণিত বিষয়ে অধিকতর কাজ করিবার জন্য : Barges, Complements de l'histoire des Beni Zeiyan, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২০৫-১৭।

A. bel (E.I.²)/ এ. কে. সুলতান আহমদ খান

ইবন খালাওয়ায়হ (ابن خالويه) : (খালুয়াহ) আবু 'আবদিল্লাহ আল-হাসান ইবন আহমাদ ইবন হামদান আল-হামায়ানী (আশ-শাফি'ঈ), একজন বিখ্যাত 'আরবী বৈয়াকরণ ও আভিধানিক। তাঁহার জন্মসালের কোনখানেই উল্লেখ নাই। ইনি হামায়ান-এর অধিবাসী ছিলেন এবং ৩১৪/৯২৬ সালে বাগদাদ আগমন করেন। এইখানে তিনি ইবন মুজাহিদ (মৃ. ৩২৪ হি.) এবং আবু সা'ঈদ আস-সীরাফী (মৃ. ৩৬৮ হি.)-র নিকট কুরআন মাজীদ, ইবন দুরায়দ (দ্র.), নিফত'ওয়ায়হ (মৃ. ৩২৩ হি.), ইবনুল-আনবারী (দ্র.) ও আবু 'উমার আয-যাহিদ (মৃ. ৩৪৫ হি.)-এর নিকট ব্যাকরণ এবং সাহিত্য এবং মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ আল-আত'তার (মৃ. ৩৩১ হি.) ও অপরাপর 'আলিমের নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া গমন করেন এবং আলেক্সেন্দ্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আয-যাহাবীর বর্ণনানুসারে তিনি মায়্যাফারিকীন এবং হিমস-এও বসবাস করিয়াছিলেন। বসরা ও কূফার বৈয়াকরণগোষ্ঠীসমূহ (Schools of Grammar)-এর ব্যাপারে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যে, বিষয়টি যাহারই হউক না কেন, ভাল হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য। শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। অতএব সাযফু'দ-দাওলা হামদানী, যাহার পুত্রকে তিনি পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। কবি হিসাবেও তিনি ছিলেন সম্মানিত এবং আল-মুতানাব্বী (দ্র.)-র সহিত তাঁহার যথেষ্ট বিতর্ক চলিত। ব্যাকরণবিদ ইবন দুরসুতাওয়ায়হ (মৃ. ৩৪৭ হি.) কিতাবুর-রাদ্দ 'আলা ইবন খালাওয়ায়হ ফিল-কুন্নি ওয়াল-বাদ (ফিহরিষ্ট পৃ. ৬৩, পংক্তি ১৫) গ্রন্থে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি উপস্থাপন করিয়াছিলেন। ইবন খালাওয়ায়হ ৩৭০/৯৮০ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে (যাহার বিস্তারিত বিবরণ Flugel, পৃ. স্থা., বর্ণনা করিয়াছেন) নিম্নোক্তগুলি সংরক্ষিত আছে: (ক) কিতাব লায়সা, H. Derenbourg, যাহার প্রথমার্ধ Hebraica. ১খ., ৮৮-১০৫ এবং Amer, Journ of Sem Lang. and Lit ১৪খ. (১৮৯৮ খৃ.), ১৮-৯৩; ১৫খ. (১৮৯৮-৯৯ খৃ.), ৩২-৪১, ২১৫-২২৩; ১৮ খ. (১৯০১ খৃ.) ৩৬-৫১-তে প্রকাশ করিয়াছেন; অধিকতর কায়রোতে ১৩২৭ হি. মুদ্রিত হইয়াছে, যদিও এই মুদ্রণ অতি কষ্টে বর্তমানে সমাপ্ত হইয়াছে (আহমাদ ইবনুল-আমীন আশ-শিনকীতী সং.); (খ) কিতাব (রিসালা ফী) 'ইরাব ছালাছীনা সূরা: মিনাল-কুরআনিল-কারীম, কায়রো ১৩৬০ হি.; (গ) শারহ' মাকসূরা ইবন দুরায়দ, পাণ্ডু জাতীয় গ্রন্থাগার, প্যারিস, নং ৪২৩২, ৪খ, এবং Brockelmann. পৃ. স্থা., ১খ, ১১১; (ঘ) দীওয়ান আবী ফিরাস (দ্র.)-এর সম্পাদনা ও উহার ভূমিকা; (ঙ) ছালাব-এর কতিপয় ব্যাকরণগত মতের প্রতিবাদ, যাহা আস-সুয়ূতীকৃত আল-আশ্বাহ ওয়ান-নাজাইর (হায়দরাবাদ ১৩১৭ হি.), ৪খ., ১৩৭-১৪০-এ অন্তর্ভুক্ত আছে; (চ) কিতাবুর-রায়হ, দ্র. S. Y. Krachkovsky. Ibn Halawaih's Kitab al-Rih, Islamica-তে, ১৯২৬ খৃ. পৃ. ৩৩১-৩৪৩)।

কিতাবু'শ-শাজার, যাহা তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে উহা আবু যায়দ (দ্র.) কর্তৃক রচিত। গ্রন্থখানা তাঁহার শিক্ষার বৃনয়াদস্বরূপ ছিল যাহা স্যামুয়েল নাগেলবার্গ স্বীয় সম্পাদিত পুস্তক Kitab as-Sagar, (Diss, Zurich Kirchhain 1909 খৃ.-এর ভূমিকায় প্রমাণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব কিতাবুল-আশারাৎ)-এর প্রকৃত অবস্থাও ইহাই, যাহার উল্লেখ তাঁহার রচনায় রহিয়াছে। কেননা সম্ভবত উহা তাঁহার শিক্ষক আবু 'উমার আধ'-যাহিদ কর্তৃক রচিত (ফিহরিস্ত, বার্লিন, নং ৭০১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৮৪ ও ৩৫ পংক্তি ৭প.; (২) ইবন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfled, সংখ্যা ১৯৩ ও সংখ্যা ৪৯; (সং, ১৩১০ হি., ১খ, ১৫৭-৫৮), জন্. de Slane, ১খ., ৪৫৬ প. ও ১০৫; (৩) আয-যাহাবী, Cod, Warner, ৬৫৪, ৩খ. (Cat, ২খ, ১২৬ প.) ২৯ নিম্নে প.; (৪) আস-সুযুতী, বৃগ'য়াতুল'-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২৩১ প.; (৫) Flugel, Diegramm, Schuien d. Araber, Abhandl. d. Dtsch. Morg. Ges., ২খ, ২৩০; (৬) Brockelmann, ১খ, ১২৫; পরিশিষ্ট ১, ১৯০; (৭) য়াকূ'ত, মু'জাম্মুল-উদাবা, ৯খ., ২০০; (৮) ইবনুল-'ইমাদ, শায়ারাতুল'য-যাহিরা, ৩খ, ৩৪০, ৪খ, ১৩৯; (৯) ইবনুল-'ইমাদ, শায়ারাতুল'য-যাহাব, ৩খ, ৭১; (১০) ইবন কাদী শুহ্বা, তাবাকাত, ১খ, ৩১৭; (১১) আস-সুবকী, তাবাকাতুল'শ- শাফি'ইয়্যা, ২খ, ২১২; (১২) সাদরু'দ-দীন, Saifuddaulah etc., লাহোর ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৫৭-৫৯; (১৩) ইবনুল-আনবারী, মুযহা, ৩৮৩-৫; (১৪) ছা'আলিবী, যাতীমাতুল'দ-দাহর, ১খ, ৮৮; (১৫) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল'-জান্নাত, পৃ. ২৩৭ প.; (১৬) Hammer Purgstall, ৫খ, ৪৪২-৪৪।

C. Van Arendonk (দা. মা.ই.)/কালাম আযাদ

ইবন খালাফ (ابن خلف) : আবুল-হাসান 'আলী ইবন খালাফ ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্বাহ আল-কাতিব, মিসরের ফাতি'মী শাসকদের শ্রেষ্ঠ সচিবগণের অন্যতম (আল-কালকাশানদী, সুব্হ, ৬খ, ৪৩২; ঐ লেখক, দাও, পৃ. ৪০২)। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তবে তিনি ৪৩৭/১০৪৫-৬ সনে মিসরে বাস করিতেছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঐ সময় তিনি দীওয়ানুল-ইনশার সচিবদের জন্য তাঁহার মাওয়াদদুল'-বায়ান নামে সারগ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিশেষ করিয়া পত্রাদি ও সরকারী দলীলপত্রের নমুনা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সম্প্রতি ইস্তাম্বুলের সূলায়মানীয়া গ্রন্থাগারে এই রচনার একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (ফাতিহ, ৪১২৮)।

ইবন খালাফ আরও দুইটি গ্রন্থের লেখক। তিনি তাঁহার মাওয়াদদ গ্রন্থে আলাতুল'-কুত্তাব (পত্রক ১৬২ খ ও ১৬৬ ক) ও কিতাবুল-খারাজ (পত্রক ১৬ক ও ২৫খ) নামে উল্লিখিত দুই রচনার উল্লেখ করিয়াছেন; তবে গ্রন্থ দুইটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর তারিখও অনিশ্চিত। আল-হাব্বাল আল-মিসরী প্রণীত ওফয়াতুল'-মিসরিয়ীন ফি'ল-'আসুরিল-ফাতিমী'গ্রন্থে জনৈক আবুল-হাসান 'আলী ইবন খালাফ আয-যায়্যাতের ইনতিকালের তারিখ শাওওয়াল, ৪৫৫ হি. বলিয়া উল্লিখিত আছে [ত্ব.RIMA, ii/2 (1956), 336-7]। এই ব্যক্তি সচিব ইবন খালাফও হইতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে প্রদত্ত বরাত ছাড়াও দ্র. (১) হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৫৫৯; (২) জি. শায়্যাল, মাজমু'আত, ১খ, ১৪-১৫; (৩) S. M. Stern, Fatimid decrees, 105; (৪) A. H. Saleh. Une source de Qalqasandi, Mawadd al-Bayan et son auteur, Ali b. Halaf, in Arabica, xx/2 (1973), 192-200.

Abdul Hamid Saleh (E.I.² suppl.)/ আফতাব হোসেন

ইবন খালাফ (ابن خلف) : একটি পরিবারের নাম, পরিবারের সর্বাপেক্ষা পরিচিত দুই সদস্য।

১। আবু গালিব মুহ'াম্মাদ ইবন 'আলী ইবন খালাফ। তাঁহাকে ফাখরুল'-মুলক নামে অভিহিত করা হয়। আবু গালিব মুহ'াম্মাদ বৃওয়য়হ শাসকদের উযীর ছিলেন। তাঁহার জন্ম ওয়াসিতে বৃহস্পতিবার ২২ রাবী'-২, ৩৫৪/২৭ এপ্রিল, ৯৬৫। সুলতানু'দ-দাওলা আবু শুজা' ফানখুসরাও ২৭ রাবী'-১, ৪০৭/৩ সেপ্টেম্বর, ১০১৬ সনে তাঁহাকে হত্যা করেন। তিনি কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। এইজন্য কবি তথা বিদ্বজ্জনেরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাব্য রচনা করেন। এগুলির মধ্যে আল-কারাজী (দ্র.) তাঁহার রচিত 'ফাখরী' ও 'কাফী' নামক দুইটি কাব্যকর্ম তাঁহাকে উৎসর্গ করেন।

২। আবু শুজা' মুহ'াম্মাদ আল-আশরাফ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন 'আলী ইবন খালাফ। ইনি আবু গালিব মুহ'াম্মাদের পুত্র। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তবে ফাতি'মী খলীফা আল-মুস্তানসিরের আদেশে মিসরে পৌছিলে বাদরুল'-জামালী কর্তৃক ৪৬৬/১০৭৩-৪ সনে তিনি নিহত হন। আবু শুজা' দুই দুইবার খলীফা আল-মুস্তানসিরের মন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে মুহ'াররাম ৪৫৭/ডিসেম্বর ১০৬৪-জানুয়ারী ১০৬৫ সনে মাত্র দুই দিনের জন্য এবং দ্বিতীয়বার একই বৎসরের একই মাসের শেষের দিকে। তাঁহার শেষবারের মন্ত্রিত্ব একই বৎসরের রাবী'-১ মাসের মাঝামাঝি/ফেব্রুয়ারী ১০৬৫ অবধি স্থায়ী হয়।

যাহা হউক, এই মন্ত্রী ও 'আলী ইবন খালাফ আল-কাতিবকে (পূর্বের নিবন্ধ দ্র.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা ঠিক হইবে না, যদিও সাম্প্রতিক কালে তাঁহাদেরকে অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রয়াস নিছক কল্পনাভিত্তিক যাহার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফয়াত, ২খ, ৮৫; (২) ইবনু'স-সায়রাফী, ইশারা, ৫৩; (৩) সাবী, আল-উযারা, সম্পা. ফাররাজ, স্থা.; (৪) ইবন মুয়াসসার, তারীখ মিসর, সম্পা. Masse, ২খ, ১৫, ২৩, ৩৩; (৫) সুযুতী, হুসনুল মুহাদারা, ২খ, ২০৩; (৬) দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার, ৬খ, ৩৮২; (৭) মাক'রীযী, ইত্তি'আজ, ২খ, ২৭১, ৩১৩, ৩৩৩; (৮) ইবনুল'-কালানিসী, যায়ল, ৬৪; (৯) সাফাদী, ওয়াফী, ৪খ, ১১৮; (১০) য়াকূ'ত, উদাবা, ১৩খ, ২৬০, ১৮খ, ২৩৪; (১১) ঐ লেখক, বুলদান, ৫খ, ৩৫০; (১২) ইবন সা'দ, মাগ'রিব, আল-কাহিরা বিভাগ, সম্পা. নাস-সার, ৩৫৯; (১৩) ইবন তাগ'রীবিরদী, নুজুম, ৪খ, ২৪২, ২৫৭; (১৪) জি. শায়্যাল, মাজমু'আ, ১খ, ১১৪-৫; (১৫) A. H. Saleh. Une Source de Qalqasandi, Mawadd al-Bayan et son auteur, Ali b. Halaf, in Arabica, xx/2 (1973), 192-200

Abdul Hamid Saleh (E.I.² suppl.)/ আফতাব হোসেন

ইবন খাল্লাদ (ابن خلدون) : আবু 'আলী মুহাম্মাদ ইবন খাল্লাদ আল-বাসরী একজন মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে শিক্ষা আরম্ভ করিবার পর তিনি প্রথমে আল-আসকার-এ এবং তাহার পর বাগদাদে আবু হাশিম (মৃ. ৩২১/৯৩৩; দ্র. আল-জুব্বা'ঈ)-এর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছাত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি কিতাবু'ল-উসূ'ল ও কিতাবু'শ-শারহ'-এর রচয়িতা। তদুপরি তিনি একজন বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি (আদাব ওয়া মা'রিফা) ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নাই, সম্ভবত ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবু 'আবদিল্লাহ আল-হুসায়ন ইবন 'আলী আল-বাস্'রী ও আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন আয়্যাশ (ইবনু'ল-মুরতাদা ক'র্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে দ্র.)। তাঁহারা আবু হাশিমের অধীনেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তৎসুত্রে প্রসিদ্ধ ক'াদী 'আবদু'ল-জাব্বার ইবন আহ'মাদ (দ্র.)-এর শিক্ষক ছিলেন। সম্ভবত ইবন খাল্লাদের (অসমাও) রচনাকর্ম কিতাবু'শ-শারহ'-এরই পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হইতেছে ক'াদী 'আবদু'ল-জাব্বার-এর শারহ'ল-উসূ'ল-খামসা গ্রন্থ। এই গ্রন্থেরই কিছু তথ্য সংযোজনসহ টীকা লিখেন যায়দী ইমাম আন-নাতিক বি'ল-হাক্ক (মৃ. ৪২৪/১০৩৩; Brockelmann, S I. 697 p.; P. Voorhoeve, Handlist, 407)। মু'তাযিলা মতবাদের স্বীকৃত ইসনাদে ইবন খাল্লাদকে আবু 'আবদিল্লাহ আল-বাসরীর শিক্ষক হিসাবে এবং আল-বাসরীকে ক'াদী 'আবদুল-জাব্বারের শিক্ষক হিসাবে দেখা যায়। তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে যে বিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা মতবাদের ক্ষেত্রে তাঁহার অবস্থানকে আবু হাশিম ও 'আবদু'ল-জাব্বারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিসত, পৃ. ১৭৪; (২) ক'াদী 'আবদু'ল-জাব্বার ইবন আহ'মাদ, শারহ'ল-উসূ'ল-খামসা, সম্পা. 'আবদু'ল-কারীম উছ'মান, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৫, ভূমিকা, পৃ. ২৮ ও নিফসি; (৩) ইবনু'ল-মুরতাদা Die Klassen der Mutaziliten, সম্পা. S. Diwald-Wilzer 1961, 105 (এই অনুচ্ছেদসমূহের অশুদ্ধ অনুবাদ করিয়াছেন M. Horten, Die philosophischen Systeme, etc., 1912, 426); (৪) Brockelmann, Sl. 348 (read Leiden, Or. 2949, and Landberg, no. 589); (৫) ইবনু'ল-মুরতাদা ক'াদী, 'আবদু'ল-জাব্বার হইতে উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন, যাহার একখানি পাণ্ডুলিপি তাবাক'াতু'ল-মু'তাযিলী সম্পর্কে সম্প্রতি জানা গিয়াছে (দ্র. ভূমিকা, পৃ. ১৬)। ইহা ছাড়াও দেখুন (৬) M. Schreiner, in Actes du VIII^e Congres des Orientalistes, II/i (A) Leiden 1893, 87 and n. I; (৭) A. S. Tritton, in BSOAS, xiv (1952), 612-22 (একখানি অশনাকৃত গ্রন্থ সম্ভবত ইবন খাল্লাদের কিতাবু'ল-উসূ'লের উপর যাহা ইবন হুসায়নের থিয়াদাত)

J. Schacht (E.I.²)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন খাল্লিকান (ابن خلكان) : আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আবু'ল-আক্বাস শামসুদ্দীন আল-বারমাকী আল-ইরবিলী আশ-শাফি'ঈ, আরবী জীবনীকার, ১১ রাবী'উছ' ছানী, ৬০৮/২২ সেপ্টেম্বর, ১২১১ সালে ইরবিল-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারটি বন্দরমাক বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিত। দুই বৎসর বয়সে তিনি

পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা ছিলেন বেগতেগীনিদ (দ্র.) মুজাফফারু'দ্দীন গোকাবুরী (দ্র. ইবন খাল্লিকান, নং ৫৫৮) ক'র্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুজাফফারিয়া কলেজের অধ্যাপক (মুদারিস)। পিতার স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপক শারাকুদ্দীন আল-ইরবিলী (এ, নং ৪৪)। তাঁহার অধীনে তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ইহার পরে ৬২৬/১২২৯ সাল হইতে আলেক্সান্দ্রো-তে ইবন শাদ্দাদ (এ, নং ৮৫২) ও ইবন য়া'ঈশ (এ, নং ৮৪২)-এর অধীনে তিনি লেখাপড়া করিতে থাকেন। ৬৩২/১২৩৪ সালে ইবন শাদ্দাদ-এর ইনতিকাল হইলে তিনি দামিশকে ইবনু'স-সালাহ (এ, নং ৪২২)-এর নিকট গমন করেন। তিনি কয়েকবার মাওসিলও যান এবং তথাকার ঐতিহাসিক ইবনু'ল-আছীর (মৃ. ৬৩০/১২৩৪) ও কামালুদ্দীন ইবন য়ুনুস (সুবকী, তাবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়া, ৫খ, ১৫৮ প.)-এর সহিত পরিচিত হন। ৬৩৫ বা ৬৩৬ হি. তিনি মিসর যান এবং ৬৪৬/১২৪৯ সালে মিসরের প্রধান ক'াদী (কাদি'ল-কুদাত) বাদরুদ্দীন য়ুসুফ ইবন হাসান (যিনি কাদী সিনজার নামে পরিচিত ও ৬৫৯/১২৬১ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন)-এর সহযোগী নিযুক্ত হন। সেই বৎসরই মামলুক সুলতান বায়বারস ইবন খাল্লিকানকে দামিশকের প্রধান ক'াদী নিযুক্ত করেন। এই পদাধিকারে তিনি সমগ্র সিরিয়ায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হানাফী, হাম্বলী ও মালিকী মায'হাবের বিচারকগণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ৬৬৪/১২৬৬ সালে বায়বারস উক্ত তিন মায'হাবের বিচারকগণকে কাদি'ল-কুদাত পদে উন্নীত করার আদেশ দেন। ফলে ৬৬৮/১২৭১ সালে ইবন খাল্লিকান তাঁহার পদ সম্পূর্ণরূপে হারান। তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল-ফাখরিয়া কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৬৭৬/১২৭৭ সালে বায়বারস-এর ইনতিকালের পর ইবন খাল্লিকান পুনরায় সিরিয়ার প্রধান ক'াদী নিযুক্ত হন এবং ৬৭৭/১২৭৮ সালে তাঁহাকে দামিশকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে নূতন গোলযোগের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কালাউন সিংহাসনে আরোহণ করিলে দামিশকের গভর্নর সুনকুর'ল-আশকার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু পরাজিত হন। কালাউন-এর সৈন্যরা সাফার ৬৭৯/জুন ১২৮০ সালে দামিশকে প্রবেশ করে এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এতদসত্ত্বেও ইবন খাল্লিকান বন্দী হন এবং এমন একটি ফাতওয়াদানে অভিযুক্ত হন যাহা সুনকুর তাঁহার বিদ্রোহের সমর্থনে ব্যবহার করিতে পারিতেন; কিন্তু তিন সপ্তাহ পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং সুলতানের এক জরুরী আদেশে প্রধান ক'াদী হিসাবে পুনরায় অভিযুক্ত হন। পরবর্তী সাল (৬৮০-১২৮১)-এর প্রারম্ভে কালাউন দামিশক পরিদর্শন করেন; ইহার তিন দিন পরে ইবন খাল্লিকান পদচ্যুত হন। ২৬ রাজাব, ৬৮১/৩০ অক্টোবর, ১২৮২ তারিখে তিনি দামিশকে ইনতিকাল করেন।

ইবন খাল্লিকান ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক, সমস্ত আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী এবং ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি অত্যন্ত সংস্কৃতিবান, সামাজিক, রসিক ও জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষী ছিলেন। তিনি কাব্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং মুতানাব্বী-র দীওয়ান-এর একজন বিদগ্ধ সমঝদার ছিলেন। তাঁহার অন্যতম বন্ধু ছিলেন মিসরের কবি বাহাউদ্দীন যুবায়র (দ্র.) ও ইবন মাতরুহ (ওয়ালফায়াত, নং ৮২১)। সর্বোপরি তিনি ঐতিহাসিক বিষয়ের অধ্যয়ন অধিক পসন্দ করিতেন। তিনি এমন ব্যক্তিবর্গের জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ আরম্ভ করেন যাহারা কোন না কোন কারণে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি

তাহার উপস্থিতমত সংগৃহীত লেখাগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেন। এইরূপেই আরম্ভ হয় তাহার জীবনী সংক্রান্ত অভিধান ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান ওয়া আন্বা'উ আবনাই'য-যামান। ইহাতে শুধু এমন ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন যাহাদের মৃত্যু সাল গ্রন্থকার নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে ইচ্ছাকৃতভাবে (১) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী, (২) অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরেকে তাবি'ঈগণ ও (৩) খালীফাবৃন্দের আলোচনা করেন নাই। কারণ চরিত্তাভিধান ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে এই তিন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তথ্যাদি সহজেই পাওয়া যায়। ৬৫৪/১২৫৬ সালে কায়রোতে তিনি তাহার গ্রন্থখানির বিন্যাসকরণ আরম্ভ করেন। কিন্তু ৬৫৯/১২৬০ সালে ইয়া'য়া ইবন খালিদ ইবন বারমাক (নং ৮১৬) সম্পর্কীয় নিবন্ধে পৌছিলে দামিশকে বদলি হওয়ার কারণে তিনি বিন্যাসকরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ৬৬৯/১২৭১ সালে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করার পরই ৬৭২/১২৭৪ সালে তিনি গ্রন্থখানি পরিমার্জনা ও শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। লেখক ইহাকে একটি ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্তসার হিসাবে লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রাচুর্যপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার, বিশেষত ইহার যে সমস্ত অংশে তিনি তাহার সমসাময়িকগণের আলোচনা করিয়াছেন। প্রাথমিক সময়ের ব্যক্তিগণ সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধগুলিতে তিনি প্রায়ই তাহার উৎসগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই উৎসগুলি হয়ত হারাইয়া গিয়াছে অথবা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানিকে আরো উন্নত করার জন্য নিজেই যত্নবান হন। তাহার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি (বৃটিশ মিউজিয়ামে ক্যাটালগ নং ১৫০৫ ও পরিশিষ্ট নং ৬০৭) সংশোধন ও পৃষ্ঠার প্রান্তে লিপিবদ্ধ টীকায় ভরপুর। ইহা ও গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা হইতে ইহার পাণ্ডুলিপিগুলি ও সংস্করণগুলির অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধাবলীর সংখ্যা ও ক্রমবিন্যাসে পার্থক্যসমূহের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত শীর্ষক ইহার একটি পরিশিষ্ট মুহাম্মাদ ইবন শাকির আল-কুতুবী (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩) কর্তৃক রচিত হইয়াছে। ওয়াফায়াত-এর ফার্সী ও তুর্কী অনুবাদও বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, ৪খ, ১৪৩-৪৭; (২) সুব্কী, তা'বাক'াতুল-শাফি'ইয়া, ৫খ, ১৪ প.; (৩) তাশুকপুরুষাদে, মিস্তাহ'স-সা'আদা, ১খ, ২০৮ প.; (৪) উলুগখানী, জাফারুল-ওয়ালিহ, সম্পা. E. D. Ross, ১খ, ১৮৪ (বিরযালীর মু'জাম হইতে উদ্ধৃতিসহ); (৫) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-যাহাব, ৫খ, ৩৭০ প.। ইহা ছাড়া ড. (৬) Quatremere, Histoire des Sultans Mamlouks par Makrizi, ১/২, ১৮০-৮৯, ২৭১; (৭) Brockelmann, ১খ, ৩২৬-২৮, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৫৬১; (৮) De Slane কর্তৃক ইবন খালিকান-এর চরিত্তাভিধানের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা।

J. W. Fuck (E.I.²)/ ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইবন খুররাদাযবিহ (ابن خردادبه) : আবুল-ক'াসিম 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ (আহ'মাদ, ড. আল-ফিহরিস্ত, আল-খুরাসানী) ইরানী বংশোদ্ভূত একজন ভূগোলবিদ। তিনি ২০৫/৮২০ মতান্তরে ২১১/৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমিত হয় [দেখুন সারকিস, 'উমূদ ৯২]। তাহার পিতামহ য়ারদাশ্তী ধর্ম (খুররাদাযবিহ, খুরদায-বিহও উচ্চারিত হয়) ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খলীফা আল-মা'মূনের শাসনামলে ২০১/৮১৬ সালে তাহার পিতা তাবারিস্তানের গভর্নরের পদে সমাসীন ছিলেন এবং তিনি দায়লামের কয়েকটি জিলা

শাসনাধীনে আনিতে সফল হন। কর্মময় জীবনের প্রথম দিকে তিনি আল-জাবাল প্রদেশের (মিডিয়া) ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের (সাহিবুল-বারীদ ওয়া'ল-খাবর) গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইহা জানা যায় না যে, তিনি কখন এবং কিভাবে এই পদ পাইয়াছিলেন। পরে তিনি উক্ত বিভাগের মহাপরিচালকের পদে বাগদাদে ও সামাররাতে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে খলীফা আল-মু'তামিদ তাঁহাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইবন খুররাদাযবিহ বাগদাদে সুখে-স্বাস্থ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হন এবং সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে উন্নত মানের শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যা অর্জন ও গবেষণায় তাঁহার প্রবল আগ্রহের কথা জানা যায়। ইসহাক আল-মাওসিলীর ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তির তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।

আল-মাস'উদী বাদায়ুনী সংগীত, সঙ্গীতের তাল ও নৃত্যের উপর খালীফার দরবারে প্রদত্ত তাঁহার একটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যা তিনি তাঁহার পিতার বিশিষ্ট বন্ধু ইসহাক আল-মাওসিলীর নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন।

ইবন নাদীম প্রদত্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীর তালিকা সম্ভবত অসম্পূর্ণ। ইবন নাদীমের মতে ইবন খুররাদাযবিহ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন : ১। আদাবু'স-সামা' (ادب السماع), সঙ্গীতের আসরে শ্রোতাদের পালনীয় আদব-কায়দা; ২। কিতাবু'ত-তা'বীখ (كتاب الطبخ) পাকপ্রণালী সম্পর্কীয়; ৩। কিতাবু'শ-শারাব, মদ্য পান সম্পর্কিত; ৪। কিতাবু'ন-নুদামা ওয়া'ল-জলাসা (كتاب النماء والجلساء) সঙ্গী-সাথী ও বন্ধুদের পারস্পরিক আচার-আচরণ সম্পর্কে; ৫। কিতাবু'ল-আনওয়া' (كتاب الانواء); উপরিউক্ত পাঁচখানা গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্তমানে নাই; ৬। কিতাবু'ল-লাহবি ওয়া'ল-মালাহী (كتاب اللهو والملاهي), এই গ্রন্থে লেখক সঙ্গীত ও গায়কদের সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবত আবুল-আলা আল-মা'আররী তাঁহার কিতাবু'ল-গুফরান-এ গায়কদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ইবন খুররাদাযবিহ-এর এই গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ৭। কিতাব জামহারা (জামহুর) আনসাবুল-ফুরস ওয়া'ন-নাওয়াকিল (নাওয়াকিল ইরানীদের ও বহিরাগত শ্রেণীসমূহের কুলজী); ৮। কিতাবু তারীখ; ইবন নাদীম এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হইল কিতাবু'ল-মামালিক ওয়া'ল-মাসালিক।

তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থ গবেষণামূলক (যেমন ইরানীদের বংশ সম্পর্কে) এবং কোন কোনটি ছিল সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ভূগোল বিষয়ক কিতাবু'ল-মামালিক ওয়া'ল-মাসালিক অবশিষ্ট রহিয়াছে। সম্প্রতি আই. এ. খালীফার সম্পাদনা কিতাবু'ল-লাহবি ওয়া'ল-মালাহী পুস্তকটি একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (বেরুত ১৯৬৪ খৃ.) তিনি কিতাবু'ল-মাসালিক গ্রন্থটি একজন 'আব্বাসী যুবরাজের অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপকরণসমূহ তিনি সরকারী দফতর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক ভূগোলতত্ত্ব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পরবর্তী ভূগোলবিদগণ, যেমন ইবনুল-খালীকাহ, আল-মুক'াদাসী, ইবন হাওকাল আল-জায়হানী প্রমুখ ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম (Barbier de Meynard তরজমাসহ প্রকাশ করেন (১৮৬৫ খৃ.; in J. A) ও de Goye দ্বিতীয়বার (Bibl. Geog. Arab., ৬খ, লাইডেন ১৮৯০ খৃ.) ফরাসী তরজমাসহ প্রকাশ করেন। তিনি অন্যান্য

পাণ্ডুলিপিরও সাহায্য গ্রহণ করেন। de Goeje প্রমাণ করেন যে, ইহার কোন পরিপূর্ণ কপি বিদ্যমান নাই। তিনি নিজের গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইবন খুররাদাযবিহ এই গ্রন্থখানি ২৩২/৮৪৬-৪৭ সালে লিপিবদ্ধ করেন। পরে ধীরে ধীরে ইহার মধ্যে সংযোজন করিতে থাকেন। এমনিভাবে ইহা দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়, যদিও এই প্রকাশনা ২৭২/৮৮৫-৮৬-এর পূর্বে শেষ হয় নাই। ইবন খুররাদাযবিহ-এর এই গ্রন্থের তুর্কী অনুবাদ করেন শারীফ ইবন মুহাম্মাদ। তিনি ফারসী ভরজমা হইতে তুর্কী অনুবাদ করেন। হাজ্জী খালীফার মতে ইবন খুররাদাযবিহ ৩০০/৯১২-১৩ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) de Goeje, Bel, Geogr. Arab., ৬খ, ভূমিকা এবং সেখানে উল্লিখিত সূত্রসমূহ; (২) ইবনু'ন-নাদীম, আল- ফিহরিসুত, ১৪৯; (৩) আল-মাস'উদী, মুরুজু'য-যাহাব, ১খ, ১২; ২খ, ৭০-৭২, ৮খ, ৮৮-১০২; (৪) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ্জ জুনূন; (৫) Encyclopaedia of Islam, N. E. III., ৮৩৯-৪০।

C. Van Arendonk (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ সালমান

ইবন গানিম (ابن غانم) : ইযযুদ্দীন 'আবদু'স-সালাম ইবন আহ'মাদ ইবন গানিম আল-মাক্দিসী আল-ওয়াজ্জ, তালাওউফ বিষয়ে বা উপদেশমূলক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার জীবনেতিহাস সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। তিনি ৬৭৮/১২৭৯ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কাশফু'ল-আসরার আনি'ল-হি'কাম আল-মুদা'আফিত তুয়ুর ওয়া'ল-আয'হার সর্বাধিক পরিচিত। Garcin de Tassy, Les oiseaux et les fleurs নামে উহার অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন (প্যারিস ১৮২১খ., অনু. পুনর্মুদ্রণ ১৮৭৬ Allegories. Recits poetiques ইত্যাদি; জার্মান অনু. Peiper, Stimmen aus dem Morgenland, Hirschberg ১৮৫০ খ., লিথু. মূল পাঠ, কায়রো ১২৭৫, ১২৮০ হি.; বুলাক সং. ১২৭০, ১২৯০ হি.; কায়রো ১২৮০ হি. ইত্যাদি)। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে হাললুর-রুমূয (বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান); আল-কাওলু'ন-নাফীস ফী তাফলীস ইবলীস (শয়তানের সঙ্গে সংলাপ) কায়রো ১২৭৭ হি. ইত্যাদি এবং আর-রাওদুল-আনীক ফি'শ-ওয়াজির- রাশীক (পাণ্ডুলিপি আকারে) সবিশেষে উল্লেখযোগ্য।

অপর একজন ইবন গানিম আল-মাক্দিসী নুরুদ্দীন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, হানাফী ফারসী ছিলেন, কায়রোতে ৯২০/১৫১৪ সালে জন্ম এবং একই স্থানে ১৮ জুমাদাল উখরা, ১০০৪/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৫৯৬ তারিখে মৃত্যু। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বুগ'য়াতুল-মুরতাদ ফী তাসহীহিস-সাদ (আত-তাওহীদীর মুকাবাসাত গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত) এবং কিছু সংখ্যক হাওয়াশী আলা'ল-কামূস (দ্র. Brockelmann, S II, ২৩৪, ৩৯৫)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াফি'ঈ, মিরআতুল-জানান, ৪খ, ১৯০; (২) ইবনু'ল-ইমাদ, শাযারাত, দ্র. শিরো.; (৩) ইবন কাছীর, বিদায়া; (৪) Cheikh, in Machriq, ৪খ, ৯১৮-২৪; (৫) এফ. বস্তানী, দাইরাতুল- মা'আরিফ, ৩খ, ৪১২; (৬) Brockelmann, S I, ৪৫০, S I, ৮০৮-৯।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

ইবন গানিয়া (দ্র. গানিয়া, বানু)

ইবন গান্নাম (ابن غانم) : শায়খ হ'সায়ন ইবন গান্নাম আল-ইহসা'ঈ, নাজ্দ-এর সর্বপ্রথম ওয়াহ্‌হাবী, রাজধানী দিরইয়াতে ১২২৫/১৮১০ সনে ইনতিকাল করেন (ইবন বিশর, 'উনওয়ান, ১খ, ১৪৯)। তিনি ছিলেন ওয়াহ্‌হাবিয়া (দ্র.)-এর নিষ্ঠাবান অনুসারী ও উহার সর্বপ্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস বর্ণনাকারী। তিনি আল-আহসার 'উলামার নিকট 'আকাইদ ও ভাষাবিদ্যা শিক্ষা করেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার তথাকার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতঃপর তিনি আদ-দিরইয়ায় যান। সেখানে প্রথমত তিনি শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাব-এর বক্তৃতা সভায় হাযির থাকেন এবং পরে 'আরবী ভাষা ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। দুইজন প্রসিদ্ধ 'আকিম ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাব-এর পৌত্র শায়খ 'আবদু'র-রাহ'মান ও শায়খ সুলায়মান দিরইয়ায় তাঁহার ছাত্র ছিলেন (ইবন বিশর, ঐ গ্রন্থ)। ইবন গান্নাম (ঐ গ্রন্থ) প্রণীত ধর্মতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থের মধ্যে ইবন বিশর আল-'ইকদুছ'-ছামীন ফী শারহি' উসুলিদ-দীন-এর নাম করিয়াছেন। তিনি অন্য কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই কিন্তু ইবন গান্নাম তাঁহার রাওদা (পৃ. ৪৫) নামক গ্রন্থে তাঁহার অন্য একখানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম রাওদাতুল-আফকার ওয়া'ল-আফহাম লিমুরতাদি হালি'ল-ইমাম ওয়া তা'দাদি গাযাওয়াতি যাবিল-ইসলাম (বৃটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি, Add. ১৯৭৯৯-৮০০ ও Add. ২৩৩৪৪-৫; লিথু. বোয়াই ১৯১৯ খ., কায়রো ১৯৪৯)। সা'উদী 'আরবের বাহিরে গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণগুলি কদাচিৎ পাওয়া যায়। রাওদা নামক গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে বিভক্ত।

(১) রাওদাতুল-আফকার; ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের একখানা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। উহার প্রথম অধ্যায়ে 'আরব ও সন্নিহিত মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মের হাল-অবস্থা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রাওদা প্রণেতার মতে—মুসলিমগণ পৌত্তলিকতার অতল গহবরে ডুবিয়াছে, বেহায়াপনা ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাব-এর বংশবৃত্তান্ত, খ্যাতি লাভের ও উত্থানের বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। লামউশ-শিহাব নামক সমকালীন অন্য একটি গ্রন্থের বর্ণনা এবং রাওদার বিবরণের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে। শেষের তিনটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আরব উপদ্বীপের ভিতরে ও বাহিরে সম্মানিত পদে আসীন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাব কর্তৃক প্রেরিত কয়েকখানা পত্র সম্পর্কে প্রাণ্ডক্ত অংশে গ্রন্থকার তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থস্থিত প্রমাণাদি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাবের মৃত্যুর পর রাওদা গ্রন্থখানা রচনা করা হয়।

(২) আল-গাযাওয়াতুল-বায়ানিয়া ওয়া'ল-ফুতুহাতুল-রাবানিয়া ওয়া ফিকর'স-সািবালিয়াযী হামালা আলা যালিক, এই অংশটি আরবে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের বিস্তৃতির প্রাচীনতম বিস্তারিত ইতিকাহিনী। ১১৫৯/১৭৪৬ সনের ঘটনাবলী অবলম্বনে ইহার সূচনা হইয়াছে এবং ১২১২/১৭৯৭ সনের ঘটনাবলী বর্ণনায় ইহার অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি ঘটয়াছে, যদিও রচয়িতা ১২২৫/১৮১০ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহা আরব দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের একখানা অমূল্য উৎস গ্রন্থ। খৃষ্টিয়ানি তথ্যসম্পদের বিবেচনায় ইহা ইবন বিশর-এর রচিত 'উনওয়ানুল-মাজ্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ইহা কৌতূহলোদ্দীপক যে, ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শেখোক্ত গ্রন্থকার ইবন গান্নাম-এর ইতিহাসের উল্লেখ করেন নাই। উভয় গ্রন্থের মূল পাঠের সূক্ষ্ম তুলনামূলক বিচারে ইহা প্রকাশ পায় যে, ইবন বিশর তাঁহার যে গ্রন্থে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কার ওয়াহাবী আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা তিনি ইবন গান্নাম-এর গা'যাওয়াত পুস্তকের অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছেন (প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, ইবন বিশর ধর্মীয় বিষয়াদির বর্ণনার জন্য কখনও মূল প্রসঙ্গ হইতে বিচ্যুত হন নাই। H. St. J. Philby ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার লেখক, যথা আমীনুর-রীহানী, G. Rentz, R. B. Winder প্রমুখ 'আরব দেশের ইতিহাস প্রণয়নে ইবন গান্নাম-এর গা'যাওয়াত গ্রন্থের ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন (তু. গ্রন্থপঞ্জী)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন গান্নাম, রাওদাতুল-আফকার ওয়া'ল-আফহাম লি-মুরতাদি হালি'ল-ইমাম ওয়া তা'দাদি গা'যাওয়াতি যাবি'ল-ইসলাম, বোম্বাই ১৯১৯ খৃ.; (২) আমীনুর-রীহানী, তারীখ নাজদি'ল-হা'দীছ', বৈরুত ১৯২৮ খৃ.; (৩) ইবন বিশর 'উছমান ইবন 'আবদিল্লাহ, 'উনওয়ানুল-মাজদ ফী তারীখ নাজ্দ, মক্কা ১৯৩০ খৃ., ১খ, ১৪৯; (৪) H. St. J. Philby, Arabia, লন্ডন ১৯৩০ খৃ., পৃ. ix, x, ৪; (৫) এ লেখক, Saudi Arabia, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৫, ৮০, ১১৭-৮; (৬) G. S. Rentz, Muhammad ibn Abd-al Wahhab and the beginnings of the first unitarian empire in Arabia, unpublished Ph. D. thesis, University of California ১৯৪৮ খৃ.; (৭) R. B. Winder, Saudi Arabia in the nineteenth century, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২০, ২৩৩, ২৪৪; (৮) A. M. Abu-Hakima, History of Eastern Arabia, বৈরুত ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২-৫; (৯) এ লেখক (সম্পা.), লাম'উ'শ-শিহাব ফী সীরাত মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-ওয়াহাব, বৈরুত ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২১-৮; (১০) এ লেখক, তারীখুল-কুওয়ায়ত, ১/১ খ., কুয়েত ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২২-৮।

M. Abu-Hakima (E.I.²) / মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন গান্নাম (ابن غنم) : আবু তা'হির ইবরাহীম ইবন রাহুয়া ইবন গান্নাম আল-হ'ররানী আন-নুমায়রী আল হাশালী আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৯৩/১২৯৪), স্বপ্নের তাৎপর্য বিষয়ক একখানা গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থখানি ছিল বহুল প্রচলিত। কারণ ইহার বিষয়বস্তু বর্ণানুক্রেমিকভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং ইহা দ্রুত পঠনযোগ্য এবং ইহার তথ্য অনুসন্ধান সহজ। এইভাবে তিনি একটি অভিনব রচনা-প্রণালীর উদ্ভাবক হন এবং পরবর্তী কালে ইহা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। তাঁহার রচিত আল-মু'আন্না'ম 'আলা ছরুফিল-মু'জাম' স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল এবং Ephesus-এর Artemidorus রচিত Book of Dreams (সম্পা. Fahd, দামিশক ১৯৬৪ খৃ., PIFD)-এ যে পদ্ধতির প্রচলন করা হইয়াছিল-এবং যে পদ্ধতি নাসুর ইবন য়াকুব আদ-দীনাওয়ারী (দ্র.) অনুমোদন করিয়াছিলেন সেই ঐতিহ্যগত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিদ্যায় তিনি শ্রেণীবিন্যাস রীতি সূচনা করেন যাহা স্বপ্নের চাবি আখ্যায় পরিচিত হয়। গ্রন্থটির বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। তন্মধ্যে যে প্রাচীনতম পাঠগুলি আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহা হইলঃ ইস্তাবুল Saray, Ahmet III, 3173 (729/1328-9)

and 3172 (743/1342-3) Aya Sofya, 1730 (804/1401-2) Corum 3093 (826/1413-4); Istanbul Un. Lib. 4864 (920/1514-5) and Kastamonu, 2997 (954/1547-8). The Bursa পাণ্ডুলিপি, Ulucami ১৯৮৬ -এর সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (তারিখ ৭৪৫/১৩৪৪-৫)-র প্রথমদিকের একটি পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশ মিলিয়াছে। সাম্প্রতিক কালের কোন হাতের লেখা ইহাতে বহু শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছে। আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল-কু'দসী এই গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন (তু. Saray, Ahmet III, ৩১৬৪)।

ইবন গান্নাম আর একটি অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাহা হইল স্বপ্নের ব্যাখ্যামূলক তথ্যের ছন্দায়ন, যাহাতে ইহাকে সহজে মুখস্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'রাজায়' ছন্দে আরসুল-বুস্তান ফি'ন-নিসা ওয়া'ল-আ'দা ওয়া'ল-ইনসান শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন (দুররাতুল-আহলাম শিরোনামে, কবিতাটির অংশবিশেষ তাঁহার উল্লিখিত কবিতাটির অনুসরণে লিখিত, যাহা ৪২৬৪ সংখ্যক বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় এবং Brockelmann, ২খ, ৪৯৮, যাহাকে তৎপ্রতি আরোপ করিয়াছেন, তাহা জামালুদ্দীন আদ-দিময়্যাতী কর্তৃক রচিত; তু. Suleymaniye-Yozgat, ৭৮৮/১, পত্রক ১-৫২২)। এই কবিতা আল-মু'আন্না'ম অপেক্ষা কম প্রচলিত (তু. Laleli 1636 bis; বার্লিন ৪২৬৩)। এই কবিতায় তিনি বলেন যে, তিনি জামালুদ্দীন ইবরাহীম ইবনু'স-সাব্তী আল-বাগদাদীর শাগরিদ ছিলেন। এই ছন্দায়ন পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়াছিল পরবর্তী কয়েকজন লেখকের রচনায়, যথা (১) যামনুদ্দীন ইবনুল-ওয়াদী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৯)-এর আল আলফিয়াতুল-ওয়াদিয়া নামক তারুণ্যের উপযোগী গ্রন্থখানিতে তৎপ্রবর্তিত কার্য প্রণালীটির উন্নয়ন সাধন করা হয়। টীকা সম্বলিত গ্রন্থখানি ১২৮৫ হি. সন হইতে কায়রোতে প্রকাশিত হইতে থাকে। 'আবদুর-রা'উফ আল-মুনাবী (মৃ. ১০৩১/১৬২১; তু. Laleli, ১৬৫৯; ইস্তাবুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, A ৪২৪০) ইহার রচয়িতা। মুহাম্মাদ ইবন জাবির আল-মিকনাসী আল-গা'সানী (মৃ. ৮২৭/১৪২৪) একটি দীর্ঘ মানজু'মা ফি'ত-তাবীর-এর রচয়িতা (তু. Laleli, ১৬৬১; Aya Sofia, 1729; Comp. Brockelmann S II, 367) এবং আবুল-হাসান 'আলী ইবনু'স-সাকান আল-মুআফিরী আল-মুফাসসির (তু. Koprulu, ১২০২-তাং ৯১১/১৫০৫-৬; Saray, Ahmet III, ৩১৬২, তাং ৯২০/১৫১৪)-ও এই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, বায়যানটীয়দের কাছে পদ্ধতিটি অবিদিত ছিল না (তু. Ephesus-এর Artemidorus রচিত Oneirocritica-এর অনুসরণে কনস্টান্টিনোপলের বিশপ Astrampsychos-এর Nicephorus-এর নামে আরোপিত কবিতা সংগ্রহ, সম্পা. N. Rigaltius)।

পরিশেষে, Brockelmann, S I, 913-এর মতে ইবন গান্নামই কিলাদাতুল-দুররি'ল-মানছুর ফী যিকরি'ল-বা'ছ ওয়ান-নুশুর শীর্ষক কবিতাটির রচয়িতা, সিরাজুদ-দীন আবু হা'ফস ইবনুল-ওয়াদী (মৃ. ৮৫০/১৪৪৬)-কৃত খারীদাতুল-আজাইব-এর প্রান্তিক অংশে (সং. কায়রো ১৩০২ হি.) প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

T. Fahd (E.I.²)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন গাযী (ابن غازي) : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আল-'উছ'মানী, মরক্কোর ৯ম/১৫শ শতাব্দীর জনৈক বিদ্বান ব্যক্তি. জ. ৮৫৮/১৪৫৪ সনে Meknes--এ এবং মৃ. ৯১৯/১৫১৩ সনে ফেয নগরীতে, সেখানে অদ্যাবধি তাঁহার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপ্রণীত বহু গ্রন্থের মধ্যে (পূর্ণ তালিকার জন্য Chorfa, পৃ. ২৩০, টীকা ২ দ্র.) আর-রাওদুল-হাতুন ফী আখবার মিকনাসাতি'য-যায়তুন গ্রন্থখানিই আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান (ফেয ১৩২৬/১৯০৮; আংশিক অনু. Houdas, Monographie de Mequinez, in JA, ১খ, ১৮৮৫ খৃ., ১০১-৪৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Levi-Provencal, Historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ২২৪ (পূর্ণ আলোচনা)।

J. F. P. Hopkins (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন গারসিয়া (ابن غرسية) : আবু 'আমির আহ'মাদ, আন্দালুসীয় গ্রন্থকার ও কবি। তিনি প্রথমে ক্রীতদাসরূপে, পরে স্নাত গোত্রভুক্ত Denia-র প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুজাহিদুল-আমিরী (৪০০/১০১০-৪৩৬/১০৪৪) [দ্র.] এবং তৎপুত্র 'আলী ইকবালু'দ-দাওলা (৪৩৬-৬৮/১০৪৪-৭৬)-র চাকুরীতে সারা জীবন Denia-য় কাটাইয়া দেন। স্নাত সম্প্রদায়ের গুণাবলীর মহিমা প্রচারের এবং 'আরব বংশোদ্ভূত reyes de taifas-দের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পিতা-পুত্র উভয়েরই কবি ও লেখকের প্রয়োজন ছিল। ইবন গারসিয়া এইজন্য নিজেকে নিবেদিত করেন এবং কর্তৃত্বের আবু জা'ফার আহ'মাদ ইবনুল জাযযার (কিংবা আল খাররায় ইবন বাশকুওয়াল-এর মতে সীলা, পৃ. দ্র.: ইবনুল-'আব্বার, তাকমিলা, পৃ. ১৫৭ এবং আল-মাক্করী, Analectes, ২খ, ২৮০ ও ৩২৭)-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত তাঁহার এক বিতর্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি 'আরবদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক অবমাননাকর ও তিক্ত রিসালা রচনা করেন। উহাতে তিনি স্নাত রুম ও সকল অনারবের ('আজাম) গুণগান করেন। সম্ভবত একমাত্র এই রিসালাখানিই মুসলিম স্পেনে শু'উবিয়্যার বাস্তব অভিব্যক্তি। প্রাচ্যের সকল শু'উব 'আরবদের বিরুদ্ধে যত যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করিয়াছে তাহার সব সংগৃহীত হইয়া ইহাতে এক জটিল রচনাশৈলীতে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের ফলে ইবন গারসিয়া যশস্বী হন। তবে উহা কয়েকজন সমকালীন গ্রন্থকারকে 'আরবদের সপক্ষে অত্যধিক আক্রমণাত্মক জওয়াব রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ইবন বাসসাম রিসালাখানি ও উহার কয়েকটি জওয়াব যাকীরায় (iii, MS coll. Gayanogos de la Real Acad. de la Historia, Madrid no, 12, fols. 120 ff.) উদ্ধৃত করেন। Escoria-এর ৫৩৮ নং পাণ্ডুলিপিতে পুনরায় কতিপয় জওয়াব সমেত উহার মূল পাঠ পাওয়া যায়।

রিসালা ছাড়াও ইক'বালু'দ-দাওলা (উরফে মু'ইযযু'দ-দাওলা)-র প্রশস্তিগাথারূপে রচিত এবং ইবন সা'ঈদ কর্তৃক উদ্ধৃত ইবন গারস্যিয়ার কয়েকটি কবিতাও আমরা পাই। ইবন সা'ঈদ (মুগ'রিব, ২খ, ৪০৬-৭) ও যুসুফ ইবনু'শ-শায়খ আল-বালাবী (আলিফ বা, কায়রো ১২৮৭ হি., ১খ, ৩৫০)-র মতে ইবন গারস্যিয়া স্পেনের Basque প্রদেশের আদিম বংশোদ্ভূত। শৈশবে যুদ্ধবন্দীরূপে নীত হইয়া তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জীবন যাপন করেন। অনারব বংশোদ্ভূত নাগরিকরূপে গর্ববোধ করিলেও তিনি 'আরবী ভাষার বিশিষ্ট অনুরাগী ও একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন।

তাঁহার জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) I. Goldzifer, Die Suubiyya unter den Muhammedanern in Spanien, in ZDMG ১৯৯৮ খৃ. শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম শাসিত স্পেনের শু'উবিয়া বিষয়ক গবেষণা সমেত সর্বপ্রথম রিসালাটি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন; (২) 'আবদু'স-সালাম হারুন, কায়রো ১৯৫০ খৃ., কর্তৃক সম্পাদিত জওয়াব সম্বলিত; (৩) আহ'মাদ মুখতারুল-'ল-'আব্বাদী কর্তৃক সম্পাদিত তাঁহার প্রবন্ধ ও আস্-সাকালিবা ফী ইস'বানিয়া (IEI মাদ্রিদ প্রকাশিত), ১৯৫০খৃ., পৃ. ৩১।

H. Mones (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন গালবুন (ابن غلبون) : মুওয়াল্লাদ নেতা, ইনি reyes de taifas-এর সময়ে তাগুস ও জালোন নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর Molina de Aragon-এর শাসকরূপে আবির্ভূত হন। এই রাজ্যের অংশবিশেষ উত্তরে আরাগোনের এবং দক্ষিণে ক্যাষ্টাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল-কিদ (El Cid)-এর আল-পোয়ো দ্য কালামোচাতে অবস্থানকালে ইবন গালবুন তাঁহার নিকট পরাজিত হন এবং পরিশেষে তাঁহার একান্ত অনুগত প্রজায় পরিণত হন। el Cantar del mio Cid অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এই ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন।

এই পর্যন্ত ইবন গালবুন কেবল তাঁহার মা'রিফা দ্বারাই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন জানা যায় যে, তাঁহার নাম ছিল আযযুন এবং তাঁহার দুই পুত্রের একজনের নাম আবুল-গাম্বর ইবন আযযুন এবং অপর জনের নাম 'আলী ইবন আযযুন। এই আযযুন আলমন্ন, বিল-ইমামার পাণ্ডুলিপিতে গাররুনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সকল নামের প্রতিটির শেষে সমমানসূচক 'উন' শব্দ যুক্ত হইয়াছে যাহা স্পেনের উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। যথা ইবন বাদিরন, ইবন যায়দুন, ইবন খালদুন ও এইরূপে আরও অনেক নাম।

ক্যাম্পীডো (Camypeado) কর্তৃক ভ্যালেন্সিয়া দখলের পরপরই ডোনা জিমেনা ও তাঁহার কন্যাগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সেখানে গমন করে। আযযুন ইবন গালবুন সেখানে মহিলাদের সহিত রক্ষী হিসাবে প্রেরিত অশ্বরোহীদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তাহাদের দলের সহিত দুই শত অশ্বরোহীকে যুক্ত করিয়া দেন। মেদিনাকেলী (Medinacelli) হইতে সম্মুখ দিকে তিনি আল-কিদের স্ত্রী ও কন্যাগণকে আল্ভার ফানেয সহকারে সম্মানে ভূষিত করেন এবং মোলিনাতে তাহাদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বসবাসের আয়োজন করেন। আল-মুরাবিত সৈন্যবাহিনী যখন ভ্যালেন্সিয়া নগরী পুনর্দখলের জন্য উহার সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করে, তখন ইবন গালবুন আলবারাসিন, আলপুয়েনতু, লেরিদা ও টোরটোসার ক্ষুদ্র রাজাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই। এই রাজ্যবর্গ আল-কিদের বিরুদ্ধে যুসুফ ইবন তাশফীন কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদলে যোগদানের আদেশ পালন করিয়াছিলেন। কান্তার (Canter) আরও একবার তাঁহার প্রশংসা করেন এইজন্য যে, তিনি আল-কিদের কন্যাগণ ও ক্যারিওন (Carrion)-এর রাজপুত্রগণকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যজনক বিবাহ-সফরের সঙ্গী হইয়াছিলেন। কিন্তু চারণকবি এই ঘটনাকে, যাহার পরিণতি ছিল খুবই নির্মম, নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা না করিয়া একটি কিংবদন্তীরূপে উপস্থাপিত

করেন এবং আল-কিদের রাজদরবারের শত্রুদের বর্ণনা দিতে গিয়া স্বীয় ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। কবি কুয়ার্টের যুদ্ধে রাজপুত্রগণের ও ভ্যালেনসিয়ার রাজদরবারে মুক্ত সিংহের সম্মুখে তাহাদের আতঙ্কের উপহাস করেন এবং কর্পেস (Corpes)-এর দৃশ্যকে দীর্ঘায়িত করেন যাহা ছিল যেমন নিষ্ঠুর তেমন অন্যায্য। কবির ঘৃণা এতদূর গড়ায় যে, তিনি রাজপুত্রগণকে এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তাহারা ইবন গালবুনকে হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল; উদ্দেশ্য ছিল ইবন গালবুনের ধনরত্ন চুরি করা যদ্বারা তিনি তাহাদেরকে এরূপ জাঁকজমকপূর্ণভাবে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। একজন ল্যাটিন মূরের ভীতি প্রদর্শনের ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার পর কবি আল-কিদের এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধকে একজন নিষ্ঠুর ভদ্রলোক হিসাবে উপস্থাপন করেন, যিনি রাজপুত্রদের অসম্মানজনক আচরণের নিন্দা করেন; তবে তাহাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান হইতে বিরত থাকেন। কারণ তাহারা তাহার মহান বন্ধু আল-কিদের জামাতা ছিলেন এবং আল-কিদের নিকট তাহার কন্যাগণকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

কান্তারে এই মুসলিম নেতার ইতিহাস এইভাবেই সমাপ্ত হইয়াছে। ক্যাম্পীডরের প্রতি আনুগত্য ও অনুরোধের জন্য তিনি উচ্ছ্বসিতরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট এই সকল স্মৃতির অবমূল্যায়নের বলিষ্ঠ কারণ রহিয়াছে। কারণ একই ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন, “আমরা যদি তাহার অমঙ্গল ও কামনা করি তবু আমরা তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিব না। কেননা তাহার নক্ষত্র এইরূপ অনুকূল যে, যুদ্ধ কিংবা শান্তিতে সকল সময়ই তিনি জয়ী হইবেন। এই সত্য যে স্বীকার করে না সে নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নহে।” এই বক্তৃতি তথা রূঢ় বর্ণনা যথার্থ বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ আমরা এখন জানি, আল-কিদ যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং ভ্যালেনসিয়া আল-মুরাবিতগণ পুনর্দখল করিয়া লয়, তখন ইবন গালবুন আরাগোনদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিহত ও পরাজিত করার সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রথম আলফোনসো আল-বাটাল্লাডোরের বিরুদ্ধে ৫১৪/১১২০ সালের গ্রীষ্মকালে কুটাভার যুদ্ধে, লেরিডা, ভ্যালেনসিয়া ও থানাডার গভর্নরগণের পক্ষে, অন্যান্য স্থানীয় নেতাসহ (যাহারা তাহারই মত ‘আলী ইবন য়ুসুফের শাসন স্বীকার করিত এবং সমর্থন করিত) অংশগ্রহণের জন্য স্বীয় লোক-লশকর লইয়া দ্রুত গমন করিয়াছিলেন। এই কৌতূহলপূর্ণ অপ্রকাশিত তথ্য আল-বায়ানুল-মাগ’রিব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ইবন গালবুন সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। মোলিনা দ্য আরাগোন রাজ্য বহু পূর্বেই কুটাগা বিজয়ীর দখলে চলিয়া যায় এবং পরবর্তী কালে এনরিক দ্য লারা ও তাহার বংশধরগণের পদানত থাকে। ইবন গালবুন সম্ভবত আন্দালুসিয়ার দিকে পশ্চাৎগমন করিয়াছিলেন। সেখানে আমরা তাহার দুইজন পুত্রকে দেখিতে পাই যাহারা আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজদেরকে জেরেখ ও রোণ্ডাতে তাইফাদের ক্ষুদ্র রাজ্যরূপে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল-গামর আযযুন আল-মুওয়াহ’হিদগণ স্পেনে অবতরণ করিলে দ্রুত তাহাদেরকে স্বীকৃতি দান করেন এবং নিজের আনুগত্যের সত্যতার প্রমাণ পেশ করেন, যাহা ছিল তাহার পিতা কর্তৃক আল-কিদকে প্রদর্শিত মহান সৌজন্য অপেক্ষাও অনেক বিশাল ও কার্যকর। ‘আবদুল মুমিনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী আন্দালুসিয়ার অন্য ক্ষুদ্র রাজাদের বিপরীতে ইনি আল-মাসরীর বিদ্রোহ ও প্রথম বিজয়ের কথা জানিবার মুহূর্ত হইতে শুধু তাহার আনুগত্যই

থাকেন নাই, বরং সেভিল দখলের জন্য বাব্রায়ের সহিত এবং আলজেসিরাস (Algeciras) হইতে আল-মুরাবিতদের বিতাড়নের জন্য আল-মাহদীর ভ্রাতাদের সহিত সহযোগিতাও করিয়াছিলেন। তিনি এমনকি তাহারা যখন মাররাকুশে নিজেদেরকে পেশ করিবার জন্য গমন করেন তখন তাহাদের সফরসঙ্গীও হইয়াছিলেন।

সপ্তম আলফোনসো যখন কর্ডোভা অবরোধ করেন তখন কর্ডোভার সিয়েররাতে অবস্থানরত আল-মুজাহিদ সৈন্যদলকে ইনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্ততার সঙ্গে দুর্গের অভ্যন্তরে আনয়ন করিয়া অবরোধ তুলিয়া লইতে সাহায্য করেন। অবশেষে তিনি রাবীউল-আওয়াল ৫৫৩/এপ্রিল-মে ১১৫৮ সালে আলকাল দ্য গুয়াদায়রার উত্তরে আল-ভিসো ও মায়রেনা দেল আলকোর এলাকায় যাআবুলা কিংবা যাগাবুকার যুদ্ধে, বিখ্যাত কুজপৃষ্ঠ কাউন্ট যাচো গিমেনোর বাহিনীর বিরুদ্ধে, ‘আবদুল-মুমিনের পুত্র ও ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী সায়্যিদ য়ুসুফের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। সৈন্যদলের ছত্রভঙ্গের সময় ইবন গালবুনের এই পুত্র শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁহার ভ্রাতা আব্দুল-আলা (যিনি রোডা অবরোধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন) এবং উভয় ভ্রাতার বংশধরগণ আল-মুওয়াহ’হিদ প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং নিজেদের আনুগত্যবলে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। খালীফা য়াকুব আল-মানসূর ইহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করেন। তিনি তাঁহার শেষ ইচ্ছাভঙ্গাপক ভাষণে তাঁহাদের একজনকে “ইবন তুমারত-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও নিরুলঙ্ঘ্য ব্যক্তিগণের অন্যতম” বলিয়া অভিহিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Menendez Pidal, La Espana del Cid⁴, ১খ, ৪৯৮-৯, ৫০১; (২) El Cantar del mio Cid, সম্পা. Menendez Pidal, পংক্তি ১৫১৭-২৮, ২৬৩৫, ২৬৫৯-৮৮, ২৯৭৮; (৩) ইবন ইযারী, আল-কারাবিয়ীন গ্রন্থাগার, ফেযে রক্ষিত আল-মুরাবিত বায়ানের দুইটি অপ্রকাশিত পত্রক; (৪) ইবনুল-আছীর, ১০খ, ৯৮-৯; (৫) A. Arenas, Origenes del muy ilustre senorio de Molina de Aragon, অধ্যায় ৪-৫, পৃ. ৮৩-১৩৬; (৬) A. Huici, Historia politica del imperio almohade, ১খ, ৩৮৩ এবং টীকা ৪; (৭) ঐ লেখক, Un nuevo manuscrito de al-Bayan al-mugrib, আল-আন্দালুস-এ, ২৪/১ খ., ৮১-৪।

A. Huici Miranda (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন গালবুন (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন খালীল)

ইবন গালিব (ابن غالب) : মুহাম্মাদ ইবন আযযুব আল-গারনাতী, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে থানাডায় বসবাসরত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির মূলে ছিল ফারহাতু (বা ফারজাতু)-ল-আনফুস ফী তারীখিল-আন্দালুস (فرحة وفرخة الاندلس) শীর্ষক একখানি চমৎকার গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার দীর্ঘ উদ্ধৃতি আল-মাকারী, ইবন সাঈদ, ইবনুল-খাতীব ও অন্যান্য গ্রন্থকার প্রদান করিয়াছেন এবং ভূগোল অংশের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তালকি মুন্তাকা মিন ফারহাতিল-আনফুস ফী তারীখিল-আন্দালুস শীর্ষক গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে [সম্পা. লুত্ফী ‘আবদুল-বাদী Rima-তে, ১/২খ (১৯৫৫ খ.), ২৭২-৩১০]।

আল-মাক্কারী কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতি বহু সংখ্যক, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত উদ্ধৃতিতে *Analectes*, ১খ, ১৮৪-৯০) স্পেনের 'আরব গোত্রসমূহের আসল বাসস্থান সম্পর্কে আকর্ষণীয় বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। ভূগোল অংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ অধিকতর মূল্যবান; কারণ ইহাতে আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আর-রাযী [দ্র. আর-রাযী] রচিত "স্পেনের বিবরণ" গ্রন্থের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। *Levi-Provencal* এই গ্রন্থটির মূল পাঠ ইবন গালিব-এর গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন। কেননা তখনও ইবন গালিবের গ্রন্থখানা অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত ছিল [দ্র. *La "Description de l'Espagne" d'Ahmad al-Razi, al-Andalus-এ, ১৮/১খ. (১৯৫৩খ.), ৫১-১০৮।*

এই তালিকা' গ্রন্থটিই ইবন গালিবের জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আবু সাঈদ 'উছমান ইবন আবদি'ল-মু'মিন-এর চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, যিনি তাঁহার পিতা 'আবদুল-মু'মিন ও ভ্রাতা আবু যাকুব মুসুফ-এর পক্ষে ৫৫২/১১৬০ সাল হইতে ৫৭১/১১৭৫-৬ সালে তাঁহার মুদ্রা পর্যন্ত গ্রানাডা ও স্পেনের আরও অনেক প্রদেশের গভর্নর ছিলেন (দ্র. *A. Huici Miranda, Hist. Pol. del imperio almohade, Tetuan ১৯৫৭ খ., ২খ, ৬১৮-৯।* আল-খায়রাজী (apud আল-মাক্কারী, নাফহ, কায়রো ১৯৪৯ খ., ২খ, ১২৬) বলেন, ইবন গালিব সৃষ্টির শুরু হইতে স্পেনে 'আবদুল-মু'মিন বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কার এক বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইবন গালিব ৫৬৫/১১৬৯-৭০ সালে স্পেন ত্যাগ করেন। সুতরাং ফারহাতুল-আনফুস আনদালুসের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ যাহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে পৃথিবীর ইতিহাস ও স্পেনের ভূগোল আলোচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উদ্ধৃত উৎস ব্যতীতঃ (১) ইবন সাঈদ, মাগারিব, কায়রো ১৯৫৩ খ., নির্ঘণ্ট, শিরো., ইবন গালিব ও ফারহাতুল-আনফুস; (২) সাখাবী, ইলান, কায়রো তা. বি., পৃ. ১২২ (F. Rosenthal, *Historiography*, পৃ. ৩৮৪); (৩) মাক্কারী, *Analectes*, নির্ঘণ্ট, শিরো. ইবন গালিব; (৪) Pons boigues, *Ensayo*, পৃ. ১২৩-৪ লেখক তাঁহাকে তামাম ইবন গালিব বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

H. Mones (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন গিয়াহুম (ابن غياهم) : ফরাসী বানানে সাধারণত Ben Ghedahem), নাম 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, তিউনিসিয়ার ১৮৬৪ খৃ. বিপ্লবের নায়ক। ছালা জেলার মাজির গোত্রের কাদী বাদাবী ডাক্তারের পুত্র। জ. ১৮১৫ খৃ. দিকে। কথিত আছে, তিনি বড় মসজিদে (Great Mosque) শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে স্বীয় গোত্রের কাইদ আল-আরাবী (Larbi) বাকুশ-এর সচিব এবং পরে কাদী নিযুক্ত হন, পরবর্তীতে তন্মারা (বাকুশ) পদচ্যুত হন। ১৮৬৩ খৃ. ডিসেম্বর মাসে যখন (তিউনিসিয়ার) খায়নাদার সরকার মাজবা কর দ্বিগুণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সরকার বিরোধী বিদ্রোহ ১৮৬৪ খৃ. মার্চ মাসে দক্ষিণাঞ্চলে আরম্ভ হইয়া অল্পকালের মধ্যে প্রায় সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সময়ে ইবন গিয়াহুম মাজির গোত্র কর্তৃক জননায়ক (Bey of the People) ঘোষিত হন এবং তাঁহার ধর্মীয় মর্যাদা (কথিত শারীফ ও তিউনিসিয়ার আল-মুরাবিত রূপে) ও বহু প্রতিশ্রুতির কারণে প্রতিবেশী কয়েকটি গোত্রের স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় গোত্রের কাইদ

বাকুশ-কে সপারিষদ হত্যা করেন এবং এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের প্রতি সংঘের আবেদন জানান। ১৮৬৪ খৃ. জুলাইয়ের দিকে তাঁহার আন্দোলন স্তিমিত এবং ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় তিনি রাজনৈতিক ক্ষমার একটি প্রস্তাব মানিয়া লন এবং নিজের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি ও সাহায্যকারীদের জন্য উপজাতীয় নায়কত্ব লাভ করেন। সরকার 'উশর কর অর্ধেক করা, মামলুকদের পরিবর্তে স্থানীয় কাইদ নিযুক্ত করা এবং সংবিধান বাতিল ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ১৮৬৪ খৃ. ২৬ জুলাই দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চারি শত শায়খ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেন। যেহেতু খায়নাদার সরকার কেবল সময় লাভের চেষ্টা করিয়াছিল, ইবন গিয়াহুম শরৎকালে পুনরায় অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু জানুয়ারী মাসে তাঁহার বাহিনী তেবেস্‌সার নিকটে পর্যুদস্ত হয়। তিনি আলজিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৬ খৃ. জানুয়ারী পর্যন্ত তথায় অন্তরীণ থাকেন। তিউনিসিয়া গোত্রের অধিপতি তাঁহাকে নিজের একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি যিনি কখনও রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত হন নাই বলিয়া ফরাসী সরকারের নিকট তাঁহার পক্ষে সুপারিশ করেন। বে'র নিকট তিউনিসীর মধ্যস্থতার আশা করিয়া ইবন গিয়াহুম অজ্ঞাতভাবে তিউনিসিয়ায় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু গ্রেফতার হন এবং ১০ অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃ. কারাগারে ইনতিকাল করেন। বিদ্রোহের তাৎপর্য ও ইবন গিয়াহুম-এর ব্যক্তিত্ব ত্রিশের দশক হইতে পুনর্মূল্যায়িত হইয়াছে। M. Emerit এই বিদ্রোহকে স্থায়ী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বে-দের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বেদুঈনদের চিরাচরিত সংগ্রামের একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া মনে করেন [RT (1939) 227]।

A. Temimi-র মতে ইবন গিয়াহুম-এর দূরদর্শিতা, সংকল্প ও পরিকল্পনার অভাব ছিল। ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তিনি বরং উহা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বিপ্লবের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি তাহাদের বিশ্বাস হারাইলেন এবং প্রতিবিপ্লবের উপর মরণ আঘাত হানিলেন [ROMM. ৭খ., (১৯৭০ খৃ.), ১৭৬।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধের উদ্ধৃতি ব্যতীতঃ (১) Ch. Monchicourt, *La region du Haut Tell en Tunisie*, Paris 1913, 230, 298 ও 318; (২) M. gandolphe, *Les evenements de 1864 dans le Sahel etc*, in RT (1918), 138-53; (৩) P. Grandchamp, *Documents relatifs a la revolution de 1864 en Tunisie*, Tunis 1935; (৪) J. Ganiage, *Les origines du protectorat francais en Tunisie (1861-1881)*, Pairs 1959, 226 f., 232, 248 f.; 251, 262f., 267 f.; (৫) ইবন আবিদ-দিয়াফ, ইতহাফ আহলিয যামান বি-আখবার মুলক তুনিস ওয়া 'আহদি'ল-আমান, তিউনিস ১৯৬৪ খৃ., ৫খ., ১১২-১৩৩, ১৩৬ এবং ১৬৮-৭১; (৬) B. Salama, ছাওরাত ইবন গিয়াহুম, তিউনিস ১৯৬৭ খৃ.; (৭) Kh. Chater, *Insurrection et repression dans la Tunisie du XIX^e stecle : la mehalla de zanauk au Sahel (1864)*, Tunis 1978.

P. Shinar (E.I.², Suppl.)/মু. মাজহারুল হক

ইবন গুরাব (ابن غراب) : সা'দুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন 'আবদির-রাযযাক (আনু. ৭৭৯/১৩৭৭-৮০৮/১৪০৬), সুলতান বারকুক ও তৎপুত্র ফারাজ-এর রাজত্বকালে দশ বৎসর যাবত মামলুক রাজ্যে

বেসামরিক আমলাতন্ত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইবন গুরাব যে কোন প্রকারে তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে ক্ষমতাসীন মামলুক আমলাদের কর্মজীবনের বিপজ্জনক ধারার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ শামসুদ্দীন গুরাব কিব্তী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার নাজির পদে চাকুরীরত ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র 'আলামুদ্দীন আবদু'র-রায্যাককে তথা ইব্রাহীমের পিতাকে এই চাকুরী দিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই ইব্রাহীম সুলতান বারকুক-এর Majordomo (উস্তাদার) জামালুদ্দীন মাহমুদের অভিভাবকত্বে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে কায়রো লইয়া যান এবং পরে তাঁহার পারিবারিক চাকুরীতে নিয়োগ করেন। সুলতানের অনুগ্রহ হইতে মাহমুদ-এর বধনা, কারাদণ্ড ও ভূ-সম্পত্তি হইতে বেদখল হওয়ার জন্য ইব্রাহীমকে দায়ী করা হয়। উহার পুরস্কারস্বরূপ সুলতান ইব্রাহীমকে বিশেষ ব্যুরোর নিয়ন্ত্রক (নাজিরুদ্দীওয়ানি'ল-মুফরাদ) পদে এবং ইহার পরে ৭৯৮/১৩৯৬ সনে খিভি ফান্ডস-এর নিয়ন্ত্রক (নাজিরু'ল-খাসস) পদে নিযুক্ত করেন যখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরও হয় নাই। সুলতান বারকুকের রাজত্বকালের পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাঁহার কর্মজীবনের উন্নতি অব্যাহত থাকে। ৮০১/১৩৯৯ সনে তিনি তাঁহার পূর্ব পদের সহিত অতিরিক্ত দায়িত্ব-এর নিয়ন্ত্রক (নাজিরু'ল-জায়শ) লাভ করেন এবং সুকৌশলে তাঁহার স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন ভ্রাতা ফাখরুদ্দীন মাজিদ (মু. ৮১১/১৪০৯)-কে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করেন। সুলতান বারকুকের মৃত্যুর পর মামলুকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইব্রাহীম ও মাজিদ পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন এবং আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ৮০২/১৪০০ সনে তাঁহার কায়রো হইতে পলায়নে বাধ্য হন। অতঃপর ৮০৩/১৫০০ সনে Majordomo পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ৮০৪/১৬০০ সনে ইব্রাহীম আমীর অব দি কাউপ্লি (আমীর-ই মাজলিস) খেতাবে ভূষিত হন। এক বৎসর পরে ইব্রাহীম আবার বিপদে পড়েন; কিন্তু স্বীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা এতদূর পুনরুদ্ধার করেন যে, অচিরেই তিনি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হন (তু. ইবন ইয়াস, ১খ, ৩৪৭)। তাঁহাকে খিভি সেক্রেটারী (কাতিবু'স-সিরর) এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি (রা'সু মাশওয়ারা) পদে মনোনীত করা হয়। সুলতান ফারাজ সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'আবদু'ল-আযীয যে আড়াই মাস যাবত রাজত্ব করেন, সেই সময়ে ইব্রাহীমের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। সিংহাসন পুনরুদ্ধারে ইব্রাহীম ফারাজের সহায়ক হওয়ার ফলে ইব্রাহীমকে প্রথম শেখীর আমীরের মর্যাদা দানে পুরস্কৃত করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইনতিকাল করেন। তখনও তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহাকে "আল-কাদি'ল-আমীর...." বলা হইত।

ইবন গুরাবের প্রতি আরব সূত্রসমূহের মধ্যে মজভেদ প্রবল। তাঁহার ব্যক্তিগত বদান্যতা, বিশেষত ৮০৭/১৪০৫ সনের প্রেগ মহামারী চলাকালে ইবন তাগরীবিরদী (Manhal, ১খ., ৯৩) ও ইবন ইয়াস (তা'রীখ, ১খ, ৩৪৮) কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তাঁহার চরিত্রও প্রশংসিত হয় (ইবন তাগরীবিরদী, ৬খ, ২৭৭)। কিন্তু নির্যাতনমূলক কর ধার্য করিয়া (তু. 'আলী মুবারাক, আল-খিতাতু'ত-তাওফীকিয়া, ১খ, ৪৩) গ্রামাঞ্চলের ধ্বংস সাধন এবং নিজেদের সুবিধার জন্য স্বর্ণের মূল্য নিয়ন্ত্রণের (মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ৪২০) অভিযোগে কঠোরভাবে তাঁহার নিন্দা করা হয়। কায়রোর উত্তরে মরুভূমি অঞ্চলে এখনও তাঁহার যে কবর রহিয়াছে উহা তুরবাতু'শ-শায়খ

গুরাব নামে পরিচিত (Bulletin du comite de l'art arabe, Index General, পৃ. ৬১) এবং কায়রোতে তাঁহার নির্মিত একটি খানকাহতে ৮০৩-৫/১৪০১-৩ সনগুলিতে তিনি যে সকল খেতাবে ভূষিত ছিলেন তাহার তালিকা সম্বলিত একখানা ভগ্ন শিলালিপি সংরক্ষিত আছে (CIA, Egypte, ১খ, ৬২৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন তাগরীবিরদী, Manhal, সম্পা. নাজাতী, ১খ., ৮৫-৯৩; (২) G. Wiet, Les secretaires de la chancellerie, in Melanges Rene Basset, ১খ., ২৭৭-৮৩; (৩) মাকরীযী, খিতাত, ২খ., পৃ. ৪২, ৬২, ২৯২, ৩৯৬, ৪১৯-২০; (৪) ইবন তাগরীবিরদী, ৬খ., পৃ. ৩, ৬, ১৪, ৭২, ৯১-২ ১০৯, ১১৫, ১৫২, ২৭৬-৭; (৫) ইবন ইয়াস, ১খ., ৩০৪, ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, ৩২৪-৫, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৯, ৩৪৭-৯; (৬) ইবনু'ল-ফুরাত, ৯/২খ., ৪১১, ৪২৯, ৪৪২, ৪৫৪, ৪৭৭; (৭) আস-সাখাবী, দাও, ১খ., ৬৫-৭ (আল-মাকরীযীর অপ্রকাশিত 'উকুদ গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী সংক্রান্ত)।

তাঁহার ভ্রাতা মাজিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দ্র. ইবন তাগরীবিরদী, ৬খ, ২৯০ ও আস-সাখাবীর, ضوء ৫খ., ২৩৪।

W.M. Brinner (E.I.²)/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন ছাওয়াবা (ابن ثوابه) : খৃষ্টান বংশোদ্ভূত একটি প্রসিদ্ধ পরিবারের সদস্যদের বংশগত নাম যাঁহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন 'আব্বাসী প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ইবনু'ন-নাদীম (ফিহরিস্ত, ১৩০) বর্ণিত এবং যাকুত (উদাবা, ৪খ, ১৪৪-৫) উল্লিখিত ঘটনা হইতে জানা যায়, এই পরিবারের পূর্বপুরুষ ছাওয়াবা বাহরায়নে বসবাসকারী একজন ক্ষৌরকার ছিলেন। কোন এক সময় তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ 'আব্বাসী প্রশাসনে যোগদান করেন। এই পরিবারের নিম্নলিখিত সদস্যগণ সমধিক প্রসিদ্ধ আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ, আল-মুহতাদীর শাসনামলে (২৫৫/৮৬৯-২৫৬/৮৭০) প্রধানমন্ত্রী সুলায়মান ইবন ওয়াহুব-এর প্রধান সহকারীদের একজন হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ইসমা'ঈল ইবন বুলবুলকে আহমাদ পসন্দ করিতেন না এবং তাঁহার সহিত মতবিরোধ পোষণ করিতেন। কিন্তু ইবন বুলবুল তাঁহার বৈরী মনোভাব ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ ইবন সুলায়মান ইবন ওয়াহুব প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই সকল জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ তাঁহার পরিবর্তে আবু'ল-হাসান ইবন মাখলাদকে এই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইবন ছাওয়াবা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লেখকের মতে ইবন ছাওয়াবা ২৭৭/৮৯০ সনে ইনতিকাল করেন। কিন্তু আস-সুলী ২৭৩/৮৮৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া উল্লেখ করেন।

ইবন ছাওয়াবা মেধাসম্পন্ন লেখক ও কবি ছিলেন। জানা যায়, তিনি দুইটি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার একটি পত্রসংকলন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইহা আর পাওয়া যায় নাই। লেখায় অপরিচ্ছন্নতার বদনাম তাঁহার ছিল। তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহার উন্নাসিক ভংগী, কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাষা ও অত্যধিক উদ্ভাত্যকে বিশেষ রকম উদ্ভট বলিয়া গণ্য করিতেন। শী'আ মতবাদ প্রবণতার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিতেন কিনা তাহা জানা যায় নাই, তবে তাঁহার প্রতি ইবন বুলবুল-এর আপোষের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা অনুমান করা যায়।

ইবন ছাওয়াবা এমন একদল কবি ও জ্ঞানী লোকের নেতৃত্ব দিতেন যাহারা নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হইতেন। তাঁহার বদান্যতা মাঝে মাঝে রিয়াকারীর পর্যায়ের হইত; তবে ইহার ফলে কিছু সংখ্যক কবি (যেমন আল-বুহতুরী ও আর-রুমী) তাঁহার স্তুতিগাথা রচনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। এই সকল স্তুতিকাব্য এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইবন-রুমীর মত কিছু সংখ্যক কবির সহিত তাঁহার মতবিরোধের ফলে ঐ সকল কবি তাঁহার প্রতি শ্রেয়াক্ষক ও বিদ্বেষাক্ষক বেশ কিছু রচনাও রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর লেখকগণ, বিশেষ করিয়া আত-তাওহীদী এই সকল বিদ্বেষাক্ষক শ্লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাঁহাকে বিরক্তিকর পর্যায়ের উদ্ভট, সংকীর্ণ ও ভগ্নামি-পূর্ণ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ-এর জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা গিয়াছে। তিনি তুরক বায়ক বাক-এর সচিব ছিলেন। আল-মুহতাদীর রোষ হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি এক সময় আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ কিছু সংখ্যক অমাত্য তাঁহাকে শী'ঈ মতবাদের অনুসারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল। পরিশেষে তাঁহার মনব তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া খলীফার ক্ষমা লাভ করিতে সহায়তা করেন। ফলে তিনি পুনরায় ২৫০/৮৬৪ সনে তাঁহার পদে যোগদান করেন। মুহাম্মাদ নিজেও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি পত্র সংকলন রাখিয়া যান; কিন্তু বর্তমানে তাহা টিকিয়া নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, ১৩০, ১৬৮; (২) যাকুত, উদাবা, ৪খ, পৃ. ১৪৪-৭৪; (৩) আগানী, দারু'ছ-ছাকাফা সং, ১৮খ, ৯৬; (৪) তাওহীদী, আখলাকুল-ওয়ায়ীরায়ন, দামিশক ১৯৬৫ খ., পৃ. ২৩৬ প.; (৫) হুসরী, যাহুর, নির্ঘণ্ট; (৬) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট; (৭) S. Boustany, ইবন-রুমী, sa vie et son oeuvre, বৈরুত ১৯৬৭ খ., ১৯৩-৫; (৮) D. M., ২খ, ২৯৩।

ইবন জানাহ (ابن جناح) : আবুল-ওয়ালীদ মারওয়ান, হিব্রু নাম Yonah, ল্যাটিন নাম Marinus[?], যাহুদী চিকিৎসক ও ভাষাবিজ্ঞানী, ৩৮০/৯৯০ সনের কাছাকাছি সময়ে কর্ডোভায় জন্ম এবং উহার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সারাগোসায় (Saragossa) মৃত্যু। হিব্রু ভাষার একজন ব্যাকরণ-শিক্ষক ও অভিধান রচয়িতারূপে 'আরবী ভাষায় প্রণীত তাঁহার অতি মূল্যবান গ্রন্থাবলী এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বহির্ভূত। সাঈদ ইবন আহমাদ ইবন সাঈদ আল-আন্দালুসী (ইবন আবী উসায়বি'আ যাহার পরিচিতি উদ্ধৃত করিয়াছেন) অবশ্য তাঁহাকে একজন নৈয়ায়িক ও Pharmacology (ঔষধ প্রস্তুতি বিজ্ঞান)-এর সংক্ষিপ্তসার প্রণেতারূপে প্রশংসা করেন। ইবনুল-বায়তারও উক্ত পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) এই বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত, S. Munk (ইনিই ইবন আবী উসায়বি'আ লিখিত তত্ত্ব-তথ্যাদির মূল সূত্র সঠিকভাবে নির্ণয় করেন)-এর গবেষণাপ্রসূত পুস্তক Notice sur Aboul-Walid Merwan Ibn Djanah in JA. ১৯৫০ (১৮৫১ সনে প্যারিসে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেও মুদ্রিত); (২) ইবন সাঈদ, তাবাকাতুল-উমাম, সম্পা. L. Cheikho, পৃ. ৮৯ (কায়রো সং, পৃ. ১৩৫), R. Blachere কর্তৃক Livre des Categories des nations শিরোনামে অনূদিত, প্যারিস, ১৯৩৫ খ., পৃ. ১৫৮ প.; (৩) উহার ইংরেজী অনুবাদ in J. Finkel, QR, (নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই), ১৮খ. (১৯২৭-৮ খ.), পৃ. ৪৫ প.; (৪) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনুল-আন্বা, ২খ, ৫০ (অনুবাদ H. Jahier ও A.

Noureddine, আলজিয়ার্স ১৩৭৭/১৯৫৮, পৃ. ৪৮ প.); (৫) Steinschneider, Arab, Lit., Jud., ৮১ সংখ্যা, পৃ. ১২২-৫; (৬) M. Zobel, Encyclopaedia Judaica, ৬খ., স্তম্ভ ৮৪-৯১; (৭) S. W. Baron, A Social and Religious History of The Jews, ৭খ, পৃ. ২৪-৬, ২২৯।

G. Vajda (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বংশ

ইবন জাফার (ابن جعفر) : আবু জাবির মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল-আযকাবী, 'উমানের ইবাদী আলিম (মৃ. ২৮১/২৯৪)। তিনি কিতাবুল-জামি' (كتاب الجامع) নামক ফিক্‌হশাস্ত্রের একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। একই শিরোনামের অন্যান্য ইবাদী গ্রন্থ হইতে পৃথকভাবে নির্দেশ করণার্থে গ্রন্থখানা সাধারণত "জামি" ইবন জাফার (جامع ابن جعفر) নামে পরিচিত। গ্রন্থখানা অদ্যাবধি অপ্ৰকাশিত। যাব (Mzab)-এ ইহার অনেক পাণ্ডুলিপি আছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতমটির তারিখ ৯১৪/১৫০৮ সাল। ইমাম আস-সালত ইবন মালিকের সমর্থক হিসাবে ইবন জা'ফার তাঁহার সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. de C. Motylinski, Bibliographie du Mzab, in Bulletin de Correspondance Africaine, iii(1885), 18, no. 16; (২) 'আবদুল্লাহ ইবন হু'মায়দ আস-সালিমী, "আল-লুমআতুল-মুরদিয়া", "মাজমু' সিদ্দাতি কুতুব" নামক একটি সংকলন গ্রন্থে মুদ্রিত, আলজিয়ার্স তা. বি. (১৩২৬ ?), ২১০, ২১১; (৩) Z. Smogorzewski, in RO, ৫খ, (1929), 7; (৪) J. Schaht., Bibliothèques et manuscrits abadites, in R. Afr., c/446-9 (1956), ৩৮১, নং ১৭।

T. Lewicki (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন জাফার (ابن زفر) : আবু 'আবদিল্লাহ (মতান্তরে আবু হাশিম, আবু জা'ফার) মুহাম্মাদ ইবন আবী মুহাম্মাদ, একজন 'আরবী বিদ্বান ও বহু গ্রন্থ রচয়িতা। বিভিন্ন সূত্রে তাঁহার প্রতি নিস্বা আস-সিকিল্লী (অনেক ক্ষেত্রে আল-মাক্কী সংযোগে) এবং আরও অনেক সম্মানজনক উপাধি আরোপ করা হইয়াছে। ইবন খাল্লিকানের মতে [M. Amari, Bibliotheca arabo-Sicula (-BAS), Leipzig 1857, 630] তাঁহার জন্ম হয় সিসিলীতে (কিছু সংখ্যক জীবনীকারের মতে ৪৯৭/১১০৪ সনে) এবং তিনি মক্কায় লালিত-পালিত হন। তিনি প্রাচ্য ও মাগ-রিব-এর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। শেষ জীবনে তিনি হামাত-এ অবসর গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই ৫৬৫/১১৭০ (মতান্তরে ৫৬৭ অথবা ৫৯৮ হি.) সনে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত, বিশেষত বংশ, জন্ম ও ভ্রমণ সম্পর্কে BAS-এ উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। বক্তৃত যাকুত-এর মতে (ইরশাদ, ৭খ, ১০২) ভ্রমণকালে তিনি মিসর, ইফরীকিয়া (আল-মাহদিয়াতে অবস্থিত), সিসিলী, পুনরায় মিসর, আলেন্সো ও হামাত-এ অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই লেখকের বিশাল রচনাকর্মের মধ্যে ইবন জা'ফার তাঁহার সুলওয়ানুল-মুতা' গ্রন্থের ভূমিকায় (নীচে দ্র.) নিজের রচিত ৩২টি গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে মাত্র চারটি বিদ্যমান। তাঁহার বিলুপ্ত রচনা এবং যাকুত-এর [পৃ. ৫., ১০২] মতে আলেন্সোতে শী'আ ও সুন্নীদের সংঘর্ষকালে দগ্ন এবং বর্তমানে যে সামান্য রচনা পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করা হয় যে, তাঁহার রচনাবলী ছিল কু'রআনের তাফসীর, ধর্মতত্ত্ব,

ফিক্হ, নৈতিক দর্শন, উপদেশ, ব্যাকরণ, এরিস্টোটেলীয় যুক্তিবাদ ও অভিযান বিষয়ক (আল-হারীরীর মাকামাত-এর কিছু সংখ্যক ভাষ্য)।

যে রচনাবলী এখনও টিকিয়া আছে (১) যানবু'উল-হা'য়াত ফী তায'কীরি'য-যিক্রি'ল-হা'কীম, দীর্ঘ একটি অপ্রকাশিত কু'রআনের তাফসীর যাহা লেখকের নিজ মতে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা (পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, I, ৩৫২, SI. ৫৯৬; (২) খায়রু'ল-বিশার বি-খায়রি'ল-বিশার (Lith, কায়রো ১২৮০/১৮৬৩) নবুওয়াত সম্পর্কিত মানব জাতির প্রাণ্ড ভবিষ্যদ্বাণী; (৩) আনবা'উ নুজাবাই'ল-আব্বা (তা. বি., কায়রো সংস্করণ ১৩২২/১৯০৪), মুহাম্মাদ (স) হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় (দ্র. Brockelmann, I, ৩৫২ SI ৫৯৬ ও C. A. Nallino, I manoscritti arabi...di Torino, in Mem. Acc. Scienze, 1900, 37-8); (৪) সুলওয়ানু'ল-মুত'আ ফী উদওয়ানি'ল-আত্বা (Lith, কায়রো ১২৭৮/১৮৬১-২; মুদ্রণ, তিউনিস ১২৭৯/১৮৬২, বৈরুত ১৩০০/১৮৮২-৩); ইতালীয়, ইংরাজী ও তুর্কী ভাষায় অনূদিত এবং কালীলা ওয়া দিমনা-এর নমুনায় রচিত এই "Fürsten Spiegel লেখকের সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I, ৩৫২, SI ৫৯৬; M. amari কর্তৃক সুলওয়ান-এর ইতালীয় অনুবাদের মুখবন্ধ, Florence ১৮৫১ খ., ১৮৮২ খ.; (২) সুলওয়ান প্রসঙ্গে V. Chauvin, II, 175-87- দ্র. M. Amari, Storia dei Musulmani di sicilia, Catania ১৯৩৩ খ., ৩খ, ৭৩৫-৫৭। আল-আযহার মসজিদে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকায় (৭৭৫, নং-২১২০ ফিক্হ আম্বন) যাদু'ল-মুলকি'ল-মুজাফফারী (মুজাফফিরী?) ফি'ল মুতাকাদাত ওয়া'ল-ইবাদাত শীর্ষক একটি রচনা ইবন জাফিরের বলিয়া কথিত, কিন্তু লেখক নিজে সুলওয়ান-এর মুকাদ্দিমায় তাঁহার রচনাবলীর তালিকায় এইরূপ কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই।

U. Rizzitano (E.I.²)/মোঃ শাহাবউদ্দিন খান

ইবন জাফির (ابن ظافر) : জামালুদ্দীন আবু'ল-হা'সান আলী ইবন আবী মানসুর জাফির ইবনি'ল-হুসায়ন আল আযদী, মিসরীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগের সচিব এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৫৬৭/১১৭১ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার (যিনি মালিকী মাদ্রাসা আল-কুমহিয়াতে শিক্ষক ছিলেন) ছাত্র ছিলেন এবং কালক্রমে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি আল-আযযীয-এর আল-আদিল-এর সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগে (৫৮৯-৯৫/১১৯৩-৮), পরে আল-আদিল-এর সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগে (৫৯৬-৬১৫/১২০০-১৮) এবং সর্বশেষে দামিশক-এ আল-আদিল-এর পুত্র আল-আশরাফ (মৃ. ৬৩৫/১২৩৭)-এর সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিশেষ বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। ৬১২/১২১৫ সালে তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া কায়রোতে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে যাকু'ত-এর বর্ণনানুযায়ী ১৫ শা'বান, ৬১৩/২৭ নভেম্বর, ১২১৬ তারিখে অথবা ইবন শাকির-এর বর্ণনানুযায়ী ৬২৩/১২২৬-এ ইনতিকাল করেন।

প্রায় বারটি গ্রন্থ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির মধ্যে টিকিয়া আছে কিতাবু বাদাই'ল-বাদাই'হ (ব্লাক' ১২৭৮ হি., কায়রো ১৩১৬ হি., মা'আহিদু'ত-তানসীস-এর প্রান্তদেশে), ইহা পূর্ব প্রকৃতি ছাড়াই রচিত

কিছুটা উচ্চ মানের কবিতাশুদ্ধের একটি সংকলন গ্রন্থ। আল-মানাকিবু'ন-নুরিয়া (পাণ্ড. Escorial), ইহা নিশ্চিতভাবে কিতাবু'ত-তাশবীহাত-এর অনুরূপ এবং সর্বশেষে কিতাবু'দ-দুওয়ালি'ল মুনকাতি'আ (পাণ্ডুলিপিগুলি বৃটিশ যাদুঘরে, গোথা ও ফটোকপি কায়রোতে আছে যাহার একটি অংশ হিসাবে আখবারু মুলুকি'দ-দাওলা আস-সালজুকিয়াকে ধরা যাইতে পারে (দ্র. Cl. Cahen, Historians of the middle East, পৃ. ৭০), উহার যে অংশে ফাতিমীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে উহা ইহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইবন খাল্লিকান ও Wustenfled ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল আখবারু'শ-গুজ'আন, আসাসু'স-সিয়াসা (অথবা আল-বালাগা), নাফাইসু'য-যা'খীরা (ইবন বাসসাম হইতে উদ্ধৃতাংশ), শিফা'উল-গালীল ফী যামমি'স-সাহিব ওয়া'ল-খালীল (আস-সুয়ুতী কর্তৃক সংক্ষেপিত), মান উসীবা মিয়ানু-ইসমুহু 'আলী, মাকরুমা'তু'ল-কুত'তাব।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকু'ত, ইরশাদ, ৫খ, ২২৮-উদাবা, ১৩খ, ২৬৪; (২) ইবন শাকির, ফাওয়াত, দ্র. শিরো.; (৩) মাক্করী, Analectes, ২খ, ১৬৭-৮, ১৭৬; (৪) Sussheim, Prolegomena zu einer Ausgabe der Seldjukgeschichte, Leipzig ১৯১১ খ., পৃ. ৩২ প.; (৫) ফ. বস্তানী, দাইরা'তু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩২২; (৬) Brockelmann, SI, ৫৩৩; (৭) Cl. Cahen, Quelques Chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides, in BIFAO, xxxvii (১৯৩৭ খ.), ২ প.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/আ. র. মামুন

ইবন জামা'আ (ابن جماعة) : মামলুক শাসনামলে সিরিয়া ও ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শাফি'ঈ 'আলিম পরিবারের নাম। এই পরিবারে কয়েকজন যোগ্য আইনবেত্তা জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারটি মূলত সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের হা'মাত-এর সহিত সম্পর্কিত ছিল এবং উত্তর 'আরবীয় গোত্র কিনানা বংশোদ্ভূত ছিল। এই পরিবারের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

(১) বাদরু'দ্দীন আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আল-কিনানী আল-হামাবী, রাবীউল-উখরা ৬৩৯/অক্টোবর ১২৪১ সালে হা'মাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১ জুমাদা'ল-উলা, ৭৩৩/৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩৩৩ সালে মিসরে ইনতিকাল করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মাযারের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি দামিশকে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে তথাকার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৬৮৭/১২৮৮ সালে তিনি জেরুসালেমের কাদী নিযুক্ত হন, ৬৯০/১২৯১ সালে কায়রোর প্রধান কাদী নিযুক্ত হন এবং ৬৯৩/১২৯৪ সালে দামিশকের প্রধান কাদী ছিলেন। তিনি দুইবার দামিশকের প্রধান কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্বল্পকালের বিরতিসহ তিনি ৭০২/১৩০২ সাল হইতে ৭২৭/১৩২৭ সাল পর্যন্ত মিসরের প্রধান কাদী পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাদী পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা ও সাহিত্য চর্চায় তাঁহার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নাই। তিনিই পরিবারটির ভবিষ্যত নির্ধারণ করেন এবং মামলুক সাম্রাজ্যে ধর্ম ও বিচার বিষয়ে একটি প্রধান পরিবাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে রচিত "তাহরীরু'ল-আহু-কাম ফী তাদবীর আহ্লি'ল-ইসলাম" [সম্পা. ও জার্মান অনু. H. Kofler, in Islamica, vi (1934), vii (1935),

Schlussheft (1938)]। এই সম্পর্কে Dr. Von. Kremer, Culturgesch. des Orients, ৪৩৩ প.; হাজ্জী খালীফা, ২খ, ২১; তাহা ছাড়া Flugel, Cat. Wiener Hofbibliothek ১৮৩৯ খৃ. সংখ্যায় একটি ট্রটির কারণে Brockelmann, ২খ, ৯৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থটিকে আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকরের রচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ২খ, ৭৫ ও পরিশিষ্ট ২খ, ৮১-এ তিনি ইহার প্রকৃত রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন (কেবল গ্রন্থটির নাম সামান্য পরিবর্তনসহ এই নামটি তিনি Ahlwardt. Cod. Berol, সংখ্যা ৫৬১৩ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন)। তাঁহার অপর একটি রচনা “তায়-কিরাতু'স-সামি' ওয়া'ল-মুতাকাল্লিম ফী আদাবিল-আলিম ওয়া'ল-মুতা'আল্লিম” (تذكرة السامع والمتعلم والامتكم في ادب العالم والمتعلم)। এই গ্রন্থটি শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে রচিত এবং হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে হি. ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইবন জামা'আর অবস্থা ও তাঁহার অপরাপর রচনাবলীর জন্য Dr. (১) Brockelmann, ২খ, ৯৪; পরিশিষ্ট, ২খ, ৮০ প.; (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ১০৫ প.; (৩) য়াফি'ঈ, মিরআতুল-জানান, ৪খ, ২৮৭; (৪) ইবন শাকির, ফাওয়াত, ২খ, ৭৪; (৫) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা, ৩খ, ২৮০, ২৮৩; (৬) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪খ., পৃ. ১৬৩।

(২) ইয়যুদ-দীন আবু উমার আবদুল-আযীয, তিনি বাদরুল-দ-দীন আবু আবদিলাহর পুত্র, মুহাম্মাদ ৬৯৪/নভেম্বর-ডিসেম্বর ১২৯৪ সালে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মিসরের বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক (ওয়াকীল) নিযুক্ত হন। তিনি এগার বৎসর এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৭৩৮/১৩৪০ সালে তিনি মিসরের প্রধান কাঙ্গী নিযুক্ত হন। তিনি ২৫ বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন। ৭৬৫/১৩৬৪ সালে দামিশকে তাহার প্রতিনিধির মৃত্যু হইলে তিনি স্বীয় পদে ইত্তিফা দেন এবং কায়রোতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৭৬৭/১৩৬৬ সালে তিনি হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শারীফ গমন করেন এবং সেই বৎসরই জুমাদুল-উখরা মাসে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে Dr. (১) Brockelmann, ২খ, ৭২; পরিশিষ্ট, ২খ, ৭৮ ও যে সকল বরাত তথায় উল্লিখিত রহিয়াছে; তাহা ছাড়াও Dr. (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ২০৮; (৩) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা, ২খ, ৩৭৮, ৩৮২; (৪) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪খ, ৩১৯।

(৩) বুরহানুদ্দীন আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন আবদি'র রাহ'মান, ইনি বাদরুল-দ-দীন আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদের পৌত্র, ৭২৫/১৩২৫ সালে কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রো ও দামিশকে শিক্ষালাভ করেন। তথায় তিনি ফিক্হ ও হাদীছ' শিক্ষা করেন। ৭৭৩/১৩৭১ সালে জেরুসালেমে খাতীব নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি কায়রোর প্রধান কাঙ্গী এবং সপলাহিয়া মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন; কিন্তু পরবর্তী বৎসর তিনি জেরুসালেমে ফিরিয়া আসেন। ৭৮১/১৩৭৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার কায়রোর প্রধান কাঙ্গী নিযুক্ত হন। সেইখানে তিনি ৭৯০/১৩৮৮ সালে ইনতিকাল করেন। Dr. (১) Brockelmann, ২খ, ১১২; পরিশিষ্ট ২খ, ১৩৮; (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ৩১১; (৩) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা, ১খ, ৩৫ প.।

(৪) আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, ইয়যুদীন আবু উমার আবদুল-আযীযের পৌত্র। তিনি হি. ৭৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন (কিন্তু

শাযারাত গ্রন্থে তাঁহার জন্মসাল ৭৪৯ হি. দেওয়া হইয়াছে)। কায়রোতে তিনি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন এবং ৮১৯/১৪১৬ সালে মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন (Dr. Brockelmann, পৃ. গ্র., ২খ, ৯৪)। তিনি 'আকাইদ সম্পর্কীয় কাব্যগ্রন্থ বাদউ'ল-আমালীর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন (Dr. Brockelmann, ১খ, ৪২৯)। তাঁহার অপর একটি গ্রন্থ হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-জারিবারদী 'আলা'শ-শাফি'ইয়া। যাওয়াল'ত-তারবীহ গ্রন্থটিও তাঁহার লিখিত বলিয়া রক্ষিত হয়। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, মাত্র এক মাসে তিনি সমস্ত কুরআন হিফজ করেন। তাঁহার উসতাদগণের মধ্যে আল-কালানিসী, আল-আরাদী, ইবন খালদুন ও বুলুক-কীনির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি জীবনে বিবাহ করেন নাই। সুযুতী লিখিয়াছেন, “আমি যদি তাঁহার রচনাবলীর নাম লিপিবদ্ধ করি, তবে দুইটি খণ্ডে তাহা শেষ করিতে পারিব।” তিনি দাওউ'শ-শামস ফী আহওয়ালি'ন-নাফস (ضوء الشمس في احوال النفس) নামক একখানি আত্মজীবনীও রচনা করিয়াছিলেন। ইবন জামা'আ পরিবারের উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি মিসরের প্রধান কাঙ্গীর পদ অলংকৃত করেন। সর্বমোট প্রায় ৬১ বৎসর মিসরের বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদটি এই পরিবারের আয়ত্তে ছিল; কিন্তু বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন 'আবদি'র-রাহীমের মৃত্যুর পর পরিবারটি জেরুসালেমে তাঁহাদের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব হারািয়া ফেলে। উছ'মানী বিজয়ের পর পরিবারটির নাম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া (১) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ, ১১১; (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৭খ, ১৩৯ প.; (৩) আস-সুযুতী, বুগ'য়াতুল-উ'আত, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২৫; (৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, ৭৩৮; (৫) K. S. Salibi, The Banu Jamaa a dynasty of shafiite gurists in the Mamluk period, in stud. Isl. ix (1958), 97-109; (৬) E.I.2. ৩খ, ৭৪৮-৯, শিরো.।

(দা. মা. ই./এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ডুএগ

ইবন জামি' (ابن جامع او جمعى) : (অথবা জুমা'ঈ)

আবুল-মাকারিম (আবুল-আশাইর) হিবাতুল্লাহ (Nathaniel) ইবন যায়নিদ্দীন ইবন হাসান ইবন ইফরা'ইম ইবন যাক্ব'ব ইবন ইসমা'ঈল, একজন যাহুদী চিকিৎসক। তিনি সম্মানসূচক উপাধি শামসুর-রিয়াসা (شمس الرياسة) ও উস্তাযু যামানিহী (استاذ زمانه) লাভ করেন। তিনি ফুসতাত-এ জনগ্রহণ করেন, ইবনুল-আয়ন যারবী (মু. ৫৪৮/১১৫৩)-র শিষ্য ছিলেন এবং সালাহুদ্দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ৫৯৪/১১৯৮ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইবন আবি'ল-বায়ান আল-ইসরা'ঈলী (মু. ৬৩৪/১২৩৬ সনের কাছাকাছি) তাঁহার ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। শারীরিক কাঠিন্য প্রযুক্ত চেতনহীন ও রোগী ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় কবরস্থ করিতে বাধা দান করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(১) আল-ইরশাদ লি-মাসালিহি'ল-আনফুস ওয়া'ল-আস্জাদ; ইহা চিকিৎসাবিদ্যার সংক্ষিপ্তসার; সালাহুদ্দীনের মন্ত্রী আল-বায়সানীর নামে তিনি ইহা উৎসর্গ করেন। তাঁহার পুত্র আবু তাহির ইসমা'ঈল গ্রন্থখানার প্রণয়নকার্য সমাপ্ত করেন। চারি খণ্ডে বিভক্ত এই পুস্তক-খানিতে অযৌক্তিক ও যৌগিক ঔষধপত্র, পথ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, চিকিৎসা

বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে (পাণ্ডুলিপির জন্য Brockelmann, D.) আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) আল-মাকনূন ফী তানকীহিল-কানূন, ইহা ইবন সীনা (Avicenna)-র গ্রন্থাবলী সম্পর্কে টীকা।

উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুস্তিকা (رسالة) লিখিয়াছেন; বিষয়বস্তু ছিল, যথা আলেকজান্দ্রিয়ার বিবরণ, চিকিৎসক না পাওয়া গেলে কী করিতে হইবে, irhubarb-এর লেবু ও উহার শরবত, চীন দেশীয় লতা বিশেষ মূলজাত বিরোচক ইত্যাদি। ইবনুল-বায়তার (দ্র.) তাঁহার একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ ব্যবহার করেন, Alpagus ল্যাটিন ভাষায় উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু আবী উসায়বি'আ, ২খ, ১১২; (২) Brockelmann, I, 8৮৯ SI, ৮৯২; (৩) Sarton Introduction, ২খ, ৪৩২; (৪) Wustefeld, Arabische Aerzte, পৃ. ১৮৩; (৫) Leclerc, Medecine arabe, ২খ, ৫৩-৫; (৬) Steinschneider, Arabische Literatur der Juden, পৃ. ১৫৮-৮১; (৭) Meyerhof, Notes, Isis-এ পুনর্মুদ্রিত, ১২ খ. (১৯২৯), পৃ. ১২৩।

J. Vernet (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন জামি' (ابن جامع) : আবুল-কাসিম ইসমাঈল, মক্কার প্রখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সন্ধ্যা বংশীয়, কুরায়শের অন্যতম প্রধান গোত্র সাহম বংশোদ্ভূত। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্ হশাফ্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী সুপুরুষ এই ব্যক্তিতি গায়ক হিসাবে তাঁহার পরিচিতি প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কাদী আবু যুসুফের প্রশংসা লাভে সমর্থ হন। তিনি যাহা আল-মাকী ও তাঁহার শ্বশুর সিয়াত-এর শাগরিদ ছিলেন। সিয়াতের সঙ্গে তিনি বাগদাদ গমন করেন। কিছুদিন পর মাহ্দী নিজ পুত্রদ্বয় হারুন ও আল-হাদীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার উদ্দেশে তাঁহাকে বাগদাদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। তিনি মক্কায় ফিরিয়া যান এবং নিজের দুইটি শখ—শিকার ও কুকুরের পিছনে আপন সম্পত্তি অপব্যয় করেন। আল-মাহ্দীর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং হারুন-রাশীদের খিলাফতকালে তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু ইব্রাহীম আল-মাওসিলীর একটি প্রতিদ্বন্দী দলের নেতৃত্ব দেন। ইবন জামি' তাঁহার কোমল, সংবেদনশীল, উত্তেজনা কর ও বাঙময় স্বভাব ও আবেগময় কণ্ঠের অধিকারী হিসাবে সেই যুগের রোমান্টিক সঙ্গীতজ্ঞের প্রতীক ছিলেন। বংশীবাদক বারসাওমা বলেন, “ইব্রাহীম আল-মাওসিলী একটি ফলের বাগানস্বরূপ যেখানে মিষ্ট ও টক ফল পাশাপাশি জন্মে... ইবন জামি' একটি মধুপাত্রের মত, যাহার সবটুকু সুস্বাদু।”

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী, ৬খ, ৬৯-৯২; (২) ইক্'দ, ৩খ, ১৭৯; (৩) নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-আরাব, ৫খ, ৩২৪-৬; (৪) Caussin de Perceval, Notices anesdotiques..., Paris 1874 (=JA. 1873); (৫) H. G. Farmer, History of Arabian Music, 115-6।

A. Shiloah (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন জাযলা (ابن جزلة) : শারায়ুদ্দীন আবু আলী যাহ্য়া ইবন 'ঈসা আল-বাগদাদী, যিনি যুরোপে বেন গেসলাহ (Ben Gesla) নামে সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু স্বীয় মৃত্যুতিলী শিক্ষকের প্রভাবে ১১ জুমাদা'ল-উখরা, ৪৬৬/১১ ফেব্রুয়ারী, ১০৭৪ সালে ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করেন। তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির জন্য বাগদাদের হানাফী কাদী তাঁহাকে আপন নকলনবীস নিযুক্ত করেন। তিনি খলীফা আল-মুকতাদীর চিকিৎসক সাঈদ ইবন হিবাতিল্লাহর নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন; তিনি বাগদাদের কারখ মহল্লায় বসবাস করিতেন এবং সেইখানকার লোকদেরকে ও পরিচিত জনকে কেবল পারিশ্রমিক ব্যতীত চিকিৎসা সেবা দ্বারাই যে উপকৃত করিতেন তাহাই নহে, অধিকন্তু তাহাদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। তিনি শ'বান ৪৯৩/জুন ১১০০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা তাক্বীমুল-আবদান ফী তাদ্বীরিল-ইনসান (تقويم الابدان في تدبير الانسان) গ্রন্থখানা, যাহাতে রোগসমূহকে পৃথক পৃথক তালিকায় (tables) ধারাবাহিকতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন নভোমণ্ডল সঙ্কল্পীয় সারণীসমূহ (تقويمات)-তে তারকাসমূহের নাম লেখা হয়। ইহার একটি ল্যাটিন অনুবাদ ১৫৩৩ খৃ. খ্রীসবর্গে ছাপা হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি খলীফা আল-মুকতাদীর জন্য বর্ণনাত্মকভাবে গাছগাছড়ার ও ঔষধের একটি তালিকা মিনহাজুল-বায়ান ফী মা যাসতামিলুল-ইনসান (منهاج البيان فيما يستعمله الانسان) নামে প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মুখতার মুখতাসার তারীখ বাগদাদ (مختار مختصر تاريخ بغداد) নামে তাঁহার আরও একটি গ্রন্থ আছে। তিনি কাব্য রচনাও করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু আবী উসায়বি'আ (সম্পা. Muller), ১খ, ২৫৫; (২) ইবনুল-কিফতী, তারীখুল-ছকামা (সম্পা. Lippert), পৃ. ৩৬৫; (৩) ইবন খাল্লিকান (সম্পা. Wustefeld), পৃ. ৮২১; (৪) Wustefeld, Geschichte d. arab. Aerzte u. Naturforscher, পৃ. ৮৬; (৫) Leclerc, Histoire de la medicine arabe, ১খ, ৪৯৩ প.; (৬) Steinschneider, Polem. und apoget. Litt., পৃ. ৫৭; (৭) Brockelmann, ১খ, ৪৮৫; তু. ২খ., ৭০৫ [পরিশিষ্ট, ১খ, ৮৮৭; (৮) ইবনুল-ইবরী, Chron., পৃ. ২৬৬ প.; (৯) E.I.², ৩খ, ৭৫৪, শিরো।

T. H. Weir (দা. মা. ই.)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবন জাররাহ (দ্র. জাররাহীগণ)

ইবন জাহীর (দ্র. জাহীর, বানু)

ইবন জিন্নী (ابن جني) : আবুল-ফাত্হ 'উছমান ৩০০/৯১৩ সালের পূর্বে মাওসিলে জন্মগ্রহণ করেন (Probster, p. x. ca. 320), পিতা ছিলেন সুলায়মান ইবন ফাহ্দ ইবন আহমাদ আল-আযদীর গ্রীক ক্রীতদাস। বসরার আবু আলী আল-ফারিসী তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। আল-ফারিসীর মৃত্যু পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর যাবত তিনি তাঁহার সাহচর্যে ছিলেন। আলেক্সান্দ্রেতে সায়ফু'দ-দাওলার দরবারে ও ফারস-এ 'আদু'দু'দ-দাওলার দরবারে এই সাহচর্য লাভ হইয়াছিল। যাক্'তের মতে তিনি শেষোক্ত জনের এবং সগমসামু'দ-দাওলার দরবারে কাতিবুল-ইনশা (সচিব)-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উভয় স্থানেই আল-মুতানাক্বীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সহিত তিনি ব্যাকরণগত প্রশ্নাদি লইয়া আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার দীওয়ানের দুইটি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্য দুইটি নিছক ব্যাকরণগত ছিল বলিয়া উহা আবু

হায়ান আত-তাওহীদীর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তিনি অন্য আরও শিক্ষকের নিকটও শিক্ষা গ্রহণ করেন (Rescher, ৫ প.)। তিনি বাগদাদে আল-ফারিসীর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৩৯২/১০০২ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি বিশেষভাবে ব্যাকরণ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাসরীফ বিষয়ে অভ্যন্তর নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অবস্থান ছিল কূফা ও বসরাপত্তী মতাদর্শের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। 'আরবী শব্দবিজ্ঞানের (আল- ইশতিক'াকুল- আক্বার) তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। [দ্র. I Goldziher, in ZDMG, ৩১ খ. (১৮৭৭ খ.), ৫৪৬]। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ দুইটি গ্রন্থ হইতেছে "কিতাব সিরুরিস'-সিনা'আ ওয়া আসারারিল'-বালাগ'া" ('আরবী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে) ও "কিতাবুল'-খাস'াইস'- ফী 'ইলম্ 'উস'-লিল'- 'আরাবিয়া"। মাওসিল-এ তিনি বেদুঈনদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, উহাকে তিনি (আল-ফারিসীর ন্যায়) সতেজ ভাষারূপে দেখিতে পান, কিন্তু প্রাচীন নিয়ম-নীতি ভঙ্গের দোষে উহা তখন কলুষিত হইয়াছিল (খাস'াইস'- হইতে উদ্ধৃতি, আস'-সুয়ুত্বী, মুযহির, ২খ, ৪৯৪)। ভাষা বিজ্ঞানের অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত তিনি কবিতাও লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I. 131, S I. 191; (২) ফিহরিস্ত, ৮৭; (৩) আল-খাতীব, তারীখ বাগ্দাদ, ১১খ, ৩১৩ প.; (৪) হিলালু'স-সাবি', কিতাবুল'-উযারা, সম্পা. Amedroz, পৃ. ৪৪২; (৫) ইবনুল'-ইমাদ, শাফারাত, ৫খ, ১৪০ প.; (৬) G. Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, 248-52; (৭) E. Probst, Ibn Ginnis Kitab al-Mugtasab (Leipziger Semitische Studien, 1/3, 1904); (৮) O. Rescher, Studien über Ibn Ginni, in ZA, ২৩খ, (১৯০৯ খ.), ১-৫৪; (৯) ইবন খাল্লিকান, নং ৪২৩; (১০) যাক্ব'ত, উদাবা, ৫খ, ১৫-৩২ (তাঁহার গ্রন্থসমূহ ২৯-৩২ পৃষ্ঠায়); (১১) ইবনুল'-আনবারী, নুযহাতুল'-আলিব্বা ফী তা'বাক'াতিল'-উলামা, বাগদাদ ১৯০৯ খ., পৃ. ২২৮-৩০; (১২) J. W. Fuck, Arabiya (Abh. Sachs. Ak. W., 45), 89, 99, 116. (১৩) H. Loucel, in Arabica, 10/3 (1963), 262-81; (১৪) B. Bustani, in F. Bustani, DM, ২খ, ৪১৫-২০ (তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা ও একটি গ্রন্থপঞ্জী)।

J. Pedersen (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন জুদ'আন (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আন)

ইবন জুবায়র (ابن جبیر) : আবুল'-হ'-সায়ন মুহাম্মাদ ইবন আহ'-মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন জুবায়র ইবন মুহাম্মাদ আল-কিনানী, একজন আন্দালুসীয় পরিব্রাজক ও লেখক। তিনি ১০ রাবীউল-আওয়াল, ৫৪০/১ সেপ্টেম্বর, ১১৪৫ সালে ভ্যালেনসিয়া (Valencia)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ১২৩/৭৪০ সালে স্পেনে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তিনি শাতিবা (Jativa)-তে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পিতা তথাকার একজন বেসামরিক কর্মচারী ছিলেন। সেখানে তিনি হাদীছ' ও ফিকহ' শিক্ষা করেন। একই সঙ্গে তিনি রম্য রচনা সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁহার মেধাবলে গ্রানাডার গভর্নরের সচিব পদ লাভ করেন। কথিত আছে, গ্রানাডার গভর্নর আবু সা'ঈদ 'উছ'-মান ইবন 'আবদি'ল মু'মিনের সচিব থাকাকালে কোন এক অনুষ্ঠানে তিনি মদ্যপানে বাধ্য

হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত হন এবং এই পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে হজ্জে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁহার এই ঘটনাবল্ল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনাসম্বলিত গ্রন্থ রিহ'লা।

১৯ শাওওয়াল, ৫৭৮/৩ ফেব্রুয়ারী, ১১৮৩ সালে তিনি তাঁহার বন্ধু আহ'-মাদ ইবন হা'সানের সঙ্গে গ্রানাডা হইতে যাত্রা করেন। তিনি তারিফা (Tarifa) হইয়া সিউটা (Ceuta)-তে উপনীত হন। সেখান হইতে জাহাজযোগে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করেন। সারাতিনিয়া, সিসিলী ও ক্রীটের পথে তথায় পৌঁছিতে এক মাস সময় লাগে। ইবন জুবায়রকে আলেকজান্দ্রিয়ায় মিসরীয় গুরু বিভাগের হাতে অনেক বিরক্তি পোহাইতে হয়। ইবন জুবায়র তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই সবেবের একটি জীবন্ত চিত্র ভুলিয়া ধরিয়াছেন। খৃষ্টানগণ মক্কার সোজা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তাঁহাকে কু'স', কায়রো ও আয়যাবের ভিতর দিয়া গমন করিতে হয়। ইহার পর তিনি লোহিত সাগর পার হইয়া জেদ্দা পৌঁছেন। তিনি নয় মাস মক্কা শারীফে অবস্থান করেন এবং হজ্জ সম্পন্ন করিয়া মদীনা সফর করেন। তিনি মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কূফা পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সেখান হইতে তিনি বাগ্দাদ ও মাওসিল গমন করেন। তিনি জায়ীরা অতিক্রম করিয়া আলেন্সো হইয়া দামিষ্কে আসেন। সেখান হইতে তিনি স্বদেশে ফিরিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের অপেক্ষায় আক্রা (Acre) গমন করেন। ১০ রাজাব, ৫৮০/১৮ অক্টোবর, ১১৮৪ সালে তিনি জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি মেসিনা (Messina)-র মালাক্কা নদীর একটি সংকীর্ণ স্থানে একটি নাটকীয় জাহাজ ডুবির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। Trapani-এ পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিয়া যু'ল-হিজ্জা ৫৮০/১৫ মার্চ, ১১৮৫ সালে কারতাজানী গমন করেন এবং ২২ মুহ'াররাম, ৫৮১/২৫ এপ্রিল, ১১৮৫ সালে গ্রানাডা ফিরিয়া আসেন।

চারি বৎসর পর তিনি দ্বিতীয়বার প্রাচ্য ভ্রমণে বাহির হন এবং ৫৮৫/১১৮৯ সাল হইতে ৫৮৭/১১৯১ সাল পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার এই ভ্রমণের কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। ৬১৪/১২১৭ সালে তিনি আবার ভ্রমণে বাহির হন এবং শিক্ষকতার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেন। ২৭ শা'বান, ৬১৪/২৯ নভেম্বর, ১২১৭ সালে তিনি এইখানে ইনতিকাল করেন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে ইবন জুবায়রের রচিত গ্রন্থ রিহ'লা এই সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অন্যান্য পরিব্রাজক ইহাকে নমুনাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক লেখক নির্দিধায় ইহার অনুকরণ করিয়াছেন। ইবন বাক্ত'তা (দ্র.)-এর রিহ'লা-এর সম্পাদক ইবন জুযায়ী (দ্র.) গ্রন্থটি হইতে নকল করিতে, বিশেষত কিছু সংখ্যক শহরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিতে কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই। আশ'-শারীশী, আল-'আবদারী, আল-মাক্'রীযী ও অন্যান্য রচয়িতার রচনায়ও ইহার উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইবন জুবায়র দিন দিন তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তিনি যেসব দেশের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছেন সেইসব দেশের বর্ণনা দেন এবং যে সকল অধিবাসীর মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁহার এইসব বর্ণনা ক্রুসেডের ইতিহাস, মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরের নৌ-ব্যবস্থা, তিনি যে সকল দেশের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছেন সেই সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, মক্কায় হজ্জ পালন ইত্যাদি সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র। তাঁহার রচনারীতি অলংকারবল্ল এবং তিনি

দেশ, শহর ও ভাব বর্ণনায় ছন্দোবদ্ধ গদ্য প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনামূলক অংশে তিনি সাবলীল ও স্পষ্ট বর্ণনারীতি অনুসরণ করিয়াছেন যাহা আধুনিক কালের বর্ণনাকারীদের রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপরদিকে উৎফুল্ল জনতার বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার বর্ণনায় আধুনিক কালের ন্যায় সাবলীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনারীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইবন জুবায়র একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত সনাতন রীতির কিছু কবিতা সংরক্ষিত রহিয়াছে। কবিতা সাধারণত শব্দাভরণপূর্ণ। এই নিষ্ঠাবান পরিব্রাজক তাঁহার স্বদেশের জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমসাময়িকদেরকে কখনও দেশের বাহিরে না যাওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার রচিত রিহ্লা গ্রন্থটি যুরোপে পরিচিতি লাভ করে। ইহার একটি অংশ প্রকাশিত হইয়াছে এবং Les Historiens Orientaux des Croisades, iii-এ অনূদিত হইয়াছে। M. Amari ও Voyage en Sicile sous le rege de Guillaume le Bon শিরোনামে, JA, 1846-এ ইহার একটি অংশের অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়াছেন। W. Wright কর্তৃক ১৮৫২ সালে লাইডেন হইতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইহার সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর M. J. de Goeje সংশোধনসহ আবার প্রকাশ করেন, GMS, V. Leiden-London 1907, এই শেষ সংস্করণটি একটি দুর্বল মিসরীয় সংস্করণ, কায়রো ১৩২৬/১৯০৮-এর ভিত্তি ছিল। কিন্তু এইচ. নাস্-সার ১৩৭৪/১৯৫৫ সালে কায়রো হইতে একটি উন্নততর সংস্করণ প্রকাশ করেন। C. Shciaparelli-কৃত ইহার ইতালীয় অনুবাদ Viaggio in Ispagna, Sicilia etc. শিরোনামে রোম হইতে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। R. J. C. Broadhurst-কৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদ The travels of Ibn Jubayr শিরোনামে ১৯৫২ সালে লন্ডন হইতে, M. Gaudefroy Demombynes-কৃত ইহার ফরাসী অনুবাদ তিন খণ্ডে ১৯৪৯-৫৬ সালে প্যারিস হইতে এবং আহ-মাদ আলী খান শাওক-কৃত ইহার উর্দু অনুবাদ সাফার নামা-ইবন জুবায়র শিরোনামে ১৯০০ সালে রামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ‘আরবী পাঠটি “রিহ্লা ইবন জুবায়র অথবা আর-রিহ্লা ইলা’ল-মাশরিক” নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইবন হা’সান আশ-শাদীর মতে ইবন জুবায়র তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি নিজে লিপিবদ্ধ করেন নাই, বরং অন্য কেহ রচনা করিয়াছেন (ইহা’ত)।

ইবন আব্দিল-মালিক ইবন জুবায়রের একটি দীওয়ানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইবন জুবায়রের দীওয়ানটি আবু তাহ্মামের দীওয়ানের অনুরূপ ছিল। ইবন জুবায়র তাঁহার জীবন মৃত্যুতে একটি মারছিয়াও রচনা করিয়াছিলেন (نتيجة وحد الجوانح في تبيين الصالح القرين الصالح)। তাঁহার উস্তাদদের মধ্যে তাঁহার পিতা ব্যতীত নিম্নোক্তদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ ইবন আবিল-‘আয়শ, ইবনুল-‘উসায়লী, ইবন য়াস‘উ, ইবন আলী আল-কুরতুরী, ইবন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী, আলী আল-কুরতুরী, ইবন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী, আবু মুহাম্মাদ আবদুল-লাতীফ ও আবু তাহির আল-খাওঈ। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ইবন মুহীব, ইবনুল-ওয়াইজ, আবু তাহ্মাম ইবন ইসমাঈল, আবুল-হাসান আল-বাজাঈ, ইবন আবিল-গিমার ও ইবন আতা’ইল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) W. Wright ও অনুবাদকদের ভূমিকা দ্র.; (২) Pons Boigues, ২৬৭ প.; (৩) ইবনুল-খাতীব, ইহাতা, ২খ; (৪) মাঙ্কারী, Analectes, Index; (৫) H. S. Nyberg, En Mekkapilgrim pa saldins tid, in Kungl. Vetenskapsocietetens Arsbok 1945, Uppsala 1945, 35-62; (৬) H. A. R. Gibb, Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa, London 1907); index: (৭) H. Lammens, in Machriq, X (1907); (৮) R. Blachere and H. Darmaun, Geographes, arabes², Paris 1957, 318-48; (৯) Brockelmann, I. 478, SI, 879; (১০) A. Gateau, Quelques observations Sur linteret du Voyage d'Ibn Jubayr, in Hesperis, xxxvi/3-4 (1949), 289-312; (১১) I. Yu. Krackovskiy, Arabskaya geogra-ficeskaya Literatura, in Izbrannie Socineniya, iv, Moscow and Leningrad, 1957, 304-7, index (M. Canard-কৃত ফরাসী অনু. in AIEO alger, xviii-xix (1960-1). (64-9)

Ch. Pellat(E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন জুমায়’ (ابن جميع) : আবুল-মাকারিম হিবাতুল্লাহ ইবন যায়ন ইবন হাসানঃ দ্র. ইবন জামি’ শীর্ষক প্রবন্ধ; সেখানে ইবন জামি’ পড়িতে হইবে। বর্তমানে তাঁহার নামের সঠিক উচ্চারণ ইবন জুমায়’ বলিয়াই সাধারণভাবে মনে করা হইয়া থাকে।

(E.I.², Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইবন জুমায়িল (দ্র. ইবন দিহয়া)

ইবন জুমায়ি (ابن جزى) : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ-মাদ আল-কাল্বী, ‘আরব লেখক, ৭২১/১৩২১ সালে ধানাদার এক সাহিত্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবুল-কাসিম মুহাম্মাদ ইবন আহ-মাদ (৬৯৩/১২৯৪), বিশেষত একজন কবি ও ফার্সী হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীবের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ৭৪১/১৩৪০ সালে রিও সালাদোর যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (তু. আল-মাঙ্কারী, নাক্হ’ত-তীব, সম্পা. ম. ম. ‘আবদুল-হাম্মাদ, কায়রো ১৩৬৭-৯ হি., ১০ খণ্ডে, ৮খ, ২৮-৩১; Brockelmann, ২খ, ৩৪২, পরি. ২, ৩৭৭; উ. র. কাহ’হালা, মু’জামুল-মুআল্লিকীন, দামিশক, ১৩৭৬-৮১/১৯৫৭, ৬১, ১৫ খণ্ডে, ৯খ, ১১)। তাঁহার তিন পুত্র আহ-মাদ, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ পরিবারের ফিক্-হ ও সাহিত্য চর্চায় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন (দ্র. মাঙ্কারী, এ, পৃ. ৩১ প.; লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখবার গারনাতা, নূতন সং. ম., আ ‘ইনান কর্তৃক, ১খ, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫, ১৬৩-৮, ৪১১)-এই তিনজনের মধ্যে মুহাম্মাদ (আবু আবদিল্লাহ)-এর খ্যাতিই প্রধানত বিদ্যমান আছে। নাস্-রী বংশীয় আবুল-হাজ্জাজ য়ুসুফ-এর রাজত্বকালে (৭৩৩-৫৫/১৩৩৩-৫৪) তিনি কাতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ক্ষেয় গমন করেন, সেখানে মার্বীনী বংশীয় আবু ‘ইনান (৭৫০-৯/১৩৪৯-৫৮) তাঁহাকে ইবন বাত্ব’তা দ্র.-র রিহ’লার মূল পাঠ

লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দেন। উপরিউক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা ব্যতীত আবু 'আবদিল্লাহ কবিতা এবং আরও অনেক গ্রন্থ, বিশেষত ইতিহাস, ফিক'হ ও ভাষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। আনুমানিক ৭৫৬-৮/১৩৫৫-৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখ্বার গ'রনাতা, কায়রো ১৩১৯/১৯০১, ২ খণ্ড, ২খ, ১৮৬-৯৫; (২) ইবন হাজার আল-'আসক'লানী, আদ-দুরারুল-কামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৪৮-৫০, ৪ খণ্ড, ৪খ, ১৬৫-৬; (৩) মাক্কারী, পৃ. ৫., ৮খ, ৪০ প.; (৪) G. de Slane, JA-তে, ৪র্থ সিরিজ, ১খ (১৮৪৩ খ.), ২৪৪-৬; (৫) Brockelmann, পরি. ২, ৩৬৬; (৬) কাহ'হালা, পৃ. ৫, ১১খ, ১৮৮; (৭) I. yu, krackovskiy, arabskaya geografi-ceskaya literatura, Izbrannie socineniya-তে, ৪খ, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৫৭ খ., ৪২০-৩, ৪২৯, ৪৩০, 'আরবী অনু. (১-১৬ অধ্যায় এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে), স, দ. 'উছ'মান হাশিম, কায়রো ১৯৬৩ খ., পৃ. ৪২৪ + ৪৩২, ৪৩৩।

A. Miquel (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন জুরায়জ (ابن جرير) : আবু'ল-ওয়ালীদ/আবু খালিদ 'আবদুল-মালিক ইবন 'আবদিল-আযীয ইবন জুরায়জ আর-রুমী আল-কুরাশী আল-মাক্কী (৮০-১৫০/৬৯৯-৭৬৭), খ্রীস্টীয় গোলাম বংশোদ্ভূত (তাঁহার পূর্বপুরুষের নাম ছিল Gregorios) মক্কার হাদীছ-বিদ এবং সম্ভবত খালিদ ইবন আসীদ বংশীয় একজন মাওলা। প্রথমে ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ-সমূহ সংগ্রহ করিবার পর তিনি 'আতা ইবন আবী রাবাহ' (র), আয-মুহরী (র), মুজাহিদ (র), 'ইকরিমা (র) ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত হাদীছ-সমূহ একত্র করেন এবং সেইগুলি, বিশেষত ওয়াকী' (র), ইবনুল-মুবারাক (র) ও সুফয়ান ইবন 'উয়য়ানা প্রমুখের নিকট বর্ণনা করেন। অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে হি'জায-এর ইমাম বলিয়া গণ্য করা হইত।

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি মা'ন ইবন যাইদা-এর সঙ্গে যামান-এ গমন করিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তথা হইতে ফিরিয়া আসেন, জীবনের শেষ দিকে তিনি ইরাকে গমন করেন এবং খালীফা আল-মানসূ'র-এর দরবারে যান। সিমা' (سمع) ব্যতীত পত্রযোগে (كتابة) হাদীছের রিওয়ায়াত শুদ্ধ হইবে কিনা এবং অপরপক্ষে হাদীছ লিপিবদ্ধ রাখা বৈধ কিনা, এই দুই বিতর্কিত প্রশ্নের সহিত ইবন জুরায়জের নাম সংশ্লিষ্ট। ইরাকে সা'ঈদ ইবন আবী 'আরুবা (দ্র.)-এর ন্যায় তাঁহাকেও হিজায়, এমনকি সমগ্র ইসলামী দেশসমূহে, ফিল-আছার ওয়া হ'রফিত তাফসীর নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম হাদীছ-সংকলনের কৃতিত্ব প্রদান করা হয়। এই দুই বিদ্বান ব্যক্তিকে প্রায়শ একযোগে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, বিশেষত আয-যাহাবী কর্তৃক ইবন তাগ'রীরদীর নুজুম গ্রন্থে, ১খ, পৃ. ৩৫১, ১৪৩ হি. সালে যথায় তিনি কিছুটা দুঃখের সঙ্গে প্রাচীনতম সংগ্রহগুলির রচয়িতাগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। Goldziher তাঁহার Muh. Studien গ্রন্থে (২খ, ২১১-১২, ইংরেজী অনু. ২খ, ১৯৬-৭) এই উক্তি করিয়াছেন যে, ইবন জুরায়জকে যে হাদীছের ১ম সংস্করণের কৃতিত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহার প্রাপ্য নহে এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে, আরও পূর্বে হাদীছ-সংকলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহাই হউক, তাঁহার সংগ্রহটি ছিল বিষয়ভিত্তিক আইন সম্বন্ধীয় হাদীছের সমষ্টি, যেমন ফিহরিউ

(সং. কায়রো, ৩১৬)-এ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি তাহারাত, সালাত ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীছ-গুলিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহি'জ, বায়ান, ৩খ, ২৮৩; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইবন কু'তায়বা, মা'আরিফ, ৪৮৮-৯, ৫১৯; (৪) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, নং ৩৪৮, সম্পা. ইহুসান 'আক্বাস, ৩খ, ১৬৩-৪; (৫) খাতীব বাগদাদী, তা'রীখ, ১০খ., পৃ. ৪০০-৭; (৬) ইবন তাগ'রীরবিদী, নুজুম, ১খ, ৩৫১; (৭) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাত, ১খ, ২২৬-৭; (৮) নাওয়াবী, তাহযীব, ৭৮৭; (৯) ইবন হাজার, তাহযীবু-তাহযীব, ৬খ, পৃ. ৪০২-৬; (১০) যাহাবী, তায'কিরাতুল-হ'ফফাজ, ১খ., ১৬০; (১১) Goldziher, Muh. Studien, নির্ঘণ্ট; (১২) Brockelmann, SI, ২৫৫ এবং সেখানে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী; (১৩) বৃত্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২, ৪০৪-৫; (১৩) যিরিকলী, ৪খ., ৩০৫।

'Ch. Pellat (E.I.² Suppl.)/হুমায়ূন খান

ইবন জুলজুল (ابن جزل) : আবু দাউদ সুলায়মান ইবন হা'স্‌সান আল-আন্দালুসী, 'আরব চিকিৎসাবিদ, সম্ভবত স্পেনীয় বংশোদ্ভূত, ৩৩২/৯৪৪ সালে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮৪/৯৯৪ সালের পর ইনতিকাল করেন। ৩৪৩/৯৫৪ সালে তিনি কর্ডোভায় ব্যাকরণ ও হাদীছ-শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু ১৫ বৎসর বয়সে চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। দশ বৎসর পর এই শাস্ত্রে তিনি সর্বজনস্বীকৃত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি আল-মুআয়্যাদ বিলাহ হিশাম (৩৩৬-৯৯/৯৭৭-১০০৯)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ তাফসীর আনওয়া'ই'ল-আদবি'য়া আল-মুফরাদা মিন কিতাব দিয়সুক'রীদুস (تفسير انواع الادوية من كتاب ديسقوريدوس) ৩৭২/৯৮২ সালে রচিত (একমাত্র ইহার উদ্ধৃতাংশসমূহ বর্তমানে মাদ্রিদ পাণ্ডু. ২৩৩-এ বিদ্যমান রহিয়াছে) এবং তা'বাকাতুল-আতি'ব্বা ওয়াল-হ'কামা ৩৭৭/৯৮৭ সালে রচিত (সম্পা. ফুআদ সায্যিদ, Les generations des medecins et des sages, কায়রো ১৯৫৫ খ.)। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে মাক্কাল ফী ষিক'রিল-আদবি'য়া আল্লাতী লাম য়াফকুরহা দিয়সুক'রীদুস (مقاله في ذكر الدويه التي لم يذكرها ديسقوريدوس) মিশ্র বিষয়ের পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবত এখনও বর্তমান Bold ৫৭৩; মাক্কাল ফী আদবি'য়াতি'ত-তিরয়াক (مقالة في ادويه الترياق) Bold ৫৭৩; রিসালাতুল-তাব্বয়ীন ফীমা গালাতা ফীহি বা'দুল-মুতা'কিব্বীন رساله التبیین فيما غلط فيه بعض المتطبیین (বিলুপ্ত)। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে চিকিৎসকদের ইতিহাস (طبقات الاطباء) গ্রন্থটি বিশেষ আকর্ষণের দাবি করিতে পারে। প্রথমত, ইহা ইস'হাক ইবন হ'নায়ন রচিত তারীখুল-আতি'ব্বা (সম্পা. F. Rosenthal, Oriens-এ, ৭খ, ১৯৫৪ খ., ৫৫-৮০) গ্রন্থের পর সম্ভবত 'আরবী ভাষায় চিকিৎসকদের জীবনচরিতের প্রাচীনতম সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত ল্যাটিন হইতে 'আরবী অনুবাদসমূহের ব্যবহারের ইহাই প্রাচীনতম উদাহরণ (Orosius, Chronicle of Hieronymus, Etymologiae of Isidorus of Seville)।

গ্রন্থপঞ্জী : (উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও) (১) ইবন আবী উসায়বি'আ, উয়ুনুল-আন্বা, ২খ, ৪৬-৮; (২) ইবনুল-কিফতী, তারীখ, সম্পা. Lippert, পৃ. ১৯০; (৩) সা'ঈদ আল-আনদালুসী, ত'বাবাকাতুল-উমাম, সম্পা. Cheikho, ৮০-১; (৪) হ'মায়দী, জায় ওয়াতুল-মুক'তাবাস, সম্পা. ত'নুজী, কায়রো ১৩৭২ হি., পৃ. ২০৮; (৫) ইবনুল-'আব্বার, আত-তাকমিলা 'আলা কিতাবিস-সি'লা, মাদ্রিদ ১৯১৫ খৃ., পৃ. ২৯৭ (সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস); (৬) Brockelmann, ১খ, ২৭২, পরি. ১, ৪২২; (৭) G. C. Anawati, MIDEO-তে, ৩খ, (১৯৫৬ খৃ.), ৩৪২-৫।

A. Dietrich (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন তাগরীবিরদী (দ্র. আবুল-মাহাসিন)

ইবন তাবাতাবা (ابن طباطبا) : হাসান (রা) বংশীয় আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন ইসমা'ঈল আদ-দীবাজ ইবন ইবরাহীম আল-গাম্বর ইবন হ'সান আল-মুছ'ান্না, মৃত্যু ১ রাজাব, ১৯৯/১৫ ফেব্রুয়ারী, ৮১৫ খৃ.।

সূত্রসমূহ হইতে সাধারণত জানা যায় যে, উক্ত মুহাম্মাদের পিতামহ উচ্চারণের ক্রটির কারণে তাঁহার উপনাম তাবাতাবা প্রাপ্ত হন। কিন্তু 'উমদাতুল-ত-তালিব গ্রন্থে তাঁহার পিতা ইবরাহীমকে এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নামের ব্যাখ্যা হিসাবে একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, ইবরাহীম তাঁহার পুত্রের জন্য একটি পোশাক প্রস্তুত করার ফরমায়েশ দেওয়ার সময় উহার নাম 'কাবা' না বলিয়া 'তাবা' বলেন। এই একই মূল পাঠে এইখানেও ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, সাধারণ ভাষায় তাবাতাবা-এর অর্থ সাযিদু'স-সাদাত (পিতৃমাতৃ উভয় কুল হইতে হযরত 'আলী (রা)-র উত্তরপুরুষ। ফার্সী ভাষায় অদ্যাবধি শব্দটি এই অর্থ জ্ঞাপন করে)।

তিনি প্রধানত মদীনাতে বসবাস করিতেন। দেশত্যাগ করিয়া ইথিওপিয়া ও কিরমানে গমনের ফলে তাঁহার বংশধরগণ মদীনা হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যান।

তাঁহার ভাতৃপুত্রগণ অর্থাৎ ইবরাহীম ইবন ইসমা'ঈলের পৌত্রগণ কবি হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও তাবাতাবার নিজের খ্যাতি কুফায় আবু'স-সারায়্যা (দ্র.)-র কার্যকর নেতৃত্বে ১৯৯/৮১৫ সালে পরিচালিত যায়দী বিদ্রোহের সাথে জড়িত। নাস'র ইবন শাবাছ' (মাকাতিলু'ত-তালিরিয়ীন গ্রন্থে শাবীব বলিয়া উল্লিখিত) ইবন তাবাতাবার রাজনৈতিক উচ্চাশা জাগাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত ১৯৮ হিজরীতে হাজ্জ মোসুমে তিনি ইবন তাবাতাবাকে মদীনাতে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং হাসান (রা)-এর বংশধর 'আবদুল্লাহ ইবন মুসা ইবন 'আবদিল্লাহ ও হ'সায়ন (রা)-এর বংশধর 'আলী ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন আল-হাসান-এর দাবি উপেক্ষা করিয়া ইবন তাবাতাবাকে ইমাম হিসাবে অগ্রাধিকার দেন। কারণ উক্ত দুইজন আহলে বায়ত-এর প্রচলিত মনোভাব অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইবন তাবাতাবা একবার ইরাকে নাস'রের সহযোগীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাহারা সম্ভবত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাঁচ হাজার দীনার প্রদান করিতে চাহিয়াছিল, যাহা তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। হিজ্যে প্রত্যাবর্তনের পথে ইবন তাবাতাবা 'আনাত' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি বিদ্রোহ সংঘটনে ব্যস্ত আবু'স-সারায়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। যখন আলীপন্থীরা

কুফায় সামান্য সংখ্যক নাগরিককে অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া একত্র করার কাজে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল, তিনি অতি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন। আবু'স-সারায়্যা যায়দীদের একটি ক্ষুদ্র দলে হ'সায়ন (রা)-এর কবর সংলগ্ন স্থানে অস্ত্রে সজ্জিত করিতেছিলেন এবং নির্ধারিত তারিখে কুফার উপকণ্ঠে পূর্ব নির্বাচিত স্থানে উপস্থিত হন। উভয় দল এক সঙ্গে শহরাভিমুখে যাত্রা করে। শহরে পৌঁছিয়া আবু'স-সারায়্যা একটি খুত'বা (বক্তৃতা) প্রদান করেন, উহাতে সমুদয় মু'তামিলী নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহা যায়দী বিদ্রোহের আদর্শগত ভিত্তি। য়াদ ইবন 'আলী পর্যন্ত সনদবিশিষ্ট একটি হ'দীছে'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১০ জুমাদা'ল আওয়াল, ১৯৯/২৭ ডিসেম্বর, ৮১৪-এ ইবন তাবাতাবা কিছু বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার নেতা ('উমদা গ্রন্থে আমীক'ল-মু'মিনীন বলিয়া উল্লিখিত) আবু'স-সারায়ার অভিষেক সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন।

বিদ্রোহ বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত হইয়াছিল। 'আলী সমর্থকের গোষ্ঠী বিচারে ব্যস্ত শত্রু পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ আল-হ'সান ইবন সাহুলের অবহেলার দরুন তাহারা প্রথমদিকে কয়েকটি বিজয় লাভ করেন। কিন্তু এই বিদ্রোহের নামমাত্র নেতা ইবন তাবাতাবা এই ঘটনায় নগণ্য ভূমিকা পালন করেন। যদিও কোন কোন সূত্র উল্লেখ করে যে, কুফায় প্রবেশকারের বহির্দেশে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আল-হ'সান ইবন সাহুলের উপর বিজয় লাভের পর মারাত্মকভাবে অসুস্থ, আত-তাবারীর মতে স্বয়ং আবু'স-সারায়্যা কর্তৃক বিষ প্রদত্ত ইবন তাবাতাবাকে 'আলী সমর্থকগণ স্বাগত জানান, যদিও নৈশকালীন আক্রমণ সংঘটনের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করা হয়। যাহা হউক, তিনি আবু'স-সারায়ার কাছে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, বিশেষভাবে 'আলী ইবন 'উবায়দিল্লাহকে নূতন ইমাম হিসাবে নির্বাচন সম্পর্কে—যদিও এইরূপ একক মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রস্তাবের আশংকা ছিল। নূতন ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব 'আলী ইবন 'উবায়দিল্লাহর উপর বর্তাইলে তিনি অন্যদেরকে এই পদে নিজে চাইতে অধিক উপযুক্ত মনে করিয়া নিজে এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি মুহাম্মাদ ইবন য়ায়দের নাম প্রস্তাব করেন, যিনি আবু'স-সারায়ার সম্মতিক্রমে ইমাম নির্বাচিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু'ল-ফারাজ ইস'ফাহানী, মাকাতিলু'ত-তালিরিয়ীন, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, পৃ. ৫১৮-৩৬; (২) ইবন 'ইনাব, উমদাতুল-ত-তালিব ফী আনসাব 'আলী ইবন আবী তালিব, নাজাফ ১৩০৭/১৯১৮, পৃ. ১৬১; (৩) মুহাম্মাদ 'আলী তাবরীযী, রায়হানা'তুল-আদাব, ৬৩, তাবরীয ১৩৩/১৯৫৫, পৃ. ৬২-৪; (৪) C. van Arendonk, Les debuts de l'Imamat Zaidite au Yemen Leiden 1960, 95-101.

B. Scarcia Amoretti (E.I.²)/

আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম

ইবন তায়মিয়া (ابن تيمية) : (র), ইমাম তাকি'য়ু'দ-দীন আবু'ল- 'আব্বাস আহ'মাদ ইবন শিহাবি'দ-দীন 'আবদি'ল-হ'ালীম ইবন মাজ্জি'দ-দীন 'আবদি'স-সালাম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-খিদ'র ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-খিদ'র ইবন 'আলী ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন তায়মিয়া আল-হাররানী আল-হা'যালী একজন আরব দেশীয় দীনী 'আলিম, ফকীহ ও ইমাম ছিলেন। তিনি দামিশক-এর নিকটবর্তী হাররান শহরে সোমবার ১০ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৬১/২৩ জানুয়ারী, ১২৬৩ সনে

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশে সাত-আট পুরুষ হইতে শিক্ষা-দীক্ষার ধারা চলিয়া আসিতেছিল এবং সকল লোক জ্ঞান ও সাধনায় উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদিলাহ সম্পর্কে ইবন খাল্লিকানের বক্তব্য হইল : كان أبوه أحد الأبدال والزهاد (ওয়াফায়াত, ২খ, ৩৪৮)। তাঁহার পিতা মোঙ্গলদের অবৈধ দাবিসমূহ উপেক্ষা করিয়া নিজ বংশের সকল ব্যক্তির সহিত ৬৬৭/১২৬৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে দামিশ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দামিশ্কে যুবক আহমাদ ইসলামী জ্ঞান-সাধনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং স্বীয় পিতা ও যামনু'দ-দীন আহমাদ ইবন আব্বাদি'দ-দা'ইম আল-মাক'দিসী, নাজমু'দ-দীন (মাজ্দ, দ্র. ইবন শাকির, ফুওয়াত, ১খ, ৪৪, মিসর ১২৮৩ হি.), ইবন আসাকির, যামনাব বিনুত মাক্কী প্রমুখের পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় নিম্নবর্ণিত নামও পাওয়া যায়ঃ ইবন আব্বাল-যুসূর, আল-কামাল ইবন আব্বাদ, আল-কামাল আব্বাদু'র-রাহীম, শামসু'দ-দীন আল-হাশ্বালী, ইবন আব্বাল-খায়র, শারায় ইবনুল-কাওয়াল, আব্ব বাকর আল-হারাবী, মুসলিম ইবন আল্পান, ইবন আতা, আল-হানাফী, জামালু'দ-দীন আস-সায়রাফী, আন-নাজীবুল-মিকদাদ ও আল-কাসিম আল-ইরবিলী।

সাহাবী লিখিয়াছেন, ইবন তায়মিয়া (র) পরিণত বয়সের পূর্বেই কুরআন, ফিক্'হ, মুনাযারাত ও ফাত্বা দানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং শীর্ষস্থানীয় আলিমদের মধ্যে গণ্য হইতেছিলেন। ইবন কু'দামা-র তাযক্বিরাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সতর বৎসর বয়সে ফাত্বা প্রদান ও গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করিয়াছিলেন। ইবন কাছীরও আল-বিদায়া গ্রন্থে এই বিষয়টি লিখিয়াছেন। তাঁহার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁহার শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং ৬৮১/১২৮২ সনে পিতার ইনতিকালের পর তাঁহার স্থলে হাশ্বালী ফিক্'হ-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রতি শুক্রবার তিনি কুরআনের তাফসীর করিতেন। কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞান, হাদীছ, ফিক্'হ ইল্মে দীন ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার দরুন তিনি প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের অকাটা বর্ণনাসমূহের প্রতি এমন প্রমাণ দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন করেন যাহা যদিও কুরআন ও হাদীছ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত উহা অনবহিত ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মতামতের দরুন অন্যান্য দৃঢ় 'আকীদাসম্পন্ন মাযহাবসমূহের বহু 'আলিম তাঁহার শত্রুতে পরিণত হন। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহাকে তৎকালীন সরকার প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। ৬৯১/১২৯২ সনে তিনি হজ্জ পালন করেন। রাবী'উল-আওওয়াল ৬৯৯/নভেম্বর-ডিসেম্বর ১২৯৯ অথবা ৬৯৮ হিজরীতে তিনি হামাত হইতে কায়রোয় প্রেরিত আল্লাহর সি'ফাত সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জওয়াব প্রদান করেন যাহাতে শাফি'ঈ 'উলামা' অসন্তুষ্ট হন এবং জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। অবশেষে তাঁহাকে শিক্ষকের পদ হইতে অপসারিত হইতে হয়। এতদসত্ত্বেও সেই বৎসরই তাঁহাকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পরবর্তী বৎসর কায়রো গমন করেন। এই পদমর্যাদায় তিনি দামিশ্কের নিকটবর্তী শাক'হাব-এর বিজয়ে শরীক ছিলেন যাহা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অর্জিত হইয়াছিল। ৭০৪/১৩০৫ সনে তিনি সিরিয়ায় জাবাল কাসারওয়ান-এর লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার পর তিন্মধ্যে ইসমা'ঈলী, নুসায়রী ও হাকিমী অর্থাৎ দু'রূপও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহারা 'আলী ইবন আব্বী তালিব (রা)-এর নিষ্পাপ হওয়ার উপর ঈমান রাখিত এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদেরকে কাফির মনে

করিত। তাহারা না সালাত আদায় করিত, না সাওয়াব পালন করিত এবং শূকরের মাংস খাইত ইত্যাদি (মার'ঈ, কাওয়াকিব, ১৬৫)। ১২ রামাদান, ৭০৫/১৩০৬ সনে শাফি'ঈ কাযীর সহিত কায়রো প্রস্থান করেন, যেখানে তিনি ২২ রামাদান উপস্থিত হন। পরবর্তী দিন তিনি কতক বিচারক ও প্রখ্যাত ব্যক্তির সম্মুখীন হন, যাহাদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন ভারতীয় 'আলিম শায়খ শাফিয়্যুদ-দীন আল-হিন্দী (মু. ৭১৫/১৩১৫)। সুলতানের দরবারে পাঁচটি বৈঠক হয়। অবশেষে উক্ত হিন্দী শায়খের সুপারিশক্রমে ইবন তায়মিয়া (র) ও তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় আব্বাদুল্লাহ ও আব্বাদু'র-রাহীমকে পাহাড়ী দুর্গের তলদেশ সংলগ্ন বন্দীশালায় (জুব) আবদ্ধ করা হয় (সুবকী, তাবাকাত, ৫খ, ২৪০), যেখানে তিনি দেড় বৎসর পর্যন্ত থাকেন। শাওওয়াল ৭০৭/১৩০৭ সনে একটি পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া যাহা তিনি ফিরকা-ই ইত্তিহাদিয়া (দ্র. মাদ্দা-ই ইত্তিহাদ)-এর বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত বাক-বিতণ্ডা হয়; কিন্তু যে সকল দলীল-প্রমাণ তিনি তাঁহার সপক্ষে পেশ করেন উহাতে তাঁহার শত্রুপক্ষ একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়ে। তাঁহাকে ডাক বিভাগের লোকের সহিত দামিশক প্রেরণ করা হয়, কিন্তু সফরের প্রথম মনযিল অতিক্রম করামাত্র তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হয় এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে বিচারকের কারাগার হারাতু'দ-দায়লাম-এ ১৮ শাওয়াল, ৭০৭ হি.-তে অর্থাৎ দেড় বৎসর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। এই সময়টি তিনি কারাগারে কয়েদিগণকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর কিছু দিন মুক্ত থাকিবার পর তাঁহাকে ইস্কান্দারিয়ার কিব্লাতে (বুর্জ) বন্দী করা হয়। ইহার পর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি সুলতান আন-নাসিরকে তাঁহার শত্রুপক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে ফাত্বা প্রদান করিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন।

যু'ল-কা'দা ৭১২/ফেব্রুয়ারী ১৩১২ সনে তাঁহাকে সিরিয়া অভিযুখে গমনকারী সেনাদের সহিত যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে তিনি বায়তুল-মাক'দিস হইয়া দীর্ঘ সাত বৎসর ও সাত সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকিবার পর পুনরায় দামিশ্কে প্রবেশ করেন। এখানে পৌছিয়া তিনি পুনরায় শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু জুমাদাল-উখরা ৭১৮/ আগস্ট ১৩১৮ অথবা ইবন হাজার-এর বক্তব্য অনুযায়ী ৭১৯ হিজরীতে এক শাহী নির্দেশে তাঁহাকে ত'লাক সম্পর্কে কসম (শপথ) [ত'লাক বি'ল-য়ামীন অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে কোন কাজ করিবার কিংবা না করিবার ক্ষেত্রে ত'লাক প্রদানের কসম খাইয়া বসা] করার ব্যাপারে ফাত্বা দিতে নিষেধ করা হয়। ইহা এমন একটি বিষয় ছিল যাহাতে তিনি বেশ কিছু শিথিলতার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন যাহা অন্য তিন সুন্নী মাযহাব গ্রহণ করিত না (ইবনুল-ওয়ালদী, তা'রীখ, ২খ, ২৬৭), বরং তাঁহার ধারণামতে যে ব্যক্তি এইরূপ কসম খাইবে, যদিও তাহাকে বিবাহুক্তি পূর্ণ করিতে হইবে, তথাপি কাযী তাহাকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। এই নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে রাজাব ৭২০/আগস্ট ১৩২০ সনে দামিশ্কে-এর দুর্গে বন্দী করা হয়। পাঁচ মাস আঠার দিন পর সুলতানের নির্দেশে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি যথারীতি শিক্ষা-দীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎপর তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার উক্ত ফাত্বা সম্পর্কে অবহিত হয় যাহা তিনি দশ বৎসর পূর্বে (৭১০/১৩১০ সনে) আওলিয়া ও আযিয়া'র মাযারসমূহে গমন সম্পর্কে প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব শাবান

৭২৬/জুলাই ১৩২৬ সনে সুলতানের নির্দেশে তাঁহাকে পুনরায় দামিশকের দুর্গে নজরবন্দি করা হয়। এখানে তাঁহাকে এক পৃথক কক্ষ প্রদান করা হয়; তাঁহার ভ্রাতা শারায়ু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ'মানের উপর যদিও কোন অভিযোগ ছিল না, তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় ভ্রাতার কারাসঙ্গী হন। এখানে ইবন তায়মিয়া, তাঁহার ভ্রাতার সহযোগিতায় কুরআনের তাফসীর, নিজের কুৎসারটনাকারীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা ও সেই সকল মাস'আলার উপর গ্রন্থ রচনা করিতে আত্মনিয়োগ করেন যাহার দরশন তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে অবহিত হইল তখন তাঁহাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী, কাগজ ও কালি-কলম হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহাতে তিনি বড় আঘাত পান। তখন তিনি কয়লা দ্বারা কারাগার প্রাচীরে লিখিতে থাকেন। তিনি সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সান্ত্বনা কামনা করেন, কিন্তু বিশ দিনের মধ্যেই রবি ও সোমবারের মধ্যবর্তী রাত্রে ২০ যু'ল-কাদা, ৭২৮/২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ১৩২৮ সনে ইনতিকাল করেন। আইমাতুল-মুহাদ্দিছীন শায়খ যুসুফ আল-মাযী প্রমুখ তাঁহাকে গোসল দেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা ইমাম শারায়ু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ (মু. ৭২৭হি.)-এর পার্শ্বে মাক'বির-ই-সুফিয়াতে 'আসরের কিছু পূর্বে দাফন করা হয়। সেই দিন দোকানপাট বন্ধ থাকে। অত্যন্ত ভাবগভীর পরিবেশে তাঁহার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং আনুমানিক দুই লক্ষ পুরুষ ও পনের হাজার স্ত্রীলোক তাঁহার জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল (ইবন রাজাব, তা'বাকাত)। তাঁহার জানাযা চার স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ঃ প্রথমবার দুর্গে, দ্বিতীয়বার দামিশক-এর জামে' মসজিদে, তৃতীয়বার শহরের বাহিরে এক প্রশস্ত ময়দানে এবং চতুর্থবার সূফী কবরস্থানে। এই শেষোক্ত স্থানে কিছু বিশেষ রক্ষিত কর্মকর্তাও জানাযা সালাত আদায় করিয়াছিলেন। এই কারণে কোন কোন আলোচনায় এই জানাযা-র উল্লেখ পাওয়া যায় না। বায়যায় বলেন, আমাদের এমন কোন শহরের কথা জানা নাই যেখানে ইমাম তাকি'য়্যু'দ-দীন ইবন তায়মিয়া (র)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিয়াছে, অথচ তাঁহার জানাযার সালাত পড়া হয় নাই (মাজমু'উ-দ-দুরার, পৃ. ৪৬)। চীনের ন্যায় দূর দেশেও জানাযার সালাত আদায় করা হইয়াছে (ইবন রাজাব)। সুফিয়া কবরস্থানের অবশিষ্ট কবরসমূহ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং উহার উপর সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ নির্মাণ করা হইয়াছে। একমাত্র ইবন তায়মিয়া (র)-এর কবর অক্ষুণ্ণ আছে।

ইবনুল-ওয়াদী (মু. ৭৪৯ হি.) কাসীদা-ই তাইয়াঃ-তে ও অন্য আরও অনেকে যাহাদের নাম ইবন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-তে ও মার'আ আল-কশরামী আল-কাওয়াকিবু'দ-দুররিয়া-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেমন যাহাবী, ইবন ফাদলিল্লাহ আল-উমারী, মাহমুদ ইবন আছীর, কাসিম আল-মুকিররী, ইবনুল-আছীর প্রমুখ তাঁহার শোক জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইবন তায়মিয়া (র) ইমাম আহ'মাদ ইবন হাম্বল (র)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁহার অঙ্ক অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার জীবনীকার মার'আ সীয গ্রন্থ আল-কাওয়াকিব (পৃ. ১৮৪ প.)-এ কিছু এমন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে তিনি তাক্বীদ (দ্র.) বরং ইজমা' (দ্র.) পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থে তিনি কুরআন ও হাদীছের হুকুমসমূহের শাস্তিক অনুসরণ করেন; তবে বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করিতে গিয়া (বিশেষ করিয়া মাজমু'আতু'র-রাসাইলিল-কুবরা, ১খ, ৩০৭-এ) তিনি কিয়াস-এর প্রয়োগ অবৈধ মনে করেন নাই। এই কারণে তিনি একটি পূর্ণ পুস্তিকা (এ, ২খ., ২১৭) এই প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসর্গ করিয়াছেন।

তিনি বিদ'আতের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি 'ওয়ালীগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী' এই বিশ্বাসের ও মাযার যিয়ারতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, হযরত মুহাম্মাদ (স:) কি বলেন নাই, কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশে সফর কর : মক্কার মসজিদুল-হা'রাম, বায়তুল-মাকদিস ও আমার মসজিদ" (এ, ২খ, ৯৩)। কোন ব্যক্তি যদি কেবল নবী কারীম (স)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করে তবে ইহাও এক অবৈধ কাজ হইবে (ইবন হাজার আল-হায়ছামী, ফাতাওয়া, পৃ. ৮৭)। ইহার বিপরীত আশ-শাবী ও ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ-এর মত অবলম্বনে তাঁহার নিকট কোন মুসলমানের মাযারে গমন করা এই ক্ষেত্রে পাপ হইবে যখন উহার জন্য সফর করা অথবা কোন নির্দিষ্ট দিনে যাওয়া পড়িবে। এই সকল বাধ্যবাধকতার সহিত তিনি কবর যিয়ারতকে এক অন্যায প্রথা জ্ঞান করিতেন (স-ফিয়্যু'দ-দীন আল-হানাফী, আল-কাওলুল-জালী, পৃ. ১১৯ প.)।

ফাকীরদের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা হইল যে, তাঁহারা দুই প্রকারেরঃ প্রথম হইল যাহারা নিজেদের কৃষ্ণ ও দীনতা, নয়তা ও উত্তম চরিত্রের দরুন প্রশংসার যোগ্য; দ্বিতীয় হইল যাহারা মুশরিক, মুবতাদি' ও কাফির। ইহারা কুরআন ও হাদীছ' পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার পথ অবলম্বন করে (আদ-দুরারুল-কামিনা)।

কবিত্ব ইবন তায়মিয়া (র)-এর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ছিল না এবং কাব্য ও কবিত্বের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কও ছিল না। তবে তিনি কাব্যমনা ছিলেন এবং এই কারণে তিনি কখনও কখনও কবিতার মাধ্যমে নিজের 'ইবাদাত স্পৃহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই রঙে কোন কোন জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের জওয়াবও প্রদান করিয়াছেন। একবার এক যিশী যাহুদীর তরফ হইতে কাদর (ভাগ্য) সম্পর্কিত বিষয়ে আটটি কবিতা লিখিয়া তাঁহার নিকট পেশ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তরে ১৯৯টি কবিতা লিখিয়া দেন (আদ-দুরারুল-কামিনা, কিন্তু ইবন কাছীর কবিতার সংখ্যা ১৮৪টি উল্লেখ করিয়াছেন)। কথিত আছে, যিশীর ভাষায় এই প্রশ্ন আস-সাকাকীনী (মু. ৭২১ হি.) পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইমাম শারানী সীয গ্রন্থ আল-য়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির (পৃ. ১৬০)-এ লিখেন যে, এই প্রশ্ন সাদরু'দ-দীন কুনূবীর তরফ হইতে পেশ করা হইয়াছিল। এমনিভাবে রাশীদু'দ-দীন উমার আল-ফারানী এক কবিতা সমষ্টি রচনা করেন, তিনি ৯৯টি পংক্তির একটি কবিতার মাধ্যমে উহার উত্তর দেন। তাঁহার কবিতা আল-বিদায়া, তা'বাকাত-ই সুবকী ও ফাতাওয়া হালাবিয়া-তে বিদ্যমান আছে।

ইবন তায়মিয়া (র) কুরআন ও হাদীছের সেই সকল পাঠের শাস্তিক তাফসীর করিতেন যাহা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত। এই 'আকীদা তাঁহার উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ইবন বাতুতা-এর বর্ণনা অনুযায়ী একদিন তিনি দামিশকে মসজিদের মিম্বর হইতে বলেন, "আল্লাহ আসমান হইতে ধরাতে এমনভাবে অবতরণ করেন যেমন আমি এখন অবতরণ করিতেছি" এবং মিম্বর হইতে এক সিঁড়ি নামিয়া আসেন (৭) [তু. বিশেষ করিয়া মাজমু'আতু'র-রাসাইলিল-কুবরা', ১খ, ৩৭৮ প.]।

তিনি লেখনী ও বক্তৃতা উভয় পদ্ধতিতে ইসলামী দল, যেমন খারিজী, মুরজি'ঈ, রাফিদী, কাদরী, মু'তামিলী, জাহমী, কাররামী, আশ'আরী প্রভৃতির সহিত মুকাবিলা করেন (রিসালাতুল-ফুরকান, স্থা.; পূর্বোক্ত মাজমু'আঃ ১খ, ২)। তিনি বলিতেন, আল-আশ'আরীদের কালাম সংক্রান্ত

‘আকীদাসমূহ কেবল জাহমিয়া, নাজ্জারিয়া, দারারিয়া প্রভৃতির মতবাদের সমষ্টিমাত্র। কা’দর, আল্লাহ তা’আলার নামসমূহ, আহ’কাম, ওয়া’ঈদ-এর বাস্তবায়ন ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল (ঐ, ১খ, ৭৭, ৪৪৫ প.)।

অনেক বিষয়ে তিনি কোন কোন ফকীহ-এর সহিত মতানৈক্য পোষণ করিতেন। যেমনঃ (১) তিনি তাহলীল প্রথা গ্রহণ করিতেন না, যাহার দ্বারা কোন স্ত্রী, যে তিন তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমন এক ব্যক্তির সহিত অন্তর্বর্তীকালীন বিবাহের পর যে ইহা মানিয়া লইয়াছে যে, সে (মুহাঞ্জিল অর্থাৎ হালালকারী) বিবাহের অব্যবহিত পরই তাকে তালাক দিবে, পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে; (২) তাঁহার মতে ঋতুকালীন যে তালাক দেওয়া হইবে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; (৩) যে শুক্ক (ট্যাক্স) আল্লাহর আদেশ কর্তৃক ফরয করা হয় নাই তাহা বৈধ এবং কোন ব্যক্তি যদি এই কর আদায় করে তাহা হইলে তাহার যাকাত মাফ হইয়া যায়; (৪) ইজমা বিরোধী মত পোষণ করা কুফরও নহে এবং পাপও নহে।

কথিত আছে, আস-সালিহি-য়া-র আল-জাবাল মসজিদের মিশরে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত ‘উমার (রা) ইবনুল-খাত্তাব অনেক ভুল করিয়াছেন। ‘আল্লামা তু’খী লিখিয়াছেন যে, পরে ইবন তায়মিয়া (র) ইহার উপর অনুশোচনাও প্রকাশ করিয়াছেন (আদ-দুরারুল-কামিনা, ১খ, ১৫৪) এবং মিনহাজু’স-সুন্নাতে তিনি হযরত উমার (রা)-এর ভূয়সী প্রশংসা ও গুণগান করিয়াছেন। এক বর্ণনামতে তিনি বলিয়াছেন যে, ‘আলী ইবন আবি তালিব (রা) ৩০০টি (তু. আদ-দুরারুল-কামিনা, ১খ, ১৫৪, যেখানে ১৭টি ভুলের উল্লেখ আছে) ভুল করিয়াছেন। ঘটনা হইল, জাবাল কিসরাওয়ান-এর জনৈক উগ্র শী’আ ‘আলী (রা)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়। তিনি ইতিহাস পেশ করেন এবং বলেন যে, ইবন মাস’উদ (রা) ও ‘আলী (রা)-এর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কয়েকবার মতানৈক্য দেখা দেয় এবং রাসূলুল্লাহ (স) ইবন মাস’উদ (রা)-এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। কিসরাওয়ানীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে এবং তাহারা ইসলামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদেরকে কয়েকবার সাহায্যও করিয়াছে এবং ইহারা আসহাব-ই ছালাছা (প্রথম তিন খলীফা) ও আ’ইশা-ই দীনকে মুরতাদ বলিয়া গণ্য করিত।

ইবন তায়মিয়া (র)-এর এই সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই ছিল যে, ‘ইসমাত (পবিত্র) একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যথায় তিনি সাহাবীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করিতেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল-‘আকীদাতুল-হামাবি-য়া-তে লিখেন, “মুতাকাল্লিমদের ধারণা হইল যে, সাহাবী ও তাবিঈগণ সাদাসিধা ঈমান ও ‘আকীদার অধিকারী ছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা খুবই কম ছিল এবং আয়াত ও নুসূসের মধ্যে অনুসন্ধানের যোগ্যতা মোটেই ছিল না...ইহা এমন এক দাবি, যাহাকে ভীতিকর অজ্ঞতারই ফল বলা যাইতে পারে। কতই না ভাল হইত যদি এই মূর্খরা জানিতে পারিত যে, তাঁহারা সংশয় ও সন্দেহের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া ঈমান ও বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল জগতসমূহে পৌছিয়াছিলেন! তাঁহাদের পথে সন্দেহের কোন কাঁটা ছিল না, ধারণা ও সংশয়ের কোন অবকাশ, যুক্তি ও দর্শনের বিভ্রান্তি ছিল না, তাঁহাদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হক ও সত্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী উন্মুক্ত করা হইয়াছিল।

তাঁহারা কুফর ও নাফরমানীর অন্ধকারে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। তাঁহারা কুরআন হাতে লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মুখে সর্বোত্তম বাস্তব চিত্র পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব সোচ্চার ছিল এবং তাঁহাদের জ্ঞান বানু ইসরাঈলের নবীদের চাইতে কম ছিল না...তাঁহাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বয়কর অনুধাবন শক্তি পরিমাপের জন্য কোন পাত্র বিদ্যমান নাই।” ইবন তায়মিয়া আল-গাযালী (র), মুহ্যি’দ-দীন ইবনুল-‘আরাবী, ‘উমার ইবনুল-ফারিদ ও সাধারণত সুফি-য়াদের ধারণাসমূহের কঠোর সম্মুলোচনা করিয়াছেন। ইবন তায়মিয়া (র) ইমাম গাযালী (র)-র সেই সকল দর্শনগত ধারণারও সমালোচনা করিয়াছেন যাহা তিনি ‘আল-মুনকিয় মিনা’দ-দালাল’, বরং ইহয়া’ ‘উলুম’দ-দীন-এ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে ইবন তায়মিয়া (র)-র বক্তব্য অনুযায়ী অনেক জাল হাদীছ পাওয়া যায়। তিনি বলিতেন, সূফী ও মুতাকাল্লিমুন হইল একই নৌকার আরোহী (মিন ওয়াদিন ওয়াহি’দিন)। ইবন তায়মিয়া (র) গ্রীক দর্শন ও উহার ইসলামী প্রতিনিধি, বিশেষ করিয়া ইবন সীনা ও ইবন সাবঈন-এর উপর তীব্র হামলা করেন এবং বলেন, “দর্শন কি মানুষকে কুফরীর দিকে লইয়া যায় না? উহা কি অনেকখানি উক্ত মতপার্থক্যের কারণ নহে যাহা ইসলামের আশ্রয়ে লালিত হইয়াছে?”

ইসলাম যেহেতু যাহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের উত্তম বদলা হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিল এই কারণে ইবন তায়মিয়া (র)-কে স্বভাবত উল্লিখিত ধর্ম দুইটির সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। যাহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের পবিত্র গ্রন্থের কোন কোন শব্দের অর্থ বিকৃত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার পর (দ্র. তাঁহার রচনাবলী, সংখ্যা ৩৫, ৪০, ৪৩ ও ৪৫) তিনি যাহুদীদের উপাসনালয়সমূহ ও বিশেষ করিয়া গির্জাসমূহের তদারক অথবা উহা নির্মাণের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখেন (তু. সংখ্যা ৪৬)।

কোন কোন মুসলিম মনীষী ইবন তায়মিয়া (র)-এর দৃঢ় ‘আকীদাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে একমত নহেন। উক্ত মনীষীদের মধ্য হইতে যাঁহারা তাঁহাকে মূলহিদ বলিয়া মনে করিতেন নিজে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইলঃ ইবন বাতুতা, ইবন হাজার আল-হায়ছামী, তাজু’দ-দীন সুবকী, তাকি’য়ু’দ-দীন আস-সুবকী ও তাঁহার পুত্র ‘আবদুল-ওয়াহাব, ‘ইযযু’দ-দীন ইবন জামা’আ, আবু হায্যান আজ-জাহিরী আল-আন্দালুসী প্রমুখ। অনেকে আবার এতদূর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ইবন তায়মিয়া (র)-কে শায়খুল-ইসলাম বলে, সেও কাফির এবং উহা প্রত্যখ্যান করিবার জন্য শামসু’দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকরকে ‘আর-রাদুল-ওয়াক্ফির’ গ্রন্থ লিখিতে হয়। অনুরূপভাবে ইবন হাজার আল-হায়ছামীর সমালোচনার জবাবে মাহ’মুদ আল-আলুসী (মৃ. ১৩১৭ হি.) জিলা’উ’ল-‘আয়নায়ন লিখেন, তথাপি তাঁহার নিন্দাকারীদের তুলনায় প্রশংসাকারীদের সংখ্যা অধিক। যেমন তাঁহার শাগরিদ ইবন কায়িম আল-জাওযিয়া, আয-খাহাবী, ইবন কু’দামা ইবন কাছীর, আস-সারসারী আস-সূফী, ইবনুল-ওয়ারদী, ইবরাহীম আল-কাওরানী, ‘আলী আল-কারী আল হারাবী, মাহ’মুদ আল-আলুসী প্রমুখ। অনেকে আবার এতদূর বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞান সংক্রান্ত দিয়ানাৎ ইসলামী ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের পথে কোথাও হেঁচট খায় নাই। ইবন তায়মিয়া (র) সম্পর্কে এই মতপার্থক্য আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যেমন যুসুফ আন-নাবহানী নিজ গ্রন্থ ‘শাওয়াহিদুল-হাক্ক ফিল-ইসতিগাছা বি-সায়্যিদিল-খাল্ক’ (কায়রো ১৩২৩ হি.)-এ তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং আবুল-মা’আলী আশ-শাফি’ঈ

আস-সুলামী উহার প্রত্যাখ্যানে 'গায়াতুল-আমানী ফি'র-রাদি 'আলা'ন-নাবহানী' গ্রন্থ (কায়রো ১৩২৫ হি.?) প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া মুহাম্মাদ সা'ঈদ মাদরানী ইবন তায়মিয়া (র)-এর বিরুদ্ধে আত-তনবীহ বি'ত-তান্বীহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন (হায়দারাবাদ ১৩০৯ হি.)। উহার জওয়াবে আহ'মাদ ইবন ইব্রাহীম নাজদী 'তানবীহ'ত-তানবীহ ওয়া'ল-গাবী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন (মিসর ১৩২৯ হি.)। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতেন। তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে 'আল্লামা কামালু'দ-দীন আয-যাম্বলাকানী (মৃ. ৭২৭ হি.)-র নামও রহিয়াছে। তিনি বলেন, 'হওয়া হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-কাহিরা, হওয়া বায়নানা 'উজ্বাতু'ত-দাহুর' অর্থাৎ ইবন তায়মিয়া দুনিয়াতে আল্লাহর কঠোর দলীল এবং তিনি আমাদের মাঝে যুগের বিশ্বয় (আল-বিদায়া)। আবু হায়ানও (মৃ. ৭০২ হি.) তাঁহার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তিনিও বলেন, তিনি জ্ঞানের সাগর যাহার তরঙ্গমালা মুক্তা উত্তোলন করে (আল-কাওলুল-জালী)। ইবন বাতুতা তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে এতদূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বৎসরের পর বৎসর ভ্রমণ করিবার পর যখন দেশে ফিরিতেন তখনও তাঁহার অন্তরে ইবন তায়মিয়া (র)-এর মর্যাদার ছাপ সুস্পষ্ট থাকিত। তিনি লিখেন : كان ابن تيمية كبير الشام : يتكلم في الفنون وكان اهل دمشق يعظمونه اشد تعظيم رحلة ابن بطوطة ইবন তায়মিয়া (র) সিরিয়ার এক মহান ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং দামিশকবাসীর দৃষ্টিতে খুবই শ্রদ্ধেয় ও মর্যাদাবান ছিলেন'।

আমরা জানি, ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক দামিশকের হা'য্বালী 'আলিমদের সহিত ছিল এবং এই কারণে স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে উপকৃত হন, বিশেষ করিয়া ইবন তায়মিয়া (র) ও তাঁহার শাগরিদ ইবন কায়্যাম আল-জাওযিয়া (দ্র.)-র শিক্ষা হইতে। এই কারণে ওয়াহাবী 'আকীদার নীতিমালা উহাই যাহার জন্য এই মহান হা'য্বালী 'আলিম সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন।

ইবন তায়মিয়া (র)-র দলীল গ্রহণের পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হইতে দলীল গ্রহণ করিতেন। আলোচ্য প্রবন্ধ সম্পর্কিত সকল আয়াত একত্র করিতেন এবং উহার শব্দসমূহ হইতে অর্থ নির্ধারণ করিতেন। অতঃপর হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিতেন, হাদীছের রাবীদিদের যাচাই-বাছাই করিতেন এবং রিওয়াযাতের দিক দিয়া নিরীক্ষা করিতেন। অতঃপর সাহাবীদের পদ্ধতি ও চারজন ফাকীহসহ অন্যান্য প্রখ্যাত ইমামের মতামতসমূহ আলোচনাভুক্ত করেন এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি নিজ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করেন।

ইবন শাকির লিখেন যে, তিনি বড়ই মুত্তাকী, পরহেয়গার ও শারী'আতের বিধান কঠোরভাবে পালনকারী ছিলেন। নাররাজ বলেন যে, তিনি অহংকারপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতেন না এবং 'আলিমদের জুব্বা ও পাগড়ী পসন্দ করিতেন না; তাঁহার পোশাক একেবারে সাধারণ মানুষের পোশাকের ন্যায় হইত, যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পর্কে অনেকে নানারূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ইবন ফাদলুল্লাহ বলেন যে, যদি এই সকল স্বপ্ন একত্র করা হয় তাহা হইলে এক বিরাট গ্রন্থ প্রস্তুত হইবে।

ইবন তায়মিয়া (র) সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আয-যাহাবী বলেন যে, তিনি সুদর্শন ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শুভ রং, প্রশস্ত স্বর, স্বর সুউচ্চ এবং মিষ্টি, চুল কাল ও ঘন এবং চক্ষুদ্বয় সমুজ্জ্বল, যাহাতে প্রতিভার নিদর্শন সুস্পষ্ট (আদ-দুরারুল-কামিনা, ১খ, ১৫১)।

তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার বংশের সকলে তায়মিয়ার দিকে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকগণ উহার যে সকল কারণ বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইবন নাঈজার-এর ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্য। তাহা এই যে, তায়মিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্য হইতে আবুল-কাসিম আল-খিদর-এর এক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী দাদী ছিলেন এবং গোটা পরিবার ও বংশ এই বিজ্ঞ মহিলার প্রতি সম্পর্কিত। ইবন র'জাব-এর এই বর্ণনার সমর্থন ইবন কাছ'ীর-এর গ্রন্থ ইখতিসা'র 'উলুমিল-হাদীছ (পৃ. ৮৬) হইতেও পাওয়া যায়।

ইবন তায়মিয়া (র)-এর বক্তৃতা সভায় প্রচুর লোক উপস্থিত হইত। উল্লেখ্য যে, তাঁহার তেজস্বী রচনাবলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন পরবর্তী কালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গঃ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব নাজদী, জামালু'দ-দীন আফগানী, মিসরের মুহাম্মাদ 'আবদুলহু, হিন্দুস্তানের শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ, মাওলাবী 'আবদুল্লাহ গায়নাবী, নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আবুল-কালাম আযাদ, 'আবদুল-কা'দির, মেহেরবান ফাখরী মাদরাজী (মৃ. ১২০৪ হি.) এবং বাকির আগাহ মাদরাজী (মৃ. ১২২০ হি.)।

ইবন তায়মিয়া (র) প্রায় পাঁচ শত গ্রন্থের প্রণেতা (معجم الشيوخ الدرر الكامنة : بلغت مؤلفاته في حال حياته نحو خمسمائة مجلدا او نحوها) বলিয়া উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কেবল নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ অবশিষ্ট আছে (অন্যগুলির কেবল নাম জানা আছে, তন্মধ্যে ইবন 'আবদি'ল-হাদী (পৃ. ১৬৪), সিদ্দীক-হাসান খান (ইহু হাফ'ন-নুবাল) ও গুলাম জীলানী বারুক তাঁহার ইবন তায়মিয়া (র) পুস্তকে ৪৮০টি গ্রন্থের নাম বর্ণনাক্রমে অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর সিরাজুল হক তাঁহার Ibn Taimiya and His Projects of Reform গ্রন্থে (পৃ. ১৮৪-৯৮) ২৫৬টি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন : (১) রিসালাতুল-ফুরকান (আল-ফারুক) বায়না'ল-হাক্কি ওয়া'ল-বাতিল; (২) معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفرعه و فالحساقى و كارماتীদের প্রতিবাদে, যাহাদের মতবাদ হইল, নবীগণ বিশেষ অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারেন ইত্যাদি; (৩) আত-তি'বয়ান ফী নুযুল'ল-কুরআন; (৪) الوصية فى الدين والدنيا المعروف به الوصية الصغرى رسالة فى العرش هل هو (৬) ইবাদাত; (৬) ريسالاة'ল-নিয়া ফি'ল-ইবাদাত; (৭) আল-ওয়াসিয়াতুল-কুবরা (উর্দু অনু. আবুল-কালাম আযাদ, লাহোর ১৯৪৭ খৃ.); (৮) আল-ইরাদাতুল ওয়া'ল-আমর; (৯) আল-'আকীদাতুল-ওয়াসিতিয়া (উর্দু অনু. সৎ. মালিক'ান দারু'ত-তারজামা ওয়া'ল-ইশা'আ, তাসানীফ ইবন তায়মিয়া, লাহোর); (১০) আল-মুনাজিরাতুল ফি'ল-'আকীদাতিল-ওয়াসিতিয়া; (১১) আল-'আকীদাতুল-হামাবিয়াতিল-কুবরা; (১২) ريسالاة'ল-ইসতিগাহ; (১৩) আল-ইক্বলিল ফি'ল-মুতাশাবিহু ওয়া'ত-তাবীল; (১৪) ريسالاة'ল-ইলাল; (১৫) ريسالاة'ল-ফী যিয়ারাতি বায়তিল-মাকাদিস; (১৬) ريسالاة'ল-ফী মারাতিল-ইরাদা; (১৭) ريسالاة'ল-ফি'ল-কাদা' ওয়া'ল-কাদর; (১৮) ريسالاة'ল-ফি'ল-ইহু তিজাজ বি'ল-কাদর; (১৯) ريسالاة'ল-ফী দারাজাতিল-য়াকীন (উর্দু অনু. সৎ. মালিকান দারু'ত-তারজামা ওয়া'ল-ইশা'আ, তাসানীফ ইমাম ইবন তায়মিয়া, লাহোর ১৩৪৭ হি.); (২০) كتاب بيان الهدى من الضلال فى امر الهلال; (২১) ريسالاة'ল-ফী সুনাতিল-জুম'আ; (২২) তাফসীরুল-মু'আবিবযাতায়ন (উর্দু অনু. মালিকান দারু'ত-তারজামা ওয়া'ল-ইশা'আ, তাসানীফ ইমাম ইবন তায়মিয়া,

লাহোর); (২৩) রিসালাতু ফি'ল-'উকুদি'ল-মুহা'ররামা; (২৪) রিসালাতু ফী মা'না'ল-কিয়াস; (২৫) রিসালাতু ফি'স-সামা'ই ওয়া'র-রাক্স (উর্দু অনু. উজুদ ওয়া সামা', 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী, লাহোর ১৯৪৬ খৃ; কাওয়ালী-'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী, লাহোর ১৩৪০ হি.); (২৬) রিসালাতু ফি'ল-কালাম 'আলা'ল-ফিতরা; (২৭) رسالة فى الاجوبة رساله فى رفع الحنفى يديه (২৮) عن احاديث القصاص (২৯) فى الصلوة (৩০) কিতাবু মানাসিকি'ল-হাজ্জ। এই সকল ছোট রিসালাকে একত্র করিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে মাজমু'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-কুবরা (কায়রো ১৩১৩ হি., ৮৭৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত); (৩০) الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان কায়রো ১৩১০ হি., ৮৮ পৃষ্ঠাসম্বলিত, ১৩২৩ হি., ১৩২৫ হি., লাহোর ১৩২১ হি.; ইহা ছাড়া মাজমু'আতু'ত- তাওহীদ-এর সহিত দিল্লী হইতে ১৮৯৫ খৃ. (উর্দু অনু. গুলাম রাক্বানী. লাহোর. ১৯৩০ খৃ.); (৩১) الواسطة بين الخلق والحق والحق بين الخلق والواسطة بين الحق والخلق কায়রো ১৩১৮ হি. (উর্দু অনু. আল-'উরওয়াতু'ল-উছ'কা, আল-হিলাল বুক এজেন্সী) (৩২) রাফ'উ'ল- মালাম 'আনি'ল-আ'ইয়াতি'ল-আ'লাম, কায়রো ১৩১৮ হি.; (৩৩) কিতাবু'ত-তাওয়াসু'ল ওয়া'ল-ওয়াসীলা, কায়রো ১৩২৭ হি., দ্বিতীয় সং. দামিশক' ১৩৩১ হি., ২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত (উর্দু অনু. কিতাবু'ল-ওয়াসীলা, 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আদী, দ্বিতীয় সং., লাহোর ১৯৫১ খৃ.); (৩৪) كتاب جواب اهل العلم والايمن بتحقيق ما اخبره رسول الرحمن من ان قل هو الله احد تعدل خبره رسول الرحمن من ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن (تعالد) কায়রো ১৩২২ হি. (তু. Revue Afric., ১৯০৬ খৃ. পৃ. ২৬৭); (৩৫) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ইহা সাযদা' ও আনতাকিয়া-র উসকাফ পলের (Paul) একটি পত্রের জওয়াব, যাহাতে ইমাম ইবন তায়মিয়া খৃষ্টবাদের অসারতা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, কায়রো ১২২২-১৩২৩ হি., ১৪২৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত (তু. P. de Jong : Een Arab. Handschrift behelzende eene bestrijding Verslagen en Madedeel. in van hat Christendom 'Afd. Letterkunde dre Kon. Akad. van Wetenschappen. ৭খ., (১৮৭৮ খৃ.), ২১৮-২১৯, ২৩২-২৩৩; Revue Afric, ১৯০৬ খৃ., পৃ. ২৮৩ (উহার কয়েকটি পৃষ্ঠার উর্দু অনুবাদ 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী করিয়াছিলেন, মুদ্রণ কলিকাতা, তা. বি.); (৩৬) আর-রিসালাতু'ল-বা'লাবাক্কিয়া, কায়রো ১৩২৮ হি. (৪৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট); (৩৭) الجوامع فى الواسطة النبوية والايات الالهية والسياسة الالهية বোম্বাই ১৩০৬ হি. (উর্দু অনু. সিয়াসাতে ইলাহিয়া, আবু'ল-কাসিম রাফীক, মুদ্রণ, ফুরাগ উর্দু সংস্থা, তা. বি.); (৩৮) كتاب الفرق المبين بين جوامع النور (আল-ঈজী কর্তৃক), চাপ সান্সী, দিল্লী ১২২৬ হি., মিসর ১৩৪৩ হি., ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত; (৩৯) كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول ১৩২২ হি. (৬০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত); (৪০) তাখজীলু আহলি'ল-ইনজীল, খৃষ্টবাদের প্রতিবাদে পাণ্ডু. বোডলীন লাইব্রেরী, ফিহরিস্ত, ২খ, ৪৫; Maracci উহার প্রয়োগ নিজ গ্রন্থ Refutatio Alcorani-এর ভূমিকাতে (Pre-dromus) করিয়াছেন; (৪১) الرد على المسئلة النصيرية النصيرية يا فتيا فى النصيرية

সিরিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী নুসায়রীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফাতওয়া, ফরাসী অনু. By Guyard, in JA, সূত্র ৬, ১৮৭১ খৃ., ১৮, ১৫৮; ... ১৮৭২ খৃ.; Szlisbury : Journ. Amer. of Soc., ২, (১৮৫১ খৃ. পৃ. ২৫৭; কায়রো ১৩২৩ হি.; ইহা ছাড়া ইহার পূর্বে আর-রাসা'ইলু'ল-কুবরাতে, মিসর ১৩১৭ হি.); (৪২) আল-'আকীদাতু'ত-তাদমুরিয়াঃ (মিসর ১৩২৫ হি., ১২৯ পৃষ্ঠাসম্বলিত, ইহার অপর নাম تحقيق الاثبات للاماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الفدر والشرع (৪৩) 'ইকতিদা' (অনুরূপ ইসলামী বিশ্বকোষ, লাইডেন-এ ইকতিফা' ও ইকতিদা', মুদ্রণ শারকিয়া ১৩২৫ হি. ও সিদ্দীক হা'সান খানের আদ-দীন'ল-খালিস-এর হা'শিয়ায়, সং. হিন্দুস্তান ১৩১২ হি.); (৪৪) الصراط المستقيم ومجانبة اصحاب الجحيم যাহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে, পাণ্ডু. বার্লিন, সংখ্যা ২০৮৪, মিসর ১৩২৫ হি., ২২২ পৃষ্ঠাসম্বলিত (উহার সংক্ষিপ্ত উর্দু অনুবাদ হইল সিরাতু মুসতাকীম, 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী, ইন্ডিয়া বুক এজেন্সী, কলিকাতা, তা. বি.); (৪৫) জাওয়াব, 'আন লাও, লাও শব্দের আলোচনা, আস-সুযুতী প্রণীত আল-আশবাহ ওয়া'ন-নাজাইর, হা'য়দরাবাদ ১৩১৭ হি., ৩খ, ৩১০-এ প্রকাশিত হয়; (৪৬) কিতাবু'র-রাডি 'আলা'ন-নাসারা, পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম, পুস্তক তালিকা, নং ৮৬৫, ১; (৪৭) মাস'আলাতু'ল-কানা'ইস, পাণ্ডু. বিবিলিয়ে ন্যাশনাল, প্যারিস, নং ২৯৬২, ২; (৪৮) আল-কালাম 'আলা হা'কীক'তি'ল-ইসলাম ওয়া'ল-ঈমান, পাণ্ডু. বার্লিন; নং ২০৮৯, ইসকুরিয়াল Esc., ১৪৭৪ (একই পুস্তিকা 'কিতাবু'ল-ঈমান ওয়া'ল-ইসলাম নামে, দিল্লী ১৩১১ হি., 'আবদু'ল-লাতাফী প্রমুখ কর্তৃক মাজমু'আতু'ত-তাওহীদ-এ মুদ্রিত হইয়াছে); (৪৯) আল-'আকীদাতু'ল-মাররা'কুশিয়া, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ২৮০৯; (৫০) মাস'আলাতু'ল-'উলুবি, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ২৩১১, বর্তমানে Tubingen-এ, Gotha, নং ৮৩/৩, মিউনিখ, নং ৮৮৫; (৫১) নাকদু তা'সীসি'ল-জাহমিয়া, পাণ্ডু. লাইডেন, নং ২০২১; (৫২) রিসালা ফী সুজুদি'ল-কু'রআন, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৩৫৭, বর্তমানে Tubingen-এ; (৫৩) রিসালাঃ ফী সুজুদি'স-সাহ্বি, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৩৫৭৩, বর্তমানে Tubingen-এ; (৫৪) রিসালা ফী আওকতি'ন-নাহী ওয়া'ন-নিযা' ফী যাওয়াতি'ল-আসবাব ওয়া গায়রিহা, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৩৫৭৪, বর্তমানে Tubingen-এ; (৫৫) কিতাবু ফী উসুলি'ল-ফিক'হ, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৪৫৯২ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্ম কপি আছে); (৫৬) كتاب الفرق المبين بين الطلاق পাণ্ডু. লাইডেন, নং ১৮৩৪; (৫৭) মাস'আলাতু'ল-হা'লফ বি'ত-তলাক', পাণ্ডু. খেদীবিয়া লাইব্রেরী, ফিহরিস্ত, ৭খ, ৫৬৫; (৫৮) আল-ফাতাওয়া, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৪৮১১- ৪৮১৮; সং. মিসর ১৩২৯ হি.; (৫৯) كتاب السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى পাণ্ডু. খেদীবিয়া লাইব্রেরী, ৭খ, ২২৮; আয়া-সু'ফিয়া, নং ৫৮৩, সং. বোম্বাই ১৩৪৯ হি., ১০৪ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (৬০) রিসালাতু'ল-'উবুদিয়া (উর্দু অনু. বন্দেগী, মীর ওয়ালিয়ুল্লাহ এবেটাবাদ ১৯২২ খৃ.); (৬১) রিসালা তানাও'উ' আল-'ইবাদাত, মিসর; (৬২) রিসালাতু যিয়ারাতিল-কুবুর (উর্দু অনু. লাহোর ১৩৪৭ হি., বাংলা অনু. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, ঢাকা ১৯৮০ খৃ.); (৬৩) রিসালাতু'ল-মাজালিমি'ল-মুশতারিকাঃ; (৬৪) আল-হিস্বাঃ ফি'ল-ইসলাম,

(১২১) আর-রাদ্দু 'আলা'ল-ফালাসিফাঃ; (১২২) আর-রাদ্দু 'আলা ইবন সীনা; (১২৩) ক'ইদাতু ফি'ল-মু'জিয়াত ওয়া'ল-কারামাত (উর্দু অনু. 'আবদু'র-রায্যাক মালীহ আবাদী; (১২৪) আল-হিজরু'ল-জামীল; (১২৫) আশ-শাফা'আতু'শ- শার'ইয়্যাঃ; (১২৬) রিসালাঃ ফি'ল-কালাম; (১২৭) ইবতালু ওয়াহ্দাতিল-ওয়াজুদ; (১২৮) মানাজিরাঃ ইবন তাইমিয়াঃ মা'আ'র-রিফা'ইয়্যাঃ (দ্র.); (১২৯) লিবাসু'ল-ফুতুওওয়াঃ (দ্র. ঐ); (১৩০) كتاب ابن تيمية الى نصر بن سليمان (১৩১) মাস'আলাতু সিফাতিলাহ ওয়া 'উলুওবিহি 'আলা-খালকিহি; (১৩২) ফাতাওয়া ফাকীহিয়াঃ (১); (১৩৩) ফী আহকামিস-সাফারি ওয়া'ল-ইকামাঃ; (১৩৪) مذهب السلف القديم فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم (১৩৫) ফাতাওয়া ফাকীহিয়া (২); (১৩৬) حقيقة مذهب الاتحاد بين تفصيل (১৩৬ক) 'আরশু'র-রাহ'মান; (১৩৭) مذهب السلف القديم فى تحقيق مسألة كلام الله من صفات الكمال (১৩৮) আল-ইবাদাতু'শ-শার'ইয়্যাঃ; (১৩৯) ফুতুয়া' ফি'ল-গীবা; (১৪০) ما شرح حديث عمران ابن (১৪১) قيل فى المشية والحكمة مجموعة (১৪১)-(১২৪) حصين كان الله ولم يكن شئ قبله (১৪২) المسائل والمسائل ميسر ১৩৪১-১৩৪৯ হিজরীতে মুদ্রিত হইয়াছে; (১৪৩) السؤال عن الروح هل هي (১৪৩) قاعداة فى المحبة (১৪৪) আল-'আক'লু ওয়া'র-রুহ, মাজমু'আতু'র-রাসা'ইল-এর সহিত, মিসর ১৩৪২ হি., ১৩৪৬ হি.; (১৪৫) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكرى ميسر ১৩৪৬ হি., ৪০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত; (১৪৬) কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ল-আখনা'ঈ, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের হাশিয়াতে; (১৪৭) বুৰহানু কালামি মুসা, সং. মুহাম্মাদী, লাহোর, ৩২ পৃষ্ঠাসম্বলিত (১৪৮) الرد على فلسفة ابن (১৪৮) কা'ইদাতু ফি'ল-কুরআন, এইটি ও পরবর্তী চারটি গ্রন্থ জামি'উ'ল-বায়ান-এর সমাপ্তির পর নামী প্রেস দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (১৪৯) رسالة فى القرآن (১৫০) رسالة فى القرآن (১৫১) هل هو كلام الله او كلام جبرئيل رسالة فى القرآن ان (১৫২) هل كان القرآن حرفا وصوتا (১৫৩) الكلام غير المتكلم (১৫৪) রিসালাতু'ল-জিহাদ, ইবন আব্দুল-হাদী ইহা স্বীয় গ্রন্থ কিতাবু'ল-'উকু'দি'দ-দারিয়ায় (কায়রো ১৯৩৮ খৃ.) প্রকাশ করিয়াছেন; (১৫৫) মানজুমাঃ ফি'ল-কাদার, এই পুস্তিকাটি আল-'উকুদি'দ-দারিয়াঃ-তেও বর্ণিত হইয়াছে এবং পৃথকভাবেও মুদ্রিত হইয়াছে; (১৫৬) ٥٠٢ مناظرات ابن تيمية مع المصريين والشاميين (১৫৬) পৃষ্ঠাসম্বলিত, পাণ্ডু. নাদওয়াতু'ল-'উলামা', লখনৌ, লিখিত ১২১৪ হি.; (১৫৭) بيان مجمع اهل الجنة والنار (১৫৭) পাণ্ডু. নাদওয়াতু'ল-'উলামা', লখনৌ; (১৫৮) তাবসি'রাতু আহলি'ল-মাদীনাঃ, ৯২ পৃষ্ঠাসম্বলিত, পাণ্ডু. জামি' মাসজিদ, বোম্বাই; (১৫৯) تعليق على كتاب (১৫৯) ইবন তাইমিয়ার দাদা ফিক'হশাশ্বে কিতাবু'ল-মুহা'রার নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইমাম ইবন তাইমিয়ার পিতা স্বয়ং তিনি যাহার টীকা লিখেন। এই দুইটি পাণ্ডুলিপি একই খণ্ডে দারু'ল-কুতুবিল-মিসরিয়াঃ, কায়রোতে রক্ষিত আছে। Brockelmann ইবন তাইমিয়া (র)-এর তৎকালীন ১৫৩টি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

ইবন তাইমিয়া (র)-এর রচিত বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত رسالة الى الملك المويد ابى الفداء ابو اسماعيل গ্রন্থটি ডক্টর সিরাজুল হক (প্রফেসর এমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Dowmenta Islamica imedita, Akademik-verlag, 1952, E. Bentin গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে পশ্চিম জার্মানীর টুবি'ঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিঃ المراكشية لابن تيمية ড. হক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Arabic and Islamic studis in honour of H. A. R. Gibb, Leiden 1965 গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; ইহা ছাড়া টুবি'ঙ্গনে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডু. سوال لابن تيمية ড. হক কর্তৃক Asiatic Society of Pakistan, Dacca 1957, ২খ, তে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আয-যাহাবী, তায'কিরাতুল-হ-ফফাজ, হায়দরাবাদ, তা. বি., ৪খ, ২৮৮; (২) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াকফায়াত, ব্লাক' ১২৯৯ হি., ১খ, ৩৫ (সীরাত সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, তায'কিরাতুল-হ-ফফাজ, রচনা-ইবন 'আবদি'ল-হাদী), ১খ, ৪২; (৩) আস-সুবকী, তাবাক'াতুল-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫খ, ১৮১-২১২; (৪) ইবনুল-ওয়াদী, তা'রীখ, কায়রো ১২৮৫ হি., ২খ, ২৫৪, ২৭০, ২৭১, ২৭৯, ২৮৪-২৮৯; (৫) ইবন হাজার আল-হায়ছামী, আল-ফাতাওয়াল-হাদীছা, কায়রো ১৩০৭ হি., পৃ. ৮৬ প.; (৬) আস-সুয়ুতী, তাবাক'াতুল-হফফাজ, ১খ, ৭; (৭) আল-আলুসী, জিলা'উ'ল-'আয়নায়ন ফী মুহ'াকামাতি'ল-আহ'মাদায়ন এবং উহার হাশিয়ায়; (৮) সাফিয়্যু'দ-দীন আল-হ'ানাফী, আল-ক'াওলু'ল-জালী ফী তারজামাতি'শ-শায়খ তাকিয়্যু'দীন ইবন তাইমিয়া আল-হ'ানালী, ব্লাক' ১৮৯৮ হি.; (৯) মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন নাসিরু'দ-দীন আশ-শাফি'ঈ الراد الوافر على من زعم ان من سمي ابن تيمية شيخ الكواكب الاسلام كافرا (১০) মার'ঈ ইবন যুসুফ আল-কারমীঃ رسالة فى مناقب ابن تيمية (১১) ইবন বাতুত'ঈ, রিহলাঃ, মুদ্রণ প্যারিস, ১খ, ২১৫-২১৮; (১২) Wustenfled, Die Geschichts-schreiber der araber, অধ্যায় ১৯৭, নং ৩৯৩; (১৩) Goldziher, Die Zahiriten, লাইপসিগ ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ১৮৮-১৯২; (১৪) ঐ লেখক, Zeitschr. D. deutsch. Morgen. Ges., ৫২ খ, ১৫৬-১৫৭; ৬২খ, ২৫ প.; (১৫) ঐ লেখক, Vorlesungen uber den Islam, ৩, নির্ঘণ্ট; (১৬) Schreiner, in Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesell, ৬২খ, ৪৫০ প.; ৫৩খ, ৫১ প. এবং (১৭) Rev. des Wtudes Juives, ৩১ (১৮৯৬ খৃ.), ২১৪ পৃ.; (১৮) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, ২৭০-২৭৮, ২৮৩-২৮৫; (১৯) Brockelmann, ২খ., ১০০-১০৫; পরিষ্টি, ২খ, ১১৯-১২৬; (২০) Huart, A History of Arabic Lit, ৩৩৪ প.; (২১) ইবন হাজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনাঃ, ১খ, ১৪৪-১৬০, হায়দরাবাদ ১৩৪৮ হি.; (২২) ইবন রাজাব, তাবাক'াতুল-হ'ানাবিলাঃ; (২৩) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৬খ, ৮০; (২৪)

ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, মিসর ১৩৫৮ হি., ১৪খ, ১৩৫; (২৫) বিরযালী, মু'জামু'শ-ওয়ুখ; (২৬) ইবন খালদুন, আল-ইবার, ৫খ.; (২৭) যুসুফ ইবন মুহাম্মাদ, আল-হিমযাতুল-ইসলামিয়াঃ; (২৮) সিদ্দীক হা'সান খান, ইতহাফুন-নুবালা', কানপুর ১২৮৯ হি., ২০২-২২১; (২৯) ঐ লেখক, আল-ইনতিকাদুর-রাজী'; (৩০) তাকি'য়াদ-দীন আস-সুবকী, শারহুল-আলফিয়াঃ; (৩১) ইবন ফাদলিল্লাহ, মাসালিকুল-আবসার; (৩২) আয-যাহাবী, তারীখু দুওয়ালিল-ইসলাম; (৩৩) ইবন উমার আশ-শাফি'ঈ, মানাকিব ইবন তায়মিয়া; (৩৪) ইবন ক'য়াম আল-জাওয়িয়াঃ, ইয়ালাতুল-খাফা'; (৩৫) শিবলী নু'মানী, মাকালাত, ৫খ, ৬৫ প., আজমগড় ১৯৩৬ খ.; (৩৬) আবুল-কালাম আযাদ, তায়-কিরাঃ, সং. ফাদলু'দ-দীন আহ'মাদ, লাহোর, ১৫৮ প.; (৩৭) গু'লাম রাসুল মিহির, সীরাতে ইবন তায়মিয়া, ১৯২৫ খ., লাহোর; (৩৮) গু'লাম জীলানী বারক, ইমাম ইবন তায়মিয়া, লাহোর; (৩৯) মুহাম্মাদ যুসুফ কুকান 'উমারী, ইমাম ইবন তায়মিয়া, লাহোর ১৯৬০ খ.; (৪০) মুহাম্মাদ আবু যাহরাঃ, ইবন তায়মিয়া হা'য়াতুহু ওয়া 'আসরুহু, আরা'উহু ওয়া ফিক'হুহু, মিসর ১৯৫২ খ. (উর্দু অনু. আনিস আহ'মাদ জা'ফারী, পরিমার্জন মুহাম্মাদ 'আতা'উল্লাহ হা'নীফ, লাহোর ১৯৬১ খ.; (৪১) শায়খ মুহাম্মাদ বাহজাতুল-বায়তার, হা'য়াতু শায়খিল-ইসলাম ইবন তায়মিয়া, আল-মাকতাবুল-ইসলামী, তা.বি.; (৪২) জর্জ মাকদিসী, আল-ইসতিহাসান, Arabic and Islamaic studis in honour of H. A. R. Gibb, Leiden 1965, Pp. 446-79; (৪৩) M. M. Shaif, History of Muslim Philosophy, ২খ, দ্র. ডক্টর সিরাজুল হক, ইবন তায়মিয়া, রাদ্দুল-মানতিক সম্পর্কে পৃ. ৭৯৬-৮১৯; (৪৪) Dr. Sirajul Huq, Imam Ibn Taimiya and His Projects of Reform, Islamic Foundation Bangladesh. Dhaka 1982; বাংলা অনু. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খ.; (৪৫) সায্যিদ আবুল-হাসান 'আলী নাদাবী, তারীখ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, মাজলিস তাহ'কীকাত ওয়া নাশরিয়াত ইসলাম, লখনৌ ১৩৯৯/১৯৭৯, ৪র্থ সং, ২খ., বাংলা অনু. সঞ্জামী সাধকদের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী ও আবু তাহের মেসবাহ মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-২০০৪ খ.।

মুহাম্মাদ ইবন শেনেব/ 'আবদুল-মান্নান 'উমার
(দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

ইবন তুফায়ল (ابن طفيل) : একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁহার পূর্ণ নাম আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-মালিক ইবন মুহাম্মাদ ইবন তুফায়ল আল-কায়সী। তিনি 'আরবের বিশিষ্ট কায়স গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহাকে আন্দালুসী, আল-কুরতুবী বা আল-ইশ্বীলীও বলা হইত। খৃষ্টান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'Abubacer' বলিত; ইহা 'Abu Bakr'-এর বিকৃত রূপ।

সম্ভবত ইবন তুফায়ল ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দশকে থানাডার ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আধুনিক ওয়াদী আশ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় বা শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। প্রায়শ বলা হইয়া থাকে, তিনি ইবন বাজ্জা (দ্র.)-এর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কেননা তাঁহার দার্শনিক রোমান্স-এর ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে

বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এই দার্শনিকের সহিত পরিচিত ছিলেন না। প্রথমে তিনি থানাডাতে একজন পেশাদার চিকিৎসক ছিলেন। অতঃপর উক্ত প্রদেশের গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হন। ৫৯৪/১১৫৪ সনে তিনি সিউটা ও তানজিয়ারের গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হন। তিনি (গভর্নর) আল-মুওয়াহহিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুল-মু'মিনের পুত্র ছিলেন। পরিশেষে তিনি আল-মুওয়াহহিদ বংশের সুলতান আবুয়া'কুব যুসুফ (৫৫৮-৮০/ ১১৬৩-৮৪)-এর রাজসভার চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি শেষোক্ত ব্যক্তির উষীরের পদও অলংকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন কিনা, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। L. Gauthier-এ উল্লিখিত আছে যে, কেবল একটি পুস্তকে তাঁহার এই উপাধির কথা উল্লেখ আছে। তাঁহার ছাত্র আল-বিতরাওজী (দ্র.) তাঁহাকে শুধু কাযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (L. Gauthier, Ibn Thofail, 6)। সে যাহাই হউক না কেন, এই রাজপুত্রের উপর ইবন তুফায়লের যথেষ্ট প্রভাব ছিল যাহার ভিত্তিতে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে রাজদরবারে আহ্বান করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তরুণ ইবন রুশদকে সুলতানের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইতিহাসবেত্তা 'আবদুল-ওয়াহিদ আল-মাররাফুশী (আল-মু'জিব, সম্পা. Dozy², 174 f.; অনু. Fagnan, 208-10) ইবন রুশদ-এর বর্ণনা হইতে এই সাক্ষাতকারের একটি বিবরণ প্রদান করেন। এই সাক্ষাতকারের সময় সুলতান যাহা আলোচনা করেন তাহাতে দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যের প্রমাণ মিলে। সুলতানের উৎসাহে ইবন তুফায়ল ইবন রুশদকে Aristotle-এর গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনার পরামর্শ প্রদান করেন। ইহা ইবন তুফায়লের শাগরিদ আবু বাক'র বৃন্দুদ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দুদ আরও বলেন, "আমীরুল-মু'মিনীন তাঁহার (ইবন তুফায়ল) প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত ছিলেন। আমাকে বলা হয় যে, তিনি জনসাধারণে আগমন না করিয়া দিব্যারাত্রি তাঁহার সহিত রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেন।"

৫৭৮/১১৮২ সালে বার্ষিক্যজনিত কারণে ইবন তুফায়লের স্থলে ইবন রুশদ খলীফার রাজদরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রতি আবু য়া'কুবের অনুগ্রহ অব্যাহত থাকে ও ৫৮০ হি. শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আবু যুসুফ য়া'কুব-এর সহিতও তিনি বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি ৫৮১/১১৮৫-৬ সালে মাররাফুশ নামক স্থানে ইনতিকাল করেন, খলীফা স্বয়ং তাঁহার জানাযায় শরীক হন।

ইবন তুফায়ল ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিখ্যাত দার্শনিক উপন্যাস 'হাযিয়া ইবন য়াকজান (দ্র.)-এর রচয়িতা। তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার উপর গবেষণামূলক দুইখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইবন রুশদ কর্তৃক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত গ্রন্থ 'আল-কুল্লিয়াত'-এর বিষয়ে তাঁহার সহিত পত্রালাপ করেন। জ্যোতির্বেত্তা আল-বিতরাজী ও ইবন রুশদের মতে Aristotle-এর Metaphysios (১২ খণ্ড) সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য প্রমাণ করে যে, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার কিছু মৌলিক ধারণা ছিল। আল-বিতরাজী, টলেমীয় Epicyclus ও Eccentric circles (ভিন্নকেন্দ্রী বৃত্ত ও যে বৃত্তের কেন্দ্র বৃহত্তর বৃত্তের পরিধির উপর চলনশীল) তত্ত্ব খণ্ডনের প্রয়াস পান এবং ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, তিনি ইবন তুফায়লের চিন্তাধারার অনুসরণ করিতেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : হাযিয়া ইবন য়াকজান-এর জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী ; অতিরিক্ত : (১) D. Macdonald, Development of

Muslim Theology, 1903, 252-6; (২) T.J.de Boer, The History of Philosophy in Islam, লন্ডন ১৯০৩ খৃ.; (৩) Franck, Dictionnaire des Sciences philosophiques (দ্র. S. Munk-এর প্রবন্ধ); (৪) Fr. Uber-wegs, Grundriss der Geschichte der philosophie, সম্পা. Max Heinze, ii; (৫) C. A. Nallino, art. Ibn Tufail, in Enciclopedia Italiana, xviii, 684-5; (৬) ঐ লেখক, in FSO,x(1925), 434-40; (৭) Max Meyerhof ও Joseph Schacht, The Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafes, Oxford 1968; (৮) ফারসী অনু. হ'য়িয়া ইবন যাকজান, by B. Foruzanfar, তেহরান ১৯৫৬ খৃ.; (৯) 'আবদুল-হালীম মাহমুদ, ফালাসাফাত ইবন তুফায়ল ওয়া রিসালাতুহু, কায়রো তা, বি, (আদ-দিরাসাতুল-ফালসাফিয়াঃ ওয়া'ল-আখলাকিয়া); (১০) Brockelmann, ১খ, ৪৬০, ২খ., ৭০৪, S II, ৮৩১; (১১) DM, ৩খ, ২৯৯-৩০১।

B. Carra De Vaux (E.I.²)/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইবন তুমলুস (ابن طمّوس) : আন্দালুসের চিকিৎসক ও দার্শনিক। তাঁহার পুরা নাম মুসুফ ইবন আবু মাদ, কুন্যা আবুল হাজ্জাজ ও আবু ইসহাক। মধ্যযুগীয় যুরোপে তিনি আল-হাজ্জিয়াগ ইবন থালমুস (Alhagiag bin Thalmus) নামে পরিচিত ছিলেন। Nallino (ড্র. RSO, ১৩খ, ১৭০)-এর মতে তুমলুস নামটি Bartholomaeus অথবা Ptolemaeus নামের অপভ্রংশ হইতে পারে। আনু. ৫৬০/১১৬৪ সনে তিনি আলসিরা (Alcira)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন বিদাহ আল-লাখমী এবং সম্ভবত ইবন রুশদের ছাত্র ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইবন রুশদের পর আল-মুওয়াহ্বিদ খলীফা আন-নাসিরের (৫৯৫-৬১০/১১৯৯-১২১৪) ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ৬২০/১২২৩ সনে তিনি আলসিরাতে ইনতিকাল করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর তাঁহার পারিবারিক সম্পত্তি খৃষ্টান দখলকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া নেয়। তাঁহার জীবনীকারগণ নিম্নোক্ত বইগুলি তাঁহার লিখিত বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন : (১) Analitika protera Kai hystera ও perihermenelas (Escorial² ৬৪৯)-এর উপর টীকা ও মন্তব্য; (২) De mistione Propositionis de inesse et necessariae; (৩) কিতাবুল-মাদখাল লি-সিনা'আতিল-মানতিক (Introduction al arte de la logica, ed with SP. tr. by Asin Palacios, Madrid 1916) এবং (৪) ইবন সীনার চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ, উরাজ্জার টীকা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, no 2093 ; (২) ইবন আবি উসায়বিআ, বৈরুত ১৩৭৭/১৯৫৭, ii, 81; (৩) Brockelmann, I, 606 (=463), S I, 837 ; (৪) G. Sarton, Introduction to the history of science, ii, Baltimore 1931, 596, 500 ; (৫) M. Steinschneider, Hebraischen Uber Setzungen des Mittelalters Berlin 1893, 107, 44, no xxiii; (৬) Miguel Gruz Hernandez, Filosofia hispano-musulmana, Madrid 1957, 249-66.

J. Vernet (E.I.²)/মনজুর আহসান

ইবন তুমার্ত (ابن تومرت) : আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন তুমার্ত আল-মুওয়াহ্বিদ মাহদী এবং আল-মুওয়াহ্বিদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (মুওয়াহ্বিদুন দ্র.)। এমন প্রখ্যাত একজন ব্যক্তির জীবনী গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট গরমিল ছাড়াও অনেক কল্পকাহিনী অনিবার্ভভাবেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তিনি ৪৭১/১০৭৮ ও ৪৭৪/১০৮১ সালের মধ্যে মরক্কোর এন্টি-আটলাস (Anti-Atlas) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা হারগা এবং মাতা মাসাক্বালা গোত্রের ছিলেন; এই উভয় গোত্রই মাসমুদা গোত্রীয় গোষ্ঠীর শাখা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি ছিলেন খাটি বারবার বংশীয়, যদিও অনেক শারীফীয় বংশ তালিকায় তাহাকে শারীফীয় বংশের লোক মনে করা হইয়া থাকে। তাঁহার জীবনের প্রথম প্রায় ত্রিশ বৎসর সম্বন্ধে আমরা সঠিক কিছুই জানি না। তিনি ৫০০/১১০৬ সালে তাঁহার পার্বত্য জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া প্রথমে কর্ডোভা গমন করেন এবং সেখানে এক বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি সেখানে কি করিয়াছিলেন তাহার কিছু তথ্য কেবল ইবন কুনফুযই সরবরাহ করিয়াছেন এবং শুধু ইহাই তিনি বলিয়াছেন যে, কাবী ইবন হামদীন-এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইবন তুমার্ত প্রাচ্যের উদ্দেশে আলমেরিয়া বন্দরে জাহাজে উঠেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে তিনি আবু বাকর আত-তুরতুশীর সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাহার পর মক্কা হইয়া বাগদাদে গমন করেন। তিনি আবু বাকর আশ-শালী ও যুবাবারক ইবন 'আবদিল-জাব্বার-এর সহিত সাক্ষাত করেন। বাগদাদে আল-গাযালী (র)-র সহিত ইবন তুমার্ত-এর অনুমিত সাক্ষাতের কাহিনী সকল তথ্য-উৎসে বর্ণিত আছে। তবে কোন কোন উৎসে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সাক্ষাতের কাহিনীটি (ইবনুল-কাত্তান কর্তৃক সর্বাপেক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত, পৃ. ১৪-৮) এইরূপ যে, তাঁহার নূতন ছাত্রটি কিছুদিন পূর্বে কর্ডোভাতে ছিলেন ইহা অবগত হইয়া আল-গাযালী (র) তাহাকে সেখানকার ফারকীহদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যখন তাহাকে বলা হইল যে, ইহুয়া গ্রন্থটি কর্ডোভার কাবী ইবন হামদীন-এর ইস্তিতে আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় আদেশে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তিনি আল-মুরাবিতদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। ইহাতে ইবন তুমার্ত আনন্দের সহিত বলিয়া উঠেন, "ইমাম! আমা দ্বারা ঐ কাজটি সম্পাদিত হয় এজন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।" ইমাম প্রথমে তাহাকে গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু পরে কোন এক সময়ে তাহার কথায় সম্মত হন। অবশ্য তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল। কাহিনীটি কিছু অবিশ্বাস্য। ইবন তুমার্ত যে সময় বাগদাদে পৌছেন তাহার আগেই আল-গাযালী (র) স্থায়ীভাবে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং তিনি তখন দশ বৎসরের অধিক কাল যাবত খুরাসানে অবস্থান করিতেছিলেন। ইবন তুমার্ত কখনও খুরাসানে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

মাগ-রিব অভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু হয় ৫১০/১১১৬ কিংবা ৫১১/১১১৭ সালে। ইহা ছিল এক বিপজ্জনক পথযাত্রা। ধর্মীয় কর্তব্য যথার্থ পালনে তাঁহার আপোসহীন জিদের দরুন ইবন তুমার্ত গণবিপ্লবের কারণ হইয়া পড়েন এবং নিজের জীবনকেও বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলেন। এই সময়েই মানুষের মনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠার ছাপ পড়ে এবং পথে পথে তিনি যেসব দীর্ঘ যাত্রা বিরতি করিতেন, তাহাতে জনগণ সাগ্রহে তাঁহার বক্তব্য শুনিত। পথে সম্ভবত তিউনিসে আল-বায়যাক নামে সমধিক পরিচিত আবু বাকর ইবন আলী আস-সানহাজী তাঁহার সহিত যোগ দেন। তিনি তাঁহার

বিশ্বস্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। তাহার স্মৃতিকথা ইবন তুমার্ত-এর জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলির ও তাহার উত্তরাধিকারী 'আবদুল-মু'মিন-এর জীবনের একটি প্রধান তথ্য-উৎস। বোগী (বিজায়া)-এর নিকটবর্তী মাল্লা-তে ইবন তুমার্ত ও 'আবদুল-মু'মিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতটি অনুষ্ঠিত হয়। অলৌকিক শক্তির প্রতি বর্ণনাকারীদের অনুরাগের ফলে ঐ সাক্ষাতের ঘটনাবলী বর্ণনার আতিশয্যে অতিরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী ইবন তুমার্ত-এর ব্যক্তিগত আকর্ষণ শক্তি এবং 'আবদুল-মু'মিন-এর প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিভার এই মিলনের প্রমাণ। অনবরত গোলযোগের কারণ হওয়া সত্ত্বেও ইবন তুমার্ত ছোটখাট শক্তিগুলিকে কেন আক্রমণ না করিয়া শেষ পর্যন্ত মাররাকুশে আল-মুরাবিত সুলতানেরই মুকাবিলা করিলেন তাহার কারণ হিসাবে তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ঘটে ৫১৪/১১২০ সালে। 'আলী ইবন য়ুসুফ এক বিতর্কের ব্যবস্থা করেন ইবন তুমার্ত ও একদল ফুক'হা'-এর মধ্যে। ফাকীহগণ 'আলীর মতই ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উযীর মালিক ইবন উহায়ব-এর নেতৃত্বে তাহাদের একটি দল ইবন তুমার্ত-এর প্রচারণায় সরকারের প্রতি মারাত্মক হুমকির আশংকা করেন এবং সেই কারণে তাঁহার প্রাণনাশের যুক্তি দেখান। অন্যরা, যাহাদের মধ্যে য়িনতান ইবন উমার-এর উল্লেখ করা যায়, শারী'আতের বিরুদ্ধে নয় এমন কোন অপরাধের জন্য কাহারও শাস্তি মানিয়া লইতে পারিলেন না। নিরপেক্ষ 'আলীর দৌল্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে য়িনতান ইবন তুমার্তকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু য়িনতান একগুয়ে এবং সম্ভবত এখন অতি-আত্মবিশ্বাসী ইবন তুমার্তকে তাহার মারাত্মক বিপদ সম্বন্ধে বুঝাইতে সক্ষম হন। সুতরাং তিনি বিচক্ষণতার সহিত আগমাত-এ গমন করেন। সেখানে স্বাভাবিক গোলমালের সূত্রপাত এবং তাহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়।

বাহাদুরে এতদিন ইবন তুমার্ত নিজেকে একটি আন্দোলনের প্রকৃত কিংবা সম্ভাব্য নেতা হিসাবে অথবা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহীরূপে মনে করেন নাই। তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তি বিশেষ এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে তিনি তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অতি সাম্প্রতিক গোলযোগের সংবাদে 'আলী ইবন য়ুসুফ শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনের দ্বিধা কাটাইয়া উঠেন এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে মাররাকুশ-এ প্রত্যাবর্তনের আদেশ দানের জন্য একজন দূত পাঠান। ইবন তুমার্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং সেইহেতু তিনি প্রত্যক্ষ বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হন। তিনি হাযারজা গোত্রপতি ইসমা'ঈল ঈগী-এর মত শক্তিশালী ব্যক্তির সমর্থন লাভ করেন এবং অচিরেই হিন্জাতা গোত্রের 'উমার ইনতী ও য়ুসুফ ইবন ওয়ান্দীন ইসমা'ঈলের সহিত যোগ দেন। ঘটনাচক্রে তিনি নিজেকে শক্তিশালী কয়েকটি গোত্রের নেতা হিসাবে দেখিতে পান। নিঃসন্দেহে এই গোত্রগুলি ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন অপেক্ষা বরং আল-মুরাবিত বিরোধী মনোভাবের কারণেই একতাবদ্ধ হয়। এই সময়ে তাঁহার মনে নিজেকে মাহদী ঘোষণা করার মতলব জাগিতে শুরু করে। ৫১৫/১১২১ সালে তিনি তাঁহার জন্মস্থান ঈগীললীয়-এ শৌছেন এবং একটি গুহার (আল-গারু'ল-মুক'াদাস—এখন ইহা স্পষ্ট করিয়া সনাক্ত করা সম্ভব নয়) নিজের আস্তানা স্থাপন করেন। আর সেই সময় হইতেই তিনি এই মতবাদ প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন যে, মাগ'রিবে মাহদীর আবির্ভাব অভ্যাসন। যে এক ভাষণে তিনি মাহদীর অলৌকিক গুণাবলীর বিবরণ দেন সেই বক্তৃতা শেষে

শেষ পর্যন্ত নিজেই মাহদী হিসাবে অভিনন্দিত হন। 'আবদুল-মু'মিন বলেন, "যখন ইমাম আল-মাহদী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন তখন দশ ব্যক্তি-যাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম, এই গুণাবলী কেবল আপনার মধ্যেই বিদ্যমান; আপনিই মাহদী। তখনই আমরা মাহদী হিসাবে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলাম।"

'আবদুল-মু'মিন কর্তৃক বর্ণিত ঠিক এই দশ ব্যক্তি—যাহাদের সাক্ষাত পরবর্তী কালে প্রায়ই পাওয়া যায়, আল-'আশারাতুল-মুবাশশারা-এরই অনুরূপ, তাই ইবন তুমার্ত-এর জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, মহানবী (স)-এর সহিত তাহার মিল দেখাইবার জন্য, তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার অনুসারীদের সচেতন প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁহার সামরিক অভিযানগুলিকে মাগাযী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এইমাত্র বর্ণিত তাঁহার শপথ গ্রহণ মহানবী (স)-এর বায়'আতুল-রিদওয়ান-এর মত একটি গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয়। তীনমাল্লা-এর দিকে অভিযাত্রা হিজরত নামে অভিহিত; মহানবী (স)-এর স'হাবীদের সহিত আহুল তীনমাল্লা-এর সাদৃশ্য দেখা যায় ইত্যাদি।

আল-মুওয়াহহিদ ও মুরাবিতগণের মধ্যে অসংখ্য ঋণ্যুদ্ধের জন্য খ্যাত বৎসর দুইটিতে প্রায় সকল গ্র্যান্ডি-আটলাস ও সুসগোত্র ইবন তুমার্তকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এবং সকল মাসমূদা গোত্র তাঁহাকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে আল-মুরাবিত সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা তীব্রতর করেন। অধিকতর সহজে রক্ষা করা যায়, এমন এক স্থানে গমন করা সমীচীন বিবেচনা করিয়া ইবন তুমার্ত ৫১৭/১১২৩ সালে মাররাকুশের ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর নফিস উপত্যকায় তীনমাল্লা (বা তীনমাল)-এ 'হিজরত' করেন। তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ কিভাবে তীনমাল্লা (বা তীনমাল)-এ 'হিজরত' করেন, তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ কিভাবে তীনমাল্লা ও উহার অঞ্চলসমূহ দখল করেন, তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। তবে উক্ত দশ ব্যক্তির একজন ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে প্রাণ দিতে হয়। মুওয়াহহিদ যাজক চক্রে আহুল তীনমাল্লা বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদান নিয়া গঠিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ দল। এই ঘটনা ও অন্য প্রমাণাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তীনমাল্লা-এর মূল অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয় এবং মাহদীর ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের একটি মিশ্র দল তাহাদের স্থান দখল করে।

পরবর্তী কয়েক বৎসর আল-মুওয়াহহিদ শক্তি সুদৃঢ়করণে ও ইহার উত্তরোত্তর বিস্তৃতি সাধনে অভিবাহিত হয়। স্পেনের বিশৃঙ্খলায় আল-মুরাবিতগণের ব্যস্ত থাকার ফলে ইহা সহজতর হয়। তবে আল-মুওয়াহহিদগণের নিজেদের মধ্যে বিরোধের দরুন ইহা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আল-মুরাবিতগণের প্রতি সমুদয় পার্বত্য গোত্রের বিদ্বেষহেতু আল-মুওয়াহহিদ আন্দোলন নিঃসন্দেহে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একই সময়ে অতি ক্ষুদ্র ও একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ স্বাধীন দলসমূহ গড়িয়া উঠে। আবার মাসমূদা গোত্রও পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মুওয়াহহিদ আন্দোলনের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই দলগুলি যে কোন বৃহত্তর সংঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিরোধী ছিল। সম্ভবত আন্দোলনের অগ্রগতিতে অর্ধৈর্ষই ছিল মাহদীর জীবনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'তাম্যীয়'-এর সূক্ষ প্রেরণা।

তাম্যীয় সম্পর্কিত স্বল্প সংখ্যক রচনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে অনুমিত হয় যে, জনৈক বাশীর আল-ওয়ানশারীসী-এর

তত্ত্বাবধানে প্রকৃত কিংবা সন্দেহভাজন মতবিরোধীদেরকে কঠোরভাবে বাদ দেওয়ার জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৫২৩ অথবা ৫২৪/১১২৮-৯ সালে। দশ ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন আল-মুওয়াহ্‌হিদ যাজক চক্রের অদ্ভুত সংগঠন এই সময় হইতে শুরু হয় যাহা অস্পষ্টভাবে তাম্মীয়-এর সহিত সংযুক্ত। দৃশ্যত সম্পূর্ণ কৃত্রিম এই সংগঠনের উৎপত্তির তাৎপর্য রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে।

'তাম্মীয়' এই আন্দোলনকে এতটা সংহত করিয়াছিল যে, ইবন তুমার্ত মাররাকুশ অধিকারের জন্য অভিযান প্রেরণের মত পর্যাণ্ড পরিমাণে শক্তিমত্তা অনুভব করেন অথবা ইহা জনমনে এতই ক্ষেণভের সৃষ্টি করে যে, তাহাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা এক অমীমাংসিত প্রশ্ন; কিন্তু অভিযান তৎক্ষণাৎ শুরু হয়। অধিনায়ক ছিলেন একই আল-বাহীর। এই অভিযান ব্যর্থ হয়, কারণ আল-মুওয়াহ্‌হিদগণ ছয় সপ্তাহ মাররাকুশ অবরোধ করিয়া রাখিলেও তাহারা পরাজিত হয়; আর সেই দশ ব্যক্তির পাঁচজনই ৫২৪/১১৩০ সালে মাঝামাঝি সময়ে আল-বুহায়রা-র নিকটে নিহত হন। এই পরাজয় আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের জন্য নিঃসন্দেহে এক মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে দেখা যায়, বাস্তবে ইহা আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই এবং আল-মুরাবিতগণের জন্য ইহা ছিল এক নিষ্ফল বিজয়। তাহারা তাহাদের সুযোগ কাজে লাগাইতে ব্যর্থ হয়।

আল-বুহায়রার যুদ্ধের অল্প কয়েক মাস পরে রামাদান ৫২৪/আগস্ট ১১৩০-এ মাহদী ইনতিকাল করেন। তাঁহার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা তাঁহার মৃত্যু গোপন রাখেন। সম্ভবত এই অশুভ মুহূর্তে আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের নৈতিক মনোবলের উপর তাঁহার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সর্বদে তাহারা শংকিত ছিলেন। অধিকন্তু মাহদী হিসাবে তাঁহার কোন দাবিকেই সত্য প্রমাণিত না করিয়া তিনি ইনতিকাল করেন। ৫২৭/১১৩২ সালে 'আবদুল-মু'মিন কর্তৃক ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাঁহার 'আত্মাগোপন' তিন বৎসর স্থায়ী হয়। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরেও Leo Africanus-এর মতে তাঁহার সমাধির প্রতি এখনও মানুষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার আন্দোলনের কথা এখন আর স্থানীয় কাহিনীতে পাওয়া যায় না।

ইবন তুমার্ত নিজেই প্রধানত একজন ধর্ম-সংস্কারক মনে করিতেন, এমনকি জীবনের শেষদিকে তিনি যখন মাহদীর জোকা গ্রহণ করেন এবং আল-মুরাবিতগণের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিদ্রোহের মাধ্যমে একটি অবিকশিত ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রধান হইলেন, তখনও তাহার ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার সমর্থনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অধিক কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। মুসলিম হিসাবে তিনি স্বভাবতই ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করিতেন না। তিনি ছিলেন মৌলবাদী; তিনি যাহাকে ধর্মের আদি বিস্বন্ধ রূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করিতেন এবং এইজন্যই তিনি তাঁহার সমকালীন পাশ্চাত্যে ধর্মতত্ত্বের উপর চাপাইয়া বসা তাকলীদকে প্রত্যাহ্বান করেন। তিনি তাওহীদ মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যাহা তাঁহার মতে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণার সম্পূর্ণ বিমূর্তকরণ কিংবা আধ্যাত্মিকীকরণ। তাওহীদ মতবাদ তাজসীম-এর অর্থাৎ কুরআনের আল্লাহর মানবিক গুণাবলী সংক্রান্ত বিশেষ শব্দগুলি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের বিরোধী। এই তাজসীম অপরাধে তিনি

আল-মুরাবিতগণকে প্রায়ই দোষারোপ করিতেন। তবে তাহার ধর্মীয় মতবাদে মৌলিক কিছুই নাই। শী'আদের নিষ্পাপ (মা'সুম) ইমাম-এর ধারণাসহ যে কোন মতবাদ তাহার জন্য উপযোগী মনে হইলেই তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজেকে একজন নিষ্পাপ ইমাম বলিয়া দাবি করেন। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাগ'রিবে সচরাচর দেখা যায়, এমন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছাঁচে তাঁহার জীবন গড়িয়া উঠে, যাহা নৈরাজ্যিক বিশৃঙ্খলায় বাস করিতে অভ্যস্ত দলগুলিকে অনায়াসে ঐক্যবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। প্রধানত ইহা বারবার জাতির ও নেতার ব্যক্তিত্বেরই প্রশ্ন; ইহাতে মতবাদের গুরুত্ব কম। আল-মুওয়াহ্‌হিদ রাষ্ট্র স্থাপনে 'আবদুল-মু'মিন-এর ভূমিকা মাহদীর ভূমিকার মতই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও একে অপরের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কিছুই অর্জন করিতে পারিতেন না।

একটি একক পাতুলিপিতে সংগৃহীত আংশিক সামঞ্জস্যহীন ও শিরোনামবিহীন ক্ষুদ্র রচনাবলীর একটি সংগ্রহ এবং সন্দেহজনক একটি কিংবা দুইটি পত্র মাহদীর রচনাবলী হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বায়যাক প্রভৃতি, Documents ineditis d'histoire almohade, সম্পা. Levi-Provencal, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (২) 'আবদুল-ওয়াহিদ-আল-মাররাকুশী, আল-মুজিব..., সম্পা. Dozy, Leiden ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ১২৮-৩৯; (৩) ইবনুল-কাত্তান, নাজমুল-জুমান, সম্পা. মাহমুদ আলী মাক্কী, তেতুয়ান, তা. বি. (১৯৬২ খৃ.), পৃ. ৩-১৩২; (৪) ইবনুল-আছীর, ১০খ, ৪০০-৭, ইবন খালদুন-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং De Slane কর্তৃক অনূদিত, Berberes, ২খ, পরিশিষ্ট ৫; (৫) ইবন খাল্লিকান, নং ৬৯৯, অনু. De Slane, ৩খ., 205; (৬) ইবন আবী যার, রাওদুল-কিরতাস, Tournberg, ১খ, ১১-১১৯; (৭) ইবন খালদুন, 'ইবার, ৬খ, ২২৫-৯, অনু. De Slane, Berbers, ২খ, ১৬১-৭৩; (৮) ইবন কুনফুয, ফারিসিয়া, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১০০; (৯) Le livre d'Ibn Toumert, সম্পা. Luciani, আলজিয়ার্স ১৯০৩ খৃ. ('আকীদা ওয়া মুরশিদা, অনু. H. Masse, in Memorie Henri Basset, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ২খ, ১০৫); (১০) A. Huici, Historia política del imperio almohade, Tituan ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ২৩-১০৫; (১১) H. Terrasse, Histoire du Maroc, কাসাব্লাঙ্কা ১৯৪৯ খৃ., ১খ, ২৬১-৮১; (১২) I. Goldziher, Materialien zur kenntnis der Almohadenbewegung, in ZDMG, xlv (১৮৯০ খৃ.), ১৬৮; (১৩) এ লেখক, Mohammed Ibn Toumert et la theologie de l'Islam dans le Nord de l'Afrique au XI^e siecle, preface to Le Livre d'Ibn Toumert.

J. F. P. Hopkins (E. I. 2)/মোখলেছুর রহমান

ইবন তুলুন (ابن طولون) : শামসুদ-দীন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন আহমাদ আস্-সালিহী আদ-দিমাশ্কী আল-হানাফী (৮৮০-৯৫৩/১৪৭৩-১৫৪৬) ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁহার সময়ে তিনি হাদীছ ও ফিকহ-হশাশের শিক্ষক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সম্ভবত তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত, যেইগুলি তিনি মামলুক শাসনের শেষাংশ ও সিরিয়ায় 'উছমানী আধিপত্যের প্রথমার্শ সম্পর্কে রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মজীবনী আল-ফুলুকুল-মাশহূন ফী আহুওয়াল মুহাম্মাদ ইবন তুলুন (প্রকা., দামিশ্ক ১৩৪৮/১৯২৯)-এ ব্যক্তিগত তথ্য কম পরিবেশিত হইলেও গ্রন্থকারের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত উন্নতি এবং তদানীন্তন সনাতন ইসলামী শিক্ষা— এই উভয়ের অধ্যয়নের জন্য ইহা একটি উত্তম উৎস গ্রন্থ।

কাসিয়ুন নামক টিলার উপরে অবস্থিত দামিশ্কে শহরতলি আস-সালিহিয়া-র এক সজ্জা ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পর্কিত পরিবারে ইবন তুলুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য জামালুদ্দীন যুসুফ ইবন তুলুন ছিলেন আদালতগৃহের (دار العدل) কাযী ও মুফতী। তিনি খুমারাওয়ায়হু ইবন তুলুন নামক জনৈক মামলুককে পিতার দিক দিয়া পূর্বপুরুষরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহার মাতা আযদান ছিলেন মূলত আনাতোলিয়ার অধিবাসিনী (رومية)। ইবন তুলুন-এর বাল্যকালে তিনি প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন। 'রুমিয়া' শব্দ ও আত্মজীবনীতে উল্লিখিত তথ্য যে, তাঁহার মাতা রুমীদের ভাষায় (لسان الروام) কথা বলিতেন—এই উভয় কারণে মতভেদ দেখা দিয়াছে যে, তদানীন্তন ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী ইহার অর্থ কি এই হয় যে, তিনি ছিলেন আনাতোলিয়াবাসী তুর্কী না গ্রীক। ইবন তুলুন তাঁহার পিতা ও উপরিউক্ত পিতৃব্য কর্তৃক লালিত-পালিত হইন এবং চমৎকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। সাত বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি কুরআন-পাঠ শেষ করেন এবং ৮৯১/১৪৮৪ সালে এগার বৎসর বয়সে ফিক্‌হশাফের ছাত্র হিসাবে মারিদানিয়া মাদরাসার ওয়াকফ হইতে বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ধর্মীয় প্রকৃতির অনেক প্রশাসনিক ও শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য প্রশাসনিক পদগুলি কখনও অতি উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। শেষ বয়সে তিনি বার্ধক্যের কারণ দর্শাইয়া উমায়্যা মসজিদের খতীব ও দামিশ্কে হানাফী মুফতীর পদের মত ধর্মীয় পদগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় বিদ্যা চর্চার কাজে ও গ্রন্থ রচনায় ব্যয়িত হয়। মনে হয় যেন উভয় শাসন আমলে তিনি রাজনীতিতে জড়িত হওয়া হইতে বিরত থাকেন। সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

জ্ঞানানুরাগের প্রসারতা ও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার দিক দিয়া ইবন তুলুনকে তাঁহার মিসরীয় সমসাময়িক আস-সুযুত্বী [দ্র.] (মু. ৯১১/১৫০৫)-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি আস-সুযুত্বীর নিকট হইতে 'অনুমতি' (إجازة) লাভ করিয়াছিলেন। যেই সমস্ত 'আলিমের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন স্বীয় আত্মজীবনীতে তাঁহাদের সকলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার পঠিত সমস্ত গ্রন্থও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থাবলী কমপক্ষে জ্ঞানের ত্রিশটি শাখায় পরিব্যাপ্ত এবং ঐতিহ্যগত ইসলামী জ্ঞানের সব শাখা ও 'লৌকিক' শাস্ত্রগুলি (যথা চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা) ইহাদের অন্তর্গত। তাঁহার জ্ঞানানুরাগের প্রসারতা তাঁহার বহু গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ৭৫০ খনি গ্রন্থের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এইগুলি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদাকার গ্রন্থ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরের। ইহাদের অধিকাংশ এখন আর বিদ্যমান নাই।

ইতিহাসে যেই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাঁহারা হইতেছেন—যুসুফ ইবন 'আবদিল-হাদী [দ্র.] (মু. ৯০৯/১৫০৩) ও 'আবদুল-কা'দির আন-নু'আয়মী (মু. ৯২৭/১৫২১)। উভয়ই যথাক্রমে দামিশ্কে মসজিদসমূহ ও মাদরাসাসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য পরিচিত। ইবন তুলুনের কতিপয় গ্রন্থে, বিশেষত দামিশ্কে-র

শহরতলী আস-সালিহিয়া, তাঁহার জন্মস্থান ও আল-মিয্যা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীতে এই পণ্ডিতগণের গবেষণা-রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

ইবন তুলুনের বহু গ্রন্থের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির অধিকাংশই দামিশ্ক ও ইহার শহরতলী সম্পর্কে রচিত : (১) মুফাকাহাতুল-খিল্লান ফী হাওয়াদিছ'য-যামান (مفاكهة الخلان في حوادث الزمان) (২ খণ্ডে, সম্পা. ম. মুস্তাফা, কায়রো ১৯৬২-৬৪ খৃ.)। ইহাতে ৮৮৪-৯২৬/১৪৭৯-১৫২০ সালের মিসর ও সিরিয়ার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই প্রকাশিত গ্রন্থে ৮৯৮/১৪৯২-৯৩, ৯২০/১৫১৪ ও ৯২৫/১৫১৯ সনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। কারণ এই সনগুলির ইতিহাস এই গ্রন্থের জন্য ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে (Tubingen MS. NO MA VI, 7.) পাওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কতিপয় অংশ অনেক পূর্বে R. H. Hartmann কর্তৃক Das Tubinger Fragment der Chronik des Ibn Tulun শিরোনামে Schriften der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft -এ (3. Jahr, Heft 2, 1926) প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২) আল-কালাই'দুল-জাওহারিয়া ফী তা'রীখিস-সালি-হিয়া (القلائد الجوهريّة في تاريخ الصالحية) ২ ভাগে, সম্পা. মুহাম্মাদ আহমাদ দুহমান, দামিশ্ক ১৩৬৮-৭৫/১৯৪৯-৫৬)। ইহা গ্রন্থকারের জন্মস্থানের ইতিহাস এবং তথাকার মনীষীদের ও ধর্মীয় সৌধসমূহের বিবরণ সম্বলিত একখানা গ্রন্থ।

(৩) ই'লামুল-ওয়ারা বিমান ওয়ালিয়া নাইবান মিনা'ল-আত্রাকি বি-দামিশ্কিস-শাম আল-কুবরা (إعلام الوري يمن ولي نائباً من الاتراك بدمشق الشام الكبرى) ইহার মূল পাণ্ডুলিপি এখনও অপ্রকাশিত। H. Laoust কর্তৃক ইহার ফরাসী অনুবাদ Les gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les Premiers Ottomans ... (দামিশ্ক ১৯৫২ খৃ.)-এ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৪) তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে পাঁচখানা পুস্তিকা রাসা'ইল তা'রীখিয়া (رسائل تاريخية) শিরোনামে মাক্‌তাভাতুল-কুদসী ওয়াল-বুদায়র কর্তৃক ১৩৪৮/১৯২৯ সালে দামিশ্কে প্রকাশিত হয় :

(ক) আল-ফুলুকুল-মাশহূন (الفلك المشحون) আত্মজীবনী, ৫৪ পৃষ্ঠা; (খ) আশ-শাম'আতুল-মুদীআ ফী আখবারিল-কাল-'আ'দ-দিমাশ্কিয়া (الشمعة المضيئة في اخبار القلعة الدمشقية) দামিশ্কে নগরদুর্গের একটি ইতিহাস, ২৮ পৃষ্ঠা; (গ) আল-মু'ইয্যা ফী মা কীলা ফিল-মিয্যা (المعزة فيما قيل في المزة) দামিশ্কে শহরতলী আল-মিয্যাঃ সম্পর্কে রচিত, ইহার মসজিদ, সমাধি, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতির বিবরণসহ, ২৬ পৃষ্ঠা; (ঘ) আল-লাম'আতুল-বারকিয়াঃ ফী নুকাতি'ত-তা'রীখিয়াঃ (اللمعة البرقية في نكت التاريخية) ৪৪টি গল্প, ৭২ পৃষ্ঠা; (ঙ) ই'লামুল-স-সাইলী 'আন কুতুব সাযিাদিল-মুরসালীন (إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين)।

(৫) দারবুল-হুতা 'আলা জামী'ই'ল-গূতা (ضرب الحوطة على داربؤل-هؤتا 'ألا جামী'ই'ل-گؤتا) দামিশ্কে গূতাঃ (ফলের বাগান ও উদ্যানসমূহ) সম্পর্কে রচিত। আস'আদ তালাস কর্তৃক RAAD-তে, ২১/৩-৪, ১৪৯-৬১; ৫-৬, ২৩৬-৪৭; ৭-৮, ৩৩৮-৫১ এবং হাবীব আয-যায়্যাত কর্তৃক আল-খিয়ানা'তুল-শারকিয়া-তে, ২/৩৯ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) আশ-শায়রাতু'য-যাহাবিয়া ফী তারাজিমিল-আ'ইম্মা আল-ইছনা 'আশার ইন্দা'ল-ইমামিয়া শী'আদের ১২ জন ইমাম সম্পর্কে সাহিত্যিক উপাদানের একটি সংকলন। আল-আ'ইম্মাতুল-ইছনা 'আশার (বৈরুত ১৯৫৮ খৃ.) শিরোনামে সালাহ'দ-দীন আল-মুনায্জিদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে, বিশেষত জীবন-চরিতের অভিধানসমূহে মূল্যবান সমসাময়িক তথ্যাবলী পরিবেশিত হইয়াছে। এইগুলি নিঃসন্দেহে প্রকাশনার যোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন তুলূনের জীবনী ও কার্যাবলীর জন্য সর্বোত্তম উৎস-গ্রন্থ তাঁহার উল্লিখিত আত্মজীবনী আল-ফুলুকুল-মাশহূন। তাঁহার অন্যান্য সমুদয় জীবন-বৃত্তান্ত ইহার উপর নির্ভরশীল, যথা : (১) আল-গাযযী আল-কাওয়াকিবু'স-সা'ইরা ২খ, ৫২-৫৪; (২) ইবনুল-ইমাদ, শায়রাত, ৮খ, ২৯৮; (৩) আয-যিরিক্কা, আল-আ'লাম, ৭খ, ১৮৪-৮৫; (৪) সালাহ'দ-দীন আল-মুনায্জিদ, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৩১৮-২০; (৫) ঐ লেখক, উল্লিখিত আল-আ'ইম্মা আল-ইছনা 'আশার-এর ভূমিকা; (৬) ঐ লেখকের গবেষণা, আল-মু'আররিখুনু'দ-দিমাশকিয়ান, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., ৭৯-৮১ (ইহাতে কতিপয় ভুল লক্ষণীয়, বিশেষত Littmann-এর প্রতি ই'লামুল-ওয়ারা গ্রন্থের আংশিক প্রকাশনার আরোপ)। আরও দ্র.; (৭) এম. এ. দুহমান, আল-কালা'ইদুল-জাওহারিয়া, ১খ, -এর ভূমিকা, পৃ. ১-২৪; (৮) এম. মুসতাফা, মুফাকাহাতুল-খিলান, ২খ, -এর ভূমিকা, পৃ. ৭-২১; (৯) H. Laoust, Les gouverneurs de Damas-এর ভূমিকা, বিশেষত পৃ. ৯-১৭। বর্তমানে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিসমূহ সম্পর্কে সর্বোত্তম তথ্যের জন্য দ্র. Brockelmann, ২খ, ৪৮১, পরি., ২খ, ৪৯৪।

W. M. Brinner (E. I. 2)/ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইবন তুলূন (দ্র. আহমাদ ইবন তুলূন)

ইবন দাউদ (ابن داود) : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন আবী সুলায়মান দাউদ ইবন আলী ইবন খালাফ আল-ইসফাহানী একজন প্রসিদ্ধ জাহিরী ফাকীহ, 'আরবী সূফী প্রেমমূলক কবিতার প্রথম সংকলয়িতা এবং বাগদাদের একজন খ্যাতনামা কাব্য সংকলক ও কবি। তিনি ২৫৫/৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯৭/৯০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সাহচর্যে যাওয়ার অগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কবি আল-বুহতুরীর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তাঁহার সাহিত্যের উদ্ভাদ আহমাদ ইবন যাহ'য়া আশ-শায়বানীর শিক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন (ড্র. ইরশাদ, সম্পা. Margoliouth, ১খ, ৪)। তাঁহার পিতা দাউদ ইবন আলী (মৃ. ২৭০/৮৮৪) জাহিরী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইবন দাউদ বাগদাদের জাহিরী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (দ্র. দাউদ ইবন আলী)। তাঁহার নেতৃত্বের লক্ষ্য কি ছিল, ইহা অনেকটা অস্পষ্ট; তাহা ছাড়া তাঁহার জাহিরী চিন্তাধারা সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইহা বলা যায় যে, ইবন হা'যম (দ্র.)-এর নেতৃত্বে জাহিরী আন্দোলন চরম আপোসহীনতায় উপনীত হইয়াছিল, ইবন দাউদ তদপেক্ষা অনেকটা নমনীয় ছিলেন (ইবন হা'যম তাঁহার 'মুহাল্লা' গ্রন্থে জাহিরীগণকে সামগ্রিকভাবে 'আসহাবুন' পরিভাষা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইবন দাউদ এই পদবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা, ইহা অস্পষ্ট)। ইবন দাউদের পার্শ্বে কেবল জাহিরী ফাকীহদেরই সমাবেশ ঘটত না, বরং ব্যাকরণবিদ ও

পণ্ডিতদের একটি দলেরও তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া ছিল। (মুহাম্মাদ ইবনুল-হুসায়ন আজ-জাহিরী আল-কাতিব, শাফি'ঈ ইবন সুরায়জ, সূফী জুনায়দের একজন আবেগ-আপ্ত প্রশংসাকারী আহমাদ ইবন ইমরান, মালামাতী সূফী রুওয়ান, মুহাদ্দিহ আহমাদ ইবন উবায়দ ইবন নাসিহ আল-ওয়াশশা-র প্রধান তথ্য সরবরাহকারী ও আহমাদ ইবন নাস'র ইবন দারি বৈয়াকরণ ছা'লাব ও নিফতাওয়ায়হ, তাঁহাদের উভয়েই হা'দালী মতাদর্শে মতান্তরিত হইয়াছিলেন)। কিন্তু জাহিরী চিন্তাধারা প্রচারে ইবন দাউদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি জাহিরী চিন্তাধারা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফিহরিস্ত-এ তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। মাসুউদীর বর্ণনানুসারে (মুরূজ, ৮খ, ২৫৫) ইবন দাউদ কয়েকটি ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; যথা (১) কিতাবুল-উসূল ইলা মা'রিফাতিল-উসূল (ইরশাদ, ৬খ, ৪৪৬-এ ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে); (২) কিতাবুল-ইনযার; (৩) কিতাবুল-ইযার ওয়া'ল-ঈজায; ইহা ছাড়া তিনি 'আল-ইনতিসার নামক একখানা তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত্মতাবারী, (ড্র. ইরশাদ, ৬খ, ৩৫২), আবদুল্লাহ ইবন শারশীর ও 'ঈসা ইবন ইব্রাহীম আদ-দারীর-এর ভুল প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইবন দাউদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিতাবু'য-যাহরা (পুষ্প পুস্তক)-এর শিরোনামে কিছুটা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। Barbier de Meynard (মুরূজ, ৮খ, ১২৫৫) ও Brockelmann (১খ, ৫২০) উভয়েই গ্রন্থটির শিরোনাম কিতাবু'য-যাহরা (অথবা আয-যাহরা) পড়িতেন (যাহরা তারকার গ্রন্থ, ড্র. The Legacy of Islam, অক্সফোর্ড ১৯৩১ খৃ., পৃ. ১৮৭)। কিন্তু কিতাবু'য-যাহরা নামটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থটি আরবী পাঠের প্রথম দিকের সংশোধনকারী ও মুদ্রণকারী অধ্যাপক Nykl এবং অপর নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতগণ শেষ পর্যন্ত কিতাবু'য-যাহরা নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থটি সূফী প্রেম সম্পর্কিত কবিতার একটি সংকলন। ইহাতে তাঁহার স্বরচিত কবিতা ছাড়াও প্রাচীন ও সমসাময়িক কবিদের দুই শত পঞ্চাশেরও অধিক কবিতা রহিয়াছে। সংকলনটিতে কেবল খ্যাতনামা কবিদের কবিতাই স্থান পায় নাই, বরং অপ্রসিদ্ধ কবিদের কবিতাও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে এমন কিছু কবিতা রহিয়াছে, যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি নিজের উপর কোন নীতির বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন নাই। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য অগ্রপুরুষ ছিলেন ইবন কুতায়বা।

আয-যাহরা গ্রন্থটি দুইটি অংশ লইয়া গঠিত। প্রথমাংশটি একটি প্রেমমূলক কবিতা সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়াংশটি (MS Turin) একটি সংকলন (প্রশংসাবাদ, বিদ্রূপ বা মদ্যপান বিষয়ক কবিতা, ছন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায় রহিয়াছে)। দুইটি অংশে একত্রে প্রায় ৫০টি অধ্যায় রহিয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে ১০০টি করিয়া কবিতা রহিয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রবাদ বাক্যের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই প্রবাদ বাক্যগুলি সমান গুরুত্ববহ নহে। এইগুলির বিষয়বস্তু সাহিত্যিক স্টাইলের কোন সূক্ষ্ম বিষয়ও হইতে পারে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ও হইতে পারে। তবে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত বিষয় হইল প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব। প্রবাদ বাক্যগুলি ছিল ছন্দোবদ্ধ গদ্যাকারে। ফাতওয়াদানে নিয়োজিত ফাকীহদের ফাতওয়া প্রচারের মার্জিত রীতি ছিল এই ছন্দোবদ্ধ গদ্য। প্রথমাংশের যুক্তিসম্মত বিন্যাস ছিল নিম্নরূপঃ

প্রথম দশটি অধ্যায়ে প্রেমের নীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে ('ইশক' সম্বন্ধীয় বর্ণনায় প্রেমাস্পদের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া একজন চিকিৎসকের উপর আস্থা স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন)। পরবর্তী দশটি অধ্যায়ে ভাবাবেগের বিভিন্ন প্রভাবে এবং প্রেমিকদের উপর আপতিত দুর্ভাগ্যের বর্ণনা রহিয়াছে (নিশ্চাকারী, মিথ্যা অপবাদ দানকারী ও নির্বাসিত ব্যক্তি)। ইহার পরবর্তী দশটি অধ্যায়ে ভাবাবেগকে বাধা দেয় এমন একটি গভীর অথবা অধিকতর স্থায়ী স্বভাবের প্রতিবন্ধকতাগুলির বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে (সুলুওও, 'প্রশস্তি' এক প্রকার মানসিক গতি, যাহার পরিণতি প্রেমিকের 'বিজয়' ও ইহার সকল প্রভাবসমূহের সংগে)। অপর দশটি অধ্যায় (৩০-৪০) প্রেম সম্পর্কিত আলোচনা সম্বলিত যাহা প্রাচীন আরব কবিদের নাসীবের স্মৃতি বহন করে : প্রেমিক ও বিদ্যুৎমূলক, বিচ্ছেদের দিনে প্রেমিক, প্রিয়জনের স্মৃতিতে প্রেমিক ইত্যাদি। প্রথমার্শের শেষদিকে নৈতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ইহার গৃঢ় তত্ত্বের উপর। প্রেম সম্পর্কিত মৃত্যু সম্পর্কেও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থের প্রতিটি বিষয়ই জটিল। বিষয়বস্তুর বর্ণনা শালীন ও নির্দোষ হইলেও ইহা অনেক ভাবাবেগ ও বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক মৌলিক অবদান এই ক্ষেত্রে যে, তিনি ধর্মীয় ও সূফী মতবাদ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়াও মার্জিত আচারের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিধানটি সম্পূর্ণভাবে এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় : যিনি ভালবাসেন, তিনি চরিত্রবান থাকেন, তিনি তাঁহার প্রেম প্রকাশ করেন না এবং মৃত্যুবরণ করেন একজন শহীদদের ন্যায়। বিধানটি পিতা দাউদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এই সমস্যা মুসলিম নীতিবাদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরক্তির কারণ ঘটায় : আন-নাজরুল-মুবাহ (অপরিচিতা মহিলার প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাতের আইনসিদ্ধতা) ও কিতমান (কাহারও প্রেম প্রকাশ হইতে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতা, এমনকি স্বয়ং প্রিয়জনের নিকট প্রকাশ করা হইতেও বিরত থাকা), বিশেষত হাওয়ালীদের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রবল এবং তাহার দাউদের চিন্তাধারার তীব্র বিরোধী ছিলেন। ইবনুল-কাওয়াম আল-জাওযিয়া (দ্র.)-ও ইবন দাউদের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করিয়াছেন। অপরদিকে হাওয়ালীগণ খারাইতী (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ, পৃ. ২৫০) ই'তিলালুল-কুতুব গ্রন্থের রচয়িতা, বুরসা, উলুকামী (Ulu cami 1535) হইতে ভাবাবেগের উপর আরোগ্যবিদ্যা সম্বন্ধীয় এক প্রকার ক্রিয়া আরোপ করে। ইহা সাধারণ উপলব্ধি ও ইসলাম উভয়ের উপর ভিত্তিশীল। ইহা সত্য যে, ইবন দাউদ তাঁহার 'ইশক সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহা স্বীকার করেন নাই যে, ইহা আরোগ্য সম্বন্ধীয় ঐশী গুণ ধারণ করে। ইহাতে কোন চূড়ান্ত পদ্ধতি অথবা অবিন্যস্ত আদর্শের ভিত্তিতে ভোগের প্রশয় দেওয়া হয় না (তিনি সব সময়ই সন্ধিগ্ধ মানসিক ভাবাবেগ ও স্বপ্নীয় প্রেম হইতে মুক্ত। তিনি প্রেম, এমনকি প্রেমের স্মৃতিতে নাসীবের প্রিয় একটি চিন্তাধারা আরোপ করেন, ইহার উদ্দেশ্য শারীরিক প্রাবল্য : মেঘাজের উপর চিন্তাধারার পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া এবং চিন্তাধারার উপর মেঘাজের পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া)। সম্ভবত তিনি প্রেমের অক্ষত চরিত্র সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সূফীবাদ ও মানসিক জ্ঞানকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে এই নিরপেক্ষ মনোভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব মানব জ্ঞানের সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ, জাহিরী মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হউক অথবা মালামাতিয়া মতবাদের উপর ভিত্তিশীল নেতিবাচক সূফীবাদ দ্বারা

পরিচালিত হউক না কেন। A.R.Nykl, L. Massignon, H. Ritter প্রমুখ পণ্ডিত ইবন দাউদকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অভিব্যক্তির ভিত্তিতে 'মার্জিত প্রেম'-এর মতবাদের উদ্গাতারূপে বিবেচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কেবল ইবন দাউদের নিজস্ব অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই; বরং ছন্দোবদ্ধ গদ্যাংশে প্লেটো ও জালীনূসের (Galen) মতবাদের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য কেহ কেহ ইহার কোন কোন বিষয়কে সরাসরি প্লেটোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া থাকেন।

ইহা স্বাভাবিক কথা যে, কিতাবু'য-যাহরাকে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমসাময়িক কালের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হইত। ইবন হা'যম এই মত পোষণ করিতেন যে, আবু 'আমর আহ'মাদ ইবন ফারায় রচিত কিতাবুল-হাদাইক-এ কিতাবু'য-যাহরার রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, এমনকি ইবন হা'যম তাঁহার প্রেম সম্পর্কিত গ্রন্থ তাওকুল-হামামাঃ রচনায় ইবন দাউদের গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। Manigun ইবন দাউদকে কর্ডোভার বিশিষ্ট কবি ইবন কু'য়মানের পূর্বসূরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কিতাবু'য-যাহরা, (১ম অংশ), সম্পা. A. R. Nykl, Chicago 1932 (২য় অংশ : MS Turin 25); (২) A. R. Nykl, Hispano-arabic Poetry, Baltimore 1946, 370 ; (৩) Maddignon, Passion, 167-81; (৪) H. Ritter, in Isl. xxi (1932); (৫) Brckelmann, S 1, 249 ; (৬) আল-খাতীবুল-বাগদাদী, তারীখ বাগ'দাদ ৫খ, ২৫৬ ; (৭) আল-ফিহরিস্ত, ২১৭ প. ; (৮) ইবন খাল্লিকান, Cairo 1948, no. 578 ; (৯) J. C. Vadet, L'esprit courtois en Orient dans les cinq premiers siecles de l' hegire, index; (১০) মাস'উদী, মুরজু'য-যাহাব, সম্পা. Barbier de Meynard, প্যারিস, ৮খ, ২৫৩-৫৬ ; (১১) যাকূ'ত, ইরশাদুল-আরীব, সম্পা. Margoliouth ; (১২) দা. মা. ই., ১খ, ৫১০-৫১৩ ; (১৩) Ency. Brit. 15th ed., vol, 7, p. 849-50.

J. C. Vadet (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান-ভূঞা

ইবন দাকীক 'আল-ইদ (ابن بقيق العيد) : তাকিয়্যু'দ-দীন আবুল-ফাতহ' মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন ওয়াহ'ব ইবন মুত'ী' ইবন আবি'ত-তাআঃ ফাকীহ ও মুহ'াদ্দিছ'। জন্ম শা'বান ৬২৫/জুলাই ১২২৮ সনে হিজায়ের যাম্বূতে (Baocckmann বর্ণিত দক্ষিণ মিসরে নয়), যদিও তাঁহার মাতাপিতা উত্তর মিসরের মানফালুতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উত্তর মিসরের কুস-এ প্রতিপালিত হন এবং হ'াদীছ' শ্রবণ করিবার জন্য কায়রো ও দামিশক পর্যন্ত গমন করেন। পরবর্তী কালে তিনি মালিকী ও শাফি'ঈ মায'হাব অনুযায়ী ফিক্হ'-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তিনি ৬৭৫/১২৯৫ সনে বিচারকের পদ লাভ করেন এবং ১১ সাফার, ৭০২/৬ অক্টোবর, ১৩০৩ তারিখে কায়রোতে ইনতিকাল করেন।

"আল-ইসলাম ফী আহ'াদীছ'িল 'আহ'কাম" নামে কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থসহ তিনি ফিক্হ' ও হ'াদীছ' সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কিছু কবিতা ও বক্তৃতামালাও রাখিয়া যান। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। এই তথ্যটি তাশকোপুরুষাদে তাঁহার মিফ্তাহ'স-সা'আদাঃ ওয়া মিসবাহ'স-সিয়াদাঃ (হ'ায়দরাবাদ ১৯১১ খৃ., ১খ, ২৮১) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও এই বিষয়ে কোন রচনা রাখিয়া

গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য জনৈক বেনামী লেখক (ফী বায়ানি 'আমালু'ল-ফিদ্দাঃ ওয়া'য'-যাহাব নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে) পারদ ও গন্ধককে স্বর্ণে এবং পারদ ও আর্সেনিককে রৌপ্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য ইবন দা'কীক' আল-'ঈদ কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের একটি দলীল সংরক্ষণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাহাবী, হুফফাজ' ৪খ., ২৬২ ; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, বুলক ১২৮৩ হি., ৩০৫ ; (৩) যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৩খ, ৯৪৯ ; (৪) Brockelmann, II, 75, SII, 66 ; (৫) কাহ'হালা, মু'জামুল-মু'আল্লিফীন. ১১খ, ৭০ ; (৬) R. Y. Ebied ও M. J. L. Young, An anonymous Arabic treatise on alchemy, in Isl. liii (1976), 100-9.

R. Y. Ebied ও M. J. L. Young (E.I.² Suppl.)/
আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন দানিয়াল (ابن دانيال) : শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন দানিয়াল ইবন যুসুফ আল-খুযাঈ আল-মাওসিলী। জন্ম আনু. ৬৪৬/১২৪৮, মূ. ৭১০/১৩১০, 'আরব লেখক, মিসরের অধিবাসী। তিনি মাওসিল-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ বৎসর বয়স হইতে কায়রোতে বসবাস আরম্ভ করেন। এইখানে তিনি চক্ষুতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং এই পেশায় রত থাকেন। বিস্ক 'আরবী ভাষায় ও প্রচলিত 'আরবী ভাষায় পদ্য ও ছন্দোবদ্ধ গদ্যে তিনি মধ্যযুগীয় মিসরের কয়েকখানি ছায়ানাট্য রচনা করেন। বাহ্যত তিনি কিছু সংখ্যক 'আরবী কবিতাও রচনা করেন। কিন্তু তিনি নিজের নাট্যকর্মের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ছাপ রাখিয়াছেন, তাহার জন্যই তিনি সমধিক স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বস্তুত তিনটি নাটকই মধ্যযুগীয় কায়রোর উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বই হিসাবে প্রকাশ করা অপেক্ষা বরং পাণ্ডুলিপিগুলি খুব সম্ভব পথনির্দেশক হিসাবে লেখা হইয়াছিল। প্রযোজক এই উদ্দেশ্য হইতে সরিয়া আসিতে পারিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে সরিয়া আসিয়াও ছিলেন।

নাটক তিনটির একটি হইতেছে তায়ফু'ল-খিয়াল (কল্পনার ছায়া)। ইহাতে বিসাল নামে পূর্বকালের একজন সৈনিকের এক ঘটকের ফাঁদে পড়ার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সৈনিকটির হতাশা ও নৈরাশ্য এই নাটকের হাস্য-রসাত্মক উপাদানে পরিণত হইয়াছে। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে বর যখন বাসর ঘরে তাহার নববধূর ঘোমটা উন্মোচন করিল, তখন সে একটি ডাইনীকেই আবিষ্কার করিল যাহা ছিল ঘটকের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় নাটকটির নাম হইতেছে 'আজীব ওয়া গ'রীব (কিন্ময়কর ও বিরল)। এই নাটকে কোন ঘটনার সমাবেশ নাই, বরং ইহাতে হাট-বাজারের হৈ-হুল্লোড় ও কলহ-বিবাদকারীদের, হাতুড়ে ডাক্তার, পণ্ড পালকদের ও ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শকদের মত বিভিন্ন অদ্ভুত কার্যকলাপ ও অসং বৃত্তির কতকগুলি চরিত্রের সমাবেশ ঘটয়াছে। নাটক আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আবির্ভূত দুইজন উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৌতুকপ্রিয় লোকের নামে নাটকটির নামকরণ করা হয়। তৃতীয় নাটকের নাম আল-মুতায়্যাম (প্রেমাসক্ত)। এই নাটকে ধারাবিবরণী ও বাজনার তালে তালে পর্যায়ক্রমে মোরগ, ভেড়া ও ঘাঁড়ের পেশাদারি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপস্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহাতে দুর্বল ঘটনার সমাবেশ শিথিলভাবে সম্পর্কিত। আল-মুতায়্যাম ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী এই পেশাদারি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সূচনা করে। নাটকের শেষ পর্যায়ে সব রকমের অস্বাভাবিক অভিনয়কারী

অদ্ভুত চরিত্রকে একটি প্রীতিভোজে আপ্যায়ন করা হয়, যাহারা একটি যবেহকৃত ঘাঁড়ের গোশত ভোজের জন্য সমবেত হয়।

ইবন দানিয়ালের প্রথম নাটকটি হাস্যরসোদ্দীপক আর অপর দুইটি নাটক শিষ্টাচারজনিত মিলনাত্মক। প্রথম নাটকটিতে উপহাসের প্রবর্তন করা হইয়াছে-বৈষম্য প্রদর্শন, ইতর প্রহসন ও অশ্লীলতার মাধ্যমে, দ্বিতীয় নাটকে সীমিত পরিসরে নৈতিকতার প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা দেখানো হইয়াছে (বিশেষরূপে সমাপ্তির মাধ্যমে)। প্রথম নাটকের উপসংহারে তাহা আর একটু বেশী জোরালোভাবে দেখান হইয়াছে (হতাশ বর পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে হিজায়ে হাজ্জ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে)। তৃতীয় নাটকের উপসংহারেও তাহাই ঘটয়াছে (মৃত্যুদূতের আবির্ভাবের মাধ্যমে)।

যাহা হউক, এই নাটকগুলির প্রধান সম্পদ ইহাদের ঘটনা সমাবেশ অথবা সাহিত্যিক মানের মধ্যে নহে, বরং সময়ের প্রতিফলনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মিসরের চালচলনের প্রতিফলন ঘটয়াছে এই নাটকগুলির মধ্যে। 'আরবী ভাষায় মধ্যযুগীয় ছায়ানাট্যগুলির অধিকাংশই প্রযোজক অথবা তাহাদের পরিমণ্ডলের লোক দ্বারা রচিত হইত। যাহা হউক, ইবন দানিয়াল প্রশিক্ষণে ও পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁহার নাটকে (ছায়ানাট্য প্রযোজকদের নিজস্ব) প্রাথমিক কালের উপাদানগুলি সংযোজিত করিয়াছিলেন কিনা তাহা সাধারণ্যে একটি প্রশ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপারে বর্তমানে খুব কমই জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তিনটি নাটকই বই আকারে একীভূত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে (অপূর্ণাঙ্গভাবে); প্রকাশক : মুহাম্মাদ তাকীলু'দ-দীন আল-হিলালী, বাগ'দাদ ১৯৪৮ খৃ.; (২) ইবন দানিয়াল ও তাঁহার গ্রন্থ, সাঈদ আল-দীওয়াহজী, ইবন দানিয়াল আল-মাওসিলী, আল-কিতাব-এ ১০খ (জুন ১৯৫১), ৬১১-৭; (৩) ফু'আদ হাসানায়ন মুহাম্মাদ ইবন দানিয়াল, in আছ-ছাকাফাঃ (কায়রো), ৪র্থ-৫ম, নং ২০৮-২১০; ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪২-৫, জানুয়ারী, ১৯৪৩; (৪) G. Jacob, Agib ed-Din al-Waiz bie Ibn Danijal, in Isl. iv (১৯১৩ খৃ.), ৬৭-৭১; (৫) ঐ লেখক, Geschichte des Schattentheaters, Berlin ১৯০৭ খৃ., ৩৪ প.; (৬) ঐ লেখক, al-Mutajjam ein altarabisches Schauspiel fur die Shattenbuhne bestimmt von Muhammad ibn Danijal, Erlangen ১৯০১ খৃ.; (৭) P. Kahle, The Arabic shadow play in Egypt, in JRAS, ১৯৪০ খৃ., ২১-৩৪ ; (৮) ঐ লেখক, Muhammed ibn Danijal und sein Zweites arabisches Schattenspiel, in Miscellanea Academica Berolienensis, ii/2(১৯৫০ খৃ.), ১৫১-৬৭ ; (৯) J. M. Landau, Shadow plays in the Near East, Jarusalem ১৯৪৮ খৃ., xxviii-xxxiv ; (১০) ঐ লেখক, Studies in the Arab theatre and cinema. Philadelphia ১৯৫৮ খৃ., ১৮-২৪; (১১) অতি সাম্প্রতিক কালে ইব্রাহীম হা'ম্বাদাঃ উল্লিখিত তিনটি নাটকের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন- খিয়ালু'জ-জিল্লু ওয়া তামছীলিয়ায়ত ইবন দানিয়াল নামে, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.।

J. M. Landau (E.I.²)/মুহাম্মাদ মুসা

ইবন দা'ব আবুল-ওয়ালীদ - ওয়ালীদ 'ঈসা ইবন য়াযীদ (ابن دأب ابو الوليد عيسى ابن يزيد) : ইবন বাকর ইবন দা'ব আল-লায়ছী আল-মাদানী একজন মুহাদ্দীছ, বংশ তালিকাবিহারদ, রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী) এবং মদীনার কবি। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার পর কিছুকাল তিনি খালীফা আল-মাহ্দীর দরবারে অতিবাহিত করেন। কিন্তু পরবর্ত্ত খালীফা আল-হাদীর দরবারে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ইবন দা'ব তাঁহার নিকট হইতে অসাধারণ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ১৭১/৭৮৭ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার শালীন, সুন্দর ভাষা ও মধুর আচরণের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। প্রাচীন কবিতা ও বংশ তালিকা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা, সরস প্রত্যুত্তর প্রকৃতি, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা রচনার নৈপুণ্য ইত্যাদি গুণ তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের একজন আদর্শ সহচরে পরিণত করে। তিনি কখনও আত্মগর্ভ প্রকাশ করিলে কিংবা খলীফার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিলেও খলীফা তাঁহার এইরূপ ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিতেন। বিভিন্ন গ্রন্থকার পৃথক পৃথকভাবে একটি উপাখ্যানের বর্ণনা দিয়া বলেন (দ্র. D. Sourdel, Vizirat. 123) যে, আল-হাদী তাঁহার রচিত উত্তম কবিতার জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক দিতে কুঠাবোধ করিতেন না।

হিজাবের কবিদের কাব্যকর্ম, ঐতিহাসিক পরম্পরাগত মতবাদ ও হাদীছ বর্ণনায় তিনি উচ্চ মানের বিবেচিত হন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আল-জাহিজ (যদিও তিনি বিগাল সম্পর্কে, ১৪, সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন), ইবন কুতায়বা অথবা ইবন সাল্লাম প্রমুখ লেখক তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিতে কোনরূপ অসুবিধা মনে করেন নাই। খালীফুল-আহমার ও অন্যান্য রাবী তাঁহাকে হাদীছ জালের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আবু 'আমর ইবনুল-'আলা, ইবন দা'বের বর্ণিত কবিতায় অনেক ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'আরবদের সম্পর্কিত কাহিনীর উদ্ভাবক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত দোষারোপ কিছুটা প্রতিহিংসাবশত হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে।

ইবন দা'বের নাম সাধারণত 'ঈসা ইবন য়াযীদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তাঁহার বংশের অনেক সদস্যকেই ঐতিহাসিক বংশ তালিকা সম্পর্কিত হাদীছের বর্ণনাকারীরূপে উল্লেখ করা হয়। যেমন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য হুযায়ফা ইবন দা'ব, তাঁহার পিতা য়াযীদ ইবন বাকর, তাঁহার ভাতা যাহুযা ইবন য়াযীদ ও তাঁহার পিতৃব্য পুত্র মুহাম্মাদ ইবন হুযায়ফা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, হায়াওয়ান ও বায়ান, নির্ঘণ্ট; (২) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, ৫৩৭-৩৮; (৩) তাবারী, ৩ খ, ৫৩৯; (৪) জাহুশিয়ারী উযারা, ১৭২-৩; (৫) ফিহরিস্ত, কায়রো সংস্করণ, ১৩৩; (৬) খাতীব বাগ'দাদী, ১১খ, ১৪৮; (৭) মাস'উদী, মুরুজ, ৬খ, ২৬৩-৬৪ (সম্পা. Pellat, 2471); (৮) য়াকুত, উদাবা, ১৬খ, ১৫২-৬৫; (৯) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ৪খ, ৪০৮-১০, ৫খ, ১২০; (১০) এফ. রুসতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৫১; (১১) F. Rosenthal, Histo-riography, index.

Ch, Pellat (E.I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন দাব্বা (দ্র. য়াযীদ ইবন মিকসাম)

ইবন দায়সান (দ্র. দায়সানিয়া)

ইবন দাররাজ আত-তুফায়লী (দ্র. তুফায়লী)

ইবন দাররাজ আল-কাস্তাল্লী (ابن دراج القسطلی) : আবু 'উমার আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন'ল-'আসী ইবন আহমাদ ইবন সুলায়মান ইবন 'ঈসা ইবন দাররাজ, আন্দালুসিয়ার কবি। 'কাস্তাল্লাত দাররাজ' হইতে তাঁহার কাস্তাল্লী নিস্বা (সম্বন্ধবাচক) নাম উদ্ভূত। R. Blachere উক্ত স্থানকে (বর্তমানে পর্তুগালে অবস্থিত) Cacella নামক স্থান বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্ভবত Jaen প্রদেশের 'Cazalilla' অথবা 'Castellar de Santisteban' নামের সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সানহাজার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুহাম্মাদ ৩৭৪/মার্চ ৯৫৮ সালে তাঁহার জন্ম। উক্ত পরিবার 'আরবদের স্পেন বিজয়ের সময় স্পেনে বসতি স্থাপন করে। তিনি সম্ভবত Jaen-এ শিক্ষালাভ করেন এবং কর্ডোভার সাহিত্যিক মহলের সহিত পরিচিত হন। উপরিউক্ত তথ্যাদি ছাড়া তাঁহার প্রাথমিক জীবনের আর কিছুই জানা যায় না।

৩৮২/৯৯২ সালে ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি আল-মানসূর ইবন আবী 'আমেরের দরবারে একজন প্রথিতযশা কবি হিসাবে গণ্য হন। যে কবিতায় তিনি নিজের পরিচয় (দেখুন, দীওয়ান, নং ৩) ও তাঁহার পরিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন (উদাহরণস্বরূপ তাঁহার আট বৎসরের একটি কন্যা ছিল) তাহা এতই নিখুঁত যে, তাঁহার ন্যায় একজন অনভিজ্ঞ কবির পক্ষে ইহার রচনা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে দরবারের কাব্য সমালোচকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহারা তাঁহাকে অন্যের রচনা চুরি করিয়া নিজের নামে চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে আল-মানসূর ৩ শাওওয়াল, ৩৮২/১ ডিসেম্বর, ৯৯২ বৃহস্পতিবার রাতে তাঁহাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান এবং জন কুইলস (Jon quil) ফুল পরিবেষ্টিত আপেল ভর্তি একটি পাত্রের বিষয় মুখে মুখে তাৎক্ষণিক বর্ণনা প্রদান করিতে আহ্বান জানান। কবি তাৎক্ষণিক একটি কবিতা লিখিয়া (দ্র. দীওয়ান, নং ১৪৯) আবৃত্তি করেন (নং ১০০)। উক্ত কবিতায় তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যের কবিতা চুরি করার অভিযোগ খণ্ডন করেন এবং নিজেকে সার্থক কবি ও গদ্য লেখক হিসাবে দাবি করেন। ইহাই তাঁহাকে দরবারে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এই পরীক্ষার পর ইবন দাররাজের ভাগ্যের উন্নতি হইতে থাকে। আল-মানসূর উদারতার সহিত তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁহার সভাকবিদের নামের তালিকার শীর্ষে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং পত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগ (দীওয়ানুল-ইনশা)-এর একটি পদেও তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর তিনি আল-মানসূর ও তাঁহার পুত্র আব্দুল-মালিক আল-মুজাফফারের চাকুরীতে বহাল ছিলেন। এই সময় মুসলিম স্পেন সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির দিক হইতে গৌরবের শীর্ষে উন্নীত হইয়াছিল যাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। 'আমিরী শাসকদের একনায়কত্বের অধীনে ইবন দাররাজ ছিলেন তাঁহাদের শৌর্যবীর্যের ও বিজয়ের গুণকীর্তনকারী, তাঁহাদের কৃতিত্বের বর্ণনাকারী এবং তাঁহাদের দরবারের যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন একজন স্তাবক।

৩৯৯/১০০৮ সালে 'আব্দুল-রাহ-মান ইবন আবী 'আমের (দ্র.)-এর হত্যার ফলে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয় তাহা তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। প্রথম চারি বৎসর তিনি কর্ডোভায় বসবাস করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নৈতিক দ্বিধা-সংকোচ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া তিনি পর্যায়ক্রমে যাহারা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন কবিতায় তাঁহাদের প্রশংসা কীর্তন করিয়া যান। যাহাদের সম্বন্ধে এই সকল কবিতা রচিত হয় তাঁহারা

হইলেন মুহাম্মাদ ইবন হিশাম আয-যাহুদী, সুলায়মান আল-মুস্তাঈন, আল-কাসিম ইবন হাম্মদ প্রমুখ। পরিশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার ব্যাপারে তিনি হতাশ হইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন। তিনি ৪০৪/১০১৪ সালে উপদ্বীপের বাহিরে সিউটায় গমন করেন। সিউটা সেই সময় স্পেনে 'আলাবী শাসনের প্রবর্তক 'আলী ইবন হাম্মদ কর্তৃক শাসিত হইত। ইবন দাররাজ সভাকবি হিসাবে সুবিধাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইবন হাম্মদকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতা রচনা করেন যাহাতে শী'আ মতবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছিল। যাহা হউক, হাম্মদীদের দরবারে তিনি যে প্রশান্তি প্যওয়ার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই। সুতরাং শান্তির সন্ধানে চারি বৎসর যাবত তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজার দরবারে গমন করেন। ৪০৮/১০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি Almeria, València, Jativa, Tortosa প্রভৃতি রাজ্য ভ্রমণ করিয়া সেই সকল রাজ্যের নৃপতিগণের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন, কিন্তু এই সমস্ত কবিতা তেমন সার্থক হয় নাই। পরিশেষে ৪০৮/১০১৮ সালে তিনি সারাগোসায় উপস্থিত হন এবং সেইখানে আল-মুনযির ইবন যাহ'য়া আত-তুজীবীর সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হন। প্রায় দশ বৎসরকাল ইবন দাররাজ অপোষকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তিনি 'আমিরীগণের দরবারের মত আল-মুনযিরের দরবারেও প্রধান সরকারী কবি এবং পত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। আল-মুনযির (৪০৮-১২/ ১০১৮-২২) ও তাঁহার পুত্র যাহ'য়ার (৪১২-২৭/১০২২-৩৬) সভাকবি হিসাবে তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে তাঁহার দীওয়ানের তৃতীয় খণ্ড উৎসর্গ করেন। তাঁহার পার্শ্ব জীবন অত্যন্ত আরামদায়ক ছিল। একটি কবিতায় (নং ৫৭) তিনি ভূমি ও ফলের বাগানের মালিক হওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। যাহা হউক, অজ্ঞাত কারণে যাহ'য়া ইবন আল-মুনযিরের সহিত তাঁহার সম্পর্কের খুব বেশী অবনতি ঘটে এবং দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ৪১৯/১০২৮ সালে 'দেনিয়া'-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া মুজাহিদ আল-'আমিরী (দ্র.)-কে সম্বোধন করত কবিতা রচনা করেন এবং সম্ভবত তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পূর্বাঞ্চলের এই শহরে অতিবাহিত করেন। এই শহরেই তাঁহার একমাত্র পুত্র আল-ফাদলও জীবন অতিবাহিত করেন। ইবন দাররাজ ১৬ জুমাदा'ছ'-ছানী, ৪২১/২২ জুন, ১০৩০ সালে ইনতিকাল করেন।

ইবন দাররাজ মুসলিম স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃত এবং তিনি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ দিকের ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম দিকের 'আরব-আন্দালুসীয় কবিতার স্বর্ণযুগের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও তিনি মুলুকু'ত-তাওয়া'ইফ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তবু তিনি স্পেনের খলীফাদের ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। ইবন শুহায়দ, ইবন হাম্মদ ও আর-রামাদীর মত কবির ন্যায় ইবন দাররাজও ঐ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন যখন আন্দালুসিয়ার ঐতিহ্য ও গৌরবের বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সাহিত্যে ইহার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঠিক প্রকাশ।

ইবন দাররাজ সত্যিকার অর্থে একজন বিপ্লবী কবি ছিলেন না বটে, তবে যাহারা মুওয়াশশাহ ও যাজাল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনিও যে কিছু পরিমাণে তাঁহাদের একজন ইহা বলা যায়। পক্ষান্তরে তিনি আবু তাম্বাম ও আল-মুতানাকবীর মত নব্য-ক্লাসিক কবি ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি সমালোচকদের দ্বারা 'আন্দালুসিয়ার মুতানাকবী' নামে অভিহিত হন। এই

সকল কবির মত ইবন দাররাজ কাব্য রচনায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। সমালোচকদের মতে তিনি ক্লাসিক্যাল রীতিতে কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচনায় প্রয়োগ কৌশল অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন ছিল এবং শব্দ চয়ন ও ভাষায় নিষ্ঠুর প্রয়োগের প্রতি তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার কবিতা 'আরবী সাহিত্যের ব্যাপক জ্ঞানের প্রতিফলন ও ব্যবহৃত শব্দের উপর তাঁহার পূর্ণ আধিপত্যের নিদর্শন। তিনি তাঁহার প্রিয় আদর্শ মুতানাকবীর চিন্তার গভীরতা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্তর অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার কিছু রচনা (দ্র. উদাহরণস্বরূপ, নং ৩২, ৩৯, ৪৪) প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শিক্ষকের রচনা হইতে উত্তম। যে সকল কবিতায় তিনি আল-মানসূরের যুদ্ধের বর্ণনা প্রদান করেন সেই সকল কবিতা জীবন ও বাস্তবতার বর্ণনায় পূর্ণ। উক্ত কবিতাসমূহে আল-মানসূরের প্রতি জনগণের অনাবিল শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পেনের মুসলিমগণ স্পেনে খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার এক বীর সৈনিক মনে করিত। এই বিষয়ে ইবন দাররাজের কবিতাগুলি আল-মুতানাকবীর সায়ফু'দ-দাওলার উদ্দেশে রচিত কবিতার মত উৎকৃষ্ট ছিল।

ইবন দাররাজ পুষ্প সংক্রান্ত কবিতায় মৌলিক কল্পনার পরিচয় দেন। তাঁহার সমসাময়িক ইবন খাফাজাঃ ইবনু'য-যাক্বাক, আর-রুসাফী প্রমুখ কবি, যাহারা এই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রগামী ছিলেন।

তাঁহার রচিত কবিতার অকৃত্রিম ও মর্মস্পর্শী এক বিরাট অংশ আমিরী সৈরাচারী শাসন উৎখাতকারী গৃহযুদ্ধের ভীতিপ্রদ বর্ণনায় ভরপুর। এই সমস্ত কবিতা মুসলিম স্পেনে শোকগাথা হিসাবে প্রচলিত। কবি সেই যুগের মহান গৌরবময় ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কবিতার পংক্তিতে তিনি যুদ্ধের সময়কার তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখজনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদান করেন, যখন তিনি তাঁহার ১২ সদস্যের বিরাট পরিবারসহ (যাহাতে মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই কবিতাসমূহের মধ্যে (উদাহরণস্বরূপ ঋড়-কবলিত সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা, কবিতা নং ৩৩) কিছু কবিতা বিশেষ সার্থকতা অর্জন করিয়াছিল। মৌলিক অনুপ্রেরণা ও গঠন পদ্ধতিতে অত্যধিক যত্ন সহকারে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার সময়ে প্রাচ্যের কবিগণ অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ইবন দাররাজ তাঁহাদের প্রচলিত প্রাচীন ধারা পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। স্পেনে 'আরবী কবিতায় নূতন আঙ্গিক সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। ইহা ছিল 'Cultisme' ধরনের কবিতা। শতাব্দীর পর অন্য একজন কর্ডোভাবাসী, Luis de Gongoray Argote (১৫৬১-১৬২৭)-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা ছিল ইহার অনুরূপ।

তাঁহার কবিতা নিরেট সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যবোধের মূল্যায়নে গৌণ হইলেও স্পেনের সমসাময়িক ঘটনাবলীর মূল্যবান দলীলের উৎস ছিল, বিশেষ করিয়া আন্দালুসিয়ার সহিত প্রতিবেশী খৃষ্টান রাজাদের সম্পর্কের বিবরণ তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায় (এই বিষয়ে দ্র. M. Makki, La Espana cristiana en el diwan de Ibn Darray, in Bol, de la Real Acad, de Buenas Letras de Barcelona, xxx (1963-4, p. 63-104)।

ইবন দাররাজের গদ্য প্রায় সম্পূর্ণই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জানা যায় যে, তিনি বেশ কিছু সরকারী ইশতিহার রচনা করেন, যেমন তিনি Santiago de compostella (৩৮৭/৯৯২) বিজয়ের সময়

আল-মানসূরের নামে ইশতিহার রচনা করেন। কিন্তু দীওয়ানে অথবা ইবন বাস্‌সাম-এর যাখীরায় সংরক্ষিত তাঁহার গদ্যাংশ তাঁহার কবিতা অপেক্ষা নিম্ন মানের।

গ্রন্থপঞ্জী : মৌলিক উৎসসমূহ : (১) দীওয়ান ইবন দাররাজ আল-কাসতাল্লী, সমালোচনামূলক. সম্পা. ইহার ভূমিকা, টীকা ও পরিশিষ্টসহ মাহ'মুদ এ. মাক্কী, দামির্শক ১৯৬১ খ. (দীর্ঘ জীবনী ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর তালিকাসহ); (২) হুমায়দী, জাযুওয়াতুল-মুকতাবিস, কায়রো ১৯৫২ খ., নং ১৮৬; (৩) ইবন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/১খ, ৪৩-৭৮; (৪) ইবন বাশকুওয়াল, সীলা (Sila), নং ৭৫; (৫) দাব্বী, বুগয়া, নং ৩৪২; (৬) ইবন হা'যম, জামহারাতুল আনসাবিল-'আরাব, পৃ. ৪৬৬-৭; (৭) ইবন সা'ঈদ, মাগ'রিব, ২খ, ৬০-৩; ইবনুল-খাতীব, আমালুল-'আ'লাম, নির্ঘণ্ট; (৮) ঐ লেখক, ইহাতা, পাণ্ডু. Escorial no. 1673, 183, 186, 291; (৯) ইবন 'ইযারী, বায়ান, ২খ., ২৭২, ৩খ., ৯, ২-০১, ৩৫, ১২৪; (১০) ইবন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহরাসা, ৪১৪-৫; (১১) ইবন 'আবদিল-মুন'ইম আল-হি'ময়রী, আর-রাওদুল-মি'তার, সম্পা. ও অনু. Levi-Provencal, পৃ. ১১৫-৬, ১৬০; (১২) মাক্কারী, Analectes, সূচীপত্র; (১৩) ছা'আলিবী, যাতীমাত, ২খ, ১০৩-১৬; (১৪) ইবন খাল্লিকান, ৩খ, ২১৭-৯; (১৫) যাকু'ত, ৭খ, ৮৬; (১৬) ইবন তাগ'রীবিরদী, ৪খ, ২৭২-৩; (১৭) ইবন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিকুল-আবসার, পাণ্ডু. দারুল-কুতুব, নং ৫৫৯, ১১খ, ২০১-৪; (১৮) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২১৭-৯।

আধুনিক গবেষণা: (১৯) আহ'মাদ দায়ফ, বালাগা, পৃ. ৯৪-১০০; (২০) H. Peres, Poesie, নির্ঘণ্ট; (২১) A. R. Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore 1946, 56-8; (২২) A. Gonzalez palencia, Literatura, 58, 174; (২৩) E. Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, Madrid 1959, 29, 98; (২৪) ইহসান 'আব্বাস, তারীখু আদাবিল-আন্দালুসী, কায়রো ১৯৬২ খ., ১৯১-২১৩; (২৫) R. Blachere, La vie et l'oeuvre du poete-epistolier andalou Ibn Darrag al-Kastalli, in Hesperis, xvi (1933), 99-121.

M. A. Makki (E.I. 2)/সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

ইবন দারুসুত (ابن دارست) : তাজুল-মুল্ক আবুল-গ'না'ইম আরযুবান ইবন খুসরাও-ফীরুয শীরাযী (৪৩৮-৮৬/১০৪৬-৯৩), সুলতান মালিক শাহ (দ্র.)-এর অধীনে সালজুক প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং তাঁহার শেষ উযীর।

তিনি ফারুস-এর এক সচিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, চাকুরী জীবন শুরু করেন দাস বংশীয় সেনাপতি সবুজগীন (সাগুতিগিন)-এর অধীনে, যিনি তাঁহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন এই সুপারিশসহ যে, তিনি (ইবন দারুসুত) একজন প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি। মালিক শাহ প্রথমে তাঁহাকে স্বীয় পুত্রগণের শিক্ষা ও অন্যান্য সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাজপ্রাসাদের ও প্রাসাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। শেষে সালজুক মাহাফিজখানার (দীওয়ানুল-ইনশা' ওয়া'ত-তুগ'রা) প্রধানের পদে নিযুক্ত করেন (দ্র. প্রবন্ধ দীওয়ান, ৪ ইরান)।

মালিক শাহ-এর শাসনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের অধিকাংশ প্রশাসনিক বিষয়ে ও দরবার (দীওয়ানগুলিতে) [দারগাহ]-এ যে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব

বিরাজমান ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে বহু কর্মকর্তা বিখ্যাত উযীর নিজামুল-মুল্ক (দ্র.), তাঁহার পুত্রগণ ও নিজামিয়া নামে পরিচিত তাঁহার সমর্থকগণের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ইবন দারুসুত ছিলেন এই বিরুদ্ধবাদিগণের দলে। ফলে রামাদান ৪৮৫/অক্টোবর ১০৯২ সালে যখন নিজামুল-মুল্ক আত-তায়ীর হাতে নিহত হন তখন সমসাময়িক বহু ব্যক্তিকে ধারণা করিয়াছিলেন যে, সেই বিষয়ে ইসমা'ঈলী ফিদা'ঈগণ নেহায়েত হাতের পুতুলস্বরূপ ছিল, প্রকৃত ষড়যন্ত্রের হোতা ছিলেন ইবন দারুসুত ও এমনকি স্বয়ং সুলতান যিনি উযীরের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও ব্যাপক প্রভাবে সন্দেহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর মালিক শাহ তাঁহার উযীর পদে ইবন দারুসুতকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহার সেই সৌভাগ্য অতি অল্পস্থায়ী হইয়াছিল। কারণ পরের মাসেই (শাওওয়াল মাসের মাঝামাঝি ৪৮৫/নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ১০৯২) সুলতান ইনতিকাল করেন। ইবন দারুসুত অতঃপর মালিক শাহ-এর পত্নী কারাখানী শাহযাদী তেরকেন খাতুন-এর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া তাঁহার গর্ভজাত শাহযাদা মাহ'মুদকে বাগ'দাদের সিংহাসনে বসাইবার জন্য সচেষ্ট হন। মাহ'মুদ তখন ছিল একজন শিশু এবং অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার দিক হইতে অবশ্যই সুলতানের অপর পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বারু'ক যারুক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শেষোক্ত পুত্রের বয়স ছিল তখন বার-তের বৎসর এবং তখন তাহার কৈশোর উত্তীর্ণ হইবার কাল। ইবন দারুসুত ও তেরকেন খাতুন প্রথমে ইসফাহান দখল করিলেও বারু'ক যারুক-এর সমর্থক বাহিনী নিজামিয়া বাহিনীর সহায়তাক্রমে যুল-হিজ্জা, ৪৮৫/জানুয়ারীর শেষ ভাগ ১০৯৩ সনে সংঘটিত বুরুজিরদের যুদ্ধে তাহাদেরকে পরাস্ত করেন। ইবন দারুসুত বন্দী হন এবং তাঁহার প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে বারু'ক যারুক তাঁহাকে নিজের মন্ত্রী করিবার জন্য ইচ্ছুক থাকিলেও নিজামিয়া বাহিনী তাঁহাদের পরলোকগত নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা সংগ্রহ করে (মুহ'ররাম ৪৮৬/ফেব্রুয়ারী ১০৯৩)।

ইবন দারুসুত ছিলেন মু'ইয্বী প্রমুখ সালজুক কবির কাব্যে প্রশস্তিপ্রাপ্ত (মামদুহ) ব্যক্তি এবং সালজুক সাম্রাজ্যের আরও কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের অন্যতম যাহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা (কলেজ) ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তাজিয়া মাদরাসা একটি শাফি'ঈ কলেজরূপে বাগ'দাদের বাব আবরাযে ৪৮০/১০৮৯ সালে নির্মাণ শুরু হয়। ইহা নিজামুল-মুল্ক-এর অধিকতর বিখ্যাত নিজামিয়া মাদরাসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিত। সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবু বারু'ক আশ-শাশী ও আবু হামিদ আল-গ'যালীর ভ্রাতা আবুল-ফুতুহ' সেখানে অধ্যাপনা করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-জাওযীর মুন্তাজাম গ্রন্থে, ৯খ, ৭৪ এবং (২) সাযফু'দ-দীন ফাদলী 'উকায়লীর আছারুল-উযারা' গ্রন্থে (সম্পা উরমাবী, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৯) সংক্ষিপ্ত জীবনীতথ্য রহিয়াছে। বাদবাকী তথ্যের জন্য সালজুক ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে প্রদত্ত ঘটনাবলী দ্র. (সাদরু'দ-দীন হ'সায়নী, রাওয়ান্দী, বুনদারী, ইবনুল-জাওযী, সিব'ত ইবনুল-জাওযী, ইবনুল-আছীর-এ সেই তথ্যাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে); (৩) Bosworth, Cambridge history of Iran, ৫খ, ৭৪ প., ৮২, ৯৩, ১০২-৫; ২১৬; (৪) M.F. Sanauallah, The decline of the Saljuqid empire, কলিকাতা ১৯৩৮ খ., পৃ. ৯, ৪০-১, ৮৩; (৫) I. Kafesoglu, Sultan Melikshah

devrinde Buyuk Selcuklu impara-torlugu, ইস্তাভুল ১৯৫৩ খ., পৃ. ১৬৯, ২০০ প.; (৬) 'আব্বাস ইক'বাল, বিয়ারাত দার 'আহুদ-ই সালাতীন-ই বুযুর্গ-ই সালাজুকী, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯, পৃ. ৯৩-১০০; (৭) C. L. Klausner, The Seljuk Vezirate : a study of civil administration 1055-1194, কেমব্রিজ-ম্যাসাচুসেটস ১৯৭৩ খ., পৃ. ২৮-৯, ৫২। ইবন দারুসুত-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য দ্র. (৮) জি. মাক দিসী, Muslim institutions of learning in eleventh-century Baghdad, in BSOAS, ২৪খ., (১৯৬১ খ.), ২৫-৬ এবং (৯) ঐ লেখক, Ibn Aqil et la resurgence de l'Islam traditionaliste au XI siecle, দামিশক ১৯৬৩ খ., পৃ. ১৩৭-৪১, ২০৯-১০, ২২৫-৬।

C. E. Bosworth (E.I.² Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইবন দিরহাম (ابن درهم) : বিখ্যাত মালিকী আইনজ্ঞ ও কাযী পরিবারের পিতৃ নাম, এই নাম কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। পরিবারটি আদিতে বসরাতে ছিল। কোন কোন সূত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের গোত্রীয় নাম ছিল আল-আযদী। কিন্তু এই পরিবারের সদস্যগণকে প্রায়শ তাঁহাদের ব্যক্তিগত নাম দ্বারা বা শুধু তাঁহাদের কুন্যা দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং সেই কারণে তাঁহাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকারের ধারা নির্ণয় করা দুর্লভ হইয়া পড়ে। কাজেই এখানে ফারীদ আল-বুস্তানীর অনুসরণে তাঁহাদের সকলকে কতকটা কৃত্রিম উপাধি দ্বারাই পরিচিত করানো যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আল-বুস্তানী তাঁহার দা'ইরাতুল-মা'আরিফ গ্রন্থে (৩খ, ৬১) তাঁহাদের একজনের জন্য (আমাদের এখানকার তালিকার ১০ম ব্যক্তি) এই নামটিই ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কাযীগণ ৩য়-৪র্থ/৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে অধিকাংশ সময়ে বাগদাদে কর্মরত ছিলেন। L. Massignon তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (Cadis etnaqibs baghdadiens, WZKM-এ প্রকাশিত, ৫১/১-২, ১৯৪৮ খ., পৃ. ১০৮, সেখানে ইবন হাম্মাদ-এর স্থলে ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ-এর নাম পড়িতে হইবে)। তৎপূর্বে আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী তাঁহাদের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন (তা'রীখ বাগ'দাদ), ওয়াকী' (তাঁহার আখবারুল-কুদাত-এ), বিশেষ করিয়া আত-তানুখী তাঁহার আল-ফারাজ বা'দা'শ-শিন্দাঃ গ্রন্থে তদপেক্ষাও বেশী নিশ্ণওয়ারুল-মুহাদারাঃ গ্রন্থে এই পরিবারটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে, এখানে প্রধান প্রধান তথ্য-উৎসে উল্লিখিত ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ/১০ম শতাব্দীর প্রধান প্রধান নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সময়ে পরিবারটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল; এরূপ মনে হয় না; তবে তখন এই পরিবারের আর কেহ সম্ভবত আইন পেশায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই।

১। আবু-ইসমা'ঈল হাম্মাদ ইবন যায়দ ইবন দিরহাম (৯৮-১৭৯/৭১৭-৯৫) ছিলেন এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন হা'যিম ইবন যায়দ আল-জাহদামী (আযুদ)-এর এক অক্ষ গোলাম। তাঁহার দুই পুত্র জারীর ও য়াযীদ অর্থ দ্বারা তাঁহাকে আযাদ করেন (দ্র. ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, নির্ঘণ্ট)। তিনি হাদীছ' অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় অর্জিত জ্ঞান কয়েকজন হাদীছবেত্তাকে শিক্ষা দেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্র

আল-হাফী (দ্র.)। তাঁহাকে এক হিসাবে একটি নূতন মায'হাবের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে এবং কূফাতে আছ-ছাওরীর, হিজামে ইমাম মালিকের ও দামিশকে আল-আওয়ালীর যে স্থান, তাঁহাকেও সেই স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি ছিলেন তাঁহার নিজ শহর বসরার প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হইলেও তিনি সত্য সত্যই নূতন কোন মায'হাবের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কেননা তাঁহার বংশধরগণই মালিকী মায'হাবপন্থী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৭/২খ, পৃ. ৪২; (২) বালায়ুরী, ফুতুহ', পৃ. ২৮৩; (৩) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ৫০২-৩, ৫২৫; (৪) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৫) মাস'উদী, মুরুজ, ৬খ, ২৯৪-শাখা ২৫০০; (৬) ইবন বাত্তা Laoust, নির্ঘণ্ট; (৭) ইবনুল-জাযারী, কুর'রা', ১খ, ২৫৮; (৮) মাকদিসী, creation (সৃষ্টি), ২খ, ৫২, ১৪৫; (৯) আবু নু'আয়ম, হিলয়াতুল-আওলিয়া', ৬খ, ২৫৭-৬৭; (১০) 'ইয়াদ, তারতীবুল-মাদারিক, নির্ঘণ্ট; (১১) নাওয়াবী, তাহযীবুল-আসমা', পৃ. ২১৭-৮; (১২) যাহাবী, তায'কিরাতুল-ছ'ফফাজ, ১খ, ২১১-২; (১৩) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ২৯২; (১৪) সাফাদী, নাকতুল-হিম্যান, পৃ. ১৪৭; (১৫) Massignon, Lexique technique, পৃ. ১৬৮, ১৯৭, ২৪৩।

২। আবু য়াকূ'ব ইসহাক ইবন ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ (১৭৬-২৩০/৭৯২-৮৪৫), পূর্ববর্তী জনের পৌত্র। তিনি খলীফা আল-মা'মুনের রাজত্বকালে ২১৫/৮৩০ সালে মিসরের মাজালিমের এবং পরে খলীফা আল-মু'তাসিমের রাজত্বকালে বসরাতে মাজালিমের দায়িত্বে ছিলেন (দ্র. 'ইয়াদ, মাদারিক, ২খ, ৫৫৮-৯; ইবন তাগরীবির্দী, নুজুম, ২খ, ২১২)।

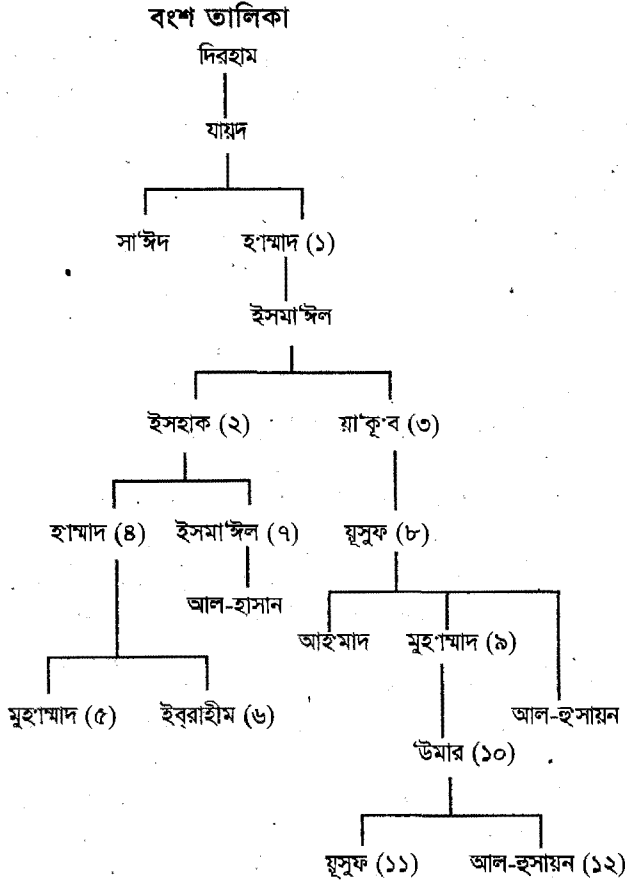
৩। আবু য়ুসুফ য়াকূ'ব ইবন ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ (মৃ. ২৪৬/৮৬০), ইসহাকের ভ্রাতা, পরিবারের মধ্যে তিনিই প্রথম কাযী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মদীনায় চাকুরীর পর তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে থাকাকালে প্রায়শ তিনি খলীফা আল-মু'তাসিমের দরবারে গমন করিতেন এবং হাদীছ' বর্ণনা করিতেন। পরবর্তী কালে খলীফা আল-মুতাওয়ালিল তাঁহাকে দ্বিতীয়বারের মত মদীনার কাযী নিযুক্ত করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে ফার্স-এ বদলি করা হয়, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। দ্র. (১) আত-তানুখী, নিশ্ণওয়ার, ৭খ, ১৬-১৮; (২) 'ইয়াদ, মাদারিক, ২খ ৫৬০।

৪। আবু ইসমা'ঈল হাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইসমা'ঈল (১৯৯-২৬৭/৮১৫-৮১), সাধারণ অর্থে তাঁহাকে বাগ'দাদের কাযী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে (খাতীব বাগ'দাদী, ৮খ, ১৫৯)। তবে সন্দেহ নাই যে, তাঁহার সঠিক বিচার এলাকা ছিল আল-মানসূরের গোলাকার শহর (Massignon-এর মতে ২৫১/৮৬৫ সালে, দ্র. Cadis, পৃ. ১০৮)। খলীফা আল-মুওয়াফফাক-এর তিনি অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইল কিতাবুল-মুহাদানা ও একটি র'বাদ 'আলা'শ-শাফি'ঈ (আত-তানুখী, নিশ্ণওয়ার, ৬খ, ২১, ৭খ, ৫১; 'ইয়াদ, মাদারিক, ৩খ, ১৮১-২)।

৫। মুহাম্মাদ ইবন হাম্মাদ ইবন ইসহাক (মৃ. ২৭৬/৮৮৯), ইনি খলীফা আল-মুওয়াফফাক কর্তৃক বসরার কা'দী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (ওয়াকী', ২খ, ১৯১-২)।

৬। আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন হাম্মাদ (২৪০-৩২৩/৮৫৪-৯৩৫), ইনি প্রধানত একজন হাদীছ'বেত্তা। ভ্রাতার মৃত্যুর পরেও তিনি দীর্ঘকাল

জীবিত ছিলেন। আল-খাতীব আল-বাগ'দাদীর মতে (৬খ, ৬১-২) তিনি কাদীও ছিলেন, কিন্তু কোন বৎসর বা কোন শহরে তাহা জানা যায় না। তবে তিনি বাগ'দাদে ইনতিকাল করেন (আস'-সুলী, আখ্বাবুর'-রাদী ইত্যাদি, অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬ খ., পৃ. ১০৭; আরও দ্র. ইবন ফারহুন, দীবাজ, পৃ. ৮৫; ইবন তাগ'রীবিরদী, নুজুম, ৩খ, ২৪৯)।



৭। আবু ইসহাক ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক ইবন ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ (দ্র. Suppl আল-আযদী)। তাঁহার পুত্র আবু আলী আল-হাসান উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং একজন আদীব ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. আত-তানুখী, নিশ্ণওয়ার, ৬খ, ৩২৬; খাতীব বাগ'দাদী, ৭খ, ২৮৪।

৮। আবু মুহাম্মাদ যুসুফ ইবন য়াকুব ইবন ইসমা'ঈল ইবন হাম্মাদ (২০৮-৯৭/৮-২৩-৯১০), ইনি ছিলেন এই বংশের অপর শাখার প্রথম সদস্য যিনি প্রথম বাগ'দাদের কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি আল-মুওয়াফফাক-এর হিসবাব (২৭১/৮৮৪-৫) ও নাফাকাতের দায়িত্ব লাভ করেন। আল-মুওয়াফফাক, মুহাম্মাদ ইবন হাম্মাদ-এর মৃত্যুর পরে (৫ নং) তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে যুসুফ ইবন য়াকুবকে নিযুক্ত করেন। তিনি ২৭৬/৮৮৩ হইতে ২৯৬/৯০৯ সাল পর্যন্ত নামেমাত্র বসরা ওয়াসিত ও দাজলা জেলাসমূহের কাযী ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন একজন সহযোগী কাদী। কারণ তিনি তখন বাগ'দাদে বাস করিতেন, সেখানে ২৭৭ হি. মাজালিমের কর্তৃত্ব তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক (নং ৭)-এর মৃত্যুর পরে তাহাকে পূর্ব বাগ'দাদের কাদী পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি এই দায়িত্বকে বসরার সঙ্গে একত্রে মিলাইয়া লন এবং ২৮৯/৯০২ সাল হইতে রাজধানীর দায়িত্বে নিজ পুত্র মুহাম্মাদকে না'ইব (নায়েব) হিসাবে রাখেন। ২৯৬/৯০৮ সালে শেষোক্ত ইবনুল-মু'তায়্য (দ্র.)-কে সমর্থন করিলে পিতাকে চাকুরীচ্যুত করা হয় এবং দীর্ঘ জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি অবসর যাপন করেন। চাচাতো ভাই ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক (নং ৭) কর্তৃক বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীছ তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) ফাদাইল আযওয়াজিন-নাবিয়্যি (স), কিতাবুর'-সিয়াম ওয়া'দ-দু'আ ওয়া'য-যাকাত ও শু'বা ইবনুল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর একটি মুসনাদ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ওয়াকী', ২খ, ১৮২; (২) আত-তানুখী, নিশ্ণওয়ার, ৫খ, ৬, ৭, ৮, নির্যুটসমূহ; (৩) ইয়াদ, মাদারিক, ৩খ, ১৮২-৭; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২২৭; (৫) ইবন তাগ'রী বিরদী, নুজুম, ৩খ, ১৭১।

৯। আবু উমার মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন য়াকুব (২৪৩-৩২০/৮৫৭-৯৩২), ইনি ছিলেন এই বংশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁহার কন্যা হইতেই সেই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সঙ্গে তিনি রাজধানী বাগ'দাদ যান এবং ২৮৪/৮৯৭ হইতে ২৯২/৯০৫ সাল পর্যন্ত খালীফা আল-মানসুর-এর গোলাকার শহরের কাদী পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ২৯২ হি. হইতে ২৯৬ হি. পর্যন্ত আশ-শারকিয়্যার কাদী ছিলেন। ইবনুল-মু'তায়্য-এর ঘটনার পরে তিনি চাকুরীচ্যুত হন এবং কয়েক বৎসর অবসরে থাকেন, কিন্তু ৩০১/৯১৪ সালে পুনরায় পূর্ব বাগ'দাদ ও আশ-শারকিয়্যার কাদী হন। ৩১৭/৯২৯ সালে তিনি সমগ্র রাজধানীর উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং কাদী'ল-কুদাত উপাধি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন। খলীফা আল-মুকাতারির-এর রাজত্বকালে আবু উমার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করিয়া তিনিই ৩০৯/৯২২ সালে আল-হাল্লাজ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে একটি ফাতওয়া জারী করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাকে তিনিই দোষী সাব্যস্ত করেন। L. Massignon তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন এবং এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি কর্তৃপক্ষের মাত্রাতিরিক্তভাবে অনুগত ছিলেন। বর্ণনাটি এইরূপ, "একজন সমঝদার সভাসদ, তাঁহার আদব-কায়দার রীতি অসাধারণ যাহা সকল সময়ের জন্য কিংবদন্তীস্বরূপ হইয়া থাকিবে। সুগন্ধি ব্যবহারের প্রতি তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ, নৈরাশ্যজনক একাকিত্বের সঙ্গে তিনি স্ববিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন। হাদীছ ও কিয়াসের বিষয়ে তাঁহার মালিকী রীতি-পদ্ধতির যে সূক্ষ্ম অসম্পূর্ণতা উহার পরিপূরণের জন্য তিনি আইনের পদ্ধতিগত ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। অবশেষে সাফল্য অর্জনের জন্য তিনি অবশ্যই অত্যন্ত গর্বিত বোধ করিয়া থাকিবেন। কেননা উল্লিখিত বিষয়টির ন্যায় কষ্টকর একটি বিষয়ের অর্পূর্ব সমাধানের মাধ্যমে তিনি 'উভয় কূল রক্ষা' করিতে পারিয়াছিলেন (Le Cas de Hallaj, Opera Minora-তে, ২খ, ১৮১)। একটি বিষয় সুবিদিত যে, কা'বার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার বিষয়ে আল-হাল্লাজ প্রদত্ত ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সে বিতর্কিত বিষয়টির কারণে তিনি কা'বা ঘর ধ্বংস করিবার মানসে আগত কারমাতীয় আক্রমণকারীদের সমশ্রেণীর বলিয়া বিরচিত হইয়াছিলেন" (ঐ, পৃ. ১৭৮)।

৩১০ হি. উযীর পদে নিযুক্তির জন্য তাঁহার নাম প্রস্তাব করা হয় এবং ৩১৭ হি. আল-মুক্তাদির যখন সিংহাসন ত্যাগ করিতে সম্মত হন তখন তিনি কিছুকাল উযীর পদের সাময়িক দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। সিংহাসন ত্যাগের দলীলপত্র তিনি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) 'আরীব, নির্ঘণ্ট; (৩) Suli (সুলী)-Canard, পৃ. ৪০, ১০৩, ১০৭, ১৫০; (৪) মাস'উদী, মুরূজ, ৮খ, ২১৭-৯, ২৫৬, ২৮৪, শাখা ৩৩৬১-২, ৩৩৯৪, ৩৪৩৭; (৫) 'ঐ লেখক, তানবীহ, সম্পা. সাবী, পৃ. ৩২২, ৩২৯; (৬) আত- তানূখী, নিশওয়ান, ৩খ, নির্ঘণ্ট. ৫খ, ২০৮-১১ ও নির্ঘণ্ট, ৬ ও ৭খ, নির্ঘণ্ট, ৮খ, ১০৬, ১৮৬-৮; (৭) খাতীব বাগ'দাদী, ৩খ, ৪০১-৪; (৮) ইবন তাগরীবিরদী, নুজুম, ৩খ, ২৩৫; (৯) ইবনুল - 'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২৮৬-৭; (১০) ইবনুল - জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ২২২; (১১) Massignon, Passion, নির্ঘণ্ট; (১২) Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

১০। আবুল-হ'সায়ন 'উমার ইবন মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৩২৮/৯৪০), ৩১১/৯২৩ সাল হইতে তিনি তাঁহার পিতার না'ইব্রুপে পূর্ব বাগ'দাদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে কাদিল-কুদাত পদে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন (৩২০-৮ হি.)। আর-রাদীর দরবারে তিনি উযীর ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুতে আর-রাদী ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি উযীর হিসাবে অসংখ্য রাজনৈতিক কার্যাদির ব্যাপারে দৌত্য কার্য করেন। ৩২৩/৯৩৫ সালে তিনি ইবন শান্নাবুদ (দ্র.)-এর মামলাতে অংশগ্রহণ করেন, যদিও সেই বিশেষ আদালতে তিনি সভাপতিত্ব করেন নাই। আস-সুলী তাঁহার শিক্ষক ছিলেন, তিনি তাঁহার বিষয়ে একটি প্রশস্তিসূচক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেখানে তিনি তাঁহার মৃত্যু তারিখ দিয়াছিলেন ১৬ শা'বান, ৩২৮/২৭ মে, ৯৪০ (দ্র. অনু. Canard, পৃ. ২১৯)। ফারা'ইদ, হ'াদীছ', অভিধান সঙ্কলন, ব্যাকরণ ও কাব্য বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া জানা যায়। একখানি মুসনাদ, একখানি কিতাব গারীবিল-হ'াদীছ' ও একখানি কিতাবুল-ফারাজ বা'দা'শ-শিদ্দাঃ; শেষোক্তটি ছিল এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রথম।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Suli-Canard, নির্ঘণ্ট; (২) মিসকাওয়ান, স্থা; (৩) আত-তানূখী, নিশওয়ান, ৩, ৬ ও ৭ খ., নির্ঘণ্ট; (৪) খাতীব বাগ'দাদী, ৭খ, ২৮৪; (৫) যাকুত, উদাবা', ১৬খ, ৬৭-৭০; (৬) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ৩০৭; (৭) সুযুতী, বুগয়া, পৃ. ৩৬৪-৫।

১১। আবুল-নাস'র যুসুফ ইবন 'উমার (৩০৫-৫৬/৯১৮-৬৭), প্রথমে তিনি পিতার প্রতিনিধিরূপে ক'দীর দায়িত্ব পালন করিতেন। সর্বপ্রথমে তিনি ২৫ মুহ'াররাম, ৩২৭/২২ নভেম্বর, ৯২৮ তারিখে পূর্ব বাগ'দাদের আর-রুসাফা মসজিদে ক'দীরূপে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণকে বিস্মিত করিয়া দেন। গন্নিম বাগ'দাদের ক'দীরূপে ৩২৮/৯৪০ সালের ১৬ রাবী' (১), ৩২৯/১৯ ডিসেম্বর, ৯৪০ তারিখে তিনিই আর-রাদীকে অমান্য করিয়া জানাযার সালাতে ইমামত করিয়াছিলেন। আল-মুত্তাকী খালীফা হইয়া তাঁহাকে ক্ষমতাসীন রাখেন, অতঃপর পদচ্যুত করেন এবং পুনরায় ২৪ শা'বান, ৩২৯/২৪ মে, ৯৪১ তারিখে পূর্ব পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেই ঘটনাক্রম ঠিক পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। তবে সন্দেহ নাই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় তিনি পদচ্যুত হন এবং অতঃপর ইসফাহানে রওয়ানা হইয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি

যাযদের ক'দী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি জাহিরী চিন্তাধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Suli-Canard, পৃ. ১৭৭, ২২০; (২) আত-তানূখী, নিশওয়ান, ৪খ, ২৩-৫ ও নির্ঘণ্ট, ৫খ, ২৬১, ৬খ, ১৪, ৭খ, ১৬-১৮; (৩) খাতীব বাগ'দাদী, ১৪খ, ৩২২-৪; (৪) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ৩০০, ৭খ, ৪২।

১২। আবুল-মুহ'াম্মাদ আল-হ'সায়ন ইবন 'উমার (মৃ. ৩৬০/৯৭১ সালের পরে), তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে একযোগে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৩২৮ হি. পূর্ব বাগ'দাদের দায়িত্ব লাভ করেন। পর বৎসর তিনি আবুল-নাস'র-এর দায়িত্বও নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সকল দায়িত্ব তিনি দীর্ঘকাল যাবত রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা অতঃপর তাঁহার বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Suli-Canard, পৃ. ২২৭; (২) আত-তানূখী, নিশওয়ান, ৪খ, ২০৩-৪, ৬খ, ৭৪; ৭খ, ১৭-১৮।

এই বিখ্যাত পরিবারটির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ অবগত হওয়া যাইবে। একদিকে শাসকবর্গের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক এবং অপরদিকে সমসাময়িক বানু আবিশ-শাওয়ান-এর সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তাহা ব্যাপকভাবে পঠন-পাঠনের দাবি রাখে।

Ch. Pellat (E.I.² Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইবন দিরহাম, জা'দ (جعده بن درهم) : ধর্মদ্রোহীরূপে খ্যাত, জনগণতভাবে একজন খুরাসানবাসী, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই দামিশ্কে অতিবাহিত করেন। হিশাম ইবন 'আবদিল-মালিকের (দ্র.) আদেশে খালিদুল-কাসরী (দ্র.) কর্তৃক কারারুদ্ধ এবং পরে কোন এক কুরবানীর দিনে মেঘ কুরবানীর পরিবর্তে তাঁহাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহার স্থান ও তারিখ সম্বন্ধে বিদ্যমান সূত্রগুলি বিভিন্ন। কোন সূত্রে কুফা, অন্য সূত্রে ওয়াসিত, কোন সূত্রে ১২৪/৭৪২, তিন সূত্রে ১২৫/৭৪৩ সনে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। 'আকা'ইদ সম্পর্কে জা'দ ইবন দিরহাম-এর অবস্থা সম্পর্কে অল্প তথ্যই জানা যায়। যাহা হউক, ইহা পরিষ্কার যে, মারওয়ান বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারণা ও 'আকা'ইদ সম্পর্কীয় যে প্রচার মু'তামিলীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল তাহাই,...আদ-দারিমী হইতে ইবন তায়মিয়্যার সময় পর্যন্ত পাঁচ শতাব্দীব্যাপী তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের আংশিক কারণ ছিল। অভিযোগগুলি যথা (১) কুরআন সৃষ্ট, (২) মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী (অভিযোগ করা হয় যে, ইবন দিরহামই এই দুই মু'তামিলী মতবাদের প্রচারে অগ্রণী ছিলেন এবং মারওয়ান ইবন মুহ'াম্মাদকে এই ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন) এবং আলাহ'র সিফাত-এর অস্বীকৃতি (تعطيل), যে অভিযোগে মু'তামিলীগণও অভিযুক্ত হইত। তাঁহাকে 'দাহরী' বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং ফিহরিস্তের 'যিন্দীক'-দের তালিকায় তিনি প্রসিদ্ধ। আল-মুতাহহার আল-মাকদিসী কর্তৃক উদ্ধৃত কতিপয় শ্লোক অনুসারে জা'দ-এর অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মিথ্যাবাদী (نعوز بالله) বলে এবং পুনরুত্থান (بعث)-কে অস্বীকার করে। তিনি জাহম ইবন সাফওয়ান (দ্র.)-এর সহিতও যুক্ত ছিলেন (জাহম কিন্তু 'স্বাধীন ইচ্ছা'-র প্রবক্তা ছিলেন না)। এই বিবরণগুলির অধিকাংশের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করিয়া (মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার) উল্লেখ করা

প্রয়োজন যে, জা'দ ইবন দিরহাম-এর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে যথাঃ (১) তা'বারীর তা'রীখ, (২) আল-খায়্যাত-এর কিতাবু'ল-ইত্তিসার, (৩) আল-আশ'আরীর মাকালাতু'ল-ইসলামিয়ায় ও (৪) ইবন বাতার আশ-শারহু ওয়া'ল-ইবানাঃ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু একটি প্রচলিত শ্লোকগাথা প্রণেতা হিসাবে (Annales, I, 1396, Sub anno 102)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বর্তমানে জ্ঞাত সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক সূত্র, 'উছ'মানু'দ-দারিমী (মু. ২৮২/৮৯৫)-র কিতাবু'র-রাহি 'আলা'ল-জাহমিয়া, সম্পা. G. Vitestam, Leiden ১৯৬০ খ., পৃ. ৪, ছত্র ৭-১৬, বর্ণনাকারী পরম্পরার (Chain) বরাতে ইহাতে রহিয়াছে ইবন দিরহামের 'আকা'ইদ ও মৃত্যু সম্পর্কীয় বর্ণনা যাহার পরবর্তী মূলাংশ ফিহুরিস্ত-এ অনেক রচনায় পুনরুক্ত হইয়াছে; (২) দ্র. G. Vajda-এর বিস্তারিত বর্ণনা, Les zindiqs en pays d'Islam, in RSO, xvii (১৯৩৭ খ.), ১৭৯ [৭], ১৮১ [৯]; (৩) আরও দ্র. S. Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehre, বার্লিন ১৯৩৬ খ., ১২৪, নং ৩; (৪) A. S. Tritton, Muslim Theology, লণ্ডন ১৯৪৭ খ., ৫৪ পৃ.; (৫) যিরিকলী, আ'লাম, ২খ, ১১৪; (৬) J. Bouman, Le Conflit autour du Coran,Amsterdam ১৯৫৯ খ., ৩-৪; (৭) H. Laoust, Les schismes dans L'Islam, Paris 1965, 48; (৮) U. M. Frank, in Le Museon, Lxxviii (1965), 396, n. 5-6; (৯) M. Allard, Le Probleme des attributs divins dans la doctrine d'al-Asari, বৈরুত ১৯৬৬ খ., ১৫৪, নং ১।

G. Vajda (E.I.2)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন দিহ্বা (ابن دحية - দাহ্বা) : 'উমার ইবনু'ল-হাসান আল-কালবী, ইবনু'জ-জুমায়িল নামেও পরিচিত, আন্দালুসীয় কবি, ভাষা বিজ্ঞানী ও হাদীছ-বিদ, জ. সম্ভবত Valencia-তে ষষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (জন্মের বৎসর বিভিন্নভাবে বর্ণিত, যথাঃ সন ৫৪৪, ৫৪৬, ৫৪৭ অথবা ৫৪৮)। তাঁহার কুন্যা ছিল আবু'ল-ফাদল, কিন্তু তিনি নিজের জন্য 'আবু'ল-খাত্তাব কুন্যা পসন্দ করিতেন এবং এই কুন্যায় তাঁহাকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হইত। কোন কোন সূত্রে তাঁহার উপাধি মাজ্দু'দ-দীন। কিন্তু তিনি নিজের জন্য যু'ন-নাসাবায়ন (النسب) অর্থাৎ দুইটি বিশিষ্ট বংশ পরিচয়ের অধিকারী) ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তিনি দাবি করেন, তিনি পিতৃসূত্রে দিহ্বা ইবন খালীফা (দ্র.) হইতে এবং মাতৃসূত্রে আল-হুসায়ন ইবন 'আলী (রা) ইবন আবী তালিব হইতে উদ্ভূত।

তিনি কিশোর বয়স হইতেই জ্ঞান, বিশেষত ভাষাবিজ্ঞান ও হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ শুরু করিয়াছিলেন, আন্দালুস ও মাগ'রিবের অনেক শহর পরিদর্শন এবং প্রখ্যাত শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, যাহাদের মধ্যে ছিলেন আন্দালুসিয়ায় ইবন বাশকুওয়াল, ইবন খায়র, ইবন মাদা' (দ্র.)। তিনি দুইবার দেনিয়ার কাদীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। একটি নৃশংস রায় দানের ফলে প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াই তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উত্তর আফ্রিকায় কিছুকাল বসবাস করিবার পর (তিউনিসে ৫৯৫/১১৯৮ সনে সাহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যা করিতেন) তিনি হাজ্জে গমনের পথে মিসরে অবস্থান করেন; পরবর্তীতে তথায় তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য

ভ্রমণ করেন। হাদীছ' সম্বন্ধে একান্ত আধ্বহের জন্য এবং হাদীছের প্রখ্যাত 'আলিমবর্গের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি সুদূর নিশাপুর (নীসাবুর) পর্যন্ত গমন করেন। ৬০৪/১২০৭ সনে তিনি যখন 'আরবে অবস্থান করিতেছিলেন, যেখানে বিস্তর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে রাসুল্লাহ (স)-এর জন্মোৎসব পালন করা হইতেছিল, তখন এই উপলক্ষে তিনি "কিতাবু'ত-তান্বীর ফী মাওলিদিস-সিরাযি'ম-মুনীর" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যাহার সমাপ্তিতে ছিল আমীর মুজাফফারু'দ-দীন আল- মালিকু'ল-মু'আজ্জাম-এর প্রশংসায় একটি দীর্ঘ কবিতা। আমীর তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার দীনার প্রদান করেন। মিসরে ফিরিয়া আসিলে আয়ুবী শাসক আল-মালিকু'ল-'আদিল তাঁহাকে নিজ পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। পুত্র যখন "আল-মালিকু'ল-কামিল" উপাধি লইয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন তখন তিনি 'দারু'ল-হাদীছ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইবন দিহ্বাকে উহার পরিচালক নিযুক্ত করেন। কিন্তু জীবনের শেষের (মু. ৬৩৩/১২৩৫) দিকে তিনি সুলতান কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা আবু 'উছ'মান তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। ভ্রাতার মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু (৬৩৪/১২৩৭) ঘটে।

ইবন দিহ্বার চরিত্র ও কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সমকালীন রায় পরস্পর বিরোধিতাপূর্ণ। আন্দালুসীয়গণ সাধারণভাবে তাঁহার গভীর জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, অথচ প্রাচ্যের সমালোচকগণ তাঁহাকে ভণ্ড মনে করেন। কারণ তিনি একটি সুবিখ্যাত বংশে জন্মের মিথ্যা দাবি করিয়াছিলেন (ইবন খাল্লিকান বর্ণনা করেন যে, 'মুজাফফারু'দ-দীনের প্রতি উৎসর্গীকৃত কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে ইবন মাযাতী কর্তৃক রচিত) অথবা মিথ্যা কথার অপবাদ দেওয়া হয়। (বিভিন্ন সূত্র ইহাকে তাঁহার দারু'ল-হাদীছ 'আল-কামিলিয়া' হইতে বিভাঙিত হওয়ার কারণ মনে করে)। তাঁহার বিভিন্ন প্রকারের বিশিষ্ট সাহিত্য কর্মের নাম জানা যায়, যেগুলির অধিকাংশই টিকিয়া নাই। যে গ্রন্থটির জন্য বিশেষ খ্যাতি উহা "আল-মুতরিব ফী আশ'আরি আহলিল-মাগরিব" যাহা পাশ্চাত্যের আরবী কবিতার একটি বিরাট সংকলন, মিসরে সংকলিত এবং যাহা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আল-মালিকু'ল-কামিলকে উৎসর্গীকৃত। সাম্প্রতিক কালে সেই গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যমান অবশিষ্ট সাহিত্যকর্ম এখনও অপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, ১খ, ৩১০-২, SI., ৫৪৪-৫, ব্যতীত দ্র. (২) এম. গা'যী, ইবন দিহ্বাঃ ফি'ল-মুতরিব, in RIEM, (১৯৫৩ খ.), ১খ, ১৬১-৭৪, Sp. tr., ibid., ১৭২-৯০ এবং মুতরিবের মিসরীয় সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকা যাহা (৩) আল-ইব্যারী, এইচ 'আবদু'ল-মাজীদ ও এ. আহ'মাদ বাদাবী কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো ১৯৫৪ খ.; (৪) একই গ্রন্থের অন্য সংস্করণ এ বৎসরই খার্তুম-এ মুসত'ফা 'আওয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

F. De La Granja (E.I.2)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন দীনার (দ্র. 'ঈসা ইবন দীনার; মালিক ইবন দীনার; মুহাম্মাদ ইবন দীনার; য়ায়ীদ ইবন দীনার)।

ইবন দুক্‌মাক (ابن دقماك) : সারিমু'দ-দীন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আয়দামুর আল-'আলা'ঈ আল-মিসরী (ভূকী' শব্দ তাক্‌মাক 'হাতুড়ি' হইতে নামটির উৎপত্তি, দ্র. হাজ্জী খালীফাঃ, সম্পা. Flugel, ২খ, ১০২), ৭৫০/১৩৪৯ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। একজন অভ্যুৎসাহী হানাফী ছিলেন এবং হানাফীগণের ত'বাক'াত, নাজমু'জ-জুমায়িল

সম্পর্কে তিন খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার প্রথম খণ্ডটি ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে লিখিত (হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৩৬; ৬খ, ৩১৭); আশ-শাফিঈ সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্যের কারণে বেদ্রদ লাভ করেন এবং কারারুদ্ধ হন। তাঁহার লিখিত ৭৭৯ হিজরী সন পর্যন্ত সময়কার মিসরের ইতিহাস ১২ খণ্ডে বিভক্ত নুযহাতুল-আনাম গ্রন্থখানি অতিশয় গুরুত্বের অধিকারী (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১০২, ৬খ, ৩২৩)। সুলতান আল-মালিক আজ-জাহির বারকুকের নির্দেশে তিনি ৮০৫ হিজরী সন পর্যন্ত সময়কার মিসরের শাসকগণের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি এই সুলতানের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসও রচনা করেন, উহার নামকরণ করেন 'ইকদু'ল-জাওয়াহির ফী সীরাতিল-মালিক আজ-জাহির বারকুক কিন্তু সংক্ষেপে যানবু'উ'ল-মাজাহির নামে অভিহিত (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১০২, ৪খ, ২৩০, ৬খ, ৫১৪)। হাজ্জী খালীফার মতে তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থসমূহ আল-আয়নী ও আল-আসকালানী প্রভুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন (১খ, ৪৪২, ২খ, ১১৮)। ইসলামের দশটি নগরী সম্পর্কে তিনি কিতাবুল-ইনতিসার লি-ওয়াসিতাত 'ইকদু'ল-আমসার নামে একখানি সুবহুৎ গ্রন্থ রচনা করেন। উহা একটি খণ্ড একেকটি নগরী সম্পর্কে রচিত। তন্মধ্যে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া সম্পর্কে রচিত ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডদ্বয় কায়রোতে সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং Vollers কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৩১৪/১৮৯৩)। Vollers-এর মতে (পৃ. ৫) তিনি আল-মাকরীযী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রামাণ্য গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন। শেষোক্ত জন কিছুদিনের জন্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই বলিয়া অনুমিত হয়। ইবন দুকমাক সূফী জীবন-চরিত সম্পর্কে আল-কুনুযুল-মাখফিয়া ফী তা'রীখিস-সূফিয়া নামক গ্রন্থ (Vollers, ৪), সেনাবাহিনী সংগঠন সম্পর্কে তারজুমামু'য-যামান নামক গ্রন্থ (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ২৭৭) এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ফারা 'ইদু'ল-ফাওয়া'ইদ নামক গ্রন্থও (পূর্বোক্ত, ৪খ, ৩৯২) রচনা করেন। আস-সুযুতীর মতানুসারে (হেসনুল-মুহাদারা ফী আখবার মিসর ওয়া'ল-কাহিরা, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১খ, ২৬৬) তিনি ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ৭৯০/১৩৮৮ সালে ইনতিকাল করেন। হাজ্জী খালীফাও (১খ, ৪৪৭, ২খ, ১০২, ২৭৭) একই মত পোষণ করেন। কিন্তু যেভাবেই হউক, তিনি ৭৯৩ হিজরী সনেও জীবিত ছিলেন (দ্র. Vollers, Introduction) এবং হাজ্জী খালীফা অন্য এক স্থানে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৮০৯/১৪০৬ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২খ, ১৪৯, ৪খ, ২৩০, ৩৯২, ৬খ, ৩২৩, ৩৫৭, ৫১৪), ইবনুল-ইমাদও একইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wustefeld, Die Geschichtschreiber der Araber, নং ৪৫৭; (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারা'য-শাহাব, ৭খ, ৮০ পৃ.; (৩) Vollers, Description de l'Egypte Par Ibn Doukmak (Bibliothèque Khediviale), কায়রো ১৮৯৩ খৃ.; (৪) Brockelmann, SII, ৫০ পৃ.।

J. Pedersen (E.I.²) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইবন দুরায়দ (ابن دريد) : আবু বাকর মুহাম্মদ আল-হাসান ইবন 'আতাহিয়া আল-যায়দী (দুরায়দ নামের জন্য দ্র. হামাসা, সম্পা. Freytag, পৃ. ৩৭৭)। একজন আরব ভাষাতত্ত্ববিদ ও অভিধান প্রণেতা। তিনি ২২৩/৮৩৭ সালে কোন এক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পদশালী রাষ্ট্রসের

পুত্ররূপে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'উমানের আয়দ (দ্র.) গোত্রের অন্তর্গত একজন খাঁটি 'আরব ছিলেন এবং তাঁহার বংশ বিবরণ পশ্চাদিকে কাহতানের সঙ্গে মিলিত হয় (তা'রীখ বাগদাদ, ২খ, ১৯৫)। তিনি তাঁহার পিতৃব্য আল-হু'সায়ন ইবন দুরায়দের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। আল-হু'সায়ন তাঁহার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ আবু 'উছ-মান আল-উশনানদানী (মু. ২৮৮ হি.)-কে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। একবার নদীপথে যাত্রার সময় তিনি তাঁহার গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে ব্যাখ্যাসহ কয়েক শত জটিল শ্লোক শিখিয়াছিলেন। পরপর্তী কালে ইবন দুরায়দ এইগুলি তাঁহার ছাত্রদের নিকট বর্ণনা করেন। এইগুলি আল-উশনানদানীর 'কিতাবু মা'আনি'শ-শি'র' (১৯২২ সালে দামিшке মুদ্রিত) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও ইহাকে ইবন দুরায়দ-এর স্বীয় রচনা বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে (ইবন খায়র, ফাহরাসা, ৩৬৬)। ইবন দুরায়দ, আবু হা'তিম আস-সিজিস্তানী (মু. ২৫৫ হি.), আর-রিয়াশী (মু. ২৫৭ হি.), ইবন আখিল-আসমা'ঈ ও অন্যান্য বসরাপন্থীর নিকটেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যান্জদের যুদ্ধের সময় ইবন দুরায়দ তাঁহার পিতৃব্যের সঙ্গে শাওওয়াল ২৫৭/৮৭০-৭১ সালে বসরা লুণ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেখান হইতে চলিয়া যান এবং 'উমানে গমন করেন। তিনি সেখানে বার বৎসর অবস্থান করেন। পরবর্তী দশকে তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় (দ্র. যাকূত, 'উদাবা', ৬খ, ৪৯২)। তিনি 'উমানের শাসক বানু 'উমারা-র আস-সালত ইবন মালিক আল-ইবাদীর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছেন (তাঁহার শাসন কাল ২৩৭-২৭৩ হি., দ্র. Zambaur, 125)। ইবন দুরায়দ তাঁহার একটি কবিতায় (দীওয়ান, পৃ. ১০১ প.) আস-সালাতের উত্তরাধিকারী রাশীদ ইবনু'ন-নাদুরকে (শাসনকাল ২৭৩-২৭৭ হি.; Zambaur, 125) কবির গোত্রীয়দের শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পারস্য উপসাগরের দ্বীপসমূহে তাঁহার ভ্রমণের কথাও শোনা যায়। তাঁহার ছাত্র আবুল-আব্বাস ইসমা'ঈল ইবন 'আবদিলাহ ইবন মীকাল (২৭০-৩৬২ হি.; দ্র. যাকূত, 'উদাবা' ১খ, ৩৪৩-৬), আল-হাকিম ইবনুল-বায়ি' (তা'রীখ নীসাবুর-এর চিঠি হইতে উদ্ধৃত, যাকূত ও সানামীর (দ্র. যাকূত, ৬খ, ৪৯০) দেয় তথ্য দ্বারা তাঁহার জীবনের পরবর্তী বৎসরগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়। ইসমা'ঈলের পিতা খালীফা আল-মুকতাদির (শাসনকাল ২৯৫-৩২০ হি.) কর্তৃক আল-আহওয়য়া ও ফারসের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইবন দুরায়দকে আমন্ত্রণ জানান। এই সময় ইবন দুরায়দ তাঁহার পুত্রের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ইরাকে বসবাস করিতেছিলেন (দ্র. তাঁহার মাক-সূ'রা, শ্লোক নং ৯৫)। ইবন দুরায়দ তাঁহার ছাত্রের জন্য তাঁহার বিখ্যাত কবিতা মাক-সূ'রা রচনা করেন। দুইজন মীকালীর প্রশংসার মাধ্যমে তিনি কবিতাটি সমাপ্ত করেন। হি. ২৯৭ সালে (দ্র. যাকূত, পৃ. ৫., ৬ খ. ৪৯০) তিনি তাঁহার ছাত্র ইসমা'ঈলকে তাঁহার 'আরবী অভিধান আল-জামহারা শ্রুতলিখনের জন্য পড়িয়া শোনান। কিছুকাল পর জ্যেষ্ঠ ইবন মীকালের মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্র ইসমা'ঈলের নীশাপুর ফিরিয়া যাওয়ার কারণে ইবন দুরায়দ ফারস ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটি অবশ্যই হি. ২৯৭ ও ৩০১ সালের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে সংঘটিত হইয়া থাকিবে। ইসমা'ঈল ফিরিয়া আসার পর তিনি খুরাসানের শাসক আহ'মাদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সামানীর প্রতি হেরাতে সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু আহ'মাদ ২৩ জুমাদা'ল-উখরা, ৩০১/২৪ জানুয়ারী, ৯১৪ সালে (Zambaur, 202) নিহত হন। ইবন দুরায়দ ইরাকে ফিরিয়া যান এবং বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন। তিনি যাহাতে তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

অব্যাহত রাখিতে পারেন, এইজন্য খলীফা আল-মুক'তাদির তাঁহাকে মাসিক ৫০ দীনার ভাতা মঞ্জুর করেন। 'আরবী ভাষা ও কাব্যে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য অনেক ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার অধিকতর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম উল্লেখযোগ্য : আবু সা'ঈদ আস-সীরাফী (২৮৪-৩৬৮ হি.), আল-মারযুবানী (২৯৭-৩৮৪ হি.), আবু'ল-ফরাজ আল-ইসফাহানী [দ্র.] (২৮৪-৩৬৫ হি.), আবু 'আলী আল-বাগ'দাদী আল-কালী [দ্র.] (২৮৮-৩৫৬ হি.) যিনি স্পেনে ইবন দুরায়দ-এর গ্রন্থাবলীকে পরিচিত করেন [দ্র. ইবন খায়র, ফাহরাসা, ৩৪৮ প., ৩৬৬, ৩৯৮, ৪০০], আল-জাজ্জাজী (মু. ৩৩৭ হি.), ইবন খালাওয়য়হ (দ্র.), আবু আহ'মাদ আল-'আসকারী (দ্র.)।

ইবন দুরায়দের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাঁহার অতীত মূল্যবান অভিধান আল-জামহারা (হায়দরাবাদ ১৩৪৪ হি.)। ইহাতে এমন কিছু বিষয় রহিয়াছে যাহা অন্যান্য অভিধানে পাওয়া যায় না। উক্ত অভিধানে ইবন দুরায়দ খালীলের কিতাবুল-'আয়নের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার শব্দগণ তাঁহাদের বিদ্যেপ্রসূত অজুহাতের সুযোগ লাভ করিয়াছে। কিন্তু শব্দের বাছাই ও বিন্যাসে তিনি তাঁহার নিজস্ব মত অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বহু সংখ্যক ধার করা শব্দ ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব ইহাদের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। 'আরবদের নামের কোন অর্থ নাই', কতিপয় 'আরবের এই উক্তি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ইবন দুরায়দ তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুল-'ইশতিকাক' রচনা করিয়াছেন (সম্পা. Wustefeld, Gottingen 1854); ইবন দুরায়দ তাঁহার এই গ্রন্থে 'আরবদের ব্যক্তিবাচক নামসমূহকে কুলজিশাঙ্গের রীতি অনুসারে বিন্যস্ত করিয়া সেই নামসমূহের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুল-'মালাহিন (কায়রো ১৩৪৭ হি.)-এ ৪০০ অনিশ্চিতার্থক শব্দ রহিয়াছে। এই সকল শব্দ মানুষ তখনই ব্যবহার করে যখন তাহাকে জোরপূর্বক শপথ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। তাঁহার রচিত কিতাবুল-'মুজতানা (সম্পা. Krenkow, হায়দরাবাদ ১৩৪২ হি.) রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার উত্তরসূরিদের মূল্যবান উক্তি সমূহের একটি রচনা সংগ্রহ। তাহা ছাড়া প্রাচীন দার্শনিকদের কিছু বচন ও স্তুতিবাদমূলক কবিতার একটি সংকলনও রহিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুল-'বিশাহ' (দ্র. J. Kraemer, in ZDMG, cx, 259-73)-এ কেবল কবিদের ডাকনাম ও উপনামই বর্ণিত হয় নাই, বরং ঐতিহাসিক ও কুলজিশাঙ্গ বিষয়ক বিষয়বস্তুও স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে (দীওয়ান, বাদরুদ্দীন আল-'আলাবী কর্তৃক সংগৃহীত, কায়রো ১৩৬০/১৯৪৬) দেখিতে পাওয়া যায়—ফিল মাকসূ'র ওয়া'ল- মামদূদ (পৃ. ২৯-৩১), একটি কা'সীদা লুগাবিয়্যা (পৃ. ৮৭-৯৭), তাবরীর উপর রচিত একটি শোকগাথা মু. ৩১০/৯২৩), (পৃ. ৩৮-৪১) ও আশ-শাফি'ঈর সম্মানে রচিত দুইটি কবিতা (পৃ. ৭৭ প. ও ১০৯)।

ইবন দুরায়দ সায়্যিদ সুলত সদ্দা গণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহসী, দয়ালু ও দানশীল। তিনি একজন সংস্কৃতবিদ ব্যক্তি ছিলেন। ভাল গ্রন্থ (দ্র. যাকু'ত, উদাবা', ৬খ., ৪৯৩), গান ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। দুইবার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ১৭ শা'বান, ৩২১/১৩ আগস্ট, ৯৩৩ সালের বুধবার দিবাভাগে ৯৮ বৎসর বয়সে বাগদাদে ইনতিকাল করেন যে দিনে মু'তামিলী নেতা আবু হাশিম আল-জুবায়'ঈ ইনতিকাল করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : বরাত নিবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও দ্র.: (১) ফিহরিস্ত, ৬১ প.; (২) মারযুবানী, মু'জামু'শ-ও'আরা', ৪৬১ প.; (৩)

তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ., ১৯৫, পৃ.; (৪) আনবারী, নুযহা, ৩২২-৬: (৫) যাকু'ত, উদাবা', ৬খ., ৪৮৩-৯৪; (৬) ইবনুল-'কিফতী, ইনবা', ৩খ., ৯২-১০০; (৭) ইবন খাল্লিকান, নং ৬৪৮; (৮) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ৫খ., ১৩২-৪; (৯) Brockelmann, I. iii Sl. 172; (১০) মুহাম্মাদ শাফী, The sons of Mikal, in the Proceedings of the Idara-i Ma'arif-i Islamia, Lahore 1933, 107-168; (১১) A. Siddiqi, Ibn Durayd and his Treatment of Loanwords, in Allahabad University Studies, vi, Arts Section (1930), 660-750; (১২) Wustefeld, Register Zu den genealogischen Tabellen, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩৭৩ প.: (১৩) আবুল ফিদা, Annales, সম্পা. Adler, ২খ., ৩৭৬ প.: (১৪) de say, Anthologie, grammaticale arabe, প্যারিস ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১৩১, ১৯৬: (১৫) মাস'উদী, মুকুজু'য-যাহাব, প্যারিস, ৮খ., ৩০৪; (১৬) আস-সুবকী, তাবাক'াত, ২খ., ১৪৫; (১৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-'জান্নাত, ৬৫৯; (১৮) আবু'ল-মাহ'সিন, ইবন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, Lugduni ১৮৬১ খৃ., পৃ. ২৫৬-২৫৮; (১৯) Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১১; (২০) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ১১১খ, ১৭৬; (২১) আস-সুয়ূতী, বুগ'য়াতুল-'উ'আত, পৃ. ৩০-৩৩; (২২) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, ২খ., ২৮৯; (২৩) খিযানাতুল-'আদাব, ১খ., ৪৯০।

J. W. Fuck (E.I.2)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ডু'এ

ইবন দুরায়দ (ابن درستويه) : বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ। জন্ম ২৫৮/৮৭১ সালে, মৃত্যু ৩৪৬/৯৫৭ সালে, বাগদাদে। কিতাবুল-'কুতাব কিতাব الفقه (ফিহরিস্ত-এ আদাবুল-'কুতাব اب الكتاب নামে উল্লিখিত) ব্যতীত তাঁহার সমস্ত রচনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমকালীন ধ্যান-ধারণার তুলনায় তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিল অগাধ ও বিস্তৃত। ইহাতে হাদীছ' অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি প্রাচীন শিক্ষক 'আব্বাস আদ-দুরী, যা'কূ'ব ইবন সুফয়ান আন-নাসাবী ও নিজের সমসাময়িক বিখ্যাত আদ-দারা কুত'নীর মত হাদীছ বিশেষজ্ঞদের বর্ণিত হাদীছ' পরবর্তী কালের লোকদের কাছে পৌছাইয়া দেন। এইসব সংকলন আল-খাতীব আল-বাগ'দাদীর সময়েও বর্তমান ছিল (৫ম/১১শ শতাব্দী)। ইবন দুরায়দ কু'রআনের একজন ভাষ্যকারও ছিলেন (তু. ফিহরিস্ত)। ভাষ্যের ক্ষেত্রে তিনি বসরার আল-আখফাশ (দ্র.) ও কু'ফার ছা'লাব (দ্র.)-এর ভাষ্যের মধ্য হইতে একটি আপোসমূলক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নিজে কিতাব মা'আনি'ল-'কু'রআন রচনা করেন। তিনি এই রচনায় আবু 'উছ'মান আল-জারমীর রচনা দ্বারা কতখানি উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তিনি আবু 'উছ'মান আল-জারমীর শিক্ষার প্রচারক (رواوى) ছিলেন। কু'রআন-এর ভাষ্যের ক্ষেত্রে ছা'লাব-এর প্রতি তাঁহার অপেক্ষাকৃত আপোসমূলক মনোভাব সন্দেহও তাঁহাকে সন্দেহাতীতভাবে বিস্তৃত ব্যাকরণের বেলায় 'বসরার পক্ষপাতী' বলিয়া গণ্য করা হইত। কথিত আছে, আল-মুফাদ্দাল ইবন সালামাকে খণ্ডন করিয়া তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থে তিনি ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতভেদসমূহের বিষয়ে ছা'লাব-এর প্রবন্ধসমূহকে

আক্রমণ করেন। এই সকল রচনার বিলুপ্তি নিতান্তই দুঃখজনক। কারণ বসরা ও কুফার পণ্ডিতদের মধ্যকার বাদানুবাদ সঙ্কটে তেমন কিছু জানা নাই। অধিকন্তু Weil (আবু'ল-বারাকাত ইবনু'ল-আনবারী, লাইডেন ১৯১৩ খৃ.)-এর সময় হইতে এই বিবাদকে সাহিত্য সঞ্চয়ী বিতর্ক বলিয়া গণ্য করিবার প্রবণতাই ছিল। এই বিতর্কালোচনার রচনাকারিগণ ছিলেন বাগ'দাদের ৪র্থ/১০ম শতকের ইবন দুরসুতাওয়ায়হর সমসাময়িক বৈয়াকরণগণ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রধানত ব্যাকরণ তত্ত্বের (কিতাবুল-হিদায়া) সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পদ্ধতি ছিল তাঁহার সময়কার বাগদাদের নব্য-বাস'রী পণ্ডিতদের ('আলী ইবন 'ঈসা আবু রুমানী, আবু 'আলী আল-ফারিসী, ইবন জিন্নী) পদ্ধতির অনুরূপ। অপরদিকে কুরআনের ভাষা সঞ্চয়ী তাঁহার লিখিত রচনাবলী ও হাদীছ সংগ্রহগুলিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী, এমনকি তিনি কুফার বৈয়াকরণদের অবদানের গুরুত্বও বিবেচনা করেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রধান রচনা হইতেছে কিতাবুল-কুতাব **كتاب الكتاب** (সম্পা. L. Cheikho, বৈরুত ১৯২৭ খৃ.)। এই পুস্তকে তিনি বিস্তারিতভাবে লিখন ও বানান পদ্ধতির উপর আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে লিখন কৌশলের সকল বাস্তব দিক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে (হামযা ও আলিফ মাক্'সূ'রা-র বিষয়, চিঠিতে তারিখ লিখন, চিঠির শুরুতেও শেষে বাধ্যতামূলক সংযোজন সূত্র ইত্যাদি)। ইহা অবশ্য সচিবদের জন্য রচিত হইয়াছিল; কারণ তাঁহারা তাঁহাদের পেশার বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়সমূহের জন্য কিছু নির্ধারিত নিয়মাবলী পাইতে চাহিতেন। অবশ্য ইহা ব্যাকরণ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা হইতে মুক্ত নহে (যেমন বানান ও শব্দ গঠনের মধ্যকার সম্পর্ক)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, ৬৪; (২) যুবায়দী, ১খ., ১২৭; (৩) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৯খ, ৪২৫; (৪) ইবনু'ল-আনবারী, ২খ., ১১৩; (৫) ইবনু'ল-জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ৩৮৮; (৬) সুযুত'নী, তাবাকাতুন-নুহাত, শিরো 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার; (৭) ঐ লেখক, বুগ'য়াঃ, পৃ. ২৭৯; (৮) এফ. বসতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ., ৫৮-৬১; (৯) H. Fleisch, Traite de philologie arabe, বৈরুত ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৯, ৩৪, ৪৯।

J.-C. Vadet (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবন দুহন আল-হিন্দী (ابن دهن الهندي) : ৩য়/৯ম শতকের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কটে বিশদ কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। ইবনু'ন-নাদীম-এর বর্ণনামতে তিনি 'আব্বাসী খিলাফাত আমলে প্রভাবশালী বারমাক বংশীয় (আল-বারমাকা) মন্ত্রিগণের উদ্যোগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বীমারিস্তান হাসপাতালের অধ্যক্ষ (সাহিবুল-বীমারিস্তান) ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ইবনু'ন-নাদীম ও ইবন বিশর তাঁহাদের আল-ফিহরিস্ত-এ ইবন দুহন কর্তৃক সংস্কৃত হইতে 'আরবীতে অনূদিত চিকিৎসাশাস্ত্রের দুইখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) **الاستانكر الجامع** বৃহৎ অষ্টাংকর ও (২) **سند ستان** চিকিৎসাশাস্ত্রে যে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। 'আব্বাসী খলীফাদের দরবারে ও রাজধানী বাগদাদে সেই সময় গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কয়েকজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে ইবন দুহনকে সরকারী হাসপাতালের প্রধান (صاحب البيمارستان) নিযুক্ত করা তাঁহার অনন্য যোগ্যতা ও প্রাতিভার স্বাক্ষর।

ইবন দুহনের জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে কোন সূত্রে কিছু উল্লেখ না থাকিলেও 'ইবন দুহন' এই নাম হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি একজন মুসলমান। কেননা ইসলামের ইতিহাসে ইবনু'দ-দাহহান (ابن الدهان) নামে দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন ব্যাকরণবিদ নাসি'হ'দ-দীন সা'ঈদ ইবনু'দ-দাহহান (মৃ. ১১৭৮ খৃ.) এবং অন্যজন বিখ্যাত গণিতবিদ আবু শুজা' মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবনি'দ-দাহহান (মৃ. ৫৯০/১১৯১)। ইবন দুহনের নামের শেষে 'আল-হিন্দী' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের দুইখানা পুস্তক সংস্কৃত ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করায় প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি 'আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। কোন অমুসলিম ভারতীয় সমসাময়িক কালে সংস্কৃত ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন ইতিহাসে ইহার কোন নজীর পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইবন দুহন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিংবা তাঁহার নাম 'ধানন' অথবা ধনপতি ছিল এইরূপ অনুমান করা সমীচীন মনে হয় না।

ইবন দুহন ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের যে পুস্তক দুইখানির অনুবাদ করিয়াছিলেন সেই মূল পুস্তকদ্বয় কিংবা অনূদিত পুস্তক দুইটির অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে খৃ. ৮ম শতকের শেষভাগে ও ৯ম শতকের প্রথমভাগে, বিশেষত খলীফা হারুন (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) ও খলীফা আল-মা'মূনের সময় (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, চরক ও সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থাবলীর যেসব 'আরবী অনুবাদ হইয়াছিল তাহারও কোন সন্ধান মিলে না। ইবনু'ন-নাদীম উল্লিখিত 'চৌদ/পনরখানা অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে শুধু শানাক (شاناق) রচিত বিষ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকার অনূদিত পাণ্ডুলিপি বার্লিন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (ক্যাটালগ নং ৬৪১১)। শানাক (Shanaq)-এর পরিচয় অজ্ঞাত, তবে ইহা 'চানক্য' শব্দের 'আরবী রূপ হইতে পারে। খালিদ আল-বারমাকীর নির্দেশে আবু হা'তিম আল-বালখী ২০০/৮১৫ সালে ইহা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। ২১০/৮২৫ সালে আল-'আব্বাস ইবন সা'ঈদ-আল-জাওহারী ইহা 'আরবীতে অনুবাদ করেন। হাজ্জী খালীফা 'কিতাবুল-স-সুমূম' নামে পুস্তিকাটির উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, ১৬৩/৭৮২ সালে খালিদ আল-বারমাকীর মৃত্যু হয়, এমতাবস্থায় শানাক-এর ফার্সী অনুবাদটির তারিখ ২০০/৮১৫ হইতে পারে না।

ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৪২১, আল-মাক্তাবাতু'তিজারিয়া, কায়রো ১৩৪৮ হি.; (২) 'আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী, নুহাতুল-খাওয়াতি'র, ১খ., পৃ. ৫১, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪৭ খৃ.; (৩) M. G. Zubaid Ahmad, The Contribution of India to Arabic Literature, p. 7, Maktabai Din-o-Dunya, Jullundur City, India 1946; (৪) এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ১খ., পৃ. ৩১, ৭খ., পৃ. ৫৬, ২য় সং. ঢাকা ১৯৫২ খৃ.; (৫) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, 'আরব ও হিন্দু কে তা'আলুকাত, পৃ. ১৩২-৩৩, হিন্দুস্তান একাডেমী, এলাহাবাদ ১৯৩০ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইবন নাকিয়া (ابن ناكيا) : তাঁহার পূর্ণ নাম 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনি'ল-ছ'সায়ন ইবন দাউদ (৪১০-৮৫/১০২০-৯২)। তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, যিনি খ্যাতি লাভ করেন তাঁহার সাহিত্য

বিষয়ক জ্ঞানের জন্য, অধুনাবিলুপ্ত একখানা গুরুত্বপূর্ণ 'দীওয়ান'-এর জন্য এবং প্রধানত তাঁহার 'মাকামাত' সংগ্রহের জন্য। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই স্থানের এক মহান্নায় তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন যেইখানে পূর্ববর্তী কালে তাহিরী শাসকগণের প্রাসাদ ও উপগৃহসমূহ অবস্থিত ছিল। তিনি খুব বেশী দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জনৈক মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাহরাযুরী। তাঁহার চরিত্রে অদ্ভুত বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ ছিল। একদিকে চরম ধর্মভক্তি, আবার অন্যদিকে অতিরিক্ত অমিতাচার। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তিনি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসকে এই পর্যায়ে লইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করারই নামান্তর। তিনি নাজাত (মুক্তি) পাইবেন কিনা এই সন্দেহও পোষণ করা হইত। তিনি ব্যাপক পড়াশুনা করেন এবং কিতাবু'ত-তাশবীহাত নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহা Escorial-এ (নং ১৩৭৮) সংরক্ষিত আছে। তিনি কিতাবু'ল-আগানীর একখানি সারসংক্ষেপও লিখেন।

ইবন নাকিয়া শাফি'ঈ পণ্ডিত আবু ইসহাক আশ-শীরাযীর শিক্ষার অনুসরণ করিতেন বলিয়া মনে হয় (Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ৬৬৯), যাহার মৃত্যুতে তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেন (ইবন খাল্লিকান)। তিনি এইরূপ মানববিদেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মানুষের ক্ষুদ্রত্বের জন্য ও তাহার নিজের দোষ-ত্রুটির জন্য, যদ্বরূপ তিনি মানুষকে ঘৃণা করিতেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতেন (তু. মাকামাতের ভূমিকা)। এই মনোভাব তাঁহার অদ্ভুত বিষণ্ণ ও প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের অভিব্যক্তি এবং ইহা তাঁহাকে মাকামা রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আনন্দ দান করা। এই মাকামাতগুলি বাস্তবিকপক্ষে দৈহিক ও নৈতিক দুর্দশা ও দুঃখজনক ঘটনায় পূর্ণ ছিল; যেমন শৃঙ্খলাহীনতার ভয়াবহতা, শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নীচতা, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্তুতিবাদের প্রহসন যাহা সকলের নিকট, এমনকি গ্রন্থকারের কাছেও নিরানন্দময়, কবির হৃদয়ের অদ্ভুত অনুপ্রেরণাহীনতা, বৃদ্ধ মানুষের লাম্পট্য, ধর্ম প্রচারকদের নিজেদেরই পাপ চিন্তায় মগ্ন থাকা, অথচ তাহারাই ইহার বিশদ বিবরণ দান করেন।

মাকামাতের এই অবাস্তব এবং নীতি ও শৃঙ্খলাবিহীন জগতের নায়কের নাম ফারিস ইবন বাসসাম আল-মিসরী। এই নগণ্য লেখক 'আরব হইতে সুন্দর খুরাসান পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জগত পরিভ্রমণ করেন এবং এই ভ্রমণকালে সময় সময় তাঁহারই মত একজন বড় ভবঘুরে ও স্বল্প বিদ্বান আবু 'আমর নামক জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করেন যাহাতে সে গৌণ ভূমিকা পালন করে (সাধারণ রীতি অনুসারে)।

ইবন নাকিয়ার মাকামাতে আল-হামাযানীর কিংবা আল-হ'ারীরীর এবং স্বভাবতই আয়-যামাখশারীর মাকামাত অপেক্ষা অনেক বেশী ঘৃণা ও ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহার সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল প্রচণ্ডতা পাঠকদের বিস্মিত করে। সম্ভবত ইবন নাকিয়ার অমিতাচার ও শৃঙ্খলাহীনতার মধ্যে মালামাতিয়া মতবাদের প্রভাব পড়িয়াছে। ইহা এক প্রকারের মুসলিম জনসেনবাদ (Jansenism) যাহা বাহ্যিক কর্মের উপর নয় বরং শুধু অন্তরের প্রকৃত বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ইবন নাকিয়ার কর্মের উৎস তাঁহার ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রোথিত এবং তাঁহার কার্যাবলী "অন্তরের বিশ্বাস দ্বারাই কর্ম বিচার" এইরূপ তত্ত্বের আপাত বিরোধী প্রকাশ। বাহিরের প্রকাশকে

ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি অসুন্দর করিয়াছেন। তাঁহার মাকামাত একটি সফল সাহিত্য কর্ম হওয়া ছাড়াও ইহা মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বেরও অধিকারী। ইহা ইসলামী মানসিকতার আওতায় আশ্চর্য ও অভাবিত 'গভীরতা' প্রকাশকারী স্পষ্ট আত্মসমালোচনার সাহসী প্রকাশ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কাহ'হ'ালা, মু'জাম, ৬খ., ৩১৬; (২) Brockelmann, S I, ৪৬৮; (৩) মাকামাতের মূল পাঠ, O. Rescher, Beitrage. Zur Maqamenlitteratur, iv 123-52; (৪) Cl. Huart কর্তৃক কৃত ফরাসী অনুবাদ, in JA, ১০ম সিরিজ, ১২ খ., ৪৩৫-৫৪।

J.-C. Vadet (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন নাজির আল-জায়শ (ابن ناظر الجيش) : তাকি'য়ুদদীন আবদুর রাহ'মান, মিসরে মামলুক শাসনামলের কা'যী, কর্মকর্তা ও গ্রন্থকার। তাঁহার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন-তারিখগুলি সঠিকভাবে জানা যায় না। দৃশ্যত তিনি অন্য এক কা'যীর পুত্র। পিতা সুলতান আন-নাসির নাসি'রুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন কালাউন-এর শাসনকালে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রক ছিলেন। আর তিনি নিজে আল-মানসুর সালাহুদ্দীন মুহাম্মাদ (৭৬২-৪/১৩৬১-৩) ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-আশরাফ নাসি'রুদ্দীন শা'বান (৭৬৪-৭৮/১৩৬৩-৭৬)-এর মত শাসকদের দীওয়ানুল-ইনশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত চিঠিপত্র দৃশ্যত এক মাজমু' (সংকলন)-এ রক্ষিত হয়। এই মাজমু' হইতে বৈদেশিক শাসকদের নিকট তাঁহার লেখা চারিটি পত্রের উদ্ধৃতি আল-কালকাশান্দী (দ্র.) তাঁহার রচিত সু'বহ'ল-আ'শা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত মামলুক ঐতিহ্যের অনুসরণে দূতালয় সচিবদের জন্য ইবন নাজির আল-জায়শ ও তাছ'কীফু'ত-তারীখ নামে একখানি সারগ্রন্থ (manual) রচনা করিয়াছেন, যাহা শিহাবুদ্দীন ইবন ফাদ-লিল্লাহ আল-উমারী (দ্র. ফাদলুল্লাহ)-কৃত বিখ্যাত নির্দেশিকা আত-তারীফ লি'ল-মুসতালাহি'শ-শারীফ-এর উন্নত রূপান্তর। অন্তত চারিটি পাতুলিপিতে তাছ'কীফের অস্তিত্ব (Brockelmann-এ অবশ্য লিপিবদ্ধ হয় নাই) রহিয়াছে এবং আল-কালকাশান্দী কয়েকবার উহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Gaudfroy-Demombynes. La Syrie a l'epoque des Mamelouks d'apres les auteurs arabes, Paris 1923, pp. XII-XIII; (২) W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten, Hamburg 1928, p. 69, 75, 129; (৩) C. E. Bosworth, Christian and Jewish religious dignitaries in Mamluk Egypt and Syria : Qalqashandi's information on therarchy, titulature and appointment, in IJMES, lii (1972), p. 67।

C. E. Bosworth (E.I.²)/আফতাব হোসেন

ইবন নাজী (ابن ناچی) : আবু'ল-ক'াসিম/আবু'ল-ফাদল ইবন 'ঈসা ইবন নাজী আত-তান্বী একজন কা'দী, ধর্ম প্রচারক ও জীবনীকার। কায়রাওয়ান শহরে তাঁহার জন্ম এবং সেখানেই তিনি ইনতিকাল (আনু. ৭৬২-৮৩৭ বা ৮৩৯/আনু. ১৩৬১-১৪৩৩ বা ১৪৩৫) করেন। তিনি নিজ শহরে ও তিউনিসে পড়াশুনা করেন এবং উহার পর (জারবা, বেজা,

লোরবিয়াস, সুস. গাবেস, তেবেসুসা ও আল-কায়ারাওয়ানে) কাশী ও খাতীব হিসাবে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরবর্তী কালে তিনি ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন রচনার ভাষ্য, বিশেষত ইবন 'আবী যায়দ আল-কায়ারাওয়ানীর রিসালার বিভিন্ন ভাষ্যকে একত্রে সংকলিত করেন (এই শারহ ১৯১৪ খৃ. কায়েরয়ে দুই খণ্ডে মুদ্রিত হয়)। অবশ্য তাঁহার খ্যাতির বিশেষ কারণ তাঁহার নিজ শহর কায়ারাওয়ানের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ৯ম/১৫শ শতাব্দী অবধি সকল ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনীর সংকলন প্রণয়ন। গ্রন্থটির নাম মা'আলিমুল-ইমাম ফী মা'রিফতি আহলিল-কায়ারাওয়ান। ইহার অংশবিশেষ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর কিছু বিশেষ বর্ণনা পরিপূর্ণ তাঁহার নিজের রচনা। বস্তুতপক্ষে এই সকল জীবনীর প্রাথমিক তথ্যসমূহ তাঁহার পূর্বসূরী আদ-দাব্বাগ-এর একটি সংকলন হইতে সংগৃহীত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহমাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ, পৃ. ২২৩; (২) ইবনুল-কাশী, দুররাতুল-হিজাল, নং ১৩৩০; (৩) ইবরাহীম শাক্বূহ, সম্পাদিত মা'আলিম-এর ভূমিকা; (৪) আরও ড. আদ-দাব্বাগ নিবন্ধের বরাতসমূহ।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইবন নাসির (ابن ناصر) : বর্তমানে আন-নাসিরী নাম ইহার স্থলাভিষিক্ত। মরক্কোর এক পরিবারে ইবন নাসির-এর জন্ম। তিনি শাযি'রিয়্যা তারীকার একটি শাখা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা, সেই তারীকা নাসি'রিয়্যা নামে পরিচিত। তিনি দক্ষিণ মরক্কোর তামক্ষত (দ্র.)-এর যাবিয়া নামক স্থানে তারীকার সদর দফতর স্থাপন করেন। এই পরিবার সম্পর্কে বহু জীবনীমূলক লেখা, রচনা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং অসম্পাদিত রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে আহমাদ আন-নাসিরী আস'-সালাবী রচিত তাল'আতুল-মুশতারী (ফাস ১৩০৯ হি.)-এর সুবাদে এই পরিবারের ইতিহাস উদ্ধার ও বংশলতিকা নির্মাণ সহজতর হইয়াছে। এই বিষয়ে পাঠক পাঠিকা আন-নাসি'রিয়্যা নিবন্ধে তথ্যের সন্ধান পাইবেন বিধায় আলোচ্য নিবন্ধে বানু নাসির পরিবারের কেবল ঐসব সদস্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হইবে যাহারা গত চার শতাব্দীর পরিসরে সাহিত্য ও মনীষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছেন :

১। আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন হুসায়ন ইবন নাসির ইবন আমর ইবন উছমান আদ-দারঈ (মৃ. ১০৯১/১৬৮০) ইগলান-এ (যোগোরা হইতে কয়েক মাইল দূরে) যাবিয়া প্রধান হিসাবে পিতার (মৃ. ১৯৫২/১৬৪২) স্থলাভিষিক্ত হন। ১০৯১/১৬৮০ সনে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিলে এই যাবিয়াট সূনিশ্চিতভাবেই পরিত্যক্ত হয়। খোদ আল-হুসায়ন নিজে এই ভয়াবহ রোগের শিকার হন। তিনি তিনবার প্রাচ্য সফরে যান এবং একটি ফাহরাসা রচনা করেন যাহার অস্তিত্ব এখনও রাবাতে বিদ্যমান (পাণ্ড. ৫০৬ J)।

২। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (১০১৫-৮৫/১৬০৬-৭৪) তামক্ষতের একটি যাবিয়ায় বসতির উদ্দেশে ১০৪০/১৬৩১ সনে ইগলান যাবিয়া ত্যাগ করেন এবং নূতন যাবিয়ার নেতৃত্বে আসীন হন। তিনিই নাসি'রিয়্যা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফিকহশাস্ত্রের উপর কয়েকখানি গ্রন্থ, কিছু কবিতা, পত্র ও আইনের কোন কোনও বিষয়ে আজবিবা রচনা করেন।

৩। মুহাম্মাদের পুত্র আহমাদ (১০৫৭-১১২৯/১৬৪৭-১৭১৭) তারীকাপ্রধান হিসাবে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তিনবার হজ্জ

পালন করেন এবং হজ্জ উপলক্ষে যে সফর করিয়াছিলেন তাহার সুযোগে মিসর অবধি উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তারীকার শাখা স্থাপনে প্রয়াস পান। তিনি ১১২১/১৭০৯-১০ সনে তাঁহার হজ্জের ভিত্তিতে এক বিপুলাকারে রিহলা গ্রন্থ রচনা করেন (লিখো ফাস ১৩২০ হি., আংশিক অনু. A. Berbrugger, in Exploration Scientifique de l'Algerie, ix, 1846, 165 p.)। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি কোনও বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ ইহাতে তিনি যে যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া সফর করেন তাহার বর্ণনা এবং সেই সময় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে সেইগুলি সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তাহা ছাড়া ভ্রমণ পথে যেসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন এবং যেসব ধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে তাহাদের সম্পর্কেও তিনি উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। আহমাদের কোন সন্তান না থাকায় যাবিয়ার নেতৃত্ব তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ আল-কাবীরের বংশধরদের হাতে চলিয়া যায়।

৪। আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (আল-কাবীর) ইবন মুহাম্মাদ তাঁহার পিতার ইনতিকালের পর (১১৪২/১৭২৯) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তারীকার বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহাকে মরক্কোর বিভিন্ন শহরে যাইতে হয়। তিনি তাঁহার এই সকল ভ্রমণের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন যাহার নাম দেওয়া হয় : "আর-রায়াহিনুল-ওয়াদিয়্যা ফির-রিহলা আল-মাররাফুশিয়া" (পাণ্ড. রাবাত, ৮৮ জি, ১-৮৩)। অবশ্য ইহা ছাড়া কিছু কবিতা ও জীবনীমূলক রচনাও তিনি লিখিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাতহুল-মালিক আন-নাসির ফী ইজাযাত মারবিয়াত বানী নাসির (পাণ্ড. রাবাত ৩২৩ k), তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ইজাযাত সম্পর্কিত। এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে ১১৫২/১৭৩৯ সনে সমাধি গ্রন্থ আদ-দুরারুল-মুরাসসা'আ ফী আখবার আ'য়ান দার'আ বা কাশফুর-রাও'আ ফিত-তারীফ বি-সুলাহা' দারআ (পাণ্ড. রাবাত k ২৬৫ ও ৮৮ G, ৮৪-১১৬) যাহাতে নাসি'রিয়্যা তারীকার ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ১১৭০/১৭৫৬ সনের পর ইনতিকাল করেন।

৫। আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিস-সালাম ইবন আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (আল-কাবীর) যিনি ১২৩৯/১৮২৩ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য দুইবার মক্কা গমন করেন এবং এই সম্পর্কে দুইটি বিবরণী রচনা করেন। ইহার প্রথমটি অর্থাৎ তাঁহার নিজ হাতের স্বাক্ষর সম্বলিত আর-রিহলাতুল-কুবরা নামক পাণ্ডুলিপিটি এখনও রাবাত রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ৫৬৫৮)। লেখক ঐ গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহাতে পূর্ববর্তীদের মত খণ্ডনেও পিছপা হন নাই (বিশেষত আল-'আয়াশী ও আল-'আবদারী)। এইগুলি ছাড়াও তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আল-মাযায়া ফী মা হাদাছা/উহদিছা মিনাল-বিদা বি-উম্মিয়-যাওয়য়া; ইহা একটি ফাহরাসা যাহা মুহাম্মাদ আল-জাওহারীর ৪০টি হাদীছের উপর এক ভাষ্যবিশেষ (পাণ্ড. রাবাত 137 এবং এই ক্ষেত্রে কোন কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিক্রিয়ামূলক রচনাঃ কাত'উল-ওয়াতীন মিনাল-মালিকি ফিদ্বীন (পাণ্ড. রাবাত ১০৭৯ D, পত্রক ১০৭-১৫)।

৬। পরিশেষে একথা উল্লেখ করা যায় যে, কিতাবুল-ইসতিকসা-এর বিখ্যাত লেখক আহমাদ আন-নাসিরী (দ্র. আস'-সালাবী) স্বয়ং ইবন নাসিরের প্রত্যক্ষ বংশধর।

গ্রন্থপঞ্জী : সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের যে সকল রচনার উল্লেখ নিবন্ধে করা হইয়াছে সেগুলির সঙ্গে যোগ করুনঃ (১) ইফরানী, সাফওয়াতু

মান ইনতাশার, লিখো, ফাস তা. বি.; (২) কাদিরী, নাশরুল-মাছানী, ফাস ১৩১০/১৮৯২; (৩) মুহাম্মাদ আল-কাত্তানী, সালওয়াতুল-আনফাস, লিখো, ফাস ১৩১৬ হি.; (৪) 'আবদুল-হায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহরিসুল-ফাহারিস, ফাস ১৩৪৬-৭/১৯২৭-৯; (৫) The manuals of Moroccan Literature; (৬) ইবন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল- মাগ'রিবি'ল-আকসা, কাসারাত্কা ১৯৬০-৫ খৃ.; (৭) Levi-Provencal. Chorfa, নির্যট, দ্র. শিরো.; (৮) M. Lakhdar, La vie Litteraire au Maroc sous la dynastie 'alawide, রাবাত ১৯৭১ খৃ., নির্যট, দ্র. শিরো. এবং তথায় উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl.)/আফতাভ হোসেন

ইবন নুজায়ম (ابن نجيم) : (জন্মকাল দূর সম্পর্কীয় পূর্বপুরুষের নামানুসারে) যায়নুদ্দীন (বা আল-আবিদীন) বা কেবল যায়ন ইবনু ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মিসরী, একজন বিশিষ্ট হানাফী 'আলিম ছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তিনি ৯২৬/১৫২০ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রচলিত 'আরবী ও ইসলামী মতে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার উস্তাদগণের জীবদ্দশাতেই তিনি অল্প বয়সে শিক্ষাদান কার্য ও ফাতওয়া দিতে শুরু করেন এবং ৯৫৩/১৫৪৭ সনে হজ্জ পালন করেন। আমীর সারগিতমিশ-এর মাদরাসায় তিনি শিক্ষা দান করিতেন এবং পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বে ৯৭০/১৫৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। সাযিয়া সুকায়না-এর পবিত্র স্থানের সন্নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার প্রধান তৎপরতা ফিক্হ-এর ক্ষেত্রে ছিল, কিন্তু সুফীবাদের প্রতিও তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি 'আবদুল-ওয়াহাব আশ-শা'রানী (দ্র.)-র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দশ বৎসর ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে হজ্জ পালন করেন। তিনি আশ-শা'রানীকে সুফী জীবনদর্শন তাঁহাকে শরী'আতের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন না করা পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইবন নুজায়ম ফিক্হ-শাস্ত্রের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই আগ্রহের প্রতিফলন তাঁহার ব্যাপক রচনাবলীতে পরিলক্ষিত হয়।

(১) তাঁহার কিতাবুল-আশবাহ ওয়া'ন-নাজা'ইর (১২৪০/১৮২৫ সনে কলিকাতায় ও পুনঃপুনঃ কায়রোতে মুদ্রিত), আংশিকভাবে আস-সুযুতী (দ্র.)-র একই শিরোনামের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। গ্রন্থটির সাতটি শাখা রহিয়াছে। সাধারণ নিয়মাবলী (কাওয়া'ইদ কুল্লিয়া), বিষয়াদির বিবরণ (ফাওয়া'ইদ), পরিচ্ছেদ অনুসারে সদৃশ ও বিসদৃশ ব্যাপার (আল-জাম' ওয়া'ল-ফারক) প্রহেলিকাসমূহ (আলগায়), আইন ফাঁকি দেওয়ার কৌশল বা বৈধ ফন্দিসমূহ (হিয়াল), পার্থক্যাদি (ফুরুক) এবং অবশেষে ক্ষুদ্র কাহিনী। (২) তাঁহার আল-ফাওয়া'ইদু'য-যায়নিয়া গ্রন্থটিও সুবিন্যস্ত (১২৪৪ হি. কলিকাতায় মুদ্রিত), সম্ভবত ইবন রাজাব (দ্র.)-এর অনুসরণে উক্ত গ্রন্থে ফিক্হ বিষয়ে তিনি সহস্রাধিক নিয়মাবলী (কাওয়া'ইদ) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (৩) তাঁহার ক্ষুদ্র নিবন্ধাদি ও ফাতওয়া বহু সংখ্যক। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আহ'মাদ আর-রাসা'ইলু'য-যায়নিয়া ফী মায'হাবিল-হানাফিয়া (১২৪৪ হি. কলিকাতায় ও ১৩২৩ হি. বুলাক-এ মুদ্রিত, Brockelmann) শিরোনামে উহার চল্লিশটি সংগ্রহ করেন। (৪) ইবন নুজায়ম হানাফী ফিক্হ সম্বন্ধে কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তকের ভাষ্যও লিখিয়াছিলেন, উহাদের সবকয়টি সংরক্ষিত হয় নাই। আল-বাহরুর-রা'ইক উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত যাহা আন-নাসাফী (দ্র.)-এর কানযু'দ-

দাকাইক-এর ভাষ্য। তিনি কেবল কিতাবুল-ইজারা-এর প্রারম্ভ পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন; মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আত-তুরী (মু. ১০০৪/১৫৯৫) একটি পরিশিষ্ট (তাকমিলা)-সহ উহা সমাপ্ত করেন। উহা হি. ১৩১১ কায়রোতে অষ্ট খণ্ডে প্রথম মুদ্রিত হয়। উহার সাত খণ্ড আল-বাহরুর-রা'ইক ও অষ্টম খণ্ড তাকমিলা। উহা পরবর্তী সময়ে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে, উহা হানাফী মায'হাবের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। যায়নুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'উমারও ইবন-নুজায়ম নামে পরিচিত; তিনি বড় ভাইয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আন-নাহরুল-ফাইক নামে তিনি কানযু'দ-দাকাইক-এর আর একটি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আকস্মিকভাবে ১০০৫/১৫৯৬ সালে ইনতিকাল করেন। সম্ভবত তাঁহার এক স্ত্রীপরায়াণী স্ত্রী বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার ভ্রাতার কবরের পাশেই তাঁহাকে দাফন করা হয় (আল-মুহি'ব্বী, খুলাসাতুল-আছার, ৩খ., ২০৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নাজমুদ্দীন আল-গায্বী, আল-কাওয়া কিবু'স সা'ইরা. ৩খ., ১৫৪; (২) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাতু'য-যাহাব, ৮খ., ৩৫৮; (৩) মুহাম্মাদ 'আবদুল-হায়্যি আল-লাখনাবী, আত-তালীকাতু'স-সানিয়া (Notes on আল-ফাওয়া'ইদুল-বাহিয়া), ১৩৪; (৪) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতুল-জাদীদা, ৫খ., ১৭; (৫) Ahlwardt, Catalogue Berlin, IV, nos. 4616, 4831; (৬) Catalogue Bankipore, xix/2, no. 1699; (৭) সারকীস, মু'জামুল-মাত'বু'আত, ১খ, ২৬৫; (৮) Brockelmann, II, 401, 252, S II, 425, 266; (৯) আল-বাহরুর-রা'ইক-এর edition Princeps.-এর প্রারম্ভে একটি উৎকৃষ্ট জীবনী আছে।

J. Schacht (E.I.²)/ডঃ ফজলুর রহমান

ইবন নুবাতা (ابن نباته) : আবু বাকর জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন শারফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান ইবন সারিহ ইবন যাহ'য়া ইবন তাহির ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল-খাতীব 'আবদি'র-রাহীম ইবন নুবাতা, জীবনকালেই কবি ও গদ্যকার হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। যে জুযাম (কাহ'তান) উপজাতি মায়্যাফারিকীন শহরের উপকণ্ঠে বাস করিবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল, তিনি উহার সদস্য বলিয়া দাবি করেন। এই শহরে তাঁহার পূর্বপুরুষ আল-খাতীব 'আবদুল-রাহীম বসবাস করিতেন।

জ. রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৮৬/এপ্রিল ১২৮৭ কায়রোতে। তাঁহার পিতা শামসুদ্দীন (জ. ৬৬৬/১২৬৮, মূ. ৭৫০/১৩৪৯, দ্র. Brockelmann, S II, ৪৭) ছিলেন হাদীছের 'আলিম। ফলে কিশোর মুহাম্মাদ বিদগ্ধ ও ধর্মীয় পরিবেশে বর্ধিত হন। যৌবন হইতে তিনি উদ্যমী ও তীক্ষ্ণবীরুপে প্রসিক্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে তৎকালীন 'আলিমগণের সহিত, বিশেষত ইবন দাকীকুল-ঈদ-এর সহিত পরিচিত করান।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে ইবন নুবাতা কায়রোর পদস্থ ব্যক্তিগণের উদ্দেশে কতিপয় স্তুতি কবিতা রচনা করেন। ঈঙ্গিত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হওয়ার পর ৭১৬/১৩১৬ সনের প্রথমদিকে তিনি সিরিয়া যাত্রা করেন এবং দামিশকে বসবাস শুরু করেন। তথা হইতে তিনি আলেক্সো ও প্রায়শ হামাত ভ্রমণ এবং জামী আযুবী আল-মালিকুল-মু'আয়্যাদ আবুল-ফিদার-র দরবারে গমন করেন। আল-মালিকুল-মু'আয়্যাদ ৭১০-৭৩২/১৩১১-১৩৩২ পর্যন্ত হামাত-এর শাসক ছিলেন এবং ইবন নুবাতা তাঁহার প্রিয় কবির মর্যাদা লাভ করেন। 'আল-মু'আয়্যাদিয়াত' নামক তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্তুতি কাব্যগুলি এই

সুলতানের প্রতি উৎসর্গীত। সুলতান তাঁহাকে বার্ষিক ভাতা প্রদান করিতেন যাহা দামিশকে প্রেরিত হইত। এই সময় ইবন নুবাতা তাঁহার জীবনের পরিভ্রমণ পর্যায় অতিবাহিত করেন এবং সুলতানের অর্পিত দায়িত্বে কতিপয় সাহিত্য পুস্তক রচনা করেন। ৭৩২/১৩৩২ সনে সুলতানের মৃত্যুতে কবি আবেগ আপ্ত শোকগীতি রচনা করেন। পিতার উত্তরাধিকারীরূপে আল-আফদাল ৭৩২-৪২/১৩৩২-৪১ পর্যন্ত হামাত শাসন করেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত ইবন নুবাতার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে পরবর্তী কালে তিনি মরমী জীবনে আকৃষ্ট হন এবং কাব্যের প্রতি নিস্পৃহ হইয়া পড়েন। ইহাতে ইবন নুবাতার জীবনের আনন্দময় পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ইহার পর হইতে তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া বেড়ান এবং স্তুতি কবিতা রচনা দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন। এই সময় তিনি জেরুসালেমের Holy Sepulchre গির্জার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি প্রতি বৎসর সেখানে গমন এবং দামিশকে প্রত্যাবর্তন করিতেন। আল-আফদালের পতন ও মৃত্যুতে ইবন নুবাতা তাঁহার স্মরণে একটি শোকগাথা উৎসর্গ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল সমগ্র আয়্যুবী বংশের জন্য একটি করুণ শোকগীতি।

৭৪৩/১৩৪২ সনে ইবন নুবাতা দামিশকে সরকারী কার্যালয়ের (দীওয়ানুল-ইনশা') সচিব নিযুক্ত হন। এই সময়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া তিনি কায়রোতে সুলতান আন-নাসির হাসানের সাহায্য প্রার্থনা সম্বলিত একটি কাব্য প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতি করুণাবশত সুলতান তাঁহাকে কায়রোতে আহ্বান করেন। কিন্তু রাবী'উল-আওওয়াল ৭৬১/জানু-ফেব্রু. ১৩৬০-এ দামিশকত্যাগী বৃদ্ধ কবি সুলতানের দীওয়ানুল-তাওকী'-তে অল্পকালই কর্মরত ছিলেন। ৭৬২/১৩৬১ সনে সুলতানের হত্যার পর ইবন নুবাতা দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ৮ সাফার, ৭৬৮/১৪ অক্টোবর, ১৩৬৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মরমী সম্প্রদায়ের গৌরবস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইবন নুবাতার কবিতা ছিল অলঙ্কারসজ্জিত, বিশেষত 'তাওরিয়া'-পূর্ণ ও প্রচলিত কাব্যধারা অনুসারী; ইহাতে সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিশেষ প্রতিফলন ঘটে নাই। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল কবি। প্রচলিত কাব্যরীতির উপাদান, যথা প্রশংসা, প্রণয় ও শোক প্রকাশ তাঁহার কবিতার উপজীব্য। তৎকালে সুপ্রচলিত রীতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসামূলক কাব্যও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

মুহাম্মাদ বাদরুদ্দীন আল-বাহতাকী (মু. ৮৩০/১৪২৬-৭) কর্তৃক সংকলিত তাঁহার দীওয়ান প্রকৃতপক্ষে কবির প্রধান সংকলন ও বিভিন্ন শিরোনামে পরিচিত তাঁহার অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় দীওয়ানের উপর ভিত্তি করিয়া সংগৃহীত। এই বিরাট সংকলনটি, যাহাতে তাঁহার সকল রচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ১৩২৩/১৯০৫ সনে আলেকজান্দ্রিয়ায় ও কায়রোতে সম্পাদিত হয় (পাণ্ডুলিপিগুলি প্রসঙ্গে দ্র. Brockelmann; অপর একটি পাণ্ডুলিপি দামিশকের আজ-জাহিরিয়া পাঠাগারে রক্ষিত, নং ৭৬৮১)। এই দীওয়ান ব্যতীত ইবন নুবাতা প্রচুর গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন যাহা শাগরিদ শালাহুদ্দীন আস-সাফাদীকে প্রদত্ত তাঁহার ইজাযা-এ উল্লিখিত এবং Brockelmann কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ইবন নুবাতার গদ্য রকমারী ভাষাশৈলীতে পূর্ণ। এই সকল রচনার প্রধানগুলি রচিত হইয়াছিল কবির সিরিয়া অবস্থানকালে, হামাত-এর শাসক আল-মালিকুল-মু'আয়্যাদের অনুরোধে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে এই

সময়ের প্রাজ্ঞজন প্রশংসিত 'সাহিত্য গ্রন্থ' 'মাতলা'উ'ল-ফাওয়া'ইদ; তৎকালীন পণ্ডিতগণের জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থ "সাজ'উ'ল-মুতাওওয়াক", "সারহ'ল-উয়ুন", ইবন যায়দুনের পত্রের পর্যালোচনা যাহাতে লেখকের ভাষাগত, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্রতিফলিত; আল-কাদী আল-ফাদিল লিখিত পত্র সংগ্রহ "আল-ফাদিল মিন ইনশাইল-ফাদিল"; পত্র রচনা কলা সম্পর্কে প্রবন্ধ যাহ'র'ল-মানছুর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুয়ুতী, হ'সনুল-মুহাদ্দারা, ১খ., ৩২৯; (২) ইবন ইয়াস, বাদা'ইউয-যুহুর, ব্লাক' ১৩১১ হি., ১খ., ২২১; (৩) ইবন কাহীর, বিদায়া, ১৪খ., ৩২২; (৪) ইবন হাজার, আদ-দুরার'ল-কামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৫০ হি., ৪খ., ২১৬-২৩; (৫) ইবন তাগরীবিরদী, নুজুম, কায়রো ১৯৫০ খ., ১১খ., ৯৫; (৬) সুবকী, তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৬খ., ৩১; (৭) ইবন হিজ্জা: আল-হামাবী, খিযানা, কায়রো ১৩০৪ হি., ২৯০-২; (৮) যিরিকলী, আ'লাম, ৭খ., ২৬৮; (৯) কাহ'হালা মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১১খ., ২৭৩; (১০) আহ'মাদ আল-ইসকানদারী, আহ'মাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস'সাল ফি'ল, আদাবি'ল-আরবী, কায়রো ১৯৩৬ খ., ২খ., ২০৬-৩৪; (১১) উম্মার মুসা পাশা, ইবন নুবাতা 'আলী মিস'রী, কায়রো ১৯৬৩ খ.; (১২) Brockelmann, II, ১১-২ (১০-১২); মুহ. আল-ফাদল ইব্রাহীম প্রণীত সারহ'ল-উয়ুন (কায়রো ১৯৬৪ খ.) সংস্করণের উপক্রমণিকায় আরও পুস্তকপঞ্জী নির্দেশিকা ও ইবন নুবাতা-কৃত গ্রন্থাদির তালিকা রহিয়াছে।

J. Rikadi (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন নুবাতা (ابن نباته) : আবু যাহয়া 'আবদুর-রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-ফারিকী অজ্ঞাত তারিখে মায়্যাফারিকীন-এ জন্ম। তাঁহার জীবনীকারগণের প্রদত্ত জন্ম তারিখ ৩৩৫/৯৪৬ সন সম্ভবত ভ্রমাত্মক (ড্র. Amedroz, The Marwanid dynasty at Myyafarikin (ميافارقين), JRAS, ১৯০৩ খ., ১২৫; এ JRAS, ১৯০৯ খ., ১৭৫-এ notes on two articles on Myyafarikin)। তিনি সম্ভবত মায়্যাফারিকীন ও আলেক্সান্দ্রেতে সায়ফুদ-দাওলার দরবারে ধর্ম প্রচারক (খাতীব) ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ নগরীতে ৩৭৪/৯৮৪-৫ সনে ইনতিকাল করেন। ছন্দোবদ্ধ গদ্য ও জটিল শৈলীতে রচিত তাঁহার খুতবাসমূহ (ধর্মীয় ভাষণগুলি) প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য প্রার্থনা; (২) আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করার এবং নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, বিশেষত জিহাদের কর্তব্য পালনের আহ্বান ও (৩) কুরআনের আয়াতে সমাপ্ত আল্লাহর সাহায্য ও রাহমাতের আবেদন। সাধারণ ইবাদত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার খুত'বা ছাড়াও ইবন নুবাতা ৩৪৮/৯৫৯ সন হইতে রাজনৈতিক উপলক্ষেও খুত'বা দান করিতেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত খুত'বাগুলি খুত'বা-জিহাদিয়া লিখিত হইয়াছিল বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে সায়ফুদ দাওলাকে সমর্থন দানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এইগুলি প্রচণ্ড আবেগ ও উদ্দীপনা সম্বলিত সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল খুত'বায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, যেমন ৩৫১/৯৬২ সনে বায়যান্টাইনদের আলেক্সান্দ্রে দখল, মায়্যাফারিকীনের প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলী, এই শহরে খুরাসান হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আগমন, খৃ. ৯৬৯-তে Nicephorus-এর হত্যা ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। ইবন নুবাতার খুত'বাগুলি তাঁহার পুত্র আবু তাহির মুহাম্মাদ

(আনু. ৩৯০/৯৯৯) এবং তাঁহার পৌত্র আবু'ল-ফারাজ (আনু. ৪২০/১০২৯)-এর কতিপয় খুতবাসহ সংকলিত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। আনু. ৬২৯/১২২৩ সনে সংগৃহীত এই সকল রচনা বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হইয়াছে ১৩১১ সনের বৈরুত সংস্করণটি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, বুলাক, সং. ১খ., ৩৫০-৭; (২) ইবনু'ল-আযরাক আল-ফারিকী, তা'রীখ, MS. Brit. Mus. Or. ৫৮০৩ পত্র ১১৪ v. (কিছু অংশ অদ্যাবধি অমুদ্রিত); (৩) ইবনু'ল ইমাদ, শাযারাতু'য-শাহাব, ৩খ., ৮৩; (৪) M. Canard, Sayf al Daula, Recueil de textes.... আলজিয়াস ১৯৩৪ খ., ১২৯-৩৪, ১৪২-৪, ১৫৫-৬৪, ১৬৭-৭৩, ৪১৫-৬ (সঠিক উদ্ধৃতি), ২৮৩-৪; (৫) মুহাম্মাদ সাদরুদ্দীন, Saifud Daulah and his time. লাহোর ১৯৩০ খ., ১৬৮; (৬) যাকী মুবারাক, আন-নাছরু'ল-ফানী, ২খ., ১৫৯-৬৫; (৭) Mez, Die Renaissance de Islams, ৩০৭-১৩, (ইংরেজী অনু., ৩১৯-২৫, অনূদিত উদ্ধৃতি); (৮) আরও দ্র. JA, ৩য় সিরিজ, ৯খ., ৬৬ প.-এ de Slane কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দর্শন সম্পর্কিত বিখ্যাত খুতবার অনুবাদ; (৯) Brockelmann, I, ৯২, S I, ১৪৯-৫০।

M. Canard (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন ফাদলান (ابن فضلان) ৪ পূর্ণ নাম আহ'মাদ ইবন ফাদলান ইবন'ল-'আব্বাস ইবন রাশিদ ইবন হাম্মাদ, একজন আরব লেখক। তিনি খালীফা আল-মুকাতারির কর্তৃক মধ্যাশিয়ার ভলগা (Volga)-র বুলগারী (দ্র. বুলগার) সম্প্রদায়ের রাজার নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলের বিবরণের রচয়িতা ছিলেন (যাকৃত ভ্রমাত্মকভাবে ইহার শিরোনাম রিসালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ইবন ফাদলান মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মানের একজন আশ্রিত ব্যক্তি (মাওলা) ছিলেন। এই মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ও ২৯২/৯০৪ সালে তুলুনীদের নিকট হইতে মিসর জয়কারী কাতিবু'ল-জাযশ মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মানকে একই ব্যক্তি মনে করা হয়। ইবন ফাদলান সম্ভবত জন্মগত 'আরব ছিলেন না।

ইবন ফাদলান যে প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রধান ছিলেন খোজা সূসান আর-রাসসী, যিনি নায়ীর আল-হারামীর একজন মাওলা ছিলেন (শেষোক্ত জন সম্পর্কে দ্র. M. Canard, La relation...50, n. 31)। ইবন ফাদলানের দায়িত্ব ছিল খালীফা কর্তৃক রাজার নিকট প্রেরিত চিঠি পাঠ করা, রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গকে খালীফার প্রেরিত উপহার প্রদান করা এবং বুলগারীদেরকে ইসলামী আইন-কানুন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত রাজার অনুরোধে খালীফা কর্তৃক প্রেরিত ফাকীহ ও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান করা। এই প্রতিনিধি দলটি ১১ সাফার, ৩০৯/২১ জুন, ৯২১ সালে বাগ'দাদ হইতে যাত্রা করে। দলটি প্রথমে বুখারা পৌছে। সেখানে সাসানী নাসর ইবন আহ'মাদ তাঁহাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। ইহার পর তাঁহারা খাওয়ারিয়ম গমন করেন। তাঁহারা আল-জুরজানিয়ায় (গুরগঞ্জ) অবস্থান করেন। ২ যুল কাদা, ৩০৯/৪ মার্চ, ৯২২ সালে তাঁহারা সেখান হইতে যাত্রা করেন এবং ওণ্ডয় তুর্কী রাষ্ট্র, পেচেনেগস ও বাশগিরদ অতিক্রম করিয়া ১২ মুহা'র'রাম, ৩১০/১২ মে, ৯২২ সালে বুলগারের রাজধানীতে উপস্থিত হন। কার্য সম্পাদন করিয়া প্রতিনিধি দলটি বাগ'দাদ ফিরিয়া আসেন,

কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও পথ কিছুই জানা যায় না। খালীফার পক্ষ হইতে বুলগারের রাজার নিকট প্রেরিত এই প্রতিনিধি দল সম্পর্কে মাস'উদী বা সমসাময়িক কালের কোন লেখক কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই, এমনকি ইবন ফাদলান নিজেও এই সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। এতদসম্পর্কিত একমাত্র তথ্য ইবন ফাদলানের দেয় বিবরণ।

এই বিবরণ হইতে যাকৃতের দেয় উদ্ধৃত Fraehn কর্তৃক ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ সর্বপ্রথম বিবরণটি পরিচিতি লাভ করে (দ্র. ইতিল, বাশগিরদ খাযার, খাওয়ারিয়ম, রুম শীর্ষক নিবন্ধ)। এই সময় বিবরণটির বিভিন্ন (কপি) পাণ্ডুলিপি প্রচলিত ছিল। মাসহাদে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিবরণটির কয়েকটি সংস্করণ, অনুবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে : A. Zeki velidi Togan (1939), I. Krackovskiy and A. Kovalevskiy (1939)। K. Czegledy (1952) ও A. Kovalevskiy (1956), মাসহাদ পাণ্ডুলিপি, বাগ'দাদ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে দেয় একটি সরকারী রিপোর্ট হওয়া সত্ত্বেও ইহা মূল বা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ছিল না। কারণ ইহাতে ফিরতি ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেওয়া হয় নাই। পারস্যের লেখকগণও এই পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি না দিয়া একজন সামানী উযীরের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও মানব জাতিতত্ত্ব বিষয়ক বিবরণের ক্ষেত্রে ইহার বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইবন ফাদলান অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। এই অনুসন্ধিৎসাই তাঁহাকে রুমীয় ও খায়ারী জনগণ সম্পর্কে নিজের দেখা অথবা ভ্রমণকালে শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লইয়া আসিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) C.M. Frachn, Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte uber die Russen alterer Zeit, St. Petersburg 1823; (২) ঐ লেখক, Die altesten arabischen Nachrichten uber die Wolga-Bulgharen aus Ibn Foszlan's Reiseberichte, St. Petersburg 1832; (৩) A. Seippel, Rerum normannicarum fontes arabici 2 fasc.. Christiana 1896-1928, i. 89-97 (যাকৃতের পাঠের পুনর্মুদ্রণ); (৪) Puteshestvie Ibn Fadlana na Volgu, Perevod i kommentariy, I. Yu. Krackovskiy-এর নির্দেশনায়, Moscow-Leningrad 1939 (নামবিহীন অনুবাদক, A. P. Kovalevskiy; অনুবাদটি অংশত পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে— Materiali po istorii Turkmen i Turkmenii, i Moscow-Leningrad 1939, 155-64; (৫) A. Zeki Velidi Togan, Ibn Fadlan's Reisebericht, Leipzig 1939 (Abh. K. M. xxiv); (৬) K. Czegledy, Zur Meschheder Handschrift von Ibn Fadlan's Reisebericht, in Acta Or. Hung., i. (1950-1), 217-43; (৭) A. P. Kovalevskiy Kniga Akhmeda Ibn Fadlan o ego puteshestviina Volgu v 921-922 gg., Kharkov 1956 (ভূমিকা, অনু. ও সম্পা. এবং

'আরবী মূল পাঠের আলোকচিত্র প্রতিলিপি); (b) M. Canard, La relation du Voyage d'Ibn Fadlan chez les Bulgares de la Volga, Algiers 1958 (AIEO Alger, xvi, ভূমিকা, অনু. ও টীকা)।

গবেষণা : (১) J. Marquart, Osteuropaische und Ostasiatische Streifzuge. Leipzig 1903. 25, 82, III; (২) V. Rosen. prolegomena k novomu izda niyu Ibn Fadlana, in Zap. Vost. Otd. Imp. Russk. Arkh. Obshc. xv (1904), 39 ff.; (৩) R. Hennig, Terrae incognitae...., ii. Leiden 1937, 215 ff.; (৪) ঐ লেখক, Der mittelalterliche Handelsverkehr in Osteuropa, in Isl., xxii (1935), 240 ff.; (৫) H. Ritter, Zum Text von Ibn Fadian's Reisebericht, in ZDMG, xcvi (1942), 98-126; (৬) D. M. Donlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton 1954, 109-14 (খায়ারদের সম্পর্কে ফাদলানের বিবরণের অনুবাদ);

(৭) A. Zajackowski. Peux nouveaux travaux russes sur Ibn Fadlan. in Przegląd Orientalistyczny, xxii (1957), 203-27; (৮) I. Krackovskiy, Izbrannie socineniya, iv, Moscow-Leningrad 1957, 184-6, Kovalevskiy-এর উপরিউক্ত গ্রন্থের ৯১ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় (তু. পৃ. ২৯৯) আরও গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। ইবন ফাদলান সম্পর্কে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ C. A. Holmboe, 1869, R. Dvorak, 1911, T. Y. Arne, 1941, বিশেষত তাঁহার বর্ণিত শব্দদাহ প্রথা সম্পর্কে। আরও দ্র. ১০৫ পৃষ্ঠায় 'আবদুল-ওয়াহাব আল-আযযাম কর্তৃক লিখিত 'আরবী নিবন্ধের একটি তালিকা, ছাকাফা, ১৯৪৩ খৃ., যাকী মুহাম্মাদ হাসান, আর- হালাতুল-মুসলিমুন, ১৯৪৫ খৃ. এবং Poliak কর্তৃক হিব্রু ভাষায় লিখিত। এখানে উল্লেখ্য যে, বিবরণটির পাঠের একটি নূতন সংস্করণ এস. দাহহান কর্তৃক ১৯৫৯ সালে দামিশক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (দামিশকের আরব একাডেমীর প্রকাশনা সিরিজে)।

M. Canard (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন ফাদলিল্লাহ আল-উমারী (ابن فضل الله)

العمرى) ; শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ, মামলুক আমলের সম্মানিত লেখক ও প্রশাসক। তিনি আন-নাসির মুহাম্মাদ ইবন কালাউন (দ্র.)-এর অধীনে কায়রো ও দামিশকের দূতাবাসে চাকুরী করেন। তিনি মামলুক রাষ্ট্র গঠন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন আবুল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন যাহ'য়া ইবন ফাদলিল্লাহ আল-কুরাশী আল-আদাবী আল-উমারী, জ. ৩ শাওওয়াল, ৭০০/১২ জুন, ১৩০১ দামিশকে এক শাফি'ঈ পরিবারে। এই পরিবার ইতোমধ্যে মামলুক জন-প্রশাসনে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল (দ্র. ফাদলুল্লাহ)। তাঁহার পিতা মুহয়িদীন যাহ'য়া ইবন ফাদলিল্লাহ প্রথমত দামিশকে এবং ৭২৯/১৩২৯ সনে কায়রোতে দূতাবাসের সচিব (কাতিবু'স-সিরর) ছিলেন। পিতা যখন পরিণত বয়সে তখন শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ কায়রোতে সহকারীরূপে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। আন-নাসির মুহাম্মাদের

সহিত বিরোধের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাঁহার ভাই 'আলাউদ্দীন 'আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। মুহয়িদীন যাহ'য়া যখন ৭৩৮/১৩৩৭ সালে ইনতিকাল করেন তখন 'আলী কায়রোর দূতাবাসের প্রধান নিযুক্ত হন। অন্যদিকে আহ'মাদ সুলতানের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের ফলে অল্প কিছুদিন পরই কারাগারে নিষ্ক্ষিপ্ত হন।

৭৪০/১৩৩৯ সালের প্রথম দিকে কারামুক্তির পর তিনি শীঘ্রই আবার দামিশকের দূতাবাসের প্রধান নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৭৪৩/১৩৪২ সাল পর্যন্ত কাজ করিবার পর তিনি চাকুরীচ্যুত হন এবং ভ্রাতা বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৯ যুলহিজ্জা, ৭৪৯/মার্চ ১৩৪৯ সালে জ্বর পীড়ায় মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর কোন চাকুরী পান নাই। তাঁহার প্রধান রচনাবলী সম্ভবত দামিশকে শেষ বয়সে অবসর জীবনে লিখিত।

সরকারী কর্মচারী হিসাবে শিহাবুদ্দীন আহ'মাদ তাঁহার পিতা বা ভ্রাতৃদ্বয়ের মত সফলকাম হইতে পারেন নাই। জেদী ও স্পষ্টভাষী হওয়ার কারণেই তিনি রাজানুকূল্য লাভ করার উপযোগী হন নাই। সংশ্লিষ্ট লোকদের সহিত অতি দ্রুত তাঁহার শত্রুতা সৃষ্টি হইত। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ উত্থাপিত হইত বিধায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত দামিশকের দূতাবাস হইতে বরখাস্ত করা হয়। যাহা ইউক, লেখক প্রতিভা, রাজনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা তিনি অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন। ঐসব বিষয়েই মূলত তাঁহার গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় : আত-তারীফ বি'ল-মুস-তালাহি'শ-শারীফ (সং. কায়রো ১৩১২ হি.) নামক সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক সারগ্রন্থ মামলুক সাম্রাজ্য, ইহার বিভিন্ন প্রদেশের গঠন, কায়রোর কেন্দ্রীয় সচিবালয়, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দফতরের মধ্যে যোগাযোগের রীতিনীতি বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকে উপজাতীয় প্রধানগণ, মুসলিম ও যিম্মী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও বিদেশী শাসকদের সহিত যোগাযোগের পন্থাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিশ্বকোষের ন্যায় মাসালিকুল-আবসার ফী মামালিকিল-আম্মসার (১খ, সং. কায়রো ১৯২৪ খৃ.)-এ অনেক বিষয় (সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ও আইন, রাজনীতি ও প্রশাসন) অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহা আত-তারীফ-এর ন্যায় একই উদ্দেশ্যে রচিত। মামলুক আমলে এই দুইটি গ্রন্থ প্রশাসনিক বিষয়ে প্রামাণ্য বিবেচিত হইত। আল-কালকশান্দী তাঁহার সুবিদিত সুবহ'ল-আশা ফী কিতাবাতিল-ইনশা' গ্রন্থ স্বীকৃতিসহ এই পুস্তকদ্বয়ের অনুকরণ করিয়াছেন।

আত-তারীফ ও মাসালিক ব্যতীত আহমাদ ইবন ফাদলিল্লাহ তাঁহার বংশের একখানা ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) পর্যন্ত তাঁহার বংশানুক্রমিক ধারা নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতেই আল-উমারী উপাধি (নিস্বা)। উপরন্তু কিছু নগণ্য প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও সাধারণ পদ্যও তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার অত্যধিক অলঙ্কারসমৃদ্ধ আধী গদ্যরীতি মামলুক আমলের লেখকগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা ফী আ'যানিল-মি'আতি'ছ-ছামিনা হায়দরাবাদ, দক্ষিণগাত্য ১৩৪৮- ৫০ হি.; (২) আল-কুতুবী, ফাওয়াত; (৩) মাক'রীমী, সুলুক', ২খ, ৪৬৫ প.; (৪) ঐ লেখক, খিতাত, ২খ., ৫৬ প.; (৫) ইবন তাগ'রীবির্দী, নুজূম; (৬) F. Taeschner, Al-Umari's Bericht uber Anatolien, Leipzig ১৯১৯ খৃ.; (৭) Quatremere, Notices de

l'ouvrage.... in Notices et extraits xiii, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ.; (৮) D. S. Rice, A miniature in an autograph of Shihab al-din Ibn Fadl Allah al-Umari, in BSOAS, xiii, ১৯৫১ খৃ., ৮৫৬-৬৭; (৯) R. Hartmann, Die politische geographie des Mamlukenreiches, in ZDMG, Ixx (১৯১৬ খৃ.), ১ পৃ.; (১০) G. Wiet, Les biographies du Manhal Safi, কায়রো ১৯৩২ খৃ., ২১৭; (১১) Brockelmann, ii, ২৪১।

K. S. Salibi (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবন ফারহূন (ابن فرحون) : বুরহানু'দ-দীন ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবিল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন ফারহূন আল-যা'মারী, একজন মালিকী ফাকাহ ও ঐতিহাসিক। তিনি আন্দালুসীয় বংশোদ্ভূত একটি পণ্ডিত পরিবারে ৭৬০/১৩৫৮ সালের দিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার পিতৃব্য আবু মুহাম্মাদ শারাহু'দ-দীন আল-আসনাবী, জামালু'দ-দীন আল-দামানহরী, মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফা ও ইবন 'আরাফার পুত্র (যাঁহার নিকট ৭৯২/১৩৯০ সালে হজ্জ পালনের সময় দারুস লাভ করিয়াছিলেন) এবং অন্য 'আলিমগণের নিকটও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ৭৯২/১৩৯০ সালে মিসর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন এবং রাবী'উ'ছ'-ছানী ৭৯৩/মার্চ, ১৩৯১ সালে মদীনার কাবী নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি মদীনায় মালিকী আচার-অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করেন। আহমাদ বাবা কর্তৃক উল্লিখিত ইবন ফারহূনের আটটি রচনার মধ্যে (তিনটি অসমাপ্ত) যেটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিম্নে উল্লিখিত দুইটি মুদ্রিত হইয়াছে :

১। আদ-দীবাজু'ল-মুয'হহাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ানি 'উলামাইল-মায়'হাব (الديباج الذهب في معرفة اعيان علماء المذهب) (বিভিন্ন সময় মুদ্রিত; আহ'মাদ বাবা রচিত "নায়লু'ল-ইবতিহাজ"-এর সঙ্গে সংস্করণটি সর্বাধিক পরিচিত, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২)। গ্রন্থটি মালিকী 'আলিমগণের একটি জীবনীমূলক অভিধান। ইহাতে ৬৩০ টি জীবনী রহিয়াছে এবং ইহা রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের একটি প্রধান বস্তুতরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহাতে বহুল পরিমাণে বিবিধ তথ্য রহিয়াছে। ইহার একটি ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে মালিকী আচার-অনুষ্ঠানের জন্য একটি ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে এবং ইমাম মালিক (র)-এর একটি জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থের অনুসরণে তিনি 'দীবাজ' গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। দীবাজ গ্রন্থটির কয়েকটি পরিশিষ্ট ও সারসংক্ষেপ রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে নায়লু'ল-ইবতিহাজ সর্বাধিক পরিচিত।

(২) তাবসি'রাতু'ল-হু'কাম ফী উসূলি'ল-আক'দিয়া ওয়া মানাহিজি'ল-আহ'কাম (تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام) [মুহাম্মাদ আহ'মাদ 'ইল্লীম রচিত 'ফাতহু'ল-'আলী আল-মালিক'-এর প্রান্তে (হাশিয়ায়) মুদ্রিত, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.], ইহা কাদীগণের বিচার অনুষ্ঠানের বিধি-বিধান, কার্যপ্রণালী ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি সারগ্রন্থ এবং ইহাতে মনের কিছুটা স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটয়াছে। যেমন ইহাতে প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে

যে, সাহিবুল-মাজালিম ও সাহিবুল-শু'রতার অধীনস্থ তাত্ত্বিক বিষয়গুলি কাদীর অধীনে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহমাদ বাবা, নায়লু'ল-ইবতিহাজ বি-তাত-রীযিদ-দীবাজ, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ৩০; (২) Brockelmann, ii, 226, SII, 226; (৩) আহমাদ বাবা, কিফায়াতুল-মুহ'তাজ (মাদরাসাতুল-জাযা'ইর, পাণ্ডু. পত্রক-৩৩ খ); (৪) Wustefeld, Die Geschichtschreiber der Araber, পৃ. ১৯১, সংখ্যা ২৯৮; (৫) Fagnen, Les Tabakat malikites, in homenaje a D. Fr. Codera, পৃ. ১১০; (৬) Pons Boigues, Ensayo bibliografico, পৃ. ৩৪৮, নং ২৯৮; (৭) দীবাজের সূত্র সম্পর্কে, Basset, Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat el Anfas, in Recueil, de memoires et ed textes publies en l'honneur du me XIV Congres des Orientalistes, Algiers 1905, No. ii.

J. F.P. Hopkins (E.I.²).এ.এন.এম.মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন ফারাজ আল-জায়ানী (ابن فرج الجياني) : আবু 'উমার আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ, মুসলিম স্পেনের কবি, কাব্য সংকলক ও ঐতিহাসিক। আল-হমায়দীর জায'ওয়াতুল-মুকতাবিস গ্রন্থের কতিপয় ছন্দে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য এবং অন্যদের দ্বারাও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় আল-হাকাম আল-মুস'তানসির (৩৫০-৩৬৬/৯৬১-৯৭৬)-এর সভাকবি ছিলেন। স্বীয় দুর্ভাগ্য অথবা কোপন স্বভাবের দরুন তিনি আল-হাকাম সম্বন্ধে এমন মর্মভাষী ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন যে, আল-হাকাম তাঁহাকে জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করেন এবং কারণগেই তিনি কাব্য ও গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা আবু সা'ঈদ 'উছ'মান ও আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহুও কবি ছিলেন। আমরা কেবল তাঁহাদের নাম ও কয়েকটি চরণমাত্র জানিতে পারি।

কিতাবুল-হাদা'ইক (উদ্যানসমূহ) নামে আন্দালুসী কাব্যের একটি বিরাট সংকলনের জন্যই ইবন ফারাজের খ্যাতি। পরবর্তী সংকলকগণ ইহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। মূল গ্রন্থটি লুপ্ত; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকার যে সমস্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা করা যায়। ইবন দাউদ আল-ইসফাহানী সংকলিত প্রাচ্য কবিদের বিখ্যাত সংকলন আয-যাহরা'-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তিনি উক্ত সংকলন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যেহেতু আয-যাহরা' গ্রন্থে এক শত অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ে এক শত ছন্দ ছিল সেইজন্য ইবন ফারাজ সংকলন করেন, তাঁহার গ্রন্থে দুই শত পঙক্তি সম্বলিত দুই শত অধ্যায় থাকিবে। কিতাবুল-হাদা'ইক-এ তিনটি ব্যাপারের প্রাচীনতম অভিব্যক্তি ঘটয়াছে বলিয়া বিবেচিত : স্পেনীয় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক পরিপক্বতা, তাঁহাদের আশ্র-সচেতনতা ও মুসলিম প্রাচ্যের অভিভাবকত্ব হইতে মুজিলাভের প্রতি বুদ্ধিজীবীগণের প্রবণতা।

ইবন ফারাজের স্বরচিত কাব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের হাতে আসিয়াছে। তাঁহার কাব্য প্রায় সম্পূর্ণই পুষ্পোদ্যান (রাওদিয়াত) বা প্রেম (তাগাযুল) সংক্রান্ত এবং ইহাতে সূক্ষ্ম কাব্য প্রতিভার প্রকাশ রহিয়াছে।

আরও একটি গ্রন্থ ইবন ফারাজের প্রতি আরোপিত, নাম

তা'রীখুল-মুনতায়ীন ওয়া'ল-কা'ইমীন বি'ল-আন্দালুস ওয়া আখবারুলহুম (স্পেনীয় মুসলিমদের জাগরণ ও বিদ্রোহের ইতিহাস), পুস্তকটি (বর্তমানে বিলুপ্ত) অবশ্যই কারণারে রচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবত উহাতে খলীফার প্রতি ইবন ফারাজের তিক্ত মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হুমায়দী, জাযুওয়া, কায়রো ১৯৫২ খ., ৯৬; (২) দাব্বী, বৃগুয়া, ১৪০; (৩) যাকু'ত, উদাবা', ৪খ, ২৩৬; (৪) ইবন দিহয়া, মুত্তরিব, নির্ঘণ্ট; (৫) ইবন সা'ঈদ, মাগ'রিব, কায়রো ১৯৫৫ খ., ৫৬-৫৭; (৬) ঐ লেখক, রায়াত, মাদ্রিদ ১৯৪২ খ., ২৩১; (৭) A. J. Arberry-র ইংরেজী অনু. The Pennants..., কেম্ব্রিজ ১৯৫৩ খৃঃ (৮) ইবন খাকান, মাতমাহ, ৮৯; (৯) হিমযারী, বাদী', রাবাত ১৯৪০ খ., নির্ঘণ্ট; (১০) মাক্কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (১১) H. Peres, Poesie andalouse, Paris 1953, নির্ঘণ্ট; (১২) Elias Teres, Ibn Faray de Jaen y su Kitab al-Hada'iq, আল-আন্দালুস পত্রিকায়, xi/i (১৯৪৬ খ.), ১৩১-৫৭।

H. Mones (E.I. 2)/নুসরাত সুলতানা

ইবন ফারাহ আল-ইশ্বীলী (ابن فرح الاشبيلي) : তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল শিহাবু'দ-দীন আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন ফারাহ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহ'ম্মাদ আল-লাখমী আল-ইশ্বীলী আশ-শাফি'ঈ। তিনি ৬২৫/১২২৮ সালে সেভিল (ইশ্বীলিয়া দ্র.)-এ জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪৬/১২৪৮ সালে কাসতালিয়া (Castila)-র সেন্ট তৃতীয় ফার্দিনান্দ (১২১৭-৫২ খৃ.)-এর নেতৃত্বে ফ্রাংক (আল-ইফরানজ) অর্থাৎ স্পেনীয়গণ সেভিল জয় করিলে ইবন ফারাহ তাহাদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু তিনি পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন এবং ৬৫০/১২৫২ ও ৬৬০/১২৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মিসর গমন করেন। তথায় তিনি শায়খুল-ইসলাম ইয়যু'দ-দীন আব'দু'স-সালাম, কামাল আল-আযীয ও কায়রোর অন্য খ্যাতনামা 'আলিমগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি দামিষ্কে গমন করেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী কালে তিনি সেখানেই বসতি স্থাপন করেন এবং একজন বিশিষ্ট হাদীছ বিশেষজ্ঞরূপে তথাকার উমায়্যা মসজিদে দারুস (পাঠ) দিতে থাকেন। তাঁহাকে দারুল-হাদীছ আন-নূরিয়্যা-য় হাদীছের অধ্যাপকের পদ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। যাহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আদ-দিমযাজী (তু. আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ২খ, ১৭), আল-যুনীনী (দ্র.), আল-মুকাতিলী, আন-নাবুলুসী, আবু মুহ'ম্মাদ ইবনুল-ওয়ালীদ ও আল-বিরযালী ছাড়াও আয'-যাহাবী (দ্র.)-র ন্যায় একজন ইতিহাস ও হাদীছ-বিশারদও তাঁহার দারুসে (পাঠে) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৯ জুমাদা'ল-উখরা, ৬৯৯/১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৩০০ সালে উম্মুস-সালিহ-এর তুব্বায় ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে সেখানেই দাফন করা হয়। কেবল আস-সুযুতীর তাবাকাতুল-মুফাস্‌সিরীন গ্রন্থে (সম্পা. Meursinge, সংখ্যা ৮৮) ভুলক্রমে এই ইবন ফারাহকে অপর এক ইবন ফারাহ-এর পুত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যিনি হাশরের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ তায'কিরাতু বি-আহ ওয়ালিল- মাওতা ওয়া 'উম্মুরিল-আখিরা ও কুরআনের একখানি বৃহৎ তাফসীর 'জামিউ আহ'কামিল-কু'রআন'-এর প্রণেতা ছিলেন। তাঁহার নাম মুহ'ম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন আবী বাকর ইবন ফারাহ (আল-মাক্কারী, ১খ, ৬০০-এ ভুলক্রমে ইবন ফারাহ) আল-আনসারী আল-মালিকী

আল-কুরতুবী; তিনি ৯ শাওওয়াল, ৬৭১/২৯ এপ্রিল, ১২৭৩ সালে ইনতিকাল করেন।

ইবন ফারাহ' আল-ইশ্বীলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে হাদীছ-শাস্ত্রের ২৮টি পরিভাষার ব্যাখ্যায় রচিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য (হাদীছ খালীফা, সম্পা. Flugel, ৪খ, ১৯০, ইহাতে ভুলক্রমে ৩০টি শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে)। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে তাবীল ছন্দের গায়াল রীতির ২০টি শ্লোক রহিয়াছে। আস-সাফাদী ইহাকে সঠিকভাবে (মাক্কারী, ১ম, ৮১৯) কাসীদাতু গায়ালিয়া ফী আলকাবি'ল-হাদীছ নামে উল্লেখ করিয়াছেন (Bröckelmann, 1, 372)। ইহাকে সাধারণত মানজুমাতু ইবন ফারাহ অথবা প্রথম শ্লোকের প্রথম দুইটি শব্দের ভিত্তিতে 'গারামী-সাহীহ' নামেও নামকরণ করা হয়। চরণ দুইটি এই :

غرامى صحيح والرجا فيك معضل وحزنى ودمعى

مرسل ومسلسل-

"আমার প্রেম বাঁচি এবং তোমার সম্পর্কে আমার আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন ব্যাপার; কিন্তু আমার চিন্তার কোন শেষ নাই এবং আমার অশ্রু অবিরত প্রবাহিত হইতেছে।"

এই কাসীদাটি সর্বপ্রথম ১৮৬০ খৃ. Krehl কর্তৃক আল-মাক্কারীর Analectes, i., ৮১৯ প.-এ (আস-সাফাদী হইতে) প্রকাশিত হয়; ইহার পর মাজমু'উল-মুতুন (কায়রো ১৩১৩ হি., পৃ. ৫১)-এ প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া আস-সুবকীর আত-তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়া আল-কুবরায় (৫খ, ১২ প., কায়রো ১৩২৪/১৯০৬-১৯০৭)-ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতে কেবল ১৮টি শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। ইয়যু'দ-দীন আবু 'আবদিদ্বাহ মুহ'ম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন জামা'আ আল-কিনানী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩)-এর ভাষ্য 'যাওয়ালু'ত-তারাহ' ফী শারহি মানজুমাতি ইবন ফারাহ' Fr. Risch কর্তৃক ১৮৮৫ খৃ. লাইডেন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (বুটিশ মিউজিয়ামে অন্য একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, Cat. Cod. Orient., ii, no, 169/2)। ইহার টীকায় শামসু'দ-দীন আবু 'আবদিদ্বাহ ইবন 'আবদি'ল-হাদী আল-মাক'দিসী (মৃ. ৭৪৪/১৩৪৩, দ্র. আয'-যাহাবী, তাবাকাতুল-হুফফাজ, সম্পা. Wustefeld, xxi, no. 12)-র লিখিত ভাষ্য লাইডেন (Cat. cod. Or., iv. no. 1749) এবং Gotha (no. 578, দ্র. Pertsh, v. 20) পাণ্ডুলিপি হইতে প্রায় সম্পূর্ণই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, বার্লিন পাণ্ডুলিপি (Verz., no. 1055) তা'লীকু 'আলা মানজুমাতি ইবন ফারাহ' ইবন ফারাহ' রচিত ৮৯৪/১৪৮৯ সালের কবিতার একটি ভাষ্য। কায়রো (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২৫০) পাণ্ডুলিপিতে মুহ'ম্মাদ ইবরাহীম ইবন খালীল আত-তাভাহ'ই (Boinet, Dictionnaire, 154 ও 899) আল-মালিকী (মৃ. ৯৩৭/১৫৩০-১)-এর একটি ভাষ্য রহিয়াছে। ইহার নাম আল-বাহজাতু'স-সানিয়্যা ফী হান্নিল-ইশারাতিল-স-সুন্নিয়া।

ইবন ফারাহ উপদেশমূলক কবিতা ছাড়া আন-নাওয়াবী (দ্র.) সংকলিত ৪০টি হাদীছের 'শারহ' 'আরবাসিনা হাদীছ' আন-নাওয়াবিয়া নামে একটি ভাষ্যও লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : বরাত প্রবন্ধের যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

C.F. Seybold (E.I. 2)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ডুগ্রা

ইবন ফারিস (ابن فارس) : আবু'ল-হু'সায়ন আহ'মাদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আশ্-শাফি'ঈ, পরবর্তী কালে (রায়-এ) আল-মালিকী, আল-লুগাবী, একজন 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদ। তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না এবং জন্মস্থানও অনিশ্চিত। একদিকে তাঁহার একটি কবিতা অনুসারে (য়াকূ'ত, উদাবা', ৪খ, ৯৩) তিনি আয্-যাহরা' জেলার কুরসূফ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা হইতে তাঁহার প্রাথমিক কালের নিস্বা আয্-যাহরাবী উদ্ভূত হইয়াছে। যে কোন অবস্থায়ই হউক, তিনি নিঃসন্দেহে কৃষক পরিবার সম্ভূত ছিলেন (য়াকূ'তের বর্ণনা অনুসারে, পৃ. গ্র., ৯২, ছত্র ১২-৩); অপরদিকে ইবন ফারিস নিজে তাঁহার গ্রন্থ মাকায়ীস (তাঁহার মুকাদ্দিম, ১, ৫)-এর বরাতে ফারিস ইবন যাকারিয়া (তাঁহার পিতা)-র নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি তাঁহার নিকট ইবনু'স-সিক্কীতের কিতাবু'ল-মান'তিক বর্ণনা করিয়াছিলেন (আরও দ্র. যাকূ'ত, পৃ. স্থা., ৯২, ছত্র, ৬-৭; আস্-সুযু'তী, বৃগ'য়া, ১৫৩, ইবনু'ল-আনবারী, নূয'হা, ২২০)। অতএব ইবন ফারিস সম্ভবত একজন শিক্ষিত ফার্সীভাষী পুত্র ছিলেন, যিনি তাঁহার প্রথম উস্তাদ ছিলেন। কিন্তু ইহা একটি বিশ্বাসের ব্যাপার যে, এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি একটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন।

ইবন ফারিস কায্বীনে প্রখ্যাত 'আলী ইবন ইব্রাহীম আল-কাত্তান (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময় আল-কাত্তান বার্বাক্যে উপনীত হইয়াছিলেন (য়াকূ'ত, পৃ. স্থা., ১২খ, ২২০)। কায্বীন হইতে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নিস্বা আল-কায্বীনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল-কিফতীর বর্ণনা অনুসারে তিনি কোন নির্দিষ্ট কারণে এই নিস্বা গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইনবাহ, ১খ, ৯৪, ছত্র-৪-৫)। যানজান-এ তিনি ছা'লাবের রাবী আবু বাকর আহ'মাদ ইবনু'ল-খাত'বীর নিকটেও পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাগদাদে ও হজ্জ পালনের সময় মক্কায়ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইবন ফারিস হামাযানে বসতি স্থাপন করেন এবং একজন পণ্ডিতরূপে তথায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী কালের উযীর আস্-সাহিব ইবন 'আব্বাদ ও মাকামাতের রচয়িতা বাদী'উ'য-যামান আল-হামাযানী। বাদী'উ'য-যামান তাঁহার উস্তাদের প্রতি খুবই অনুগত ছিলেন; কিন্তু পরবর্তী কালে প্রকাশ্যভাবে একটি তিরস্কারের ফলে উস্তাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কে ফাটল ধরে। যদিও হামাযানে প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু রায়-এ ইবন ফারিস সাহিব ইবন 'আব্বাদ কর্তৃক সমাদর লাভ করেন নাই। কেননা ইবন ফারিস ইবনু'ল-আমীদ (আবু'ল-ফাদল মুহাম্মাদ ও আবু'ল-আলী) পরিবারের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং ইবন 'আব্বাদ উক্ত পরিবারকে সরাইয়া তদস্থলে উযীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইবন ফারিস কর্তৃক তৎপ্রতি কিতাবু'ল-হাজার গ্রন্থটি উপহারের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন 'আব্বাদ তাঁহাকে একটি শীতল সম্বোধন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার খ্যাতির কারণে ফাখরু'দ-দাওলা 'আলী ইবন রুকনু'দ-দাওলা ইবন বুওয়ায়হ স্বীয় পুত্র মাজনু'দ-দাওলা আবু তালিবের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে রায়-এ আহ্বান করিলে উযীরের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। উযীর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, আশ্রয় দান করেন এবং 'শায়খুনা 'আবু'ল-হু'সায়ন' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন। কেননা এই নামে সম্বোধন করিলে তিনি খুশী হইতেন। পরবর্তী কালে ইবন ফারিস তাঁহার রচিত আস্-সাহিবী গ্রন্থখানা উক্ত উযীরের নামে উৎসর্গ করেন। সাধারণভাবে গৃহীত তারিখ অনুসারে ইবন ফারিস ৩৯৫/১০০৪ সালে

রায়-এ ইনতিকাল করেন। রায়-এ অবস্থানের সময় হইতে তাঁহাকে আর-রাযী বলা হইত।

ইবন ফারিস ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অতিশয় সহানুভূতিশীল। তিনি এতখানি দয়ালু ছিলেন যে, স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত গরীবদেরকে দান করিয়া ফেলিতেন, কোন ভিক্ষুককে খালি হাতে যাইতে দিতেন না। তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কিছু কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহা একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে গভীরতর অভ্যন্তরীণ বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

ইবন ফারিস ছিলেন নিরপেক্ষ মনের অধিকারী। ইহা একটি লক্ষণীয় ব্যাপার যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সীবাওয়য়হ ও বসুরাপহীদের আধিপত্যের যুগে ইবন ফারিস কুফাপহীদের চিন্তার স্বাধীনতার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি পুনরায় তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু কিফায়াতি'ল-মু'আল্লিমীন ফি'খতিলাফি'ন-নাহবিয়্যীন-এ ব্যাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু মাকায়ীস'ল-লুগা-র মৌলনীতি ছিল কৌতূহলজনক। আল-খালীলের অনুপ্রেরণায় ইহার নকশা ছিল অভিনব—শব্দমূলের অর্থকে মূল অর্থের সঙ্গে যুক্ত করা এবং উহা দ্বারা একটি সম্বন্ধীকরণ প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে ভাষার উৎপত্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন মতবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সবকিছুই তাওকীফ, ওয়াহয়ির বিষয়বস্তু; আস্-ল ও ফার' সদৃশ (আস-সাহিবী, ৯৬, ছত্র ৬-৯)। ইহা যে কোন প্রকার বিবর্তন বহির্ভূত। আসলে মনে হয় যে, ইবন ফারিস ধর্ম বিষয়ক সংশয় দ্বারা সংযত ছিলেন। কুরআনের আয়াত وَعَلَّمَ أَرْمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (এবং তিনি আদামকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, ২ : ৩১) তাঁহাকে তাওকীফের সার্বজনীনতা প্রদর্শন করিয়াছে (দ্র. আস্-সাহিবী, ৩১-৩২)।

ইবন ফারিস ছিলেন একজন মুক্তমনা লোক। তিনি নূতন কিছু প্রবর্তন করিতে কোনরূপ ভীত ছিলেন না। এইরূপে আবু 'আমর মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদের বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার রিসালা-এ তিনি প্রাচীন ও আধুনিকপন্থীদের মধ্যকার 'আরব বিতর্কে সমসাময়িক কালের অনুসরণের স্বাধীনতাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তিনি কিতাবু'ল-হামাসা আল-মুহাদাছা সংকলন করেন। অপরদিকে তিনি দর্শনের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, এমনকি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা উহা কেবল অনাবশ্যকই ছিল না, বরং বিশ্বাসের জন্যও ছিল মারাত্মক (আস্-সাহিবীর বিবরণ অনুসারে, ৭৭, ১, ১২, প., যে অংশসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুঃসাধ্য)। ইবন ফারিস ব্যাকরণ, কবিতা, ফিক্হ, তাফসীর ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মতৎপরতা বিস্তৃত করেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল অভিধান সংকলন এবং 'আরব বিশ্বে তিনি আল-লুগাবী নামে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ছোট বড় প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মাকায়ীস (১খ, ২৫-৩৭)-এর সম্পাদক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাদের দুইটি খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ৭টি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান; বর্তমানে ২৪টি গ্রন্থের কেবল শিরোনাম জানা যায়। তাঁহার কিতাবু কিফায়াতি'ল-মুতা'আল্লিমীন ফি'খতিলাফি'ন-নাহবিয়্যীন (كتاب كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين) এবং কিতাবু'ল-ইনতিসার লি-ছা'লাব (كتاب الانتصار للعلب) [সম্ভবত প্রথমোক্ত একই গ্রন্থটি তিন শিরোনামে উল্লিখিত] এবং উপরের বর্ণিত ও ফিহরিস্ত (৮০)-এ উল্লিখিত তাঁহার হামাসা-র জন্য আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী : (১) কিতাবুল-মুজমাল ফিল-লুগা, আংশিক প্রকাশিত, কায়রো ১৩৩১ হি., ১ম খণ্ড, (মাকায়ীসের সম্পাদকের বর্ণনা অনুসারে ১খ, ৩৫), ১৩৩২/১৯১৪, ৩১৯ প. (সারকীসের বর্ণনা অনুসারে ২০০); বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, দ্র: Brockelmann, I, 130, 12 136, S I, ইবন ফারিস বহু সংখ্যক কবিতার উদ্ধৃতিসহ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্টভাবে ও প্রামাণ্য রীতিতে শব্দরাজি উপস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন-উত্তর (Post-classical)-কালের শব্দ (S I অনুসারে ১৯৮)-এর একত্রে শ্রেণীবিন্যাসের কাজটি মুতাখায়্যারুল-আলফাজের [জুরজানী কর্তৃক উদ্ধৃত, মুখতারুল-আলফাজ] গ্রন্থের জন্য রাখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি তাঁহার প্রামাণ্য সূত্ররূপে আল-খালীল ও ইবন দুরায়দ-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন ফারিসের একটি কবিতায় বলা হইয়াছে যে, (য়াকূ'ত, উদাবা' ৪খ, ৯২) কিতাবুল-আয়ন ও কিতাবুল-জীম-কে ছাড়াইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের অনুকরণে ইহা প্রথম মূল ব্যানবর্ণ অনুসারে বিন্যস্ত এবং হামযা বর্ণ দ্বারা শুরু হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়ের বিন্যাসে আল-খালীলের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রতিটি প্রারম্ভিক বর্ণের অধীনে সর্বপ্রথম মুদা'আফ (مضاعف) [নিমুনা ১২২], ইহার পর ত্রিবর্ণ, চতুর্বর্ণ ও পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আল-ফীরুযাবাদী, যিনি ইবন ফারিসের অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি মুজমাল অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইহার সমালোচনা করিয়াছেন (হাশ্বী খালীফা, ৫খ, ৪০৭)। তিনি প্রত্যক্ষরূপে ইহার বহু শব্দ তাঁহার রচিত কামুস নামক অভিধানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান এবং ইহার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রয়োজন। (২) কিতাবু মাকায়ীসুল-লুগা, 'আবদু'স-সালাম মুহাম্মাদ হারুন কর্তৃক ৬ খণ্ডে ১৩৬৬-৭১/১৯৪৭-৫২ সালে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। একটি বিশদ মুকাদ্দিমা, ১খ., ৩-৪৭ (পাতায় স্বতন্ত্র নম্বরসহ উক্ত নিবন্ধে ব্যবহৃত)। এই মূল অভিধানটির নীতিমালা উপরে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু চতুর্বর্ণ ও পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট শব্দের জন্য ইবন ফারিস প্রায়শই অন্য রীতি অনুসরণ করিয়াছেন (তাঁহার বিন্যাসরীতির বর্ণনার জন্য কিতাবুল-লা, ১খ., ৩২৮-৩৬-এর শেষাংশ দ্র.)। ইহার শব্দমালার বিন্যাস মুজমালের অনুরূপ। (৩) আস্-সাহিবী ফী ফিক্হিল-লুগা ওয়া সুনানিল-আরাব ফী কালামিহা (الصاحبي في فقه اللغة) একটি মাঝারি ধরনের সংস্করণ, কায়রো ১৩২৮/১৯১০। এই শিরোনাম একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহা দুইটি পৃথক গ্রন্থের একটি সমন্বিত নাম-একটি ফিক্হুল-লুগা ও অপরটি আস্-সাহিবী; যেমন যাকূ'ত, উদাবা, ৪খ, ৮৪, ইবন কাদী শুহ্বা, পাণ্ডুলিপি দামিশক্' যাহিরিয়া, নং ৪৩৮ (তা'রীখ), ১৮৯-৯০ ও অন্যান্য কিতাবু'স-সাহিবী এই প্রকারের একটি নূতন গ্রন্থ, একটি ছোট আকৃতির মুহ্বির। প্রথমবারের মত একজন রচয়িতাকে দেখা যায়, তিনি 'আরবী ভাষা অধ্যয়নে নিছক ব্যাকরণ বিষয়ক অথবা অভিধান সংকলন বিষয়ক কাঠামোর উর্ধ্বে যাওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন যাহাতে ভাষা সম্পর্কে 'আরবদের ধ্যান-ধারণার একত্র সমাবেশের অধিকতর নিয়মতান্ত্রিক এক পদ্ধতি রহিয়াছে এবং যাহাতে ঐতিহাসিক বা অপরাপর এমন কিছু তথ্য রহিয়াছে যাহা এতদসংক্রান্ত তাঁহার জ্ঞানকে প্রসারিত করিবে অথবা পথনির্দেশ দিবে। ইহা একটি সুখের বিষয় যে, ইহার একটি নূতন এবং সম্বন্ধে সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. Bibl.)। কিতাবু'স-সাহিবী গ্রন্থে ইবন ফারিস শু'উবিয়্যার সহিত বিতর্কে 'আরবীর উৎকৃষ্টতা সম্পর্কীয় তাঁহার

বিশ্বাসকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ও 'আরবগণকে তাহাদের বিপক্ষীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে অগ্র সরবরাহ করিয়াছেন। (৪) কিতাবুল-লামাত (كتاب اللامات) 'আরবী ব্যাকরণে লা, লি-এর ব্যবহার, G. Bergstrasser কর্তৃক প্রকাশিত in Islamica, ১খ., (১৯২৫ খ.), ৭৭-৯৯; আস্-সাহিবী, ১১২-৬-এ একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় (Bergstrasser-কৃত দুইটি পাঠের আলোচনা দ্রষ্টব্য, ঐ ৯৭-৯); (৫) মাকালাতু কাল্লা ওয়ামা জা'আ মিন্হা ফী কিতাবিল্লাহ (مقالة كلا و ما جاء منها في كتاب الله), আস্-সাহিবী গ্রন্থে উল্লিখিত, ১৬২, ১, ১৬; 'আবদুল-আযীয আল-মায়মানী (A. Memon) 'আর-রাজাকৃতী কর্তৃক ছালাছাতু রাসা'ইল-এ প্রকাশিত, কায়রো ১৩৪৪ হি.; (৬) কিতাবুল-ইতবা' ওয়া'ল-মুযাওয়াজা (كتاب الاتباع والمزاوجة), ইহা এমন সব শব্দের একটি সংগ্রহ যাহা বাহ্যত একটি অপরটির অনুরূপ এবং যাহা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়; R. Brunnow কর্তৃক Orient. Stud. Th. Nol-deke... gewidmet, i, Giessen 1906, 225-48-এ প্রকাশিত Ch. Pellat-এর গবেষণা দ্রষ্টব্য, in Arabaica, iv (1957), 131-49 ও আস্-সুযুতীর মুহ্বির-এর অধ্যায় ২৮; (৭) কিতাবু সীরাতিল-ন-নাবিয়্যি (س) একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, আওজায়'স-সিয়্যার লি-খায়রিল-বাশার (أوجز السير لخير البشر) শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছে, আলজিয়ার্স ১৩০১ হি., বোম্বাই ১৩১১ হি. মাকায়ীস (১, ৩১)-এর সম্পাদকের বর্ণনা অনুসারে কিতাবুল-আখলাকিল-ন-নাবিয়্যি (স) একটি ভিন্ন গ্রন্থ; (৮) কিতাবু ফুতযা ফাকীহিল-আরাব, বিরল অর্থবহ শব্দের ভিত্তিতে বিচার সম্বন্ধীয় প্রহেলিকা ও প্রশ্নাবলীর একটি সংগ্রহ (আল-হারীরীর ৩২তম মাকামায় অনুসৃত একটি রীতি, তু. আস্-সুযুতী, মুহ্বির, ১খ, ৬২২-৩৭); হ-সায়ন 'আলী মাহফুজ কর্তৃক প্রকাশিত, দামিশক্' ১৩৭৭/১৯৫৮, ৫২ প., in 8; (৯) কিতাবু আবয়াতি'ল-ইসতিশাহাদ, কবিতার পংক্তিসমূহের একটি সংগ্রহ যাহা সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হয়; মাকায়ীস-এর সম্পাদক কর্তৃক নাওয়াদির মাখ'তুতাত, ১খ, ১৩৭-৬১-এ প্রকাশিত (২য় সিরিজ, কায়রো ১৩৭১/১৯৫১)। ঐতিহাসিক বরাতসমূহের তালিকায় এই শিরোনামে ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবত ইহা যাকূ'তের যাখা'ই'রুল-কালিমাতে গ্রন্থের অনুরূপ, উদাবা, ৪খ, ৮৪ (সম্পাদকের বর্ণনা অনুসারে, ১খ, ১৩৮); (১০) কিতাবুল-নায়রুম, ইহা মু'আররাব ('আরবীকৃত) শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত একটি গবেষণা ও 'আরবী কায়ুল (قيول)-এর সমরূপী শব্দসমূহের একটি পর্যালোচনা। একই ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত, ঐ, ২খ, ১৭-২৫, ৫ম সিরিজ, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪; (১১) ইবন সা'ঈদের বিরুদ্ধে লিখিত রিসালার উদ্ধৃতি এবং আছ-ছা'আলিবী (৩খ, ৩৯৭-৪০৪)-এর যাতীমাতু'দ-দাহর-এর কবিতার সংগ্রহ (মুহাম্মাদ মুহ্বিদ-দীন 'আবদুল-হাম্বীদে'র সংস্করণ)।

পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান ইবন ফারিসের গ্রন্থাবলীর জন্য দ্র. Brockelmann, ১খ, ১৩০ এবং S I, ১৯৮, নং ৩, ৪, ১১, ১৪, ১৫, টীকা, বিশেষত নং ১৪, কিতাবু ক'াসাসিন-নাহার ওয়া সামারিল-লায়ল, নং ১৫, কিতাবু তামামি ফাসীহিল-কালাম (পাণ্ডুলিপির জন্য আরও দ্র. মাকায়ীস, ১খ, ২৭), তাহা ছাড়া নং ৩৫ হারুন (মাকায়ীস, ১খ, ৩৫)। কিতাবুল-মুখতাসার ফিল-মু'আলাহ ওয়া'ল-মুযাক্কার, পাণ্ডু., আল-মাকতাবাতু'ত-তায়মুরিয়া (কায়রো), ২৬৫ (লুগা), Brockelmann-কৃত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I, 130, I², 135-6, S I, 197-8; (২) J. Kraemer, Studien zur altarabischen Lexikographie, in Oriens, vi (1953), 215-26; (৩) যাকী মুবারাক, La prose arabe au IV² siecle de l'Hegire (X siecle), Paris 1931, 203-9, বিশ্বাসের অযোগ্য, পরীক্ষা করা উচিত; (৪) আস্-সাহিবী সংস্করণের প্রারম্ভে দেয় জীবন-চরিতের উল্লেখ এবং মাকারীস, ১খ, ৩-৪৭-এর মুকাদ্দিমা; (৫) যাকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', ৪খ, ৮০-৯৮; (৬) ইরশাদ, ২খ, ৬-১৫; (৭) সুযুত্বী, বুগ'য়া, ১৫৩; (৮) ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ১খ, ১০০-১ (নং ৪৮); (৯) ইবনুল-আনবারী, নুহহাতুল-আলিব্বা, বাগ'দাদ ১৯৫৯ (১৯৬০ খ.), ২১৯-২১; (১০) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি., ৩খ, ১৩২-৩; (১১) কিফতী, ইন'বাহ'র-রুওয়াত, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ১খ, ৯২-৫; অন্যান্য সূত্র পৃ. ৯২-এর টীকায়। মুজমাল সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : (১২) J. Kraemer, পৃ. ৫; (১৩) মাকারীস, ১খ, ২১; (১৪) হু'সায়ন নাসসার, আল-মু'জামু'ল-'আরবী, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৬, ২খ, ৪৩২-৪৩। মাকারীস সম্পর্কে : (১৫) মুকাদ্দিমা, ১খ, ৩৯-৪৫; (১৬) হু'সায়ন নাসসার, পৃ. ৫., ২খ. ৪০১-৩১। আস্-সাহিবী সম্পর্কে : (১৭) J. Kraemer, ২১৫ এবং উপরে উল্লিখিত বরাতসমূহ। M. Chouemi নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন (Bibliotheca Philologica Arabica, i), Beirut 1383/1964। নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ এই সংস্করণের, কিন্তু ইহাতে উল্লিখিত 'মুকাদ্দিমা' বর্তমানে পাওয়া যায় না।

H. Fleisch (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন ফারীগুন (ابن فریغون) : শায়া (?) বিশ্বকোষ রচয়িতা, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইনি একখানি বিজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত 'আরবী বিশ্বকোষ জাওয়ামি'উ'ল-উলুম (جوامع العلوم) বা 'বিভিন্ন বিজ্ঞানের যোগসূত্রসমূহ' রচনা করেন। লেখক আমু দরিয়্যার উজান অঞ্চলে থাকিয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং সেইখানে তিনি চাগানিয়ান (দ্র.)-এর মুহ'তাজিদ আমীর আবু 'আলী আহ'মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবনুল-মুজাফফার (মু. ৩৪৪/৯৫৫)-কে উৎসর্গ করেন। Minorsky তাঁহার নাম হইতে অনুমান করেন (অবশ্য ইহা যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে) যে, তিনি ছিলেন উত্তর আফগানিস্তানের ফারীগুনী বংশের (দ্র.) বিশিষ্ট সন্তান। তাঁহার প্রথমে সাসানী শাসকগণের উপরে গায়নাবী বংশীয় শাসকগণের করদরূপে গৃহগান জেলার শাসক ছিলেন। ফার্সী ভূগোল গ্রন্থ হুদু'ল-'আলাম (দ্র. উপরে)-এর অজ্ঞাত লেখকের সঙ্গেও উক্ত বংশের যোগাযোগ থাকা সম্ভব, যদিও তাহা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই (দ্র. V. Minorsky, Ibn Farigun and The Hudud al-Alam, in A Locust's leg, Studies in honour of S. H. Taqizadeh, লন্ডন ১৯৬২ খ., পৃ. ১৮৯-৯৬)।

জাওয়ামি' গ্রন্থের লেখককে সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন D. M. Dunlop তাঁহার The Gauami' al-'ulum of Ibn Farigun শীর্ষক প্রবন্ধে, Zeki Velidi Togan'a armagan-এ. ইস্তাযুল ১৯৫০-৫ খ., পৃ. ৩৪৮-৫৩। ইহা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন আবু যায়দ আল-বালখীর ছাত্র। এই আল-বালখী ছিলেন বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ সূওয়াক'ল-আকালিমি-এর রচয়িতা, যেই গ্রন্থখানা পুনঃসম্পাদনা

করিয়া রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন আল-ইসতাখরী (দ্র. আল-বালখী ও জুগরাফিয়া ৪র্থ, অধ্যায় ২), মৃ. ৩২২/৯৩৪ সালে, যিনি নিজে কিতাব আকসামু'ল-উলুম বা 'বিজ্ঞানের বিভাগসমূহ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। ইবন ফারীগুন বিজ্ঞানের শ্রেণীকরণে তাশজীর (تشجير) পদ্ধতি ব্যবহার করেন অর্থাৎ বিভাগ ও উপবিভাগ দেখাইবার জন্য তিনি বৃক্ষ ও শাখা এইভাবে সাজাইয়াছেন। জাওয়ামি' গ্রন্থখানি উহার অল্প দিন পরে আবু 'আবদিল্লাহ আল-খাওয়ারামী (দ্র.) কর্তৃক রচিত মাফাতীহ'ল-উলুম গ্রন্থের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এই গ্রন্থখানা প্রথমত দুই মাকাল-তে বিভক্ত। এক মাকাল 'আরব বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও অন্য মাকাল 'আরব বিজ্ঞান সম্বন্ধে। তবে গ্রন্থখানা মাফাতীহ-এর ন্যায় ততটা সুবিন্যস্ত নহে। গ্রন্থখানির কয়েকটি পাতুলিপি রহিয়াছে, মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইলে তবেই গ্রন্থটির পুরাপুরি মূল্যায়ন করা সম্ভব হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াও দ্র. : (১) H. Ritter, Philologica, XIII, Oriens-এ, ৩খ (১৯৫০ খ.), ৮৩-৮৫; (২) F. Rosenthal, A History of Muslim historiography², লাইডেন ১৯৬৮ খ., পৃ. ৩৪-৬; (৩) Brockelmann, পরি. ১খ, ৪৩৫; (৪) Sezin, GAS, ১খ, ৩৮৪, ৩৮৮ ইহাতে জাওয়ামি'-এর গ্রন্থকারের নাম লেখা হইয়াছে মুতাগাব্বী (মুত্বাগা?) ইবন ফুরায়'উনরুপে।

C. E. Bosworth (E.I.² suppl)/হুমায়ুন খান

ইবন ফাহ্দ (ابن فهد) : মক্কার একটি বিশিষ্ট পরিবার, (৮শ-১০ম/১৪শ-১৬শ) দুই শতাব্দী যাবত যাহাদের ত্রিয়াকাগু বিস্তৃতভাবে জানা যায়। পরিবারটি মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হানাকিফিয়ার মাধ্যমে হযরত 'আলী (রা) বংশীয় হইবার দাবি করে। এই পরিবারের সদস্যবৃন্দ সকলেই ধর্মীয় ঐতিহ্যগত বিষয়ে (Traditional) উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন এবং প্রধানত শাফি'ঈ ফিকহে পণ্ডিত হইলেও হানাফী ফিকহেও শিক্ষিত ছিলেন। ধারাবাহিকভাবে চার পুরুষ যাবত এই পরিবার প্রধানত স্থানীয় ইতিহাস ও জীবনী প্রণেতা বহু ঐতিহাসিক সৃষ্টির জন্য গৌরব বোধ করে। বানু ফাহ্দ বিবাহসূত্রে মক্কার অন্যান্য অনেক প্রভাবশালী পরিবার তথা মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বিদেশাগত পণ্ডিতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই ব্যবসায়ী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ব্যবসা উপলক্ষে বারংবার তাঁহারা শুধু সমগ্র 'আরব, সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণেই যান নাই, বরং সুদূর ভারত ও লোহিত সাগরীয় বন্দর সুয়াকিন পর্যন্তও সফর করেন।

বিচারক মুহ'াম্মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুহ'াম্মাদ [আনু. ৭৩৫-৭৭০/১৩৩৪ (৩৫)-১৩৬৯] উত্তর মিসরের আসফুন হইতে আগত মক্কায় বসতি স্থাপনকারী শাফি'ঈ পণ্ডিত 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন য়ুসুফ [৬৭৭-৭৫০/১২৭৮ (৭৯)-১৩৫০]-এর কন্যা খাদীজাকে বিবাহ করেন (ইবন হাজার, দুয়ার, ২খ, ৩৫০; ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, ১৬৮; Brockelmann, পরি. ২খ, ২২৭)। তাঁহার পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মানের এক পুত্র ছিলেন যাহু'য়া (৭৮৯-৮৪৩/১৩৮৭-১৪৩৯), যিনি ভারতীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন (আস্-সাখাবী, দাও', ১০খ, ২৩৩)। তিনি মক্কার এক ব্যবসায়ী আদ-দুক্কীর (দাও, ৫খ, ২৪০) কন্যাকে বিবাহ করেন এবং 'আবদুল-কাদির নামে (৮২৯-৮৮৮/১৪২৫-১৪৮৪) তাঁহার এক পুত্র ছিলেন যিনি মক্কার এক ব্যবসায়ী হিসাবে খুব সফল ছিলেন না এবং এক

বাণিজ্য ভ্রমণে তিনি সুয়াকিনে মৃত্যুবরণ করেন (দাও, ৪খ, ২৯৯)। বিচারক মুহাম্মাদের অপর এক পুত্রের যাহার নামও ছিল মুহাম্মাদ [আনু. ৭৬০-৮১১/১৩৫৮ (৫৯)-১৪০৮] (দাও, ৯খ, ২৩১); 'আতিয়া ৮০৪-৮৭৪/১৪০২-১৪৬৯) (দাও, ৫খ, ৪৮ প.) নামে এক পুত্র ছিলেন, যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনৈক ব্যক্তির কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেন (দাও, ২খ, ১৩৭, নং ৪৭৭)। তাঁহাদের দুই পুত্র ছিল হাসান (৮৪৩-৯২২/১৪৩৯-১৫১৬) [দাও, ৩খ, ১০৫; ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ১০৭ প.] এবং হুসায়ন। শেযোক্‌ জন শিশু অবস্থায় ৮৪৯/১৪৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন (দাও, ৩খ, ১৪৮)। 'আতিয়ার বড় ভাই-

১। তাকিয়্যু'দ-দীন মুহাম্মাদ-মজলবার, ৫ রাবী'উ'ল-আখিরা, ৭৮৭/১৬ মে, ১৩৮৫ সালে আসফুনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মক্কায় এক সুবৃহৎ পাঠাগার গড়িয়া তোলেন এবং তাঁহার লেখার পরিমাণ ছিল অজস্র। তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী, নবীদের কাহিনী, কুরায়শদের পৌরব, স্থানীয় পণ্ডিতদের ইতিহাস এবং মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা তাঁহার 'উমদাতুল-মুনতাহিল (কায়রোতে সংরক্ষিত) গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। মক্কার নিকটবর্তী জাবাল ছাওর সম্পর্কিত পুস্তকটিতে তাঁহার আরও একখানি বিদ্যমান গ্রন্থ Brockelmann S II, ৫৩৮, মনে হয় ভ্রমবশত এখানে তাঁহার প্রপৌত্র জারুল্লাহুর নামে গ্রন্থটি তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার লাহজুল-আলহাজ্জ, আয-যাহাবী রচিত তাবাকাতুল-হুফফাজ্জ গ্রন্থের ধারাবাহিক রূপ, ১৩৪৭ খৃ. দামিশকে প্রকাশিত হয় (পৃ. ৬৯-৩৪৪)। ইহা অনেক জীবনবৃত্তান্ত নিয়া রচিত, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের মৃত্যু তারিখের বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি সম্বলিত ও তাঁহার পৌত্র 'আবদুল-আযীয ও আস-সাখাবীর মাধ্যমে তাঁহার প্রপৌত্র জারুল্লাহ দ্বারা সম্প্রচারিত। তাকিয়্যু'দ-দীন শনিবার ৭ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৮৭১/১৭ অক্টোবর, ১৪৬৬ সালে (দাও' ৯খ, ২৮১-৮৩, Brockelmann, ২খ, ২২৫, পরি. ২২৫, ৩খ, ১২৬৭ ও পরি. ১খ, ৬০৪ [দ্র. G. Vajda, JA-তে, ২৪০ (১৯৫২ খৃ.), ২৮] ইনতিকাল করেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে আবু বাকুর (৮০৯-৮৯০/১৪০৭-১৪৮৫) মক্কার এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবু বাকুর আত-তাওরীযী (তাবরীযী)-র এক কন্যার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন (দাও', ১১খ, ৯৩)। তিনি পাণ্ডুলিপির লিপিকার হিসাবে অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলেন। তিনি ব্যাপক বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতে দুইবার সফর করেন (দাও', ১১খ, ৯২ প.)। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে একজন 'আবদুল-রাহমান (৮৪১-৮৭৩/১৪৩৭-১৪৬৯) কালিকটে জন্মগ্রহণ করেন (দাও', ৪খ, ৭০ প.)। তাঁহার কন্যাদের মধ্যে কামালিয়া নামী একজন তাঁহার চাচাতো ভাই 'আবদুল-আযীয (নং ৩)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবু বাকুর-এর ছোট ভাই-

২। নাজমু'দ-দীন 'উমার (মুহাম্মাদ) ২৯ জুমাদা'ল-আখিরা, ৮১২/৮ নভেম্বর, ১৪০৯ সালে শুক্রবার রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে আল-ফাসী (দ্র.) রচিত মক্কার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ তাঁহার অন্যতম কীর্তি। ইহা ছাড়া তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইল ইতহাফুল-ওয়ারা বি-আখবার 'উম্মিল-কুরা (اتحاد الوری باخبار أم القرى) নামে মক্কার ইতিহাস, যাহা তাঁহার পুত্র 'আবদুল-আযীযের লিখিত মক্কার ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত।

তিনি বিশেষ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের পরিবারের ও তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত মক্কার অন্যান্য পরিবারের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকন্তু তাঁহার আগ্রহ ছিল সমসাময়িক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জীবনী রচনায়। অতএব তিনি স্বীয় শিক্ষকদের ও তাঁহার পিতার শিক্ষকদের ও অন্যান্য পণ্ডিতের শিক্ষাগুরুদের মু'জামসমূহ রচনা করেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব মু'জাম ৮৬১/১৪৫৭ সালে (ক্যাট. বাৎসিকপুত্র, ১২খ, নং ৭২৭) রচনা করেন। মুসলিম পাণ্ডিত্য তাঁহার সময়ে বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই কারণে ইহা স্বাভাবিক যে, তিনি ইবন আদী উসায়বি'আ রচিত চিকিৎসকদের ইতিহাস গ্রন্থসহ জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর অনেক গ্রন্থসূচী সংকলন করেন। 'উমারের লেখনীর একটি উদাহরণ হইতেছে ইবন হাজারের পাণ্ডুলিপি আল-মু'জামুল-মুফাহরাস, V. Rosen কর্তৃক Mel. Asiatiques, ৮খ (১৮৮১ খৃ.), ৬৯১-৭২০-এ বর্ণিত। শুক্রবার ৭ রামাদান, ৮৮৫/১০ নভেম্বর, ১৪৮০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (দাও', ৬খ, ১২৬-৩১; Brockelmann, ২খ, ২২৫, পরি. ২খ, ২২৫; আস-সাখাবী, ইলান, F. Rosenthal রচিত A History of Muslim Historiography-তে, Leiden ১৯৫২ খৃ., বিশেষত পৃ. ২৫১, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৯ প., ৩৯৮-৪০৩ প.)। আল-'আজামী নামে পরিচিত ইসফাহানী বংশোদ্ভূত এক ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে 'উমারের বিবাহ হয় (দাও', ৫খ, ৫৯)। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে উম্মাহানী নামক এক কন্যা মক্কায় অন্যান্য প্রভাবশালী পরিবারের সঙ্গে বানু ফাহ্দ-এর মৈত্রী বন্ধন অব্যাহত রাখেন (তু. দাও', ২খ, ১৬৯, নং ৪৮২; ৯খ, ৪২, নং ১১২)। তাঁহার পুত্র যাহুয়া (৮৪৮-৮৮৫/১৪৪৪-১৪৮১) আওয়া'ইল (اوائل) দ্র. বিষয়ে আদ-দালা'ইল ইলা মা'রিফাতিল-আওয়া'ইল (الدلائل إلى معرفة الأوائل) শিরোনামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (দাও', ১০খ, ২৩৮-৪০)। তাঁহার পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহারই অপর পুত্র-

৩। 'ইযযু'দ-দীন 'আবদুল-আযীয, জন্ম ২৬ শাওওয়াল, শনিবার, ৮৫০/১৪ জানুয়ারী, ১৪৪৭ সালে। একটি মু'জাম সংগ্রহ, আয-যাহাবীর তাবাকাতুল-কুবরা-র একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত এবং মক্কার ইতিহাস রচনার ব্যাপারে তিনি প্রায় তাঁহার পিতার অনুবর্তী ছিলেন। তিনি মিসরের ইতিহাস বিষয়ক একখানা গ্রন্থ সংকলনও ৮৭২/১৪৬৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া একখানা বর্ণনাত্মক বিবরণী (Annalistic) সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে বাৎসিকপুত্র গ্রন্থাগারে (১২খ, নং ৭২৭) রক্ষিত তাঁহার পিতার মু'জাম এবং Yale বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডু. নং L-২৩৪ রহিয়াছে। তিনি ৯২১/১৫১৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন (দাও', ৪খ, ২২৪-৬; আল-গায়যী আল-কাওয়াকিবু'স-সা'ইরা, সম্পা. J. S. Jabbur, ১খ, ২৩৮ প.; ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ১০০-১০২; Brockelmann, ২খ, ২২৪, পরি. ২খ, ২২৪)। চাচাতো বোন কামালিয়া বিন্ত আদী বাকুর-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহজাত সন্তান যাহুয়া শিশু অবস্থায় মারা যায় (দাও', ১০খ, ২৩৪)। পারিবারিক পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার উত্তরাধিকারী-

৪। মুহিব্বু'দ-দীন জারুল্লাহ (মুহাম্মাদ) (৮৯১-৯৫৪/১৪৮৬-১৫৪৭ -এর মৌলিক রচনা যৎসামান্য প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের রচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ও উহার প্রচারক হিসাবে প্রচুর কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতামহের রচিত

মক্কার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। তিনি স্থানীয় ইতিহাস, মেলার স্থান 'উকাজ, জিন্দা পোতাশ্রয় আল-'আব্বাস, ওয়াজ্জ ও আত-তা-ইফ-এর মর্যাদা, মক্কার হারাম শারীফের ইতিহাস, মক্কা, জিন্দা ও আত-তাইফ সম্পর্কিত হ-সনুল-কিরা ফী আওদিয়াত-উম্মিল-কুরা ইত্যাদি পুস্তিকা রচনা করেন (পাণ্ডু, ভারীম-এ রক্ষিত, তু. R. B. SerJeant, BSOAS-এ, ২১খ, ১৯৫৮ খ., ২৫৪-৮)। তিনি পণ্ডিত ও কবি নির্বিশেষে তাঁহার শিক্ষকদের একটি মু'জাম সংগ্রহ করেন এবং তাহ'কীকু'র-রাজা লি-'উলুবি'ল-মাকারুর কারাজা (? শিরোনামে কানসূহ আল-গুরীর ইতিহাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সপ্তাহের দিন সম্পর্কে (অসমাণ্ড) ও মক্কায় আল-'আব্বাস-এর রিবাত (উল্লিখিত গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত?) সম্পর্কে গবেষণামূলক, সুস্পষ্টভাবেই তাঁহার স্বহস্ত লিখিত, রচনা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; নং L-২৩৫ (Nemoy ১২৯২, ১৫৯২) (দাও', ৩খ, ৫২; আল-'আয়দারুসী, আন-নুরু'স-সাফির, ২৪১ প.; আল-গায্বী, কাওয়াকিব, ২খ, ১৩১; ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ৩০১; Brockelmann, ২খ, ৫১৬, পরি. ২খ, ৫৩৮, ৩খ, ১২৯৫)। জারুল্লাহর এক পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার মৃত্যুর পর 'আবদুল-'আযীয (নং ৩) লিখিত পাণ্ডুলিপির অধিকারী হন। এই পাণ্ডুলিপি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে; নং L-২৩৪ (পত্র ১ক, ১২৮ক, ১৬৬ক, ১৮৩খ)।

তাকিয়্যু'দ-দীন আবু বাকুর ইবন ফাহুদ যিনি ৯৪৬/১৫৩৯-৪০ সালে মারা যান, সম্ভবত এই পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন (আল-গায্বী, কাওয়াকিব, ২খ, ৯২; ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৮খ, ২৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধটির মধ্যে, যাহা প্রধানত আস-সাখাবী প্রণীত দাও'-এর উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত (তু. অধিকতু দাও', ১১খ, ২৬৫)। অদ্যাবধি জ্ঞাত অত্র পরিবারের সদস্যদের রচনার পাণ্ডুলিপিসমূহ ছাড়া ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে আরও বেশী পাণ্ডুলিপি সনাক্ত হইবে।

F. Rosenthal (E.I.²)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবন ফিরিশতা (দ্র. ফিরিশতা ওগল)

ইবন ফুরাক (ابن فورك) : আবু বাকুর মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান ইবন ফুরাক আল-আনসারী আল-ইসফাহানী, আশ-'আরী ধর্মতত্ত্ববিদ ও হাদীছ'বেত্তা, জ. আনু. ৩৩০/৯৪১ সালে সম্ভবত ইসফাহানে। ইরাকের বসরা ও বাগদাদে তিনি আল-বাকিলানী (দ্র) ও আল-ইসফাহানী (দ্র.)-এর সহিত আবুল-হাসান আল-বাহিলীর নিকট আশ-'আরী কালাম শিক্ষা করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার আল-ইসফাহানীর নিকট হাদীছ' অধ্যয়ন করেন। তিনি ইরাক হইতে রায়-এ এবং তথা হইতে নীশাপুর গমন করেন, যেখানে তাঁহার জন্য সূফী আল-বুশান্জীর খানকাহ-এর পার্শ্বে একটি মাদরাসা নির্মাণ করা হয়। ৩৭৩/৯৮৩ সালে সূফী আবু 'উছমান আল-মাগরিবীর মৃত্যুর পূর্বে তিনি নীশাপুরে ছিলেন এবং সম্ভবত ৪০৬/১০১৫ সালে নিজের মৃত্যুর সামান্য পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এই সময় তিনি সুলতান মাহমুদ কর্তৃক গায্বনায় আহূত হন। ইহার পশ্চাতে সম্ভবত কাররামিয়্যা সম্প্রদায়ের হাত ছিল যাহাদের সহিত তিনি নীশাপুরে বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। তাহার সুলতান মাহমুদকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, তিনি ধর্মদ্রোহী। কিন্তু মনে হয় তিনি সাফল্যের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন

করিয়াছিলেন এবং তারপর সম্ভবত তাঁহার নীশাপুর প্রত্যাবর্তনের পথে কাররামীগণ তাঁহার প্রতি বিষ প্রয়োগ করে। ইহার জন্য মাহমুদই দায়ী, এই মত সম্ভাব্য নহে।

রচনাবলী : পরবর্তীদের বিবেচনায় তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কিতাবু মুশকিলিল-'হাদীছ' ওয়া বায়ানিহী (নামের অনেক বিভিন্নাভাসহ)। ইহাতে দুর্বোধ্য বাক্যাংশসমূহের এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে আল্লাহর প্রতি নরত্বারোপ (anthropomorphism) ও মু'তায়িলী দৃষ্টিভঙ্গী-এতদুভয়কে পরিহার করা যায় (গ্রন্থটির জার্মান অনুবাদসহ উদ্ধৃতাংশ, Raimund kobert, Analecta Orientalia ২২, Rome ১৯৪১; সম্পূর্ণ 'আরবী পাঠ, হায়দরাবাদ ১৩৬২/১৯৪৩; তু. R. Arnaldez, Grammaire et theologie chez Ibn Hazm de Cordoue, প্যারিস ১৯৫৬ খ., ৩০ প.)। আজও বিদ্যমান অন্যান্য গ্রন্থের শিরোনাম ও ধর্মদ্রোহিতার ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত হাওয়ালা (ইবন হায্বম, ফিসাল., ৪খ., ২০৯, ২১৪, ২১৫, ২২৪; আল-বাগদাদী, উসুলু'দ-দীন, ২৫৩; আবু 'উযবা, আর-রাওদাতুল-'ল-বাহিয়্যা, ১৪, ৪৪) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সমসাময়িক ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এমন সকল বিষয়ে, যথা কাহারও ঈমান সম্পর্কে ইস্তিছনা'-র ব্যবহার, কোন ওয়ালী জানিতে পারেন কিনা যে, তিনি একজন ওয়ালী (আরও দ্র. হুজবীরী, কাশফুল-'মাহজুব, অনু. R. A. Nicholson, ২১৪), মানুষের প্রতি পরমাণুবাদী ধারণার প্রয়োগ, রাসূলগণের নিষ্পাপত্ব এবং আল্লাহর গুণাবলী ও নামের সহিত মানুষের গুণাবলীর সম্পর্ক। তাঁহার অনেক বিতর্ক ছিল নীশাপুর ও গায্বনার কাররামীদের সহিত, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য আশ-'আরীপন্থিগণের মত হইতে সামান্য পৃথক ছিল। তিনি শাফি'ঈ মতাবলম্বী হইলেও হানাফী ফিকহ সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইবন কুতলুবগা-এর 'তাজু'ত-তারাজিম' গ্রন্থে তাঁহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায় (নং ১৮৫)।

প্রভাব : ইহা অসম্ভাব্য যে, 'আশ-'আরী' কেবল একটি মতবাদের নাম ছিল (যেমন, J. Schacht, Stud. Isl., ১খ.; ৩৩-৫-এ উল্লেখ করিয়াছেন); তবে আশ-'আরী মতবাদের প্রাথমিক বিকাশের ইতিহাস অস্পষ্ট। ইবন ফুরাকের একটি বিলুপ্ত গ্রন্থ 'তাবাকাতুল-'ল-মুতাকাল্লিমীন, আল-আশ-'আরী ও তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস এবং ঐ গ্রন্থটি ইবন 'আসাকির কর্তৃক তাঁহার 'তাব্বঈনু কাযিবিল-'মুফতারী' গ্রন্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে (বিশেষত ১২৩; আরও তু. R. J. Mcarthy, The Theology of al-Ashari, Beirut 1953, index)। যেহেতু ইবন ফুরাক-এর শিক্ষক আল-বাহিলী আল-আশ-'আরীর ছাত্র ছিলেন এবং যেহেতু ইবন 'আসাকিরের নিকট অন্যান্য প্রাথমিক উৎসও বিদ্যমান ছিল, সেইহেতু ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইবন ফুরাকের উপাদান নির্ভরযোগ্য। নীশাপুরে ইবন ফুরাক সম্ভবত মরমীবাদিগণের একটি শ্রেণীর আশ-'আরী মতবাদ গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন (তু. Massignon, Essai², 315), এই দলের মধ্যে আল-মাগরিবী ও আদ-দাক্বাকও ছিলেন, বিখ্যাত কুশায়রী (দ্র.) ছিলেন একজন শাগরিদ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I, ১৭৫ প., S I, ২৭৭; (২) ইবন 'আসাকির, তাব্বঈন, ১৭৮, ২৩২ প.; (৩) আস-সুব্বকী,

তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়া, ৩খ., ৫২-৬ (ফু. ২খ., ২৪৮); (৪) ইবন খাল্লিকান, ১খ., ৬১০ (de Slane, ২খ., ৬৭৩ প.); (৫) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৪খ, ১৮১ প.; (৬) ইবন তাগরীবিরদী, ৬১৬, ৮; (৭) A. S. Tritton, Muslim Theology, লন্ডন ১৯৪৭ খ., ১৮৩ প.; (৮) C. E. Bosworth, The Ghaznavide, এডিনবার্গ ১৯৬৩ খ., ১৭৯, ১৮৭; আরও : (৯) M-W, I (1960), 8n., II; (১০) L. Massignon, Passionl. ৫৮৫, ৬৫৮, ৭১১, ৭৩৭, ৭৩৯; (১১) M. Allard, Le prob-leme des attributs dns la doctrine d' al-Asari..., বৈরুত ১৯৬৫খ., ৩২৬-৯ ইত্যাদি।

W. Montgomery Watt (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন বাক্বার (ابن بكر) : আবু আব্দিল্লাহ (অথবা আবু বাক্বর) আয-যুবায়র ইবন বাক্বার ইবন আব্দিল্লাহ ইবন মুস'আব ইবন ছাবিত ইবন আব্দিল্লাহ ইবন য-যুবায়র আল-কুরাশী আল-আসাদী আল-মাদানী আল-হাফিজ, কাদী আল-হারামায়ন, সমসাময়িক কালের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন। ইতিহাস, কুলজিশাস্ত্র, হাদীছ-শাস্ত্র, কাব্য ও সাহিত্যে তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী ও যাকু'ত আল-হামাবী ছাড়া আদ-দারাত কুত-নী ও অন্যান্য মুহ'াদ্দিছ ইবন বাক্বারকে 'ছিকাহ' (বিশ্বস্ত) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইবন আব্দিল-বার' ইবন বাক্বার-এর রিওয়াজাতকে অন্যদের রিওয়াজাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। ইবন বাক্বারকে প্রত্যখ্যাত রাবী (منكر الحديث) বলিয়া আহ'মাদ ইবন আলী আস-সুলায়মানী যে উক্তি করিয়াছেন ইবন হাজার আল-আসকালানী তাঁহার তাহ'যীবু'ত-তাহ'যীব গ্রন্থে ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ইবন বাক্বার যে সকল উস্তাদের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইতিহাস ও হাদীছ-শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মুস'আব ইবন আব্দিল্লাহ আয-যুবায়রী ও আবুল-হ'াসান আলী ইবন মুহ'াম্মাদ আল-মাদানী ছাড়াও সুফয়ান ইবন উয়য়না, আবদুল্লাহ ইবন নাবিফ, আবু দামরা, আনাস ইবন ইয়াদ, আবদুল-মাজীদ ইবন আবদিল-আযীয ইবন আবী রাওওয়াদ, আন-নাদর ইবন শুমায়ল, ইব্রাহীম ইবনুল-মুনযির আল-হিজাবী, ইসমা'ঈল ইবন আবী উওয়য়স ও আবদুল-মালিক ইবন আবদিল-আযীয আল-মাজিশূন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, আয-যুবায়র ইবন বাক্বার-এর ছাত্রদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইবন মাজা আল-কাযবীনী, ইবন আবি'দ-দুনযা, আবু জা'ফার আত-তা'হাবী, আহ'মাদ ইবন সুলায়মান আত-তু'সী, আবুল-কাসিম আল-বাগাবী, আল-মাহামিলী, যুসুফ ইবন যাকুব ইবন ইসহ'াক ইবনিল-বাহলুল ও জা'ফার ইবন মুস'আব ইবন য-যুবায়র ইবন বাক্বারের ন্যায় বিশিষ্ট 'আলিমগণের নামও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আয-যুবায়রী তাঁহার গ্রন্থে ছা'লাব আন-নাহাবীর নামও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময়ে ইবন বাক্বার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল-মুতাওয়াক্কিল ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের বিশেষ অনুসারী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ-ও কাব্যচর্চায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। হাদীছের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মুহ'াদ্দিছ-গণকে সামাররায় ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহাদেরকে বহু পুরস্কারে ভূষিত করেন। আয-যুবায়র ইবন

বাক্বারও এই 'আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ইবন বাক্বারকে স্বীয় পুত্র মুওয়াক্কিলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং পরে তাঁহাকে মক্কা ও মদীনার কাদী নিযুক্ত করেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল 'আলীপন্থীদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। একবার তিনি আল-জাওসাক (الجوسق) হইতে আল-মুহ'াম্মাদিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি ইবন বাক্বারকে জিজ্ঞাসা করেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর কে (সর্বাপেক্ষা) অধিক মর্যাদাশীল?" কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ইবন বাক্বার উত্তর দিলেন যে, সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বাক্বর (রা) অধিক মর্যাদাশীল এবং পারিবারিক দিক দিয়া হযরত 'আলী (রা) অধিক মর্যাদাশীল। এই জওয়াব শুনিয়া আল-মুতাওয়াক্কিল খুবই খুশী হইলেন।

ইবন বাক্বার কয়েকবার বাগ'দাদ যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সর্বশেষ তিনি ২৫৩/৮৬৭ সালে আল-মু'তাম্ময বিল্লাহুর খিলাফাতকালে বাগ'দাদ গমন করেন। একবার আল-মু'তাম্ময ইবন বাক্বারকে তাঁহার স্বরচিত তিনটি শ্লোক পাঠ করিয়া শোনান এবং বলেন, "এই পৃথিবীতে আমি ইহার পর আর কিছু বলিব না।" ইহার প্রেক্ষিতে ইবন বাক্বার আর একটি সম্পূর্ণ শ্লোক রচনা করেন। ইহার প্রতিদান হিসাবে খলীফা তাঁহাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন।

ইবন বাক্বার ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি অধিকারী। ইসহ'াক ইবন ইব্রাহীম আল-মাওসীলীর মজলিসে একদিন 'আলী ইবন সালিহ ইবন বাক্বারের চাচা মুস'আব ইবন আব্দিল্লাহ আয-যুবায়রীকে একটি শ্লোক পাঠ করিয়া শোনান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "ইহা কাহার রচনা?" মুস'আব উত্তর দিলেন, "আমি তো বলতে পারিব না, তবে আমার ভ্রাতৃপুত্র অবশ্যই বলিতে পারিবে।" অতএব মুস'আব সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইবন বাক্বারকে তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কবির নাম 'উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন উত্বা ইবন মাস'উদ বলেন এবং সেই কবিতার আরও কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শোনান।

কিতাব সংগ্রহের প্রতি ইবন বাক্বারের প্রবল আগ্রহ ছিল; কিন্তু তাঁহার এই আগ্রহ তাঁহার পরিবারের লোকদের জন্য ছিল বোঝা স্বরূপ। যে সকল কবি ইবন বাক্বারের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বদন্যতার অনেক গুণ কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাশাহুদে বর্ণিত ১ অর্থাৎ الله اشهد ان لا اله الا الله-এর ছাড়া ইবন বাক্বারের মুখে কখনও 'না' শব্দ উচ্চারিত হয় নাই।

ইবন বাক্বার ২৩ যু'ল-কাদা, ২৫৬/২৩ অক্টোবর, ৮৭০ সালে ঘরের ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, ছাদ হইতে পড়ার কারণে তাঁহার বুকের পাঁজর ও উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং দুইদিন অজ্ঞান থাকার পর ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ইবন নাদীম ও যাকু'ত আল-হামাবী ইবন বাক্বারের ৩৩টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আস-সাফাদী ইহার সঙ্গে আরও কয়েকটি পুস্তকের নাম যুক্ত করিয়াছেন। যেমন আল-আখবারুল-মানছুরা (لاخبار المنورة) আল-আমালী (الامالى), কিতাবুল-আখলাক (كتاب الاخلاق) (ইহা কিতাবুল-ইখতিলাফ হইতে ভিন্ন), কিতাবু আযওয়াজিন-নাবিয়্যি (س) (كتاب ازواج النبي ص), কিতাবু মাযাহিন-নাবিয়্যি (س) (كتاب مزاج النبي ص)। ইবন বাক্বারের অধিকাংশ পুস্তকই এখন পাওয়া যায় না। কেবল দুইটি পুস্তক আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

তাহার রচিত আনসাবু কুরায়শিন ওয়া আখবারুল্হুম انساب قريش و اخبارهم তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কুরায়শদের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রাচীন পুস্তকাদির মধ্যে এই পুস্তকটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তদুপরি ইহাতে বংশ পরিচয়, ইতিহাস, কাব্য সাহিত্য ও নানা প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা সন্নিবেশিত হওয়ায় বইটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এই পুস্তকটির শেষ অর্ধাংশ পাণ্ডুলিপিরূপে অক্সফোর্ডের বডলিন লাইব্রেরীতে, ক্রমিক নং ৩৮৪ Marsh-এ সংরক্ষিত আছে। বাকী অর্ধেকাংশ কালচক্রের শিকার হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী একবার ইবন বাক্তারকে বলেন, “হে আবু আব্দিল্লাহ! আপনি ‘কিতাবু’ন-নাসাব’ নামে যে পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা তো একটি ঐতিহাসিক পুস্তক।” ইবন বাক্তার তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন, “হে আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! আপনি কিতাবুল-আগানী নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি কিতাবুল-মা’আনী।”

ইবন বাক্তারের অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা কিতাবুল-মুওয়াফফিকিয়াত (كتاب المؤلفيات)। ইবন বাক্তার এই পুস্তকটি আল-মুতাওয়াফফিকিলের পুত্র আল-মুওয়াফফিক বিল্লাহর জন্য রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা ঐতিহাসিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, সম্পা. Flugel, লাইপযিগ ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১১০-১১১; (২) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তা’রীখ বাগদাদ, কায়রো ১৩৪৯ হি., ৮খ, ৪৬৭-৪৭১, নং ৪৫৮৫; (৩) আল-ইশ্বীলী, ফিহরিস্ত, সম্পা. Codera, ১৮৯৪-১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৪৩৯; (৪) যাকৃত আল-হামাবী, ইরশাদুল-আরীব, সম্পা. Margo- Houth, লণ্ডন-লাইডেন ১৯০৭-১৯২৬ খৃ., ৪খ, ২১৮-২২০; (৫) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, লাইডেন ১৮৬৭-১৮৭৬, ৭খ., ১৪৯; (৬) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল-আ’য়ান, ব্লাক ১২৯৫ হি., ১খ, ৩৩৬; (৭) আয-মাহাবী, তায-কিরাতুল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি., ২খ, ৯৯; (৮) ঐ লেখক, মীযানুল-ইতিদাল, কায়রো ১৩২৫ হি., ১খ, ৩৪৫, নং ২৭৮৩; (৯) ঐ লেখক, দুওয়ালুল-ইসলাম, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ১খ, ১২১; (১০) ঐ লেখক, তাবাকাতুল-হুফফাজ, সম্পা. Wustenfled, Gottingen ১৮৩৩ খৃ., অধ্যায় ৮, নং ১২৪; (১১) ঐ লেখক, তারীখুল-ইসলাম, লাইডেন পাণ্ডু.; (১২) আস্-সাফাদী, আল-ওয়াফী, প্যারিস পাণ্ডু. নং ২০৬৪, পত্র ৮০ (ب) ও ৮১ আলিফ; (১৩) আল-য়াফি’ঈ, মার’আতুল-জিনান, হায়দরাবাদ ১৩৩৯ হি., ২খ, ১৬৭; (১৪) ইবন তাগরীবিবদী, আন-নুজুমু’য-যাহিরা, ১৯২৯-১৯৪২ খৃ., ৩খ, ২৫; (১৫) ইবন হাজার আল-আস্কালানী, তাহ-যীবু’ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-১৩২৭ হি., ৩খ, ৩১২; (১৬) হাজ্জী খালীফা, কাশফুজ-জুনুন, সম্পা. Flugel, লাইপযিগ ১৮৩৫-১৮৫৮ খৃ., নং ১৩৫১, ২২২৭; (১৭) ইবনুল-ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযারাতুল-য-যাহাব, কায়রো ১৩৫০-১৩৫১ হি., ২খ, ১৩৩; (১৮) আব্দুল-কাদির আল-বাগদাদী, খিয়ানাতুল-আদাব, কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ, ৩৫; (১৯) আহ-মাদ আমীন, দুহা’ল-ইসলাম, কায়রো ১৩৫১-১৩৫৩ হি., ২খ, ৩৪৪; (২০) Hammer Purgstall, Literatur-geschichte der araber, ৪খ, ৪৪৭, নং ২৬২০, ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ.; (২১) F.

Wustenfled, Die Gechichtschreiber der araber, Gottingen ১৮৮২ খৃ., নং ৬১; (২২) F. Wustenfled, Die Familie el-Zubeir etc., Gottingen ১৮৭৮ খৃ., স্থা.; (২৩) C. Brockelmann, ১খ, ১৪১, পরিশিষ্ট ১খ, ২১৫ প.; (২৪) এ.এ. ‘আলী, JRAS, ১৯৩৬ খৃ., ৫৫ প.।

এম.এন. ইহসান ইলাহী (দা.মা.ই.)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান জুএগ

ইবন বাকিয়া (ابن بقاء) : আবু তাহির মুহাম্মাদ, বুওয়ায়হী বংশীয় ‘ইযযু’দ-দাওলা বাখতিয়ার (দ্র.)-এর উযীর: তাহার নিরপেক্ষ ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভবত কঠিন। কারণ যে ঐতিহাসিকগণ সামরিক কিংবা আমলাতান্ত্রিক আভিজাত্যের দৃষ্টিতে লিখিয়াছেন- তাহারা এই ‘ভূইফোডে’র ঘোর বিরোধী ছিলেন। আওয়ানা (আপার ইরাক)-র এক কৃষক পরিবারজাত এই ব্যক্তি ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধের গোলযোগের সুযোগে একটি সেনাদল গঠন করেন এবং তিকরীত নামক স্থানে টাইগ্রিস নদীর উপর গুজ আদায়ের কর্তৃত্ব দখল করেন। বুওয়ায়হী বংশীয় মু’ইযযু’দ-দাওলার ইরাক বিজয়কালে ইবন বাকিয়া বস্তুতপক্ষে বাগদাদে রাজকুমারের রক্ষনশালার দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে একজন কর আদায়কারীরূপে নূতন সরকারের নিকট উক্ত পদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আলাপে মনোমুগ্ধকারী ক্ষমতা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করার দক্ষতা এবং পাত্রভেদে ভেট প্রদানের কলাকৌশল তাহাকে অবশেষে উযীর আবুল-ফাদল আল-আব্বাস আশ-শীরাযীর ও পরে বাখতিয়ার-এর রাজত্বকালের শুরুতে তাহার অনুগ্রহ অর্জনে সক্ষম করে। পরিশেষে ৩৬২/৯৭২ সালে স্বয়ং আশ-শীরাযীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন যাহা ছিল সম্ভবত অযাচিত ও প্রচলিত রীতির বিপরীত। কারণ শতাব্দীরও অধিক কাল আমলাতান্ত্রিক পেশা হইতে মন্ত্রী নিয়োগের রীতি ছিল। সৌভাগ্য তাহাকে ভূতপূর্ব সঙ্গীদের ব্যাপারে অমনোযোগী করে নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকদের অন্যতম অভিযোগ ছিল যে, তিনি অসংখ্য উচ্চ পদে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন লোকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনে হয়, ইবন বাকিয়া স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে ধূর্ততায় অতি দক্ষ ছিলেন। তিনি কখনও প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছিলেন না এবং প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তীগণকে সপক্ষে আনয়ন করিয়াও নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব পূরণ করিতে পারেন নাই। তাহার দুর্ভাগ্য, তিনি একজন চঞ্চলমতি নৃপতির কার্যে নিয়োজিত ছিলেন যাহার ক্ষমতা চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পতন নামিয়া আসে।

ইবন বাকিয়া যদিও বাখতিয়ারের ভাগ্যের সহিত জড়িত ছিলেন, তবুও তাহার মনিবের চাচাত ভাই ‘আদুদু’দ-দাওলা (দ্র.)-র প্রথম ইরাক অভিযান কালে তিনি এমন প্রকৃতির লোকের (যিনি আজ বাখতিয়ারের আশ্রয়দাতা কিন্তু আগামী কালই তাহার ঘোর বিরোধী) আনুকূল্য লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। একই সঙ্গে তিনি রুকনু’দ-দাওলা (‘আদুদু’দ-দাওলার পিতা)-র উযীর আবুল-ফাতহ ইবনুল-আমীদ (দ্র.) যিনি ইরাকে নিজ অবস্থান দীর্ঘায়িত করিতেছিলেন, তাহারও আনুকূল্যপ্রার্থী ছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে তিনি উযীরের পদ ছাড়াও ওয়াসিত শহরটি ইকতপা’ (দ্র.) হিসাবে লাভ করেন। পরিশেষে তিনি ভেট প্রদানের সাহায্যে বাগদাদের ‘আয়্যারুন (দ্র.) নামক সেনা-দল, স্বয়ংশাসিত বাতীহার প্রধান ‘ইমরান ইবন শাহীন (যিনি সর্বদা বাগদাদের বিরুদ্ধে অর্ধ-বিদ্রোহী ছিলেন) এবং অন্যদের বন্ধুত্ব লাভের প্রয়াস চালানোর যে নীতি অবলম্বন

করিয়াছিলেন তাহাতে 'আদুদু'দ-দাওলার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। একই সময় বাখতিয়ারের মনেও এই ভয় দানা বাঁধিয়া উঠে যে, তাঁহার শক্তিশালী চাচাত ভাইয়ের খাতিরে ইবন বাকিয়া যে কোন সময় তাঁহার সঙ্গে চূড়াস্ত বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিতে পারেন। শেষোক্ত জন যখন রুকনু'দ-দাওলার স্থলাভিষিক্ত হইয়া দ্বিতীয়বারের মত ইরাক আক্রমণ করেন, বাখতিয়ার তখন পরাজয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উযীরকে দায়ী করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া অন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর 'আদুদু'দ-দাওলা বাগ'দাদ অধিকার করিলে ইবন বাকিয়া তাঁহার ক্ষমতাহীন হন এবং 'আদুদু'দ-দাওলা তাঁহাকে হস্তি পদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ড. Buyids, 'আদুদু'দ-দাওলা, বাখতিয়ার ও ইবনুল-'আমীদ (আবু'ল-ফাত্তহ) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রধান উৎস অবশ্য (১) ইবন মিসকাওয়্যাহ্ (২) আবু ইসহাক আস-'সা'বি'-র অনেক চিঠি (বিশেষত যাহা Leiden পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত) ইবন বাকিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিত অথবা তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট; (৩) যাকূত কর্তৃক ইরশাদ-এ তাঁহার সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ আসলে প্রধানত তাঁহার সহিত ইবনুল-'আমীদ (আবু'ল-ফাত্তহ)-এর সম্পর্ক বিষয়ে রচিত; (৪) ইবন খাল্লিকান, নং ৭০৯ (de Slane, ৩খ, ২৭২ প.); (৫) এফ. বুসতানী, দাইরাইতু'ল-'মা'আরিফ, ২খ, ৩৭৫-৬; (৬) J. Chr. Burgel, Die Hofkorres Pondenz 'Adud ad-daulas, ১৯৬৫ খৃ. (Index)।

C. L. Cahen (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন বাকী (ابن باقى) : স্পেনীয় কবি আবু বাকর যাহ'য়া ইবন আহ'ম্মাদ (কোন কোন সূত্রে যাহ'য়া ইবন মুহ'ম্মাদ ইবন 'আবদি'র-রাহ'মান) ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে জনগ্রহণ করেন। যদিও তিনি 'আরব জীবনী লেখকগণের মতে এবং কোন কোন আধুনিক সূত্রে কর্ডোভাবাসী (আল-কুরতুবী) বলিয়া বিবেচিত, ইবনুল-'আব্বার ও ইবন সা'ঈদ (যাঁহার পিতামহের সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন) এবং ইবন বাস'সাম তাঁহাকে টলেডোবাসী (আত'-তুলায়তুলী) হিসাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, টলেডো শহরের গোলাযোগই তাঁহাকে এই শহর ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই সময় সন্বত ৪৭৭/১০৮৫ সালে যখন ৬ষ্ঠ আলফোনসো (Alfonso) শহরটি জয় করেন, ইবন বাকী তখনও একজন যুবক। ইহার অব্যবহিত পরেই কবি ভ্রমণ শুরু করেন যাহা স্পেন ও মরক্কো অতিক্রম করিয়া যায়। তিনি সারা জীবনই পর্যটক হিসাবে অতিবাহিত করেন। জীবিকার অন্বেষণে সদাব্যস্ত এই হতভাগ্য কবি সেভিল (Seville)-এ কিছুকাল কাটান। তিনি তাঁহার কবিতায় আন্দালুস, বিশেষত Seville-এর তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভায় গমন করেন। আল-মুরাবিতগণের যুগ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী কবি-সাহিত্যিকদের অনুকূলে ছিল না। E. Garcia Gomez তৎকালীন স্পেন সম্পর্কে যে গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিতেই তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য করেন (আল-আন্দালুস, ১০খ, ১৯৪৫ খৃ., ২৮৫-৩৪০)। ইবন বাকী ছিলেন আল-আমা'আত'-তৃতীলীর বন্ধু। সেভিল-এ তাঁহাদের মধ্যে এক কাব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আল-আমা তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতামণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করিলে ইবন বাকী তাঁহার কবিতা পাঠ করার আর সাহস পাইলেন না এবং যে কাগজে কবিতা লিখা ছিল তাহা ছিড়িয়া ফেলিলেন।

যথার্থভাবেই উভয় কবিকে সমসাময়িক কবিদের শীর্ষস্থানীয় গণ্য করা হইয়াছে। ইহা বিশ্বয়কর যে, তাঁহাদের একজনের কবিতা অন্যজনের প্রতি আরোপ করা হয়। ইবন বাকী অবশেষে সালে (Sale)-এর বানু 'আশারা গোত্রে আশ্রয় লাভ করেন। তিনি তাঁহার কবিতায় এই গোত্রের কাহারও কাহারও প্রশংসা করিয়াছেন।

ইবন বাকীর কাব্যকর্মের প্রাচীন বিষয়ের উপর লিখিত কিছু দরবারী কবিতা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল রচনায় তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমকালীন ও পরবর্তীকালীন সমালোচকগণ তাঁহাকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। প্রধানত মুওয়াশশাহা জাতীয় কবিতা রচনার ভিতর দিয়াই তাঁহার কাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। তাঁহার বিভিন্ন মুওয়াশশাহা যাহা রমন্যাসরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে, সম্প্রতি সাহিত্য রসিকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। Dozy-র কথায় এই মনোমুগ্ধকারী (Charmant poete, l'un des meilleurs que l'Andalousie ait eus) কবি ইনতিকাল করেন (ইবনুল-'আব্বার-এর মতে) ৫৪৫/১১৫০-৫১ অথবা (ইবন খাল্লিকান ও যাকূতের মতে) ৫৪০/১১৪৫-৬ সালে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. Peres, La poesie a Fes sous Les Almoravides et les Almohades, in Hesperis, xviii (1933), 13, টীকা ৪; (২) ইবন সা'ঈদ, আল-মাগ'রিব ফী হল'ল-মাগ'রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ২খ, ১৯২১, ২৫, ৪৫৬; (৩) এ লেখক, কিতাবু রায়াতিল-'মুবারুরিযীন (=El libro de las banderas de los compeones), সম্পা. ও অনু. E. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৪৮-৯ (অনু. পৃ. ১৯২-৪), (৪) E. Garcia Gomez, Poetas musulmanes cordobeses, in Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letrasy Nobles Artes de Cordoba, নং ২৫ (১৯২৯ খৃ.), পৃ. ২৭-৮; (৫) R. Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore 1946, 241-4; (৬) H. Peres, La poesie andalouse. নির্ঘণ্ট; মুওয়াশশাহাত-এর লেখক হিসাবে ইবন বাকী; (৭) ইবন সানা আল-মুলক, দারু'ত-তিরায়, সম্পা. রিকাবী, দামিশক ১৯৪৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৮) E. Garcia Gomez, Estudio del Dar at-tiraz', in al-Andalus, ২৭খ (১৯৬২ খৃ.), ২১-১০৪, স্থা.; (৯) K. Heger, Die bisher veröffentlichten Hargas und ihre Bedeutung, in the Beihefte of the Zeitschrift fur Romanische Philologie, no. 101 (1960), 50; (১০) E. Garcia Gomez, Las Jarchas romances dela serie arabe en su marco, মাদ্রিদ ১৯৬৫ খৃ., সাধারণ নির্ঘণ্ট।

F. De La Granja (E.I.²)/আবদুল আজীজ খান

ইবন বাজ্জা (ابن باجة) : আবু বাকর মুহ'ম্মাদ ইবন যাহ'য়া (যিনি আস-'সাইগ উপাধিতে খ্যাত) আত'-তুজীবী আল-আন্দালুসী আস-সারাকুস্তী, একজন প্রখ্যাত দার্শনিক এবং ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর স্পেনের একজন উযীর। ইবন আবী উসায়বি'আঃ ('উয়ুনুল-'আনবা', ২খ, ৬২, মিসর ১২৯৯ হি.), ইবন খাকান (কালাইদ, ৩৪৬), Brockelmann

(S.I.830) ও Ahlwardt (বার্লিন গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৫০৬০) তাঁহার নাম ও বংশানুক্রম বর্ণনায় তাঁহাকে ইবনু'স-সাইগ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শাগরিদ ইবনুল-ইমামকৃত তাঁহার রচনাবলীর প্রথম সংকলনে কোথাও তাঁহার নাম ইবনু'স-সাইগ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহাকে সাধারণত ইবন বাজ্জা নামকরণ করা হয়। ইবন খাল্লিকান (ওয়াফায়াত, সম্পা. Wustefeld, নং ৬৮১) ও আল-মাক্কারী (নাফহ'ত তীব, ৪খ., ২০১)-এর মতে ফ্রাঙ্ক ভাষায় রৌপ্যকে বাজ্জা বলা হয়। ইবন বাজ্জা নামের ল্যাটিন রূপ Avenpace, ইবন খালদুন তাঁহাকে পাশ্চাত্যে ইবন রুশদ (দ্র.) ও প্রাচ্যে ইবন সীনা (দ্র.) ও আল-ফারাবী (দ্র.)-এর ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন বাজ্জা একজন কবি ও জনপ্রিয় সঙ্গীত রচয়িতারূপেও সুপরিচিত ছিলেন। দার্শনিকদের মধ্যযুগীয় 'আরব বিবরণে তাঁহার কবিতায় গীতিধর্মী বাকপটুতার উপমা লক্ষ্য করা যায় (Nykl রচিত গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীও দ্রষ্টব্য)।

ইবন বাজ্জার প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। Leo Africanus (দ্র.)-এর একটি অবিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইবন বাজ্জার পূর্বপুরুষগণ যাহুদী ছিলেন। সম্ভবত তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষ দিকে সারাগোসায় (سرقسطة) জন্মগ্রহণ করেন এবং বলা হয় যে, তিনি ৫৩৩/১১৩৯ সালে যৌবনকালে ইনতিকাল করেন। তিনি সারাগোসায়ই তাঁহার যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। ৫০৩/১১১০ সালে সারাগোসা মুরাবিত শাসকদের অধীনে আসিলে ইবন বাজ্জা নতুন শাসকদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং আবু বাকর ইবন ইবরাহীম আস-সাহরাবীর উযীর নিযুক্ত হন। ইবনুল কিফতী ও ইবন খাকান বর্ণনা করেন যে, ইবন বাজ্জা বিশ বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি উযীর থাকাকালে সারাগোসার ভূতপূর্ব শাসক ইমাদু'দ-দাওলা ইবন হুদের নিকট আবু বাকর ইবন ইবরাহীমের একটি দূতাবাস স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইমাদু'দ-দাওলা তখন পর্যন্ত রুতায় (Rueda de Jalon) স্বীয় স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইবন বাজ্জাকে সম্ভবত একজন রাষ্ট্রদ্রোহী (বিশ্বাসঘাতক) হিসাবে কারারুদ্ধ করা হয়। ফলে তিনি কয়েক মাস কারাভোগ করেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি সারাগোসায় ফিরিয়া যান নাই। তিনি বালানসিয়ায় অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার নিকট আবু বাকর ইবন ইবরাহীমের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে (৫১০/১১১৭)। ইহার অল্পকাল পরেই খৃষ্টানগণ সারাগোসা চূড়ান্তভাবে দখল করে (রামাদান ৫১২/ডিসেম্বর ১১১৮)। ইবন বাজ্জা স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলে নির্জন বাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন; কিন্তু ইবন খালদুনের মতে শাতিবার (Jativa) ভিতর দিয়া গমনকালে আল-মুরাবিত শাসনকর্তা ইবরাহীম ইবন য়ুসুফ ইবন তাওফীক ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাকে আবার কারারুদ্ধ করেন। মুক্তিলাভের পর একটি বর্ণনামতে ইবন রুশদ (Averroes)-এর পিতা (খুব সম্ভব পিতামহ) বিখ্যাত কাদী ইবন রুশদের সাহায্যে ইবন বাজ্জা সেভিল পৌঁছিতে সক্ষম হন। তিনি ফাসে যাহুদী ইবন য়ুসুফ ইবন তাওফীক (যাহুদী ইবন আবী বাকর ইবন য়ুসুফ ইবন তাওফীক)-এর উযীররূপে বিশ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবন বাজ্জা কিছুদিন গ্রানাডা ও ওরান (Oran)-এ অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ৫৩০/১১৩৫ সালে তিনি তাঁহার বন্ধু আবুল-হাসান 'আলী ইবন 'আবদিল-'আযীয ইবনিল-ইমামের সঙ্গে ইশবীলিয়া (সেভিল)-এ ছিলেন। তিনি রামাদান, ৫৩৩/মে, ১১৩৯ সালে ফাস (ফেজ)-এ ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, আবুল-'আলা ইবন

যুহর [বিখ্যাত চিকিৎসাবিশারদ ইবন যুহর=Avenzoar (দ্র.)-এর পিতা-এর একজন ভৃত্যের প্রদত্ত একটি বিষাক্ত ফল ভক্ষণের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইবন বাজ্জার রচনাবলীর কয়েকটি মূল 'আরবী পাণ্ডুলিপি-রূপে ও কয়েকটি হিব্রু অনুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। Miguel Asin Palacios মনে করেন, ল্যাটিন ভাষায় ইহাদের আংশিক অনুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু ইবন বাজ্জার কোন গ্রন্থেরই প্রাথমিক ল্যাটিন অনুবাদ দেখা যায় নাই। তবে ল্যাটিন Averroes ও Albertus Magnus (ভিনুভাবে)-এর গ্রন্থাদিতে প্রায়শই তাঁহার গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহার রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য 'আরবী পাণ্ডুলিপি হইলঃ (১) Bodleian পাণ্ডুলিপি Pococke 206; ইহাতে আবুল-'হাসান 'আলী ইবন 'আবদিল-'আযীয প্রণীত ইবন বাজ্জার রচনাবলীর একটি সংকলন রহিয়াছে। দ্র. J. Uri, Bibliothecae Bodleianae Cod. MSS. Or. Catalogus, i, 1787, 499; (২) বার্লিন পাণ্ডুলিপি ৫০৬০; সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহা হারাইয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টের জন্য দ্র. W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Hss. der Konigl. Bibliothek Zu Berlin, iv (1892), 396-99; (৩) Escorial পাণ্ডুলিপি ৬১২, ইহার বেশীর ভাগ অংশে আল-ফারাবী (দ্র.) রচিত তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর ইবন বাজ্জাকৃত ভাষ্য রহিয়াছে। ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন H. Derenbourg, Les Manuscrits arabes de l'Escorial, Publications de l'Ecole des Langues orientales Vivantes IIe serie, Vol. X, Paris 1884, 419-23; (৪) ইবন বাজ্জার সংগৃহীত রচনাবলীর অপর একটি পাণ্ডুলিপি ৬ঃ 'উমার ফারুক কর্তৃক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; কিন্তু ইতোমধ্যে পাণ্ডুলিপিটি ইহার ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী বাগদাদের আস-সায়িদ 'আবদুল-'রাযযাক আল-হাসানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইবন বাজ্জা রচনাবলীর মধ্যে রিসালাতুল ওয়াদা' (বিদায়পত্র) ও রিসালাতুল-ইত্তিসালিল 'আকুল বি'ল-ইনসান (মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ)-এর মূল পাঠ ইহার স্পেনিশ অনুবাদসহ অধ্যাপক Asin Palacios কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাদবীরুল মুতাওয়্যাহিদ (সংহতির পদ্ধতি)। এই গ্রন্থটিও Bodleian পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে Asin কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে এবং স্পেনিশ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'ন নাফস-এর মূল পাঠটীকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ সাগীর হা'সান কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাদবীরের একটি পাঠ মিসরের খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে (বর্তমানে দারুল-কুতুব) সংরক্ষিত আছে। ড. 'উমার ফারুক স্বীয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ইবন বাজ্জা ওয়াল-ফালসাফাতুল মাগরিবিয়া-র শেষাংশে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মূলত ইহা ইবন বাজ্জার মূল গ্রন্থ তাদবীরের একটি সংক্ষিপ্তসার। সম্ভবত কোন ব্যক্তি ইহার কোন কোন অংশ বাদ দিয়া এবং কোন কোন অংশের পাঠ পরিবর্তন করিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসা দাবীর গ্রন্থটি হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ইহা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার অন্য আরও কয়েকটি পুস্তিকাও ল্যাটিন ভাষায় সংরক্ষিত আছে। ইবন বাজ্জার রচনাবলীর একটি সংকলন বার্লিন গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু বিগত বিশ্বযুদ্ধে ইহা

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইবন বাজ্জা স্বীয় রচনাবলীতে সর্বদা কুরআন ও হাদীসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং ইহাদের শিক্ষার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের (মুশাহাদা) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি গ্রীক চিন্তাধারার ভিত্তির উপর ইসলামী চিন্তাধারার ইমারত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি টলেমীর মাজাসুতীর সংশোধনও করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদ ইবন তুফায়ল (মৃ. ৫৮১/১১৮৫) ও ইবন বাতরহ-এর জন্য প্রণতির পথ আরও সুগম করে ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির নূতন পথ সৃষ্টি করে। তাঁহার ভাষ্যসমূহ ইবন রুশদের জন্য এরিস্টোটলের গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বার উন্মুক্ত করে। অনুরূপভাবে তিনি ঔষধশাস্ত্র (Materia medica) সম্পর্কে যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইবনুল বায়তার তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের ল্যাটিন রচয়িতাদের উপর ইহার গভীর প্রভাব ছিল। তাঁহার গ্রন্থ তাদবীরুল-মুতাওয়াহহিদ, আল-ইতিসাল ও আল-ওয়াদা' সেই সময় ইউরোপের দূরদেশে পর্যন্ত পঠিত হইত।

ইবন বাজ্জা দর্শনের ক্ষেত্রে আল-ফারাবী ও এরিস্টোটলের উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইজতিহাদও করিয়াছেন এবং তাহাদের কয়েকটি উক্তির উপর সংযোজন করিয়াছেন। তিনি পরাবিদ্যা ও সত্তা সম্বন্ধীয় দর্শনের ভিত্তি পদার্থবিদ্যার উপর স্থাপন করিয়াছেন। ইবন বাজ্জা সত্তা ও বুদ্ধি সম্পর্কেও গূঢ় আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতি ও বুদ্ধির মধ্যে কি সম্পর্ক এবং বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির কি যোগসূত্র, ইবন বাজ্জা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানব জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব ও ইহার পর্যায় সম্পর্কেও আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি মানব স্মৃতিকে সাময়িক অনুভূতির প্রতি আরোপ করিয়াছেন। কল্পনাশক্তি পরিশেষে কিভাবে বাচন-শক্তি ও শিক্ষা-দীক্ষার উপায়রূপে পরিগণিত হয়, ইবন বাজ্জা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন বাজ্জা 'সিয়াসাত' সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই পুস্তিকাটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইবন বাজ্জা তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুন-নাফস ও তাদবীরুল-মুতাওয়াহহিদ-এ ইহার বরাত উল্লেখ করিয়াছেন। Munk ও De Boer-এর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া ড. 'উমার ফাররুখ ইবন বাজ্জা তাসাওউফের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া Renan-এর এই অভিমতকে সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ড. 'উমার ফাররুখ, ইবন বাজ্জা..., ৪৩); কিন্তু ইবন বাজ্জার নিজস্ব রচনাবলীতে, বিশেষ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ তাদবীরুল-মুতাওয়াহহিদে ইহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবন বাজ্জা তর্কশাস্ত্রে যে সকল প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন তাহাতে আল-ফারাবীর পাঠের সমালোচনা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার 'কিতাবুন-নাফস' গ্রন্থে এরিস্টোটলের রচিত গ্রন্থ De Anima-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত উল্লেখযোগ্য দলীলাদির সহিত ঐকমত্য ব্যক্ত করিয়াছেন। আল-কিন্দী, আল-ফারাবী ও ইবন সীনা, যাহারা 'আকলী দলীলের (বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ) ভিত্তিতে ওহী, ইলহাম ও 'আকলের মধ্যকার পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াসী ছিলেন, ইবন বাজ্জা স্বীয় ইসলামী পন্থায় উক্ত জটিলতা নিরসনের চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রিসালাতুল ইতিসাল এবং ইচ্ছা ও সক্রিয় বুদ্ধি সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধাদিতে উল্লিখিত ওহী ও ইলহাম সম্পর্কিত স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Pococke, Bodleian পাণ্ডুলিপি, নং ২০৬; (২) ইবন বাজ্জার রচনাবলী, সম্পা. M. Asin Palacios, তাদবীরুল-

মুতাওয়াহহিদ, ১৯৪৮ খৃ.; রিসালাতুল-ইতিসালিল 'আকল, আল-আন্দালুস প্রবন্ধ, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১-৪৭; রিসালাতুল-বিদা', আল-আন্দালুস প্রবন্ধ, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ১-৮৭; রিসালাতুন-নাবাত, আল-আন্দালুস, প্রবন্ধ ১৯৪০ খৃ.; তাহা ছাড়া El Flososo zaragozano Avenpace Revista de Aragon I, ১খ, (১৯০০ খৃ.), পৃ ১৯৩-১৯৭, ২৩৪-২৩৮, ২৭৮-২৮১, ৩০০-৩০২ ৩৩৮-৩৪০; ২খ (১৯০১ খৃ.), পৃ. ২৪০-২৪১, ৩০১-৩০৩, ৩৪৮-৩৫০; (৩) তাদবীর, সম্পা. Dunlop, in JRAS, ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৬১-৮১ (ইহা তাদবীর গ্রন্থের একটি অংশের অনুবাদ; কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নহে); (৪) Brockelmann, ১খ; ৪৬০, S.I, 830; (৫) S. Munk. Melanges, 383; (৬) De Boer, Gaschicht der Philosophie im Islam, 165; (৭) N. Morata, Avenpace, La Giuded de dios, ১৯২৪ খৃ., ১৮০-১৯৪; (৮) Leclerc, Histoire de la medecine arab, ২খ, ৭৫, ১৩৯; (৯) ফাতহ ইবন খাকান, কালাইদুল 'ইকয়ান, ৩৪৬ পৃ.; (১০) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, সম্পা. Wustefeld, ১৮৩৫ খৃ. সংখ্যা ৬৮১; (১১) ইবন খালদুন, তারীখ, ব্লাক', ১খ, ৫৮৮ (১২) ইবন আবী উসায়বিআ, উমুনল-আনবা, সম্পা. Muller, ২খ, ৬২; (১৩) ইবনুল কিফতী, তারীখুল-ছকামা, সম্পা. Lippert, ৪০৬; (১৪) যাকূত, ইরশাদুল-আরীব, সম্পা. Margoliouth, ৬খ, ১২৪-১২৭; (১৫) আস-সুয়ূতী, বুগয়াতুল উ'আত, ২০৭; (১৬) মাক্কারী, নাফহ'ততীব, ৪খ, ২০৬; (১৭) 'উমার ফাররুখ, ইবন বাজ্জা ওয়াল-ফালসাফাতুল-মাগ'রিবিয়া (১৮) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, ২য় অধ্যায়, পৃ. ১৮৩; (১৯) ইবন তুফায়ল, হায়্যা ইবন যাকজান, সম্পা. L. Gauthiex, Beirut 1936, মূল পাঠ ৫ন, অনু, ৩প.; (২০) আফ-ফাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, Bodleian Ms Laud Or. 304, fols. 17b-18a; (১৯) সিব্বত ইবনুল-জাওযী, মির'আতু'য-যামান (A.H.495-654), সম্পা. J. Wett, Chicago 1907, 105; (২২) লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীব, কিতাবুল ইহাতা, ব্লাক সংস্করণ, ১খ, ২৪২ পৃ.; (২৩) E. Renan, Averroes, নির্ঘণ্ট; (২৪) A.R.Nykl, Hispano-Arabic Poetry, Baltimore 1946, 251-4; (২৫) E.I.J. Rosenthal, The Politics in the Philosophy of Bajja in lc, xxv (1951), 187-211; (২৬) এম. সাগীর হা'সান আল-মা'সুমী (সম্পা.), ইবন বাজ্জা, কিতাবুন-নাফস, দামিশক ১৯৬০ খৃ.; (২৭) ঐ লেখক, Avenpace the great philosopher of al Andalus, in lc, xxxvi (1962), 35-53, 85-101.

এম. সাগীর হা'সান (দা.মা.ই.)/এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন বাজ্জা (ابن بطّة) : 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আবু 'আবদিল্লাহ আল-'উকবারী, সাধারণত ইবন বাজ্জা নামে অধিক পরিচিত, হাশ্বালী ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনজ্ঞ (ফাকীহ), জন্ম ৩০৪/৯১৭ সনে উকবারায়। তিনি অতি অল্প বয়সেই ৩১৫ বা ৩১৬/৯২৭ বা ২৮ সনে বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মুখতারসার প্রণেতা আবুল-কাসিম আল-খিরাকী (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫) ও প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ, হাদীছবেত্তা ও ধর্ম প্রচারক আবু বাকর আন-না'জ্জাদ (মৃ.

৩৪৮/৯৬০) এবং আরও স্বল্পখ্যাত কয়েকজন 'আলিম। শেষোক্ত শিক্ষক আল-মানসুর মসজিদে তাঁহাকে দরুস (পাঠ) দিতেন। তিনি গুলাম আল-খাল্লাল নামে পরিচিত আবদুল-আযীয ইবন জা'ফার (মু. ৩৬৩/৯৭৪)-এর নিকটও শিক্ষা লাভ করেন এবং কিতাবুস-সুনান গ্রন্থাকার বারবাহারী [মু. ৩২৯/৯৪১ (দ্র.)]-এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে বারবাহারীর উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মই ছিল খলীফা আররাদী কর্তৃক ৩২৩/৯৩৬ সনে হাশ্বালী মায'হাব প্রত্যাখ্যান করার অন্যতম কারণ। বাগদাদে কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। সেখানে প্রসিদ্ধ কিতাবুশ-শারী'আ (কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০) প্রণেতা আবু বাকর আল-আজুরী (মু. ৩৬০/৯৭০)-র সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি অধ্যয়নের জন্য ইরাকে, (বিশেষভাবে বসরাতে) ইসলামী দেশসমূহ, বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকা ও দামিশ্কে কয়েক দফা ভ্রমণ করেন। দামিশ্কে তিনি বাব শারকী (তু. বিদায়া, ১১খ, ২০৪-৫) এলাকার বাহিরে একটি মসজিদ নির্মাতা আবু স'ালিহ' (মু. ৩৩০/৯২৪)-এর মাযারে মুরাকাবা করিবার জন্য ব্যর্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইলে অর্থাৎ বাগদাদে বুওয়ায়হীদের আগমনের প্রায় এক দশক পরে ইবন বাত্তা তাঁহার পৈতৃক শহরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০ মুহাররাম, ৩৮৭/২৩ জুন, ৯৯৭ তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একাধি চিত্তে সিয়াম পালন, মুরাকাবা ও অধ্যয়নে ত্রুতী থাকিয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন।

ইবন বাত্তা কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। ক'াদী আবুল হু'সায়ন (মু. ৫২৬/১১৩২) তাঁহার তাবাকাত পুস্তকে উহা তালিকাভুক্ত করিয়াছেন (২খ, ১৫২)। তন্মধ্যে ইমান সম্পর্কিত তাঁহার দুইটি ঘোষণা পরম গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার আকীদা বিষয়ক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানির নাম ইবানা সাগীরা। উহা এখনও পাওয়া যায়, অথচ ইবানা কাবীরা পুস্তকখানির মূল পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ক'াদী আবু য়া'লা ইবন আল-ফাররা (মু. ৪৫৮/১০৬৬) ও ইবন তায়মিয়া (মু. ৭২৮/১৩২৮) পুস্তকখানিকে বহুল ব্যবহার করিয়াছেন, সালাফী ধরনের এই দুইটি ইমান সংক্রান্ত ঘোষণা ভিন্ন ইবন বাত্তার অন্যান্য গ্রন্থ প্রধানত ফিক্হ কিংবা হ'াদীছ' বিষয়ক; তন্মধ্যে একখানিতে তিনি হানাফী মায'হাবের লোকেরা ও শাফি'ঈ দলের কেহ কেহ যে হিয়াল (দ্র.) বা আইনগত কৌশল (হীলা) অবলম্বন করিতেন তাঁহার বৈধতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও ধর্মীয় ভাষণাদি দ্বারা ইবন বাত্তা মহান হাশ্বালীর বিতর্কমূলক অনুসারীদের দলভুক্ত হন যাহা প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর শতাব্দী কাল শায়খ আবদুল্লাহ (মু. ২৯০/৯০৩), আবু বাকর আল-খাল্লাল ও বারবাহারী প্রচলিত রাখেন। তাঁহাদের ন্যায় তিনিও সমস্ত নিন্দনীয় নবপ্রবর্তিত মতবাদ (বিদ'আত)-কে প্রকাশ্যে নিন্দা ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে রাসূলুল্লাহ (স) প্রবর্তিত ধর্মকে 'আকীদা, ইবাদত রীতি, আইন (ফিক্হ) ও নৈতিক অনুশাসনের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করিবার জন্য এইগুলির আবির্ভাব হইয়াছে। বিদ'আত সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব এতই কঠোর ছিল যে, তিনি যে কেবল ভাল ও খারাপ [হাসানা ও সায়্যা'আ] বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করিতে অস্বীকার করেন তাহা নহে, বরং তিনি গুরু ও লঘু বিদ'আতের মধ্যেও পার্থক্য করিতে অস্বীকার করেন। মহানবী (স)-এর জীবৎকালে এবং প্রথম তিনজন খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বাকর (রা), হযরত উমার (রা) ও হযরত উছমান (রা)-এর শাসনকালে প্রচলিত

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মীয় অনুশাসনগুলিতে (দীন 'আতীক) প্রত্যাবর্তনই কেবল মুক্তি নিহিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ইবন বাত্তার প্রত্যক্ষ শাগরিদের সংখ্যা অনেক (তু. H. Laoust. La Profession de foi... ভূমিকা, টীকা ১০৯)। তৎকালীন বুওয়ায়হী শাসকদের শী'আ মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং মু'তাযিলাবাদ ও ফালসাফার গৌণ প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে সুনী বিরোধিতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবেই তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে। তাঁহার প্রভাব ছিল গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। খলীফা আল-কাদির (৩৮১-৪২২/৯৯১-১০৩১) যে ৪০৯/১০১৮ সনে হাশ্বালী কাদিরিয়া মতকে রাষ্ট্রীয় ধর্মমতরূপে মর্যাদা দান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ও ক'াদী আবু য়া'লা বা শারীফ আবু জা'ফার (মু. ৪৭০/১০৭৮), আবুল-খাত্তাব আল-কালওয়ানী (মু. ৫১০/১১১৭) অথবা আবদুল-ক'াদির আল-জীলী (মু. ৫৬১/১১৬৬) প্রমুখের গ্রন্থাদিতেও উক্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আল-খাত্তাব আল-বাগদাদী (মু. ৪৬৩/১০৭১) নামক জনৈক হাশ্বালী, যিনি মত পরিবর্তন করিয়া শাফি'ঈ ও আশ'আরী মত গ্রহণ করেন, তিনি ইবন বাত্তার কঠোর সমালোচনা করেন। ইবনুল-জাওয়ী (মু. ৫৯৭/১২০০) তাঁহার মুনতাজাম গ্রন্থে ইবন বাত্তাকে সমর্থন করেন (পৃ. ১৯৩-৭)। তিনি ইবন বাত্তা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

আয়্যুবী আমলে 'আকাইদ বিষয়ক ইবন বাত্তার গ্রন্থাদি সম্পর্কে অগ্রহ দামিশ্কে মুহাদ্দিছ' আবদুল-গ'ানী আল-মাকদিসী (মু. ৬০০/১২০৪) ও মৃদুতরভাবে শায়খ মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামা (মু. ৬২০/১২২৩) পুনরুজ্জীবিত করেন। মামলুক আমলে ইবন তায়মিয়া ও তাঁহার শাগরিদ ও গুণগ্রাহী আয'-যাহাবী (মু. ৭৪৮/১০৪৮), ইবনুল-কায়্যাম (মু. ৭৫০/১৩৫০) বা ইবন কাছীর (মু. ৭৭৩/১৩৭১) প্রমুখ কয়েকজন ইবন বাত্তার গ্রন্থাবলী সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া পড়িলেও পরবর্তীতে 'উছমানী শাসনামলে হানাফী মতের সমর্থনের ফলে গ্রন্থগুলি আবার অর্ধ-বিশ্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : 'আরবী ভাষায় সূত্র : (১) আল-খাত্তাব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১০খ, ৩৭১-৫; (২) আবুল-হু'সায়ন, তাবাকাতুল-হানাবিলা, কায়রো সং., ২খ, ১৪৪-৫৩; (৩) ইবনুল-জাওয়ী, মুনতাজাম, ৭খ, ১৯৩-৭; (৪) ঐ লেখক, সিফাতু'স-সাফওয়া, ৪খ, ১৫১; (৫) যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, ২খ, ১৭০; (৬) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ৩২১-২; (৭) ইবন রাজাব, যায়ল, ১খ, ৩৬৫; (৮) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১২২; (৯) Brockelmann, 194 দ্র. ও (১০) ঐ গ্রন্থ, I, 194, S I, 334; (১১) L. Massignon, Textes inedites, 220; (১২) H. Laoust, La profession de foi d Ibn Batta, দামিশক ১৯৫৮ খৃ. (PIFD), notes 97-202. আর বিশেষত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য মূল গ্রন্থের ভূমিকা।

H. Laoust (E.I.2)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন বাত্তা (ابن بطوطة) : বা বাত্তা শারফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদিদ্বাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আবু আবদিদ্বাহ আল-লাওয়াতী আত-তানজী মরক্কোর একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক ও লেখক। তিনি ১৪ রাজাব, ৭০৩/২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৩০৪ সালে তানজিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। একটি বিদ্যানুরাগী পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি নিজেও দীনী 'ইলম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ২ রাজাব, ৭২৫/১৩ জুন ১৩২৫ সালে ২২ বৎসর বয়সে হজ্জ-এর নিয়্যতে

মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। কাফেলার লোকজন তাঁহার 'ইলম ও তাকওয়ার কারণে তিউনিস হইতে রওয়ানা হইবার সময় তাঁহাকে নিজেদের কাদীরূপে নির্বাচন করে। ভ্রমণে বাহির হইয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার পথে মিসরের দক্ষিণ ভাগ হইয়া লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছান। ইসকান্দারিয়ায় বুরহানুদ্দীন নামক এক 'আলিম-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয় যিনি তাঁহাকে চীন ও হিন্দুস্তানের কয়েকজন 'আলিমের ঠিকানা দিয়া বলিয়া দেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি যেহেতু এখান হইতে নিরাপদে সমুদ্র পার হইতে পারিলেন না, সেইজন্য প্রত্যাবর্তন করিয়া সিরিয়া ও ফিলিস্তীন-এর রাস্তায় তাঁহার গন্তব্য স্থলে পৌঁছান। মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি ইরাকে আসেন এবং সেখান হইতে ইরান, মাওসিল ও দিয়ারবাকর সফর করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় মক্কায় চলিয়া যান। সেখানে তিনি ৭২৯ ও ৭৩০ হি. অতিবাহিত করেন। তৃতীয় আর এক সফরে তিনি দক্ষিণ 'আরব হইয়া পূর্ব আফ্রিকায় গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে পারস্য উপসাগরে পৌঁছান। হরমুয প্রণালী হইতে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তৃতীয়বার হজ্জ পালন করেন। সেখান হইতে তিনি আসওয়ান পৌঁছান এবং মিসর ও সিরিয়ার পথ ধরিয়া এশিয়া মাইনর ও ক্রিমিয়ায় চলিয়া যান। তিনি একজন গ্রীক শাহযাদীর সহিত যিনি সুলতান মুহাম্মাদ উবেক-এর স্ত্রী ছিলেন, কন্সটান্টিনোপল পৌঁছান এবং সেখানকার শাসনকর্তা ৩য় Andronikor (১৩২৮-১৩৪১ খৃ.)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। ইহার পর ভল্গা নদী অতিক্রম করিয়া খাওয়ারিয়ম, বুখারা ও আফগানিস্তান হইয়া তিনি হিন্দুকুশের তুগলাক-এর আস্থানে দিল্লী আগমন করেন। সেখানে তাঁহাকে মালিকী মাযহাব অনুযায়ী কাযীর পদ প্রদান করা হয়। দুই বৎসর পর তিনি একটি ভ্রমণকারী দল যাহারা চীন যাইতেছিল তাহাদের সহিত রওয়ানা হন; কিন্তু কেবল মালদ্বীপ (মাহাল যীবা, মালযীবা) পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। সেখানে দেড় বৎসর পর্যন্ত তিনি কাদীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৪ খৃ. তিনি সেখান হইতে শ্রীলঙ্কা, মালাবার, বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম, সিলেট), কম্বোডিয়া ও চীন গমন করেন। তিনি Zaytun Canton হইতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে, যদিও বলা হইয়াছে যে, তিনি পিকিং পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সুমাত্রার পথে (ত. snouck Huragronje, Arabie en Oost Indie, লাইডেন ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৭ প.; ফরাসী অনু. in Rev. de Hist. des Rel., ৫৭ খৃ., ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৬২ প.) তিনি 'আরব প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে মুহাম্মদ ৭৪৮ হি. জুফার-এ জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইরান, সিরিয়া ও ইরাক সফর করিবার পর তিনি মিসর হইতে মক্কায় গিয়া ৪র্থ বার হজ্জ করেন। সিরিয়ায় অবস্থানের সময় বহুদিন পর তাঁহার নিকট গৃহের সংবাদ পৌঁছায় এবং তিনি জানিতে পারেন যে, পনের বৎসর হইল তাঁহার পিতা ইনতিকাল করিয়াছেন; অবশ্য তাঁহার মাতা তখনও জীবিত ছিলেন। হজ্জ সমাপন করিয়া তিনি উত্তর আফ্রিকার পথে রওয়ানা হন এবং ২৫ শাবান, ৭৫০/৮ নভেম্বর, ১৩৪৯ সালে ২৪ বৎসর পর ফাস (ফেজ)-এ প্রবেশ করেন। এখানে অতি সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান করিবার পর তিনি এথান্ডা অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার শেষ দীর্ঘ সফরে তিনি ৭৫৩-৭৫৪/১৩৫২ সালে আফ্রিকার কুম্বাগদের অঞ্চল অর্থাৎ Timbukto ও মালি (Melli) সফর করেন। Agadez ও Tawat-এর খেজুর বাগান অতিক্রম করিয়া তিনি ১৩৫৪ খৃ.-এর প্রথম

দিকে মাররাকুশ (মরক্কো) প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে পৌঁছিয়া তাঁহার ২৮ বৎসরের বৈচিত্র্যময় ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সময়ে তিনি প্রায় ৭৫,০০০ মাইল সফর করেন। এখানে তিনি ফাস-এর সুলতান আবু 'ইনান (১৩৪৮-১৩৫৮ খৃ.)-এর হুকুমে মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জুযায়ি আল-কালবী নামক একজন 'আলিম ও বুয়ুর্গ ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখান (তু. de Lane, Journ As. ১৮৪৩ খৃ., ১খ, ২৪৪ পৃ.)। তিনি তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহিত্যের পস্থা অবলম্বন করেন যাহার কতকাংশ ইবন জুযায়র-এর রচনার অনুরূপ। একটি ধারণা হইল, ইবন জুযায়ির গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ইবন বাতুতার সফরনামার সারসংক্ষেপ। ইবন জুযায়ি ১৩৫৫ খৃ. তাঁহার কাজ শেষ করিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই ইনতিকাল করেন (৭৫৭/১৩৫৬)। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি কপি প্যারিস (Paris ms, Suppl., সংখ্যা ৯০৭)-এ সংরক্ষিত আছে। ইবন বাতুতা ৭৭৯/১৩৭৭ সালে মাররাকুশ-এ ইনতিকাল করেন। তাঁহার লিখিত তুহফাতু'ন-নুজ্জার ফী গারা'ইবি'ল-আমসার ওয়া 'আজাইবি'ল- আসফার (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) নামক গ্রন্থখানি C. Defremery B. R. Sanguinetti প্রকাশ করিয়াছেন, [৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫২-১৮৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯৩ খৃ., নূতন সংস্করণ (মাতবা' ওয়াদি'ন-নীল), কায়রো ১২৮৭-১২৮৮ হি., ১৩২২ হি. ১৩৪৬ হি.]। H. von Mzik আরও অধিক উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন Die Reise des Arabers Ibn Batuta dureh Indien, Und China xiv jahrh. in Bibl. denkwürdiger Resen, Hamburg 1911 খৃ.।

ইবন বাতুতার সফরনামা সম্পর্কে যুরোপাবাসী ১৯শ শতকে জানিতে পারে যখন সর্বপ্রথম তাহার তাহার সফরনামার একটি সংক্ষিপ্ত 'আরবী কপি দেখিতে পায়। ১৮০৮ খৃ., ১৮১৮ খৃ. ও ১৮১৯ খৃ.-এর সময়কালে উহার কিছু উদ্ধৃতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খৃ. Samuel Lee সফরনামার একটি সংক্ষিপ্ত কপি যাহার পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজে সংরক্ষিত ছিল— ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। সফরনামার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন মুহাম্মাদ ফাতহু'ল্লাহ ইবন মাহ'মুদ, লিখো, মিসর ১২৭৮ হি. সং, ১২৭৯ হি.। প্রফেসর Gibb সফরনামার কিছু অংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রথমবার ১৯২৯ খৃ. প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৩৭ খৃ. পর্যন্ত উহার আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহার পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে এবং প্রথম খণ্ড ১৯৫৮ খৃ. কেমব্রিজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রফেসর Gibb-এর অনুবাদের শুরুতে একটি ভূমিকা এবং শেষে কিছু সংযোজন রহিয়াছে। ভূমিকায় ইবন বাতুতার সফরকালীন মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। উর্দুতে সর্বপ্রথম ড. Lee-এর ইংরাজী অনুবাদ হইতে নাওয়াযিশ 'আলী খান উহার অনুবাদ করেন। ১৮৯৮ খৃ. মুহাম্মাদ হু'সায়ন লাহোর হইতে পূর্ণ সফরনামার দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার সঙ্গে অনুবাদের পক্ষ হইতে ইংরাজীতে ১৬ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকাও দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর মুহাম্মাদ হায়াতুল-হাসান ১৩১৪ হি. পূর্ণ সফরনামার প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং পরে ওয়াকীল সংবাদপত্র দফতর অমৃতসর হইতে উহা প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার তারিখ জানা যায় নাই, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১ খৃ. 'উবায়দুল্লাহ কুরায়শী কর্তৃক পরিমার্জিত ও বিন্যস্ত আকারে বুক ল্যাণ্ড, করাচী হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে বাংলা

একাডেমী হইতে ইহার একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয় (অনু. মোহাম্মদ নাসির আলী)। ইবন বাতুতার সফরনামা কেবল একটি বিভিন্ন দেশের সীমারেখা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিবরণ এবং সেখানকার শহর-বন্দর, পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালার বিবরণই নহে, বরং সেই যুগের মুসলমানগণের সামাজিক ইতিহাসের একটি অতীব প্রয়োজনীয়, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় প্রামাণ্য গ্রন্থও বটে। উহার সাহায্যে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে খসরু, বাদাযুনি, ফিরিশতা, তারীখ-ই ফীরুয-শাহী ও মুল্লা আহ-মাদ ঠাঠাবির বিভিন্ন বর্ণনায় সংশোধন ও প্রত্যয়ন করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দ্র. : (১) ইবন খালদুন, মুক'াদ্দিমা; (২) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা, ৩খ, ৪৮০, হায়দরাবাদ ১৩৪৯ হি.; (৩) ইব্রাহীম আহ-মাদ আল-আদুলী, ইবন বাতুতা, দারুল 'মা'আরিফ, মিসর; (৪) H. A. R. Gibb, Inb Batuta, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ.; (৫) ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ইবন বাতুতা শিরো.; (৬) Brockelmann, ২খ, ২৫৬; পরিশিষ্ট, ২খ, ৩৬৫ প.; (৭) St. Janiesek, Ibn Battuta's Journey to Bulgar, is it a fabrication? in JRAS ১৯২৯ খৃ., ৭৯১-৮০০; (৮) ওয়াহীদ মিরযা, Khusrau and Ibn Battuta, in আরমুগান-ই 'ইলমী, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৭১-১৮০।

C. Brockelmann ও আবদুল মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
ডঃ আবদুল জলীল

সংযোজন

ইবন বাতুতা (ابن بطوطة) : উত্তর আফ্রিকার প্রখ্যাত পর্যটক ইবন বাতুতা-এর বাংলাদেশ ভ্রমণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি প্রায় দুই মাস ব্যাপী অধিকাংশ সময় নদীপথে বাংলার বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'রিহলা' চতুর্দশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বিবরণ সরবরাহ করে। তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থার চিত্রও ইহার মাধ্যমে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ইবন বাতুতা-র নিজস্ব মন্তব্য রহিয়াছে এবং তিনি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের একটি তালিকা সংযোজন করেন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে। তাঁহার বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকে 'বাসলা' বলা হইত এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা 'বাসলা' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে 'বাসলা' ও 'বাসলী' শব্দ দুইটি এই অঞ্চলের সহিত উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ ছিলেন তখন বাংলার সুলতান এবং তাঁহার রাজধানী ছিল সোনারগাঁ। তিনি প্রজারঞ্জক শাসক ও অতিথিদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন বলিয়া ইবন বাতুতা উল্লেখ করেন। ইবন বাতুতা ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মালদ্বীপ হইতে ৪৩ দিনে চট্টগ্রামের পথে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের যেই শহরে আমরা প্রথম প্রবেশ করি তাহার নাম 'সোদকাওয়ান'। ইহা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি বড় শহর। সমুদ্রে মিলিত হইবার আগে এই শহরের নিকট গঙ্গা, যেইখানে হিন্দুরা তীর্থে গমন করে এবং যমুনা নদী মিলিত হইয়াছে।" ধর্মের দিক বিবেচনা করিয়া কোন কোন গবেষক 'সোদকাওয়ান'কে সাতগাঁও (ত্রিবেণীর সপ্তগ্রাম)-এর সহিত অভিন্ন মনে করিলেও মুদ্রাতত্ত্ববিদ ড. নলিনী কান্ত গুপ্তাশালী ও ড. আবদুল করিমের মত বরণ্য ইতিহাসবিদগণ 'সোদকাওয়ান'-কে চট্টগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন। ইবন বাতুতা এইখানে

কর্ণফুলী নদীকে ভুল করিয়া গঙ্গা বলিয়াছেন বলিয়া অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন (H.A.R Gibb, Ibn Battuta, p.612; Dr. N. K Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultan of Bengal, pp. 145-149; Dr. Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal, p. 32; অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬), পৃ. ১৯৮, ৬০৫; ড. এম. এ. রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ.৩)।

ইবন বাতুতা বাংলাদেশে আসিয়া প্রথমে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। চট্টগ্রাম বন্দরে তিনি অনেক সমুদ্রগামী জাহাজ দেখিতে পান। তাহাতে বুঝা যায় যে, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাময়িক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রামে বেশী দিন অবস্থান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ ঐ সময় বাংলার সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের সহিত লক্ষনৌতির সুলতান 'আলী শাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলার সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের সহিত সাক্ষাতের পরিকল্পনা বাদ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি যখন 'সোদকাওয়ান' গিয়াছিলাম সুলতানকে আমি দেখি নাই, তাঁহার সহিত আলাপও করি নাই। কারণ তিনি ভারতবর্ষের সন্ধ্যাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং তাহা করিলে ফল কি হইবে, সেই সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল।" তিনি একমাত্র হযরত শাহ জালাল (দ্র.)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম হইতে সিলেট রওয়ানা হন। তাঁহার বর্ণনায় শায়খের কৃষ্ণতা, সংযম, নিষ্ঠা ও সেবার্হী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইবন বাতুতা বর্ণনা করেন, "আমি 'সোদকাওয়ান' ত্যাগ করিয় কামরু (কামরুপ) পর্বতমালার দিকে রওনা হইলাম। সেখান (সোদকাওয়ান) হইতে ঐ জায়গায় পৌঁছিতে এক মাস সময় লাগে। কামরু পর্বতমালা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, চীন হইতে তিব্বত পর্যন্ত প্রসারিত। সেখানে কস্তুরী মুগ পাওয়া যায়। এই সব পাহাড়ের অধিবাসীদের সহিত তুর্কীদের মিল আছে। তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ও সাধ্য অসাধারণ। তাহাদের জাতের একজন ক্রীতদাস অন্য জাতের অনেকজন ক্রীতদাসের সমকক্ষ। তাহারা যাদু এবং ভোজবাজীতে দক্ষতা ও অনুরাগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। আমার ঐ পর্বতমালাতে যাইবার উদ্দেশ্য ছিল একজন দরবেশকে দর্শন করা। আমি যখন আসাম অঞ্চলে প্রবেশ করি দরবেশ তখন স্বজালাল জ্ঞানে আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া চারজন লোক প্রেরণ করেন আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। দরবেশের খানকাহ হইতে চার দিনের দূরত্বে থাকিতেই তাহারা আমার সহিত সাক্ষাত করেন এবং জানান যে, দরবেশ কর্তৃক তাহারা শ্রেণিত হইয়াছেন আমাকে স্বাগত জানাইবার জন্য। তাহাদের সমভিব্যাহারে আমি যখন শায়খের সম্মুখে উপস্থিত হই, তিনি দাঁড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা জানান এবং বুক জড়াইয়া ধরেন। তিনি আমার দেশ কোথায় এবং সফরের উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহেন। অতঃপর তিনি আমাকে সসন্মানে আপ্যায়নের জন্য তাহাদের নির্দেশ দেন। শায়খ আমাকে বলেন, আল্লাহ তাঁহাকে দয়া করুন যে, খলীফা আল-মুসতা'সিম বিল্লাহ আল-আব্বাসীকে তিনি বাগদাদে দেখেন এবং তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন" (H.A.R Gibb, Ibn Battuta, p. 612, 613; অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬, পৃ. ৬০৭)। ইবন বাতুতা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে সিলেট অথবা শ্রীহট্ট শব্দ

উল্লেখ করেন নাই। আসাম ও কামরু (কামরুপ) পর্বতমালার কথা বলিয়াছেন, যাহা চীন ও তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে ইহা বাস্তব যে, বর্তমান সিলেটের যেই স্থানে শায়খ শাহ জালাল (র)-এর মাযার রহিয়াছে ইবন বাতুতা সেই জায়গাই পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ইবন বাতুতা-এর ভাষ্যমতে এই শায়খ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বুয়ুর্গ, তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তাঁহার কারামাত (অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ) এবং মহৎ কর্মগুলি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এই দরবেশ ছিলেন ক্ষীণদেহ, দীর্ঘকায় ও বিরল শাশ্রুধারী। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রোযা রাখেন এবং দশ দিন অন্তর রোযা খুলিতেন। তিনি একটি গাভী পালন করিতেন এবং একমাত্র উহার দুধই ছিল তাঁহার খাদ্য। তিনি সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। এই ফকীর প্রতিদিন প্রভাতে মক্কায় তাঁহার ফজরের নামায সম্পন্ন করিতেন এবং দিবসের অবশিষ্ট কাল তিনি পর্বতকন্দরেই অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ঈদ উপলক্ষে মক্কায় গমন করিতেন। ইবন বাতুতা আরও বলেন যে, এই শায়খের শ্রমের ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং এইজন্য তিনি তাহাদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার এক পর্বত কন্দরে তিনি 'খানকাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই খানকাহ ছিল সাধু, দরবেশ, পরিব্রাজক ও দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের আশ্রয়স্থল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার জন্য খাদ্যদ্রব্যসহ নানা সামগ্রী উপহার আনিত। এইসব উপহার সামগ্রী দিয়া তাঁহার আস্তানায় বহু লোককে খাওয়ান হইত। তাঁহার অনুসারীরা পরবর্তী সময়ে ইবন বাতুতাকে জানান যে, এই দরবেশ এক শত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন (Ibn Battuta, Text, pp. 144-145)। ইবন বাতুতা কর্তৃক বর্ণিত তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায় পরবর্তী কালে রচিত লোক-সঙ্গীতে, "সিলেটে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান ছিল না। শাহ জালালই সর্বপ্রথম সেই স্থানে আযান দেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেন" (ড. এনামুল হক, বঙ্গ সূফী প্রভাব, পৃ. ৯৮)।

ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের রাজ্যের অন্তর্গত হবংক (বর্তমান সিলেট জেলার অন্তর্গত) শহর বাংলার সবচেয়ে সুন্দর ও গৌরবপূর্ণ শহরগুলির অন্যতম। বর্তমানে 'হবংক' নামে বৃহত্তর সিলেটে কোন শহর নাই। সম্ভবত ইহা পরিবর্তিত হইয়া অন্য নাম ধারণ করিয়াছে। তবে ইহা শায়খ শাহ জালাল (র)-এর মাযারের অনতিদূরে অবস্থিত। এই নামটি স্পষ্টত অহমীয় শব্দ। এই শহরে ইবন বাতুতা হিন্দুদের যেই অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন, "হবংকের অধিবাসীরা বিধর্মী (কাফির), তাহারা 'যিচ্চা' (রক্ষণ ব্যবস্থা)-এর অধীন। যেই শস্য তাহারা উৎপাদন করে, তাহার অর্ধেক কর হিসাবে লইয়া ফেলা হয়। ইহা ছাড়াও তাহাদের অনুরূপ অন্যান্য করও দিতে হয়।"

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, ইহা হইতে বুঝা যায়, ফাখরুদ্দীনের কাছে হিন্দুরা উদার ব্যবহার পায় নাই। ড. আর. সি মজুমদারও বলেন, ফাখরুদ্দীন কিন্তু হিন্দুদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করেন নাই (H.A.R Gibb, Ibn Battuta, p. 614-615; অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস ১২০৪-১৫৭৬, পৃ. ১৯৮-১৯৯, ৬০৭; ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ. ৩২৪-৩২৫)।

এই অভিযোগের জবাবে ড. মুহাম্মদ মোহর আলী বলেন, "This expressoin of Ibn Battuta's has been taken by

some writers to observe that the lot of Hindu population under Fakhr al-Din 'was not very enviable'. It should be noted that Ibn Battuta here speaks only about a particular area near Sylhet, a region which was recently conquered by the Muslims. There is no evidence to show that the Hindus throughout Bangala had a similar lot under Fakhr al-Din."

ইবন বাতুতা-এর উপরোক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে কতিপয় লেখক মন্তব্য করেন যে, ফাখরুদ্দীনের রাজত্বে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভাগ্য খুব বেশী সুপ্রসন্ন ছিল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবন বাতুতা সিলেটের সন্নিকটে একটি বিশেষ অঞ্চলের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সেই সময়ে সবেমাত্র মুসলমান দ্বারা বিজিত হইয়াছে। ফাখরুদ্দীনের আমলে বাঙ্গালার সর্বত্র হিন্দুদের প্রতি অনুরূপ বৈরীভাব পোষণ করা হইত, এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা যাইবে না" (Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. IA, p. 129)।

সিলেটে তিন দিন অবস্থানশেষে ইবন বাতুতা নীল নদ অর্থাৎ মেঘনা দিয়া হবংক হইতে সোনারগাঁও-এ আসেন পনের দিনে। নদীপথের ভ্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলেন, "নদীর দুই ধারে ডানে ও বামে ছিল বহু জল চালিত চাকা, উদ্যানরাজি ও অসংখ্য গ্রাম, অনেকটা মিসরের নীল নৌপথের মত।---আমরা পনের দিন গমন করিতেছি।" সোনারগাঁও ছিল সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহের অধীন তৎকালীন বাংলার রাজধানী এবং মুদ্রা তৈয়ারীর টাকশাল। রাজধানীর রক্ষাব্যবস্থা অতি সুদৃঢ় ছিল বলিয়া ইবন বাতুতা সোনারগাঁওকে দুর্ভেদ্য নগরীরূপে উল্লেখ করেন। মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে সোনারগাঁও দেখা যায় একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী শহর ও বন্দররূপে, যেইখানে বৈদেশিক বাণিজ্য পোতসমূহ পণ্যদ্রব্যের জন্য আগমন করিত। ইবন বাতুতা বলেন, "সোনারগাঁয়ে আগমনের পর আমরা একটি চীন দেশীয় পালতোলা তলদেশ চেপ্টা বাণিজ্য জাহাজ দেখিতে পাইলাম। জাহাজটি জাবা যাইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছিল। সোনারগাঁ হইতে জাহার দূরত্ব চল্লিশ দিন" (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.615)।

ইবন বাতুতা-এর ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানা যায় যে, সেই সময় বাংলাদেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দরবেশ, ফকীর ও উলামা বাস করিতেন। বাংলাদেশে তখন তাহাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। বাংলার সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ ফকীর-দরবেশদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সাধারণ জনগণের নিকটও তাহারা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সূফী দরবেশদের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। নৌকায় যাতায়াত করিলে তাহাদের ভাড়া দিতে হইত না, তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইত। ফকীরেরা কোন শহরে প্রবেশ করিলে অর্ধ দীনার দিয়া অভ্যর্থনা জানান হইত (Tarikh-i Firuzshahi, p.91; কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ. ২৭৭)।

সুলতান ফাখরুদ্দীন-এর এত অধিক ফকীর-প্রীতি ছিল যে, তিনি 'শায়দা' নামক একজন ফকীরকে চট্টগ্রামে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাহার কোন এক শত্রুর (সম্ভবত প্রিপুরার) বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন।

সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে 'শায়দা' বিদ্রোহী হইয়া সুলতান ফাখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেন। সুলতান ফাখরুদ্দীনের ঐ নিহত পুত্র ব্যতীত অন্য কোন পুত্র ছিল না; তাঁহার মুদ্রায় স্বীয় পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সুলতান ফাখরুদ্দীন সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্রোহ দমিত হইল। 'শায়দা' তাহার অনুচরবর্গসহ সোনারগাঁয়ে পলায়ন করেন। সুলতান সোনারগাঁ অবরোধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সোনারগাঁয়ের অধিবাসীগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিদ্রোহী শায়দা ও তাহার অনুচরবর্গকে সুলতানের সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করে এবং সুলতানকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করে। সুলতানের আদেশে ফকীর শায়দার ছিন্মুণ্ড তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়।

ইবন বাতুতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ফাখরুদ্দীন সাতগাঁয়ে বা চট্টগ্রামে বিদ্রোহী হন। তাঁহার রাজধানী বা শক্তিকেন্দ্র ছিল সোনারগাঁয়ে। কারণ ৭৪০/১৩৪০-৭৫০/১৩৫০ সাল পর্যন্ত তাঁহার যত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সকলই সোনারগাঁয়ের মুদ্রাশালায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইবন বাতুতা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর সর্বত্রই ফাখরুদ্দীনকে বঙ্গ বা বাঙ্গালা-এর সুলতান বলিয়া উল্লেখ করেন, কখনও লাক্ষ্মীতির সুলতান বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইবন বাতুতা বাংলা বলিতে পূর্ববঙ্গকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। ফাখরুদ্দীন "সাতগাঁয়ে এবং বাংলায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন" এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, সাতগাঁ স্থায়ীভাবে ফাখরুদ্দীনের কর্তৃত্বাধীন ছিল না। যিয়াউদ্দীন বারানীও লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মীতির শাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া তিনি সাতগাঁ লুণ্ঠন করেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই তিনি সোনারগাঁয়ে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (Dr. N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultan of Bengal, pp. 138, 184; History of Bengal, Dhaka University, vol. ii, p. 102; ড. সুশীলা মণ্ডল, বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগঃ প্রথম পর্ব, পৃ. ১৮৯-১৯০)।

ইবন বাতুতা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে মন্তব্য করেন, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদেরকে অস্পৃশ্য, স্নেহ, যবন বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিস ব্যবহার করিত না। তৎস্বর্গ মুসলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিত্র হইবে বলিয়া হিন্দুরা তাহা দেয় নাই, ইবন বাতুতা এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই, যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মাত্মতা। কিন্তু ন্যায্য হউক বা অন্যায় হউক পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে শ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহা হইয়া যায়। যেমন সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে

কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুসলমানও তেমনি এই সব সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করিয়াছে কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব তো দূরের কথা, স্থায়ী শ্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয় নাই' (ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ. ৩২৪-৩২৫)।

ইবন বাতুতা পশ্চিমে মরক্কো হইতে সুদূর চীন পর্যন্ত অনেক দেশ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি বিখ্যাত নগরী কায়রো, বসরা, শীরাজ, ইসফাহান, বুখারা, সমরকন্দ, তিরমীয, বালখ, হিরাত, বেইজিং পরিদর্শন করেন, কিন্তু বাংলার মত ধানের প্রাচুর্য এবং জিনিসপত্রের এত স্বল্পমূল্য তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। অবশ্য এই দেশের লোকেরা তাঁহাকে জানান যে, তখন জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া ছিল। তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে নিত্য ব্যবহার্য কিছু দ্রব্যের দাম উল্লেখ করেন কিন্তু তাহা বর্তমানে টাকার হিসাবে নির্ণয় করা কঠিন। বিগত কয়েক শত বৎসরে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দাম অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই কথা আমাদের বিবেচনায় রাখিতে হইবে। তিনি দিল্লীর রতল বা ওজনের পরিমাপ অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেন। ইউল এবং টমাসের নির্দেশ অনুযায়ী এক রতলের ওজন প্রায় ২৮.৮ পাউন্ড বা বসের ওজনের ১৪ সেরের সমান। একটি স্বর্ণ দীনার ছিল ১০টি রৌপ্য দীনারের সমান মূল্যবান এবং একটি রৌপ্য দীনার ছিল আট দিরহামের সমতুল্য অর্থাৎ বর্তমান এক টাকার সমান। এই সব দিক বিবেচনা করিয়া প্রফেসর নীরদ ভূষণ রায় ১৯৪৮ খৃ. ইবন বাতুতা-এর সময়ের জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক নির্ধারণ করেন। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর দ্রব্যমূল্যের একটি চিত্র পাওয়া যাইবে।

চাল	আনুমানিক	৮ মণ	৫ দিল্লীর রতল	৭.০০	টাকা
ধান	"	২৮	" ৮০	"	৭.০০
ঘি	"	৪ সের	১	"	৩.৫০
তিল তৈল	"	১৪	" ১	"	১.৭৫
গোলাপ জল	"	১৪	" ১	"	৭.০০
চিনি	"	১৪	" ১	"	৩.৫০
৮ টি তাজা মুরগী				০.৮৮	টাকা
৮ টি তাজা ভেড়া				০.৭৫	টাকা
১ টি দুগ্ধবতী গাভী				২১.০০	টাকা
১৫ টি পায়রা				০.৮৮	টাকা
১৫ গজ সুতী কাপড়				১৪.০০	টাকা

মুহাম্মাদ আল-মাছূদী নামে একজন মরক্কোবাসী ইবন বাতুতাকে বলেন যে, তিনি তাঁহার স্ত্রী ও এক ভ্রাতৃসহ বহুদিন পূর্ব হইতে বাংলায় অবস্থান করেন, ইবন বাতুতা দিল্লীতে থাকাকালীন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাংলায় অবস্থানকালে তাহাদের তিনজনের উপযুক্ত এক বৎসরের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে তাঁহার মাত্র ৮.০০ টাকা ব্যয় হইত। ইবন বাতুতা আরও জানান যে, সেই সময় সুতী কাপড় ছিল বাংলার অন্যতম রফতানী পণ্য। সোনারগাঁ হইতে দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ ইবন তুগলকের দূত হিসাবে চীন যাইবার পথে পনের দিন পর তাঁহার জাহাজ Barahnakar নামক স্থানে পৌঁছিলে তিনি কিছু মুসলিম অধিবাসীর সন্ধান পান যাহারা বাঙ্গালা হইতে উন্নত সুতী বস্ত্র আনিয়া সেইখানে বিক্রয় করে। রয়ালফ ফিচ ও চৈনিক পরিব্রাজক মাহয়ান (Ma-Huan)-এর বর্ণনায় ইবন বাতুতা-এর উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। মাহয়ান ১৪২৫ খৃ. বাংলাদেশ

পরিভ্রমণ করিতে গিয়া ছয় ধরনের ভ্রমিত উন্নত ও সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্র দেখিয়া অভিভূত হন এবং মন্তব্য করেন যে, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৫৭ ফুট দৈর্ঘ্য এইসব বস্ত্র খণ্ড এত সুন্দর ও ঝরঝরে যে, যেন চিত্রাংকিত 'It is as fine and as glossy as if painted.' মাছয়ান-এর ১৬১ বৎসর পর ১৫৮৬ খৃ. বাংলায় আসেন পরিব্রাজক র্যালফ ফিচ। তিনি লিখিছেন, এখান (সোনারগাঁ) হইতে প্রচুর পরিমাণে সুতীব্র বিদেশে যায় এবং প্রচুর চাউল সমগ্র ভারত, সিংহল, পেণ্ডু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয় (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.610,616; Yule's Cathay and the way Thither, p.439; Thomas, Chronicles of Pathan Kings, p. 22; Dr. N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultan of Bengal, pp. 144; Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. I B, p.938)।

ইবন বাতুতা বাংলার গ্রামীণ জনপদের নৈসর্গিক রূপমাদুর্ঘ্য, শ্যামল শোভা ও ফল শোভিত বৃক্ষরাজি হৃদয় মন দিয়া উপভোগ করেন। নদী বক্ষ ও তটপ্রান্ত হইতে নগর জীবন অপেক্ষা পল্লী বাংলার জীবনধারাকে তিনি অধিকতর উপলব্ধি করিবার সুযোগ পান। প্রধানত নৌপথেই দেশের বাণিজ্য চলাচল হইত এবং নদীগুলিতে নৌযান শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিত। ইবন বাতুতা বলেন, “বঙ্গদেশের নদীতে অসংখ্য নৌকা চলাচল করে। প্রত্যেক নৌকায় একটি করিয়া ডংকা থাকে। যখন নৌকাগুলি পরস্পর অতিক্রম করে তখন এ সকল নৌকা হইতে ডংকাধ্বনি করা হয়-পরস্পর সম্মান বিনিময় হয়। সম্ভবত জলদস্যুতা নিবারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা ছিল” (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.271)।

মুসলমান আমলে বাংলাদেশে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। চতুর্দশ শতকে ইবন বাতুতা যখন বাংলাদেশ পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি বাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হইতে দেখেন। তিনি লিখিয়াছেন, “পল্লীরূপে সেবা কর্মের উপযুক্ত একটি সুন্দরী যুবতীকে এক স্বর্ণ দীনারে আমার সম্মুখে বিক্রয় করা হয়। একটি স্বর্ণ দীনার মরফোর স্বর্ণ দীনারের ২.৫০ দীনারের সমান। আমি ‘আশুরা’ নামী একটি যুবতী দাসীকে প্রায় একই মূল্যে ক্রয় করি। দাসীটি অসাধারণ সুন্দরী ছিল। আমার সঙ্গীদের একজন এক স্বর্ণ দীনারে ‘লুলু’ নামে একটি ছোট সুন্দর ক্রীতদাস ক্রয় করেন” (H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.610)।

মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের জন্য বিদেশীরা বাংলাদেশকে খুব পছন্দ করিলেও তাহারা এই দেশের আবহাওয়া মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। বর্ষাকালে পানি বাহিত রোগ-ব্যধিতে বহু মানুষ আক্রান্ত হইয়া পড়িত। তাই খুরসানবাসীরা ইবন বাতুতার নিকট বাংলাদেশকে অভিহিত করেন ‘দোযখ পুর আয নিআমত’ ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক নরকরূপে। পরবর্তী বহু ঘটনায় ইবন বাতুতা (পৃ. ৩৩)-এর উপরোক্ত মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের অধিবাসীরা বাংলার জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত ভীতির চোখে দেখিত এবং তাহারা বাংলাতে চাকুরি এড়াইয়া চলিত। এমনকি সম্রাট আকবারের রাজত্বের প্রথম দিকে দ্বিগুণ বেতন প্রদান করিলেও মুগল সেনারা বাংলায় চাকুরি করিতে পছন্দ করিত না (Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. I A, P. 129; History of

Bengal, Dhaka University, vol. ii, p. 102; H.A.R. Gibb, Ibn Battuta, p.615; আকবারনামা, ১খ., পৃ. ৩৩)।

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবন বাতুতা-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ব-বিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি সিলেটের শাহ জালালকে ভুল বশত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী বলায় পাঠক-গবেষকগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। অথচ আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা দুইজন ভিন্ন ভিন্ন দরবেশ। সিলেটের শাহ জালাল (র)-এর মৃত্যুর এক শত বৎসর পূর্বে সম্ভবত ১২৪৪ খৃ. শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র) ইত্তিকাল করেন। এক বর্ণনামতে ভারতীয় উত্তর বঙ্গের অধীন পাণ্ডুরার নিকটস্থ দেবকোটের দেওতলায় তঙ্গা নদীর পাশে তাঁহার মাযার রহিয়াছে। সেখানে তাঁহার স্মৃতিসৌধ ও লঙ্গরখানা এখনও বিদ্যমান। সিলেটের শাহ জালাল (র)-এর দরগাহে প্রাণ হুসায়ন শাহের আমলে ৯১৮/১৫১৫ সালের তারিখযুক্ত এক শিলালিপিতে শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহাম্মদ নাম উল্লেখ রহিয়াছে। একই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৯১১/১৫০৫ সালের অন্য একটি শিলালিপিতে শায়খ জালাল মুজাররাদ কুনিয়াকে ‘কুনিয়াবীর দরবেশ জালাল’ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুজাররাদ অর্থ অবিবাহিত আর কুনিয়া তুরস্কের একটি এলাকার নাম। ইবন বাতুতা প্রায় ছয় বৎসর দিল্লীতে থাকাকালীন বহু সুফী দরবেশের সান্নিধ্য লাভ করেন। চীন ও এশিয়ার বহু স্থান ও নগরী পরিভ্রমণ শেষে তিনি মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন। শাহ জালাল (র)-এর সাক্ষাতের পঁচিশ বৎসর পর তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নথিবদ্ধ করেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি নিজে লিখেন নাই। মুহাম্মাদ ইবনুল জাওযী নামক একজন রাজসচিব কর্তৃক ইহা লিখিত হয়। ইবন বাতুতা-এর ভ্রমণ কাহিনী বাংলার জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাঁহার বর্ণিত তথ্য বিবরণী পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় আসা পর্যটক ও ইতিহাসবিদগণ সত্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন (Dr. Ahmad Hasan Dani, Inscriptions in Bengal, pp.7, 15, 58; ড. এম. এ. রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯, ৮৪-৮৭)।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

ইবন বাদরুন (ড. ইবন আবদুন)

ইবন বাদীস (ابن باديس) : (কথ্য উচ্চারণ বেন বাদীস) আব্দুল-হামীদ ইবনুল-মুস্তাফা ইবন মাক্কী, আলজেরিয়ার গোড়া সংস্কার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, জ. ১৮৮৯ খৃ. কনস্টান্টাইনে। তিউনিস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (আয-যায়তূনা) অধ্যয়নের পর তিনি নিজ শহরের এক মসজিদে শিক্ষকতায় ব্রতী থাকেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তিনি আল-মুনতাকিদ (সমালোচক) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যাহা মাত্র কয়েক মাস পরেই বন্ধ হইয়া যায়। অব্যবহিত পরেই তিনি আশ-শিহাব (উল্কা) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি শীঘ্রই একটি মাসিক আলোচনা পত্রে পরিণত হয় এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত মোটামুটি সাফল্যের সহিত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ইবন বাদীস এই পত্রিকা প্রকাশে তাঁহার যথাসাধ্য প্রয়াস প্রয়োগ করেন এবং ইহাকে তাঁহার ধর্মীয় শিক্ষা (তাফসীর, হাদীছ) ও সংস্কারমূলক প্রচারের (সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে) মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন।

প্রথমে মূলত সংস্কারধর্মী হইলেও আশ-শিহাব আলজেরিয়ার সালাফিয়া (ড্র.) মতবাদ প্রসারের চেষ্টা করে। ইহা রাশীদ রিদা (ড্র.)-এর আল-মানার

সাময়িকী হইতে সুস্পষ্ট প্রেরণা লাভ করে। কিন্তু ১৯৩০ খৃ. হইতে ইহা আলজেরিয়ার রাজনৈতিক বিষয়সমূহের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে থাকে (যাহা দৃশ্যত সরকারীভাবে আলজেরিয়ার ফরাসী শাসনের শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল)। ঐ সময় হইতে ক্রমাগত উক্ত পত্রিকা দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে প্রচার চালাইতেছিল— একটি সংস্কার (ইস্‌লাহ) এবং অপরটি জাতীয়তাবাদ যাহা বলিষ্ঠভাবে 'আরবদের (Arabism) রংগে রঞ্জিত ছিল। এই নীতি আশ-শিহাবকে দ্বিমুখী আক্রমণ পরিচালনে উদ্বুদ্ধ করে; (১) মুরাবিত সংগঠনসমূহ যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ধর্মীয়, তাহারা জীবনে কতকগুলি গর্হিত আচার-আচরণ লালন করে, জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধা প্রদান করে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করে, এমনকি ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে; (২) Gallicization (naturalization অর্থাৎ ফরাসী ভাবধারা প্রবর্তন অর্থাৎ প্রাকৃতিকীকরণ— যাহার স্বাভাবিক পরিণতি হইবে ইসলামী ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ ও সম্পূর্ণরূপে ফরাসী রীতিনীতি ও সংস্কৃতি গ্রহণ ইত্যাদি), উপরন্তু ইবন বাদীস এই পত্রিকায় নিজকে আলজেরীয় ব্যক্তিত্বের আবেগবান প্রবক্তারূপে প্রদর্শন করেন এবং মনে করেন, এই ব্যক্তিত্ব ইসলাম ও 'আরব সংস্কৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

ইবন বাদীস আলজেরীয় মুসলিম উলামা সংগঠনের সভাপতি হন (১৯৩১ খৃ. মে মাসে গঠিত) এবং শীঘ্রই তিনি আলজেরীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বশীল সদস্যদের অন্যতম হিসাবে নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই নিরলস কর্মী আশ-শিহাব প্রকাশনা সুদৃঢ় করেন এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে অবৈতনিক 'আরবী শিক্ষা ও বয়স্কদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নিজ সংগঠনটিকে পরিচালিত করেন। তিনি মুসলিম জনমতের অন্য প্রতিনিধিগণের সহিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন, বিশেষত ফ্রান্সে 'পপুলার ফ্রন্ট' গঠনের পর আলজিয়ান্সে আলজেরীয় মুসলিম কংগ্রেসের সভায় (জুন ১৯৩৬) ও Viollette project-এর আলোচনার সময় (১৯৩৬ খৃ., ডিসেম্বরের শেষে)। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে তিনি একদিকে রাজনৈতিক নেতা এবং অপরদিকে ইসলামী মিশনের কর্মীরূপে পরম শ্রান্তিজনক কর্তব্যে রত ছিলেন। তিনি ১৯৪০ খৃ. ১৬ এপ্রিল ইনতিকাল করেন।

'আবদুল-হামীদ ইবন বাদীসকে তাঁহার অসংখ্য অনুসারী উস্তাদ হিসাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম ইতোমধ্যে উপকথায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। উলামা সংগঠনের প্রধান হিসাবে তিনি ১৯৩০ খৃ. হইতে ১৯৪০ খৃ. পর্যন্ত আলজেরিয়ায় 'আরব-ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্থক কর্মীস্বরূপ প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাথমিক ও তাঁহার ধর্মীয় প্রভাব (প্রধানত আশ-শিহাবে প্রকাশিত তাঁহার কুরআনের তাফসীর) তাঁহাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলজেরিয়ায় ইসলামের তর্কাতীত শক্তিদ্বারা ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছে। উল্লীপনাময় বিশ্বাস, যাহা ছিল সমস্ত ঘৃণা ও ধর্মান্তরিতামুক্ত এবং পরম সরলতার জন্য তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহাকে দরবেশরূপে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ইবন বাদীসের সারা জীবনের কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁহার এই উক্তির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, "আমি ভালবাসার বীজ বপনকারী। তবে তাহার ভিত্তি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়বিচার, সমতা ও সম্মান প্রদর্শন" (আশ-শিহাব, আগস্ট ১৯৩৯ খৃ. পৃ. ৩৪৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. Desparmet, Un reformateur contemporain en Algerie, in L' Afrique Francaise, মার্চ ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৪৯-৫৬; (২) A. Merad, Le reformisme musulman en algerie de 1925 a 1940, Paris and The Hague 1967; (৩) Idem, Ibn Badis, commentateur du Coran (in the Press)।

A. Merad (E.I.²) সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইবন বাদীস (দ্র. মুইয়্য ইবন বাদীস)

ইবন বাবাওয়য়হ (ابن بابويه) : অথবা ابْنُ بَابُوَيْه
ইহার সঠিক উচ্চারণের জন্য দ্র. f. Justi, Namenbueh, 56) আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন 'ল-হ'সায়ন ইবন মুসা আল-কুশ্বী, আস-সাদুক নামে পরিচিত। তিনি ইছ'না আশারী শী'আদের চারজন বড় হাদীছ সংগ্রহকারীর অন্যতম। ইছ'না 'আশারী শী'ঈ মতবাদের একজন স্তম্ভ বলিয়া তিনি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। Donaldson-এর মতে ৩১১/৯২৩ সালে অথবা কয়েক বৎসর পূর্বে খুরাসানে তাঁহার জন্ম (Shiite religion, 286)। ৩৫৫/৯৬৬ সালে তিনি খুরাসান হইতে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি অধ্যাপনা করেন এবং অনেক 'আলিম তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার শৃতিশক্তি, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রশংসিত লাভ করিয়াছিলেন। ৩৮১/৯৯১ সালে তিনি রায়-এ ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ (১) কিতাবু মান লা য়াহ 'দু'রুহুল-ফাকীহ, হ'াদীছ' সম্পর্কিত একটি সংকলন। ইহা চারটি শী'আ হ'াদীছ' গ্রন্থ (আল-কুতুবুল-আরবা'আ)-এর একটিরূপে গণ্য হয়। অপর তিনটি হইলঃ (ক) আবু জা'ফার মুহাম্মাদ য়া'কুব আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৮/৯৩৯ অথবা ৩২৯/৯৪০)-এর আল-কাফী; (খ) তাহযীবুল-আহ'কাম; (গ) আল-ইস্‌তিবসার। এই দুইটি গ্রন্থ আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন 'ল-হ'সায়ন ইবন 'আলী আত-তু'সী (মৃ. ৪৬০/১০৬৭) কর্তৃক সংকলিত; (২) মা'আনিয়ুল-আখবার, একটি শী'আ হ'াদীছ' সংকলন; ইহা ইরান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) রিসালাতুল ই'তিকাদাত (দ্র. Fyzee, Shiite creed, টীকাসহ ইংরেজী অনুবাদ); (৪) 'উয়ুন আখবারি'র-রিদা, অষ্টম শী'আ ইমাম 'আলী আর-রিদার জীবনী এবং তাঁহার উক্তি ও 'আকা'ইদ; (৫) كتاب اكمال الدين واتمام النعمة فى اثبات الغيبة وكشف الحميرة (النعمة) সম্পর্কিত একটি রচনা; E. Moller জার্মান ভাষায় একটি ভূমিকাসহ ইহার একটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন (Beitrag zur Mahdi lehre des Islams, v.i. Heidelberg 1901); (৬) কিতাবুল-খিসাল, সং চরিত্র সম্পর্কিত একটি রচনা, ইরান ১৩০২ হি.; (৭) আল মুকান্না; (৮) আল-হিদায়া, এই গ্রন্থ দুইটি আল-জাওয়ামি'উল-ফাকীহ-এর সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১২৭৬ হি. সালে তেহরান হইতে মুদ্রিত হইয়াছে; (৯) কিতাবুল-আমালী; (১০) কিতাবুল-তাওহীদ, কথিত আছে, তিনি তিন শত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আন-নাযাশী (কিতাবুর-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি., পৃ. ২৭৬) তাঁহার ১৯৩ টি ও সা'ঈদ নাফীসী (মুসাদাকাতুল-ইখওয়ান, Intr. 4-17) ২১৪টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : তাঁহার জীবনীর জন্য (১) সাঈদ নাফীসী, মুসাদ্দাকাতুল-ইখওয়ান-এর ভূমিকা, তেহরান, তা. বি., ১-১৮; (২) A. A. Fyze, Shiite creed (Islamic Research Association series, no. 9), Oxford 1942, Introduction; (৩) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১৯৬; (৪) আত-তুসী, ফিহরিস্ত, সম্পা. Sprenger, নং ৬৬১, ৪৭১; (৫) মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আস্তারাবাদী, মানহাজুল-মাকাল, তেহরান ১৩০২ হি., পৃ. ৩০৭; (৬) মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, মুনতাহা'ল-মাকাল, ১৩০২ হি. মুদ্রিত, পৃ. ২৮২; (৭) আল-'আমিলী, আমালুল আমিল ফী উলামা-ই জাবাল 'আমিল, ৭৬৫; (৮) আন-নাঙ্গাশী, রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭/১৯০০; (৯) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত ফী আহওয়ালিল-উলামাই'স-সাদাত, ৫৫ প., ৪ খ, ৬০; (১০) Brockelmann, ১খ, ১৮৭; SI, 321-2. (১১) D. M. Donaldson, Shiite religion, London 1933, 285-6; (১২) Goldziher, Abhandlungen zur arab, Philologie, ২খ, ৬৫; (১৩) সারকীস, মু'জামুল-মাতবু'আত, ৪৩।

হিদায়াত হুসায়ন (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান

ইবন বাররাজান (ابن برجان) : আবুল-হাকাম আবদু'স সালাম ইবন 'আবদির-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রাহমান আল-লাখ্মী, একজন আন্দালুসীয় সূফী ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি উত্তর আফ্রিকায় জনগ্রহণ করেন এবং ৬ষ্ঠ/ষাটশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেভিলে ধর্ম শিক্ষা দিতেন।

তাঁহার নাম প্রায়ই আলমেরিয়া মতাদর্শের নেতা সুবিখ্যাত সূফী ইবনুল-'আরীফ (দ্র.)-এর নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত দুই ব্যক্তি ইবন কাসী ও আবু বাকুর আল-মায়ূকীর সহিত এক প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আল-মুরাবিতদের বিপক্ষে ফিকহ ও হাদীছের অনুসারীদের দ্বারা এবং সাধারণভাবে যে সমস্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদের নেতা আল-গ'যালী (র)-র প্রভাবে তৎকালে তাসা'উউফের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবিতে ইচ্ছা হয় যে, ইবনুল-'আরীফ অপেক্ষা ইবন বাররাজানই আল-মুরাবিত ফাকীহদের বিচারের বিপক্ষে সূফী বিরোধিতার সর্বাপেক্ষা উগ্র ও সক্রিয় প্রেরণা ছিলেন। তাঁহার প্রধান জীবনী লেখক ইবনুল আব্বারের বর্ণনামতে তিনি তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে মেধা ও যোগ্যতায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন এবং আল-আন্দালুসের গ'যালী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ও ইবনুল আরীফের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়, সে সর্বের অবিকৃত অংশবিশেষ হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত বলিয়া মনে হয়। শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইবন বাররাজান তাঁহার সঙ্গী বন্ধু অপেক্ষা সমকালীন ঘটনাবলীর সহিত অধিকতর জড়িত ছিলেন। তিনি ইমামাত পদের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আশ-শারানী (তাবাকাত, ১খ, ১৫)-এর মতে তিনি ১৩০ গ্রামের ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

এই পদ লাভ ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট আন্দোলন সম্ভবত সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাহারা সতর্ক করিয়া দেওয়ায় আল-মুরাবিতদের বাদশাহ ইবন বাররাজান ইবনুল-'আরীফ ও আবু বাকুর আল-মায়ূরকীকে মাররাকুশে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে পূর্বদিকে গিয়া তিনি তাঁহার এক সাবেক

অবস্থান বিজায়া নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। অপর দুইজনের উভয়ই ৫৩৬/১১৪১ সনে মরক্কোয় পৌঁছাইলেন এবং সেই বৎসরই তাঁহারা মারা যান। এই তারিখ ইবনুল-'খাতীব প্রদত্ত ৫৩৭/১১৪২ সন অপেক্ষা অধিকতর সঠিক বলিয়া গৃহীত হয়।

ইবন বাররাজান ও ইবনুল 'আরীফের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয় নাই। ইবনুল-'আরীফের প্রতি বাদশাহ বিলঘে হইলেও পূর্ণ আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য ইবন বাররাজান সম্পর্কে 'আলী ইবন যুসুফ আদেশ করেন, তাঁহার মৃতদেহ শহরের গোয়াল স্তূপের উপর নিক্ষেপ করা হইবে এবং মৃতের জন্য কোন জানাযার সালাত আদায় করা হইবে না। তখন 'আলী ইবন হিরজিহিম নামক ফেজ-এর অধিবাসী এক সাহসী সূফী মাররাকুশের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারই মধ্যস্থতায় ইবন বাররাজান এই অমর্যাদা হইতে রক্ষা পান। ইবন বাররাজানকে শস্য বাজার এলাকায় (রাহ-বাতুল-হিনতা)-এ দাফন করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী বৎসরেই ইবন কাসী প্রকাশ্যে আলগারভ-এ আল-মুরাবিতদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ইবন বাররাজান কিরা'আত বিজ্ঞান, কিংবদন্তী ও কালাম-এ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। একজন সূফী হিসাবে তিনি প্রশংসনীয় সংযমী এবং 'ইবাদতে উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার গৃঢ় মতাদর্শের আলোকে কুরআনের ও আল্লাহর বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। কতিপয় অলৌকিক ঘটনার জন্য তাঁহার প্রশংসা করা হয়। কথিত আছে, ৫২০ হি. সালে তিনি সঠিক গাণিতিক গণনা দ্বারা ৫৮৩/১১৮৭ সনে সালাছ'দ-দীন কর্তৃক জেরুসালেম অবরোধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের এই দিক হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইবন বাররাজান ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্ম সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের চিন্তারাজ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। যখন তাঁহাকে মাররাকুশে উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাহার পূর্বেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যে 'আলী ইবন যুসুফেরও মৃত্যু হইবে। বস্তুত তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পরেই বাদশাহরও মৃত্যু হইয়াছিল।

ইবন বাররাজান ইবন মাসাররার মহান সূফী মতবাদের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমকালীন অন্যান্য আন্দালুসীয় মতবাদীর ন্যায় তিনি আল-গ'যালী (র)-এর প্রভাব অনুভব করিতেন। ইবন খালদুন তাঁহাকে তাজান্নী (প্রত্যাদেশ, খোদায়ী জ্ঞানালোক) প্রাপ্তদের দলভুক্ত করিয়াছিলেন, অদ্বৈতবাদ (وحدة)-এ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সহিত যাহাদের পার্থক্য তিনি দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের মূল এবং তিনিই একমাত্র সত্য (ইবন খালদুন, সিফাউ'স-সাইল লি-তাহফীবিল-মাসাইল, সম্পা. খালীফে, বৈরুত ১৯৫৯ খ., পৃ. ৫১-২)।

জনসাধারণের মধ্যে ইবন বাররাজান-এর স্মৃতি বহুদিন যাবত অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। মাররাকুশে তিনি এখনও পর্যন্ত শীদী বি'র-রিজাল (সায়িদী আবুর-রিজাল) নামে পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-'আব্বার, তাক্‌মিলা, নং ১৭৯৭; (২) Goldziher, ইবন বাররাজান, ZDMG, lxxviii (১৯১৪ খ.), ৫৪৪, M. Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela. মাদ্রিদ ১৯১৪ খ., ৮ম অধ্যায়ে ৫ম/১১শ শতাব্দীর পরে ইবন

মাসাররা প্রদত্ত শিক্ষা হইতে উদ্ধৃত সূফী আন্দোলনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়; (৩) ইবনুল-মুওয়াক্কিত তাঁহার আস-সা'আদাতুল-আবাদিয়া, ফাস ১৯১৮ খৃ., ১খ, ১০৬, তাঁহার জীবনীর প্রধান ঘটনাবলীর এবং যে সমস্ত লেখক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের, যেমন ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, আহ'মাদ বাবা, নাইলুল-ইবতিহায়; নাসিরী, ইস্তিকসা; নাবহানী, জামি' কারামতি'ল-আওলিয়া; ইবন 'আবদিল-মালিক আল-মাররাকুশী, আয-য'য়ল ওয়াত-তাকমিলা প্রমুখ ব্যক্তির নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। প্যারিসে ১৯৩৩ খৃ. মুদ্রিত মাহাসিনুল-মাজালিস-এর অনুবাদ ও টীকা সম্বলিত 'আরবী মূল গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে M. Asin Palacios লিখিত ইবনুল-আরীফ-এর জীবনীর প্রথম পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করা লাভজনক। Father Paul Nwyia ইবনুল-'আরীফ ও ইবন বাররাজানের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। Note sur quelques fragments inédits de la correspondance d' Ibn al-Arif avec Ibn Barrajan in Hesperis, xliii (1956), 217-21

A. Faure (E.I.2)/ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবন বাররী (ابن برى) : আবুল-হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'ল-হ'সায়ন 'আররিবাতী, একজন মরক্কোবাসী মনীষী। ৬৬০/১২৬১-৬২ সনের দিকে তিনি ভায়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উক্ত শহরেই ৭৩১/১৩৩১ সনের দিকে ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিজ্ঞান বিষয়সমূহে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইবন বাররী ২৪২টি শ্লোকের এক উরজুজা, আদ-দুরারুল-লাওয়ামি' ফী আসল মাকরাই'ল-ইমাম নারিফ' নামক গ্রন্থের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ইহা সমাপ্ত হয় ৬৯৭/১২৯৮ সনে। ইহাতে নারিফ' (দ্র.)-এর পঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ কুরআনের শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সংকলন। ইহা কায়রো ও তিউনিস হইতে বহুবার প্রকাশিত এবং উত্তর আফ্রিকায় বহুল প্রচারিত হয়। উক্ত লেখকের বর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ বিষয়ে লিখিত ফী মাখারিজ'ল-হুরুফ নামক ৩০টি শ্লোকের অপর একখানি গ্রন্থ (MS Berlin ৫৪৮) তাঁহার মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী প্রবন্ধ ও শেষ অনুচ্ছেদের আরম্ভ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এইটুকুই জানা যায় যে, একজন 'আদুল (এক প্রকার দলীল সাব্যস্তকারী রাজকর্মচারী) হইবার পরে তিনি ভায়ায় সরকারী পত্র যোগাযোগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবরাহীম ইবন আহ'মাদ আল-মারিগানী আত-তু'নিসী, আন-নুজমু'ত-তাওয়ালি' আলা'দ-দুরারিল-লাওয়ামি', তিউনিস ১৩২২ হি.; (২) Brockelmann, S II, ৩৫০।

M. Ben Cheneb (E.I.2)/ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবন বাররী (ابن برى) : আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন আবিল (ওয়াহশ) বাররী ইবন আবদিল-জাব্বার আল-মাক্'দিসী (তাঁহার পূর্বপুরুষের মূল বাসভূমির নামানুসারে) আল-মিসরী আশ-শাফি'ঈ, একজন 'আরব বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ; জ. দামিশক, ৫ রাজাব, ৪৯৯/১৩ মার্চ, ১১০৬; ম. কায়রো, ২৭ শাওয়াল, ৫৮২/১১ জানুয়ারী, ১১৮৭। সমসাময়িক কালের সেরা পণ্ডিতগণের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেন (দ্র. ইবন খাল্লিকান, ২খ, ২৯৩); 'আরবী ব্যাকরণ আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল মালিক

আশ-শানতাবীনী, আবু-তালিব' 'আবদুল-জাব্বার আল কুরতুবী, আবু সা'দিক' মাদানী প্রমুখের কাছে শিক্ষা করেন। তাঁহার সেরা ছাত্র ছিলেন আবু মুসা ঈসা ইবন 'আবদিল-আযীয আল-জায়ুলী আন-নাহ্বী (দ্র.)।

ইবন বাররীর সমগ্র জীবনই ক্রুসেডের আমলে অতিবাহিত হয় (১০৯৯ খৃ. ক্রুসেডারগণ জেরুসালেম অধিকার করে; ইবন বাররীর মৃত্যু সাল ১১৮৭-এ হাতীনের যুদ্ধে ক্রুসেডারগণ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে), কিন্তু তিনি ছিলেন নিজ পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি আত্মভোলা একজন বিদ্বান ব্যক্তি। বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষার প্রতি গভীর অগ্রহ ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার তেমন উৎসাহ ছিল না, অথচ কথ্য বলার সময় তিনি নিজেই শব্দের প্রান্তিক স্বরধ্বনিতে (ই'রাবে) ভুল করিতেন। তবে তিনি সেই ভুল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ভাষা-ব্যাকরণ ও 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তালিকা প্রণয়নে সমসাময়িক কালে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। তিনি দীওয়ানুল-ইনশা' (যোগাযোগ বিভাগ)-এ সরকারী চিঠিপত্রের ভাষা সংশোধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। লিসানুল-'আরাব-এর সংকলক তাঁহার রচনা হইতে অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন ق-ر-ن (কারন) নিবন্ধে ছয়বার (তাঁহার ভূমিকা, ১খ, ৩, ছত্র ১০ এবং ১খ, ৭, ছত্র ৩) নীচ দিক হইতে দ্রষ্টব্য।

ইবন বাররী অন্য লেখকগণের রচনায় সংশোধন ও সংযোজন করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। যথাঃ (১০ আল-জাওয়ালীকী (দ্র.) রচিত মু'আররাব ও কিতাবু'ত-তাকমিলা ফীমা যুলহিনু ফীহি'ল-'আম্মা (كتاب التكملة فيما يلحن فيه العامة) [পাণ্ড. দামিশক, জাহিরিয়া]। (২) জাওয়ালী রচিত সিহাহ গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থ তাঁহার প্রধান রচনা। এই প্রচুর টীকা, কিতাবু'ত-তানবীহ ওয়া'ল-ঈদাহ আম্মা ওয়াকা'আ মিনাল-ওয়াহম (كتاب التنبية والايضاح عما وقع من الوهم) নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে (পাণ্ডুলিপি আকারে, দ্র. Brockelmann, S I, 134), শিরোনাম হাজ্জী খালীফা, প্রদত্ত ৪খ, ৯৩, ছত্র ১৯০-এ। হাজ্জী খালীফার বর্ণনানুসারে (দ্র. ছত্র ১০) এই গ্রন্থটি ইবন বাররীর শিক্ষক 'আলী ইবনুল-কাত্তান শুরু করিয়াছিলেন (তু. Brockelmann, S I, 540) এবং আস-সাফাদীর বর্ণনানুসারে (আল-বাগ'দাদী,) খিযানাতুল-'আদাব (২খ, ৫২৯, ছত্র ৮-৯) ইবন বাররী গ্রন্থটির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ওয়াকশ (و-ق-ش) পর্যন্ত প্রণয়ন করেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-র-রাহ'মান আল-বাস্তী গ্রন্থটির বাকী অংশ সমাপ্ত করেন। (৩) আল-হারীরী রচিত দু'রাতুল-গাওয়াস ফী আওয়ামিল-খাওয়াস (درة الغواص في اوهام الخواص) (ইবন খাল্লিকান, ২খ., ২৯৩, ছত্র, ১৭, ইবন কাদী শুবহা, ৩২৪, ছত্র ৫-৬) গ্রন্থ সম্পর্কে ইবনুল-খাশশাবের সমালোচনার জওয়াবে রচিত পুস্তক। পুস্তকটি আল-ইস্তিদ্রাকাতু আলা মাক'ামতি'ল-হারীরী ওয়ানতিসার ইবন বাররী (الاستدراكات على مقامات الحريري وانتصار ابن برى) শিরোনামে ইস্তাখ্বুল হইতে ১৩২৮ হি. সালে মুদ্রিত হইয়াছে। একই সঙ্গে মাক'ামাতের একটি নির্ঘণ্টও মুদ্রিত হইয়াছে (কায়রো ১৩২৬ হি.)। তাহা ছাড়া তিনি আবু 'আলী আল-ফারিসীর শারুহ শাওয়াহিদিল-ঈদাহ (شرح شواهد الايضاح)-এরও ভাষ্য রচনা করেন। পুস্তকটি কায়রো, ২খ, ১২৮-এ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। ইবন বাররীর নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে মাত্র দুইটি পুস্তিকার নাম জানা যায়ঃ (১) কিতাবু গালাতিদ দু'আফা মিনাল-ফুকাহা (كتاب

غلط الضعفاء من الفقهاء), আইনবেত্রাদের ভুল পরিভাষার সমালোচনা, C. C. Torrey কর্তৃক Orient. Studier Th. Noldeke gcwidmet, i. Giessen 1906. 211-24- এ প্রকাশিত এবং (২) আল-মাসাইলুল-আশরি'ল-মুত'ইবা লি'ল-হাশর, ব্যাকরণের কিছু জটিলতা সম্পর্কিত আলোচনা, পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত, প্যারিস ১২৬৬ (নং ৩), পত্রক ১৮১-২১৮।

এখানে উল্লেখ্য যে, (১) Brockelmann, নং ৬ (SI, 530) ভ্রান্তিবশত শারহ ইখতিসারি'ল (ইকতিসার নয়) 'আরুদ গ্রন্থটিকে (S. 242, ২৫২ নয়), যাহা Escorial-এর আরবী পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগে (H. Derenbourg, ১খ, ১৮৮৪, নং ৪১০, ৩) উল্লিখিত রহিয়াছে, ইবন বাররীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি আবুল-হাসান 'আলী ইবন 'আলী ইবন'ল-হু'সায়ন ইবন বাররী রচিত। Brockelmann, II. 248 ও S II. 350-এ তাঁহাকে ইবন'ল-বাররী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। (২) Brockelmann, I, 302 (২ নং)-এ আল-খাল শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে রচিত শ্লোককে ইবন বাররীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; লিসানুল-আরাবও গ্রন্থটিকে ইবন বাররীর উপর আরোপ করিয়াছে (১৩খ, ২৪৬-৭/১১খ, ২০২-৩)। আবু হিলাল আল-'আসকারী (মৃ. ৩৯৫/১০০৫) তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'স-সিনা'আতায়ন (ইস্তায়ুল ১৩২০ হি.) ৩৩৫-৭-এ এই সবার উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাহাতে গ্রন্থটি আবুল-'আব্বাস ছা'লাবের প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) হাররীর রচিত দুররাতুল-গাওওয়াস-এর ইবন খাশশাব-কৃত সমালোচনার জওয়াবে ইবন বাররী রচিত গ্রন্থের নাম : আল-লুবাব ফির-রাহি আলা ইবন'ল-খাশশাব (اللباب في الرد على ابن الخشاب), ড. কিতাবু গালাতিদ-দু'আফা-এর C. C. Torrey-কৃত সংস্করণের তৎকৃত ভূমিকা (Orient. St., 212-3)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I, 301-2, S I, 529-30; (২) সুব্বী, তা'বাকাতুল-শাফি'ইয়্যা আল-কুবরা, ৪খ, ২৩৩-৪; (৩) সুহুতী, বুগ্যা, ২৭৮-৯; (৪) ইবন খাল্লিকান, ২খ, ২৯২-৪ (নং ৩২৬); (৫) ইবন কাদী শু'বা, তা'বাকাতুল-নুহাত ওয়া'ল-লুগাবিয়্যীন, পাণ্ডু. দামিশক', জাহিরিয়্যা ৪৩৮ (তারীখ), ৩২৩-৫ নং; (৬) কিফতী, ইন্বাউর-রুওয়াত, ২খ, ১১০-১, ড. ১১০, নং ২, সেখানে অন্যান্য বরাতও উল্লেখ রহিয়াছে; (৭) দা.মা.ই., ১খ, ৪২৯-৩০।

H. Feleisch (E.I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন বারাকা (ابن بركة) : আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন বারাকা আল-'উমানী, ইবাদী লেখক, 'উমানের বাহলা নামক গ্রামে জন্ম। তাঁহার জীবনের সঠিক ঘটনাবলী জানা যায় না। তবে উমানের (ওমান) একজন ইবাদী লেখক ইবন মুদাদ মনে করেন যে, তিনি ছিলেন ইমাম সা'দ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মাহবুব-এর একজন শাগরিদ ও সমর্থক, যিনি ৩২৮/৯৩৯-৪০ সালে নিহত হন। তিনি নিজে উমানের রাজনৈতিক জীবনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেন এবং ইতিহাস ও আইন বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় : (১) কিতাবুল-জামি', ইহা আইনের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ; (২) কিতাবুল-মুওয়ানা, ইহাতে ইমাম আস-সালুত ইবন মালিক-এর আমলে উমানের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; তদুপরি এখানে কতগুলি মূলনীতির প্রশ্ন ও উহাদের আইনগত মীমাংসার বিষয় লইয়া বিভিন্ন মায'হাবভুক্ত মতামতের

তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে; (৩) কিতাবু'স-সীরা, বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা পূর্বের গ্রন্থখানিরই অনুরূপ; (৪) মাদহ'ল-ইলম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞান চর্চাকারিগণের প্রশংসামূলক গ্রন্থ (৫) কিতাবু'ত-তাক্বীদ; (৬) কিতাবু'ত-তা'আরুফ; (৭) কিতাবু'শ-শারহ' লিজামি ইবন জা'ফার, নিঃসন্দেহে ইহা উমানের আবু জাবির মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল-আযকাবী রচিত আল-জামি' গ্রন্থের টীকা, সেই বইখানির বিষয়বস্তু হইতেছে মূলনীতি বিষয়ক প্রশ্ন ও উহাদের প্রয়োগ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সালিমী, তুহফাতুল আয়ান ফী সীরাত আহল উমান, কায়রো ১৩৩২ হি., ১খ, পৃ. ১৫৩, ১৬৬, ১৬৭; (২) এ লেখক, আল-লাম'আ (ছয়খানি-ইবাদী গ্রন্থের সংগ্রহ, আলজিয়াস হইতে ১৩২৬ হি. প্রকাশিত), পৃ. ২১০-১; (৩) আস-সিয়ার'ল-'উমানিয়্যা, পাণ্ড. Lwow, fols. 183b-198b and 271 a; (৪) E. Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, আলজিয়াস ১৮৭৮ খ., পৃ. ১৩৯, টীকা; (৫) A. de Motylinski, Bibliographie du Mzab, in Bull. de Corr. Afr., iii, আলজিয়াস ১৮৮৫ খ., ১৯, নং ১৯ ও ২০।

T. Lewicki (E.I.2)/হুমাযুন খান

ইবন বাশকুওয়াল (ابن بشكوال) : আবুল-কাসিম খালাফ ইবন 'আবদিল-মালিক ইবন মাসউদ ইবন মুসা ইবন বাশকুওয়াল ইবন যুসুফ ইবন দাহা (داحه) দাহিদ (داحد) [ভিন্ন মতে ওয়াহিদ (واحد) তু. যাহাবী, তায'কিরাতুল-হুফফাজ, ৪খ, ১৩২] ইবন দাকা (داقة) (ওয়াকিদ, তু. সারকীস, আমুদ ৪৬) ইবন নাসার ইবন 'আবদিল-কারীম ইবন ওয়াকিদ, (ওয়াকিদ আল-খায়রাজী, তু. সারকীস, প্রাগুক্ত) আল-আনসারী একজন প্রসিদ্ধ 'আরব জীবনচরিত লেখক। তাঁহার পূর্বপুরুষ পূর্ব স্পেনের ভ্যালেনেসিয়া শহরের সন্নিকটস্থ শোররিপন (শোররীন) [Xorroyon, Sorrión] নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি ৩ যুল-হিজ্জা, ৪৯৪/২৯ সেপ্টেম্বর, ১১০১ সনে কুরতুবা (কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভা ও ইশ্বীলিয়্যা নবী (স)-এর হাদীছ' এবং নিজ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন ও কিছুদিন কাদী আবু বাকুর ইবনুল-আরাবীর প্রতিনিধি হিসাবে সেভিলের এক মহল্লার কাদী ছিলেন। তিনি ৮ রামাদান, ৫৭৮/৪-৫ জানুয়ারী, ১১৮৩ সনে মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে ইনতিকাল করেন। কর্ডোভার শাসক তাঁহার জানাযা পড়ান। তাঁহার প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের নাম আবু মুহাম্মাদ আত্তাব, আবুল-ওয়ালীদ ইবন রুশদ, আবু বাকুর ইবনুল-আরাবী প্রমুখ। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে, যাহাদের সকলেই তাঁহার জীবদশায় মৃত্যুবরণ করেন, আবু বাকুর ইবনুল-খায়র (হাবর অথবা জাবার, তু. যাহাবী, তায'কির, ৪খ, ১৩৩) ও আবুল-কাসিম আল-কানতারী (আবু বাকুর ইবন সামউন)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

'আরবী জীবন চরিত রচয়িতাগণের মধ্যে ইবন বাশকুওয়াল খুবই প্রসিদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইবনুল-আব্বারের মতে কর্ডোভায় হাদীছ'শাস্ত্রের তিনি ছিলেন সর্বশেষ প্রামাণ্য ব্যক্তি এবং আন্দালুস (স্পেন)-এর ইতিহাসের সর্বাঙ্গাঙ্গ নির্ভরযোগ্য রচয়িতা।

তাঁহার কথিত পঞ্চাশটি রচনার মধ্যে কেবল দুই চারিটি আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। (১) কিতাবু'স-'সিলা ফী তারীখি আইম্মতি'ল-আন্দালুস (كتاب الصلاة في تاريخ ائمة الاندلس) আন্দালুসের 'আরব

আলিম-ফাদিলগণের জীবনী কোষ। এই গ্রন্থটির রচনা ৩ জুমাদাল-উলা, ৫৩৪/২৭ ডিসেম্বর, ১১৩৯ তারিখে সম্পন্ন হয়। মূলত ইহা ইবনুল-ফারাদীর মু'জাম [মুদ্রণ F. Codera, Bibl. Arab. Hisp., ১-২খ., মাদ্রিদ ১৮৮৩ (হইতে ১৮৯২ খ.)]-এর একটি পরিশিষ্ট। (২) কিতাবুল-গাওয়ামিদ ওয়া'ল-মুবহামাত মিনা'ল-আসমা (كتاب الغوامض والمبهمات من الاسماء), হাদীছের ঐ সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর জীবনীকোষ যাঁহাদের নামের বানান দুষ্কর অথবা যাঁহাদের নাম সহজেই অপরের নামের সহিত মিশ্রিত হয় (বার্লিন সূচী, নং ১৬৭৩) (আবুল-খাত্তাবইবন ওয়াহুব ইহার সারসংক্ষেপ করিয়াছেন)। (৩) কিতাবুল-মুসতগীছীনা বিল্লাহি তা'আলা ইনদা'ল-মুহিম্মাতি ওয়া'ল-হাজাতি ওয়া'ল-মুতাদাররিঈনা ইলায়হি বিদ-দাওয়তি ওয়া'ল-রাগাবাত (كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات والتمترعين اليه بالدعوات والرغبات) (৪) কিতাবুল-ফাওয়াইদিল মুনতাকাবাতি ওয়া'ল হিকায়তি'ল-মুসতাগরিবা; (৫) আল-কুরবাতু ইলা রস্বিল-আলামীনা ফী ফাদলি'স সালাতি 'আলা সায্যিদিল-মুরসালীন (القربة الى رب العالمين في فضل الصلوة على سيد المرسلين) ইহার একটি সারসংক্ষেপ আবু 'আলী মুহাম্মাদ ইবন মাস'উদ আল-গাফিকী (৪৬৫-৫৪০/১০৭২-১১৪৬) রচনা করেন। ইহা সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াত (কায়রো ১৩১০/১৮৯২), ১খ., ১৭২; (২) আয'-যাহাবী, তাযকিরাতুল-ল-হ'ফফাজ (হায়দরাবাদ, তা. বি.), ৪খ., ১৩২প.; (৩) ইবন ফারহুন, আদ-দীবাজ (ফাস ১৩১৬/১৮৯৮), পৃ. ১১৬ (মিসর ১৩৫১/১৯৩২ পৃ. ১১৪); (৪) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, নং ১৭৯; (৫) ঐ লেখক, আল-মু'জাম, নং ৭০; (৬) আস-সুযুতী, তাবাকাতুল-ল-হ'ফফাজ, সম্পা. Wustendorf, ১৭খ., নং ১; (৭) Wustendorf, Die Geschichtschreiber der Araber, নং ২৭০; (৮) Pons Boigues, Ensayo-bibliografico, নং ২০০; (৯) Brockelmann, ১খ., ৩৪০, পরি, ১খ., ৫৮০; (১০) দা. মা. ই. ১খ, ৪৩০।

M. Ben Cheneb (দা. মা. ই.)/ কালাম আযাদ

ইবন বাসসাম (ابن بسام) : আবুল-হাসান 'আলী ইবন বাসসাম আশ-শান্তারীনী আন্দালুসী কবি ও গ্রন্থ সঙ্কলক, সানাতারেম (Santarem)-এর অধিবাসী। বাস্টিলের খৃষ্টান রাজা ৫ম আলফনসো (Alfonso v) তাঁহার জন্মভূমি শহর অধিকার করিয়া নিলে (৪৮৫/১০৯২-৩) তিনি তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সর্বপ্রথম তিনি কর্ডোভাতে যান ৪৯৩/১১০০ সালে এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে সেভীলে তাঁহার বিখ্যাত যাখীরা গ্রন্থ প্রণয়নে এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত কবির দীওয়ান সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করেন। কবিগণের মধ্যে ছিলেন আল-মু'তামিদ, ইবন ওয়াহবুন, ইবন 'আম্মার প্রমুখ। উহা ছাড়া তিনি মারসিয়ার নৃপতি ইবন তাহির-এর প্রভাবলীও সংগ্রহ করেন এবং এক খণ্ডে নিজের ব্যঙ্গ কবিতাসমূহও সঙ্কলন করেন। তবে উহা প্রচার করা হইতে তিনি বিরত থাকেন। স্বীয় সংকলিত যাখীরাতে তিনি যাঁহাদের স্থান দিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে জীবিকা নির্বাহের খাতিরে যদিও তিনি পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সমসাময়িক আল-ফাতহ ইবন খাকান (দ্র.) হইতে অনেক বেশী সংগ্রহ করেন।

তাঁহার যেই একটি মাত্র গ্রন্থ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে তাহা হইল যাখীরা ফী মাহ'াসিন আহলিল'-জাযীরা (أخيرة في محاسن أهل الجزيرة)। শুধু উহাই তাঁহাকে স্থায়ী সুখ্যাতি এবং স্পেনে রচিত 'আরবী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন করিবার জন্য যথেষ্ট। ইবন বাসসাম (মৃ. ৫৪৩/১১৪৭) তাঁহার কাব্য সংকলনখানিতে ইবন ফারাজ আল-জায়ানী (দ্র.)-র কিতাবুল হাদাইক'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার পরিকল্পনা করিলেও তিনি তাঁহার সঙ্কলনে সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক লেখক ও কবিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন বলিয়া সুপরিচিত। তবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, এমনকি তাঁহার পূর্বের শতাব্দীর শেষ ভাগের লেখক ও কবিদেরকে ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পড়াশনার পরিধি ছিল অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ফলে কোন লেখাতে ন্যূনতম সাহিত্যিক চৌর্য (Plagiarism) থাকিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। আর তাঁহার স্বদেশবাসিগণ যখন প্রাচ্য দেশের যে কোন কিছু পাইলেই একবারে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেন তখন তাহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, "বিশ্বের সেই অঞ্চলে, এমনকি একটি কাক ডাকিয়া উঠিলেও বা সুদূর সিরিয়া কি ইরাকের সীমান্তে একটি মাছি ভনভন করিয়া উঠিলেও তাহারা ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিত এবং দেবতা জ্ঞানে যেন তাহাদেরকে প্রণিপাত করিত", এই কথাগুলি তিনি গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখিয়াছেন। ফলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু স্পেনে লিখিত কবিতা ও গদ্য রচনা সংগ্রহেই আগ্রহী ছিলেন এবং নিজের সুস্থ ও সুষ্ঠু বিচারবুদ্ধি দিয়া সেইগুলিকে মূল্যায়ন করিয়া গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালের পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য উপহার দিয়া যান। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ সংকলন করিতে গিয়া তাঁহাকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আর সাধারণভাবে আমাদের পক্ষে এখন আর আদৌ কোন সম্ভাবনাই নাই যে, সংকলন গ্রন্থখানির মূল পাঠের যথাযথ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। গ্রন্থখানি যাহা (যাকূ'ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী) সাত খণ্ডে সমাণ্ড ছিল, চার ভাগে বিভক্ত ছিলঃ (১) কর্ডোভা ও উহার চতুর্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাহিত্যিক ও কবিগণ; ১ম অংশের সংস্করণ, কায়রো ১৯৩৯ খ., ২য় অংশের সংস্করণ, কায়রো ১৯৪২ খ.; (২) আল-আন্দালুসের পশ্চিমাংশের (সেভীল ও পর্তুগাল) সাহিত্যিক ও কবিগণ; (৩) আল-আন্দালুসের পূর্বাংশের সাহিত্যিক ও কবিগণ; (৪) আল-আন্দালুসে বসবাসরত বিদেশী সাহিত্যিক ও কবিগণ; ১ম অংশের সংস্করণ, কায়রো ১৯৪৫ খ. (সম্পূর্ণ গ্রন্থখানার একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি চলিতেছিল প্যারিসে, ১৯৬৮ খ.)। অপ্রকাশিত ভাগসমূহের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Brockelmann। অন্তর্ভুক্তিসমূহ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের; সাধারণভাবে প্রতিটিতে রহিয়াছে কিছু জীবনী তথ্য, সেইগুলির ভাষা অলংকারবহুল; কিন্তু বোধগম্য গদ্য, পূর্ববর্তী লেখক ও ঐতিহাসিকগণের, বিশেষ করিয়া ইবন হায়্যান (দ্র.)-এর উল্লেখ এবং গদ্য ও পদ্যের নির্বাচিত উদ্ধৃতিসমূহ। ইবন বাসসাম খুব মারাত্মক ধরনের কোন ব্যঙ্গাত্মক গদ্য বা কবিতা তাঁহার সংকলনে গ্রহণ করেন নাই, সম্ভবত তাঁহার আমলে যেই রূঢ় মনোভাব বিদ্যমান ছিল এ কারণেই। যাখীরার একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইবন মাশাতী (৫৪২-৬০৬/ ১১৪৭-১২০৯), যাহার শিরোনাম ছিল লাভাইফু'য-যাখীরা ও তারাইফুল-জাযীরা (পাণ্ডু. ইস্তাখ্বুলের ওয়ালিয়্যুদ-দীন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকূ'ত, উদাবা, ১২খ, ২৭৫; (২) ইবন খাল্লিকান, অনু. de slane, ২খ, ৩০৪, ৩খ, ১৮৪, ১৯৮; (৩) হাজ্জী খালীফা, ৩খ,

৩৩১; (৪) ইবন খালদুন, মুকাদ্দিমা, ১খ, ৩১১ (ফরাসী অনু. de Slane, ১খ, ৩৫৩, ইং অনু. F. Rosenthal, ১খ, ৩৫০); (৫) মাঙ্কারী, Analectes, ২খ, ১২৩ ও নির্ঘন্টি; (৬) Dozy, Abbadidis..., ১খ, ১৮৯, ২২০, ২খ, ২৫৮, ৩খ, ৩৪ প.; (৭) M. G. de Slane, Note sur les historiens arabes espagnols Ibn Haiyan et Ibn Bessam, JA-তে প্রকাশিত, ১৮৬১ খ., পৃ. ২৫৯-৬৮; (৮) Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ২০৮-১৬; (৯) Gonzalez Palencia. Literatura, পৃ. ১৯৯-২০৬; (১০) Brockelmann, পরি. ১, ৫৭৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবন বাসসাম (ابن بسام) : আবুল-হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসর ইবন মানসুর ইবন বাসসাম আল-আবারতাঈ, বাগদাদের কবি ও লেখক। তাঁহার পিতামহ নাসুর খলীফা আল-মু'তাসিমের খিলাফতকালে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন (দ্র. Sourdell, Vizirat, পৃ. ২৫২) এবং তিনি নিজেও এক সময়ে 'বারীদ' (দ্র.) বা ডাক বিভাগীয় চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবত তিনি অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করিয়া থাকিবেন। কেননা তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার এইরূপ কতকগুলি চিঠির (رسائل) সংগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন যেইগুলি বেসরকারী ধরনের বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, তাঁহার খ্যাতির মূলে ছিল সরস বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, খুবই ক্ষুদ্র; কেননা দীর্ঘ কবিতা লেখার ধৈর্য তাঁহার ছিল না, কিন্তু মনে রাখিবার মত কবিতা। তাঁহার আমলের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বস্তুত তাহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ অল্পই ছিল। ব্যঙ্গ কবিতাতে তিনি স্বয়ং খলীফাকে, তাঁহার উযীরগণকে, এমনকি নিজ পরিবারের লোকদেরকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতেন। সেই কারণেই যাকূত তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ (عق) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি আবার নিজে সমসাময়িক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া সেইগুলি অন্য কবির, উদাহরণস্বরূপ ইবনু'র-রুমীর রচনা বলিয়া চলাইয়া দিতেন। ইবনু'ল-ফুরাত-এর বা ইবন মুকলা (দ্র.)-এর কিছু কিছু প্রশংসাসূচক কবিতা প্রায় একান্তভাবেই সরস বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুদ্র কবিতার আকারে বেমানান বলিয়াই মনে হয়।

ইহা ছাড়াও ইবন বাসসাম আরও কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণেতা : (১) কিতাব আখবারি 'উমার ইবন আবী রাবীআ (كتاب اخبار عمر بن أبي ربيعة), ইবনু'ন-নাদীম ইহাকে শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ বলিয়া মনে করেন এবং ইহার জন্য যাকূ'ত বহু তথ্য-উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন; (২) কিতাব আখবারি'ল-আহওয়াস (كتاب اخبار الاحوص); (৩) কিতাব মুনাকাদাতিশ শু'আরা (كتاب مناقضة الشعراء); (৪) কিতাবু'ল-মু'আকিরীন বা আল-যানজিয়ীন (كتاب المعاقرين او الزنجيين)। তিনি ৩০২ বা ৩০৩/৯১৪-৬ সালে সত্তর-ঊর্ধ্ব বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুলী, আখবারু'র-রাদী ইত্যাদি, অনু. M. Canard, পৃ. ১৫৭; (২) হিলাল-আস-সাবি', তা'রীখু'ল-উযারা, সম্পা. Amedroz, বৈরুত ১৯০৪ খ., পৃ. ৬৭, ৭৫; (৩) মাস'উদী, মুরুজ, ৮খ, ২৫৬-৭২; (৪) তাবারী, ৩খ, ২১১৪; (৫) খাতীব বাগদাদী, ১২খ, ৬৩; (৬) ছা'আলিবী, খাসসু'ল-খাসসু', কায়রো ১৩২৬/১৯০৯, পৃ. ১০৮; (৭) ঐ লেখক, কিতাব মান গাবা আনহু'ল-মুতরিব, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি., পৃ.

১৪৯; (৮) ঐ লেখক, আহসান মা সামি'তু, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৮৭; (৯) ফিহরিস্ত, পৃ. ২১৪; (১০) যাকূ'ত, উদাবা, ১৪খ, ১৩৯-৫২; (১১) H. Bowen, The life and times of Ali ibn Isa, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন ১৯২৮ খ., পৃ. ৮১-২; (১২) এফ. বুস্তানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৬২-৩। বাসসাম আশ-শানতাবারী'র সঙ্গে এই নামের বিভ্রান্তির বিষয়ে দ্র. যাকূ'ত, ১/১৫, ১১৯ প।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবন বাসসাম (দ্র. ফিলাহা ২)

ইবন বিকলারিশ (ابن بکلارش) : যুসুফ (যুনুস) ইবন ইসহাক আল-ইসরাঈলী, প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে আলমেরিয়ায় বসবাসকারী যাহুদী 'আরব চিকিৎসক ও ভেষজবিদ। সেখানে তিনি সারাগোসার হাদী শাসক আল-মুসতা'ঈন বিল্লাহ আবু জাফার আহ'মাদ ইবন যুসুফ আল-মু'তামিন বিল্লাহ (শাসনকাল ৪৭৮-৫০৩/১০৮৫-১১-৯) হুদীর জন্য কিতাবু'ল-মুসতা'ঈনী রচনা করেন। গ্রন্থটির নামকরণও হইয়াছিল এই শাসকের নামে।

গ্রন্থটি অল্প সময়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। কারণ ইবন বিকলারিশের বয়োক্রমিক সমসাময়িক আল-গা'ফিকীর (উপরে দ্র.) কিতাবু'ল-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা-এ ও Buclaris বা Boclaris (অর্থাৎ মূল Biclario?) নামে শেখোক্ত গ্রন্থটির লাতিন সংস্করণেও প্রায়ই ইহা হইতে উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও লক্ষণীয় যে, উভয় লেখক প্রায় একই উৎস হইতে উদ্ধৃতি দান করিয়াছেন। মূলত গ্যালেনের (জালীনুস) রচনার উপর ভিত্তি করিয়া ভেষজশাস্ত্রের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের পর মুসতা'ঈনীতে রহিয়াছে পাঁচটি অসম স্তম্ভে (কলাম) বিন্যস্ত একটি বিশেষ সারণীর অনুচ্ছেদ। প্রথম দুইটি ক্ষুদ্র কলামে রহিয়াছে সাধারণ ঔষধসমূহের নাম (আসমা) ও বৈশিষ্ট্য (তিবা)। তৃতীয়টিতে (তাকসীরুহা বিখতিলাফিল-লুগাত) ইহাদের ব্যাখ্যার সহিত ইহাদের গ্রীক, সুরয়ানী, ফারসী, লাতিন ও মোযারাবিক (মুসলিম আধিপত্যধীনে স্পেনীয় খৃষ্টানদের ভাষা) প্রতিশব্দ। চতুর্থটিতে Succedanea (আবদাল) এবং পঞ্চমটিতে ঐগুলির উপযোগিতা, বিশেষ ক্রিয়া ও প্রয়োগের অঞ্চল (মানাফি'উহা ওয়া খাওয়াস সুহা ওয়া উজুহি ইসতিমালিহা) স্থান পাইয়াছে। উপরের ও নীচের মার্জিনে লিখিত অংশটিতে আরও বিবরণ এবং সর্বোপরি সকল উৎসসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। সর্বমোট ৭০৪টি ঔষধের বিবরণ মাগ-রিবী প্রকরণে আবজাদ বর্ণমালা ক্রমানুসারে বিবৃত হইয়াছে। যুরোপে এই পর্যন্ত প্রায় শুধু তৃতীয় কলামের (Synonyma) প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ করিয়া রোমাস (Romance) ভাষাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সম্ভার রহিয়াছে এবং Simonet তাঁহার Glossario ও বিশেষ করিয়া Dozy তাঁহার Supplement-এর জন্য ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। H.P.J.Renaud মুসতা'ঈনী উপর কতিপয় অনুসন্ধান চালাইয়াছেন যাহার সর্বশেষটি Hesperis, x (1930-1), 135-50-এ প্রাপ্তব্য। তিনি অনুবাদ ও টীকা সহকারে একটি সংস্করণ প্রণয়নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। অবশ্য এই প্রকার একটি কাজ বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রয়োজনীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইবন বিকলারিশের অন্য রচনাসমূহের মধ্যে খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ক একটি নিবন্ধের পরিচয়মাত্র ইহার শিরোনাম হইতে পাওয়া যায়।

মুসতাসিনীর ভূমিকায় ইহা দুইবার রিসালাতু'ত-তাবয়ীন ওয়াত'-তারতীব নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী উসায়বি'আ, উয়ুন, ২খ, ৫২; (২) M. Steinschneider, Die arabische Literatur der Juden, 147; (৩) M. Meyerhof, Un glossaire de matiere medicale compose par maimonide, Cairo 1940, xxviii; (৪) Brockelmann, i, 640, S I, 889; (৫) M. Ullmann, Die Medizim in Islam, Leiden 1970, 201, 275.

A. Dietrich (E.I.², Suppl.)/ আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন বিশ্ব (দ্র. 'উছমান ইবন আবদিম্বাহ)

ইবন বীবী আল-হুসায়ন (ابن بيبى الحسين) : ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আজ'-জা'ফারী আর-রুগাদী ইবনু'ল-বীবী আল-মুনাজ্জিমা (জ্যোতিষী মহিলার পুত্র) অথবা শুধু ইবন বীবী' নামে পরিচিত, "আল-আওয়ামিরু'ল-আলাইয়া ফি'ল-উম্মিরু'ল-আলা'ইয়া" নামক ফারসী ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থের প্রণেতা যাহার রচনা সমাপ্ত হয় হিজরী ৬৮০ সালের প্রথম দিকে (আরব ২২ এপ্রিল, ১২৮১)। গ্রন্থটিতে ৫৮৮/১১৯২ হইতে ৬৭৯/১২৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। রুমের সালজুকদের ইতিহাসের জন্য গ্রন্থটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাহাদেরই অধিকৃত রাজ্যসমূহে ইহা রচিত। সঠিক অর্থে গ্রন্থটি না একটি ধারাবিবরণী (Chronicle), না বাস্তবধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ। রচয়িতার ইচ্ছা ছিল, যেমন তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (তু. MS Aya Sofya 2985, (অতঃপর AS-রূপে উল্লিখিত) P.II), তিনি নিজে যাহা শুনিয়াছেন এবং অবলোকন করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক সাহিত্য রীতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাওয়া। অতএব তাহার গ্রন্থটির প্রধান অংশকে স্মৃতিকথা (memoirs) শ্রেণীভুক্ত করা যায় এবং ইহা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এই কারণে যে, তিনি নিজে ছিলেন রুমের সালজুকদের দরবারে "মালিকু দীওয়ানি'ত-তুগুরা" অথবা "আমীরু দীওয়ানি'ত-তুগুরা" এবং এই সূত্রে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সচিবালয়ের দফতর (Chancellery) [তু. মুখতাসার (নিম্নে দ্র.), ২ এবং ১৯৬]-এর প্রধান। তাহার পিতা মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ তারজুমান (সুলতান ওয়ালাদ একটি কাঙ্গীদায় তাহাকে মাজদুদ্দীন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, দ্র. Divani Sultan Veled, সম্পা. F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941, 143, no. 240) দীর্ঘদিন জালালুদ্দীন খাওয়ারায়ম শাহ-এর দরবারে 'মুনশী' ছিলেন; ৬৩১/১২৩৩-৪ সাল হইতে তিনি কানিয়ার সালজুক চ্যান্সেলারীতে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক মিশনে প্রেরিত হন (দ্র. AS, 482, 485, 542)।

ইবন বীবী তাহার গ্রন্থে নিজের সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার জীবনী সম্পর্কে বাস্তবে ততটুকুই জানা যায় (তু. AS, ১০, ৪৪২,-৩, মুখতাসার, ৭ প. ও ১৯৬-৯)। তাহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ অজ্ঞাত। তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, শা'বান ৬৮৩/অক্টোবর ১২৮৪ ও শাওওয়াল ৬৮৪/ডিসেম্বর ১২৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অবশ্যই জীবিত ছিলেন (তু. H. W. Wuda, Zur Geschichtsforschung uber die Rum-Seldschuken, in ZDMG, ৮৯, ১৯৩৫ খৃ. পৃ. ১৯ প.)। ইবন বীবীর মাতা নীশাপুরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ও

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ এবং এই বিষয়ে একজন উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হি. ৬৭৯ সালের শেষ মাসগুলিতে এবং ১২৮১ সালের প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন না। ইবন বীবীর পিতা, যিনি জুরজানের একটি প্রসিদ্ধ পরিবারের সদস্য ছিলেন, শা'বান ৬৭০/মার্চ ১২৭২ সালে পরিণত বয়সে ইনতিকাল করেন। জালালুদ্দীন খাওয়ারায়ম শাহ-এর ক্ষমতা হ্রাস পাইতে শুরু করিলে ইবন বীবীর পিতামাতা ৬২৮/১২৩ সালে আয়্যুবী সুলতান মালিকু'ল-আশরাফ মুজাফফারুদ্দীন মুসার দরবারে দামিশ্কে' চলিয়া যান। ইবন বীবীর মাতার অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিয়া রুমের সালজুক' সুলতান আলাউদ্দীন প্রথম কায়কোবাদ তাহাদেরকে কোনিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাইলেন।

ইবন বীবীর গ্রন্থটি তিনভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে : (১) উপরে উল্লিখিত মূল গ্রন্থ- সালজুক' সুলতান গিয়াছুদ্দীন তৃতীয় কায়খুসরাও-এর লিখিত আয়া সোফিয়া পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির অবিকল সংস্করণ ও মুদ্রিত সংস্করণের প্রথম খণ্ডের বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দ্র.। ইবন বীবী এই গ্রন্থটি রচনার জন্য 'আলাউদ্দীন 'আতা মালিক ইবন মুহাম্মাদ জুওয়ারনী (দ. জুওয়ারনী) কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার নামে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

(২) একটি সংক্ষিপ্তসার (মুখতাসার), ইবন বীবীর জীবদ্দশায়ই শা'বান, ৬৮৩/অক্টোবর ১২৮৪ ও শাওয়াল ৬৮৪/ডিসেম্বর ১২৮৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে একজন অজ্ঞাত নাম সংক্ষেপকারী (Epitomizer) কর্তৃক ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার ফারসী ভাষায়ও রচিত হইয়াছিল। ইহাতে মূল গ্রন্থের অলংকারমূলক অংশের অনেকখানি ও জুওয়ারনীর নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সারসংক্ষেপটি Bibliotheque Nationale, প্যারিস [Supp. Persan 1536. দৃশ্যত ৯ম/১৫শ শতাব্দীর)-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে M. Th. Houtsma কর্তৃক [as Recueil, iv, 1902 খৃ., (দ্র. Bibl.)] সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩) মূল গ্রন্থ আল-আওয়ামিরু'ল-আলাইয়া-এর তুর্কী ভাষায় শব্দান্তর মাঝে মাঝে কোন অংশ বর্জন এবং প্রক্ষেপ (interpolation)-সহ যাহা Yazidjoghlu Ali কর্তৃক তাহার রচিত Oghuzname-এ তৃতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত গ্রন্থকে প্রায়শ Selcukname বলা হইয়া থাকে; ইহা তিনি "উছমানী সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ-এর জন্য ৮২৭/১৪২৩-৪ অথবা ৮৪০/১৪৩৬-৭ সালে রচনা করিয়াছিলেন [তারিখের জন্য দ্র. H. W. Duda, Zeitge nissische islamische quellen und das Oguzname des Jazygyoglu Ali sur angeblichen turkischen Besiedlung der Dobrudscha im 13. Jhd. n. chr., in the Spisanie of the Bulgarian Acaedmy, lxvi/2 (Sofia 1943), 138 and P. Wittek, Miscellanea, in TM, xiv (1963) 263 ff.]। yazidjoghlu Ali-এর এই Oghuzname-এর ন্যূনাধিক সম্পূর্ণ বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আঙ্কারা, বার্লিন, ইস্তাম্বুল, লাইডেন, লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও প্যারিসের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত (তু. Adnan, s. Erziin IA art. Ibn Bibi, 716b, and P. Wittek in Isl., xx, 1932, 202)। যাবিজি ওগলু আলীকৃত অনুবাদের দুইটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি (Leiden Warner 419 ও Paris, Bibl. Nat. Ancien fonds turc 62)-এর ভিত্তিতে

M. Th. Houtsma (Rcueil, iii, Bibl.)-কৃত একটি সম্পাদনা। ইহাতে এশিয়া মাইনরের সালজুকদের সম্পর্কে আলোচনার মাত্র অর্ধেক অংশ সন্নিবেশিত ১০০৮/১৫৯৯ সালে রচিত সায়্যিদ লুক'মান (দ্র.)-এর অপর একটি সারসংক্ষেপ রহিয়াছে; একক পাণ্ডুলিপিটি অস্ত্রিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে রহিয়াছে (দ্র. Flugel, ii, 225, no. 1001); J. J. W. Lagus কর্তৃক সম্পাদিত এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (Bibl.)। H. W. Duda- কৃত Die Seltchukenges (Bibl.) ইবন বীবীর মুখতাসার (Houtsma, Recueil, iv)-এর ভাষ্যসহ একটি পূর্ণাঙ্গ জার্মান অনুবাদ। ইহাতে Ms, Aya পাণ্ডুলিপিটি Sofya ২৯৮৫ ও Oghuzname -র ভিত্তিতে Houtsma-এর মূল পাঠে অতিরিক্ত বিষয়ের সংযোজন হইয়াছে (Houtsma, Recueil, iii, controlled by the manuscript of the Staatsbibliothek, Berlin, Orient Quart 1823)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Storey, i, 408-10, 1305; (২) F. Tauer, Les manuscrits persans historiques des bibliothèques de Stamboul, Prague 1932; (৩) M.Th. Houtsma, Histoire des Seldjucides d'Asie Mineure d'après Ibn Bibi (=Recueil de textes relatifs a l'histoire des Seljucides, iii), Leiden 1902; (৪) J. J. W. Lagus, Seid Locmani ex libro turcico qui Oghuzame inscribitur excerpta, Helsingfors 1854; (৫) M. Th. Housma, Histoire des Seltjucides d'Asie Mineure d'après l'abrege du Sedjouknameh d' Ibn Bibi (=Recueil iv), Leiden 1902; (৬) Ibn-i Bibi, El-Evamirul alaiyye fi l-umuri l-Alaiyye, Adnan Sadik Erzi-কৃত ভূমিকা ও বিষয়সূচীসহ, i, Tipkibasim (=facisimile of AS: Turk Tarih Kurumu Yayinlarindan I. Seri, no, 4a), Ankara 1956; (৭) Ibn-i' Bibi, El-Evamiru l'Alaiyya, fi lumuri' l-Alaiyye, i (II. Kilic Arslani, in vefatindan I. Alauddin Keykubad in culusuna kader), ed. Necati Lugal and Adnan Sadik Erzi (=Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Yayinlarindan no. 19), Ankara 1957; (৮) IA, art. Ibn Bibi (Adnan S. Erzi); (৯) H. W. Duda, die Seltchukengeschicht des Ibn Bibi, Copenhagen 1959; (১০) K. Erdmann, Ibn Bibi als kunsthistorische Quelle (=Publications de l'Institut historique et archeologique neerlandais de Stamboul, xiv), Istanbul 1962.

H. W. Duda (E.I.²/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন বুকায়েলা (ابن بقليلة) : 'আবদুল-মাসীহ ইবন 'আমর ইবন কায়েস ইবন হায়ান ইবন বুকায়েলা আল-গাসসানী, একটি রূপকথার চরিত্র। মনে করা হয় যে, তিনি ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন (আল-ইবশীহীর মতে মাত্র ৩২০ বৎসর, মুসতাত রাফ, ২খ, ৪৪) এবং এইভাবেই

মু'আম্বারুন (দ্র.) বা দীর্ঘজীবীগণের মধ্যে গণ্য হন। আল-হীরায় আল-কাসরুল-আব্বাদ নির্মাণের কৃতিত্ব প্রাপ্ত তাঁহার পূর্বপুরুষের নাম বিকৃত হইয়া প্রায়ই নুফায়লাতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে তাহার প্রকৃত নামের (بقليلة) সন্ধান পাওয়া যায়। সবুজ রেশমের পোশাক পরিধানের জন্যই তাঁহার পদবী হয় বুকায়েলা এবং এইজন্যই তাঁহার উপনাম হয় ছোট বাঁধাকপি (Little Cabbage)।

সম্ভবত ইবন বুকায়েলা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এই ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেন নাই। আল-মা'ক্ববী আল-হীরায় কিছু সংখ্যক বানু বুকায়েলার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত কাহিনীসমূহে তাঁহার দীর্ঘ জীবন ব্যতীত বহু কিংবদন্তীসুলভ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কিংবদন্তী 'আবদুল-মাসীহ ইবন বুকায়েলাকে জুরহুম (দ্র.)-এর সহিত সংযুক্ত করে এবং বলা হয় যে, 'আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আন (দ্র.) মক্কার নিকট একটি ভূগর্ভস্থ কবরে তাঁহার লাশ আবিষ্কার করেন। আল-হামাদানী এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন (ইকলীল, ৮খ, ১৬১ প.)। তিনি অন্যত্র ইবনুল-কালবীর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ১৫৩) যে, একটি ভূগর্ভস্থ কবরস্থানে স্বেত পাথরের পীঠিকায় ইবন বুকায়েলার লাশ শায়িত অবস্থায় আল-হীরার সন্নিকটে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া বর্ণিত। অন্যত্র মুসলিম সূত্রে বর্ণিত অপর দুইটি কাহিনীতে এই চরিত্রটির ভূমিকার বর্ণনা রহিয়াছে। প্রথম, তিনি দ্বিতীয় পারভেয় (আনুশিরওয়ান) কর্তৃক গণক সাতীহ (দ্র.)-এর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন— যিনি তাঁহার মায়ের দিকে (!) সম্পর্কিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গণককে কতকগুলি অতি প্রাকৃতিক ঘটনার (প্রধান মুবায-এর স্বপ্ন, ইওয়ান-এর প্রচণ্ড আঘাত ইত্যাদি) ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা। গণক উহাকে একজন পয়গাম্বরের অত্যাসন্ন আবির্ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (দ্র. R. Basset, La Bordah du Cheikh al Bousiri, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., ৫৯-৬২)। দ্বিতীয়, খালিদ (রা) ইবনুল-ওয়ালীদ (দ্র.) সম্বন্ধে। আল-হীরা অবরোধের সময় তিনি নিষ্কিণ্ড জুলন্ত গোলার দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহাদের অবস্থান জানার জন্য তিনি শহরের লোকদেরকে একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোক পাঠাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। খালিদ (রা)-এর নিকট 'আবদুল-মাসীহ প্রেরিত হইলে তিনি সেনাপতির প্রশ্নের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উত্তর দেন। ইবন বুকায়েলার উত্তরগুলি ছিল রূপকথার কাহিনীর মতই (দ্র. Montaignon and Raynaud, Recueil de fabliaux, প্যারিস ১৮৭৭-৭৮, ২খ, ৫২)। উদাহরণস্বরূপ, প্রশ্ন ছিল, "আপনি কতজনের সন্তান?" অর্থাৎ আপনার বয়স কত? উত্তরে তিনি বলিলেন, "মাত্র একজনের।" অতঃপর তিনি যেন বিষ পান করিতেছেন এমন ভাব দেখাইলেন, কিন্তু খালিদ (রা) তাঁহার হাত হইতে বিষ লইয়া গিলিয়া ফেলিলেন এবং ইহাতে তাঁহার কোনই অসুবিধা হইল না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইবন বুকায়েলা এই 'আরব সেনাপতিকে বাধা না দিতে তাঁহার দেশবাসীকে উপদেশ দিলেন। এই বৃদ্ধ লোকটি তাঁহার একটি উত্তরে ঘোষণা করিলেন যে, এক সময় 'সমুদ্র আল-হীরার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আল-মাস'উদী ইহাকে সাগর ও মহাদেশের গতি সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করিয়াছেন। দৃশ্যত তিনি কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত 'আবদুল-মাসীহ যদিও ইসলামে দীক্ষিত হন নাই, তবে তিনিই সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট কূফা শহর নির্মাণের একটি উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু হা'তিম আস-সিজিস্তানী, কিতাবু'ল-মু'আম্মারীন, ed. I. Goldziher, in Abhandl. Zur arab. Philologie, ২খ, ৩৮; (২) তাবারী, ১খ, ৯৮১-৪; (৩) বালায়ুরী, ফুতুহ, ২৪৩, ২৭৬; (৪) য়াকু'বী, Historica, ২খ, ৬; (৫) ঐ লেখক, বুলদান, অনু. Wiet, ১৪১; (৬) জাহিজ', তারবী', নির্ঘণ্ট; (৭) ঐ লেখক, বায়ান, ২খ, ১৪৭; (৮) মাস'উদী, মুরুজ, ১খ, ২১৭-৯; ২খ, ২২৮; (৯) ঐ লেখক, তানবীহ, ed. সাবী, ৩১০; (১০) ইবন 'আবদ রাবিহ, 'ইকদ, নির্ঘণ্ট; (১১) মুরতাদা, আমালী, ১খ, ১৮৮; (১২) ইবন দুরায়দ, ইশতিকাক, ২৮৫; (১৩) মাকদিসী, Creation, ৫খ, ১৭৬; (১৪) TA, s.v. ل-ق-ب; (১৫) হামদানী, ইকলীল, ৮খ, সম্পা. N.A. Faris, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৫; (১৬) ইবন খালদুন, Prolegomens, ১খ., ২২৪; ২খ, ২০৭; (১৭) অনু. Rosenthal, ১খ, ২১৯, ২খ, ২০২; (১৮) মাকরীযী, সম্পা. Wiet, ২খ, ৫৫-৭; (১৯) Barbier de Meynard, surnoms, 56; (২০) Caetani, Annali, ২খ, ৯৩৫, ৪খ, ৬৫৭; (২১) R. Basset, 1001 Contes, ৩খ, ২১৩-৬।

Ch. Pellat (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন বুতলান (ابن بطالان) : আল-মুখতার (অথবা য়ুওয়ানীস-Johannes) ইবনু'ল-হাসান ইবন 'আবদুন ইবন সা'দুন ইবন বুতলান, বাগদাদের একজন খৃষ্টান চিকিৎসক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি খৃষ্টান ধর্মযাজক, দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনু'ত-তায়িব (দ্র.)-এর একজন শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ ছিলেন। ইবন বুতলান নিজেও সম্ভবত একজন নেস্তোরীয় ধর্মযাজক ছিলেন। বাগদাদে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষা দিতেন; কিন্তু রামাদান ৪৪০/জানুয়ারী ১০৪৯ সালে তিনি তাঁহার জনস্বস্থান হইতে ভ্রমণে বাহির হন এবং রাহ'বা, রুসাফা, আলেক্সান্দ্রিয়া, এন্টিয়ক, লডিসিয়া (Laodicea) ও জাফ্কা হইয়া জুমাदाছ-ছানী ৪৪১/নভেম্বর ১০৪৯ সালে কায়রো পৌছেন। আলেক্সান্দ্রিয়াতে মিরদাসী গভর্নর মুইয়্যাদ-দাওলা ছিমাল ইবন সগলিহ (Zambaur, 33, 133) তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন বুতলান সেই গভর্নরকে আলেক্সান্দ্রিয়াতে নির্মিতব্য একটি হাসপাতালের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর স্থানের পরামর্শ দেন। গভর্নর তাঁহাকে সেখানে খৃষ্ট ধর্মকর্ম পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করেন। কিন্তু পরিশেষে খৃষ্টানগণ তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মকানুন পসন্দ করে নাই। কায়রোতে তিনি তাঁহার এক মিসরীয় সহকর্মী ইবন রিদওয়ান (মৃ. ৪৬০/১০৬০)-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। সেখানে চিকিৎসা দর্শনে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তাঁহার উভয়ে চিকিৎসা ও দর্শনে, বিশেষত গ্রীক চিকিৎসা ও দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্য জাহির করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ইবন বুতলান বাকরীতির ক্ষেত্রে অধিকতর মার্জিত ও তেজোদীপ্ত এবং সাহিত্য ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়ে অধিকতর খ্যাতিমান ছিলেন (ইবন আবী উসায়বি'আ)। কায়রোতে তিন-চার বৎসর অবস্থানের পর ৪৪৬/১০৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি কন্স্টান্টিনোপল গমন করেন। তথায় তাঁহার উপস্থিতি তথাকার গ্রীক ও ল্যাটিন চার্চের মধ্যকার বিতর্ককে আরও জটিল করিয়া তোলে এবং ইহা পরে বিচ্ছেদের রূপ নেয়। প্রধান ধর্মযাজক Michael Cerularius তাহার জন্য বীশুর নৈশ ভোজন মতবাদ, বিশেষত খামির মিশাইয়া গাঁজান হয় নাই এমন রুটির ব্যবহারের বিতর্কিত মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য ইবন বুতলানকে অনুরোধ করেন। কন্স্টান্টিনোপলে এক বৎসর

অবস্থানের পর তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং পালাক্রমে আলেক্সান্দ্রিয়া ও এন্টিয়কে বসবাস করিতে থাকেন। কিছু কালের জন্য তিনি উসামা ইবন মুনকিয় (দ্র.)-এর প্রপিতামহ আবু'ল-মুতাওওয়াজ মুকাল্লাদ ইবন নাসর ইবন মুনকিয় (মৃ. ৪৫০/১০৫৯)-এর অধীনে চাকুরী করেন। ৪৫৫/১০৬৩ সালে তিনি এন্টিয়কের একটি হাসপাতাল ভবনের নির্মাণকাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেন। একই সময়ে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও ব্যাপৃত ছিলেন। পরিশেষে তিনি একজন সন্ন্যাসীতে পরিণত হন এবং এন্টিয়কের একটি মঠে অবসর জীবন যাপন করেন। তিনি ৪ শাওওয়াল, ৪৫৮/২ সেপ্টেম্বর, ১০৬৬ সালে ইনতিকাল করেন এবং উক্ত মঠের গির্জায় তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইবন বুতলানের রচনাবলী মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। (১) তাঁহার প্রধান গ্রন্থ তাক্বীমু'স-সিহ'হা (تقويم الصحة)। গ্রন্থটি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের একটি সারসংগ্রহ এবং ছক আকারে নিরামিষ খাদ্যাদি বিষয়ে একটি বিবরণী। ইহার বিন্যাস জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কীয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। জ্ঞানের এক শাখার বিন্যাস অপর শাখায় ব্যবহারের এই পদ্ধতিটি পাঠকদের নিকট পরিচিত। আল-গা'যালী (র) তাঁহার ইহুয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় ইবন বুতলানের এই পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন আবী'র-রাবী' সুলুকু'ল-মালিক ফী তাদবীরি'ল-মামালিক (রাজন্যবর্গের একটি দর্শন) নামক গ্রন্থে ইহার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন (৬৫৫/১২৫৬ সালে লিখিত; তু. G. Richter, Furstenspiegel, ১৯৩২ খ., ১০৬, টীকা ৪; Brockelmann, I, 230, SI, 372)। গ্রন্থটি Tacuini Sanitatis' Elluchasem Elimithar Medici de Baldath, শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, Argentorati ১৫৩১ খ., দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫৩৩ খ. ও Michael Herr কর্তৃক Schachtafeln der Gesundheit শিরোনামে জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, Strassburg 1533; দ্র. E. Wickersheimer, Les Tacuini Sanitatis et leur traduction alle-mande par Michel Herr, in Bibliotheque d'Huma-nisme et Renaissance, xii, (1950), 85-97; ল্যাটিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হুবহু প্রতিরূপ সংস্করণঃ Elena Berti Tosca-কৃত Il Tacuinum Sanitatis, প্যারিস ১৯৩৭ খ. ও L. Serra ও S. Baglioni-কৃত Theatrum Sanitatis, ২খ, ১৯৪০ খ.; আরও দ্র. Unity and Variety in Muslim Civilization, সম্পা. G. E. Von Grunbaum, Chicago 1955, ৩৬৩ প। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অন্য একটি প্রবন্ধ তাঁহার এই গ্রন্থটির ভিত্তিতে রচিত (দ্র. Brockelmann)। Brockelmann কর্তৃক উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির নামগুলির সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারেঃ Brit. Museum, add. 3676; London, Royal Collaege of Physicians, দ্র. Trittan in J RAS, 1951, 185. No. 24; শিরোনাম সম্পর্কে দ্র. Thorndike and Sartan, in Isis, ৫খ, ৪৮৯-৯৩। (২) দা'ওয়াতু'ল-আতিব্বা' চিকিৎসকদের ভোজসভা ৪৫০/১০৫৮ সালে রচিত এবং নাসরু'দ-দাওলা আহ'মাদ ইবন মারওয়ানের নামে উৎসর্গীকৃত, যিনি মায়্যাফারিকীন-এর

মারওয়ানী শাসক ছিলেন (৪০১/১০১০-৪৫৩/১০৬০; Zambaur, পৃ. ১৩৬)। এই গ্রন্থটিতে চিকিৎসা ব্যবসার নিয়ম-নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং হাতুড়ে ডাক্তারদের অজ্ঞতা ও অহমিকা সম্পর্কে রসাতকভাবে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বাগদাদের একজন খৃস্টান লেখক ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ইহার ভাষ্য রচনা করেন। ড. বিশারা যালযাল ইহার মূল পাঠের সংস্করণ তৈরি করেন (আলেকজান্দ্রিয়া ১৯০১ খৃ.)। Dr. Mahmoud Sedky Bey ফরাসী ভাষায় Un banquet de medecins শিরোনামে একটি সারাংশ তৈরি করেন (কায়রো ১৯২৮ খৃ.)। Ambrosiana-এর দীপ্তিময় পাণ্ডুলিপির ক্ষুদ্র চিত্র বা অনুলিপির তারিখ ৬৭২/১২৭৩-এর জন্য (যাহা Brockelmann কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই) ড. জামালু'দ-দীন মুহরিয, মিনা'ত-তাসবীরি'ল-মামলুকী নুসখা মিন দা'ওয়তি'ল-আতিব্বা'লি-ইবন বুত'লান, in MMMA, ৭খ., (১৯৬১ খৃ.), ৭৫-৮০, ও R. Ettinghausen, Arab Painting, ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৪৩ প. (ইবন বুতলানের দা'ওয়াতুল-কুসুস 'ধর্মযাজকদের ভোজসভা' সম্ভবত তাঁহার দা'ওয়াতুল-আতিব্বা'-এরই পরিপূরক অংশ; দুর্ভাগ্যবশত বইটি এখন আর সংরক্ষিত নাই; (৩) তাদবীরুল-আমরাদি'ল-আরিদা 'আলা'ল-আকছার বি'ল-আগযিয়াতি'ল-মা'লুফা ওয়া'ল-আদবিয়াতি'ল- মাওজুদা যানতাকি'উ বিহা রুহবানুল-আদযিরা ওয়া মান বা'উদা মিশ'ল-মাদীনা (تدبير الامراض العارضة على الاكثر بالاغذية المألوفة والادوية الموجودة ينتفع بها رهبان الديره ومن بعد من المدينة) বইটি গৃহজাত রোগের প্রতিকার— বিশেষত সন্ধ্যাসীদের সুবিধা সম্পর্কীয় একটি প্রবন্ধ সংকলন। (৪) রিসালা ফী শিরা'ই'র-রাকীক ওয়া তাকলীবি'ল-আবীদ (رسالة في شراع الرقيق وتقليب العبيد) দাসদাসীদেরকে কিভাবে ক্রয় করিতে হইবে এবং কিভাবে শারীরিক ক্রটিমুক্ত করিতে হইবে, বইটিতে তৎসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে; Mez, Renaissance, ১৫৬-৮ হইতে নির্ধারিত উদ্ধৃতি; S. Vila-কৃত স্পেনীয় অনু. Il Renacimiento del Islam, মাদ্রিদ ১৯৩৬ খৃ., ২০৪-৭; ইংরেজী অনু. ১৬০-২; (৫) ইবন রিদওয়ানের বিরুদ্ধে ৪৪১/১০৪৯-৫০ সালের দিকে রচিত দুইটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দুইটি Schacht-Meyerhof কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হইয়াছে। ইবন বুতলানের অনুকরণে রচিত তৃতীয় আর একটি প্রবন্ধ কায়রোতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাকে ওয়াক'আতুল-আতিব্বা' নামে নামকরণ করা হয়; কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা আর সংরক্ষিত হয় নাই; (৬) মন্ত্রী হিলাল আস-'সাবী' (দ্র.) ও স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের অনুরোধে ইবন বুতলানের দেয়া বক্তৃতার একটি বিবরণী। বাগদাদ হইতে কায়রো ভ্রমণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইবন বুতলান এই বক্তৃতা (বিবরণী) দিয়াছিলেন। ইহা মুহাম্মাদ ইবন হিলাল রচিত কিতাবু'র-রাবী' গ্রন্থের অংশরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। ইবনুল-কিফতীর জীবন-চরিত ও যাকূতের Geographisches Worterbuch-এ ইহার যথেষ্ট উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এইগুলি Palestine under the Muslims কর্তৃক শিরোনামে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে, লণ্ডন ১৮৯০ খৃ., ৩৭০-৫ এবং R. Rohricht কর্তৃক Geschichte des ersten Kreuzzuges শিরোনামে ইংরেজী হইতে জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; Innsbruck 1901, 242-6; এই বিবরণীতে ইবন বুতলানের

ভ্রমণকালীন আলেক্সো, এন্টিয়ক, লডিসিয়া (Laodicea) ও অন্যান্য শহর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বিবরণ রহিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও যে সমাজে ইবন বুতলান বিচরণ করিয়াছেন, ইহার বিবরণও রহিয়াছে; (৭) ইবন বুতলানের রচিত যীশুর নৈশ ভোজের উপর প্রবন্ধ, মাকাল ফি'ল-কুরবানি'ল-মুকাদ্দাস (مقال في القربان المقدس) ৪৪৬/১০৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে দ্রুত রচিত হইয়াছে। মূল পাঠের কিছু উদ্ধৃতিসহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন G. Graf (Oriens Christianus, ৩৫খ, হইতে উদ্ধৃতি ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৪৬-৭০, ১৭৫-৯১); (৮) আশ্বজীবনী রচনার উদ্দেশ্যে তাঁহার লেখা হইতে গৃহীত বহু উদ্ধৃতি ইবন আবী উসায়বি'আ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। ইবন বুতলান যে সব মহামারী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ইহাতে এতদসম্পর্কে মন্তব্যও রহিয়াছে; (৯) ইবন বুতলানের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা একটি সন্দর্ভ, মাকাল। গ্রন্থটি ৪৫৫/১০৬৩ সালে রচিত হয়। সুদক্ষ চিকিৎসকগণ কোন প্রাচীনকালের উচ্চ উপাদানে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে শীতল পদ্ধতিতে অধিকাংশ রোগের চিকিৎসার পরামর্শ দিয়াছেন। যেমন গ্রীহা, প্যারালাইসিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং কেন প্রাচীন কালের চিকিৎসকদের সংক্ষিপ্তসার পদ্ধতি (কানানীশ) ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী (আকরাবায়ীনাৎ)-র প্রতি অসম্মত এবং কিভাবে এই নূতন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে ইরাক ও ইহার প্রতিবেশী দেশসমূহে ৩৭৭/৯৮৮ সালের প্রথম দিক হইতে ৪৫৫ হি. সাল পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, বইটিতে এই সকলের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। ইবন বুতলান আবহাওয়া ও গাছ-গাছড়ার পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন আবী উসায়বি'আ ও আত-তাক্বাখ-এর জীবনী গ্রন্থে যিনি আবু যারর আল-হালাবীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থের বহু উদ্ধৃতি সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রাচীনদের মতবাদ দাসোচিতভাবে অনুসরণের ব্যাপারে ইবন বুতলানের অস্বীকৃতি প্রাচীনদের ব্যাপারে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। ইবন রিদওয়ানের সহিত তাঁহার বিতর্ক হইতেও ইহা প্রতিভাত হয়। ইবন আবী উসায়বি'আ ও Brockelmann তাঁহার অন্যান্য রচনারও উল্লেখ করিয়াছেন। 'উমদাতুল-ত-তাবীবি ফী মা'রিফা-তি'ন-নাবাত লি-কুল্লি লাবীব-এর দুইটি পাণ্ডুলিপির একটিতে ইবন বুতলানের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে (অন্যটি নামবিহীন)। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি ৫ম/১১শ অথবা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর একজন আন্দালুসীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও ভেষজবিদের রচিত; দ্র. Asin Palacios, Glosario de voces romances, মাদ্রিদ ও গ্রানাড়া ১৯৪৩ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) উসামা ইবন মুনক্বিয, কিতাবুল-ই'তিবার, সম্পা. Derenbourg, মূল পাঠ ১৩৫ প.; অনু. ৪৮৮ প.; সম্পা. হিষ্টি, মূল পাঠ ১৮৩ প., অনু. ২১৪ প.; (২) ইবনুল-কিফতী, তা'রীখুল-হ'কামা', পৃ. ২৯৪-৩১৫; (৩) ইবন আবী উসায়বি'আ 'উয়ুনুল-আনবা', ১খ, ২৪১-৩; (৪) Barhebraeus, তা'রীখ মুখতাসারি'দ-দুওয়াল, ৩৩১-৪; (৫) মুহাম্মাদ রাগিব আত-তাক্বাখ, ই'লামুল-নুবাল', ৪খ., ১৯১-৬ (আবু যারর আহ'মাদ ইবন ইব্রাহীম আল-হালাবী, যু. ৮৮৪/১৪৭৯-কৃত কুনুয'য-যাহাব হইতে প্রদত্ত উদ্ধৃতি, Brockelmann, SII, 76); (৬) L. Cheikho, al-Machriq, 1925, 659-64-Poetes, iii, 66-77; (৭) G. Sarton, Introduction to the History of Science, I, Baltimore 1927, 730 প.; (৮) J. Schacht and M. Meyerhof, The medico-

Philosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo, (Egyptian University, Faculty of Arts, Publ. no. 13), কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, in B Fac. Ar., ৪খ/২, ১৯৩৬ খৃ. (১৯৩৯ এপ্রিল সংখ্যা), ১৪৫-৮; (১০) Brockelmann, I, 636, S I, 885; (১১) G. Grab, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, ২খ (Studie Testi, 133), Citta del Vaticano ১৯৪৭ খৃ., ১৯১-৪; (১২) V. Rosen. in Zapiski Imp. Akad. Nauk, ৪৪খ (১৮৮৩ খৃ.), নং ১, ০৩৮-০৫২; (১৩) S. Pines, in Arch. d'hist. doct. et litt. du Moyen-Age, ১৯৫২ খৃ., ১৮-২০ (ডু. A. M. Goichon. Les Cahiers de Tunisie, নং ৯, ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২২, টীকা ৯)।

J. Schacht (E.I²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান জুঞা

ইবন বুরগূছ (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন উমার)

ইবন বুরদ (ابن برد) : আন্দালুসের একটি পরিবারের নাম (বানু বুরদ)। এই বংশের দুই ব্যক্তি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

(১) ইবন বুরদ আল-আকবার, আবু হাফস আহ্-মাদ। তিনি ৩৯৪/১০০৪ সালে আবু মারওয়ান 'আবদুল-মালিক ইবন ইদ্রীস আল-জাযীরীকে গ্রেফতার ও প্রাণদণ্ড দানের পর আল-মুজাফফারের অধীনে দলীল-পত্র নিবন্ধন বিভাগ (দীওয়ানুল-ইনশা)-এর প্রধান ছিলেন। প্রধান বিচারপতি (কাযী) ইবন যাকওয়ানের সহিত তিনি Sanchuelo-এর খিলাফাতের উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পথকে সুগম করেন ('আবদুল-রাহ-মান ইবন 'আমির দ্র.) এবং তিনিই রাবী'উ-ল-আওওয়াল ৩৯৯/নভেম্বর ১০০৮ তারিখের অভিষেক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের সহিত মিলিয়া তিনি Sanchuelo-এর অনুপস্থিতিতে তাঁহার একজন প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর খলীফা মুস্তা'ঈনের শাসনামলে পুনরায় দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি যাহুয়া ইবন 'আলীর খিলাফাত কালে 'কাতিব' নিযুক্ত হন। আল-মুস্তাজ্জির কর্তৃক গঠিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন (৪১৪/১০২৩)। ৪১৭/১০২৬ সালের অব্যবহিত পূর্বে তিনি সারাগোসায় অবসর গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন (মৃ. ৪১৮/১০২৭)। কাতিবের কার্যালয়ে তাঁহার পূর্ণ নৈপুণ্য এবং তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে তিনি আন্দালুসিয়ার ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইবন বাসসামের মতে (যাখীরা, ১/১খ, ৮৪ প.) তাঁহার সকল পত্রাবলীর একটি দীওয়ানও বর্তমান ছিল। যাখীরার লেখক উহার কিছু নির্বাচিত সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার অন্যান্য নমুনা সেই যুগের সহিত সম্পর্কিত প্রায় সকল সূত্রে পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল বরাতে শুধু তাঁহার গদ্যের বৈশিষ্ট্য ও দলীলপত্র নিবন্ধন বিভাগের প্রধান হিসাবেই তাঁহার মেধার বর্ণনা দেওয়া হয় নাই, বরং সেইগুলি সেই সময়ের রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার প্রমাণ্য দলীলরূপেও স্বীকৃত। তাঁহার সময়ের অধিকাংশ কাতিবের তুলনায় তাঁহার বর্ণনা ছিল অধিকতর হৃদয়গ্রাহী, যথাযথ ও সঠিক। তাঁহার রচনা-পদ্ধতি ছিল সুন্দর, সংযত ও গতিময়। তিনি সব সময় যুগোপযোগী শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং সমসাময়িকদের ন্যায়

কখনও অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেন না। তিনি এইভাবে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ব্যবহার করেন যে, ইহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা একটি লক্ষণীয় ব্যাপার যে, তাঁহার কার্যকালের সংকটময় মুহূর্তেও তিনি খলীফার পত্র রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার কলাকৌশলগত ঐতিহ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। সরকারী দলীলপত্রের সঠিক লিখন ও কাগজ, কালি, লিখন, ঠিকানা এবং ইহাদের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ক্ষেত্রে স্পেনীয় উমায়্যাদের মহান ঐতিহ্য সংরক্ষণে দলীলপত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগের তিনি ছিলেন সর্বশেষ আন্দালুসীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাসসাম, যাখীরা, ১/১খ, ৮৬-১০২; (২) ইবন বাশ্কুওয়াল, সিলা, নং ৭২; (৩) দাব্বী, বুগ'য়া, নং ৩৮৭; (৪) ইবন 'ইযারী, বায়ান, ৩খ, ৮, ২৩, ৩৩, ৪৩; (৫) আল-মাররাকুশী, মু'জিব, নির্ঘণ্ট; (৬) মাক্কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (৭) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., Index.

(২) ইবন বুরদ আল-আস্গার, আহ্-মাদ ইবন মুহাম্মাদ, প্রথমোক্ত ইবন বুরদের পৌত্র, ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন আন্দালুসীয় কবি ও গ্রন্থকার। ৩৯৫/১০০৫ সালের দিকে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৪৫/১০৫৪ সালে আলমেরিয়ায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা আবুল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন আহ্-মাদ ইবন বুরদ ছিলেন প্রায় অপরিচিত ব্যক্তি। পৌত্র ইবন বুরদ আল-আস্গারই পিতামহ ইবন বুরদ আল-আকবারের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

খুব সম্ভব তিনি তাঁহার পিতামহের সঙ্গে ৪১৭/১০২৬ সালের কিছু পূর্বে সারাগোসার উদ্দেশে কর্ডোভা ত্যাগ করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি দেনিয়ায় চলিয়া যান এবং মুজাহিদ (দ্র.)-এর দলীলপত্র বিভাগ (দীওয়ানুল-ইনশা)-এ চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তথায় তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি ৪২৬/১০৩৫ সালে পুনরায় কর্ডোভায় ফিরিয়া আসেন এবং ইবন শুহায়দ (বানু বুরদ ইবন শুহায়দের মাওয়ালী ছিলেন)-এর মাযারে যাইয়া তাঁহার রহের মাগফিরাতের উদ্দেশে দু'আ পাঠ করেন। পরবর্তী বৎসর ৪২৭/১০৩৬ সালে ইবন 'ইযারী একটি দলীল প্রণেতা হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে দ্বিতীয় হিশাম আল-মু'আয়্যাদের পুনরাবির্ভাব প্রচারিত হয় এবং যাহা ধৃত মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল স্বীয় মতলব হাসিলের উদ্দেশে রটাইয়াছিল। এই বিষয়টি ইহা প্রমাণ করে যে, ইবন বুরদ সেই সময় পত্র রেজিস্ট্রেশন বিভাগের প্রধান ছিলেন। ইবন 'আব্বাদের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয় এবং ইবন বুরদ পদত্যাগ করেন। উহার পর তিনি আলমেরিয়ার মা'ন ইবন সুমাদিহ্-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (সুমাদিহ্-এর শাসনকালে ৪৩৩/১০৪১ সালে শুরু হয়) এবং মৃত্যু পর্যন্ত ৪৪৫/১০৫৪ সালে তিনি সেইখানেই অবস্থান করেন।

আহ্-মাদ ইবন বুরদ প্রচুর কবিতা ও বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার কবিতা সমসাময়িক অন্য কবিগণের অনুরূপ; কিন্তু তাঁহার গদ্য ভিন্নতর। কারণ তিনি এক দিকে তাঁহার পিতামহের নমুনার অনুসরণ করিয়াছেন, অপর দিকে ইবন শুহায়দের রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ইবন বাসসাম ইবন বুরদের রচনাবলীর দীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেনঃ (১) সির'ল-আদাব ওয়া কাব'ক'য'-যাহাব (১/২খ., ১৮ প.); (২) রিসালাতুস-সায়ফ-ওয়াল-কালাম (১/২খ., ৪৩৫ প.); তাহা ছাড়া খেজুর বৃক্ষ সম্পর্কে তাঁহার একটি রচনা রিসালাতু'ন-নাখ্বা (১/২খ, ৪৪১ প.)। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথমোক্তটি ইবন হা'য্ম রচিত কিতাবুল-আখলাক ওয়া'স'-সিয়ার-এর একটি ব্যর্থ

অনুকরণ। এই গ্রন্থে ইবন বুরদ বিভিন্ন বিষয়ে স্বকীয় রচনার নমুনা তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু তলোয়ার ও কলমের মধ্যকার কথোপকথন। ইহাতে তিনি অনেকটা সফলতার সংগে নাটকীয় সংলাপের ভঙ্গিতে বিতর্কের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বাহ্যিক মেধা (যোগ্যতা) বহির্ভূত (আত্মিক) বর্ণনার সঠিক তুলনা করিতে পারেন নাই। শোষোক্ত দুইটি বিক্ষিপ্ত সংলাপ সম্বলিত সাধারণ রচনা। যাকৃত নিম্নে উল্লিখিত দুইটি গ্রন্থও তাঁহার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) আত-তাহসীল ফী তাফসীরিল-কু-রআন ও (২) আত-তাহসীল ফী তাফসীরিল-কু-রআন, গ্রন্থ দুইটি কি ধরনের রচনা তাহা জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়া (১) ইবন সাঈদ, মাগরিব, ১খ, ৮৬-৯১; (২) মাঙ্কারী, Analectes, ২খ, ৪২৩; (৩) হিময়ারী, আল-বাদী ফী ওয়াসফির-রাবী, সম্পা. Peres, রাবাত ১৯৪০ খ., নির্ঘণ্ট; (৪) হুমায়দী, জাযওয়াতুল-মুকতাবিস, কায়রো ১৯৫৩ খ., ১০৭; (৫) দাব্বী, বুগয়াতুল-মুলতামিস, ১০৩; (৬) ইবন খাকান, মাতমাহ, ইস্তাযুল ১৩০২ হি., ২৪-৫; (৭) ইবন বাশকুওয়াল, সীলা, ৪০; (৮) যাকৃত; উদাবা, ৫খ, ৪১-৩; (৯) ইবন সাঈদ, রায়াতুল-মুবাররিযীন, সম্পা. ও অনু. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২ খ., ১৪১, ১৮০; (১০) ইংরেজী অনু. A. J. Arberry, The pennants, Cambridge ১৯৫৩ খ.; (১১) ইবন ফাদলিল্লাহ আল-উমারী, মাসালিকুল-আবসার, দারুল-কুতুব পাণ্ডুলিপি, কায়রো, পত্রক ৩১১; (১২) ইবনুল-আব্বার, তাকমীলা, ১২৪; (১৩) Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore 1946, 121-2; (১৪) H. Peres, Poesie andalouse, index; (১৫) F. de la Granja, Dos epistolas de Ahmad ibn Burd al-Asgar, in al-Andalus xxv/2 (1960), 384-813; (১৬) M. A. Makki, ওয়াছাইক 'আন 'আসরিল-মুরাবিতীন, in RIEI, Madrid, vii-viii, 109-98.

H. Mones (E.I.²)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন বুরদ (দ্র. বাশশার ইবন বুরদ)

ইবন বুলবুল (দ্র. ইসমাঈল ইবন বুলবুল)

ইবন বুলুল (ابن بھلول) : আহমাদ ইবন ইসহাক ইবনিল-বুলুল জা'ফার আত-তানুখী, ২৩১/৮৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১৮/৯৩০ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রথমত একজন হানাফী কাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা ও ইবরাহীম ইবন সাঈদ আল-জাওহারী কর্তৃক স্বীয় মাযহাবের চিন্তাধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাষা বিজ্ঞান ও রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কুফী মতবাদের অনুসারী ছিলেন এবং কবিতা ও আদবের (সাহিত্য) একজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচক হিসাবে তাঁহার অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। তিনি আল-মু'তামিদ-এর খিলাফতকালে (২৫৬-৭৯/৮৭০-৯২) ইসমাঈল আল-বুলবুল-এর পরামর্শে শাসক আল-মুওয়াফফাক কর্তৃক ২৭৯/৮৮৯ সালে আনবার, হীত ও ইউফ্রেটিস এলাকার কাদী নিযুক্ত হন। অতঃপর আল-মুওয়াফফাক-এর পুত্র আল-মু'তামিদ (২৭৯-৮৯/৮৯২-৯০২)-এর চাকুরীতে বহাল থাকেন। আল-মুকতাবী (২৮৯-৯৫/৯০২-৮) তাঁহাকে ২৯২/৯০৪-৫ সালে

জিবালা-এ কাদী নিযুক্ত করেন। আল-মুকতাদির-এর খিলাফতের প্রারম্ভে (২৯৫-৩২০/৯০৮-৩২) ইবন বুলুল তখন পর্যন্ত এই নূতন পদ গ্রহণ করেন নাই, ২৯৬/৯০৯ সালে নূতন খলীফার বিরুদ্ধে ইবন মু'তামিদ-এর সমর্থকদের ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না। 'আলী ইবনুল-ফুরাত, যিনি তখন মন্ত্রিত্বের আসন লাভ করিয়াছিলেন (২৯৬-৯৯/৯০৯-১২), তিনি তাঁহাকে মাদীনতুল-মানসুর-এর কাযী নিযুক্ত করেন এবং ২৯৮/৯১১ সালে তাঁহাকে আল-আহওয়াযের কাযীর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। কাযিল-কুযাত-এর উপাধি না পাইয়াও ইবন বুলুল উক্ত পদের সকল মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি ৩১৭/৯২৯ সাল পর্যন্ত আল-মুকতাদির-এর সম্পূর্ণ খিলাফতকাল ব্যাপিয়া স্বীয় পদগুলিতে বহাল ছিলেন।

ইবন বুলুল এইভাবে অনেক খলীফা ও অনেক উমীরের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ইহাতে প্রতীক্ষিত হয় যে, তিনি অত্যন্ত স্বাধীন চরিত্রের মানুষ ছিলেন। আল-মুকতাদির-এর মাতা তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি ওয়াকফ বাতিল করিতে ইবন বুলুলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইবন বুলুল তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইবনুল-আব্বারের অধীনে ৩০৬-১১/৯১৮-২৩) চাকুরীরত থাকাকালেও নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরবর্তীতে ইবনুল-ফুরাত-এর ৩য় উয়ারতকালে (৩১১-২/৯২৩-৪) যখন 'ভাল উমীর'-এর কারমাতী নীতি সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল তখনও তিনি 'আলী ইবন ঈসাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৬খ, ২৩১-৪; (২) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ১৬৫; (৩) H. Bowen, The Life and Times of 'Ali ibn 'Isa, কেপ্তিজ ১৯২৭ খ., নির্ঘণ্ট; (৪) D. Sourdel, Le vizirat abbaside de 132/749 a 324/936, দামিশক ১৯৬০ খ., নির্ঘণ্ট।

H. Laoust (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন মাইস-সামা' (ابن ماء السماء) : আবু বাক্ব 'উবাদা, আন্দালুসীয় কবি, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম, প্রধানত মুওয়াশশাহাত (موشحات)-এর রচয়িতারূপে খ্যাত। তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল 'উবাদা ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উবাদা ইবন আফলাহ ইবনিল-হু-সায়ন ইবন যাহয়া ইবন সাঈদ ইবন কায়স ইবন সাদ ইবন 'উবাদা আল-আনসারী। তিনি ইবন মা'ই'স-সামা' উপনামে পরিচিত ছিলেন। কোন কোন জীবনীকারের মতে ইহা তাঁহার কোন পূর্বপুরুষের নাম। তিনি রাসুলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম সাহাবী সাদ ইবন 'উবাদা (রা)-এর বংশধর। কোন কোন সূত্রমতে (apud al-Makkari, Azhar al-riyad, ২খ, ২৫৩-৪) তিনি মালাগায় জন্মগ্রহণ করেন। অন্য মতে তাঁহার জন্মস্থান কর্ডোভায় (ইবন বাশকুওয়াল, সীলা, নং ৯৬৩)। তিনি প্রখ্যাত বাকরণবিদ আয-যুযায়দীর ছাত্র ছিলেন এবং কাব্য সম্পর্কে গভীর বিদ্যা লাভের পর আন্দালুসিয়ার কবিবৃন্দের সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে বিলুপ্ত এই গ্রন্থের প্রশংসাব্যঞ্জক উদ্ধৃতি পাওয়া যায় ইবন হাযম-এর রিসালা ফী ফাদলিল-আন্দালুস (apud al-Makkari, Analectes, ২খ, ২১৮)-এ। বর্তমানে শুধু অন্যান্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (যথা ইবন সাঈদ-এর আল-মাগরিব, কায়রো সং. ১৯৫৪ খ., ১খ, ১২৫-এ) অংশবিশেষই টিকিয়া আছে। কিছু সংখ্যক লেখক তাঁহার শী'ঈ

প্রবণতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (ইবন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/২খ, ৯)। তিনি 'আমিরী ও হাম্বুলীগণের সম্পর্কে স্তুতি কাব্য রচনা করেন এবং ঐতিহ্যবাহী ধারায় মনোরম কাব্য সৃষ্টি করেন; তবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল মুওয়াশশাহাতে ও বাস্‌সামের মতে এই ধারায় তিনি ছিলেন একজন উচ্চ মানের শিল্পী এবং তাঁহার কল্যাণে এই কাব্যধারাটি নূতন জীবন লাভ করিয়া পূর্ণতার চরম শিখরে উপনীত হয়। সম্ভবত ৪২১/১০৩০ সালের কিছু পরবর্তী সময়ে মালাগায় তাঁহার মৃত্যু হয়। কিছু মুওয়াশশাহাত যদিও তাঁহার লিখিত বলিয়া চালু আছে, প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবন 'উবাদা আল-কায্বায, 'আরবীয় সংকলক এবং বিভিন্ন আধুনিক প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ প্রায়শই এই দুইজনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্র. S. M. Stern, মুহাম্মাদ ইবন 'উবাদা আল-কায্বায, in al-Andalus, ১৫ খ (১৯৫০ খ.), ৭৯, পৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত উৎসসমূহের অতিরিক্তঃ (১) হ'-মায়দী, জাযওয়াতুল'-মুক্তাবিস, নং ৬৬২; (২) দাব্বী, বুগ'য়া, নং ১১২৩; (৩) ইবন বাস্‌সাম, যাখীরা, ১/২খ, ২-১২; (৪) আবুল'-ওয়ালীদ আল-হিমযারী, আল-বাদী' ফী ওয়াসফি'র-রাবী', সম্পা. H. Peres, রাবাত ১৯৪০ খ., Index; (৫) ইবন খাকান, মাত্‌মাহ'ল-আনফুস, কায়রো ১৩২০ হি., ৯৫; (৬) Pons Boigues, Ensayo, ১১০-১; (৭) H. Peres, Poesie andalouse, Paris ১৯৩৬ খ., নির্ঘণ্ট; (৮) তাঁহার শী'আ প্রবণতার বিষয়ে দ্র. এম. 'আলী মাক্কী, আত'-তাশায়্যু ফিল'-আন্দালুস, in Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos Madrid, ২খ (১৯৫৪ খ.), ১৪১-২। মুওয়াশশাহাতের রচয়িতারূপে তিনি ঐ শ্রেণীর সকল রচনা পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত ও আলোচিত।

F. de la Granja (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন মাক্কী (ابن مكي) : আবু হাফস 'উমার ইবন খালাফ আস-সিক্কাবী (মতান্তরে আল-মায়ারী, আল-কুরতুবী) একজন 'আরব ফার্সী ও আভিধানিক। তাঁহার তিউনিসে আভিবাসন এবং সেখানে ক'দী হিসাবে নিযুক্ত হওয়া ছাড়া তাঁহার জীবনের আর কোন তথ্য কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। তিউনিসে যাওয়ার পূর্বে তিনি সিসিলীতে বাস করিতেন এবং সম্ভবত ৪৫২/১০৬০ সালে নরমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তাঁহার 'নিস্বা' বা বংশপরিচয় সূচক নাম হইতে এবং তৎকালে সিসিলীতে বসবাসরত ইবনুল'-বিরর (দ্র.) তাঁহার শায়খ ছিলেন, এই তথ্য হইতে ইহা অনুমান করা যায়। তাঁহার সিসিলীতে অবস্থান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলে ইবনুল'-কাত্তা' (দ্র.) কর্তৃক সংকলিত সিসিলীয় 'আরবের কাব্যগ্রন্থ আ'দ-দুরাতুল'-খাতীরা-য় ইবন মাক্কী রচিত কিছু সংখ্যক কাব্যিক বাক্যাংশের সংযোজন হইতে। তাছকীফুল'-লিসান ওয়া তালুকীহ'ল-জানান (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان) নামে কেবল একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ ইবন মাক্কীর রচনা বলিয়া ধরা হয়, যাহাকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের ধারাবাহিকভাবে প্রণীত লাহনুল'-আম্মাঃ বিষয়ক পুস্তিকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। গ্রন্থখানা লেখকের সময়ে অর্থাৎ ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সিসিলীতে কথিত মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন বহন করে। এই পুস্তকের ভূমিকাটি (مقدمة) এমন একজন ভাষাতত্ত্ববিদের চিন্তার ফসল, যিনি আলহান (الحان-অশুদ্ধ প্রয়োগসমূহ)-এর অবিরাম প্রভাবে 'আরবী ভাষা কলুষিত হওয়ার আশংকায় শঙ্কিত ছিলেন। ভূমিকার

পরই মূল পুস্তকের পঞ্চাশটি অধ্যায় বিধৃত হইয়াছে। এইগুলিতে তিনটি ভিন্ন মতের খণ্ডন ও একটি ভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অথবা লেখকের সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দ্র. U. Rizzitano, II "Tafqif al-lisan wa talqih al-djnan" Dde Abu Hafs Umar b. Makki, Studia Orientalia-তে, কায়রো ১৯৫৬ খ., পৃ.১৯৩-২১৩ [পৃ. ২০৭-এ উল্লিখিত দুই পাণ্ডুলিপির সংগে সা'উদী 'আরবের কোন একটি গ্রন্থাগারে রক্ষিত আরেকটি পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত করা আবশ্যিক। তৃতীয় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে RIMA-এর ১/১ (১৯৫৫ খ.), ১৫৪ পৃ., টীকা ২৩-এ লেখকের নাম ও প্রবন্ধের শিরোনাম দেওয়া আছে। U. Rizzitano (E.I.²)/মোঃ শাহাবুদ্দীন খান

ইবন মাক্কী (ابن مكي) : ৫ম/১১শ শতাব্দীতে আইনশাস্ত্র ও হাদীছে' অভিজ্ঞ বাগদাদের একটি পরিবারের নাম। এই বংশে বহু খ্যাতনামা মনীষী জন্মগ্রহণ করেন।

(১) প্রাচীনতম ব্যক্তি হইতেছেন বুওয়াহু (Buyid) বংশীয় জালালু'দ-দাওলা (৪১৬-৩৫/১০৩৫-৪৪)-এর প্রধান উযীর আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন জা'ফার আল-ইজলী। ইনি নিজেই সম্মানজনক সা'দু'দ-দাওলা ও যামীনু'দ-দাওলা উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কর্তৃত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না এবং ইহা তাঁহার প্রভু জালালু'দ-দাওলার কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে ছিল অকিঞ্চিৎকর। রাজধানীর তোরণের বহির্ভাগে তাঁবুতে অবস্থানরত 'আরব ও কুর্দী বেদুঈনদের আক্রমণ, তুর্কী প্রহরীদের অবাধ্যতা ও সুন্নী সম্প্রদায়ের সমর্থক আইনবিদ ও হাদীছ-বিদ পণ্ডিতদের একটি বিরাট দলের (যাঁহাদের মধ্যে আল-মাওয়ায়ীদীর ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিগণও ছিলেন) সাহায্যে খলীফা আল-কা'দিরের নিরন্তর ষড়যন্ত্রে (৩৮১-৪২২/৯৯১-১০৩১) তাঁহাদের উভয়ের শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আল-হাসান বসরা অভিযানের হতভাগ্য সেনাপতি ছিলেন। এই অভিযানে তিনি জালালু'দ-দাওলার ভ্রাতুষ্পুত্র ফার্স'-এর শাসনকর্তা আবু কালিজারের নিকট হইতে বসরা অধিকার করিতে ব্যর্থ হন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি এখানেই নিহত হন (৪২১/১০৩০)। এই সময়ে বুওয়ায়হীদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এতই তুচ্ছ মনে করা হইত যে, ইবনুল'-জাওযীর (মুন্‌তাজাম, ৮খ, ৬০) মতে, ইহা জানা যায় না যে, জালালু'দ-দাওলা-এর দরবারে আদৌ কোন উযীর তখন ছিলেন কিনা। এই কারণে হয়তো কোন কোন ঐতিহাসিক (গ্রন্থপঞ্জী দেখুন) আল-হাসানকে তাঁহার ভ্রাতা হিবাতুল্লাহ'র সহিত তালগোল পাকাইয়া সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় তিনি মন্ত্রিত্ব পদে তাঁহার ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

(২) আবুল'-কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন 'আলীঃ ইনি আল-হাসান ইবন 'আলীর ভ্রাতা। ইনিও ইবন মাক্কী নামে পরিচিত। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার তুলনায় অধিকতর ভাগ্যবান মোটেই বলা যায় না। তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময়কাল ঐতিহাসিক ইবনুল'-জাওযী ও ইবনুল'-আছীরের মতপার্থক্যের কারণে নিশ্চিত না হইলেও অন্তত ইহার প্রধান প্রধান ঘটনা জানিতে পারা যায়। তিনি ৩৬৫/৯৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২৩/১০৩২ সালে জালালু'দ-দাওলার মন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর তাঁহাকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চরম শী'আপন্থী আবু সা'দ মুহাম্মাদ ইবন হ'-সায়ন ইবন 'আবদিল'-রাহীমের অনুকূলে পদচ্যুত করা হয়। ইহার কিছুকাল পরে ৪২৬/১০৩৫ পর্যন্ত তাঁহাকে বিচ্ছিন্নভাবে মন্ত্রিত্ব পদে সমাসীন দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত ইবনুল-আছীর মনে করেন যে, তাঁহার ৪২৪ হিজরীর মন্ত্রিত্ব ৫ম বারের ছিল। পক্ষান্তরে তুরস্কের অনিয়মিত সেনাবাহিনীর (Militia) বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ৪২৩/১০৩১ সনে একই পদে জনৈক আবু ইসহাক আস-সাহলী সমাসীন ছিলেন। হিবাতুল্লাহর কার্যকাল ৪৩০/১০৩৮ সালে সমাপ্ত হয়। তিনি জালালু'দ-দাওলার বিশ্বস্ত মিত্র (ইবন খালদুন, 'ইবার, ৩খ, ৪৫০) কারওয়াশ ইবনুল-মুকাদ্দাদ আল-উকায়লী (ইবন মুকাদ্দাদ)-এর হাতে বন্দী হন এবং হীত-এর বন্দীশালায় দুই বৎসরের অধিক কাল কারাবাস করিবার পর এইখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কারওয়াশ ইবনুল-মুকাদ্দাদ জালালু'দ-দাওলার আদেশে কারাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশ সর্বদাই শী'আ মতবাদের সমর্থক ছিল (ইবন খালদুন, ibid. 161) [দ্র. আল-বাসাসীরী, কারওয়াশ, কুরায়শ, 'উকায়লীগণ]।

মনে হয় সুবিধামত শী'আ ও সুনী— উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি পালাক্রমে অনুগত্য প্রদর্শন করাই ছিল বানু মাক্বলার গোত্রীয় নীতি, যদিও তাহারা শেষোক্ত সুনীদের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন। অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ (ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ কর নির্ধারণ, সুদের লেনদেনের ব্যাপারে কুরআনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ) তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের এই নীতি শুরু হয় এবং যে সকল যাহুদী কারখ এলাকায় অবস্থানরত শী'আ মতাবলম্বী কারিগরদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতির সহিত বসবাস করিতেছিল, এই নীতি তাহাদের অনুকূলে কাজ করে (ইবনুল-আছীর, ৯খ, ২৮৫)।

যাহা হউক, হঠাৎ করিয়া জালালু'দ-দাওলা তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করার ফলেই সম্ভবত হিবাতুল্লাহর জীবনে চরম দুর্গতি নামিয়া আসে। তিনি এই সময় হইতেই স্বীয় গোত্রীয় স্বার্থে আবু কালিজারের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন এবং সুনীদের ছদ্মবেশী ভূমিকা পরিহার করিয়া 'উকায়লী ও মায়াদী বেদুঈন আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (ইবন কাছীর, বিদায়া, sub anno 428)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিবাতুল্লাহ তাঁহার পুত্র 'আলীকে প্রকৃত সুনী ভাবধারামতে লালন-পালন করিয়া গড়িয়া তোলেন এবং ইহার ফলে তিনি শী'আ হাদীছ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন (ইবনুল-আছীর, ৯খ, ২৮১)।

ইবন মাক্বলা কুরআন মাজীদের হাফিজ ছিলেন। কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। জিহ্বার আদ-দায়লামী নামে জনৈক অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁহার প্রশংসায় কতিপয় কাবীদা রচনা করেন (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, Toren Burg সং., ৯খ, ২৮৮, ২৯৩)।

গ্রন্থপঞ্জী : বানু মাক্বলার মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে দ্র.: (১) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৮খ, ২১, ৬০ (ইহাতে আল-হাসানকে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু হিবাতুল্লাহর কোন উল্লেখ নাই), ইহা অংশত কাহুলা প্রণীত মু'জাম, ৪খ, ২৪ অনুসরণে লিখিত; (২) ইবনুল-আছীর, ৯খ, ২৮৭, ২৯৩-৪, ২৯৮, ৩০২, ৩০৭; (৩) ইবন খালদুন, 'ইবার, ৩খ, ৪৪৬, ৪৪৭, ইহা সাধারণভাবে ইবনুল-আছীরের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত; (৪) ইবন কাছীর, বিদায়া, সম্পা. সা'আদা, ১২খ, ৪০; ইহাতে ৪২৮/১০৩৭ সালে জালালু'দ-দাওলার কেবল নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) হিবাতুল্লাহর পুত্র 'আলী, হাদীছের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা এবং রিজালশাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৪২২/১০৩২ সালে

উক্বারাতে জনগ্ৰহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন ইবন বিশরামের ন্যায় প্রখ্যাত হা'দিছ-বেত্তা (Brockelmann, SI, 281; ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৮খ, ১৮), হাশালী মাযহাবের সুপণ্ডিত আল-খারাইতী (Brockelmann, SI, 250), আবু'ত-তায়িব আত-তাবারী (ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২৮৩), যিনি শাফি'ঈ মাযহাবের প্রখ্যাত সূফী আল-কুশায়রীর শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন। ইবরাহীম ইবন ইসহাক আল-হাফ্বানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদয়তাপূর্ণ (আয-যাহাবী, তায়কিরাত, ৩খ, ৩৮২), যাহার নিকট আস-সার্বাজু'ল-কারী তাঁহার স্বরচিত সূফীবিরোধী প্রেমের গল্পগুচ্ছের (প্রেম কাহিনীর) একটি বিরাট অংশ সংগ্রহের জন্য ঋণী ছিলেন (Brockelmann, SI, 594)। হাশালী মাযহাবের বিশিষ্ট পণ্ডিত মুহাম্মাদ ইবন নাসির ও আল-'আতীকীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইনি আল-খাতীব আল-বাগদাদীর তথ্য সংগ্রহকারী (প্রা. ও. দ্র.) ছিলেন এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীতে তিনি হাদীছ বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছিলেন। ইহা খুবই সম্ভব যে, হাশালী ও শাফি'ঈ— উভয় সম্প্রদায়ের এমন মনীষীবৃন্দের সহিত এই ইবন মাক্বলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যাহারা হাদীছের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং মতী ইবনুল-মুসলিমা (দ্র.) ও খলীফা আল-কা'ইমকে সম্মিলিতভাবে যিরিয়া থাকিতেন। ইহারা সকলেই খলীফার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সপক্ষে এবং একই সঙ্গে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বুওয়ায়হীদেরকে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতাচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে না হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইবন মাক্বলা গোষ্ঠী তাহাদের সৌভাগ্যের জন্য বুওয়ায়হীদের নিকটই ঋণী ছিল। জাল হাদীছের উপর 'কিতাব ইকমালি'ল-মুখতালিফ ওয়া'ল-মু'তালিফ মিন আসমা'ই'র-রিজাল' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া 'আলী প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাতে তিনি 'আবদুল-গানী আল-আয্দী (Brockelmann, SI, 281) ও আদ-দারা কুতনী রচনা হইতে (ibid; I, 165) সাহায্য গ্রহণ করেন। আদ-দারা কুতনী হাশালী ও সূফী সমাজের নিকট একজন অত্যন্ত বরণ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যতম শ্রদ্ধেয় মনীষী হইতেছে আন-নাওয়াবী। তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত চরিতাভিধান প্রণয়নের কাজে তিনি এই গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন (Brockelmann, SI, 680)। সার্বিক পর্যালোচনায় ইবন মাক্বলার দৃষ্টান্ত সম্ভবত ইহাই প্রমাণ করিবে যে, এই প্রখ্যাত পরিবারের বংশধরণ ৫ম/১১শ শতাব্দীর দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলামী মতাদর্শ, ঐতিহ্যগত শাস্ত্রাদি ও জ্ঞানচর্চা এবং তাহার বাস্তব অনুশীলনের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, কেবল তাহাদের মাধ্যমেই অন্তত খলীফার কঠোরপন্থী পারিষদবর্গের দৃষ্টিতে প্রকৃত ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত সূত্র ব্যতীত দেখুনঃ (১) Brockelmann, SI, 602; (২) R. Bustani, D. M., IV, 15;

J.-C. Vadet (E.I²)/এ. কে. এম. আব্দুল্লাহ

ইবন মাখলাদ (ابن مخلد) : 'আব্বাসী যুগে এই নামে একাধিক সচিব ছিলেন কিন্তু ইহাদের সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। আল-হাসান ইবন মাখলাদ ইবনুল-জাররাহ মূলত একজন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী সচিব ছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যুলকা'দা ২৬৩/জুলাই ৮৭৭ সালে 'উবায়দুল্লাহ ইবন যাহ-যার

ইনতিকালের পর খলীফা আল-মু'তামিদ কর্তৃক প্রথমবারের মত তাঁহার উযীর নিযুক্ত হন। এই দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি আল-মু'তামিদের ভাই আল-মুওয়্যাকফাক-এর সচিব পদেও নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু ইবন মাখলাদের ওয়ারাত লাভের পর এক মাস অতিক্রান্ত না হইতেই মূসা ইবন বৃগা রাজধানী সামাররা-তে প্রবেশ করিলে ইবন মাখলাদ পলায়ন করত বাগদাদ চলিয়া যান। তখন সুলায়মান ইবন ওয়াহব আসিয়া ওয়ারাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ সচিব নিযুক্ত হন।

পরবর্তী বৎসর যুল-কাদা ২৬৪/জুলাই ৮৭৮ সালে সুলায়মান পদচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হইলে হাসান ইবন মাখলাদ দ্বিতীয়বারের মত উযীর নিযুক্ত হন। আগস্ট ৮৭৮ খৃ. সুলায়মান কারারুদ্ধ হইলে হাসান পলাইয়া যান এবং তাঁহার সম্পত্তিও বাজেয়াফত করা হয়। মনে হয়, তিনি পদচ্যুত হওয়ার পর মিসরে নির্বাসিত হইলে সেইখানকার শাসক ইবন তুলুন তাঁহাকে খোশআমদেদ জানান। পরে সেখান হইতে তাঁহাকে আনতাকিয়া পাঠান হয়। এইখানে তিনি অনেকটা অপরিচিত অবস্থায় ২৭৬/৮৮৯ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, ৩খ, নির্ঘণ্ট; (২) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Toren Burg), ৭খ, বিশেষত পৃ. ৫৪, ২১৫, ২১৯; (৩) ইবনু'ত-তিক্তাকা, আল-ফাখরী (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৪৩ প.; (৪) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ৩৬৭, ৪০৮ প., ৪২৪; (৫) Encyclopaedia of Islam, ৩খ, ৮৫৯; (৬) দা.মা.ই., ১খ., ৬৮৩।

D. Sourdel (E.I.² ও দা. মা. ই.) এ. বি. রফীক আহমাদ

ইবন মাখলাদ (بن مخلد) : সুলায়মান ইবনুল-হাসান, আবুল-কাসিম পূর্বোক্ত হাসান ইবন মাখলাদের পুত্র। ইনি ৩০১-১১/ ৯১৩-২৩ সালে সরকারী নিবন্ধকের দফতর (ديوان الانشاء)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর তিনি দুইবার উযীর নিযুক্ত হন : প্রথমবার খলীফা আল-মুক'তাদির-এর অধীনে ৩১৮-১৯/ ৯৩০-৩১ সালে এবং দ্বিতীয়বার ৩২৪/৯৩৬ সালে। ইবন মুক'লা পদচ্যুত হওয়ার পর তিনি প্রথমবারের মত ওয়ারাত লাভ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সঠিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন আলী ইবন সৈসার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অথচ সুলায়মান এহেন দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিলেন না কোনমতেই। জনসাধারণ তাঁহার আচরণে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না, তদুপরি রাজকোষেও দেখা দেয় অর্থের অভাব। এই কারণে ২৪ রাজাব, ৩১৯/১২ আগস্ট, ৯৩১ সালে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়, কিন্তু ৩২৪/৯৩৫-৬ সালে খলীফা আর-রাদী তদীয় উযীর আবু জা'ফার মুহাম্মাদ আল-কারখীকে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে সুলায়মানকে উযীর নিয়োগ করেন। কিন্তু দেশে এইরূপ আইন-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটতে থাকিলে খলীফা তাঁহাকে আবার পদচ্যুত করেন। তাঁহার এই অযোগ্যতা সত্ত্বেও ৩২৮/৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় তিনি পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত হন এবং রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩২৯/ডিসেম্বর ৯৪০ সালে খলীফা আর-রাদীর মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুস্তাকী তাঁহাকে উযীর হিসাবে বহাল রাখেন। কিন্তু এইবার তাঁহার মন্ত্রিত্ব ছিল নামে মাত্র। মুস্তাকীর সিংহাসনে আরোহণের চারি মাস পরেই তিনি পদচ্যুত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উরায়ব ইবন সা'দ-আল-কাতিব আল-কুরতুবী, আস-সিলা লি-তান্নিখিত-তাবারী, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৪২, ১১৩, ১৫০ প.; (২) ইবনুল-আছীর, সম্পা. Tornburg, নির্ঘণ্ট:

(৩) ইবনু'ত-তিক্তাকা, আল-ফাখরী, সম্পা. Derenbourg, পৃ. ৩৭২, ৩৮২ প.; (৪) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ৫৬৬, ৬২৮ প.।

K. V. Zettersteen (E.I.²)/এ. বি. রফীক আহমাদ

ইবন মাখলাদ (بن مخلد) : সা'ঈদ, একজন খৃষ্টান বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সচিব, যিনি পরে ওয়ারাতের পদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহাকে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই হাসান ইবন মাখলাদের সহোদর বলিয়া ধারণা করা হয়। আসলে তিনি একজন ভিন্ন গোত্রের এবং স্বল্প পরিচিত পরিবারের লোক ছিলেন। ইনি রাজপ্রতিনিধি আল-মুওয়্যাকফাকের শাসনামলে ২৬৫/৮৭৮ ও ২৭২/৮৫৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ওয়ারাতের ভূমিকা পালন করত এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হইয়াছিলেন— যদিও তিনি নিজের জন্য উযীর পদবী ধারণ করেন নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পিছনে অন্য একটি কারণও ছিল— তাঁহার সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাহায্যে খলীফাকে তাঁহার সামরিক অভিযানসমূহে সমর্থন দান। যাহা হউক, ২৬৯/৮৮২ সালে তিনি “যুল-বিয়ারাতয়ন” (দুই মন্ত্রিত্বের অধিকারী)-এর সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত হন এবং ইরাকের টাকশালে নির্মিত মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করিয়া তাঁহার অপমানের কারণ হিসাবে দায়ী করা হয় তাঁহার খৃষ্টান সহোদর আবদুল-কে, যিনি তাঁহার স্বধর্মী খৃষ্টান ভাইদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধাদি লাভ করার উদ্দেশ্যে তৎপর ছিলেন। তিনি ২৭৬/৮৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট; (২) S. Boustany, Ibn ar-Rumi, sa Vie et son aeuve, বৈরুত ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) সুলী, আখ্বাবু'র-রাদী বিদ্রাহ, অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬-৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.²)/এ. বি. রফীক আহমাদ

ইবন মাঙলী (ابن منغلي) : মুহাম্মাদ আন-নাসিরী ছিলেন সুলতান আল-মালিকুল-আশরাফ শ'বান (৭৬৪-৭৮/ ১৩৬২-৭৭ [দ্র.])-এর রক্ষীবাহিনীর একজন মামলুক কর্মকর্তা (দ্র. হালুকা), রণকৌশল সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থের ও শিকার সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের লেখক হিসাবে পরিচিত।

ইবন মাঙলী প্রদত্ত অক্তি সংক্ষিপ্ত তথ্য অনুযায়ী অবশ্যই তিনি ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৭০০-৭০৫/১৩০০-৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে কায়রোতে জনপ্রহণ করেন। তাঁহার আরবায়িত নাম (মূল নাম সম্ভবত Mongli) হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পিতা একজন কিপচাক (Kipcak) [দ্র.] ছিলেন যিনি অল্প বয়সে মামলুক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে নীত এবং সুলতান আল-মালিকুল-নাসির নাসি'রু'দ-দীন মুহাম্মদের (দ্র.) অধীনে বা'হরিয়্যা (দ্র.) নৌ-বাহিনীতে শিক্ষানবিশরূপে ভর্তি হন। এই সুলতান ৬৯৩/১২৯৩ ও ৭৪১/১৩৪১ সনের মধ্যবর্তী কালে পৃথক তিনটি সময়ে ক্ষমতাসীন হন এবং এই সুলতানের সহিত সম্বন্ধ (affiliation)-সূচক ইবন মাঙলীর আবু নাসি'রী উপাধির ইহাই মূল। এইজন্যই আলোচ্য গ্রন্থকার আল্লাদুন-নাস (দ্র.) তথা “উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের পুত্রগণ”—এর শ্রেণীভুক্ত হন, যাহাতে তিনি সুলতানের সম্মানিত রক্ষী বাহিনীর সদস্য পদ লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। সন্তান বংশের যুবকদের জন্য নির্ধারিত ব্যাপক সামরিক প্রশিক্ষণ লাভের পর সামরিক অফিসাররূপে এবং সেই সেবা

(elite) বাহিনীর মুকাদ্দাম (=কর্নেল বা ব্রিগেডিয়ার?) হিসাবে তিনি তাঁহার দীর্ঘ কর্ম-জীবনের সমাপ্তিতে উপনীত হন। এই পদমর্যাদা তাঁহার জীবনে আরাম-আয়েশ ও সম্মান নিশ্চিত করিয়াছিল। তাঁহার সাংস্কৃতিক স্পৃহা সহিত যুক্ত হইয়াছিল এক প্রগাঢ় ধর্মীয় চেতনা যাহা ছিল প্রায় কৃষ্ণ সাধনা। শিকার সংক্রান্ত রচনার শেষভাগে তিনি সকল অশান্তির উৎস স্ত্রী গ্রহণ হইতে তাঁহাকে রেহাই দানের জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অবমাননাকরভাবে তাঁহার প্রভুর হত্যার পূর্বে না পরে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না।

রণবিদ্যা, সামরিক ও নৌ-রণকৌশল সম্পর্কে ইবন মাঞ্জলীর রচনাবলী কেবল উহাদের নামোল্লেখ ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিচিত। তবে তাঁহার শিকার সংক্রান্ত গ্রন্থটি ৭৭৩/১৩৭১-৭২ সনে সংগৃহীত একটি অনন্য পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে (Paris, B. N., Ar. 2832, ff. 53)। গ্রন্থটির নাম “উনসুল-মালাবি-ওয়াহশিল-ফালা” “উনুজ মরুর পঙ্খদের সহিত সজ্জাত ব্যক্তিদের হৃদ্যতাপূর্ণ সংস্পর্শ” কোন মৌলিক সংকলন নহে, বরং গ্রন্থকারের উক্তি মতে তিনি শিকার সংক্রান্ত “আল-জামহারা ফী ‘উলুমিল-বায়যারা” (Compendium of the arts of falconry) অর্থাৎ বাজ- পাখির সাহায্যে শিকার কৌশলের সারগ্রন্থ, দ্র. Escorial, Ar. 903; Istanbul, Aya Sofya 3813; Calcutta, Asiatic Soc., Ar. 865 M 9 ৬৩৮/১২৪০ সনে বাগদাদের গ্রন্থকার আবু’র-রুহ ‘ঈসা ইবন ‘আলী ইবন হা’সসান আল-আসাদী কর্তৃক রচিত) নামক বিরাট বিশ্বকোষের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (মুখ্যতাসার)-রূপে মনে মনে তিনি গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেন। আল-আসাদীর রচনার মূল বুনটের সঙ্গে নূতন সংযোজন হিসাবে, শিকার বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘ নিজস্ব অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত এই বিষয়ের উত্তম গ্রন্থকার, যথাঃ দামীরী, জাহিজ, ইবন কুতায়বা, ইবন ওয়াহশিয়া, ইবন যুহর, রাযী ও আরও অনেক লেখকের বরাতে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যে ইহাকে একটি আদাব (দ্র.) বা সাহিত্যিক রচনারূপে পরিকল্পনা করেন নাই, তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। স্পষ্ট, সূক্ষ্ম ও অতি সংক্ষিপ্ত ভাষাশৈলীতে তাঁহার সামরিক ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিষ্কার, যদিও কিছু কিছু স্থানীয় বাকরীতি সমসাময়িক ভাষার পরিচায়করূপে স্থান লাভ করিয়াছে।

১৮৮০ খৃ. পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসী জনৈক Florian pharaon, Traite de Venerie শিরোনামে (Paris, pp. 154 text, 143 tr.) ইবন মাঞ্জলীর গ্রন্থের একটি সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু যে তথ্যভাবগ্রন্থ ও ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তিনি ব্যবহার করেন তাহা প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি নহে। মামলুক রচয়িতার গ্রন্থখানির যেমনভাবে অংগচ্ছেদ করা হইয়াছে তাঁহার ফলে এই Pharaon ‘আরবী জানিতেন কিনা এবং আদৌ শিকার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন কিনা সেই বিষয়ক প্রশ্ন যে কাহারও মনে উদ্ভিত হয়।

ইবন মাঞ্জলীর রচনায় শিকার আসক্ত ও পণ্ড বিশেষজ্ঞদের জন্য যেমন আকর্ষণীয় বিষয়াদি রহিয়াছে, অনুরূপভাবে ঐতিহাসিকগণ ৮ম/১৪শ শতকে মামলুকগণের মধ্যে প্রচলিত অশ্বাদি, অশ্বারোহণ কৌশল ও অস্ত্র চালনা সম্পর্কে এই গ্রন্থ হইতে প্রচুর খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। কারণ শিকার ছিল মামলুকদের রণকৌশল বিদ্যালয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, II, 136, S II, 167; (২) G. Zoppoth, Muhammad ibn Mangli, ein

agyptischer Offizier und Schriftsteller des 14. Jhr., in WZKM, liii (1957), 288-99; (৩) EI², art. Bayzara; (৪) D. Moller, Studien zur mittelalterlichen arabischen Falknerei- literatur, Berlin 1965; (৫) F. Vire, Abrege de cynegetique d'Ibn Mangli, টীকাসহ অনু.।

F. Vire (E.I.² Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইবন মাজা (ابن ماجه) : আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন মাজা আর-রাবাসি আল-কায্বীনী। তাঁহার কিতাবু’স-সুনান ছয়খানা সাহীহ হাদীছ গ্রন্থের অন্যতম। শাহ ‘আবদুল-‘আযীয (মৃ. ১২৩৯/১৮২২)-ও এইভাবেই তাঁহার নামের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু আবু য়ালা খালীলী আল-কায্বীনী (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪) বর্ণনা করেন যে, তাঁহার নাম হইল আবু ‘আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ ইবন মাজা, কিন্তু ইহা সঠিক নয়। তাঁহাকে কেন ইবন মাজা বলা হয় এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। যথা ইবন মাজা ছিল মুহাম্মাদ-এর সিন্ধাত (صفت : বিশেষণ), তাঁহার দাদার নয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, ‘মাজা’ তাঁহার পিতার উপাধি ছিল [আন-নাওয়াবী, তাহযীবুল-আসমা’, আল-ফীক্বআবাদী, আল-কা’মূস, ইহার উৎপত্তি মীম (م) ও জীম (ج) অক্ষরদ্বয়ের মূল উৎস হইতে; আস-সিন্দী, হাশিয়া সুনান ইবন মাজা]। আল-কা’মূসে বর্ণিত আছে, ‘মাজা’ তাঁহার পিতার নয়, দাদার উপাধি ছিল। কিন্তু শাহ ‘আবদুল-‘আযীয বর্ণনা করেন যে, ইহা ভুল (‘উজালা’-ই-নাফি’আ মুদ্রণ মুজতাবা’ঈ, দিল্লী, পৃ. ২৮)। কিন্তু তিনি তাঁহার বুসতানুল-মুহাদ্দিসীন পুস্তকে (পৃ. ১১২) নিশ্চিত করিয়া উল্লেখ করেন যে, ‘মাজা’ তাঁহার মাতার নাম ছিল। আবুল-হাসান সিন্দী (১১৩৮/১৮২৫) তাঁহার ‘শারহুল-‘আরবাসিন’ গ্রন্থে এবং মুরতাদা আয-যাবীদী (মৃ. ১২০৫/১৭৯০) তাঁহার ‘তাজুল-‘আরুস’ পুস্তকে এই একই কথা লিখিয়াছেন যে, ‘মাজা’ মুহাম্মাদের মাতার নাম ছিল। মুহাম্মাদ ফু’আদ ‘আবদুল-বাকী স্ব-মুদ্রিত সুনান ইবন মাজা (কাযরো ১৯৫৩ খৃ. পৃ. ১৫২০-১৫২৩) গ্রন্থে এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, মাজা শব্দের শেষ অক্ষর ৬ অথবা ৬ উভয়ই শুদ্ধ, তবে তিনি ৬-এরই প্রাধান্য দিয়াছেন।

ইবন মাজা ছিলেন ‘আজামী (অনারব, সম্ভবত পারস্যের অধিবাসী)। তিনি বানু রাবী’আ-র নামে পরিচিত। কারণ তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ‘আরবের আর-রাবী’আ গোত্রের মিত্র (মাওলা مولی) ছিলেন। তাই ইহা তাঁহার বংশপরিচয় নয়, বরং ইহা তাঁহার মিত্রতা পরিচয় (ولا) বহন করে মাত্র। কিন্তু কোথাও ইহা স্পষ্ট পাওয়া যায় না যে, তাঁহার এই (ولا) সম্পর্ক রাবী’আ ইবন নিযার না রাবী’আ আল-আযদ না অনুরূপ অন্য কোন রাবী’আ গোত্রের সহিত ছিল। ইবন মাজা তাঁহার শাগরিদ জা’ফার ইবন ইদরীস-এর ভাষ্যানুযায়ী (apud যাকূত, ৪খ, ৯১) ২০৯/৮২৪-২৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০ রামাদান, ২৭৩/১৮ ফেব্রুয়ারী, ৮৮৭ তারিখে কাযবীন নামক স্থানে আল-মু’তামিদ ‘আলাল্লাহ-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। ঐ সময় মু’তামিদ ‘আলাল্লাহ খলীফা ছিলেন। ইমাম নাসা’ঈ (মৃ. ৩০৩/৯১৫) ব্যতীত সি’হাহ সিন্ধাত-র সকল মুহাদ্দিসই এই খলীফার আমলে ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইবনুল-আসওয়াদ আল-কায্বীনী আভ-‘তারাইফী প্রমুখ কবি ইবন মাজা-র মৃত্যুতে মারহিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন।

ইবন মাজা-র বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মত্তির যুগ। বিদ্যানুরাগী মা'মুন-র-রাশীদ ঐ সময় খলীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর হইতেই তিনি নবী কারীম (স)-এর হাদীছ শিক্ষা ও সংগ্রহ করার নিমিত্ত আরব, ইরাক, সিরিয়া, হিজাজ, খুরাসান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য এই ভ্রমণ ২৩০/৮৪৪ সালের পর হইতে শুরু হয় (বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাহযীব, ইসমা'ঈল ইবন যুরারা-র জীবনী প্র.)। তৎকালে বিভিন্ন স্থানে ইসনাদ (হাদীছ বর্ণনাকারীদের সূত্র) ও রিওয়ായাত (বর্ণনার বিষয়বস্তু) সম্পর্কিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং হাদীছের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ পুরাদমে চলিতেছিল। ইহা ছিল খলীফা ওয়াছিক বিলাহর শাসনামল। বিদ্যোৎসাহের জন্য তাঁহাকে ছোট মা'মুন বলা হইত।

ইবন মাজা-র সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল 'আস-সুনান'। এই গ্রন্থে মোট ৪৩৪১টি হাদীছ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৩০০২টি হাদীছ সি-হাহ সিত্তার-র অন্য পাঁচখানা কিতাবেও স্থান পাইয়াছে এবং ১৩৩৯টি হাদীছ ইবন মাজা অতিরিক্ত সংগ্রহ করিয়াছেন (মতান্তরে এই কিতাবে আনু. ৪০০০ হাজার হাদীছ ১৫০ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণত ইবন মাজার 'সুনান' সি-হাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য। কথিত আছে, আবুল-ফাদল মুহাম্মাদ ইবন তাহির (মু. ৫০৭/১১১৩) এই গ্রন্থখানা সর্বপ্রথম সি-হাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আস-সুযুতী (মু. ৯১১/১৫০৫), আবদুল-গানী আন-নাবুলুসী (মু. ১১৪৩/১৭৩০), আবদুল-গানী আল-মুজাদ্দি (মু. ১২৯৫/১৮৭৮) ও হাদীছ-বিশারদগণ ও মুহাদ্দিছ-গণের অধিকাংশ জীবনী লেখকগণ ইহাকে সি-হাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী কালের সাধারণ হাদীছ বিশেষজ্ঞদের মতামতও তাই (আস-সিন্দী রচিত মুকাদ্দামা শারহ' সুনান ইবন মাজা)। কিন্তু ইবনু'স-সাকান (মু. ৩৫৩/৯৬৪), ইবন মান্দা (মু. ৩৯৫/১০০৪), আবু তাহির (মু. ৫৭৬/১১৮০) প্রমুখ 'আলিম ইহাকে সি-হাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন না, বরং তাঁহারা অবশিষ্ট পাঁচখানা সংকলনকে সি-হাহ-রূপে গণ্য করাই যথেষ্ট মনে করেন। কেহ কেহ সুনান ইবন মাজার স্থলে ইমাম মালিক (মু. ১৭৯/৭৯৫)-এর মুওয়াত্তা'তাকে সিহাহভুক্ত করেন। আবদুল গানী আন-নাবুলুসী বর্ণনা করেন যে, ছয়খানি প্রামাণ্য হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠখানা সি-হাহভুক্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্বাঞ্চলীয় 'আলিমগণের মতে ষষ্ঠখানা হইল আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন মাজা কাযীবীনী সংকলিত কিতাবু'স সুনান ও পশ্চিমাঞ্চলীয় 'আলিমগণের মতে ইমাম মালিক ইবন আনাস আল-আসবাহী রচিত মুওয়াত্তা (যাকাইরু'ল হাওয়াদীছ, মুকাদ্দিমা)। যেমন ইবন তাহির-এর সমসাময়িক মুহাদ্দিছ ইবন রাযীন (মু. ৫২৫/১১৩০) তাঁহার সংকলন গ্রন্থ আত-তাজরীদু'স-সি-হাহ ওয়াস-সুনান-এ পাঁচখানা কিতাবের সহিত ইবনে মার পরিবর্তে মুওয়াত্তা ইমাম মালিককে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইবনুল-আছীর (মু. ৬০৬/১২০৯) স্বীয় গ্রন্থ জামি'উ'ল-উসুল-এ ইমাম রাযীনের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আবু জা'ফার ইবন যুবায়র আল-গারনাতীও একই মত পোষণ করেন (তাদরীবু'র-রাবী, পৃ. ৫৬)। যাহারা সুনান ইবন মাজাকে প্রামাণ্য ছয়খানা গ্রন্থের মধ্যে शामिल করেন না, তাঁহাদের মতে এই সুনান'-এর কোন কোন হাদীছ 'দুর্বল (ضعيف) ও মুন্কার (منكر), এমনকি সুনান ইবন মাজাতে জাল (موضوع) হাদীছ' আছে বলিয়াও মন্তব্য করা হইয়াছে।

শাহ আবদুল আযীয (র) বুস্তানুল-মুহাদ্দিছীন কিতাবে আবু যুরআ আর-রাযী (মু. ২৬৪/৮৭৭)-এর বরাত দিয়া উল্লেখ করেন, সুনান ইবন মাজার ضعیف و منكر হাদীছের সংখ্যা ২০-এরও কিছু কম। কেহ বলেন, ১০-এর কিছু উপরে (গুরুতুল আইয়াতিসু সিত্তা, পৃ. ৪৬)। ফু'আদ আবদুল-বাকী ইহার সংখ্যা ৭১২ পর্যন্ত বাড়াইয়াছেন (সুনান ইবন মাজা, ফু'আদ আবদুল বাকী সংস্করণ, পৃ. ১৫২০)। কতিপয় আলিম আবার সুনান ইবন মাজাকে মুওয়াত্তার উপর মর্যাদা দিয়াছেন। কারণ ইহাতে অপর পাঁচটি হাদীছ গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক অধিক হাদীছ আছে যাহা মুওয়াত্তায় নাই (আস-সাকাবী, ফাতহ'ল-মুগীছ, লাখনৌ সংস্করণ, পৃ. ৩৩)। অন্যথায় হাদীছের বিস্মৃতা ও প্রামাণিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে মুওয়াত্তার স্থান সর্বসম্মতিক্রমে সুনান ইবন মাজার বহু উর্ধে।

সালাহুদ্দীন খালীল আলাঈ (৭৬১/১৩৫৯)-এর মতে সি-হাহ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হিসাবে ইবন মাজার পরিবর্তে সুনানুদ-দারিমীকে গণ্য করা উচিত (ফাতহ'ল-মুগীছ, পৃ. ৩৩)। সুযুতী বলেন, আল্লামা ইবন হাজার আসকালানীও একই অভিমত প্রকাশ করেন (দ্র. তাদরীবু'র-রাবী, পৃ. ৫৭)। কিন্তু আল্লামা ইবন হাজার আসকালানীর কার্যকলাপ ও হাবভাবে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন তিনি তাঁহার বুলুগুন মারাম পুস্তকে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থ হইতে হাদীছ চয়ন করিয়াছেন, কিন্তু একটি মাত্র স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও দারিমীর নাম পর্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপভাবে তিনি হাফিজ মুগালতাঈর সমালোচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সুনানুদ-দারিমীর অনুকূলে নহে (দ্র. তাওদীহ'ল-আফকার, ১খ, ৩৯; তাদরীবু'র রাবী, পৃ. ৫৭)। মোটকথা আলাঈ-এর মতামত গ্রহণযোগ্য নহে।

সুনান ইবন মাজাতে সন্নিবেশিত হাদীছসমূহের প্রসিদ্ধ রাবীগণ (বর্ণনাকারী) হইতেছেন আবুল-হাসান ইবন কাতান, সুলায়মান ইবন যযীদ, আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, আবু বাকর হামিদ আল-বাহরী সাদুন ও ইব্রাহীম ইবন দীনার।

সুনান ইবন মাজার মূল পাঠ বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন দিল্লী ১২৩৩, ১২৭৩, ১২৮২ ও ১৩০৭ হি., লাহোর ১৩১১ হি., কায়েরো ১৩১৩ হি., করাচী ১৩৭২ হি. সুযুতীর ভাষ্যসহ। 'আবদুল-গানী মুজাদ্দি ও ফাখরুল-হাসান গাজেহী লিখিত ব্যাখ্যাসমূহ মুহাম্মাদ ফু'আদ আবদুল-বাকী কর্তৃক মুদ্রিত, কায়েরো ১৯৫২-৫৪ খ., শেবাঞ্জ মুদ্রণই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া অনুমিত হয়। সুনান ইবন মাজার বহু ভাষ্যও রচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারগণের নামের তালিকা হইল : (১) 'আলী ইবন আবদিলাহ ইবন নিমাত আল-আন্দালুসী (মু. ৫৬৭/১১৭১); (২) ইবন আহমাদ আল-ইরাকী আল-মিসরী (মু. ৭১১/১৩১১); (৩) আলাউদ্দীন মুগালতাঈ (মু. ৭৬২/১৩৬০), কিন্তু ইহা অসমাপ্ত, ইহার হস্তলিখিত প্রতিলিপি টংক (ভারত) নামক স্থানে বিদ্যমান আছে; (৪) ইবন রাজাব যুবায়রী; (৫) ইবনুল-মুলাক্কিন (মু. ৮০৪/১৪০১), "বিয়া তামাসু ইলায়হি'ল-হাজা আলা সুনান ইবন মাজা" নামক পুস্তকে কেবল ঐ সমস্ত হাদীছের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহা অপর পাঁচখানা সা-হী' হাদীছ গ্রন্থে নাই; (৬) দামীরী (মু. ৮০৮/১৪০৫), আদদীবাজা ফীমারহ সুনান ইবন মাজা (পাঁচ খণ্ডে লিখিত, কিন্তু অসমাপ্ত); (৭) সিবত ইবনুল-আজামী (মু. ৮৪১/১৪৩৭); (৮) সুযুতী (মু. ৯১১/১৫০৫), মিসরাহয়-য়ুজাজা, দিল্লী ১২৮২ হি. ('আলী ইবন সুলায়মান (মু. ১৩০০/১৮৮২)-এর পর কৃত ইহার তালবীস (সারসংকলন)

নূর-মিস্বাহিস-যুজাজাও মুদ্রিত হইয়াছে, দিময়াতী রচিত তালখীস নূরিল-মিস্বাহ, কায়রো ১২৯৯ হি.; (৯) আবুল-হাসান আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৮/১৭২৫); (১০) আবদুল গানী আল-মুজাদ্দী (মৃ. ১২৯৫/১৮৭৮) ইনজাহুল-হাজা, দিল্লী ১২৮২ হি.; (১১) ফাখরুল-হাসান গাঙ্গোহী, যিনি সুনান ইবন মাজার কঠিন শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, দিল্লী ১২৮৯ হি.; (১২) মুহাম্মাদ আলাবী, মিস্বাহুল-হাজা, মুদ্রণে সুব্বুল-মাতাবি, লখনৌ; (১৩) ওয়াহীদু'য-যামান, রাফউ'ল-উজাজা, কায়রো ১৩১৩ হি. (তাঁহারই রচিত উর্দু তরজমা, লাহোর ১৯১০ খৃ.); (১৪) মুহাম্মাদ হাযারাবী, মিস্বাহুল-হাজা, লখনৌ ১৩১৫ হি.; (১৫) ফু'আদ আবদুল-বাকী-এর শারহ মিস্বাহুল-স-সুনান।

আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ (আবুল-'আব্বাস) আল-বুসীরী (৮৪০ হি., মতান্তরে ৮৭০/১৪৩৬) ও ইবন হাজার আল-হায়ছামী (মৃ. ৯৭৪ হি., মতান্তরে ৮০৭/১৪০৫) “যাওয়াইদ সুনান ইবন মাজা ‘আলা কুতবি'ল-হুফফাজি'ল খামসা” নামে পৃথক পৃথক কিতাব সংকলন করিয়াছিলেন। অন্য ‘আলিমগণ, বিশেষ করিয়া কায়বীনবাসী কাদী আল-খালীল (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪-৫৫, Brockelmann Dr., ১৩৫২ S I, ৬১৮)। ইবন মাজাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন (ইবন হাজার, তাহযীব, ৯খ, ৫৩১)। ধীরে ধীরে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পায় ও তাঁহার সুনানকে আল-কায়সারানী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) কর্তৃক সি'হাহ সিন্তার মধ্যে शामिल করা হয়। তাঁহার পুস্তক আতরাফুল-কুতুবিস-সিন্তাতে এবং জামাইলী (মৃ. ৬০০/১২০৪) রচিত “কিতাবুল-ইক'মাল”-এ শেযোক্ত গ্রন্থটি আল-মিস্বাহীর তাহযীব ও ইবন হাজার-এর তাহযীবু'ত-তাহযীব-এর মূল উৎস। কিন্তু সর্বদাই সুনান ইবন মাজাকে নিম্নের বলিয়া ধারণা করা হইত, এমনকি সুনান নাসাঈ হইতেও (Dr. Brockelmann S I, 270)। পশ্চিমাঞ্চলীয় ‘আলিমগণ কখনও ইহার স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই।

ইবন আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৫) ও হাফিজ মিস্বাহী (মৃ. ৭৪১/১৩৪০) এই সুনান-এর হাদীছ বর্ণনাকারিগণের নাম এবং উহাতে সন্নিবেশিত অভিরিক্ত রিওয়াযাতসমূহ একত্র করিয়াছেন। হাফিজ যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৭) “আল-মুজাররাদ ফী আসমাই রিজাল ইবন মাজা কুল্লিহিম সিওয়া মান উখরিজা লাহ মিন্হুম ফী আহাদিছ-সাহীহায়ন” নামে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থও সংকলন করিয়াছেন। উহার মধ্যে ইবন মাজার ঐ সকল বর্ণনাকারীর (রাবী) নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহাদের কোন হাদীছ সাহীহায়ন-এ নাই। উহার পাণ্ডুলিপি দামিশকের কুতুবখানা তাহিরিয়াতে বিদ্যমান। সুনান ইবন মাজা ও উহার বিস্তারিত ভাষ্যসমূহ ও অন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের পাণ্ডুলিপি যে সমস্ত স্থানে রক্ষিত আছে Brockelmann সেইগুলি উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনান ইবন মাজাতে ছালাছিয়্যাত [যে সমস্ত বর্ণনার সনদে নবী কারীম (স) ও ইবন মাজার মধ্যবর্তী তিনজন বর্ণনাকারী আছেন]-এর সংখ্যা পাঁচ, সেখানে সুনান আবী দা'উদ ও জামি' তিরমিযীতে ইহার সংখ্যা এক এবং সাহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে একজনও নাই।

ইবন মাজা একখানা বৃহৎ তাফসীরও রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে কুরআনের তাফসীর প্রসঙ্গে হাদীছ ও আছারসমূহ (সাহাবীগণের বাণী) ইসনাদ (সূত্রপরম্পরা)-সহ সংযোজন করা হইয়াছে। জামালুদ্দীন মিস্বাহী (ইবন মাজা-এর সুনান ব্যতীত) তাহযীবুল-কামাল গ্রন্থে এই তাফসীরের সনদ বর্ণনাকারী (রাবী)-গণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইবন কাছীর ও

সূযুতী এই তাফসীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন মাজা-এর তৃতীয় রচনা ‘আত-তারীখ’ উহা সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সময় হইতে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত একটি ইতিহাস। ইবন তাহির আল-মাক্দিসী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) কাযবীনে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। ইবন খাল্লিকান ইহাকে ‘তারীখ মালীহ’ নামে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইবন কাছীর বলিয়াছেন ‘তারীখ কামিল।’ ইবন মাজা-এর তারীখ ও তাফসীর দুই-ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হাজ্জী খালীফা কাশফু'জ জুনুন গ্রন্থে ইবন মাজা প্রণীত কিতাবসমূহের মধ্যে তারীখ কাযবীন-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত উহা কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, বরং তাঁহার আত-তারীখ-এর একটি অংশমাত্র।

ইবন মাজার উস্তাদ (শিক্ষক)-গণের মধ্যে যাহাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা হইলেন : আবু বাকর ইবন আবী শায়বা, আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ-আল-আশাজ্জ, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ, আবু কুরায়ব, হান্নাদ, আহ'মাদ ইবন বুদায়ল, তাহহান, বুনদার, মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না, আবু ছাওর, জাওহারী, আবু ইসহাক হারাবী, আবু বাকর সাগাতী, আল-আহওয়াস, আহ'মাদ ইবন সিনান, হিশাম ইবন আম্মার, আবু যুর'আ, হাতিম রাযী, দারিমী, যুহলী ও মাহমুদ ইবন গায়লান।

জামালুদ্দীন মিস্বাহী তাহযীবুল-কামাল গ্রন্থে ও ইবন হাজার তাহযীবু'ত-তাহযীব গ্রন্থে ইবন মাজার শাগরিদগণের তালিকায় অনেকের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ৫খ, ৯০; (২) যাকূত, ৪খ, ৯০; (৩) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৭খ, ১৭১; (৪) ইবন খাল্লিকান ওয়াফাতুল-আয়ান, ১খ, ৪৮৪; (৫) আয-সাহাবী, তায-কিরাতুল-হুফফাজ, ২খ, ১৮৯প.; (৬) আল-যাফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, ২খ, ১৮৮; (৭) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ, ৫১; (৮) ঐ লেখক, আল-বাইছুল-হাছীছ, মিসর ১৩৫৩., ৯০ প.; (৯) আল-ফীরয়আবাদী, আল-কামুস, Dr. মীম, জীম, হা, ধাতু; (১০) ইবন হাজার আল-আসক'ালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৯খ, ৫৩০; (১১) ইবন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, ২খ, ৭৬ প.; (১২) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ জুনুন, মুদ্রণ যালতাকারী, আমুদ ১০০; (১৩) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ১৬৪; (১৪) আল-মুরতাদা আয-যাবীদী, তাজুল-আরাস; (১৫) শাহ আবদুল-আযীয, উজালা-ই নাফি'আ, মুদ্রণ মুজতাবাঈ, দিল্লী, পৃ. ২৮; (১৬) ঐ লেখক, বুস্তানুল-মুহাদ্দিছীন, ১২৪ প.; (১৭) সিদ্দীক হাসান খান, ইতহাফুন নুবালা, মুদ্রণ কানপুর ৮৮ প.; (১৮) ঐ লেখক, আল-হিত্তা বি-যিকরি সি'হাহ সিন্তা, কানপুর, ১২৮৩ হি.; ১২৮; (১৯) মুহাম্মাদ জা'ফার কাতানী, আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফা, বৈরুত ১৩৩২ হি.; (২০) মুহাম্মাদ আবদুর-রাশীদ লুকমান, ইমাম ইবন মাজা আওর 'ইলম হাদীছ', করাচী ১৩৭৬ হি.; (২১) Brockelmann, ১খ., ১৬৩; ও SI, 270; (২২) E.I.² Leiden ৩খ, ৮৫৬।

‘আবদুল-মান্নান উমার (দা.মা.ই.)/মুহাঃ সাইয়েদুল ইসলাম

ইবন মাজিদ (ابن ماجد) : পূর্ণ নাম শাহাবুদ্দীন আহ'মাদ (ইবন মাজিদ) আন-নাজদী, ৯ম/১৫শ শতকের জনৈক আরব নাবিক, নৌ-চালনা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের প্রণেতা। উহাতে ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, চীন সাগরের পশ্চিমাংশ এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ

সন্নিহিত জলভাগে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও নির্দেশাবলী লিখিত রহিয়াছে।

১৪৯৮ খৃ. পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত মালিন্দী (ملندی) নামক স্থানে পৌঁছিলে তিনি তথায় এইরূপ একজন সামুদ্রিক নাবিকের সাক্ষাত লাভ করেন যিনি তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কালিকট নামক স্থানে সরাসরি পৌঁছাইয়া দেন। উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণকারী জনৈক নাবিক তাঁহার ডায়েরীতে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন (Roteiro da viagem de Vasco de Gama en MCCCCXCVII, দ্বিতীয় সংস্করণ, A, Herculano Castello de Paiva কর্তৃক মুদ্রিত, লিসবন ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৪৯), উক্ত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত লেখকবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১) Damiao de Gos (chronica de Serenissimo Rei d' Manuel কয়েমরা ১৮৯০ খৃ., ১খ, পরিচ্ছেদ ৩৮, পৃ. ৮৭); (২) Castanheda (Historia do descobrimento e conquista da India Pelos portugueses, ১৮৩৩ খৃ., প্রথম পুস্তক, ১২ পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও ১৩ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ, পৃ. ৪১); এবং (৩) Barros [De Asia, (decade), ৬ পরিচ্ছেদ, ১৭৭৮ খৃ. প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণের ৩১৯-৩২০ পৃ.]। উক্ত ঐতিহাসিকগণ আলোচ্য 'আরব নাবিকের নাম নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেনঃ ঐতিহাসিক Castanheda ও ঐতিহাসিক Goes-এর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন Malemo Canaqua" এবং ঐতিহাসিক Barros-এর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন Malemo Cana অর্থাৎ "নক্ষত্রের সাহায্যে (সমুদ্র) জাহাজ চালনাবিদ্যার উদ্ভাদ"।

উপরিউক্ত বর্ণনা কুতুবুদ্দীন আন-নাহরাওয়ানী (১৫১১-৯৫৮২ খৃ.; উক্ত শিরোনামের নিবন্ধ দ্র.) কর্তৃক রচিত আল-বারকুল-য়ামানী ফিল-ফাতহ'ল- উছ-মানী (البرق اليماني في الفتح العثماني) নামক গ্রন্থ, ১নং টীকা, দ্বারাও সমর্থিত হয় (দেখুন, প্যারিস, সরকারী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, 'আরবী, নং ১৬৪৪-১৬৫০; এতদ্ব্যতীত নং ৫৯২৭)। কুতুবুদ্দীন আন-নাহরাওয়ানী লিখিতেছেন :

"অভিশপ্ত ফিরিসীদের অন্যতম শাখা অভিশপ্ত পর্তুগীজদের ভারতীয় উপমহাদেশে অনুপ্রবেশ একদল পর্তুগীজ অভিযাত্রী সাবতা (Ceuta سبتة) প্রণালীতে জাহাজে আরোহণ করত বাহর-ই জলুমাত (بحر ظلمات আটলান্টিক মহাসাগর)-এ প্রবেশ করিয়া কুমর পর্বতমালা (كوه قمر Comaro Kumr, যাহা নীলনদের উৎপত্তিস্থল)-এর পশ্চাত দিক দিয়া পূর্ব আফ্রিকায় পৌঁছিত। তাহারা উপকূলের নিকটবর্তী একটি প্রণালীর মধ্য দিয়া এইরূপ একটি জলভাগ অতিক্রম করিত, যাহার একদিকে রহিয়াছে (কুমর) পর্বত এবং অন্যদিকে রহিয়াছে আটলান্টিক মহাসাগর। এই স্থানে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। পরস্পর বিপরীতমুখী সংঘাতময় তরঙ্গরাজির আঘাতে এই স্থানে তাহাদের জাহাজ ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইত এবং কোনও নাবিকেরই জীবন রক্ষা পাইত না। এইরূপ ব্যর্থ অভিযান বহুকাল ধরিয়া চলিতেছিল। এই সময়ে তাহারা উক্ত মরণ-সাগরে জাহাজ-ডুবিতে শুধু ডুবিয়াই মরিয়াছে এবং তাহাদের কেহই ভারত মহাসাগরে পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে এক সময়ে পর্তুগীজ

অভিযাত্রীদের একখানা হালকা দ্রুতগামী জাহাজ ভারত মহাসাগরে পৌঁছিল। ভারত মহাসাগরে পৌঁছিবার পূর্বে তাহারা এতদসম্পর্কিত তথ্যাবলীর সন্ধান লাভে সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে আহ-মাদ ইবন মাজিদ নামক জনৈক অভিজ্ঞ নাবিক তাহাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। পর্তুগীজ ফিরিসীদের নেতা উক্ত অভিজ্ঞ নাবিকের সহিত মালিন্দী নামক স্থান পর্যন্ত গেলেন এবং তাঁহাকে মদ্যপানে নিজের শরীক করিলেন। উক্ত নাবিক মাতাল অবস্থায় তাঁহাকে ভারত মহাসাগরে পৌঁছিবার পথ বলিয়া দিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "ওই বিপজ্জনক স্থানের নিকটে পৌঁছিবার পর উপকূলের কাছে না গিয়া দূর সমুদ্রের মধ্য দিয়া স্থানটি অতিক্রম করিবার পর জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া পুনরায় উপকূলের দিকে গেলে সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ এলাকা এড়াইয়া নিরাপদে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারিবেন।" পর্তুগীজ নাবিকগণ তাঁহার পথনির্দেশ অনুসারে জাহাজ চালাইলে তাহাদের বহু জাহাজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে থাকিল। এইরূপে ভারত মহাসাগরে তাহাদের আনাগোনা অধিক পরিমাণে ঘটতে লাগিল এবং তাহারা গোয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন করিল (পাণ্ডুলিপি, নং ১৬৪৪ পৃ. ৫ ছত্র ১৬, পৃ. ৬, ১ ছত্র)।

উক্ত বর্ণনায় উল্লিখিত পর্তুগীজ নাবিক কর্তৃক মুসলিম নাবিক ইবন মাজিদকে মদ্যপানে মাতাল বানাইবার ঘটনা সম্ভবত অমূলক ও ভিত্তিহীন। মনে হয়, উহা একটি সদুদ্দেশ্যপ্রসূত মিথ্যা ঘটনা। এইরূপ মিথ্যা ঘটনা সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহা দ্বারা একজন মুসলিম নাবিকের এইরূপ একটি কার্যের কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব হইবে, যাহা পবিত্র মক্কার মুসলমানদের দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া বিবেচিত হইত (উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী লেখক কুতুবুদ্দীন একজন মক্কারাসী ছিলেন)। উক্ত ঘটনা না ঘটিয়া বরং এইরূপ ঘটয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, 'আরব নাবিক পর্তুগীজ নাবিকের নিকট হইতে বিপুল পারিতোষিক প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াই তাঁহাকে ভারত মহাসাগরে পৌঁছিবার পথ দেখাইয়াছিলেন। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকগণের উক্ত ঘটনার বিষয় গোপন রাখিবার কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তাহারা এতদসম্পর্কিত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সর্বপ্রথমে ঐতিহাসিক Barros ভাস্কো ডা গামার অভিযান সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "ভাস্কো ডা গামার মালিন্দীতে অবস্থানকালে (ভারতের গুজরাট অঞ্চলের অন্তর্গত) খাম্বায়াত এলাকার কিছু সংখ্যক হিন্দু বণিক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে যায়। তাহারা (পর্তুগীজ নাবিকদের নিকট) কুমারী মেরীর একটি মূর্তি দেখিয়া উহাকে তাহাদের কোনও দেবীর মূর্তি মনে করত উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ইহাতে ভাস্কো ডা গামা তাহাদেরকে সেন্ট টমাস-এর যুগ হইতে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী খৃষ্টান বলিয়া মনে করিলেন। উক্ত বণিকদের সঙ্গে গুজরাটের মূল গ্রন্থে এইরূপ আছে "একজন মূর মুসলিমও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মালেনো Maleno (মু'আল্লিম) Cana (=Kanaka I নক্ষত্র বিদ্যাশাস্ত্র)।" তিনি শুধু আমাদের নাবিকদের সাহচর্যে থাকিয়া অত্যন্ত আনন্দবোধ করিবার কারণে নহে, বরং মালিন্দীর সম্রাটের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত ও (ভারতে পৌঁছিবার সামুদ্রিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে) তাহাদের সঙ্গী হইতে সানন্দে সম্মত হইলেন। উল্লেখ্য যে, মালিন্দীর সম্রাট তখন পর্তুগীজ নাবিকদের জন্য একজন পথপ্রদর্শক খুঁজিতেছিলেন। যাহা হউক, ভাস্কো ডা গামা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া

সমুদ্রে জাহাজ চালানায় তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। বিশেষত উক্ত মূর নাবিক যখন তাঁহাকে আরবীয় নিয়মে প্রকৃতকৃত সমগ্র ভারতীয় উপকূলের একটি নকশা দেখাইলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস ও আনন্দের সীমা রহিল না। উক্ত নকশায় দ্রাঘিমা রেখাসমূহ ও অক্ষরেখাসমূহ অত্যন্ত বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অবশ্য উহাতে বাতাসের গতিপথসমূহ প্রদর্শিত হয় নাই। অধিকতর উক্ত নকশার চতুষ্কোণসমূহ যেহেতু দ্রাঘিমা রেখাসমূহ এবং অক্ষরেখাসমূহের পারস্পরিক ছেদ দেখাইয়া প্রকৃত করা হইয়াছিল ও যেহেতু তাহার ফলে সেইগুলি ছিল ক্ষুদ্রায়তন, তাই উক্ত নকশার সাহায্যে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রবহমান বিভিন্ন শ্রেণীর বাতাসের গতিপথ দেখিয়া উপকূলে পৌছিবার পথ অত্যন্ত সহজে নির্ণয় করা সম্ভবপর ছিল। উক্ত নকশার আরেকটি গুণ এই ছিল যে, আমাদের পর্তুগীজ নকশাসমূহে বাতাসের গতিপথসমূহ প্রদর্শনের নিমিত্ত যেকোনো চিহ্নাদির আধিক্য থাকে, অন্যরা যাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে, উহাতে সেইরূপ কোনও আধিক্য ছিল না। ভাস্কো ডা গামা উক্ত মূর মুসলমান নাবিককে নিজের সঙ্গে আনীত কাষ্ঠনির্মিত বৃহদাকার অস্তারলাব (اسطرلاب = Astrolad সূর্য ও ঘড়ি) এবং তৎসহ ধাতু নির্মিত আরও কতগুলি সূর্য ঘড়ি দেখাইলেন। এই সকল সূর্য ঘড়ি দ্বারা সূর্যের উর্ধ্বাকাশে ক্রম-উত্থানের পরিমাণ পরিমাপ করা হইত। বিষয়কর বিষয় এই যে, এই সকল যন্ত্র দেখিয়া উক্ত মূর নাবিক মোটেই বিস্মিত হইলেন না। তিনি ভাস্কো ডা গামাকে বলিলেন, লোহিত সাগরে জাহাজ চালানায় পথপ্রদর্শক সূর্য ও ধ্রুবতারার উর্ধ্বাকাশে অবস্থান ও ক্রম-উত্থানের পরিমাণ পরিমাপ করিবার কার্যে—জাহাজ চালানায় যাহা দ্বারা তিনি অত্যন্ত উপকৃত হইয়া থাকেন—পিতল নির্মিত ত্রিকোণাকার এক প্রকারের যন্ত্র (Sextant) ও কোণ পরিমাপক যন্ত্রের (quadrant) সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি ভাস্কো ডা গামাকে আরও বলিলেন, তিনি নিজে ও খামবায়াতসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নাবিকগণ আকাশের উত্তরাংশে ও দক্ষিণাংশে অবস্থিত কতগুলি নক্ষত্রের সাহায্যে এবং মধ্যাকাশ পথে পূর্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণশীল কতগুলি বিশিষ্ট নক্ষত্রের সাহায্যে (দিক নির্ণয় করত) জাহাজ চালাইয়া থাকেন। তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন, “তিনি ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক প্রদর্শিত ও বর্ণিত যন্ত্রাদির ন্যায় যন্ত্রসমূহের সাহায্যে সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের উর্ধ্বাকাশে ক্রম-উত্থানের পরিমাণ পরিমাপ করেন না, বরং তিনি অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত কার্য করিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটি তখন তাঁহার নিকট ছিল এবং ভাস্কো ডা গামাকে দেখাইবার উদ্দেশে উহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন (উক্ত যন্ত্র সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. ভূগোলশাস্ত্রবিদ আবু'ল-ফিদা কর্তৃক রচিত ভূগোল গ্রন্থের উপক্রমণিকা, Reinaud Introduction general a la geographie des Orientaux, Published in Geogr. d aboulfeda, 1 ciixl sq)। উক্ত যন্ত্রটি তিনখানা ফলক দ্বারা নির্মিত ছিল। উহার আকার ও উহার ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে যেহেতু আমি আমার Geographia Universalis গ্রন্থের (দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থটি বর্তমানে আর পাওয়া যায় না) জাহাজ চালানায় ব্যবহার্য যন্ত্রাদির বিবরণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে আলোচনা করিব। তাই এ স্থলে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, আলোচ্য যন্ত্রটি দ্বারা আরবগণ সেই কাজই করিয়া থাকেন, যে কাজ পর্তুগালে নাবিকদের নিকট Arabales trille নামে পরিচিত যন্ত্র দ্বারা করা হয় এবং যাহার উদ্ভাবক সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বোক্ত

Geographia Universalis গ্রন্থের পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করিব। যাহা হউক, উক্ত আলোচনা ও পরবর্তী অন্যান্য আলোচনা দ্বারা ভাস্কো ডা গামা অনুভব করিলেন যে, তিনি ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালানায় অভিজ্ঞ মহামূল্য এক অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার লাভ করিয়াছেন (Parecia-lheter nelle hum gr'ao thesouro)। অতএব পাছে তিনি তাঁহাকে হারাইয়া বসেন এই আশংকায় যথাসম্ভব সত্বর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করত ২৪ এপ্রিল, ১৪৯৮ খৃ. ভারতীয় উপমহাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন” [De Asia, প্রথম দশক (decade), চতুর্থ পুস্তক, পরিচ্ছেদ ৬, পৃ. ৩১৮-৩২১, ১৭৭৮ খৃ. মুদ্রিত]।

ঐতিহাসিক Goes ও ঐতিহাসিক Castanheda পৃ. স্থা.)-এর বর্ণনামতে ভাস্কো ডা গামার উক্ত পথ-প্রদর্শক ছিলেন একজন গুজরাটী পথপ্রদর্শক। ঐতিহাসিক Barros- এর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন একজন গুজরাটী মুসলমান। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার যে উপাধি বর্ণনা করিয়াছেন উহা পরস্পর পৃথক দুইটি ভাষার দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত (১) Malemo ‘আরবী تقويم উত্তাদ: নাবিকদের পরিভাষায় উহার অর্থ জাহাজ চালানায় পারদর্শী ব্যক্তি এবং (২) Canaqua=kanaka: তামিল ভাষায় উহা সংস্কৃত ভাষা শব্দ গণক (নক্ষত্র বিদ্যাশিখার)। তু. (১) এর সমার্থক The book of Duarte Barbosa, M. Long Worth Dames Hak-Luyt Society কর্তৃক ১৯২১ খৃ. মুদ্রিত, ২খ, ৬১-৬২; (২) Ph. S. Van. Ronkel লিখিত উক্ত গ্রন্থের সংশোধনী নিবন্ধ, Museum সাময়িকীতে প্রকাশিত, লাইডেন ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৮)। পক্ষান্তরে উক্ত Malemo Canaqua নিঃসন্দেহে সেই আহমাদ ইবন মাজিদ যাহার নাম আল-বারকু'ল-য়ামানী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহার নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন জুলফার নামক স্থানে জনপ্রহরণকারী ‘আরব বংশোদ্ভূত লোক। Goes, Castandeha Barros এই ঐতিহাসিকত্রয়ের বর্ণনায় অথবা তাহারা যে সকল লেখকের গ্রন্থাবলী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল লেখকের বর্ণনায় (আলোচ্য আহ'মাদ ইবন মাজিদের জনস্থানের নাম সম্বন্ধে) যে ভ্রম ঘটয়া গিয়াছে, উহা স্পষ্ট। কিন্তু কিরূপে এই ভ্রম ঘটিল, এই নিবন্ধকার তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

শুধু উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে নহে, বরং অন্যান্য গ্রন্থের মাধ্যমেও আমরা ইবন মাজিদ সম্বন্ধে জানিতে পারি। যেমন তুর্কী আমীরুল-বাহর (تقويم এডমিরাল বা প্রধান নৌ-সেনাপতি) সীদী ‘আলী তাঁহার জাহাজ চালনা সম্পর্কিত উপদেশাবলী সম্বলিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “আল-মুহী'ত গ্রন্থের লেখক উহার ভূমিকায় বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বসরা শহরে পাঁচ মাসব্যাপী অবস্থানকালে (১৫৫৪ খৃ.) যাহা বর্ষার প্রারম্ভকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং অতঃপর বসরা হইতে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত ভ্রমণকালে যাহা শাবান মাসের প্রারম্ভকাল হইতে শাওয়াল মাসের সমাপ্তিকাল (২ জুলাই হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৫৫৪ খৃ.) পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, সর্বমোট আট মাস ধরিয়া সমুদ্রোপকূলে জাহাজ চালনাবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের সহিত এবং যে সকল স্থানীয় নাবিক আমার জাহাজে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সহিত সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্বন্ধে দিব্যরাত্রি আলোচনা করিবার কোনও সুযোগই হাতছাড়া হইতে দিতাম না। এইরূপে আমি হরমুয প্রণালী ও ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকারী প্রাচীন যুগের নাবিক লায়ছ ইবন কাহলান (ليث بن كهلان), মুহাম্মাদ

ইবন শায়ান (محمد بن شاذان) ও সাহল ইবন আবান (سهل بن ابان) ভারত মহাসাগরে কিরুপে জাহাজ চালাইতেন, তাহা জানিয়া লই। আমি বর্তমান যুগের সমুদ্র নাবিকগণ, যেমন উম্মান প্রদেশের অন্তর্গত জুলুফার (جلفار) নামক স্থানের অধিবাসী আহমাদ ইবন মাজিদ ও (দক্ষিণ 'আরবের অন্তর্গত) জুরয অঞ্চলের শিহর (شحر) নামক স্থানের অধিবাসী সুলায়মান ইবন আহমাদ (দ্র. সুলায়মান আল-মাহ্রী নিবন্ধ) কর্তৃক রচিত এতদসম্পর্কিত গ্রন্থাবলীও সংগ্রহ করি। এইরূপে আমি কিতাবুল-ফাওয়াইদ ও আল হাবিয়া (ইবন মাজিদ কর্তৃক প্রণীত; এতদসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে) এবং সুলায়মান আল-মাহ্রী প্রণীত তুহ-ফাতুল-ফুহুল, মিনহাজ ও কালাদাতুল-শ-শুমুস গ্রন্থগুলিও সংগ্রহ করি। এই সকল গ্রন্থ আমি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি। প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল গ্রন্থের সাহায্য না পাইলে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইত। অপচিরিত ও অনবহিত কাণ্ডান, নাবিক ও মাঝি-মাল্লাহ্ এতদঞ্চলে জাহাজ চালনা সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া থাকেন। তাই তাহাদেরকে সর্বদা কোন না কোন পথ প্রদর্শকের সাহায্য লইতে হয়। কারণ তাহাদের নিজেদের নিকট প্রয়োজনীয় কোন তথ্য থাকে না। এই কারণে আমি উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে এতদসম্পর্কিত যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য লিখিত রহিয়াছে, অন্তত সেই সকল তথ্য সংকলিত করা এবং তুর্কী ভাষায় উহাদের অনুবাদ করিয়া দেওয়া আমার জন্য জরুরী কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। অতঃপর সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করাও আমি নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এইরূপ একখানা গ্রন্থ রচিত হইলে নাবিকগণ উহা পাঠ করিয়া সমুদ্র পথের পথ প্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকেই জাহাজ চালাইয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে উপরিউক্ত 'আরবী গ্রন্থাবলীর তুর্কী অনুবাদের কার্য অল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। যেহেতু আমার গ্রন্থে সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্পর্কিত সকল বিষয়কর তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাই আমি উহার নামকরণ করিয়াছি আল-মুহীত (المحيط = সকল তথ্যের পরিবেষ্টক) [Die topograp- hischen Caitel des Indischen Seespiegels Mohit, অনু. M Bittner, ভূমিকা ও ত্রিশটি নকশা W. Tomaschenk কর্তৃক প্রদত্ত, ভিয়েনা ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৫৩]। সীদী 'আলী অতঃপর (পৃ. ৫১) ইবন মাজিদের নাম উল্লেখ করত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকারী নাবিকদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য নাবিক বলিয়া এবং তৎকালীন যুগের সামুদ্রিক জাহাজ চালনা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সীদী 'আলী প্রণীত 'আল-মুহীত' গ্রন্থ হইতে যে সকল উদ্ধৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, ঐগুলি পাঠে জানা যায় যে, উক্ত গ্রন্থখানা প্রকৃতপক্ষে ইবন মাজিদ ও সুলায়মান আল-মাহ্রী কর্তৃক প্রণীত সামুদ্রিক পথ-প্রদর্শক গ্রন্থাবলী ও সমুদ্রে জাহাজ চালনার নিয়মাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর একাংশের তুর্কী অনুবাদ। অবশ্য একথা সত্য যে, উহাতে স্থানে স্থানে ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে। তুর্কী আমীরুল-বাহর সীদী 'আলী তাহার গ্রন্থে যে সকল 'আরবী গ্রন্থ ও উহাদের রচয়িতাদের নাম পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Maximilien Bittner ও তাঁহার পূর্বসূরী Von Hammer ইহাদের কেহই উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন

নাই। সাহিত্য বিষয়ক কোনও ইতিহাস গ্রন্থেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য প্যারিসস্থ সরকারী গ্রন্থাগারের 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের ২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপিতে উহাদের নাম-পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে (প্রথমে উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানা ১৮৬০ খৃ. সংগৃহীত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সহিত সিরিয়ার অধিবাসী Joseph Ascari নামক জনৈক পাদরী কর্তৃক একটি ক্রোড়পত্র সংযোজিত রহিয়াছে। উক্ত ক্রোড়পত্র হইতে জানা যায় যে, উক্ত পাণ্ডুলিপিখানা ১৭৩২ খৃ. ও উক্ত গ্রন্থাগারে বর্তমান ছিল)। সীদী 'আলী তাঁহার গ্রন্থ রচনায় যে সকল পুস্তক হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত মূল্যবান পাণ্ডুলিপিদ্বয়ে সেই সমুদয় গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এমন কি উহাতে এইরূপ কতগুলি গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহাদের সম্বন্ধে তুর্কী আমীরুল-বাহর সর্বদা অবহিত ছিলেন না।

২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপিতে যাহা আলোচ্য গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সরাসরিভাবে অনুলিখিত হইয়াছে, ১৮১ পাতা রহিয়াছে। উহার আয়তন ২৬০ × ১৮০ মি.মি.। প্রতিটি পৃষ্ঠায় উনিশটি ছত্র রহিয়াছে। উহাতে ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত উনিশখানা সামুদ্রিক পথ-প্রদর্শনমূলক পত্র ও সমুদ্রে জাহাজ চালনার নিয়মাবলী সম্পর্কিত অন্য কতগুলি পুস্তিকা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। লিপিকার উহাদেরকে উহাদের রচনাকালের ক্রমানুসারে না লিখিয়া নিম্নোক্ত ক্রম অনুসারে লিখিয়াছেন :

(১) কিতাবুল-ফাওয়াইদ ফী উসূল 'ইলমিল-বাহরী ওয়াল-কাওয়াইদ (كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقواعد) উহা পাণ্ডুলিপির ১ম পাতা হইতে ৮৮ ক পাতা পর্যন্ত (সীদী 'আলী স্বীয় গ্রন্থে উক্ত পুস্তিকাকেই ফাওয়াইদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন)। উহা একখানা গদ্য পুস্তিকা, উহাতে বারটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। উহার রচনাকাল ৮৯৫/১৪৮৯-১৪৯০ সন। উহার প্রথম দিকের পৃষ্ঠাসমূহে সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্বন্ধে এবং চৌম্বক সূচীর (=কম্পাস যন্ত্রের) উদ্ভাবন ও উহার প্রাথমিক যুগের বিষয়কর কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর ইবন মাজিদ উহাতে চন্দ্রের আটাইশটি মানঘিল তথা উহার কলাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উহাতে কম্পাস যন্ত্রে ত্রিশটি দিকে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহ সম্বন্ধে, ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন সামুদ্রিক পথ সম্বন্ধে, উক্ত মহাসাগর ও পশ্চিম চীন-সাগরের উপকূলে অবস্থিত কতগুলি সামুদ্রিক বন্দরের অক্ষাংশগত অবস্থান সম্বন্ধে, স্থলভাগে পৌঁছিবার বিভিন্ন আলামত সম্বন্ধে—যেমন পাখী উড়িতে দেখা, উপকূলবর্তী জলভাগের গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের স্থলভাগে পৌঁছিবার বিভিন্ন সামুদ্রিক পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উহাতে বিখ্যাত দশটি দ্বীপের পরিচয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত দ্বীপগুলি হইতেছে এই : (১) 'আরব উপদ্বীপ; (২) মাদাগাস্কার; (৩) সুমাত্রা; (৪) জাভা; (৫) ফরমোজা; (৬) সিলন (শ্রীলংকা); (৭) যাঞ্জিবার; (৮) বাহরাইন; (৯) পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইবন জাওয়ান (ابن جوان = ইবন গাওয়ান = বারাখত) দ্বীপ ও (১০) সাকতারী দ্বীপ। (প্রসঙ্গক্রমে তিনি উহাতে বাহুরায়ন ও মাহুরাহ-এর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং হি. নবম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে উক্ত স্থানে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির বিবরণও প্রদান করিয়াছেন)। ইবন মাজিদ তাঁহার উক্ত পুস্তিকায় সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের বায়ুর প্রায়স্কাল ও সমাপ্তিকালও বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বশেষে উহাতে তিনি লোহিত সাগর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি লোহিত

সাগরের নোসরকরণ স্থানসমূহের, ঘূর্ণিবর্তসমূহের এবং পানির উপরে দৃশ্যমান প্রস্তর-প্রাচীর, প্রবাল প্রাচীর ও বালুকা-চড়াসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত de Slane প্যারিসস্থ 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকার ৩০১ পৃষ্ঠায় ইবন মাজিদ কর্তক প্রণীত আলোচ্য পুস্তিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই রচনাটিতে বর্ণনা-বাহুল্য রহিয়াছে। উহাতে এইরূপ বিপুল পরিভাষা রহিয়াছে যাহাদের অর্থ ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকারী নাবিকগণ ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই।" de Slane-এর উক্ত বর্ণনা শুধু আংশিকভাবে সত্য। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ২২৯২ ক্রমিক নং ও ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির পুস্তিকাষয় শুধু নাবিকদের জন্য রচিত হইয়াছে। সেইগুলি সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা সম্পর্কিত পরিভাষা অধিক পরিমাণে থাকাই স্বাভাবিক। এই সব পুস্তক-পুস্তিকা হইতে যে সকল বিশেষ পরিভাষা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের রচয়িতা কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, উহারা 'আরবী অভিধান গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলিয়া প্রমাণিত হইবে (এই নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীর শেষে লিখিত ২য় টীকা দ্র.)।

(২) হাবিয়াতু'ল-ইখতিসার ফী উসূলি 'ইলমিল-বিহার (حَاوِيَةِ الاختصار في اصول علم البحار) [সীদী আলী তাঁহার গ্রন্থে, উক্ত পুস্তিকাতেই হাবিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন; উহা পাণ্ডুলিপির ৮৮ পাতা হইতে ১১৭ ক পাতা পর্যন্ত]। পুস্তিকাখানা পদ্যে 'রাজ' ছন্দে রচিত। উহাতে এগারটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। পুস্তিকার প্রারম্ভে গদ্যে রচিত বিশ ছত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রহিয়াছে। ভূমিকার পর প্রথম পরিচ্ছেদে জাহাজ উপকূলের কাছে পৌছিবার চিরুসমূহ, যাহা জানা নাবিকদের জন্য অত্যন্ত জরুরী, বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চন্দ্রের মানযিলসমূহ এবং বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'আরব, রোমান, মিসরীয় ও পারসিক পঞ্জিকাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কোন কোন নক্ষত্রের অবস্থান স্থান সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও উহাদের সঠিক অবস্থান নির্দেশ, বিভিন্ন প্রকারের মৌসুমী বায়ুর পরিচয়, কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ নক্ষত্র আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার বর্ণনা, উহাদের অক্ষাংশগত অবস্থান অপরিবর্তিত থাকিবার বিষয় এবং আকাশে উহাদের অন্তর্হিত হইবার তারিখসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত প্রতিটি তারিখ পারসিক পঞ্জিকামতে প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে পৌছিবার সামুদ্রিক পথসমূহ বর্ণিত হইয়াছে : (১) 'আরব; (২) হিজায়; (৩) শ্যামদেশ (ইবন মাজিদ উহা দ্বারা মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বুঝাইয়াছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁহার যুগে উক্ত উপকূলের সমগ্র অংশই শ্যামদেশের অংশ ছিল) এবং (৪) সূদান উপকূল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া আল-মাহরাজ অর্থাৎ সুমাত্রা (১০১ খ পাতা ও ১১৩ ক ও খ পা. দ্র.), উহার পূর্ব উপকূলের নিকটে অবস্থিত Billiton দ্বীপ, চীন ও ফরমোজা দ্বীপের উপকূলসমূহে অবস্থিত স্থানসমূহে পৌছিবার সামুদ্রিক পথের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে ভারত মহাসাগরের পূর্বে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, লাক্ষাদ্বীপ, মাদাগাস্কার, য়ামান, আবিসিনিয়া, সোমালিয়া, আতওয়াহ (দক্ষিণ 'আরবে অবস্থিত) ও মাকরান-এর উপকূলসমূহে পৌছিবার সামুদ্রিক পথসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে 'আরব উপকূল এবং পশ্চিম ভারতীয় বন্দরসমূহের মধ্যকার বিভিন্ন সমুদ্রপথের দূরত্বসমূহ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদে পশ্চিম ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দরের অক্ষাংশগত অবস্থানের পরিচয় প্রদত্ত

হইয়াছে। দশম পরিচ্ছেদে প্রকৃত অর্থে সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা বলিতে কী বুঝায় তাহা এবং ভারত মহাসাগরসহ বিভিন্ন গভীর সাগরের স্রোতধারাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল স্রোতধারা সূদান, ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সমুদ্রপথে প্রবহমান রহিয়াছে (সমুদ্রপথের উক্ত অঞ্চলটি বর্তমান যুগে আমাদের নিকট বিশাল ভারত মহাসাগর নামে পরিচিত)। একাদশতম পরিচ্ছেদে সমুদ্রে জাহাজ চালনার সহিত সম্পর্কিত জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

হাবিয়া পুস্তিকার প্রথমোক্ত ফাওয়াইদ পুস্তিকার বিভিন্ন স্থানে যাহার নাম উল্লিখিত, রচনাকাল [পত্রক ১১৬ (ب)] নিম্নোক্তরূপে লিখিত রহিয়াছে, "এই পুস্তিকার রচনা (পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত) জুলফার নামক স্থানে যাহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-নাবিকদের জন্মস্থান বটে, যুলহিজ্জা নামে গাদীর বারে (=জুম্ম'আর দিনে; ৩য় টীকা দ্র.) যাহা সর্বাধিক বরকতময় দিন; কারণ উহা দান ও সা'ওম-এর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট—সমাণ হইয়াছে। হে আমার বন্ধু! তখন ছিল আট শত ছেয়টি হি. সন।"

(৩) আরেকটি পুস্তিকার নাম আল-মু'আররাবা (المغربية): উহা রাজায় ছন্দে রচিত একখানি পুস্তিকা। উহাতে এডেন উপসাগরে জাহাজ চালনা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা পাণ্ডুলিপির পত্রক ১২৩ (ب) হইতে ১২৮ (الف) পর্যন্ত। উহার রচনাকাল ৮৯০/১৪৮৫ সন।

(৪) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকটি পুস্তিকার নাম কি'বলাতু'ল-ইসলাম ফী জামী'ই'দ-দুনয়া (قِبلة الاسلام في جميع الدنيا)। উহা একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহার প্রারম্ভে তেত্রিশ ছত্রবিশিষ্ট একটি ভূমিকা রহিয়াছে। পুস্তিকা প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, এই পুস্তিকাখানা বিশেষত সমুদ্রোপকূলবর্তী শহরগুলির জন্য এবং যে সকল শহরে অধিকাংশ সময়ে বিদেশীদের যাতায়াত ঘটে, সেই সকল শহরের জন্যও রচিত হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল ৮৯৩/১৪৮৮ সন লিখিত রহিয়াছে। উহা পাণ্ডুলিপির পত্রক ১২৮ (الف) হইতে ১৩৭ (الف) পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(৫) ইবন মাজিদ কর্তৃক প্রণীত আরেকটি পুস্তিকার নাম হইতেছে বারক'ল-'আরাব ফী খালীজি'ল-ফারিস (بر العرب في خليج الفارس)। উহা রাজায় ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহাতে পারস্য উপসাগরের 'আরব উপকূল সম্বন্ধে এবং তথায় জাহাজ চালনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা পাণ্ডুলিপির ১৩৭ (الف) পাতা হইতে ১৩৭ (ب) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। উহার রচনাকাল উহাতে লিখিত নাই।

(৬) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকটি পুস্তিকার নাম হইতেছে 'ফী কিস্মাতি'ল-জুম্মাতি 'আলা আনজুমি বানাতি'ন-না'শ (في قسمة الجمّة)। উহা রাজায় ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা, উহাতে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) এবং শিশুমার তারকাপুঞ্জ (Ursa Minor) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা পত্রক ১৩৯ (ب) হইতে পত্রক ১৪৫ (ب) পর্যন্ত ব্যাপ্ত, রচনাকাল ৯০০/১৪৯৪-৯৫ সন।

(৭) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পুস্তিকার নাম হইতেছে কানযু'ল-মা'আলিমা ওয়া যাখীরাতুহম (كنز المعلة ونخيرتهم)। উহা রাজায় ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহাতে সমুদ্র সম্পর্কিত অজ্ঞাত তথ্যাবলী, বিভিন্ন নক্ষত্র ও, তারকার নাম ও অবস্থান এবং উহাদের

মেরুসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। তবে পূর্বাধার বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত পুস্তিকা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। উহা পাণ্ডুলিপির পাতা ১৪৫ (ب) হইতে পাতা ১৪৭ (ب) পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(৮) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকায় পশ্চিম-ভারতের উপকূল ভাগ ও আরবের উপকূল ভাগ অর্থাৎ ২৫° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৬০° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ভাগের পর্যালোচনা-পূর্বক উহাতে পৌছিবার বিভিন্ন সামুদ্রিক পথের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে (৪র্থ টীকা দ্র.)। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই (পাণ্ডুলিপির ১৪৭ খ পাতা হইতে ১৫৪ খ পাতা পর্যন্ত)।

(৯) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে মীমিয়াতুল-আব্দাল (ميمية الابدال) = যে কবিতার চরণসমূহের শেষ বর্ণ মীম, তাহাকে মীমিয়াতুল-আব্দাল বলা হয়। উহাতে উত্তর আকাশের কতগুলি নক্ষত্রের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। উহা পাণ্ডুলিপির ১৫৪ (ب) পাতা হইতে ১৫৬ (ب) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

(১০) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে উরজুয়াতুন মাখ্মাসাতুন (ارجوزة مخمسة)। উহাতে উত্তর আকাশের কতকগুলি নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। উহা পাণ্ডুলিপির ১৫৬ (ب) পাতা হইতে ১৫৭ (ب) পাতা পর্যন্ত।

(১১) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পুস্তিকা তেরটি চরণ সম্বলিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। উহার কবিতার চরণসমূহের শেষ বর্ণ নূন। উহাতে রোমান মাসসমূহের নাম-পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। তবে উহা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে।

(১২) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে দারীবাতু'দ-দারাইব (ضريبة الضرائب); উহাতে এইরূপ কতগুলি নক্ষত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সমুদ্রে জাহাজ চালনায় যাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। পাণ্ডুলিপির ১৫৮ (الف) পাতা হইতে ১৬৩ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত।

(১৩) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে উরজুয়াতুন মানসুবুন বি-আমীরিল-মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) (ارجوزة منسوب بامير المؤمنين علي) (بين ابي طالب), উহাতে চন্দের মানযিলসমূহ, আকাশে উহাদের সঠিক অবস্থান, উহাদের আকৃতি এবং উহাদের সংখ্যা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ১৬৩ (الف) পাতা হইতে ১৬৪ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত।

(১৪) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম কাসীদা মাক্কিয়া। উক্ত পুস্তিকার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে রা। উহাতে জেদ্দা হইতে দক্ষিণ 'আরবে অবস্থিত রা'সু ফারতাক (رأس فرتك) নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল, কালিকট, দাবিল, কুনকান, গুজরাট, আতওয়াহ, হরমুয ইত্যাদি উপকূলীয় স্থানসমূহে পৌছিবার সামুদ্রিক পথসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উহার রচনাকাল লিখিত নাই। পাণ্ডুলিপির ১৬৪ (ب) পাতা হইতে ১৬৬ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত।

(১৫) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে 'নাদিরাতুল-আব্দাল ফিল-ওয়াকি'ই ওয়া যাক্বানিল-উয়ুক (نادرة الابدال في الواقع وذيان العيوق)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে 'রা'। পাণ্ডুলিপির ১৬৯ পাতা হইতে ১৭১ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত।

(১৬) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত একখানা কাসীদা পুস্তিকার নাম হইতেছে আয-যাহাবিয়া (الاهبية)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ ب। পাণ্ডুলিপির ১৭১ (الف) পাতা হইতে ১৭৬ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উহা রচিত। উহাতে পানির উপরে দৃশ্যমান প্রস্তর প্রাচীর ও প্রবাল প্রাচীর, বালুকা চড়া, সমুদ্রের গভীরতম স্থানসমূহ, সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তসমূহ, উহাদের কারণে আপতিত বিপদ হইতে জাহাজকে রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়, জাহাজ উপকূলভাগের নিকটে পৌছিবার আলামতসমূহ সম্বন্ধে, যেমন আকাশে পাখী উড়িতে দেখা, বিশেষ প্রকারের বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস প্রবাহিত হইবার কালে বন্দরসমূহে জাহাজ নোঙ্গর করিবার স্থানসমূহ, পশ্চিমা বাতাস প্রবাহিত হইবার কালে স্থলভাগে জাহাজ ভিড়াইবার সঠিক স্থানসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ৪০ (الف) পাতার, ১০ম ছত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি বাক্য হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য পুস্তকটি মিসরের মামলুক বুরজী সুলতান আল-আশরাফ সাযফুদ্দীন কায়ত বে (৮৭৩-৯০১/১৪৬৮-১৪৯৫ সন)-এর রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

(১৭) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে আল-ফা'ইকা (الفائقة)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে ن। পৃষ্ঠা সংখ্যা পাণ্ডুলিপির ১৭৬ ক পাতা হইতে ১৭৮ ক পাতা পর্যন্ত। রচনাকাল ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সন। উহাতে 'ভেক' নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভেক নক্ষত্র দ্বারা লেখক যদি প্রথম ভেক (ضفدع) নক্ষত্রকে বুঝাইয়া থাকেন, তবে উহা দ্বারা দক্ষিণ আকাশে অবস্থিত মীন রাশি (Pisces australis) এর অন্তর্গত الف স্থানীয় ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে। আর যদি উহা দ্বারা তিনি দ্বিতীয় 'ভেক' নক্ষত্রকে বুঝাইয়া থাকেন, তবে উহা দ্বারা দক্ষিণ আকাশে অবস্থিত মীন রাশির মুখ (فم الحوت اليماني)-এর অন্তর্গত ب স্থানীয় নক্ষত্রকে বুঝিতে হইবে।

(১৮) ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায ছন্দে রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকার নাম হইতেছে আল-বালীগা البليغة)। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে ع। লেখক উহাতে সুহায়ল (سهيل) নক্ষত্র (Canopus) ও সিমাকুর-রামিহ নক্ষত্র (سمك الرامح)-এর পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপির ১৭৮ (الف) পাতা হইতে ১৭৯ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। রচনাকাল উহাতে লিখিত নাই।

(১৯) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আরেকখানা পদ্য পুস্তিকায় ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানের পানির গভীরতা পরিমাপ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। রচনাকাল উহাতে লিখিত নাই। পাণ্ডুলিপির ১৭৯ () পাতা হইতে ১৮১ (ب) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। উক্ত পুস্তিকার সমাপ্তিতে লিপিকার "আল-ফাওয়াইদ শ্রেণীর পুস্তিকাসমূহ ও আল-উরজুয়া শ্রেণীর পুস্তিকাসমূহের অনুলিখন সমাপ্ত হইল"—এই মন্তব্যটি লিখিয়া রাখিয়াছেন।

আরেকখানা পাণ্ডুলিপি প্যারিসস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে রহিয়াছে। উহার ক্রমিক নং ২৫৫৯ এবং উহার পৃষ্ঠার আয়তন ২১৫ × ১৫০ মি. মি.। উহাতে ১৮৭ পাতা রহিয়াছে; প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি ছত্র রহিয়াছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত নিম্নোক্ত পুস্তিকাগুলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে :

(১) আস-সাবইয়্যা (السبعة) = সপ্ত শাখাবিশিষ্ট পুস্তিকা। উহা রাজায় ছন্দে রচিত একখানা পদ্য পুস্তিকা। পাণ্ডুলিপির ৯৩ (الف) পাতা হইতে ১০৩ (ب) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। ৮৮৮/১৪৮৩ সনে উহা রচিত। উহার এই নামকরণের কারণ এই যে, উহাতে সমুদ্র বিজ্ঞানের সাতটি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা সাত খণ্ডে সমাপ্ত। পুস্তিকার শেষাংশে উহার নাম আল-উরজুয়াতুল মু'আজ্জামা (ارجوزة العظمة) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্যারিসস্থ পাঠাগারে সংরক্ষিত আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ১০৩ (ب) পাতা হইতে ১০৯ পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকা তালিকার ষোড়শ ক্রমিক নং পুস্তিকা আয'-যাহাবিয়া-এর আরেকখানা অনুলিপি লিখিত রহিয়াছে। উহাতে উহার রচয়িতার নাম ইবন (.....) মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আস-সা'দী লিখিত রহিয়াছে। উহা প্রকৃতপক্ষে ইবন মাজিদের বংশ-তালিকা। লিপিকারের প্রমাদবশত উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

(২) রাজায় ছন্দে রচিত একখানা পদ্য-পুস্তিকা। উহার কবিতা চরণসমূহের শেষ বর্ণ ق পাণ্ডুলিপির ১০৯ (ب) পাতা হইতে ১১১ (الف) পাতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত উহাতে জ্যোতির্বিদ্যা (علم هيئت) বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) মাছনাবী শ্রেণীর একখানা পদ্যপুস্তিকা। উহার নাম '.....' উহাতে ও অন্যান্য এইরূপ কয়েকটি নক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহারা উপকূলে জাহাজ নোঙ্গর করিবার কার্যে সাহায্য করিয়া থাকে। উহাতে দেব (دبو) হইতে দেবল (دابل) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলভাগে জাহাজ ভিড়াইবার স্থানসমূহ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উহাতে বিভিন্ন উপকূলের বিস্তারিত পরিচয়ও বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ১১১ (الف) পাতা হইতে ১১৬ (الف) পাতা পর্যন্ত উহা ব্যাপ্ত। পুস্তিকাখানার প্রকৃত নাম নিম্নোক্ত কবিতা চরণদ্বয়ের বিবৃত হইয়াছে :

سميتها هادية المعاله - لانها من العيوب سالمة

"আমি উহার নাম রাখিয়াছি হাদিয়াতুল-মা'আলিমা, মু'আল্লিমদের পথ-প্রদর্শক; কারণ উহা সকল ক্রটি হইতে মুক্ত।"

সর্বশেষে লিখিত রহিয়াছে, "আল-হাদিয়া নামীয় কণসীদা পুস্তিকাখানার অনুলিখন কার্য সমাপ্ত হইল।" উহা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত।

অতঃপর পাণ্ডুলিপিখানায় হাবিয়াতুল-ইখতিসার পুস্তিকাখানা, ইতোপূর্বে দুই ক্রমিক সংখ্যায় যাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, অনুলিখিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা পাণ্ডুলিপির ১১৬ খ পাতা হইতে ১৫১ ক পাতা পর্যন্ত। সর্বশেষে লিখিত রহিয়াছে :

"মু'আল্লিম আহ'মাদ ইবন মাজিদ কর্তৃক রাজায় ছন্দে রচিত..... নামীয় পদ্য পুস্তিকাখানার অনুলিখন কার্য সমাপ্ত হইল।"

ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত পদ্য পুস্তিকা আল-ফাওয়া'ইদ-এ ইতোপূর্বে এক ক্রমিক সংখ্যায় যাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—তৎকর্তৃক রচিত এইরূপ অন্য দশটি পুস্তিকা হইতে কবিতার উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে যাহা

এখন আর পাওয়া যায় না। বিলুপ্ত পুস্তিকা দশটির ক্রমিক নং আমরা ২৩ হইতে ৩২ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। রুশিয়ায় ও চৌম্বক শক্তি বিষয়ে ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত একটি কবিতা—যে সম্বন্ধে শীঘ্রই আলোচনা করা হইতেছে—যদি স্বতন্ত্র কোনও পুস্তিকা হইয়া থাকে, তবে উহার ক্রমিক নং আমরা ৩৩ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি।

রচনাকালের ক্রমানুসারে উক্ত ৩২ খানা পুস্তিকাকে নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারেঃ (ক) হাবিয়া, ১৪৬২ খৃ. রচিত (২) (খ) আস-সাবইয়্যা, ১৪৮৩ খৃ. রচিত। (২০); (গ) আল-মুআররাবা, ১৪৮৫ খৃ. রচিত (৩); (ঘ) কিবলাতুল-ইসলাম, ১৪৮৮ কৃ. রচিত (৪); (ঙ) কিতাবুল- ফাওয়া'ইদ, ১৪৯০ খৃ. রচিত (১); (চ) কিস্মাতুল-জুম্মাতি 'আলা আনজুমি বানাতিন-নাশ, ১৪৯৪ খৃ. রচিত (৬)।

পূর্বোক্ত তালিকার ৬, ১১, ১৩, ১৭ ও ২১ হইতে ৩২ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাসমূহে উল্লিখিত পুস্তিকাসমূহ হইতে (ক) ও (ঙ) ক্রমদ্বয়ে উল্লিখিত পুস্তিকাদ্বয়ে (হা'বিয়া ও কিতাবুল-ফাওয়া'ইদ) উদ্ধৃতিসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব উক্ত পুস্তিকাগুলি নিঃসন্দেহে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। ১৫ ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত পুস্তিকাখানা ১৪ ও ১৬ ক্রমিক সংখ্যাদ্বয়ে উল্লিখিত পুস্তিকাদ্বয়ের পূর্বে রচিত হইয়াছে। কারণ শেষোক্ত পুস্তিকাদ্বয়ে পূর্বোক্ত পুস্তিকার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবার ৯ ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত পুস্তিকাখানা ১৫ ও ১৬ ক্রমিক সংখ্যাদ্বয়ে উল্লিখিত পুস্তিকাদ্বয়ের পূর্বে রচিত হইয়াছে। ৮, ১০, ১৮ ও ১৯ ক্রমিক সংখ্যাসমূহে উল্লিখিত পুস্তিকাসমূহ সম্বন্ধে এইরূপ কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যদ্বারা উহাদের অন্তত আনুমানিক রচনাকাল জানা যাইতে পারে। রুশ লেখক Krachkovsky রুশ ভাষায় লিখিত তাহার Amony Arabic Manuscripts নামক ডায়েরী পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে ভাস্কো ডা গামার পথ প্রদর্শক সম্বন্ধে একটি স্মরণিকা লিখিয়াছেন। উহার সাহায্যে জানা যায় যে, সেনিনগ্রাদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে কতগুলি পুস্তিকার সঙ্গ্রহ রহিয়াছে। উক্ত সঙ্গ্রহের মধ্যে কতগুলি তুর্কী পুস্তিকা ছাড়া ইবন মাজিদ কর্তৃক 'রাজায়' ছন্দে রচিত তিনখানা পদ্য পুস্তিকা (উরজু'য়া ও রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পুস্তিকাদ্বয়ে পূর্বোক্ত পুস্তিকাসমূহ হইতে ভিন্ন। ডায়েরীতে বিস্তারিত বিবরণ নাই; কিন্তু উহার ফরাসী অনুবাদ ইবন মাজিদ রচিত পুস্তিকাদ্বয়ের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত বাক্যগুলি পঠিত হইয়া থাকে : "এই উরজু'য়া শ্রেণীর পুস্তিকাখানার নাম হইতেছে আস-সিফালিয়া (السفالية)। উহা পাঠে মালাবার, কনকন, জাযারাত (جزرات), সিদ্ধ, আত'ওয়াহ; আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্বীপপুঞ্জসহ (ভারত মহাসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত) দক্ষিণ দেশীয় বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, এতদঞ্চলীয় সামুদ্রিক স্রোতধারাসমূহ এবং এতদঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ঘটবে।" ফরাসী অনুবাদক Ferrand কর্তৃক লিখিত একটি টীকা হইতে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত রুশ লেখক Krachkovsky ১৯৩৭ খৃ. 'জাতীয় ভূগোল সমিতির মুখপত্রে' (৬৯ খ, পৃ. ৭৫৮-৭৬০) পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখিয়াছেন। ফরাসী অনুবাদক কর্তৃক লিখিত টীকা হইতে ইহাও জানা যায় যে, ভবিষ্যতে ভূগোলশাস্ত্র বিষয়ক 'আরবী সাহিত্য ভাণ্ডার' নামক রচনাধীন একখানা গ্রন্থে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ইবন মাজিদ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

ইবন মাজিদ তাঁহার জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক পূর্বোক্ত ৩২ খানা পুস্তিকা ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনও অজ্ঞাত সন হইতে ১৪৮৯-৯০ সন পর্যন্ত বিস্তৃত যুগে রচনা করেন। এই বিখ্যাত জাহাজ চালনা বিদ্যাশাস্ত্র নাবিক কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কলেবর ও ব্যবহারিক মূল্যের দিক হইতে সমধিক নিশ্চিতরূপে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে 'কিতাবুল-ফাওয়াইদ' (এক ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত)। উহাতে ১৭৮ পৃষ্ঠা আছে। উহা পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির ১ম (ب) পাতা হইতে আরম্ভ হইয়া ৮৮ পাতা (الف) সমাপ্ত হইয়াছে। ৪৮তম পাতার পর প্রাথমিক জ্যামিতি বিষয়ক একটি পাতায় ভুলবশত পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখিত হয় নাই। উহাকে আবার ৪৮তম পাতা (ب) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় উল্লিখিত করিয়া ছত্র রহিয়াছে। সর্বমোট ছত্রসংখ্যা ১৭৮ × ১৯ × ৩৩৮২। অবশ্য ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত এক বা ততোধিক ছত্রবিশিষ্ট টীকাসমূহের ছত্রগুলি উহার অতিরিক্ত। ১৪৮৯-৯০ খৃ. রচিত উক্ত গ্রন্থ সমুদ্রে জাহাজ চালনা বিষয়ক আর্থিক ও বাস্তব জ্ঞানের সার। অতএব উহা শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টার ফল নহে, বরং তদপেক্ষা অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর কিছু। আমরা উহাকে মধ্যযুগের শেষ বৎসরগুলির সামুদ্রিক অভিজ্ঞতাসমূহের একটি সংগ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। অধিকন্তু ইবন মাজিদ ঐতিহাসিক দিক দিয়া আধুনিক যুগের জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর রচয়িতাদের মধ্যে প্রাচীনতম ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন পাল চালিত সামুদ্রিক জাহাজ চালনা বিষয়ে এ পর্যন্ত যতগুলি নির্দেশিকা রচিত হইয়াছে, অক্ষাংশ সম্পর্কিত অপরিহার্য আন্তঃগুলির কথা বাদ দিলে তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন নির্দেশিকাই ইবন মাজিদ কর্তৃক লোহিত সাগরে জাহাজ চালনা বিষয়ে রচিত নির্দেশিকা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান তো নহেই, এমনকি উহার সমকক্ষও নহে। মৌসুমী বায়ু, স্থানীয় বায়ু, সমগ্র ভারত মহাসাগর সামুদ্রিক জাহাজে অতিক্রম করিবার বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান সম্বন্ধে যে সকল তথ্য তিনি তাঁহার রচনাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সেই যুগে যত স্পষ্ট ও বিস্তারিত হইবার আশা করা যাইত, তদপেক্ষা মোটেই কম স্পষ্ট বা কম বিস্তারিত নহে। আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইবন মাজিদ তাঁহার গ্রন্থে ২৭তম পাতায় মিসরীয় ও পাশ্চাত্য দেশীয় নাবিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কম্পাস যন্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের ব্যবহৃত কম্পাস যন্ত্রকে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের কম্পাস যন্ত্রের সাহায্যে আমরা তাহাদের দেশের সাগরে অনায়াসে জাহাজ চালাইতে পারিলেও তাহারা তাহাদের কম্পাসের সাহায্যে আমাদের দেশের সাগরে তাহা পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, একদা তাহারা এই বিষয়ে আমাদের সহিত তর্ক করিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা আমাদের কম্পাস যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। গ্রন্থের অন্যত্র [৭৬তম (ب) পাতা হইতে ৭৭তম 'ب' পাতা পর্যন্ত] তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়াছে।

ইবন মাজিদ এশিয়া মহাদেশ ও ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপসমূহ অপেক্ষা ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে কম অভিজ্ঞ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি জাভা দ্বীপের সঠিক অবস্থানের পরিবর্তে ভুলবশত উহার অবস্থান 'উত্তর-দক্ষিণে' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ভ্রান্তি যাহার কারণ অজ্ঞাত—সুলায়মান আল-মাহরী কর্তৃক রচিত সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থেও (প্যারিসস্থ পাণ্ডুলিপি, ক্রমিক নং ২৫৫৯) দেখা যায়। সুলায়মান আল-মাহরী উক্ত ভুল করেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। পরবর্তী কালে উহা তাঁহার গ্রন্থ

হইতে সীদী আলী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় লিখিত ভূমিকায়ও প্রবেশ করিয়াছে। ইবন মাজিদের রচনাবলীর উক্ত ভ্রান্তিটিই হইতেছে এইরূপ বড় ভ্রান্তি, যাহার সংশোধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্যারিসস্থ পূর্বোক্ত ২২৯২ নং পাণ্ডুলিপিতে প্রসঙ্গক্রমে ইবন মাজিদের জীবন ও তাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কিত কিছু তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শিহাবুদ্-দীন আহমাদ ইবন মাজিদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমার (কোন কোন গ্রন্থে 'উমারের স্থলে 'আমর' উল্লিখিত হইয়াছে) ইবন ফাদুল ইবন ব্বাক ইবন মুসুফ ইবন হা'সান ইবন-ছ'সায়ন ইবন আবি মা'লাক আস-সা'দী (ابى معلق السعدى) ইবন আবি'র-রাকা'ইব আন-নাজদী (ابى الركايب النجدى) পত্রক (ب) [দ্র.]। ইবন মাজিদ নিজের উপাধি 'নাজিমুল-কিবলাতায়ন (ناظم القبليتين) 'দুই কিবলা (পবিত্র মক্কা ও পবিত্র জেরুসালেম)-এর কবি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত পবিত্র স্থানদ্বয় যিয়ারতও করিয়াছিলেন [পত্রক ২৩৭ (ب) দ্র.]। তিনি নিজের উপাধি 'রাবিউল-লুযু'হ رابع النيوت = ব্যাঘ্র পূর্বপুরুষগণের সন্তান; চার সমুদ্র ব্যাঘ্রের চতুর্থ ব্যাঘ্র] টীকা ৫ম দ্র.] [পত্রক ১৩৭ (الف) পত্রক ১২৮ (الف), পত্রক ১৪৫ (ب), পত্রক ১৪৭ (ب) এবং আসাদুল-বাহ'রি'য-যাখ'খার (اسد البحر الزخار) [তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ব্যাঘ্র] বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। পত্র ১১৭ (الف)-এ তিনি লিখিয়াছেন, আমি 'আরব মু'আল্লিম আহ'মাদ ইবন মাজিদ।

২২৯২ নং পাণ্ডুলিপির কোন কোন বাক্য হইতে জানা যায় যে, ইবন মাজিদের পিতা ও পিতামহ— উভয়ে সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা উক্ত বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থাবলীও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্র (ইবন মাজিদ) গ্রন্থ রচনার উক্ত কার্যকে অব্যাহত রাখেন। তিনি পত্রক ৭৮ (الف)-এ লিখিয়াছেন, "লোহিত সাগরের 'আরব উপকূলের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উহার সহিত সম্পর্কিত এইরূপ অনেক বিষয় ও জ্ঞানের কথা রহিয়াছে যাহা একমাত্র সেই ব্যক্তিই বর্ণনা করিতে পারে, যে উহাদের সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কারণ উহা হাজ্জীদের যাতায়াত পথে অবস্থিত। আমার পিতামহ এই সাগর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে অন্য কাহাকেও নিজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন না। আমার পিতা—আব্বাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি রহ'মাত বর্ষণ করুন—পৌনঃপুনিক বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীয় পিতার জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। এতদসম্পর্কিত তাঁহার জ্ঞান তাঁহার পিতার জ্ঞানকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অতঃপর যখন আমার যুগ আসিল এবং আমি আনুমানিক চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উক্ত অভিজ্ঞতাকে পুনপুন অর্জন করিতে লাগিলাম, আর উক্ত দুই যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের এতদসম্পর্কিত জ্ঞান ও আমার নিজের সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম, তখন সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ক এইরূপ বিপুল জ্ঞানরাশি বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত হইল যাহা আমাদের যুগে এককভাবে কোন ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত হয় নাই। অবশ্য উক্ত জ্ঞানরাশি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা অসম্ভব নহে।"

এইরূপে পত্রক ৭৮ (ب)-এ তিনি লিখিয়াছেন, "সমুদ্রে জাহাজ চালনাকারী নাবিকগণ আমার মরহুম পিতাকে 'লোহিত সাগরের উভয় উপকূলের নাবিক' (ربان البريين) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি উরজু'যাতুল-হি'জাযিয়া নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে সহস্রাধিক কবিতা চরণ-যুগল রহিয়াছে। এতদসঙ্গেও আমি উহাতে যে ক্রটি

দেখিয়াছি, উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি এবং উহাতে যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অনুপস্থিত ছিল, তাহা সংযোজিত করিয়া দিয়াছি।” কবিতাকারে লিখিত উক্ত কথাকেই তিনি পুনরায় পত্রক ৮১ (الف)-এ উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐহুটির পত্রক ৮৭ (ف)-এ লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে পানির উপরে দৃশ্যমান একটি চরাভূমির—যাহা মারমা দ্বীপের নিকটে ২০° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত—উল্লেখ করিয়া ইবন মাজিদ লিখিয়াছেন, “অধিকাংশ লোক উহাকে জাহুরাতু মাজিদ (মাজিদের চরাভূমি) নামে উল্লেখ করিয়া থাকে; কারণ আমার পিতা (মাজিদ) উহার সহিত তাঁহার জাহাজ বাঁধিতেন।” এই বিষয়টি সেই যুগের নাবিকদের মধ্যে তাঁহার (ইবন মাজিদের পিতা মাজিদের) খ্যাতির প্রমাণ বহন করিতেছে।

স্বীয় রচনার বিভিন্ন স্থানে ইবন মাজিদ তাঁহার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের প্রতি তাঁহার গভীর আস্থার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর নাবিকদের কার্যপদ্ধতির সহিত মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের ৮৪ (الف) পাতায় লিখিয়াছেন, “(আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছার পর) যদি আমি (অন্য) কোন বিষয়ের সাহায্যে নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকি, তবে উহা নাবিকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নহে, বরং উহা ছিল আমার (জাহাজ চালনা বিষয়ক) রচনাবলী।” অতঃপর তিনি এরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতার জ্ঞান ও বিদ্যার উপর নির্ভর করা তাঁহার পক্ষে সঠিক ও নির্ভুল ছিল। গ্রন্থের ৮৪ (ب) পাতায় তিনি লিখিয়াছেন, “একদা ৮৯০/১৪৮৫ সনে যখন আমরা সেখানে (অর্থাৎ লোহিত সাগরের ‘আরব (পূর্ব) উপকূলের দিকে ১৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত আস্মা’ ও মুস্নাদ (اسماء و مسند) নামক দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে) জাহাজ নোঙ্গর করিলাম, তখন জাহাজের মাঝি-মাল্লাহ সকলেই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, আস্মা’ ও মুস্নাদ দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া আমাদের জাহাজ চলাইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি তাহাদের কথা শুনিলাম না। কারণ আমি আমার পিতা কর্তৃক রচিত উরজুয়া-য় পাঠ করিয়াছিলাম যে, এই দুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে উহাদের নিকট দিয়া জাহাজ চলাইয়া যাইবার জন্য কোন পথ নাই। পক্ষান্তরে উপকূল হইতে দূরে থাকিয়া জাহাজ চলাইয়া গেলে পানির উপরে দৃশ্যমান চরাভূমিসমূহ দ্বারা জাহাজ পরিবেষ্টিত হইয়া যায়। দুই দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে মাত্র একটি পথ রহিয়াছে। উহার গভীরতা মাত্র দুই বাঁও (Fathom)। আমরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। আমি আমার সহকর্মী নাবিকদেরকে বলিলাম, আমাদের উচিত এই স্থান হইতে জাহাজ ছাড়িবার একদিন পূর্বে পথ-ঘাটের বোজ লইবার উদ্দেশে একখানা ছোট নৌকা সম্মুখে পাঠাইয়া দেওয়া। আমার মতানুসারে পানির গভীরতা পরিমাপের শিকল সঙ্গে লইয়া একখানা ছোট নৌকা সামনে রওয়ানা হইয়া গেল। উহা সেই স্থানে মাত্র দুই বাঁও গভীর পানিই দেখিতে পাইল, এতদপেক্ষা গভীর পানি কোথাও পাইল না। ফিরিবার সময়ে উহা মুস্নাদ ও সাসুহ (سلسوه) দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া আসিল। সেখানে উহারা জাহাজ চলাইয়া যাইবার মত গভীর পানির পথের সন্ধান পাইল। দিনের অবসানে উহারা পথের সন্ধান লইয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। এইরূপে যে বর্ণনা আমাদের পিতা কর্তৃক রচিত উরজুয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল, উহা এই স্থানে তাঁহার সমগ্র উত্তরাধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণিত হইল।”

সমুদ্রে জাহাজ চালনা চৌধক কাঁটা, কম্পাস যন্ত্র ও আস-তুরলাব (Astralab)-এর আবিষ্কারের প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে [২২৯২

ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির দুই পাতার (ب)-এর পর। ইবন মাজিদ বলেন, “সর্বপ্রথম যিনি নৌকা নির্মাণ করেন, তিনি ছিলেন হযরত নূহ (আ)। তিনি উক্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে। আল্লাহ তা’আলা হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁহার হিদায়াতের উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত নৌকা সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত পাঁচটি নক্ষত্রের পারস্পরিক অবস্থানগত আকৃতিতে নির্মাণ করা হইয়াছিল। উহার পশ্চাদভাগ সপ্তর্ষিমণ্ডলের তৃতীয় নক্ষত্রের স্থানে (৩ পাতার ক.দ.), উহার তলা (keel) চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ নক্ষত্রের স্থানে এবং উহার সম্মুখভাগ সপ্তম নক্ষত্রের স্থানে ছিল। আমাদের যুগেও (১৪৮৯ খৃ.) আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার, আর-রীম (যাজিব্বারের বিপরীত দিকে অবস্থিত আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল, মারয়ামা) এবং পূর্ব আফ্রিকার নিম্নাঞ্চলের লোকেরা সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত পঞ্চম ও ষষ্ঠ নক্ষত্রদ্বয়কে আল-হীরাব (الهيراب-নৌকার তলা) নামে অভিহিত করিয়া থাকে।”

“যখন শিশুমার তারকাপুঞ্জ (Ursa Minor)-এর অন্তর্গত ‘খ’ ও ‘গ’ তারকাদ্বয় আকাশে দৃশ্যমান না থাকে তখন সিংহ রাশির অন্তর্গত ‘খ’ নক্ষত্রের আকাশে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থানকালে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ নক্ষত্রদ্বয়েরই সাহায্যে (পৃথিবীর কোন স্থানের) অক্ষাংশ পরিমাপ করা হয়; কারণ উক্ত নক্ষত্রদ্বয়ের আকৃতি হযরত নূহ (আ)-এর নৌকার তলার আকৃতির ন্যায়। হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা সম্বন্ধে কথিত আছে, উহার দৈর্ঘ্য ছিল চার শত হাত, প্রস্থ ছিল এক শত হাত এবং মাতুল বাদে উহার গভীরতা ছিল এক শত হাত। নৌকার পিছন দিকে দুইখানা বৈঠা লাগান ছিল। সেইগুলি উহার হালের কাজ করিত। নৌকার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর যখন মহাপ্রাবন আসিয়া গেল, তখন হযরত নূহ (আ) যাহাদেরকে সঙ্গে লইবার কথা ছিল, তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। উহা তাহাদেরকে প্রাবনে ডুবিয়া মরা হইতে বাঁচাইল। কথিত আছে, যে স্থানে পরবর্তী কালে পবিত্র কা’বা ঘর নির্মিত হইয়াছে, হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা সেই স্থানটি ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই স্থানটি সেই যুগে একটি লোহিত বর্ণ বালুকাময় এলাকা ছিল। সেই যুগে এখানে কোন গৃহ নির্মাণ করা হইত না। মহাপ্রাবনের পানি এই স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই।

“যখন হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা জুদ্দী পর্বতে গিয়া ভিড়িল এবং আল্লাহ তা’আলা দ্বিতীয় আদাম হযরত নূহ (আ)-এর জীবিত তিন পুত্র যাক্বিছ’, সাম ও হাম-এর মধ্যে যে সকল দেশকে ভাগ করিয়া দিলেন, সেই সকল দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরা নৌকা নির্মাণ করিতে শিখিল, তখন তাহারা সাগর, উপসাগর ও মহাসাগরের উপকূলে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপ ঘটিতে ঘটিতে পৃথিবীতে ‘আব্বাসী শাসনামল (১৩২/৭৫০ সন) আসিল। ‘আব্বাসী শাসনকর্তাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ, উহা ইরাকে অবস্থিত। সমগ্র খুরাসান অঞ্চলটিও তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। খুরাসান হইতে বাগদাদ ৩/৪ মাসের পথ (৩ পাতার ‘খ’ দ্র.)

“আব্বাসী শাসনামলের তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ (১) মুহাম্মাদ ইবন শায়ান (شاذان), (২) সাহল ইবন আবান (سهل بن ابان) ও (৩) লায়ছ’ ইবন কাহলান (كهلان); শেষোক্ত ব্যক্তির নাম লায়ছ’ ইবন কামলান (كاملان) নহে। এই বিষয়টি আমি পাঠ করিয়াছি উক্ত সাহল-এর পৌত্র ইসমাঈল ইবন হাসান ইবন সাহল কর্তৃক

৫৮০/১১৮৪-৮৫ সনে রচিত রাহমানী (رهمانی) (রাহমানাগ-রাহনামাগ-রাহনামাহ; দেখুন টীকা-৬) নামীয় একটি গ্রন্থে। তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ সংকলনের কার্য আরম্ভ করিতেন কু'রআন মাজীদের আয়াত ইন্না ফাতাহুনা লাকা ফাতাহাম-মুবীনা (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি" দ্বারা। উহাতে কোন কবিতাও ছিল না আর উহাতে কোন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনও ছিল না, বরং উহা ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতগুলি রচনার এইরূপ সংকলন যাহার না ছিল কোন শেষ, আর যাহাতে না ছিল চূড়ান্ত সত্যের নিশ্চয়তা, বরং উহাতে পরিবর্তন ও হ্রাসকরণের অবকাশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সকল লেখক গ্রন্থ প্রণেতা নহেন, বরং গ্রন্থ সংকলক ছিলেন। তাঁহারা সমুদ্র পথে যাতায়াত করিলেও শুধু সীরাফ হইতে মাকরান উপকূল পর্যন্ত যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা সীরাফ হইতে মাকরানে পৌঁছিতেন মাত্র সাত দিনে এবং মাকরান হইতে খুরাসানে পৌঁছিতেন মাত্র এক মাসে। এইরূপে তাঁহারা দুই স্থানের মধ্যবর্তী পথের দূরত্ব কমাইয়া দেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে বাগদাদ হইতে খুরাসান ছিল তিন মাসের পথ। তাহারা প্রতিটি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লোকদের নিকট হইতে তথাকার অবস্থাবলী জানিয়া লইয়া সেইগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ও সংকলিত করিয়া থাকেন।

“সেই যুগের বিখ্যাত মু'আল্লিমগণের মধ্যে আবদুল-আযীয ইবন আহ-মাদ আল-মাগ'রিবী, মুসা আল-কানদারানী ও মায়মুন ইবন খালীল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের পূর্বে ছিলেন আহমাদ ইবন আব্দুরওয়ালহ (احمد بن تيرويه)। তিনিও সমুদ্রে জাহাজ চালনা বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী হইতেও তাঁহারা তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মু'আল্লিম খাওয়াশীর (خواشير) ইবন যুসুফ ইবন সালাহ আল-আরিকী কর্তৃক রচিত (ওয়াসফ নামীয়) ভ্রমণ কাহিনী হইতেও তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মু'আল্লিম খাওয়াশীর ৪০০/১০০৯-১০ সনে এবং তৎসম্মিহিত বৎসরগুলিতে ভারতীয় উপমহাদেশীয় নাবিক দাবাও কারাহ (دبوكره)-এর জাহাজ সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশ সফর করিত। তাঁহার যুগের বিখ্যাত সমুদ্র নাবিকদের আহ-মাদ ইবন মুহ'ম্মাদ ইবন আব্বাদির-রাহমান ইবন আবি'ল-ফাদ'ল ইবন আবি'ল-মুগ'ায়রী অথবা ইবন আবি'ল-মুগ'ায়রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের বিদ্যা প্রধানত নিজ নিজ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত অন্যান্য দেশের—যাহা কুমারিকা অন্তরীপের পূর্বে অবস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত এবং চীন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে সকল সামুদ্রিক বন্দর ও শহরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বর্তমানে সেইগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমনকি সেইগুলির নাম পর্যন্ত অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া এইরূপ কোন তথ্য জানা যায় না যাহার নির্ভুলতা ও যথার্থতা, আমার (ইবন-মাজিদ-এর) গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদি, অভিজ্ঞতাসমূহ ও নূতন নূতন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিধৃত নির্ভুলতা ও যথার্থতার ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। কারণ ইহাতে বর্ণিত প্রতিটি তথ্য বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাইকৃত। বস্তুত বাস্তব অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিষয় অন্য কিছুই হইতে পারে না। পূর্ববর্তী লেখকগণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যে সর্বশেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন, সেখান হইতেই আরম্ভ করা পরবর্তী লেখকগণের কর্তব্য। আমি পূর্ববর্তী লেখকগণের জ্ঞান ও রচনাবলীকে মর্যাদা দেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের প্রতি রহমাত নাযিল করুন। আমি

এই বলিয়া তাঁহাদের কার্যাবলীর প্রশংসা করিয়াছি, আমি সেই তিনজনের পর চতুর্থ জন। অবশ্য তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থাবলীতে সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কিত যে বর্ণনা নৈপুণ্য, নির্ভুলতা, প্রায়োগিক উপযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ রহিয়াছে, কোন কোন স্থানে আমার গ্রন্থের একটি মাত্র পাতায় তদপেক্ষা অধিকতর বর্ণনা নৈপুণ্য, নির্ভুলতা, প্রায়োগিক উপযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ রহিয়াছে (৪ পাতার (ب)।

“উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি তাঁহাদের বর্ণনা পদ্ধতি ও তাঁহাদের যোগ্যতা পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ম ছিল, তাঁহারা সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকদের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চল ও উৎসনিহিত সমুদ্র সম্পর্কিত তথ্যাদি জানিয়া লইয়া উহাদেরকে গ্রন্থকারে বিন্যস্ত করিতেন। তাহাদেরকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনাকারী গ্রন্থকার বলা যায়। আমি নিজেকে ছাড়া এইরূপ অন্য কোনও চতুর্থ ব্যক্তিকে জানি না যাহার নাম উক্ত তিন গ্রন্থকারের নামের সহিত যুক্ত করা যায়। আমি নিজেকে উক্ত তিন গ্রন্থকারের পর চতুর্থ গ্রন্থকার বলিয়া আখ্যায়িত করিবার মাধ্যমে তাঁহাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করিতেছি শুধু এই কারণে যে, তাঁহারা সময়ের দিক দিয়া আমার পূর্ববর্তী ছিলেন। আমার মৃত্যুর পর এইরূপ যুগ ও এইরূপ লোক নিশ্চয়ই আসিবে, যাহারা আমাদের চারজনের প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা যথার্থরূপেই প্রদান করিবেন। যখন আমি আমার পূর্বসূরী উক্ত তিন গ্রন্থকারের রচনাবলী পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, উহারা ত্রুটিপূর্ণ, উহাতে না রহিয়াছে বর্ণনার সংযম, না রহিয়াছে বিষয়াবলীর সুবিন্যাস আর না রহিয়াছে তথ্যাবলীর নির্ভুলতা, তখন আমি উহা হইতে সঠিক ও নির্ভুল তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া উহাদেরকে গ্রন্থকারে বিন্যস্ত করিলাম। এতদসহ বহু বৎসর ধরিয়া আমি নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদেরকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এই সকল তথ্য আমি আমার উরজুয়াসমূহে, কাসীদাসমূহে এবং যে গ্রন্থের রচনাকার্য ৮৮০/১৪৭৫-৭৬ সনে সমাপ্ত হইয়াছে উহাতে বর্ণনা করিয়াছি (টীকা ৭ দ্র.)। সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত গ্রন্থকে পসন্দ করিয়াছেন, উহাকে ব্যবহার করিয়াছেন এবং কঠিন সমস্যায় পতিত অবস্থায় উহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। যেমন পর্বতসমূহের অবস্থা, নক্ষত্রসমূহের সাহায্যে পৃথিবীর কোন স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান নির্ণয়, বিভিন্ন নক্ষত্রের নাম, উহাদের সাহায্যে জাহাজ চালনা। পূর্ব যুগীয় নাবিকদের নিকট হইতে যে জ্ঞান আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি, আমার সমসাময়িক নাবিকদের জ্ঞান তদপেক্ষা তেমন অধিক নহে। যেমন পূর্ববর্তী নাবিকদের জ্ঞান সঠিক সামুদ্রিক পথ সম্বন্ধে, সেই সকল সহগ সম্বন্ধে-যম্মারা কোনও উদ্দীষ্ট অন্তরীপ বা উপকূলীয় অঞ্চলের দূরত্বের সঠিক পরিমাণ জানা যায়—যাহাতে তদনুসারে (জাহাজের পথ অতিক্রমের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্রে) অক্ষাংশে অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করা যায় আর উপকূল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নাবিকগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানের সঠিক দূরত্ব সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান রাখিতেন না। এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি আমার আয-যাহাবিয়্যা নামীয় উরজুয়া শ্রেণীর কবিতা পুস্তিকায় আলোচনা করিয়াছি (টীকা ৮ দ্র.) এবং ভবিষ্যতে অন্যত্র কোথাও এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিব।

“প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পূর্বযুগীয় নাবিকগণ এই সকল বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার নীতি অনুসরণ করিতেন এবং সমুদ্রের প্রতি অত্যধিক ভয়ের

কারণে তাঁহারা শুধু সেই সকল লোকের সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণ করিতেন যাহারা তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল হইতেন। তাঁহারা জাহাজকে প্রয়োজনীয় উন্নত সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করিতেন, সঠিক মৌসুমে জাহাজ ছাড়িতে কখনও বিলম্ব করিতেন না এবং নিয়মের অতিরিক্ত মাল উহাতে বোঝাই করিতেন না। আমরা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়া তাঁহাদের অগ্রবর্তী রহিয়াছি। সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্য হইতে প্রতিটি শাখার একেক জন আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক রহিয়াছেন। নৌকার উদ্ভাবক ছিলেন হযরত নূহ ('আ)। এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি আলোচনা করিয়াছি। উহার পর আসে চৌম্বক শক্তি ও চৌম্বক কাঁটার আবিষ্কারের কথা। সেই চৌম্বক কাঁটার কথা, নাবিকগণ যাহার উপর নির্ভরশীল এবং যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ব্যতিরেকে সমুদ্রে জাহাজ চালনাবিদ্যা শিক্ষা সমাণ্ড করা সম্ভব নহে এবং যাহা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু নির্দেশ করে উক্ত চৌম্বক কাঁটা আবিষ্কার করেন হযরত দাউদ ('আ)। এই চৌম্বক লৌহ দ্বারাই তিনি জালুতকে হত্যা করিয়াছিলেন। চন্দ্রের মান্বিলসমূহ ও রাশিচক্র আবিষ্কার ও নির্ণয় করেন হযরত দানিয়াল ('আ)। নাসীর্কুদ-দীন তু'সী (মৃ. ১২৬১ খৃ.) এতদসম্পর্কিত জ্ঞানের সহিত আরো জ্ঞান সংযোজিত করেন।”

ইবন মাজিদ লিখিতেছেন, “অতঃপর দিক নির্দেশক নক্ষত্র ও উহার নামের আলোচনা আসে। দিক নির্দেশক নক্ষত্রের আলোচনা একটি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ পূর্বেই তিন গ্রন্থকারের যুগের পূর্বে রচিত; কিন্তু উহাতে বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুমান ভিত্তিক। উহাতে বর্ণিত নক্ষত্রের গতির পরিমাণও—যাহা সমুদ্রে জাহাজের প্রতি তিন ঘণ্টা ধরিয়া ভ্রমণের সময়কাল দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে—অনুমান ভিত্তিক। এইরূপ আমি আমার গ্রন্থে যে সকল উপকূলীয় অঞ্চলের বিবরণ প্রদান করিয়াছি, তৎসমুদয় সম্বন্ধে আমার পৌনঃপুনিক প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। আমার মতে আমার গ্রন্থে প্রদত্ত বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কিত বিবরণ পূর্বেই গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত এতদসম্পর্কিত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য।”

অতঃপর কম্পাসের কাঁটায় চৌম্বক শক্তি সৃষ্টির প্রসঙ্গ আসে। কেহ কেহ বলেন, কম্পাসের কাঁটায় চৌম্বক শক্তি সৃষ্টির কৃতিত্ব ছিল হযরত দানিয়াল ('আ)-এর। কারণ তিনি লৌহ ও উহার ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, উহার আবিষ্কারক ছিলেন হযরত খিদর ('আ) (উক্ত শিরোনামের নিবন্ধ দ্র.)। যখন তিনি আব-ই হায়াতের সন্ধানে অন্ধকারে ও অন্ধকার সমুদ্রে (আটলান্টিক মহাসাগর) প্রবেশ করত দুই মেরুর কোন একটি মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সূর্যেরও আড়ালে চলিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তখন তিনি কম্পাসের সাহায্যে এবং কাহারও কাহারও মতে আলোর সাহায্যে পথ খুঁজিয়া পান। চুম্বক হইতেছে এইরূপ এক প্রকারের পাথর (lode-stone) যাহা শুধু লৌহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে (৬ الف. পাতা দ্র.)। কথিত আছে, সাতটি আকাশ ও পৃথিবী এই চুম্বকশক্তি ও আল্লাহ তা'আলার কুদ্রতে শূন্যে ঝুলন্ত রহিয়াছে।

ইবন মাজিদ আরও লিখিয়াছেন (১৪ الف. পাতা দ্র.), ইহার সাহায্যে আকাশে সূর্যের ক্রম উত্থান ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থান নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব হযরত ইদরীস ('আ)-এর প্রাপ্য ইদরীস ('আ) নিবন্ধ দ্র.]। তিনিই ডিহী নির্দেশক আস্তারলাবের আবিষ্কারক ছিলেন। পরবর্তী কালে প্রাচীন যুগের লোকেরা উহার ডিহীকে কাঁটায় পরিবর্তিত করেন।

তাঁহারা তাম্র নগরীর কাহিনীতেও উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন (টীকা ৯ দ্র.)। সূর্যঘড়িকে মুহাম্মাদ ইবন শায়'ান ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় নহেন বরং অন্য লোকেরা বিন্যস্ত করিয়াছেন। কারণ আস্তারলাবের সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজ চালনা করা নবীগণের যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর উক্ত তিন সমুদ্র নাবিক ছিলেন 'আব্বাসী যুগের লোক। এই বিষয়টি তাঁহাদেরই গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইবন মাজিদ, “আমি সেই তিনজনের পর চতুর্থ জন” এবং “আমি সেই তিন ব্যাঘ্রের পর চতুর্থ ব্যাঘ্র”—এই বলিয়া তাঁহার পূর্বসূরী নাবিকত্রয়ের প্রশংসা করিলেও তিনি তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর তুলনাক্রমে ধরাইয়া দিতে এবং নিজ গ্রন্থ আল-হাবিয়া-এ বর্ণিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ব্যাপক তথ্যাবলীর সহিত উহাদের তুলনা করিতে ছাড়েন নাই। যেমন তিনি বলিয়াছেন, “সুহায়ল নক্ষত্রটি (ইরানী) নওরোয হইতে দুই শত বাইশতম দিনে ফজরের পর উদিত হয় এবং নওরোয হইতে চল্লিশতম দিন হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি তুমি কোন নাবিকের নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তবে সে আদৌ কিছু বলিতে পারিবে না, বরং যদি সে আমার এই গ্রন্থটি পাঠ না করিয়া থাকে, তবে সে কোনক্রমেই উহার উত্তর দিতে পারিবে না, যদি সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন শায়'ান ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী এক শত বৎসর ধরিয়া পাঠ করিয়া থাকে, তথাপিও না।” ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপি (১২৬ পাতার ১ ছত্র ৫ প.) হইতে জানা যায় যে, উপরিউক্ত লেখকত্রয় কর্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনুসৃত হইত।

ইবন মাজিদের বর্ণনামতে উপরিউক্ত লেখকত্রয় অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবন শায়'ান, সাহুল ইবন আবান ও লায়ুছ' ইবন কাহলান জাহাজ চালনাবিহারদ, বিজ্ঞ নাবিক বা মু'আল্লিম ছিলেন না, বরং তাঁহারা শুধু জাহাজ চালনা সম্পর্কিত উপদেশাবলী বিষয়ে ও সামুদ্রিক পথসমূহ বিষয়ে বিজ্ঞ গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ প্রণয়নে সমুদ্র ভ্রমণ বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। কিভাবে ল-ফাওয়া'ইদ হইতে এই দুইটি কথাও জানা যায় যে, উক্ত লেখকত্রয় অথবা অন্তত সাহুল ইবন আবান দ্বাদশ শতাব্দীর (কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে, দশম শতাব্দীর; দেখুন, টীকা ৬ الف.) প্রথমার্ধের লেখক ছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে সকল সমুদ্র ভ্রমণের বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন, ঐগুলি বিশেষত কুমারিকা অন্তরীপের পূর্বদিকে অবস্থিত দেশসমূহ এবং চীন দেশের অবস্থার সহিত সম্পর্কিত। এইরূপ ধারণা করা অসংগত হইবে না যে, উক্ত লেখকত্রয়ের রচনাবলীর উৎস ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ, উহার গঙ্গার পূর্ব দিকের অংশ, ইন্দোনেশিয়া ও চীনদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তসমূহ। যেমন ৮৫১ খৃ. বর্ণিত সুলায়মান কর্তৃক রচিত এবং আনুমানিক ৯১৬ খৃ. (টীকা ১০ দ্র.) আবু যায়দ হাসান কর্তৃক সংশোধিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ (তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ প্রণয়নে উক্ত গ্রন্থ হইতেও তথ্যাদি গ্রহণ করেন)। আবু যায়দ হাসান ভূগোলশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অগ্রহী ছিলেন। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন। হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী হইতে ও তাঁহার যুগের নাবিকদের নিকট হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, তিনি সেইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মনে হয় পূর্বেই লেখকত্রয় অনুরূপ পন্থায় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন। ইবন মাজিদের বর্ণনামতে তিনি তাঁহাদের উক্ত কার্যধারাকে অব্যাহত রাখেন। কারণ তিনি বিশেষত এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার পরিচয় অন্য লেখকগণ হইতে এই দিক দিয়া স্বতন্ত্র যে, তিনি যাহা

কিছু লিখিয়াছেন, উহা তাঁহার সুদীর্ঘ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিয়াছেন।

ইবন মাজিদের বর্ণনামতে উপরিউক্ত লেখকদ্বয়ের গ্রন্থাবলীতে এইরূপ কতগুলি সমুদ্র বন্দর ও শহরের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে যাহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উক্ত বর্ণনার অর্থ এই যে, সর্গশ্রষ্ট সমুদ্র বন্দর ও শহরগুলির প্রাচীন নামসমূহ—যদ্বারা চীনা গ্রন্থাবলীতে ও টলেমী কর্তৃক রচিত তালিকাসমূহে উল্লিখিত ভৌগোলিক স্থানসমূহের নাম জানিবার কার্যে সহায়তা পাওয়া যায়—বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও তথ্যাবলীর উক্ত উৎসসমূহ বর্তমানে আর পাওয়া যায় না, তথাপি ইহা জানা স্বয়ং একটি জরুরী কার্য যে, এইরূপ গ্রন্থ এক সময়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যে সব কিছুই সম্ভব অর্থাৎ উক্ত লেখকদ্বয়, আহমাদ ইবন তাবরুওয়ায়হ ও খাওয়াশীর ইবন যুসুফ ইবন সালাহ আল-আরাকী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রাচ্যেও আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্যারিসস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে ২২৯২ ক্রমিক নং ও ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়া একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অন্যত্র উহার পুনরাবৃত্তি ঘটবার আশা সর্বদা করা যাইতে পারে।

মনে হয়, কিতাবুল-ফাওয়াইদ—যাহার সারাংশ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—ইবন মাজিদের পরিপক্ব অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁহার জন্ম সন আমাদের জানা নাই। হাবিয়া গ্রন্থ রচনাকালে যদি তাঁহার বয়স পঁচিশ অথবা ত্রিশ বৎসর হইয়া থাকে, তবে কিতাবুল-ফাওয়াইদ গ্রন্থের রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল বায়ান্ন অথবা সাতান্ন বৎসর এবং ৬ ক্রমিক নং—এ উল্লিখিত কবিতা পুস্তিকার রচনাকালে (১৪৯৪-৯৫ খৃ.) উহা ৫৬ অথবা ৫৩ অথবা ৬৩ বৎসর থাকাই যুক্তিসঙ্গত। উহার তিন-চারি বৎসর পর এপ্রিল ১৪৯৮ খৃ. ভান্সো ডা গামা মালি নদীতে পৌছেন। এই স্থানেই ইবন মাজিদ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে তাঁহার সহিত জাহাজে আরোহণ করেন। এই মু'আল্লিমের মৃত্যু সনও জানা নাই। পাশ্চাত্য লেখক James Prinsep বলেন যে, ইবন মাজিদের স্মৃতি ভারতীয় উপমহাদেশে ও মালদ্বীপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জাগরুক ছিল। তিনি লিখিতেছেন, “অতএব আমি একটি ‘আরবীয় কম্পাস সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সকল জাহাজে সন্ধান করিয়া একটি কম্পাসও পাইলাম না। অবশেষে আমার বন্ধু সায়িদ হুসায়ন সীদী জাহাজ চালনা বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান সম্পর্কিত একখানা গ্রন্থে উহার একটি চিত্র দেখিতে পাইলেন। গ্রন্থটির নাম ছিল ‘মাজিদ-এর গ্রন্থ’। আমার মালদ্বীপীয় বন্ধুর রসিকতাপূর্ণ ভাষায় উহার নাম ছিল ‘আরবদের প্রাণ হ্যামিল্টন-এর গ্রন্থ’। এই গ্রন্থটি জনৈক নাবিকের নিকট ছিল। উহার যে পৃষ্ঠায় চিত্রটি অংকিত ছিল, সায়িদ হুসায়ন আমাকে দেখাইবার উদ্দেশে তাহা নির্দিধায় গ্রন্থ হইতে ছিড়িয়া লইয়াছিলেন। কারণ সেই নাবিক গ্রন্থখানা কাহাকেও দিতে রাষী ছিলেন না। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ না করিলে সায়িদ হুসায়ন তাঁহার ফিরতি সমুদ্র যাত্রা সহজে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না” (Notes on the Nautical Instruments of the Arabs, in JASB, ১৮৩৬ খৃ., ২খ, ৭৮৮)। স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত গ্রন্থখানা ছিল আমাদের উল্লিখিত ২২৯২ নং পাণ্ডুলিপি ও ২৫৫৯ নং পাণ্ডুলিপির ন্যায় এইরূপ কোন গ্রন্থ যাহাতে সমুদ্রে জাহাজ চালনায় ব্যবহার্য বিভিন্ন যন্ত্রের চিত্র এবং সম্ভবত সামুদ্রিক পথসমূহের নকশাও অংকিত ছিল অথবা উহা ছিল স্বয়ং ২২৯২ নং গ্রন্থখানা যাহার কারণে উহাকে ‘মাজিদের গ্রন্থ’ নাম দেওয়া

হইয়াছিল। R. F. Burton তাঁহার First Footsteps in East Africa of Exploration of Harar (লন্ডন ১৮৫৬ খৃ., পৃ. ৩-৪) গ্রন্থে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, “১৯৫৪ খৃ. ২৯ অক্টোবর রবিবার আমাদের বিপুল পরিমাণের মাল সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইল যে, তাহা জাহাজে বোঝাই করা হইয়াছে। আমার বন্ধু “S” সাহেব আমার পিঠে বরকতের পাদুকা মারিলেন। আনুমানিক বেলা চারটায় আমরা (এডেনের যে অংশ দেশী নৌকার জন্য নির্দিষ্ট, সেই অংশ) মা'লা বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিলাম। আমরা জাহাজে পাল তুলিয়া দিয়া উক্ত অগ্নিময় উত্তপ্ত বন্দর হইতে সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন আমরা “জাহাজ পরিদর্শক”—এর সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন আমাদের অনুমতিপত্র তাঁহার সমীপে পেশ করিলাম। উনুক্ত সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মধ্যে পতিত হইবার পূর্বে আমরা শায়খ মাজিদের জন্য—যিনি সমুদ্রে জাহাজ চালনায় ব্যবহার্য কম্পাসের উদ্ভাবক ছিলেন—ফাতিহা পাঠ করিলাম। সন্ধ্যার আগমনে দেখিলাম, আমাদের জাহাজ সমুদ্রের স্বচ্ছ তরঙ্গমালার উপর দিয়া দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইতেছে।” R. F. Burton তাঁহার গ্রন্থের একটি টীকায় আরো লিখিয়াছেন, “প্রাচ্যের লোকেরা যদি কম্পাসের ন্যায় যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধেও কোন কাঙ্ক্ষনিক কাহিনী রচনা করিয়া না লইত, তবে তাহা নিশ্চয় একটি বিশ্বয়কর ব্যাপার হইত। কথিত আছে, সিরিয়া দেশে শায়খ মাজিদ নামক একজন ওয়ালী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এইরূপ শক্তি দান করিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবীকে দেখিতেন তাঁহার হাতের একটি খেলার বলের ন্যায়। অধিকাংশ মুসলমান এইরূপে কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার ইতিহাস সম্বন্ধে একমত এবং দীনদার মাল্লাহগণ এখনও উক্ত ওয়ালীর জন্য ফাতিহা পাঠ করিয়া থাকেন।” একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, শায়খ মাজিদ কোনও সিরীয় ‘ওয়ালী’ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন শুধু মু'আল্লিম ইবন মাজিদ। উক্ত মু'আল্লিম ইবন মাজিদ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রে জাহাজ চালনা বিষয়ে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিবার মাধ্যমে জগদ্বাসীর যে মহান খিদমত করিয়াছেন, উহার কারণে তাঁহাকে একজন ওয়ালীর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচয় যেরূপে পরিবর্তিত হইয়া ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। এইরূপ পরিবর্তন ঘটবার আরও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৯১৩ খৃ. এই নিবন্ধের মূল রচয়িতা Gabriel Ferrand-এর বন্ধু ও সহকর্মী Paul Ottavi যিনি প্রায় পনের বৎসর ধরিয়া যাজ্জিবার ও মক্কেতে অবস্থান করিয়াছেন—উক্ত দেশদ্বয়ের সমুদ্র বন্দরসমূহে ইবন মাজিদ ও সুলায়মান আল-মাহুরী কর্তৃক রচিত সমুদ্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীর সন্ধান করেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন যে, উক্ত দেশদ্বয়ের লোকেরা উক্ত নাবিকদ্বয়ের নামও জানে না।

১৯৫৭ খৃ. Theodore Shumovski লেনিনগ্রাদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত তিনখানা সমুদ্র বিষয়ক পথ প্রদর্শক নূতন গ্রন্থ রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন। উহাতে গ্রন্থের মূল ‘আরবী পাঠ’ পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবিরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসহ উহার রুশ অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রুশ ভাষায় লিখিত একটি দীর্ঘ ও বেশ তথ্যপূর্ণ ভূমিকাও উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েকটি নির্দেশিকা ও একটি ভৌগোলিক মানচিত্রও উহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদে ‘ছালাছাত্ত আযহার ফী মারিকাতিল-বিহার’ (ثلاثة ازهار في معرفة البحار)

এই 'আরবী নামটি লিখিত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে 'ছালাছ রাহমা নাজাতি'ল-মাজহুলা (ثلث رهما نجات المجهولة) নামটি লিখিত রহিয়াছে। উক্ত নাম দুইটি সম্ভবত প্রকাশক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে অন্তর্ভুক্ত কবিতা গ্রন্থদ্বয় হইতেছে এইঃ (ক) আল-উরজুয়াতুল-মুসাম্মাতুল বি'স-সিফালিয়া (الارجوزة المسماة بالسفالية)। এই গ্রন্থ পাঠে মালাবার, কানকাত ও গুজরাত, সিদ্ধ, আতওয়াহ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ উপকূলীয় ভূভাগ সম্বন্ধে এবং তথা হইতে আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার, উহার দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশসমূহের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইবে। উহার রচয়িতা তিন গ্রন্থকারের পর চতুর্থ গ্রন্থকার আলহাজ্জ শিহাবুদ-দীন আহ'মাদ ইবন মাজিদ। এই পুস্তিকাখানা নাবিকদের জন্য একমাত্র আকর্ষণীয় পুস্তিকা বটে। উহাতে মোট ২৭ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০ ছত্র রহিয়াছে।

(খ) আল-উরজুয়াতুল-মুসাম্মাতিল-মিল'আকিয়া (الارجوزة الملقية), উহাতে ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল হইতে শ্রীলঙ্কা ও নিকোবর, সুমাত্রা দ্বীপ, শ্যামদেশের উপকূলীয় অঞ্চল মালাক্কা, জাভা দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, উহাদের পথে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপ-উপদ্বীপ, উক্ত দেশসমূহে অবস্থিত শহরসমূহ, চীনদেশ, ফরমোজা দ্বীপ, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশ ও দ্বীপসমূহ, ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ ও উপকূলীয় অঞ্চল সম্বন্ধে—যাহার উত্তরে ককেশাস পর্বতমালা ভিন্ন অন্য কোন দেশ নাই—আলোচনা করা হইয়াছে। উহা লেখকত্রয়ের পর চতুর্থ লেখক আহ'মাদ ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত একখানা কবিতা পুস্তিকা। উহাতে মোট ১৪ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ২০টি করিয়া ছত্র রহিয়াছে। উহার নামকরণ 'আল-মিল'আকিয়া (الملقية)=চামচের ন্যায়) করিবার কারণ সম্ভবত এই যে, উহাতে বর্ণিত ভূখণ্ডের আকৃতি মানচিত্রে চামচের ন্যায় দেখায়।

(গ) উরজুয়া শ্রেণীর একখানা কবিতা পুস্তিকা। উহার কবিতার চরণসমূহের শেষ বর্ণ হইতেছে 'ت'। উহাতে জেদ্দা হইতে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগরের ও তৎসন্নিহিত ভারত মহাসাগরের অংশের পানির স্রোতসমূহ ও জাহাজ চালনার পথসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহা চারি ব্যক্তির চতুর্থ ব্যক্ত আলহাজ্জ শিহাবুদ-দীন কর্তৃক রচিত হইয়াছে। উহাতে মোট ৩ পৃষ্ঠা এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় ২১টি করিয়া ছত্র রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) V. Hammer, Extracts from the Mohit that is the Ocean, a Turkish work on Navigation in The Indian Seas, in JASB, ১৮৩৪ খৃ., পৃ. ৫৪৫-৫৫৩, ১৮৩৬ খৃ., পৃ. ৪৪১-৬৮, ১৮৩৭ খৃ., পৃ. ৮০৫-১২, ১৮৩৮ খৃ., পৃ. ৭৬৭-৮০, ১৮৩৯ খৃ., পৃ. ৮২৩-৩০; (২) D. Lopes, Extractos da historia da conquista do Yaman pelos Othmanos, ১৮৯২ খৃ. লিসবনে ভূগোল সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রাচ্যবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত একটি প্রবন্ধ; (৩) L. Bonelli, Del Muhit o descrizione dei mari delle Indie dell' ammiragliis Turco Sidi Ali detto Kiatib-i-Rum. in RRAL, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৭৫১-৭৭; (৪) ঐ লেখক, Ancora del Muhit o descrizione dei mari delle Indie, ঐ সাময়িকী, ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৩৬-৫১; (৫) M. Bittner, Zum Indischen Ocean des

Seidi Ali in WZKM. ১০ খ.; (৬) M. Gaudefroy Demombynes, Les sources arabes du Muhit turc. in JA, ১০ম কিস্তি, ২০খ, ১৯১২ খৃ., পৃ. ৫৪৭-৫০; (৭) G. Ferrand, Relations de voyages et taxtes geographiques arabes, persans et turks relatifs a l'Extreme-Orient du viiie au Xviie, প্যারিস ১৯১৪ খৃ., ২খ, পৃ. ৪৮৪-৫৪১; (৮) ঐ লেখক, Le Pilote arabe de Vasco de Gama et les instructions nautiques des Arabes au Xve siecle. in Ananles de geographie. প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ২৯০-৩০৭; (৯) ঐ লেখক, Instructions nauriques et routiers arabes et Portugais des xve et xvie siecles. i. Le pilote des mers del Inde, de la Chine de l Indonesie, par Sihab-ad-din Ahmad bin Majid, 'আরবী পাঠ, প্যারিস ১৯২৩ খৃ. (অতঃপর সুলায়মান আল-মাহরী কর্তৃক রচিত গ্রন্থের মূল পাঠ ও উহার অনুবাদের খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইয়াছে); (১০) ঐ লেখক, L'element persan dans les textes nautiques arabes des xve et xvie siecles, in JA, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৯৩-২৫৭; (১১) E.I.². ৩খ, পৃ. ৮৫৬-৯।

টীকা : (১) যুরোপ ও প্রাচ্যদেশে উহার একাধিক অনুলিপি বর্তমান রহিয়াছে। (২) প্যারিসে সংরক্ষিত ২২৯২ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির আরেকখানা অনুলিপি সৌভাগ্যক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্প্রতি দামিশ্কে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিখানাকে দামিশ্কে আল-মাজমা'উল-ইলমিল-'আরাবী নামক গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে (দ্র. মাজাল্লাতুল-মাজমা'ইল-'আরাবী, ফেব্রুয়ারী ১৯২১ খৃ., দামিশ্কে, পৃ. ৩৩-৩৫)। প্যারিসে সংরক্ষিত ২৫৫৯ ক্রমিক নং পাণ্ডুলিপির আরেকখানা অনুলিপি, অবশ্য উহা অসম্পূর্ণ বটে, জেদ্দার শায়খ মুহাম্মাদ নাসীফ-এর নিকট পাওয়া গিয়াছে। এই নিবন্ধের মূল রচয়িতা Gabriel Ferrand-এর বন্ধু আহ'মাদ যাকী পাশা তাঁহার অনুরোধে এই স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া উহা আবিষ্কার করেন। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির আরেকখানা অনুলিপি পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের পাঠাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। (৩) এইরূপ শী'আ য়ে'বা বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার নিজেও শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন অথবা তিনি শী'আদের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। (৪) এই স্থানে মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত 'আরবী نَحْ শব্দের অর্থ হইতেছে সমুদ্র পথ জানিবার উদ্দেশে কোন উপকূলীয় ভূখণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করা। (৫) ইবন মাজিদ তাঁহার পূর্বসূরী লেখক লায়ছ ইবন কাহলান-এর নামের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিজেকে 'লায়ছ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন (উল্লেখ্য যে, 'লায়ছ' (ليث) শব্দটির অর্থ 'ব্যাঘ্র')। (৬) উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাটি সম্বন্ধে আরও তথ্য জানিবার জন্য ড্র. J.A., ১৯২৪ খৃ., ২০৯-২১৫ পৃ.। ইবন মাজিদ কর্তৃক উল্লিখিত তিন লেখকের অন্যতম লেখক সাহল ইবন আবান-এর পৌত্র ইসমা'ঈল ইবন হাসান ইবন সাহল কর্তৃক রচিত 'রাহমানী' নামক গ্রন্থের নামের সহিত ইবন মাজিদ কর্তৃক স্বীয় লিখিত গ্রন্থে "تاريخه خمس مائة ثمانين سنة" বাক্যটির অর্থ এই নিবন্ধের লেখক এইরূপ করিয়াছেন, 'উহার রচনাকাল পাঁচ শত আশি সন' (হি.)।

কিন্তু উহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে, 'উহা পাঁচ শত আশি বৎসর পূর্বে রচিত হয়' J. Sauvaget, JA সাময়িকী প্যারিস, ১৯৪৮ খৃ., ১১-২০ পৃ. উহার শেষোক্ত অর্থই বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'আজা'ইবুল-হিন্দ গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের নামের সহিত তুলনা করিলে জানা যায় যে, উল্লিখিত লেখকদের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। এইরূপে আলোচ্য গ্রন্থকার (ইসমা'ঈল) খৃ. দশম শতাব্দীর লেখক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কারণ (ইবন মাজিদ প্রণীত) আলোচ্য গ্রন্থখানা ৮৯৫ হি. রচিত হইয়াছিল। উহার ৫৮০ বৎসর পূর্বে ৮৯৫-৫৮০=৩১৫ হি. চলিতেছিল। এতদসত্ত্বেও বলা যায়, উল্লিখিত 'আরবী বাক্যটির শেষোক্ত অর্থকে সঠিক মনে করা খুবই কঠিন। অতএব এইরূপ ধারণা করাই সম্ভব যে, ৫৮০ হি. সন 'রাহ'মানী' নামক গ্রন্থখানার রচনাকাল ও উহার রচয়িতা (ইসমা'ঈল) খৃ. দশম শতাব্দীর নহে, বরং খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক ছিলেন। (৭) ইবন মাজিদ কর্তৃক রচিত আলোচ্য গ্রন্থের সকল অনুলিপিতেই উহার রচনাকাল ৮৯৫ হি. লিখিত রহিয়াছে। (৮) উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ এই নিবন্ধের মূল রচয়িতার নিকট পৌঁছে নাই। (৯) কিংবদন্তীতে উল্লিখিত 'তাম্র শহর' (مدينة النحاس) সম্বন্ধে জানিবার জন্য Dr. Gaudefroy ও Demombynes, les cent et une nuits, প্যারিস ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৮৪-৩৪৮, এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীও Dr. (১০) ডু. সিলসিলাতু'ত-তাওয়ারীখ অথবা Relation des voyages faits Par les Arabes et les sersans dans l'Inde et a la Chine dans le ixie siecle de l'ere chretienne, 'আরবী পাঠ Langles কর্তৃক প্রদত্ত এবং অনুবাদ ও টীকা Renaud কর্তৃক সম্পন্ন ও সংযোজিত (১৮৪৫ খৃ.)। এই নিবন্ধের মূল রচয়িতা নিম্নোক্ত নামে উহার নূতন ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেনঃ Voyage du marchand arabe Sulayman en Inde et en Chine redige en 851 suivi de remarques Par Abu Zayd Hassan (vers 916), প্যারিস ১৯২২ খৃ.। J. Sauvaget উক্ত গ্রন্থখানার মূল 'আরবী পাঠ শুদ্ধি ও টীকাসহ আরেকটি ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। Relation de la Chine et de l'Inde নামক উক্ত অনুবাদ গ্রন্থখানা ১৯৪৮ খৃ. প্যারিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

Gabriel Ferrand ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই./
মুহাম্মদ মাজহারুল হক

ইবন মাত্‌রুহ (ابن مطروح) : আবুল-হাসান যাহয়া ইবন 'ঈসা ইবন ইবরাহীম ইবনি'ল-হুসায়ন জামালি'দ-দীন ইবন মাত্‌রুহ ৮ রাজাব, ৫৯২/৭ জুন, ১১৯৬ তারিখে মিসরের আস্‌মুত-এ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া কূস-এ গমন করেন। কূস সেই সময়ে মিসরের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ তামাদুনিক কেন্দ্র ছিল এবং সম্ভবত সেখানেই ইবন মাত্‌রুহ তাঁহার শিক্ষা জীবন শুরু করেন বা শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। সেখানে তিনি কবি বাহা'উ'দ-দীন যুহায়র (দ্র.)-এর সাক্ষাত লাভ করেন যাহার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ইবন মাত্‌রুহ সেখানেই কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি শহরের গভর্নর মাজ্দু'দ-দীন আল-লামতী-র সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁহার নামে তিনি যে দুইটি কবিতা উৎসর্গ করেন সেইগুলিতে অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, মাজ্দু'দ-দীন এই তরুণ কবিকে একটি প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদে তিনি দীর্ঘদিন থাকেন নাই।

অধিকতর সুবিধাজনক পরিবেশের সন্ধানে বহির্গত হইয়া ইবন মাত্‌রুহ আনু. ৬২৬/১২২৯ সালে কায়রোতে পৌঁছেন, সেখানে তিনি আস'-সালিহ আয়্যুব-এর সম্মুখে উপস্থিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। আস'-সালিহ সেই সময়ে পিতা আল-মালিক আল-কামিল-এর প্রতিনিধিরূপে মিসর শাসন করিতেছিলেন। ৬২৯/১২৩১ সালে আস'-সালিহ আয়্যুব তাঁহার পিতা কর্তৃক সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হইয়া মেসোপটেমিয়া বিজয়ে এবং মোঙ্গলদের ও খাওয়ারায়-মীদের দমনে বহির্গত হইলে ইবন মাত্‌রুহও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। তিনি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন এবং সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার বিজিত শহরগুলিতে ভ্রমণ করেন।

আল-মালিক আল-কামিল (৬৩৫/১২৩৮)-এর মৃত্যুর পরে আয়্যুবী শাসকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া যায় এবং তখন ইবন মাত্‌রুহ উহাতে জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হন। আস'-সালিহ আয়্যুব, যিনি তাঁহাকে সেনাবাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় তুলিয়া ধরিবার জন্য এবং আয়্যুবী রাজপুরুষগণের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'আব্বাসী খলীফার দূত ইবনুল-জাওযীর সঙ্গে ৬৩৭/১২৩৯ সনে তিনি কায়রো গমন করেন। তাঁহার কায়রোতে অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন এবং শীঘ্রই তিনি সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬৩৯/১২৪১ সনে ইবন মাত্‌রুহ পুনরায় মিসরে যান। আস'-সালিহ আয়্যুব কায়রোতে সুলতান হইয়া তাঁহাকে শহরের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তি দ্বারা সুলতানের দরবারে তাঁহার একের পর এক উচ্চ সরকারী পদ লাভের সূচনা হয়।

৬৪৩/১২৪৫ সনে আস'-সালিহ আয়্যুব দামিশ্ক-এর উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করিলে তিনি ইবন মাত্‌রুহকে সেই শহরের উধীর নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ইবন মাত্‌রুহ বিপুল সমৃদ্ধি ও নিজ অনুগামিগণের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কিন্তু আস'-সালিহ আয়্যুব ৬৪৬/১২৪৮ সনে দামিশ্কে গিয়া তাঁহাকে সেই পদ হইতে অব্যাহতি দেন এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে হিম্স-এ প্রেরণ করেন। এই সময়ে ইবন মাত্‌রুহ সুলতানের সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন। সেই সেনাবাহিনী হিম্সে গিয়া পৌছাইতে না পৌছাইতেই সুলতানের নিকট হইতে মিসরে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ আসে। খৃষ্টান ক্রুসেড বাহিনী দামিয়েত্তা অভিযানের প্রভুতি গ্রহণ করিতেছিল, সেই অগ্রসরমান বাহিনীকে প্রতিহত করিতে হইবে। স্বয়ং আস'-সালিহ আয়্যুব এই সময়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইবন মাত্‌রুহ তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

আস'-সালিহ আয়্যুব-এর মৃত্যুর পরে (১৫ শা'বান, ৬৪৭/২৩ নভেম্বর, ১২৪৯) ইবন মাত্‌রুহ রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র কবিতায় অন্ততঃ হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করেন। শা'বানের প্রারম্ভে, ৬৪৯/অক্টোবরের শেষভাগ, ১২৫১-তে কায়রোয় তিনি মারা যান। ইবন খাল্লিকান তাঁহার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

ইবন মাত্‌রুহ-এর দীওয়ান ১২৯৮ খৃ. ইস্তাবুল হইতে প্রকাশিত হয়। মাঝারি আকারের সেই সংস্করণটিতে ছত্র সংখ্যা ছিল ৮০৬। তাঁহার কবিতা প্রধানত প্রশস্তিমূলক ও প্রণয়মূলক, সাধারণভাবে সেইগুলি বিশেষ উচ্চ মানের রচনা নয়। রাজনৈতিক ও চাকুরী সংক্রান্ত দায়িত্বভার পুরাপুরিভাবে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির প্রতি তাঁহার মনোনিবেশের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। তথাপি কোন কোন শ্রেষ্ঠ রচনায় কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৯ খ., ৫খ, ৩০২; অনু. de Slane, ৪খ, ১৪৪-৫১; (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৫খ. ২৪৭; (৩) সুয়ুতী, হু'সনুল-মুহাদ্দারা, ১খ, ৩২৯; (৪) যিরিকলী, আল'লাম, ৯খ, ২০৩; (৫) কাহ'হালা, মু'জামুল মু'আল্লিফীন, ১৩খ, ২১৭; (৬) মুহাম্মাদ কামিল হুসায়ন, দিরাসাত ফিশ-শি'র ফী 'আস-রি'ল-আয্যুবিয়্যীন, কায়রো ১৯৫৭ খ., পৃ. ১৭৭-৮৪; (৭) J. Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides Paris 1949, 105-20; (৮) Brockelmann, I' 263, SI, 465;

J. Rikabi (E. I.²) হুমায়ুন খান

ইবন মাতাওয়য়হ্ (ابن متويه) : আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন আহমাদ ছিলেন একজন মু'তায়িলী ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি রায়-এ কাদী 'আবদুল-জাব্বার (মৃ. ৪১৫/১০২৫)-এর ছাত্র ছিলেন এবং শিক্ষকের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। কার্যত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁহার পিতামহ মাতাওয়য়হ্-কে ভুলক্রমে 'আলী ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন উতবা ('আভিয়া-রূপে পঠিত) ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আন-নাজরানী নামে শনাক্ত করা হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ 'আল-মাজমু' ফিল-মুহীত বি'ত-তাকলীফ'-এর Houben সংস্করণের নামপত্রের ভিত্তিতে, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন উক্ত গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকার। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সত্রোল্লেখ্য ব্যতীত Houben বর্ণিত ৪৬৯/১০৭৬ এবং 'আবদুল-কারীম 'উছমান বর্ণিত ৪৬৮/১০৭৫ কোনটিই নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। তাঁহার অদ্যাবধি বিদ্যমান গ্রন্থগুলিতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি তাঁহার শিক্ষকের ইনতিকালের পরও অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার কিতাবু'ত-তাযকিরাত স্পষ্টত তাঁহার শিক্ষক 'আবদুল-জাব্বার-এর ইনতিকালের অব্যবহিত পরই রচিত হয়। কেননা একমাত্র আবু মুহাম্মাদ ইবনুল-লাব্বাদ ব্যতীত 'আবদুল-জাব্বারের অন্য কোন ছাত্রের নাম ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আবু রাশিদ নায়সাবুরী (যিনি অবশ্যই 'আবদুল-জাব্বারের ইনতিকালের পর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন) তাঁহার কিতাবু যিয়াদাতি'শ - শারহ গ্রন্থে উক্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইহা সম্ভব যে, তিনি ও ইবন মাতাওয়য়হ্ বা সিব্বত মাত্তয়া একই ব্যক্তি কিংবা পরস্পরের আত্মীয়। রায়-এ 'আবদুল-জাব্বারের পৃষ্ঠপোষক উযীর আস-সাহিব ইবনুল-'আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) যাঁহার (ইবন মাতাওয়য়হ্ বা সিব্বত মাত্তয়া) বিরুদ্ধে অশ্লীল ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, বিশেষত ঐ কবিতার একটিতে তিনি মু'তায়িলী বলিয়া ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে (দ্র. আছ-ছা'আলিবী, যাতীমা, ৩খ, ১০১ প.; যাকূত, উদাবা', ২খ, ৩৪২)।

ইবন মাতাওয়য়হ্ সাধারণভাবে তাঁহার শিক্ষক 'আবদুল-জাব্বারের মতবাদের উপস্থাপনা করিয়াছেন, যাঁহার কিতাবুল-মুহীত বি'ত-তাকলীফ একটি পূর্ণাঙ্গ মু'তায়িলী তত্ত্বমূলক রচনা। ইবন মাতাওয়য়হ্ তাঁহার কিতাবুল-মাজমু' ফিল-মুহীত বি'ত-তাকলীফ (১খ., সম্পা. J.J. Houben, Beirut 1965, এবং সম্পা. উমার আস-সায়্যিদ 'আজামী, কায়রো ১৯৬৫ খ.) গ্রন্থে কিতাবুল-মুহীত-এর শব্দান্তর করিয়াছেন, টীকা লিখিয়াছেন এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সমালোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যমান তাঁহার কিতাবু'ত-তাযকিরাত দুই খণ্ডে সমাপ্ত, বস্তুর প্রকৃতি ও আকস্মিক গুণাবলী (اعراض) সংক্রান্ত রচনা (১খ, সম্পা. সামী নাসর

লুত্ফ ও ফায়সাল বাদীর'উন, কায়রো ১৯৭৫ খ.)। একজন অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক আনু, ৫৭০/১১৭৪-৫ সনে রচিত কিতাবু'ত-তাযকিরাত-এর ভাষ্য পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে (দ্র. S. M. Danishpazhuh, in Nashriyya-yi Kitabkhana-yi Markazi-yi Danish-gah-i Tihran, ২খ, (১৩৪১/ ১৯৬২), ১৫৭ প.)। ইবন আবি'ল-হাদীদ-এর শারহ নাহজিল- বালাগ'া গ্রন্থে ইবন মাতাওয়য়হ্-এর কিতাবুল-কিফায়া হইতে উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ইহাতে তিনি বিশদভাবে আবু বাকর (রা)-এর উপর 'আলী (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সকল মু'তায়িলী অবস্থান অতিক্রম করিয়া তিনি 'আলী (রা)-এর নিষ্পাপত্ব ('ইসমা) দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে ইমামী শী'আ মতবাদের বিপরীতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, পাপশূন্যতা বৈধ ইমামাতের পূর্বশর্ত নহে। তাঁহার রচিত কিতাবু'ত-তাযকিরাত নামক একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন মাহ'মুদ ইবনুল-মালাহিমী তাঁহার কিতাবুল-মু'তামাদ ফী উসূলিদ-দীন গ্রন্থে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-হাকিম আল-জুশামী, শারহ'ল-'উযূন in ফাদলুল-ই'তিয়াল ওয়া তাবাকাতুল-মু'তায়িলাঃ, সম্পা. ফু'আদ সায়্যিদ, তিউনিস ১৩৯৩/১৯৭৪, পৃ. ৩৮৯; (২) ইবনুল-মুর্তাদা, তাবাকাতুল-মু'তায়িলা, সম্পা. S. Diwald-Wilzer, Wiesbaden ১৯৬১, পৃ. ১১৯; (৩) Sezgin, GAS.i, 627; (৪) 'আবদুল-কারীম 'উছমান, কাদিল-কুদাত 'আবদুল-জাব্বার ইবন আহমাদ আল-হামাযানী, বৈরুত ১৩৮৬/১৯৬৭, পৃ. ৫১।

W. Madelung (E.I.², Suppl.)/আফতাভ হোসেন

ইবন মাদা' (ابن مضاء): আহমাদ ইবন 'আবদিল-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন হারিহ' ইবন 'আসিম আল-লাখমী, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় বৈয়াকরণ ও ফাকীহ। তাঁহাকে বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে আবুল-'আব্বাস, আবু জা'ফার ও আবুল-কাসিম উপনাম দেওয়া হইয়াছে। ৫১৩/১১১৯ সালে এক বিখ্যাত কর্ডোভী পরিবারে জন্ম। তিনি সেভিলে ইবনুল-রায্মাক-এর নিকট ব্যাকরণ ও সিউটায় (Ceuta) কাদী 'ইয়াদ-এর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি ফেজ ও বুগীর কাদী ছিলেন এবং পরবর্তীতে আল-মুওয়াহহিদি খালীফা যুসুফ ইবন 'আবদিল-মু'মিন তাঁহাকে কাদি'ল-জামা'আ পদে নিয়োগ করেন। খলীফার পুত্র ও উত্তরাধিকারী য়াকূব ইবন যুসুফ-এর আমলেও তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার কর্মৎপরতা কেবল 'আরবী ব্যাকরণ চর্চায় নিবদ্ধ রাখেন। এই বিষয়ে তিনি তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলির মধ্যে মাত্র একটি পাওয়া যায়। ইহা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কিতাবুর-রাহদ 'আলান-নুহাত। এই পুস্তকখানিতে ইবন মাদা'-এর চিন্তার স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। তাঁহার জীবনীকার আদ-দা'ক্বী (বুগয়া নং ৪৬৫) তাঁহাকে বৈয়াকরণদের পুরোধা উপাধি দান করেন এবং ইবন দিহয়া (মুত্তরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ. ৯১, ১৮৫) দুইবার তাঁহাকে ইমামুল-নাহবিয়্যীন (বৈয়াকরণদের পুরোধা) হিসাবে উল্লেখ করেন। বস্তৃত তিনি উভয় উপাধির যোগ্য ছিলেন। ইবন মাদা'র জীবনের শেষ প্রান্তে (তিনি সেভিলে ৫৯২/১১৯৫-এ ইনতিকাল করেন) রচিত এই পুস্তক "প্রাচ্যের

প্রসিদ্ধ জ্ঞানীবর্গের বিধিবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী 'আরবী ব্যাকরণের জটিল অথচ অস্পষ্ট, নিষ্ফল ও কৃত্রিম তত্ত্বসমূহের প্রতি একটি সুললিত ভাষায় প্রচণ্ড ও যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ" (E. Garcia Gomez)। একই সঙ্গে এই পুস্তক ভাষার শুদ্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সহজতর, স্বচ্ছ, নূতন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানায়। ইবন মাদার রচনাবলী সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও যাহা বিলুপ্ত বলিয়া ধারণা ছিল—বর্তমানে প্রাচ্যের জ্ঞানীবর্গের মধ্যে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। 'আরবী ভাষাকে সরলীকরণ করার পদ্ধতি নির্ণয়ে রত পণ্ডিতবর্গের জন্য ইহাতে উপস্থাপিত সমস্যাবলী ও উহার সমাধানের ইঙ্গিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্রঃ (১) সুযুতী, বুগ'য়া, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ১৩৯; (২) শাওকী দায়ফ, কিতাবু'র-রাদ আলান-নুহাত-এ তাঁহার সংস্করণের ভূমিকা, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭; (৩) Review by E. Garcia Gomez, in al-Andalus, ১৩ (১৯৪৮ খৃ.) ২৩৮-৪০; (৪) E. Garcia Gomez La Gramatica y la giralda, in Silla del moro y Nuevas Escenas Andaluzas, Madrid ১৯৪৮ খৃ., ২৪৩-৬।

F. De. La Granja (E.I.²)/ আবদুল বাসেত

ইবন মানজুর (ابن منظور) : ইবন মানজুরের বংশতালিকা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বংশতালিকাসমূহ একত্র করিলে দেখা যায় যে, কোন কোনটিতে সংক্ষিপ্ত, আবার কোনটিতে কয়েকজনের নাম আগে পরে করা হইয়াছে। ইবন মানজুর কর্তৃক কিতাবু'ল-আগ'নীর সংক্ষিপ্ত রূপ মুখতারু'ল-আগ'নী গ্রন্থের ভূমিকায় (কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫) ইব্রাহীম আল-আবয়ারী তাঁহার যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপঃ

মুহাম্মাদ ইবন জালালি'দীন মুকাররাম ইবন নাজীব'দীন আবি'ল-হাসান 'আলী ইবন আহ'মাদ ইবন আবি'ল-ক'সিম ইবন খুমাযিয়র ইবন রায়্যাম ইবন সুলাতান ইবন কামিল ইবন কু'বরা ইবন কামিল ইবন সারহান ইবন জাবির ইবন রিফা'আ ইবন জাবির ইবন রুওয়ায়ফি ইবন ছাবিত ইবন সাকান ইবন 'আদী ইবন হ'রিছ'আল-আস'গ'রী, বানু মালিক বংশোদ্ভূত (দ্র. ইবন মানজুর, মুখতারু'ল-আগ'নী, টীকা ও সম্পাদনা ইব্রাহীম আল-আবয়ারী, ১খ, ভূমিকা, পৃ. ৬, ১৯৬৫ খৃ.)। পক্ষান্তরে উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁহার বংশনামা দেওয়া হইয়াছে নিম্নরূপঃ

আবু'ল-ফাদ'ল জামালুদীন মুহাম্মাদ ইবন মুকাররাম আল-ইফরীকী আল-মিস'রী আল-আনস'রী আল-খায়রাজী আর রুওয়ায়ফি'ঈ (৬৩০-৭১১/ ১২৩২-১৩১১) এবং ইসলামী বিশ্বকোষ ইংরেজী সংস্করণে নিম্নরূপ বংশনামার উল্লেখ আছেঃ

মুহাম্মাদ ইবন মুকাররাম ইবন 'আলী ইবন আহ'মাদ আল-আনস'রী আল-ইফরীকী আল-মিস'রী জামালুদীন আবু'ল-ফাদ'ল। উল্লিখিত তিনটি বর্ণনাকে একত্র করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইব্রাহীম আল-আবয়ারীর ভূমিকায় ও ইংরেজী বিশ্বকোষে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মুহাম্মাদ এবং তাঁহার পিতার নাম মুকাররাম; তবে উর্দু সংস্করণে তাঁহার নাম মুহাম্মাদের পরিবর্তে জামালুদীন মুহাম্মাদ এবং আল-আবয়ারী তাঁহার পিতার নাম শুধু মুকাররামের স্থলে মুহাম্মাদ ইবন জালালি'দীন মুকাররাম-এর উল্লেখ করিয়াছেন। স্পষ্টত জামালুদীন ও মুকাররাম কোন পৃথক ব্যক্তিত্ব নহেন, বরং ইহা মুকাররামেরই উপাধি। এইক্ষেত্রে শুধু

পার্থক্য থাকিয়া যায় এই প্রশ্নে যে, তাহা হইলে প্রকৃত নাম কোনটি? জামালুদীন কি জালালুদীন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জুব'জী যায়দান তা'রীখ আদাবি'ল-লুগ'তি'ল-'আরাবিয়া গ্রন্থে আবু'ল-ফাদ'ল-এর উপাধিরূপে জামালুদীন কথাটি উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহার সপ্তম পুরুষের সহিত সম্পর্কে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (ইব্রাহীম আল-আবয়ারী, মুখতারু'ল-আগ'নীর ভূমিকা)। কেননা তাঁহার জীবনীকারদের অনেকেই মানজুর পর্যন্তই তাহার বংশতালিকার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতঃপর মধ্যবর্তী পুরুষদের উল্লেখ না করিয়া উর্ধ্বতন পুরুষ রুওয়ায়ফি'-এর নাম উল্লেখ করেন। ইবন মানজুর নিজেই শুধু তাঁহার পূর্ণাঙ্গ বংশতালিকা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা তিনি তাঁহার নিকটবর্তী উর্ধ্বতন পুরুষ নাজীবুদীনের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রামাণ্য গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে আল্লামা সুযুতী তৎকৃত আল-বুগ'য়া নামক গ্রন্থে কিছু মতভেদের উল্লেখসহ উর্ধ্বতন পুরুষ মানজুর পর্যন্ত বংশতালিকা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তাঁহার বর্ণনা মতেও হ'বাক'গী ও মানজুর-এর মধ্যস্থলে মুহাম্মাদের উল্লেখ নাই। উক্ত বংশতালিকায় বর্ণিত রুওয়ায়ফি' মিসরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে (লিবীয়) ত্রিপোলীর গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। তখন ছিল হিজরী ৪৬ সাল।

পরবর্তী বংশের অর্থাৎ হিজরী ৪৭ সালে রুওয়ায়ফি' আফ্রিকা অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং একই সালে যুদ্ধ শেষ করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন। ইবন 'আবদি'ল-বারুর তাঁহার "আল-ইসতী'আব" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সময়ে তিনি মুসলিম ইবন মুখান্নাদ কর্তৃক সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন।

ইব্রাহীম আল-আবয়ারী এই ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত যে, ইবন মানজুরের প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ আর জামালুদীন ছিল তাঁহার উপাধি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁহার জন্মসাল যে ৬৩০ হিজরী ছিল সেই ব্যাপারে তাঁহার জীবনীকারদের অধিকাংশই অভিন্ন মত পোষণ করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার জন্মসন সম্পর্কে দুই—একটি ভিন্ন মতও পরিলক্ষিত হয়। যেমন সুযুতী রচিত আল-বুগ'য়া নামক গ্রন্থে ও ইবন হ'জার রচিত আদ-দুরারু'ল-কামিনা গ্রন্থে তাঁহার জন্মতারিখ মুহাররাম, ৬৬২-৬৬৪ হি. বলিয়া উল্লেখ আছে। আহ'মাদ ফারিস লিসানু'ল-'আরাব নামক বিখ্যাত অভিধানের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, ইবন মানজুর-এর জন্ম তারিখ ছিল মুহাররাম, ৬৯০ হি. এবং ড. আবদুল্লাহ দারবীশ তাঁহার আল-মা'আজিমু'ল-'আরাবিয়া নামক গ্রন্থে তাঁহার জন্মসন ৬৮০ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম স্থান লইয়াও সামান্য মতভেদ দেখা যায়। উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষে যাবীদীর তাজু'ল-'আরুস-এর সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মিসরের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ পরিবারের একজন প্রিয় সদস্য এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ড. দারবীশ তাঁহার গ্রন্থ আল-মা'আজিমু'ল-'আরাবিয়াতে তাঁহার জন্মস্থান তিউনিস বলিয়া উল্লেখ করেন। সম্ভবত তিনি সেখানে লালিত-পালিতও হন (দ্র. ইব্রাহীম আল-আবয়ারী, মুখতারু'ল-আগ'নীর ভূমিকা, ১৯৬৫ খৃ.০)। কেহ কেহ আবার তাঁহার জন্মস্থান ত্রিপোলী (লিবিয়া) ছিল বলিয়াও ধারণা করেন। তাঁহার পিতা ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ায় তিনি প্রায়ই তথায় গমনাগমন করিতেন, সেইজন্য মনে করা হয় যে, ইবন মানজুর ত্রিপোলীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইবন মানজুরের জন্ম যে তাঁহার

পিতার ত্রিপোলী গমনের পূর্বে হয় নাই সেই ব্যাপারে তাঁহাদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসা নাই।

শৈশব হইতেই ইবন মানজুর অনেকটা তাঁহার পিতার বিদ্যানুরাগের জন্য এবং অনেকটা তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে জ্ঞান চর্চার জন্য যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন। হাদীছ বিষয়েও ইবন মানজুরের বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল, যদিও এই বিষয়ে তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। যাঁহাদের নিকট তিনি হাদীছ শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইবনুল-মুকায়্যার মুরতাদা ইবন হাদিম, যুসুফ ইবনুল-মুখায়্যালী ও আবদুর-রাহমান ইবনু-ত-তু-ফায়ল-এর নাম উল্লেখযোগ্য (নুকাহ)।

আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, ইবন মানজুর ইহাদের কাহারও কোন পরিচয় দান বা নাম উল্লেখ করেন নাই, যদিও লিসানুল-আরাব-এর ভূমিকায় ইহাদের কথা উল্লেখ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ইহার একটি কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, তাঁহাদের কাহারও কাছে তিনি নিয়মিত ছাত্রের তালিকাভুক্ত হন নাই অথবা তিনি তাঁহাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেন নাই (দ্র. ইবরাহীম আল-আব্বারী, মুখতারুল-আগানীর ভূমিকা)। ইবন মানজুর একজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও আরবী বৈয়াকরণ ছিলেন। একজন ইতিহাসবেত্তা ও হস্তলিপিবিশারদ হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি কাব্য চর্চাও করিতেন (আন-নুকাহ, ফাওয়াতুল-ওয়াফিয়াত)। ইবন মানজুরের নামযাদা ছাত্রদের মধ্যে আয-যাহাবী ও তাকি-মুন্সী আল-সুবকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয-যাহাবী তদীয় উস্তাদ ইবন মানজুরকে একজন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইতিহাসবেত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আ'য়ানুল-আসর, আল-বুগ'য়া)। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে তদীয় পুত্র কুতবুদ্দীন-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কুতবুদ্দীন মিসরে কাতিবুল-ইনশা পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে ইবন মানজুর ৭২২ হি. সনের শাবান মাসে ইনতিকাল করেন। কিন্তু ইবন তাগ'রীবিরদী তদীয় গ্রন্থ আন-নুজুমু'য-যাহিরাতে ৭১১ হি. সনে যাঁহারা ইনতিকাল করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকায় ইবন মানজুর-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; তবে আল-মানহালু'স-সাফী নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তিনি ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ১৩ মুহ'রারাম তারিখে ইনতিকাল করেন (সনের উল্লেখ নাই)। তাঁহার মতে তিনি নাকি শাফি'ঈ মায'হাবের একজন বড় ফাযীহ, কায়রো নগরীর একজন নেতৃস্থানীয় নাগরিক, একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকার এবং সর্বোপরি একজন মুহাদ্দিস ছিলেন (দ্র. মুখতারুল-আগানী, ইবরাহীম আল-আব্বারীর ভূমিকা, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.)।

উপরিউক্ত বর্ণনাটি আল-মাকরীযী তাঁহার রচিত আল-মুলুক নামক গ্রন্থে (২খ, ১১৪) ইবন তাগ'রীবিরদীর আল-মানহাল-এর বরাত দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মাকরীযীর উক্ত বর্ণনায় দুইটি নূতন তথ্য পেশ করা হইয়াছেঃ (১) তিনি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ হিসাবে ১৩ মুহ'রারামকে চিহ্নিত করিয়াছেন, অথচ অন্য সকল জীবনীকারের মতে তিনি শাবান মাসেই ইনতিকাল করেন। (২) তাঁহার মতে তিনি শাফি'ঈ মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই ক্ষেত্রে আলাম্মা তাজুদ্দীন আস-সুবকী রচিত তাবাকাতুল-শাফি'ইয়া নামক গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার কোন উল্লেখ করেন নাই, অথচ ইনি ছিলেন তাঁহার পিতার উস্তাদ। এই কারণে এই সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে যে, আল-মাকরীযী যেমন তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে

নিশ্চিত ছিলেন না তদ্রূপ তাঁহার শাফি'ঈ মতাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলেন না (মুখতারুল-আগানী, ইবরাহীম আল-আব্বারীর ভূমিকা)।

অবদান ৪ ইবন মানজুরের পুত্র কাযী কুতবুদ্দীন আস-সাফাদীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন মানজুর পাঁচ শত গ্রন্থ নিজের হাতেই লিখিয়া গিয়াছেন (নুকাহ)। ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ রহিয়াছে। আস-সাফাদীর মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কোন গ্রন্থের কথা জানা নাই, ইবন মানজুর যাহার সারসংক্ষেপ করেন নাই। “এই রচনা বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন একক।” ইবন হাজারের মতে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিস্তারিত গ্রন্থের সারাংশ লেখার কাজে তাঁহার অত্যন্ত বৌদ্ধিক ছিল। উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ নিঃসন্দেহে ইবন মানজুরের উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে।

ইবন মানজুরের সংক্ষেপকৃত কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিতি নিম্নে পেশ করা গেলঃ

- (১) আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন আলী ইবন তামীম আল-হ'সারী আল-কায়রাওয়ানী (মৃ. ৪৫৩ হি.) রচিত “যাহরুল-আদাব ওয়া ছামারুল-আলবাব।” মূল গ্রন্থটি চারি খণ্ডে সমাপ্ত।
 - (২) আবু-মানসুর আবদুল-মালিক ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আন-নায়সাবুরী আছ-ছা'আলিবী (মৃ. ৪২৯) রচিত “যাতীমাতুল-দ-দাহর ফী শু'আরাই আহলিল-আসর”।
 - (৩) আবুল-মুহসিন ইবন আলী আত-তানুখী (মৃ. ৩৮৪ হি.) রচিত “জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ”।
 - (৪) ইবন আসাকির, আবুল-কাসিম আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন আবদিলাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) রচিত “তারীখ দিমাশক”।
 - (৫) আবু সা'দ আবদুল-কারীম ইবন মুহাম্মাদ আস-সাম'আনী (মৃ. ৬৫২ হি.) রচিত “তারীখ বাগ'দাদ” (পরিষ্টিত)।
 - (৬) আবুল-ফারাজ আবদুর-রাহমান ইবন আলী ইবনিল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) রচিত “সিফাতুস-সাফওয়া”।
 - (৭) দিয়াউদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন আহ'মাদ আল-মালিকী, ইবনুল-বায়তার (মৃ. ৬৪৬ হি.) রচিত মুফরাদাত।
 - (৮) আহ'মাদ ইবন যুসুফ আত-তীফাশী (মৃ. ৬৫১ হি.) রচিত “ফাসলুল-খিতাব”।
 - (৯) আবুল-হাসান আলী ইবন বাসসাম (মৃ. ৩০৩ হি.) কৃত আয-যাযীরা ফী মাহাসিন আহলিল-জাযীরা।
 - (১০) আবু উছ'মান আম্বর ইবন বাহর আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫ হি.) রচিত “কিতাবুল-হায়াওয়ান”।
 - (১১) আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী রচিত “কিতাবুল-আগানী”।
 - (১২) খাতীব আল-বাগ'দাদী রচিত তারীখ বাগ'দাদ।
 - (১৩) ইবনুন-নায্জার রচিত যায়ল তারীখ বাগ'দাদ ইত্যাদি।
- এই সমস্ত গ্রন্থ তাঁহার বহু কর্মের কিয়দংশ মাত্র। ইবন মানজুরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হইল আরবী ভাষায় এ যাবতকালে রচিত বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিধান লিসানুল-আরাব যাহা হিজরী ৬৮৯ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল। আস-সাফাদী (৬৯৬-৭৬৪ হি.) নাকি কায়রোতে গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত মূল পাণ্ডুলিপি স্বক্ষে দেখিয়াছেন! উক্ত পাণ্ডুলিপিতে সমসাময়িক কয়েকজন পণ্ডিত ও ভাষাবিদ, যেমন আলাম্মা আজীবুদ্দীন আবু হায়ান প্রমুখের সমালোচনা লিপিবদ্ধ ছিল (নুকাহ)। এই

বিশাল অভিধানের রচয়িতা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ রচনাকালে কোন বেদুঈন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন নাই (লিসান, ১খ, ৩); বরং তিনি (১) আবু মানসুর আল-আযহারীর “তাহযীবুল-লুগা”; (২) ইবন সীদা আল-আন্দালুসীর “আল-মুহাকাম”; (৩) আল-জাওহারী-কৃত “আস-সিহাহ”; (৪) ইবন বাররীকৃত “আল-আমালী ‘আলা’স-সিহাহ” ও (৫) ইবনুল-আছীরকৃত “আন-নিহায়া ফী গারীবিল-হাদীছ” ইত্যাদি অভিধান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থসমূহকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত একত্র করিয়াছেন। ইবন মানজুরের জীবনীকারদের অনেকেই ইবন দুরায়দকৃত “জাম্‌হারাতুল-লুগা” কেও ইহার উৎসসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইবন মানজুরের এই গ্রন্থ রচনাকালে “জামহার” তাঁহার হাতের কাছে ছিল না। অবশ্য ইবন-সীদা রচিত “আল-মুহাকাম”-এর বরাত দিয়া তিনি জামহারার কিছু তথ্য এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (দ্র. পার্শ্বটীকা, আদ=দুরার’ল-কামিনা, পাথু. বৃটিশ মিউজিয়াম)। লিসানুল-আরাবের রচয়িতা উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, উপরিউক্ত গ্রন্থরাজির কোন কোনটির বিন্যাস এবং কোন কোনটির ভাষ্য তাঁহার অপসন্দনীয় ছিল। অতএব, ইবন মানজুর স্বীয় পূর্বসূরী আভিধানিকগণের জ্ঞান-ভাণ্ডার সুবিন্যস্ত ও বিশদভাবে এমন পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, সব কয়টি অভিধানের গুণাবলী লিসানুল-আরাব-এ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি উক্ত অভিধানের শব্দরাজি সাজানোর পদ্ধতির ক্ষেত্রে আল-জাওহারীকৃত “আস-সিহাহ”-এর রীতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ শব্দের শেষ বর্ণ অনুযায়ী শব্দমালার বর্ণানুক্রম পদ্ধতি অবলম্বন করেন। শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইবন মানজুর স্থানে স্থানে আল-কুরআনের আয়াত, হাদীছ শারীফ, সাহাবীদের বাণী, ভাষণ, বাগধারা, প্রবাদ বাক্য, কবিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই অভিধানে আনুমানিক ১৭০০ আরব কবির নাম ও তাঁহাদের চলিত্র হাযারের মত শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের এমন কিছু কবিতাও এইখানে দেখা যায় যাহা তাঁহাদের দীওয়ানসমূহে বা অন্য কোন উৎস হইতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে লিসানুল-আরাব-কে শুধু আরবী ভাষার একটি বৃহৎ অভিধানই নয়; বরং আরবী কবিতার একটি বিরল সঙ্কলনও বলিতে হয় [দ্র. আবদুল-কাম্যাম, ফাহারিস, লিসানুল-আরাব] (১) আসমাউশ-শু‘আরা, (২) ফিহরিসতুল-কাওয়াফী, সং ওরিয়েন্টাল কলেজ সাময়িকী, ১৯৩৮-৪৯ খৃ.। শব্দসমূহের অর্থ ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরবী নাহুও (পদ প্রকরণ), সারফ (শব্দ প্রকরণ), ফিকহ ও সাহিত্য বিষয় ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্ব ও বিরল তথ্যাদি সংযোজন করিয়াছেন যাহা প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইবন মানজুর এই অভিধানে মু‘আররাব (আরবীকৃত) শব্দসমূহের মূল ফার্সী, তুর্কী, রোমান বা সিরীয় ইত্যাদি উৎসসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কোন কবির সহিত কোন কোন কবিতার সম্পর্ক নির্ণয়, বর্ণনা ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি জাতীয় কিছু ভুলও মাঝে মাঝে দেখা যায়; তবে এত বড় কলেবরের একটি গ্রন্থে এই ধরনের ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তি তেমন খর্ব্য নাহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্রাহীম আল-আব্বারী, ইবন মানজুরকৃত মুখতারুল-আগানীর ভূমিকা, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (২) Brockel-mann, ২খ, ২১, পরি ২, ১৪; (৩) ইবন হাজার, আদ-দুরার’ল-কামিনা, ৪খ, ২৬২-৪, নং ৭২৫; (৪) আস-সাফাদী, নুকাতুল-হিময়ান, ১৯৭৫-খৃ., পৃ. ২৭৫; (৫) ইবন শাকির, ফাওয়াতুল-ওয়াকিয়ায়ত, ১২৯৯ হি., ২খ, ২৬৫; (৬) সুম্মতী, বুগয়া, ১০৬ প.; (৭) এ লেখক, হ’সনুল-মুহাদারা, কায়রো

১২৯৯ হি., ১খ, ২৪৬; (৮) ইবন তাগরীবিরদী, আল-মানহালু’স-সাফী; (৯) মুরতাদা আয-যাবীদী, তাজুল-আরাস; (১০) ইবন মানজুর, লিসানুল-আরাব, ১২৯৯ হি. ও ১৩৪৮ হি. ১খ.; (১১) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৬খ., ২৬; (১২) আহমাদ বাক নাইব, আল-মানহালুল-আযব ফী তারীখ তারাবুলুস আল-গারব; (১৩) আত-তাজী, মাজমু‘আতু’ত-তাজী; (১৪) তাশকোপক যাদেহ, মিফতাহ’স-সা‘আদা, ১খ, ১০৬ প.; (১৫) যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগাতি’ল-আরাবিয়্যা, ৩খ, ১৪১-৪২; (১৬) খায়ফ’দ্দীন যিরকলী, আল-আলাম ৩খ, ৯৯০-৯৯১; (১৭) দা. মা. ই., ১খ, ৭১২-১৪; (১৮) E.I.², দ্র. শিরো।।

আবু বকর রফীক আহমদ

ইবন মান্দা (ابن منداه) হাদীছ বিশারদ ও ইতিহাসবিদদের একটি প্রখ্যাত ইস্‌ফাহানী পরিবার যাহার সদস্যগণ প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত হাদীছ ও ইতিহাস চর্চায় সক্রিয় ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের সময় জাহারবুখত নামক জনৈক সাসানী রাজকর্মচারী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে জন্ম যে ব্যক্তির নামানুসারে এই পরিবারের নামকরণ করা হইয়াছিল তিনি ছিলেন ইব্রাহীম (মান্দা) ইবনুল-ওয়ালীদ ইবন সান্দা ইবন বুজা ইবন উস্তানদার আল-ফীরোযান ইবন জাহারবুখত। আল-মু‘তাসিম-এর খিলাফতকালে তাঁহার ইনতিকালের তারিখ নির্ধারিত হয় (আবু নু‘আয়ম, History of Ispahan, সম্পা. S. Dederling, ১খ, ১৭৮; আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৩-৪ হি., ৩খ, ২২১)। তাঁহার পুত্র আবু যাকারিয়া যাহুয়া এই পরিবারের প্রথম প্রখ্যাত জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন (আবু নু‘আয়ম, ২খ, ৩৫৯)। যাহ-যার দুই পুত্র বিশেষ পরিচিত আবদুল-রাহমান [মু. ৩২০/৯৩২ (আবু নু‘আয়ম, ২খ, ১১৭)] ও মুহাম্মাদ (মু. ৩০১/৯১৩-৪, অথবা ৩০০) আত-তাবারানী রচিত তাঁহার প্রপৌত্রের জীবনী অনুসারে [আবু নু‘আয়ম, ২খ, ২২১-৪, আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হফফাজ, ২খ, ২৭৬-৮; এ তারীখুল-ইসলাম, Ms, Istanbul Topkapisarayi, ahmet iii, 2917, vol. ix. fol. 7a]। মুহাম্মাদের পুত্র ইস্‌হাক (মু. রামাদান, ৩৪১/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ৯৫৩) [আবু নু‘আয়ম, ১খ, ২২১] ছিলেন পরিবারের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির পিতা।

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইস্‌হাক ৩১০/৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী ভ্রমণকালে তিনি মারব (মরু), বুখারা, মিসর, তারাবুলুস ও মক্কা গমন করেন। তিনি ৩৩৯/৯৫০-১ সালে প্রথমবার ও পুনর্বার ৩৫৪ অথবা ৩৫৫/৯৬৫-৬ সালে নীশাপুর সফর করেন। তিনি অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার চারি পুত্র ছিল : আবদুল্লাহ, আবদুল-রাহমান, আবদুল-ওয়াহাব ও অখ্যাত আবদুল-রাহীম। তিনি ৩০ খুল-কা‘দা, ৩৯৬ অসম্ভাব্য) ৭সেপ্টেম্বর, ১০০৫ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাবলী ইতিহাস, জীবন-চরিত ও হাদীছ সংক্রান্ত। তিনি রাসূল (স)-এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্র যাহ-যা ইবন আবদিল-ওয়াহাবের ন্যায় তিনি ইস্‌ফাহানের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যমান “আর-রাদ্দু ‘আলা’ল-জাহমিয়া” শিরোনামে রচিত কুরআনের কতিপয় আয়াত ও হাদীছের ভাষ্য (Ms. Istanbul Topkapisarayi. Revan Kosk 510, fols. 56b-66b)। তবে উল্লেখ্য, তাঁহার

পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মান অনুরূপ, যদিও দৃশ্যত ভিন্ন, একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত দামিশ্কে সংরক্ষিত আত-তাওহীদ ওয়া মা'রিফাতু আসমা'- ইব্রাহ ও মা'রিফাতি'স-সাহাবা-এর অংশ বিশেষ, (তু. Y. al-Ishsh, ফিহরিস্ত মাখতুতাতি দারি'ল-কুতুব'জ-জাহিরিয়া, দামিশ্ক ১৩৬৬/ ১৯৪৭, ১৭১ প.) গ্রন্থদ্বয়ের সহিত তাঁহার পুত্র 'আবদু'র-রাহ'মান রচিত তা'রীখুল-মুস্তাখরাজ গ্রন্থের সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা তাহা গবেষণা সাপেক্ষ। "মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে যাহারা ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন" শীর্ষক 'আবদু'র-রাহ'মানের একটি রচনা (কায়রো, তায়মূর, তারীখ ৬৭৭, ৬৯৫), কিন্তু একই শিরোনামের অপর একখানি গ্রন্থ তাঁহার পৌত্রের রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; ফাতহুল-বাব ফিল-কুনা ওয়াল-আলকাব (বার্লিন ৯৯১৭), যাহা তারীখ বাগদাদ-এ পুনপুনঃ উল্লিখিত "আল-আসমা ওয়াল-কুনা" গ্রন্থখানি হয়ত একই গ্রন্থ। যদিও S. Dederling (dissertation, Upsala 1927) কর্তৃক প্রকাশিত ফাতহ হইতে যে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অভিন্ন, প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নহে; ইমাম আহ'ম্মাদ ইবন হাম্বল-এর নাম ও উপনাম সংক্রান্ত নিবন্ধ আল-আসামী ওয়াল-কুনা (Ms Chester Beatty, ৫১৬৫ [২]. তাসমিয়াতুল-ল-মাশাইখ অর্থাৎ বুখারীর সাহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের বিবরণ (Ms Chester Beatty, 8811, ৫১৬৫ [১]) শু'বা ইবনুল-হাজ্জাজ-এর সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ বর্ণনাকারীদের একটি তালিকা যাহা ইমাম যাহাবীকৃত তা'রীখুল-ইসলাম গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে (কায়রো ১৩৬৭ হি., ৬খ. ১৯৫-২০০)। আল-হারিছী কর্তৃক সংশোধিত (Recension) ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ হাদীছ-সমূহের প্রচার ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকার জন্য ডু. জাকার্তায় রক্ষিত, P.S. van Ronkel কর্তৃক বিবৃত পাণ্ডুলিপি, Suppl. to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences, Batavia, The Hague 1913, 41-4.

মুহাম্মাদের পুত্র 'আবদুল্লাহ (কখনও কখনও ডুলক্রমে 'উবায়দুল্লাহ বলিয়া উল্লিখিত) ১০ রাবী'উল-আওয়াল, ৪৬২/২৭ ডিসেম্বর, ১০৭০ Djiroft-এ ইনতিকাল করেন (আল-হাকিম রচিত নীশাপুর-এর ইতিহাস, 'আবদুল-গাফির-এর অনুলিখন continuation), সম্পা, R.N. Frye, The Histories of Nishapur, Cambridge, Mass, ১৯৬৫ খৃ., fols, 37b, আয'-যাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, Ahmet iii, 2017, ১১খ., fols, 209b)।

মুহাম্মাদের পুত্র আবুল-কাসিম 'আবদুর রাহ'মান ৩৮১/৯৯১-২ অথবা ৩৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪০৬/১০১৫-৬ সালে বাগ'দাদ সফর করেন এবং ওয়াসিত, মক্কা, নীশাপুর, হামায়ান ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি ৪০৭/১০১৬-৭ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি বহু গ্রন্থ এবং মনে হয় মক্কার একখানা ইতিহাসও রচনা করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে মাত্র একটির التاريخ المستخرج من الناس للتذكرة والمستطرف من اقوال الرجال ১খ., ২৪২ পৃষ্ঠায় তাঁহার অর্থাৎ ইতিহাস যাহা হিতোপদেশমূলক নানা জনের রচিত কিতাব হইতে এবং মা'রিফাতপন্থী লোকদের উক্তি হইতে সংগৃহীত; ইস্তাবুল Koprulu পাণ্ডুলিপি, ১খ, ২৪২-এ এই ইতিহাস গ্রন্থটি তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। পরবর্তী

পণ্ডিতবর্গ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বদর যুদ্ধে অথবা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপলক্ষে যাহারা নবী কারীম (স)-এর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা বর্ণনাক্রমে সাজানো এবং ইহার পর তাঁহাদের বর্ণনাক্রমিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসরে হাজ্জযাত্রীদের নেতা এবং সেই বৎসর যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন সময় সেই বৎসর যাহাদের জন্ম হইয়াছিল তাঁহাদের নাম এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাও তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। দৃঢ় নিষ্ঠা নূতন প্রবর্তনকারী (innovator বা বিদ'আতী)-দের বিরুদ্ধে তাঁহার অনমনীয় মনোভাবের জন্য প্রশংসিত 'আবদু'র-রাহ'মান ১৬ শাওয়াল, ৪৭০/মে, ১০৭৮ সালে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদের ৩য় পুত্র 'আবদুল-ওয়াহাব (মু. ২৯ জুমাদা ২, ৪৭৫/২৩-৪ নভেম্বর, ১০৮২)-এর আবু যাকারিয়া যাহ'য়া নামক এক পুত্র ছিলেন যাহার মৃত্যুর সঙ্গে, মনে হয়, এই পরিবারের জ্ঞানচর্চা ও খ্যাতির পর্ব সমাপ্ত হইয়াছে। শাওয়াল, ৪৩৪/মে-জুন, ১০৪৩ সালে যাহায়া ইবন 'আবদিল-ওয়াহাবের জন্ম ও মু. ৫১১ সালের যুল-হিজ্জা ১০-১২/১১১৮ সালের এপ্রিল ৪-৬ তারিখের মাঝামাঝি। তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার History of Isfahan হয়ত তাঁহার পিতামহের রচিত গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। পিতামহপ্রদত্ত ১২০ বৎসর যাবত জীবিত সাহাবীগণের তালিকা তিনি পুনঃপ্রণয়ন করিয়াছিলেন। আত-তাবারানীর রচনাবলীর তালিকাসহ তাঁহার তথ্যবহুল জীবনী সংরক্ষিত আছে Ms. Istanbul Esat Ef. 2431 (M. Weisweiler, Istandbuler Handschriftenstudien, Istanbul 1937, 64, n. I)। তাঁহার মা'রিফাতু আসামী আরদাফিন-নাবী" Ms. Istanbul Halet Ef. 403, fols. 106a-116a-তে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত "মানাকিবুল-ইমাম (ইবন হাম্বল)" গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ ইবন রাজাব রচিত আয'-যায়ল আলা তা'বাক'তি'ল-হানাবিলা গ্রন্থে সন্নিবেশিত (সম্পা. H. Laoust S. Dahan, দামিশ্ক, ১৯৫১খৃ., ৫৬, ১৫০ পৃ.)।

এই পরিবারের পরবর্তী সদস্য যাহাদের সম্পর্কে প্রায় কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তাঁহাদের একজন ছিলেন আবু মুহাম্মাদ সুফয়ান ইবন ইব্রাহীম আত-তি'কাকী, সাম'আনী অন্যতম সূত্ররূপে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন; আর একজন ছিলেন (তাঁহার পৌত্র?) আবুল-ওয়াফা মাহ'মুদ ইবন ইব্রাহীম ইবন সুফয়ান, যাহাকে ৬৩২/১২৩৪-৫ সালে ইসফাহানে মংগলরা হত্যা করিয়াছিল (তু. যাহাবী, Duwal, ii, 103 এবং Ibar, v. 131; ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাত, v পৃ. 155 আরও vi, 31)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত : (১) মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সঙ্ক্ষে তথ্যের জন্য আবু নু'আয়ম, ২খ., ৩০৬; (২) আয'-যাহাবী, আয'-কিরাতুল-হুফফাজ, ৩খ, ২২০-২৪; (৩) এ, তা'রীখুল-ইসলাম, Ms. Ahmet III, 2917, ১০খ, fols. 217a-128b, (৪) আস'-সাফাদী, ওয়াফী, সম্পা. S. Dederling, ২খ., ১৯০ প.; (৫) ইবন হাজার, লিসান, ৫খ., ৭০ প.; (৬) S. Dederling, Aus Dem কিতাবু ফাতহিল-বাব, 1-4; (৭) Brockelmann, I, ১৬৭ (মূল সংস্করণের), S I, -২১০, ২৮১; ২৮৬; (৮) F. Rosenthal, A history of Muslim Historiography, Leiden ১৮৬৮ খৃ., ৪০০, ৪০৩ প., ৪৫৯;

(৯) G. Vajda, La liste d'autorites de Mansur Ibn Salim Wagih ad-Din al-Hamdani, in JA ১৯৬৫ খ., ৩৫৩ নং ৬, দামিগ্গকে রক্ষিত আছে, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আল-মাদীনীকৃত যিকরু ইবনি মানদা ওয়া আস-হাবিহ শিরোনামে একটি জীবনী-পুস্তিকা, ড্র. Brockelmann, II, ৬৭০ ও I, al-Ishsh, ফিহরিস্ত, দামিগ্গক ১৩৬৬/১৯৪৭, প. [Sezgin i, ২১৪ প.]।

'আবদুর-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ সম্বন্ধে তথ্যের জন্য (১) আস-সাফাদী, ওয়াফী, আহমেত III ২৯২০, ১৮ খ. পত্র ৮৬ এ-বি; (২) আয-শাহাবী, তায-কিরাতুল-হুফফাজ, ৩খ., ৩৩৮-৪২; (৩) ঐ লেখক, তা'রীখুল-ইসলাম, আহমেত III ২৯১৭ ১১খ., পত্র ২৬০ বি-২৬২ বি; (৪) ইবন রাজাব, যায়ল, ৩৪-৪০, ৭৬; (৫) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাত, ৩খ, ৩৩৭ প.; (৬) F. Rosenthal, op. cit., ৪৭৫, ৪৮১, ৫১৩; (৭) F Rosenthal op. cit., ৩৭৭, ৭৬।

য়াহয়া ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব সম্বন্ধে তথ্যের জন্য : (১) ইবনুল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৯খ., পৃ. ২০৪; (২) আয-শাহাবী, তায-কিরাতুল-হুফফাজ, ৪খ., পৃ. ৪৫-৪৭; (৩) ঐ লেখক, তা'রীখুল-ইসলাম, আহমেত III ২৯১৭, ১২খ., ২০৮ বি-২০৯ বি; (৪) ইবন রাজাব, যায়ল ৫৬, ১৫৪-৬৬; (৫) ইবন শাকির আল-কুতুবী, 'উয়ুনুত-তাওয়ারীখ, আহমেত III- ২৯৯২, ১৬খ., ৩৩ এ; (৬) Brockelmann, I ২৭৯, ৯৮৯; (৭) F. Rosenthal, op. cit., ২৮৩, ৪০৬, ৪৫৯; (৮) G. vajda, op. cit., ৩৯০, নং ১২২। য়াহ'য়া ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সম্পর্কে অনেক তথ্যই আপাতদৃষ্টিতে আস-সাম'আনীর মু'জাম হইতে গৃহীত।

F. Rosenthal, (E.I.²)/এ. এইচ. এম. রফিক

ইবন মায্মাতী (ابن ممتي) : আসযুতের একই মিসরীয় কিবতী পরিবারের তিনজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার নাম য়াহারা ফাতি'মী আমলের শেষের দিকে ও আয়্যুবী আমলের প্রথমদিকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রথম জনের নাম আবুল মালীহ; ইনি ফাতি'মী খলীফা আল-মুসতানসিরের রাজত্বকালে (৪২৭-৮৭/১০৩৫-৯৪) বাদরুল-জামালীর অধীনে দীওয়ানের সচিব ও প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে-আধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি জনপ্রিয় প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁহার আমলের কবিগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। শতাব্দীর পরিবর্তনের সময় কোন এক অজ্ঞাত তারিখে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি স্বীয় ধর্ম ও পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় জন তাঁহার পুত্র আল-মুহায'যাব আবুল-মালীহ যাকারিয়া, তিনি মিসরে ফাতি'মী শাসনের ক্ষয়িষ্ণু যুগে দীওয়ানুল-জায়শের সচিবরূপে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে দৃশ্যত তিনি সর্বশেষ খলীফা—যখন ছিল ফাতি'মী ও আয়্যুবী বংশের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্রান্তিলগ্ন-আল-'আদিদের রাজত্বকাল (৫৫৫-৬৭/১১৬০-৭১) পর্যন্ত বহাল ছিলেন এবং সুন্নী শীরকুহ শী'ঈ মিসরের উর্ষীরে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র স'লাহুদ্দীনকে নিজের পক্ষে আনয়ন করেন। ফলে মিসর জেরুসালেমের ল্যাটিন রাজা আমালরিকের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডারদের দ্বারা মিসর আক্রমণের আসন্ন বিপদ শীরকুহ-এর ক্ষমতারোহণ তরাস্থিত করে। এই সময় ক্রুসেডার কারণে খৃষ্টানদের প্রতি মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ঘৃণার ফলে মিসরীয় খৃষ্টানদের অবস্থার অবনতি ঘটে। শীরকুহ-এর অধীনে খৃষ্টানগণ বৈরী মনোভাবের শিকার হয়। এই সময়

আল-মুহায'যাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত ৫৭৮/১১৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

তাঁহার পুত্র, বংশের তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ব্যক্তি দীওয়ানুল-জায়শের প্রধানরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পরবর্তীকালে স'লাহুদ্দীন (৫৬৪-৮৯/১১৬৯-৯৩) ও আল-'আযীয (৫৮৯-৯৫/১১৯৩-৮) উভয়ের শাসনামলের জন্য সকল দীওয়ানের সচিব পদে উন্নীত হন। আল-মাকরীযীর মতে তাঁহার পূর্ণ নাম আল-আস'আদ ইবন মুহায'যাব ইবন যাকারিয়া ইবন কুদামা ইবন মীনা শারায়ুদ্দীন আবুল-মাকারিম ইবন সা'ঈদ ইবন আবি'ল-মালীহ ইবন মায্মাতী। তাঁহার খ্যাতির একমাত্র কারণ এই নহে যে, তিনি সব কয়টি দীওয়ানেরই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বরং লেখক ও কবি হিসাবে তাঁহার সাহিত্যিক সৃজনশীলতাও প্রশংসনীয় ছিল। অন্ততপক্ষে তেইশখানা পুস্তক তাঁহার নামে তালিকাভুক্ত রহিয়াছে, যদিও সেইগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত। তিনি স'লাহুদ্দীনের জীবন-চরিত ও কালীলা ওয়া দিমূনা (দ্র.) গ্রন্থটি ছন্দাকারে রচনা করেন। তিনি আল-কাদী আল-ফাদিল 'আবদুর-রাহীম আল-বায়সানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যিনি তাঁহাকে তাঁহার বাগিতা ও অপরকে রাযী করাইবার ক্ষমতার জন্য পরিষদের বুলবুল নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল-কাদী আল-ফাদিলের পর তাঁহার নিজ সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দী সাফিয়ুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী ইবন শুকর উর্ষীর পদে উন্নীত হন যাহা ইবন মায্মাতীর জন্য এক ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনে। প্রথমে তাঁহাকে অবমাননা করা হয় এবং পরিশেষে তাঁহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অতঃপর ইবন মায্মাতী আলেপ্পো পলায়ন করেন। সেখানে তিনি স'লাহুদ্দীনের পুত্র আজ-জাহির (৫৮২-৬১৩/১১৮৬-১২১৬)-এর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। ৬০৬/১২০৯ সালে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

মায্মাতী উপাধির কারণ সম্পর্কে উৎসসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবুল-মালীহ কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় গরীবদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সম্ভব যে, শব্দটি মিসরীয় খৃষ্টান পরিভাষার মাহোমেতি অর্থাৎ মুহাম্মাদী শব্দের অপভ্রংশ; যেহেতু পরিবারটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; ইহা ধারণা করা যায় যে, বংশের একমাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই এই নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

সম্ভবত আল-আস'আদ ইবন মায্মাতীর সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবদান কিতাবু কাওয়ানীন 'দ-দাওয়ানীন শীর্ষক গ্রন্থখানি, যাহা আল-মাকরীযীর মতে সুলতান আল-'আযীযের জন্য চার খণ্ডে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি ইহাতে খারাজের জন্য করারোপযোগ্য জমির পরিমাণসহ সকল মিসরীয় শহরের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গোপন তথ্যসহ গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ বর্তমানে বিলুপ্ত, কিন্তু বসতিপূর্ণ সকল শহর ও গ্রামের তালিকাটি বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, টাকশাল, ওজন ও পরিমাণ, তিরায [দ্র.] (বুন কেন্দ্র), আয়্যুবী অস্ত্রভাণ্ডারের জন্য জাহাজ নির্মাণ, ফটকিরি ও শোরা, বন ও পশু, জরিপ বিজ্ঞান, অংক ও জ্যামিতি সংক্রান্ত অনেক বিরল তথ্য ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক উপাত্তের কারণে গ্রন্থটির মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও সম্ভবত গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ মিসরের সকল বসতিপূর্ণ স্থানের মধ্যযুগীয় প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ জরিপ রেজিস্টাররূপেই রহিয়া গিয়াছে [দ্র. রাওক]। সপরিবারে আল-আস'আদের স্বেচ্ছানিবাসন এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্রাবস্থায় তাঁহার মৃত্যুতে বংশের গৌরবময় দিনগুলির

পরিসমাপ্তি যায় নাই। পরবর্তীকালে এই বংশ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A.S.Atiya (সম্পা.) কিতাবু কাওয়ানীনি'দ-দাওয়ানীন, কায়রো ১৯৪৩ খৃ.; (২) যাকূত, উদাবা, ৬/২খ, ২৪৪-৫৬; (৩) ইবন খাল্লিকান, ৯৯-১০১; (৪) আল-'আয়নী, ইকদু'ল-জুমান, পাণ্ডুলিপি ফটোস্ত্যাট, কায়রো গ্রন্থাগার নং ১৫৮৪, ২খ, ৩২০; (৫) মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ১৬০-১; (৬) আস-সুযূতী, হু'সনু'ল-মুহাদারা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ৩২৫; (৭) TA. ৩খ, ৫৪৩। পাণ্ডুলিপির জন্য আরও দ্রষ্টব্য (৮) Brockelmann, I ৩৩৫ ও SI ৫৭৩; (৯) Wustefeld, Geschicht. schreiber, নং ২৯৫, ১৯৬-৭; (১০) I. Yu. Krackovskiy, Iz. soc., ২খ, ৩২৯-৩৫; (১১) Atiya, পূর্বোক্ত, ৩২-৪০।

A.S.Atiya (E.I. 2)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন মায়মূন (ابن ميمون) : আবু 'ইমরান মুসা ইবন 'উবায়দিদ্দাহ (মায়মূন) আল-কুরডুবী, সাধারণভাবে ইংরাজী ও জার্মান ভাষায় Moses Maimonide ও ফরাসী ভাষায় Moses Maimonide নামে পরিচিত, যাহুদী ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক; জন্ম কর্ভোভায় ১১৩৫ খৃ., মৃত্যু ফুসাতাতে ১২০৪ খৃ.। মুসলিম স্পেনে সুদীর্ঘকাল যাবত প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যাবতার জন্য সুপরিচিত এক যাহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ শহরেই শিক্ষা লাভ করেন। তবে আল-মুওয়াহহিদ (দ্র. আল-মুওয়াহহিদুন)-গণ কর্ভোভা জয় করিলে তিনি ও তাঁহাদের পরিবার সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রায় দশ বৎসরকাল মাগ'রিবে, বিশেষ করিয়া ফাসে (সম্ভবত নও-মুসলিমেরে ছদ্মবেশে, যদিও সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না) অবস্থানের পর তাঁহাদের পরিবার পূর্বাঞ্চলে চলিয়া যায়। তবে ইবন মায়মূন মুসলিম পাশ্চাত্যেই যুগপৎ ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক এই উভয় প্রকারের বিদ্যার সারবস্ত্ত সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার সাহিত্য রচনাও সেখানেই শুরু হয়। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দের পরে ইবন মায়মূনের পরিবার মিসরে চলিয়া যায়।

মিসরে ইবন মায়মূন প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান মণিমাণিক্য আমদানীর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, কিন্তু একবার জাহাজ দুর্বিতে ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলে এবং উহাতে তাঁহার ভ্রাতা মারা গেলে জীবিকার্জনের জন্য বাধ্য হইয়া তিনি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কাদী আল-ফাদিল (দ্র.)-এর আশ্রয়ে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, পরে আল-মালিকু'ল-আফদাল (দ্র. আযুবা'গন)-এর দরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কোন সময়েই ক্রুসেড বিজয়ী সুলতান সালাহুদ্দীন-এর চিকিৎসক ছিলেন না এবং সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড তাহাকে চিকিৎসকরূপে দাওয়াত করিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্প আছে, উহাও জনশ্রুতি মাত্র)। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান এবং প্রতিনিধির পদও লাভ করেন (হিব্রু ভাষায় পদটিকে বলা হয় নাগীদ, তাহাদের পরিবার খৃষ্টীয় ১৪শ শতক পর্যন্ত এই সম্মান ভোগ করিয়াছিল)।

হিব্রু ও 'আরবী ভাষায় তাঁহার রচনাবলী, মায়মূনগণের বিষয়, যাহুদী ধর্মীয় আইনবিশারদরূপে, অনুমাননির্ভর ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকরূপে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিবার কালে আমরা শুধু সেই সকল দিকে আলোকপাত করিব যেগুলি ইসলামী বিষয়সমূহের পঠন-পাঠন এবং 'আরবী সাহিত্যের

ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ; তাঁহার যুক্তিবিদ্যা সার, চিকিৎসা বিষয়ক রচনাবলী এবং তৎপূর্ববর্তী (তাঁহার অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনাবলী বর্তমানে পাওয়া যায় না) বিভ্রান্তজনের পথনির্দেশ (Guide to the perplexed) এবং অন্য সেইসব রচনা যেইগুলিতে ইসলামের প্রতি তাঁহার মনোভাবের পরিচয় রহিয়াছে।

তিনি তাঁহার যুক্তিবিদ্যাসার (Precis of logic), মাকালান ফী সিনাআতি'ল-মানতিক মৌলিক বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সাম্প্রতিককালে উহার মূল 'আরবী গ্রন্থখানির কথা একখানি অতি চমৎকার অখচ্ অসম্পূর্ণ এবং হিব্রু লিপিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায়। মুবাহাত তুরকার 'আরবী হরফে লিখিত দুইখানি সম্পূর্ণ কপি আবিষ্কার করেন (ইস্তাবুল পাণ্ডু সম্ভবত আঙ্কারা পাণ্ডুলিপির নকল) এবং আল-ফায়াবীর সঙ্গে উহার নিকট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন।

চিন্তাসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইবন মায়মূন প্রায় ১২খানি গ্রন্থ রচনা করেন (Brockelmann কর্তৃক তালিকাভুক্ত), যেইগুলি তৎকালে প্রচলিত সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যা অনুযায়ী মৌলিক এবং জালীনাস (Galen)-এর মতামতনির্ভর, এই উভয় ধরনের ছিল; শুধু কয়েকটি গৌণ বিষয়ে, যথাঃ অভিজ্ঞতাসার [Ophorism] কতগুলি ব্যাধি (হাঁপানী, অর্শ) বিষয়ে ক্ষুদ্র নিবন্ধ, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী (যথা : যৌনক্রিয়া বিষয়ক ছোট একটি নিবন্ধ) এবং ঔষধ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই সকল গ্রন্থ তাঁহাকে সমসাময়িক যুগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি সম্মানজনক আসন নিশ্চিত করিয়া দিয়াছিল। বাস্তবিক চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিশেষ কদর ছিল এবং তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ শুধু হিব্রু লিপিতেই নহে, অ-যাহুদী লিপিকারগণ কর্তৃক 'আরবীতেও ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

তবে একান্তভাবেই তিনি তাঁহার স্বধর্মাবলম্বিগণের বিশেষ শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য আনুমানিক ১১৯০ খৃ. বিখ্যাত গ্রন্থ দালালাতুল-হাইরীন (বিভ্রান্ত জনের পথনির্দেশ, Guide to the Perplexed) রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তিনি লিখিয়াছিলেন যাহুদী বুদ্ধিজীবীগণের জন্য যাহারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সংস্কৃতির চর্চাহেতু বাইবেলের ও যাহুদী রাক্বীগণের শিক্ষা অনুযায়ী স্রষ্টা ও বিশ্বসৃষ্টির অর্থ কি, মূল্য কতটুকু আর ধর্মীয় আইনের প্রযোজ্যতা ও গুরুত্বই বা কতটুকু এইসব বিষয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সকল বিস্কুদ্ধ মন-মানসিকতাকে প্রশান্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইবন মায়মূন ধর্মীয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিবার (তা বীল) প্রয়াস পান, বিশেষত স্রষ্টা সম্পর্কে নরগোত্রোপবাদী মতবাদ। অতঃপর তিনি কালাম (দ্র.)-এর স্বতঃসিদ্ধ অংশ (Postulates) ও পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, এয়ারিস্টোটেলের পদার্থবিজ্ঞানে চন্দ্রের কক্ষস্থিত জগতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও জগতের অবিদ্যমানতা সাব্যস্ত হয় বা স্বয়ং স্রষ্টার ক্ষমতাকে সীমিত করে এমন প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বিধান, কোনটিই দার্শনিক নিশ্চয়তা নহে, যাহার মুকাবিলায় এক সৃজনশীল স্বাধীন সত্তার প্রতীক স্রষ্টাকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে স্বীকার করা যাইবে না। সর্বশেষে মুসলিম দার্শনিকগণের মধ্যে তাঁহার প্রেরণার প্রধান উৎস, আল-ফারাবী কর্তৃক বিশেষভাবে পুনরুল্লিখিত, প্লেটোর দ্বারা অনুসরণ করিয়া তিনি 'নবী আইনপ্রণেতা' এই ধারণাকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন, আর তাঁহার চোখে সেই আইন প্রণেতার সার্থকতম আদর্শ ছিলেন হযরত মুসা (আ)। মুসা (আ)-এর প্রতি প্রদত্ত আইন, প্রাথমিকভাবে

মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই গৃহীত হইলেও উহা চতুর্পার্শ্ববর্তী প্যাগানবাদ হইতে মুক্ত, উহাই সকল প্রচলিত ধর্মমতের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং উহাই অনন্তকাল প্রচলিত থাকা উচিত। নিঃসন্দেহে এই বিষয়গুলিই সংক্ষেপিত করিয়া সরল ভাষায় বলা হইয়াছে পথ-নির্দেশ (Guide) গ্রন্থ। তবে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়াও প্রয়োজন যে, এই বইখানির প্রণয়ন রীতিতে লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ কিছু মতবিরোধ রাখিয়া দিয়াছেন। তদুপরি যে সমস্ত বিষয় পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইবন মায়মূন সেই সমস্ত বিষয় দ্বারা চিন্তাশীল পাঠকগণকে উপলব্ধি করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বইখানি ভাষাভাষাভাবে পাঠ করিলে যে অর্থ বুঝা যাইবে উহার সঙ্গে তাহার নিজস্ব মতামতের ব্যবধান দূস্তর। অতএব, এইরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, তিনি বিশ্বজগতের অবিনশ্বরতার ধারণাকে বাতিল করেন নাই (বরং তিনি প্রকাশ্যেই বিশ্বের চিরস্থায়িত্ব প্রচার করিতেন) এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় তিনি স্রষ্টাকে প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে এবং সেই কারণে কিছুটা ভবিতব্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন (তবে ইহা সত্য যে, সেই ভবিতব্য অন্ধ ভবিতব্য নহে, যুক্তি ও প্রজ্ঞাময় ভবিতব্য)।

জ্যোতিষশাস্ত্র, ভবিতব্য, যাদু, গুণবিদ্যা ও দর্শনবহির্ভূত মরমীবাদের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব তাহার ছিল তাহা হইতে তিনি যে কোনদিন মুক্ত হইতে পারেন নাই উহাও সমভাবে তাহার মৌলিক যুক্তিবাদেরই পরিচয় বহন করে। তদুপরি তাহার আইন সংহিতা (Code of Laws) এবং শেষ বিচারের দিনে মানুষের পুনরুজ্জীবন বিষয়ক নিবন্ধ (Treatise on the resurrection) দুইটি হইতে বুঝা যায় যে, নিশ্চিতই তিনি যাহুদী ধর্মের প্রচারিত আখিরাতের ধারণাকে (Eschatology) সীমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, একমাত্র আত্মাই চিরঅবিনশ্বর এবং পরলোকে এই অতীন্দ্রিয় রূপ আত্মারই শান্তিভোগ হইবে। ঘটনাচক্রে এমনও হইতে পারে যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণের মধ্যে তাহার সমসাময়িক ও একাধিক বিষয়ে তাহার সহযোগী দার্শনিক ইবন রুশদ (দ্র.)-এর মতই তাহারও ধারণা ছিল যে, প্রজ্ঞাময় আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই নীচের দুনিয়াতে যে বাস্তব ও চিন্তানির্ভর মূল্যবোধ দ্বারা ক্রমাগত পরীক্ষিত হইয়া যথার্থতা লাভ করিতেছে উহাই পরলোকের জীবনে কর্মতৎপর প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইবে। ইহা বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্মেই সাধারণভাবে, বিভিন্ন মাত্রায় স্বীকৃত ও প্রচারিত, আত্মাত্মারই অমরত্বের যে ধারণা তাহার কতকটা অস্বীকৃতি। উভয় দার্শনিকের ক্ষেত্রেই কোন রকম অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে এই চরম মতবাদের সহউপস্থিতি দেখা যায়; উভয়েই স্ব স্ব ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি ঐকান্তিকভাবে একনিষ্ঠ। এই ধর্মীয় অনুশাসনকে তাহারা মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাহাদের মতে সেরূপ সমাজেই যৌথ নিয়ম-শৃঙ্খলাধীনে সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং সে সমাজেই দার্শনিকগণ এই শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করিয়া এবং স্বয়ং নিষ্ঠার সঙ্গে উহার বিধি-বিধানের নিকটে নতি স্বীকার করিয়া সুসমঞ্জসভাবে ভাবজগতের সঙ্গে কর্মের জগতের মিলন ঘটাইতে পারেন। কিন্তু তাহার এই মত বা ধারণাগুলি খুব বেশী বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হওয়া বা এমন কি নিন্দনীয়ভাবে সমাজে প্রচলিত মতের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া বিশ্বয়কর কিছু নহে। আর আমরা জানি যে, মুসলিম পণ্ডিত 'আবদুল-লাতীফ আল-বাগদাদী (দ্র.), যিনি কায়রোতে থাকাকালীন ইবন মায়মূনকে

জানিতেন, পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, ইবন মায়মূন তাহার স্বধর্মাবলম্বিগণের জন্য প্রচলিত মতের বিরোধী পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পথনির্দেশ (Guide) বইখানি যাহুদী সমাজের বাহিরে প্রচারিত না হওয়ার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অন্তত আর্ধশিক বা সংক্ষিপ্তভাবে উহার অনুলিপি আরবী হরফে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং উহা মিসরের খৃষ্টান বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচারিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে কোন মুসলিম পণ্ডিত বইখানি আদৌ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না এবং যে তিবরীয়ি এ্যারিস্টোটল হইতে গৃহীত পঁচিশটি প্রস্তাবের উপরে টীকা রচনা করিয়াছেন এবং যেগুলি দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে স্থান পাইয়াছে, সেই তিবরীয়ীর কোন পরিচয়ও জানা যায় না; ঘটনাক্রমে তাহার টীকা-ভাষ্য কেবল হিব্রু ভাষাতেই রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইবন মায়মূনের সর্বাধিক প্রেরণার উৎস ছিলেন আল-ফারাবী, কিন্তু তাহার চিন্তা ও রচনায় ইবন সীনা, আল-গ'ফালী (র) (তাহাফুত) ও ইবন বাজ্জার প্রভাবেরও পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইবন রুশদ (যাঁহাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন) সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল এবং তাহাও তিনি এত বিলম্বে অর্জন করিয়াছিলেন যে, উহা তাহার পথ-নির্দেশ গ্রন্থে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। সর্বশেষ আরও একটি বিষয়ঃ ইসলাম সম্বন্ধে ইবন মায়মূন যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছিলেন (উহা কোনভাবেই তাহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না) তাহা ছিল একই সঙ্গে রাসূল (স)-এর নুবুওয়্যাতের প্রতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, আবার ইসলামের কট্টর একেশ্বরবাদের প্রতি সূক্ষ্ম সহমর্মিতা প্রকাশ। 'আরবগণের মধ্যে আত্মাহর রাসূল (স) আগমনের যে পূর্বাভাস বাইবেলে রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হইতে তিনি বিমুগ্ধ ছিলেন। একই রকমভাবে যাহুদী ধর্মগ্রন্থের অকৃত্রিমতা বিষয়ে মুসলিমগণ যে সন্দেহ প্রকাশ করেন উহার প্রতিও তাহার কঠোর মনোভাব ছিল (দ্র. আহলুল-কিতাব ও তাহরীফ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনু'ল-আনবা ২খ, ১১৭; (২) ইবন'ল-কিফতী, তা'রীখু'ল-ছকামা, ৩১৭-১৯; (৩) M. Steinschneider, Die arabische Literatur der Juden, Berlin 1902, 199-221 (হিব্রু সংস্করণের জন্য ঐ লেখক, Die Hebraischen Übersetzungen des Mittelalters..., Berlin 1893, নির্ঘণ্টে উল্লিখিত অংশ, পৃ. ১০৬০, দ্র. Maimonides); (৪) Brockelmann 1.2. 644-66 S I. 893-4 (৫) শরহু আসমাই'ল-উক্কার (ঔষধের নামের ব্যাখ্যা), সম্পা. অনু. ও টীকা M. Meyerhof. in MIE, xli (1940); (৬) ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জীর প্রধান অংশ G. Vajda, Judische Philosophie (Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie, 19)-এ দেওয়া আছে, Berne 1950, 20-4; (৭) যাহুদী দর্শনের প্রধান ম্যানুয়েলসমূহ, বিশেষ করিয়া I. Husik, A history of mediaeval Jewish philosophy, Philadelphia 1916 (কয়েকবার মুদ্রিত); (৮) J. Guttmann, Die Philosophie des Judentums, Munich 1933 (ইংরাজী অনু., Philosophie Judaism, London 1964) এবং (৯) G. Vajda, Introduction a la pensee juive du moyen age, Paris 1947. ইহাতে Moses

Maimonides সম্বন্ধে একটি অধ্যয় রহিয়াছে; (১০) Jacob I. Dienstag কর্তৃক বিষয়ানুযায়ী সাজানো সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর যে একমাত্র অংশ প্রকাশিত হইয়াছে উহা হইল Moses Maimonides. A topical bibliography, উহা Studies in bibliography and Folklore সিরিজের ৫ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত, Cincinatti 1961, fascicule- রূপে প্রকাশিত গ্রন্থটির হিব্রু খণ্ডের পৃ. ১২-২৯; (১১) ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত যে সকল মূল পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে Moses Maimonides. Epistle to Yemen, মূল 'আরবী-ও তিনটি হিব্রু সংস্করণ সম্পাদনা করেন Abraham S. Halkin এবং ইংরাজীতে অনুবাদ করেন Boaz Cohen, New York 1952; (১২) মুবাহাত তুরকার, মুসা ইবন-ই মায়মুনউন, আল-মাকালাত ফী সিনা'আতিল-মানতিক ইনিন আরপচা আসলি, in AUDTCFD ১৮খ, (১৯৬০খৃ.), ৯-৬৪; (১৩) Guide বা পথনির্দেশ- এর একখানি নূতন ইংরাজী অনুবাদ, S. Pines, The Guide of the Perplexed, Chicago University Press 1963, বইখানির প্রারম্ভে L. Straauss লিখিত একটি অবতরণিকা প্রবন্ধ এবং অনুবাদক কর্তৃক লিখিত একটি ভূমিকা আছে (যাহা মায়মুনী চিন্তাধারার সঙ্গে খ্রীস্টীয় দর্শন ও আরব সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ)। মায়মুনী চিন্তাধারা সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যায়; (১৪) A. Altmann, Essence and Existence in Maimonides, in Bull. of the John Rylands Library xxxv (1953), 294-315; (১৫) M. Fakhry, The antinomy of the eternity of the world in Averroes, Maimonides and Aquinas, in Le Museon, lxxvi (1953), ১৩৯-৫৫। ইবন মায়মুন-এর জীবনী বিষয়ক তথ্যের জন্য; (১৬) B. Lewis, Maimonides, Lionheart and Saladin, in Eretz-Israel vii(1963), 70-5। পথনির্দেশ বা Guide বইখানির প্রচার বিষয়ের জন্য; (১৭) G. Vajda, Un abrege chretien du "Guide des Egres, in JA, 1960, 115-36; (১৮) এই লেখক, in JA, 1960, সর্বশেষে দ্র.; (১৯) S.W. Baron, A Social and religious History of the Jews² viii, New York 1958, 249-52 and 259-62; (২০) M. Mohaghegh, Maimondes against Galen/Radd-i Bin Maymun bar-Djalinus, in Madjalla-i Danishkada-i adabiyat wa-ulumi insani, xv/1 (1967)। ইবন মায়মুনের 'আরবী রচনা পাঠক, অনেকের মধ্যে রহিয়াছেন (২১) I. Friedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides I. Lexicalischer Teil Arabisch Deutsches Lexicon, Frankfurt a/M. 1902] লেখক কৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়; (২২) Selections from the Arabic writings of Maimonides-এ Leiden (1909); (২৩) Selections J. Blau, in R. Moses b. Maimon Responsa, iii, Jerusalem 1961. 56-116 (হিব্রু ভাষায়);

দ্র. একই লেখককৃত A Grammar of mediaeval Judeo Arabic (হিব্রু ভাষায়), Jerusalem 1961.

G. Vajda (E.12)/হমায়ুন খান

ইবন মায়্যাদা (ابن ميادة) : বানু-মুররা ইবন 'আওফের আবু শারাহীল (বা ওরাহ্বীল) আর-রাহ্মাহ ইবন আবরাদ (ইবন কুতায়বার মতে য়াযীদ) ইবন ছাওবান আল-মুররী। হিশাম ইবন 'আবদি'ল-মালিক (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩)-এর রাজত্বকাল হইতে 'আব্বাসী শাসনামলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কাল ব্যাপিয়া এই বেদুঈন কবি হিজায় ও নাজ্জে বাস করিতেন। আল-মানসূ'রের খিলাফতের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। আল-বাগদাদীর মতে সেই বৎসর ছিল ১৩৬/৭৫৪ সাল এবং যাকূতের মতে তাহা ছিল ১৪৯/৭৬৬ সাল। তাঁহার মাতা মায়্যাদা (যে দোলায়) ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। কথিত আছে, এই মহিলা বারবার বা স্নাত বংশোদ্ভূত ছিলেন। অবশ্য কবি তাঁহাকে পারস্য বংশোদ্ভূতা এবং নিজ পিতামহীর সূত্রে যুহায়র ইবন আবী সুলমার বংশধর বলিয়া দাবী করেন। এইভাবে তিনি নিজেকে খসরু ও 'আরব—এই উভয় বংশধারার সহিত সম্পর্কিত বলিয়া গর্ব করিতেন। আয-যুবায়র ইবন বাক্বারের কিতাব আখবার ইবন মায়্যাদা (ফিহরিস্ত, কায়রো সংস্করণ, ১৬১; আগ'ানী রচনায় যাহা হইতে প্রচুর সাহায্য লওয়া হইয়াছে) শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য মায়্যাদার জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে সামান্যই জানা গিয়াছে। তাঁহার অবয়বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি সুদর্শন (আহ-মার), হাল্কা গড়ন ও দীর্ঘ শাশ্রুশ্রমভিত্তি এবং চেহারা ও দেহের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। নাসীব, হিজা ও মাদীহ ছিল তাঁহার রচিত কাব্যের প্রধান রূপ। তাঁহার রচিত প্রেমের কবিতাসমূহ ছিল বেদুঈন ধাচের। ইবন শারাহফের (সম্পাদক ও অনুবাদক Pellat, 27) মতে এইগুলি উৎকর্ষে আল-কুমায়ত, নুসায়ব বা আত-তিরম্মাহ রচিত কাব্যেরও উপরে। এই কবিতাগুলি মুক্ত ও ক্রীতদাসী—এই উভয় প্রকারের বেশ কয়েকজন রমণীকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উম্মু জাহদার, যাহাকে তাঁহার পিতা সবশেষে এক মিসরীয় লোকের নিকট বিবাহ দেন। ইবন মায়্যাদা ও অন্য একজন কবি হ'কাম ইবন মা'মার আল-খুদরীর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত ছোট কবিতা নাকাইদের যে বিনিময় চলিত তাহার কারণ ছিল এই রমণী। অবশ্য আর-রাহ্মাহ-এর হিজাতে অন্যান্য ব্যক্তির আভাস দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু ইহাও কথিত আছে, তিনি অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণে আসক্ত ছিলেন এবং তিনি যাহাদের সংস্পর্শে আসিতেন তাহাদের সহিত অপমানকর বাক্য বিনিময় উপভোগ করিতেন। অবশ্য এই কাজে তিনি কখনও অশ্লীল ভাষার আশ্রয় লইতেন না।

প্রথমত মাক্বার উমায়্যা গভর্নর 'আবদুল-ওয়াহিদ ইবন সুলায়মান ইবন 'আবদি'ল-মালিক ও বিশেষত আল-ওয়ালীদ ইবন য়াযীদ (১২৫-৬/৭৪৩-৪)-কে উদ্দেশ্য করিয়া ইবন মায়্যাদার স্তুতিমূলক কবিতাসমূহ রচিত হয়। শেষোক্ত জনের সহিত তিনি বেশ কয়েকবার সাক্ষাত করেন। একটি কবিতায় তিনি খালীফার উদারতার প্রশংসা করেন। এই কবিতাটি সমালোচকদের দ্বারা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। খালীফা তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ এক শত উষ্ট্র, এইগুলি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ক্রীতদাস, একটি দাসী ও একটি অশ্ব প্রদান করেন। আল-ওয়ালীদের মৃত্যুতে তিনি একটি মারহিয়াতে শোকাবহ স্তবক রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি স্তবক

অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। উমায়্যা বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কখনই 'আব্বাসীদের উদ্দেশে স্তুতিকাব্য রচনা হইতে তাঁহাকে বিরত রাখে নাই, বিশেষত এই কারণে যে, একটি কবিতায় নবী কারীম (স)-এর পরিবারবর্গকে বানু মারওয়ানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করায় উমায়্যাদের ঘারা তাঁহাকে প্রহৃত হইতে হয়। সেইজন্য তিনি মদীনার আব্বাসী গভর্নর জা'ফার ইবন সুলায়মানকে লইয়া একখানি স্তুতিমূলক কাব্য রচনা করেন। এমন কি একবার তিনি আল-মানসূরের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পুনর্বীর এই চেষ্টা করেন নাই; কারণ কাব্যে আল-ওয়ালীদ ইবন যযীদের মত উৎসাহ তাঁহার ছিল না।

কবিতায় পৌনঃপুনিক ক্রটির জন্য তাঁহাকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে ইহা সমালোচকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। তাঁহার বেশ কয়েকটি কবিতায় সুরারোপিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাঁহার কিছু কাব্যংশ শাওয়্যাহিদ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, ইবন মায্যাদাকে সেই সকল চিরায়ত কবিদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিত্ব বলিয়া গণ্য করা হয় যাহারা কাব্য রচনায় চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহি'জ, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইবন সালাম ত'বাক'াতে ইবন মায্যাদার নাম উল্লেখ করেন নাই, যদিও আগানীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহাকে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; (৪) ইবন কু'তায়বা, শি'র, ৭৪৭ পৃ. ও নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, আদাবু'ল-কাতিব, পৃ. ৪৪; (৬) ঐ লেখক, 'উয়ুন ৪খ, ১৪১; (৭) মুবাররাদ, কামিল, নির্ঘণ্ট; (৮) ইবনু'ল-মুতায়্য, ত'বাক'াত, ৪৩-৫; (৯) ইবন দু'রায়দ, ইশতিক'াক, ১৭৫; (১০) ইবন আব্দ রাবি'হ, 'ইকদ, ২খ, ২২৫; (১১) আগ'ানী, ২খ, ৮৫-১১৬ (বৈরুত সং., ২খ, ২২৬-৩০০); (১২) তাওহীদী, ইমতা', ১৯৩; (১৩) ইবন শারায়, মাসাইল, নির্ঘণ্ট; (১৪) ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক', ৪খ, ৩২৮-৩১, ৩৪৩; (১৫) 'আসকারী, দীওয়ানু'ল-মা'আনী, ১২৩; (১৬) আমিদি, মু'তালিফ, ১২৪; (১৭) ছা'আলিবী, ছি'মারু'ল-কুলূব, ৫৬-৭; (১৮) বাগ'দাদী, খিয়ানা, কায়রো সংস্করণ, ১খ, ১৫২, ২খ, ১৯৫-৭; (১৯) য়াকূ'ত, ২খ, ২৬৩, দ্র. হ'াররাত লায়লা; (২০) ঐ লেখক, উদাবা, ১১খ, ১৪৩-৮; (২১) মারযুবানী, মুওয়শাশাহ', ২২৮; (২২) ঐ লেখক, মুজাম ৩১৯; (২৩) ইবন আবি 'আওন, তাশ্বীহাত, ২১১; (২৪) মুওয়ায়রী, নিহায়া, ২খ, ৫৬; (২৫) ইবনু'শ-শাজারী, হামাসা, ২৩৭-৮; (২৬) Goldziher, Muh, St. ২খ, ৯৯(২৭) O. Rescher, Abriss, ১খ, ১৮৪-৬ (২৮) R. Glachere, in Mel. Gaudefroy-Demombynes, ১১০, ১১৪ (২৯) C. A. Nallino, Letteratura, ১৫০ (ফরাসী অনু. ১৩০-১); (৩০) Brockelmann, SI. ৯১, ৯৬; (৩১) এফ. বৃসতানী, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ৯৮।

Ch. Pellat (E.I²)/পারসা বেগম

ইবন মারদানীশ (ابن مردنيش) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আল-জুয়ামী বা আত-তুজীবী, খৃষ্টানদের ইতিহাসে রে লোবো (Rey Lobo) বা লোপ (Lope) নামে উল্লিখিত, স্পেনীয় মুসলিম নেতা। তিনি আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের পতনের কালে শারকু'ল-আন্দালুস-এ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে কর্মতৎপর ছিলেন। তিনি নিজে ভ্যালেন্সিয়া ও মুরসিয়ার অধিপতি হন এবং আল-

আন্দালুস-এর কেন্দ্রে অবস্থিত এলাকা লইয়া উত্তর আফ্রিকার নূতন আল-মুওয়াহহিদ শাসকগণের সঙ্গে ২৫ বৎসর যাবত বিরোধে লিপ্ত থাকেন। তাঁহার ইবন মারদানীশ নামকরণ প্রসঙ্গে ও তাঁহার জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি 'আরবী বা বারবার কোনটিই ছিলেন না। Dozy-এর মতানুসারে এই নাম Martinez- এর অপভ্রংশ। অপর দিকে Codera মনে করেন যে, তাঁহার বায়ম্যানীয় পূর্বপুরুষ মারদোনিয়ুস (Mardonius)- এর নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উভয় মতই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইবন খাল্লিকানের মতও (de Slane, iv, 473) অনুরূপ। এই বিষয়ে আরও পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণভিত্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনার অবকাশ রহিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার নিসবা (সম্বন্ধবাচক নাম আল-জুয়ামী বা আত-তুজীবী) সত্ত্বেও ইবন মারদানীশ ছিলেন স্পেনের খৃষ্টান বংশোদ্ভূত একজন মুলাদী (মুওয়াল্লাদ)। আধুনিক Castellon de la Plana প্রদেশের Peniscola-য় তিনি ৫১৮/১১২৪-৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আল-মুরাবিত আমলে তাঁহার পিতা সা'দ ফ্রাগা ও ইহার জেলার গভর্নর ছিলেন এবং ৫২৮/১১৩৪ সনে আরাগোন-এর ১ম আলফনসোর আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'ইয়াদ-এর লেফটেন্যান্ট ছিলেন এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে যাকাদোলায় ৫৪০/১১৪৬ সনে নিহত হন। ইবন 'ইয়াদ-এর মৃত্যুর পরে 'আবদুল্লাহ আছ'-ছাগরী কর্তৃক মুরসিয়ায় তাঁহার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ফলে তিনি কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ভ্যালেন্সিয়ার নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে স্বাগত জানায় এবং শীঘ্রই তিনি আল-আন্দালুসের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে স্বীয় অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। চরিত্রগতভাবে তিনি ছিলেন কর্মতৎপর, নিষ্ঠুর ও অধার্মিক প্রকৃতির। প্রজাদের উপর তিনি অত্যাচার করিতেন এবং বেশী খাজনা দেওয়ার জন্য তাহাদেরকে বাধ্য করিতেন। অপর দিকে ক্যান্টাইল ও আরাগোন-এর রাজা এবং বারসেলোনার কাউন্ট-এর তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন, তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া করিয়া সৈনিকদল আনেন এবং তাহাদের আনুগত্য লাভের জন্য তিনি তাহাদেরকে নানাবিধ উপঢৌকনও প্রদান করেন। তিনি পিসা প্রজাতন্ত্র ও জেনোয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী ৫৪২/১১৪৭ সনে আলমেরিয়া বিজয়ের পর হইতে ৭ম আলফনসোর নামে সেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার শ্বশুর ইব্রাহীম ইবন হামুশক [খৃষ্টানদের ইতিহাসে যাহাকে হেমোচিকো (Hemochico) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে]-এর সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি রাজ্যের সীমা জায়েন (Jaen), বায়েযা (Baeza), ক্যাডিক্স (Cadix) ও কারমোনা (Carmona) পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, কর্ডোভা ও সেভিল অবরোধ করেন এবং কিছু দিনের জন্য থানাভা স্বীয় অধিকারে রাখেন। রামাদান, ৫৬৪/জুন, ১১৬৯-এ ইবন হামুশক আল-মুওয়াহহিদগণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহ অধিকারের ব্যাপারে উত্তর আফ্রিকার শাসকগণের সহযোগিতা করেন। ইহার ফলে ইবন মারদানীশের আধিপত্যের অবসান ঘটে। ইবন মারদানীশ-এর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতবিরোধ থাকিলেও রাজাব, ৫৫৭-এর শেষের দিকে/২৮ মার্চ ১১৭২ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া সাধারণভাবে মনে করা হয়। ইবন মারদানীশ তাঁহার পুত্র হিলালকে অধিকতর ক্ষমতাবান আল-মুওয়াহহিদগণের আনুগত্য স্বীকারের জন্য পূর্বেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-খাতীব, আমালুল-আ'লাম, সম্পা. Levi-Provencal, বৈরুত ১৯৫৬ খ., পৃ. ২৫৯-৫২; (২) ঐ লেখক, ইহাতা, সম্পা. Enan, ১খ, ২২৫-৬, ৩০৬, ৩১০-১, ৪৯২, ৩, (কায়রো, সং., ২খ, ৮৫-৯০); (৩) ইবনুল-আব্বার, ছল্লা, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৬৩ খ., ২খ, নির্ঘণ্ট দ্র.; (৪) মাররাকুশী, মুজিব, পৃ. ১৪৯, ১৬৮, ১৭৮-৮০; (৫) ইবন খালদুন, ইবার, ৪খ, ১৬৫ প. অনু. de Slane, i, 339); (৬) ঐ লেখক, Histoire des Banou l-Ahmar, rois de Granade, অনু. M. Gaudefroy-Demombynes, in JA. Paris 1899. 46n. 6; (৭) মাক্কারী, নির্ঘণ্ট, দ্র.; (৮) দাব্বী, বুগ'য়া, পৃ. ৩৩-৪; (৯) ইবন সাহিব আস-সালাত, মানন বি'ল-ইমামা, পাণ্ডু. অক্সফোর্ডে রক্ষিত. A. Huici কর্তৃক Historia politica del Imperio almohade-এ ব্যবহৃত, Tetuan 1957, নির্ঘণ্ট, দ্র. মুহাম্মাদ ইবন সাদ, সম্পা. 'আবদুল-হাদী আত-তায়ী, বৈরুত ১৩৮৪/১৯৬৬; (১০) A. Muller, in Isl., ii, 648-52; (১১) আমারি, I diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino, pp. xxxiv, LIX, 239, 451; (১২) Dozy, Recherches, i, 364-88; (১৩) Codera, Decadencia y desaparicion de los almoravides, Saragossa 1899, 109-53-310-21; (১৪) ঐ লেখক, Discurso, বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। স্পেনের রয়েল একাডেমীতে ভর্তি হওয়ার সময়, মাদ্রিদ ১৯১০ খ., পৃ. ৯, ৩৯; (১৫) Gaspar y Remiro, Historia de Murcia, musulmana, Saragossa 1905, 185-225; (১৬) I. de las Cagigas, Los Mudejares (Minorias etnico-religiosas de la Edad Media espanola) মাদ্রিদ. ১৯৪৮ খ., ২খ, ২৬৩-৭০; (১৭) J. M. Lacarra, El Rey Lobo de Murcia y el Senorio de Albarracin, in Estudios dedicados a menendez Pidal মাদ্রিদ ১৯৫২ খ., পৃ. ৫১৬ পৃ.।

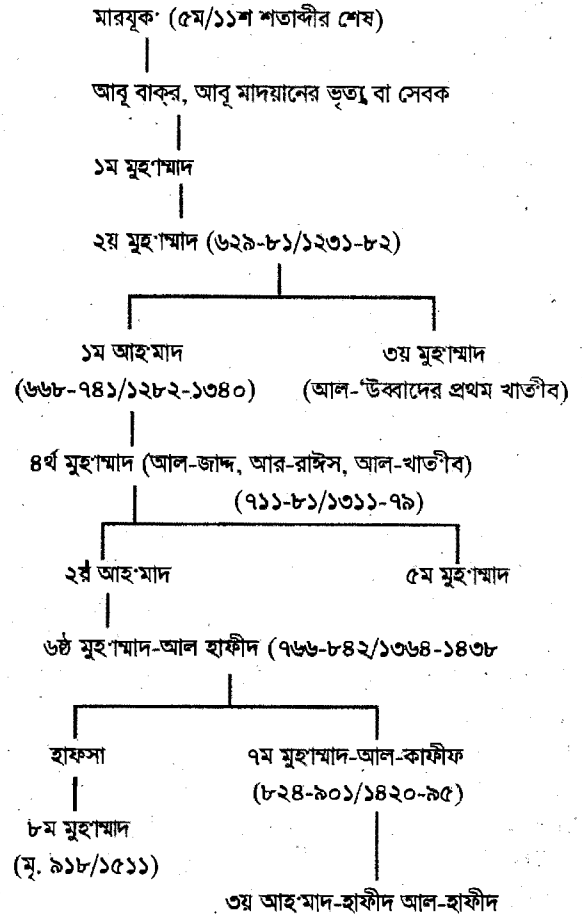
J. Bosch Vila (E.I.2)/ ফজলুর রহমান

ইবন মারযুবান (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল মারযুবান)।

ইবন মারযুক (ابن مرزوق) : শামসুদ্দীন আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকুর ইবন মারযুক আল-'আজীসী আত-তিলিমসানী, যিনি 'আল-জাদ (দাদা/নানা), আর রা'ঈস (নেতা) ও আল-খাতীব (প্রচারক) নামে পরিচিত। তিনি একজন মুহাম্মিছ, ধর্ম প্রচারক ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম ৭১০/১৩১০ অথবা ৭১১/১৩১১ সনে তেলেমসানে; মৃত্যু ৭৮১/১৩৭৯ সনে কায়রোতে। তিনি এমন এক পরিবারের সদস্য যা হারা মূলত দক্ষিণ ইফ্রীকিয়া হইতে হিলালীদের আগমন কালে দেশান্তরী হইয়া তেলেমসানে পৌঁছিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে উক্ত পরিবারের প্রায় দশজন ধর্মবেত্তার জন্ম হইয়াছিল; ইহাদের সকলেই মাগ'রিবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনে বিভিন্ন মাত্রায় তাঁহাদের প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন।

যাঁহার নাম হইতে বংশটির নামকরণ হইয়াছে, ইহাদের পূর্বপুরুষ সেই মারযুক' ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষ দিকে লামতুনার রাজত্বকালে তেলেমসানে প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও ভূম্যধিকারী ছিলেন।

প্রধান মারযুকীদের কুলজি



আবু বাকুর আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত সূফী আবু মাদয়ান (দ্র)-এর একজন ভক্ত খাদিম ছিলেন; তিনি আল-'উব্বাদের শহরতলীতে থাকিতেন। তাঁহার পদটি তাঁহার বংশধরগণের জন্য প্রায় বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণত হইয়াছিল।

২য় মুহাম্মাদ, জন্ম ৬২৯/১২৩১ সনে এবং মৃত্যু ৬৮১/১২৮২ সনে। তিনি একজন সাধু সূফী হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। তিনি রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে তেলেমসানে দারু'র-রাহার আল-কাসরুল-কাদীম-এর নিকটে যোগমুরাসান (দ্র.) কর্তৃক কবরস্থ হইয়াছিলেন; আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ, তাঁহার বলিয়া দাবী করা হয়, এমন একটি কবর চিহ্নিত করিয়াছেন।

প্রথম আহ'মাদ জন্ম ৬৮১/১২৮২ সনে। তিনি ফাস-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন; তিনি একজন কঠোর যাহিদ হিসাবে স্বর্ণীয় ও বরণীয় ছিলেন। সুলতান আবু মাক'ব (৬৮৫-৭০৬/১২৫২-১৩০৭) কর্তৃক তেলেমসানের স্বর্ণীয় অবরোধের সময় তিনি ভীষণ নির্ধাতন ভোগ করত ৭১৭/১৩১৭ সনে হাজ্জ গমন করেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য মিসরে অবস্থান করেন এবং ৭৪১/১৩৪০ সনে মুজাবির (مجاور 'প্রতিবেশী') হিসাবে মক্কার ইনতিকাল করেন। উক্ত সমতল টিবি ও আজয়াদ গেটের মধ্যে বাবুল-মালাতে অবস্থিত তাঁহার কবর দীর্ঘকাল বহু তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ

করিত। তৃতীয় মুহাম্মাদ ছিলেন মারীনী সুলতান আবু'ল-হাসান (৭১০-৩২/১৩১০-৩১) কর্তৃক আবু মাদুয়ান (দ্র.)-এর কবরের উপর নির্মিত মসজিদটির প্রথম খাতীব। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চতুর্থ মুহাম্মাদ, যিনি এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয় এবং উক্ত মসজিদের দ্বিতীয় খাতীব।

আল-হাফীদ নামে পরিচিত ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদ (৭৬৬-৮৪২/১৩৬৪-১৪৩৮) অন্তত তাঁহার দাদা ৪র্থ মুহাম্মাদের মত বিখ্যাত ছিলেন। মাক্কারী (নাফহ, ৭খ, ৩৩৯) প্রমুখ তাঁহার সকল জীবনীকার তর্কাতীতভাবে তাঁহাকে সমসাময়িক মাগরিবে 'আরব ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত মনে করিতেন এবং তাঁহার জ্ঞান ও গুণের প্রশংসা করেন।

৭ম মুহাম্মাদ (৮২৪-৯০১/১৪২০-৯৫) আল-কাফীফ (অন্ধ) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনিও একজন মুহাদ্দীছ (হাদীছ-বেত্তা) ও বিখ্যাত প্রচারক হিসাবে স্মরণীয়। আল-মাক্কারী তাঁহাকে নিজের নানা হিসাবে পাওয়ায় গর্বিত ছিলেন।

৩য় আহমাদ, উপরিউক্ত ব্যক্তির পুত্র, যিনি তাঁহার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই মারা যান। তিনি একজন বিখ্যাত খাতীব ছিলেন; তিনি হাফীদুল-হাফীদ নামে পরিচিত।

৮ম মুহাম্মাদ, হাফীদের অন্য একজন দৌহিত্র, তাঁহার কন্যা হাফসার মাধ্যমে। তিনি ৯১৮/১৫১১ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি এই বিদ্বান পরিবারের সর্বশেষ প্রতিনিধি, যাঁহার সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়। মারযুকীদের মধ্যে প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ছিলেন শামসুদ্দীন ৪র্থ মুহাম্মাদ। তিনি বহু নামী লোকের সমসাময়িক ছিলেন, যথাঃ ইবনুল-খাতীব (দ্র.) যিনি নিজেকে তাঁহার শাগরিদরূপে উল্লেখ করেন এবং সর্বদা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ইবন খালদুন (দ্র.) ভ্রাতৃদ্বয়ের, যাঁহারা তাঁহাকে অপসন্দ করিতেন; আল-মাক্কারীর (এই নামের বিখ্যাত পণ্ডিতের পূর্বপুরুষ) শারীফ আত-তিলিমসানী (দ্র.)-র এবং আরো অনেকের। এই পরিবারের ৪র্থ মুহাম্মাদই এমন সদস্য ছিলেন, যিনি স্বীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারা যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন এবং যে উচ্চ পদসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পরিবারের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং এই সময় হইতেই ইহার প্রতি জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার জীবনও ঘটনাবহুল ছিল; জ্ঞান ও মর্যাদার অন্বেষণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভ্রমণ, পদস্থদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার, উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন, বারংবার কারাবাস, অনুগ্রহ-নিগ্রহ লাভ ইত্যাদি। দুই বৎসর বয়সে ও কতিপয় ব্যক্তির মতে সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার পিতা প্রথম আহমাদ কর্তৃক পূর্বদেশে নীত হইয়াছিলেন, এই সময় তিনি মক্কা, মদীনা, জেরুসালেম, হেব্রন, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং এই সকল স্থানে তাঁহার শিক্ষার বুনিন্যাদ স্থাপিত হয়। তিনি ৭২৯/১৩২৯ অথবা ৭৩০/১৩৩০ সনে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ার মসজিদে কোন প্রভুতি ছাড়াই যখন প্রথম পুতবা দিয়াছিলেন, সেই তরুণ বয়সেই তাঁহাকে খাতীব উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ৭৩৩/১৩৩২ অথবা ৭৩৫/১৩৩৪ সনে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মাগরিবে ফিরিয়া যাঁহাঁর পরামর্শ দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া, ত্রিপোলী, জারীদ, তিউনিস ও বৌগি (Bougi)-তে যাত্রা বিরতির পর তেলেমসানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শহরটি আবু'ল-হাসান কর্তৃক অবরুদ্ধ। তিনি তাঁহার চাচা তৃতীয় মুহাম্মাদের ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন

এবং চাচার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলে আল-উল্লাদ মসজিদের খাতীব এবং আবু'ল-হাসানের একান্ত সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৭৪১/১৩৪০ সনে তারীফার ধ্বংসালীলার সময় আবু'ল-হাসানের সহিত তিনি লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর তিনি সন্ধি চুক্তিতে কাস্তিলের (Castile) একাদশ আলফনসো (Alfonso XI)-এর স্বাক্ষর গ্রহণের এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করিবার জন্য ভ্রমণ করেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-হাসানের পুত্র শাহযাদা আবু 'উমার তাশফীন।

এই ব্রত (mission) হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কনষ্টানটাইন (Constantine) গমন করেন যেখানে কায়রাওয়ানে ঘটিত অপর একটি দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন যাহার শিকার হইয়াছিলেন হতভাগ্য আবু'ল-হাসান। অতঃপর তিনি আবু'ল-হাসানের বেগমের সমভিব্যাহারে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, উচ্চ রাজকর্মকর্তা ও বিদেশী কূটনৈতিকদের এক রক্ষীদলের সঙ্গে ফাসে প্রত্যাবর্তন করেন। আবু'ল-হাসানের স্ত্রী বেগম সাহেবা যাইতেছিলেন তাঁহার পুত্র আবু ইনান (দ্র.)-এর সহিত মিলিত হইতে—যে পুত্র সবেমাত্র তাঁহার পিতাকে পদচ্যুত করিয়া নিজেকে তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইবন মারযুক তরুণ সুলতানের দরবারে বেশী দিন অবস্থান করেন নাই। তিনি তেলেমসানে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তেলেমসান ছিল আবু সাঈদ 'উছমান ইবন 'আবদীর-রাহমান যায়ানীর অধিকারে। তাঁহার আপন ভ্রাতা আবু ছাবিত সমর নেতা (عیم colonel) হিসাবে তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। শীঘ্রই আবু সাঈদ তাঁহাকে আবু'ল-হাসানের সহিত সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু'ল-হাসান তখন আলজিয়াসে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বানু যায়ানীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইবন মারযুকের এই ব্রতের বিরোধিতা করিয়া তাঁহাকে পথিমধ্যেই ধ্রেফতার করেন। তাঁহাকে তেলেমসানে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল এবং একটি মুতবাক (ভূতল কারাগার)-এ বন্দী করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তাঁহার দণ্ডদেশ পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে আন্দালুসিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। ফলে তিনি এখানায় আবু'ল-হাসানজের সংস্পর্শে আসন, যিনি তাঁহাকে তারীফা দুর্ঘটনা হইতে ব্যক্তিগতভাবে চিনিতেন এবং তিনি তাঁহাকে আল-হামরা (Al hamra) মসজিদের খাতীব নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি অন্য একজন নির্বাসিত ব্যক্তি সুলতান আবু ইনানের ভাই আবু সালিমের সহিত বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলেন।

৭৫৪/১৩৫৩ সনে আবু ইনান তাঁহাকে পুনরায় ফাস-এ ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে দরবারের একজন কর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার (সুলতানের) জন্য আবু সাহযার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি ইবন মারযুককে ৭৫৮/১৩৫৭ সনে তিউনিসে পাঠাইয়াছিলেন। এই মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; সুলতানের মেযাজ খারাপ হওয়ার অন্যান্য কারণের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা সুলতানের প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্বেক করে। ফলে ইবন মারযুক দ্বিতীয়বারের মত মুতবাকে নিষ্কিণ্ড হন। তিনি ভূতল কারাগারে ছয় মাস অবস্থান করেন। অবশেষে বহু লোকের সুপারিশে প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়া তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন।

৭৫৯/১৩৫৮ সনে আবু ইনানের মৃত্যুতে যে সংকটের সৃষ্টি হয় তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত এই রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুলতানের ভ্রাতা ও পুত্রগণ সিংহাসন দাবী করিয়া কলহে লিপ্ত হন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইবন মারযুকের নির্বাসনের বন্ধু আবু সালিম। ইবন মারযুক বিনা

দ্বিধায় আবু সালিমকে ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিলেন এবং এক বৎসরকাল নানা কৌশল প্রয়োগের পর সিংহাসন লাভ করেন, একজন রাজত্ব করিবার এবং অন্যজন শাসন করিবার জন্য। এই সময় ইবন মারযুক তাঁহার কর্মজীবনে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেন। ফলে শীঘ্রই স্ফীরা শিকার হন। পারিষদবর্গ সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ৭৬২/১৩৬১ সনে আবু সালিম নিহত হইলেন এবং ইবন মারযুক তৃতীয়বারের জন্য মৃতবাক (ভূতল কারাগার)-এ নিষ্কণ্ড হইলেন। মাত্র দুই বৎসর পর ৭৬৪/১৩৬৩ সনে তিনি তাঁহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পান। তৎপর জাহাজে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তিউনিসে গমন করেন। সেইখানে সুলতান আবু ইসহাক (৭৫১-৭০/১৩৫০-৬৮) ও তাঁহার উযীর ইবন তাফরাগীন তাঁহাকে আশ-শাম্মাঈন মসজিদের খাতীব নিযুক্ত করেন। তিনি সেইখানে সাত বৎসর ছিলেন।

৭৭১/১৩৭০ সনে একটি প্রাসাদ বিপ্লবের পর তিনি উক্ত পদ হইতে অপসারিত হন। দ্বিধাঘেদু দুই বৎসর অতিবাহিত করিবার পর তিনি ৭৭৩/১৩৭২ সনে জাহাজযোগে আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; তথা হইতে তিনি কায়রো গমন করেন, সেইখানে সুলতান শা'বান ইবন হুসায়ন (৭৬৪-৭৮/১৩৬৩-৭৬) তাঁহাকে বিচারক ও শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। তিনি যুগপৎ শায়খুনিয়া সারগাত মিশিয়া ও কামহিয়া নামে সালাহুদ্দীনের তিনটি মসজিদের কাযী, খাতীব ও শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে দারুল-ইসলামের ৪৮ টি মিসরার উপর হইতে প্রচারের পর তাঁহার জীবনের শেষ ভাগটি শান্তি, সম্মান ও অভাবমুক্ত পরিবেশে অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে কায়রোর এক কবরস্থানে চূড়ান্ত সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ ইবনুল-কাসিম ও আশ্হাবের মধ্যখানে দাফন করা হয়।

স্বীয় গ্রন্থ উজালাতুল-মুসতাওফিয়া-এ তিনি নিজেই তাঁহার উস্তাদগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন যাহারা সংখ্যায় অনেক (২৫০-এর বেশী)। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিচারক, ধর্ম প্রচারক, ইমাম, কুলবিদ (genealogists), মুহাদ্দিছ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সুফী এবং অন্তত তিনজন মহিলা। তিনি মসজিদে তাঁহাদের প্রদত্ত পাঠে যোগদান করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছে মদীনা, মক্কা, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, বালবীস, জেরুসালেম, হেব্রন, দামিশক, ত্রিপোলী, জারীদ, তিউনিস, যাবে, বোগী, তেলেমসান, আন্দালুসিয়া ইত্যাদি স্থানে। তাঁহার ছাত্র সংখ্যা আরও বেশী এবং ইবনুল-খাতীব, ইবন যামরাক, ইবন কুনফুয, আশ-শাতিবী (দ্র.) প্রমুখ বিখ্যাত নাম ইহাদের অন্তর্গত।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে যেগুলি টিকিয়া আছে, সেগুলির কোনটিই বর্তমানে সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত নাই। হয় অত্যন্ত বিরল পাণ্ডুলিপি হিসাবে বিভিন্ন পাঠাগারে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে অথবা উদ্ধৃতি হিসাবে পাওয়া যায় অন্য লেখকদের রচনায় বা সম্পাদনায়। তাঁহার পরিচিতি রচনাবলী (১) আল-মুসনাদুস-সাহীহুল-হাসান ফী মা'আছির মাওলানা আবী হুসায়ন, পাণ্ডুলিপি Escorial-এ সংরক্ষিত ১৬৬৬; ফরাসী অনুবাদসহ উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছেন E. Levi-Provencal in hesperis, ৫ (১৯২৫ খৃ.); অধ্যায় অনুবাদ by R. Blachere in Memorial Henri Basset: নাসিরীর ইসতিকসা-এর উৎস। (২) কাযী 'ইযাদের কিতাবুশ-শিফা-এর শারহ' (ভাষ্য), ৫খণ্ডে, পাণ্ডুলিপি গোথা (Gotha) ২খ, ৮৩। (৩) তাকীম্বাদীন আল-জাম্মাঈলীর শারহ' 'উমদাতিল-আহ-কাম ইহা মুহাম্মাদ ইবন দাক্কীক'ল-ঈদ (৬২৫-৭০২/১২২৭-১৩০২) ও

'উমারুল ফাকিহানী (৬৫৪-৭৩৪/১২৫৬-১৩৩৩)-কৃত দুইখানি ভাষ্যের পাঁচ খণ্ডে সংযোজনসহ সমন্বিত রচনা, পাণ্ডুলিপি আয়া সোফিয়া, ১৩৩১ হি.; কায়রো ১খ, ২৯২। (৪) উজালাতুল-মুসতাওফিয়া (ভিন্নরূপ আল-মুসতাওফী) আল-মুসতাজায় ফী যিকর মান সামি'আ দূনা মান আজায় মিন আইম্মাতিল-মাগরিব ওয়া'শ-শাম ওয়া'ল-হিজায়, ইবন ফারহুনের দীবাজ-এ উদ্ধৃতি ৩০৫; ইবন হাজার, দুরার, ৩খ, ৩৬০; আল-মাক্কারী, নাফহ, ৭খ, ৩২০ প.; ইবন 'আম্মার, নিহলা, ১৪৭। (৫) জানীউল-জান্নাতায়ন ফী ফাদলিল-লায়লাতায়ন, ইবন 'আম্মারের নিহলায় উদ্ধৃতিসমূহ, ১০৩-১১। (৬) ইয়ালাতুল-হাজিব 'আন ফুরু' ইবনিল-হাজিব, আল-মুখতাসার ফিল-ফুরু'-এর ভাষ্য অথবা ইবনুল-হাজিবের জামি'উল-উম্মাহাত (Brockelmann, ১খ, ৩০৩)। (৭) 'আবদুল-হাক্ক ইবন 'আরাবী আল ইশরীলীর শারহ'ল-আহ-কামি'স-সুগরা (তু Brockelmann, SI, ৬৩৪)। (৮) একটি চতুষ্পদী কবিতা ও একটি ১১৭ শ্লোকের মাওলিদিয়া গ্রন্থাদায় সুলতানের সামনে ৭৬৩/১৩৬২ সনে আবৃত্তি করা হয় এবং আল-মাক্কারীর নাফহ গ্রন্থে (৭খ, ৩১৪ প.) উদ্ধৃতি। গদ্য ও পদ্য রচনার বিভিন্ন উদ্ধৃতি বিদ্যমান আল-মাক্কারী, নাফহ, স্থা. ও ৭খ, ১৭৩ প. আহ'মাদ বাবা, নায়ল ৪০, ২৫০ ও বিভিন্ন স্থানে। এইভাবে ইবন মারযুক সমান দক্ষতার সহিত ইতিহাস, সমর্থনমূলক রচনা, ধর্মীয়, নৈতিক ও ফিকহ বিষয়ে লিখিয়াছেন। ফাকীহদের রচনামূলক হইত তিনি অবলীলাক্রমে সাহিত্যিকদের রচনামূলক হইয়াছেন। "আরবী ভাষ্য ও ইহার সুস্পষ্ট ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গী তাঁহার জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখবার গারনাতা, যে অংশ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, তবে মাক্কারী কর্তৃক নাফহ পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে (নিম্নে দেখুন); (২) Brockelmann ও E. Levi-Provencal- এর বরাত (নিম্নে দেখুন) ১৩১৯ হি., ২খ, ২২৩ ও ২৩৬-এর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা গুরুত্বহীন; (৩) ইয়াহুয়া ইবন খালদুন, বুগয়াতুল-রুওয়াদ ফী যিকরিল-মুলুক মিন বানী 'আবদিল-ওয়াদ (غيفية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد) আলজিয়ার্স ১৩২১/১৯০৩, ১খ, ৫০, নং ৩৯ (অনু. A. Bel ৬৩); (৪) ইবন ফারহুন, আদ-দীবাজুল-মুযাহহাব ফী মা'রিফাত আয়ানিল-মায়'হাব, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ৩০৫, (৫) ইবন খালদুন, ইবার, ৭খ, ৩১৩; (৬) ঐ লেখক, Hist. des Berb., ২খ, ৪৬২ (অনু. de Slane iv ১৯৫৬ খৃ., সং ৩৪৭ প.); (৭) আত-তারীফ বি ইবন খালদুন, সম্পা. তানজী, কায়রো ১৩৮০/১৯৫১, ৪৯-৫৪; (৮) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা ফী আ'য়ানিল-মি'আতিছ-ছামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৪৮/ ১৯২৯, ৩খ, ৩৬০, নং ৯৫৭; (৯) ইবন কুনফুয, আল-ওয়াকফায়াত, আলজিয়ার্স তা.বি., সম্পা. H. Peres, ৬০, ৭৮০; (১০) ইবনুল-আহমার, রাওদাতুল-নিসরীন ফী দাওলাতি বানী মারীন, ফরাসী অনুবাদ সম্পা. Gh. Bouali ও G. Marcais, প্যারিস ১৯১৭ খৃ. ১৯৭; (১১) সুযুতী, বুগয়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি., প. ১৮; (১২) ঐ লেখক, হসনুল-মুহাদ্দারা ফী আখবারি মিস'র ওয়া'ল-কাহিরা, কায়রো ১২৯৯ হি., ২খ, ১০৪; (১৩) ইবনুল-কাদী, জায়ওয়াতুল-ইকতিবাস ফী মান হাদ্রা মিনাল-আ'লাম মাদীনাতে ফাস, ফেয ১৩০৯ হি., ১৪০-২; (১৪) আহ'মাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ বিভাতরীযিদীবাজ, ইবন ফারহুনের

দীবাজ-এর হাশিয়ায়, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ২৬৭; (১৫) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব মিন ওসনি'ল-আন্দালুসি'র-রাতীব, কায়রো ১৩৬৯/১৯৪৯, ৭খ, ৩০৯-৩৮, ৮খ, ৩১০; (১৬) ইবন মারযাম, আল-বুসতান ফী যিকরি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-'উলামা বি-তিলিমসান, সম্পা. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮, ১৮৪ (অনু. Provenzali, ২১০-১৮); (১৭) যারকাশী, তারীখি'দ-দাওলাতায়ন আল-মুওয়াহহি-দিয়া: ওয়াল হাফসিয়া; কায়রো ১২৮৯ হি. ৮৩ (অনু. Fagnan, ২৩৭-৩৯); (১৮) ইবন 'আম্মার, নিহলাতু'ল-লাবীব বি-আখবারি'র-রিহ্লা ইলা'ল-হাবী, আলজিয়ার্স ১৩২০/১৯০২, ১০০-১১; (১৯) J.J. L. Barges, complement de l'histoire des Beri Zeiyan, rois de তেলেমসান, প্যারিস ১৮৮৭ খু., ৯৯-১১৪; (২০) Muh. Ben Cheneb, Etude sur les Personnages mentionnes dans lidjaza du chikh abd al Qadir al-Fasi, প্যারিস ১৯০৭ খু., ২১২ (২১) হাফনাবী, তারীফু'ল-খালাফ বি-রিজালি'স-সালাফ, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯০৯, ১৩৬-৪৪; (২২) নাসিরী, কিতাবু'ল-ইসতিকসা ফী আখবারি'ল মাগরিবি'ল-আকসা, ১খ, ১৫০, ২খ, ৬২-৩; (২৩) Brockelmann, II, 239, S II, 62-3, 335-6; (২৪) A. Bel. Inscriptions arabes de Fas, ৪৭-৫০; (২৫) E. Levi-Provencal, Le musnad d'Ibn Marzuk, (Hist. du merinide Abul Hasan) উদ্ধৃতি সম্পা. ও অনু. in Hesperis, v (১৯২৫খু.) (২৬) R. Blachere. Sur la vie privee d'Abul Hasan, in Memorial Henri Basset, প্যারিস ১৯২৮., ৮৩-৯; (২৭) 'আবদুল-হাসিয়া আল-কাওণনী, ফিহরিসি'ল-ফাহারিসু ওয়া'ল-আছবাত, ফাস তা. বি., ১খ, ৩৯৪; (২৮) 'আবদুর-রাহমান আল-জীলালী, তারীখু'ল-জাযা'ইরি'ল-'আম্ম, আলজিয়ার্স ১৩৭৫/১৯৫৫, ১০৪।

M. Hadj-Sadok (E.I²)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন মারযুক (দ্র. উছমান উবন মারযুক)

ইবন মারযাম (ابن مريم) : মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ১০ম/১৬শ শতকের (মু. ১০১৪/১৬০৫) উত্তর আফ্রিকার সুফী-দরবেশগণের জীবনী গ্রন্থ প্রণেতা। কর্মের তুলনায় তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। তিনি আল-বুসতান ফী যিকরি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-'উলামা নামে স্থানীয় সুফী দরবেশদের একখানি জীবনী গ্রন্থ সংকলন করেন। যানাতা রাজবংশের সুপ্রাচীন রাজকর্মী, তেলেমসানে যে সকল দরবেশ বসবাস করিতেন কিংবা অধ্যয়ন করিতেন ইহাতে প্রধানত তাঁহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিবেশী শহর ওরান, নেদরোমা ও বারবার অধ্যুষিত জাবাল তেসসালা ও ত্রারা, তদুপরি মরক্কোর পূর্বাঞ্চল, গুমারা এলাকা, সুস উপত্যকা এবং সাধারণভাবে মরক্কোর আটলাস পর্বতমালা অঞ্চলের প্রতিও তিনি আগ্রহী ছিলেন। গ্রন্থখানির সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে উল্লিখিত সময়ানুক্রমিক বিস্তারিত বিবরণ (যথা: পৃ. ৪৫) হইতে ইহার বিষয়বস্তু নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে চিহ্নিত করা সম্ভবপর ছিল না। তেলেমসান তখন বারবারী অঞ্চলের ধর্মীয় ও জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল, উহার প্রভাব সেই সময়ে ফেয ও মিকনাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিউনিসিয়া ও প্রাচ্য হইতে পণ্ডিতগণ তখন তেলেমসানে আগমন করিতেন। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে

ইসলাম ও 'আরবীয় প্রভাব দেশময় দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই ব্যাপারে নানাভাবে বিভিন্ন জাতিরই অবদান রহিয়াছে। ইবন মারযামের বর্ণিত দরবেশগণ ছিলেন তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা। তাঁহারা ইসলামের যে আদর্শ উপস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা জনগণের মানসিকতার সহিত ছিল সাম সাপূর্ণ। তাঁহাদের ভক্তি ছিল অতি প্রগঢ় (রাত্রিকালীন ধর্মীয় আলোচনা ও নানাবিধ আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর প্রদর্শন), তাঁহাদের ঘন ঘন ও অলৌকিক সব ঘটনাবলী Fioretti-কে স্মরণ করাইয়া দেয়; যথাঃ দরবেশগণ জীবজন্তুর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহাদের বদান্যতার দ্বার কেবল মুসলমানগণের জন্যই উন্মুক্ত থাকিত এবং তাহা ছিল অফুরন্ত। তাঁহারা অবিরত যিকর-এ মশগুল থাকিতেন। তাঁহাদের একই সঙ্গে সর্বত্র উপস্থিত থাকিবার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল, বিশেষ করিয়া হাজ্জ-এর জন্য এবং পুণ্যবান ও দুরাত্মা—উভয় প্রকার ভূত-প্রেতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিতেন। প্রয়োজনবোধে তাহারা মাদুলী (হিযর) প্রস্তুত করিতেন এবং কারামাত দ্বারা মুসলমানগণের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতেন। অত্যাচারিত ব্যক্তিদের রক্ষার্থে তাঁহারা সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং অন্যান্যের প্রতিবিধান করিতেন। তথাপি 'আরব বংশোদ্ভূত বেদুঈন বিজেতা, যাহারা তিন শতাব্দী পূর্বে সেই দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন ('আরব, শব্দটি কেবল বেদুঈনদের জন্যই ব্যবহৃত হয়) তাঁহাদের প্রতি দরবেশগণের বিতৃষ্ণা ছিল।

অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই দরবেশগণ জ্ঞানার্জন ও মালিকী মাযহাবের অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি কখনও অনীহা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা আবু যায়দ আল-কায়রাওয়ানীর লেখা গভীর ভক্তি সহকারেই অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা আইনশাস্ত্রে উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভাগ-বন্টনের কাজ (ফারা'ইদ) অতি দক্ষতার সঙ্গে করিয়া দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সর্বাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিলেন তাঁহারা আইনশাস্ত্রবিদ (উসুলী), অলংকারশাস্ত্রবিদ ও তর্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁহারা ইবনুল-হাজিবের রচনার সঙ্গে ও মালিক ইবনুল-কাসিম ও আল-আসবাগ-এর রচনাবলীর প্রাথমিক প্রচারকারিগণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্যের পণ্ডিতবর্গ, যথাঃ আদ-দামীরী (Brockelmann, S II, 401) অথবা এমন কি শাফি'ঈ ফাকীহ আল-বুলকীনী অথবা পরবর্তীকালে 'আবদুল-ওয়াহহাব আশ-শ'রানী (আন-নাবহানী কর্তৃক কারামাতুল-আওলিয়া গ্রন্থে স্বীকৃত, কায়রো সং.) সম্পর্কেও তাঁহারা গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই সহজ সরল জীবন যাপনকারী ব্যক্তিগণ যাহাদের সম্পর্কে ইবন মারযাম অন্ত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, একই সঙ্গে ছিলেন ধর্ম প্রচারক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁহারা নিরলসভাবে সাধারণ দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করিতেন। আবার সেই সঙ্গে করুণা ও মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তমূলক কার্যও সম্পাদন করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বুস্তান ফী যিকরি'ল-আওলিয়া ওয়া'ল-'উলামা, সম্পা. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৭; (২) এফ. বুস্তানী, D M, iv, 33, (৩) Brockelmann, SII, 680।

J. C. Vadet (E.I²)/ফজলুর রহমান

ইবন মালকা (দ্র. আবুল-বারাকাত)

ইবন মালাক (দ্র. ফিরিশতা ওগলু)

ইবন মালিক (ابن مالك) : আবু 'আবদিল্লাহ জামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মালিক আত-ত'ঈ আল-জায়ানী (নামটি

আল-মাক্কারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে ২খ, ৪২১; তাঁহার যুক্তিগুলির জন্য দ্র. পৃ. ৪২৭, ছত্র ১৩-৬) একজন ব্যাকরণবিদ। সর্বাধিকভাবে স্বীকৃত তারিখ অনুযায়ী তিনি জায়ান (Jaen) নামক স্থানে ৬০০ বা ৬০১/১২০৩-৪ বা ১২০৪-৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম অবস্থায় মালিকী মায-হাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁহার স্থানীয় শহরের তাঁহার চারিজন শিক্ষকের নাম আল-মাক্কারী উল্লেখ করিয়াছেন (২খ, ৪২১)। তাঁহাদের সহিত সেভিল (Seville)-এর আবু 'আলী 'উমার অশ'-শালাওবীনীর্ নাম যোগ করা যাইতে পারে। অতি শীঘ্র তিনি নিকট প্রাচ্যে গমন করেন (সেইখানে তিনি শাফি'ঈ মাযহাব অবলম্বন করেন) এবং আমরা তাঁহাকে আলেন্সো, হামাত ও দামিশকে দেখিতে পাই। ইবন জায়ারীর বর্ণনানুযায়ী (২খ, ১০০) প্রথমে দামিশকে যান এবং সেইখানে বিদ্যা শিক্ষা করেন অতঃপর আলেন্সোতে ও পরবর্তীতে হামাতে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন এবং পরে দামিশকে ফিরিয়া আসেন। সেইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার কায়রো ভ্রমণ, যাহা ইবনুল জায়ারী কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, সম্ভবত ১২ শা'বান, ৬৭২/২২ ফেব্রুয়ারী, ১২৭৪ সালে দামিশক-এ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে কোন এক সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

ইবন মালিক দামিশক-এ আবুল-হাসান আস-সাখাবী ও অন্যান্য পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন (দ্র. ইবনুল-জায়ারী, ২খ, ১৮০)। আলেন্সোতে তিনি ইবন য়া'ঈশ ও তাঁহার ছাত্র ইবন আমরন-এর কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন। তিনি আল-মুকাদ্দিমাতুল-জায়ুলিয়া-এর একটি শারহ (ভাষ্য) রচনা করিয়াছিলেন (আল-কিফতী, ইনবাহুর-রুওয়াত, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ৩৩৩)। হামাতে অবস্থানকালেও তিনি কিছু সময়ের জন্য 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু দামিশকে তিনি ইবনুল-হাজিব-এর ছাত্র ছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। আলোচিত উৎসগুলিতে ইবনুল-হাজিব সম্বন্ধে শুধু তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে : তিনি তাঁহার নাহও মুফাসসাল-এর রচয়িতা [আয-যামাখশারী]-র নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মুফাসসাল-এর রচয়িতা ও তাহার নাহও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় (আস-সাফাদী, ৩খ, ৩৬৩; তু. আল-মাক্কারী, ২খ, ৪২৪)। এই মূল্যায়ন স্পষ্টতই অসঙ্গত; তাঁহার জীবন, যাহা গুণসম্পন্ন ও কর্মমুখর হিসাবে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র বিক্রম মন্তব্য।

দামিশকে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের পরপরই ইবন মালিক তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল যুগে প্রবেশ করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইহা বিশ্বাস করা মুশকিল যখন ইবনুল-জায়ারী বলেন (২খ, ১৮১) যে, ইবন মালিক আলেন্সোতে অবস্থানকালে আল-কাফিয়াতুল-শাফিয়া-র এবং হামাতে অবস্থানকালে খুলাসা [আল-আলফিয়া]-এর কাব্যরূপ দিয়াছিলেন। দামিশক-এ ইবন মালিক বিভিন্ন ইসলামী বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইবন কাদী শুহবা (৫৪)। তাঁহাকে আন-নাহ্বী, আল-লুগাবী, আল-মুকরি, আল-মুহাদ্দিছ' ও আল-ফাকীহ'শ-শাফি'ঈ উপাধিতে অভিহিত করিয়াছেন। ইবন খাল্লিকান তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন (আস-সাফাদী, ৩খ, ৩৫৯)। তিনি অধ্যাপনা করিতেন এবং 'আদিলিয়া মাদরাসার উচ্চ পদস্থ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল—তাঁহার পুত্র বাদরু'দ্দীন মুহাম্মাদ, বাহাউদ্দীন ইবনুন-নাহহাস আল-হালাবী (আবু হায়্যান-এর একজন শায়খ), আবু যাকারিয়া আন-নাওয়াবী শ্রমুখ (দ্র. আস-সাফাদী, ৩খ, ৩৬২)। কিন্তু ব্যাকরণ বিষয়েই তিনি প্রভূত খ্যাতি

অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার মূলে ছিল ভাষাবিজ্ঞানে তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং অনেকেংশে 'আরবী ব্যাকরণকে আলফিয়াতে কাব্যরূপ দেওয়া, যদিও গুরুত্বের দিক দিয়া ইহা বিশেষ বিবেচ্য নহে। বস্তুত ছন্দোবদ্ধ রচনা ছিল ঐ সমস্ত আরব দেশে বিশেষরূপে শিক্ষাসহায়ক। কারণ সেইখানে মুখস্থ করা ছিল শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলিত প্রথা। অধিকন্তু তাঁহার আলফিয়া-এর কবিতাগুলি, যদিও সর্বদা অস্পষ্ট ও প্রায়ই অবোধ্য (Howell, Ar. Gr., মুখবন্ধ ২৬) ছিল, তবুও ঐগুলিতে বহু সংখ্যক ভাষ্যকারের জন্য পসন্দ করার মত উপাদান ছিল। উহার মাধ্যমে ব্যাকরণ বিষয়ে মনোযোগ পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণগত নিয়মের দৃষ্টিকোণ হইতে ইবন মালিক এক নব মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রারম্ভিকাল হইতেই 'আরব ব্যাকরণবিদগণ প্রকৃত 'আরবী প্রতিষ্ঠিত করার মানসে শাওয়াহিদ, সাক্ষাসমূহ, হাদীছে অন্বেষণ না করিয়া প্রাচীন কবিতা ও কুরআনী গদ্যে অন্বেষণ করিতেন। এখন ইবন মালিক হাদীছ'কে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করিতে থাকেন এবং ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন যেমন তাঁহার সমসাময়িক রাদিয়াদ্দীন আল-আস্তারাবায়ী ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হয়, এই পদ্ধতির প্রচলনকারী ছিলেন ইবন খারুফ। তিনি আলেন্সোতে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মৃত্যু বরণ করেন (এই গোটা ব্যাপারে দ্র. 'আবদুল-কাদির আল-বাগ'দাদী, খিয়ানাতুল-আদাব, ব্লাক' ১২৯৯ হি., ১খ, ৩-৮ ও J. Fuck, 'আরাবিয়া, পৃ. ১২৩-৪, ফরাসী অনু. পৃ. ১৮৯-৯০)। হাদীছ'র ব্যাপারে ইবন মালিক যেই অত্যুৎসাহ দেখাইয়াছেন তাহা যে কেহ বুঝিতে পারে। তিনি আল-বুখারীর সাহীহ' গ্রন্থের [Fuck. ZDMG ৯২খ (১৯৩৮ খ.), ৮১-২] সম্পাদনার ব্যাপারে শারায়ুদ্দীন আবুল-হাসান 'আলী আল-মুনীনী (মৃ. ৭০১/১৩০১-২)-এর সহিত একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি কঠিন ক্ষুদ্র অংশগুলিকে একটি বিশেষ নিবন্ধে পর্যালোচনা করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; নিবন্ধটি নীচের তালিকায় ৭ নম্বরে উল্লিখিত হইল (আরও দ্র. Brockelmann, ১খ, ৩৫৯-৬৩ ও পরি. ১, ৫২২-৭)।

১। তাসহীলুল-ফাওয়াইদ ওয়া তাকমীলুল-মাকাসিদ (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) [ফাস ১৩২৩ হি.] পূর্বকার রচনা আল-ফাওয়াইদ, ফিন-নাহও-এর একটি সারসংকলন যাহা এখন বিদ্যমান নাই; ইহা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যাহা সংক্ষিপ্ততা অবোধ্যতার কাছাকাছি (Ben Cheneb. E.I.-এ দ্র. ইবন মালিক)। তাসহীল-এর খুব খ্যাতি ছিল; ইহার অন্তত ২৯টি ভাষ্য গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে, যেইগুলি অন্যদের মধ্যে স্বয়ং গ্রন্থকার, আবু হায়্যান ও ইবন 'আকীল কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

২। আল-কাফিয়াতুল-শাফিয়া (الكافية الشافية), ২৭৫৭ শ্লোকের (রাজায় ছন্দে) ব্যাকরণ বিষয়ক একটি পুস্তিকা Brockelmann-এর বর্ণনামতে (I ২.৩৬৩), ইহা লেখকের ভাষ্য, আল-ওয়াফিয়াসহ পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

৩। আল-খুলাসাতুল-আলফিয়া (الخلاصة الالفية) অথবা শুধু আল-আলফিয়া, ইহা আল-মাক্কারী (২খ, ৪৩১) [তু. আলফিয়া, শ্লোক ৫] -এর মতে আবু যাকারিয়া যাহুয়া ইবন মুতী-এর আদ-দুরাতুল-আলফিয়া-এর অনুকরণে প্রায় এক হাজার শ্লোকে (রাজায় ছন্দে) লিখিত পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারসংকলন। আস-সাফাদীর বর্ণনামতে ইবন মালিক ইহা

আয-শাহাবীকে অনুসরণ করিয়া, তাঁহার পুত্র তাকিয়্যুদ্দীন মুহাম্মাদের জন্য, যিনি আল-আসাদ নামে পরিচিত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আল-আজীসী (উকুত এ) ইহা 'অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ইহা কাযী শারায়ুদ্দীন হিবাতুল্লাহ ইবন 'আবদি'র-রাহীম, যিনি ইবনুল-বারিযী (তু. ইবনুল-জাবারী, ২খ, ১৮১) নামে পরিচিত-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল। বিখ্যাত আলফিয়া পাণ্ডুলিপি আকারে বহু গ্রন্থাগারে এখনও বিদ্যমান আছে এবং বারংবার মুদ্রিত হইয়াছে। S. de Sacy ভাষ্যসহ ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (প্যারিস-লণ্ডন ১৮৩৩ খৃ.) এবং ইহা হইতে আটটি অধ্যায় তাহার anthologic grammaticale পুস্তকে অনুলিপিসহ অনুবাদ করিয়াছেন, প্যারিস ১৮২৯ খৃ., পৃ. ১৩৪-৪৪ এবং ৩১৫-৪৭; L. Pinto কর্তৃক আরবী মুন্সফু ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (কস্ট্যান্টাইন ১৮৮৭ খৃ.), A. Goguyer (বৈরুত ১৮৮৮ খৃ.) কর্তৃকও 'আরবী মূলসহ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং তিনি ইহাতে লামিয়াতুল-আফ'আল যোগ করিয়াছেন; E. Vitto কর্তৃক ভাষ্যসহ ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (বৈরুত ১৮৯৮ খৃ.)। আলফিয়া কমপক্ষে ৪৩ টি ভাষ্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির তালিকাভুক্তি যথেষ্ট হইবে ইবন মালিকের পুত্র বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রণীত আদ-দুররাতুল-মুদী'আ, বৈরুত ১৩১২ হি., কায়রো ১৩৪২ হি.; আবু হায়ান আল-আনদালুসী কর্তৃক প্রণীত মানহাজু'স-সালিক, S. Glazer কর্তৃক প্রকাশিত, নিউ হ্যাভেন ১৯৪৭ খৃ.; ইবন'আকীল কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থটি, যাহাকে একটি সর্বজনসম্মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, সম্পা. Fr. Dieterici, লাইপসিগ ১৮৫১ খৃ., জার্মান অনু., বার্লিন ১৯৫২ খৃ. এবং প্রাচ্যে মুহয়্যিদীন মুহাম্মাদ 'আবদুল-হামীদ কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়াছে (৬ষ্ঠ সং, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১), জামালুদ্দীন ইবন হিশাম, আল-মাক্কনী, আল-উশশুনী, আস-সুয়ুতী ও দাহলান-এর ভাষ্য গ্রন্থগুলির জন্য Brockelmann, এর নং ৩, ১০, ১২, ১৫ ও ৩৫ (পরি. ১, পৃ. ৫২৩-৫) দ্র.।

৪। লামিয়াতুল-আফ'আল (لامية الافعال) অথবা আল-মিফতাহ ফী আবনিয়াতি'ল-আফ'আল (المفتاح فى ابنية الافعال) ১১৪ শ্লোকে (বাসীত ছন্দে) লিখিত এবং আলফিয়া-এর শব্দ গঠন (تصريف) বিষয়ক একটি পরিপূরক গ্রন্থ, A. Goguyer কর্তৃক অনুবাদ, টীকা ও উভয় গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দের অর্থ সন্নিবেশসহ উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ-এর ভাষ্য গ্রন্থটি Kellgren কর্তৃক (Helsingfors 1854) Kellgren ও volck কর্তৃক (St. Petersburg 1846) এবং volck কর্তৃক (লাইপসিগ ১৮৬৬ খৃ) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্যে লামিয়া অনেকবার সংকলন আকারে মুদ্রিত হইয়াছে; তদুপরি ইহার অন্যান্য ভাষ্য গ্রন্থ বিদ্যমান আছে (দ্র. Brockelmann, ২খ, ৩৬২ ও পরি. ১, পৃ. ৫২৬)।

৫। তুহ'ফাতুল-মাওদুদ ফী'ল-মাকসূ'র ওয়াল-মামদুদ (تحفة المودود فى المقصور والتمدور) আলিফ মাকসূরা অথবা আলিফ মামদুদা অক্ষরে সমাপ্ত একই বানানবিশিষ্ট কিন্তু ভিন্নার্থক শব্দসমূহের প্রায় সবকয়টির সংক্ষিপ্ত ভাষ্যসম্বলিত ১৬২টি শ্লোকে (তাবীল ছন্দে) রচিত কবিতা গ্রন্থ; সম্পা. ইব্রাহীম আল-রায়জী, কায়রো ১৮৯৭ খৃ., পরবর্তীতে ১৩২৯ হি.।

৬। আল-ই'লাম বি-ছালাছি (مؤخرا) ল-কালাম (الاعلام بثلاث) (مثالث الكلام) স্বরচক্রয় (الحركات) সম্বলিত এবং বিভিন্ন অর্থবহ

শব্দের (রাজ্য ছন্দে) ছন্দায়িত রূপ। ইহা সালাহুদ্দীনের পৌত্র আল-মালিকুন-নাসিরের উদ্দেশে উৎসর্গিকৃত (সম্পা. কায়রো ১৩২৯ হি., পূর্ববর্তী রচনাসহ)। এই ধরনের অন্যান্য রচনার জন্য দ্র. Brockelmann-এর নং ১২।

৭। শাওয়াহিদু'ত-তাওদীহ ওয়া'ত-তাসহীহ লি-মুশকিলাতি'স-সাহীহ (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الصحيح) আল-বুখারীর সাহীহ হইতে কঠিন ক্ষুদ্র অংশগুলির ব্যাকরণগত আলোচনা (এলাহাবাদ ১৩১৯ হি.); আত-তাওহীদ ফী ই'রাবি'ল-বুখারী শিরোনামে পাণ্ডুলিপি আকারে দামিশক-এ বর্তমান (Brockelmann, পরি. ১, পৃ. ২৬২, উম. ১৭, পর্যন্ত সংশোধিত, নম্বর ১০১)। নীচের বিবরণগুলি শুধু পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে।

৮। 'উমদাতুল-হাফিজ ওয়া উমদাতুল-লাফিজ (عمدة الحافظ وعرة اللافظ) লেখকের বেশ দীর্ঘ ভাষ্যসহ ব্যাকরণের পদ বিন্যাস (Syntax)-এর সংক্ষিপ্তসার (Brockelmann, ১.২ পৃ. ৩৬৩, ৪ পড়িতে হইবে বার্লিন ৬৬৩১ ও ৬৬৩২)।

৯। আল-আলফাজু'ল-মুখ'তালিফা (الالفاظ المختلفة) সমার্থ শব্দসমূহের একটি সংকলন (২৫ পত্রক পাণ্ড. আকারে, বার্লিন ৭০৪১)।

১০। আল-ই'তিদাদ ফী'ল-ফারক বায়না'জ-জা ওয়া'দ-দাদ (الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاد) জা (ظ) অথবা দাদ (ض) উচ্চারণসম্বলিত শব্দগুলির, লেখকের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যসহ, ৬২ টি শ্লোকের (বাসীত ছন্দে) ছন্দোবদ্ধ রচনা (এই পুস্তক হইতে একটি উদ্ধৃতি মুখহির-এ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ২খ., ২৮৩-৬); ইহাতে দুইটি পরিশিষ্ট আছে, একটি ফীমা যুকালু বি-দাদ ওয়া জা (فيما يقال بضاد وطاء) এবং অন্যটি ফীমা যুকালু বি তা ওয়া জা (فيما يقال بطاد وطاء)।

১১। কিতাবুল-আরুদ (كتاب العروض) 'আরবী ছন্দ প্রকরণ বিষয়ে রচিত, একটি মাত্র পাণ্ড. Escur হ. ৩৩০, ৬।

১২। ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার, সাব্কুল-মানজুম (سبك المنظوم), শব্দ গঠনবিদ্যা (تصريف)-এর একটি সংক্ষিপ্তসার, ইজায়'ত-তা'রীফ (إيجاز التعريف) [Brockelmann নং ৫, ৬), এবং বিভিন্ন ছোট রচনা যেইগুলিকে Brockelmann ১৪ হইতে ২০ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরের অধীনে (পরি. ১, ৫২৭) সংস্থাপিত করিয়াছেন। ব্যাকরণগত অথবা আভিধানিক অর্থে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দগুলির ছন্দোবদ্ধ রূপগুলিকে আস-সুয়ুতী মুখহির এ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, ২খ. ১১৩, ১১৪, ১১৫, ২২৪; টীকা ২৭৯-৮২, ৩য় মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণ হিসাবে কোন পার্থক্য ছাড়া একটি ওয়া, (و) অথবা একটি য়া (ي) বিশিষ্ট ক্রিয়াগুলিসম্বলিত ৪৯টি শ্লোক (কামিল ছন্দে) [একটি মাজমু'আতে ছাপা হইয়াছে, কায়রো ১৩০৬।

ইবন মালিকের অনেক রচনা, যেইগুলির উল্লেখ তাঁহার জীবনীকারগণ করিয়াছেন, সেইগুলির পাণ্ডুলিপির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই, বিশেষ করিয়া আল-মুকাদ্দিমাতুল-আসাদিয়া (المقدمة الاسدية) [আল-আসাদ নামে পরিচিত তাঁহার পুত্রের জন্য রচিত]।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) মাক্কারী, নাফহ'ত-তীব, কায়রো ১৩৬৯/১৯৪৯, ২খ; ৪২১-৩৩, তথ্যের প্রায় সব কিছুই একত্র করিয়াছেন; (২) সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত [Bibl. Isl. 6c] ৩খ, ৩৫৯-৬৪, গুরুত্বপূর্ণ; (৩) শামসুদ্দীন ইবনুল-জাবারী, গায়াতুল-নিহায়ী ফী তাবাক'তি'ল-কুররা,

২খ, ১৮০-১), সম্পা. Bergstrasser ১৩৫২/১৯৩৩ (ফটো পুনর্মুদ্রণ, বাগদাদ, ২খ, ১৮০-১) কালানুক্রমিক উপাণ্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; (৪) সুযুতী, বৃগয়া, পৃ. ৫৩-৭, পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, সামান্য সংযোজন করিয়াছেন; অন্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন অথবা ইবন মালিকের জন্য তারিখ তাঁহার বংশতালিকার জন্য প্রয়োজনীয়। (৫) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়ফায়াত, কায়রো ১৯৫১ খ., ২খ, ৪৫২-৪; (৬) সুব্বী, তাবাকাতুল-শাফি'ইয়া আল-কুবরা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫খ., ২৮-৯; (৭) ইবন কাদী শুহবা, তাবাকাতুল-নুহাত ওয়াল-বুগ'াবিয়ান, দামিশক (জাহিরিয় ভারীখ ৪৩৮), পৃ. ৫৪-৬; (৮) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ, ৩৩৯; অন্যান্য উল্লেখ বা তথ্যাদি (৯) 'উ. র. কাহ-হালা প্রণীত মু'জামুল-মু'আল্লিফীন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, দামিশক ১৩৭৯/১৯৬০, ১০খ. ২৩৪।

যুরোপীয় রচনাবলীঃ (১০) Brockelmann, ১^২, ৩৫৯-৬৩, পরি. ১, ৫২১-৭; ছোট আত্মজীবনীমূলক টীকার মধ্যে ইবন য়া'ঈশ বিষয়ে সংশোধন কর বা'আলাবাক্ক এবং প্রতিস্থাপিত কর আলেক্সো; (১১) M. S. Howell, Arabic grammar, মুখবন্ধ, ১৯-২১ (এলাহাবাদ, ১৮৮৩ খ.).।

H. Fleisch (E.I. 2)/আবদুর রহমান মামুন

ইবন মালিক ইবন আবিল-ফাদাইল (ابن مالك بن الفضائل) : আল-য়ামানী, মুহাম্মাদ, য়ামানের একজন সুন্নী আইনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং অপ্রধান ঐতিহাসিক, ইসমা'ঈলী সম্বন্ধে তাঁহার কাশফ আসরারিল-বাতিনিয়া ওয়া আখবারিল-ক'রামিতা নামক অবজ্ঞাসূচক ক্ষুদ্র পুস্তিকার জন্য অধিক পরিচিত। তাঁহার জন্ম অথবা মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, শী'ঈ সু'লায়হী [দ্র.] রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আস-সু'লায়হ্ (মৃ. ৪৭৩/১০৮০)-এর শাসনামলে তিনি ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষভাগে সম্প্রদায়টির স্থানীয় নেতাদের নীতিভ্রষ্টতায় বিচূর্ণ হইয়া তিনি শপথপূর্বক এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে অন্যদেরকে সাবধান করিবার উদ্দেশে য়ামানের ইসমা'ঈলীদের এই ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। আল-খায়রাজীসহ য়ামানের পরবর্তী সমস্ত সুন্নী ঐতিহাসিকদের জন্য এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসের ব্যাপারে কাশফ প্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। মিসরীয় ছোট শহর সাওহাজ-এর পাঠাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে পুস্তিকাটি কায়রোতে দুইবার ছাপা হইয়াছে (১৯৩৯ ও ১৯৫৫ খ.). রিসালা নামে আরেকটি অনুলিপি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে পাওয়া যায় (Or.-6349 (1))। Brockelmann গ্রন্থকার কিংবা বইটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। আল-জানাদী'র সুল্ক ও আল-খায়রাজী'র কিফায়া, য়ামানের দুইটি বৃহত্তম আত্মজীবনীমূলক অভিধান; ইহাতে ইবন মালিক সম্বন্ধে সন্নিবেশিত সমস্ত তথ্য বিশেষভাবে কাশফ হইতে লওয়া হইয়াছে।

C. L. Geddes (E.I. 2)/আবদুর রহমান মামুন

ইবন মাস'উদ [দ্র. আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)]

ইবন মাসাওয়য়হ্ (ابن مسويه) : আবু য়াকরিয়া য়াহ্না ৩য়/৯ম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, মৃ. ২৪৩/৮৫৭ সাল।

আর-রাশীদের অধীনে তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয় এবং আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তিনি বহু সংখ্যক গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বিখ্যাত বায়তুল-হিকমা (بيت الحكمة)-কে সমৃদ্ধিশালী করিতে অবদান রাখেন। তবে ইবন মাসাওয়য়হ্ শাহী দরবারের চিকিৎসক হিসাবেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। যে সকল অভিজাত ব্যক্তি খলীফাকে বেঠন করিয়া থাকিতেন তিনি তাঁহাদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার রোগীরা তাঁহাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সম্মান করিত। অর্থ বা পৃষ্ঠপোষকের তাঁহার কোন অভাব ছিল না। তিনি ইবরাহীম ইবনুল-মাহ্দীর সান্নিধ্যে গমন করেন, যিনি ছিলেন খিলাফাতের ব্যর্থ দাবিদার এবং গ্রীক বিজ্ঞান ও 'আরবী কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি আর-রাশীদের পুত্রদের সহিতও পরিচিতি লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবুল-আব্বাস মুহাম্মাদ ছিলেন অন্যতম। তাঁহার দ্রুত উন্নতি ও প্রসিদ্ধি সমালোচনার উর্ধ্ব ছিল না। ধারণা করা হয় যে, এই ব্যাপারে তিনি সম্ভবত প্রভাবশালী বুখতেয়াশু পরিবারের নিকট ঋণী ছিলেন, যাহারা চার পুরুষ ধরিয়া খলীফার দরবারের চিকিৎসক ছিলেন (কথিত আছে, ইবন মাসাওয়য়হ্-এর পিতা জুনেদেসাপুরে বুখতেয়াশু-র সহকারী ছিলেন)। ইবন মাসাওয়য়হ্ যেমন এই মহৎ পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন তেমন তাহাদের বন্ধু ও উপদেষ্টাও হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকদের সহিত তাঁহার উল্লেখযোগ্য মিল পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের সকলেই নেস্তোরীয় (Nestorian) মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন, যাহারা তাঁহাদের ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও খলীফার দরবারে কর্মরত ছিলেন। এই নেস্তোরীয়গণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন যাহা তাহাদেরকে বায়যাস্টীয়দের হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সহজেই গ্রীক শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা আলেকজান্দ্রিয়গণ কর্তৃক একত্রীকৃত গ্যালেনের ১৬টি গবেষণামূলক পুস্তক আয়ত্ত করেন। অধিকন্তু তাঁহারা সেইগুলির ভাষ্যকারদের অতিক্রম করিয়া এই বিষয়ে আরও অগ্রবর্তী হন (সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী জ্যাকোবাইটগণ [Jacobites] ভূতপূর্ব পারস্য সাম্রাজ্যের নেস্তোরীয়গণের মধ্যকার সৃষ্ট বিবাদই ইহার কারণ)। অধিকন্তু গ্রীক দেশে সৃষ্ট বিজ্ঞান এবং উহার সহিত খৃষ্টানদের অবদান জুনদীশাপুর (দ্র. গণদীশাপুর)-এর জ্ঞান চর্চাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। জুনদীশাপুর পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা ছিল গ্রীক সংস্কৃতির একটি বহির্ঘাটিবিশেষ। জুনদীশাপুর প্রাচ্যের বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও গ্রীকদেশীয় প্যাগানদের অতীন্দ্রিয় মতবাদের (Paganism) সমন্বয় ক্ষেত্র ছিল। এই সমন্বয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও ভিন্ন বিষয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যে পরস্পর যে পার্থক্য রহিয়াছে সেইগুলিকে প্রেটোর আদর্শে একই দলভুক্ত করা ও একই নিয়মের অধীনে আনা। এই প্রচেষ্টাকে Timaeus অথবা False Democritus of Abdera নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রচেষ্টাকে Bolus of Mendes-এ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা মুখোশ পরিধান করানোর সদৃশ ছিল (তু. Maxims-এর De Complexionibus-এর প্রারম্ভ; দেখুন Thorndike)। এই বিজ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত, অভিজ্ঞতালাভ ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে বিষয়ে ইবন মাসাওয়য়হ্ ছিলেন স্বীকৃত প্রতিনিধি। তাঁহার মধ্যে ঔষধ ব্যবসাকে চিকিৎসা গবেষণার উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই আন্ত্রাহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। চারি প্রকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষের যে

জ্ঞান আছে ইহার সহিত চিকিৎসককে মহাবিশ্বের ঐক্যের রহস্য ভেদ করিতে সাহায্য করে। এই ঐক্য মানুষের দেহ হইতে নিঃসৃত রসের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল। এই ঐক্য মানুষের চারি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চালিত। ঔষধ প্রস্তুতকারকরা ঋতু পরিবর্তনের সহিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বভাবের উপরে যে প্রভাব আছে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। চিকিৎসা-কলা সম্বন্ধে কিছুটা কুসংস্কারযুক্ত চিন্তাধারা যাহা এককভাবে অভ্যাস নির্দেশ করে ইহার সহিত বিশ্বের উন্নয়ন নিহিত আছে যাহার মধ্যে মানুষ একটি প্রতিফলনমাত্র। এই ভাবধারা ইবন মাসাওয়ায়হ্কে 'আরবী ভাষায় দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, যাহা তাঁহার নামের সহিত অমর হইয়া আছে। একটির নাম আন- নাওয়াদিরু'ত-তিব্বিয়া (النوادير الطبية), ইহা ছিল চিকিৎসা বিষয়ক কতগুলি সূত্রের সমন্বয়। দ্বিতীয়টির নাম কিতাবুল-আযমিনা (كتاب الايمنة), বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, মানুষের মেয়াজ ও গুণাবলী— এই দুইটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ল্যাটিন ভাষায় রচিত তাঁহার রচনাবলী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং মনে হয় ইহাতে মিসু (Mesue)-কে পাশ্চাত্যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে পের্ট্রাস গুলোসাস (Petrus Gulosius) নামক জনৈক চিকিৎসক আমালফীতে কর্মরত ছিলেন; তিনি তাঁহার রচনাবলী অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ঐগুলিকে শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য বলিয়া মন্তব্য করেন (১৪৭৪ খৃ.)। যদিও Leclerc ও অন্যান্য কখনও কখনও দ্বিধাগ্রস্তভাবে লিও আফ্রিকানদের সঙ্গে একমত হন নাই (একটি অপরিচিত লেখকের রচনা হইতে মনে হয় যে, কনস্টানটাইনে বসবাসকারী আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ ছিল) যাহার ফলে কেহ কেহ ইবন মাসাওয়ায়হ্-কে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থে উল্লিখিত মিসু-এর সহিত চিহ্নিত করেন এবং যদিও সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই বিবেচনা করা হয় যে, একজন ছিলেন জ্যেষ্ঠ মিসু এবং অপরজন ছিলেন কনিষ্ঠ মিসু। তথাপি সামগ্রিকভাবে 'আরবীতে লিখিত ও রক্ষিত গ্রন্থ হইতে ইহা বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশীয় পাঠকরা প্রধানত ইবন মাসাওয়ায়হ্-এর প্রবর্তিত শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ হিসাবে গণ্য করিতেন। ইহাদের পূর্বে আর-রাযী তাঁহার রচিত কন্টিনেন্স (Continens) নামক গ্রন্থে ইবন মাসাওয়ায়হ্-এর প্রতিভার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ইবন মাসাওয়ায়হ্-এর বাস্তবভিত্তিক বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন (ইন্ডিয়ান সং., ১খ, ১৪০, ১৪৭; ২খ, ৯১; ৩খ, ৮৮, ৯০)।

আর-রাযী তাঁহার জ্বর সংক্রান্ত পুস্তক (কিতাবুল-হমায়াত-কিতাব الحميات) এবং বিষপ্লেব্রক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পুস্তক (কিতাবুল-আদবি'য়া আল-মুনাক্কি'য়া-কিতাব الادوية المنقية-দ্বয়কে হিপোক্রেটাইটসের অনুকরণে লিখিত বলিয়া সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, ইবন মাসাওয়ায়হ্-এর রচনাবলী খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, তথাপি 'আরবী ভাষায় রচিত চিকিৎসা বিদ্যায় তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং সমসাময়িক কালের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল এবং চিহ্নিতভাবে গবেষক প্রকৃতির।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, ২৫৫; (২) কিফতী, কায়রো সং., পৃ. ২৪৮; (৩) ইবন আবি উস'য়বি'আ, ১খ, ১৭৫; (৪) Leclerc, Histoire de la medecine arabe, 504; ইবন মাসাওয়ায়হ্-এর রচনাবলীর জন্য দ্র. Brockelmann, SI, 416। ল্যাটিন রচনাবলীর জন্য

(পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত) দ্র. Thorndike ও Kibre, লন্ডন ১৯৬৩ খৃ. (সংক্ষিপ্ত টীকা) আন-নাওয়াদিরু'ত-তিব্বিয়া; (৫) Chirurgia [বার্লিন ১৮৯৩ খৃ.] কিতাবু'ত-তাশরীহ; (৬) Consolatio অথবা Consolatio medicinarum simplidum-কিতাবু ইসলাহি'ল-আদবি'য়া আল-মুসহিলা); (৭) Steinschneider, Die Europaische Uebersetzungen, 101.

J.-C. Vadet (E.I.²)/বোরহান উদ্দীন

ইবন মাসাররা (ابن مسرة) : মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন মাসাররা ইবন নাজীহ কর্তোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষক কে ছিলেন এবং কোন্ কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন, এইসব বিষয়ে তাঁহার জীবনীকারগণ খুব কমই জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেবল এতটুকু বলেন যে, ৩০০/৯১২ সালে ইবন মাসাররা তাঁহার জন্মভূমি কর্তোভায় ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র সহচরগণ তাঁহার সঙ্গে একই খানকায় বসবাস করিত। ঐ খানকাহ কর্তোভার শৈলশ্রেণীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। ইবন মাসাররা নিজেই ঐ খানকাহর মালিক ছিলেন। তিনি ঐ খানকায়ে একান্ত নির্জন জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইবন মাসাররা ও তাঁহার শাগরিদগণ অত্যন্ত নির্জনে ও গোপনে জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহারা যে নিয়ম-নীতির অনুসারী ছিলেন সেই নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করিতেন। এইজন্যই তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ছিল, ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। বাহিরের দুনিয়া কেবল এতটুকু জানিত যে, ইবন মাসাররা তাঁহার শাগরিদগণকে লইয়া অত্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন, অত্যন্ত পরহেযগারী অবলম্বন করিতেন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং অনেকেই সন্দেহ করিতে থাকেন যে, পর্দার অন্তরালে হয়তো গোপন কিছু রহস্য লুক্কায়িত আছে। তখন বলা হয় যে, ইবন মাসাররা মু'তামিল মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঐ মতবাদের শিক্ষা দিতেন। এইজন্য তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, "আমাদের সকল কাজের প্রকৃত কারণ আমাদের ইচ্ছা"— ইবন মাসাররা এই মতবাদ প্রচার করিতেন। যাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক তথ্য বুঝার শক্তি ও যোগ্যতা ছিল না তাহারা যখন শুনিত যে, ইবন মাসাররা পাপ কার্যের শাস্তি যে অবশ্যই পাইতে হইবে তাহা বিশ্বাস করেন না, তখন তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িত। তৎকালে যাহারা শিক্ষিত ছিলেন তাঁহারা বলিতেন যে, ইবন মাসাররা তাঁহার শাগরিদগণকে প্রাচীন গ্রীক দর্শন Empedocles-এর সর্বেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার শাগরিদগণকে কুফুরী শিক্ষা দিতেন। তাঁহার এই মতবাদ অতি সত্ত্বর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এইজন্য তাঁহার উপর কুফুরীর অভিযোগ আনা হয়। ইবন মাসাররার বক্তব্য এই নূতন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বিবেচিত হয় নাই।

ইবন মাসাররা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শ্রবণ করার পর কর্তোভা হইতে বাহির হইয়া আফ্রিকায় উপনীত হন। অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ (স)-এর রাওয়া যিয়ারাত করেন এবং পশ্চিমমধ্যে যাত্রাপথের সকল মাদরাসা পরিদর্শন করেন। অতঃপর তৃতীয় 'আবদুর-রাহমানের সিংহাসনারোহণের ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই মর্মে সংবাদ পাওয়ার পর তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি কর্তোভায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় তাঁহার শিক্ষা দান আরম্ভ

করেন। মাত্র কয়েক বৎসর এই শিক্ষাদান কার্য চালান সম্ভব হইয়াছিল। কারণ সীমাহীন মানসিক পরিশ্রম, গভীর চিন্তা-ভাবনা, অধ্যয়ন, ধ্যান, তর্ক-বিতর্ক, অনন্তর কঠোর ধর্মীয় জীবন যাপনের ফলে তাঁহার শক্তি ও সাহসে ভাটা পড়ে এবং মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়। এহেন পরিস্থিতিতে একদিন বুধবার জু'হুর সালাতের পর শাগরিদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ও শাওওয়াল, ৩১৯/২০ অক্টোবর, ৯৩১ তারিখে কর্ভোভার পাহাড়ে অবস্থিত খানকায় তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার শিক্ষা : ইবন মাসাররা রচিত কোন পুস্তকের কোন অংশই বর্তমানে অবশিষ্ট নাই। ফলে আমরা কেবল তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও 'আকীদা সম্পর্কে কোন কোন সূত্র হইতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু পরিচালনের বিষয় এই যে, যাহারা তাঁহার মতবাদের সমালোচনায় কলম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহও পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের সৌভাগ্য যে, ইবন হায্ম আল-কুরতু'বী ও সাঈদ আত-তুলায়তুলী [কাদী ইবন সাঈদ আল-কুরতু'বী আল-আনদালুসী] এর মত জ্ঞানী, মর্যাদাবান, ধার্মিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থকার তাঁহাদের রচনায় 'মাসাররা' মতবাদের প্রাথমিক ধারণা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইবন হায্ম ইবন মাসাররার দার্শনিক মতবাদসমূহের বর্ণনা করেন। সাঈদ আতহার সঙ্গে বলেন যে, ইবন মাসাররা Empedocles-এর দর্শনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, শুধু Empedocles নয়, বরং Empedocles-এর উপাখ্যানধর্মী দর্শনের সমর্থন করেন যাহা প্রাচ্যের শহরসমূহে মুসলিম দর্শন সৃষ্টির উৎস ছিল। তাই বিভিন্ন 'আরব লেখকের নিকট Agrigentum-এর দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় শিরোনামের আলোকে আমরা এই দার্শনিক মতবাদকে পরিপূর্ণ অবয়বে একত্র করিতে সক্ষম।

১. Empedocles-এর অতিদ্রীয়বাদের মধ্যে میکانیکی (ব্যবহারিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) ও Empedocles-এর অতিদ্রীয়বাদের কতিপয় মৌলিক বিষয়ের সাহায্য এইজন্য নেওয়া হইয়াছে যে, যাহাতে এই দার্শনিকের নাম ও তাঁহার যুগের বদৌলতে Enneads-এর সেই নব্য প্রেটোবাদের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা اقبال-এর যাহুদী, ادریت-এর খৃস্টীয় ও খাঁটি ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

২. এই অবস্থায় আমরা বলিতে পারি যে, এই অতীন্দ্রিয় মতবাদে এমন কোন নূতনত্ব নাই যাহাতে মৌলিক পার্থক্যসম্বলিত বিভিন্ন মতবাদকে একত্র ও বিন্যস্ত করিয়া একটি দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

৩. দর্শনের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে এই দার্শনিক নীতি ও মতবাদের অনুশীলন আকর্ষণীয় বিবেচিত হইবে। কারণ তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এমন এক মতবাদ (Theorem) উপস্থাপিত করিয়াছেন, যাহা Enneads-এর সার্বিক মতবাদের সমকক্ষ হইলেও ইহাতে এমন একটি আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইত, যাহা আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান এবং যাহা জ্ঞানের জগতের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের (যেমন আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞান, আত্মা, স্বভাব ও পরিপূর্ণ আত্মা বা বিকল্প শক্তি) মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এইবার আমরা দেখিব যে, ইসলামী الهیات (অধিবিদ্যা)-এর দৃষ্টিকোণ হইতে ইবন মাসাররা Empedocles-এর বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদের বিশ্লেষণ কিভাবে করিয়াছেন। Empedocles-এর মত

তিনিও একক, একান্ত অবিমিশ্র ও নিরাকার প্রাণী সম্পর্কিত প্রেটোবাদী ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। এই একক শক্তির সার্বক্ষণিক সংযোগের ফলে বিশ্বের গুরু, বিন্যাস ও সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যায়। এই সংযোগ-শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা এইভাবে করা হইয়াছেঃ আল্লাহ একজন একক সত্তা যিনি সত্তার দিক দিয়া নাম ও গুণ হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সকল বস্তু হইতে পবিত্র ও অবিভাজ্য। সৃষ্টিকুলের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি এমন এক একক সত্তা যাহা হইতে নাফস 'আয়নিয়া-এর আরম্ভ সূচিত হয় এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হয় ও নাফস 'আয়নিয়া (نفس عينية) হইতে বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, এই বোধশক্তির কাজ সার্বিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটান, যাহাতে ইহা নাফসকে পূর্ণতা দান করিতে পারে, যাহা হইতে তা'বী'আত (বিশ্বের শেষ মৌলিক পদার্থ)-এর সৃষ্টি। এই উভয়ের (طبیعت و نفس کلی) দ্বারা পূর্ণ অবয়ব (جسم کلی) গঠিত হয়। এই —طبیعت و نفس بینیة، عقل، روح کلی نفس کلی—এই পাঁচটি বস্তু বা মৌলিক উপাদান দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি ও বিন্যাস করা হইয়াছে। সুতরাং এই কল্পনার সূত্রে বা বিশ্বের অস্তিত্বের প্রশ্নে আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তির দুইটি আকস্মিক ও সৃষ্ট গুণ নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। বিশ্বের বা বস্তুজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু খণ্ডিত ও নূতন বস্তুসমূহকে যেই মাধ্যম অনুযায়ী তিনি জ্ঞানের সেই মাধ্যমে সেই বস্তু সময়ের বিবর্তনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উপরিউক্ত যুক্তি দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত অনন্ত জ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না। অন্য কথায় বলা যায়, মানবীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহর শক্তির বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং মানুষের শক্তির ফলশ্রুতি। উপরে অস্তিত্ব মতবাদ সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, সেই বর্ণনার ভিত্তিতে প্রেটোবাদী দর্শনের প্রভাবে মাসাররা-পন্থীদের এই বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মাকে অনন্ত অসীম সময়ের জন্য শান্তি পাইতে হইবে না এবং অনন্ত সুখ-শান্তিও পাইবে না। পক্ষান্তরে আত্মা এই জৈবিক দুনিয়ার পূত-পবিত্রতার স্তর অতিক্রম করিতে থাকে। আত্মার এই পরিভ্রমণের এক পর্যায়ে সকল কদর্যতা হইতে পবিত্র হইয়া রহে'র জগতে এবং সকল অনুভব-অনুভূতির উর্ধ্বলোকে প্রত্যাবর্তন করে, যে স্থান হইতে আত্মার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। পাক-পবিত্রতার ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং যে বিষয়ে ইবন মাসাররাও তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই যে, প্রত্যহ নিজস্ব কৃতকর্মের বিশেষ মূল্যায়ন করা উচিত, এইরূপ মূল্যায়নের ফলে আত্মার বিতুদ্ধতা ও সং মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্মত্বের স্তরে পৌছান সম্ভব। পরিশেষে এই কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, ইবন মাসাররা-র নিকট তাঁহার নিজস্ব তৎপরতা ও প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। ইহাতে তাঁহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মনে করিতেন, মানুষ এককভাবে প্রভুত্বের স্তরে পৌছাইতে সক্ষম না হইলেও স্বীয় সংকর্ম দ্বারা নবুওয়াত ও ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত উন্নত গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব।

এই কথা সহজেই বুঝা যায় যে, ইবন মাসাররা নিজস্ব বিশ্বাসের কারণে কুরআনের বেশ কিছু আয়াতের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা নিজস্ব চিন্তাধারায় করিতে বাধ্য ছিলেন। কারণ এইসব আয়াতের শাব্দিক অর্থ তিনি যে অর্থ করিতেন সেই অর্থ হইতে ভিন্ন ছিল।

ইবন মাসাররার মতবাদ : ইবন মাসাররার দর্শনের প্রভাব এত বেশী ছিল এবং শিক্ষার মাহাত্ম্য এত গভীর ছিল যে, যেসব লোক প্রথম তাঁহার

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাঁহার অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিত। ইবন মাসারার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের 'আকীদা সঠিক থাকায় তাহারা ইবন মাসারার শিক্ষার ক্রটি বর্ণনা করিতেন এবং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতেন। তথ্যের স্বল্পতার কারণে এই বিষয়ে অসমর্থিত প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইবন মাসারার অনুসারিগণ কর্ডোভা, আলমেরিয়া, জিয়ান (Jaen), আল-গা'ব ও অন্যান্য শহরে ছিলেন। তাহারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মীয় 'আলিমগণের মুকাবিলা করেন। তাহারা আল-মানসূর (আল-হাজিব)-এর সহযোগিতা ও প্রাচীনত্বের সমর্থনকারী জনসাধারণের সাহায্য পাইতেন। এলাকার সকল শহরে তাহাদের মুর্শীদের (ইবন মাসারার) গ্রন্থসমূহ পঠিত হইত এবং তাঁহার ভাষাসীর বর্ণিত হইত। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কোন কোন শহরে, বিশেষত আলমেরিয়ায় ইবন মাসারার চিন্তাধারা সম্পর্কে মতানৈক্য আরম্ভ হয়। যেমন ইসমা'ঈল রা'ঈনী, যিনি ইবন মাসারার শাগরিদ ছিলেন, তিনি তাঁহার মুর্শীদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও স্রষ্টা সম্পর্কীয় ধারণা সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করিলেও তাঁহার নৈতিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেন নাই। ইসমা'ঈল রা'ঈনী তাঁহার সঙ্গে মতানৈক্য পোষণ করিয়া বলিতেন যে, বিশ্বের সব কিছুই মালিকানা বেআইনী ঘোষণা করিতে হইবে। তিনি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধনকে গুরুত্বহীন মনে করিতেন। তাঁহার এইসব চিন্তাধারা তাঁহার শিক্ষক ইবন মাসারার শিক্ষা হইতে এমনি ভিন্ন ছিল যে, অনেক শাগরিদ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করে।

এই পর্যায়ে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, আন্দালুসিয়ায় তাস'াউফের ব্যাপক চর্চা ও প্রভাব ইবন মাসারার সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তিনি কর্ডোভা পাহাড়ে যে ক্ষুদ্র দল তৈরি করেন, সেই দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাস'াউফের শিক্ষকগণের পরিচালনায় ও আধ্যাত্মিক সাধনার নূতন নূতন পদ্ধতিই উদ্ভাবন করেন নাই, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারীও ছিলেন। তাঁহাদের এমন যোগ্যতা ছিল যে, তাহারা তাঁহাদের লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিতেন।

আয-যিরক্বলী (আল-আ'লাম) ইবন মাসারাকে ইসমা'ঈলী মতবাদের প্রচারক বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি তিউনিসের আন-নাদওয়া প্রতিকায় মুহাম্মাদ আল-বাহুলী আন-নায়্যাগের প্রকাশিত এক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়া এই তথ্য বর্ণনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে ইবন মাসারাকে মিসরের ফাতিমী শাসকের গুণ্ডচর হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Asin Palacios, Abenmasarra Y su escuela, Origenes de la filosofia hispano-musulmana, Madrid 1914; (২) E.I.², Vol. 3, p. 868-72.

M. Asin Palacios (দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

ইবন মাসাল (ابن مصلال) : নাজমুদ-দীন আবুল-ফাত্তহ সালীম (বা সুলায়মান) ইবন মুহাম্মাদ আল-লুক্কী আল-মাগ-রিবী, একজন ফাতিমী আমির, বারকার নিকটবর্তী লুক্ক-এর অধিবাসী (যাকূ'ত, ৪খ, ৩৬৪), সম্ভবত একজন বারবার। কারণ তাঁহার নাম মাসাল ও মিসবা মাগরিবী সেই ইঙ্গিতই বহন করে। তিনি ও তাঁহার পিতা উভয়ে বাজ পাখি দ্বারা শিকার করার বিদ্যার চর্চা করিতেন, পশু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়েও তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন। এই সকল বিষয়ে দখল ও জ্ঞানের সুবাদেই ইবন মাসাল কায়রোয়

সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত হন। তবে তাঁহার সাময়িক জীবনের বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না। ইবনু'দ-দাওয়াদারীর বিবরণ অনুযায়ী ফাতিমী খলীফা আল-হাজিফ-এর শাসনামলে (৫৩৯/১১৪৪-৫) তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উষীরের পদ না দিয়াই (নাজির ফি'ল-উমূর, নাজির ফি'ল-মাসালিহ) রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ৫৩৩/১১৩৯ সন হইতে এই খলীফার কোন উষীর নিযুক্ত ছিল না। ৫৪৪/১১৪৯ সনে আল-হাজিফ-এর ইনতিকালের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-জাফির, ইবন মাসালকে উষীর নির্বাচিত করেন (ইহাই ছিল একজন ফাতিমী খলীফার এইভাবে শেষবারের মত উষীর নিয়োগ) এবং তাঁহাকে আস-সায়্যিদ আল-আজলু, আল-মুফাদ্দাল (বা আল-আফদাল) ও আমীরুল-ল-জুযু'শ অর্থাৎ 'সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক' খেতাব প্রদান করেন। উসামার বিবরণ অনুযায়ী তিনি ঐ সময় ছিলেন কার্যত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। ইবন মাসাল সেনাবাহিনীতে কৃষ্ণকায় ও রায়হানীদের বিবাদ নিরসন করিয়া শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর সায়ফুদ-দীন 'আলী ইবনু'স'-সালার (দ্র. আল-'আদিল ইবনু'স'-সালার) ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য সৈন্যে কায়রো অভিযানে বাহির হন। ইবনু'স'-সালার যখন কায়রো প্রবেশ করিতেছেন তখন খলীফা ইবন মাসালকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য হাওফ (যাকূ'ত, ২খ, ৩৬৫)-এ পাঠান। ইবন মাসাল শা'বান ৫৪৪/ডিসেম্বর ১১৪৯ সনে কায়রো ত্যাগ করেন। তিনি লাওয়াতা, বার্বার, কৃষ্ণকায় 'আরব বেদুইন ও মিসরীয়দের সমবায়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। প্রথমদিকে তিনি সাফল্য লাভ করিলেও পরে তাঁহার সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে উত্তর মিসরে চলিয়া যান। ইবনু'স'-সালারের বাহিনী তাঁহার পশ্চাদ্ভাবন করে এবং বাহনাসা প্রদেশের দালাস (যাকূ'ত, ২খ, ৫৮১)-এ তাঁহার বাহিনীকে ধরিয়া ফেলে এবং ১৯ শাওওয়াল, ৫৪৪/১৯ ফেব্রুয়ারী, ১১৫০ সনে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার কর্তিত মস্তক কায়রোয় লইয়া যাওয়া হয়। তিনি আনুমানিক মাত্র ৫০ দিনের জন্য উষীর ছিলেন।

তাঁহার ও মাহ'মুদ ইবন মাসাল আল-লুক্কীর মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা স্পষ্ট নয়। মাহ'মুদ ইবন মাসাল আল-মুস'ত'ালীর শাসনামলের শুরুতে নিহার-এর প্রতি সমর্থন দিয়াছিলেন, তবে নিহার-এর পক্ষের পরাজয়ের পর তিনি মাগরিবে পলাইয়া যান। ইহা ছাড়া আরও একজন ইবন মাসাল-এর সম্ভান পাওয়া যায়, আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর হিসাবে তাঁহার নিয়োগের সনদপত্র আল-কা'দিল-ফাদিল কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই (আল-কালক্বাশানী, সুব'হ, ১০খ, ৩৭৪-৮০)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উসামা ইবন মুনকিয, সম্পা. Hitti, পৃ. ৭-৮ (Derenbourg, 9); (২) ইবনুল-কালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশ্ক, পৃ. ৩০৮, ৩১১; (৩) ইবনুল-আছীর, Sub anno ৫৪৪; (৪) ইবনু'দ-দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার, ৬খ., ৫২১, ৫৪০, ৫৪৮, ৫৫২; (৫) ইবন মুয়াসসার, পৃ. ৮৯-৯০; (৬) মাক্বরীযী, খিত'াত, ২খ., ৩০; (৭) ঐ লেখক, ইত্তি'আজ, সম্পা. শায়্যাল, ৩২৪; (৮) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ৪৬৭; (৯) ইবন তাগ'রীবিরদী, কায়রো, ৫খ, ২৪৫, ২৯৫, ২৯৮; (১০) G. Wiet, Hist. de la Nation Egypt., ৪খ, ২৭৮; (১১) হ'াসান ইবরাহীম হ'াসান, তা'রীখু'দ-দাওয়ালি'ল-ফাতিমিয়া, ১৭৮, ১৮২, ৫১৭।

M. Canard (E.I.²)/আফতাব হোসেন।

ইবন মাহান (ابن ماهان) : 'আলী ইবন 'ঈসা ইবন মাহান, 'আব্বাসী যুগের প্রশাসক ও একজন সমরনায়ক। আল-মাহুদী (দ্র.)-র

খিলাফাত আমলে খলীফার দেহরক্ষী প্রধান ও সেনাবাহিনীর সচিব হিসাবে প্রথম তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খলীফা হারুন'র-রাশীদের সময় পর্যন্ত তাঁহার অধীনে দেহরক্ষী প্রধান ছিলেন। যাহুয়া আল-বারমাকীর বিরোধিতা সত্ত্বেও খলীফা হারুন'র-রাশীদ তাঁহাকে ১৮০/৯৯৬ সালে খুরাসানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, ঐ শাসক পদ লাভ করার পর তিনি জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সম্ভবত তাঁহার বিরুদ্ধে রাফে' ইবনুল-লায়ছ-এর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের কারণে খলীফা নিজে ১৯২/৮০৮ সালে এই প্রদেশে এক অভিযান চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খলীফা হারুন'র-রাশীদেদের ইনতিকালের পর 'আলী ইবন স্কা (দ্র.) আল-আমীন (দ্র.)-এর প্রতি তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬/৮১২ সালে আল-মামুনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালিত হয়। যুদ্ধে তাঁহার বাহিনী পরাজিত হয় এবং 'আলী নিজে নিহত হন। তাঁহার পুত্র আল-হুসায়ন ইবন 'আলী ১৯৬/৮১২ সালে বাগদাদের অধিবাসিগণকে আল-মামুনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এই প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণ যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.²)/শাহাবুদ্দীন খান

ইবন মিকসাম (ابن مقسم) : মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান ইবন যাক্ব'ব ইবনিল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ইবন দাউদ ইবন উবায়দিদ্বাহ ইবন মিকসাম, আবু বাকর আল-'আত্তার আল-মুকারি' আন-নাহ্‌বী ২৬৫/৮৭৮-৯ হইতে ৩৫৪/৯৬৫ সনের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কিরাআত (দ্র. কিরাআ) বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। ইহা ছাড়া কৃষ্ণ মতবাদী হিসাবে 'আরবী ব্যাকরণের জ্ঞানের জন্য তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মতে তাঁহার একমাত্র ক্রটি ছিল যে, কুরআন শিক্ষা দানকালে তিনি কুরআনের বিভিন্ন পাঠ (কিরাআত) শিক্ষা দিতেন, যাহাতে তাঁহার সমসাময়িক কালের সংখ্যগরিষ্ঠ পণ্ডিতদের ঘোরতর আপত্তি ছিল (ইজমা')। এভাবে সূরা ১২ : ৮০-এ সন্নিবিষ্ট نجيا-কে তিনি نجيا পড়াইতেন যাহা প্রসঙ্গানুযায়ী কোন অর্থই বহন করে না। তিনি ব্যাকরণগত তর্ক তুলিয়া তাঁহার ঐ বিতর্কমূলক পাঠের সপক্ষে যুক্তি দেওয়ার প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে তিনি অন্যান্য কুরআন শিক্ষকের সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং বিষয়টি সুলতানের গোচরে আনা হয়। সুলতান ঐ পাঠ পরিত্যাগের জন্য তাঁহাকে আদেশ দেন। ইবন মিকসাম ঐ আদেশের নিকট নতি স্বীকার করিলেও কোন কোন বিবরণে জানা যায়, তিনি আমুছা তাঁহার ঐ পাঠে অবিচল ছিলেন। দৃশ্যত যাহারা না জানিয়া মিকসামের পাঠে অভ্যস্ত হইয়া বিপথগামী হন তাহাদের ব্যাপারে তাঁহার সমসাময়িক ধর্মবেত্তাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এই গোটা ঘটনাই ইহার এক বৎসর পর ইবন শানাবুয (দ্র.) (মু. ৩২৯/৯৩৯)-এর ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাক্ব'ব, ইবন মিকসামের রচিত বলিয়া ১৮টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বইগুলি প্রধানত কুরআন ও 'আরবী ভাষার উপর লেখা। তবে উহাতে মু'তাযিলা মতবাদবিরোধী পুস্তকও রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক বর্তমানে বিলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Noldeke-Schwally, Gesch des Qurans, নির্ঘণ্ট দ্র.; (২) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২০৬ প.; (৩) যাক্ব'ব, উদাবা', ৬খ., ৪৯৮-৫০১; (৪)

ইবনুল-জাযারী, গ'য়াতু'ন-নিহায়া, ২খ, ১২৩ প.; (৫) ইবনুল-আনবারী, নুযহাতুল-আলিব্বা', পৃ. ৩৬০-৩; (৬) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ৪খ, ১৩০ প.।

G. H. A. Juynboll (E.I.² Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ (ابن مسكويه) : আবু 'আলী আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যাক্ব'ব মিস্কাওয়্যাহ্ আর-রাযী (৩৩০-৪২১/৯৪২-১০৩০) একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ উদাহরণস্বরূপ যাক্ব'তে'র ইরশাদুল-আরীব (মিসরে মুদ্রিত, ৫খ, ৫) গ্রন্থে তাঁহার নাম মিস্কাওয়্যাহ্ আবু 'আলী আহ'মাদ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু 'মিস্কাওয়্যাহ্' শব্দটির সঙ্গে কেহ ভুলবশত 'ইবন' শব্দটি যোগ করিয়া দেওয়ায় ইহা এইভাবেই মুদ্রিত হইয়া যায়। ফলে 'ইবন' শব্দটি আবু 'আলীর পিতা ও পিতামহের নামের সহিত যুক্ত হইয়া লিখিত হইতে থাকে। প্রাচ্যবিদদের নিকট তিনি সাধারণত ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ নামে পরিচিত। যাক্ব'ব বলেন (পৃ. গ., ৫খ, ১০) যে, মিস্কাওয়্যাহ্ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বীয় নাম ও তদীয় পিতার নাম যদি জাল না হইয়া থাকে তবে ইহাই প্রমাণ করে যে, যাক্ব'তের এই বর্ণনা সঠিক নহে।

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর জন্ম তারিখ কোথায়ও পাওয়া যায় না। তিনি যৌবনে উযীর মুহাম্মাদবীর কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং সম্ভব কারণে তখন তাঁহার বয়স কমপক্ষে বিশ বৎসর হওয়ার কথা। আল-মুহাম্মাদী ৩৫৩/৯৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। এইজন্য অনুমান করা হয় যে, ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ আনুমানিক ৩৩০/৯৪২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের বর্ণনা এই যে (তাজারিবু'স-সালাফ, সম্পা. D. S. Margoliouth ও H. F. Amedroz. ২খ, ১৮২), তিনি আহ'মাদ ইবন কামিলের, যিনি ৩৫০/৯৬১ সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং আত'-তাবারীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আহ'মাদ ইবন কামিলের নিকট ত'রীখু তাবারী পড়েন। ইহা ছাড়া তিনি হয়ত যৌবনকালেই সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। আল-মুহাম্মাদবীর মৃত্যুর পর ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ আল-বুওয়ায়হ্-এর উযীর ইবনুল-'আমীদের কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি একটানা সাত বৎসরকাল এই চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন। তিনি ইবনুল-'আমীদের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ ৩৫৫/৯৬৬ সনে যখন খুরাসানের গায়ী রোমক ও আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রায় শহরে প্রবেশ করত তথায় লুপ্ত ও ধ্বংস করে তখন ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ এই গ্রন্থাগারকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। ইবনুল-'আমীদের মৃত্যুর পর (৩৬০/৯৭০) তৎপুত্র আবুল-ফাতহ্ ইবনুল-'আমীদের অধীনে ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর ৩৬৬/৯৭৬ সনে আবুল-ফাতহের মৃত্যুর পর দায়লামী সুলতান 'আদুদু'দ-দাওলার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি উল্লিখিত দায়লামী ও বুওয়ায়হী সুলতানদের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা লাভ করেন। বস্তুত তিনি পদমর্যাদার দিক হইতে নিজেকে সাহিব ইবন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর তুলনায় কম মনে করিতেন না। ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৯ সাফার, ৪২১/১৬ ফেব্রুয়ারী, ১০৩০ সন। ইহা নিশ্চিত যে, তিনি ইসফাহানে ইনতিকাল করেন। কারণ এই সম্পর্কে মুহাম্মাদ বাকির আল-খাওয়ানসারী (দ্র. রাওদাতুল-জান্নাত, তেহরান ১২৮৭ হি., পৃ. ৭১) বলেন যে, ইসফাহানের খাওয়াজ্ (خاوجو) মহল্লায় ইবন

মিস্কাওয়্যাহ্-এর কবর রহিয়াছে। তাঁহার যেসব গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় নিম্নে সেইগুলির বর্ণনা প্রদত্ত হইলঃ

১। তাজারিবুল-উমাম ওয়া তা'আকুবুল-হিমাম— ইহা একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে হযরত নুহ (আ)-এর প্রাবন হইতে ৩১৯ হিজরী পর্যন্ত কালের ঘটনাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইহার একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ৩১১৬-৩১২১)। ইহার একাংশ de Goeje সর্বপ্রথম *Fragment historica arabica*-তে প্রকাশ করেন। অতঃপর L. Caetani প্রথম খণ্ড (৩৭ হি. পর্যন্ত), পঞ্চম খণ্ড (২৮২-৩২৬ হি. পর্যন্ত) ও ষষ্ঠ খণ্ড (৩২১-৩৬৯ হি. পর্যন্ত) ভূমিকাসহ বিস্তারিতভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন (GMS, সংখ্যা F, লণ্ডন ১৯০৯-১৯১৭ খৃ.)। এই গ্রন্থের শেষাংশে আবু শুজা'-র এক পরিশিষ্টসহ ৩৮৯ হি. পর্যন্ত ও হিলাল ইবনুল-মুহাস্সান আস্-সাঈ' লিখিত ইতিহাসের একটি অংশসহ ৩৮৯ হি. হইতে ৩৯৩ হি. পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে; H. F. Amedroz ও D. S. Morgoliouth ইংরেজী অনুবাদসহ ইহা প্রকাশ করেন (*The Eclipse of The Abbasid Caliphate*, ১-৬ খ, অক্সফোর্ড ১৯২০-২১ খৃ.; ৭খ, ভূমিকা ও সূচী, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ.)। তাজারিবুল-উমাম-এর সর্বাধিক উৎস, তাবারীর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। তাহা ছাড়া তিনি মুহাম্মাদ যাহুয়া আস্-সুলীর 'ওয়্যাকা' ও ছািবিত ইবন সিনানের 'ওয়াকা'ই" হইতেও তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ তাঁহার গ্রন্থে সমস্ত ঘটনা একত্র সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেন নাই, বরং তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতি অথবা অবনতি সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের গবেষণাধর্মী বর্ণনার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যর্থব্যর্থ পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। মনে হয় ইহা এইজন্য যে, পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়া যাহাতে আমরা রাজনীতির এমন এক পন্থা অবলম্বন করিতে পারি, যাহা উত্তম পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হইবে এবং যাহাতে পতন ও দুর্বলতা হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা পাইতে পারে। ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর নিকট ইতিহাস এমন কতগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি যন্দ্বারা সর্বযুগের মানুষ উপকৃত হইতে পারে। অপর দিকে এই গ্রন্থের শিরোনাম "তাজারিবুল-উমাম ওয়া তা'আকুবুল-হিমাম" দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন কোন স্তর অতিক্রম করিয়াছে এবং আমরা কেন তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করিব না। প্রকৃতপক্ষে ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর গবেষণামূলক ইতিহাস এই দীর্ঘ আলোচনার দাবিদার; এই বিষয়ে আমরা পরে আলোকপাত করিব। এই স্থানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর এই দাবি সম্পর্কে যে, তিনি দাবি করিয়াছেন, ৩২১ হইতে ৩৬৯ হিজরী পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনাবলী তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য মনে করা সমীচীন। ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর এই দাবি সঠিক, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি আল-বুওয়্যাহীদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'ইমাদুদ-দাওলা সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন যে, তিনি অত্যন্ত সাহসী হইলেও স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রশ্নে ন্যায়নীতির ধার ধরিতেন না। তিনি মু'ইযুদুদ-দাওলা ও 'আদুদুদ-দাওলা দুর্বলতার প্রতি বিনা দ্বিধায় ইঙ্গিত করেন। মু'ইযুদুদ-দাওলা ও 'আদুদুদ-দাওলা মন্ত্রীবর্গ আল-মুহাল্লাবি ও ইবনুল-আমীদেবর নিকট হইতে ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন

করেন। তাহা ছাড়া তিনি 'আদুদুদ-দাওলা ও বাহাউদ-দাওলা কতিব (সচিব) থাকায় রাজদরবারের সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। সুতরাং *Margoliouth*-এর এই ধারণা সঠিক নহে যে, আল-বুওয়্যাহীদের সঙ্গে ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর বিশেষ মতবিরোধ ছিল। যদি মন্ত্রী জাহীরুদ-দীন আবু শুজা'-র এই দাবি সঠিকও হয় যে, তাজারিবুল-উমামের শেষাংশ কিতাবু'ত-তাজীর ব্যাখ্যা, যাহা আবু ইসহাক ইব্রাহীম আস্-সাঈ' 'আদুদুদ-দাওলা'র নির্দেশে আল-বুওয়্যাহীদের ইতিহাস সম্পর্কে রচনা করেন (দ্র. তাজারিব, উ. সং, ৩খ, ২৩) এবং এই গ্রন্থ সম্পর্কে আবু শুজা' বলেন যে, উভয় গ্রন্থের শব্দসমূহে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তথাপি ঐতিহাসিক সূত্রের জন্য তাজারিবের গুরুত্ব ও মূল্য কম নহে, এই বিশেষত্বের কারণে যে, 'কিতাবু'ত-তাজী' এখন আর পাওয়া যায় না। তাজারিবুল-উমাম-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ এই গ্রন্থে বর্ণনাপরম্পরা রীতি (ইসনাদ) সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। তিনি কেবল তাঁহার দৃষ্টি বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর নিবদ্ধ রাখেন। ইহার কারণ এই যে, ইতিহাসের বাহ্যিক অবয়ব ছাড়াও ইহার নিশ্চয় তথ্য সম্পর্কে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি কোন ঘটনা বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই, বরং ঘটনা চূড়ান্তভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে তাবারীর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের একটি সারমর্ম, আর ইহাই এই গ্রন্থের গুরুত্ব নির্ধারণ করে।

২। কিতাবু আদাবিল-আরাব ওয়া'ল-ফুরূস এই গ্রন্থ ইরানী, হিন্দু, আরব, রোমক ও মুসলিমদের রচনাবলী হইতে সংগৃহীত একটি সংকলন। এই গ্রন্থের সূত্রপাত ফার্সী জাবীদানে খিরুদ (جاويدان خرد)-এর অনুবাদ হইতে, যাহা হুসাং রাজা সম্পর্কে রচিত (দ্র. H. Ethe, *Gl Ph...*, ২খ, ৩৪৬), ইহার আরবী অনুবাদ করেন উযীর আল-হাসান ইবন সাহল (মৃ. ২৩৫/৮৫০ অথবা ২৩৬/৮৫১ সনে)। এইজন্য ইহা জাবীদানে খিরুদ নামেও প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে। এই পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের ফায়দুল্লাহ গ্রন্থাগারে রক্ষিত (নং ১৫৮৭, রচনাকাল ৫৫৬ হি.)। পরবর্তী কালে 'আবদুর-রাহমান আল-ব্যাদাবী এই গ্রন্থ ভূমিকা ও পার্শ্বটীকাসহ প্রকাশ করেনঃ আল-হিকমাতুল-খালিদা, জাবীদানে খিরুদ, কায়রো ১৯৫২ খৃ. (আদ-দিরাসাতুল-ইসলামিয়া, ১৩)। হিকামে রুম, মূল গ্রন্থের একটি আংশিক অনুবাদ। ইহার আলোচনা নিম্নোক্ত শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছেঃ "যিকরু কাবিসিল-আফ্লাতুনী ওয়া লাগযুহ আও লাওহু কাবিস" [*Le tableau de Cebes*]। ইহা অন্যান্য ভাষায় একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে (প্রথমবারঃ *Tabula ceberis Graece, Arabice, Latine, Item aurea carmina Pythagorae cum paraphrase Arab. auct., Lugd.Bat., Joh. Elichmann, cum Praef. Cl. Salm asu, ১৬৪০ খৃ.*)। 'আলী সা'আদী ১২৮০ হি. এই অংশের তুর্কী অনুবাদ 'রোযনামাহ' পত্রিকায় ও ১২৮৯ হি. 'আরবী মূল পাঠ প্যারিস হইতে প্রকাশ করেন। ইহার শেষ সংস্করণ প্রকাশ করেন R. Basset এই নামে *Le tableum de cebes. Version arabe d'Ibn Miskaweih publ. et trad. avec une introduction dt des notes, আলজিরিয়ায় ১৮৯৮ খৃ.*। গ্রন্থের পূর্ণ অংশ সামান্য পরিবর্তিত আকারে দুইবার ফার্সীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। (ক) এই গ্রন্থ মুহাম্মাদ ইবন

মুহাম্মাদ আর-রাজানী আত-তুস্তারী কর্তৃক হিজরী একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তানে প্রকাশিত হয়, দ্র. Ch. Rieu, Catal. of the Persian MSS in the Brit. Mus., ২খ, ২৪০ (الف) ২৪১। (খ) শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ হুসায়ন কর্তৃক হিজরী একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তানে প্রকাশিত, দ্র. H.Ethe, Cat. of the Persian MSS in India office, ১খ, ১২০২, নং ২২১)।

৩। তাহযীবুল-আখলাক ওয়া তাহযীবুল-আ'রাক ইবন মিস্কাওয়ায়হ স্বয়ং আদাবুল-আরাব ওয়া'ল-ফুহুস-এ এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থ যে তাঁহার রচিত ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি আদাবুল-আরাবের পরে তাহযীবুল-আখলাক রচনা করেন। তাহযীবুল-আখলাকের আলোচ্য বিষয় নৈতিকতা। ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধের আলোচনা প্রারম্ভিক। ইহাতে তিনি নাফস বা আত্মার রূপ, জ্ঞান ও ইহার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি চরিত্র (خلق) ও ইহার শ্রেণীবিভাগ, ভাল ও সৌভাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ (ماهیت), এইগুলির পারস্পরিক পার্থক্য ও শ্রেণীবিভাগ, গুরুত্ব, প্রেম, আকর্ষণ ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, নাফসের রোগসমূহ, ইহার সুস্থতা ও রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাহযীবুল-আখলাক গ্রন্থটি ইবন মিস্কাওয়ায়হ-এর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। এই গ্রন্থ হিন্দুস্তান (১২৭১ হি.), ইস্তাবুল (প্রথমবার ১২৯৮ হি.), কায়রো (প্রথমবার ১২৯৮ হি.) ও বৈরুতে (১৩২৭ হি.) একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। নাসীরু'দ-দীন তুসীর ন্যায় বিখ্যাত 'আলিম ও দার্শনিক এই গ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং ইহাকে তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থ 'আখলাকে নাসিরীর অন্তর্ভুক্ত করেন। সম্ভবত আখলাকে নাসিরীর প্রথম অংশ তাহযীবুল-আখলাকের অনুবাদ।

৪। আল-ফাওয়'ল-আসগার, ইহা একটি সংক্ষিপ্ত রচনা, ইহাতে তিনটি বিষয়ের আলোচনা আছে (ক) 'সানি' অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কিত আলোচনা; (খ) নাফস অর্থাৎ আত্মার ধরন ও ইহার অবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা; (গ) নবুওয়াত বৈরুতে (১৩১৯ হি.) ও কায়রো (১৩২৫ হি.) হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'সানি' শিরোনামের আলোচনার দশটি অধ্যায়ে ত্রিশাশীলতা সম্পর্কিত প্রাচীন দার্শনিক (فلسفة حرکت) তত্ত্ব ও ইহার শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর একক সত্তার প্রমাণ করিয়াছেন এবং আল্লাহ যে স্বাধিষ্ঠ, চিরন্তন ও এক— এই বিষয়ের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। দশটি অধ্যায়েই তিনি নাফস বা আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ইহার বিভিন্ন স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, রূহ বা আত্মা জীবন নয়, বরং জীবন রূহ হইতে উৎসারিত। বিমূর্ত আত্মার ধারণায় মৃত্যুর পর জীবন লাভের প্রশ্নই উঠে না। দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতা ছাড়াও 'আল-ফাওয়'ল-আসগার' গ্রন্থে আরোহ (ارتضاء) পদ্ধতির প্রকৃত বিন্যাস ও ইহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের আলোচনা করেন। তিনি একাধারে একজন চিন্তাবিদ ও জীববিজ্ঞান ছিলেন। এরিস্টোটলও আরোহ পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আরোহ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর বিকাশের সমার্থক। ইবন মিস্কাওয়ায়হ-এর মতে আরোহ পদ্ধতি সমস্ত সৃষ্টিতে কার্যকর। ফলে আমরা দিকনির্দেশনা পাই যে, ইহার আওতায় জীবন জড় পদার্থ হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ হইতে প্রাণীকূলে ও প্রাণীকূলে হইতে মানবদেহে সঞ্চারিত হয়। আরোহ পদ্ধতির এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তিনি 'বাক্বি' সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, নবুওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটিয়াছে।

৫। রিসালা ফিল-লায যাত ওয়া'ল-আলামি ফী জাওহারিন'-নাফসঃ এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি ইস্তাবুলে রাগিব পাশ'র গ্রন্থাগারে রক্ষিত (নং ১৪৩৬)।

৬। আজবিবা দারু মাসু'আলা ফিন'-নাফস ওয়া'ল-আক্বল (রাগিব পাশ'র গ্রন্থাগারে রক্ষিত)।

৭। রিসালা ফী হ'কীকাতি'ল-আদ্বল (ইহার একটি পাণ্ডুলিপি মশহাদের কুতুবখানায় রক্ষিত আছে)।

৮। নাদীমুল-ফারীদ ওয়া আনীসুল-ওয়াহীদঃ ইহার একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত সংকলনের পাণ্ডুলিপি ইস্তাবুলে ওয়ালিয়্যু'দ-দীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ২৬২৫)।

৯। রিসালা মিস্কাওয়ায়হ রাযীঃ এই পুস্তিকায় পরশ পাথর, ইহার চিহ্ন ও ইহা অর্জন করার পন্থা আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত (তেহরান ১৩৩২ হি. সৌর, ৩খ, দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ৯৮২)। কিন্তু এই পুস্তিকা যে ইবন মিস্কাওয়ায়হ কর্তৃক প্রণীত তাহা নিশ্চিত নয়।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ইবন মিস্কাওয়ায়হ-এর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) আল - ফাওয়'ল - আক্বার এই গ্রন্থে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (দ্র. য়াকুত, ইরশাদ, ৫খ, ১০ প.); আল-ফাওয়'ল-আসগারের শেষে এই গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে (বৈরুতে ১৩১৯ হি., পৃ. ১২০)।

(২) উনসুল-ফারীদ (য়াকুত, এই গ্রন্থ ইতিহাস, কবিতা, হিতকথা ও প্রবাদবাক্য সমৃদ্ধ। ইবনুল-কিফতী, আখবারুল-হুকামা, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২১৭; সম্ভবত বর্তমান গ্রন্থটি ও উল্লিখিত "নাদীমুল-ফারীদ ওয়া আনীসুল-ওয়াহীদ" একই গ্রন্থ)।

৩। তারতীবুল-আদাত (য়াকুত, পৃ. স্থা.), আখলাক ও রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের নাম "তারতীবুল-সা'আদাত" হওয়া উচিত, যেমন অন্য একটি উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আল-খাওয়ানসারী, রাওদাত, ৭০-এ উল্লিখিত।

(৪) কিতাবুল-জামি' (য়াকুত)।

(৫) কিতাবুল-সিয়াস (য়াকুত; আখলাক সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ, ইহাতে গল্প, হিতকথা ও কবিতাও অন্তর্ভুক্ত আছে)।

(৬) কিতাবুল-আশরিবা, (ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উযুনুল-আনবা', কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ২৪৫; আমীনু'দ-দাওলা ইবনু'ত-তালমীয এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, ঐ, ১খ, ২৬৭)।

(৭) কিতাবুল-আদ বিয়াতি'ল-মুফরাদা (ইবনুল-কিফতী, আখবারুল-হুকামা, পৃ. ২১৭)।

(৮) কিতাবুল-বাজাত মিনা'ল-আত্'ইমা [পৃ. গ্র., সম্ভবত ইবন আবী উসায়বি'আ কিতাবুল-তাবীখ নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সেই গ্রন্থ (উযুন, ১খ, ২৪৫)।

(৯) কিতাবুল-সিয়াস (আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, পৃ. স্থা.)।

(১০) আশ-শাওয়ামিল ইহা আবু হায়ান আত-তাওহীদীর 'আল-হাওয়ামিল' নামক গ্রন্থের জবাবে লিখিত হইয়াছিল, প্রশ্নের সংখ্যা ১৮০। প্রশ্নের বিষয় আখলাক, নুগাত, কালাম, ফিকহ, দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কিত। প্রশ্নসমূহের কোন ধারাবাহিকতা নাই। এই গ্রন্থের একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি

ইস্তাখ্বুলের আয়াসোফিয়া গ্রন্থাগারে রহিয়াছে (নং ২৪৭৬), আহ্-মাদ আমীন ও আহ্-মাদ সাক্বর প্রকাশ করিয়াছেন। 'আল-হাওয়ামিল ওয়া'শ্-শা'ওয়ামিল' যথাক্রমে আবু হায়্যান আত্-তাওহীদী ও মিসকাওয়্যাহ্ প্রণীত, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১। 'আল-হাওয়ামিল-এ সন্নিবেশিত প্রশ্নসমূহ আবু হায়্যান যেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেইভাবে নাই। কারণ ইবন মিসকাওয়্যাহ্ অনেক প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়াছেন অথবা বাদ দিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

(১১) তা'লীকাত, যুক্তিবিদ্যা (মানতিক) সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ (আল-খাওয়ানসারী, পৃ. স্থা.)।

(১২) আল-মাকালাতুল-জালীলা : [হিকমাত (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) ও অংকশাস্ত্রের উপর লিখিত, আল-খাওয়ানসারী, পৃ. স্থা.]।

(১৩) কিতাবুল-মুস্তাওফী (নির্বাচিত কবিতা, যাকূত)। আল-খাওয়ানসারী ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর দুইটি ফার্সী গ্রন্থের নামও উল্লেখ করিয়াছেনঃ (ক) 'নুহাত নাম-ই 'আলাই' ('আলাউ'দ-দাওয়া দায়লামীর নামে নামকরণ করা হইয়াছে; পৃ. স্থা.); (খ) কিতাব জাব্বাদানে খিরদ (এই নামে পূর্বে উল্লিখিত 'আরবী গ্রন্থ ব্যতীত, পৃ. স্থা.)। ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর রচনাবলীর জন্য দ্র. আবু সূলায়মান আস-সিজযী, মুনতাখাব সুওয়ানিল-হিকমা, L. Caetani-র ফটো অফসেট সংস্করণের ভূমিকা, ১খ, ২৮।

ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর রচনাবলী সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য রহিয়াছে যাহা সংশোধন করা প্রয়োজন। প্রথমত Brockelmann, পরিশিষ্টঃ ১খ, ৫৮৪ পৃষ্ঠায় তাঁহার একটি গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল-ত-তাহারা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (নং ৯; ইহার একটি পাণ্ডুলিপি কুপঙ্কলুতে রক্ষিত আছে, নং ৭৬৭) এবং এই নামেই প্রতিটি স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. উদাহরণস্বরূপ 'আবদুর-রাহমান আল-বাদাবী, পৃ. গ্র., ভূমিকা, পৃ. ১২, নং ১৮)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের নাম 'তাহারাতে নাফস' যাহা নাসীরু'দ-দীন তুসী স্বীয় "আখলাকে নাসিরী" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 'তাহযী'রুল-আখলাক ওয়া তাত্-হীক্ব'ল-আ'রাক' নামে পৃথক কোন গ্রন্থ নাই। দ্বিতীয়ত, তেহরানে মাজলিস (আইন সভা)-এর গ্রন্থাগারে কিতাবুল ফী জাওয়াবিল-মাসা'ইলিল-ছালাছ (كتاب في جواب المسائل الثلاثة) নামক একটি গ্রন্থ আছে (দ্র. মাজলিস গ্রন্থাগারের পুস্তকসূচী, ২খ, ৩৯৮), কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে একটি প্রথক গ্রন্থরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. আল-বাদাবী, পৃ. গ্র., পৃ., ২২, ভূমিকা, নং ১৬)। কিন্তু ইহার নাম ও বর্ণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, 'আল-ফাওয়'ল-আসগার' ব্যতীত ইহা অন্য কোন গ্রন্থ নয় (দ্র. ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর রচনাবলী, নং ৪)।

আবু হায়্যান আত্-তাওহীদী ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাত ঘটয়াছিল। তিনি ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি চমৎকার চিত্র তুলিয়া ধরেন (দ্র. (১) কিতাবুল-ইমতা' ওয়া'ল-মুওয়ানিসা, সম্পা. আহ্-মাদ আমীন ও আহ্-মাদু'দ-দীন, কায়রো ১৯৩৯ খ., ১খ, ৩৫ প.; (২) যাকূত, ইরশাদ, ৫খ, পৃ. ৭৫)। তিনি (আবু হায়্যান) বলেন যে, ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর মেধা ও দার্শনিক চিন্তা অপরিসংখ্য ছিল, যদিও দর্শনের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ও চেষ্টা তাঁহার ছিল। তাঁহার সর্বাধিক ঝোঁক ছিল রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়নে। রসায়ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি আবু'ত-তায়িব আর-রাযী নামক একজন রসায়নবিদের সাহচর্যে তাঁহার সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করিয়া 'পরশ পাথর'-এর অনুসন্ধান ব্যাপৃত থাকেন (দ্র. আল-ইমতা', পৃ. গ্র., ২খ, ৩৯)। ইবন সীনাও তাঁহার

সম্পর্কে বলেন যে, ইবন মিসকাওয়্যাহ্ দর্শন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত বর্ণনাগুলি যে প্রতিহিংসার ফলশ্রুতিতে করা হইয়াছে তাহা বলা যায়। কেননা অন্যান্য বর্ণনামতে জানা যায় যে, ইবন মিসকাওয়্যাহ্ উন্নত দার্শনিক চিন্তা ও পূর্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন (দ্র. (১) আবু সূলায়মান আস-সিজযী, পৃ. স্থা.; (২) আল-বায়হাকী, তাতিখাঃ সুওয়ানিল-হিকমাঃ, মুহাম্মাদ শাফী', লাহোর ১৩৫১ হি., পৃ. ২৮ প.; (৩) দুররাতুল-আখবার, মুহাম্মাদ শাফী' কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, লাহোর ১৩৫০ হি., পৃ. ২৯)।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন ইবন মিসকাওয়্যাহ্-এর 'আখলাকিয়্যাত' সম্পর্কিত রচনাবলী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করি তখন মনে হয় যে, এই বিষয়ে তিনি ইবন সীনার সমকক্ষ বরং তাঁহার উর্ধ্বে। এই দাবির সমর্থনে একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, নাসীরু'দ-দীন তুসী তাঁহার 'তাহযী'রুল-আখলাক' অনুবাদ করিয়াছেন এবং 'আখলাকে নাসিরী'র প্রথমে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ধ্যান-অনুধ্যান দ্বারা তাঁহার রচনাবলীর মূল্য আরও বাড়িয়া যায়। ইবন মিসকাওয়্যাহ্ যদিও আল-ফারাবীর মাধ্যমে এরিস্টোটল কর্তৃক প্রভাবিত, তবুও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি আল-কিন্দীর সমকক্ষ, এমনকি তিনি কোন জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া দিতে না। তিনি তাঁহার 'আদাবুল-আরাব ওয়া'ল-ফুরস' ও 'তাজারিবুল-উমাম' গ্রন্থদ্বয়ে গভীর দৃষ্টি ও মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন।

তিনি একজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসের পর্যালোচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি তাঁহার তেমন আকর্ষণ ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত কারণ ও দ্রুত-বিচ্যুতির মূল্যায়ন করেন। তিনি জানিতে চাহিতেন যে, জাতীয় জীবন ও জাতির উত্থান ও পতনে যাহারা অংশগ্রহণ করে তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি ও কর্মতৎপরতা কি? কোন ঘটনা কেন সংঘটিত হয়? এই ঘটনার কি পুনরাবৃত্তি সম্ভব? ইতিহাসের সম্পর্ক যদিও অতীতের সঙ্গে কিন্তু তবুও ভবিষ্যতের জন্য ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে, যদ্বারা মানুষ ও জাতি উপকৃত হয়। ইতিহাস আমাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দান করে। যদি আমরা ইহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব, আর যাহারা এই ব্যাপারে সচেতন থাকে না তাহাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। ইতিহাস জাতীয় কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা, বিভিন্ন কারণ ও ফলাফলের দর্পণস্বরূপ যাহার মাধ্যমে জাতি পরিচালিত হয়। আমরা ইহার বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারি যে, ইতিহাসের ভিত্তি কি এবং ইহার মূলনীতি ও গঠনভিত্তির রূপ কি? কিসের ভিত্তিতে আমরা ইহার পর্যালোচনা করিব? আমরা আমাদের জ্ঞান ও কর্ম এবং চিন্তা ও গবেষণার কোন স্তরে ইহাকে স্থান দিব? অন্য কথায় বলা যায় যে, ইতিহাস এমন পারস্পরিক তৎপরতা যাহাতে ইহার সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হয় এবং একটি ঘটনা অপরটিকে অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হয়। ইহা মানবসত্তার মুখপাত্র ও মানবজাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশক। সুতরাং মানবসত্তাই সকল তৎপরতার উৎস, যাহার পর্যালোচনা মানবসত্তার পর্যালোচনাকেই বুঝায় এবং ইহার দরুন ইতিহাসের ভিত্তি সঠিক ঘটনাপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল। অলৌকিক ঘটনা ও অলীক কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় না। এইজন্যই জাতি ও ব্যক্তি ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাহায্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ সত্যকে অবলম্বন করার একটি পন্থা।

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের পর্যায়ক্রমিক ছবি অংকন করিয়াছেন; কিন্তু এই পর্যায়ক্রমিক কর্মকাণ্ড মৌলিক শক্তির স্থলে মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি, দর্শন, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইতিহাসের কোন সুনির্দিষ্ট গতিধারা নাই যে, ইহা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হইবে, বরং যাহা কোন এক যুগে সংঘটিত হয় তাহা সেই যুগের পূর্বে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কেননা ইহা প্রতিটি যুগের একটি বৈশিষ্ট্য যাহার আওতায় আখলাক, রাজনীতি অথবা সমাজ ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তন করিয়া থাকে। এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এক সুনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন যাহার সহিত বাহ্যিক বাস্তবতার সংযোগ রহিয়াছে। ইতিহাসের ভাল বা মন্দ দিক অথবা একক ও জাতিগত কর্মকাণ্ড অথবা এই প্রেক্ষিতে ইতিহাসের উপকারিতা কি অথবা চিন্তার ক্ষেত্রে ইহার কোন দৃষ্টান্ত সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সম্ভব, ঐ সকল বিষয়ে ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ আলোচনা করেন নাই এবং উহার কোন প্রয়োজনও ছিল না। তাঁহার বক্তব্য সঠিক যে, ইতিহাসকে আলৌকিক ঘটনাবলী ও পৌরাণিক কাহিনী হইতে পৃথক রাখিতে হইবে, কিন্তু তিনি নবুওয়্যাহ্‌র গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও ইতিহাসে ইহার সত্যিকারের গুরুত্ব কি তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর চিন্তাধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোন সময়ই ধর্ম ও শারী'আতের কথা বিস্মৃত হন নাই। এই কারণেই তাঁহার সকল মতবাদ ও চিন্তাধারা, বিশেষত আখলাক সম্পর্কে অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকের তুলনায় শারী'আতের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ তাঁহার নৈতিকতা সম্পর্কীয় সূক্ষ্ম আলোচনা শুরু করেন 'নাফস' বা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মাধ্যমে (দ্র. ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ রচনাবলী, বিশেষত নং ৪ ও ৫)। তাঁহার মতে 'নাফস' এমন এক মৌল সত্তা (جوهر), যাহা দেহ বা দেহের কোন অংশও নয়, এমন কি কোন আপতনও (عرض) নহে। কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা ইহা জানা সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে 'নাফস' নিজেই একটি অনুভূতি। ইহা এমন সব জ্ঞানের অধিকারী যেসব জ্ঞান অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। অঙ্গ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সত্য কি মিথ্যা, 'নাফস' সেই সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দান করে। নাফস (আত্মা) একটি একক বস্তু। ইহাতে জ্ঞান ও চিন্তা এক সঙ্গে অবস্থিতি লাভ করে। মানুষের জ্ঞান আছে বলিয়াই তাহারা অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা সং কর্মের প্রতি উৎসাহী।

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর মতে প্রতিটি অস্তিত্ববান বস্তুর মধ্যে এমন এক প্রবণতা ক্রিয়াশীল, যে প্রবণতা তাহাকে পূর্ণতা লাভের জন্য তৎপর করে। এই তৎপরতা কল্যাণকর ও মর্যাদা লাভে সহায়ক। মানুষের পূর্ণতা তাহার মনুষ্যত্বে, যাহা প্রাণীকুলের মধ্যে অবর্তমান। সুতরাং মানুষের উচিত মর্যাদাবান হওয়া। কিন্তু উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যে এক রকম নয়। তাহাদের মধ্যে এমন কিছু উত্তম ব্যক্তিত্ব আছে, যাহারা স্বভাবত কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে (পূর্ণ মনুষ্যত্ব) তৎপর। আবার এমন কিছু ঘৃণিত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক রহিয়াছে যাহাদের স্বভাব মন্দের প্রতি আকৃষ্ট। অধিকাংশ লোক ভাল ও মন্দের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাহারা শিক্ষার (সুশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা) প্রভাবে ভাল বা মন্দকে প্রাধান্য দান করে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় তাহার একক চেষ্টা দ্বারা সত্যকে অর্জন করিতে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। তাহাদের পরস্পরের প্রেম ও প্রীতি থাকা উচিত। এইজন্য নির্জনতা

ও জন-বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী মর্যাদাবান হিসাবে পরিগণিত নহে। ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ বৈরাগ্যের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি নির্জনতা অবলম্বন করে সে তাহার প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, কিন্তু সে নিজে অন্যের উপকার করিতে সক্ষম হয় না; ইহাকে জুলুম বা অন্যায় হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়; আহ'কামে শারী'আত, যেমন জামা'আতে সলাত আদায় করা, জুমু'আ-র সলাত ও হা'জ্জ মানুষকে পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রেমের শিক্ষা দেয়। ঐ প্রেক্ষিতে ইবন মিস্কাওয়্যাহ্-এর উপরিউক্ত চিন্তাধারা ধর্মভিত্তিক। যেমন নাফসের আলোচনায় তিনি গ্রীক দর্শনের পরিবর্তে কু'রআনকে অধিক গুরুত্ব দান করেন। তিনি চারিত্রিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষার আলোচনায় এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেন যাহা এ্যারিস্টটলীয় ও প্লেটোনিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শারী'আতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইহাতে তিনি ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন ও আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাহা ছাড়া তিনি শিশুদের শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ তাঁহার 'আল-ফাওয'ল-আক্বাব' গ্রন্থে স্ট্রীর অস্তিত্বের প্রমাণ, একত্ববাদ ও নুবুওয়্যাহ্ সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও গবেষণাধর্মী আলোচনা করেন। নুবুওয়্যাহ্ সম্পর্কে তিনি তাঁহার শিক্ষক আল-ফারাবীর মতবাদের বিরোধী মতে উপনীত হন। ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ নবী ও দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেন। তিনি নবীকে দার্শনিকের উপর স্থান দান করেন। আলোচনাক্রমে তিনি নুবুওয়্যাহ্ ও কাহানাত (গণক)-এর মধ্যে পার্থক্য দেখান। তিনি বলেন, নবীর জ্ঞানের সঙ্গে কাহিনের জ্ঞানের কোন তুলনাই হয় না। নুবুওয়্যাহ্ ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা এবং অন্যদের সঙ্গে নবীদের পার্থক্য নির্দেশ করে আলাহ'র ওয়াহয়ী।

পদ্য ও গদ্য সাহিত্য রচনায়ও ইবন মিস্কাওয়্যাহ্ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁহার যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক, বিশেষত বাদী'উ'য'-যামান আল-হামায'ানীর সঙ্গে তাঁহার গভীর সম্পর্ক ছিল। আবু হ'য়ান আল-ভাওহীদী, যিনি তাঁহাকে একজন দার্শনিক মনে করিতেন, তিনিও ইবন মিস্কাওয়্যাহ্কে সাহিত্যে বিশেষ স্থান দান করেন (দ্র. আল-ইমতা', উ. সৎ, ১খ, ১৩৬)। তাহা দ্বারাই দর্শনের সৌন্দর্য ও প্রসার ঘটে। পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে তাঁহার সমুদয় রচনা যদিও আমাদের হস্তগত হয় নাই, তবুও দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, 'আখলাকি'য়াত' শিরোনামে তাঁহার রচনাসমূহের বর্ণনা পদ্ধতি ফারাবী ও ইবন সীনার রচনার তুলনায় অধিক ব্যাখ্যাপূর্ণ, প্রাজ্ঞ ও মধুর।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীতঃ (১) আছ-ছা'আলিবী, কিতাবু তাতিয়াতি'ল-য়াতীমা, 'আব্বাস ইক্বাল কর্তৃক প্রকাশিত, তেহরান ১৩৫৩ হি., ১খ, ৯৬-১০০; (২) Brockelmann, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১খ, ৪১৭ পৃ.; (৩) ঐ লেখক, পরিশিষ্ট, ১খ, ৫৮২; (৪) T. J. de Boer, Geschichte der Philosophie im Islam, ১১৬ প. ('আরবী' অনু. 'আবদুল-হাদী আবু রিদাঃ, তা'রীখুল-ফালসাফা ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৩৫৭ হি., পৃ. ১৫৮ পৃ.); (৫) য'বীহ'রাহ স'ফা, তা'রীখ 'উলুম 'আকলী দার তামাদুনে ইসলামী তা আওয়াসিতে কারুনি পা'ম, তেহরান ১৩৩১ হি. ১খ, ২০০ প., ৩৭৮ প.; (৬) খাজা 'আবদুল-হ'ামীদ, Ibn Maskowath, A Study of his al-Fauzul Asgher, লাহোর ১৯৪৬ খৃ.; (৭) 'আবদুল-'আযীয

‘ইয্যাত, ইবন মিস্কাওয়্যাহু, ফালসাফাতুহুল-আখলাকিয়্যা ওয়া মাসাদিরুহা, কায়রো ১৯৪৬ খৃ. (প্রবন্ধকার শেযোক দুইটি গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন নাই); (৮) দাহ খুদা (ده خدا), লুগাত নামাহ, তেহরান ১৩২৫ হি. সৌর, ২খ; (৯) শিবলী নু‘মানী, তারীখ ইলমিল-কালাম (ফার্সী অনু. ফাখর দাগী গীলানী, তেহরান ১৩২৮ হি. সৌর, পৃ. ৯৫-১১১; [(১০) মুনতাখাব সু‘ওয়ানিল-হিকমাহ: পাণ্ডুলিপির অনুলিপি, বাশীর আগা, পৃ. ১৩১-১৩৫; (১১) B. H. Siddiqi, Ibn Miskwaih's Theory of History, ইকবাল সাময়িকী-তে, লাহোর, জুলাই ১৯৬২ খৃ. ও জুলাই ১৯৬৩ খৃ.]।

(আহুস্মাদ আতাশ [ও সায়্যিদ নাযরীর নিয়ামী])

(দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইবন মীছাম (ابن ميثم) : আবুল-হাসান আলী ইবন ঈসমাঈল ইবন ও‘আয়ব ইবন মীছাম (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আল-হায়ছাম উচ্চারিত) ইবন যাহুয়া আত-তাম্মার (ইহা হইতেই তাঁহার সাধারণ প্রচলিত নাম হইয়াছে ইবনু‘ত-তাম্মার) আল-আসাদী (আস-সাবুনী, ইবন হায়ম-এর মতানুসারে ফিসাল, ৪খ, ১৮১)। ইনি ২য়/ ৮ম শতাব্দীর একজন ইমামী ধর্মতাত্ত্বিক।

মীছাম মহানবী (স)-এর একজন সাহাবা ছিলেন (ইবন হাজার, ইসাবা, নং ৮৪৭২)। ইনি আলী ইবন আবী তালিব (রা)-র পক্ষাবলম্বন করেন এবং কুফায় বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তাঁহার যশস্বী প্রপৌত্রের জন্ম হয়। তবে জন্মের তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর তারিখও অজ্ঞাত। আলী ইবন ইসমাঈল নিজ জন্মভূমি বসরা পরিত্যাগের পর সমসাময়িককালের বিখ্যাত মু‘তাম্মার মতবাদবিশারদদের সন্নিধানে সময় অতিবাহিত করেন, বিশেষত আবুল-ছায়াল ও আন-নাজ্জামের সকাশে উপস্থিত হইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দৃশ্যত তিনি তাহাতে তেমন সফল হইতে পারেন নাই (তু. আল-খায়াত, ইস্তিসার, নির্ঘণ্ট), যিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি তরুণ (আহদাহ) মু‘তাম্মারীদের প্রভাবাধীন ছিলেন। আল-মাসউদী তাঁহার মুরজ গ্রন্থে (৬খ, ৩৬৯-২৫৬৬) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ‘ইশ্ক-এর উপর যাহুয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাক আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণকারী ধর্মবেত্তাদের তিনি নেতা ছিলেন এবং ঐ আলোচনা সভায় হিশাম ইবনুল-হাকাম (দ্র.) উপস্থিত ছিলেন। হিশাম ১৭৯/৭৯৫-৬ সনে ইনতিকাল করেন। ইনিই বস্তুত তাঁহার সময়কার ইমামী মতবাদের প্রবক্তাকুলের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত। ইবন মীছাম তাঁহার সমকক্ষ খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই। তবে মীছাম সম্ভবত বয়সের হিসাবে জ্যেষ্ঠ। কারণ ইবনুল-নাদীম তাঁহার ফিহরিস্ত (সম্পা. কায়রো, ২৪৯) গ্রন্থে হিশামের আগে মীছামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনিই সর্বপ্রথম ইমামাততত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তিনি জানান যে, মীছাম কিতাবুল-ইমামা (আল-কামিল নামে অভিহিত) ও কিতাবুল-ইসতিহকাক নামক গ্রন্থের প্রণেতা। আন-নাওবাখ্তী লিখিত (ফিরাকু‘শ-শী‘আ) বিবরণ অনুযায়ী তাঁহার ঐ রাজনৈতিক তত্ত্ব নিম্নরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে : হযরত আলী (রা) মহানবী (স)-এর পর সর্বাপেক্ষা মেধা ও গুণসম্পন্ন (আফদাল) ছিলেন। আর জনসমষ্টি আবু বাকর ও উমার (রা)-কে নির্বাচিত করিয়া ভুল করিয়াছে, যদিও অবশ্য ইহাতে তাঁহারা পাপে নিপতিত হন নাই; পক্ষান্তরে হযরত উছমান (রা)-কে প্রত্যাখ্যান (তাকফীর) করা উচিত ছিল। আল-আশ‘আরীর মাকালাত গ্রন্থে

(৪২, ৫৪, ৫১৬) তাঁহার মূল প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলির রূপরেখা দেওয়া হইয়াছে; তিনি হিশামের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, ঐশী ইচ্ছা এক গতিময় শক্তি (হারাকা) এবং ঐ গতিময় শক্তি আল্লাহ হইতে স্বতন্ত্র যাহা তাহাকে চালিত করে। বিশ্বাসের (ঈমানের) ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, ইহা মূলত ঐশী বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য; যে বা যাহারা সেগুলি লঙ্ঘন করে তাহারা মু‘মিনের গুণ হারায় এবং ফাসিকে পরিণত হয় যদিও তাহারা মুসলিম সমাজ হইতে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না। কেননা তদসত্ত্বেও সে মুসলিম জনসমাজে বিবাহ করিতে পারে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত সূত্রসমূহ ছাড়াও দ্র.ঃ (১) তুসী, ফিহরিস্ত ২১২, নং ৪৫৮; (২) নাজাশী, রিজাল, ১৭৬; (৩) আবু আলী আল-কারবালীঈ, মুনতাহাল-মাকাল, ২০৭-৮; (৪) মামাকানী, তানকীহুল-মাকাল, ২খ, ২৭০; (৫) বাগ‘দাদী, হাদিয়াতুল-আরিফীন, ১খ, ৬৬৯; (৬) কাহ‘হাগা, মু‘জাম, ৭খ, ৩৭; (৭) W. M. Watt in St. Isl., xxi, 289, 291; (৮) ঐ লেখক, The formative period of Islamic thought, Edinburgh 1973, 158-9, 188।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl.)/আফতাব হোসেন

ইবন মুক্বিল (ابن مقبل) : আবু কা‘ব (আবুল-ছুরাঃ, ইবন দুরায়দ-এর ‘ইশতিকাক, গ্রন্থে ১২) তামীম ইবন উবায়্যি ইবন মুক্বিল ইবনিল-আজলান আল-আমিরী (অর্থাৎ ‘আমির ইবন সা‘সা‘আ; দ্র. ইবনুল-কালবী-Caskel সারণী ১০১) মুখাদ্দরাম-এর বেদুঈন কবি। তিনি তাঁহার সমসাময়িককালের বহু লোকের মত ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে (যদিও আস-সিজিস্তানী তাঁহার কিতাবুল-মু‘আশ্বারীন গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই)। তিনি সিফফীনের যুদ্ধের (৩৭/৬৫৬) পর ইনতিকাল করেন। ইবন মুক্বিল সম্ভবত মু‘আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে রচিত নিজের এক কবিতায় (দীওয়ান, ৩৪৫) ঐ যুদ্ধের উল্লেখ করেন। যাহা ইউক, একথা ধরিয়া নেওয়া যায় যে, তিনি এমন এক সময় ইনতিকাল করেন যখন আল-আখতাল (দ্র.) তাঁহার নিকট বেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দৃশ্যত ইবন মুক্বিল তাঁহার সময়কার বেদুঈনদের একঘেয়ে জীবন যাপন করেন। তাঁহার জীবনীকারগণ প্রধানত খণ্ড তথ্যাবলী হওয়ার কারণে তাঁহাদের রচিত তাঁহার জীবনীতে তেমন উল্লেখযোগ্য তথ্য নাই বলা চলে। তাঁহারা তাঁহার পিতার বিধবা স্ত্রী আদ-দাহুমা‘-র সহিত তাঁহার বিবাহের ঘটনাকেই ঘটনা করিয়া দেখাইয়াছে। ইসলামী আইনানুসারে তিনি আদ-দাহুমা‘-কে তালাক দিতে বাধ্য হন (ইবন হাবীব, মুহাব্বার, ৩২৫-৬), কিন্তু এজন্য তিনি বহুকাল ধরিয়া পরিতাপ করেন যাহা তাঁহার রচিত বহু কবিতায় আদ-দাহুমা‘-র নামোল্লেখ হইতে বৃষ্টিতে পাঁরা যায় (দ্র. দীওয়ান, নির্ঘণ্ট)। বেষ পরিণত বয়সে তিনি জৈনক ‘আসারুল-উকায়লীর আতিথ্য প্রার্থনা করেন। এই ‘উকায়লীর দুই কন্যা ছিল। তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল বলিয়া ঐ কন্যাছয় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। ইহাতে তাহাদের পিতা দুই কন্যার একজনকে (সুলায়মা) মুক্বিলকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন (দীওয়ান, ৭৬-৭)। একজন উত্তম বেদুঈন কবি হিসাবে ইবন মুক্বিল তাঁহার কিতাবসমূহের নাসীবে কয়েকজন মহিলার কথা, বিশেষত কাবশা (কুবায়াশা) নামে এক মহিলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. দীওয়ান, নির্ঘণ্ট), কিন্তু এইগুলি হইতে কোন নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায় না। ইবনুল-কালবী

তাঁহার কোন সম্ভানের উল্লেখ না করিলেও কথিত আছে, তাঁহার সম্ভানের সংখ্যা ১২ (ইবন রাশীক, 'উমদা, ২খ, ২৯১)। অন্যদিকে সকল কবি ও আল-বাকরী (মু'জাম মা ইত্তা'জাম, ১খ, ১৩১) তাঁহার উমে শারীক নামে এক কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই কন্যা তাঁহার পিতার কবিতাগুলি লিখিয়া রাখেন বলিয়া কথিত আছে।

তাঁহার জীবন কাহিনীতে আরও একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাহা হইতেছে এই যে, 'আলী ইবন আবী ত'ালিব (রা)-এর পক্ষাবলম্বনকারী একজন কবির সহিত তিনি তাঁহার হিজা' কবিতাগুলি বিনিময় করিয়াছিলেন। ঐ কবির নাম আন-নাজাশী। নাজাশী পরে মুক্বিলের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ঐ সময় খালীফা 'উমার (রা)-এর শাসনকাল। তাঁহাদের বিরোধ খালীফা 'উমার ইবনু'ল-খাতাব (রা)-র দরবারে আনা হইলে তিনি প্রথমত ঐ মামলায় রায় প্রদান হইতে বিরত থাকেন। পরে অবশ্য তিনি আন-নাজাশীকে কারাগারে পাঠাইতে বাধ্য হন (বহু লেখক, বিশেষ করিয়া ইবন কুতায়বা, শি'র ২৯০; আল-বাকরী, ফাসুলুল-মাকাল ফী শারহ' কিতাবিল-আমছ'াল, বৈরুত ১৩৯১/১৯৭১, ৩১০-১১; ইবন রাশীক, 'উমদা, ১খ, ৩৭-৮; আল-হুসরী, যাহরুল-আদাব, ১খ, ১৯-২০; আল-বাগ-দাদী, খিয়ানা, ব্লাক, ১খ, ১১৩-কায়রো, ১খ, ২১৪-১৫, ইত্যাদি) এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুই কবি বহু বৎসর যাবত পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়াছিলেন কবিতার মাধ্যমে। সিফক্ষীনের সুন্দে মু'আবিয়া (রা)-র বিরুদ্ধে লড়াইর পর আবার দেখা যায় যে, মুক্বিল তাঁহার দুশমনের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে জওয়াব দিতেছেন (দীওয়ান, নং ৪২)। আগে একবার তিনি 'উছ-মান (রা)-র হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে এক কবিতায় উমায়্যদের পক্ষে আবেগপ্রধান মত প্রকাশ (দীওয়ান, নং ৩) করেন। তবে আন-নাজাশীর সহিত নিন্দা-তিরস্কারমূলক কবিতার লড়াই ছাড়া তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া উঁচু মর্যাদায় আসীন ব্যক্তিদের জন্য প্রশংসা কীর্তনমূলক কবিতাও তিনি রচনা করেন নাই। তাই তাঁহার দীওয়ানে মাদীহ-এর উপস্থিতি কম; অন্যদিকে ব্যক্তি ও গোত্র সম্পর্কিত অহংকারজ্ঞাপক কবিতার অস্তিত্ব প্রচুর। কবি হিসাবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বদান্যতা, বিস্তের প্রতি ঘৃণা, সাহস ও সহনশীলতার মত বেদুঈনসুলভ গুণাবলীর সপক্ষে বক্তব্য রাখিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে মরুভূমি, আবহাওয়ার নানা বিষয়, উট, বন্য পশু, বিশেষত মায়সির নামে অভিহিত জুয়া খেলায় ব্যবহৃত তীরের বর্ণনা (ওয়াসুফ)-মণ্ডিত। ঐ তীরের (কিদাহ) বিষয়টিকে তিনি এমনই গুরুত্ব দেন যে, তাঁহাকে কেহ কেহ কিদাহ ইবন মুক্বিল নামে সম্বোধন করিতে থাকে (ইবন কুতায়বা, শি'র, ৪২৭)। তিনি কার্যত কিংবদন্তীর খ্যাতি লাভ করেন। ভাষাবিজ্ঞানিগণ তাঁহার রচনাবলী নিজেদের কাজে লাগান (সীরাওয়ায়হু তাঁহার কথা ১০ বার উল্লেখ করিয়াছেন; আরও দ্র. যেমন আল-মুবাব্বরাদ, কামিল, ৪৯৮; আল-বাগ-দাদী, খিয়ানা, ব্লাক, ১খ, ১১১-১৩, কায়রো, ১খ, ২১১-১৫, শাহিদ ৩২ ইত্যাদি) এবং তাঁহার কবিতায় বহু স্থানের নামোল্লেখ থাকায় ভৌগোলিক অভিধান প্রণেতাগণ তাঁহার কবিতাগুলিকে উৎস হিসাবে কাজে লাগান (ম্ম'কুত' তাঁহার মু'জামুল-বুলদানে ১৪২ বার তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন)।

তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের নানা বিষয়ের জন্য অতিমাত্রায় শোক প্রকাশ করেন এবং মূলত সেজন্যই তাঁহার নিন্দা করা হয় (ইবন সালাম,

তাবাকাত, ১২৫; দ্র. দীওয়ান, ১২৯-৪১)। এই কারণে তিনি প্রতিকূল অবস্থায় পড়েন এবং সম্ভবত এইজন্যই তাঁহার কাব্যকর্ম সম্পর্কে তাঁহার সমালোচকদের মূল্যায়নে বেশ ভারতম্য লক্ষ্য করা যায়। খিদাশ ইবন যুহারর, আল-আসওয়াদ ইবন যা'ফুর ও আল-মুখাব্বাল ইবন রাবী'আর মত অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখযোগ্যদের সঙ্গে জাহিলিয়া যুগের কবিদের মানক্রম বিচারে ইবন সালাম তাঁহাকে পঞ্চম স্থানের মর্যাদা দিয়াছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ইবন সালাম নিজে আল-আখত'ালকে নিন্দা করিলেও (দীওয়ান, ১০৯-১২, ৩১২-১৪) কথিত আছে, তিনিই তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত অনুকূল মত প্রকাশ করেন (ছা'লাব, মাজালিস, ৪৮১; ইবন রাশীক, 'উমদা, ১খ, ৮০)। পক্ষান্তরে আল-আসমা'ঈ (দ্র.) তাঁহাকে আদৌ ফুহুলগণের একজন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই (আল-মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, ৮০)। উল্লিখিত দারুণ প্রতিকূল রায় সত্ত্বেও অবশ্য আল-আসমা'ঈ তাঁহার দীওয়ান সংকলন হইতে বিরত হন নাই। এই দীওয়ানের ব্যাপারে আবু 'আমর আশ-শায়বানী, আত-তুসী, ইবনু'স-সিন্ধীত ও আস-সুঙ্কারী (ফিহরিস্ত, সম্পা. কায়রো, ২২৪) তাহাদের কড়া মূল্যায়ন করিয়াছেন এবং মুহাম্মাদ ইবনু'ল-মু'আত্তা আল-আযদী (য়া'কুত', উদাবা', ১১খ, ৫৫) উহার একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন। ঐ সমালোচনা বা মূল্যায়নসমূহের অন্তত একটি ইবন রাশীকের 'উমদা নামে আফ্রিকায় পরিচিত। ইবন শারারফের মাসা 'ইলু'ল-ইনতিকাদ নামেও (শারারফ ইবন মুক্বিলের কবিতাকে প্রাচীন রীতির ও দৃঢ় গঠনসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) গ্রন্থে ও আল-আন্দালুস (দ্র. ইবন খায়র, ফাহরাসা, ৩৯৭)-এ ইহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। তবে অতি সাম্প্রতিককালে চোরুমে (corum) (দ্র. চোরুমে) লেখকের পরিচয়বিহীন সমালোচনামূলক একটি পাণ্ডুলিপির সম্মান পাওয়া গিয়াছে। 'ইয্যাত হাসান অত্যন্ত যত্ন সহকারে (দামিশুক ১৩৮১/১৯৬২) দীওয়ানের এক সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ঐ সংস্করণে তিনি পরিশিষ্ট হিসাবে একটি যায়ল (পরিশিষ্ট) ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু নির্দিষ্ট যোগ করিয়া দেন; আরও একটি সংস্করণের প্রণেতা Ahmet I. Turek, Ankara 1965।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে প্রধান সূত্রগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। (১) 'ইয্যাত হাসান দীওয়ানের ভূমিকায় জ্ঞাত কিছু জীবনীমূলক তথ্যের একটা ফাঁকা ফাঁকা বিবরণ ও ইবন মুক্বিলের আ'লাম, নির্ঘণ্ট; (২) ওয়াহহাবী, 'মারাজি', ১খ, ১২৩-৫, যেখানে কিছু নূতন সূত্র-নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে।

Ch. Pellat (E.I. 2) / আফতা'ব হোসেন

ইবন মুক্বলা (ابن مقالة) : আবু 'আলী মুহাম্মাদ ইবন 'আব্বাসী খিলাফাতের যুগে উযীর (Vizier) ছিলেন। তিনি ২৭২/৮৮৫-৬ সালে বাগ-দাদে জনপ্রহণ করেন এবং ফার্স-এ ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে তাঁহার কর্ম জীবন আরম্ভ করেন। ২৯৬/৯০৮ সালে ইবনু'ল-ফুরতে (দ্র.)-এর মন্ত্রিত্ব লাভের পর তাঁহাকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সচিবের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকারী চিঠিপত্র খোলা ও প্রেরণের দায়িত্ব ছিল তাঁহার উপর ন্যস্ত। ইবনু'ল-ফুরাতের দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় (৩০৪/৯১৭ হইতে ৩০৬/৯১৯ পর্যন্ত) তিনি তাঁহার (ইবনু'ল-ফুরাতের) সহিত মনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেন। কিন্তু মনিবের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে তাঁহার কোন বিবেক-যত্না ছিল না; এই কারণেই ইবনু'ল-ফুরাতের তৃতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময় প্রশাসনিক সদস্যদের মধ্যে তাঁহার অন্তর্ভুক্তি হয় নাই। যাহা হউক, 'আলী ইবন 'ঈসা

(দ্র.) তাঁহার দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময়ে (৩০৫-১৬/৯১৭-২৮) সরকারী সম্পত্তির দীওয়ানের দায়িত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক (Chamberlain) নাসর-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার নেক নজরের কল্যাণে ৩১৬/৯২৮ সালে মন্ত্রিত্ব (Vizierate) লাভ করিতে এবং ৩১৮/৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকিতে সক্ষম হন। সেই সময় যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছিল, বেশ সাফল্যের সহিত তাহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম হইলেও তিনি সামরিক নেতৃত্বের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসন করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময়ে ৩১৭/৯২৯ সালে একটি ব্যর্থ প্রাসাদ বিপ্লব হয় যাহাতে আল-মুকতাদিরের স্থলে সাময়িকভাবে তাঁহার ভাই ক্ষমতাসীন হন। ইবন মুক্লা মন্ত্রী হিসাবে বহাল থাকেন; কিন্তু 'আলী ইবন 'ঈসার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য হন। অধিকতর 'আলী ইবন 'ঈসা বিশেষভাবে মাজালিম 'আদালত ব্যবস্থার দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। অন্যপক্ষে প্রধান সেনাপতি মু'নিসের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি লাভে অক্ষমতাও ইবন মুক্লার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ইবন মুক্লা খালীফা আল-কাহির কর্তৃক পুনরায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ছয় মাস (৩২০-২১/৯৩২-৩৩) যাবত সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি বড়ই অনিশ্চিত ছিল এবং তিনি খলীফার বিরোধিতার সম্মুখীন হন। খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া তিনি পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। অবশ্য কয়েক মাস পর তিনি খলীফাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিতে সমর্থ হন। নূতন খলীফা আর-রাদী-র খিলাফতকালে তাঁহার তৃতীয়বারের মন্ত্রিত্বের মেয়াদ ছিল ৩২২/৯৩৪ হইতে ৩২৪/৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তাঁহার কুটবুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি আল-মাওসিল-এ হামদানী আমীরদের উপর অথবা ওয়াসিত-এর গভর্নর ইবন রা'ইক-এর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই এবং তিনি অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটের মুকাবিলা করিতেও ব্যর্থ হন। তাঁহার এই মর্যাদাহানি প্রকৃতপক্ষে খলীফাদের স্বাধীনতার অবসান সূচনা করে এবং কয়েক মাস পরেই প্রথম আমীরুল-'উমারা' (দ্র.) নিয়োগ করা হয়। ইবন মুক্লার প্রচেষ্টা কোন সাফল্য লাভ করে নাই। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে আল-মুকতাদিরের খিলাফতের অবসানের পর যে সুনী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি তাহাতে সাফল্যজনক সমর্থন দিয়াছিলেন।

ইবন রা'ইক আমীরুল-'উমারা' নিযুক্ত হইলে ইবন মুক্লা ও তাঁহার যেই পুত্র তাঁহার দ্বিতীয় দফা মন্ত্রিত্বের সময়ে দক্ষতার সহিত তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করিয়াছিল, উভয়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নূতন আমীরুল-'উমারা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ইহাতে এত দূর অগ্রসর হন যে, খলীফা তাঁহাকে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করেন এবং ইবন রা'ইক তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কর্তন করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে যখন আমীর বাজকাম বাগদাদ অভিযুক্ত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ইবন মুক্লার জিহবা কর্তন করিয়া দেওয়া হয় এবং তিনি অবহেলিত ও বন্দী অবস্থায় ১০ শাওওয়াল, ৩২৮/২০ জুলাই, ৯৪০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও ইবন মুক্লা একজন বিখ্যাত হস্তলিপিবিদ (Calligrapher) ছিলেন। আল-খাতুল'-মানসূব অর্থাৎ 'সুবিন্যস্ত হস্তলিপি' নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের হস্তলিপির আবিষ্কারগুণে তাঁহার বা তাঁহার ভাইয়ের নাম উল্লিখিত হয়। পরবর্তীকালে ইবনুল'-বাওওয়াল (দ্র.) এই বিশেষ লিখন পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. Sourdél, Vizirat, index ; (২) H. Bowen, The life and times of 'Ali ibn 'Isa, the Good Vizier, index ; (৩) ইবন খাল্লিকান, বৃলাক সং, ১খ, ৪৯২; (৪) প্রাণ্ডজ, অনু. de Slane, ৩খ, ২৬৬-৭১; (৫) D. S. Rice, The unique Ibn al-Bawwab manuscript, Dublin 1955, p. 5.

D. Sourdél (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন মুকাররাম (দ্র. ইবন মানজুর)

ইবন মুজাহিদ (ابن مجاهد) : আছ'মাদ ইবন মুসা ইবনিল'-আব্বাস আবু বাকর আত-তামীমী (২৪৫-৮৫৯-৩২৪/৯৩৬), বাগ'দাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি কু'রআনের বিভিন্ন প্রকার পাঠ (قرأت) অধ্যয়ন, বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ এবং কু'রআনের সপ্তপাঠ (القرأة السبعة)-এর উপর প্রথম পুস্তক রচনার জন্য বিখ্যাত। আল-খাতীব আল-বাগদাদী তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত (ছিকা মা'মুন) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ব্যাকরণবিদ আছ'মাদ ইবন য়াহহার ২৮৬/৮৯৯ সালে বর্ণিত একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, তখনকার দিনে আবু বাকর ইবন মুজাহিদ অপেক্ষা আর কাহারও কু'রআন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান ছিল না। কু'রআনের সপ্তপাঠ বিষয়ে রচিত তাঁহার পুস্তকের ভাষ্য (شرح) আবু 'আলী আল-ফারিসী (মু. ৩৭৭/৯৮৭) তিন খণ্ডে এবং ইবন খালাওয়ায়হ (মু. ৩৭০/৯৮০) রচনা করিয়াছেন। হাজ্জী খালীফা (মু. ১০৬৭/১৬৫৭) বলেন, তাঁহার নিকট উভয় ভাষ্য এবং গ্রন্থের মূল পাঠ (متن) সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার গ্রন্থ ফিহরিস্ত-এ ইবন মুজাহিদের কিছু সংখ্যক পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সমাপ্ত করা হইয়াছে। তিনি নিজ আবেদনক্রমে ইবন মাসু'উদ, উবায়িয়া ইবন কা'ব ও 'আলী ইবন আবি তালিব (রা) অনুসৃত কু'রআনের পাঠসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে কতপক্ষকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, পৃ. ৩১; (২) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ১৪৪-৮ (নং ২৫৮০); (৩) অল-জাযারী, গ'য়াতুল'-নিহায়া (Bibl. Isl. ৮ (ক) ১৩৯ (নং ৬৬৩); (৪) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ২০০৪; (৫) ইবনুল'-ইমাদ, শাযারাত, সন ৩২৪; (৬) L. Massignon, La passion d'al-Hallaj, ১খ, ২৪০-৪৫; (৭) G. Bergstrasser এবং O. Pretzl, Geschichte des Qurans, ৩খ, ২১০-১৩; (৮) Brodtkelmann, ১খ, ২০৩, পরি. ১, ৩২৮।

J. Robson (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন মুতায়র (ابن مطير) : আল-ছ'সায়ন ইবনুল'-মুতায়র ইবনিল'-মুকাশিল আল-আসাদী, ২য়/৮ম শতকের 'আরব কবি। তাঁহার দাদা মুকাশিল-এর মুকাতাবা (দ্র.) বা ক্রীতদাস অবস্থা হইতে মুক্তির পরে তিনি বানু আসাদ গোত্রের একজন মাওলা ছিলেন এবং আছ'-ছা'লাবিয়া (দ্র.)-এর অধিবাসী ছিলেন। সেখান হইতে তিনি সমগ্র 'আরব উপদ্বীপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, বিশেষ করিয়া তিনি আল-মাদীনাতে গমন করেন, সেখানে একবার তাঁহাকে মদীনার গভর্নরের সঙ্গে দেখা গিয়াছিল। সম্ভবত তিনি আল-ওয়ালীদ ইবন য়াহীদের সম্মুখেও কবিতা পাঠ

করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যামানে অবস্থানের পর হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের প্রকৃত সূচনা হয়। সেখানে তিনি ১৪১ হইতে ১৫১/১৫৮ হইতে ১৬৮ পর্যন্ত সময় যাবত নিযুক্ত সে প্রদেশের গভর্নর মা'ন ইবন যা'ইদা (দ্র.)-র পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন, পরে তাঁহার মৃত্যুতে তিনি শোকগাথা রচনা করেন (মা'ন-এর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতপার্থক্য রহিয়াছে, সম্ভবত তিনি মারা যান ১৫২/১৬৯ সালে)। সেই মারহিয়া এতই বিখ্যাত হয় যে, স্বয়ং খলীফা আল-মাহদী তাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু খলীফা একবার হাজ্জ করিতে আসিলে কবি এক সুযোগে সুকৌশলে তাঁহার সম্মুখে কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে সক্ষম হন এবং তাঁহার সঙ্গে রাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তিনি খলীফার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেন। তবে কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই অবগত হওয়া যায়। কেবল কয়েকটি বর্ণনায় যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি অবলম্বনেই মোটামুটি জীবন বৃত্তান্ত অংকন করা যায়।

ইবন মুতায়র বেদুঈন রীতিনীতি পালন করিতেন এবং তাঁহার কবিতাও বেদুঈনদের ধরনেরই ছিল। কঠোর সমালোচকগণেরও অধিকাংশ ভাষার উৎকর্ষ ও পটভূমির সৌন্দর্যের বিবেচনায় ইবন মুতায়র-এর কবিতার উচ্চ মানের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রশস্তি পাথা ব্যতীতও তাঁহার যে সকল কবিতা অদ্যাবধি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে কিছু সংখ্যক বর্ণনামূলক কবিতা এবং সুপ্রাচীন কবিগণের ধারায় রচিত কিছু সংখ্যক প্রণয়মূলক ও ভোগ-লালসার কবিতা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান, নির্দেশিকা; (২) ইবনুল-মু'তায়, তাবাকাত, ৪৭-৯; (৩) ইবন কুতায়বা, শির, ৩৭-৯; (৪) মুবারাদ, কামিল, নির্দেশিকা; (৫) হুসরী, যাহুর, ৭৯৪, ৯৮০, ৯৮১; (৬) আগানী, ১৪খ, ১১০-৪ (বৈরুত সংস্করণ, ১৫খ, ৩৩১-৮); (৭) যাকূত, উদাবা', ১০খ, ১৬৬-৭৮; (৮) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ১৮৫, ২খ, ১১২; (৯) ইবন শাকির, ফাওয়াত, ১খ, ২৮৪; (১০) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, ২৩১; (১১) বাগ'দাদী, খিযানা, ব্লাক সংস্করণ, ২খ, ৪৮৫; (১২) ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক; ৪খ, ৩৬২-৪; (১৩) 'আসকারী, সিনা'আতায়ন, নির্দেশিকা; (১৪) G. Rothstein, Lahmidan, index; (১৫) এফ. বুসতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ, ৪৫।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ূন খান

ইবন মু'তী (ابن معطي) : আবুল-হু'সায়ন যাহ'য়া ইবন আবদি'ন-নূর যায়নু'দ-দীন আফ-যাওয়াবী, মাগ'রিবী বৈয়াকরণ, জ. ৫৬৪/১১৬৮-৯, মৃ. কায়রো ৬৮২/১২৩১। পাশ্চাত্যে আল-জুহুলীর নিকট পড়াশুনা করিয়া তিনি প্রাচ্যে গমন করেন। সেখানে প্রথমে দামিশকে ও পরে কায়রোতে ব্যাকরণ শিক্ষা দান করেন। ইবন মু'তী ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থের উপরে টীকা রচনা করেন এবং আভিধানিক গ্রন্থসমূহকে কাব্যে রূপান্তরিত করেন। তিনিই সম্ভবত ছিলেন প্রথম লেখক যিনি এক হাজার শ্লোকে (আলফিয়া) একখানি ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ আদ-দুররা'তুল-আলফিয়া ফী 'ইলমিল-আরাবিয়া, ৫৯৫/১১৯৮-৯ সালে সমাপ্ত হয় এবং তাহার পর হইতে ইহার কয়েকখানা ভাষ্য রচিত হয়। K. V. Zettersteen ইহার একখানি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করেন (Leipzig 1900)। ইবন মু'তী কিতাবুল-ফুসুল নামে

গদ্যেও একখানি ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। উহার প্রথম দুই অধ্যায় E. Sjogren কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (Leipzig 1899)।

গ্রন্থপঞ্জী : Brockelmann, I, 366-7, S I, 530-1.

G. Troupeau (E.I.²)/হুমায়ূন খান

ইবন মুনাযির (ابن منذر) : মুহা'ম্মাদ, ব্যঙ্গ কবি, এডেনের অধিবাসী, শিক্ষা লাভের জন্য বসরায় যান, সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং বানু সুবায়র ইবন য়ারবু' (তামীম)-এর মাওলা হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। বসরার যে সকল শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট তিনি ব্যাকরণ, কুরআন পাঠ, অভিধানবিদ্যা, হাদীছ প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের জীবনাদর্শ অনুসরণে তিনি ধর্মনিষ্ঠ ও অধ্যয়নশীল যৌবন অতিবাহিত করেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধু 'আবদুল-মাজীদ ইবন 'আবদিল-ওয়ালহাব আছ-ছাকাফীর মৃত্যুতে (যাঁহার স্মরণে তিনি তাঁহার বহু প্রশংসিত শোকগাথা রচনা করেন) তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাগয়ীরুল-মুনকার সংক্রান্ত তাহাদের 'আকীদার নীতি প্রয়োগ করিয়া মু'তায়িলীগণ তাঁহার মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে বাধ্য হন। এই মসজিদে তিনি বৃশ্চিক নিক্ষেপ করেন এবং উয়ুর জন্য সংরক্ষিত পানিতে কালি ঢালিয়া দেন। ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রতি তাঁহার কটুক্তি, প্রতিবেশীদের মর্যাদায় আঘাতকারী তাঁহার আদিম আক্রোশ ও তাঁহার অসদাচরণের কারণে তাহাকে যান্দাকা (زندقة) অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হয় এবং তিনি বসরা হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সম্ভবত ১৯৮/৮১৩ সালে সেখানে দরিদ্র দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আল-মাহদী ও হারুনুর-রাশীদের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রশস্তি তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কিছু পুরস্কার লাভ ঘটে, কিন্তু বারমাকীদের স্তুতিগাথা তাঁহাদের পতনের পর তাঁহাকে কঠোর ভৎসনার সম্মুখীন করিয়া তোলে। আবুল-'আতাহিয়া (দ্র.)-র মতে তাঁহার কবিতার মূল্য ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে আবান আল-লাহিকী (দ্র.) স্বীকার করেন যে, শোকগাথা রচনায় তাঁহার কিছুটা দক্ষতা থাকিলেও প্রাণোচ্ছল ও বিদ্বেষণর্ভ ব্যঙ্গরসের কল্যাণে তাঁহার সাফল্য ছিল প্রধানত ব্যঙ্গ রচনানির্ভর। তিনি 'আদী ইবন যায়দ (দ্র.)-এর অনুকরণে প্রয়াসী হন এবং তাঁহার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁহার রচনা ছিল অত্যন্ত মধুর গতিসম্পন্ন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান, হায়াওয়ান, বুখালা', নির্ঘণ্টসমূহ; (২) ইবন কুতায়বা, শির, ৫৫৩-৫; (৩) ঐ লেখক, 'উযুনুল-আখ'বার, ১খ, ৬৩, ২৪৬, ৩খ, ১৩৮; (৪) ইবনুল-মু'তায়, তাবাকাত, ৪৯-৫৩; (৫) মুবারাদ, কামিল, ৪৭৪ প.; (৬) আগানী, ১২খ, ৯-৩০ (Beirut ed., xviii, ১০৩-৪২); (৭) সুলী, আওরাক, সম্পা. সাওবী, ৩২-৩; (৮) খাতীব বাগ'দাদী, ৭খ, ৪৩৩; (৯) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, ২৯৫-৬; (১০) 'আসকারী, সিনা'আতায়ন, নির্ঘণ্ট; (১১) আসকালানী, লিসানুল-মীযান, ৫খ, ৩৯০-৩; ৬খ, ৪৮৮; (১২) যাকূত, উদাবা', ১৯খ, ৫৫-৬০; (১৩) সুযুত'নী, মুযহির, ১খ, ২৪৯-৫০; (১৪) ঐ লেখক, বুগ'য়া, ১০৭; (১৫) ইবনুল-জাযারী, কুররা', ২খ; (১৬) I. Goldziher, Muh. Stud. ii, 134; (১৭) G. Vajda, Zindiqs, 215; (১৮) Ch. Pellat, Milieu, 169 and index.

Ch. Pellat (E.I.²)/শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

ইবন মুন্নীর (দ্র. আত-তারাবুলুসী আর-রাফফা')

ইবন মুফলিহ (ابن مفلح) : শামসু'দ-দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুফলিহ আল-মাক্কাদী, হা'ম্বালী ফাকীহ, ফাকীহগণের এক বৃহৎ পরিবারের প্রধান, যাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তি ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনতিকাল করেন। শামসু'দ-দীন হা'ম্বালী কাদিল-কুদাত জামালুদ-দীন আল-মারদাবী (৭০০-৭৬৯/১৩০০-১৩৬৭)-র কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার জীবনীকারণণের মতে এই বিবাহ হইতে তাঁহার সাতটি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জীবনী সূত্র হইতে প্রাপ্ত বংশ তালিকায় দেখা যায় যে, তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল এবং ১০৩৮/১৬২৮ (অথবা ১০৩৫) সালে শিহাবু'দ-দীন আহ্মাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটির সমাপ্তি ঘটে। শিহাবু'দ-দীন আহ্মাদ ৯৯ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র আব্দুল-লাতীফ (মৃ. ১০৩৬/১৬২৬ অথবা ১০৩৫) পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন (পিতা ও পুত্রের জন্য দ্র. শাত্তী. মুখ্ওসার তাবাকাতিল-হানাবিলা, দামিশুক ১৩৩৯/১৯২১, ১০১-৩)।

শামসু'দ-দীন তৎকালীন হা'ম্বালী লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রণেতাগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার বিদ্যমান গ্রন্থসমূহে বিলুপ্ত পূর্ববর্তী হা'ম্বালী গ্রন্থসমূহের অনেক তথ্যই সংরক্ষিত রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার আদাবু শার'ইয়া (তিন খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০) গ্রন্থটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে ইবন আকীল (দ্র.) প্রণীত কিতাবুল-ফুনূন-এর অনেক উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ফিক্হ সম্পর্কীয় তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'উসুলিল-ফিক্হ পাণ্ডুলিপি আকারে (বার্লিন ৪৩৯৯) সংরক্ষিত আছে। তাঁহার অপর একটি গ্রন্থ 'কিতাবুল-ফুরূ' (তিন খণ্ডে, ১৩৩৯/১৯২১) আহ্মাদ ইবন হাম্বাল-এর প্রকৃত আইনগত মত প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত প্রধানতম হা'ম্বালী গ্রন্থসমূহের অন্যতম। দামিশুক নগরীর আল-জাওযিয়াঃ, আসু'-সাহিবিয়া ও আল-'উমারিয়া নামক তিনটি হা'ম্বালী মাদ্রাসার রচনা ও অধ্যাপনা জীবনের পর এই মনীষী ৭৬৩/১৩৬২ সালে ইনতিকাল করেন।

শামসু'দ-দীনের বংশধরগণের কিছু সংখ্যক নামের সাদৃশ্য, বিশেষত বুরহানু'দ-দীন ইব্রাহীম নামধারী পাঁচজনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে।

শামসু'দ-দীনের পুত্র ৮০৩/১৪০০ সালে মৃত বুরহানু'দ-দীন। তিনি কাদিল-কুদাত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং হা'ম্বালী মায'হাবের ইতিহাস তাবাকাতু আসু'হাবিল-ইমাম আহ্মাদ রচনা করেন, যাহার অধিকাংশই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল বলিয়া কথিত। নু'আয়মী তাঁহার 'দারিসু ফী তারীখিল-মাদারিস' (তাঁহার সম্পর্কে দ্র. ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৭খ., ২২-৩) গ্রন্থে যে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা সেই গ্রন্থ নহে। এই বুরহানু'দ-দীনের একই নামের একজন পৌত্র (শামসু'দ-দীনের প্রপৌত্র) ছিলেন। ৯১৭/১৫১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয় (দ্র. শাযারাত, ৮খ., ৭৭)। তৃতীয় বুরহানু'দ-দীন শামসু'দ-দীনের পৌত্র ছিলেন এবং ৮৭৬/১৪৭১ সালে ইনতিকাল করেন (দ্র. শাযারাত, ৭খ., ৩২১)। শামসু'দ-দীনের অপর এক প্রপৌত্রও তাঁহার পূর্বপুরুষ প্রথম বুরহানু'দ-দীনের ন্যায় কাদিল-কুদাত ছিলেন এবং তাঁহার মতেই 'আল-মাক্কাদু ল-আরশাদ ফী তারজামাতি আসু'হাবি আহ্মাদ' শীর্ষক হা'ম্বালী মায'হাবের একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। নু'আয়মী তাঁহার দারিস গ্রন্থে ইহার ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. শাযারাত, ৭খ., ৩৩৮-৯; নু'আয়মী সম্পর্কে দ্র. Bibl.)। শেষোক্ত জনের পৌত্রই ছিলেন সর্বশেষ জ্ঞাত বুরহানু'দ-দীন ইব্রাহীম যাহার মৃত্যু হয় ৯৬৯/১৫৬১ সালে।

সর্বশেষে ইবন মুফলিহগণের একজন আক্‌মালু'দ-দীন মুহাম্মাদ (৯৩০-১০১১/১৫২৩-১৬০২) আবু শামা-র আখবারু'দ-দাওলাতায়ন গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণসহ দামিশুক ও কায়রো সম্পর্কে কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন (দ্র. শাত্তী, মুখ্ওসার, ৯৩-৫)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শামসু'দ-দীন ইবন মুফলিহ সম্পর্কে দ্র. Brockelmann, ১খ, ১০৭ sii ১২৯, এবং তথায় উল্লিখিত গ্রন্থাবলী। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহওঃ (২) মুহাম্মাদ জামীলু'শ-শাত্তী, মুখ্ওসার তাবাকাতিল-হানাবিলা, ৬২-৩; (৩) নু'আয়মী, আদ-দারিস ফী তারীখিল-মাদারিস, দুই খণ্ড, দামিশুক ১৯৪৮-৫১ খৃ. নির্ঘণ্ট, হা'ম্বালী মায'হাবের ইতিহাসে শামসু'দ-দীন ইবন মুফলিহ-এর স্থান সম্পর্কে দ্র.; (৪) H. Laoust, Le Hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides, in el, ২৮খ, (১৯৬০ খৃ.), ৬৮-৯, ও টীকা ৩৬৯-৭০। হা'ম্বালীদের রচিত তাবাকাত গ্রন্থের ইতিহাসে দুই বুরহানু'দ-দীনের তাবাকাত গ্রন্থসমূহের স্থান সম্পর্কে দ্র. (৫) G. Makdisi, Ibn Aqil et la resurgence de l'islam traditionaliste au XI^e Siecle (PIFD, ১৯৬৩ খৃ.), ৫৫ প. (নং ৭ ও ৮)। এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. (৬) নু'আয়মী, দারিস, index, s. v. মুফলিহ।

G. Makdisi (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন মুফাররিগ (ابن مفرغ) : আবু 'উছমান যায়ীদ ইবন যিয়াদ ইবন রাবী'আঃ ইবন মুফাররিগ আল-হিমযারী, ১ম/৭ম শতাব্দীর বসরার একজন নিম্ন স্তরের কবি। তাঁহার হিমযারী বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে এবং সম্ভবত তাঁহার পূর্বপুরুষ মুফাররিগ একজন ক্রীতদাস ছিলেন। ইবন মুফাররিগের জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৩৬-৪০/৬৫-৭০ সালের দিকে যখন আহুওয়ায়ের এক ইরানী রমণীর সহিত তাঁহার প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। পরবর্তীকালে তিনি 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী বাকরাঃ [দ্র.] এবং সা'ঈদ ইবন 'উছমান ইবন 'আফফানের সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে যখন তিনি ৫৪/৬৭৪ সালে সিজিস্তান অভিযুখে 'আব্বাদ ইবন যিয়াদ [দ্র.]-এর অনুগামী হইতে মনস্থ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শীঘ্রই সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে এবং কবি কিছুকালের জন্য কারাগারে নিষ্ক্রি হন। মুক্তি লাভের পর তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু এক শহর হইতে আর এক শহরে ঘোরাফেরা করিতে বাধ্য হন এবং যিয়াদ পরিবারের কুৎসা গাওয়া বেড়াইতে থাকেন। অবশেষে তিনি বসরায় 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ (দ্র.)-এর হাতে শ্রেফতার হন। 'উবায়দুল্লাহ তাঁহাকে আদিম পন্থায় শাস্তি দান করিতে মনস্থ করেন। তাঁহাকে রেচন-গলধকরণে বাধ্য করিয়া একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করান হয় এবং গাধাটির সঙ্গে একটি শূকরী ও একটি বিড়াল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর এই অদ্ভুত পন্থায় তাঁহাকে দিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করান হয়। ইবন মুফাররিগ-কে অতঃপর 'আব্বাদের নিকট প্রেরণ করা হয় যিনি তাঁহাকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এইবার একমাত্র দামিশকের যামানীগণের হস্তক্ষেপের কারণে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অবশেষে যায়ীদ ইবন মু'আবি'য়াঃ তাঁহার প্রতি সদয় হন এবং 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের নিকট হইতে ক্ষমা লাভের পর তিনি কিরমানে বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। ৬৪/৬৮৪ সালে যায়ীদ মৃত্যুবরণ করিলে ইবন মুফাররিগ তাঁহার নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন, সেখান হইতে পূর্বেই

‘উবায়দুল্লাহকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। ৬৯/৬৮৯ সালে প্লেগের মহামারীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইবন মুফাররিগের দুঃসাহসিক অভিযানসমূহে কিছুটা লোককাহিনীর রং চড়ান হইলেও তাঁহার জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তাঁহার বিদ্যমান কবিতাসমূহে ইহার ছাপ সুস্পষ্ট। যদিও মূলত একজন প্রাদেশিক কবির ঘটনা বিরল জীবন তাঁহার জন্য সম্ভবত নির্ধারিত ছিল, যাহার প্রধান কাজ হইত স্থানীয় অভিজাত মহলের দান-দক্ষিণা আহরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তবুও তিনি অদৃশ্য পরিস্থিতির চাপে এক প্রকারের বিতর্কিত কবিতা পরিণত হইয়াছিলেন, যাহার সাহিত্যকর্ম গঠন ও সৌকর্ষের তুলনায় বিষয়বস্তুতে অধিকতর মূল্যবান এবং যাহা যিয়াদ পরিবার ও পরোক্ষভাবে উমায়্যা বংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের কারণে অংশত সংরক্ষিত আছে। রীতিসম্মত বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁহার সহিত যে খারাপ ব্যবহার করা হয় তাহার ফলে সৃষ্ট এই বিরোধিতা এক যুদ্ধবন্দেহী মানসিকতার জন্ম দেয় এবং ইহারই ফলশ্রুতিতে কবির বংশধরগণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে পক্ষ অবলম্বন করেন। বস্তুত তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ একজন খারিজী ছিলেন এবং পৌত্র ইসমাতিল আস-সায়্যিদ আল-হিমযারী (দ্র.) একজন শী‘ঈ কবি হিসাবে দুর্নাম অর্জন করিয়াছিলেন।

ইবন মুফাররিগের দীওয়ান কখনও একত্র করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সাহিত্যকর্মের মধ্যে কেবল ৩০০টি শ্লোক আদাব, ব্যাকরণ ও অভিধানের বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে (তিনি বিশেষ করিয়া ৩১, ১ পংক্তিতে আল্লাযীর-র স্থলে হাযা ব্যবহার এবং তাঁহার অশ্বতর ‘আদাসের নাম সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন)। তাঁহার যৌবনকালের প্রেমের কবিতা ও গুভানুধ্যায়ীদের প্রশংসায় রচিত কবিতায় কোনরূপ মৌলিকত্ব নাই, কিন্তু অপর পক্ষে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে রচিত তীব্র নিন্দাপূর্ণ রচনায় কিছু কিছু মৌলিক উপাদান রহিয়াছে, বসরাবাসিগণ ‘উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের প্রতি শক্রভাবাপন্ন ছিল বলিয়া উহা হইতে তাহার আনন্দ অনুভব করিত। ফারসী ভাষায় কবিতার তিনটি পংক্তিও উক্ত রচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই ভাষাটি বসরায় পরিচিত ছিল। পরিশেষে উল্লেখ্য যে, আল-আসুমানী তাঁহার বিরুদ্ধে ‘তুব্বা’ (দ্র.)-র জীবন-চরিত ও তাঁহার কবিতা আবিষ্কারের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছুই জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জ : (১) বালায়ূ‘রী, আনসাব, ৪খ, ৭৭ প.; (২) ইবন সালাম, আবাকাত, পৃ. ১৪৩-৪; (৩) ইবন কুতায়বা, শির, পৃ. ৩১৯-২৪; (৪) তাবারী, ২খ, ১৯১-৫; (৫) আগানী, ১৭খ, ৫১-৭৩; (৬) বাগ্দাদী, খিয়ানাঃ, কায়রো, ৪খ., ২৪৪-৫১; (৭) ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৯ খ., ৫খ, ৩৮৪-৪০৯; (৮) ইবনুল-আছীর, ৩খ, ৪৩১-৩; (৯) যাকূত, ইরশাদ, ৭খ, ২৯৭-৮; উদাবা’, ২০খ, ৪৩-৬; (১০) H. Lammens, Le califat de Yazid Ier, in MFOB, ৫/১, ১২৫-৭; (১১) O. Rescher, Abriss, ১খ, ১৫৭-৬১; (১২) C. Z. Nallino, Letteratura, পৃ. ১৩৪ (ফারসী অনু. ২০৭); (১৩) Brockelmann S I, ৯২; (১৪) G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, প্যারিস ১৯৬৩ খ., ৩২; (১৫) ঐ লেখক, Les premiers poetes persans, প্যারিস-তেহরান ১৯৬৪ খ., নির্যক্ট; (১৬) আবুল-কাসিম

হাবীব আল-লুহা ‘নাবীদ,’ ইবন মুফাররিগ দার সীসতান in Rev. Fac. Let. de Meched, ১/২ (১৯৬৬ খ.), ৪৭-৭০; (১৭) Ch. Pellat, Li poite Ibn Mufarrig et son oeuvre, in Mel. Lonis Massignon, ৩খ, ১৯৫-২৩২।

Ch. Pellat (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন মুযাহিম (দ্র. নাসর ইবন মুযাহিম)

ইবন মুয়াস্সার (ابن ميسر) : তাজু‘দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন জালাব রাগিব, ৬২৮-৭৭/১২৩১-৭৮, মিসরীয় ইতিহাসবিদ। রাগিব নামক জনৈক মিসরীয় আমীর কর্তৃক ডিউনিসিয়া হইতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রথমদিকে আনীত জনৈক ডিউনিসিয়াবাসীর বংশধর বলিয়া তাঁহাকে (ইবন জালাব রাগিব) উক্ত উপনাম দেওয়া হইয়াছিল। সুলতান সালাহু‘দ-দীনের নূতন সেনাবাহিনী গঠিত হইলে উক্ত পরিবার সামরিক পেশা হইতে বাদ পড়ায় বেসামরিক জীবনে প্রবেশ করে। মাতৃকুলের জনৈক পূর্বপুরুষ যিনি ফাতি‘মী শাসনামলে একজন আমীর ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিকট হইতে তিনি ইবন মুয়াস্সার নাম প্রাপ্ত হন। ইবন মুয়াস্সার প্রণীত Annales d’Egypte গ্রন্থটি (সম্পা. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খ.; ড্র. G. Wiet, in JA, ১৯২১ খ.) অসম্পূর্ণ ও মাকরীযীর কপি হইতে গৃহীত একমাত্র পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত। মাকরীযীর কপি সম্ভবত পূর্ণ ও ত্রুটিহীন ছিল না। পাতাগুলির সঠিক ক্রমপুনরুদ্ধারের পর যে মূল পাঠ স্পষ্ট হয় তাহাতে ৪৩৯-৫৫৩/১০৪৭-১১৫৮ সন (৫০২-১৪ সনের ফাঁক ব্যতীত) পর্যন্ত সময়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; এতদসঙ্গে ৩৬২-৫/৯৭৩-৬ সন ও ৩৮১-৭/৯৯১-৭ সনের ইতিহাসের দুইটি উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ফাতি‘মীদের ইতিহাসের জন্য আন-নুওয়ায়রীর নিহায়া গ্রন্থে যে প্রচুর সাহায্য লওয়া হইয়াছে তদ্বারা আমরা ৫০২-১৪ সন পর্যন্তের ফাঁক পূরণ এবং উহা যে আয়্যুবী যুগ পর্যন্ত পৌছিয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারি, সম্ভবত সকল ঘটনা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ইহা স্থির করা আরও শক্ত যে, উপরিউক্ত দুইটি অসম্পূর্ণ অংশ সত্য সত্যই ৪র্থ/১০ম শতকের কোন বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করে। পরবর্তী লেখকগণ সাধারণত বলেন যে, মুয়াস্সার আল-মুসাব্বিহীর ইতিহাসের জের টানিয়াছেন যদিও তাঁহার রচনামূল্যের মান আল-মুসাব্বিহীর ইতিহাসের মান অপেক্ষা নিম্নতর। কিন্তু যদি উভয় অসম্পূর্ণ অংশ সত্যিকারভাবে ইবন মুয়াস্সারের রচনা হইয়া থাকে, তবে ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, আল-মুসাব্বিহী ইতিপূর্বে যে কালের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহাই ইবন মুয়াস্সার আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আল-মুসাব্বিহীর সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ তুলনা সম্ভব নহে, যেহেতু তাঁহার ইতিহাসের একমাত্র যে অংশটি বিদ্যমান তাহা ইবন মুয়াস্সারের ইতিহাসের সময়কালের আওতায় পড়ে না; তবুও আল-মাকরীযীর ইতিপূর্বে আজ গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমানে যতটুকু তুলনা সম্ভব তদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৩৮১-৭ সনের অংশটি নিশ্চিতই আল-মুসাব্বিহীর সংক্ষিপ্তসার। অপর যে অংশে মুসাব্বিহীর পূর্বকার ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তিনি তাহার নাম উল্লেখ না করিয়া ইবন যুলাক-এর গ্রন্থ হইতে নকল করিয়াছেন। History of the Kadis of Egypt গ্রন্থে (সম্পা. R. Guest) ইবন মুয়াস্সারের ফাতি‘মী যুগের পূর্বকার অনুচ্ছেদসমূহও উদ্ধৃত হইয়াছে; তবে উহা মিসরীয় কাপীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত অন্য কোন গ্রন্থের অংশ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, উক্ত ইতিহাসের যে প্রধান অংশে ৫শ/১১শ ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের

ফাতিমী শাসনের বিবরণ রহিয়াছে উহা জনৈক আল-মুহান্নাক লিখিত অধুনালুপ্ত কোন গ্রন্থের ভিত্তিতেই প্রধানত রচিত হইয়াছে, যাহা ইবন জাফিরও ব্যবহার করিয়াছেন। যে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সূত্র অবলুপ্ত হইতে তৎসম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও মৌলিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. Masse সম্পাদিত Annales de Egypte-এর ভূমিকা; (২) Cl. Cahen, Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides, in BIFAO, xxxvii (১৯৩৭ খ.), উহাতে আরও সূত্রাদি উল্লিখিত হইয়াছে; (৩) Fr. Rosenthal, A History of Muslim historiography, নির্ঘণ্ট।

Cl. Cahen (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বংশ

ইবন মুলজাম (ابن ملح) : 'আবদু'র-রাহ'মান আল-মুরাদী, ৪০/৬৬১ সনে খলীফা 'আলী (রা)-র হত্যাকারী। কিন্দা গোত্রের ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত 'আবদু'র-রাহ'মান, আল-বুরাক ইবন 'আবদিদ্বাহ ও 'আমর ইবন বাক্বর আত-তামীমীসহ (এই তিনজনই খারিজী) হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার পর মক্কায় একত্রে মিলিত হইয়া হযরত 'আলী (রা), হযরত মু'আবিয়া (রা) ও হযরত 'আম্ব'র ইবনুল-'আস (রা)-র ভুলের কারণে জনগণ যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিল। নাহরাওয়ান (দ্র.)-এর নিহত তাহাদের সহচরণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা উক্ত তিন সাহাবীকে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রত্যেকে তাহার শিকার স্থির করিয়া এবং একই দিনে (১৭ রামাদান) আঘাত হানিবার জন্য একমত হইয়া তাহারা যথাক্রমে কূফা, দামিষক ও মিসরে গমন করিয়াছিল। ইবন মুলজাম কূফায় স্বগোত্রীয় কিন্দার লোকদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তবে গোপন রহস্য ফাঁস হইবার ভয়ে সে তাহার পরিকল্পনা সম্পর্কে কাহাকেও অবহিত না করার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। একদিন সে তায়মূ'র-রিবাব গোত্রের কতিপয় সদস্যের (যাহারা নাহরাওয়ানে তাহাদের নিহত দশ জন সদস্যের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছিল) সহিত ও বিশেষ করিয়া কা'তামি বিনতু'শ-শিজ্জা (قطام بنت الشحنة) নামক এক মহিলার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিল। উক্ত মহিলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল। কয়েকটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তাহার প্রস্তাবে মহিলাটি সম্মত হয়। এই সকল শর্তের মধ্যে ছিল বিবাহের যৌতুক হিসাবে তিন সহস্র দিরহাম, একজন ক্রীতদাস, একজন দাসী ও 'আলী (রা)-র হত্যা। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে সে তাহার পিতা ও ভ্রাতাকে হারাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বাসনা পোষণ করিতেছিল। ফলে সে তাহার এই অনুরোধের সপক্ষে কেবল চাপই প্রয়োগ করে নাই, বরং হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার গোত্রের ওয়ারদান নামক এক ব্যক্তিকে ইবন মুলজামের কার্যে সহায়তার জন্য নিয়োজিত করে। অপরপক্ষে ইবন মুলজাম আশজা' গোত্রের শাবীব ইবন বাজ্জারা নামক এক ব্যক্তিকে তাহার এই দুঃসাহসিক সংকল্পে সহায়তা করিবার জন্য প্ররোচিত করে। এই কর্ম সম্পাদনের পূর্বের রাত্রিতে জামি' মসজিদের অভ্যন্তরে ইবাদাতের জন্য একটি তাঁবুতে কা'তামি প্রবেশ করে এবং সেইখানে ষড়যন্ত্রকারিগণ কা'তামির সঙ্গে সাক্ষাত করে। এই সময় একটি রেশমী ফিতা দ্বারা তাহারা তাহাদের বক্ষ বন্ধন করে (এই অদ্ভুত আচরণের সম্ভাষণক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না)। প্রভৃষের প্রাক্কালে

সংলাতের উদ্দেশ্যে জামি' মসজিদে প্রবেশের জন্য 'আলী (রা) যেই দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন, তরবারী দ্বারা সজ্জিত হইয়া উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় সেই পথে অবস্থান গ্রহণ করে। খলীফাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে শাবীব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার তরবারি দরজার চৌকাঠে লাগিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে সে পলায়ন করিয়া জনতার মধ্যে হারাইয়া যায়। ওয়ারদান সত্তর্পণে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া চাচাতো ভাই কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। কারণ সে ওয়ারদানকে বক্ষ হইতে রেশমী ফিতার বন্ধন খুলিতে দেখিয়া সন্দেহান হইয়াছিল। এইভাবে একমাত্র ইবন মুলজাম উক্ত কর্মের জন্য রহিয়া গেল। "বিচার একমাত্র আল্লাহর হাতে, হে 'আলী! তোমার ও তোমার সঙ্গীদের হাতে নয়" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সে 'আলী (রা)-র শিরোপরি আঘাত করিয়া তাঁহাকে আহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার পর পলাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয় এবং আবু আদমা নামক একজন হামাদানী কর্তৃক ধৃত হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। আহত অবস্থায় 'আলী (রা) গৃহে নীত হইলেন। যাতক ইবন মুলজামকে 'আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত করা হইল। সে ঘোষণা করিল যে, চল্লিশ দিন ধরিয়া সে তরবারি শানিত করিয়াছে এবং নিকৃষ্টতম লোককে হত্যা করার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। 'আলী (রা) উত্তরে বলিলেন, তিনি ইবন মুলজামকেই এই তরবারি দ্বারা নিহত দেখিয়াছেন এবং তাহাকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন।

আত-তাবারীর উল্লিখিত ইতিবৃত্তের উপর ভিত্তি করিয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে পেশ করা হইল, কিন্তু অন্যান্য উৎসে বিভিন্ন রকমের বিশদ বিবরণ ও আলোচনা লক্ষ্য করা যায় যাহার উপর আকর্ষণীয় মন্তব্য সম্ভব।

ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের নাম : কেবল ইস্তী'আব-এর (৪৮১) সূত্রে জানা যায় যে, নাহরাওয়ান যুদ্ধে রক্ষাপ্রাপ্ত একজন খারিজী কর্তৃক 'আলী (রা)-র হত্যার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। কবি নাজাশীর কিছু শ্লোকে (আল-বালায়ু'রী, পত্র, ৫৮৫, পৃ. ২২) এই অপরাধে ইবন মুলজামকে প্ররোচিত করার জন্য মু'আবি'য়ার প্রশংসা করা হইয়াছে। 'আলী (রা)-র হত্যাকারী কুনুয়া (উপনাম) দ্বারা পরিচিত ইবন মুলজামের প্রকৃতপক্ষে নাম ছিল 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন 'আম্ব'র ইবন মুলজাম (আত-তাবারী, পৃ. ৩৪৬; আল বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৬, পং ২২; ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৫)। তাহার প্রতি কয়েকটি নিস্বা (সম্বন্ধবোধক বিশেষণ) আরোপ করা হয়ঃ আল-হিময়রী, আল-মুরাদী ও আল-কিন্দী কেননা সে ছিল (কিন্দা গোত্রের জাবালা শাখার হালীফ (মিত্র) ইবন সা'দ, পৃ. ২৩; আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৭, পৃ. ২২; ইবনুল-আছীর, উসুদ, পৃ. ৩৬) অথবা সম্ভবত বানু হানীফার হালীফ (ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৫), এমন কি তাহাকে আল-মিসরীও বলা হয় (ইবন কাছীর মাত্র, ঐ)। আল-মাস'উদী (পৃ. ৪২৬) আত-তুজীবীও যোগ করিয়াছেন (তুজীবী মুরাদ গোত্রের উপশাখা)। ইস্তী'আব (পৃ. ৪৮১, ইবন শাহরাশূব কর্তৃক অনুসৃত, পৃ. ৯৩) এই নিস্বাটিকে ইস্তী'আব আত-তাজুবী আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাখ্যা বলেন যে, তাজুব হিময়ার গোত্রের একটি শাখা যাহাকে মুরাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এই সূত্র অপর একটি নিস্বা আস্-সাবুনীও যোগ করিয়াছে।

আল-বুরাক ছিল ডাক নাম; মু'আবিয়া (রা)-কে হত্যা করিবার জন্য যেই লোকটি অগ্রসর হইয়াছিল তাহার আসল নাম আল-হাজ্জাজ ইবন 'আবদিদ্বাহ ইবন 'উবায়দিদ্বাহ অথবা ইবন বাক্বর (বালায়ু'রীর মতে, পত্র

৫৭৬, পং ২২ ও ৫৭৭, পং ২২), আর তাহার নিস্বাণ্ডলি ছিল আস-সারীমী (আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৭৭, পং ২২; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৪, ৫৪৯, ৫৫২; আল-মাস'উদী, পৃ. ৪২৭) ও আত-তামীমী আস-সারীমী (ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৫); আদ-দীনাওয়ীরী (পৃ. ২২৭) একাই এই ষড়যন্ত্রকারীর নাম আন-নাযযাল ইবন 'আমির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যেই 'আমর ইবন'ল-আস (রা)-কে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল সে ছিল, ইবন সা'দ (পৃ. ২৩)-এর মতে, বুকাযর (বাকরের স্থলে)-এর পুত্র, তবে উসদুল-গ'াবা (পৃ. ৩৬) অনুসারে তাহাকে 'উমার ইবন বুকাযর নামে অভিহিত করা হইত; আস-সা'দী ছিল তাহার দ্বিতীয় নিস্বা। অন্যান্য উৎসে তাহাকে একজন পারস্যের অধিবাসী হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ এই উৎসসমূহ তাহাকে যাদাওয়ায়হ অথবা যাযাওয়ায়হ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫৩; আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৭৬, ২২ পংক্তিতে যাযাওয়ায়হ-এর সহিত 'আমর সংযুক্ত করা হইয়াছে), উক্ত ব্যক্তি বানু'ল-আনবার ইবন 'আমর ইবন তামীম-এর মাওলা বা মিত্র (আল-বালায়ুরী, পত্র, ৫৭৮, ১৮-২২ পংক্তিতে বানু হ'ারিছা ইবন কা'ব ইবনি'ল-আনবার-এর মাওলা হিসাবে নির্দেশ করিয়াছে)। আদ-দীনাওয়ীরী অপর সকল উৎস হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া তাহাকে 'আবদুল্লাহ মালিক আস-সায়দাবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

খারিজীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত আল-মাদাইনীর একটি বিবরণে (আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮৪, ২২ পং.), যদিও তাহা মিথ্যা (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯) বলা হইয়াছে যে, ষড়যন্ত্রকারীত্রয় মুলজামের পুত্র ছিল এবং তাহার যথাক্রমে 'আবদু'র-রাহমান, কায়স ও য়াযীদ নামে পরিচিত ছিল। উক্ত উৎসে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের পিতা মুলজাম তাহাদেরকে উক্ত অপরাধ সংঘটিত করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মাতা উহা করিতে তাহাদেরকে উৎসাহিত করিয়াছিল। এই সব বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উপসংহারে বলা যায় যে, সাধারণভাবে বিভিন্ন মতের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা অতি ক্ষীণ এবং উহাকে 'আরবী পঠনের বিভিন্নতার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তবে এই তথ্য হইতে এই ধর্মোন্মত্ত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে পরিষ্কার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

নিজের ভাগ্য সম্পর্কে 'আলী (রা)-র ভবিষ্যত জ্ঞান অনেকদিন পূর্ব হইতে 'আলী (রা) জানিতেন যে, তিনি নিহত হইবেন। কারণ মহানবী (স) তাহাকে এই সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলেন অথবা তিনি উহার পূর্বলক্ষণের আভাস পাইয়াছিলেন (ইবন সা'দ, পৃ. ২২; আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮২, পং ১৮)। বিভিন্ন বৃত্তান্তের উপর ভিত্তি করিয়া কতিপয় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, মুহ'াম্মাদ (স) অথবা 'আলী (রা) ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শেবোক্তের মন্তক হইতে প্রবাহিত শোণিতধারায় 'আলী (রা)-র শাশ্রু রঞ্জিত হইবে (ইবন সা'দ, পৃ. ২১, ২২, ২৩; আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮২, পং ১৮ ও ২২; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৪, ৫৭৯ পং.; আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৪০; আল-ইসফাহানী, মাকাতিল, পৃ. ৩১; ইবন শাহরাশুব, পৃ. ৯৩ ইত্যাদি)। পাঠান্তরে অপর একটি বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করে যে, মুহ'াম্মাদ (স)-এর মত অনুযায়ী আখিরাতে নিকটতম ব্যক্তি হইতেছে নবী স'লিহ (আ)-এর উষ্ট্রীর হত্যাকারী (দ্র. কু'রআন, ৯১ : ১১-১২ ও ২৬-১৫৫-৫৭) এবং তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিকটতম যে, 'আলী (রা)-কে হত্যা করিবে। সাধারণভাবে শেবোক্ত জন অর্থাৎ 'আলী (রা)-ই নিকটতম ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলিয়াছেন (ইবন সা'দ, পৃ. ২২, ২৩ ইত্যাদি)। এই দুই

প্রকার বৃত্তান্তের (রক্তরঞ্জিত শাশ্রু ও নিকটতম ব্যক্তি) বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র কোন কোন সময় একীভূত একটি বর্ণনার মাধ্যমে পেশ করা হইয়াছে (দ্র. ইবন সা'দ, পৃ. ২১; আল-মুফীদ, পৃ. ১৩; ইবন আবি'ল-হ'াদীদ, পৃ. ৪২)। 'আলী (রা) তাঁহার উপর হামলার পূর্বের রাত্রিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অদৃষ্টের পরিণতি আসন্ন প্রায়। অতি প্রত্যুষে যখন তিনি সালাতের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন তখন রাজহংসীগুলি শব্দ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিল। এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এই রাজহংসীগুলিই তাঁহার জন্য বিলাপকারিণী (আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৩১; আল-য়া'কু'বী, ২৫২; আল-মুফীদ, ১৫)। প্রধানত শী'আ রচয়িতাগণ এই বিষয়ের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, 'আলী (রা) পূর্বাঙ্কে তাঁহার আসন্ন ভাগ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কিন্তু উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্থলে অপর ব্যক্তিকে মসজিদে সালাত পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করিতে সম্মত হন নাই, বরং মৃত্যুভয় না করা সম্পর্কিত কু'রআনের আয়াত আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি তাঁহার অন্তিম পরিণতির সহিত সাক্ষাত করিতে বাহির হইয়াছিলেন (আল-মুফীদ, পৃ. ১৫; ইবন শাহরাশুব, পৃ. ৯৩)।

এমন কি 'আলী (রা) আরও কিছু আগাম বলিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি ইবন মুলজামের মনোভাব অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, ইবন মুলজামই তাঁহার হত্যাকারী (আল-য়া'কু'বী, পৃ. ২৫১; আল-মুফীদ, পৃ. ১৩) অথবা 'নিকটতম ব্যক্তি। 'আলী (রা) খিলাফাত লাভ করার পর ইবন মুলজামকে দুই অথবা তিনবার দর্শন দান হইতে বিরত থাকেন (ইবন সা'দ, পৃ. ২২; আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮২, পং ১৮; মাকাতিল, পৃ. ৩১; আল-মুফীদ, পৃ. ১৩) একদা কোন এক গোসলখানায় ইবন মুলজাম প্রবেশ করিলে 'আলী (রা) ও তাঁহার পুত্র ইবন'ল-হানাফিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (ইবন সা'দ, পৃ. ২২; আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮২, পং ২২; উসদুল-গ'াবা, পৃ. ৩৫)। 'আলী (রা) একটি কবিতায় অভিযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত মুরাদী তাঁহার হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল, অথচ তিনি তাহাকে কিছু উপহার দিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন (ইবন সা'দ, পৃ. ২২, আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮৩, পং ২২; মাকাতিল, পৃ. ৩১) এবং সে তাহার হত্যার পরিকল্পনা কার্যত বাস্তবায়িত করিয়াছিল (ইসতী'আব, পৃ. ৪৮১)। এইভাবে 'আলী (রা) ও ইবন মুলজামের মধ্যকার সম্পর্কে অবনতি ঘটে। এতদসত্ত্বেও 'আলী (রা) তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই (ইবন সা'দ, পৃ. ২২ঃ তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে চাও, যে আমাকে এখনও হত্যা করে নাই?), এমন কি মুরাদ গোত্রের কোন সদস্য দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁহাকে সতর্ক করিলেও (ইবন সা'দ, পৃ. ২২) অথবা ইবন মুলজামের নিকট হইতে হত্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শ্রবণকারী ব্যক্তির সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই (আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৭৯, পং ২২; আত-তাবারী, পৃ. ৩৪৫৯=৬০; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯, ৫৫২; তু. আদ-দীনাওয়ীরী, পৃ. ২২৮)। তিনি কেবল এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন যে, ভাগ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দুইজন ফিরিশতা প্রত্যেক ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করিয়া থাকে (আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮২, পং ১৮)।

কাতামিঃ একাধিক উৎসে তাহার উদ্ধৃতি থাকায় কাতামি নামের কোন মহিলার অস্তিত্ব ও তায়মুর রিব্বা গোত্রে তাহার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বর্ণনার বিভিন্নতা প্রধানত তাহার পিতার নাম ও গৌণ

খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আশ-শিজনা অথবা শিজনা যেমন ইবন সাদ-এ, পৃ. ২৩; বালাযু'রী, পৃ. ৫৭৮, পৃ ১৮, কর্তৃক সংগৃহীত একটি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে)-এর পরিবর্তে আমরা বালাযু'রী (পৃ. ৫৭৬, পং ২২) ও আল-মুবাররাদ গ্রন্থে 'আলকামা নাম পাই (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯; সম্ভবত উল্লাফা পড়িতে হইবে কারণ ইবন দুরায়দ আল-ইশতিকাক গ্রন্থের, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১১৪., বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে পরবর্তীকালের খারিজী বিদ্রোহী হিলাল ও আল- মুস্তাওরিদ-এর ভগ্নী)। মাকাতিল (পৃ. ৩২), আল-মুফীদ (পৃ. ১৬) ও ইবন শাহরাশুব (পৃ. ৯৪)-এর সূত্রে আশ-শিজনার স্থলে আল-আখদার ইবন শিজনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে (কিন্তু বালাযু'রীর মতে আল-আখদার তাহার ভ্রাতার নাম যে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল) অথবা আশ-শিজনার স্থলে নাম পাই সাব্বা (যথা) ইবন 'আলী ইবন আমির ইবন আওফ ইবন ছালাবা ইবন সাদ ইবন যাহল ইবন তায়ম আর-রিবাব (উসুদ, পৃ. ৩৬; ইবন সাদ, পৃ. ২৩৪; 'আলীর স্থলে 'আদী)। কেবল আল-মাস'উদীর সূত্রে (পৃ. ৪২৭) বর্ণিত হইয়াছে যে, কাতামি ছিল ইবন মুলজামের চাচাত ভগ্নী, কিন্তু তাহাকে তায়মুর রিবাব গোত্রভুক্ত করা হয় নাই। ইসতী'আব-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার গোত্রের নাম বানু 'ইজল ইবন লায়ম। তাহার ভ্রাতা নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল (আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৬, পং ২২; ইমামা, পৃ. ২৫৪)। নিহত এই ভ্রাতা আল-আসবাগ হিসাবে পরিচিত (ইবন শাহরাশুব, পৃ. ৯৪)। ইবন মুলজাম কাতামিকে বিবাহ করিয়াছিল এবং যখন সে 'আলী (রা)-র হত্যার পরিকল্পনায় উদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছিল তখন কাতামিই তাহাকে উহা বাস্তবায়িত করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল, (আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৬ পং ২২; ইমামা, পৃ. ২৫৪; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৪৯; ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৬, ৩২৮)। ইবন কাছীর (পৃ. ৩২৮)-এ একটি ব্যতিক্রমী বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কাতামি ইবন মুলজামকে সঙ্গে লইয়া মসজিদে গিয়াছিল এবং সেইখানে তাহার জন্য একটি তাঁবু খাটাইয়াছিল। 'আলী (রা)-র বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ব্যাখ্যায় কোন কোন শী'আর মত এই যে, ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য কাতামি এক প্রকার বিশেষ খাদ্য (মাদক দ্রব্যমিশ্রিত) প্রস্তুত করিয়াছিল এবং 'আমর ইবনুল-'আস (রা)-এর কোন প্রতিনিধি হইতে ওয়ারদান এক বিরাট অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল (ইবন শাহরাশুব, পৃ. ৯৫)।

আল-আশ'আছ ইবন কায়স (দ্র.) ও ষড়যন্ত্র ৪ বিভিন্ন উৎস হইতে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি 'আলী (রা)-র হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিল। হত্যার পূর্ব রাত্রিতে জামি মসজিদের এক কোণে ইবন মুলজাম তাহার সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিল। প্রত্যুষের প্রাক্কালে সে ইবন মুলজামকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছিল যাহাকে হুজর ইবন 'আদী (রা) ষড়যন্ত্রের পরোক্ষ ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি খলীফাকে এই বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খুব দেরীতে পৌছিয়াছিলেন, অধিকাংশ উৎসে দ্ব্যর্থক উক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, "ওভ প্রভাত তোমার জন্য উদিত হইয়াছে", কিন্তু শী'আ রচয়িতাগণ ও শী'আদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মতে ইহা ইবন মুলজামের জন্য প্রকাশ্য উৎসাহ হিসাবে বিবেচিত হয়, "মুক্তি, মুক্তি! ওভ প্রভাত তোমার জন্য উদিত হইয়াছে" (মাকাতিল, পৃ. ৩৩; আল-মুফীদ, পৃ. ১৭; ইবন আবি'ল-হাদীদ, পৃ. ৪৩)। ভিন্নতর বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইবন মুলজাম ও আল-আশ'আছ-এর মধ্যে আলোচনা শেষোক্ত ব্যক্তির মসজিদে (ইবন সাদ, পৃ.

২৪; উসুদ, পৃ. ৩৭) অথবা তাহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 'আলী (রা)-র হত্যার পর আল-আশ'আছকে অভিযুক্ত করিয়া হুজর (রা) বলিয়াছিলেন, "তুমিই সেই ব্যক্তি, যে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে" (আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৯, পং ১৮; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৮১)। এক মাস যাবত ইবন মুলজাম আল-আশ'আছ-এর সঙ্গে থাকিয়া তরবারি শাণিত করিয়াছিল (আল-মাস'উদী অন্যান্য গ্রন্থকার হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাহার মতে ইবনুল আশ'আছ উক্ত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল, কিন্তু সে এইজন্য ইবন মুলজামের উপর দোষারোপ করে। অপর এক ভাষ্য (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫০) হইতে জানা যায় যে, সে 'আলী (রা)-কে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু 'আলী (রা) উত্তর দিয়াছিলেন যে, এখনও পর্যন্ত ইবন মুলজাম তাহাকে হত্যা করে নাই। এই সব বর্ণনা হইতে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার উপর সন্দেহ পোষণের, এমন কি আনুগত্য প্রদর্শনের উপর ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

হত্যার বিশদ বিবরণ, ইবন মুলজামের সহচরদের নাম ও তাহাদের পরিণতি : ১৭ রামাদানের পরিবর্তে 'আলী (রা)-র হত্যার জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ইমামা (পৃ. ২৫৭) হত্যার তারিখ হিসাবে ২০ রামাদান, আল-মুবাররাদ (পৃ. ৫৪৯) ২১ রামাদান, আল-মাস'উদী (পৃ. ৪২৭) ১৭ অথবা ২১ রামাদান ও মাকাতিল (পৃ. ৩৩) ১৯ অথবা ১৭ রামাদান উল্লেখ করিয়াছেন (অধিকন্তু তু. আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৮, পং ২২)। কিন্তু আল-মুফীদে মত অনুযায়ী (পৃ. ১৬) শেষোক্ত (১৭) তারিখকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

ইবন আবি'ল-হাদীদ সংযোজন করিয়াছেন, যেহেতু ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাস যে, তাহাদের এই কর্ম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎসর্গস্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট অগ্রাধিকার লাভ করে এমন একটি উৎসর্গ যাহা সম্পন্ন হয় শুভ লগ্নে, সেহেতু ১৯ তারিখের রজনীকে উনিশের রাত্রি আল-কাশদর-এর রজনী হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় (দ্র. রামাদান) এই কাজের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল। উপরন্তু ইহাও বলা হয় যে, 'আলী (রা)-র মৃত্যু তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না; তবে ইহা ১১ হইতে ২১ রামাদানের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল (দ্র. Caetani, 97-8)। আক্রমণের দুই অথবা তিন দিন পর তিনি ইনতিকাল করেন (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫১ প্রভৃতি)। শাবীব ছিল নাজদা (বাজার-এর স্থলে)-এর পুত্র ও তাহার নিসবা ছিল আল-আশজা'ঈ আল-হাক্করী (আল-মাস'উদী, পৃ. ৪২৮; ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৬)। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইবন বাজারাই সেই ব্যক্তি, যে 'আলী (রা)-কে আহত করিয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য নয় (আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৮৪, পং ১৮)। প্রকৃতপক্ষে তাহার তরবারি লক্ষ্যচ্যুত হইলে সে পলায়ন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে শাসনকর্তা আল-মুগীরা (রা) তাহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। কারণ সে বিদ্রোহী হইয়া কুফা অঞ্চলে তৎপরতা চালাইতেছিল। আযরাকীদের পন্থায় সে জনগণকে তাহাদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া আতঙ্কিত করিয়া তুলিত (আল-বালায়ু'রী, পত্র ৫৭৯, পং ১৮)। ওয়ারদান ছিল মুজালিদ-এর পুত্র (মাকাতিল, পৃ. ৩২; আল-মুফীদ, পৃ. ১৬; ইবন আবি'ল হাদীদ, পৃ. ৪৩)। কিন্তু আল-মাস'উদী (পৃ. ৪২৭)-র মতে তাহাক মুজাশি' ইবন ওয়ারদান হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আদ-দীনাওয়ারী শাবীব অথবা ওয়ারদান কাহারও উল্লেখ করেন নাই। আল-বালায়ু'রীর একটি বর্ণনায় (পত্র ৫৭৮, পং ২২) ওয়ারদানের

কোন উল্লেখ নাই এবং উহার অপর একটি বর্ণনায় (পত্র ৫৭৯, পং ১৮) চাচাত ভাই কর্তৃক হত্যার বৃত্তান্তসহ তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কয়েকটি উৎসের সূত্র (আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৩৩; মাকাতিল, পৃ. ৩৫ ও শী'ঈ রচয়িতাগণ যাহারা সাধারণভাবে ইহাকে অনুসরণ করে; আল-মুফীদ, পৃ. ১৭ প্রভৃতি) হইতে জানা যায় যে, ওয়ারদান নয়, বরং শাবীব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার চাচাত ভাই অথবা আপন ভাই কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, অপরপক্ষে ওয়ারদান পলায়ন করিয়াছিল। আক্রমণের পর ইবন মুলজামকে পাকড়াও করিয়াছিল সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। আল-মুবাররাদের বর্ণনা অনুযায়ী (পৃ. ৫৪৯, ৫৫০ ও তু. আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৭৯, পং ১৮ আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৩১, মাকাতিল পৃ. ৩৫ প্রভৃতি) এই ব্যক্তিটি ছিল আল-মুগীরা ইবন নাওফাল ইবনুল-হারিছ ইবন 'আবদিল-মুত্তালিব (হাদারামাওতী আবু আদমা নয়) ও আল-যাক্বীবী (পৃ. ২৫২)-র মতে উক্ত ব্যক্তি কুছাম ইবনিল-আব্বাস। কথিত আছে, সেই সময় ইবন মুলজাম চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "হে 'আলী! তোমার কুকুর হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

ইবন মুলজামের শাস্তি : সকল উৎসেই পবিত্র আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'আলী (রা) একজন সাবধানী ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ইবন মুলজামের ব্যাপারে কম-বেশী সব উৎস একমত যে, তিনি ['আলী (রা)] বদলা নেওয়ার জন্য আদেশ দান করিয়াছিলেন, এতদসঙ্গেও কোন উৎস তাহার উদারতার উপর গুরুত্ব আরোপের ঝামেলা ঘাড়ে লইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রদত্ত বিভিন্ন বিবরণ এইরূপ : (১) ইবন মুলজামকে শাস্তি দিবার পূর্বে 'আলী (রা) তাহার অনুসারীগণকে অপেক্ষা করিতে এবং ক্ষতের ফলাফল দেখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন; যদি তিনি বাঁচিয়া যান তাহা হইলে তিনি নিজেই তাহার ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন [আত'-তাবারী, পৃ. ৩৪৬৪; মাকাতিল, পৃ. ৩৫ প.; আল-মুফীদ, পৃ. ১৮; ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৭; আল-মুফীদ, 'আলী (রা)-র অপর একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছে ইবন মুলজামকে 'আলী (রা) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার শবদেহ পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। (২) 'আলী (রা) কোন অপরাধীকে গণ-ভর্ৎসনার জন্য উপস্থাপন না করিতে আল-হাসান (রা)-কে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাহার হত্যার কারণে কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত না করার জন্য তিনি বানুল-মুত্তালিবকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। যেইভাবে সে 'আলী (রা)-কে হত্যা করিয়াছিল সেইভাবেই হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল [আত'-তাবারী, পৃ. ৩৪৬৪]। (৩) 'আল-মুবাররাদের মতে (পৃ. ৫৫১) 'আলী (রা) বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই হইবে সর্বোত্তম পন্থা। (৪) ইবন মুলজামের জন্য 'আলী (রা) উত্তম খাদ্য ও শয্যার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন (ইবন সা'দ, পৃ. ২৪)। তবে আঘাতের কারণে 'আলী (রা)-র মৃত্যু ঘটিলে ইবন মুলজামকে পরলোকে সত্ত্বর তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে। কারণ সে আল্লাহর সামনে ফরিয়াদী হিসাবে আরযী পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিল (ইবন সা'দ, পৃ. ২৩; আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮০, পং ১৮, ৫৮২, পং ২২, ৫৮৩, পং ১৮)। ইবন তাগরীবিরদী (১খ, ১১৯) ও অন্যান্য উৎস (যথা : উসুদ, পৃ. ৩৫) এই তথ্য যোগ করেন যে, 'আলী (রা) শাস্তি যাহাতে অত্যধিক কঠোর না হয় সেজন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। 'আলী (রা)-র কন্যা উম্মে কুলছুম হত্যার পর কিছু ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি ইবন মুলজামের সহিত ঝগড়া

করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বাসীদের নেতাকে হত্যা করার জন্য তিনি ইবন মুলজামকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং ইবন মুলজাম উত্তর দিয়াছিল, "না, বরং তোমার পিতাকে" (আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৯০ পং ১৮, ৫৮৩, পং ২২; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫১; মাকাতিল, পৃ. ৩৬; আল-মুফীদ, পৃ. ১৮; ইবন আবিল-হাদীদ, পৃ. ৪৪ প্রভৃতি)। 'আলী (রা)-র সহিত আলোচনার পর ইবন মুলজামকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কারাগারে প্রেরণ করিবার সময় জনসাধারণ বন্য পশুর ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে করিতে অনুসরণ করিয়াছিল এবং কটু বাক্য ও তিরস্কারে জর্জরিত করিয়াছিল। কিন্তু সে কোন প্রত্যুত্তর করে নাই (মাকাতিল, পৃ. ৩৬ প.; আল-মাস'উদী, পৃ. ১৮; ইবন আবিল-হাদীদ। অপরপক্ষে 'আলী (রা)-কে পরিত্যাগ করিবার পর ইবন মুলজাম স্বীয় কর্মের দোষোক্তিকতা যেই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করেন। ইবন মুলজামের মৃত্যু সম্পর্কিত বিবরণসমূহ, আল-মুবাররাদের (পৃ. ৫৫১) মতে অনেক হওয়া সত্ত্বেও দুইটি মূল বিবরণে রূপান্তরিত করা যায়। প্রথমত ইবন মুলজাম আল-হাসান (রা)-এর নিকট এই প্রস্তাব দিয়াছিল যে, তাঁহার খলীফা হওয়ার পর তাহার সহচর ইতোমধ্যে মু'আবি'য়া (রা)-কে হত্যা না করিয়া থাকিলে তিনি যেন মু'আবি'য়াকে হত্যা করার জন্য তাহাকে সিরিয়া গমনের স্বাধীনতা দান করেন। পরে সে ফিরিয়া আসিয়া খলীফার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। আল-হাসান উহাতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং ইবন মুলজামকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার শবদেহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল [আত'-তাবারীতে সর্বাঙ্গ বিবরণ, পৃ. ৩৪৬৪; মাকাতিল-এ বিস্তারিত বিবরণ, পৃ. ৪১; আরও দ্র. আল-মুফীদ, পৃ. ১৮; ইবন কাছীর, পৃ. ৩৩০, ইবন আবিল-হাদীদ, পৃ. ৪৬; যাক্বীবী (পৃ. ২৫৪) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল হাসান স্বহস্তে ইবন মুলজামকে হত্যা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তু. আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮৪, পং ১৭]। দ্বিতীয়ত আল-হাসান (রা), ইবনুল-হানাফিয়া (দ্র.) ও 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (দ্র.) আল হাসান-এর নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং অনুমতি পাইবার পর 'আলী (রা)-এর ভ্রাতৃপুত্র 'আবদুল্লাহ-ই ইবন মুলজামের অঙ্গ কর্তন ও পীড়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য ইবন মুলজাম এই সব যন্ত্রণা অতি সাহসিকতার সহিত সহ্য করিয়াছিল। তবে যখন তাহার জিহ্বা কর্তনের জন্য প্রস্তুতি চলিতেছিল কেবল তখনই সে অভিযোগ করিয়াছিল। কারণ যে ক্ষেত্রে বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর নাম স্মরণ করিতে সক্ষম হইবে না [ইবন সা'দ, পৃ. ২৬; আদ-দীনাওয়ারী, পৃ. ২২৯; আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৫১ প.; আল-মাস'উদী, পৃ. ৪৩৪ প.; উসুদ, পৃ. ৩৭। ইবন কাছীর (পৃ. ৩৩০) পীড়নের বৃত্তান্তের সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ উহা 'আলী (রা)-র সুপারিশের পরিপন্থী। এই সব উৎসের মধ্যে কোনটাই ইবন মুলজামের ধর্মীয় উদ্দীপনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই বরং যেই সব উৎসে তাহার শারীরিক বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলিতে সালাতের সিজদার জন্য তাহার ললাটের দাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (যথা : আল-বালায়ুরী, পত্র ৫৮৩, পং ২২; ইবন কাছীর, পৃ. ৩২৬ প্রভৃতি)।

বর্ণনার মধ্যে শ্লোকের সন্নিবেশ : বর্ণনায় সন্নিবেশিত শ্লোক কোন কোনটি বেনামী রচনা, কোন সময় বলা হয় এইগুলি ইবন মুলজামের রচনা, আবার কখনও কখনও মনে করা হয় এইগুলি প্রসিদ্ধ কবিদের রচিত। এই সব কবিতা বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকমে সংযোজন হিসাবে এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সহিত উপস্থাপিত হইতে দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে

খারিজী ইবন আবী মায়্যাস-এর কবিতা। ইহাতে 'আলী (রা)'র হত্যা ও বিবাহের যৌতুক হিসাবে কাতামির অনুরোধের প্রশংসা করা হইয়াছে। অপর একজন খারিজী কবি 'ইমরান ইবন হিগ্গান-এর কবিতাও এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেখোজ কবির কবিতা অন্য কবিদের দ্বারা অপরাধের প্রশংসা পরিবর্তিত হইয়াছে নিন্দা ও অভিশাপে (আল-মুবাররাদ, পৃ. ৫৩১)। বাকর ইবন হাসসাদ আল-বাহিলী কর্তৃক রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা (ইবনুল-আছীর, পৃ. ৩৩২ প.; ইসতী'আবের মতে, পৃ. ৪৮৪, বাকর ইবন হা'ম্মাদ আল-কাহিলী) ইবন মুলজামের কার্যের নিন্দা করিয়াছেন।

মু'আবিয়া (রা) ও 'আমর ইবনুল-'আস (রা)-এর জীবন নাশের অপচেষ্টা : অপর ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাদের কথা রক্ষা করিয়াছিল। তবে তাহাদের মধ্যে একজন মু'আবিয়া (রা)-কে আহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং অপর ব্যক্তি মিসরের শাসনকর্তার স্থলে ভুলক্রমে সগালাত পরিচালনারত তাঁহার একজন কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিল। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিবার পরিবর্তে এইখানে আমরা খারিজীগণ কর্তৃক ত্রিমুখী আক্রমণের ব্যাপারে Caetani (annali, ৪০ হি., শাখা ৯৬; ডু. Lammens, Etudes sur le regne du calife Omayyade Moawiya Ier, বৈরুত ১৯০৬-৮ খ., পৃ. ১৪০-২) যতামত উল্লেখ করিতে পারি। তিনি মনে করেন, হাদীছের আবরণে সৃষ্ট ইহা এমন একটি উপকথা যাহা জনগণকে, সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'আলী (রা) নিকৃষ্ট মুসলিম নেতা ছিলেন এই ধারণাকে বাধা দেয় এবং মু'আবিয়া ও 'আমর ইবনুল-'আস (রা)-এর হত্যারও যৌক্তিকতার সুপারিশ করে। এইভাবে ষড়যন্ত্র ঘটনাগুলিকে একত্র করা হইয়াছে যেইগুলি বিভিন্ন তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। Caetani -র যুক্তির ধারা বজায় রাখিয়াও এই ধারণার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কেবল কতিপয় ধর্ম্মাঙ্ক খারিজীই ছিল অপরাধের নায়ক এবং হাদীছ-শাস্ত্রবিদগণ পরিণামে 'আলী (রা)-র ন্যায় একজন প্রশংসনীয় সগাহাবী সম্পর্কে বিশেষ মত পোষণের জন্য খারিজীদেরকে ঘৃণার পাত্র হিসাবে পেশ করিতে উৎসাহী ছিলেন। অতএব, মু'আবিয়া ও 'আমর (রা)-কে তাহাদের শিকারে পরিণত করার জন্য হাদীছ-বেত্তাদের নিন্দাকে খর্ব করা যাইবে না। ইহাও লক্ষণীয় যে, তিনজন খারিজী কর্তৃক পরিচালিত একটি ষড়যন্ত্রকে উদ্ভট বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হইবে না। তাহারা একই দিনে তাহাদের প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও ইহা সম্ভব যে, যখন তাহারা মক্কায় একত্র হইয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের কার্যের জন্য অন্ততপক্ষে একটি কাছাকাছি তারিখ নির্ধারণ করিয়াছিল। কারণ তাহারা ইহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, তাহারা যদি মুসলমানদেরকে উক্ত তিন ব্যক্তির কবল হইতে যুগপৎ মুক্ত করিতে না পারে তাহা হইলে তাহারা উহাদের মধ্য হইতে এক অথবা দুইজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, যাহারা উত্তরজীবী হিসাবে পরিস্থিতির অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃতপক্ষে 'আলী (রা)-র মৃত্যুর পর মু'আবিয়া (রা)-র ক্ষেত্রে এই আশংকা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

প্রস্থপঞ্জী : (১) তাবাবী, ১খ., ৩৪৫৬-৬১, ৩৪৬৪ প., ৩৪৬৬ প.; (২) ইবন সা'দ, তাবাকাত ৩/১খ., ২১-৪, ২৬প.; (৩) বালাযুরী, আনসাব, পাণ্ডু. প্যারিস, পত্র ৫৭৬-৬, পং ১৮-২২, ৫৭৭, পং ২২, ৫৮০ পং ১৮, ৫৮২ পং ১৮, ৫৮৪ পং ১৮ (মু'আবিয়া ও 'আমর ইবনুল-'আস (রা)-র উপর আক্রমণ পত্রক ৫৭৭ পং ১৮, ৫৭৭ পং ২২, ৫৭৮ পং ১৮);

(৪) [Ps.0] ইবন কুতায়বা, আর ইমামা ওয়াস-সিয়াসা, সম্পা. মুহাম্মাদ মাহ-মুদ আর-রাফি'ঈ, কায়রো ১৩২২/১৯০৪, ১খ., ২৫৩-৫৭ (এই উৎস গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য সংযোজন করে নাই); (৫) দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত-তিওয়াল, ed. Gurigass, পৃ. ২২৭-৩০ (সম্পূর্ণ নির্ভুল কোন তথ্য সংযোজন করে নাই); (৬) যাক'বী-তারীখ. সম্পা. Houtsma, ১খ., ২৫১-৫২, ২৫৪; (৭) মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫৩১ প., ৫৪৯-৫২. ৫৮১ (মু'আবিয়া ও আমর (রা)-র উপর আক্রমণ, পৃ. ৫৫২ প.); (৮) মাস'উদী, মুরুজ, ৪খ, ৪২৬-৩১, ৪৩৪ প., ৪৩৮ (মু'আবিয়া ও আমর (রা)-উপর আক্রমণ পৃ. ৪৩৬-৮); (৯) আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, মাকাতিলু'ত-তালিবীয়ান, সম্পা. সাকর, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, পৃ. ২৯-৩৮, ৪১; (১০) আশ-শায়খুল-মুফীদ, আল-ইরশাদ, নাজাফ ১৩৮২/১৯৬২, পৃ. ১২-১৮; (১১) ইবন 'আবদিল-বারুর, ইস্তী'আব, হা'য়দরবাদ ১৩১৮-৯ হি., পৃ. ৪৮১-৪, নং ২০১৫; (১২) ইবন বাদরুন., শাহু কাসপীদাত ইবন 'আবদুন, সম্পা. Dozy, লাইডেন ১৮৪৬, পৃ. ১৬১ প.; (১৩) ইবনুল-আছীর, ৩খ, ৩২৬-৮, ৩২৯, ৩৩১ (মু'আবিয়া ও 'আমর (রা)-র উপর আক্রমণ, পৃ. ৩৩০ প.); (১৪) এ লেখক, উসদুল-গাবা, কায়রো ১২৮০-৬ হি ৪খ, ৩৪-৩৮ (ইবন সা'দ-এর উপর এই উৎসের ভিত্তি); (১৫) ইবন আবিল-হাদীদ, শাহু নাহজিল-বালাগা, কায়রো ১৩২৯ হি., ২খ, ৪২-৪, ৪৫-৬ (এই গ্রন্থকার প্রধানত মাকাতিল-এর অনুসরণ করিয়াছেন); (১৬) ইবন কাছীর, বিদায়ী, ৭খ, ৩২৫-৩০; (১৭) ইবন তাগরীবিরদী, নুজুম, ১খ, ১১৯-২০ (ইবন সা'দকে অনুসরণ করিয়াছেন); (১৮) ইবন হাজার, তাহযীব, ৭খ, ৩৩৪-৯; (১৯) আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযুল-'উম্মাল, হা'য়দরবাদ ১৩১২-৪ হি., ৬খ. ১৫৩, ১৫৭, ৩৯৮, ৪১০-৩ ['আলী (রা)-র পূর্বাশঙ্কা সম্বন্ধে হাদীছসমূহ]; (২০) দিয়ারবাকরী, তারীখুল-খামীস, কায়রো ১৩০২, ২খ, ৩১২-৫; (২১) মুহসিন আল-আমীন, আ'য়ানুল-শ-শী'আ, ৩/৩খ (দামিশক ১৩৬৬/১৯৪৭), ৫৬-৬৫ (এই গ্রন্থকার তাবাবী, ইবনুল-আছীর, মাকাতিল, মুফীদ ও ইসতী'আব হইতে পর্যবেক্ষণসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্নতা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন উদ্ধৃতি প্রদান করেন নাই); (২২) L. Caetani, annali dell Islam, Milan 1905-26 খ., ৪০ A. H. শাখা ৩২-৯৮ (শাখা ৩৪, ৩৫, ৪৫, ৬৩ ও ৯৪-তে গৌণ উৎস হইতে উদ্ধৃতি পেশ করা হইয়াছে); (২৩) G. Levi Della Vida, Il Califato du Ali Secondo il Kitab al-Asraf di al-Baladhuri, ROS- এ, ৬/২খ, (১৯১৩ খ.) ৫০৩-৭; (২৪) F. Buhl, ali som Praetendent og Kalif, কোপেনহেগেন ১৯২১ খ., পৃ. ৯২-৯৬।

L. Vecchia Vaglieri (E.I.2) ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

ইবন যাকরী (ابن زكري) : অন্তত দুইজন মাগরিব পণ্ডিত ব্যক্তির নাম। একজন ৯/১৬ শতাব্দীর তেলেমসানের (Tlemcen) অধিবাসী, অন্যজন ১২/১৮ শতাব্দীর ফাস-এর অধিবাসী। যাকরী শব্দটি কু'রআনের (৩৪ ৩৭৪ ৩৮; ৬৪৮৫; ১৯৪ ২, ৭; ২১৪৯)-এ যাকারিয়া (زكريا) ও Luke (১ঃ ৫-২৫)-এর Zacharias-এর রূপান্তর। যাকরী নামটি মুসলমান ও যাহূদীদের মধ্যে মাগ-রিবী নাম হিসাবে এখনও স্বীকৃত।

(১) ইবন যাকরী (আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মাগ'রাবী আত-তেলেমসানী) জ. ৯/১৫ শতাব্দীর গুরুত্ব ও মূ. সাফার

৯০০/১৪৯৪ তেলেমসানে; ফলে তেলেমসানী নিসবা। Brosselard (৩১৫-১৬) আরবী চরিতসমূহের অনিশ্চয়তার সমাপ্তি টানিয়াছেন, যাহাতে তাহার জন্ম তারিখ কখনও ৮৯৯/১৪৯৩ নির্ধারিত, আবার কখনও ৯০৬/১৫০৫ সনে। যে মৌখিক বর্ণনা অনুসারে তেলেমসানে তিন লীগ (৩.১/২ মাইলে ১ লীগ) দূরে যাবদার-এ তাঁহার কবর নির্ণীত হয় তিনি সেই ভ্রান্তিও নিরসন করেন। Brosselard তাঁহার সমাধি-লিপি সানুসীর কবর হইতে তিনি শত পদক্ষেপ (Paces) দূরে তেলেমসানে আবিষ্কার করত উহা প্রকাশ করেন। তিনি আল-ওয়ারহীলানী (১১২১-৯৩/১৭১০-৭৯)-এর দাবী গ্রহণ করেন যাহাতে বলা হয় যে, আল ওয়ারহীলানী “আল-উক্বাদে তাঁহার কবর পরিদর্শন করিয়াছেন, যাহা আবু মাদয়ান, আস-সানুসী, উক্বানীস, ইবন মারযুক ও ইমামের দুই পুত্রের কবরের নিকটেই অবস্থিত।”

অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি মাতার কাছে লালিত-পালিত হন এবং ১২ বৎসর বয়সে তাহাকে বস্ত্র বয়ন কার্যে শিক্ষানবীশী করিতে দেওয়া হয়। অধ্যয়নের প্রতি সহজাত প্রবণতা থাকায় যুবক ইবন যাকরী অধ্যয়নের সুযোগ রচনা করিয়া নিলেন। সুবিধা পাইলেই তিনি তেলেমসানের মসজিদ ও মাদরাসাসমূহে তৎকালীন ‘আলিমদের ভাষণ শুনিতে যাইতেন (আল-উক্বাদ আল-য়া’ক্বিয়া)। এই ‘আলিমদের অন্যতম ছিলেন ইবন যাও (আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ, মূ. ৮৪৫/১৪৪১; দ্র. আহ-মাদ বাবা, ৭৮, ৩০৮; আল-হাফনাবী, ২খ, ৪২), তিনিও একজন বস্ত্র বয়নকারী ছিলেন; আল-উক্বানী (কাসিম ইবন সাঈদ, মূ. ৮৫৪/১৪৫০; দ্র. ইবন মারযাম, ১৪৭; আহ-মাদ বাবা, ৮৫; আল-হাফনাবী, ২খ, ৮৫); আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল-‘আব্বাস ইবন ঈসা আল-উক্বাদী (মূ. ৭৮১/১৪৬৭; দ্র. ইবন মারযাম, ২২৩)। শিক্ষকদের সহিত তাহার সম্পর্ক ও চরিত্র সম্বন্ধে চরিতকারগণের কয়েকটি ঘটনার বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি একজন অত্যন্ত অধ্যয়নশীল, অনুগত এবং তদুপরি জন্মগত সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

কালে তিনি ধর্মীয় আইনে বিশেষজ্ঞ হইয়া ফিকহ-শাফের উৎসসমূহে, ব্যবহারশাস্ত্রে, কুরআনের তাফসীরসমূহে, ধর্মতত্ত্বে ও ‘আরবী ব্যাকরণে অনন্য অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাফল্যের সহিত কাদী, মুফতী ও অধ্যাপকের কার্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে পরে যাহারা শিক্ষক হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাররুক (আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আল-বুরনুসী আল-ফাসী, ৮৪৬-৭৯/১৪৪২-৯৩; দ্র. Bencheneb, No. 51; Brockelmann, S II. 361), যিনি পেশায় একজন চর্মকার (Cobbler) ছিলেন; ইবন মারযুক (আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ হাফীদ আল-হাফীফ (দ্র.) মূ. ৯২৫/১৫১৯; আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনি’ল-‘আব্বাস (মূ. ৯২০/১৫১৩; দ্র. ইবন মারযাম, ২৫৯); আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনি’ল-হাজ্জ আল-মান্নাবী (মূ. ৯৩০/১৫২১; দ্র. ইবন মারযাম, ৮, ১৭, ১৮, ২৩)।

তাঁহার জীবনীকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আস-সানুসী মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন উমার ইবন শুআযব (দ্র.), ৮৩০-৯৫/১৪২৭-৯০-এর সহিত তাঁহার স্মরণীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধ ছিল এবং তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের রচয়িতা ছিলেন :

(ক) বুগয়াত-ত-তালিব ফী শাব্বহ ‘আকীদাতি ইবনি’ল হাজিব (Esc. ২খ, ১৫৩৮, ফাস, কারাবিয়ান, ১৫৯৪; দ্র. Brockelmann, I, 539)।

(খ) আল-মানজুমাতুল-কুবরা ফী ‘ইলমি’ল-কালাম; ইহা রাজায় ছন্দে ১৫০০ শতাধিক শ্লোকের একটি ধর্মতাত্ত্বিক সন্দর্ভ; উহা মুহাসসিল (অথবা মুকাশিল) আল-মাকাসিদ নামেও পরিচিত (Esc. ২খ, ১৫৬১; রাবাত ৮৯; ফাস, কারাবিয়ান ১৫৬৯, ১৫৭১, ১৫৮৭), আহ-মাদ আল-মানজুর কর্তৃক (৯২৬-৯৫/১৫১৯-৮৭ যাহার দুইটি ভাষ্য রচিত হইয়াছে, একটি দীর্ঘ ও অন্যটি হ্রস্ব; উহাদের নাম, নাজমুল-ফারাইদ ওয়া মুবদি’ল-ফাওয়াইদ লি-মুহাসসিলি’ল-মাকাসিদ।

(গ) আল-জুওয়ানী (আবু’ল-মা’আলী ‘আবদুল-মালিক ইবন ‘আবদিল্লাহ), যিনি ইমামুল-হারামায়ন (দ্র.) নামে পরিচিত, আল-ওয়ারাকাত ফী উসুলি’ল-ফিকহ এর ভাষ্য, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে গায়াতুল-মারাম বি-শাব্বহ মুকাদ্দিমাতি’ল-ইমাম, কায়রো ১খ, ৩৯০; দ্র. Brockelmann, SI, 672, যিনি এই গ্রন্থের আরও ১০টি ভাষ্যের তালিকা প্রদান করিয়াছেন ও SII 85.

(ঘ) আল মাসাইলুল-আরশ আল-মুসাখাত বি-বুগয়াতি’ল মাকাসিদ ওয়া খুলাসাতিল-মারাসিদ (المسائل العرش المسماة ببنية المرصد والمقاصد و خلاصة المرصد) কায়রো ১৩৪৪/১৯২৫;

(ঙ) আল-ওয়ানশারীসী প্রণীত মিয়ার-এর উদ্ধৃত কিছু সংখ্যক ফাতাওয়া (উল্লিখিত লিখো., ফাস ১৩১৫/১৮৯৯, ১২ খণ্ডে)। (চ) মাসাইলুল-কাদা ওয়া’ল-ফুত্বা, যাহার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। (ছ) উরজুয়া ফী হিসাবিল-মানাযিল ওয়া’ল-বুরূজ; এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

হাজ্জী খালীফা ভুলক্রমে যাকরী তেলেমসানীর কিছু গ্রন্থ ফাসবাসী যাকরীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। তেলেমসানে তাঁহার নামধারী একটি মসজিদ ছিল (উহাকে জামি সীদী য়েগরী (তথ্য) বলা হইত; উহার সম্বন্ধে Brockelard একটি গবেষণা চলাইয়াছেন এবং ১১৫৪/১৭৪১ সনে সম্পাদিত একটি দলীলে (Act of hubs)-এ অন্তর্ভুক্ত উহার ওয়াকফসমূহের একটি বর্ণনামূলক তালিকাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভূমিকার জন্য, জনপ্রিয় বিশ্বাস তাঁহাকে একজন ওয়ালী অথবা সাধক ও সূ-ফীতে পরিণত করিয়াছে যিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা (কারামাত) সংঘটিত করিতে এবং সর্বব্যাপিতার শক্তি দ্বারা স্থলজ দূরত্বে জয় (তায়্যুল-আরদ) করিতে পারিতেন। পরিশেষে তেলেমসানের ‘উলামা সম্বন্ধে একজন আন্দালুসীয় গ্রন্থকার বলেন, “জ্ঞান আত-তানাসীর সহিত, গুণ আস-সানুসীর সহিত এবং পরমোৎকর্ষ ও নেতৃত্ব (রিয়াসা) ইবন যাকরীর সহিত রহিয়াছে।” ইবন যাকরীকে অন্য একজন বর্ণনা করিয়াছেন, ইবন যিরাই-হী (“স্বীয় বাহুর বা সন্তান অস্ত্রের অথবা স্বীয় রচনার পুত্র) হিসাবে। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, Ibnou-Zekri (মুহাম্মাদ আস-সাঈদ ইবন আহ-মাদ আয-যাওয়ানী আল-জান্নানী, আলজিয়াস মাদরাসার উচ্চতর স্তরের ফিকহশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং আলজিয়াসের মুফতী, মূলগতভাবে মহান কাবিলিয়া (Kabyllia)-এর আয়ছ য়েকরী সম্প্রদায়ভুক্ত (১২৬৭-১৩২২/১৮৫১-১৯১৪)। ইনি আওদাহদ-দালাই’ল ‘আলা উজুব ইসলাহি’ল-যাওয়ানী বিবিলাদি’ল-কাবাইল (আলজিয়াস ১৩২১/১৯০৩)-এর গ্রন্থকার বলিতেন যে, তিনি ইবন যাকরী আত-তেলেমসানীর বংশধর। এই বিষয়ে আল-হাফনাবীর সংশয় মন্তব্য “কোনও ব্যক্তির কুলজি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার নিজের কথাই তো গ্রহণীয়।”

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন মারযাম, আল-বুসতান ফী যিকরি’ল-আওয়ালিয়া ওয়া’ল-‘উলামা বি-তিলিমসান, আলজিয়াস ১৩২৬/১৯০৮; (২) আহ-মাদ

বাবা, নায়নুল-ইবতিহাজ বিতাতরীযিদ-দীবাজ, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ১৭০; (৩) ইবনুল-কাদী, জায়ওয়াতুল-ইকতিবাস ফী মান হান্না মিনা'ল-'আলাম মাদীনাতি ফাস, লিথো., ফাস ১৩০৯/১৮৯১; (৪) ইবন আসকার, দাওহাতুল-নাশির, লিথো., ফাস ১৩০৯/১৮৯১, ১খ, ৮৮; (৫) ইফরানী, সাফওয়াত মান ইনুতাশার, সম্পা. হাজ্জী, রাবাত ১৩৯৬/১৯২৬, ১১৯-২১; (৬) কাদিরী (মুহাম্মাদ ইবনু'ত-তায়িব), নাশরুল-মাছানী, লিথো., ফাস ১৩১০/১৮৯২; (৭) ওয়ারছীলানী, নুহাতুল-আনজার, আলজিয়াস ১৩২৬/১৯০৮; (৮) Brosselard Les inscriptions arabes de Tlemcen, in R. A, (1858-61); (৯) Abbe Barges, Complement a l'histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen (১০) হাফনাবী, তা'রীফুল-খালাফ বি-রিজালিস-সালার, আলজিয়াস ১৩২৪/১৯০৬, ১খ, ৩৮-৪১; (১১) Ben Cheneb, Etude sur les Personnes mentionnes dans I, Idjaza du cheikh Abd El Kadir el-Fasy, প্যারিস ১৯০৭, ২১৮, ২৪৪।

২। ইবন যাকরী (আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদি'র-রাহ'মান আল-ফাসী), অজ্ঞাত তারিখে ফাস-এ জন্ম, সেখানেই সর্বদা বাস করিতেন এবং মৃ. ১১৪৪/১৭৩১। প্রথমে তিনি চামড়া পাকাকারী (দাব্বাগ) হিসাবে পিতার অধীনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। হাতের কাজ শেষে পিতার সহিত অর্থাৎ পিতার বন্ধু আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদি'র-রাহ'মান ইবন আবদি'ল-কাদির আল-ফাসী (পরিশিষ্টে ড্র. আল-ফাসী)-এর ক্লাসে যোগ দিতেন। তিনি আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদপ্রদত্ত ভাষণসমূহেও যোগ দিতেন, যিনি আল-হাজ্জ আল-খাওয়াত আর-রুকঈ নামেও পরিচিত (মৃ. ১১১৫/১৭০৩; ড্র. আল-কাদিরী, ২খ, ১৭২; আল-কাত্তানী, ১খ, ২৩০)। তিনি সর্বদা মিলনায়তনের পিছনের দিকে সঙ্কোচের সহিত অবস্থান করিতেন। শিক্ষকদ্বয়ের কেহ অথবা উভয়ই তাহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা ও আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহার পিতাকে পরামর্শ দেন যে, তাঁহাকে চর্ম কারখানা হইতে ছুটি দিয়া অধ্যয়নে উৎসাহিত করা হউক, তাঁহারা নিজেরাই তাহার লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করিবেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসৃত হইয়াছিল। মেধাবী তরুণটি অন্য শিক্ষকদের কাছেও তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদি'ল-কাদির আল-ফাসী (ড্র. আল-ফাসী, পরিশিষ্ট); আহ'মাদ ইবনুল-হাজ্জ (মৃ. ১১০৯/১৬৯৭, ড্র. লাখদার, ১০৭-৮ ও নির্ঘণ্ট); আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আল-মাসনাবী (১০৭২-১১৩৬/১৬৬১-১৭২৪, ড্র. আল-কাদিরী, ২খ, ২০৪; আল-কাত্তানী, ৩খ, ৪৪; Ben Cheneb, উপধারা ১৩; আন-নাসিরী, ৪খ, ৪৪; Levi-Provencal, 301)। তিনি অচিরেই স্বর্ণকারদের মহল্লায় সাগা একটি ছোট মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে ইবন 'আতা'ইল্লাহ (ড্র)-র হিকাম অনুসরণে সূফীবাদ সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন এত সাফল্যের সহিত যে, তাঁহার দ্রুত বর্ধনশীল শ্রোতাদের জন্য স্থানটি ক্ষুদ্র প্রমাণিত হয়। ইহা সত্য যে, এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্রকারগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং ঐ সময়ে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও সুদক্ষ, যেমন 'আরবী ব্যাকরণ, শব্দের মূল ও অর্থ বিষয়ক বিদ্যা (Lexicology): ছন্দশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, পত্র রচনার কলাকৌশল, কুলজিবিদ্যা, জীবনী, ইতিহাস

ইত্যাদি বিচার ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ইজতিহাদের রীতিনীতি ও কৌশল অনুসরণ করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন উপরে উল্লিখিত তাঁহার স্বীয় শিক্ষক আল-মাসনাবী, মাস'উদ আত'-তা'হিরী আল-জুতী (মৃ. ১১৫০/১৭৩৭, ড্র. আল-কাত্তানী, ১খ, ৩২৬), আবুল-হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-মানালী আয-যাবাদী (মৃ. ১১৬৩/১৭৫০, ড্র. আল কাত্তানী, ২খ, ১৮৭) আল-ওয়ায়ীর আল-গাস্‌সানী (১০৬৩-১১৪৬/১৬৫৩-১৭৩৩, লাখদার, ১২২-৫) যিনি আল-'আরফু'স-সিহুরি ফী বা'দ ফাদাই'ল ইবন যাকরী নামে একখানা পাতুলিপিতে তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন, যাহার একটি হস্তলিখিত অনুলিপি ফাস-এর আহমাদিয়া গ্রন্থাগারে বিদ্যমান (ড্র. ইবন সুদা, ১খ, নং ৭২৪, পৃ. ১৮৯); সম্ভবত ভুলক্রমে গাননুন, ২৮৮; ইহা উপরে উল্লিখিত আয-যাবাদীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

১১৪০/১৭২৭ সনে তিনি হাজ্জ পালন করেন। তিনি কায়রো হইয়া যাওয়ার সময় তামাকের প্রতি লোকদের আসক্তি (যাহাকে তিনি পাপ মনে করিতেন) লক্ষ্য করত উহাকে নিষিদ্ধ করার অভিযান চলাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রচারের ফলস্বরূপ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়, যাহাতে তাঁহার যুক্তিসমূহ মর্যাদা লাভ করে। যদিও আপত্তি উঠিয়াছিল যে, তিনি একজন মালিকী হিসাবে কথা বলিয়াছেন, অথচ মিসরের লোকেরা হয় হানাকী বা শাফি'ঈ মায'হাবের অনুসারী। তিনি তাহার বিপক্ষীদেরকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে ধূম পান করিবেন?" উত্তর ইহল, "না। রাসূল (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও শালীনতাই এই বর্জন নিশ্চিত করবে।" তিনি হঠাৎ যোগ করিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইলে যে কাজ রাসূল (স)-এর সম্মুখে করা যায় না তাহা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয় কি? কোন কর্তব্য পালন হইতে বিরত থাকাও একটি বিদ'আত [بدعة] (নিশ্চিনী নূতন আচরণ) এবং বিদ'আত ও ইহার প্রবর্তনকারী দোষের আওনে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু রাসূল (স)-এর অনুপস্থিতিতে ও অসাক্ষাতে অশালীন ব্যবহার করিয়া নিজেকে নির্দোষ মনে করা কপটতা।" আল-আযহারের অপ্রতিভ 'আলিমগণ ইহার কোন উত্তর দেন নাই।

ইবন যাকরী আল-ফাসী (ابن زكري الفاسي) : ওয়ায-যানের শোরফা (chorfa) পরিদর্শনে আনন্দ লাভ করিতেন, বিশেষত তিনি মাওলায় আত'-তা'য়িব (মৃ. ১০৮৯/১৬৭৯) এবং তাঁহাদের শাগরিদ ও জীবনীকার আল-হাজ্জ আল-খাওয়াত আর-রুকঈর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আর রুকঈর শাগরিদ ছিলেন। অবশেষে তাহাকে একজন অলৌকিক ঘটনা সংঘটক মনে করা হইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছিলেন। ইহাও বলা হয় যে, তিনি বৃত্তি সূত্রে বেশ কিছু সম্পদ লাভ করায় উত্তরাধিকার বঞ্চিতদের সাহায্যের জন্য উহা ব্যবহার করিতেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাহার গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বলা হয় যে, উহা ছিল বহু সংখ্যক এবং সর্বত্র পঠিত ও অধীত হইয়া লোকেরা উপকৃত হইত। এইগুলি একদিকে ছিল ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব (Theology) ও সূফীবাদ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম লেখকদের গ্রন্থসমূহের ভাষ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ টীকা ও ব্যাখ্যা। অপর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা ও নীতিমূলক কবিতা এবং অন্তত একটি মৌলিক গদ্য গ্রন্থ। কাত্তানী, ১খ, ১৫৮ নিম্নে প্রদত্ত তালিকা সরবরাহ করেন :

(১) শারহুল-ফারীদা ফিন-নাহবি ওয়া'ত-তাসারীফ ওয়া'ল-খাত'ত' (আস-সুযুতী) (লিখো, ফাস ১৩১৯/১৯০১); (২) শারহুল-হিকামিল-আতাইয়া, পাণ্ডু. প্যারিস ১৩৫১, তাঁহার তারীকার অনুশীলন সম্পর্কে ও যাররুক কর্তৃক ২০টির অধিক ভাষা লিখিত হইয়াছে (আহ'মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন 'সিসা আল-বরনুসী আল-ফাসী, ৮৪৬-৯৯/১৪৪২-৯৩ [দ্র.], অন্য ভাষাগুলি উল্লেখ না করিলেও উহাদের মধ্যে স্পেনীয় সূফী ইবন 'আব্বাদ আর-রুশদীর রচিত গায়ছু'ল-মাওয়াহিব আল-'আলিয়া নামক ভাষ্যটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ব্লাক ১২৮৫/১৮৬৮; (৩) দ্র. Brockelmann, G. II, 143-4, S II, 145-7; (৪) ইবন 'আব্বাদ আর-রুশদী ও ইবন 'আতাইল্লাহ; (৫) যাররুক প্রণীত শারহুল-কাওয়াইদ ফি'ত-তাসাওউফ; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলিয়া বিবেচিত, কায়রো ১৩১৮/১৯০০ (দ্র. Brockelmann, S II, 326); (৬) এ লেখকের শারহুল-ন-নাসীহাতিল-কাফিয়া লিমান খাসসাছ্লাহ বি'ল-'আফিয়া (দ্র. Brockelmann, S II, 361, যিনি এই গ্রন্থের অন্যান্য ভাষ্যেরও তালিকা প্রদান করিয়াছেন); (৭) শারহুল-সালাত, 'আবদু'স-সালাম ইবন মাসীশ, আস-সালাতুল-মাসীশিয়া নামেও পরিচিত (আল-ফাসীতে ইহার মূল পাঠ দ্র.); (আবু 'আবদিলাহএবং আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল-'আরাবী ইবন যুসুফ, ৯৮৮-১০৫২/১৫৮০-১৬৪৩), ৬৩,; Gannun-এ, ৩৫৬ ও হাজ্জীতে, ১৭৫) যাহার আরও কতিপয় ভাষ্য লেখা হইয়াছে (দ্র. আল-কাত্তানী, ১খ, ১৪৬; Levi-Provencal, 312); আল-বুখারীর সংকলনের উপর টীকা (تعالیق), কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, ইবন মালিকের আলফিয়া গ্রন্থের উপর ইবন হিশামের লিখিত ভাষ্যের একটি অসম্পূর্ণ টীকা (হাশিয়া), বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা, আল-কাদিরী ও আল-কাত্তানী কর্তৃক উল্লিখিত বিবিধ রচনা যাহার বিদ্যমানতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না; রাসূল (স)-এর প্রশংসায় একটি হামযিয়া আল-বুসীরী [পরিশিষ্টে দ্র.]-র আদর্শে দুই খণ্ডে রচিত, ভাষ্যসহ (পাণ্ডু. রাবাত K. ১৩৭২ ও ১২৪৫); একটি মৌলিক রচনা যাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে মরক্কোতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যাহা দুইটি শিরোনাম বহন করে উহাদের একটি আস-সায়ফু'স-সারিম ফির-রাদ্দ 'আলা'ল-মুবতাদি আজ-জালিম এবং অন্যটি আল-ফাওয়াইদু'ল-মুত্তাবা'আ ফি'ল-আওয়াইদিল-মুবতাদা'আ; এই দুইটিতে তিনি এমন একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যাহা "সম্মান ও মর্যাদা ধর্মনিষ্ঠার (তাকওয়া) দ্বারা অর্জিত, বংশতালিকা দ্বারা নয়।" এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মেকনেসে (Meknes) 'আবদু'র-রাহমান ইবন যায়দান-এর গ্রন্থাগারে বিদ্যমান আছে (দ্র. ইবন সূদা, ১খ, নং ৪১৮, প. ১১৮)। ইহা মরক্কোবাসী 'আলিমদের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে বিতর্কের ঝড় তুলিয়াছিল, যাহা প্রায় এক শতাব্দী কাল স্থায়ী ছিল। আল-কাদিরী হয়ত ২০ বৎসর বয়সের সময় ইবন যাকরীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকিবেন, যেহেতু তিনি তাঁহার মাত্র ৪২ বৎসর পর ৬০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি দাবী করেন যে, তিনি একটি বহুল প্রচারিত গুজব শুনিয়াছিলেন যে, পরবর্তী জন অর্থাৎ ইবন যাকরী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য দায়ী ছিলেন যাহাতে তিনি 'আরবদের উপর অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি আরও যোগ করেন যে, সমসাময়িক সকল ধর্মপ্রিয় লোকেরা তাঁহাকে ইহার জন্য সঙ্গত কারণেই তীব্র নিন্দা ও নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। আল-কাদিরী

যাকরী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ জীবনীমূলক রচনায় ২০ জনেরও অধিক শিক্ষকের অভিমত (দোহাই দিয়াছেন) প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে তিনি কুরআনের অনেক আয়াত ও বহু হাদীছ উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি জাতীয়তাবাদের একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন এই বলিয়া উহাদের কেহ কেহ 'আরব ও অনারবদেরকে একই স্তরে স্থাপন করে এবং কেহ বা অনারবদেরকে আরবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। অতঃপর আল-কাদিরী আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, 'আরবগণ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে জন্ম দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মহান ব্রত ইসলাম প্রচারে সমর্থন দান করিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়েরই জাতি এবং ইসলাম গ্রহণের কাল নির্বিশেষে সমান অধিকার। অবশ্য এই নিবন্ধটির সতর্ক পাঠ এই ধারণা প্রদান করে যে, আল-কাদিরীর মতে ইবন যাকরী নিজেকে যাহুদী বংশোদ্ভূত মুসলিমদের মুখপাত্র হিসাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তখন ফাস-এ এই ধরনের বহু মুসলিম ছিল যাহারা 'আরবদেরকে নগণ্য মনে করিত এবং যাহাদেরকে তাহারা কোন রকম মর্যাদা দিতে চাহিত না, এমন কি আনসার, কুরায়শ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা-পিতার মর্যাদা সম্পর্কে বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য ও স্পষ্ট হাদীছ থাকার সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মর্যাদা স্বীকার করিতে চাহিত না। তদুপরি এই নও-মুসলিমগণ নিজদেরকে বানু ইসরাঈলের এবং মুসা, হারুন, যাকারিয়া ও অন্যান্য নবী (আ)-দের বংশধর মনে করিত এবং এইজন্য নিজদেরকে 'আরবদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিত। আল-কাদিরীর বক্তব্য অনুসারে এই কার্য দ্বারা ইবন যাকরী অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য করিয়াছেন এবং নিজেকে ঈমান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ফলে তিনি নিজেকে তাহাদের অনুরূপ শান্তির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন যাহারা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিপথগামী হয়। তদুপরি তিনি কি "এ সকল লোকের দলে তাহার সময় অতিবাহিত করেন নাই যাহারা তাহারই মত অলসতা ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করিত? উহারা তাহার সামনে গীত-বাদ্য দ্বারা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিত। তিনি তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য প্রভৃত চেষ্টা চলাইয়াছেন। যে ধারণা তাহার প্রতি আরোপ করা হয় তাহা তিনি এমন সুনিপুণভাবে ও দক্ষতার সহিত উপস্থাপন করিয়াছিলেন যে, অবশেষে তাঁহার সকল সঙ্গীই তাহার শিষ্যে পরিণত হইয়াছিল।"

অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে মায়্যারা'তুল-আকবার (আবু 'আবদিলাহ মুহাম্মাদ আল-ফাসী, ৯৯৯-১০৭২/১৫৯০-১৬৬২, দ্র. আল-কাদিরী, ২৩৫; আল-কাত্তানী, ১খ, ১৬৫; Levi-Provencal, 259, N. 47)-ও এই সমস্যা অবলম্বনে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং উহার নাম দিয়াছিলেন "নাসীহাতুল-মুগ'তাররীল ফি'র-রাদ্দ 'আলা যা'বি'ত- তাফরিকাতি বায়না'ল-মুসলিমীন" (نصيحة المغتربين في الرد على زوى التفرقة بين المسلمين Royal Lib., রাবাত পাণ্ডু. ৭২৪৮, পত্রক ৭১a ১২৩b)। আল-কাদিরীর মতানুসারে ইহার গ্রন্থকারের একটি সঙ্গত ওয়র ছিল এবং তিনি ভর্ৎসনার যোগ্য নহেন; কারণ তাহার সময় নও মুসলিমগণ মুসলিম 'আরবদের হয়রানি ও নির্ধাতনের শিকার হইতেন। মুসলিম সংহতির অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মায়্যারা তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইবন যাকরীর ৯০ বৎসর পর আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ ইবন 'আবদি'স-সালাম ইবন মুহাম্মাদ আল-বান্নানী (মৃ. ১২৩৪/১৮১৮) [বান্নানী

পরিবারটি যাহুদী বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত। আয-যাকরীর পক্ষ সমর্থনে আল-কাদিরীর অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইটি গ্রন্থের অন্যান্য আটটি বিভিন্ন নাম রহিয়াছে। যথাঃ (১) তাহলিয়াতুল-আযান ওয়া'ল মাসামি বিন-নুসরাতি'ল-আল্লামাতিল-জামি' (المنهل العذب المروي في) (تحليله الاذان والمسامع بالنصرة العلامة الجامع) (আন-নূর'ল-লামি' ওয়া কানয রুওয়াতি'ল-মাজামি (النور اللامع) (وكنز رواية الجامع); (২) আল-মানহালু'ল-আযবিল-মুরবী ফী নুসরাতি'ল-আল্লামা ইবন যাকরী (منهل العذب المروي في) (نصرة العلامة بن زكري) (بستان الفوائد الحديثة البدائع) (৩) রাশফু'দ-দানারাব-বিভাফদীল বানী ইসরাঈল ওয়া'ল-আরাব (رشف) (الضرب بتفضيل بنى اسرائيل والعرب) (এই ৫টি শিরোনাম দুই খণ্ডে সমাপ্ত, প্রথম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত যাহার প্রথম খণ্ড এখনও ফাস-এ ব্যক্তিগত মালিকানায আছে; দ্র. ইবন সূদা, নং ২৫৬, পৃ. ৮৪); (৬) আল-ওয়াজহ'ল-মুগরী 'আলা নুসরাতি'ল-আল্লামা ইবন যাকরী (الوجه) (المغرى على نصرة العلامة زكري) (৭) আত-তায়ঈল ওয়া শিফাউ'ল-গালীল ওয়া ইযালা দাই'ল-আলীল (التذليل وشفاء) (الغليل وازالة داء العليل) (৮) আল-উজালাতুল-মুফিয়া বি-মুহতাজিল-মানজুমাতিল-মুসিয়া (الاجالة المفوية بمحتاج) (المنظومة اليوسية) এই নামগুলি দ্বিতীয় গ্রন্থের যাহা ১২২২/১৮০৭ সনে এক খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিস-সালাম আল-বান্নানীর স্বহস্ত লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান এবং উহা আবু 'উমার উছমান ইবন 'আলী আল-যুসী (মৃ. ১০৮৪/১৬৭৪; দ্র. আল-ইফরানী, ১১৩; আল-কাদিরী, ২খ, ১৩; আল-যুসী, in fine; Ben Cheneb, 5) কর্তৃক (আপাতদৃষ্টিতে) প্রায় ৩০০ শ্লোকে রচিত একটি কাঙ্গীদার ভাষ্য।

(৯) এইগুলি লিখিত হইয়াছিল যাহারা বানু ইসরাঈলের মর্যাদাকে কলঙ্কিত করে এবং যাহারা ভ্রান্তভাবে বলে, "ইসলাম তাহাদের নিকট মোটেই ঋণী নহে বা ইসলামে তাহাদের কোন অবদান নাই", তাহাদের জওয়াবে (দ্র. ইবন সূদা, নং ৪২৭, এবং ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১২০ এবং ৪২৬)।

জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে এই বিতর্ক ১২/১৮ শতাব্দীর শেষে ও ১৩/১৮ শতাব্দীর প্রথমে, উক্ত ধারণাসমূহ ও তৎকালীন মরক্কোবাসী চিন্তাবিদদের পূর্ব ধারণা এবং অনারব ও ইসলামে দীক্ষিত যাহুদী বংশোদ্ভূত মুসলিমদের সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাবের উপর অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফাসী (মুহাম্মাদ আল-আরাবী), মিরআতুল-মাহাসিন মিন আখবারিশ-শায়খ আবিল-মাহাসিন, লিখো., ফাস ১৩২৪/১৯০৬; (২) যুসী, মুহাদ্দারাত, লিখো., ফাস ১৩১৭/১৮৯৯; (৩) ইফরানী, সাফওয়াত মান ইনতাশার, লিখো., ফাস জ. বি.; (৪) আল-কাদিরী, নাশরুল-মাছানী, লিখো. ফাস ১৩১০/১৮৯২; (৫) আল-কাস্তানী, সালওয়াতুল-আনফাস, লিখো. ফাস, ৩ খণ্ডে, ১৩১৬/১৮৯৮; (৬) আন-নাসিরী, কিতাবুল-ইসতিকসা লিআখবারিল-মাগরিবিল-আকসা, কায়রো ১৩১২/১৮৯৪ ও কাসারাস্কা ১৯৫৬ খৃ.; (৭) Ben Cheneb, Etude sur les personnages mentionnes dans Ildjaza du

Cheikh abd al-Kadir al-Fasi, প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (৮) Levi-provencal, Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (৯) গানুন ('আবদুল্লাহ), আন-নুবু'ল-মাগরিবী ফিল-আদাবিল-আরাবী, তিউয়ান ১৩৫৬/১৮৩৭, ৩ খণ্ডে; (১০) ইবন সূদা, দালীল মুআররিখিল-মাগ-রিবিল আকসা, কাসারাস্কা, ১খ, ১৯৬০ খৃ., ২খ, ১৯৬৫ খৃ.; (১১) ম. হাজ্জী, আল-যাবিয়াতুল-দ-দিলাইয়া, রাবাত ১৩৮৪/১৯৬৪; (১২) M. Lakhdar, vie Litteraire, ১৬৯-৭১ ও নির্ঘণ্ট।

(৩) এইচ. আল-কাস্তানী (খ, ১৬১) অন্য আর একজন ইবন-যাকরীর প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক তথ্য প্রদান করিয়াছেন (আবুল-আব্বাস আহমাদ, মৃ. ১১৫৪/১৭৪১, ফাস-এ যিনি পূর্ববর্তী জনের পুত্র ব্যতীত অন্য কেহই নহেন এবং ইনি মরক্কোর প্রসিদ্ধ সাধক সীদী বুশতা (আবু'শ-শিতা)-এর খালওয়াতে কঠোর সাধনায় জীবন যাপন করিতেন।

M. Hadj-Sadok (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন যাকওয়ান (ابن زكوان) : কর্ডোভার একটি পরিবার বানু যাকওয়ান-এর সদস্যদের নাম, যেই পরিবারে কয়েকজন কাথী জনগ্রহণ করেন।

(১) তাহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন হারছামা ইবন যাকওয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদুস ইবন যাকওয়ান'ল-উমাবী যিনি, ৩৭০/৯৮১ সনে সাহিবুর-র-রাদ্দ হিসাবে নিযুক্ত হন (অর্থাৎ সাধারণ কাথীগণ যেই ব্যাপারে রায় প্রদান করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন সেই ব্যাপারে রায় দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য ছিল); দ্র. ইবনুল-ফারাদী, নং ৭২২ E. Levi-Provencal Hist. Esp. Mus., iii, 145.

(২) ঐ পরিবারে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সদস্য ছিলেন উল্লিখিত কাথীর পুত্র আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ যিনি ফাহুল-বাল্লুত-এর কাথী হইবার পর সাহিবুর-র-রাদ্দ হিসাবে তাহার পিতার উত্তরাধিকারী হন এবং ৩৯২/১০০১ সনে কর্ডোভার প্রধান কাথী হিসাবে নিযুক্ত হন। চমৎকার কূটনৈতিক গুণের অধিকারী এবং বারবার ও কর্ডোভাবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া তিনি আল-মানসূরের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি আল-মানসূরের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন উপদেষ্টা ছিলেন। ৩৯২/১০০২ সনে হাজিব-এর মৃত্যুর পর তিনি ৩৯৪/১০০৪ সন পর্যন্ত তাঁহার পদ বজায় রাখিতে সক্ষম হন। ইহার পর তিনি ৩৯৬-৪০১/১০০৫-১০ সন পর্যন্ত ইহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। ৩৯৯/১০০৯ সনে তিনি উমায়্যা সিংহাসনের 'আবদুল-রাহমান সেঙ্কুইলু (দ্র.)-কে দ্বিতীয় হিশামের উত্তরাধিকারীরূপে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ইবন বুরদ (দ্র.) কর্তৃক লিখিত দলীলে তাহার অনুমোদন দান করেন। তিনি আল-মাহুদী (৩৯৯-১০০৯)-র খিলাফতের উত্তরাধিকারী হওয়ারও সমর্থন জানান। আলমেরিয়া ও ওরানে কিছুকালের জন্য নিরাসিত থাকার পর তিনি শীঘ্রই তাঁহার পদ পুনরায় লাভ করেন দ্বিতীয় হিশামের অধীনে যিনি ৪০০/১০১০ সনে তাঁহার সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনিই ৪০৩/১০১৩ সনে রাজধানী আক্রমণকারী বারবারদের নিকট হইতে নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ২২ রাজাব, ৪১৩/২১ অক্টোবর, ১০২২ সনে ইনতিকাল করেন এবং ইবন শুহায়দ (দ্র.) তাঁহার জানাযা ও দাফন উপলক্ষে প্রশংসামূলক ভাষণ দান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাসসাম, যখীর, ১/১খ, ২২৪; (২) ইবন খাকান, মাতমাহ, ১৯-২০; (৩) ইবন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৬৩; (৩)

দাব্বী, বুগ'য়া, ১৮৪; (৫) ইবন সা'ঈদ, মুগরিব, ২১০-১; (৬) নুবাহী, মারকাবা, ৮৪-৭ ও নির্ঘণ্ট; (৭) ইবনুল-খাতীব, আমাল, নির্ঘণ্ট; (৮) মাক্করী, Analectes, index; (৯) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., index; (১০) Ch. Pellat, ইবন শুহায়দ, আশ্মান (১৯৬৬ খৃ.), ৪১; (১১) ঐ লেখক, দীওয়ান ইবন শুহায়দ, ২৩-৫; (১২) এফ. বুক্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৮২-৩।

(৩) আবু হা'তিম মুহাম্মাদ ইবন আবদিদ্বাহ, উপরিউক্ত ব্যক্তির ভাই, মুশাওয়র ও ফিররীশ-এর ক'দী ছিলেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভার ক'দী ও মাজালিম কোর্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৪১৪/১০২৩ সনে ইনতিকাল করেন। দেখুন : (১) ইবনুল-ফারাদী, নং ১৬৭৩; (২) নুবাহী, মারকাবা, ৮৬, ৮৭; (৩) ইবনুল-খাতীব, আমাল, ৪৯; (৪) Dozy, Hist. des Mus. d. Esp., ৩খ, ২০৯।

(৪) আবু বাক্বর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, ২য় প্রধান কাযীর পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার সৎ গুণাবলী, শিক্ষা ও সততার জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। যাহুয়া ইবন আলী (হাম্বুদীগণ দেখুন)-র রাজত্বকালে তিনি উমীর হিসাবে নিযুক্ত হন, ৪৩০/১০৩৯ সনে তিনি কর্ডোভার কাযী হন এবং ৩ রাবী'উল-আওয়াল, ৪৩৫/১০ অক্টোবর, ১০৪৩ তিনি ইনতিকাল করেন। দেখুন ইবন বাসসাম ১/২খ, ১৫; ইবন বাশকুওয়াল, ৩৪; নুবাহী, ৮৪; ইবন সা'ঈদ, মুগরিব, ৭০; ইবনুল-খাতীব, আমাল, ৫৬।

আবুল-আব্বাস আহমাদ ও আবু আলী আল-হাসান [আবু হা'তিম (৩)-এর পুত্র]-এর নামও উল্লেখ করা হয়, কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা তাহারা কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে দেখুন, ইবন বাসসাম ৪/১খ, ২৮; ইবন সা'ঈদ, মুগরিব, ১৬০।

Ch. Pellat (E.I.²)/ মোঃ জয়নাল আবেদীন

ইবন যাক্বর (ابن زكور) : আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদি'ল-ওয়ালিদ ইবন আহমাদ আল-ফাসী আল-মাগরিবী, ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফেয শহরে জন্ম এবং উক্ত শহরে ২০ মুহাররাম, ১১২০/১১ এপ্রিল, ১৭০৮ সালে মৃত্যু ও তাঁহাকে বাব গীসাতে দাফন করা হইয়াছিল। তিনি একজন সুপণ্ডিত, ঐতিহাসিক, জীবনী লেখক এবং কবি ও নৈতিক কবিতার ভাষ্যকার ছিলেন। ফেয শহরে জীবনের প্রথমদিকে তিনি প্রধানত ইসলামী বিষয়ে বিখ্যাত 'উলামার নিকট শিক্ষা গ্রহণে মনোযোগী হন; যথা : আবু মুহাম্মাদ আবদুল-কাতির ইবন আলী ইবন যুসুফ আল-ফাসী (১০০৭-৯১/১৫৯৯-১৬৬৮০); তদীয় পুত্র আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ (মৃ. ১১০০/১৬৮৯), আবু 'ঈসা (বিকল্পরূপে আবু আবদিদ্বাহ) মুহাম্মাদ আল-মাহ্দী ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন যুসুফ আল-ফাসী (১০৩৫-১১০৯/১৬২৪-৯৮); আবু আলী আল-হাসান ইবন মাস'উদ আলযুসী (১০৪০-১১০২/১৬৩০-৯১); আবু মুহাম্মাদ আবদুল-স-সালাম ইবনিত-ভায়িব আল-কাদিরী (১০৫৮-১১১০/-১৬৪৮০৯৮); ফেযের কাদি'ল-জামা'আ ও মুফতী আবু মুহাম্মাদ (আরও আবু আবদিদ্বাহ) মুহাম্মাদ আল-আরাবী (আল-আরবী হিসাবে উচ্চারিত) ইবন আহমাদ বুরদুল আল-আন্দালুসী, আল-ফাসী (১০৪২-১১৩৩/১৬৩২-১৭২১); আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুসানতীনী আল-হাসানী, যাহাকে আল-কাম্মাদ বলা হইত, মৃ. ১১১৬/১৭০৪; আবুল-আব্বাস (বিকল্পরূপে আবুল-ফাদল) আহমাদ ইবনুল-আরাবী (আল-মিরদাসী আস-সুলামী, যিনি ফাসুল-জাদীদ-এর ক'দী, মৃ. ১১০৯/১৬৯৭।

পরবর্তীকালে তিনি তেতুয়ান-এ আবুল-হাসান আল-হাজ্জ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আত(তিত্তাওয়ানী আল-আন্দালুসী, যাহাকে বারাক্কা অথবা বারাক্কাতুহ অথবা বারাক্কাতু অথবা বারাক্কতু বলা হইত, মৃ. ১১২০/১৭০৯ এবং ইহার পরে আলজিয়ার্সে আবু হাফস 'উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদি'র-রাহমান (বিকল্পরূপে 'আবদি'ল-ওয়ালিদ) ইবন যুসুফ আল-মানজাল্লাতী (আলমান গেল্পাতী উচ্চারিত), আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদি'ল-মু'মিন আল-হাসানী (এই দুইজন শিক্ষক সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়), আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন ইব্রাহীম ইবন হাম্বুদা (যাহাকে কান্দুরা বলা হইত, মৃ. ১০৯৮/১৬৯৭)-এর অধীনে শিক্ষা লাভ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষকগণের প্রত্যেকের নিকটে তিনি ইজাযার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং প্রায় সব সময়েই ইজাযা লাভ করিয়াছিলেন—যাহা তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছয়টি দলীল তারিখসহ বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। প্রথমটির, যাহা ফেযে মুহাম্মাদ আল-মাহ্দী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তারিখ হইল 'মুল-কা'দা, ১১০০/১৬৮৯। আলজিয়ার্সে তিনি যে সাত মাস সময় কাটাইয়াছিলেন সেই সময় তাঁহাকে তিনটি ইজাযা প্রদান করা হইয়াছিল, একটি দ্বিতীয় জুমাদাতে এবং দুইটি ১০৯৪/১৬৮৩ সালে রাজাব মাসে। তেতুয়ানে 'আলী বারাক্কত, ১০৯৪/১৬৮৩ সালে শা'বান মাসে তাঁহার ইজাযা প্রদান করিয়াছিলেন; সর্বশেষে ফেযে ১০৯৫/১৬৮৪ সালে তিনি হাসান আল-মুসীর নিকট হইতে ইজাযা লাভ করিয়াছিলেন।

এই মূল রচনাগুলি অধীত বিষয়বস্তু ও পঠিত পুস্তকাদি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে। (ক) ব্যাকরণ ইবন মালিক (দ্র.), আলফিয়া ও কাফিয়া, (খ) অলংকারশাস্ত্র আস-সাক্কানী (দ্র.) মিফতাহ'ল-'উলূম, ইহা আল-জুরজানী (দ্র.) লিখিত টীকা এবং মুখতাসার নামে সাদু'দ্দীন আত-ভাফতায়ানী (দ্র.) লিখিত ব্যাখ্যাসহ তালখীসুল মিফতাহ নামে আল-কায্বীনী কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে রচিত হইয়াছে; (গ) আয়ন খালীল (দ্র.), মুখতাসার ইবন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী (দ্র.) রিসালা; ইবন আসিম (দ্র.), তুহফা; আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন আবী বাক্বর ইবন আবদিদ্বাহ আল-আনসারী আত-তিলিম্‌সানী, আল-ওয়াকশী (৬৯৯-৭৬০/১২৯৯-১৩৫৯), আল-উরজুয়া ফিল-ফারা'ইদ; (ঘ) হাদীছ 'আল-বুখারী (দ্র.), সাহীহ; আত-তিরমিযী (দ্র.), সাহীহ ও শামা'ইল; আস-সুযুতী (দ্র.), আল-জামি'উ'ল-স-সাগীর মিন্‌হাদীছিল-বাশীরিন-নাযীর; (ঙ) উসূল আস-সুব্বী (দ্র.), জাম'উ'ল-জাওয়ামি', আল-মাহাদী (জালালুদ্দীন) (দ্র.) আল-ইরাকী (ওয়ালিয়াদ্দীন (দ্র.) ও আল-কুরানী (মুহাম্মাদ ইবন রাসূল) [দ্র.]-র টীকাসহ; (চ) ধর্মতত্ত্ব : মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদি'ল- মু'মিন, আল-জাযাইরী, মান্‌জুমা ফিত-তাওহীদ, (৭৯টি শ্লোকসম্বলিত, নাশর, আযাহিরিল-বুস্তান-এ পুনরালোচিত, ১৭)।

ইহা ছাড়াও ইবন যাক্বর উপরে উল্লিখিত তাঁহার শিক্ষক মুহাম্মাদ আল-মাহ্দীর এগারটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তু. 'আলামী, আল-আনীসুল-মুত্তরিব, ২৪; Levi-Provencal, Chorfa, 274 ও n. I)। তিনি কাব্য, ছন্দ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং মরক্কোতে আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ ইবন নাসির কর্তৃক স্থাপিত জাভসংঘে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি ছিল একই, শিক্ষক এবং সময়ে সময়ে কতিপয় শিক্ষক দ্বারা প্রদত্ত একই নিবন্ধের বা বিষয়ের ব্যাখ্যা শ্রবণ করা। এইভাবে

খালীল-এর মুখতাসারকে বুরদুল্ল তিনবার ও বারাকত্ব একবার তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অনুরূপভাবে মানজালাতী ও বারাকাত্ব তাঁহার নিকট জামি'উ'ল-জাওয়ামি' ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধিকন্তু তাঁহার জীবনীকারণের মতে তালখীসুল-মিফতাহ জামি'উ'ল-জাওয়ামি', ইবন মালিক-এর কাফিয়া ও আলফিয়া, খালীল-এর মুখতাসার, আল-হারীরীর মাকামাত ইত্যাদি তাহার মুখস্থ ছিল এবং তিনি আদীব (সাহিত্যিক), কাওওয়াল (বাগী) ও নাজিম (ছন্দসিক) উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন।

এই চরিত্রকারণের মতে তিনি ১৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন : (১) একটি রিহ্লা, নাম নাশরু আযাহিরি'ল-বুস্তান ফী মান্ আজামানী বি'ল-জাযাইর, ওয়া তিব্রাওয়ান মিন্ ফুদালা'ই'ল-আকাবির ওয়া'ল-আয়ান, আলজিয়ার্স ১৩১৯/১৯০২; (২) একটি দীওয়ান (কাব্য সংগ্রহ), নাম আর রাওদুল-আরীদ ফী বাদীহিত ডাওশীহ ওয়া মুনতাকা'ল-কারীদ; স্থলিখিত পাতুলিপি, বর্তমানে রারাতে আছে, দেখুন RIMA, ৫খ (১৯৫৯খ.), ১৮৯; মোট ৩৫০টি চরণসম্বলিত প্রায় ১৫টি খণ্ড তাহার রিহ্লা ও আলামীতে অন্তর্ভুক্ত আছে, আল-আনীসুল-মুত্তরিব, স্থা.; (৩) আল-মু'রিবুল-মুবীন 'আম্মা তাদান্নানাহ'ল আনীসিল-মুত্তরিব ওয়া রাওদাতুল-নিসরীন, পাতুলিপি রাবাত আছে। তু. l'evi-Provençal Mss, ar, de Rbat, w. ৪৯৮ (২) ২১৫ ও আল-মুত্তরিব ফী আখবারি সালাতীন'ল-মাগ'রিব (তু. neigel in RMM, xiv, ২৯৬) নামে আবুল-জাদ (তাদলা)-এর গ্রন্থাগারে আছে; (৪) আশ-শানফারার 'আজাবুল-আজাব (বিকল্পরূপে, তাফরাজুল-কুরাব) ফী শারহি' লামিয়াত্তিল-আরাব, যাহার ছয়টি পাতুলিপি বিদ্যমান (তু. Brockelmann, SI, 54); (৫) আন-নাফাহাতুল-আরাজিয়া ওয়া-ন-নাসামাতুল-বানাকসাজিয়া ফী শারহি'ল-খায়রাজিয়া পাতুলিপি রাবাতে আছে, ২৯১, ২ ও কায়রো, ২খ., ২৪৫ (তু. Brockelmann, SI, 545); (৬) মিক্বাসুল-ফাওয়াইদ ফী শারহি মা খাফিয়া মিনাল'-কালাইদ, আল-ফাতহ ইবন খাক'ান (দ্র.) কর্তৃক ফালাইদুল-ইক্বান-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ; পাতুলিপি রাবাতে আছে, আল-জালাবী সংগ্রহ ১৪৯।

তাঁহার অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইগুলি হইলঃ (৭) আল-ইসতিশফা মিনাল'-আলাম বি-মিক্বা (বিকল্পরূপে বি-মিক্বা) আছারি সাহিবিল'-আলাম, ইহা মরক্কোর সাধক পুরুষ 'আবদুল-স-সালাম ইবন মাসীশ (দ্র.)-এর উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত একটি বংশতালিকা; (৮) 'উনওয়ানুন-নাফাসা ফী শারহি'ল-হামাসা নামে আবু তাহাম-এর হামাসার উপর তিন খণ্ডে রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ; (৯) আস-সানী'উ'ল-বাদী' ফী শারহি'ল-হিন্দিয়া যাতিলা-বাদী অথবা নবী (স)-এর প্রশংসার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সাফিয়াদীন আল-হিন্দী (দ্র.) কর্তৃক রচিত আল-কাফিয়াতুল-বাদী'ইয়া নামক কবিতার ব্যাখ্যা; (১০) ইবন মালিক (দ্র.)-এর আলজুদ বিল-মাওজুদ ফী শারহি'ল-মাক্বুর ওয়া'ল-মাম্বাদ; (১১) আর-রাওদাতুল-জামিয়া ফী দাব্তি'স-সানা'ইশ-শামসিয়া অথবা উরজুয়া ফিত'-তাওকীত; (১২) মিরাজুল-উসুল ইলা সামাওয়াতিল-উসুল অথবা ইমামুল-হারামায়ন আল-জুওয়ানী (দ্র.)র ওয়ারাকাত-এর কাব্যিক রূপ; (১৩) আল-হু'সামুল-মাসলুল ফী কাসুরি'ল-মাফ'উল 'আলা'ল-ফা'ইল ওয়া'ল-ফা'ইলি 'আলা'ল-মাফ'উল; (১৪) আনফা'উ'ল-ওয়াসা'ইল ফী আবলাগি'ল-খু'তাব ওয়া আব্দাইর-রাসা'ইল; (১৫)

আদ-দুরাতুল-মাকনুযা ফী তাযযীলি'ল-উরজুযা (ইবন সীনা কর্তৃক রচিত চিকিৎসা বিষয়ক উরজুযা পুস্তকের পরিশিষ্ট); (১৬) আল-হুয়াতুল-স-সিয়ারা ফী হাদীছিল-বাবা।

এইভাবেই ইবন যাক্বুর 'আরবী ইসলামী সংস্কৃতির একাধিক দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছেন; ব্যাকরণ, সাহিত্য, রচনাশৈলী, ছন্দ, নবী জীবনী (সীরা), জীবনী সাহিত্য, বংশ তালিকা, হাদীছ, উসুল, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। তাঁহার যে সমস্ত রচনা আমাদের কাছে পৌছিয়াছে সেইগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি গদ্যে আল-ফাতহ ইবন খাকান ও কাব্যে আবু তাহাম-এর অনুসারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আলামী (الانيس المطرب في من لقيه), مؤلفه من ادباء المغرب نشر المثنى لاهل القرن الحادى عشر والثانى lith ফেব ১৩১৫/১৮৯৭, ১৯-৩৮; (২) কাদিরী, النشر المثنى لاهل القرن الحادى عشر والثانى lith ফেব ১৩১০/১৮৯২ ২খ, ১৮৬; (৩) ঐ লেখক, التقاط الدرو ومستفاد المواعظ والعبر من اخبار اعيان المائة الثانية والحادية عشر fol. 57v.; (৪) কান্তানী, সালাওয়াতুল-আনফাস, lith ফেব ১৩১৪/১৮৯৬, ৩ক, ১৭৯; (৫) RMM, ২৪ খ, ২৯৬; (৬) R. Basset, Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat el-anfas, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খ., ১৩, নং ১৮; (৭) মুহাম্মাদ আস-সাইহ, আল-মুনতাকাবাতুল-আব-কারিয়া, ৫৮; (৮) E. Levi-Provençal, Les historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খ., ২৮৭-৯০; (৯) 'আবদুল-হায়ি আল-কান্তানী, ফিহরিস্ত, ১৩৪৬/১৯২৭, ১খ, ১৩০; (১০) Brockelmann, I, ২৬ S I, ৫৪, ৫৪৫, S II, ৬৮৪; (১১) 'আবদুল-ওয়াহ্‌ব ইবন মানসূর আল-জাযাইর ফী রিহলাতি আবী 'আবদিল্লাহ ইবন যাক্বুর, আল-বাসাইর-এ নং ৩৪৮ জানুয়ারী ১৯৫৬, ২; নং ৩৫০, ২০ জানুয়ারী, ১৯৫৬, ৫; নং ৩৫১, ২৭ জানুয়ারী ১৯৫৬, ২; নং ৩৫৪, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬, ২; (১২) 'আবদুল্লাহ কাসউন (= জেন্নুন), আল-মুনতাকাব মিন শির ইবন যাক্বুর, কায়রো ১৯৪২ খ; (১৩) ঐ লেখক, আন-নব্বুল-মাগরিবী ফিল আদাবিল-আরাবী, বৈরুত ১৯৬১ খ., ৩১৩।

M. Hadj -Sadok (E.I.²)/আ. র. মামুন

ইবন যাম্বরাক (ابن زمرک) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ আস-সুরায়হী, ইবন যাম্বরাক (অথবা যুমরুক) নামে পরিচিত, একজন আদালুসী কবি এবং রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে দক্ষ ব্যক্তি, জ. গ্রানাডায় ৭৩৩/১৩৩৩। সাধারণ বংশোদ্ভূত হইলেও তিনি অধ্যয়নে ব্যাপৃত হন এবং বিখ্যাত শিক্ষকগণের, বিশেষ করিয়া আশ-শারীফুল-গারনাভী ও ইবনুল-খাতীব (উভয় দ্র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীজনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে তরুণ কবি গ্রানাডার প্রশাসনে একটি সরকারী পদ লাভ করেন। ৭৬০/১৩৫৯ সালে যখন পঞ্চম মুহাম্মাদ সিংহাসনচ্যুত হন এবং মারীনী সুলতান আবু সালিম কর্তৃক ফেযে তাঁহাকে স্বাগত জানান হয় তখন ইবনুল-খাতীব ও ইবন যাম্বরাক নির্বাসনে তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময় ইবন যাম্বরাক লেখাপড়া চালাইয়া যান। তিনি দরবারে অনুরূপিত উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে কবিতা লিখিতেন। বিভিন্ন উত্থান-পতনের পর পঞ্চম মুহাম্মাদ গ্রানাডা প্রত্যাবর্তন করেন (৭৬৩/১৩৬২)। তিনি তাঁহাকে ইবনুল-খাতীব রচিত

জাহির-এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত সচিব (কاتب سره) নিযুক্ত করেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতে তিনি প্রায়ই রাজকবির ভূমিকা পালন করেন। ইবনুল-খাতীব, যিনি তখন পর্যন্ত নাসরী শাসককে গ্রানাডার জটিল নীতি, বিশেষত মরক্কো সম্পর্কীয় নীতি (যেখানে ৭৬২/১৩৬১ সালে আবু সালিমের হত্যার ফলে গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করিতেছিল) প্রয়োগ করার ব্যাপারে সাহায্য করিতেছিলেন, ৭৭৩/১৩৭১-২ সালে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তেলেমসানে মারানী সুলতান 'আবদুল-আযীযের পক্ষে যোগদান করেন। এই সময় ইবন যাম্রাক তাঁহার শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষকের স্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইবনুল-খাতীব ফেযে বন্দী হইয়া গ্রানাডায় ইবন যাম্রাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তদন্ত আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন যেখানে তিনি কুফরের অভিযোগে অভিযুক্ত ও নির্যাতিত হন এবং অবশেষে তাঁহাকে বন্দীশালায় হত্যা করা হয়। এই পর্যায়ে ইবন যাম্রাকের কোন সমালোচনা হয় নাই এবং তিনি প্রধান মন্ত্রী ও রাজকবি হিসাবে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু পঞ্চম মুহাম্মাদের মৃত্যুর (৭৯৩/১৩৯১) পর তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মুসুফ ইবন যাম্রাককে বরখাস্ত করেন এবং আলমেরিয়ার দুর্গে প্রায় দুই বৎসর বন্দী করিয়া রাখেন। উক্ত পদে পুনর্বহাল হইবার পর পুনরায় কবি-মন্ত্রী পরবর্তী সুলতান সওম মুহাম্মাদ কর্তৃক বরখাস্ত হন এবং মুহাম্মাদ ইবন 'আসিম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৭৯৫/১৩৯৩ সালে তিনি পুনর্নিয়োগ লাভ করেন, কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই এক অজ্ঞাত তারিখে সুলতানের নির্দেশে নিহত হন।

ইবন যাম্রাকের দীওয়ান সংরক্ষিত হয় নাই; কিন্তু ইবনুল-খাতীব কর্তৃক সংগৃহীত ও আল-মাক্কারী কর্তৃক পুনর্লিখিত কিছু সংখ্যক কবিতা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এইগুলি শোকগাথা, স্তুতি কবিতা ও দরবারী ধর্মীয় উৎসব অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপলক্ষে লিখিত অভিনন্দন বালী ইত্যাদি। তাঁহার কোন কোন কবিতায় ইবন খাফাজা (দ্র.)-র নিশ্চিত প্রভাব দেখা যায়, যদিও এইগুলি তাঁহার রচনার স্পষ্ট নকল নহে। স্তুতি কবিতাগুলির যে অংশে গ্রানাডা, উহার পুস্পোদ্যান ও প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই সব কবিতার কিছু কিছু স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে; কারণ এইগুলি আল-হামরা প্রাসাদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ কারুকর্মের অংশ বিশেষ।

মিসরীয় লেখক ও শিক্ষক সুহায়র আল-কালামারী রচিত ছদ্মা গারাবাতি'শ-শাম্‌স (কায়রো ১৯৪৯ খৃ.) নামক উপন্যাসে যাম্রাকের চরিত্র মূল বিষয়বস্তু সরবরাহ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Garcia Gomez-এর মৌলিক গবেষণা Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, in Cinco poetas musulmanes² Madrid-Buenos Aires ১৯৪৪ খৃ., ১৬৯-২৭১, এই গ্রন্থের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে উল্লিখিত উৎসগুলির সহিত যোগ করা উচিতঃ (২) মাক্কারী, আযহারুর-রিয়াদ, কায়রো ১৩৫৯/১৯৪০, ২খ, ৭-২০৬; (৩) আহমাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ, ইবন ফারহূন-এর দীবাজ-এর হাশিয়াতে লিখিত, কায়রো ১৩৫১ হি., ২৮২-৩; (৪) ইবনুল-খাতীব, আল-কাতীবাতুল-কামিনা, সম্পা. ইহসান 'আব্বাস, বৈরুত ১৯৫৩ খৃ., ২৮২-৮; (৫) এ. সালমি ইবন যাম্রাকের মাওলিদিয়াত গ্রন্থটির উপর গবেষণা করিয়াছেন, in Hesperis, x/iii (১৯৫৬ খৃ.) ৩৩৫-৪৩৫, স্থা.।

F. ed la Granja (E.I.2)/আ. র. মামুন

ইবন যায়দান (ابن زيدان) : 'আবদুল-রাহ-মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-রাহ-মান ইবন 'আলী ইবন 'আবদিল-মালিক ইবন যায়দান ইবন ইসমা'ইল (শেবোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বিখ্যাত 'আলাবী সুলতান যিনি ১১৪০/১৭২৭ সালে ইনতিকাল করেন)। মরক্কোর একজন সরকারী কর্মচারী ও ঐতিহাসিক, যিনি রাবী'উ-ছ-ছানী ১২৯০/জুন, ১৮৭৩-এ মেকনেস (Meknes)-এর রাজপ্রাসাদে জনগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে তাঁহার নিজ শহরে এবং পরে ফেয নগরীতে আল-কারাবিয়ার মসজিদে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিকট হইতে এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩২৪/১৯০৬ সালে তিনি আলাবী শারীফদের অধীনে মেকনেস শহর ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা (ক্ষুদ্র পার্বত্য জেলা যারহুন-সহ)-র জন্য নাকীব (দ্র.) পদে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৩ খৃ. তিনি মক্কায় হাজ্জ সমাধা করিতে গমন করেন এবং এই হাজ্জ সফরের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় মুসলিম শহরে শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ফিরিয়া আসিবার পথে তিনি তিউনিস, কায়রাওয়ান ও আলজিয়ার্স সফর করেন।

মরক্কো ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি মেকনেস দারুল-বায়দা'র সামরিক কলেজে (বর্তমানে স্বাধীন মরক্কোর সামরিক একাডেমী) সহকারী পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬-এর ১৬ নভেম্বর ইনতিকাল করেন এবং মেকনেস-এ তাঁহার মহান পূর্বপুরুষ সুলতান মাওলায় ইসমা'ইলের মাকবারাতে (দারীহ) তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইবন যায়দানের রচনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও ইহার সব প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার রচনাবলী শুধু মেকনেস-এর ইতিহাসের জন্যই নহে বরং 'আলাবী রাজবংশের ইতিহাসের জন্যও শ্রেষ্ঠ উৎস হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। ইবন যায়দান এই উৎসসমূহের গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করেন এবং তিনি (পুস্তকের তালিকাসহ) একটি বিরাট গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন যাহাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও মুহাফিজখানার দলীল-পত্র ছিল, বিশেষভাবে তাঁহার সরকারী পদমর্যাদা তাঁহাকে বেশ কয়েক শত জাহীর (দ্র.) সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। তাঁহার সমস্ত রচনা সরল ও প্রাজ্ঞ ভাষায় লিখিত এবং নকশা, পুনরুদ্ধারিত, চিত্র এবং সর্বোপরি একটি পূর্ণাঙ্গ স্টীপত্র দ্বারা অত্যন্ত মূল্যবান ও সূত্রাদিসম্বলিত গ্রন্থাবলী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে যেইগুলি এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে অথবা প্রকাশের পথে আছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) ইত্‌হাক আল-আমিন-নাস বি-জামাল আখবার হাদিরাত মিকনাস, ঘোষিত ৮ খণ্ডের মধ্যে ৫খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, রাবাত ১৯২৯-৩৩ খৃ. (প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকারের ছবি রহিয়াছে); এই গ্রন্থে কয়েক শত ব্যক্তির জীবনী লিখিত হইয়াছে যাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে বর্তমান রাজবংশের প্রথমদিকের সুলতানগণ ও তাঁহাদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উযীরগণের জীবনীসমূহ। (২) আদ-দুরারুল-ফাখিরা বি-মা 'আছিরিল-মুলুকিল-আলাবিয়ার বি ফাসিয়-যাহিরা, রাবাত ১৯৩৭ খৃ.; এই গ্রন্থে ফেযে 'আলাবী রাজবংশের প্রারম্ভিককালের অনেক নূতন তথ্য ও দলীল রহিয়াছে। (৩) আল-ইযয ওয়া'স-সাওলা ফী মা'আলিম নাজমিদ-দাওলা, ২ খণ্ডে, রাবাত (রয়্যাল প্রেস) ১৯৬১-৬২। এই গ্রন্থে প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাকৃত দলীল-দস্তাবেজের কারণে ইহা সুলতানের প্রাসাদের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে এবং মরক্কো সরকারের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে চমৎকার

তথ্যের উৎসে পরিণত হইয়াছে। (৪) আল-মানাহিজু'স-সাবিয়া ফী মা'আছির মুলুকিদ-দাওলাতি'ল-'আলাবিয়া, ২খণ্ডে, রয়্যাল প্রেস, রাবাত। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে মহানবী (স'-এর জন্য উপলক্ষে (মাওলুদিয়াত) রচিত কবিতাসমূহের দীওয়ান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) W. Macais, Les belles chroniques de Meknes, in CR. Ac. des I. et B. L., 1929, 19-20; (২) anon, Un petit fils de M. Ismaela Meknes, in Afrique de Nord illustree, 29 June 1930; (৩) H. Peres, La litterature arabe et l' Islam par les textes les XIX^e et XX^e siecles, Algiers 1934, 207-4; (৪) 'আবদু'স-সালাম ইবন সূদা, দালীল মু'আররিখি'ল-মাগ'রিবি'ল-আকসা, তেতুয়ান ১৯৫০ খৃ., ৩৩-৩৪, ৫৭।

G. Deverdun (E.I.2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবন যায়দুন (ابن زيدون) আবু'ল-ওয়ালীদ আহ'মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আহ'মাদ ইবন গালিব আল-মাখযুমী আন্দালুস (স্পেন)-এর বিখ্যাত কবি এবং ইশ্বীলিয়া (اشبيلية)-র 'আরব আমীরদের উষীর ছিলেন। জ. মাখযুম নামক 'আরব গোত্রের এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে কর্তোভায় ৩৯৪/১০০৩ সনে। উমায়্যা শাসনামলের শেষে অশান্ত ও অস্থিরতার যুগে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন। অভিভাবকগণ তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি এমন উন্নত মানের কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। ইবন যায়দুন-এর কাব্যে আধুনিক ও ক্লাসিকাল রীতির এমন সুন্দর মিলন ঘটিয়াছে যে, তাঁহাকে পশ্চাত্যের বুহতারী (buhtari) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যদিও তাঁহার দীওয়ানে সাময়িক বিষয়ের বহু কবিতা রহিয়াছে, তবুও উহাতে ক্লাসিকাল রচনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল সম্ভবত প্রশংসামূলক কবিতা, যাহা পর্যাযক্রমে তাঁহার প্রভুদের প্রতি তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার চতুর্দিকের শত্রুতা তাঁহাকে তীব্র বিদ্বেষমূলক কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার মর্মস্পর্শী কবিতাগুলির মধ্যে অনেক কয়টিই ছিল শোকগাথা জাতীয়, বিশেষত যেগুলি আবু'ল-ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ার-এর মাতা এবং আল-মু'তামিদ-এর কন্যার মৃত্যুতে শোক প্রকাশে রচিত।

তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত কবিতাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ওয়াল্লাদার-এর সহিত তাঁহার প্রেম সম্পর্কে। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলির হতাশা ও শোকপূর্ণ সুর এবং যেসব কবিতায় তাঁহার আনন্দঘন প্রেমের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের বর্ণনা দিয়াছেন সেগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিতে সমালোচকগণ কার্পণ্য করেন নাই। অধিকন্তু এই কবিতাগুলির মাধ্যমেই তাঁহার পশ্চাত্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার এই নির্জীব ও হতাশাপূর্ণ কবিতায় কেহ কেহ খৃস্টানদের সামাজিক পরিবেশের ও প্রভাব দেখিয়াছেন। তবে তাহাতে স্থানীয় প্রভাব থাকায় এই কথা সমধিক সম্ভবপর যে, তাহার কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় সমকালীন চিন্তাধারা আশ্রিত ছিল।

আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশে বিশেষ দক্ষতা এবং দেশ ও ওয়াল্লাদার প্রতি বিশেষ আসক্তির অভিব্যক্তিতে যদিও ইবন যায়দুনের প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না, তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার কাব্য-শক্তি গঞ্জীরপূর্ণ কাসীদা (قصيدة) রচনায় অপ্রতুল ছিল। ফলে তাঁহার রচিত কাব্য গতানুগতিক

পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাঁহার স্তুতি কবিতায় স্বকীয় ভঙ্গী বহুল পরিমাণে ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম হইয়া পড়ে। অন্যদিকে তাঁহার খণ্ড কবিতাগুলিতে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

উমায়্যা বংশের রাজত্বের দাবীদারগণের পারিবারিক কোন্দল, গৃহযুদ্ধ ও কর্তোভার অধিবাসিগণ কর্তৃক বাবীর শাসনকর্তাদেরকে নিজ শহর হইতে বহিষ্কারের প্রচেষ্টায় ইবন যায়দুনও দেশের রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার বংশ-মর্যাদা, পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত স্বীয় উচ্চাশার তাড়নায় তিনি সম্ভবত রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে ইবন থাকান তাঁহাকে যা'ঈমুল-ফিতনা ফি'ল-কুরুবিয়া (زعيم الفتنة في القرطبة) হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। গভর্নর আবু'ল-হাযম ইবন জাহওয়ার সম্রাট হিসাবে ক্ষমতা দখলের পর পরই তিনি ইবন যায়দুনকে প্রথমে তাঁহার সহচর এবং পরে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, এমন কি বিশৃঙ্খতার প্রতীক হিসাবে তাঁহাকে যু'ল-ওয়াল্লাদাতায়ন (ذو الوزارتين)-মন্ত্রিত্ব মর্যাদার অধিকারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইবন জাহওয়ারের মন্ত্রীসভার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতাই ইবন যায়দুনের ক্ষতির ও শত্রুতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইবন 'আবদুস তাঁহার বিরুদ্ধে উমায়্যা শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

উমায়্যা খলীফা আল-মুসতাকফীর কন্যা, মহিলা কবি ওয়াল্লাদার সহিত তাঁহার ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্ক ইবন যায়দুনের প্রেমজীবন ও সাহিত্যিক জীবনধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই প্রতিভাময়ী কবির প্রেমনিষ্ঠা সম্পর্কে ইবন যায়দুন কিছুটা সন্দেহান ছিলেন। ফলে যেমনভাবে তিনি কখনও কখনও আনন্দে আগ্রহ হইয়া উঠিতেন, আবার কখনও কখনও মর্ম-যাতনা ভোগ করিতেন। তাঁহার আবেগপূর্ণ কবিতাগুলিতে ওয়াল্লাদার প্রেম ও প্রতারণা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন 'আবদুস ঈর্ষাবশত তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। বন্ধু-বান্ধবের প্রচেষ্টায় তিনি মুক্তি লাভ করিলেও তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ওয়াল্লাদা তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ইবন 'আবদুস-এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন। আবু'ল-হাযম ইবন জাহওয়ার-এর মৃত্যুর পর ইবন যায়দুন কর্তোভায় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার ভাগ্যকে আবু'ল-হাযম-এর পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার আল-ওয়ালীদ-এর সহিত জড়িত করিয়া নেন। আল-ওয়ালীদ তাঁহাকে পূর্ণ দায়িত্বে বহাল করেন এবং আন্দালুস-এর চতুর্দিকের ছোট ছোট কয়েকটি মুসলিম দেশে তাঁহাকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই পদমর্যাদা তাঁহার অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি পুনরায় অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিল। অবশেষে তাঁহাকে পুনরায় কর্তোভা ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় তিনি অনেক স্থান ভ্রমণ করেন এবং একের পর এক -দানিয়া (Denia) বাতালয়াওস (بطلية = Badajoz) ও ইশ্বীলিয়াতে বসবাস করিতে থাকেন।

কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ও সুনাম, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা এবং রাষ্ট্রদূত হিসাবে মুসলিম আন্দালুসের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে তিনি ইশ্বীলিয়ার আমীর আল-মু'তামিদ-এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 'আব্বাদ ইবন মুহাম্মাদ

আল-মু'তাদিদ (মু. ৪৬০/১০৬৮)-এর দরবারে বহু সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহ লাভ করেন। প্রথমদিকে তিনি ঐ সম্রাটের শুধু সচিব (সেক্রেটারী) নিযুক্ত হন এবং পরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। আল-মু'তাদিদ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ ইবন 'আব্বাদ আল-মু'তাদিদ (মু. ৪৮৮/১০৯৫)-এর সময়ে তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। আল-মু'তাদিদ কবিকে ঐ পদে বহাল রাখেন। কর্ডোভা জয় করিতে আল-মু'তাদিদ ইবন য়ায়দূনের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই কর্ডোভাকেই পরে রাজধানী করা হয়। যেহেতু আল-মু'তাদিদ নিজে কবি ছিলেন, এইজন্য তিনি তাঁহার সহিত কয়েকটি বিখ্যাত কাব্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ইবন য়ায়দূন কিছুদিনের জন্য কর্ডোভায় বসবাস করেন। কিন্তু ইবন য়ায়দূনের জনপ্রিয়তার কারণে রাজদরবারে বহু সংখ্যক ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া আল-মু'তাদিদ-এর বিশ্বস্ত কবি ও মন্ত্রী আবু বাকর ইবন 'আম্বার (মু. ৪৭৯/১০৮৬) (j.)-এর অন্তরে হিংসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। [ঐ সময়ে] ইশবীলিয়াতে যাহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হইয়াছিল। ইহাতে ইবন য়ায়দূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণ একটি সুযোগ লাভ করিল; তাহার ইবন য়ায়দূনকে শাস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইবন য়ায়দূন ইশবীলিয়ায় রওয়ানা হইয়া গেলেন। ইহাতে কর্ডোভা অধিবাসীগণ, যাহারা এই গুরুত্বপূর্ণ শহরের জন্য গর্ববোধ করিতেন, খুবই দুঃখিত ও মর্মান্বিত হইলেন। কিন্তু বুদ্ধ ইবন য়ায়দূন অত্যন্তকালের মধ্যেই জুরে আক্রান্ত হইয়া এই অভিযান চলাকালে ১০ রাজাব, ৪৬৩/১৮ এপ্রিল, ১০৭০ সালে ইনতিকাল করেন। ইশবীলিয়াতেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া কর্ডোভাবাসীগণ গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়।

ইবন য়ায়দূন শুধু উচ্চ মানের কবিই ছিলেন না বরং একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকও ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে।

তাঁহার লিখিত দীওয়ান ছাড়াও ইবন য়ায়দূন বহু চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন যেগুলির মধ্যে দুইটি বিখ্যাত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম পত্রের শিরোনাম আর-রিসালাতুল-হাযালিয়া (الرسالة الهزلية) যাহা তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন 'আবদূস-এর নামে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে তিনি ওয়াল্লাদাকে বহু ঠাট্টা-বিত্রপ করিয়াছিলেন। 'আরবী ভাষায় উচ্চ মানের সাহিত্য হিসাবে এই পত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছে; কেননা ইহাতে এমন কতকগুলি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা শুধু ঐ পত্রের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হইয়াছে অথবা এই পত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা গিয়াছে যাহা ইবন নুবাতা (মু. ৭৬৮/১৩৬৬) শারহুল-'উয়ুন ফী শারহি রিসালা ইবন য়ায়দূন নামে প্রকাশ করিয়াছেন (বুলাক' ১২৭৮ হি., আল-ইসকান্দারিয়া ১২৯০ হি., কায়রো ১৩০৫ হি.)। রেইসাক (Reisak) এই পত্র ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন (Leipzig ১৭৫৫ খৃ.)। দ্বিতীয় পত্রটি আর-রিসালাতুল-জিদ্দিয়া (الرسالة الجدية) তিনি জেলে থাকাকালে আবু'ল-'ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ার-এর নামে লিখিয়াছিলেন। Besthorn এই পত্রটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (Copen Hagen ১৮৯০ খৃ.)। হাজ্জী খালীফা পত্র দুইটিকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। খালীলু'স-সাফাদী (মু. ৭৬৪/১৩৬৩) ২য় পত্র আর-রিসালাতুল-'জিদ্দিয়া এর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আল-জাহিয (الجاحظ) তাহার তারবী (تربيع) তে ইবন য়ায়দূন কর্তৃক প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ

করিয়াছেন। আল-খওয়ারিমী (الخوارزمي) আত-তাওহীদী (التوحيدى) এবং আল-হামায়ানী (الهமானى) ও অন্যদের মধ্যেও এই ধারার ব্যবহার ছিল।

মনে হয় যে, ইবন য়ায়দূনের পত্রাবলী (রাসাইল) যেখানে তাঁহার কবিতা অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে সেখানে তাঁহার কাব্যের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইবন য়ায়দূনের কবিতা সংকলন Weijers (লইডেন ১৮৩৯ খৃ.) de Sacy (JA, ১২খ, ৫০৮ প.) এবং আল-মাক্বারী (analeptes) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রকাশিত সংকলনসমূহ এবং ইবন য়ায়দূন-এর জীবন-বৃত্তান্ত ইবন বাসসাম (মাখতূতা ই-কিতাব খানাই মিল্লী, প্যারিস, নং ৩৩২২) এবং 'ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানী (পৃ. স্থা. নং ৩৩৩০)-এর গ্রন্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ ইহার জন্য দেখুন (১) Brockelmann, ১খ, ২৭৪ এবং তাক্মিলা, ১খ, ৪৮৫; (২) তা'রীখ-ই খাম্বীস, ২খ, ৩৬০; (৩) জায়ওয়াতুল-মুকতাবিস, ১২১; (৪) আদাবুল-লুগা, ৩খ, ৫৪। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র (৫) ইবন খাকান, কালাহিদ (সং ১২৮৩), ৭০০৮৩; (৬) দীওয়ান-এর সংস্করণসমূহ কামিল কীলানী এবং 'আবদু'র-রাহ-মান খালীফা (কায়রো ১৯৩২ খৃ.); (৭) মুহাম্মাদ সায়্যিদ কায়লানী (কায়রো ১৯৫৬ খৃ.); (৮) 'আলী 'আবদু'ল-'আজীম (কায়রো ১৯৪৭ খৃ.) (৯) কারাম বুসতানী (বৈরুত ১৯৬৩ খৃ.)। গবেষণাসমূহ বিশেষভাবে দ্র. (১০) A.Cour, Un poete arabe Andalousie, Constantine 1920 [reviews by H. Masse, in Hesperis, 1921. 183-93 and a. Schaade, in Isl., xiii (1923), 180-9], and A. al-Iskandari, ইবন য়ায়দূন ('আরবী ভাষায়), in MMIA-xi (1931), 513-22, 577-92, 656-69] first E.I. ripr., vol III, Leiden 1987

A. cour, G. Lecomte (E.I.² দা. মা. ই)/
এ. এফ. এম. হোসাইন আহমাদ

ইবন য়ায়লা (ابن زلي): আবু মানসূর আল-হু'সায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমার (ইবন তাহির Brockelmann, I 456) ইবন য়ায়লা আল-ইসফাহানী (ঐ লেখক, SI, 829)। তিনি তরুণ বয়সে ৪৪০/১০৪৮ সনে মারা যান। তিনি ইবন সীনার শাগরিদ এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি হায়্যি ইবন য়াকজান (দ্র.) এর কাহিনীর একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন, যাহা মেহরান তাঁহার রচনায় ব্যবহার করেন [পাণ্ড. BM Or. ৯৭৮ (৩)] এবং উহার অধিকাংশ অনুবাদ করিয়া সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের স্বরূপ সংস্করণের সঙ্গে সংযোজিত করেন (Traites Mystiques, fase, i 1889) Mehren তিনি এই ভাষ্যের একখানি হিব্রু অনুবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা D. Kaufmann কর্তৃক বার্লিন হইতে ১৮৮৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। H. Corbin তাঁহার Avicenna et la Recit Visionnaire (ii, 148, 150-4) গ্রন্থেও ইবন য়ায়লার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন; A. M. Goichon Le Recit de Hayy Ibn Yaqzan commente par des textes d Avicenna (নির্ঘট দ্র.) গ্রন্থে উহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইবন আবী উসায়বি'আ (২খ. ১৯) ইবন সীনার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাব তা'আলীক নামক একখানি শব্দকোষ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাঁহার শাগরিদ আবু মানসূর ইবন য়ায়লা তাঁহারই

নির্দেশ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও বাহমানয়ার-এর প্রশ্নের জওয়াব দান সূত্রেই ইবন সীনা তাঁহার মুবাহাছাত (Brockelmann, SI. 817)/রচনা করিয়াছিলেন।

ইবন যায়লা একজন গণিতবিদ ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং আল-কিতাবুল-কাফী ফিল-মুসীকী (সঙ্গীত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উহা কায়রো হইতে যাকারিয়া যুসুফ কর্তৃক ১৯৬৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে তিনি (পৃ. ২) অন্য যে সকল লেখক ইবন যায়লার উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : (১) আল-বায়হাকী, তা'রীখ হুকামা'ই'ল-ইসলাম, নং ৫০, ৯৯, ১০০; (২) হাজ্জী খালীফা, ১খ, ৮৬২; (৩) আয-যিরিকলী, আল-আম, ২খ, ২৭৮; (৪) 'উমার কাহহালা, মু'জামুল-মু'আল্লীফীন, ৪খ, ১৩; (৫) কাদরী তুকান, তুরাহুল-'আরার আল-'ইলমী, ৩য় সংস্করণ, ৪০০; (৬) H. G. Farmer, A history of Arabian music, 220। তৎপ্রতি সূপরিচিত গ্রন্থাবলী ব্যতীতও ইবন যায়লা ইবন সীনার শিক্ষা গ্রন্থের প্রকৃতি বিজ্ঞানসমূহের নির্বাচিত অংশের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, আত্মা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ ও পত্রসাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত।

A. M. Gotchon (E.I. 2) হুমায়ুন খান

ইবন যুর'আ (ابن زرعة) : আবু 'আলী 'ঈসা ইবন ইসহাক ইবন যুর'আ, ইংল্যান্ড-রাজ দ্বিতীয় জেমস প্রবর্তিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক, সখেদে অপরাধ স্বীকারকারী এবং অনুবাদক, যু'ল-হিজ্জা, ৩৩১/আগস্ট, ৯৪৩ সনে বাগ'দাদে জন্ম এবং ৬ শাবান, ৩৯৮/১৬ এপ্রিল, ১০০৮ সনে মৃত্যু। ইবন আবী উসায়বি'আপ্রদত্ত তারিখগুলি যথাক্রমে ৩৭১/৯৮১ ও ৪৪৮/১০৫৬। ইবনু'ন-নাদীম (৩৭৭/৯৮৭ সনের কাছাকাছি) ইবন যুর'আর কথা উল্লেখ করায় আর ইবন আবী উসায়বি'আ নিজেই যাহ'য়া ইবন 'আদী (মৃ. ৩৬৪/৯৭৫)-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ করায় ঐ তারিখগুলি আর সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। তিনি সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তৎপরে যাহা ইবন 'আদী (ঐ)-র তত্ত্বাবধানে দর্শনশাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। তিনি ভেষজ বিজ্ঞানও শিক্ষা করেন বলিয়া মনে হয়। কেননা ইবন আবী উসায়বি'আ তাহাকে খ্যাতিমান চিকিৎসকদের দলভুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, বিশেষত কনস্টান্টিনোপল নগরীতে বেচাকেনা করিয়া নিজের জীবিকা অর্জন করিতে বাধ্য হন। আবু হায়্যান আত-তাওহীদীর মতে ইহাতে তাহার দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নকার্য দারুণভাবে ব্যাহত হয়। তদুপরি কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে তিনি গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একথা বলিয়া তাহার প্রতিযোগীরা প্রকাশ্যে তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন। ইহাতে তিনি গ্রেফতার হইয়া কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং তাহার স্বাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এই সকল আকস্মিক দুর্বিপাক তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার মৃত্যু ত্বরান্বিত করে।

সম্ভবত প্রাচীন সিরীয় ভাষা হইতে ইবন যুর'আ এ্যারিস্টোটেলের গ্রন্থাবলী বিশেষত তাহার Historia Animalium গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। এই কারণে তিনি অনুবাদক হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। যাহা হউক, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও কৈফিয়তমূলক তাহার বহু সংখ্যক গ্রন্থই তাঁহার সুখ্যাতির ভিত্তি। বর্তমানে উহার প্রায় সবই বিলুপ্ত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর যে তালিকা ইবনু'ন-নাদীম প্রস্তুত করেন আল-কিফতী ও ইবন আবী উসায়বি'আ উহাকে পূর্ণাঙ্গ করেন। এইসব হইতে প্রতীয়মান হয়

যে, তাঁহার একখানিমাত্র অনুবাদ গ্রন্থ বর্তমানে টিকিয়া আছে। [কুতাবিকমুলত যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা এ্যারিস্টোটেলের খণ্ডন পুস্তক, সুফীসিতীকা, পাণ্ডু. প্যারিস ar. ('আরবীঃ) ২৩৪৬; এ বাদাবী, মানতিক আরিসতু, ৩খ, ৭৩৭-১০১৬)] ও দশ কিংবা ঐরূপ সংখ্যক গ্রন্থ। তন্মধ্যে P. S bath চরিত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন (vingt traits Philosophiques et apologetiques dauteurs arabes chretiens du IXe au XIV Siecle, কায়রো, ১৯২৯ খৃ.); বোধশক্তি বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (৬৮-৭৫); আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মুসলিম বন্ধুকে লিখিত একখানি পত্র ৯৬-১৯); আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ ইবন আহ'মাদ আলী-বালখী (৫২-৮) লিখিত "আওয়ালুল-আদিল্লা ফী উসূলীদীন" গ্রন্থের যুক্তিতর্কাদি খণ্ডন পুস্তক, রিসালা ইলাল-য়াহূদী, বিশ'র ইবন ফিনহাস (১৯-৫২)। এতদ্ব্যতীত আরও ছয়খানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া প্যারিসে (B N ১৩২, ১৮৩, ১৭৪) ও জাটিকানে (১১৩, ১২৩, ১২৭ ও ১৩৫)। এইগুলি হইল আবু হাকীম যুসুফ আল-বুহারী লিখিত পাঁচটি প্রশ্নের জওয়াব; ঐ লেখকের ১২টি অপরাপর প্রশ্নের জওয়াব; মিলন বিষয়ক গ্রন্থ, ইংল্যান্ড-রাজ দ্বিতীয় জেমস-এর ধর্মীয় সমর্থকদের কৈফিয়ত; প্রার্থনা অনুষ্ঠানকালে দেহের ভাবভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয়াদি; শপথ করা, সাওম পালন করা ও ভিক্ষা দান সংক্রান্ত পুস্তক; যাহারা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তাহাদের সমর্থনে একখানি কিতাব। উল্লেখ্য যে, এই সকল গ্রন্থ রচনার একক কৃতিত্ব ইবন যুর'আর উপরে আরোপ করা সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নহে। অন্তত আরও দুইখানা গ্রন্থের রচয়িতারূপে তাঁহার নামটি ভুলবশত উল্লিখিত হইয়াছে (১) আবু আলী নাসীফ ইবন মুমক্বত মাকালার ফী মাহিয়াত ইত্তিহাদিন-নাসারা ও (২) ইবনুল-মুকাফফা (Severus) রচিত কিতাবুল-মাজামি'।

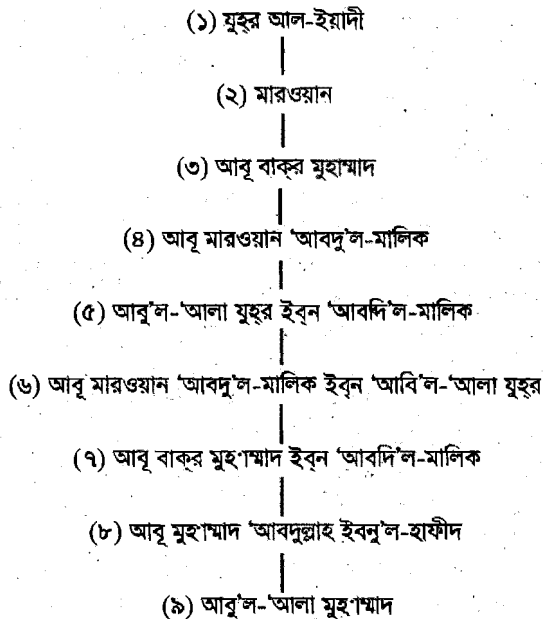
ইবন যুর'আ প্রণীত যে সকল গ্রন্থ আজও টিকিয়া রহিয়াছে তৎ সম্পর্কে Cyrille Haddad 1952 খৃষ্টাব্দে Isa ibn zura Philosophe arabe et apologiste chretien de Xe siecle শিরোনামে একটি (অপ্রকাশিত) গবেষণামূলক প্রবন্ধ (Sorbonne-এ উপস্থাপিত করেন। ঐ বিশ্লেষণ কার্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ইবন যুর'আ সাধারণত তাঁহার শিক্ষক যাহা ইবন 'আদীর অনুসরণ করিয়াছেন। তবে খৃষ্টিয়ানিটি ব্যাপারে তাহার রীতি হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। এ্যারিস্টোটেল প্রবর্তিত ন্যায়াশাস্ত্রের নিয়মনীতি আর বাইবেল ও গির্জা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত আত্মায় আত্মায় প্রেমের মতবাদকে তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্বারা তিনি মোটামুটি নীরস রচনারীতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতত্ত্বের একটা কৈফিয়তমূলক আলোচনা করেন যাহাকে কদাচিত্ত মানবতাবাদী বিধান (argumentum ad hominem) রক্ষার জন্য অবলম্বন করা চলে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ন-নাদীম, নির্ঘণ্ট (কায়রো, সং., পৃ. ৩৬৯-৭০; (২) আবু হায়্যান আত-তাওহীদী, ইমতা', ১খ, ৩৩; (৩) ইবনুল-কিফতী, ২খ, ২৪৫ প.; (৪) ইবনুল-ইবরী, ৩খ, ২৭৭; (৫) ইবন আবী উসায়বি'আ, ১খ, ২৩৫ প.; (৬) বায়হাকী, তাতিশ্মা, পৃ. ৬৬-৯; (৭) Suter, 77; (৮) Graf, Geschichte der christl. ar. Lit., ২খ, ৫২ প.; (৯) Cheikho, Cat. des mss des auteurs arabes chretiens depuis l'Islam, বৈরুত ১৯২৪ খৃ., (১০) Brockelmann, SI. ৩৭১; (১১) DM ৩খ, ১৩৩-৪।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I. 2)/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন যুহর (ابن زهر) : স্পেনের সুবিখ্যাত পণ্ডিত পরিবারের পিতৃবংশীয় উপাধি। আদিতে 'আরব হইতে আগত এই পরিবার ৪র্থ/১০ম শতকের শুরুতে পূর্ব স্পেনের জাফুশাতি বা (Jativa)-তে বসতি স্থাপন করে। এই পরিবারের সদস্যগণ সম্বন্ধে ইবন খাল্লিকান বলেন, "তঁাহারা সকলেই 'উলামা কু'আসা, লুকামা ও উমীর ছিলেন এবং রাজা-বাদশাহের দরবারে উচ্চ পদে আসীন হইয়াছিলেন।"

এই গোত্রের প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পেনে বসতি স্থাপন করেন তঁাহার নাম ছিল যুহর। তঁাহার নাম হইতেই পরিবারটি যুহর পরিবার নামে পরিচিত। ১০ম শতাব্দীর প্রথম হইতে ১৩ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত (১২৪৭-৪৮ খৃ. অব্দ পর্যন্ত) অর্থাৎ খৃষ্টানদের স্পেন বিজয় ও সেখান হইতে মুসলিমদের বিতাড়নকাল পর্যন্ত পরিবারটি শাতিবায় বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইবন খাল্লিকান পরিবারটির যে বংশ তালিকা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেলঃ



(১) যুহর আল-ইয়াদী ছিলেন (২) মারওয়ান-এর পিতা এবং বিখ্যাত আইনবিদ আবু বাকর মুহাম্মাদ-এর দাদা। তিনি ৪২২/১০৩০-এ তালাভেরা (Talavera)-তে ইনতিকাল করেন।

(৩) আবু বাকর মুহাম্মাদ : ইনি ছিলেন পরিবারের সর্বপ্রথম খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইবন খাল্লিকান এই আবু বাকরের সম্বন্ধে হাফিজ আবুল-খাত্তাব ইবন দিহহার মত উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন দিহ্বা তঁাহার আল-মুত্তরিব মিন 'আশার আহলিল-মাগ-রিব গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান ছিলেন রায় ও কিয়াসে বিশেষ অভিজ্ঞ, সাহিত্যে পারদর্শী এবং ফাতাওয়া বিষয়ে আইনজ্ঞ হিসাবে অতিশয় দক্ষ। তিনি তঁাহার শহরের মজলিসে শূরার অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। তিনি নানা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি হাদীছ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্পেনের রহ পণ্ডিত ব্যক্তি তঁাহার দোহাই দিয়া নানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তঁাহার আত্মস্মৃতি, জ্ঞান-গরিমা, সদাশয়তা ও পরোপকার প্রবৃত্তির উল্লেখিত

প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ৪২২ হিজরীতে (১০৩৯ খৃ.) ৮৬ বৎসর বয়সে তালাভেরাতে ইনতিকাল করেন।

(৪) আবু মারওয়ান 'আবদুল-মালিকঃ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান ইবন যুহর ইয়াদী সেভীল হইতে আগমন করেন। পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি কু'রআন-বিজ্ঞানে ও ফিকহশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। তঁাহার ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞানের প্রতি। হাজ্জ করিবার মানসে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রথমে কায়রাওয়ান যান, সেখান হইতে কায়রো গিয়া দীর্ঘকাল যাবত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইবন খাল্লিকানের বিবরণ একটু ভিন্নতর। তঁাহার মতে তিনি প্রথমে সুদূর বাগদাদ গমন করেন এবং ফিরিবার পথে মিসর ও কায়রাওয়ানে অবস্থান করেন। ইবনুল-'আব্বার বলেন যে, তিনি একজন বিখ্যাত ও অতি সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি দানিয়া (Denia)-তে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে তৎকালীন শাসক মুজাহিদ (দ্র.) তঁাহাকে স্বাগত জানান। ক্রমে আইবেরীয় উপদ্বীপের সকল প্রদেশে তঁাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ইবন আবী উসায়বি'আ বর্ণনা করেন, চিকিৎসা বিষয়ে তিনি উদার পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন ('আরা শাদা)। যেমন তিনি গরম পানিতে গোসল (হামাম) নিষেধ করেন। কারণ উহার বিষময় প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে (যাফিন আল-আজসাম) এবং উহা দেহের স্বাভাবিক রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায়। ইবনুল-'আব্বার ও ইবন খাল্লিকানের মতে তিনি দেনিয়াতে ইনতিকাল করেন, কিন্তু ইবন আবী উসায়বি'আর মতে তিনি সেভীলে ইনতিকাল করেন আনুমানিক ৪৭০/১০৭৮-এ। ইবনুল-'আব্বারও এই তারিখই সমর্থন করেন।

(৫) আবুল-'আলা যুহরঃ ইবন 'আবদিল-মালিক ইবন মুহাম্মাদ, উপরিউক্ত আবু মারওয়ানের পুত্র, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের নিকট সাধারণভাবে শুধু তঁাহার কুন্মা দ্বারা পরিচিত, যেমন 'আলী (Aboali), আবু লেলী (Abuleli), এবিলুলী (Ebiluli)। কখনো কখনো বা কুন্মার সঙ্গে যুহরযুক্ত নাম দ্বারাও তিনি পরিচিত, যেমন আবু লেলীয়র (Abulelizar), আলবুলীয়র (Albuleizar)।

(১) জীবনী : তঁাহার জন্ম সেভীলে। তিনি কর্ডোভা গমন করেন এবং সেখানে আবু 'আলী আল-গাসসালীর সাক্ষাত লাভ করেন, যিনি সেখানকার বিখ্যাত জামি' মসজিদে শিক্ষা দান করিতেন এবং তঁাহাকে আবু বাকর ইবন মুফাওয়য় ও আবু জা'ফার ইবন 'আবদিল-'আযীয-এর সঙ্গে একত্রে হাদীছ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দেন। তিনি আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন আয্যুব-এর নিকট হইতে সেই শ্রেণীর হাদীছের পাঠই শ্রবণ করেন (সামি'আ) যেগুলি রাবীগণ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে হাতে হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছিল (আল-হাদীছুল-মুসালাসাল ফিল-আখ্য বি'ল-য়াদ)। উহার অর্থ এই যে, বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বিশদ ও সুগভীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিতই প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয় বা দর্শন অধ্যয়নের পূর্বে গভীরভাবে ধর্মীয় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেন। আবুল-'আলা রম্য রচনাতেও (আদাব) বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। মাকামাত-এর রচয়িতা আল-হারীরীর সঙ্গে তিনি পত্রালাপ করিতেন। কিন্তু তঁাহার বিশেষ প্রবণতা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে। খুব অল্প বয়সেই সেভীলের আব্বাদীয় শাসক আল-মু'তাদি'দ-এর শাসনামলে (৪৩৩-৬০/১০৪২-৬৮) তিনি তঁাহার পিতার নিকটে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি একজন সুবিখ্যাত হাকীম হন এবং এই শাস্ত্রে নিজের বিশাল জ্ঞানের পরিসর এবং

সেই জ্ঞানের প্রাপ্ত ব্যবহার দ্বারা পূর্ববর্তী অন্য সকলের জ্ঞানকে স্তিমিত করিয়া দেন। তাঁহার সুখাতি এত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, মাগ-রিবের জনসাধারণ তাঁহার ও তাঁহাদের পরিবারের এই দক্ষতা নিয়া গর্ব বোধ করিতেন (ইবনুল-আব্বার)। আল-মুতামিদ ইবনুল-আব্বাদ আবুল-আলাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিতেন। তিনিও সেই কারণে সর্বদা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন—যদিও তিনি ছিলেন আল-মুরাবিতী যুসুফ ইবনুল-তাশফীন-এর সমর্থক (যুসুফ ৪৮৪/১০৯১ সমগ্র দেশের অধিপতি হন)। তিনি যুসুফ-এর উমীর হইয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। Wustenfled তাহা বলিলেও জীবনীকারগণ এই বিষয়টি সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। তাঁহারা শুধু এতটুকু উল্লেখ করেন যে, তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে সরকারী প্রশাসনিক কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তায়কীরার পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাকে উমীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (সেই কারণেই পাস্তাত্য লেখকগণ তাঁহাকে আল-ওয়াজীর আল-বুলীযর (Alguazir Albuleizar) নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন)। আবুল-আলা ৫২৫/১১৩০ কর্তৃত্বভাতে মারা যান (G. Colin-এর মতে—“বৃদ্ধ বয়সে দেখে যে আরব (wart) [নাগলা] হয় সেইগুলিরই একটি পাকিয়া গিয়া” তাঁহার মৃত্যু হয়। ইবন আবী উসায়বি‘আ বলেন যে, দুবায়লাকেই স্পেনে নাগলা বলা হয়; Dozy-র মতে উহা ছিল “এক ধরনের ঘা, দেহের যে স্থানেই দেখা দিক না কেন, উহার পূর্বে রস হয়”, আর G. Colin মনে করেন যে, উহা নাগলা ছিল না, ছিল পাকস্থলীর ঘা (gastric ulcer)। আবার H. Jahier (তৎকৃত ইবন আবী উসায়বি‘আর অনুবাদ গ্রন্থে, আলজিয়াস ১৯৫৮ খৃ.) উহাকে অনুবাদ করিয়াছেন পূঁজযুক্ত নালী ঘা (phlegmon gangreneux) বলিয়া এবং তিনি ব্যবহৃত শব্দ দুইটির অর্থবোধক রোগ একযোগে হওয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। ইবন দিহহার মতে দুই কাঁধের মধ্যকার ঘায়ে (نغلة) ভূগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। আবুল-আলাকে সেভীলে দাফন করা হয়।

(২) গ্রন্থাবলী : তিনি কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। ইবন আবী উসায়বি‘আ তাঁহার ৯খানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তবে এ পর্যন্ত তাঁহার ১০ খানি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি হইল: ১। কিতাবুল-খাওয়াসস (كتاب الخواص)-ঔষধের গুণাগুণ বিষয়ক গ্রন্থ; ২। কিতাবুল-আদবিয়াতি‘ল-মুফরাদা ওয়া‘ল-মুরাক্বাবা (كتاب الادوية المفردة والمركبة)-সহজ ভেষজ গ্রন্থ;

৩। কিতাবুল-ঈদাহ্ বিশাওয়াহিদি‘ল-ইফতিদাহ্ ফি‘র-রাঙ্গি ‘আলী ইবন রিদওয়ান ফীমা রাদ্দাহ্ ‘আলা হুনাযন ইবন ইসহাক ফী কিতাবিল-মাদখাল ফি‘ত-তি‘ব্ব (كتاب الايضاح بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن اسحاق في كتاب المدخل في الطب)।

ইবনুল-রিদওয়ান (মৃ. ৪৬০/১০৬৮০)-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে নিন্দামূলক লিখিত প্রচারণা গ্রন্থ ও হুনাযন ইবন ইসহাক রচিত কিতাবুল-মাদখাল ইলা‘ত-তিব্ব (كتاب المدخل الى الطب) Book of Introduction to Medicine চিকিৎসা প্রবেশিকা গ্রন্থ খণ্ডনের জন্য লিখিত গ্রন্থ।

৪। কিতাবু হাল্লি শুক্কি‘র-রাবী ‘আলা কুত্বি জালীনু‘স (كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس) গ্যালেন (Galen)-এর চিকিৎসা গ্রন্থাবলী বিষয়ে আর-রাযীর সন্দেহের নিরসন।

৫। মুজাররাবাত (مجرىات) চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক গ্রন্থ।

৬। মাকালাতু ফি‘র-রাঙ্গি ‘আলা আবী ‘আলী ইবন সীনা ফী মাওয়াদি‘আ মিন কিতাবিহি‘ল-আদবিয়াতি‘ল-মুফরাদা مقاله في الرد على ابى على ابن سينا في مواضع من كتابه (الادوية المفردة)।

ইবন সীনার সহজ ভেষজ গ্রন্থের কয়েকটি অংশের উপরে লিখিত ইবন সীনার মতামত রদ বিষয়ক প্রবন্ধ।

৭। মাকালাতু ফী বাসতিহি লি-রিসালাতি যা‘কুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দী ফী তারকীবিল-আদবিয়া (مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن اسحاق الكندي في تركيب الادوية) ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে যা‘কুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দীর রিসালার সম্প্রসারণ।

৮। কিতাবুল-নুকাতি‘ত-তিব্বিয়া (كتاب النكت الطبية) জটিল চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্নাদির গ্রন্থ।

ইবন আবী উসায়বি‘আ : এক কথায় ইহা তাঁহার পুত্র আবু মারওয়ানের জন্য লিখিত গ্রন্থগুলির অন্যতম। G. Colin মনে করেন যে, তিনি তায়কিরা নামে যে গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন (প্যারিস পাণ্ড. কামালাতু‘ত-তায়কিরা অভিব্যোজিত অংশ হইতে গৃহীত), ইহা সেই একই গ্রন্থ। কিন্তু ইবন আবী উসায়বি‘আর মতে কিতাবু‘ত-তায়কিরা অন্য একখানি পৃথক গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থখানি সব বিষয়ে কিতাবু‘ত-তায়কিরা অনুসরণ। যাহা হউক, গ্রন্থখানি একখানি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। তিনি ইহা তাহার পুত্রের জন্যই লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতিটি নুকতাকে তায়াক্বার (স্মরণ রাখিও) দ্বারা পরিচিত করান হইয়াছে।

৯। কিতাবু‘ত-তায়কীরা (كتاب التذكيرة)।

১০। জামী‘উ আসরারি‘ত-তিব্ব (جميع اسرار الطب)।

কিতাবু‘ত-তায়কীরা গ্রন্থখানি সব দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। তিনি মরক্কো থাকা কালে ইহা প্রণয়ন করেন। ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যকলাপের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। ইহাতে তিনি মরক্কোর আবহাওয়া ও রোগ বিজ্ঞান (Pathology) সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের নানা পরিপূরক বিষয় লইয়াও ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি ইহাতে দন্ত বিষয়ে (dentology) বহু উপদেশ দিয়াছেন এবং গ্যালেনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের দার্শনিক সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

চিকিৎসাবিদ আবুল-আলাঃ সুদক্ষ চিকিৎসক হিসাবেই আবুল-আলার প্রধান খ্যাতি ছিল। রোগীকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু প্রশ্নাব পরীক্ষা করিয়া ও শিরা দেখিয়াই তিনি রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন। ইবন ‘আবী উসায়বি‘আ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তিনি হয়তো চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিরাট অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ রোগ নির্ণয় ক্ষমতার বিষয়টি জোর দিয়া বুঝাইবার জন্যও তাঁহার এই অসাধারণ দক্ষতার কথাটি বলিয়া থাকিতে পারেন। এই তথ্য যদি বাস্তবিক সত্যও হয়, তবুও আবুল-আলা প্রচলিত ‘আরব চিকিৎসা রীতি পরিত্যাগ করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। প্রচলিত রীতি ছিল রোগীর পূর্বপুরুষ ও বংশের ইতিহাস জানা এবং যে অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকতায় সে বাস করে তাহা জানিয়া অতঃপর রোগ নির্ণয় করা। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, একথা জানা যায় যে, তিনি চিকিৎসার জন্য কিছু ‘দুশ্পাণ্য’ ঔষধ (নাওয়াদির) প্রয়োগ করিতেন অর্থাৎ সেগুলি হয়তো

দুর্ভুক্ত কোন ঔষধ ছিল বা আশ্চর্য রকমের ফলপ্রদ ছিল। চিকিৎসা বিষয়ক প্রাচীন খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল। তাঁহার জীবনকালেই ইবন সীনার বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ আল-কানুন (canon) পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়। ইরাক হইতে আগত জনৈক সওদাগর তাঁহাকে উক্ত গ্রন্থের একটি কপি দেন। কিন্তু আবু'ল-'আলা' ইহা পাঠ করিয়া তাহাতে ভুল দেখিতে পান এবং এক পাশে রাখিয়া দেন। পরে ঐ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার পাশের খালি জায়গায় তিনি বিধিপত্র লিখিতেন। এই বিষয়ে G, Colin-ই সঠিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সকল বিষয়ে তিনি ইবন সীনার সঙ্গে একমত হইতে না পারিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বাতিল করেন নাই। কেননা তিনি ইবন সীনার সরল চিকিৎসা গ্রন্থটির সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করিবার আগে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তাহার কীর্তি গ্রন্থে চিকিৎসকের আদর্শ আরও স্পষ্টরূপে দেখা যায়। তাঁহার যুগের অন্যান্য চিকিৎসকের অনুসরণ না করিয়া তাঁহাদেরকে তিনি অসাবধানতার সঙ্গে ঔষধ প্রয়োগ করিবার দায়ে দোষী করিয়াছেন-এই হেকীমী চিকিৎসার বেলায় সকলকে বিচক্ষণতার (হ'য়ম) উপদেশ প্রদান করিতেন। দেহ-রসভিত্তিক ঔষধ ও প্রতিষেধকের গুণাগুণভিত্তিক চিকিৎসা এবং উহাদের মাত্রা বিষয়ে দেখা যায় যে, (ঠাণ্ডা, গরম, শুষ্ক, আর্দ্র) মেথাজের (temperament) সমতা আনয়নের জন্য যে অত্যধিক মাত্রায় প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হয়, যাহা দ্বারা বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তিনি উহার ভিত্তি প্রদর্শন করেন। ঔষধের প্রতিষেধক-শক্তি অবশ্যই রোগের প্রবণতার মাত্রা অনুযায়ী হইতে হইবে (বি-কাদর যালিক আল যায়ল)। একবার তিনি আফসোসের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, “হেকীমগণ কত রোগীর মৃত্যুরই না কারণ ঘটাইয়া থাকেন!” ইহা হইতেই রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার মূল আদর্শের উদ্ভব ঘটিয়াছে। রোগীর উপরে সরল বা যৌগিক প্রতিষেধক যাহাই প্রয়োগ করা হউক না কেন, উহা সর্বপ্রথম ন্যূনতম মাত্রায় শুরু করা উচিত (ফি আওওয়ালিদ-দ-দারাজাতিল-উলা)। অতঃপর ফলদৃষ্টে হেকীম উহার মাত্রা বা গুণগত শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। কেহ যদি এমন নিশ্চিতও থাকেন যে, তিনি ভুল করিবেন না, তথাপি তাড়াছড়া করিতে যাওয়াও ভুল। আর ঔষধ সম্বন্ধে, যখন উহা এমন দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়, যেগুলি একদিকে ঔষধকে দেহের রোগাক্রান্ত অংশে পরিবাহিত করিবে, আবার অপরদিকে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকিলে তাহাও সংশোধন করিবে, সেক্ষেত্রে মিশ্রণকালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই বাস্তব অনুমোদনসমূহ চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ করে এবং নিরীক্ষাধর্মী চিকিৎসার ফলাফলের যথার্থ পর্যবেক্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে যাহা স্বতই একটি ইতিবাচক পদ্ধতি।

(৬) আবু মারওয়ান ‘আবদুল-মালিক : ইবন আবি'ল-'আলা যুহর, উপরিউক্ত জনের পুত্র, সাধারণত আবু-মারওয়ান ইবন যুহর মধ্যযুগের পাশ্চাত্যে আভোমেরন অভেনযোর (Abhomeron Avenzoor) নামে সুপরিচিত। তিনি সেভীলে জনপ্রিয় করেন। জীবনীকারগণ তাঁহার জন্য তারিখ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন সূত্র হইতে G, Colin তাঁহার জন্য তারিখ আনুমানিক ৪৮৪-৭/১০৯২-৫-এর কাছাকাছি বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি ৫৫৭/১১৬১ সেভীলে মারা যান।

(১) জীবনী : পিতা তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি হেকীমরূপে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। সাহিত্য ও আইনশাস্ত্রেও তিনি উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

প্রাচ্যদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে অবশ্যই তিনি উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আল-মুরাবিতী বংশীয়গণের অধীনে, চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ধন-সম্পদ ও পৃষ্ঠপোষকতা দুইই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজন ইবরাহীম ইবন যুসুফ ইবন তাশফীন-এর জন্য তিনি কিতাবুল-ইক-তিসাদ (ইবনুল-আব্বার প্রদত্ত নাম কিতাবুল-ইক-তিদার-এর সংশোধন করেন G, Colin) রচনা করিয়াছিলেন, উহার রচনা ৫১৫/১১২১ সনে সমাপ্ত হয়। ৫৩৫/১১৪০ সনে তাঁহাকে মাররাকুশে জেল দেওয়া হয়, সেই শহর তখন ইবরাহীমের ভ্রাতা ‘আলী ইবন যুসুফ ইবন তাশফীন-এর ক্ষমতাবাহীন ছিল (তু. ইবনুল-আব্বার, নং ১৭১৭)। এই অসম্মানের কারণ কী জানা যায় না; তবে আবু মারওয়ান তৎকৃত তায়সীর গ্রন্থে এই শাসককে বলিয়াছেন, নরাদম ‘আলী’ এবং তাঁহার ‘খাদ্য গ্রন্থ’ (book of foods)-এ তিনি এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, “আমীর কর্তৃক আমার উপর আরোপিত কষ্ট বাধ্য হইয়া আমার সহ্য করিবার সময়ে।” “আল-মাহদী শাসনামলে আবদুল-মুমিন তাঁহাকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তাহার উপরেই নির্ভর করিতেন” (ইবন আবি উসায়বি'আ)। তিনি উযীর পদে নিযুক্ত হন। ইবন রশদ (দ্র.) তাঁহার বন্ধু হন (কিন্তু ছাত্র ছিলেন না) এরূপ মনে হয় যেন কয়েকটি বিষয় তাঁহারা একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কতকাংশে পারস্পরিক সহযোগিতাও করিয়াছিলেন। আবু মারওয়ান তাঁহার পিতার রোগেই মারা যান। একটি লোকশ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে (ইবন আবি উসায়বি'আ প্রদত্ত) যে, আবু মারওয়ান যখন আল-ফার নামক জনৈক সহকর্মীর নিকটে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি ষিচুনীতে (শানাজ=convulsions) মারা যাইবেন, কারণ তিনি জীবনে বেশী পরিমাণে ডুমুর ফল খাইয়াছিলেন, তখন সহকর্মী হেকীম উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মারা যাইবেন নাগলা হইয়া। কারণ তিনি জীবনে যথেষ্ট ডুমুর ফল খান নাই। তাঁহাদের উভয়ের সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্ব-উক্তি সত্য হইয়াছিল।

(২) রচনা কর্ম : আবু মারওয়ান কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। ইবন আবি উসায়বি'আ তাঁহার ৬ খানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তবে এ পর্যন্ত তাঁহার ৯ খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি হইল (১) কিতাবুল-তায়সীর ফিল-মুদাওয়াত ওয়া'ত-তাদবীর (كتاب التيسير في المداوات والتدبير); (২) কিতাবুল-আগিয়া (كتاب الاغذية); (৩) কিতাবুল-ইকতিসাদ ফী ইসলাহিল-আনফু'স ওয়া'ল-আজসাদ; (৪) কিতাবুল-যীবনীয়া তায়-কিরাতু ইলা ওয়ালাদিহী আবি বাকুর (كتاب الزينية تذكرة الى والده); (৫) মাকালাত ফী ইলালিল-কুলা (مقالة في علل الكلى); (৬) কিতাবু তায়-কিরা যাকারা বিহা লি-ইবনিহী আবি বাকুর (كتاب تذكرة ذكر بهالابنه ابي بكر); (৭) রিসালা কাতা'বা বিহা ইলা বা'দিল-আতিব্বা (رسالة كتب بها الى بعض الاطباء); (৮) জামা (جمع); (৯) রিসালা ফী ইল্লাতায়'ল-বারাস ওয়া'ল-বাহাক। গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া গেল :

(১) তায়সীর ফিল-মুদাওয়াত ওয়া'ত-তাদবীর (চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থাবলী = Practical manual of treatments and diets); অন্যখানি বিধিপত্র বিষয়ক জামি'; কিতাবুল-আগিয়া বা খাদ্য গ্রন্থ (Book of foods); কিতাবুল-যীবনীয়া (সংশোধন গ্রন্থ book of

embellishment)। এই গ্রন্থটি তিনি তাঁহার পুত্র আবু বাকর-এর জন্য রচনা করিয়াছিলেন। বইখানি জেলাপের ব্যবহার বিষয়ক। মাকালার ফী ইলালিল-কুলা=কিডনী রোগ বিষয়ক গ্রন্থ (Treatise on diseases of the kidneys); রিসালা ফী 'ইন্নাভাতায়ল-বারাস ওয়া'ল-বাহাক (সেভীলের জনৈক হেবীমের নিকটে শ্বেত্ররোগ ও Pityriasis বিষয়ে লিখিত পত্র =letter to a doctor in Seville on white leprosy or vitiligo and Pityriasis)। তাফকির গ্রন্থখানিও তাঁহার পুত্র আবু বাকরের জন্য লিখিত (G, Colin মনে করেন যে, ইবন আবী উসায়বি'আ নিশ্চয়ই ভুলক্রমে পুস্তকটিকে আবু মারওয়ানের রচিত বলিয়াছেন, বাস্তবিক ইহার রচয়িতা ছিলেন আবু'ল-'আলা)। এই ডালিকার সঙ্গে অবশ্যই যোগ করিতে হয় আরও একখানি গ্রন্থ, কিতাবু'ল-'ইকতিসাদ ফী ইসলাহি'ল-আনুফস ওয়াল-আজসাদ, ইবনু'ল-আকবার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উপরের এই ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে কিতাবু'ল-'ইকতিসাদ (রচনাকাল ৫১৫/১১২১০; তায়সীর (১১২১ ও ১২৬২ খৃ.-এর মধ্যে রচিত) এবং কিতাবুল-আগাযিয়া (১১৩০ ও ১১৬২ খৃ.-এর মধ্যে রচিত) অধ্যাবধি টিকিয়া আছে।

প্রথম গ্রন্থটি একখানি 'সংক্ষিপ্ত সারমর্ম' (জুমলা মুখতাসারা), ইহা ইবন যুহরের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থখানি লিখিত হয় তৎকালীন বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বিখ্যাত দার্শনিক ইবন রুশদের অনুরোধে। বয়সে ইবন যুহরের অনেক ছোট হইলেও ইবন রুশদ তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হইল এই গ্রন্থের সঙ্গে ইবন রুশদের কুল্লিয়াতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্ধ। অধ্যাপক মেটলারের মতে ইবন রুশদের অনুরোধে তাঁহার কুল্লিয়াতের পরিপূরক হিসাবেই ইবন যুহর তায়সীর প্রণয়ন করেন। অধ্যাপক মারটনের মতে কিছু দিন হইল মূল 'আরবী গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এইখানা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশিত হইলে ইহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। বর্তমানে যে সমস্ত আলোচনা-সমালোচনা হইতেছে তাহার সবই গ্রন্থের হিব্রু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া। গ্রন্থখানি প্রণীত হওয়ার কিছুদিন পরেই ইহার দুইখানা হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার একখানা ১২৬০ খৃ.-এর পূর্বেই ইতালীতে বর্তমান ছিল। ১২৮০ ও ১২৮১ খৃষ্টাব্দের আরও দুইখানি হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হিব্রু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদখানা এত জনপ্রিয় হয় যে, ১৩শ শতাব্দীর মধ্যেই ইহার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লাতিন অনুবাদখানা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ভেনিস হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৪৯৬, ১৪৯৭, ১৫১৪, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিতে চিকিৎসা পদ্ধতি (তিব্ব) ও রোগ প্রতিরোধ চিকিৎসা (রুতবা =Prophylaxis) একত্র করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ছিল, সর্বজনসমক্ষে সুলতানের উপস্থিতিতে পুস্তকটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনানো হইবে এবং সেই কারণেই উহাকে মাঝারি দৈর্ঘ্যের কয়েকটি সমান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল (এই ধরনের বিভাগের নাম ইকতিসাদ), প্রয়োজনে কুরআনকে যেরূপ ত্রিশটি পারাতে ভাগ করা হইয়াছে সেইরূপ আবু মারওয়ানের এই গ্রন্থখানিরও তদ্রূপ ত্রিশটি বিভাগই থাকার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত মাত্র অর্ধেক (১৫ ভাগ) টিকিয়া আছে। গ্রন্থখানি শুরু হইয়াছে একটি সাধারণ ভূমিকা দিয়া। সেখানে লেখক তিব্ব ও রুতবার এবং ইহার পরে দৈহিক চিকিৎসা ও মানসিক চিকিৎসার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ

করিয়াছেন। অতঃপর তিনরূপ আত্মার মূল্যায়ন করিয়াছেন বুদ্ধিনির্ভর, যাহার স্থিতি মস্তিষ্কে; প্রাণীজ, যাহার স্থিতি হৃৎপিণ্ডে; প্রাকৃতিক, যাহার স্থিতি যকৃতে। শেষের দুইটি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমটির অধীন। অতঃপর ইবন যুহর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসার বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছেন। প্রথমেই জিহ্বার চিকিৎসা। কেননা এই জিহ্বা দ্বারা ই মানুষ আত্মাহুঁর প্রশংসা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত রোগের বর্ণনা এবং অতঃপর বিস্তারিত চিকিৎসা পদ্ধতি।

তায়সীর-এর শুরুতে যে ভূমিকা আছে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু "Recettes Cabalistiques" (G, Colin) বিভিন্ন ব্যাধির ও সেইগুলির চিকিৎসা বিষয়ে বর্ণনামূলক তথ্যাদি। অতঃপর তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মোটামুটি ক্রমানুসারে মস্তিষ্কের রোগ হইতে শুরু করিয়া পায়ের রোগের বর্ণনা দ্বারা শেষ হইয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনাটি খুবই নমনীয় ধরনের। পিতার অনুসরণে আবু মারওয়ান রোগ ও রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ কিছু মৌলিক মতামতও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন আল-আওরাম অল্লাতী তাহাদুহ ফিল-গিশা আল্লাযী যাকসিমুস-সাদর তুলআন (ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্ফোটক (Mediastinal tumours, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬ অধ্যায় ৬); হৃৎপিণ্ডের চতুষ্পার্শ্ববর্তী আবরণে ফোঁড়া আবআওরাম (গিশা আল-কাল্ব, ১খ, ১২ অধ্যায় ৭) এই রোগের বর্ণনা তিনিই প্রথম প্রদান করেন। সাহজ (অন্ত্রের ক্ষয় =Intestinal erosions), খাদ্যানালী মুখের অবস্থা তা এবং কানের মাঝপথে ফোলা ও জ্বালা বিষয়ের আলোচনাও চিত্তাকর্ষক। শ্বাসনালীর ক্ষত (Tracheotomy) ও প্রয়োজনবোধে রোগীকে খাদ্যানালী বা বায়ুনালী পথে কৃত্রিম খাদ্য প্রদানের কথা তিনিই প্রথম বলেন। ইহার জন্য তিনি রৌপ্য বা টিনের নল (Caunulas) ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। চক্ষুরোগ সম্বন্ধেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ছানি অপারেশন, চক্ষুতারা সংকোচন (miosis), চক্ষুতারা প্রসারণ (Mydriases) প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। চোখের চিকিৎসায় তিনি ম্যানড্রোগোরা (Mandrogora) ব্যবহার করিয়াছেন। ম্যানড্রোগোবার সক্রিয় উপাদান হইল এট্রোপিন (atropin)। তাঁহার এই সমস্ত অপারেশন সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় তিনি শল্যবিদ্যায়ও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

তিনি রক্তস্রব্দাবরণ (serous Pericardites), আন্ত্রিক ক্ষয়কাশ (intestinal phthisis), নলকোষ অসাড়া (Pharyngeal paralysis), মধ্যকর্ণের প্রদাহ (inflammation of the middle Ear) প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মূত্রাশয়ের পাথুরী (renal calculas) ও শ্বাসনালী (ছিদ্রন) tracheotomy)-র অস্ত্র পচার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্নাতস্নাতে জায়গা হইতে উত্থিত বাষ্প ক্ষতিকর তাহাও তিনিই উল্লেখ করেন। পাঁচড়া সম্বন্ধে তাঁহার পর্যবেক্ষণের কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি এই রোগের যে বাহক sarcoptes scabiei, উহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন এবং বিষয়টির কথা তিনি একেবারে সর্বপ্রথম না বলিলেও অন্তত সর্বপ্রথম বর্ণনাকারিগণের অন্যতম ছিলেন। G, Colin-এর উল্লেখ অনুযায়ী এই বিষয়ে তাঁহার অগ্রগামী ছিলেন আহ'মাদ আত-তাবারী (৪র্থ/১০ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান); তুলনীয় আত-তাবারীর কিতাবু'ল-মু'আলাজাতি'ল বুক্রাতিয়া-এর কয়েকটি

অধ্যায়ের মুহাম্মাদ রিহাবকৃত জার্মান অনুবাদ, Archiv fur Geschichte des Medizin-এ রক্ষিত, xix (১৯২৭ খৃ.), ১৩৪ ও Isis, x, 119।

কিতাবুল-আগযিয়া গ্রন্থখানিতে সংরক্ষণীয় আচার ও রক্ষনসামগ্রী প্রস্তুতকরণ ও বিবিধ পানীয় সহযোগে নানা খাদ্য বা পণ্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঔষধের উপাদানের বিষয়ও আলোচনাতে স্থান লাভ করিয়াছে (G. Colin যাহাকে Cabalistic medicine বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এখানে আমরা তাহাই দেখিতে পাই)। ইহা ছাড়া রহিয়াছে স্বাস্থ্যবিধি (G. renaud, in Hesperis, xii)।

(২) ঔষধ হিসাবে নানা প্রকার মণি-মুক্তার উপকারিতা সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক সাবটনের মতে বিজ্ঞানীর এই সমস্ত আলোচনা দেখিয়া মনে হয় এমনিতে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকারী বৈজ্ঞানিক হইলেও কুসংস্কার বর্জন করিতে পারেন নাই।

কিতাবুল-ইক তিসাদ ফী ইসলাহিল-আনফু'স ওয়াল-আজসাদ গ্রন্থখানি ১১২১-১১২২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। সেভিলের আল-মুরাবিত নূপতি যুসুফ ইবন ভাশফীনের পুত্র ইবরাহীমের জন্যই এইখানি লিখিত হয়। আবু যুহর ছিলেন এই নূপতির উদ্বীর। এই গ্রন্থখানা সাধারণ (عمى) পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন; তবে উহাতে ভেষজ (Thera Putic) ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি এমনিতে অসম্পূর্ণ—ইহাতে ১৫টি পরিচ্ছেদ (ইকতিসাদ) রহিয়াছে। খুব সম্ভব গ্রন্থকার আরও ১৫টি পরিচ্ছেদ (ইকতিসাদ) সমেত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। লেখার ধরন দেখিয়া মনে হয়, ফুরআন শারীফের ৩০ পারার মত তিনিও ৩০টি পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থখানা সমাপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রন্থখানিকে মনোবিদ্যা (Psychology) বিজ্ঞানের প্রারম্ভ বলা চলে।

চিকিৎসক আবু মারওয়ানঃ আবু মারওয়ানের দক্ষতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির উদাহরণ দিবার জন্য ইবন আবী উসায়বি'আ কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। জেলাপ ব্যবহারের প্রতি 'আবদুল-মু'মিন-এর বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। আবু মারওয়ান সুকৌশলে তাহাকে জেলাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আঙুরলতা হইতে কয়েকটি আঙুরক্ক-প্রবেহী জেলাপের ঔষধ মিশানো পানি দিয়া ধুইয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহাকে সেই আঙুর খাওয়ানো হয়। আরেকবার অস্বাভাবিক স্ফীতদর্ক ও অস্ত্রের ব্যাধিতে আক্রান্ত এক রোগীকে তিনি নিরাময় করিয়াছিলেন। এই রোগীর বিষয়ে তিনি সন্দেহ করেন যে, রোগী সম্ভবত অপরিচ্ছন্ন কলসী হইতে পানি পান করিয়া থাকে। সন্দেহ নিরাসনের জন্য তিনি কলসীটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তখন দেখা যায়, উহার ভিতরে কোনভাবে যে একটা ব্যাঙ গিয়া ঢুকিয়াছিল সেটি বড় হইয়া মস্ত মোটা হইয়াছে এবং ইহা সেই রোগীর উদর বড় হওয়া এবং অস্ত্রের রোগ হইবার মূল কারণ। ইবন রুশদ তাহার বিখ্যাত আল-কুল্লিয়াত (Colliyet) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে কেহ ঔষধ প্রয়োগ (কানাশ) বিষয় অধ্যয়ন করিতে চাহেন তাহার জন্য সর্বোত্তম বই হইল তায়সীর। তিনি তাহার এক বন্ধুকে এটি সম্বলন করিতে বলেন এবং নিজেও একখানি প্রতিলিপি তৈরি করেন। ইবন রুশদ শুধু বাস্তব প্রয়োগের প্রশংসা করিয়াছিলেন; তবে খুব প্রজ্ঞানীলতার সঙ্গে না হইলেও অস্ত্র পরিষ্কারভাবে তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, ইবন যুহর যে ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন সেগুলি বাস্তব রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল হইলেও সম্পূর্ণ

বিজ্ঞানভিত্তিক নহে (এই বিষয়ে ইবন যুহর-এর মৌলিকত্ব নাই, তিনি বরং গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতিরই পুনরুপস্থাপনা করেন)। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবু মারওয়ান ঈমানের অঙ্গরূপ ও দৃঢ় বিশ্বাসের দিক হইতেও সম্ভবত এই আশ'আরী মতাবলম্বী ছিলেন যে, মাধ্যমিক বা গৌণ কারণগুলি প্রয়োজনীয় নহে। উৎকৃষ্ট দাওয়াই রোগ নিরাময় করে যদি আল্লাহর ইচ্ছা থাকে। যে রোগে তাহার নিজের মৃত্যু হয় সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পরে তাহার পুত্র যখন তাহাকে নিরাময়ের জন্য নূতন ঔষধ খাইয়া দেখিতে বলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ যদি আমার দেহের এই কাঠামো পরিবর্তন করিতে চাহিয়া থাকেন তাহা হইলে যে ঔষধে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা সত্য হইবে তাহা ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ গ্রহণের ক্ষমতাই তিনি আমাকে দিবেন না।"

(৭) আবু বাকর মুহাম্মাদঃ ইবন 'আবদিল-মালিক ইবন যুহর আল-হাকীদ (নাভী), উপরিউক্তজনের পুত্র, সেভীলে ৫০৪/১১১০-১১ (বা ৫০৭), জন্ম, মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮-৯। তিনি হাফিজ কুরআন হন এবং হাদীছ ও 'আরবী ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। 'আবদুল-মালিক আর রায়ীর সঙ্গে তিনি মালিকী মায'হাব বিষয়ক ইমাম মালিক-এর আল-মুনাওয়ানা (সাহুন কর্তৃক বর্ণিত) ও ইবন আবী শায়বা রচিত 'মুসনাদ' অধ্যয়ন করেন। প্রতিটি বিষয়েই তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। পিতার নিকট হইতে তিনি হেব্রীশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি একজন সুকবিও ছিলেন, মুওয়াশশাহাত তাহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ধনুবিদ্যা (তীর নিক্ষেপ)-তে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং একজন ভাল দাবা খেলোয়াড়ও ছিলেন। ইবন আবী উসায়বি'আর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, দৈহিক, নৈতিক ও প্রজ্ঞাময়তা— এইসব দিক হইতেই তিনি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। খালীফা যাক্বব আল-মানসুরের তিনি এতই আস্থাভাজন ছিলেন যে, খালীফা তাহাকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকরূপে আফ্রিকাতে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই শাসক যখন তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের সকল বই ধ্বংস করিয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আবু বাকরকে তিনি সেই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং শুধু তাহাকেই বিশেষ সুযোগ প্রদান করেন যে, তিনি কেবল তাহার ব্যক্তিগত সকল গ্রন্থ ধ্বংস না করিয়া রক্ষা করিতে পারেন। আবু বাকর সেই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু যে আদর্শবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি সেই কার্যটি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার একটি উদাহরণ প্রদানের জন্য, ইবন আবী উসায়বি'আ বিষয়টি বর্ণনা করিবার ঠিক পরে পরেই, একটি জনশ্রুতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতিটি সংক্ষেপে এইরূপঃ আবু বাকর তাহার দুইজন ছাত্রের নিকটে একখানি তর্কশাস্ত্রের বই আবিষ্কার করেন। ক্রোধের সঙ্গে তিনি সেই বইখানি তাহাদের কাছ হইতে লইয়া যান। কিন্তু পরে তিনি ছাত্র দুইজনকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দান শেষ করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে বলেন। অতঃপর তাহাদেরকে তিনি সেই তর্কশাস্ত্রের বইখানি ফেরত দিয়া মস্তব্য করেন, "এখন তোমরা এই বই ও এই জাতীয় অন্যান্য বই নির্ভয়ে পাঠ করিতে পার।"

খালীফার দরবারের ঈর্ষাকাতর বিশিষ্ট উদ্বীর আবু যায়দ 'আবদুল-র-রাহমান ইবনুল-যুজান বিষয় প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করান। তাহার মৃত্যুতে স্বয়ং খালীফাও শোকাভিত্ত হইয়াছিলেন।

আবু বাকর সর্বাত্মে ছিলেন একজন পেশাদার হাকীম। তবে তিনি চক্ষুরোগের চিকিৎসা বিষয়ে একখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইবন আবী

উসায়বি'আ ও ইবন খাল্লিকান তাঁহার কিছু সংখ্যক কবিতা সংরক্ষণ করিয়াছেন; কবি হিসাবে তিনি চিকিৎসকের সমরুপই বিখ্যাত ছিলেন।

(৮) আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনুল-হাফীদঃ উপরিউক্ত আবু বাকর মুহাম্মাদের পুত্র, সেভীলে ৫৭৭/১১৮১-৮২ তাঁহার জন্ম এবং ৬০২/১২০৬ সালে পঁচিশ বৎসর বয়সে বিষ প্রয়োগে মৃত্যু। পরে তাঁহার লাশ সেভীলে নিয়া গিয়া বিখ্যাত বিজয় তোরণের ভিতরে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের পার্শ্বে দাফন করা হয়। পিতার নিকট হইতে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তিনিও চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্য জানিতে উৎসাহিত হন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আবু হানীফা আদ-দীনাওয়ারীকৃত কিতাবু'ন-নাবাত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি খালীফা আন-নাসির ইবনুল-মানসুরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই সেভীলে বাস করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র (৯) আবুল-'আলা মুহাম্মাদ গালেন (Galen)-এর রচনাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জীবনীমূলক তথ্য-উৎসসমূহ (১) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনুল-আনবা ফী তাবাকাতিল-আতিক্বা, কায়রো ১২৯১ হি. এইচ জাহীর (H. Jahier) ও এ. নুরুদ্দীন (A. Noureddine) কৃত ১৩শ অধ্যায়ের ফরাসী অনুবাদ, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.; (২) ইবনুল-আব্বার, মু'জাম, সম্পা. Codera (BAH, ৪খ, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ.); (৩) কিতাবু'ত-তাকমিলা, সম্পা. Codera (BAH, v, vi, মাদ্রিদ ১৮৮৭, ৯খৃ.), নং ২৫৫, ৮৫৪, ১৬৯১, ১৭১৭; (৪) ইবন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, no. 683।

(১) সাধারণ গ্রন্থাবলী : (১) Brockelmann, I, 486/640, 487/642, SI, 889,890; (২) G. Colin, Avenzoar, se vie et ses ocuvers, Paris 191; (৩) ঐ লেখক, La Tedhkira d. Abul-Ala, Paris 1911 (reviews bo Cl. Huart, in JA, 1913, I and 11; তায'কির-এর অনুবাদের আকর্ষণীয় সংশোধনসমূহ); (৪) G. Sarton, Introduction, ii, 230-4; (৫) H.P.J. Renaud, Trois etudes d'histoire de la medecine en Occident in Hesperis, xii (1931); (৬) ঐ লেখক, in Hesperis, xx (1935), 87, 'আবদুল-মালিক ফারাজ-এর খিসিস Relations hispano- maghrebines au Xlle siecle-এর সমালোচনা, Paris 1935.

R. Arnaldex, (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবন য়লাক (ابن زولاق) (বা যাওলাক) আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন ইব্রাহীম আল-লায়ছী, জ. ৩০৬/৯১৯, মৃ. ৩৮৬/৯৯৬ সনে, মিসরীয় ঐতিহাসিক, ইখশীদী শাসকগণের যুগে ও ফাতিমী আমলের প্রথমদিকে অনেক কয়টি জীবন-চরিত, ইতিহাস ও ভূ-সংস্থানিক গ্রন্থের রচয়িতা। এই সকল গ্রন্থের প্রায় সবই বর্তমানে বিলুপ্ত হইলেও ঐ যুগের ইতিহাস প্রণয়নে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান সরবরাহ করিয়াছে। কথিত আছে, তিনি আল-কিন্দী রচিত মিসরের শাসনকর্তাগণ ও বিচারকদের সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির অনুপূরক লিখিয়াছিলেন, একটি গ্রন্থ মাযারাই (দ্র.) পরিবারের কর্মকর্তাগণ সম্পর্কে, অন্যান্য গ্রন্থ ইখশীদী কামুর, আল-মু'ইযা, কাহারও মতে আল-'আব্বাস-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে রচনা করেন। Ivanow-এর মতে একটি ইসমাঈলী গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত জাওহার-

এর জীবনচরিত সম্ভবত আল-মু'ইযা-এর জীবনী হইতে উদ্ধৃত অংশবিশেষ। এই সকল গ্রন্থ হইতে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন মাকরীযী তাঁহার প্রসিদ্ধ খিতাত ও ইত্তি'আজ-উভয় গ্রন্থে, ইবন হাজার তাঁহার রাক'উল-ইসর (১খ, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২) গ্রন্থে, ইবন সাঈদ ও পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থকার। মিসরীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মিসরীয় ব্যাকরণবিদ মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল-কিন্দী আস-সায়রাফী (দ্র. ইবন মুসা-সায়রাফী)-র জীবন-চরিতের পাণ্ডুলিপি (কায়রো ক্যাট., ৫খ, ১৩৪৮/১৯৩০, ১৪) তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াকূত, উদাবা, ৩খ, ৭-১১; (২) ইবন খাল্লিকান, য়লাক সং, ১খ, ১৬৭, De Slane, ১খ, ৩৮৮; (৩) Brockelmann, I, 149; SI, 230; (৪) কাহুহালা ৩খ, ১৯৪; (৫) মিরিকলী, আ'লাম, ১খ., ২২০; (৬) C.H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens.... ১খ, Strasburg ১৯০২খ., ১৩-১৫; (৭) R. Gottheil, আল-হাসান ইবন ইব্রাহীম ইবন য়লাক, in JAOS, ২৮খ, (১৯০৭ খৃ.) ২৫৪-৭০; (৮) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, লাইডেন ১৯৬৮ খৃ., ১৫৪-৫; (৯) W. Ivanow Ismaili literature : A bibliographical Survey, তেহরান ১৯৬৩ খৃ., ৩৯।

(সম্পাদনা পরিষদ) (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন য়াঈশ (ابن يعيش) : আবেন য়াঈশ, স্পেন ও পর্তুগালে উদ্ধৃত কয়েকজন য়াহূদীর পারিবারিক নাম, তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কূটনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ছিলেন। এই নামধারী বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কয়েকজন হইতেছেন (১) সলোমান বেন আব্রাহাম ইবন য়াঈশ (আবু রাবী' সলায়মান ইবন য়াঈশ ابو ربيع سليمان بن يعيش)। ইনি সেভিলের একজন চিকিৎসাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, সেইখানেই মুহাম্মদ, ৭৪৬/মে, ১৩৪৫ মারা যান। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) ইবন সীনার আল-কানুন ফি'ত-তিব্ব-এর একখানি গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত আরবী ভাষ্য; (২) Pentateuch-এর উপরে আব্রাহাম ইবন এয়রার ভাষ্যের আরবীতে একখানি অতি বৃহৎ ভাষ্য; ও (৩) 'আরবী কবিতায় ব্যবহৃত কঠিন কঠিন শব্দসম্ভারের একখানি অভিধান। তিনি ও সলোমান বেন আব্রাহাম ইবন দাউদ সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি, যিনি নিম্নলিখিত দুইখানি চিকিৎসা গ্রন্থ 'আরবী হইতে হিব্রুতে অনুবাদ করেন (১) ইবন রুশদ রচিত কুল্লিয়াত ফি'ত-তিব্ব (অনূদিত গ্রন্থের নাম মিখলোল Mikhlol) এবং (২) ইবন সীনার আল-উরজযা-ইবন রুশদ-এর টীকা সমেত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Steinschneider, Die hebraischen Uebersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, বার্লিন ১৮৯৩ খৃ., পুনর্মুদ্রণ, graz, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৬৭২-৩, ৬৮৬-৭, ৮৪০; (২) ঐ লেখক, Die arabische Literatur der Juden, ফ্রাঙ্কফোর্ট ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৬৭; (৩) H. Friedenwald, The Jews in medicine, বাস্টিমোর ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৫৬, ৬৩৪, ৬৪৩; (৪) Jewish Encyclopaedia, ১১খ, পৃ. ২১০, ৪৪৯, ৪৫৮; (৫) তাঁহার সমাধির শিলালিপির আলোকচিত্র উহার ভাষ্যসমেত, F. Cantera ও J. M.

Millas, Las inscripciones hebraicas de Espana-তে, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৭৫-৮০।

(২) সালোমো (ন) ইবন য়াঈশ [নামের অন্যান্য উচ্চারণ সালোমো আবেনাজায়েক্স (স্বাক্ষর), আবেনাইশ, আবেনজাইশ] ওরফে আলভারো মেণ্ডেস (মেণ্ডেস) আনু, ১৫২০-১৬০৩ খৃ., ব্যবসায়ী ও অর্থ লগ্নী প্রদানকারী। তিনি আন্তর্জাতিক ও উচ্চমানিয়া কূটনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি পর্তুগালের ট্যাভিরা (Tavira) নামক স্থানে এক মাররানো (নূতন খৃষ্টান, গুণ্ড যাহুদী) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই ভারতের নারসিংগাতে (পরবর্তীতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী) খনি হইতে হীরা উত্তোলন করিয়া বিরাট ধনী হন এবং আনু. ১৫৫৫ খৃ. পুনরায় পর্তুগালে ফিরিয়া যান। রাজা ৩য় জোআও (Joao III) তাঁহাকে Knight of the Order of Santiago উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি মাদ্রিদ, Florence ও প্যারিসে বিভিন্ন মেয়াদে জীবন অতিবাহিত করেন। ১৫৮৪ খৃ., তিনি তুরস্কের স্যালোনিকায় গমন করেন এবং সেইখানে প্রকাশ্যভাবে পুনরায় যাহুদী ধর্মে ফিরিয়া গিয়া ইস্তাবুলে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি অন্তর হইতে স্পেন দেশকে ঘৃণা করিতেন। যুরোপীয় কূটনৈতিক দলীয়-প্রদাদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্পেনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-তুর্কী আঁতাত গড়িয়া তুলিতে তিনি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তুর্কী সুলতান ৩য় মুরাদ ও রাণী ১ম এলিজাবেথ [রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক রডরিগো লোপেজ (Rodrigo Lopez) তাঁহার ভগ্নিপতি ছিলেন]-এর উপর তাঁহার কিছুটা প্রভাব ছিল। তাহা ছাড়াও যুরোপের অপর কয়েকটি দেশের, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের রাজসভাতেও তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। তাঁহার কূটনৈতিক কার্যের ফলেই ইঙ্গ-স্পেনীয় যুদ্ধে স্পেন কর্তৃক 'উচ্চ-মানিয়া শক্তিকে নিরপেক্ষ রাখিবার প্রচেষ্টা বিফল হয়, আবার তুরস্কের সফল হাঙ্গেরী অভিযানকালে ইংল্যান্ডের উদার নিরপেক্ষতাও নিশ্চিত হয় এবং ১০০৫/১৫৯৬ সালে হাচ ওভাসী (Kereztes)-এর চূড়ান্ত যুদ্ধে তুরস্ক জয়ী হয়। সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান তাঁহাকে মিটাইলীন (Mitylene)-এর ডিউক নিয়োগ করেন। টাইবেরিয়াস অঞ্চলের জমিদারী তাঁহাকে প্রদানের আদেশ নবায়িত করা হয়। আসলে তাহা তাঁহারই জনৈক আত্মীয় জোসেফ নাসিকে (Joao Miquez মৃ. ১৫৭৯ খৃ., দ্র. প্রবন্ধ নাসি) দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার নিজ পুত্র জ্যাকব (ফ্রান্সিসকো) সেইখানে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সালোমো ইবন য়াঈশ ১৬০৩ খৃ. ইস্তাবুলে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Wolf, Jews in Elizabethan, England, Transactions of the Jewish Hist. Soc. of England-এ প্রকাশিত, ১১খ, (১৯২৪-২৭ খৃ.), ১-৯১; (২) Galante, Don Salomon aben Yaeche, duc de Metelis, ইস্তাবুল ১৯২৬ খৃ.।

(৩) ইবন য়াঈশ : নামক একটি বিখ্যাত পরিবার, পর্তুগালে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে জীবিত চিকিৎসক য়াহায়া ইবন য়াঈশ-এর প্রসিদ্ধ বংশধরের এই পরিবারে ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে ১৪শ/২০শ শতাব্দী পর্যন্ত 'উচ্চ-মানিয়া সাম্রাজ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ, রাক্বী (rabbi) ও ব্যবসায়ী জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. Friedewald, The Jews in medicine, বাস্টিমোর, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৬৯১; (২) S. A.

Rosanes Divrei yemei Yisrael be-Togarma (১খ, তেল-আবীব ১৯৩৬ খৃ., ২-৪খ (Qoroth ha-Yehudim be Turkiyah) সোফিয়া ১৯৩৬ খৃ.) ১খ. ৭০, ১৬৭-৮, ২খ, ৩৩, ৩খ, ৭৭, ১০৪, ৪খ, ৬; (৩) A. Galante, Don Salomon, পৃ. ২২; (৪) Jewish Ency., ১২খ. 581-4; (৫) B. Friedberg, Bet eqed sefarim, তেল-আবীব ১৯৫১-৬ খৃ., ১খ, ১০১৩, ৩খ, M. 3408

E. Birnbaum (E.I.2)/ ছমায়ুন খান

ইবন য়াঈশ (ابن يعيش) : মুওয়াফফাকুদ্দীন আবুল-বাকা য়াঈশ ইবন 'আলী ইবন য়াঈশ আল-হালাবী, ইবনু'স-সানি নামেও পরিচিত আরব ব্যাকরণবিদ। ৩ রামাদান, ৫৫৩/২৮ সেপ্টেম্বর, ১১৫৮ সালে আলোপ্পোতে জন্ম এবং ২৫ জুমাদান উলা, ৬৪৩/১৮ অক্টোবর, ১২৪৫-এ সেখানেই মৃত্যু। তিনি প্রথমে আলোপ্পোতেই ব্যাকরণ ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি অধ্যয়ন করেন ৫৭৭/১১৮১ সালে আল-মাতুসিলে এবং শেষে আবুল-মুয়ম্ন আল-কিন্দীর তত্ত্বাবধানে দামিষ্কে। অতঃপর তিনি আলোপ্পোতে ফিরিয়া আসিয়া আজীবন ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ছাত্র ইবন খাল্লিকান (৬২৬-৭/১২২৯-৩০) ইবন য়াঈশের বিফলতা ও হাস্য রসিকতার পরিচায়ক বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার একটি উজ্জ্বল চিত্র প্রদান করেন। ইবন য়াঈশের অন্যান্য শাগরিদ ছিলেন য়াকূত' (১খ, ৭৫৭, ইরশাদ, ৩খ, ৭৭ প.) ইবন মালিক জামালুদ্দীন ও আশ-শারীশী। যামখশারীর আল-মুফাসসালের উপর লিখিত বিশদ ভাষ্যের জন্য (G. Jahn কর্তৃক Leipzig -এ ১৮৮২-৬ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত) ইবন য়াঈশ বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি নিষ্ঠার সহিত সীবাওয়য়হ ও বস্বার ব্যাকরণবিদদের অনুসরণ করিতেন। তবে তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বাকবহুল এবং কোথাও কোথাও অবিন্যস্ত। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের জন্য দ্র. Brockelmann, I, 397, SI, 521.

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ৮৪৩; (২) য়াকূত', মিরআতুল-জিনান, ৪খ, ১০৬; (৩) সুযুত্বী, বুস্বা, ৪৯৯; (৪) G. Wel, in ZA, ১৯খ, ৪; (৫) ঐ লেখক, ইবনুল-আনবারীর কিতাবুল-ইনসাফ-এর ভূমিকা (=Die Grammatischen Streitfragen der Basrer und Kufier, Leiden 1913), স্থা.।

J. W. Fuck (E.I.2)/ শিরিন আখতার

ইবন য়ামীন (ابن يمين) : পূর্ণ নাম আমীর ফাখরুদ্দীন মাহ'মূদ ইবন আমীর য়ামীনুদ্দীন মুহ'াম্মাদ (৬৮৫-৭৬৯/১২৮৬-১৩৬৮), ইরানের বিখ্যাত কবি, যিনি আসলে একজন তুর্কী ছিলেন। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ শিক্ষা-দীক্ষায় বিখ্যাত ছিলেন এবং শাহী দীওয়ানের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (ইবন য়ামীন, কুল্লিয়াত, ইস্তাবুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কপি, ফার্সী পাণ্ডুলিপিসমূহ, নং ৪৯২, ভূমিকা, পাতা ২খ)। তাঁহার পিতা আমীর য়ামীনুদ্দীন মুহ'াম্মাদ (দ্র. দাওলাত শাহ, তায়কিরাতুল-শ-ও'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লাইডেন ১৯০১ খৃ., পৃ. ২৭২-২৭৫) তাঁহার যুগের বিখ্যাত 'আলিমগণের অন্যতম ছিলেন। ইরানী সাহিত্যের সকল ঐতিহাসিক দাওলাত শাহ (তায়-কিরা, পৃ. সং. পৃ. ২৭৩)-এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইবন য়ামীনের পিতা আমীর

য়ামীনুদ্দীন মুহাম্মাদ, সুলতান মুহাম্মাদ খোদা বান্দাহর-শাসনকালে (৭০৩-৭১৬/১৩৪- ১৩১৬০ খুরাসানের ফারয়ুমাদ (فریومد) শহরে আগমন করেন এবং সেই স্থানে প্রয়োজনীয় সব কিছু ক্রয় করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইবন যামীন এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা মুহাম্মাদ খোদা বান্দাহর শাসনকাল ৭০৩/১৩০৪ সালে আরম্ভ হয় এবং ইবন যামীন-এর ফারয়ুমাদ শহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দরুন বুঝা যায় যে, তিনি এই শহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম তারিখ অবশ্যই উক্ত সালের পূর্বে ছিল এবং ইবন যামীনের পিতা অবশ্যই মুহাম্মাদ খোদা-বান্দাহর সিংহাসনারোহণের পূর্বে এই শহরে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমীর যামীনুদ্দীন এই শহরে খুরাসানের রাজস্ব উযীর (صاحب الدولة) 'আলাউদ্দীন মুহাম্মাদের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হইয়া উঠেন এবং মন্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দেখাশুনা করিতে লাগিলেন।

আমীর মুহাম্মাদ-এর পুত্র ইবন যামীন ফারয়ুমাদ শহরে ৬৮৫/১২৮৬ সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. সাঈদ নাফীসী, দীওয়ান ইবন যামীন, তেহরান, ১৩১৮ হি. শা., ১খ, পৃ. ক)।

ইবন যামীন সম্ভবত প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সুযোগ্য কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন (মু. ৪ মুহাম্মাদরাস, ৭২২/২৩ জানুয়ারী, ১৩২২, তারিখসম্বলিত খণ্ড কবিতা অনুযায়ী ইবন যামীন, কুল্লিয়াত, পূর্বোল্লিখিত কপি, পত্র ৪৫৮; কিন্তু দাওলাত শাহের তায-কিরা" গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৭২৪ হি. বলিয়া উল্লিখিত আছে)। ইবন যামীন যেহেতু মুস্তাওফী (مستوفی) ও ভুগরায় (طغرئی) উপাধিতে বিখ্যাত-সেহেতু তিনি সম্ভবত সারবাদার (سربدار)-দের অর্থাৎ স্বল্প বাদশাহদের দরবারে ঐ সকল পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সারবাদার শাসকদের প্রশংসায় কবিতা রচনায় বিখ্যাত হইলেও তাহার পূর্ণ দীওয়ান গ্রন্থে (নিম্নে দ্র.) উযীর গিয়াছুদ্দীন ইবন রাশীদুদ্দীন ফাদলুল্লাহ মু. ৭৩৬/১৩২৬)-এর প্রশংসায়ও তাঁহার রচিত কাঙ্গীদা রহিয়াছে (উদাহরণস্বরূপ কুল্লিয়াত পৃ. গ্র., পাতা ২৩৫, ক. প.)। এইসব কবিতা হইতে মনে হয় যে, ইবন যামীন তাব্রীয গিয়াছিলেন এবং সেইখানে কিছুদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন জন্মভূমিতে অথবা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় অতিবাহিত করেন এবং নিকটস্থ বাদশাহ ও আমীরদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার বেশীর ভাগ কাঙ্গীদা সারবাদার বাদশাহদের মধ্যে ওয়াজীহুদ্দীন মাস'উদ ইবন ফাদলিল্লাহ (৭৩৮-৭৪৫/১৩৩৮- ১৩৪৪)-এর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনে নিবেদিত ছিল। এই সম্পর্কে ইবন যামীনের নিজের বর্ণনা (কুল্লিয়াত, পৃ. গ্র., পাতা ৫খ, প., এবং ইহার প্রতিলিপি, ফাসীহী, মুজমাল; E. G. Growne, History of Persian literature under Tatar dominion কেব্রিজ ১৯২০ খৃ., পৃ. ২১২ প.) যে, তিনি রাজধানীতে ও, ফসলে ভ্রমণে সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। এক সময়ের ঘটনা, উক্ত বাদশাহ ওয়াজীহুদ্দীন সারবাদারী ও জনৈক কারত (كرت) বাদশাহ মু'ইয়ুদ্দীন মুহাম্মাদের মধ্যে যাওয়াহ (زواة) ও খাওয়াফ (خواف) নামক দুই শহরের মধ্যস্থলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাদশাহ ওয়াজীহুদ্দীন পরাজিত হন। এই যুদ্ধে ইবন যামীনের দীওয়ান লুঠনকারীদের হাতে পড়িয়া হারাইয়া যায় এবং পরে তাহা আর পাওয়া যায় নাই। দাওলাত শাহ-এর মতে (তায়-কিরা, পৃ. স., পৃ. ২৭৬) ইবন যামীন

৭৪৫/৩৪৪ সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার কুল্লিয়াত-এর খণ্ড কবিতা হইতে যে তারিখ পাওয়া যায় তাহা হইল ৭৫৪/১৩৫৩-১৩৪৪ সাল। সুতরাং দাওলাত শাহ-এর বক্তব্য সঠিক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় না। অপরদিকে ফাসীহী, মুজমাল-এ তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৮ জুমাদাল-উখরা, ৭৬৯/৩০ জানুয়ারী, ১৩৬৮ সাল উল্লেখ করিয়াছেন যাহা স্পষ্টত সঠিক বলিয়া মনে হয়।

ইবন যামীনের রচনাবলী : উপরে বর্ণিত দীওয়ান, যাহা তিনি নিজেই সংকলন করিয়াছিলেন, ৭৪৩/৩৪৩ সালে হারাইয়া যায়। ইবন যামীন এই দীওয়ান পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেন এবং এই উদ্দেশ্যে কারত শাসক মু'ইয়ুদ্দীনের প্রশংসায় একটি কাঙ্গীদা লিখিয়া প্রেরণ করেন, কিন্তু তবুও দীওয়ানখানা পাওয়া যায় নাই। ইবন যামীন শেষ পর্যন্ত অপারগ হইয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তির স্মারক ও কবিতার খাতায় তাঁহার যে সকল কবিতা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিখিত ছিল সেইগুলি সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। কিন্তু জানা যায় যে, এতৎপূর্বে রচিত সকল কবিতা তিনি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই এবং এইজন্যই তাঁহার কাব্যকীর্তির অধিকাংশই খণ্ড কবিতার আকারে পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও দুর্ঘটনার পর রচিত কবিতা এবং দুর্ঘটনার পর হারানো দীওয়ান হইতে উদ্ধারকৃত কিছু কবিতার সমন্বয়ে তিনি ৭৫৩/১৩৫২-১৩৫৩ সালে একটি নূতন কুল্লিয়াত সংকলন করেন (দ্র. কুল্লিয়াত, পৃ. গ্র., পাতা ৬খ) অনুরূপভাবে A. S. Sprenger তাঁহার Catalogue of the Arabic, Persian Manuscripts of the Libraries of the kings of Oudh, কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ., ১খ, ৪৩৩-এ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কপিতে যেমন (B. Dorn Catalogue des manuscrits et xylographes Orientaux de la Bibliothewque Imperiale publique de St. PETERSBOURG, ১৮৫২ খৃ., পৃ. ৩৫৮-তে ও মাতলাবী 'আবদুল মুকতাদির Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in The Oriental Public Library at Bankipur, কলিকাতা ১৯০৮ খৃ., ১খ, ৮০৪-এ তারিখ ৭৫৬ হি. উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবন যামীন এই নূতন কুল্লিয়াত-এ একটি ভূমিকাও লিখেন। ভূমিকায় তিনি স্বীয় অবস্থা ও 'কুল্লিয়াত' সংকলনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কোন কোন গ্রন্থকার, যাহারা ৭৪৫/-১৩৪৪ সালে ইবন যামীনের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন, তাহারা ইবন যামীন কর্তৃক এই কুল্লিয়াত ও ইহার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহারা মনে করেন যে, এই কুল্লিয়াত ইবন যামীনের সমসাময়িকদের মধ্যে কেহ সংকলন করেন এবং ইহার ভূমিকাও তিনি লিখেন (দ্র. Ethe, Cat. of the Persian Mss. in the library of the India Office. ১খ, ৭৭১; মাওলাবী 'আবদুল-মুকতাদির, পৃ. গ্র., পৃ. ২০৪, ২০৬); কিন্তু এই কুল্লিয়াত যে ইবন যামীন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা হাম্দ ও না'ত-এর পর তিনি এইভাবে ইহার ভূমিকা শুরু করেন, "অতঃপর এই গ্রন্থের প্রণেতা ও লেখক মাহমুদ ইবন যামীন আল-মুস্তাওফী আল-ফারয়ুমাদী বলেন... ইত্যাদি" এবং ভূমিকার শেষে তিনি ভূমিকা লেখার তারিখ ১ শাওয়াল, ৭৫৩ হি. বলিয়া উল্লেখ করেন (পৃ. গ্র., পত্রক ২ক ও ৭খ)।

এই কুল্লিয়াত (কليات)-এ ইবন যামীন বিরচিত পনের হাজার শ্লোক, কিতাব কিত'আত (كتاب قطعات) (পৃ. পাণ্ডু)-এ আনুমানিক ৬৪০০ শ্লোক, কিতাব কাসাইদ (كتاب قصائد)-এ আনুমানিক ১৮০০ শ্লোক ও কিতাব গাযালিয়াত (كتاب غزليات)-এ 'আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে গাযাল সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যাহাতে আনুমানিক ৩৭০০ শ্লোক আছে; রিসালা কানয'ল-হিকমা (رسالة كنز الحكمة) মুতাকারিব ছন্দে, মাকসূর ও মাহযূফ ব্যতিক্রম সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র মাছ'নাবী। উল্লেখ্য যে, ফার্সী পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগ (বাকীপুর, ১খ, ২০৭)-এ নাসীহাত বুজরজ্ মিহর (نصيحت بزرج مهر) শিরোনামে এই মাছ'নাবীর উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে পূর্বোল্লিখিত কপিতে কানয'ল-হিকমার একটি অংশবিশেষ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; ইবন যামীনের রচিত রুবা'ইয়াতও ছিল (৩৫০টি রুবা'ঈ); উল্লিখিত রচনাবলী ছাড়া ইবন যামীনের রিসালা-ই-কারনামাহ (رسالة كارتنامه) নামক একটি ক্ষুদ্র মাছ'নাবীও আছে, হা'যাজ ছন্দে লিখিত, যাহাতে কবির জন্মস্থান ফারযুমাদ ও ইহার সহিত সম্পর্কিত লোকদের বর্ণনা আছে, এই মাছ'নাবী গ্রন্থখানা ৭৪১/১৩৪০ সালে রচিত হইয়াছিল (দ্র. মাওলাবী 'আবদুল-মুকতাদির', পৃ. ৬., পৃ. ২০৬)।

ইবন যামীনের কবিতার মধ্যে কুল্লিয়াত-এ উদ্ধৃত খণ্ড কবিতাসমূহ বিখ্যাত। এই খণ্ড কবিতার এক বা একাধিক কপি প্রাচ্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহে মণ্ডলিত রহিয়াছে। এই খণ্ড কবিতাসমূহ একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ., ভূপাল ১৮৯০ খৃ.)। V. Schlecta-Vssehrd ইবন যামীনের ১৬৪১টি খণ্ড কবিতা জার্মান অনুবাদসহ Ibn Yemins Bruchstücke শিরোনামে প্রকাশ করিয়াছেন, ভিয়েনা ১৮৮৭ খৃ.। E. H. Rodwell এক শত খণ্ড কবিতা মূল পাঠ ও ইংরেজী ভাষ্যসহ 100 Short Poems, the Persian text with Paraphrase শিরোনামে প্রকাশ করিয়াছেন, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ.। সর্বশেষে সা'ঈদ নাফীসী কর্তৃক সংশোধিত তেহরানে সংরক্ষিত পূর্ণাঙ্গ কপি অনুযায়ী (দ্র. হাদাইক', ফিহরিস্ত কিতাব খানা-ই মাজলিস-ই শূরা-ই মিল্লী, কুতুব-ই খাজী ফারসী, তেহরান ১৩২১ হি. শা., পৃ. ২০৪) দীওয়ান-এর একটি সংশোধিত কপি প্রকাশিত হয় (তেহরান ১৩১৮ হি. শা.) এই গ্রন্থে খণ্ড কবিতা (رباعيات) ও চতুস্পদী কবিতা (রুবা'ইয়াত) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, শ্লোক সংখ্যা ৫১৩০।

ইবন যামীনের কুল্লিয়াত বা তাঁহার দীওয়ান খুব বেশী প্রচারিত হয় নাই এবং অনেকের ধারণা যে, তাঁহার দীওয়ান হারাইয়া গিয়াছে। এই কারণে ইবন যামীন গুণ্ড তাঁহার খণ্ড কবিতার জন্যই বিখ্যাত হইয়া, আছেন এবং তাঁহাকে খণ্ড কবিতার বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। ইবন যামীন তাঁহার কবিতায় নীতিশাস্ত্র (اخلاق) ও সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যিক চিন্তা অন্যান্য নীতিজ্ঞ কবির অনুরূপ এবং তাঁহার তাসাওউফ সর্বেশ্বরবাদ বা ওয়াহ দাতুল-ওয়াজুদ (وحدة الوجود)-ভিত্তিক ছিল। ইবন যামীন একজন নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারার (Pessimistic) কবি ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে দুনিয়া ঘটনা-শৃঙ্খলা ও পরম্পরার নাম; ইহার কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা নাই। ইবন যামীনের প্রশ্ন ছিলঃ মানুষের ভাগ্য যদি আল্লাহর ইচ্ছারই অনুবর্তী হয় তবে মানুষকে কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট কেন জবাবদিহি করিতে হইবে এবং কেন তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইবে? ইবন যামীন দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনকে লক্ষ্যহীন ও

অকারণ মনে করিতেন। এইজন্য সামাজিক ব্যবস্থায় তিনি পরিবার পদ্ধতি সমর্থন করিতেন না। তিনি তাঁহার এক কবিতায় বলেন, যদিও পিতা সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবুও প্রতিদানস্বরূপ পিতার জন্য সন্তানের কিছু করা কর্তব্য নয়। কেননা পিতাই তাহাকে অস্তিত্বের মাধ্যমে এই সংঘাতময় দুনিয়ার জীবনে ব্যাপ্ত করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ইবন যামীনের আচার-আচরণে ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে কতিপয়মূহে নৈরাশ্যবাদ কম ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি উপদেশ প্রদান করেন যে, জীবনটা কবিতপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে আনন্দে অতিবাহিত করা উচিত। উৎসর্গ, গর্ব ও গৌরব করাকে ঘৃণা করা উচিত। প্রকৃত বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সঠিক পথ ও সংশোধিত জীবন অবলম্বন ইত্যাদি সদগুণাবলী সকলের অর্জন করা কর্তব্য। ইবন যামীন তাঁহার এইসব চিন্তাধারার কবিতায় এমনভাবে বর্ণনা করেন যাহা দুর্বোধ্য নয়, সহজ ও প্রাঞ্জল এবং এইজন্য তাঁহাকে ইরানের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে গণ্য করা উচিত।

ইবন যামীন তাঁহার কুল্লিয়াতের ভূমিকায় বলেন যে, তিনি গদ্য রচনায়ও কিছুটা ব্যাপ্ত ছিলেন। তিনি গদ্যের মুজামলা রচনায় অপারগ এবং ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী ছিলেন না (প্র. কপি, পাতা ৫ক)। তিনি তাঁহার পিতা ও বন্ধু-বান্ধবদের নামে পত্র লিখিতেন। গদ্যে লিখিত তাঁহার দুইখানা পত্র আইন্দা (اينده) সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে (দ্বিতীয় বর্ষ, পৃ. ৪৩৮-৪৪০) এবং ঐ সাময়িকীতে মালিকু'শ-ও'আরা' বাহার কর্তৃক পত্র দুইখানার সমালোচনাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইবন যামীনের কুল্লিয়াতের শেষের দিকে তিনখানা পত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইসব পত্র ও কুল্লিয়াতের ভূমিকা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবন যামীন গদ্য রচনায়ও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কেননা তাঁহার পত্র, রচনাভঙ্গি, ভাষার মাধুর্য ও ভাবগর্ভ শব্দ প্রয়োগের ফলে এই কথা বলা যায় যে, তাঁহার গদ্য ফারসী সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়া (১) হাফত ইকলীম, ইস্তাযুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ফারসী পাণ্ডুলিপিসমূহ, নং ২৩০, পাতা ২৮৪ প.; (২) খান্দামীর, হাবীবুস সিয়ান, বোম্বাই ১২৭১-১২৭৩ হি., ২খ., পৃ. ৭৮; (৩) লুতফ 'আলী বেগ আযার, আতিশকাদাহ, পৃ. ১১; (৪) রিদা কুলী খান, মাজমা'উল-ফুসাহা, তেহরান ১২৯৫ হি., ২খ., পৃ. ২; (৫) Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, পৃ. ৮২৫, ৮৭১; (৬) ঐ লেখক, suppl., নং ২৬১-২৬২, ১০৭; (৭) Ethe, Grundriss der iranische Philologie, ২খ., পৃ. ৩০৩; (৮) Browne, সাদী হইতে জামী পর্যন্ত, 'আলী আসগ'র হিকমাত কর্তৃক অনূদিত (সংশোধন ও পরিবর্ধনসহ), তেহরান ১৩২৭ হি. শা., ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২২৯; (৯) রাশীদ যাসিমী, ইবন যামীন, তেহরান ১৩০৩ হি. শা.; (১০) H. Masse, Anthologie Persane, প্যারিস ১৯৫০ খৃ., পৃ. ২১২ প.; [(১১) Encyclopaedia of Islam, লাইডেন, ১ম সং., ২খ., ৪২৮-এ লিপিবদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী।

আহমাদ আতিশ (দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

ইবন যাল্লাস (ابن يلس)ঃ মুহাম্মাদ আল-হাজ্জ ইলাল-'আলী ইবন মুহাম্মাদ যাল্লাস শাউশ, দারকাওয়া (দ্র.) তারীকার সূফী শায়খ। তিনি ১২৭১/১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তেলেমুসানে তিনি গভীরভাবে ধর্মতত্ত্ব ও আইন অধ্যয়ন করেন। সেইখানেই আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ

দাঙ্কালী তাঁহাকে তাসাওউফ শিক্ষা দান করেন। সূফীতত্ত্বে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ আল-হাব্বী (মৃ. ১৯০০ খৃ.) ও ইবনুল-হাব্বী আল-মুযীদী (মৃ. মোস্তাগানেম-এ ১৯০৯ খৃ.)। সেখানে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন আহমাদ আল-আলাকবী (বা ইবন 'আলীওয়া দ্র.) যিনি আলাবিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১১ খৃ. তিনি তাঁহার ছাত্র মুহাম্মাদ আল-হাশিমী (দ্র.)-কে সঙ্গে লইয়া দামিশ্কে গমন করেন। ১১ জুমাদাহ-ছানী, ১৩৪৬/৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭ সালে তিনি দামিশ্কে ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাঁহার এই ছাত্রই সিরিয়াতে দারকাওয়া-আলাবিয়া তরীকার আধ্যাত্মিক নেতাকল্পে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

তিনি একখানি দীওয়ান রচনা করেন (উহা দামিশ্কে মুদ্রিত হয়, তা. বি.), সেখানে তিনি লায়লার রূপ বর্ণনা করেন। এই লায়লা সূফীগণের পরম প্রিয় আল্লাহরই ভালবাসার প্রতীক। দামিশ্কে ফুকারা দলের যিকর করিবার কালে তখনও তাঁহার কবিতা গানরূপে গাওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে বরাতে দেওয়া হইয়াছে।

J. L Michon (E.I.²)/হামায়ুন খান

ইবন য়ুনুস (ابن يونس) : অথবা য়ুনিস, তাঁহার পূর্ণ নাম আবুল-হাসান 'আলী ইবন আবী সাঈদ 'আবদিল-রাহমান ইবন আহমাদ ইবন য়ুনুস আস-সাদাফী। তিনি প্রসিদ্ধ মুসলিম জ্যোতির্বিদদের অন্যতম, ৩৯৯/১০০৯ সালে মৃত্যু।

জ্যোতিষ্ক বিদ্যায় ইবন য়ুনুস-এর প্রধান রচনা আল-যীজুল-কাবীর আল-হাকিমী (যাহার সম্পূর্ণ গ্রন্থবিদ্যমান নাই বলিয়া মনে হয়) আনুমানিক ৩৮০/৯৯০ সালে যাহা রচনা আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের বেশ কিছু সংখ্যক দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রকাশিত ও অনূদিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত যীজসমূহের (জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ছক) ইহা অন্যতম। তিনি বহু সংখ্যক জ্যোতিষ্ক বিষয়ক পর্যবেক্ষণের (গ্রহণ ও অন্যান্য প্রপঞ্জ) উল্লেখ করিয়াছেন যাহার কিছু সংখ্যক নবম ও দশম শতাব্দীর তাঁহার পূর্ববর্তীদের কর্তৃক প্রদত্ত এবং অপরগুলি কায়রোতে তিনি নিজেই নিরীক্ষা করিয়াছেন। বর্তমানে পরিচিত মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকাসমূহের মধ্যে তাঁহার তালিকাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। ইবন য়ুনুস তাঁহার পূর্ববর্তীগণ গবেষণার বিবরণ দানে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনার সূত্র বেশ আধুনিক।

Caussin কর্তৃক অপ্রকাশিত ৩ অধ্যায় ও Sedillot কর্তৃক অনূদিত কিন্তু অপ্রকাশিত বাদবাকী অধিকাংশ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া Delambre ইবন য়ুনুস-এর যীজসমূহের বিশ্লেষণ করেন। S. Newcomb ইবন য়ুনুস কর্তৃক বর্ণিত নিরীক্ষণসমূহের পর্যালোচনা করেন। তিনি বিশেষত চন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদী ভ্রমণ, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সকল পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। সমতল ও গোলক সম্পর্কিত ত্রিকোণমিত্তির উপর ইবন য়ুনুস-এর মৌলিক অবদান পরবর্তী কালে Delambre, Von braunmuhl ও schoy কর্তৃক আলোচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) C. Caussin Le livre de la grande table hakemite, in Notices et extraits..., vii (1804), 16-240; (২) Delambre, Hist. de lastron. dumoyen age, Paris 1819; (৩) S. Newcomb.

Researches on the notion of the moon, in Washington Observations for ১৮৭৫ (Washington ১৮৭৮), Appendix, ২, ৪৪-৫৪-২৭৬-৮; (৪) von Braunmuhl, vorlesungen uber Geschichte der Trigonometrie, i, Leipzig ১৯০০; (৫) H. Suter, Die Math. und Astron. d. Araber, in abh. z. Gesch. d. math. Wissensch., x (১৯০০), ৭৭-৯। Suter কর্তৃক উল্লিখিত তালিকায় যোগ করা যাইতে পারে : (৬) C. Schoy ও articles in the annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie: Das 20 Kapitel der grossen Hakemi-tischen Tafeln des ibn Yunus "Über die Berechnung des Azimuts aus der Höhe und der Höhe aus dem Azimut", xviii (১৯২০), ৯৭-১১১, Über eine arabische methode, die Geographische Breite aus der Höhe der Sonne im I Vertical (Höhe ohne Azimut) zu bestimmen, xlix (১৯২১), ১২৪-৩৩, Die Bestimmung der geographischen Breite eines Ortes durch beobachtungen der Meridianhöhe der Sonne..., I (১৮২২) ৩-২০; (৭) C. Schoy, Beitrage zur arabischen Trigonometrie, in Isis, v (১৯২৩), ৩৬৪-৯৯; (৮) Brockelmann, i, ২৫৫, SI, ৪০০; (৯) E.S.Kennedy, A survey of Islamic astronomical tables, in Trans. Amer., Philos Soc., xlvi (১৯৫৬ খৃ.), ১২৬।

B.R. Goldstein (E.I.²)/মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

ইবন য়ুনুস (ابن يونس) : আবু সাঈদ 'আবদুর-রাহমান ইবন আহমাদ আস-সাদাফী (জ. ২৮১/৮৯৪ সালে, মৃ. সোমবার ২৬ জুমাদা'ল-উখরা, ৩৪৭/১৪ সেপ্টেম্বর, ৯৫৮ সালে, দিনটি আসলে মঙ্গলবার ছিল) ইমাম শাফি'ঈর প্রাথমিক যুগের একজন মিসরীয় প্রসিদ্ধ সমর্থক য়ুনুস ইবন 'আবদিল-আলার পৌত্র এবং একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর (উপরে) পিতা ছিলেন। তিনি মিসরীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা ছাড়া মিসর ভ্রমণকারী অথবা মিসরে বসতি স্থাপনকারী বিদেশীদের সম্বন্ধে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইটি পরবর্তী কালে গ্রন্থকারদের তথ্যের উৎস হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ্রন্থ দুইটি এখন সংরক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল আবুল-কাসিম যাহুয়া ইবন 'আলী ইবনিত-তাহহান রচিত পরিশিষ্টের অংশবিশেষের দামিশ্কে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সামআনী, ৩৫০b; (২) Sezgin, i ১৭, ৩৫৭ প।

F. Rosenthal (E.I.²)/মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

ইবন রাইক (ابن رائق) : বা মুহাম্মাদ ইবন রাইক 'আব্বাসী খিলাফাতের প্রথম আমীরুল-উমারা (দ্র.)। তিনি খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর খায়ার গোত্রীয় জনৈক কর্মকর্তার সন্তান ছিলেন। আল-মুকতাদির-এর শাসনামলে ইবন রাইক পুলিশপ্রধান এবং পরে রাজপরিবারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। আল-কাহির-এর সিংহাসনে

আরোহণের পর প্রাজ্ঞ খলীফাকে সমর্থন দানের জন্য এবং বাগদাদ হইতে পলায়নের জন্য তাঁহাকে অপমানিত হইতে হয়। পরে তিনি বসরার গভর্নর পদ লাভে সফল হন। আর-রাদী সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি ওয়াসিত-এও গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী গভর্নরদের অন্যতম ছিলেন এবং খলীফা ও উযীরদের অসুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রদেয় অর্থ আটকাইয়া রাখিতে ইতস্তত করিতেন না। তিনি ৩২৪/৯৩৬ সনে আমীরুল-উমারা (আমীরদের আমীর) নিযুক্ত হন। সমগ্র সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের পরিচালনা ও সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ, এই সকল দায়িত্ব তিনি পদাধিকারবলে লাভ করেন। ইবন রাইক তাঁহার দুই বৎসরের আমীরাতকালে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে খলীফাকে ক্ষমতাসূচ্য করিয়া রাখার ব্যাপারে প্রধানত নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে হুজারিয়া (দ্র.) রক্ষীবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল কর্ম দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বশে রাখা যায় না। তিনি আহওয়ায়-এর শাসনকর্তা বানু'ল-বারীদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। তাঁহাদের রাজ্য দখল করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালান, বিশেষ করিয়া প্রাজ্ঞ উযীর ইবন মুকলা (দ্র.)-র প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। এই ইবন মুকলা তাহার বিরুদ্ধে পোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এত সব করিয়াও ৩২৬/৯৩৮ সনে তাঁহার জনৈক অধীনস্থ কর্মচারী বাজকাম কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হন। পরবর্তী কালে বাজকাম তাঁহাকে দিয়ার মুদার-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাজকাম-এর মৃত্যুর পরে নূতন আমীর কুরান কিজ-এর নিকট হইতে তিনি ক্ষমতা দখল করেন এবং যুল-হিজ্জা ৩২৯/সেপ্টেম্বর ৯৪১ সনে নিজেকে আমীরুল-উমারা হিসাবে পুনরায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। রাজাব ৩৩০/এপ্রিল ৯২৪ সনে হাম্বাদানী আল-হাসান ইবন আবদিলাহ, ইবন রাইক-এর নিকট হইতে শান্তি প্রাপ্তির আশংকায় তাঁহাকে গোপনে হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. Bowen, The Life and Times of Ali Ibn Isa, the Good Vizier, নির্ধিক্ত; (২) M. Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, ১খ, আলজিয়ার্স ১৯৫১ খ., ৪১১-৪, ৪২০-৪, ৪২০-৪; (৩) Defremery, Memoire sur les emirs al-omera, in Memoires Pres. a l'Academie des Inser et Belles-Lettres, Ist Series, ii, Paris 1852, 105-96; (৪) সুলী, আখবারুল-র-রাদী বিলাহ, অনু. M. Canard, আলজিয়ার্স ১৯৪৬-৫০ খ., নির্ধিক্ত।

D. Sourdel (E.I.²)/ ডঃ মোঃ ফজলুর রহমান

ইবন রাওয়াহা (দ. আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)

ইবন রাজাব (ابن رجب) : যায়নুদ্দীন (ও জামালুদ্দীন) আবুল-ফারাজ 'আবদুর-রাহমান ইবন শিহাবুদ্দীন আবি'ল-আক্বাস আহ-মাদ ইবন রাজাব আস-সালামী আল-বাগদাদী আদ-দিয়াশু'কী আল-হাশ্বালী, জ. বাগদাদ। জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। আল-'আলীমী (মু. ৯২৭-১৫২০) লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্ম ৭০৬ হিজরীর ১৫ রাবী'উল-আওয়াল শনিবারে। কিন্তু ইবন হাজার তদীয় আনবাহ'ল-শুমার গ্রন্থে (পৃ. ১১১) তাঁহার জন্ম সন ৭৩৬ হি. বলিয়া লিখিয়াছেন এবং উহাই

শুদ্ধ মনে হয়। স্বয়ং 'আলীমীর অপর এক বর্ণনায় উহার সমর্থন বিদ্যমান। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইবন রাজাব ৭৪৪/১৩৪৩ সালে বাগদাদ হইতে দামিশকে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল অল্প।

এখন যদি জন্মসাল ৭৩৬/১৩৩৫ বলিয়া ধরা হয়, তখন ঐ বালকের বয়স দাঁড়ায় ১৮ বৎসর। স্বয়ং ইবন রাজাবের এক বর্ণনায় উহার সমর্থন পাওয়া যায় যাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, আমি ৭৪১ হি. সালে যখন বালকমাত্র, তখন শারায়ুদ্দীনের অধ্যাপনা চক্রে হাযির হইতাম।

অনুরূপভাবে ইবনুল-'ইমাদ লিখেন : ইবন রাজাব বাগদাদ হইতে ৭৪৪ হিজরীতে স্বল্প বয়সে তাঁহার পিতার সহিত দামিশকে আগমন করেন। কিন্তু আল-'আলীমীর বর্ণনাকে সঠিক মানিয়া লইলে দামিশক আগমনের সময় ইবন রাজাবের বয়স দাঁড়ায় ৩৮ বৎসর। এই বয়সকে কোনমতেই 'স্বল্প বয়স' বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না যদিও ইবন হাজারের আদ-দুরারুল-কামিনা গ্রন্থেও ইবন রাজাবের জন্মসাল হিসাবে ৭০৬ হিজরীর কথাই লিখিত আছে যাহা তাঁহারই অপর গ্রন্থ আনবাহ-এর বর্ণনার পরিপন্থী। যতদূর মনে হয়; আদ-দুরার-এর লিপিকার ৩-এর স্থলে ০ বসাইয়া দিয়া ভুলক্রমে ৭৩৬-এর স্থলে ৭০৬ হি. করিয়া ফেলিয়াছেন। আর পরবর্তীকালে আস-সুযুতী (যায়ল তাবাকাতিল-ল-হুফাজ), আল-মাল্কী (আস-সুবহুল-ওয়াবিলা) প্রমুখ আদ-দুরারকে অনুসরণ করিয়া ৭০৬ হি. লিখিয়াছেন। ইবনুল-'ইমাদও আনবাহ গ্রন্থে ইবন হাজারের ব্যাখ্যার আলোকে আল-'আলীমী প্রদত্ত জন্মসন ৭৩৬ হিজরীই সঠিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যু হয় ৭৯৫ হিজরীতে দামিশকে এবং এই সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

নিম্নলিখিত ৩২ টি গ্রন্থ ইবন রাজাবের গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা হয় : (১) যায়লুন আলা তাবাকাতিল-হানাবিলা; এই গ্রন্থটিই ইবন রাজাবের ব্যতির প্রধান উৎস। গ্রন্থটি আসলে সেই জীবনী সিরিজের অন্যতম যাহাতে ইমাম আহ-মাদ ইবন হাশ্বাল (র) হইতে শুরু করিয়া চতুর্দশ শতক পর্যন্ত হাশ্বালী মাফহাবের মনীষিগণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। এই জীবনী সিরিজে সকল কিতাব সংরক্ষিত নাই। কোন কোনটির পাণ্ডুলিপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তাবাকাতুল-হানাবিলা সিরিজের প্রথম গ্রন্থটি আল-খাল্লাল (মু. ৩১১/৯২৩)-এর তাবাকাতুল-আসহাব, ইহাও হস্তলিখিত আকারে আছে। অবশ্য নাবুলুসীকৃত উহার সারসংক্ষেপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (দামিশক ১৩৫০ হি., সম্পা. 'উবায়দা আহ-মাদ' [মু. ৭৯৭/১৩৯৪]। অতঃপর ইবন আবী য়া'লা আল-ফাররা (মু. ৫২৬/১১৩১) ও ইবনুল-জাওযী (মু. ৫৯৭/১২০০) প্রণীত আল-মুনতাজাম-এর নাম উল্লেখ করা হয়। আল-ফাররা-এর তাবাকাতুল-ফুকাহা-ই আসহাবিল-ইমাম আহ-মাদ যেইখানে শেষ হইয়াছে, ইবন রাজাব সেইখান হইতে তাঁহার কাজ শুরু করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিশিষ্ট শুরু করিয়াছেন ৪৬০ হি. সনে ওফাতপ্রাপ্ত এমন সব মনীষীর বিবরণ দ্বারা যাঁহারা আল-ফাররা-এর সহচর ছিলেন এবং তিনি ৭৫১ হি. পর্যন্ত মনীষিগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। H. Laoust ও সামিয়ুদ-দাহহান উহার মুদ্রণ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন (১খ, দামিশক ১৯৫১ খ., ৪৬০-৫৪০ হি. পর্যন্ত)। মুসলিম পণ্ডিত মহলে ইবন রাজাবের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছেন। আহ-মাদ ইবন নাসরিলাহ বাগদাদী উহার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে

প্রাচীনতমটি গ্রন্থকারের ইনতিকালের মাত্র পাঁচ বৎসর পরেই লিখিত হইয়াছিল। উহার পরবর্তী কবিসমূহ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর লিখিত। জাহিরিয়া গ্রন্থাগার দামিশক (সংখ্যা, ইতিহাস) ৬১ ও কোপরুল ইস্তাখুল, নং ১১১৫, ১খ, বাঁকীপুর, নং ২৪৬৬, দ্বিতীয় খণ্ড, নাদওয়াতুল-'উলামা ও তৃতীয় খণ্ড সিন্দিয়া গ্রন্থাগারে। ইবন রাজাবের পরবর্তী আলিমগণ এই সিরিজ রচনার কাজ অব্যাহত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ইবন মুফলিহ (মু. ৮৮৩/১৪৭৮), আল-'আলীমী (মু. ৯২৭/১৫২১), আল-গায়যী (মু. ১২১৪/১৭৯৯), ইবন হামীদ আল-মাক্কী (মু. ১২৯৫/১৮৭৮) ও জামীল আশ-শাত্তী। শেষোক্ত জনের আলোচনায় তাঁহার সমসাময়িক মনীষিগণেরও উল্লেখ আছে।

(২) শারহ জামি' আবি 'ঈসা আত-তিরমিযী; (৩) জামিউ'ল-'উলুম ওয়া'ল-হিকাম ফী শারহি' খামসীনা হাদীছান মিন্ জাওয়ামিইল-কালিম (হিন্দুস্তান, তা. বি., মিসর ১৩৪৬ হি.); (৪) ফাতহুল-বারী ফী শারহি'ল-বুখারী, কিন্তু এই গ্রন্থখানা অসম্পূর্ণ। কেবল কিতাবুল-জানাইয পর্যন্ত লিখিত; (৫) শারহ হাদীছি' যারলি জামি'আন (شرح حديث ما ذئيل جئعان, লাহোর ১৩২০ হি. আল-মারুযীর কিয়ামুল-লায়ল-সহ; (৬) শারহ হাদীছি' মান সালাকা তারীকান যালতামিসু ফীহি 'ইলমান (شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما); (৭) ইখতিয়ারুল-আওলা ফী শারহি হাদীছি' ইখতিসামি'ল মালাই'ল-আ'লা, মুদ্রিত; আল মুনীরিয়া, মিসর তা. বি.; উর্দু অনু. দীদার-ই ইলাহী নামে গুলাম রাব্বানী লোধীকৃত, লাহোর ১৩৫৬ হি.; (৮) নুর্ক'ল-ইকতিবাস ফী মিশকাতি ওয়াসিয়্যাতি'ন-নাবিয়্যি (স') লি-ইবনি 'আব্বাস (نور الاقتباس في مشكوة وصية النبي لابن عباس); (৯) আল-ইসতিখরাজ লি-আহকামি'ল-খারাজ, পাণ্ডু. প্যারিস নং ২৪৫৪; (১০) আল-কাওয়া'ইদুল-ফিকহিয়্যা, কায়রো ১৩৫২ হি.; (১১) আল-কাওলু ফী তায্বীজী উম্মাহাতি আওলাদি'ল-গিয়াব; (১২) মাসআলাতুল-'স-সালাতি যাওমাল-জুমুআতি বাদায-যাওয়ালি ওয়া কাবলাস সালাতি (مسئلة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقيل); (১৩) নুযহাতুল-আসমা ফী মাসআলাতি'স-সিমা; (১৪) ওয়াক আতু বাদর; (১৫) ইখতিয়ারুল আব্বার, পাণ্ডু. বার্লিন-এ নং ৯৬৯০; (১৬) ইসতিনশাকু নাসীমি'ল উনসি মিন নাফাহাতি রিয়াদি'ল-কুদস (استنشاق نسيم الانس من نفحات رياض القدس); (১৭) আল-ইসতিবতান ফী মা যাতাসিমু বিহি'ল-'আব্দু মিনা'শ-শায়তান (الاستبطن في ما يعتصم به العبد من الشيطان); (১৮) আহওয়ালু যাওমিল-কিয়ামা, ইহা যদি আহওয়ালুল-কুবুর শীর্ষক গ্রন্থেরই অপর নাম হইয়া থাকে, তবে উহার পাণ্ডু. বার্লিনে নং ২৬৬১ ও আলেকজান্দ্রিয়া নং মাওয়াইজ ৬-এ বিদ্যমান; (১৯) আল-বিশারাতুল-উজমা ফী আন্না হাজ্জাল-মু'মিনি মিনান-নারি'ল-হমা (البشارة العظمى في ان حظ المؤمن من النار الحمى); (২০) কিতাবু'ত-তাওহীদ, পাণ্ডু. গোটায়, নং ৭০২; (২১) আল খুশু ফি'স-সালা, মিসর ১৩৪১ হি.; (২২) যাম্বুল-খাম্বার; (২৩) যাম্বুল-মালি ওয়া'ল-জাহ; (২৪) রিসালা ফী মা'নাল-'ইলমি, পাণ্ডু. লাইপযিগ-এ ৪৬২; (২৫) সফাতুল-'ন-নারি ওয়া'ত-তাহ্বীর মিন দারি'ল-বাওয়ার (صفة النار) পাণ্ডু. বার্লিনে, নং ২৬৯৭, "আত-তাখবীফু মিনা'ন-নারি ওয়া'ত-তারীফ বিহালি দারি'ল-বাওয়ার

শিরোনামে বিদ্যমান; (২৬) আল-ফারক বায়না'ন-নাসীহাতি ওয়া'ত-তায়ীর; (২৭) ফাদাইলুল-'শ-শাম; (২৮) ফাদলুল-'ইলমি'স-সালাফি 'আলা'ল-খালাফ, কায়রো ১৩৪৩ হি., ১৩৪৭ হি.; সম্ভবত ইহারই অপর নাম আল-'ইলমুল-নাফি' এবং হয়ত ইহাই রিসালাতুল ফী মানা'ল-'ইলম; (২৯) কাশফুল-কুরবা ফী হালি আহলিল-গুরবা গ্রন্থখানি বাদা'আল-ইসলামু গারীবান" হাদীছের ব্যাখ্যা, মিসর ১৩৫১ হি.; (৩০) আল-কাশফু ওয়া'ল-বায়ানু 'আন হাকীকাতি'ন-নুযুরি ওয়া'ল-আয়মান; (৩১) আল-কিফায়া (হিসায়া)-তুল-'শ-শাম বিমান ফীহা মিনা'ল-'আহলাম; (৩২) আল-কালামু 'আলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; (৩৩) আল-লাতাইফু ফি'ল-ওয়াজ, কায়রো ১৯২৪ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার, আদ-দুরারুল-কামিনা, ২খ, ৩২১; (২) ঐ লেখক, আনবাহুল-গুমার, যায়লু তাবাকাতিল-হানাবিলার হাওয়ালায়, সম্পা. সামিয়ুদ-দাহ্বান; (৩) আস-সুযুতী, যায়লু তাবাকাতিল-হ-ফফাজ, ৩৬৭; (৪) হাজ্জী খালীফা, কাশফুল-জ-জুনুন, Yaltakaya মুদ্রণ, কলাম ১৯০৭; (৫) ইবনুল-'ইমাদ, শায়ারাতুল-'য-যাহাব, ৬খ, ৩৩৯; (৬) ইবন ফাহুদ মাক্কী, যায়লু তাবাকাতিল-হফফাজ; (৭) আল-খাযানা'তু-ত-তায়মূরিয়া, ২খ, ২২৩; (৮) হাবীব যায়্যাত, মাখতু'তাতু দারি'ল-কুতূব'জ-জাহিরিয়া, ৩৭; (৯) আয-যিরিকলী, আল-আলাম, ৪খ, ৬৭; (১০) Brockelmann, ২খ, ১০৭, পরিশিষ্ট, ২খ, ১২৯; (১১) হাশিম নাদবী, তায-কিরাতুল-'ন-নাওয়াদির' (হায়দরাবাদ) দক্ষিণাত্য ১৩৫০ হি., ১০১; (১২) যায়ল তাবাকাতিল-হানাবিলা, সম্পা. সামিয়ুদ-দাহ্বান ও Laoust, দামিশক ১৯৫১ খৃ., ভূমিকা।

আবদুল-মন্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/আবদুল্লাহ বিন সাদ্দ জালালাবাদী

ইবন-রাব্বান (দ্র. আত-ভাবারী)

ইবন রাশীক (ابن رشيقي) : আবু 'আলী হাসান ইবন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, অধিকন্তু আল-আয্দী, আল-মাসীলী ইফরীকিয়্যার সুবিখ্যাত সাহিত্যিকমণ্ডলীর অন্যতম। তিনি ৩৯০/১০০০ সনে কনস্টান্টাইন অঞ্চলের মসিলা (মাসীলা মুহাম্মাদিয়া)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুধু রাশীক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত বায়যান্টাইন গোত্রোদ্ভূত (রুমী) মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তিনি আযুদ গোত্রের মিত্র হন এবং মসিলায় স্বর্ণকারের ব্যবসা করিতে থাকেন। এইখানে তাঁহার প্রথম জীবনের শিক্ষালাভের পর তরুণ হাসানের কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্যানুরাগের উন্মেষ ঘটে। ৪০৬/১০১৫ সনে যীরী আল-মু'ইয্য-এর সিংহাসনারোহণের বৎসর জ্ঞানার্জন পূর্ণতা প্রাপ্তির আগ্রহেও বিকশিত কবিত্ব শক্তির সুযোগে ইবন রাশীক ইফরীকিয়্যার তৎকালীন রাজধানী ও সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি কেন্দ্র কায়রাওয়ান গমন করেন। সম্ভবত তাঁহার স্বদেশী আন-নাহশালীর সঙ্গে মসিলায় পরিচিত হওয়ার ফলে কায়রাওয়ান নগরীর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রখ্যাত পণ্ডিত আল-খুশানী আল-কাযায্য, ইবরাহীম আর-হসুরী প্রমুখের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়া তিনি উপকৃত হন। ইহা ব্যতীত তিনি ৪১০/১০১৯ সনের দিকে মহানুভব পৃষ্ঠপোষক ইবন আবি-রিজাল (দ্র.)-এর আশ্রয় লাভের সুযোগ পান। ইনি ছিলেন সুলতান আল-মু'ইয্য-এর গৃহশিক্ষক, একজন কবি, সাহিত্যিক, জ্যোতির্বেত্তা (যুরোপে মধ্যযুগে Abenragel, Albhazen ও Alboacen নামে সুপরিচিত) ও রাজকীয় যীরী সরকারী-নিবন্ধকের দফতরের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি তরুণ ইবন রাশীককে সেইখানে একটি চাকুরী দেন। ঐ

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তদুপরি তিনি উহাতে প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ রচনাদির মানদণ্ড অনুযায়ী সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যিক রসবোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। অপরের রচনা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালানো (السرقاة) আরবী সাহিত্য সমালোচকদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত সমস্যা। বিষয়টি পূর্বেই আল-উমদা গ্রন্থের উপসংহারে আলোচিত হইয়াছে। উহা তাঁহার কুন্ডাভা'য-যাহাব ফী নাকদ আশ'আরি'ল-আরাব (قراضة الذهب في نقد اشعار العرب) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে (সম্পা. খান্জী, কায়রো ১৯২৬ খৃ.; সম্পা. Ch. Bouyahia. প্রকাশিতব্য) কাব্য সৃষ্টি বিষয়ক গবেষণায় পরিণত হইয়াছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে উহা প্রত্যেক কবি তাঁহার কাব্যের বিষয়সমূহকে যে বিশেষ কাজে লাগাইয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ, প্রকাশভঙ্গি ও 'আরবী কবিতার আর্থিক ক্রমবিকাশের গবেষণায়ও পরিণত হইয়াছে। ইবন রাশীকের উনমুযাজ্ব'য-যামান ফী ও'আরা'ই'ল-কায়রাওয়ান (أنموذج الزمان في شعراء القيروان) গ্রন্থে তাঁহার উদ্ভাবিত সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। [পুস্তকখানি বর্তমানে বিলুপ্ত, তবে পরবর্তীকালীন জীবনী অভিধানে উহার প্রায় সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় অংশই সংরক্ষিত আছে। এই সকল জীবনী গ্রন্থ ইহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব ইহার অনুকরণ করিয়াছে, তবে উহার সমমানের হয় নাই। ইবনুল-আব্বার তৎপ্রণীত অসমাণ্ড পুস্তক তুহফাতুল-কাদিম (যাহা আল-মুকতাদাব মিন কিতাব তুহফাতিল-কাদিম শিরোনামে সম্পাদিত হইয়াছে, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ভূমিকা) সম্বন্ধে কোন কিছুই গোপন রাখেন নাই। উক্ত পুস্তকে তিনি তাঁহার যুগের ইফরীকীয় কবিদের জীবনী অপেক্ষা তাঁহাদের রচনাবলীতেই পূর্ণ মনোযোগ দেন। তাঁহার প্রতিটি সফক্ষিণ্ড পুস্তক সমালোচনায় তিনি বহুনিষ্ঠ ও পদ্ধতিসম্মত সমালোচনা, অব্যর্থ সুস্থ বিচার, চিত্রকল্প রচনানীতি, বিশুদ্ধ, সংযত ও দৃঢ়বদ্ধ শব্দাবলীর সাহায্যে ভাষাচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি হইতে অন্য পদ্ধতির বর্ণনারীতি অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রচনার চমৎকারিত্ব নিঃশেষিত হইয়াছে। পরস্পর সম্পর্কিত উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থ 'আরবী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আল-উনমুযাজ্ব গ্রন্থের রীতির সঙ্গে আল-মাহদিয়া অঞ্চলের কবিদের সম্পর্কে লিখিত আর-রাওদাতুল-মাওশিয়া ফী ও'আরা'ই'ল-মাহদিয়া (الروضة الموشية في شعراء المهديا) নামক পুস্তকখানিকে সংযুক্ত করা চলে, তবে আমরা তৎসম্পর্কে সম্যক অবগত নহি। ইবন রাশীক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ আজকাল আর পাওয়া যায় না। (এইগুলি সংখ্যায় প্রায় ত্রিশখানি ছিল। অধিকাংশই রিসালা বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা, গ্রন্থপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত গ্রন্থকারদের তালিকায় উহাদের নাম দ্র. তন্মধ্যে কোন কোনটি অধ্যায়ের শিরোনামমাত্র বা পূর্বে তালিকাভুক্ত নামের বিকৃত পুনরুক্তি)। এইগুলি ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (যথা বিরল ব্যবহৃত শব্দাদি বিষয়ক আশ-শুয'ফিল-লুগা) হউক বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন শারাকের সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্কমূলক রচনাদি হউক, সাহিত্য সমালোচকরূপে তাঁহার গ্রন্থের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ঐগুলির সম্পর্ক রহিয়াছে। 'আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে ইবন রাশীকের স্থান নির্ণয়ের জন্য আরও দ্র. বাদী, বায়ান ও আল-মা'আনী ওয়াল-বায়ান।

ইবন রাশীকের প্রাচীন ও আধুনিক সকল জীবনীকারই তাঁহাকে একজন ঐতিহাসিক বলিয়াও দাবি করেন। কিন্তু একদম দাবির কোনটাই নিশ্চিত নয়। তাহারা কিছুটা স্পষ্টভাবেই মীযানুল-আমাল নামক কেবল যেই একখানি ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতারূপে তাঁহাকে গণ্য করেন (গ্রন্থখানি ইবন খালদূনের

মতে একখানা সাধারণ ধারাবাহিক ইতিকথামাত্র, Prolegomenes, ১খ, ৮; Rosenthal, ১খ, ১০-আল 'উমদা, গ্রন্থের প্রণেতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অনুভূতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, দ্র. Prolegomenes, ৩খ, ৩৭৮, ৩৮০-১; Rosenthal, ৩খ, ৩৩৮, ৪০৫) তাহা বহুত একই নামের একজন আন্দালুসীয় লেখকের পুস্তক। তিনি হইলেন আবু 'আলী আল-হুসায়ন ইবন আতীক ইবনিল-হুসায়ন ইবন রাশীক আত-তাগ'লাবী, যু. ৬৭৪/১২৭৫ সনের পরে (দ্র. লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীব, আল-ইহাতা, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫, পৃ. ৪৮৪)। তাঁহাকে যে মুওয়াত্তার ভাষ্যকাররূপেও গণ্য করা হয় সেই ক্ষেত্রেও ঐ একই মন্তব্য অবশ্যই নির্ভূল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই গ্রন্থকারের একই নামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থকার ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে যেই সকল গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত :

(১) ইবন দিহয়া, মূতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ. পৃ. ৫৩, ৫৭-৬৫; (২) কিফতী, ইনবাহ, কায়রো ১৯৫০-৫ খৃ., ১খ, ২৯৮-৩০৪; (৩) য়াকুত', ইরশাদ, কায়রো ১৯৩৬-৮ খৃ., ৮খ, ১১০-২১; (৪) ইবন ফাদলিল্লাহ আল-উমারী, মাসালিক, ১৭খ. পাণ্ডু. প্যারিস ২৩২৭; ৩৭ ২-৪১২, যাহার প্রধান অবলম্বন ইবন বাসসাম; (৫) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াকফায়াত, ব্লাক ১২৯৯/১৮৮১-২ স্থা. ও ২খ. ২০৪ প.; (৬) সুযূতী, বুগ'য়া, কায়রো ১৩২৬/ ১৯০৮, পৃ. ২২০; (৭) আল-ওয়ামীক'স-সাররাজ, আল-হুলালুস সুন্দুসিয়ায়, তিউনিস ১২৮৭/ ১৮৭০-১, পৃ. ৯৯-১০২; (৮) হাজ্জী খালীফা, ইস্তায়ুল সং., পৃ. ১৮৫, ৩০১, ৯৭৩, ১০২৯, ১৯০৭ ও ১৯১৮; (৯) Brockelmann, ১খ, ৩০৭, পরি. ৫৩৯-৪০; (১০) হা'সান হু'স্নী 'আবদুল-ওয়াহ'হাব, বিসাতুল-আকীক ফী হাদারাতিল-কায়রাওয়ান ওয়া শাইরিহা ইবন রাশীক, তিউনিস ১৩৩০/১৯১১-২; (১১) ঐ লেখক, আল-মুনতখাবুল-মাদরাসী', কায়রো ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৭৫-৮; (১২) 'আবদুল-আযীয় আল-মায়মানী, ইবন রাশীক, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪-৬; (১৩) ঐ লেখক, আন-নুতাফ মিন শি'র ইবন রাশীক, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪-৫; (১৪) মুহাম্মাদ আন-নায়ফার, উনওয়ানুল-'আরীব, তিউনিস ১৩৫১/১৯৩২-৩, ১খ, ৫২-৪; (১৫) M. Amari, Storia dei musulmani di Sicilia², কাটিনিয়া ১৯৩৩-৯ খৃ., ১খ, ৩৯, ২খ, ৫৬২-৭; (১৬) Ch. Pellat, Ibn Sharaf al-Kayrawani Questions de Critique litteraire, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ভূমিকা, পৃ. ১৮-২৩; (১৭) A Trabulsi, La Critique poetique des Arabes, দামিষ্ক ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১০৫-৭ এবং স্থা.; (১৮) 'আবদুল-রাহ'মান য়াগী, হায়াতুল-কায়রাওয়ান ওয়া মাওকিফ ইবন রাশীক মিনহা, বৈরুত ১৯৬২ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, দীওয়ান ইবন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, বৈরুত তা. বি.; (২০) এইচ. আর. ইদরীস, Zirides, ২খ, ৭৯২-৪ ও নির্ঘণ্ট; (২১) Ch. Bouyahia, in Ann. de l'Un. de Tunis ১৯৬৫ খৃ., ২খ, পৃ. ২৩৩-৪৪; আরও দ্র. ইবন শারাক-এর গ্রন্থপঞ্জী, তাঁহাদের বিতর্কমূলক রচনাদির জন্য।

Ch. Bouyahia (E.I.²) মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন রাশীক (ابن رشيق) : আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল-রাহ'মান আল-কুশায়রী, মার্সিয়ার শাসনকর্তা, ৪৭৪/১০৮১-৪৮১/১০৮৮, সর্বপ্রথম ৪৭৪/১০৮১ সনে হিসন বাল্জ (আধুনিক Vilches)-এর 'আমিল বা

শাসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি শোনা যায়। এই বৎসর ইবন 'আম্মার (দ্র.) তাঁহার মনিব আল-মু'তামিদ ইবন আব্বাদের পক্ষে ইবন তাহিরের নিকট হইতে মার্সিয়া দখলের উদ্দেশে সেভিল (seville) হইতে ফিরিবার পথে ইবন রাশীকের সঙ্গে অবস্থান করেন। সেইখানে ইবন 'আম্মার ও ইবন রাশীক একটি সংঘ গঠন করেন, যাহার ফলে এক পর্যায়ে ইবন রাশীক মার্সিয়ার স্বাধীন শাসক হন। তবে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর খৃষ্টানদের তরফ হইতে ক্রমাগত চাপের ফলে পার্শ্ববর্তী ভ্যালেনসিয়া ও আলমেরিয়া (Valencia, Almeria)-এর শাসকদের মতই ইবন রাশীকের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। বক্তৃত ইবন রাশীকের রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে মার্সিয়া ৪৫ কি. মি. দক্ষিণে আলদো (Aledo)-তেই খৃষ্টানদের একটি ঘাঁটি ছিল।

আল-মুরাবিত গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও যাত্রাকার যুদ্ধে খৃষ্টানদের গুরুতর পরাজয়ের (৪৭৯/১০৮৬) তাত্ক্ষণিক ফলাফল লেভান্ট (Levante)-এ বড় একটা অনুভূত হয় নাই। ইহাতে ইবন রাশীক মু'তামিদকে নামমাত্র একটি কর দিতে বাধ্য হন, আর আলদো শহর খৃষ্টানদের দখলেই থাকিয়া যায়। যুসুফ ইবন তাশফীন-এর দ্বিতীয় অভিযান এই পরিস্থিতির অবসান ঘটায়। যুসুফ তাঁহার আন্দালুসীয় মিত্রদের সহায়তায় সরাসরি গিয়া আলদো ঘাঁটি অবরোধ করেন (৪৮১/১০৮৮)। তিনি পূর্বেই সুলতান মু'তামিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন যে, মার্সিয়া প্রদেশ তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যদিও মনে হয়, ইবন রাশীক সুকৌশলে সেই চরম দুর্দিনের আগমন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে সক্ষম হন। তবুও শেষ পর্যন্ত আলদো শহরে অবরুদ্ধ খৃষ্টানগণকে সক্রিয় সহায়তা দানের সন্দেহে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং বন্দী করিয়া মু'তামিদের হস্তে অর্পণ করা হয়। 'আবদুল্লাহ যীরা বলেন যে, মু'তামিদ তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন, কিন্তু ইবনুল-খাতীবের মতে তাহাকে সেভিল (Seville)-এ বন্দী করিয়া রাখা হয়। ফলে ৪৮৪/১০৯১ সনে আল-মুরাবিত গোষ্ঠীর লোকজন শহরটি দখল করিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটে তাহা জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, আল-ছল্লাতু'স-সিয়ারা, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ২খ, ১২৩-৪ ১৩৪-৫, ১৪০-৬, ১৭৫; (২) ইবনুল-খাতীব, 'আমালুল-আলাম, বৈরুত ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৬০, ২০১, ২৫৭; (৩) 'আবদুল্লাহ যীরা, Memoires, in And., ৩খ., (১৯৩৫ খৃ.), ৩২৪-৫, ৩৪০-৩ (মূল পাঠ), ৪খ (১৯৩৬-৯ খৃ.), ৪৫-৭, ৭৯-৮৪ (অনু.); (৪) 'আবদুল-ওয়ালিদ আল-মাররাকুশী, মুজিব, লাইডেন ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ৮৫, ৯২; (৫) A. Huici Miranda, Las grandes batallas de la Reconquista, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৯৪-৬।

J. F. P. Hopkins (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন রাহওয়ায়হ (ابن راهوية) : অর্থাৎ আবু য়াকুব ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন মাখলাদ ইবন ইবরাহীম আল-হানজালী আল-মারওয়ায়ী, একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ। তাঁহার পিতাকে রাহওয়ায়হ বলিয়া ডাকা হইত, কারণ তিনি রাস্তায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইবন রাহওয়ায়হ নিজে ১৬১/৭৭৮ সনে অথবা ১৬৬/৭৮২-৩ সনে মার্ব-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরাক, হিজাজ, যামান ও সিরিয়া সফর করেন। একাধিকবার বাগদাদ সফরের পর তিনি নীশাপুরের স্থায়ী নিবাসী হন এবং সেইখানেই

২৩৮/৮৫৩ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মায়ার এক পুণ্যস্থানের মর্যাদা লাভ করে। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক (দ্র.; Brockelmann, পরি. ১খ, ২৫৬), সুফয়ান ইবন 'উয়ায়না (দ্র.), আল-বুখারীর রাবী ওয়াকী ইবনুল-জাররাহ, জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ (তাহফীযুত তাহফীয, ২খ, নং ১১৬) প্রমুখের নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করেন। পরবর্তী কালের সুত্রগুলি হইতে ধারণা করা যায় যে, অসংখ্য ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি হাদীছ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইবন কুতায়বা ও ইমাম মুসলিম (দ্র.)-এর শিক্ষক ছিলেন। যাহুয়া ইবন আদাম (দ্র.)-সহ অন্যান্য প্রামাণ্য হাদীছ সংকলনসমূহের [ইবন মাজা (দ্র.) ছাড়া] সংকলনগণ ও তাঁহার সমসাময়িক আহমাদ ইবন হাম্বল (দ্র.) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। একজন হাদীছবিদ হিসাবে তিনি স্বভাবতই আস-হাবুর-রায় (দ্র.)-এর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। ইবন কুতায়বা/এই মর্মে তাঁহার কতকগুলি উক্তি (তা'বীল মুখতালিফিল-হাদীছ, পৃ. ৬৫-৬৭, Lecomte; পৃ. ৬৩-৭) উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অবিশ্বাস্য বহু কাহিনী প্রচলিত আছে; তবে ইহাও কথিত আছে, মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে ভ্রষ্ট তিনি স্মৃতি হইয়া পড়েন। তাহা ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে তিনি অনুপযুক্ত ছিলেন। ফিহরিস্ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি একখানা কিতাবুস-সুনান ফিল-ফিকহ (প্রাচীন মুহাদ্দিস-এর শিরোনাম), কিতাবুল-মুনাদা ও একখানা কিতাবুত তাফসীর নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত মুসনাদের একটি অংশ আজও সংরক্ষিত (ক্যাটালগ, কায়রো^১, পৃ. ৪১৯) আছে এবং উহা হায়দরাবাদে মুদ্রিত হইবে (১৯৭৯ খৃ.)।

ইবন রাহওয়ায়হ-এর এক পৌত্র আবু তাযীব মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ একজন মুহাদ্দিছ ও মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। হজ্জ হইতে ফিরিবার পর ২৯৪/৯০৬-৭ সনে কারমাতী (দ্র.)-রা তাঁহাকে হত্যা করে (ইবন ফারহুন, আদ-দীবাজ, কায়রো ১৩৩০ হি., পৃ. ২৪৪)।

ইবন রাহওয়ায়হ-এর উল্লিখিত এই পৌত্রের পুত্রের নামও মুহাম্মাদ। তিনিও একজন বিশিষ্ট মালিকী 'আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বাগদাদ বসবাস করেন এবং অবশেষে রামলার কাদী নিযুক্ত হন। ৩৩৬ বা ৩৩৭/৯৪৭-৯৪৯ সনে সেইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন (দীবাজ, ঐ; তারীখ বাগদাদ, ৩খ, নং ১২৬২, ইহাতে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির পরিচয় দৃশ্যত ভালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বুখারী, আত-তারীখুল-কাবীর, ১খ, নং ১২০৯; (২) ইবন কুতায়বা, তা'বীল মুখতালিফিল-হাদীছ; (৩) G. Lecomte, Ibn Qutayba, নির্ধক্ট; (৪) ঐ লেখক, Le Traite des divergences du hadit d'Ibn Qutayba, নির্ধক্ট; (৫) ইবন আবী হাতিম, কিতাবুল জারুহ ওয়াত-তা'দীল, ১খ, নং ৭১৪; (৬) ফিহরিস্ত, পৃ. ২৩০; (৭) আবু নু'আয়ম, হিলয়াতুল-আওলিয়া, ৯খ, নং ৪৪৬ (ইহাতে তাঁহার প্রশংসাসূচক কিছু কবিতা ও তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ রহিয়াছে মাত্র); (৮) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ৬খ, নং ৩৩৮১ (একটি বিশদ নিবন্ধে সুদীর্ঘ এক বংশতালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে; (৯) ইবন আবী য়ালা, তা'বাকাতুল-হানাবিলা, ১খ, ১০৯ (এক সংক্ষিপ্ত পুস্তক সমালোচনা); (১০) ঐ লেখক, ইখতিসারুল-নাব্বুলুসী, পৃ. ৬৮-৭০ (একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, অন্যান্য সুত্র হইতে উপকরণের সংযোগসহ);

বৎসরই তিনি সুলতান আল-মু'ইয্যা-এর একজন সহচর ও রাজকবি হন। এইভাবে তাহার দ্বিমুখী উচ্চাভিলাষই আশাতীতরূপে পূর্ণ হয়। তাঁহার নৈতিক গুণাবলী, আকর্ষণীয় চরিত্র ও বিপুল কর্মশক্তির জন্য তখন হইতে ক্রমশ তাঁহার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি সুলতানের আনুকূল্য বৃদ্ধি পায়। তিনি রসিক, সত্য প্রফুল্ল, উচ্ছল প্রাণচাঞ্চল্য সতেজ আর প্রকৃত পান-ভোজনোৎসব প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যীরী রাজধানীতে আমোদ-প্রমোদাদিতে আসক্ত এই কবিকে তাঁহার কবিতার জন্য প্রশংসা করা হইত। তাঁহার জীবৎকালেই তাঁহার কবিতা সুদূর সিসিলী ও স্পেন পর্যন্ত অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁহাকে অসংখ্য পরশ্রীকাতর শব্দের মুকাবিলা করিতে হয়, তন্মধ্যে তাঁহার সমকক্ষতা অতিক্রম করিতে সচেষ্ট ইবন শারায়ফ (দ্র.)-ই সর্বাধিক নাছোড়বান্দা ছিলেন। সুলতান আল-মু'ইয্যাই তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব জন্মিত করেন। তিনি তাহার এই দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে কবিত্বের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রেরণা দিতেন। তবে এই দুই কায়রাওয়ানী কবিশুরের সিসিলীবাসী ভক্তদের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত ইবন রাশীক-এর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সিসিলীতে নির্বাসনের পর এই অবস্থার অবসান ঘটে। কায়রাওয়ানের পতনকালে ৪৪৯/১০৫৭ সনে যখন উহা বানু হিলাল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়, তখন ইবন রাশীক আল-মাহদিয়্যায় সুলতান আল-মু'ইয্যা-এর অনুগমন করেন। ঐ সময় হইতে সেইখানে তিনি সুলতান ও তৎপুত্র, ঐ শহরের শাসনকর্তা তামীম উভয়ের জন্যই স্তুতিগীতি রচনা করিতে থাকেন, যদিও কখনও কখনও তাঁহাকে সুলতান আল-মু'ইয্যা-এর উগ্র বদমেযাজের কারণে ভোগান্তির শিকার হইতে হইত। পরাজয় বরণের ফলে সুলতানের স্বভাব খিটখিটে হইয়া যায়। সুলতানের মৃত্যুর (যাহা ৪৫৪/১০৬২ সনে ঘটে) পরে নয়, বরং সম্ভবত এই ধরনের নাটকীয় ঘটনাবলীর পরে তিনি কোন এক সময় সিসিলীতে চলিয়া যান এবং সেইখানে তাঁহার পূর্বে আগত ইবন শারায়ফ-এর সঙ্গে বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। তবে সেভিলের আব্বাসী সুলতান আল-মুতাঈদ-এর আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার প্রাক্তন স্বদেশবাসীর সঙ্গে তিনি স্পেনে যান নাই। তিনি ৪৫৬/১০৬৩-৪ কিংবা ৪৬৩/১০৭০-১ সনে মাযারায় ইনতিকাল করেন।

প্রধানত কবিত্বের জন্যই ইবন রাশীক-এর জীবনে উন্নতি ও সুখ্যাতি অর্জিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, একমাত্র ইবন খাল্লিকানই তাঁহার দীওয়ান-এর বিবরণ দিয়াছেন (ইবন য়াসীন-এর বিবরণে, ৬খ, ৫০, ইবন রাশীক-এর বিবরণে নহে, যেমন বিভিন্ন গবেষণায় জানা যায়)। প্রসঙ্গত বিবরণটি ছিল অসম্পূর্ণ। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার সংশোধিত কবিতাগুলিতে (বিসাত; মুতাফ; দীওয়ান সম্পা. য়াগী; দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) অদ্যাবধি বিদ্যমান সকল কবিতা সংগৃহীত হয় নাই। এইগুলির মধ্যে ইবন রাশীক 'আরবী কবিতার সকল ঐতিহ্যগত বিষয়বস্তুই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার স্তুতি-কবিতা বিশেষ উপলক্ষাদিতে রচিত কবিতাগুলির বদৌলতে তিনি প্রধানত একজন রাজকবি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। বিধিস্ত কায়রাওয়ান নগরীর দুর্দশা বর্ণনায় রচিত তাঁহার কবিতা পরবর্তী কালের বহু বিখ্যাত শোকগাথা রচনার আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ জীবনকে উপজীব্য করিয়া রচিত এই সেরা শিল্পকর্মে যে ভয়াবহ মহীয়ান শোকগাথা প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ সবেল রচনাইশলীতে বিধৃত হইয়াছে কু (ع) ছন্দে লিখিত আল-মু'ইয্যা সম্পর্কে রচিত তাঁহার শোকগাথার মতই উহাতে পাঠকের মনে মহাকাব্যের প্রেরণা সঞ্চার করিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু সর্বোপরি তাঁহার কবিতা সচেতন শৈল্পিক সৌষ্ঠব দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উহাতে কবির লক্ষণীয় প্রয়াসও প্রকৃত সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই অর্থে ইবন রাশীক একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কবি। সর্বোপরি তিনি 'আরবী কবিতার নিয়ম-কানুন ও কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে সর্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। উহা তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থ আল-উমদা ফী সিনাআতি'শ-শির ওয়া নাকদিহ (العمدة في صناعة الشعر ونقده)-তে পরম কুশলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—প্রথমে ১ম খণ্ড তিউনিসে ১২৮৫/১৮৬৮ সনের কাছাকাছি সময়ে এবং পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ কায়রোতে ১৩২৫/১৯০৭, ১৩৪৪/১৯২৫, ১৯৩৪ ও ১৯৫৫ সনে। কয়েক দফায়, বিশেষত ইবনুল-কাত্তা আস-সিকিলী, মুওয়াফফাকুদ্দীন আল বাগদাদী ও আবু বাকর ইবন সাররাজ আশ-শাস্তারীনি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানা সিসিলীতে পাঠ্য ছিল, বিশেষত স্বয়ং গ্রন্থকার ইহার পাঠ দান করিতেন। ইহা কাব্য সমালোচনাবিদ্যার একখানা 'মৌলিক' গ্রন্থ। 'আরবরা চিরদিন এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে, কবিতা একটি ললিত কলা', হয় কঠোর সাধনা দ্বারা লক্ষ, (মাসনوع مصنوع) নতুবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছন্দিত (মাতবوع مطبوع); তবে অন্তর 'প্রেরণার ভাবাবেগে নহে। আদিম যুগ হইতেই 'আরবদের নিকট কবিতা গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য তাহাদের প্রাচীন ও 'আধুনিক' কবিদের মত সমান সাফল্যের দাবিদার। 'আরবী কবিতা অর্থ-সম্পদে ও রূপগন্ধে গদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ইবন কুদামার মতে কবিতার বিভিন্ন উপাদানের তারতম্যের ভিত্তিতে উহার প্রকৃত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এইগুলি হইল শব্দ সম্পদ (اللفظ), ছন্দ (الوزن), অর্থ সম্পদ (المعنى), শ্লোকের অন্ত্যমিল (الكافية), কবির শিক্ষা-সংস্কৃতি, বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য, যদ্বারা তিনি স্বল্পায়াসে পাঠক সাধারণের প্রয়োজন ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল ধরনের কবিতা রচনা করিতে পারেন।

'আরবদের জীবন, তাহাদের ভাষা ও কবিত্ব শক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গ্রন্থখানির উপসংহার সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন যথার্থ উদ্ধৃতি এই কাব্য-সমালোচনা পুস্তকখানিকে সাহিত্যিক গুণ দান করিয়াছে। ফলে উহার সাহিত্যিক মান যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। আল-উমদা গ্রন্থখানির আগাগোড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারমূলক যে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে, উহা সুদৃঢ় যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইবন রাশীক সর্বশ্রেষ্ঠ 'আরব সাহিত্য সমালোচকদের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন সমালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করায় ইবন সাল্লাম, ইবন কুদামা, আল-আমিদী, আল-জুরজানী প্রমুখের ধারাবাহিকতায় আল-আসকারীর যুগ পর্যন্ত উহাদের মান চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে তখনও পর্যন্ত সেইগুলি ছিল প্রাচ্যের অসম্পূর্ণ পদ্ধতি। ইবন রাশীক কবিতার সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া এমন এক সমন্বয় সাধন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যাহা একাধারে বিচারসম্মত, প্রণালীবদ্ধ ও মৌলিক। উহাতে তিনি গুণ তত্ত্ববিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কিত বিবরণ দিয়া কিংবা কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার সমালোচনা করিয়া অথবা কোনও এক বিশেষ কবির সমগ্র কাব্যের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং একজন সাহিত্যিক হিসাবে ও সমগ্রতার দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার পর্যালোচনা করিয়াছেন। সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে উৎসারিত উক্ত সমালোচনায় শব্দ সম্পদে পূর্ণ অজস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ

(১১) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১খ., নং ৪০৮;
(১২) Brockelmann, পরি. ১. ২৫৭ (৩০৫-এর পরিবর্তে ৪১৯
পড়িতে হইবে)।

J. Schacht (E.I.2)/ আফতাব হোসেন

ইবন রিদওয়ান (ابن رضوان) : আবুল-হাসান আলী ইবন রিদওয়ান ইবন 'আলী ইবন জা'ফার আল-মিসরী, মিসরের খ্যাতনামা চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় লেখক ও তর্কপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার জীবনী ও ব্যক্তিগত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত। কেননা তিনি প্রায় ষাট বৎসর বয়সে একটি আত্মজীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহার মর্মকথা ইবন আবী উসায়বি'আ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা আত্মতুষ্টির প্রবল অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। এই অনুভূতি তাঁহার অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাগ্রন্থত এবং এই ব্যাখ্যা হইতেই আবার তর্কিকতার প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল। জ. ৩৮৮/৯৯৮ সালে; তিনি ছিলেন কায়রোর নিকটবর্তী গীয়া (জীয়া)-র এক রুটি প্রস্তুতকারকের পুত্র, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। যৌবনে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, জীবিকা ও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন রাস্তায় জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তা ও অনুরূপ অন্যান্য কাজ করিয়া। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার কোনও শিক্ষক ছিল না। পরবর্তী কালে ইহা তাঁহার নিন্দার ব্যাপার হইয়াছিল যে, তিনি একান্তভাবে পুস্তক হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, চিকিৎসকদের দাবিকৃত শিক্ষানবিসীর ফীস দেওয়ার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বিবাহও করিতে পারেন নাই। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর তিনি চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিতে শুরু করেন। কায়রোর ফাতিমী খলীফা কর্তৃক মিসরের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইলে (এই খলীফা আল-হাকিম নহেন, যিনি ৪১১/১০২১ সালে অন্তর্হিত হন। ঐ সময়ে ইবন রিদওয়ানের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর; সম্ভবত তিনি আল-মুস্তানসিরের (৪২৭/১০৩৬-৪৮৭/১০৯৪ সাল) আমলে তিনি সম্পদ ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। মাকরান (দ্র.)-এর শাসনকর্তা আবুল-মু'আসকার আল-হু'সায়ন ইবন মাদান অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইলে ইবন রিদওয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইবন রিদওয়ান কখনও মিসর ত্যাগ করেন নাই, এমনকি সম্ভবত কায়রোর পার্শ্ববর্তী এলাকাও ছাড়িয়া যান নাই। জ্ঞানের যে সকল শাখায় তিনি ব্যুৎপত্তির দাবি করিতেন সেই সব বিষয়ের তথ্যদানে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (ইবনুল-কিফতী)। তাঁহার বাড়ীর অবস্থান দীর্ঘকাল যাবত পরিচিত ছিল। ইবন আবী উসায়বি'আর মতে তিনি দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ (যাহা ৪৪৫/১০৫৩ সালে শুরু হইয়াছিল)-এর সময় একজন যাতীম বালিকাকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন; তিনি তাহাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেন এবং সে তাঁহার গৃহেই বড় হয়। কিন্তু একদিন তিনি যখন তাহাকে একাকী রাখিয়া যান সেই বালিকা ২০,০০০ দীনার মূল্যের স্বর্ণ ও তৎসহ বহু মূল্যবান দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে এবং ইহার পর তাহার সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নাই। এই ঘটনার পর ইবন রিদওয়ান মানসিক ভারসাম্য হারািয়া ফেলেন।

ইবন রিদওয়ান তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকগণের বিরুদ্ধে উগ্র বিতর্কের অবতারণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন হনায়ন ইবন ইসহাক, আর-রাযী, ইবনুল-জাযযার ইবনুত তারিয, ইবন বুতলান (দ্র.) ও অন্যান্য। যদিও তিনি সূচিকিৎসক হিসাবে সর্বসম্মত খ্যাতি লাভ করেন এবং যদিও ইবন আবী উসায়বি'আ তাঁহাকে ইবন বুতলান অপেক্ষা উত্তম চিকিৎসক এবং দর্শনে ও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানে দক্ষতার ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করিয়াছিলেন, তথাপি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইবন রিদওয়ান অসুখী ছিলেন বলিয়া

প্রতীয়মান হয়। ইবনুল-কিফতীর মতে, “তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা এবং তাহার বিচারশক্তি প্রখর ছিল না। অধিকন্তু তিনি দেখিতে সূশী ছিলেন না। তথাপি বহু ছাত্র তাহার বক্তৃতা শুনিতে এবং তাহার নিকট অধ্যয়ন করিত, ইহার ফলে তাঁহার খ্যাতি বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে”, কিন্তু “তাহার শাগরিদগণ তাঁহার সম্পর্কে হাস্যকর নানা বিষয় বর্ণনা করিত। তাহাদের এই হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁহার যুক্তি, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য এবং যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তাহার উক্তি সম্পর্কে, অবশ্য যদি বর্ণনাকারীদের বিবরণ সত্য হয়।” তাঁহার শাগরিদবর্গের মধ্যে ছিলেন ফাতিমী শাহযাদা, দার্শনিক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রেমিক; মুবাশশির ইবন ফাতিক (দ্র.(Brockelmann, I, ৬০০ SI 829), যাহুদী চিকিৎসক ও গ্রন্থপ্রেমিক আফরাইম (Ephraim) ইবনুল-যাফফান। যাহুদা ইবন সা'আদা নামক একজন অখ্যাত যাহুদী চিকিৎসকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; ইবন রিদওয়ান তাঁহার উদ্দেশে দুইটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইবন আবী উসায়বি'আর মতে ইবন রিদওয়ান ৪৫৩ (১০৬১) সালে (অথবা ইবনুল-কিফতীর মতে সেই শতাব্দীর ষাটের দশকে) ইনতিকাল করেন।

ইবন রিদওয়ানের সাহিত্যকর্ম ছিল বিপুল; ইবন আবী উসায়বি'আ কর্তৃক রচিত তালিকা অনুসারে; দ্বিগুণে নামগুলি বাদ দিলে, ইহার সংখ্যা দাঁড়ায় এক শত। তন্মধ্যে অনেক কয়টি নিঃসন্দেহে ছোট প্রবন্ধ, অসম্পূর্ণ টীকা এবং এই জাতীয় রচনা। বিশখানার মত রচনার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। অল্প সংখ্যক রচনা জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক; কিন্তু অধিকাংশই চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত এবং বিষয়বস্তুর দিক হইতে গ্যালেন (জালীনুস)-এর ঘনিষ্ঠ অনুসরণে। ইবন রিদওয়ান প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখিতেন, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন না। নিজস্ব কিছু যোগ না করিয়া তিনি কেবল হিপোক্রেট (Hippocrate বা বুক'রাভ') ও গ্যালেনের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইবনুল-কিফতী এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি ইবন রিদওয়ানের রচনাকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। এগুলিকে তিনি 'সুবিন্যস্ত আহরণমাত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইবন রিদওয়ানের চিন্তাধারায় মৌলিকত্বের এই অভাব একটি ইতিবাচক গুণে পরিণত হইয়াছে। ইহা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, তিনি আর-রাযীর মত মৌলিক চিন্তাবিদকেও গ্যালেনের চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী মত পোষণ করিতে দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অধিকাংশ বিতর্ক এই প্রতিপাদ্য হইতে সূচিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইবন আবী উসায়বি'আর মতে ইবন রিদওয়ান “নিজস্ব বক্তব্যে ছিলেন উদ্ধত এবং তর্কে প্রতিপক্ষকে ভর্ৎসনাকারী।” ইবন বুতলান (নিমে দ্রষ্টব্য)-এর বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তু হইতেই ইহা সুস্পষ্ট।

তাঁহার রচিত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সমধিক খ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে: (১) টলেমির *Quadripartitum-F*র ভাষ্য (শারহুল-মাকালাতিল-আরবা'আ লি-বাতলুমিয়ুস), ইহা ল্যাটিন ও তুর্কী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং ল্যাটিন অনুবাদটি *Quadripartitum*-এর সহিত প্রথমদিকে ভেনিসের *incunabula* (খৃ. ১৫০০ সনের পূর্বে প্রকাশিত পুস্তিকা)-রূপে এবং পরে আরও কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছিল; (২) গ্যালেন-এর *Ars Parva*-র ভাষ্য শারহ'স-সিনা'আ'স'-সাগীরা লি-জালীনুস (شرح الصنعة الصغيرة الجالينوس); ইহাও

ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং পরে (Brockelmann, I, ৬৩৭, নং ১৪, ও SI, ৮৮৬, নং ২৪ এই দুইটি একত্র করিতে হইবে) পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহা হিব্রু ভাষায়ও অনুদিত হইয়াছিল; (৩) কিতাবুল-উসুল ফিত-তিব্ব (ফুনাশ) ইবন রিদওয়ানের অন্য একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার যাহা হিব্রু ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল; (৪) আল-কিতাবুন- নাফি' ফী তা'লীম সিনা'আতি'ত-তি'ব্ব, এই গ্রন্থখানিতে ইবন রিদওয়ান গ্রীক চিকিৎসা সম্পর্কে লেখকদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সরাসরি পুস্তক হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করা অপেক্ষা শ্রেয় এবং এইভাবে তিনি স্বীয় শিক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনকে একটি গুণে পরিণত করিয়াছেন। এই গ্রন্থটিতে 'আরবদের নিকট গ্রীক বিজ্ঞান হস্তান্তর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। বিদ্যমান অংশের সারাংশ আছে Schacht-Meyerhof-এর Controversy-তে, ২০-৮; (৫) রিসালা ফী দাফ'ই মাদারির'ল-আবদান বি-আরুদ মিসর, একটি পুস্তিকা যাহাতে মিসর ও কায়রোতে স্বাস্থ্য ও রোগের অবস্থার বর্ণনা, প্রেগ ও ইহার কারণসমূহ, মিসরের অধিবাসীদের জন্য রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যগত বিধির বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ৫ম/১১শ শতকে শহরতলীসহ কায়রোর রোগ-চিকিৎসা সম্পর্কিত একটি ভূ-সংস্থান বিবরণী (topography) রহিয়াছে। এই শেষাংশের অনুবাদ M. Meyerhof, in Sitzungsber. d. physikalisch-medizinischen Sozietat, liv.Erlangen 1923, 197- 214, and in Comptes Rendus du Congres International de Medecine Tropicale et d'Hygiene, ২ খ., কায়রো, ১৯২৯ খ., ২১১-৩৫; আরও ড. K. Vollers, ZDMG, 88 খ., (১৮৯০ খ.), ৩৮৬ প.; (৬) অবশেষে ইবন বৃত্তলানের সহিত তাঁহার বিরোধমূলক রচনা, যাহার তিনটি প্রবন্ধ সংরক্ষিত আছে (Schacht-Meyerhof-এর Controversy-তে, সম্পাদিত ও অনুদিত); দুইটি অথবা সম্ভবত তিনটি প্রবন্ধ বিলুপ্ত; এই বিসংবাদ শারীরবৃত্তি (physiology)-র একটি বিতর্কিত বিষয় হইতে শুরু হয় এবং উপসংহারে ইবন রিদওয়ান কায়রোর চিকিৎসকদের প্রতি ইবন বৃত্তলানকে একঘরে করিবার আহ্বান জানান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল-লাতীফ, Relation de l'Egypte, অনু. Silvestre de Sacy, প্যারিস ১৮৩০ খ., ২৬, ১০৩ প.; (২) ইবনুল-কিফতী, তা'রীখুল-হুকামা, ৪৪৩; (৩) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনুল-আনবা', ২খ, ৯৯-১০৫; (৪) Barhebræus [ইবনুল-ইবরী (দ্র.)], কিতাব মুখতাসারিদ-দুওয়াল, সম্পা. সালিহানী, বৈরুত ১৮৯০ খ., ৩৩১-৪; (৫) ইবন তাগ'রীবির্দী, ৪৫৩ সাল (চার ছত্রের একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন); (৬) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাডু'য-যাহাব, ৩খ, পৃ. ২৯১ (দুই ছত্রের ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন); (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, ৪৮৭ (৩খ, ১৩৮); (৮) M. Stein-schneider, Vite di matematici arabi tratte de unopera di Bernardino Balde, রোম ১৮৭৪ খ., ৪০-৫৫; (৯) এ লেখক, Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, Leipzig ১৮৭৭ খ., ৯৬-৮, ১৪৯, ৩২৯; (১০) G. Gabrieli, in Isis, vi (১৯২৪), ৫০০-৬; (১১)

G. Sarton, Introduction to the history of science, ১খ, ৭২৯ প.; (১২) J. Schacht and M. Meyerhof, The medico-philosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo (Egyptian University, Faculty of Arts, Publ. No. 13), কায়রো ১৯৩৭ খ.; (১৩) এ, in Bulletin of the Faculty of Arts of the University of Egypt, iv/2, ১৯৩৬ (এপ্রিল ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত), ১৪৫-৮ প.; (১৪) F. Rosenthal, Die arabische Autobiographie (Studia Arabica, ১খ., Analecta Orientalia 14), রোম ১৯৩৭ খ., ২১-৪; (১৫) M. C. Lyons 'On the Nature of Man' (by Galen), in 'আলী ইবন রিদওয়ান'স এপিটোম (Epitome) [অনুবাদ], in আল-আন্দালুস, ৩০খ., (১৯৬৫), ১৮০-৮; (১৬) Brockelmann, I, ৬৩৭ প.; (১৭) S I, ৮৮৬ (আরও পাণ্ডুলিপির জন্য ড. H. Ritter, in Oriens, ৩খ., (১৯৫০), ৮৭, নং ১৯৪; (১৮) F. Rosenthal, in Oriens, vii (১৯৫৪), ৫৭ প.; (১৯) A. S. Tritton, in JRAS, ১৯৫১ খ., ১৮২, নং ১; (২০) ফিহরিসুল-মাখতূতাতি'ল-মুসাওওয়ারা, ৩খ, নির্ঘন্ট, ড. 'আলী ইবন রিদওয়ান; (২১) A. Diétrich, Medicinalia Arabica, Gottingen ১৯৬৬ খ., নং ৯।

J. Schacht (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবন রুশদ (ابن رشد) : আবুল-ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন রুশদ আল-হাফীদ (পৌত্র), "আরিস্টটল (Aristotle)-এর ভাষ্যকার", মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দুনিয়াতে Averroes নামে বিখ্যাত, কুরআন বিষয়ক শাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম প্রকৃতি বিজ্ঞানী (পদার্থবিদ, চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ, জীববিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ), ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক।

১। জীবন-তথ্য : ৫২০/১১২৬ সালে তিনি কর্ডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৫/১১৯৮ সালে মাররাকুশে ইনতিকাল করেন। 'আরবীতে তাঁহার জীবনীমূলক তথ্যসূত্র হইল : (১) ইবনুল-আব্বার, তা'ক'মিলা, BAH, ৬খ, নং ৮৫৩; (২) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুন; (৩) আল-আনসারী, ইবন বাশকুওয়াল-এর ও ইবনুল-আব্বার-এর অভিধান-সমূহের পরিশিষ্ট (সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয় রেনাঁ [Renan]-র সম্পূর্ণ রচনাবলীতে, ৩খ, ৩২৯); (৪) আঘ-যাহাবী, Annales (এ, পৃ. ৩৪৫); (৫) আবদুল-ওয়ালীদ আল-মাররাকুশী, মু'জিব।

ইবন রুশদ স্পেনের এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার দাদা (মু. ৫২০/১১২৬) ছিলেন খ্যাতনামা মালিকী আইনবিদ (فقيه) এবং কর্ডোভার বিশ্ববিখ্যাত প্রধান মসজিদের ইমাম। তাঁহার পিতাও একজন কাদী ছিলেন। জীবনীকারগণ এই ভবিষ্যত ভাষ্যকারের অতি চমৎকার আইন বিষয়ক শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষক ছিলেন আল-হাফিজ আবু মুহাম্মাদ ইবন রিয়্ক এবং তিনি খিলাফ (خلاف) বিজ্ঞান (আইন বিজ্ঞানের বিরোধ ও দন্দুসমূহ)-এর সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। মুওয়াত্তা' গ্রন্থখানি তাঁহার মুখস্থ ছিল। ইবনুল-আব্বার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইবন বাশকুওয়াল-এর নিকট 'কিছু' লেখাপড়া করিয়াছিলেন, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ শাস্ত্র ও পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু একই লেখক বলিয়াছেন যে, হাদীছবিজ্ঞান রিওয়ায়া (رواية) অপেক্ষা আইন (فقه) ও মূলনীতি (أصول) অর্থাৎ দিরায়া (دراية)-তেই তিনি অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। তিনি আশ'আরী কালাম বিষয়েও পড়াশুনা করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ইহার সমালোচনা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি আবু জা'ফার হারুন আত'-তাজালী (Trujillo-এর অধিবাসী)-র ছাত্র ছিলেন, তিনি চিকিৎসা ছাড়া হাদীছ-শাস্ত্রেরও শিক্ষক ছিলেন (দ্র. উয়ুন)। ইবনুল-আব্বার তাঁহার আরও একজন শিক্ষক আবু মারওয়ান ইবন জুরায়ুল-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন (উল্লেখ নং ১৭১৪) যিনি (তাঁহার মতে) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। জীবনীকারগণের নিকট হইতে তাঁহার দর্শন বিষয়ক অধ্যয়ন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইবন 'আবী উসায়বি'আ আল-বাজীর অনুসরণে সীমিত মন্তব্য করেন যে, ইবন রুশদ চিকিৎসাবিদ আবু জা'ফার-এর নিকট 'দর্শন বিষয়ক বিজ্ঞান' (العلوم الحكيمة) শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইবনুল-আব্বার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, "প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের (علوم الاوائل) প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল", উহা দ্বারা তিনি সম্ভবত পরোক্ষভাবে (গ্রীক) জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বুঝাইয়াছেন।

৫৪৮/১১৫৩ সালে ইবন রুশদ মাররাকুশে যান। রেনোঁ অনুমান করেন যে, সেখানে আল-মুওয়াহহিদ শাসক 'আবদুল-মু'মিন সেই সময়ে যে সমস্ত কলেজ স্থাপন করিতেছিলেন সেইগুলির নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। De Caelo-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সেইখানে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)-এর 'ক' খণ্ড (Book A)-এর ভাষ্যতে তিনি সম্ভবত তাঁহার জীবনের এই সময়ের কথাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির বিষয়ে অবশ্যই গবেষণা করিতে হইবে যাহাতে শুধু গণিতের উপর নির্ভর না করিয়া বাস্তব জ্যোতির্বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, "যৌবনে আমার ধারণা ছিল যে, এই গবেষণা সফলতার সঙ্গেই করা যাইবে; কিন্তু এখন বার্ষিক্যে পৌছিয়া আমি সেই আশা ত্যাগ করিয়াছি.." সম্ভবত এই সময়ে তিনি দার্শনিক-চিকিৎসাবিদ ইবন তুফায়ল-মু'মিনের উত্তরাধিকারী আবু য়াকুব য়ুসুফের দরবারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আল-মাররাকুশী (মু'জিব, সম্পা. Dozy, পৃ. ১৭৪-৫) ইবন রুশদ-এর জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে সেই সাক্ষাতকারের বিবরণ সংগ্রহ হইয়াছিল। সেইখানে তাঁহার শিক্ষকের বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে। খলীফা ইবন রুশদকে আসমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি এমন বস্তু যাহা অনাদি কাল হইতে বর্তমান আছে, নাকি ইহা সময়ের কোন বিশেষ পর্যায়ে সৃষ্টি হইয়াছিল?" ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, প্রটো-র Timaeus ও De Caelo ও এরিস্টোটলের Metaphysics-এর কাল হইতে শুরু করিয়া Proclus ও Johannes Philoponus (যাহার আন-নাব্বী) পর্যন্ত এই সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় ছিল। ইবন রুশদ সেই কঠিন প্রশ্নটি লইয়া দুর্ভাবনায় পড়েন, কিন্তু খলীফা য়ুসুফ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং উহার পরপরই তুফায়ল-এর সঙ্গে আলোচনায় নিরত হন যাহা হইতে প্রাচীন দার্শনিকগণ ও ধর্মতাত্ত্বিকগণের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় প্রমাণিত হয়। উহার ফলে কিছুটা সহজ পরিবেশের সৃষ্টি হইলে ইবন রুশদ আলোচনা আরম্ভ করেন এবং জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হন। ইবন রুশদ খলীফার নিকট হইতে

পুরস্কার লাভ করেন এবং তদবধি তাঁহার সহৃদয়তা ও পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিতে থাকেন। এই ঘটনা সম্ভবত ১১৬৯ খৃ. বা উহার সামান্য পূর্বে ঘটয়া থাকিবে। আল-মাররাকুশী ইহাও বলেন যে, আমীরুল-মু'মিনীন ইবন তুফায়ল-এর নিকটে এরিস্টোটলের মূল পাঠ ও সেইগুলির অনুবাদের দুরূহতার বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি সেইগুলি সহজবোধ্য ভাষায় যেন ব্যাখ্যা করা হয় সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা হইয়া থাকে যে, ইবন তুফায়ল নিজে বেশী বুদ্ধ ও বেশী ব্যস্ত থাকার দরুন ইবন রুশদকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলেন।

আবু য়াকুব য়ুসুফ-এর রাজত্বকালব্যাপী (৫৫৮-৮০/১১৬৩-৮৪) ইবন রুশদ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ৫৬৫/১১৬৯ সালে তিনি সেভিলের কাদী নিযুক্ত হন (দ্র. মু'জিব, পৃ. ২২২)। সেই বৎসরই সমাণ্ড De Patribus animalium গ্রন্থখানির চতুর্থ খণ্ডের এক স্থানে তিনি তাঁহার পদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্ডোভাতে রক্ষিত তাঁহার বই-পুস্তক হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সেইসব কারণে তাঁহার ব্যাখ্যার কাজ বিঘ্নিত হয় (Munk, পৃ. ৪২২)। ৫৬৭/১১৭১ সালে তিনি কর্ডোভাতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও তিনি কাদী পদে বহাল ছিলেন। এই সময়ে অসংখ্য দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাষ্য রচনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। তিনি আল-মুওয়াহহিদ রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শহর, বিশেষ করিয়া সেভিল ভ্রমণ করেন, সেইখান হইতে ১১৬৯ ও ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থের তারিখ প্রদান করেন।

৫৭৮/১১৮২ সালে মাররাকুশে তিনি আবু য়াকুব য়ুসুফ-এর প্রধান হেকীম বা চিকিৎসকরূপে ইবন তুফায়ল-এর স্থলাভিষিক্ত হন (Tornberg, Annales Regum Mauritaniae, পৃ. ১৮১)। অতঃপর তিনি কর্ডোভার প্রধান কাদীর পদ লাভ করেন।

য়াকুব আল-মানসুরের শাসনামলে (৫৮০-৯৫/১১৮৪-৯৯) ইবন রুশদ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। শাসনের শেষভাগে (১১৯৫ খৃ. পর হইতে) তিনি খলীফার সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন। সেই ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মনে হয় যেন এই সময়ে খলীফা স্পেনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। আর সেই কারণেই ফার্সিগণের সমর্থন লাভ তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই ফার্সিগণই দীর্ঘকাল যাবত জনসাধারণের উপর তাহাদের কঠোর গৌড়ামি মনোভাব প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন (দ্র. D. Macdonald, Development of Muslim Theology, নিউ ইয়র্ক ১৯০৩ খৃ., পৃ. ২৫৫)। ফলে ইবন রুশদকে শুধু যে কর্ডোভার নিকটবর্তী লুসেনা (Lucena)-তে নির্বাসিত করা হয় তাহাই নহে, কর্ডোভার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায়ে গঠিত বিচারালয়ের সম্মুখেও তাঁহাকে হামির করা হয়, তাঁহার সকল মতবাদকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ধর্মের প্রতি বিপজ্জনক বিচেনায় তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থসমূহ গোড়াইয়া ফেলিবার এবং দর্শন চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রীয় আদেশ জারী করা হয়। যাহারা ইবন রুশদ-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন বা দার্শনিক রীতি-পদ্ধতিতে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাহারা এই সুযোগে অশ্লীল ভাষায় তাঁহার বিদ্রোহক সমালোচনা করিতে থাকেন। সেই সকল সমালোচনা Munk কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (পৃ. ৪২৭-৮, ৫১৭)।

কিন্তু ইবন রুশদ রীতি-পদ্ধতি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সহনশীল বারবার অধিবাসিগণের মধ্যে বাস করিবার জন্য মাররাকুশে প্রত্যাবর্তন করিলে

অনুত্তর খলীফা পূর্বের সকল রাষ্ট্রীয় আদেশ বাতিল করিয়া দার্শনিককে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠান। তিনি পুনরায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া খলীফার দরবারে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার অনুগ্রহ বেশী দিন ভোগ করতে পারেন নাই। কেননা ৯ সাফার, ৫৯৫/১১ ডিসেম্বর, ১১৯৮ মাররাকুশে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে সেইখানেই তাগ-যুত-এর তোরণের বহির্ভাগে দাফন করা হয়। পরে তাঁহার লাশ কর্ডোভাতে লইয়া গিয়া পুনরায় সেইখানে দাফন করা হয়। সূফী তাত্বিক ইবনুল-আরাবী, যিনি সেই সময়ে তরুণ যুবক ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় দাফনে উপস্থিত ছিলেন (তু. H. Corbin, L'imagination Creatrice dans le Soufisme d'Ibn Arabi, পৃ. ৩২-৮)।

২। রচনাৰণী : ইবন রুশদ-এর এই সমস্ত রচনার কালানুক্রমিক হিসাব নির্ণয় করিয়াছেন M. Alonso (La Cronologia en las obras de Averoes, in Miscelanea Camillas ১খ, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৪১১-৬০)। ইবন রুশদ কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। অধ্যাপক রেনোঁ (E. Renan) ও অধ্যাপক সারটন (G. Sarton) ইবন রুশদের গ্রন্থসংখ্যা ৬৭ খানা বলিয়া জানাইয়াছেন। অধ্যাপক ব্রোকেলমান ৩৯ খানা ও ইবন আবী উসায়বি'আ ৪৭ খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক রেনোঁ ও সারটন গ্রন্থগুলি বিষয় অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গ্রন্থগুলির মধ্যে রহিয়াছে দর্শন ২৮, চিকিৎসা বিজ্ঞান ২০, আইন (খুব সম্ভব ফিক্হ) ৮, ধর্মশাস্ত্র ৫, জ্যোতির্বিজ্ঞান ৪, ব্যাকরণ ২। ইহা ছাড়াও তাঁহার পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে ২ খানা ও প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, বর্তমানে তাঁহার যে সমস্ত গ্রন্থের নাম জানা গিয়াছে সেইগুলি উল্লেখ করা গেল : (১) কিতাবু'ত-তাহসীল জুমি'আ ফীহি ইখতিলাফ আহলিল-ইলম মিনা'স-সাহাবা ওয়া'ত-তা'বি'ঈন ওয়া'তা'বি'ঈম (كتاب التحصيل جمع فيه اختلاف اهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم); (২) কিতাবুল-কুল্লিয়া শারহুল-উরজু'আতি'ল-মানসূবা ইলা'শ-শায়খির-রা'ঈস ইবন সীনা ফিত-তিব (كتاب الكلية شرح الارجوزة المنصوبة الى); (৩) কিতাবুল-মুকাদ্দিমা ফিল-ফিক্হ (في الفقه); (৪) কিতাবু নিহায়াতি'ল-মুজতাহিদ ফিল-ফিক্হ (كتاب نهاية المجتهد في الفقه); (৫) কিতাবুল-হায়ওয়ান (كتاب الحيوان); (৬) জাওয়ামি' কুতুব আরিস্তুতালীস ফিত-তাবী'আত ওয়া'ল-ইলাহিয়াত (جوامع كتب ارسطوطاليس في التابى آت و الالهيات); (৭) কিতাবু দুকুরী ফিল-মানতিক (كتاب ضرورى فى المنطق); (৮) মুল্হাক বিহি তালখীস কুতুব আরিস্তুতালীস (ملحق به تلخيص كتب ارسطوطاليس); (৯) ওয়াকাদ লাখাসাহা তালখীসান তামান মুস্তা'ফিয়া (وقد لخصها تلخيصا تاماً موستوفية); (১০) তালখীসুল-ইলাহিয়াত লি-নিকুলাওস (تلخيص الالهيات لنيكولاوس); (১১) তালখীস কিতাব মা বা'দাত-তাব'ইয়াত লি-আরিস্তুতালীস; (১২) তালখীস কিতাবিল-আখলাক লি-আরিস্তুতালীস (تلخيص كتاب النهران لارسطوطاليس); (১৩) তালখীস কিতাবিল-বুরহান লি-আরিস্তুতালীস (تلخيص كتاب البرهان لارسطوطاليس); (১৪) তালখীস কিতাবু'স সামা'আত-তাবী'ঈ

লি-আরিস্তুতালীস (تلخيص كتاب السماع الطبيعى لارسطوطاليس); (১৫) শারহ কিতাবিস-সামা ওয়া'ল-আলাম (شرح كتاب السماء والعالم); (১৬) শারহ কিতাবিন-নাফস লি আরিস্তুতালীস (شرح كتاب النفس لارسطوطاليس); (১৭) তালখীস কিতাবিল-ইসতিকাত লি-জালীনূস (تلخيص كتاب الاستقاة لجاليئوس); (১৮) তালখীস কিতাবিল-মিয়াজ লি-জালীনূস (تلخيص كتاب المزاج لجاليئوس); (১৯) কিতাবুল-কুওয়ত-তাব'ঈয়া লি-জালীনূস (كتاب القوى الطبيعية لارسطوطاليس); (২০) তালখীস কিতাবিল-ইলাল ওয়া'ল-আ'রাদ লি-জালীনূস (تلخيص كتاب العلال والاعراض لجاليئوس); (২১) তালখীস কিতাবিত-তা'আররুফ লি-জালীনূস (تلخيص كتاب التعريف لجاليئوس); (২২) তালখীস কিতাবিল-হুমায়াত লি-জালীনূস (تلخيص كتاب الحميات لجاليئوس); (২৩) তালখীস আওয়াল কিতাবিল-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা লি-জালীনূস (تلخيص اول كتاب الادوية المفردة لجاليئوس); (২৪) তালখীসুল-নিসফিছ-ছানী মিন কিতাব হীলাতি'ল-বার'ই লি-জালীনূস (تلخيص النصف الثانى لارسطوطاليس); (২৫) কিতাব তাহাফুতি'ত-তাহাফুত যুরাদু ফীহি 'আলা কিতাবিত-তাহাফুত লি'ল-গাযালী (كتاب تهافت التهافت يرد فيه على كتاب التهافت للغزالي); (২৬) কিতাব মিনহাজিল-আদিলা ফী 'ইলমিল-উসুল (كتاب منهاج الادلة فى علم الاصول); (২৭) কিতাব সাগীর সাম্মাহ ফাসলুল-মাকাল ফীমা বায়না'ল-হিক্মা ওয়া'শ-শারী'আ মিনা'ল-ইত্তিসাল (كتاب صغير سماه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لارسطوطاليس); (২৮) আল-মাসা'ইলুল-মুহিম 'আলা কিতাবিল-বুরহান লি-আরিস্তুতালীস (المسائل المهمة على كتاب البرهان لارسطوطاليس); (২৯) শারহ কিতাবিল-কিয়াস লি-আরিস্তুতালীস (شرح كتاب القياس لارسطوطاليس); (৩০) মাকাল ফিল-কিয়াস (مقالة فى القياس لارسطوطاليس); (৩১) কিতাবু ফিল-ফাহস হাল মুমকিনুল-আকল আল্লাযী ফীনা (كتاب فى الفحص هل يمكن العقل الذى فىنا); (৩২) কিতাবুল-নাফস (كتاب النفس); (৩৩) মাকাল ফী আনা মা য়াতকিদুল-মাশশা'উন (مقالة فى ان ما يعتقده المشاؤون); (৩৪) মাকাল ফিত-তা'রীফ বি-জিহাতি নাজর আবী নাসর ফীত কুতুবিহ; (৩৫) মাকাল ফিত-তা'রীফ বি-জিহাতি নাজর আবী নাসর ফীত কুতুবিহ; (৩৬) মাকাল ফী ইত্তিসালিল-আকল (كتاب فى العقل لارسطوطاليس); (৩৭) মাকাল ফী ইত্তিসালিল-আকল আল-মাফারিক বি'ল-ইনসান (مقالة فى العقل لارسطوطاليس); (৩৮) মাস'আলা ফি'য-যামান (مقالة فى ان ما يعتقده المشاؤون); (৩৯) মাকাল ফী ফাসুখ শুবহা মিন ই'তিরাদ 'আলা'ল-হাকীম ওয়া বুরহানি'ফী উজু'দিল-মাদাতিল-উলা (مقالة فى ان ما يعتقده المشاؤون); (৪০) মাকাল ফি'র-রা'দি 'আলা আবী 'আলী ইবন সীনা ফী তাকসীমিহিল-মাওজু'দাত ইলা মুমকিন 'আলা'ল-ইতলাক (مقالة فى الرد على ابي بن سينا فى تقسيمه الموجودات الى ممكن على); (৪১) মাকাল ফিল-মিয়রাজ (مقالة فى المزاج لارسطوطاليس);

(৪২) মাস'আলা ফী নাওয়া'ইবি'ল-ছমা (مسئلة في نوايب الحمى);
 (৪৩) মাকাল ফী হারাকাত'ল-ফালাক (مقالة في حركت الفلك);
 (৪৪) মাকাল ফী ছমায়্যাতি'ল-আফন (مقالة في حميات العفن);
 (৪৫) মাস'আলা ফি'ল-হিকমা (مسائل في الحكمة); (৪৬) কিতাব
 ফীমা খালাফা আবু'ন-নাসর লি-আরিসতু'তালীস (كتاب فيما خالف
 ابو النصر لارسطاوطليس); (৪৭) মাকাল ফি'ত-তি'রয়াক
 (مقالة في الترياق); (৪৮) আল-কাওন ওয়া'ল-ফাসাদ (المكون
 والفساد); (৪৯) আল-আছার'ল-উলুব্বিয়া (الاثار العلوية);
 (৫০) আল-আকল ওয়া'ল-মাকুল (العقل والمعقول); (৫১) তাফসীর
 (تفسير); (৫২) ফাসলু'ল-মাকাল ওয়া তাকরীর মা বায়ান'শ-শারী'আ
 ওয়া'ল-হিকমা মিনা'ল-ইত্তিসাল (فصل المقال وتقرير ما بين
 الشريعة والحكمة من الاتصال); (৫৩) দামীমা (ضميمة);
 (৫৪) কিতাব কাশফি'ল-মানাহিজি'ল-আদিদ্বা (كتاب كشف المناهج
 الادلة)।

গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক হিসাব নির্ণয় করিয়াছেন M. Alonso (La Cronologia en Las obras de Averroes, Miscelana Camellas-এ, ১খ, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৪১১-৬০)। খলীফা যুসুফের দরবারে আগমনের পূর্বেই তিনি অর্গানন পদার্থবিদ্যা (Physics) ও অধিবিদ্যা (Metaphysics)-এর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য (جوامع) প্রণয়ন করিয়াছিলেন (১১৫৯ খৃ.)। ১১৬২ খৃ. চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সুবিখ্যাত বৃহৎ গ্রন্থ আল-কুলিয়াত (الكليات) প্রণয়ন করেন। ইহার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করিবার সময়েই তিনি তাঁহার বন্ধু আবু মারওয়ানকে অনুরোধ করেন তিনি যেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয় (الامور الجزئية) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যাহাতে তাঁহাদের উভয়ের এণীত দুইখানি গ্রন্থ মিলিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় (ইবন আবী উসায়রিয়া)। তিনি ১১৬৯ খৃ. সেভিলে প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। ১১৭০ খৃ. পদার্থবিদ্যা (السما والعال) ও অক্ষমুখ বৈশ্লেষিক ন্যায় (Posterior Analytics) সম্বন্ধে ভাষ্য, ১১৭১ খৃ. De Coelo et Mundo-এর ভাষ্য (جوامع) প্রণয়ন করেন। সেভিলে থাকাকালীন তিনি এইসব ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। ১১৭৪ খৃ. কর্ডোভা তাঁিনি অলংকারশাস্ত্র (rhetoric) ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এবং অধিবিদ্যা সম্বন্ধে মাঝারি ভাষ্য (الكليات) প্রণয়ন করেন। ১১৭৬ খৃ. Nichomachean Ethecs-এর মাঝারি ভাষ্য ও ১১৭৮ খৃ. de Substantia Orbis-এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ১১৭৯ খৃ. কিতাব কাশফি'ল-মানাহিজি আল-আদিদ্বা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৮১ খৃ. De Anima (النفس)-এর ভাষ্য, ১১৮৬ খৃ. পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাষ্য, ১১৯৩ খৃ. গ্যালেনের De Fabrecus-এর ভাষ্য ও ১১৯৫ খৃ. ন্যায়শাস্ত্র (Logic) সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৭৪ খৃ. হইতে ১১৮০ খৃ.-এর মধ্যে আরও কতকগুলি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে (১) ফাসলু'ল-মাকাল; (২) প্রজ্ঞা বিষয়ক প্রবন্ধ (Treatise on Intellect); (৩) De Substantia Orbis; (৪) তাহাফু'ত-তাহাফু'ত প্রভৃতিও রহিয়াছে। ইহার পর তিনি কুর'আনের বিস্তারিত ভাষ্য রচনা শুরু করেন। বলা বহুলা, এইখানে শুধু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচনা তারিখ দেওয়া হইয়াছে; সমস্ত গ্রন্থের রচনা তারিখ জানা যায় নাই।

গ্রন্থের সংখ্যা ও নামের তালিকা দেখিয়াই বুঝা যায়, ইবন রুশদ সেই সময়কার আলোচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখায়ই বেশ দক্ষ ছিলেন এবং সব কয়টিতেই তাঁহার কিছু না কিছু অবদানও রহিয়াছে।

অধ্যাপক রেনাও সারটনের ইবন রুশদের গ্রন্থের বিষয় বিভাগ সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলে বলা যায় যে, তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থের সংখ্যার প্রায় সমান। কিন্তু বর্তমান যুগ যেমন বিজ্ঞানের যুগ, সে যুগটা ছিল দর্শনের যুগ। ফলে তিনি সেই সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত থাকিলেও বিদ্যান সমাজের এক অংশই অর্থাৎ শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানিগণ সে সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের বেলায় তেমন আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা ছিল আরও কম। কিন্তু তাঁহার দর্শন গ্রন্থ বিদ্যান সমাজের প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করিয়া প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করায়। এই বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনায় তৎকালীন বিদ্যান সমাজ মুখর হইয়া উঠেন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদগণ ইহার কঠোর সমালোচনা শুরু করেন, যাহার ফলে তাঁহার জীবনে যেই দুর্ভোগ দেখা দেয় তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণও মুসলিম ধর্মবিদগণের মত ইবন রুশদের দার্শনিক মতবাদ ধর্মবিরোধী বলিয়া সোচ্চার হইয়া উঠে। ১২১০ খৃ. প্যারিসের প্রাদেশিক কাউন্সিল এরিস্টোটল ও ইবন রুশদের গ্রন্থ পাঠ করা ধর্মবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করে। ১২১৫ খৃ. ইবন রুশদের Metaphysics পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১২৩১ খৃ. পোপ এরিস্টোটল ও ইবন রুশদের গ্রন্থাবলী শাস্ত্রসম্মতভাবে সংশোধন না করা পর্যন্ত পাঠন-পাঠন নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ প্রদান করেন। এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হয়ত বা এইসব নিষেধাজ্ঞার কারণেই ইবন রুশদের এরিস্টোটলের ভাবের প্রতি খৃষ্টান ও যাহুদী পণ্ডিতগণ অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন এবং ইহার ল্যাটিন অনুবাদে তৎপর হন। ১২১০ খৃ. ইহার প্রথম ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১২২০ ও ১২৪০ খৃ. নূতন ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৩২, ১২৪০, ১২৬০ ও ১৩১৪ খৃ.-তে হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ খৃ. প্যারিসের বিশপ ইহার মধ্যে ২৯টি মারাত্মক ভুল রহিয়াছে বলিয়া ইবন রুশদকে ধর্মের বিপজ্জনক শত্রু বলিয়া ঘোষণা করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে উন্নততর ল্যাটিন অনুবাদ শুরু হয়। যাহা হউক, ইবন রুশদ পাকাত্য জগতে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যেও দার্শনিক হিসাবেই পরিচিত হইয়া পড়েন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার অবদানের কথা চাপা পড়িয়া যায়।

বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানেই তাঁহার অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ২০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এইগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল কিতাবুল-কুল্লিয়াত ফি'ত-তি'ব, ইহা ল্যাটিনে Colliget নামে অনূদিত হইয়া যুরোপে Liber Universalis de medicina চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসাবে প্রচারিত হয়। গ্রন্থখানি ১১৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত এবং ৭ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। এই ৭ খণ্ড যথাক্রমে : (১) শারীরবিদ্যা (Anatomy); (২) শারীরবৃত্ত (Physiology); (৩) সাধারণ রোগবিদ্যা (General Pathology); (৪) নিদান-রোগ নির্ণয় (Diagnosis); (৫) ভেষজ বিজ্ঞান (Materia Medica); (৬) স্বাস্থ্যবিদ্যা (Hygiene) ও ভেষজ (Therapeutics) লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ

সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। চোখের পীড়া সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায়, তিনি অক্ষিপট (retina)-এর কাজ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্তমানেও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। নাড়ীর গতিতে স্বাস্থ্য ও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেই গতি নিরীক্ষা করিয়া কিভাবে রোগের অবস্থা নিরূপণ করা যায়, সেই সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া রোগ নিরূপণ করিবার পন্থা, বিভিন্ন প্রকার জ্বরের লক্ষণ ও প্রকৃতি, পীড়ার সংকটকাল প্রভৃতি বিষয়ে কয়েক পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। অন্য কয়েক পরিচ্ছেদে পথ্য, ঔষধ, বিষ্ণ, গোসল, ব্যায়াম, পেশী মালিশ (massage), রোগের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। শল্যচিকিৎসা (surgery) সম্বন্ধেও গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। নানা রকম ফোঁড়া, রক্তরোধক পদার্থ (styptics) দিয়া রক্তপাত বন্ধ করা, ছ্যাকা দেওয়া, বন্ধনী (ligature), হাড় ভাঙ্গায় বিজাড়ন (reduction), পট্ট (bandage) ইত্যাদি কিভাবে করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে, তবে মোটের উপর শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা অনেকটা সর্গক্ষিপ্ত।

কুল্লিয়ায়ত আকারে ইবন সীনার 'কানুন'-এর কাছাকাছি হইলেও বৈজ্ঞানিকত্বে অনেকটা নিকট। ইহার আলোচনা 'কানুন'-এর চাইতে অনেকটা নিম্নতর। ইহা ছাড়া আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইবন রুশদের অনুরোধেই ইবন যুহর তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থ 'কিতাবু'ত-তায়সীর ফী মুদাওয়াতি'ত-তাদবীর (كتاب التيسير في مداواة التدبير) প্রণয়ন করেন। ইবন রুশদই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, একই ব্যক্তির দুইবার গুটি বসন্ত হয় না।

ইবন রুশদ, ইবন সীনার চিকিৎসা বিষয়ক কবিতা উরজুয়া ফিত-তিব্ব (أرجوزة في الطب)-এর একখানা ভাষ্য প্রণয়ন করেন। উরজুয়া তৎকালের অত্যন্ত সমাদৃত কবিতা। উরজুয়া-র অর্থ হইল 'রাজ্য' হুন্দে লিখিত কবিতা।

ঔষধের ব্যবহার ইবন রুশদ বিভিন্ন রোগের ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ছিলেন না, বরং তিনি অনেকটা এই মাত্রাবিভাগ পরিত্যাগই করেন। অতএব আল-কিন্দী প্রমুখ চিকিৎসা বিজ্ঞানী যেমনভাবে ঔষধ প্রস্তুতিতে বিভিন্ন প্রকার মূল পদার্থের মাত্রা বা পরিমাপের উপর জোর দিয়াছেন, ইবন রুশদ সেই প্রথা অবলম্বন করেন নাই। ইহা যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে সহায়ক নয়, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তবে তিনি গ্যালেনের অনেক মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন।

যতদূর জানা যায়, ১২৫৫ খৃ. পাদুয়ার রাহু-দী বোনাকোসা (Bonacosa) কুল্লিয়ায়তের ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৪৮২ খৃ. ইহার আর একখানি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৪৯০, ১৪৯৬, ১৪৯৭, ১৫১৪, ১৫৩০, ১৫৩১ ও ১৫৩৩ খৃ. অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ইহার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কুল্লিয়ায়ত দুইবার হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়।

ইবন রুশদের উরজুয়া জার্মানীর হারমান (Herman) কর্তৃক ১২৫০ খৃ. প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ১২৬২ খৃ. ইহার অন্য একখানি ল্যাটিন অনুবাদ বেজিয়াস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১২৮০ খৃ. ইহার আর একখানি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আরমেনওয়াদ (Armenguad) Canticum de Medicina নাম দিয়া এই অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১২৬০ খৃ. ইহার একখানা হিব্রু অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ইবন রুশদের অন্য কতগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদকরণ হইলে মাইকেল স্কট (Michale Scott), উইলিয়াম দ্য লুনিসি (William de Lunisi), এন্ড্রিয়াস আলপাগাস (Andreas Alpagus) ও টলেডোর আলফনসো (Alfonso of Toledo)।

অক্ষশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতায় এক সূক্ষ্ম বিজ্ঞান চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন টলেমীর কাজের সমালোচনার মাধ্যমে। বোসো (Bossout)-এর মতে তিনি টলেমীর গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করেন। Theory of Multiplicity ও Eccentricity of the spheres সম্বন্ধে তিনি যেই মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা ছিল তখনকার বৈজ্ঞানিকগণের মতের বিরোধী। সেইজন্য ইহা তাঁহাদের নিকট সমাদর লাভ করেন নাই তবে ইহার বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিকগণের উপর তাঁহার এই মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তিনি গোলকের গতি (Motion of the Sphere) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানির নাম হইল কিতাব ফী হারাকাতি'ল-ফালাক (كتاب في حركة الفلك)। ইহা ছাড়া তিনি টলেমীর আলমাজেস্টের একখানি ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। ভাষ্যখানি দুইভাগে বিভক্ত— একভাগে রহিয়াছে গোলক সম্বন্ধে বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ভাগে রহিয়াছে গোলকের গতি সম্বন্ধে আলোচনা। গ্রন্থখানি জ্যাকব আনাতোলী (Jacob Anatoli) কর্তৃক হিব্রুতে অনূদিত হয়। অধ্যাপক স্মিথ (Prof. Smith D. E.)-এর মতে ইবন রুশদ জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণীবিদ্যা (Zoology) সম্বন্ধে এরিস্টোটেলের দুইখানা গ্রন্থ : (১) De Parlibus Animalium ও (২) De Generatione Animalium-এর ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) তিনি গ্রীক গ্রন্থ De Plants-এর ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। আবহাওয়াবিদ্যা (Meteorology) সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) F. Wustenfeld, Geschichte der Arabischen Aerzte. (পৃ. ১০৪-১০৮, ১৮৪০ খৃ.); (২) L. Leclere, Medecine Arabe (২খ, ৯৭, ১০৯, ১৮৭৬ খৃ.); (৩) V. Fukala, Averroes War der erste, Welche die Netzhaut als den Lichtempfindlichen teil des Auges erkaunte (Archv fur Augenheit Kunde, ৪২খ, ২০৩ প., Wiesbaden ১৯০০ খৃ.); (৪) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber (পৃ. ১২৭, ১৯০০ খৃ.); (৫) Smith, D. E., History of Mathematics; (৬) Bossut, J, A General History of Mathematics; (৭) Surton, G., Introduction to the History of Science, ৩খ; (৮) Nasr, S. Hossein, Islami Science; (৯) Miell, Aldo, La Science Arabe; (১০) Mrrie, M., Histoire des Sciences Mathematiques et Physiques; (১১) Woepke, F. Recherches Sur L'Histoire des Sciences Mathematiques; (১২) Draper, J. W., The

Intellectual Development of Europe; (১৩) Campbell, Dr. Donald, Arabian Medicine, ১ ও ২খ.; (১৪) Elgood, Dr. Cyril, A Medical history of Persia; (১৫) Rivers W. H. R., Arabes Medicine and Surgery; (১৬) Customs, Charles Green, An Introduction to the History of Medicine; (১৭) Dampier-Whetham, Sir W.C.D., A history of Science and its relation with Philosophy and History; (১৮) Haskins, CH., Studies in the History of Medical Science.

এম. আকবর আলী

M. Cruz Hernandez (Lafilosofia, arabe মাদ্রিদ, ১৯৬৩ খ., পৃ. ২৫৩) ইবন রুশদ-এর রচনাবলী পাঠে ক্রটি নিয়ন্ত্রক একটি পরিষ্কার সংক্ষিপ্তসার পেশ করিয়াছেন। অপরদিকে ল্যাটিন দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদগণের নিকট ইবন রুশদ একান্তভাবেই একজন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতা : Averroes, che'l gran comento feo Dante, Inferno, ৪খ, ১৪৪। রেনাঁ ব্যাখ্যাগুলির অন্তর্নিহিত প্রকৃত মতবাদগুলিকে প্রায়শই এরিস্টোটলের বলিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং দার্শনিকের নিজস্ব মতবাদগুলির মধ্যকার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তবে এমনকি স্বয়ং ইবন রুশদও যেইখানে এই তফাত নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন সেইখানেও রেনাঁ-র মনোভাব হইল, “ইহা হয়ত বা তাঁহার পূর্ব-সাবধানতা, যাহা তিনি অপর একজনের নামের অন্তরালে অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে নিজস্ব দার্শনিক মতামত ব্যক্ত করিবার আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন” (Oeuvres completes, ৩খ, ৬১)। আরও একটু পরে (পৃ. ৬৭) তাহাফু'ত-এর বিষয় সম্বন্ধে তিনি দাবি করেন, “ইহাতে যেই মতবাদ দেখা যায় উহার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে ইবন রুশদ-এর মারাত্মক বিরোধ দেখা যায়।” সত্য যে, রেনাঁ ল্যাটিন সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন; যে সংস্করণে ইবন রুশদ-এর নহে এইরূপ সংযোজনও থাকিতে পারে। রেনাঁ-র নিকট এবং মধ্যযুগে ইবন রুশদ-এর মতানুসারিগণের নিকট এই ‘আরব চিন্তাবিদই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি এরিস্টোটলের মধ্যে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি ও মতবাদ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন— ইহা ছিল ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের বিরোধী। অতএব রেনাঁ তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত ধারণা অনুসারে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীকে মালিকী ফুকাহা'র অনুশাসনকে ধোঁকা দিবার বা চ্যালেঞ্জ করিবার চাতুর্যপূর্ণ উপায় বলিয়া মনে করেন। ইবন রুশদ-এর জীবনী ও রচনাবলী ভালভাবে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার এই মূল্যায়নের আদৌ কোন ভিত্তি নাই। Munk ভাষ্য ও টীকা হইতে ইবন রুশদ-এর নিজস্ব মতামত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Asian Palacios সেন্ট টমাস একুইনাস-এর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ইবন রুশদবাদ (Averroism) অধ্যয়ন করিবার পরে ধারণা করেন যে, দার্শনিকের ব্যক্তিগত মতাদর্শ খুঁজিতে হইলে তাহাফু'ত, ফাসুল ও কাশ্ফ পাঠ করিতে হইবে। Gauthier মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি নিজে প্রশ্নটির একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত করিয়াছেন (La theorie d' Ibn Rochd, পৃ. ১-১৮) এবং নবুওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করিবার পরে দার্শনিক ও নবী সম্বন্ধে আল-ফারাবীর ধারণার সঙ্গে মূলত সাজুয্যপূর্ণভাবে ইবন রুশদ-এর ধারণাও

প্রতিষ্ঠিত করিয়া মতামত সমাপ্ত করিয়াছেন, “এক ও অভিন্ন সত্যের বৈতরুপী প্রকাশ যেইগুলি একদিকে বিমূর্ত ও পরিষ্কার, অপরদিকে আবার অসচেতন ও প্রতীকধর্মী। অতএব দর্শন ও ধর্ম কোন রকম ঘন্থের মধ্যে না গিয়া পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করিবে। কেননা দুই শ্রেণীর মনের প্রতি প্রযোজ্য হইবার কারণে উভয়টির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। Cruz Hernandez দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদের মধ্যে a Priori-এর পসন্দ-অপসন্দকে অবাস্তব দেখাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানমূলক গবেষণা শেষ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, ইবন রুশদকে তাঁহার মতবাদ গোপন করিতে বাধ্য করা হয় নাই, কাজেই তাঁহার সমগ্র গ্রন্থখানি রচনাতে সততা ছিল এবং ইহাতে যে চিন্তার মৌলিক এক্য রহিয়াছে তাহা সকলেরই স্বীকার করা উচিত।

‘আরবীতে তাঁহার মাত্র স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থ বর্তমান আছে। অধিকাংশই রক্ষিত হইয়াছে ল্যাটিন বা হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ‘আরবী পাঠ হিব্রু হরফে লিখিত রহিয়াছে। Brockemann পাণ্ডুলিপি, সংস্করণ ও অনুবাদসমূহের একটি তালিকা (১খ, ৪৬১ প., পরিশিষ্ট ১, ৮৩৩-৬, ১২, ৬০৪ প.) তৈরি করিয়াছেন। M. Bouyges-কৃত Note sur les philosophes arabes connus ... ৫খ, ইবন রুশদ-এর ‘আরবী পাঠসমূহের যেই তালিকা ... (১৯১২ খ.) উহাও আলোচনা করা যাইতে পারে। যেই সকল ‘আরবী গ্রন্থ বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে বলিয়া জানা যায় সেইগুলি হইতেছে : (১) পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বা মাঝারি আকারের ভাষ্য (আস-সামা'উ'ত-তাবী'ঈ); (২) De Caelo et mundo বিষয়ে (আস-সামা' ওয়া'ল-আলাম); (৩) De Generatione et corruptione (আল-কাওন ওয়া'ল-ফাসাদ); (৪) Meteorologica বিষয়ে (আল-আছারু'ল-উলবিয়্যা); (৫) De Arima বিষয়ে (আন-নাফসী); (৬) তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নে (মা বা'দাত-তাবী'আ); (৭) De Sensu et Sensibilibus বিষয়ে (আল-আক্বল ওয়া'ল-মা'ক্বল); (৮) তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) বিষয়ে সুবিশাল ভাষ্য (তাফসীর সম্পা. M. Bouyges, বৈরুত ১৯৩৮-৪৮ খ.); (৯) ফাসালু'ল-মাকাল ও (১০) দামীমা (সম্পা. ও ফরাসী অনু. Gauthier, Traite decisif, আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খ.), সম্পা. G. F. Hourani, লাইডেন ১৯৫৯ খ.; (১১) কাশ্ফু'ল-মানাহিজিল-আদিদ্ধা (সম্পা. ও ফাসুল সমেত একত্রে জার্মান অনু. M. J. Muller, Philosophie und Theologie von Averroes, মিউনিক, মূল পাঠ ১৯৫৯ খ., অনু. ১৮৭৫)। কায়রোতে ‘আবদু'র-রাহমান বাদাবী-এর গবেষণা ও প্রকাশনাসমূহেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৩। ইবন রুশদ-এর চিন্তাধারা : একটি বিষয় নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয় যে, ইবন রুশদ মতবাদগত বিজ্ঞানের মাধ্যমেই দর্শনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আইন বিশেষজ্ঞ কাদী হিসাবে তিনি উসুল-এ উৎসাহী ছিলেন (এই বিষয়ে ড. R. Buunschvig, Averroes Juriste, Etudes...levi-Provencal-এ, ১খ, প্যারিস ১৯৬২ খ., ৩৫-৬৮)। ইবনু'ল-আব্বার গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ‘বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতু'ল-মুকতাসিদ ফি'ল-ফিকহ-এর উল্লেখ করিয়া বলেন, “ইহাতে তিনি বিষয়ান্তর আলোচনার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই প্রবণতার প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন এবং যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করিয়াছেন।” আইন বিষয়ে

তিনি যে উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল বিষয়টিতে চিন্তার কড়াকড়ি, যাহা দার্শনিক ন্যায় পর্যন্ত অত দূর না গিয়াও প্রজ্ঞাময়তা ও যুক্তিবিদ্যার সুব্যাখ্যাত পদ্ধতিতে বাঁধা ছিল। অপরদিকে ইহা সুবিদিত যে, তিনি দর্শন বিষয়ে প্রথম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন জনৈক হাকীম (চিকিৎসক)-এর নিকট। সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ক তাঁহার গ্রন্থ (আল-কুল্লিয়াত বা colliget)-এর শেষে তিনি অনুসৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “আমরা আমাদের যুক্তিসমূহে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও সাধারণ প্রশ্নসমূহ একত্র করিয়াছি....। যে আমাদের লিখিত সাধারণ বিষয়সমূহ অনুধাবন করিতে পারিবে সেই কুলাশ (‘উয়ুন)-এর লেখকগণের চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোনটি শুদ্ধ আর কোনটি ত্রুটিপূর্ণ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে।” আল-কুল্লিয়াত রচনাকালে ইবন রুশদ Organon ও Physics অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ফলে স্বভাবতই তিনি তত্ত্ববিদ্যাগত সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা-ভাবনা করেন। অতএব এরিস্টোটলের মধ্যে তিনি প্রধানত সেই যুক্তিবিদকেই দেখিতে পান যিনি প্রমাণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি পদ্ধতির অনুরসণ করেন, সেই জ্ঞানীকেই দেখিতে পান যিনি মূর্ত হইতে শুরু করিয়া উহাকে সাধারণ যৌক্তিক বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন। Posterior Analytics-এর ভাষ্যে (রচনাকাল ১১৭০ খৃ.) জ্ঞানের ধারণাকে তিনি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি যথার্থ এরিস্টোটলকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এতদিন পর্যন্ত মুনানী ভাষ্যকারগণ, যথা আফরোডিসিয়ার আলেকজান্ডার ও মুসলিম ফালাসিফা, যথা ইবন সীনা প্রমুখের ভাষ্য দ্বারা এরিস্টোটলের যে ভাবমূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে সত্য এরিস্টোটলকে আবিষ্কার করেন। এই কারণেই তিনি ইবন সীনার দর্শনের কঠোর সমালোচনা করেন, যদিও সেই পূর্বসূরীর চিকিৎসা গ্রন্থের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (তিনি তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক কবিতা ‘আল-উরজুয়া ফি’ত-‘তি-ব’-এর একখানি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন)। অন্যান্য দার্শনিকের মধ্যে তিনি আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদে আগ্রহী ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রেটোর Republic গ্রন্থের ভাষ্য রচনাকালে তাঁহার নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মূলত তিনি ইবন বাজ্জা-র ধারার অনুসারী ছিলেন এবং তাঁহার রিসালা-তে প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনের বিষয়ে ও একাকীত্বের শাসন (Regime of the solitary) সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইবন তুফায়ল-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের বিষয়টি সুবিদিত : ইবন রুশদ হায়ি ইবন যাকজান (দ্র.)-এরও একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। উভয় দার্শনিকের মধ্যে নিশ্চিত সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু উভয়ে দর্শন ও আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের মধ্যে নিহিত স্বাধীন প্রবণতার মিলনকে স্বীকার করিলেও ইবন তুফায়ল-এর মধ্যে হায়ি ও আবসাল ব্যক্তিসত্তার এই দ্বৈততা যাহা উহাদের প্রতিরূপ প্রতিনিধিত্বকারী দ্বৈততা (মানব সমাজ হইতে দূরে সাধারণ জীবন যাহা গভীর ধ্যানে মগ্ন সেইখানে গৃঢ় রহস্যের শেষে ইহার মীমাংসা পাওয়া যায়) জ্ঞানের এক রহস্যময় আলোকে লইয়া যায়, সেই বিষয়টি ইবন রুশদ-এর মধ্যে আদৌ পাওয়া যায় না-রেনা তাহা পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন।

(ক) ধর্মতাত্ত্বিক-দার্শনিক গ্রন্থসমূহ : মনে রাখিতে হইবে যে, সেইগুলি নিম্নলিখিত ক্রমঅনুসারে লিখিত হইয়াছিল : (১) ফাসলুল-মাকাল ও ইহার অবশিষ্টাংশ দামীমা, কাশফুল-মানাহিজ (৫৭৫/১১৭৯, যাহাতে ফাসল-এর উল্লেখ রহিয়াছে); (২) তাহাফুত-তাহাফুত (যাহাতে পূর্ববর্তী

কোন গ্রন্থেরই উল্লেখ নাই এবং যাহা Vouyges অনুযায়ী ১১৮০ খৃ. পূর্বে রচিত হয় নাই)।

(১) ফাসলুল-মাকাল ওয়া তাকরীব মা বায়না’শ-শারী’আ ওয়া’ল-হিক্মা মিনা’ল-ইস্তিলা ৪ (ধর্মীয় আইন ও দর্শনের মধ্যকার সামঞ্জস্যের উপর রচিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ও আলোচনা)। ইবন রুশদ কুরআনের পুরাপুরি সমর্থন রহিয়াছে এইরূপ দর্শনের একটি সূত্র দ্বারা গ্রন্থ শুরু করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কুরআন শারীফের ৫৯ : ২ ; ৭ : ১৮৪ ও অন্যান্য আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গী, ইহার মাধ্যমে স্রষ্টা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই সকল পাক কলাম ব্যাখ্যা করিয়া বিতর্ক বুদ্ধিনির্ভর অনুমান (قياس عقلي)-রূপে অথবা আইন ভিত্তিক অনুমানের (قياس شرعي) সঙ্গে মিলাইয়া ব্যবহার করিবার জন্য সুপারিশরূপে বলা হইয়াছে। এইভাবে আইন বুদ্ধিনির্ভর অনুমান (نظر)-কে প্রতিষ্ঠিত করে যাহার পদ্ধতি প্রমাণভিত্তিক ন্যায়ের (برهان) সঙ্গে পূর্ণতায় পৌঁছায়। এইখানে ইবন রুশদ ধর্মতাত্ত্বিকগণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হন যে, ধর্মের সংজ্ঞা কি এবং প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা কি হওয়া উচিত। তাঁহার উত্তরটি পরিষ্কার : “আইন বিশ্বাসিগণের উপরে নৈতিক দায়িত্ব বর্তায়। কেননা উহা যখন কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে চিন্তানির্ভর অনুমান নির্দেশ করে তখন সেই নির্দেশ পালন করিতেই হয় অর্থাৎ চিন্তানির্ভর অনুমান করিবার পূর্বে মাত্রা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া এবং হিসাব রাখা যে, যন্ত্রের সঙ্গে উপাদিত কার্যের যেই অনুপাত, কল্পনার (Speculation) সঙ্গে ঠিক অনুরূপ আনুপাতিক ভূমিকা পালন করে কোনটি।” বুদ্ধিনির্ভর জ্ঞানের যে পরিপূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস তাহা অপেক্ষা ইহা কম বুদ্ধিনির্ভর বিশ্বাস (fides quaerens intellectum)। ইহার জন্য আবশ্যিক বুদ্ধিনির্ভর অনুমান (قياس عقلي) জ্ঞান। কেননা তাহা ব্যতীত আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। অনুরূপভাবে কিয়াস ফিকহী (قياس فقهي)-ও আবশ্যিক যাহার সাহায্যে আইনগত বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়। যাহা হউক, এই বাধ্যবাধকতা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রজ্ঞাগত ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। কেননা কোন ব্যক্তিবিশেষের ধারণ ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছু আল্লাহ তাহার উপর আরোপ করেন না।

কিন্তু ইবন রুশদ বলেন, এই ধরনের ব্যাপক সীমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা পূর্ববর্তী গবেষণার ফল গ্রহণ ব্যতীত সম্ভব হয় না। কাজেই উপরিউক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে প্রাচীন দার্শনিকগণের চিন্তাধারাসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে (ফাখরু’দ-দীন আর-রাযী ও তাঁর ‘মাফাতীহুল-গ’ায়ব’ গ্রন্থে অনুরূপ ধারণার বিষয় বলিয়াছেন, দ্র. ভূমিকা)। কাজেই অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিষেধ করা আইনের বিরোধী হয়—যদি অবশ্য নিরীক্ষাকারী ব্যক্তি যাকা’উল-ফিতরা (زكاة الفطرة) একটি বিশেষ ধরনের শব্দ কুরআন হইতে গৃহীত, ইহা দ্বারা মানুষকে প্রদত্ত স্বরণশক্তি এবং সত্য অনুধাবনের ক্ষমতা বুঝায়, সঠিক অনুবাদে ইহার অর্থ দাঁড়ায় ‘সত্য অনুধাবনের তীক্ষ্ণ বোধশক্তি’। এবং আল-আদালাতুল-শ-শার’ইয়া (العدالة الشرعية)-এর অধিকারী এবং উহার সঙ্গে নৈতিক গুণাবলীর সমন্বয় থাকে অর্থাৎ তিনি যদি আইন দ্বারা ব্যাখ্যাত ধর্মীয় ও নৈতিক যোগ্যতার অধিকারী হন। কিন্তু সব মানুষই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করে না, কেহ কেহ শুধু যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা (الاقاويل الجدلية)-এর মাধ্যমেই প্রমাণ গ্রহণে ইচ্ছুক। অন্যেরা

বাগ্মিতাপূর্ণ আলোচনা (خطابية)-এর পক্ষপাতী। আল্লাহ্ সকল মানুষের নিকট তাঁহার বাণী পৌছাইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে এই তিনভাবে কথা বলিয়া থাকেন (দ্র. কুরআন, ১৬ : ১২৬)। বুদ্ধিনির্ভর গবেষণা যদি এমন কোন সত্যে পৌছায় যাহার উল্লেখ কুরআনে পাওয়া যায় না, তবে কোন সমস্যা থাকে না, উহা আইনেরই অনুরূপ (ফিকহ-এর সঙ্গে এই নূতন তুলনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়) যখন নাকি সেইগুলি বৈধ ন্যায় বা আহকাম দ্বারা অনুমিত হয় এবং সেইগুলি প্রকটিত আইন গ্রন্থের পাঠে পাওয়া যায় না। কুরআনের যেই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণের প্রয়োগ হয় নাই, ব্যহিক প্রকাশিত অর্থে ন্যায়ের উপসংহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা যায়, তখন কোন অসুবিধা হয় না নতুবা ইহা আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ, আর তখন 'আরবী ভাষার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী শাব্দিক অর্থের ব্যাখ্যা প্রতীকী (مجازی) অর্থে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ইবন রুশদ-এর চিন্তাধারা মুসলিম ব্যাখ্যারীতির সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, আইনবেত্তাগণ ইহাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্য বিষয়টা আর কিছুই নহে, কোন একটি পাঠকে মতামতের ন্যায়ের সিদ্ধান্তে (قياس ظنی বা syllogism of opinion) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; দার্শনিকের তাবীল ন্যায়সঙ্গত হইবার জন্য আরও বেশী আইনসম্মত কেননা ইহা পাঠ ও যথার্থ ন্যায় (قياس يقيني)-এর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে যুক্তি হইতে গৃহীত বিষয় ও ঐতিহ্য হইতে গৃহীত বিষয়ের (الجمع بين المعقول والمنقول) মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে এবং উহাই ইবন রুশদ-এর লক্ষ্য। কুরআন শারীফেই ব্যাখ্যায়োগ্য আয়াতসমূহ এবং সহজে বোধগম্য আয়াতসমূহের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে; একদিকে আয়াত মুতাশাবিহাত (آيات متشابهات) এবং অপর দিকে আয়াত মুহকামাত (آيات محكمات) [কুরআন ২ : ৯] অর্থাৎ একাধিক অর্থবোধক আয়াত এবং সহজ ও তাবীল একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জ্ঞাত আছেন, আর জানেন সেই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি যাহারা যথার্থ ও সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইবন রুশদ প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীদের জন্য তাবীল-এর এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী (দ্র. সজাব্য দুইটি পাঠ বিষয়ে L. Gauthier, La theorie, পৃ. ৫৯)। কোনটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে এবং কোনটি শাব্দিক অর্থে গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ধারণের জন্য ইবন রুশদ কোন একমতের (দ্র. ইজমা') আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন, যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গেই তিনি উহার বিরোধিতা করেন, তাঁহার সেই বিরোধমূলক সমালোচনা চমকপ্রদভাবে ইবন হাযম-এর অস্তিত্ব-এর বাস্তব প্রমাণ অসম্ভব, সেই বিতর্কের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় (দ্র. R. Brunschvig, Averroes Juriste, পৃ. ৪৭)। এই বিষয়ে ইবন রুশদ আইনবেত্তাগণের মধ্যে বিতর্কিত একটি প্রশ্ন নিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন : উহা তাক্ফীর বা বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ। তিনি মনে করেন যে, দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে আনীত সমাজচ্যুতির আদেশ তাক্ফীর কাত'আন (قطعاً) বা 'আলা তারীকি'ল-কাত' (على طريق القطع) [অর্থাৎ এমন চূড়ান্ত বিরূপ অবস্থা গ্রহণ যাহার পরে আর আপীল নাই রূপে বিবেচনা করা উচিত নহে]। ইহা সুবিদিত যে, এমনকি অত্যন্ত সহনশীল ব্যক্তিগণও তাক্ফীর 'আলা তারীকি'ত-তাগ'লীজ (تكفير على طريق التغليظ) প্রয়োগকে অতি গুরুতর শাস্তি বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু শুধু জনমতের রায়ের বলেই কোন দার্শনিকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ গৃহীত হইতে

দেওয়া উচিত নহে; কেননা আল্লাহ তাবীলের চর্চা শুধু বিদ্বানগণের মধ্যেই সীমিত রাখিয়াছেন। ইহা সকলের চর্চাযোগ্য বিষয় (إجماع مستفيض : Consensus Communis) হইতে পারে না। এইখানে ইবন রুশদ দার্শনিকগণের সমর্থনে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আইনের বিশেষ জটিল দিকের ব্যবহার করিয়াছেন। আল-গাযালী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে সেইভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিও তাক্ফীরের বিরুদ্ধে সেইভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মত পরিবর্তন করিয়া দেখান যে, মুতাকাল্লিমুন (متكلمون) বা ধর্মতত্ত্ববিদগণই প্রায়শ তাবীলের অপপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কুরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক আয়াতগুলির (১১ : ৯) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কুরআন পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব থেকেই (কুদরাতের সিংহাসন) কুরসী ও পানি বর্তমান ছিল এবং সৃষ্টির ছয় দিন পূর্বেও একটা সময় ছিল উহাই আকাশের সংখ্যা। অবশ্য দার্শনিকের পক্ষে এই ধরনের দুরূহ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভুল করাটা অসম্ভব নহে (ফি'ল-আশয়া' আল-আবীসা)। সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার ঠিকই লাভ করিবেন, যেমন কোন কাদী ইজতিহাদ করিতে গিয়া ভুল করিলে সেই ভুল একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি (خطأ) বলিয়া গণ্য হয়, যেরূপ ভুল-ত্রুটি দায়িত্ব পালন করিতে গেলে হইয়াই থাকে।

কাজেই এমন কতগুলি আইন সংক্রান্ত পাঠ রহিয়াছে যেইগুলির জাহির (বাহ্যিক) অর্থই গ্রহণ করা উচিত; সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতে গেলে কুফর বা বিদ'আত হইবে। আবার এমনও কতগুলি পাঠ আছে যেগুলির ব্যাখ্যা করা আইনবেত্তাগণের জন্য নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে সেই তাবীল আলোচনা করিতে যাওয়া কুফর বা বিদ'আত (যে সকল ধর্মতত্ত্ববিদ বুদ্ধিনির্ভর প্রমাণ প্রয়োগ করেন না তাঁহাদের ক্ষেত্রে একরূপই ঘটিয়া থাকে)। সবশেষে এমনও আবার কিছু পাঠ রহিয়াছে যেইগুলির সন্দেহ রহিয়াছে, যেমন পরজীবন বা আখিরাত বিষয়ক আয়াতগুলিতে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কর্তৃক সেইগুলির প্রতি আরোপিত গুণাবলীর (صفات) বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে, অপরদিকে সাধারণ লোকে সেইগুলি শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করিবে। পণ্ডিতগণের পক্ষে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ভাষাগত, ক্যাবিক বা ছন্দময় কোনভাবেই 'জনপ্রিয়' করিয়া তোলা উচিত নহে, তাঁহারা শুধু প্রামাণ্য গ্রন্থ (كتب البراهين) প্রণয়ন করিবেন, যেন কেবল অনুধাবন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সেইগুলি আয়ত্ত করেন। আল-গাযালী এই নীতি পালন না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল। পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থ সাধারণ লোকের পাঠের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া সমাজের নেতাগণের কর্তব্য।

বিশ্বাস হইতেছে কল্পিত চিত্রের (تصور) প্রত্যয়ন (تصديق)। এই প্রত্যয়ন মেযাজ অনুযায়ী প্রমাণসিদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ বা বাগ্মিতাপূর্ণ তর্কের প্রতিক্রিয়া। প্রতিগায়নের ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে অথবা উহার তুল্য (মিহ'াল) কিছুর সম্বন্ধে বোধগম্য হয়। ওহী যেহেতু ব্যাপকতর জনসংখ্যার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়, সেইজন্য উহাতে প্রমাণ খুব সামান্যই ব্যবহৃত হয়। এমনও ঘটিতে পারে যে, মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সূত্রগুলি সঠিক (يقيناً) হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে ও শেষের সিদ্ধান্তে কোন শব্দ যদি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া থাকে (যাহা দ্বারা বস্তুর রূপ বুঝান হইয়াছে), তবে সেই পাঠের অর্থ শাব্দিকভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি প্রতীকী

শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে তবে উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। সূত্রগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে মতামত নির্ভর হইয়া থাকে আর সিদ্ধান্ত দ্বারা খোদ বক্তৃকে প্রভাবিত করা হইয়া থাকে তখন সূত্রগুলির হয়ত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তকে নহে। সবশেষে সূত্রগুলি যদি শুধু মতামত দ্বারা গঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত প্রতীকী হয় সেই ক্ষেত্রে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া পণ্ডিতগণের নৈতিক দায়িত্ব, কিন্তু সাধারণ লোকের জন্য শাস্তিক অর্থের বেশী বুঝার প্রয়োজন নাই। নতুবা এই ক্ষেত্রে একজনের মনকে শাস্তিক অর্থ হইতে ভিন্নমুখী করা হয় যাহার অন্য কোন কিছুতে প্রবেশের অধিকার ছিল না এবং পাঠে যেহেতু শুধু মতামত ও প্রতীকী অর্থই দেওয়া আছে কোন ব্যক্তিকে অন্য কোনরূপ পাঠের সহায়তা বা সমর্থনও করে না, সেই ব্যক্তি অন্য কোনরূপ সহায়তা লাভ করিতেও সক্ষম নহে। ফলে তাহার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইবে।

অতএব সত্য মাত্র একটিই আছে এবং কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে একটিমাত্র সত্যের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশরূপ থাকিতে পারে না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, তাহা দুই ভাষা-যুক্তির ভাষায় ও কল্পনার ভাষায়, কথিত হইয়াছিল। কেননা তাহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তসাবু'র (تصور) প্রচলিত হইয়া যাইবে। ইবন রুশদ-এর মৌলিক অবদান হইতেছে সত্য অবলম্বন করিবার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া। মানুষ যেই পদ্ধতিসমূহের (طرق) মাধ্যমে সমর্থন পায় তাহাদের সাহায্যেই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া থাকে; জনসংখ্যার অধিকাংশ কোন কিছুতে যে সমর্থন জানায় তাহা বিষয়টি সমর্থিত হইবার জন্যই, বস্তুটি কি সেইজন্য নহে। তাহাদের সত্য আত্মকেন্দ্রিক। যেই বুদ্ধিনির্ভর বস্তুবাদী মনোভাব তাহাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত উহা গ্রহণের অক্ষমতাতেহু তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত চেতনা-সত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তাহাদের নিকট যাহা পেশ করা হয় তাহাই তাহারা গ্রহণ করে। পরিণামে তাহারা যেই যুক্তিসিদ্ধ বা বাকচাতুর্যপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করে উহা তাহাদেরকে সত্যের প্রতিনিধিত্বকারী বাস্তব বা প্রতীকী কিছুর দিকে লইয়া যায় যাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের আত্মিক মনোভাবের ফলে কোন ভ্রান্ত কল্পিত চিত্রের পথে না যাইতে হয়। কুরআনে ইহার উপলব্ধি রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল অতিক্রম করিয়া পণ্ডিতগণ তাবীলের মাধ্যমে যুক্তির পথ খুঁজিয়া পান যেই পথ খোদ সত্যকেই উপলব্ধি করিবার পথ দেখায়। একই সঙ্গে তাহারা আইন ও যুক্তির, ধর্ম ও দর্শনের ঐক্য বা মিলনকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আর সাধারণ মানুষ উহা অস্তিত্বের কথা না জানিয়াই সেই ঐক্য হইতে উপকার লাভ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পরিস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার এবং তাহাদের নিকট ব্যাখ্যার কোন কিছু প্রকাশ না করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোনভাবে কিছু করিতে গেলে নূর্তন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। মু'তামিল্লা ও আশ'আরীগণের ভুল বিশেষভাবে ইহাই হইয়াছিল। অধিকাংশ মানুষকে শুধু সাধারণ পদ্ধতিগুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা কুরআনে উদঘাটিত হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। পাক কালামে যেই বিশেষ পদ্ধতি শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য ব্যক্ত হইয়াছে সেইগুলি পণ্ডিতগণের জন্যই সংরক্ষণ করিয়া রাখা উচিত। সবশেষে মা'কূল ও মানকূল-এর যেই ঐক্য তাহা দুইটি বিধিবদ্ধকরণের নহে, দুইটি প্রকাশভঙ্গীর নহে, দুইটি সমপর্যায় শ্রেণীর প্রতিধিত্বের নহে। সত্য যে, ভিন্ন প্রকারের মন একই অভিন্ন সত্যে পৌছাইতে পারে; ইহা দুইটি পদ্ধতির বাস্তব ঐক্য—যাহার লক্ষ্য একটিমাত্র

বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌছান—উহাদের মধ্যে একটি এই, অপরটি যাহা আত্মিক প্রমাণ ও অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, তাহা অপেক্ষা অধিক নহে। ইবন রুশদ উল্লেখ করেন নাই এইরূপ একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি এইভাবে বুঝান যায় যে, অঙ্ক বা বীজগণিতের একটি অভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া একই ফল লাভ করা যায়, যদিও অঙ্কের পদ্ধতি সত্যিকারের প্রত্যক্ষ অনুভূতির পর্যায়ে থাকাহেতু তথ্যের বাস্তব সম্পর্কের ক্ষেত্রে বীজগণিতের গতানুগতিক চিহ্নসমূহের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তোলে।

ফাসলুল-মাকাল, পদ্ধতিবিজ্ঞানের উপরে লিখিত একটি পুস্তিকা। সমস্যাগুলক উপাদান হইল সমগ্র মুসলিম চিন্তাধারার বিষয়-আইন বিশেষজ্ঞগণের, বৈয়াকরণগণের, কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণের এবং যথার্থই ধর্মতত্ত্ববিদগণের চিন্তাধারা। ইবন রুশদ এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ শব্দাবলী প্রয়োগ করেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত চাতুর্য ও দক্ষতার সঙ্গে এই সকল ধারণা যূনানী'র (গ্রীক) নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া যুক্তিবিদ্যার কাঠামোতে ব্যবহার করিয়াছেন, যেইগুলি পরে সহজেই দর্শনের সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ইহাই এরিস্টোটলের Organon-এর বুদ্ধিনির্ভর প্রমাণ (Analytics); যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ-পদ্ধতি (Topics), বাগ্মিতা ও যুক্তি (Rhetoric ও কিছুটা কম হইলেও Poetics বা কাব্যতত্ত্ব) কাঠামো, কখনও কখনও পশ্চাদপটে প্রাচীন গ্রীক তর্কিক পণ্ডিতগণের প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(২) কিতাবুল-কাশফ 'আন মানাহিজিল-আদিলাহ ফী 'আকামইদি'ল-মিল্লা ওয়া তা'রীফ মা ওয়াকা'আ ফীহা বি-হাসবি'ত-তা'বীল মিনা'শ-তবাহিল-মুয়ায়িফা ওয়া'ল-বিদা'ই'ল-মুদিলাহ (ধর্মীয় গৌড়াপন্থী নীতির সঙ্গে তুলনায় প্রমাণ সম্পর্কিত পদ্ধতি উদঘাটন এবং সেইগুলির মধ্যে ব্যাখ্যার পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধ ও নব উদ্ভাবনের সংজ্ঞা, যেইগুলি সত্যকে বিকৃত করে বা ভ্রান্তির পথে লইয়া যায়)। এই পুস্তিকায় পূর্বেরটি অপেক্ষা আরও পরিষ্কারভাবে তাহাফুতের ভবিষ্যত ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহার সাধারণ উপসংহার ইহার ভূমিকাতে পাওয়া যায়; ইহার লক্ষ্য প্রমাণ করা যে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ পণ্ডিতগণের দাবি বা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন কোনটিই মিটায় না। পুস্তিকাটিতে পাঁচটি অধ্যায় রহিয়াছে। প্রথমটির বিষয়বস্তু আল্লাহ'র অস্তিত্ব; এই অধ্যায়ে লেখক হাশবিয়া, আশ'আরী, সূফী ও মু'তামিলীগণের মতামতসমূহ পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথমোক্তগণের ক্ষেত্রে বিশ্বাস একান্তভাবেই কুরআন নির্ভর, সেইখানে যুক্তির কোন স্থান নাই; ফাসল-এ এই প্রশ্ন পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। আশ'আরীগণ যুক্তি প্রয়োগ সমর্থন করেন; কিন্তু তাহাদের পদ্ধতি সমালোচনাযোগ্য। আল্লাহ'র অস্তিত্ব তাহারা প্রমাণ করেন দুনিয়ার আকস্মিক সৃষ্টির (محدث) যুক্তি দ্বারা। কিন্তু যেই প্রতিনিধির মাধ্যমে বিশ্ব সৃষ্টি (محدث) করা হইয়াছিল তাহার নিশ্চয়ই কোন অবিনশ্বর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব থাকিবে। পরিণামে উহার কার্য অনন্ত এবং কার্যের প্রভাবও অনন্ত। এই পরিণতি এড়াইবার জন্য ধর্মতাত্ত্বিকগণের সঙ্গে একযোগে বলা সম্ভব নহে যে, চিরস্থায়ী সত্তার যেই কাজ, অনন্ত কালের মধ্যে কোথাও তাহার আরম্ভ আছে; কেননা সেইখানে একটি পূর্ব-অনুমিত কারণ থাকিবে যেই কারণ প্রথমে কার্যটি নির্গমন বা নিষ্পন্ন হইতে বাধা দিয়াছিল এবং অতঃপর অপর একটি কারণ উহাকে দ্রুততর করিয়াছিল। এই কারণটি আবার অনন্ত অথবা কালের মধ্যেই স্থিত। এইভাবে যুক্তির কাজ চলিতে থাকে, যেই বিষয়টি

ফাখরু'দ-দীন আর-রাযীর তার্ক ও মুরাজিহ বিষয়ে অনুরূপ যুক্তিতর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই চিন্তাধারার তাত্ত্বিকগণের, বিশেষ করিয়া সৃষ্টির পরমাণুবাদী তাত্ত্বিকগণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা হয়। ইবন রুশদ একটি গবেষণামূলক পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, সেইটিতে আল্লাহর সর্বময় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রজ্ঞা ও কুদ্রাতী শক্তির সুশৃঙ্খলতাকে নষ্ট করা হয়। তদুপরি আশ'আরী যুক্তিমতে ধারণা করা হয় যে, সমগ্র বিশ্বজগত আমাদের চতুর্পার্শ্ববর্তী আকাশতলের দুনিয়ার মত ঠিক একইভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেই ধারণা প্রমাণিত হয় নাই (এরিস্টোটল মহাকাশ ও মহাকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সৃষ্টির পিছনে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কথা বলিয়াছেন)। ইবন রুশদ কাল বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন—কাল সৃষ্টি না অনন্ত। এইখানে সর্বপ্রাথমিক দার্শনিক আলোচনাসমূহ স্মরণযোগ্য, প্লেটো হইতে শুরু করিয়া এরিস্টোটল, অতঃপর মধ্য-প্লেটোনীয়গণ, কালভিসিয়াস টাউরাস (Calvisius Taurus), আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো (Philo of Alexandria), জোহান্নেস ফিলোপোনাস (Johannes Philoponus), যাহা আন-নাহ্বী পর্যন্ত (ড. Ernest Behlir, Die Ewigkeit der Welt ; J. Pouilloux ও R. Arnaldez, Philon l'Alexandrie, De Aeternitate, ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা)। অনন্তকে অতিক্রম করা যায় না, এই যুক্তিটি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, বর্তমান ঘটনাতে পৌছাইতে হইলে অবশ্যই আগে প্রবহমানতার কোন এক স্থান হইতে আরম্ভ ঘটিতে হইবে। সরল রৈখিক পরিস্থিতিতে ইহা সত্য, কিন্তু বৃত্তাকারে আবর্তনশীল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নহে, সেইখানে কোন স্থান হইতে প্রাথমিক আরম্ভ তাহা দৃশ্যত বুঝা যায় না। যেমন কোন একটি বিশেষ সময়ে আসমানে যে মেঘ থাকে, বাস্পীভবন উহার প্রথম উদ্ভব নহে। কেননা বাস্পীভবনের জন্যও বৃষ্টির প্রয়োজন, যাহা মেঘ হইতে হয়। এই মেঘ তাহা হইলে অন্য মেঘ হইতে উৎপন্ন ; মেঘের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সেইখানে কোন সর্বপ্রথম সৃষ্ট মেঘের ধারণা করিবার সুযোগ নাই। অপরদিকে ইহার সমরূপ ঋজুরেখার ঘটনাতে (যেমন মানুষ হইতে মানুষের জন্য হয়) একটা আরম্ভের প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে অনুরূপ ঋজুরেখাতে প্রতিটি কারণ বা ঘটনা যদি অনন্ত প্রতিনিধির কোন আকস্মিক ঘটনা হইত, তবে বর্তমান ঘটনা-ফল সেই অনন্ত প্রতিনিধির কোন বর্তমান কার্য হইতে উৎসারিত হইয়া থাকিবে এবং সেই প্রতিনিধি আরও অগণিতবার ঘটনা ঘটাইয়া থাকিলেও বর্তমানে সৃষ্ট ঘটনা-ফলের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকিবে (ড. স্পিনোষার দ্বৈত-ঘটন বা Double Casualty)।

ইবন রুশদ আল-জুওয়ানীকে বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়া বলেন যে, যাহা অস্তিত্বশীল তাহার বিষয়ে তিনি বেখেয়াল ছিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া তিনি ইবন সীনার স্বতঃপ্রয়োজন ও স্বতঃসম্ভব (যাহা অপর দ্বারা প্রয়োজনীয়) সূত্রের বিরোধী হন যাহা স্বতঃই হওয়া সম্ভব তাহা কোন সময়েই প্রতিনিধি দ্বারা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। আল-জুওয়ানীর অপর যুক্তি হইল এই যে, অনন্ত মহাশূন্যের মধ্যে কোন একটি স্থানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু মহাশূন্যের সকল স্থানই একে অপরের অনুরূপ (ড. লাইবনিয়), কাজেই একাধিক স্থানের মধ্যে কোন একটি নির্বাচন করিয়া লইবার জন্য একটি স্বাধীন ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ইবন সীনা এইখানে প্রতিবাদ করেন যে, মহাশূন্যের অস্তিত্বই যে অনন্ত ও অসীম উহা আগে প্রমাণ করিতে হইবে নতুবা ইহাকে ধারণ করিবার জন্য আবার অপর একটি মহাশূন্যের প্রয়োজন হইবে।

সূফীগণের মতবাদের বিরোধিতা করিয়া ইবন রুশদ বলেন যে, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ হইতে বুদ্ধিনির্ভর জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হইতে পারে কিন্তু তাহা উহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। মু'তামিলীগণের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, স্পেন দেশে তিনি তাঁহাদের বিষয়ক কোন গ্রন্থ পান নাই; তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য না করিয়া কু'রআনের প্রমাণের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। ইহা ঐশী উপায় অবলম্বনে ও বস্তুর সৃষ্টির (প্রাণীজাত, বৃক্ষলতা ও আসমান) তত্ত্বের মাধ্যমে যুক্তির প্রয়োগ। ইবন রুশদ অজৈব হইতে জৈব পদার্থের উৎপত্তির উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। অতএব কোন প্রতিনিধির মাধ্যমেই জীবন সৃষ্টি হইয়া থাকে (Metaphysics book A-এর ভাষ্যে ইহা উত্থাপনার বিষয় ছিল, নীচে ড্র.)। আসমানসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে, উহা আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি, ইহা কু'রআনে উক্ত তাসখীর (تسخير) [সাখ্বারাল্লাহ, বহু আয়াতে পাওয়া]-এর ধারণা। আল্লাহর আশ্রয়-এর যে ধারণা অর্থাৎ তিনি নিজে অনড় কিন্তু সকল বস্তু তাঁহার আদেশে চলে, তাহা পুনরায় তাহাফুত গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেন। এই দুই ধরনের প্রমাণ সাধারণ মানুষের প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু পণ্ডিতগণ উহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যেই ভিত্তি সেই বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাপকতর ও গভীরতর জ্ঞান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আল্লাহর এক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কুরআন ইহা প্রমাণ করিয়াছে বিশ্ব-সৃষ্টির সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা। পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া ইবন রুশদ সেই প্রমাণের গভীরতায় প্রবেশ করিয়াছেন। আশ'আরী যুক্তির সমালোচনা সূক্ষণ ও বিশেষ ধরনের। ইহার শুধুমাত্র উল্লেখ করিলেই চলে।

তৃতীয় অধ্যায় আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে : জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বাক্য। ইবন রুশদ কু'রআন শারীফে উক্ত মতামত ও ধর্মতাত্ত্বিকগণের উত্থাপিত সেইসব মত, যেইগুলির উল্লেখ কুরআনে নাই—এই দুইয়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। জ্ঞান বিষয়ে, আল্লাহ নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন; কেননা সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা ও প্রজ্ঞার পরিচয় রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ জ্ঞানী। অতএব তিনি নিচয় অবগত আছেন যে, কি বর্তমান আছে, কি বর্তমান থাকিবে আর কি ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু কু'রআন শারীফে আল্লাহর জ্ঞানের এইরূপ প্রকাশ থাকিলেও ইহা মানুষের স্বীয় জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানীর যেই জ্ঞান তাহা জ্ঞাত বস্তুর প্রভাবের ফল (معلوم للمعلوم), ইহা ইতিপূর্বেই ফাসল-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। চিরন্তন জ্ঞান, যাহা সৃষ্টিধর্মী, উহার ক্ষেত্রে বিপরীতটি সত্য। অতএব দার্শনিকভাবে বলিতে গেলে, ভবিষ্যত আকস্মিক ঘটনার যেই জ্ঞান উহার সমস্যার বিষয় আল্লাহ এবং মানুষ এই উভয়ের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে উত্থাপন করা সম্ভব নহে; তবে বুঝিবার জন্য উহাদের বিষয়ে আলোচনা একইভাবে করিতে হইবে। এই অধ্যায়ে কিছু পরিমাণ খাঁটি ইসলামী অজ্ঞেয়বাদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বিশেষ করিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য যে, সিফাত বা গুণাবলীকে সত্তাতে সংক্ষেপিত করা যায় কিনা বা নাফসিয়া (نفسية=সত্তাবোধক) বা মানাবিয়া (معنوية=গুণবোধক) যাহাই হউক না কেন, তাহাদের সংযুক্ত করা যায় কিনা। ইবন সীনা আশা'ইরা ও মু'তামিলা-এই উভয়কেই অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাতিল করিয়া দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে খৃষ্টান ত্রিভুবাদের সমালোচনা করেন (কেননা গুণাবলীর প্রশ্নেই কালাম শাস্ত্র খৃষ্ট ধর্মকে

আক্রমণ করিয়া থাকে; তু. আল-বাকিল্লানী, তায়হীদ ও স্বয়ং ইবন রুশদ, তিনি এমন কি Metaphysics-এর ব্যাখ্যায়ও তাহা করিয়াছেন, ৩খ, ১৬২০, ১৬২৩)। প্রবন্ধ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাব আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ৪র্থ অধ্যায় আল্লাহর দেহ ধারণ (Corporeality) বিষয়ক আলোচনায় ইবন রুশদ আশ্চর্য রকমভাবে মু'তামিলীগণকে যে কোনরূপ 'দেহ ধারণ' অস্বীকার করিবার কারণে দোষী করিয়াছেন এবং আশ'আরীগণকে দোষী করিয়াছেন এক রকমের আপোসমূলক সমাধানের চেষ্টা করার কারণে। বাস্তবে অবিনশ্বর সত্তা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাই নাই, আর এইসব মতবাদ তাহাদেরকে কোন ধারণা দেয়ও নাই; তাহারা শুধু একটি সত্তাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাদের সর্গলাত পাঠ করে, যেই সত্তার অবস্থান কোন একখানে রহিয়াছে। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'আরশে অবস্থান করেন। কাজেই কুরআনের বাহ্যিক পাঠ অনুযায়ী এইরূপ শিখাইতে হইবে যে, আল্লাহ হইতেছেন আলোক; তাহা দ্বারা পর-দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন (رؤية) বিষয়ক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তদুপরি আলোক যেইরূপ নিজে দৃশ্যমান নহে কিন্তু যে রঙের উপরে পতিত হয় সেই রঙ বা বস্তুর চক্ষুর নিকট দৃশ্যমান করে, ঠিক তেমনি আল্লাহও সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং আলোর পর্দায় আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু একটি অবিনশ্বর সত্তাকে ধারণা করিতে হইলে আগে আত্মা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিতে হইবে, যাহা সাধারণ মানুষের নাই এবং তাহা অর্জন করাও সহজ নহে। আল্লাহ কোন দিকে আছেন সেই 'দিক' (جهة)-এর মীমাংসা করিয়াছেন ইবন রুশদ স্থান বিষয়ে এরিস্টোটেলের এই সূত্রের চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা : 'আবরণকারী বস্তুর সীমা' (Physics, ৪খ, ২১২ ক, খ)। আল্লাহ যদি কোন কিছু দ্বারা আবৃত না থাকেন তবে তাহার কোন স্থান নাই। কিন্তু তিনি কোন দিকে আছেন, যেহেতু বস্তুর বহিরাবরণ দিককে নির্দেশ করে। অতএব আবরণকারী গোলকের কোন স্থান নাই; কেননা উহার কোন বহিরাবরণ নাই, আছে শুধু বস্তুহীন শূন্যতা। অতএব এই শূন্যের বাহিরের আবরণ দ্বারা চিহ্নিত দিকে অবস্থানকারী যেই সত্তা উহা অবশ্যই অবিনশ্বর হইবে। উহাই যথার্থ প্রমাণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে আল্লাহর কার্যাবলী নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে : সৃষ্টি, নবী প্রেরণ, তাকদীর নির্ধারণ ও আল্লাহর হুকুম, সুবিচার, অবিচার ও ভবিষ্যত জীবন। সৃষ্টি সম্বন্ধে ইবন রুশদ ইতিপূর্বে তাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যতীত আশ'আরীগণের বিরোধিতা করিয়া তিনি বলেন যে, দুনিয়াতে যদিও বা আকস্মিক ঘটনাবলী ঘটে তথাপি সামগ্রিকভাবে দুনিয়া সৃষ্টি কোন আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে না। আল্লাহর স্বাধীনতা খামখেয়ালী নহে। সবশেষে হুদুছ (حدوث) বা সত্তাবান হওয়া কুরআনের ধারণা নহে, উহা বিদ'আত। নবী-রাসূলগণের আগমন সম্বন্ধে ইবন রুশদ কুদরাতের প্রামাণ্য মূল্যের এবং ই'জায়ুল-কুরআনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাকদীরের পূর্ব নির্ধারণের সমস্যাকে তিনি 'অত্যন্ত দুর্ক'হ' বলিয়া মনে করেন। কুরআনের আয়াতে ইহার সমর্থন ও অসমর্থন—এই উভয় রকম ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। হাদীছেও এই বিষয়টি সম্বন্ধে যেন সমর্থন ও অসমর্থন— এই উভয় রূপই লক্ষ্য করা যায়। উভয় অর্থবোধক পাঠই রক্ষা করিতে হইবে : একদিকে মানুষের কার্যাবলী অবশ্যই যেমন কারণ ও কার্যে রূপায়ণের জন্য আল্লাহর সৃষ্টি বহিঃস্থী ও অন্তঃস্থী অবস্থার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু অপরদিকে আবার আমরা নিজেদের কাজের জন্য নিজেরাই দায়ী। কেননা "ইহা ত নিশ্চিত যে,

আল্লাহ আমাদের মধ্যে সকল গুণ দিয়াছেন যেইগুলি দ্বারা আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে-শক্তির মুকাবিলা করিয়া কোন কিছু অর্জন করিতে পারি"—যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতা রহিয়াছে। এইখানে একটি গৌণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন জড়িত। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কারণেরই অস্তিত্ব নাই। আল্লাহর মাধ্যম ব্যতীত কোন কারণ বা উহার প্রভাব কিছুই অস্তিত্ব নাই, আল্লাহ ও অন্যান্য কারণের ক্ষেত্রে 'প্রতিনিধি' শব্দটি যথেষ্টভাবে প্রয়োগ না করাই উচিত। কিন্তু কারণসমূহ কার্যকর হয়, শুধু যে আল্লাহ উপায় হিসাবে উহাদের ব্যবহার করেন তাহাই নহে, তিনি কারণরূপেই উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন সেইজন্যও। তদুপরি বলা যাইতে পারে যে, বস্তু বা অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, অথচ দুর্ঘটনা ঘটে ভিন্ন কারণে। আল্লাহর ন্যায়বিচার সম্বন্ধে ইবন রুশদ আশ'আরিয়াবাদের সঙ্গে একমত : একই সঙ্গে উভয়টিকেই বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ ন্যায়বিচারক এবং তিনিই ভাল ও মন্দ উভয়ের স্রষ্টা, তাহা হইলে আর দ্বৈতবাদ প্রবেশ করিতে পারিবে না। আল্লাহ মন্দকে সৃষ্টি করিয়াছেন ভালের উদ্দেশ্যেই; আশুন উপকারী, কিন্তু উহা দ্বারা যে অনিষ্ট হয় তাহা দুর্ঘটনা। এই জটিল সমস্যাটি সম্বন্ধে ইবন রুশদ সকল যুগেই অবিচার-অনাচারের রাজত্ব কালেমের যত রকমের ভ্রান্ত যুক্তি অনুপ্রবেশ করিতে পারে সেই সবই নিঃসঙ্কোচে উত্থাপন করিয়াছেন। সত্য যে, বিষয়টি সাধারণ মানুষ ও স্বয়ং দার্শনিকগণ সকলকেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে বুঝান আবশ্যিক। তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ সকল ন্যায় ও অন্যায়ের উর্ধ্বে; তিনি ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু সেই ন্যায়পরায়ণ তিনি স্বয়ং বিচারক হইয়া যখন অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন তখন নহে। সবশেষে পরজীবন সত্য, উহা যুক্তির বিরোধী নহে। ইহার স্বরূপ বা প্রকারতা প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার উপরে নির্ভর করে।

প্রস্থানি ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে যাহারা সকল প্রকার সৃষ্ট প্রমাণ-পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া পাক কালামের উপরে মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহাদের বিরুদ্ধে এবং তাহারা যেইসব সমস্যা উত্থাপন করেন সেইসবের বিরুদ্ধে রচিত। ইহার পশ্চাতে যেই অনুভূতি কাজ করিয়াছে তাহা আল-আশ'আরী ও আল-গাযালীর জীবনের প্রাথমিক দিককার অনুভূতি হইতে খুব পৃথক নহে। আল-আশ'আরী ও আল-গাযালী উভয়ে ইসলামের পক্ষে হুমকিস্বরূপ সৃষ্টি স্রষ্টাসমূহ নিরসনের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজেরা ধর্মতত্ত্ববিদ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ভুল করিয়াছিলেন; ইবন রুশদ-এর মতে একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানের মধ্যই সমাধান নিহিত। তিনি ধর্মতত্ত্বকে দোষারোপ করেন; কুরআন শরীফের বাহ্যিক ও শাস্ত্রিক অর্থকে তিনি সামগ্রিকভাবে জ্ঞাননির্ভর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক অপেক্ষা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন। এরূপও ধরিয়া নেওয়া যায় যে, এইভাবে সাধারণ মানুষ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণয় দ্বারা তিনি সম্ভবত বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কুরআন শরীফের যুক্তি ও বর্ণনা অশিক্ষিত সাধারণের নিকটে—যাহারা নিজেরা শিক্ষা লাভে অপারগ—অনাদৃত থাকিবে (পাশ্চাত্যের ইবন রুশদপন্থিগণের নিকট যাহা দ্বৈত-সত্যবাদ, অর্থাৎ যাহা ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য, অথচ দর্শনের ক্ষেত্রে মিথ্যা)। কিন্তু বিষয়টি তাহা নহে; ধর্মীয় সত্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহা সকল মানুষের জন্য সত্য, সেই মানুষ যেই হউক না কেন। ধর্মত্যাগের ন্যায় নিকৃষ্টতম দুর্ভাগ্য মানুষের জন্য আর কিছু হইতে পারে না। এখন দর্শন, বিশেষ করিয়া কোন দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়া যখন দার্শনিক আলোচনা হয়, তখন তাহা বহু লোকের ধর্মবিশ্বাস টলাইয়া দেয়, কাজেই ইহাকে পণ্ডিতগণের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

কিন্তু ধর্মতত্ত্বের অনিশ্চিত বা কূট যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে মূল পাঠ অবলম্বী বলিয়া মনে হইলেও সেইগুলি বরং আরও বেশী বিপজ্জনক, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ইহার উদ্দেশ্য হইল নির্ভরযোগ্য মতবাদকে ব্যাখ্যা দ্বারা পরিবর্তিত করা, যাহাতে ইহা প্রত্যেকের নিকট অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। যেই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিনির্ভর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না, সেইখানে দার্শনিকগণও সাধারণ মানুষের মতই অবস্থায় পড়েন। তাঁহাদেরকেও কুরআনের শাস্তিক অর্থই গ্রহণ করিতে হয় এবং ধর্মতত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হয়।

(৩) তাহাফুতু'ত-তাহাফুত : ফাসুল ও কাশ্ফ-এ আল-গায়ালীকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। তাহাফুতু'ত-তাহাফুত-এ তাঁহার বিরুদ্ধবাদ আরও তীব্রতর হয়। আরও নিশ্চিত হয় এবং এইখানে ইবন রুশদ দর্শনের কঠিনতম সমস্যাগুলির মুকাবিলা করেন। এই গ্রন্থে সহজ ব্যাখ্যাসমূহ ও মধ্যমাকারের ভাষ্যসমূহের ফলকথাই একত্র হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ধর্মীয় প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মৌলিক ধারণাসমূহ; সেই ধারণা সৃষ্টির বিষয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাফুতু'ত-তাহাফুত আল-ফালাসিফার বিরুদ্ধে যেই আক্রমণ তাহার লক্ষ্য একমাত্র আল-গায়ালীই নহেন, আল-গায়ালীকৃত ইবন সীনার বিরোধিতামূলক বহু সমালোচনা ইবন রুশদ গ্রহণ করিয়াছেন; ঠিক আল-গায়ালী কর্তৃক ব্যবহৃত যুক্তির আকারে না হইলেও অন্তত উহাদের উপসংহারের সঠিকতার কারণে। তাহাফুতু'ত-তাহাফুত, অতএব যথার্থ দর্শনের পুনর্গঠন, স্বয়ং এরিস্টোটলের দর্শন, মিথ্যা দার্শনিকগণের বিরোধী দর্শন, নব্য প্রটোবাদী ফালসাফা যাহা এরিস্টোটলের চিন্তাধারাকে বিনষ্ট করিয়াছিল এবং ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতির বিরোধী দর্শন। এই অর্থে বলা যাইতে পারে যে, ইবন রুশদ-এর মৌলিক দার্শনিক মতবাদসমূহ এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

গ্রন্থখানির সঠিক পরিচিতি লিখিয়াছেন S. van den Berg তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাতে। দুই মুসলিম চিন্তাবিদ একটি মৌলিক বিষয়ে ভিন্ন মতবাদী হইয়া পড়েন : উস্তাদ আল-জুওয়ায়নী ধারায় আল-গায়ালী (র) মনে করেন যে, দার্শনিক যুক্তি অঙ্কের পদ্ধতির মত কঠোর রীতিবদ্ধ নহে এবং মাকাসিদ-এ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভুলের একটি উৎস রহিয়াছে যাহা যুক্তিবিদ্যার চিন্তাশক্তিহীন সমর্থকগণকে ভ্রান্তির পথে লইয়া যায়। অপরপক্ষে এরিস্টোটল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মূল্যে বিশ্বাস করেন এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণের জন্য যেইরূপ দেখাইয়াছিলেন তদ্রূপ এখানেও দেখান যে, নব্য প্রটোবাদী দার্শনিকগণেরই কঠোর রীতির অভাব রহিয়াছে। কিন্তু সুষ্ঠু যুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে সেই অভিযোগ করা যায় না।

আল-গায়ালীর গ্রন্থের এবং সেই অর্থে পরবর্তী ইবন রুশদ-এর গ্রন্থেরও একটি বড় অংশে আলোচিত হইয়াছে বিশ্ব সৃষ্টির সমস্যা। ইবন রুশদ সৃষ্টি অনন্ত বলিয়া ইহার সমাধান করিয়াছেন। এমন কোন শূন্যকাল (empty time) থাকিতে পারে না যাহার কোন পর্যায়ে কোন বিশেষ মুহূর্তে পৃথিবী আবির্ভূত হইয়াছিল। এরিস্টোটলের মতে কাল হইল গতি বা সংখ্যায়িত সংখ্যা (Physics, ৪খ, ২১৯খ, ৮)। ইহা গতিকে পরিমাপ করিয়া থাকে শুধু সেই সীমার মধ্যে যেইখানে গতিও কালকে পরিমাপ করিয়া থাকে। কেননা উহার পরস্পর পরস্পরের সংজ্ঞা (Physics, ৪খ, ২২০ খ, ১৪-১৬)। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর গতির কাল গতিকে পৃথিবীর ভিতরেই পরিমাপ করিয়া থাকে, অতএব পৃথিবীর বাহিরে এমন কোন গতি নাই যাহা

পৃথিবীর গতিকে পরিমাপ করিতে পারিবে। বিদ্রমটা, অতএব, সাযুজ্যের (aligning); শূন্য ঋজু রেখ কালে পৃথিবীর আবর্তিত পরিভ্রমণ। যদি সেই কাল অনন্ত হয়, তবে অতিক্রমণীয় নহে যাহাতে যথার্থ কোন পরিভ্রমণ অসম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে কোন আবর্তিত পরিভ্রমণই অপর একটি পরিভ্রমণের উপর নির্ভরশীল নহে। উহাদের প্রতিটি প্রথম শক্তির কার্যের উপরে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভরশীল : “উহাদের ক্রম আকাক্ষিত ঘটনার ফল” (প্যারা ২০)। কারণসমূহের ক্রমের ক্ষেত্রে বর্তমান ক্রিয়াটি এই সকল কারণের ফল হওয়া আবশ্যিক। সেইগুলি যদি সবই অনন্ত-অসীম হয় তবে ইহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান আবর্তিত পরিভ্রমণটি সংঘটনের জন্য অতীতের সকল পরিভ্রমণকে একত্রে যোগ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, “অতীত ও ভবিষ্যতের বৃত্তাকার গতিসমূহ অস্তিত্বহীন” (প্যারা ২৩)। এই উদাহরণটি হইতে দেখা যায় যে, তাহাফুতে পূর্বের রচিত গ্রন্থগুলিতে প্রদত্ত ধারণাসমূহই আরও গভীররূপে দার্শনিকভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আল্লাহর সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছাকে আমাদের নিজেদের ইচ্ছার সম্পর্কিতায় ধারণা করা উচিত নহে। উহা আল্লাহর মহিমার মধ্যে সংস্থিত, এই পৃথিবী হইতে আলাদা; পৃথিবী তাহা হইতে নির্গত হয় নাই, তাঁহার সঙ্গে চলমানতাও রক্ষা করিতেছে না। আল্লাহ প্রতিনিধি নহেন, যেইভাবে অন্তত প্রতিচ্ছায়ারূপে বলা হয় সেই অর্থে নহে—যেমন বলা হয়, “কোন ব্যক্তি একটি ছায়াকে তাহার নিজের ছায়া করে।” “ইচ্ছা” শব্দটি দ্বারা যথার্থভাবেই বিশ্বজগতের উর্ধ্বে অবস্থানরত সত্তার এই কর্মপদ্ধতি বুঝায়। এই কারণেই ইবন রুশদ এইরূপ প্রস্তা যিনি তাঁহার কার্যের ফল দ্বারা অগণিত রক্ষা বস্তু সৃষ্টি করিবেন, সেই ঘটনার মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখেন না। অতএব তিনি নির্গমনবাদিগণের ভিত্তি যেই আদর্শ যে, এক হইতে মাত্র একেরই সৃষ্টি হইতে পারে, উহা বাতিল করিয়া দেন।

তত্ত্ববিষয়ক ক্ষেত্রে (Ontology) ইবন রুশদ আল-গায়ালীরই ন্যায় ইবন সীনার “সত্তার সত্তাতে অবস্থিত” (واجب الوجود بذاته) এই ধারণার সমালোচনা করেন। অতঃপর তিনি আরও সামনে অগ্রসর হন : সত্তা হইতেছে উহা, “যাহা সদৃশভাবে দশটি শ্রেণীর বলিয়া বলা হইয়াছে। এই অর্থেই আমরা বলি যে, পদার্থ স্বতঃবর্তমান এবং আকস্মিকতা সম্বন্ধে বলি যে, উহা বর্তমানের মধ্যে বর্তমান থাকে, যাহার উপস্থিতির জন্য অন্য কোন কিছু প্রয়োজন হয় না। বর্তমানের অর্থ হইতেছে ‘সত্য’ সকল শ্রেণীই একভাবে ইহাতে অংশগ্রহণ করে এবং সেই বর্তমানের অর্থ ‘সত্য’ উহার অবস্থান মানুষের মনে। যথা আখ্যার বাহিরে অবস্থিত বস্তু আখ্যার ভিতরস্থ বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (৩০৩-৪)। চিন্তার সারবস্তু শুধু একটি নামের অর্থের ব্যাখ্যা (شرح) এবং কেহ যখন জানেন যে, ইহা আখ্যার বাহিরে বর্তমান, তখনই তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, উহা সারবস্তু। অতএব, উপাদান ও অস্তিত্বকে আলাদা করা বাস্তবিকই সম্ভব নহে। পার্থক্যটা শুধু চিন্তাতেই করা হয়। এইখানেই ইবন সীনার ভুল। স্বতঃবর্তমান অস্তিত্ব যদি খাঁটি উপাদান হয় তবে তাহা শুধু চিন্তাতেই বর্তমান। চিন্তার বাহিরে হয় ইহা উপাদান, যাহা বর্তমান, আর না হয়ত ইহা কিছুই নহে। ইহার যদি অস্তিত্ব থাকে তবে ইহাকে হওয়াইবার জন্য অস্তিত্ব ‘যোগ করিবার’ কোন অর্থ হয় না। যদি ইহার অস্তিত্ব না থাকে তবে অবর্তমানের সঙ্গে কোন কিছু যোগ করা সম্ভব নহে। অতএব ইবন সীনা যখন সম্ভবকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যাহার কোন একটি কারণ আছে,

তখন আগে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে যে, কি কারণের কথা বলা হইতেছে, যেহেতু একটি কারণের কল্পিত বস্তু যাহা একটি বর্তমানকে খাঁটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করিবে; তাহা ছাড়াও কোন কারণের ধারণা যদি সম্ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করে তবে হয় সম্ভাবনাটি প্রয়োজনীয় (ضروری) হইয়া পড়িবে (কেননা যেই কারণ উহাকে প্রয়োজনীয় করিয়াছে তাহা সংখ্যার অংশ হইয়া যায়) নতুবা পুনরুজ্জি ঘটাবে। যাহার কারণ আছে তাহা সম্ভব অর্থাৎ ইহার একটি কারণ রহিয়াছে (২৭৭) এবং এই ধারা অসীমতা পর্যন্ত অনুসৃত হইতে পারে। সংক্ষেপে ইবন সীনা সম্ভাব্যতার ধারণাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। কেননা উহা দ্বারা তিনি হয় আবশ্যকীয় নতুবা চিন্তার সাধারণ মৌখিক ধারণা করিয়াছেন। ইবন রুশদ সত্য সম্ভাবনা (ممكن حقیقی)-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন, যাহা আবশ্যিক সম্ভাবনা (ممكن ضروری)-তে পৌঁছায়। উহা দ্বারা তিনি সত্য সম্ভাবনা ভিত্তিক একটি আবশ্যিক বাস্তবতাকে বুঝাইয়াছেন। কারণ হইতেছে একটি প্রতিনিধি (agent) যাহা সম্ভাবনাকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে, ইহা ব্যতীত অপর কোন কার্য নাই। আল্লাহ সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তব করেন যাহা আমরা দুনিয়াতে দেখি। দুনিয়া সামগ্রিকতায় (بأمره) অস্তিত্বপ্রাপ্ত, খাঁটি সম্ভাবনা নহে। ইহা সুসংগঠিত সক্ষম, ইহা কারণসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার আবশ্যিকতা। সেই কারণসমূহই ইহার নিয়ম ও আল্লাহর আদেশ (أمر) ; কিন্তু ইহার সকল কিছুই, এমনকি আসমানসমূহও সুসংগঠিত সম্ভাবনা হইতে শুরু হইয়াছে (এমনকি শুধু স্থানের সম্ভাবনা হইলেও) এবং উহার প্রমাণ হইতেছে এই যে, এইখানকার সকল কিছুই গতির অধীন। আল্লাহ তাহা হইলে বাস্তবিকই একটি শক্তি এবং তাহার কার্যাবলী যে কি কি উহা তিনি জ্ঞাত আছেন। সম্ভবভাবেই তাহাকে স্রষ্টা বলা উচিত। কিন্তু ইবন সীনা আল্লাহর যেই ধারণা দিয়াছেন তাহা ভিন্নতর। সত্তার এই যে দুই বিভাগ—বাস্তবতা (actuality) ও সম্ভাবনা (Potentiality)। ইহা ইবন সীনার বিভাগ প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব হইতে অনেক বেশী বাস্তববাদী। ইহা স্বতঃস্ফূর্তস্বরূপ, কেননা ইহা দশটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে পারে এবং সেই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী গতির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে সক্ষম। ইহা মহাকাশকে পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা ইহার গতিপথ বৃত্তাকার এবং শব্দটির আধ্যাত্মিক অর্থ অনুযায়ী ইহা সব রকম মধ্যবর্তী চরিত্রকে দূরীভূত করে। ইবন সীনার প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব— এগুলি অস্পষ্ট ধারণা যাহা একদিকে আল্লাহ ও অপরদিকে দুনিয়াকে নির্ধারণ করে এবং যাহা অযথার্থ প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত আর কোনভাবে এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আল্লাহর কার্যাবলীকে উহার এমন সীমাবদ্ধ করে যে, উহাকে প্রায় কার্যই বলা যায় না : প্রথম প্রজ্ঞার সঙ্গে সারবস্তুর খাঁটি মিলন বা এককের ঐশ্বর্য অগ্রগতি। ইবন রুশদ-এর ধারণা যে, আল্লাহ তিনিই যথার্থ শক্তি, তিনি সকল সত্তাতে কার্যকর। E. Gilson এই দুই মুসলিম চিন্তাবিদে মধ্যে তুলনা করার পর লিখিয়াছেন, ইবন রুশদ-এর মতে আল্লাহর বিশ্বজগতের অংশ। সেই বিশ্বজগতে মহিমাময়তা রক্তজাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার আধ্যাত্মিকে কারণ, অতএব বস্তুবাদী বিজ্ঞান যে উহার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করিবে তাহা স্বাভাবিক।... এইভাবে ধারণা করা—আল্লাহ দুনিয়ার অন্তর্গত এবং আল্লাহর অস্তিত্বের বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতই সর্বোচ্চ বিজ্ঞান, যাহার পরে আর কিছু নাই। ইবন সীনার বিশ্বজগত সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবন সীনার ধারণাতে আল্লাহ অতীন্দ্রিয় ও অনন্ত এবং তাহার অবস্থিতি গতিময় প্রজ্ঞাসমূহের সীমার বাহিরে... উহাদের মধ্যে

যাহা সর্বোচ্চ তাহা হইতেছে তাহার প্রথম এবং একমাত্র নির্গমন (Jean Duns Scot, পৃ. ৭৭)। ইবন রুশদ-এর ধারণায় যিনি আল্লাহ তিনি নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বস্তু নহেন। তিনি বস্তুজগতেই বর্তমান এবং তিনিই বিশ্বজগতের তোরণের মূলকেন্দ্র। কিন্তু তথাপি তিনি অতীন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা তাহার স্বরূপে তাহার নিকটে পৌঁছাইতে পারে না, স্রষ্টা (প্রথম ও প্রধান গতি প্রদানকারী) হিসাবে পারে। এই অর্থে ইবন রুশদ-এর চিন্তাধারা হুবহু গৌড়াপস্ট্রী মুসলিম চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহর এই ধারণা ঠিক এরিস্টোটলের ধারণার স্রষ্টা নহেন, যদিও একান্তভাবে এরিস্টোটলীয় পদ্ধতিতে এই ধারণাতে পৌঁছান সম্ভব। তিনি Voels Voesco নহেন, যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেন এবং সচেতন না হইয়াই পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করেন। ইবন রুশদ মনে করেন যে, নিশ্চল চালনাকারী যদিও নিশ্চল থাকিয়া চালনা করেন তবুও ইহা নিজের আদেশে নিজে পরিচালিত হন—যেমন নাকি বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়া করিয়া থাকেন। আল্লাহর কুরআনেই উক্ত সকল গুণ রহিয়াছে। গুণাবলী অভ্যাবশ্যক এবং উপাদানের প্রকৃষ্টতা প্রকাশ করে। “গুণাবলী দ্বারা উপাদান গঠন করা যায় না, এরূপ ধারণা সঠিক নহে। কেননা উপাদানই নিজেই নিখুঁত ও পূর্ণ করে (استكملت), গুণাবলী দ্বারা তাহা অধিকতর নিখুঁত (أكمل) এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়” (পৃ. ৩২৮)। কিন্তু আল্লাহর এই গুণাবলী তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; আমাদের চিন্তাই তাহাদেরকে বিশেষায়িত করে যাহা দ্বারা আমরা অসীম স্বর্গীয় পূর্ণতার কোন না কোনটিকে ধারণা করিয়া থাকি।

বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহর যেই জ্ঞান সেই বিষয়ে ইবন রুশদ পূর্বেই অন্যান্য গ্রন্থে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন এইখানেও সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সেই মতবাদ বিশ্বজগত সম্বন্ধে আমাদের যেই ধারণা তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে ; উহা বিমূর্ত ধরনের এবং প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট। বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যেই ধারণা, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, উপাদান-গঠিত ও নানাত্ববাদী, তাহার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট না হইয়া কার্যতায় হওয়া হেতু তাহা আমাদের সর্বসম্বন্ধীয় জ্ঞান অপেক্ষা বিশেষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সঙ্গেই অধিক নিকট-সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে আল্লাহর যে ইচ্ছা তাহাও আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ নহে (উপরের আলোচনা প্র.)।

অতঃপর শেষ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা। চূড়ান্ত প্রমাণ দ্বারা শুধু প্রজ্ঞা বিষয়ে, আধ্যাত্মিকতা ও অমরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কেননা আত্মার বৃত্তিসমূহের মধ্যে শুধু ইহাই অবিভাজ্য এবং দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহায়তা ব্যতিরেকেই কার্যকরী থাকে। ইহা হইতেই অবরোহী প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে যে, ইবন রুশদ ব্যক্তির অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু সেই মতবাদ তিনি তাহার এরিস্টোটল-এর ভাষ্যের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার মতে যেই বৃত্তিগুলি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ব্যবহার বা পরিচালনা করে সেই বৃত্তি যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলও হইয়া পড়িবে এইরূপ প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। ইহা কোন সূদৃঢ় প্রমাণ না হইলেও অন্তত আলোচনার দ্বারোদঘাটক। আত্মার জ্ঞান যেহেতু দুর্জয়, তাই সেই বিষয়ে পাক কালামের উপরে নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। পরকালে মানব দেহের পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহা প্রমাণযোগ্য নহে। কিন্তু অনুমান ভিত্তিক গুণাবলী নৈতিক গুণাবলী ব্যতিরেকে হইতে পারে না। আত্মা অমর কিন্তু উহা শুধু কামনা দ্বারাই স্থায়ী হইতে পারে না। সেইজন্য প্রয়োজন এই

নৈতিক গুণাবলীর, যেইগুলি দেহের উপস্থিতিরই অর্থবোধক। তবে পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা পার্থিব দেহেরই পুনর্গঠন নহে; কুরআনের ভাষা অনুযায়ী উহা হইবে আরেক দ্বিতীয় সৃষ্টি।

(৪) **Metaphysics**-এর তাফসীর : ইবন রুশদ-এর জীবনের শেষ রচনাবলী হইতেছে তাঁহার বিশালাকার তাফসীর। কাজেই দার্শনিক তাঁহার জীবনের শেষভাগে এরিস্টোটলের) **Metaphysics** হইতে যেই সমস্ত প্রধান মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা এখন সেইগুলি পরীক্ষা করিব। এরিস্টোটলের চিন্তা ও দর্শন-পদ্ধতি অত্যন্ত ভালভাবে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার পর ইবন রুশদ সেই মতবাদকে সহজ ও পরিষ্কৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করিয়াছেন। সজাব্য একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব মতের সঙ্গে যেইটির বেশী মিল রহিয়াছে তিনি সেইটিই বাছাই করিয়া লইয়াছেন। এই তাফসীর বা ভাষ্য তাঁহার এক প্রধান সৃষ্টি। মূল গ্রন্থের 'আরবী অনুবাদগুলি উন্নত ধরনের ছিল না, ইবন রুশদ অনেক সময়ে সেইগুলির দুই-তিনটির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সুপ্রাচীন লেখকগণের সম্বন্ধেও তিনি পড়াশুনা করেন, যেমন-আফরোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার (Alexander of Aphrodisias), থেমিসটিয়াস (Themistius), দামিশকের নিকোলাস (Nicholas of Damascus) জোহান্নেস ফিলিপোনাস (Johannes Philoponus)। তাঁহাদের রচনাবলী সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন এবং কখনও কখনও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন স্বীকৃত ও গৃহীত সংস্করণের সংস্কার সাধন করিয়াছেন, এমনকি কোন পাঠের অবোধ্যতা হেতু যদি এমন মনে হইয়াছে যে, উহা এরিস্টোটলের মূল চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে সেই ক্ষেত্রে ইবন রুশদ মূলের সঙ্গে উহার সঙ্গতি সাধনও করিয়াছেন।

Metaphysics-এর লক্ষ্য : এই বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা কয়েকটি শব্দের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। "এই গ্রন্থে তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করা।" এই বিজ্ঞানে সেইগুলির অনুমান ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছে। যে কোন আর্টের ক্ষেত্রে সেই আর্টের উদ্দেশ্য (موضوع)-এর যেই স্থান, এখানেও এই অর্থসমূহের সেই স্থান। কোন একটি বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার জন্য যেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে এইগুলি সেই শব্দ (Comment, Detta, Introd.)। অতএব এই শব্দগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের অংশ; সেইগুলির সাদৃশ্যমূলক অর্থ রহিয়াছে যাহা একমাত্র এইভাবেই আবিষ্কার করা সম্ভব, "এতদূর যে, পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর যেই পরীক্ষা করিয়া থাকেন এইখানেও সেই একই ক্রম অনুসারে শব্দগুলির পরীক্ষা করা হইয়াছে।" অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শব্দের একটি মাত্র অর্থ থাকাহেতু সেইগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর বা সাধারণ তাৎক্ষণিক চিহ্ন। তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রেও ইহাই সত্য যে, শব্দ চিহ্নই, কিন্তু এইখানে শব্দের সম্পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না। সেইগুলির স্থলে ব্যবহৃত হইবার মত আর কিছু নাইও। পরম সত্তার যেই সন্ধান, নব্য প্লেটোবাদীদের যেই স্বপ্ন তাহা ইবন রুশদ-এর জন্য শুধু লক্ষ্যমাত্র। তাহা সব সময়েই বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহের বহু গুণতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেইগুলি ব্যতীত উহা হইত অনির্ধারিত এবং কোনরকম স্থায়ী মূল্যহীন। অতএব তত্ত্ববিদ্যা অবশ্যই সত্তার মৌলিক বহুমুখিতার সঙ্গে সম্পর্কিত হইবে যে, বহুমুখিতাকে দশটি শ্রেণীতে পেশ করা হইয়া থাকে বলিয়াই সত্তার তত্ত্বগত সমস্যা রহিয়াছে।

এই কারণেই বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান, গণিত ও পদার্থবিদ্যার ন্যায় তত্ত্ববিদ্যারও একই যৌক্তিক পদ্ধতি থাকিতে পারে না। সত্তা এক, অনন্ত, কারণ ইত্যাদি দ্বারা সাদৃশ্যমূলক প্রজ্ঞা বুঝায়। কাজেই এক অর্থে যদিও ইহা প্রথম বিজ্ঞান যাহা আর সকল বিজ্ঞানকে অনুধাবন করে এবং সেইগুলির নিরীক্ষা গ্রহণ করে, তথাপি ইহাকে সেইগুলির উৎসরূপে বিবেচনা করা যাইবে না যে, সেইগুলি সবই ইহা হইতে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ বা অবরোধিত করা যাইবে। তত্ত্ববিদ্যা নিজেই পদার্থবিদ্যাকে অনুসরণ করে। কেননা তত্ত্ববিদ্যা পদার্থবিদ্যা হইতেই বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল গ্রহণ করে। বাস্তবিক তত্ত্ববিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল, হইবার জন্য হওয়া (الموجود) (بما هو موجود); আর কোন বিজ্ঞানই ইহার উপরে অনুমান নির্ভর করে না। গণিত কোন বস্তুকে সংখ্যা দ্বারা গ্রহণ করে, সেই বস্তু বা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে না। পদার্থবিদ্যা কোন বস্তুকে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী গতি দ্বারা বিবেচনা করে। বস্তুর লাওয়াজিক (لواحق) তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা বিষয় অর্থাৎ বস্তু হইবার কারণে যাহা কিছু উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহা, আর ইবন রুশদ যাহার সংঙ্গে যোগ করিয়াছেন কারণ (أسباب)। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা কারণসমূহের সামগ্রিকতার বিজ্ঞান হইতে পারে না; কারণ বস্তু সবই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নহে এবং এই একই যুক্তি কার্যকারণের ক্ষেত্রেও সত্য। সেইহেতু তিনি তাঁহার চিন্তা-ভাবনাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "চূড়ান্তভাবে গৃহীত মূল সূত্র প্রয়োজনের চূড়ান্ত অর্থে বিবেচিত বস্তুসত্তার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে, যদিও বা আকস্মিকভাবে এমনও ঘটয়া থাকে যে, কোন কোন বস্তুসত্তা অনুধাবনযোগ্য নহে এবং চূড়ান্ত বা পরমও নহে। সেই সকল বস্তুসত্তা চরম অর্থে গৃহীত, যে কোন অর্থে নহে, যেমন গতিবান বা সঞ্চালক কি গাণিতিক, এই মূল সূত্রগুলি তাহাদের জন্য (১ খ., ৩০০)। অতএব তত্ত্ববিদ্যা বস্তুবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এইগুলির সত্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে অর্থাৎ অস্তিত্বের অনুসন্ধান করে। এই ধারণার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় E (২খ., ৭১৩)-এর ভাষ্যে। তত্ত্ববিদ্যা যদি মহত্তম (أشرف) বস্তুর বিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা কি তবে সার্বজনীন এবং ইহা কি বহু শ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য হয়? ইহা কোন একটিমাত্র শ্রেণীর বিজ্ঞান নহে, বহু শ্রেণীর প্রতিই ইহার প্রয়োগ এবং বহু সত্তার বহুত্বের অধিকতর শক্তিশালী কারণ (afortiori)। অতএব সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বিশেষ বিজ্ঞানের মত সাধারণ বিজ্ঞান নহে। সার্বজনীনতায় ইহা প্রকৃতিতে সর্বাধিক মূর্ত এমন সকল কিছুতেই প্রযোজ্য হয়। সার্বজনীন বিজ্ঞান বিমূর্ত নহে এবং এইখানেই সার্বজনীনতা ও সাধারণের মধ্যে পার্থক্য। এইভাবে দেখা যায় যে, যথার্থ তত্ত্ববিদ্যা স্বয়ং আল্লাহর যেই জ্ঞান তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দার্শনিক বৃথাই উহা অর্জনের চেষ্টা করেন। কারণ তিনি সাধারণ প্রকৃতির ধারণা হইতে ও বস্তুগত উপলব্ধি হইতে কখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না। কেননা সাদৃশ্য অনুমান জ্ঞানের সম্পূর্ণ পদ্ধতি নহে। কিন্তু বস্তুসত্তাসমূহের মধ্যে বস্তু হইতে প্রকৃতি যদি বিচ্ছিন্নভাবে (الطباع المفارقة) অবস্থান করিতে পারে, তবে তত্ত্ববিদ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইবে। এই প্রকৃতিসমূহ প্লেটোনীয় ধারণাসমূহের ন্যায় বিমূর্ত কোন ধারণার সারবস্তু নহে, এইগুলি পদার্থ ও আকার দ্বারা গঠিত নহে এইরূপ বাস্তবতা। ধর্মতত্ত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে থাকা উচিত একটি বস্তুসত্তা যাহা এই রকম বিচ্ছিন্ন, স্থির ও অনন্ত। ইহা মহাশূন্যস্থ জ্যোতিষ্কসমূহের বিজ্ঞানের উর্ধ্বে, অনন্ত কিন্তু গতিময়; সেইগুলির কারণ সম্বন্ধে ইহা এইরূপ ধারণা

করে; ঠিক যেমন প্রকৃতির বস্তুসমূহ সেইগুলি, যেইগুলি আপন সংজ্ঞার মধ্যে প্রকৃতি (كون)-কে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। কাজেই স্বর্গীয় বস্তু হইতেছে সেইগুলি, যেইগুলির সংজ্ঞার মধ্যে আল্লাহ ও স্বর্গীয় কারণসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (২খ, ৭১২)। সেইজন্যই গ্রীক Theologikhe শব্দটি আল-ইলাহিয়াতুল-কাওল (الالهيات القول)-রূপে অনূদিত ও বোধ্য হইয়াছে। “বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহ যেহেতু অ-বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের আগে অস্তিত্বশীল হয় তাই যেই বিজ্ঞান অস্তিত্বের দিক হইতে প্রথম ও প্রাচীনতম তাহা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের বিজ্ঞান হইবে” (২খ, ৭১১)। কিন্তু অস্তিত্বের দিক হইতে যাহা প্রথম তাহা জ্ঞানের দিক হইতে প্রথম নহে; কেননা শিক্ষার ক্রম শেষ প্রান্ত হইতে শুরু হয়। এই কারণেই এই বিজ্ঞানকে Metaphysico প্রকৃতির পরে (মা বা'দাত'-তাবী'আ, ১খ, ৭১৪) বলা হইয়া থাকে।

কোন সত্তাই যেহেতু স্ব-ত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত সত্তা হয় না, তাই আল্লাহকে সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয় না—পরম সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিলেও না। কোন রকম বিভাগ বা আকারের মাধ্যমে সত্তাকে সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিলেও আল্লাহর ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। অতএব দশটি মৌলিক ধারণার মধ্যে মূর্ত সত্তাসমূহ ও ঐগুলির কারণসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অতঃপর তত্ত্ববিদ্যা আল্লাহর সন্ধান আরম্ভ করিবে। সেই সন্ধান-পর্যায় বস্তু ও আকারের, তারপর সজাবনা ও বাস্তব ঘটনার মধ্যকার পার্থক্য আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে একটি কার্যকারণে পৌছান যায়; বস্তু বা সজাবনা কোনটিই উহার অন্তর্ভুক্ত নহে এবং তাহা অনাদি ও গতি সঞ্চালক অনড় সত্তা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদার্থবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে মধ্যবর্তী একটি তত্ত্ববিষয়ক গবেষণার অস্তিত্ব আছে এবং তাহা সকল সত্তার মধ্যে সত্তারূপে বিবেচিত হইবার জন্য মূর্ত সার্বজনীনতার পর্যায়ে আছে। ইহা সেই ধর্মতত্ত্বকে সৃষ্টি করে যাহার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অর্থে আত্মিক নহে এবং প্রোটোনীয় অর্থে আদর্শবাদীও নহে এবং সত্যিকারের অর্থে Metaphysical বা অভিজ্ঞাতীত।

অতএব আশ্চর্যের কিছু নাই যে, ইবন রুশদ দুনিয়ার সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে আকস্মিকতার উপরেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিবেন। এরিস্টোটেলের মত তিনিও উপলব্ধি করেন যে, সমাগ্রিকভাবে দুনিয়া প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহা নিজের মধ্যে কিছু বাস্তবতাকে ধারণ করে, যাহাদের অস্তিত্ব কেবল অতি ঘন ঘন সংঘটিত হইয়া থাকে (الكثريّة)। ইহাতে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে সংঘটিত বাস্তবতার অস্তিত্ব (اقلية)-এর পূর্ব ধারণা রহিয়াছে। দৈব ঘটনের আকস্মিক সংঘটন ব্যতীত বীজা বা পুনঃপুনঃ সংঘটিত ঘটনার একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক গতিশীল হইতে পারিত না এবং সেই ক্ষেত্রে সকল ঘটনা বা হেতুই শুধু প্রয়োজনে ঘটিত। অতএব এই দুনিয়াতে অবশ্যই আকস্মিক হেতু বর্তমান থাকিবে। কিন্তু প্রতিটি কারণ বা হেতুই যদি উহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে এবং হেতুটিও অপর একটি হেতু হইতে সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে একটি অনন্ত এবং সার্বক্ষণিকভাবে ক্রিয়াশীল আন্নিয়া (أنية) থাকিতে হইবে, যাহা প্রতিটি বস্তুসত্তার সৃষ্টি ও অপসূয়মানতা পরম সত্তার ন্যায় নির্ধারণ করিবে।

ইবন রুশদ কোন সম্পূর্ণ সমাধানমূলক ধারণা মানেন না। সন্দেহ নাই যে, ঘটনার সঙ্গে কারণের সম্পর্ক সব সময়েই রহিয়াছে; কিন্তু কারণ কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে উপস্থাপিত হইতে পারে যখন সেই প্রক্রিয়া ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে না, বরং আগন্তুকস্বরূপ থাকে। “আকস্মিক ঘটনার পরিণতি

ফলের যেই কারণ, উহা আদৌ কোন স্বাভাবিক গতির কারণ নহে” (২খ, ৭৩৫-৬)। ফল হয় এই যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে সৃষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে এই কারণের ঘটন হয় কারণবিহীন। স্বাভাবিক কারণসমূহ একটি স্বভাবতই পরিণতির দিকে পরিচালিত না হওয়া হেতু কোন কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া এইরূপ পরিণাম সৃষ্টি করে। যেমন আগুনে জ্বলে বা তাপ সৃষ্টি করে, ইহা স্বাভাবিক কার্যফল। কিন্তু আগুনে কোন মানুষ দগ্ধ হইলে সেই ক্ষেত্রে উহার কারণ-ফল জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে এবং উহাকে বিঘ্নিত করে, যদিও আগুনের স্বাভাবিক পরিণতি-ফল জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করা নহে।

ইহার বিপরীত হইতেছে প্রাথমিক বস্তুসমূহের পরীক্ষা এবং তাহা তত্ত্ববিষয়ক প্রয়োজনে। Book A-এর ভাষ্যের দীর্ঘ ভূমিকাতে ইবন রুশদ এই কার্যের সম্পূর্ণ বুদ্ধিনির্ভর পরিকল্পনার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সেই বইখানিই বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণ বই, পরবর্তী দুইখানিতে শুধু ধারণা ও সংখ্যার দর্শনের সমালোচনা রহিয়াছে।

ইবন রুশদ সমানুপাতিক রাশি বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও (৩খ, ১৫৫২) আরোহণ সাদৃশ্যের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি দেখান যে, কোন বস্তুর যে সম্মুখবর্তিতা তাহা, দুইটি সংখ্যার মধ্যে কোন একটির যে অগ্রবর্তিতা, সেইরূপ নহে, বরং “উহা দুইটি সম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে একটির তুলনায় অপরটির যে অগ্রবর্তিতা, তাহা।” সারবস্তু সার্বজনীন নহে (ইহা প্লেটোর মতের বিরোধী)। ইহা অনুভূতির বস্তু, অনন্ত (سرمدي) মহাশূন্য বা বিকৃতিযোগ্য (فاسد) বস্তু এবং অনড় ও বিচ্ছিন্ন বস্তু। অনুভূতিগত অনন্ত বস্তুসমূহ পদার্থবিদ্যার বা প্রকৃতিবিদ্যার অন্তর্গত (ইবন সীনা এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন) “তত্ত্ববিদ্যা বিজ্ঞানী বস্তুরূপে বস্তুর মূল সূত্র আকিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, বিচ্ছিন্ন বস্তুই প্রাকৃতিক পদার্থের মৌলিক নীতি; কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য Physics, book i-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজন একদিকে জননশীল, বিকৃতিযোগ্য বস্তুসত্তা (অর্থাৎ পদার্থ ও আকার দ্বারা গঠিত) অথবা অনন্ত দ্রব্য; এবং অন্যদিকে book iii-এর শেষে যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অনন্ত বস্তুকে গতি সঞ্চালনকারী স্বয়ং বস্তু হইতে মুক্ত (৩খ, ১৪২৪), তাহার উপরে নির্ভর করা। অগতিশীল স্থির বস্তু, তাই তত্ত্ববিদ্যার অংশ কিন্তু ইহার সঞ্চালক ধারণা লাভের জন্য গতিশীল বস্তুসমূহের পরিবর্তন পরীক্ষা করা দরকার। সকল জননকার্য উদ্ভূত হয় সজাবনাশীল পদার্থ হইতে। কিন্তু জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পদার্থ শুধু অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যথার্থভায়ে স্থিত। কাজেই মহাশূন্যস্থ বস্তুসমূহ বিভাজ্য বা বিকৃতিশীল কোনটিই নহে। ইহা ইবন সীনার মতের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন যে, সকল বস্তু বা পদার্থই সৃষ্টিসজাবনাশীল।

সকল জননকার্যের তিনটি কারণ রহিয়াছে; বিষয় (موضوع), সজাবনাশীল বস্তু বা পদার্থ এবং দুইটি বৈপরীত্য (ضدان) যাহাতে নাকি উহা সজাবনাশীল; সংজ্ঞা যাহার সঙ্গে যুক্ত, তাহা হইতেছে আকার (صورة); অপরটি আকারহীনতা (عدم الصورة) বস্তু বা পদার্থের মূলনীতি এই রকম। আকার বা বস্তু কোনটি জনন করা যায় না, যাহা জনন করা যায় তাহা হইল গতি সঞ্চালন সৃষ্টিকারী (محرك) কার্যের ফলে সৃষ্ট একটা একক বা মিলন; সঞ্চালন সৃষ্টিকারী যাহাকে গতিশীল করে তাহাই পদার্থ বা বস্তু এবং যাহার দিকে উহা গতিশীল হয় তাহাই আকার। কাজেই যেই একমাত্র বস্তুটির কারণ সৃষ্টি করা হয়, উহাকেই বলা হয় গঠিত বস্তু (مركب)।

Alexander ও Themistius-কে সমালোচনা করিতে গিয়া ইবন রুশদ 'প্রতিশব্দগত' বা একার্থক কারণসত্তা (المواطىء) এই প্রশ্নটির উপর জোর দিয়াছেন মানুষ মানুষ হইতে জন্মায়। কিন্তু পশু যে পচন (عفونة)-এর ফলে জন্মায় উহা কিভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে? উহার ব্যাখ্যা হইবে এইরূপঃ কিছু পদার্থ রহিয়াছে স্বাভাবিক, যেইগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রজনিত হয় (এককের সৃষ্টি দ্বারা উহাই বুঝানো হইয়াছে), এবং কিছু রহিয়াছে ঘটনাক্রমিক জনন বা উৎপাদন, যেইগুলি প্রকৃতিতে কৌশল, আকস্মিকতা (بالاتفاق) বা স্বতস্কৃততা (من تلقاء نفسه) দ্বারা উৎপাদিত হয়। কিন্তু সকল প্রাকৃতিক পদার্থ বা বস্তু পুরুষ পরম্পরায় প্রাকৃতিকই থাকে। অন্যন্য প্রাণী যেইগুলি পচনের ফলে জন্মায় সেগুলি কোন সমার্থক প্রতিনিধি দ্বারা প্রকৃতিরই উৎপাদন, আকস্মিকতার সৃষ্টি নহে। কেননা "আকস্মিকতা দ্বারা যাহা উৎপাদিত হয় তাহা নিয়ম (نظام)-বিহীন সৃষ্টি, তাহা প্রকৃতির অনুসৃত লক্ষ্য নহে।" দক্ষতাপূর্ণ প্রাকৃতিক কারণসমূহের সব সময়েই স্বাভাবিক পরিণতি রহিয়াছে। জীবের মধ্যে বীর্যের যে ক্ষমতা, ক্ষয়েরও ঠিক অনুরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহা কোন সৃষ্টির ধারায় (متناسل) স্বীয় সৃষ্টি উৎপাদন করে; বীর্যের মতই উহারও নিজ হইতে সৃষ্টি প্রতিটি প্রাণী উৎপাদনের ক্ষমতা রহিয়াছে।

সকল বস্তুজাগতিক সত্তারই বস্তু বা পদার্থ রহিয়াছে। এই অর্থে "ইহার প্রকৃতি কতকটা সার্বজনীন"। কিন্তু বাস্তবিক যদি উহাই হইত তবে উহার একটি আকার থাকিত এবং আকারের কারণে উহাদের একত্ব থাকিত। তাহা হইলে সংখ্যায় এক হইয়া ইহা বলত্ব কি করিয়া বর্তমান থাকিবে? তাহা সম্ভব একমাত্র এই কারণে যে, ইহা সৃষ্টি-সম্ভাবনামূলক। বস্তু সম্বন্ধে বলা হয় যে, যে ব্যক্তিগত পার্থক্য (الفصول الشخصية) বস্তুকে সংখ্যাগত বহুগুণতা দান করে সেইগুলি অপসারণ করিলেই উহা একত্ব লাভ করে এবং এইভাবে উহা বহু বস্তুর ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ইহাকে সাধারণ বলা হয় না; কারণ ইহার একটি সাধারণ আকার রহিয়াছে, যেই রূপ আকারের ক্ষেত্রে হয় (দ্র. ৩খ, ১৪৭৩)। আকারের ঐক্য হইতেছে এই সত্য যে, কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মূর্ত বস্তুসত্তা একই প্রজাতি বা একই শ্রেণী গঠন করে। "যেই দলকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্বারা এক ও অভিন্ন (اشترাক) আকারের বলিয়া চিহ্নিত করা যায়, আত্মার বাহিরে তাহারই সম্ভাবনামূলক অস্তিত্ব রহিয়াছে। পদার্থের মধ্যে বুদ্ধি যাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে তাহা একটি অস্তিত্বহীনতা; কেননা উহা একমাত্র না-সূচকতা দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়, যাহা উহা হইতে ব্যক্তির আকার প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পদার্থ বা বস্তুর যেহেতু আত্মার বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই, অন্তত যতদূর পর্যন্ত উহাকে উৎপাদিত রূপের ও বিকৃতিকারকের সামগ্রিকতায় ধারণা করা যায়, যাহা দ্বারা উহা শূন্যতা হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু বা পদার্থ হয় এবং উহার অস্তিত্ব আত্মার বাহিরে হয়, তাহাকে সংক্ষেপিত করিয়া বলা যায় যে, তাহা উপলব্ধিগত ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিতল; তাহাকে হয়ত দেখা যায় কিন্তু বুঝা যায় না" (পৃ. ১৪৭৩-৪)। সংক্ষেপে, যেই কারণে যায়দ-এর অস্তিত্ব আছে তাহা এই নহে যে, লোকটির পরিচিত আকারের সাধারণ বস্তু আছে, এই আকার ও এই বস্তু চিন্তাতেই বর্তমান এবং তাহাদের উভয়ের সার্বজনীন স্পষ্ট (positive) [আকার] এবং সার্বজনীন অস্পষ্ট (Negative) [বস্তু] এই দুইয়ের মুকাবিলা দ্বারা এবং ইহা শুধু আত্মাতে বর্তমান থাকাহেতু। আত্মার বাহিরে এই যায়দ নামক মূর্ত ও ব্যক্তিগত বাস্তব সত্তার উদ্ভব হইতে পারে না। সঠিকভাবে বলিতে গেলে কোন ব্যক্তির যেই সৃষ্টি তাহা বস্তু বা

আকারের মাধ্যমে হয় না। M. Cruz Hernandez পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছেন, "la materia y la forma no Poseen per se actividad motora, ni autoprincipio de transformacion alguna।" যাহা অস্তিত্ববান হয় তাহা বিশেষ কোন বিষয়ে একটি ব্যক্তির আকার এবং যাহা কোন বিশেষকে সৃষ্টি করে তাহা নিজেও একটি বিশেষ। এইখানে ইবন রুশদ Themistius- এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করিতেন, জননের ক্ষেত্রে আকারটি সৃষ্টি হয় (তাঁহার মতে পচনের ফলে যে জীবজন্তুর বংশ বিস্তার হয় উহা ইহার একটি প্রমাণ। কারণ তিনি প্রশ্ন করেন, এই জীবজন্তুগুলির আকার কোথা হইতে আসিল?) মৌলিক আকার তাই ভিন্ন হইবে এবং বাহির হইতেই হইবে; সেইখানে একটি আকারদাতা (dator formarum) থাকিবেন, যিনি হইলেন নিমিত্ত বুদ্ধি (agent intellect, العقل الفعال)। ইবন সীনার মতবাদও ইহাই ছিল। তাঁহার মতবাদের ভিত্তি ছিল নিম্নের যুক্তিটি, "পদার্থে চারিটি গুণ, যথা তাপ, শৈত্য, শুষ্কতা ও অর্দ্রতা ভিন্ন অন্য কোন কার্যকর শক্তি থাকে না। এই গুণগুলি উহাদেরই অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করে; কিন্তু মৌলিক আকারসমূহ পরস্পরের উপরে ক্রিয়াশীল হয় না।" ইবন রুশদ-এর মতবাদ হইল, "কারণ-সত্তা শুধু বস্তু ও আকারের মিশ্রণফল উৎপাদন করে এবং তাহা করে বস্তুকে সম্ভারণশীল করিয়া ও পরিবর্তিত করিয়া, যাহাতে উহার মধ্যে যাহা আছে, যাহা আকারের সম্ভাবনাময়, তাহা বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে।"

কারণ-সত্তা বিষয়ে ইবন রুশদ ধর্মতত্ত্ববিদগণের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা একটিমাত্র কারণ স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় কোন কারণ অস্বীকার করেন। ইহার কারণ তাহারা মনে করেন, সকল কার্যই কারণবিহীন সৃষ্টি এবং তাহারা যখন সম্ভারণদাতাকে কোন সম্ভারণশীল বা গতিশীল বস্তুর উপরে ক্রিয়াশীল হইতে দেখেন তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, উহাদের মধ্যে গতি সৃষ্টি করে কোন্টি? কিন্তু প্রশ্ন উহা নহে; সত্যিকারের কারণসত্তা উহাই যাহা কোন বিষয়কে সম্ভাবনা হইতে বাস্তবতায় পরিণত করে এবং একমাত্র এই অর্থেই বলা হইয়া থাকে যে, ইহা বস্তু ও আকারকে যুক্ত করে। বস্তুর প্রাথমিক স্তরে আকার বর্তমান এবং প্রথম গতিমানের মধ্যে কার্যকরভাবে বর্তমান—যেই অর্থে বলা হয়, ইহা শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য, শিল্পীর মনের ভিতরে থাকে, অনেকটা সেই রকম।

গতিময় সম্ভারণকারীরা বাস্তবিকই কারণ-সত্তা, তাহাদের নিজেদের স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে। এইজন্যই কে গতিশীল করে শুধু তাহাই নহে, কে সম্ভায় সাধন করে উহাও বাহির করা আবশ্যিক। যথার্থ ও সার্বজনীন একটি গতিরই অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাহা পৃথিবীর গতি ও সেই গতিই পৃথিবীর অন্য সকল গতিকে সদা গতিশীল ও চিরন্তন করিয়া রাখে (الاتصال والازلية)। এই পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্বতঃইচ্ছা দ্বারা গতিময় হয়। সেই ইচ্ছা উহাদের মধ্যে অনুপ্রাণিত করেন প্রথম স্থির গতিবান, "কারণ নিজেদের বিষয়ে উপলব্ধি রহিয়াছে যে, তাহাদের পূর্ণতা ও সারবস্তু সব গতির মধ্যেই নিহিত... এবং আরও যে, তাহাদের গতির ফলেই ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্ভাবনার অবস্থা হইতে বাস্তবতায় পরিণত হয় অর্থাৎ বস্তু আকার লাভ করে" (৩খ, ১৫৯৫)। প্রকৃতপক্ষে উপরের দৃষ্টান্ত মত আকার প্রথম গতি সম্ভারণকারীর ক্ষেত্রে গতিময় এবং বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হইলেও বলিতেই হয় যে, সত্তাসমূহের যথার্থ উপলব্ধির জন্য বিপরীতটিই সত্য। "অনেকের ধারণা (يشبه) যে, তাহাদের দুইটি

অস্তিত্ব রহিয়াছে, একটি গতিতে, যাহা বাস্তব মূর্তে অস্তিত্ব এবং অপরটি সম্ভাবনাতে যাহা ভিন্ন আর এক আকারে তাহাদেরই অস্তিত্ব” (এ)। প্লেটোনীয় মতবাদের অনুসারিগণের এই ছিল মত, কিন্তু তাহারা যথার্থতায় পৌছাইতে পারেন নাই; কারণ উহাদের মধ্যকার পৃথক আকার গতি সঙ্গরকারী নহে; প্রথম গতি সঙ্গরকারীতে উহাদের অবস্থিতি, যাহা সকল বস্তুসত্তাকে উহাদের মধ্য দিয়া নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। মহাশূন্যের গতিময়তার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাদের নিজেদের পূর্ণতা এবং সেইজন্য উহার যে ক্রমাগত অনুসন্ধান তাহার ফলেই (تابع)। দ্বিতীয়ত, উহা বস্তুসত্তাকে সম্ভাবনা হইতে কার্যে পরিণত করার নিশ্চয়তা দান করে। “যেমন কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোন ধরনের একটি ব্যায়াম করে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে স্বাস্থ্য রক্ষা, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ ধরনের ব্যায়ামটির চর্চা করা” (১৫৯৬)।

প্রজ্ঞা বিষয়ে ইবন রুশদ Alexander-এর বিরুদ্ধে মতবাদ গ্রহণ করেন। Alexander-এর ধারণা ছিল যে, বস্তুগত প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং উহা বিনাশশীল, যাহার ফলে প্রজ্ঞাময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাধানহীন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইবন রুশদ Theophratus, Themistius ও অধিকাংশ এরিস্টোটলপন্থী দার্শনিকের বলিয়া বর্ণিত একটি মতবাদের বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, বস্তুগত প্রজ্ঞার অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং ভিন্ন প্রজ্ঞাময় কারণ-সত্তার বস্তুগত প্রকার যেই আকারের সেই আকারে থাকে। কিন্তু তিনি বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন এবং তাঁহার De Anima-তে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতিই নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুগত প্রজ্ঞা স্বতঃই সৃজনশীল ও বিনাশশীল (Bouyges, 1489)। ল্যাটিন অনুবাদসমূহে নঞার্থক non est generabilis et corruptibilis যোগ করা হইয়াছে। স্বভাবজ প্রজ্ঞা (بالله) habitu) যাহা আমাদের নিকট বোধগম্য বিষয়ের জ্ঞান প্রসারিত করে, উহার সৃজনশীল ও বিনাশশীল দিক রহিয়াছে; বিনাশশীল দিক উহার কার্য, কিন্তু নিজের মধ্যে উহা বিনাশশীল নহে। উহা আমাদের নিকটে আসে শূন্য হইতে (من خارج) এবং আর প্রজনিত হয় না; সেই কারণেই সম্ভাবনাময় প্রজ্ঞা ইহার জন্য স্থানস্বরূপ (مكان), জাগতিক বস্তুস্বরূপ নহে। এই প্রজ্ঞা বস্তুগত প্রজ্ঞার সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ, ইহার কার্য ছিল এবং সেই কার্য সৃজনশীল বা জননশীল ছিল না, ইহার কার্যই ইহার সারবস্তু এবং ইহার মধ্যকার কোন কিছুই কারণেই ইহাকে বস্তুগত প্রজ্ঞার সঙ্গে একীভূত করা যায় না। কিন্তু ইহা যেহেতু উহার সঙ্গে একীভূত হয়, সেই ঐক্যহেতু ইহা উহার দ্রব্য নহে। ইহার যেই কার্য উৎপাদিত হয় তাহা ইহার উপকারের জন্য নহে, বরং অপরের উপকারের জন্য। কাজেই অনন্ত সত্তার পক্ষে কোন জননশীল ও বিনাশশীল সত্তাকে রোধের ক্ষমতা দান করা সম্ভব। মানুষ যখন পূর্ণতা অর্জন করে এই প্রজ্ঞা তখন সকল সম্ভাবনা ত্যাগ করে এবং তখন প্রয়োজনেই ইহার কার্য— যাহা ইহার মধ্যে অবস্থিত নহে— শূন্যতায় লুপ্ত হয়। কাজেই হয় আমরা এই প্রজ্ঞা দ্বারা আদৌ আর কিছু বুঝি না অথবা আমরা প্রজ্ঞা দ্বারা এই অর্থ বুঝি যে, ইহার অর্থ, এই অবস্থায়, সারবস্তুতে পরিণত হয়। ইবন রুশদ দেখান যে, দ্বিতীয় বিষয়টিই প্রকৃতপক্ষে সত্য (তু. ৩খ, ১৪৮৯-৯০)। প্রশ্নটি কঠিন। মনে হয় যেন ইবন রুশদ স্বভাবজ প্রজ্ঞাকে একটি উপায়রূপে ধারণা করিয়াছিলেন, যেইরূপে প্রজ্ঞাময় কারণ সত্তা আমাদের মধ্যে আমাদের আত্মার বস্তুগত প্রজ্ঞার অংশে বর্তমান থাকে। আমাদের মধ্যে উহার যেই কার্য তাহার

একটি শুরু আছে এবং একটি শেষ আছে; পণ্ডিতগণের অর্জিত জ্ঞানের ন্যায়ই সব সময়ে ইহার ব্যবহার হয় না। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা অনুভূতির মনোবিজ্ঞানগত বাস্তবতার সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে, স্মৃতিশক্তির ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ইহা যখন নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় তখন আর ইহার আত্মার ক্রিয়াশীল অংশসমূহের প্রয়োজন হয় না; ইহা তখন নিজের উপরে ও নিজের উপরে গিয়া নিজেরই কার্যের উপরে নির্ভরশীল হয়; সেই অবস্থায় ইহা ইহার ধারণাগত বোধগম্যতার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। আমাদের এই প্রজ্ঞাময়তার পূর্ণতায় আমরা খোদ প্রজ্ঞাময় কারণ-সত্তা দ্বারা অর্থাৎ ইহারই মৌলিক গঠন প্রক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। ইহা হইতেই এই ব্যক্তব্যটির সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা অদৃশ্য হইয়া যায়। এই মতবাদের সঙ্গে ইবন রুশদ যেই সংশোধনী যোগ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম, প্রামাণিক মূল্যের কোন পরিবর্তন না করিয়া তিনি উহাকে এরিস্টোটলের বলিয়া বলিয়াছেন, যাহা প্রমাণিত হয় তাহা সবই যেহেতু সত্য, যাহা কিছু প্রমাণযোগ্য নহে তাহাও যে মিথ্যা হইবে এমন কোন কথা নাই।

ইবন রুশদ-এর চিন্তাধারার সাধারণ পর্যালোচনার জন্য ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় রক্ষিত তাঁহার পাণ্ডুলিপি সমূহের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বর্তমান প্রবন্ধটি ‘আরবী ভাষায় এ পর্যন্ত টিকিয়া থাকা তাঁহার রচনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। ল্যাটিন অনুবাদসমূহে কোন কোন বিষয়ে মূল গ্রন্থে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপহেতু কিঞ্চিৎ পাঠ ব্যতিক্রম ঘটয়াছে— অনুবাদে সাধারণত যাহা হইয়া থাকে; সেইগুলিতে কোন কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্রে হয়ত বড় পার্থক্যও থাকিতে পারে। এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সতর্ক পঠন-পাঠন হইলে ভাল হইত কিন্তু তাহা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ।

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্বে Republic-এর উপর রচিত ভাষ্যের উল্লেখ করিতে হয়। সেইখানি হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে টিকিয়া আছে (ভূমিকা সমেত সম্পাদনা, অনুবাদ ও ভাষ্য E. I. J. Rosenthal, Averroes, Commentary on Plato's Republic, কেব্রিজ ১৯৫৬ খৃ.)। ইবন রুশদ এরিস্টোটল-এর Politics-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না; তিনি প্লেটোর Politics পাঠ করিয়াছিলেন। “দুইখানি গ্রন্থ Nichomachean Ethics ও Republic একই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পরিপূরক, ইহা ইবন রুশদ বলিয়াছেন।” এইখানে আদর্শ নগর-রাষ্ট্রের ধারণার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া রহিয়াছে এবং এইখানে ইবন রুশদ-এর সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রায়শ আল-ফারাবীর ব্যবহার করিয়াছেন, যুনানী (গ্রীক) প্রতিজ্ঞানসমূহ (institutions)-কে অতি চমকপ্রদ উপায়ে মুসলিম বাস্তবতাতে প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন, যেমন poetics (কাব্যতত্ত্ব)-এর ক্ষেত্রে তিনি যুনানী কাব্য ও কাব্যতত্ত্বসমূহকে প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন। আইন বিষয়ে ও আল-মুরাবিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আল-মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বহু পরোক্ষ ইঙ্গিতও করিয়াছেন।

ইবন রুশদ-এর মুসলিম ছাত্র ছিল স্বল্প সংখ্যক। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে তাঁহার বিশাল খ্যাতির প্রভাব সর্বজনবিদিত। রেনো ও তাঁহার পরে আরও অনেকে দাবি করিয়াছেন যে, ইবন রুশদ-এর চিন্তাধারায় মৌলিক কিছুই নাই। ইহার কারণ, রেনো ইচ্ছা করিয়াই ধর্ম বিষয়ক ও আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অবমূল্যায়ন করিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে

গেলে তিনি মূল্যায়নেই ভুল করিয়াছেন, আর তাহার ফলে 'আরব চিন্তাধারা বিষয়ক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এক অন্ধকার ছায়া নিপতিত হইয়াছে। এইসব ঐতিহাসিকই ফালাসিফার মধ্যে গ্রীক চিন্তাধারার উত্তরাধিকারের অধিক আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইবন রুশদ-এর সমগ্র গ্রন্থাবলী অবিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করিলে এবং তাঁহার ব্যাপক চিন্তাধারার একোয় বিষয়টি ধারণা করিতে পারিলে পরিষ্কারই উপলব্ধি করা যায় যে, ভাষ্যকার ইবন রুশদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

গ্রন্থপঞ্জী : এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত : (১) M. Alonzo, Averroes observador de la naturaleza, in al-And., ৫খ. (১৯৪০ খৃ.০; (২) এই লেখক, El 'ta'wil' y la hermeneutica sacra de Averroes, এই, ৭খ. (১৯৪২); (৩) R. Aranzalez, La pensee religieuse d'Averroes, I. La creation dans le Tahafut, St. Isl-এ, ৭খ. (১৯৫৭ খৃ.), II, La theorie de Dieu dans le Tahafut-এ, ৮খ. (১৯৫৭ খৃ.), III, L'immortalite de l'ame dans le Tahafut-এ, ১০খ. (১৯৫৯ খৃ.); (৪) M. Asin Palacios, El averroismo teologico de Santo Tomas de Aquino Homenaje a F. Codera -তে, সারাগোসা ১৯০৪ খৃ.; (৫) T. J. De Boer, Die Widerspruche der Philosophie und ihr Ausgleich durch Ibn Roschd, স্ট্রাসবুর্গ ১৮৯৪ খৃ.; (৬) এই লেখক, The History of Philosophy in Islam, লন্ডন ১৯০৩ খৃ.; (৭) Carra de Vaux, Les penseurs de l'Islam, ৪খ., প্যারিস ১৯২৩ খৃ.; (৮) P. S. Christ, The psychology of the active intellect of Averroes, ফিলাডেলফিয়া ১৯২৬ খৃ.; (৯) Cruz Hernandez, Historia de la filosofia hispano musulmana, মাদ্রিদ ১৯৫৭ খৃ., ২খ.; (১০) এই লেখক, La libertad y la naturaleza social del hombre segun Averroes, L'homme et son destin-এ, Louvain 1960; (১১) এই লেখক, Eticae Politica na filosofia de Averrois, Rev. Portug. de Filos-এ, ১৭খ. (১৯৬১ খৃ.); (১২) H. Corbin, Histoire de la philosophie islamique, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ.; (১৩) H. Derenbourg, Le Commentaire arabe d'Averroes sur quelques petits ecrits physiques d'Aristote, in Arch f. Gesch. d. Phil., ১৮খ. (১৯০৫ খৃ.); (১৪) J. Freudenthal ও S. Frankel, Die durch Averroes erhaltene Fragmente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles, Abhandle. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu-তে, বার্লিন ১৮৮৪ খৃ.; (১৫) L. Gauthier, La theorie d'Ibn Roschd sur les rapports de la religion et de la Philosophie, প্যারিস ১৯০৯ খৃ.; (১৬) M. Horten Die Metaphysik des Averroes, Halle ১৯১২ খৃ.; (১৭) এই লেখক, Die Haupthelren des Averroes nach seiner Schrift Die Widerlegung des Gazali, বন ১৯০৩ খৃ.;

(১৮) F. Lasinio II commento medio di Averroes alla Poetica di Aristotele ('আরবী ও হিব্রু'), Annali delle universita Toscane-তে, pisa ১৮৭২ খৃ.; (১৯) এই লেখক, II commento medio di Averroes alla Retorica di Aristotele, Florence ১৮৭৭ খৃ.; (২০) এই লেখক, Studi sopra Averroes, Annuario delle Societa Italiana per gli studi orientali-তে, ১৮৭২-৩ খৃ.; (২১) G. M. Manser, Die gottliche Erkenntnis der Einzeldinge und die Vorsehung bei Averroes, j. f. Phil. und spek. Theol.-এ, ২৩খ. (১৯০৯ খৃ.); (২২) এই লেখক, Das Verhaltnis von Glauben und Wissen bei Averroes, এই, ২৪খ. (১৯১০) ও ২৫খ. (১৯১১ খৃ.); (২৩) I. Mehren, Etudes sur la philosophie d'Averroes concernant ses rapports avec celle d'Avicenne et de Gazzali, Museon -এ, ৭খ. (১৮৮-৯ খৃ.); (২৪) S. Munk, Melanges de Philosophie juive et arabe, প্যারিস ১৮৫৯ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.); (২৫) C. A. Nallino, নিবন্ধ Averroes, Enciclopedia italiana; (২৬) S. Nirenstein, The problem of the existence of God in Averroes, ফিলাডেলফিয়া ১৯২৪ খৃ.; (২৭) G. Quadri, La Philosophie arabe dans l'Europe medievale des origines a Averroes, R. Huret কর্তৃক ফরাসী অনু., প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (২৮) M. Worms, Die Lehre der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalterlichen arabischen Philosophen... (Append. Abhandl. des Ibn Rosd uber das Problem der Welterschopfung), in Beitr. der Gesch. d. Phil. d. Mittelalters, ৩/৪খ., Munster 1900 খৃ.; (২৯) M. Allard, Le rationalisme d'Averroes d'apres une etude sur la creation BEO-তে, ১৪খ. (১৯৫২-৪খ.); (৩০) j. Windrow sweetman, Islam and Christian Theology, ২খ, ২য় ভাগ, লন্ডন তা. বি., পৃ. ৭৩-২১০।

R. Aranzalez (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবন রুশদ আল-মালিকী (ابن رشد المالکی) : আবুল-ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবন আহম্মাদ আল-জাদ্দ (বিখ্যাত দার্শনিক Averroes বা ইবন রুশদ (দ্র.))-এর দাদা নামে বিখ্যাত তৎকালীন মুসলিম প্রতীচ্যের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মালিকী ফাকাহী, মালিকের ব্যাখ্যাভা হিসাবে যাহার প্রতিভাকে মনন করিয়া দিয়াছিল এরিস্টোটেলের ব্যাখ্যাভা তাঁহার পৌত্র ইবন রুশদ-এর খ্যাতি। জ. ৪৫০/১০৫৮-৯, মৃ. ২১ মূল-কা'দা, ৫২০/৮ ডিসেম্বর, ১১২৬, তাঁহার নিজ শহর পূর্ব কার্ভোভায়, (ইবন) আব্বাসের গোরস্থানে সমাহিত।

৫১১/১১১৭ হইতে ৫১৫/১১২১ সন পর্যন্ত ইবন রুশদ কার্ভোভায় কাপি'ল-জামা'আ হিসাবে আন্দালুসীয় বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ছিলেন। কোন অস্পষ্ট কারণে তিনি হয়ত ইস্তফা (استعفاء)

দিয়াছিলেন অথবা বরখাস্ত হন যাহার সম্ভাবনা নূন। পরিষ্কারভাবে জানা যায়, তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আরনিসওয়াল (Anzul) রণক্ষেত্রে ১৩ সাফার, ৫২০/১৯ মার্চ, ১১২৬ সনে Aragon (El Batallador)- এর প্রথম Alfonso-র পরাজয়ের পরে। পরাজয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আলফনসো খৃষ্টীয় জগতের জন্য আল-আন্দালুস পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় দ্রুত অগ্রগতি সাধন এবং মুজারাব (Mozarab)-গণের ব্যাপক সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। যেই অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তখন ইসলাম বিপদাপন্ন হইয়াছিল, ত্বরিত তাহা উপলব্ধি করিয়া ইবন রুশদ মুরাবিত' শাসক 'আলী ইবন যুসুফ ইবন তাশফীন (দ্র.)-কে সতর্ক করা এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য ৩০ মার্চ, ১১২৬ সনে সত্বর মাররাকেশ গমন করেন। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুজারাবগণ তাহাদের নিরাপত্তার সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে- এই আইনগত মতামত ব্যক্ত করিয়া তিনি বিপুল সংখ্যক মুজারাবকে বিভাঙিত করিবার জন্য 'আলীকে রাণী করিলেন। ফলে বহু লোক Sale, Meknes ও মরিস্কোর অন্যান্য স্থানে নির্বাসিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরামর্শ দেন যে, নিজদের ভূখণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বিরুদ্ধে মুরাবিত-গণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আন্দালুসের নগর ও শহরসমূহে যেমন তদ্রূপ মাররাকেশের চারিপাশেও প্রাচীর নির্মাণ প্রয়োজন। আরও বলা হয়, স্পেনে মুরাবিত'-এর প্রতিনিধি 'আলীর ভাই আবু তাহির তামীমকে বরখাস্ত করিবার পরামর্শও তিনি দিয়াছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে, তথায় ইসলামকে রক্ষা করিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। স্পেনে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ মাস পরে তিনি ইনতিকাল করেন। সেই বৎসরই তাঁহার পৌত্রের জন্ম হয়।

আবুল-ওয়ালীদ কু'রত্বী নামে পরিচিত ইবন রুশদ মালিকী ফিক্‌হের একজন মহান শিক্ষক, সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও মৌলিক রচনাবলীর সারসংক্ষেপ রচনাকারী ছিলেন। তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যসমূহের অন্যতম ছিল আল-উত্বী (মৃ. ২৫৫/৮৬৯)-র মুস্তাখরাজা অর্থাৎ কিতাবুল-বায়ান ওয়াত-তাহসীল লিমা ফিল-মুস্তাখরাজা ইত্যাদি (১১০ খণ্ডে)। অধুনা সমধিক পরিচিত তাঁহার কিতাব আল-মুকাদ্দিমাতুল-মুমাহ্বাদাতুল-লি-বায়ানি মাক'তাদাতছর-রুসুমুল-মুদাওনা মিনাল-আহকাম (المقدمات الممهدة لبيان ما اقتضته الرسوم المدونة من الاحكام, কায়রো ১৩২৪ হি.; মুহান্না পুনর্মুদ্রণ, বাগদাদ তা. বি., কিন্তু ১৯৬০ দশকে)। তাঁহার শাগরিদ ইবনুল-ওয়ালীদ-এর নিকট আমরা ঋণী নাওয়ালিল ইবন রুশদ শিরোনামে একটি ফাতওয়া সংগ্রহের জন্য যাহা ঐতিহাসিক এবং অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ, যাহার একটি চয়ন, একটি প্রদীপ্ত ভূমিকাসহ, ইহুসান 'আব্বাস আল-আব্বাহ, ২২শ সংখ্যা (বৈক্রত ১৯৬৯ খৃ., ৩-৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন রুশদের যেই সকল রচনা আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতে পরিলক্ষিত হয় একটি ক্ষুরধার যুক্তিব্রণ মন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও অনুপম প্রাজ্ঞ প্রকাশভঙ্গী।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত ইহুসান 'আব্বাস-এর নাওয়ালিলের ভূমিকায় যাবতীয় মৌলিক সূত্র সন্নিবেশিত।

J.D.Latham (E.I.² Suppl.) মোঃ আনোয়ার শাহ

ইবন রুশায়দ (ابن رشيد) : পূর্ণ নাম মুহিব্বুদ্দীন আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন রুশায়দ আল-ফিহরী আস'-সাবতী, ফাকীহ ও সাহিত্যিক। তিনি সিউটার অধিবাসী ছিলেন, যেমন তাহার

সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (نسبة) হইতে বুঝা যায় এবং তিনি ৬৫৭/১২৫৯ সনে তথায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানে তিনি হাদীছ' ও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৬৮৩/১২৮৪ সনে তিনি হজ্জ আদায় এবং শিক্ষা সমাপ্ত করার নিমিত্ত প্রাচ্য ভ্রমণ করার মনস্থ করেন। আলমেরিয়ায়, যেইখানে হইতে তিনি তাহার যাত্রা শুরু করেন, তিনি তৎকালীন নাসরী বংশের মন্ত্রী কবি ইবনুল হাকীম আল-লাখ্মী আর-রুন্দীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করত আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া ও হিজাজে তাঁহার সহিত তিন বৎসর যাবত ভ্রমণ করেন। তিনি স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশে খ্যাতনামা শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সিউটা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর যাবত অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন। অতঃপর ইবনুল-হাকীম আর-রুন্দীর আমন্ত্রণক্রমে ৬৯২/১২৯২-৩ সনে নাসরী রাজ্যে গমন করিয়া গ্রানাডার জামে' মসজিদের ইমাম ও খাতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেইখানে তিনি দৈনিক সাহীহ বুখারীর দুইটি হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। পরবর্তী কালে তিনি কাদিল মানাকীহ বা বিবাহ রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের গুণ হত্যার পর (শাওয়াল ৭০৮/মার্চ ১৩০৯) ইবন রুশায়দ মারীনী শাসক 'উজ্জমান ইবন আবী যুসুফ-এর রাজদরবারে গমন করিলে তিনি তাহাকে মাররাকুশে প্রাচীন মসজিদে ইমামের পদে নিয়োগ করেন। তিনি তথায় সর্বজনের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং জীবন সায়াহ্নে মারীনী সুলতানের একজন অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রতিপন্ন হন। তিনি ২৩ মুহ'ররাম, ৭২১/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৩২১ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, হাদীছ'শাস্ত্রে পারদর্শিতা, কৃষ্ণসাধন ও বিনয়-নম্রতার প্রশংসায় সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি একজন মালিকী ফাকীহ ও বাগী পুরুষ ছিলেন। আল-মাক্কারী ইবন রুশায়দ-এর রচনাবলীর প্রায় দশটির শিরোনাম উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি হাদীছ' সম্পর্কিত বিভিন্ন শাস্ত্র, গণিত, 'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ছন্দ প্রকরণ সংক্রান্ত। তাঁহার চারিখানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার রিহ্লা মালুল-আয়বা ফীমা জুমি'আ বি-তুলিল-গায়বা ফি'র রিহ্লা ইলা মাক্কা ওয়া তায়্যিবা (مال العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة এখনও Escorial-এ সংরক্ষিত আছে (পাণ্ড. নং ১৬৮০, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৮৩৭-বহস্তাক্ষরে, ১৭৩৯; ডু. H. derenbourg, Les manuscrits arabes de l.Escorial, ৩খ.)। এই গ্রন্থে লেখকের তিউনিসিয়া, দামিশক ও কায়রোর ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে নগণ্য ভৌগোলিক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। তবে ইহাতে সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক জীবন বৃত্তান্ত তাহাদের কবিতার বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ে লিখিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে কেবল কিতাব ইফাদাতিল-নাসীহ বিত-তারীফ বি-ইস্নাদিল জামি'আস সাহীহ (كتاب إفادة النصيح بالتعريف باسناد الجامع الصحيح ৬৮৯/১২৯০ সালে লিখিত গ্রন্থখানা সংরক্ষিত আছে (পাণ্ড. Escorial, ১৭৩২/১ ও ১৭৮৫/১)। আন্দালুসিয়ার ফাকীহদের আত্মজীবনী সংগ্রহের একখানি গ্রন্থও কিতাবু'স সুনানিল-আব্বান ওয়া'ল-মাওরিদি'ল-আম'আন ফিলমুহাকামা বায়নাল-ইমামায়ন ফি'স-সানাদিল-মু'আন 'আন (كتاب السنن الابن والموارد الامعن في المحاكمة بين الامامين في

السند المعنعن) [(পাণ্ড) Escorial ১৮০৬ খ.], বুখারী ও মুসলিম শারীফের মুহাদ্দিস্ গণের একখানা জীবনী গ্রন্থ। ১৭৩৭ নং পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে ইবন রুশায়দ রচিত ছন্দ প্রকরণ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত খণ্ড (৪০ পত্রক), জুয মুখতাসার ফিল-আরাদ (جزء مختصر فى العروض) নামে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-খাতীব, ইহগাতা, Escur² ১৬৭৩, পত্রক ১৩২-৫; (২) ইবন খালদুন, তারীফ, কায়রো সং ১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ৩১০; (৩) ইবন ফারহন, দীবাজ, কায়রো সং, ১৩৫১/১৯৩২-৩, জীবনী নং ৩১০; (৪) ইবন হাজার আল-আস্কালানী, আদ-দুরারুল-কামিনা-হায়দরাবাদ সং, ১৩৫০/১৯৩১, জীবনী নং ৩০৮, ১১; (৫) ইবন ফাহদ, লাহ-জ, দামিশ্ক সং, ১৩৪৭/১৯২৮-৯, পৃ. ৯৭; (৬) সুযুতী, বুগয়া, পৃ. ৮৫; (৭) ঐ লেখক, যামুল, দামিশ্ক সং, ১৩৪৭/১৯২৮-৯, পৃ. ৩৫৫; (৮) ইবনুল-কাদী, দুবরাতুল-হিজাল, সম্পা. Allouche, রাবাত ১৯৩৪ খ., ১খ, জীবনী নং ৫২৪, পৃ. ২০১-৩; (৯) জাযও-আতুল-ইক-তিবাস, লিখো., ফাস ১৩১৯/১৯০১, পৃ. ১৮০-৩; (১০) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ৩৫২; (১১) ঐ লেখক, আযহারুর রিয়াদ, কায়রো সং ১৩৫৯/১৯৪০, ২খ, ৩৪৭-৫৬; (১২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৬খ, পৃ. ৫৬। M. Casiri-র মন্তব্য, Bibl. Ar. Bisp. escur., ২খ, ৮৬, ১৫৬, ১৬৫; (১৩) হাজ্জী খালীফার মন্তব্য, সম্পা. Flugel, ১খ, ৫০৭, ২খ, ৫৩৩, ৪খ, ৪৭৩, ৬খ, ১০২, ৭খ, ৬৩৪; Reinaud-এর মন্তব্য, Introduction a la geographie d Aboulfeda, cxxvii; Wustenfled-এর মন্তব্য Gaschichtsreiber, পৃ. ৩৭৫ ও Pons Boigues-এর মন্তব্য Ensayo, জীবনী নং ২৭০, এইসব বর্তমানে বাতিল বলিয়া গণ্য। প্র. Brockelmann, ২খ, ২৪৫, পরি. ২খ, ৩৪৪। আধুনিক রচনাবলী : (১৪) M. M. Antuna, El tradicionista Aben Roxaid, de Ceut en la Real Biblioteca del Escorial La ciudad de Dios cxliii-এ, ১৯২৫ খ., ৫১-৬০; (১৫) R. Brunshvig, La Berberie orientale sous les Hafsides, প্যারিস ১৯৪০ খ., intro. xxxii; (১৬) I Sanchez Perez. La Ciencia arabe en la Edad Media, মাদ্রিদ ১৯৫৪ খ., পৃ. ৩২।

R. Arie (E.I.²)/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইবন রুস্তা (ابن رسته) : আবু আলী আহমাদ ইবন উমার ইবন রুস্তা। তাঁহার জন্মভূমি ইসফাহান এবং তিনি ২৯০/৯০৩ সালে হিজায় ভ্রমণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি কিতাবুল-আলাকিন-নাফীসা গ্রন্থের রচয়িতা, যাহার মাত্র ৭ম খণ্ডটিই টিকিয়া আছে (সম্পূর্ণ গ্রন্থটি অবশ্যই বিরাট ছিল)। খুব সম্ভবত ২৯০-৩০০/৯০৩-৯১৩ সনের মধ্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যমান খণ্ডটির বিষয়বস্তু হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রচয়িতা উচ্চ শিক্ষিত এবং সাহিত্যিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

তাঁহার রচিত কিতাবুল-আলাকিন-নাফীসা গাণিতিক, বিবরণমূলক ও জনতান্ত্রিক ভূগোল এবং বিচিত্র ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত পুস্তক। প্রথম অনুচ্ছেদগুলিতে গণনামণ্ডল, রাশি, গ্রহসমূহ, নিখিল বিশ্বে ভূমণ্ডলের অবস্থান, ইহার আকৃতি, আয়তন ও উহার গোলকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থকার সুবিন্যস্তভাবে গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যা

বিষয়ক ভূগোলের আলোচনা করিয়াছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে ও অধিক উদ্ধৃতি পরিহার করিয়া এই বিষয়ে 'আরব, গ্রীক ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মতামত ও তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের উৎসসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন, এমনকি পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কে আর্ঘভট্টের মতামতও তাঁহার পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত প্রাজ্ঞ বিদ্বানদের মধ্যে রহিয়াছেন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাছীর আল-ফারগানী (আনু. ২১৮/৮৩৩) ও আহমাদ ইবনুত তায়্যিব আস-সারাখসী (মৃ. ২৮৬/৮৯৯)। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার মতামতের সমর্থনে কুরআনের বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে ভূমিকার পর মক্কা ও মদীনা, পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুসমূহ, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ও সপ্ত ভূখণ্ড সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে। অতঃপর কন্সটান্টিনোপল, খায়ার, কুলগার, স্রাব, রুশ ও অন্যান্য জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার অতঃপর কোন কোন স্থানের ভ্রমণ পথের বিবরণ দিয়াছেন এবং মুসলিম নামের কয়েকটি শ্রেণীর, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও ধর্মীয় বিভেদ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু লোকের নাম উল্লেখ করিয়া গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়াছেন। ইসলামী ভূখণ্ডের বিবরণ ব্যতীত মুসলিম রাষ্ট্রবহির্ভূত অনেক অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে রহিয়াছে। অতএব এই পুস্তকের বিষয়-বৈচিত্র্যের কারণে ইহাকে "ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিশ্বকোষ" আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। ইহার বিন্যাস ও ভৌগোলিক বিষয়ের উপস্থাপনার শ্রেষ্ঠিতে পুস্তকটি বালখী ধারার বিপরীত ইরাকী ধারার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় (দ্র. জুগ-রাফিয়া, ৫৮০)। ইবন রুস্তার গ্রন্থ কুদামা ও ইবনুল-ফাকীহ-এর গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়, যাহাদের পদ্ধতিতেও মক্কা ও 'আরব ভূমির বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে এই ধারার অন্যরা ইরাক ও ইরান শহরকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অধিকন্তু ইবন রুস্তা সপ্ত ভূখণ্ডের বর্ণনায় পারস্যের কিশুওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রীক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। J. H. Kramers ইবন রুস্তার গ্রন্থকে সমাজের বিদগ্ধ শ্রেণীর আশ্রয় সৃষ্টিকারী সকল বিষয়ের তথ্যের সমৃদ্ধ উৎস হিসাবে যথাযথই মূল্যায়ন করিয়াছেন। "ইহা অনুমেয় যে, যে সমস্ত পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান ধর্মীয় ও হাদীছ সাহিত্যে স্থান লাভ করে নাই উহার সংগ্রহ এই ধরনের সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে" (দ্র. জুগ-রাফিয়া, E.I. suppl.)।

তাঁহার তথ্যের উৎস হিসাবে ইবন রুস্তা সম্ভবত আল-জায়হানী (দ্র.)-র গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে, তিনি অধুনালুপ্ত ইবন খুররাদায-বিহ (দ্র.)-এর পুস্তকের পূর্ণতর সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছেন। আবু আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক যিনি ২ বৎসর খেমার (Cambodia)-এ অতিবাহিত করেন তাহার প্রস্তুতকৃত বিবরণ ইবন রুস্তা অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তী কালে অন্য বহু ভূগোলবিদ ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন রুস্তা, কিতাবুল-আলাকিন নাফীসা, সম্পা. de Geoje, লাইডেন ১৮৯২ খ. (BGA, viii), ফরাসী অনু. G. Wiet, Les Atours Precieux, কায়রো ১৯৫৫ খ.; (২) I. Yu. Krackowsky, Iz. Soc., iv. মস্কো-লেনিনগ্ৰাদ ১৯৫৭ খ.; ('আরবী অনু. সালাহুদ্দীন 'উছমান হাশিম, কায়রো ১৯৬৩ খ., ১খ, ১৬৪-৫); (৩) A. Miquel, La Geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XI^e Siecle, প্যারিস-হেগ ১৯৬৭ খ., নির্ধৃত।

S. Maqbul Ahmad (E.I.²)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবন রুহ (ابن روح) : আবুল-কাসিম হুসায়ন ইবন রুহ' ইবন আবী বাহুর আন-নাওবাখতী, শী'আদের ইছ'না আশারিয়া (দ্র.) দলের প্রতীক্ষিত দ্বাদশ ইমামের ক্ষুদ্রতর গ'ায়বা (দ্র.)-এর সময়ের (৩০৫/৯১৭-৩২৬/৯৩৮) তৃতীয় সাক্ষীর বা ওয়াকীল। নাওবাখতী পরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনিই মাতার দিক দিয়া কুম্ম শহরের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি হ'াসান 'আসকারী (দ্র.)-এর নিকট 'বাব' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথম দিকের ইমামদের নিকট হইতে হ'াদীছ' বর্ণনা করিতেন। দ্বিতীয় সাক্ষীর আবু জা'ফর আল-উমারী কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও খলীফা মুক্তাদিরের শাসনামলে বাগদাদে তিনি নিজেই ইছ'না আশারিয়া দলের কেল্ববিন্দুতে পরিণত করেন। এক সময় আত্মগোপন করিয়া থাকাকালে তিনি আশ-শালমাগ'ানী (দ্র.)-কে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন; কিন্তু পরে তাঁহাকে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সমালোচনা করেন। ক'রামিতা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগে ইবন রুহ' বানু ফুরাতের তাঁহার সমর্থকগণের সহিত অভিযুক্ত হন। রাজস্ব সম্বন্ধীয় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন (৩১২/৯২৪/৯২৯)। মু'নিস তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। আর-রাদী'র শাসনামলে তিনি রাজদরবারের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শী'আ সভাসদদের মধ্যে বিদ্যমান বিভক্তির মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃত্বের বিরোধ প্রতিহত করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবুল-হাসান আস-সামাররীকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। শী'আ আইনবিশারদ ইবন বাবুওয়াল-এর মাতা-পিতার দাবি ছিল যে, ইবন রুহের দু'আর বরকতে তাঁহাদের পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আব্বাস ইক'বাল, খানদান-ই নাওবাখতী, তেহরান ১৩১১ হি., দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৪৫, ২১২-২৪। পাশ্চাত্য ভাষায় দ্র.; (২) D. Donaldson, The Shi'ite religion, London 1933-253-5; (৩) ইবন খাল্লিকান, অনু. de. Slane, ১খ, ৪৩৯, টীকা ২০ (আয'-যাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, প্যারিস পাণ্ডুলিপি, জাতীয় গ্রন্থাগার, de. Slane, পুস্তক তালিকা নং ১৫৮১ হইতে গৃহীত); (৪) তাবারী, ইহতিজাজ (লিখো, তেহরান); (৫) ইবনুল-আছীর, ৮খ, ২১৭, ২১৮; (৬) 'আরীব, ১৪১; (৭) আল-হিল্লী, খুলাসা'তুল-আক'ওয়াল, প্যারিস পাণ্ডুলিপি, নং ১১০৮, পত্রক ৪১৭ ক; (৮) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, তেহরান ১৩০৭ হি., পৃ. ৩৭৮; (৯) মাজালিসুল-মু'মিনীন, লিখো, তেহরান ১২৯৯ হি., পৃ. ১৮৯; (১০) দা. মা. ই., ১খ, ৫৩৫, পাঞ্জাব ১৯৬৪ খৃ.।

M.G.S. Hodgson (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন লাজা (ابن لجا) : 'উমার ইবনুল-লাজা ইবন হ'দায়র আত-তায়মী, তায়ম ইবন 'আবদি মানাত গোত্রীয়, ১ম/৭ম শতকের আরব কবি। রাজ্য ছন্দে কবিতা ও কা'সীদা রচনায় তাহার দক্ষতার কথা আল-জাহিজ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ইবন সাল্লাম তাঁহাকে ইসলামী যুগের কবিগণের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কবিতার অতলে হারাইয়া যান নাই ইহার প্রধান কারণ জারীর (দ্র.)-এর সঙ্গে তাঁহার কাব্যিক বাদানুবাদ। সেই হিজা (বিদ্রূপাঙ্ক কবিতা)-এর খণ্ডিত অংশ রক্ষিত আছে নাকাই'দ (সমালোচনা)-এ ও অন্যান্য কাব্যসংগ্রহে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার অন্যান্য রচনার অধিকাংশই অবহেলিত হইয়াছে।

জারীর-এর সঙ্গে তাঁহার বৈরীভাব সুলত সাহিত্যিক প্রকৃতিরই ছিল বলিয়া মনে হয়। ব্যাপারটি বাস্তবে ছিল স্ব স্ব প্রতিভা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী দুইজন কবির মধ্যকার বিবাদ, কিন্তু শীঘ্রই উহা রুচিহীন স্তরে গিয়া ব্যক্তিপর্যায় হইতে গোত্র পর্যায়ের ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইবন লাজা আহুওয়াল-এ মারা যান বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান ও হায়াওয়ান-এর নির্দেশিকা; (২) ইবন কু'তায়বা, শি'র, সম্পা. De. Goeje, 428-9; (৩) ইবন সাল্লাম, তাবাকাত, ৩৬৩-৭২, ৪৯৯-৫০৪স, নির্দেশিকা; (৪) আগ'ানী, নির্দেশিকা; (৫) নাকাই'দ, ৪৮৭-৯১, ৯০৭; (৬) ফিহরিস্ত, ২২৫; (৭) মারযুবানী, মুওয়ালিশাহ', ১২৭; (৮) ঐ লেখক, মু'জাম, ৪৭৮; (৯) বাগ'দাদী, খিযানা, কায়রো সং., ২খ, ২৫৯-৬২; (১০) ইবন রাশীক', 'উম্দা, ১খ, ১২৩; (১১) যাকু'ত, ৬খ, ৬০; (১২) Nallino, Letteratura, 92, 97।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবন লানকাক (ابن لنگك) : (ক্ষুদ্রকায় খোঁড়া লোকটির পুত্র), আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর আল বাস'রী, বসরার একজন অপ্রধান কবি, মৃ. আনু. ৩৬০/৯৭০ সনে। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা যায়। তিনি বাগদাদে গমন করিয়া সেখানে দিবিল (দ্র.)-এর একটি কবিতা প্রচার করেন এবং কিছুকাল উযীর আল-মুহাল্লাবী (দ্র.)-র সভাসদ ছিলেন। আল-মুতানাব্বী যখন ৩৫১/৯৬২ সনে বাগদাদ সফর করেন তখন সম্ভবত উক্ত উযীর আল-মুহাল্লাবী (দ্র.)-র সভাসদ ছিলেন। আল-মুতানাব্বী যখন ৩৫১/৯৬২ সনে বাগদাদ সফর করেন তখন সম্ভবত উক্ত উযীরের পরামর্শক্রমেই তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করেন।

তাঁহার কবিতাবলী একটি দীওয়ানে সংকলিত হয় এবং আস-সাহিব ইবন 'আব্বাদ সেইগুলির প্রশংসা করেন। কিন্তু সেইগুলির মাত্র কয়েকটিই টিকিয়া আছে। অধিকাংশই ক্ষুদ্র আকারের, পাঠ করিলে ধারণা হয় যে, কবি নৈরাশ্যবাদী এবং একজন সমালোচকের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ছিল যে, তাঁহার তাহাকে ন্যায্য গৌরব হইতে, তাহার নিজ শহর হইতে এবং সর্বোপরি সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অবশ্য একটি বিখ্যাত ছন্দে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষ নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেই দায়ী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হা'আলিবী, যাতীমা, ১খ, ৮৬, ২খ, ১১৬-২৬, ১৩২; (২) যাকু'ত, উদাবা, ১৯খ, ৬-১১; (৩) সুযুতী, বুগ'য়া, ৯৪; (৪) কাল-কাশান্দী, সুব'হ, ১খ, ১৭৭ প.; (৫) A. Mez. Renaissance, 257 (স্প্যানিশ অনু., ৩৩০, ইংরেজী অনু., ২৬৮); (৬) R. Blachere, Motanabbi, 224-5, 228; (৭) ফারীদ বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৯১।

Ch. Pellat (E.I.²) / হুমায়ুন খান

ইবন লাহী'আ (ابن لهيعة) : আবদুল্লাহ ইবন লাহী'আ ইবন উক'বা, মিসরীয় হ'াদীছ'বেত্তা ও বিচারক (জ. আনু. ৯৬/৬৮৮-৮৯, মৃ. রবিবার, ১৫ রাবী-১, ১৭৪/১ আগস্ট, ৭৯০ অথবা ২৩ জুমাদা-২, ১৭৪/৬ নভেম্বর, ৭৯০)। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা এই : তিনি ১৫৫/৭৭২ সনে মাসিক ত্রিশ দিনার বেতনে বিচারক নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক নিযুক্তির স্থলে মিসরের বিচারপতি

(কাদি'ল-কু'দাত) পদে খলীফা কর্তৃক সরাসরি নিযুক্তির ইহাই ছিল প্রথম নজীর। তিনি নয় বৎসরেরও অধিক কাল বিচারকের পদে আসীন ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ অর্থাৎ প্রধানত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ নোট বই ও অন্য উপাত্তসমূহ সাকুল্যে বা অধিকাংশ ১৬৯, বরং ১৭০/৭৮৬ সালে এক অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইয়া যায় যাহা তাঁহার গৃহকে প্রাস করে। জানা যায় যে, “কু'রআন সৃষ্ট (مخلوق)” এই মতবাদ পোষণকারিগণকে তিনি কাফির মনে করিতেন এবং তিনি শী'আ মতবাদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁহার পিতা লাহী'আ ১০০/৭১৮-১৯ সালে মারা যান বলিয়া কথিত আছে এবং তাঁহার ভাই 'ঈসা ইবন লাহী'আ, যাহার বরাতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, শাওয়াল ১৪৫/ডিसेम्बर ৭৬২ সনে কিছুকালের জন্য মিসরের ভারপ্রাপ্ত (আলাস-সাগলাত) গভর্নর ছিলেন এবং শাবান ১৯৬/এপ্রিল ৮১২ সনের প্রারম্ভ হইতে (মধ্যখানে ১৯৮-৯৯/নভেম্বর ৮১৩-আগস্ট বা সেপ্টেম্বর, ৮১৪ পর্যন্ত বৎসরখানেক সময় বাদে) যু'ল-কাদা ২০৪/এপ্রিল-মে ৮২০ সনে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিসরের কাদী ছিলেন।

'আবদুল্লাহ ইবন লাহী'আ কতিপয় প্রকাশিত (লিখিত) গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভিযানসমূহের (مغازی) ইতিহাস রিওয়য়াত করিয়াছেন। তিনি হয়ত প্যাপিরাসে (papyrus) রক্ষিত কিছু সংখ্যক হাদীছ ও ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু মূল গ্রন্থের রচয়িতা হইতে পারেন। ইবন 'আবদিল-হাকাম (দ্র.)-এর মিসর বিজয়ের তথ্যাবলীর বহুলাংশ, বিশেষ করিয়া উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছসমূহ ও আল-কিন্দীর গ্রন্থ মিসরের শাসক ও কাদীগণ ও মিসরের অন্যান্য আঞ্চলিক ইতিহাস তাঁহার মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক হাদীছবেত্তা তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহকে সন্দেহজনক বলিয়া মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বুখারী, তারীখ, ৩১খ. ১৮২ প.; (২) ইবন 'আবদিল-হাকাম ফুতুহ, সম্পা. C. C. Torrey, 244. 246, index, 334 f.; (৩) ইবন কু'তায়বা, মা'আরিফ, সম্পা. উকাশা, ৫০৫, ৬২৪; (৪) য়াকুব ইবন সুফয়ান, তারীখ, পাণ্ডু. ইস্তাবুল Topkapisarayi, Revan kosk, 1554. fol. 17 a; (৫) ইবন আবী হাতিম আর-রাযী, জারহ; হায়দরাবাদ ১৯৪৩-৫১ খ., ২২খ, ১৪৫-৪৮; (৬) আল-কিন্দী, Governors and Judges, ed. R. Guest. 368-70, 417-26; index 659a. 665a. intro. 31 f; (৭) ইবন হিব্বান, ছিক'কাত, পাণ্ডু. ইস্তাবুল, Topkapisarayi, Ahmet III, 2995, fol 282a (ঈসা; আপাতদৃষ্টিতে 'আবদুল্লাহ শুধু ইবন হিব্বান-এর দু' আক্ষাতেই উল্লিখিত হইয়াছেন); (৮) 'আবদুর-রাহমান ইবন মান্দা, আত-তারীখুল মুসতাকরাজ, পাণ্ডু. ইস্তাবুল Koprulu, i, 242, fol 275a (ঈসা) এবং পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে, যথা : (৯) সাম'আনী, fol. 405b দ্র. গাফিকী; (১০) আয-শাহাবী, মীযান, কায়রো ১৩৮২/১৯৬৩, ২খ, ৪৭৫-৮৩, ৩খ, ৩২২, ৪১৯; (১১) ঐ লেখক, তারীখুল-ইসলাম, পাণ্ডু. ইস্তাবুল Topkapisarayi Ahmet III ২৯১৭, ৬খ, fol 196a-b; (১২) আস-সাফাদী, ওয়াফী, পাণ্ডু. ইস্তাবুল Topkapisarayi Ahmet III 2920, vol. xvii, fol. 96-a-b; (১৩) ইবন খাল্লিকান-de Slane, ২খ, ১৭-১৯; (১৪) ইবন হাজার, রাফ'উল-ইসুর, কায়রো ১৯৫৭-৬১, ২৮৭-৯৩ ('আবদুল্লাহ); (১৫) ঐ লেখক, তাহফীব, ৫খ., ৩৭৩-৯; ৮খ., ৪৫৮ প.; (১৬) ঐ লেখক, লিসান, ৪খ, ৪০৩প.; (১৭)

ইবন কু'তালবুগা, ছিক'কাত, পাণ্ডু. ইস্তাবুল Koprulu, ১খ., ১০৬০, fol. 194b-195a; (১৮) ইবনুল-ইমাদ, শাযরাত, ১খ, ২৮৩ প.; (১৯) Brockelmann, S I. 256; (২০) C.H. Backer, Papyri Schott-Reinhardt, Heidelberg 1906, i, 9; (২১) M. J. Kister, in ARO, xxxii (1964) 233-36; (২২) Sezgin, i, 94; (২৩) N. Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, II, Chicago 1967, 208-21.

F. Rosenthal (E.I.²)/হুমাযুন খান

ইবন-লিয়া (ابن لية) : সাধারণভাবে 'আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ আবু আমর বুনদার ইবন 'আবদিল-হামীদ আল-কারখী আল-ইস্ফাহানীকে প্রদত্ত উপনাম (আস্-সুযুতী, বুগ'য়া, ২০৮)। নামটি সম্পর্কে প্রচুর অনিশ্চয়তা বিরাজমান রহিয়াছে। ফিহরিস্ত (৮৩) অনুসারে ইহা আবু 'উমার মিনদাদ ইবন 'আবদিল-হামীদ আল-কারখী ইবন লাযা (একটি লাক'ব)। Flugel ইহাকে পাঠ করিয়াছেন ইবন লয়া-রূপে এবং তাঁহার Die Gr. Schulen der Araber, Leipzig ১৮৬২ খ., ২২৩-এ নামটি পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ফিহরিস্ত-এর একটি পাণ্ডুলিপি Codex P-তে এই লাক'ব-এ এর স্থলে রহিয়াছে। আল-কি'ফতীর ইনবাহ'র রুওয়্যাত (১খ, ২৫৭) [কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০]-এও উক্ত 'ر'-এর ব্যবহার রহিয়াছে। একই ব্যবহার পাওয়া যায় ইবন মাকতুম-এর তালখীস'-এ (ইনবাহ'-এর সম্পাদকের মতে, ঐ টীকা ১)। সর্বোপরি যাকু'ত প্রণীত মু'জাম-এ ইহার রূপ বুনদার ইবন 'আবদিল-হামীদ আল-কারখী আল-ইস্ফাহানী, সাধারণভাবে ইবন লিররা। আয-যুবায়দীকৃত তা'বাকাতু'ন-নাহ্‌বীযীয়ান (কায়রো ১৩৭৩/- ১৯৫৪, ২৮৮)-এ বুনদার আল-ইস্ফাহানী নামের প্রেক্ষিতে একটি অতি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত ইনবাহ'তে একই ব্যক্তির জন্য দুইটি শিরোনামে উল্লেখ রহিয়াছে, একটি (নং ১৫৭) বুনদার আল-ইস্ফাহানীর জন্য এবং অপরটি (নং ১৫৯) বুনদার ইবন 'আবদিল-হামীদ ইবন লিরার জন্য। আল-কালী'র আমালীতে (২য় সং, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৬), ৩খ, (যায়ল), ১০২ তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে বুনদার ইবন লুদা আল কারখীরূপে। প্রাপ্তক নির্দেশনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নিজস্ব নাম (اسم) বুনদার অন্তত সুপরিচিত। তাঁহার পরিচিতি সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট সমর্থন হইতেছে ইবন কায়সান-এর উদ্ধৃতি (নিম্নে দ্র.)।

বুনদার ছিলেন জাবাল অঞ্চল হইতে আগত একজন ইরানী বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আবু উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লামের ছাত্র। পরে তিনি বাগদাদ গমন করেন। তাঁহার খ্যাতি ও গুরুত্বের পশ্চাতে ছিল প্রধানত 'আরবী কাব্য এবং 'আরবগণের আখবার ও আনুসাব সম্পর্কে তাঁহার অগাধ জ্ঞান। ইবন কায়সান ছিলেন তাঁহার ছাত্র এবং ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিনি তাঁহার ইমরু'উল-কায়স-এর মুআল্লাক'র ভাষ্যে এগারবার বুনদার-এর নামোল্লেখ করিয়াছেন (পক্ষান্তরে আল-আসমা'ঈ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র দুইবার), বিশেষত কবির বংশক্রমের দুইটি বিধিসম্মত তালিকার একটি তিনি প্রদান করিয়াছেন (বুনদার-এর অনুসরণে দ্র. ZA, ১৯ (১৯১৪ খ.), ২ ও ৯; পংক্তি ১৭ প.; অনুরূপ- ZA. ১৬ (১৯০২ খ.), ১৬)। আল-মুতাওয়াক্কিল প্রায়ই এই 'আরবীয় বিষয়ে বিদগ্ধ বিদ্বান ব্যক্তির ভাষণ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতেন। আল-মুবাররাদ যিনি অতি সম্প্রতি বসরা ত্যাগ করেন, তাঁহার মাধ্যমেই তিনি খলীফার নিকট পরিচিতি লাভ করেন এবং (যদি তথ্যসমূহ প্রামাণিক হয়) তাঁহার উন্নতির পশ্চাতে ইহার

উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। যাক্বূতের মতে (মু'জাম, ৭খ, ১৪৩) বুনদার বহুকাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। তথাপি ইতোমধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান লাভের জন্য যথেষ্ট। ফিহরিস্ত (৮৩)-এ বুনদারকৃত চারটি গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাবুল-মা'আনিশ-ও'আরা ও কিতাবু জামি'ইল-লুগা। উভয় গ্রন্থই বর্তমানে বিলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল প্রবন্ধে আল-ফিহরিস্ত (৮৩) ও যাক্বূত, মুজাম-উদাবা, ৭খ, ১২৮-৩৪ (ইরশাদ, ২খ, ৩৯০-৩) দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুয়ূতী (বুগ'য়া, ২০৮), শেযোজ্জতি নামের জন্য আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

H. Fleisch (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন লিসান আল-হুম্মারা (ابن لسان الحمرة) : ১ম-৭ম শতকের জনৈক বেদুইনের উপনাম, যিনি আরবদের বংশবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের জন্য প্রবাদপুরুষরূপে গণ্য হইতেন। তাঁহার নাম ছিল আবু কিলাব 'উবায়দুল্লাহ ইবনুল হসায়ন ('আবদুল্লাহ ইবন হি'স'ন) অথবা 'ওয়ায়রক'। ইবনুল আশ'আর এবং তিনি বানু তায়ম আল-লাত ইবন হা'লাবা গোত্রীয় ছিলেন। হ'ম্মারা অর্থ লাল মাথাওয়ালা চড়াই পাখী। Ammomanes "Isabelline lark" (Ammomanes deserti) alaudidae শ্রেণীর পাখী, কিন্তু তাঁহার পিতার উপনামের (তাঁহার নিজের উপনামেরও। কেননা কখনো কখনো তাঁহাকে শুধু লিসানুল-হ'ম্মারা বলা হইয়া থাকে) সঠিক উৎপত্তি জ্ঞাত হওয়া যায় না।

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বহুত কিছই জানা যায় না; শুধু কিছু কিছু লোকশ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি কৃষ্ণাতে আল-মুগীরা ইবন শু'বা (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-র সাহচর্যে ছিলেন এবং তিনি প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, প্রাণবন্ত প্রত্যুত্তর ও নর-নারীর জীবন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন গোত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য পাওয়া যায় সেগুলি লোককাহিনী হইতে আহরিত। তাঁহাকে সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আরব বংশ পরিচয় বিশেষজ্ঞ (Genealogists) মনে করা হইত। এই বিষয়ে একটি প্রবাদ ছিল আনুসাব মিন ইবনিল-লিসান আল-হুম্মারা (আল-মায়দানী, আমছ'াল, কায়রো ১৩৫২-৩, ২খ, ৩০৯); আরও একটি প্রবাদ আ'ম্মার মিন ইবন লিসানিল-হ'ম্মারা (পৃ. গ্র., ১খ, ৫১৬) হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বোধ হয় এই সম্ভাব্য রূপটির বিকৃতিই বর্ণিত হইয়াছে। আলাম মিন ইবন লিসান আল-হ'ম্মারা (তু. Freytag, Ar. Prov., iii/I 163, no., 268)। এই ধরনের বিকৃতি কিবার শব্দের কিব্বর এই জাতীয় ভুল পাঠজনিত কারণে হইয়া থাকিতে পারে। কেননা ফিহরিস্ত (কায়রো ১৩৪৮ হি., ১৩২)-এর মতে ইবন লিসান আল-হ'ম্মারা অত্যন্ত গর্বিত ধরনের মানুষ ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, হায়াওয়ান, ২খ, ২০০, ২০৬; ৩খ, ২০৯; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ৩খ, ১৬২; (৩) ঐ লেখক, তারবী, ৬৩; (৪) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, ৫৩৫; (৫) ইবন দুরায়দ, ইশতিকাক, ২১৩; (৬) আগ'ানী, ১৪খ, ১৩৮ (বৈরুত সং., ১৬খ, ৫০); (৭) ইবন হাযম, জামহার, ২৯৬; (৮) দামীরী, দ্র. hummar; (৯) কামুস, দ্র. hummar; (১০) Zapiski of the Oriental Section of the Imp. Russian Arch. Soc. (Saint Petersburg), ২৭খ, ২৩৪-৪৪; (১১) Wustenfeld, Geschichtschreiber, no

6; (১২) Goldziher, Abhandl. zur Arab. Philologie, ii, XLI; (১৩) ফুয়াদ আল-রুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৮৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুম্মায়ুন খান

ইবন লুয়ুন (ابن ليون) : [স্পেনীয় Leon?] আবু 'উছ'মান সাদ ইবন আবি জা'ফার আহ'মাদ ইবন ইবরাহীম আভ-তুজীবী, আন্দালুসী আলিম, মরমী কবি ও Lorca হইতে Almeria-তে আগত এক পরিবারে জ. ৬৮১/১২৮২। যদিও তিনি কদাচিৎ নিজ শহর ত্যাগ করেন, তবুও তাঁহার কালে তিনি ছিলেন বিজ্ঞতম ব্যক্তিদের একজন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় ব্যুৎপন্ন। ৭৫০/১৩৪৯ সনে প্লেগ মহামারীতে সেই শহরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, চিরকুমার, সংযমী সাধক ও স্বভাবত লাজুক হওয়ার কারণে তিনি জনগণকে পরিহার করিতেন। মাত্র কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্রের সহিত সাক্ষাত করিতেন, যাহাদের মধ্যে ছিলেন দুইজন উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি— ইবন খাতিমা (দ্র.) ও ইবনুল-খাতীবী (দ্র.)। তিনি একটি চমৎকার গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন, যাহা তৎকালীন আলেমেরিয়াতে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। শুধু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে সত্ত্বষ্ট না থাকিয়া তিনি নির্ভুল পাঠ নির্ণয়ের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার রচনাবলী বিস্তর, তবে অধিকাংশ মৌলিক নহে। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে হাদীছ', ভেষজবিদ্যা, ফারাইদ', হুন্ড প্রকরণ, কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক সংকলন। তাঁহার প্রিয় কর্ম ছিল গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর সারসংক্ষেপ লিখন এবং প্রায়শই ছন্দোবদ্ধভাবে। তাঁহার শতাধিক রচনার প্রায় সবই বর্তমানে বিলুপ্ত এবং যে সামান্য সংখ্যক বিদ্যমান তাহাও প্রকৃতপক্ষে অপ্রকাশিত, বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কিতাবু ইবদাইল-মালাহা ওয়া ইনহা'ইর-রাজাহা ফী উসূল দিনা'আতি'ল-ফিলাহা নামক উন্নয়ন (সংক্ষিপ্ত ছন্দে রচিত কবিতা) (তু. art. filaha, ২খ, ৯০২a)।

ইবন লুয়ুন কাব্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; তবে তাঁহার ছাত্রগণের অন্যতম আল-হাদরামীর স্বীকৃতিমতে তিনি নিজে মধ্যম শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্য রচনাবলীর একটি কিতাব নাস'ইহি'ল আহ'বাব ওয়া সাহ'ইহি'ল আদাব-এর একটি প্রাচীন অংশ আল-মাক্কানী (নাফহ', কায়রো সং. ১৩৬৭/১৯৪৯, ৮খ, ৫৮-৮৯)-র একটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তিনি ইহার আরও দুইটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়াছেন (৮খ, ৮৯-১০৮)। এই সকলই সাড়বর শৈলীতে রচিত এবং তাঁহার সমসাময়িক Sem Tob de Carrion -এর প্রখ্যাত নীতিমূলক প্রবাদের সহিত তুলনীয়। তিনি মওয়াশশাহাত এরও প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, S I, ৫৯৮, S II, ৩৮০ ; (২) ইবনুল-কাদী, দুৱরাতুল-ল-হি'জাল, রাবাত ১৯৩৪-৬, ২খ, ৪৬৭-৭০ ; (৩) আহ'মাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ (ইবন ফারহুন, দীবাজ গ্রন্থের হাশিয়া, কায়রো ১৩৫১ হি.), ১২৩-৪; (৪) মাক্কানী, নাফহ', কায়রো সং. ৮খ, ৫৮-১১৪; (৫) E. Garcia Gomez, Silla del Moroy nuevas escenas andaluzas, Madrid ১৯৪৮ খ., ১১১-২; (৬) ঐ লেখক, Las Jarchas romances de la serrie arabe en su marco, Madrid ১৯৬৫ খ., ১৯৭-২০৩ ও ৪০৫; (৭) J. Bermudez Pareja, El Genera-life despues del incendio de ১৯৫৮ খ., ১৯৬৫ খ., ৯-৩৯, স্থা.।

F. de la Granja (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন শাকরুন আল-মিকনাসী (ابن شقرون المكناسي) : (উচ্চারিত শুকরুন) আবু মুহাম্মাদ অথবা আবু নাসর 'আবদুল-কাদির ইবনুল-আরাবী আল-মুনাব্বাহী আল-মাদাণুরী, সুলতান মাওলায় ইসমাঈল (১০৮২-১১৩৯/১৬৭৩-১৭২৭)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি একজন মরক্কো দেশীয় চিকিৎসক ও কবি। তিনি ১১৪০/১৭২৭-৮ সনের পরে ইনতিকাল করেন। তিনি ফাস (ফেয)-এ প্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আদার্বাক [দ্র.] আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর বসবাসের উদ্দেশ্যে মেক্‌নেসে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি মোটামুটি কঠোর সংযমী জীবন যাপন করিতেন এবং নির্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন।

ইবন শাকরুন একটি 'আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন যাহাতে তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু ইবন শাকরুন মূলত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন খাদ্য সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় ৬৭৩টি শ্লোকবিশিষ্ট একটি উর্জুয়া (শাকরুনিয়া) রচনার মাধ্যমে। তাঁহার এই কবিতাটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ইহাতে তিনি ঐ সময়ের খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (সং তিউনিস ১৩২৩/১৯০৫; লিথো. ফাস ১৩২৪/১৯০৬, পাণ্ডু. রাবাত K. ১৬১৩)। ইহা ছাড়াও তিনি সারসাপারিল্লা ও সিফিলিসের চিকিৎসার উপর রচিত 'আন-নাফহাতুল-ওয়াদিয়্যা ফিল-উশবাতি'ল-হিন্দিয়া' শীর্ষক পুস্তকের লেখক ছিলেন। এই মূল গ্রন্থটি H.J.P. Renaud ও G.S. Colin তাঁহাদের Documents marocains pour servir a l'histoire du "mal franc", (প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., সূচীপত্র) গ্রন্থে আলোচনা ও ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন যায়দান, ইছাফ 'আ'লামিন-নাস, রাবাত ১৩৪৭-৫২/১৯২৯-৩৩, ১খ, ২৬৪, ৫খ, ৩২০-৩০; (২) 'আলামী, আল-আনিসুল-মুত্রিব, লিথো. ফাস ১৩১৫ হি., পৃ. ১৯৩; (৩) Levi-Provencal, Chorfa, 297; (৪) Renaud, Medecine et medecins marocains, in AIEO Alger., ৩খ. (১৯৩৭ খৃ.), ৯০-৯; (৫) M. Lakhdar, La vie intellectuelle au Maroc, রাবাত ১৯৭১ খৃ., পৃ. ১৬১-৬ ও উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.² Suppl.)/মুহঃ আবু তাহের

ইবন শাকির (দ্র. আল-কুতুবী)

ইবন শাদাদ (ابن شاداد) : আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল-আযীয ইবন শাদাদ ইবন তা'মীম ইবনিল-মু'ইয্য ইবন বাদীস (মৃ. ৫৮২/১১৮৬-এর পরে), কখনও কখনও আবুল-গারীব 'ইয্যদ-দীন আস-সানহাজী নামে অভিহিত। যীরী (Zirid) বংশের ঘটনাপঞ্জী লেখক এবং তা'মীম (৪৫৪-৫০১/১০৬২-১১০৮)-এর পৌত্র ও যাহ'য়া ইবন তা'মীম (৫০১-৯/১১০৮-১৬)-এর ভ্রাতৃপুত্র। প্রথমে তিনি মাহুদিয়ার শেষ যীরী শাসক আল-হাসান ইবন 'আলীর পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় অন্ততপক্ষে কিছু কালের জন্য তাঁহার সহিত আল-মুওয়াহহিদ 'আবদুল-মু'মিনের নিকট গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ৫৫১/১১৫৬-৭ সনে তিনি পালেরমো (Palermo)-তে ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন এবং

৫৭১/১১৭৫-৬ সনের পূর্বেই দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি ৫৮২/১১৮৬ সনেও সেখানে ছিলেন; কারণ সেই বৎসর তিনি মাহুদিয়ার জনৈক নাগরিক প্রদত্ত ইফরীকিয়া সম্পর্কে কতগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন (আত-তীজানী, রিহ্লা, তিউনিস সং ১৯৫৮ খৃ., ১৪)।

তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে কিছু শী'আবিরোধী প্রবণতা দেখা যায় (দ্র. আল-মাকরীযী, ইত্তি'আজ, সম্পা. আশ-শায়্যাল, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৪৭)। ইবন খাল্লিকান, ইবনুল-আছীর (কামিল, কায়রো সং. ১৯৩৮-৯ খৃ., ৬খ, ১২৫), আন-নুওয়ায়রী, আল-মাকরীযী, আত-তীজানী (রিহ্লা, তিউনিস ১৯৫৮ খৃ., ১৪-৫, ৩৪১-৭) ও আবুল-ফিদা' উহা ব্যবহার করেন। সম্ভবত গ্রন্থটির পূর্ণ নাম ছিল "কিতাবুল-জাম' ওয়া'ল-বায়ান... .. كتاب الجمع والبيان في الاجبار القيروان وفي من فيها وفي سائر بلاد المغرب من الملوك والاعيان"। ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত (দ্র. আশ-শায়্যাল সম্পাদিত আল-মাকরীযীর 'ইত্তিআজ'-এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১) এবং ইহার পাণ্ডুলিপি মিসর ও সিরিয়াতে অদ্যাবধি আছে বলিয়া B. Lewis-এর ধারণা (The Origins of Isma'ilism, Cambridge ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫৭) ভ্রান্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : সূত্রসমূহের জন্য দ্রঃ (১) Brockelmann, SI, ৫৭৫; (২) Amari, Storia, সম্পা. Nallino ১৯৩৩ খৃ., ১খ, ৪০-১ (আরো দ্র. ৩খ, ৪৮৬); (৩) H. R. Idris, Zirides, ১খ, পৃ. ১৮-১৯।

M. Talbi (E.I.²)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন শাদাদ (ابن شاداد) : ইয্য'দ-দীন আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-হালাবী, স্থান বিবরণ ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের সিরীয় লেখক। জন্ম ৬১৩/১২১৭ সনে হালাব (Aleppo)-এ মৃত্যু ৬৮৪/১২৮৫ সনে কায়রোতে। তিনি একাধারে প্রধান শাসনকর্তার দফতর (Chancellery)-এর একজন সচিব ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। আলেক্সান্ডার শাসনকর্তা আল-মালিকুল-নাসির তাঁহাকে চাকুরীতে নিয়োগ করেন এবং ৬৪০/১২৪২-৩ সনে হাররানের অর্থ বিভাগ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি সরকারী দায়িত্বে প্রেরণ করেন। পরবর্তী কালে মোঙ্গলরা যখন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল তখন ৬৫৭/১২৫৯ সনে তাঁহাকে রাজপরিবারের সহিত দামিশক হইতে আলেক্সান্ডারে গমন করিতে এবং মায়্যাফারিকীন অধিকারকারী মোঙ্গলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে উত্তর সিরিয়া মোঙ্গলদের অধীনে চলিয়া যায় এবং বিশিষ্ট নাগরিকবর্গের অধিকাংশের ন্যায় ইবন শাদাদও মিসরে পলায়ন করেন। তিনি মামলুক সুলতান বায়বারস্ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন এবং তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অনুগ্রহ লাভ করেন। এই সুলতানের সহিত ভ্রমণকালে ৬৬৯/১২৭১ সনে সিরিয়ায় গমন করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

মিসরেই তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি রচনা করেন। গ্রন্থগুলি হইতেছে সিরিয়া ও জায়ীরার ঐতিহাসিক স্থান বিবরণ বিষয়ক "আল-আ'লাকুল-খাতীরা ফী যিকরি উমরাইশ-শাম ওয়া'ল-জায়ীরা", যাহা তিনটি অর্থপূর্ণ অধ্যায়ে ৬৭১/১২৭২-৩ ও ৬৮০/১২৮১-২ সনের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত হইয়াছিল এবং বায়বারসের জীবনী [য়ালত্‌কায়াকৃত Edirne পাণ্ডুলিপির (MS) তুর্কী অনুবাদ, ১৯৪১ খৃ.] যাহাকে কখনও কখনও ভুলক্রমে

বাহা 'উদ-দীন ইবন শাদ্দাদের প্রতি আরোপ করা হয় (পরবর্তী নিবন্ধ দ্র.)। যামান সম্পর্কে লিখিত একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থও তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, SI², ৬৩৪, SI, ৮৮৩; (২) Cl. Cahen, La Syrie du nord ... Paris ১৯৪০ খৃ., সূচীপত্র ঐতিহাসিক স্থান বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) আলেক্সোর বিষয়ে D. Sourdel প্রণীত, বৈরুত ১৯৫৩ খৃ.; (৪) দামিশক-এর বিষয়ে S. Dahan প্রণীত, বৈরুত ১৯৫৬ খৃ.; (৫) লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তীন-এর বিষয়ে S. Dahan প্রণীত, দামিশক ১৯৬৩ খৃ.; জাযীরা সংক্রান্ত খণ্ডটির জন্য দ্র. : (৬) Cl. Cahen, La Djazira au millien du XIIIe siecle d'apres 'Izz al-din ibn Chaddad, REI, ৮ঃ (১৯৩৪ খৃ.), ১০৯-২৮।

D. Sourdel (E.I. 2)/আবু মুহাম্মদ আসাদ

ইবন শাদ্দাদ (ابن شاداد) : বাহা 'উদ-দীন আবু'ল-মাহাসিন যুসুফ ইবন রাফি' ইবন তামীম (পূর্বোক্ত 'ইয়্যু'দ-দীন বলিয়া যেন ভ্রম না হয়) সুলতান সালাহু'দ-দীনের জীবনীকার, জ. ৫৩৯/১১৪৫ মাওসিলে ও অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃ. ৬৩২/১২৩৫ আলেক্সোতে।

মাওসিলে (Mosul) শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বাগদাদের নিজামিয়া-তে চারি বৎসর সহকারী শিক্ষক (মু'জ্বিন) হিসাবে অতিবাহিত করেন। মাওসিলে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কামালু'দ-দীন শাহরাযুরী কর্তৃক স্থাপিত মাদরাসাতে শিক্ষকতা করেন। মাওসিলের আতাবেকগণ তাঁহাকে দৌত্যকার্যে বিভিন্ন শাসকদের, যথা বাগদাদের খলীফা, সালাহু'দ-দীন ও পার্শ্ববর্তী নগরসমূহের গভর্নরদের নিকট প্রেরণ করেন। ৫৮৩/১১৮৮ সনে তিনি হজ্জ সমাপন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে দামিশকে অবস্থানকালে কাওকাব দুর্গ অবরোধকারী সালাহু'দ-দীন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার সংকলিত একটি হাদীছ গ্রন্থ শ্রবণ করেন। ইবন শাদ্দাদ জেরুসালেম (তখন মুসলিমগণের পূর্ণ দখলে) সফর করিবার পর মাওসিলে প্রত্যাগমনের জন্য সালাহু'দ-দীনের অনুমতি চাহেন। তাঁহার প্রতি উৎসর্গীকৃত ইবন শাদ্দাদের জিহাদ বিষয়ক একটি রচনায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া সালাহু'দ-দীন তাঁহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল (জুমাদা-১, ৫৮৪/জুলাই ১১৮৮ হইতে) করেন। তিনি সেনাবাহিনীর ও জেরুসালেমের বিচারপতি (কা'দী) হিসাবে সালাহু'দ-দীনের মৃত্যু (৫৮৯/১১৯৩) পর্যন্ত তাঁহার সার্বক্ষণিক সাহচর্যে ছিলেন এবং সুলতানের মৃত্যুর একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা রাখিয়া যান।

অতঃপর ইবন শাদ্দাদ আলেক্সো গমন করেন এবং তথায় সালাহু'দ-দীনের পুত্রগণের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ৫৯১/১১৯৫ সনে আল-মালিকু'জ-জাহির তাঁহাকে ওয়াকফসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বসহ আলেক্সোর বিচারক (কা'দী) পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি নূরু'দ-দীনের মাদরাসার বিপরীত দিকে, শাফি'ঈ মায'হাবের উন্নতিকল্পে একটি জাঁকজমকপূর্ণ মাদরাসা ও একটি 'দারুল-হাদীছ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী স্থানে নিজের জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। আয়ুর্বা পরিবারের বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টায় দৌত্যকর্মে তাঁহাকে বহুবার কায়রো গমন করিতে (৫৯৩, ৬০৩, ও ৬০৮ সনে) হইয়াছিল, ইহার অনেক রেকর্ড পাওয়া যায়। ৬২৯/১২৩২ সনে আলেক্সোর আল-মালিকু'ল-'আযীয-এর সহিত বিবাহের জন্য আল-মালিকু'ল-কামিল-এর কন্যাকে যে প্রতিনিধিদল

কায়রো হইতে আনয়ন করেন তিনি তাঁহার নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে ইবন খাল্লিকান, আবু শামা ও ইবন ওয়াসিল-এর ন্যায় খ্যতিমান লেখকবৃন্দ তাঁহার গৃহে প্রায়শ যাতায়াত করিতেন। ইবন খাল্লিকান এই বর্ষীয়ান গুণী ব্যক্তির একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। আবু শামা ৬৩২ (s.a.?) সনে তাঁহার রচিত "যায়ল 'আলা'র-রাওদাতায়ন" গ্রন্থে ইবন শাদ্দাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। ইবন ওয়াসিল (দ্র.) ৬২৭ ও ৬২৮/১২৩০-১ সনে তাঁহার আলেক্সো ভ্রমণকালে ইবন শাদ্দাদের ভাষণ শ্রবণ করেন।

ইবন শাদ্দাদের ক্ষুদ্র রচনাবলী : (১) দালা'ইলু'ল-আহ-কাম, (পাণ্ডু, Paris, Bibl. Nat., 'আরবী পাণ্ডু. ৭৩৬); (২) মাল্জা'উল-হুকাম 'ইনদা, ইল্‌তিবাসি'ল-আহ-কাম, (পাণ্ডু. ২ খণ্ডে, Egyptian National Libratry, Cairo); (৩) দুরুসু'ল-হাদীছ', ৬২৯/১২৩১ সনে কায়রোতে প্রদত্ত বক্তৃতামালা (Bodleian Library Cat., ১খ, ১১৭৩); (৪) কিতাবুল-'আসা', ফির'আওন-এর সহিত মুসা ('আ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে (পাণ্ডু. পাতনা); (৫) ফাদা'ইলু'ল-জিহাদ, সুলতান সালাহু'দ-দীনের নিকট অর্পিত পাণ্ডু. (Islanbul, Koprulu, ৭৬৪); (৬) আসমা'উ'র-রিজাল আল্লাযীনা ফী মুহাযযাবি'শ-শীরাযী (Brockelmann-এ উল্লেখ নাই, ইস্তাখ্বুল পাণ্ডু. Millet/Veliyuddin Carullah 255.)।

তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া ওয়া'ল-মাহাসিনু'ল-যুসুফিয়া" (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) বা "সীরাত সালাহু'দ-দীন" শীর্ষক সুলতান সালাহু'দ-দীনের জীবনী, A. Schultens কর্তৃক ১৭৩২-৫৫ সনে প্রথম প্রকাশ, ফরাসী অনুবাদসহ সম্পাদনা করিয়াছিলেন De Slane, in RHC, HOr., iii, Paris ১৮৮৪, ৩-৩৭০; পুনর্মুদ্রণ, কায়রো ১৩১৭ হি.; C. R. Conder-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, The Life of Saladin..., লণ্ডন (PPTS1) ১৮৯৭ খৃ.; ইটালীয় ভাষায় অনূদিত উদ্ধৃতি, F. Gabrieli-কৃত Storicari arabi delle Crociate, n. p. 1957, 85 ff.। নিবন্ধ লেখকের নিকট পঠিত একটি পাণ্ডুলিপি (জেরুসালেম, আল-মাসজিদুল-আকসা, তারীখ ৫৯৫)-র ভিত্তিতে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন জামালু'দ-দীন আশা-শায়্যাল, কায়রো ১৯৬৪। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত, ১ম খণ্ডটি সালাহু'দ-দীনের জন্ম, প্রাথমিক জীবন, গুণাবলী ও অভ্যাসাদি সম্বলিত এবং অপর খণ্ডটি তাঁহার যুদ্ধ ও বিজয় সম্বলিত। রচয়িতা দাবি করেন যে, সালাহু'দ-দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ (৫৮৪/১১৮৮)-এর পূর্ববর্তী বৎসরগুলি সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গের উপর এবং পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য স্বীয় পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন। বক্তৃত (৫৮৪/১১৮৮ সনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের জন্য পরোক্ষ (Secondary) বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া বিভিন্ন বর্ণনায় ও কাল নিরূপণে কিছু তুলত্রাস্তি ঘটয়াছে। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তাঁহার রচিত জীবন চরিত, 'উমাদু'দ-দীন (দ্র.)-এর উদ্ভবিত রচনাবলী সহকারে সালাহু'দ-দীনের জীবন বৃত্তান্তের সর্বাঙ্গী প্রামাণ্য উৎস যাহা পরবর্তী প্রায় সকল মুসলিম ও যুরোপীয় ঐতিহাসিকই ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু শত্রু সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ ও ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহের নহে, বরং মুসলিম ও খৃষ্টান উভয় পক্ষের সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও ইহা অমূল্য তথ্য সরবরাহ করিয়াছে এবং

সালাহু'দ-দীন ও ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কের উপর আলোকপাতকারী গুরুত্বপূর্ণ দলীলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। F. Gabrieli-র ভাষায় "চরিত্র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে রচিত রাজকীয় জীবন চরিত্রের নমুনা" হিসাবে ইহা "ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসমূলক সাহিত্যে অনন্য।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, নং ৮৫২; (২) আবু শামা, আয-যায়ল 'আলা'র-রাওদাতায়ন=তারাজিমু রিজালি'ল-কার-নায়নি'স- সাদির ওয়া'স-সা'বি' (الذيل على الروضتين تراجم رجال القرنين السابع والسادس والسابع), কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১৬৩; (৩) ইবন ওয়াসিল, মুফাররিজুল-কুরব, পাণ্ডু.; (৪) আবদুল-আজীম আল-মুনযিরী, আত-তাকমিলা লি-ওয়াফায়াতিন-নাকাল (পাণ্ডু. Alexandria Municipal Library); (৫) বাহা উদ-দীন ইবন শাদ্দাদ, আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া...সম্পা. জামালু'দ-দীন আশ-শায়্যাল, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ভূমিকা; (৬) H.A.R. Gibb, The Arabic sources for the life of Saladin in Speculum, 25 (1950), 58-72; (৭) C. Cahen, La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, Paris ১৯৪০ খৃ., ভূমিকা; (৮) H.L. Gottschalk, al-Malik al-kamil von Egypten und seine Zeit, Wiesbaden 1958, p. 33, 70 ff., 166, 201, 204; (৯) M. Hilmy M. Ahmad, apud B. Lewis and P.M. Holt, Historians of the Middle East, London 1962, 87-8; (১০) F. Gabrieli, ibid., 104; (১১) Brockelmann, I. 316-7, SI. 549-50।

জামালু'দ-দীন আশ-শায়্যাল (E.I.²)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন শানাবুয (ابن شنبوذ) : অথবা শানবুয বা শানাবুয আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আযুব ইবনিস-সালত আল-বাগদাদী বহু দেশ পর্যটক, বিজ্ঞ 'কারী' ইলুম কিরা'আতের শিক্ষক, যু. সাফার ৩২৮/নভেম্বর-ডিসেম্বর ৯৩৯। তিনি ইবন মাসু'উদ, উবায়্যি (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর কিরা'আত যাহা মাসু'হাফ 'উছ'মানী (রা) হইতে কিকিৎ ভিন্ন, জুমু'আ ও জামাআতের সালাত (ফিল-মিহরাব)-এ প্রচলন করেন। সম্ভবত এই কারণে তাঁহার প্রভাবশালী সহকর্মী ইবন মুজাহিদ (যাঁহার সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করিতেন)-এর উদ্যোগে বিচারের জন্য ৩২৩/৯৩৫ সনে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয় এক বিশেষ আদালতে, যাহার সভাপতি ছিলেন উযীর ইবন মুক্লা ও ইবন মুজাহিদ ছিলেন প্রধান সদস্য। কুরআনের যে বিভিন্ন কিরাআতের জন্য তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বিচারকার্যের শুরুতে তিনি সাহসিকতার সহিত ও আক্রমণাত্মকভাবে তাহা সমর্থন করেন। কিন্তু মন্ত্রী আদেশে বেত্রদণ্ড ভোগ করিবার পর বাধ্য হইয়াই তিনি প্রতিরোধ পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বীয় মত পরিত্যাগ করেন এবং এই মর্মে একটা দলীল স্বাক্ষর করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি মাসু'হাফ 'উছ'মানীর কিরাআতকেই একমাত্র শুদ্ধ পাঠরূপে গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রীর গৃহ হইতে খালাস পাইবার পর উত্তেজিত জনতার কবল হইতে আপন নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য ইবন শানাবুয প্রথমত বাগদাদের বাহিরে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস-সুলী, আখবারুর-রাদী বিলাহ ওয়া'ল-মুত্তাকী লিল্লাহ, সম্পা J. Heyworth-Dunne, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., পৃ.

৬২-৩; ফরাসী অনু. M. Canard, আলজিয়াস ১৯৪৬-৫০, ১খ, ১০৯-১০ (গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট সমেত); (২) ফিহরিস্ত, সম্পা. Flugel, ৩১-২; (৩) খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ১খ, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১, ২৮০-১; (৪) আস-সাম্'আনী, কিতাবুল-আনসা'ব (GMS XX), ৩৩৯; (৫) যাকু'ত, উদাবা, ৬খ, ৩০০-৪; (৬) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাত, সম্পা. de Slane, ১খ, ৬৮৭-৮; (৭) অনু. de Slane, ৩খ, ১৬-৮; (৮) আয'-যাহাবী, তা'বাক'গু'ল-কুবরা, বার্লিন পাণ্ডু. or fol. 3140, 42 v.-43 v.; (৯) ইবনুল-জাযারী, আন-নাশরু ফিল-কিরাআতি'ল 'আশার, দামিশক ১৩৪৫ হি. ১খ, ৩৯, ১২২; (১০) ঐ লেখক, গ'য়াতুল-নিহায়া, ২খ (Bibliotheca Islamica 8b), ৫২-৬; (১১) ইবন তাগ'রীবির্দী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, সম্পা. Juynboll, ২খ, ১৮৫৭ খৃ., ২৬৬-৭; (১২) TA, ২খ, ৫৬৮; (১৩) Brockelmann, S I, ৩১৯; (১৪) Noldeke et al. des Qur., ৩খ, ১১০-২, দ্র. KIRA'A।

R. Paret (E.I.²)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন শায়খ হিত্তীন (দ্র. আদ-দিয়াশকী, শামসু'দ-দীন)

ইবন শারয়া (ابن شرية) : 'আবীদ/উবায়দ আল-জুবুহমী, জ্ঞান সাধক ও পুরাতত্ত্ববিদ, অর্ধ-ঐতিহাসিক, কিংবদন্তীর বর্ণনাকারী হিসাবে তাঁহার নাম প্রায়শ উল্লিখিত হয়। তাঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণে মতবিরোধ রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপিতে 'আবীদ ও উবায়দ উচ্চারণেই পাঠ করা যায়; তবে 'উমায়র'-এর উল্লেখ ভ্রমাত্মক (ইবনুল-আহীর, উসদুল-খা'বা, ব্লাক ১২৮৬-৭৩, ৩খ, ৩৫১; ইবন হাজার, ইস'আধী, কলিকাতা ১৮৫৬-৭৩, ৩খ, ২০১)। শারয়া' ছন্দ (وزن) দ্বারা সমর্থিত (তু. O. Lofgren, Ein Gamdani Fund, Uppsala Universitets Arsskrift, vii (1935), 24; আল-হামাদানী, ইক্বালীল, সম্পা. O. Lofgren, Uppsala 1954 p. 6)। অবশ্য ইবন হাজার শব্দটির উচ্চারণ 'শারিয়া' বলিয়া উল্লেখ করেন। সারিয়া, সাগিয়া, সারিয়া ও শুবরুমারও উল্লেখ আছে (ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক; যাকু'ত, উদাবা, ৫খ, ১০; উসদ)।

ইবন শারয়ার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সমর্থনে অধুনা জোরদার প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে (তু. যথা N. Abbutt, Studies in Arabic Literary popyre, 1, Chicago 1957, 9 ff.)। তবে জ্ঞান-সাধক ও লেখক হিসাবে তাঁহার ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে আনুমানিক উৎসসমূহের বর্ণনানুযায়ী মু'আবিয়া (রা) পুরাকাহিনী শ্রবণের জন্য তাঁহাকে নিজ দরবারে ডাকাইয়া আনেন। তিনি 'আবদুল-মালিকের রাজত্বকালে ২২০, ২৪০ বা ৩০০ বৎসরের অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন।

৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবু হা'তিম সিজিস্তানী (Muamma-run, ed. Goldziher, Abh. z. arab. Phil., ii, 40-3) তাঁহাকে একজন দীর্ঘজীবী জ্ঞানসাধকরূপে জানিতেন। আল-জাহিজ (বুখালা, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ৪০, অনু. Pellat, ৬৭, ৩৩৭) তাঁহাকে বৃহৎ দক্ষিণ 'আরবের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; যেমন করিয়াছেন ইবন হিশাম, কিতাবুল-তীজান, হায়দরাবাদ ১৩৪৭ হি. ৬৬, ২০৯, গ্রন্থে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইবন কুতায়বা [তা'বীলু মুখতালিফিল-হাদীছ (تأويل مختلف الحديث), কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৬, ২৮৩; অনু.

Lecomte, দামিশক ১৯৬৪ খ., ৩১৩) তাঁহাকে দৃশ্যত দক্ষিণ আরবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একজন কুলজী বিশেষজ্ঞরূপে জানিতেন। ইসলামের প্রথম-যুগের ঐতিহাসিকগণ সাধারণত তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আল-মাস'উদী (মুরূজ, ৪খ, ৮৯) দক্ষিণ আরবের ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁহার বর্ণনাকে কল্পকথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করার পক্ষপাতী।

তাঁহার কৃতিত্ব হিসাবে একটি প্রবাদ সংকলনের উল্লেখ থাকিলেও উহা সংরক্ষিত হয় নাই [ফিহরিস্ত, ৮৯; আল-বাকরী, ফাসলুল-মাকাল (المقال), খার্তুম ১৯৫৮ খ.; R. Sellheim, Die klassisch-arabischen Sprichwortersammlung, The Hauge 1954, 45, 89, 149]। আল-মাস'উদী কর্তৃক (মুরূজ, ৩খ, ১৭৩-৫, ২৭৫ প., ৪খ, ৮৯; A. v. Kremer, Über die sudarabische Sage, Leipzig 1866, 46 প.) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাজাদের কাহিনী ও অতীত ইতিহাস' (ফিহরিস্ত, ৮৯)-এর উদ্ধৃতি ইতোপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইবন হাজার রচিত ইসাবা, ৩খ, ২০২-এর একটি বিকৃত অংশে আল-হামদানী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে গ্রন্থটির বহু বিচিত্র সংশোধিত অনুলিপি প্রচলিত ছিল। উহাদের একটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। ইহা 'আখবারুল-য়ামান ওয়া আশ'আরুহা ওয়া আনসাবুহা' (اخبار اليمين وأشعارها) শিরোনামে কিতাবু'ত-তীজান, হায়দরাবাদ ১৩৪৭ হি., ৩১১-৪৮৭-এর সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত। আল-মাস'উদী উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থাংশের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে যাহাতে উভয়ের সাধারণ এক্য প্রমাণিত হয় (তু. মুরূজ, ৩খ, ২৭৫ প., প্রকাশিত সংস্করণের ৪৮৩ প.)। প্রকাশিত পাঠে পরবর্তী সংযোজন রহিয়াছে। ইহাতে প্রায়শ 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে মু'আবিয়া (রা)-র চাচাত ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে দক্ষিণ আরবে প্রত্যাশিত মাহ্দীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে (৪৭৮, আরও তু. নাশওয়ান উদ্ধৃত শ্লোকগুলি, শামসুল-'উলূম, GMS, xxiv, 103) এবং বারবার 'আলী বংশীয়দের প্রতিও; (ইহা পরবর্তী কালের ফাতিমী যুগের সংযোজন হইতে পারে, ৩২৩)। ইহাতে দায়লাম ও তুর্কদের (৪৭৬)-ও উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রাপ্ত উপাত্ত হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইতিহাস বর্ণনাকারী হিসাবে ইবন শারয়া নামের ব্যবহার ৩য়/৯ম শতাব্দীর পূর্বকালীন, যদিও তখন উক্ত জ্ঞানসাধকের ভাবমর্যাদা নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 'রাজাদের কাহিনী'-র রচয়িতা হইতে দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিলেন না, বরং বাগদাদের একজন পুরাতত্ত্ববিদ ছিলেন যিনি দক্ষিণ আরবের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে তৎকালীন রচি অনুযায়ী, যে অগ্রহ বিদ্যমান ছিল তাহার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটিতে সত্যিকার দক্ষিণ আরবীয় লোক-কাহিনীর যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলিয়া V. Kremer যে অভিমত প্রকাশ করেন, উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন হইলেও উহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দ্র. : (১) আল-জাহিজ, বায়ান, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ১খ, ৩৬১; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭, ১খ, ৩৬৫; (৩) ঐ লেখক, তারবী', সম্পা. Pellat, দামিশক ১৯৫৫ খ., ৩৭, (২১); (৪) ইবন কুতায়বা, উঘূন, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮, ২খ, ৩০৫; (৫) আগ'নী, ২১খ, ১৯১, ২০৬; (৬) মাস'উদী, তানবীহ, ৮২; (৭) উসামা ইবন মুনকিয়, লুবাব, কায়রো

১৩৫৪/১৯৩৫, পৃ. ১২৩ প.; (৮) ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, পাণ্ডু. Topkapusaray, Ahmet-III, ২৮৮৭, ৩খ, ২৯৯b-৩০০a; (৯) আল-হারীরী, দুন্নাতুল-গাওওয়ান, সম্পা. Thorbecke, পৃ. ৫৫ প.; (১০) ইবন সীসরা, সম্পা. Brinner, Berkeley and Los Angeles ১৯৬৩ খ., ১খ, ১৩৭ প., ২খ, ১০১ প.; (১১) 'আবদুল-কাদির আল-বাগ'দাদী, খিযানাতুল-আদাব, ১খ, ৩৩২। আরও তু. : (১২) Goldziher, Muh. St., ১খ, ৯৭, ১৮২ প., ২খ, ১৭১, ২০৩ প.; (১৩) Brockelmann, I, ৬৩ প., SI, ১০০; (১৪) Sezgin, ১খ, ২৬০।

F. Rosenthal (E.I.2)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন শারাফ আল-কায়রাওয়ানী (ابن شرف القيرواني) :

আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সা'ঈদ আল-জুয়ামী, লেখক ও কবি। আনু. ৩৯০/১০০০ সালে কায়রাওয়ান শহরে তাঁহার জন্ম। ইনি আবুল-হাসান আল-কাবিসী ও আবু 'ইমরান আল-ফাসী'-র তত্ত্বাবধানে কবিতা রচনা শুরু করেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফার আল-কাযযায-এর তত্ত্বাবধানে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন এবং আল-হসরী (দ্র.)-র তত্ত্বাবধানে রসসাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত ইনি ইবন আবি'র-রিজাল (দ্র.)-এর নিকটও শিক্ষা লাভ করেন। এক চক্ষু অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল-মু'ইযা ইবন বাদীস (দ্র.)-এর সহচরদের দলভুক্ত হইতে সক্ষম হন। আর এইভাবে তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। অবশ্য ইহার ফলে যে তাঁহার কোনও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মে নাই, এমন নহে। তাঁহাদের মধ্যে ইবন রাশীক (দ্র.) উল্লেখযোগ্য, যাহার নাম ইবন শারাফের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে তাঁহারা সমান্তরাল পন্থা অনুসরণ করিতেন। আল-মু'ইযা চাতুর্ঘের সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে লালন করিলে পরিণামে সুফল ফলে। কেননা উহা কেবল বিদ্বিপাত্তক কবিতা ও ব্যঙ্গ পত্র (অধুনালুপ্ত) আদান-প্রদানেই প্ররোচিত করে নাই, বরং উহার ফলে এমন কতিপয় গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে যাহা হইতে ৫ম/১১শ শতাব্দীর শুরুতে কায়রাওয়ানবাসীরা উচ্চমানের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারী ছিল বলিয়া প্রমাণ মিলে। এতদ্ব্যতীত ইবন শারাফ দরবারী কবিদের অভ্যাসগত কার্যকলাপে আয়নিয়োগ করেন। তিনি আমীরের স্তুতি-গীত রচনা করিতেন, ফল ও ফুলের বর্ণনায় কবিতা লিখিতেন, রাজদরবারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সমাবেশে অংশগ্রহণ করিতেন, আর তাঁহার মনিবের সামান্যতম খেয়ালিপনার একটি তাত্ক্ষণিক জওয়াব দিতেন।

হিলালী বহিরাক্রমণ (হিলাল দ্র.) আল-মু'ইযা-কে ৪৪৭/১০৫৫ সনে আল-মাহদিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে; তিনি তখন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিদ্বয়কে তাঁহার সঙ্গে নেন। তামিম ইবনুল-মু'ইয্যের সঙ্গে কিছুদিন অবস্থানের পর ইবন শারাফ সিসিলীতে গিয়া মাথারায় নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেন। ইবন রাশীকও সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁহাদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন বলিয়া শোনা যায়। যাহা হউক, তিনি সিসিলীতে বেশী দিন বসবাস করেন নাই। ৪৪৯/১০৫৭ সনে তিনি স্পেনের পথে রওয়ানা হন। অতঃপর মুলুক'ত-তাওয়াইফ (দ্র.)-এর কয়েকটি দরবারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার পর তিনি অবশেষে Almeria-র নিকটবর্তী Berja-য় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার জীবনীকারগণ বলেন যে, তিনি ১ মুহ'াররাম, ৪৬০/১১ নভেম্বর, ১০৬৭ তারিখে Seville-এ ইনতিকাল করেন।

একজন দরবারী কবি হিসাবে ইবন শারফকে ইবন বাসসাম (যাখীরা, ৪/১খ, ১৩৩) ইবন দাররাজ আল-কাসতাল্লী (দ্র.)-র সঙ্গে তুলনা করেন। তৎপ্রণীত দীওয়ান, যাহা পরবর্তী কালে সংগৃহীত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে একখানা বৃহদায়তনের গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থকার স্বয়ং উহার যে সকল কবিতায় স্তবক বা গদ্য রচনার অনুচ্ছেদকে সংরক্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন সেগুলিকে তৎপ্রণীত 'আবকার'ল-আফকার' নামক পুস্তকে সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই সবই বর্তমানে বিলুপ্ত। অনুরূপভাবে তাহার লুমাছ'ল-মুলাহ' (ইবন দিহয়া, মুতরিব, শ্লোক ৫৩৭) ও সেরা গ্রন্থ 'আ'লামু'ল-কালাম'ও বর্তমানে বিলুপ্ত। এই সব কিছু বিবেচনা করিয়াও ইবন বাসসাম কর্তৃক সংরক্ষিত উদ্ধৃতাংশগুলি আল-মায়মানী আর-রাজাকৃতী (আন-নুতাফ মিন শি'রায় ইবন রাশীক ওয়া যামীলিহ ইবন শারফ, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪, পৃ. ৯০-১১৫) কর্তৃক সংগৃহীত কবিতাগুলি, ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি অনুচ্ছেদ, যেইগুলির রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্যের অভাব ও দুইটি খণ্ড রচনা যাহা আ'লামু'ল-কালামের অংশ বলিয়া মনে হয়, প্রথমত বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। গ্রন্থকার জানাইয়াছেন যে, আল-হামায়ানী (দ্র.)-কৃত মাকামাত-এর আদর্শ অনুকরণ করিয়া তিনি কবিতায় কুড়িটি হাদীছের কাব্যরূপ দান করেন। উল্লিখিত এই দুইটি খণ্ড রচনা হইতেছে উহাদের দুইটি হাদীছ'। তিনি তাহার এই প্রবন্ধগুলিতে ছন্দোবদ্ধ পদ্ধতিতে তাহার পূর্ববর্তী 'আরব কবিদের সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর কিছুটা অমার্জিত ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার কয়েকটি পাঠ উপস্থাপন করেন। তাহার স্পেনে বসবাসকালে অর্থাৎ ৪৪৯/১০৫৭ হইতে ৪৬০/১০৬৭ সনের মধ্যবর্তী কালে গ্রন্থটি প্রণীত হয় বলিয়া মনে হয়। উহা সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কিত কায়রাওয়ানী মতবাদের বৈশিষ্ট্যমূলক নমুনা। উহার স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি ভাষাবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাহারা ইহার বিভিন্ন দিক অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আল-মুকতাবাস পুস্তকে এইচ. এইচ. 'আবদুল-ওয়হ'হাব কর্তৃক মূল পাঠের সম্পাদনা, ৪খ. (১৯১১ খৃ.) ও রাসা 'ইলুল-ইনতিকাদ নামে ইহার পুনর্মুদ্রিত রচনা, দামিশক ১৩২৯/১৯১১ (এম. কুর্দ 'আলী তাহার রাসা 'ইলুল-বুলাগা', দামিশক ১৩৬৫/১৯৪৬, পৃ. ৩০২-৪৪-এ মূল পাঠ কপি করিয়াছেন); আ'লামু'ল-কালাম শিরোনামে 'আবদুল-আযীয় আল-খানজী কর্তৃক সম্পাদিত, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৬, *Questions de critique littéraire* শিরোনামে Ch. Pellat কর্তৃক সম্পাদনা ও অনুবাদ, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ.; Ibn Saraf al *Qayrawani* (m. ৪৬০/১০৬৭-৮) *ela sua* রিসালাতুল-ইনতিকাদ শিরোনামে ইতালীয় ভাষায় U. Rizzitano কর্তৃক অনুবাদ, RSO, ২১/১ (১৯৫৬ খৃ.), পৃ. ৫১-৭২। উহাকে রিসালার শ্রেণীভুক্ত করার প্রশ্ন উঠে না; তবে পুস্তিকাখানির শেষ পৃষ্ঠায় উহার নামের সন্মস্যাটির সমাধান মিলিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, তাম্মাত'ল-মাকামাতুল-মা'রুফা বি-মাসা'ইলিল-ইনতিকাদ। গ্রন্থকার যদি তাহার গ্রন্থের সংরক্ষিত অসম্পূর্ণ অংশ দুইটির জন্য শিরোনাম ঠিক করিয়া থাকেন, তবে তাহা ইহাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাসসাম, যাখীরা, ৪/১খ, ১৩৩-৮৬; (২) যাকৃত, ইরশাদ, ৭খ, ৯৬ প.-উদাবা', ১৯খ, ৩৭ প.; (৩) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ২০৪-৫; (৪) ইবন বাশকুওয়াল, সিল্লা, নং ১২০৮; (৫) সুয়ুতী, বুগ'য়া, ৪৬; (৬) হাজ্জী খালীফা, ১খ, ১৪৫; (৭) ইবন দিহয়া, মুতরিব, B.M. পাণ্ডুলিপি, পত্র ৫২৮-৫৭৭ (কায়রো ও খার্তুম সং. ১৯৫৪ খৃ., নির্ঘণ্ট); (৮)

ইবন নাজী, মা'আলিম, ৩খ, ২৪৯-৫১; (৯) এইচ. এইচ. 'আবদুল-ওয়হ'হাব, বিসাতুল-আকীক ফী 'হাদানারাতিল-কায়রাওয়ান ওয়া শাহ'ইরিহা ইবন রাশীক, তিউনিস ১৩৩০/১৯১১; (১০) ফুআদ বুসতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৫৯-৬০।

নুওয়ায়রী-কৃত নিহায়া, ইবন দিহয়াকৃত মুতরিব, ইবন বাসসামকৃত যাখীরা, ইবন লুয়ূনকৃত লামুহ, ইবনুল-'ইমাদকৃত খারীদা, 'উমারীকৃত মাসালিকুল-আবসার প্রভৃতি পুস্তক হইতে আহরণ করিয়া মায়মানীর কবিতা-সংগ্রহের সঙ্গে সংযোজিত হইলে সম্পূর্ণ কার্য সম্পন্ন হইবে (প্যারিসে একখানি নূতন কবিতা-সংগ্রহ প্রণয়ন কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে)। পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র আবুল-ফাদল জা'ফার ইবন মুহাম্মাদও তাহার পিতার মতই প্রখ্যাত কবি ও গদ্য লেখক ছিলেন। ৪৪৪/১০৫২-৩ সনে কায়রাওয়ানে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাহার পিতার সঙ্গে দেশান্তরিত হন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল স্পেনে কাটান। সেইখানে তিনি মুহাম্মাদ আল-মু'তাসিম (৪৪৩/১০৫১-৪৮৪/১০৯১)-এর রাজত্বকালে আলমেরিয়ায় উযীরের পদমর্যাদা লাভ করেন। ঐ দরবারে তিনি অনেক বৎসর কাটান। ৫৩৪/১১৩৯ সালে তাহার মৃত্যু হয়। আবুল-ফাদল একজন পুরাপুরি সংস্কৃতিবান লোক ছিলেন। প্রচলিত কবিতার বিবিধ রকমে; প্রশংসাপূর্ণ কবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা ও নীতিবাক্যপূর্ণ কবিতার তিনি ছিলেন একজন সাবলীল রচনামূল্যের অধিকারী। তিনি নুজহ'ন-নুসহ ও সিরকুল-বিয়র নামক দুইখানি সংক্ষিপ্ত স্মরণীয় উক্তি-সংগ্রহ ও ফাকীরী প্রবচন-সংগ্রহের রচয়িতা ছিলেন। তদুপরি তিনি ফাকীরী জীবনধারা সম্পর্কে একখানি উর্জুয়া (রাজ্য ছন্দে লিখিত কবিতা) লেখেন; কিন্তু এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত। আল-মায়মানী কর্তৃক সংকলিত কবিতাগুলির (নুতাফ, পৃ. ১১৬-২১, উপরে দ্রষ্টব্য) সঙ্গে ইবন বাসসাম কর্তৃক সংরক্ষিত কয়েকখানি সরকারী চিঠিপত্র ও কয়েকটি খণ্ড কবিতা (৩য় খণ্ড এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে) এবং পূর্বোল্লিখিত কয়েকখানি কাব্য সংকলন গ্রন্থ সংযোজন করা যাইতে পারে।

আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ নামক আবুল-ফাদলের জনৈক পুত্রকেও মাক্কারী তাহার *Analectes index*-এ একজন নীতিকথার কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাব্বী, বুগ'য়া, নং ৬১০ ও ১৫৫৭; (২) ইবন বাশকুওয়াল, সিল্লা, নং ২৯৫; (৩) ইবন খাক'ান, কাল্লা'ইদ, কায়রো, ভা. বি., ২৬৩ প.; (৪) ইবন দিহয়া, মুতরিব, B.M. পাণ্ডুলিপি, পাতা ৫৪৮; (৫) মাররাকুশী, মু'জিব, কায়রো ১৩২৪/১৯০৬, ৫০ (অনু. Fagnan. ৬৬); (৬) মাক্কারী, *Analectes*, নির্ঘণ্ট; (৭) Fagnan-Dozy, *Recherches*², ১খ, ২৪৮ প.; (৮) Gonzalez Palencia, *Literatura*², ৮৯-৯০; (৯) ফুআদ বুসতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৬০-১; (১০) Ch. Pellat কর্তৃক *Questions de critique* (উপরে দ্র.) গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী, ২০, টীকা ৭।

Ch. Pellat (E.I.²)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন শাহরাশুব (ابن شهر آشوب) : আবু জা'ফার (বা আবু 'আবদিল্লাহ) মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন শাহরাশুব ইবন 'আবী নাস'র ইবন 'আবিল-জায়শ, যায়নু'দ-দীন ('ইয়া'দীন রাশীদ'দ-দীন) নামে পরিচিত, ইমামী ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্মপ্রচারক ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি মায়ানদারান প্রদেশের সারি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আকীদাগত কারণে তিনি সালজুক

শাসিত ইরান ত্যাগ করিয়া আলোঞ্চে নগরীতে গমন করেন। হামদানীদের শাসনকাল হইতে নগরীটি শী'আ মতাবলগী 'আলিমদের আশ্রয়স্থল ছিল। সেখানে পরিণত বয়সে ২২ শাবান, ৫৮৮/২ সেপ্টেম্বর, ১৯২ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে জাবালুল-জাওশানে কবর দেওয়া হয়। স্থানটি অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হুসায়নী মাশহাদ-এর সন্নিহিত অবস্থিত। তৎকালে তিনিই শী'আ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন, এমন কি সুন্নীরাও তাঁহার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং তাঁহাকে মানিতেন। শারী'আত সম্পর্কিত তাঁহার ভাষণ গুনিয়া 'আব্বাসী খলীফা আল-মুকাতাফী (৫৩০-৫৫/১১৩৬-৬০) প্রভাবান্বিত হইলে বাগদাদে তিনি 'রাশীদু'দ-দীন' লাকাব লাভ করেন বলিয়া শোনা যায়, এমনকি তাঁহার সহিত বিরোধিতাকারিগণের, বিশেষত আয-যামাখশারী, মুহাম্মাদ আল-গাযালী ও আয-যামাখশারীর শাগরিদ তাঁহার সমসাময়িক আল-খাতী'বুল-খুওয়ারিয়মী আল-মাক্কী প্রমুখের নিকট হইতে তিনি 'ইজাযা' লাভ করেন বলিয়াও শোনা যায়। ইহতিজাজ গ্রন্থের প্রণেতা আবু মানসূ'র আহমাদ ইবন আবী তালিব আত'-তাবারসী (আত'-তাবারসী দ্র.) মাজমা'উ'ল-বায়ান-এর প্রণেতা ফাদল ইবনুল-হাসান আমীনু'দ-দীন আত'-তাবারসী (দ্র. আত'-তাবারসী) ফারসী ভাষায় শী'আ দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত আল-কু'রআনের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাফসীর-প্রণেতা শায়ক আবুল-ফুতুহ আর-রাযী (দ্র. আর-রাযী) ছাড়াও অন্যদের মধ্যে আল-কুতবুর-রাওয়ান্দী, সায়্যিদ নাসিহু'দ-দীন আল-আমিদী প্রমুখ তাঁহার শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য যে শিক্ষকের কথা তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থ দুইখানিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তিনিই ছিলেন তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক শায়খ নাসীরু'দ-দীন আত'-তুসী। ইবন শাহরাশুবের পিতামহ, কোন কোন গ্রন্থে যিনি ইবন কায়াকী নামে উল্লিখিত, শায়খের সরাসরি ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রের মাধ্যমেই শায়খের 'উপদেশাদি' তাঁহার পৌত্রের নিকটে পৌঁছাইয়া দেন। আত'-তুসীর শাগরিদ হওয়ার দরুন ইবন শাহরাশুবকে পরোক্ষ খ্যাতিমান কাদী আবু'স-সা'আদাত আসাদ ইবন 'আবদিল-কাহির আল-ইসফাহানীরও শাগরিদ বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন সূত্র ইবন শাহরাশুবের বিপুল সংখ্যক ছাত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছে, আর ইহা তাঁহার পক্ষে মর্যাদার বিষয় যে, এমনকি আল-মুহাক্কিক আল-ইহ্রীও মাত্র একজনের মধ্যবর্তিতায় (واسطة) তাঁহাকে উস্তাদ বলিয়া স্বীকার করেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান : (১) মা'আলিমুল-'উলামা', সম্পা. 'আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৩৫৩/১৯৩৪-৫। আত'-তুসী-কৃত ফিহরিস্ত যাহা নাজাশী-কৃত রিজাল সমেত ইহার প্রধান উৎস গ্রন্থ ইহার সংগে একীভূত করা হইয়াছে। শী'আ কবিদের বিষয়ে অধ্যায়টিই গ্রন্থখানির এক অনুপম বৈশিষ্ট্য যাহা ইকবালের মতে নিশ্চিতভাবে ৫৭৩-৫৮১/ ১১৭৭-৮৬ সনে রচিত হইয়াছে; (২) মানাকিবু আলে আবী তালিব, ৩খ., সং. নাজফ ১৯৫৬ খ., হাদীছ আর ইমামদের বংশবৃত্তান্ত না হইয়া ইহা বরং একখানি নামেমাত্র তত্ত্বীয় গ্রন্থরূপে প্রণীত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের অধিকাংশই শী'আ মতবাদের নামেমাত্র ব্যাখ্যা; (৩) মুতাশাবিহ'ল-কুরআন (তেহরানে মুদ্রিত); (৪) বায়ানু'ত-তানযীল; (৫) আলা মু'ত- তারাইক ফিল-হুদু ওয়া'ল-হাকাইক; (৬) আনসাব আলে আবী তালিব; (৭) আল-আসবাব ওয়া'ন-নুযুল 'আলা মাযহাবি আলি'র-রাসুল; (৮) আল-আরবান-জিন ফী মানাকিব সায়ায়াদাতিন-ন-নিসা' ফাতিমাতি'য-যাহরা'।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-ফুওয়াতী, তালখীস মাজমা'ই'ল-আদাব ফী মু'আমিল-আলকাব, ৪খ., সম্পা. মুসতাফা জাওয়াদ, ১খ., টীকা ৪৪৩ (উহাতে ইবন হাজার-কৃত লিসানুল-মীযান, আয-যাহাবী-কৃত তারীখুল-ইসলাম গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ৫৮৮ সনের মৃত্যুসমূহ এবং যাহা'য়া ইবন আবী তালিয়া আল-হালাবী-কৃত তারীখ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি জীবনী, যৎসম্পর্কে দেখুন Brockelmann, SI, ৫৪৯, দ্র. ইবন শাদ্দাদ শিরোনামে; (২) মীরযা মুহাম্মাদ তুনাকাবুনী, কিসাসুল-'উলামা', তেহরান, তা. বি., ৪২৮-৯; (৩) 'আব্বাস আল-কুমী আন-নাজাফী, কিতাবুল-কুন ওয়া'ল-আলকাব, ১খ., নাজফ ১৯৫৬ খ., ৩২৭-৮; (৪) আল-মামাকানী, কিতাব তানযীহ'ল-মাকাল ফী আহওয়ালি'র-রিজাল, ৩খ., নাজফ ১৩৫২/১৯৩৩-৪, পৃ. ১৫৭; (৫) আগা বুয়ু'র তিহরানী, আয-যারী'আ দ্র.; (৬) এ লেখক, মুসাফফা'ল-মাকাল ফী মুসান্নিফী 'ইলমি'র-রিজাল, তেহরান ১৯৫৯ খ., কলাম ৪১৪-৫; (৭) আল-'আমিলী, আ'য়ানু'শ-শী'আ, ৬খ., ২৮, ৪৬খ., ১৩৬, টীকা ২৫৫৬; (৮) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, লিথো. তেহরান ১৩০৬/১৮৮৮-৯, পৃ. ৬০২ (পৃ. সংখ্যা নির্ভুল নহে); (৯) মুহাম্মাদ 'আলী তাবরীযী খিয়াবানী, রায়হানা'তুল-আদাব ফী তারাজিমিল-মাক্কাফী লিল-কুনয়া ওয়া'ল-লাকাব, ৬খ., তাবরীয, তা. বি., পৃ. ৪৭-৮; (১০) A. Eghbal, introduction to the edition of the Ma'alim, পৃ. ৩-১২; (১১) আল-কাহহালা' মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ৯খ., ১৬।

B. Scarzia Amoretti (E.I.2)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন শাহীন আজ-জাহিরী (ابن شاهين الظاهري) :

গারসু'দ-দীন খালীল, কায়রো (অথবা জেরুসালেমে) ৮১৩/১৪১০ সনে জন্ম, মিসরীয় মামলুক বংশোদ্ভূত বুরজী সুলতান সাযফু'দ-দীন তাতার-এর পুত্র, কায়রোতে শিক্ষালাভ করেন। কর্মজীবনে বারসবায় ও চাকমাক-এর অধীনে একটি উত্তম প্রশাসনিক পদ লাভ করেন (ডু. যিরিকলী, আ'লাম, ২, ৩খ., ৩৬৭)। ৮৫৭/১৪৫৩ সনের কাছাকাছি সময়ে তিনি 'কাশফুল-মামালিক ওয়া বায়ানুল-উরুক ওয়া'ল-মাসালিক' নামক একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। "যুবদাত কাশফিল-মামালিক" নামক উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানি কেবল বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা মামলুক আমলের মিসরের একখানি নিখুঁত ও সঠিক চিত্র। Voyage en Egypte et en Syrie² নামক গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকখানি সম্পর্কে Volney সর্বপ্রথমে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, সম্পা. Dugour ও Durand, প্যারিস ১৭৯৯ খ., Publ. de l'Ecole des Langues Orientales Viv নামক গ্রন্থে, ৩য় সিরিজ, ১৬ম খণ্ডে, প্যারিস ১৮৯৪ খ.। Paul Ravaisse উহার একখানি ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি : প্যারিস B. N. ১৭২৪ ও ২২৫৮; বার্লিন ৯৮১৮; অক্সফোর্ড Bodl, ১খ., ৭৩৫ a ইস্তাম্বুল, Saray ২৯০০ ও ৩০০৮। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে Venture de Paradis কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত উহার একখানি উত্তম সংস্করণ ১৯৫০ খৃ. দামিশকের Institute Francais প্রকাশ করে।

ইবন শাহীন "কিতাবুল-ইশারাত ফী 'ইলমিল-ইবারাত" নামক স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিষয়ক বহুল প্রচারিত একখানি গ্রন্থেরও রচয়িতা। গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় উহার বহু পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (আতিফ Ef. ১৯৭৩; রাগিব পাশা ৬৪৬; কোপরলু. ফায়িল P. 116; ইস্তাম্বুল

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার A ৩৫, ২৯১২, ১৮৮৭, ৬২৪৫, ৬২৬৬; ইসকিলিপ ১২০৬; কায়রো ৪৮৫৬; প্যারিস ২৭৫২ ইত্যাদি। 'আবদুল-গানী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩০) প্রণীত ও কায়রোতে ১৩০১/১৮৮৩ সনে প্রকাশিত 'ত-গ'তীরু'ল-আনাম ফী তাবীর'ল মানাম' পুস্তকের হাশিয়ায় উহা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি আস-সা'লিমী (৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে) রচিত 'কিতাবুল-ইশারা ইলা 'ইলমিল-ইবারা' পুস্তকখানির পরিবর্তিত সংস্করণ প্রণয়ন করেন। উহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর অন্যতম সূত্র গ্রন্থ বলিয়াও উল্লেখ করেন। উহাতে তিনি খ্রিষ্টাব্দ নূতন অধ্যায় সংযোজন করেন। গ্রন্থকার উহার ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, 'আল-কাওকাবুল-মুনীর ফী উসূলিত-তা'বীর' নামে পূর্বেই তিনি একখানি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিয়াছেন (তু. শিহাবু'দ-দীন আল-মাকদিসী, মৃ. ৬৯৭/১২৯৮ প্রণীত 'আল-বারু'ল-মুনীর ফী 'ইলমিত-তা'বীর)। কথিত আছে, তিনি প্রায় খ্রিষ্টখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'আল-মাওয়াহিব ফি'খতিলাফিল-মায়াহিব' ও কয়েক অংশে বিভক্ত দীওয়ান গ্রন্থখানি উহাদের অন্তর্ভুক্ত (তু. যিরিকলী, পৃ. স্থ.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. Hartmann, Die geographischen Nachrichten über Palastina und Syrien in Halil az-Zahiri, Kasf al-mamalik, গবেষণামূলক প্রবন্ধে উদ্ধৃত, Tubingen ১৯০৭ খৃ.; (২) Syriae descriptio, সম্পা. E.F.C. Rosenmuller, in Analecta Arabica. iii (1825); (৩) M. Steinschneider, in ZDMG, xvii (1863), 227 প.; (৪) সারকীস, ১৮৩২-৪ খৃ.।

J. Gaulmier and T. Fahd (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন শাহীন (দ্র. নিসসীম বেন য়াকোব ইবন শাহীন)

ইবন শিব্বল (ابن شبل) : বা আশ-শিবলী ইবন আবী উসায়বি'আর (৬৫৫/১২৫৭) মতে আবু 'আলী আল-হু'সায়ন ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন য়ুসুফ আল-বাগ'দাদী, কিন্তু কুতুবীর মতে মুহাম্মাদ ইবনি'ল-হাসান ইবন আবদিল্লাহ, কাহুহালার মতে তাঁহার বংশপঞ্জী নিম্নরূপঃ ইবন 'আহ'মাদ ইবন শিব্বল উসামা আশ-শামী), আস-সাফাদী, হাজ্জী খালীফা ও পরবর্তী কালে আয-যিরিকলী-র মতে মুহাম্মাদ ইবনি'ল-হু'সায়ন ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আহ'মাদ ইবন য়ুসুফ ইবন শিব্বল ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ববিদ, চিকিৎসক ও কবি। তিনি আল-কাদির বিল্লাহ ও আল-কা'ইম বি-আমরিলাহ-এর সময়ে (৩৮১-৪৬৮/৯৯১-১০৭৫) জীবিত ছিলেন। তাঁহার সঠিক জন্মতারিখ অজ্ঞাত, যদিও কাহুহালার মতে ইহা ৪০১/১০১০-১১। তিনি তাঁহার পারিবারিক বাসস্থান বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন এবং আস-সাফাদী, আল-কুতুবী, হাজ্জী খালীফা, আয-যিরিকলী ও কাহুহালার মতে তিনি সেখানেই ৪৭৩/১০৮০-১ সালে অথবা ইবন আবী উসায়বি'আর মতানুসারে ৪৭৪/১০৮১-২ সালে ইনতিকাল করেন এবং আবু'ল-হু'সায়ন-এ তাঁহাকে দাফন করা হয়। উৎস গ্রন্থগুলিতে, বিশেষত 'উয়ুনু'ল-আনবা' গ্রন্থে তাঁহার চিকিৎসা পেশা সম্পর্কিত তথ্যাদি নাই বলিলেই চলে। শুধু উল্লেখ আছে যে, তিনি পরিণত বয়স পর্যন্ত এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন; তবে গ্রন্থগুলিতে তাঁহার রচিত দীওয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। গ্রন্থগুলিতে তাঁহার উদ্ধৃত তাঁহার কবিতাগুলি, বিশেষত যেই দুইটি প্রসিদ্ধ কাসীদা-র পূর্ণ উদ্ধৃতি ইবন আবী উসায়বি'আ দিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন কোনটির রচয়িতা নির্ণয় অনিশ্চিত (ইবন সীনা ও আল-মা'আররী-কে সম্ভাব্য রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়)। এই কবিতাগুলি মনে হয় ইবন

সীনা ও 'উমার খায়্যামের মতবাদের ন্যায় জীবন সম্পর্কে তাঁহার দুঃখবাদী মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সম্পর্কে স্রষ্টার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ যান্ত্রিক ও অদৃষ্টবাদী ধারণা প্রতিফলিত করে। ইহা হইতে লেখকের প্রতি আরোপিত কিছুটা নাস্তিক্যবাদ বা অন্ততপক্ষে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লেখকের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক সন্দেহবাদ তদানীন্তন যুগধর্মের প্রতিফলন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনু'ল-আনবা' ফী তাবাক'গতি'ল- আতিব্বা', সম্পা. A. Muller, ১খ., Gottingen ১৮৮৪ খৃ., ২৪৮-৫২; (২) আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াজহায়াত, ২খ., কায়রো, রাজাব ১২৮৩/১৮৬৬, ২৪৪-৭; (৩) আস-সাফাদী, ওয়াকী, ৩খ., দামিশক ১৯৫৩ খৃ., ১১-১৬, n. ৮৭২; (৪) হাজ্জী খালীফা, ১খ., স্তম্ভ ৭৬৬; (৫) কাহুহালা, ৯খ., দামিশক ১১৫৯ খৃ., ১৯৬-৭; (৬) যিরিকলী, আল'লাম, ২খ., ৩৩২। ইবন শিব্বলী-এর কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য দ্র.: (৭) কিফ্তী, আল-মুহাম্মাদুন মিনা'শ-শ-আরা', প্যারিস পাণ্ডু. ৩৩৩৫. প্রদক ৯১a-১০১b (M. Mammeri সম্পাদিত একটি সঙ্কলন প্রকাশিতব্য।

B. Scarcia Amoretti (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন শুবরুমা (ابن شبرمة) : 'আবদুল্লাহ ইবন শুবরুমা ইবনি'ত-তুফায়ল আদ-দাব্বী, হাদীছ ও ফিকহ-শাস্ত্রবিশারদ এবং কুফার কাদী। তিনি সময়ে সময়ে কবি ও চারুকলাশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ১৪৪/৭৬১ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা (বা পিতামহ) শুবরুমা নবী ক'রীম (স)-এর একজন সাহাবী ছিলেন (ইসাভা, ২খ, ১৩৫) যিনি হযরত ইবন মাস'উদ (দ্র.)-এর পারিষদভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। উক্ত পরিষদে প্রায়শ আমীরের [এ পটভূমিতে খলীফা হযরত 'উছ'মান (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়] বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রচারিত হইত। এই ঘটনার মধ্যেই পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসে শুবরুমা ইবনু'ত-তুফায়ল সম্পর্কে নীচ ধারণা প্রচলিত থাকার ব্যাখ্যা নিহিত আছে। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ (অথবা তাঁহার বংশধর; কেননা উভয়ের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান এই ইঙ্গিত বহন করে। ঐসব দূরদর্শী কুফাবাসীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যঁাহারা নূতন যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম ছিলেন এবং 'আব্বাসীদের নূতন শাসনক্ষমতা লাভের সঙ্গে আপোস করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। 'আব্বাসী যুবরাজ 'ঈসা ইবন মুসার নিকট ছোট বড় যে কোন ব্যাপারে তাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁহাকে কুফার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের, বিশেষত সাহাবী হযরত হুযায়ফা ইবনু'ল-য়ামান (রা)-এর সঙ্গী আবু তুফায়ল 'আমির ইবন ওয়াছিলা ও শী'আপহ্বী 'আবদুল্লাহ ইবনু'শ-শাদ্দাদ ইবনি'ল-হাদের মতামতের নির্ভরযোগ্য পরিবেশক বলিয়া গণ্য করা হইত (তাহ'যীব, ৮খ, ২৫১; নাওয়াবী, সম্পা. Wustenfled, ৩৪৯)।

আইনশাস্ত্রে ইবন আবী লায়লায় মতামত উদ্ধৃত করিতে তিনি কুষ্ঠাবোধ করিতেন না (ফিহরিস্ত, ২০২; তাহ'যীব, ৯খ, ৩০১), যদিও বিশেষজ্ঞগণ (য়াহ'য়া ইবন মা'ঈন) উক্ত মতামতকে অচিরেই চ্যালেঞ্জ করেন। হ'দীছ-শাস্ত্রে ইবন শুবরুমার গুরুত্ব খাটো করার প্রবণতা লক্ষণীয়—সেখানে তাঁহাকে শুধু একজন কবি, বুদ্ধিদীপ্ত রসিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং তাঁহার হ'দীছ-সমূহের মধ্যে মাত্র কয়েকটি হ'দীছ-বর্ণনা করা হয়। এমন ধারণা দেওয়া হয় যে, পার্শ্ববর্তী বসরা শহরের সাথে তাঁহার কোন যোগাযোগ ছিল না এবং 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (রা)-এর

নিকট হইতে তাঁহার বর্ণিত রিওয়াজগুলির যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ক্ষমতাসীন গৌড়াপন্থীদের (যথা আবদুল্লাহ ইবন মুবারাক যিনি ১৫১/৭৫৮ হইতে শিক্ষা দানে রত ছিলেন, বিশেষত ইবন সা'দ যিনি ইবন শুবরুমার জীবনালেখ্য রচনায় কিছু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন) তুলনায় হায্বালীগণ ও মদীনাবাসীগণ তাঁহার ব্যাপারে অধিকতর অনুকূল মনোভাবাপন্ন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, তপাবকা'ত, বৈরুত সং, ২৩খ, ৩৫০; (২) ইবন হাজার, তাহযীব, ৫খ, ২৫০; (৩) জাহিজ, বায়ান, ৩খ, ১৪৬ (যেখানে তাঁহাকে একজন দরবেশরূপে পেশ করা হইয়াছে); (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ২১০; (৫) ওয়াকী, আখবারুল-কুদাত, সূচী দ্রষ্টব্য, ৪খ, ১৫।

J. C. Vadet (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবন শুহায়দ (ابن شهيد) : আবু আমির আহমাদ ইবন আবী মারওয়ান আবদিল-মালিক ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন সৈসা ইবন শুহায়দ আল-আশজাঈ একজন আন্দালুসী কবি, সাহিত্যিক ও উযীর। তিনি ৩৮২/৯৯২ সালে কর্ডোভাতে আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ শুহায়দ স্পেনে ১৬২/৭৭৮ সালের পূর্বে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই পরিবারের কোনও কোনও সদস্য উমায়্যা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। ১ম মুহাম্মাদের রাজত্বকালে (২৩৮-৭৩/৮৫২-৮৬) সৈসা ইবন শুহায়দ উযীর ছিলেন; আবু আমির-এর প্রপিতামহ ৩১৭/৯২৯ সালে ৩য় আবদুল-রাহমানের রাজত্বকালে উযীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ আবু উমার হইলেন প্রথম উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যিনি ৩২৭/৯৩৯ সালে যুল-বিযারাতায়ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা আবু মারওয়ান একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন এবং আল-মানসুর তাঁহাকে উযীরও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব আবু আমিরও যে অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন ইহা অবধারিতই ছিল এবং ৩৯৩/১০০৩ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সম্মানসূচক উযীর উপাধিটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং অল্প সময়েই তাঁহাকে বিরাট দায়িত্বভার বহন করিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি ঐ পরিবারের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। যাহা হউক, অতি শীঘ্র কর্ডোভাতে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় তাঁহার রক্ষক আমিরদের পতনের ফলে এবং উমায়্যাদের উৎখাত হওয়ার কারণে তিনি তাঁহার জন্মসূত্রে প্রত্যাশিত পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই; এই কারণে তিনি এইভাবে নিজেকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার দিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

যৌবনে তিনি সেই ধরনের শিক্ষাই পাইয়াছিলেন, যাহা অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সাধারণত পাইত। তিনি প্রচুর পরিমাণে কবিতা ও রসাত্মক রচনা, কিছু ইতিহাস ও ফিক্হ, সম্ভবত চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রেও কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে সরকারী কর্মচারী ও রাজসভাসদ হিসাবে যোগ্য প্রতিপন্ন করার মানসে নিজেকে তৈরি করিয়াছিলেন। অবশ্য যখন ৩৯৯/১০০৮ সালে গোলযোগ (فتنة) আরম্ভ হইয়াছিল তখন তিনি রাজদরবারের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সাহিবু'শ ওয়তা (صاحب الشرطة) পুলিশ বিভাগের প্রধান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন তাহা কেবল সম্মানসূচক উপাধি ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইবন হায্ম [দ্র.] অপেক্ষা তিনি বিধিসম্মত প্রাধিকার স্বত্বীয় মতবাদে কিছু শিথিল হইলেও অসন্তোষের বৎসরগুলিতে রাজধানী ত্যাগ করিতে অস্বীকার

করিয়াছিলেন, কিন্তু হাম্বুদীগণ [দ্র.] ৪০৬/১০১৬ সালে কর্ডোভাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার কোনও সংকোচ ছিল না বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত তাঁহার অবস্থা সব সময় খুব নিরাপদ ছিল না এমনকি ইবন খাকান দাবি করিয়াছেন যে, একটি কথিত জাহদারিয়্যার অযৌক্তিক ব্যাখ্যার ফলে কিছু সময়ের জন্য তিনি (ইবন শুহায়দ) বন্দীশালায় ছিলেন। ৪১৪/১০২৩ সালে আল-মুস্তাজহির-এর সিংহাসনে আরোহণ তাঁহার অসুবিধাগুলির অবসান ঘটায় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং বাস্তবিকপক্ষে নূতন খলীফা তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিশেষত ইবন হায্ম-এর সহকর্মী হিসাবে। কিন্তু এই মন্ত্রিত্ব শুধু সাতচল্লিশ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইবন হায্ম বন্দী হইলে ইবন শুহায়দ পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং মালাগাতে হাম্বুদী যাহ'য়া ইবন আলীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত ৪১৬/১০২৫ সালে আল-মুস্তাকফীর পলায়নের পর কর্ডোভাতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদি শহর পুনরায় আর ত্যাগ করেন নাই। উমায়্যাগণকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শেষ চেষ্টার পর এবং ৪১৮/১০২৭ সালে আল-মুতাদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে নূতন খলীফার অধীনে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া তিনি যেই সমস্ত কর্ডোভাবাসী মন্ত্রী হাকাম ইবন সাঈদ-এর অবৈধ জুলুমের জন্য অসন্তুষ্ট ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ঘোষণাপত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজে সমবেত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে উহা পাঠ করিয়াছিলেন। আল-মুতাদ-এর সিংহাসন ত্যাগের (৪২২/১০৩১) পর তিনি জাহওয়ীরীদের দরবারে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জানাযা ইমামাত আবুল-হায্ম নিজেই করিয়াছিলেন। ইবন শুহায়দ এক পার্শ্ব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘদিন রোগ ভোগ, যাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির কয়েকটি রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল, করার পর ২৯ জুমাদা'ল-উলা, ৪২৬/১১ এপ্রিল, ১০৩৫ সালে ইনতিকাল করেন। ঐ সময়ে তিনি পূর্ণ শক্তিসামর্থ্যবান ছিলেন।

ইবন শুহায়দকে সাধারণভাবে একজন লম্পট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় যিনি ইল্লয়পরায়ণ জীবন যাপন করিতেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার আচার-আচরণ তাঁহার সময়ে শুদ্ধাচারিগণ কর্তৃক নির্ধারিত মানের ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ তাঁহাকে তুচ্ছ আনন্দের খাতিরে তাঁহার আত্মার মুক্তি বিসর্জন দেওয়ার ও ধীরস্থির ভাব (جد) অপেক্ষা চপলতা (هزل)-কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে কোন কিছু না লেখার জন্য অভিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অতিরিক্ত গর্ব। তবে ইহা আক্ষেপ করার মত তত বেশী ছিল না; কারণ এই গর্বের কারণেই তাঁহার রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি' رسالة-অনুগ্রহণার জিন্মগণ (তাবি'আ-تابعة-الزوابع-তওয়াবি' و یاওয়াবি' و زوابع-এর বহুবচন, এক জিন্মের নাম-পূর্ববর্তী শব্দের সহিত মিল রাখার উদ্দেশ্যে এই শব্দ গঠন গ্রহণ করা হইয়াছে)। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Ch. Pellat-এর বিশ্বাস, তিনি রিসালা-কে ইবন শুহায়দ-এর যৌবনকালের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং ইহা ৪০১/১০১১ সালের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল (যদিও কতিপয় অধ্যায় পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে)। কেননা ইহা আবু বাকর ইবন হায্ম-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত যিনি উক্ত বৎসরে সংঘটিত

প্রেগের প্রাদুর্ভাবের সময় ইনতিকাল করিয়াছিলেন (ড্র. E. Levi-Provencal, hist. Esp. Mus., ২খ, ৬৪, টীকা ৩)। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য অনুশীলনীগুলি লইয়া পদ্যে ও গদ্যে রচিত, যাহা ইবন শুহায়দ মহান 'আরবী কবি ও গদ্য লেখকগণের অনুকরণে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁহাদেরকে অতিক্রম করিতে না পারিলেও অন্তত সকলের সমকক্ষ হইতে পারিবেন। এই রচনাগুলির অন্তর্নিহিত ভাবধারা বিতর্কিত, কিন্তু রিসালার মৌলিকত্ব এইগুলির উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। মূলত রচনাটি ইবন শুহায়দ-এর অনুপ্রেরণা দানকারী প্রতিভার পরিচায়ক যাহা তাঁহাকে জিন্নদের উপত্যকার দিকে পরিচালিত করিয়াছিল (বেহেশ্বতের দিকে নয়), যেইখানে তিনি অতীতের মহান ব্যক্তিদের অনুসারিগণের (توابع) সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। যেই আকারে গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান আছে (যাহা এখন বিদ্যমান আছে তাহা হইল সৌভাগ্যক্রমে ইবন বাসসাম কর্তৃক সংরক্ষিত উদ্ধৃতাংশ) তাহাতে ইহাকে একটি প্রস্তাবনা ও চারিটি দৃশ্যে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবনা : ইবন শুহায়দ তাঁহার অকালপক্ব বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আবু বাকুর ইবন হায়ম-এর মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন, স্বীয় সাহিত্য-রুচির উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার একটি প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা হঠাৎ খামিয়া গিয়াছিল। ইহা ছিল তারুণ্য সুলভ ভালবাসার পত্রের কতকটা বিস্মৃত মৃত্যুতে বিলাপ। অতঃপর সেইখানে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয় 'আশজা' গোত্রের (আশজা'উ'ল-জিন্ন, আশজা'উ'ল-ইনস নয়) যুহায়র ইবন নুমায়র নামক এক জিন্ন, যে তাঁহাকে তাঁহার কবিতা শেষ করিতে সাহায্য করে এবং তাহার সর্বপ্রকার সাহায্য নিবেদন করে এবং তাঁহার কাছে তাহাকে (জিন্ন-কে) হাযির করার বিধিব্যবস্থা প্রকাশ করে।

প্রথম দৃশ্য : যুহায়র-এর নিকট ইবন শুহায়দ অনুরোধ করেন যে, তাঁহাকে যেন তাওয়াবি' যে উপত্যকায় বাস করে তাহা দেখিতে যাইতে দেওয়া হয় এবং এইভাবে তিনি যেন ইমরুউ'ল-কায়স, তারাফা, কায়স ইবনুল-খাতীম, পরবর্তী কালের আবু তামাম, আল-বুহতুরী, আবু নুওয়াস এবং অবশেষে আল-মুতানাব্বী প্রমুখ অনুপ্রেরণাদানকারী জিন্নদের সহিত সাক্ষাত করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট কবির রচনা হইতে বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দ বা শ্লোক দ্বারা যুহায়র তাঁহাদের প্রত্যেকের তাবি'আ-কে আহ্বান করেন; কিছু ভূমিকার পর ইহা ইবন শুহায়দকে তাঁহার নিজের রচনা হইতে কিছু শ্লোক আবৃত্তি করিতে আহ্বান জানায় এবং অবশেষে তাঁহাকে ইহার ইজাযা (এক ধরনের dignus intrare বা প্রবেশাধিকারের মর্যাদা) প্রদান করে। আলোচিত তাবি'আ যেই কবির প্রতিনিধিত্ব করিত সেই কবির বৈশিষ্ট্য (যাহা ইবন শুহায়দ সহজেই কল্পনা করিতে পারিতেন) দ্বারা সর্বদা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : আবু 'আমির গদ্য লেখকদের অনুপ্রেরণাদানকারী জিন্নদের সহিত সাক্ষাত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আল-জ'াহিজ্জ' ও 'আবদুল-হ'ামীদ-এর তাবি'আদ্বয় ছন্দোবদ্ধ গদ্য ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহাকে ভৎসনা করে; কিন্তু তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীরা বার্বার ভাষায় কথা বলে। অতঃপর তিনি তাঁহার নিজের লেখা গদ্য হইতে কিছু অংশ পাঠ করেন এবং কিছুক্ষণ পর দুইজন গদ্য লেখকের নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইহারা তাঁহাকে শা'ইর খাতীব হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

তৃতীয় দৃশ্য : ইবন শুহায়দ জিন্নদের একটি সাহিত্যসভায় উপস্থিত আছেন এই সময় বিভিন্ন রচনা পরীক্ষিত হয়।

চতুর্থ দৃশ্য : আবু 'আমিরকে কবিতা-লেখক গাধা ও খচ্চরের একটি দলের বিচারক হিসাবে ভূমিকা পালন করিতে বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি একটি রাজহংসীর যেইটি তাঁহার সমসাময়িকগণের একজনের, সম্ভবত ইবনুল-হান্নাত (দ্র.)-এর তাবি'আ ছিল— সাক্ষাত পান এবং এইখানেই সাহিত্য সম্পর্কীয় উপদেশের বিভিন্ন বক্তব্য লইয়া বর্তমানে বিদ্যমান গ্রন্থটির মূল পাঠ শেষ হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও ইবন শুহায়দ-এর জীবনী লেখকগণ কিছু গদ্য রচনা তাঁহার প্রতি আরোপ করেন, যেইগুলি আংশিকভাবে পাওয়া যায় রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি'-তে, একটি হ'ানুত্ আল-'আত্তার (حانوت العطار) এবং আর একটি কিতাব কাশফিদ-দাক্ব ওয়া ঈদগ'হি'শ-শাক্ব (كتاب كشف الدك وإيضاح الشك) যেইগুলি সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ইবন বাসসাম কিছু সংখ্যক রিসালা তাঁহার য'খীরাতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, এইগুলি অবশ্য আকর্ষণহীন নয়। কারণ এইগুলিতে 'বায়ান'-কে ব্যাখ্যা করার জন্য ইবন শুহায়দ-এর নিয়মিত উদ্বিগ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, 'বায়ান'-এর চূড়ান্ত অর্থ সাহিত্য প্রতিভা। এই বিষয়ে তাঁহার উদ্বিগ্নের কারণ হইল তিনি যেন ভবিষ্যত লেখকগণের (كتاب) নিকট ইহা প্রদান করিতে পারেন। ইহারাই সাহিত্যিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। এই সকল রচনার মূল পাঠে চারিটি ভাবধারা পরিস্ফুট : (১) সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় কারিগরী নৈপুণ্য এবং দাসোচিত অনুকরণে নিহিত নয়, সাহিত্য প্রতিভায় থাকে সহজাত গুণাবলী আর সেই সঙ্গে দুর্লভ (غريب) ব্যবহৃত শব্দাবলী ও ব্যাকরণের জ্ঞান; (২) একমাত্র আল্লাহ-ই 'বায়ান' শিক্ষা দিয়া থাকেন; (৩) সৌন্দর্য অবর্ণনীয় ও ব্যাখ্যাতিত, কেননা ইহা যথার্থভাবে সহজাত প্রতিভার অবদান এবং অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত; (৪) সংক্ষেপে একমাত্র বায়ানই কাব্যের পরিচায়ক। এই ব্যাপারে ইবন শুহায়দ তিন ধরনের সাহিত্যিককে (বিশেষত কবিদেরকে) চিহ্নিত করিয়াছেন : যাহাদের মৌলিক ধারণা আছে কিন্তু অতটা অনুপ্রেরণা নাই; যাহারা অনায়াসে অতি উচ্চ স্তরের দীর্ঘ কবিতা পূর্ব প্রভৃতি ছাড়াই রচনা করিতে সক্ষম; যাহারা কলা-কৌশলের উৎসগুলিকে ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি নিজেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং সাহিত্য সমালোচক হিসাবে ইবন শুহায়দ-এর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়; কেননা বিশেষত তিনি গদ্য ও পদ্যে 'আরবী সাহিত্যের বিবর্তন বিষয়ে একজন বোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু E. Garcia Gomez যে আবু 'আমির ও ইবন হ'ায়মকে আন্দালুসী কবিতা সৃষ্টির প্রবণতা সম্বলিত কাব্যিক মতবাদের নেতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহা সর্বশেষ বিশ্লেষণে অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হয়। গোমেয় তাঁহার দুইটি রচনায় (১) Poesia arabigoandaluza, মাদ্রিদ ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬০-৫ ও (২) তা'ওক্ব'ল-হ'ামামা-এর অনুবাদ রচনার ভূমিকায় (পৃ. ৬-৯) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় এইজন্য যে, ইবন হায়ম কোনও নূতন প্রথার প্রবর্তক ছিলেন না এবং ইবন শুহায়দ-এর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অনুপ্রেরণার সাহায্যে তাঁহার আদর্শ কবিগণকে অতিক্রম করা, কারিগরী নৈপুণ্য দ্বারা নহে। তাঁহার কিছু কবিতা নিশ্চিতভাবে উচ্চ মানের (উদাহরণস্বরূপ দাবীব-এর মূল ভাব) এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। একজন উচ্চ বোধশক্তি সম্পন্ন লেখক হিসাবে তিনি গা'যাল-এ কৌশলগত অতি সূক্ষ্মতা আনয়ন করিয়াছেন, আর

স্কৃতিকাব্যে তিনি তাঁহার পদমর্যাদাতুল্য আভিজাত্য ও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যদিও আবু 'আমিরকে ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে স্পেনের প্রাচীন 'আরবী কবিতা (কেননা তিনি মুওয়াশ্বাহাত রচনার দিকে ঝুকিয়া পড়েন নাই) ও সাহিত্য বিষয়ক গদ্যের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে, তবুও তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব এই বিশেষ পদ্ধতিতেই, যাহা তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার যৌবনকালের গ্রন্থ রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি' রচনার জন্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হা'য়ান-এর মাতীন গ্রন্থের পর্যবেক্ষণ ইবন বাস'সাম প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাঁহার য'খীরা-তে (১/১খ., ১৬১-২৮৯ ও স্থা.) পূর্ণ জীবনীমূলক বর্ণনা সরবরাহ করিয়াছেন এবং গদ্য অথবা পদ্য রচনাগুলির বৃহত্তর অংশ, যাহা অদ্যপি টিকিয়া আছে, বিশেষ করিয়া রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি' হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছেন; ইহা বুরকুস আল-বুস্তানী কর্তৃক দীর্ঘ ভূমিকাসহ পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, বৈরুত ১৯৫১ খৃ.; (২) ইবন খাক'ান, কালা'ইদ ও মাত'মাহ'-তে, বিশেষ করিয়া কবিতা হইতে ব্যক্তিগত ভাষ্যসহ উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যাহা সাবধানতার সহিত পাঠ করা উচিত। জীবন চরিত সম্বন্ধীয় বর্ণনা আরও পাওয়া যায় নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহে: (৩) দাব্বী, বুগ'য়া; (৪) যাকু'ত, উদাবা', ৩খ, ২২০-৩; (৫) ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, পৃ. ৭৮-৮৫; (৬) ইবন খাল্লিকান; (৭) ইবন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিক, ১৭খ, পাণ্ডু. প্যারিস ২৩২৭, পত্র ২৬ v-31r; (৮) সুয়ুতী, বুগ'য়া। ইবন শুহায়দ-এর রচনাবলী হইতে উদ্ধৃতি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে এবং আরও আছে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে : (৯) ছা'আলিবী, যাতীমা, ২খ, ৩৫-৫০ (ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইবন শুহায়দ অল্পকালের মধ্যেই প্রাচ্যেও খ্যাতিমান হইয়াছিলেন); (১০) 'ইমাদু'দ-দীন আল-ইসফাহানী, খারীদা, পাণ্ডু. প্যারিস ৩৩৩১, পত্র ২০১r-২০৪r; (১১) ইবনুল-খাতীব, আ'মাল; (১২) মাঞ্চারী, Analectes। আধুনিক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে: (১৩) আ. দারফ, বালাগাতুল-'আরাব ফিল-আন্দালুস, কায়রো ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৪৩-৪৯; (১৪) H. Peres, Poesie Andalouse, স্থা.; (১৫) য. মুবারাক, La Prose arabe au IVe siecle, প্যারিস ১৯৩১ খৃ., পৃ. ২৩৩-৪০ (= আন-নাছ'রুল-ফান্নী, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২৫৮-৬০)। সুবিস্তারিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে: (১৬) বুরকুস আল-বুস্তানী, রিসালাতু'ত-তাওয়াবি' ওয়া'য-যাওয়াবি'-এর ভূমিকা এবং (১৭) দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৬৯-৭৪; (১৮) J. Dickie, ইবন শুহায়দ; (১৯) A. biographical and critical study, আল-আন্দালুস-এ, ২৯/২ খ. (১৯৬৪ খৃ.), ২৩৪-৩১০, পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ; (২০) Ch. Pellat, ইবন শুহায়দ, হ'য়াতুহু ওয়া আছারুহু, 'আম্মান তা. বি. [১৯৬৬ খৃ.]। Ch. Pellat, কাব্যিক রচনাগুলিকে পুনঃসংস্থাপনের একটি প্রচেষ্টা করিয়াছেন, দীওয়ান ইবন শুহায়দ আল-আন্দালুসী, বৈরুত ১৯৫৩ খৃ.।

Ch. Pellat (E.I.2)/আ. র. মামুন

ইবন সা'আদা (ابن سعادة) : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফ আল-মুরসী (৪৯৬/১০০৩-৫৬৫/১১৭০), কাদী ও মুহাদ্দিস'। তিনি তাঁহার জ্ঞাত আবু 'আলী আস-সাদাফী (যাঁহার দীওয়ান ও হাদীছের মূল

কপি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন), আবু মুহাম্মাদ ইবন 'আত্তাব, আবুল-ওয়ালীদ ইবন রুশদ (ইবন রুশদ-এর পিতামহ) ও আবু বাকুর ইবনুল-'আরাবীর অধীনে শিক্ষালাভ করেন। ৫২০/১১২৬ সালে তিনি প্রাচ্যে সফর করেন এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জ সমাপন করেন। মক্কা, আলেকজান্দ্রিয়া ও আল-মাহ্দিয়া'র কতিপয় শিক্ষাবিদেদের অধীনে শিক্ষা লাভের পর তিনি ৫২৬/১১৩২ সালে মুরসিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কুরআন সম্পর্কিত অধ্যয়ন, হাদীছ, ভাষাতত্ত্ব ও কলামশায়েস্ত তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল সূফীবাদের প্রতি কিছুটা প্রবণতাসহ। তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী খাতীব, পরামর্শদাতা এবং হাদীছ ও ফিকহ'শাফের শিক্ষক এবং মুরসিয়া ও জাতিবাতে পরপর কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সকল শহরে ও ভ্যালেনসিয়াতে হাদীছ বর্ণনা করেন এবং এই তিন শহরে পর্যায়ক্রমে জুমু'আর খুতবা (ভাষণ) দান করেন। তিনি তাঁহার আইনের জ্ঞান ও ন্যায় সিদ্ধান্তের জন্য সমাদৃত হন এবং সর্বশ্রেণীতে জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ-সমূহের অন্যতম হইল আত-তিরমিষীর জামি'।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, নং ৭৪৬; (২) আল-মু'জাম (Codera, ৪খ.), নং ১৫৮; (৩) আদ-দাব্বী, নং ৩০৮; (৪) ইবন খাল্লিকান-de Slane, ২খ, ৫০১n; (৫) ইবন ফারহূন, আদ-দীবাজুল-মুযাহ্হাব, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ২৮৭; (৬) মাঞ্চারী, Analectes, ৫৬৫ প. (ইবনুল-আব্বার, নং ৭৪৬ হইতে গৃহীত), পৃ. ৬০৭।

J. Robson (E.I.2)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবন সা'ঈদ আল-মাগরিবী (ابن سعيد المغربي) : আবুল-হাসান 'আলী ইবন মুসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল-মালিক ইবন সা'ঈদ ছিলেন আন্দালুসীয় কবি, সাহিত্য সংকলক (anthologist), ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ, জ. ৬১০/১২১৩ সালে থানাডার সন্নিকটে এমন এক পরিবারে, যাহার আদি পুরুষ ছিলেন মহানবী (স)-এর সাহাবী 'আম্মার ইবন যাসির (রা. দ্র.)। এই পরিবার বহু পূর্বে স্পেনে হিজরত করিয়াছিল। 'তাওয়াইফ' আমলে সেখানে বানু যাহসুব-এর কাল'আ অঞ্চলে (বর্তমান নাম Alcalala Real) নিজদের জন্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারটি 'আল-মুওয়াহহিদ' রাজবংশের অধীনে চাকুরী করিতে বাধ্য হইয়াছিল (এই পরিবারের জন্য দ্র. G. Potiron, Elements de biographie et de genealogie des Banu Said, in Arabica, xii/i, 1965, 78-92)। ঐতিহাগত বিদ্যার্জন ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে Seville-এ যৌবন অতিবাহিত করিবার পর ইবন সা'ঈদ পিতাকে সঙ্গে লইয়া হজ্জ করিবার জন্য ৬৩৯/১২৪১ সালে স্পেন ত্যাগ করেন (সফরে তাঁহার পিতা আলেকজান্দ্রিয়ায় ৬৪৮/১২৪২ সনে ইনতিকাল করেন)। খুব সম্ভব তাঁহার রচিত 'কিতাবুল-মুগ'রিব ফী ছলা'ল-মাগরিব'-এর জন্য যে খ্যাতি কায়রোতে তাঁহার আগমনের পূর্বেই পরিবাণ্ড হইয়াছিল, তাঁহাকে তথায় বিপুল সম্বর্না দেওয়া হয়। পুস্তকটি তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই রচনার মূলে একটি কৌতুকবহু ইতিহাস আছে। ৫৩০/১১৩৫ সনে 'আব্দুল-মালিক সা'ঈদ-এর প্রপৌত্র অনুযায়ী আবু মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আল-হিজারী কর্তৃক 'কিতাবুল-মুসবিহ ফী গ'ারা ইবি'ল-মাগ'রিব' শিরোনামে ইহার রচনা আরম্ভ হয়। ইহাতে স্পেন বিজয় হইতে শুরু করিয়া ৫৩০ হিজরী পর্যন্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নূতন তথ্য সংযোজন ও শিরোনাম পরিবর্তনসহ সংকলনের

কাজ অব্যাহত রাখেন 'আব্দুল-মালিকের দুই পুত্র আহ-মাদ (মু. ৫৫৮/১১৬৩) ও মুহাম্মাদ (৫১৯-৯১/১১২৫-৯৫) এবং পরে শেখোক্ত ব্যক্তির পুত্র মুসা ও পরিশেষে 'আলী ইবন মুসা (ইবন সাঈদ আল-মাগরিবী)। একই পরিবারভুক্ত কয়েক পুরুষের সদস্যের শ্রম-সাধনার সমষ্টি এই গ্রন্থটি পূর্ণ রূপ লাভ করে ৬৪১/১২৭৩ সনে 'আলী ইবন মুসার হাতে, যখন তিনি মিসরে ছিলেন এবং ইহা ছিল স্বহস্ত লিখিত অসমাণ্ড পাণ্ডুলিপি, যাহার বিবিধ খণ্ড ৬৪৫ হইতে ৬৫৭/১২৪৭-৫০ সন পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখ বহন করে এবং যাহা এই প্রখ্যাত গ্রন্থের খণ্ড সংস্করণগুলির ভিত্তিরূপ (মিসর সংক্রান্ত অধ্যায়, সম্পা. যাকী মুহাম্মাদ হাসান, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., এক খণ্ড; স্পেন সংক্রান্ত অধ্যায়, সম্পা. A. Dayf, ১খ., কায়রো ১৯৫৩ খৃ. (ড্র. E. Levi-Provencal-এর সমালোচনা, in Arabica, i/2 (1954, 219-24), ২খ., কায়রো ১৯৫০ খৃ.; আহ-মাদ ইবন তুলুন সম্পর্কীয় বর্ণনার মূল পাঠ ও জার্মান ভাষায় অনু. K. vollers, in Semitist. Studien, Berlin 1894; K. C. Tallquist কর্তৃক প্রকাশিত এবং জার্মান ভাষায় অনূদিত, শিরোনামঃ العيون الدعج في حلى دولة بنى طنج, Leiden 1898; সিসিলী সংক্রান্ত অংশ, সম্পা. Moritz, Palermo 1910)।

৬৪৮/১২৪৯ সনে ইবন সাঈদ হজ্জ সমাপনের উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি সমগ্র ইরাক ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন সর্বত্র তাঁহার পিতা কর্তৃক আরব গ্রন্থ কিতাবুল মুশরিক ফী হ'লা'ল-মাশরিক'-এর সমাপ্তির জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কথা ছিল, গ্রন্থটি প্রথমেই গ্রন্থের সম্পূর্ণক হইবে কিন্তু উহা সমাণ্ড হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে কায়রোতে উহার কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চিমধ্যে 'আন-নাফহাতুল-মিসকিয়া ফী রিহ'লাতি'ল-মাক্কিয়া' শীর্ষক ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা আরম্ভ করেন। তিউনিসে উপনীত (৬৫২/১২৫৪-৫) হইয়া তিনি আমীর আল-মুস্তানসির-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (ড্র. R. Brunschvig, Hafsides, index) এবং কিয়ৎকাল অবজ্ঞার শিকার থাকিয়া শেষ পর্যায় আনুকূল্য লাভে সমর্থ হন। ৬৬৬/১২৬৭ সনে তিনি দ্বিতীয়বার প্রাচ্য সফরে ইরান পর্যন্ত পৌছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি কিছুটা অস্পষ্টতায় আবৃত থাকে। মনে হয় তিনি ৬৭৫-১২৭৬ সনে তিউনিসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানেই ৬৮৫-১২৮৬ সালে ইনতিকাল করেন।

ইবন সাঈদের কাব্যের যে সামান্য নমুনা বিদ্যমান (তাঁহার দীওয়ান লুগ) তাহার বিচারে বিস্তর গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন রচনার মধ্যেও দেখা যায়; কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও ব্যক্তিগত অনুভূতি, যেমন প্রাচ্যে ভ্রমণকালে তিনি স্বদেশ আন্দালুসে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতির প্রধান ভিত্তি 'মুগ'রিব', যেই কাব্য-সংকলনগুলি তাহা হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহার ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত রচনা যাহার অধিকাংশই লুগ। নিম্নবর্ণিত রচনাগুলি মুদ্রিত হইয়াছেঃ রায়াতুল-মুবাররিযীন ওয়া গায়াতুল-মুমায়িয়াযীন, অংশত সম্পা. ও স্পেনীয় ভাষায় অনু. E. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২; ইংরেজী অনু. A. J. Araberry, Cambridge 1953; 'উন্ওয়ানুল-মুরকিসাত ওয়া'ল-মুত্তরিবাত, যাহা মনে হয়, জামি'উল-মুরকিসাত ওয়া'ল-মুত্তরিবাত-এর

একটি অংশ ছিল, সং কায়রো ১২৮৬ হি.; আংশিক সম্পা. ও ফরাসী অনু. A. Mahdad, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ.; আল-ও'সুনুল-য়ানি'আ ফী মাহ'সিনি শু'আরাই'ল-মি'আতিস-সা'বি'আ (في الغصون اليبانة في محاسن شعراء المائة السابعة), সম্পা. Ibn Ibyari, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; ইখতিসারুল-কিদ্বি'ল-মু'আল্লা ফি'ত-তা'রীখি'ল-মুহাল্লা (اختصار القدر المعلى في التاريخ المحلي), সম্পা. Ibyari, কায়রো ১৯৫৯ খৃ.; মুখতাসার জুগুরাফিয়া (ও অন্যান্য শিরোনাম), সম্পা. J. Vernet, Tetuan ১৯৫৮ খৃ. [স্পেনীয় ভাষায় আংশিক অনু., এই লেখক, in Tamuda, ১খ, (১৯৫৩ খৃ.), ৬খ (১৯৫৮ খৃ.)], ফরাসী ভাষায় অনু. সহ সম্পা. G. Potiron। তাঁহার আরও কিছু রচনা বিদ্যমান; কিন্তু অপ্রকাশিত (পাণ্ডুলিপির জন্য ড্র. Brockelmann); পূর্বে উল্লিখিত মুশরিক' ব্যতীত উল্লেখযোগ্য এই রচনাবলী পাওয়া যায়ঃ নাশুওয়াতুল-ত-তারাব ফী তা'রীখি জাহিলিয়াতি'ল-আরাব (نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب) এবং আল-হ'লাতুল-স-সিয়ারা' ফী তা'বাক'তি'শ-শ'আরা' (কায়রো)। সমসাময়িক জ্ঞানিগণের, তাঁহার নিজ পরিবারবর্গের মক্কায় ভ্রমণের, ভূগোলশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার রচনাবলী আল-মাক্কারী অথবা আবুল-ফিদা' প্রমুখ পরবর্তী লেখকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শোষণ লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইবন সাঈদের ভূগোল সংক্রান্ত রচনাবলী ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুগ'রিব-এর ভূমিকায় তাঁহার আত্মজীবনী; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ., ১১২; (৩) সুয়ুতী, বুগ'য়া, পৃ. ৩৫৭; (৪) এই লেখক, হ'সুনুল-মুহাদারা, ১খ., ৩২০; (৫) হাজ্জী খালীফাঃ, নং ১২, ০৭৮; (৬) মাক্কারী, Analectes, index; (৭) Pons Boigues, Ensayo, no. 260; (৮) A. Gonzalez Palencia, Literatura², 37, 108 176; (৯) Brockelmann, I, ৩৩৬-৭, SI, 576; (১০) F. de la Granja, in al-Andalus, xviii (1953), ২২৮; (১১) E. Levi-Provencal, Le zagal hispanique dans le Mugrib d'Ibn Said, in Arabica, 1/1 (1954), 44-52; (১২) M. M. Antuna, Una obra fragmentaria de Abensaid el Magrebi existente en la Real Biblioteca del Escorial, in Bol. de la Real Acad. de la Hist., lxxxvi (1925), 639-48; (১৩) F. Bustani, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ১৮৭-৮; (১৪) G. Potiron, Un Polygraphe andalou du XIIIe siecle... Ibn Said, in Arabica, xiii/2, (১৯৬৬ খৃ.), ১৪২-৬৭।

Ch. Pellat (E.I.²)/মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইবন সাঈদ (ড্র. ভাল-মুনযির ইবন সাঈদ)

ইবন সাঈদ (ابن سعود) : দার'ইয়া (ড্র.) ও রিয়াদ-এর ওয়াহাবী বংশের নাম; এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ সালিখ বুলদ 'আলী গোত্রের শাখাগোত্র মুক'রিন-এর লোক ছিলেন। এই গোত্র 'আরবের অন্যতম বৃহৎ কবীলা বানু 'আনতারার অন্তর্গত ছিল, তাঁহার পিতা সাঈদ দার'ইয়া-র শাসক ছিলেন। তিনি হিজরী একাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে (অর্থাৎ ১৭২৭ ও ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে) ইনতিকাল

করেন। ইবন সা'উদের বংশতালিকা অনুযায়ী মুহাম্মাদ ব্যতীত তাঁহার আরও তিন পুত্র ছিল, যথাঃ ছুনাযান, মুশারী ও ফারহান। দারইয়্যা পরবর্তী কালে রিয়াদ-এর ওয়াহ্‌হাবীদের নেতৃত্ব অদ্যাবধি মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ-এর বংশে চলিয়া আসিতেছে। উক্ত বংশের ইতিহাসে ইবন ছুনাযান ও ইবন মুশারী শাখান্বয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নাই। তাহাদের মধ্যে ফারহান ও তাঁহার সন্তানদের উল্লেখ কেবল বংশতালিকায় দেখা যায়।

দারইয়্যা ও রিয়াদের ওয়াহ্‌হাবী রাজত্বের ইতিহাস তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যুগ রাজ্যের প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত অঞ্চলসমূহের উপর মিসরীয়দের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত (এই সময়ে রাজধানী ছিল দারইয়্যা)। দ্বিতীয় যুগ (১৮২০-১৮৯৬) তুর্কী ও ফায়সালের হাতে রাজ্যের পুনর্বীর প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে হ'াইল-এর বানু রাশীদের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সমাপ্ত হয় (এই সময়ে রাজধানী ছিল রিয়াদ)। তৃতীয় যুগ ১৯০২ খৃ. হইতে (যখন সা'উদ বংশ পুনরায় রিয়াদ জয় করেন) অদ্যাবধি চলিতেছে।

১। মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ (১৭৩৫ (?)-১৭৬৬ খৃ.) : আনুমানিক ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের প্রভাটাতা মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব আল-উয়ায়না হইতে, যেখানে তিনি কর্মতৎপর ছিলেন, বহিষ্কৃত হন। অতঃপর তিনি তাঁহার বন্ধু মুহাম্মাদ ইবন সা'উদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা উভয়ে একত্র হইয়া প্রচার ও শক্তি দ্বারা উক্ত নূতন আন্দোলনের প্রসার ঘটান। ১১৫৯/১৭৪৬ (২৪ জানুয়ারী) সনে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অতি সত্বর কোন কোন শক্তিশালী প্রতিবেশী গোত্র, যেমন লাহ'সা' (আল-আহ'সা')-এর বানু খালিদ ও নাজরান-এর মাকরামীকে এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, কিন্তু তাহারাও ওয়াহ্‌হাবীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি রোধ করিতে পারে নাই। মক্কার শারীফ ওয়াহ্‌হাবী হাজ্জীদেরকে এক পৃথক দলের অনুসারী মনে করিতেন এবং তাহাদেরকে পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করিতেন না। শারীফদের প্রেরিত পত্র মাধ্যমে ১১৬২/১৭৪৯ (২৫ ডিসেম্বর) সনে এই দল সম্পর্কিত খবর প্রথমবার কনষ্টান্টিনোপল পৌছায়। মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ আনুমানিক তিরিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১১৭৯/১৭৬৫-৬৬ সনে দারইয়্যাতে ইনতিকাল করেন।

২। 'আবদুল'-আযীয ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ (১১৭৯-১২১৮/ ১৭৬৬-১৮০৩) : তাঁহার শাসনামলে প্রাথমিক কয়েকটি বৎসর পার্শ্ববর্তী শহর ও গোত্রসমূহ, যেমন বানু খালিদ, বানু মাকরামী ও বানু মুনতাজিকের সহিত একধারে যুদ্ধে অভিহিত হয়। ১৭৯৫ খৃ. ওয়াহ্‌হাবীগণ আল-আহ'সা' ও কাভীফ অধিকার করে এবং এইভাবে তাহারা পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলও করায়ত্ত করে। তাহাদেরকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বসরা ও বাগদাদের তুর্কী শাসকগণ ও তাঁহাদের মিত্র বানু মুনতাজিক বারবার চেষ্টা করেন, যেমন ১৭৯৭ খৃ. মুনতাজিক গোত্রের শায়খ ছু'ওয়ায়নীরা অভিযান এবং ১৭৯৮ খৃ. কিয়্যা আলী পাশার অভিযান, কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৭৯৯ খৃ. 'আবদুল'-আযীয ও বাগদাদের পাশা-র মধ্যে ছয় বৎসরের অস্থায়ী সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১১৮৬/১৭৭২-৭৩ সনে মক্কার শারীফ সুন্নর-এর ওয়াহ্‌হাবীদেরকে এক বিশেষ কর আদায় সাপেক্ষে পবিত্র স্থানসমূহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্থলাভিষিক্ত গালিব (যাঁহার শাসনকাল ১২০২ হি. হইতে আরম্ভ হয়) এই সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন এবং তিনি ১৭৯০-১৭৯৫ ও ১৭৯৮ খৃ. হিজাজ-এর দিকে ওয়াহ্‌হাবীদের

অগ্রগতি রোধ করিবার ব্যর্থ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খৃ. তাঁহাকে ওয়াহ্‌হাবীদের সহিত সন্ধি স্থাপন এবং তাহাদেরকে হজ্জের অনুমতি প্রদান করিতে হয়, যাহার বিনিময়ে তাহারা এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, তাহারা আগামীতে শারীফের প্রভাবাধীন অঞ্চলে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

মক্কার শারীফ ও বাগদাদের শাসকের সহিত ওয়াহ্‌হাবীদের এই সন্ধিচুক্তি অল্প দিনই স্থায়ী থাকে। ওয়াহ্‌হাবীদের এক কার্ফেলার উপর শী'আ খায়াইলের আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সা'উদ ইবন 'আবদি'ল-আযীয ১৮ যু'ল-হিজ্জা, ১২১৬/২১ এপ্রিল, ১৮০১ সনে কারবালার উপর আক্রমণ করিয়া তখাকার শী'আদের যিয়ারত স্থলসমূহ লুণ্ঠন করেন এবং ধ্বংস করিয়া দেন, এমনকি তখাকার অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করেন। ১২১৪-১২১৫/১৮০০-১৮০১ সনে সা'উদ হজ্জ করিতে গমন করেন এবং প্রায় সেই সময়ে 'আসীর ও তিহামা-র গোত্রসমূহ এবং বানু হ'ার্ব, যাহারা তখন পর্যন্ত শারীফ গালিবের অধীন ছিল, ওয়াহ্‌হাবীদের সহিত মিলিয়া যায়। ইহার ফলে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় এবং ২৫ শাওওয়াল, ১২১৭/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮০০ সনে ওয়াহ্‌হাবীগণ তা'ইফের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহা দখল করিয়া লয় এবং ৮ মুহ'ররাম, ১২১৮/৩০ এপ্রিল, ১৮০৩ সনে সা'উদ বিজীর বেষ্ট মক্কায় প্রবেশ করেন। সা'উদ-এর প্রত্যাবর্তনের পর শারীফ গালিব মক্কার পূর্বে অবস্থানরত ওয়াহ্‌হাবী সৈন্যদের বহিষ্কৃত করেন (২২ রাবী'উল-আওওয়াল, ১২১৮/১২ জুলাই, ১৮০৩), কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ওয়াহ্‌হাবীদেরকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হয়। প্রায় ১৮০০ খৃ. ওয়াহ্‌হাবীগণ পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা বাহরায়ন ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা গোত্রসমূহ তথা রা'সুল-খায়মা-র জাওয়াসামী গোত্রসমূহকে নিজেদের অধীনস্থ করিয়া লয়।

১৮ রাজাব, ১২১৮/৩ নভেম্বর, ১৮০৩ সনে 'ইমাদিয়্যা-র জনৈক শী'আ মতাবলম্বী ব্যক্তি দারইয়্যা-র মসজিদে 'আবদুল'-আযীযকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

৩। সা'উদ ইবন 'আবদি'ল-আযীয (১২১৮-১২২৯/১৮০৩-১৮১৪) : বাগদাদ ও 'উমান-এর বিরুদ্ধে ছোটখাট পদক্ষেপ গ্রহণের পর সা'উদ, শারীফ গালিব-এর শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার দৃঢ় সংকল্প করেন এবং ১১২০/১৮০৬ সনে মদীনা ও একই বৎসর যু'ল-কা'দার (জানুয়ারী ১৮০৬) মক্কা দখল করেন। গালিব তাঁহার অবশিষ্ট ক্ষমতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে ওয়াহ্‌হাবীদের অনুগত হন। এই সময় ওয়াহ্‌হাবীগণ হিজাযেও নিজেদের চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করে। তুর্কী সুলতান কর্তৃক প্রেরিত হাজ্জীদের কার্ফেলার হ'ারাম শারীফে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, সুলতানের নামে খুতবা পাঠ স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং সরকারী ফরমানে সা'উদ দাবি করেন যে, কেবল দামিশকের গভর্নর নহে, বরং স্বয়ং 'উছমানী সুলতানকেও ওয়াহ্‌হাবী চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে হইবে। দামিশকের পাশার প্রবল অঙ্গীকারের প্রত্যুত্তরে সা'উদ জুলাই ১৮১০ সনে হাওরান পদানত করেন এবং পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী গোত্রসমূহের সামুদ্রিক দস্যুবৃত্তিকে বিরাট আকারে সুসংহত করেন, এমনকি ১৮০৯ খৃ. ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া এক অভিযান পরিচালনা করিতে হয় যাহা সেই বৎসরই ১৩ নভেম্বর রা'সুল-খায়মা-র উপর আক্রমণ করিয়া সমুদ্রের দস্যুবহরকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

যেহেতু 'উছ-মানী সরকার নিজ রাজত্বকে ওয়াহাবীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার যোগ্যতা রাখিত না—এই কারণেই তিনি মিসরের গভর্নর মুহাম্মাদ 'আলী পাশাকে পুনরায় হিজায় জয় করিবার কাজে নিযুক্ত করেন।

মিসরীয় সৈন্যদের প্রথম অভিযান তুসুন পাশার অধীন অক্টোবরের শেষে অথবা নভেম্বর ১৮১১ খৃ.-এর শুরুতে য়ামবু'উ'ল-বাহর ও য়ামবু'উ'ল-বারুর-এর পুনর্বিজয় হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু যখন তুসুন পাশা মদীনার দিকে অগ্রসর হন তখন তাঁহাকে যু'ল-কা'দা ১২২৬/২৩ নভেম্বর, ১৮১১ তারিখে জুদায়দা-র সংকীর্ণ গিরিপথে সা'উদ-এর পুত্রদ্বয় 'আব্দুল্লাহ ও ফায়সাল-এর হাতে পরাজয় বরণ করিতে হয় এবং তাঁহাকে য়ামবু'-এর দিকে পশ্চাদগমন করিতে হয়। ইহার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের শেষভাগে তিনি পুনরায় যুদ্ধ তৎপরতা আরম্ভ করেন এবং এইবার অধিক সফলতা অর্জন করেন। ফলে সেই বৎসর নভেম্বর মাসে মদীনা বিজিত হয় এবং ১৮১৩ সনের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে মক্কাও অধিকারে আসে। কিছু দিন পর তা'ইফও বিজিত হয়। অপরপক্ষে তারা বা নামক স্থানে ওয়াহাবীগণ (১৮১৩ খৃ. গ্রীষ্মকালে) মিসরীয়দের অগ্রযাত্রা রোধে সক্ষম হয়। আগস্টের শেষভাগে মুহাম্মাদ 'আলী পাশা স্বয়ং জিন্দা আগমন করেন এবং তাঁহার সহিত সা'উদ-এর সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা বা বিজয়ের অপর প্রচেষ্টায়ও (১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে) তুসুন পাশা পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ হন এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের (১৮১৫ খৃ.) শুরু পর্যন্ত মিসরীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ থাকে। এই সময়ে ৮ জুমা'দা'ল-উলা, ১২২৯/২৮ এপ্রিল, ১৮১৪ তারিখে ৬৮ বৎসর বয়সে সা'উদ দারইয়্যাতে ইনতিকাল করেন।

৪। 'আবদুল্লাহ ইবন সা'উদ (জুমা'দা'ল-উলা, ১২২৯-যু'ল-কা'দা, ১২৩৩/২৭ এপ্রিল, ১৮১৪-৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮)ঃ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মুহাম্মাদ 'আলী তারাবার উপর আক্রমণ করিবার জন্য পুনরায় যাত্রা করেন এবং ১৫ জানুয়ারী তিনি তারাবার অভিযানে ওয়াহাবীদের পরাজিত করিয়া শহর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি 'আসীরের দিকে অগ্রসর হন এবং কুনফুদার পথ দিয়া মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। মার্চ মাসে তুসুন পাশা হানাকিয়্যার পথ দিয়া নাজ্দ প্রবেশ করেন এবং আর-রাসুসের সুরক্ষিত শহর দখল করেন, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইবন সা'উদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। এক বিশেষ ধরনের অস্থায়ী সন্ধি চুক্তি হয় এবং পারস্পরিক সন্ধির আলোচনা ১৮২৬ খৃ. পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুহাম্মাদ 'আলী পাশার পুত্র ইবরাহীম পাশা 'আরবভূমির সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং আঠার মাসের বিরতিহীন এক ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার সৈন্যসামন্তকে দার'ইয়্যা'র দ্বারপ্রান্তে লইয়া যান। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২ মে 'মাবিয়্যা' নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ'র পরাজয় হয়। একাধারে তিন মাস অবরোধের পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর মিসরীয়দের আর-রাসুস দখল এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চে দুরামা বিজয়, রাজধানী অবরোধ, যাহা 'আবদুল্লাহ ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সংরক্ষণ করিতেছিলেন, এপ্রিলের শুরু হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের সূচনা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৬ সেপ্টেম্বর শহর বিজিত হওয়ার পরও 'আবদুল্লাহ দার'ইয়্যা প্রাসাদে আরও কিছু দিন প্রতিরোধ করেন। অবশেষে ৯ সেপ্টেম্বর তিনি বিজেতার সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করেন, যিনি তাঁহাকে তাঁহার বংশ ও মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-ওয়াহাব-এর সন্তানদেরসহ কায়রো প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ

'আলী পাশা 'আবদুল্লাহ ইবন সা'উদকে তাঁহার সচিব ও কোসাধ্যক্ষের সহিত কনস্টান্টিনোপল প্রেরণ করেন। সেখানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তাহাদের সকলকে হত্যা করা হয় (আয'-যিরিকলী স্বীয় গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন সা'উদ-এর ছবি সংযোজন করিয়াছেন)।

৫। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ইবরাহীম পাশা নাজ্দ পরিত্যাগ করিলে নিহত 'আবদুল্লাহ ইবন সা'উদের ভ্রাতা মুশারী ইবন সা'উদ দার'ইয়্যা-তে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি স্বয়ং আল-'আরিদ-এ বসবাস করিতে থাকেন। অল্পকাল পরেই হু'সায়ন বেক, যাহাকে মুহাম্মাদ 'আলী পাশা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া মিসরে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি পশ্চিমমুখেই ইনতিকাল করেন (১২৩৫/১৮২০)। রাশিদ আল-হা'ম্বলীর ইতিহাস অনুযায়ী তাঁহার শাসনকাল ১২৩৩-১২৩৫/১৮১৮-১৮২০ সাল পর্যন্ত ছিল।

৬। তুর্কী ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ (১২৩৫-১২৪৯/ ১৮২০-১৮৩৪)ঃ মিসরীয় আক্রমণের সময় পলায়ন করিয়া সেন্দীর নামক স্থানে চলিয়া যান। মুশারী ইবন সা'উদ (৫)-এর ইনতিকালের পর তিনি রিয়াদ-এ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু মিসরীয়গণ তাঁহাকে উক্ত স্থান হইতে বহিস্কৃত করেন। ১৮২২ খৃ. তিনি রিয়াদের দুর্বল মিসরীয় দুর্গস্থিত সেনার উপর আকস্মিক আক্রমণে সফলতা লাভ করেন। হিজায়ের শাসকদের বিরুদ্ধে কখনও সফল এবং কখনও ব্যর্থ যুদ্ধ পরিচালনার পর অবশেষে তিনি মুহাম্মাদ 'আলী পাশাকে ক দানে সম্মত হন। ১৮৩০ খৃ. তিনি আল-আহ'সা' অধিকার করেন এবং বাহরায়নেও তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন দার'ইয়্যার স্থলে যাহা অনাবাদী হইয়াছিল, ওয়াহাবীগণ রিয়াদ-কে ১২৪৯/১৮৩৪ সনে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করেন।

৭। মুশারী ইবন 'আবদিল-রাহ'মান ইবন মুশারী ইবন হা'সান ইবন মুশারী ইবন সা'উদ তুর্কী ইবন 'আবদিল্লাহকে হত্যা করেন, কিন্তু চল্লিশ দিন পর হু'ফুফ-এ তাঁহার উপরও আক্রমণ করা হয় এবং ফায়সাল (৬)-এর পুত্র তাঁহাকে হত্যা করে।

৮। ফায়সাল ইবন তুর্কী (প্রথম শাসনকাল ১২৪৯-১২৫৫/ ১৮৩৪-১৮৩৯)ঃ ১৮৩৭ খৃ. সা'উদ (৩)-এর পুত্র খালিদ মিসরীয়দের সহযোগিতায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দার'ইয়্যা দখল করেন এবং তাঁহাকে রিয়াদে পরাস্ত করেন। মিসরীয় সেনাপতি খুরশীদ পাশা ২৫ রামাদান, ১২৫৪/১২ ডিসেম্বর, ১৮৩৮ তারিখে ফায়সালকে আদ-দেলেম নামক স্থানে পুনরায় পরাজিত করত তাঁহাকে বন্দী করিয়া মিসরে প্রেরণ করেন, কিন্তু ১২৫৯ হিজরীতে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিতে সফলকাম হন এবং আল-আহ'সা', আলকাসীম ও আল-'আরিদ-এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

৯। খালিদ ইবন সা'উদ (১২৫৫-১২৫৭/১৮৩৯-১৮৪১)ঃ ইবরাহীম পাশার সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তিনি মিসরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ 'আলী পাশার সাহায্যে ১২৫২/১৮৩৫ সনে ফায়সাল ইবন তুর্কীর উপর আক্রমণ করেন এবং পরিশেষে ১২৫৫/১৮৩৮ সনে বিজয়লাভ করেন। তিনি মাসকাভের ইমামের নিকট হইতেও কর দাবি করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিসরীয় সেনার প্রত্যাবর্তনের পর 'আবদুল্লাহ ইবন ছুনায়ান তাঁহাকে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে রিয়াদ হইতে বহিস্কৃত করেন। ইহার পর পরিস্থিতি তাঁহার প্রতিকূলে যায় এবং

প্রথমে ১২৭৫/১৮৪১ সালে আদ-দামাম, পরে কুয়েত ও তথা হইতে মক্কা হইয়া তিনি জিন্দা গমন করেন। সেখানে তিনি ১৮৬৪ খৃ. ইনতিকাল করেন।

১০। 'আবদুল্লাহ ইবন ছুনায়ান ইবন সা'উদ (১২৫৭-১২৫৯/১৮৪২-১৮৪৩)ঃ প্রথমে তিনি খালিদ (৯)-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহার বিরোধী হইয়া যান। তিনি মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর ফায়সাল (৮) যিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, রিয়াদে তাঁহাকে অবরোধ করিয়া বন্দী করেন এবং তিনি কারাগারেই (১২৫৯/১৮৪৩) ইনতিকাল করেন (ফায়সাল তাঁহার জানাযা পড়ান)।

১১। ফায়সাল ইবন তুর্কী (দ্বিতীয় শাসনকাল ১২৫৯-১২৮২/১৮৪৩-১৮৬৫)ঃ স্বীয় বিজ্ঞোচিত ও শান্তিকামী প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি নাজদে নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার আমলে জাবাল শাম্মার-এর শাসক ইবন রাশীদ (দ্র.) যিনি তাঁহার মিত্র ছিলেন, মাখাচাড়া দিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মিসর ও তুরস্কের সুলতানের সহিত তাঁহার সুসম্পর্ক ছিল। তাঁহার শাসনকালেই পর্যটক প্যালাগ্রেভ (Palgrave) ১৮৬২-১৮৬৩ খৃ. অতঃপর পেল্লী (Pelly) ১৮৬৫ খৃ. তাঁহার দেশ ভ্রমণ করেন। ১৩ রাজাব, ১২৮২/২ ডিসেম্বর, ১৮৬৫ ফায়সাল রিয়াদে কলেরা রোগে ইনতিকাল করেন (শেষ বয়সে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইতে থাকে; 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ, সা'উদ, ও 'আবদুল-রাহ-মান নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল)।

১২। 'আবদুল্লাহ ইবন ফায়সাল ইবন তুর্কী (মৃ. ১২৯১/১৮৭৪) [প্রথম শাসনকাল ১২৮২-১২৮৭/ডিসেম্বর ১৮৬৫-১৮৭১] : পিতার ইনতিকালের পর ক্ষমতাসীন হন। ১২৮৭ হিজরীতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৩। সা'উদ ইবন ফায়সাল ইবন তুর্কী (১২৮৭-১২৯১/১৮৭১-১৮৭৪)ঃ তাঁহার শাসনকালের সূচনাতে তুর্কীগণ 'আবদুল্লাহর আহ্বানে— যিনি নির্বাসিত ছিলেন, কাতি' আল-আহ-সা'ও দখল করেন এবং সা'উদের উহা উদ্ধারের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উহা তুর্কীদের দখলে থাকে। ১২৯১/১৮৭৪ সালে সা'উদ ইনতিকাল করেন।

১৪। 'আবদুল্লাহ ইবন ফায়সাল ইবন তুর্কী (দ্বিতীয় শাসনকাল ১২৯১-১৩০১/১৮৭৪-১৮৮৪) : সা'উদ-এর ইনতিকালের পর তিনি পুনরায় ক্ষমতাসীন হন এবং মুহাম্মাদ ও সা'উদ-এর পুত্রদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৮৩ খৃ. হা'ইল-এর শাসক মুহাম্মাদ ইবন রাশীদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রগণ অর্থাৎ সা'উদ-এর পুত্রগণ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহাকে নির্বাসিত করেন।

১৫। ফলে মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ ক্ষমতাসীন হন। তাঁহার শাসনকাল ছিল স্বল্প দিনের।

১৬। মুহাম্মাদ-এর পিতৃব্য 'আবদুল-রাহ-মান ইবন ফায়সাল তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (১৮৮৬ খৃ.†) [জ. ১২৬৮/১৮৫২; মৃ. ১৩৪৬/১৯২৮]। তিনি বাদশাহ সা'উদ-এর পিতামহ ছিলেন। তিনি দুইবার ক্ষমতাসীন হন—প্রথম স্বীয় ভ্রাতা সা'উদ-এর মৃত্যুর পর; কিন্তু এক বৎসর পরই তিনি স্বীয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহর পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনি আর একবার ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু মুহাম্মাদ ইবন রাশীদ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৭। 'আবদুল্লাহ ইবন ফায়সাল ইবন রাশীদ তৃতীয়বার (১৮৭৭-১৮৮৮ খৃ.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। 'আবদুল্লাহ সম্ভবত ১৮৮৮ খৃ. ইনতিকাল করেন (ড্র. আয়-বিরিকলীর মতে মৃত্যু সাল ১৩০৭/১৮৯০) এবং উহার পর রিয়াদ হা'ইল-এর অধীনে চলিয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও 'আবদুল-রাহ-মান সিংহাসন পুনরায় দখল করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা চালান। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবন রাশীদ রিয়াদ জয় করেন।

১৮। ফায়সালের তৃতীয় পুত্র মুহাম্মাদ-কে ১৮৯২ খৃ. রিয়াদ-এর আর্মীর নিযুক্ত করা হয়। অনুমিত হয় যে, মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর ইবন রাশীদের কর্মচারিগণ রিয়াদ শাসন করিয়াছিলেন।

১৯। 'আবদুল-আযীয ইবন 'আবদিল-রাহ-মান ইবন ফায়সাল (জ. ১২৯৭/১৮৮০; মৃ. ১৩৭৩/১৯৫৩)ঃ তিনি কুয়েত-এর শায়খ মুবারাকের সহযোগিতায়, যাহার নিকট তাঁহার পিতা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯০২ খৃ. রাজ্য ক্ষমতা দখল করিয়া পুনরায় রিয়াদ অধিকার করেন এবং হা'ইল-এর ইবন রাশীদের মুকাবিলায় সর্বদা উহা নিজ দখলে রাখেন। অবশেষে তিনি তুরস্কের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন; তথাপি হা'ইল-এ বিরাজমান বিশৃঙ্খলার কারণে ও জনসাধারণের সাহায্যে যাহারা সা'উদ বংশের প্রতি ভালবাসা পোষণ করিত, 'আবদুল-আযীয রিয়াদে নূতনভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সফল হন।

এই 'আবদুল-আযীযই বর্তমান আল-মামলাকাতু'স- সা'উদিয়াতুল-'আরবিয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা, নাজদ ও হিজায় উভয়ই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী 'আবদুল-আযীয হিজায়ের বাদশাহ হন এবং তিনি সুলতান উপাধি পরিত্যাগ করিয়া হিজায়, নাজদ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাদশাহ (মালিক) উপাধি ধারণ করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২০ মে বৃটিশের সহিত তাঁহার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ নাজদ ও হিজায় রাজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। ১৯৩২ খৃ. রাজ্যের নাম আল-মামলাকাতু'স-সা'উদিয়াতুল-'আরবিয়া রাখা হয়। ১৯৩৭ খৃ. যামান-এর সহিতও এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং ১৯৪২ খৃ. বৃটিশ কুয়েতের শায়খের পক্ষে আর একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া নাজদ ও কুয়েতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। 'আবদুল-আযীয ১৯৫৩ খৃ. তা'ইফে ইনতিকাল করেন।

২০। তাঁহার পুত্র সা'উদ (জ. ১৯০৫ খৃ.) একই বৎসর নভেম্বর মাসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ভ্রাতা ফায়সাল ইবন 'আবদিল-আযীয (দ্র.) হিজায়-এর গভর্নর, যুবরাজ, প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রে তখন পর্যন্ত নাজদ ও হিজায় এই দুইটি প্রদেশে বিভক্ত থাকে এবং রিয়াদ ও মক্কা এই দুই শহর এই রাষ্ট্রের রাজধানী। বর্তমানে ইহার রাজধানী রিয়াদ এবং দেশটি ১৮টি প্রদেশে বিভক্ত। জাতীয় পতাকার রং সবুজ এবং উহার উপর সাদা রঙের দুইটি তরবারি আড়াআড়িভাবে স্থাপিত এবং কলেমা তায়িয্বা খচিত। রাষ্ট্রের মোট আয়তন প্রায় ৮,৩০,০০০ বর্গমাইল (২,১৫,৮০০০ বর্গ কি. মি.) এবং জনসংখ্যা এক কোটি চব্বিশ লক্ষ (১৯৮৫ খৃ.)। রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস হইল তেল। এখানে স্বর্ণের খনিও আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) রাশিদ ইবন 'আলী আল-হাম্বালী, মুশীরুল-ওয়াজ্জদ ফী মা'রিফতি আনসাবি মুলুক নাজদ (ইবন সা'উদ বংশের বংশতালিকা ও উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৯১ হি. পর্যন্ত, পাণ্ডু. নিবন্ধকার); (২) 'উছ-মান

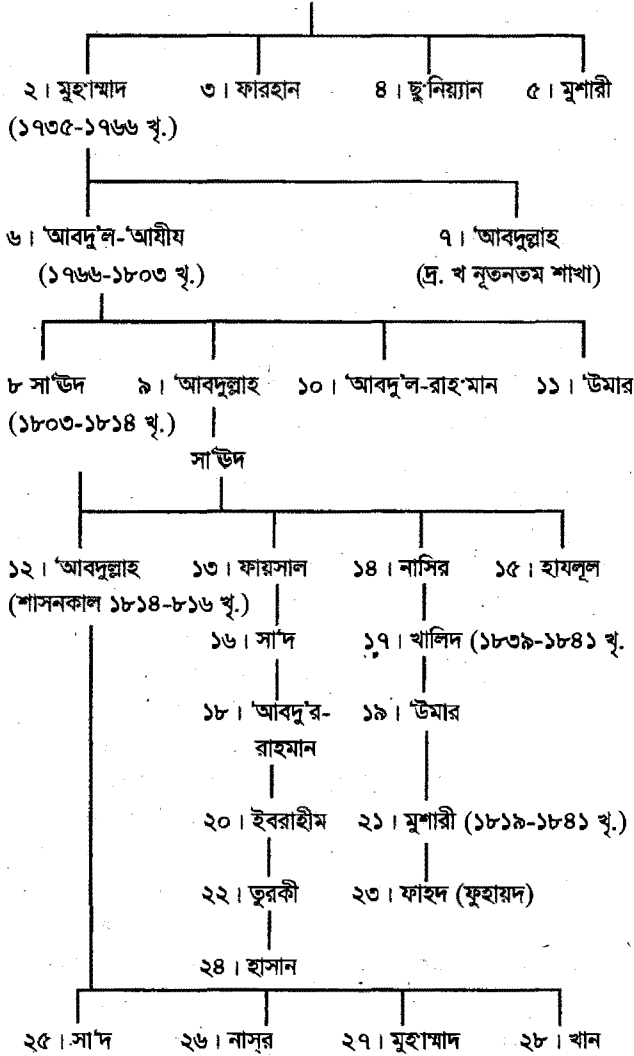
ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন বিশর, 'উনওয়ানুল-মাজ্দ ফী তা'রীখ নাজ্দ, বাগদাদ ১৩২৮ হি.; (৩) আহ'মাদ ইবন যায়নী দাহলান, আল-ফাতহাতুল-ইসলামিয়া (মক্কা ১৩০২ হি.), ২খ, ২০২-২০৯; (৪) Ed. Scott Waring, A Tour to Sheeraz (লন্ডন ১৮০৭ খ.), অধ্যায় ৩১; (৫) J. L. Rousseau, Description du Pachalik de Baghdad, প্যারিস ১৮০৯ খ.; (৬) ঐ লেখক, Notice sur la secte des Wahabis, in Fundgruben des Orients, ২খ, ১৯১-১৯৮; (৭) Corancez, Histoire des Wahabis depuis leur origine jusqu'a la fin de 1809, প্যারিস ১৮১০ খ.; (৮) Fousseau, Memoire sur les trois plus fameuses sectes du Musulmanisme, প্যারিস ১৮১৮; (৯) Sadlier, Diary of a Journey across Arabia during the year 1819, বোম্বাই ১৮৬৬ খ.; (১০) Jhon Lewis Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, লন্ডন ১৮৩১ খ.; (১১) Félix Mengin, Histoire d l'Egypte sous le Gouvernement de Mohammed-Aly, প্যারিস ১৮২৩ খ.; (১২) Jules Planat, Histoire de la regeneration de l'Egypte, প্যারিস ১৮৩০ খ.; (১৩) Jomard, Etudes geographiques et historiques sur l'Arabie, প্যারিস ১৮৩৯ খ.; (১৪) W. J. Handes, Narrative of the Life and Adventures of Giovanni Finati. who made the Campaigns against the Wahabees, লন্ডন ১৮৩০ খ.; (১৫) Jones Brydges, A Brief History of the Wahaby-An Account of his Majesty's Mission to the Court of Persia in the Years 1801-1811, ২খ, লন্ডন ১৮৩৪ খ.; (১৬) G. A. Wallin, in Journal of the Geogr. Soc., ২০খ. (১৮৫১ খ.), ২৯৩-৩৩৯; ২৪খ. (১৮৫৪ খ.), ১১৫-২০৭; (১৭) Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges., ১১খ, ৪২৭-৪৪৩ (জাওদাত, তা'রীখ, ৯খ, ৩৬২-৩৭১) ও ১৭খ, ২১৪-২২৬; (১৮) Selections from the Records of the Bombay Government, নং ২৪, নূতন সিরিজ, বোম্বাই ১৮৫৬ খ.; (১৯) William Gifford Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia, লন্ডন ১৮৬৫ খ.; (২০) Carlo Guarmani, Il Neged settentrionale, জেরুসালেম ১৮৬৬ খ.; (২১) Pelly, in Journ. Geogr. Soc., ৩৫খ. (১৮৬৫ খ.), ১৬৯-১৯১; (২২) Lady A. Blunt, A Pilgrimage to Nejd, লন্ডন ১৮৮১ খ.; (২৩) Snuock Hurgronje, Mecca, ১খ, ১৩৮ প.; (২৪) Ch. M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, লন্ডন ১২৮৮ খ.; (২৫) Ch. Huber, Journal d'un Voyage en Arabie (1883-1884), প্যারিস ১৮৯১ খ.; (২৬) J. Euting, Tagbuch diner Reise in Inner-Arabien, লাইডেন ১৮৯৬-১৯১৪ খ.; (২৭) Noldeke, Reise nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien 1892,

Brunswick 1895; (২৮) C. Ritter-এর রচনাবলী, Arabien, ২খ, ৪৭১-৫২০ ও A. Zehme, Arabien und die Araber zeit hundert Jahren, Halle 1875; (২৯) Dozy, Dssai sur l'hist. de l'Islami-sme, পৃ. ৪১০ প.; (৩০) মুহাম্মাদ আল-বাতানুনী, আর-রিহলাতুল-হিজামিয়া, দ্বিতীয় সং, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ৮৭ প.; তুর্কী বরাত; (৩১) শানী যাদাহ, তা'রীখ, ১-৪খ., স্থা.; (৩২) জেওদেত, তা'রীখ, ১, ৫, ৭, ১১খ., স্থা.; (৩৩) 'আসিম, তা'রীখ, স্থা.; (৩৪) আয়ুব সাবরী, তা'রীখ-ই ওয়াহ'হাবিয়ান, ইস্তাভুল ১২৯৬ হি.। সাম্প্রতিক কালে পত্রিকাসমূহের বর্ণনামূল্যিক M. Hartmann নিজ গ্রন্থ; (৩৫) Die Welt des Islam-এ, ২খ, ২৪-৫৪-তে একত্র করিয়াছেন। ওয়াহ'হাবীদের ইতিহাস অনেক উপন্যাসের বিষয়বস্তুও ছিল। যেমনঃ (৩৬) (Pope), Anastasius of Memoires of a Greek, written at the close of the eighteenth century, লন্ডন ১৮১৯ খ., ৩খ.; (৩৭) Le recit de Fatalla Sayeghir, Lamartine হইতে, in Voyage en orient 1832-1833, ৪খ., আরও ডু. JA, ৬ সংখ্যা, ১৮খ, ১৬৫ প.; (৩৮) C. von Vincenti, Die Tempelstürmer, বার্লিন ১৮৭৩ খ.। ইংরেজী বরাতঃ (৩৯) H. R. P. Dickson, the Arab of the Desert, লন্ডন ১৯৪৯ খ.; (৪০) H. St. J. B. Phillby, Saudi Arabia, লন্ডন ১৯৫৫ খ.; (৪১) K. S. Truitchell ও E. J. Jurji, Saudi Arabia, দ্বিতীয় সং. ১৯৫৩ খ.। 'আরবী বরাতঃ (৪২) আল-আমীন আর-রায়হানী, তা'রীখ নাজ্দি'ল-হাদীছ; (৪৩) ঐ লেখক, মুলুকুল-আরাব; (৪৪) ফু'আদ হামযা, কাল্ব জাহীরাতিল-আরাব; (৪৫) ঐ লেখক, আল-বিলাদুল-আরাবিয়াতুল-স-সা'উদিয়া; (৪৬) হাফিজ ওয়াহ'বা, জাহীরাতুল-আরাব ফিল-কারনি'ল-ইশরীন; (৪৭) খালিদ আল-ফারাজ, আহ'সানুল-কাসাস; (৪৮) আহ'মাদ আল-'আস্তার, সাকরুল-জাহীরাত; (৪৯) আবু 'ইয়্যাদ-দীন ফারীদ, আস-সা'উদ ফিত-তা'রীখ; (৫০) মুহাম্মাদ সা'বীহ, আল-মালিক ইবন সা'উদ; (৫১) নাজীব নাসার, আর-রিজাল; (৫২) আবদুল্লাহ হু'সায়ন, আল-মালিক 'আবদুল-আযীয; (৫৩) মুহাম্মাদ-দীন রিদা, লাম্-হা মিন সীরাতিল-মালিক 'আবদিল-আযীয; (৫৪) 'উমার আব্ব'ন-নাসুর, সায়্যিদ জাহীরাতিল-আরাব; (৫৫) আবদুল-হামীদ আল-খাতীব, আল-ইমামুল-আদিল; (৫৬) মুস্তাফা হাফনাবী, ইবন সা'উদ; (৫৭) Kenneth Williams, Prince of Arabia, 'আরবী অনু., ইবন সা'উদ, সায়্যিদুল-নাজ্দ ওয়া মালিকুল-হিজায়; (৫৮) মুহাম্মাদ আলসী, তা'রীখ নাজ্দ; (৫৯) 'আশা'ইরুল-ইরাক; (৬০) মাজাল্লাতুল লুগাতিল-আরাব, ৩খ.; (৬১) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ২খ, ৬৬, ৩৩৬, ৩খ, ৯, ১৪২, ৪খ, ৯৬, ১৪২, ১৫২, ২০২, ২২২, ২৫৩, ৫খ, ৩৭১, ৮খ, ১২৬ প.; (৬২) উম্মুল-কুরা, ২৬ যুল-হিজ্জা, ১৩৪৬ হি., ৪ মুহ'ররাম, ১৩৪৭ হি. ও ১০ সাফর, ১৩৪৭ হি.; (৬৩) Antoin Zisca, Ibn Seoud Roi de l'Arabie, ফরাসী অনু., ইবন সা'উদ, মালিকুল-বিলাদিল-আরাবিয়া; (৬৪) 'আবদুল-রাহীম, আমীরুল-আরাবিয়া।

J. H. Mordtmann/মুহাম্মদ ইসলাম গণী

ইবন সা'উদ-এর বংশতালিকা

ক-(প্রাচীনতম শাখা) ১। সা'উদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুকরিন
(মু. আনু. ১৭৩৫ খৃ.)



টীকা :

৬। ('আবদুল-'আযীয): ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ (Mengin, ২খ, ৪৬৭); তু. Scott-Warning, পৃ. ১৭৭, ফরাসী অনুবাদ হইতে।

৮। (সা'উদ): মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর (Mengin, ২খ, ২০)। Rousseau ও Burckhardt-এর বর্ণনামতে তাঁহার বয়স ৪৫ ও ৫০-এর মাঝামাঝি ছিল।

৯। ('আবদুল্লাহ): ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আর-রা'স-এর অন্তর্বর্তীকালীন সন্ধি চুক্তি করেন (Mengin, ২খ, ৪১ প.), দার'ইয়্যা বিজয়ের পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সা'উদ নিহত হন (ঐ, পৃ. ১৩১; শানী যাদাহ, ২খ, ৩৮৩)।

১০। ('আবদুল-রাহমান): ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া মিসর প্রেরণ করা হয়।

১১। ('উমার): ১৮১৮ অথবা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্রদের সহিত তাঁহাকে কায়রোতে নির্বাসিত করা হয়।

১২। ('আবদুল্লাহ)-এর একটি ছবি Mengin প্রদান করিয়াছেন।

১৩। (ফায়সাল): ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দার'ইয়্যা অবরোধকালে নিহত হন (Mengin, ২খ, ১২৯)।

১৪। (নাসির): মাসকা'ত-এর উপর আক্রমণকালে নিহত হন (Burckhardt ২খ, ১২২)।

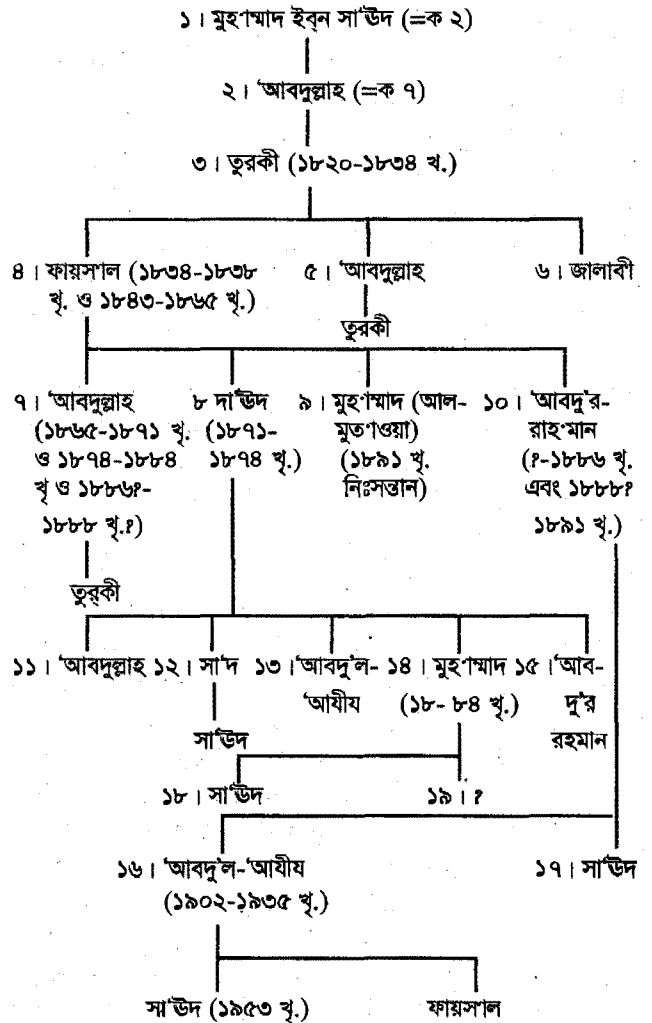
১৬। (সা'দ), ১৭। (খালিদ), ২৩। (ফাহদ), ২৪। (হাসান), ইহাদের সকলকে নির্বাসিত করিয়া কায়রো প্রেরণ করা হয়।

২২। (তুরকী) ইরাক ও সিরিয়ার উপর আক্রমণ করেন (Burckhardt, ২খ., পৃ. ১২২)।

২৫। (সা'উদ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দার'ইয়্যা দুর্গ রক্ষা করেন এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় নাস'র মুহাম্মাদ-এর সহিত কায়রোতে নির্বাসিত করা হয় (Mengin, ২খ, ১৩০, ১৩৩, ১৫৮)।

২৮। (খালিদ)-এর উল্লেখ কেবল আম্মুব সাবাবী ২৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। ১৭ নং-এ উল্লিখিত খালিদ-এর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

খ (নূতনতম শাখা)



টীকা :

২। 'আবদুল্লাহ' (mengin তাঁহার উল্লেখ ২খ, ৪৮২ (১৭৭৮ খ.) এবং Carancez পৃ. ৪৬ (সিংহাসন লাভ ১৮০৩ খ.)।

৩। (তুরকী : Blunt. ২খ, ২৬৯-এর বর্ণনানুসারে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ নামে তাঁহার আরও দুই সহোদর ছিলেন।

৫। 'আবদুল্লাহ' (তু. Blunt. ২খ, ২৬৬ প.)।

৬। (জালাবী : ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, দ্র. Doughty, ২খ., ৪২৮; তাঁহার পাঁচপুত্র ছিলঃ ফাহদ, মুহাম্মাদ, সা'উদ, মুসা'ইদ ও 'আবদুল-মুহসিন।

৯। (মুহাম্মাদ) Nolde, পৃ. ৮৯-এর বর্ণনানুযায়ী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাহার বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু উক্ত বর্ণনা সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে (তু. Palgrave, ১খ, ১৬৯ প.; Doughty, ২খ, ৪৩০ এবং Huber, Journal, ১খ, ১৬৯।

১০। ('আবদুর - রাহমান) : Palgrave- এর বর্ণনা অনুযায়ী (২খ, ৭৫) ১৮৬৩ খৃ. তাঁহার বয়স ১০ ও ১২-এর মধ্যে ছিল; Blunt, ২খ, ২৬৭।

(দা. মা. ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইবন সা'দ (ابن سعد) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মানী' (বা মান) আল-বাস-রী আল-হাশিমী, কাতিবুল-ওয়াকিদী নামে খ্যাত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাদীছ-বেত্তা ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৬৮/৭৮৪ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪ জুমাদা'ল-উখরা, ২৩০/১৬ ফেব্রুয়ারী, ৮৪৫ সালে বাগ'দাদে ইনতিকাল করেন। তিনি বানু হাশিমের একজন 'মাওলা' (আশ্রিত) ছিলেন। তাঁহার পিতামহ হুসায়ন ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন 'আব্বাস (মৃ. ১৪০ হি. অথবা ১৪১ হি.; দ্র. ইবন সা'দ, ইবন হাজার, তাহফীবু'ত-তাহফীব, ২খ, ৩৪৪)-এর একজন আযাদকৃত দাস ছিলেন। ইবন সা'দ হাদীছের অন্বেষণে বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং বহু বিশেষজ্ঞের অধীনে হাদীছ শিক্ষা করেন। পরিশেষে তিনি বাগ'দাদে বসতি স্থাপন করেন এবং আল-ওয়াকিদী (দ্র.)-র সঙ্গে নিজেই যুক্ত করেন। ইবন সা'দ তাঁহার কাতিব নিযুক্ত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হিশাম ইবনুল-কালবীর অধীনে আনসাব (কুলজিশাস্ত্র)-ও অধ্যয়ন করেন। মিহনা (দ্র.)-এর সময় আরও ছয়জন গোড়া 'আলিমসহ তাঁহাকে খলীফা আল-মামুনের নির্দেশে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং মু'তামিলা মতের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার জন্য তাঁহাদেরকে বাধ্য করা হয় (তাবারী, ৩খ, ১১১৬ প., sub anno 218) ইবন সা'দ-এর খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁহার রচিত বিভিন্ন শ্রেণীর হাদীছ-বেত্তাদের জীবনীকোষ 'আত-তাবাকাতুল-কুবরা (সম্ভবত ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বিদ্যমান রহিয়াছে)। হাদীছ অধ্যয়নের সহায়ক গ্রন্থরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত যাহারা হাদীছ বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, ইবন সা'দ তাঁহার তাবাকাত গ্রন্থে তাঁহাদের ৪২৫০ জনের (প্রায় ৬০০ জন মহিলাসহ) জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইবন সা'দ তাঁহার পূর্ববর্তী হাদীছ-বেত্তাদের গ্রন্থাবলী হইতে, বিশেষত আল-ওয়াকিদী ও ইবনুল-কালবীর গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছের পূর্ণ সনদ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু কোন শিরোনাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি প্রায়শই 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমারা (যিনি

ইবনুল-কাদাহ নামে পরিচিত, দ্র. তারীখ বাগ'দাদ, ১০খ, ৬২) রচিত কিতাবু নাসাবিল-আনসার গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই গ্রন্থটিও ইবন সা'দের নির্দেশে রচিত হইয়াছিল (ইবন সা'দ, ৩/২খ, ৭০)। ইবন সা'দ তাঁহার গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শুরু করিয়াছেন। অতঃপর স্তর অনুসারে জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। এইগুলিকে তিনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেন (যথা : বাদরী আনসার সাহাবা, বাদরী মুহাজির সাহাবা)। প্রতিটি অংশে জীবনীগুলিকে সময়ানুক্রম অনুসারে, কখনও কখনও বংশানুক্রম অনুসারে সাজান হইয়াছে। সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি প্রায়ই দীর্ঘতর হইয়াছে। অন্যদের জীবনী বিষয়ক নিবন্ধগুলি প্রায়শ খুবই সংক্ষিপ্ত, এমন কি কোথাও কোথাও কেবল নাম দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু শূন্যস্থান পূর্ণ করা হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র আল-হুসায়ন ইবন ফাহম (মৃ. ২৮৯/৯০২) গ্রন্থটির সংশোধিত সংস্করণে ইবন সা'দের জীবনী শীর্ষক (৭/২খ, ৯৯) একটি নিবন্ধ সংযোজন করিয়াছেন। হারিছ ইবন আবী উসামা (মৃ. ২৮৪/৮৯৫) অপর একটি সংশোধিত সংস্করণ (তাবারী স্বীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন) প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংশোধনীটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ইবন আবি'দ-দুনয়া (দ্র.)। ইহা ইবন 'আবদি'ল-বারুর কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল (দ্র. ইবন খায়র, ফাহরাসা, ২২৪)। E. Sachau ও অন্যদের প্রকাশিত সংস্করণে ইবন হাম্মা ওয়াদদ (মৃ. ৩৮১/৯৯১)-এর সংস্করণের অনুসরণ করা হইয়াছে। ইবন সায়্যিদিন-নাস, যাহাবী, ইবন হাজার ও অন্য রচয়িতাগণ এই সংস্করণটি ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থটি E. Sachau কর্তৃক লাইডেন হইতে নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯০৪-১৯৪০ খৃ.)। নবম খণ্ডটি নির্ঘণ্টসম্বলিত। তাবাকাতের ১২৩ পৃ. সম্বলিত একটি খণ্ড অগ্রাহ্য হইতেও প্রকাশিত হইয়াছিল (লিথো)। গ্রন্থটি অধুনা নয় খণ্ডে বৈরুত হইতে ইহ-সান 'আব্বাসের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইবন খাল্লিকান ও হাঞ্জী খালীফা তাবাকাতুল-কাবীর ছাড়াও কিতাবু তাবাকাতিল-স-সাগীর নামক তাঁহার অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুল-নাদীম তাঁহার ফিহরিস্তে ইবন সা'দের গ্রন্থ আখবারুল-ন-নাবীর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা কোন গ্রন্থের নাম নহে বরং তাবাকাতেরই প্রথম খণ্ড যাহাতে রাসূল (স)-এর জীবনী আলোচিত হইয়াছে।

জীবনীকারদের মতে ইবন সা'দ ফিকহশাস্ত্র ও গণরীত হাদীছ সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফিহরিস্ত-এ (MS. Chester Beatty, P. 60) তাঁহার তাবাকাতের দুইটি সংস্করণ ছাড়াও 'কিতাবুল-হিয়াল নামক অপর একখানা গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর নিকট হু'রুল-কুরআন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি ইহা ইবন আবী উসামাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইবন আবী উসামা এইগুলি ইবন মুজাহিদদের নিকট বর্ণনা করেন (দ্র. ইবনুল-জাযারী, গায়াতুল-নিহায়া, ২খ, ১৪২)। হাদীছের সমালোচকদের মধ্যে একজন বিশ্বাসভাজন বিশেষজ্ঞরূপে। তাঁহার শিক্ষক আল-ওয়াকিদীর মুকাবিলায় ইবন সা'দের সুখ্যাতি ছিল। আবু বাকুর ইবন আবি'দ-দুনয়া ও অন্যান্য মুহাদ্দিসহ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা ইবন মাদ্বিন ছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিসহ ইবন সা'দকে ছিকা (বিশ্বস্ত) হাদীছ বর্ণনাকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাবাকাতের লেখক মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ও সমনামের অপর ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন সা'দ আল-'আওফী (মৃ. ২৭৬/৮৮৮; দ্র. তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ৩২২ প.)-কে

একই ব্যক্তি মনে করিলে বিভ্রান্ত হইতে পারে। তাবারী যখন বর্ণনা প্রসঙ্গে হান্দাছানী মুহাম্মাদ ইবন সা'দ 'আন আবীহ এই সনদটির উল্লেখ করেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তিকেই বুঝাইয়াছেন। এই সনদটি অন্যান্য ১৫৬০ বার তাঁহার তাফসীরে উল্লিখিত হইয়াছে (Dr. H. Horst, in ZDMG. ciii, 1953, 294) এবং তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থেও মাঝে মাঝে উল্লিখিত হইয়াছে (১, ৪৫, ৭৫, ১৪৩, ৩১৪, ৩৭৮, ১৯৩৪, ১৪৫১, ১৫৩০)। এই সনদে উল্লিখিত সকল রাবীই একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মাদ ইবন সা'দের পিতা সা'দ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হা'সান ইবন 'আতি'য়া (তারীখ বাগ'দাদ, ৯খ, ১২৬; তু. ইবন সা'দ, ৬খ, ২১২, ২০); শেষোক্ত জনের পিতৃব্য হু'সায়ন ইবন হা'সান ইবন 'আতিয়া আল-কাদী আল-হানানী (মু. ২০১ বা ২০২ হি.; ড্র. তারীখ বাগ'দাদ, ৮খ, ২৯ প.; ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ২খ, ২৯৪) ও 'আতি'য়া ইবন সা'দ, (মু. ১১১ হি. কুফায়; ড্র. ইবন সা'দ, ৬খ, ২১২; ইবন হাজার, তাহযীব, ৭খ, ২২৪-৬) যিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে কুরআনের ভাষ্য বর্ণনা করেন। সমালোচকদের বিবেচনায় তাঁহাদের কেহই সন্দেহাতীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। 'আতিয়া ইবন সা'দ সম্পর্কে বলা হইত যে, তিনি আল-কালবীর নিকট হইতে তাঁহার তাফসীর লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে যে, তিনি আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-র নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-খাতীব, তারীখ বাগ'দাদ, ৫খ, ৩২১; (২) ইবন খাল্লিকান, নং ৬৫৬ (যিনি আয-যুহরী সম্পর্কে তাঁহার ক্রটি নির্দেশ করিয়াছিলেন); (৩) যা'হাবী, তায-কিরাতুল-হুফফাজ ২খ, ১২; (৪) ঐ লেখক, মীযানুল-ই'তিদাল, ৩খ, ৬৩; (৫) ইবন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ১০খ, ১৮২; (৬) Brockelmann, ১খ, ১৩৬, পরিশিষ্ট, ১, ২০৮; (৭) O. Loth Das Classenbuch des Ibn Sad, Leipzig 1869; (৮) E. Sachau সংস্করণের পৃথক খণ্ডের ভূমিকা; (৯) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, ৪খ, ৮৭ প.। Sachau সংস্করণের, বিশেষত ৫ম খণ্ডের ফাঁকা স্থানসমূহ সম্পর্কে ড্র. H. Ritter in Isl., xviii (1929), 196-9 ও K. W. Zetterstein in SB Pr. Ak. W., 1933, 790-820; (১০) ইহার তৃতীয় নির্ঘণ্ট সম্পর্কে ড্র. W. Gottschalk in ZDMG. cv (1955), 105-14. ইবন সা'দ আল-'আওফী সম্পর্কে ড্র. J. W. Fuck, in Studia orientalia in memoriam Caroli Brockelmann, Hall^e 1968, 85 f.; (১১) EI, II, Ist, ed Leiden.

J. W. Fuck. (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন সাদীকা (ড্র. সাদাকা, বানু)

ইবন সা'দুন (ড্র. যাহুয়া ইবন সা'দুন)

ইবন সানা'ই'ল-মুলক (ابن سناء الملك) : আবুল-কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন আবিল-ফাদল জা'ফার ইবনিল-মু'আমিদ, আল-কাদিস-সা'ঈদ নামে পরিচিত। তিনি আয্যুবী যুগের আরব কবি এবং দারু'ত-তিরায় (دار الطراز) নামক গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন; গ্রন্থটি মুওয়াশশাহ (ড্র.) রীতিতে রচিত। তিনি কায়রোতে আনুমানিক ৫৫০/১১৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ৬০৮/১২১১ সালে

ইনতিকাল করেন। মিসরীয় শিক্ষকদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার পিতা আল-কাদী আর-রাশীদের মত তিনিও কাদীর পেশায় প্রবৃত্ত হন। তিনি আল-কাদিল-ফাদিল-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করেন; দামিশকে তিনি তাঁহার সহিত যোগদান করেন। স্বরচিত কিছু কাব্য তিনি তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। তিনি সুলতান গাযী সালাছ'দ্দীনের প্রশস্তিও রচনা করেন।

ইবন সানা'ই'ল-মুলক তেমন মৌলিকত্ব ছাড়াই গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাব্য রচনা করেন। তিনি একটি দীওয়ান [হায়দরাবাদ হইতে (দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, নূতন সিরিজ, নং ১২) ১৯৫৮ খৃ. মুহাম্মাদ 'আবদুল-হাক্ক কর্তৃক বিস্তারিত জীবনীসহ প্রকাশিত] ও ফুসুসুল-ফুসুল ওয়া উকুদুল-'উকুল' (فصوص الفصول و عقود العقول) [পাণ্ডু. প্যারিস, ৩৩৩৩] নামক নিজস্ব গদ্য ও পদ্য রচনা সঙ্কলনের প্রণেতা। তিনি "রুহুল-হায়াওয়ান" (روح الحيوان) শিরোনামে আল-জাহিজ-এর "কিতাবুল-হায়াওয়ান"-এর সারসংক্ষেপ রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাঁহার গুরুত্বের প্রধান কারণ এই যে, প্রাচ্যে তিনিই প্রথম মুওয়াশশাহাত (কখনও কখনও ফারসী শব্দসম্বলিত 'খারজা' সহকারে) রচয়িতা এবং তাঁহার নিকট লভ্য আন্দালুসী ও মাগ'রিবী নমুনাসমূহের রীতি হইতে সিদ্ধান্তে আসার পদ্ধতি তাঁহার আয়ত্তে ছিল, যদিও এই প্রয়াসের আয়াসসাধ্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তাঁহার গ্রন্থ "দারু'ত-তিরায় ফী 'আমালিল-মুওয়াশশাহাত (دار الطراز فى عمل الموشحات) জ. রিকাবী কর্তৃক ১৩৬৮/১৯৪৯ সালে দামিশক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফলে এমন এক সময়ে মুওয়াশশাহাত-এর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। যখন 'খারজা'র মৌলিকত্বের উপলব্ধি শুরু হইয়াছে মাত্র (ড্র. মুওয়াশশাহাত)। গ্রন্থটিতে ৩৪টি নির্বাচিত আন্দালুসী ও মাগ'রিবী মুওয়াশশাহাত ও লেখকের নিজস্ব রচনার ৩৫টি নমুনা রহিয়াছে। এইগুলির শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা স্থান পাইয়াছে, যেখানে ইবন সানা'ই'ল-মুলক এই কাব্য পদ্ধতির গঠন ও ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ৩খ, শিরো.; (২) য়াকু'ত, উদাবা, ১৯খ, ২৬৫-৭১; (৩) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, ৫খ, শিরো.; (৪) সুযুতী, হু'সুনুল-মুহাদারা, ১খ, শিরো. (৫) ইবন সা'ঈদ, যুগ'রিব, কায়রো ১৯৫৫ খৃ, শিরো.; (৬) আল-'ইমাদুল-'ইসফাহানী, খারীদা, মিসর, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, শিরো.; (৭) Brockelmann, ১খ, ৩০৪, পরি. ১, ৪৬২; (৮) J. Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides, প্যারিস, ১৯৪৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৯) ঐ লেখক, এফ, বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ-এ, ৩খ, ২০৩-৫।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মুহাম্মাদ আল-ফারুক

ইবন সাব্ব'ঈন (ابن سبعين) : 'আবদুল-হাক্ক ইবন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাস'র আল-মাক্কী আল-মুরসী আবু মুহাম্মাদ কুতুবুদ্দীন, ভ্রমণরত দার্শনিক ও সূফী (সূফী 'আলা কা'ইদাতিল-ফালাসিফা অর্থাৎ দার্শনিক সূফী)। তিনি নিজে ইবন দারা উপনাম ব্যবহার করিতেন। দারা শব্দটি বৃত্ত, বলয়, চন্দ্রের চতুর্দিকস্থ জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি নির্দেশ করে; এই ক্ষেত্রে স্পষ্টত নালা (Null) অথবা শূন্য (Zero) অর্থজ্ঞাপক, গ্রীনাডার কাযী মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ (মু. ৭৬০/১৩৫৮-৯)-এর মতে "মাগ'রিব-এর জনগণের কোন বিশেষ গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী দারা শব্দটি সাব্ব'ঈন বা সত্তর সংখ্যাজ্ঞাপক এবং উহার আকৃতিসদৃশ। জ. ৬১৩ অথবা ৬১৪/

১২১৭-১৮ সালে মুর্সিয়া (Murcia)-তে, মৃ. ৬৬৮ অথবা ৬৬৯/১২৬৯-৭১-এ মক্কার।

L. Massignon তাঁহাকে এক “তিক্ত মানসিকতাপূর্ণ ও নিপীড়িত আত্মা” বলিয়া অভিহিত করেন। তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া ও নির্যাতনপূর্ণ তাঁহার জীবন মনে হয় এক দীর্ঘ ও বেদনাপূর্ণ পরীক্ষা যাহা নম্র ও দরিদ্র জীবন যাপনকারী তাঁহার সাব্বিনিয়া শাগরিদগণের ভালবাসা ও আনুগত্য দ্বারা কিঞ্চিৎ উপশমিত হইয়াছিল। যে স্পেনে তিনি অধ্যয়নরত ছিলেন তথায় প্রথমত ভাগ্য তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়। ব্যাপক জ্ঞান ও চিকিৎসা ও রসায়নবিদ্যায় তাঁহার সূক্ষ্ম মতবাদ ছিল সন্দেহজনক। ধর্মতত্ত্বীয় তাঁহার কতিপয় মতবাদ, যথাঃ সৃষ্টিকর্তাকে অস্তিত্ববান বস্তুর মধ্যে একমাত্র বাস্তবরূপে সংজ্ঞায়িত করার জন্য তিনি নিন্দিত হন। এই সংজ্ঞা অদ্বৈতবাদী বিশ্বাসের প্রচার হিসাবে বিবেচিত হয়, যাহা একজন গ্রীকপন্থী দার্শনিক হিসাবে তাঁহার অবস্থান ‘উলামা ও ফাকীহদের দৃষ্টিতে অধিকতর সন্দেহের উদ্রেক করিতে পারিত। শত্রুদের নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি আনুমানিক ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। একদল সহগামী শাগরিদ লইয়া তিনি সিউটা (Ceuta)-তে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই স্থানে তিনি এত খ্যাতি লাভ করেন যে, শহরের গভর্নর ইবন খালাস তাঁহাকে কতিপয় দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করেন। একজন দূতের মাধ্যমে Hoenstaufen- এর ২য় সম্রাট ফ্রেডারিক প্রশংসিত আল-মুওয়াহহিদ সুলতান ‘আবদুল-ওয়াহিদ আর-রাশীদ (৬৩০-৪০/১২৩২-৪২)-এর নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দার্শনিকের শিক্ষা দ্বারা জনগণের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইতে পারে ভয়ে এই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা শীঘ্রই একজন দর্শনার্থীকে আপোসকারী মনে করিয়া বহিষ্কৃত করেন। পুনরায় ইবন সাব্বিন নির্বাসনে যাইতে বাধ্য হন। তিনি প্রাচ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি Badis ভ্রমণ করেন, পরে Bougie-তে উপনীত হন এবং এই শহরেই সূক্ষ্ম আশ-শুভারী (৬১০-৬৮/১২১৩-৬৯)-র সাক্ষাত লাভ করেন, যিনি ছিলেন তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও ভ্রাম্যমাণ। প্রাচ্যের পথে ভ্রমণ অব্যাহত রাখিয়া তিনি তিউনিসে উপনীত হন। গৌড়া ইসলামপন্থিগণের পরিবেশে এই অ্যারিস্টোটলীয় সূক্ষ্ম পুনরায় আলিমগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁহার প্রধান শত্রু আবু বাকর আস-সাকুনী Seville-এর একজন ধর্মবেত্তা, যিনি তিউনিসে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইবন সাব্বিন দ্রুত শহর ত্যাগ করেন। Gabes ও তথা হইতে কায়রো পর্যন্ত তাঁহার ভ্রমণের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কায়রোতে নিজকে মোটেই নিরাপদ মনে করেন নাই এবং মহান মামলুক সুলতান ১ম বায়বারস ছিলেন তাঁহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। একমাত্র মক্কার হারাম এলাকায়ই তাঁহার আশ্রয় লাভের স্থান হিসাবে বাকী ছিল। কিন্তু সেইখানেও তিনি কুতব আল-কাসতাল্লানী (৬১৪/৮৬/১২১৭-৮৮) নামে একজন আন্দালুসীয় শরণার্থী কর্তৃক নির্যাতিত হন। যাহা হউক, একবার মাত্র তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ হইতে বেকসুর অবস্থায় পরিত্রাণ লাভ করেন।

M. A. F. Mehren ইবন সাব্বিনকে ‘আরব ভ্রাম্যমাণ (Peripatetic) শিক্ষক সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিনিধিগণের অন্যতম হিসাবে গণ্য করেন। L. Massignon একই মত পোষণ করেন এবং মনে করেন যে, গ্রীক দর্শনের অনুসরণ (Hellenism) এই দার্শনিককে

ইসলামের ইতিহাসে শিষ্যহীন করিয়া রাখে। ইবন খালদুন তাঁহাকে ওয়াহ্দাতুল-উজ্জদ অনুগামী তথা অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যাহাদেরকে তিনি তাজাল্লীবাদিগণের বিরোধী মনে করেন। ‘উলামা’, মুফতী, মুতাকাল্লিম ও ফাকীহদের জগতে তাহার বিচ্ছিন্ন অবস্থা (isolation) অবশ্যই মর্মপীড়াদায়ক। তাঁহার প্রতিক্রিয়া ছিল উদ্ধত আচরণ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের প্রতি ঘৃণাভরে তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত যাহার কারণে স্নায়বিক অসুস্থতার চাপ বৃদ্ধি পাইত; তাঁহার কয়েকজন জীবনীকারের বিবরণ অনুসারে এই স্নায়বিক বৈকল্য রক্তবমনও ঘটাইত। এই সম্ভ্রান্ত বিদ্বান ব্যক্তি সম্ভবত তাঁহার একমাত্র সান্দ্রনা লাভ করিয়াছিলেন সেই সরল বিনম্র লোকদের মধ্যেই যাহারা তাঁহার বক্তব্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহার ভাষণে বিমুগ্ধ হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শাগরিদ আশ-শুভারী, যিনি নিজকে তাঁহার দাস বলিতেন এবং নিজের তিনটি যাজাল’ কবিতা তাঁহার প্রতি উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাকে আত্মসমূহের চুষক (مغناطير النفوس) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে হাতের কব্জির শিরা উন্মুক্ত করিয়া Zenoপন্থী Stoic-দের পদ্ধতিতে নিজ জীবনের অবসান ঘটান (দ্র. ইনতিহার) তাহা কোনক্রমেই অসম্ভব্য নহে। প্রেমাবিষ্ট এই দার্শনিকের জন্য প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের এবং যে জগত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহা হইতে পলায়নের এই ছিল শেষ পন্থা।

আশ-শুভারী তাঁহার একটি কাসপীদায় তারীকা সাব্বিনিয়ার যে ইসনাদ (সূত্র) উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে গ্রীক ও মুসলিম—এই দুই কৃষ্টির অতিক্রমণ (overlap)-কে ইবন সাব্বিনের অনুসারিগণ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য যোগসূত্রের মধ্যে আমরা দেখি প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, আলেকজান্ডার The great, আল-হাল্লাজ, আশ-শুযী (যিনি মরমী সূক্ষ্ম হিসাবে অদ্ভুত প্রকৃতির অধিকারী আস-সুহরাওয়াদীর মুরশিদ ছিলেন) এবং আবু মাদয়ানকে ঈশ্বরদের প্রতিনিধি ও মানব জাতির নিকট প্রেরিত Hermes-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক দর্শন ও মুসলিম তাসাওউফ দীক্ষা দান ও গ্রহণের শৃঙ্খলে প্রথিত করা হইয়াছে।

তাঁহার জীবনীকারগণ কিছু সংখ্যক রচনা তাঁহার প্রতি আরোপ করেন; প্রধান গ্রন্থাবলী বুদ্ধুল-‘আরিফ, (যাহা তিনি ১৫ বৎসর বয়সে রচনা করেন বলিয়া কথিত), আদ-দুরাজ, আল-ইহাতা আল-ফাতহুল-মুশতারাক (একটি পুস্তিকা); আল-ফাকীরিয়া, কতিপয় গবেষণামূলক গ্রন্থ ও কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. A. F. Mehren, Correspondance du Philosophe soufi Ibn Sabin Abdoul Haqq, avec l'empereur Frederic II de Hohenstaufen in JA, 1880 (এই নিবন্ধে রহিয়াছে তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত তথ্য, সম্রাট ২য় ফ্রেডারিকের উত্থাপিত ৪টি দার্শনিক প্রশ্নের তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে তাহার মূল পাঠ এবং তাঁহার প্রধান দুই জীবনীকার কুতুবী ফাওয়াতুল-ওয়াজিয়াত ও মাক্কারীকৃত নাফহু’ত-তীব-এর সংক্ষিপ্তসার); (২) আরও দ্র. ‘আবদুল-হাক্ক আল-বাদিসী রচিত আল-মাকসাদ (Vies des saints du Rif), G.S.Colin-কৃত টীকাসহ অনুবাদ, in AM. ২৬খ, (১৯২৬ খ.), ৪৭-৯, ১৮০-২, ১৪১; (৩) L. Massignon's helpful studies, Ibn Sabin et la critique psychologique dans l'histoire de la

Philosophie Nusuimane. in Memorial Henri. Basset, ii, Paris 1928.. 123-30; (৪) ঐ লেখক, Recueil de textes ineditis relatifs a la mystique en pays d islam. Paris 1929, 123-34; (৫) ঐ লেখক, Invstigaciones sobre Sustrai, in al-and, ১৪/১খ (১৯৪৯ খ.), জবিনী সংক্রান্ত তথ্য, ৩৩-৫।

A. Faure (E.I.2)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবন সামাজুন (ابن سمجون) : আবু বাকর হামিদ, কর্ডোভার একজন চিকিৎসক ও ঔষধবিজ্ঞানী, যাহার সম্বন্ধে ইবন আবি উসায়বি'আ (কায়রো ১৮৮২ খ., ২খ, ৫১) কর্তৃক প্রদত্ত জীবনী ব্যতীত আর কোন তথ্য আমাদের হাতে নাই। ইবন জুলজুল (দ্র.)-এর সমসাময়িক কর্ডোভায় ডাইয়োসকোরাইডিস (Dioscorides)-এর মূল পাঠ 'আরবীতে পুনর্লিখনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তিনি নিশ্চয়ই তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনতিকাল করেন। তিনি ভেষজ পদার্থ বিষয়ে আল-জামি' ফি'ল-আদাবিয়া আল-মুফরাদা (الجامع في الادوية المفردة) শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি আল-ইদরীসীর ন্যায় ভেষজ লতাপাতাসমূহের তালিকা প্রণয়নে প্রাচীন শামীদেব বর্ণমালাক্রম পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিটি প্রবন্ধে তিনি প্রতিটি উদ্ভিদের ও উহার ভেষজ গুণাবলীর বর্ণনা দিয়াছেন এবং এই সকল বিষয়ের জন্য যে সকল লেখকের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহাদের মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যেমন সর্বাত্মে ডাইয়োসকোরাইডিস পরে জালীনুস (Galen), এজিনার পল (Paul of Aegina), আবু হানীফা আদ-দীনাওয়ারী, আহরান ইবন আ'য়ান, ইবন মাসাওয়ায়হ প্রমুখ। কতিপয় প্রবন্ধ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। উদাহরণস্বরূপ ঔষধে ব্যবহৃত বিষাক্ত গাছ (mandragora, يبروح) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি যাহাতে তিনি ইহার চেতনানাশক গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে অনুরূপ নামের ভিন্ন ব্যক্তির সহিত—যাহার উপনাম আবু সার্কিন (ইবনু'ল-আব্বার, তাকমিলা, প. ৩৪, নং ৯৫; ইবন সা'ঈদ, মুগ-রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, ২খ, ৫৩) এবং একই নামের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত গুলাইয়া ফেলা ঠিক হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) P. Kahle. Ibn Samagun und sein Drogenbuch Ein Kapitel aus den Anfängen der arabischen Medizin. in Documenta Islamica Inedita. বার্লিন ১৯৫২ খ., পৃ. ২৫-৪৪।

J. Vernet (E.I.2)/মু. আলী আসগর খান

ইবন সাযহান (ابن سيهان) : 'আবদু'র-রাহ-মান (ইবন সাযহান) ইবন আরভাতি'ল-মুহারিবী, মদীনার একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ১ম/৭ম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। তিনি শহরের উমায়্যা গভর্নর ও অভিজাত পরিবারের সদস্য, যথা : আল ওয়ালীদ ইবন 'উছ-মান ইবন 'আফফান, আল-ওয়ালীদ ইবন 'উত্বা ইবন আবি সুফ্ফান, 'আবদু'র-রাহমান ইবনু'ল-হাকাম, আল-ওয়ালীদ ইবনু'ল-'উক্বা ইবন আবি মু'আয়ত প্রমুখের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন। বক্তৃত্ত তিনি বানু হারব ইবন উমায়্যার হালীফ (চুক্তিবদ্ধ মিত্রতা) এক গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং এইজন্য তিনি ঘটনাক্রমে আমীর মু'আবিয়া (রা)-র বন্ধুত্ব ও

আশ্রয় লাভ করেন। যদিও তাঁহার লিখিত কিছু সংখ্যক অতি উন্নত মানের (Classical) কবিতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং গায়িকা জামীলা (দ্র.)-এর প্রশংসায় লিখিত তাঁহার একটি কবিতাও পাওয়া গিয়াছে, তবুও এই অ-সৃজনশীল কবির কবিতা বিশ্ব্তির অতলে তলাইয়া যায় নাই শুধু এই কারণে যে, তাঁহার কিছু রচনায় সঙ্গীতের সুর সংযোজিত হইয়াছিল। এই সমস্ত রচনায় তাঁহার বন্ধুবর্গের স্তুতির সহিত স্বাভাবিকভাবে সুরার প্রশংসায়ুক্ত হইয়াছে, এমন কি সুরা উপভোগকে সমর্থন করিতে গিয়া ধর্মবিরোধী শব্দও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এইভাবে তিনি তাঁহার কবিতায় মুসলিমবিরোধী ভাব প্রকাশ কতে গিয়া Bacchic অর্থাৎ সুরাদেবের পূজক কবিদের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। উমায়্যা বন্ধুদের সহিত সুরা পানের ফলে মারওয়ান ইবনু'ল-হাকাম (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মারওয়ান আইনানুয়ারী তাঁহাকে আশিবার বেত্রাঘাতের আদেশ দেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী (বৈরুত সং, ২খ, ২০৮-২৬); (২) C.A. Nallino, Letteratura, French, tr. 96; (৩) F. Bustani, দাইরাতুল-'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৩১-২।

Ch. Pellat (E.I.2)/মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবন সায্যিদিন-নাস (ابن سيد الناس) : ফাতহুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-য়া'মুরী আল-ইশবীলী, রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবনী লেখক। ইবন সায্যিদিন-নাস-এর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান পরিবারটির বাসস্থান ছিল স্পেনের সেভিল (Seville)-এ। এখানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছিল। ফলে এই শহরটি ৬৪৬/১২৪৮ সনে খৃষ্টানগণ দখল করিয়া লয়। তখন এই পরিবারের সদস্যগণ বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পিতামহ আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ৫৯৭/১২০০-১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিউনিসে বসতি স্থাপন করেন এবং এই স্থানেই তিনি রাজাব, ৬৫৯/জুন, ১২৬১ সনে ইনতিকাল করেন (তু. আখ-যাহাবী, 'ইবার, ৫খ, ২৫৫)। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ জুমাদাল-আখিরা, ৬৪৫/১২৪৭ সনের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট তিউনিস ও বিজায়াতে অধ্যয়ন চালাইয়া যান। তিনি কায়রোতে অবস্থান করেন এবং সেখানে কিছু সময়ের জন্য কামিলিয়ার শায়খ (রেক্টর) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জুমাদাল-উলা, ৭০৫/নভেম্বর, ১৩০৫ সনে ইনতিকাল করেন (ইবন হাজার, দুয়ার, ৪খ, ১৬২)। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ কায়রোতে ১৪ যু'ল-কা'দা, ৬৭১/২ জুন, ১২৭৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে যখন তাঁহার বয়স চার বৎসর হয় নাই, তিনি বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পিতার সহিত শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকিতেন (তু. উয়ুন, ১খ, ১৫২, ১৫৭, ১৮১, ২খ, ৩৪২, ৩৪৬ প্রভৃতি)। পারিবারিক সূত্রে তিনি একটি চমৎকার গ্রন্থাগারের উত্তরাধিকারী হন। ইহা তিউনিস হইতে কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থাগারে তাঁহার পিতামহের কাগজপত্র ছিল। তিনি কোন কোন সময়ে ইহার উদ্ধৃতি দিতেন (তু. উয়ুন, ১খ, ৩০২, প্রভৃতি), বিশেষত তিনি তাঁহার সুন্দর, দ্রুত মাগ-রিবী ও পূর্বদেশীয় হস্তলিপির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। প্রায় সকল উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীর মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু এমন আভাস পাওয়া যায় যে, একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সংসর্গ বাঙ্কনীয় ছিল না এবং তাঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ষতটা বিদ্যানুরাগী হওয়া উচিত, তিনি ততটা ছিলেন না। তিনি জাহিরিয়াতে হাদীছের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদের দায়িত্বে

নিয়োজিত ছিলেন। আল-মালিকুল-মানসূর লাজীন তাহাকে একটি সরকারী পদ প্রদান করিতে চাহিলেন। তিনি জীবনের জন্য একটি অবসর-বৃত্তি গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়াও তাহার আয়ের অন্যান্য উৎস ছিল। ১১ শা'বান, ৭৩৪/১৭ এপ্রিল, ১৩৩৪ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি প্রচুর কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং সেগুলি প্রভূত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সাহাবা (রা) সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থের লেখকরূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। তিনি জামি'উ-ত-তিরমিযীর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন (তু. Sezgin, ১খ, ১৫৫)। আহ-মাদ ইবন আয়বাক ইবনু'দ-দিময়াতী বিভিন্ন হাদীছ' ও হাদীছ' বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাকে ৭৩১/১৩৩০-১ সনে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নসমূহের উত্তর Scorial ১১৬০ (১১৫৫ Casari)-এ সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহাতে তাঁহার পিতার জীবনী সংক্রান্ত তথ্য ও নবী কারীম (স) সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী উয়ুনুল-আছার ফী ফুনুনিল-মাগাযী ওয়া'শ-শামাইল ওয়া'স-সিয়ার (عيون الاثر في فنون المغازى والسير), সম্পা. কায়রো ১৩৫৬ হি.) নামক গ্রন্থখানি তাঁহাকে স্থায়ী খ্যাতি দান করিয়াছে। ইবন ইসহাক (ইবন হিশাম) ও আল-ওয়াকিদী (উভয় দ্র.)-কে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহা সংকলিত। ইহাতে আরও কতকগুলি উৎস হইতে তথ্য গৃহীত হইয়াছে। এই উৎসগুলি, যেমন মুসা ইবন 'উক'বা ইবন 'আইয় আবু 'আরুবা ও আবু বিশ্ব' আদ-দাওলাবী (তু. 'উয়ুন, ২খ, ৩৪২-৭), এখন বিলুপ্ত বা অসম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত। তৎকালে তাঁহার গ্রন্থখানি প্রশংসনীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ইবন সাযিদি'ন-নাস নিজেই ইহার সংক্ষিপ্ত আকার দান করেন। বহুরা ইহার টীকা লিখিত হইয়াছে এবং কাব্যরূপও দান করা হইয়াছে। ইবরাহীম হালাবী ইহার একটি টীকা গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং শামসুদ্দীন আশ-শাফি'সি (মু. ১৪৪১ খৃ.) কাব্যাকারে ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সমসাময়িক লেখকদের লিখিত জীবনীসমূহ, যেমন আস-সাফাদী, ওয়াক্ফী, ১খ, ২৮৯-৩১১; (২) আল-উদ্দুফুবী, আল-বাদরু'স-সাফির (বিলুপ্ত, ইবনুল-'ইমাদ কর্তৃক উদ্ধৃত শাযারাত, ৬খ, ১০৮); (৩) আয-যাহাবী, আল-মু'জামুল-মুখ'তাসুস (বিলুপ্ত); (৪) আল-কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ৩৪৪-৯ প্রভৃতি ও বহু পরবর্তী বরাত, দৃষ্টান্তস্বরূপ আস-সুবকী, তা'বাকাতু'শ-শাফি'ইয়া, কায়রো ১৩২৪ হি., ৬খ, ২৯-৩১; (৫) ইবন হাজার, দুরার, ৪খ, ২০৮-১৩। আরও তু. Pons Boigues, 320; (৬) R. Basset, in Le Museon, v (1886), 247-55 (ভিউনিসীয়া পরিবার ইবন সাযিদি'ন নাস-এর একটি আলোচনাসহ); (৭) Brockelmann, I, 169, II, 85; SII, 77. SIII, 1252.

F. Fosenthal (E.I.²) মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবন সারাবিয়্যুন (ابن سراجيون) : সুহরাব কিতাবু 'আজা'ইবি'ল-আকালীমি'স-সাব'আ গ্রন্থের রচয়িতা, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। অদ্যাবধি সংরক্ষিত তাঁহার গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ প্রশংসাদি হইতে সামান্য কিছু তথ্য ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ভূমিকায় তিনি নিজেকে সুহরাব (পৃ. ৫) নামে উল্লেখ করিয়াছেন, যদ্বারা অনুমিত হয় যে, তিনি পারস্য দেশের লোক ছিলেন। উপরন্তু লেখক বাগ-দাদ ও ইরাকের নদ-নদীর (পৃ. ১১৪-৩৮) যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, কিছুকালের জন্য তিনি এই

এলাকায় বসবাস করিয়াছেন। গ্রন্থটি ২৮৯-৩৩৪/৯০২-৪৫ সময়কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে এবং যদিও ইহার শিরোনাম হইতে মনে হয় যে, ইহা বিশ্বের বিশ্বয়কর ('আজা'ইবি) বিষয়াদিসম্বলিত, কিন্তু বিদ্যমান গ্রন্থে এমন কিছু নাই। পূর্ববর্তী লেখকদের গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত এই বিষয়ের তথ্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্তসাররূপে তিনি গ্রন্থখানির বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, বিশ্ব-মানচিত্র অংকনে অগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট নগর, সমুদ্র, নদী, পর্বত, উপত্যকা এবং স্থল ও জলপথের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সহজলভ্য করিয়া দেওয়া। সুতরাং তিনি বেলুনাকার ক্ষেত্রে প্রক্ষেপে (Cylindrical projection) পৃথিবীর মানচিত্র অংকন পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। H. von Mzik-এর মতে মানচিত্র তৈরির বিষয়ে নিঃসন্দেহে আল-খাওয়ারিয়মী রচিত সূরা তুল-আরদ গ্রন্থের মূল কপিতে, যাহা সুহরাবের গ্রন্থের ভিত্তি ছিল, মানচিত্র অংকন সম্বন্ধে একই ধরনের ভূমিকা ছিল। (সুহরাবী আল-খাওয়ারিয়মী কর্তৃক বর্ণিত বিশ্বমানচিত্রকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাদিয়া জাফরী বিস্তারিতভাবে পুনর্গঠন করিয়াছেন)। যদিও সুহরাবের গ্রন্থ প্রধানত আল-খাওয়ারিয়মীর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, তবুও উভয়ের রচনার তুলনামূলক অধ্যয়ন হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অন্যান্য উৎসও অবশ্যই ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রকার অধ্যয়নের ফলে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলি পরিস্ফুট হয় : (১) অনেক ক্ষেত্রে সুহরাব খাওয়ারিয়মী প্রদত্ত নগর, নদীর মোহনা ও পর্বত ইত্যাদির অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশের পরিমাপে অতিরিক্ত ৫০' যোগ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা নির্দেশক ছকে (Table) যে নকশা (figures) তিনি দিয়াছেন তাহাও কোন কোন ক্ষেত্রে আল-খাওয়ারিয়মীর নকশা হইতে ভিন্নতর (পৃ. ৭) ইত্যাদি; (২) কোন কোন ক্ষেত্রে সুহরাব কর্তৃক প্রদত্ত দ্রাঘিমা রেখার অংক আল-খাওয়ারিয়মীর নির্দেশিত অংকের তুলনায় অধিকতর শুদ্ধ মনে হয়। যেমন, আল-খাওয়ারিয়মীর মতে বাগ-দাদ নগরীর দ্রাঘিমাংশ ৭৮°, কিন্তু সুহরাবের মতে ইহা ৭০° (তু. আল-বীরনী "সিফাতুল-মা'মূরা 'আলা'ল-আরদ", ২৪, তিনিও ইহাকে ৭০° বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। আল-খাওয়ারিয়মীর মতে ফুরাতের শাখানদী ইসা বাগ-দাদের অভ্যন্তরে ৬৯°৪০' ডিগ্রীতে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সুহরাব শাখা নদীটির মোহনার দ্রাঘিমা উল্লেখ করেন নাই; (৩) সুহরাব কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কিছু নদী, হ্রদ ও জলাভূমির নাম উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলির উল্লেখ আল-খাওয়ারিয়মী করেন নাই। সুতরাং সুহরাবের পরিবেশিত তথ্যস্থান-নাম সনাক্তকরণে ও উহাদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে সহায়ক। তালিকায় সুহরাব কিছু নূতন নামও যোগ করিয়াছেন। যেমন কাশীর বালাবাক (পৃ. ২৩, ২৯), কিন্তু একই সঙ্গে বিম্বুর রেখার দক্ষিণের শহরগুলির নাম যাহা আল-খাওয়ারিয়মী উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহা বাদ দিয়াছেন। সুহরাব কতগুলি পর্বতের নামও যোগ দিয়াছেন, যেমন তুর-সীনা, জুদী, সিয়াহ, কোহ প্রভৃতি; (৪) সুহরাব বসুরা সাগর (পারস্য উপসাগর)-কে ফারুস সাগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মুসলিম ভূগোলবিদগণের বালখী শাখা (school) দ্বারা প্রভাবিত; (৫) নদীগুলির বিন্যাসে দুইজনের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য : যে ক্ষেত্রে আল-খাওয়ারিয়মী উৎস এলাকার ভিত্তিতে নদীগুলির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে সুহরাব প্রায় সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদীগুলিকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল-খাওয়ারিয়মী যেমন দিয়াছেন, তিনি নদীগুলির অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ

প্রদান করেন নাই এবং ফারসাখ বা মীল-এর হিসাবে কিংবা স্থানের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে উহাদের গতিপথ বর্ণনা করিয়াছেন; (৬) নামের ও নিজের সংযোজিত অংশগুলির বানানে সুহরার diacritical marks ব্যবহার করিয়াছেন।

Karckovskiy-র মতানুসারে সুহরার অনুসৃত পদ্ধতি নাগরিকরূপে গৃহীত (naturalised) একজন বহিরাগত ব্যক্তির পদ্ধতির অনুরূপ। সুহরার ও আল-খাওয়ারিয়মীর গ্রন্থ পরস্পর পরিপূরক এবং দুইটিকে পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুহরার, কিতাবু 'আজা'ইবি'ল-আকালীমি'স-সাব'আ ইলা নিহায়াতিল 'ইমারা (عجائب الاقاليم السبعة) (الى نهاية العمارة), সম্পা. H. von Mzik, ভিয়েনা ১৯২৯ খৃ. (২) মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল-খাওয়ারিয়মী, কিতাবু সূরাতি'ল-আরদ, সম্পা. H. von Mzik, ভিয়েনা ১৯২৬ খৃ.; (৩) I. Yu. Krackovskiy, Izv. Soc. iv, 'আরবী অনু. সালাহুদ্দীন 'উছমান হাশিম, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ১০৩-৪; (৪) আল-বীরুনী, সূরা'তুল-মা'মূরা 'আলা আল-বীরুনী, Birunis picture of the World, ed. Zeki Validi Togam, Delhi MASI, no. 53. 1937.

এস. মাকবুল আহমাদ (E.I.2) মুহাম্মাদ আল ফারুক

ইবন সালাম (ابن سلام) : ইবন 'উমার (বা 'আমর) মাগ-রিব-এর প্রথম পরিচিত ইবাদী ঐতিহাসিক। তিনি দক্ষিণ তিউনিসিয়ার তুজেইর (Tozeur) নামক স্থানে কিছুকালের জন্য (২৪০/৮৫৫ সালের দিকে) বসবাস করিয়াছিলেন। ২৬০/৮৭৩-৪ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উত্তর আফ্রিকার ইবাদীদের সন্মুখে তিনি একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ এখন বিদ্যমান নাই, কিন্তু উহা হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আশ-শাম্মাখীর কিতাবুস-সিয়ার-এ দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞাত শিরোনামের এই গ্রন্থটি উত্তর আফ্রিকার ইবাদী শায়খগণের, যথা : লেখকের সমসাময়িক সা'লিহ আন-নাফসী (যাঁহার সহিত তিনি ২৪০ সনের দিকে তুজেইর-এ সাক্ষাত করিয়াছিলেন), নাফাছ ইবন নাসর আন-নাফসী ও সুলায়মান ইবন ওয়াকীল আয-যাহানী, মৌখিক হস্তান্তরিত কাহিনীসমূহ হইতে সংকলিত হইয়াছিল। শাম্মাখীর গ্রন্থে প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহে জাবাল নাফসাতে ইসলাম প্রচার মাগ-রিব-এর প্রথম ইবাদী ইমামদের ইতিহাস (আবু'ল-খাত্তাব আল-মা'আফিরী ও আবু হা'তিম আল-মালযূযী), 'আবদুল-ওয়াহাব-এর ইমামতকালে তাহারত (Tahert)-এর ইবাদীদের সহিত প্রাচ্যে তাহাদের স্বর্গীদের সম্পর্ক, কায়রাওয়ান ও মধ্য ও পূর্ব তিউনিসিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত ইবাদী সন্মুখে আলোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থটি ২৬০/৮৭৩-৪ সনের অল্প পরেই সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইলেও ইহার সংকলনের সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। শাম্মাখী কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে উহাই ছিল শেষ তারিখ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আশ-শাম্মাখী, কিতাবু'স-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ১৩৩-৩৪, ১৩৫, ১৪২, ১৪৩, ১৬১, ১৬২, ২৬০-২; (২) T. Lewicki, Le culte du belier dans la Tunisie musulmane, REI-তে ৯খ. (১৯৩৫ খৃ.), ১৯৬-৭; (৩) ঐ লেখক, Une chronique ibadite, REI-তে ; ৮খ, (১৯৩৪); ৭৩; (৪) ঐ লেখক, Les historiens, biographes et traditionnistes ibadites wahabites de l'Afrique

du Nord du VIII^e au XVI^e siecle, Folia Orientalia -তে ৩খ., (১৯৬১-২খ). ১০৬-৭।

T. Lewicki (E.I.2)/মুহাম্মাদ আলী আসগর খান

ইবন সালাম আল-জুমাহী (ابن سلام الجمحي) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সালাম, বসরা গোষ্ঠীর একজন হাদীছ-বিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি কুদামা ইবন মাজ'উন আল-জুমাহীর একজন 'মাওলা' (দ্র. 'আব্দ) ছিলেন এবং বসরাতে ১৩৯/৭৫৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় শহরেই গতানুগতিক শিক্ষা আরম্ভ করেন (সাধারণভাবে ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য), বিশেষভাবে তাহার পিতার নিকট, যিনি কাব্য ও অভিধানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বসরা ও বাগ-দাদের তদানীন্তন বহু বিদ্বান ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন 'আরবী সাহিত্যের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আল-আসমা'ঈ, আবু 'উবায়দা, আবু যায়দ আল-আনসারী, আল-মুফাদ্দাল আদ-দাব্বী প্রমুখ ও কতিপয় কবি, যেমন বাশশার অথবা মারওয়ান ইবন আবী হাফসা প্রমুখ। বিখ্যাত হাদীছ-বেত্তাগণের বর্ণনা মুতাবিক তিনি হাদীছ-ও সংগ্রহ করিতেন এবং এগুলি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ববর্গ, যেমন আবু হা'তিম আস-সিজিস্তানী বা আহ-মাদ ইবন হা'মাল (র) ও তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহর নিকট বর্ণনা করিতেন। একইভাবে তিনি ইতিহাস সংক্রান্ত হাদীছেরও বর্ণনা দেন এবং 'উমার ইবন শাকা তাঁহার শ্রেষ্ঠবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি ২৩১/৮৪৫ বা ২৩২/৮৪৬ সালে বাগ-দাদে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহাকে কয়েকটি গ্রন্থের লেখকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন গারীবুল-কু'রআন (ইহা অবশ্য ইবনু'ন-নাদীম কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই); কিতাবুল-ফাদিল (f) ফী মুলাহি (f) ল-আখবার ওয়া'ল-আশ'আর; কিতাবু বয়ুতাতি'ল-আরাব; কিতাবুল-হাল্লাব (আল-হালা'ইব?) ওয়া ইজরা'উ'ল-খায়ল এবং খুব সম্ভবত কিতাবুল-ফুরসানও। কিন্তু তাঁহার সুনাম প্রধানত ত'বাক'াতু'শ-শ-আরার উপর নির্ভর করে। ইহাতে অবশ্য কতিপয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এইগুলির সমাধান সহজ নয়। কারণ মূল পুস্তকটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিদ্যমান এবং যেইভাবে ইহা আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাও সন্তোষজনক নহে। প্রকৃতপক্ষে যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, ইবন সালাম বাস্তবিকই গ্রন্থটির মূল লেখক, তথাপি ইহার সারসংক্ষেপ মৌখিকভাবে বর্ণিত হয় এবং তাঁহার অল্প আত্মপুত্র আবু খালীফা আল-ফাদুল ইবনুল-ছবাব আল-জুমাহী সম্ভবত ইহার উপর কাজ করিয়াছেন এবং প্রকৃত লেখকের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ হইবার প্রমাণ আল-জাহিজ যখন ইবন সালামের উল্লেখ করেন, তিনি তাঁহার ইসনাদ উল্লেখ করেন (ইহা অবশ্য পরবর্তী কালে ত'বাক'াত নামে পরিচিত গ্রন্থটি সম্পর্কে অপরিহার্যরূপে প্রযোজ্য নহে, কিন্তু মন্তব্যটির সাধারণ গুরুত্ব আছে), অথচ ইবন কুতায়বার মধ্যে ইসনাদ চাপিয়া যাইবার একটা প্রবণতা বিদ্যমান। কিতাবু ত'বাক'াত'শ-শ-আরা ১৯১৬ খৃ. লাইডেনে J. Hell (প্রধান সমস্যাসমূহ জার্মান ভাষায় লিখিত একটি মুখবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থটি ১৯২০ সালে মিসরে প্রকাশিত একটি সংস্করণের এবং বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশিত কতিপয় সংস্করণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। অবশেষে এম. এম. শাকির Hell অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া একটি মনোরম সমালোচনামূলক সংস্করণ ১৯৫২ খৃ. ত'বাক'াতু ফুহুলি'শ-শ-আরা এই নূতন শিরোনামে কায়রো হইতে প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদক Hell-এর

মন্তব্যের উপর বিশদ সমালোচনাসহ একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ রচনা করেন, পাণ্ডুলিপি বিন্যাস পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত অসুবিধা দূর করিবার প্রয়াস পান। ইহার উৎসসমূহের তালিকা (তিনি ৭০ জন প্রমাণকারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন) প্রণয়ন করেন এবং ইহা হইতে পরবর্তী লেখকদের, বিশেষভাবে আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহ সংগ্রহ করেন। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোকপাত করে।

ইবনুন-নাদীম ইবন সাল্লামকে দুইটি প্রথক গ্রন্থের লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহার একটি কিতাবু ত'বাক'তি 'শ-শুআরা'ই'ল- জাহিলিয়ীন এবং অপরটি কিতাবু ত'বাক'তি 'শ-শুআরা'ই'ল-ইসলামিয়ীন, যাহা নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের দুইটি মৌলিক অংশ বলিয়া মনে হয়। উহাদের প্রতিটি অংশ দশ শ্রেণীর চারজন কবি সম্বন্ধে আলোকপাত করে। কিন্তু বাস্তবে এইরূপ পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, কারণ তৃতীয় খণ্ড দ্বারা তাহাদের পৃথক করা হইয়াছে—যাহাতে এক শ্রেণী মারাহী (চারজন কবি), বিভিন্ন শহরের এক শ্রেণীর কবি (মদীনা-৫, মক্কা-৯, আত'-তা'ইফ ৫, আল-বাহরায়ান -৩) এবং এক শ্রেণীর যাহুদী কবির (৮ জন) বর্ণনা আছে। বইটিতে এইভাবে সর্বমোট ১১৪ জনের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল; কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে ৫ জনের বৃত্তান্ত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে (তাঁহাদের জীবনী অবশ্য অতি সহজেই পুনর্গঠিত করা যায়)। বর্ণনাসমূহ সাধারণভাবে কেবল প্রাথমিক জীবনী ও কবিতাসমূহের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিসম্বলিত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত শুধু প্রয়োজনীয় দলীলই সরবরাহ করে না; উপরন্তু কবি নির্বাচন ছাড়াও ইহা অ-পেশাদারগণের ও পদ্য-সাহিত্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের রচির স্বাক্ষর বহন করে। উপসংহারে প্রাচীন 'আরবী পদ্যের প্রকৃত রচয়িতা নির্ণয়ের সমস্যা সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক এবং আধুনিক সমালোচকগণ, যাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য অনেক উদাহরণ ইহাতে রহিয়াছে।

অলংকারশাস্ত্রের বিকাশ তাঁহার যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের জন্য আল-মা'আনী ওয়া'ল-বায়ান দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, হায়াওয়ান ও বায়ান, নির্ঘন্ট; (২) ইবন কুতায়বা, শির, নির্ঘন্ট; (৩) ইবনুন-নাদীম, কায়রো সং, ১৬৩, ১৬৫; (৪) খাতীব বাগ'দাদী, ৫খ, ৩২৭ প.; (৫) যাকূত, উদাবা, ১৮খ., ২০৪-৫; (৬) সুবকী, তাবাক'তি, ১খ, ২৭; (৭) আবু 'আলী আল-কালী, ১খ, ১৫৭; (৮) ইবন হাজার, লিসানুল-নীযান, ৫খ, ১৮২-৮৩; (৯) সুযুতী, বুগ'য়া, ৪৭; (১০) আবু'ত-তা'য়িব আল-লুগাবী, সুযুতী-এ, মুযহির, ২খ, ২৫৩; (১১) A. Trabulsi, La Critique Poetique des Arabes, Damascus 1955, 34-7, 63-6, and index; (১২) Brockelmann, S I. 165; (১৩) R. Blachere, HLA, i, 139; (১৪) 'আলী জ. আল-তাহির MMIA -এ xli (1966) (১৫) এফ. বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ১৯৭-৮।

Ch. Pellat (E.I.²) মুহাম্মদ আলী আসগর খান

ইবন সাল্লাম (দ্র. আবু 'উবায়দ ইবন সাল্লাম)।

ইবন সাসরা (ابن صسرا) : (কখনও কখনও ভুলবশত সাসাররা, সা'সারী ও সারসারী উচ্চারণ করা হয়), দামিশ-কের একটি বিদ্বান পরিবারের নাম, কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের আত-তাগলিবী ও আল-বালাদী (যাহা বালাদ/বালাতশহরের প্রতি

নির্দেশ করে, বর্তমান এক্সি মোসুল) নিস্বা (সম্বন্ধবাচক বিশেষণ) হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা মেসোপটেমীয় এলাকার লোক ছিলেন। আয়ুবী ও মামলুক আমলের অন্যান্য সমশ্রেণীর পরিবারের মত এই পরিবারটিও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম তৎপরতার দিকে দিয়া কয়েক পুরুষের ঐতিহ্য বহন করে। আনুমানিক ৪৫০/১০৬০ সন হইতে ৮০০/১৩৯৮ সন পর্যন্ত সময়ে বহু মুহ'াদ্দিছ', ফাকীহ ও শিক্ষক এই বংশ হইতে উদ্ভূত হন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য সদস্যঃ

(১) 'আলী ইবন হুসায়ন, আবু'ল-হাসান (أبو الحسن علي بن حسين), মৃ. ৪৬৭/১০৭৪, একজন মুহ'াদ্দিছ', যিনি তামাম ইবন মুহ'াম্মাদ আর-রাযী (মৃ. ৪১৪/১০২৩) ও আল-হু'সায়ন ইবন 'উছ'মান আল-রাব্বাদী (মৃ. ৪০১/১০১০)-র সূত্রে হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন (তু. ইবন তাগ'রীবরদী, ২খ, ২৫৭)। তাঁহার দৌহিত্র আবু মুহ'াম্মাদ (হিবাতুল্লাহ ইবন আহ'মাদ আল-আনসারী, যিনি ইবনুল আকফানী (৪৪৪-৫২৩/১০৫২-১১২৯) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারই নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি মুহ'াদ্দিছ', হাফিজ ও লেখক হিসাবে 'আলী ইবন হু'সায়ন অপেক্ষাও অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন (দ্র. সিব'ত ইবনুল-জাওযী, মির'আত, ১৩২; ইবন তাগ'রীবরদী, ২খ, ৩৮৯)।

(২) মাহফূজ ইবন আবী মুহ'াম্মাদ আল-হ'াসান, আবু'ল-বারাকাত (أبو البركات محفوظ بن أبي محمد الحسن), আনু. ৪৫৫-৫৪৫/১০৬৩-১১৫১, একজন কাদী ছিলেন, তাঁহার পিতাও অনুরূপ কাদী ছিলেন এবং প্রধান কাদী হিসাবে পরিচিত ছিলেন [ইবনুল-কালানিসী (Amedroz), পৃ. ৩১২ (আল-মিসরী (!) সাসরা)]। এই পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যগণ, যাহাদের সম্পর্কে জীবনাভিধান, ইতিবৃত্ত কিংবা অন্যান্য সমসাময়িক সূত্রাবলীতে উল্লেখ পাওয়া যায়, সকলেই মাহফূজ-এর তিন সন্তান, হিবাতুল্লাহ, 'আলী ও মুহ'াম্মাদ-এর কাহারও না কাহারও মাধ্যমে তাঁহারই বংশধর। এই তিনজনের মধ্যে হিবাতুল্লাহর পরিবার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

(৩) হিবাতুল্লাহ ইবন মাহফূজ (هبة الله بن محفوظ) আবু'ল-গানাইম মৃ. ৫৬৩/১১৬৮, বিশ বৎসর বয়সে কাথীর পদে অধিষ্ঠিত হন। হিবাতুল্লাহ ইবন আহ'মাদ ইবন তাউস-এর ন্যায় শিক্ষকদের নিকট হইতে তিনি বহু হাদীছ' শ্রবণ ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবু'ল-হ'াসান আস-সুলামীর নিকট ফিক'হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (সিব'ত ইবনুল-জাওযী, মির'আত, পৃ. ২৭৪; ইবন তাগ'রীবরদী, ৩খ, ১২৫)।

(৪) আল-হ'াসান ইবন হিবাতুল্লাহ আবু'ল-মাওয়াহিব (أبو المواهب الحسن بن هبة الله) ৫৩৭-৮৬/১১৪২-৯০, এই পরিবারের ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর সদস্যদের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি হাদীছ' অধ্যয়নের অভিপ্রায়ে মুসলিম প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। ইরাকে তিনি ইবনুল-বুতা (মৃ. ৫৬৪/১১৬৯)-র নিকট, ইরানে আল-হাসান ইবন আহ'মাদ আল-আত্তার (মৃ. ৫৬৯/১১৭৪) ও ইবন মাশাদাহ (মৃ. ৫৭২/১১৭৬)-র নিকট হাদীছ' অধ্যয়ন করেন। তিনি দামিশ-কের ঐতিহাসিক ইবন 'আসাকিরের সহচর ছিলেন। ইবন 'আসাকিরের ইতিহাসের "সামা'আত" (سماعات)-এ ও অন্যান্য লেখকের গ্রন্থে প্রায়শই তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার নিজের অন্তত ৪টি গ্রন্থের শিরোনাম জানা যায়। তিনিই এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি। তাঁহাকে কাসিয়ুন টিলায় পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয় (আয-যাহাবী, ৩খ, ৪৮; ইবন তাগ'রীবরদী, কায়রো, ৬খ, ১১২)।

(৫) আল-হু-সায়ন ইবন হিবাতিল্লাহ আবু'ল-কাসিম (أبو القاسم الحسين بن هبة الله), ৫৩০-৬২৬/১১৩৫-১২২৯, আল-হাসান-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একজন বিদ্বান ব্যক্তি ও হাদীছ-বেত্তা। তবে তিনি তত পরিচিতি লাভ করিতে পারেন নাই, বরং পরবর্তীকালের ইতিহাসবেত্তা ও ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ প্রায়শ তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার নামের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হাদীছ-র শিক্ষক হিসাবে তিনি খ্যাতিমান যাহা তিনি প্রথমে তাঁহার মাতামহ 'আবদু'ল-ওয়ালিদ ইবন হিলাল (মৃ. ৫৬৫/১১৭০)-এর নিকট এবং বর্তমানে অবলুপ্ত ১৭ খণ্ডবিশিষ্ট একটি গ্রন্থে তালিকাভুক্ত আরও বহু সংখ্যক শিক্ষকের নিকট হাদীছ-অধ্যয়ন করেন (দ্র. আবু শামা, তারাজিম, পৃ. ১৫৪; ইবন তাগরীবির্দী, কায়রো, ৬খ, ২৭২)।

(৬) সালিম ইবনু'ল-হাসান আবু'ল-গানাইম, আমীনুদ্দীন (أبو الغنائم أمين الدين سالم بن الحسن), ৫৭৭/৬৩৭/১১৮১-১২৪০, তাঁহার পিতার সহিত কোন কোন সফরে অংশ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ পান (দ্র. Orientalia, ২খ, ১৮৬)।

সালিম-এর পুত্র ও পৌত্রগণ, ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পরিবারের নাম বিলুপ্ত হইয়া ষাঁওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাণ্ডিত্যের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখেন। সালিমের পুত্রগণ, 'আবদু'র-রাহ-মান (মৃ. ৬৬৪/১২৬৬), আল-হাসান (মৃ. ৬৬৪-১২৬৬) ও মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৭০/১২৭২) সকলেই তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য ও সর্বসাধারণের ধর্মীয় কার্য সম্পাদনের জন্য সাধারণত কাযী হিসাবে তাঁহাদের জীবনী গ্রন্থাবলীতে প্রশংসিত হইয়াছেন। পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ সালিমের পৌত্রগণ দামিশক প্রদেশের অর্থ বিষয়ক প্রশাসনে ব্যাপকভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ের প্রধান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নোক্তগণ উল্লেখযোগ্য:

(৭) ইব্রাহীম ইবন 'আবদু'র-রাহ-মান ইবন সালিম জামালুদ্দীন আবু ইসহাক (أبو اسحاق جمال الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن سالم), মৃ. ৬৯৩/১২৯৪, তিনি তাঁহার পিতার মত নাজিরু'দ-দাওয়াবীন (ناظر الدواوين) পদে অধিষ্ঠিত হন, যিনি তাঁহার পূর্ব ৬৭৮-৭৯/১২৭৯-৮০ হইতে এই পদে বহাল ছিলেন। পরবর্তী বৎসর দামিশকের উযীর ইবন কুসায়রা-এর সহিত তাঁহাকে শ্রেফতার করা হয় এবং উভয়েই মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়। ৬৮২/১২৮৩ সালে তাঁহাকে মুহতাসিব পদে নিয়োগ করা হয় এবং একই সঙ্গে তাঁহাকে পূর্ব পদেও পুনর্নিয়োগ করা হয়। তিনি ৬৮২/১২৮৮ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত থাকেন। এই সময় তাঁহাকে ও দামিশকের অন্য অভিজাতবর্গকে কায়রোতে তলব করা হয় এবং তাঁহাদেরকে তাঁহাদের বিপুল ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। যাহা হউক, পরে তাঁহাকে তাঁহার মর্যাদা ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং ৬৯১/১২৯২ সালে তাঁহাকে পূর্ব পদে আবার স্থায়ী করা হয় (দ্র. আল-জায়ারী, নং ২০৩, ইবন কাছীর, ১৩খ, ৩০২)।

(৮) সালিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিম আবু'ল-গানাইম (أبو الغنائم سالم بن محمد بن سالم), ৬৪৪-৯৮/১২৪৬-৯৯ সালে কাযী হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং ৬৯১/১২৯২ সালে নাজিরু'ল-খাসুস (ناظر الخاص) নামে অভিহিত হন। ৬৯৩/১২৯৪ সালে তাঁহার চাচা ইব্রাহীম (দ্র. উপরে)-এর মৃত্যুর পর তাঁহাকে নাজিরু'দ-দাওয়াবীন (ناظر الدواوين) পদে নিয়োগ করা হয় এবং ৬৯৬/১২৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন। এই সময় তাঁহাকে কায়রোতে তলব করা হয় এবং মুক্তির জন্য ৬০,০০০ দিরহাম দিতে বাধ্য করা হয়। কাযী

হিসাবে তাঁহাকে পুনর্বহাল করা হয় বটে, কিন্তু তিনি নিঃস্ব অবস্থায় অল্প কয়েক বৎসর পরেই ইনতিকাল করেন (দ্র. Orientalia, ২খ, ২৯৭ Wiet, মানহাল, নং ১০৫০)।

(৯) আবু'ল-'আব্বাস নাজমুদ্দীন আহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد), ৬৫৫-৭২৩/১২৫৭-১৩২২, নং ৮-এর ভ্রাতা ও বানু সাসরা বংশের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি মিসর ও সিরিয়াতে হাদীছ, আইনশাস্ত্র ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। শিক্ষকতার জন্য তাঁহাকে কয়েকটি মাদরাসায় নিয়োগ প্রদান করা হয়। এইগুলির মধ্যে ছোট 'আদিলিয়া, আমীনিয়া, গায়ালিয়া, বড় 'আদিলিয়া ও আতাবাকিয়া উল্লেখযোগ্য। ৬৯৫/১২৯৬ সালে সামরিক কাযী (قاضي العساکر) হিসাবে তাঁহার নাম ঘোষণা করা হয় এবং ৭০২/১৩০২ সালে তাঁহাকে দামিশকের শাফি'ঈ মাযহাবের প্রধান কাযী মনোনীত করা হয়। পরবর্তী ২১ বৎসর তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দামিশকের এই সময়ের ধর্মীয় ব্যাপারে ও বেসামরিক ঘটনাবলীতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ইবন তায়মিয়া (র)-এর আন্দোলনও এইসব ধর্মীয় ব্যাপারের মধ্যে পড়ে। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া আসিত; দামিশকের কয়েকজন খ্যাতিমান গণ্ডিত তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অনেক জীবনীতে ও বরাহী পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে ইবন কাছীর, ১৪খ, ১০৬; আল-কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ, ৬২; Weit, মানহাল, নং ২৬০; ইবন হাজার, দুরার, ১খ, ২৬৩; ইবন তাগরীবির্দী (কায়রো), ৯খ, ২৫৮।

এই পরিবারের দুইজন মহিলা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন : একজন হইতেছেন প্রধান কাযীর ভগ্নী আসমা ৬৩৮-৭৩৩/১২৪০-১৩৩৩ এবং দ্বিতীয়জন হইলেন আসমার কন্যা মালিকা, মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮।

শেষত Bodleian লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একটি একক পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে উহার লেখক হিসাবে একজন আঞ্চলিক ইতিহাসবেত্তা সম্পর্কে জানা যায়। তিনি হইলেন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহাম্মাদ। সম্ভবত ইনি প্রধান কাযীর প্রপৌত্র ছিলেন। তাঁহার আদ-দুরাতুল-মুদী'আ ফি'দ-দাওলাতি'জ-জাহিরিয়া (الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية) গ্রন্থটি সুলতান আজ-জাহির বারকুক-এর আংশিক শাসনকালে দামিশক সম্পর্কে একটি মূল্যবান দলীল। ইহা A. Chronicle of Damascus 1389-1397 শিরোনামে W. M. Brinner কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, Berkeley ১৯৬৩ খৃ., ২ খণ্ড।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাইরাতুল-মা'আরিফ-এ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, ৩খ, ২৮৫; (২) W. M. Brinner-এর The Banu Sasra: A study in the transmission of a scholarly tradition প্রবন্ধে পরিবারটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, Arabia-তে, ৭খ/২ (১৯৬০ খৃ.), ১৬৭-৯৫; (৩) G. Vajda তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই প্রবন্ধের উপর কিছু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করিয়াছেন, A Propos des Banu Sasra, in Glanes interessant l'histoire litteraire du VIIe/XIe siecle dans le Mugam al-Suyuh dal dimyati, Arabica-তে, ৮/১খ. (১৯৬১ খৃ.), ৯৮।

W. M. Brinner (E.I.²)/মুহাম্মাদ আল-ফারুক

ইবন সাহল আল-ইসরাঈলী (ابن سهل الاسرائيلي) : আল-ইশবীলী; আবু ইসহাক ইবরাহীম ছিলেন সপ্তম/এয়োদশ শতকের মুসলিম শাসিত স্পেনের মুষ্টিমেয় প্রকৃত কবিদের অন্যতম। এই সময়ের মধ্যে আবু বাহ'র সাফওয়ান ইবন ইদরীস (মৃ. ৬১৯/১২২২), আবুল-হাসান 'আলী ইবন হারীক' (মৃ. ৬২২/১২২৫), মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস-উরফে মারজু'ল-কুহ'ল (মৃ. ৬৩৪/১২৩৬), ইবন লুব্বাল (মৃ. ৬৮৩/১২৮৪), সা'লিহ' ইবন শারীফ আর-রুন্দী (মৃ. ৬৮৪/১২৮৫) ও হামিম আল-কারতাজান্নী (মৃ. ৬৮৪/১২৮৫) প্রমুখ প্রখ্যাত কবির সঙ্গে তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, ইবন সাহল তাঁহার সত্যিকার কবিসুলভ মেযাজ ও শিল্পীসুলভ অনুভূতির বলে পাঠকগণকে মুগ্ধ করেন।

সেভিল নগরীতে প্রায় ৬০৯/১২১২-১৩ সনে এক যাহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র জীবন ঐ নগরীতেই অতিবাহিত করেন। পরিপূর্ণভাবে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের শেষ প্রান্তেই তাঁহাকে কেবল আমরা দেখিতে পাই জনৈক শাসনকর্তার সচিব হিসাবে। যে সেভিল নগরীতে তিনি বাস করিতেন তাহা ছিল বিষাদময় এবং সর্বক্ষণ ভয়-ত্রাসে তটস্থ। কিন্তু তিনি কাল্পনিক প্রেমের জগতে ও রোমান্টিক স্বপ্নলোকে উত্তরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬২৫/১২২৭ সনে যখন তিনি মাত্র ষোল বৎসর বয়সের কিশোর, তখন মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন হুদ-এর প্রশংসায় আল-হায়ছামী যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চরণ সংযোজন করার যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কবি প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সমসাময়িকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার কাব্য রচনার উষা লগ্নে তিনি নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ দীওয়ানেই তাঁহার দৃঢ় ইসলাম প্রত্যয়ের পরিচয় সুপরিষ্কৃত। তাঁহার সমকালীন কিছু লোক ইসলামের দীক্ষায় তাঁহার আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করিত এবং তাঁহার ঈমানের ব্যাপারে অত্যধিক কৌতূহল দেখাইয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিত। কিন্তু সর্বদা তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিতেন এবং তাহাদের উত্তেজক কথাবার্তার প্রতি কোনও মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার আন্তরিকতাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। কেননা যখন মুসলিম স্পেন চরম অধঃপতনে পড়িয়াছিল, তখন ইসলামে ধর্মান্তরিত হইলে পার্থিব সুখ-সুবিধার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেভিল নগরী যখন তৃতীয় ফার্দিন্যান্ড কর্তৃক বিজিত হয় তখন ইবন সাহল ঐ নগরী ত্যাগ করিয়া সিউটা (Ceuta)-তে বসতি স্থাপন করেন এবং এইখানেই আবু 'আলী ইবন খালাস নামক জনৈক শাসনকর্তার অন্যতম সচিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। ৬৪৯/১২৫১ সনে যখন এই শাসনকর্তা ইফরীকি'য়ার হাবশী শাসক আবু 'আবদিল্লাহ আল-মুসতানসির (১ম)-এর নিকট স্বীয় পুত্রকে একটি বার্তা লইয়া পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার জন্য ইবন সাহলকেই মনোনীত করেন। পর্যটকগণ যে পালচালিত জাহাজে ইবন সাহলকে আরোহণ করাইয়া যাত্রা আরম্ভ করেন, সেই জাহাজটি প্রচণ্ড ঝটিকায় পড়িয়া ডুবিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে উহার সকল আরোহী সলিল সমাধি লাভ করেন।

ইবন সাহল-এর দীওয়ান আন্দালুসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্যতম। ইহাতে প্রায় সমগ্র কবিতাই প্রেম সম্পর্কিত ও মুওয়াশশাহাত নামক বিশেষ ধরনের রচিত কবিতা যাহাতে তাঁহার শিল্পী মেযাজ ও রোমান্টিক কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কিছু সংখ্যক কবিতা মুসা নামক এক যুবকের নামে এবং পরবর্তী আরও কবিতা মুহাম্মাদ নামে অপর একজন যুবকের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কতিপয় সমালোচক

সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মুসা হয়ত তাঁহার প্রাক্তন ধর্মমতের প্রতি অনুরাগ এবং তাহা বর্জনহেতু তাহার আক্ষেপের প্রতীক; মুহাম্মাদের নামে উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলি পরবর্তী রচনা ও যে ধর্মমত তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন তাহার প্রতি চরম আনুগত্যের প্রতীক। ইহার সমস্তই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অনুমান। বস্তুত তাহার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে একটি দীর্ঘ কবিতায় মক্কা অভিযুখে হজ্জীদের একটি কাফিলার বর্ণনা আছে এবং এমন গভীর মুসলিম ভাব-প্রবণতার চমৎকার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে যাহা সেই কালের কবিতায় দুর্লভ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ১খ, ২৩-৩৫; (২) 'উমারী, মাসালিকুল-আবসার (পাণ্ডুলিপি কায়রো), ৯খ, ৪৭৩; (৩) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, ২৪৪, ২৯৬ (যেখানে বলা হইয়াছে ইবন সাহল হি. ৬৪৯ বা ৬৫৬ সনে ইনতিকাল করেন); (৪) ইবন সাঈদ, মুগ'রিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, কায়রো ১৯৫৩ খ., ১খ, ২৬৪-৫; (৫) এ লেখক, রায়াত, নং ২০ 'আরবী মূল পাঠ, পৃ. ২২, স্পেনীয় অনু., পৃ. ১৪৯; (৬) এ লেখক, ইখতিসারুল-কিদাহিল-মু'আল্লা, সম্পা. Ibr. al Ibyari, কায়রো ১৯৫৯ খ., পৃ. ১৪০-১; (৭) মাক্কারী, নাফহ কায়রো ১৯৪৯ খ., ৫খ, ৬৬-৭১; (৮) ইবন তাগ-রীবিরদী, মানহাল, কায়রো ১৯৫৬ খ., ১খ, ৫১-৬; (৯) M. Hartmann, Das arab, Strophengedicht, Weimar. ১৮৯৭ খ., ১খ, ১খ, নির্ধক্ট; (১০) Brockelmann, ১খ, ২৭৩, S I, পৃ. ৪৮৩; (১১) M. Soualah, Poete Musulman d Espagne. আলজিয়ার্স ১৯১৪-৯; (১২) এফ. বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, পৃ. ২০৭, তাঁহার দীওয়ানটি বহুবার কায়রোতে মুদ্রিত হইয়াছে (হি. ১২৭৯, ১৩০২), বৈরুতে (১৮৮৫ খ.) ও আলেকজান্দ্রিয়ায় (১৯৩৯ খ.); (১৩) মুহাম্মাদ আস-সাগীর ইবন মুহাম্মাদ আল-ইফরানী প্রণীত ভাষ্য আল-মাসলাকু'স-সাহল ফী তাওশীহ' ইবন সাহল, ১৩২৪ হি., ফাস-এ লিখেপ্রাফ করা হইয়াছিল।

H. Mones (E.I.²)/মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইবন সাহিবিস-সাগলাত (ابن صاحب الصلوة) : আবু মারওয়ান 'আবদুল-মালিক ইবন মুহাম্মাদ আল-বাজী, আন্দালুসীয় গ্রন্থকার المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله الائمة (সম্পা. 'আবদুল-হাদী আত-তায়ী, বৈরুত ১৯৬৪ খ.) নামক আল-মুওয়াহহিদগণের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থেতা। এই ইবন সাহিবিস-সাগলাত সম্বন্ধে অথবা এই নামধারী অপর কতিপয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সম্পর্কের কোন বিষয়েই প্রকৃতপক্ষে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয় ইবন সাহিবিস সালাত স্বয়ং একজন আল-মুওয়াহহিদ বংশীয় হাফিজ ছিলেন এবং স্পষ্টতই তিনি তাঁহার বর্ণিত ইতিহাসের ঘটনাবলীর সহিত গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। ৫৭৮/১১৮২ সনে তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে Brockelmann-এর বক্তব্য মনে হয় 'আমারি' হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। তাঁহার রচনা হইতেই ইহা নির্ণয় করা যায় যে, ৫৯৪/১১৯৮ সনে তিনি জীবিত ছিলেন (তায়ীর ডুমিকা, পৃ. ২৪-৬)। আল-মান্নুবি'ল-ইমামা গ্রন্থের যে অংশটি পাওয়া যায় তাহা ৫৫৪/১১৫৯ সনে আরম্ভ ও ৫৬৮/১১৭২ সনে সমাপ্ত, Brockelmann প্রদত্ত ৫৮০/১১৫৯ সনে নহে)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann- S I, ৫৫৪।

J. F.P. Hopkins (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবন সীদা (ابن سيدة) : সীদুহ আবু'ল-হা'সান 'আলী ইবন ইসমা'ঈল অথবা আবু'ল-হা'সান 'আলী ইবন আহ'মাদ ইবন ইসমা'ঈল, একজন আন্দালুসীয় শব্দতত্ত্ববিদ ও অভিধান লেখক। তিনি মুরসিয়া (Murcia)-তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রবিবার ২৫ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৪৫৮/২৬ মার্চ, ১০৬৬ সালে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান সংকলন করিয়াছেন : আল-মুখাস'স'াস ও আল-মুহ'কাম।

ইবন সীদা তাঁহার পিতার মতই অন্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবন বেশী কর্মময় ছিল না। তাঁহার জীবন পরিপূর্ণভাবে শব্দতত্ত্ব ও অভিধান সংকলন বিদ্যায় নিয়োজিত ছিল। সম্ভবত এইগুলি ঐতিহ্যগতভাবে তাঁহার পরিবারে অনুশীলিত হইত। বস্তুত পিতার নিকট হইতেই তিনি তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিখ্যাত সা'ইদ আল-বাগ'দাদী (দ্র.)-র দারসে উপস্থিত থাকিতেন। ইনি আবার আবু 'আলী আল-ফারিসী এবং আস-সীরাফীর ছাত্র ছিলেন। তৎপর তিনি আবু 'আমর আত'-তালামানকীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁহার নিকট তিনি আবু 'উবায়দ আল-হারাবীর গ'রীবুল-মুসা'নাম্বা মুখস্থ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তখন হইতেই ইবন সীদার জীবনী প্রামাণিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। দেনিয়াতে বসবাস করিবার উদ্দেশে তিনি একদিন মুরসিয়া ত্যাগ করেন; এই ঘটনার তারিখ জানা যায় নাই। দেনিয়াতে তিনি চমৎকার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাইয়াছিলেন আল-মুওয়াফফাক'কে। তাঁহারই নামে তিনি আল-মুখাস'স'াস ও আল-মুহ'কাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তথাপি আল-মুহ'কাম-এর ভূমিকায় দেখা যায় যে, লেখক ইবন সীদা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন এবং নিজ জাগ্যের উপর পুরাপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই আল-মুওয়াফফাক-এর মৃত্যুর পর ইবন সীদা দেশত্যাগ করার পথ বাছিয়া লইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবার দেনিয়াতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আর-মুওয়াফফাক-এর উত্তরাধিকারী ইক'বালুদ-দাওলার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন।

ইবন সীদার অনেক গ্রন্থের মধ্যে (শারহ' ইস'লাহি'ল মানতিক; আল-আনীক ফী শারহ'ল-হামাসা; আল আলাম ফি'ল-লুগা; আল-অ'লিম ওয়া'ল-মুতা'আদ্বিম; আল ওয়াফী ফী 'ইলমি আহ'কামি'ল-কাওয়াফী; শায়খুল-লুগা; আল-'আবীস) কেবল আল-মুখাস'স'াস ও আল-মুহ'কাম এখন বিদ্যমান আছে। অন্য অভিধানগুলির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত অভিধানগুলিতে সামান্যতম স্পেনীয় বৈশিষ্ট্যও সুনির্দিষ্টরূপে দেখা যায় না। এই দুইটি গ্রন্থের বিন্যাস অপেক্ষা বিষয়বস্তুতে পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের বিষয়বস্তু অবশ্য পূর্ব রচিত পুস্তকসমূহ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আল-মুহ'কাম একটি ক্লাসিকধর্মী অভিধান। শব্দের সঠিক অর্থ অন্বেষণের জন্য রচিত আল-মুখাস'স'াস বরং একটি সাদৃশ্যভিত্তিক অভিধান যাহা আল-গ'রীবুল-মুসা'নাম্বা-এর ধরনে সংকলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাব্বী, বুগ'য়া, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ., ৪০৫ (কোন সূত্র উল্লিখিত নাই); (২) ইবন বাশকুওয়াল, সিল্লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ., ৪১০, নং ৮৮৯; (৩) সা'ইদ আল-আন্দালুসী, তাবাক'াতুল-উমাম, অনু. R. Blachere, 142; (৪) সূফতী, বুগ'য়া, কায়রো ১৩২৬ হি., ৩২৭; (৫) হুমায়দী, জায়ওয়া, সম্পা. আত'-তানজী, কায়রো, ২৯৩; (৬) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো সং. ১৩১০ হি., ২খ, ২৫; (৭) যাকুত, উদাবা, ১২খ, ২৩১-৫ (ইবন

বাশকুওয়াল ও আল-হুমায়দীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন); (৮) সাফাদী, নাকুতুল-হিময়ান, ২০৪ (ইহাতে আল-হুমায়দী ও যাকুতের উদ্ধৃতি আছে); (৯) ইবন খাকান, মাত্‌মাহ, ৬০ (তাঁহার উৎস উল্লেখ করেন নাই); (১০) আল-মুখাস'স'াস ও আল-মুহ'কাম-এর ভূমিকা; (১১) M. Talbi. al Mukhassas d'Ibn Sida, etude, নির্ঘন্ট, তিউনিস ১৯৫৬ খৃ., ৫-১২; (১২) J. A. Haywood, ইবন সীদা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬), The greatest Andalusian Lexicographer, in Actas del Primer congreso de estudios arabes y islamicos. কর্ডোভা ১৯৬২ খৃ.; (১৩) D. Cabanelas Rodriguez, Ibn Sida de Murcia, el mayor lexicógrafo de al-Andalus, গ্রানাডা ১৯৬৬ খৃ.; (১৪) Brockelmann. I, ৩০৮, ৬৯১, S I., ৫৪২)।

M. Talbi (E.I.²)/আবদুর রহমান মামুন

ইবন সীনা (ابن سينا) : তাঁহার পূর্ণ নাম আবু 'আলী আল হ'সায়ন ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সীনা, লাতীনে Avicenna ও হিব্রু ভাষায় Aven Sina নামে তিনি পরিচিত। যুরোপে অধুনা ইবন সীনা নামের প্রচলন হইতেছে। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, প্রাচ্যে তিনি যথার্থভাবে "আশ-শায়খুল-রাঈস" বা প্রধান শায়খ নামে অমর হইয়া আছেন। তিনি পৃথিবীর সকল জাতির সকল দেশের ও সকল যুগের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও গুণিগণের অন্যতম। ইবন আবী উসায়বি'আর বর্ণনানুসারে (তাবাক'াতুল-আতিক্বা, Ed. A. Muller, ২খ, ২ ইত্যাদি) ইবন সীনার পিতা 'আবদুল্লাহ মা ওরাউ'ন-নাহর"-এর সামানী আমীর ২য় নূহ'র সময়ে (৯৭৬-৯৯৭ খৃ.) নিজ প্রিয় জন্মভূমি বাল্‌খ হইতে বুখারায় আসেন এবং এক উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে খারামশীন-এ প্রেরণ করা হয়। ইহারই নিকটবর্তী আফশানা নামক গ্রামে তিনি বিবাহ করেন এবং এখানেই সাফার ৩৭০/আগস্ট ৯৮০ সনে ইবন সীনার জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহিত বুখারায় পৌঁছেন এবং সেখানে তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি ক'রআন মুখস্থ করেন। তৎপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট ফিক্‌হ ও কালাম শিক্ষা করেন। ইহার পূর্বেই তিনি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যায় প্রতি তাঁহার অনুরাগ সৃষ্টি হয় ইসমা'ঈলীগণের সহিত মেলামেশার ফলে। ইসমা'ঈলীগণ তাঁহার পিতার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। আত্মা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের আলোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা ইহা ভিন্ন কথা। ন্যায়-দর্শন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান (কিতাবুল-মাজিসূতী শেষ পাঠ পর্যন্ত) তিনি 'আবদুল্লাহ নাতিবীর নিকট শিক্ষা করেন। ইনি ঘটনাক্রমে বুখারায় আসেন এবং তাঁহার পিতার নিকট অবস্থান করেন। ছাত্রের মানসিক বৃত্তি এত দ্রুত বিকাশ লাভ করিতে থাকে যে, তিনি অল্প দিনেই শিক্ষককে ছাড়াইয়া যান। এই সময় তিনি পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শেষোক্ত বিজ্ঞানে তিনি অল্প সময়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং চিকিৎসা কার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লক্ষ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। কথিত আছে, যখন চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল না, তখন হিপোক্রেটিস ইহা সৃষ্টি করেন; যখন ইহা মরিয়্যা গিয়াছিল, তখন গ্যালেন ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন; যখন ইহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তখন

আর-রাযী ইহাকে সুসংবদ্ধ করেন; ইহা অসম্পূর্ণ ছিল, ইবন সীনা ইহাকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি দিব্যরাত্রি লেখাপড়ায় ব্যাপ্ত থাকেন। নিদ্রাকর্ষণ অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটায় তজ্জন্য তিনি নিদ্রা প্রতিরোধক কিছু পান করিতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইত, এমনকি কোন কোন প্রশ্নের সমাধান নিদ্রার মধ্যেই হইয়া যাইত। চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে দর্শনশাস্ত্র বুঝিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ এরিস্টোটল পাঠ করিয়াও ইহা তাঁহার বোধগম্য হইল না। অবশেষে একদিন এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি আল-ফারাবীর একখানি পুস্তক (আল-ইবানা) নীলামে ক্রয় করেন। ইহা হইতেই তিনি সমস্ত বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে ইবন সীনার এত আনন্দ হইল যে, তিনি আল্লাহর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক সিজদা করিলেন।

১৬-১৮ বৎসর বয়সে ইবন সীনা বুখারার শাসনকর্তা নূহ ইবন মানসূরের চিকিৎসায় পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন এবং এই সূত্রে তিনি বাদশাহী প্রহাঙ্গারের প্রহাঙ্গারিক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি তাঁহার অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির সাহায্যে বিদ্যার্জনে উন্নতি করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এই নিরুদ্ধেণ ও নিশ্চিন্ত দিনগুলির অবসান ঘটিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল বিশ বৎসর। ইহার কিছুদিন পরে বুখারার সামান্য শাসনকর্তারও মৃত্যু হয়। ইবন সীনা জীবনের ঘোর সঙ্কটময় অধ্যায়ের সম্মুখীন হইলেন। বুখারার শাসনকর্তার মৃত্যুতে যে রাজনৈতিক গোলাযোগের সূত্রপাত হয় ইহার ফলে ইবন সীনা বুখারা ত্যাগ করেন।

১০০১ খৃষ্টাব্দে তিনি খাওয়ারিয়ম পৌছেন। সেখানে তিনি 'আলী ইবন মা'মূনের দরবারে আবু রায়হান আল-বীরনী, আবু নাস'র আল-ইরাকী ও আবু সা'ঈদ আবু'ল-খায়র প্রমুখ 'আলিম ও সূফীর সহিত সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করেন। কিছুদিন খাওয়ারিয়ম অবস্থান করার পর তিনি ইরাক-ই আ'জাম-এর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় মতের বিপরীত মত প্রকাশের কারণে তিনি গাযনীরা সুলতান মাহমূদের ভয়ে এইখানেও বেশী দিন অবস্থান করেন নাই, প্রাণভয়ে জুরজান-এ প্রস্থান করেন (১০০৯ খৃ.)। সেইখানে তিনি অতি শীঘ্র এক নূতন সংকটের কবলে পড়িলেন। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে জুরজান হইতে 'রায়'-এ যাত্রাকালে দায়লাম-এ বুওয়ায়হী (بويه) রাজত্বের অবসানে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই অঞ্চলে অনেক কষ্ট ভোগ করেন। এই সময়ে তিনি কখনও মন্ত্রী, কখনও দার্শনিক, কখনও চিকিৎসক এবং কখনও বা উপদেষ্টার কার্য করিতেন, আবার কখনও তাঁহাকে রাজনীতিমূলক অপরাধীরূপে গণ্য করা হইত। ১০২২ খৃ. প্রারম্ভে তিনি আমীর 'আলাউদ-দাওলা আবু জা'ফার কাকুওয়ায়হ-এর সাহায্য লাভ করেন। ইনি স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদের পোষক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ইবন সীনাকে ইনি সর্বদা নিজের নিকটে রাখিতেন। এই সময়ে ইবন সীনা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অসুস্থ অবস্থাতেই কৃশ ও দুর্বল শরীরে ইস্ফাহান প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে দৃশ্যত তাঁহার অবস্থার ক্রমাবনতি বন্ধ হইল। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন তিনি আবার 'আলাউদ-দাওলা'র সহিত হামাদান যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার পুরাতন শূল বেদনা তীব্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ফলে তিনি ৪ রামাদান, ৪২৮/২১ জুন, ১০৩৭ সনে ইনতিকাল করেন। হামাদানে তাঁহার কবর এখনও বিদ্যমান আছে।

ইবন সীনার রচনা কার্য আরম্ভ যদিও অল্প বয়সে হইয়াছিল, তথাপি জুরজান, হামাদান ও ইস্ফাহানের শাহী দরবারেই তাঁহার রচনাশক্তি পূর্ণ

পরিণতি লাভ করে। আবার যখন তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন শুরু হইল, তখন ভ্রমণ ও প্রবাস সত্ত্বেও তিনি নিজের বৃহৎ পুস্তকসমূহের সারসংক্ষেপ এবং কয়েকটি বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি এত সামগ্রিক, তাঁহার কল্পনা এত ব্যাপক, শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁহার দক্ষতা এত পরিপূর্ণ ও গভীর ছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছিল।

রচনাবলী ৪ ইবন সীনার রচনাবলী গদ্য ও পদ্য উভয়ই অনেক, অধিকাংশ 'আরবীতে ও কিছু ফারসীতে। আশ-শিফা অল্প বয়সের রচনা হইলেও নিতান্ত ব্যাপক প্রকৃতির। ইহার কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে (লিখো ছাপা, তেহরান ১৩০৩ হি.), কোন কোন খণ্ডের অনুবাদ লাভীনে আছে (Pavia ১৪০৯ খৃ.)/(/); ডেনিস ১৫৪৬ খৃ., Halle ১৮০৭ খৃ.)। ইহাতে তিনি সমগ্র দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যার উপর লেখনী চালনা করিয়াছেন। অতঃপর আন-নাজাত, ইহার এক অংশ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অংশ আশ-শিফা হইতে সংকলিত (রোম ১৫৯৩ খৃ., মিসর ১৩৩১ হি.)। জীবনের শেষভাগে তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সংশোধনের পর তিনি আল-ইশারাত ওয়া'ত-তানবীহাত পুস্তক রচনা করেন (মুদ্রণে J. Forget, ফরাসী অনুবাদসহ, Le Livre des theoremes et des avertissements, লাইডেন ১৮৯২ খৃ.)। ইহার এক অংশ "আল-আনমাতু'ছ-ছালাছা'ল-আখিরা মিনা'ল-ইশারাত ওয়া'ত-তানবীহাত" নামে ফরাসী তরজমাসহ লাইডেনে ১৮৯১ খৃ. প্রকাশিত এবং মীকাঈল ইবন যাহুয়া কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

বিভিন্ন পণ্ডিত আল-ইশারাতের টীকা লিখিয়াছেন, যেমন (১) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী লুবাবুল-ইশারাত নামে এক সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন; (২) নাসীরুদ্দীন তুসী, হাল্ল মুশকিলাতি'ল-ইশারাত; (৩) কুতুবুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাহতানী আল-মুহাক্কিমাত, ইহাতে তিনি রাযী ও তুসীর রচনার বিচার-বিবেচনা করিয়াছেন; (৪) বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ আস'আদ, তিনিও প্রথমেই দুইজন ভাষ্যকারের পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়াছেন; (৫) ইবন কামাল পাশা, বাদরুদ্দীনের সমালোচনার উপর একটি টীকা লিখিয়াছেন; (৬) মীরযা জান শীরায়ী, তুসীর ভাষ্যের উপর একখানি টীকা লিখিয়াছেন; (৭) সিরাজুদ্দীন মাহমূদ; (৮) বুরহানুদ্দীন নাসাফী; (৯) ইবন কামুনা; (১০) রাফী'উদ্দীন আল-জীলী। ইহার পর আমীর 'আলাউদ-দাওলা'র সহিত সম্প্রীতি হেতু ইবন সীনা হিকমাত-ই 'আলাঈ বা দারসনামা-ই 'আলাঈ লিখেন। তাঁহার আর একটি পুস্তক আল-হিদায়া ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার ভাষ্য ও টীকা প্রণয়নে বিভিন্ন লেখক লেখনী চালনা করিয়াছেন। আল-হিদায়াতে ইবন সীনার কয়েকটি ফারসী কবিতাও আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'আল-কানুন ফি'ত-তিব্ব' অথবা সংক্ষেপে 'আল-কানুন' চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের একটি বৃহৎ, ব্যাপক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিণত রচনা। ইহাতে প্রাচীন ও সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামী আমলে লব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণেই এই পুস্তক প্রকাশের পর গ্যালেন, রাযী ও 'আলী ইবন আব্বাসের রচনাবলীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই পরবর্তী ছয় শত বৎসর অর্থাৎ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা কানূনের ভিত্তিতেই

হইত। প্রাচীন চিকিৎসার চরমোন্নতি গ্যালেনের মাধ্যমে হইয়াছিল; কিন্তু ইবন সীনা গ্যালেনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় ইবন সীনা যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার অনুমান ইহা হইতেই করা যায় যে, তিনি বেদনার পনরটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। চক্ষুর আবরণের প্রদাহ বর্ণনায় তিনি মধ্যস্থিত এবং পার্শ্বস্থ আবরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ক্ষয়রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এই রোগের বিস্তারে বাতাস ও পানির প্রভাব খুব বেশী। চর্মরোগের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া ব্যতীত তিনি ধাতুগত পীড়া ও ধাতুগত বিকৃতি, স্নায়বিক উপসর্গ—এমনকি প্রেমজনিত পীড়াও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মানসিক ও পীড়াগত তথ্যের নিদান নিরূপণ ও উহার বিশ্লেষণ করেন। ইহাতেই মনোবিশ্লেষণের (psycho-analysis) শুরু হয়। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে তিনি ঔষধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যায় অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটি নক্সা তৈরি করিয়াছেন।

ইউরোপে এই পুস্তক Cannon medicina নামে প্রসিদ্ধ। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহা চারি খণ্ডে রোমে মুদ্রিত হয়। ইহার পরবর্তী মুদ্রণগুলি এইরূপঃ রোম ১৫৯৩ খৃ.; তেহরান ১২৮৪/১৮৬৭ (কেবল প্রথম খণ্ড), লিথো ছাপা, লখনৌ ১২৯৬/১৮৭৯ (কেবল জুর বিষয়ক এক খণ্ড); লখনৌ ১২৯৮/১৮৮১ (কেবল প্রথম খণ্ড), লখনৌ ১৩২৩/১৯০৫; ব্লাক' ১২৯৪/১৮৭৭। কান্ন-এর লাতীন অনুবাদ সর্বপ্রথম Cremonese-এর Gherardo করেন, ভেনিস ১৫৪৪ খৃ., ১৫৮২ খৃ. ও ৫৯৫ খৃ. এবং কয়েক খণ্ডের অনুবাদ খৃষ্টীয় ১৫ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে। যথা Milano 1473, Padua ১৪৭৬ খৃ., ১৪৯৭ খৃ., Venice ১৪৮৩, হিব্রু অনুবাদ, Naples ১৪৯১-১৪৯২ খৃ.।

অনেকে সমগ্রভাবে এই পুস্তকের অথবা ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের টীকা ও সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করিয়াছেন; যেমন : (১) ইবনুন-নাফীস; (২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী; (৩) কুতুবুদ্দীন মাহ'মুদ; (৪) কুতুবুদ্দীন ইবরাহীম; (৫) সা'দুন্নাহ; (৬) আল-ইরাকী; (৭) আল-মুওয়াফফাক আস-সামিরী; (৮) ইবন খাতীব; (৯) নাজমুদ্দীন ইবনুল-মিনফাক; (১০) ইবনুল-'আলিমা; (১১) ইবনুল-কুফ; (১২) আস'-সাদীদ কাযরুনী; (১৩) ইবনুল-'আরাব মিসরী; (১৪) আল-'আমিলী; (১৫) দা'উদ আনতাকী, ইনি সংক্ষেপিত কান্ননও প্রকাশ করেন; (১৬) 'আল-খুজিন্দী; (১৭) রাফী'উদ্দীন জাবালী; (১৮) শারায়ুদ্দীন রাজসী; (১৯) ইবনুল-লাবুদী; (২০) ফাখরুদ্দীন ইবনুল-'স-সী'আতী; (২১) ইবন জামী; (২২) জা'ফার 'আলী বাহার, শারহ' কান্নন বৃ'আলী সীনা ও টীকা, কপুরতাহ্লা ১৮৮৭ খৃ.; (২৩); খাওয়াজা রিদওয়ান আহ'মাদ, শারহ' ওয়া তারজামা, লাহোর ১৯৫৩ খৃ., চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবন সীনার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম আল-'আদুবিয়াতুল-'কাল্‌বিয়া, কাল্‌সী রিফ'আত বিলগে (Bilge) তুর্কী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন যাহা 'আরবী মূলসহ ইবন সীনার নবম শতবার্ষিকীতে স্মৃতিপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নাশআত 'উমার ইরদিলিপ (irdelp) ইহার উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন।

অংকের প্রতি ইবন সীনার আকর্ষণ ছিল প্রধানত দর্শনমূলক। তদুপরি তিনি কয়েকটি সমস্যার উপর মনোনিবেশ করেন এবং ইউক্লিড-এর অনুবাদও করেন। রিসালাতুল-'য-যাওয়াজা (رسالة الزوايا) পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার অন্তরে পরমাণুর (Atom) ধারণাও বিদ্যমান ছিল।

জ্যোতিষবিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি কয়েকটি জ্যোতিষ-বীক্ষণাগার স্থাপন ছাড়াও হামাদানে কয়েকটি মানমন্দিরও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইবন সীনার এই বিদ্যার প্রতি এত অনুরাগ ছিল যে, শেষ বয়সে তিনি গতিশীল পরিমাপ যন্ত্রের (Vehnier) ন্যায় একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন যেন যান্ত্রিক সংযোজন নিখুঁতভাবে হইতে থাকে। পদার্থবিদ্যায় তিনি গতি, মিলন, শক্তি, শূন্যতা, অসীমতা, আলোক ও উত্তাপ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোক-অনুভূতির কারণ যদি আলোক-কেন্দ্র হইতে আলোক কণা বিচ্ছুরণ হেতু হয় তবে আলোকের গতি সসীম থাকিবে। ইবন সীনা নির্দিষ্ট গুণের আলোচনাও করিয়াছেন। الطبيعيات والحكمة فى رسائل تسع নামক গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়াছেন। এই সংগ্রহটিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :

(১) الطبيعيات فى (পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে); (২) فى السماوية (নেভোমণ্ডলীয় পদার্থসমূহ সম্বন্ধে); (৩) فى القوة الانسانية وادراكاتها (মানবীয় বৃত্তিসমূহ ও ইহাদের সম্বন্ধে); (৪) কিতাবুল-'ল-হুদদ (সীমা-নির্দেশক বিষয়ে); (৫) ফী আকসামিল-'ল-উলুমিল-'আকলিয়া (চিন্তামূলক বিদ্যাসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে); ইহার অন্য নাম তাকা'সীমুল-'ল-হিকমা ওয়া'ল-'উলুম (জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ); (৬) ফী ইহবাতি'ন-নুত্তওয়াত (নবী প্রেরণের সত্যতা সম্বন্ধে); (৭) الرسالة النيروزية فى معانى الحروف الهجائية (বর্ণমালার অর্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ); (৮) ফিল-'আহদ (চুক্তি সম্বন্ধে); (৯) ফিল-'আখলাক (নীতিশাস্ত্র) আশ-শিফা পুস্তকের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অংশটি আল-ফারাবী অপেক্ষা উন্নততর। শুধু তাহাই নহে, সমসাময়িক পাস্তাত্য দেশসমূহ এই বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও উন্নততর। তিনি তালা-মান-লয় ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সুর সঙ্গীতের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সূত্রে ইবন সীনা আরও কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সুর লহরীর বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ধাতুসমূহের পরস্পর রূপান্তরকরণ সম্ভব নহে, কারণ ইহারা মূলত বিভিন্ন। মনে হয়, তিনি যেন ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহারই প্রবন্ধ معدنيات (খনিজ পদার্থসমূহ) ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে ভূতত্ত্ব বিষয়ক ধ্যান-ধারণার একমাত্র উৎস ছিল ارسطو প্রণীত جويات এবং (১) তাঁহার নামে প্রচলিত كتاب العناصر (২) ইহার লেখক কোন মুসলমান হইতে পারেন, যাহার অনুবাদ 'আরবী হইতে লাতীন ভাষায় হইয়াছে [এই দুই গ্রন্থ ছাড়া]। তিনি জীবাশ্ম (fossil) সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন এবং পাহাড়-পর্বতের গঠন প্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে ইবন সীনার অধিকাংশ প্রবন্ধ যাহাতে পারিভাষিক 'আরবী নামগুলির (সংজ্ঞার সহিত) লাতীন ভাষায় তরজমা রহিয়াছে, গ্রীক পণ্ডিতগণের নামের সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে, অথচ ঐ সমস্ত ইবন সীনারই রচনাবিশেষ। তিনি জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ করিয়াছেন : (১) نظرى বা চিন্তামূলক (ইহার অধিকতর শাখা ইন্ডিয়গ্‌য়া বস্তু হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর দিকে গমনশীল; যথা পদার্থবিদ্যা, অংক ও অধিবিদ্যা); (২) عملى ব্যবহারিক (নীতিবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি)। উপাদান ও আকার হিসাবে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ; যথা (১) উচ্চবিদ্যা العلوم العالیه-সমূহ; (২) নিম্নবিদ্যা

العلوم) সমূহ এবং (৩) মধ্যবিদ্যা (العلوم الوسطى) সমূহ। এই বিভাগে উচ্চবিদ্যা বা অধিবিদ্যা একে অন্য হইতে ভিন্ন, পদার্থবিদ্যায় ইহা পরস্পর সম্পর্কিত, আর কোন কোন বিদ্যায় ইহারা পৃথক অথবা পৃথক নয়ও। নাজারী জ্ঞানের আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইল : (১) পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান যাহা গতি ও পরিবর্তনের অধীন; (২) গাণিতিক জ্ঞান যাহাতে পরিবর্তন ও গতিকে বস্তুসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। উচ্চ জ্ঞান এমন সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যাহা ব্যাখ্যার উর্ধ্বে।

ইবন সীনার চিন্তাধারার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় দর্শন ইহার বিকাশের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়াছিল। যদিও ইবন সীনা প্রায়শই এরিস্টোটেলীয় মতবাদসমূহকে বহাল রাখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার দর্শনে আফলাতুনী ও নব্য-আফলাতুনী (Platonic and Neo-Platonic) উপাদানসমূহের সংমিশ্রণও রহিয়াছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মুক্তচিন্তা অনুসন্ধান প্রয়াসী দার্শনিক ছিলেন যিনি সমসাময়িক সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রাখিয়া, বিশেষত ইসলামী অধ্যাত্মবাদের প্রেক্ষিতে নিজ স্বতন্ত্র একটি চিন্তাধারার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ চিন্তাপ্রসূত মতামত অত্যন্ত বিশদভাবে বারবার অতি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। এইগুলি বোধগম্য হওয়া দুরূহ। তাঁহার প্রতিপাদ্যগুলি দুর্বোধ্য হইলেও এমন নহে যে, আমরা এইগুলি সম্যক জ্ঞাত হইতে পারি না।

ইবন সীনার দর্শন : منطق বা ন্যায়শাস্ত্র : এরিস্টোটেলের ন্যায় ইবন সীনার সমুদয় রচনার প্রারম্ভও হইয়াছে ন্যায়শাস্ত্র হইতে। ইবরাহীম মাকদূর মনে করেন যে, দর্শনে তিনি এরিস্টোটেল অপেক্ষাও অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন, বরং তাঁহার দর্শন এক হিসাবে নূতন ন্যায়ের অগ্রদূত। তিনি বলেন, মানতিক একটি চিন্তামূলক শিল্প (الصنعة النظرية), ইহার কাজ হইল حقيقت برهان ও حقيقت حد সঠিক সীমা ও সঠিক ধারণা পর্যন্ত দার্শনিককে পৌঁছান। কারণ যে কোন প্রকারের জ্ঞানই হউক না কেন, তাহা হয় تصور অর্থাৎ নিছক ধারণা হইবে অথবা হইবে تصديق (তাসদীক) অর্থাৎ সত্যতা প্রতিপাদন। তাসদীক-এর মাধ্যম হইল কিয়াস (অনুমান)। ইহা সঠিক হইতে পারে, বৈঠিকও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শব্দসমূহের তাৎপর্য নির্ণয় প্রয়োজনীয়। এইজন্য তিনি সম্বোধনমূলক (خطابي), বিতর্কমূলক (جدلي), বিভ্রান্তিমূলক (مغالطة) ও কৃতকর্মমূলক (فسطائى) প্রমাণ প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শব্দসমূহকে مفرد ও مركب এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। مفرد দুই প্রকারের: সামগ্রিক (كلى) ও আংশিক جزئى সামগ্রিক একটি كلمة বা শব্দে গঠিত তবু ইহা ব্যাপক অর্থবোধক। আর আংশিক কেবল একটি অর্থবোধক। সংযুক্ত শব্দ যদিও কয়েকটি পদ লইয়া গঠিত হয় তবু ইহা একটি অর্থই প্রকাশ করে।

সত্তা (ذات = Being) ও অস্তিত্বের (وجود = existence) প্রশ্নে ইবন সীনার অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকট। তাঁহার মতে সত্তার মৌলিক পরিচয় (ماهية) ইহার নিজ অস্তিত্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত। সত্তার বর্ণনায় কেবল এইটুকু বলা যথেষ্ট নহে যে, ইহার ماهية ইহা হইতে ভিন্ন নহে অথবা ইহার অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কহীন নহে। এই সম্পর্কহীনতা কল্পনাই করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, এই কথাটি বাস্তবেও সত্য এবং কল্পনাতেও সত্য। সুতরাং ত্রিভুজ হইতে এই কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে ত্রিভুজ সম্বন্ধে

ইহা বলা অসম্ভব হইয়া পড়িবে যে, উহা ذاتى و موجود উভয়ই। Porphyry-এর (সিসাগুজী) গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় যেই کلیات خمسة ইবন সীনার মতে তাহা হইল এইরূপ:

(১) জিন্স (جنس-জাতিবাচক); (২) নাও ' (نوع) শ্রেণীবাচক); (৩) ফাস'ল (فصل বিভাজক); (৪) খাস'সা (خاصة বিশেষত্ব) ও (৫) 'আরদ (عرض অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য)। جنس-এর বহু প্রকারভেদ نوع হইতে পারে, উহাদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। যদি কোন বস্তুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় : ما هو অর্থাৎ "ইহা কি?" উত্তরে আমাদের ইঙ্গিত কোন বিশেষ جنس-এর প্রতি হইবে। জিন্সের উপর যেমন الجناس نوع-এর প্রতি হইবে। জিন্সের উপর বৃহত্তর نوع অর্থাৎ انواع نوع রহিয়াছে, তেমনি نوع-এর উপর বৃহত্তর نوع অর্থাৎ انواع نوع রহিয়াছে। فصل একটি সামগ্রিক ও كلى ব্যাপার যাহা দ্বারা এক نوع হইতে অপর نوع-কে পৃথক করা যায়। خاصة এইরূপ একটি সামগ্রিক বা كلى ব্যাপার যাহা কোন এক نوع-এর কোন এক عرض-কে অপর عرض-সমূহ হইতে পৃথক করে। عرض সামগ্রিক হউক বা একক مفرد হউক, কোন অবস্থাতেই সত্তাগত ذاتى নহে। সেইজন্য عرض-এর মধ্যে অনেক نوع-এর সমাবেশ থাকে, যেমন "শুভতা" ইহার মধ্যে দুধ ও চুন দুই-ই शामिल আছে। আবার প্রতিটি বস্তু হয়ত হইবে عين অর্থাৎ নিজ প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে অথবা মনের মধ্যে কাল্পনিক আকারে থাকিবে অথবা থাকিবে ঐ সমস্ত শব্দে বা লিখিত কথাসমূহে যেইগুলি উহাকেই নির্দিষ্ট করে। قضية-এর বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, উহা দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশক প্রতিজ্ঞা (قضية) দ্বারা এই সম্বন্ধের সীমাহীন (منقول) অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হয় এবং শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞা (قضية شرطية) দ্বারা উহার শর্তসাপেক্ষ বা সীমাবদ্ধ হওয়া বুঝায়। শর্তসাপেক্ষ قضية হয় متصلة হইবে অথবা منفصلة হইবে। যখন ইহা দ্বারা একের সহিত অন্যের সম্পর্কের স্থিতি (ايجاب) সূচিত হয় তখন ইহাকে متصلة বলা হয়। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ সম্পর্কের বিচ্ছেদ سلب বুঝাইলে منفصلة বলা হইবে। ايجاب দুই বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এবং سلب ইহার বিপরীত ইত্যাদি। ইবন সীনা আন-নাজাত পুস্তকে নানা প্রকার قضية সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত ইসলামী ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তকসমূহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

قضية-কে এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) الامادة الواجبة, যেমন মানুষের সহিত জীবত্বের সম্পর্ক আবশ্যিক, ইহার অনস্তিত্বের ধারণা অবাস্তব। (২) الامادة المتنة যেমন মানুষের মধ্যে প্রস্তুতত্বের অবস্থা অসম্ভব, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। (৩) الامادة الممكنة যেমন মানুষের পক্ষে লেখক হওয়া, ইহা কখনও ঘটে, কখনও ঘটে না।

قضية-এর বিবেচনায় جهت-এর বিভাগ তিনি এইরূপ করিয়াছেন : (১) ওয়াজিব-এ অর্থাৎ অস্তিত্বের স্থায়িত্বমূলক; (২) মুমতানি'-এ অর্থাৎ অনস্তিত্বের স্থায়িত্বমূলক এবং (৩) মুমকিন-এ যাহা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব সূচিত করে। যেই قضية-র মধ্যে এই চারিটির সমাবেশ ঘটে, তাহাকে رباعية বলে। ওয়াজিব, মুমতানি' ও মুমকিন সম্বন্ধীয় এই আলোচনাই ন্যায়শাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অধিবিদ্যায় উপনীত হয়।

قضايا مطلقه (শর্তহীন প্রতিজ্ঞাসমূহ) বিষয়ে তিনি এরিস্টোটেলের ও তদীয় ভাষ্যকারগণের সহিত একমত নহেন। তিনি বিভিন্ন قضیه বিষয়ে আলোচনাসূত্রে প্রথমে কিয়াসের দুই প্রকারভেদ সাব্যস্ত করিয়াছেন কামিল (পরিপূর্ণ) ও গায়র কামিল (অপরিপূর্ণ)। আবার কিয়াস কামিলকে আরও বিভক্ত করিয়া কিয়াস اقتরانی ও কিয়াস استثنائی-তে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন কিয়াস ইকতিরানীতে এমন সকল مقدمات-এর সমাবেশ হয় যাহাতে সিদ্ধান্ত نتیجه ও ইহার বিপরীত (نقيض) উভয়েই शामिल থাকে এবং ইসতিছনাঈতে কেবল সিদ্ধান্ত অথবা ইহার বিপরীত যে কোন একটি উপস্থিত থাকে। ইকতিরানী কিয়াসসমূহের তিনটি রূপ আছে: (১) حملی شرطی (৩) ও شرطی (২) حملی পরবর্তী সময়ের পণ্ডিতগণের মনোযোগ প্রধানত হামলী কিয়াসসমূহের প্রতি ছিল। ইসতিছনাঈ কিয়াসসমূহের ইবন সীনা প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণের সহিত একমত নহেন। কিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ রূপ হইল برهان ইহা দুই প্রকারের (১) লিম্বী (لمی) এবং ইন্নী (انلی)। আবার এইরূপ কিয়াসও আছে যাহা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক নহে এবং সেইজন্য এইগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ (بديهيات)-রূপে গণ্য করা হয়। مخلوق ও مستقراء-এর পর্যায়ে তিনি استدلال, অনিয়ন্ত্রিত কিয়াসসমূহ, مغالطة সমূহ, سوفيستائي (বিভ্রান্তিকর) কিয়াসসমূহ ও বুরহান সম্বন্ধে সাধারণত বোধগম্য ভাষায় অভিজ্ঞতা বর্ণনা, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। দশটি মা'ক্বলাত (مقولات Categories) ও 'ইল্লাত (علة)-এর আলোচনায় তিনি জাওহার (অবিভাজ্য মৌলিক বস্তু), كم (পরিমাণ) ইদাফাত (সম্বন্ধ), كيف (রকম), أين (স্থান), متى (কাল), ওয়াদা (গঠনাবস্থা), ملك (অধিকার), فیل (কার্য) ও انفعال ইনফি'আল (আভিভবন) এইগুলিরও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ইল্লাত চারি প্রকারের; যথা : 'ইল্লাত মাদ্দী (Material বা বস্তুগত কারণ) 'ইল্লাত সূরী (formal বা আকারগত কারণ) ও 'ইল্লাত গা'ই (লক্ষ্যগত বা final কারণ), 'ইল্লাত হারকী (efficient বা গতিগত কারণ)।

পদার্থবিদ্যা : ইবন সীনার নিকট পদার্থবিদ্যা একটি চিন্তামূলক শিল্প (الصنعة النظرية)। ইহার বিষয়বস্তু হইল দ্বিবিধ : (১) বাস্তবে স্থির বস্তুসমূহ ও (২) ধারণাগত বস্তুসমূহ। পদার্থবিদ্যায় পদার্থসমূহের গতি ও স্থিতির আলোচনা করা হয়। পদার্থসমূহ محل অর্থাৎ স্থান বা স্থয়ং পদার্থটি ও حال অর্থাৎ অবস্থা বা আকৃতি—এই দুইয়ের সমবায়ে গঠিত হয়। পদার্থ ও আকৃতির মধ্যে ঐ সম্বন্ধই বিদ্যমান যাহা তত্র ও তত্র-নির্মিত কোন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। جسم (শরীরী পদার্থ) যাহাই হউক না কেন, তাহা পদার্থ ও আকৃতির সমবায়েই গঠিত। আকৃতির অস্তিত্ব পদার্থের অগ্রগামী। ইহারই মাধ্যমে جوهر (substance-মৌল পদার্থ) আত্মপ্রকাশ করে। عرض (Contingent form= আকৃতি, রূপ, প্রকাশ) [ন্যায়াশাস্ত্রের ভাষায় جنس বা مقولة] অসংখ্য এবং এইগুলির উৎস হইল পদার্থ ও আকৃতির সম্মেলন (اتصال)। ইহা পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পরিভাষা যাহা হইতে ন্যায়াশাস্ত্রে মা'ক্বলা (جنس) এবং পদার্থবিদ্যায় علة-এর ধারণার উৎপত্তি হয়। قياس হইতেই পদার্থবিদ্যায় اصول ও اصول উভয়ের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে منطق-ভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহকে বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের স্থিতি তাহাদের সত্তা (ذات) ও পূর্ণত্বসূচক গুণের (كمالات) উপর নির্ভর করে। كمالات বলিতে বুঝায় এমন সকল লক্ষ্য (Entelechia) যাহা হইতে কোন পদার্থ (جسم) বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিক পূর্ণতা (كمالات اولی) তাহাই যাহার অভাবে পদার্থের অনস্তিত্ব ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণতার (كمالات ثانیة) জন্য অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব আদৌ আবশ্যিক (ضروری) নহে। গতি (حركة) ও শক্তি (سكون) আলোচনা করিলে গতি হইতে জড়তার (تصور) ধারণার উৎপত্তি এবং শক্তি হইতে গতিশীলতার (حركة) ধারণার উৎপত্তি হয়। ভারোত্তোলন ও বস্তুসমূহের প্রতিরোধ শক্তি যান্ত্রিক স্পন্দনের (حركة) সহিত সম্পর্কিত। قوة সীমাবদ্ধ ও পদার্থসমূহ গতির বাহ্যিক নিয়মের অধীন।

প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়: (১) গতি حركة; (২) স্থিতি سكون; (৩) কাল زمان; (৪) স্থান مكان; (৫) শূন্যতা خلا; (৬) সসীমতা تناهی; (৭) অসীমতা لا تناهی; (৮) স্পর্শন-تماس; (৯) সংঘবদ্ধতা الاتصال; (১০) সখিলন-اتصال; ইবন সীনার মতে এইগুলি দশ মা'ক্বলাতের (Categories) হুবহু অনুরূপ। বিশ্ব একক, বহু সংখ্যক হওয়া অসম্ভব। সৃজনী গতিও এক এবং নিজ স্বকীয়তায় আবর্তনশীল। সুপ্রতিষ্ঠিত গতিসমূহের অস্তিত্ব কেবল ভূপৃষ্ঠের উপরই। ইহা সত্ত্বেও গতি আবর্তনের অধীন। পদার্থসমূহের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে। সৃষ্ট বস্তুসমূহ লইয়াই সৃষ্টিজগত। পদার্থসমূহ স্থিতিশীল বা গতিশীল কোনটাই নহে। গতি ও স্থিতি উহাদের অভ্যন্তর হইতেই আপনাতে সৃষ্ট হয়। এইরূপ অভ্যন্তরীণ শক্তি তিনটি : (১) سبعی বা প্রাকৃতিক; (২) نفسی বা সত্তাজাত ও (৩) فلكی বা নভোমণ্ডলীয় শক্তি যাহা জাগতিক পদার্থসমূহের পিছনে অবস্থিত এবং উহাদের অবিচ্ছিন্ন গতির রক্ষক। ইবন সীনা গতি ও কালের ধারণাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাল গতি নহে, যদিও গতি ব্যতীত কালের কল্পনা করা সম্ভব নহে। তিনি অবিভাজ্য অংশসমূহের (atoms اجزاء لا يتجزى) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

মনোবিজ্ঞান : মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ইবন সীনা ক্রমানুসারে উদ্ভিজ্জ মন (نفس نباتی) হইতে আরম্ভ করিয়া জীব মন (نفس حیوانی) এবং জীব মন হইতে মানব মন (نفس انسانی) অথবা (نفس ناطقة)-এর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। মনোবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার পুস্তকের নাম কিতাবুন-নাফস।

(১) উদ্ভিজ্জ মনে বিভিন্ন শক্তি কার্য করিতেছে; যথা খাদ্য সংগ্রহিণী শক্তি, বর্ধন শক্তি ও প্রজনন শক্তি।

(২) জীব মন দুইটি শক্তি লইয়া গঠিত। অনুভব শক্তি (القوة) ও গতি শক্তি (القوة المحركة)। গতিশক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত: উদ্দীপক শক্তি (القوة الباعثة) যাহার কাজ শক্তি উৎপাদন করা। ইহাতে বাসনার সংযোগ হইলে ইহাকে বলা হয় القوة الشوقية অথবা القوة النزوعية উপকারী কার্যের দিকে ধাবিত হইলে এ শক্তিকে القوة الشهوية এবং অপকারী কর্মের দিকে ধাবিত হইলে ইহাকে القوة الغضبية বা ভয়াল শক্তি বলা হয়। القوة (القوة الفاعلة)-এর দ্বিতীয় প্রকারের নাম কর্মশক্তি (القوة الفاعلة)। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী ও মাংসপেশীর উপর ক্রিয়াশীল এবং ইহাদের প্রসারণ ও সংকোচনের কারণ হয়।

(৩) মানবীয় মন নিজ প্রাথমিক অনুভূতিসমূহকে বুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছাইবার জন্য বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। এইগুলি বাহ্যিক হইতে পারে এবং অভ্যন্তরীণও হইতে পারে। বাহ্যিক গুণাবলীর প্রথমটি হইল- মনঃসৃষ্টি (Phantasy) এবং ইহা ঐ সমস্ত দৃষ্ট-অদৃষ্ট বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। (ইহার পরবর্তী গুণাবলী হইল রূপায়ণ শক্তি (القوة المصورة), কল্পনা শক্তি (القوة المخيلة) বা চিন্তা শক্তি (القوة الفكرة), ধারণা শক্তি (القوة العاملة) বা চিন্তাশক্তি ও (২) القوة العاملة বা ব্যবহারিক শক্তি [তু. Kant, অবিমিশ্র জ্ঞান (عقل محض) বনাম ব্যবহারিক জ্ঞান (القوة العاملة عقل عملي) পদার্থ হইতে পদার্থোত্তর স্তরের দিকে অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতের দিকে গতিশীল, আর القوة العاملة নিম্নতর জগতের দিকে। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই সকল মতবাদ আত্মস্থ করিয়াছিলেন (তু. Albertus Magnatus)। জ্ঞান সম্বন্ধে ইবন সীনা বৈয়াকরণ যাহা (John, the Grammarian)-এর ধারণাসমূহের আরো বিশদ রূপ দান করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তির মতবাদ আল-কিন্দী ও ফারাবীর মতবর্তিতায় প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। মানুষের জ্ঞান যখন নিম্নতর জগত হইতে উচ্চতর জগতের দিকে উন্নীত হয়, তখন ইহা চারি পর্যায়ে বিভক্ত হয়; (১) العقل الهولاني জড় বা বস্তুজ্ঞান যাহা সর্বতোভাবে একটি জড়শক্তিরূপে বিরাজমান, ইহার সম্ভাবনাসমূহ সুস্পষ্ট নহে; (২) العقل بالفعل — ইহার সম্ভাবনাসমূহ পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করে; (৩) العقل بالملكة ইহা নিজ সম্ভাবনাসমূহের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়; (৪) العقل المستفاد ইহার যৌক শুধু معقولات বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাসমূহের প্রতি এবং পরিশেষে ইহা পরম সৃজনী আকল (العقل الفعال)-এর সহিত মিলিত হয়।

রুহ (روح) সম্বন্ধে ইবন সীনা অনেক দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব হইতে তত্ত্বগত (Theoretical) মনস্তত্ত্ব আলোচনার পথ ধরিয়া তিনি উহার গতিধারাকে تصوف-এর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রুহ জড়বস্তু (مادة) নহে; বরং صورت বা আকারেরই এক প্রকারভেদ (نوع)। রুহের প্রথম পরিপূর্ণতাই (كمال) দেহের পরিপূর্ণতা। এই অবস্থায় আমরা “ইহা কি” এই প্রশ্নের আলোচনা না করিয়া বরং “ইহা কি করে” এই জাতীয় আলোচনাই করি। তিনি বলেন, রুহ প্রকৃতপক্ষে একটি বিমূর্ত বস্তু (جوهر معنوي); ইহা প্রমাণের একটি উপায় হইল, যে সমস্ত প্রাচীন মতবাদে রুহকে সাকার বস্তুরূপে গণ্য করা হইয়াছে সেই মতবাদের পোষকদের ভ্রম নিরসন করা। দ্বিতীয় উপায় হইল, রুহ অশরীরী হওয়ার সপক্ষে অবরোধী (بديهی) প্রমাণসমূহ পেশ করা; যেমন রুহ যদি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে অথবা শরীরের অস্তিত্বের পূর্বেও স্বীয় অস্তিত্বের সত্যতা ঘোষণা করিতে পারে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা একটি বিমূর্ত বস্তু (جوهر معنوي)। রুহ হইতেই শরীরের গঠন ও পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। ইহা হইতেই শরীরের অস্তিত্ব এবং ইহা দ্বারা শরীরের কর্মশক্তি (قوة فعالية) স্থিত থাকে। কিন্তু যখন আমরা

বলি, রুহ একটি বিমূর্ত বস্তু, তখন প্রশ্ন উঠে, ইহা কি প্রকার, ইহা কি কোনও জড় আকৃতি বিশিষ্ট কিছু (عقل مادی) বা বস্তুভিত্তিক চেতনা صورة معقولة বা বোধগম্য অবয়ব-এর অনুধাবন করিতে সক্ষম? কিন্তু কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই রুহ নিজেকে নিজে জানিতে পারে। রুহের ঈদৃশ শক্তি (ملكة)-সমূহ আছে যাহারা عقل-এর মাধ্যমে ছাড়া একে অন্যকে জানিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। যেমন অনুভূতির পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, নিজেকে নিজে অনুভব করে। عقل কিন্তু নিজেকে নিজেই বোধ করিতে ও বুঝিতে পারে। কোন যন্ত্র একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত কাজ করিলে, ইহার পর অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু عقل সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বয়সেই বোধগম্য বস্তুনিচয়ের (معقولات) অনুভব শক্তি অধিকতর পরিপক্বতা লাভ করে। সারকথা এই যে, জ্ঞানময় সত্তা (نفس ناطقة) জড় হইতে ভিন্ন একটি جوهر; ইহার জড় আকৃতি নাই।

কিন্তু যদি ইহার কোন জড় আকৃতি না থাকে অথবা যদি ইহা কোন যন্ত্র বা মাধ্যমের মুখাপেক্ষী না হয়, তবে রুহের জন্য দেহের প্রয়োজন কেন হইল? ইহা এই কারণে যে, দেহের পূর্বে রুহের ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; যখন দেহের সৃষ্টি হইল, তখন ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া রুহ স্বাভাব্য লাভ করিল। কিন্তু যদি রুহ ও দেহের মধ্যে এই একটি যোগসূত্র থাকে এবং যদি ইহাও স্বীকার করি যে, দেহের পূর্বে উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে ইহার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের কি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে? প্রমাণ এই যে, রুহ পূর্বাপর বা বর্তমান কোন অবস্থাতেই দেহের অধীন নহে; তদুপরি ইহা একটি جوهر بسيط বা অবিমিশ্র জাওয়ার যাহাতে ফানা ও বাকার ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরোধী (متضاد) ধারণা একত্র হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিবেচ্য কথা এই যে, ইবন সীনা রুহের ধারণাকে আকৃতির ধারণা হইতে পৃথক করিয়াছেন। তাহার নিকট রুহের অস্তিত্ব প্রথমত এইভাবে প্রমাণিত যে, রুহ একটি একক যাহার কারণে সমস্ত অনুভূতি সংক্রান্ত অবস্থার পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত, মূল (عينیه)-এর বিবেচনায় দেখা যায়, সাকারের আকৃতির পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহার অস্তিত্ব নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মধ্যযুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইত্যাকার প্রমাণাদির প্রভাব ছিল খুবই বেশী।

মানুষ ও উর্ধ্ব জগতের মধ্যে একাত্মতা (اتحاد) সম্ভব নহে, যাহা সম্ভব তাহা হইল সংযুক্তি (اتصال)। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ইবন সীনা বলেন, বস্তুসমূহের সম্পর্কচ্ছেদের (تجريد) অর্থ এই নয় যে, আমরা এইগুলির মধ্যে কোন ভিন্ন অর্থ (مفهوم) সৃষ্টি করিতে চাই অথবা ইহাও নহে যে, ঐগুলিকে কল্পনা (مخيلة) হইতে عقل-এর দিকে সরাইয়া নিতে চাই। تجريد-এর উদ্দেশ্য হইল عقل-এর মধ্যে كلی ذاتی ও واجب الوجود-এর অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। মুজাররাদগুলির পত্তন (وضع) করা যায় না, ঐগুলিকে শুধু উপলব্ধি করা যায়। এরিস্টোটল ও ফারাবীর সহিত তিনি এই বিষয়ে একমত নহেন যে, মানবীয় عقل যখন عقل فعال-এর সহিত মিলিত হয়, তখন عقل ও معقول এক হইয়া যায়। যদি এইরূপ হইত, তবে আমরা চিন্তা (فكر) ও ধারণা (تصور)-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না। যদি কোন ধারণার বিষয় ও ধারণাকারী এক হইয়া যায় তবে স্পষ্টত ধারণার অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া যাইবে।

এর সহিত এবং এই দুইটি ছাড়া **عقل فعال**-এর সহিতও ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে।

অস্তিত্ব হয় আবশ্যিক (**واجب**) হইবে নতুবা সম্ভাব্য (**ممکن**) হইবে। মুমকিনের সত্তা ইহার অস্তিত্ব হইতে পৃথক, কিন্তু ওয়াজিবের সত্তা ইহার অস্তিত্ব হইতে পৃথক নহে। সম্ভাবনা (ইমকান) ও অস্তিত্ব (ওয়াজ্বুদ)-কে কেবল **ذهن**-এর সহিত সম্পর্কিতরূপে ধারণা করা ভুল। এইগুলি বাস্তব **مفهوم بسيط** (অবিমিশ্র) ও **مطلق**; এইজন্য তাহা বর্ণনার (**توصيف**) উর্ধ্বে। কারণ একের সংজ্ঞা দিতে হইলে অন্যের বরাত দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। ওয়াজিব, দারুরী, ইমকান, ইম্তিনা' বিষয়ক আলোচনাকালে ইবন সীনা দারুরী (অবশ্য)-কে ওয়াজিব অপেক্ষা ব্যাপক (**علم**) বলিয়া মনে করিয়াছেন। ওয়াজিব কেবল অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে, কিন্তু দারুরী **عدم** অর্থাৎ অনস্তিত্ব ও **ضرورة** অর্থাৎ প্রয়োজন—উভয়ই জ্ঞাপন করে। একইরূপে ইমকানেরও দুই অর্থ আছে। ইহার এক অর্থ ইমকানুল'-আম বা ব্যাপক সম্ভাবনা, যাহা **امتناع** বা অসম্ভব হওয়ার বিপরীত এবং ইহার একটি মান্তিক সংক্রান্ত **تصور** রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ হইল, বিশেষ সম্ভাবনা বা ইমকানুল'-খাসস্। ইহা **امتناع و ضرورة** এই দুয়েরই **نفی** (নেতি)-সূচক এবং ইহার মাফহুম সরাসরি অধিবিদ্যাগত।

সম্ভব (**ممکن**) এরূপ একটি অস্তিত্ব যাহার কোন ইল্লাত আছে, কিন্তু ওয়াজিব তাহাই যাহার কোন ইল্লাত নাই। আমরা ওয়াজিবকে প্রমাণিত করিতে পারি এবং তাহা এমন প্রমাণের সাহায্যে যাহাকে ইবন সীনা দালীলুল'-ইমকান অর্থাৎ মুমকিন-এর প্রমাণ বলিয়াছেন। দালীল এই যে, মুমকিনের অস্তিত্বের প্রমাণ ইহার মধ্যে ত বর্তমান নাই, সেইজন্য এমন একটি অস্তিত্বের প্রমাণের প্রয়োজন হয় যাহা সর্বপ্রকারের সম্ভাব্যতা হইতে মুক্ত। এমনিতেই প্রত্যেক মুমকিন অন্য কোন মুমকিনের ইল্লাত হইবে, কিন্তু এই ধারাকে সীমাহীন বিস্তৃতি দেওয়া যাইবে না। এই কারণে সর্বশেষ এইরূপ একটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয় যাহা কেবল সম্ভবই (মুমকিন) নহে, বরং আবশ্যিক (ওয়াজিব)-ও বটে।

যদি আল্লাহ্ কারণসমূহের কারণ (**علة العلة**) হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্যসমূহের চরম লক্ষ্য (**غاية الغايات**)-ও বটেন। আবার যেহেতু শেষ কারণ (**علة غائية**) কোন অস্তিত্ব পৌছিতেই অর্থাৎ **تناعى** হইবে, সেইজন্য এই ধারাকে কোথাও শেষ করা দরকার। এই কারণে ইবন সীনা ইহাও বলেন যে, আমাদের নিকট প্রথম প্রারম্ভ (**المبدأ الاول**)-এর কোন প্রমাণ নাই, তিনি নিজেই সকল **اثبات**-এর **اثبات** বা সকল প্রমাণের প্রমাণ। আমরা তাঁহাকে বুর্হান-এর পথে পাইতে পারি না। তাঁহার কোন ইল্লাতও নাই, দালীলও নাই, সংজ্ঞাও নাই, বরং সমগ্র সৃষ্টি স্বয়ং তাঁহার প্রমাণ। এই পর্যায়ে আসিয়া ইবন সীনার দর্শন মিলিত হয় ধর্ম ও তাসা'ওউফের সহিত।

আল্লাহ্ৰ গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, যেহেতু ইবন সীনা আল্লাহ্কে কারণসমূহের কারণ, চরম লক্ষ্য ও আদি প্রারম্ভ এবং অবশ্যজ্ঞাবী সত্তা মনে করেন, সুতরাং ইহার অর্থ এই হয় যে, তাঁহার সত্তা সর্বপ্রকারের ইমকান, কুওয়াত ও মাদ্দা হইতে পবিত্র। তাঁহার না আছে কোন জিস্ম, আর না তিনি নিজে অন্য কোন জিস্মের মাদ্দা। তাঁহার না আছে কোন আকৃতি, আর না তিনি কোন আকৃতির জ্ঞানগত উপাদান (মাদ্দা মা'কুল) অথবা তিনি কোন জ্ঞানগত উপাদানের জ্ঞানগত আকারও নহেন। তিনি

জ্ঞানও নহেন, ইচ্ছাও নহেন কিংবা জীবনও নহেন। এইগুলি তাঁহার বুনীয়াদী সিফাত নহে। এই সমস্ত সিফাতের সহিত যদি তাঁহাকে সম্পর্কিত করা হয়, তবে তাহাতে তাঁহার একত্বের ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু মু'তাযিলীগণের ধারণায় এইরূপ সিফাতের যোগ তাঁহার ওয়াহ্দানিয়াত-এর পরিপন্থী।

এরিস্টোটলের মতে ঐশী সত্তার পরিপূর্ণতা তাঁহার গতিহীনতার পরিণাম এবং গতিহীনতা হইল বিশ্বচরাচরকে না জানার পরিণতি। অন্যপক্ষে ইসলামের শিক্ষা এই যে, আল্লাহ্ৰ জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। বিপরীত মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য মুসলিম দার্শনিকগণ নানা প্রকার প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন। ইবন সীনা বলেন যে, আল্লাহ্ বিশ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রশ্ন কেবল **جزئيات** বা খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে। আর খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান **عمومی** বা ব্যাপক। মানুষের মনে বস্তুসমূহের জ্ঞান একের পর এক এবং প্রমাণ মাধ্যমে আসে; কিন্তু আল্লাহ্ৰ কাছে তাহা **رفعة** অর্থাৎ একসঙ্গে এবং স্থান-কাল-নিরপেক্ষভাবে আসে। অন্যপক্ষে যেহেতু ঐশী সত্তায় সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি প্রেমানুভূতি আছে, যাহা তিনি নিজস্ব পরিব্যাপ্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই কারণে জ্ঞান তাঁহার **فعالية**-এর একটি বুনীয়াদও বটে, বিশ্ব-জ্ঞান তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্যার সহজতর সমাধানের জন্য ইবন সীনা নব্য-আফলাতুনী **صدور** মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আদি ইল্লাত অর্থাৎ আল্লাহ্ **صدور** বা আত্মপ্রকাশের প্রয়াসী এবং **فیضان** অর্থাৎ বিকাশে সম্মত করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়।

اخلاق (ethics): নীতিবিদ্যা বিষয়ে ইবন সীনা এরিস্টোটলের সঙ্গে সঙ্গে আফলাতুনী ও নব্য-আফলাতুনী দর্শনও তাঁহার দৃষ্টি পথে রাখিয়াছেন। যেহেতু অবশ্যজ্ঞাবী সত্তা প্রতিটি বস্তুর প্রথম ইল্লাত ও শেষ লক্ষ্য (**غاية**), সেইজন্য বস্তুসমূহের প্রতি তাঁহার অনাদি করুণা আছে। মন্দের উৎস হইলঃ (১) অজ্ঞতা, দুর্বলতা, মন্দ স্বভাব ও অন্য প্রকারের চারিত্রিক অপূর্ণতা; (২) শোক ও দুঃখ, আবিলাতা, বিষণ্ণতা, মনের দাসত্ব ইত্যাদি ও (৩) আত্মিক চাঞ্চল্য। তাকদীর (অদৃষ্ট) প্রসঙ্গে তিনি 'খায়রুহু ও শাররুহু মিনাল্লাহ্' অর্থাৎ অদৃষ্টের ভাল ও মন্দ আল্লাহ্ হইতে—এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং এই প্রশ্নে মু'তাযিলা ও জাবারিয়াগণের সহিত একমত নহেন। 'মন্দ' কোন শর্তশূন্য সিদ্ধান্ত (**حكم مطلق**) নহে। প্লেটোর ন্যায় তিনিও বলেন যে, প্রতিটি বস্তু হইতে তাহাই প্রকাশ পায় যাহার জন্য ইহার সৃষ্টি। এই সব সত্ত্বের যেহেতু আল্লাহ্ৰ অনাদি করুণায় সিদ্ধান্ত হইতে প্রথম ইল্লাতের মধ্যে অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেইজন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা ও খোদায়ী বা ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রমাণ মিলে। সক্রেনটিস ও আফলাতুন (প্লেটো)-এর ন্যায় তিনিও সৌভাগ্য (**endemonia**)-কেই নীতিবিদ্যার চরম উদ্দেশ্য মনে করেন। ইহার উৎস হইল 'আক্বুল'-ল-আওওয়াল-এর সহিত সম্পর্ক (**اتصال**)। অবশ্য সক্রেনটিস ও প্লেটোর মত তিনি বলেন না যে, নৈতিক চরিত্রের জন্য চিন্তার বিশুদ্ধতাই যথেষ্ট। তিনি চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব হইতে কর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথক করিয়াছেন; তবে তিনি যেন এই ব্যাপারে এরিস্টোটলের সহিত একমত যে, নৈতিকতার লক্ষ্য হইল অভ্যাসগতভাবে সংগুণাবলী অর্জন করা।

তাসা'ওউফ ও শারী'আত : ইশারাত পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদ **مقامات العارفين** (তত্ত্বজ্ঞানীগণের স্থান) প্রসঙ্গে ইবন সীনা তাসা'ওউফ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। **عارف** বা তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই যিনি

মানতিক ও 'ইলম-এর পথ হইতে সরিয়া আসিয়া حقیقت-এর নৈকট্য ও মিলন লাভ করিয়া عالم الهی বা আল্লাহর রাজ্যে উপনীত হন। 'আরিফগণকে কয়েকটি ঘাঁটি (مقام) পার হইতে হয় এবং তাঁহাদের বিভিন্ন স্তর (درجات) রহিয়াছে। ইহার বিভিন্ন পর্যায়ে আছে زهد (অনাসক্ত জীবন), تقوی (সংযমশীলতা) ও رياضة (কৃষ্ণ সাধন), قال (মৌখিক স্বীকৃতি)-কে ক্রমে حال (আত্মিক মিলনজনিত বিশ্বতির অবস্থা)-য় পরিণত করে। প্রসিদ্ধ সূফীতত্ত্ববিদ আবু সাঈদ আবুল-খায়রের নিকট লিখিত ইবন সীনার পত্রাবলী তাসাওউফের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়। এই বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি পুস্তিকাও আছে; যথা রিসালা ফি'ল-ইশক; রিসালা ফী মাহিয়াতি'স-সালাত; কিতাব ফী মা'না'য-যিয়ারা; রিসালা ফী দাফ'ই-ল-গাম্ম মিনা'ল-মাওত ও রিসালাতুল-কাদর। প্রথমোক্ত চারিটি পুস্তিকা লাইডেন হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এবং Mehren-কৃত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও মূল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। রিসালাতুল-কাদর লাইডেন হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে حی بن یقظان-এর তুর্কী তরজমা শারাহু'দ-দীন য়ালতাকায়াক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল ও ব্যাখ্যা একত্রে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লাইডেন হইতে (মুদ্রণে মীখাইল ইবন য়াহ'য়া) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধের ভাষা রূপক বর্ণনামূলক (رمزی), ইহাই প্রতীকমান হয়।

ইবন সীনার ইলাহিয়াত বা ঐশী তত্ত্ব ফারাবী ও রাসা'ইলু ইখওয়ানি'স-সাফা-এর সমন্বয়ে গঠিত। দার্শনিক স্বীকার করেন যে, 'আকলের সকল পর্যায়ে ঈমান থাকি আবশ্যিক। ঈমান ও 'আকলের পরস্পর সম্পর্কের আলোচনায় তিন প্রকারের উক্তি করা যায়; যথা (১) 'আকল ও ঈমান একে অন্যের বিপরীত, সেইজন্য একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক রাখা প্রয়োজনীয় অথবা বলা যায় যে, (২) ঈমান 'আকলের পরিপূর্ণ রূপ। সুতরাং ইহা 'আকলকে পূর্ণতা দান করে, অথবা বলা যায় (৩) ঈমান কার্যত জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কারণস্বরূপ হয়। ইবন সীনা উপরিউক্ত দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থন করেন। শারী'আত হিক্মাত বা প্রজ্ঞার বিপরীত নহে। এইগুলির অস্তিত্ব পরস্পরের জন্য আবশ্যিকীয়।

তিনি বলেন, রাসূলগণের মর্যাদা দার্শনিকগণের উর্ধ্বে এবং প্রত্যাদেশের (ওয়াহয়ি) স্থান হইল এক মহান ও উন্নত অনুভূতির অর্থাৎ একটি পবিত্র শক্তি (قوة قدسية)। ওয়াহয়ি, ইলহাম ও رؤیا (স্বপ্ন)— এইগুলি আল্লাহর প্রজ্ঞার অংশ। কিতাব'ন-নাফস-এর শেষার্শ্বে যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (باطنی حواس) উল্লেখ আছে, তাহার ইঙ্গিত ঐ পবিত্র শক্তির দিকে। এমনিতে যাহাদের অনুভব শক্তি প্রবল এমন কতক ব্যক্তি সূক্ষ্মতম সম্পর্কসমূহ হৃদয়ঙ্গম করেন এবং ইহাও সম্ভব যে, তাঁহারা বহু ঘটনার পূর্বাভাস প্রাপ্ত হন।

শারী'আতের কাজ হইল মানব জাতির সংশোধন। ইহার কাজ দ্বিবিধ—একটি প্রশাসনিক ও অন্যটি আধ্যাত্মিক। ইহাদের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীগণের যে সমস্ত ব্যাপারে এখতিয়ার থাকে, তাহা অন্য মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত। শারী'আত ও প্রজ্ঞা (حكمة)-এর ব্যাপারে ইবন সীনা শারী'আতের নিকটতর। এইজন্য তাঁহার সমস্ত দর্শন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের সহিত মিশিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের উপর তাঁহার প্রভাব : পাশ্চাত্য জগত ইবন সীনার প্রবল প্রভাব বহুলাংশে মানিয়া লইয়াছে। প্রথমে তাঁহার পুস্তকসমূহের

অনুবাদ হইয়াছিল লাতিন ভাষায়। তৎপর এই সকল অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ও উহার টীকাভাষ্য প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁহার ভাবধারা পাশ্চাত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে মধ্যযুগে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ যুরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা, ধারণা, উদ্ভাবনা ও জ্ঞানভাণ্ডার, এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁহার নেতৃত্ব সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

Gundis Salinus ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি ইবন সীনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এইভাবেই ইবন সীনার মতবাদের ফলে মানুষের চিন্তাধারায় যে আলোড়ন শুরু হয়, তাহাতে খৃষ্টানদের দর্শনে অনুকূল ও প্রতিকূল—দুই প্রকার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। St. Thomas l'Aquini, যিনি ইবন সীনা অপেক্ষা আল-গাফালী (র) কর্তৃক অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি ইবন সীনার দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, এমনকি ইবন রুশদের আবির্ভাব ও রেনেসাঁর সূত্রপাত সত্ত্বেও যখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় পট পরিবর্তন হইতেছিল, তখনও ইবন সীনার মতবাদ নব্য-দর্শনে বরাবর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিতেছিল। তাঁহার প্রভাবের প্রথম পর্যায়ে ছিল যখন তাঁহার পুস্তকাবলীর অনুবাদ হইতেছিল এবং জ্ঞানিগণ পূর্ণ আগ্রহে ১২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার মতবাদ অনুধাবন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হইল যখন পোপ এরিস্টোটেলীয় দর্শনের পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিচারের আদেশ দেন (১২৬১ খৃ.)। তৃতীয় পর্যায়ে যখন টমাস প্রমুখ জ্ঞানী তাঁহার সমালোচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু টমাস সর্বদাই ইবন সীনার দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন।

টলেডোর Evak Raymond স্পেনে এই উদ্দেশ্যে এক অনুবাদক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন যেন খৃষ্টান জগত 'আরব গ্রন্থকারগণের সহিত পরিচিত হইতে পারে। তাঁহাদের অনুবাদের কাল হইল ১১৩০ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি—যদিও এই অনুবাদের ধারা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রথমে এই অনুবাদ হয় 'আরবী হইতে ক্যাস্টিলী (Castilian) ভাষায় এবং পরে Johannes Hispalensis ক্যাস্টিলী হইতে লাতিনে অনুবাদ করেন। পরে Michael Scott (মৃ. ১২৩৬ খৃ.) ইবন সীনার বেশ কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্শ্বে হইতে ইবন সীনার চিন্তাধারা অবাধে গৃহীত হইতে থাকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রভাব শীর্ষ বিন্দুতে পৌছায়। এই সময়ে অধিকাংশ দর্শন পুস্তকের ভিত্তি ইবন সীনার ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এমনকি Roger Bacon-এর অধিকাংশ আলোচনা ইবন সীনার অনুকরণমূলক ছিল। আবার যেই সকল চিন্তাবিদ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার কোন কোন কথা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানের ও চিন্তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

ইবন সীনার নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীও প্রকাশিত হইয়াছেঃ (১) الارجوزة فی الارجوزة السینائية যাহার অপর নাম الارجوزة فی الطب লাখনৌ ১২৬১ হি.; (২) আস্বাবু হুদ্দ'ল-হুরফ, মিসর ১৯১৪ খৃ.; (৩) আল-ইশারা ইলা 'ইলমি ফাসাদি আহ'কামি'ল-মুনাজ্জিমীন, ইহাকে রিসালা ফী রাদ্দি'ল-মুনাজ্জিমীনও বলা হয়, মুদ্রণ মিহরান, লুফান ১৮৮৫ খৃ.; (৪) রাফ'উ'ল-মুদাররি'ল-কুল্লিয়্যা 'আনি'ল-আবদানি'ল-ইনসানিয়া, ইহা ইবন আবী বাকুর আর-রাশীর মানাফি'উ'ল-আগ-যিয়া পুস্তকের হাশিয়াতে মুদ্রিত, ১৩০৫ হি.; (৫) শিফা'উ'ল-আসকাম ফী 'উলুমি'ল-হুরফ ওয়া'ল-

আরকাম, মিসর ১৩২৮ হি.; (৬) আল-কাসীদাতুল-আয়নিয়া, ত্রিশ চরণের একটি কবিতা, ইহা আল-কাসীদাতুল-গারুরা নামেও পরিচিত, লিখা. ১৬৩৫ খৃ.; বোম্বাই ১৩০৬ হি.; (৭) আল-কাসীদাতুল-মুহাদাওয়াজা ফিল-মানতিক, বন ১৮৩৬ খৃ.; (৮) মানতিকুল-মাশরিকায়ন, মাতবা'উল-মুওয়ালিদ, ১৩২৮ হি., ১৯১০ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু সাঈদ আল-আন্দালুসী, তপাকাতুল-উমাম; (২) ইবন আবী উসায়বি'আঃ, 'উয়ুনুল-আনবা' ফী তপাকাতিল-আতিব্বা', কায়রো ১৮৮৩ খৃ.; (৩) ইবনুল-কিফতী, তপাকাতুল-হকামা', কায়রো ১৩২৬ হি.; (৪) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, কায়রো ১২৯৯ হি.; (৫) ইসলাম ইনসাইক্লোপেদীসী, দ্র. ফারাবী, গ'যালী, ইবন রুশদ; (৬) মুহাম্মাদ লুতফী জাম'আ, তা'রীখ ফালসিফাতিল-ইসলাম ফিল-মাশরিক ওয়াল-মাগরিব, কায়রো ১৯২৭ খৃ.; (৭) T. J. de Boer, তা'রীখ ফালসিফাতিল-ইসলাম, 'আরবী অনু. মুহাম্মাদ 'আবদুল-হাদী আবু রিদা', কায়রো ১৯৪৮ খৃ., এবং উর্দু অনু. ডক্টর 'আবিদ হুসায়ন, মুদ্রণে জামি'আ মিল্লিয়া, দিল্লী ১৯২৭ খৃ.; (৮) মুসতাফা 'আবদুল-রাযযাক, তাহ্বীদ লি-তা'রীখিল-ফালসিফাতিল-ইসলামিয়া, কায়রো ১৯৪৪ খৃ.; (৯) নাওফাল আফিনী, যুবদাতুল-স'-সাহা'ইফ ফী সুবাহাতিল-মা'আরিফ, বৈরুত ১৮৭৯ খৃ.; (১০) মুহাম্মাদ আল-বাহী, আল-জানিবুল-ইলাহী মিনাত-তাফকীরিল-ইসলামী, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (১১) ইবন সীনা, আশ-শিফা'; (১২) ঐ লেখক, আন-নাজাত; (১৩) ঐ, আল-ইশারাত ওয়া'ত-তান্বীহাত; (১৪) ঐ লেখক, কিতাবুল-কানুন ফিত-তিব্ব (দেখুন 'উছমান আরগান, ইবন সীনা বিবলিওগ্রাফীয়া, ইবন সীনা, Turkish Historical Society কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৭ খৃ.; (১৫) মুসতাফা ইবন আহ'মাদ, তাব্বীয' (অথবা তাব্বীয?) আল-মাতহূন, ইহা কানুন-পুস্তকের অনুবাদ, রাগিব পাশা কুতুবখানা; (১৬) ইবন সীনা, তুর্ক-তারিখ ক্রোমি কর্তৃক ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; (১৭) মার'আশী মুসতাফা কামিল, ইবন সীনা, ইস্তাবুল ১৩০৭ হি.; (১৮) জা'ফার নাকদী, ইবন সীনা, তাদ্বীকুল-মানাযিল; (১৯) আবু'দ-দিয়া' তাওফীক, ইবন সীনা, ইস্তাবুল, আবু'দ-দিয়া' প্রেস; (২০) হিলমী দিয়া' আবি'ল-কিন, ইসলাম দোশিনজাহ সী, ইস্তাবুল ১৯৪৬ খৃ.; (২১) ইবন সীনা, হায়্বা ইবন যাকজান (অনু. শারায়ু'দ-দীন যালতাকায়্যা (ইবন সীনা স্মারক গ্রন্থ, ১৯৩৭ খৃ.); (২২) জামীল সগলাবাহ, Etude sur de metaphysique d' Avicenna; (২৩) A. F. Mehren, La philosophie d' Avicenne Museon ১৮৮৩ খৃ.; (২৪) Do, Vues theosophiques d' Avicenne, Museon, Louvain ১৮৮৬ খৃ.; (২৫) Do, L'Allegorie mystique (হায়্বা ইবন যাকজান) অনুবাদ ও টীকাসহ, Museon, Louvre ১৮৮৬ খৃ.; (২৬) Do, L'Oiseau (Kitaab altayr) traite, mystique d' Avicenne, Museon ১৮৮৭ খৃ.; (২৭) Do, Vues d' Avicenne Sur l'astrologie et sur le rapport de la responsabilite humaine avec le destin, Museon ১৮৮৫ খৃ.; (২৮) Do, Les repports de la philosophie d'Avicenne avec l'Islam considere comme religion revelee et sa doctrine sur le developement theorique et pratique de l'ame 1882 A.

D.; (২৯) Haneberg, Zur Erkenntnisslehre von Ibn Sina und Albertus Magnus, Munich ১৮৬৬ খৃ.; (৩০) Samuel Landauer, Beitrage zur psychologie des Ibn Sina, Munich ১৮৭৩ খৃ.; (৩১) Max Horten, Das Buch der Genesung der Seele, শিফা' পুস্তকের জার্মান অনুবাদ, ১৯০৭ খৃ.; (৩২) Do, Texte zum streite Zwischen das Glauben (Farabi, Avicenna, Averroes), und Wissen im Islam, Bon ১৯১৩ খৃ.; (৩৩) T. J. de Boer, Geschichte der philosophie im Islam, ১৯০১ খৃ.; (৩৪) Leon Gauthier, La philosophie Musulmane, ১৯০০ খৃ.; (৩৫) B. Carra de Vaux, Avicenna, Paris ১৯০০ খৃ.; (৩৬) Vattier, La logique du fils de Sina, Paris ১৮৫৪ খৃ.; (৩৭) Forget, L'influence de la philosophie arabe sur la philosophie Scholastique (Reveu neo-Scholastique), পৃ. ৩৮৫-৪১০; (৩৮) C. Huit, Les Arabes et l'Aristotelisme (Les Annales de philosophie chretienne), Paris ১৮৯০ খৃ., ২১খৃ.; (৩৯) Munk, Ibn Sina (Diction-naire des sciences de Academie Francais), ১৮৮৫ খৃ.; (৪০) Do, Melanges de philosophie Juive et arabe, ১৮৮৬ খৃ.; (৪১) Aug. Schmolders, Essai sur les ecoles philosophique chez les Arabes et notamment sur de doctrine d' Algazzel, ১৮৪২ খৃ.; (৪২) G. Quadri, La philosophie arabe dans l'Europe medievale (Ibn Sina), আতালুবীকৃত অনুবাদ, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (৪৩) Etienne Gilson, Augustinisme Avicennisant (Arch. de Hist. doct. et litt. du moyen age); (৪৪) M. Goichen, La distinction de l'essence et de l'existence d'apres Ibn Sina, প্যারিস; (৪৫) Do, Le livre de la definition d' Ibn Sina; (৪৬) Do, Lexique de la philosophie d' Ibn Sina, Paris ১৯৩৪ খৃ.; (৪৭) ইব্রাহীম মাকদূর, L'orgnon d' Aristotle dans le monde arabe, Paris ১৯৩৪ খৃ.; (৪৮) E. Gilson, Avicenne et le point de Duns Scot Arch. d' Hist. de med., ১৯২৭ খৃ.; (৪৯) Goichen, Une Logique la logique d' moderne a l' epoque medievale Avicenne (Arch. d' hist. doct. et litt. du moyen age), ১৯৪৮ খৃ.; (৫০) Do, La philosophie d' Avicenne et son influence en Europe medievale, ১৯৪৪ খৃ.; (৫১) Louis Gardet, Quelques aspects de la pensee avicennienne (Revue thomiste, ১৯৩৯ খৃ.); (৫২) Encyclopaedie de l'Islam, দ্র. "হিকমা" (Huart) ও "ইশরাকিয়ুন" (de Boer); (৫৩) M. S. Pinet, Compte rendu sur Avicenne (Revue des Etudes islamiques); (৫৪) E. Gilson,

Les sources greco-arabes de l'Augustinisme avicennisant (Arch. d'hist. doct. et litt. du moyen age, 1930); (৫৫) Do, Pourquoi saint Thomas a critique saint Augustin (ঐ সংগ্রহ, ১৯৩৬ খ.); (৫৬) ইবন সীনার পুস্তকাবলীর তালিকা 'উছমান আরগীন ব্যতীত Goichen-ও প্রস্তুত করিয়াছেন কাতিব চেলেবী ও ইবনুল-কিফতী অনুযায়ী। দেখুন Goichen, La Philosophie d'Avicenne, প্রাথমিক অংশ। কয়েকটি ভ্রম এই গ্রন্থকার Distinction de l'essence et l'existence পুস্তকে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইবন সীনার মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকসমূহের একটি পূর্ণ তালিকা G. C. Anawati, Essai de Bibliographie Avicennienne (কায়রো ১৯৫০ খ.)-এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; (৫৭) A. R. Nicholson, A Literary History of the Arabs, পৃ. ৩৬০ প.; (৫৮) ইবন আল-ইবরী, তারীখ মুখতাসারিদ-দুওয়াল, পৃ. ৩২৫; (৫৯) ইবন কুতলুবুগা, তাজু'ত-তারাজিম, পৃ. ১৯; (৬০) আবুল-ফিদা', ২খ, ১৬১; (৬১) আল-বাগ'দাদী, খিযানা'তুল-আদাব, ৪খ, ৪৬৬; (৬২) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, পৃ. ২৪১; (৬৩) আদাবুল-লুগা, ২খ, ৩৩৬; (৬৪) লিসানুল-মীযান, ২খ, ২৯১; (৬৫) আল-ফিহরিসু'ত-তামহীদী, ৪৫৩, ৪৬৪, ৪৯৭, ৫১৬ হইতে ৫৬৬; (৬৬) ইবন কায়্যিম আল-জাওযী, ইয়াছাতুল-ল-লহিফান, মিসর ১৩৫৭ হি., ২খ, ২৬৬; (৬৭) আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মান'তি কিয়ীস, ১৪১ প.; (৬৮) আমীন মিরসী ইবন সীনার সমুদয় রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রচার করেন। ইহা দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা-তে রক্ষিত আছে। আখবাক হিমায়াতিল-ইসলাম, ইবন সীনা নম্বর, ২৫ জুন, ১৯৫৪ খৃ.; (৬৯) জামীল চেলেবী, ইবন সীনা; (৭০) জারজ সাহাতা হাফওয়ানী, মু'আল্লাফাত ইবন সীনা; (৭১) মাহমুদ আল-'আক্বাদ আশ-শায়খুর-রা'দিস ইবন সীনা; (৭২) বুলস মাস'আদ, ইবন সীনা আল-ফায়লসুফ; (৭৩) হামুদা গারাবা ইবন সীনা বায়না'দ-দীন ওয়া'ল- ফালসাফা; (৭৪) আশ-শাহ রাস্তানী, পৃ. ৩৪৮ প.; (৭৫) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, মুদ্রণ যালতাকায়ী, স্তম্ভ ৯৪, ১৩১১, 'কানুন' শিরোনামে; (৭৬) আর-রাগিব, আয-যারী'আ, ২খ, ৪৮, ৯৬ ও ৭খ, ১৮৪; (৭৭) Leclerc, ১খ, ৪৬৬; (৭৮) Brockelmann, ১খ, ৪৫২ ও suppl., ১খ, ৮১২; (৭৯) A. Muller, Der Islam, ২খ, ৬৭ প.; (৮০) Encyclopaedia of Religion and Ethics, ২খ, ২৭২ প.; (৮১) Guiseppe Gabrieli, Avicenna; (৮২) E. G. Browne, Literary History of Persia, ১৯০৬ খৃ., ২খ, ১০৬-১১১; (৮৩) Do, Arabian Medicine, ১৯২১ খৃ.; (৮৪) H. G. Farmer, The Arabian Influence on Musical Theory, in JRAS, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৬১-৮০ ও in ISIS, ৮খ, ৫০৮-১১; (৮৫) K. Sudhoff, Planta noctis, ১৯০৯ খৃ.। ইবন সীনার 'কানুন'-এ উদ্ভিদ জাতীয় একটি রোগের উল্লেখ আছে। ইহা বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরই হয়। কানুনের লাতীন অনুবাদে ভুলবশত স্নানাত (স্ত্রীলোক) শব্দকে নাবাত (গাছপালা) পড়া হইয়াছে এবং অনুবাদে ইহার প্রতিশব্দ Planta ব্যবহৃত হইয়াছে (Sarton, ১খ, ৭১২); (৮৬) E.I.2, ৩খ, পৃ. ৯৪১ প., লাইডেন, ১৯৭৯ খৃ.।

সাম্বিদ্য নায়ীর নিয়ামী (দা.মা.ই.)/মোঃ রেযাউর রহীম

ইবন সীরীন (ابن سيرين) : আবু বাকর মুহাম্মাদ, শ্রেষ্ঠ তারিখগণের অন্যতম এবং হাসান আল-বাসরী (রা) (দ্র.)-র সমসাময়িক এবং হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-র মুক্তদাস ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতা জারজারায়ী-এর একজন কাসার বাসন-পেয়লা নির্মাতা ছিলেন। খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ (রা) তাঁহাকে ইরাকের 'আয়নু'ত-তামর কিংবা বায়সান হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। 'মু'জাম মা উসতু'জিমা' গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে 'আয়নু'ত-তামর-এর বন্দী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনা সঠিক বলিয়া স্বীকৃত নয়। কেননা 'আয়নু'ত-তামর বিজিত হইয়াছিল ১২ হিজরীতে এবং ঐ সময়ে ইবন সীরীনের জন্মও হয় নাই। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বায়সান-এর যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহা মুগীরা (রা) জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা সাফিয়া হযরত আবু বাকর (রা)-এর দাসী ছিলেন। ইবন সীরীন দ্বিতীয় স্তরের হাদীছ-বর্ণনাকারী ছিলেন এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) ও আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে হাদীছ-বর্ণনা করেন। তিনি বসরায় বসবাস করিতেন। তাঁহার ভগ্নি হাফসা ও কারীমা এবং ভ্রাতা আনাস, মা'বাদ ও যাহ'য়া-এর ন্যায় তিনিও ধর্মভীরুতা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন (ইবন সা'দ, তারাবাক'াত, ৮খ, ৩৫৫ প.)। স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদানকারী (মু'আবিবর) হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। পরবর্তী লেখকগণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁহার নামে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। যথা মুস্তাখাবুল-কালাম ফী তাফসীরিল (তাবীরিল)-আহলাম, কায়রো ১৮৬৮ খৃ.; আবদুল-গানী আন-নারুলুসী (দ্র.), তাহীর, ১খ, -এর টীকা-এ; কিতাবু'ত-তাবীরিল-রু'য়া, কায়রো ১২৮১ হি., লখনৌ ১৮৭৪ খৃ.; কায়রো ১৮৯২ খৃ.; আরও ড. Hirschfeld, Verhandl. in. Kongresses Orient. internat, des XIII হামবুর্গ, পৃ. ৩০৭; Steinscheider, in Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells., ১৭খ, ২৪৩ প.; Fischer, ঐ গ্রন্থ, পৃ. lxviii, ৩০৪, পরিশিষ্ট ২ এবং ইহাতে বর্ণিত ররাতসমূহ। ইবন সীরীন সম্ভবত ৩৩/৬৫৩ সনে মতান্তরে ৩৪/৬৫৪ সনে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরাতেই ৯ শাওয়াল, ১১০/১৫ জানুয়ারী, ৭২৯ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ২২৬; (২) নাওয়াবী, সম্পা. Wustefeld, ১০৬; (৩) তারাবাক'াতুল-হুফাজ, ৩খ, ৯; (৪) ইবন সা'দ, তারাবাক'াত, ১/৭খ, ১৪০-১৫০; (৫) ইবন খালিকান, ওয়াফিয়াত, নং ৫৭৬; (৬) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ৯খ, ২৬৭; (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, ৬৮০; (৮) ইবনুল-'ইমাদ, শায়খারাত, ১খ, ১৩৮; (৯) যাকি'ঈ, মির'আতুল-জিনান, ১খ, ৩৩২ প.; (১০) ইবন তাগীরিব্বাদী, আন-নুজুমু'য-যাহিরী, লাইডেন ১৮৫১ খৃ., ১খ, ২৯৮; (১১) আল-খাতীব, তারীখ বাগ'দাদ, মিসর ১৯৩১ খৃ., ৫খ, ৩৩১ প.; (১২) আবু নু'আয়ম, হিলয়া, ২খ, ৩৬৩ প.; (১৩) ইবন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৯খ, ২১৪; (১৪) ইবন হাবীব, আল-মুহাব্বার, ৩৭৯, ৪৮০; (১৫) ইবনুল-নাদীম, আল-ফিহরিসু, সং, Flugel, ৩১৬; (১৬) যায়লুল-মযীল, ৯৫; (১৭) মু'জাম মা উসতু'জিমা, ১খ, ৩১৯; (১৮) Brockelmann, ১খ, ৬৬ ও পরিশিষ্ট, ১খ, ১০২।

T. Fahd (দা.মা.ই.)/এ. বি. এম. আবদুর রব

ইবন সুরায়জ (ابن سريج) : আবুল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন 'উমার, ৩য়/৯ম শতকের প্রখ্যাত শাফি'ঈ আলিম ও তার্কিক। তাঁহার পিতামহ সুরায়জ (মৃ. ২৩৫/৮৪৯-৫০) একজন ধর্মপ্রাণ মুহাদ্দিহ ছিলেন (ইবন তাগ'রীবির্দী, নুজুম, সম্পা. Juynboll, ১খ, ৭০৯ প.; কায়রো সং. ২খ, ২৮১ প.)। ইমাম শাফি'ঈ (র)-র বিখ্যাত সহচরদের পরে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ শাফি'ঈ আলিম গণ্য করা হয়। অধিকতর কেহ কেহ তাঁহাকে আল-মুযানী [দ্র.] হইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়াছেন। আল-মুযানীর শাগরিদ 'উছমান ইবন সা'ঈদ আল-আনমাতী (মৃ. ২৮৮/৯০১) তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হইবেন—এই মর্মের হাদীছ-টি শাফি'ঈগণ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করেন। তিনি ফিক'হের প্রশ্নে মন্ত্রী 'আলী ইবন 'ঈসা [দ্র.]-র উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ ইবন দাউদের সঙ্গেও তাঁহার পিতা দাউদ ইবন খলাফের সঙ্গে বিতর্ক করেন এই তথ্য অপ্রামাণিক নহে। ইহাতে উম্মীরের সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত বিতর্কে মাঝে মাঝে ষাটিকার সৃষ্টি হইত এবং এই সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম জীবনে ইবন সুরায়জ শীরায় নগরীর কাদী ছিলেন এবং মুহাদ্দিহ হিসাবে অল্প-বিস্তর খ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জীবনের শেষদিকে 'আলী ইবন 'ঈসা তাঁহাকে বাগদাদের কাদী নিয়োগ করিতে চাহিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইবন সুরায়জ কৌতূহলী হইয়া আল-জুনায়দ [দ্র.]-এর একটি অধ্যাপনা অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি সূফীবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ না করিলেও তৎপ্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করিতেন। আল-হ'ল্লাজ [দ্র.] সম্পর্কে আনু. ২৯৭/৯০৯ সনে তদন্ত শুরু হইলে তাঁহার সম্পর্কে একটি ফাতওয়া দিবার জন্য ইবন সুরায়জকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু হ'ল্লাজের ইলহামের উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা ঘোষণা করিয়া তিনি তাঁহার সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। তাঁহার চরিত্রকারগণ এই কাহিনী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। ইবন সুরায়জ ৫৭ বৎসর ৬ মাস বয়সে ৩০৬/৯১৮ (ফিহরিস্তের মতে ৩০৫) সনে বাগদাদ নগরীতে ইনতিকাল করেন।

চারি শতাব্দিক শিরোনাম (মুসান্নাফ)-বিশিষ্ট ইবন সুরায়জের বিপুল সাহিত্যকর্মের কিছুই সংরক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। আল-গ'যালী কিতাবুল-ইনতিসার (আস-সুব্বী কর্তৃক উল্লিখিত, ২খ, ৯৬) ও ইবন হাজার আল-হায়ছামী কিতাবু'য-যিয়াদাত' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কিতাবুল-ফুরুক ফিল-ফুরুক (তাঁহার এই প্রকার সাহিত্য সম্পর্কে ছ. Islamica, -২/৪, ১৯২৭ খ., পৃ. ৫০৫-৩৭) ও কিতাবুল-ওয়াদা'ই (আমানত সম্পর্কে) আল-আসনারীর নিকট ছিল। অন্যান্য উল্লিখিত শিরোনামের মধ্যে রহিয়াছে : কিতাব মুখতাসার ফিল-ফিক'হ, কিতাবুল-হুন্না ফিল-ফুরুক, কিতাবুল-আয়ন ওয়া'দ-দায়ন ও কিতাবুল-ফারা'ইদ। (অবশ্য আস-সুব্বীর মতে কিতাবুল-খিসাল ফিল-ফুরুক যে গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান নহে, সম্ভবত আবু হা'ফস 'উমার রচিত, যিনি 'তায়-কিরাতুল-আলিম ওয়া'ল-মুতা'আলিম' গ্রন্থেরও প্রণেতা। তাঁহার সম্পর্কে দ্র. আস-সুব্বী, ২খ, ৩১৩; Wustefeld, নং ৭৫)। ইবন সুরায়জ তাঁহার প্রতিপক্ষীয় হানাফী; জাহিরী ও আহলুল-কালাম [দ্র. 'ইলমুল-কালাম]-এর বিরুদ্ধে আরও কতিপয় বিতর্কমূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি 'ইলমুল-কালাম সম্পর্কে কোন বিশেষ মতের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া জানা না গেলেও সম্ভবত এই কারণেই ফিহরিস্তে তাঁহাকে মুতাকাল্লিমগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ফলে আমরা শুনিতে পাই,

তৎকর্তৃক কিতাবু'র-রাহ্দ 'আলা মুহাম্মাদ ইবনি'ল-হাসান, কিতাবু'র-রাহ্দ 'আলা 'ঈসা ইবন আবান (হানাফী আলিম, মৃ. ২১২/৮৩৬), কিতাবু'ত-তাক'রীব বায়না'ল-মুযানী ওয়া'শ-শাফি'ঈ, কিতাব জাওয়াবি'ল-কাশানী, কিতাব ফি'র-রাহ্দ 'আলা ইবন দাউদ ফিল-কিয়াস ও "অন্য একটি গ্রন্থ যাহা শাফি'ঈদের বিরুদ্ধে ইবন দাউদের মতবাদ খণ্ডনে লিখিত" সম্পর্কে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, পৃ. ২১৩; (২) আল-খাতীব 'আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ৪খ, নং ২০৪৪; (৩) আশ-শীরাযী, তাবাকাতুল-ফুকাহা', বাগদাদ ১৩৪৬ হি., পৃ. ৮৯ প.; (৪) যাকূত, ইরশাদ, ৬খ, পৃ. ৩৮৯ প. (প্রসঙ্গত); (৫) আন-নাওয়ারী, Biographical Dictionary, সম্পা. Wustefeld, পৃ. ৭৩৯-৪১; (৬) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাতুল-আ'য়ান, s.v. আহ'মাদ ইবন 'উমার; (৭) আয-যাহাবী, তায়-কিরাতুল-হফফাজ, তাবাকাত ১১, নং ৭৯৮, হায়দারাবাদ (Den) ১৩৭৭/১৯৫৮, ৩খ, ৮১১/১৩; (৮) তাছু'দ-দীন আস-সুব্বী, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ২খ, পৃ. ৮৭-৯৬; (৯) F. Wustefeld, Der Imam el-Schafi'i, ii, Göttingen 1891, no. 75 (based on Ibn Kadi Shuhba); (১০) ইবন তাগ'রীবির্দী, আন-নুজুমু'জ-জাহিরা, সম্পা. Juynboll, ২খ, পৃ. ২০৩; (১১) কায়রো সং., ৩খ, পৃ. ১৯৪; (১২) L. Massignon, আল-হাল্লাজ, প্যারিস ১৯২২ খ., পৃ. ৩৪, ১৬৪-৭; (১৩) Brockelmann, S.I. 306 ult. (প্রসঙ্গত); (১৪) মাস'আলাতু'স-সুন্না'জিয়া সম্পর্কে : Goldziher, Streitschrift, পৃ. ৭৮ প.; (১৫) মূল 'আরবী পাঠ পৃ. ৫৭ প. (সম্পা. 'আবদু'র-রাহ'মান রাদাবী, কায়রো ১৩৮২/১৯৬৪, পৃ. ১৬৮); (১৬) L. Massignon, আল-হ'ল্লাজ, পৃ. ৫৮৬; (১৭) ইবন হাজার আল-হায়ছামী, আত-তুহফা-ও ভায়সমুহ কিতাবু'ত-তালাক (সং. ব্লাক ১২৯০ হি. ৩খ, ৪১৯ প.; কায়রো-১৩০৫ হি., ৭খ, পৃ. ১১২ প.)।

J. Schacht (E.I.²)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবন সুরায়জ (ابن سريج) : 'উবায়দুল্লাহ আবু যাহ'যা, 'আরবী সঙ্গীতে আদি হিজাযী মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। তিনি মক্কা নগরীতে ৪০/৬৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তুর্কী বংশীয় একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাঁহার মাতা বানু মুত্তালিবের একজন মাওলাত (মুক্তদাসী)। তিনি নবী (স)-এর দানশীল ভ্রাতৃপুত্র 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (দ্র.)-এর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হইবার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বিলাপকারী (ناح). তাঁহার কাজ ছিল জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ইবন মিস্জাহ (দ্র.)। তাঁহার সর্বপ্রধান শাগরিদ ছিলেন 'আল-গারীদ (দ্র.), যিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্গীতে ছাড়াইয়া যান। মক্কা নগরীর সুবী মুহল সঙ্গীতে ইবন সুরায়জ-এর দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল-মালিক তাঁহাকে দামিশ্কে আমন্ত্রণ জানান। ইসহাক আল-মাওসিলীর মতে তিনি ৬৮টি সুর রচনা করেন, ইহাদের ৬৩টি ছিল মৌলিক; তন্মধ্যে একটি "তিন শত নির্বাচিত সুর-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি 'হালকা' ছন্দ রামাল ও হাযাজ পসন্দ করিতেন, কিন্তু 'ভারী' ছন্দগুলিতেও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি উপস্থিত সঙ্গীত রচনায় দক্ষ ছিলেন এবং ফারসী বাঁশি বাজাইতেন। তিনি 'উমার ইবন আবী রাবী'আ ও অন্য কবিদের কবিতায় সুর সংযোজন করেন। তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতার অশ্রু রোধ

করিতে পারিত না। তাঁহার সঙ্গীত অন্তর হইতে উৎসারিত হইত, উহা মস্তিষ্কজাত ছিল না। তাঁহার কিছু সঙ্গীত তাঁহার জামাতা সাঈদ ইবন মাস'উদ আল-ছ্যালী-র নামে প্রচলিত। ইবন সুরায়জ ৯৬/৭১৪ সনে মক্কা নগরীতে গোদরোগে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রদত্ত অন্যান্য তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ ১২৬/৭৪৪ সাল। কাছীর ইবন কাছীর (আস-সাহ্মী) তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

ইবন ইসহাক আল-মাওসিলী 'আখবার মা'বাদ ওয়া ইবন সুরায়জ' (ফিহরিস্ত, পৃ. ১৪১, ৯) ও আবু আয্যুব আল-মাদীনী 'কিতাব ইবন সুরায়জ' রচনা করেন (ফিহরিস্ত, পৃ. ১৪৮, ৯)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী, নির্ঘণ্ট, বিশেষ করিয়া ৩য় সং, ১খ, ২৪৮-৩২৩; (২) Farmer, Ar. music, নির্ঘণ্ট।

J.W. Fuck (E.I. 2)/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

ইবন সুলায়ম আল-আসওয়ানী (ابن سليم الاسواني) : 'আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, ফাতিমী বংশীয় ধর্ম প্রচারক (واعي داعي) ডাক্তারী ধর্ম প্রচারক), كتاب اخبار النبوة والمقرئ وعلوة والمجة) এর গ্রন্থকার। আনু. ৩৬৫/৯৭৫ সনে জাওহার আল-সিকিনী [দ্র.] এক বিশেষ দৌত্যকার্বে তাঁহাকে নুবিয়ার রাজদরবারে পাঠান। তিনি নুবিয়ারাজ জর্জ বাকত (bakt) [দ্র.]-কে (বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত কর) প্রদান পুনরায় শুরু করিতে রাখী করান, যাহা ইতোপূর্বে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ রাজপরিবারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হন। তিনি নুবিয়া দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য আলওয়া এলাকা পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তিনি যে বাজাওয়া উপজাতীয় অঞ্চল সত্যই সফর করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। কেবল মাকরীযী আল-খিতাত পুস্তকে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু 'নাশকুল-আযহার' কিতাবে ইবন ইয়াস যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও আল-আসওয়ানীর গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। শেষোক্ত অংশগুলি পূর্বেও উদ্ধৃত অংশের সর্ধক্ষিপ্তসার বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, অদ্যাবধি সংরক্ষিত ঐ অনুচ্ছেদগুলিই প্রাচ্যের 'বিলাদু'স-সুদান' সম্পর্কিত প্রধান ঐতিহাসিক উৎসসমূহের অন্যতম। উহা চারি রকমের উপাও সরবরাহ করেঃ অঞ্চলটির ভৌগোলিক জরিপ, উহার ঐতিহাসিক পটভূমি, সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কিত সারণ্ত বিবরণ ও কয়েকটি পৌরাণিক গল্প।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাকরীযী, খিতাত, কায়রো, ১৯২২ খৃ., ৩খ, পৃ. ২৫২-৭৮; (২) ঐ লেখক, আত-তারীখুল-কাবীর আল-মুকাফফা, Bibl. Nat., প্যারিস, MS arabe 2144, v, পত্রক ২২৭-৮; (৩) Krackovskiy, Iz. Soc., iv, পৃ. ১৯২-৩ এবং তথায় উল্লিখিত সূত্রাদি; (৪) ইবন ইয়াস, নাশকুল-আযহার ফী 'আজা ইবি'ল-আক'তার, British Museum, London, MS. Add. ৭৫০৩, পত্রক ৭২ এ, ৭৩ বি, ৭৪ বি, ৭৬এ-৭৯ বি; (৫) Brockelmann, S I, পৃ. ৪১০; (৬) Y. F. Hasan, The Arabs and the Sudan, Edinburgh ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৯১-২, ১৯০-২; (৭) যাকুত আল-হামাবী, মু'জাম্মুল-বুলদান, বৈরুত, জা. বি., ১খ, ২৪৭, ৩৩৯, ৫খ, ১৪৭, ৩০৮-৯।

যুসুফ ফাদল হাসান (E.I. 2)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন সূদা (সাওদা) (ابن سودة) : ফেয-এর এক আন্দালুসী পরিবারের কয়েকজন বিখ্যাত মালিকী 'আলিম ও কাদীর নাম। উক্ত পরিবারটি ফেয-এর ৮০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাওদা (বর্তমান নাম ফাসুল-বালী) নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং সেইজন্য তাওদী নামে পরিচিত।

১। আবুল-কাসিম ইবন আবী মুহাম্মাদ কাসিম ইবন সূদা আল-মুরুরী আল-গার্নাতী, ২৫ শাওওয়াল, ১০০৪/২২ জুন, ১৫৯৬ সনে ফেয-এ ইনতিকাল করেন। তিনি তাযা, মারুরাকুশ এবং ফেয-এর কা'দী ছিলেন (দ্র. আর-ইফরানী, সাফওয়া মানিন'নতাশার, পৃ. ১০৮; আল-কাদিরী, নাশকুল-মাছানী, ১খ, ৩৪; আল-কাত্তানী, সালওয়াতুল-আনফাস, ২খ, ৬১; Levi-Provencal, Chorfa, নির্ঘণ্ট)।

২। মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সূদা (মৃ. ১০৭৬/১৬৬৬) ফেয-এর কাদী ছিলেন (দ্র. Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ৪০২)।

৩। আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন'ত-তালিব আত-তাওদী, ২৯ য়ুল-হিজ্জা, ১২০৯/১৭ জুলাই, ১৭৯৫ সনে ফেয-এ ইনতিকাল করেন। তিনি বানু সূদার সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন, এমনকি Levi-Provencal (Chorfa, পৃ. ৩৩২) তাঁহাকে মরক্কোতে জনগণহংকারী খ্যাতনামা 'আলিমদের শ্রেষ্ঠতম' বলিয়া মনে করেন। ফেয-এর নেতৃস্থানীয় 'উলামা'-র শিষ্যত্ব বরণের পর তিনি সূফীবাদে দীক্ষিত হন। অতঃপর তাঁহার নিজ শহরে তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, তাসা'ওউফ, কালাম, যুক্তিবিদ্যা ও উসূল শিক্ষাদান করেন। তাঁহার অগাধ জ্ঞানের জন্য তিনি সম্মানসূচক শায়খুল-জামা'আ (شيخ الجماعة) উপাধি লাভ করেন। ১১৯১/১৭৭৭-৮ সনে তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এবং পবিত্র নগরীগুলিতে ও কার্যরোতে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি অনেক ভাষণ দেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাজুল-'আরুস-এর প্রণেতা শায়খ মুরতাদা আয-যাবীদীর সহিত মিলিত হন। এই গ্রন্থে سوس শিরোনামাধীন তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। ফেয-এ তিনি তাঁহার সময়কার অধিকাংশ মরক্কোবাসীর ও বিখ্যাত 'আলিমগণের, বিশেষভাবে ইবন 'আজীবা (দ্র.)-র শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নের কয়েকটি উল্লেখযোগ্যঃ

(১) তালি'উল-আমানী 'আলা শারহি'য-যার্কানী (দ্র.); (২) ইবন 'আসিম (দ্র.) প্রণীত তুহফা-র একটি শাব্ব, কায়রো, আত-তাসুলী প্রণীত তুহফা-র ভাষ্যের হাশিয়ায়; (৩) আয-যাক্কাক (দ্র.) প্রণীত লামিয়া-র ভাষ্য (পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৪৮৬, এই শাব্বটি একটি টীকারও বিষয়বস্তু, পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৪৩৮); (৪) যাদুল-মুজিদ আস-সারী ফী মাতালি'ই'ল-বুখারী, সাহীহ বুখারীর একটি ভাষ্য, ফেয-এ প্রকাশিত, ১৩২৮-৩০ হি., ৪ খণ্ডে; (৫-৬) আদ-দাও'উল-লামি, খালীল [দ্র.]-কৃত শারহি'ল-জামি' সম্পর্কিত পাণ্ডু. রাবাত, ৪০, ৫১৪), আরও তাকরীদ 'আলা'ল-জামি' আল-মানসূব লি-খালীল (পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৪১৪); (৭) মানাসিকুল-হাজ্জ; (৮) তুহফাতুল-ইখওয়ান (পাণ্ডু. রাবাত, নং ১৩৯৫; পাণ্ডু. the Real Acad. de Cordoba [দ্র. আল-মুলক, ৪খ. (১৯৬৪-৫ খৃ., পৃ. ১০৮)]; (৯) পরিশেষে একটি ফাহরাসা [দ্র.] (পাণ্ডু. রাবাত, নং ৪১৪ bis)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইফরানী, সাওফা, পৃ. ১৫৯; (২) নাসিরী, ইসতিকসা', ৪খ, ১৩৪; (৩) কাত্তানী, সালওয়া, ২খ, ৭১; (৪) ফুদায়লী, আদ-দুরাকুল-বাহিয়া, ২খ, ২৯৪; (৫) Levi-Provencal, Chorfa, ৩৩২-৪; (৬) 'আ. গান্নুন, আন-নুব্বুল-মাগরিবী, বৈরুত ১৯৬১ খৃ., ১খ.,

২৯৩-৪; (৭) Brockelmann, পরি. ২, ৬৮৯ (আরও দ্র. পরি. ১, ২৬৩-২৪, পরি. ২, ৩৭৫)।

৪। আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ (১১৫৩-১২৩৫/১৭৪০-১৮২০), উপরিউক্ত জনের পুত্র ও শাগরিদ। তিনি ফেয়-এর কাদী ছিলেন এবং আন-নাওয়াবীর "চল্লিশ হাদীছ"-এর একটি ভাষ্য প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (পাণ্ডু. রাবাত, নং ৫৫)। আল-কাত্তানী, সাল্‌ওয়া, ১খ, ১১৫; Levi-Provencal, Chorfa, ১খ, ১১৫।

৫। আবু'ল-ফাদল আল-আব্বাস ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ২৬ জুমাদা'ল-উলা, ১২৪১/৬ জানুয়ারী, ১৮২৬ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি ফেয়-এর কাদী ছিলেন (দ্র. আল-কাত্তানী, সাল্‌ওয়া, ১খ, ১১৬; Levi-Provencal, Chorfa, নির্ঘণ্ট)।

৬। আবু' সৈদা মুহাম্মাদ আল-মাহ্‌দী ইবন আত-তালিব মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (১২২০-৯৪/১৮০৫-৭৭), ইনিও একজন মালিকী ফার্সি ও ভাষা বিজ্ঞানী ছিলেন। ১২৬৯/১৮৫৩ সনে তিনি মক্কায় হজ্জ পালন (الحجّازية) নামক গ্রন্থ রচনা গিয়াছেন। তিনি আরও অনেক টীকা গ্রন্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাশিয়া 'আলা শারহ'িস- সামারকান্দী [দ্র. 'আলা'র-রিসালাতি'ল-আদুদিয়া (حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية), আল-সৈজী [দ্র.] কর্তৃক প্রণীত (পাণ্ডু. রাবাত, নং ৩০৯) ও কিতাব ফি'ররাদ্দ 'আলা তা'লীফ মুহাম্মাদ আকানসূস (كتاب الرد على تأليف محمد أكنسوس [দ্র. আকানসূস] (পাণ্ডু. রাবাত, ৫১৩)।

৭। আবু 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহিদ ইবন আহ'মাদ আল-কাসুর-এর কাদী এবং ফেয়-এ ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি যুল'-কাদা ১২৯৯/অক্টোবর ১৮৮২ সনে ইনতিকাল করেন (দ্র. আল-কাত্তানী, সাল্‌ওয়া, ১খ, ১২১; Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ৩৮০)।

৮। আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন আত-তালিব (১২৪১-১৩২১/১৮২৬-১৯০৩), ধর্ম ও ভাষা বিজ্ঞানে একজন বড় বিদ্বান ব্যক্তি, ১২৮০/১৮৬৩-৪ সনে আয়েম্বোর-এর, অতঃপর ১২৯২/১৮৭৫ সনে তান্‌যিয়ার-এর এবং সর্বশেষে ১২৯৪/১৮৭৭ সনে মেকনেস-এর কাদী ছিলেন। শেখোক্ত স্থানে তিনি প্রচারকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অত্যধিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ আল-বুখারীর সাহীহ গ্রন্থের একটি টীকা, বাস্মালা (بسملة) বিষয়ক একটি রিসালা ও রাফ'উ'ল-লুবস ওয়া'শ-শুবুহাত 'আন ছুবতি'শ-শারাফ মিন্ কিবালি'ল- উম্মাহাত (اللبس والشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الامهات) নামক একটি গ্রন্থ, কায়রো ১২৩১ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী : এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত আরও দ্র.ঃ (১) দা'ইরাতুল'-মা'আরিফ, ৩খ, ২০৮-৯; (২) সুলায়মান আল-হাওওয়াত (১১৬০-১২৩১/১৭৪৭-১৮১৬) আর-রাওদাতুল'-মাকসূদা ওয়া'ল-হুলালুল'-মামদুদা ফী মা'আছির বানী সুদা নামক একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি বানু সুদা পরিবারের একটি জীবন চরিত। ইহাতে উক্ত গোত্রের শুরু হইতে মুহাম্মাদ আত-তালিব (নং ৩) পর্যন্ত, যিনি আল-হাওওয়াত-এ শিক্ষক ছিলেন, তৎপুত্র আবু'ল-আব্বাস (নং ৪) পর্যন্ত, এমনকি তাঁহার পৌত্র আবু'ল-ফাদল (নং ৫) পর্যন্ত, যিনি আবার লেখকেরই ছাত্র ছিলেন—এই সকল মনীষীর জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থটির একটি মাইক্রোফিল্ম রাবাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.I.)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন হাওকাল (ابن حوقل) : আবু'ল-কাসিম মুহাম্মাদ ইবন 'আলী (আন-নাসীবী, আল-বাগ'দাদী, দ্র. কাশফু'জ-জুনুন), ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন খ্যাতিমান পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ। তিনি তাঁহার সমসাময়িক আল-মুকাদাসী (দ্র.)-র সহযোগিতায় স্বীয় ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের (عيان) আলোকে ভূগোলশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দান করেন।

তাঁহার জীবনকাল সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। তিনি উত্তর মেসোপটেমিয়া (আল-জায়ীরা)-র অন্তর্গত নাসীবীন শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি বাল্য জীবনের কয়েক বৎসর জন্মভূমিতেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৭ রামাদান, ৩৩১/১৫ মে, ৯৪৩ সাল হইতে তিনি পরপর কয়েকবার তাঁহার স্বর্ণাঙ্গী ভ্রমণকার্যে বাহির হন (দ্র. কিতাবু সুরাতিল-আব্দ, ১৯৩৮ খ., পৃ. ৩)। ৩৩৬-৪০/৯৪৭-৫১ সালে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, সাহারার দক্ষিণাঞ্চল, ৩৪৪/৯৫৫ সালে মিসর ও উত্তরাঞ্চলীয় মুসলিম দেশসমূহ, আর্মেনিয়া, আয়ারবায়জান, ৩৫০-৮/৯৬১-৯ সালে আল-জায়ীরা, ইরাক, খুজিস্তান ও ফারস, আনুমানিক ৩৫৮/৯৬৯ সালে খাওয়ারায়ম ও ট্রান্সঅক্সানিয়া এবং সর্বশেষে ৩৬২/৯৭৩ সালে সিসিলী পরিভ্রমণ করেন। এসব দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার জীবনকাল সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়; অবশ্য তাঁহার সঙ্কে নির্ভরযোগ্য দলীল পাওয়া যায় না।

প্রায় নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, ইবন হাওকাল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার ব্যপদেশে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় পূর্বসূরী আল-জায়হানী, ইবন খুন্নাদায্বিহ, কুদামা প্রমুখ পর্যটকের রচিত গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার রচনায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য, উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত উল্লেখ এই কথার প্রমাণ দেয় যে, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁহার রচনায় ফাতি'মীদের ধর্ম-দর্শনের প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রদর্শন হইতে আমরা তাঁহার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের আভাস পাই যে, ফাতি'মীদের আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তথাপি ইহা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, তিনি ফাতি'মী মতবাদের প্রচারক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে নুবিয়া (Nubia) কিংবা উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা এবং উমায়্যা শাসনাধীন স্পেন ও কালবীর সিসিলী-সম্পর্কে ইবন হাওকাল-এর মন্তব্য ব্যাখ্যা করা মাইতে পারে। মিসরে ফাতি'মীদের শাসনের বিরুদ্ধে কখনও কখনও তাঁহার সমালোচনা কঠোর পেশাগত বিবেচনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। Dozy-র মতে ইবন হাওকাল ফাতি'মী খলীফাদের অধীনে গোয়েন্দার চাকুরী করিতেন।

সিসিলী-সম্পর্কিত রচনা (যাহা এখন বিদ্যমান নাই) ছাড়া ইবন হাওকাল-এর প্রধান রচনা মুসলিম দেশসমূহের বিবরণ, যাহা কিতাবুল'-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক (كتاب المسالك والممالك) অথবা 'কিতাবু-সুরাতিল-আব্দ (كتاب صورة الارض) নামে খ্যাত। মূল গ্রন্থটির যথার্থ ইতিহাস নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা পরিকাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিভিন্ন সম্পাদনায় পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণটি হামদানী বাদশাহ সায়ফু'দ-দাওলাকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা ৩৫৬/৯৬৭ সনের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কারণ এই সনেই বাদশাহ সায়ফু'দ-দাওলা ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় সংস্করণটি (যাহা ঐ রাজবংশের

সমালোচনায় পরিপূর্ণ ছিল) অন্য এক ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত ছিল, তাঁহার পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। এইটি অবশ্যই আনুমানিক ৩৬৭/৯৭৭ সালে রচিত হইয়া থাকিবে। পরিশেষে ৩৭৮/৯৮৮ সন নাগাদ গ্রন্থটির একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হওয়ার দরুন গ্রন্থটিতে বিভিন্ন দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষত সিসিলীর একাধিক বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি গোলমালে বিষয় হইল আল-ইস্‌তাখরী (দ্র.)-র মূল গ্রন্থ হইতে কমবেশী বদলাইয়া তিনি যাহা আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা। A. Miquel-এর মতে (দ্র. E.I.², শিরো. ইবন হাওকাল) ইহাই ইবন হাওকাল স্বীয় বর্ণনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইবন হাওকাল-এর রচনা হইতে কোনও বিশদ বর্ণনা দেওয়া যায় না বা কোনও রায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না—আলোচ্য অংশগুলির মূল সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে। অধিকন্তু ধৈর্য সহকারে ও সুসংবদ্ধভাবে মূল গ্রন্থ দুইটির মধ্যে তুলনা করিলে পূর্বসূরী অপেক্ষা ইবন হাওকাল-এরই অধিক মৌলিকত্ব প্রমাণিত হয়। মোটামুটি এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, অভিপ্রেত ধারায় বিশেষ পরিবর্তনের কথা বাদ দিলে যাহা ইবন হাওকাল-এর মতে তিনি প্রকাশভঙ্গী জোরাল করা, বাক্যাংশ সম্প্রসারণ করা কিংবা ইস্‌তাখরীর মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রদান করার নিমিত্ত করিয়াছিলেন, এক কথায় ইবন হাওকাল-এর সব পরিবর্তন-পরিবর্ধন তাঁহার রচনাকে প্রশস্ততা ও বিশেষত্ব দান করিয়াছে, যাহা পরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইতে অতুলনীয়রূপে ব্যাপকতর ও মূল্যবান, যদিও পূর্ববর্তীটিও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান।

গুরুত্বই এই কথা বলা যায় যে, ইবন হাওকাল সম্ভবত আল-বালখী (দ্র.)-র ভৌগোলিক চিন্তাধারায় লিখিত রচনাবলীর সংশোধনী আকারে তাঁহার নিজের অবদান রাখা ছাড়া অধিক কিছু করিতে চাহেন নাই। আল-ইস্‌তাখরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ও অনুপ্রেরণা লাভের ব্যাপারে তিনি যেই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা ছিল মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রের একটি সংগ্রহমাত্র, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইবন হাওকাল তাঁহার ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন। তাঁহার ভ্রমণলব্ধ নানা তথ্য তাঁহাকে এই গ্রন্থের মূল পাঠ রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করে, যাহা আল-বালখীর গ্রন্থে এমনকি আল-ইস্‌তাখরীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে গৌণ ছিল। কারণ উহা প্রাথমিকভাবে সূরা মা'মুনিয়া (صورة مأمونية)-এর পুরাতন প্রথা অনুযায়ী মানচিত্রসমূহের ভাষ্য ছিল মাত্র। অতএব ইবন হাওকাল-এর পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল উক্ত ভাষ্যকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনায় রূপান্তরিত করা, ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা এবং মানচিত্র ছাড়াই একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে পরিণত করা।

ইবন হাওকাল-কৃত আর এক ধরনের পরিবর্তন এই ছিল যে, ইসলামী দুনিয়ার সাধারণ কাঠামো কিংবা বিস্তারিত বিবরণের সহিত প্রতিটি প্রদেশের সীমানা একের পর এক আলোচনা না করিয়া তিনি এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গী (যেমন আল-জায়হানী (দ্র.)-র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়) গ্রহণ করত তাঁহার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশ, মুসলিম দেশসমূহের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন। তুর্কী খাজার, দক্ষিণ ইতালীর শহরসমূহ, সুদানী ও নূবীয়দের সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলি এই ধরনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

মুসলিম অঞ্চলের ব্যাপারে তিনি অনুরূপভাবে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছেন, আর এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাসমূহ পশ্চিমী দেশসমূহ তথা মরক্কো, স্পেন, মিসর, সিসিলী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ, বিশেষত খুরাসান ও ট্রান্স-অক্সনিয়া সম্পর্কে লিখিত। তাহাদের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, শুধু এইসব পৃষ্ঠায় আমাদের মানোযোগ সীমিত রাখা ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইবন হাওকাল তাঁহার পূর্বসূরীর রচনায় নিজস্ব রচনার সীলমোহর অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিশেষ কোন বর্ণনার সংশোধন দ্বারা হউক কিংবা শব্দাবলী বা ছন্দসমূহের বিন্যাসের সংশোধন দ্বারা। তাঁহার এই কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহার যুগেই গ্রন্থটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কোন অঞ্চলকে সেই সময়ে তিনি স্বচক্ষে যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার যথাযথ বর্ণনা প্রদান করার ব্যাপারে তাঁহার অবিরাম প্রচেষ্টা এবং দূর বা অতি সাম্প্রতিক অতীতের ব্যাপারে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি প্রদান—তাঁহার রচনাকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করা ছাড়াও ঐতিহাসিকের নিকট প্রশ্নাতীত মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রমে অর্থনৈতিক বিষয়াদির বর্ণনার ব্যাপারে ইহা বিশেষরূপে সত্য। দৃষ্টান্তরূপে—কৃষিজ ও শিল্প দ্রব্যাদির তুলনায় দুর্বল শু মূল্যবান দ্রব্যাদির প্রতি ইবন হাওকাল-এর আসক্তি খুব কমই ছিল; দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট কোন যুগের কিংবা কোনও সন্দেহাতীত নিয়মের ভিত্তিতে যে কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তাত্ক্ষণিক পর্যালোচনা করিতে তিনি সমর্থ ছিলেন। তিনিই সেই যুগের একমাত্র আরব ভৌগোলিক যিনি তাঁহার বর্ণনায় বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের বাস্তব ও সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন।

De Goeje ১৮৭৩ খৃ. লাইডেন হইতে ইবন হাওকাল-এর গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। লাইডেন হইতে ১৯৩৮ খৃ. Kramers কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ এখন উহার স্থান দখল করিয়াছে। Kramers-এর মূল পাঠের অনুবাদ G. Wiet-এর সংশোধন ও সংযোজনসহ Configuration de la terre শিরোনামে ১৯৬৪ খৃ. প্যারিস-বৈরুত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : J. H. Kramers ও G. Wiet-এর ভূমিকা ছাড়াও আমরা এখানে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী হইতে অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থাদির বিবরণ পেশ করিতেছি, যাহাতে আলোচ্য বিষয়ের ব্র্তান্ত বর্ণিত আছে : (১) Brockelmann, ১খ, ২৩৩, পরি. ১, ৪০৮ ; (২) কাহ-হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ১১খ, ৫; (৩) R. Blachere ও H. Darmaun, Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Age, প্যারিস ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ১৩৪-৬; (৪) I. Yu. Krackovskiy, Arabskaya geograficeskaya Literatura, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৯৮-২০৫; (৫) 'আরবী অনুবাদ (অধ্যায় ১-১৬ অদ্যাবধি প্রকাশিত) স. দ. উছ-মান হাশিম কর্তৃক, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২০০-৫; (৬) F. Gabrieli, Ibn Hawqal e gli Arabi de Sicilia, L'Islam nella storia-তে, বারি ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫৭-৬৭ (RSO হইতে পুনর্মুদ্রণ, ৩৬খ, ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৪৫-৫৩)। (৭) A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman Jusqu'au milieu du XI^e s., প্যারিস ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২৯৯-৩০৯ ও স্থা.; (৮) P.J. Uylenbrock etc., De Ibn Haukalo Geographo, Lugd. Bat., ১৮২২ খৃ., পৃ. ৫-১৭; (৯) de Goeje, Die

Istakhri-Balkhi Frage, ZDMG-তে, ২৫খ. (১৮৭১ খ.), ৪২ প.; (১০) ঐ লেখক, Bibl. Geogr. Arab., ৪খ. ভূমিকা (Praef.), পৃ. ৪ প.; (১১) Dozy, Hist. des Musulmans d'Espagne, ৩খ, ১৭, ১৮১; (১২) Carra de Vaux, Les Penseurs d. l'Islam, ২খ, ৮; (১৩) H. Kurdian, The date of the Oriental Geography of Ibn Haukal, JAOS-এ, ৫৪খ. (১৯৩৪ খ.), ৮৪-৫; (১৪) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, যালতাকায়্যা সং ১৯৪৩ খ., কলাম ১৬৬৪।

A. Miquel (E.I.²) ও C. van Arendonk
(দা.মা.ই.)/আবু সাদ্দিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

ইবন হাওশাব (দ্র. মানসূর আল-য়ামান)।

ইবন হাজার আল-আস্কালানী (ابن حجر العسقلانی) : আবু'ল-ফাদ'ল শিহাবু'দ-দীন আহমাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-আস্কালানী, শাফি'ঈ মায়'হাবের একজন মিসরীয় বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীছবিদ, বিচারক ও ঐতিহাসিক (৭৭৩-৮২৫/ ১৩৭২-১৪৪৯)। তাঁহার জীবন-কর্ম হাদীছ-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখর নির্দেশ করে এবং তাঁহাকে যেমন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ-রূপে চিহ্নিত করে, তেমনি মুসলিম ধর্মীয় বিশেষজ্ঞের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি নিজে তাঁহার পারিবারিক নাম 'ইবন হাজার'-এর উৎপত্তি জানিতেন না। পারিবারিক কিংবদন্তী অনুসারে 'আস্কালানী' নিসবা (সম্বন্ধ)-টি ৫৮৭/১১৯১ সন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সালাহু'দ-দীন যখন 'আস্কালান (দ্র.)-কে ধ্বংস করিয়া উহার মুসলিম অধিবাসীদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন, তখন হাজারের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে কায়রো গমন করেন। সেইখানেই ইবন হাজার ২২ শাবান, ৭৭৩/২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩৭২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার দাদা আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন বস্ত্র উৎপাদনকারী ছিলেন। ইবন হাজারের জন্মের সময় তাঁহার পিতার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতা নূরু'দ-দীন একজন বিখ্যাত ফাকীহ (আইনজ্ঞ) ছিলেন। কিন্তু তিনি বিচার বিভাগের প্রতিশ্রুতিময় পেশা অকালেই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় ও মক্কার পবিত্র স্থানের বর্ণনায় একখানা কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে তিনি সূফী আস-সান্নাফীরী (মৃ. ২৬ শাবান, ৭৭২/১৫ মার্চ, ১৩৭১, তু. দুৱার, ৪খ, ১৩১ প.)-এর যে সকল কারামাত ব্যক্তিগতভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেইগুলি বর্ণনা করিয়া একখানা 'উরজুয়া (Urdjuga) প্রকাশ করেন। তিনি বুধবার, ২৩ (১৫) রাজাব, ৭৭৭/১৯ ডিসেম্বর, ১৩৭৫ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার ইনতিকালের সময় তাঁহার পুত্র ইবন হাজার খুব ছোট ছিলেন। তাই পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে কল্পনার ছবির মত অস্পষ্টভাবে স্মরণ করিতে পারিতেন (তু. দুৱার, ৩খ, ১১৭ ও ইবনু'ল-ইমাদ, শায়'রাত, ৬খ, ২৫২ প.)। ইবন হাজার এই সময় পূর্ণ য়াতীম হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহার মাতা 'তুজ্জার' পূর্বেই ইনতিকাল করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মাতা তুজ্জারই পরিবারের সমৃদ্ধি ও প্রভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এক সিক্তাবনী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন একজন কারিমী (দ্র.) ব্যবসায়ী। শিহাবু'দ-দীন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ

'আবদিল'-মুহায়মিন নামে ইবনু'ল-আরাবীর সূফীবাদের একজন অনুসারীর সহিত পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি উক্ত বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ তাঁহার পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন (দাও', ২খ ১৮৪)। কাজেই নিঃসন্দেহে তিনি যথেষ্ট ধনবতী ছিলেন।

পূর্ববর্তী বিবাহ হইতে ইবন হাজারের পিতার আর একটি পুত্র ছিল। তিনিও একজন প্রতিশ্রুতিশীল বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই মারা যান। তুজ্জারের গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হজ্জ উপলক্ষে 'আরব দেশে অবস্থানকালে ও সঙ্গতভাবেই তাঁহার নাম রাখা হয় উম্মু মুহাম্মাদ সিত্তু'র-রাক্ব (রাজাব ৭৭০/ফেব্রুয়ারী ১৩৬৯; মৃ. জুমাদা-২, ৭৭৮/ ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৩৯৬)। তিনি তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন। "আমার মাতার মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন আমার মাতা।" তিনি পরে কারিমী ব্যবসায়ীদের বিখ্যাত যারুক্বী পরিবারের মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন 'আবদিল'-আযীয-এর সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন, যাঁহার নানা নাসি'রু'দ-দীন আল-বালিসী আর একটি প্রভাবশালী কারিমী পরিবারের প্রতিনিধি ছিলেন এবং যিনি নিজে ৮৩৩/১৪২৯-৩০ সনে একজন অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি হিসাবে ইনতিকাল করেন (দাও', ৮খ, ২৪৬ প.), যদিও তাঁহার পিতা বহু সূত্র হইতে প্রাপ্ত সম্পদরাশি বিনষ্ট করত দেউলিয়া অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন (দাও', ৬খ, ৯২)। অল্প বয়স্ক পুত্র মুহাম্মাদ ও কন্যা ফাওযের জন্য তাঁহাদের ২৪ বৎসর বয়স্ক চাচা ইবন হাজার অনেক ইজাযা সংগ্রহ করিয়াছিলেন [তু. H. Ritter, in Oriens, ৬ (১৯৫৩ খ.), ৮২ ও দাও', ১২, ১১৬]। যাকীয়্যু'দ-দীন আবু বাক্বর ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ নামে অন্য একজন খারুক্বী, যিনি একজন বিদ্বান হিসাবে জীবন শুরু করিয়া পুনঃপুনঃ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অনেক সম্পদশালী ও পরিবারের প্রধান হইয়াছিলেন (দুৱার, ১খ, ৪৫০ প.)। ইবন হাজারের পিতা যাকীয়্যু'দ-দীনকে স্বীয় পুত্রের প্রধান অভিভাবক মনোনীত করায় পিতার মৃত্যুর পর ইবন হাজারের জীবন ৭৮৪/১৩৮২-৩ সনে তিনি (যাকীয়্যু'দ-দীন) পরিচালিত করেন। যাকীয়্যু'দ-দীন ১১ বৎসর বয়স্ক ইবন হাজারকে মক্কায় হজ্জ করিতে লইয়া যান (যেখানে তিনি তাঁহার পিতার সহিত পূর্বেই একবার গিয়াছিলেন)। ৭৮৬ সনে তিনি ইবন হাজারকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং অচিরেই মুহাম্মাদ ৭৮৭/ফেব্রুয়ারী ১৩৮৫ সনে ইনতিকাল করেন। যেই খারুক্বী ইবন হাজারের ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি যাকীয়্যু'দ-দীনের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

ইবন হাজারের পটভূমি ছিল, বুনীয়াদী সওদাগরী সম্পদের ঐতিহ্য কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ অপেক্ষাদারী তীব্র অগ্রহ, যাহা উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু তাঁহার জন্য আর্থিক বঞ্চনার কারণ হয় নাই (উদাহরণস্বরূপ তিনি যেই গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গৃহেই তাঁহার বিবাহ পর্যন্ত অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন)। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভ কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছিল। কারণ তিনি পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্বে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন নাই। নয় বৎসর বয়সেই তিনি কু'রআন মাজীদ হি'ফ্জ করিয়াছিলেন। যাকীয়্যু'দ-দীনের সহিত 'আরবদেশে তাঁহার অল্পকালীন অবস্থান তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়ন মিসরে প্রত্যাবর্তন ও যাকীয়্যু'দ-দীনের মৃত্যুর পরেই আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রথানুসারে তাঁহার অধ্যয়নের বিশদ বিবরণ, তাঁহার সকল শিক্ষকের নাম এবং যেই যেই শিক্ষকের নিকট

যেই যেই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন সেইগুলির তালিকা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার অধীত পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যেমন আল-মু'জামু'ল-মুফাহরাস [স্বহস্তে লেখা, ইস্তাখ্বুল, মুরাদ মোল্লা ৬০৩, তু. Ritter, পৃ. স্থা.; গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিসমূহ, কায়রো মুস'ত'লাহ'ল-হাদীছ', ৮২ ও Leningrad-এ, তু. V. Rosen, in Bulletin de l'Acad. Imper. des Sciences de st. petetsbourg, xxvi, (১৮৮০ খৃ.), ১৮-২৬, পুনর্মুদ্রিত Melanges Asiatiques, viii (১৮৮১-খৃ.) ৬৯১-৭০২; মাজমা'উ'ল-মু'আসসাস বি (লি)-মু'জামি'ল- মুফাহরাস (কায়রো, মুস'ত'লাহ'ল-হাদীছ' ৭৫; M. Weisweiler, Istanbul Handschriftenstudin, Leipzig ১৯৩৭ খৃ., নং ১০৫; মাক'সিদুল-'আলিয়াত ('আলিয়াত) ফী ফিহরিস্তি'ল-মারবি'য়াত (আল-কুতুব ওয়া'ল-আজযা'উ'ল-মার বি'য়াত) (=পাণ্ডুলিপি বার্লিন ১০১২৩; Y. al-Ishsh, ফিহরিস্ত মাখ'ত'তাত দারি'ল-কুতুব'জ'-জাহিরিয়া, দামিশ্ক' ১৩৬৬/১৯৪৭, ৩১০) ও মাশ'যাখা (ইস্তাখ্বুল, Fezzullah, ৫৩৪, তু. Ritter, পৃ. স্থা.)। যাহার সহিত তাঁহার শিক্ষকগণের স্বহস্তে লিখিত ইজাযা ও তাঁহার ভাষ্যকিরা যোগ করিতে হইবে (ইস্তাখ্বুল, Aya Sofya ৩১৩৯, তু. Ritter, পৃ. স্থা.)। ইবন হাজারের অন্য একজন অভিভাবক ও প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবনি'ল-ক'াস্তান, যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাকে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিয়াছেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক দিকের প্রতি তাঁহার গুৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইবন হাজার যখন হাদীছ'শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সংকল্প করিলেন তখন যয়নু'দ-দীন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮০৬/১৪০৪) তাঁহার প্রধান শিক্ষক হইলেন। তিনি 'ইযু'দ-দীন ইবন জামা'আর সাহচর্যেও অনেক উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহার নিকট তিনি ৭৯০/১৩৮৮ হইতে ৮১৯/১৪১৬ সনে ইবন জামা'আর মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। যাহা হউক তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে কেহই তাঁহার উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই, যেমন তিনি নিজে পরবর্তী কালে তাঁহার কতিপয় ছাত্রের উপর বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইবন হাজার ২০ বৎসর বয়সে হাদীছে' পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের সংকল্প বাস্তবায়িত হয় তিন বৎসর পর ৭৯৬/১৩৯৩-৪ সনে। শা'বান ৭৯৮/মে ১৩৯৬ সনে তাঁহার অভিভাবক ও শিক্ষক ইবনু'ল-ক'াস্তান তাঁহার জন্য এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্কা 'উন্স' (Uns)-এর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। উন্স সামরিক বাহিনীর এক পরিদর্শক (নাজিরু'ল-জায়শ) 'আবদুল-কারীম ইবন আহমাদের কন্যা, যিনি মায়ের দিক দিয়া ছিলেন মানকুতিমুরের কন্যার প্রপৌত্রী। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ৬৯৮/১২৯৮ সনে তাঁহার নামে নামকরণকৃত একটি কলেজ মানকুতিমুর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বিবাহের পর ইবন হাজার তাঁহার স্ত্রীর পারিবারিক ভবনে বাস করিতে শুরু করেন এবং সেইখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। পরে তিনি আরও বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীকেই 'উন্স'-এর সহিত একই গৃহে বাস করার জন্য আনিয়ন করিতে পারেন নাই। ইবন হাজারের মৃত্যুর পর প্রায় চৌদ্দ বৎসর উন্স জীবিত ছিলেন (মৃ. রাবী'-১, ৮৬৭/নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৪৬২, তু. দাও', ১২খ., ১০ প.)। তাঁহার বিবাহের পূর্বের মাসগুলি তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষা ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন

এবং পরবর্তী বৎসর শাওওয়াল ৭৯৯/জুলাই ১৩৯৭ সনে হিজাজ ও যামান ভ্রমণ করেন, যাহা ৮০১/১৩৯৮ সনে সমাপ্ত হয়। তাহার পরের বৎসর তিনি ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় অধ্যয়ন করেন। যদিও তিনি পরবর্তী কালে অনেকবার হজ্জ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ৮০৬/১৪০৩ সনে পুনরায় যামান ভ্রমণ করেন এবং ৮৩৬-৭/১৪৩২-৩ সনে বাবুসবায় (দ্র.)-এর সফরসঙ্গীদের মধ্যে शामिल হইয়া সিরিয়ায় শিক্ষা সফর করেন এবং ভাষণ দান করেন। তিনি যখন ৮০৩/১৪০০ সনে সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহার ছাত্র হিসাবে ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটে। শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলিতে গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার কার্য আরম্ভ হয়। ৭৯৫/১৩৯২-৩ সনে ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত একটি নিবন্ধ তাঁহার সর্বপ্রথম প্রকাশনা যাহার বিবরণ পাওয়া যায়। একই বৎসর দামামীনীর নুযুলু'ল-গ'ায়ছ'-এর একটি প্রশংসামূলক সমালোচনা পুস্তক তিনি রচনা করেন, যাহা আস-সাখাবী উদ্ধৃত করিয়াছেন, জাওয়াহির, পত্র ১৯০ a; তাঁহার উচ্চ প্রশংসিত দীওয়ানের (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত) অধিকাংশ কবিতাও তাঁহার অল্প বয়সের সৃষ্টি। তাঁহার পরবর্তী কালের অনেক বৃহৎ রচনাও ঐ সময়ই পরিকল্পিত ও আরম্ভ হইয়াছিল।

তাঁহার পেশাগত জীবন সাধারণ নিয়ম অনুসরণে প্রভাষক, অধ্যাপক, কলেজের প্রধান এবং সর্বশেষে বিচারক, অন্যান্য কার্যাবলীসহ, যেমন মুফতী, ধর্মপ্রচারক, গ্রন্থাগারিক প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত। বিচারক থাকাকালীন তিনি কিছু ছোটখাট উৎপাত ও পুনঃপ্রথাগত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন নির্বিঘ্নে উত্তরোত্তর খ্যাতি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। হাদীছে'র উপর তাঁহার ভাষণ আরম্ভ হয় শাওওয়াল ৮০৮/মার্চ ১৪০৬-এ শায়খুনিয়াতে। পরবর্তী কালে নূতনভাবে পুনর্নির্মিত জামালিয়া যখন রাজাব ৮১১/নভেম্বর ১৪০৮-এ উদ্বোধন করা হইয়াছিল তখন তিনি সেইখানে ও (জুমাদা-২, ৮১২/অক্টোবর ১৪০৯-এ) মানকুতিমুরিয়াতে ভাষণ দিয়াছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সম্পর্ক ছিল খানকা'হ আল-বায়বারসিয়া-র সহিত। ৩ রাবী'ছানী, ৮১৩/৬ জুলাই, ১৪১০-এ তিনি ইহার শিক্ষা ও প্রশাসন (মাশায়খা ও নাজার) উভয় ব্যাপারেই প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৮১৬/১৪১৩ সনে তিনি উক্ত পদ হারান, কিন্তু রাবী'ছানী, ৮১৮/জুন ১৪১৫-এ তিনি প্রায় ৩১ বৎসরের জন্য উক্ত পদে পুনর্বহাল হন এবং ২০ জুমাদাউলা, ৮৪৯/২৪ আগস্ট, ১৪৪৫ সনে বহিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। দারু'ল-হাদীছ' আল-কামিলিয়াতে তিনি তাঁহার শিক্ষাদান কার্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বায়বারসিয়ার নিয়ন্ত্রণ পুনরায় লাভ করার জন্য সর্বক্ষণ তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ২ রাবী'ছানী, ৮৫২/৬ জানু, ১৪৪৮ সনে তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরের যু'ল-কা'দা মাসে (জানুয়ার, ১৪৪৯) তাঁহার অন্তিম অসুখ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিছু মাস বায়বারসিয়াতে পুনরায় শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বায়বারসিয়ার প্রশাসনামলে একটি উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহা ছিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃত্তি বা সুবিধাভোগী ছাত্রদের জন্য বর্ণানুক্রমিক নথি উন্মুক্ত করার পদ্ধতি, যাহা অন্যান্য কলেজে ও দীওয়ানু'ল-জায়শ (সামরিক দফতর)-এও অনুসরণ করা হইয়াছিল। হাদীছে' বিভিন্ন প্রভাষক পদে এবং তাফসীর ও ফিক'হশাস্ত্রের সাময়িক প্রভাষক পদে কাজ করা ছাড়াও ইবন হাজার দারু'ল-'আদল-এ ৮১১/১৪০৮-৯ সন হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আল-আযহার ও আমর মসজিদের সহযোগী প্রচারক ও ইমাম ছিলেন। ৮২৬/১৪২৩ সনে তিনি আনুমানিক চার হাজার

মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসহ মাহ-মুদিয়া গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রন্থাগারিক থাকাকালে, যাহা তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, তিনি দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, একটি বর্ণানুক্রমিক এবং অন্যটি বিষয়ানুক্রমিক।

তাঁহার প্রথম জীবনে যামানে তাঁহাকে বিচারকের পদ প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। যখন ২৭ মুহাররাম, ৮২৭/৩১ ডিসেম্বর ১৪২৩-এ (জাওয়াহির, শনিবার,) ২২ মুহাররাম/রবিবার, ২৬ ডিসেম্বর) তাঁহার বিরাট সুযোগ আসিয়াছিল তখন তিনি তাঁহার বন্ধু কাদি'ল-কুদাত জালালু'দ-দীন আল-বুলকী'নীর সংযোগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহযোগী বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রথমবার ১১ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি পদচ্যুত হন, কিন্তু মিসর (ও সিরিয়ার) প্রধান বিচারকের পদ তাঁহার জন্য মিলিতভাবে প্রায় ২১ বৎসরকাল স্থায়ী হয়। তাঁহার উক্ত পদে বহাল ও উহা হইতে পদচ্যুত হওয়ার বিবরণ নিম্নরূপ : ২ রাজাব, ৮২৮/২০ মে, ১৪২৫-এ পুনর্বহাল; ২৬ সাফার, ৮৩৩/২৪ নভেম্বর, ১৪২৯-এ পদচ্যুত; ২৬ জুমাদা-১, ৮৩৪/৯ ফেব্রুয়ারী, ১৪৩১-এ পুনর্বহাল; ৫ শাওওয়াল, ৮৪০/১২ এপ্রিল, ১৩৩৭-এ পদচ্যুত; ৬ শাওওয়াল, ৮৪১/২ এপ্রিল, ১৪৩৮-এ পুনর্বহাল, মুহাররাম ৮৪৪/জুন ১৪৪০-এ পদচ্যুত, ২৬ সাফার, ৮৪৪/২৭ জুলাই, ১৪৪০-এ পুনর্বহাল; ১৫ য়ুল-কা'দা, ৮৪৬/১৭ মার্চ, ১৪৪৩-এ পদচ্যুত, ২ দিন পরে পুনর্বহাল; (আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পদচ্যুত রাবী'-১, ৮৪৮/জুন, ১৪৪৪); ১১ মুহাররাম, ৮৪৯/১৯ এপ্রিল, ১৪৪৫-এ পদচ্যুত (কারণ একটি মিনার পতনের ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটিয়াছিল, তখন প্রধান বিচারকের অফিসকে ইমারতটির নিরাপত্তার জন্য দায়ী করার চেষ্টা করা হইয়াছিল); ৫ সাফার, ৮৫০/২ মে, ১৪৪৬-এ পুনর্বহাল; য়ুল-হিজ্জা ৮৫০/মার্চ ১৪৪৭-এ পদচ্যুত; ৮ রাবী'-২, ৮৫২/১১ জুন, ১৪৪৮-এ পুনর্বহাল এবং তিনি শেষবারের মত পদচ্যুত হন ২৫ জুমাদা-২, ৮৫২/২৬ আগস্ট, ১৪৪৮-এ। ইহার কয়েক মাস পর মাগ-রিবের সালাতের এক ঘটনা পরে শনিবার দিবাগত রাত্রে, ২৮ য়ুল-হিজ্জা, ৮৫২/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯-এ তিনি ইনতিকাল করেন। ব্যক্তিগত বিভিন্ন ওয়াক্ফসহ তাঁহার উইল (ওসিয়াতনামা) সংরক্ষিত আছে (জাওয়াহির, পত্র 324b-325b; আরও পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল, Reiskuttap 8৯৮, পত্র 173b-175a)। তাঁহার শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক গুণাবলী, অনুরূপভাবে তাঁহার ধর্মীয় ও নৈতিক আচার-আচরণ তাঁহার শাগরিদ আস-সাখাবীর বর্ণনামতে সম্পূর্ণভাবে ইসলামের স্বাভাবিক আদর্শসম্মত ছিল। তাঁহার জীবনীকারদের মধ্যে ভিন্ন মতধারী কেহ ছিলেন না; তবে আল-বাক্বাঈ তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম (তু. দাও', ১খ, ১০৪ প.)। তিনি একজন ভাল দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি সারা জীবন কবিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিদ্বান, শিক্ষক ও কর্মকর্তা হিসাবে ইবন হাজার যথেষ্ট সাফল্য ও প্রশংসা লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহার পারিবারিক জীবন নৈরাশ্যমুক্ত ছিল না। তাঁহার স্ত্রী 'উনস' তাঁহাকে কোন জীবিত পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেন নাই। তিনি ৫টি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদের সকলের মৃত্যুর পরেও অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা যায়ন খাতুন (৮০২-৮৩৩/১৩৯৯-১৪২৯/৩০, তু. দাও', ১২, ৫১) শাহিন আল-আলাঈ (মু. ৮৬০/১৪৫৬. তু. দাও', ৩খ ২৯৬) নামক একজন মামলুক কর্মকর্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র য়ুসুফ (৮২৮-৯৯/

১৪২৫-৯৩, তু. দাও' ১০খ, ৩১৩-১৮; Brockelmann, S II, 76; F. Rosenthal, মুসলিম ইতিহাস রচনাকারীদের একটি ইতিহাস, Leiden ১৯৫২ খ., ৩৭০) বিদ্বান হিসাবে কিছুটা সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও উত্তরাধিকারী হিসাবে ইবন হাজারের আশা পূর্ণ করিতে খুব একটা সক্ষম হন নাই। তিনি তাঁহার মাতামহের রচনাবলীতে তথাকথিত ভুল-ত্রুটির সংশোধনের দৃষ্টিসাহস করিয়া সাখাবীর ক্রোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা ফারুহা (৮০৪-২৮/১৪০২-২৫, তু. দাও', ১২খ, ১১৫) কেবল মুহিবু'দ-দীন ইবনুল আশকার (মু. ৮৬৩/১৪৫৮-৯)-এর সহিত বিবাহ পর্যন্তই বাঁচিয়াছিলেন। তৃতীয়া ও পঞ্চমা কন্যা গালিয়া (৮০৭-১৯/১৪০৫ ১৬, তু. দাও', ১২খ, ৮৫) ও ফাতিমা (৮১৭-১৯/১৪১৪-১৬, তু. দাও', ১২খ, ৮৮), এমনকি কৈশোর পর্যন্ত জীবিত থাকেন নাই। চতুর্থী কন্যা রাবি'আ (৮১১-৩২/১৪০৮-২৮/২৯, তু. দাও', ১২খ ৩৪) ১৫ বৎসর বয়সে শিহাবু'দ-দীন ইবন মাকনুন নামে একজন বয়স্ক প্রাক্তন বিচারককে বিবাহ করিয়াছিলেন, যিনি অল্পকাল পরেই মারা যান (৭৭৯-৮২৯/১৩৭৭-১৪২৬; তু. দাও', ২খ, ২০৮)। দ্বিতীয়বার তিনি তাঁহার পরলোকগত ভগ্নি ফারহার বিপত্নীক ইবনুল আশকারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উনস-এর একটি ভাতার (ভুর্কী) ক্রীতদাসী, যাহাকে তিনি অপকৌশলের সহোযোগী গৃহ হইতে বিভাঙিত করিয়াছিলেন, তিনিই ইবন হাজারকে বাদরু'দ-দীন মুহাম্মাদ নামে একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তান উপহার দিয়াছিলেন (বাদরু'দ-দীন মুহাম্মাদের জন্ম ১৮ সাফার, ৮১৫/৩০ মে, ১৪১২, মু. ১৬ জুমাদা-২ ৮৬৯/১৩ ফেব্রুয়ারী ১৪৬৫, তু. দাও' ৭খ, ২০)। এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে, যে সকল বিজ্ঞানজনাচিত পদে তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন বাদরু'দ-দীন শিক্ষাগতভাবে উহাদের জন্য যোগ্য ছিলেন না এবং তিনি কলেজের অর্থ ও নিজের সম্পদের ব্যাপারেও সুপ্রশাসক ছিলেন না। পরবর্তী কালে ইবন হাজারের যে সকল বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে লায়লা বিনত মাহমুদ ইবন তুগান (মু. প্রায় আশি বৎসর বয়সে ৮১১/১৪৭৬ সনে, তু. দাও', ১২খ, ১৩)-এর সহিত তাঁহার (বিবাহ ৮৩৬/১৪৩২ সনে সিরিয়া ভ্রমণের সময় আলেক্সান্দ্রেতে সম্পন্ন) বিবাহ-ই তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

ইবন হাজারের স্থায়ী সুখ্যাতি অর্জিত হইয়াছিল প্রধানত সমুদয় হাদীছ-বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত তাঁহার অসংখ্য রচনা দ্বারা। কেবল এইগুলির পরিমাণ বিবেচনা করিলেই প্রতিভাত হইবে যে, তাহাতে তিনি কিরূপ অবিশ্বাস্য ও বিশ্বয়কর সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াছেন। শুধু অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার জীবনকালে তিনি সাহীহ বুখারী সম্পর্কে তাঁহার রচনার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসিত ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরেই তিনি সুদৃঢ়ভাবে স্বীয় বিদ্যার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যখন ৮০৪/১৪০১-২ সনে সাহীহ বুখারীর ইসনাদ সম্পর্কে খসড়া সমাপ্ত করত তিন বৎসর পর উহা 'তালীকু'ত-তালীক' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন (জাওয়াহির, পত্র ৬১ a, হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, ১খ, ৫৩৪ প., সম্পা. Yaltkaya and Bilge, ১খ, ৫৫২)। 'ফাতুহুল-বারী' নামে তাঁহার সাহীহ বুখারীর বিশাল ভাষ্যের ভূমিকাটি (Brockelmann, S I, ২৬২; কায়রো ১৯৫৯-৬৩ খ.) ৮১৩/১৪১০-১১ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত ভাষ্যাটি তাঁহার অধ্যাপনার সূত্রে ক্রমান্বয়ে রূপ লাভ করিতে থাকে এবং ৮১৭/১৪১৪ হইতে শুরু করিয়া ১ 'রাজাব, ৮৪২/১৮ ডিসেম্বর, ১৪০৮-এ সমাপ্ত হয়। উক্ত গ্রন্থটির

সুখ্যাতি এত বেশী হইয়াছিল যে, ৮৩৩/১৪২৯-৩০ সনে ফাস ও সিজিস্তানের তায়মুরী শাসক শাহরুখ মিসরীয় শাসনকর্তা বারসবায়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উপাদানের অনুলিপি তাঁহার জন্য সংগ্রহ করিতে মুসলিম বিশ্বের অন্য প্রান্ত হইতে হাফসী আবু ফারিস 'আবদুল-আযীযও অনুরূপভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইবন হাজারের জীবনীমূলক অভিধানসমূহের অন্যতম 'আল-ইসাবা ফী তাময়ীমি স-সাহাবা (কলিকাতা ১৮৫৬-৯৩ খৃ.) সাহাবীগণের সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'তাহযীবু'ত-তাহযীব' (৮০৭/১৪০৪-৫ সনে আংশিকভাবে পরিষ্কার অনুলিপিকৃত সং, হায়দারাবাদ ১৩২৫-৭ হি.) এবং 'লিসানুল-মীযান' (হায়দারাবাদ ১৩২৯-৩১ হি.) মুহাদ্দিছ'গণ সম্বন্ধে। শেষোক্তটিতে (৮৪৭/১৪৪৩-৪ সনে খসড়া আকারে সমাপ্ত) এমন সব লোককেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, হাদীছের সহিত যাহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। মিসরী বিচারকদের জীবনী সম্বন্ধিত রচনা 'রাফ'উ'ল-ইসর' (কায়রো ১৯৫৭-৬১; একখানা পাণ্ডুলিপি যাহা তাঁহার দৌহিত্র যুসুফ কর্তৃক লিখিত, ইস্তাভুল সংরক্ষিত আছে, Suleymaniyec, Molla Celebi ১২৩), ইহা ইতিহাসে ইবন হাজারের স্বীয় মর্গাদা ছাড়াও তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রমাণিত করে। 'আদ-দুরাক'ল-কামিনা ফী আ'য়ানি'ল-মি'আতি'ছ-ছামিনা (হায়দারাবাদ ১৩৪৮-৫০ হি.) ঐ সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনী সম্বন্ধে রচিত যাহারা অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীতে ইনতিকাল করিয়াছেন। ইহা সর্বপ্রথম জীবনী গ্রন্থ যাহাতে উক্ত শতকের সর্বশ্রেণীর বিখ্যাত লোকের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত দুরারের একটি বর্ষভিত্তিক সম্পূর্ণক, ব্যক্তিগত জীবনীসহ, যাহা আন্তঃবার্ষিক বর্ণনানুক্রমে সাজানো হইয়াছে, ইহা ইবন হাজার কর্তৃক প্রচলিত হইয়া ৮৩২/১৪২৮-৯ সন পর্যন্ত জারী ছিল (পাণ্ডুলিপি ফটো ৪ কায়রো, তারীখ ৪৭৬৭, সম্ভবত আস-সাখাবীর পরিচিত দস্তখতের সহিত অভিন্ন, জাওয়াহির, পত্র ১৮৩b, দামিশক-এ ইবনুল-নুবুদীর অধিকারে)। ৭৭৩/১৩৭২ তাঁহার জন্মবর্ষ হইতে ৮৫০/১৪৪৬ সন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ষ বিবরণী ইতিহাস যাহার শিরোনামা 'ইনবা'উ'ল-গুমর'। ড্র. O. Spies, Bietrage zur arabischen Literaturgeschichte, in Abh. K.M.: ১৯/৩ (১৯৩২ খৃ.), ৮৫-৭; হা'সান হাবাশী, ইবন হাজারের ইনবা'উ'ল-গুমর-এর উপর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, অপ্রকাশিত পি.এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ.)। উল্লিখিত অধিকাংশ রচনা ও এতদ্ব্যতীত তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা অনেকেংশে যান্ত্রিক সংকলন বলিয়া স্বীকৃত। এই সমস্ত পুস্তকের উপাদানসমূহের একটি বড় অংশ (সমসাময়িক তথ্যাদি ব্যতীত) পূর্ববর্তী এক বা একাধিক গ্রন্থকারের একই রকম সংকলনের উদ্ধৃতির সংগ্রহমাত্র। যাহা হউক, ইবন হাজার অভ্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং তথ্যাদি সম্পূর্ণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কেবল তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই, সীমিতভাবে তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল সমালোচনামূলক। তিনি সর্বদা অতিরিক্ত উপাদানের সন্ধান খণ্ডিতেন যাহা দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্তীদের প্রদত্ত তথ্যাদি সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা যায়। এই মনোভাবের অনুসরণে তিনি বিরাট আকারের ও প্রশংসনীয়ভাবে নিখুঁত পুস্তকাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বস্তুত এইগুলি পূর্ববর্তী সকল সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার এবং বর্তমান কালের পণ্ডিতদের জন্য অপরিহার্য সহায়ক (Reference) গ্রন্থ। ইবন হাজারের রচনার সংখ্যা ১৫০ বলা হইয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া নিম্নলিখিতগুলিও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তা'জীলুল-মানফ'আত বি যাওয়া'ইদি রিজালি'ল-আইযাতি'ল-আরবা'আ (হায়দারাবাদ, দক্ষিণাভা ১৩২৪ হি.); আল-কাওলুল-মুসাদ্দাদ ফি'য-মুক্বি 'আনি'ল-মুসাদ্দাদ লি'ল-ইমাম আহ'মাদ (হায়দারাবাদ, দক্ষিণাভা ১৩১৯ হি.); বুলু'ল-মারাম মিন আদিয়াতি'ল-আহকাম ফী 'ইলমি'ল-হাদীছ' (লখনৌ ১২৫৩ হি., কায়রো ১৩৩০ হি., উর্দু অনু. ও ভাব্য, লাহোর); নুহাতুল'ন-নাজর ফী তাওদীহি মুখবাতি'ল-ফিকর (সম্পা. Less প্রভৃতি Bibl. Ind, নব সিরিজ, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.); গিব্বাতুল'ন-নাজির ফী তারজামাতি'শ-শায়খ 'আবদি'ল-কা'দির, সম্পা. Ross, কলিকাতা ১৯০৩ খৃ.; তাবাক'তুল-মুদাঞ্জিসীম (মিসর ১৩২২ হি.); তাক'রীব'ত-তাহযীব (তাহযীব'ত-তাহযীবের সংক্ষিপ্তসার, লখনৌ ১২৮১-৮২ হি.); মুখবাতুল-ফিকর ফী মুসতাহালি আহলি'ল-আছ'ার; তালখীসুল-ছবায়র (হিন্দ ১৩০৩ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ : (১) রাফ'উ'ল-ইসর, ১খ, ৮৫-৮-তে নামপুরুষমূলক সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী যাহা আস-সাখাবী আল-জাওয়াহির ওয়া'দ-দুরার ফী তারজামাতি'শ-শায়খ'ল-ইসলাম ইবন হাজার-এ ব্যবহার করিয়াছেন। জাওয়াহির প্রকৃতপক্ষেই একখানা ব্যাপক ও তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী গ্রন্থ। পাণ্ডুলিপি ইস্তাভুল, তোপকাপিসারায়ি, আহমেত ৩য়, ২৯৯-কে অনুকরণ করিয়া এইখানে মৌলিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে [অন্যান্য পাণ্ডুলিপি: প্যারিস ২১০৫; Tarim, cf. R.B. Serjeant, in OAS, ১৩ (১৯৪৯-৫০ খৃ.), ৩০৭]; (২) আস-সাখাবী, দাও', ৩৬-৪০, উহাতে অনেক সমসাময়িক জীবনীর উল্লেখ আছে (উহাদের মধ্যে আটখানা এমন লোকের রচনা যাহারা ইবন হাজারের পূর্বে মারা গিয়াছেন)। যতদূর জানা যায়, তাহাদের খুব কম গ্রন্থই রক্ষিত আছে, কিন্তু জাওয়াহিরে তাহাদের অনেক কয়টির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আরও দেখুন: Brockelmann, ২খ, ৮০-৮৪, ৬৭৬; পরি. ২, ৭২-৬, পরি. ৩, ১২৫২; (৩) El' and Supplement, s.v. ইবন হাজার; (৪) স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ও ইজাযাসমূহের (Idjazas) জন্য দেখুন, উদাহরণস্বরূপ O. Spies, op. cit., ১১৪ (তাহযীবের স্বহস্ত-লেখা); (৫) H. Ritter, in Oriens, ৬খ, (১৯৫৩ খৃ.), ৭৯-৮৩; (৬) F. Ben Achour, প্রাচ্যবিদগণের ২২তম সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে, Lièden ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ১৮৮; (৭) L. Nemoy, Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহ, New Haven ১৯৫৬ খৃ., Pl. ৩-পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নব সংকরণ; (৮) আল-খিসালুল-মুকাফিরা, সম্পা. ম. রিয়াদ মাহিল, দামিশক ১৩৮৩/১৯৬৩; (৯) আল-মাশয়াখা আল-বাসিমা লি'ল-কিবাবী, সম্পা. J. Sublet (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ)। ড্র. Annuaire ১৯৬৪-৫, Ecole Pratique des Hautes Etudes, ৪২৫ প.); (১০) তাবীরুল-মুনতাবিহ, সম্পা. 'আলী আল-বাজারী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (১১) আস-সুযুতী, নাজমুল-ইকয়ান ফী আ'য়ানি'ল-আয়ান, সম্পা. F. Hitti, নিউ ইয়র্ক ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪৪, ৪৫-৫৩; (১২) আশকুপুর যাদাহ মিফতাহ'স-সা'আদা, ১খ, ২০৯; (১৩) আস-সুযুতী; তাদরীব'র-রাবী, পৃ. ২৩২; (১৪) শাহ 'আবদুল-আযীয, বুসতানুল-মুহাদ্দিছীন, পৃ. ১১৩; (১৫) জামীল বেক, 'উকদুল-জাওয়াহর, পৃ. ১৮৮ প.।

F. Rossenthal-C. van Arendonk

(E.I. 2 ও দা. মা ই.)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন হাতিম (ابن حاتم) : বাদরু'দীন মুহাম্মাদ আল-হামদানী, যামানের দ্বিতীয় রাসূলী বংশীয় সুলতান আল-মুজাফফার যুসুফ (৬৪৭-৯৪/১২৪৯-৯৫)-এর শাসনামলের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও ঐতিহাসিক।

মধ্যযুগের যামানের জীবনীমূলক ইতিহাসে কোথাও ইবন হাতিমের নাম পাওয়া যায় না এবং তাঁহার জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ কোনটিই জানা যায় না। তাঁহার বিষয়ে সর্বশেষ যে তথ্য জানা যায় তাহা ৭০২/১৩০২-৩ সালের ঘটনা। যাহা হউক, তাঁহার রচিত আয়্যুবীগণের ইতিহাস ও যামানে রাসূলী বংশীয়গণের ইতিহাস আস-সিমতুল-গালীযু'ছ-ছামান ফী আখবারিল-মুলুক মিনা'ল-শুয্য বি'ল-য়ামান (সম্পা. G. R. Smith, The Ayyubids and early Rasulids, etc., GMS, N. S. xxvi/I, The Arabic text, London 1974) হইতে তাঁহার ব্যক্তিজীবন ও সরকারী কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। তিনি হামদানের যাম-এর বানু হাতিম গোত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গোত্রীয়গণ ৫৬৯/১১৭৩ সালে আয়্যুবীগণ কর্তৃক যামান বিজয়ের সময়ে সান'আ' এলাকা নিয়ন্ত্রণ করিত, এই সান'আ'ই ছিল দেশের প্রধান শহর। অ.এ, তাঁহারা ছিলেন ইসমা'ঈলী, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আল-মুজাফফার যুসুফ-এর শাসনাধীনে কট্টর সুন্নী রাসূলী রাষ্ট্রে উচ্চ পদে উন্নীত হইতে তাঁহাকে খুব বেগ পাইতে হয় নাই। সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত চার অথবা পাঁচজন কর্মকর্তা সমবায়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র দলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি কখনও ভ্রাম্যমাণ দূত হিসাবে দেশের যেখানে যখন প্রয়োজন হইত সেখানে গমন করিতেন, আবার কখনও সুলতানের ব্যক্তিগত বার্তা লইয়া যাইতেন, আবার প্রয়োজনবোধে সামরিক অভিযানেও অংশগ্রহণ করিতেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী রচনার কাজ কিছুমাত্র ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হয় নাই। আয়্যুবীগণের ইতিহাস ও রাসূলী বংশের প্রথম দুইজন শাসকের যে ইতিহাস তিনি রচনা করেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বীয় গোত্র বানু হাতিম-এর প্রতি সম্ভবত কিছুটা পক্ষপাতিত্ব তিনি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেখানে যামানের এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য রহিয়াছে। বহু শতাব্দী যাবত অগণিত ছোট ছোট বংশের শাসনের অবসানে তখন সবেমাত্র দেশটিতে একটি রাজনৈতিক ঐক্যসত্তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সিমত গ্রন্থে তিনি মুজাফফার যুসুফের শাসনের একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চাক্ষুষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি 'আল-ইকদু'ছ-ছামান ফী আখবার মুলুকিল-য়ামানিল-মুতা'আখবিরীন' নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, কিন্তু উহা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সিমত গ্রন্থটি অপেক্ষা ইহাতে স্পষ্টত আরও ব্যাপক কালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত সংস্করণগুলি ব্যতীত দ্র. (১) Smith, The Ayyubids, etc., Part 2, London 1978; (২) ঐ লেখক, The Ayyubids and Rasulids-the transfer of power in 7th/13th century Yemen, in IC, xlii, 1969, 175-88; (৩) Sir j. Redhoude and Muhammad Asal, el-Khazraji's History of the Rcsuli Dynasty of Yemen, GMS, iii, Leiden and London 1906-18.

G. R. Smith (E.I.2)/ছমাযুন খান

ইবন হানী' আল-আন্দালুসী (ابن هانئ الاندلسي) : মুহাম্মাদ ইবন হানী' ইবন সা'দুন আল-আন্দালুসী, মাসীলা-র শাসক বানু হামদুন ও চতুর্থ ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য-লি-দীনিল্লাহর খ্যাতনামা সভাকবি। আবু নূওয়াস (দ্র.) ইবন হানী আল-হাকামী হইতে তিনি যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা দেখানোর জন্য তাঁহাকে ইবন হানী' আল-আন্দালুসী বলা হইত। তিনি যামানী গোত্র আল-আযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই গোত্রটি, যাহারা 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-র মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পর অনেক সময় শী'আগণকে সমর্থন দান করে, তাঁহার ইফরীকীয় বংশধরণ বিখ্যাত মুহাম্মাদী পরিবারের খ্যাতনামা আমীরদের একজন য়াযীদ ইবন হাতিমের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন। য়াযীদ ইবন হাতিম ১৫৫/৭৭২ সাল হইতে ১৭১/৭৮৭ সাল পর্যন্ত 'আব্বাসী খলীফাদের অধীনে ইফরীকিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। শাসনতান্ত্রিক পুনর্নির্নয় ও শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত শক্তিশালী নীতি অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে তিনি স্বতন্ত্ররূপে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

তথাপি ইবন হানী'র জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। সুন্নী ও ইসমা'ঈলী বরাতসমূহে তাঁহার সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল তথ্য কেবল মাসীলা এবং পরে আল-মানসূরিয়া-র রাজদরবারে স্তুতিবাচক কবিতার একজন রচয়িতারূপে তাঁহার জীবনের ধারা বর্ণনা করিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি যে একটি ইসমা'ঈলী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এমনকি এই তথ্যই তাঁহার জীবনকালকে একটি রহস্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভেদ করা ছিল কঠিন।

তিনি সম্ভবত ৩২২/৯৩৪ সাল হইতে ৩২৬/৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথম উমায়্যা খলীফা আন-নাসির লি-দীনিল্লাহর শাসনামলে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ইফরীকিয়ার বাসিন্দা ছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে কর্ডোভায় চলিয়া যান এবং পরে সেভিলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবত ইহা সেই সময়ের ঘটনা, যখন আন্দালুসের যুবক আমীর তাঁহার পূর্বপুরুষদের রাজ্যটিতে শান্তি স্থাপন করিয়া নিজেকে খলীফা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই সময় 'বারবারি'র অপর প্রান্তে প্রথম ফাতিমী খলীফা আল-মাহদী বিদ্বাহ-মিসরের বিরুদ্ধে তাঁহার দুইটি অভিযান ব্যর্থ হইলে তাঁহার নূতন রাজধানী আল-মাহদিয়ায় কর্ডোভার সিংহাসন সম্পর্কে তাঁহার সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুনরায় ব্যক্ত করিতেছিলেন। সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ফাতিমী প্রচারকার্য সম্পর্কিত লব্ধ তথ্যাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ২৯৭/৯০৯-১০ সালে খিলাফাত বিরোধী ফাতিমী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসমা'ঈলী ইমাম কর্তৃক মুসলিম স্পেনে নিয়োজিত প্রচারকদের (দু'আত) মধ্যে কবি ইবন হানী'-ও একজন প্রচারক ছিলেন। ইসমা'ঈলী প্রচারকগণ দীর্ঘকাল যাবত ইবন হাফসুনের মুযারাব দলীয় সমর্থকদের মধ্যে ও কাল্বী বংশোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত 'আরবদের সহযোগিতায় কাজ করিতেছিল যাহারা সেভিল ও অন্যান্য সুবক্ষিত শহরগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিল। ইহাদেরকে দমন করিতে তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমান তাঁহার পিতামহ আমীর 'আবদুল্লাহর পর বিশেষ জটিলতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইবন হানী' অন্যান্য বহু ফাতিমী প্রচারকের ন্যায় বণিক, সূফী অথবা বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে কাজ করিতেন। তিনি সেভিল হইতে এলভিরা, এমনকি কর্ডোভায়ও ইসমা'ঈলী দা'ওয়াত বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র দেখিতে পান। অধিকন্তু যুবক মুহাম্মাদ ইবন হানী'-র বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম বিকাশ ঘটে সেভিলে, ইহার পর কর্ডোভা ও এলভিরায়। ইহাতে তাঁহার পিতার

ইসমা'ঈলী প্রভাবই প্রমাণিত হয়। তেমনি ইবন মাসাররা (মৃ. ৩১৯/৯৩১)-এর শাগরিদগণ যে দার্শনিক শিক্ষা বিস্তার করিতেছিলেন তাঁহার মধ্যে উহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত আল-মু'ইয্য-এর ভাবী প্রশংসাকারী ইবন হানী' এমন এক সময়ে তাঁহার অধ্যয়ন পরিচালনা করেন, যখন মু'তামিলী যুক্তিবাদী মতবাদ ও ইবন মাসাররা-র আধিব্যাদিক মতবাদ, যাহা ইসমা'ঈলী বাতিনিয়া মতাদর্শের সদৃশ একটি বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই আধিবাসীদের একটি বৃহত্তর অংশ ছিল মুওয়াল্লাদ ও যামানী বংশীয় 'আরব। তাঁহারা উমায়্যা শাসনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং ফাতিমী প্রচার কার্যের প্রতি ছিল সংবেদনশীল। এইজন্য যুবক কবি ইবন হানী' সেভিলে (বানু'ল-হাজ্জাজ এবং যামানী অভিজাতদের অন্যান্য বৃহৎ পরিবারবর্গের একটি দুর্গ) ও এলভিয়ার (Bobastro-এর নিকটবর্তী মুযারাবদের একটি জায়গীর, যাহারা দীর্ঘদিন যাবত কর্ডোভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আসিতেছিল) উমায়্যাাদের প্রতি অনুরূপ শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলে প্রকাশ্যে স্বীয় ইসমা'ঈলী বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার সুযোগ অথবা নষ্ট করেন নাই। কিন্তু তিনি এমন এক সময়ে ফাতিমীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিজেকে পরিচিত করিয়া তোলেন যখন কর্ডোভায় আন-নাসিরের দৃঢ় সমর্থনে মালিকী মায্হাবের সুন্নী মতাদর্শ বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছিল। অবশেষে যুবক ইবন হানী' ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পরিশেষে তিনি কেন্দ্রীয় শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলে সেভিল বা এলভিয়া কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দানের ঝুঁকি নেয় নাই। তাঁহার অভিভাবক বানু'ল-হাজ্জাজের বিশেষ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইবন হানী' আল-আন্দালুস ত্যাগ করিয়া ইফরীকিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। ৩৪১/৯৫২-৩ সালে আল-মু'ইয্য-এর ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আবু য়াযীদ (দ্র.) কর্তৃক খারিজী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে একটি স্বল্পস্থায়ী বাধার পর ফাতিমীদের ভাগ্যে আবার গৌরবময় সাফল্য দেখা দেয়।

৩৪৭/৯৫৮ সালে ফাতিমী সৈন্যবাহিনী জাওহারের নেতৃত্বে মাগরিবে একটি অভিযান পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ মরক্কোতে উপনীত হয়। ইহার পর হানী' সিউটার বাহিরে ফাতিমী সেনাপতির সঙ্গে যোগদানের উদ্দেশ্যে চিরতরে আন্দালুস ছাড়িয়া যাইতে আর দ্বিধা করিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে সেই সেনাপতির গৌরবগাথা রচনা করিতে শুরু করেন এবং 'ঘৃণ্য' উমায়্যাাদের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে যুবক কবির জন্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনার একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি ছিলেন ফাতিমীদের একজন অতি উৎসাহী সমর্থক। পাশ্চাত্যে ও মুসলিম প্রাচ্যে তিনি ফাতিমী প্রচারকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদিতে ইবন হানী'র ভূমিকাকে একজন প্রচারকের ভূমিকা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাসীলার উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে জা'ফার ও যাহুয়া (প্রথমোক্ত ব্যক্তি আল-মু'ইয্য-এর দুখভাতা) ভ্রাতৃদ্বয় ইবন হানী'কে সাদরে গ্রহণ করেন।

আল-মানসুরিয়ার রাজদরবারে ইবন হানী' ইমামদের কৃতিত্বের প্রশংসা ও আল-মু'ইয্য-এর গৌরব সম্পর্কিত আতিশয়াপূর্ণ প্রশস্তিগাথা রচনায় আপন আবেগ প্রকাশ দ্বারা নিজেকে বিশেষ পরিচিত করিয়া তোলেন। এই রাজদরবারে আল-ফায়রী, ইবনুল-ইয়াদী প্রমুখ প্রতিভাধর কবিও ছিলেন। ইবন হানী'র কবিতা শীঘ্রই ব্যাপকভাবে আবৃত্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে

ইফরীকিয়ার শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ও ধর্মীয় মতাদর্শ তাঁহাদের নিজস্ব অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে, এমনকি তাঁহাদের সীমানার বাহিরে পশ্চিমে কর্ডোভায় ও পূর্বে বাগদাদে উহা ছড়াইয়া পড়ে।

অনুরূপভাবে ফাতিমীদের রাজনৈতিক প্রচার সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনে ইবন হানী'র কবিতার প্রামাণিক মূল্য রহিয়াছে। ফাতিমীগণ 'আব্বাসী শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করিতেছিল। কিন্তু মুসলিম স্পেনে তাহারা তাহাদের দাবি সোচ্চার করিয়া তোলার কোন সুযোগেরও অসৎ ব্যবহার বর্জন করে নাই, যেখানে তাহাদের বংশগত দূশমন উমায়্যাগণ তাহাদের মতবাদের প্রসার রোধ করিতে এবং তাহাদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত স্তব্ধ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। ফাতিমী যুগের ঐতিহাসিকদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও আল-মু'ইয্য-এর নামে উৎসর্গীকৃত তথ্যরচিত বিখ্যাত প্রশংসাবাদসমূহের সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য; তবে আল-মা'আরী ঐগুলির অতিরিক্ত নিন্দা করিয়াছেন এবং ইবন শারাব অধিকতর পরিমিত সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইবন হানী' মুসলিম পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম খ্যাতনামা কবি। তাঁহার ইসমা'ঈলী বিশ্বাস ও ইমামের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তির আলোকে, অতিশয়োক্তির প্রতি তাঁহার আশ্রয় এবং কাব্যে ব্যবহৃত তাঁহার প্রতীকতার রহস্যের ব্যাখ্যা করা যায়। এইজন্য যে সকল পাঠক ইসমা'ঈলী মতবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানেরও অধিকারী নহেন, তাহাদের জন্য ইবন হানী'-র রচনাবলী রহস্যময় প্রতিভাত হয়। কেননা তাঁহার কবিতার ভাব উপলব্ধি করিতে এবং ইহা সঠিক মূল্য নির্ধারণ করিতে ইসমা'ঈলী মতবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অপরিহার্য।

তাঁহার মৃত্যুও রহস্যাবৃত্ত, এই সম্পর্কিত বিবরণও অনেকটা এলোমেলো। ইহা 'উমায়্যা বা 'আব্বাসী এজেন্টদের দ্বারা সংঘটিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হইতে পারে অথবা অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অতিশয় আবেগজনিত অপরাধও ইহার কারণ হইতে পারে, এমনকি তাঁহার মৃত্যুর তারিখও অনিশ্চিত। ইবন খাল্লিকান বর্ণনা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে ইবন হানী'র মৃত্যুর তারিখ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইবন রাশীক' রচিত কু'রাযাতু'য'-যাহাব গ্রন্থে কেবল ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় (প্রকৃতপক্ষে তথ্য ইহার উল্লেখ নাই)। সাধারণভাবে স্বীকৃত তারিখ ৩৬২/৯৭৩ সন।

তাঁহার কাব্যের কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা অথবা কোন সমালোচনা সম্বলিত সংস্করণ এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। তবে তাহার দীওয়ানের বহু মামুলী সংস্করণ (যাহা অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে) বলাক' ও বৈরুত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাব্বী, পৃ. ১৩০, নং ৭০১; (২) ইবন আব্বার, ১০৩, নং ৩৫০; (৩) ইবন খাতীব, ইহাতা, কায়রো ১৩১৯ হি., ২খ, ২১২; (৪) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ., ৪; (৫) আল-ফাত্হ' ইবন থাক'ান, মাত'মাছ'ল-আনফুস, ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি., পৃ. ৭৪; (৬) মাঙ্কারী, নাফহ'ত-তীব, কায়রো ১৩০২ হি., ২খ, ৩৬৪ (মাত'মাহে'র নকল করা হইয়াছে মাত্র); (৭) আবুল-ফিদা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি., ২খ, ১১৮; (৮) Amari, Bibl. Ar. Sic. 'আরবী মূল পাঠ, fasc. ২খ, ৩১৭; (৯) মাক'রীযী, ইত্তি'আজ্জ'ল-ছনাফা, জেরুসালেম, ভা. বি. (১৯০৮ খৃ.), ৬২; (১০) ইবনুল-আছ'রী, অনু.

Fagnan, ৩৭১; (১১) Fagnan, Histoire des Almohades d'al-Merrakechi, 93; (১২) von Kremer, Uber den shiitischen Dichter Abul-Kasim Muhammad ibn Hani, in ZDMG, ২৪খ, ৪৮১-৯৪; (১৩) Pons Boigues, ৭৪, ৩৭; (১৪) Brockelmann, I, 91; (১৫) Cl. Huart, Litter. ar., 96; (১৬) ইবন শারাফ আল-কায়াওয়ানী, মাসাইলুল-ইনতিকাদ, সম্পা. ও অনু. Ch. Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খ., ৪১-৩; (১৭) নু'মান, ইফতিতাহ্-'দ-দাওয়া, সম্পা. F. Dachra-oui; (১৮) ইবন রাশীক', কু'রাযাতু'য-যাহাব, সম্পা. Bouyahia; (১৯) ইবন হাওয়ান, মুক'তাবিস, সম্পা. হাজ্জী, বৈরুত ১৯৬৫ খ.; (২০) M. Canard, L'imperialisme des Fatimides et leur propagande, in AIEO Alger, 1942-7;(২১) 'আরিফ তামির, ইবন হানী আল-আন্দালুসী, বৈরুত ১৯৬১ খ.।

F. Dachraoui (E.I.2)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন হাফসুন (দ্র. 'উমার ইবন হাফসুন)

ইবন হাবীব (ابن حبيب) : আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন হাবীব ইবন 'উমায়্যা ইবন 'আমর একজন আরব ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি কু'তরুন্ন (দ্র.) ও হিশাম ইবন মুহাম্মাদ আল-কালবীর ছাত্র ছিলেন এবং ২৩ যু'ল-হিজ্জা, ২৪৫/২১ মার্চ, ৮৬০ সালে সামুররায় ইনতিকাল করেন। কাহারও কাহারও মতে হাবীব ছিল তাঁহার মাতার নাম। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বহু রচনার মধ্যে কেবল একটি পুস্তিকা, যাহার নাম মুখতালিফুল-কাবাইল ওয়া মু'তালিফুহা, আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। গ্রন্থটি 'আরব গোত্রসমূহের নামের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে রচিত। Wustenfled গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন (uber die Gleichheit und Verschiedenheit der arabischen Stammenamen, Gottingen ১৮৫০ খ.)। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীও বিদ্যমান রহিয়াছে : (১) কিতাবু মান নুসিবা ইলা উম্মিহী মিনা'শ-শু'আরা (من نسب الى امه من الشعراء), পাণ্ডু. কায়রো, ৩খ, ৩০০; ৫খ, ৩০৬; (২) কিতাবুল-মুনাম্মাক', পাণ্ডু. আন-নাসিরিয়া গ্রন্থাগার; (৩) কিতাবুল-মুহাব্বার, সম্ভবত ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (১৯৪২ খ. মুদ্রিত)। যাকু'ত তাঁহার অন্য রচনাবলীরও উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, পৃ. ১০৬; (২) Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, 67; (৩) Wustenfled, Die Geschichtschreiber der Araber, 59; (৪) Brockelmann, ১খ, ১০৬; SI. 165; (৫) খাতীব বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২৭৭; (৬) যাকু'ত, মু'জামুল-উদাবা, সম্পা. আহ'মাদ ফারীদ, ১৮খ, ১১২; (৭) আয-যিরিক্লী, আল-আলাম, ৩খ, ৮৮০; (৮) আস-সুযুতী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, ১খ, ৭৫৪, সম্পা. Juynboll, Leiden 1851; (৯) এ লেখক, বুগ'য়াতুল-উ'আত, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২৯।

দা. মা. ই./এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন হাবীব (ابن حبيب) : আবু মারওয়ান 'আবদুল-মালিক ইবন হাবীব আস-সুলামী, আন্দালুসী 'আলিম যিনি সুলায়মান ইবন

মানসূর-এর বংশধর বলিয়া দাবি করেন। তিনি হি'স'ন ওয়াত' (যাহা Simonet কর্তৃক Huetor Vega বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে)-এ আনু. ১৮০/৭৯৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৮/৮৫৩ সনে কর্ডোভায় ইনতিকাল করেন। তিনি এলভিরা ও কর্ডোভায় অধ্যয়ন করেন এবং হজ্জ শেষে মদীনায় গমন করিয়া ইমাম মালিক (র) [দ্র.]-এর মায'হাবের জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে ইমাম মালিকের মায'হাব প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। স্পেনে ইহার পূর্বে ইমাম আওয়া'ঈ (দ্র.)-র মায'হাব প্রচলিত ছিল। তাঁহার অগাধ জ্ঞানের দরুন তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আফ্রিকার আইনবিদ সাহনুন ইবন সা'ঈদ (দ্র.)-এর সহিত তুলনা করা হইত। তাঁহার নিজের বর্ণনানুসারে তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা ১০৫০ যেইগুলির মধ্যে Bodlein-এ রক্ষিত মাত্র একখানি পাণ্ডুলিপি ব্যতীত অন্য কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পাণ্ডুলিপি অতি প্রাচীন। ইহাতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স') ও বাইবেলকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি আশ্চর্যজনক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. E. I., ৩খ, ৭৭৫)।

ইবন হাবীব একজন হাদীছ'বিদ ছিলেন এবং স্পেনে হাদীছ' প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় (দ্র. যাহাবী, তায'কিরা, ২খ, ১০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাব্বী, নং ১০৫৩; (২) ইবনুল-ফারাদী, তারীখ, নং ৮১৪; (৩) আবুল-'আরাব, তা'বাক'াত 'উলামা ইফরীকিয়া, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯১৫ খ., পৃ. ৮০, ৮১ (অনু. M. Ben Cheneb, Classes des Savants de l'Ifrigiya, আলজিয়ার্স ১৯২০ খ., পৃ. ১৫১); (৪) Dozy, Recherches, ১খ, ২৮; (৫) Wustenfled, Geschichtschreiber, নং ৫৬; (৬) Pons Boigues, পৃ. ২৯; (৭) Gonzalez Palencia, Literatura², 14; (৮) Brockelmann, ১খ, ১৪৯-৫০, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৩১; (৯) যাহাবী, তায'কিরা, হায়দরাবাদ ১৩৩৩ হি., ২খ, ১০৭।

A. Huici Miranda (E.I.2)/মনোয়ারা বেগম

ইবন হাবীব (ابن حبيب) : বাদরুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন 'উমার আদ-দিমাশকী আল-হালাবী আশ-শাফি'ঈ (৭১০/১৩১০-৭৭৯/১৩৭৭) বিজ্ঞ 'আলিম ও আইনবিদ, কয়েকখানা ঐতিহাসিক, বিচার সংক্রান্ত ও কাব্যিক রচনা লেখক, দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যায়নুদ্দীন 'উমার (৬৬৩/১২৬৬-৭২৬/১৩২৬) আলেক্সান্দ্রে বাজার পরিদর্শক (মুহ'তাসিব) ও হাদীছ'র শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরিবারটি ঐ শহরেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ৭৩৩/১৩৩২ সালে ও পুনরায় ১৩৩৮ সালে ইবন হাবীব মক্কায় হাজ্জব্রত পালন করেন এবং এই সকল সফরের সময় তিনি কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুসালেম ও হেবরনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আলেক্সান্দ্রেতে বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন পদে, যেমন বিচারালয়ের কারণিক (কাতিবুল-হ'কম) ও নথিপত্রাদির দফতরের কারণিক (কাতিবুল-ইনশা) পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই একজন সুপরিচিত লেখক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ৭৫৫/১৩৪৪ সালে তিনি দ্বিপৌলী ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি ঐ শহরের মামলুক-রাজপ্রতিনিধি মানজাক আন-নাসি'রী কর্তৃক সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সেইখানে দুই বৎসর

খাকিবার জন্য রাযী করাইয়াছিলেন। মানজাকের দামিশকের রাজপ্রতিনিধি হইবার পরে ৭৫৯/১৩৫৮ সালে তিনি পুনরায় ইবন হাবীবকে তাঁহার আলেক্সেন্দ্রিয়ার বাড়ী হইতে এই শহরে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং পুনর্বীর মনোযোগ আকর্ষণকারী সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত এই বিজ্ঞ আলিম আলেক্সেন্দ্রিয়ার প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিন বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৭৭৯/১৩৭৭ সালে তিনি আলেক্সেন্দ্রিতে ইনতিকাল করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতা বা গদ্যে রচিত তাঁহার বহু রচনার মধ্যে কেবল দশটি বর্তমান আছে বলিয়া জানা যায়। এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মামলুক শাসনকালের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস। সাম্রাজ্যের শুরু হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত (৬৪৮/১২৫০-৭৭৭/১৩৭৫) সালের ইতিহাস সম্বলিত এই গ্রন্থখানার নামকরণ তিনি করেন 'দুররাভুল-আসলাক ফী দাওলাতি' (মূলকি)-ল-আতরাক। তাঁহার পুত্র যায়ুনদ্দীন তাহির ৭৭৮/১৩৭৬ হইতে ৮০১/ ১৩৯৯ পর্যন্ত এই রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। ১৮৪৬ সালে H. E. Weijers A. Meursinge প্রথম বৎসর ইহার ভূমিকা এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে প্রধানত জীবনী সংক্রান্ত মূল্যবান টীকাসমূহ প্রকাশ করেন। P. Leander ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিকাটি এবং প্রথম আট বৎসরের পূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করেন। তাঁহার অন্য একখানা গ্রন্থ প্রকৃতি ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কবিতা ও গদ্যে রচিত নাসীমুস-সাবা বিগত শতাব্দীতে অন্ততপক্ষে তিনবার মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যমান অন্য কয়েকখানা অপ্রকাশিত পুস্তক প্রাচীন কাল হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত যুবরাজদের ও নবীগণের একখানা ইতিহাস, 'কিতাবুল-মুশাজ্জার ফি ত-তারীখ (দ্র. Rosenthal, Historiography², 97) মামলুক সুলতান কালানউন ও তাঁহার পুত্রদের একখানা ইতিহাস (তায়-কিরাতু'ন-নাবীহ ফী আয়্যামিল-মানসূ'র ওয়া-বানীহ), বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের জন্য একখানা নজীর গ্রন্থ (কাশফুল-মুরূত 'আন মাহ'সিনি'শ-গুরুত') ও বিভিন্ন কবিতা সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতাই নবী কারীম (স)-এর প্রশংসা সম্বলিত।

একজন ঐতিহাসিক হিসাবে ইবন তাগ-রীবিরদী তাঁহার রচনার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন (নুজুম, ৫খ, ৩৩১), "লিখন শিল্পে (ইনশা) ও বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গঠনে (গুরুত) তিনি ছিলেন তাঁহার সময়ের পরমোৎকর্ষের আদর্শ। রাজ্য ছন্দে লিখিত তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থখানা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। গ্রন্থখানা ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই আমি ইহার উল্লেখ কমই করিয়াছি। কোন অন্ত্যমিল তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তিনি একটি উপাত্ত (datum)-কে পরিত্যাগ করিতেন। ইহা আমার ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি নহে।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন তাগ-রীবিরদী, মানহাল (Wiet), নং ১৭২০; (২) ইবন হাজার, দুবার, ২খ, ২৯; (৩) Quatremere, Histoire des Sultans Mamluks, t/b, 204 (সেইখানে ভুল তারিখ দেওয়া হইয়াছে); (৪) Wustefeld, Geschichts chreiber, নং ৪৪০; (৫) Brockelmann, ২খ, ৩৬, S II; (৬) Orientalia, Leiden ১৮৪৬ খৃ., ২খ, ১৯৭-৪৮৯; (৭) P. Leander, আওস... ইবন হাবীব-এর দুররাভুল-আসলাক, in Le Monde Oriental, ৭খ. (১৯১৩ খৃ.), ১-৮১, ২৪২-৩।

W. M. Brinner (E.I.²)/মনোয়ারা বেগম

ইবন হাবীব মুহাম্মাদ (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন হাবীব)

ইবন হাম্দীস (ابن حمدیس) : আবদুল-জাব্বার আবু মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আল-আয্দী, মুসলিম সিসিলীর একজন আরব কবি। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ (৫২৭/১১৩২-৩৩) এবং তাঁহার কিছু কবিতা হইতে (যেখানে তিনি নিজেকে একজন অশীতিবর্ষীয় ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি (প্রায়) ৪৪৭/১০৫৫ সালের দিকে Syracuse-এ জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ ইহা ছিল খৃষ্টানদের সিসিলী বিজয়ের ঠিক পূর্বের ঘটনা। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে এই বিজয় সূচিত হইয়াছিল এবং Robert Rogerd Hauteville-এর সম্বলিত অভিযানে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। Cataria-এর আমীর ইবনু'ছ-ছুমনা (দ্র.) তাঁহাদের উভয়কে সিসিলী অভিযানের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে সিসিলীতে অভিবাহিত কবির যৌবনকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় (দীওয়ান, সম্পা. C. Schiapprarelli, নং ২৭, ১১০, ১২৭, ১৫৭, ২৬৯ ইত্যাদি) অতিরিক্ত মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদের পরোক্ষ উল্লেখ দ্বারা তাঁহার এই সময়কালটি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়, এমনকি এই সব কাব্যিক উপাদানের প্রচলিত প্রয়োগকে বাদ দিলেও (যাহা মদ্যপানের বর্ণনা সম্বলিত প্রায় সকল আরবী কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়) একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, সিসিলীর কোন কোন স্থানের জন্য কবির আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার আন্তরিকতার লক্ষ্য যাহার অবস্থান তাঁহার কবিতায় আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লিখিত Syracuse ও Noto ছাড়া আমাদের কাছে তাহা অজ্ঞাত।

স্পেনের উদ্দেশ্যে সিসিলী ত্যাগের পূর্বে (৪৭১/১০৭৮-৭৯) নরম্যানের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন যুদ্ধে কবি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। সেভিলে তিনি শাহযাদা আল-মু'তামিদ ইবন আব্বাদ (দীওয়ান, নং ৩৪৪)-এর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। শাহযাদা কবি ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই প্রথম নির্বাসনে ইবন হাম্দীস শাহযাদার পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আব্বাদী রাজধানীর জাঁকালো জীবন যাপনে অংশগ্রহণ করিতে এবং সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অনুধাবনের সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার কিছু কিছু কাব্যীয় পরিস্থিতি অনুসারে সমসাময়িক কালের দুঃখজনক অথবা আনন্দময় ঘটনাবলীর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এই সম্পর্কে তাঁহার দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে (দীওয়ান, নং ২৭৭ ও ২৮৩)। এই গ্রন্থ দুইটিতে ইবন হাম্দীস ৪৭৯/১০৮৬ সালে সংঘটিত বিখ্যাত যাল্লাকা (দ্র.)-এর যুদ্ধে আল-মু'তামিদের বীরোচিত কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে আল-মুরাবিতু'ন ও আন্দালুসীয়গণ Alfonso VI-এর নেতৃত্বাধীন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে পরম্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

আল-মুরাবিতু'নের দ্বারা আব্বাদী রাজধানী বিজিত হওয়ার পর (আগস্ট ১০৯১) আল-মু'তামিদ সেভিল ত্যাগ করিলে ইবন হাম্দীস ইফরীকিয়া ও মাগ-রিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অতঃপর তিনি সময় সময় আগ-মাত-এ আগমন করিতেন যেইখানে পরাজিত শাহযাদা আল-মু'তামিদ বন্দী ছিলেন (ইহা ছিল একটি উপলক্ষ, যাহার ফলে উভয়ের মধ্যে মর্মস্পর্শী কাব্যিক বিনিময় ঘটে, দীওয়ান, নং ৫২, ১৫৩ ও ৩৩৫)। কখনও কখনও তিনি আল-মাহ্দিয়ার য়ারিদের সঙ্গে অথবা কখনও বিজায়াতে আত্মপ্রকাশ করিতেন। হাম্বাদী আল-মানসূ'র ইবন 'আলাইন-নাস (৪৮৩/১০৯০-

৪৯৭/১১০৪) তাঁহার সৈন্যসহ বিজায়াতে তাঁহার শাহী দরবার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা শাহুয়াদা মু'তামিদের নির্মিত স্থানসমূহের একটি। ইবন হাম্দীসের কাশীদা নং ৩৪৭-এ ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

আল-মাহ্দিয়ার বিরুদ্ধে সিসিলীর দ্বিতীয় Roger পরিচালিত অভিযানটির ব্যর্থতার সময় ইবন হাম্দীস তিউনিসিয়া ত্যাগ করেন নাই। এন্টিকের জর্জ (George)-এর নেতৃত্বে এই অভিযানটি পরিচালিত হইয়াছিল। জুলাই ১১২৩ সালে নরম্যান যুদ্ধ জাহাজটি একটি ঝড়ের কবলে পড়ে। ফলে সৈন্যদলের একটি অংশমাত্র আফ্রিকীয় তীরে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। একটি প্রাথমিক সফলতার পর নরম্যানগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং নির্বিচারে নিহত হয়। কবির জন্য বিজয়োল্লাসের সময় উপস্থিত হইল। যে নরম্যানগণ তাহার জন্মভূমি সিসিলী আক্রমণ করিয়াছিল, মুসলিমদের হাতে তাহাদের নির্মূল হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া কবির মনে আনন্দ দেখা দিল। কিন্তু তখন কবির বয়স ছিল ৭০ বৎসর। তথাপি তিনি মুসলিমদের বীরোচিত কার্যের জয়গান গাহিতে সমর্থ হইলেন (দীওয়ান, নং ১৪৩)।

ইবন হাম্দীস কোথাই ইনতিকাল করিয়াছিলেন, ইহার সঠিক স্থান জানা যায় না। কাশীদা নং ৩০১-এর মন্তব্যের বিচারে তাঁহার মৃত্যুর স্থান ছিল বিজায়া অথবা খুব সম্ভবত তিনি ৫২৭/১১৩২-৩ সালে মেজরকা (Majorca) দ্বীপে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইবন হাম্দীসের কাব্যিক রচনাবলী তাঁহার দীওয়ানে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার দুইটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে সিসিলীয় ভাবগ্রাহী কিছু কাশীদা রহিয়াছে, যেইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু জন্মভূমির জন্য কবির কাতরতা ও নরম্যানকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁহার অনুসারী সিসিলীবাসীদের প্রতি তাঁহার উপদেশ (দীওয়ান, নং ৭৫ ও ২৭০), ছন্দোবদ্ধ পত্র ও শোকগাথা (দীওয়ান, নং ২৪৫, ২৯৭, ৩৩০ ইত্যাদি), সেই সকল আমীর, মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে রচিত প্রশংসামূলক কবিতা অথবা দরবারী কবিতা, যাহাদের তিনি সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, 'আব্বাদী আল-মু'তামিদ (দীওয়ান, নং ৮৬, ৮৮, ১০১, ১২০, ১২৭ ইত্যাদি) ও তাঁহার পুত্র আর-রাশীদ (দীওয়ান, নং ৫৮), যীর যাহু'য়া ইবন তামীম (দীওয়ান, নং ৩৩, ৩৪, ৬২, ১৩২, ২১৮, ২২৮), 'আলী ইবন যাহু'য়া (দীওয়ান, নং ৬৩, ৬৪, ১৩৪, ৪১), আল-হাসান ইবন 'আলী (দীওয়ান, নং ২৮৪ ও ৩১৪), নৈতিকতার উদ্দেশে নীতিগর্ভ উপদেশমূলক কাশীদা অথবা কবি মনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা (বিশেষত দীওয়ান, নং ১৮৮, ১৮৯, ১৯৩, ২২০ ও ২৩৮), মদ্যপানের বর্ণনা সম্পর্কিত কবিতা (দীওয়ান, নং ৫৬ ও ৫৭) এবং সর্বশেষে বহু সংখ্যক কাশীদা অথবা ওয়াস্‌ফ শিরোনামের শ্রেণীভুক্ত কিছু ঋণ কবিতা, যাহা প্রধানত সিসিলী ও আন্দালুস সম্পর্কে রচিত অথবা প্রকৃতি, যুদ্ধ, প্রাণী শিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রচিত (দীওয়ান, নং ৩, ৬, ১৭, ২১, ২৩, ৩১, ৮১, ১১৬, ১৬১)। ইবন হাম্দীস বিদ্রূপাত্মক কবিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন (দীওয়ান, নং ৩২৮) এবং তাঁহার দীওয়ানে কোন হিজা (নিন্দাসূচক) কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইবন হাম্দীসের কাব্যরীতি ও তাঁহার কাব্যিক ভাষার ব্যবহার সমান নয়। তাঁহার কবিতায় অতি বাচনিক এবং শব্দ গঠন সংক্রান্ত সারলীলতার সঙ্গে সঙ্গে অতীত মূল্যবান শব্দমালায় পুনঃপুনঃ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁহার শব্দ গঠন বাকচাতুরী ও অনুপ্রাসের কৌশলমাত্র। ইহাদের অন্তর্গত ভাবের দৈন্য গোপনের জন্য শ্লেষালঙ্কার ব্যবহার করা হয়। এই সম্পর্কে ইহা

খুবই স্পষ্ট যে, ইবন হাম্দীস আল-মুতানাব্বীর প্রতিনিধিত্বশীল কাব্যিক নূতন রচনা পদ্ধতির সৌন্দর্য অথবা গঠনরীতির বশীভূত ছিলেন। ইবন হাম্দীস, বিশেষত প্রশংসাসূচক কবিতা রচনায় আল-মুতানাব্বীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কাব্যিক প্রতিভা লক্ষ্য করা যায় তৎরচিত বর্ণনামূলক ঋণ কবিতাসমূহে। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে তিনি আন্দালুসীয় কাব্যিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন হাম্দীস সম্পর্কে সর্বপ্রথম অগ্রহী পণ্ডিত (১) M Amari, তিনি তাঁহার Bibliotheca arabo sicula ('আরবী পাঠ, Leipzig 1857; ইটালী অনু. Turin 1881-2)-এ সিসিলী সম্পর্কে ইবন হাম্দীসের রচিত কিছু কবিতা প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে কবির জীবনী সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য তিনি তাঁহার Storia dei Musulmani di Sicilia², Catania 1933-9, ii, 592-602-এ প্রকাশ করেন। পরে বিদ্যমান দুইটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ দীওয়ানটি C. Schiaparelli (Rome 1897), কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তিনি ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ ইটালীয় অনুবাদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু অনুবাদটি অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। কেবল একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তিশীল (যাহা Vatican-এ সংরক্ষিত ছিল) এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সংশোধনসহ ইহার একটি নূতন সংস্করণ ইহ'সান 'আব্বাস কর্তৃক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বৈরুত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহ'সান 'আব্বাস প্রথম সংস্করণের সহিত বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রায় ১০০টি কবিতা সংযোজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। যুরোপীয় ভাষায় ইবন হাম্দীসের কবিতার জন্য দ্র. (২) A. von Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, Berlin 1855, ii, 16-3; (৩) L. Bercher, Le palais d El-Mansour a Bougie, in RT. xxix (1922), 50-6; (৪) H. Masse, Un chapitre des analectes d al Maqqarisur la litterature descriptive chez les Arabes in Melanges Rene Basset, Paris 1923, i, 235-58; (৫) F. Gabrieli Ibn Hamdis, Mazara 1948; (৬) ঐ লেখক, Sicilia e Spagna nella vita e nella Poesia di Ibn Hamdis, in Dal mondo dell Islam, Milan-Naples 1954, 109-26; (৭) ঐ লেখক, Il palazzo hammadita di Bagaya descritto da Ibn Hamdis in Festschrift fur Ernst Kuhnely, Berlin 1959, 54-58। ইবন হাম্দীস সম্পর্কিত বরাতের জন্য আরও দ্র. (৮) U. Rizzitano, il contributo del monodo arabo agli studi arabo siculi, in RSO, xxxvi (1961), 89-93; (৯) 'আবদুল-মুগ'নী আল-মিনশাবী ও মুসতাফা আস-সাক্বা, তারজামাত ইবন হাম্দীস আস-সিকিল্লী, কায়রো ১৩৪৭/১৯২৯; (১০) য়য়নুল-'আবিদীন আস সানুসী, "ফিল-'আদাবিল-'আরবী ওয়া দীওয়ান ইবন হাম্দীস", তিউনিস ১৯৫২ খৃ.; (১১) U. Rizzitano, মা ইবন হাম্দীস আস-সিকিল্লী, ফিক্র-এ. ৭ম/৬ (মার্চ ১৯৬২ খৃ.), ৫৬৩-৭০; (১২) এফ. বুসতানী, দাইরাতুল-'মা'আরিফ, ২খ, ৪৬৯-৭১; (১৩) MMIA, xxxvii (1962/3), 407-13; (১৪) আদ-দাব্বী, বুগ'য়া, নং ১৫৫৯ (ভূ. নং ১৮৮৪); (১৫) ইমাদুদ্দীন খারীদাতুল-'কাসর, বাগ'দাদ ১৯৫৫ খৃ., ১খ,

১৮৪-১৮৫; (১৬) আল-মাক্কারী, নাফহ'ত-তীব, বৃলাক ১২৭৯ হি., ১খ, ২৩২; (১৭) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১০খ., ৩৫৭; (১৮) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ৩০২; ২খ, ৩১; (১৯) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, নং ১৭৮৩; (২০) আস সামী, কামুস, আল-আ'লাম; (২১) Hammer-Purgstall, Literatur geschichte der Araber, ভিয়েনা ১৮৫৫ খৃ., ৬খ, ৫৫৬, নং ৬১৮৩, ৭৩৩-৩৫; নং ৬৪০৩; (২২) Wustefeld, Geschichtschreiber, Gottingen 1882, 234; (২৩) Brockelmann, ১খ, ২৬৯-৭০; S I, 474-475; (২৪) রিয়্যাসাত 'আলী নাদাবী, তারীখ সাকলিয়া, ১খ, ৩৪৯-৩৬৪।

U. Rizzitano, (E.I.²)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবন হামদুন (ابن حمدون) : বাহাউদ্দীন আবুল-মাআলী মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আবুল-কাসিম ইসমাঈল ইবনুল-ফাদল আল-জুরজানীর ছাত্র, জন্ম রাজাব ৪৯৫/এপ্রিল-মে ১১০২, জন্মস্থান বাগদাদ। তাঁহার পিতা একজন প্রথিতযশা অফিসার ছিলেন এবং অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা হামাদানী বংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া দাবি করা হয়। এই বংশের পূর্বপুরুষের নাম হামদুন। খলীফা মুকতাফীর রাজত্বকালে (৫৩০/৫৫৫/১১৩৬-১১৬০) যিনি 'আরিদুল'-আসকারসহ (সেনাবাহিনীর পরিদর্শক বৈশ কয়েকটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে কাফিল-কুমাত (كافى الكفافة) প্রধান সচিব) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। খলীফা মুস্তানজিদ (৫৫৫-৫৬৬/১১৬০-১১৭০) তাঁহাকে দীওয়ানু'য-মিমাম (অর্থ মন্ত্রণালয়)-এর পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং নিজের একান্ত সহকারী পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এই শেষোক্ত পদে তিনি বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। ইবন হামদুন পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ইতিহাস, সাহিত্য, বিস্ময়কর ঘটনাবলী ও কবিতার সমন্বয়ে একটি সুবৃহৎ সংকলন (আত-তায়-কিরার ফি'স-সিয়াসা ওয়াল-আদাবিল-মুলকিয়া (التذكرة فى السياسة والادب الملكيه) রচনা করেন, যাহা মামলুক শাসনামলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁহার পারিবারিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই তায়-কিরার মধ্যে খলীফা এমন কতকগুলি অনুচ্ছেদ আবিষ্কার করেন যেগুলিকে তিনি সরকার ও রাজদরবারের প্রতি অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এই অপরাধে খলীফা আল-মুস্তানজিদ তাঁহাকে ৫৬৪/১১৬৮ সালের প্রথমদিকে জেলখানায় বন্দী করেন। একই বৎসর বন্দী অবস্থায়ই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু ইবন খাল্লিকানের মতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ বুধবার ১১ যুল'-কাদা/২৯ আগস্ট, ১১৬৭ এবং তাঁহাকে মাঝাঝিরে কুরায়শে দাফন করা হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র আবু সা'দ আল-হাসান বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ইবন হামদুন তাঁহার রচনায় খুবই সতর্ক ছিলেন। আবু সা'দ (৫৪৭-৬০৮/১১৫২-১২১১) একজন বড় গ্রন্থ সংকলক ছিলেন, যিনি শেষ জীবনে দারিদ্র্যে পতিত হন এবং তাঁহার রচনা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকেন।

ইবন হামদুনের তায়-কিরার একটি অংশ কিতাবুল-আগানী (كتاب الاغانى) এবং অনুরূপ পুস্তকাদি হইতে গৃহীত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত কিত্ব অসম্পূর্ণ কপি লন্ডনের বৃটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে যাহা Von Kremer আলেক্সান্দ্র শহরে পাইয়াছিলেন। এই পুস্তকের কিছু অংশ ১৩৪৫/১৯২৭ সালে কায়রোতে মুদ্রিত হয়।

ইবন হামদুনের এক ভ্রাতা গারসু'দ-দাওলা (غرس الدولة) আবু নাস'র মুহাম্মাদ আল-হাসান (মৃ. ৫৪৫/১১৭০) নিজের সমসাময়িক সরকারী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার পিতা আবু সা'দ আল-হাসান ইবন মুহাম্মাদ (মৃ. ৫৪৬/১১৫১) বাগদাদের বিখ্যাত সচিব ও হিসাবরক্ষকদের মধ্যে গণ্য হইতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কাতিব আল-ইসফাহানী, খারীদা (Iraki Sectin), বাগদাদ ১৩৭৫/১৯৫৫, ১খ, পৃ. ১৮৪ প.; (২) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৪ হি., ১০খ, ২২১-২; (৩) ইবনুল-দুবায়হী, আল-মুখতাসারুল-মুহতাজ ইলায়হি, পৃ. ৩৩, বাগদাদ ১৩৭১/১৯৫১; (৪) ইবন খাল্লিকান, no, 626, and later authors; পুনরায় (৫) Brockelmann, I. 333, S I, 493, for the biography of his son Abu Sad, cf. (৬) Yakut, Udaba, iii, 215-17 (important Correction in the Cairo ed., ix, 187), for those of his brothers, Abu Nasr Muhammad and Abul Muzaffar Nasr, see (৭) ইবনুল-ফুওয়াতী তালখীস, মাজমা'ইল-আদাব, বাগদাদ ১৯৬২ খৃ., ৪খ, পৃ. ১১৬১-৩ ও ১১৬৬ প.; (৮) ইবনুল-আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল, কায়রো ১৩০৩ হি., ১১খ, পৃ. ১২৪; (৯) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩৩১ হি., ১খ., পৃ. ৫১৬-১৭; (১০) ইবন তাগ-রীবির্দী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা সম্পা. Popper, ৩খ, পৃ. ১২; (১১) ইবন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, বৃলাক ১২৯৯ হি., ৪খ, পৃ. ১৮৬-৭; (১২) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত, ইস্তাবুল ১৯৪৯ খৃ., ২খ. ৩৫৭-৮; (১৩) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২খ, পৃ. ২৫৩; (১৪) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, ৪খ, পৃ. ২০৬; (১৫) আস-সামী, কামুসুল-আ'লাম, ইস্তাবুল ১৩০৬ হি., ১খ, পৃ. ৬১৮; (১৬) Von Kremer, Sitzber phil. Hist. Cl. Wiener Akad, 1851 খৃ., ৬খ, পৃ. ৪১৪-১৯; (১৭) ZDMG, 7 (1853), p. 215; (১৮) Amedroz, Tales of Official life from the Tadhkira of Ibn Hamdun, IRAS, 1908, 409-470; (১৯) E.I.², vol. 3, p. 784.

ইহসান ইলাহী রানা (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ মুসা

ইবন হাম্বাল (দ্র. আহমাদ ইবন হাম্বাল (র)

ইবন হামাদ (দ্র. ইবন হামাদু)

ইবন হামাদু (ابن حمدان) : আবু 'আবদিলাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন আবী বাকর আস-সানহাজী, বাবু হামাদ (দ্র.) সম্পর্কীয় এবং তাহাদের কাল'আ (দ্র.) সন্নিকটস্থ গ্রামের জনভুক্ত একজন বার্বার কাষী ও ঐতিহাসিক। কাল'আ ও বোজি (Bougie)-তে অধ্যয়নের পর তিনি Algeciras ও Sale-এর কাষী ছিলেন। যদি এই বিষয়ে মাফাখিরুল-বারবার (পৃ. ৬৫) গ্রন্থ প্রণেতার কোন বিভ্রান্তি না থাকে, যিনি তাঁহাকে আবুল-হাসান উপনাম (কুনয়া) প্রদান করেন, তিনি ৬১৬/১২১৯ সালে Azmmur-এরও কাষী ছিলেন। তিনি ৬২৮/১২৩১ সালে ইনতিকাল করেন।

কতিপয় পরবর্তী ঐতিহাসিক, বিশেষ করিয়া ইবন খালদুন ('ইবার, ৭খ, ৪৩) ও মাফাখিরুল-বারবার (সম্পা. E. Levi-Provencal,

রাবাত ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৫১)-এর অজ্ঞাত গ্রন্থকার কর্তৃক ব্যবহৃত তাঁহার কিতাবুন-নুবাযিল-মুহতাজা ফী আখ্বার মুলুক সান্বাহাজা বিইফরীকিয়া ওয়া বিজায়া (كتاب النبذ المحتاجة في أخبار ملوك سنهجة) বর্তমানে পাওয়া যায় না; তবে ৬১৭/১২২০ সালে গ্রন্থিত তাঁহার 'উবায়দীগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস টিকিয়া আছে এবং পাণ্ডুলিপি আকারে প্যারিসে (Bibl. Nat., 1868) ও আলজিয়ার্সে (১৯৮৮, ৩) সংরক্ষিত আছে। Cherbonneau প্রথম আংশিকভাবে ইহার অনুবাদ করেন (J A-তে, ১৮৬২ খৃ., ২খ, ৪৭০ প., ১৮৬৯ খৃ., ১খ, ১৯৯ প.) এবং পরবর্তী কালে M. Vonderheyden (Histoire des rois Obaidites, আলজিয়ার্স-প্যারিস ১৯২৭ খৃ.) সম্পূর্ণভাবে ইহার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। ইবন হামাদ কবিতাও রচনা করেন যাহার কিছু নিদর্শন সংরক্ষণ করেন আত-তিজানী (রিহ'লা, সম্পা. হ. হ. 'আবদুল-ওয়াহ্বাহ, তিউনিস ১৩৭৭/১৯৫৮, পৃ. ১১৬-৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) গুবরীনী, 'উনওয়ানুদ'-দিরায়্যা, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ., পৃ. ১২৮-৩০; (২) Amari, Bibliotheca arabo-sicula, পৃ. ৩১৭; (৩) সাফাদী, ৪খ, ১৫৭-৮, নং ১৬৯২; (৪) এফ. রুসতানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৭৩-৪; (৫) R. Brunschvig, Melanges Gaudefroy-Demombynes-এ, কায়রো ১৯৩৫-৪৫ খৃ., পৃ. ১৫৬, টীকা ২; (৬) H. R. Idris, Zirides, ১খ, ১৯।

এই ইবন হামাদকে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে তাঁহার সমনামীয় আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন হামাদ আল-বারনুসী আস-সাবতীর সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুচিত। শেষোক্ত জন কাষী 'ইয়াদ'-এর শাগরিদ ছিলেন এবং বর্তমানে নিখোঁজ গ্রন্থ কিতাবুল-মুকতাবিস ফী আখবারিল-মাগ'রিব ওয়াল-আনদালুস-এর প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, অনু. পৃ. ৩১৪, টীকা ১; (২) মাফাখিরুল-বারবার, পৃ. ৪৩, ৪৬, ৫৮, ৬৪; (৩) E. Levi-Provencal, in Arabica, ১খ. (১৯৫৪ খৃ.), ২৫-৬, টীকা ৩; (৪) R. Brunschvig, in Mel. Gaudefroy-Demombynes, পৃ. ১৫৬, টীকা ২; (৫) H. R. Idris, Zirides, ১খ, ১৯।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ আবদুল বাসেত

ইবন হামাদা [দ্র. বিলাল ইবন রাবাহ' (রা)]

ইবন হামিদ (ابن حامد) : আবু 'আবদিল্লাহ আল-হাসান ইবন হামিদ বুওয়ায়হীদের অধীনে বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাশালী 'উলামার অন্যতম। ৪০৩/১০১২ সালে মক্কায় হাজ্জ সমাপনের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে বেদুঈনগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁহার হাদীছ অথবা ফিক'হশাফের শিক্ষকগণের মধ্যে আবু বাকর আন-নাছাদ (মৃ. ৩৪৮/৯৫৯) ও আবু বাকর আল-'আযীয (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩ সাল)-এর ন্যায় কতিপয় প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ' অথবা ফাকীহ ছিলেন। শেষোক্ত আবু বাকর আল-'আযীয গু'লামুল-খাল্লাল (দ্র.) নামে অধিকতর পরিচিত।

উপরন্তু আহ'মাদ ইবন সালিম আল-খাতলী তাঁহাকে আল-খিরাকী (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩)-র মুখতাসার কিতাব শিক্ষাদান করেন। উক্ত কিতাবটি বংশপরম্পরায় হাশালী ফাকীহদের শিক্ষার অংশবিশেষ ছিল। ইবন হামিদের প্রধান পেশা ছিল শিক্ষকতা। কথিত আছে, তিনি খলীফা আল-কা'দির (মৃ.

৪২২/১০৩১ সাল)-এর নিকট যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক জীবনে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ হইতে তিনি বিরত ছিলেন।

তাঁহার জীবনীকারগণ বিপুল সংখ্যক রচনাকে তাঁহার বলিয়া চিহ্নিত করিলেও মনে হয় এখন সেইসব রচনা বিলুপ্ত। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইতেছে কিতাবুল-জামি' ফী ইখতিলাফিল-ফুকাহা (كتاب الجامع في اختلاف الفقهاء); সম্ভবত ইহা ছিল বিভিন্ন মায'হাবের মতনৈক্যের ব্যাখ্যার আলোকে হাশালী মায'হাবের একটি রূপরেখা। তিনি আল-খিরাকীর মুখতাসার গ্রন্থের একটি ভাষ্য (شرح) রচনা করেন যাহা বহুকাল যাবত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইত। তাঁহার চিন্তামূলক সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁহার অপর দুইটি গ্রন্থ প্রায়শই উল্লিখিত হয়। ইহার একটি হইতেছে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত (أصول الدين) এবং অপরটি হইতেছে আইনগত পদ্ধতি সম্পর্কিত (أصول الفقه)।

ইবন হামিদ-এর প্রখ্যাত ছাত্রবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন আবু বাকর আর-রাওশানানী (মৃ. ৪০১/১০১১), ইনি ইবন বাত্তা আল-উক্বারীর (মৃ. ৩৮৭/৯৯৭)-ও ছাত্র ছিলেন। আবু ইসহাক আল-বারমাকী (মৃ. ৪৪৫/১০৫৪) উত্তরাধিকার আইন (علم الفرائض)-এর একজন বিশেষজ্ঞ আবু 'আবদিল্লাহ আল-ফুকা'ঈ (মৃ. ৪২৪/১০৩৩), যিনি আল-মানসূ'র-এর মর্সজিদে শিক্ষকতা করিতেন; আবু তা'লিব ইবনুল-বাক্কাল (মৃ. ৪৪০/১০৪৮), ফাকীহ ও তর্কিক হিসাবে পরিচিত; পরিশেষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাষী আবু য়া'লা ইবনুল-ফাররা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) যিনি পরবর্তী কালে শিক্ষক হিসাবে ইবন হামিদের উত্তরাধিকারী হন এবং অতি শীঘ্রই ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগদাদে হাশালী মায'হাবের প্রধান শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) খাতীব বাগদাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৭খ, ৩০৩; (২) আবুল-হু'সায়ন, তা'বাক'াতুল-হানাবিলা, ২খ, ১৭১-৭; (৩) ইবনুল-জাওযী, মুন্তাজাম, ৭খ, ২৬৩-৪; (৪) ইবনুল-আছীর, ৮খ, ২৬৯; (৫) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১১খ, ৩৪৯; (৬) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১৬৬-৭; (৭) শাত্তী, মুখতাসার তা'বাক'াতিল-হানাবিলা, দামিশক' ১৩৩৯/১৯২১, পৃ. ২৬; (৮) গ. মাক্দিসী, Ibn Aqil et la rsurgence de l'Islam traditionaliste au XI^e siecle (V^e siecle de l'hegire) দামিশক' (PIFD) ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২২৭-৩২।

H. Laoust (E.I.²)/ আবদুল বাসেত

ইবন হামিম (ابن حزم) : আবু মুহাম্মাদ 'আলী ইবন আহ'মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হামিম, রামাদানের শেষ দিন ৩৮৪/৭ নভেম্বর, ৯৯৪ সনে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন (কাহারও কাহারও মতে তাঁহার জন্মসন ৩৯৭ হিজরী, Brockelmann, ৩৮৩ হিজরীর ৩০ রামাদান তাঁহার জন্মতারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) এবং ৪৫৬/১০৬৪ সালে মানতা লীশাম (Manta Lisham)-এ ইনতিকাল করেন। তিনি আন্দালুসের বিখ্যাত আরব কবি, ঐতিহাসিক, আইনবিদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও আরব মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তিনি জাহিরী (দ্র. জাহিরিয়া) নীতিমালা সংকলন করেন এবং সেইগুলির প্রক্রিয়া কুরআনের বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

ইবন হাযমের জীবন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী : ইবন হাযম যে যুগে জীবিত ছিলেন তাহা ছিল E. Gracia Gomez -এর মতে মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা দুঃসময় এবং “আন্দালুসিয়ায় ইসলামের চরম সংকটকাল”। ইবন হাযমের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত। তবে অধিকতর সম্ভাব্য মত এই যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ নিবলা (Niebla) এলাকার মানতা লীশাম নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নিজেকে যাবীদ ইবন আবী সুফয়ানের জনৈক ইরানী ক্রীতদাসের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। যাহা হউক, ইবন হাযমের পিতামহ সাঈদ কর্ডোভায় বসতি স্থাপন করেন। পিতা আহমাদ প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং আল-মানসূর ও তৎপুত্র আল-মুজাফফারের উযীর ছিলেন। হাজিব আল-মানসূর ইবন আবী আমিরের সন্দেহভাজন না হইয়া সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী উমায়্যা খলীফার প্রতি কিভাবে বিশ্বস্ত থাকা যায় আহমাদের তাহা ভাল করিয়াই জানা ছিল।

ইবন হাযমের বাল্যকাল কাটে শাহী হেরেমের পারিপার্শ্বিকতায়। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক ইবন হাযমের জীবন অতি আদর-যত্নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তারপর তাঁহাকে আন্দালুসীয় বারবার ও স্লাভদের মধ্যকার রাজনৈতিক গোলযোগের শিকার হইতে হয়। আমিরীদের পতন ও মুহাম্মাদ আল-মাহদী কর্তৃক খলীফা দ্বিতীয় হিশামের স্থান দখলের পর ইবন হাযমের পিতা আহমাদ পদচ্যুত হন এবং মাদীনাতে ‘য-যাহিরা প্রাসাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আল-মাহদীর হত্যাকাণ্ড ও হিশামের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের (যুল-হিজ্জা ৪০০/জুলাই ১০১০) পরও তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্নাত সেনাপতি ওয়াহিদ তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার যাবতীয় ধন-সম্পদ বাজেয়াফত করিয়াছিলেন। ইহার পর ইবন হাযম পরিবার সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী দলের পক্ষে কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। আহমাদ স্নাতদের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ অশান্ত পরিবেশেই যুল-কাদা ৪০২/১০১২ সালে ইনতিকাল করেন। ইহার পর কিছুকাল ধরিয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলিতে থাকে। ৪০৩/১০১৩ সালে বালাত মুগীছে অবস্থিত ইবন হাযম পরিবারের বাড়ীটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। মুহাম্মদ ৪০৪ হিজরীতে ইবন হাযম কর্ডোভা ত্যাগ করিয়া আলমেরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি ৪০৭/১০১৬ সাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন। ঐ একই বৎসর আলমেরিয়ার গভর্নর খায়রান আল-আমিরী উমায়্যা বংশের সুলায়মানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্দেশে বারবারদের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। খায়রানের মনে এই সন্দেহ ঢুকান হয় যে, ইবন হাযম উমায়্যাদের পক্ষে প্রচারণায় লিপ্ত রহিয়াছেন। তাই ইবন হাযম ও তাঁহার বন্ধু মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে প্রথমে কয়েক মাস বন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পর উভয়কে আলমেরিয়া হইতে বহিষ্কার করা হয়।

ইবন হাযম স্বীয় বন্ধু মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে সঙ্গে লইয়া হিসনুল-কাসর গমন করেন। সেখানে তাহাদেরকে তথাকার গভর্নর সাদরে গ্রহণ করেন। Garcia Gomez-এর মতে হিসনুল-কাসর বর্তমান সানলুকারের নিকটবর্তী ‘আয়নাল কাযার’ নহে, বরং ঐ স্থানটি মালাগা বা মুরসিয়া অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। দুই বন্ধু সেখানে বেশী দিন অবস্থান করেন নাই। যখন শুনিতে পাইলেন যে, সিংহাসনের উমায়্যা বংশীয় দাবিদার ভ্যালেনসিয়ায় অবস্থানরত চতুর্থ ‘আবদুর-রাহমান আল-মুরতাদা কর্ডোভার

বারবারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তখন উভয়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুদ্র পথে ভ্যালেনসিয়া রওয়ানা হন। ইবন হাযম সেখানে কতিপয় বন্ধুর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি আল-মুরতাদার উযীর নিযুক্ত হন। গ্রানাডার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন। ৪১২/১০২২ সালের দিকে যখন ইবন হাযম জাতিভায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি তাওকুল-হামামা গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটিতে উপরিউক্ত ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট অনেকের জীবনেতিহাসের উল্লেখ আছে।

দীর্ঘ ছয় বৎসর অনুপস্থিতির পর ইবন হাযম শাওয়াল ৪০৯ হিজরীতে কর্ডোভা প্রত্যাবর্তন করেন। তখন সেখানে আল-কাসিম ইবন হাযম খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই সিংহাসনচ্যুত হন এবং ৪১৪/১০২৩ সাল পর্যন্ত কর্ডোভা বারবারদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অতঃপর পঞ্চম ‘আবদুর-রাহমান আল-মুসতাজ-হির নূতন খলীফা মনোনীত হন (রামাদান ৪১৪/ডিসেম্বর ১০২৩)। তিনি স্বীয় বন্ধু ইবন হাযমকে নিজের উযীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ‘আবদুর-রাহমান ক্ষমতারোহণের সাত সপ্তাহ পর আততায়ীর হাতে নিহত হন (যুল-কাদা ৪১৪/জানুয়ারী ১০২৪) এবং ইবন হাযম পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ৪১৮/১০২৭ সালে তিনি পুনরায় জাতিভায় যান। যাকুতের বর্ণনানুযায়ী আল-জায়ানীর মতে ইবন হাযম হিশাম আল-মু‘তাদ-এর অধীনেও একবার উযীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পর্যন্তকার রাজনৈতিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁহার যৌবনে লালিত আদর্শ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তাই তিনি এখন হইতে আধা-অবসর জীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির কাজ, অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা দানে ব্রতী হন। মালিকী ফার্সিহদের বিরুদ্ধে তাঁহার আক্রমণ ছিল সুতীব্র, তাঁহারা তৎসময়ে সর্বদা ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সমর্থন যোগাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পাইতেন। সেভিলের আব্বাদীদের প্রতি তিনি বিরোধী ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপের নিন্দা করিতেন। মোটকথা, তাঁহার অসহযোগিতামূলক আচরণের কারণে তিনি সরকার দলীয় চিন্তাবিদগণেরও ঘৃণার পাত্র এবং শাসকদলের শত্রুতে পরিণত হন। তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের রাজ্যে অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতে থাকেন। ইচ্ছা ছিল মুলুকু‘ত-তাওয়াইফ (Reyes de Taifas)-এর যুগ। এই যুগ কর্ডোভায় খিলাফাত বিলুপ্তির পর আরম্ভ হয়। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাসী উত্তরাধিকারবাদিগণ প্রায় সর্বত্রই শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। ইবন হাযম তাঁহার স্বদেশ মানতা লীশামে চলিয়া যান। তারপর তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি সম্পর্কে খুব সামান্য কিছুই জানা যায়। শোনা যায় যে, তাঁহাকে নিস্তক্কর করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে শিক্ষাদান দুরূহ করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থীদের জন্মায়ত নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। মাত্র কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী, যাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আল-হুমায়দী অন্যতম ছিলেন, তাঁহার নিকট আগমন ও তাঁহার রচনা শ্রবণের দুঃসাহসিকতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বধামে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার পুত্র আবু রাফি‘-এর বর্ণনানুযায়ী মৃত্যুকালে তিনি স্বরচিত ৪০০টি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন।

২। ইবন হাযম ও তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবন : ইবন হাযম অত্যন্ত উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত তাওকুল গ্রন্থে ও

মুসলিম স্পেনের উৎকর্ষ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে তাঁহার শিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার রচনাবলী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যথার্থ অর্থেই তাঁহার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন প্রধান সকল চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি প্রচুর জ্ঞান রাখিতেন। সকল লিখিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার অদম্য উসাহ ছিল এবং জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিণীম। আবুল-কাসিম 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন আবী যাহীদ আল-আযদী আল-মিসরীর নিকট তিনি 'হাদীছ', ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন (ত'ওক', অধ্যায় ২৮)। আইনবেত্তা আবুল-মিয়ায় আল-লুগাবী তাঁহার ফিক'হশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন (ত'ওক', অধ্যায় ২৬)। আবু সাঈদ আল-ফাতা আল-জা'ফরী কর্ডোভার 'বড় মসজিদে প্রাথমিক যুগের কবিতার যে ব্যাখ্যা দান করিতেন ইবন হায়ম উহার উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন (ত'ওক', ২১)। তিনি আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-জাসুরের নিকট হাদীছ'শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (ত'ওক', ৩০)। স্পেন সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে ইবন হায়ম তাঁহার দর্শনের উসুতাদরুপে আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান আল-মাহিজীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহ বিখ্যাত রচনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উপরিউক্ত শিক্ষকগণ ব্যতীত সমসাময়িক কবি, মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি প্রায়শই তাঁহার গ্রন্থসমূহে আন্তরিকতার সহিত তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় সম্পর্কে তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের লিখিত তাঁহার পত্রসমূহের একটি সংগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার রিসালা ফী মারাতিবি'ল-'উলুম গ্রন্থটি দ্বারা বিচার করি, যাহা তাঁহার প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা বিশেষ, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইবন হায়ম মানব সংস্কৃতি (অর্থাৎ তাহার সময়কার 'আরব সংস্কৃতি) রক্ষা ও উন্নয়নের উপায় হিসাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় একটি অপরটির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং উহাতে অবিরাম গবেষণার প্রয়োজন, যাহা বিলাসী জীবন যাপন পরিত্যাগ ব্যতীত সম্ভব নহে। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা মানুষ সাফল্য লাভের পথে ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বস্তুতপক্ষে ইবন হায়ম অপেক্ষা সেই শতাব্দীতে অধিকতর যুগোপযোগী আর কোন চিন্তাবিদে আবির্ভাব হয় নাই।

৩। ইবন হায়মের চরিত্র : 'আরবী সাহিত্য সামগ্রিকভাবে নৈব্যক্তিক সাহিত্য এইরূপ দাবি করিলে তাহা নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি করা হইবে। শ্রেষ্ঠ লেখক ও শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদকে সর্বদা তাঁহার লেখার মাধ্যমেই বুঝা যায়। ইবন হায়মও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। আধুনিক পাঠকের নিকট তিনি 'আরব ইসলামের ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী লেখক। Asin Palacios মনে করেন, তিনি ছোটবেলা হইতেই, যখন শাহী হেরেমে রমণীকুলের মধ্যে তাঁহার সময় কাটিত, অতি মাত্রায় আবেগপ্রবণ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে ইহাই তাঁহার ভীষণ অনুভূতিসম্পন্ন নীতিবোধে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তিগত ভালবাসার ক্ষেত্রে হউক কিংবা রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় জীবনে হউক, তিনি সর্বদা মিথ্যাচার, ভণ্ডামি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদি মানবাত্মাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই অন্যায়ের প্রতি ঝুকিয়া পড়িবে। সুতরাং তিনি হৃদয়ের সে সকল নিভৃত

স্থানকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন যেখানে অপ্রকাশিত ও প্রকাশের অযোগ্য অভিপ্রেয়সমূহের দ্ব্যর্থবাচক মর্ম (যাহা অস্পষ্ট সিদ্ধান্তহীনতার জন্য দেয়) লুকাইয়া থাকে, আর তিনি পরিণত বয়সে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালিন্স ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে স্থায়ীভাবে বিষাদজনক সন্দেহপ্রবণতা আসন গাড়িয়া বসে। বলা নিস্পয়োজন যে, তাঁহার রচনাসমূহে যে মূল চিন্তাধারার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহা তিনি তাঁহার যুগে মানুষের মধ্যে যে সমস্ত অনৈতিকতা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন উহার প্রতিক্রিয়া প্রসূত। ইসলাম তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে যে, এই সকল দোষ-ক্রটি ও অনৈতিকতা হইতে পরিদ্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর কোথাও নাই এবং তিনি সর্বশক্তি দিয়া এই বিশ্বাসের প্রতি অবিচল ছিলেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি তাঁহার নিজ বিশ্বাসকে এক বিরাট মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব পর্যন্ত এবং যাহাদের মুখোশ উন্মোচিত হইয়াছে এবং যাহারা আত্মরক্ষার জন্য উহার বিরোধিতা করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে উহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া রক্ষা করিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে উক্ত বিশ্বাসের বাহিরে অবস্থান করিতেন।

সত্যের প্রতি অদম্য আগ্রহ সহকারে আত্মশীল একজন মানুষরূপে ইবন হায়ম মানুষ ও সমাজের এই সকল অস্থিরতার সম্মুখীন হন এবং তাঁহার সকল গবেষণা কর্ম তর্কাতীত ও অকাটা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত একটি সত্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়। এই সত্যই হইতেছে ইসলামের আল্লাহ যিনি অন্য সকল সত্যের ভিত্তি। বিশুদ্ধ মুসলিম ধর্মমত সত্যিকার মানব জীবনের ভিত্তিরূপ, কিন্তু উহাকে অবশ্যই মানুষের সৃষ্ট সকল প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। যদিও আল্লাহই মূল আশ্রয়দাতা, তবুও ইবন হায়ম এই বিশ্বাসের উপর তাঁহার নিজস্ব গন্ধতিতে চিন্তা করিয়া আইনের বাণীসমূহে এমন কতকগুলি সুদৃঢ় ভিত্তি আবিষ্কার করেন যেইগুলির উপর নির্ভর করা যায় এবং যেইগুলিকে ভুল ও প্রতারণার মুকাবিলায় প্রমাণরূপে ব্যবহার করা চলে। প্রথমত, তাঁহার মানুষের প্রতি বিশেষ সন্তোষ এবং সম্ভবত এইজন্যই ইবন হায়ম বস্তুত্বকে স্বীকৃতি দেন এবং মানবিক সম্পর্কের বিষয়ে তাঁহার আদর্শবাদী ভাবধারায় উহাকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সত্যিকারের বস্তুত্ব সত্য, সরলতা, পারস্পরিক সমঝোতা ও আন্তরিকতার উৎসস্বরূপ। একমাত্র বস্তুত্বপূর্ণ পরিবেশেই মুখের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, উহাতে কোন কিছু উহা অথবা কোন বিষয় সূচত্বরূপে লুকাইয়া রাখিবার সন্দেহ থাকে না। এই দৃঢ় অভিমত হইতেই ইবন হায়মের ভাবার প্রতি ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাতে তাঁহার জাহিরী মতবাদের মূল নিহিত। একই চিন্তাধারা অনুসারে, তবে অন্য এক স্তরে ইবন হায়ম বিশ্বাস করিতেন যে, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও কিছু সংখ্যক আইনবিদের কাঙ্ক্ষিত যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদিতে তাহাদের কেবল আবেগপ্রবণতা, পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তিগত পসন্দই প্রকাশ পায়, যাহা এমনিতে অন্যান্য কিছু মিথ্যা যুক্তি দ্বারা উহাতে বৈধতার প্রলেপ লাগান হয়। আর ইহা হইতেই স্পষ্ট হয়, যে সকল লোক আল্লাহর কথা শুনিবার পরিবর্তে মানুষের অনুমান। ভিত্তিক যুক্তির প্রতি নিজেদেরকে সমর্পণ করে তাহাদের জীবনে অসংখ্য বিচ্যুতির আবির্ভাব ঘটে। ইবন হায়মের এই নীতিতেই তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় রীতির মূল নিহিত, যেখানে যুক্তির 'অবশ্য একটি' ভূমিকা রহিয়াছে, তবে তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ এবং আল্লাহর বাণী প্রদত্ত শিক্ষার অধীন।

সর্বশেষ ইবন হায়ম বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। আল্লাহর সৃষ্ট বাস্তবতা মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারে। তবে শর্ত এই যে, মানুষকে তাহা জানিতে হইবে এবং কুরআনের উপদেশ অনুযায়ী উহা পালনে আগ্রহী হইতে হইবে। ক্রোধ অনেক সময় স্পর্শকাতর চিন্তাবিদগণের লেখায় বিষাদের ভাব ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু ইবন হায়মের মধ্যে ইহার কোন কিছুই দেখা যায় না। তাঁহার লেখায় সামাজিক বিদ্যার সামান্যতম লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও তিনি পার্থিব জগত হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা এড়ান নাই। যদিও তিনি একটি আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি শুধু গোপনে নিজের মধ্যেই উহার চর্চা করেন নাই। তিনি রাজনীতিতেই যোগ দেন অথবা তাঁহার পুস্তকে বিতর্কিত বিষয়েরই অবতারণা করেন, সর্বক্ষেত্রেই তিনি একজন যোদ্ধা ও সক্রিয় লোক ছিলেন। যে শত্রুবাহিনীর সহিত তিনি লড়াইয়াছেন তাহারাও রক্তমাংসের মানুষ, তিনি তাহাদের মতবাদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের সূত্রসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সম্ভবত এই অভিযোগ তোলা যাইতে পারে যে, তিনি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদেরকে পুঞ্জপুঞ্জরূপে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, কেবল অমৌলিক ও অস্বার্থ কিংবা প্রভাৱণাপূর্ণ উক্তি সমূহের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কখনও কখনও এবং প্রচুর পরিমাণে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি তাহাদেরকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন; যাহাদের সহিত সত্যিকার কোন সংলাপে বসা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহারা নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ভাষার বিকৃতি সাধন করিত এবং স্বাভাবিকভাবে যাহা বুঝাইতে চাহিত না তাহাই বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করিত। যথার্থ পরিভাষা অন্বেষণের সহিত, যাহাতে তাঁহার যুক্তি-প্রমাণসমূহ কোন আনুষ্ঠানিক বা ভাবমূলক বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত রহিয়াছে, তিনি যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা নিজস্ব অনুসন্ধান হইতে আহরিত উদাহরণ চয়নে বিশেষভাবে প্রতিভাত। সূত্রাং কৃষিপণ্যের উপর যাকাত এবং উহা সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি স্পেনের কৃষি সম্পর্কে কিছু বলিয়াছেন। বাইবেলে বর্ণিত সরিষা বীজের শস্যকণা সম্পর্কিত কাহিনীর ব্যাপারে তিনি উহা হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদের আকার সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়াছেন। পরিমাণ সম্পর্কে তিনি এক প্রকার মুদ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তিনি একটি পরিবারে দেখিতে পাইয়াছেন, যাহাদের মাধ্যমে এই মুদটি পর্যায়ক্রমে হাত বদল হইয়া আসিয়াছে। তিনি তাহাদেরকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি ইসনাদ দ্বারা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, উহা মদীনা হইতে আসিয়াছে এবং মহানবী (স)-এর সময়ে সেইখানে উহা বর্তমান ছিল। এইভাবে তিনি উহাকে একটি প্রামাণ্য পরিমাণে পরিণত করেন। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ইবন হায়ম যদিও বাস্তবসম্মত বিশদ বিবরণ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য পসন্দ করিতেন, তবুও তিনি তাঁহার সমন্বয়বোধের জন্যই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কুরআন ও হাদীছের যে অসংখ্য বাণীর উপর মুসলিম ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন তাঁহার প্রবল আগ্রহের বিষয় ছিল। জ্ঞান, ভাষা, যুক্তিবিদ্যা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তাঁহার চিন্তাধারাসমূহ সর্বদা এই লক্ষ্যেই পরিচালিত হইত। তাঁহার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিভিন্ন মতাদর্শ ও উহার

মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন; তাঁহার রচনারীতি একই সঙ্গে স্পষ্ট, সাবলীল ও বলিষ্ঠ। এই হিসাবে তাঁহার গ্রন্থসমূহের সহিত পাশ্চাত্য রীতির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এখানে তাঁহার একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, “এ সকল বাজে উক্তিকারীরা সত্যকে নানাভাবে পরিশোভিত করে, নিজদেরকে ধর্মতত্ত্ববিদ বলিয়া দাবি করে, তাহাদের মূর্খ কথায় হাজারো শব্দের মালা গাঁথে, কিন্তু শেষের কথাটি পূর্বেরগুলিকে নাকচ করিয়া দেয়।” এই মন্তব্যে ইবন হায়মের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত এবং ইহাতে তাঁহার সেই গুরুত্বই প্রতিফলিত যাহা তিনি ভাবধারা ও রীতির ধারাবাহিকতায় সুসঙ্গতির প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। বস্তৃতপক্ষে তিনি সত্যের অন্বেষণে ও বক্তব্যে স্মৃতিশক্তি যে ভূমিকা পালন করে তাহার প্রতি জোর দেন (যে রূপ পরবর্তী কালে Descartes করিয়াছেন); প্রমাণ ও আলোচনার সমগ্র বিষয়টি মনে রাখা অত্যাৱশ্যক; যখনই স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তখনই ভুল সংঘটিত হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রচুর স্মৃতিশক্তি ও সুসমৃদ্ধ গঠনশৈলীর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁহার রচনা সর্বদাই সুবিন্যস্ত ছিল, কখনও উহার প্রধান যুক্তিতর্কের বিষয়গুলিতে অস্পষ্টতার ছাপ পড়ে নাই।

৪। মনোবিজ্ঞানী ও নীতিবাদী হিসাবে ইবন হায়ম : ইবন হায়মের প্রকৃতি, তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাঁহাকে একজন অতি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানী ও খ্যাতনামা নীতিবাদীতে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার এই পরিচয় তাঁহার সমগ্র রচনাতেই পরিলক্ষিত হয়, তবে বিশেষ করিয়া দুইটি গ্রন্থে অতি স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। গ্রন্থ দুইটির একটি ‘ত’-ওকু-‘ল-হা-মামা’ এবং অপরটি ‘কিতাবুল-আখলাক-ওয়া-সু-সিয়া’। প্রথমটি প্রেম ও প্রেমিকদের সম্পর্কে লিখিত। এই বিষয়ে প্রাথমিক যুগের কবিতার (কাসীদার নাসীব; গণ্যাল) ভাস্ক্যকারগণও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সেই হিসাবে বিষয়টিতে ইবন হায়মের পূর্ববর্তী আরও লেখক ছিলেন, যাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা আল-জাহিজ ও ইবন দাউদ আল-ইসফাহানী। তাঁহার প্রথমোক্ত রচনাটি সাহিত্যের একটি বিশেষ রীতির অন্তর্ভুক্ত যাহা পরবর্তীতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে, যাহাকে ‘প্রেম সংহিতা’ নামে অভিহিত করা চলে। এই পুস্তকে প্রায়ই যথার্থ কাব্যিক উদ্ধৃতিসহ বহু ভাবসমৃদ্ধ বাক্য উপস্থাপন ও সূচিকৃত মন্তব্য রহিয়াছে। এই কারণে শীঘ্রই ইহা একটি চিত্তাকর্ষক সংগ্রহরূপে সমাদৃত হয়। ইবন দাউদের ‘কিতাবু-য-যাহরা’-কে এই ধরনের পুস্তকরূপে চিহ্নিত করা যায় এবং ইবন হায়মও তাঁহার পূর্বসূরীর রীতি সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারেন নাই। এই রীতিটির প্রথম যখন প্রচলন হয় তখন হইতে যদিও ইহার বিষয়বস্তু বেশ নীরস ছিল, কিন্তু আল-জাহিজ ও ইবন হায়মের ন্যায় দক্ষ লেখকগণ উহাতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হন। Garcia Gomez প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীতে ত’-ওকের বিষয়বস্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইবন হায়ম ক্রমশ হালকা সাহিত্য সৃষ্টির বাঁধাধরা নিয়ম হইতে নিজেকে মুক্ত করেন এবং তাঁহার রচনা ক্রমেই গাঞ্জীর্যপূর্ণ হইয়া উঠে। নিরপেক্ষ বিষয়ে তাঁহার নৈতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিফলন ঘটে; অধিকতর ব্যক্তিগত উদাহরণ ও প্রত্যক্ষ মন্তব্যের ব্যবহার দ্বারা উহাকে প্রগতিশীলভাবে আরও গভীরতা ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যতা প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে নৈরাশ্যবাদ ও তিক্ততার আভাস স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ইহা হয়ত সম্ভব যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি একই সময়ে লিখিত হয় নাই এবং উহাতে লেখকের অভিজ্ঞতার কোন এক বিশেষ পর্যায়ের প্রতিফলন ঘটিয়া থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ একটি অংশের

উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহার শুরু এইভাবে হইয়াছে: ওয়ালাকাদ রা'আয়তু মা'রা'আতান কানাত মাওয়াদ্দাতুহা ফী গায়রি যাতিল্লাহ্ (সম্পা. L. Bercher, ৩৪৮)। ইহাতে এক বিশেষ ধর্মীয় ও মানবিক অনুভূতি উপলব্ধি করা যায়। কুবহ'ল-মা'সি'য়া শীর্ষক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে যাহাতে সত্যের প্রতিধ্বনি ও নারী মনস্তত্ত্বের কয়েকটি বেশ প্রাণবন্ত টীকা রহিয়াছে। মনোবিজ্ঞানী ও নীতিবাদীরাগে ইবন হাযমের প্রজ্ঞা নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে: “বাহ্যিক সমর্পণ সম্পর্কে মন্তব্য (অধ্যায় ২৪, সম্পা. Bercher, ২৩৮), প্রেমিকদের কথার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য (পৃ. ১৮০) ও সান্ত্বনা দানের (কুনূ') দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য, বিশেষ করিয়া কবিগণের মধ্যে যাহারা নিজদেরকে তৃপ্ত করিবার প্রয়াস পান তাঁহাদের এচও আবেগের বহিঃপ্রকাশ দ্বারা (গারাদ; এই শব্দটির অর্থ সম্পর্কে Dr. Dozy, Suppl.), গভীর ভাব ও অসাধারণ পরিকল্পনার উপর তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রদর্শন দ্বারা; তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতিগত শক্তি অনুযায়ী কথা বলেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল নিজেদের ইচ্ছা মারফিক ভাষা ব্যবহার করেন (তা'হাক্কুম বি'ল-লিসান), বাগাড়ম্বরপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেন (তাশাদ্দুক ফি'ল-কালাম) এবং হৈ-হল্লা করিয়া বক্তৃতায় বাজিমাৎ করেন (ইসতিতাল্লা: বি'ল-বায়ান), যাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।”

আপাত অভিন্ন আচরণের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং অপরের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ কৃত্রিম আচরণের (রিয়া') ভূমিকা সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য এবং অনুরূপ আরও অনেক রচনা হইতে ইবন হাযমের উপরিউক্ত গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইবন হাযম কিভাবে তাহার এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার আভাস এই সকল মন্তব্যে রহিয়াছে, যেমন উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও গোপন অর্থের কঠোর পর্যালোচনা দ্বারা যাহাতে কথার আড়ালে লুক্কায়িত বাহ্যসংঘম কিংবা অন্যরূপ ভান করার আসল মতলব ফাঁস হইয়া পড়ে। যখন কোন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কিছু বলিতে এবং নিজকে প্রকাশ করিতে চায়, তখন সে সঠিক যোগাযোগের জন্য প্রণীত ভাষার রীতি মানিয়া চলে না, বরং সে তখন নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃত অবস্থা গোপন করার জন্য উহার বিকৃতি সাধন করে। ইবন হাযম যখন তা'ওক'-এ ইজ'হার শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি উহা সর্বদা নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন; একজন লোক বাস্তবে যে রকম সে রকম কখনও নিজেকে প্রদর্শিত করে না; বরং সে মুখোশ ব্যবহার করে। এই কারণেই তিনি মানুষের ভাষার সমালোচনা করিবার পর আল্লাহর বাণীর ভিতর নির্ভুল সূত্রের সন্ধান করেন। তাহার মূল যুক্তি অনেক মুসলিম সাধকের যুক্তির অনুরূপ; কিন্তু মানুষের প্রতি তাহার কোন আস্থা নাই এবং মানবিক চেতনার গভীরে নির্ভুল আন্তরিকতাপূর্ণ অবস্থা-যেখানে ইলাহী তৎপরতা প্রকাশ পায় উহার অন্বেষণ করিতে অনিশ্চুক। তিনি মনে করেন যে, চেতনার কৃত্রিম প্রকৃতি সর্বদা একটি বাধাধরূপ। সুতরাং তিনি প্রকৃত বাস্তব, কুরআন ও অনুপ্রাণিত হাদীশের বাণী “যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে” অর্থাৎ উহার জাহির আকারের প্রতি সমর্পণের জন্য মানুষকে তাহার নিজ হইতে বাঁচিবার পরামর্শ দান করেন। আল্লাহর সহিত মিলিত হইবার অর্থ তিনি যাহা বলেন, তাহা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করা যাহাতে তাহার আদেশ নম্রতা ও সংকোচের সহিত পালন করা যায়। মানুষ নিজের মধ্যে সত্য ও নিশ্চয়তার সন্ধান খুঁজিয়া পায় না, বরং আল্লাহর মধ্যে উহাদের সন্ধান পাওয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহর বাণীতে যে স্তরে পৌঁছিলে একমাত্র মিলন সম্ভব; বুদ্ধির মিলন বা ফাহম।

কিতাবুল-আখলাক' ওয়া'স-সিয়ার গ্রন্থে উপরিউক্ত উপসংহারের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা কেবল ২৬৭ অনুচ্ছেদে (সম্পা. ও অনু. N. Tomiche, ৭৪/৯৬) ও অনুসৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ৫ (১৩/৮) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিতে চাই যেইখানে এই বলিয়া উপসংহার টানা হইয়াছে: “অতএব জানিয়া রাখ, একমাত্র একটি উদ্দেশ্য লাভ করিতে হইবে, আর তাহা হইল উদ্বেগ দূরীভূত করা এবং একমাত্র একটি উপায়েই তাহা সম্ভব, আর তাহা হইল আল্লাহর ‘ইবাদত করা (আল-‘আমাল লিল্লাহ)।” সুতরাং ইবন হাযমের সমগ্র মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র কর্মের উপর কেন্দ্রীভূত, কিন্তু সেই কর্ম অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ সম্পর্কিত চিন্তা দ্বারা নির্ধারিত হইতে হইবে।

৫। ভাষাতাত্ত্বিকরূপে ইবন হাযম: মিথ্যা ও ভুল স্পষ্টতই কথার সঙ্গে জড়িত। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইবন হাযম-এর নিকট এই ক্ষেত্রে নিশ্চয় বিষয় হইল ভাষার উন্নতিকল্পে কাজ করার পরিবর্তে ভাষাকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। বস্তুতপক্ষে ভাষার মধ্যে একটি বাস্তবতা বিরাজমান, ইহা আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত (Dr. কুরআন, ২: ৩১), ইহাতে সত্য নিহিত আছে এবং ইহা সত্য আবিষ্কারের ও প্রকাশের একমাত্র উপায়, যতক্ষণ ইহাকে আল্লাহ প্রদত্ত মূল (আসলু'ল-লুগা) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানবিক আবেগের খেলার বস্তুতে পরিণত করা হয়, পরিণামে যাহা প্রতিটি ভাষাতেই উল্লিখিত উপায়টিকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং অতীষ্ট ফল (ইবতালু'ল-লুগা) লাভ সম্ভব হয় না। ভাষার ব্যবহারে কথা কখনও নিছক মামুলী বিষয়ের হইবে না [ইসতিলাহ (মানুষের সৃষ্ট) মতবাদের বিপরীতক্রমে তা'ওফীক (আল্লাহ প্রদত্ত) মতবাদ] কিংবা হেয়ালীপূর্ণও হইবে না। ইহার প্রতিটি জিনিস খোলাখুলি বলিতে হইবে। কারণ ইহার কাজই হইতেছে পারস্পরিক উপলব্ধি (তাফাহুম) ঘটান। এই কারণেই নিখুঁত বাণী (এবং ইহা আল্লাহর বাণীর একটি বৈশিষ্ট্য) সম্পূর্ণরূপে উহার ‘জাহির’ দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে, কোন প্রকার গোপন অর্থ (বাতিন) আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালান অর্থহীন উহাতে ইচ্ছা মারফিক রায় প্রদানের পথ সুগম হয় এবং মানবাত্মার আবেগ ও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে। সুতরাং নির্ভেজাল ব্যাকরণের তত্ত্বরাজ্যে ইবন হাযম সেই সকল তত্ত্বের ঘোর বিরোধী যাহাতে ‘গোপন অর্থ’ দ্বারা বাক্যের পদবিন্যাসের ব্যাখ্যা করা হয়। কথার অর্থের সহিত বক্তা কিংবা শ্রোতার মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যের সংঘর্ষ হওয়া উচিত নহে, উক্ত অর্থেই হইতেছে একমাত্র বস্তু যাহার কোন মূল্য আছে। শব্দের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ অর্থ (দলীল) বা মনোনীত অর্থ (ইশারা) রহিয়াছে। যাহারা উহা ব্যবহার করিবে তাহাদের উচিত উহার সঠিক অর্থে ব্যবহার করা এবং নিজেদের মনগড়া অর্থ দ্বারা উহাতে পরিবর্তন আনয়ন করা কোনক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং ‘মা'না' ও ‘মুরাদ বিহি'-এর অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত এবং উহা একমাত্র বাক্যের গঠন ও যে ভাষায় উহা বিবৃত হইয়াছে উহার উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে বাণীর কতগুলি মৌলিক শ্রেণী ('আনামির'ল-কালাম) রহিয়াছে যাহা কথিত প্রতিটি শব্দের সাধারণ ও চূড়ান্ত ব্যঞ্জনাতে পরিবর্তিত করে, যথা অনুরূপসূচক, নির্দেশক ও অন্যান্যের মধ্যে প্রশ্নাত্মক; এইগুলি বাণীর অভ্যন্তরীণ প্রকরণ এবং ইহারা শ্রোতা কিংবা পাঠকের মনে কিছু সাড়া জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভাষাগত বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে। ইবন হাযম হযরত আদাম ('আ)-এর ভাষাকে বিবেচনায় রাখিয়া ভাষা সৃষ্টির আদি সমস্যা সম্পর্কেও বিচ্ছিন্নভাবে আলোকপাত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট

মতামত ব্যক্ত করেন নাই। সংক্ষেপে 'আরবী কুরআনের ভাষা বলিয়া তিনি উহাকে মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা হিসাবে গণ্য করেন। এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই ব্যাপারে ইবন হা'য্মের কতকগুলি কৌতূহলজনক স্বজ্ঞাপ্রসূত মত রহিয়াছে, বিশেষত ভাষার বিবর্তন ও বিভিন্ন ভাষার মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে। কিন্তু তিনি সেইগুলির স্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেন নাই, সম্ভবত উহা সম্পাদনের পদ্ধতিগত কলা-কৌশলও তাঁহার জানা ছিল না এবং নিশ্চিতভাবে তিনি উহাকে মূল সমস্যারূপে গণ্য করিতেন না।

৬। ইবন হা'য্মের যুক্তিবিদ্যা : ইবন হা'য্মের ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য ছিল এমন এক যুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করা যাহা ওহীর ও রাসূলের বাণীর জাহির অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম এবং যাহাতে আল্লাহ যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার স্থলে মানুষ যাহা বুঝিতে চাহে তাহা দ্বারা উহার অপব্যাখ্যা করার সুযোগ না থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদিও তিনি এরিস্টোটলের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং যুক্তিবিদ্যায় তাঁহার দখল ছিল, তবুও তাঁহার বিরোধীদের বিপক্ষে তিনি যে সকল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন উহাতে স্বাধীন চিন্তার উপায় হিসাবে কল্পিত যুক্তিবিদ্যা প্রণালী প্রয়োগের সীমা ও গুরুত্বহাসের প্রতিই তাঁহার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি যুক্তির মূল্যে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আল্লাহ যেভাবে কুরআনে উহার ব্যবহার করিয়াছেন একমাত্র সেইভাবেই উহার ব্যবহার আইনসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। যে সকল আয়াতে 'যা'কিলুন' (يعقلون) জিয়াপদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমই আসে প্রয়োজনীয় যুক্তিসম্মত স্বজ্ঞা-ক্ষমতার জ্ঞানের কথা (পারস্পরিক বিরোধমূলক নীতি, অংশ অপেক্ষা সমগ্র বড় ইত্যাদি নীতি), তারপর এমন এক ক্ষমতার, যাহা সৃষ্ট জীবের অনুভূতি বুঝিতে পারে আর যাহা পরিণামে তাহার ব্যবহারে ইন্দ্রিয়ালঙ্ক উপলব্ধি হইতে বিভিন্ন হয় না। আর এই ক্ষমতার কাজ হইল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মর্মে প্রবেশ করা। যুক্তির মাধ্যমেও কথা বুঝিতে পারা যায় এবং আল্লাহর বাণীও যুক্তিগ্রাহ্য। সুতরাং মিথ্যা হইতে সত্যকে নিরূপণ করিবার ক্ষমতা যুক্তির রহিয়াছে। তবে তাহা সর্বদাই এমন কোন বিষয় সম্পর্কে হইতে হইবে যাহা অনুভূতির অভিজ্ঞতা কিংবা উক্তি দ্বারা উহার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে যাহা অবশ্যই ঘটনা দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত হইবে। কিন্তু উহার এইরূপ কোন সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতাই নাই যাহা উহার নিকট প্রদত্ত হয় না। কোন সত্য সৃষ্টি বা পুনর্গণন ত দূরের কথা, কোন কিছু মূল্য বিচার করিতে ইহা অসমর্থ, বিশেষত ভাল ও মন্দের নৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে। ইহাতে দূর কল্পনামূলক কিংবা বাস্তব অনুজ্ঞাসূচক কোন কিছু নাই যাহা দাবি করিতে পারে যে, আল্লাহ ইহাকে বিবেচনায় রাখেন। যুক্তি কোন শাসক নহে, বরং একজন কর্মী। আল্লাহর "নির্দেশনাবলী" বুঝিবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত এই যুক্তিই ইজতিহাদ করে, কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কোন অবদান নাই, কারণ ইহা জ্ঞানের রাজ্যে সমৃদ্ধি ঘটায় না। ইহার একমাত্র কাজ হইতেছে নায়িলকৃত বাণীসমূহের পূর্ণতার উপলব্ধি এবং এই সব সারণ্ত ও স্পষ্ট বাণী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ।

অধিকন্তু ইবন হা'য্ম জেনাস (গণ) ও স্পেসিজ (প্রজাতি) সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যুক্তিবিদ্যার বাস্তবতার ক্ষেত্রে স্বীকার করেন না। তিনি অবশ্য এই শব্দগুলির ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন নাই; তবে তিনি ভাষায় (ফিল-লুগা) ঐ সকল শব্দের সাধারণ যে অর্থ রহিয়াছে সর্বদা সেই অর্থেই উহাদের ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং বিতর্কের ক্ষেত্রে ব্যতীত

অন্যত্র উহাদের পারিভাষিক অর্থে এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিতেন না। সর্বোপরি তিনি ঐ সকল তথাকথিত যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাত্ততত্ত্ব প্রবর্তন হইতে বিরত থাকেন। বস্তু ও আপতন, কর্ম ও শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির কোন হা'য্মীয় তত্ত্ব নাই। তিনি যখন ঐ সকল শব্দের ব্যবহার করেন তখন হয়ত বিতর্ক ক্ষেত্রের অথবা কোন অভিন্ন ভাবধারা প্রকাশের জন্য কিংবা কুরআন বা হাদীছের উল্লেখ প্রসঙ্গে উহার ব্যবহার করেন। সুতরাং তাঁহার ফিস'াল গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে তিনি ঐ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'প্রকৃতি (তা'বী'আ) শব্দটি যেহেতু মহানবী (স) তাঁহার কোন কোন সমসাময়িক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন তাই উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।' 'প্রকৃতি'র যে দার্শনিক তত্ত্ব দার্শনিকগণ গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইতে ইহা ভিন্নতর।

ইহা সত্য যে, ইবন হা'য্ম তাঁহার 'কিতাবু'ত-তাক'রীব গ্রন্থে এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যার একটি সারাংশ পেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে ইহা মনে করিবার কারণ নাই যে, তিনি উহাকে ঠিক এরিস্টোটলের ধারণা অনুযায়ীই বুঝিয়াছেন। তিনি যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন এবং কুরআন ও হাদীছ হইতে যে সকল উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই ইহার বড় প্রমাণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ভাষাতাত্ত্বিক উক্তি বিশ্লেষণের উপায়স্বরূপ একজন মুসলমানের পক্ষে উহাতে অগ্রহ পোষণ করা স্বাভাবিক এবং ঐ ক্ষেত্রে ইবন হা'য্মের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। আত-তাওহীদী কর্তৃক সংরক্ষিত আবু সা'ঈদ আস-সীরাফী ও মাতা ইবন য়ুনুসের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সংলাপে আবু সা'ঈদ এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যাকে ঐ বলিয়া নাকচ করিয়া দেন যে, উহা গ্রীক ভাষার সহিত সম্পৃক্ত এবং উহা 'আরবদের সামান্যতম ব্যবহারেও আসিতে পারে না। ঐ গ্রন্থটিতে ইবন হা'য্ম একটি বিষয় বারবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি এরিস্টোটলের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সকল ভাষাতেই অভিন্ন। সুতরাং 'আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রেও উহা লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। যুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন যদি আল্লাহর অনুগ্রহ (লুত'ফ) হয় তবে তাহা ঐ কারণে যে, ঐ বিষয়টির ভিত্তি "বোধশক্তির উপর রচিত যাহা আল্লাহ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন"। ইহা ফাহ্মের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের প্রতি দিকনির্দেশ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বৈজ্ঞানিক মতপার্থক্য কোনক্রমেই একটি ধারণার মৌলিক উপাদানরূপে বিবেচিত হইতে পারে না এবং ধারণার বাহিরে কোন প্রকৃতি বা দার্শনিক মূলনীতির মৌলিক উপাদান হওয়া ত আরও দূরের ব্যাপার, ইহা শুধু নাম ও সত্তার একটি অপরটি হইতে পৃথক (তাময়ীয) করিবার উপায়মাত্র।

এরিস্টোটল সম্পর্কে এইরূপ ধারণার ফলে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ইবন হা'য্মের অন্যত্র বর্ণিত (বিশেষত 'কিতাবু'ল-ইহ-কাম গ্রন্থে) ধারণাসমূহের আদৌ কোন বিরোধিতা করা হয় নাই। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, যুক্তিবিদ্যার একাধিক মুসলিম লেখক দাবি করিয়াছেন যে, এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ইবন হা'য্মের সঠিক ধারণা ছিল না এবং এক অর্থে সম্ভবত ইহাও বলা যায় যে, তিনি এরিস্টোটলীয় গ্রন্থের পূর্ণ দার্শনিক গুরুত্ব অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সম্ভবত আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যার প্রতি ততখানি গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

কুরআন ও হাদীছের যে সকল অংশের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত উহার সঠিক অর্থ নিরূপণের উপায় হিসাবে ইবন হা'য্ম যুক্তিবিদ্যার

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। কুরআন ও হাদীছের যে সকল অংশের মধ্যে ঐকমত্য স্পষ্ট নহে এবং যে সকল অংশ পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তিনি সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায়স্বরূপও যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন (এবং সম্ভবত যুক্তিবিদ্যার চর্চার পশ্চাতে ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল)। সুতরাং ইহা বায়ান (অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি বিষয়)-এর একটি যুক্তিবিদ্যার বিষয়, ভাষা সম্পর্কে জাহিরী ধারণা হইতে যুক্তিবিদ্যার জাহিরী ব্যবস্থা জনালাভ করে এবং উহা হইতেই পালান্ধ্রমে জাহিরী ধর্মতত্ত্ব ও আইন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

মৌলিক নিয়ম এই যে, প্রথমে একটি পাঠের সকল উপাদানকে উহাদের সাধারণ অর্থে ('আলা'ল-উমূম) বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত ইহা 'আনাসিরু'ল-কালামের প্রতি প্রযোজ্য যাহাকে উহাদের সর্বাপেক্ষা জোরালো অর্থে বুঝিতে হইবে। সুতরাং একটি বাচনিক অনুজ্ঞার অবশ্য করণীয় আদেশসূচক সাধারণ অর্থ রহিয়াছে এবং উহাকে সেই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে যতক্ষণ অপর একটি পাঠে ইঙ্গিত (দলীল) পাওয়া না যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কোন আদেশ নহে, বরং আহ্বান কিংবা উপদেশমাত্র। অনুরূপভাবে একটি না-সূচক অনুজ্ঞার নিষেধাজ্ঞামূলক অর্থ রহিয়াছে এবং একমাত্র গৌণভাবেই কোন দলীলের ফলশ্রুতিস্বরূপ উহাকে বিরত থাকার উপদেশ হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে। দ্বিতীয়ত, শব্দসমূহকে অভিধানে প্রদত্ত উহাদের ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট কোন অর্থে ('আলা'ল-খুসূ'স') উহাদেরকে সীমিত রাখিতে হইলে তজ্জন্য অবশ্যই দলীল থাকিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইবে যে, 'সাধারণ' ঘরা ইবন হাযম কেবল মতবাদগত সাধারণ বুঝাইবার প্রয়াস পান নাই। 'আরবী ভাষায় শব্দের বিভিন্ন অর্থের একটি অপরটির সহিত প্রায়ই কোন শব্দার্থ বিদ্যগত (Semantic) সম্পর্কে থাকে না। 'উমূম হইতেছে একটি শব্দের অর্থসমূহের সমষ্টিমাত্র। যদি কোন সীমিত অর্থের ইঙ্গিত না পাওয়া যায় এবং সম্ভাব্য সকল অর্থই সমভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে সকল অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর যদি কোন কোন অর্থ প্রযোজ্য না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা দলীলের ভূমিকা পালন করিবে এবং সেখানে কোন কোন অর্থ বাদ পড়িবে উহার পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকিবে। ইহা 'উমূম ও খুসূ'সের মধ্যকার সম্পর্কও বটে যাহা 'ইস্তিছনা' (ব্যতিক্রম) মতবাদের ভিত্তি। যখন দুইটি পাঠের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব থাকে, তখন নির্দিষ্টটি সাধারণটির অনুকূলে পরিত্যক্ত হয়। ইবন হাযম এই নীতিমালাকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া ফিক'হ ও কালামের সকল সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োগ করিয়াছেন।

৭। ইবন হাযম ও আইনের উৎসসমূহ : যতদূর কুরআন সম্পর্কে বলা যায়, ইবন হাযমের ব্যাখ্যা মূলানুগ ও ব্যাপক। কারণ তিনি ইহার মূল পাঠের অর্থ অনুধাবনে সাধারণীকরণ নিয়মের তদীয় প্রয়োগ নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। এইরূপ যে সকল আয়াতের সীমিত প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইতে তিনি স্বীয় ভাবধারা উদ্ভাবনে সফল হন। তাঁহার এই সকল ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার সমগ্র আইন ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে। সুতরাং নিম্নের দুইটি আয়াতকে কুরআনের 'সম্বন্ধিত নীতি' (কিতাবু'শ-শিরকাঃ) ভিত্তি বলিয়া ধরা হয় : "প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার গ্রহণ করিবে না" (৬ : ১৬৪) وَلَا تُكْسِبُ الْإِنْسَانُ نَفْسًا إِلَّا عَلَيْهِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ এবং "আল্লাহ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল

যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই" (২ : ২৮৬) لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا يَكْفُرُ بِهَا وَلَا يُكْفِرُ بِهَا وَالْأَلَا وَسِعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسِبَتْ ইহা সত্য যে, এই সকল বিষয়ে ইবন হাযমই একমাত্র আইনজ্ঞ নহেন যিনি কুরআনের বাণীকে নিজের সমর্থনে ব্যবহার করিতে গিয়া যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি আয়াতসমূহকে অত্যন্ত সীমিত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঋণ ও বন্ধক সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং কোন চুক্তিতে এইরূপ কোন শর্ত থাকিলে যাহা আল্লাহর গ্রন্থে অবর্তমান তাহা বাতিল হইবার নীতি সম্পর্কে তিনি সূরা ২ : ২৮২-এর শর্তাবলীকে অত্যন্ত সীমিত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন :

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়। লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না, যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নিবোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে"।

হাদীছ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত কঠোর মানদণ্ড প্রয়োগ করেন এবং আইনগত বিতর্কে সেই সকল বিষয়ের অধিকাংশই নাকচ করিয়া দেন যাহার উপর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নির্ভর করেন। অধিকন্তু তাঁহার কিতাবুল-ইহকাম গ্রন্থে স্বয়ং যে সমালোচনার অবতারণা করিয়াছেন উহার সাধারণ নীতিমালার প্রয়োগ করেন এবং ইহা হইতে তাঁহার অনস্বীকার্য ইতিহাসবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি শাফি'ঈগণের বিপরীতক্রমে কি'য়াস (দ্র.) প্রয়োগের যোর বিরোধী ছিলেন। একদিকে কি'য়াস-এর ধারণার অস্পষ্টতার কারণে এবং অপরদিকে নজীরের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিরূপণের ইচ্ছাতে যে স্বেচ্ছাচারী উপাদান নিহিত থাকে তাহার কারণে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ কিতাবুল-মুহাম্মা-য় কি'য়াস দ্বারা সৃষ্ট অসঙ্গতির উপর জোর দিয়া উহা প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, কেন এক ক্ষেত্রে নজীরের ব্যবহার করা হইবে এবং অন্য ক্ষেত্রে হইবে না?

তিনি ইজমা'-এর পরিধিও হ্রাস করেন। তাঁহার মতে একমাত্র সাহাবীগণের মধ্যেই মতৈক্য সম্ভব ও নিশ্চিত। সুতরাং তাঁহাদের মতৈক্য ব্যতীত অন্য কাহারও মতৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইজমা' গ্রহণযোগ্য নহে।

৮। আইনবিদ হিসাবে ইবন হাযম : ইবন হাযম জাহিরী মতের প্রতিনিধি— স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তত্ত্বক্ষেত্রে তিনি হানাফী মতের যোর বিরোধী ছিলেন এবং শাফি'ঈ মতের কিছুটা কম বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তত্ত্ব ও বাস্তব— উভয় ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান বিরোধ ছিল মালিকী মতের সাথে। এই মত তাঁহার সময়ে স্পেনে প্রবল ছিল। এমনও বলা যাইতে পারে, তিনি মালিকী আইনবিদদের অত্যাচারের বিরোধিতা ও নিন্দা করার কার্যকর উপায় হিসাবে জাহিরী মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। এই হিসাবে একজন

আইনবিদরূপে তাঁহার কাজ ছিল অযৌক্তিক বিশ্বাসিগণকে নিষ্কৃতি প্রদান করা। ইসলামে আহকাম পাঁচটিঃ যাহা অবশ্য করণীয় (ফারদ'), যাহা নিষিদ্ধ (হারাম), যাহা পসন্দনীয় (মুস্তাহাব), যাহা অপসন্দনীয় (মাকরুহ) এবং যাহা অদূষণীয় (মুবাহ')। কোন কাজ প্রথম চার শ্রেণীর কোনটিতে দাবি করিলে তজ্জন্য জাহির আকারে কুরআন ও হাদীছের বাণী প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে হইবে। যদি এইরূপে কোন বাণী পাওয়া না যায় তবে বুদ্ধিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি সর্বশেষ শ্রেণীর অর্থাৎ মুবাহর অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিক পরিবর্তন সূচিত দাবির প্রতি নিষ্পৃহ থাকিয়া ইবন হাযম এমন একটি আইন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন যাহা মহানবী (স) ও সাহাবীগণের পরবর্তী আইনবিদদের দ্বারা সাধিত সকল প্রকার সংযোজন হইতে মুক্ত। সুতরাং তিনি অনেক ক্ষেত্রে আইনকে সহজতর করিয়া তোলেন যাহার সুস্পষ্ট উদাহরণ তাঁহার কিতাবুল-মুহাল্লা গ্রন্থের যাকাত অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অধ্যায়ে তিনি একমাত্র গম, যব, খেজুর ও যাবীব (কিশমিশ)-কে কৃষিপণ্যরূপে গণ্য করিয়াছেন এবং অন্য সকল প্রকার খাদ্যশস্য, ফলমূল ও তরিতরকারি ও বস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদ, রং ও ঔষধকে উহার বহির্ভূত মনে করিয়াছেন যাহা অন্যান্য মায'হাব কৃষিপণ্যরূপেই ভাবিয়াছে। অনুরূপভাবে মু'আমালাত সম্পর্কে প্রত্যেকে যেন তাহার শ্রমের ফল লাভ করিতে পারে—এই নীতির কঠোর প্রয়োগ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বের নিয়মকে অনেকখানি সীমিত করেন। বিক্রয় সম্পর্কিত তাঁহার রচনায় তিনি মহানবী (স) কর্তৃক বিধিকৃত বাণিজ্যিক নীতিমালা হইতে উদ্ধৃত নিয়ম-কানুনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতের অবস্থার প্রতি এইরূপ প্রত্যাবর্তনের ফলে অনেক সুবিধার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায়ে ইবন হাযম বেশ উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সেখানে কুরআন ও মহানবী (স) প্রদত্ত মহিলাদের অধিকারের সংরক্ষণের ব্যাপারে সোচ্চার হন, বিশেষ করিয়া জাবর-এর অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকাংশে সীমিত করিয়া দেন।

ইবন হাযম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলশ্রুতিস্বরূপ আইন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কারণ তিনি আইনকে মূলত ধর্মীয় বাস্তবতারূপে মনে করিতেন যাহা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ও তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণের সুযোগ প্রদান করে। ইহা উম্মাতের মধ্যকার ধর্মীয় বন্ধনসূত্রও। কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে একজন মানুষের পক্ষে সর্বোত্তম সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার অনুমতি রহিয়াছে; তবে তাহা কোনক্রমেই আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক নীতিমালার বিরোধী হইতে পারিবে না। উক্ত নীতিমালা সম্প্রসারণেরও কোন সুযোগ থাকিবে না। সুতরাং ইবন হাযমের আইন গ্রন্থ উসুলুল-ফিকহের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত এবং তাহা বিশেষ অর্থে। তিনি মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআনের প্রতিটি বিষয়ই আসল। কুরআনের যে বিধিটির অত্যন্ত নির্দিষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত তাহা নিজেই একটি নীতি এবং ঠিক সাধারণ বিধি হিসাবেও উহা একটি নীতি। আশ-শাফি'ঈর ন্যায়, যাহাকে নির্দিষ্ট বিষয়রূপে গণ্য করা হয় তাহা হইতে সাধারণ কোন 'ইল্লাত (দ্র.) খুঁজিয়া বাহির করা ঠিক নহে, যাহা হইতে তা'লীল দ্বারা নতন নতন প্রয়োগ বাহির করা যাইতে পারে। আল্লাহর আইন কোন 'ইল্লাত (কারণ) মানে না; উহা নিজস্ব কোন মানের কারণে সৃষ্ট হয় নাই অথবা ইতিহাসের কোন এক মুহূর্তে মানব জাতির নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও উহার সৃষ্টি হয় নাই। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন এবং নিজের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু গ্রাহ্য করেন না।

এইরূপ চিন্তা করিলে একটি ঝুঁকি এই থাকিয়া যায় যে, আইন পুরাপুরি বর্তমানের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া পড়ে যাহা বরং চিরস্থায়িত্বেরই একটি রূপ। ইবন হাযমকে অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ দোষারোপ করা চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল ভাবমূলক ও আনুষ্ঠানিক বিবেচনার মধ্যে তিনি কতকগুলি চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথা শ্রমের ফলের অধিকারের প্রতি সম্মান, সাধারণ স্বার্থে একজনের সম্পদের উন্নয়ন সাধারণ ও মান বৃদ্ধিকল্পে বাধ্যবাধকতা, ভূমি সংক্রান্ত আইনের প্রতি সম্মান (মুযারা'আ ও মুগ'ারাসা সম্পর্কিত পুস্তকসমূহে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে)। পরিশেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও আইন সঠিক অর্থে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু মুবাহ'-এর ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এবং উহাতে মানুষের নতন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা স্বীকৃত। অধিকন্তু মানবিক সম্পর্ক একচেটিয়াভাবে কোন আইনগত বিষয় নহে। সুতরাং কোন কিছু হস্তান্তরকরণ চুক্তির শর্তরূপে লিপিবদ্ধ না থাকিলেও চুক্তির কোন এক পক্ষের "শুভেচ্ছার মাধ্যম" তাহা যথার্থরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহাতে যদিও কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই এবং ইহা দ্বারা কোন আইনগত অধিকার বর্তায় না তবুও ইহা একটি ভাল কাজ এবং এইজন্য আল্লাহ পুরস্কৃত করিবেন।

৯। 'ধর্মীয় ভাবধারার ঐতিহাসিক'-রূপে ইবন হাযম : ইবন হাযমকে Asin Palacios উপরিউক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি ইবন হাযমের জীবন, সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করিয়া ফিস'াল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ফিস'াল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সহিত সম্পর্কযুক্ত অথবা পূর্বে সম্পর্ক ছিল এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম সংক্রান্ত ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ। ইহার বর্ণনার পরিপূর্ণতা ও যথার্থতা নিঃসন্দেহে ইহাকে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে, ইবন হাযম ব্যাপক লেখাপড়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বর্ণনামতে গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য তিনি নিজে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্য চালাইয়াছিলেন। যাহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে সত্য ও বিশেষ করিয়া গ্রানাডার একজন যাহুদী ইবন নাগরিলার সহিত অনুষ্ঠিত তাঁহার বিতর্ক হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি উক্ত ধর্মসমূহের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা— উভয় সম্পর্কেই ভালভাবে জ্ঞাত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ কোন পুরাতন নীতি তাঁহার সময়েও প্রচলিত থাকিলে অথবা উহা সংশোধিত হইয়া থাকিলে তাহা উল্লেখ করিতে তিনি ভুলেন নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার গুণাবলী সন্দেহাতীত; কিন্তু 'ফিস'াল' কেবল একজন ঐতিহাসিকেরই কর্ম নহে, ইহা ধর্মীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন ব্যক্তির কর্ম। ইহার সাধারণ পরিকল্পনা এইরূপ, ইবন হাযম প্রথমে মৌলিক দার্শনিক প্রশ্নসমূহ যাহা জ্ঞান ও সত্যে উপনীত হইবার সজাবনার সহিত জড়িত তাহা দ্বারা শুরু করেন। তাহার পর তিনি প্রদত্ত উত্তরসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি 'কুতাবিক' অর্থাৎ সন্দেহবাদীদের উত্তর বাতিল করিয়া দেন, আর যে উত্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা মানুষের পক্ষে সত্যের উপলব্ধি সম্ভব তাহা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত সমস্যা অনুধাবনে ব্রতী হন এবং যাহারা সৃষ্টিতে বিশ্বাসী তাহাদের পরীক্ষার জন্য যে সকল নীতি শিক্ষাদান করে সেগুলিকে তিনি বাতিল করিয়া দেন। একই প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি তাওহীদের সত্য প্রমাণ করেন এবং তারপর আল্লাহর বাস্তবতা যিনি

নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের নিকট বাণী প্রেরণ করেন, তাহাও প্রমাণ করেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিনি ইসলামেরই মৌলিক নীতিমালার দিকে অগ্রসর হন, যাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ অধিকতর স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় এবং ত্রাস্তিসমূহের নিরসন করা হয়। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া ইবন হায়ম সমালোচনার উদ্দেশে বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদ পরীক্ষা করেন, যথা সময়, মহাশূন্য ও দেহবিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, জৈবিক ধর্মসমূহ, দ্বৈতবাদ, মৃত্যুর পর জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, য়াহুদী ও খৃষ্ট ধর্মে নবুওয়াত সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা (যীশুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে)। পরিশেষে ইসলাম সম্পর্কে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন ফিসাল প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বিশ্বাসের একটি গ্রন্থে পরিণত হয়, যাহার দৃষ্টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসের উপর না রাখিয়া ধর্মীয় ও আইনগত ভাবধারার উপর নিবন্ধ রাখা হয়, মুসলিম ধর্মমতের বিভিন্ন বিতর্কমূলক সমস্যাাদি বিবেচনা করা হয় এবং জাহিরী মতবাদের নীতিমালা অনুসারে উহাদের সমাধান বাহির করা হয়।

এইখানে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মের আলোচনাকালে ইবন হায়ম উহাদেরকে উহাদের নিজস্ব প্রেক্ষিতে বৃষ্টিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল উহাদের নীতি বা সমস্যার ব্যাপারে অগ্রহী ছিলেন যাহাতে তিনি উহাদেরকে ইসলামের সহিত তুলনা করিতে সক্ষম হন। সুতরাং তিনি নবুওয়াত ও আইন সম্পর্কে সীমিত ধারণার কারণে য়াহুদীদেরকে আক্রমণ করেন এবং নাস্ব (রহিতকরণ, বাতিলকরণ) সম্পর্কে, যাহা অপরিহার্যরূপে একটি মুসলিম ধারণা, তিনি তাহাদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। একইরূপে তিনি বাইবেলের সমালোচনা করিয়াছেন যে, নাখিলকৃত বাণী হইবার কোন নিশ্চয়তা উহাতে নাই। কারণ নাখিলকৃত বাণীর বৈশিষ্ট্য উহাতে অবর্তমান (কুরআনকে এখানে মাপকাঠিস্বরূপ ধরা হইয়াছে) এবং তাহা হাদীছের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনেও ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ উহা সম্পূর্ণরূপে ইসনাদবিহীন (ইবন হায়ম St. Luke-এর বাইবেলের প্রস্তাবনা হইতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন)।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তাহা প্রথমটি হইতে উদ্ভূত— ইবন হায়ম সর্বদাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকিতেন। তিনি অমুসলিম অথবা মুসলিম যাহাদের সম্পর্কেই লিখিতেন সঠিক তথ্যনির্ভর আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা সততার সঙ্গে এবং প্রায়শ বিশদভাবে তুলিয়া ধরেন। ইহা তাঁহাকে ধর্মীয় ভাবধারার একজন ঐতিহাসিকরূপে প্রমাণিত করে।

দুর্ভাগ্যবশত তিনি যাহার সহিত একমত পোষণ করেন না, তাহার সমস্যাদির গুরুত্ব অনুধাবনের কখনও তিনি চেষ্টা করেন না। আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা অনুচিত—এই নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি দার্শনিক ও ধর্মীয় কল্পনাকে একজন অবাধ্য মানবাত্মার বৃথা কৌতূহলমূলক উক্তির অধিক কিছু মনে করেন না। সুতরাং যে মৌলিক কার্যক্রম বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয়ের সৃষ্টি করে উহার প্রতি শুরু হইতেই তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। এই কারণেই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহার যুক্তিজাল দ্বারা প্রতিপক্ষ আলোচনাকারীদেরকে ফাঁদে ফেলা এবং চুল চেরা বাকচাতুর্ষ্যপূর্ণ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদেরকে স্ববিরোধী করিয়া তোলা অথবা প্রত্যয় উৎপাদন অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য দ্বারা মুকাবিলা করিয়া তাহাদের ধারণা অসার প্রতিপন্ন করা। একটি সাধারণ উদাহরণঃ যেমন তিনি মু'তাখিলাদের— যাহারা আল্লাহর ক্ষমতাকে সসীম বলিয়া মনে করে,

আল্লাহকে ছারপোকা, মাছি অথবা পোকা অপেক্ষাও অধিকতর দুর্বল ভাবিবার কারণে দোষারোপ করিয়াছেন। ইবন হায়ম যদিও সব সময় এইরূপ চরম উক্তি করেন নাই বটে, তবে এই প্রবণতা তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতা স্বভাবগত নয়, ইহা তাঁহার ক্রোধের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। এইরূপে অতিশয়োক্তির পশ্চাতে তাঁহার মানসিক অবস্থা, পৃথিবীর প্রতি তাঁহার মনোভাব এবং জাহিরী মতাদর্শ ত্রিন্মাশীল ছিল। ইবন হায়ম অন্যদের চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করিতেন না বটে, কিন্তু তাহাদের যুক্তির প্রক্রিয়া খুব সহজেই বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তিনি দক্ষতার সহিত স্বীয় যুক্তির ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

১০। ইবন হায়মের ইসলামী ধর্মতত্ত্বঃ কিতাবুল-মুহাল্লার শুরুতে আত-তাওহীদ নামক একটি অধ্যায় রহিয়াছে, উহাতে ইবন হায়মের 'আকীদার সারাংশ বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের প্রথম কর্তব্য যাহা ব্যতীত ইসলাম হয় না তাহা হইতেছে মনে-প্রাণে নিশ্চিতভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করা, যে বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র সন্দেহের লেশ নাই এবং মুখেও উচ্চারণ করা যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল"। তিনি অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় উন্নয়নের প্রকাশস্বরূপ 'আকদ বি'ল-কাল্ব প্রেশের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন না। ইহা 'আত্মার কাজ' যাহা ধর্মীয় উপাসনার সময় দেহের কাজের সঙ্গী হইয়া থাকে। এই উক্তিটি কুরআন সম্মত (৯৮ঃ ৫)। ইবন হায়মের এই বিষয়ে চিন্তাধারা অন্য এক স্থানে নিয়াত সম্পর্কীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে তিনি বলেন যে, নিয়াত সঠিক হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী অপর একটি নিয়াত দ্বারা উহার নিশ্চয়তা বিধান নিশ্চয়োজন। কারণ সেক্ষেত্রে অভিত্রায়ের অভিত্রায় এবং তাহা অনন্তের দিকে লইয়া যাইবে। তিনি মানুষের বিবেকের কুলুঙ্গিতে ৫২১ (অধিষ্ঠানের বিশেষ স্থান) অবিশ্বাস করেন। প্রত্যেকের অন্তরের নিয়াতের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই; অন্তর কেবল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করিয়া নির্ধারিত বহিঃক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নিজস্ব গভীর বাহিরে নিজেকে সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশে কর্মতৎপর হয়।

মহানবী (স)-এর হাদীছ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ পাওয়া যায় "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যতক্ষণ তাহারা সাক্ষ্য প্রদান না করে..."। একমাত্র জিহ্বাকেই শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা যাইতে পারে; এবং সেই কারণে ইবন হায়ম দার্শনিক পদ্ধতিতে সময় ও অস্থায়ী পার্থিব বিষয়ের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সৃষ্ট (মুহ'দাছ'), উহার একজন সৃষ্টিকর্তা (মুহ'দিছ'), খালিক নামেও অভিহিত) আছেন এবং এই সৃষ্টিকর্তা অদ্বিতীয়। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন কারণ তাঁহাকে উহা করিতে বাধ্য করে নাই (বি-গায়রি ইল্লাঃ আওজাবাত 'আলায়হি)। আত্মা সৃষ্ট, ইহা রুহ হইতে পৃথক কিছু নহে। ইহা মানুষেরই একটি জীবন্ত অংশ যাহা অনুভূতি ও বাকশক্তির গুণে সমৃদ্ধ। কোন কোন হাদীছ সাধারণভাবে উল্লেখ করে, যখন কোন মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন তাহার আত্মা বা রুহ আল্লাহর হাতে থাকে। 'আরশ সৃষ্ট, কারণ আল্লাহ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি 'আরশের মালিক (৯ঃ ১৩০) এবং যাহা কিছুই মালিক আছে তাহাই সৃষ্ট। পরিশেষে আল্লাহর সহিত কোন কিছুই তুলনীয় হইতে পারে না।

নবুওয়াত একটি উপায় যাহার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ হইল, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা কেবল আমাদেরকে জানান হইলেই আমরা জানিতে পারি [খবর خبير-এর

মাধ্যমে জ্ঞান। হযরত মুহাম্মাদ (স) রাসূলদের মোহর; আল্লাহ তাঁহার এই সর্বশেষ রাসূলের মিল্লাত (ধর্মবিধি) দ্বারা অপরাপর সকল মিল্লাত বাতিল করিয়াছেন এবং তিনি সকল মানুষ ও জিন্ন জাতির প্রতি কুরআনের আইন পালন করা আবশ্যিক করিয়া দিয়াছেন। আরও অনেক রাসূল ছিলেন, কুরআনে তাঁহাদের কাহারও উল্লেখ আছে এবং কাহারও উল্লেখ নাই (৪: ১৪৯)। তাঁহাদের সকলকে বিশ্বাস করা অবশ্য কর্তব্য (ফারুদ)। তাঁহারাও মানুষ, অন্যান্য সকল মানুষের মতই সৃষ্ট এবং আল্লাহর আজ্ঞাবহ বান্দা।

জান্নাত বিশ্বাসীদের জন্য সৃষ্ট আবাসস্থল। জান্নাম সৃষ্ট বাসস্থান, কিন্তু কোন বিশ্বাসী সেখানে চিরদিনের জন্য থাকিবে না। আল্লাহ স্থির করিবেন, কোন মুসলমান সেইখানে যাইবে। যাহাদের বড় গুনাহসমূহ (কাবাইর) ভাল কাজ অপেক্ষা বেশী তাহাদেরকেই সেখানে যাইতে হইবে। পরবর্তী কালে মধ্যস্থতা (শাফা'আ) দ্বারা তাহারা উহা ত্যাগ করার ও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিবে। এই দুইটি বাসস্থান চিরস্থায়ী। যাহারা জান্নাতে যাইবে তাহারা পানাহার করিবে, যৌন সম্পর্ক রাখিবে, কাপড় পরিধান করিবে এবং আনন্দ উপভোগ করিবে, কখনও কোন দুঃখের সম্মুখীন হইবে না। আর যাহারা জান্নামবাসী হইবে তাহারা কুরআনে বর্ণিত নির্ধাতন ভোগ করিবে। এই সকলই শাস্তি অর্থে সত্য, রূপক অর্থে নহে, কারণ কুরআন হইতেছে 'তিবয়ান লি-ক্বল্লি শায়' (প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ) [১৬: ৮৯]। আল-কুরআনে বর্ণিত সকল অদৃশ্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা প্রয়োজন, এমনকি পাঠক যদি নাও বুঝিতে পারে যে, উহা কি করিয়া সম্ভব (মু'মিনু বিহা ওয়ালা নাদরী কায়ফা হিয়া)। যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট রক্ষিত ফাতিহা বা উম্মুল-কিতাব হইতে শুরু করিয়া শেষ দুইটি সূরা (আল-মু'আওবিয়াতান) পর্যন্ত কুরআনের একটি হরফও অস্বীকার করিবে সে কাফির। কোন ব্যক্তিই ধর্ম সম্পর্কে গোপন বিষয়ের অধিকারী নহে (তু. ২খ, ১৫৯, ১৭৪ ও ৩খ, ১৮৭)। ফেরেশতা, জিন্ন পুনরুত্থান, সিরাত, মীযান, হাওয কাওছার, মানুষের কার্যাবলী ফেরেশতাগণ যে পৃষ্ঠাসমূহে লিপিবদ্ধ করেন ('আমলনামা) তাহা এবং সে সকল কাজের সর্বশেষ বিবরণ প্রদান—এই সকলই প্রকৃত সত্য। ইহাতে বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। এই বিবরণের উদাহরণ নিম্নরূপ: যদি কোন ব্যক্তি একটি ভাল কাজের চিন্তা করে এবং তাহা না করে, তবে তাহা তাহার অনুকূলে একটি ভাল কাজরূপে লিপিবদ্ধ হয়; যদি সে উক্ত কাজটি করে তবে সে জন্য দশটি ভাল কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়। যদি সে একটি মন্দ কাজের চিন্তা করে এবং সে আল্লাহর জন্য উহা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহা তাহার জন্য একটি ভাল কাজরূপে লিপিবদ্ধ হয়; যদি সে উহা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয় অথবা অন্য কোন কারণে বিরত থাকে, তবে তাহা আদৌ লিপিবদ্ধ করা হয় না; যদি সে উহা করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে একটি মাত্র মন্দ কাজরূপে লিপিবদ্ধ হয়। যদি কোন অবিশ্বাসী কোন মন্দ কাজ করে, তারপর মুসলমান হয় এবং সেই মন্দ কাজটি করিতে থাকে, তবে পরবর্তী জীবনে হিসাব রাখা হইবে সে শিরুক অবস্থায় কি করিয়াছে আর ইসলাম গ্রহণের পর কি করিয়াছে; যদি সে ইসলাম গ্রহণের পর অনুতপ্ত হয়, তবে সে শিরুক অবস্থায় যাহা কিছু করিয়াছে তাহা মোচন হইয়া যাইবে; যদি অবিশ্বাসী থাকাকালীন ভাল কাজ করিয়া থাকে এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহাকে অবিশ্বাসী ও মুসলমান—উভয় অবস্থাতেই ভাল কাজ করার জন্য পুরস্কৃত করা হইবে; যদি সে অবিশ্বাসীই থাকিয়া যায়, তবে তাহাকে এই পৃথিবীতে তাহার ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হইবে, কিন্তু আখিরাতে উহা হইতে সে কিছুই পাইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি 'আরবী না জানা অথবা ভুল বুঝার কারণে এই সকল কিছুই জানিতে না পারে, তবে যখন তাহার নিকট উহা ব্যাখ্যা করা হইবে তখন অবশ্যই তাহাকে উহা অন্তরে বিশ্বাস কুরিতে হইবে এবং মুখে বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আরও বলিতে হইবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলই সত্য এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা।

আল্লাহ নিজে তাঁহার যে নাম ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন নাম তাঁহার প্রতি কেহ আরোপ করিতে পারিবে না এবং তিনি নিজে আমাদেরকে তাঁহার সম্পর্কে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন উহা হইতে ভিন্নতর কোন বর্ণনা তাঁহার সম্পর্কে কেহ দিতে পারিবে না। যে নাম তিনি নিজের জন্য রাখেন নাই সেই নাম তাঁহার প্রতি আরোপের জন্য মূল হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ (ইশতিকাক) ব্যবহার করা যাইবে না। যেমন তিনি 'আরশে আসীন' আছেন, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে 'আসীন' নামে অভিহিত করা যাইবে না। তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে ইবন হা'যম বলেন, আল্লাহর জ্ঞানই হইতেছে হা'যম। ইহা চিরন্তন এবং বর্তমানে যাহা কিছু আছে আর ভবিষ্যতে যাহা কিছু থাকিবে তাহার সকল কিছুতেই ইহা বিস্তৃত। অনুরূপভাবে তাঁহার শক্তির কোন সীমা নাই, উহা অসম্ভবকে (মুহাল) সম্ভবে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে; যাহা কোন দিন হইবে না তাহার উপরেও আল্লাহর ক্ষমতা বিরাজমান (১৯: ৩৫)। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে তিনিই আদেশ দান করেন, তিনিই প্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করিয়াছেন (আওজুবা'ল-ওয়াজিব) ও সম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন (আমকানা'ল-মুমকিন) ইত্যাদি। তিনি 'ইযা, জালাল, ইকরাম, যাদ, যাদান, 'আয়ন, আ'যুন, কিব্রিয়া'-এর অধিকারী। ইহা সকলই সত্য। ইহা তাঁহার হইতেই উৎসারিত এবং অন্য কাহারও হইতে নহে। মু'তাখিলাদের ন্যায় আল্লাহর জ্ঞানকে তাঁহার সত্তার সহিত চিহ্নিত করা সম্ভব নহে, যাহার অর্থ দাঁড়ায় তাঁহাকে তাঁহারই সহিত চিহ্নিত করা। কারণ কোন পুস্তকেই আল্লাহকে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। একই যুক্তি তাঁহার অপরাপর গুণাবলীর প্রতিও প্রযোজ্য। যখন কেহ 'আল্লাহ' অর্থে 'জানী' শব্দের ব্যবহার করে তখন আমরা দুইটি নামের ঠিক একই অর্থ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যখন আমরা বলি, আল্লাহ সর্ববস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, তখন আমরা আল্লাহর জ্ঞাত বস্তুগুলি সম্পর্কে কল্পনা করি। আল্লাহর সম্পর্কে এই নামগুলি বর্ণনামূলক (আলাম) যাহা তাঁহার গুণাবলী হইতে উদ্ভাবিত নহে। বিপরীতক্রমে উহাদের হইতেও কোন গুণাবলী উদ্ভাবন অননুমোদিত। এই ক্ষেত্রে ইবন হা'যম আশ'আরীদের সহিত দ্বিমত পোষণ করেন যাহারা ইশতিকাক ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনি মনে করেন, তাহাদের ভুল এইখানে যে, তাহারা আল্লাহ নামের বাস্তবতা সংরক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করে, অথচ সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থান মু'তাখিলীদের মধ্যে। গভীর মনোযোগের সহিত কুরআন পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, যেরূপ ইবন হা'যম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, গুণাবলী দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করার কোনরূপ ঝুঁকি বিদ্যমান নাই, বরং এইগুলি তাওহীদ ও লায়সা কামিছলিহি শায়'-এর এক রকমের সম্প্রসারণমাত্র। আল্লাহতে ব্যতীত কোথায়ও জ্ঞান নাই, আল্লাহতে ব্যতীত কোথায়ও শক্তি নাই। কারণ তিনিই একমাত্র জানেন ও শক্তিশালী এবং আমরা ইহা তাঁহার নিকট হইতেই জানি।

বিশ্বাসিগণ আল্লাহর যে দৃশ্য দেখিতে পাইবে তাহা এমন এক শক্তি (কুওয়া) হইতে উৎসারিত যাহা এই পৃথিবীতে তাহাদের নাই। পৃথিবীতে

নিশ্চিতভাবেই মানুষ রঙ ও আকার দেখিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ ইহার অনেক উর্ধ্বে। অধিকন্তু সাধারণ বস্তু দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাহা স্পষ্টরূপে দেখা নাও যাইতে পারে অথবা তাহা দর্শন যন্ত্রণাদায়কও হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে তদ্রূপ নহে। মহানবী (স) বলিয়াছেন, আল্লাহর দর্শনে কাহারও কোন ক্রেশ হইবে না (লা তুদামুনা ফী র'য়াতিহি)।

আল্লাহ মানুষের কার্যাবলী, ভাল ও মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে মানবাত্মার স্বাধীন চিন্তা (এখতিয়ার), ইচ্ছাশক্তি (ইরাদা) ও জ্ঞান (মা'রিফা)-এর সৃষ্টিকর্তারূপে অবশ্যই মনে করিতে হইবে। ফিসাল গ্রন্থে ইবন হা'যম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ ইসতিতাতা'আ (কর্মক্ষমতা) সৃষ্টি করিয়াছেন। সংক্ষেপে মানুষ তাহার সকল কর্মে স্বাধীনরূপে সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাকে বুদ্ধি-বিবেচনা দেওয়া হইয়াছে। কারণ আল্লাহ প্রত্যেককে তাহার ন্যায়সঙ্গত স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষের স্বাধীনতা রহিয়াছে।

মুহাল্লা-র এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিধৃত 'ঈমান সংক্রান্ত' এই সকল বিষয় ফিসাল গ্রন্থে, বিশেষ করিয়া মু'তাহিলী ও আশ'আরীদের সহিত তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইসতিদ্বালার সহিত ঈমানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে কিতাবু'ত-তাওহীদে নিম্নরূপ বর্ণনা রহিয়াছেঃ যে ব্যক্তি তাহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এবং স্বীয় মুখ দ্বারা সেই বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, তাহার এই বিশ্বাসের অনুকূলে লক্ষণীয় কোন ইঙ্গিত থাকুক বা না থাকুক, সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করিবে। এই প্রশ্নটি ইবন হা'যম কর্তৃক তাঁহার বন্ধু ইবনুল-হা'ওওয়াল্লুকে সন্ধান করিয়া লিখিত ঈমানের উপর একটি অত্যন্ত চমৎকার রিসালা-র বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ইবন হাযম তাকলীদের সূক্ষ্ম সমস্যাটি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহানবী (স)-এর শিক্ষার অনুসরণ করা অন্ধ অনুকরণ নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাহিলী নীতিমালাকে আইনের ক্ষেত্র হইতে ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। ইহাতে সমস্যার সহজীকরণ হইয়াছে, কিন্তু একজন তাত্ত্বিকের নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহা সত্য যে, জীবনের স্বকীয় যুক্তি রহিয়াছে এবং তাহা সহজেই অলঙ্ঘনীয় তত্ত্বীয় স্ববিরোধসমূহ কাটাইয়া উঠিতে পারে যাহা কল্পিত যুক্তিবিদ্যাকে হার মানায়। ভাষার ব্যবহারের ক্ষমতার কারণে (যাহা জীবনেরই অভিব্যক্তিরূপ) ইবন হা'যম সহজেই কালামশাস্ত্রের হতবুদ্ধিকর বিষয়াবলীর উপহাস ও উহার নিন্দা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১১। ইবন হাযমের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঃ ঐতিহ্যগতভাবে ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া ইবন হা'যম উমায়্যাদের ঘোর সমর্থক বৈধতাবাদী ছিলেন। ভাবিতে অবাধ লাগে, কি করিয়া এইরূপ একজন কঠোর নীতিবান ধর্মীয় চিন্তাবিদ এমন একটি রাজবংশের সমর্থক হইলেন, মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যাহাদের প্রায়ই ইসলামের প্রতি আনুগত্যের অভাবে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ইবন হা'যম-এর অনুরূপ আচরণের কারণ সম্ভবত প্রধানত আনুগত্য ও বন্ধুত্ব সম্পর্কিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিলাষে নিহিত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি উমায়্যাদেরকে 'আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্বকারীরূপেও মনে করিতেন বলিয়া অনুমতি হয়। তাঁহার সকল ধর্মীয় চিন্তাধারা 'আরব পটভূমিতেই পরিচালিত হইত। ইহা 'জামহারাতে আনসাবিল'-ল-'আরাব' শীর্ষক তাঁহার গ্রন্থটিতে অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, "আমরা তোমাদেরকে

একজন পুরুষ ও একজন নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমরা তোমাদেরকে জাতিতে ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা একজন অপরজনকে চিনিতে পার। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে সে-ই সর্বাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তি যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু।" যদিও আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা মহৎ, এমনকি সে যদি কৃষ্ণকায় এক বেশ্যার পুত্রও হয়, আর বিদ্রোহী ও অবিশ্বাসী স্থান সর্বনিম্নে, এমনকি সে যদি কোন রাসুলের পুত্রও হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদেরকে জাতিতে ও গোত্রে সৃষ্টি করার পিছনে তাঁহার এক উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আর তাহা হইল মানুষ কর্তৃক একজন অপরজনকে স্বীকৃতি প্রদান। ইহারই ফলস্বরূপ বংশ পরিচয়-বিজ্ঞান আবশ্যিকভাবেই এক বিরাট মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়াছে।" বংশ পরিচয়মূলক গবেষণা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় এবং সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশ পরিচয় জানা অথবা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, খিলাফত কুরায়শ বংশীয় লোকের হাতে রহিয়াছে অথবা যাহার সহিত কেহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে নিষিদ্ধ স্তর এড়াইবার জন্য তাহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। অপর কতকগুলি ফারুদ 'আলা'ল-কিফায়া, যথা মুহাজিরান ও আনসারের বংশ পরিচয় মনে রাখা উম্মার জন্য প্রয়োজনীয়। অপর এক প্রয়োগের কথা তিনি এইভাবে বলিয়াছেন, "কোন কোন আইনবিদ জিয্যা কর নির্ধারণের ব্যাপারে এবং দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার অধিকার সম্পর্কে 'আরব ও অনারবদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। সুতরাং তাঁহারা তাগলিব গোত্রের খৃষ্টান এবং অন্যান্য কিতাবীগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন।" ইহা হইতে ইবন হা'যম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "আল্লাহ কুরআনে আমাদের নিকট বিভিন্ন বংশপরম্পরার কথা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা হইতে রাসূলগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহা হইতেই বংশ পরিচয় বিজ্ঞানের উদ্ভব। রাসূলুল্লাহ (স)- স্বয়ং তাঁহার পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা আন-নাদ'র ইবন কিনানার বংশধর' এবং আনসারদের বিভিন্ন গোত্রের নাম নির্ণয়কালে তিনি তাহাদের বিভিন্ন উপ-বিভাগের কথা মনে রাখিয়াছেন।

'আরবদের বংশপরিচয় গবেষণার এই ন্যায্যতা প্রতিপাদন হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইবন হা'যম উহার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি স্পেনীয় ও কুরায়শ বংশীয়দের চরিত্রের সদগুণাবলী ও ত্রেটি-বিচ্যুতির তুলনা করিতে আনন্দবোধ করেন। আল-মাক্কারী কর্তৃক সংরক্ষিত আল-আন্দালুসের অধিবাসীদের গুণাবলী সংক্রান্ত চিঠিটিতে এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রহিয়াছে এবং একই সঙ্গে উহাতে ইবন হা'যমের চরিত্রের কিছু উৎকট স্বাদেশিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি নিঃসন্দেহে বাগদাদ ও বসরার প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা শিক্ষা-দীক্ষায় অন্যান্য শহর অপেক্ষা অগ্রণী ছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "আমাদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে বলা যায় যে, উহা এই ব্যাপারে নিম্নের প্রবাদটিতে উল্লিখিত অবস্থায় রহিয়াছেঃ একটি দেশে যাহাদের প্রতি নিম্ন মনোযোগ দেওয়া হয় তাহারা হইল সেই দেশের অধিবাসীবৃন্দ। আমি বাইবেলে পড়িয়াছি, যীশু বলিয়াছেন, কেহই তাঁহার স্বদেশে রাসূল নহেন।" স্পেনের প্রাচ্যের স্তুতি বন্ধ করার এবং নিজের গৌরবের কথা চিন্তা করার এখনই সময়, এই কথাগুলি অন্য কোনভাবে আরও সুন্দর করিয়া বলা যায় না। মনে হয় ইবন হা'যম যে তিনটি আদর্শ সম্মুখ রাখিয়াছিলেন তাহা হইতেছে

জাহিরী মতবাদ, 'আরব জাতীয়তাবাদ ও উমায়্যা বংশীয় স্পেন। তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শের পরাজয় ঘটলে তিনি কিভাবে অন্য দুইটি আদর্শে তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি উহাদের মধ্যে মুক্তির একমাত্র আশা দেখিতে পাইয়াছিলেন অথবা যে কোন প্রকারে হউক, সঙ্ঘাম অব্যাহত রাখার পর্যাপ্ত যুক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

ইবন হাযম তাঁহার মৃত্যুর পর আল-গ'যালী (র)-র চিন্তাধারায় প্রভাবিত কাদী ইবনু'ল-'আরাবী (দ্র.) কর্তৃক কিতাবু'ল-'কাওয়াসিম ওয়া'ল-'আওয়াসিম নামক পুস্তকে আক্রমণের সম্মুখীন হন। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে 'আবদুল-হাক্ক ইবন 'আবদিল্লাহ্ ও ইবন যারকুন নামক কতিপয় মালিকী ধর্মীয় নেতা তাঁহাদের মায'হাব বিরোধী এই মহান নেতাকে আক্রমণ করেন (শেষোক্ত জন আল-মুহ'াল্লার বিরুদ্ধে কিতাবু'ল-'মু'আল্লা নামক একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন)। অপরদিকে উন্ডি বিজ্ঞানী ইবনু'র-রুমিয়া ও মুরসিয়্যার মহান সাধক ইবনু'ল-'আরাবী (দ্র.) ইবন হাযমের সমর্থক ছিলেন। ইবনু'ল-'আরাবী মু'আল্লা শিরোনামে মুহ'াল্লার একটি সারসংক্ষেপ রচনা করেন। তিনি আইনের ব্যাপারে নিজেই জাহিরী বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, জাহিরী ধারণা ইবনু'ল-'আরাবীর সূ'ফীতাত্ত্বিক নৃতত্ত্বে প্রধান ভূমিকা পালন করিয়াছিল। তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠ গুণ চিন্তাবিদগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত।

অধুনা মুসলিম দেশসমূহে তাঁহার উপর লিখিত অসংখ্য পুস্তক, গবেষণা ও পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, ইবন হাযমের প্রতি নূতন করিয়া কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা লাভবান হইতে পারে এবং অনেক সমস্যার সমাধানেও উহা সহায়ক হইতে পারে।

১২। ইবন হাযমের রচনাবলী ৪ ইবন হাযমের প্রাথমিক রচনাবলীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটির Dozy পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (তা'ওকু'ল-'হামামাঃ ফি'ল-'উলফা ওয়া'ল-'উল্লাফ, সম্পা. D. K. Petroff, লন্ডন ১৯১৪ খৃ., দ্র. Goldziher-কৃত সমালোচনা, ZDMG, ৬৯খ, ১০৯২ প.) যাহা তিনি শাতি'বায় (পৃ. ১, লাইন ৮) ৪১৮ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে প্রণয়ন করিয়াছেন (তাওক, পৃ. ৭৯ প.)। খায়রানের মৃত্যুর (৪১৯ হি.) পূর্বে। কিন্তু আবু'ল-'জায়শ (তাঁহাকে এইরূপই পড়িতে হইবে) মুজাহিদ কর্তৃক খায়রানের উপর আক্রমণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের মধ্যকার বিবাদের পর রাবী'উ'ছ-'ছানী ৪১৭ হিজরীতে গ্রন্থটি প্রণীত হইয়াছিল (দ্র. ইবনু'ল-'আছ'ীর, সম্পা. Tornberg, ৯খ, ১৯৫)। তা'ওক, পৃ. ৪২, লাইন ৭-এ আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। ইবন বাশকুওয়াল (নং ৩৩২)-এর মতানুসারে হা'কাম ইবন মুনি'র ৪২০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে ইনতিকাল করেন। প্রেম ও উহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লিখিত এই পুস্তকটিতে ইবন হাযম ছোট ছোট গল্পের আকারে, যাহা তাঁহার অথবা তাঁহার সমসাময়িকদের নজরে আসিয়াছিল এবং নিজস্ব পদ্যে মনোবিদ্যা সম্পর্কে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে, ইবন হাযমের পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং তিনি একজন ধী-শক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধকার ও চিন্তাকর্ষক কবি ছিলেন। এই গ্রন্থটি তাঁহার একটি বিশেষ কীর্তি। তিনি ইহাতে তাঁহার সমসাময়িক কালের এমন একটি বিষয়ের উপর অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন যে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সম্ভবত ঐ সময়ে ইবন হাযম রিসালা ফী

ফাদলিল-'আন্দালুস নামক আরেকটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার বন্ধু আবু বাকুর মুহ'াম্মাদ ইবন ইসহাকের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত (আদ-দাব্বী, নং ৫৯) এবং আল-মাক্কারী [সম্পা. Dozy প্রমুখ, ২খ, ১০৯-১২১ সং. ক্লাক, ২খ, ৭৬৭, লাইন ৮ প.] যাহার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকটি আল-বুন'ত দুর্গের অধিপতির আন্দোলন সম্পর্কে লিখিত (আল-মাক্কারী, ২খ, ১১০, তু. ইবনু'ল-'আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ৪৩২) এবং উহাতে স্পেনীয় মুসলমানদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর সুন্দর আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ইবন হাযমের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাক্'তু'ল-'আরুস ফী তাওয়ীরি'ল-'খুলাফা' (স্পেনীয় অনুবাদসহ সম্পা. C. F. Seybold, Revista del centro de Estudios historicos de granada y su Reion, ১খ, ১৬০ প., ২৩৭ প., গ্রানাডা ১৯১১ খৃ.; L. Pareds-কৃত অপর একটি অনুবাদ লন্ডন হইতে ১৯৪১ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে) এবং জামহারাতু'ল-'আনসাব (আনসাবু'ল-'আরাব) অন্যতম যাহা আনুমানিক ৪৫০ হিজরীতে রচিত হইয়াছে (দ্র. Codera, Mision historica en Argellay Tunez, মাদ্রিদ ১৮৯২ খৃ. পৃ. ২৪ প., ৮৩)। শেষোক্ত গ্রন্থটি E. Levi-Provencal ১৯৮৪ খৃ. কায়রো হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন খালদুন (ইবার, মুদ্রণ ১২৮৪ হি., ৬খ, ৮, ৮৯ প., ৯৭ ইত্যাদি) এই গ্রন্থটির অনেক প্রশংসা করিয়াছেন ও অনেক স্থানে উহার বরাত দিয়াছেন। গ্রন্থটিতে আল-মাগ'রিব এবং আন্দালুসের 'আরব ও বাব্বার পরিবারসমূহের বংশপরিচয় বিধৃত হইয়াছে। Codera ইহাকে বানু হা'যুদ, বানু তাঞ্জী'ব (এই দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার গ্রন্থ Estudios criticos de Historia arabe asponola, Zaragaza ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৩০১ প.-তেও রহিয়াছে) এবং বানু উমায়্যা (উল্লিখিত গ্রন্থের প. ২৯ পৃ., ৪১ প., তু. পৃ. ১৪৭ প., ৭৫ প. এবং স্থা.) সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহের জন্য উৎসরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু ইবন হাযম বিশেষভাবে একজন মুহ'াদ্দিহ' ও ধর্মীয় 'আলিম হিসাবে নিজের অধিকাংশ সাহিত্যিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম প্রথম তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন অত্যুৎসাহী অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পরে জাহিরী সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হন (দ্র. জাহিরিয়া) এবং মনে প্রাণে উহার পক্ষে কাজ করিতে থাকেন। মায'হাবের এই পরিবর্তন স্পষ্টত ঐ সময়ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল যখন তিনি উল্লিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (তু. আল-মাক্কারী, ২খ, ১২০, লাইন ৯ প.)। ইহা খুবই সম্ভব যে, ইবন হাযম তাঁহার শিক্ষক আবু'ল-'খিয়্যার (এইরূপই পড়িতে হইবে, তা'ওক, পৃ. ৯৮, লাইন ১০) অর্থাৎ মাস'উদ ইবন সুলায়মান ইবন মুফলিত (যিনি জাহিরী মতাবলম্বী ছিলেন, ইবন বাশকুওয়াল, নং ১২৩৮; আদ-দাব্বী, নং ১৩৬১)-এর শিক্ষা দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন (জাহিরী সমসাময়িকদের জন্য দ্র. ইবন বাশকুওয়াল, নং ১৯৫৫ ও ১১৯৬)। ইব্তালু'ল-'কিয়াস ওয়া'র-'রা'য় ওয়া'ল-'ইস'তিহসান ওয়া'ত-'তাক'লীদ ওয়া'ত-'তালীল (পাণ্ড. Pertsch, Virg-Gotha, নং ৬৪০) নামক গ্রন্থে, যাহা Goldziher সর্বপ্রথম সবিস্তারে অধ্যয়ন করিয়াছেন (Die Zahiriten, লাইপযিগ ১৮৮৪ খৃ.)। ইবন হাযম তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেন যে, ফিক'হের যে সকল শাখার ভিত্তি কুরআন ও হাদীছের উপর স্থাপিত নহে সেইগুলিকে বাতিল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার অপর এক গ্রন্থ কিতাবু'ল-'আহ'কাম ফী (লি) উসূলি'ল-

আহ'কাম (পাণ্ডুলিপি খেদীবিয়া গ্রন্থাগার, ফিহরিস্ত মুদ্রণ ১৩০৫ হি., ২খ, ২৩৬)-এর সূচীপত্র হইতে অনুমিত হয় যে, উহাতেও ইবন হাযম এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন (তু. ফিসাল, ৩খ, পৃ. ৭৬)। মাসা'ইল উসূলি'ল-ফিক্হ গ্রন্থে এই নামে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক মিসরে ইবনুল-আমীর আস-সাগানী ও আল-কাসিমীর পাশ্চটীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। কিতাবুল-মুহান্না বি'ল-আছার ফী শারহিল-মুজান্না বি'ল-ইকতিসার (ইখতিসার) গ্রন্থে ইবন হাযম জাহিরী মতাদর্শের ফিক্হ উপস্থাপন করিয়াছেন। খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে (ফিহরিস্ত, ৩খ, ২৯৭ প.) বর্তমান বিভিন্ন অনুলিপিতে দৃশ্যত এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, ইহা অসম্পূর্ণ অংশ লাইডেন, লিডবার্গ (ফিহরিস্ত নং ৬৪৬) ও কনস্টান্টিনোপল আয়াসোফিয়া (নং ১২৫৯ ও ১২৬০)-তে রহিয়াছে। বিষয়গত দিক দিয়া ইহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ তাঁহার আরেকটি গ্রন্থ ঈসাল ইলা ফাহমিল-খিসাল, (১খ., পৃ. ১১৪, লাইন ৭ প.) নামে বর্তমান ছিল, যাহা খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে তাঁহার পুত্র আবু রাফি' রচিত মুখতাসার-এ বিদ্যমান রহিয়াছে (ফিহরিস্ত, ৩খ, ২৯৭, লাইন ১৩ প.)।

ইবন হাযম জাহিরী নীতিমালাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রয়োগের উদ্দেশে একটি নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছেন। এখানেও তিনি লিখিত শব্দ ও সর্বস্বীকৃত বর্ণনার প্রাথমিক অর্থেই সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর আওতায়ই তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল-ফাসল ফিল-মিলাল ওয়া'ল-আহ'ওয়াল ওয়া'ন-নিহাল (কায়রো ১৩১৭-১৩২১ হি.)-এ ইসলামের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, বিশেষ আশা'ইরাদের ব্যাপারে এবং আদ্বাহর ওণাবলী সম্পর্কে তাঁহারা যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছে তৎসম্পর্কে। কিন্তু কুরআনের মুতাবাহিহাত আয়াতগুলির ব্যাপারে ইবন হাযমকে অনেকটা বাধ্য হইয়াই কোন না কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে হইয়াছে। ঈমানী বিশ্বাস ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইবন হাযমের চিন্তাধারার এখনও কেহ সমালোচনা করেন নাই। অবশ্য তাঁহার কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন তু. Horten-এ প্রদত্ত উদ্ধৃতি (নিম্নে দ্র.)। ইবন হাযম প্রবর্তিত নীতিমালার যে প্রভাব নীতিশাস্ত্রের উপর পড়িয়াছে তজ্জন্য দ্র. Goldziher, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬২ প.। অধিকন্তু আওলিয়া ভক্তি, তাসাওউফে বিশ্বাস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিরোধী তাওহীদবাদী সহযোগী হিসাবে ইবন হাযম সম্পর্কে দ্র. Schreiner, Beitr. আমরা এইমাত্র যে গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহার সহিত আমাদেরকে সর্বপ্রথম Goldziher, সম্পূর্ণরূপে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইবন হাযম অনৈসলামী বিশ্বাস, যথা খৃষ্টান ও য়াহুদী বিশ্বাসের সমালোচনা করিয়াছেন এবং উহাদের লেখার মধ্যে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে পবিত্র বাণী পরিবর্তনের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় [দ্র. Goldziher, Geschurun Zeitschr. fur die wiss. des judenthums, ৮ (১৮৭২ খ.), ৭৬ প. ও ZDMG, ৩২ (১৮৭৮ খ.) ৩৬৩ প.; Schreiner ঐ, ৪২ খ, ৬১২ প.)]। Isr. Friedlaender, Goldziher-কে অনুসরণ করিয়া যেরূপ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, এই গ্রন্থটির (যাহাকে লেখক বারবার দীওয়ান নামে অভিহিত করেন, যথাঃ ১খ, ১০৭, লাইন ১১; ৪খ, ১৭৮, লাইন ১৬, ৫খ, ৭৯, লাইন ১৮) ক্রমবিন্যাসে কিছু ক্রটি রহিয়াছে এই

कारणे ये, उहाते एमन कतकगुलि पुस्तकओ अंतर्भुक्त करा हईयाछे याहा प्रकृतपक्षे उहा हईते सम्पूर्ण पृथक (Zur Komposition von Ibn Hazms Milal wan-Nihal, Orient. Stud. Th. Noldeke gewidment, १ख, २६७ प.)। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে, যাহাতে বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে, Friedlaender-এর অভিমত অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, উহাতে দুইবার দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অনুপ্রবিষ্ট অংশগুলি নিম্নরূপঃ (ক) মুদ্রিত পুস্তকের ১খ, ১১৬ হইতে ২খ, ৯১ পর্যন্ত, যাহা অবিকল কিতাবু ইজহার তাবদীলিল-য়াহুদ ওয়া'ন-নাসারা লি'ত-তাওরাত ওয়া'ল-ইনজীল ওয়া বায়ান তানাকুদ মা বিআয়দীহিম মিনহা মিন্মা লা যাহুতামি লু'ত-তা'বীল গ্রন্থের অনুরূপ; (খ) ৪খ, ১৭৮ হইতে ২২৭ পর্যন্ত, যাহা রিসালাতু'ন-নাসাইহিল-মুনজিয়াঃ মিনা'ল-ফাদাইহিল-মুখিয়্যা ওয়া'ল-কাবাইহিল-মুবদিয়াঃ মিন আকওয়ালি আহলিল-বিদ'ই ওয়া'ল-ফিরাকিল-আরবা' আল-মু'তায়িলা ওয়া'ল মুরজি'আ ওয়া'ল-খাওয়রিজ ওয়া'শ-শী'আ গ্রন্থের অনুরূপ। Friedlaender উহাতে উল্লিখিত অনৈসলামী চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করত (২খ, ১১১ হইতে ১১৭ পর্যন্ত) শী'আদের সম্পর্কিত অধ্যায়ের (৪খ, ১৭৮ হইতে ১৮৯ পর্যন্ত) অনুবাদ করিয়াছেন এবং শী'আ মতবাদ সম্পর্কে তিনি পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তথ্যসমৃদ্ধ পাশ্চটীকা সংযোজন করিয়াছেন (The Heterodoxies of the Shiites, New Haven ১৯০৯ খ., in Journ. of the Amer. Orient. soc., ২৫খ ও ২৯খ; ঐ একই পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি ও সংশোধনী প্রসঙ্গে; আরও তু. ZDMG, ৬৬খ, ১৬৬); (গ) আরও সম্ভবত ৪খ, ৮৭ হইতে ১৭৮ পর্যন্ত, যাহা আল-ইমামা ওয়া'ল-মুফাদালা সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থের অনুরূপ, Friedlaender এই গ্রন্থটির কিতাবুল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা ফী কিসমি সিয়ারি'ল-খুলাফা' ওয়া মারাতিবিহা ওয়া'ল-ওয়াজিবি মিনহা শীর্ষক গ্রন্থের সহিত তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়াছেন (যেইরূপ ইবন হাযম্যান যাকূত গ্রন্থে করিয়াছেন)। সম্ভবত ইহাই ইবন হাযমের রিসালাঃ ফিল-মুফাদালা বায়না'স-সা'হাবাঃ শীর্ষক গ্রন্থ, দামিশক ওয়া গায়রিহ, পৃ. ৮২, লাইন ৪ (আল-মুফাদালা বায়না'স-সা'হাবা একটি পৃথক গ্রন্থ যাহা আল-মাতবা'আতুল-হাশিমিয়া, দামিশক হইতে ১৯৪০ খ. প্রকাশিত হইয়াছে, মুদ্রাকর, সা'ঈদ আল-আফগানী)। তাঁহার অপর গ্রন্থ আন-নুবযাতুল-কাফিয়াফী উসূলি আহ'কামিদ-দীন, বার্লিন পাণ্ডুলিপি নং ৫৩৭৬-এ রহিয়াছে।

তর্কশাস্ত্র বিষয়ে ইবন হাযম আত-তাকরীর ফী হাদুদিল-মানতিক নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি ফিসাল, ১খ, ৪, লাইন ১০; ফিসাল, ৩খ, ৯০; ফিসাল, ৫খ, ২০ লাইন ও ফিসাল, ৫খ, ৭০-এর বর্ণনার লক্ষ্য ঐ গ্রন্থটি কিছুটা ভিন্ন নামে হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারি। ইহাও ধারণা করা যাইতে পারে যে, কালামশাস্ত্রে ইবন হাযমের যে পুস্তকটি তাঁহার একক (ও প্রথমঃ) রচনা এবং যাহার উল্লেখ তিনি রিসালা তা'রীখ আদাব গ্রন্থে করিয়াছেন তাহার লক্ষ্যও ঐ একই গ্রন্থ, যদিও তিনি বিনয়বশত উহার নাম উল্লেখ করেন নাই। কালামশাস্ত্রে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন (ইবন খাল্লিকান, আয-যাহবী) মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান আল-মায'হাজী (ইবনুল-আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ৪১১)। একজন দার্শনিক লেখক হিসাবে ইবন হাযম তাঁহার অনেক

প্রশংসা করিয়াছেন। ইবন হায়মের ঐ গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই, বরং উহাতে তিনি এরিস্টোটেলের বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থটি ক্রটিপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে, অথচ ইবন হায়ম সামগ্রিকভাবে এরিস্টোটেলের উচ্চ মর্যাদার দাবিদার ছিলেন। এই বিষয়ে ইবন হায়ম কর্তৃক প্রচলিত রীতি পরিত্যক্ত হওয়ার কারণেও গ্রন্থটি সমাদৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, ইবন হায়ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির (গুরুত্বের) উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

কিতাবু'ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ (মুদ্রণ কায়রো, তাফসীর'ল-জালালায়ন গ্রন্থের পাশ্চটীকারূপে, ১২৯৭ হি., ১৩০৮ হি.) এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থে, যাহা বর্তমানে বিলুপ্ত, ইবন হায়ম কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বিতর্কমূলক লেখার মধ্যে একটি সমালোচনামূলক কবিতার উল্লেখ এখনও বাকী (দ্র. আবু বাকর ইবন খায়র, ফিহরিস্ত, সম্পা. Codera ও Ribera, ১খ, ৪০৯ প.), যাহা আস-সুবকী রচিত তপাবকাতু'শ-শাফি'ইয়া, ২খ, ১৮৪-১৮৯-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই কবিতাটি বায়যান্টাইন সম্রাট Nikephoros II Phoka-এর পক্ষ হইতে লিখিত একটি আপত্তিকর কবিতার জওয়াবে লেখা হইয়াছিল (দ্র. আস-সুবকী, ঐ, ২খ., ১৭৮ প., সম্পা. Flugel, Dic. Arab...Mss...der Hofbibl. Zu. Wien, ১খ, ৪৪৯ প.)। ইবন হায়মের নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কিতাবু'ল-আখলাক ওয়া'স-সিয়ার ফী মুদাওয়ালতি'ন-নুফুস (কায়রো, তা. বি.) তাঁহার পরিণত বয়স ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে। ইহাতে তিনি পবিত্র জীবন যাপনের উপদেশ দান করিয়াছেন এবং মহানবী (স)-এর জীবনদর্শকে নৈতিকতার মানদণ্ডস্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন (দ্র. Goldziher, Vorlesungen, ৩০)। Miguel Asin এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা এবং স্পেনীয় ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন (Los Characters y la conducta, Tratado de moral ptactica por Aben Hazam de Cordoba, মাদ্রিদ ১৯১৬ খৃ.; তু. তপাবক, পৃ. ৪৩, লাইন ৮)। ইবন হায়ম প্রকৃতিগতভাবেই বিতর্কপ্রিয় ছিলেন। তিনি যাহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিতর্কের জন্য আহ্বান জানাইতেন। তিনি এক তুখোড় তর্কিক ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইত সে এইরূপে “দূরে নিষ্কিপ্ত হইত যেন কোন পাথরের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইত” (ইবন হায়ম)। তিনি এইরূপ কিছু ব্যক্তিত্বেরও সমালোচনা করিয়াছেন যাহাদেরকে অধিকাংশ মুসলমান অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ ‘আশ’আরী (র), আবু হানীফা (র) ও মালিক (র)। একটি বিখ্যাত প্রবাদ অনুযায়ী ইবন হায়মের কলম তেমন তীক্ষ্ণ ছিল যেরূপ হাজ্জাজের তরবারি (ইবনু'ল-আরীফ)। ইহা সত্ত্বেও তিনি সকল সময় প্রতিপক্ষের প্রতি সুবিচারের প্রয়াসী ছিলেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ‘ইলমুল-আখলাক’ নামক তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার এই কঠোরতার কারণস্বরূপ এক ব্যাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁহার চিন্তাধারার সহিত একমত পোষণ করিতেন। কিছু কালের জন্য তিনি আহম্মাদ ইবন রাশীকের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন (আদ-দাব্বী, নং ৪০০)। ইনি মুজাহিদদের পক্ষ হইতে ম্যাজোরকা (Majorca) গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং ধর্ম ও সাহিত্য উভয় বিষয়ে তাঁহার অগ্রহ সমান ছিল। সুতরাং

কুরতুবী ও অন্য ‘আলিমগণ যখন ইবন হায়মের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারী করেন যে, তিনি মালিকী মায’হাব বিরোধী; তখন আহম্মাদ ইবন রাশীকের নিকট তাঁহার আশ্রয় মিলে (Dozy, Notices, ১৯০ প.)। তিনি ৪৩০ হি. হইতে ৪৪০ হি. পর্যন্ত সময়ে তাঁহার ছত্রছায়ায় ঐ দ্বীপের কিছু সংখ্যক লোককে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সক্ষম হন (দ্র. ইবনু'ল-আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ১৪৬৭; ইবন বাশকুওয়াল, নং ৯০৩)। ইবন রাশীকের (যিনি ৪৪০ হিজরীর পরপরই ইনতিকাল করিয়াছিলেন) সম্মুখে একবার তিনি এক বিখ্যাত ‘আলিম আবু'ল-ওয়ালীদ সুলায়মান আল-বাজীর সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিলেন যিনি ৪৪০ হিজরীর নিকটবর্তী কোন এক সময়ে প্রাচ্যদেশ হইতে ফেরত আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ঐ প্রতীদ্বন্দ্বীকে ম্যাজোরকার কোন এক ফাকীহ নিজ দলভুক্ত করেন তখন ইবন হায়মকে সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় (ইবনু'ল-আব্বার, উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ, নং ৪৪৩, তু. Coder, Estudios Criticos ইত্যাদি, পৃ. ২৬৪-২৬৯)। ইবন হায়ম যেহেতু সাধারণে স্বীকৃত অনেক ইমামের বিরুদ্ধে কুফরীয় অভিযোগ উত্থাপন করিতেন, সেই কারণে তিনি অধিকাংশ ‘আলিমের তীব্র কটাক্ষের পাখে পরিণত হইয়াছিলেন। উক্ত ‘আলিমগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার তাঁহার জ্ঞান-গরিমার কারণেও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার চিন্তাধারায় ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করেন এবং শাসকের মনে তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহের বীজ চুকাইয়া দেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই অবস্থা এইরূপ হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা ইবন হায়মকে আর নিজেদের রাজ্যে বরদাশত করিতে পারিতেন না। বানু উমায়্যার প্রতি সহানুভূতির কারণে (তাশী’, ইবন হায়ম) প্রতিপক্ষরূপে লোকেরা তাঁহাকে আরও বিপজ্জনক মনে করিতে থাকে। একের পর এক এইরূপ বিপদ ও দুর্যোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মানতালীশামে নিজ পারিবারিক এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁহার রচনাসমূহ ইশ্বীলিয়্যার বাজারে অগ্নিদগ্ধ করা হইলে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কবিতা লিখিয়া তাহাদেরকে নিন্দা করেন। নির্জনবাসেও ইবন হায়ম লেখাপড়ার কাজ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আবু রাফি'-এর উক্তি অনুযায়ী তিনি ৮০,০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী মোট ৪০০ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে বেশীর ভাগ পুস্তকের প্রচার নিজ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল (ইবন হায়ম)। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভিড় তাঁহার নিকট এইখানেও হইয়া গিয়াছিল; ইহারা ‘আলিমদের রোষাগ্নির পরওয়া করিতেন না। ঐতিহাসিক আল-হুমায়দীও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবন হায়ম নিজ গ্রামে ২৮ শা'বান, ৪৫৬/১৫ আগস্ট, ১০৬৪ তারিখে ইনতিকাল করেন (কিন্তু জায়-ওয়ালু'ল-মুকতাবিস-এর মতে তাঁহার মৃত্যুর সন ছিল ৪৪৪ হিজরী, সারকীস, ‘উমুদ ৮৫; Bröckelmann ৩০ শা'বান, ৪৫৬ হিজরী উল্লেখ করিয়াছেন)। কথিত আছে, একবার মানসুর আল-মুওয়াহহিদ তাঁহার মাযারের নিকট বলিয়াছিলেন, ‘যখন কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন সকল ‘আলিমকে ইবন হায়মেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়’ (আল-মাক্করী, ২খ, ১৬০, লাইন ১২)।

তাঁহার পুত্রদের মধ্যে আবু রাফি' আল-ফাদল (মৃ. ৪৭৯ হি.) একজন বিদগ্ধ লেখক হিসাবে (ইবন বাশকুওয়াল, নং ৯৯৪) ও আবু উসামা যাকুব (ঐ লেখক, নং ১৪০৭) ও আবু সুলায়মান আল-মুস'আব (ইবনু'ল-আব্বার, আত-তাকমিলা, নং ১০৯৭)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা তাঁহাদের

পিতার জ্ঞান-গরিমার প্রচার ও প্রকাশে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

ইবন হায়মের মৃত্যুর পর বিশেষভাবে এইরূপ অনেক পুস্তক রচিত হয় যেইগুলিতে তাঁহার শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করা হয়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে (আয-যাহাবী, তাযকিরা, ২খ, ৯০ প.) যখন কাদী ইবনু'ল-আরাবী প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে ফিরিয়া আসেন তখন তিনি দেখিতে পান যে, পাশ্চাত্যে কুফর ও বিদ'আতের প্রচলন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি উহার বিরুদ্ধে কিতাবু'ল-কাওয়াসিম ওয়া'ল-আওয়াসিম (আয-যাহাবী, তাযকিরা, ৩খ, ৩২৩ প.-তে উহার বরাত দিয়াছেন) এবং অপরাপর গ্রন্থ রচনা করেন। একই সময়ের কাছাকাছি মুহাম্মাদ ইবন হায়দারা (আয-যাহাবী, ঐ, ৪খ, ৫২) ও আবদুল্লাহ ইবন তালহাঃ (ইবনু'ল-আব্বার, ঐ, নং ১৩৩০; আল-মাক্কারী, ১খ, ৯০৫, লাইন ৮)-ও এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তারপর প্রায় এক শতাব্দী পর মালিকী ফাকীহ আবদুল-হাক্ক ইবন আবদিল্লাহ (ইবনু'ল-আব্বার, ঐ, নং ১৮১২) ও ইবন যারকুন (ঐ লেখক, নং ৯৬৭) ইবন হায়মের সমালোচনায় মুগ্ধ হইয়া উঠেন। ইবন যারকুন ইবন হায়মের গ্রন্থ কিতাবু'ল-মুহাল্লা-র জওয়াবে কিতাবু'ল-মু'আল্লা রচনা করেন। অপরদিকে এই ইবন যারকুনেরই এক শাগরিদ বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনু'ল-রমিয়্যা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত ইবন হায়মের পক্ষাবলম্বন করেন। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী সূফী ইবনু'ল-আরাবীও তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রচার করেন এবং কিতাবু'ল-মুহাল্লায় একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন, যাহার নামও আল-মু'আল্লা রাখা হয়।

কিতাবু'ল-ফাসল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহাল গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিত Asin Palacios-এর গ্রন্থের Abenhazam de Cordoba y su Historia critica de las ideas religiosas) প্রথম খণ্ডে ইবন হায়মের জীবন-চরিত, সমকালীন সময়ে তাঁহার অবস্থান, উন্নয়ন ও বিকাশ, ফিক্‌হী ও দার্শনিক নীতিমালা, প্রণীত গ্রন্থসমূহ ও মতাদর্শের সুবিস্তৃত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ১৯৩৫ খৃ. পর্যন্ত এই গ্রন্থটির পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশ মাদ্রিদ ১৯২৭-১৯৩২ খৃ.; তু. ঐ লেখক, El Cordobes Abenhazam, primer historiador de las ideas religiosas, Discurso de recepcion en la Academia de la Historia, La indiferencia religiosa en la Espana musulmana, মাদ্রিদ ১৯২৪ খৃ., কিতাবু'ল-ফাসল-এর ৫খ, ১১৯ হইতে ১২৪ পর্যন্ত অংশের স্পেনীয় অনুবাদ Cultura Espanala-তে ১৯০৭ খৃ., কিতাবু'ল-ফাসল (কায়রো ১৩২১ হি., ৫খ, ১৩৬-১৪০)-এর একটি অধ্যায়ের অনুবাদ E. Bergdolt করিয়াছেন (Ibn Hazams Abhandlung uber die Farben, ZS-এ, ৯খ, ১৯৩৩ খৃ., ১৩৯-১৪৬); ১৯২৯ খৃ. কায়রোতে কিতাবু'ল-ফাসল দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় (উর্দু অনুবাদ, তিন খণ্ডে সমাপ্ত, অনু. আবদুল্লাহ আল-ইমাদী, হায়দরাবাদ, ভারত ১৯৪৫ খৃ., প.)।

A. R. Nykl তাওকুল-হামামার ইংরেজী অনুবাদ (A. book containing the Risala Known as the Doves Neckring about love and lovers, প্যারিস ১৯৩১ খৃ.) করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভূমিকার তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক (ইবন হায়ম)

সম্পর্কে আলোচনা ও গ্রন্থটির প্রণয়নকাল ৪১২-৪১৩/১০২২ খৃ.-রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন (পৃ. ৫৭ প.; Dr. Asin Palacios. Abenhazam, ১খ, ৭৭ প., সংযোজন ৯২)। উহার একটি অনুবাদ ইংরেজী ভাষায় প্রফেসর Arberry ১৯৫৪ খৃ. করিয়াছিলেন। তাওকুল-হামামার রুশ অনুবাদ M. A. Sallir করিয়াছেন (Ibn Hazam, Ozerelje Golubki, Perewods arabskogo M. A. Salje (Sallier) pod redakciej l. Ju. Kracko-wskogo, মস্কো ১৯৩৩ খৃ.)। (তাওকুল-হামামার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন L. Bercher যাহা আলজিরিয়া হইতে ১৯৪৯ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। Das Halsband der Taube নাম দিয়া M. Weisweiler উহার জার্মান অনুবাদ করিয়াছেন যাহা লন্ডন হইতে ১৯৪১ খৃ. এবং দ্বিতীয়বার ফ্রান্সফুর্ট হইতে ১৯৬১ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। তাওকুল-হামামার মূল গ্রন্থের সমালোচনার জন্য Goldziher-এর উপরে উল্লিখিত (প্রবন্ধ) গ্রন্থ ব্যতীত Dr. Brockelmann, Lit. Zentralbl., ১৯১৫ খৃ., ১২৭৫ ও তাঁহার নিবন্ধ Beitrage zur Kritik u. Erklarung von Ibn Hazams Tauq al-Hamama, Islamica সাময়িকীতে প্রকাশিত, ৫খ, (১৯৩২ খৃ.), ৪৬২ হইতে ৪৭৪ পর্যন্ত। এই নিবন্ধে তাওকুল-হামামার যে সকল উদ্ধৃতির উল্লেখ রহিয়াছে যাহা ইবন কায়্যাম আল-জাওযিয়্যা তাঁহার রাওদাতুল-মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল-মুশতাকীন গ্রন্থে (দামিশ্‌ক' ১৩৪৯ হি.) উদ্ধৃত করিয়াছেন; আরও Dr. W. Marcals, Observations sur le texte du "Tauq al-Hamama," Memorial Henri Basset, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ২খ, ৫৯ হইতে ৮৮ পর্যন্ত ও Dr. Nykl-এর অনুবাদের পাশ্চটিকা (পৃ. ২২২ প.)। তাওকুল-হামামার একটি সংস্করণ দামিশ্‌ক' (১৩৪৯ হি.) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, আরও Dr. E. Wiedemann, Beitrage zur Gesch der Naturwissenschaften XLII. Zwei naturwissenschaftliche Stellen aus dem Werk von Ibn Hazm uber die liebe, uber das Sehen und den Magneten, S. B. P. M. S. Erlg., খণ্ড ৪৭ (১৪১৫ খৃ.), ৯৩ হইতে ৯৭ পর্যন্ত।

নৈতিক বিষয়ে রিসালাতুল-আখলাক' ওয়া'স-সিয়্যার ফী মাদাওয়্যাতিন-নুফুস গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ রহিয়াছে (আরও Dr. Sarkis, মু'জামুল-মাতবু'আত, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮, কলাম ৮৬)। Asin Palacios এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন এবং স্পেনীয় ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন (Los caracteres y la conducta. tratado de moral practica por Abenhazam de Cordoba, মাদ্রিদ ১৯১৬ খৃ. আরও Dr. উক্ত লেখকের গ্রন্থ Abenhazam, ১খ, ২৩২ প. ও আল-আন্দালুস, ২খ, (১৯৩৪ খৃ.), ১৮-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ; ঐ লেখকের প্রবন্ধ La moralgnomia de Abenhazam, Cultura Espanola, ১৯০৯ খৃ. প্রকাশিত)। ঐ পুস্তকটির জন্য আরও Dr. A. R. Nykl, Ibn Hazms Treatise on Ethics, A. J. S. L., ৪০খ, (১৯২৪ খৃ.), ৩০-৩৬-এ প্রকাশিত।

কিতাবু'ল-আহ-কাম ফী উসুলিল-আহ-কাম-এর একটি সংস্করণ ১৩৪৫/১৯২৬ সনে মাকতাবাতুল-খানজী, কায়রোতে ছাপা শুরু হইয়াছিল, কিন্তু মনে হয় তাহা শেষ হয় নাই।

কিতাব মাসা'ইল-ফিকহ (দ্র. E.I., প্রথম সংস্করণ, লন্ডন, ২খ, ৩৮৫, লাইন ২৪ ও ২৭, আস-সাগানীর পরিবর্তে আস-সান'আনী পড়িতে হইবে) উসূল ফিকহ সম্পর্কিত কয়েকটি উদ্ধৃতাংশ সম্বলিত একটি পুস্তক। এই উদ্ধৃতাংশগুলি মুহাম্মাদ ইবন হাযমের গ্রন্থ আল-মুহাল্লার ভূমিকা হইতে নির্বাচন করিয়াছিলেন। উহার সহিত তিনি নিজস্ব ব্যাখ্যাাদিও সংযুক্ত করিয়াছেন। এই পুস্তকটিই মাজমূ'আতু'র-রাসাইল ফী উসূল'ত-তাফসীল ওয়া উসূল'ল-ফিকহ, সংকলিত, জামালু'দ-দীন আল-কাসিমী, দামিশক ১৩৩১ হি., পৃ. ২৭-৫২ ও মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইল'ল-মুনীরিয়া (কায়রো ১৩৪৩-১৩৪৬ (হি.), ১খ., ৭৭-৯৯-এও বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিতাবুল-মুহাল্লা (দ্র. E.I., প্রথমে, সংস্করণ, লন্ডন, ২খ, ৩৮৪ খ, লাইন ২৭) (কায়রো ১৩৪৭-১৩৫২ হি.)-এর জন্যও দ্র. Asin, Abenhamam, ১খ, ২৬১ প।

কিতাবুল-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ, যাহা তাফসীরুল-জালালায়ন-এর কোন কোন সংস্করণের পাঠ্যটীকারূপে ছাপা হইয়াছিল (দ্র. ২খ, ৩৮৫ খ, লাইন ৫৮), প্রণেতা বাহ্যত আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন হাযম ছিলেন (এবং ভুলক্রমে তাঁহার নাম আবু মুহাম্মাদ 'আলী ইবন হাযম-রূপে উক্ত হইয়াছে)।

ইবন হাযমের যে সকল গ্রন্থ বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে উহার সহিত ১৬টি প্রবন্ধের আরও একটি সংকলন সংযোজন করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত এবং তাহা H. Ritter মাসজিদ ফাতিহ (ইস্তাভুল) গ্রন্থাগারে 'আরবী পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ২৭০৪ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি এক হিসাবে প্রত্যন্তর প্রতিবাদ সম্বলিত। উহার পূর্ণ বিবরণ Asin Palacios তাঁহার Un codice inexplorado del Cordobes Ibn Hazm শীর্ষক প্রবন্ধে (আল-আন্দালুস, ২খ, ১৯৩৪ খ., ১-৫৬) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্ভবত এই প্রবন্ধগুলি সমন্বয়ে রচিত (নং ৪) রিসালাতু'দ-দুররা ফী তাহ'কীকি'ল- (তাদকীকি'ল)-কালাম ফীমা য়ালযামু'ল-ইনসানু ইতিকাদুহ; সেই রিসালাতু'দ-দুররা-ই হইবে যাহার বিরুদ্ধে পরবর্তী কালে কাদী ইবনুল-'আরবী আল-ইশবীলী (দ্র. Asin Palacios, Abenhamam, ১খ, ৩০৩ প.) রিসালাতু'ল-গুররা লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মারাতীবুল-'ইজমা' নামক আর একটি গ্রন্থও সংরক্ষিত আছে, দ্র. বাকীপুর, পাণ্ডুলিপি সূচী, খণ্ড ১৯, নং ১৮৯২; তু. হাজ্জী খালীফা; কাশফু'জ-জুনুন, Flugel সংস্করণ, ৫খ, ৪৮৫, নং ১১৭৪৭ ও JA., বর্ষ ৪, নং ১৮ (১৮৫১ খ.), পৃ. ৫০০ প।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) E. Garcia Gomez অনূদিত তাওকুল-হাযমামার স্পেনীয় অনুবাদ El Collar de la Paloma, মাদ্রিদ ১৯৫২-এর পরিশিষ্ট-২-এ একটি বর্ণনামূলক জীবনী গ্রন্থপঞ্জী ইসমা'ঈল আল-আমীর আস-সান'আনী দেওয়া হইয়াছে। এই পরিশিষ্টটিতে তাওক সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর গ্রন্থপঞ্জী বিশেষভাবে বিধৃত হইয়াছে। কিতাবুল-আখলাক ওয়া'স-সিয়্যার-এর N. Tomiche-কৃত অনুবাদ Epitres Morales, বৈরাত ১৯৬১ খ.-এর শেষে তৎকর্তৃক প্রদত্ত অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থপঞ্জী দ্বারা ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার সহিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ যুক্ত হইতে পারে : (২) Y. Linat de Bellefonds, Ibn Hazm et le Zahirisme Juridique, in Revue Algerienne (Revue de la Faculte de Droit D'Alger), নং ১ (১৯৬০

খ.); (৩) R. Arnaldez, Le guerre saint selon Ibn Hazm de Cordoue, in Etudes d'orientalisme dedies a la memoire de Levi-Provencal; (৪) ঐ লেখক, Sur une interpretation economique et sociale des theories de la Zakat en Droit musliman, in Cahiers de l'Institut de Sciences Economiques et Appliquees: L'Islam, l'Economie et la Techniaue, নং ১০৬ (অক্টোবর ১৯৬০, সিরিজ ৫, নং ২); (৫) Fadhel Ben Ashour, Un ouvrage inconnu d'Ibn Hazm, in Actes du 22^e Congres des Orientalistes (১৯৫১ খ.), ২খ. (১৯৫৭ খ.); (৬) যাকৃত, ইরশাদুল-আরবী (সং. Gibb Trust, ৬/৫), ৮৬৫ প.; (৭) ইবন খাল্লিকান, সম্পা. Wustefeld, নং ৪৫৯; (৮) ইবনুল-কিফতী, তা'রীখুল-ছকামা', সম্পা. Lippert, ২৩২ প.; (৯) ইবন বাশকুওয়াল, আস-সিলা, নং ৮৮৮ ও ৪০; (১০) আদ-দাব্বী, বুগ'য়াতুল-মুলতামিস, নং ১২০৪ ও ৪১২; (১১) 'আবদুল-ওয়ালিদ আল-মাররাকুশী, আল-মুজিব (সম্পা. Dozy), ২য় সংস্করণ, নির্ঘণ্ট; (১২) ইবন খাকান, মাতমাহ (কম'ট্যান্টিনোপল ১৩০২ হি.), ৫৫ প.; (১৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফাজ (হায়দরাবাদ, ভারত), ৩খ, ৩৪১; (১৪) আল-মাক্কারী, সম্পা. Dozy, ১খ, ৫১১ প. (ব্লাক সং., ১খ, ৩৬৪ প.) এবং নির্ঘণ্ট; (১৫) Cat. Cod. Arab. Bibl. Lugd. Bat., ১খ, ২৬৭ প.; (১৬) ইবন খালদুন, মুকাদ্দিমা, প্যারিস, ৩খ, ৪; (১৭) Dozy, Script. arab. de Abbadidis loci, ৩খ, ৭৫, ১৩০ প. (আন-নুওয়ায়রী); (১৮) ঐ লেখক, আল-বায়ানুল-মুগ'রিব; ভূমিকা, পৃ. ৬৪ প.; (১৯) ঐ লেখক, Hist. des Musulmans d'Espagne, নির্ঘণ্ট; (২০) Goldziher, Die Zahiriten, পৃ. ১০৯-১৮৬ ও স্থা.; (২১) ইবন হাযম শীর্ষক প্রবন্ধ, Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ehtics; (২২) Schreiner, Beitr. z. Gesch. der theol. Bewegungen im Islam, পৃ. ৩ প.; (২৩) Macdonald, Development of Muslim Theology, পৃ. ২০৯ প., ২৪৫ প.; (২৪) Brockelmann, ১খ, ৩৯৯ প. (তু. ৫২৫ ও ২খ, ৭০১) ও ৪১৯ [পরিশিষ্ট, ১খ, ৬৯২; Islamica, ৫খ (১৯৩২ খ.), ৪৬২, ৪৭৪]; (২৫) Pons Biogues, Ensayo bio- bibliografico, নং ১০৩, পৃ. ১৩০ প.; (২৬) Friedlaender, The Heterodoxies, ভূমিকা; (২৭) Horten, Die philos. Systeme der Spekul. Theologen, পৃ. ৫৬৪ প. (কিতাবুল-ফিসাল হইতে যে সকল বিষয় এখানে গৃহীত হইয়াছে তাহা কেবল আংশিকভাবে সত্য); (২৮) petrof, তাওক, পৃ. ৭ প., অধিকন্তু পৃ. ৯-এ অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে; (২৯) সা'ইদ ইবন আহ'মাদ আল-আন্দালুসী, তা'বাকাতুল-উমাম, সম্পা. শায়খু, বৈরাত ১৯১২ পৃ. ৭৫-৭৭; (৩০) ইবনুল-'আরবী আল-ইশবীলী, আল-'আওয়াসিম মিনা'ল-কাওয়াসিম, আলজিয়াস ১৩৪৬ হি., ১খ, ৮৫; ২খ, ৬৭ প.; (৩১) আন-নুওয়ায়রী, Historia de los Musulmanes de Espanay Africa por en-Nuguairi, 'আরবী পাঠ ও M. Gaspar Remiro-কৃত স্পেনীয় অনুবাদ, ১খ, এনাডা ১৯১৭ খ., মূল পাঠ, পৃ. ৯৫ প., অনু. পৃ. ৯৪ প.;

(৩২) আল-রাফি'ঈ, মির'আতুল-জিনান ওয়া 'ইব্রাতুল- যাকজান, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৩৭-৪০ হি., ৩খ, ৭৯-৮১; (৩৩) Ing di Matteo, Le pretese contraddizioni della S. Scrittura secondo Ibn Hazm, রোম ১৯২৩ খৃ.; (৩৪) A. Gonzalez Palencia, Historia de la Literatura arabigo-espanola, বারসিলোনা ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৪০-৫৭ ও স্বা.; (৩৫) R. Dozy Historie des Musulmans d'Espagne, নতুন সংস্করণ E. Levi-Provencal-এর তত্ত্বাবধানে পরিবর্তিত, লন্ডন ১৯৩২ খৃ., ২খ., ৩২৬-৩৩২ ও স্বা.; (৩৬) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ, ২৯৯; (৩৭) যাকী মুবারাক, আন-নাছরুল-ফানী, ২খ, ১৬৬-১৮৭; (৩৮) ইবনুল-খাতীব, আল-ইহাতা, ৩খ, ১৪৪; (৩৯) সম্পদের যৌথ মালিকানার নিয়মাবলী সম্পর্কে ইবন হাযমের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দ্র. মানাজির আহ'-সান গীলানী ও শুলাম দাস্তগীর রাশীদ, ইসলামী ইশতিরাকিয়াত, মাকতাবা খুদাম মিল্লাত, করাচী, তা. বি.।

R. Arnaldez (E.I.²) ও C. van Arendonk
(দা.মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন হাযম (ابن حزم) : একটি বিখ্যাত আন্দালুসীয় পরিবারের পিতৃনাম, এই পরিবারের কয়েকজন সদস্য উমায়্যা খিলাফাতের আমলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন নিঃসন্দেহে আবু মুহাম্মাদ আলী ইবন হাযম, এখানে আবু হাযম-এর বিষয়েও কিছু তথ্য দেওয়া হইল। কেননা ইহা লইয়া প্রায়শ বিব্রান্তি দেখা দেয়।

(১) 'আলীর পিতা ছিলেন আবু 'উমার আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন হাযম ইবন গালিব ইবন সালিহ ইবন খালাফ। তিনি হাজিব আল-মানসুর ইবন আবী আমির-এর এবং তাঁহার পুত্র আল-মুজাফফার-এর দরবারে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ৩৯৯/১০০৯ সালে সংঘটিত মারাত্মক ঘটনাবলী দ্বারা তিনি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন (দ্র. প্রবন্ধ আল-আন্দালুস) এবং ২৮ যুল-কা'দা, ৪০২/২১ জুন, ১০১২ সালে ইনতিকাল করেন। দ্র. (১) ইবন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৪০; (২) আদ-দাবী, বুগ'য়া, নং ৪১২; (৩) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., index; (৪) ঐ লেখক, En relisant le Collier de la colombe, in al-Andalus, xv/2 (1950), 345-7.

(২) 'আলীর বড় ভাই আবু বাকর, তাঁহার শুধু কুনয়া (উপনাম)-এর কথা জানা যায়। তিনি ৩৭৯/৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২২ বৎসর বয়সে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। কর্ডোভাতে যুল-কাদা ৪০১/জুন, ১০১১ সালে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়াছিল। ইবন শুহায়দ (দ্র.) তাঁহার রিসালাতু'-তাওয়াবি' ওয়া'য-মাওয়াবি' নামক গ্রন্থখানি তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেইখানে এই বইখানির রচনাকাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্র. (১) ইবন হাযম, তাওকুল-ল-হামামা, সম্পা. ও অনু. L. Bercher, 303, 309; (২) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ii, 64-5; (৩) ঐ লেখক, En relisant.... 346-7।

(৩) 'আলীর পুত্র আবু রাফি' আল-ফাদ'ল, সেভিলের 'আব্বাদীগণের চাকুরীতে প্রবেশ করেন, তিনি রাজাব ৪৭৯/অক্টোবর ১০৮৬ সনে সংঘটিত আয-যাল্লাকা (দ্র.)-র যুদ্ধে নিহত হন। তিনি আল-হাদী ইলা মারিফতি'ন-নাসাব আল-'আব্বাদী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। দ্র. ইবনুল-আব্বার, হাম্মা, সম্পা. মুনিস, ২খ, পৃ. ৩৪।

(৪) অপর যে একজন ইবন হাযম-এর নাম প্রায়শ উল্লিখিত হইয়া থাকে তিনি হইলেন 'আলীর চাচাতো ভাই আবুল-মুগীরা 'আবদুল-ওয়াহ্বাব আহমাদ ইবন 'আবদি'র-রাহমান ইবন হাযম। তিনি প্রশাসনের সচিব এবং প্রথর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। খলীফা আল-মুসতাজ-হির-এর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে তিনি উযীর নিযুক্ত হন (৪১৪/১০২৩)। পরে তিনি সারাগোসার ছোট রাজাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ৪৩১/১০৪০ সালে যখন শহরটির পতন ঘটে তখন তিনি মুন্যির ইবন যাহ'যার উযীর ছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং পরে সম্ভবত অর্থের বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি ৪৩৮/১০৪৬ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি কর্ডোভার তরুণ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, যাহাদের উচ্চ মানের সাহিত্য প্রতিভা ছিল; ইবন শুহায়দ-এর সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক সুবিদিত। ইবন খাকান-এর মতে (মাতমাহ, ২২; আল-মাক্কারী, Analectes, i, 408-9) ইবন শুহায়দ যে আবুল-মুগীরার উপর খুব একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, শেষোক্ত জন তাঁহার বন্ধুর মৃত্যুর পরে অনেক মার্জিত জীবন যাপন করিতেন। ইবন হায্যান (ইবন বাসসাম কর্তৃক যাখীরা গ্রন্থে উদ্ধৃত, ১/১খ., ১১১) তাঁহাকে একজন উঁচুদের কাব্য ও গদ্য লেখক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, যৌবনে তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতা ছিল যে, চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে যখনই তিনি কোন বিষয়ে তর্কে অবতীর্ণ হইতেন তখন বরাবর তিনিই জয়ী হইতেন। সম্ভবত স্পেনের সীমানার বাহিরেও তাঁহার কিছু কিছু সুখ্যাতি ছিল। কেননা কায়রাওয়ানী ইবনুল-'রাবীব (দ্র.) যে বিখ্যাত পত্রটিতে আন্দালুসীয়গণকে সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের মধ্যকার বিখ্যাত ব্যক্তিগণের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিতেছেন না, উহা তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া প্রেরিত হইয়াছিল। আবুল-মুগীরা এই সমালোচনাসমূহের কিছুটা জওয়াব দিয়াছিলেন, কিন্তু ইবন বাসসাম (যাখীরা, ১/১, ১১৩-৬) এই উত্তরের সমগ্র অংশ সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই, বিশেষ করিয়া দুঃখজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পত্রটির শেষে যে আন্দালুসীয় গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া ছিল তাহা তিনি বিলুপ্ত করিয়া দেন। জানা যায় যে, 'আলী ইবন হাযমও এই পত্রখানির উত্তর দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই পত্রের পাঠ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে, সম্ভবত সম্পূর্ণ পত্রখানিই রহিয়াছে (দ্র. ইবনুল-'রাবীব)। এতদ্ব্যতীত ইবন বাসসাম ও আল-মাক্কারী উভয়ে আবুল-মুগীরার গদ্য ও কাব্য রচনার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি পাঠে বুঝা যায় যে, তাঁহার যথেষ্ট সাহিত্যিক দক্ষতা ছিল। (দ্র.) (১) ইবন বাসসাম, যাখীরা, ১/১খ., ১১০-৫২; (২) ইবন হাযম, তাওকুল-ল-হামামা, সম্পা. ও অনু. L. Bercher, পৃ. ২৩৭; (৩) ইবন খাকান, মাতমাহ, পৃ. ১২; (৪) আল-মাক্কারী, Analectes, নির্ঘন্ট; (৫) ইবনুল-খাতীব, আমালুল-আলাম, পৃ. ১৯৭; (৬) H. Peres, Poesie, 14, n. 4, 57; (৭) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ii, 334; (৮) Dozy, HME², ii, 330; (৯) Ch. Pellat, in al-Andalus, xix/I, (1954), 53।

Ch. Pellat (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবন হাযিম (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন হাযিম)

ইবন হায্যান (ابن حيان) : আবু মারওয়ান হায্যান ইবন খালাফ ইবন হাযম ইবন হায্যান নিঃসন্দেহে সমগ্র স্পেনে মধ্যযুগের মুসলিম ও খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণের শ্রেষ্ঠতম। 'আরব জীবনীকারগণ তাঁহার

জীবন কিংবা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে খুব অল্পই বর্ণনা দিয়াছেন। জ. ৩৭৭/৯৮৭-৮ সালে কর্ডোভায়, উম্মীর আল-মানসুর (দ্র.)-এর সচিব ছিলেন তাঁহার পিতা যিনি অবশ্যই তাঁহার শিক্ষা এবং উম্মায়্যা বংশের অনুকূলে বলিষ্ঠ মত গঠনের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনজন শিক্ষক ছিলেনঃ ব্যাকরণবিদ ইবন আব্বি'ল-হ'বাব, বাগদাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সা'ইদ ও হাদীছবিদ ইবন নাবাল। তাঁহার স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে, কর্ডোভার শাসনকর্তা আব্ব'ল-ওয়ালীদ ইবন জাহওয়্যার তাঁহাকে সরকারী মন্ত্রী দফতরে পত্রনবীস-এর পদ প্রদান করিয়া দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা জানি, কত তীব্র ভাষায় তিনি তাঁহার সমকালীন অনেক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তা'ওয়া'ইফ রাজ্যগুলির বিভেদ ও অরাজকতার প্রতি তাঁহার তীব্র ঘৃণা ও ফিতনা (বিপর্যয়) সম্বন্ধে হটক, যেহেতু তিনি মধ্যযুগের শেষপাদে (Culmination) জীবন যাপন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার পূর্ববর্তীদের রচনার উপর ভিত্তি করিয়া সমকালীন প্রচণ্ড আলোড়নপূর্ণ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করিতে এবং পরবর্তী ইতিহাস সংকলকগণের জন্য মানদণ্ড স্থাপন করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি রাবী'উল- আওয়াল ৪৬৯/অক্টোবর ১০৭৬ সালে ইনতিকাল করেন।

যেই রচনাবলী অগ্নাধিক নিশ্চয়তা সহকারে ইবন হায়্যান-এর প্রতি আরোপিত হয়, তন্মধ্যে দুইটি বিখ্যাত 'মুক্'তাবিস' ও 'মাতীন'। স্পেনীয়-আরব কৃষ্টির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগে ইবন হায়্যান বিরাট আকারে আল-আন্দালুসের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বকার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে তিনি মৌলিকত্বের দাবি না করিয়া লিখিত ইতিবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। মুক্'তাবিস গ্রন্থটি এই ধরনের শাস্ত্রিক অর্থে ইক্'তিবাস-আগ্নি হইতে (অঙ্গার) আহরণ ও রূপক অর্থে 'মুক্'তাবিস' এমন ব্যক্তির গ্রন্থ যিনি অপরের রচনা কপি করেন। সুতরাং ইহা পূর্ববর্তী রচনাবলীর একটি সংগ্রহ; যেমন আধুনিক এক সংস্করণে করা হইয়াছে, কপিতে মূলে প্রাপ্ত ছেদগুলির ইংগিত রহিয়াছে। সুতরাং রচনাশৈলী তাঁহার নিজস্ব নহে, বরং মূল উৎসের; সেইজন্য গুণগত বিচারে পরিবর্তনশীল। অধুনালুপ্ত বহু গ্রন্থের উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করিয়া তিনি একটি অভুলনীয় ঐতিহাসিক চিত্রের (Fresco) মাধ্যমে আল-আন্দালুসের ইতিবৃত্ত অনুধাবন করিতে সাহায্য করিয়াছেন; স্বয়ং শাসনকর্তা এই চিত্রের প্রধান নায়ক হইলেও ইহা বাস্তবতার অভিব্যক্তি। যাহা হটক, মুহাফিজখানায় রক্ষিত দলীলাদির সাহায্যে বা উম্মায়্যা শাসনের বিরুদ্ধবাদীগণের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় রচনাবলী দ্বারা উক্ত চিত্রের সংশোধন সম্ভব নহে।

ইবন হায়্যানের মৌলিক গ্রন্থ 'মাতীন' এই উপদ্বীপটির সমগ্র মুসলিম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে তাঁহার সময়কার অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ৫ম/১১শ শতাব্দীর ইতিহাস, ৬০ খণ্ডে, বিস্তারিত বিবরণের দিকে প্রশংসনীয় লক্ষ্য রাখিয়া যথাযথ ও নির্ভুল বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহাতে ঘটনাবলীর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবনের বিরল প্রজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও মাতীন-এর সকল খণ্ডই লুপ্ত, তথাপি গ্রন্থকারের বিশেষ ভক্ত ইবন বাস্‌সাম (দ্র.) আমাদের জন্য গ্রন্থটির বহু সংখ্যক ও ব্যাপক উদ্ধৃতি সংরক্ষণ করায় লুপ্ত গ্রন্থ-খণ্ডগুলির পুনর্গঠন বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছে—অবশ্য যথেষ্ট আয়াস সাপেক্ষে ও মিসরের প্রকাশিত (অসম্পূর্ণ) য'খীরা সংস্করণের দৌলতে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যাহা বিরল এমন সতর্ক বিশ্বস্ততার সহিত ইবন বাস্‌সাম সর্বক্ষেত্রে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদগুলির আদি ও অন্ত নির্দেশ করিয়াছেন যাহাতে এই পুনর্গঠন সহজতর হইয়াছে।

স্পেনীয়-উম্মায়্যা সংক্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক E. Levi-Provencal বলিয়াছেন, "স্পেনীয়-উম্মায়্যা ইতিহাসের কোন বিশেষ দিক বিবেচনা করিতে যিনিই চাহিবেন তাঁহাকে প্রায় সময়ই ইবন হায়্যান-এর রচনার দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাঁহার মুক্'তাবিস না হইলে আমরা 'রাবী'ঘয়ের রচনার কোন উদ্ধৃতিই লাভ করিতাম না কিংবা প্রায় সমগুরুত্বপূর্ণ ও একই মতবাদপোষক ১০ম শতাব্দীর অন্য দুইজন ঐতিহাসিক অর্থাৎ কু'রায়শী মু'আবিয়া ইবন হিশাম ইবন 'শ-শাবানিসী ও কর্ডোভার অন্য এক 'আরব বংশোদ্ভূত আল-হাসান ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন মুফাররিজ—উঁহাদেরও কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যাইত না; তাঁহার বহু সংখ্যক উদ্ধৃতির আনুকূল্য ব্যতীত মিলাইয়া দেখা সম্ভব হইত না, ইবন'ল-কু'তীয়া-র ইতিহাস গ্রন্থের বৃহৎ অংশ, আল-খুশানী ও ইবন'ল-ফারাদীর রচনা হইতে উদ্ধৃত ব্যাপক পরিচ্ছেদগুলি যাহা প্রকাশিত খণ্ড অপেক্ষা কম সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত। সর্বশেষ কথা ইবন হায়্যান ব্যতীত ইবন 'ইযারীর (আল-বায়ান'ল-মুগ'রিব-এ) সংক্ষিপ্ত সংকলন (তাল'খীস') কখনও দিনের আলো দেখিতে পাইত না কিংবা সম্ভবত ফলশ্রুতিস্বরূপ Dozy-র ইতিহাসেও।

মুক্'তাবিস-এর তৃতীয় খণ্ড Chronique du regne du calife umayyade Abd Allah a Corodoue শিরোনামে M.M. Antuna কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, প্যারিস ১৮৩৭ খৃ. ও Kh. Ghorayyib কর্তৃক স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, in Cuadernos de historia de Espana, Buenos Aires ১৯৫২ খৃ.; E. Levi-Provencal ও E. Garcia Gomez প্রকাশ করিয়াছেন। Textos ineditos del Muqtabis... sobre las origenes del reino de Pamplona, in Al-Andalus, xix (১৯৫৪ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ৩খ, ৫০৩; (২) E. Garcia Gomez, A proposito de Ibn Hayyan, in al-Andalus, ১১খ., ৩৯৫-৪২৩; (৩) M. Antuna, Abenhayan de Cordoba y su obra Historica, মাদ্রিদ ১৯২৫ খৃ.; (৪) Dozy, Locis de Abbadidis, ১খ, ২১৮; (৫) Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ১৫২-৩; (৬) Brockelmann, SI, ৫৭৮; (৭) ঐ লেখক, in OLZ, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৬৮-৭১; (৮) ইবন বাস্‌সাম, য'খীরা, 1/2, ৮৪-১২৯; (৯) F. Bustani, দা'ইরা'ত'ল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৮০।

A. Huici Miranda (E.I.2)/আবদুর রহমান মামুন

ইবন হায়্যান (ابن حيوس) : আব্ব'ল-ফিতয়ান মুহ'াম্মাদ ইবন সুলতান ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন হায়্যান আল-গানানবী ৫ম/১১শ শতাব্দীর সিরীয় কবি, জন্ম দামিহকে সাফার ৩৯৪/ডিসেম্বর ১০০৩ সনে। প্রথমে তিনি মনে হয় সিরিয়ার ত্রিপোলীবাসী বানু 'আম্মার (দ্র. 'আম্মার)-এর মাওলা (দ্র.) ছিলেন, যদিও তাঁহাকে ৪২৯/১০৩৭-৮ সনে আলোপ্লোতে ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মিসরের ফাতি'মীদের প্রতি সহানুভূতির দরুন ইতিমধ্যে স্বাধীনতা অর্জনকারী বানু 'আম্মার-এর অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হন। ৪৬৪/১০৭২ সনে মিরদাসী (দ্র.) মাহ'মুদ ইবন নাস'র (৪৫৭-৬৭/১০৬৫-৭৫) তাঁহাকে আলোপ্লোতে ডাকিয়া পাঠান এবং কবি তাঁহার প্রশংসার কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুতে

তিনি একটি মারছিয়া (শোকপাঁথা) রচনা করেন যাহাতে নাস্-র ইবন মাহমুদ (৪৬৭-৮/১০৭৫-৬)-এর স্তুতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুণ্ডাতকের হাতে নাস্-র নিহত হইলে ইবন হায়াস তাঁহার উত্তরাধিকারী সাবেক ইবন মাহমুদের রাজদরবারে থাকিয়া যান। এতদসঙ্গেও ৪৭৩/১০৮০ সনে আলোপ্পো দখলকারী মুসলিম ইবন কু'রায়শের প্রশংসায় কবিতা রচনায় তাঁহার মনে কোন দ্বিধার সৃষ্টি হয় নাই। পুরস্কারস্বরূপ মুসলিম তাঁহার জায়গীর হিসাবে মসূল (আলি-মাওসিল) প্রদান করেন। কিন্তু উহার দখল লইবার পূর্বেই কবি শা'বান ৪৭৩/ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১০৮১ সনে ইনতিকাল করেন।

আল-মা'আররীর পর ইবন হায়াসকে ৫ম/১১শ শতকের সিরিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গণ্য করা হয়। তাঁহার রচিত দীওয়ান (কাব্য সংগ্রহ) ১৯৫১ খৃ. খালীল মারদাম কর্তৃক দামিশকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-'আদীম, যুবদাতুল-হালাব ফী তারীখ হালাব, সম্পা. এস. দাহহান, দামিশক' ১৯৫১-৪ খৃ., ১খ, ২৫৮, ২খ, ৭৪-৫; (২) ইবন খাল্লিকান, ২খ., ১০-২; (৩) ইবনুল-ক'ালানিসী, পৃ. ১০৮; (৪) Brockelmann, SI, 456; (৫) ফুআদ বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৮১-৩।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/মুহাম্মাদ নওয়াব আলী

ইবন হারব (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবন সাবা')

ইবন হারমা (ابن هرمة) : ইব্রাহীম ইবন 'আলী ইবন সালামা (ইবন 'আমির) ইবন হারমা আল-ফিহরী আবু ইসহ'াক মদীনার একজন 'আরব কবি। তিনি ৯০/৭০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ-তালিকা নির্ভরযোগ্য হইলে তিনি কুরায়শ বংশীয় ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। 'আলাবীদের সমর্থক হিসাবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুল-হাসান (দ্র.) ও আল-হাসান ইবন যায়দ (দ্র.)-এর খেদমতে থাকেন এবং তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করেন। কথিত আছে, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (দ্র.) 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ইবন হারমা তাঁহাকে সমর্থন দান হইতে বিরত থাকেন। আগ'নী কতিপয় লোকের নামোল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের জন্য তাঁহার কাব্য অনুশীলনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা অবশ্য স্মর্তব্য যে, উমায়্যাদের, বিশেষ করিয়া ওয়ালীদ ইবন যযীদ-এর প্রশংসা কীর্তনের পর তিনি ১৪০/৭৫৭ সালে আল-মানসূ'র-এর আনুকূল্য লাভের প্রচেষ্টা চালান। আল-মানসূ'র তাঁহার অতীত কার্যকলাপ ক্ষমা করিয়া দেন। সম্ভবত তিনি আল-মাহ্দীরও সান্নিধ্য লাভ করেন। কারণ তিনি ১৭০/৭৮৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি বাকী' (দ্র.) গোরস্তানে সমাহিত হন। কিন্তু সেই কালে তিনি এমন বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হন যে, কোন লেখকই তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। যাহা হউক, আবু-যুবায়র ইবন বাক্বার 'আখবার ইবন হারমা' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন (ফিহরিত, কায়রো সং., পৃ. ১৬১)।

ইবন হারমার দৈহিক ও নৈতিক চিত্র আদৌ হ্রদয়গ্রাহী নহে। তিনি ছিলেন কুর্খসিত, ক্ষুদ্রাকার, একগুয়ে ও অর্ধলোভী। অধিকন্তু তিনি ছিলেন মদ্যাসক্ত। এই বদ অভ্যাসটি তাঁহার কতিপয় ব্যর্থতার কারণ হইয়াছিল। যদিও বর্ণিত আছে যে, আল-মানসূ'র তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই মর্মে ফরমান জারি করেন যে, তাঁহাকে মাতাল অবস্থায় পাওয়া গেলে ৮০ চাবুক মারা হইবে, কিন্তু যে পুলিশ তাঁহাকে মদীনার প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত করিবে তাহাকে ১০০ চাবুক মারা হইবে।

তাঁহার কবিতা হইতে, যাহা বর্ণনাকারী (راوي) ইবন রু'বায়হ কর্তৃক হস্তান্তরিত এবং আল-আসমা'ঈ ও পরবর্তী কালে ইবনু'স-সিকীত আস'-সু'ক্কারী ও আস'-সুলী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা খুবই নগণ্য এবং সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে। তাঁহার বৃহৎ দীওয়ান (ديوان)-এ রহিয়াছে বেদুঈন রীতির কাঙ্গীদা (قصيدة), ব্যঙ্গ কবিতা, প্রেমের কবিতা ও মদ্য কবিতা। ইহা স্মর্তব্য যে, আল-আস-মা'ঈ ও আবু 'উবায়দা ইবন হারমাকে কাব্য প্রতিভার শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতম হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যিনি প্রাচীন কবিতা রচনাশৈলীর পশ্চাত্তরক্ষী সৈনিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। অতএব তিনি ভাষাতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশেষ প্রমাণ পণ্ডিতদের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হন। আল-জাহিজ', বিশেষ করিয়া তাঁহার টিকটিকি ও ব্যঙ্গ সম্বন্ধে লিখিত উপকথার মূল বচন (text) প্রদান করেন এবং অপর এক প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাকে বাদী' (بديع)-এর ব্যবহারের জন্য বাশ্শার (দ্র.)-এর সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। বাস্তবিকপক্ষে মনে হয়, তিনি ছিলেন অন্যতম প্রথম কবি যিনি এই 'ব্যবসারে' উৎসসমূহের সদ্ব্যবহার করেন; তাঁহার নুকতাবিহীন শব্দমালা দিয়া লিখিত কাঙ্গীদা ইহার প্রমাণ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ', বুখালা', বায়ান ও হায়াওয়ান, নির্ঘণ্টসমূহ; (২) ইবন কু'তায়বা, শির, পৃ. ৭১৯-৩১; (৩) বুহ'তুরী, হামাসা, নির্ঘণ্ট; (৪) আবু তায্মাম, হামাসা, পৃ. ৬৮, ২৪৭; (৫) ইবনুল-মু'তায়্য, ভাবাকাত, পৃ. ২-৪ (টীকা); (৬) মাস'উলী, মুরুজ, ৬খ, ১৭৫-৬; (৭) আগ'নী, ৪খ, ১০১-১৩ (বৈরুত সং, ৪খ, ৩৬৯-৯৭); (৮) হু'সুরী, যাহর, পৃ. ৮৮, ৫৫৫, ৮২৪; (৯) ঐ লেখক, জাম', পৃ. ১০৩; (১০) বাগদাদী, খিযানা, ব্লাক', ১খ, ২০৩-৪ (কায়রো সং, ১খ, ৩৮৩-৪); (১১) ছা'আলিবী, ছিয়ার, পৃ. ৩৫৩; (১২) দামীরী দ্র. না'আমা; (১৩) Brockelmann, SI, 134; (১৪) ফুআদ. আল-বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ, ১২২-৩।

Ch. Pellat (E.I.2)/মুহাম্মাদ মক্ববুলুর রহমান

ইবন হিজ্জা (ابن حجة) : আবু বাক্বর (অথবা আবুল-মাহাসিন) তাকী'য়ুদ-দীন ইবন 'আলী ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হামাবী আল-ক'াদিরী আল-হানাতী আল-আযরারী, মামলুক আমলের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ও গদ্যকার। তিনি ৭৬৭/১৩৬৬ সনে হামাত-এ জন্মগ্রহণ করে। তিনি প্রথমে বোঁতাম প্রভুতকারকের ব্যবসা করিতেন (আযরারী)। ইহার পর তিনি নিজেকে অধ্যয়নে নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দামিশক, মাওসিল ও কায়রো ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বারকুক (দ্র.) কর্তৃক দামিশক অবরোধের সময় সেখানে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল তিনি তাহা ৭৯১/১৩৮৯ সনে মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় দেখিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই তিনি তাঁহার প্রথম রচনার বিষয়বস্তু পাইয়াছিলেন। ইহা ছিল ইবন মাকানিস-এর কাছে লিখিত একখানা পত্র (পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৯৭৮৪)। সুলতান 'আল-মু'আয়্যাদ (৮১৫-২৪/১৪১২-২১)-এর একান্ত সচিব আল-বারিযীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তিনি কায়রোর দীওয়ানে মুনশীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮২২/১৪১৯ সনে আমীর ইব্রাহীম যখন এশিয়া মাইনরে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আল-বারিযীর মৃত্যুর (৮৩০/১৪২৭) পর তিনি হামাতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি ১৫ শা'বান, ৮৩৭/২৭ মার্চ, ১৪৩৪ তারিখে ইনতিকাল করেন।

ইবন হি'জ্জা গদ্য ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিয়া গিয়াছেন। আছ'-ছামারাতু'শ-শাহিয়া ফি'ল-ফাওয়াকা'হি'ল-হামাবি'য়া ওয়া'য-যাওয়া'ইদি'ল-মিস-রিয়্যা (الثمرات الشهية فى الفواقيه الحموية والزوائد المصرية) শীর্ষক কাব্য সংকলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবিতা হইল বাদী'ইয়্যা (অথবা তাক'দীম আবি বাকর) [পাণ্ডুলিপিসমূহ, কায়রো, বার্লিন, Escorial] ১৪৩টি শ্লোকের সমন্বয়ে রাসুলুল্লাহ (স'-এর প্রশংসায় রচিত। উহাতে নামোল্লেখসহ 'ইলুম বাদী' (অলংকারশাস্ত্র)-এর ১৩৬টি বাক্যালংকার রহিয়াছে। ৮২৬/১৪৩৩ সনে গ্রন্থকার 'খিয়ানা'তুল-আদাব ওয়া গ'য়াতুল-আরাব' (প্রকাশিত কলিকাতা ১২৩০ হি., আল-মুতানাব্বীর দীওয়ানের একটি পরিশিষ্ট হিসাবে; ক্লাক ১২৭৩, ১২৯১ হি., কায়রো ১৩০১ হি.) নামে ইহার একটি ভাষ্য লিখেন। যেহেতু তাঁহার বাদী'ইয়্যা কবিতাটি 'ইয়্যা'দ-দীন আল-মাওসিলী ও সা'ফিয়্যুদ-দীন হি'ল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি 'ছুবুত'ল-ছ'জ্জা আলা'ল-মাওসিলী ওয়া'ল-হিল্লী লি-ইবন হি'জ্জা' নামক গ্রন্থে ইহার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন (পাণ্ডু. বার্লিন)। তাঁহার কবিতা ও গদ্য সংগ্রহ "ছামারাতুল-আওরাক" গ্রন্থে কায়রো হইতে দামিশক পর্যন্ত তাঁহার ভ্রমণের বর্ণনা আছে (প্রকাশিত ক্লাক; আর-রাগিব আল-ইসফাহানীর মুহ'দারাতুল-উদাবা' গ্রন্থের হা'শিয়ায়; কায়রো ১৩০০ হি., হা'শিয়ায় তাঁহার তা'বীলুল-গ'রীব; আল-ইবশীহীর আল-মুত্তাত-রাফের হা'শিয়ায়, কায়রো ১৩২০-১ হি.)। অন্য একখানা কাব্য সংকলন মাজরা'স-সাওয়াবিক' ইহাতে ঘোড়া' সম্বন্ধে ইবন হি'জ্জা ও ইবন নুভাতা-র অনেক কবিতা রহিয়াছে (পাণ্ডু. গোথা)।

বাদী'-এর উপর তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ কাশফুল-লিছাম' আন ওয়াজ্জি'ত-তাওরিয়া ওয়া'ল-ইসতিখদাম, ১৩১২ হি. বৈরুতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার যাকু'তুল-কালাম ফী মানাবা'শ-শাম, MMIA, ৩১খ, (১৯৫৬ খ.)-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইবন হি'জ্জা অনেক পুরাতন গ্রন্থাবলীর নূতন সংকলন ও সংক্ষিপ্তসারও তৈরি করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইবনুল-হাব্বারিয়্যার আস্-সাদিহ' ওয়া'ল বাগি'ম, (সংক্ষিপ্তসার দেখুন আশ-শিরওয়ানীর নাফহাতুল-ইয়ামান, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১৬১-৭)। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও মূল্যবান গ্রন্থ হইল 'কাহওয়াতুল-ইনশা'। ইহা সরকারী চিঠিপত্র, সনদ (diploma) ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের একটি সংকলন। এইগুলি ঐ সময়ে লিখিত যখন তিনি মামলুক দফতরে চাকুরী করিতেছিলেন (অসংখ্য পাণ্ডু., বিশেষ করিয়া দারুল-কুতুব এবং Escorial-এ রক্ষিত আছে)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নু'মানী, আর-রাওদুল-আতি'র (পাণ্ডু. Wetzst., ২খ, ২৮৯), পত্রক ৮০ v; (২) মু'নতাব্বা' মিন তা'রীখ কু'ত্বিদ-দীন আন-নাহরাওয়ানী (পাণ্ডু. Leiden, ২০১০), পত্রক ৮৫ v; (৩) Brockelmann, SI, 448, II, 8; (৪) এফ. বৃস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৩৬; (৫) বালাগ' ও আল-মা'আনী ওয়া'ল-বায়ান প্রবন্ধদ্বয় দেখুন।

C. Brockelmann (E.I.²)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন হিন্দু (ابن هندو) : আবুল-ফারাজ 'আলী ইবনুল-হ'সায়ন আল-কাতিব, দূতাবাসের সচিব, সাহিত্যিক, কবি ও চিকিৎসক, রায়-এর অধিবাসী, কিন্তু শিক্ষা লাভ করেন নীশাপুরে, যেখানে তাঁহার গ্রীক জ্ঞানের সহিত পরিচয় ঘটা প্রথম দিকে 'আদু'দ-দাওলার দীওয়ানে চাকুরীরত

থাককালে তাঁহার পক্ষে তিনি কতিপয় চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। আল-মুতানাব্বীর আগমনকালে তিনি ৩৫৪/৯৬৫ সনে আররাজান-এ উপস্থিত ছিলেন। ৪২০/১০২৯ নহে, বরং ৪১০/১০১৯ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সম্ভবত বুওয়ায়হীগণের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন।

আংশিকভাবে পরবর্তী কাব্য সংগ্রহে রক্ষিত একটি দীওয়ান (সংকলন) ব্যতীত তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে একটি "মিফতাহ'ত-তি'ব্ব," যাহা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান এবং অন্য একটি "আল-কালিমু'র-রুহ'শিয়্যা মিনা'ল-হিকামি'ল-যু'নানিয়া" ১৩১৮/১৯০০ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি আরোপিত আরও গ্রন্থাবলী, যথা কিতাবুন-নাফস আল-মাক'লাতুল-মুশাওবি'কা ফি'ল-মাদখালি ইলা 'ইলমিল-ফালাক (كتاب النفس المقالة المشوقة فى المدخل (الى علم الفلك (الرسالة المشرقية، انود الحكمة) উনমুয়াজুল-হি'কমা (আল-ফালসাফা) ও আর-রিসালাতুল-মাশরিকিয়া, উনমুয়াজুল-হি'কমা (الرسالة المشرقية، انود الحكمة) ও আর-রিসালাতুল-মাশরিকিয়া, উনমুয়াজুল-হি'কমা (الرسالة المشرقية، انود الحكمة)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু হা'য়ান, মাছ'লিবুল-ওয়াযায়ুন, পৃ. ১৫৩; (২) ছা'আলিবী, যাতীমা, ৩খ, ২০, ২১, ২১২-৪; (৩) ঐ লেখক, তাতিয়াতুল-য়াতীমা, ১খ, ১৩৪-৪৪; (৪) ঐ লেখক, খাস'সুল-খাস'স', পৃ. ১৬৭; (৫) বাখার্বী, দুমুয়াতুল-কাস'র, পৃ. ১১৩-৫; (৬) ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক', ১১খ, ৫৪৭; (৭) ইবন আবি উস'ায়বি'আ, ১খ, ৩২৩-৭; (৮) যাকু'ত, উদাবা, ১৩খ, ১৩৬-৪৬; (৯) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, শিরো.; (১০) R. Blachere, মুতানাব্বী, পৃ. ২৩৭; (১১) ফুআদ বৃস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ, ১২৭-৮; (১২) Brockelmann, SI, 425-6.

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন হিব্বান (ابن حبان)

ইবন হিব্বান (ابن حبان) : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী আল-বুসতী আশ-শাফি'ঈ একজন হাদীছশাস্ত্রবিদ (মুহ'দিছ')। ২৭০/৮৮৩-৪ সালে তিনি বুসত (দ্র.)-এ এক 'আরব বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (যাকু'ত, ১খ, ৬১৩ ও ইবন হাজার, লিসানুল-মীবান, ৫খ, ১১৪-তে তাঁহার বংশ-তালিকা দেখুন)। তিনি হাদীছের অন্বেষণে ট্রান্সজর্ডানিয়া (ما وراء النهر) হইতে মিসর পর্যন্ত বহু দেশ ভ্রমণ করেন (তিনি যে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং যে সকল বিদ্বান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন, যাকু'ত, ১খ, ৬১৩-৫-তে তাঁহার তালিকা দেওয়া আছে)। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে নীশাপুরের আবু বাকর ইবন খুয়ায়মা আশ-শাফি'ঈ'র প্রভাব ছিল তাঁহার উপর সর্বাধিক। তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন কিভাবে হাদীছের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা যায় এবং কিভাবে তাহা হইতে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সিজিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে তিনি কতিপয় হা'যালী মতাবলী কর্তৃক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কারণ তিনি শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহ অসীম এবং তিনি তাহাদের নরভারোপমূলক বিশ্বাস (আল-হাদ লিল্লাহ) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন (সুবকী, তাবাকাতুল-শাফি'ইয়্যা, ২খ, ১৪১ প.; ১খ, ১৯০; ইবন হাজার, লিসানুল-মীবান, ৫খ, ১১৩), এমনকি হা'যালীগণ তাঁহাকে যিনদীক (ধর্মদ্রোহী) বলিয়াও অভিযুক্ত করেন। কারণ তিনি বলিতেন যে, নবুওয়াত জ্ঞান ও কর্মের মধ্যেই নিহিত (النبوّة علم وعمل), ইবন হাজার, পৃ. ৫খ, ১১৩, ১২)। তাই তিনি সামারকান্দ চলিয়া গেলেন, যেখানে তিনি তাঁহার হাদীছ ও ফিক্-হ-এর বিপুল জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ

বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা দ্বারা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহানুভূতি লাভ করেন এবং সামারকান্ডের বিচারক নিযুক্ত হন (প্রায় ৩২০/৯৩২)। সেখানে আমীর আবুল-মুজাফ্ফার তাঁহার ও তাঁহার অনেক ছাত্রের জন্য একটি সুফফা স্থাপন করেন (দ্র. ইদ্রীসী, মৃ. ৪০৫/১০১৪, তা'রীখ সামারকান্দ, ইবন হাজার কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৫৫, ১১৪)। এই অবস্থায় তাঁহার অনেক শত্রু দেখা দিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন, আস'-সুলায়মানী (৩১১-৪০৪/৯২৩-১০১৪) বলিলেন যে, ইবন হিব্বান তাঁহার নিয়োগের জন্য আবৃত-তায়্যিব আল-মুস'আবীর কাছে ঋণী, যাহার জন্য তিনি কারমাতীদের উপর একখানা বই লিখিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রমাণ করেন যে, সামারকান্ডের লোকেরা তাঁহাকে তাড়ানিয়া দিয়াছিল (য়াকূত, ১খ, ৬১৯, ১৭)। তাঁহার ছাত্র আবু 'আবদিল্লাহ আল-হাকিম ইবনুল-বায়্যা' (৩৩১-৪০৫/৯৩৩-১০১৪)-এর মাধ্যমে আমরা জানি (যাহাবী, তায'-কিরাতুল-হুফফাজ, ৩খ, ১২৬; যাকূত, ১খ, ৬১৫) যে, তিনি ৩৩৪/৯৪৫-৬ সনে নীশাপুরে প্রথমবারের মত ইবন হিব্বানের সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাঁহার মুত্তাম্বলী (কেরানী) হিসাবে কাজ করেন। ইহার পর ইবন হিব্বান বিচারক হিসাবে নাসা'-তে গমন করেন। ৩৩৭/৯৪৮ সনে তিনি নীশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এইখানে একটি খানকাহ স্থাপন করেন। তিন বৎসর পর তিনি চিরকালের জন্য নীশাপুর ত্যাগ করেন এবং সিজিস্তানে ফিরিয়া যান। আস'-সুলায়মানীর মতে (য়াকূত, ১খ, ৬১৯) তিনি ইবন বাব্ব-কে তাঁহার কারমাতীর উপর রচিত গ্রন্থখানা উপহার দেন এবং তাঁহাকে প্রশাসনে একটি পদ প্রদান করা হয়। তিনি ২১ শাওওয়াল, ৩৫৪/২০ অক্টোবর, ৯৬৫ সনে ৮০ বৎসর বয়সে বুসত-এ ইনতিকাল করেন। এমনকি যাকূতের যুগেও তাঁহার কবর খিয়ারত করা হইত।

ইবন হিব্বান একজন সৃজনশীল লেখক ছিলেন। ইহার প্রমাণে বলা যায় যে, আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী তাঁহার চল্লিশটি বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত কবিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি নীশাপুরে তাঁহার বাড়ী ও গ্রন্থাগার পণ্ডিতদের জন্য উপহারস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার তাঁহার গ্রন্থগুলির কপি বা অনুলিপি করিতে পারেন। কিন্তু উহার অধিকাংশই তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী গোলযোগময় দিনগুলিতে নষ্ট হইয়া যায় (য়াকূত, ১খ, ৬১৬, ৬-৬১৮, ৫; ৬১৮, ২১-৬১৯, ৪)। উহার অল্প সংখ্যক (গ্রন্থ) আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে; এঁ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আল-মুসনাদু'স-সাহীহ' 'আলাত-তাকাসীম ওয়া'ল-আনওয়া' অন্যতম। তাঁহার পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা ইহাতে হাদীছগুলি সুবিন্যস্তভাবে সাজান হইয়াছে, এমনকি ইহা উনবিংশ শতাব্দীতেও পাঠ করা হইত (শাওকানী, ইতহাফুল-আকাবির, পৃ. ৬৯; আরও দেখুন ইবন সালিম আল-মাক্কী, আল-ইমদাদ, পৃ. ৫৪ ও কুরানী, আল-আনাম, হায়দরাবাদ ১৩২৮ হি., পৃ. ৩৫)। তাঁহার (তা'রীখ) আছ-ছিকাত গ্রন্থটি হাদীছের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার উপর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ যাহা সম্প্রতি হাফিজ যাহাবী, হাফিজ ইবন হাজার ও অন্যান্য সমালোচক কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার হইল কিতাব মাশাহীর 'উলামাই'ল-আমসার, সম্পা. M. Fleischhammer in Bibliotheca Islamica, xxii (১৯৫৯ খৃ.)। রাওদাতুল-উকাল্লা' ওয়া'নুযহাতুল-ফুদালা' (কায়রো ১৩২৮ হি.) নামে তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক আর একখান কিতাব আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) প্রথমে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দেখুন Brockelmann, ১খ, ১৬৪; SI, ২৭৩।

J.W. Fuck (E.I.²)/এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবন হিরযিহিম (ابن حرزهم) : আবুল-হাসান 'আলী ইবন ইসলা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, আইনজ্ঞ ও গায়ালী (র)-র সূফীতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ফাস-এর অধিবাসী ছিলেন। আত-তাদিলী তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবনীকার। কিন্তু তাদিলীর বর্ণনায় তাঁহার জন্মতারিখ উল্লিখিত হয় নাই। ধারণা করা যাইতে পারে, তিনি যুসুফ ইবন তাশফীনের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। আল-মুরাবিত বংশের পতনের প্রায় ১৬ বৎসর পর তিনি শা'বান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে ৫৫৯/জুলাই ১১৬৪ সনে ইনতিকাল করেন।

তিনি যখন খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন, তখন আবুল-ফাদল ইবনুন-নাহ্বী (৫১৩/১১১৯-২০) নামক এমন একজন শায়খের সাহচর্যে আসেন, যিনি ইমাম গায়ালী (র)-র চিন্তাধারার খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। 'আলী তাঁহার ইমাম গায়ালী (র)-র সূফীতত্ত্বের দীক্ষার জন্য যাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী তিনি হইলেন তাঁহার পিতৃব্য আবু মুহাম্মাদ সালিহ ইবন হিরযিহিম। তাঁহার এই আত্মীয় (যাহার সহিত তাঁহাকে ভুল করা বাঞ্ছনীয় নহে) পূর্বদিকে সফর করেন এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে অবস্থান করেন, যেখানে তিনি উস্তাদ আবু হামিদের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। 'আলী ইবন হিরযিহিম নিজেও ফাস-এ শিক্ষা দানকালে তাঁহার এই শিক্ষার সুফল কতিপয় বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন তরুণ ও মনোযোগী আবু মাদয়ান মু'আযব, যিনি শিক্ষা লাভের আগ্রহে যোগ্য শিক্ষকের অন্বেষণে মরক্কো পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

আল-মুরাবিতগণ বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের বিচারে যখন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল সেই কঠিন দিনগুলিতে ইবন হিরযিহিম তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি আল-মুরাবিত ফাকীহগণের আপোসহীন মালিকী মায়হাব দ্বারা সৃষ্ট স্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে সন্দেহ ও ভীতির যন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন। কথিক আছে, আল-গায়ালী (র)-র ইহুয়া' নামক যে গ্রন্থটি কর্তৃপক্ষের দাবি ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি স্বীয় গৃহে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাকে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত নিতে হইয়াছিল। তিনি স্বপ্নে সাংঘাতিক প্রহারের শিকার হন, এমনকি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পরও তিনি উক্ত প্রহারের প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতে থাকেন। উক্ত আসমানী সতর্কীকরণ তাঁহার জন্য হিতকর হইয়াছিল। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মাধ্যমে তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বীয় চিন্তাধারার সংরক্ষণ ও স্বীয় মতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ ও জীবনে শান্তিপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে একটুও ভীত ছিলেন না। তিনি ফাস-এ কারাদণ্ড ভোগ করেন। তৎকালীন জীবিত সাধক আবু য়া'যার' অলৌকিক হস্তক্ষেপ (জনগণের নিকট সাদী বৃ'আযযা নামে পরিচিত) তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা ছিল এমন একটি ঘটনা যাহা ইবন বাররাজানের মৃত্যুকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে, যে কারণে ইবন হিরযিহিম তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া সূফীবাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ফাকীহগণের অত্যাচারের নিন্দা জ্ঞাপন করিতে অনুপ্রাণিত হন।

ইবন হিরযিহিম মার্বারাকুশে অবস্থানকালে আলী ইবন যুসুফ, ইবন বাররাজান (দ্র.)-এর লাশটি শহরের আবর্জনারূপে নিক্ষেপ করার আদেশ জারী করিয়াছিলেন। ইবন হিরযিহিম এঁ অপমানজনক আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শাহযাদার আদেশ অমান্য করিয়া

রাজধানীর জনগণকে প্রকাশ্যে একটি জানাযা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত সূফী সাধকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

মেধা ও বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বল্যের বিচারে ইবন হিরযিহিমকে ইবনুল-আরীফ, ইবন বাররাজান, এমনকি থানাডার আবু বাকুর আল-মায়ুরকীর সহিতও তুলনা করা যায় না। ইবনুল-কাসীসহ উক্ত তিনজন প্রতিনিধি স্থানীয় স্পেনীয় সূফী মতবাদের প্রবক্তাই আল-মুরাবিতী শাসনের আপোসহীন অনমনীয় বিরোধী ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তর্কাতীত ও সন্দেহাতীতভাবে আবুল-ফাদল ইবনুল-নাহ্বীর মত ঐ শাযখ দলেই তাঁহার অবস্থান যাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু তাঁহারা সাহসী এবং অনেকটা সুদক্ষও ছিলেন। সাধারণভাবে মাগরিবে, বিশেষভাবে স্পেনে আল-মুরাবিতী বিচার-ব্যবস্থার কঠোরতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ করার মত যথেষ্ট সাহস ও চরিত্রশক্তির অধিকারী এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিবাদ উক্ত শাহী বংশের পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। অবশেষে ইবন তুমার্ত নামক অন্য একজন শাযখ যিনি আল-গাযালী (র)-র চিন্তাধারার অনুসারী বলিয়া দাবি করেন, এই শাহী বংশকে উৎখাত করিয়াছিলেন।

সীদী আলীর কবর ফাস-এর ১৫ কিলোমিটারের মত দক্ষিণ-পূর্বে সিদি হারাযেম অবস্থিত। সেখানে একটি উষ্ণ পানি বর্ণা বিদ্যমান, যেখানে শহরের লোকেরা খুব ঘন ঘন যাতায়াত করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আলী ইবন আবী যার', ফাস ১৩০৩/১৮৮৬, পৃ. ১৯১; (২) ইবনুল-কাদী, জায়ওয়াতুল-ইক্তিবাস, ফাস ১৩০৯/১৮৯২, পৃ. ২৯৩; (৩) কান্তনী, সালওয়াতুল-আনফাস, ফাস ১৩১৬/১৮৯৯, ৩খ, ৬৯; (৪) আহমাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ, ফাস ১৩১৭/১৯০০, পৃ. ১৮২; (৫) হিরযিহিম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে El-Maqsd দেখুন (Vies des saints du Rif)। টীকাসহ G.S. Colin কর্তৃক অনুবাদ, in A M, ২৬ খ. (১৯২৬ খ.), ১২০, নং ৩৮৫; (৬) তাদিলী, তাসাওউফ, সম্পাদিত A. Faure, রাবাত ১৯৫৮ খ., পৃ. ১৪৭ প., ৫ম-৭ম/১১শ-১৩শ-শতাব্দীতে মাগরিবে ও বিশেষ করিয়া মরক্কোতে বসবাসকারী দরবেশদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্য। এই জীবনী সংগ্রহখানা সূফী-সাধকদের প্রাচীনতম জীবনী গ্রন্থ বিধায় প্রথম আলোচনা পুস্তক।

A. Faure (E.I.2)/এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া

ইবন হিশাম (ابن هشام) : আবু মুহাম্মাদ আবদুল-মালিক ইবন হিশাম ইবন আয়্যুব আল-হিম-য়্যারী আল-বাসরী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত বিষয়ে লিখিত 'সীরাতুল-রাসূল' (স) (سيرة الرسول) গ্রন্থের জন্য সুপরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীছবেত্তা, কুলজিবিশারদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈয়াকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানী। কুলজিশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁহার বংশ-পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁহার পরিবার হিমযার বংশোদ্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, মতান্তরে তিনি আদনান গোত্রের লোক। ইবন হিশাম বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার পরিবার বসরা ত্যাগ করিয়া মিসর চলিয়া যায় এবং তিনি এইখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। এইখানে ইমাম শাফি'ঈ (র)-র সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তিনি ১৩ রাবী'উছ-ছানী, ২১৮/৮ মে, ৮৩৩ সালে, মতান্তরে ২১৩/৮২৮ সালে ফুসতাত (মিসর)-এ ইনতিকাল করেন। দক্ষিণ আরবীর পুরাকীর্তিসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত 'কিতাবু'ত-তীজান' আজও বিদ্যমান।

তিনি প্রধানত ইবন ইসহাক (দ্র.) রচিত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন-চরিত 'আস-সীরাতুল-ন-নাবাবিয়া' (السيرة النبوية) গ্রন্থের সংশোধনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে ইহাই মৌলিক গ্রন্থ। ইবন ইসহাকের একক গ্রন্থ হিসাবে ইহা বর্তমানে সংরক্ষিত নাই, বরং উহা হইতে ইবন হিশাম কর্তৃক বর্জিত অংশসমূহ আত-তাবারী ও আল-আযরাকীর মত ঐতিহাসিকদের লেখায় সংরক্ষিত আছে। তুলনা করিয়া দেখিলে প্রমাণিত হয় যে, ইবন হিশাম মূলত সেই সকল অংশ বর্জন করিয়াছেন যাহা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের সহিত প্রাসঙ্গিক নহে। অধিকন্তু তিনি ইবন ইসহাকের সীরাতে উদ্ধৃত কতিপয় কবিতার অধিকতর সঠিক পাঠ লিপিবদ্ধ করেন, নূতন কবিতা যোগ করেন, কঠিন শব্দ ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং কোথাও কোথাও বংশতালিকা সংশোধন করেন। ইহাতে যেই অপূর্ণতা ছিল তিনি তাহাও পূরণ করেন। ইবন হিশামের সংস্করণের জনপ্রিয়তার কারণ ইহাই (ইবন হিশামের সংযোজনগুলি ইবন ইসহাকের গ্রন্থের A. Guillaume কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে অধ্যয়ন সুবিধাজনক)। ইবন হিশাম ইবন ইসহাকের গ্রন্থটির তথ্য সম্পর্কে অবহিত হন যিয়াদ আল-বাক্কাঈ (মু. ১৮৩/৭৯৯) হইতে, যিনি অধিকাংশ সময় কূফায় অতিবাহিত করেন এবং সম্ভবত অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ইবন হিশাম ইরাক ভ্রমণ করেন (আল-বাক্কাঈ-র জন্য তু. ইবন খাল্লিকান, নং ২৪৭; de Slane, ১খ., ৫৪৫)। ইবন হিশামের গ্রন্থটির মূল বর্ণনাকারী (রাবী) ছিলেন ইবনুল-বান্নকী নামে তাঁহার একজন ছাত্র (দ্র. আয-বাহাবী, তাফ্কিরাতুল-ল-হফফাজ, হায়দরাবাদ ১৯৫৫-৮ খ., তাবাক'ী ৯, নং ৪৫, ৪৬; আরও দ্র. সীরা)। ইবন হিশাম-কৃত 'সীরাতুল-রাসূল' (স) গ্রন্থখানা এক অমর কীর্তি। পরবর্তী কালে মহানবী (স) সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় যত সীরাতে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বা হইতেছে—উহার মূল ভিত্তি হিসাবে এই সীরাতে গ্রন্থটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—ইহার বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। যেমন (১) আস-সুহায়লীর আর-রাওদুল-উনুফ, (২) আবু যার আল-খুশানীর শারহ'স-সীরা আন-নাবাবিয়া ও (৩) বাদরু'দ-দীন আল-আয়নী-কৃত 'কাশফুল-লিছাম ফী শারহ সীরাতে ইবন হিশাম'। গ্রন্থটির কতিপয় সংক্ষিপ্তসারও রচিত হইয়াছে। যেমন (১) বুরহানু'দ-দীন ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাফি'ঈর আয-যাখীরাত ফী মুখতাসারিস-সীরা; (২) আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবন ইব্রাহীম আল-ওয়ালিসতীর মুখতাসার সীরাতে ইবন হিশাম ও (৩) আবদুল-স-সালাম হারুন-কৃত তাহযীব সীরাতে ইবন হিশাম।

মূল গ্রন্থটি ফারসী, উর্দু, বাংলা, পশতু, গুজরাটি, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদে ইবন ইসহাকের সীরাতেকে মূল হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ইবন হিশামের সংযোজনকে টীকা আকারে পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, নং ৩৯০, অনু. De lane, ২খ, ১২৮; (২) সুযুতী, বুগ'য়া, পৃ. ৩১৫; (৩) আল-যাফি'ঈ, মির'আতুল-জানান, ২খ, ৭৭; (৪) ইবন ইসহাক, সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Einleitung, পৃ. ৩৪-৩৮; (৫) উমার রিদা কাহ্‌হালা, মু'জামুল-মু'আল্লিকীন, বৈরুত তা.বি., ৬খ, ১৯২; (৬) আবুল-কাসিম 'আবদুল-রহমান আল-খাছ'আমী আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, বৈরুত তা. বি., ১খ., ভূমিক; (৭) 'আবদুল-স-সালাম হারুন, তাহযীব সীরাতে ইবন

হিশাম, বৈরুত তা. বি., পৃ. ১০-১২; (৮) ইবন হিশাম, সীরাতুন-নাবী, উর্দু অনু. 'আবদুল-জলীল সিন্দীকী ও গুলাম রাসূল মিহর, ২য় সং., লাহোর ১৯৬৬ খৃ., ১খ, ভূমিকা; (৯) আল-মুনজিদ ('আরবী অভিধান), ২৬শ সং, বৈরুত ১৯৮২ খৃ., ২খ, ৮, ১৩; (১০) ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া (উর্দু), করাচী, পৃ. ৭৬-৭; (১১) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাত, ২য় সং., বৈরুত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ৪৫; (১২) দা. মা. ই. (উর্দু), ১ম সং., লাহোর ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৭৩০।

W. Montgomery Watt (E.I.2)/
মুহাম্মদ নুরুল আমীন ও মুহাম্মদ মূসা

ইবন হিশাম আল-লাখমী (ابن هشام اللخمي) :
আস-সাবতী, আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহম্মাদ ইবন হিশাম ইবন ইবরাহীম ইবন খালাফ, অভিধান বিশেষজ্ঞ, বৈয়াকরণ, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি সম্ভবত স্পেনের সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল সিউটায় (Ceuta) বসবাস করিয়া নিশ্চিতভাবে সেভিলেই ৫৭৭/১১৮২ সনে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার জীবন সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানিতে পারি। তবে তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার শিক্ষকদের ও ছাত্রবৃন্দের তালিকা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাবলীর শিরোনামসমূহের ইঙ্গিত দিয়াছেন যেইগুলির মধ্যে কতিপয় ব্যাখ্যামূলক রচনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের মধ্যে "আল-ফাওয়াইদুল-মাহসূরা ফী শারহিল-মাকসূরা" (ইহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে; দ্র. Brockmann, Sl, 172; আংশিক সম্পাদনায় Boysen, 1828 [দ্র. মাকসূরা]) শীর্ষক ইবন দুয়ায়দ-এর মাকসূরার উপর লিখিত শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই গ্রন্থটি আস-সাফাদী (ওয়াফী, ২খ, ১৩০১) ও আল-বাগদাদী (খিযান, ব্লাক, ১খ, ৪৯০-কায়রো, ৩খ, ১০৫) কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য একটি গ্রন্থ হইল ছা'লাবের ফাসীহ নামক পুস্তকের উপর একটি শারহ যাহা হইতে সহজেই ভাষার বিস্তৃততার ব্যাপারে ইবন হিশামের রচনার পরিচয় পাওয়া যায় (তু. আস-সুযূতী, বুগয়া, ২০)। খাল শব্দের বিভিন্ন অর্থের উপর লিখিত তাঁহার কিছু সংখ্যক কবিতা এবং সর্বোপরি, "লাহনুল-আম্মা" (সাধারণ লোকের ভুল বাকধারা)-এর উপর একটি পুস্তক অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। "লাহনুল-আম্মা" এই শিরোনামটি ইবনুল-আব্বার ও আস-সুযূতীর প্রদত্ত পুস্তক (ম.হ.ন. লাহনরূপে পঠিত)। যদিও আল-মাররাফী ইহাকে ভিন্নভাবে "তাক-বীমুল-লিসান"-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। Escorial পাণ্ডুলিপিসমূহে ইহার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যথা পাণ্ডুলিপি ৪৬, কিতাবুর-রাদ্দ 'আলাক'য-যুবায়দী ফী লাহনিল-ল-আওয়াশ ও পাণ্ডুলিপি ৯৯, "কিতাবুল-মাদখাল (মুদখাল) ইলা তাক-বীমিল-লিসান ওয়াত-তালীমিল-বায়ান"। স্পেনীয় ও মরক্কোদেশীয় আঞ্চলিক 'আরবী সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদানকারী এই রচনাটির দুইটি মৌলিক বিভাগ রহিয়াছে। প্রথম বিভাগে লেখক আয-যুবায়দী ও ইবন মাক্কী [দ্র.]-এর সমতুল্য বই দুইটি সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেন এবং একই সঙ্গে প্রাচীন অভিধান বিশেষজ্ঞদের রচনা হইতে যুক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত ব্যবহৃত রূপসমূহের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। মধ্যবর্তী রূপান্তরশীল অংশটির জন্য তিনি যে সকল শব্দের উপভাষামূলক রকমভেদ (লুগাত) পাওয়া যায় সেইগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাষাভাষীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ভাল শব্দটি ব্যবহার করিবার একটি প্রবণতা রহিয়াছে যাহার

ফলে তাহারা ভুল করিতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিভাগে ধ্বনিতাত্ত্বিক (ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতি), রূপতাত্ত্বিক কিংবা শব্দার্থগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রচলিত অশুদ্ধ বাকধারাসমূহের আলোচনা রহিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় আমদানীসমূহ কঠোরভাবে চিহ্নিত করিয়া উহার পরিবর্তে সমার্থবোধক বিত্ত্ব 'আরবী শব্দাদি ব্যবহার করা হইয়াছে। অশুদ্ধ রূপসমূহ "তাহারা বলে" এইরূপ সূত্র দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অথচ শুদ্ধ রীতি অনুসারে বলা উচিত বা অনুরূপ সূত্র ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রুপদী কাব্য হইতে গৃহীত, কিন্তু 'আম্মা (সাধারণ জনগণ) কর্তৃক দূষিত ও বিকৃত বহু প্রবাদ উল্লেখ করিয়া সন্দর্ভটি সমাপ্ত হইয়াছে। সমপর্যায়ের সকল রচনার ন্যায় "আম্মা" শব্দটির ব্যবহার দ্বারা একটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার জন্য 'লাহনুল-আম্মা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

'আবদুল-আযীয আল-আহওয়ানী Melanges Taha Hussain (Cairo 1962, 273-94) নামক পুস্তকের শেষ অধ্যায়টির সম্পাদনা করিয়াছেন। একই লেখক ইতোপূর্বে রচনাটির ও ইহার লেখকের উপর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার শেষে তিনি রচনাটির দ্বিতীয় বিভাগে উল্লিখিত আল-মাগ'রিব অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দসমূহের (আলফাজ মাগ'রিবিয়া) একটি চয়নিকাও উপস্থাপন করেন (দেখুন RIMA, iii/1 [1376/1956], 133-57, ও iii/2, 285-321)। M.EI-Hannach একই বিভাগের অবশিষ্টাংশ সমালোচনামূলকভাবে প্রচুর টীকাসহ সম্পাদনা করিয়া ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে Paris iv বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন; তবে ইহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি মোটামুটি সাধারণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই 'মাদখাল' একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়াটির বিবরণ অনুধাবন করা সম্ভব। যেমন আয-যুবায়দী ও ইবন মাক্কীর নিবন্ধদ্বয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইবন হিশাম বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেইগুলি পুস্তকাকারে একত্র না করিয়াই ছাত্রদেরকে অবহিত করেন। ইবনুল-শারী নামক এক ব্যক্তি ইবন হিশাম কর্তৃক রাখিয়া যাওয়া কিংবা তাঁহার ছাত্রদের দ্বারা লিখিত নোটসমূহ ৬০৭/১২১০ সনে "কিতাবুল-মাদখাল ফী তাক-বীমিল-লিসান" শিরোনামে একত্র করেন। ৮/১৪শ শতকের শুরুতে মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হানী' আল-লাখমী আস-সাবতী (মৃ. ৭৩৩/১৩৩২; দেখুন সুযূতী, বুগয়া, ৮২ ও Pons Boigues, Ensayo, 319) এই সমস্ত উপকরণ বিন্যস্ত করিয়া এইগুলিকে "ইনশাদু'দ-দাওয়াল (ল) ওয়া-ইরশাদু'স-সু'আল" নামে প্রকাশ করেন। একই শতকে ইবন খাতিমা (মৃ. ৭৭০/১৩৬৫) আবার শেষোক্ত রচনাটির উপর কাজ করিয়া "ইরাদুল-লা'আল মিন ইনশাদু'দ-দাওয়াল (ল)" শিরোনামে একটি সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করেন। পরিশেষে জটনক অজ্ঞাত লেখক এই শেষ সংস্করণটি হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন, যাহা G. S. Collin একটি প্রকাশনার উপযোগী দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন (Hesperis, xii/2 [1931], 1-32), এই উদ্ধৃতিটির ভূমিকা হইতেই আমরা এই বর্ণিত ধারাটির ইতিহাস নির্ণয় করিতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জী : পূর্বে উল্লিখিত রচনাবলী ছাড়াও দ্র. (১) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, নং ১০৫৩; (২) ইবন দিহয়া, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৮৩; (৩) ইবন 'আবদিল-মালিক আল-মাররাফী, আয-যায়ল ওয়া'ত-তাকমিলা, পাণ্ডু. B. N. Paris 1256. f. 25; (৪) সুযূতী,

বুগ'য়া, ২০-১; (৫) H. Derenbourg, Catalogue, i, 58; (৬) Pons Boigues, Ensayo, 280; (৭) Brockelmann, I. 308, I², 113, 375, SI, 541.

Ch. Pellat (E.I.² Suppl.)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবন হ্বায়রা (ابن هبيرة) : দুইজন লোকের নাম 'উমার ইবন হ্বায়রা ও তাঁহার পুত্র যুসুফ ইবন 'উমার। তাঁহারা উভয়ে উমায়্যা শাসনামলে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কায়সী (কায়স দ্র.) দলীয় ছিলেন—এই দলভুক্ত উত্তর 'আরবের বাসিন্দারা দক্ষিণ 'আরবের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন। কোন না কোন দলের প্রার্থী খলীফাদের ভয়াবহ উত্তরাধিকার যুদ্ধে তাঁহাদের সপক্ষে জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা উভয়ে সুদূর ভিত্তিতে কুফায় স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী যামানীদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ পরিবেশে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন। এইজন্য তাঁহারা শাসিত জনগণের মধ্যে উপজাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইয়া তুলিতে প্ররোচনা দান করিতেন। এতগুলি ঘটনায় সুনাম হানির ফলে উভয় ইবন হ্বায়রার ঐতিহাসিক মর্যাদা খুব একটা খ্যাতির অনুকূল ছিল না। পিতা 'উমার সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, বায়যানটীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদে (৯৭/৭১৩) অংশগ্রহণ করার পর তিনি যামানী দলের জানের শত্রু দ্বিতীয় য়াযীদ-এর অধীনে ইরাকের শাসনকর্তা হন। তিনি দ্বিতীয় য়াযীদের সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পর ১০৩/৭২০ সনে মাসলামা ইবন 'আবদি'ল-মালিকের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই মত (বায়যানটীয় সীমান্তে তাঁহার দল যুদ্ধ পরিচালনার কারণে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুন) সম্ভবত তাঁহার উপরে বাবুল-মুহাম্মাদ দলের কাজকর্ম গুটাইয়া ফেলিবার ভার ন্যস্ত করা হয়। খুরাসান তাঁহার শাসনাধীন অঞ্চলের অংশ হওয়ায় তিনি খলীফার সুস্পষ্ট নির্দেশবলে সা'ঈদ ইবন 'আমর আল-হারাশী নামক জনৈক কায়সী সহকারীর কাছে তথাকার দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে স্বীয় কর্তব্যকর্মে হাত দেন। শেযোক ব্যক্তি ইসলামের মুজাহিদগণকে উদ্দীপিত করিয়া সাগদিয়ানার জনগণের মধ্যে—যাহারা তখনও পর্যন্ত তাহাদের 'আরব বিজেতাদের সঙ্গে তাহাদের ভাগ্য মিলাইতে ইতস্তত করিতেছিল), সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। তৎসঙ্গেও মুসলিম ইবন সা'ঈদ ইবন আসলাম ইবন যুর'আ নামক জনৈক বাকর বংশীয় ব্যক্তি সা'ঈদ ইবন 'আমরের স্থলাভিষিক্ত হন। ইবন হ্বায়রা উত্তর 'আরবের বাসিন্দাদের সমর্থনে অটল থাকেন। আল-ফারায়দাক একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ছিলেন তাহাদের গৌরব ও প্রধান সমর্থক (দীওয়ান, সম্পা. সাবী, পৃ. ৪১৬)। যুদ্ধ দ্বারা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে ইবন হ্বায়রা কঠোর আচরণ করিতেন। তিনি 'আরব জাতীয়তাবাদের নামে এবং ইসলামের নামে নিজের শাসনকার্য চালাইতেন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, তাঁহার শাসন প্রণালী নিরুল্ল ছিল না, যদিও গাতাফান গোত্রভুক্ত বলিয়া গর্ববোধকারী এই মহান সম্ভ্রান্ত 'আরবকে অসচ্ছরিত্রতা অপেক্ষা দোষদর্শিতার অভিযোগেই অধিকতর অভিযুক্ত করা হয়। যামানবাসী খালিদ আল-কাসরীকে ইবন হ্বায়রার স্থলে নিয়োগ করা ১০৫/৭২৪ সনে সিংহাসনারোহণের পর খলীফা হিশাম-এর প্রাথমিক কাজকর্মের অন্যতম ছিল। ইনি কুরায়শীদের প্রতি সুহৃদভাবাপন্ন ছিলেন। 'উমার ইবন হ্বায়রার পুত্র যুসুফ ১২৯-৩২/৭৪১-৯ সালে ইরাকেরও শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ পদে নিযুক্তির আগে খলীফা হিশামের আদেশে তিনি খালিদ আল-কাসরীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার পিতা খলীফার অনুগ্রহ বঞ্চিত হইলে তিনি

সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। অবশ্য তাঁহার চরম বিজয় মুহূর্ত অনেক বিলম্বে আসিয়াছিল। গভর্নর হিসাবে তাঁহার কার্যকলাপ ছিল হারানো বস্তুর জন্য দীর্ঘদিনের সংগ্রামেরই নামান্তর। তাঁহার শাসিত এলাকাটিকে তিনি ক্রমে ক্রমে জয় করিতে বাধ্য হন। সর্বপ্রথমে তিনি 'আয়নু'ত-তামর-এ খারিজীদেরকে পরাস্ত করেন। এইভাবে সাওয়াদ-এ শান্তি স্থাপন করার পর তিনি আহওয়াজ, জিবাল ও জায়ীরা পুনর্দখল করিতে সক্ষম হন। তাঁহার শাসনামলেই আবু মুসলিমের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইবন সায়্যারকে সাহায্য দানের জন্য দ্রুত অগ্রসর হন নাই। অবশেষে ইবন হ্বায়রার সেনাদল যখন লড়াইয়ে নামিল; তৎপূর্বেই খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের হাতে উমায়্যা খলীফাদের ভিত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে ইবন হ্বায়রা মারওয়ানকে তাঁহার ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইবন হ্বায়রার প্রধান সহকারী 'আমির ইবন দু'বারাঃ জাবালক-এর যুদ্ধে নিহত হন। যামানীদের বিদ্রোহের কারণে বিক্ষুব্ধ কুফায় স্বীয় অধিকার বজায় রাখিতে অসমর্থ হইয়া যুসুফ ওয়াসিত-এ পলায়ন করেন। সেইখানে আবু মুসলিমের সেনাপতি হ'াসান ইবন কাহতাবা কর্তৃক এগার মাস যাবৎ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তিনি তাঁহার কাছ হে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার অনুগামী উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে একযোগে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁহার পিতার ন্যায় যুসুফও মারওয়ালীদের বিরুদ্ধে 'আরব আভিজাত্যবাদ ও 'আরব শাসনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমর্থন করেন। ইহারা নিজেদের সমর্থনে যামানী দলের এক বিপুল অংশের লোকজনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন। তিনি আপন দলের নেতৃত্বকে পরিত্যাগ করিয়া 'আব্বাসী প্রচারকদের দলে যোগদান করেন। এই ষড়যন্ত্রের পরিধি ও ইহার ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও উভয় হ্বায়রাই সক্রিয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : 'উমার ইবন হ্বায়রা সম্পর্কে : (১) তাবারী, ২খ., ১৪৫৩, ১৪৫৬, ১৪৭১, ১৪৮১, ১৪৮৮; (২) য়া'কু'বী, ৩খ (সং. নাজাফ, পৃ. ৫২); (৩) দীনাওয়রী, পৃ. ৩৪৪; (৪) ইবন কাছীর, বিদায়া, ৯খ, ২২৩ ও ২২৯। যুসুফ ইবন 'উমার ইবন হ্বায়রা সম্পর্কে : (১) তাবারী, ২খ, ১৯৪৪, ১৯৮৪, ৩খ, ২৫০৪, ২৫০৫; (২) য়া'কু'বী, ৩খ, ৫৯; (৩) Wellhausen, Das arabische Reich und dein Stuz, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬০ খ., পৃ. ৩৩৬ ও স্থা।

J-C. Vadet (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন হ্বায়রা (ابن هبيرة) : 'আওন'দ-দীন আবুল-মুজাফফার যাহুয়া ইবন মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী আদ-দুরী আল-বাগ'দাদী, 'আব্বাসী খলীফা আল-মুকতফী (৫৩০/১১৩৬-৫৫৫/১১৬০) এবং আল-মুস্তানজিদ (৫৫৫/১১৬০-৫৬৬/১১৭০)-এর অধীনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক নাগাড়ে ষোল বৎসর মন্ত্রিত্বে বহাল ছিলেন। বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে দুজায়ল জেলার 'দুর' গ্রামে রাবী'উ'ছ-হানী ৪৯৯/ডিসেম্বর ১১০৫-জানুয়ারী ১১০৬ সনে তাঁহার জন্ম। যৌবনের প্রথম ভাগ তিনি সেইখানেই কাটান। তিনি যৌবনকালে বাগদাদে গিয়া আবু বাকর আদ-দীনাওয়রীর (মৃ. ৫২৩/১১৩৮) কাছে হ'াম্বালী ফিক'হ (ইসলামী আইনতত্ত্ব) এবং প্রখ্যাত হ'াম্বালী ভাষাবিজ্ঞানী আল-জাওয়ালীকীর (মৃ. ৫৪০/১১৪৫) নিকট আদাব (সাহিত্য) অধ্যয়ন করেন। তিনি কয়েকজন মুহাদ্দিসের কাছে হাদীছ'ও অধ্যয়ন

করেন। কিছুকাল তিনি কঠোর সংযমী তাপস ও ধর্ম প্রচারক আবু য়াহ'য়া মুহাম্মাদ ইবন য়াহয়া আয-যাবীদীর শাগরিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত বাগদাদ নগরীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আন্নাহর অভূত্যা গুণাবলী ঘোষণা করিতেন।

খলীফা আল-মুকতাবীর আমলে ইবন হুয়ায়রা সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ক্রমশ পদোন্নতির মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে এই খলীফার উঘীরের পদ লাভ করেন। ইবন হুয়ায়রার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশেষ সালজুক শাসকদের প্রতিপত্তির সমাপ্তি ঘটে। ফাতিমী বংশ শাসিত মিসর নুফ'দ-দীন কর্তৃক বিজিত হওয়ার পিছনে তাঁহারও হাত ছিল। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাশালী মাযহাবের প্রসার ঘটে এবং উহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার পূর্ব হইতেই এইরূপ একটা প্রবণতা চলিয়া আসিতেছিল, আর তাঁহার শাসন ক্ষমতা লাভের উহাই আংশিক কারণ। তাঁহার বহু সংখ্যক শত্রু ছিল; সম্ভবত তাহারা তাঁহার নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার ছয় মাস পরে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হয় বলিয়া জানা যায়। ১২ জুমাদা'ল-উলা, ৫৬০/মার্চ ১১৬৫ সালে ইবন হুয়ায়রার মৃত্যু হয়।

ইবন হুয়ায়রা তাঁহার জীবদ্দশায় রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যার্জনে কম তৎপর ছিলেন না। তিনি প্রামাণিক হাদীছ' সংগ্রহ গ্রন্থদ্বয় আল-বুখারী ও মুসলিম-এর আল-ইফসাহ 'আন মা'আনিস'-সিহ'হ (الافصاح عن معاني الصحاح) নামক একখানা ভাষ্য রচনা করেন। উহা কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। 'ফিক'হ' শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি হাদীছ' সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশকালে মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া তিনি আইন সম্পর্কে এক দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন, যাহাতে চারিটি মায'হাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ যেই সকল প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করিতেন আর যে সকল প্রশ্নে তাঁহাদের মতভেদ ছিল উভয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিষয়টি তাঁহাকে এতই কৌতূহলী করিয়া তোলে যে, এক লক্ষ দীনারের মত বিপুল অর্থ ব্যয়ে তিনি দূরবর্তী প্রদেশসমূহ হইতে শারী'আতের চারি মায'হাবেরই প্রখ্যাত 'আলিমগণকে বাগদাদে আনয়ন করেন।

তৎপ্রণীত গ্রন্থখানির গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইহা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু উঘীরের ব্যয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত 'আলিমগণের ঐ সমাবেশের অবশ্য একটা রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল। গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে প্রস্তুত করা হয় এবং ঐগুলি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ও উঘীরগণের গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করে। ইহা ছাড়া এইগুলি খলীফা আল-মুস্তানজিদ ও আয়্যুবী সুলতান নুরুদীন-দীন যাসীর লাইব্রেরীগুলিতে স্থান লাভ করে। গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম আল-ইশরাফ (الاشراف), কিন্তু রাগিব আত-তা'ব্বাখ (আলেগো ১৯২৯ খৃ.) কর্তৃক মূল বৃহত্তর কলেবরের গ্রন্থখানির সম্পাদনার পর হইতে উহা আল-ইফসাহ (الافصاح) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন ইবন হুয়ায়রা আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেনঃ (১) আল-মুকতাসাদ, ব্যাকরণবিষয়ক, ইবনুল-খাশ্শাব (মৃ. ৫৬৭/১১৭২) যাহার চারি খণ্ডে সমাপ্ত একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন; (২) ইবনুল-সিল্কীত-কৃত ইসলাহ'ল-মানতিক গ্রন্থের একখানা সংক্ষিপ্তসার; (৩) শারী'আতের হাশালী মায'হাবের বিধিমাতে আল-ইবাদাতুল-খামস; (৪) উরজু'য়া ফি'ল-মাকসূর ওয়া'ল-মামদূদ; (৫) উরজু'য়া ফী 'ইলমি'ল-খাত।

তাঁহার সমসাময়িক ইবনুল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০) আল-মুকতাবাস মিনা'ল-ফাওয়া ইদি'ল-'আওনিয়া (المقتبس من الفوائد العونية) [অর্থাৎ আওনু'দ-দীন ইবন হুয়ায়রা] নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ইবন হুয়ায়রা হইতে যেই সকল বর্ণনা শুনিয়াছেন, কেবল সেইগুলির ভিত্তিতেই উহা রচনা করেন বলিয়া মনে হয়। ইবনুল-জাওযী অন্য এক গ্রন্থে মাহ্দুল-মাহ্দ (محض المحض)-এ ইবন হুয়ায়রার মূল ইফসাহ (বুখারী ও মুসলিম হাদীছ' গ্রন্থদ্বয়ের ভাষ্য) গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহের একখানা সঙ্কলনও রচনা করেন।

ইবন হুয়ায়রা সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি প্রধানত তাহা তাঁহার সমসাময়িক ইবনুল-জাওযীর নিকট হইতেই পাইয়াছি। তবে তাঁহার জীবনীকার হাশালী মাযহাবভুক্ত ইবনুল-মারিস্তানিয়া (৫৯৯/১২০২)-র নিকট হইতে আমরা আরও বিস্তারিত তথ্য অবগত হইয়াছি। তৎপ্রণীত গ্রন্থখানা বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানা হইতে ইবন রাজাব তাঁহার যায়ল-এর অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম ফী তা'রীখি'ল-মুলুক ওয়া'ল-উমাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৮/১৯৩৯, ১০খ, ২১৪-৭; (২) ইবন রাজাব, যায়ল 'আলা তাবাকাতি'ল-হানাবিলা, সম্পা.ম. হামিদ আল-ফিকী, কায়রো ১৯৫২-৩ খৃ., ১খ, ২৫১-৮৯; (৩) Brockelmann, ১খ, ২৯৮, পরি. ১খ, ৬৮৮-৯ ও গ্রন্থপঞ্জী; (৪) H. Laoust, Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad, REI-এ, ২৭খ. (১৯৫৯ খৃ.), ১০৯-১০ ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য টীকা ২৫৭; (৫) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, শিরো. ইফসাহ, ইস্লাহ, উরজু'য়া।

G. Makdisi (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বংশ

ইবন হুয়ায়শ (ابن حبيش) : আবুল-কাসিম 'আবদুল-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ যুসুফ ইবন আবী 'ঈসা আল-আনসারী আল-মুরসী, স্পেনীয় হাদীছ'বেত্তা। ইবন হুয়ায়শ ৫০৪/১১১০ সালে আলমেরিয়ার ভ্যালেনসিয়া-র শারিকা (Jerica) হইতে আগত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলমেরিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ৫৩০/১১৩৫ সালে তিন বৎসরের জন্য কর্ডোভা গমন করেন। অতঃপর আলমেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৫৪২/১১৪৭ সালে যখন আস-সুলায়তীন বা 'ক্ষুদ্র সুলতান', লিওনের সপ্তম আলফনসো-র নেতৃত্বাধীন খৃষ্টানদের নিকট শহরটির পতন হয় তখন সেইখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আলফনসোর সহিত এক সাক্ষাতকারকালে তিনি আলফনসোকে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বংশধর বলিয়া প্রমাণ করেন। অতঃপর আলফনসো ইবন হুয়ায়শ ও তাঁহার পরিবারকে মুক্ত করিয়া দেন। পরবর্তী কালে তিনি ভ্যালেনসিয়ার জায়ীরাত শাকর (Alcira)-এ আনুমানিক ১২ বৎসর যাবত বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৫৫৬/১১৬১ সালের দিকে তিনি মুরসিয়ায় প্রধান মসজিদের খাতীব নিযুক্ত হন। বিশ বৎসর পর তিনি মুরসিয়ার কাযী হন এবং ৫৮৪/১১৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার এক শাগরিদের বর্ণনামতে (ইবনুল-আব্বার, তাক'মিলা, ২খ, ৫৭৪) তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব এই ছিল যে, তিনি ইবন আবী খায়ছ'গামা (মৃ. ২৭৯/৮৯৩, তু. Brockelmann, ১খ, ২৯২) রচিত হাদীছ'শাস্ত্র বিষয়ক বিশাল গ্রন্থ আত-তা'রীখুল-কাবীর সম্পূর্ণ অথবা ইহার অধিকাংশ মুখস্থ করিয়াছিলেন।

ইবন হ্বায়শ ইবন বাশকুওয়াল [দ্র.]-এর কিতাবু'স-সিলা গ্রন্থটি বর্ধিত করিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা কখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। তাঁহার টীকা ও অন্যান্য সামগ্রী ইবনু'ল-আব্বার [দ্র.]-এর হাতে আসে এবং তিনি ঐগুলি কিতাবু'স-সিলার তাঁহার প্রণীত তাকমিলায় (সংযোজন) ব্যবহার করেন। ইবন হ্বায়শ যে সাহিত্যকর্মের জন্য প্রধানত সুনাম অর্জন করিয়াছেন উহার নাম কিতাবু'ল-গাযাওয়াত বা কিতাবু'ল-মাগাযী (যুদ্ধাভিযানের গ্রন্থ) এবং পূর্ণ নাম কিতাবু যিকরিল-গাযাওয়াতি'দ-দামিনা আল-কাফিলা ওয়া'ল-ফুতুহি'ল-জামি'আ আল-হাফিলা আল-কাফিলা ওয়া'ল-ফুতুহি'ল জামি'আ আল-হাফিলা আল-কাইনা ফী আয়্যামি'ল-খুলাফা আল-উলা আছ-ছালাছা (كتاب (ذكر) الغزوات الضامنة الكافلة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الاولى الثلاثة)। যেইরূপ নাম হইতে প্রকাশ পায়, পুস্তকটিতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ ক্ষেত্রে খলীফা আবু বাকর (রা), 'উমার (রা) ও 'উছমান (রা)-র আমলের বিজয়ী অভিযানসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইবন হ্বায়শ পুস্তকটি রচনার জন্য আল-মুওয়াহ-হিদ বংশীয় আবু য়াকুব যুসুফ [দ্র.]-এর নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই আদেশ ৫৭৫/১১৭৯-৮০ সালের ঠিক সেই দিনটিতে কাশী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (উপরে দ্র.) অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর তখন লাভ করেন।

কতকগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে পুস্তকটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং De Goeje (Memoire sur le Fotouh as-Sham, লাইডেন ১৮৬৪; Memoire sur la conquete de la Syrie², লাইডেন ১৯০০) ও Caetani (Annali dell' Islam, মিলান ১৯০৫) উহা ব্যবহার করিয়াছেন, শেষোক্ত জন J. Horowitz-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। অতি সাম্প্রতিক কালে W. Hoenerbach বেশ প্রাচীন উৎস ওয়াকিদীর কিতাবু'র-রিদ্দা-র যেই যেই অংশ ইবন হ্বায়শ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার নীচে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন (Watima's Kitab ar-Ridda aus Ibn Hagar's Isaba, Akad. d. Wissens. u. d. Lit in Mainz, Abh. d. Geistes-u. Sozialwissenschaftl. Kl., 1951, Nr. 4. প. ২২০ প.)। সামগ্রিকভাবে যদিও ইবন হ্বায়শ তাবারীর ইতিহাসের (তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলুক) সহিত পরিচিত ছিলেন, তবুও তিনি কিছু নূতন তথ্যও দান করিয়াছেন এবং ইসলামের বিজয়ের প্রাথমিক কালের জন্য নিঃসন্দেহে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য উৎস যাহার অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন।

ইবনু'ল-আব্বার ইবন হ্বায়শকে পাক্ষাত্যে ইসলামের সর্বশেষ মহান হাদীছ-বৈত্তারুপে অভিহিত করিয়াছেন (وكان أخر أئمة المحثين) (بامغرب)। তাঁহার অন্তত কয়েকজন অনুসারী ছিলেন যাহারা যশ ও খ্যাতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ইবন দিহ্যা (Brockelmann, ১খ, ৩১০, তু. ৩৭১, Pons Boigues, নং ২৩৮) ও ইবন হাওতিলাহ (Pons Boigues, নং ২২৩ ও ২২৯) ও আল-কালান্দী (Brockelmann, ১খ, ৩৭১; Pons Boigues, নং ২৩৯) ভ্রাতৃদ্বয়। আল-কালান্দী, কিতাবু'ল-ইকতিফা' বিমা তাদা'ম্বানাহ মিন মাগাযী রাসূলিল্লাহ ওয়া মাগাযী'ছ-ছালাছাতিল-খুলাফা (كتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة

الخلفاء) নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার দ্বিতীয় অংশে তিনি বিশেষভাবে তাঁহার শিক্ষক ইবন হ্বায়শকে অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব ইবন হ্বায়শ-এর কিতাবু'ল-গাযাওয়াত-এর জন্য কিতাবু'ল-ইকতিফা'-র বর্তমান পাণ্ডুলিপি সমূহ, যাহা সংখ্যায় অধিক, দেখা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) (Brockelmann, ১খ, ৩৪৪, পরি. ১, ৫৮৭; (২) Pons Boigues, পৃ. ২৫৩-৫৪, নং ২০৫; (৩) ইবনুল-আব্বার, সম্পা. Codera, ২খ, ৫৭৩-৭৫, নং ১৬১৭; (৪) আদ-দাব্বী, সম্পা. Codera, পৃ. ৩৪৫-৪৬, নং ৯৮৮; (৫) মাক্কারী, নাফহ'ত'-তীব্ব, কায়রো ১৩৬৯/১৯৪৯, ৫খ, ২০৭; (৬) W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften der konigl. Bibliothek zu Berlin, ৯খ, ২২১, নং ৯৬৮৯ (ইহাতে কিতাবু'ল-গাযাওয়াত-এর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে); (৭) L. Caetani, Annali dell' Islam, ২খ, ৫৫০ (১১ হি., শাখা ৭০) ও নিরখ্টিসমূহ; (৮) D. M. Dunlop, The Spanish Historian Ibn Hubaish, JRAS-এ, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৩৫৯-৬২।

D. M. Dunlop (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবন হ্বাল (ابن هبل) : মুহাযযিবু'দ-দীন আবু'ল-হাসান 'আলী ইবন আহমাদ, একজন চিকিৎসক, সম্ভবত ৫১৫/১১২২ সালের দিকে বাগদাদে তাঁহার জন্ম। তিনি নিজামিয়া মাদরাসায় প্রথমে ব্যাকরণ ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন; কিন্তু অনতিবিলম্বে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পর তিনি খিলাত-এর শাহ-ই আরমান-এর সাধারণ চিকিৎসক পদে নিয়োগ লাভ করিলে বিস্তর ধন-দৌলত অর্জন করেন। পরে তিনি মারদীন-এর বাদরু'দ-দীন লু'লু'-র অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে আল-মাওসিল-এ চলিয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িলেও তিনি ৬১০/১২১৩ সন অবধি জীবিত ছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-মুখতারাত ফি'ত-তিব্ব', সং হায়দরাবাদ, ৪খও, ১৩৬২-৪/১৯৪৩-৪ নামে আখ্যাত। D. Koning তাঁহার Traite sur le Calcul dans les reins et-dans la vessie গ্রন্থে, পৃ. ১৮৬ প. উহার দুইটি অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন হ্বাল একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শামসু'দ-দীন আবু'ল-আব্বাস আহমাদ পর্যায়ক্রমে একজন চিকিৎসক হন। সালজুক বংশীয় সুলতান কায়কাউস-এর দরবারে চিকিৎসাকার্যে নিয়োজিত থাকেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী উসায়বি'আ, সম্পা. Muller, ১খ, ৩০৪ প; (২) ইবনু'ল-কিফতী, তা'রীখু'ল-হুকামা', সম্পা. Lippert, পৃ. ২৩৮-৯; (৩) Leclerc, Histoire de la medecine arabe, ২খ, ১৪১ প.; (৪) Brockelmann, ১খ, ৪৯০, পরিশিষ্ট ১, ৮৯৫; (৫) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, ৪৩০; (৬) F. Bustani, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ১১৬-৭।

J. Vernte (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবন হ্বায়ল (ابن هزيل) : আবু'ল-হাসান 'আলী ইবন 'আবদি'র-রাহমান আল-ফায়রী আল-আন্দালুসী, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গ্রানাডার একজন পণ্ডিত ও লেখক, যিনি গ্রানাডার নাসরীগণ

(দ্র.)-এর দরবারে স্থান লাভ করিয়াছেন। আল-গানী নামে পরিচিত সুলতান মুহাম্মাদ (৫) ইবন যুসুফ ইবন ইসমাঈল (যিনি ৭৫৫/১৩৫৪ ও ৭৬৩/১৩৬২ সালে রাজত্ব করিয়াছিলেন)-এর অনুরোধক্রমে ইবন হযায়ল তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান কিতাবু তুহফাতি'ল-আনফুস ওয়া শিআরু সুক্কানি'ল-আন্দালুস গ্রন্থটি রচনা করেন (পাণ্ডু, B.N. Madrid, নং ৫০৯৫ ও Escorial, Cod. ১৬৫২)। জিহাদ-এর উপর লিখিত এই গ্রন্থখানিতে তিনি আন্দালুসীয় মুসলিমদেরকে সশস্ত্র বাহিনীর পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাহাদের খ্যাতিমান বিজয়ী পূর্বপুরুষদের বাহিনীর মত পুনরায় একটি অশ্বারোহী বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে জোর তাকীদ দেন [দ্র. ফারাস ও ফুরুসিয়া]। কিন্তু উক্ত মহৎ কারণে সামরিক পেশা গ্রহণের প্রচারবিধানের এই প্রথম প্রয়াস থানাডার জনগণের মধ্যে প্রায় কোনরূপ উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। তাহারা বরং কৃষিকাজ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পকলার ন্যায় শান্তিপূর্ণ কাজকর্মকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার তুলনায় অগ্রাধিকার দান করিয়াছে। সুতরাং প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে যখন খৃষ্টান আক্রমণের ছমকি দিনের পর দিন স্পষ্ট হইয়া উঠে তখন জনসাধারণকে তাহাদের জড়তা কাটাইয়া উজ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য পুনরায় ইবন হযায়লকে আহ্বান জানান হয়। পঞ্চম মুহাম্মাদের পৌত্র রাজকুমার সপ্তম মুহাম্মাদ আল-মুস্তাঈন (৭৯৪-৮১০/১৩৯২-১৪০৮) এই আহ্বান জানান। কিন্তু ইবন হযায়লের নূতন গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা না থাকায় তিনি তাঁহার পূর্বেই গ্রন্থেরই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কিতাব হিল্যাতি'ল-ফুরসান ওয়া শিআরি'শ-শুজ'আন নামে প্রস্তুত করেন।

এই গ্রন্থ দুইটির (যাহা আসলে মাত্র একটিই) বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য স্বয়ং লেখক ভূমিকায় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ... বর্তমান গ্রন্থটি লড়াই ও যুদ্ধ-সংগ্রাম, যুদ্ধের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র, অশ্বের ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ, অশ্বের অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় এবং সর্বশেষ অশ্বারোহণ শিক্ষা ও উহার পরিপূরক বিষয়াদি সম্পর্কে লিখিত।... আন্বাহুর শুকরিয়া, এই গ্রন্থখানি যে সকল কলা-কৌশল সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ভাবের দিক হইতে ইহা এক ফলপ্রদ প্রক্রিয়ার সন্ধানদাতা। বস্তুতপক্ষে যে ব্যক্তি নিজেকে যুদ্ধ-সংগ্রামের সহিত জড়িত রাখিতে চাহে তাহার জন্য ইহা এক অভিজ্ঞানস্বরূপ এবং যে ব্যক্তি বর্শা ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত তাহার জন্য ইহা পথ প্রদর্শকের কাজ করে।" এই উদ্ধৃতাংশটি কিতাব হিল্যাতি'ল-ফুরসান-এর L. Mercier-কৃত ফরাসী অনুবাদ হইতে গৃহীত, যিনি ইবন হযায়লের আবিষ্কারক, সম্পাদন ও অনুবাদক হইবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন।

মধ্যযুগীয় মুসলিম বাহিনীর সামরিক কলাকৌশল ও অশ্বারোহণ সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য অতিশয় শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থখানি ব্যতীত ইবন হযায়লের আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ-গ্রন্থ রহিয়াছে। যেমন পশু বিজ্ঞানে কিতাবু'ল-ফাওয়াইদি'ল-মুসাজ্জারা ফী 'ইলমি'ল-বায়তারা (মাদ্রিদ ১৯৩৫ খৃ.), রসসাহিত্য কিতাবু মাকালতি'ল-উদাবা' ওয়া মুনাজ্জারাতি'ন-নুজাবা' ও রাজনীতিতে কিতাবু 'আয়নি'ল-আদাব ওয়া'স-সিয়াসা ওয়া যায়নি'ল-হাসাব ওয়া'র-রিয়াসা। ধর্ম সম্পর্কিত অপর দুইটি গ্রন্থও তাঁহার নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার শুধু নামটুকুই আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইহার একটি কিতাবু তাযকিরাতি মান ইত্তাক্বা এবং অপরটি কিতাবু কামালি'ল-বুগয়া ওয়া'ন-নায়ল।

ইবন হযায়লের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁহার লেখার ধারা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি ৮ম/১৪শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালের স্পেনীয় মুসলিম অভিজাতগণের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন, অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত ও উঁচু সংস্কৃতিমণ্ডা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, S II, ৩৭৯; (২) L. Mercier, La parure des cavaliers et l'insigne des preux de Ben Hodeil el Andalouisy (কিতাবু হিল্যাতি'ল-ফুরসান-এর 'আরবী মূল পাঠ), প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (৩) এ লেখক, La parure des cavaliers ... (ফরাসী অনু. ও তৎসহ টীকা ও ভাষ্য এবং মাগ'রিব ও প্রাচ্যের বিভক্ত বংশজাত অশ্ব, অশ্বারোহণবিদ্যা ও 'আরবদের অশ্বারোহণ সংক্রান্ত ক্রীড়ার ইতিহাস সংক্রান্ত সমালোচনামূলক পরিশিষ্টসমূহ), প্যারিস ১৯২৪ খৃ.; (৪) এ লেখক, L'ornement des ames et la devise des habitants d'el-Andalus, Traite de guerre Sainte islamique (কিতাবু তুহফাতি'ল-আনফুস-এর 'আরবী মূল পাঠ), প্যারিস ১৯৩৬ খৃ., (৫) এ লেখক, L'ornement des ames.... ফরাসী অনু., প্যারিস ১৯৩৬ খৃ.; (৬) ইবন হযায়ল, হিল্যাতি'ল-ফুরসান ওয়া শিআরু'শ-শুজ'আন, সম্পা. মুহাম্মাদ 'আবদুল-গানী হাসান (সংগ্রহ যাহা 'ইবু'ল-আরাব, খণ্ড ৬), কায়রো ১৯৫১ খৃ. (শুধু মূলের একটি পুনর্মুদ্রণ L. Mercier কর্তৃক ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)।

F. Vire (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবনুছ-ছুমনা (ابن الثمنا) : মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম। সিসিলীর শেষ কালবী আমীর (যিনি সামসান নামে পরিচিত ছিলেন)-কে ৪৪৪/১০৫২-৩ সনে (ইবন খালদূনের মতে ৪৩১/১০৩৯-৪০ সালে) অপসারণ করিয়া যে সকল মুসলিম সেনাপতি সিসিলী নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়াছিলেন ইবনুছ-ছুমনা তাঁহাদের একজন। অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বীপের পূর্ব উপকূলবর্তী Syracuse-এর শাসক হওয়ার পর কাটানিয়ার একচ্ছত্র শাসনকর্তা ইবনুল-মাকলাতীকে হত্যা করিয়া তাহাকে ইবনুল-হাওয়াস (দ্র.) নামে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নরম্যানদের সিসিলী দখলের জন্য সমর্থন দান ও উৎসাহিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে ১০৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে Count Roger সর্বপ্রথম এই দ্বীপে সৈন্যে অবতরণ করেন। কিন্তু Roger বেশী দিন টিকিতে না পারিয়া পঞ্চাদশসরণ করিতে বাধ্য হন এবং ইবনুছ-ছুমনা কাটানিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সব ঘটনার কয়েক মাস পর নরম্যানরা Messina দখল করে এবং ইবনুল-হাওয়াস-এর সেনাবাহিনীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইবনুছ-ছুমনার সহিত মিলিত হয়। ইবনুল-হাওয়াস Castrogiovanni-র উপকণ্ঠে পরাজিত হন। এই স্থানটি খৃষ্টানরা ইতঃপূর্বে এক মাসকাল অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু নরম্যানরা এই দুর্গটিকে আত্মসমর্পণ করাইতে ব্যর্থ হওয়ায় Robert ও Roger এলাকাটি ত্যাগ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যপক্ষে ইবনুছ-ছুমনা তাহার দুর্দমনীয় শত্রুদের পরাজিত করার জন্য আমরণ যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং ৪৫৪/১০৬২ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicili গ্রন্থের উৎসসমূহে ইবনু'ছ'-ছ'মনা যে সমস্ত ঘটনায় অংশগ্রহণ করেন সেগুলির গ্রন্থপঞ্জীর অনেকটা বিস্তারিত উল্লেখ আছে এবং এইগুলি তাহার Biblioteca arabo-sicula-তে প্রকাশিত হইয়াছে, লাইপসিগ ১৮৫৭ খৃ.।

U. Rizzitano (E.I.2)/ মোঃ সাহাবুদ্দিন খান

ইবনুত তাআবীযী (ابن التعاويذی) : আবুল-ফাত্হ, মুহাম্মাদ ইবন 'উবায়দিলাহ (নুশতিকীন) ইবন 'আবদিলাহ, আয়্যুবী শাসনামলের একজন সরকারী কর্মকর্তা এবং বাগদাদের প্রসিদ্ধ 'আরব কবি। তিনি সিব্ত ইবনুত-তাআবীযী অথবা কেবল আত-তাআবীযী নামে অধিকতর পরিচিত। তিনি ১০ রাজাব, ৫১৯/১২ আগস্ট, ১১২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২ শাওয়াল, ৫৮৩/৫ ডিসেম্বর, ১১৮৭ (তু. যাক্ব'ত) অথবা ৫৮৪ হি. সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে আত-তা'আবীযী এইজন্য বলা হইত যে, তিনি তাঁহার মাতামহ আবু মুহাম্মাদ আল-মুবারাক ইবনু'ল-মুবারাক ইবন 'আলী ইবন নাসর আস-সাররাজ আল-জাওহারীর নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, যিনি তাবীয লিখিতেন। সুযুতীও তাঁহার আত-তা'আবীযী নিসবার একই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন (লুক্বুল-লুবাব, পৃ. ৫৩)।

আত-তা'আবীযী ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন প্রতিভাবান কবি ও লেখক। ইবন খাল্লিকান লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বের দুই শত বৎসরের কবিদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কোন কবি পাওয়া যায় না। সমালোচকগণ তাঁহার কবিতার সাবলীলতা ও শব্দের সূক্ষ্ম প্রয়োগ কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে, অন্য কবিগণ তাঁহার কবিতা নকল করিয়া নিজেদের নামে প্রচার করিত। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখজনক ঘটনা ছিল এই যে, তিনি যৌবনকালেই দৃষ্টিশক্তি হারাওয়া ফেলেন। এইজন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন এবং শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। যাক্ব'ত এই সকল কবিতার কিছু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পূর্বেই তাঁহার দীওয়ান সংকলন করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে রচিত কবিতাগুলিকে আয-মিয়াদাত নামে তাঁহার দীওয়ানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার দীওয়ানের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে মিয়াদাত অংশটি বিদ্যমান নাই। তাঁহার দীওয়ানটি প্রকাশিত হইয়াছে (সম্পা. Margoliouth, মাতবউল-মুক'তাত'ফ, ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৫১৯)।

আত-তা'আবীযী খলীফা মুসতানজিদ, মুসতাদী ও আন-নাসিরের শাসনকালে জীবিত ছিলেন এবং সকলের পৃষ্ঠপোষকতা ও পুরস্কার লাভ করেন। তিনি জাগীরদারীর অর্থ বিভাগ (দারুল ইক'তা')-এর সচিব (কাতিব) ছিলেন। এই বিভাগে চাকুরীকালে তিনি কিছুদিন 'ইমাদুল-কাতিবের সঙ্গে অতিবাহিত করার সুযোগ পান। 'ইমাদ, সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর নিকট সিরিয়ায় চলিয়া গেলেও তা'আবীযীর সঙ্গে তাহার পত্র যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। দীওয়ান ছাড়াও তিনি "আল-হাজাবা ওয়া'ল-হিজাব" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-'আ'যান, ২খ, ১৯-২২; (২) আবু'ল-ফিদা, তারীখ, ৪খ, ৭৬; (৩) যাক্ব'ত, মু'জামুল-'উদাবা, ১৮খ, ২৩৫-২৪৯; (৪) আস-সাফাদী, নাকতুল-'হিময়ান, মিসর ১৯১০ খৃ., পৃ. ২৫৯; (৫) আয-যিরিকলী, আল-'আ'লাম, ৩খ, ৯৪১; (৬) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতুয-খা'হাব, ৪খ, ২৮১। আরও দ্র.: (৭) কাহ'-হালা, মু'জাম, ১০খ, ২৭৮; (৮) যুসুফ যাক্ব'ব মাসকুনী, দীওয়ান, Margoliouth কর্তৃক

কায়রো হইতে ১৩২১/১১০৩ সালে প্রকাশিত; (৯) Brockelmann, I 249, S I, 442.

আবদুল মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুত তায়্যান (দ্র. তাম্মাম ইবন গালিব)

ইবনুত-তিক্তাকা (ابن الطقطقى) : (সাফিয়ুদ্দীন ও জালালুদ্দীন) আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবন তাজিদীন আবিল-হাসান 'আলী (ইবন রামাদান), একজন ইরাকী ঐতিহাসিক। হযরত হাসান (রা) এবং ইব্রাহীম আত-তাবাতাবার মাধ্যমে তিনি ছিলেন হযরত 'আলী (রা)-এর অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ। মোঙ্গলদের বাগদাদ জয়ের কিছুকাল পরে ৬৬০/১২৬২ সালের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রামাদান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারটি আল-হিল্লা নম্বক স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার পিতা তাজিদীন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন রামাদান কুফা ও বাগদাদে আলী বংশীয় একজন নাকীব ছিলেন। তিনি প্রচুর সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন; কিন্তু আলাউদ্দীন ও শামসুদ্দীন আল-জুওয়ায়নী (দ্র.) আত্মঘয়ের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে ৬৮০/১২৮১ সালে তাঁহাকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার সম্পদ বিনষ্ট করা হয় (ইবন ইনাবা, 'উমদাতু'ত'-তালিব, আন-নাযাফ ১৩৮১/১৯৬১, পৃ. ১৮০ প.)। পিতার মৃত্যুর পর ইবনুত তিক্তাকা আল-হিল্লা ও শী'আদের পবিত্র স্থানসমূহের (নাযাফ ও কারবালা) শী'আ বংশীয়দের নাকীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খুরাসানের এক ইরাকী বংশোদ্ভূত মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ইরাক ও আযারবায়জানে ব্যাপক সফর করেন। ৬৯৬/১২৯৭ সালে মারাগা গমন করেন এবং ৭০১/১৩০১ সালে মাওসিল ভ্রমণ করেন, কিন্তু মৌসুমের প্রতিকূলতার জন্য তাবরীযের গমন পথে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। এই সময় মাওসিলে অবস্থানকালে (জুমাদাল-উখরা হইতে শাওয়াল ৭০১/ফেব্রুয়ারী হইতে জুন ১৩০১) তিনি তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ আল-ফাখরী রচনা করেন। গ্রন্থটি মোঙ্গল শাসক গাযান খান কর্তৃক নিয়োজিত মাওসিলের গভর্নর (ওয়ালী) ফাখরুদ্দীন ইসা ইবন ইবরাহীমের নামের সহিত সম্পর্কিত। গ্রন্থটি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে সুলতানদের কর্মকাণ্ড ও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াংশে মুসলিম দেশসমূহের ইতিহাসের সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক সুলতানের অবস্থা বর্ণনার পর তাঁহার উষীরের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশটি ছব্ব ইবনু'ল-আছীর রচিত কামিলুত তাওয়ালীখ গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু বিলুপ্ত গ্রন্থ, যথা আল-মাসউদী রচিত আওসাত তারীখ ও তারীখ কাবীর ইত্যাদির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আস-সুলী ও হিলাল আস-সা'বী রচিত গ্রন্থাবলী হইতে উষীরদের ইতিহাস লওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটিতে শী'আ মতাদর্শের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হইলেও ইহা গোড়ামী হইতে মুক্ত (E. Amar)। হিন্দুশাহ ইবন সানজার ৭২৩-২৪/১৩২৩-২৪ সালে তাজারিবুস সালাফ নামে ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং ২৪৪১-এর ভিত্তিতে, যাহাকে তখন পর্যন্ত একমাত্র পাণ্ডুলিপিরূপে মনে করা হইত, W. Ahlwardt (জার্মান ভাষায় সংযোজনসহ) ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন (Gotha 1860)। গ্রন্থটির কিছু সারসংক্ষেপ, যথা Jourdain, fundgruben desOrients, ৫খ, ২৮-৪০ পৃষ্ঠায়, De sacy chresto-

mathie (২য় সংস্করণ), মূল পাঠ, ১খ, ১-৪৬ ও অনু. পৃ. ১-৯২ -; henzius, Fragmenta, arabica, Petroppli 1828, পৃ. ১-১০৪ ও Freytag, Chrestomathia arabica, Bonn 1834, পৃ. ৮৪-৯৬ (৪র্থ পৃষ্ঠায় যে সকল তারীখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক নয়) প্রকাশ করিয়াছেন। Cherbonneau ইহার ফরাসী অনুবাদসহ J a, 1846, ১খ, ২৯৭-৩৫৯ ও ২খ, ৩১৬-৩৩৮ ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১খ, ১৩৪-১৪৭, প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাগারে অন্য একটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে মুদ্রিত অপর একটি সংস্করণ রহিয়াছে (নং ২৪৪২)। এই সংস্করণটি Hartwig Derenbourg-এর প্রচেষ্টার ফল (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences philologiques et historiques, 1895 ২য় সংস্করণ, প্যারিস ১৯১০ খৃ.)। ইহার সঙ্গে M. Emile Amar-কৃত ফরাসী অনুবাদও (Archives Marocaines, ১৬খ, ১৯১০ খৃ.) রহিয়াছে। মূল গ্রন্থটি ১৩১৭ হি. সালে মিসরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মাহমুদ তাওফীক কর্তৃক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি সংস্করণও রহিয়াছে। মুনরাতুল-ল-ফুদালা ফী তাওয়ায়ীখিল-খুলাফা ওয়াল-উয়ারা নামে ইবনু'ত তিকতাকার একখানা গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি সম্ভবত ফাখরীর ঐতিহাসিক অংশের একটি পরবর্তী সংস্করণ। ইবনুল-ফুওয়াতী কিতাবুল-গ'ায়াত নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (তালখীসু মাজমাইল-আদাব, সম্পা. এম. জাওয়াদ, ৪/২খ, দামিশ্ক- ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৭৮৪)। তিকতাকা শব্দটি বাহ্যত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার শব্দ (টিক টাক) হইতে গঠিত এবং ইহা এমন ধরনের ভাষণকে বুঝায়, যাহাতে তীব্রতা ও শব্দের আধিক্য রহিয়াছে (তাজুল-আরাস, ৬খ, ৪২৪; H. Derenbourg, ৪র্থ পৃষ্ঠায় ইহার বরাত উল্লেখ করিয়াছেন)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শায়খু, মাজানিল-আদাব, ৭খ, ১২; (২) সারকীস, মু'জাম, 'উমূদ ১৪৬; (৩) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ২খ, ৯৪৯; (৪) Brockelmann, 1, ২খ, ১৬১ ও পরিশিষ্ট, ২খ, ২০১; (৫) Storey, ii, 80' f., 1232 f.; (৬) J. A. Boyle, in BSOAS, ১৪খ. (১৯৫২ খৃ.), ১৭৫-৭; (৭) 'আব্বাস আল-আয্বাবী, আত-তারীফ বিল-মুওয়ারিখীন, বাগদাদ ১৩৭৬/১৯৫৭, ১খ, ১৩১-৭; (৮) E.I.J. Rosenthal, Political thought in medieval Islam, Cambridge 1958, 62-7; (৯) J. Kritzeck, in J. Kritzeck and R.B. Winder, The world of Islam New York 1959, 159-84; (১০) দা.মা.ই., ১ম সং ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৫৮৫-৬।

F. Rosenthal-CI. Huart (E.I. 2)/

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুত তিলমীয (ابن التلميذ) : আবুল-হাসান হিবাতুল্লাহ ইবন আবি'ল 'আলা সা'ঈদ (সাই, ডু. য়াকূত এবং য়াফি'ঈ) ইবন (হিবাতিল্লাহ ইবন, ডু. য়াকূত) ইবরাহীম, তাঁহার সম্মানজনক উপাধি মুওয়াফফিকুল-মুল্ক ও আমীনুদ্দাওলা। শেখোক্ত উপাধিতেই তিনি অধিকতর পরিচিত। তিনি বাগদাদের একজন 'আরব খৃষ্টান চিকিৎসাবিদ ছিলেন। ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ইরানে অবস্থান করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

অতঃপর তিনি বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। 'আরবী ভাষায় চমৎকার ব্যুৎপত্তি ছাড়াও তিনি ফারসী ও সিরীয় ভাষা জানিতেন। তাহা ছাড়া কবিতা ও সঙ্গীতেও তাহার দক্ষতা ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন চমৎকার হস্তলিপিকার (Calligrapher)। খৃষ্ট ধর্মতত্ত্বে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইসলামী সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। চিকিৎসার সহিত সম্পৃক্ত হাদীছে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন যাজক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় এবং বাগদাদের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার সমসাময়িকগণ ও পরবর্তীগণ (উদাহরণ 'আবদুল-লাতীফ দ্র.) তাঁহাকে খুবই উচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি খলীফা আল-মুকাতাফী (দ্র.), আল-মুসতানজিদ (দ্র.) ও আল-মুস্তাদী (المستضي) আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত আদুদ-দাওলা কর্তৃক রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ হাসপাতালের খৃষ্টান পরিচালক (সৌর, একটি সিরীয় উপাধি) ছিলেন। খলীফা আল-মুস্তাদী তাঁহাকে চিকিৎসা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন এবং এই পদের দায়িত্ব হিসাবে তাহাকে বাগদাদ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের সকল চিকিৎসকের ব্যবসায়িক যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইবন আবি উসায়বিআ (১খ, ২৬১) এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণকালে সংঘটিত একটি হাস্যকর কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুত-তিলমীয ২৮ রাবীউল-আওয়াল, ৫৬০/১২ ফেব্রুয়ারী, ১১৬৫ সালে চান্দ বৎসরের হিসাবে ৯৫ বৎসর এবং সৌর বৎসরের হিসাবে ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ মারা যান। তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য বহু সম্পদ ও একটি বিরাট গ্রন্থাগার রাখিয়া যান। পুত্রের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থাগারটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা যায় যে, ইবনু'ত তিলমীয চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য (Theory) শিক্ষাদানের ভিত্তিস্বরূপ গ্রীক চিকিৎসাবিদদের রচনাবলী ছাড়াও ইবন সীনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কানুন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকজন খ্যাতনামা শাগরিদকে তাঁহার অনুসারীরূপে লাভ করিয়াছিলেন (ফাখরুদ্দীন আল-মারিদীনী, ইবন আবি'ল-খায়র, আল-মাসীহী, রাদিয়ুদ্দীন আর-রাহবী, মুওয়াফফিকুদ্দীন ইবনুল-মাতরান প্রমুখ)।

তাঁহাদের অধিকাংশই পরবর্তী কালে ইরাক হইতে সিরিয়া ও মিসর চলিয়া যান। সেইখানে তাহারা নূতন নূতন চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলিই ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মিসরে প্রসিদ্ধি লাভ করে (দ্র. ইবনুন-নাফীস)। ইবনু'ত তিলমীয চিকিৎসা বিষয়ের সকল শাখাতেই বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি তাহার মৌলিক রচনা নহে। ইহার অধিকাংশই বুকরাত (Hippocrates)-এর Corpus (সংগ্রহ) এবং জালীনুস Galen)-এর গ্রন্থসমূহ অথবা ইবন সীনা, রাযী, হনায়ন ও অন্যান্য খৃষ্টান চিকিৎসাবিদদের রচনাবলীর ভাষা ও সারসংক্ষেপ। যাহা হউক, ঔষধ বিজ্ঞান (Pharmacology) সম্পর্কিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি প্রায়ই পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁহার গ্রন্থ আকরাবায়ীন (Pharma-copoeia) [ব্রিটিশ মিউজিয়াম, Gotha ও মিসরে ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রহিয়াছে] এবং হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য লিখিত ইহার দুইটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। এই সকল গ্রন্থ আদুদী হাসপাতালে তখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সাবুর ইবন সাহল (মৃ. ২৫৫/৮৬৯) রচিত ঔষধ বিষয়ক গ্রন্থের স্থান দখল করে। এই সকল রচনা ও অন্যান্য গ্রন্থ (রক্তক্ষরণ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ, আল-মাকালাতুল-আমীনিয়া ফিল-

ফাস্দ, লাক্সে ১৩০৮ হি. ও একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক চিকিৎসা পদ্ধতি আল-মুজাররাবাত, সংক্ষিপ্তরূপে; তাহা ছাড়া কাওয়াইদুল-আদবিয়া, কিতাবুল-আকনা ও কাবিয়ুল আদবিয়া) পাতুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে (ড্র. Brockelmann, ১খ, ২৩৪, পরি, ১খ, ৮৯১)। এখন পর্যন্ত ইহার কোনটিই মুদ্রিত হয় নাই। যাকৃত তাঁহার অন্যান্য অনেক গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-কিফতী, পৃ. ৩৪০; (২) ইবন আবী উসায়বি'আ, ১খ, ২৫৯-৬৭; (৩) Wustefeld, Gesch. d. arab. Arzte, 97; (৪) Leclerc, Histoire de la medicine arabe (১৮৭৬), ২খ., ২৪-২৭; (৫) Brockelmann, ১খ, ৪৮৭ ও পরি, ১খ, ৮৯১; (৬) G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore 1931, ii, 234; (৭) যাকৃত, ইরশাদ, ৭খ, ২৪৩ প.; (৮) যাক্ফি'ঈ, মিরআতুল জিনান, ৩খ, ৩৪৪; (৯) Dietrich, Medicinalia, no 43 and no. 116; (১০) যিরিকলী, আ'লাম, ৯খ, ৫৯; (১১) ইবন খাল্লিকান, ২খ, ১৯১ (সম্পা. Wustefeld, v, 129, no. 520); (১২) দা.মা. ই., দ্র. শিরো.।

M. Meyerhof (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুত-তুওয়ায়র (ابن الطوير) : আবু মুহাম্মাদ আবদু'স সালাম ইবনুল-হাসান আল-কায়সারানী আল-মিসরী (৫২৫-৬১৭/১১৩০-১২২০) ছিলেন শেষ ফাতিমী শাসকদের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। সুলতান সালাহুদ্দীনের সময় দুর্ভাগ্যবশত হারাইয়া যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুই বংশের ইতিহাস নুযহাতুল-মুকলাতায়ন ফী আখবারিদ-দাওলাতায়ন তিনি রচনা করেন। মামলুক যুগের ঐতিহাসিক ইবনুল-ফুরাত, আল-মাকরীযী, আল-কালকাশানদী, ইবন তাগরীবিরদী, এমনকি তাহাদের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ইবন খালদুন শেষ ফাতিমীদের ইতিহাস এবং ঐ সময়কার সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞানের বেশ কিছু অংশের জন্য তাঁহার গ্রন্থের কাছে ঋণী।

গ্রন্থপঞ্জী : Cl. Cahen, Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides, in BIFAO, xxxviii (1937), 10-14 and 16, n. I.

Cl. Cahen (E.I.²)/মনজুর আহসান

ইবনুদ-দাওয়াদারী (ابن الدوادارى) : আবু বাকর ইবন আবদিল্লাহ ইবন আয়রাক আদ-দাওয়াদারী ছিলেন মিসরীয় ঐতিহাসিক। বায়বারস (Boybars)-গণের দাওয়াদার আমীর সায়ফুদ্দীন বালাবান আর-রুমী আজ-জাহিরীর অধীনে তাহার পিতা জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ চাকুরী করিতেন। এই কারণে তিনি দাওয়াদারী উপনামে অভিহিত হইতেন। সালাহুদ্দীন মুনাজ্জিদ তাঁহার পিতামহ (সারখাদ-এর আমীর)-কে ইয়ুদ্দীন আয়বাক আল-উস্তাদার আল-মুআজ্জামী (মৃ. ৬৪৫/১২৪৭-৪৮)-রূপে প্রমাণ সহকারে শনাক্ত করিয়াছেন যিনি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জীবনীকার ইবন আবী উসায়বি'আ (দ্র.)-র পৃষ্ঠপোষক। কতকটা অসম্ভবপর প্রতিপন্ন হইলেও সালজুকী বংশোদ্ভূতরূপে এই পরিবারের পরিচয় দেওয়া হয়।

ইবনুদ-দাওয়াদারীর পরিবার কায়রোর হারাতুল-বাতিলিয়াতে বসবাস করিতেন। তাঁহার পিতা ১১ বৎসর কাল অর্থাৎ ৭১০/১৩১০ সাল পর্যন্ত শারকিয়া প্রদেশ, বিলায়াতুল-উরবান ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মুতাওয়ালী পদে

কাজ করেন। এই পদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিন দামিশকে গমন করেন। সেইখানে তিনি প্রথমে মিহমানদার এবং পরে মুশ্বিদ দাওয়াবীন-এর পদ লাভ করেন। যদি মতানৈক্যের কারণে শেষোক্ত পদটি হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তবু ৭১৩/১৩১৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিহমানদার পদে বহাল ছিলেন। আজলুন নামক স্থানে দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহাকে আয়রিআত-এ তাঁহার মাতা-পিতার কবরের নিকট দাফন করা হয়।

ইবনুদ-দাওয়াদারীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে তাহার লেখার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি সম্ভবত বালক বয়সে কায়রোতে বাস করিতেন এবং পরে তাঁহার পিতার সহিত দামিশকে আগমন করেন। তিনিও সরকারী কোন পদে চাকুরী করিয়াছিলেন; কিন্তু পদের নাম উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় এই চাকুরী ছিল মিসরেই। ৭২৩-১৩২৩ সনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ (Chronik, ix, 310) হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, হয়ত বারীদ অর্থাৎ ডাক বিভাগীয় কোন পদে তিনি ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে একখানি বিশ্ব ঐতিহাসিক বিবরণী দু'রার'ত-তীজান এবং অপরখানি উহারই সংক্ষিপ্তসার "কানযুদ-দুরার"। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানির স্বহস্তলিখিত কপি নয় খণ্ডে ইস্তাম্বুলে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ষষ্ঠ খণ্ড (ফাতিমী বংশ সম্পর্কিত) ও নবম খণ্ড (মুহাম্মাদ ইবন কালাউনের রাজত্বকাল সম্পর্কিত) মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, ৭০৯/১৩০৯ সাল হইতে তিনি এই গ্রন্থের নোট ও খসড়া রচনার কাজ আরম্ভ করেন। শেষ খণ্ড রচনার কাজ আরম্ভ করেন ৭৩২/১৩৩১-২ সালে যাহা ৭৩৬/১৩৩৫ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু'মাদ যাকী বে-কৃত, Memoire sur les moyens propres determiner en Egypte une renaissance des lattres arabes, Cairo 1910, 13-15; (২) Brockelmann, S II, 44; (৩) Koprulzde Mehmed Fuad, Tu'rk edebiyatind ilk mutasaw wiflar, Istanbul 1918, 279, n. 2-282; (৪) C. I Cahen, Les chroniques arabes, in REL, 1936, 343-4; (৫) Die Chronik des Ibn ad- Dawadari, vi (ed. Salah ad-din al-Munaggid, Cairo 1961; BSOAS, xxvi (1963), 429-31), ix (ed. H. R. Roemer, Cairo 1960); (৬) Fihris Dar al Kutub, v, Cairo 1930, 310.

B. Lewis (E.I.²)/মোঃ জহরুল আশরাফ

ইবনুদ-দাবায়হী (দ্র. ইবন দুবায়হী)

ইবনুদ-দায়বা (ابن الديبع) : আবু আবদিল্লাহ আবদু'র রাহমান ইবন আলী ওয়াজীহুদ্দীন আশ-শায়বানী আয-যাবীদী আশ-শাক্ফি'ঈ, একজন আরব ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ৪ মুহাররাম, ৮৬৬/৯ অক্টোবর, ১৪৬১ সালে যামানের যাবীদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪৪/১৫৩৭ সালে তথায় ইনতিকাল করেন। প্রাচীন চরিত্রকারগণ তাঁহাকে ইবনুদ-দায়বা নামে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আল-জিরাফী তাঁহাকে কেবল আল-কাদী আল-হাক্ফি আবদুর-রাহমান আদ-দায়বা নামে বর্ণনা করেন। ন্যূন্য ভাষায় দায়বা শব্দের অর্থ গুভ

(আল-মুহিব্বী, খুলাসা, ৩খ, ১৯২; তাজুল আরুস, ৫খ, ৩২৫)। ইহা তাঁহার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ 'আলী ইবন যুসুফের উপাধি ছিল।

ইবনুদ-দায়বা বাল্যকালেই তাহার পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি তাহার মাতামহ দ্বারা যাবীদে লালিত-পালিত হন। এই সময় তিহামাতুল-য়ামান ছিল শাফি'ঈ শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি তাঁহার মাতামহের অধীনে সামান্য কিছু অধ্যয়ন করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মাতুল যাবীদের মুফতী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইলের অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁহার নিকট তিনি প্রথমে কু'রআন অধ্যয়ন করেন; অতঃপর গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় ও ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যাবীদের ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত বায়তুল ফাকীহ (দ্র.) শহরে হাদীছ-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার হজ্জে গমন করিয়াছিলেন। আস-সাখাবী ও আশ-শাওকানীর বর্ণনানুসারে তিনি ৮৮৩/১৪৭৯ সালে সর্বপ্রথম হজ্জে গমন করেন (EI, প্রথম সংস্করণের ৯৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সাল ৮৮১ সঠিক নয়)। ৮৮৫/১৪৮১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ সম্পাদন করেন। ইহার পর তিনি যায়নুদ্দীন আহমাদ ইবন 'আবদি'ল-লাতীফ আশ-শারজী (মৃ. ৮৯৩ হি.)-এর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং ইতিহাস শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। ৮৯৭/১৩৯১ সালে তিনি তৃতীয়বার হজ্জ সম্পাদন করেন। এই সময় তিনি কিছুকাল হিজ্যে অবস্থান করেন এবং মিসরীয় শাফি'ঈ মুহাদ্দিছ আস-সাখাবী (র)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। আস-সাখাবী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি কবিতায় ইবনুদ দায়বা হাদীছের ইমাম হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কবিতাটি তিনি তাঁহার উস্তাদের মজলিসে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

য়ামানে তাহিরী (দ্র.) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আমির ইবন তাহির কর্তৃক শেষ রাসুলীদের নিকট হইতে এডেন অধিকারের প্রায় আট বৎসর পর জনগ্রহণ করিয়া ইবনুদ-দায়বা প্রায় ষাট বৎসর এই রাজবংশের অধীনে বসবাস করেন। তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চতুর্থ ও শেষ তাহিরী শাসক আল-মালিকুজ জাহির দ্বিতীয় আমির ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহাব। তিনি দ্বিতীয় আমিরের অনুরোধে উক্ত রাজবংশের ইতিহাস সম্বলিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ আল-ইকুদুল-বাহির ফী তারীখি দাওলাতি বানী তাহির (العقد الباهر في تاريخ دولة بني طاهر) রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ রচনার পুরস্কারস্বরূপ দ্বিতীয় আমির (৮৯৪/৯২৩/১৪৮৯-১৫১৭) তাঁহাকে খিল'আত ও জায়গীর প্রদান করেন। আমির তাঁহাকে যাবীদে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিরাট মসজিদে হাদীছের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইবনুদ দায়বা রাজাব ৯৪৪/ডিসেম্বর ১৫৩৭ সালে সেইখানেই ইনতিকাল করেন। নিম্নে তাহার রচনাবলী উল্লেখ করা হইলঃ

(১) বুগয়াতুল-মুস্তাফীদ ফী আখবারি মাদীনাতি যাবীদ (بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد), ইহা তাঁহার বিদ্যমান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে ৯০১/১৪৯৫-৬ সাল পর্যন্ত যাবীদ শহরটির ইতিহাস সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং রচয়িতার আত্মজীবনীর মাধ্যমে গ্রন্থটি সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তথাকার শাসকদেরও ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থটির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অংশ ৯ম/১৫শ শতাব্দী অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়। গ্রন্থটির অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু C. Th. Johansen কোপেনহেগেনের একটি ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া ল্যাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Historia Jemanae, Bonn 1828, তিনি ইহাতে ভূমিকা ও টীকা সংযোজন

করিয়াছেন। ইবনুদ দায়বা উক্ত গ্রন্থের দুইটি পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন (ক) আল ফাদলুল-মাহীদ ফী তারীখি যাবীদ (الفضل المزيّد في تاريخ زبيد) (খ) কুরাতুল উয়ুন ফী আখবারিল-য়ামানিল-মায়মুন (قرة العيون في أخبار اليمن الميمون)। শেখোজ্জতি দ্বিতীয় আমিরের মৃত্যু ও মামলুকদের দ্বারা মিসর হইতে তাহিরী শাসনের প্রায় সম্পূর্ণ পতনের পর ৯২৪/১৫১৮ সাল পর্যন্ত অবস্থার বর্ণনাসম্মত সমাপ্ত হইয়াছে (ইবনুদ দায়বা দ্বিতীয় আমিরের কিছু সমালোচনামূলক একটি শোকগাথা রচনা করিয়াছেন)। ইবনুদ দায়বা তাহার জীবনের শেষ বিশ বৎসর যাবীদে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় যামান 'উছমানী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। (২) আহসানুল-সুলুক ফী মান ওয়ালিয়া যাবীদ (احسن السلوك في من ولي زبيد من الملوك) রাজায় ছন্দে রচিত একটি কাব্য। এই ছন্দ ইতিহাস রচনার উত্তম মাধ্যম নহে (পাণ্ডুলিপি, বার্লিন, ফিহরিস্ত, নং ৯৭৬৩; বৃটিশ মিউজিয়াম, ফিহরিস্ত, নং ১৫৮৩, প্রথম খণ্ড; খেদীবিয়া গ্রন্থাগার, ফিহরিস্ত, ৫খ., ১৩৮; blochet, নং ৫৮৩২; ২য় খণ্ড; Houtsma, Catal d. Une coll. ৪৯০, ৩য় খণ্ড;)। (৩) তায়সীকুল-উসুল ইলা জামিইল-উসুল মিন হাদীছির রাসুল (তু. Brockelmann, ১খ, ৩৫৭), কায়রো ১৩৩১ হি., ইহা ইবনুল আছীর রচিত জামিউল-উসুল গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ। (৪) তাময়ীযু'ত তায়িব মিনাল-খাবীছি মিখা যাদুরু আলা আলসিনাতিন নাসি মিনা'ল-হাদীছ (تميز الطيب من الخبيث مما يذور على السنة الناس من الحديث) ইহা আস-সাখাবী রচিত আল-মাকাসিদুল জান্না-এর একটি সারসংক্ষেপ এবং ইহাতে অনেক সংযোজনও রহিয়াছে। তিনি হি. ৯০৬ সালে এই গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত করেন (পাণ্ডুলিপি, Brockelmann, পৃ. স্থা; Princeton ফিহরিস্ত, নং ৩৩; কায়রো মুদ্রণ ১৩২৪ হি.)। উল্লিখিত গ্রন্থটি হাদীছ সম্পর্কে রচিত এবং ছাত্রদের কাছে উপকারী গ্রন্থরূপে প্রমাণিত। (৫) কিতাবু ফাদাইলি আহলিল'ল যামান (অথবা ফাদাইলিল-য়ামান ওয়া আহলিহী), তু. Griffini, Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 69, 75; গ্রন্থটি যামানের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও ইহার অধিবাসীদের সম্পর্কে রচিত। ইহা ছাড়া ইবনুদ-দায়বা স্বীয় আত্মজীবনীর রচনা করেন। (৬) গয়াতুল-মাতলুব ওয়া আ'জামুল-মিন্নাতি ফীমা গায়াফিরক্বাহ বিহিয়-যুনুব (غاية المطلوب واعظم العنة فيما غايفيركواله به الذنوب)। (৭) কাশফুল-কিরবা ফী শারহি দুআই আবী হিরবা, হাজ্জী খালীফা, ৪খ, নং ৮১৭৬; ইবনুদ দায়বার মাওলিদ শারীফও মুদ্রিত হইয়াছে, লিখো, মক্কা ১৩১৩ হি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-ইমাদ, শায়'ারাতুয-যাহাব, ৮খ, ২৫৫; (২) আল-আয়দারুসী, আন-নুরুস সাফির, বাগদাদ ১৯৩৪ খ., পৃ. ২১২; (৩) আশ-শাওকানী, আল-বাদরুত তালা; (৪) Johnsen, Historia Jemanae, 8 (তু. পৃ. ১৯৭ প., ২৩৯, ২৪৯); (৫) Rieu, Suppl., নং ৫৮৬, ১খ.; (৬) Brockelmann, ২খ, ৪০০ প., তু. ১৮৫, ৭১২, পরিশিষ্ট ২, পৃ. ৫২৮ প.; (৭) তাঁহার জীবনী সম্পর্কে যে সকল পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যেগুলিকে এখানে ব্যবহার করা হয় নাই, সেইগুলি বৃটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্য পাণ্ডুলিপির তালিকায় (Cat. Cod. Mss. Orient), ২খ, ১৬৭২ প ১নং টীকায় উল্লিখিত রহিয়াছে;

(৮) আস্-সাখাবী, আদ-দাওউল-লামি, কায়রো ১৩৪৫ হি., ৪খ, ১০৪-৫;
 (৯) আয-যিরিক্‌লী, আ'লাম, কায়রো ১৩৭৪ হি., ৪খ, ৯১-২; (১০)
 আল-জিরাফী, আল-মুকতাভাফ মিন তারীখিল-য়ামান, কায়রো ১৩৬৭ হি.,
 ৮২-৮৫; (১১) দা. মা. ই., দ্র. শিরো.।

C. Van Arendonk-G. Rentz (E.I.²)/
 এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ডুএগ

ইবনুদ দায়া (ابن الداية) : আহ্-মাদ ইবন যুসুফ ইবন ইব্রাহীম, তুলুনী ঐতিহাসিক। তাঁহার পিতা যুসুফ ছিলেন খলীফা আল-মু'তাসিমের পালক ভ্রাতা এবং ইব্রাহীম ইবনু'ল-মাহ্দীদী প্রশাসনিক সহকারী। এই সূত্রে যুসুফ বাগদাদ ও সামাররার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন এবং তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে বহু সাহিত্যিক ও চিকিৎসক ছিলেন। ২২৪/৮৩৯ সালে ইবনু'ল-মাহ্দীদীর ইনতিকালের পর তিনি দামিশ্‌কের উদ্দেশে সামাররা ত্যাগ করেন। তিনি তথা হইতে মিসরে যান এবং তখন হইতে সেখানেই ছিল তাঁহার বাসস্থান। আক্বাসী সরকার ও ইবনু'ল-মুদাব্বিরের সহিত যুসুফের সম্পর্ক ছিল বলিয়া তিনি আহ্-মাদ ইবন তুলূনের সন্দেহভাজন ছিলেন। ইবন তুলূন তাঁহাকে বন্দী করেন; কিন্তু তাহার বহু সংখ্যক বন্ধুর হস্তক্ষেপের ফলে অনতিকাল পরেই তাহাকে মুক্তি দেন। যুসুফের মৃত্যুর পর আহ্-মাদ ইবন তুলূন যুসুফের পুত্র আহ্-মাদ ও শেষোক্ত জনের ভ্রাতাকে প্রেফরার করেন; তাহার নথিপত্র বাজেয়াফত করেন এবং গুপ্তচরবৃত্তির সাধ্য অনুসন্ধান করেন, কিন্তু অপরাধমূলক কোন কিছু না পাইয়া উভয় ভ্রাতাকে মুক্তি দান করেন।

যুসুফ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ইব্রাহীম ইবনু'ল-মাহ্দীদী সম্বন্ধে একটি গল্পের বই রচনা করেন যাহা নিশ্চিতভাবেই তাঁহার নামে আরোপিত আগানীর ইব্রাহীম ইবনু'ল-মাহ্দী সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর মূল সূত্র (উদাহরণস্বরূপ আগানী, ১খ, ২৫৩, ২৬৮, ২খ, ৩৫৩, ৩খ, ২৯, ৪খ, ৩৩৭, ৩৬১ ৬খ, ২২, ৯খ, ১৪৮, ১৭৩, ১৬খ, ৬, ২৪৯ ইত্যাদি)। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের ন্যায় তিনিও রক্তন প্রণালী সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং সম্ভবত তাহাকেই বুঝান হইয়াছে, যিনি আবু নুওয়াস সম্পর্কে একটি গল্পের বই ও আবু নুওয়াসের একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি সম্ভবত তাঁহার পুত্র আহ্-মাদ-এর রচনাবলীর জন্য প্রচুর বিষয়বস্তু সরবরাহ করেন। ইবন হাওকাল কর্তৃক উদ্ধৃত ১খ, ১২৪ [তু. F. Gabrieli, in RSO, xxxvi (১৯৬১ খ.), ২৪৬], তাঁহার আখবার'ল-আতিব্বা গ্রন্থটি সম্ভবত আল-কিফ্‌তী ও ইবন আবী উসায়রি'আর উৎস (তাঁহার যুসুফ ইবন ইব্রাহীমের উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং ইহা এই ক্ষেত্রে একটি যুক্তি হইতে পারে)।

আহ্-মাদ ইবন যুসুফ সাধারণত ইবনুদ দায়া বা স্তন্যধাত্রীর পুত্র নামে পরিচিত (যদিও এই উপনামটি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতার ছিল বলিয়াই মনে হয়)। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই সরকারী কর্মকর্তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্মের যুক্তিসঙ্গত আন্দাজভিত্তিক তারিখ ২৪৫-২৫০/৮৫৯-৮৬৪-এর মধ্যে হইতে পারে। কথিত আছে, তিনি ৩৩০-৩৪০/৯৪১-৯৫১ সালের মধ্যে ইনতিকাল করেন। এই সম্পর্কে কোনও সঠিক বিবরণ নাই। তিনি আহ্-মাদ ইবন তুলূনের একটি জীবনী রচনা করেন। ইবন সা'ঈদের যুগরিব-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতে এই তথ্য জানা যায় (সম্পা. K.Vollers, বার্লিন ১৮৯৪ খ., Semitistische Studien, i)। ইহা আহ্-মাদ ইবন তুলূনের অনুরূপ জীবনী রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই

জীবনী ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে জনৈক আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-বালাবী কর্তৃক রচিত হয় (সম্পা. এম. কুর্দ আলী, দামিশ্‌ক' ১৩৫৮ হি.)। এতদসত্ত্বেও তিনি ইবনুদ দায়ার রচনাকে গোলমালে ও অসম্পূর্ণ বলিয়া সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, উহা পেশাদার ঐতিহাসিকের রচনা নহে। খুমরাওয়ায়হ্ ও হারুন এবং তুলুনী লেখকদের রচিত জীবনী গ্রন্থসমূহ যাকৃত কর্তৃক পৃথক রচনা হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে (যাকৃত, উদাবা, ২খ, ১৫৭-৬০)। কিন্তু এই রচনাসমূহ আহ্-মাদ ইবন তুলূনের জীবনীরই সমগোত্রীয়, ঠিক যেমন ইবনুদ দায়ার হসনুল-উক্বা তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-মুকাফাআ-এর অংশ হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। মুকাফাআ (সং. কায়রো ১৯১৪, ১৯৪০, ১৯৪১ খ.) তিনটি অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে রহিয়াছে সৎকার্যের পুরস্কার সম্পর্কে গল্প, কুকর্মের শাস্তি সম্পর্কে গল্প ও সংকটময় অবস্থা হইতে সময়োচিত পরিত্রাণ লাভ সম্পর্কিত গল্প। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নাও হইতে পারে (তু. F. Sayyid, তাঁহার সম্পাদিত ইবন জুলজুলের তাবাকাতু'ল-আতিব্বা, কায়রো ১৯৫৫ খ., পৃ. ৭২, টীকা ৪৩)। চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ/জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে রচিত অপর দুইখানা জীবনী গ্রন্থ সংরক্ষণ করা হয় নাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি নকল টলেমীয় Centiloquium (আহ্-ছামারা)-এর ভাষ্য লিখেন যাহা মূল 'আরবী ছাড়াও (আংশিকভাবে?) গ্রীক ভাষায় অনূদিত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে (Cat. Codicum Astrol., ii, 74, iii, II)। মন্ত্রী 'আলী ইবন 'ঈসার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত তাঁহার রচিত Compendium of Logic গ্রন্থটি হারাইয়া গিয়াছে।

মুকাফাআ ও ইবন তুলূনের জীবনীর অংশবিশেষ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনুদ-দায়া তাহার চতুর্দিকের জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। ইবন তুলূনের বিরুদ্ধে কোন রকম পারিবারিক শত্রুতা পোষণ করিলেও তিনি কোথাও তাহা প্রদর্শন করেন নাই। অপরপক্ষে তিনি ইবন তুলূনের মহৎ গুণাবলীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমসাময়িক সংস্কৃতির ভাষা, প্রচলিত রীতি এবং ব্যক্তি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ তাঁহার রচনাবলীতে ঘনিষ্ঠভাবে চিত্রায়িত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকৃত, পৃ. স্থা., ইবন যলাক' ও ইবন আসাকিরের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত (সম্ভবত যুসুফ ইবন ইব্রাহীমের নেতৃত্বে রচিত); (২) Brockelmann, ১খ, ১৫৫, SI, ২২৯; (৩) A. Schade, in ZDMG, lxxxviii (1934), 269-72; (৪) B. Lewis, in Byzantion, xiv (১৯৩৯ খ.), ৩৮৩-৬; (৫) আহ্-মাদ বাদাবী, আল-উসুলু'ল-মুনানিয়া, কায়রো ১৯৫৪ খ., ২৪-৯।

F. Rosenthal (E.I.²)/ পারসা বেগম

ইবনুদ-দুবায়হী (ابن الدبيهي) : জামালুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন যাহ'য়া, ইরাকী ঐতিহাসিক, জ. সোমবার, ২৬ রাজাব, ৫৫৮/রবিবার, ৩০ জুন, ১১৬৩ সালে ওয়াসিতে এবং মৃ. সোমবার, ৮ রাবীউছ ছানী, ৬৩৭/৭ নভেম্বর, ১২৩৯ তারিখে বাগদাদে। তাঁহার ওয়াসিতের ইতিহাস গ্রন্থখানি সংরক্ষিত হয় নাই। যায়ল অথবা মুযায়াল নামে সচরাচর অভিহিত এবং ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান তাঁহার বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থখানি আস্-সাম'আনী রচিত গ্রন্থের অনুবৃত্তি যাহা আবার খাতীব আল-বাগ'দাদীর তারীখ বাগদাদ-এ ছিল। এই গ্রন্থটি

পুরাপুরিভাবে জীবনচরিতমূলক, ইহাতে আস-সামআনীর মৃত্যুর (৫৬২/১১৬৬) পরে এবং তিনি যাহাদের জীবনী রচনা করেন নাই তাহাদের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থভুক্ত অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ইবনুদ-দুবায়হীর পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদের একজন পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক আল-ফাতীসির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি তাহাকে ইমাম বুখারীর সাহীহ পড়াইয়াছিলেন (আল-মুখতাসারুল-মুহতাজ ইলায়হি, পৃ. ২০) এবং বিশ বৎসরের বয়োক্রমিষ্ঠ তাঁহার এক ইতিহাসবেত্তা শাগরিদ ইবনুন-নাঈজার তাঁহার গ্রন্থের অনুবৃত্তি রচনা করেন। ইবনু'দ দুবায়হীর ইতিহাসের একটি সর্ক্ষিপ্তসার আফ-যাহাবী তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন (খণ্ড-১, যাহাতে মুহাম্মাদ (স) হইতে আল-হাসান ইবন আলী পর্যন্ত জীবনী রহিয়াছে, আল-মুখতাসারুল-মুহতাজ ইলায়হি মিন্ তারীখ ইবনিদ দুবায়হী শিরোনামে, মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, বাগদাদ ১৩৭১/১৯৫১; খণ্ড-২ একটি জীবনীমূলক ভূমিকাসহ, বাগদাদ ১৯৬৩ খৃ.; ইহাতে সম্পাদক সঠিক নিস্বাক্ষরে দাবায়হী উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লেখকের মৃত্যুর দৃশ্যত ভুল তারিখ ৬৩৯ উল্লেখ করিয়াছেন)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মুসতাওফী, History of Irbil, ইবন খাল্লিকান কর্তৃক উদ্ধৃত, নং ৬৩৩; (২) যাহাবী, হুফফাজ; ৪খ, ১৯৯ প., একই লেখকের তারীখুল-ইসলাম ও ইবার দুপ্পাপ্য; (৩) ইবনুল-ফুওয়াতী, আল-হাওয়াদিছুল-জামি'আ, বাগদাদ ১৩৫১ হি., ১৩৫; (৪) আস-সুবকী, তা'বাকাতুল শাফি'ইয়া, ৫খ, ২৬; (৫) আস-সাখাবী, ইলান, in F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, লাইডেন ১৯৫২ খৃ., ৩৮৬, ৪০৬; (৬) ইবনুল-ইমাদ, শাখারাত, ৫খ, ১৮৫ প.; (৭) Brockelmann, I ৪০২; SI ৫৬৫। এই সময়ের অপর এক ইবনুন-দুবায়হীর নাম আহ-মাদ ইবন জাফার ইবন আহ-মাদ (৫৫৮-৬২১/১১৬৩-১২২৪)। তিনি বর্তমান নিবন্ধের ইবনু'দ-দুবায়হীর চাচাতো ভাই ছিলেন বলিয়া কথিত। কিন্তু তাঁহার পিতামহের নাম হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না (ইবনুল ফুওয়াতী, তালখীস মাজ্‌মাইল-আদাব, বাগদাদ, ১৯৬২ খৃ., ৪খ, ৮৯৭ প.; (৮) ইবনুস-সাবুনী, কাতমিলা, বাগদাদ ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৩২১, সম্পাদক মুসতাফা জাওয়াদের একটি টীকাসহ)।

F. Rosenthal (E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

ইবনু'দ-দুমায়না (ابن الدمينه) : উমায়্যা যুগের অন্তিম লগ্নের ও আব্বাসী যুগের সূচনাকালের একজন অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবি। তাঁহার নাম ছিল আবু'স-সারী আবদুল্লাহ ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন আহ-মাদ। তিনি খাছাম গোত্রের শাখাগোত্র বানু আমির ইবন তায়মুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহার মাতা ছিলেন আদ-দুমায়না বিনত হুযায়ফা আস-সালুলিয়া। তাহার সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রীকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধকারী ব্যক্তি তাঁহার হস্তে নিহত হয়। অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ কন্যাকেও হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত ঘটনাকে সংঘটিত পারিবারিক বিবাদে নিহত হন। এই কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনাসমূহের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে এবং আগানীতে (১৫ খ., ১৫১-৪) এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া অনেক কৃত্রিম কবিতা রচিত হইয়াছে।

তাঁহার কবিতায় তিনি প্রধানত প্রেম ও প্রেমসঞ্জাত দুঃখ-কষ্টের কথা 'আরবী প্রেমমূলক কবিতার আবেগময় রীতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। আঙ্গিক

ও অনুভূতিপ্রবণতার দিক দিয়া সমজাবাপন্ন হওয়ার ফলে তাহার কিছু কবিতা, এমনকি সমস্ত কবিতা অন্য কবির রচিত বলিয়া মনে করা হয়। অপরদিকে কথিত আছে, তিনি ইবনু'দ তাছমিয়া নামক তাঁহার এক সমসাময়িক কবির একখানা কাসীদা নিজ নামে চালাইয়া দেন (দ্র. বাস্করী, সিমতুল-লা'আলী, ৪৯০; আরও তু. এ, পৃ. ৪৯)। তাঁহার কিছু কবিতা (প্রায়ই শ্রক্ষিপ্ত) জনপ্রিয় প্রেমগাথায় পরিণত হয় (আগানী, ১০খ, ১৬১, ১৫খ, ১৫১, ১৯খ, ৮২ প., ২১ খ, ২৫২, ১৭)। আফ-যুবায়র ইবন বাক্কার আখবার ইবনু'দ দুমায়না সংগ্রহ করেন (ফিহরিসত, ৩খ, ১৩; তু. আগানী, ১৫খ, ১৫১)। একই নামে ইবন আবী তাহির কর্তৃক আর একখানা পুস্তক লিখিত হয়। ১৩৩৭/১৯১৮ সালে কায়রোতে তাঁহার দীওয়ান প্রকাশিত হয় (দ্র. মার্শরিক ১৯২০ খৃ., পৃ. ৪৮৯)। ইহা দারুল-কুতুবের দুইটি পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এ. আর. আন-নাফফাখের সূচার সম্পাদনার জন্য (কায়রো ১৩৭৯/১৯৬০) ছা'লাব ও মুহাম্মাদ ইবন হাবীব-এর সংশোধন সম্বলিত সর্বাঙ্গীক পুরাতন পাণ্ডুলিপি (ইস্তাখুল আসির, Ef. ৯৫০; O. Rescher, in MFOb, ৫খ, ৫১৫) ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, S I, ৪০; (২) ইবন কুতায়বা, পৃ. ৪৫৮ প.; (৩) ইবন রাশীক, উমদা, ২খ, ২৭, ১৯; (৪) ওয়াশশা, পৃ. ৫৪; (৫) আগানী, ১৫খ, ১৫১-৭; (৬) বাস্করী, সিমতুল-লা'আলী, পৃ. ১৩৬, ২৬৪; (৭) হামাসা, নির্ঘণ্ট, কালী, যাকূত।

J. W. Fuck (E.I.2)/পারসা বেগম

ইবনুন-নাঈজার (ابن النظر) : আবু বাক্কার আহ-মাদ ইবন সুলায়মান আল-উমানী; ষষ্ঠ/ষাদশ শতাব্দীতে উমান-এ বসবাসকারী ইবাদী পণ্ডিত (তিনি খারদালা ইবন সামা'আ কর্তৃক নিহত হন)। তিনি ফিক্হ সম্বন্ধীয় কবিতাবলীর সংকলন কিতাবুদ-দাআম-এর প্রণেতা ছিলেন। পুস্তকটির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কায়রোতে হি. ১৩৫১ সনে। তাঁহার অন্য রচনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিতাবু সিলকিল-জুমান ফী সিয়ারি আহলি উমান উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. de C. Motylinski, bibliographie du Mazb, in Bulletin de Correspondance Africaine, ৩খ (১৮৮৫), ১৯, নং ২১; (২) আবদুল্লাহ ইবন হুমায়দ আস-সালিমী, আল-নুমুআতুল-মুরদিয়া, মাজমু সিন্তাতি কুতুব নামক সংকলনে মুদ্রিত, আলজিয়ার্স, n.d. (১৩২৬), ২১৭-৮; (৩) J. Schacht, Bibliothèques et Manuscrits arabites, in R. Afr., c/৪৪৬-৯ (১৯৫৬ খৃ.), ৩৮৩, নং ২৬।

T. Lewicki (E.I.2) আবদুল বাসেত

ইবনুন-নাঈজার (ابن النجار) : মুহিবুল্লাহ ইবন মাফসিন আল-বাগদাদী, ঐতিহাসিক এবং তৎকালীন নেতৃস্থানীয় শাফি'ঈ মুহাদ্দিছ', জন্ম বাগদাদে ৫৭৮/১১৮৩ সালে। তাঁহার পিতা পেশাগতভাবে একজন কাগজ প্রস্তুতকারী ছিলেন। তিনি তাহাকে উসূল ও হাদীছ শিক্ষা দান আরম্ভ করেন; তাহার শিক্ষাদাতাগণের মধ্যে ছিলেন স্কাবুল-যুম্ন আল-কিন্দী, ইবনুল-কুলায়ব, ইবনুল-হাসীন, ইবনুল-জাওযী প্রমুখ।। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর যাবত তিনি প্রাচ্যের সকল মুসলিম দেশ, 'আরব ও মিসর পর্যটন করেন। অতঃপর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখানে নূতন প্রতিষ্ঠিত আল মুস-তানসিরিয়া মাদরাসায় হাদীছের প্রধান শাফি'ঈ অধ্যাপক

ও পরিচালক নিযুক্ত হন। ৬৪৩/১২৪৫ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ইতিহাস, জীবনী, হাদীছ-সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসাবিদ্যা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রেম ও সংসর্গের রীতিনীতি বিষয়ক একুশখানি জ্ঞাত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। এইগুলির মধ্যে শুধু তাহার মদীনার ইতিহাস আদ-দুররাহু'ছ' ছায়াীনা ফী আখবারিল-মাদীনা (الدرة الثمينة في اخبار المدينة) গ্রন্থকানিই পূর্ণাঙ্গ আকারে টিকিয়া আছে। অপর দুইখানি গ্রন্থ, আল-কামাল ফী মারিফাতিল রিজাল (الكمال في معرفة الرجال) ও তারীখ লি-মাদীনাতি'স-সালাম (تاريخ المدينة السلام) শুধু খণ্ডাংশ আকারে পাওয়া যায়।

তাঁহার সহকর্মী স্নাকু'ত আল-হামাবী ও তাঁহার ছাত্র ইবনু'স সা'ঈ তাঁহার পাজিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। স্নাকু'ত তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “সংস্কৃতিবান, ইতিহাস ও সং সাহিত্যের বোদ্ধা, উৎসাহী সমঝদার, একজন অতি চমৎকার আলাপী ও বজা এবং সুন্দর কবিতা রচয়িতা” (ইরশাদ, ৭খ, ১০৩)। তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার তিন হাজার পুরুষ ও চার শত নারী শাগরিদ (مشيخة) ছিল (যাহাবী, ছফফাজ, ৪খ, ২১৩)। ইতিহাস গ্রন্থসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য ইবনু'ন-নাভাহ্‌র মূল লেখকগণের সহস্রলিখিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতেন। সমসাময়িক কালের জ্ঞানী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গে তিনি প্রচুর প্রত্নালাপ করিতেন এবং তথ্য সরবরাহকারী পণ্ডিতগণের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবার জন্য ব্যাপকভাবে সফর করিতেন।

ইবনু'ন-নাভাহ্‌র-এর বাগদাদের ইতিহাস, যাহা আল-খাতীব প্রণীত গ্রন্থের একটি পরিশিষ্ট (ذيل), আস-সা'ঈ (মু. ৬৭৪/১২৭৫-৬), ইবনু'ল-ফুওয়াজী (মু. ৭২৩/১৩২৩) ও ইবনু' রাফি' (মু. ৭৭৪/১৩৭২-৩) কর্তৃক পরিসমাপ্ত হয়। রিজাল বিষয়ে রচিত তাহার গ্রন্থখানি ইবনু কিলিছ (Kilic) (মু. ৮৫২/১৩৬০-১), হাফিয আয-যাহাবী (মু. ৭৪৮/১৩৪৭-৮) ও হাফিয ইবনু হাজার (মু. ৮৫২/১৪৪৮-৯) কর্তৃক পরিসমাপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত : (১) ইবনু'ল ইমাদ, শায'রাত, ২খ, ২২৬; (২) ইবনু'ল-ফুওয়াজী, হাওয়াদিছ, পৃ. ২০৫; (৩) ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৬খ, ২৮-৯; (৪) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ৫২২; (৫) Wustenfled, Geschicht-schreiber, পৃ. ১২২-৩; (৬) Brockelmann, পরি. ১, ৩৬০; (৭) Hammer-Pugr stall, Literaturges- chichte, ৭খ, ৩৫৭; (৮) Cl. Huart, Histoire, প্যারিস ১৯০১ খৃ., পৃ. ২২৯। আরও উদার আলোচনার জন্য দ্র. (৯) C. E. Farah, Ibt al-Najjar a neglected Arabic Historian, JAOS- এ, ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২২০-৩০।

C. E. Farah (E.I.2)/ হুমায়ুন খান

ইবনুন-নাভাহ্ (ابن النطاح) : আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সা'লিহ ইবনু মিহ্রান আন-নাভাহ্, মুহাম্মাদিছ, কুলজীবীদ ও ঐতিহাসিক (মু. ২৫২/৮৬৬ সন)। তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জ্ঞানা যায়; তবে তাঁহার নিস্বা (আল-বাসুরী) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনায় জন্য তিনি বাগদাদ সফর করিতেন।

ইবনু'ন-নাভাহ্ ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকতর গৌরব অর্জন করেন। তাহার নির্ভরযোগ্য সূত্রের মধ্যে ছিলেন আল-ওয়াকিদী, আল-মাদাইনী ও আবু উবায়দা মা'মার ইবনু'ল-মুছান্না। তাহার লুগু গ্রন্থ কিতাবুদ (অথবা আখবারুদ)-দাওলাতি'ল 'আব্বাসিয়া'র কল্যাণে পরবর্তী জীবনীকারগণ তাহাকে 'আব্বাসীদের বংশ ইতিহাসের অন্যতম পথিকৃৎ গ্রন্থকার বলিয়া বিবেচনা করেন। উল্লিখিত গ্রন্থটি তাহার মৌলিক রচনা হউক অথবা F. Rosenthal-এর ধারণামতে তাঁহার শিক্ষক রচিত একটি পূর্ববর্তী গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণ হউক, ইহা নিশ্চিত যে, ইবনু'ন-নাভাহ্‌ই প্রথম 'আব্বাসী বংশের ইতিহাসের রূপরেখা ও কাঠামো প্রদান করেন এবং তাঁহার গ্রন্থ উত্তরসুরিগণের যাত্রাপথ প্রদর্শন করে। এতদ্ব্যতীত ইবনু'ন নাভাহ্‌ কতিপয় ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক ও কুলজীবী সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যাহা ইবনু'ন-নাদীম-এর ফিহরিস্ত-এ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সম্ভবত মদীনার উৎকর্ষাদি ও ইমরাতুল্লি সম্পর্কীয় একটি পুস্তকের প্রণেতা। তবে তাঁহার কোন গ্রন্থই বিদ্যমান নাই এবং ইহা ভাৎপর্যপূর্ণ যে, পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকগণ কদাচিৎ তাঁহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন বা তাঁহার গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. উদা, তাবারী, ৩খ, ২৭৬; আল-ইকুদু'ল ফারীদ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১খ., ২৭৮)। অবশ্য আ. আদ-দুরী বলেন, ইবনু'ন-নাভাহ্‌ সম্ভবত 'আব্বাসীগণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আখ্বাবুল-ল-আব্বাস ওয়া বিলাদিহি-এর প্রণেতা, যাহা পাণ্ডুলিপি আকারে বাগদাদে Institute of Higher Islamic Studies-এর পাঠাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহার প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাগুলি লুপ্ত (২০৪ ফলিও বিদ্যমান) এবং ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থটি আল-'আব্বাস ও তাঁহার বংশধর 'আব্বাসীগণের একটি জীবনীমূলক বর্ষপঞ্জী। পাণ্ডুলিপিটির আকস্মিক পরিসমাপ্তিতে বুঝা যায়, ইহা অসম্পূর্ণ। যাহা হউক, নিশ্চিতভাবে ইবনু'ন-নাভাহ্‌-এর প্রতি এই গ্রন্থের আরোপ হইবে দুঃসাহসিক। কারণ তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য অতি সামান্য এবং এই পাণ্ডুলিপিসমূহ সিদ্ধান্তও পর্যাপ্ত নহে।

হাদীছ-বিদরূপে ইবনু'ন-নাভাহ্‌ মুহাম্মাদিছ-মঞ্জলীতে সুপরিচিত ছিলেন যাহারা তাহাকে নির্ভরযোগ্য (ছিকা) মনে করিতেন। এই রায় একজন পথিকৃৎ ঐতিহাসিকরূপে তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

মুসলিমগণের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইবনুন-নাভাহ্‌-এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাহার সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা বিষয়কর। তাহার জীবন সম্পর্কে নির্দেশনা অত্যন্ত বিরল, তথাপি মাসুউদী'র গ্রন্থকারপঞ্জীতে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (মুরূজ, সম্পা. অনু. Pellat. শা. ৮)। তিনি সাখাবীকৃত ঐতিহাসিকগণের তালিকা (প্রধানত মাসুউদী'র তালিকা হইতে উদ্ধৃত, যদিও বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত)-তেও অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) F. Rosenthal, History, 430 ('আরবী অনু. পৃ. ৬৮৬); (২) ফিহরিস্ত, পৃ. ১০৭; (৩) হাজ্জী খালীফা, ১খ., ২৮৩; (৪) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ৫খ., ৩৫৭-৮; (৫) আয-যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, ৩খ., ৬৪৪; (৬) ঐ লেখক, আল-মুশ'তাবাহ, কায়রো ১৯৬২ খৃ., ১খ., ৭৪; (৭) ইবনু হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৯খ., ২২৭; (৮) ঐ লেখক, লিসানুল মীযান, হায়দরাবাদ, ৬খ., ৬৯৩; (৯) ঐ লেখক, তাক্‌রীকুত তাহযীব, মদীনা ১৯৬০ খৃ., ২খ., ১৭০-১। আধুনিক উৎসসমূহ : (১০) G. Levi Della Vida, Les Livres des

chevaux, লাইডেন ১৯২৮ খৃ. (Publication de la fondation De Goeje, ৩৪ খ., ৮); (১১) Brockelmann, SI ২১৬; (১২) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, লাইডেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৭৯, ৩৩৭, ৩৯৯ (?) ৪৩০ ('আরবী অনু. স. আল-আলী, মূল্যবান সংযোজনসহ, পৃ. ১২৭, ৫৪৮, ৬৪২, ৬৯৭); (১৩) আ. দুরী ضوء جديد in bull. Coll. arts and science, ii (১৯৫৭ খৃ.), ৬৫; (১৪) আ. আযযাবী, আত্-তা'রীফ বিল-মুআররিখীন ফী আসরি'ল মুগল ওয়াত্-তু'করমান, (التعرف بالمؤرخين في عصر المغول والتركمان), বাগদাদ ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৩৮-৯।

F. Omar (E.I.2)/ আবদুল বাসেত

ইবনুন-নাদীম (ابن النديم) : আবুল-ফারাজ মুহাম্মাদ ইবন আবী য়াকুব ইসহাক আল-ওয়্যাররাক আল-বাগ্দাদী, সুবিখ্যাত কিতাবুল-ফিহরিস্ত গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা 'আরবী গ্রন্থসমূহের একখানি নির্ঘণ্ট যাহার রচনা স্বয়ং লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী (পৃ. ২, ছত্র ১২; ৩৮, ২৮, ৮৭, ১৯; আরও তু. ১৩২, ৭ ও ২১৯, ৭) ৩৭৭/৯৮৭-৮ সালে সমাপ্ত হয়। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। ইবনুন-নাঈজার-এর যায়ল তারীখ বাগ্দাদ অনুযায়ী (দ্র. Flugel সংস্করণ, ১খ, ১২, টীকা ২) তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ২০ শাবান, ৩৮৫/১৭ সেপ্টেম্বর, ৯৯৫ এবং অন্যদের মতে ৩৮৮/৯৯৮ (দ্র. ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ৫খ, ৭২, সেইখানে ৩৮, সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ); ৩৮৫ হি. পরবর্তী তারিখসমূহ (যথা ৮৭, ৬; ১৬৯, ১৩, উভয়ই হস্তলিখিত খণ্ড B-তে নাই) অনুলিপিকারগণের সংযোজন; তু. ১৯৩, ১৭ সেইখানে লেখক তৎকৃত গ্রন্থ তালিকাতে শূন্য স্থানসমূহ পূরণের জন্য পাঠকগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। ২৩৭, ৬-এ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৩৪০/৯৫১-২ সালে তিনি জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। তাহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, তাঁহার জন্ম ৩২৫/৯৩৬-৭ সালের পরে হইতে পারে না। তাঁহার পারিবারিক পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাঁহাকে ইসহাক (দ্র.) ইবন ইবরাহীম আল-মাওসিলী আন-নাদীম-এর সঙ্গে বা আল-বালায়ুরীর জনৈক ছাত্র যাহা ইবনুন-নাদীমের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। তাঁহার উপনাম আন-নাদীম (অর্থাৎ রাজ্যের কোন আমীর উমারার, এমনকি স্বয়ং খলীফার সহচর) দ্বারা কাহার প্রতি-নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাও জানা যায় না। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায়ই একজন পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন (ওয়্যাররাক = وراق) যিনি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি করেন এবং সেইগুলি বিক্রয় করেন (দ্র. Dozy, দ্র. পৃ. ৩০৩, ২৪; ৩১৮, ৭, ৩৫১, ১৪)। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন (দ্র. যথা পৃ. ৩৩৭, ২৬ প.; ৩৪৯, ৭ যেইখানে দারুন্ন-রুম দ্বারা বাগদাদ শহরের বায়যানটায়গণের অধ্যুষিত এলাকা বুঝান হইয়াছে)। তিনি কখনও কখনও মাওসিলে অবস্থানের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৮৬, ১২; ১৯০, ২; ২৫৬, ২৫; ও সম্ভবত ১৯৭, ৪; কেননা তুসীর মতে পৃ. ২৭১, আস-সাফওয়ানী মাওসিলের অন্যতম কাযী ছিলেন)। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে তিনি আস-সীরাফী (দ্র.) মৃ. ৩৬৮/৯৭৮-৯), আলী ইবন হারুন ইবনিল-মুনাঈজিম (মৃ. ৩৫২/৯৬৩) (পৃ. ১৪৪, ১১) ও দার্শনিক আবু সূলায়মান আল-মানতিকী (দ্র.) (পৃ. ২৪১, ১৩)-র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হাদীছও শ্রবণ করিতেন (২৪, ১৪ ইত্যাদি)। তিনি 'ঈসা ইবন 'আলী (জ. ৩০২/৯১৪-৫, মৃ. ৩৯১/ ১০০০-১)-এর পরিমণ্ডলীর

অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই 'ঈসা বানুল-জাররাহর মহান উযীর" 'আলী ইবন 'ঈসা (দ্র.)-এর পুত্র ছিলেন, যিনি যুক্তিবিদ্যা ও গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয় বিজ্ঞানসমূহে (العلوم القديمة) প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন (পৃ. ১২৯)। তাঁহার বাড়ীতে ইবনুন-নাদীম খৃষ্টান দার্শনিক ইবনুল-খাম্মার (পৃ. ২৪৫, ১২)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। ইহাদের সহিত, যাহাদের কেহই গৌড়াপন্থী সুন্নী ছিলেন না, তিনিও দর্শনশাস্ত্র ও বিশেষ করিয়া দর্শনের প্রতি ও বিশেষত আরিস্তু (এরিস্টোটল) (দ্র. ২৪৭, ৪-১৪) এবং সাধারণত বিজ্ঞানসমূহের প্রতি তাহাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মীয় সহনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যে শী'আপন্থী ছিলেন উহা তাঁহার জীবনীকারগণের (ইবন হাজার, I. c.) দৃষ্টি এড়াই নাই। তিনি শী'ঈ-র পরিবর্তে খাস্-সী, সুন্নী-র পরিবর্তে আল-হাশ্বি'য়্যা [আম্মী (পৃ. ২৩৩, ২), "সুন্নীগণ"-এর জন্য পৃ. ২১, ১৬; ১৭৯, ১০; ২৩১, ২২], আহলুল-স-সুন্না-র পরিবর্তে আহলুল-হাদীছ (পৃ. ২২৫, ১) শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। শী'ঈ ইমামগণের ও আহলুল-বায়ত-এর নামের পরে তিনি রাসূলগণ-এর নামের সঙ্গে ব্যবহৃত প্রশস্তি অর্থাৎ 'আলায়হিস-সালাম ব্যবহার করেন (১৭৩, ৩; ২২০, ১৬; ২২২, ৬; ২৩৫, ১২)। তিনি ইমাম আর-রিদ্বাকে মাওলানা (২২১, ৬) বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি দাবী করেন যে, আল-ওয়াকি'দী (দ্র.) শী'ঈ ছিলেন, কিন্তু সেই সত্যটি তাকি'য়্যা দ্বারা (৯৮, ২১) গোপন করেন। অধিকাংশ (গৌড়াপন্থী) "হাদীছ-বেত্তা" যাদুদিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি দাবী করেন (পৃ. ১৭৮ প.; ১৯৪, ১৫)। মু'তামিলীগণকে তিনি বলিয়াছেন আহলুল-আদল (পৃ. ১৮০, ২২), আশ্'আরীগণকে বলিয়াছেন আল-মুজাবিরা (পৃ. ১৭৯, ১০; ১৮০, ৭; ১৮১ ছত্র ২, ৫, ২২; তু. আল-ইজ্বার, পৃ. ১৮১, ৬)। তিনি যে ইমামিয়া (ইছনা 'আশারিয়া বা বার ইমামে বিশ্বাসিগণ) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সাব্ব'ইয়্যগণের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণাবোধ হইতে (পৃ. ১৮৯, ১০) এবং তাহাদের ইতিহাস রচনাকালে তিনি যেইসব সমালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে (পৃ. ১৮৬, ২৫ এবং ১৮৮, ৩০)। তিনি বলিয়াছেন যে, জনৈক শাফি'ঈ মনীষী গোপনে ইমামী ছিলেন। তিনি তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শী'ঈগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা: ইবনুল-মু'আল্লিম (দ্র. আল-মুফীদ, দা'ঈ ইবন হাম্দান, পৃ. ১৯০, ২ ও লেখক খুশুকুনাজ (sic!) (পৃ. ১৩৯, ২৪)। সেই একই পরিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন য়াকুবী (Jacobite) যাহা ইবন 'আদী (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩), যিনি 'ঈসা ইবন 'আলীর দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন এবং পেশাগতভাবে ইবনুন-নাদীম-এর ন্যায় একজন পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিকার ও পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন (পৃ. ২৬৪, ৮)।

ফিহরিস্ত গ্রন্থখানি, উহার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা অনুযায়ী 'আরবী ভাষায় 'আরব বা অনারব লেখকগণের রচিত সকল গ্রন্থের নির্ঘণ্টরূপে রচনা করা হইয়াছে। ইহা দুই সংস্করণ বা সংশোধন দ্বারা মূল্যায়িত পাঠ আকারে পাওয়া যায়, উভয় সংস্করণের কাল ৩৭৭/৯৩৮ সন। বড় সংস্করণটিতে দশটি 'আলোচনা (مقالات) রহিয়াছে। উহাদের প্রথম ছয়টিতে ইসলামী বিষয়ে রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে (১) মুসলমান, যাহুদী ও খৃষ্টানগণের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা; তবে কুরআন ও কুরআন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রসমূহের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে; (২) ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব, (৩) ইতিহাস, জীবনী, কুলজী ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ, (৪) কাব্য, (৫) ধর্মতত্ত্ব (كلام), (৬) আইন (فقه) ও হাদীছ। শেষ চারটি

আলোচনাতে ইব্বনু-নাদীম কৃতীত অন্যান্য বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে, যথাঃ (৭) দর্শন ও “প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহ”, (৮) কিংবদন্তী, উপকথা, যাদুবিদ্যা, সম্মোহন ইত্যাদি, একেশ্বরবাদী নহে এইরূপ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস (مقالات) (যথা সার্বিস্ট, মানী ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ও চৈনিকগণ সম্বন্ধে আলোচনা); (৯) আল-কেমী। সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানিতে রহিয়াছে (ভূমিকা ও লিপিসমূহ এবং বিভিন্ন বর্ণমালা বিষয়ে লিখিত প্রথম আলোচনার প্রথম অধ্যায় ব্যতীত) শুধু শেষ চারিটি আলোচনা, অন্য কথায় গ্রীক, সিরীয় ও অন্যান্য ভাষা হইতে ‘আরবী অনুবাদসমূহ ও সেই সব অনুবাদ গ্রন্থের আদর্শ রচিত অন্যান্য ‘আরবী গ্রন্থ। বৃহৎ সংস্করণখানির প্রথম অর্ধাংশ (পৃ. ২-১৭২, ৭. Flugel) পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে, P-Paris (de Slane নং ৪৪৫৭) ৬১৭/১২২-১ সালে লিখিত এবং B-Chester Beatty, A. J. Arberry কর্তৃক Islamic Research Association Miscellany-তে, ১খ. (I. R. A. সিরিজ নং ১২, ১৯৪৮ খ., ১৯-৪৫); (B-তে শুধু পৃ. ২-১৭২ (Flugel)-এর পাঠই নহে কিছু সংখ্যক পাঠ হারাইয়া যাইবার ফলে পৃ. ১৪, ২২০-২৯, ১৩ বাদে), বরং পঞ্চম আলোচনার শুরু অংশও রহিয়াছে, যেখানে আন-নাশি’ল-কাবীর (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রথম ভাগের পাঠও দেওয়া আছে। বৃহত্তর সংস্করণের দ্বিতীয় অর্ধ (পৃ. ১৭২, ১১-৩৬০, Flugel) পাণ্ডুলিপি আকারে S-ইস্তাখুল-এ রক্ষিত আছে, সেহিত ‘আলী পাশা ১৯৩৪ খ. (দ্র. H. Ritter, Isl.-এ, ১৭খ, ১৫-২৩)।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানি (পৃ. ২-২১, ২৩ ও ২৩৮, ৫-৩৬০, Flugel) রক্ষিত আছে হস্তলিখিত K-ইস্তাখুল-এ, Koprulu ১১৩৫, ৬০০/১২০৩-৪ সালে লিখিত (দ্র. Ritter, l. c.) যিনি দেখাইয়াছেন যে, Flugel-এর পাণ্ডুলিপিসমূহ H, V ও C প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইস্তাখুল পাণ্ডুলিপিসমূহ হইতে গৃহীত। বৃহৎ সংস্করণটির মুখবন্ধ ও সূচীপত্র Flugel-এর পৃ. ২-৪, ৬-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মুখবন্ধে Flugel-এর পাঠের পৃ. ২, ৯-এর পরিবর্তে পাওয়া যায়ঃ “ইহা গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয়গণের রচিত প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহের, যে সমস্ত গ্রন্থ ‘আরবী ভাষায় ও ‘আরবী লিপিতে (অনুবাদের মাধ্যমে) পাওয়া যায়, উহাদের একটি তালিকা-গ্রন্থ” এবং উহার সূচীপত্রও সেই অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে প্রণয়ন করা হইয়াছে। উভয় ভূমিকারই তারিখ এক, ৩৭৭/৯৮৭-৮, তথাপি Ritter-এর ধারণামতে সংক্ষিপ্তখানিই হয়ত বা প্রথম সংস্করণ এবং মুদ্রিত পাঠ পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে, বিশেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি S, যেমন উহাতে বহু শূন্য স্থান রাখা হইয়াছে যাহাতে পরে তারিখ, নাম, বইয়ের নাম, এমনকি সম্পূর্ণ প্রবন্ধও সংযোজন করা যায়, তাহা হইতে মনে হয় যেন উহা একখানি অসম্পূর্ণ খসড়া। উভয় মুখবন্ধেই আন-নুফুস (النفوس) শব্দটির (পৃ. ২, ৫) পরে নিম্নলিখিত উৎসর্গীকরণ (Flugel ইচ্ছাকৃতভাবেই উহা বাদ দিয়া গিয়াছেন, দ্র. ২খ, ১) পাওয়া যায়ঃ আতালাদ্বাহ্ব বাকাআ’স-সায়িদি’ল-ফাদি’ল (أطال الله بقاء) (السيد الفاضل), যাহা হয়ত ‘সৈদা ইব্বন ‘আলীকে (তু. ২২৪, ৬) কিংবা হয়ত দার্শনিকগণের পরিমণ্ডলীর অপর কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নির্দেশ করিয়া থাকিবে। হাজ্জী খালীফা (২খ, ২১১) সংক্ষিপ্ত সংস্করণখানিকে “ফাওযুল-উলুম” (فوز العلوم) এই নামে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উহাতে পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এই সকল বিজ্ঞানে “সাফল্য লাভের” প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে এবং উহা সহজ সরল ‘নির্বন্ধ’ অপেক্ষা বেশী উপযোগী।

দুই সংস্করণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তফাতও রহিয়াছে। শেষের পাঁচটি আলোচনা পূর্ববর্তীগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তারিত; সেইগুলিতে দর্শনের উৎপত্তি, আফলাতুন (Plato) ও আরিস্তু (Aristotle)-এর জীবনী, আলফ লায়লা ওয়া লায়লা বা আরব্যা উপন্যাস-এর উৎস, পিরামিড ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। মানীদের (Manichaeans), সার্বিস্টদের ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বিষয়ে লিখিত পরিচ্ছেদে তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত অতি মূল্যবান তথ্যাদি রহিয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি ক্ষতিকর যাদু, নির্দোষ যাদু, ইন্দ্রজাল, কুসংস্কার ও আলকেমী বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। অপরদিকে প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদকে গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সেইগুলিতে আলোচনাধীন লেখক বা কবির রচনাবলীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনীমূলক স্বল্পতম তথ্যমাত্র সংযোজিত হইয়াছে। স্বয়ং পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন বলিয়া তিনি প্রধানত এবং সর্বোপরি বই সম্বন্ধেই অধিক আগ্রহী ছিলেন, লেখক সম্বন্ধে নহে। উহার বিশেষ করিয়া আরও একটি কারণ থাকিতে পারে যে, সেই সময়ে কবি ও লেখকগণের জীবনীমূলক গ্রন্থ (طبقات) ইতোমধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তিনি শুধু সেই সমস্ত গ্রন্থই তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যেইগুলি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা যেইগুলি সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি প্রত্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রায়শ তিনি গ্রন্থের আকার উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আধুনিক কবিগণের পরিচ্ছেদে যেইখানে তিনি প্রত্যেক কবির নামের সঙ্গে তাঁহার দীওয়ান-এর পৃষ্ঠা সংখ্যাও (কোন আকারের কাগজের পৃষ্ঠা ও ছত্র সংখ্যা কত তাহার উল্লেখসমেত) সংযোজন করিয়াছেন। ইহা তিনি এইজন্য করিয়া থাকিবেন যে, অনেক লিপিকার প্রায়শ ক্রেতাগণের নিকট অসম্পূর্ণ কপি বিক্রয় করিয়া প্রতারণা করিত (পৃ. ১৫৯, ১৭ প.)। অনেক সময়ে তিনি বিখ্যাত লিপিকারগণ (calligraphers) কর্তৃক লিখিত কপিসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমনঃ ইব্বন’ল-কুফী, ইব্বন মুকলা, আবু’ত-ভায়্যব, আবু’শ-শাফি’ঈ, আত-তিরমিযী (পৃ. ৬১, ৫), ইব্বন ‘আয্হার, যিনি তৎকালীন আধুনিক কবিতা গ্রন্থের অনুলিপিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন (পৃ. ১৬০-৩) ও অন্যগণ। তিনি গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তি, তাহাদের গ্রন্থাগারসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৪০, ১৮ প., ২৬৫, ২৩) এবং একটি গ্রন্থ নিলামের ঘটনা (পৃ. ২৫২, ২৭ প.) ও পুস্তক ব্যবসায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৭০, ৫ ও ৮; ৭৭, ১৪; ৭৯, ২৩; ২৭১, ৫; ৩৫৯, ২০)। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে (পৃ. ৪, ৭-২১, ২৪) তিনি ‘আরব ও অনারব ১৪টি জাতির বর্ণমালা, তাহাদের লিখন পদ্ধতি এবং লেখার কলম ও বিভিন্ন ধরনের কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

রচয়িতা ইমামী ছিলেন বলিয়া ফিহরিস্ত গ্রন্থে এমন কিছু মন্তব্য রহিয়াছে যেইগুলি গৌড়াপন্থী পাঠকগণের প্রতি আঘাতস্বরূপ হইতে পারে। যেমন তিনি দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মু’তামিলী মতবাদ ওহীর মাধ্যমে লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. Arberry, l. c., পৃ. ২৯)। কাজেই বিশ্বয়ের কিছু নাই যে, একেবারে আদি উদ্ধৃতিসমূহ আত-তুসী (দ্র.) বিরচিত ফিহরিস্ত ‘কুতুবী’শ-শী’আ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আত-তুসীর এক পুরুষ আপে ফিহরিস্ত-এর একখানি নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন আল-ওয়ায়ীর আল-হুসায়ন ইব্বন’ল-‘আলী আল-মাগরিবী [দ্র.] (মু. ৪১৮/১০২৭), যিনি আল-হাকিম-এর জনৈক উঘীরের পুত্র ছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁহারও

প্রবল শী'আ অনুরাগ ছিল। প্রথম চারিটি আলোচনা সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করেন যাকূত (মৃ. ৬২৬/১২২৮); তিনি তাঁহার ইরশাদুল-আরীব-এ (দ্র. Bergstrasser, ZS-এ, ২খ, ১৮৫) আল-মাগ'রিবীর সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইবনুন-নাদীম-এর স্বহস্তে লিখিত কপিও ব্যবহার করিয়াছেন যদ্বারা একেবারে সহজে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি এমন কোন একখানি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন যেইখানি B ও S পাণ্ডুলিপি ও Flugel-এর সংস্করণের ন্যায় (দ্র. ১খ, ১৫ প. ও Ritter, l. c., পৃ. ২২ প.) লেখকের স্বহস্তে লিখিত কপির প্রতিলিপি (حكاية) বুঝাইবার জন্য করা হইয়াছিল। আভিধানিক আস-সাগানী (মৃ. ৬৫০/১২৫২) তৎকৃত 'উবাব (দ্র. খিয়ানাতুল-আদাব, ৩খ., ৮৩) গ্রন্থে অনুরূপ দাবি করিয়াছেন। ফিহরিস্ত গ্রন্থখানি ইবনুল-কিফ্তী, ইবন আবী উসায়বি'আ, ইবন হাজার, হ'জ্জী খালীফা ও অনারাত্তাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইবনুন-নাদীম ইহা ছাড়াও কিতাবুল-আওসাফ ওয়া'ত-তাশ্বীহাত (ফিহরিস্ত, পৃ. ১২, ২) রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইখানি বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীতঃ (১) কিতাবুল-ফিহরিস্ত mit Anmerkungen hrsg. von Gustav Flugel, ২ খণ্ডে, লাইপযিগ ১৮৭১-৭২ খৃ.; পুনর্মুদ্রণ : (ক) কায়রো ১৩৪৮ হি. (উহাতে Houtsma কর্তৃক WZKM-এ, ৪খ, লাইডেনে রক্ষিত খণ্ডাংশগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; (খ) বৈরুত ১৯৬৪ খৃ.; R. Tajadod কর্তৃক ফারসী অনু. তেহরান ১৯৬৫ খৃ.; (২) J. Fuck, Neue Materialien zum Fihrist, ZDMG-তে, ৯০খ, ২৯৮-৩২১; (৩) ঐ লেখক, Some hitherto unpublished texts on the Mutazilite movement (পাণ্ড. B হইতে), Prof. M. Shafi Presentation volume-এ, Lahore ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৫১, ৭৬; (৪) A. J. Arberry, New Material in the Kitab al-Fihrist, in Islamic Research Association Miscellany, ১৯৪৮ খৃ., ১খ, পৃ. ৩৫-৪৫ (পাণ্ড. B হইতে 'আল-জাহিজ' বিষয়ক নিবন্ধ); ফিহরিস্ত-এর কিছু কিছু দীর্ঘ অধ্যায় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন; (৫) A. Muller, Die griechischen Philosophen in d. arab. Überlieferung, Halle ১৮৭২ খৃ.; (৬) H. Suter, Das Mathematikerverzeichnis im Fihrist, Abhandlungen zur Gesch. d. math. Wiss.-এ, ৬খ., (১৮৯২ খৃ.); (৭) ঐ লেখক, ঐ, ১০খ. (১৯০০ খৃ.) ও ১৪খ., ১৯০২ খৃ.; (৮) M. Steinschneider, Die arabischen Übersetzungen a. d. Griech. (দ্র. ZDMG, ১খ, ৩৭১); (৯) Kessler, Mani, বার্লিন ১৮৯৮ খৃ., ১খ, ৩৩১ প.; (১০) Berthelot, La chimie au moyen-age, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ., ৩খ, ২৬ প.; (১১) G. Ferrand, Relation de voyages etc., ১৯১৩ খৃ., ১খ, ১১৮-৩৬ (বরাতসমেত, পৃ. ১৬ ও পৃ. ৩৪৫, ২০ প., Flugel); (১২) J. Fuck, The Arabic Literature on Alchemy..., Ambix-এ, ৪খ (১৯৫১ খৃ.), ৮১-১৪৪। আরও দ্র.; (১৩) Brockelmann, ১খ, ১৪৭; পরি. ১, ২২৬।

J. W. Fuck (E.I. 2)/ছামাযুন খান

ইবনুন-নাফীস (ابن النفيس) : তাঁহার পূর্ণ নাম 'আলা'উ'দ-দীন আবুল-আলা' 'আলী ইবন আবি'ল-হ-হারাম ইবনুন-নাফীস আল-কুরানী আদ-দিমাশকী। তিনি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যুর সন-তারিখ ব্যতীত তাঁহার জীবনের অল্প ঘটনা জানা যায়। কারণ তাঁহার সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও ইবন আবী উসায়বি'আ তাঁহার লিখিত চিকিৎসকদের ইতিহাসে গ্রন্থে ইবনুন-নাফীসের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আল-'উমারী ও আস-সাফাদী তাঁহার জীবনের কিছু ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যক্তিগত স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। দামিশক অথবা উহার আশেপাশের কোন স্থানে তিনি জনগ্রহণ করেন (সম্ভবত আল-কুরাশিয়া থামে)। দামিশকে তিনি মুহায্বিবু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহীম ইবন 'আলীর অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তাঁহার এই উস্তাদ মুহায্বিবু'দ-দীন 'আদ-দাখওয়্যার' নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি নিজে ইবনু'ত-তিলমীয (দ্র.)-এর কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হন, যাঁহাদের অনেকে বাগদাদ ও দামিশক হইতেও আগমন করেন (তাঁহার মৃত্যু সন ৬২৮/১২৩০, ইবন আবী উসায়বি'আ, ২খ, ২৩৯-৪৬)। ইবনুন-নাফীস চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এক সময় তিনি কায়রো গমন করেন এবং সেইখানে তাঁহাকে মিসরের প্রধান চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হয়। সুলতান প্রথম বায়বারস (দ্র.)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মর্যাদাও তিনি সেখানে লাভ করেন। অনুমান করা হয় যে, তিনি নাসি'রী হাসপাতালে নিযুক্ত ছিলেন এবং এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দান করেন। এই ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন ইবনুল-কুফফ (Brockelmann, l, 649; S I. 899), যিনি শল্য চিকিৎসার উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (দেখুন আল-জাররাহ)। মাসুরুরিয়া মাদরাসায় শাফি'ই আইনের উপর তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণ আবু হ'য়ান আল-গার্নাতী (দ্র.) যুক্তিবিদ্যায় তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতির উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ভাষাতত্ত্ববিদ ইবনুন-নাহ্‌হাস (দ্র.) তাঁহার ব্যাকরণ রচনা পদ্ধতির অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি বিপুল বিস্তারিত অধিকারী হন এবং তাঁহার নিজের জন্য কায়রোতে একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। চান্দ্র মাসের হিসাবে প্রায় ৮০ বছর বয়সে তিনি ২১ যু'ল-কা'দা, ৬৮৭/১৮ ডিসেম্বর, ১২৮৮ তারিখে কায়রোতে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদ, ধন-সম্পদ ও গ্রন্থরাজি সুলতান কালাউন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সদ্য নির্মাণকার্য সমাপ্ত (৬৮৩/১২৮৪) মানসু'রী হাসপাতালে দান করিয়া যান। রোগীকে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কখনো তাঁহার অভ্যন্ত পদ্ধতি হইতে বিচ্যুত হইতেন না, যতদিন পর্যন্ত রোগীর নিরাময়ের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেন, ততদিন কোন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন না এবং যতদিন পর্যন্ত একটি মাত্র অযৌগিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিজের মনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন, ততদিন কোন যৌগিক ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন না (আল-'উমারী)। চিকিৎসার ব্যাপারে এই সমস্ত আধুনিক ধারণার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং ভক্তজনদের নিকট অত্যধিক প্রশংসিত ও দ্বিতীয় ইবন সীনা নামে আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও ইবনুন-নাফীস বাস্তব ক্ষেত্রে চিকিৎসক অপেক্ষা একজন বিজ্ঞ তাত্ত্বিক হিসাবেই অধিক দক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তথাপি তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা সকলের মনেই রেখাপাত

করে। ইবনু'ন-নাফীসের সাহিত্যকর্ম প্রচুর ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রধানত একজন টীকাকার হইলেও স্বাধীন চিন্তা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ লেখাই তিনি নিজের ধ্যান-ধারণা হইতে লিখিয়াছেন, অন্যের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার ধার করেন নাই। ইহার শক্তিশালী প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় যে, তাঁহার ভাষা বা টীকামূলক রচনা ছাড়া অন্যান্য লেখায় তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে কোন উদ্ধৃতি বা তাঁহাদের উল্লেখ নাই বলিলেই চলে।

তাঁহার এই স্বাধীন চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইল মানুষের শরীরে রক্ত চলাচল সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ। তাঁহার এই মতবাদ তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রচলিত মতবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সেই সময় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গ্যালেন ও ইবন সীনার মতবাদ অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহাদের মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কথাই গৃহীতব্য ছিল না। কেহই তাঁহাদের মতবাদের সমালোচনা করিবার সাহস করিতেন না। ইবনু'ন-নাফীসই প্রথম এই দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। তিনি রক্ত চলাচল সম্বন্ধে এই দুই সর্বজনমান্য বৈজ্ঞানিকের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও যথার্থ নয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

ইবনু'ন-নাফীস তাঁহার 'জারহু' তাশবীহ'ল-কানুন লি-ইবন সীনা' (ইবন সীনার 'কানুন' গ্রন্থের এনাটিম অংশের ভাষ্য) গ্রন্থে এই দুঃসাহসিক মতবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানা চিকিৎসা বিজ্ঞানের শারীরবৃত্ত (Physiology) বিষয়ের দিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গ্রন্থের ৫ জায়গায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল সম্বন্ধে ইবন সীনার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইবন সীনার মত যে গ্যালেনের মতবাদেরই পুনরুক্তি, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদের প্রতিবাদও করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁহার রাসুলের প্রতি সাল্লাত। আমাদের উদ্দেশ্য হইল, সাধ্যমত উত্তম ইবন সীনা (আল্লাহ তাঁহার প্রতি রহম করুন) শারীরতত্ত্বে যে সমস্ত মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলি ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা। তাঁহার কানুন-এর ১ম খণ্ডে ও ৩য় খণ্ডে শারীরতত্ত্ব বিষয়ে যে সমস্ত বর্ণনা রহিয়াছে আমরা সেইগুলি একত্র করিয়া পর্যালোচনা করিয়াছি। ধর্মীয় অনুশাসন ও স্বভাবগত অনুকম্পাই সরাসরিভাবে মানুষের শরীর ব্যবস্থার পথে আমাদের প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমরা শরীরের অভ্যন্তরস্থ গঠন প্রভৃতি অনুশীলন করিতে আমাদের পূর্বে যাহারা এই সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া গ্যালেনের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিয়াছি। আমাদের মতে আল্লাহই ভাল জানেন, হৃৎপিণ্ডের অন্যতম কাজ হইল জীবন-তেজ উৎপাদন করা। এই জীবন-তেজ হইল অতি পরিষ্কৃত রক্ত ও বায়বীয় পদার্থের বিরাট সংমিশ্রণ। সেইজন্য হৃৎপিণ্ডে অতি পরিষ্কৃত রক্ত ও বাতাসের দরকার যাহাতে এই দুইয়ের সংমিশ্রণে জীবন-তেজ উৎপন্ন হইতে পারে, হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে এই সৃষ্টির কাজ হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে ও অন্যান্য যে সব জীবের মানুষের মত ফুসফুস আছে, সেইগুলির হৃৎপিণ্ডে আর একটি প্রকোষ্ঠ থাকা অতীব দরকার যাহাতে রক্ত পরিষ্করণের কাজ চলিতে পারে এবং সেই পরিষ্কৃত রক্ত বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে। কেননা বাতাস যদি ভারী রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে এক রকমের সমজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রকোষ্ঠটি হইল ডান দিককার প্রকোষ্ঠ।

"ডান দিকের প্রকোষ্ঠে রক্ত পরিশোধিত হইয়া বাম দিককার প্রকোষ্ঠে যাওয়া দরকার যেইখান হইতেই জীবন-তেজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে চলাচলের কোন পথ নাই। কেননা হৃৎপিণ্ডের সমস্তটাই জমাট।

অনেকেই যেমন ধারণা করিয়া থাকেন ইহার মধ্যে তেমন কোন দৃশ্য চলাচলের পথ নাই কিংবা গ্যালেন যে অদৃশ্য চলাচলের পথের কথা বলিয়াছেন তেমন কোন অদৃশ্য পথও নাই। আসল ব্যাপারটি অন্যরূপ। হৃৎপিণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত সবই বন্ধ এবং ইহার পদার্থগুলিও খুব পুরু। তাই রক্ত পরিশোধিত হইয়া ফুসফুস-ধমনী (Pulmonary artery)-র মধ্য দিয়া ফুসফুসে গিয়া পৌঁছায়। তাহাতেই ফুসফুসের আয়তন (Volume) বর্ধিত হয় যেন পরিশোধিত রক্ত বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বিন্দু পর্যন্ত পরিশোধিত হয়। এই পরিশোধিত অংশ ফুসফুস-শিরা (Pulmonary vein) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়া যায়। ইহা বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া জীবন-তেজ তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করে। রক্তের যে অংশ ভালভাবে পরিশোধিত হয় না, তাহা ফুসফুসেই থাকিয়া যায় এবং ফুসফুসের পুষ্টি যোগায়।

"এইজন্য ফুসফুস-শিরাতে কঠিন পদার্থের দুইটি স্তর রহিয়াছে যাহাতে ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্ত আরও বিশুদ্ধভাবে পরিশোধিত হয়। ফুসফুস-ধমনীতে অন্যদিকে রহিয়াছে পাতলা পদার্থ, যাহাতে শিরার মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া আসিতে পারে। এইজন্যই দুইটি রক্তকোষের অর্থাৎ ফুসফুস-শিরা ও শিরা মধ্যে বোধগম্য চলাচলের পথ রহিয়াছে।" পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি এই ফুসফুস-ধমনী ও মহাধমনীর (Aorta) বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ফুসফুস-ধমনী মহাধমনী অপেক্ষা ছোট। কেননা শিরাতে থাকে অল্প পরিমাণ রক্ত আর মহাধমনীতে থাকে সেই রক্ত ও বাতাসের সংমিশ্রণ, অন্য কথায় সমস্ত দেহের জীবন-তেজ।

অন্য এক পরিচ্ছেদে তিনি হৃৎপিণ্ডে ৩টি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে বলিয়া ইবন সীনা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইবন সীনা এরিস্টোটলকে অনুসরণ করিয়াই এই মত প্রকাশ করেন। এরিস্টোটলের মতে দেহের পরিমাণ অনুসারে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যার কম-বেশী হয়, ইবনু'ন-নাফীসের কথায় এই মত ঠিক নয়। হৃৎপিণ্ডে মাত্র দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে, একটি থাকে রক্তে পরিপূর্ণ, এইটি রহিয়াছে ডানদিকে আর অন্যটিতে থাকে জীবন-তেজ, এইটি রহিয়াছে বাম দিকে, এই দুইয়ের মধ্যে চলাচলের কোন পথ নাই, তেমন পথ থাকিলে জীবন-তেজের জায়গায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া জীবন-তেজকে নষ্ট করিয়া ফেলিত। পূর্ববর্তী কালের মনীষীদের এই সম্বন্ধে মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আসলে দুই হৃৎপ্রকোষ্ঠের পর্দা (Septum) অন্য স্থানের তুলনায় বেশী ঘন জিনিসে ভর্তি যাহাতে রক্ত বা জীবন-তেজ ইহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে না পারে। যাহারা বলেন যে, এই জায়গায় বহু ছিদ্র রহিয়াছে, তাহারা মারাত্মক ভুল করেন। এই রকম মনে করিবার কারণ হইল প্রাচীন ধারণা—তাহা হইল, ডান দিকের হৃৎপ্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইলে মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। এই ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে রক্ত ডানদিকের প্রকোষ্ঠে উত্তপ্ত হইয়া ওঠে এবং ফুসফুসের মধ্য দিয়া বাম হৃৎপ্রকোষ্ঠে যায়।

বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইবনু'ন-নাফীসের এই মতবাদটি পুরাপুরি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহার আবিষ্কার হিসাবে বিজ্ঞান জগতে তাঁহাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। বস্তুত ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার এই অবদানের কথা প্রচারিতই হয় নাই। ১৯২৪ খৃ. মিসরের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ মুহম্মদ-দীন আত-তাবায়ী তাঁহার ডক্টরেট থিসিসের প্রবন্ধে ইবনু'ন-নাফীসের এই মতবাদের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার

সেই খিসিস কোন বিজ্ঞান পত্রিকায় বা গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত না হওয়ায় বিজ্ঞানী মহলে কোন সাড়া জাগে নাই। অধ্যাপক Max Meyerhof এই প্রবন্ধ দেখিতে পাইয়া এই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হন এবং ১৯৩৩ খৃ. ইবনু-নাফীসের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবার পরই এই দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে রক্ত চলাচলের এই বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ আবিষ্কারের সম্মান দেওয়া হইতেছিল ইংল্যান্ডের ১৭শ শতাব্দীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভেকে (William Harvey, 1568-1657)। হার্ভে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন ১৬১৬ খৃ. এক বিজ্ঞান সভায়। তিনি অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহার মতবাদ ব্যক্ত করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলেন, “আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা এতই অভিনব ও অপূর্ব যে, ইহার জন্য শুধু যে ঈর্ষান্বিত লোকেরা ঈর্ষার রোষানলে পতিত হইবে তাহাই নহে, হয়ত সমগ্র মানবজাতিই আমার শত্রুতে পরিণত হইবে। এই চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছি।”

তাঁহার এই ‘ভয়’ বিনা কারণে নহে। তাঁহার পূর্বে স্পেনের পাদ্রী চিকিৎসক মাইকেল সার্ভিটাস (Michael Servitus) বাইবেলের বাণী The soul is in the blood-এর যথার্থতার প্রমাণ হিসাবে ইবনু-নাফীসের মতবাদ প্রচার করেন, অবশ্য ইবনু-নাফীসের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বাইবেলের দোহাই দিয়া তাঁহার খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ Christeanisms Restetution-এ তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানা ১৫৫৩ খৃ. প্রথমদিকে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মবৈত্তারা ইহার বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁহাদের মতে এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বাইবেল বিরোধী। সেইটা ছিল ইনকুইজিশনের (Inquisition) মূল। ইনকুইজিশনের বিচারকদের আদেশে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইল এবং বিচারে বাইবেল বিরোধী মতবাদ প্রচার করার জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। সেই বৎসরই অক্টোবর মাসে তাঁহাকে স্টেকে (Stake) জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হয় এবং তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার গ্রন্থখানাও পোড়াইয়া ফেলা হয়।

মাইকেলের অবস্থা স্মরণ করিয়াই যে হার্ভে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ১৬১৮ খৃ. তিনি লিখিতভাবে এই মতবাদ প্রকাশ করেন তাঁহার Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis Animalibus গ্রন্থে। তখন ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্টদের (Protestant) প্রবল প্রতাপ। রাজা প্রোটেস্ট্যান্ট, হার্ভে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। এই মতবাদ বাইবেল বিরোধী বলিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টানরা ইহার বিরোধিতা করিলেও প্রোটেস্ট্যান্টগণ হার্ভের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা লইতে সাহস পাইল না; তাই হার্ভে নিঃসঙ্কোচে হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পসার একেবারে কমিয়া গেল। লোকে বলিত, তাঁহার মাথায় ছিট আছে।

হার্ভে ও মাইকেল ছাড়া ইটালীর রিয়াল্ডো কলম্বো (Realdo Colombo) রক্ত চলাচল সম্বন্ধে এমন মতবাদ প্রকাশ করেন তাঁহার De re Anatomica Libri xv গ্রন্থে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৫৫৯ খৃ.। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, খৃ. ১৬শ/১৭শ শতকের এইসব যুরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ইবনু-নাফীসের গ্রন্থের কথা জানিতেন কিনা এবং তাঁহাদের আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি না জানাইয়া ইবনু-নাফীসের মতবাদের স্ব স্ব ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তিমাত্র কি না। মাইকেল তাঁহার গ্রন্থে যে

সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলি ইবনু-নাফীসেরই অনুরূপ। রিয়াল্ডোর ব্যাপারে একই কথা বলা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মনে হয়, তাঁহারা ইবনু-নাফীসের গ্রন্থের কোন ল্যাটিন অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এখন পর্যন্তও কোন ল্যাটিন অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে অধ্যাপক ম্যাক্স মায়ারহফ ও অধ্যাপক মার্টিন প্রেসনার প্রমুখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইবনু-নাফীসের গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব খৃ. ১৬শ শতকে আন্দ্রিয়া আলপালো (Andrea Alpalo) [মৃ. ১৫২০ খৃ.] এই অনুবাদকার্য করিয়াছিলেন। আন্দ্রিয়া ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল সিরিয়াতে বাস করেন এবং ‘আরবী পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান ব্যাপক ভ্রমণ করেন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু ‘আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, যদিও অনেক কয়টি মুদ্রিত হয় নাই।

ইবনু-নাফীস চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, ফিকহ, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই। এখানে তাঁহার কতকগুলি গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা গেল :

১। মূর্জিঘুল-কানুন লি-ইবন সীনা ফি-ত-তিব্ব, ইবন সীনার চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কানুনের সংক্ষিপ্তসার, এই গ্রন্থে কানুন-এর শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শারীরতত্ত্ব (Physiology) অংশ বাদ দিয়া অন্যান্য অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে চিকিৎসকদের জন্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত দরকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। কেননা চিকিৎসা বিষয়ে, বিশেষ করিয়া রোগ ও ঔষধের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ইহাতে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায়। গ্রন্থখানা ৪ খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খিওরী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ২য় খণ্ডে একক ঔষধ ও একাধিক ঔষধের মিশ্রণ ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ৩য় খণ্ডে শরীরের বিভিন্ন অংশের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ সম্বন্ধে এবং ৪র্থ খণ্ডে অন্যান্য রোগের কারণ, লক্ষণ ও সেইগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় ইহার ভাষ্য, প্রতিভাষ্য ও অন্য ভাষায় অনুবাদের বহর হইতে। হাজ্জী খালীফা এই ভাষ্য ও প্রতিভাষ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম ভাষ্য লেখেন আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-হাকিম আশ-শুযায়নী (মৃ. ১২৯১ খৃ.)। তাহার পর ভাষ্য লেখেন জামালু-দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আকসারাঈ (মৃ. ১৩৯৭ খৃ.)। তৃতীয় ভাষ্য লেখেন তায়মূরী নূপতি উলুগ বেগের (মৃ. ১৪৪৯ খৃ.) নিজস্ব চিকিৎসক নাফীসু-দ-দীন ইবন ইবাদ আল-কিরমানী। তিনি কিরমানে লেখা শুরু করেন এবং সামারকান্দে ১৪৩৭ খৃ. তাহা সমাপ্ত করেন। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়া গারদু-দ-দীন আহমাদ ইবন ইব্রাহীম আল-হালাবী ১৫৬৩-৬৪ খৃ. একখানা প্রতিভাষ্য লেখেন। নাফীসু-দ-দীনের ভাষ্য ১৯১০ খৃ. লিখেগ্রাফ মুদ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। ইহা তুর্কী ও হিব্রু ভাষায়ও অনূদিত হয়। আল-মুনিজ নামে আর একখানা ভাষ্য প্রকাশ করেন মাহমুদ ইবন আহমাদ আল-আমবাতী আল-হানাফী ১৫শ শতাব্দীতে। এই ভাষ্যখানা খুব বড়। অন্যান্য সময়েও কতকগুলি ভাষ্য প্রণীত হয়। এইসব ভাষ্যকারের দুইজন হইলেন শিহাবু-দ-দীন ইবন মুহাম্মাদ আল-ঈজী আল-বুলবুলি ও সাদীদু-দ-দীন আল-কাযারনী। কাযারনীর ভাষ্যের নাম হইল আশ-শারহু-ল-মুগনী বা আল-মুগনী ফী শারহি-ল-মুজিব

Compendium Medicine নাম দিয়া মুজিয়ুল-কানুন-এর একখানা ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভব গ্রীস হইতে Seter Ha-Mugiz নামে ইহার একখানা হিব্রু অনুবাদও প্রকাশিত হয়। তুর্কী ভাষায় আরও দুইখানা অনুবাদের কথা জানা যায়। একখানা হইল মুসলিহ-দ-দীন মুসতামা ইবনু'স-সুকরীর (মৃ. ১৫৬১ খৃ.), অন্যখানার অনুবাদকর্তা আহ-মাদ ইবন কামাল। ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানা ১৮২৮ খৃ. হইতে ১৯০৬ খৃ.-এর মধ্যে অন্ততপক্ষে ৬বার লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হয়।

২। কিতাবু'শ-শামিল ফি'ত-তি'ব্ব, ঔষধ সম্বন্ধে ব্যাপক গ্রন্থ। আবু হায়্যানের কথায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঔষধ সংক্রান্ত এই গ্রন্থ তিনি ৩০০ খণ্ডে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষে পরিণত হইত। যাহা হউক, এই ৮০ খণ্ডের সব কয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই, মাত্র ৩ খণ্ড (৩৩শ, ৪২শ ও ৪৩শ খণ্ড) কিছু দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এই ৩ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৯৪, ৯৬ ও ৯৭ এবং এইগুলি গ্রন্থকারের নিজের হাতে লেখা (দেখুন N. Heer. in RIMA, vi (1960), 203-10)। ৪২শ ও ৪৩শ খণ্ড ৬৪১/১২৪৩-৪৪ সনে লিখিত হয়। এই তিন খণ্ড ও আরও দুই খণ্ডের অংশবিশেষ রক্ষিত আছে লোফক ও বডলিয়ন লাইব্রেরীতে (Oxford)।

৩। কিতাবুল-মুখতার। মিনা'ল-আগ-যিয়াঃ (كتاب المختار في الأغذية), খাদ্যসম্বন্ধে পসন্দ-অপসন্দ, বার্লিন সরকারী লাইব্রেরীতে এক কপি রক্ষিত আছে।

৪। রিসালা ফী মানাফি'ই'ল-'আদাইল ইনসানিয়াত, মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য সম্বন্ধে। গ্রন্থখানা কায়রোর লাইব্রেরীতে বর্তমান আছে, গ্রন্থখানা হুমামু'দ-দীন খালীলের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। খুব সম্ভব হুমামু'দ-দীন ছিলেন সুবিস্তানের হাজ্জাবাপি বংশের রাজকুমার।

৫। শারহ ফুসুলি আবকুরাত, হিপোক্রেটসের Aphorism গ্রন্থের ভাষ্য। ইহার অনেক পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

৬। শারহ' তাক'দিমাতি'ল-মা'রিফা লি-আবকুরাত ফি'ত-তিব্ব, হিপোক্রেটসের Prognostics গ্রন্থের ভাষ্য।

৭। শারহ' ওয়াবা' 'আম লি-আবকুরাত, হিপোক্রেটস-এর মহামারী রোগের গ্রন্থের ভাষ্য।

৮। শারহ' রিসালা ইবদিদিয়া লি-আবকুরাত ওয়া তাফসীরি'ল-মারাদিল-কাওয়া'ই'দ, হিপোক্রেটসের রোগের শ্রেণী সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাষ্য।

৯। শারহ' মাসা'ইল ফি'ত-তিব্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে হুনায়ন ইবন ইসহাকের প্রশ্নাবলীর ভাষ্য।

১০। শারহ' ইবদিদিয়া লি-আবকুরাত ওয়া তাফসীরি'ল-সাবাদা'ল-ওয়াফিদ।

১১। কিতাবুল-মুহাযযিব ফি'ল-কুহলঃ চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিশদ গ্রন্থ। চক্ষুরোগ সম্বন্ধে 'আরব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহা বলা যায় না। গ্রন্থখানা বিস্তারিত, তবে অসম্পূর্ণ এবং সংকলন একেবারে মৌলিক নয়। পরবর্তী কালের অনেক গ্রন্থকারই ইহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। যেমন ১৪শ শতাব্দীর মিসরের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী সাদাকা ইবন ইবরাহীম আশ-শাদীলী।

১২। শারহ'ল-কানুন, ইবন সীনার 'কানুন'-এর ভাষ্য। ভাষ্যখানা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থকার মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি এই ভাষ্য প্রণয়নে 'কানুনের' বিষয়সূচীই প্রধানত অনুসরণ করিয়াছেন। তবে প্রথম তিন অধ্যায় হইতে শারীরবিদ্যা বিষয়ে সমস্ত তথ্য একত্র করিয়া অন্য এক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কানুনের ২য় অধ্যায় আল-আদবিয়া আল-মুফরাদের সাধারণ ঔষধের বিষয়ে আলোচনার পর আকরাবাদীন (Pharmacology) অধ্যায়টি সংযোজন করিয়াছেন। এই অধ্যায়টি কানুনের ৫ম অধ্যায়। এইরূপ বিন্যাসে অধ্যায়গুলি আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংযোজিত হইয়াছে বলা চলে। এই ভাষ্যের বিভিন্ন অধ্যায় মোটামুটি স্বতন্ত্রভাবে সংস্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ চিকিৎসাবিদদের প্রয়োজনীয় অধ্যায় খুঁজিয়া লইতে আঁতিপাঁতি করিতে হইত না। ইহার কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি তুরস্কের আয়া সোফিয়া লাইব্রেরীতে বর্তমান রহিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্য যুরোপের রেনেসাঁ যুগের চিকিৎসাবিদ পণ্ডিত আন্দ্রিয়া আলপাগো কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে মুদ্রিত হয় (দেখুন M.T. d' Alvery, in Medloev'o e Rinascimento, studr in onore di Bruno Nardi, i, florence 1955, 195 প.)।

১৩। শারহ' তাশরীহি'ল-কানুন লি-ইবন সীনা, এই গ্রন্থে তিনি রক্ত চলাচল মতবাদ প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, ইবনু'ন-নাফীসের মতবাদের অনুরূপ মতবাদ প্রচারকালে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী চিকিৎসাবিদগণ তাহাদের ধর্মীয় নেতাদের হস্তে নিশ্চীত হইয়াছিলেন। ইবনু'ন-নাফীস তেমন কোন বিরোধিতার সম্মুখীন না হইলেও তাহার এই মতবাদ তাহার সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের মুসলিম জগতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মনে কোন ঔষুক্য জাগায় নাই। তাহার ইহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন—ইহার কারণ জানা যায় না। হয় পূর্ববর্তী গণ্যমান্য বিজ্ঞানীদের প্রতি অতি ভক্তি অথবা ইহার পূর্ব শতাব্দী হইতে মুসলিম বিজ্ঞান জগতে অনুসন্ধিৎসার প্রতি অনীহার যে হিমপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল তাহারই বিমূর্ত্ত প্রকাশ। যতদূর জানা যায়, কানুনের এক অজ্ঞাতনামা ভাষ্যকার (Bibliothèque Nationale Arabe 3772) ইবনু'ন-নাফীসের সহিত একমত পোষণ করেন এবং অন্য একজন অখ্যাত ফাদিলুল-বাগদাদী তাহার কানুনজা গ্রন্থের ভাষ্যে ইহার সমর্থন করেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন খ্যাত-অখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইহা লইয়া কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। শুধু ১৪শ শতাব্দীর মাহ'মুদ ইবন মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩৪৪ খৃ.) তাহার কানুনজা গ্রন্থে এই মতবাদের সমালোচনা করেন এবং ইবনু'ন-নাফীস ইবন সীনার যে সমালোচনা করেন তাহারও প্রতিবাদ করেন (Berlvi Ahlwardt 6294)।

১৪। কিতাবুল-মুহাযযাব ফী তি'বিব'ল-'আয়ন (كتاب المهذب في طب العين, চক্ষুতত্ত্ব (Ophthalmology) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি মুখবন্ধ সমেত দুই খণ্ডে বিভক্ত। মুখবন্ধে গ্রন্থকার মানুষের ও বিভিন্ন জীবজন্তুর চক্ষুর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম খণ্ড দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে তাত্ত্বিক বিষয়, যেমন—দৃষ্টি (vision) এবং চোখের নানা রকম রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অংশে সুস্থ চোখ ও রোগগ্রস্ত চোখের কিভাবে যত্ন লইতে হইবে সেই সম্বন্ধে ব্যবহারিক কার্যনীতি আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কার্যনীতি একত্র করিয়া চোখের বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত রোগ

দেখা দেয় সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা এবং এই সমস্ত রোগে যেসব অবিমিশ্র ও মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে বিষয়গুলির ক্রমিকতা শ্রেণী ও গুরুত্ব অনুযায়ী যেভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসাবিদ হুনায়েন ইবন ইসহাক ও 'আলী ইবন 'ঈসা প্রণীত গ্রন্থের বিন্যাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গ্রন্থখানি সব দিক দিয়াই চিত্তাকর্ষক। প্রথমত মুসলিম জগতের চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা বিশদ ও সম্পূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ইহাতে একজন সুবিখ্যাত তাত্ত্বিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী কর্তৃক চক্ষুরোগের চিকিৎসা বিষয়ে কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও ব্যবহারিক প্রথার প্রবর্তন।

এই পর্যন্ত গ্রন্থখানির তিনখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা পুরাতন পাণ্ডুলিপিখানি *Biblioteca vaticana (Arab. Ms. 307)*-তে রক্ষিত আছে। ইহা লিখিত হয় ৮৫১ হিজরীতে (১৪৪৮ খৃ.) এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬। গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে কিতাবুল-মুহাযযাব ফী তিক্বিল-আয়ন। দ্বিতীয়খানিও *Biblioteca vaticana (sbath MS 17)*-তে রক্ষিত রহিয়াছে। ইহা ১৮শ শতাব্দীতে লিখিত অসম্পূর্ণ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭ মাত্র। এই পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে কিতাবুল-মুহাযযাব ফী হিকমিল-আয়ন। তৃতীয় পাণ্ডুলিপিখানি আছে বার্লিনের *Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz* গ্রন্থাগারে (M 3 or. cet 2365)। এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে কিতাবুল-মুহাযযাব। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৫, ১১১৫/১৭০৪ সালে লিখিত।

১৫। শারহ-মাকাল ফিল-ইশারাতে ইলা ইলমিল-মানতিক লি-ইবন সীনা, ইবন সীনার লজিক সম্বন্ধে গ্রন্থ।

১৬। শারহ-কিতাবিল-হিদায়া লি-ইবন সীনা ফিত-তিব্ব, ইবন সীনার 'হিদায়া' গ্রন্থের ভাষ্য। আবু হায্যান এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। তারীকুল-ফাসাহা-বাগিতার পথ; আবু হায্যানের মতে ইবনু-নাফীস যে ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। খুব সম্ভব এই গ্রন্থখানা সেই ব্যাকরণেরই এক খণ্ড।

১৮। শারহ-ল-লুসূস লি-আবিল-আলা সাইদ, ভাষাতত্ত্ববিদ সাইদ ইবনুল-হাসান আর-রাবায়ী আল-বাগদাদীর ফুসূস গ্রন্থের ভাষ্য।

১৯। শারহ-ত-তানবীহ লি-আবী ইসহাক আশ-শীরাযী ফিল-ফুরা', শীরাজের আবু ইসহাক ইবরাহীম (মৃ. ১২৮৭ খৃ.) মুসলিম আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ তানবীহ-এর ভাষ্য।

২০। মুখতাসারুল-মানতিক (লজিকের সংক্ষিপ্তসার), আবু হায্যান এই গ্রন্থখানার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানা খুব সম্ভব গ্রন্থকারের অন্যতম গ্রন্থ কিতাবুল-উবায়কাতের অন্য নাম অথবা ঐ গ্রন্থেরই ভাষ্য। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার কিতাবুল-উবায়কাতের ভাষ্য; কিন্তু ইহা অন্যান্য ভাষ্যের মত নয়। সাধারণত ভাষ্যে যেসব আঙ্গিক বর্তমান, ইহাতে তাহার অভাব দেখা যায়।

যুক্তিবিদ্যার উপর ইবনু-নাফীসের লেখাসমূহের মধ্যে তাঁহার নিজের গ্রন্থ কিতাবুল-উবায়কাতের উপর লিখিত টীকা বর্তমান আছে। তাঁহার এই গ্রন্থ এরিস্টোটলের *Organon* ও *Rehoteric* (অলংকারশাস্ত্র) গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। যে খণ্ডে *Analytica Priora* সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাহাতে যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে কিয়াস (দ্র.)-এর সীমিত গুরুত্ব এবং ইসলামী আইনে ইহার আইনগত প্রমাণের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের উপর তাঁহার লিখা এবং আশ-শীরাযী (দ্র.)-র তানবীহ-এর উপর লিখিত তাঁহার টীকা বিলুপ্তির হাত হইতে বাঁচিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের উপর লিখিত তাঁহার গ্রন্থ 'মুখতাসার ফী ইলমি উসুলি-ল-হাদীছ' সংরক্ষিত হইয়াছে।

২১। আর-রিসালাতুল-কামিলিয়া ফিস-সীরাতি-ন-নাবাবি-য়া, যাহার ইংরেজী অর্থ করা যায় *The Theologus Autodidactus* গ্রন্থখানা 'ফাদিল ইবন নাতিক, নামেও পরিচিত। ইবনু-নাফীসের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমা তাঁহার সমসাময়িক সবার দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার এই শক্তিমত্তার আর একটি নিদর্শন একটি রচনা, যেখানে তিনি এক নির্জন দ্বীপের পটভূমিকায় কামিল নামের এক ব্যক্তির মুখে বিমূর্ত যৌক্তিকতায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নবী (স)-এর জীবনের ও মুসলিম জাতির ইতিহাসের ঘটনাবলী, এমনকি তাঁহার নিজের জীবনকালে সংঘটিত মোঙ্গলদের আক্রমণ ও মুসলিম শাসকদের দৈহিক অবয়ব, তাহা সুলতান বায়াবারসের হউক না কেন সব কিছু—যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সবই ছিল অপরিহার্য। সবই আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহার অপেক্ষা ভাল কিছু সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিগত ঘটনাবলীর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁহার আরও কয়েকটি পুস্তকের নামঃ বুগ'য়াতুল-তালিবীন ওয়া হজ্জাতুল-মুতাতাবিবীন; বুগ'য়াতুল-ফিতান মিন 'ইলমিল-বাদান; রাকাইকুল-হুলাল ফী দাকাইকিল-হিয়াল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-উমারী (শিহাবু'দ-দীন আহমাদ ইবন ফাদলিল্লাহ), *মাসালিকুল-আবসার* (ফী আখবারি মুলুকিল-আমসার); (২) আস-সাফাদী (খালীল ইবন আয়বাক), *আল-ওয়ায়ফী বি'ল-ওয়ায়ফাত*, (দেখুন মূল বই ও অনুবাদ in *The Theologus Autodidactus*); (৩) আস-সুব্বী, *তাবাকাতুল-শাফি'ইয়া*, কায়রো ১৩২৪ হি, ৫খ, ১২৯; (৪) F. Wustenfeld, *Geschichte der arabischen Arzte und Naturforscher*, Göttingen 1840, 146 f.; (৫) L. Leclerc, *Histoire de la medecine arabe*, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., ২খ, ২০৭-৯; (৬) Brockelmann, ১খ, ৬৪৯; (৭) S I, ৮৯৯ প. (অনেক সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ দ্র. *The Theologus Autodidactus*, ভূমিকা, শাখা ৪; (৮) মা'হাদুল-মাখতু'তাতি'ল-আরাবিয়া, *ফিহরিসুল-মাখতু'তাত আল-মুসাওওয়ারা*, ৩/২খ, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘন্ট; (৯) A Dietrich, *Medicinalia Arabica*, Göttingen ১৯৬৬ খৃ., নির্ঘন্ট; (১০) G. Sarton, *Introduction to the History of Science*, ২খ, বাস্টিমোর ১৯৩১ খৃ., ১০৯৯-১১০১; (১১) মুহাম্মদ-দীন আত-তাভাবী, *Der Lungenkreislauf nach el-Koraschi*, দিক্তকৃত সন্দর্ভ, Freiburg i, Br. ১৯২৪ খৃ.; (১২) M. Meyerhof, *Ibn al-Nafis und seine Theorie des Lungenkreislaufs*, in *Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin*, iv, Berlin 1933, 37-88; (১৩) সংক্ষেপিত সংস্করণ in *BIE*, ১৬খ. (১৯৩৪ খৃ.), ৩৩-৪৬ ও in *Isis*, ২২খ. (১৯৩৫ খৃ.), ১০০-১২০; (১৪) আবদুল-কারীম টাহাদী, *Ibna*

an-Nafis et la decouverte de la circulation pulmonaire, দামিশক ১৯৫৫ খৃ. (ইহাতে কান্নের দৈহিক গঠনবিদ্যার উপর ইবনুন-নাবীহের ও কান্নের উপর একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির টীকা আছে); (১৫) G. Wiet, Ibn al-Nafis et la circulation pulmonaire, in JA, 1956, 95-100 (important); (১৬) J. Schacht, Ibn al-Nafis, Servetus and Colombo, in al-Andalus, xxii (1957), 317-36; (১৭) ঐ লেখক, The Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafis, অক্সফোর্ড ১৯৬৮ খৃ. (পূর্ণ গ্রন্থ তালিকাসহ); (১৮) M. Meyerhof (Caero), Ibn an-Nafis (xiiiith cent. and his Theory of the Lesser circulation I3 ISIS Vol. xxiii), 935; (১৯) On the Mohon of the Heart and Blood in Animals by William Hary, ed. Alexgnder Bowie, London 1889; (২০) Goyanes, Miguel Serveto, Leologo, Geografo y medicoetc. Madrid 1933; (২১) Emilie Savage-smith, Ibn al-Nafis's Perfected Book on Ophthalmology and His Treatment of Trachoma and its Sequelae, Journal for the History of Arabic Science, vol. 4, No 1, 1980; (২২) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, ইস্তাবুল ১৯৫১ খৃ., ২খ., ১০২৪, ৫খ., ৭১৪।

Max Meyerhof-(J. Schacht) (E.I.²)/
এম. আকবর আলী ও মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনুন-নাবীহ (ابن النبيه) : আবুল-হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন য়াহ'য়া কামালু'দ-দীন ইবনুন-নাবীহ, আয়ুবী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি (মৃ. ৬১৯/১২২২)। তাঁহার সঠিক জন্মস্থান অজ্ঞাত। তবে সম্ভবত তিনি ৫৬০/১১৬৪ সনে মিসরের কায়রো নগরীর সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশাবলী, প্রাথমিক শিক্ষা বা তাঁহার শিক্ষকদের সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

রাজনীতি চর্চা অপেক্ষা মনের পরিতৃষ্টি সাধনকেই শ্রেয় ভাবিয়া তিনি কায়রোতে সরল, সহজ, শান্তিময় ও সুখী জীবন যাপন করেন। সেইখানে তিনি অনেকের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুদের মধ্যে কাদী আল-আস'আদ ইবনুল-খাতীব ইবন মাখাতীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্মানে তিনি একটি কাসীদা বা স্তুতি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার জবিনীকারগণ বলেন, তিনি আয়ুবী বংশের বহু রাজকুমারের উদ্দেশে প্রশংসাগীতি রচনা করেন, তন্মধ্যে আল-মালিকুল-'আদিল ও আল-মালিকুল-মুজাফফার গায়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

কায়রোতে আশানুরূপ পৃষ্ঠপোষকের অভাবে তিনি সম্ভবত ৬০০/১২০৪ সনে উত্তর জারীয়ায় নিসীবীন-এ বসতি স্থাপন করেন। সেইখানে তিনি যুবরাজ আল-আশরাফ মূসার দরবারে দীওয়ানুল-'ইনশা' পদে রাজকীয় পত্র লেখকের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকিয়া এক নিশ্চিন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। উহাই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের দরবারেও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তাঁহার এই পৃষ্ঠপোষকের নামে পঁয়ত্রিশটি উৎকৃষ্ট কবিতা উৎসর্গ করেন। এই সকল প্রশংসাগীতির প্রণয়োদ্দীপক প্রস্তাবনা (নাসীব) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি

একজন উচ্চদের প্রেম-কবি ছিলেন। তিনি ৬১৯/১২২২ সনে নিসীবীনে ইনতিকাল করেন।

১২৯৯/১৮৮১ সনে বৈরতে ও ১৩১৫/১৮৯৫ সনে কায়রোতে আলী পাশা ফিকরীর টীকাসমেত তাঁহার দীওয়ান (কবিতা সংকলন) প্রকাশিত হয়। কথিত আছে, তিনি নিজেই গ্রন্থখানির বিষয় নির্বাচিত করেন। উহার পরবর্তী সংস্করণে দুইটি মুওয়াশশাহ ও একটি রুবাই'ঈ ছাড়াও ১৫৯০টি শ্লোক রহিয়াছে। প্রশংসা-গীতির প্রস্তাবনায় এবং কোন, কোন অসম্পূর্ণ পাঠ্যাংশে প্রণয়াবেগ গুরুত্ব লাভ করিলেও ইবনুন-নাবীহ-এর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্তুতিবাদ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ১৪৩-৫০; (২) ইবনুল-'ইমাদ, শায'ারাত, কায়রো ১৩৫১ হি., ৫খ, ৮৫; (৩) সুয়ূতী, হসনুল-মুহাদারা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ২২৬; (৪) যিরিকলী, আল'াম, ৫খ, ১৫২; (৫) কাহহালা, মু'জামুল-'মু'আল্লিফীন, ৭খ, ১৯১; (৬) J. Rikabi, La poesie profane sous les Ayyubides, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৮৭-১০৪; (৭) এম. কে. হুসায়ন, দিরাসাত ফি'শ-শি'র ফী 'আসরি'ল-আয়ুবীয়ীন, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৫৩-৬১; (৮) ইযযাত হা'সান, ফিহুরিস মাখ'তু'ত-দারি'ল-কুতুব আজ-জাহিরিয়া "আশ-শি'র", দামিশক ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২৩০-১; (৯) Brockelmann, ১খ, ৩০৪, S I, পৃ. ৪৬৫।

J. Rikabi (E.I.²)/মুহম্মদ ইলহি বখশ

ইবনুন-নাবীহাস (ابن النحاس) : প্রকৃত নাম আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল (মৃ. ৩৩৮/৯৫০), একজন মিসরীয় ব্যাকরণবিদ। ইবনুন-নাবীহাস প্রাথমিক যুগের কবো, বিশেষভাবে কু'রআনে পারদর্শী ছিলেন। সীমিত ও আঞ্চলিক গতির মধ্যে থাকিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার সময়ে বসরা ও কুফাবাসীদের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল তিনি তাহাতে কোন অংশগ্রহণ করেন নাই; বরং নিজেকে অধিকতর জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত রাখেন, বিশেষভাবে কু'রআনের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এই জ্ঞান-সাধনার ফলস্বরূপ তিনি "কিতাব মা'আনি'ল-কু'রআন" (كتاب معانى القرآن) ও "কিতাবুন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ" (كتاب النسخ والمنسوخ) নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন (যাকী মুজাহিদ কর্তৃক কায়রোতে প্রকাশিত)। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহার ব্যাপক পড়াশুনা ও অন্যান্য মতের বিদ্বানগণের সহিত অনেক যোগাযোগ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। একজন বৈয়াকরণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি মাত্রায় সাহস ও অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করেন। অবশ্য তিনি তিনজন কু'রআন বিশেষজ্ঞ, যেমন আল-যাজ্জাজ, আল-আখ'ফাস ও মুবাররাদের ছাত্র ছিলেন (ফিহুরিস্ত, পৃ. ৩৪)। প্রকৃতপক্ষে জানা যায় যে, যেই সমস্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন না, সেই সমস্ত ব্যাপারে তিনি প্রায়ই শাফি'ঈ কাযী ইবনুল-হাদাদ-এর সহিত পরামর্শ করিতেন (ডু. আখ'বারুল-হালাজ, সম্পা. Massignon, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৭৮) এবং তিনি সকলের নিকট হইতে, এমনকি যঁাহারা যুক্তিতর্কের চর্চা করিতেন (أهل النظر) তাঁহাদের নিকট হইতেও তথ্য গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। এই অবস্থার কারণেই তিনি তাঁহার উত্থাপিত সকল প্রশ্নেই নিজস্ব মতামত গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মতামত একজন আদর্শবাদের দৃঢ়তা সহকারে বর্ণনা করিতে তাঁহার দ্বিধা ছিল না। আল-খালীল-এর একটি কপি তাঁহার

নিকট ছিল এবং কূফাবাসীদের কুরআন-এর ব্যাখ্যাকে তিনি ভুল বলিয়া দোষারোপ করিতেন। এইভাবে এই ব্যাকরণবিদ, যিনি বসরা মতবাদের প্রতি অস্পষ্টভাবে কিছুটা নৈকট্য অনুভব করিতেন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (أحكام شرعية)-এর বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে নূতন বিভিন্ন সমস্যার ছোটখাট বিরোধ এবং পূর্বসূরিগণ প্রদত্ত কুরআন-এর অর্থের ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন। সাধারণভাবে নাসুখ (نسخ) (দ্র.) অর্থাৎ রহিত করা বা বাতিল করার ধারণার প্রতি ইবনু'ন-নাহ্‌হাসের একটি স্পষ্ট ঘৃণা ছিল। কেননা ইহাতে কুরআনের আয়াতকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। সমানভাবে তিনি মাজাজ (مجاز) (দ্র.) বা কুরআনের রূপক অর্থ গ্রহণকে অপসন্দ করিতেন, যেইখানে অনেক পণ্ডিত কুরআনের কোন কোন আয়াতের রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শাফি'ঈ সমাধান অর্থাৎ নাদ্ব (ندب)-এর অনুসরণকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং এইভাবে মানসুখ (منسوخ) বা রহিতকৃত আয়াতসমূহের মর্খাদা নৈতিক উপদেশ হিসাবে বজায় থাকে। বিষয়বস্তু যখন এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, সেইখানে সামান্যতম নমনীয়তা বা আপোস-রক্ষার অবকাশ নাই (যেমন হজ্জ অথবা জিহাদ), তখন মানসুখ বা আয়াত রহিত হওয়ার মত মানিয়া লওয়াই একমাত্র পথ। ইবনু'ন-নাহ্‌হাস নিজেই সর্বদা ধর্মীয় বিষয়াদিতেই নিয়োজিত রাখিতেন। আল্লাহর নামসমূহের অর্থ বিষয়ক তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। চাপা ও মৌন স্বভাবের এই মানুষটি একাধারে ধনলিপিকা ও কৃষ্ণের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কখনও জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ করেন নাই এবং তাঁহার মৃত্যুর ঘটনার সহিত অনেক অপ্রিয় ও ব্যঙ্গাত্মক গল্প প্রচলিত হইয়াছে। সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পূর্ববর্তী, এমনকি তাঁহার সমসাময়িক বৈয়াকরণদের হইতে ভিন্ন ধরনের হইলেও ইবনু'ন-নাহ্‌হাস মনের অসাধারণ একাধতা সহকারে এমন পথ অনুসরণ করেন, যেই পথের অনুসরণ যদিও তাৎক্ষণিক কম সাফল্যের সহিত তাহাকে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নাদি, যেমন সুন্নাহ ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মর্খাদা, আল্লাহর নামসমূহে প্রতিফলিত তাঁহার গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann ১, ১২৩, পরি, ১, ২০১; (২) যুবায়েদী, তা'বাক্বাত, ১৯৫৪ খৃ., সং, পৃ. ২৩৯; (৩) কি'ফত্বী, ১খ., ১০১; (৪) সুযুত্বী, বৃগ্‌য়া, ১৩২৬ হি. সং, পৃ. ৩২।

J. C. Vaet (E.I.2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনু'য-যাক্বাক (ابن الزقاق) : আবু'ল-হাসান আলী ইবন আলি য়াতিল্লাহ ইবন মুতাররিফ ইবন সালামা, একজন আন্দালুসীয় কবি। তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে সম্ভবত ভ্যালেনসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মই তাঁহার নিস্বা আল-বালান্সী হইয়াছে, যদিও মাঝে মাঝে তাঁহাকে আল-মুরসী (মুরসিয়া হইতে নিস্বা) সম্ভবত ভুলক্রমে দেওয়া হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সামান্য যাহা জানা যায়, তাঁহার কিয়দংশ পরস্পরবিরোধী। ভিন্ন লেখক অনুসারে তাহার বংশতালিকা ভিন্ন হয়, কিন্তু সর্বাধিক সম্ভাব্য বংশতালিকা হইল যাহা শুরুতে উল্লিখিত হইয়াছে। জানা যায় যে, তাঁহার মাতা মহান কবি ইবন খাফাজা (দ্র.)-র ভগ্নি ছিলেন; তাঁহার পিতা সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরস্পরবিরোধী ইবন আবদি'ল মালিক তাঁহাকে সেবিলের বানু আব্বাদ (দ্র. আব্বাদী)-এর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, যখন আল-মুরাবিতুন (৪৮৪/১০৯১) কর্তৃক আল-মু'তামিদ উৎখাত ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন তখন তিনি এই

সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, তিনি ভ্যালেনসিয়াতে বসবাস করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি বড় মসজিদের মুআযযিন ছিলেন। আল-মাক্বারী (Analectes, ২খ, ১৯৬) বলিয়াছেন যে, তিনি একজন দরিদ্র কারিগর ছিলেন এবং একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে তাহার পুত্র একটি ভূমিকা পালন করিয়াছেন যাহা রূপকথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন লেখকগণও তাঁহার বংশগত নাম সম্বন্ধে একমত নহেন : কেহ তাঁহার নিস্বাকে আল-লাখ্মী বলিয়া মনে করেন যাহা খাঁটি 'আরবীয় উৎসের ইঙ্গিতবহ, অন্যেরা বাবীর জাতিভুক্ত হিসাবে প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে আল-বুলুগগীনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনু'য-যাক্বাক নামে এই কবি পরিচিত হয়। সম্পর্কেও তাঁহারা একমত নহেন। এই নাম অন্য নামের সহিত মিশিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা বিকৃত হইয়া ইবনুর রাক্বাক ও ইবনুদ-দাক্বাক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তিনি ইবনুস-সীদ আল-বা'তালয়াতুসী (দ্র. আল বাতালয়াতুসী)-র নিকট হ'াদীছ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার মাতুল ইবন খাফাজার নিকট কবিতা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিস্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ লিপি (যাহা তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন) অনুসারে তাঁহার জীবনকাল ছিল সফক্ষিণ্ড কিন্তু অত্যন্ত সুখময়। তিনি ৫২৮/১১৩৩ অথবা ৫৩০/১১৩৫ সালে চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই ইনতিকাল করেন।

ইবনু'য-যাক্বাক (যাহার কবিতাগুলি দীওয়ান আকারে সংকলিত, এক হাত হইতে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে) অল্প সময়েই প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং 'আরব লেখক ও সমালোকগণ, এমন কি আধুনিক প্রাচ্য ভাষাবিদগণও তাঁহাকে মুসলিম স্পেনের একজন মহান কবি হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। E. Garcia Gomez-এর মতে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি ইবন খাফাজার অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু অল্পভাবে নয়; তাহার কবিতা কম দীপ্তিমান প্রতীয়মান হইলেও অধিকতর সংযত ও মার্জিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ল-আব্বার, তাক্বমিলা, নং ১৮৪৪; (২) ইবন 'আবদি'ল-মালিক আল-মাররাকুশী, আয'-যায়লওয়াত তাক্ব'মিলা, সম্পা. ইহুসান 'আব্বাস বৈরুত ১৯৬৪ খৃ., ৫খ., ২৬৫-৮; (৩) ইবন দিহ'য়া, আল-মুত্তরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ. পৃ. ১০০-১০; (৪) ইবন সা'ঈদ, আল-মুগরিব, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ২খ., ৩২৩-৩৮; (৫) H. Peres, Poesie andalouse, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৬) E. Garcia Gomez, Inb al-Zaqqaq, Poesias, সম্পা. ও অনু. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ.। দীওয়ান ইবনিয-যাক্বাক আল-বালান্সীর সম্পাদনাটি, যাহার উপর পূর্বে গবেষণা হইয়াছে, আফীফা মাহমুদ দায়ারানী কর্তৃক ১৯৬৪ খৃ. বৈরুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

F. De La Granga (E.I.2)/আবদুর রহমান মামুন

ইবনুয-যাবীর (ابن الزبير) : আবু কাহীর 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যাবীর ইবনি'ল-আশয়াম আল-আসাসাদী ১ম/৭ম শতাব্দীর একজন 'আরবী কবি। পরবর্তীকালে তিনি প্রাচীন (Classical) রীতিতে স্থানীয় উমায়্যাদের, বিশেষত আসমা ইবন খারিজার প্রশংসায় স্তুতিকাব্য রচনা করেন। কূফা দখলকারী মুস'আব ইবনু'য-যুবায়েরের অনুসারীগণ কর্তৃক তিনি বন্দী হওয়ার পর মুস'আব তাঁহার প্রতি নম্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তীকালে তিনি যুবায়েরীদের প্রশংসায় স্তুতিকাব্য রচনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়েরের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি

কবির বন্ধু ছিলেন। স্বীয় ভ্রাতা আমরের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আগানীর মতে তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাকে সকলেই ভয় করিত। কারণ ইহা অশ্লীল না হইলেও অত্যন্ত তিক্ত ছিল। তাঁহার মাতুল মুআবি'য়া (রা)র কারণে কৃফার শাসনকর্তা 'আবদু'র-রাহমান ইবন উম্মিল হাকামের সহিত তাঁহার বিরোধ সম্যক জানা ছিল। অধিকন্তু তিনি খলীফার নিকট তাঁহার ভাগিনেয় দ্বারা কবির প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কারণ কবি যাহাতে ন্যায় বিচার লাভ করেন খলীফা তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন তাঁহার কোন একটি বহুল উদ্ধৃত কবিতায় তিনি আল-হাজ্জাজকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। কথিত আছে, তিনি শেষোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এক অভিযানে অথবা মেডিয়ার সামরিক অভিযানে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগদান হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় পালায়নকালে সপ্তম ৭৮/৬৯৮ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'য-যাবীরের কিছু সংখ্যক শ্লোক অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, আগানী ১৩খ, ৩৩-৪৯-এ বিস্তারিত উল্লেখ আছে, বৈরুত সংস্করণ ১৪ খ, ২১১-৪৬; আরও দ্র.: (২) জাহিজ, বায়ান, ১খ, ২২৬; (৩) ঐ লেখক, বুখালা, সম্পা. হাজিরী, ২০৭, ৩৮০; (৪) ইবন কু'তায়বা, শির, নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, উয়ুন, ২খ, ১৮৬; ৩খ, ৬৭, ২৬৫; (৬) ইবন সাল্লাম, তা'বাকাত, ১৪৬; (৭) মুবাররাদ, কামিল, ১২২, ২১৭, ৬৬৫; (৮) হসরী, যাহুর, ৪০৫, ৪৭৪, ৮১৭; (৯) তাবারী, ২খ, ২৩১, ২৬৯, ৮৭১; (১০) মাস্'উদী, মুরুজ, ৫খ, ৩০০-১; (১১) মারযুবানী, মুজাম ২৪৪, ৪৭০; (১২) বাগ'দাদী, খিয়ানা (ব্লাক) ১খ, ৩৪৫; ২খ, ১০০; (১৩) ইবনুল আছীর, ২খ, ৩১৭, ৪খ, ৩০, ২৭২, ৩০৭; (১৪) তিব্রীযী, শারহ দীওয়ানিল-হ'মাসা, স্থা.; (১৫) Caetani, Annali ২খ, ২৩১, ২৬৯, ২৬৯, ৮৭১; (১৬) nallino, Letteratura, ১৩৩, ১৪৩, ফরাসী অনু. ২০৫-৬, ২২০ সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/মোঃ সাহাবুদ্দিন খান

ইবনুয-যায়্যাত (ابن الزيات) : আবু যাকুব যুসুফ ইবন যাহ'যা ইবন 'ঈসা ইবন 'আবদি'র-রাহমান, মরক্কোর বিদ্বান ও ফাকাহীহ, জীবনীকাররূপে বিখ্যাত ও সম্মানিত; তিনি তাদলা (তাদিলা)-র অধিবাসী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশকাল মাররাকুশ ও উহার চতুর্দশবর্ষী অঞ্চলে অতিবাহিত করেন। তিনি মরক্কোর বিখ্যাত সূফী আবু'ল-'আব্বাস আস সাব্বতী (৫২৪/৬০১-১১৩০/১২০৪)-র অন্যতম সহচর ছিলেন। রেগরাগার কা'দী পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি ৬২৮ বা ৬২৯/১২৩০-১ সনে ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, তাঁহার লাশ মাররাকুশ-এ নীত হয় এবং নগর-প্রাকারের বহির্ভাগে বাবুল খামীস নামে পরিচিত ফটকের নিকটে সীদী মুহ'াম্মাদ আল ফাররান ও সীদী মুহ'াম্মাদ আল-বারবুশীর কুন্ডাতে দাফন করা হয়।

ইবনু'য-যায়্যাত আত-তাদিলী তাঁহার বিখ্যাত সূফী জীবনীসংগ্রহ আত-তাশাওউফ ইলা রিজালিত-তাসাওউফ (সম্পা. A. Faure, রাবাত, ১৯৫৮ খ.)-এ যে সকল সূফীর জীবনী (fioretti) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনাচরণেও তিনি তাহাদেরই ন্যায় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ৬১৭/১২-১ সালে সমাণ্ড এই মূল্যবান সূফী-জীবনী গ্রন্থখানি আহ'ম্মাদ ইব্রাহীম আল-মাজিরী-এর আল-মিনহাজুল-ওয়াদিহ ফী তাহ'কীকি কারামাতি আবী মুহ'াম্মাদ সা'লিহ', 'আব্দুল-হাক্ক আল-বাদিসী-এর মাক্‌সাদ ও ইবন কুনফয আল-কুসানতীনী-র উনসুল ফাকীর

গ্রন্থের সমবায়ে মরক্কোর ধর্মীয় ইতিহাসের প্রাচীনতম তথ্য-উৎস। তাশাওউফ গ্রন্থে ৫ম/১১শ ও ৭ম/১৩শতক শুরু মধ্যবর্তী সময়ে মাররাকুশ বা দক্ষিণ মরক্কোবাসী বা অবস্থানকারী দরবেশগণের (সালিহন) জীবনী সম্বলিত হইয়াছে। ইবনু'য যায়্যাত দেশের সকল দরবেশের জীবনীসম্বলিত দ্বিতীয় আরেকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই; তবে মরক্কোর মহান সূফী আবু'ল-'আব্বাস আস-সাব্বতী সম্বন্ধে তিনি যে চমৎকার বিজ্ঞপ্তি লিখিয়াছিলেন তাঁহার একাধিক কপি রহিয়াছে। ইহা প্রায়শই তাশাওউফের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সংযোজিত করা হইয়া থাকে। কাদী 'আব্বাস ইবন ইব্রাহীম আল-মাররাকুশী তাঁহার ইলাম বি-মান হাল্লা মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আলাম এর ২য় খণ্ডে উহা নকল করিয়াছেন) ফেয ১৯৩৬ খ., পৃ. ২৪০-৬৫ দ্র.; A. faure, Abul-Abbas al-Sabti, la justice et la charite, in Hesperis, xliii [1956]. 448-56]]। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আল-হারীরীর মাকামাত-এর একখানি ভাষ্য ইবনু'য-যায়্যাত-এর প্রতি আরোপিত; কিন্তু উহা বিলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবনু'য-যায়্যাত-এর গ্রন্থাবলীর জন্য দ্র. : (১) আহ'ম্মাদ বাবা, নায়লুল-ইব্বতিহাজ বি-তাৎ-রীযিদ-দীবাজ, ফেয ১৯০০ খ., পৃ. ৩৮৬; (২) ইবনুল-মুওয়াক্কিত, আস-সাআদাতুল আবিদয়্যা ফিত-তারীফ বি-মাশাহীরিল-হাদ'রাল-মাররা কুশিয়া, ফেয ১৯১৮ খ., ১খ, ১৪৭; (৩) E. Levi-Provencal, Chorfa, ২২০। মরক্কোর ধর্মীয় ইতিহাসের প্রাচীনতম তথ্যাবলীর জন্য দ্র.; (৪) 'আবদুল-হাক্ক আল-বাদিসী, আল-মাক্‌সাদ (রীফের সূফীগণের জীবনী), টীকাসহ ফরাসী অনু G. S. Colin in AM, xxvi (1926), I প.। তাশাওউফ-এর প্রামাণ্য বিষয়ে দ্র.; (৫) Hesperis, xli (1954), 482; (৬) A Faure, Le Tashawwuf et l'ecole ascetique marocaine des XI^e-XII^e-XIII^e siecles de l ere chreteinne, in Melanges Louis Massignon, Damascus 1957, ii, 119-31

A. Faure (E.I.2)/হুমায়ন খান

ইবনুয-যায়্যাত (ابن الزيات) : মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-মালিক, 'আব্বাসী আমলের উযীর। তিনি খলীফার দরবারে সরকারী পদাধিকারী এক সওদাগর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সচিবের কাজে দক্ষতা এবং বিদ্যাবিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া খলীফা আল-মুতাসিম'ম আনু.. ২২১/৮৩৩ সালে ইবনু'য-যায়্যাতকে উযীর পদে নিযুক্ত করেন। পরে প্রদান কণাষী ইবন আবী দু'আদ ও তিনি উভয়ে সাম্রাজ্যের সাধারণ নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নিজেদের অবদান রাখেন।

খলীফা আল-ওয়ালিদ (২২৭-৩২/৮৪২-৭)-এর শাসনামলেও তিনি উযীর পদে বহাল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কয়েকজন সচিবের উপরে, বিশেষ করিয়া দুইজন তুর্কী নেতার সহকারীর উপরে (যাহারা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন) কঠোর অর্থদণ্ড আরোপের জন্য খলীফাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। অপরাধী ব্যক্তিগণের উপরে একটি বিশেষ ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবার জন্য তিনি তাহাদেরকে তানুরে ভরিয়া রাখিতেন (তানুর ছিল একটি নলাকৃতির লোহার বস্তু বা নিপীড়ন যন্ত্র; উহার ভিতরে অসংখ্য তীক্ষ্ণ লোহার ফলা সন্নিবিষ্ট ছিল)। কাদিল কুদাত ইবন আবী দু'আদ-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাঁধে। সেই

বিবাদের কারণ সম্ভবত ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই পদ্ধতিতে শান্তি প্রদান (محنة) পরিচালনার বিষয়ে তাঁহার ভূমিকা কতটুকু ছিল তাহা জানা যায় না।

খলীফা আল-মুতাওয়াল্লি-এর খিলাফাত লাভ করিবার পরে যদিও তাঁহাকে চাকুরীতে বহাল রাখেন, তাহা ছিল নিতান্তই সাময়িক, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই সাফার, ২৩৩/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৮৪৭ সালে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার নিজেরই উদ্ভাবিত উক্ত নিপীড়নমূলক শাস্তি তাঁহার প্রতি প্রয়োগের আদেশ দেন। অল্পদিন পরেই ইবনু'য-যায়্যাতে'র মৃত্যু হয়। উযীর পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বৃথাই তুর্কী নেতাগণের প্রভাব খর্ব করিতে চেষ্টা করেন, পরিণামে তিনি শুধু কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতারই দুর্নাম রাখিয়া যান।

প্রস্থপঞ্জী : D. Sourdel, Vizirat, নির্যন্ত।

D. Sourdel (E.I. 2)/হুমায়ুন খান

ইবনুয-যারকাল্লা (দ্র. আয-যারকালী)

ইবনুয-যিবারা (ابن الزبيرى) : 'আবদুল্লাহ ইবনু'য যিবারা ইবন কায়স ইবন আদী ইবন সা'দ ইবন সাহ্ম, খ্যাতনামা কু'রায়শ কবি, বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত রচনার জন্য বিখ্যাত (ইবন রাশীক, 'উম্মা, ১খ, ১২৪, ১৯), যে ব্যক্তি তাঁহার হিজ্জা (দ্র.) কাব্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও সা'হাবীগণকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। ইবন ইসহাক কর্তৃক রক্ষিত কবিতাসমূহের মধ্যে একটিতে (ইবন হিশাম, ৪১৭ প., যিনি যথার্থভাবে কবিতাটির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহান) হিজরতের পরে সংঘটিত প্রথম অভিযানের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। বদর-এর যুদ্ধের পর সে 'আবদুল্লাহ ইবন সালামা আল-আজলানী [ওয়াকিদী (Wellhausen), 139]-কে হত্যা করে এবং অতঃপর মক্কার নেতাগণের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করে (ইবন হিশাম, ৫২১ প., বলেন যে, অন্যরা সেই শোকগাথা আশা বানী তামীম-এর রচিত বলিয়া মনে করেন)। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমর ইবনুল-'আস (দ্র.), হুরায়রা ইবন আবী ওয়াহ্ব ও আবু আযযা [যাহারা রাসূল (স)-এর নিদায় বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছিল]-এর সঙ্গে ইবনু'য-যিবারাকে বানু আব্দ মানাত ও অন্যান্য সম্মিলিত গোত্রের নিকটে প্রেরণ করা হয় রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে সহায়তা করিবার আহ্বান জানাইবার উদ্দেশে (ওয়াকিদী, ১০১)। সে উহুদ-এর যুদ্ধে মক্কাবাসিগণের বিজয়কে মহিমাম্বিত করিয়া যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিল তন্মধ্যে দুইটিকে ইবন ইসহাক (ইবন হিশাম, ৬১৬ প. ও ৬১৯ প., তু. ৬৩৬ পৃষ্ঠাও), হা'সসান ইবন ছাবিত (রা)-এর প্রদত্ত প্রত্যুত্তরসহ একত্রে সংকলিত করিয়াছেন। অপর একটি কবিতাতে (ইবন হিশাম কর্তৃক হা'সসান ইবন ছাবিত ও কাব ইবন মালিক উভয়ের প্রত্যুত্তরসহ প্রদত্ত, ৭০৩-৫) খন্দকের যুদ্ধের (আল-খান্দাক) কথা বলা হইয়াছে। রাসূল (স) যখন মক্কাবাসিগণের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন তখন কাবার দ্বার রক্ষক 'উছমান ইবন তালহা, আমর ইবনুল আস ও খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ রাসূল (স)-এর নিকট গিয়া ইসলাম কবুল করেন। আমর ইবনুল-'আস (রা)-এর মত 'উছমান ও ইবনুল যিবারা-এর স্বগোষ্ঠীয় ছিলেন, একটি কবিতায় সে তাহার নিন্দা জ্ঞাপন করে (ইবন হিশাম, ৭১৮)। হুদায়বিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়কাল কিছু সংখ্যক কবিতা মক্কাবাসী মাওহাব ইবন রাবাহ'-এর বিরুদ্ধে রচিত। ইবন রাবাহ' আবু বাসীর (দ্র. ইবন হিশাম, ৭৫১ প. ও ওয়াকিদী, ২৬১ প.) সংক্রান্ত ব্যাপারে সুহায়ল

ইবন আমরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স) যখন কবিতা রচনা ও গানের মাধ্যমে এতকাল তাঁহার ক্ষতি সাধনকারী কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন (ইবন হিশাম, ৮১৯) তখন ইবনু'য যিবারা হু'বায়রা ইবন আবী ওয়াহ্ব-এর সঙ্গে নাজরান-এ পলায়ন করে এবং হা'সসান ইবন ছাবিত তাঁহাকে রাসূল (স) ঘোষিত ক্ষমার নিশ্চয়তা প্রদান করিলেই সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। এই উপলক্ষে রাসূল (স)-এর উদ্দেশে রচিত কবিতাটি যে তাহারই রচনা তাহা ইবন হিশাম (৮২৮)-এর মতে অনিশ্চিত। তাহার প্রতি আরোপিত অন্যান্য কবিতার তারিখ নির্ণয় করা যায় না, উদাহরণস্বরূপ আবু দাহ্বাল (দ্র.)-এর জনৈক পূর্বপুরুষ খালাফ ইবন ওয়াহ্ব আল-জুমাহী (আগ'নী, ৭খ, ১১৪)-এর প্রশংসায় রচিত কবিতাটি। ইহার পর জানা যায়, কাবার গিলাফাদি বিষয়ে সে কুরায়শের পক্ষে অপমানজনক কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিল; তখন কুরায়শগণ তাহাকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিতে বানু সাহ'মকে বাধ্য করে, তাহারা তাহাকে শাস্তি প্রদান করে এবং কেবল কুসায়ির সম্মানে প্রায়শ উদ্ধৃত একটি কবিতা রচনা করিবার পরেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় (আয়নী, শাওয়াহিদ, ৪খ., ১৪০; ইবন হিশাম, ২খ., ২৫ ইত্যাদি)। কিন্তু এই কবিতার কিছু কিছু ছত্র মাত্রই ইবন কাব-এর কবিতাতেও পাওয়া যায় (আশ-শারীফ আল-মুরতাদা, আমালী, ৪খ., ১৭৯; আরও যাকু'বী, ১খ., ২৮২)। আরও এক উপলক্ষে সে কুরায়শ গোত্রের সমালোচনা করে (জুমাহী, ৫৭; আগ'নী, ৪খ., ১৪০; সুহায়লী, রাওদ, ১খ, ৯৪) সম্ভবত এই কারণে যে, তাহারা মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া উপার্জন হারাইবার ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক ছিল। অন্যান্য কবির রচিত কিছু কিছু কবিতাও অনেক সময়ে তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়, যথা : কাব ইবন মালিক (য়াকুত, ৪খ., ১৬৯; তু. ইবন হিশাম, ৭০৫ ও আগ'নী ১, ১৫খ., ২৯, ২১) এবং উমায়্য ইবন আবি'স'-সাল্ত', (no. xi, Schulthess)। অপর পক্ষে ইবনু'য-যিবারার কবিতাও অন্যের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, যথা : বানু খালিদা, বিনত আকরাম-এর প্রশস্তিসূচক তাহার কবিতাটি [দ্র. আল-মুবাররাদ, মা ইত্তাফাকা লাফজুহ (ما اتفقوا على الفظه) সম্পা. A. Memon, Cairo 1350 27, সম্পাদকের পাদটীকাসহ। অন্যান্য কবিতা (আগ'নী, ১খ., ৬২, ৬৪) হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কবি 'উমার ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ-এর পিতা 'আবদুল্লাহ ও দাদা আবু রাবী'আ-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিশালী বানু মাখযুম-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান পরিবার বানুল-মুগীরা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার ইবন মাখযুম পরিবারেরও তিনি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন (দ্র. আল-জাহিজ, বায়ান, ১খ, ৪৬, ২০; এই পরিবারের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রের জন্য আরও দ্র. ইবন হাজার, ইসাবা, ১খ., পৃ. ১৪৯, দ্র. বুসর ইবন সুফয়ান)। অন্য যে সকল কবিতাতে মক্কাবাসিগণ ও মুসলিমগণের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে তাহাতে আমাদের এই কবি কখনও ধর্মীয় বা আদর্শগত কোন মতবিরোধের ইঙ্গিত করে নাই, বরং মনে করে, এই যুদ্ধগুলি একই গোত্রের উপ-গোত্রগুলির মধ্যে বিবাদের ফলে উদ্ভূত। নিজ উপগোত্র সম্বন্ধে সে ছিল গর্বিত এবং ইহার গুণাবলীর উচ্ছসিত প্রশস্তি গাহিয়াছে। নূতন ধর্মটি তাহার পরিদৃষ্টির কোন পরিবর্তন ঘটায় নাই। কারণ তাহার সম্বন্ধে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, সেও দিরার ইবনুল-খাতাব আল-ফিহরী খলীফা 'উমার (রা)-এর শাসনামলে একবার তাহাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী হা'সসান ইবন ছাবিত-এর

সঙ্গে সাক্ষাত করিতে গিয়া বহু পূর্বে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিল, সেগুলি আবৃত্তি করিয়া যেমন তাহার বিরক্তি উৎপন্ন করিয়াছিল, তেমনি শেষোক্ত জনের (হাসসানের) প্রত্যুত্তরগুলির আবৃত্তিও তাহার মুখে শুনিতে হইয়াছিল (আগাণী, ৪খ., ১৪০; জুমাহী, ৩০)। এই গোত্রপ্রীতি, এমন কি তাহার মৃত্যুর বহু পরে পর্যন্ত তাহার রচিত কবিতার স্বরূপ নির্ধারণে সহায়ক হইয়াছিল। বানু হাশিম-এর বিরুদ্ধে রচিত তাহার কবিতাসমূহ উমায়্যাদের নিকট জনপ্রিয় ছিল এবং য়াযীদ ইবন মুআবিয়াকে যখন বলা হয় যে, তাহার সৈন্যদল মদীনা দখল করিয়াছে তখন সে ইবনু'য-যিবারার একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে। [দীনাওয়ারী (Guirgass), ২৭৭; ইবন আব্দ-রাবিহ, 'ইকদ, ১৩২৬ হি, ২খ., পৃ. ২৩৩, অতিরিক্ত কবিতাসহ যাহাতে য়াযীদ নিজকে সম্বোধন করিয়াছে], এমন কি আল মু'তাদিদ-এর শাসনামলেও (২৭৯/৮৯২-২৮৯/৯০২) য়াযীদ-এর পাপকর্মসমূহের বর্ণনামূলক একখানি রাষ্ট্রীয় নির্দেশপত্রে এই কাহিনীটির উল্লেখ করা হয় (তাবারী, ৩খ., ২১৭৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত দ্র. : (১) ইবনুল-আছীর, ইবন 'আবদি'ল-বারর ও ইবন হা'জার রচিত সাহাবীগণের জীবনী; (২) আল-জুমাহী, সম্পা. Hell, 57-60; (৩) ইবন দুরায়দ, ইশতিকাক, সম্পা. Wustefeld, 76; (৪) আগাণী^১, ১৪খ, ১১-২৫; (৫) বাকরী, সিমতুল'ল-লা'আলী, ৮৩৩ প.; (৬) আমিদী, মু'তালিফ, ১৩২ প.; (৭) A Fischer and E. Braunlich, Schawahid Indices, 328 a; (৮) P. Minganti, in RSO, xxxviii, 323-59 (biography and Collections of Poems with translations)।

J. W. Fuck (E.I.²)/ছমায়ুন খান

ইবনুয-যুবায়র (ابن الزبير) : আবু 'আবদিল্লাহ আয যুবায়র ইবন বাক্কার ইবনি'য-যুবায়র ইবনি'ল-আওয়াম; একজন কুলজীবীদ। ১৭২/৭৮৮ সালে মদীনাতে তাঁহার জন্ম হয়। 'আলী সমর্থকদের সহিত বিবাদে জড়িত হইয়া অবশেষে তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেইখানে ২৩৫/৮৫০ সালে অবস্থান করেন বলিয়া জানা যায়। ২৪২/৮৫৬ সালে তিনি মক্কার কাযী নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই ২৫৬/৮৭০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত ৩০ খানিরও বেশী গ্রন্থের শিরোনামের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেইগুলির মধ্যে মাত্র দুইখানি বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছেঃ (১) আল-মুওয়াফফাকিয়াত (الموفقيات) যেই গ্রন্থখানি খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর পুত্র মুওয়াফফাক-এর জন্য সংকলিত কাহিনী-সংগ্রহ, এবং (২) সুবিখ্যাত [জামহারাত] নাসাব কুরায়শ ওয়া আখবারুহা (جمهرة نساب قريش وأخبارها)। যথেষ্ট সুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও নাসাব কুরায়শ-এর দ্বিতীয়ার্ধ মাত্র অধ্যাবধি টিকিয়া আছে (সম্পা. মাহমুদ শাকির, কায়রো ১৩৮১/১৯৬১)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, ১খ, ১৪১, পরি, ১, ২১৫; (২) Sezgin, ১খ, ৩১৫; (৩) য়াকু'ত', ইরশাদ, ৪খ, ২১৮-২০; (৪) যাহাবী, ত'বাক'াতুল-হুফফাজ, ত'বাক'াত, ৮, নং ১২৪; শাকির-এর সম্পাদনায় একখানি পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা রহিয়াছে।

J. F. P. Hopkins (E.I.²)/ছমায়ুন খান

ইবনুয-যুবায়র (ابن الزبير) : আবু জাফার আহ'মাদ ইবন ইব্রাহীম ইবনিয-যুবায়র ইবন মুহাম্মাদ আছ'-ছাকাফী আল-আসিমী

আন্দালুসী হাদীছ'বেত্তা, কারী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক, জন্ম জায়েন (Jain-জায়ান) যুল'-কাদা, ৬২৭/সেপ্টেম্বর অক্টোবর, ১২৩০; মৃ. গ্রানাডা, ৮ রাবী-১, ৭০৮/২৬ আগস্ট, ১৩০৮। তিনি কু'রআন পাঠেই বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জীবনীকারগণ 'আরবী ভাষার উপরে তাঁহার দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তিনি ছিলেন আল-আন্দালুস ও মাগ'রিবের মুহাদ্দিছ'। অন্যায়ের প্রতিকারপ্রবণতা হেতু নিজ শহরে ও তৎপর মালাগায় পলায়ন করিতেও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। তখন বাধ্য হইয়া তিনি সেইখান হইতেও পলায়ন করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর বিপক্ষ প্রভাবশালী যাদুকর ইব্রাহীম আল-ফাযারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই শহর ত্যাগ করিয়া গ্রানাডাতে আশ্রয় লইতে হয়। কথিত আছে, শেষ পর্যন্ত সেইখানে মালাগার শাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট উক্ত যাদুকরের বিরুদ্ধে তিনি প্রাণদণ্ডদেশ দেওয়াতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রানাডার আমীর প্রথমে তাঁহাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন, পরে আমীরের সঙ্গে তাহার মতবিরোধ হয়। কিন্তু তৎপর আবার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে এবং তিনি জামি' মসজিদের খাতীব ও ইমামরূপে নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবত একই সঙ্গে নির্বিবাদে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। তিনি বিবাহের কাদীর দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। সকল গ্রানাডাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্ররূপে তিনি গ্রানাডাতেই ইনতিকাল করেন।

জীবনীকারগণ তাঁহার রচিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) মিলাকু'ত'-তাবীল ফিল'-মুতাশাবিহ'ল লাফজ ফি'ত'-তানযীল (ملك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل) (২) আল-বুরহান ফী তারতীব সুওয়ারিল কু'রআন (في البرهان في ترتيب سور القرآن) (৩) আল-ই'লাম বিমান খুতিমা বিহিল'-কুতর আল-আন্দালুসী মিনা'ল-আ'লাম (الاعلام بمن ختم به) (৪) কিতাবু'য-যামান ওয়া'ল-মাকান; (৫) রাদ্দুল-জাহিল মিন ইতিসাফিল'-মাজাহিল; (৬) গ্রন্থ মু'জাম; (৭) সিবাওয়য়হ-এর কিতাব-এর একখানি তালীক' (সংযোজন) এবং সবশেষে একমাত্র যে গ্রন্থখানি আংশিকভাবে অদ্যাবধি টিকিয়া আছে; (৮) সিলাতু'স সিলাযাহা ইবন বাশকুওয়াল-এর তাকমিলার অনুবৃত্তি এবং যাহার শেষাংশ E. Levi-Provencal কর্তৃক রাবাত হইতে ১৯৩৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৬ষ্ঠ ও ৭ম/১২শ ও ১৩শ শতকের বিশিষ্ট আন্দালুসী ব্যক্তিগণের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal সংস্করণের ভূমিকা; (২) ইবনুল-খাতীব, ইহাতা, ১খ, ৭২; (৩) ইবন ফারহন, দীবাজ, ফেয সংস্করণ, ৫৭; (৪) ইবনুল-কাদী, দুররাতুল হিজাল, সম্পা. Allouche, রাবাত, ১৯৩৪-৬ খৃ., নং ৮; (৫) যাহাবী, হুফফাজ, ৪খ, ২৭৫; (৬) ইবন হাজার দুরার, ১খ, ৮৪-৮ নং. ২৩২; (৭) সুয়ুতী, বুগয়া, ১২৬-৭; (৮) হাজ্জী খালীফা, ১খ, ৩৬৩, ২খ, ১১৫, ৫খ, ৬২৬; (৯) Dozy, De Abbadidis, ii, 166; (১০) Pons Boigues, Ensayo, no. 268; (১১) Brockelmann, S II, 375-7; (১২) DM, iii, 132.

Ch. Pellat (E.I.²)/ ছমায়ুন খান

ইবনুয-যুবায়র (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র)।

ইবনু-রাওয়ান্দী অথবা আল-রেওয়ান্দী (ابن الرواندى) : আবুল-হুসায়ন আহমাদ ইবন যাহ্-য়া ইবন ইসহাক মুত'যিলী ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী; তৃতীয়/নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম। বিরুদ্ধ মত থাকা সত্ত্বেও তাহার মৃত্যুকাল (যাহা চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগে দশম শতাব্দীতে বলিয়া বিতর্কিত) প্রথমটি বলিয়া ধরাই সমীচীন। কেননা ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁহার যে অনুমিত সমালোচনা রহিয়াছে (দ্র. আল-বারাহিমা, কিন্তু প্রবন্ধে এই উক্তির উল্লেখ নাই) সেই গ্রন্থের কথা যাহুদী মুতাকাল্লিম দাউদ ইবন মারওয়ান আর রাক্কী কর্তৃক একটি অপ্রকাশিত খণ্ড রচনার মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মুতাকাল্লিম আল-মুকাশিস নামে পরিচিত। তাঁহার সাহিত্যকর্মের রচনাকাল তৃতীয়/নবম শতাব্দী [ছ. G. Vajda in Oriens, 1৫শ খণ্ড (১৯৬২ খৃ.), ৬১ n. I.]।

ইবনু-রাওয়ান্দীর বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ইতিহাস জটিলতাময়। তিনি প্রথমে মু'তযিলী মতবাদের অনুসারী ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি তাহার বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করেন এবং নির্দয়ভাবে তাহাদেরকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তিনি তাহাদের বাস্তব অথবা আপাতপ্রতীয়মান অসামঞ্জস্যের উপর জোর দেন, তাহাদের ধ্যান-ধারণা হইতে ধর্মবিরোধী উপসংহার টানেন এবং সম্ভবত তাহাদেরকে ত্যাগ করিবার পর তাহাদেরকে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিতে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। শী'আ মতবাদের প্রতি তাহার আসক্তি স্বল্পকালীন হইলেও অনস্বীকার্য নহে, কিন্তু এই ব্যাপারে আরও নিশ্চিত যে, ইহার পর তিনি মুক্ত বুদ্ধির প্রতি দাবিত হন। ইহা সম্ভবত তাহারাই মত প্রবল ব্যক্তিত্ব আবু ঈশা আল-ওয়াররাক (দ্র.)-এর প্রভাবের ফসল। তিনি শেষ পর্যন্ত সন্দেহবাদী ছিলেন কিনা তাহা স্পষ্ট নহে অথবা তিনি শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ হইয়াছিলেন, মু'তযিলীদের এই দাবীর সত্যতাও অস্পষ্ট। যাহাই হউক না কেন, আত-তাওহীদী (দ্র.)-র ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং ভাষার উপর তাহার পূর্ণ দখলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইবনু'র-রাওয়ান্দীর গ্রন্থপঞ্জীতে কিছু অস্পষ্টতা রহিয়াছে। Fihrist অনুসারে তাহার গ্রন্থাবলীর দুইটি তালিকা রহিয়াছে; এইগুলি তাঁহার রচনা বলিয়া কথিত। একটি তালিকা আটটি নামসম্বলিত, অন্যটি (অসম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত ৩৭টি নামসম্বলিত, তন্মধ্যে প্রথম সাতটি গ্রন্থ তাহার মু'তযিলী মতামত পোষণের সময় রচিত বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় তালিকাটিতে প্রথম তালিকায় উল্লিখিত কোনও গ্রন্থের উল্লেখ নাই (তাজ, যুমুররুয, আত'ল-হিকমা, দামিগ, কাদীব, ফারীদ (বা ফিরিদ), (মুরজান, লুলু'আ); অপরপক্ষে এই তালিকায় ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ক্রমিক নম্বরসম্বলিত কিছু প্রতিবাদ রহিয়াছে। অনুমান করা হইয়া থাকে যে, এইগুলি ইবনু'র রাওয়ান্দী কর্তৃক রচিত (দ্র. J. Fuck, Texts... from Ibn al-Nadims Kitab al Fihrist, in Professor Muhammad Shafi presentation volume, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., ৭২ পৃ.)। H. S. Nyberg (তাঁহার সম্পাদিত কিতাবু'ল-ইনতিসার-এ 'আরবীতে লিখিত ভূমিকা, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ৩২ প., A. N. Bader সম্পাদিত কিতাবু'ল-ইনতিসার-এ ফরাসী ভাষায় লিখিত ভূমিকা, Le Livre du Triomphe . বৈরুত ১৯৫৭ খৃ., সপ্তবিংশ-ত্রিশ খণ্ড) উনিশটি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার সহিত কিতাবু'ল-খাতির এবং সম্ভবত কিতাবুল মারিফা যোগ করা উচিত, আল-জুব্বাই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন (দ্র. A. Borisov, in So, iv (১৯৪৭ খৃ.), ৮১ প.]।

তাহার তিনটি গ্রন্থের খণ্ডাংশ তাহার ধ্যান-দারণার প্রতিবাদকারী লেখকের রচনায় সংরক্ষিত আছে : (১) কিতাব ফাদীহাতিল মু'তযিলী আল-খায়্যাতের কিতাবু'ল-ইনতিসারে রক্ষিত আছে; ইহা বিভক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার এক বৃহৎ অংশ কিতাবু'ল ইনতিসারে পুনরুৎপাদিত হইয়াছে। ইবনু-রাওয়ান্দীর আক্রমণ ইহার প্রথম অংশে রহিয়াছে। ইহা মু'তযিলী গ্রন্থের একটি ওজর অথবা স্তুতিবাদের জওয়াবস্বরূপ। এই ওজরের নাম ফাদীলাতু'ল মু'তযিলী। ইহার রচয়িতা আল-জাহিজ। ইহার দ্বিতীয় অংশ শী'আদের সমর্থক বক্তব্যসম্বলিত। Nyberg- এর সম্পাদিত এই গ্রন্থ A. N. Nader কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ (সাবধানে ব্যবহার্য)-সহ পুনর্মুদ্রিত হয়, বৈরুত ১৯৫৭ খৃ.; (২) কু'রআনের বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার কিতাবু'দ-দামিগ-এর খণ্ডাংশ কাদী 'আবদুল-জাব্বার (দ্র.) কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হয়। তিনি আবু 'আলী আল-জুব্বাইর প্রতিবাদের সময় ইহা পুনঃপ্রকাশ করেন (ইহাও হারাইয়া গিয়াছে)। এই খণ্ডাংশসমূহ পরবর্তীকালে ইবনুল-জাওবী কর্তৃক তাঁহার মুনতাজামএ পুনঃপ্রকাশিত খণ্ডাংশসমূহের ন্যায় নহে (দ্র. আল মুগনী, ১৬শ খণ্ড, কায়রো ১৩৮০/১৯৬০, পৃ. ৩৮৯-৯৪ ও ১৫৬ ও ৪১৬)। আল-মুগনী'র বারাহিমা (১৫শ খণ্ড, কায়রো ১৯১৫ খৃ., ১০৯-৪৬)-এ সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত প্রতিবাদের মধ্যে ইবনু'র রাওয়ান্দীর কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু ৭৩ ও ১২৭ নম্বর পৃষ্ঠায়, তাছবীত দালা'ইলিন-নুওয়য়া, সম্পা. 'আবদুল-কারীম উছ-মান, বৈরুত ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫১ প., ৬৩, ৯০ প., ১২৮ প., ২২২, ২২৪ প., ২৩২ পৃষ্ঠায় ইবনু'র-রাওয়ান্দীর গ্রন্থাবলীর ব্যবহারের উপর শী'আ প্রচারবিদগণ জোর দিয়াছেন; (৩) কিতাবু'ল-যুমুররুয-এর কিছু খণ্ডাংশ ইসমা'ঈলী আল-মু'আয়াদ ফি'দ-দীন (দ্র.)-এর মাজালিসে সংরক্ষিত আছে; সম্পাদনা ও অনুবাদ P Kraus in Beitrage (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)।

আল-মাতুরীদী (দ্র.)-র (পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজ Add. ৩৬৫১, ৯৬, ১০১) কিতাবু'ত তাওহীদে ও নাসির-ই খুসরাও [দ্র.] (বিশেষত আল ওয়াররাকের বিরুদ্ধে) কিতাব-ই জামি'উ'ল হিকমাতায়ন, সম্পাদনা Corbin Moin. তেহরান ১৯৫৩ খৃ., ২৩২ প. (হাশবিয়্য কিছু সূত্রী উৎসসমূহে ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাতে সে সম্বন্ধে কিছু নাই)-এ যে সমস্ত উদ্ধৃতি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলির আক্ষরিক যথার্থ্য নিশ্চিত নহে এবং সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তদন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে।

কিতাবু'ল-যুমুররুয'-এর প্রচুর উদ্ধৃতি স্পষ্টতই ইবনু'র রাওয়ান্দীর ধর্মবিরোধী মতবাদ নির্দেশ করে এবং ইহার জন্যই তিনি পরবর্তী যুগের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার রচনায় সাধারণভাবে নুবুওয়াতের তিক্ত সমালোচনা ও বিশেষভাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নুবুওয়াতের সমালোচনা রহিয়াছে। অধিকন্তু তিনি এই মত পোষণ করেন যে, ধর্মীয় মতবাদ যুক্তি দ্বারা গ্রাহ্য নহে এবং এই কারণে ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। নবীদের প্রতি আরোপিত অলৌকিকত্ব তাঁহার মতে পুরাপুরি আবিষ্কৃত বিষয় এবং নবীগণকে যুক্তিসঙ্গতভাবে যাদুকরদের সহিত তুলনা করা চলে। মুসলমানদের চোখে মহত্তম অলৌকিক গ্রন্থ কুরআনও তাহার নিকট কোন সম্মানজনক আচরণ লাভ করে নাই। তাহার মতে ইহা ঐশী গ্রন্থও নহে ও এমন কি ইহা অনুকরণীয় কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মও নহে। তাঁহার মতামতসমূহ সকল প্রকার ধর্মের প্রতিই আক্রমণাত্মক। এই আক্রমণাত্মক মনোভাবকে আবার দেওয়ার উদ্দেশে উবনু'র-রাওয়ান্দী এই কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন যে, এই সমস্ত ধর্মীয় মতবাদ ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচারিত।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের তীব্র সমালোচক একজন অধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে তাহার খ্যাতি ৪র্থ/১০ম শতকে মুসলিম সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। কারায়েত যাহুদী লেখক সালমন ইব্ন যেরুহাম ও য়েফেত ইব্ন 'আলী কর্তৃক তাহার নাম একজন মারাত্মক ও প্রবল ধর্মবিরোধী হিসাবে বলবার উল্লিখিত হইয়াছে।

মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ বংশপরম্পরায় কয়েক পুরুষ ইবনুর রাওয়ান্দীর আক্রমণাত্মক মতবাদের যুক্তি খণ্ডনকার্থে আত্মনিয়োগ করেন। তন্মধ্যে আল-খাওয়ত, আল-জুব্বা'ঈ, আবু সাহুল আন নাওবাখ্‌তী, আবু হাশিম, আল-আশ'আরী, আল-মাতুরীদী, আল কাবী প্রাথমিক দিকের কয়েকজন মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) P. Kraus রচিত মূল গ্রন্থ Beitrage zur islamischen Ketzergeschichte, in RSO, ১৪খ, (১৯৩৪ খৃ.) পৃ. ৯৩-১২৯, ৩৩৫-৭৯ (ইবনুর-রাওয়ান্দীর উপর ইংরেজী এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের প্রথম সং-এর পরিশিষ্ট) প্রায় সকল গ্রন্থপত্রের কথা ইহা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উল্লিখিত আছে; (২) যাহুদী 'আরবী সাহিত্যে ইবনুর-রাওয়ান্দীর প্রসঙ্গের জন্য ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে (পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী কেবল একটি সংকলন) S. Poznanski, in MGWJ ৫১ খ. (১৯০৭ খৃ.) প. ৭৩১ প., এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ও বিশেষ করিয়া ইবনুর-রাওয়ান্দী ও অল্পকাল পরের যাহুদী ধর্মবিরোধী হায়াওয়য়হ আল-বালখী) হিব্রু ভাষায় M. Zucker রচিত গ্রন্থ Rav Saadya gons Translation of the Torah নিউ ইয়র্ক ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৩-৫, ২৯-৩৩; আরও দ্র., G. Vajda, in REJ, ৯৯ খ. (১৯৩৫ খৃ.), পৃ. ৮৮ প.; (৩) Kraus-এর পুস্তক 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন A Badawi, মিন তারীখি'ল-ইলহাদ ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৫ খৃ., ৭৭-১৮৮; (৪) তাওহীদী হইতে অনুচ্ছেদ আল ইমতা ওয়া'ল-মু'আনাসা, কায়রো ১৩৫৩, ২খ, ১৪; ও (৫) আল-বাসাইর ওয়ায-যাখাইর, একই তারিখ ও স্থান, পৃ. ১৮৩; (৬) ইবনুর রাওয়ান্দীর উপর ইব্ন মুরতাদা কর্তৃক দেয়া নোটিশ S. Diwald Wilzer কর্তৃক সম্পাদিত Die Klassen der Mutaziliten, Wiesbaden ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৯২, ১-১৫ ছত্রে পাঠ করা যাইতে পারে; (৭) ইবনুল-আনবারীর নুযহাতুল আলিব্বা অনুচ্ছেদ যাহা Kraus কর্তৃক Beitrage, ৩৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা অতি সম্প্রতি সামাররা'ঈ, বাগদাদ ১৯৫৯ খৃ. পৃ. ১৫০ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে পাওয়া যায়; (৮) Brockelmann-এর নোটিশগুলিও দ্র. S.I. প. ৩৪০ প.; (৯) in F. Sezgin, GAS. ১খ, ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৬২০ প. ও (১০) যিরিক্লী, আল'লাম, ১খ, পৃ. ২৫২। আরও দ্র.; (১১) H. S. Nyberg সম্পাদিত Amr Ibn Ubaid et Ibn al-Rawendi, deux reprocues, in Classicisme et declin culturel dans l'histoire de l'Islam, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১২৫-৩৬; (১২) J. van Ess রচিত Archiv fur Geschichte der Philosophie, ৪৫ খ. (১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ৭৯-৮৬; (১৩) Die Erkenntnislehre des Adudaddin al Ici, Wiesbaden ১৯৬৬ খৃ., বিশ্লেষণমূলক সূচীতে উল্লিখিত অনুচ্ছেদসমূহ, পৃ. ৪৯৫ হইতেছে তত্ত্বমূলক গবেষণার (দালীলাদি হিসাবে অপরিপক্ব কিন্তু সার্বিকভাবে উৎকর্ষমূলক) একটি আংশিক প্রাথমিক চিত্র।

P. Kraus (g. Vajda) (E.I. 2)/ পারসা বেগম

ইবনুর রাব্বীক (ابن الرقيق) : (মৃ. ৪১৮/১০২৭-৮ এর পরে) অথবা আর রাব্বীক আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনুল-কাসিম আল-কাতিব আল-কা'য়রাওয়ানী প্রায় শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল যাবত যীরীগণের সচিবরূপে কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইব্ন রাব্বীক তাঁহার 'উমদা গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইবনুর-রাব্বীক একজন প্রতিভাবান বিদ্বান ও কাহিনীকার ছিলেন। ইব্ন রাব্বীক স্বীকার করিয়াছেন যে, ইবনুর রাব্বীক কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, যদিও তাঁহার রচনাশৈলীতে সচিবসুলভ রীতি পদ্ধতি প্রকট ছিল। যাকু'ত (মু'জাম, ১খ, ২১৭-২৬) তাঁহার কবিতার কিছু দীর্ঘ খণ্ডাংশ সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কু'ত্ব'স-সুরর (পাণ্ডু. প্যারিস B.N. nos, 4829, 4830 and 4831. অন্যান্য পাণ্ডু-র জন্য দ্র. Brockelmann) গ্রন্থটিও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, ইহার মদ্য সংক্রান্ত আবেগমগ্নিত কবিতাগুলি প্রাচ্যের রীতি অনুসারে রচিত।

কিন্তু ইবনুর রাব্বীককে তাঁহার সমকালীন (দ্র. ইব্ন রাব্বীক, যাকু'ত কর্তৃক মু'জামে উদ্ধৃত, ১খ, পৃ. ২১৬) এবং উত্তরপুরুষগণ একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ইব্ন খালদুন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন (মুকাদ্দিমা, বৈরুত সং. ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৪), ইফরীকিয়ার ও যে রাজ্যসমূহের রাজধানী ছিল কায়রাওয়ান উহার ইতিহাসের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁহার এই সুখ্যাতি ছিল সম্পূর্ণ ন্যায্যসঙ্গত। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার কিতাবু তারীখি ইফরীকিয়া ওয়া'ল-মাগ'রিব-এর উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন শাদ্দাদ, ইবনুল আছীর, (মৃ. ৬৩০/১২৩৩) ইবনুল আব্বার (মৃ. ৬৫৮/১২৬০), আতা-তি'জানী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮-এর পরে) ও বিশেষভাবে ইব্ন ইয়ারী (আনু. ৭০৬/১৩০৬-৭), আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩২/১৩৩১-২), ইব্ন খালদুন (মৃ. ৮০৮/১৪০৫-৬) ও আল-মাকরীযী (মৃ. ৮৬৪/১৪৪২-৩) তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। আস-সাখাবী (ইলান, পৃ. ১২২; মৃ. ৯০২/১৪৯৬-৭), আশ-শাম্মাখী ও এমন কি আল-ওয়ায়ীর আস-সাররাজ (হুলাল, পৃ. ২৮৯ প.) প্রমুখ ১১৩৭/১৭২৪-৫ সালে যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতে সরাসরি ইবনুর-রাব্বীক-এর রচনা হইতে উদ্ধৃত করেন। ইবনুর-রাব্বীক-এর ইতিহাসে গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, তিউনিসিয়ার কতিপয় ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে, বাস্তবিকপক্ষে উহার সন্ধান পাওয়া দুর্লভ, রচনার খণ্ডাংশ বেনামী, রচনার গুরুত্ব দিক ত্রুটিপূর্ণ এবং রচনার শেষের দিকে প্রকাশের স্থান ও তারিখের উল্লেখ নাই। মাগরিব-এর ইতিহাসে উকবা ইব্ন নাকি'র(রা)-এর শাসনকাল হইতে প্রথম ইব্রাহীম-এর রাজত্বকালের উল্লেখ দেখা যায়, উহা পাণ্ডুলিপি এম. আল-মান্নানী রাবাত-এ সংগ্রহ করেন, এম. আল-কাবী উহা প্রকাশ করেন (তিউনিসিয়া ১৯৬৮ খৃ.)। প্রকাশক এম. আল কাবী উহাকে ইবনুর রাব্বীক-এর রচনা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সহিত্যকার অর্থে এই স্বীকৃতি ছিল যথেষ্ট সন্দেহজনক। পরিশেষে বলা যায়, ইবনুর-রাব্বীক-এর গ্রন্থ হইতে গৃহীত উদ্ধৃতিসমূহের যদি যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইতে বিশেষ যত্নসহকারে সংকলকদের দ্বারা সেইগুলি উল্লিখিত হইলেও শী'আ মতবাদের প্রতি সহানুভূতির দরুন ঐ সকল সংলাপ প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মনে হয় পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ, যাহারা দীর্ঘ উদ্ধৃতির ব্যবহার করিয়াছেন তাহারা উক্ত প্রভাব বিস্মৃত হইয়াছেন কিংবা উপেক্ষা করিয়াছেন।

ইবনুর-রাব্বীককে ৩৮৮/৯৯৮ সালে যীরী-বাদীগণ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিসরের আল-হাকিম-এর নিকট প্রেরণ করেন। যাকু'ত

(মু'জাম, ১খ, ২২২-৪) কর্তৃক পুনরুল্লিখিত একটি কবিতা হইতে জানা যায় যে, কায়রোয় তিনি দীর্ঘকাল যাবত অবস্থান করেন। কায়রোর আনন্দময় পরিবেশ তাঁহার রচনায় আবেগময় ভাষায় বিধৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্য যে সকল রচনার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই, সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলির উল্লেখ করা যায় : কিতাবু'ন নিসা (মহিলাদের সম্পর্ক); আর রাহ ওয়া'ল ইরতিয়াহ (আনন্দ সম্পর্ক); আল-আগানী (সঙ্গীত সম্পর্ক) ও নাজমু'স-সুলুক ফী মুসামারাতিল-মুলক (সার্থক রাজসভাসদ সম্পর্কিত গ্রন্থ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, (উৎসসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন), I, 161, S I, 252; (২) Amari, Storia, সম্পা. Nallino, 1933, i, 39; (৩) যিরিকলী, আলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১খ, ৫১-২; (৪) H. R. Idris, Zirides, i, xiv and ii 81-2; (৫) ইবনুর রাকীক-এর জীবনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যাকু'ত, মু'জামুল উদাবা (কায়রো সং ১৯৩৬ খ., ১খ, ২১৬-২৬)।

M. Talbi (E.I.²)/ ফজলুল রহমান

ইবনুর রাহীব (ابن الربيب) : আবু 'আলী হা'সান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ আত-তামীসী, আল-কাদী আত তাহারজী নামেও পরিচিত ছিলেন (কেননা কিছুদিন তিনি তাহারত-এর কাষী ছিলেন)। তিনি কায়রাওয়ান-এর ভাষাতত্ত্ববিদ কবি ও সাহিত্যিক; ৪৩০/১০৩৮-৯ সালে সেইখানেই ইনতিকাল করেন। আবু'ল-মুগীরা ইবন হা'যম (দ্র. ইবন হা'যম)-এর উদ্দেশে লিখিত একটিমাত্র রিসালার জন্য তাঁহাকে স্মরণ করা হয়। এই রিসালায় তিনি আন্দালুস-এর অধিবাসীদের সমালোচনা করিয়াছিলেন। (মূল রচনা ইবন বাসসাম, যাকীরা, ১খ., ১১১-১৩; আল মাক্কারী, Analectes, ২খ, ১০৮-৯; হ. হ. 'আবদুল ওয়াহ'হাব, আল-মুনতাখাব আল-মাদরাসী, কায়রো ১৯৪৪ খ., পৃ. ৬৪-৬; ইংরেজী অনু. P. de Gayangos, The history of the Mohammédan dynasties in Spain, লণ্ডন ১৮৪০ খ., ১খ, ১৬৮-৭০, গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান)। এই রিসালা হইতে দুই প্রকারের উত্তর পাওয়া যায় : প্রথম উত্তর আবু'ল-মুগীরা ইবন হা'যম হইতে (ইহার আর্থশিক মূল রচনা ইবন বাসসাম যাকীরা, ১/১, ১১৩-৬ তে পাওয়া যায়); দ্বিতীয় উত্তর ইহার চাচাত ভাই 'আলী ইবন হা'যম হইতে [মূল রচনা— মাক্কারী, Analectes, ২খ, ২০৯-২১; ইংরেজী অনু. P. de Gayangos, পৃ. ৬১, ১খ, ১৭০-৯০; ফরাসী অনু. Ch. Pellat, al-andalus, ১৯/১খ, ১৯৫৪ খ.] ৬১-১০৩, গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধটির মধ্যে রহিয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ ফজলুর রহমান

ইবনুর-রাহিব (ابن الراهب) : কিবতী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু গ্রন্থ প্রণেতা; জন্ম ১২০০ হইতে ১২১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং মৃত্যু ১২৯০ হইতে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি প্রধানত Chronicon Orientale গ্রন্থটির জন্য ইতিহাস-লেখক হিসাবে পরিচিত। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতেই তাঁহার এই পরিচিতি, যদিও ইহা সত্য নয়। বস্তুত ৭ম/১৩শ শতাব্দীর খৃষ্টান 'আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগে আবু ইসহাক ইবনুল-আসসাল (দ.) ও আবু'ল-বারাকাত ইবন কাবার (দ্র. সহনুশ আল-খিলাফা (অথবা কেবল আন-নুশ), আবু শাকির ইবনু'স-সানা (সানাউদ-দাওলার সংক্ষিপ্ত রূপ) আররাহিব আবু'ল কারাম (ওরফে আবু'ল

মাজ্জদ), বুতরুস ইবনুর মুহাম্মাদ শীর্ষস্থানীয় বিশ্বকোষ-সংকলক। তিনি মানবিক জ্ঞানে প্রায় সকল শাখাতেই লিখিয়াছেন। বস্তুত এ যুগে একজন 'আরব খৃষ্টানের পক্ষে যে জ্ঞানানুশীলন সম্ভব ছিল, সবই তিনি করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দার্থ বিশ্লেষণবিদ্যা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব (এবং এইগুলির সামগ্রিক শাখা উপশাখাসহ সকল বিষয়) সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন। শুধু যে ইহাই তাঁহার রচনাবলীকে বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য দিয়াছে তাহা নহে, কারণ তৎকালীন পরিবেশে এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভা খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না, বরং চূড়ান্ত বিষয় হইতেছে তাঁহার রচনা পদ্ধতি, তাঁহার অধ্যয়ন-সমীক্ষার বিপুল পরিসর ও পরিশেষে গ্রীক, যাককীয় (খৃষ্ট ধর্মীয়), মুসলিম 'আরব ও খৃষ্টান সাহিত্যের মৌলিক সূত্রে প্রচুর সম্পদ— যাহা তিনি তাঁহার রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং যাহা হইতে তিনি ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক চিন্তামূলক রচনা নহে, বরং তাঁহার উল্লিখিত সংকলনটির উপরই তাঁহার রচনার মূল্য নিহিত।

ইবনুর-রাহিব প্রাচীন কায়রোর এক ধনাঢ্য ও বিশিষ্ট কিবতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবারের সকলেই খৃষ্টান যাজক এবং তৎকালীন মিসরের আয়্যুবী প্রশাসনে বিভিন্ন উর্ধ্বতন পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার পিতা যিনি ঐ সময় আস-সানা আর-রাহিব বা আর-রাহিব আনবা বুতরুস নামে সমধিক পরিচিত (বৃদ্ধ বয়সে খৃষ্টান সন্ন্যাসী) ছিলেন, তিনি সরকারী প্রশাসন ও যাজকীয় মহল, উভয় ক্ষেত্রেই সুনামের অধিকারী ছিলেন। তিনি দুইবার সরকারী অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে তিনি যাজকীয় কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিলেন। এই দীর্ঘ মেয়াদের শেষের দিকে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপের পদটি (১২১৬-৩৫ খৃ) শূন্য ছিল, তিনি তখন অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদের জন্য অস্থায়ী প্যাট্রিআর্ক হিসাবে কাজ করেন। ইহার পর তিনি Cyrillus b. Laklak (1235-43)-এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Patriarchate- এর আওতায় বিরোধী পক্ষের যাজকদের মুখপাত্র হন। তাঁহার পুত্র আন-নুশ আবু শাকির 'আল-মু'আলাকার বিখ্যাত গির্জায় Deacon হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দৃশ্যত দীওয়ানুল জুযুশ (দ্র.) বিভাগে একজন উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদেও দায়িত্ব পালন করেন।

অপেক্ষাকৃত পরে ও সম্ভবত মিসরে মামলুক শক্তির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার প্রেক্ষাপটে তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেন। বস্তুত তাঁহার এই সাহিত্যিকর্ম তৎপরতা ৬৫৫/১২৫৭ হইতে ৬৬৯/১২৭০-১ সনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পরবর্তীকালে ইবনুর রাহিব নিজেকে তাঁহার রচনাবলীর পুনর্লিখন ও উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত রাখেন। তাঁহার রচনা অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে রচিত এবং এইগুলি এখনও অসম্পাদিত। পূর্বাণের তারিখ অনুযায়ী এইগুলি হইতেছে : (ক) কিতাবু'ত-তাওয়ায়ীখ : তিনটি পাতুলিপিতে সম্প্রতি এই রচনাটি সনাক্ত করা গিয়াছে। বস্তুতপক্ষে এই রচনাটির ভিত্তিতেই ইবনুর-রাহিবের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে স্পষ্ট তিনটি খণ্ড রহিয়াছে এবং এই তিন খণ্ড রচনা আবার ৫১টি অসমান অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে রহিয়াছে জ্যোতির্বিদ্যা ও ঘটনাপঞ্জী সংক্রান্ত সমীক্ষা (অধ্যায় ১-৪৯), পৃথিবীর ইতিহাস (অধ্যায় ৪৮), ইসলামের ইতিহাস (অধ্যায় ৪৯) ও চার্চের ইতিহাস (আলেকজান্দ্রিয়ার খৃষ্টীয় প্যাট্রি আর্কগণের ইতিহাসের আকারে, অধ্যায় ৫০) এবং পরিশেষে প্রাচ্যের সাতটি নিখিল বিশ্বখৃষ্টীয় এক্য বিধায়ক পরিষদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (অধ্যায় ৫১)।

বিখ্যাত Chronicon Orientale গ্রন্থটি বস্তুতপক্ষে কেবল দীর্ঘ ঘটনাপঞ্জীমূলক বিভাগের একটি সংক্ষিপ্তসার বিশেষ (অধ্যায় ৪৮-৫০)। ইহা ছাড়া খৃষ্টান ইতিহাস লেখক আল-মাকীন ইবনু'ল-'আমীদ (দ্র.) ব্যাপক মাত্রায় কিতাবু'ত-তাওয়ারীখ-কে কাজে লাগাইয়াছেন এবং এই ইতিহাস লেখকের বরাতেই দৃশ্যত আল-মাক-রীযী (দ্র.) ও ইবন খালদুন (দ্র.) বরাবর কিতাবু'ত-তাওয়ারীখ-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই গ্রন্থটি ক্লাসিক্যাল ইথিওপীয় (গীয) ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন Etcheguite Enbaqom-এর ন্যায় যশস্বী ব্যক্তি, যিনি তৎকালে ইথিওপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। এজন্য আবু শাকির শীর্ষক বিশ্ব ঘটনাপঞ্জি ও যাজকীয় বর্ষ সংক্রান্ত সারগ্রন্থ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য নয়না।

(খ) কিবতী ভাষাতত্ত্ব, ১২৬৩ খৃ. সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে ছন্দোবদ্ধ কিছু শব্দ (সুল্তাম মুকাফফা) রহিয়াছে, যেগুলি আরব অভিধান প্রণেতাদের পদ্ধতি মাম্বিক রচিত। উহার আগে ব্যাকরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে (দ্র. মুকাদ্দিমা)। এই ব্যাকরণ ইহার মৌলিকত্বের সুবাদের মধ্যযুগের ধারাবিন্যস্ত কিবতী ভূমিকাগুলির তুলনায় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যদিও ঐ পারিভাষিক শব্দাবলীর অস্তিত্ব বর্তমানে লুপ্ত বলিয়াই দৃশ্যত মনে হয়; তবুও উপক্রমণিকা, যাহা ব্যাকরণের সঙ্গেই এখনও বজায় রহিয়াছে, মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় (ইহাতে লেখক তাঁহার প্রকল্পটিও বিস্তারিত আকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন), ইহা তাঁহার সমসাময়িক ইবনু'ল আসসাল (দ্র. সুল্তাম (রচিত (Scala rimata) -এর তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ মানের অভিধান সংকলন।

(গ) কিতাবু'শ শিফা (১২৬৭-৮ খৃ.) বাইবেলীয় খৃষ্টতত্ত্বমূলক রচনা, যাহা পুরাপুরি ব্যাখ্যামূলক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বিপুলায়তনে পরিকল্পিত এই গ্রন্থটি মূলত জীবনবৃক্ষের (The Tree of Life) আদলে গড়িয়া তোলা হয়। এই কল্পতরুর ত্রয়ী কাণ্ডের (আস'ল) প্রতিটি অংশ তিনটি শাখা (ফার) ধারণ করিয়া আছে, আর ঐ শাখাগুলি অসংখ্য ফলভারে (ছোমারা) অবনত। এই রচনার সর্বত্র রহিয়াছে প্রচুর যাজকীয় ও অন্য ধরনের ভাষা ও পরিভাষা (বিশেষত নেস্তোরীয় ইবনু'ত তায়্যিবের ফিরদা'ওস আন-নাসুরানিয়া) যাহা 'ঈসা (আ)-এর নম্বর দেহ সংক্রান্ত বাইবেলীয় ভাষ্যাদির এক কৌতূহলোদ্দীপক আরবীয় সংকলন বিশেষ।

(ঘ) কিতাবু'ল বুরহান (১২৭০-১ খৃ.) ৫০টি অধ্যায়ে (মাস'আলা) রচিত এক ব্যাপক ধর্মীয় দার্শনিক সংহিতা বিশেষ। ইহা সমসাময়িক কালের শিক্ষিত কিবতী জনগণের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও সংস্কৃতি—প্রায় সকল বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনা ইহাতে করা হইয়াছে, বিশেষভাবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কিতাবু'ল-বুরহানে শয়তানের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর সর্বময়তা শুভত্বের যে আলোচনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবেই পারস্য দেশীয় মহান ধর্মতাত্ত্বিক ফাখরুদ্দীন আর রাযী (দ্র.)-র কিতাবু'ল আরবাস্টিন-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Graf, GCAL ii, 428 35; (২) Adel y. Sidarus, Ibn al-Rahibs Leben und Werk, Ein Koptisch arabischer Enzyklopadist des 7/13. Jahrhunderts (Islamkundliche Untersuchungen 36), Freiburg 1975, সূত্রাদি ও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ।

A. Sidarus (E.I.² Suppl.)/ইয়াসিন আহমদ

ইবনু'র-রুমিয়া (ابن الرومية) : আবু'ল 'আব্বাস (কখনও কখনও আবু জা'ফর أبو جعفر আহ'মাদ ইবন আবি 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুফাররিজ ইবন আবি'ল-খালীল আল-উমাবী আল-হাম্মী আজ' জাহিরী আন-নাবাতী আল-আশশাব ছিলেন একজন স্পেনীয় আরব ভেষজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী (Pharmacobotanist)। তিনি ৫৬১/১১৬৬ সনে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩৭/১২৪০ সনে তথায় ইনতিকাল করেন। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার জন্ম তারিখ ৫৬৭/১২৭২ সন। কথিত আছে, তাঁহার মাতৃকুল ছিল বায়যানটায়। ইহা হইতে তিনি তাঁহার ডাক নাম অর্জন করেন; তবে তিনি এই নাম শুনিতে পসন্দ করিতেন না। যাহাই হউক, তিনি ছিলেন উমায়্যা বংশের একজন আযাদকৃত মওলানা। তাঁহাকে মালিকী মাযহাবের একজন মুহ'াদ্দিহ' ও ফাকীহ হিসাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইয়াছিল। তিনি পরে জাহিরিয়াদের সহিত যোগ দেন এবং ইবন হাম্ম (দ্র.)-এর একজন একান্ত অনুগত ভক্তে পরিণত হন। কার্যকলাপ সংক্রান্ত তাহার রচনাবলীর কিছুই সম্ভবত এখন আর টিকিয়া নাই। কিছু রিজাল-গ্রন্থ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ আল মুলিম বি-মাওয়াইদ (المعلم بزوائد) (অথবা বিমা যাদাহ (بمازاده) আল-বুখারী আলা-মুসলিম, (البخارى على مسلم), ইখতিসার গারা'ইব হা-দীহ' মালিক (لميد داراكتوني) اللدار (المال في حديث مالك اللدار) (قطنى), নাজমুদ-দারারী ফী-মা তাফাররাদা বিহি মুসলিম 'আনি'ল-বুখারী (تم الدرارى فيما تفرد به مسلم عن البخارى) উপরন্তু ইবনু'ল-কাতান (মৃ. ৩৬০/৯৭১)-এর কিতাবু'ল-কামিল ফি'দ-দু'আফা ওয়া'ল-মাত'-মাতরুকীন এবং ইহারই পরিশিষ্ট হিসাবে আল-হাফিল ফী তাদলীলীল-কামিল (الحافل في تدليل الكامل), সর্বশেষে স'আলাত (Prayer) সম্পাদনের ফিক'হসমত অনুসন্ধান, যেমন হকমুদ-দু'আ ফী আদবাবিস-স'আলাওয়াত (حكم الدعاء في أديار اللصوات) ও কাযফিয়াতুল-আযান য়াওয়াল-জুম'আ (كيفية الأذان يوم الجمعة) প্রভৃতি। ৬১৩/১২১৬ সনে হাজ্জব্রত পালন উপলক্ষে তিনি যেই ব্যাপক শিক্ষা সফর সম্পন্ন করেন, সেই সময়ে তিনি উল্লিখিত বিষয়সমূহে জ্ঞান অর্জন করেন। এই সফরেই তিনি উত্তর আফ্রিকা, মিসর, হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। মাররাকুশী তাঁহার য'আল (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) গ্রন্থে ইবনু'র-রুমিয়ার এক অসাধারণ দীর্ঘ জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এই অতি দীর্ঘতর কারণ যে, ইবনু'র-রুমিয়া যেই সকল মুহ'াদ্দিহ' ও ফাকীহ-র বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যাহারা হা'দীহ' বর্ণনার ব্যাপারে তাঁহার সূত্র ছিলেন, মাররাকুশী তাঁহাদের প্রায় সকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি অবশ্য প্রকৃত সুখ্যাতি অর্জন করেন ভেষজ-উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসাবে কৃতিত্বের জন্য। তাঁহার নিজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৫৮৩/১১৮৭ সনে মাররাকুশ-এ ইবনু'ল-বায়তার-এর অন্যতম শিক্ষক 'আব্দুল্লাহ ইবন সালিহ-এর নিকট তাঁহার ভেষজবিদ্যার হাতেখড়ি হয়। তাঁহার নিকট তিনি তিনটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেনঃ (১) ডিওস কোরিডিস (Dios Corides)-এর মেটেরিয়া মেডিকা (Materia medica); (২) ইবন জুলজুল (দ্র.)-এর রচনা, যাহাতে তিনি ডিওস কোরিডিস প্রদত্ত আমিশ্রিত ঔষধসমূহের নাম ব্যাখ্যা করেন (তাক্সীর আসমা'ই'ল-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা মিন কিতাব দিযুসকুরীদিস المفردة الودية السكوريدس (من كتاب ديسكوريدس) ও (৩) একই লেখকের ঔষধাদি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, যেই ঔষধগুলি সম্বন্ধে ডিওস-কোরিডিস উল্লেখ করেন নাই।

(মাকালান ফী যিকরিল-আদবিয়া আল্লাতী লাম য়াকুব্ব হা দিয়ুস্কুরীদিস
مقالة في ذكر الادوية التي لم يذكرها ديسكوريدس
[الخ]। সতের বছর পর (৬০০/১২০৪) তিনি নিজে উল্লিখিত বিষয়সমূহ
শিক্ষা দেন, মারারাকুশেও তিনি এই সমস্ত শিক্ষা দেন। ইতিমধ্যে ইব্ন
জুলজুল-এর লেখায় ভুলক্রটিসমূহ তাঁহার মনে রেখাপাত করে এবং ইহা
হইতেই তিনি অনুরূপ গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন, যেমন তাফসীর
আসমা'ই'ল-আদবিয়া আল-মুফরাদা মিন কিতাব দিয়ুস্কুরীদিস (গ্রন্থখানির
নাম ইব্ন জুলজুল-এর গ্রন্থের অনুরূপ)। খুব সম্ভব ইহাই অনেকটা নিশ্চিত
যে, এই গ্রন্থখানা ই মাজমু'আ নুরুসমানিয়ে ৩৫৮৯-তে একটি অজ্ঞাতনামা
গ্রন্থরূপে বিরাজ করিতেছে। বর্তমান লেখক টীকা ও জার্মান অনুবাদসহ
ইহার মূল পাঠের একটি সংস্করণ প্রস্তুত করিতেছেন। ইবনু'র-রুমিয়া
ডিওস কোরিডিস লিখিত বিষয়সমূহ পর্যাণ্ড পরিমাণে সর্বাঙ্গু করেন। তিনি
ভেষজ ঔষধির আরোগ্য সংক্রান্ত গুণাবলী প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দেন। পক্ষান্তরে
ঐ সবে উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রচুর আলোচনা করেন।
এইসব ভেষজ ঔষধির নামকরণও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা
হইতে মোজারাবিক (Mozarabic) [দ্র. আলজামিয়া] সম্বন্ধে এবং
মরক্কোর তৎকালীন প্রচলিত বার্বার উপভাষাসমূহ সম্বন্ধে জানিবার গুরুত্বপূর্ণ
উপাদানসমূহ পাওয়া যায়। সর্বোপরি লক্ষণীয় যে, লেখক নিশ্চিত ও
অনিশ্চিতের মধ্যে, বিশেষ করিয়া যাহা পূর্ব হইতে আগত এবং যাহা স্বয়ং
দেখিয়াছেন তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে
রাখেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান পরিহার
করিয়া সংকলনের উপর জোর দেওয়া হইত এবং লিখিত উৎসসমূহের উপর
অতিরিক্তভাবে নির্ভর করা হইত, তাহা হইলে বিশেষ করিয়া প্রকৃতিকে
পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মনবৃত্ত ভিত্তি প্রণয়নের জন্য এইখানে যেই প্রচেষ্টা
করা হইয়াছে তাহাকে উচ্চ মূল্যাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা হয় যে, ইবনু'র-রুমিয়া তাঁহার
উল্লিখিত প্রাচ্য ভ্রমণ গুরু করিবার পূর্বেই 'তাফসীর' লিখিয়াছিলেন।
উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার দ্বিতীয় রচনা হইল আবু-রিহলাতুল-মাশরিকিয়া
যাহা আরও ব্যাপক এবং যাহা তাঁহার দুই বছর দীর্ঘ এই ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক
ফলাফল সমৃদ্ধ; তবে ইবনু'ল-বায়তান-এর অসংখ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই
দ্বিতীয় রচনাটির বিষয়ে জানিতে পারা যায়। সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ
কৌতূহলের বিষয় হইতেছে প্যাপাইরাস প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা যাহা প্লিনি
(Pliny)-র পরে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (ইহার জন্য ও অন্যান্য 'আরবীয়
বর্ণনার জন্য দ্র. A. Grohmann, Allgemeine Einfu-
hrung in die arabischen Papyri, ভিয়েনা ১৯২৪ খৃ., পৃ.
৩৫ প.)। ইবনু'র-রুমিয়ার রিহলা হইল একখানি উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ।
এই গ্রন্থ দেখিয়া L. Leclerc (Histoire de la medecine
arabe, ২খ, ২৪৪) এবং M. Meyerhof (Maimonide ৩৩)
মন্তব্য করেন যে, ইবনু'র-রুমিয়া 'আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী
এবং স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচারে তাঁহাকে আল-গাফিকী'-র (দ্র.
উপরে) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু আল-গাফিকী'-র বহু
ক্রটি ইবনু'র-রুমিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার আভু'-তানবীহ 'আলা
আগ-লাতি'ল-গাফিকী ফী আদবিয়াতিহি (التنبيه على أغلاط
الغافقي في أدويته) [মারারাকুশী কর্তৃক উদ্ধৃত, য়ায়ল, ১/২খ, ৫১৩)
দূর্ভাগ্যক্রমে হারাইয়া গিয়াছে। একই অবস্থা হইয়াছিল তাঁহার যৌগিক ঔষধ

সম্পর্কে লেখা মাকালান ফী তারকীবিল- আদবিয়া (مقالة في تركيب
الادوية) নামক নিবন্ধটির; ইবন আবি উসায়বি'আ এই নিবন্ধটির উল্লেখ
করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) ইব্ন আবি উসায়বি'আ, 'উমূন, ১খ, ৮১; (২)
ইবনু'ল-আব্বার, আভু'-তাকমিলা লি-কিতাবি'স-সিলা, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.,
১খ, ১২১; (৩) আবু শামা, তারাজিম রিজালি'ল-কারনায়নি'স'-সাদিস
ওয়া'স-সাবি', কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭, পৃ. ১৭০; (৪) ইব্ন সা'ঈদ,
ইখতিসারুল-কিদহ আল-মু'আল্লা ফি'ত-তা'রীখি'ল-মুহাল্লা, সম্পা. ইব্র
আল-ইবয়রী, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৮১; (৫) আল-মাব্রাকুশী, আয-
যায়ল ওয়া'ত-তাকমিলা, সম্পা. শারীফা, ১/২খ, ৪৮৭-৫১৮; (৬) যাহাবী,
তায়-কিরাতুল-হফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৭৭/১৯৫৮, ৪খ, ২১০; (৭)
সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফয়াত, ৮খ, ৪৫ (নং. ৩৪৫১); (৮) ইব্ন
রাফি', মুন্তাখাবুল-মুখতার, বাগদাদ ১৩৫৭ হি., পৃ. ৮; (৯) ইবনু'ল-
খাতীব, আল-ইহাতা ফী আখবার গারনাতা, কায়রো ১৩১৯ হি., ১খ,
৮৮-৯৩; (১০) ইব্ন ফারহূন, দীবাজ, কায়রো ১৩৫১ হি., পৃ. ৪২ প.;
(১১) মাকারী, নাফহ'ত-তীব, সম্পা. ই. আব্বাস, ২খ, ৫৯৬, ৩খ, ১৩৫,
১৩৯, ১৮৫; (১২) ইবনু'ল-ইমাদ, শায'রাতুয-যাহাব, ৫খ, ১৮৪; (১৩)
A. Dietrich, Medicinaia arabica, Gottingen ১৯৬৬
খৃ., পৃ. ১৮৩-৭; (১৪) ঐ লেখক, Acc. Naz. Lincei,
Convegno Internaz-এ, পৃ. ৯-১৫, এপ্রিল ১৯৬৯ (Oriente
e Occ. nel Medioevo: Filosofia e Scienze), রোম
১৯৭১ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৯০; (১৫) M. Ullmann, Die Medizin
im Islam, লাইডেন ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২৭৯ প.।

A. Dietrich (E.I.² Suppl.)/মুহাম্মাদ ওয়াহিদুল ইসলাম

ইবনু'র-রুমী (ابن الرمي) : আবু'ল-হাসান 'আলী ইবনু'ল-
'আব্বাস ইব্ন জুরায়জ (অথবা জুরজিস কিংবা জুরজীস) ৩য়/৯ম শতাব্দীর
কবি; ২ রাজাব, ২২১/২১ জুন, ৮৩৬ সনে বাগদাদে জন্ম এবং তথায়
২৮৩/৮৯৬ সনে ইনতিকাল। কোন কোন সূত্রে তাঁহার ইনতিকাল
২৭৬/৮৮৯ সনে অথবা ২৮৪/৮৯৭ সনে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।
ইবনু'র-রুমীর পিতা আল-'আব্বাস ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত বায়যাষ্টীয়
ক্রীতদাস এবং 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন জা'ফার-এর মাওলা। সম্ভবত
ইনিই (আল-'আব্বাস) পরিবারের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।
'আবদুল্লাহ আস-সিজ্জী-র কন্যা হাসানা ছিলেন তাঁহার মাতা; ইনি ইরানী
বংশোদ্ভূত ছিলেন।

ইবনু'র-রুমীর শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়।
জানা যায় যে, তিনি একটি বিদ্যালয়ে (যেখানে অভিজাত শ্রেণীর
ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করিত) ভর্তি হইয়াছিলেন। আরও জানা যায় যে,
তিনি তাঁহার পিতার বন্ধু এবং তাঁহারই মত এক মুক্ত ক্রীতদাস ও
বানু'ল-'আব্বাস-এর মাওলা মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ
করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি ছা'লাব, আল-মুবাররাদ,
আয-যাফ্ফাজ, ৩য় আল-আখ্ফাশ, ইবনু'স-সারুরাজ প্রমুখ সমসাময়িক
শিক্ষিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই পরিবেশ তাঁহার জন্য বলিষ্ঠ
সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রস্তুত করে; ইহার প্রমাণ তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে
পরিলক্ষিত হয়।

আল-মাস্'উদী মন্তব্য করেন, “কবিতা ছিল তাঁহার অনেক সহজাত ক্ষমতার ন্যূনতম প্রকাশ।” আল-মা'আররী তাঁহাকে প্রধানত একজন দার্শনিক বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই একজন পণ্ডিতরূপে তাঁহাকে বেশ সুখ্যাতির অধিকারী করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কতিপয় বিদেষী সমালোচকের মতে তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার মন্যপানের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার সঙ্গে খাপ খাইত না, অথচ মন্যাসক্তি হইতে তিনি মুক্ত থাকিতে পারিতেন না।

অল্প বয়সেই ইবনু'র-রুমীর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার কতিপয় কবিতা তিনি ছাত্র জীবনেই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিশ বৎসর বয়সেই তিনি কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতার পাঠ্যবস্তু, ব্যাখ্যা সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বিদেষমূলক সমালোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। স্বীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ত পুরস্কার লাভে কবির পবিত্র অধিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া তিনি প্রধান বিচারালয়ে তাঁহাকে প্রদত্ত একটি নিয়োগ গ্রহণের পরিবর্তে একজন স্তুতিকাব্য-রচয়িতার বৃত্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি এই নিয়োগ লাভের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড শী'আ মতবাদ ও তাঁহার মু'তামিল মতবাদ অনিবার্যভাবে তাঁহার জন্য রাজদরবারের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কেবল জীবন-সাম্রাজ্যে আসিয়া তিনি সেখানে প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। 'আব্বাসী বংশের যে শাখাটিতে তিনি আশ্রিত ছিলেন উহা তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে সক্ষম ছিল না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক 'উবায়দুল্লাহ'র পিতা 'ঈসা ইবনু জা'ফার ছিলেন আল-আমীনের মাতা বেগম যুবায়দা-র ভ্রাতা; হাশিমী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় ভাগিনাকে আস্থাবান উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহার অল্পকাল পরে আল-আমীন ও আল-মা'মুনের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে আল-আমীনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। আল-মা'মুনের বিজয় তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদেরকে রাজদরবার হইতে নির্বাসিত করিয়াছিল। ইহার পর তাঁহার বংশধরদের আর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২৫০/৮৬৪ সনে ইবনু'র-রুমী তখনও পর্যন্ত একটি বিশেষ তাকি'য়্যা (গোপনীয়তা) রক্ষা করিতেন। আত-তালিবী যাহুয়া ইবনু 'উমার কর্তৃক যায়দী শী'আদের পক্ষে কূফায় সূচিত বিদ্রোহের প্রতি প্রকাশ্যে তাঁহার সমর্থন দান করিয়াছিলেন। যাহু'য়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁহার দুইটি শোক-কাব্যের প্রতিটি ছিল এক-একটি শী'ঈ ফাতওয়া, বিদ্রোহের প্রতি এক-একটি আহ্বান এবং 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে এক-একটি প্রচণ্ড ও অপমানকর হুমকি। এই রাজবংশের প্রতি একই রকম শত্রুতা দীওয়ানে সংরক্ষিত তাঁহার অন্যান্য কবিতায়ও দেখা যায়।

কিন্তু আল-মু'তামিলদের ভ্রাতা আল-মুওয়ালফাকের শাসন আমলে সম্ভবত কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্য পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আল-মুওয়ালফাক 'আলীপন্থীদের প্রতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমনকি কথিত আছে, তিনি আল-মুওয়ালফাকের নীতি অনুসরণকারী তদীয় পুত্র আল-মু'তামিলদের পারিষদবর্গেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। মু'তামিল নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং নিজ প্রাসাদে বিভিন্ন বিদ্বান ও জ্ঞানী-গুণীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বায়তুল-হিকমার বিলুপ্ত ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

ক্ষমতাসীন দলের সহিত দীর্ঘদিনের বিরোধিতার ফলে ইবনু'র-রুমী রাজদরবারের বাহিরে সম্পদশালী পৃষ্ঠপোষক অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দীওয়ান বানু তাহির, বিশেষ করিয়া 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আব্দিল্লাহ, আহ'মাদ ইবনু'ল-খাসীব, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু য়াযদাদ, আহ'মাদ ইবনু ইসলাঈল-ইসমা'ঈল ইবনু বুলবুল, সা'ঈদ ইবনু মাখলাদ ও তদীয় পুত্র আল-'আলো'; বানু ওয়াহ্ব, বিশেষ করিয়া আল-কাসিম ইবনু 'উবায়দুল্লাহ, আহ'মাদ ইবনু ছাওম্বা, ইব্রাহীম ইবনু'ল-মুদাব্বির; বানু'ল-জাব্বরাহ, বানু'ল-ফুরাত, বানু নাওবাখ্ত এবং আরও অনেক ছোট সচিব যাহাদের সংখ্যা এত যে, বর্ণনা করা সম্ভব নয়— তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইহাদের অনেকেই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নানা রকম উপহার-উপঢৌকন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অপচয়কারী ও অমিতব্যয়ী এই কবিকে সন্তুষ্ট করা ছিল কষ্টসাধ্য। যাহারা তাঁহার সকল বাসনা পূরণ করিতেন না, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই কবির প্রশংসা বিদ্রূপে রূপান্তরিত হইত। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবনের প্রথমদিকে তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কারণেই কতিপয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় এইরূপ কাজ করিতে উৎসাহ পান নাই। তিনি যে মূলত বায়যান্টীয় ও খৃষ্টান ছিলেন, একথা অন্যেরা ভুলিতে পারেন নাই, যদিও তিনি একজন মুসলমান ছিলেন এবং নবদীক্ষিত মুসলমান হিসাবে অত্যন্ত উগ্র খৃষ্টান বিরোধী মনোভাবের ধারক ছিলেন। তাহা ছাড়া অনেকেই তাঁহার উদ্ভূত ও আক্রমণ প্রবণতা এবং দাষ্টিক ও হুমকিপূর্ণ বাচনভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে কিংবা দ্রুত কোন উপহার লাভের প্রচেষ্টায় এই ধরনের বাচনভঙ্গী গ্রহণ করিতেন। তাঁহার উগ্র আবার কখনও কখনও একেবারে অশ্লীল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক পৃষ্ঠপোষক তাঁহাকে অনেকবার ধমকাইয়াছেন।

যাহা হউক, এইসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁহার ইনতিকালের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বলিয়া কতিপয় শী'ঈ ও মু'তামিলী সূত্রে অনেক সংঘম সহকারে হইলেও যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁহাকে খাদ্যে বিশেষ প্রয়োণে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আল-ক'াসিম তখনও উদীয় হন নাই (পাণ্ডু. প্যারিস ৩৫৯৪-এ খলীফাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে)। তিনি তখন পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীয় নিয়োগ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকার কলঙ্ক এড়ান ও তাঁহার সম্বন্ধে সকলের ভাল ধারণা লাভ করিবার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, তাঁহার শী'আ-বিদেষ ও রক্তপিপাসু মেহাজ আরাও পরে প্রকাশ পায়। কিন্তু যেভাবে কাসিমের অনুসারিগণ কবিকে ভয় দেখাইবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নানা রকম গুজব ছড়াইয়াছিল এবং যাহার ফলে তিনি বৃদ্ধ, পীড়িত ও আশংকগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কবির ইনতিকাল সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভ্রেক করে। তাহা সত্ত্বেও কবির শেষ অসুখ সম্বন্ধে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিবরণে অনুমিত হয় যে, তিনি বহুমাত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

সাধারণে প্রচলিত গুজবও সম্ভবত কবির রোগ সংক্রান্ত কুসংস্কার ও বিষাদপ্রবণতার কল্পিত বর্ণনাসমূহের জন্য দায়ী। তাঁহার সাধারণ জীবনে এইগুলির সমর্থনে কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে তিনি যখন একে একে তাঁহার বিলম্বিত বিবাহের চারিটি (কমপক্ষে) সন্তান ও স্ত্রীকে হারাইলেন এবং স্বীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আল-ক'াসিম কর্তৃক পরিত্যক্ত ও তাঁহার ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হইলেন তখন হয়ত এইসব অভিযোগের পিছনে সত্তাব্য কোন সত্যতা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ইবনু'র-রুমী নিজে তাঁহার কবিতাগুলি একটি দীওয়ানে (সংকলনে) সংগৃহীত করিয়া যাওয়ার অবকাশ পান নাই। এই কাজ সর্বপ্রথম হাতে নিয়াছিলেন জনৈক আল-মুসায়াবী, সম্ভবত 'আলী ইবন 'আবদিলাহ ইবনিল-মুসায়াব যিনি কবির বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার একটি জীবনী রচনা করেন যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবিতাগুলি অতঃপর আস-সুলী কর্তৃক সংগৃহীত হয়, যিনি দীওয়ানটির আরেকটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে কবিতাগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়। আস-সুলীর এই প্রয়াস অব্যাহত থাকে এবং আবু'ত-তায়্যিব ওয়াররাক ইবন 'আবদুস আল-জাহশিয়ানী কর্তৃক সমাপ্ত হয়। কথিত আছে, আবু'ত-তায়্যিব এই সংস্করণটিতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হাজার খানেক শ্লোক সংযোজিত করিয়াছিলেন। টিকিয়া থাকা এইসব পাণ্ডুলিপির মোট শ্লোক সংখ্যা প্রায় সতের হাজার হইবে।

এই বিশাল দীওয়ানের শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃ. মুহাম্মাদ শারীফ সালীম প্রথম দুইটি বর্ণের কবিতা মুদ্রিত করেন। পাঁচ বছর পর একই সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত আরও পাঁচটি বর্ণের কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পাদক তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত না দেখিয়াই মারা যান। দীওয়ানের কোন সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশে ইহাই একমাত্র উদ্যোগ এবং প্রকৃতপক্ষে সালীম কেবল একটি পণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহাতে অবশিষ্ট অন্যান্য সকল পাণ্ডুলিপির সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার কাজ পুনরায় সম্পন্ন করার সুবিধা হয়।

ইহা ছাড়াও এই দীওয়ানের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আল-বারুদীর চয়নিকা (কায়রো ১৯০৯ খৃ.), কামিল কীলানীর নির্বাচিত কবিতাসমূহ (কায়রো ১৯২৪ খৃ.) ও আল-'আক্বাদের সংকলন (কায়রো ১৯৩০ খৃ.) উল্লেখযোগ্য।

ইবনু'র-রুমী তাঁহার এই গ্রন্থের বৃহত্তম অংশে সাহিত্যের প্রাচীন ভাবধারার পুনরাভ্যুদয়বাদীরূপে নিজেকে জাহির করেন। তবে তাঁহার রচনা এতই পরিবর্তনশীল ছিল যে, তাঁহাকে বিশেষ কোন কবি-সম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত করা বেশ কঠিন। ভাব, শিল্প ও সূচিন্তিত কমনীয়তায় মৃতানাবীর পূর্বাভাস দানকারী গতানুগতিক কবিতার পাশাপাশি এমন অনেক কবিতাও দেখা যায় যেগুলির স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগপ্রবণতা, স্বভাবসিদ্ধতা ও নির্মলতা পূর্ব হইতেই রুমিয়্যাতু আবী ফিরাস-এর সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশক কাব্য ও আস-সানাওবারীর স্বভাব-কবিতাসমূহের অনুরূপ চিত্রের আভাস দেয়। ইহা ছাড়া তাঁহার দীওয়ানে শত শত, প্রধানত ক্ষুদ্র এমন কবিতাও রহিয়াছে, যাহাতে তিনি তাঁহার সমসাময়িক অন্য যে কোন কবির তুলনায় নিজেকে এমন একজন সমাজ-কবি হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যিনি ফরমায়েশ মত কবিতা রচনায় সক্ষম এবং যিনি নিজের বিদ্যা ও কৃত্রিমতার প্রতি অনুরাগ এবং হাস্যরসাত্মক ও অসাধারণ বস্তুর অন্বেষণ দ্বারা সকলকে তীব্র আলোকে ধাঁধাইয়া দিতে সচেষ্ট। সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাগদাদী ঐতিহ্যের এক উদাহরণ, যাহা পরবর্তী শতাব্দীতে দরবারী কবিতাকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : জীবনীমূলক প্রাচীন উৎসসমূহঃ (১) মাস্'উদী, মুরুজ, নির্ঘণ্ট; (২) যুবায়দী, ত'বাকাত, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১২৫-৭; (৩)

মারযুবানী, মু'জাম, কায়রো ১৯৬০ খৃ., ১২০, ১৪৫-৭, ৪১০; (৪) ঐ লেখক, মুওয়াল্লাহ, কায়রো ১৩৪৩ হি., ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৭-৮, ৩৫৭-৮, ৩৭৯; (৫) তাওহীদী, 'ইমতা', কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ১খ, ২৭; (৬) আশ-শারীফ আল-মুরতাদা, আমালী, ১৯৫৪ খৃ. সং. ১খ, ২৩৯, ২৯০; (৭) মা'আররী, গুফরান, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., সূচী; (৮) হুসরী, যাহরুল-আরাব, সূচী; (৯) ঐ লেখক, জাম'উল-জাওয়াহির, সূচী; (১০) ইবন শাফ আল-কায়রাওয়ানী, মাসা'ইলুল-ইনতিকাদ, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ৩৪-৫; (১১) বাগ্'দাদী, তা'রীখ বাগ্দাদ, নং ৬৩৮৭, ১২খ, ২৩-৬; (১২) ইবন রাশীক, 'উমদা, স্থা.; (১৩) সাম্'আনী, আনুসাব, ১৯১২ খৃ., ২৬৩; (১৪) ইবনুল-জাওযী, মুন্তাযাম, হায়দরাবাদ ১৯৩৮ খৃ., ৫খ., ১৬৫-৮; (১৫) যাকূ'ত, উদাবা', ৩খ, ২৩৪; (১৬) ইবনুল-আছীর, ৭খ, ১৫৯; (১৭) ইবন খালিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., নং ৪৩৬, ৩খ, ১৪২; (১৮) ইবন ত'বাতাবা, ফাখরী, প্যারিস ১৮৯৫ খৃ., ৩২৯-৩১, ৩৪৫-৬, ৩৫০; (১৯) যাক্ফি'ঈ, মির'আতুল-জানান, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ২খ, ১৯৮-২০০; (২০) ইবন কাছীর, বিদায়া, কায়রো ১৩৪৬-৫১ হি., ১১খ, ৭৪-৫; (২১) ইবন তাগরীবিয়দী, কায়রো, ৩খ, ৯৬-৭; (২২) দাওলাত শাহ, তায'কিরা, ২৩-৪; (২৩) 'আব্বাসী, মা'আহিদু'ত-তানসীস, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ১খ, ১০৮; (২৪) ইবনুল-ইমাদ, শাখ'রাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ২খ, ১৮৮, ১৯৭; (২৫) Paris, Bibl. Nat., MS ar. 3594, 77-8; (২৬) ফিহরিস্ত, ১৬৫, ৩০৪।

পাণ্ডুলিপি : মূল পাঠঃ (২৭) Istanbul, Nuruosmaniye 3859, 3860; (২৮) Ahmed III 2558; (২৯) Aya Sofya 4262; (৩০) Escorial 277; (৩১) Leiden 610; (৩২) কায়রো, দারুল-কুতুব, ১৩৯, ৫৯২, ১৩৭১, ১৯৬৫।

সম্পাদিত সংস্করণসমূহ : (৩৩) মুহাম্মাদ শরীফ সালীম, দীওয়ান ইবনিল-র-রুমী, কায়রো ১৯১৭-২২ খৃ. (এ হইতে ৮ পর্যন্ত কবিতা); (৩৪) S. Boustany, ইবনু'র-রুমী, দীওয়ান, প্যারিস ১৯৬১ খৃ. (এ হইতে ৩ পর্যন্ত কবিতার টাইপ করা গবেষণাপত্র); (৩৫) ঐ লেখক, ইবনু'র-রুমী, দীওয়ান, III^e Partie, প্যারিস ১৯৬৭ খৃ., ১৯ হইতে ১৬ পর্যন্ত কবিতার টাইপ করা সন্দর্ভ; (৩৬) কামিল কীলানী, দীওয়ান ইবনিল-র-রুমী, কায়রো ১৯২৪ খৃ.; (৩৭) মাহমুদ সামী আল-বারুদী, মুখতারাত, কায়রো ১৯০৯-১১ খৃ.; (৩৮) A. R. Julius Germanus, Ibn Rumi's Dichtkunst, in AO, vi/1-3 (1956), 215-83.

প্রাচীন সংকলন গ্রন্থ : (৩৯) ইবন দাউদ, কিতাবু'য-যাহরা; (৪০) ইবন আবী 'আওন, কিতাবু'ত-তাশ্বীহাত; (৪১) 'আসকারী, দীওয়ানুল-মা'আনী ও কিতাবুস-সিনা'আতায়ন; (৪২) আল-কালী, আমালী; (৪৩) হুসরী, যাহরুল-আদাব ও জাম'উল-জাওয়াহির; (৪৪) ইবন রাশীক, 'উমদা; (৪৫) নুওয়ায়রী, নিহায়া; (৪৬) ইবন আছীর, আল-মাছালু'স-সা'ইর; (৪৭) জুরজানী, আসরাফুল-বালাগা; (৪৮) ইবনু'শ-শাজারী, হামাসা; (৪৯) মুবতাদা, আমালী ইত্যাদি।

আধুনিক আলোচনা গ্রন্থসমূহ : (৫০) আল-'আক্বাদ, ইবনু'র-রুমী, হায়াতুল মিন্ শিরিহ, কায়রো ১৯৩১ খৃ.; (৫১) R. Guest, Life and Works of Ibn er-Rumi, London 1944 ('আরবী অনু. ছ'সায়ন নাস্‌সার, বৈরুত ১৯৬০); (৫২) মিদহাত 'উকাশ, ইবনু'র-রুমী,

দামিশক ১৯৪৮ খৃ.; (৫৩) উমার ফারুক, ইবনু'র-রুমী, ১৯৪২ খৃ. (১৯৪৯ খৃ.); (৫৪) মুহাম্মাদ আবদুল-গানী হাসান, ইবনু'র-রুমী, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (৫৫) Mohi-el-Dine Saber, Ibn ar-Rumi poete satirique et caricaturiste de Baghdad (টাইপকৃত সন্দর্ভ, Bordeaux 1949); (৫৬) ঈলিয়া সালীম আল-হাবী, ইবনু'র-রুমী, বৈরুত ১৯৫৯ খৃ.; (৫৭) 'আলী শালাক', ইবনু'র-রুমী, বৈরুত ১৯৬০ খৃ.; (৫৮) S. Boustani, Ibn ar-Rumi, sa vie et son oeuvre, Beirut 1967; (৫৯) F. Boustani, in DM, iii, 121-7; (৬০) Brockelmann, SI, 173-5.

S. Boustany (E.I.²)/৬৩ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

ইবনুল-আওওয়াম (ابن العوام) : পূর্ণ নাম আবু যাকারিয়া যাহুয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবনি'ল-'আওওয়াম আল-ইশ্বীলী; কৃষিবিদ্যা বিষয়ে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ কিতাবুল-ফিলাহাঃ-র প্রণেতা। গ্রন্থাখানা শুধু মুসলিম স্পেনেই নহে, বরং মধ্যযুগীয় সমগ্র বিশ্বে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। ইহার অত্যধিক গুরুত্ব সন্থকে এই বিষয়টি হইতে ধারণা করা যায় যে, সমগ্র যুরোপে বহুকাল ধরিয়া কৃষিবিদ্যা বিষয়ে রচিত কোন গ্রন্থ উহার সমতুল্য মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই (Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ, ৪২৪-২৫)। ইবনুল-'আওওয়াম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের মনীষী ছিলেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তিনি স্পেনের অন্তর্গত সেভিলের অধিবাসী ছিলেন, শুধু এইটুকু ছাড়া তাঁহার জীবনী সম্পর্কে অন্য কোন তথ্য আমাদের জানা নাই। ইবন খালদুন স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুলবশত ধারণা করিয়াছেন যে, তাঁহার কিতাবুল-'ফিলাহা গ্রন্থাখানা প্রকৃতপক্ষে ইবনুল-'ওয়াহশিয়া কর্তৃক রচিত আল-ফিলাহাতুন-নাবাতিয়া নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। হাজ্জী খালীফা ও ইবন খাল্লিকান তাঁহার উল্লেখ করেন নাই।

কিতাবুল-'ফিলাহা রচিত হইবার এক শত বৎসর পূর্বে উমার ইবন হ'াজ্জাজ (দ্র.) কৃষিবিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বলা যায়, ইবনুল-'আওওয়াম কিতাবুল-'ফিলাহা রচনা করিয়া মুসলিম স্পেনের সেই ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখিয়াছেন, যাহা কৃষিকর্ম ও উদ্যান রচনায় আরবদের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণার সহিত সম্পর্কিত। অতএব কিতাবুল-'ফিলাহা-র উৎসসমূহের দ্বারা আরবী উৎসগুলি, বিশেষ করিয়া ইবনুল-'ওয়াহশিয়ার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীকদের কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞানরাশি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ইবনুল-'আওওয়াম ও তাঁহার সমসাময়িক বিদ্বানগণের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, পরিবর্ধন ও অভিজ্ঞতার ও বিরাট দখল ও অবদান রহিয়াছে। উহার কারণ এই যে, কৃষিকার্য, উদ্যান রচনা ও উদ্যান পরিচর্যার প্রতি আরবদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই কারণেই স্পেনের উদ্যানসমূহে এখনও আরবীয় উদ্যান-রচনারীতি অনেকখানি অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্পেনীয়রা আরবদের নিকট হইতে যেই সকল মূল্যবান উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে, কৃষিকার্য ও উদ্যান রচনায় শৈল্পিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন এবং পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হইতেছে উহাদের প্রধান।

কিতাবুল-'ফিলাহা গ্রন্থে চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। প্রথম ত্রিশ পরিচ্ছেদে কৃষিকার্য বিষয় এবং শেষ চারি পরিচ্ছেদে পশু পালন, মুরগীর

খামার প্রতিষ্ঠা ও মৌমাছি পালনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইবনুল-'আওওয়াম উক্ত গ্রন্থে পাঁচ শত পঁচালি প্রকারের ক্ষুদ্র গাছপালা এবং পঞ্চাশের অধিক ফলবান বৃক্ষ সন্থকে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে উহার বিভিন্ন রকমের রোগের চিকিৎসা সন্থকে এবং জমি, সার ও বৃক্ষের কলম সন্থকে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

সর্বপ্রথম গাথীরী (Casiri)-ই গ্রন্থ তালিকায় (Catalogue) এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, কিতাবুল-'ফিলাহা গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি Escorial-এ সংরক্ষিত আছে। অতঃপর ১৮০২ খৃ. G.A. Banqueri নামক তাঁহার জনৈক ছাত্র উক্ত গ্রন্থাখানা স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। উর্দু ভাষায়ও উহা অনূদিত হইয়াছে (আজমগড়ে মুদ্রিত)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত E. Meyer তাঁহার Geschichte der Botanik-এ কিতাবুল-'ফিলাহা গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃ. Mullet ও Clement ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। Dozy (Suppl., ভূমিকা, পৃ. ১৮) ও পরবর্তী কালে C. C. Moncada গ্রন্থাখানার সম্পাদক ও অনুবাদক উভয়েরই কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. A. Banqueri, Libro de Agricultura Su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia Ebn el Awam, Seveliano, ১ ও ২খ., মাদ্রিদ ১৮০২ খৃ.; (২) C.C. Moncada, Sul taglia della vite di Ibn al-Awwam, Actes du 8e congres des Orientalistes-এ, স্টকহলম ১৮৮৯ খৃ., ২খ, ২১৫-২৫৭; (৩) E. Meyer, Geschichte der Botanik, ৩খ, ২৬০-৬; (৪) Brockelmann, ১খ, ৪৯৪ প. ও পরিশিষ্ট ১, ৯০৩; (৫) Sarton, Introduction to the History of Science, ২খ.।

J. Ruska ও সায়িদ নাথীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

ইবনুল-আকফানী (ابن الاكفاني) : একটি সম্বন্ধবাচক নাম বা নিসবা, অর্থ আকফান বা চাদর বিক্রেতা (তু. আস-সাম'আনী, কিতাবুল-'আনসাব, পত্রক ৪৭ খ)। এই নামে কয়েকজন ব্যক্তি রহিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনজন উল্লেখযোগ্য।

(১) আল-কাদী আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন আবদিল্লাহ ইবন আল-ছসায়ন ইবন আলী ইবন জা'ফার ইবন আমির ইবন আল-আকফানী আল-আসাদী, আইন বিশারদ। তিনি ৩১৬/৯২৮ সালে বাগদাদে জনগ্ৰহণ করেন এবং ৪০৫/১০১৪ সালে সেখানেই ইনতিকাল করেন। প্রথমে তিনি মদীনাতে কাদী পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর বাবু'ত-তাক-এ এবং উহার পরে সুকু'হ-ছুলাছ'-তে (উভয়টিই বাগদাদে) কাদীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে ৩৯৬/১০০৫-৬ সাল হইতে তিনি সমগ্র বাগদাদের কাদী নিযুক্ত হন। হাদীছ বর্ণনাতে তিনি দুর্বল ছিলেন; কিন্তু হাদীছ-বেত্তাগণের ভাল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (দ্র. আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ১০খ, ১৪১-২, নং ৫২৮৪)।

(২) হিবাতুল্লাহ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী আদ-দিমাশকী, আবু মুহাম্মাদ আল-আকফানী, ঐতিহাসিক, আশি উর্ধ্ব বয়সে ৫২৪/১১২৯ সালে তিনি দামিশকে ইনতিকাল করেন। তিনি

জীবনীমূলক গ্রন্থসমূহের রচয়িতাঃ (১) জামি'উ'ল-ওয়াফায়াত (বর্তমানে পাওয়া যায় না) ও (২) তাতিম্মাত তা'রীখ দারায়্যা ওয়া তাসমিয়াত মান হাদ্দাহা মিন আহলিহা (তু. এস. আল-মুনায্জিদ, মু'জামুল-মু'আররিখীন আদ-দিমাশকিয়ীন..., বৈরুত ১৯৭৮ খ., পৃ. ৩১-২ এবং সেখানে উদ্ধৃত তথ্য উৎসমূহ, বিশেষ করিয়া ইবনুল-ইমাদ, শায'রাত, ৪খ, পৃ. ৭৩, আরও দ্র. মাক্কারী নাফহ'ত-তীব, সম্পা. Dozy, et alii, i, 562)।

(৩) মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম ইবন সা'ঈদ, শামসু'দ-দীন আবু 'আবাদিল্লাহ আল-আনসারী, ইবনুল-আক্ফানী নামেই অধিক পরিচিত, চিকিৎসাবিদ ও বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি সিনজারে জন্মগ্রহণ করেন, ৭৪৯/১৩৪৮ সালে কায়রোতে প্রেগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন। তিনি বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত ছিলেন। কায়রোর আল-বিমারিস্তান আল-মানসূ'রীতে (দ্র. বিমারিস্তান) একটি প্রভাবশালী পদে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার বিষয়ে সর্মসাময়িক কালে একটি বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন আস-সাফাদী তাঁহার আল-ওয়াকী বি'ল-ওয়াফায়াত গ্রন্থে, ২খ, ২৫-৭ এবং তদীয় আ'য়ানুল-'আস'র নামক গ্রন্থে (পাণ্ডু আতিফ এফেন্দী, ১৮০৯, দ্র. শিরো., খুবই অতিরঞ্জিত জীবনী, প্রশংসাসূচক মন্তব্যপূর্ণ) এবং ইবনুল-আক্ফানীর পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন আস-সাফাদী তাঁহার আলহানু'স-সাওয়াজি' নামক গ্রন্থে (পাণ্ডু. Berlin, Cat. Ahlwardt, 8631, iii, 33a প.)। অন্যান্য জীবনীমূলক বিবরণীঃ (১) ইবন হাজার, দু'রার, ৩খ, ২৭৯-৮০; (২) আল-মাক্রীযী, আল-মুকাফফা, পাণ্ডু. Leiden Or. 1366a, ff. 38b-40a; (৩) আশ-শাওকানী, আল-বাদরুত-তালি', ২খ, ৭৯-৮০; (৪) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৬খ, ১৮৯) সকলই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আস-সাফাদীর বিবরণ হইতে নেয়া।

ইবনুল-আক্ফানীর প্রায় ২২ খানি গ্রন্থ অদ্যবধি টিকিয়া আছে বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞান বিষয়ক। অন্যগুলি তর্কশাস্ত্র, তাফসীর, ফিরাসা, জ্যোতির্বিদ্যা, আরবাস্ট্রন, অংকশাস্ত্র ও জ্যামিতি বিষয়ক। সেইগুলির মধ্যে কোনটিই মৌলিকত্বের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইবনুল-আক্ফানীর যে খ্যাতি তাহা প্রধানত তাঁহার ইরশাদুল-কাসিদ ইলা আসনাই'ল-মাক'াসিদ নামক বিশ্বকোষের জন্য। এই মহাগ্রন্থে তিনি ৬০টি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা পদ্ধতিতে তিনি আল-ফারাবীর ইহুয়া'উলুমকে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম দুইটি অধ্যায় উপক্রমণিকা, সেখানে সাধারণভাবে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচ্য শাখা লইয়া আলোচনা করিবার পরে ইবনুল-আক্ফানী একে একে আল-আদাব (১০টি বিভাগ), আল-মানতিক (৯টি বিভাগ), আল-ইলাহী (৯টি বিভাগ, তন্মধ্যে কুফর), আত-তাবী'ঈ (১০টি বিভাগ), আল-হানদাসা (১০টি বিভাগ), আল-হায়'আ (৫টি বিভাগ), আল-আদাদ (৭টি বিভাগ, তন্মধ্যে শেষেরটি হইতেছে আল-মুশীকা) বিষয়সমূহ লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে আস-সিয়াসা, আল-আখলাক ও তাদবীর'ল-মান'যিল, সেখানে প্রয়োগীয় বিজ্ঞানও (আল-'উলুমুল-'আমালিয়া) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—সকল বিভাগেরই গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে। গ্রন্থখানির সবশেষে আছে কতগুলি দার্শনিক শব্দ ও উহার সংজ্ঞা। 'ইরশাদুল-কাসিদ গ্রন্থখানিকে আদর্শধরূপ গ্রহণ করিয়াই তাশ-কাপরুযাদা (দ্র.) তাঁহার মিফতাহ'স-সা'আদা গ্রন্থখানি রচনা করেন উভয় গ্রন্থের

বিষয়সূচী দেখিলে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে যে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা দেখিলেই উহা সহজে বুঝা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বিভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবার মত যে, ইরশাদুল-কাসিদ গ্রন্থখানির প্রায় ৪০টি পাতুলিপি রাবাত হইতে ভারতের রামপুর পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন সংস্করণঃ (১) A. Sprenger, কলিকাতা ১৮৪৯ খ. এবং (২) মাহমুদ আবু'ন-নাস'র, কায়রো ১৯০০ খ. (কোনটিই খুব সন্তোষজনক নহে)। ইবনুল-আক্ফানীর জীবনী, রচনাবলী ও প্রভাবের বিষয়ে জানিবার জন্যঃ (৩) J. J. Witkam কর্তৃক সম্পাদিত ইরশাদুল-কাসিদ-এর ভূমিকা অংশ দ্র.। এই গ্রন্থখানি 'আরবী বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক E. Wiedemann-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস ছিল, সেইজন্য দ্র. তাঁহার (৪) Aufsätze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, সম্পা. W. Fischer, Hildesheim 1970, index, s. v. Afkani. সঙ্গীত বিষয়ক অধ্যায়টি (৫) A. Shiloah কর্তৃক অনূদিত হইয়া Yuval-এ প্রকাশিত হয়, i, 1968, 221-48. তাহা ব্যতীত দ্র. (৬) Brockelmann, 11², 171, S II, 169-70।

J. J. Witkam (E.I.² Suppl.)/হুমায়ুন খান

ইবনুল-আছীর (ابن الاثير) : একটি পারিবারিক নাম (জানামতে পরস্পর সম্পর্কহীন কয়েকটি পারিবারেরই এই নাম ছিল)। একটি পরিবারের তিন বিখ্যাত ভাই নিজেদের কীর্তি ঘারা নামটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উজ্জ্বলতা দান করিয়া গিয়াছেন। সেই তিন ভাইয়ের নাম ছিল মাজদু'দ-দীন, 'ইযু'দ-দীন ও দিয়া'উ'দ-দীন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে, যথাক্রমে ভাষাতত্ত্ব, ধর্মীয় শাস্ত্র, ইতিহাস তত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পিতা মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-কারীম (অনেক সময়ে, কিন্তু সম্ভবত ভুলক্রমে, লেখা হয় মুহা. ইবন মুহা. ইবন 'আবিদি'ল-কারীম) ৬৪৮/১২শ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র কাল ব্যাপিয়া জীবিত ছিলেন, তিনি মাওসিলের যাক্বী বংশীয় শাসকগণের অধীনে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন, কর্মস্থল ছিল জায়ীরাত ইবন 'উমার (সেই কারণেই তাঁহার নিস্বা হয় আল-জায়ারী)। তাঁহার তিন বিখ্যাত পুত্রই সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি সম্বল ছিল বলিয়াই মনে হয়, জায়ীরাত ইবন 'উমার ও মাওসিলে তাঁহাদের সম্পত্তি ছিল, তাহা ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগও ছিল।

১। মাজদু'দ-দীন আবু'স-সা'আদাত আল-মুবারাক ৫৪৪/১১৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র যৌবনকাল তিনি মাওসিলেই অতিবাহিত করেন। সেইখানে তিনি সরকারী চাকুরী করিতেন, প্রথমে গাযী ইবন মাওদু'দ-এর অধীনে, পরে গাযীর ভাই মাস'উদ-এর অধীনে এবং অতঃপর শেযোক্ত জনের পুত্র আবু'সলান শাহ-এর অধীনে। কিছুকালের জন্য তিনি মুজাহিদু'দ-দীন কায়মায-এর সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমে ইরবিলে ছিলেন, পরে সেখান হইতে মাওসিলে যান এবং গাযী কর্তৃক প্রদত্ত শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনা করিতেন। তিনি শেষ জীবনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাঁহার প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ ও উপদেশের যথেষ্ট কদর ও মূল্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার ঐতিহাসিক ভাইয়ের বর্ণিত একটি কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, দৈহিকভাবে অচল হইয়া যাইবার পরে তিনি রাজনৈতিক জটিলতা অপেক্ষা নিরিবিলি জীবনই

বেশী পসন্দ করিতেন। তিনি ২৯ যু'ল-হিজ্জা, ৬০৬/২৪ জুন, ১২১০ সালে বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন।

তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে জামি'উ'ল-উসু'ল নামক একখানি হাদীছ সংগ্রহ গ্রহণযোগ্য মানের বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থ ছিল। (তাঁহার স্বাক্ষরিত প্রথম কপিখানি ইস্তাযুলে রক্ষিত আছে (ফায়য়ুল্লাহ, নং ২৯৯; তু. H. Ritter, in Oriens, vi 1953, 71-7)। তাঁহার সংকলিত রাসুলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ' ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দের অর্থসম্মত অভিধান, আন-নিহায়্য ফী গারীবিল-হাদীছ' ওয়া'ল-আছার (কায়রো ১৩২২ হি. ও ১৯৬৩-৬৫ খ.) খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই কারণেই পরে উহা লিসানুল-'আরাব'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিতাবুল-বানীন ওয়া'ল-বানাত ওয়া'ল-আবা' ওয়া'ল-উম্মাহাত ওয়া'ল-আযওয়া-এর ওয়া'য-যাওয়াত গ্রন্থের বিশেষ ধরনের নাম সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লেখেন কিতাবুল-মুরাসসা', অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন C. F. Seybold, Weimar 1896, Semische Studien, 10/11। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ইমাম শাফিঈর মুসনাদ গ্রন্থে সম্পর্কে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুত্তাকী নারী ও পুরুষগণের বিষয়ে রচিত গ্রন্থ (আল-মুখতার ফী মাশাকিবিল-আখয়ার, ইহার সূচীপত্র দিয়াছেন O. Spies, in Mo, XXIV, 1930, 31-55) এবং সম্ভবত রাসাইলের একখানি সংগ্রহ (Brockelmann কর্তৃক ৫নং-রূপে অন্তর্ভুক্ত) সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ব্যাকরণ ও কু'রআনের ভাষ্য বিষয়ক তাঁহার প্রধান দুইটি গ্রন্থ ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থ 'কিতাবুল-আনসাফ ফি'ল-জুম'ই বায়ানা'ল-কাশফ ওয়া'ল-কাশাফ' ১৯২৬ খ. মীরাট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) 'ইযযু'দ-দীন আবু'ল-হাসান 'আলী ৪ জুমাদা-১, ৫৫৫/১৩ মে, ১১৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বড় ভাইয়ের মত তিনি কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল মাওসিলে অতিবাহিত করেন, কিন্তু বেসরকারীভাবে একজন পণ্ডিত হিসাবে। হজ্জযাত্রার কালে এবং মাওসিলের শাসকের দূত হিসাবে তিনি প্রায়শই বাগদাদ গমন করিতেন। তন্মধ্যে অন্তত একবার হজ্জ হইতে ফিরিবার পথে তিনি মাজদু'দ-দীন-এর সঙ্গে ছিলেন। সেইবার তিনি জনৈক বাগদাদী পণ্ডিতের সঙ্গে পড়াশুনা করিবার সুযোগ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আটাশ বৎসর বয়সে তিনি সুলতান সালাহু'দ-দীন (দ্র.)-এর নেতৃত্বে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাঁহার ভাই দিয়া'উ'দ-দীনও একই সঙ্গে ছিলেন (দ্র. কামিল, Sub anno, 584)। জীবনের প্রায় শেষভাগে ৬২৬-২৮/১২২৮-৩১ সালে তিনি কিছুকাল আলেক্সান্ডার আতাবেক-এর সম্মানিত মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। সেই কারণে তাঁহার পরিকল্পিত দামিশ্ক ভ্রমণ এক বৎসরের জন্য বিলম্বিত হয়। আলেক্সান্ডারে থাকাকালে যাকুত (দ্র.) ইনতিকালের ঠিক আগে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য লেখা বাগদাদের একটি ফাউন্ডেশনে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হন, কিন্তু সেই কাজটি অনেকটা সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া জানা যায়। উহার অল্পদিন পরে তিনি ইনতিকাল করেন (শাবান বা রামাদান ৬৩০/মে-জুন, ১২৩৩)।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য কার্যের জন্য যে পরিমাণ খ্যাতি ও প্রভাব তিনি অর্জন করিয়াছিলেন সেই তুলনায় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে আমরা অসম্পূর্ণভাবে জানিতে পারি। আস-সাম'আলীর আনসা

গ্রন্থের একটি অত্যন্ত সফল সহায়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে রচিত রাসুলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের জীবনীমূলক গ্রন্থ, যথাক্রমে আল-লুবাব ফী মা'রিফতি'ল-আনসা'ব ও উসদু'ল-গাবা ফী মা'রিফতি'স-সাহাবা বুবিবার সুবিধার্থে এগুলির সহায়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি যে একখানি ধর্মভাবোচ্ছাস নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করেন, সেই গ্রন্থকে তাঁহার অধিকতর উল্লেখযোগ্য অবদান বলা যাইতে পারে। মাওসিলের যাকী (আতাবেক) শাসক বংশ সম্বন্ধে তিনি 'আল-বাহির' নামে তুলনামূলকভাবে ছোট একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার পিতার ও নিজের লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি সেইখানি লেখেন। আল-কামিল ফি'ত-তা'রীখ নামে তিনি যে কালানুক্রমিকভাবে বিশ্ব সৃষ্টির পর হইতে ৬২৮ হি. পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস সংকলন করেন তাহা বাস্তবিক মুসলিম ইতিহাস রচনার চরম উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। গ্রন্থখানি বিশাল তথ্য সম্ভার হইতে সুনির্বাচিত ও বাছাই করা অংশসমূহ গ্রহণ করিবার কারণে, পরিষ্কৃত উপস্থাপনা এবং স্থানে স্থানে লেখকের ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটবার কারণে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে গেলে আবার কিছু কিছু ত্রুটিও ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যেমন মূল তথ্য উৎসের উল্লেখ সর্বত্র দেওয়া হয় নাই এবং কালানুক্রমিকতাও সর্বদা রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে যাকী বংশীয়গণের প্রতি যে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়। ফলে কিছুটা ঘটনার বিকৃতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই ধরনের ত্রুটি থাকা একেবারে অপ্রত্যাশিত কিছু নহে এবং ঐতিহাসিকের বিরাট অবদানকে ছোট করিয়া দেখিবার মত কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

(৩) দিয়া'উ'দ-দীন আবু'ল-ফাতহ নাসরুল্লাহ, বৃহস্পতিবার ২০ শা'বান, ৫৫৮/বুধবার ২৪ জুলাই, ১১৬৩ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিন ভাইয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মময় জীবন যাপন করেন, রাজনীতিতে গিয়া তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেন এবং উযীর উপাধি লাভ করেন। এপ্রিল ১১৯১ সালে তিনি সুলতান সালাহু'দ-দীনের সঙ্গে যোগদান করেন (অবশ্য উহার পূর্বেও একবার ৫৮৩/১১৮৭ সনে তিনি সুলতানের রাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়)। সেই বৎসরের প্রায় শেষদিকে নিজ পসন্দ অনুযায়ী তিনি সালাহু'দ-দীনের পুত্র আল-আফদাল-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং ৫৮৯/১১৯৩ সালে সালাহু'দ-দীনের ইনতিকালের পরে দামিশ্কে তাঁহার উযীর হন। এই পদে থাকাকালে তিনি দেশে এত বেশী অগ্রিয় হইয়া পড়েন যে, আল-আফদাল যখন দামিশ্ক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন তখন তিনি বহু কষ্টে সেখান হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (ইবন খাল্লিকান-এর মতে) সম্ভবত তিনি মিসরে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মাওসিলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি আরসলান শাহ-এর অধীনে চাকুরী লাভ করেন। ৫৯৫/১১৯৯ সালে তিনি সিরিয়া ও মিসরে পুনরায় আল-আফদালের সঙ্গে মিলিত হন এবং ৫৯৭/১২০১ সালে তাঁহার সঙ্গে সিরিয়ার মধ্য দিয়া আফদালের শেষ লক্ষ্য সুমায়সাত-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ৬০৭/১২১১ সালে তিনি আল-মালিকু'জ-জাহির গাযীর সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে আলোপ্পো গমন করেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেইখান হইতে মাওসিল চলিয়া যান। ৬১১/১২১৪ সালে প্রথমে তিনি ইরবিলে বসবাস করিতে থাকেন, সেইখান হইতে পুনরায় সিনজারে গিয়া বাস করেন এবং শেষ পর্যন্ত ৬১৮/১২২১ সালে পুনরায় মাওসিলে গিয়া বসবাস করেন। সেইখানেই

তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি মাহমুদ ইবন মাস'উদ ইবন আরসলান শাহ-এর ও বাদরু'দ-দীন লু'লু'র অধীনে কাতিবুল-ইনশা' পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাগদাদে একটি দৌত্যকার্যে যাইবার কালে সোমবার, ২৯ রাবী'-২, ৬৩৭/২৮ নভেম্বর, ১২৩৯ সালে ইনতিকাল করেন। তাহার এক পুত্র শারায়ু'দ-দীন মুহাম্মাদ (৫৮৫-৬২২/ ১১৮৯-১২২৫) লেখক হিসাবে পিতার অনুসারী হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে তাহার ইনতিকাল হয়।

দিয়া'উ'দ-দীন-এর লেখা সকল বই সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে : (১) আল-ওয়াশি'যুল-মারকুম (বৈরুত ১২৯৮ হি.); (২) আল জামি'উ'ল-কাবীর (সম্পা. মুসতাফা জাওয়াদ ও জামীল সা'ঈদ, বাগদাদ ১৩৭৫/১৯৫৬) এবং সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ (৩) আল-মাছালু'স-সা'ইর, ইহা প্রথম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে (ইহার সংস্করণ ও পুরাতন পাণ্ডুলিপির বিষয়ে দ্র. S. A. Bonebakker, in Oriens, xlii-xiv, 1961, 186-94)। তাহা ছাড়া আল-ইসতিদরাক ফি'ল-আখ্য 'আলা'ল-মা'আযিয আল-কিন্দিয়েয়া (কায়রো ১৯৫৮ খৃ., আল-মুতানাব্বী যে আবু তাম্বাম-এর উপরে নির্ভরশীল হইয়াছিলেন সেই বিষয়ক গ্রন্থ, উহার রচয়িতা ছিলেন একই ইবনু'দ-দাহহান, তিনি মাজদুদ-দীন-এর শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি ইবনুদ-দাহহান-এর আল-ফুসুল'ল-আদাবিয়্যার একখানি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন) এবং আনিস আল-মাকদিসী কর্তৃক সংকলিত তাহার রাসা'ইল-এর উপরেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (তোপকাপি সারায়ে আহমাদ, ৩খ, ২৬৩০ নং পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে [সেইখানির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন O. Rescher, in RSO, iv, (1911-2), 7-26], সেই গ্রন্থটি বৈরুত হইতে ১৯৫৯ খৃ. প্রকাশিত হয় (তাহার মতে বৈরুত রক্ষিত একটি সংকলন কিছুটা ভিন্ন সংগ্রহ রহিয়াছে)। এই রাসা'ইল তৎকালীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তাহাদের পক্ষ হইতে লিখিত; বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাহিত্যিক ভাষায় যাহা কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা, তন্মধ্যে হয়ত বা সাবুহ বা সকালের পানীয় বিষয়ক সম্ভর্ভের জন্য তাহার জনৈক বন্ধু কর্তৃক লিখিত একটি ভূমিকা (দ্র. রাসা'ইল, পৃ. ২৪৫ প.)। এই বন্ধুটির খ্যাতি অবশ্যই তাহার এক সময়ের সহকর্মী বিখ্যাত কাদী আল-ফাদিল আল-বায়সানীর খ্যাতি অপেক্ষা কমই ছিল। এইগুলি ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ের উপরে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে মিসর সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ রিসালা (ইবন খাল্লিকান ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন), ইনশা' সম্বন্ধে একখানি সহজবোধ্য ছোট বই, নাম আল-মা'আলি'ল-মুখতারাতা'আ ও আবু তাযাম; আল-বুহতুরী, দীক আল-জিন্ন ও আল-মুতানাব্বীর একখানি কাব্য সংকলন উল্লেখযোগ্য। 'আরবী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাহার মৌলিক অবদানের যথেষ্ট সুখ্যাতি রহিয়াছে; কিন্তু বিষয়টির যথার্থতা অনুসন্ধানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) পিতা সম্বন্ধে তথ্যাবলী (ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে আহৃত) পাওয়া যাইবে। 'ইযযু'দ-দীন-কৃত আল-বাহির গ্রন্থের 'আবদুল-কাদির এ. তুলায়মাত কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা হইতে, কায়রো, তা.বি. (১৩৮২/১৯৬৩) ও (২) দিয়া'উ'দ-দীন কর্তৃক সম্পাদিত আল-জামি' গ্রন্থে; পরিবারের সদস্যগণের বিষয়ে তথ্যাবলী পাওয়া যাইবে; (৩) H. Ritter, Oriens, vi, 71 প.; (৪) মুহাম্মাদ শারায়ু'দ-দীন (-তুর্কী মেহমেদ শেরেফেদীন), (মালতকায়), Ibn Ethirler, (ইস্তাম্বুল ১৩২২ হি.) বইখানি পাওয়া যায় নাই।

(১) নং-এর জন্য : মাজদু'দ-দীন-এর জীবনী বিষয়ক তথ্য পাওয়া গিয়াছে প্রধানত তাহার ভাইদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে, এক ভাই 'ইযযু'দ-দীন (দ্র. কামিল, sub anno, 606) প্রদত্ত বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন; (৫) যাকূ'ত, উদাবা', ৬খ, ২৩৮-৪১ এবং অপর ভাই দিয়া'উ'দ-দীন-এর প্রদত্ত বলিয়া বিবরণী; (৬) ইবনু'স-সা'ঈ-এর আল-জামি'উ'ল-মুখতারাতার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, পৃ. ১৯৯-৩০১ (বাগদাদ ১৩৫৩/১৯৩৪)। সমসাময়িক অন্যান্য লেখক যেমন ইবন নুকতাঃ, ইবনুল-মুসতাওফী (ইরবিলের ইতিহাস) ও আল-মুনযিরীর খুবই সীমিত তথ্যাবলীর কতটুকু; (৭) ইবন খাল্লিকান-এর (নং ৫২৪) বা (৮) ইবনুল-ইমাদ-এর শাযারাত গ্রন্থে (৫খ, ২২ প.) গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত নিরূপণের অপেক্ষায় রহিয়াছে; (৯) Brockelmann., 1, 438 f., S. I, 305, 607-9.

(২) নং-এর জন্য : 'ইযযু'দ-দীন অনেক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার ইতিহাস যাকূ'ত-এর উদাবা'-তে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং মূল নির্ভর ইবন খাল্লিকান প্রদত্ত যৎসামান্য মন্তব্য (নং ৪৩৩), তিনি আঠার বৎসর বয়সে আলেপ্পোতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের লেখকগণ তেমন উল্লেখযোগ্য আর কোন তথ্য সংযোজন করিতে পারেন নাই। কামিল গ্রন্থে তাহার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে প্রদত্ত তথ্যাবলীর জন্য দ্র.ঃ (১০) আ. আ. তুলায়মাত সম্পাদিত আল-বাহির-এর ভূমিকাংশ; [বাহির গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে; (১১) Histoire des Atabecs de Mosul নামে Recueil des Historiens des Croisades, Hist. or.-এর ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ.]। যাকূ'ত সম্বন্ধে মন্তব্য বিষয়ে জানিবার জন্যঃ (১২) মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক ইবনুল-ফুওয়াজীর তালখীস মাজমা'ই'ল-আদাব গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাবলী, ৪খ; পৃ. ১, ২৬০ প.। মধ্যযুগে তাহাকে কতটা ইযযুতের দৃষ্টিতে দেখা হইত, সেই বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র.ঃ (১৩) আস-সাখাবী, ই'লান, উহা F. Rosenthal-এর A History of Muslim Historiography-এর অন্তর্ভুক্ত, Leiden 1952, 332, 413. আরও সাম্প্রতিক কালের সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্য দ্র.ঃ (১৪) Cl. Cahen, La Syrie du Nord, Paris 1940, 58-60; (১৫) H. A. R. Gibb, in Speculum, xxv, 1950, 58-72; (১৬) H. L. Gottschalk, al-Malik al-Kamil, Wiesbaden 1958, 6 f.; (১৭) ম. হিলমী ম. আহমাদ ও F. Gabrieli, in Lewis and Holt (edd.), Historians of the Middle East, London 1962, 88-90, 98 ff.; (১৮) Brockelmann, I, 402, 422 f., S. I, 565, 587 f.।

(৩) নং-এর জন্যঃ দিয়া'উ'দ-দীন-এর যে জীবনীসমূহ তাহার প্রাথমিক কালের সমসাময়িকগণ, যথা ইবনুল-মুসতাওফী ও ইবনুল-নাছারর রচনা করিয়াছিলেন সেইগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না। ফলে এখন আমাদেরকে নির্ভর করিতে হয় ইবন খাল্লিকান-এর উপর (নং ৭৩৪) এবং (১৯) ইবনু'স-সাব্বীর তাকমিলা-তে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসমূহ রহিয়াছে (সম্পা. মুসতাফা জাওয়াদ, বাগদাদ ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৪-৬) সেগুলির উপর। সেই সকল তথ্য কতকাংশে পরখ করিয়া নেওয়া যায় রাসা'ইলে প্রাপ্ত তথ্যাবলী হইতে, তু. (২০) D. S. Margoliouth, in Actes du Dixieme Congres Intern. des Or., Section III,

Leiden 1896, 9-21; (২১) Cl. Cahen, in BSOAS, xiv (1952), 34-43; আরও দ্র. (আয-যাহাবী ও আস-সাফাদী-কৃত জীবনী গ্রন্থসমূহের অভ্যবে) (২২) ইবনুল-ইমাদ, শাযরাতে, ৫খ, ১৮৭-৯। তাঁহার পুত্রের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. রাসা'ইল, পৃ. ২৪৫ এবং ইবন খাল্লিকান ও আল-জামি'উল-কাবীর গ্রন্থের ভূমিকা; (২৩) Brockelmann, I, 357 f, SI, 521.

F. Rosenthal (E.I.2)/ছমাযুন খান

ইবনুল-আজদাবী (ابن الجذابي) : পূর্ণ নাম আবু ইসহা'ক ইবরাহীম ইবন ইসমা'ঈল আত-তা'রাবুলসী। ইবনুল-আজদাবী উপনামেই সমধিক পরিচিত, 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদ, মূলত লিবিয়ার অন্তর্গত আজদাবিয়া নামক স্থান হইতে আগত পরিবারের লোক। নিজে ত্রিপোলী (লিবিয়া)-তে বাস করিতে, এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন। তাঁহার ইনতিকালের সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। তবে সম্ভবত ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জীবনী লেখকগণ শুধু জ্ঞানের গভীরতা এবং সেই সময়কার পণ্ডিতগণের প্রযুক্তি সংক্রান্ত সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁহাকে ন্যূনাত্মক আটটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাবলীর নাম হইতে দেখা যায় যে, তিনি অভিধান সংকলনবিদ্যা, ছন্দ প্রকরণ (Metrics), আবহবিদ্যা (আন'ওয়া' নিবন্ধ দ্র.) ও কুলজী শাস্ত্রে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিশেষত মুস'আব আয-যুবায়রী (দ্র.) কর্তৃক রচিত 'নাসাব কুরায়শ' গ্রন্থের একখানা সারসংক্ষেপ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র নিম্নোক্ত দুইটি গ্রন্থের নাম যাকৃত (উদাবা', ১খ., ১৩০; বুলদান, 'আজদাবিয়া নিবন্ধ দ্র.) ও আস-সুযুতী কর্তৃক (রুগ'য়া, পৃ. ১৭৮) সংরক্ষিত হইয়াছে: (১) কিফায়াতুল-মুতাহাফিফিজ ওয়া নিহায়াতুল-মুতালাফিফিজ ফিল-লুগাতি'ল-আরাবিয়া ও (২) কিতাবুল-আনওয়া'। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে মাত্র উক্ত গ্রন্থদ্বয়ই বিলুপ্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটির— যাহা একখানা অভিধান-সংক্ষিপ্তসার বটে—বেশ কিছু সংখ্যক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এখনও রক্ষিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হইয়াছে (ড্র. Brockelmann, ১খ, ৩০৮, SI, ৫৪১)। গ্রন্থখানা শ্লোকাকারেও বিন্যস্ত হইয়াছিল। উহা একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিতও হইয়াছে, বিশেষভাবে ১২৮৫/১৮৬৮ সনে কায়রো হইতে এবং ১৩০৫/১৮৮৭ সনে বৈরুত হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় গ্রন্থের একখানা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি 'ইযযাত হাসান কর্তৃক আংকারা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত উহাকে বিলুপ্ত বলিয়া মনে করা হইত। তিনি ইহা ১৯৬৪ খৃ. দামিশ্কে হইতে প্রকাশ করেন (ইহুয়া'উ'ত-তুরাছি'ল-কাদীম নামক সংকলন গ্রন্থের নবম খণ্ড)। উক্ত গ্রন্থের নাম হইতে কিতাবুল-আযমিনা ওয়া'ল-আনওয়া' 'আরব ভাষাতত্ত্ব-বিদগণ কর্তৃক প্রণীত কুতুবুল-আনওয়া' (আল-আনওয়া' শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাবলী)-এর তালিকায় উক্ত গ্রন্থের নাম অনেক সময়ে উল্লিখিত হইয়া থাকে (ড্র. Ch. Pellat, Dictions rimes..., in Arabica, ২/১ (১৯৫৫ খৃ.), ৩৭)। উক্ত গ্রন্থ ইবন কুতায়বা কর্তৃক প্রণীত অনুরূপ গ্রন্থ (যাহা হামীদুল্লাহ-PELLAT কর্তৃক সম্পাদিত ও ১৯৫৬ খৃ. হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও সংক্ষিপ্ত হইলেও অধিকতর সুবিন্যস্ত ও অপেক্ষাকৃত কম জটিল বটে। উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন পঞ্জিকা ('আরব, রোমান ও সিরীয়), প্রধান প্রধান নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্রন্থসমূহ

দ্বিতীয় আলোচনা করা হইয়াছে এবং ঋতুচক্র, রাশিচক্র, চন্দ্রের কলাসমূহ-এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উহাতে সপ্তাহান্তের সময় নির্ণয়, পবিত্র মস্কা তথা কা'বা ঘরের দিক নির্ণয়ের পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রকারের বায়ুর তালিকা ও পরিচয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর উহাতে 'নাও' (النوء) শাস্ত্রের সংজ্ঞা, জুলিয়াস সীজার প্রবর্তিত পঞ্জিকা (Julian Calendar) অনুযায়ী বৎসরের মাসসমূহের ক্রমবিন্যাস ও উহাদের সিরীয়, 'আরবী ও ল্যাটিন নাম, মহাকাশের পরিবর্তনশীল জ্যোতি, বৈজ্ঞানিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে সেগুলি ভালভাবে বুঝা যায়। মিসরীয় সনের মাসসমূহের প্রারম্ভকাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই (আল-আনওয়া' নিবন্ধ দ্র.)। উক্ত গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক কার্যধারা এবং এতদসম্পর্কিত বচন ও প্রবাদ বাক্যসমূহ প্রকৃতিগতভাবে চিত্রাচারিত ঐতিহ্যের অনুরূপ। অবশ্য এই কথা সত্য যে, উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত কোনও কোনও বিষয় বর্তমান নিবন্ধের লেখক কর্তৃক সংগৃহীত এতদসম্পর্কিত বিষয়বলী হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতে সূর্যাস্তকালে, মধ্যরাত্রিতে ও প্রভাতকালে যে যে নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যরেখা অতিক্রম করে, তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। সব দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায়, ইবনুল-আজদাবী কর্তৃক রচিত জনপ্রিয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান সম্পর্কিত উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা যদিও অনেক পরে রচিত এবং যদিও উহাতে তথ্যগত অনেক ভুল-ত্রুটি রহিয়াছে, তথাপি আনওয়া' শাস্ত্র বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী (কুতুবুল-আনওয়া')-এর তালিকায় উহা একটি সম্মানিত আসনের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত উৎসসহ দেখুন: (১) 'ইযযাত হাসান কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবুল-আনওয়া' গ্রন্থের পরিচিতির উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক লিখিত ভূমিকা; (২) হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৫৪; (৩) যিরিকলী, আ'লাম, ১খ, ২৫; (৪) বুসতানী, DM, ২খ, ৩২৮; (৫) যাকৃত, মু'জাম্মুল-বুলদান, ১খ, ১০০-১।

Ch. Pellat (E.I.2)/মু. মাজহারুল হক

ইবনুল-আদীম (ابن العديم) : কামালু'দ-দীন (আবু হা'ফস') আবুল-কাসিম 'উমার ইবন আহ'মাদ ইবন আবী জারাদা ইবনুল-আদীম আল-উকায়লী আল-হানাবী। আদাবুল-লুগা গ্রন্থে, সম্ভবত ইবনুল-শ-শিহ্না-এর (রাওদাতুল-মানাজির) অনুসরণে তাঁহার নাম 'উমার ইবন 'আবদুল-আযীয ইবন আহ'মাদ উল্লিখিত (৩খ., ১৭০)। কাশফু'জ-জুনুন-এর রচয়িতা তাঁহার নাম 'উমার ইবন আবী জারাদা 'আবদুল-আযীয লিখিয়াছেন (নং ২৯১)। তিনি আলেক্সান্ডার একজন ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ছিলেন। জ. যুল-হিজ্জা ৫৮৮/ডিসেম্বর, ১১৯২ (তারিখটি স্বয়ং ইবনুল-আদীমের বর্ণিত, দ্র. যাকৃত ও ইবন কাছীর), মূ. ২৯ জুমাদা'ল-উলা, ৬৬০/২১ এপ্রিল, ১২৬২ সালে কায়রোতে। তিনি ইরাকের একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 'আরব পরিবারসম্বৃত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মূসা ২০০/৮১৫ সালের দিকে বানু 'উকায়ল-এর লোকদের সংগে মহামারীর কারণে বসরা হইতে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং সওদাগররূপে আলেক্সান্ডারে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশকে বানু 'আদীম নামে অভিহিত করার নিশ্চিত কারণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই পরিবারের কয়েকজন সদস্য আলেক্সান্ডার শাসকদের অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। উক্ত পরিবারের সদস্যগণ ক্রমান্বয়ে পাঁচ পুরুষ যাবত কাশীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার

পিতা যাক্বী ও আয়ুবী শাসনামলে একজন প্রধান কাযী ছিলেন। ইবনুল-'আদীম প্রথমে আলেক্সান্দ্র শহরে, তৎপরে জেরুসালেমে (তাঁহার পিতা তাঁহাকে ৬০৩/১২০৬-৭ সালে এবং পরে ৬০৮/১২১১-১২১২ সালে জেরুসালেম লইয়া যান), অতঃপর দামিষ্ক, ইরাক ও হিজাযে শিক্ষা লাভের পর আলেক্সান্দ্র শাদবাক্ত মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি কাযীর পদ লাভ করেন। অতঃপর শেষ দুই আয়ুবী শাসক আল-মালিকুল-'আযীয (৬১৩-৬৩৪/১২১৬-১২৩৬) ও আল-মালিকুল-'নাসির (৬৩৪-৬৮/১২৩৬-৬০)-এর আমলে উযীর নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রদূতরূপে তিনি কয়েকবার বাগদাদ ও কায়রো সফর করেন। ৯ সাফার, ৬৫৮/২৫ জানুয়ারী, ১২৬০ সালে মোঙ্গলগণ আলেক্সান্দ্র দখল এবং লুণ্ঠন করিলে তিনি আল-মালিকুল-'নাসিরের সঙ্গে মিসরে পলায়ন করেন। হলাও (হালাকু খাঁ) প্রধান কাযীরূপে তাঁহাকে সিরিয়া প্রত্যাগমনের আমন্ত্রণ জানান; কিন্তু নির্দেশ পালনের পূর্বেই তিনি কায়রোতে ইনতিকাল (২৯ জুমাদা'ল-উলা, ৬৬০/২১ এপ্রিল, ১২৬২) করেন। আল-মুকাত্তাম-এ তাঁহাকে দাফন করা হয়। 'ফাওয়াত' গ্রন্থে অন্যান্য সূত্রের বিপরীতে তাঁহার মৃত্যু সাল ৬৬৬/১২৬৭-৬৮ লেখা হইয়াছে।

ইবনুল-'আদীমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলেক্সান্দ্র সম্পর্কে রচিত দুইটি ইতিহাস গ্রন্থঃ *تاريخ حلب بغية الطلب في تاريخ حلب* আলেক্সান্দ্র খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চরিতাভিধান, খাতীবুল-'বাগ'দাদী (দ্র.) ও ইবন 'আসাকির (দ্র.)-এর অনুসরণে বর্ণনাক্রমিকভাবে বিন্যস্ত, দশ, মতান্তরে চল্লিশ খণ্ডে সংকলিত বিরাট কলেবর হওয়াতে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কখনও সমাপ্তি লাভ করে নাই। ফলে তীমুরের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের আক্রমণের পূর্বেই ইহার খণ্ডগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে ইবনুল-'শ-শিহনাও কেবল একটি খণ্ডের সম্বন্ধ লাভ করেন (দ্র. Cat. Codd. Arab. Bibl. Acad. Lugd Bat., ii. 82)। ইহার খণ্ডগুলি সংরক্ষিত রহিয়াছে প্যারিসে (কিতাব খানা-ই আহলিয়া, de Slane, cat., নং ২১৩৮), লন্ডনে (Cat. Codd. MSS. Or., বৃটিশ মিউজিয়াম, ২খ, নং ১২৯০) এবং খুব সম্ভব কনষ্টান্টিনোপলে (আয়া সোফিয়া, নং ৩০৩৬, দ্র. Horovitz, Mitt. Sem. Or. Spr., বার্লিন, ১০খ, ৬০, নং ৫১)। ইবনুল-'আদীম স্বয়ং উক্ত গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ (৬৪১/১২৪৩ সাল পর্যন্ত) যুবদাতুল-'হালাব ফী তা'রীখ হালাব (*زبدة الطلب في تاريخ حلب*) শিরোনামে ইতিহাস রচনার ধারায় লিখিয়াছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি সমাপ্তির পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। প্যারিসে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি (de Slane, নং ১০৬৬; অপর একটি পাণ্ডুলিপি St. Petersburg-এ আছে, যাহা সম্ভবত প্যারিসের পাণ্ডুলিপি, দ্র. V. Rosen, Not. Sommaires des manusc. arabes du Musee Asia., St. Petersburg 1881 A. D., P. 98, no. 160) হইতে নিম্নলিখিত লেখকগণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন : G. W. Freytag, *Selecta ex historia Halebi, Lutetiae Par.* 1819; *Regnum Saahd-aldaulae in oppido Halebi*, Bonn 1820 A. D.; *Historiens orientaux des Croisades*, iii, 691-732; H. Derenbourg, *Vie d'Ousama* (Publ. de l' Ec. des Langues of. viv., ক্রমিক-২, ১২/১) ৫৬৯-৮৫; E. Blochet, *L'histoire d'Alep de Kamaladdin* 'আরবী মূল পাঠ ল্যাটিন অনুবাদ ও টীকাসহ সম্পা.

Freytag, প্যারিস-বন ১৮১৯-১৮২০; বন ১৮২০; 'আরবী মূল পাঠের ফরাসী অনু. in *Rev. de l'Orient Latin*, 1897. A. D., 146-235; 1898 A. D., 37-107; 1899. p. 1-49, ইহার পরে মুহাম্মাদ ইবনুল-'হালাবী (মৃ. ৯৭১/১৫৬৪) ৬ রাবী'উ'ছ-'ছানী, ৯৫১/২৭ জুন, ১৫৪৪ সাল পর্যন্ত সময়ের একটি সারসংক্ষেপ *يذكرها* নামে প্রস্তুত করিয়াছেন (তু. Cat. Codd. MSS. Or. in British Museum, no. 334, তু. Bibl. Bodl. MSS. Orient, Vol. 1, No. 810, 836; V. Rosen, Not. Sommaires, no 203)।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ বুগুয়াঃ-কে ভবিষ্যতে সচল রাখার চেষ্টা পুনরায় করা হয়ঃ (১) 'আলা'উ'দ-দীন আবুল-'হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (ইবন সা'দ নামে পরিচিত) ইবন খাতীব আন-'নাসিরিয়া (মৃ. ৮৪৩/১৪৩৯) *در الحبيب في تاريخ اعيان حلب* শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে রহিয়াছে আলেক্সান্দ্র নগরের বিবরণ এবং ৬৫৯ হিজরী হইতে পুস্তকটির রচনাকাল পর্যন্ত আলেক্সান্দ্র বিশিষ্ট অধিবাসীদের জীবন-চরিত। Brockelmann ও Horovitz (Mitt. Sem. Of. Spr., ১০খ, ৬০ প.) এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। অতঃপর মুওয়াফফাকু'দ-দীন আবু যারুর আহ'মাদ ইবন ইব্রাহীম (মৃ. ৮৮৪/১৪৭৯) কুনূযু'য-যাহাব নামে ইহার একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন; (২) মুহিব্বু'দ-দীন আবুল-'ফাদল মুহাম্মাদ ইবনুল-'শ-শিহনা আল-হালাবী (মৃ. ৮৯০/১৪৮৫) নুযহাতুল-'নাওয়াজির ফী রাওদি'ল-মানাজির *تاريخ حلب (تكملة)* শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বার্লিনে ইহার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে (Ahlwardt, Verz, নং ৯৭৯১); ১ম খণ্ড লন্ডনে (Cat. Codd. Or., in British museum, নং ৪৩৬, পৃ. ২); ২য় খণ্ড Gotha (Pertsch, verz, নং ১৭৭২)-য়; ৩য় খণ্ড প্যারিসে (de Slane, Cat. নং ১২৩৯)। ইবনুল-'শ-শিহনা-র এক বংশধর ১০১৪ হইতে ১০২৪ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন, যাহাতে তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালের অবস্থাদি সম্পর্কে টীকা সংযোজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির তালিকার জন্য দ্র. Pertsch, Verz. d. arab. Hdss. zu Gotha, no. 1724, অধিকতু Cat. Codd. Arab. Bibl. Lugd. Bat., ২খ, ৮৫, নং ৯৫২। 'আদ-দুরকুল-'মুনতাখাব ফী তা'রীখি মামলাকাতি হালাব (*الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب*) নামে Joseph Elias Sarkis কর্তৃক বৈরুত হইতে ১৯০৯ সালে এই সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হইয়াছে। A. v. Kremer এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন [দ্র. Sitzungsber. d. Wien. Akad.-দর্শন ও ইতিহাস, ৪র্থ পর্ব (১৮৫০ খৃ.), ১খ., ১২৫ প.]।

আল-আখ্বারুল-'মুস্তাফাদা ফী যিকরি বানী আবী জারাদা (*الاخبار المستفادة في ذكر بني ابي جرادة*) নামে ইবনুল-'আদীম নিজ বংশের যে ইতিহাস গ্রন্থ যাকূত-এর জন্য রচনা করিয়াছিলেন, যাকূত তাঁহার গ্রন্থ আল-ইরশাদ (৬খ., ১৮-৩৫; আহ'মাদ ফারীদ সংস্করণ, ১৫খ, ৫ প.)-এ ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে আলেক্সান্দ্রের ধ্বংস সম্পর্কিত মারছিয়াটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই কবিতার কিছু অংশ আবুল-'ফিদা' উপরিউক্ত গ্রন্থে নমুনা স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। তিনি

৬১০/১২১৩ সালে আল-মালিকু'জ-জাহির-এর নিকট তাঁহার পুত্রের জন্য উপলক্ষে একটি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাহার শিরোনাম ছিল আদ-দারারী ফী যিকরি'য-যারারী (الدرارى فى ذكر الازارى)। এই হস্তলিখিত পত্রটি নূরী 'উছ'মানিয়া, পাণ্ডুলিপি নং ৩৭৯০ হইতে নকল করিয়া 'মাজমুআ (ইস্তাভুল ১২৯৮ হি., ২য় সংখ্যা)-তে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইবনুল-আদীম-এর সর্বশেষ গ্রন্থ (يا الوصلة) الوصيلة الحبيب فى وصف الطبيبات والطيب যাহাতে সকল প্রকার সুগন্ধি ও আতর তৈরির পদ্ধতি নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার পাণ্ডুলিপি আছে বার্লিন (Ahlwardt. Verz, নং ৪৬৩), বৃটিশ মিউজিয়ামে (Ellis ও Edwards, A. descr. List of the Arab. Mss. acquired since 1894, London 1912, পৃ. ৫৬, ৬২, নং Or ৬৩৮৮) ও বাঁকীপুরে (Cat. of the Arab. and Pers. MSS. in the Orient. Publ. Libr., ৪খ, ১৪৬, নং ৯৬)। যাকূতের মতে তিনি খ্যাতনামা খুশনাবীস (সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিকার)-দের মধ্যে গণ্য। সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁহার চমৎকার হস্তাক্ষরের নমুনা রহিয়াছে (ত্বে. Cat. des Mss. et Xylographes orient. de la Bibl. Imp., নং ১৪৭)। গদ্য ব্যতীত কবিতা রচনায়ও তাঁহার দক্ষতা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যাকূত, ইব্রাহীম-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, ৬খ, ১৮-৪৬, আহ'মাদ ফারীদ সংস্করণ, ১৫-৫৭; (২) আল-মুনীনী, যামলু মির'আতি'য-যামান, প্রথম সংস্করণ, ১খ, ৫১০ প.; (৩) আবুল-ফিদা', তা'রীখ, ৪খ, ৬৩৪; (৪) ইবনুল-ওয়ালদী, ২খ, ২১৫; (৫) ইবন শাকির, ফাওয়াতুল-ওয়ালদীয়াত, বুলাক ১২৯৯ হি., ২খ, ১০১; (৬) যাকূত, মির'আতুল-জিনান, ৪খ, ১৫৮; (৭) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ১৩খ, ২৩৬; (৮) ইবন আবিল-ওয়ালদী, আল-জাওয়াহিরুল-মুদী'আ, ১খ, ৩৮৬; (৯) ইবনু'য-যায়াত, আল-কাওয়াকিবু'স-সায়ারা, পৃ. ২৭২; (১০) ইবন কুতলুবুগা, তা'বাকাতুল-হানাফিয়া (Abh. f. d. Kunde des Morg., লাইপসিগ ১৮৬২ খ.), ২খ, নং ১৪৩; (১১) ইবন তাগরীবির্দী, আন-নুজুমু'য-যাহিরা, ৭খ, ২০৮; (১২) আস-সুযুত'গী, হসনুল-মুহাদারা, ১খ, ২২০; (১৩) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, যালতাকায়ী সং, 'উমূদ ২৪৯; (১৪) ইবনুল-ইমাদ, শাফারাতুল-যাহাব, ৫খ, ৩০৩; (১৫) 'আবদুল-হ'ায়ী লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়া, ১৪৭; (১৬) আত-তা'বরাখ, আ'লামু'ন-নুবালা', ২খ, ৩১৩, ৪খ, ৪৬৪; (১৭) মাজান্নাতুল-মাজমা'ইল-ইলমী, ২৩খ, ২৫১; (১৮) আল-ফিহরিস্ত তাম্হীদী, পৃ. ৫৬৪; (১৯) যুবদাতুল-হালাব, মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা; (২০) Wustefeld, Geschichtschreiber der Araber, নং ৩৪৫; (২১) Weijers, Orientalia, ২খ, ২৪৮; (২২) Brockelmann, ১খ, ৩৩২ ও পরিশিষ্ট, ১খ, ৫৬৮; (২৩) E.I.², vol. 3, p. 695-6.

Brockelmann ও 'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-আনবারী (দ্র. আল-আনবারী, আবুল-বারাকাত)

ইবনুল-আফীফ আত-তিলিমসানী (ابن العفيف التلمساني) : শামসু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ইবন 'আফীফ'দ-দীন সুলায়মান ইবন 'আলী ইবন 'আবদিল্লাহ আত-তিলিমসানী, ছদ্মনাম আশ-শাক্বুল-জারীফ (ধীশক্তিসম্পন্ন তরুণ যুবক) একজন দক্ষ কবি ছিলেন।

তাঁহার পিতা 'আফীফ'দ-দীন আত-তিলিমসানী (দ্র. আত-তিলিমসানী) একজন সূফী ছিলেন। তিনি তিলিমসান পরিভ্যাগপূর্বক কায়রোস্থিত সা'ঈদ আস-সু'আদার খানকাহে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। কবি সেখানে ১০ জুমাদা'ল-উখরা, ৬৬১/২১ এপ্রিল, ১২৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনকালে ইবনুল-আফীফ পিতার সহিত দামিশক গমন করেন এবং তথায় পিতা ও কতিপয় 'আলিমের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি অচিরেই কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং কাসিয়ুন পর্বতের পাদদেশে বসবাস করিতে থাকেন।

বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে তিনি যৌবনকাল হইতেই কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। কুতি কবিতার মাধ্যমে তিনি তদানীন্তন খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান, বিশেষ করিয়া তিনি হামাত-এর আয়ুবী শাসক আল-মানসূ'র মুহ'াম্মাদের গুণারলী সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন।

রচনাশৈলীর দিক দিয়া কিছু শৈথিল্য থাকিলেও তাঁহার কাব্য ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ। তাঁহার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিছুদিন তিনি ইহা প্রতিহত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কাব্য জগত হইতে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নিজকে নিজের গৃহ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। যৌবনকালের প্রারম্ভে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ১৪ রাজাব, ৬৮৮/৩ আগস্ট, ১২৮৯ সালে কবি ইনতিকাল করেন।

ইবনুল-আফীফ বাধা-বন্ধনমুক্ত ও সরল জীবন যাপন করিতেন। প্রধানত প্রেমগীতা রচনার মাধ্যমে তাঁহার কাব্যিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তাঁহার প্রেমগীতায় তদানীন্তন যুগের অসামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে। তিনি দুরায়ত ও মুআশশাহাত কবিতাও রচনা করেন।

তাঁহার নিপুণতা ও প্রকাশের দক্ষতা তাঁহাকে কাব্য রচনায় সমকালীন যুগের প্রচলিত রচনা পদ্ধতি পরিহার করিতে সক্ষম করিয়াছিল। সাধারণত মানুষকে সন্তোষন করিয়া রচিত তাঁহার প্রেমগীতগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সম্ভবত ইহা সঠিক হইবে না।

ইবনুল-আফীফের 'দীওয়ান' সংক্ষিপ্ত হইলেও স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেন। ইহা কায়রোতে (হি. ১২৭৪, ১২৮১, ১৩০৮) ও বৈরুতে (খৃ. ১৮৮৫, ১৮৯১, ১৯০৭) কয়েকবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সংস্করণগুলি ছিল অত্যন্ত মামুলি ধরনের [একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ বর্তমানে (১৯৬৭ খৃ.) প্যারিসে প্রস্তুতির পথে; পাণ্ডুলিপির জন্য দেখুন Brockelmann, I, 300, S I, 458 adding MS দামিশক, জাহিরিয়া, নং ৫১২৬]। তাঁহার রচিত কতিপয় মাকামাতও বিদ্যমান (পাণ্ড. প্যারিস ৩১৬৭, ৩৯৪৭; ইস্তাভুল, ভোপকাপি সারায়ি: ২৪০২; বার্লিন ৮৫৯৪)। ইহার একখানা দামিশকে প্রকাশিত হইয়াছে, তা. বি. ও তাঁহার দুইটি খুবাবও বিদ্যমান (পাণ্ড. বার্লিন ৩৯৫৩)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ৪২২; (২) যাহাবী, তা'রীখুল-ইসলাম, পাণ্ড. বৃটিশ যাদুঘর, Or. ৫৩, পত্রক ৬২ v.; (৩) সাফাদী, আল-ওয়ালদী, ৩খ, ১২৯-৩৬; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাফারাত, ৫খ, ৪০৫; (৫) ইবন তাগরীবির্দী ৭খ, ৩৮১; (৬) হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১৭৮৬; (৭) যিরিকলী, আ'লাম, ৭খ, ২১; (৮) কাহালা, মু'আমুল-মু'আল্লিফীন, ১০খ, ৫৩; (৯) Brockelmann, I, 300, S I, 458.

J. Rikabi (E.I.²)/মকবুলুর রহমান

ইবনুল-আব্বার (ابن الأبار) : আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবী বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদি'র-রাহমান ইবন আহ'মাদ ইবন আবী বাকর আল-কুদা'ঈ, ঐতিহাসিক, হাদীছ-বেত্তা, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন উহার উদ্ভব হইয়াছিল ওনদা-তে এবং তাহাই ছিল স্পেনের কুদা'ঈগণের পৈতৃক বাসস্থান। তিনি রাবী'-২, ৫৯৫/ফেব্রুয়ারী ১১৯৯ সালে ভ্যালেন্সিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে যৌবনকাল অতিবাহিত করেন এবং কয়েকজন শিক্ষকের নিকটে শিক্ষাভ্যাস করেন। নিজের মু'জাম গ্রন্থে তিনি সেই উস্তাদগণের কথা লিখিয়াছেন। বিশ বৎসরেরও অধিক কাল যাবত তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান হাদীছবিদগণের আবু'র-রাবী' ইবন সালিম-এক্ট নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই শিক্ষকই তাঁহাকে ইবন বাশকুওয়াল-এর সীলা গ্রন্থখানি সমাণ্ড করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি ফী তালাবি'ল-'ইলম (জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে) উপনীপ ব্যাপিয়া কয়েকবার ভ্রমণে বাহির হন এবং ভ্যালেন্সিয়ায় মু'মিনী গভর্নরগণের সচিবরূপে দায়িত্ব পালন করেন। এই শহরটি ইবন মারদানীশ (দ্র.) কর্তৃক বিজিত হইবার পরে রামাদান ৬৩৫/এপ্রিল-মে ১২৩৮ সনে আরাগোন-এর রাজা ১ম জেমস কর্তৃক অধিকৃত হয়। তখন ইবনুল-আব্বারকে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাহায্যের জন্য তিউনিসের হাফসী সুলতান আবু যাকারিয়া (দ্র. হাফসীগণ)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। সেখানে ৪ মুহ'ররাম, ৬৩৫/১৭ আগস্ট, ১২৩৮ সনে তিনি সীন হরফের অন্ত্যমিলযুক্ত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। (১) আল-মাক্করী, *Analectes*, ii, 651; (২) ঐ লেখক, *আযহার*, ৩খ, ৩০৭। সেই কবিতাটিতে তিনি স্বীয় শহরের অবরোধের করুণ অবস্থা তুলিয়া ধরেন। অতঃপর তিনি ভ্যালেন্সিয়াতে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ১ম জেমস কর্তৃক ১৭ সাফার, ৬৩৬/২৮ সেপ্টেম্বর, ১২৩৮ সনে শহরটি দখল করিবার কয়েক দিন পরেই সেখান হইতে চলিয়া যান (দ্র. Dozy, *Notices*, 190)। আল-গুবরীনী ('উনওয়ান, পৃ. ১৮৩) বলেন যে, তিনি তিউনিসে যাইবার আগে বুগিতে (Bougie) থামিয়াছিলেন। সেখান আবু যাকারিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ অর্থ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন, কিন্তু সরকারী দস্তাবেজে সাহিব'ল-'আলামা পদ পূরণের প্রত্যাশিতকরণের স্থান পূরণ না করিয়া শূন্য রাখিবার নির্দেশ দেন। ইবনুল-আব্বার এই আদেশ পালন না করায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। তবে অল্পদিন পরেই তাঁহাকে মাফ করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়।

আবু যাকারিয়ার ইনতিকালের পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুস্তানসির প্রথমে তাঁহাকে কিছুকাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাখেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার প্রতি এই আমীর ও তাঁহার উযীরগণ বিরূপ হইয়া যান এবং তাঁহাকে নির্ধাতন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তাঁহার সকল রচনা বাজেয়াফত করা হয়। পরীক্ষা করিয়া সেগুলির মধ্য হইতে স্বয়ং আমীরের বিরুদ্ধে লিখিত একটি বিদ্রোহকবিতা পাওয়া যায়। কবিতাটি পাঠ করিয়া স্তানো হইলে আমীর আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া যান এবং ইবনুল-আব্বারকে বর্ষার আঘাতে হত্যা করিবার আদেশ দেন। ইবনুল-আব্বার ২০ মুহ'ররাম, ৬৫৮/৬ জানুয়ারী, ১২৬০ সালে মারা যান। পরের দিন তাঁহার লাশ, সকল বইপত্র, তাঁহার কবিতাসমূহ ও পুরস্কারসমূহ সকল কিছু একত্রে পোড়াইয়া ফেলা হয়। ইবনুল-আব্বার-এর লিখিত কিছু সংখ্যক সরকারী পত্র (দ্র. মাক্করী, *আযহার*, ৩খ, পৃ. ২১১ প.) ও কবিতা (দ্র. ঐ লেখক,

Analectes, i, 658, 868, ii, 762; ঐ, *আযহার*, ২খ, পৃ. ২২৩ প.) বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা পাই। তিনি সর্বমোট বই লিখিয়াছিলেন প্রায় ১৫ খানার মত (সেইগুলি প্রায় ৪৫ খণ্ডে ছিল), তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রক্ষিত হইয়াছে :

(১) কিতাবুত-তাক'মিলা লি-কিতাবি'স-সিলা [ইহা ইবন বাশকুওয়াল (দ্র.)-এর সীলা গ্রন্থের সংযোজন, সম্পা. Codera, ২ খণ্ডে, মাদ্রিদ ১৮৮৮-৯ খৃ. (BAH, v, vi.)]; ইহা একটি সংযোজন, তাহাতে পাঠ বিভিন্নতা ও নির্দেশিকা রহিয়াছে, Alarcon ও Gonzalez Palencia কর্তৃক *Miscelanea de estudios y textos arabes*-এ প্রকাশিত, মাদ্রিদ ১৯১৫ খৃ., পৃ. ১৪৭-৬৯০, এই গ্রন্থের শুরুর অংশ সম্পাদনা করেন Bel ও Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ.। জীবনীমূলক অভিধান রচনা সমাণ্ড হয় তিউনিসে। (২) আল-মু'জাম ফী আসহাবি'ল-কাদী আল-ইমাম আবী 'আলী আস-সাদাফী, সম্পা. Codera, Madrid 1886, (BAH, iv)। (৩) কিতাবুল-হুন্নাতি'স-সিয়ারা'; আংশিকভাবে সম্পাদনা করেন R. Dozy, প্রকাশিত হয় *Notices sur quelques manuscrits arabes*-এ, Leiden 1847-51, (আরও দ্র. ঐ লেখক, *Recherches*² ও *Scriptorum arabum loci de Abbadidis*) ও Muller, প্রকাশিত হয় *Beitrag zur Geschichte der westlichen Araber*-এ Munich 1866-78; সম্পা. এইচ. মু'নিস, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ২ খণ্ড; ইবনুল-আব্বার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও পঠন-পাঠন করেন 'আবদুল্লাহ আত-তাব্বা', কিতাবুল-হুন্নাতি'স-সিয়ারা', বৈরুত ১৯৬২ খৃ.। কবিগণের জীবনী : (৪) তুহফাতুল কাদিম, স্পেনের কবিদের বিষয়ে রচিত, এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করেন বালফীকী, আল-মুকতাদাব মিন কিতাব তুহফাতিল-কাদিম, সম্পা. এ. বস্তানী, মাশরিক (Machriq)-এ প্রকাশিত, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ও ইব্রাহীম আল-ইবয়রী, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.। (৫) ই'তাবুল-কুত্তাব (সচিবগণের সত্ত্বষ্টি), সম্পা. সাহিহ আল-আশতার, দামিশক ১৯৬১ খৃ.; (৬) দুরারু'স-সিম্ব ফী খাবারি'স-সিব্ব [রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারবর্গ ও 'আলী পন্থিগণের বিষয়ে] সংস্করণ তৈরি করেন এ. গেদিরা, তিনি আল-আন্দালুসের পাঠ (২২/১, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৩১-৫৪ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বইখানিতে লেখক উমায়্যাদের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কিছুটা শী'আ প্রবণতারই পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত : (১) গুবরীনী, 'উনওয়ানু'-দিরায়ী ফী মান 'উরিফা মিনা'ল-'উলামা' ফি'ল-মি'আতি'স-সা'বি'আ বি-বিজায়া, আলজিয়ার্স ১৩২৮/১৯১০, পৃ. ১৮৩; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, বৃলাক ১২৯৯/১৮৮১-২, ২খ, ২২৬; (৩) মাক্করী, *Analectes*, index; (৪) ঐ লেখক, *আযহার*'র রিয়াদ ফী আখবার 'ইয়াদ, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., নির্ধক্ট; (৫) ইবন খালদুন, *Barbaras*, অনু. de Slane, ii, 307, 347-50; (৬) যারকাশী, তা'রীখু'দ-দাওলাতায়ন, অনু. Fagnan, Constantine 1895, 36, 38, 48.; (৭) Pons Boigues, 409; (৮) Gayangos, *Hist. of the Moh. dynasties in Spain*, ii, 528 ff.; (৯) R. Brunschvig, *Hafsides*, index; (১০) এফ. বস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ২৯৪.; (১১) Brockelmann, I, 340-1, S 1, 580-1।

M. Ben Cheneb-(Ch. Pellat) (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবনুল-আব্বার (ابن الأبار) : আবু জা'ফার আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাওলানী, একজন আন্দালুসীয় কবি, যিনি সেভিল-এর প্রথমদিকের 'আব্বাদীগণ (দ্র.)-এর পার্শ্বচরদের মধ্যে বসবাস করিতেন এবং ৪৩৩/১০৪১-২ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত দীওয়ানের কয়েকটি মাত্র কবিতা রক্ষিত আছে, বিশেষত ইসমা'ঈল ইবন 'আব্বাদ-এর প্রশংসায় রচিত একটি, কোন কোন উপলক্ষে রচিত কবিতা ও কিছু বিবরণমূলক কবিতা। অলংকারময় ভাষায় রচিত কবিতা তাঁহার গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেইগুলি সমসাময়িক আন্দালুসীয় জীবন পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহার কবিতার প্রিয় বিষয় ছিল মদ্য, ভোগবিলাস, গ্রামাঞ্চলে পদযাত্রা ও রমণী। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কবিতায় ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসের উপাদান প্রকট। তাঁহার রচনাশৈলী চমৎকার, তাঁহার রচনায়— রূপকালঙ্কার ও উপমা প্রচুর এবং তিনি অলংকার ব্যবহারে অনবদ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

হাজ্জী খালীফা (নং ৯৩৪, ২১৬৫, ২৬৪৬ ও ৫১৫৯) ঐতিহাসিক ইবনুল-আব্বার ও এই ইবনুল-আব্বারকে একই ব্যক্তি মনে করিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাস্‌সাম, যাকীর, ২খ.; (২) দাব্বী, বুগ'য়া, নং ৩৫২; (৩) আবুল-ওয়ালীদ আল-হিম্‌যারী, বাদী', সূচী; (৪) ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ৪৪; (৫) মাক্কারী, *Analectes*, সূচী; (৬) Pons Boigues, *Ensayo*, 409; (৭) S. Khalis, *Lavie litteraire a Saville au XIe Sticle*, অভিসন্দর্ভ, Sorbonne ১৯৫৩ খ. (অপ্রকাশিত); (৮) H. Peres, *Poesie andalouse*, 186; (৯) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ., ২৯৫।

M. Ben Cheneb (E.I.²)/রুহুল আমীন

ইবনুল-আমীদ (ابن العميد) : আদি বুওয়ায়হী আমলের দুইজন উযীরের নাম প্রথম জন সাহিত্যিকরূপেও পরিচিত।

১। আবুল-ফাদল মুহাম্মাদ ইবন আবী 'আবদিদ্বাহী'ল-হু'সায়ন ইবন মুহাম্মাদ মধ্য-ইরানের শী'আ শহর কুম-এর অধিবাসী একজন ফেরীওয়াল বা গম ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। পরবর্তী কালে সরকারী দফতরে খুরাসানের 'কাতিব' (সচিব) হিসাবে নিযুক্ত হন এবং 'আমীদ (দ্র.) উপাধি লাভ করেন যাহা অত্র এলাকায় সাধারণত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে প্রদান করা হইত। ইবনুল-আমীদ ৩২৮/৯৩৯-৪০ সনে রুকনু'দ-দাওলা কর্তৃক তদীয় উযীর নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরেরও কম ছিল এবং তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন।

ইবনুল-আমীদের পিতা প্রথমত তাবারিস্তানের যিয়ারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারদাবীজের (৩২৩/৯৩৫) উযীর ছিলেন। অতঃপর তিনি আমতু সামানী বংশের উযীর ছিলেন। ছা'আলিবী বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনিই বুওয়ায়হী শাসক ইমাদু'দ-দাওলার সঙ্কেত মারদাবীজের সম্পর্ক উন্নত করেন এবং তাঁহাকে কারাজ (كراج)-এর গভর্নর পদ প্রদান করেন।

কোন অবস্থায় ইবনুল-আমীদ রুকনু'দ-দাওলার উযীর নিযুক্ত হন তাহা জানা যায় না এবং উযীর হইবার পূর্বে তাঁহার মর্যাদা কি ছিল, সে ব্যাপারেও ইতিহাস নিশ্চুপ। অবশ্য ছা'আলিবীর বর্ণনামতে আবুল-ফাদল ও পুত্র পিতার জীবদ্দশাতেই নহে, বরং তাঁহার পরও ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন এবং কালক্রমে উযীরের পদে নিয়োজিত হন।

ইবনুল-আমীদের জীবন প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশকে সুদৃঢ় করিতে এবং দেশের বিরুদ্ধে উখিত বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ-বিগ্রহে অভিবাহিত হয়। ৩৩৯/৯৫০-৫১ পর্যন্ত কোন ইতিহাসবিদ তাঁহার কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। উক্ত বৎসরে তিনি মুসাফিরী (দ্র.) মারযুবানকে, যিনি রুকনু'দ-দাওলা কর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন, মুক্ত করার একটি ষড়যন্ত্রকে নস্যৎ করিয়া দেন। পরবর্তী বৎসর সামানী সেনাপতি ইবন কারাতেগিনের আক্রমণ প্রধানত তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ৩৪৪/৯৫৫-৫৬ সনে তিনি ইবন মাকান-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং ৩৩৫-৩৬ সনে দায়লামী পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে কিছুই শোনা যায় নাই। রুকনু'দ-দাওলা কিছুকালের জন্য তাঁহার শিশুপুত্র, পরবর্তী কালের 'আদু'দ-দাওলা (দ্র.)-এর সঙ্গে ইবনুল-আমীদকে নিয়োজিত করেন। উক্ত বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর ইবনুল-আমীদ রায়-এ বৃদ্ধ রুকনু'দ-দাওলার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ৩৫৫/৯৬৬ সনে এই শহরের মধ্য দিয়া বায়যান্টাইন সীমান্তের উদ্দেশে গমনকারী একদল অবিষ্মস্ত খুরাসানী (গাযী) সেনাদলের বিশৃঙ্খলা দমনে কৃতকার্য হন। ৩৫৬ হি. সনে রুকনু'দ-দাওলার মিত্র ইব্রাহীম সালারের পক্ষে আধারবায়জানের আনুগত্য আদায় করেন। সর্বশেষ ৩৫৯ হি. কুর্দী নেতা হাসান ওয়ায়হ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন। এই অভিযানকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহার পুত্রকে পিতার নিষেধের অবাধ্য হইয়া সেনাবাহিনীর জনপ্রিয় নেতা সাজিবার সুযোগ আনিয়া দেয়। ৫ সাফার, ৩৬০/৯ ডিসেম্বর, ৯৭০ সালে ৩২ চান্দ্র বৎসর যাবত উযীর পদে বহাল থাকার পর ইবনুল-আমীদ হামাযানে ইনতিকাল করেন। ওয়ারাতের এই সুদীর্ঘ কাল পরবর্তী কালে একমাত্র উযীর নিজামুল-মুলকই অতিক্রম করিয়াছিলেন।

দূর্তাগ্যবশত তাঁহার প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানা যায় না। তাঁহার গ্রন্থাগারিক মিসকাওয়ায়হ সাধারণভাবে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। স্বয়ং রুকনু'দ-দাওলার ও দায়লামীদের বিশৃঙ্খল স্বভাব সঙ্কেও নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসন পুনর্গঠন ও পরিচালনায় এবং সেনাবাহিনীর উপর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবার কারণে, বিশেষত এই শেখোক্ত ব্যাপারে তাঁহার ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতার কারণেই তিনি দৃশ্যত তাঁহার শাসকের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। ইবনুল-আমীদের নাম উল্লেখ না করিয়া কুশ্‌-এর ইতিহাসে তাঁহার সময়ে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত যে পদক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা নিশ্চিতভাবে তাঁহার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মিসকাওয়ায়হ-এর মতে ইবন হিন্দ-এর ফারুস-এ শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ লাভের পর তাঁহাকে লিখিত ইবনুল-আমীদের পত্রটি ছিল একজন যোগ্য প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ।

ইবনুল-আমীদের খ্যাতি শুধু সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য নহে, বরং জ্ঞানবত্তা, মনীষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। এই কারণে তাঁহাকে দ্বিতীয় জাহিজ বলা হইত। ছা'আলিবী, বলেন, "রচনা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করেন ইবনুল-আমীদ এবং ইহার পূর্ণতা ঘটান ইবনুল-আমীদ।" তিনি জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, অধিবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং অন্য কবিদের অসংখ্য কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। তাঁহার একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল যাহার গ্রন্থাগারিক ছিলেন ইবন মিসকাওয়ায়হ।

ইবনুল-আমীদ স্বল্পভাষী, অমায়িক, নম্র ও উদার ছিলেন। একবার কবি মুতানাব্বী (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করায় তিনি

তাঁহাকে দুই বা তিন হাজার দীনার পারিতোষিক প্রদান করেন। মুতানাব্বী ছাড়াও ইবন নুবাতা, আস্-সাদী ও অন্য কবিগণও তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি ৬ সাফার, ৩৬০/ডিসেম্বর ৯৭০ সনে ষাট বৎসরের কিষ্কি উর্ধ্ব বয়সে হামাযানে ইনতিকাল করেন। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুর সন ৩৫৯/৯৬৯ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সঠিক নহে।

ইবনুল-আমীদের শিক্ষকগণের কোন তালিকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইবন নাদীম তাঁহার আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থের এক স্থানে মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন সাঈদকে তাঁহার শিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে স্বীয় পুত্র আবুল-ফাত্তহ (৩৩৭-৩৬৬ হি.) ও আস্-সাহিব ইবন আব্বাদ (৩২৬-৩৮৫ হি.) যিনি ইবনুল-আমীদের সাহচর্যের কারণেই আস্-সাহিব উপাধি লাভ করেন (ওয়াকফায়াত, ১খ, ৭৫)। ইহা ছাড়াও রুকনু'দ-দাওলার পুত্র 'আদুদু'দ-দাওলাও ছিলেন যিনি তাঁহাকে সর্বদা "আল-উস্তায়ূ'র-রাঈস" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ইবনুল-আমীদের পরিবার কুম-এর অধিবাসী ছিলেন। এই পরিবারে মন্ত্রিত্ব ও সচিবের পদ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদেরকে বারমাকী পরিবারের প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য করা হইত এবং মুসলিম রাজ্যে ফারসী ভাষা প্রচলনের অধদূত বলা হইত।

ইবনুল-আমীদের ইনতিকালের পর তদীয় পুত্র আবুল-ফাত্তহ মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। তিনিও জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন।

ইবন হায়্যান আত্-তাওহীদী তাঁহার 'মাছালিবুল-ওয়াযীরায়ন' গ্রন্থে ইবনুল-আমীদ ও সাহিব ইবন আব্বাদ-এর একটি বিচ্যুতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বর্তমানে দুশ্শাপ্য, কিন্তু ইবনুল-আমীদ, সাহিব ইবন আব্বাদ ও আবু হায়্যানের চরিতকারগণ কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এক স্থানে ইবনুল-আমীদ ও ইবন আব্বাদ-এর তুলনায় বলা হইয়াছেঃ 'ইবনুল-আমীদ ইবন আব্বাদ অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান, অদ ও বিনয়ী এবং দানশীল ও মহত্বের দাবি করিতেন; কিন্তু উভয়ে নিজ নিজ দাবিতে অসত্যবাদী ছিলেন। ইবন খাল্লিকান লিখিয়াছেন যে, আত্-তাওহীদী এই বর্ণনায় সুবিচার করেন নাই।

আনুর্ঘজনক ব্যাপার এই যে, ইবনুল-আছীর ও ইবন খালদুন উভয়ে তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের মেয়াদ ২৪ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুল-আছীর আরও লিখিয়াছেন যে, ৩২৮ হিজরীতে রুকনু'দ-দাওলা তাঁহাকে উযীর পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু ৩৬০ হিজরীতে ঘটে। কিন্তু কোন সূত্রেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ৩২৮ হিজরীতে উক্ত পদে বহাল হইবার পর তাঁহাকে কখনও অপসারণ করা হইয়াছিল। এই হিসাবে তাঁহার মন্ত্রিত্বকাল ৩২ বৎসর, ২৪ বৎসর নহে।

ইবনুল-আমীদের রচনাবলী : (১) দীওয়ানু'র-রাসা'ইল ইবন নাদীম-এর মতে ইহা ইবনুল-আমীদের পত্রাবলীর সংকলন। ইবন মিসকাওয়ায়হ তাঁহার কতক রাজনৈতিক পত্রের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। (২) কিতাবুল-মাযহাব ফিল-বালাগাত, ইবন নাদীম-এর ফিহরিস্তে কেবল ইহার উল্লেখ আছে। (৩) কিতাবুল-খালুক ওয়া'ল-খুলুক, মা'আহিন্দু'ত-তানসীস গ্রন্থের লেখক এই পুস্তকের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সচয়িতা উক্ত গ্রন্থের পরিষ্কার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। (৪) দীওয়ান ফিল-লুগা, আল-বাগ'দাদী তাঁহার খিয়ানা'তুল-আদাব গ্রন্থে আল-মুতানাব্বীর পরেই উহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মোটকথা, ইবনুল-আমীদ অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোস্তফাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ইবনুল-আমীদের রচনাবলীসহ আমাদের

উত্তরাধিকারের বৃহৎ অংশ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থই এখন আমাদের নিকটে নাই। অবশ্য 'আরবী পদ্য ও গদ্য রচনার কিছু খণ্ডিতাংশ বিভিন্ন সাহিত্য পুস্তকে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : ১. বুওয়ায়হীগণ। মিসকাওয়ায়হ রচিত তাজারিব (হামায়ানী রচিত ও A. Y. Kanan সম্পা. পুস্তক তাকমিলা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ হইবে) ব্যতীত প্রধান উৎসগুলি : (১) আবু হায়্যান আত-তাওহীদী, মাছালিবুল-ওয়াযীরায়ন, সম্পা. ইবরাহীম কায়লানী, দামিশুক ১৯৬১ খৃ. (বিশেষত পৃ. ৫৫-৫৬ ও ২১২ হইতে শেষ পর্যন্ত); (২) ইবন মিসকাওয়ায়হ, তাজারিবুল-উমাম, ৬খ, ১৪১, ১৫৯, ২২৪-৮২; (৩) আছ-ছা'আলিবী, যাতীমাতু'দ-দাহর, মিসর ১৯৩৪ খৃ., ৩খ, ১৩৭; (৪) আল-হুসরী, যাহরুল-আদাব ওয়া ছামারুল-আলবাব, সম্পা. যাকী মুবারাক, ১খ, ১১১, ২খ, ২৪৪; ৩খ, ১৮৭, ২৩৪, ৪খ, ১৭৯। ইবনুল-আমীদের রচনার নমুনার জন্য দ্রঃ (৫) যাকুত, মু'জামুল-উদাবা', ২খ, ৩০১ ও ৫খ, ৪০২; (৬) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৮খ, ১৪১, ২৩৮; (৭) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, সম্পা. Wustefeld, নং ৭০৭; (৮) আল 'আব্বাসী, মা'আহিন্দু'ত-তানসীস, ২খ, ১১৫, তা. বি.; (৯) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৩খ, ৩১-৩৪; (১০) উমরা'উ'ল-বায়ান, পৃ. ৫৪৬-৫৭০; (১১) আল-ইমতা'উ'ল-মাওয়ানিসা, ১খ, ৬৬; (১২) Amedroz, নিবন্ধ The vizier Abu'l-Fadl Ibn al-Amid, in Der Islam, ২খ, ৩২৩-৫১; (১৩) খালীল মারদাম, ইবনুল-আমীদ, দামিশুক ১৯৩১ খৃ.; (১৪) Nicholson, A Literary History of the Arabs, পৃ. ২৬৭।

২। আবুল-ফাত্তহ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল-হুসায়ন পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র, যাহার জ. ৩৩৭/৯৪৮ সনে পারস্যের রায়-এ এবং যিনি ৩৬৬/৯৭৭ সনে নিহত। রুকনু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীর শাসনামলে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বাইশ বৎসর বয়সে উযীর পদে অধিষ্ঠিত হন। মু'আয়্যদু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীও তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। মৃত্যুর কারণে তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি অসি ও মসীতে পারদর্শী ছিলেন। এই কারণেই খলীফা আত-তা'ই'লিন্নাহ-এর পক্ষ হইতে তিনি যুল-কিফায়াতায়ন উপাধি লাভ করেন। প্রথম হইতেই 'আদুদু'দ-দাওলা-এর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল বিধায় তাঁহার ভাই মু'আয়্যদু'দ-দাওলা-কে তাঁহার প্রতি বিরূপ করিয়া দেন। অবশেষে 'আদুদু'দ-দাওলা-এর ইঙ্গিতে ৩৬৬ হিজরীর রাবী'উ'ছ'-ছানীতে মু'আয়্যদু'দ-দাওলা আবুল-ফাত্তহকে বন্দী করেন এবং কঠিন নিপীড়ন করিয়া হত্যা করেন। আবু বাকর আল-খাওয়ারিস্মী তাঁহার মৃত্যুতে একটি শোকপাথা রচনা করিয়াছিলেন। আবুল-ফাত্তহ-এর শিক্ষকগণের মধ্যে তাঁহার পিতা ব্যতীত ইবন ফারিস-এর নাম পাওয়া যায়। আল-মুতানাব্বীর সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন মিসকাওয়ায়হ, তাজারিবুল-উমাম, ৬খ, স্থা.; (২) আছ-ছা'আলিবী, যাতীমাতু'দ-দাহর, ৩খ, ১৬৩-১৬৯; (৩) যাকুত, মু'জামুল-উদাবা', ৫খ, ৩৪৭-৩৭৫; (৪) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৮খ, ২৪৩ প.; (৫) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৩খ, ৫৫ প.; (৬) নাকতুল-হিম্যান, সম্পা. আহ'মাদ যাকী পাশা, পৃ. ২১৫।

'আবদুল-মান্নান 'উমার ও Cl. Cahen (E.I.² ও দা. মা. ই)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবনুল-আমীদ (দ্র. ইবনুল-কালানিসী)

ইবনুল-আমীন মাহমুদ কোমাল (দ্র. ইনাল)

ইবনুল-আ'রাবিয়্যি (ابن الاعرابي) : মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ

আবু আবদিলাহ, কু'ফী বিদ্বান ব্যক্তির ব্যাকরণশাস্ত্র সংক্রান্ত মতবাদের অনুসারী একজন ভাষাবিজ্ঞানী। কথিত আছে, তিনি সিদ্ধুর জনৈক ক্রীতদাসের পুত্র ছিলেন, যিনি আল-'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-হাশিমীর মওলা (আবাদকৃত) হইয়াছিলেন। ১৫০/৭৬৭ সনে কুফায় ইবনুল-আ'রাবিয়্যির জন্ম। তিনি প্রধানত আল-কিসা'ঈ (দ্র.), আবু মু'আবিয়া আদ-দারীর, আল-কাসিম ইবন মান আল-মাস'উদী (দ্র. ফিহরিস্ত, কায়রো, পৃ. ১০৩) এবং আল-কিসা'ঈ (দ্র.)-এর শাগরিদ ছিলেন। শেষোক্ত জন ইবনুল-আ'রাবিয়্যির মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং আল-মুফাদ্দাল-এর মুফাদ্দালিয়াত গ্রন্থখানি ইবনুল-'আরাবিয়্যি হস্তান্তর (প্রকাশ) করেন। ইবনুল-আ'রাবিয়্যির নিজেরও অনেক শাগরিদ ছিলেন, যাহাদের মধ্যে ছিলেন ছা'লাব (দ্র.), ইবরাহীম আল-হারবী, ইবনুল-সিঙ্কীত (দ্র.) ও সা'ঈদ ইবন সালম ইবন কুতায়বা। তাঁহার জীবনীকারণ ব্যাকরণ, অভিধান, কুলুজীবাদ্যা ও কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি কোন পুস্তকের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে এই পরিমাণ বিষয় লিখিয়াছিলেন যাহা কয়েকটি উটের বোঝায় পরিণত হইয়াছিল। আল-জাহিজ তাঁহাকে বাগদাদ অথবা সামাররায় অবস্থানকালে জানিতেন এবং প্রায় একজন রাবী হিসাবে তাঁহাকে উল্লেখ করেন। বসরার বিদ্বান ব্যক্তি আবু উবায়দা ও আল-আসমা'ঈর প্রতি তাঁহার অযৌক্তিক ও অশালীন আক্রমণের জন্য আল-জাহিজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঐ দুই বিদ্বান কিছুই জানিতেন না বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দাবি করিতেন যে, অনেক কিছুই তিনি বেদুঈনদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, যাহা আল-আসমা'ঈর মতের পরিপন্থী। কিন্তু তিনি নিজেই এমন সব উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন এবং অদ্ভুত ব্যাকরণগত নিয়ম পালন করিতেন যে, তাঁহার সমালোচকগণ সহজেই তাঁহার অজ্ঞতার প্রমাণ দেখাইতে সমর্থ হইত, এমনকি সেই সকল ক্ষেত্রেও, যেখানে তিনি একজন সুপণ্ডিত হিসাবে বিবেচিত।

টেরা দৃষ্টিসম্পন্ন ও ষোঁড়া (মুহাম্মাদ ইবন হাবীব তাঁহাকে আল-আ'রাজ নামেও অভিহিত করেন) এই বিদ্বান ব্যক্তি খুব সম্মানিত কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে তাঁহার পাণ্ডিত্য কিছু সফলতা অর্জন করিয়াছিল। কেননা এক শতেরও অধিক লোক তাঁহার পাঠ শ্রেণীতে উপস্থিত থাকিত। সামাররায় আল-ওয়াজ্বিক তাঁহার নিকট একটি ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান চাহিয়াছিলেন, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বেশ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। মু'তামিলীদের প্রতি তাঁহার বৈরিতা সত্ত্বেও স্বয়ং আহ-মাদ ইবন আবী দু'আদ [দ্র.] সামাররায় তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন এবং ইহা ছিল ১৩ শা'বান, ২৩১/১৪ এপ্রিল, ৮৪৬ তারিখের ঘটনা (কিন্তু তাঁহার ইনতিকালের তারিখ সন্দেহ মতবিরোধ আছে, ২৩০ হইতে ২৩৩ হিজরী সনের মধ্যে যে কোন একটি হইতে পারে)।

তিনি প্রায় বিশখানি গ্রন্থের প্রণেতাঃ কিতাবুল-নাওয়াদির, কিতাবুল-আনওয়া', কিতাব সিফাতিল-নাখল, কিতাব সিফাতিল-য-যার', কিতাবুল-খায়ল, কিতাব তা'রীখিল-কাবাইল, কিতাব মা'আনিল-শ-শির', কিতাব তাফসীরিল-আমছাল (ফিহরিস্ত, আল-কাবাইল, কিন্তু তাহা ড্রাভ),

কিতাবুল-নাবাত, কিতাবুল-আলফাজ; কিতাবুল-নাসাবিল-খায়ল, কিতাব নাওয়াদির য-যুবায়রিয়্যিন, কিতাব নাওয়াদির বাবী-ফাক'আস, কিতাবুল-যুবাব (আস'-সুফারী কর্তৃক বর্ণিত), কিতাবুল-নাবাত ওয়া'ল-বাক্ব ও অন্যগুলি (Brockelmann)-এর তালিকায় রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই আজ পর্যন্ত টিকিয়া আছে, যেইগুলি কিতাবুল-ফাদিল ফিল-আদাব, একটি শোকসঙ্গীত সংগ্রহ, Wright কর্তৃক প্রকাশিত (Op. ar., ৯৭-১২২), কিতাবুল-বি'র (কায়রো, ৭খ, ৬৫২) দ্র. বি'রা ও কিতাবু আসমা'ই খায়লিল-'আরাব ওয়া ফুরসানিহা, যাহা সম্ভবত উপরে বর্ণিত কিতাবু নাসাবিল-খায়ল-এরই নামান্তর (সম্পা. G. Levi Della Vida, Les Livres des Chevaux, লাইডেন ১৯২৮ খৃ.)। আল-আখতাল প্রণীত দীওয়ানের উপর তাঁহার টীকার জন্য দ্র. আল-আখতাল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বুখালা', বায়ান এবং হায়াওয়ান, সূচী; (২) মুহাম্মাদ ইবন হাবীব, মুহাব্বার, সূচী; (৩) ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২৩৮; (৪) ঐ লেখক, 'উম্মন এবং আদাবুল-কাতিব, সূচী; (৫) তাবারী, ৩খ, ৯৭২, ১৩৫৭; (৬) কালী, আমালী, সূচী; (৭) মুবাররাদ, কামিল, সূচী; (৮) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৯) মাস'উদী, মুরুজ, ৪খ, ১১৭, ৭খ, ১৬২-৪; (১০) ফিহরিস্ত, কায়রো, ১০২-৩; (১১) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, সূচী; (১২) ইবন খাল্লিকান, ১খ.; (১৩) খাতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ৫খ, ২৮২-৫; (১৪) যাক'ত, উদা'রা', ১৮খ, ১৮৯-৯৬; (১৫) ইবনুল-আছীর, মাছাল সা'ইর, ৪৯০; (১৬) নাওয়াবী, তাহফীব, ৭৮৪; (১৭) সুয়ুতী, বুগয়া, ৪২-৩; (১৮) সাফাদী, ওয়াফী, দামিশুক' ১৯৫৩ খৃ., ৩খ, ৭৯-৮০ (নং ৯৯৩); (১৯) আনবারী, নুযহা' ৯৫-৭; (২০) যুবায়দী, জবাক'ত, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ২১৩; (২১) ফিহরিসুল-মু'আল্লিফীন, তিতুআন ১৯৫২ খৃ., ২৪৮; (২২) আল-মুকতাবাস, ৬খ, ৩-৯; (২৩) Fuck, Arabiya, ৪৯-৫১ (ফরাসী-অনু., ৭৫-৮) ও নির্ঘণ্ট; (২৪) R. Sellheim, Die klassisch-arabischen Sprichwörter- mmlungen, দি হেগ ১৯৫৪ খৃ., ৪৯ ও নির্ঘণ্ট; (২৫) Brockelmann, S I, 179-80; (২৬) ফুআদ. আল-বুতানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৩৪০-৪।

Ch. Pellat (E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

ইবনুল-'আরাবী (ابن العربي) : আবু বাক্বর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিলাহ আল-মা'আফিরী, সেভিলের একজন হাদীছবেত্তা, জ. ৪৬৮/১০৭৬, মৃ. ৫৪৩/১১৪৮। তিনি ৪৮৫/১০৯২ সনে তাঁহার পিতার সহিত প্রাচ্য ভ্রমণ করেন এবং দামিশুক ও বাগদাদে লেখাপড়া করেন। তিনি ৪৮৯/১০৯৬ সনে হজ্জ আদায় করেন, উহার পর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবু হামিদ আল-গায়ালী (র) ও অন্যান্য আলিমের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি পিতার সহিত মিসর গমন করেন এবং কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় হাদীছশাস্ত্রবিদগণের সহিত মিলিত হন। ৪৯৩/১১০০ সনে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সেভিল প্রত্যাবর্তন করেন, সেইখানে তাঁহাকে জ্ঞানের বিশ্বকোষরূপে গণ্য করা হইত। বিভিন্ন বিষয়, তথা হাদীছ, ফিক্বহ, উসূল, কুরআন সংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র, আদাব, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মাক্কারী তাঁহার রচনার এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন (Analectes, ১খ, ৪৮৩ প.)। তন্মধ্যে

আত-তিরমিযীর হাদীছ সংগ্রহের একখানা ভাষ্য 'আরিদাতুল'- আহওয়ায়ী রহিয়াছে। তাঁহার অনেক গ্রন্থই আজ আর টিকিয়া নাই। সেভিলে কিছু দিনের জন্য তিনি কাদী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন; তখন অপরাধীদের প্রতি কঠোর ও নিরীহ লোকদের প্রতি দয়াশীল—এই সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই পদে ইস্তফা দেন এবং নিজেকে শিক্ষাদান ও রচনা— এই উভয় প্রকারের কাজে নিয়োজিত করেন। মুওয়াহহিদগণ যখন সেভিলে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাকে ও অন্যান্যকে মাররাকুশ লইয়া যাওয়া হয়, সেইখানে প্রায় এক বৎসরকাল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তিনি মাররাকুশ হইতে ফেয (ফাস) ভ্রমণকালে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। মাক্কারী বলেন, তাঁহার কবর যিয়ারতের উদ্দেশে লোকেরা সেখানে গমন করে এবং তিনি উহা কয়েকবার পরিদর্শন করিয়াছেন। ইবনুল-আরাবী সাধারণভাবে উচ্চ প্রশংসিত হইলেও সকলেই তাঁহাকে হাদীছ বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহাকে ছিকা (নির্ভরযোগ্য) ও ছাবাত (বিশ্বস্ত)-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ও তাঁহার নিকট হইতেই হাদীছ শ্রবণকারী কাদী 'ইয়াদ ইবন মুসা (মু. ৫৪৪/১১৪৯)-র মতে লোকেরা তাঁহার হাদীছে-র সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইবন হাজার আল-আসকালানী (মু. ৮৫২/১৪৪৯) তাঁহাকে দাঈফ (দুর্বল) বলিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন বাশুওয়াল, নং ১১৮১; (২) আল-মাক্কারী, Analects, ১খ, ৪৭৭-৮৯; (৩) আয-যাহাবী, তায্কিরাতুল-ছফফাজ, ৪খ, ৮৬-৯০; (৪) ইবন খায়র, ফাহরাসা, পৃ. ৫৬৭ (Bibl. Arab.-Hispan., ১০ খ.); (৫) ইবন ফারহুন, আদ-দীবাজুল-মুযাহ্হাব, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ২৮১-৪; (৬) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ৫খ, ২৩৪; (৭) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ব্লাক' ১২৭৫ হি., ১খ, ৬৯৭ প., De Slane (ইংরেজী অনু.), ৩খ, ১২-১৪; (৮) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৫৪৬ হি.; (৯) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নির্ঘণ্ট, নং ২০৪৫; (১০) Brockelmann, ১খ, ৫২৫, S I, ৬৩২ প., ৭৩২ প.।

J. Robson (E.I. 2)/মু. আবদুল মান্নান

ইবনুল-আরাবী (ابن العربي) : শায়খ আবু বাকর মুহম্মিদ-দীন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-হাতিমী আত-তাঈঈ, যিনি সাধারণত ইবনুল-আরাবী (অথবা ইবন 'আরাবী, বিশেষত প্রাচ্য দেশসমূহে) এবং আশ-শায়খুল-আকবার নামে খ্যাত একজন প্রখ্যাত সুফী ১৭ রামাদান, ৫৬০/২৮ জুলাই, ১১৬৫ তারিখে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত মুরসিয়া নামক স্থানে জন্ম। তাঁহার নিসবা আল-হাতিমী আত-তাঈঈ নির্দেশ করে যে, তিনি প্রাচীন আরব গোত্র তাঈঈ-এর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন, প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম যেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ৫৬৮ হি. সালে ইবনুল-আরাবী সেভিল (ইশবীলিয়া)-এ চলিয়া আসেন, যাহা সেই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি ত্রিশ বৎসরকাল সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ আলিমদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি যে সকল শায়খের নিকট তাসাওউফ শিক্ষা শুরু করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত এইখানেই হইয়াছিল। আটত্রিশ বৎসর বয়সে (৫৯৮/১২০১-২) তিনি প্রাচ্যদেশে যাত্রা করেন। সেইখান হইতে তিনি আর কখনও স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন নাই। প্রথমে তিনি মিসরে পৌঁছেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর নিকট প্রাচ্য

ও এশিয়া মাইনরে দীর্ঘ ভ্রমণে লিপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি বায়তুল-মাক্দিস, মক্কা, বাগদাদ ও আলেক্সান্দ্রিয়া গমন করেন। পরিশেষে তিনি দামির্শকে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। সেইখানে তিনি ৬৩৮/১২৪০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে জাবাল কাসীয়ুন-এর পাদদেশে দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার দুই পুত্রকেও এই স্থানে দাফন করা হয় (আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ২খ, ৩০১; ইবনুল-জাওযী, মির'আতুল-যামান, ৪৮৭)।

ইবনুল-আরাবীর মর্যাদা ও 'আকা'ইদ সম্পর্কে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। কাহারও মতে তিনি একজন কামিল ওয়ালী ও কুতুব ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। অন্য এক দল তাঁহার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। অনেক বিশিষ্ট আলিমও তাঁহার ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার 'আকা'ইদের সমর্থনে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণরূপে মাজ্দু'দ-দীন আর-রাবী, জালালু'দ-দীন আস-সুযুতী, 'আবদুর-রাযযাক আল-কাশানী-র নাম উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী কালের আলিমদের মধ্যে 'আবদুল-ওয়াহ্হাব আশ-শারানীর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তাঁহার উল্লেখযোগ্য বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ছিলেন রাদিয়ু'দ-দীন ইবনুল-খায়াত, আয-যাহাবী, ইবন তায়মিয়া, ইবন ইয়াস, মুত্তা 'আলী আল-কারী ও কাশফুল-গুম্মা 'আন হাযিহিল-উম্মা-এর রচয়িতা জামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন নূরি'দ-দীন। বর্তমান কালেও ইবনুল-আরাবীর রচনাবলী সম্পর্কে এইরূপ পারস্পরিক ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মুসলিম তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং অধ্যাত্ম সাধনার অনুসারিগণকে তাঁহার রচনাবলী অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দেন।

রচনাবলী : প্রাচীন ও আধুনিক বরাতসমূহে ইবনুল-আরাবীর রচনাবলী সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার রচনাবলীর সঠিক সংখ্যা, এমনকি তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। 'আবদুর-রাহমান জামী (নাফহাত, পৃ. ৬৩৪) একজন বাগদাদী বুয়ুর্গের বরাতে তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আশ-শারানী (মাওয়াকীত, পৃ. ১০) জামীর বরাতে গ্রন্থাবলীর সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারি শত বলিয়া বর্ণনা করেন। আল-বুরহানুল-আযহার ফী মানাকিবিল-শায়খিল-আক্‌বার (কায়রো ১৩২৬ হি.)-এর রচয়িতা মুহাম্মাদ রাজাব হিলমী তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৮৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একটি বিবেচনার ব্যাপার যে, ইবনুল-আরাবী ৬৩২ হি. সালে অর্থাৎ ইনতিকালের ছয় বৎসর পূর্বে একটি স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি তাঁহার ২৫১-টিরও অধিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পরবর্তী কালে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন গ্রন্থকেও তাঁহার রচিত বলিয়া চাপাইয়া দিতে চাহে, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে লিখিত প্রমাণস্বরূপ এই স্মৃতিকথাটি পেশ করা হইবে। যেই সকল গ্রন্থের নাম উক্ত স্মৃতিকথায় নাই, সেইগুলিকে বাদ দেওয়া হইলে তাঁহার রচনাবলীর সঠিক সংখ্যা দাঁড়াইবে তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত সংখ্যার অর্ধেকের তুলনায় কিছু বেশী। ইহাও অসম্ভব নয় যে, পরবর্তী আলিমগণ তাঁহার 'আকা'ইদ ও চিন্তার সহিত সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া সেইগুলিকে তাঁহার নামে চলাইয়া দিয়াছেন। কেননা সেইগুলিতেও ইবনুল-আরাবীর রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সমসাময়িক কালের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় ইবনুল-আরাবী বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বেশীর ভাগ গ্রন্থই তাসাওউফ সম্পর্কিত। ইহা ছাড়া তিনি হাদীছ, তাফসীর, সীরা, সাহিত্য ও তাসাওউফ বিষয়ে কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তদুপরি প্রকৃতি বিজ্ঞান, বিশেষত বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ও গুণবিদ্যা সম্পর্কেও তাঁহার কিছু রচনা রহিয়াছে।

তাঁহার রচনাবলীকে কালানুক্রমিক বিন্যস্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাহা ছাড়া মাত্র ১০টি গ্রন্থের সঠিক রচনাকাল জানিতে পারা যায়। অনুমান করিয়া এতটুকু বলা যায় যে, অমুক গ্রন্থটি লেখক প্রথম জীবনে স্পেন ও আল-মাগুরিবে থাকাকালে রচনা করিয়াছেন অথবা শেষ জীবনে প্রাচ্যদেশে থাকাকালে রচনা করিয়াছেন। মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ ছাড়া সব গ্রন্থই প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ মক্কা ও দামিশ্কে অবস্থানকালে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার যে সকল গ্রন্থে চিন্তার পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায়, সেইগুলি তাঁহার জীবনের শেষ বিশ বৎসরের রচনা। যেমন ফুতুহাত, ফুসুস ও তানাযযুলাত ইত্যাদি। তাঁহার প্রাথমিক জীবনের রচনাবলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, সেইগুলি কোন বিশেষ একটি বিষয়ের উপর রচিত। সেই সকল গ্রন্থে শেষ জীবনের গ্রন্থাবলীর ন্যায় চিন্তার পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায় না।

নিম্নে ইবনুল-আরাবীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা হইলঃ (১) আল-আরাবা'উনা সাহীফা মিনা'ল-আহ'াদীছি'ল-কু'দসিয়া; (২) আল-আখলাক; ভ্রান্তিবশত এই গ্রন্থটি ইবনুল-আরাবীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে (দ্র. মাজাল্লাতুল-মাজমা'ই'ল-ইলমী, দামিশক; ৪খ, ৩৪৮); (৩) আল-আমক'ল-মুহ'কামুল-মারবুত' ফী মা য়ালযামু আহলু'ত-তারীক' মিনা'ল-মাশরুত; (৪) ইনশা'উ'দ-দাওয়া'ইর, ল্যাটিন অনুবাদসহ, লাইডেন ১৯১৯ খৃ.; (৫) আল-আনওয়ার ফী মা য়ামনাহ বি-স'াহিবিল-খালওয়া মিনা'ল-আসরার; ইহার অপর নাম আল-আনওয়ার ফীমা য়াফতাছ 'আলা সাহি'বিল-খালওয়া মিনা'ল-আসরার, মিসর ১৩৩২হি.; (৬) তাজুর'-রাসা'ইল ওয়া মিনহাজুল-ওয়াসা'ইল; (৭) তাজাল্লিয়াতু 'আরা'ইসিন-নুসুস ফী মানাসসাতি ছক'মিল-ফুসুস, তুর্কী ভাষায় 'আবদুল্লাহ আল-বাসনাবীকৃত ভাষ্যসহ, ব্লাক ১২৫২ হি.; (৮) তুহফাতুল-স-সাফারা ইলা হাদারাতিল-বারারা, ইস্তাখুল ১৩০০ হি.; (৯) তাফসীর, ব্লাক ১২৮৩ হি.; (১০) দীওয়ান, মিসর ১২৭১ হি., লিথো, বোয়াই; (১১) যাখা'ইর'ল-আ'লাক; (১২) রাদ্দুল-মা'আনি'ল-আয়াতি'ল-মুতাশাবিহাত ইলা মা'আনি'ল-আয়াতি'ল-মুহ'কামাত; (১৩) রুহ'ল-কুদসী ফী মুনাসাহাতি'ন-নাফস, লিথো, মিসর ১২৮১ হি.; (১৪) শাজারাতুল-কাওন, ব্লাক ১২৯২ হি.; (১৫) আস-সালাতুল-আকবারিয়া; (১৬) আল-ফুতুহাতুল-মাক্কিয়া ফী মা'রিফাতি'ল-আসরারিল-মালিকিয়া ওয়া'ল-মুলকিয়া, মক্কায় লিখিত গ্রন্থটি তাঁহার সর্বাঙ্গীর্ণা উল্লেখযোগ্য ও শেষ গ্রন্থ, হিজরী ৬২৯ সালে গ্রন্থটির সংকলন সমাপ্ত হয়, ব্লাক ১২৭৪ হি.; (১৭) ফুসুসুল-হিকাম ওয়া খুসুসুল-কিলাম অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি ৬২৭ হি. সালে দামিশ্কে রচিত, ইস্তাখুল ১২৫২ হি.; 'আবদুল-গানী আন-নাবুলসী ও মুহ্লা জামী-কৃত ভাষ্যসহ, মিসর ১৩০৪ হি.; মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাভী এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন, ফুসুসুল-কিলাম, থানাভবন ১৩৩৮ হি.; (১৮) আল-কাওলুন-নাফীস ফী তাফলীসি ইবলীস এই গ্রন্থটিকেও ভ্রান্তিবশত ইবনুল-আরাবীর নামের সহিত যুক্ত করা হয়, দ্র. ইবন গানিম আল-মাক'দিসী; (১৯) কুর'আতুল-ত-তুযুর লি-ইসতিখরাজিল-

ফাল ওয়াদ-দামীর, লিথো, মিসর ১২৮৯ হি.; (২০) আল-কুর'আতুল-মুবারাকাতুল-মায়মূনা ওয়া'দ-দুররাতুল-ছামীনা'ল-মাসূনা, লিথো, মিসর ১২৭৯ হি.; (২১) কাসীদাতুল-মা'শারাত, 'উছ'মান 'আবদুল-মান্নানকৃত ভাষ্যসহ; (২২) কুনহু মা লাবুদা লি'ল-মুরীদি মিনছ, মিসর ১৩২৮ হি.; (২৩) মাজমু'উ'র রাসা'ইলিল-ইলাহিয়া, মিসর ১৯০৭ খৃ.; (২৪) মুহাদারাতুল-আবরার ওয়া মুসামারাতুল-আখবার ফি'ল আদাবিয়াত ওয়া'ন-নাওয়াদির ওয়া'ল-আখবার, লিথো মিসর ১২৭২ হি.; (২৫) মুখতাসার ফী মুস্তালাহাতি'স-সূফিয়া, (২৬) মাফাতীছ'ল-গায়ব, ইবন 'আরাবীর তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; (২৭) মাওয়াকি'উ'ন-নুজুম ওয়া মাতালি'উ আহিল্লাতি'ল-আসরার 'ওয়া'ল-উলুম, মাতবা'উ'স-সা'আদা, ১৩২৫)।

চিন্তাধারা ও রচনাশৈলী : ইবনুল-আরাবীর রচনারীতিতে একাধারা লক্ষ্য করা যায় না। সময়ে সময়ে তাঁহার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিত। কখনও তিনি স্বচ্ছ ও সাবলীল বর্ণনারীতি অনুসরণ করিতেন, আবার কখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন রীতি অবলম্বন করিতেন। তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু কি এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইহার গুরুত্ব কতটুকু, তাহারই উপর তাঁহার রচনারীতি কি হইবে তাহা নির্ভর করিত। তাঁহার বর্ণনায় কাব্যিক বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায় এবং সাধারণ গদ্য রীতিও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত তারজুমানুল-আশওয়াক-এর কোন কোন কবিতা উচ্চ মানের সূফী 'আরাবী কবিতার সহিত তুলনীয়। তাঁহার জীবনের শেষদিকের রচনাবলী বিশেষত ফুসুস খুবই দুর্বোধ্য। ইহার রচনারীতি সাংকেতিক, রূপক ও পারিভাষিক। এই বিষয়টি ধারণা বহির্ভূত নয় যে, যে সকল বিষয়কে সহজ ও সাধারণভাবে বর্ণনা করা যায়, ইবনুল-আরাবী ইচ্ছাকৃতভাবে সেইগুলিকে দুর্বোধ্য ও রহস্যবৃত করার চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে তিনি সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি হইতে স্বীয় সর্বোৎসাহ ধারণা গোপন রাখিয়াছেন। তাঁহার সঠিক 'আকা'ইদ সম্পর্কীয় মতবাদ সম্বন্ধে মুসলিম বিশ্বে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুরআনে ও হাদীছের অন্তরালে স্বীয় চিন্তাধারাকে গোপন রাখিতে কিছুটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। এক বিচারে তাঁহার রচিত ফুসুস গ্রন্থটিকে কুরআনের তাফসীর বলিয়াও অভিহিত করা যায়। ইবনুল-আরাবী তাফসীরের জন্য যে সকল আয়াত চয়ন করিয়াছেন, এইগুলির ব্যাখ্যা তিনি এইরূপে প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি ইহাদের যে অর্থারোপ করিতে চাহিয়াছেন, উহার বর্ণনায় সেই অর্থই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন সময় 'আরাবী ব্যাকরণের বিপরীতে কুরআনকে ওয়াহ'দাতুল-ওয়াজুদ সম্পর্কিত দর্শনের একটি ধারাবাহিক চিন্তাধারার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করিয়াছেন যে, যেন একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা অসম্ভব। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যায়ও তিনি একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

খুব কম লোকই ইহা অস্বীকার করিবেন যে, ইবনুল-আরাবী একজন সূফী সাধক হওয়া ছাড়াও একটি উন্নত মৌলিক চিন্তাধারার ধারক-বাহক ছিলেন। কিন্তু এতদুভয়ের কোন দিকটি তাঁহার প্রবল ও উল্লেখযোগ্য ছিল, এই বিষয়টি মীমাংসার ক্ষেত্রেই আসল জটিলতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি একজন সূফী দার্শনিক এবং একটি নূতন চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন ছিল কিছুটা অবিন্যস্ত ও উদার মতাবলম্বী (eclectic)। তাঁহার মধ্যে গভীর সূফী চিন্তাধারার প্রাবল্য ছিল। এই কারণে তাঁহার রচনাবলীর কোথাও প্রমাণস্বরূপ

ধারাবাহিকভাবে পেশকৃত এমন কোন দলীলের সাক্ষাত পাওয়া যাইবে না, যাহা সূফীসুলভ অনুপ্রেরণা ও সূফী চিন্তাধারার প্রাবল্যের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। তদুপরি তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের কল্পলোকে বিচরণকারী। তাঁহার চিন্তা ছিল তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু তাহাতে দলীল উপস্থাপনের একটি গভীর ধারাও অব্যাহত থাকে। তবে সময়ে সময়ে ইহার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। তাঁহার দর্শনে যৌক্তিকতা ও সূফী চিন্তাধারা, এতদুভয়ের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। স্বীয় চিন্তাধারা প্রকাশে তিনি কখনও সাধারণ প্রমাণের ব্যবহার করেন, আবার কখনও তাহা এড়াইয়া যান। পরে উহা প্রমাণের জন্য সূফী অভিজ্ঞতার বরাত পেশ করেন অথবা এই সম্পর্কে কেবল একটি কাগ্নিক বর্ণনা প্রদান করেন। ইবনুল-আরাবী স্বীয় আয়িক চেতনায় ধ্যান-ধারণাকে বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা এমন একটি শক্তি, যদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা স্বীয় কল্পনা দ্বারা এমন কিছু বিষয়ের 'মুশাহাদা' (প্রত্যক্ষ) করিয়াছেন, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর তুলনায়ও অধিকতর সত্য। অতএব ইহা বলা যায় যে, অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নমুনা উপস্থাপনের বিচারে তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন এবং স্বীয় চিন্তাধারাকে সূফী ভূষণে রূপ দেওয়ার বিচারে তিনি একজন সূফী দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা রীতি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ।

তাঁহার দর্শনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইল নৈর্বাচনিক ও সারগ্রাহী ভাবধারা (Eclectic)। তিনি বিশ্ববাসীর সামনে দর্শনের একটি পদ্ধতি পেশ করিয়াছেন। এই পদ্ধতির মৌল উপাদান প্রতিটি সত্ত্বা সূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। তাঁহার সামনে গ্রীক দর্শনের সেই সমস্ত চিন্তাধারাও বিদ্যমান ছিল, যাহা মুসলিম দার্শনিক ও কলামাশাস্ত্রবিদদের মাধ্যমে তাঁহার নিকট পৌছিয়াছিল। তিনি সকল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রবীণ সূফীদেব রচনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। স্বীয় দার্শনিক পদ্ধতির প্রয়োজনে যে সকল বিষয় তিনি উপযোগী মনে করেন, সেই সকল বিষয় হইতে উপকরণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহার একটি গ্রন্থেও ইহার কোন সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় না, যদিও বলা হয় যে, তাঁহার ফুসুসুল-হিকাম গ্রন্থে তাঁহার দর্শনের প্রধান প্রধান ধারার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে। তবে তাঁহার অন্যান্য রচনার ব্যাপক অধ্যয়ন ও অসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষয়ের স্তূপের মধ্যে নিহিত সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের অনুদান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ের আলোকে গভীর চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তাঁহার চিন্তাধারা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

'আকাইদ : ইবনুল-আরাবী সম্পর্কে ইবন মাসুদীর এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবানঃ "ইবাদতে তিনি বাহ্যিক মতের এবং বিশ্বাসে প্রচ্ছন্ন দৃষ্টির অনুসারী ছিলেন।" যে মৌলনীতির উপর ইবনুল-আরাবীর সূফী দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল ওয়াহদাতুল-ওয়াজুদ (একক অস্তিত্ববাদ)। তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি শব্দে এই বিশ্বাসের বর্ণনা দিয়াছেন, সেই সত্তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল কিছু সৃজন করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং এই সকল কিছুর মূল সত্তা (أَعْيَانُهَا) [ফুতুহাত, ২৭খ, ৬০৪]। তাহা ছাড়া তাঁহার নিম্নোক্ত কবিতায়ও এই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়ঃ হে স্বীয় সত্তায় বস্তুসমূহের স্রষ্টা! তুমি তোমার সৃষ্টিসমূহকে একত্রকারী, তুমি এমন বস্তু সৃজন কর, যাহার অস্তিত্ব তোমাতে নিঃশেষ হয় না, তুমিই সসীম এবং তুমিই অসীম (ফুসুস, পৃ. ৮৮)।

একক অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসের একটি ধারণা এইরূপ যে, সমগ্র বস্তুজগত ইহার পশ্চাতে গুপ্ত সত্তার একটি ছায়ামাত্র অর্থাৎ সকল বস্তুর চূড়ান্ত ভিত্তি

হইল সেই প্রকৃত অস্তিত্বের সার যাহা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। বুদ্ধির সসীমতা স্রষ্টা ও সৃষ্টির দ্বিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে এবং স্রষ্টার একত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অনুরূপ একত্বকে উপলব্ধির একমাত্র পন্থা অধ্যাত্ম সাধনা। অতএব দুইভাবে ইহার চর্চা করা যায়।

সত্তাগত দিক দিয়া তিনি এমনই একটি অস্তিত্ব, যাহা স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। একই সঙ্গে তিনি মানব জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। জ্ঞান বলিতে এখানে সেই জ্ঞানই বুঝায় যাহা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত। এই জ্ঞান দ্বারা যাহার সম্পর্কে জানা যায়, তাহা নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হইয়া যায়। কোন কিছু নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হওয়া অর্থ সীমিত হওয়া, আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্ব ইহার বিপরীত। এইজন্য মু'তযিলীগণ যখন আল্লাহর পূর্ণ তান্বীহ (عَيْنِيَّت) -এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে তখন তাহারা মনে করে যে, ইহাতে আল্লাহকে সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে রাখা হইল; কিন্তু ইহা তাহাদের বিভ্রান্তি। কেননা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তার সঙ্গে কোন কিছু বলা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করার নামান্তর। প্রকৃত তান্বীহ হইল পূর্ণ একত্ববাদ। ইবনুল-আরাবী ইহাকে তান্বীহ'ত-তাওহীদ বলিয়াছেন। উল্লিখিত তান্বীহ কলামাশাস্ত্রবিদদের তান্বীহ হইতে ভিন্নতর। অপরদিকে সত্তাকে বহু রূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। তদবস্থায় উহা বস্তুজগতের সমার্থবোধক। উক্ত উভয়কে একই সঙ্গে একত্র করা হইলে সত্তা আল্লাহ হইতে পারে এবং সৃষ্টিজগতও হইতে পারে, স্রষ্টাও হইতে পারে, সৃষ্টিও হইতে পারে, একও হইতে পারে এবং অনেকও হইতে পারে, বাহিরও হইতে পারে, এবং ভিতরও হইতে পারে, গুপ্তও হইতে পারে এবং ব্যক্তও হইতে পারে। অন্য কথায় আমরা যদি প্রচলিত ধারায় দৈতবাদের পরিভাষায় দ্বিত্বের চিন্তা করি তাহা হইলে সত্তা সম্পর্কে প্রতিটি প্রকারের দুইটি বিপরীত গুণের বর্ণনা দিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি সূফীবাদের অনুরূপ আধ্যাত্মিক পন্থায় লব্ধ জ্ঞানকে গ্রহণ করি তাহা হইলে সত্তা কেবল একটিই এবং বস্তুজগত একটি কল্পনামাত্র।

ইবনুল-আরাবীর দর্শনে আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধ্যান-ধারণার অবকাশ পাওয়া যায়। আল্লাহ এই স্বরূপকে যদি একক অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও চিন্তা করা হয়, তাহা হইলেও গূঢ়তম বিষয়সমূহ ইবনুল-আরাবী, স্পিনোজা (Spinoza) প্রমুখ দার্শনিকের একক অস্তিত্ববাদ, নির্বিকারবাদীদের (Stoics) অনুপ্রেরণাহীন একক অস্তিত্ববাদ এবং অজ্ঞেয়বাদী বস্তুবাদ হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণিত হয়। ইবনুল-আরাবী ও স্পিনোজার ধর্মীয় প্রবণতা ও প্রেরণা এবং সাধারণ আল্লাহ্ভীরু লোকদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মতভেদ খুবই কম। কিন্তু ইবনুল-আরাবী একটি মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা একদিকে পরাবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব (الهیات) -এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। অপরদিকে তিনি বলেন, আল্লাহর অস্তিত্ব যেখানে অপরিহার্য ও অংশীদারবিহীন, যাহা বর্ণনা ও চিন্তার সীমাবদ্ধতাবহির্ভূত, সেইখানে এমন এক সত্তা বিরাজমান যাহার উপর ঈমান আনা হয়, যাহাকে ভালবাসা হয় এবং যাহার 'ইবাদত করা হয়। শেবোক্ত স্বরূপটি যদিও ইসলামের একত্ববাদী রূপের খুবই কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়, তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান, যাহাকে কোনমতেই এড়াইয়া যাওয়া যায় না। ইহা ঠিক যে, আল্লাহ আমাদের আরাধ্য উপাস্য, কিন্তু ইহা মুসলিম, খৃস্টান বা ইয়াহুদীদের ধর্মীয় বোধের ভিত্তিতে নয়, বরং এই বিচারে যে, যাহা আরাধ্য উপাস্য, তাহা এক প্রকার

মূল সত্তা। উহাকে কোন নির্দিষ্ট আকৃতি, বিশ্বাস বা ধর্মমতের আওতায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। যাঁহার ইবাদত করা হয় তিনি নিজেই স্বীয় সত্তার স্বরূপ। তিনি স্বীয় অগণিত সৃষ্টির মধ্যে নিজকে প্রকাশ করেন। আল্লাহকে শুধু একটি রূপে সীমাবদ্ধ করা এবং অপর সকল রূপ হইতে তাঁহাকে ব্যতিক্রম কল্পনা করা কুফরী। উপাসনার যোগ্য প্রতিটি রূপে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতির মধ্যে ধর্মের সঠিক প্রাণ নিহিত। একক অস্তিত্ববাদী ইবনুল-আরাবী এই ধর্মমতেরই প্রচার-প্রসার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই মাযহাবটি সমগ্র মাযহাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকল 'আকাইদকে এমনভাবে একীভূত করিয়া থাকে। ইবনুল-আরাবী নিম্নোক্ত কবিতায় তাঁহার সেই মতটি ব্যক্ত করিয়াছেন, “আমার প্রেম সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত; কিন্তু আমার প্রেমাম্পদ সম্পর্কে তাঁহারা অজ্ঞ।” অপর একটি কবিতায় ইবনুল-আরাবী বলেন, “আমার হৃদয়ে সকল ছবি উদ্ভাসিত হয়; ইহা হরিণদের জন্য একটি চারণক্ষেত্র, খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠ, পৌত্তলিকদের মন্দির এবং তাওয়াফকারীদের কা'বা, তাওরাতের ফলক ও কুরআনের পবিত্র গ্রন্থ। আমি প্রেমধর্মের অনুসারী। প্রেম আমাকে যে দিকেই লইয়া যায়, আমি সেই দিকেই যাত্রা করি, কেননা প্রকৃত ধর্মই আমার ধর্ম এবং আমার ঈমান” (তারজুমানুল-আশওয়াক, পৃ. ৩৯-৪০)।

ইবনুল-আরাবীর সূফী দর্শনের ভিত্তি ইসলামী তাসাওউফ ও আল্লাহতত্ত্বের (الهیات) ইতিহাসের গভীরে স্থান লাভ করিয়াছে। যদিও সামগ্রিকভাবে তাঁহার চিন্তাধারা তাঁহার নিজস্ব, তথাপি তাঁহার বিচরণ সর্বত্র। সম্ভাব্য সকল সূত্র হইতে তিনি উপাদান গ্রহণ করেন। ইসলামের একত্ববাদী দর্শন অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে ইবনুল-আরাবী সর্বদাই এই ব্যাখ্যা দেন যে, ইহার অর্থ সামগ্রিক অস্তিত্ব (وجود کل)-এর একত্ব। তিনি প্রাচীন সূফী ও আল্লাহতত্ত্ববিদদের চিন্তাধারা হইতেও অনেক উপাদান গ্রহণ করেন। অতএব তিনি একত্ব ও বহুত্ব এবং বস্তুজগতে বিভিন্ন স্বরূপে একক সত্তার ক্রমাগত প্রকাশ সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা আশ'আরী মতবাদের জাওহার (মূল উপাদান), আ'রাদ (যাঁহার নিজস্ব অস্তিত্ব নাই) এবং নিরন্তর পরিবর্তন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তিশীল বলিয়া বুঝা যায়। যদিও তাঁহার দর্শন ও নব্য প্রেটোবাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি তিনি চিন্তাধারা ও পরিভাষার সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নির্বিকারবাদী (Stoics) ও নব্য প্রেটোবাদী দর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইবনুল-আরাবীর তাজাল্লিয়াত মতবাদ ও প্রেটোনাস (Platonus)-এর ইশরাকিয়্যাত মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সঠিক হইবে না। 'আক্বল আওওয়াল, রূহ-ই কুল্ল, ফিতরাত ও জিসম-ই কুল্ল ও মূল সত্য (حقیقت مطلق)-এর বিভিন্ন দিক বা অভিব্যক্তি অর্থাৎ দৃশ্যত ইহা বিভিন্ন। কিন্তু প্রেটোবাদীদের মতে এইগুলির প্রতিটির পৃথক ও ভিন্ন অস্তিত্ব রহিয়াছে। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার একক সত্তা হইতে সেইগুলি পর্যায়ক্রমিকভাবে উদ্ভূত হয়। এই দিক দিয়া ইবনুল-আরাবীর চিন্তাধারা Hegel-এর পরম সত্তা সম্পর্কীয় (مطلق عینیت) মতবাদের নিকটতর। ইশরাক, তাজাল্লী, ওয়াহদাত, কাছরাত ইত্যাদি পরিভাষাসমূহের এমন কোন ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়, যাহা দ্বারা একক সত্তার একত্ব বিনষ্ট হয় অথবা উহার অস্তিত্ব বহুত্বে পরিণত হয় অথবা অন্য কোন অস্তিত্ব সেই সত্তায় রূপান্তরিত হয়। ইবনুল-আরাবীর মতে অস্তিত্ব জগত একটি বৃত্তাকারে বর্তমান। যেই বিন্দু হইতে ইহা শুরু হইয়াছে সেইখানেই ইহার

পরিসমাপ্তি ঘটে। অপর পক্ষে নব্য প্রেটোবাদীদের মতে সেই অস্তিত্ব সরল রেখা ধরিয়া চলে। ইহার যাত্রাবিন্দু কখনও ইহার শেষ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না।

কালাম ইলাহী : ইবনুল-আরাবী প্রথম মুসলিম চিন্তাবিদ, যিনি আল-কালিমা (আল্লাহর কালাম) ও ইনসান-ই কামিল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ পেশ করিয়াছেন। ফুসুসুল-হিকাম ও আত-তাদবীরাতুল-ইলাহিয়্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। তাঁহার ফুতূহাত ও অন্যান্য রচনায়ও ইহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। পরাবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে 'কালাম ইলাহী' বিশ্বে একটি বোধগম্য জীবন্ত মূল। উহা নির্বিকারবাদীদের 'আক্বল-ই কুল্ল-এর কিছুটা অনুরূপ, যাহা সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। ইবনুল-আরাবী উহাকে হাকীকাতুল-হাকীক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উহাকে আল-হাকীকাতুল-মুহাম্মাদিয়্যা-এর সমার্থক বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইহার উচ্চতর ও পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে, যাঁহাদেরকে আমরা ইনসান-ই কামিলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, যাঁহাদের মধ্যে সকল নবী, ওয়ালী ও স্বয়ং মুহাম্মদ (স)-ও অন্তর্ভুক্ত। ইনসান-ই কামিল এমন একটি দর্পণ, যাহাতে আল্লাহর সকল গুণ রহস্য প্রতিবিম্বিত হয় এবং উহা এমন একক সৃষ্টি, যাহাতে আল্লাহর সকল গুণ অভিব্যক্ত হয়। ইনসান-ই কামিল বিশ্বের ক্ষুদ্র জগত এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। উহা এমনই একটি সত্তা যাহাকে আল্লাহর স্বরূপে (গুণাবলী) সৃষ্টি করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আরাবী, আল-ফুতূহাতুল-মাক্কিয়্যা, কায়রো ১২৯৩ হি.; (২) এ লেখক, ফুসুসুল-হিকাম, টীকাসহ সম্পা. A.E. Affifi, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৩) এ লেখক, ইনসা'উদ্-দাওয়া'ইর; (৪) এ লেখক, আত-তাদবীরাতুল-ইলাহিয়্যা; (৫) এ লেখক, 'উক্বলাতুল-মুস্নাতাওফিয, সম্পা. Nyberg, শিরোনাম Kleiner Schriften des Ibn Arabi; (৬) এ লেখক, তারজুমানুল-আশওয়াক, R. A. Nicholson-কৃত অনুবাদসহ মূল পাঠ, লন্ডন ১৯১১ খৃ.; (৭) আদ-দাব্বী, বুগ্নাতুল-মুলতামিস, সম্পা Codera; (৮) ইবনুল-আব্বার, আত-তাক্বিলা, সম্পা.; (৯) ইবন বাশকুওয়াল, আস-সিলা; (১০) আল-মাক্কারী, নাফহ'ত-তীব, সম্পা. Dozy, ১খ, ৫৬৭-৮৩; (১১) আশ-শারানী, তাবাকাতুল-সুফিয়্যা; (১২) এ লেখক, আল-য়াওয়াকীত ওয়া'ল জাওয়াহির, কায়রো ১৩০৬ হি., পৃ. ৬-১৪; (১৩) ইবন শাকির, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ২খ, ২৪১; (১৪) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি.; (১৫) জামী, নাফাহাতুল-উন্স; (১৬) সিব্ত ইবনুল-জাওযী, মির'আত, সম্পা. Jewett, পৃ. ৪৮৭; (১৭) A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Mohyid-Den, Cambridge University Press 1939; (১৮) A. Palacios, Abenmasarra; (১৯) এ লেখক, Psicologia Segun Mohidin Abenarabi, in Acts of the 14th Oriental Congress, আল-জাযা'ইর ১৯০৫ খৃ.; (২০) Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte d. Araber, ৭খ, ৪২২ প.; (২১) von Kremer, Gesch. der herrsch. Ideen des Islams, পৃ. ১০২ প.; (২২) Goldziher, Vorlesungen, ১৭১ প.; (২৩) Brockel-

mann, ১খ, ৪৪১ প., পরিশিষ্ট, ১খ, ৬৯৫, ৭৮৫, ৭৯০; (২৪) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, ১খ, ১৯৩; (২৫) জিলাউল-আয়নায়ন, পৃ. ৪৩; (২৬) মিস্তাহস-সা'আদা, ১খ, ১৮৭; (২৭) জাযওয়াল-মুকতাবিস, পৃ. ১৭৫; (২৮) 'আবদুল-বাকী সারুর, মুহম্মিদ-দীন ইবন 'আরাবী'; (২৯) মাওলানা আশরাফ 'আলী খানাবী, তানবীহ-জ-জারবী ফী তানবীহি ইবনিল-আরাবী, খানাভবন ১৩৪৬ হি.; (৩০) E.I.2, vol. 3, p. 707-11; (৩১) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, দারুল-ফিকর, ১৪০২/১৯৮২, ৬খ, ১১৪-২১।

আবুল-আলা 'আফীফী (দা. মা. ই.)/

এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-আরীফ (ابن العريف) : আবুল-আব্বাস আহ'মাদ

ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবন 'আতা'ইল্লাহ আস-সানহাজী, একজন খ্যাতনামা সুফী ও লোকমান্য সুফী। ইবন খাল্লিকানের বিবরণ অনুসারে সোমবার ২ জুমাদা'ল-উলা, ৪৮১/২৪ জুলাই, ১০৮৮ সনে তাঁহার জন্ম এবং ২৩ সাফার, ৫৩৬/২৭ সেপ্টেম্বর, ১১৪১ সনে মাররাকুশে মৃত্যু।

তাঁহার পিতা এক সময়ে তাঞ্জিআরে 'আরীফ ছিলেন অর্থাৎ শহরে নৈশ-প্রহরায় নিয়োজিত প্রহরীদের প্রধান ছিলেন। এই কারণেই তাঁহার এই 'ইবনুল-আরীফ' পদবীর উদ্ভব ঘটে। স্বভাবের দিক হইতে অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহী হইলেও তিনি একজন তাঁতীর কাছে শিক্ষানবিশী করেন। কিন্তু অধ্যয়নের ইচ্ছা তাঁহার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে যে, শেষ অবধি নানা রকম বিঘ্ন ও হুমকি সত্ত্বেও তাঁহার সেই প্রবল ইচ্ছাকে অবদমিত রাখা যায় নাই। পরিশেষে আলমেরিয়ায় তিনি ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিতে ও তাঁহার কাব্যপ্রীতি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি একজন হাদীছ-বিদ, কারী ও কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি Saragossa, Valencia, Almeria-তে শিক্ষকতা করেন।

শেষোক্ত Almeria শহরেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য অর্জন করেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, তপস্চর্যা ও ধ্যানমগ্নতার সুবাদে তিনি একজন বরণ্য সুফীর মর্যাদা লাভ করেন এবং বিপুল সংখ্যক লোক তাঁহার মুরীদ হয়। ঐ সময় আলমেরিয়া ছিল আন্দালুসীয় সুফীবাদের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র এবং আল-মুরাবিত ফাকীহদের বিরোধিতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রও। আলমেরিয়ার সুফীগণই এক সম্মিলিত ফাতওয়ায় আল-গাযালী (র)-র গ্রন্থাদি ধ্বংসের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানান। কর্তৃত্বের কাষী ইবন হাম্দীন ঐ গ্রন্থগুলি ধ্বংসে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আবু বাকর ইবন 'আবদিল-বাকী ইবনুল-আরীফকে সুফীবাদে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মাযারে উৎকীর্ণ পরিচয় লিপিতে তাঁহার খলীফাদের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে যাহা G. Deverdun কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচয় লিপিতে জুনায়দ (র) [২৯৮/৯১০]-এর শাগরিদদের নামের মধ্যে আবু সাঈদ আহ'মাদ ইবনুল-আ'রাবী (৩১১/৯৫১-২)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। M. Asin Palacios (Abenmasrra ysu esuela, Madrid 1914, 35)-এর বিবরণ অনুযায়ী পরে মক্কায় এই আবু সাঈদ আহ'মাদ ইবনুল-আ'রাবীর সহিত ইবন মাসাররার সাক্ষাত হইয়াছিল। এখানে ইহা জানা গিয়াছে যে, ইবন মাসাররার (২৬৯-৩১৯/৮৮৩-৯৩১) শিক্ষা মুসলিম পাশ্চাত্যে আল-গাযালী (র)-র দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রচারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আন্দালুসী সুফী মহলের উপর এক ব্যাপক ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অনুমিত হয় যে, গাযালী

(র)-র মতবাদ স্পেনীয় সুফীতত্ত্বকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে। সর্বোপরি ফাকীহগণের প্রবল বিরোধিতার ব্যাপারে ইহা এক দৃঢ় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। Seville-এর ইবন বাররাজান, খানাডার আবু বাকর আল-মায়রকী, ইবন কাসী প্রমুখ ব্যক্তি Algarve-এ ফাকীহদের প্রতিরোধে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার জন্য তাঁহারা প্রধানত গাযালী (র)-র ইহুয়া' গ্রন্থের নিকট ঋণী।

উল্লিখিত তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিপজ্জনক বিবেচনা করিতেন। তিনি কি ইবনুল-আরীফের সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন? ইবনুল-খাতীব (কিতাব আ'মালিল-আ'লাম, সম্পা. Levi-Provencal, রাবাত ১৯৩৪ খ., পৃ. ২৮৬) লিখিয়াছেন, তিনি ছিলেন নাজিরুহ ফিল খুন্না (আল্লাহর সহিত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে তিনি ইবন বাররাজানের সমকক্ষ)। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পত্রালাপের অংশবিশেষ Father Nwyia উদ্ধার ও প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায়, ইবনুল-আরীফ পরে তাঁহাকে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহার মনিব! তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আল-মুরাবিত 'আলী ইবন যুসুফ, আবু বাকর আল-মায়রকীসহ তাঁহাদের উভয়কে মাররাকুশে ডাকিয়া পাঠান। 'আলী ইবন যুসুফ এই বিষয়টি এইভাবে পরিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ফাকীহদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের মতবাদ যাচাই করিয়া দেখিবেন। ইবন বাররাজানকে তাঁহার কোনও কোনও বক্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের জন্য বলা হয়, বিশেষত যে বক্তব্যগুলি ধর্মবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি কারাগারে নিষ্কিণ হন এবং খুব শীঘ্রই ইনতিকাল করেন। অন্যদিকে ইবনুল-আরীফের শত্রু আলমেরিয়ার কাষী ইবনুল-আসওয়াদের নির্দেশে তাঁহাকে শৃংখলিত রাখা হইয়াছিল। শাসনকর্তা অবিলম্বে তাঁহার শৃংখল মুক্তির নির্দেশ দেন। তিনি তাঁহাকে সম্মানে দরবারে গ্রহণ করেন এবং যেখানে খুশী যাইবার স্বাধীনতা দেন। কিন্তু তিনি আর সেই সুবিধা গ্রহণের অবকাশ পান নাই; বরং ঐ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। মনে করা হয় যে, ইবনুল-আসওয়াদই তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন, যদিও এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। দরবেশ সুলভ পুণ্য জীবনের জন্য তিনি যে মর্যাদা ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার যে সর্বজনস্বীকৃত মহৎ খ্যাতি ছিল এবং রাজদরবারে যে অনুকূল ব্যবহার তিনি লাভ করিয়াছিলেন উহা হইতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী শিবিরের লোক হইলেও ইবনুল-আরীফ আবু বাকর মায়রকীর মত রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়াইয়া আপোসের ফাঁদে পান নাই। যেমন আবু বাকর আল-মায়রকী মাররাকুশে যাইবার সমন পাইয়া পলায়ন করেন, অন্যদিকে মাররাকুশের যুবরাজ ইবন বাররাজানের লাশ শহরের ময়লার জালে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আজ ইবনুল-আরীফের যে একটিমাত্র রচনার নাম জানা যায় তাহা হইতেছে 'মাহাসিনুল-মাজালিস' শীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। M. Asin Palacios ঐ গ্রন্থটি অধ্যয়ন ও অনুবাদ করিয়াছেন। মুরসিয়ার ইবনুল-আরবীর বিবেচনায় গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "ঐ গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্তি সর্বেশ্বরবাদ সম্পর্কিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অধিতত্ত্বগুলির যৌক্তিক ভিত্তি ও ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ মূল্যবান।"

মাররাকুশে সীদী বেল'আরীফের মাযার অবস্থিত। তাঁহার জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে 'আলী মসজিদের অঙ্গনে

ও কাশী আবু ইমরান মুসা ইবন হাম্মাদের কবর (রাওদা)-এর নিকট দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আরীফ মুসা, মাহাসিনুল-মাজালিস, 'আরবী পাঠ, অনু. ও ভাষ্য M. Asin Palacios, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ. (ইহার মুখবন্ধে ইবনুল-আরীফের এক বিশদ জীবনী দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে বহু 'আরবী সূত্রের উল্লেখ রহিয়াছে)। M. Asin Palacios, -এর প্রদত্ত নামগুলির সহিত নিম্নলিখিত নামগুলি যোগ করা যাইতে পারেঃ (২) ইবনুল-মুওয়াক্কিত, আস-সা'আতুল-আবাদিয়া, ফাস ১৯১৮ খৃ., ১খ, ১০৯-১২; (৩) 'আব্বাস ইবন ইব্রাহীম, ই'লাম রিমান হাল্লা মারুরাকুশ ওয়া আগমাত মিনা'ল-আ'লাম, ফাস ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ১৬০ প. (এই সূফীর বহু জীবনীকারের রচনা হইতে অনেক উদ্ধৃতিসহ); (৪) তাদিলী, আত'-তা'সাওউফ ইলা রিজালিত-তাসা'ওউফ, সম্পা. A. Faure, রাবাত ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৯৬ (৭ম/১৩শ শতাব্দীর সংকলন); (৫) In Los Almoravides, Tetuan 1956, 285 p., j. Bosch Vila আল-মুরাবিত ক্ষমতার অবক্ষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আন্দালুসীয় সূফীদের তৎপরতার বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মাথারে উৎকীর্ণ পরিচয়লিপির জন্য দ্রঃ (৬) G. Deverdun, Inscriptions arabes de Marrakech, রাবাত ১৯৫৬ খৃ., ১৭; (৭) Father Paul Nwyia-এর নিবন্ধ, Note sur Quelques fragments inedites de la correspondance d' Ibn al-'Arif avec Ibn Barrajan, in Hesperis, xliii (1956), 217-21 হইতে দুই সূফীর মধ্যকার সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি পাওয়া যায়।

A. Faure (E.I.²)/আফতাব হোসেন

ইবনুল-আরীফ (ابن العريف) : আল-হুসায়ন ইবনুল-ওয়ালিদ ইবন নাসর আবুল-কাসিম ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে একজন আন্দালুসীয় বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রধানত একজন বৈয়াকরণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্বদা আন-নাহ্বী (ব্যাকরণবিশারদ) ডাকা হইত। তিনি প্রথমে তাঁহার নিজ শহর কার্ডোভায় ইবনুল-কুতিয়া (দ্র.)-এর তত্ত্বাবধানে এবং পরে ইফরীকিয়া-তে ইবন রাশীকের অধীনে প্রতিপালিত হন। তিনি মিসরে অনেক বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সেখানে তাঁহার ভ্রাতা আল-হাসানকে জ্ঞানে-গৌরবে অতিক্রম করেন। তাঁহার ভ্রাতাও ইবনুল-আরীফ (মৃ. ৩৬৭/৯৭৭-৮) নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিলে হাজিব আল-মানসুর ইবন আবী 'আমির তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের গৃহশিক্ষক (মু'আদ্বিব) নিযুক্ত করেন। তিনি সর্বদা আল-মানসুরের সাহিত্য-সভায় (মাজালিস) অংশ গ্রহণ করিয়া প্রখ্যাত সাহিদ আল-বাগদাদী (দ্র.)-র সহিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে বিখ্যাত করিয়া তোলেন। জীবনী লেখকগণ এই প্রতিযোগিতার কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইবনুল-আরীফ মাঝে মাঝে অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আল-মানসুরের সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপ্রতিভ করিতে কৃতকার্য হইতেন। কিন্তু পরিশেষে ঐ ইরাকী ব্যক্তিটি জয়ী হইতেন।

ইবনুল-আরীফ সাহিত্য ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ও নিবন্ধ লিখেন কিন্তু ইহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি ৩৯০/১০০০ সালে সারভেরায় মানসুরের একটি শেষ অভিযানকালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে টলেডোতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হুমায়দী, জাযওয়াতুল-মুক্তাবিস, পৃ. ১৮২; (২) দাব্বী, বুগয়া, নং ৬৫৩; (৩) ইবনুল-ফারাদী, তা'রীখ, নং ৩৫৪; (৪) সুযুতী, বুগয়া, পৃ. ২৩৭; (৫) যাকুত, উদাবা', ১০খ, ১৮২-৯৩; (৬) মাক্কারী, Analectes, ১খ, ৩৮৩-৪। সা'ইদ-এর সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রঃ R. Blachere, in Hesperis, ১০খ. (১৯৩০ খৃ.), ১৫-৩৬, স্থা।

F. de la Granja (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুর রব

ইবনুল-আল্‌কামী (ابن العلقمی) : মু'আয়্যাদু'দ-দীন আবু তালিব মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ (অথবা মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ) ইবন 'আলী আল-আসাদী আল-বাগদাদী, শেষ আব্বাসী খলীফা আল-মুসতা'সিম (দ্র.)-এর উযীর। ইবনুল-ত-তি'কতাকার বর্ণনানুসারে নীলনদের তীরে অবস্থিত 'নীল' নামের একটি শহর হইতে আগত একটি শী'আ পরিবারে ইবনুল-আল্‌কামীর ৫৯৩/১১৯৭ সালে জন্ম এবং তিনি জুমাদাল-উখরা (জুমাদাল-উলা, তু. ইবনুল-ত-তি'কতাকা) ৬৫৬/জুন (মে) ১২৫৮ সালে ইনতিকাল করেন। আস-সাফাদী তাঁহার জন্মতারিখ রাবী'উল-আওওয়াল, ৫৯১ বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার এই বর্ণনা এই সম্পর্কিত অন্যান্য সূত্রের পরিপন্থী। ইবন কাছীরের একটি বর্ণনা দ্বারাও উপরিউক্ত বর্ণনা খণ্ডন করা যায়। তিনি বর্ণনা করেন, এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল-আল্‌কামী ৬৫৬ হি. সালে ইনতিকাল করেন এবং এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর। Encyclopaedia of Islam (২খ, ৩৬০) প্রথম সংস্করণে T. H. Weir তাঁহার মৃত্যুসাল জুমাদাল-উলা ৬৫৫/ ১২৫৭ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি মুদ্রণ বিভ্রাট। কারণ ইহা ফরাসী সংস্করণে মৃত্যু সাল জুমাদাল-উলা, (কিন্তু ইংরেজী ২য় সং-এ ২ জুমাদা-২) ৬৫৬/১২৫৮ উল্লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার পিতামহ সর্বপ্রথম আল-আল্‌কামী নিসবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি খলীফার নির্দেশের ভিত্তিতে ফুরাত নদীর পশ্চিম দিকে আল-আল্‌কামী (দ্র.) নামক একটি খাল খনন করিয়াছিলেন।

'আব্বাসী খলীফা আল-মুসতা'সিমের বিদ্রোহ (দ্র.)-এর শাসনামলে (৬২৩-৪০/১২২৬-৪২) শামসু'দ-দীন ইবনুল-নাকিদকে বরখাস্ত করার পর ইবনুল-আল্‌কামী গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর খলীফা আল-মুসতা'সিম বিদ্রোহ (দ্র.)-এর শাসনামলে নাসরু'দ-দীন ইবনুল-নাকিদের মৃত্যুর পর ৬৪২/১২৪৪ সালে তিনি উযীর পদ লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর তিনি এই পদে কার্যরত ছিলেন। অতঃপর তাঁহার উযীর থাকাকালীন মোঙ্গল আক্রমণের ফলে 'আব্বাসী খিলাফাতের পতন ঘটে।

কথিত আছে, ইবনুল-আল্‌কামী হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও একজন মামলুককে হালাকু খানের নিকট প্রেরণ করেন। মাওসিলের শাসক আল-মালিকুর-রাহীম বাদরু'দ-দীন লু'লু' (মৃ. ৬৫৭/১২৫৯)-এর প্রেরিত পত্র, যাহাতে তাতারদের ক্রমাগত অগ্রাভিযানের সংবাদ ছিল, খলীফার নিকট পৌঁছে নাই। 'আলকামীর এই পরিকল্পনার কারণ এই ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হয়, খলীফার প্রিয় ব্যক্তি 'দাওয়াদার' (দাওয়াতদার)-এর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ছিল। ফলে তাঁহার কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) দোদুল্যমান হইয়া পড়িবার আশংকা দেখা দেয়। তাহা ছাড়া বাগদাদের কারখ অঞ্চলে শী'আ-সুন্নী দাঙ্গার সময় সরকার শী'আগণকে কঠোর হস্তে দমন করেন, এমনকি সেই সময় হযরত 'আলী (রা)-এর বংশীয়দের প্রতি অসম্মানজনক

আচরণ করা হয়। ইহাতে ইবনুল-আলকামী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত এইজন্যই নাসীরু'দ-দীন তুসীর ন্যায় তিনিও খিলাফাতের পতন কামনায় অগ্রসরমান মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের প্রতি প্রথমেই সহযোগিতার হাত বাড়ান (আব্বাস ইক্বাল, তারীখ মুফাসসাল-ই ঈরান)। কিন্তু এই বিষয়টির কোন সঠিক প্রমাণ নাই। কথিত আছে, পরে তিনি তাঁহার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমার আশার বিপরীত ফল ফলিয়াছে" (جرى القضاء لعكس ما املته)। অতঃপর অধিকারের পর হালাকু খান শহরের শাসনভার ইবনুল-আলকামীর উপর অর্পণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় শীঘ্রই শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। কিন্তু মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তাহা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। অতএব অল্পদিন পরেই তাঁহার ক্ষমতার পতন ঘটে। শোকে-দুঃখে তিনি অত্যন্ত মুহাম্মান হইয়া পড়েন। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। হালাকু খান আল-আলকামীর পুত্র শারামু'দ-দীন আবুল-কাসিম আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন।

ইবনুল-ত-তিকতাকা তাঁহার আল-ফাখরী গ্রন্থে হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের যে ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন, ইহাতে মোঙ্গলদের আক্রমণের ব্যাপারে ইবনুল-আলকামীকে কোন প্রকার দোষারোপ করা হয় নাই, বরং জোরালো ভাষায় তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে। কেবল ওয়াসসাফই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তীব্র ভাষায় আল-মুস্তাসিমের সঙ্গে তাঁহার গান্দারীর সমালোচনা করেন। কিন্তু ওয়াসসাফের কাছে এই ব্যাপারে সমসাময়িক কালের কোন প্রমাণ নাই। অন্যদিকে তাঁহার সমসাময়িক তুসী ও জুওয়ায়নী এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ ইহার সঠিক মীমাংসা দিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যবশত সম্পূর্ণ ব্যাপারটি শী'আ-সুন্নী দ্বন্দের রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে মূল সত্যটি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে।

ইবনুল-আলকামী একজন আলিম, ফাদিল, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গ্রন্থানুরাগী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শারামু'দ-দীন আবুল-কাসিমের বর্ণনানুসারে তাঁহার গ্রন্থাগারে দশ হাজার পুস্তক ছিল। তিনি সব সময় জ্ঞানী বিদ্যানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। শাসন পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় কর্ম সম্পাদনে তাঁহার পূর্ণ দক্ষতা ছিল। এইজন্য তাঁহার সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ করিতেন। তাঁহার অনুরোধে ইবনু আবিল-হাদীদ শারহ নাহজুল-বালাগা রচনা করিয়াছিলেন। আস-সাগানী কর্তৃক আল-আবাব রচনার পশ্চাতেও তাঁহার অনুগ্রহ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-তিকতাকা, আল-ফাখরী ফিল-আদাবিস-সুলতানিয়া ওয়া'দ-দুওয়ালিল-ইসলামিয়া, সম্পা. W. Ahlwardt, পৃ. ৩৮৩-৯০; (২) আবুল-ফিদা, সম্পা. Adler, ৪খ, ৫৫০; (৩) ইবন শাকির, ফাওয়াতুল-ওয়াকফাত, ২খ, ১৫২; (৪) আল-রাফি'ঈ, মির'আতুল-জিনান, ৪খ, ১৪৭; (৫) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩খ, ২১২; (৬) আস-সাফাদী, আল-ওয়াকফী বিল-ওয়াকফাত, ১খ, ১৮৪; (৭) ইবন খালদুন, আল-ইবার, পৃ. ৫৩৬ প.; (৮) ইবনুল-ফুওয়াতী, আল-হাওয়াদিকুল-জামি'আ, পৃ. ২০৮-৩৬; (৯) আল-মাকরীযী, আস-সুলুক, প্যারিস ১৮৩৭ খৃ., ১খ, ৩২০-৪০০; (১০) আদ-দিয়ার বাকরী, তারীখুল-খামীস, ২খ, ২৭৭; (১১) কারাহমানী, আখবারু'দ-দুওয়াল ওয়া আছারুল-আওয়াল, পৃ. ১৮০ প.; (১২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ৫খ, ২৭০; (১৩) ওয়াসসাফ, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ; (১৪)

Sykes, History of Persia; (১৫) আমীর আলী, A Short History of the Saracens; (১৬) আব্বাস ইক্বাল, তারীখ মুফাসসাল-ই ঈরান; (১৭) E.I.², Leiden 1975, iii, 702,

'আবদুল-মন্নান উমার ও সায়্যিদ নায়ীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/ এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-আল্লাফ (ابن العلاف) : আবু বাকর আল-হাসান ইবন আলী ইবন আহমাদ ইবন বাশ্শার ইবন যিয়াদ ইবনুল-আল্লাফ তাঁহাকে এই নামে ডাকা হইত যেহেতু তাঁহার পিতা ছিলেন কাস্ত (قت) নামক বনজ শস্য বিক্রেতা। আন-নাহরাওয়ানী ছিলেন একজন কবি ও হাদীছবেত্তা। তিনি প্রায় এক শত বৎসর (২১৮-৩১৮/৮৩৩-৯৩০) জীবিত ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বাগদাদের খলীফাদের দরবারে যাইতেন ও বিশেষভাবে আল-মু'তাদিদ ও ইবনুল-মু'তায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা জানা ছিল এবং নিজেও বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিবারের একজন সদস্য কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থাবলী যখন সংকলিত হয় এবং যাহা তিনি যাহাদের সম্পর্কে স্তুতিমূলক কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কে বিবরণ সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা সাকুল্যে চার শত পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ হইয়াছিল। এই কথার সত্যতা অবশ্য ফিহরিস্ত-এর বিবরণের (কায়রো সং, ২৩৮) নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। ইবনুল-আল্লাফের খ্যাতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাঁহার রচিত পঁয়ষটি শ্লোকের একটি কাসীদার উপর (ছন্দ মুনসারিহু শব্দের মিল-দী (دی)। এতদ্ব্যতীত এখানে সেখানে তাঁহার রচিত কিছু সারগর্ভ কবিতাও তাঁহাকে এই খ্যাতি প্রদান করিয়াছে। এই কবিতায় তিনি তাঁহার বিড়ালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিড়ালটি তাঁহার প্রতিবেশীর বাড়ীতে কবুতর খাইতে গিয়া সেই বাড়ীর লোকদের হাতে মারা পড়ে। যখন কবির পুত্র আবুল-হাসান এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন তখন ইহা আস-সাহিব ইবন আব্বাদকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটি মনে করা হয় ইবনুল-মু'তায়-এর মৃত্যুতে রচিত একটি শোকগাথা। ইবনুল-মু'তায় ইবনুল-মুকতাদির কর্তৃক নিহত হন। কবিতাটি সম্পর্কে আরও মনে করা হয় যে, ইবনুল-ফুরাতের পুত্র (দ্র. D. Sourdel, Vizerat, সূচী) আল-মুহাসসিনের উপর অথবা ইবনুল-আল্লাফের একজন ক্রীতদাসের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছিল সেই দিকে ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-মু'তায়, তাবাকাত, পৃ. ১৭০-১; (২) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ৩৮০; (৩) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, ৭খ, ৩৭৯; (৪) সাফাদী, নাকতুল-হিম্যান, পৃ. ১৩৯-৪২; (৫) দামীরী, দ্র. hurr; (৬) H. Bowen, আলী ইবন ঈসা, Cambridge-London ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮১-২; (৭) এফ. বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ২৮৮-৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবনুল-আশ'আছ (ابن الأشعث) : আবদুর-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল-আশ'আছ, হাদর'মাওত-এর একটি সম্ভ্রান্ত কিন্দী পরিবারের উত্তরসূরি। ৮০-২/৬৯৯-৭০১ অথবা ৮০-৩/৬৯৯-৭০২ সালে আল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত আল-আশ'আছ (দ্র.)-এর পৌত্র (দ্র. উল্লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত সূত্রসমূহ ছাড়া অতিরিক্ত তথ্যের জন্য L. Caetani, Annal, 40 A. H., ৫০১-৫, ইহাতে তাঁহার সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন

এবং একটি অত্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; H. Lammens, Mo'awia ler, 131, 150-2) এবং মুহাম্মাদ (দ্র.)-এর পুত্র। তাঁহার পিতামহ আল-আশ'আছ অপেক্ষা পিতা মুহাম্মাদ কম খ্যাতিমান ছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার সময়কালের ঘটনা প্রবাহের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইবনুল-আশ'আছের মাতার নাম ছিল উম্ম 'আমর এবং তিনি ছিলেন সা'ঈদ (দ্র. আত-তা'বারী, নির্ঘণ্ট) ইবন কায়স আল-হামদানী (আগানী, ৫খ, ১৫৩)-র কন্যা। বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ রহিয়াছে, আবদুর-রাহমান তাঁহার পিতার রাজনৈতিক তৎপরতায় সহায়তা প্রদান করিতেন। তিনিই 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ-এর নিকট মুসলিম ইবন 'আকীল (৬০/৬৮০)-এর আত্মগোপনের স্থানটি উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও ঘটনাটি ছিল তাঁহার একটি হঠকারী কার্যকলাপের ফলাফল মাত্র (আত-তা'বারী, ২খ, ২৩১, ২৬১)। ৬৭/৬৮৬ সালে তিনি মুস'আব-এর পক্ষে আল-মুখতার (প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭৩৩)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং সম্ভবত তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় বন্দীদের মধ্যে যাহারা আল-মুখতারের সমর্থক ছিল তিনি স্বয়ং তাহাদের হত্যা করেন অথবা হত্যা করিতে মুস'আবকে উৎসাহিত করেন (এ, পৃ. ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪৯ প.)। ইহার পর ৭২/৬৯১-২ সন পর্যন্ত কোন সূত্রে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই বৎসর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেঃ দুজায়ল নদীর তীরে ক্যাথলিকগণের গীর্জার নিকটে 'আবদুল-মালিক মুস'আবকে পরাজিত ও হত্যা করেন (জুমাদা'ল-উলা অথবা উখরা ৭২/অক্টোবর ৬৯১, এই যুদ্ধের কালপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য হাজ্জাজ, ৩৪, নং ১) এবং হাজ্জাজ, সম্ভবত জুমাদা'ল উখরাতে ইবনু'য-যুবায়র-এর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মক্কায় প্রেরিত হন। যতদূর জানা যায়, আল-মুহাল্লাব ইবন আবি সুফরা (দ্র.) মুস'আবকে পরাজিতকারী উমায়্যা খলীফার অধীনে পদ গ্রহণ করেন এবং স্পষ্টতই 'আবদুর-রাহমানও একই পথ অনুসরণ করেন। কারণ ইহা পরিজ্ঞাত আছে যে, 'আবদুল-মালিকের ভ্রাতা বিশর তাঁহাকে ৫০০০ কৃফাবাসী সেনাদলের অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়া উমায়্যা খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন খালিদ ইবন আসীদ-এর নেতৃত্বে খারিজীগণের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন (৭২/সম্ভবত ৬৯২ সনের প্রথম মাসসমূহে)। এই সকল খারিজী আল-আহওয়ায় শহর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেও প্রায় কুড়ি দিন পর সরকারী সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং 'আবদুর-রাহমান রায় (Rayy)। গমন করেন। বিশর তাঁহাকে উক্ত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন (আত-তা'বারী, ২খ, ৮২৬ প.)। 'আবদুর-রাহমানের কার্যকলাপ সম্পর্কে সূত্রসমূহে ৭২ হইতে ৭৬ সাল পর্যন্ত কোন তথ্য পরিদৃষ্ট হয় না। ৭৫/৬৯৪-৫ সনে আল-হাজ্জাজকে আরাবিয়া হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ইরাকের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি কূফা শহরে প্রবেশ করেন। ইহার পর হইতে 'আবদুর-রাহমানকে উর্ধ্বতন পদে অধিষ্ঠিত কঠিন প্রকৃতির আল-হাজ্জাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। আয়রাকীগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই অপর এক দল খারিজী ইরাক সংলগ্ন এলাকাসমূহ ও ইরাকের অভ্যন্তরে আতংক বিস্তার করিতেছিল; ইহাদের অধিকাংশই ছিল শায়বান গোত্রভুক্ত। অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক সেনার সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি সরকারী সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুতরভাবে পরাজিত করে (Perier, পৃ. গ্র., পৃ. ১০৯-২৯)। অতঃপর আল-হাজ্জাজ 'আবদুর-রাহমানকে ছয় সহস্র অশ্বারোহী এক বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করিয়া শাবী

(দ্র.)-এর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দান করেন। শাবীবের রণকৌশলের ভক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনাপতি আল-জাযল 'উছমান ইবন সা'ঈদ (আত-তা'বারী, ২খ, ৯০১-১০)-এর প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে ইবনুল-আশ'আছ দ্রুত খারিজীগণের পশ্চাতে দাবিত হন এবং একই সঙ্গে তিনি যে কোন অপ্রত্যাশিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গক সতর্কতা অবলম্বন করেন। অভিযান ক্রমশ দীর্ঘায়িত হইতে থাকিলে আল-মাদাইন-এর প্রশাসক 'উছমান ইবন কাতান আল-হাজ্জাজকে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সমালোচনা করিয়া একটি পত্র প্রদান করেন। আল-হাজ্জাজ তাঁহাকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাইলে তিনি শাবীবের বিরুদ্ধে এক আক্রমণ পরিচালনা করেন কিন্তু খারিজীগণের পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হন এবং তাঁহার সেনাবাহিনীর ১১২০ (অথবা ৭২০) জন সৈন্যসহ তিনি নিহত হন। তাহার পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশ কূফা অভিমুখে পলায়ন করে (আত-তা'বারী, ২খ, ৯৩০-৭)। এই যুদ্ধের সময় 'আবদুর-রাহমান অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হন এবং তাঁহার জনৈক সহযোদ্ধার (ইবন আবি সাবরা) সাহায্যে পলায়নে সমর্থ হন। কতিপয় দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল-হাজ্জাজ তাঁহাকে আমান (নিরাপত্তা) প্রদান না করা পর্যন্ত তথায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন (আত-তা'বারী, ২খ, ৯৩৭-৯)।

ইরাকের প্রশাসক ও ইবনুল-আশ'আছের মধ্যে প্রথম দিকে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (আল-হাজ্জাজের পুত্র মুহাম্মাদ, ইবনুল-আশ'আছের জনৈক ভগ্নিকে বিবাহ করেন), কিন্তু অতি শীঘ্রই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইবনুল-আশ'আছের বিদ্রোহ পর্যালোচনা করিতে গিয়া সকল সূত্রই এই মনোভাব পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নিজ সম্ভ্রান্ত বংশ সম্পর্কে গর্বিত ইবনুল-আশ'আছ ইহা সুস্পষ্টভাবে সকলকে পরিজ্ঞাত করেন যে, তাঁহার বিবেচনায় সকল আমীরের মধ্যে তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল-মাস'উদীর মতে (তানবীহ, পৃ. ৪০৭) তিনি নিজে নাসিরুল-মু'মিনীন (বিশ্বাসিগণের সাহায্যকারী) উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবত ইহার মাধ্যমে উমায়্যা ও আল-হাজ্জাজ—যাহাদেরকে তিনি খরাপ মুসলমান হিসাবে ঘৃণা করিতেন তাহাদের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রকৃত বিশ্বাসিগণের সমর্থকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে কাহতানীরূপেও দাবি করেন যাহার আবির্ভাবের জন্য যামানীগণ অপেক্ষা করিতেছিল, যিনি তাহাদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করিবেন (G. van Vloten, Recherches, 61)। এইরূপ উদ্ভূত প্রশাসকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল এবং তিনি তীব্র ভাষায় ইবনুল-আশ'আছের ব্যবহারের নিন্দা করেন (উদা. "দেখ, তাহার চলাফেরা লক্ষ্য কর। ইচ্ছা হয় যে, আমি তাহার মস্তক ছেদন করি")। এই সকল মন্তব্য ইবনুল-আশ'আছের গোচরীভূত করা হইলে তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন (কথিত আছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরাম বা বিশ্রাম গ্রহণ করিব না", আত-তা'বারী, ২খ, ১০৪৩)। উভয়ে উভয়কে প্রচণ্ড ঘৃণা করিতে শুরু করেন (the Anonyme Arabische chronik, 318, ইবন কাছীর ও অন্যান্য গ্রন্থকার এই ঘৃণার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন)। ঘটনা প্রবাহ যখন এই পর্যায়ে পৌছিয়াছে তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহা কূফায় চমক সৃষ্টি করে। ৭৮/৬৯৭-৮ সন হইতে খুরাসানসহ সিজিস্তান [দ্র.] আল-হাজ্জাজের অধীনে ছিল

(আত-তাবারী, ২খ, ১০৩২-৪)। স্থানীয় শাসনকর্তার উপর দায়িত্ব অর্পিত ছিল সীমান্তবর্তী কাবুলিস্তান এলাকাকে বশীভূত রাখা। বিভিন্ন সূত্রে রুত্ববীল [দ্র.] (তবে সম্ভবত যুনবীল পড়া উচিত) নামে বর্ণিত উক্ত এলাকার শাসক মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করিতে থাকে। ৭৯/৬৯৮-৯ সনে জনৈক 'রুত্ববীল' আল-হাজ্জাজের নিযুক্ত প্রশাসক 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবী বাকরা-কে অন্ত্যস্ত শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করিলে আল-হাজ্জাজ এই অবস্থার চূড়ান্ত অবসানের লক্ষ্যে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। ইহা চমৎকার অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইবার কারণে ময়ূর বাহিনী (জুযু'স্ত-তাওয়াবীস) নামে পরিচিত হয়। ইহার নেতৃত্ব দানের জন্য তিনি পরপর দুইজন সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং চূড়ান্তভাবে 'আবদু'র-রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইব্নি'ল-আশ'আছকে মনোনীত করেন। এই নিয়োগটিই কুফায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'আবদু'র-রাহমানের জনৈক পিতৃব্য প্রশাসককে এই মর্মে সতর্ক করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে যে, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু আল-হাজ্জাজ তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে অস্বীকার করেন। আত-তাবারীর মতে (২খ, ১০৪২) এই সময়ে 'আবদু'র-রাহমান কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন তাহা অজ্ঞাত। একটি মতানুযায়ী (আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৬) তাঁহাকে জনৈক সামরিক নেতার বিরোধিতা নির্মূল করিবার জন্য কিরমানে পাঠানো হইয়াছিল। এই নেতা প্রয়োজনের সময় সিজিস্তান ও সিন্ধুর শাসনকর্তাকে সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই মতানুসারে প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী ইহাই তুলনামূলকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনারূপে প্রতীয়মান হয়, যদিও অপর এক স্থানে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি ময়ূর বাহিনীর সহিত গমন করেন (আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৪)।

Perier-এর Vie d'al-Hadjdjadj গ্রন্থে এই বিদ্রোহের একটি অতি দীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিটি ঘটনা বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি ও বক্তৃতা, পত্রাবলী ও কবিতাসমূহের অনুবাদ দ্বারা সমর্থিত। এইখানে কেবল একটি সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাতে কতিপয় ঘটনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, যেইগুলির মাধ্যমে এই ঘটনাটির উন্মেষ, বিকাশ ও হেতু বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, যাহা উমায়্যা খিলাফাতের পতন প্রায় আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ৮০/৬৯৯-৭০০ সনে ইবনুল-আশ'আছ সিজিস্তান উপস্থিত হন। তাঁহার পদক্ষেপ ছিল সেখানকার সেনা ছাউনিতে অবস্থানরত সৈন্যদলকে তাঁহার ময়ূর বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা। রুত্ববীলের পক্ষ হইতে প্রদত্ত প্রকটি শাস্তি প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া কাবুলিস্তান আক্রমণ করেন। তাঁহার রণকৌশল ছিল ইবন আবী বাকরার কৌশল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রাম ও দুর্গ দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে তিনি সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার দখলীকৃত এলাকাসমূহকে বার্তা সংগ্রাহক দলের মাধ্যমে সংযুক্ত করেন। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের সন্নিহিত এলাকাসমূহে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি বৃন্দ-এ প্রত্যাবর্তন করেন। আরও অভ্যন্তরে আক্রমণ বা অভিযান পরিচালনা ৮১/৭০০ সালের বসন্ত পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু তাঁহার এই পরিকল্পনা আল-হাজ্জাজকে জানান হইলে তিনি তাঁহাকে কতিপয় উদ্ধৃতি ও আপত্তিকর বার্তা প্রেরণ করেন এবং তাহাতে তাঁহাকে কাবুলিস্তানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিতে এবং তথায় আমৃত্যু শত্রুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বার্তায় সেনাবাহিনীর প্রতি জমি কর্ষণের আহ্বান ছিল, যাহা অভিযান স্থগিত রাখিবার মৌন সম্মতি বলিয়া মনে হইলেও (Perier, ১৬২) প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল

একটি হুমকি। তিনি বিদ্রোহাত্মকভাবে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সৈন্যদের ফসল বপন করাও উচিত। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত হইবার পূর্বেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দান করিবেন না। তাঁহাকে কাপুরুষ ও অযোগ্যরূপে অভিযুক্ত করিয়া আল-হাজ্জাজ তাঁহার বিরুদ্ধে যে প্রচারণা শুরু করেন তাহাতে 'আবদু'র-রাহমান নিশ্চিতভাবেই ক্রোধান্বিত হন (ইতিমধ্যেই তিনি এই প্রকার অভিযোগের প্রতি তাহার স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন), কিন্তু তিনি তাঁহার উপদেষ্টাবর্গের উপদেশ ব্যতিরেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ইবন কাছীর (৯খ, ৩৫) নির্দিষ্টভাবে একটি সভার উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে তিনি ইরাকী নেতৃবৃন্দের নিকট প্রশাসকের আদেশ ব্যক্ত করেন। সৈন্যবাহিনীর প্রতি তিনি অধিকতর কূটনৈতিক কায়দায় ভাষণ দেন। তিনি তাহাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্ভিন্ন, যেভাবে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন তাহার প্রতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমর্থন রহিয়াছে, এইগুলি দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করিবার পর আল-হাজ্জাজের আদেশ ও অভিযোগ সম্পর্কে তাহাদের অবহিত করিবার পর তিনি ঘোষণা করেন, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন, "এখন আমি তোমাদের সমকক্ষ একজনমাত্র। যদি তোমরা অগ্রযাত্রা কর তবে আমিও তাহা করিব। যদি তোমরা অস্বীকার কর, আমিও অস্বীকার করিব।" ইহার পর সৈন্যরা চিৎকার করিয়া বলে যে, তাহারা আল-হাজ্জাজের আদেশ মান্য করিবে না। সুপরিচিত কবি, বাগী ও হাদীছ-বেত্তা আবু তুফায়ল 'আমির ইবন ওয়াছীলা প্রশাসককে উৎখাত করার ঘোষণা করিলে এবং অপর একজন বক্তা সেনাদলকে ইরাক অভিযুখে যাত্রা ও তথা হইতে আল্লাহর শত্রুদের বিতাড়িত করার আহ্বান জানাইলে তাহারা ইবনুল-আশ'আছের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে ইবনুল-আশ'আছ রুত্ববীলের নিকট একটি চুক্তির প্রস্তাব করেন যাহা রুত্ববীল গ্রহণ করে যদি ইবনুল-আশ'আছ বিজয়ী হন, তবে তিনি রুত্ববীলকে কতিপয় সুবিধা প্রদান করিবেন; যদি তিনি পরাস্ত হন তবে রুত্ববীল তাহাকে সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করিবে। ইরাক অভিযুখে অভিযাত্রার সময়ে তাঁহার সহগামী কবিবর্গ অগ্রিমভাবে বিজয় উদ্‌যাপন করিতে থাকে; আ'শা হামদান-এর একটি কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আল হাজ্জাজ বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মত্যাগী ও উৎপীড়নের পথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহাকে শয়তানের বন্ধুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখ করা হয় যে, ইবনুল-আশ'আছ, মা'আদী ও ছাকাফীগণের বিরুদ্ধে কাহতানী ও হামদানীগণের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন (এইভাবে ইহাতে গোত্রীয় হিংসা ঘৃণা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মত রূপ প্রদান করা হয়)। বিদ্রোহী বাহিনী ফারস-এ উপনীত হইলে একটি নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব হয়। আকস্মিকভাবে ইহা বোধগম্য হয় যে, আল হাজ্জাজের উৎখাতের সঙ্গে সঙ্গে খলীফাকেও উৎখাত করিতে হইবে এবং তাহারা তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কুররা ও ধর্মোন্মাদগণ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহী বাহিনীর অধিকাংশ ভ্রাতৃ ইমামকে প্রত্যাখ্যান করার শপথ গ্রহণ করে এবং ইবনুল-আশ'আছের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের পুনঃঅঙ্গীকার প্রদান করে। ইবনুল-আশ'আছ পক্ষান্তরে তাহাদের নিকট বায়আত-এর শপথ প্রদান করেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি জ্ঞাত হইয়া আল-হাজ্জাজ বসরা গমন করেন এবং 'আবদু'ল-মালিককে সিরীয় সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। খলীফা তাঁহাকে একটির পর

একটি সেনাদল প্রেরণ করিতে থাকেন। তুসতার-এর সন্নিহিতে ইবনুল-আশ'আছের অধিবর্তী বাহিনী আল-হাজ্জাজের বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে (৯ অথবা ১০ মিলহাজ্জ, ৮১/২৪ অথবা ২৫ জানুয়ারী, ৭০১)। আল-হাজ্জাজ দ্রুত বসরা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন। এই প্রকার বিচক্ষণ তৎপরতা সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ এইরূপ কথিত হয়, ইবনুল-আশ'আছের সহিত ৩৩ হাজার অশ্বারোহী এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার পদাতিক সেনা ছিল। যেহেতু বসরায় আল-হাজ্জাজের পক্ষে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না, সেইহেতু তিনি নিজেকে আশ-যাবিয়াতে সুরক্ষিত করেন। ২৯ মিল-হাজ্জ 'আবদুর-রাহ'মান বসরায় প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রতিরক্ষা ব্যাহ সৃষ্টি করেন। এক মাস যাবত কয়েকটি খণ্ডবৃক্ষের পর সার্বিকভাবে আল-হাজ্জাজের বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয় (তাহাদের রসদের অভাব ঘটে), শেষ পর্যন্ত মুহ'ররামের শেষে, ৮২/মার্চ, ৭০১ সালের প্রারম্ভে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়। ইবনুল-আশ'আছ বিজয়ের প্রান্তদেশে উপনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু সিরীয় সুফয়ান ইবনুল-আবরাদ-এর সাহসিকতা ও দক্ষতায় পরিস্থিতি উল্টাইয়া যায়। বহু সংখ্যক কুররা (ইবন কাছীরপ্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহারা হইতেছে 'উলামা) নিহত হয়। আল-ওয়াকিদী প্রদত্ত ও পরবর্তীতে ইবন কাছীর দ্বারা পুনরুক্ত (৯খ, ৪০) এই যুদ্ধের প্রতি আরোপিত এমন কিছু তথ্য ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে ইহার পরবর্তীতে সংঘটিত দায়রুল-জামাজিম (দ্র.)-এর যুদ্ধে ঘটে। এই পরাজয়ের পর ইবনুল-আশ'আছ তাঁহার কৃফাবাসী সেনাবাহিনী ও বসরার অশ্বারোহী বাহিনীর সেরা অংশসহ কূফা শহরে গমন করেন। বসরায় তাঁহার নিম্নপদস্থ সেনাপতি হাশিমী 'আবদুর-রাহমান ইবন 'আব্বাস শহরে তাহার অবস্থান সুরক্ষিত রাখিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু বসরাবাসিগণ কালক্ষেপ না করিয়া আল-হাজ্জাজের প্রস্তাবিত আমান গ্রহণ করে (আমানটি ছিল দ্ব্যর্থক ও অনিশ্চিত; ইহা সত্ত্বেও তিনি অসংখ্য বিরোধী প্রায় ১১ হাজারকে হত্যা করিতে দ্বিধা করেন নাই)। সুতরাং একদল বসরাবাসীসহ তিনি কূফায় তাঁহার নেতার সহিত পুনরায় মিলিত হন। কূফায় আগমনের পর ইবনুল-আশ'আছ প্রথমে নগর দুর্গ হইতে আল-মাদাইন-এর একজন মাতার ইবন নাজিয়াকে বহিষ্কৃত করেন, শেষোক্ত ব্যক্তি বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; কেবল উক্ত মই ও অন্যান্য আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাসম্বলিত একটি সর্বাঙ্গক আক্রমণের পর তিনি নিজেকে উক্ত দুর্গে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। কূফায় অবস্থানকালে উমায়্যা শাসনে অসন্তুষ্ট অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে যোগদান করিলে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতা আয্যুব ইবনুল-হাকাম ইবন আবী 'আকীলকে বসরার নেতৃত্বে রাখিয়া আল-হাজ্জাজ কূফা অভিমুখে যাত্রা করেন (মধ্যসাফার, ৮২/এপ্রিল, ৭০১)। পশ্চিমধ্যে ইবনুল-আশ'আছের আদেশে অশ্বারোহী দলসমূহ তাঁহাকে বিব্রত করিতে থাকে। কূফার নিকটে একটি প্রশস্ত প্রান্তরে উপনীত হইলে তিনি দায়র কুররা (দ্র.)-তে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং 'আবদুর-রাহমান শহর ত্যাগ করিয়া দায়রুল-জামাজিম (দ্র.)-এ তাঁহার সৈন্যসহ ছাউনি স্থাপন করেন। এই সময় তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষের কাছাকাছি, যাহার এক লক্ষ ছিল নিয়মিত বেতনভুক্ত সৈন্য ও অবশিষ্ট মাওয়ালী। আল-হাজ্জাজের বাহিনী ছিল ক্ষুদ্রতর এবং তাঁহার অবস্থা ছিল অত্যন্ত নায়ক। কেননা কেবল অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেই তাঁহার বাহিনীর রসদ পৌঁছাইতে পারিত। ইহা সত্ত্বেও সিরীয় সহায়ক বাহিনী তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হয়। উভয় বাহিনী পরিখা খনন

করিয়া অবস্থান গ্রহণ করে এবং আল-যাবিয়ার ন্যায় এখানেও বেশ কিছুকাল খণ্ডবৃক্ষে লিপ্ত থাকে। যেহেতু দামিশ্কেয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরিস্থিতির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন, 'আবদুল-মালিক আল-হাজ্জাজের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহীদের সহিত আপোস-আলোচনা শুরু করিতে রাষী হন। তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ ও তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহর মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর প্রতি প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, তিনি আল-হাজ্জাজকে বরখাস্ত করিবেন, ইরাকী সেনাবাহিনীকে সিরীয়দের সমান বেতন প্রদান করিবেন এবং 'আবদুর-রাহমানকে তাঁহার পসন্দমত ইরাকের যে কোন শহরে প্রশাসকরূপে নিয়োগের আমন্ত্রণ জানান। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের এক সভায় এই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, যদিও 'আবদুর-রাহমান এক ভাষণে তাহাদের প্রতি এই প্রস্তাব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁহারা এই ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত ছিল যে, শত্রুপক্ষ কেবল তাহাদের অসুবিধাজনক অবস্থার কারণেই এই আপোস প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছে (প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে আল-হাজ্জাজের শিবিরে দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজমান ছিল) এবং নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত বিজয় তাহাদেরই হইবে। সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হইবার পরও উভয় বাহিনী দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান অব্যাহত রাখে। কথিত আছে, এই পরিখার যুদ্ধ প্রায় এক শত দিন বা প্রায় চারি মাস অব্যাহত ছিল এবং এই সময়ে সর্বমোট আটচল্লিশটি সংঘর্ষ ঘটে। গভর্নরের সর্বাপেক্ষা তিক্ত বিরোধী ছিল কারীগণ। তাহারা উন্মত্তভাবে স্থির বিশ্বাসী ছিল যে, তাহারা উমায়্যাগণের অধামিকতা দ্বারা বিপন্ন বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করিতেছে। তাহারা জাবালা ইবন যাহর ইবন কায়স আল-জু'ফীর ছকুমাধীন এক উপদলে নিজেদেরকে সংগঠিত করে এবং কেবল এই নেতার মৃত্যুর পরই তাহাদের সাহসিকতার অবসান ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। অবশেষে শাবান, ৮২/সেপ্টেম্বর, ৭০১-এ একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম দিকে ইবনুল-আশ'আছের সৈন্যবাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় থাকিলেও সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং ইবনুল-আশ'আছ তাহাদের পুনরায় সংগঠিত করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইবার পর কেবল সামান্য সংখ্যক সমর্থক সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পরিবারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য কূফা গমন করিবার পর তিনি বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে আল-হাজ্জাজ কূফায় প্রত্যাগমন করেন, তথায় একটি সংক্ষিপ্ত আদালত স্থাপন করেন এবং অসংখ্য বিদ্রোহী বন্দীকে হত্যা করেন। কিন্তু ইবনুল-আশ'আছ তথাপি পরাজিত হন নাই। তাঁহার সমর্থকগণের অন্যতম মুহ'ম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াল্লাস ইরাকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আল-মাদাইন দখল করেন। অপর একজন কুরায়শী 'উবায়দুল্লাহ ইবন সামুরা আল-হাজ্জাজের অধীনস্থ সেনাপতিকে বসরার কর্তৃত্ব তাঁহার নিকট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। কূফায় এক মাস অতিবাহিত করার পর আল-হাজ্জাজ পুনরায় তাঁহার অভিযান শুরু করেন এবং দাজলার তীরে মাসকিন নামক স্থানে সমবেত বিদ্রোহী বাহিনীর একটি সচেষ্ট শক্তিশালী অবশিষ্টাংশের সম্মুখীন হন। প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী স্থায়ী এই সংঘর্ষে তিনি ইবনুল-আশ'আছ'কে চূড়ান্তভাবে পরাভূত করেন এবং এই পরাজয় তাঁহার ঘোষিত বিদ্রোহের সমাপ্তি সূচনা করে। ইহার পর যে সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে, তাহা ছিল ইহার মৃত্যুযন্ত্রণামাত্র। ঝোঁপ-ঝাড় ও জলাভূমির মধ্য দিয়া জনৈক পশুপালকের পথ-নির্দেশনায় একদল সিরীয় সৈন্য বিদ্রোহীদের শিবিরে চকিত আক্রমণ করে। একই সঙ্গে আল-হাজ্জাজ

অপর দিক হইতে তাঁহাদের উপর হামলা চালান। পলায়ন তৎপর বহু সংখ্যক বিদ্রোহী নিজেদের নদী মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং সলিল সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহা ছিল ইবনুল-আশ'আছের তৃতীয় পরাজয়। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি এইবার সিজিস্তান অভিমুখে পলায়ন করেন। পলায়নের সময় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরিত 'উমারা ইবনুল-ত-তামীমা আল-লাখমীর নেতৃত্বাধীন আল-হাজ্জাজের সেনাদলের সহিত তাঁহাকে পুনরায় সংগ্রাম করিতে হয় (ইবন কাছীরের বর্ণনানুসারে ৯৬, ৪৭, ইবন গান্ম)।

সিজিস্তান পৌঁছিলে তিনি পুনরায় সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হন। যারা -এ তাঁহার আমিল তাঁহার জন্য নগর তোরণ উন্মুক্ত করিতে অস্বীকার করেন; বুসত-এর আমিল তাহা উন্মুক্ত করেন, কিন্তু আল-হাজ্জাজের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলিত করেন। আল-আশ'আছের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া রুতবীল উক্ত আমিলকে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য করেন এবং কয়েক মাস পূর্বে প্রদত্ত অস্বীকার পালনের উদ্দেশে তাঁহাকে নিজের সঙ্গে কাবুলিস্তান লইয়া যান এবং তথায় তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৬০ হাজার পলাতক সৈন্য পুনরায় সিজিস্তানে সম্মিলিত হয়। তাঁহারা ইবনুল-আশ'আছকে পুনরায় সংগ্রাম শুরু করিতে আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি সম্মত হন (বিশ্বাসঘাতক আমিল-এর সহিত তাহার মুকাবিলা ও ইহার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের জন্য আরও দ্র. ইবন কাছীর, ৯৬, ৪৮ প; ইহাতে আল-ওয়াকিদীর প্রদত্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে)। কিন্তু আল-হাজ্জাজের সেনাপতি 'উমারা অহসর হইলে ইবনুল-আশ'আছের সমর্থকবৃন্দের অধিকাংশ তাঁহাকে প্রতিরোধ প্রদানে সমর্থ হইবে না-এই ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া খুরাসান গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহাদের আশা ছিল, সেখানে তাহারা নূতন সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইবে এবং আল-হাজ্জাজ অথবা 'আবদুল-মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদেরকে রক্ষা করিতে পারিবে। ইবনুল-আশ'আছ তাহাদের সহিত ছিলেন। কিন্তু 'উবায়দুল্লাহ ইবন সামুরার নেতৃত্বে ২ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দল ত্যাগ করিলে তিনি তাহার সমর্থকগণের মধ্যে আর একটা বজায় নাই এই অজুহাত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত অনুগামী হইতে ইচ্ছুক এইরূপ সেনাদলসহ রুতবীলের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। খুরাসানে অবস্থানরত অবশিষ্ট বাহিনী ইতোমধ্যে উল্লিখিত হাশিমীকে তাহাদের নেতা নির্বাচন করে ('আবদুর-রাহ-মান ইবন 'আব্বাস ইবন রাবী'আ ইবনি'ল হারিছ ইবন 'আবদি'ল মুত্তালিব; আল-ওয়াকিদী ইবন কাছীরের বর্ণনায় 'আবদুর রাহমান ইবন 'আয়াশ ইবন আবী রাবী'আ ইবনি'ল হারিছ ইবন 'আবদি'ল-মুত্তালিব); ইহার অনতিকাল পরেই যাবীদ ইবনুল-মুহাল্লাব তাহাদেরকে যুদ্ধে জড়িত করিলে তাঁহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তাহাদের নেতৃত্বদকে বন্দীরূপে আল-হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করা হয়, যিনি ইহাদের প্রায় সকলকে হত্যা করেন। নির্মম প্রশাসক যখন প্রতিশোধ গ্রহণে ও গণদণ্ড প্রদানে ব্যস্ত, 'আবদুর-রাহ-মান তখন রুতবীলের দরবারে বসবাস করিতেছিলেন। কিন্তু পুনরায় তিনি সংকট সৃষ্টি করিতে পারেন এই আশংকায় আল-হাজ্জাজ অবিরামভাবে তাঁহার আশ্রয়দাতার নিকট পত্র প্রেরণ করিত থাকেন। এই সকল পত্র তাঁহাকে তাহাদের হাতে অর্পণ করার প্রচেষ্টায় কখনও হুমকি, কখনও লোভনীয় অস্বীকার প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত রুতবীল নতি স্বীকার করেন। 'আবদুর-রাহ-মানের মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছে। কথিত আছে, স্বয়ং রুতবীল তাঁহাকে হত্যা করেন অথবা তিনি কোন প্রকার ব্যাধিতে ইনতিকাল

করেন এবং আল-হাজ্জাজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার খণ্ডিত মস্তক তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। তবে বিভিন্ন সূত্র সাধারণভাবে যে বর্ণনাটি গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক : আল-হাজ্জাজের নিকট প্রেরিত হওয়ার জন্য যখন তাঁহাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় উমারায় বন্দী রাখা হয় তখন তিনি রুখখাজ-এর একটি দুর্গ শীর্ষ হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করেন এবং পতনের সময় তাহার সহিত যে ব্যক্তিটি শৃঙ্খলিত ছিল, তাহাকেও টানিয়া লইয়া যান (৮৫/৭০৪)।

কালপঞ্জী : ঘটনাসমূহের কাল-নির্ঘণ্ট সুনিশ্চিত নয়, কারণ যদিও কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যথাঃ তুসতার ও আল যাবিয়া-এর যুদ্ধের দিন ও মাস সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রসমূহ একমত্য পোষণ করিলেও বৎসর সম্পর্কে তাহারা সেইরূপ একমত্য নন। Wellhausen (Ar. Reich, 150 f., ইং. অনু., পৃ. ২৪১ প.) এই প্রশ্নটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং উপরে উল্লিখিত তারিখসমূহে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদ্রোহের প্রারম্ভের জন্য ৮১ ইবনুল-আশ'আছ-এর তিনবার পরাজয়বরণ ৮২ সালে, সিজিস্তানে গোলযোগ ও খুরাসানে সংঘর্ষের জন্য ৮৩ সাল, আল ওয়াকিদী (আত-তাবারীতে উদ্ধৃত, ২খ, ১০৫২ ও ১১০১; তু. ইবন কুতায়বা, মা'আরিফ, ১৮১ প.)-র মতে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে ৮২ সালে, আল-যাবিয়ার যুদ্ধ ৮৩-তে এবং ইহার পর সন্ত্রস্তিহীনভাবে দায়রুল-জামাজিম-এর যুদ্ধের সালরূপে ৮২-এর উল্লেখ করিয়াছেন; সঙ্গে তিনি যোগ করিয়াছেন যে, অপরাপর কতিপয় সূত্রের মতে ইহা ৮৩-তে ঘটে (আত-তাবারী, ২খ, ১০৭০)। এই কালপঞ্জীটি পূর্বতনটির সহিত এবং বিভিন্ন ঘটনার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একইভাবে একমাত্র আবু মিখনাফ (আত-তাবারী, ২খ, ১০৯৪)-এর প্রদত্ত একটি যবানীতে উল্লিখিত তারিখ ১৪ জুমাদা-২, ৮৩/১৫ জুলাই, ৭০৩ ও একইভাবে অগ্রহণযোগ্য। যদি বসরার নিকট অনুষ্ঠিত সংঘর্ষের জন্য ৮৩ সাল মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই সকল সংঘর্ষ ও দায়রুল-জামাজিমের চূড়ান্ত যুদ্ধের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধান থাকে। যদি কেহ বসরার সন্নিকটের সংঘর্ষ ৮২ সালে সংঘটিতরূপে চিহ্নিত করেন, তবে মধ্যবর্তীকালের ব্যবধান অসম্ভব রকম দীর্ঘ হইয়া যায় (দ্র. perier, ১৮৬, নং ৩)। ইবন কাছীর (৯৬, ৪২ ও ৪৭) কুফার নিকটে অনুষ্ঠিত পরিখার যুদ্ধের সময়সীমা দীর্ঘায়িত করিয়াছেন, যাহাতে ইহা তাহার প্রদত্ত ৮২ সালের বিবরণী সম্পূর্ণ করে এবং কতিপয় বিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধ ও দায়রুল-জামাজিমের চূড়ান্ত যুদ্ধকে ৮৩ সালের বিবরণীতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি বিভিন্নমুখী বিবরণীসমূহকে সমন্বয় করার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রদত্ত সমাধানটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইহার ফলে দায়রুল-জামাজিমে পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় দুই সেনাবাহিনী যে চার মাস সময় অতিবাহিত করে, তাহা তাহাকে উপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্রোহের হেতু : আরবীয় সূত্রসমূহের প্রায়শই একটি প্রবণতা দেখা যায় যে, তাঁহার ব্যক্তি বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিতে গিয়া তাহারা এই দুই প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক ঘৃণার ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। অপরপক্ষে বাস্তব তথ্য এইরূপ কোন ঘৃণার অস্তিত্বের নির্দেশনা প্রদান করে না। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গভর্নর ইবনুল-আশ'আছকে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। কথিত আছে, অন্যান্য কার্য সম্পাদনার জন্য তিনি তাহাকে

কিরমানে প্রেরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে ময়ূর বাহিনীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং যে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সম্ভবত নিজের উপর তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাসই তাঁহার এই অন্ধত্বের কারণ (তু. আত-তাবারী, ২খ, ১০৪৪) অথবা তাঁহার জন্য বিব্রতকর এবং সম্ভবত বিপজ্জনক এই ব্যক্তিটিকে তিনিও ইরাক হইতে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একজন সাধারণ বংশোদ্ভূতরূপে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিন্দীকে ঘৃণা করিতেন— এই ধারণাটি যদি সত্য হইত তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই তাহাকে এত অধিক সহায়তা ও আনুকূল্য প্রদান করিতেন না এবং যদি তিনি তাহার প্রতি ইবনুল-আশ'আছের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে অবহিত থাকিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তে এরূপ কোন সুবিধা প্রদান করিতেন না, যাহার মাধ্যমে আশ'আছ তাহার বিদ্রোহপ্রসূত ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ৮১-এর হেমন্তকাল পর্যন্ত আশ'আছ বিশ্বস্তভাবে তাহার উর্ধ্বতনের আদেশ পালন করেন। সুতরাং দেখা যায় যে, 'আরব সূত্রসমূহের বিপরীতে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা না হইলেও অন্ততপক্ষে ইহার প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান করিয়া অন্যত্র এই বিদ্রোহের প্রকৃতি অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। von Kremer তাঁহার রচিত *Culturgeschichtliche Streifzuge* (২৩ প.) ও *Culturgeschichte des Orients*, (১খ, ১৭২ প.) ও A. Muller-এর *Cap an Vloten*, ১৭, ২৬ দ্বারা অনুসৃত) গ্রন্থদ্বয়ে ইবনুল-আশ'আছের বিদ্রোহকে মাওয়ালী আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা সুনির্দিষ্টভাবে বসরা ও কূফায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারিগণের প্রারম্ভিক কাল হইতে মুসলিম 'আরবগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভের সহিত সংযুক্ত। Wellhausen (Ar. Reich, ১৫১ প. ইং. অনু. ২৪৩ প.) যদিও ইহা স্বীকার করেন যে, ইহাদের নেতা আল-মুখতারের পতনের মাত্র কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং আল-হাজ্জাজ এমন কিছু ব্যবস্থা কার্যকর করিয়াছিলেন যাহার ফলে নূতন দীক্ষিতগণের জন্য কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, তথাপি তিনি এই ধারণার সহিত একমত নহেন যে, ইবনুল-আশ'আছের বিদ্রোহ আল-মুখতারের বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায় ছাড়া ভিন্নতর কিছু নয়। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, মাওয়ালীগণ বিরাট সংখ্যায় তাহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে, যাহা তৎকালীন রীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং যদিও তাহারা নিশ্চিতভাবেই 'আরবদের সমর্থক সিরীয় সরকারের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিল, তথাপি তাহাদের দাবীসমূহই এই বিদ্রোহের মূল হেতু ছিল না। তাহার মতে বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল সরকারী কর্তৃত্বের উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী প্রতিনিধি, সাধারণ বংশীয় আল-হাজ্জাজের বিরুদ্ধে 'আরব সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের বিরোধিতা ঘোষণা বিভিন্ন 'আরব গোত্র তাহাদের নেতৃত্বদেহকে আরও স্বেচ্ছায় অনুসরণ করিয়াছিল এই কারণে যে, বিভিন্ন যুদ্ধে তাহাদের দীর্ঘ অংশগ্রহণ ও দূরবর্তী প্রদেশসমূহের সেনাঘাটিতে তাহাদের অবস্থান ক্রমশ দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু কেবল কূফাবাসী যামানীগণই ইবনুল-আশ'আছকে তাহাদের নেতারূপে বিবেচনা করে নাই, একই সঙ্গে অন্যান্য গোত্র ও বসরার অন্যান্য দল তাহার প্রতি সমর্থন দান বন্ধ করে নাই, সেইজন্য Wellhausen আরও বলেন যে, এই বিদ্রোহের মাধ্যমে যাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতেছে সিরীয় শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের জন্য ইরাকীগণের একটি নূতন প্রচেষ্টা এবং সিরীয় সামরিক বাহিনী ব্যবহার

ও তাহাদেরকে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। Wellhausen-এর এই সকল যুক্তি অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য, কিন্তু কুররা শ্রেণীর প্রবলভাবে অংশগ্রহণ সত্ত্বেও তিনি যখন উল্লেখ করেন যে, এই বিদ্রোহে কোন প্রকার ধর্মীয় ভাবধারা ছিল না, তখন মনে হয় তাঁহার বিবেচনা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সম্ভবত এই বিদ্রোহকে দুইটি স্বতন্ত্র পর্বে চিহ্নিত করা উচিত। প্রারম্ভে ইহা ছিল কেবল একটি সেনাবিদ্রোহ। রাজনীতিক আল-হাজ্জাজ একজন সমরবিশারদ ব্যক্তিরূপে স্বীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করেন এবং দূর হইতে এমন একজনকে চরম আদেশ প্রদানের ঝুঁকি গ্রহণ করেন যাহার সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল, যিনি সুপরিজ্ঞাত ছিলেন যে, শীত মৌসুমে কাবুলিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল চলাচলের অযোগ্য থাকে এবং যাহার দূরদৃষ্টি ছিল যে, এই সময়ে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করার যে কোন প্রচেষ্টা দুই বৎসর পূর্বে ইবন আবী বাকরা-এর সেনাবাহিনী যে চূড়ান্ত দুর্বোলের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তিই ঘটাইবে। এই আদেশের প্রতি সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়াও বোধগম্য। কিন্তু বিদ্রোহী বাহিনীর ইরাক অভিমুখে যাত্রার সময়ে ও তথায় উপস্থিত হইবার পর বিদ্রোহের চরিত্র পরিবর্তিত হয় এবং ধর্মীয় ভাবধারাটি ক্রমশ প্রকট ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার মূল্যায়নের জন্য সিজিস্তানে অবস্থানকালে ইবনুল-আশ'আছকে প্রদত্ত তাহার সৈন্যদের বায়'আত-এর সহিত ফারস-এ অবস্থানকালে তাহাদের নেতা ও তাহাদের মধ্যে বিনিময়কৃত বায়'আত তুলনা করাই যথেষ্ট। এই সময়ে তাহারা তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ (বায়'উহ) গ্রহণ করে এবং তিনি তাহাদের বলেন, "আল্লাহর শত্রু আল-হাজ্জাজকে উৎখাত করিতে আমাকে সাহায্য কর (তুবায়ি উনী), আমাকে সমর্থন দাও এবং আমার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান কর, যতদিন না আল্লাহ তাহাকে ইরাক হইতে বিতাড়িত করেন।" জনতা তাঁহার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করে (বায়'আছ, আত-তাবারী, ২খ, ১০৫৫); ইসতখর (আত-তাবারী, ২খ, ১০৫৮)-এ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি ছিল ভিন্ন। জনগণ ইবনুল-আশ'আছের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল (বায়'উহ), কিন্তু তিনি নিম্নোক্ত বায়'আত দ্বারা তাহাদের জওয়াব দান করেনঃ 'তোমরা আল্লাহর কলাম ও তাঁহার রাসূল (স)-এর সুন্য রক্ষা, ইমান্তিপূর্ণ ইমামগণকে উৎখাত এবং যাহারা রাসূল (স)-এর আত্মীয়-পরিজনদের রক্তপাতকে ন্যায় (আল-মুহিল্লীন) জ্ঞান করে, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অঙ্গীকার করিয়া শপথ (তুবায়ি উনা) গ্রহণ করিবে'। যখন তাহারা 'হ্যাঁ-সূচক জওয়াব প্রদান করে কেবল তখনই তিনি তাহার বায়'আত (বায়'আ) প্রদান করেন (আত-তাবারী, ২খ, ১০৫৮; ইবন কাছীর, ১খ, ৩৬)। এইরূপ মনে করিবার সম্ভব কারণ রহিয়াছে যে, পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহের নিয়ন্ত্রণ তাঁহার হস্তচ্যুত হয় যদিও তিনি সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যান। তাঁহার ক্ষমতাহ্রাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হইতেছে দায়রুল-জামাজিমে প্রধানগণের সমাবেশে খলীফা আবদুল-মালিকের প্রস্তাব গ্রহণে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ প্রত্যাখ্যাত হওয়া (আত তাবারী, ২খ, ১৭০৪ প.)। কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ দ্বারাও ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। কোন সূত্রে সংগ্রাম চলাইয়া যাওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের প্রতি ইবনুল-আশ'আছের কোন ভাষণের উদ্ধৃতি নাই, যাহা আছে তাহা হইতেছে কোন বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর প্রতি এই অবস্থায় কোন সামরিক নেতার জন্য স্বাভাবিকভাবে প্রদত্ত কতি য় নির্দেশমাত্র (আত-তাবারী ২খ, ১০৯৫)। অপরপক্ষে এই সকল সূত্রে কুররা শ্রেণীর উগ্র ভাষণসমূহের উল্লেখ করিয়াছে যাহাতে প্রচলিত ধর্মবিরোধী প্রবর্তক এবং সত্যত্যাগী ও

অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশ্বাস ও পার্থিব সম্পত্তির (দীনা কুম ওয়া দুনয়াকুম) নিরাপত্তা বিধানের আহ্বান করা হইয়াছে। কারণ যদি অপর পক্ষে (নিঃসন্দেহে উমায়্যাগণ) বিজয়ী হয় তবে তাহা এই উভয়েরই ধ্বংস সাধন করিবে অথবা ঘোষণা করে যে, পৃথিবীতে তাহাদের তুলনায় অধিকতর অত্যাচারী ব্যক্তি আর কেহ নাই (আত তাবারী, ২খ, ১০৮৬ প.)। ইহা সত্য যে, কাহিনীকারগণের এই শ্রেণীর ভাষণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্রোহ সূচনা করেন তাহা দ্বারা বিদ্রোহের সমর্থনে পরিচালিত প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে তাহাদের সম্পূর্ণ নীরবতা অত্যন্ত চমকপ্রদ। কুররাগণ যখন মৃত্যুবরণের শপথ গ্রহণ করে এবং বাস্তবিকভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, তখন ইবনুল-আশ'আছ খলীফার সহিত আপোস স্থাপনে ও অস্ত্র সংবরণের প্রতি অনুরাগী হন। যখন ইহা নিশ্চিত হইয়া উঠে যে, তাহাদের বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে তখনও তিনি অপরাপর বহু নেতার ন্যায় নিজেকে যুদ্ধের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ না করিয়া সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ হইতে পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। আয়-যাবিয়ার পরাজয়ের পর তিনি পশ্চাদপসরণ করেন, দায়রুল-জামাজিম ও আল-মাসকিনের পরাজয়ের পর পলায়ন করেন এবং খুরাসানে সঞ্চারিত অব্যাহত রাখিতে অস্বীকার করেন। এইরূপ মনে হয় যে, তিনি কেবল এই কারণেই যুদ্ধ চালাইয়া যান যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। সম্ভবত তিনি হত্যোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, অপরাপর উদ্দেশ্যে এখন সেই লক্ষ্যকে স্থানচ্যুত করিয়াছে যাহার জন্য বিভিন্ন গোত্র প্রধান (আরব অভিজাত শ্রেণী) ও ইরাকী সেনাদল প্রথমে তাহার অভিযানে যোগদান করিয়াছিল এবং তিনি সেইগুলিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। বিপ্লবের ব্যাপ্তি যে বর্ধিত হইয়া ক্রমশ যে সকল ব্যক্তি উমায়্যা রাজত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহারা তাহাদের প্রতিশোধের জন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে সমর্থন সন্ধান করিতেছিল এবং যাহারা প্রায়শই ছিল মাওয়ালী, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল, তাহা আল-হাজ্জাজের হস্তে পতিত বিদ্রোহী বন্দীদের প্রতি তাহার আচরণ হইতেও প্রমাণিত হয়। কথিত আছে (আত-তাবারী, ২খ, ১০৯৭), তিনি সকল কুরায়শী, সকল সিরীয় ও দুই সারিস (সিফফীনে ঘোষিত) গোত্রভুক্ত সকল সদস্যকে চরম শাস্তি প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করেন। উপরন্তু তিনি তাঁহার বন্দীদের নিকট হইতে সর্বোপরি এই মর্মে ঘোষণা আদায় করেন যে, তাহারা ছিল ধর্মে অবিশ্বাসী (কাফির; আত-তাবারী, ২খ, ১০৯৬; তু. মাস'উদী, মুরাজ, ২খ, ৩৫৮) ও বিপ্লবে সহায়তা দানকারীদের সহিত যুক্ত এবং পারসিক মাওয়ালীগণকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করেন (আল বালায়ুরী, ফুতুহ, পৃ. ৩৭৩-৪; আল-মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ২৮৬)। আরবদের প্রতি তাঁহার ক্ষমা প্রদর্শন ও হায়ার হায়ার মাওয়ালীর প্রতি তাহার কঠোর শাস্তি প্রদানে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি শেষোক্ত দলকেই বিদ্রোহ দমনের পরও সর্বোপেক্ষা বিপজ্জনক ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ প্রধান উৎসসমূহ হইতেছেঃ (১) তাবারী, (২খ, ১০২৩-৫, ১০৪২-৭, ১০৮৫-১১১০, ১১৩২-৬ এবং নির্যট), ইনি প্রধান কাহিনীকার আবু মিখনাফ এবং তাঁহার রচিত কিতাব দায়রুল-জামাজিম ওয়া খাল 'আবদি'র-রাহমান ইবনুল-আশ'আছ (ফিহরিস্ত, ৯৩) নামক পুস্তিকার উপর; এবং Ahlwardt সম্পাদিত Anonyme arabische

chronik (৩০৮-১০, ৩১৮-৫৯)-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহাদের সহিত (২) ইবন কাছীর প্রণীত বিদায়া যুক্ত হইতে পারে। কেননা ইহার ধারাবাহিক বর্ণনা প্রাঞ্জল এবং ইহা ওয়াকিদী হইতে কতিপয় বিস্তারিত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছে। অন্য সূত্রসমূহ হয় গুরুত্বপূর্ণ নূতন কোন তথ্য প্রদান করে না অথবা পাঠকের নিকট অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। (৩) দীনাওয়ালীর ন্যায় একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার (তিওয়াল, ২৫৩, ৩২২-৫) একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন যাহাতে বিদ্রোহটি হইতেছে কৃফায় পরিচালিত প্রচারণারফল এবং যাহাতে ইবনুল-আশ'আছ ধর্মীয় যুক্তি প্রদান করেন এবং যাহাতে বিদ্রোহিগণ এই শহর হইতে যাত্রা শুরু করে; (৪) অন্যান্য গ্রন্থকার, যথাঃ আল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা-এর গ্রন্থকার তথ্য-সমূহের ব্যবহার করিয়াছেন কেবলমাত্র সাহিত্যিক চরিত্রের কতিপয় ঘটনা ও ভাষণের সূচনারূপে এবং ইহারা সম্ভবত অপ্রামাণিক। ইহা ছাড়া তথ্যের জন্য এইগুলি পাঠ করা যাইতে পারে (৫) তাবারী (Zotenberg), ৪খ, ১২৭-৪৮; (৬) ইবন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা, কায়রো ১৩২২/১৯০৪, ২খ, ৫১ প., ৫৬-৮৬; (৭) বালায়ুরী, আনসাব, ৫খ, ২২৯, ২৬০, ২৬২ প., ২৭৬, ৪খ, ৬০ (বিদ্রোহের পূর্বের ঘটনাবলী); (৮) ঐ লেখক, ফুতুহ, ৬৭, ২৯৩, ৩২৩, ৩৯৯ প., ৪১৭; (৯) যাকুবী, Historiae ২খ, ৩৩১-৪; (১০) মুবাররাদ, কামিল, ১৫৪ ১৫৫, ১৭৬, ৬৫৪, ৬৫৫; (১১) ইবন রুসতা, in BGA, ৭খ, ২০৫, ২২৯, ২৮২ প.; (১২) মাস'উদী, তানবীহ, in BGA, ৮খ, ৩১৪-৬; (১৩) ঐ লেখক, মুরাজ ৫খ, ৩০২-৫ এবং নির্যট (কতিপয় ভুল তথ্যসহ, যথাঃ রুত্বীল ভারতের জনৈক রাজা ছিলেন); (১৪) আগানী, ৫খ, ১৫৩-৫, ১৬১, ১০খ, ১১০, ১১১, ১৯৩, ১৪০, ১৫৪-৬ এবং নির্যট; (১৫) তানবীখ-ই-সীসতান, সম্পা. বাহার, তেহরান ১৯৩৫ খ., ১১২-৮; (১৬) ইবনুল-আছীর, কামিল, ২খ, ২২৪; ৪খ, ২৬, ২২৫, ২৮০, ৩৩৩-৬, ৩৬৫-৭, ৩৭০-৯, ৩৮৩-৯, ৩৯৯-৪০১ এবং নির্যট; (১৭) সিবত ইবনুল-জাওয়ী, মিরআতুয-যামান, ২৫৯r-৬০r., ২৬৮r.-২৬৯v., ২৭২r., ২৮৬v.-২৮১r.; (১৮) ইবন শাকির আল কুতুবী, 'উযুনু'-তাওয়ালীখ, পাণ্ডুলিপি প্যারিস, 3v.-5r., 6r., and v, 8r.-9r. 10r; (১৯) সাফাদী, ওয়াকী, পাণ্ডুলিপি. Bodl., fol. 107r.-v.; (২০) ইবন কাছীর, বিদায়া, ৯খ, ৩৫-৭, ৩৯-৪২, ৪৭-৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫; (২১) ইবন খালদুন, বৃলাক, সম্পা. ১২৮৪ হি., ৩খ, ৪৭-৫০, ৫২। 'আরবীয় সূত্র সম্পর্কে ও অপরাপর নির্দেশনার জন্য দ্র. ৪ (২২) L. Caetani, Chronographia islamica, ৮১ হি., ৯৭০-৮২ হি. ৯৮০ প., ৮৫ হি., ১০২৬; (২৩) ফারায়দাক প্রণীত একটি দীর্ঘ বিদ্যপাত্তক কবিতার জন্য দ্র. তাঁহার দীওয়ান, সম্পা. Hell. নির্যট, ১৯ অনু. Boucher, 623-33; (২৪) G. Weil, Geschichte d. chalifen, ১খ. ৪৪৯-৬৫; (২৫) J. Wellhausen, Das Arabische reich, 145-56, 157-8, নং-১ (ইরেজী অনু. Weir ২৩২-৪৮, ২৫২). (২৬) A. Muller, Der Islam im Morgem und Abendland, ১খ, ৩৯০-২; (২৭) W. Muir, The caliphate, পৃ. ৩৪৭-৯; (২৮) Perier, vie dal Hadjdjad ibn Yousof, প্যারিস ১৯০৪ খ., পৃ. ১২৯-৩২, ১৫৮-৬৬, ১৬৭-২০৪ এবং নির্যট।

L. Vecchia Vaglieri (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবনুল-আশ'আছ (দ্র. হামদান রাসমাতে)

ইবনুল-আস্‌সাল (ابن العسال) : মধু ব্যবসায়ী, কিবতী (قبلى) পরিবারভুক্ত। মূলত এই পরিবার এক অজ্ঞাত সময়ে মধ্য মিসরের বেনি সুয়েফ প্রদেশের সাদামানুত গ্রাম হইতে আসিয়া কায়রোতে বসতি স্থাপন করেন। এইখানে ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে আয়্যুবী দরবারে ইহার সদস্যবর্গ ধনসম্পদ ও মর্যাদায় উচ্চ আসন লাভ করেন। তাহারা রাজধানীতে একটি বাসগৃহের মালিক হন এবং স্থায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের আসন দখল করেন। তাহাদের ইতিহাস অস্পষ্ট হইলেও তাহাদিগকে মধ্যযুগের সর্বোচ্চ শিক্ষিত কিবতীদিগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত।

মিসরের আধুনিক যুগের গোড়ার দিকের ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগীয় খৃষ্ট-আরবী সাহিত্যে ইবনুল-আস্‌সালকে শুধুমাত্র একক ব্যক্তি হিসাবে অস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তৎপর ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে Renaudot (পৃ. ৫৮৫-৮৬ গ্রন্থাবলী নিম্নে উক্ত হইল) উদ্‌ঘাটন করেন যে, উক্ত নামে আলাদা দুই ভাই স্বাধীনভাবে সাহিত্য রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাহাদের কিছু পাণ্ডুলিপি শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় Rieu (পৃ. ১৮) এই সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হন যে, তাহারা ছিলেন তিন ভ্রাতা, দুই ভ্রাতা নহেন। অতঃপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন সূত্র (বিশেষ করিয়া প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনেল) হইতে ম্যালন (JA, ১৯০৫ খৃ., ৫০৯-২৯) Rieu-এর সমর্থন করেন এবং প্রমাণ করেন যে, এই তিনজন আওলাদুল-আস্‌সাল মধু উৎপাদনকারী বা মধু ব্যবসায়ীর পুত্রগণ-এই যৌথ নামে প্রচুর সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। অনুমিত হয় যে, উক্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার উপাধি ও পেশা ইহাই ছিল। যাকুব, নাখলা, রুফায়লা সহ কপটিক ঐতিহাসিকগণ (পৃ. ১৮৫) এবং কপটিক ইতিহাস কমিশন (লাজনাতু'ত-তারীখিল-কিবতী, পৃ. ১৪৮-৫২) "আওলাদুল-আস্‌সাল"-এর সহিত পিতা ও চতুর্থ ভ্রাতা যুক্ত করিয়া উহাদের সংখ্যায় দুইজন যোগ করেন। তাহারাও আয়্যুবী আমলাতন্ত্রে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যদিও সমৃদ্ধ সাহিত্যের নিদর্শন শুধু অন্য তিন জনই রাখিয়া যান। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে Higgins (নিম্নে দ্র.) বহু পরিশ্রম করিয়া এক নূতন মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাহার মতে আওলাদুল-আস্‌সাল দুইটি স্বতন্ত্র বংশ ছিল-এক বংশ ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং অন্য বংশ ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে। যুক্তিটি বৃটিশ মিউজিয়ামের একমাত্র পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠার (colophon বা পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় নাম তারিখ ইত্যাদি লিখিত থাকে) অনিশ্চিত তারিখের (৫০০/১১০৭) ভিত্তিতে রচিত বিধায় বর্তমানে আমরা ৭ম/১৩শ শতাব্দীর বংশই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব।

আওলাদুল-আস্‌সাল-এর পূর্ণ নামগুলি নিম্নরূপ : (ক) আবুল-ফাদুল ইবন আবী ইসহাক ইবরাহীম ইবন আবী সাহল জিরজিস ইবন আবি'ল-মুসর য়ুহান্না ইবনিন'ল আস্‌সাল, পিতা; তিনি "আল-কাতিব আল-মিসরী" অর্থাৎ মিসরী সচিব নামে পরিচিত। তিনি ফাখরুদ-দাওলা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন; (খ) আস্-সাফী আবুল-ফাদাইল ইবনুল-আস্‌সাল, সাফিমুদ্-দাওলা উপাধিসম্বলিত; (গ) আল-আস'আদ আবুল-ফারাজ হিবাতুল্লাহ ইবনুল-আস্‌সাল; (ঘ) আল-মু'তামান আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনুল-আস্‌সাল, মু'তামানু'দ-দাওলা উপাধি সম্বলিত; (ঙ) আল-আমজাদ আবুল-মাজদ ইবনুল-আস্‌সাল, যিনি সৈন্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সচিব ছিলেন। প্রথমোক্ত দুইজন সহোদর ভ্রাতা হিসাবে বর্ণিত; শেষোক্ত দুইজন তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

আস-সাফী, আল-আস'আদ এবং আল-মু'তামান সাহিত্যিক হিসাবে তালিকাভুক্ত। আপাত গুরুত্ব থাকিলেও বহু সংখ্যক রচনা হইতে আরও তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের জীবনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান স্বল্প থাকিবে। আর এই সব গ্রন্থই আওলাদুল-আস্‌সাল সম্পর্কে গবেষণা করিবার প্রধান উৎস। তাহারা সকলেই চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন যখন মিসর উহার উপকূলসমূহে ক্রুসেডের উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিহত করে। পরিণামে দামিয়েত্তার পতন (১২৪৮) ঘটে এবং ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে মানসু-রার প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ফরাসীরাজ নবম লুই চরমভাবে পরাজিত ও বন্দী হন। এই সময়ের আয়্যুবী শাসনাধীনে আওলাদুল-আস্‌সালগণের দৃঢ় অবস্থান ইহাই প্রমাণ করে যে, কিবতীগণ শাসক বংশের অনুগত এবং ক্রুসেডের বিরোধী ছিল। এই ক্রুসেড আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ছিল ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি, যাহা ধর্মদ্রোহিতা অপেক্ষা জঘন্য পাপ হিসাবে গণ্য।

তাহাদের তৃতীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, আস-সাফী ও আল-আস'আদ উভয়েই ৬৫৮/১২৬০ সালের পূর্বে ইনতিকাল করেন। এই তিনজনের প্রধান গ্রন্থগুলি আনুমানিক ৬২৭-৩৭/১২৩০-৪০ এর দশকে লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তাহারা সকলেই বিজ্ঞান ও মানবিক-উভয় ক্ষেত্রেই প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাহারা সকলেই 'আরবী লিখন পদ্ধতিতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অধিকন্তু কপটিক, গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন।

আয়্যুবী যুগের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র মিসরে কপটিক ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যদিও ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হইতেছিল যে, 'আরবী ভাষা ইহার অস্তিত্বের পক্ষে ভয়ানক বিপদ। তাই এক নূতন পণ্ডিতগোষ্ঠীর উদ্ভব হইল, যাহারা 'আরবীতে কপট ভাষার ব্যাকরণ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহাদের পূর্বপুরুষের ভাষার সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবার জন্য কপট-আরবী অভিধান সংকলন করিলেন। নিম্নে প্রদত্ত তাহাদের রচনাবলীর বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, এই গোষ্ঠী হিসাবে আওলাদুল-আস্‌সাল নিজেদের প্রসিদ্ধ করিয়া তোলেন। কপটিক ভাষাতত্ত্বে তাহাদের ব্যুৎপত্তি ব্যতীত তাহারা কপটিক গীর্জার অনুশাসন, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, খৃষ্টীয় যুক্তিবিদ্যা, ধর্ম প্রচারবিদ্যা, বাইবেল চর্চা, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং তাহাদের নিজেদের ধর্মের বিষয়ে সর্বপ্রকার অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

গীর্জা তাহাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্প্রদায়ের অপেশাদার প্রশাসক বা নেতা হিসাবে তাহারা সংস্কার-আলোকবর্তিকা এমন এক মুহূর্তে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যখন ধর্মযাজকের পদ খোদাহীন লোকদের করতলগত হইয়াছিল। কুখ্যাত সিরিল ইবন লুকলুক (১২৩৫-৪৩) প্রভারণা করিয়া সেন্ট মার্কেসের সিংহাসন অধিকার করেন ও গীর্জার উচ্চপদ ঘুমরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করেন এবং ঘুমের বিনিময়ে রাজ সমর্থন ক্রয় করেন। অবশেষে ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে গীর্জার উচ্চপদস্থ বিশপগণ সিরিলকে গীর্জা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভা, সম্ভবত পুরাতন কায়রোর মু'আল্লাকা গীর্জাতে আহ্বান করিতে বাধ্য করেন। এই সভা গীর্জা ও যাজক সম্পর্কীয় সমস্ত ক্রটি পর্যবেক্ষণ করে এবং সম্পূর্ণ সংস্কারের নির্দেশ দেয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আস-সাফী ছিলেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভার সচিব ও ইহার প্রাণশক্তি। বিশপগণ তাহাকে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি অতীতের সমস্ত প্রাণ উৎস হইতে কপটিক গীর্জার অনুশাসন, আইন ও ঐতিহ্যের এক সর্ববৃহৎ ও কালজয়ী গ্রন্থ সংকলন করেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানা তাহার

নামানুসারে আল মাজমু'উ'স-সাফাবী নামকরণ করা হয় এবং অদ্যাবধি ইহা প্রমাণিক গ্রন্থ হইয়া আছে।

আওলাদুল-আস্‌সালের কীর্তিময় অবদান তাহাদের পাণ্ডুলিপিসমূহের সংখ্যা ও প্রকৃতি হইতে মূল্যায়ন করা যাইতে পারে। একমাত্র কপটিক যাদুঘরেই উনপঞ্চাশটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া যুরোপীয় সংগ্রহসমূহে আরও বেশী পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভ্যাটিকান, Florence, বদলেইআন, বৃটিশ যাদুঘর, বিবলিওথিক ন্যাশনেল এবং সরকারী ও ব্যক্তিগত অন্যান্য বহু সংগ্রহশালা আছে, যাহার সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত জরিপের জন্য আমরা পরলোকগত Mgr. Georg Graf-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের কাছে ঋণী।

বহু সংখ্যক ধর্মীয় ও ভাষাতত্ত্বের পুস্তক ছাড়া তাঁহারা 'আরবী কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন যাহা নিম্নমানের নহে। সেইগুলির মধ্যে ধর্ম প্রচারবিদ্যা ও উত্তরাধিকার আইনসম্বলিত উরজুয়া ধরনের কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে সিদ্ধান্ত লওয়া যায় যে, আস-সাফী ছিলেন গীর্জার আইন বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক; আল-আস'আদ ছিলেন ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যাকারী ও ব্যাকরণবিদ এবং আল-মু'তামান ছিলেন ধর্মবিদ্যাশিষ্যরাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক। ইসলামী মধ্যযুগে কপটিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা হয় যদিও তাহাদের প্রচেষ্টার গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি এখনও শৈশবেই রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. Graf, *Geschichte der christlichen arabischen Literatur*, li, Vatican city, 1947, 296-7, 387-414; (২) *Die koptische Gelehrtenfamilie der Aulad al Assal und ihr Schrifttum in Orientalia N. S. I.* (1932), 34-56, 129-48, 192-204; (৩) A. J. B. Higgins, *Ibn al-Assal*, in *Journal of thrological Studies* xliv (1943), 73-5; (৪) *Ladjnat al-Tarikh al-Kibtī, Tarikh al-Umma al Kibtīyya*, second series, Cairo 1925, 148-52; (৫) A. Mallon, *Ibn al-Assal, Les trois ecrivains de ce nom*, in *JA*, 10 eme serie, vi (1905), 509-29; (৬) *Une ecole de savants Egyptiens au moyen age*, in *Beyrouth Melanges*, i (1906), 122 ff.; (৭) Marcus Smaika and Yassa Abd al-Massih, *Catalogue of the Coptic and Arabic MSS in the coptic Museum the Patriarchate, The principal churches of Cairo and Clexandria and the monasteries of Egypt*, 2 vols, cairo 1939-42, (See Index, ii, 567); (৮) E. Renaudot, *Historia patriarcharum alexandrinorum*, Paris 1713, 585 ff.; (৯) C. Rieu, *Supplement to Catalogue of Arabic MSS in the British Museum*, London 1894, 18 ; (১০) যাকুব, নাখালা, নুফায়লা, তারীখুল উম্মা, আল-কিবতিয়া, কায়রো ১৮৮৯ খৃ. পৃ. ১৮৫; (১১) J. M. Vansleb, *Histoire de leglise copte d' alexandrie*, Paris 1677, 335. ff; (১২) দা. মা. ই. ১ম সং., ১খ, ৬১৪-৫।

A. S. Atiya (E.I.²)/ মুহাম্মদ আবদুল কাদের

ইবনুল-আহতাম (দ্র. 'আমর ইবনুল আহতাম)

ইবনুল-আহনাফ (দ্র. 'আব্বাস ইবনুল আহনাফ)

ইবনুল-আহমার (ابن الاحمر) : একদল কবির ডাক নাম; তন্মধ্যে একজন ইয়াদী (দ্র. আমিদী, মু'তালিফ, পৃ. ৩৮), একজন কিনানী (ঐ), একজন বাজালী (ঐ. গ্র., পৃ. ৩৭; আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ২খ, ২১৪) এবং সর্বাধিক পরিচিত একজন বাহিলী। এই কবির কুলপঞ্জীর উৎস সংক্রান্ত দলীল-পত্রাদির মধ্যে যথেষ্ট গরমিল রহিয়াছে। তবে সম্ভবত তাহাকে আবুল-খাতাব 'আমর ইবনুল আহমার ইবনুল-আমাররাদ ইবন তামীম ইবন রাবী'আ ইবন হিরাম ইবন ফাররাস ইবন আসুর আল-বাহিলী নামে ডাকা হইত। ইনি মুখাদরামুন (দ্র.) দলভুক্ত ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করার পর (ঐ সময় তাহার একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়) সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং খলীফা হযরত 'উছমান (রা)-এর শাসনকালে ইনতিকাল করেন। সম্ভবত তাঁহার কবিতাবলী সংকলিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে আরবী ভাষার নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অবশ্য চারিটি শব্দ উদ্ভাবনের জন্য তাঁহার সমালোচনাও করা হয়। ইবন সালাহ তাঁহাকে মুসলিম কবিদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার ভাষা প্রশংসার যোগ্য, তবে তিনি বহু বিরল শব্দাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাবলীতে অসংখ্য নীতিবাক্য স্থান পাইয়াছে। আর উহাতে এক জাতীয় জঙ্গলী হাঁসের (কাতা) বর্ণনা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ; হায়াওয়ান, (২) ঐ লেখক, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইবন কুতায়বা, 'উয়ুন; (৪) ঐ লেখক, আনওয়া; (৫) ঐ লেখক, 'আদাবুল-কাতিব, নির্ঘণ্ট; (৬) ঐ লেখক, শি'র, পৃ. ৩১৫-৮; (৭) ঐ লেখক, মা'আরিফ, ৫৮৭; (৮) বুহতুরী, হামাসা, ১৮৭; (৯) আবু তাম্মাম, হামাসা, ৩১৪; (১০) কালী, আমালী, বিষয়সূচী; (১১) ইবন সালাহ, তাবাকাত, ৪৯২-৩; (১২) মুবাররাদ, কামিল, বিষয়সূচী; (১৩) কুরাশী, জামহার, ১৫৮-৬০; (১৪) জাওয়ালীকী, মু'আররাব, ১০৪, ১৪২; (১৫) আগানী, ১৩খ, ১৪৪; (১৬) আমিদী, মু'তালিফ, ৩৭; (১৭) মারযুবানী, মু'জাম, ২১৪; (১৮) 'আসকারী, সিনা'আভায়ন, ৫৩; (১৯) ইবনুল-আনবারী, আদ্বাদ, বিষয়সূচী; (২০) বাগদাদী, খিযানা, বৃলাক সং., ৩খ, ৩৮-৯; (২১) ইবন হাজার, ইসাবা, নং ৬৪৬৬; (২২) ইবনুল-আছীর, ৬খ, ৩০০; (২৩) 'আবকার্য়ুস, ২৩০-১; (২৪) মা'আররী, শুফরান, বিষয়সূচী।

Ch. Pellat (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইবনুল-ইখ্‌শীদ (ابن الاخشيد) : আন বাকর আহমাদ ইবন 'আলী ইবন মাজুর বাগদাদের একজন মুতামিলী (২৭০-৩২৬/৮৮৩-৯৩৮)। বাগি়াতা, 'আরবী ভাষার উপর দখল এবং জ্ঞানী-শুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি বদান্যতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। স্বীয় সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়ের প্রধান অংশ তিনি জ্ঞানী, শুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে দান করিয়া দিতেন। আল খাতীব আল-বাগদাদীর মতে তিনি একজন অতি সম্মানিত হাদীছ বর্ণনাকারী (রাবী) ছিলেন। তিনি যে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ছিলেন, আল-খাতীব আল-বাগদাদী এইরূপ কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তিনি জা'ফার আল-ফারয়াবীর কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন। ফিক্‌হের

ক্ষেত্রে তিনি শাফি'ঈ মাযহাব অনুসরণ করিতেন এবং তাহাকে শাফি'ঈ মাযহাবে একজন বিশারদ বলিয়া গণ্য করা হইত। কালামশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁহাকে আল-কা'বী ও আবু হাশিম আল জুবায়ীর বিরোধী বলা হইত। তিনি সম্ভবত মু'তাযিলা মতের এক সংশোধিত রূপ পেশ করিয়াছিলেন, যাহা সনাতন ইসলামী বিশ্বাসের সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল এবং অধিকতর জনপ্রিয়। তাহার এই মত শাফি'ঈ মাযহাবের অধিকতর অনুকূল এবং তাহার হাদীছ ও তাফসীরের জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিহরিস্ত কিতাবে তাহার রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি আত-তাবারী লিখিত তাফসীরের একটি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন এবং মুরজি'আ (দ্র.) মতবাদ খণ্ডন করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, ১৭৩; (২) খাতীব বাগদাদী, ৪খ, ৩১; (৩) ইবন হাজার, লিসানুল-মীযান, ১খ, ২৩১; (৪) ইবনুল মুরতাদা, তাবাকাত, বৈরুত, ১৯৬১ খ., ১০০, ১১০; (৫) এ, নাদির, মু'তাযিলা, ৪৫, ৪৬, ৩০৭; (৬) এফ. বস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৩২৯।

J. C. Vadet (E.I.2)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনুল-ইতনাবা আল-খায়রাজী (ابن الاطنابة الفزرجى) : 'আমর ইবন 'আমির ইবন য়াদ মানাত [তাহার বংশতালিকা ইবন সা'দ, ৮খ, ২৬৪, ২-এ তাহার নাতনী 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়হা (দ্র.)-র স্ত্রী কাবশা, বিনত ওয়াকিদ ইবন 'আমর সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য], খুযা'আ, বংশের বানুল-কায়ন ইবন জাসর গোত্রীয় নিজ মাতা ইতনাবার নামে পরিচিত একজন পৌত্তলিক 'আরব কবি। তিনি আল-আওস (দ্র) ও আল-খায়রাজ (দ্র.) বংশীয় যুদ্ধে খায়রাজ দলীয় নেতা ছিলেন। অন্যদিকে আওস দলীয় নেতা ছিলেন হযরত নবী কারীম (স)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর পিতা মু'আয ইবনুল-নুমান। আওস ও খায়রাজ বংশদ্বয় ফারি' দুর্গে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর ইবনুল-ইতনাবা রক্তপর্ণ পরিশোধ করত দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন (ইবনুল-আছীর, ১খ, ৫০০-২, ভুলবশত সেখানে তাঁহার নাম 'আমির ইবনুল-ইতনাবা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। বানু 'আমির ইবন সাসা'আ-এর ক্ষমতাসালী নেতা খালিদ ইবন আমিরের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যখন আবু কাবুস আন-নু'মাস্বিত (রাজতুকাল আনু. ৫৮০-৬০২)-এর রাজদরবারে আল-হারিছ ইবন জালিম আল-মুররী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক খালিদকে হত্যা করে, তখন ইবনুল-ইতনাবা তাঁহার এই কাপুরুষজনোচিত আচরণের নিন্দা করেন। কিন্তু আল-হারিছ তাঁহাকে অকস্মাৎ বন্দী করেন। ফলে ইবনুল-ইতনাবাকে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় (ইবনুল-আছীর, ১খ, ৪১৯ প.)। আগানী (১) [১০খ, ৩০] গ্রন্থে আবু 'উবায়দার উদ্ধৃতি দিয়া এই ঘটনার কল্পিত বর্ণনায় ইবনুল-ইতনাবাকে হিজায়ের রাজা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং আল-হারিছের বিরুদ্ধে তাহার দাসিগণ কর্তৃক নিন্দাসূচক কবিতা গীত হওয়ার সময় তিনি মুকুট বা তাজ পরিহিত অবস্থায় মদ্যপানরত ছিলেন বলিয়া চিত্রায়িত করা হইয়াছে। এই বিবাদের পর ইবনুল-ইতনাবার বন্ধু য়াদ আল-খায়ল আত-তা'ঈ (মু. ১০/৬৩১-২) বানু মুররা গোত্রকে আক্রমণ করত আল-হারিছ ইবন জালিমকে বন্দী করেন, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

কবি হিসাবে ইবনুল-ইতনাবার খ্যাতি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব সংক্রান্ত তাঁহার কিছু সংখ্যক অতুলনীয় কবিতার (ইবন কুতায়বা, উম্মুল-আখবার, ২খ,

১৯১, ১০; ১৯৩, ৩) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিশেষত নিম্নোক্ত পংক্তিটি উল্লেখযোগ্যঃ " এবং যখন আমার আত্মা (ভয়ে) হাঁপাইতে থাকে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলি, দৃঢ়ভাবে অবস্থান কর, তাহা হইলে তুমি হয় প্রশংসিত হইবে নতুবা শান্তি পাইবে।" সিমফীন যুদ্ধে হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন পলায়ন করার মত অবস্থায় উপনীত হন, তখন এই পংক্তি আবৃত্তি করিয়া নিজেকে সাহস যোগান (তাবারী, ১খ, ৩৩০০; মুবারাদ, কামিল, ৭৫৩ প্রভৃতি)। ইখওয়ানু'স-সাফা (রাসাইল, কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ, ১৫৪) মানুষের কার্যবলীর উপর কবিতার গভীর প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টান্ত হিসাবে এইগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পংক্তিগুলি সম্ভবত আওস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে মধ্যস্থতার লক্ষ্যে কবি রচিত কোন কবিতা (ইবনুল-আছীর, ১খ, ৫০১; Early Arabic Odes, এস. এম. হুসায়ন কর্তৃক সংকলিত, নং ১২ প্রভৃতি)-র অন্তর্ভুক্ত। একটি কাসীদাতে (ইবনুল-আছীর, ১খ, ৫০২-এ উল্লিখিত; ইবনুল-শ-শাজারী, হামাসা, ৫২ প. ও আবু তামাম, হামাসা, ৭১৪ প. ও দ্রষ্টব্য) কবি নিজের ও নিজ গোত্রের গৌরব বর্ণনা করেন।

আল-হারিছ ইবন জালিম (আগানী, ১০খ, ৩০)-এর বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার উল্লিখিত নিন্দাসূচক কবিতাটিতে সুর সংযোজন ও কণ্ঠদান করেন 'আযযা আল-মায়লা (দ্র.) আগানী, ১, ১৬খ, ১৪, ১০খ, ৩১; (২) কবিতার উদ্ধৃতির জন্য A Fischer and E. Branulich, schawahid Indices, 329।

J. W. Fuck (E.I.2)/ মোঃ আব্দুল মান্নান

ইবনুল ইফলীলী (ابن الافليلی) : সংক্ষেপে আল-ইফলীলী নামে পরিচিত। তাঁহার পূর্ণ নাম আবুল-কা'সিম ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আয-যুহরী। তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। সিরিয়ার (৭) আল-ইফলীল হইতে আগত এক পরিবারে তিনি ৩৫২/৯৬৩ সালে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি 'আরবী কাব্য, ব্যাকরণ ও গারীব (দ্র.) অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দ, বাক্যাংশ, হাদীছ বা কাব্যের গুণগ্রাহী ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ছন্দশাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কথিত হইলেও তিনি স্বকীয় কাব্য সম্পর্কে গর্ববোধ করিতেন। কিন্তু আল-হিজারী (apud ইবন সা'ঈদ, মুগরিব, ৭৩) তাঁহার কবিতা ও গদ্য রচনাকে অত্যন্ত প্রাণহীন বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মাত্র দুইটি কবিতা ব্যতীত অন্যগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই।

ইবন শুহায়দের রিসালাতুত-তাওয়াবি' ওয়ায-যাওয়াবি' (apud Ibn bassam, Dhakhira, i/I, 233ff-ed. B. al-bustani, 168ff.)-এর নামটি অনুচ্ছেদ হইতে মনে হয় তিনি স্থলকায় ও খর্বকৃতির ছিলেন। খোড়াইয়া হাঁটিতেন এবং বড় আকারের নাকের জন্য পীড়া বোধ করিতেন। একই গ্রন্থকারের মতে apud Ibn Bassam, i/I 207-8 Pellat, in al-andalus 1956/2, 283) তাঁহার এই বিসদৃশ শারীরিক গঠনই তাঁহাকে দীর্ঘদিন যাবত কাতিব (দ্র.) পেশা গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছিল, যে কাতিবের পেশাকে তিনি তাহার নিজের জন্য নির্ধারিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যাহা হউক, ফিতনা (বিপর্যয়)-র সময়ে তিনি হাম্মুদী (দ্র.) শাসকদের অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং অবশেষে আল-মুসতাকফী (৪১৪-১৬/১০২৪-২৫)-এর অধীনে কাতিব (সচিব) নিযুক্ত হন। কিন্তু ইবন হায়্যানের মতে (apud Ibn

Bassam, i/I 241) তিনি তাঁহার কাজ দ্বারা নিয়োগকারীর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যভিত্তিক ও অস্বাভাবিক লিখন-শৈলীর জন্য কর্মহীন হন। তৃতীয় হিশাম ৪১৮-২২/১০২৭-৩১)-এর অধীনে তিনি অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া মুতবাক (দ্র. কুরতুবা)-এর কারারুদ্ধ হন। ইহার পর হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। ১৩ যুল-কাদা, ৪৪১/৯ এপ্রিল, ১০৫০ তারিখে রবিবার কর্তোভায় তিনি ইনতিকাল করেন।

ইবনুল-ইফলীলী সাধারণত ব্যাকরণ ও সাহিত্য (আদাব) বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ইবন শুহায়দ তাঁহার কঠোর সমালোচনা করেন (বিশেষত apud Ibn Bassam, i/I 206-7)। ইবন শুহায়দ তাঁহার সময়ের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাহার একগুয়েমী ও অহংকারের জন্যও তিনি তাহাকে কঠোরভাবে ভৎসনা করেন, যাহার জন্য অন্যান্যও তাঁহার সমালোচনা করেন। যাহা হউক, এই ভাষাতত্ত্ববিদ তাহার শিক্ষা দান কার্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার শিক্ষা দান পদ্ধতি অনেক ছাত্রকে আকৃষ্ট করে। তাঁহাদের মধ্যে আল-আলাম আশ্-শানতামারী (দ্র. আশ্-শানতামারী) সম্ভবত সর্বাধিক বিখ্যাত। স্পেনের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ আল-মুতানাক্বী রচিত দীওয়ান-এর ভাষ্য লিখিয়াও ইবনুল-ইফলীলী খ্যাতি অর্জন করেন (দ্র. আল-মাক্কারী, *Analectes*, ii. 118= *Pellat*, in *al-Andalus*, 1954/1, 84, H. Peres, *Poesie andalouse*, 35; আস-সাফাদী, *Nakt*, ৩১৪)। দীওয়ান-এর এই ভাষ্যে (যাহার কতিপয় বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে) তিনি প্রতিটি শ্লোকের সংক্ষিপ্ত গদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং প্রতিটি কবিতার প্রথমে পরিচিতিমূলক ভূমিকা সংযোজন করিয়া তাহাতে উক্ত কবিতা রচনার পরিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. R. Blachere, *Motanabbi*, 295, n. 8)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হা'য়ান, apud Ibn Bassam, *Dhakhiga* i/I 240-42; (২) দাক্বী, বুগ'য়া, ১৯৯; (৩) ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ৭২-৭৪; (৪) ইবন বাশকুওয়াল, নং ১৯৫; (৫) ইবন বায়র আল-ইশ্বীলী, ফাহরাসা, ৪০৩-৪; (৬) যাক'ত, উদাবা, ২খ, ৪-৯; (৭) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ১২; (৮) সুযুত্বী বুগ'য়া, ৩৪, ১৮৬; (৯) মাক্কারী, *Analectes*, index; (১০) Gonzalez Palencia, *Literatura*², 227; (১১) R. Blachere, *Motanabbi*, 295-96; (১২) এফ. আল-বুস্তানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ২খ, ৩৪৭-৪৮; (১৩) Ch. Pellat, ইবন শুহায়দ আল-আন্দালুসী হায়াতুহু ওয়া আছ'রুহু, আশ্বান (১৯৬৬ খ.), ৫৬-৫৯।

Ch. Pellat (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনুল-ইব্রী (ابن العبري) : পূর্ণ নাম শ্রেণরিউস য়হান্না আবুল-ফারাজ ইবন আহরুন (হারুন) ইবন ডাওয়া, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ, পাশ্চাত্য দেশে Bar Hebraeus নামে পরিচিত, জ. ৬২৩/১২২৬ সনে দিয়ারবাকুর প্রদেশের অন্তর্গত মালাতি'য়া নামক স্থানে এবং মৃ. ৬৮৫/১২৮৬ সনে মারাগাতে। তাঁহার লাশ মাওসিল-এ আনিয়া মখীর (Mar Mattiai) গীর্জাতে দাফন করা হয়। তিনি যাকুবিয়া (Jacobians) খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি হালাব শহরের আল মালিকুন-নাসির-এর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কোনও কোনও খৃষ্টান পণ্ডিত তাঁহাকে ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী বলিয়াছেন। তাঁহার উপনাম ছিল

আবুল-ফারাজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন সন্তান ছিল না; কারণ তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এবং নিজ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইবনুল-ইব্রী গ্রীক, সিরীয় ও আরবী ভাষা শিক্ষা করার পর দর্শন, অধিবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ফারসী ভাষাও জানিতেন। ৬৪০/১২৪৩ সনে যখন তাতারী হামলার কারণে দেশ হইতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেয়, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আনতাকি'য়ায় পলায়ন করেন। তথায় তিনি ধর্মাচরণ ও কৃষ্টিসাধনা আরম্ভ করেন। তিনি আনতাকি'য়া হইতে সিরিয়ার দ্বিপৌলীতে চলিয়া যান। সেইখানে ৭৬৫/১২৬৪ সনে তিনি যাকুবিয়া সম্প্রদায়ের মাফরিয়ানা (সিরীয় ভাষার শব্দ patriarch এর অর্থস্তন সর্বোচ্চ পদের যাজক যাহার অধীনে অনেক আছ'কুয়া থাকেন) নিযুক্ত হন। বিশপ ইগ্নাতিয়ুস-এর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিবাদ দেখা দিল, তখন ইবনুল-যুহান্না ইবনুল-মাদিনীর বিরুদ্ধে দীউনীসিয়ুস উন্জুরকে সমর্থন দান করিলেন। ৬৫১/১২৫৩ সনে দীউনীসিয়ুস তাঁহাকে হালাব-এর যাজকীয় এলাকায় পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার জনৈক সহপাঠী সালীবা ভিনু দলের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। উক্ত দলের পৃষ্ঠপোষক য়হান্না ইবনুল-মাদিনী, সালীবাকে পূর্বেই প্রাচ্যের মাফরিয়ানা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ইবনুল ইব্রী হালাব-এ আগত তাঁহার পিতার গৃহে নির্জনবাসী হইয়া যান। অতঃপর তিনি মালাতিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু অন্তরালে অখ্যাত থাকিবার কালটি ছিল সংক্ষিপ্ত। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি আল-মালিকুন নাসির-এর নৈকট্য লাভ করেন। যখন হালাকু খান হালাব আক্রমণ করিলেন তখন স্থানীয় লোকজন যাহাতে তাতারীদের ধংসলীলা হইতে রক্ষা পায় তজ্জনয় ইবনুল ইব্রী হালাকু খানের সহিত সাক্ষাত করিতে যান। কিন্তু তাতারীদের হিংস্রতা তাঁহার উক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে দিল না। ৬৬২-১২৬৪ সনে তৃতীয় আগনাতিয়ুস তাঁহাকে ইরাক ও প্রাচ্যদেশে মাফরিয়ানা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি আর একবার হালাকু খানের সহিত সাক্ষাত করেন।

কথিত আছে, ইবনুল ইব্রী 'আরবী ও সিরীয় ভাষায় ত্রিশের অধিক গ্রন্থ সংকলন করেন। আস-সাম'আনী উক্ত গ্রন্থসমূহের নামের তালিকা উল্লেখ করিয়াছেন (আরও দ্র. আল-মাক্কাভাবাতু'শ শারকিয়া, ২খ, ২৬৮-৩২১)। তাঁহার সুবিখ্যাত তারীখ মুখতাসারিদ-দুওয়াল (E. Pocoke-এর ল্যাটিন অনুবাদসহ মূল পাঠ, অক্সফোর্ড ১৬৬৩ খ., দ্বিতীয় প্রকাশ, ইনতুন সপলিহ'নী, কর্তৃক বৈরুত ১৮৯০ খ.; তৃতীয় প্রকাশ, বৈরুত ১৯৫৮ খ.; Bruens ও Kirsch, Leipzig ১৭৮৮ খ.) ১৭৮৩ খ. জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থে ৬৮৩/১২৮৪ সন পর্যন্ত কালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের একখানা সংক্ষিপ্তসার লামউন মিন আখ্বারিল-আরাব, E. Pocoke ল্যাটিন ভাষায় উহারও অনুবাদ করিয়াছেন। ইবনুল-ইব্রী কর্তৃক রচিত আর একটি গ্রন্থ হইতেছে মুনতখাবুল-গাফিকী ফিল-আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা। উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিতও হইয়াছে। ৬৮৪/১২৮৫ সনে লিখিত উহার একখানা পাণ্ডুলিপি তায়মুরী সংগ্রহে রক্ষিত। ইবনুল ইব্রী রচিত আরও দুইটি গ্রন্থের নাম আন-নাফসুল-বাশারিয়া ও দীওয়ান। শেষোক্তটি সিরীয় ভাষায় রচিত। উভয় গ্রন্থই মুদ্রিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুকাদ্দিমা তারীখ মুখতাসারিদ দুওয়াল, তৃতীয় সৎ., পৃ. ৮ হইতে ৩ পর্যন্ত; (২) লুইস শায়খু, নাব্বা ফী তারজামা ওয়া তালীফ

আবি'ল-ফারাজ, ১৮৯৮ খৃ.; (৩) আল-মুকতাভাফ (সাময়িকী), ৫৮, ৩২০; (৪) সারকীস, আল মু'জামুল-মাতব্ব'আত, 'উমূদ ৩৩৯; (৫) আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, দ্বিতীয় সং., ৫খ, ৩০৮; (৬) আল-মাশরিক (সাময়িকী), ১খ, ৬১১; (৭) আল-লু'উল মানছূ'র, ৪১১-৪৩০; (৮) দাইরাতুল-'ল-আরিফি'ল-ইসলামিয়া, ১খ, ২২৬; (৯) Brockelmann, ১খ, ৩৪৯-৫০, পরিশিষ্ট, ১খ, ৫৯১; (১০) E.I.², vol. 3, Leiden 1979, esp. Bibl.

'আবদুল-মান্নান উমার (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

ইবনুল 'ইমাদ (ابن العماد) : 'আবদুল-হায়ি ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আবুল-ফালাহ আদ-দিমাশকী, ইবনুল 'ইমাদ আল-আকরী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হা'যালী মায'হাবের একজন সিরীয় শিক্ষক ছিলেন (১০৩২-১০৮৯/১৬২৩-১৬৭৯)। ১০৮০/১৬৭০ সালে তিনি "শায'রাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব" শিরোনামে একখানি বৃহৎ জীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ণনামূলকভাবে বিন্যস্ত এই জীবন চরিত গ্রন্থের ব্যক্তিকাল হিজরী প্রথম বৎসর হইতে এক হাজার সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও ইহাতে স্ত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনার উপরই মূলত দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং এই বর্ণনা বিস্তারিতভাবেই করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার মত দরিদ্র পণ্ডিতদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহারা দারিদ্র্যের কারণে নিজস্ব পাঠাগার গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে রচিত হওয়ার কারণে ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে এই গ্রন্থ তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে এখনও প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় এবং এই গ্রন্থের মধ্যেও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে বর্তমানে ইহার যে সংস্করণ পাওয়া যায় (কায়রো ১৩৫০-৫১ হি.) তাহাতে একটি ব্যবহারযোগ্য নির্যস্তের অভাব খুবই দুঃখজনক। কিন্তু বৈরুত সংস্করণ (১৩৯৯/১৯৭৯) এই অসুবিধা দূর করিয়াছে। তাঁহার আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম : (২) বুগ'য়া উলা আন-নুহা ফী শারহি'ল-মুনতাহা; (৩) মারহুল বাদীইয়া; (৪) মুত্তিয়াতুল আমান মিন হানাছিল-ঈমান ফি'ল-ফিক'হ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মুহিবী, খুলাসাতুল আহার, কায়রো ১২৮৪ হি., ২খ, ৩৪০ প.; (২) Brockelmann, S II, 403; (৩) হাঞ্জী খালীফা, কাশফুজ জুনূন, দারুল-ফিক'র ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৫০৮; (৪) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, বৈরুত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, গ্রন্থকার পরিচিত।

F. Rosenthal (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনুল-ইমাম আশ-শিল্বী (ابن الامام الشلبى) : প্রকৃত নাম আবু 'আমর 'উছ'মান ইবন 'আলী ইবন 'উছ'মান। তিনি ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতকে আন্দালুসিয়ার একজন শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবনীকার ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি সিলভেস (Silves)-এ জন্মগ্রহণ করেন। কর্ডোভা ও সেভিলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং এই সময়েই আবু বাকুর ইবনুল-'আরাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই সমসাময়িক ইবন বাস্‌সাম (দ্র.) ও ইবন খাকান-এর গুণমুগ্ধ হিসাবে তিনি তাহাদের লিখিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Sequel) লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহাদের গ্রন্থে যে সকল মনীষীর জীবনী বাদ দিয়াছিলেন তাঁহাদের ও ৫৫০/১১৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত (ইহার অল্পদিন পরই তিনি ইনতিকাল করেন) সময়কালের সমসাময়িকদের জীবনী এই পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করিতে

চাহিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার গ্রন্থ বিলুপ্ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ের সংকলকগণ তাঁহার রচনা হইতে প্রচুর খণ্ডিত অংশ সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের শিরোনামের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সংক্ষেপে সাধারণত সিমতুল জুমান হিসাবে পরিচিত। সত্তবত ইহার পূর্ণ নাম ছিল সিমতুল-জুমান ওয়া সাফাতুল-লা'আলি ওয়া সিকতুল-মারজান। ইবন সাঈদ তাহার মুগরিব (Mughrib) গ্রন্থে সিবত হইতে প্রায় ৩৫টি খণ্ডিত রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী সম্পর্কে ধারণা করার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ। এই সমস্ত রচনাংশ বিচার করিয়া মনে হয়, রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া সিমতুল জুমান, ইবন খাকানের মাতমাছ ও কালাইদ অপেক্ষা ইবন বাস্‌সাম রচিত যাকীরার অধিক নিকটবর্তী। তাঁহার গদ্য রচনা যাহা সর্বদা ছন্দোবদ্ধ নহে, মাঝে মাঝে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যবান তথ্য ও বিস্তারিত বর্ণনার সমৃদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ, মুগরিব, ১খ, ৬০-৬২)। কবিতা ও গদ্য রচনার যে নমুনা ইবনুল 'ইমাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ইবন সা'ঈদের লেখায় দৃষ্ট রচনা শ্রেণীর অনুরূপ এবং ইহা হইতে বলা যায় যে, মুগরিব-এর এক-চতুর্থাংশ সিমতুল-জুমান হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আক্বার, তাকমিলা, নং ১৮৩৩; (২) ইবন সা'ঈদ, মুগরিব, সম্পা. শাওকী দায়ফ, কায়রো ১৯৫৩., ২খ, নির্যস্ত; (৩) মাক্কারী, নাফহ, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২খ, ২৩৩, ৩খ, ২৯, ৯খ, ২৪৬; (৪) Gayangos, I, 476; (৫) Pons Boigues, no. 181.

H. Mones (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইবনুল-উখুওওয়া (ابن الاخرة) : দিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরাশী আশ-শাকি'ঈ, যিনি ইবনুল 'উখুওওয়া বলিয়া পরিচিত। আশ-শায়যারী নামক একজন সিরীয় লেখকের লেখাকে মিসরীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া হিসবা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজীতে গ্রন্থটিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ R. Levy বিতর্কিত শিরোনাম মা'আলিমুল-কুরবা ফী আহকামি'ল-হিসবা নামে প্রকাশ করেন (GMS, n. s. xii, London 1938, ইবন হাজার durar, Hyderabad no. 446)। হইতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, যাহা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কিত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত একমাত্র সূত্র, লেখক ৭২৯/১৩২৯ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ও হিসবা শিরোনামে লেখা রচনা ছাড়া দেখুন M. Gaudefroy-Demombynes, Sur quelques ouvrages de hisba, in JA, ccxxx (1938), 449f.

Cl. Cahen (E.I.²)/মনজুর আহসান

ইবনুল-ওয়ানান (ابن الونان) : আবুল 'আব্বাস আহ-'মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মরক্কোর কবি। তিনি মরক্কোর সাহিত্য অঙ্গনে সুপরিচিত ছিলেন এবং একটি কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ও জন্মের তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহাকে তুওয়াত (দক্ষিণ আলজিরিয়া ও মরক্কো)-এর 'আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। তিনি নিজকে হিময়রী, সুতরাং যামানী বলিয়া পরিচিত করিতেন এবং আনসার বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করেন। তিনি ফেয-এ বসবাস করিতেন এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন। সেইখানে তাঁহার পরিবার

বানু মালুক (তৎকর্তৃক পরিবর্তিত নাম বানু মুলুক) নামে পরিচিত ছিল এবং অজ্ঞাত কাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। আল-ওয়ালান তাঁহার পিতামহের ডাকনাম। তাঁহাকে কেন এই উপনামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল, তাঁহার খিটখিটে স্বভাবের জন্য অথবা ওয়ালান (করতাল, দ্র. লিসান, و-ن-ن-مাদায়) বাজাইতেন বলিয়া, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তাহার পিতা আলাবী সুলতান মুহাম্মাদ ইবন আবদিলাহ (১১৭০-১২০৪/১৭৫৭-৯০)-এর সভাকবি ছিলেন। সম্পূর্ণ বখির হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রণাঢ় বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। একজন হাস্যরসিক সভাসদ হিসাবে অফুরন্ত গল্প ভাণ্ডারের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশন করার অশেষ ক্ষমতার খ্যাতি তিনি রাশিয়া গিয়াছেন। তাহার সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য সুলতান নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সম্ভবত প্রকাণ্ড মুখ ও নাকের জন্যই সুলতান তাঁহাকে আবু'শ-শামাক'মাক' (দ্র.) বলিয়া ডাকিতেন। কৃষ্ণ হইতে আগত এক কবির অনুরূপ নাম ছিল এবং তিনি স্তুতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় তাঁহার পিতার মতই পারদর্শী ছিলেন। এই উপনাম (কুন্যা) তাঁহার নিজ নামের অংশে পরিণত হয়। তাহার সন্তানের নামের সহিত এবং যে উরজুয়া লিখিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, তাহার সহিত এই কুন্যা যুক্ত হইয়া যায়।

আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ তাহার পিতার জীবদ্দশায় অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতানের দরবারে প্রবেশাধিকার পান নাই। ঈর্ষাই ছিল প্রবেশে বাধা। কারণ সুলতানের জন্য যে উরজুয়া রচনা করিয়াছিলেন, তিনি স্থির করিলেন যে, যে কোন উপায়েই হউক, তাহা সুলতানকে সনাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি ফন্দি আঁটিলেন। রাজকীয় শোভাযাত্রা যেই শৈলাস্ত্রীপ বাহিয়া যাতায়াত করিত একদিন তিনি সেই পথের শৈল শিখরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুলতান যখন ঐ পথ অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তিনি অতি উচ্চ কণ্ঠে আলঙ্কারিক ভাষায় রাজ্য ছন্দে রচিত কবিতার নিম্নে উল্লিখিত চরণদ্বয় আবৃত্তি করিলেনঃ

“আমার প্রভু, পয়গাম্বর (নবী) তনয়,
আবু'শ-শামাক'মাক' ছিলেন।”

আমার পিতা (আবী)।”

সুলতান তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কাছে ডাকিলেন, তাঁহার কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, উদার হস্তে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অনুগামী দল (entourage)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। এই পদে তিনি আমৃত্যু বহাল ছিলেন। ইহা ১১৮৭/১৭৭৩-এর ঘটনারূপে কথিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত পত্রাবলী ও কিছু সংখ্যক কবিতা তাঁহার বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল উরজুয়া শামাক'মাক'িয়া নামে পরিচিত ছিল। যেহেতু রাজ্য ছন্দে রচিত ২৭৫টি কবিতার কাফিয়াটি ছিল শামাক'মাক'িয়া শিক্ষা বিষয়ক মূল্যবোধের জন্যই ইহার খ্যাতি। বাস্তবিকপক্ষে ইহা হইতেছে ঐতিহ্যবাহী 'আরব সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি। এমনভাবে ইহা বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে সেই যুগের একজন শিক্ষিত মরক্কোবাসী অতি সহজে ইহা বুঝিতে, শিক্ষা করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারিতেন। শব্দাবলীর ব্যবহারে, মরু প্রান্তরের বর্ণনায়, জাহিলিয়া যুগের কবিদের উত্তরাধিকার সম্প্রস্ট, যথা প্রবহমান বায়ুসমূহের নাম, উদ্ভিদ ও প্রাণী, ইহার জনশ্রুতি, লৌকিক উপাখ্যান, জীবনী, ঐতিহাসিক বাস্তবতা, বিখ্যাত ব্যক্তি (পুরুষ ও নারী উভয়)। সংক্ষেপে বলিতে হয়, ইহা হইতেছে 'আরবদের কাব্য ও ইতিহাসের এক বিরাট সংগ্রহের সমন্বয়। ফলে

শামাক'মাক'িয়াকে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহার ও মু'আল্লাকাত, দীওয়ান ও মাকামাত-এর ন্যায় ইহারও মর্মার্থ মুখস্থ করা হইত। ইহার বহু ভাষ্যকার রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ (১) আবু'ল-আব্বাস আহ'মাদ ইবন খালিদ আন-নাসিরী, যাহরু'ল-আফনান মিন হাদীকাতি ইবনি'ল-ওয়ালান, লিথু, ফেয ১৩১৪/১৮৯৬; (২) আবু হামিদ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আল-মাক্কী ইবন মুহাম্মাদ আল-বিভাওরী আশ-শারশালী আল-হাসানী, ইকতিতাফু যাহুরতি'ল-আফনান মিন দাওহাতি কাফিয়াতি ইবনি'ল-ওয়ালান, লিথু, ফেয ১৩৩৩/১৯১৫; (৩) আবু মুহাম্মাদ আল-আরাবী ইবন আলী আল-মাশরাফী, শারহশ-শামাক'মাক'িয়া (কান্তানী, ফিহরিস্ত, ২খ, ১৫); (৪) আবদুল্লাহ কানুন (গানুন), শারহশ-শামাক'মাক'িয়া, কায়রো ১৯৬৪।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নাসিরী সালাবী, ইস্তিকসা, ৪খ, ১২২; (২) E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922, 150, 210, 353; (৩) ঐ লেখক, Les manuscrits arabes de Rabat, Paris 1921, 28, no. 80, 115, no. 340; (৪) Brockelmann, s II, 706; (৫) 'উমার তাওফীক সাফার আগা, আন-নুসু'ল-আদাবিয়া, Casablanca n. d., 308-18; (৬) এ. কুতানী, দাইইরাতু'র মা'আরিফ, ৪খ, ১৪১-২।

M. Hadj-Sadok (E.I.²)/ডঃ ফজলুর রহমান

ইবনুল-ওয়ালানী (ابن الوردی) : যামনুদ্দীন আবু বৃফস উমার ইবন মুজাফফার ইবন উমার ইবন আবিল ফাওয়ারিস মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-ওয়ালানী আল-কুরাশী আল-বাকরী আশ-শাফিঈ, একজন শাফিঈ ফাফীহ, ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও কবি। ৬৮৯ অথবা ৬৯১/১২৯০-২ সালে মাআররাতুন-নুমান-এ জন্ম (জন্মস্থানের নামানুসারে আল-মা'আররী নামেও পরিচিত) এবং আলেক্সো (হালাব)-তে প্রেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৭ ফুলহিজ্জা, ৭৪৯/১৮ মার্চ, ১৩৪৯-এ মৃত্যু।

তিনি প্রথমে তাঁহার নিজ শহরে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর হামাত, দামিশক ও আলেক্সোতে জ্ঞানচর্চা করেন। সম্ভবত তিনি মানবিজ্ঞ ও আলেক্সোতে উপ-কাদী হিসাবে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি স্বপ্ন দর্শনের পর সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের রচয়িতাঃ দীর্ঘ কবিতা সম্বলিত দীওয়ান, মাকামাত পুস্তিকা আলোচনা, প্রেগের উপর একটি পুস্তিকা ইত্যাদি। (ফারিস আশ-শিদ্যাক কর্তৃক ইস্তাবুলে ১৩০০ হি-তে মাজমু'আতুল-জাওয়াইব-এ প্রকাশিত); লামিয়াতুল ইখওয়ান ওয়া মুরশিদাতুল-খিলান অথবা ওয়াসিয়াত অথবা নাসীহাত, নৈতিক বিষয়ে রামাল ছন্দে রচিত ৭৭টি স্তবকবিশিষ্ট একটি কবিতা, দীর্ঘ একটি ক্লাসিক (মাস'উদ ইবন হাসান আল-কুনাবীর ভাষ্যসহ, কায়রো সং, ৩০১ হি.) তানসীবুল আলবাব (C. J. David-এ. মাওসিল ১৮৬৩ খ.; আরও আশ-শিরওয়ানী, নাফহাতুল-য়ামান, ফরাসী অনু. RI, 1900 খ.; A Roux কর্তৃক মূল পাঠসহ, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খ.); তাহরীরুল খাসাসা ফী তাযসীরিল খুলাসা, ইবন মালিক-এর আলফিয়ার গদ্যরূপ (গাণ্ডুলিপি কায়রো); আত-তুহফাতুল ওয়ারদিয়া ফী মুশকিলাতি'ল-ইরাব, ১৫৩টি শ্লোকের একটি উরজুয়া (সম্পা. R. Abicht, Breslu 1891) পূর্ববর্তী রচনার ভাষ্য (গাণ্ডুলিপি Berlin) আল-বাহজাতুল ওয়ারদিয়া একটি উরজুয়া, ৫০০০ চরণে

আল-কাযবীনী রচিত আল-হাবীস সাগীর-এর তরজমা (শাফিঈ ফিক্হ-এর একটি গ্রন্থ) [Lith Cairo 1311]; তাতিমাতুল-মুখতাসার ফী আখবারিল-বাশার, আবুল ফিদার ইতিহাসের সংস্করণ, ৭২৯ হইতে ৭৩৯/১৩২৯ হইতে ১৩৪০ পর্যন্ত বিস্তৃত (কায়রো ১২৮৫ হি.); আল-মাসাইলুল মুযযাবা ফিল-মাসাইলিল মুলাক্কাবা, উত্তরাধিকার প্রশ্নে ৭১টি স্তবকবিশিষ্ট একটি উরজুয়া (পাণ্ডু. বার্লিন, কায়রো); আশ-শিহাবুছ ছাকিব ওয়াল-আযাবুল ওয়াকিফ, সূ-ফীতত্ব সম্পর্কিত একটি রচনা (পাণ্ডু. আয়া সোফিয়া); আল-আলফিয়াতুল ওয়াদদিয়া, স্বপ্নের ব্যাখ্যার উপর একটি উরজুয়া (১২৮৫ হি. সালের বলাক সংস্করণের পর মিসরের আরও বেশ কয়েকটি সংস্করণ); আল-নুবাব ফী 'ইলমিল-ইরাব, আদ-দুররা ইবন মু'তীর আলফিয়ার ভাষ্য; তায-কিরাতুল (মুযাক্কিরাতুল) গারীব; আবকারুল আফকার।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ১১৬; (২) সুবকী, তাবাকাতুল-শাফিইয়া, ৪খ, ২৪৩; (৩) সুযুতী, বুগুয়া, ৩৬৪; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ১৬১; (৫) ইবন হাজার, দুরার, ২খ, শিরো.; (৬) ইবন ইয়াস, বাদাইউয-যুহুর, ১খ, ১৯৮; (৭) Wustefeld, Geschitschreiber, no-412; (৮) সারকীস, মু'জাম, নির্ধক্ট দ্র.; (৯) যিরিকলী, আলাম, নির্ধক্ট দ্র.; (১০) Brockelmann, II, 140-1, S II, 174-5; (১১) হাজ্জী খালীফা, কাশফুজ জুনুন, দারুল-ফিক্হ ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৭৮৯-৯০; (১২) দা. মা. ই., ১/৭২১-২২।

Moh. Ben Cheneb (E.I. 2)/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

ইবনুল-ওয়াদী (ابن الوادى) : সিরাজুদ্দীন আবু হাফস 'উমার, শাফিঈ আলিম, মৃত্যু যুল-কা'দা ৮৬১/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৪৫৭। কথিত আছে, তিনি খারীদাতুল আজাইব ওয়া ফারীদাতুল-গারাইব নামক একটি গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা এক প্রকারের ভূগোল পুস্তক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের ইতিহাস; তবে ইহার তেমন কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। ভূমিকায় প্রামাণিক বরাতসমূহের উল্লেখ থাকিলেও (আল-মাস'উদী, আত-তুসী, ইবনুল-আছীর, আল-মাররাকুশী) খারীদা মিসরে বসবাসকারী (আনু. ৭৩২/১৩৩২) নাজমুদ্দীন আহ-মাদ ইবন হামদান ইবন শাবীব আল-হাররানী আল-হাযালীর জামি'উল-ফুনুন ওয়া সালাওয়াতুল-মাহযুন গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের সমস্ত কিছু লওয়া হইয়াছে। তথাপি রচনাটি প্রাচ্যবিদদের মধ্যে কিছুটা প্রচলিত এবং তাঁহারা উহার অংশবিশেষ অনুবাদ অথবা প্রকাশ করিয়াছেন : De Guignes A. Hylander (Lund 1824), C. J. Tornberg (Upsala) M. Fraehn (Halle) ইত্যাদি, হি. ১২৭৬ সাল হইতে কায়রোতে ইহা বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে। যাহা হউক, দুইটি সমস্যা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, প্রথমটি ইবনুল-ওয়াদীর নাম সম্বন্ধে। আয-যিরিকলীর মতে তাঁহার নাম ছিল ইবনুল-উরদী, দ্বিতীয়টি হইল খারীদার প্রকৃত রচয়িতা সংক্রান্ত। কাহারও মতে ইহার রচয়িতা যাজমুদ্দীন ইবনুল-ওয়াদী (পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্র.) এবং ইহার ভ্যাটিকান পাণ্ডুলিপিতে রচয়িতার নাম উমার ইবন মানসূর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবনিল ওয়াদী আস-সুবকী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন ইয়াস, বাদাইউয-যুহুর, ২খ, ৬; (২) Brockelmann, II, 131-1, S II, 162-3; (৩) এক বৃত্তান্তী, দাহিরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ, ১৩৭; (৪) যিরিকলী, আলাম, পৃ. ১০।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I. 2)/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

ইবনুল-কাত্তা' (ابن القطاع) : আলী ইবন জাফার ইবন 'আলী আশ-শানতারানী আস-সা'দী আস-সিকিলী, কাব্য সঙ্কলক, ইতিহাসবেত্তা, বৈয়াকরণ ও অভিধান প্রণেতা (কবি হিসাবে তাঁহার রচনা সম্পর্কে আমাদের খুব কমই জানা আছে)। জ. ৪৩৩/১০৪১ সনে গৃহযুদ্ধে সিসিলী দ্বীপটি ধ্বংসকালে। তিনি ইবনুল বিরর (দ্র.)-এর মত বিদ্বজ্জনের তত্ত্বাবধানে অভিধান ও ব্যাকরণ অধ্যয়নে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন, যাহারা সূত্রানুযায়ী তাঁহাকে আল-জাওহারী (দ্র.)-এর সিহাহ-এর সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১০৬১ খৃ. নরমান সৈন্যরা দ্বীপটি জয় করিতে আরম্ভ করিলে ইবনুল-কাত্তা' কিছু সংখ্যক অভিজাত মুসলমানসহ সিসিলী ত্যাগ করেন। আন্দালুসিয়ায় স্বল্পকালীন অবস্থানের পর তিনি মিসর অভিমুখে যাত্রা করেন, সেখানে তিনি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

নূতন আবাসভূমিতে তাঁহার জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের কাছে মাত্র কয়েকটি তথ্য রহিয়াছে। যথাঃ তিনি অবিলম্বে ফাতিমী উমীর আফদাল ইবন বাদরুল-জামালী (দ্র.)-র পুত্রদের গৃহশিক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ছন্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ শাগরিদ তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যাহাদের মধ্যে আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন বাররী (দ্র. ইবন বাররী) উল্লেখযোগ্য। ইবনুল কাত্তা' ৫১৫/১১২১ সনে মিসরে ইনতিকাল করেন এবং ইমাম আশ-শাফিঈর কবরের অদূরে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত তাঁহার কতিপয় রচনা (যাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়) [a list of these will be found in U. Rizzitano, Notizie bio-bibliografiche, See Bibl] ব্যতীত তাঁহার দুইটি রচনা আংশিকভাবে বিদ্যমান আছে। প্রথমটি কিতাবুদ-দুররাতি'ল-খাতীরা মিন শুআরাইল-জাযীরা, 'আরব সিসিলী কাব্য সঙ্কলন। পরবর্তী কালের সঙ্কলকদের প্রচেষ্টার ফলে পুস্তকখানির কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি টিকিয়া আছে (দেখুন Notizie bio-bibliografiche, 275-80)। দ্বিতীয়টি আল-মুলাহ'ল-আসুরিয়া, তাঁহার অন্যান্য রচনা সামগ্রিকরূপে হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, যেইগুলির প্রায় সবই অপ্রকাশিত। সেইগুলি আল-মাজমু' মিন শিরিল-মুতানাক্বী ওয়া গাওয়ামিদিহ (المجموع من شعر المتنبي وغوامضه) (কবি সাযফুদ দাওলার কতিপয় পংক্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, দ্র. Bibl.) ছন্দ সম্পর্কে পাঁচটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থমালা (দ্র. Notizie bio bibliografiche, 282-4), কিতাবুল-আফ'আল, যাহা সর্বপ্রথম E. Griffini-এর গোচরীভূত হইয়াছিল (দ্র. Centenario della nascita di M. Amari, Palermo 1910, I, 431 প.) আমাদের কাছে যাহার একটি সংস্করণ রহিয়াছে (Haydarabad 1354) এবং সর্বশেষ, অপ্রকাশিত আবনিয়াতুল-আসমা (দ্র. Notizie bio-bibliografiche; 285-92), যাহাতে ভূমিকা (দীবাজা), অধ্যায়সমূহের সূচী ও উপসংহার প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : Brockelmann প্রদত্ত সূত্রসমূহ, I 308 ও S I, 540, ব্যতীত দ্র. : (১) U. Rizzitano, Notizie bio-bibliografiche su Ibn al-Qatta il siciliano", in Atti Acc. Naz. dei Lincei, 8th, Series, IX (1954), 260-94; (২) idem, Un-Commento di Ibn al

Gatta il Siciliano" ad alcuni versi di al Mutanabbi, in RSO, xxx (1955), 207-27; (৩) idem, Un compendio dell Antologia di Poeti arabosiciliani intitolata ad Durrah al Khatirah min Shuara al Gazirah di Ibn al Qatta il siciliano, in Atti Acc. Naz. dei Lincei, Memorie, 8th series, viii (1958), 335-78।

U. Rizzitano (E.I.²)/ মু. আবদুল মালেক

ইবনুল কাত্তা * **ইসা ইবন সা** * **ইদ** (ابن القطاع عيسى) : আল-য়াহ-সু-বী একজন আন্দালুসীয় উপমন্ত্রী, জন্ম অখ্যাত পরিবারে, কিন্তু মূলত আরব বংশীয়। একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষকের পুত্র হইলেও তিনি নিজেকে সামাজিক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিতে সফল হইয়াছিলেন, এজন্য আল-মানসূর (দ্র.)-কে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ তিনিই তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ করিয়াছিলেন, এমনকি যীরী ইবন আতিয়ার সুবুদ্ধি জাঘত করিবার জন্য তিনি ৩৮৬/৯৯৭ সনে মরক্কোতে প্রেরিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন (ত্ৰ. H. R. Idris, Zirides, 81)।

আল-মানসূরের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র আবদুল-মালিক আল-মুজাফফার (দ্র) উযীর হিসাবে তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন, এমনকি তিনি তাঁহার কনিষ্ঠতমা ভগ্নিকে ইসার পুত্রের সহিত বিবাহ দেন (৩৯৬/১০০৫)। অবশ্য তাঁহার উন্নতিতে অনেক শত্রুর উদ্ভব হয়। অপরদিকে তিনি আবদুল-মালিকের ভ্রাতা আবদুর রাহমান ও তাঁহার মাতা জালফার ক্ষোভানলে পতিত হন, অথচ ইতিপূর্বে তাঁহার প্রতি ইহাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। যে আমীরগণের নিকট তিনি বহুলাংশে ঋণী ছিলেন রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস পাইয়া এবং স্নাতকদের (সাকালিবা) (দ্র.) কর্তৃত্বে ঈর্ষাপরায়ণ উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাগণ দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তিনি ইহাদের শাসনের অবসান ঘটানোর এবং দ্বিতীয় হিশামের স্থলে তৃতীয় আবদুর-রাহমানের প্রপৌত্র হিশাম ইবন আবদিল-জাফারকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। যাহা হউক, আল-মুজাফফার তাঁহার বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে অবহিত হইয়া সেই হীন ষড়যন্ত্র পণ্ড করিয়া দেন এবং তাঁহার উযীরকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার ফুর্তিবাজ সহচরবৃন্দ কর্তৃক পরিবৃত্ত অবস্থায় তিনি ইবনুল কাত্তা'কে ডাকিয়া পাঠান এবং নিজ মজলিসেই তাঁহার লোক দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করান। ইবন হায়্যান এই অতিশয় বেদনাদায়ক ঘটনার একটা সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। ঘটনাটি ঘটে ১০ রাবীউল আওয়াল, ৩৯৭/৪ ডিসেম্বর, ১০০৬ সনে। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে জানা যায়, তাঁহার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা চলিয়া আসিতেছিল তিনি ইহার তুলনায় অনেক দরিদ্র ছিলেন। হাজিবদের প্রতিশোধ স্পৃহা তাহার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও অধীনস্থ কর্মচারীগণ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হায়্যান, apud Ibn Bassam, Dhakira, i/I, 103-7 (See also 100-2) ; (২) Ibn Idhari, Bayan, iii, index; (৩) Levi-Provencal,

Hist. Esp. Mus., ii, index; (4) F. Bustani, Dairat al-Maarif; iii, 459-60.

Ch. Pellat (E.I.²)/ মু. আবদুল মালেক

ইবনুল-কাত্তান (ابن القطان) : মধ্যযুগীয় মুসলিম পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের নিকট সুপরিচিত নাম, যাহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত একজন ব্যক্তির নাম বলিয়াই মনে করা হইত। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহা দুইজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম ছিল যাহারা খুব সম্ভব পিতা ও পুত্র ছিলেন। তবে ইহা একটি অনুমানমাত্র। এই বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলা যায় না বিধায় এই ব্যক্তিদ্বয়কে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠরূপে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে হয়।

(১) ইবনুল-কাত্তান, জ্যেষ্ঠ : এই ব্যক্তিটি ফাস (ফেস)-এর আলিম ও ফাকীহ, জনৈক আবুল-হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল-মালিক ইবন যাহ-য়া আল-কুতামী আল-ফাসী হিসাবে সনাক্তযোগ্য। আমরা জানি যে, তাঁহার ইনতিকালের তারিখ ১ রাবীউল-আওয়াল, ৬২৮/৭ জানুয়ারী, ১২৩১। যেহেতু তাঁহার সকল জীবনীকার একমত যে, তিনি ৬২৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে "কিতাবু নাজমিল জুমান" (নিম্নে দেখুন) গ্রন্থের রচয়িতা হওয়া (যেমনটি Levi-Provencal ও তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ মনে করেন) প্রায় অসম্ভব। কারণ এই গ্রন্থটির রচয়িতা আল-মুওয়াহহিদ খলীফা আল-মুরতাদা (রাজত্বকাল ৬৪৬-৬৫/১২৪৮-৬৬)-র অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন। এই ইবনুল-কাত্তানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কর্তেভার অধিবাসী ছিলেন। অতএব অনুমিত হয় যে, তিনি কিংবা তাঁহার পিতা ও পরিবার আন্দালুসিয়া হইতে ফাসে হিজরত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে আল-মুওয়াহহিদগণের অধীনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি গুরুত্ব লাভ করেন। বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মাররাকুশের "তালাবার প্রধান ছিলেন এবং তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর চাকুরীতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন (তালাবা আল-মুওয়াহহিদগণের বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রেণী, ইহাদের জন্য, বিশেষ করিয়া ইবনুল-কাত্তানের জন্য দেখুন Hopkins, Medieval Muslim government in Barbary, ১০৪ প. ও ১০৮ পর্যায়ক্রমে)। খলীফা আবু যাক্বব যুসুফ আল-মুস্তানসিরের মৃত্যুর পর ইবনুল-কাত্তান (জ্যেষ্ঠ) আল মুওয়াহহিদগণের ক্ষমতার হ্রাসের শিকার হন। আট মাসের শাসনের পর খলীফা আবদুল-ওয়াহিদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (আল-আদিল)-এর নিকট পরাজয় বরণ করিলে উক্ত হ্রাসের সমাপ্তি ঘটে। ৬২১/১২২৪ সনে মাররাকুশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও তিনি পুনরায় তথায় প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু আর কখনও তিনি সেইখানে নিরাপদে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে কিংবা নিশ্চিন্তভাবে শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি সিজিলমাসার কাদী ছিলেন। সিজিলমাসা নগরটি তখন খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল। এই ইবনুল-কাত্তানের প্রতি আরোপিত রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) আবদুল-হাক্ক আল-ইশ্বীলীর কিতাবুল আহ-কাম (ইবনুল-কাত্তান, কনিষ্ঠের কিতাবুল-আহ-কাম বলিয়া যাহাকে ভুল করা হয়)-এর একটি ভাষ্য; (২) মাক'লা ফিল-আওয়ান; (৩) আন-নাজার ফী আহ-কামিন নাজার।

(২) ইবনুল-কাত্তান (কনিষ্ঠ) ওরফে আবু আলী-(ও/অথবা আবু মুহাম্মাদ) আল-হাসান (অথবা আল-হাসান) ইবন আলী ইবনুল-কাত্তান,

ঐতিহাসিক, আইনবিদ (ফাকীহ) ও মুহাদ্দিস'। ইবনুল-কাত্তান, জ্যেষ্ঠের তুলনায় এই ইবনুল-কাত্তান আশ্চর্যজনকভাবে জীবনী গ্রন্থসমূহে উপেক্ষিত হইয়াছেন; এইগুলিতে তিনি কোন স্থান পান নাই। "ইবন 'আলী ইবন'ল-কাত্তান" নামে বিশেষণ দ্বারা আমরা যথার্থই তাকে পূর্ববর্তী ইবনুল-কাত্তানের একজন পুত্র হিসাবে ধরিতে পারি। তাঁহার জন্মের ও ইনতিকালের তারিখসমূহ অজ্ঞাত। আমরা বড়জোর এতটুকু বলিতে পারি যে, তিনি আল-মুরতাদার (উপরে দেখুন) রাজত্বকালে উন্নতি ও তাঁহার আনুকূল্য লাভ করেন এবং ইবন ইয়ারীর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি এই শাসকের জন্য "কিতাবু নাজমি'ল-জুমান ওয়া ওয়াহিদিল বায়ান ফীমা সালাফা মিন আখবারিয়-যামান" (শিরোনামটির অন্যান্য রূপও রহিয়াছে) শীর্ষক একটি ইতিহাস এবং আরও কিছু সংখ্যক গ্রন্থ, যেমন "কিতাবু শিফাইল-গালাল ফী আখবারি'ল আফিয়া ওয়ার-রসুল", "কিতাবুল-আহ-কাম লিবায়ানি আয়াতিহ আলায়হিস-সালাম" (হাদীছ সম্পর্কে), "কিতাবুল মুনাজাত" ও কিতাবুল-মাসনু'আত" রচনা করেন। এই সমস্ত রচনার মধ্যে "নাজম"-এর একটি অংশ শুধু টিকিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই অংশটি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে মাগরিবী লেখকগণ, বিশেষত ইবন ইয়ারী কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই শুধু রচনাটি সম্পর্কে জানা যায়। সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে বিশেষভাবে যতটুকু বুঝা যায় তাহাতে মনে হয়, সম্পূর্ণ নাজমটি ছিল 'আরবদের বিজয় হইতে শুরু করিয়া লেখকের সময় পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের ইতিহাসের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভূগোলার উপর লিখিত একটি বিশাল বিশ্বকোষবিশেষ। টিকিয়া থাকা অংশটিতে ৫০০-৩৩/১১০৬-৭ হইতে ১১৩৮-৯ সময়কালের আলোচনায় একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রাসাদ ঘটনাপঞ্জী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আসল সরকারী দলীল-পত্রের উপস্থাপন ও মিসরের ফাতিমীদের সম্পর্কে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না-এমন তথ্যাদি উপস্থাপনের কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত ইতোমধ্যে বিম্বৃত রচনাবলীর লেখকের উদ্ধৃতি দানেরও জন্য ইহা বিশেষভাবে মূল্যবান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. F.P Hopkins, Medieval Muslim Government in Barbary, London 1958, পৃ. স্থা; (২) মাহ'মুদ 'আলী মাক্কী, জুয় মিন কিতাবি নাজমি'ল-জুমান (Muhammad V. University Publications), রাবাত, তা. বি., অনু. ১৯৬৬ খৃ., প্রায় সকল বরাত মাক্কীর এই সংস্করণের ভূমিকায় দ্র.)। আবুল-হাসানের জন্য দেখুন; (৩) I. Abbas, Contributions to the Material on the History of the Almohads, as portrayed by a new biography of Abu al Hasan Ibn al-Kattan (628/1230), in Akten des VII. Kongresses fur Arabistik und Islamwissenschaft, Gottingen 1976-15-38.

J. D. Latham (E. I.² Suppl.)/আবু মুহাম্মদ আসাদ

ইবনুল কাত্তান (ابن القattan) : আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন আবি আবদিল্লাহ আল-ফাদল ইবন আবদিল আযীয ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল হুসায়ন ইবন 'আলী আল-বাগ'দাদী, বাগদাদের হাদীছ'বিদ, চক্কু চিকিৎসক ও বিশেষত কবি, জ. ৪৭৮/১০৮৬, মৃ. ২৮ রামাদান, ৫৫৮/৩০ আগস্ট ১১৬৩। অধুনালুপ্ত কিছু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও সমালোচকগণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিছু হাদীছ' বর্ণনা করিয়া থাকিলেও ইবনুল-কাত্তান প্রধানত

তাঁহার শক্তিশালী ব্যঙ্গ রচনা, Golziher-এর মতে (Muh. St. ii, 60) যাহা খলীফা বা অন্য কাহাকেও রেহাই দেয় নাই। তাঁহার মুজ্বন (مجون) রসজ্জন ও হায়সা বায়সা (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার আচরণের জন্যই সমধিক পরিচিত। তিনি বাহাউদ্দীন যুহায়র (দ্র.) কর্তৃক প্রায়শ ব্যবহৃত কায়দায় অন্ত্যচরণটি বাদ দিয়া দুবায়ত [দ্র. রুবাই] এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফিলুন/মুতাফাইলুন/ ফাউলুন [ফাইলুন] ছন্দটির প্রথম ব্যবহারকারিগণের অন্যতম ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ১০খ, ২০৭; (২) ইবনুল আছীর, ১১খ, ১৯৬; (৩) ইবন খাল্লিকান, ৩খ, ১১৬-২১; (৪) মাক্কী'ঈ, মিরআত, ৩খ., ৩১৫; (৫) ইবন আবি উসায়বি'আ, ১খ., ২৭৪, ২৮৫-৮; (৬) ইবন শাকির, ফাওয়াত, ২খ, ২৯৩-৫; (৭) ইবন হাজার লিসানুল মীযান, ৬খ, ১৮৯; (৮) ফ. আল-বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৩খ, ৪৬২-৩; (৯) আজ. জ. আত'-তা'হির, আশ-শি'র'ল-আরাবী ফিল আসরিস-সালজুকী, বাগদাদ ১৯৬১ খৃ., নির্যত।

Ch. Pellat (E.I.²)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবনুল-কাদী (ابن القاضي) : শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহ'মাদ ইবন 'আলী ইবন 'আবদিল-র-রাহমান ইবন আবি'ল-আফিয়া আল-মিক্বানসী, মরক্কোর জৈনক বহুল গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার প্রণীত জীবনচরিতসমূহ উচ্চ প্রশংসিত। জ. ৯৬০/১৫৫৩ সালে বিরাট যানাতা (দ্র.) গোত্রের এক বিখ্যাত পরিবারে ফাস নগরে। তাঁহার পিতা তাঁহার লেখাপড়ার তদারক করিতেন এবং মাগরিববাসী সর্বোত্তম শিক্ষকবৃন্দের, বিশেষত শায়খ আবুল-মাহাজ্জিন যুসুফ আল-ফাসীর নিকট তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, এমনকি পরবর্তী কালে তিনি পাটীগণিত ও উত্তরাধিকার বন্টন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেন। বিদ্যার্জন সমাপ্তির ঐকান্তিক আগ্রহে ইবনুল-কাদী হজ্জ সমাপনের সুযোগে মুসলিম প্রাচ্যের বিখ্যাত 'উলামার নিকট দুই বৎসর যাবত অধ্যয়ন করেন। ৯৮৬/১৫৭৮ সালে তাঁহার প্রত্যাবর্তন সা'দী সুলতান আহ'মাদ আল-মানসুর [দ্র.]-এর সিংহাসন আরোহণের সময়ে যুগপৎ সংঘটিত হয় এবং সুলতানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ৯৯৪/১৫৮৬ সালে তিনি সমুদ্র পথে প্রাচ্যদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করেন এবং পথিমধ্যে খৃষ্টান জলদস্যুদের হাতে বন্দী হন। অতঃপর প্রায় সন্দেহাতীতভাবে স্পেনে ১১ মাসব্যাপী বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার পর তাঁহার মনিব ২০,০০০ আউন্স স্বর্ণের (?) বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইবনুল-কাদী তাহার সমগ্র রচনা তাঁহার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকের প্রতি উৎসর্গ করেন এবং দৃশ্যত কোন সরকারী দায়িত্ব ব্যতীতই রাজানুগামিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে থাকেন। অনির্ধারিত কোন তারিখে তিনি সালে (Sale)-এর কাদী নিযুক্ত হন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে উহা প্রত্যাহৃত হয়। অবশেষে তিনি নিজ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনীকারগণ লিপিবদ্ধ করেন যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি সাহীছল-বুখারী [দ্র.]-র ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং নামহৃত তীব-এর প্রখ্যাত গ্রন্থকার আল-মাক্কারী [দ্র.]-র শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। মাক্কারী ৬ শাবান, ১০২৫/১৯ আগস্ট, ১৬১৬ (অথবা সম্ভবত উক্ত বৎসরই কয়েক মাস পূর্বে) ফাস-এ তাঁহার মায়ার বিহারত্ব করেন। ইবনুল-কাদীর যেই রচনাবলীর শিরোনাম রক্ষিত আছে উহাদের সংখ্যা চৌদ্দ। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক দুইটি জীবন-চরিত

সংকলন : (১) দূররাতুল-হিজাল ফী আস-মাইর-রিজাল (ذرة الحجال فى اسماء الرجال), প্রখ্যাত মুসলিম মনীষিগণের জীবন-চরিতসহ মরক্কোর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের চরিতাভিধান এবং ইবন খাল্লিকান [দ্র.] রচিত ওফায়াতুল আ'য়ান-এর সম্পূর্ণার্থে রচিত। রচনাটি Durrat al hijal, Repertoire biographique d ahmad Ibn al Qadi শিরোনামে I.S. Allouche কর্তৃক দুই খণ্ডে সম্পাদিত হইয়াছে, Rabat ১৩৪৪-৬; (২) জায়ওয়াতুল-ইকতিবাস ফীমান হান্না মিনা'ল-আ'লাম মাদীনাতি ফাস (ذرة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس) শিরোনামদ্বয়ে বুঝা যায়, উহা ফাস-এ বসবাসকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও মনীষিগণের চরিতাভিধান। অধিকন্তু ইহা উক্ত শহরের স্থান বিবরণের একটি অত্যন্ত কার্যকর নির্দেশিকাও বটে। ১৩০৯/১৮৯২ সালে ফাস-এ গ্রন্থখানা লিথুগ্রাফে মুদ্রিত হয়। সুখপাঠ্য এই গ্রন্থখানা মারীনী ও সা'দী রাজবংশদ্বয়ের অধীনে মরক্কোতে সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সাধারণ চিত্র প্রদান করে।

তাহার অপ্রকাশিত সাকুল্যে ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-মুনতাকাল-মাকসূ'র আলা মাআছিরিল খিলাফাতি'ল-মানসূর (المنتقى المقصور على مآثر الخلافة المنصور), অন্য একটি রূপঃ আলা মাহাসিনিল খালীফাতি আবি'ল আক্বাস আল-মানসূর (على محاسن الخليفة ابى العباس المنصور); মহান সুলতানের স্তুতিবাদমূলক এই রচনা তাহার জীবনের ইতিহাস নহে, বরং একটি সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কাব্য সংগ্রহ বটে। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ, বিশেষত আল-ইফরানী [দ্র.] ও আন-নাসিরী [দ্র.] ইহার বহুল ব্যবহার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহের অতিরিক্তঃ (১) E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২খৃ. (অত্যাব্যয়ক); (২) ইবন য়াদান, ইতহাফু আলামিন নাস..., ১খ, Rabat ১৯২৯ খৃ., ৩২৬-৮; (৩) 'আক্বাস ইবন ইব্রাহীম, আল-ই'লাম বিমান হান্না য়াররাকুশ, ফাস ১৯৩৬ খৃ., ২খ, ৯৩-৬; (৪) 'আবদু'স-সালাম ইবন সুদা, দালীল মুআররিখি'ল মাগ-রিবি'ল-আকসা, Tetuan 1950 খৃ. (বিশেষত নং ৬১, ৬২, ৪৬৬, ৪৯০, ৮৪০, ১৩৬২, ১৩৬৩); (৫) I.S. Allouche ও A. Regragui, Catalogue des manuscrits arabes de Rabat, Rabat 1958 খৃ.।

G. Deverdun (E.I.2)/মুহাম্মদ আবদুর বাসেত

ইবনুল-কায়সারানী (ابن القيسراني) : নিসবা ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া নির্দেশক (দ্র. সাম'আনী, কিতাবুল আনসাব, প্রবন্ধ আল-কায়সারী)। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এই নামে পরিচিতঃ

(১) আবুল-ফাদল মুহাম্মাদ ইবন তাহির ইবন 'আলী ইবন আহ'ম্মাদ আল-মাকদিসী আশ-শায়বানী, একজন 'উলুমুল-হাদীছ' বিশেষজ্ঞ। ৬ শাওয়াল, ৪৪৮/১৭ ডিসেম্বর, ১০৫৮ সালে তিনি জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬৮/১০৭৫ সাল হইতে শুরু করিয়া বাগদাদে অধ্যয়ন করেন এবং হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্বের প্রাচ্য অংশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। একজন অল্পকৃত ভ্রমণকারী হইয়া তিনি হাদীছ' অন্বেষণের জন্য তাহার সকল ভ্রমণ পদব্রজে সম্পন্ন করেন এবং যাহা তাঁহাকে প্রদান করা হইত তাহাই কেবল গ্রহণ করিয়া ডিক্কা চাওয়া হইতে বিরত থাকিতেন। এই কারণে তিনি প্রায়শ বহু কষ্ট ভোগ করিতেন; তিনি হাদীছ সংগ্রহের একজন

দক্ষ নকলনবীশ হিসাবেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। পরিশেষে তিনি হামাযানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সেইখানে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে জেরুসালেম অভিমুখে রওনা হন এবং সেইখান হইতে মক্কা মুকাররামায় গমন করেন। ইহা ছিল তাহার জীবনের শেষ হজ্জ। হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পথে ২৮ রাবীউল-আওয়াল, ৫০৭/১৩ ডিসেম্বর, ১১১৩ সালে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

হাদীছশাস্ত্রে তাহার ব্যাপক জ্ঞান ও তাহার ব্যক্তিগত চারিত্রিক দৃঢ়তা সাধারণে স্বীকৃতি লাভ করিলে সমালোচকগণ বিভিন্নভাবে তাহার বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার বিচার করেন। আল-আনসারী, আল-হারাবী (দ্র.) একজন বিশ্বস্ত তরুণ হিসাবে তাঁহাকে উল্লেখ করেন। ইবন মান্দা যিনি তাহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন-তিনি ও অন্যান্য তাহার প্রশংসা করেন। তবে অন্যান্য সমালোচক, যেমন আবুল-ফাদল মুহাম্মাদ ইবন নাসির আস-সালামী (মৃ. ৫৫০/১১৫৫, তু. ইবন রাজাব, আয-যায়ল আলা তাবাকাতিল-হানাবিলা, কায়রো ১৩৭২/১৯৫২, ১খ, ২২৫-৯, নং ১১৩; আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৪খ, হায়দরাবাদ ১৩৩৪ হি., ৮১-৫, ১৬শ তপাকগত; Brockelmann, SI, 200, no. 7. সংশোধন করিতে হইবে) তাহার নির্ভরযোগ্যতা অস্বীকার করেন অথবা অন্ততপক্ষে এই সম্পর্কে সন্দেহ করেন। এইরূপ ধারণা অংশত তাহার লালিত কতিপয় মতের কারণে হইয়া থাকিতে পারে। কোন কারণ ব্যতিরেকেই তিনি জাহিরী মায়হাব অবলম্বন করেন। ইহা কেবল সাধারণ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার প্রবণতার একটি যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন হইয়া থাকিবে (প্রমাত্মকভাবে তাহাকে হামালী মায়হাবের অনুসারীও বলা হইয়া থাকে)। ইহাও একই প্রবণতার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। তিনি চরমপন্থী সূফীবাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সূফী জয্বা সৃষ্টি করিবার মাধ্যম হিসাবে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত (দ্র. সামা')-কে বৈধ মনে করেন।

তিনি স্বীয় পুত্র আবু যুরআ তাহির ইবন মুহাম্মাদ (জ. ৪৮১/১০৮৮, মৃ. ৫৬৬/১১৭০)-কে বিশেষভাবে হাদীছের উচ্চ ইসনাদসমূহ অর্জন করিতে নিয়োজিত করেন। তিনি যদিও হাদীছশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন না, তথাপি হামাযান হইতে বাগদাদে আগমন করিয়া এই সকল হাদীছ বর্ণনা করিতেন। আবুল-ফাদল আল-কায়সারানী প্রধানত হাদীছ বর্ণনার পদ্ধতিগত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু সারণ্ত রচনাসহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। Brockelmann (নিম্নে দ্রষ্টব্য) পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাহার রচনাসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিম্নবর্ণিত রচনাসমূহ মুদ্রিত হইয়াছেঃ (১) কিতাবুল-আনসাবিল মুত্তাফিকা ফি'ল-খাতিল মুতামাখিলা ফি'ন-নাকত ওয়াদ-দাবত, আবু মুসা মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আল-ইসফাহানী (মৃ. ৫৮১/১১০৫)-র একটি সম্পূর্ণকসহ editio princeps by p. de Jong, Homonyma inter nomina relativa, Leiden ১৮৬৫; (২) কিতাবুল জাম' বায়না রিজালি'স সাহীহায়ন (একটি দীর্ঘতম শিরোনামসহ), হায়দরাবাদ ১৩২৩ হি.; (৩) তাযকিরাতুল-মাওদু 'আত, কায়রো ১৩২৩, S. I, ১৩২৭ হি.; (৪) ওরুতুল-আইম্মাতিস- সিত্তা, সম্পা. মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাওছারী, কায়রো ১৩৫৭ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াকুত', ৪খ, ৬০১ প. (দ্র. আল-মাক্দিস); (২) ইবন খাল্লিকান, নির্ঘণ্ট; (৩) আয-যাহাবী, হুফফাজ; ৪খ, ৩৭-৪১, তাবাকা, ১৫;

(৪) আল-মাকরীযী, কিতাবুল মুকাফফা, de jong- এর ভূমিকাসহ মুদ্রিত এবং কিতাবুল জাম' (অধিকাংশ সবিস্তারে, জীবন চরিত্র দ্বারা আবুল ফাদল- এর কবিতা হইতে উদ্ধৃতিসমূহ সমেত)-এর সংস্করণের শেষভাগে; (৫) ইবন হাজার আল-আসকালানী, লিসানুল-মীযান দ্র.; (৬) ইবনুল ইমাদ, শায'ারাত, ৪খ, ১৮; (৭) সারকীস, মু'জামুল মাতবু'আত, ১খ, ২২১ প.; (৮) Brockelmann, ১খ, ৪৩৬, ৬০৩।

(২) আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন নাস-র ইবন সাগীর ইবন দাগির ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালিদ শারফুদ্দীন, (ابو عبد الله محمد بن نصر بن صغیر بن دافر شرف الدين) নুরুদ্দীন যাসীর আমলে সিরিয়ার প্রখ্যাত কবি ও ইবন মুনির আত-তারাবলুসী আর-রাফফা-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। ৪৭৮/১০৮৫ সালে তিনি আক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুকালের জন্য বাগদাদের যাত্রিক ঘড়িসমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অতঃপর আলেক্সান্দ্রেতে বসবাস করিতে শুরু করেন। আঘীর মুজীরুদ্দীন (Zambaur, 30) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি ৫৪৮/১১৫৪ সালে বাগদাদে পৌঁছিবার ১০ দিন পর ইনতিকাল করেন। তাঁহার অধীত বিষয়সমূহের মধ্যে হাদীছও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ইবন আসাকির (দ্র.)-এর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং আস-সাম'আনী (দ্র.) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন (কিতাবুল আনসাব, দ্র. আল-কায়সারী)। জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যামিতি ও পাটীগণিতেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। তাঁহার কবিতার অধিকাংশই ছিল শাসনকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের স্তুতিবাদ। ইবন খালিকান আলেক্সান্দ্রেতে তাঁহার দীওয়ান-এর স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন এবং তাঁহার কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাকুত আরও ব্যাপক উদ্ধৃতিসমূহ প্রদান করেন। আবু শামা (দ্র.) তাঁহার রচিত "কিতাবুর- রাওদাতায়ন" গ্রন্থে তাঁহার কতিপয় কাসীদা উদ্ধৃত করেন। তাঁহার দীওয়ান-এর কেবল একটি পাণ্ডুলিপি (অসম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত) টিকিয়া আছে বলিয়া মনে হয় (কায়রো, ৩খ, ১১১)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খালিকান, নির্ঘণ্ট; (২) যাকুত, ইরশাদ, ৭খ, ১১২-২১; (৩) ইবনুল-ইমাদ, শায'ারাত, ৪খ, ১৫০; (৪) Brockelmann, S.I, ৪৫৫; (৫) দামাই, ১/৬৪৯-৫০।

J. Schacht (E.I.2)/মোহাম্মদ আব্দুল বাসেত

ইবনুল-কালবী (দ্র. আল-কালবী)

ইবনুল-কালানিসী (ابن القلانسی) : ইবন আসাদ আত-তামীমী (আনু. ৪৬৫-৫৫৫/১০৭৩-১১৬০), দামিশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য। ইনি কিছু কালের জন্য এই শহরের রাঈস ছিলেন এবং সর্বোপরি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৫৫৫/১১৬০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ব্যাপী উহার ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

সাধারণভাবে যায়ল তারীখ দিমাশক (ذیل تاریخ دمشق) নামে পরিচিত ইবনুল-কালানিসী রচিত ইতিহাসখানি দুই খণ্ডসম্বলিত; প্রতিটি খণ্ডের সীমা কতকটা অস্পষ্ট। প্রথম খণ্ডটির প্রথম কিছু পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে। ইহা লেখকের যৌবনকাল পর্যন্ত ইতিহাস সম্বলিত এবং প্রাথমিক সিরীয়-মিসরীয় মুহাফিজখানা ও ছোটখাটো সময়পঞ্জীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ইহা হিলাল আস-সাবির বাগদাদের হারান ইতিহাস লইয়া মোটেই রচিত নহে (অথবা অন্ততপক্ষে যতটা ভাবা হইয়া থাকে তদপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে উহার উপর নির্ভরশীল)। অবশিষ্ট অংশের জন্য ইবনুল

কালানিসী মুহাফিজখানা হইতে সংগৃহীত তথ্য ছাড়াও তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার সমসাময়িকদের প্রত্যক্ষ করা ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থটি সাহিত্য স্বরূপ রচনার দীর্ঘদার নয়, বরং দামিশক ও ইহার চতুর্দিকে অবস্থিত মধ্য সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কিত লেখকের একটি ব্যক্তিগত বর্ণনা রহিয়াছে। এই বর্ণনা অবশ্য পক্ষপাতমুক্ত নহে; কিন্তু ইহা আরবীয় ইতিহাস শাস্ত্রের মূল অংশের তুলনায় অসাধারণভাবে জীবন্ত। ইহা স্রোতান্ত উচ্চ মানের রচনা এবং ইবনুল-আছীর, সিব্বত ইবনুল-জাওয়ী ও আবু শামা এবং পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণের এ বিষয়ে জ্ঞানের এক উৎস। তাঁহারা এই রচনার উপর নির্ভর করিয়াই খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যকার ধর্মযুদ্ধের প্রথম অর্ধশতাব্দী কালের মধ্য সিরিয়ার ইতিহাস জানিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শতাব্দীর শুরুতে ইহা আবিস্কৃত হওয়ায় এবং আরও পরবর্তী কালে অনূদিত হওয়ার ফলে ধর্মযুদ্ধ ও ল্যাটিন-প্রাচ্যের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় ইহা যথার্থভাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যায়ল, ইহার একমাত্র পাণ্ডুলিপি হইতে Amedroz কর্তৃক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়; (২) ১৯৩২ খৃ. The Damascus Chronicle of the Crusades H.A.R. Gibb কর্তৃক ৪৯০-৫৫৫ পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাসের একটি ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে (উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু বাদ দেওয়া হয়); (৩) ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে Damas de 1075 a 1154 নামে ফরাসী ভাষায় উক্ত সময়কালের ইতিহাসের একটি আংশিক অনুবাদ হয়। প্রথমোক্ত অনুবাদটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুখবন্ধ রহিয়াছে। ইতিহাসটি প্রথম অংশের জন্য Arabic & Islamic Studies in honour of Hamilton A. R. Gibb, লাইডেন ১৯৬৫ খৃ. পৃ. ১৫৬-৫৭, Cl. Cahen-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Cl. Cahen-(E.I.2)/পারসা বেগম

ইবনুল-কাসিম (ابن القاسم) : আবু আবদিল্লাহ আবদুল রাহমান ইবনুল-কাসিম ইবন খালিদ ইবন জুনাদা আল-উতাকী, মালিক ইবন আনাস (র) [দ্র.]-এর সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত শাগরিদ এবং মালিক-এর মতামতসমূহের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রচারক বলিয়া বিবেচিত। তিনি ছিলেন উতাকা (عتقاء) বংশধরদের আশ্রিত (মাওলা) এবং উতাকা ছিল একদল বন্দী ডাকাত, যাহাদেরকে মুহাম্মাদ (স) মুক্তি দান করেন। জ. রামলা-এ ১২৮/৭৪৬ সালে অথবা সম্ভবত ১৩২/৭৪৯ সালে এবং মৃ. ১৯১/৮০৬ সালে কায়রোতে। বর্ণিত আছে তিনি তাঁহার শিক্ষক মালিক (র)-এর নিকট বিশ বছর যাবত অধ্যয়ন করেন এবং মালিকী মায়হাকে মিসর এবং তথা হইতে উত্তর আফ্রিকা ও আল-মাগ'রিব পর্যন্ত প্রচার করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। মালিকী মায়হাবের একটি প্রধান রচনা মুদাওয়ানা (مدونة) প্রথমে আসাদ ইবনুল ফুরাত (দ্র.)-এর এবং পরে সাহনুন (দ্র.)-এর প্রণাবলীর যে সকল জওয়াব ইবনুল-কাসিম দিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে المدونة রচিত। শেয়োক (সাহনুন)-এর রচনাটি সঙ্গতভাবে আল-মুদাওয়ানা ওয়াল-মুখতালিহা নামে পরিচিত। কারণ গ্রন্থকার ইনতিকালের পূর্বে উহার সংশোধন এবং সম্পাদনা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। গ্রন্থটি জনগণের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে এবং সাধারণ্যে মুদাওয়ানা নামে পরিচিত হয়। অন্যপক্ষে আসাদ ইবন ফুরাতের রচনাটি কেবল কতিপয় খণ্ডাংশে আসাদিয়া নামে টিকিয়া আছে। পরবর্তী পণ্ডিতগণ প্রায়ই সাহনুন-এর মুদাওয়ানাটির ব্যাখ্যা করেন।

ইবনুল-কাসিম তাঁহার শিক্ষক মালিক (র) রচিত মুওয়াত্তা' *الفليلى*-এর একটি পাঠ (version)-এর গ্রন্থকারও বটে এবং এই পাঠের যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত। তিনি মুওয়াত্তা'-য় অন্তর্ভুক্ত হাদীছ ব্যতীত অন্য হাদীছ' বেশী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) ইবন খাল্লিকান, শিরো.; (২) ইবন নাজী, মা'আলিমুল-ঈমান, ২খ, ২প. (আসাদ ইবনুল-ফুরাতের জীবন-চরিত); (৩) ইবন ফারহুন, দীবাজ, দ্র. শিরো.; (৪) ইবন হাজার আল-হায়তামী, তাহফীবু'ত-তাহফীব, ৭খ, নং ৫০০; (৫) মাখলুফ, শাজারাতুন-নূর, নং ২৪; (৬) M. B. Vincent, *Etudes sur la loi musulmanel*, প্যারিস ১৮৪২ খ., ৩৮ প.; (৭) Brockelmann, ১খ., ১৮৬ ও ১ম সং. ১৮৯৮ খ., ১খ, ১৭৬ প., S I, ২৯৯; (৮) W. Heffening, in *Museon*, ১খ., ৮৬-৯৭, (মুদাওওয়ানার একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত এবং কায়রোতে ১৩২৩ হি., ১৫ খণ্ডে ও কায়রো ১৩২৫ হি., ৪খণ্ডে, এই দুইটি মুদ্রিত সংস্করণের মূল পাঠের তুলনা; (৯) J. Schacht, in *Etudes d'Orientalisme.. Levi-Provencal*, ১৯৬২ খ., ১খ, ২৭৩-২৮১ প.।

J. Schacht (E.I. 2)/মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

ইবনুল-কিত্ত (ابن القبط) নামে অভিহিত উমায়্যা বংশীয় যুবরাজ আহ'মাদ ইবন মু'আবিয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন হিশাম ইবন মু'আবিয়া ইবন ১ম হিশাম ২৮৮/৯০১ সালে জামোরা (Zamora) আক্রমণের জন্য বিখ্যাত।

আমীর ১ম মুহাম্মাদের রাজত্বের শেষভাগে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী 'আবদুল্লাহ'-এর সমগ্র রাজত্বকালে কর্তৃত্বভাতে উমায়্যা আমীরাতের এক্ষণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে 'আরব ও বারবার' সামন্তদের রাজদ্রোহিতা ও অবিরাম বিদ্রোহ লিওন (Leon)-এর ৩য় আল্ফনসোকে কায়েমব্রা (Coimbra), য়াস্টরগা (Astorga), লিওন ও আমায়া (Amaya) ঘাঁটিসমূহ হইতে অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করিতেছিল। ২৮০/৮৯৩ সালে তিনি জামোরা (Zamora)-র দুর্গ পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁহার সৈন্যদল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে 'বারবার'দের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়।

ইহা ব্যতীত আরাগন (Aragon)-এর বানু কাসী, এক্সট্রেমাডুরা (Extremadura)-র ইবন মারওয়ান এবং সর্বোপরি রোনডা (Ronda)-র নিকটবর্তী পার্বত্য এলাকায় ইবন হাফসুন (দ্র.) সকলেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে লিওন সীমান্তের দিকে, যেইখানে বারবারগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিত, সেইখানে আধ্যাত্মিক ও উগ্র ধর্মীয় উদ্দীপনাপূর্ণ একটি দলের ক্রমাগত সমাগম হইতেছিল। তখন প্রাচ্য হইতে মু'তায়িলা মতবাদের আমদানী হইতেছিল এবং দার্শনিক ইবন মাসাররা (দ্র.) কর্তৃভার Siera-তে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছিলেন।

আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে ইত্যাকার গোলযোগের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল অনেক দুঃসাহসী ভাগ্যবধী অতি গোঁড়া ও ভণ্ড ব্যক্তিগণ, যাহারা নিজদেরকে সমসাময়িক প্রশাসনের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল; তাহারা উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকার অধিবাসী বারবারদের উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন লাভ করিতেছিল।

এই সমস্ত ব্যক্তির একজন, যিনি ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে সমসাময়িক সামাজিক চালচলন ও নৈতিকতার নিন্দাবাদ প্রচার করিতে উদ্যত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যখন উত্তর আফ্রিকাতে ফাতিমী শী'আ 'দা'ওয়্য'-র প্রভাবে ইসমাঈলী মতবাদ বিস্তার লাভ করিতেছিল, তিনি ছিলেন আন্দালুসী প্রচারক আবু 'আলী আস-সার্বরাজ, যিনি জিহাদ প্রচারের ছলে মুসলিম তাপসের ছদ্মবেশে অতি চাতুর্যের সহিত দেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিলেন।

তিনি গৃহে বোনো মোটা কাপড়ের পোশাক ও রশির তৈরী স্যাগেল পরিধান করিয়া গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করত সারা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। "২৮৫/৮৯৮ সালে পরিকল্পিত আরাগণের বানু কাসী ও 'উমার ইবন হাফসুন-এর মধ্যে মৈত্রীবন্ধনকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই ছদ্মবেশে অতি তৎপরতার সহিত কার্য করিতেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিন বৎসর পর উমায়্যা বংশীয় যুবরাজ জ্যোতিষবিদ্যাভক্ত আহমাদ ইবন মু'আবিয়া, যিনি সিংহাসন লাভের উচ্চাভিলাষ গোপন করিতেন না, তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্ররোচিত করিতে সক্ষম হন।

ইবন সার্বরাজ নিজকে সংস্কারক মাহ্দী হিসাবে জাহির করেন। তাঁহাদের দুইজন Los pedroches [ফাহসুল-বালুত] জেলায় এবং Almaden-এর Sierra-তে (জাবালুল-বারানিস) পরিক্রম করেন। তথায় জামোরা-র বারবারগণ তাঁহাদেরকে প্রবল উদ্দীপনার সহিত সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহারা বারবারগণকে জামোরা-র বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার প্রলুদ্ধ করেন।

ইবনুল-কিত্ত-এর ঐন্দ্রজালিক কৌশল দর্শনে তাঁহার সমর্থকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ('আরব সত্রানুযায়ী ষাট হাযারেরও বেশী) এই ধর্মান্ধ দলের সম্মুখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, জামোরার সপ্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং তিনি দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। যখন দূরদর্শী আস-সার্বরাজ তাঁহার সৈন্য-সামন্তকে সরাইয়া লইতেছিলেন তখন ইবনুল-কিত্ত আল্ফনসো-কে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান যদি তিনি তাঁহার লোকজনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে না চাহেন। আল্ফনসো ঘৃণাব্যঞ্জক ক্রোধে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানপূর্বক দুয়েরো (Duero) নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। 'আরব তথ্যানুযায়ী ইবনুল-কিত্তের জয়সূচক একটি খণ্ডযুদ্ধের পর জামোরা অবরোধ করা হইল। কিন্তু বারবার নেতা নাফ্যা মোহমুস্ত হইয়া তাঁহার সৈন্য-সামন্তসহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ফলে আরও লোক দল ত্যাগ করে।

কতিপয় অমীমাংসিত খণ্ডযুদ্ধের পরে ইবনুল-কিত্ত প্রায় সকল অনুসারী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দিশাহারা অবস্থায় উনুত্তভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং ২০ রাজাব, ২৮৮/১০ জুলাই, ৯০১ সালে নিহত হন। বহুদিন পর্যন্ত জামোরার একটি ফটকের শীর্ষে তাঁহার মস্তক যুলুস্ত অবস্থায় ছিল।

৩য়/৯ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে নিম্নাঞ্চলীয় ও কেন্দ্রীয় Marches-এর ইতিহাসে এই হর্ষ-বিষাদমিশ্রিত অভিযানটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার অধিক কিছু ছিল না। ইহার একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল, ঐ বৎসরই ৩য় আল্ফনসোর পুত্র, ভাবী ৩য় অরডোনা (Ordono) একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ভিসিও (Viseo) হইতে যাত্রা করিয়া ট্যাগাস নদী অতিক্রম করেন। তৎপর গুয়াডিয়ানা (Guadiana) অতিক্রম করিয়া সেভিল প্রদেশে পৌছেন এবং তথায় একটি গ্রাম লুঠন ও অগ্নিদগ্ধ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 382-5; (২) Dozy, Hist. Mus. Esp.², ii, 132-4; (৩) ইবনুল-আব্বার, হুয়া, পৃ. ৯১-২; (৪) Sampiro, re-ed. Huici, in cron. lat. de la Reconquista, i, 269; (৫) Cirot, Chron. leonaise, ii, 33; (৬) মাস'উদী, মুরাজ, ১খ, ৩৬৩ (description of Zamora reproduced by Makkari, Analectes, i, 223)।

A. Huici Miranda (E.I.²)/মোহাম্মদ মোমতাজ হোসেন

ইবনুল-কিফতী (ابن القفطی) : জামালু'দ-দীন আবুল-হাসান 'আলী ইবন যুসুফ ইবন ইবরাহীম ইবন 'আবদিল-ওয়াহিদ আশ-শায়বানী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী 'আরব লেখক, উত্তর মিসরের কিফত-এ ৫৬৮/১১৭২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ৫৮৩/১১৮৭ সনে জেরুসালেমে গমন করেন। তাঁহার পিতা সেইখানে গায়ী সালাহু'দ-দীনের বিখ্যাত প্রধান বিচারপতি ও উপদেষ্টা কাদিয়ুল-ফাদিল-এর সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন ছাত্র হিসাবে সেইখানে অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েক বৎসর তাঁহার পরবর্তী কালের রচনাসমূহের উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সালাহু'দ-দীনের মৃত্যুর পরে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলার কারণে ৫৯৮/১২০১ সনে তিনি আলেক্সান্দ্রে গমন করিতে বাধ্য হন। সেইখানে তাঁহার পিতার জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে ও উৎসাহে তিনি পুনরায় তাঁহার পণ্ডিতসুলভ কাজ-কর্মসমূহ চালাইয়া যাইতে সক্ষম হন। শেষে আলেক্সান্দ্রের আতাবেগ আল-মালিকু'জ-জাহির তাঁহাকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদির দীওয়ান-এর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দায়িত্বটি গ্রহণ করিলেও ইহার সূত্রেই তিনি 'আল-কাদিল-আকরাম' এই সম্মানজনক উপাধিটি লাভ করেন। 'আল-জাহিরের মৃত্যুর (৬১৩/১২১৬) পর তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পর আজ-জাহিরের উত্তরাধিকারী তাঁহাকে একই পদে নিযুক্ত করেন এবং তখন হইতে ৬২৮/১২৩০ সন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে তিনি এই পদে বহাল থাকেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইবনুল-কিফতী জ্ঞান চর্চার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থানকে কাজে লাগাইয়াছিলেন। কারণ এই বৎসরগুলিতেই তিনি মোঙ্গলদের নিকট হইতে পলাইয়া আসা যাকু'তকে আলেক্সান্দ্রে আশ্রয় দান করেন এবং তাঁহার বিশাল ভৌগোলিক অভিজ্ঞান সংকলনে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন। নিজের অনুরোধে ৬২৮/১২৩০ সনে তাঁহাকে কর্ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে ইবনুল-কিফতী ৬৩৩/১২৩৬ সালে আল-মালিক আল-আযীয ক'ক উযীর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক বৎসর নিজের অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকিতে সক্ষম হন। ৬৪৬/১২৪৮ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ইবনুল-কিফতীর যে ২৬টি গ্রন্থের নাম জানা যায় উহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি টিকিয়া রহিয়াছে: (১) কিতাবু ইখবারিল-'উলামা' বি-আখবারিল-ছকামা', যাহা সাধারণত তা'রীখুল-ছকামা' নামে পরিচিত। ইহা আয-যাওযানী রচিত একটি সংক্ষিপ্তসার (৬৪৭/১২৪৯ সনে লিখিত), সম্পা. J. Lippert, Leipzig 1903-এ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে সংকলিত বহু বর্ণনাসহ ৪১৪ জন চিকিৎসক, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদের জীবনী স্থান পাইয়াছে। গ্রীক উৎসের বর্ণনাসমূহ মূল রচনাটিতে আর টিকিয়া নাই। (২) 'ইন্বাহ'র-রুওয়াত 'আলা আন্বাহ'িন-নুহাত, ১-৩ খণ্ড, সম্পা. মুহাম্মাদ আবুল-ফাদল ইবরাহীম,

কায়রো ১৩৬৯-৭৪। ইহাতে প্রায় এক হাজার জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনী রহিয়াছে। তাঁহার মরণোত্তর গ্রন্থ 'আখবারুল-মুহাম্মাদীন মিনা'শ-ও'আরা'-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র Ms. Paris arab. 3335-এ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশিষ্ট নামগুলি প্রধানত ঐতিহাসিক রচনা বিষয়ক সালাহু'দ-দীনের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত কায়রোর ইতিহাস, সালজুকগণের, মিরদাসীগণের, বুওয়ায়হগণের, মাহমুদ ইবন সাবুকতাকীনের, মাগরিবের ও য়ামানের ইতিহাস। ইবন মাকতুম (মু. ৭৪৯/১৩৪৮)-এর সংক্ষিপ্তসারে বিধৃত বিশাল তা'রীখুল-কিফতী স্পষ্টতই উল্লিখিত কায়রোর ইতিহাস হইতে অভিন্ন। অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে একক ব্যক্তি জীবনী (ইবন রাশীক, আবু সা'ঈদ আস-সীরাফী প্রমুখের) পণ্ডিতগণের ইতিহাস (আল-কিন্দীর শায়খগণের), আল-বালায়ুরীর 'আনসাব'-এর একটি ক্রোড়পত্র ইত্যাদির নির্দেশক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ১৯১-৩; (২) যাকু'ত, মু'জামুল-উদাবা', কায়রো, ১৫খ, ১৭৫-২০৪-ইরশাদ, সম্পা. Margoliouth, ৫খ, ৪৭৭-৯৪; (৩) ঐ লেখক, মু'জামুল-বুলদান, ৪খ, ১৫২; (৪) ইবন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ুনুল-আনবা', সূচীপত্র; (৫) Barhebraeus, তা'রীখ মুখতাসরি'দ-দুওয়াল, সম্পা. সালহানী, পৃ. ৪৭৬; (৬) সুযুতী, বুগয়া, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ৩৫৮; (৭) ঐ লেখক, হসুনুল-মুহাদারা, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ২৬৫; (৮) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাত, ৫খ, ২৩৬; (৯) আদফাবী, আত-তালি'উস-সা'ঈদ, কায়রো ১৩৩৩ হি., পৃ. ৩৫৮; (১০) ইবন তাগরীবির্দী, নুজুম, কায়রো ১৩৫৫ হি., ৬খ, ৩৬১; (১১) A. Muller, Actes du 8^e Congres Internat. des Orientalistes, Section i, Leiden 1890, 15-36; (১২) Brockelmann, I², 396 প., S I, 559; (১৩) R. Sellheim, in Oriens, viii (1955), 348-52; (১৪) হ'জ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, দারুল-ফিকর, ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৭০৯।

A Dietrich (E.I.²)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবনুল-কিররিয়া (ابن الكرية) : আবু সূলায়মান আযুব ইবন যায়দ, যায়দ মনাত বংশীয় (আল-কিররিয়া সম্ভবত তাঁহার মাতার বা জনৈক নানীর নাম ছিল), একজন নিরক্ষর বেদুঈন বলিয়া কথিত। তাঁহার আশ্চর্য বাগিতা কিংবদন্তীতে পরিণত হয় এবং তাহা সাহাবান ওয়াইল (দ্র.)-এর খ্যাতিকেও মান করিয়া দেয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর সফরসঙ্গিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সাহিত্য (আদাব) সম্পর্কিত পুস্তকে যে সকল ছন্দোবন্ধ আলোচনা পাওয়া যায়—হইয়া থাকে যে, সেগুলি তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার প্রভু হাজ্জাজ-এর সঙ্গে আলোচনাকালে বা তাঁহার প্রশ্নের জওয়াবস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্ণনা পাওয়া যায়, পরে তিনি ইবনুল-আশ'আহ (দ্র.)-এর দলে যোগদান করেন। সেইখানে তিনি ইবনুল আশ'আহ-এর চিঠিপত্র রচনা করিতেন এবং তাহার বক্তৃতা তৈরি করিতেন, এমনকি আল-গাদবান ইবনুল-কাবা'ছারা-এর নামে সাধারণত প্রচলিত বিখ্যাত উক্তিটি, "Lunch off al-Hadjdjadj before he dines off you" অর্থাৎ আল-হাজ্জাজ-এর সঙ্গে দুপুরের আহারশেষে চলিয়া আইস নতুবা তিনি রাত্রির আহারের পরে তোমাকে বিদায় দিবে", ইবনুল-কিররিয়া-র প্রতিও আরোপ করা হয়। ইবনুল-আশ'আহ-এর অন্যান্য সমর্থকের সঙ্গে

তিনিও বন্দী হন এবং জল্লাদ তাঁহার শিরশ্ছেদ করে কিংবা আল-হাজ্জাজ স্বয়ং বন্দের আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন (৮৪/৭০৩)।

আগানীতে (বৈরুত সং., ২খ, ৬) আল-আসমানীর একটি মন্তব্য পাওয়া যায় যাহা হইতে ইবনুল-কিরিরিয়ার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। “দুইজন ব্যক্তি সব সময়ে মাজনুন নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন, বানু ‘আমির বংশের মাজনুন (দ্র. মাজনুন-লায়লা) ও ইবনুল-কিরিরিয়া, এই উভয় চরিত্রই বর্ণনাকারীদের অভিনব সৃষ্টি।”

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, হায়াওয়ান, ২খ, ১০৪; (২) ঐ লেখক, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইবন কুতায়বা, মা‘আরিফ, নির্ঘণ্ট; (৪) বালায়ুরী, ফুতুহ, পৃ. ২৯০; (৫) তাবারী, ২খ, ১১২৭-৯; (৬) মাস‘উদী, মুরুজ, ৫খ, ৩২৩, ৩৮৩, ৩৯৪-৬; (৭) আগানী, নির্ঘণ্ট; (৮) হসরী, যাহর, পৃ. ৩০৪, ৪৭৬, ৯০৫; (৯) ইবন ‘আসাকির, তা‘রীখ দিমাশুক, ৩খ, ২১৬-১৯; (১০) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ৮৩; আরও দ্র. (১১) বায়ান, ১১১৫-a।

Ch. Pellat (E.I. 2)/হাম্মান খান

ইবনুল-কুতিয়া (ابن القوطية) : আবু বাকর ইবন ‘উমার ইবন ‘আবদিল-‘আযীয ইবন ইবরাহীম ইবন ‘ঈসা ইবন মুহাম্মিম, মুসলিম স্পেনের একজন বৈয়াকরণ, বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক। তাঁহার উপাধির অর্থ ‘গথিক নারীর পুত্র’, কারণ তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ ‘ঈসা ইবন মুহাম্মিম ছিলেন খলীফা ‘উমার ইবন ‘আবদিল-‘আযীয-এর মুক্তদান, তিনি সারা নামী ওলমানদুর কন্যা ও জিতিয়া নামক সর্বশেষ পূর্ব-ভিজিগথ রাজার নাতনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সারা-দের পরিবার সেভিলে বাস করিত। তিনি সকলকে সেখানে রাখিয়া দামিশক গমন করেন এবং সেখানে খলীফা হিশাম ইবন ‘আবদিল-মালিকের নিকটে নিজ চাচা আরদাবাসতে-র বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন যে, তিনি তাইয়ের অর্থাৎ সারার পিতার মৃত্যুর পরে অন্যায়ভাবে আল-আন্দালুসের পূর্বে অবস্থিত তাঁহার সম্পদাদি হস্তগত করিয়াছেন। ‘ঈসা ও সারা অতঃপর আল-আন্দালুসে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ সেভিলে বসবাস করিতে থাকেন। ইবনুল-কুতিয়া ছিলেন উমায়্যাগণের একজন মাওলা এবং অপরদিকে আবার ভিজিগথ শাসকগণের সঙ্গে রক্ত সম্পর্কিত একজন অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি। তিনি সেভিলে জনগ্রহণ করেন কিন্তু কর্ডোভাতে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি নিজ শহর সেভিলে এবং অতঃপর আল-আন্দালুসের রাজধানীতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার সুবিখ্যাত শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন হাসান ইবন ‘আবদিল্লাহ আয-যুবায়রী, মুহাম্মাদ ইবন ‘আবদিল-মালিক ইবন আযমান, মুহাম্মাদ ইবন ‘উমার ইবন লুবাবা ও কাসিম ইবন আসবাগ। কর্মজীবনে তিনি কর্ডোভাতে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া কাদী আবুল-হাযম খালাফ ইবন ‘ঈসা আল-ওয়ালীকী ও ঐতিহাসিক ইবনুল-ফারাদী, শেবোক্তজনই ছিলেন তাঁহার প্রধান জীবনীকার। তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু বৈয়াকরণ ও আভিধানিক হিসাবে বরং আরও অধিক সুখ্যাত ছিলেন। এই উভয় বিষয়েই তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ পরবর্তী কয়েক পুরুষ যাবত সুখ্যাতি অর্জন করে। আইন বিষয়ক একজন উপদেষ্টা হিসাবে ও হাদীছবেস্তা হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন এবং সমালোচিত হইলেও ব্যাকরণ ও আভিধান বা শব্দতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধেও লোকে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিত। খ্যাতির সুবাদেই সমসাময়িক

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে তাঁহাকে খলীফা ২য় আল-হাকামের সমুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহাকে কাদী পদ দান করা হয়, সেই পদে সারা জীবন তিনি অশেষ সম্মান ভোগ করিয়া যান। পরিণত বয়সে তিনি ২৩ রাবী‘-১, ৩৬৭/৬ নভেম্বর, ৯৭৭ সনে মঙ্গলবার কর্ডোভাতে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কিতাবুল-মাকসূর ওয়া‘ল-মামদূদ বিশেষ খ্যাত ছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল গ্রন্থ টিকিয়া আছে সেগুলি হইলঃ (১) কিতাব তাসারীফিল-আফ‘আল, ইহা I. Guidi কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (Il libro dei verbi di Ibn al-Qutiyya, লাইডেন ১৮৯৪ খৃ.) এবং সম্প্রতি ‘আলী ফাওদা কর্তৃক আল-আফ‘আল নামে পুনঃসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (২) তা‘রীখ ইফহিতাহিল (বা ফাতহিল)-আন্দালুস, মুসলমানগণ কর্তৃক আইবেরীয় উপদ্বীপ বিজয় এবং অতঃপর একেবারে আমীর ‘আবদুল্লাহর শাসনের শেষভাগ পর্যন্ত আমীরাতের ইতিহাস; প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ড. নং ৭০৬ হইতে Gayangos, Saavedra ও Cordera কর্তৃক প্রস্তুত ‘আরবী পাঠ ১৮৬৮ খৃ. মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু J. Ribera কর্তৃক উহা স্পেনীয় অনুবাদ ও একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকাসমেত Historia de la Conquista de Espana de Abenalcotia el cordobes (ইহা Coleccion de obras arabiqos de historia y geografia que publica la Real Academia de la Historia-এর ২য় খণ্ড) নামে মাদ্রিদ হইতে মাত্র ১৯২৬ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) ইতিপূর্বে A. cherbonneau একখানি অসম্পূর্ণ ফরাসী অনুবাদ Histoire de la conquete de l’Espagne par les Musulmans নামে JA-তে প্রকাশ করেন, (183), 458-85 and viii, (1856), 428-527; (৪) O. Houdas এই ‘আরবী পাঠের প্রথম খণ্ড ফরাসী অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন, নাম Historia de la conquete de l’Andalousie, প্রকাশিত হয় Recueil de textes...-এ, Ecole des Langues Orientales-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক, 1, Paris 1889, 219-80; (৫) E. Fagnan-ও তদীয় Extvaits গ্রন্থে তাঁহার কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ অনুবাদ করেন, পৃ. ১৯৫ প। তা‘রীখ গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক কালে পুনঃসম্পাদিত হইয়া বৈরুত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তা.বি. (১৯৫৭ খৃ.), সম্পাদনা করিয়াছেন ‘আবদুল্লাহ আনীস আত-‘তাবাবা।

ইবন কুতিয়া তাঁহার কালপঞ্জী (Chronicle) ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুখস্থ বলিয়া যান এবং জনৈক ছাত্র তাহা লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে শ্রুতলিপি আকারে কিছু কিছু শ্রেণীবদ্ধ বক্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত রহিয়াছে এবং এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, অন্যান্য ছাত্র দ্বারা কৃত ইহার ভিন্নতর কপি রহিয়াছে। এইরূপ অনুমান করিবার সমর্থন পাওয়া যায় এই ঘটনা হইতে যে, কায়রো হইতে প্রকাশিত তা‘রীখ ফাতহিল-আন্দালুস-এর সম্পূর্ণ সংস্করণটিতে অনেক পাঠ বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে (দ্র. মুহ. ইবন ‘আযযূয, Una edicion parcial poco conocida de la Historia de Ibn al-Qutiyya, in al-Andalus, 1952, xvii, 233-7-)। এই কালপঞ্জী বা ঘটনাপঞ্জীখানি ৫ম/১১শ শতাব্দীর আগে প্রকাশিত হয় নাই। ৩য়/৯ম শতাব্দীর আল-আন্দালুসের ইতিহাসের

তথ্যের জন্য ইহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কেননা ইহাতে এমন সব ইতিহাস, কিংবদন্তী, পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিগত ধারণাসমূহের বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যাহা আর কোন লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না, বিশেষ করিয়া কর্ডোভার দরবারের জীবনধারা বিষয়ে এবং কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য। তবে বিশেষ করিয়া গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে কতকটা বিচ্ছিন্ন, কতকটা যেন অসংগত ও একেবারে নিশ্চিত নহে এইরূপ কিছু তথ্যও রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-ফারাদী, তারীখ 'উলামা'ই'ল-আন্দালুস, নং ১৩১৬; (২) দাব্বী, বুগ'য়াতুল-মুলতামিস, নং ২২৩; (৩) ইবন খাল্লিকান, বুলাক, ২খ, ৩৩৬ (de Slane, iii, 79); (৪) ছা'আলিবী, যাতীমা, ১খ, ৪১১; (৫) আল-ফাত্হ ইবন থাকান, মাতমাহ, ইস্তাবুল ১৩০২ হি., পৃ. ৫৮; (৬) সুযুত'নী, বুগ'য়া, পৃ. ৮৪; (৭) Dozy, Hist. de l'Afrique et de l'Espagne, intitulee al-Bayano l-Mogrib, Leiden 1848-51, i, 28-30 (এখনও প্রয়োজনীয়); (৮) Wustenfeld Geschichtschreiber, no. 141; (৯) Pons Boigues, Ensayo, no 45; (১০) Brockelmann, I, 150, S I, 232; (১১) মুহাম্মাদ বেন চেনেব, Et. sur les personnages mentionnes dans l'Idjaza du Cheikh Abd al-Qadir al-Fasi, no. 231; (১২) Sanchez Albornoz, Fuentes de la historia Hispano-Musulmana del siglo VIII (En torno a los origenes del feudalismo), ii, Mendoza 1942, 216-23 and index (critical and fundamental)।

J. Bosch-Vila (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবনুল-কুফফ (ابن القف) : আমীনু'দ-দাওলা (আমীনু'দ-দীন) আবুল-ফারাজ যাকুব ইবন ইসহাক, চিকিৎসক ও শৈল্যবিদ আল-মালিকী আল-মাসীহী (মেলকাইট খৃষ্টান) আল-কারাকী নামে সুবিদিত।

তিনি ৬৩০/১২৩৩ সালে কারাক [দ্র.] এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুওয়াকফাকু'দ-দীন যাকুব ছিলেন আয়ুবী দরবারের একজন সুপণ্ডিত মুনশী। 'আরাবী ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, লিপিশিল্পবিদ্যা, কাব্য ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ইবন 'আবী উসায়বি'আ তাঁহার 'উয়ুনুল-আনবা' গ্রন্থে (কায়রো ১৮৮২ খ., ২খ., ২৭৩-৪) ইবনুল-কুফফ-এর সংক্ষিপ্ত হইলেও একমাত্র সম্পূর্ণ ও সমকালীন জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার পিতা সম্ভবত ৬৪৩/১২৪৫ সালে কার্যোপলক্ষে বদলি হওয়ায় তাঁহাদের পরিবার আল-কারাক হইতে সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সারখাদ-এ গমন করে। সেইখানে ইবন আবী উসায়বি'আর সঙ্গে তাঁহার পিতার পরিচয় ঘটে এবং উভয়ের সম্পর্ক ক্রমে আজীবন সখে পরিণত হয়। ইবন আবী উসায়বি'আ বন্ধুপুত্রের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বন্ধুর অনুরোধে আবুল-ফারাজকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিতে সানন্দে সম্মত হন। তাঁহার শিক্ষকতায় আবুল-ফারাজ প্রথমেই ভেষজ চিকিৎসার মৌলিক পাঠক্রম ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অধিগত করেন। অতঃপর তিনি ভেষজ চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করেন। উক্ত শতকের মধ্যভাগে তাঁহার পিতা নূতন চাকুরীর সন্ধানে দামিষ্ক গমন করিলে আবুল-ফারাজ পরিবারের সঙ্গে তথায় স্থানান্তরিত হন এবং সিরীয় রাজধানীতে তাঁহার অধ্যয়ন চালাইয়া যান। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও তিনি দর্শন, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক ইতিহাস, অধিবিদ্যা ও গণিতও অধ্যয়ন করেন। বলা

বাহুল্য, তিনি উক্ত নগরীর হাসপাতালসমূহে চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। আয়ুবী সুলতান আন-নাসি'র সালাহু'দ-দীন যুসুফের শাসনামলে (৬৪৮-৫৮/১২৫০-৬০) ইবনুল-কুফফ সর্বপ্রথম আজলুন [দ্র.]-এ সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক ও শৈল্যবিদ হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং এই নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল তিনি সেইখানেই অতিবাহিত করেন।

ইবনুল-কুফফ-এর খ্যাতি সম্ভবত বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তিনি সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকের অনুরোধে তিনি তাঁহার বিখ্যাত শৈল্য-চিকিৎসা গ্রন্থ 'উমদাতুল-ইসলাহ ফী 'আমাল সিনা'আতি'ল-জাররাহ', সং. হায়দরাবাদ ১৩৫৬/১৯৩৭-সহ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার অন্য রচনাসমূহ অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারেই রহিয়াছে, যেইগুলির মধ্যে তাঁহার ভেষজ চিকিৎসা বিষয়ক 'আশ-শাফী ফি'ত-তিব'-'ও রহিয়াছে। ইবন সীনার চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-কানুন' সম্পর্কে তাঁহার টীকাভাষ্য 'শারহ'ল-কানুন', হিপোক্রেটিজের (Hippocrates) 'এফরিজমস্' (Aphorisms) সম্পর্কে টীকাভাষ্য 'আল-উসূল ফী শারহ'ল-ফুসূল' পৃথক মূল্যায়নের দাবি রাখে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা 'জামি'উ'ল-গার্দ ফী হিফজিস্-সিহ'হা ওয়া'দ-দিফা'ই'ল-মারুদ, সম্পর্কেও বিশেষ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তিনি ৬৮৫/১২৮৬ সালে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে দামিষ্কে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী-উসায়বি'আর 'উয়ুনুল-আনবা' ছাড়াও 'হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, সং. ইস্তাবুল, ৬খ, ৫৪৫; (২) Leclerc, Histoire, ii, ২০৩-৪; (৩) Brockelmann, GAL, I, 649, S I, ৮৯৯; (৪) E. Wiedemann, Beschreibung von Schlangen bei Ibn Kaff, in SPMSE, xlvi-xlix (১৯১৬-১৭ খ.), ৬১-৪; (৫) G. Sobhy, Ibn I-kuff, an Arabian surgeon of the VII century al-Higra, in Jnal. of the Egyptian Medical Association, xx (১৯৩৭ খ.), ৩৪৯-৫৭; (৬) O. Spies, Beitrage zur arabischen Zahnheilkunde, in Sudhoffs Archiv, xlvi (১৯৬২ খ.), ১৫৩-৭৭; (৭) G. Kircher, Die einfachen Heilmittel aus dem Handbuch der Chirurgie des Ibn al-Quff, diss., Bonn 1967; (৮) S. Hamarneh, The Physician, therapist and surgeon Ibn al-Quff, কায়রো ১৯৭৪ খ.; (৯) এ লেখক, Catalogue of Arabic manuscripts on medicine and pharmacy at the British Library, কায়রো ১৯৭৫ খ., ১৮৯-৯৩।

S. K. Hamarneh (E.I.² Suppl.)/হোসনে আরা রহমান

ইবনুল-খাতীব (ابن الخطيب) : এনাডার মন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আলী ইবন আহমাদ আস-সালমানী, লিসানু'দ-দীন ও যুল-ওয়াযারাতায়ন উপাধিতে আখ্যায়িত হইয়াছেন। আবার মৃত্যুর পর তাঁহার নামের সহিত কিছু অতিরিক্ত উপাধিও সংযোজিত হইয়াছে। সম্ভবত ধর্মীয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তাঁহাকে লিসানু'দ-দীন বা ধর্মের মুখপাত্র উপাধিতে সম্মানিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ

করিবার জন্য তাঁহাকে যু'ল-ওয়াযারাতায়ন বা অসি ও মসি— দুই মন্ত্রিত্বের অধিকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যামান-এর মুরাদ গোত্রের সালমান শাখার একজন সদস্য হিসাবে তাঁহাকে 'আরব বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরূপে সনাক্ত করা হয়। তাঁহার উর্ধ্বতন পুরুষ প্রথমত সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং পরে ২য়/৮ম শতাব্দীতে আইবেরীয় উপদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন, অতঃপর কর্ডোভায় বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁহার পরিবার পর্যায়ক্রমে টলেডো, লোজা (Loja) ও গ্রানাডায় বসবাসের জন্য গমন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই পরিবার বানু ওয়াযীর বা মঞ্জীর বংশ হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু সা'ঈদ ইবন 'আলী আল-খাতীব-আস-সালমানীর নামানুসারে উহা বানু'ল-খাতীব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

লিসানু'দ-দীন ইবনু'ল-খাতীব গ্রানাডা হইতে ৫০ কিলোমিটার দূরে লোজা-য় ২৫ রাজাব, ৭১৩/১৫ নভেম্বর, ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রানাডায় শিক্ষা লাভ করেন। কারণ তাঁহার পিতা বানু নাস'র-এর সুলতান আবু'ল-ওয়ালীদ ইসমা'ঈল-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া গ্রানাডায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ইবনু'ল-খাতীব তথায় বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। এইসব শিক্ষকের নাম তাঁহার জীবনীকারগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল শিক্ষকের দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষাদানের গুণে এবং তাঁহার জ্ঞান অর্জনের জন্য তীব্র আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সক্ষম হন। এই পরিপক্ব জ্ঞানের ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি ষাটটির অধিক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আন্দালুসে (স্পেন) -না হইলেও অন্ততপক্ষে গ্রানাডায় তিনি একজন গ্রন্থকার, কবি ও রাজনীতিবিদ হিসাবে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ৭ জুমাদা'ল-উলা, ৭৪১/৩০ অক্টোবর, ১৩৪০ সালে তাঁহার পিতা সালদো বা তারিফা-র যুদ্ধে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চাকুরীর অবশেষে বাহির হন। এই সময় তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য তাঁহাকে মন্ত্রী আবু'ল-হাসান 'আলী ইবনু'ল-জাযাব-এর প্রশাসনিক ও প্রায়োগিক নির্দেশনায় সুলতান আবু'ল-হাজ্জাজ যুসুফ ইবন ইসমা'ঈল-এর সচিবের পদে নিয়োগ লাভে সহায়তা করে। মধ্যশাওয়াল ৭৪৯/মধ্যজানুয়ারী ১৩৪৯ সালে মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রী আবু'ল-হাসানের মৃত্যু হইলে ইবনু'ল-খাতীব ওয়াযীর উপাধিতে ভূষিত হইয়া কাতিবু'ল-ইনশা' বা রাজকীয় নিবন্ধকের দফতরের প্রধান হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ৫ম মুহাম্মাদ আল-গানী বিল্লাহর রাজত্বকাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। সুলতান তাঁহার পদমর্যাদা বর্ধিত করেন এবং এই সময়েই তিনি যু'ল-ওয়াযারাতায়ন উপাধি গ্রহণ করেন। ৭৬০/১৩৫৮-৫৯ সনে ৫ম মুহাম্মাদের সিংহাসনচ্যুতির ফলে কয়েক বৎসরের জন্য ইবনু'ল-খাতীবের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটয়াছিল। ইবনু'ল-খাতীবের পৃষ্ঠপোষক হাজিব (রাজকীয় গৃহাধ্যক্ষ) রিদওয়ান উল্লিখিত শাসকের পতনের পূর্বে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে তিনি তাঁহাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু রিদওয়ান গুণ্ডামতকের হাতে নিহত হওয়ার পর লিসানু'দ-দীন ইবনু'ল-খাতীবকে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁহার বন্ধু ও মারীনী সুলতান আবু সালিম-এর সচিব ইবন মারযুকের মধ্যস্থতায় তিনি কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং পদচ্যুত নৃপতির সহিত মরক্কোয় নির্বাসিত জীবন যাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি মারীনী শাসিত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া সালে (Sale) নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। এইখানে তিনি ১৩৬২ খৃ. পর্যন্ত নির্জন জীবন

যাপন করেন। এই স্থানে অবস্থানের সময় তিনি বেশ কিছু ভূসম্পত্তি অর্জন করেন এবং কতিপয় গ্রন্থ লেখার কাজ সমাপ্ত করেন [দ্র. এ. এম. আল-'আব্বাদী, মু'আল্লাফাত লিসানি'দ-দীন ইবনু'ল-খাতীব ফি'ল-মাগ'রিব, Hesperis-এ, ৪৬খ. (১৯৫৯ খৃ.), ২৪৭-২৫৩]। জুমাদা'ল-আখিরা ৭৬৩/মার্চ-এপ্রিল ১৩৬২ সালে ৫ম মুহাম্মাদ যখন পুনরায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন ইবনু'ল-খাতীব গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মন্ত্রিত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন এবং দরবারের প্রধান অমাত্য হিসাবে বিবেচিত হন। কিছু দিনের মধ্যে পুনরায় তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ১৩৭১ খৃ. শত্রুদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রানাডা রাজ্যের পশ্চিম অংশে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া সিউটায় উপনীত হন এবং পরে তিলিমসানে পৌছেন। সুলতান আবু ফারিস 'আবদু'ল-'আযীয তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুদের, বিশেষ করিয়া গ্রানাডার কাযী আন-নাবাহী ও মন্ত্রী আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যামরাকের প্ররোচনায় তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁহাকে বিচারের উদ্দেশ্যে গ্রানাডায় ফেরত পাঠাইবার জন্য সিউটার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সুলতান 'আবদু'ল-'আযীয ও তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৩য় মুহাম্মাদ আস-সা'ঈদ তাঁহাকে গ্রানাডায় ফেরত পাঠাইতে অস্বীকার করেন। মুহাম্মাদের পদচ্যুতির পর আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ ইবন আবী সালিম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় তাঁহাকে গ্রানাডায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাঁহাকে বিচারের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। সুলায়মান ইবন দাউদ মারীনী রাজদরবারে একজন প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে সুলায়মান ইবনু'ল-খাতীবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বন্ধপরিষ্কার হন। ইবন যামরাকের আদালতে তাঁহার বিচার চলিতেছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয় মনে করিয়া সুলায়মান বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বিচারার্থী এই পণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যার জন্য কয়েকজন ঘাতক নিযুক্ত করেন। এই ঘটকরা ৭৭৬ হিজরীর শেষের দিকে মে-জুন ১৩৭৫ সালে কারাগারে প্রবেশ করিয়া ইবনু'ল-খাতীবকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে।

৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধ্ব ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর অধিকাংশ কালের জন্য ইবনু'ল-খাতীব গ্রানাডার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞানের এক অনুপম উৎস হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ইতিহাস, কবিতা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য, সূক্ষীতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজকীয় নিবন্ধকের দফতরের দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁহার লিখিত পত্রাদি ভাব ও ভাষার সাবলীলতায় ও লালিত্যে, একজন প্রখ্যাত লেখকের মতে 'সাহিত্যের বিস্ময়' হিসাবে গণ্য হইতে পারে। উহার একটি নমুনা রায়হানা'ল-কুস্তাব ওয়া নু'জাতু'ল-মুনতাব গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে, যাহা হইতে M. Gaspar y Remiro কিছু অংশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার বিভিন্ন মূল পাঠ তাঁহার Correspondencia diplomática entre Granada y Fez (siglo XIV), Extrnctos de la Raihana Alcuttab'...(Mss. de la Bibl. del Escorial), শিরোনামের প্রবন্ধে অনুবাদ করিয়াছেন, গ্রানাডা ১৯১৬ খৃ.। মারীনী সুলতানগণের দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন, মরক্কোয় নির্বাসিত জীবন যাপন ও

গ্রানাডার বিভিন্ন দুর্গ পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁহার লিখিত বিভিন্ন রিহলা, রিসালা ও মাকামা যথাযোগ্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে (কিছু উদাহরণের জন্য দ্র. এ. এম. আল-আব্বাসী, মুশাহাদাত লিসানি'দ-দীন ইবনি'ল-খাতীব ফী বিলাদি'ল-মাগরিব ওয়া'ল-আন্দালুস (মাজমু'আঃ মিন রাসা'ইলিহী), আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৮ খৃ. তিনি পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন : (১) খাতরাতু'ত-তায়ফ ফী রিহলাতি'শ-শিতা' ওয়াস-সায়ফ; (২) Muller রচিত গ্রন্থ Beitrage, ১খ, পৃ. ১-১৩ হইতে মূল পাঠ গ্রহণ করিয়া E. Garcia Gomez কর্তৃক, El prawgon centre Malagn y snle. শিরোনামে অনূদিত, al-Andalus সাময়িকীতে প্রকাশিত (২খ, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৮৩-৯৬)। গ্রন্থের 'আরবী অনুবাদ, মুফাখারাৎ মালাকা ওয়া সালা ও (৩) মি'য়াক'ল-ইখতিবার ফী যিকরি'ল-মা'আহিদ ওয়া'দ-দিয়ার, যাহা প্রথমে Simonent কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Descripción del reino de Granada bajo dominacion de los naseritas (মাদ্রিদ ১৮৬১ খৃ.) শিরোনামের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরে Muller কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া তাঁহার Beitrage, ১খ, ৪৫-১০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশেষে 'আব্বাদী কিতাব মুফাদাতু'ল-জিরাব ফী 'উলালাতি'ল-ইগতিরাব [পাণ্ডু. এক্সোরিয়াল ১৭৫৫] হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া লিসানু'দ-দীন ইবনুল-খাতীবের মাগরিব পরিভ্রমণ সংক্রান্ত রিহলার সর্বপ্রথম একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটির প্রারম্ভে ভূমিকা ও শেষাংশে টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হইয়াছে যাহা অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

ইবনুল-খাতীব চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার আল-মা'লুমা এবং রিসালা ফী তাকবীনি'ল (তাকাউউন)-জানীন-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে [ড্র. Renaud, Hesperis-এ, ১৯খ. (১৯৪২-৫ খৃ.), ৯৭ প., ৩৩খ, (১৯৪৬ খৃ.) ২১৩ প.]। জায়গু'ত-তাওশীহ নামক তাঁহার একটি কাব্য সংকলন গ্রন্থ (ড্র. Stern, two anthologies of muwassah poetry : Ibn al-Hatib's....Arabica-তে, ২খ., (১৯৫৫ খৃ., ১৫১-৬৯)-ও রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার স্বরচিত কবিতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, যেইগুলির উল্লেখ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইবনুল-খাতীবের রচনাবলী সম্পর্কে Mme. Arie-এর সন্দর্ভকে অসমাপ্তির জন্য গণ্য না করিয়া গ্রানাডার এই মহান ব্যক্তিত্বের রাজনীতি ও সাহিত্যের বাস্তব চিত্র ও তাঁহার রচনাবলীর পূর্ণ তালিকার জন্য মার্ক'রী রচিত নারফ'ত-তীব-এর শেষ অধ্যায়সমূহে বর্ণিত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইবে (আরও দ্র. ইবন খালদুন, Pons Boigues, Ensayo, পৃ. ৩৩৪-৪৭, নং ২৯৪; এবং Brockelmann, ২খ., ২৬০-৬৩ এবং পরি. ২খ., ৩৭২)।

ইবনুল-খাতীব সূফীতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রের উপরও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তবে একজন ঐতিহাসিক হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সূফীতত্ত্বের উপর তাঁহার রাওদাতু'ত-তা'রীফ বি'ল-হকিব'শ-শারীফ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে (পাণ্ডু. দামিশ্কে জাহিরিয়া, তাপা'ওউফ, ৮৫)। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও গ্রন্থ আছে (দ্র. 'আবদুল-আযীয ইবন 'আবদিল্লাহ, আল-ফালসাফা ওয়া'ল-আখলাক 'ইনদা ইবনি'ল-খাতীব, Tetuan ১৯৫৩ খৃ., এবং শেষে মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আত-তিত্তাওয়ানী, ইবনুল-খাতীব মিন খিলাল কুতুবুবিহ, যেইগুলির কোন

সুসংবদ্ধ সমালোচনা হয় নাই)। ইবনুল-খাতীব ইতিহাসের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস বিষয়ক তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে তিনটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ (১) আল-ইহাতা ফী তা'রীখ (তিন বর্ণনায় আখবার গারনাতা) গ্রন্থটি গ্রানাডার ইতিহাস সম্বন্ধে এক মূল্যবান সম্পদ। ইহা প্রধানত দুইটি অংশে বিভক্ত। উহার একটি অংশে শহরের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং অপর অংশে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী সুসমঞ্জসভাবে পেশ করা হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে এমন আমীর ও অমাত্য আছেন, যাহারা গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সমস্ত জীবন সেইখানে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং এমন ব্যক্তিও আছেন, যাহারা অন্য স্থান হইতে গ্রানাডা পরিদর্শনে আসিয়াছেন। এইসব বর্ণনার সহিত অনেক চিত্তাকর্ষক ও অনন্য ঐতিহাসিক টীকা সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটির একটি সমালোচনামূলক পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হয় নাই; বরং ইহার কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ সংস্করণ দুই খণ্ডে ১৩১৯/১৯০১-২ সনে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৫ খৃ. উহার একটি খণ্ড 'আবদুল্লাহ 'ইনান কর্তৃক সম্পাদিত। এই সংস্করণ ও ইহাতাঃ-র প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য সম্পাদকের ভূমিকা ছাড়া দ্র. MIDEO, ৩খ, ১৯৫৬ খৃ., ৩২৪-৮। (২) আল-লামহাতু'ল-বাদরিয়া ফি'দ-দাওলাতি'ন-নাসরিয়া। Casiri এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং ইহাতাঃ-র অংশবিশেষ লাতিন অনুবাদসহ তাঁহার Bibliotheca-তে (২খ, ৭১ প., ১৭৭-২৪৬, ২৪৬-৩১৯) প্রকাশ করিয়াছেন। লামহাঃ-র একটি গ্রন্থযোগ্য সংস্করণ ১৩৪৭/১৯২৮-৯ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছে; I. S. Allouche উহা হইতে কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার La vie economique et social a Grenade au XIVE siecle শিরোনাম গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসাবে mel. d'hist. et d'archeol: Hommage a G. Marcais (আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ৭-১২)-এ প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনুল-খাতীবের এই গ্রন্থটিতে প্রায় ৬২৮-৭৬৫/১২৩০-১৩৬৩ সাল পর্যন্ত নাসরী শাসকগণের জীবনীসহ গ্রানাডার সভ্যতার একটি মনোরম বিবরণ উপস্থাপিত হইয়াছে। (৩) আ'মালু'ল-আ'লাম ফীমান বুয়'আ কাবলা'ল-ইহতিলাম মিন মুলুক'ল-ইসলাম যাহা ৭৭৪-৭৬/১৩৭২-৭৪ সনে লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার সর্বশেষ রচনাগুলির অন্যতম [আংশিক সম্পা. এইচ. এইচ. 'আবদুল-ওয়াহহাবের সম্পাদনায় Centenario M. Amari-তে (১৯১০ খৃ., ২খ, ৪২৭-৪৮২; অনু. R. Castrillo, El Africa del Norte en el "Amal al-Alam" de Ibn al-Jatib, মাদ্রিদ ১৯৫৯ খৃ.] ও E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane extraite du "Kitab A'mal al-A'lam", রাবাত ১৯৩৪ খৃ., বৈরুত ১৯৫৬ খৃ.; আংশিক সম্পা. এ. এম. আল-আব্বাদী ও এম. আই. আল-কাত্তানী, আল-মাগরিবুল-আরবী ফি'ল-আসারিল-ওয়াসীত, ক্যাসাল্লাঙ্কা ১৯৬৪ খৃ.)। ইহা ইসলামের ইতিহাসের একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ। উহার প্রথম অংশে প্রাচ্যের, দ্বিতীয় অংশে মুসলিম দেশের ও তৃতীয় অংশে উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলীর ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল নিবন্ধে প্রদত্ত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র.ঃ (১) ইবন খালদুন, আল-ইবার, ৭খ, ৩২২-৩৩৬, ৩৪১; (২) ইবন হাজার,

আদ-দুরারুল- কামিনা, ৩খ, ৪৬৯-৪৭৪; (৩) ইবন তাগরীবির্দী, আল-মানহালু'স-সাকী, ৩খ, ১৮৭; (৪) আল-মাক্কারী, নাফহ'ত-তীব, নির্ঘণ্টের সহযোগিতায়; (৫) ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ২৪৪-২৪৭; (৬) M. M. Antuna, El Poligrafo granadino Abenaljatib en la Real Biblioteca del Escorial, এক্সোরিয়াল ১৯২৬; (৭) Cl. Sanchez Albornoz, Fuentes de la historia hispanomusulmana del siglo VIII, ২খ, En torno a los origenes del feudalismo, Mendoza ১৯৪২ খ., নির্ঘণ্ট, শিরো. Aben Alijatib (কিছু সংশোধন প্রয়োজন); (৮) E. Garcia Gomez, Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, মাদ্রিদ ১৯৪৩ খ.; (৯) আহ-মাদ মুখতার আল-'আব্বাদী, Los moviles economicos en la vida de Ibn al-Jatib, al-Andalus-এ, ২০খ. (১৯৫৫ খ.), ২১৪-২১; (১০) দা. মা. ই., ১খ, ৫০১-৩।

J. Bosch-Vila (E.I.²)/এ. কে. এম ইয়াকুব আলী

ইবনুল-খায়াত (ابن الخياط) : আবুল-হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আর-রাবাসী। ফাতিমী খলীফাগণ ৩৩৭/৯৪৮ সনে সিসিলী দ্বীপের (দ্র. সিকিলিয়া) শাসনভার কালবী আমীরগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। এই আমীরগণের দরবারে এই 'আরব কবি অর্ধ শতাব্দী কাল অতিবাহিত করেন।

পালেরমো নগরীতে ইবনুল-খায়াতের জীবনকালের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। বস্তুতপক্ষে বানু কালুম (৪৩১/১০৪০ পর্যন্ত)-এর শেষ প্রতিনিধিগণের দরবারে তাঁহার কবি হিসাবে সকল কর্মতৎপরতার সকল চিহ্নই লুপ্ত হইয়া যাইত, যদি আবু'ত-তাহির ইসমাঈল ইবন আহমাদ আত-তুজীবী আল-বারুকী "ইখতিয়ারুল-খালিদিয়্যায় মিন শি'র বাশ্শার" (সম্পা. মুহা. বাদরু'দ-দীন আল-'আলাবী, কায়রো ১৯৩৪ খ.) গ্রন্থের পর্যালোচনায় কবির কিছু কবিতার অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত না করিতেন। শেষোক্ত জন ইবনুল-খায়াতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; তবে কখন ও কোথায় এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় সেই সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নহি।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তাঁহার কবিতার প্রায় দুই শত চরণের ভিত্তিতে ইবনুল-খায়াতকে একজন প্রকৃত কালবী স্তুতিকার হিসাবে পরিগণিত করা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তিনি ইহাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত পুনঃপুনঃ চক্রান্ত ও রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রাম অবলোকন করেন। কা'ইদ ইবনু'ছ-ছুমনার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে কালবী রাজতন্ত্রের তরান্বিত পতন পর্যন্ত তিনি সেখানে বর্তমান ছিলেন। যদিও তাঁহার কয়েক চরণ বিদ্যমান কবিতার ভিত্তিতে তাঁহার কবি প্রতিভার পর্যালোচনা অত্যন্ত কঠিন, তথাপি এই সকল কবিতার ছন্দে কালবী পরিবারের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছাড়াও যে দেশে তিনি তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ কাল অতিবাহিত করেন তাঁহার প্রাকৃতিক পটভূমিকার কতিপয় দিকের প্রতি তাঁহার সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-খায়াতের কবিতার মননশীলতার গভীরে প্রবেশের একমাত্র প্রয়াস—ইহসান 'আব্বাসের আল-'আরাব ফী সিকিলিয়া, কায়রো ১৯৫৯ খ., ২০৭-২৩ দ্র. U. Rizzitano, Il contributo del mondo arabo agli studiarabo-siculi, in

RSO, ৩৬খ., ১৯৬১ খ., ৮৩-৪]; (২) আত-তুজীবী ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সূত্রে ইবনুল-খায়াতের কবিতা সংরক্ষিত আছে সে সম্পর্কে আলোচনা U. Rizzitano, Nuove fonti arabe per la storia dei Musulmani di Sicilia, in RSO, ৩২খ., ১৯৫৭ খ., [Scritti in onore di G. Furlani], ৫৩৬, n. 2।

U. Rizzitano (E.I.²)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইবনুল-খায়াত (ابن الخياط) : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন আহ-মাদ ইবন মানসূ'র-ইবনুল-খায়াত নামে পরিচিত। সামারকান্দ-এর মূল বাসিন্দা হইলেও তিনি বসরা ও বাগদাদে বসবাস করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যাকরণবিদ। কথিত আছে, বাগদাদে তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আল-যাজ্জাজ (দ্র.: মূ. ৩১৬/৯২৮)-এর সহিত তর্কে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আবুল-কাসিম আল-যাজ্জাজী ও আবু 'আলী আল-ফারিসী। শেষোক্ত জন সায়ফু'দ-দাওলার নিকট লিখিত এক প্রত্যুত্তরে ইবনুল-খায়াতকে কলঙ্কিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেন (দ্র. যাকূত)। ইহা হইতে আরো জানা যায় যে, এই ব্যাকরণবিদ তাঁহার জীবনের এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বধিরতায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাকূতের বর্ণনামতে ইবনুল-খায়াত চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী ও একজন সুসহচর ছিলেন। তিনি বসরায় ৩২০/৯৩২-এ ইনতিকাল করেন।

কিতাবুল-মা'আনি'ল-কুরআন ব্যতীত ইবনুল-খায়াত প্রণীত বলিয়া কথিত অন্য সকল গ্রন্থই 'আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কিত, আন-নাহবুল-কাবীর, আল-মূজায ফি'ন-নাহবি, আল-মুকনি ফি'ন-নাহবি। ফিহরিস্ত (৭৭ ও ৮১)-এর সময় হইতে এই ব্যাকরণবিদকে 'মিযান খালাতা'ল-মায়হাবায়ন' অর্থাৎ যাহারা বসরা ও কূফার ব্যাকরণের দুই পদ্ধতির মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে ইহাকে ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে না। ইহার মূল বক্তব্য এই যে, কতিপয় ক্ষেত্রে বসরার রীতি অনুসরণ করিলেও কতিপয় ক্ষেত্রে তিনি কূফার মতামত ব্যবহার করিয়াছেন। তবে তিনি মিশ্র ব্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। কারণ বাগদাদের ব্যাকরণের কোন উদারপন্থী পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann-এ ইবনুল-খায়াত সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই; (২) কাহুহালা, ৯খ, ২৩-এ প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যাকূত-এর তথ্যের অতিরিক্ত কিছু দান করে না; (৩) মু'জামুল-উদাবা', ১৭খ, ১৪১-২; (৪) ইরশাদ, ৬খ, ২৮৩-৪; (৫) আরও দ্রষ্টব্য, যুবায়দী, তাবাকাত, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, পৃ. ৭৫-৬-এ প্রদত্ত মুদ্র কাহিনী।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইবনুল-খাশ্শাব (ابن الخشاب) : আবু মুহাম্মাদ আবুদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন আহ-মাদ ইবন আহমাদ আল-খাশ্শাব (পরবর্তী কালে ইবনুল-খাশ্শাব নামে পরিচিত) আন-নাহবী (তাঁহার নামের এই রূপটি প্রদান করেন তাঁহার সমসাময়িক ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৮ হি., ১০খ, ২৩৮)। তাঁহার জন্মস্থান জানা যায় না এবং জন্মের যে তারিখ (৪৯২/১০৯৯) পাওয়া যায় তাহাও নিশ্চিত নহে (দ্র. ইবন খাল্লিকান-এর সমালোচনা, ২খ, ২৮৯)। তিনি বাগদাদে জীবন যাপন করেন এবং সেখানেই ৩ রামাদান, ৫৬৭/৩০ এপ্রিল, ১১৭২ তারিখে ইনতিকাল করেন। এই তারিখ সাধারণভাবে গৃহীত।

ইবনুল-খাশ্বাবের চরিত্র জটিল ধরনের। তাঁহার মধ্যে অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা ছিল। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন আল-জাওয়ালীকী ও আবু সা'আদা ইবনু'শ-শাজারী, কিন্তু তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা সকল উস্তাদের নিকটই জ্ঞান অর্জনের জন্য গমন করিতেন এবং অবিরাম পড়াশুনা করিতেন। সংক্ষেপে তৎকালীন বাগদাদে যাহা কিছু শিক্ষা করা সম্ভব ছিল, তাহার সকল কিছুই তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইসলামী বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা করেন, এই সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফারা'ইদ (উত্তরাধিকার আইন) ও নাসাব (বংশানুক্রম)। ব্যাকরণ (নাহও) শিক্ষার পরে তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তদুপরি অংক, জ্যামিতি (হানদাসা), যুক্তিবিদ্যা (মান্তিক) এবং যাকূতের মতে ফালসাফা (দর্শন)-ও অধ্যয়ন করেন।

তিনি একজন শিক্ষক ও সুবক্তা ছিলেন, যিনি সাবলীলভাবে বক্তৃতা করিতেন। অনেক সময়ে রসিকতাও তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সহিত প্রয়োগ করিতেন। তদুপরি তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল খুবই সুন্দর। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আবু সা'দ আস-সাম'আনী ও 'ইমাদু'দ-দীন আল-ইসবাহানী। শেযোক্ত জন তাঁহার সম্বন্ধে একখানি প্রশংসাপাঠ্য রচনা করেন (খারীদাতুল-কাসর, আল-কিসমুল-ইরাকী, দামিশুক: ১৩৭৫/১৯৫৫, ১খ, ২৮ ও আল-কিফতী, ইন্বাহ, ২খ, ১০২)। কিন্তু এই পরিতৃপ্তজনক শিক্ষাদান কার্য ব্যতীত তাঁহার বিশাল প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা সামান্যই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। চারিটি রাদ্দ (বাতিলকরণ), পাঠ্য বিষয়সমূহ বা গৃহীত শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিক্রিয়া, তিনটি শারহ (ভাষ্য পুস্তক) যাহা তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই এবং অন্যান্য কিছু লেখা। এই সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও কিসের যেন একটা অভাব ছিল। আল-কিফতী (পৃ. ৫., পৃ. ১০১) তাঁহার দাজ্জার বা আচ্ছন্ন মনোভাবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি উহা দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। এখানে আমরা একটু ইঙ্গিত পাই যে, তাঁহার স্নায়বিক সুস্থমতা পুরাপুরি ছিল না। ইহা হইতে তাঁহার পোশাক-আশাক পরিধানের নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং আচরণের অস্বাভাবিকতার কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তদুপরি আবার তিনি লালসাপরায়ণ ছিলেন বলিয়াও অভিযোগ পাওয়া যায়।

রাদ্দ : ইবন বাবাশায়-এর রাদ্দ, তাঁহার আয-যাজ্জাজী-র (হাজ্জী খালীফা, ২খ, নং ৪১৯৭) কিতাবুল-জুমালিল-কাবীর-এর ভাষ্যগ্রন্থ। আবু যাকারিয়া আত-তিব্রীযী-র রাদ্দ তৎকৃত ইবনু'স-সিক্কীত-এর ইসলামুল-মান্তিক-এর তাহফীব-এ (ঐ, ১খ, নং ৮২৮)। আবু সা'আদা ইবনু'শ-শাজারী-র রাদ্দ, তাঁহার আমালীর শেষ মাজলিস-এ, আল-মুতানাবী (ঐ, ১খ, নং ১১৮০)-র কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয়। উল্লিখিতগুলির মধ্যে মাত্র একটি রক্ষিত হইয়াছে, আল-হারীরী-র মাকামাত-এর রাদ্দ। ইহা বিভিন্ন নামে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত (দ্র. Brockelmann, S I, 494) ও আল-ইসতিদরাকাত 'আলা মাকামাতিল-হারীরী ওয়া ইনতিসার ইবন বাররী নামে প্রকাশিত (ইস্তাবুল ১৩২৮ হি.)। সেই মাকামাত অনুসরণে (কায়রো ১৩২৬ হি.); আরও দ্র. হাজ্জী খালীফা, ১খ, নং ১৩১৯। তৎরচিত আল-হারীরীর দুরাতুল-গাওওয়াস বিষয়ের টীকাভাষ্যের প্রশ্নে এবং ইবন বাররী প্রদত্ত জওয়াবের জন্য (দ্র. Ch. C. Torrey, Orient. Studien Th. Noldeke gewidmet, Giessen 1906, i, 212-3)।

শারহসমূহ : ইবন জিন্নীর কিতাবুল-লুমা' ফি'ন্-নাহও-এর শারহ (ভাষ্য)। উযীর ইবন হুবায়রাকৃত মুকাদ্দিম' ফি'ন্-নাহও-এর শারহ। বর্তমানে পাওয়া যায় একটি, উহা হইল 'আবদুল-কাহির আল-জুরজানী-

কৃত কিতাবুল-জুমাল ফি'ন্-নাহও-এর শারহ; তিনি ইহাকে বলিতেন আল-মুরতাজাল ফী শারহিল-জুমাল। ইহার পাণ্ড. গোথা (২১১) এবং অন্যত্র (Brockelmann, S I, 504) পাওয়া যায়।

হাজ্জী খালীফা (৫খ, নং ১১০১৯) তাঁহার আল-লামি' ফি'ন্-নাহও ও মাওয়ালীদ আহলিল-বায়ত (৬খ, নং ১৩৩৬০)-এর প্রতিও নির্দেশ করেন সেগুলি বাস্তবিক তাঁহার রচিত বলিয়াই মনে হয়, আর সেগুলি তাঁহার নাসাব জ্ঞানের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরিউক্ত সূত্রসমূহে উল্লেখ নাই সেরূপ দুইটি গ্রন্থও পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও রক্ষিত আছে। পাণ্ড. কোপ্লরুল ১৩৯৩/৫ (পাঁচ পত্রক) (MSO, ১৫খ, ১৯১১ খ., ১৯৩, নং ৫৭-তে রহিয়াছে আল-লুমা' ফি'ল-কালাম আলা লাফজাঃ আমীন আল-মুস্তামালা

মালা ফি'দ-দু'আ' ওয়া হুকুমিহা; ইহা 'আমীন' শব্দটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা। পাণ্ড. কায়রো, ৩খ, ২৮১-২-এ রক্ষিত আছে। আল-ক'াসীদা আল-বাদী'আ আল-'আরাবিয়া আল-জামি'আ লি-শাতাতি'ল-ফাদা'ইল ওয়া'র-রুমুযিল-'ইলমিয়া। ইহা তিনি আবুল-বারাকাত ইবনুল-আনবারী (তাঁহারই মত আল-জাওয়ালীকীর ছাত্র)-কে উৎসর্গ করেন। ইহা ইসলামী বিজ্ঞানের দশটি বিষয় সম্পর্কিত কাব্যিক রচনা, উল্লিখিত ক্যাটালগে (২৮২) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং Brockelmann কর্তৃক পুনরুল্লিখিত হইয়াছে (S I, 494)। এই ক্যাটালগে এইরূপ বরাতেরও উল্লেখ আছে: দ্র. 'আবদুল-ক'াদির আল-মাগ'রিবী, আল-বায়িনাত ফি'দ-দীন ওয়া'ল-ইজতিমা' ওয়া'ল-আদাব ওয়া'ত-তারীখ, ১খ, ২০৪-১৭।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীতঃ (১) Brockelmann, II, 646 and S I, 493-4; (২) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig, 1900, no. 208. 'আরবী সূত্রসমূহঃ একযোগে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেনঃ (৩) যাকূ'ত, মু'জামুল-উদাবা', ১২ খ., ৪৭-৫৪; (৪) ইরশাদ, ৪খ, ২৮৬-৮ ও (৫) কি'ফতী, ইন্বাহ'র-রুওয়াত, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ৯৯-১০৩। তাঁহার জন্ম তারিখের জন্য দ্রঃ (৬) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ২খ, ২৮৮-৯০, নং ৩২৩। অন্যান্য লেখকের রচনায় প্রধানত পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় : (৭) আবু আহ'মাদ আল-য়াফি'ঈ, মির'আতুল-জিনান, হায়দরাবাদ ১৩৩৮ হি., ৩খ, ৩৮১-২; (৮) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ৪খ, ২২০-২; (৯) সুযুতী, বুগ'য়া, ২৭৬-৭, যাকূ'ত-এর উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন, উপরে উৎসের উল্লেখ করা হইয়াছে ইত্যাদি। দ্র. কি'ফতী, ইন্বাহ-এর-হাওয়াল, ২খ, ৯৯, টীকা ১।

H. Fleisch (E.I.²)/হুমাযুন খান

ইবনুল-খাসীব (ابن الخصيب) : আবু 'আলী আহ'মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইব্রাহীম ইবনিল-খাসীব আল-আনবারী, কাতিব এবং ৩য়/৯ম শতাব্দীর বিদ্বান ব্যক্তি; নাস্তাহ নামে পরিচিত ছিলেন। আবার তাঁহার পিতামহ ইব্রাহীমের ন্যায় (দ্র. ইবনুল-মু'তায়, তা'বাক'াত, ৯২) আল-খাসীবী নামেও খ্যাত ছিলেন। এই শেযোক্ত নাম তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্বপুরুষ এককালে মিসরের গভর্নর আল-খাসীব ইবন 'আবদিল-হ'ামীদ হইতে। কবি আবু নুওয়াস স্বীয় কাব্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন (দ্র. E. Wagner, Abu Nuwas, Wiesbaden 1965, 70 ff. and index)।

তাহাকে অনেক সময় উযীর আহ-মাদ ইবনুল-খাসীব ও তাহার পৌত্র উযীর আহ-মাদ ইবন 'উবায়দিল্লাহ (দ্র. আল-খাসীবী)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ভুল করা হইয়া থাকে। বস্তুত ইনি 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন তাহির (মৃ. ৩০০/৯১৩)-এর সচিব বা সেক্রেটারী ছিলেন। 'ফিহরিস্ত' (কায়রো সং. ১৮১) হইতে জানা যায় যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন তাহির (মৃ. ২৯৬/৯০৮-৯) কর্তৃক প্রাথমিক দপ্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই দপ্তরিত ব্যক্তি সম্ভবত 'উবায়দুল্লাহ (মৃ. ৩০১/৯১৪)-এর পুত্র ছিলেন। যাহা হউক, তাহার জীবনী সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। তবে 'আরবী পত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার স্থায়ী আসন রহিয়াছে (দ্র. যথা আ. জ. সাফওয়াত, "জামহারাত রাসা'ইলি'ল-'আরাব", ৪খ, ৩৬২-৪)।

ইবনুল-নাদীম (কায়রো সং., ১৮০) এবং তাহার পরে যাকুব 'ত (উদাবা', ২খ, ২২৭-৩০) এই নাস্তাহকে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: (১) বড় এক খণ্ড পত্র সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থ; (২) কিতাবু'ত-তারীখ; (৩) কিতাব তা'বাক'াতি'ল-কুত্তাব; (৪) কিতাব সি'ফাতি'ন-নাফস ও (৫) একটি ব্যক্তিগত পত্র সাহিত্য সংগ্রহ। ইবনুল-নাদীম লিখিয়াছেন যে, তাহার পত্রাবলীর অধিকাংশই ছিল ইখওয়ানিয়াত। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইবনুল-মু'তাম্মা-এর সঙ্গে তাহার পত্রালাপ ছিল। তাহার কবি খ্যাতিও ছিল এবং তাহার রচিত কয়েক ছন্দ কবিতা পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র.: হসরী, যাহর, পৃ. ১১৩ (সেখানে বাস্তাহ-কে 'নাস্তাহ'-রূপে সংশোধন করিয়া পাঠ করিতে হইবে)।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²) হুমায়ুন খান

ইবনুল-খাসীব (ابن الخصب) : আবু বাকর আল-হাসান ইবনুল-খাসীব, জ্যোতিষী। ইনি ২য়/৮-৯ম শতকে বারমাকী মহলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তু. ইবনুল-কি'ফতী-তে উল্লিখিত কিতাবুল-মানছুর, যাহা যাহু'য়া ইবন খালিদে'র প্রতি উৎসর্গ করা হইয়াছিল)। যুরোপে ইনি "Alkasim filius Alkasit" নামে পরিচিত ছিলেন [তু. MS Bibliothique Nationale 7.934-এর শেষ পৃষ্ঠা (colophon) ও Derwisch, Bibliographie generale de l'astronomie, London 1964) এবং তদপেক্ষা অধিক "Alubather" নামে পরিচিত ছিলেন (Scheibel, Astronomische bibliographie, Breslau 1792, under year 1492)। তাহাকে "Auctor astronomiae Perspicuus" এই তোষামোদসূচক আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহার রচিত যে সকল গ্রন্থ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে (তু. Brockelmann) সেগুলির আলোকে বলা যায় যে, এই 'astronomer' প্রধানত একজন 'astrologer' ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ইহার বেশী কোন তথ্য জানা নাই যে, তিনি পারস্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল কুফাতে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার উপর এই জন্মস্থানের প্রবল ছাপ পড়িয়াছিল এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, তৎকালে পারস্যবাসীদের মধ্যে জ্যোতিষবিদ্যা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি 'সেবিয়ান' মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত 'ইখতিয়ারাত' ও 'মাসা'ইল' (electiones, interrogationes)-এর কলা-কৌশল

ব্যবহার করিতেন। তিনি 'Lots' (অর্থাৎ আপাতসদৃশ একাধিক বস্তু বা ধারণার মধ্য হইতে নির্বাচন দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর) পদ্ধতি (Sahm, pars, তু. আল-বীরুনী, কিতাবু'ত-তাফহীম, সম্পা. জালাল পায়মানী, পৃ. ৪৪০) ব্যবহার করিতেন। টলেমী কর্তৃক তৎকৃত Tetrabiblion (opus quadripartitum)-এ নির্ধারিত জ্যোতির্বিদ্যার আপাত বৈজ্ঞানিক সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র, রাশিচক্রের প্রতীকাদি ও বিভিন্ন চক্রের পরস্পর সহ ও অসহ অবস্থান এবং Lots সম্বন্ধে দূরকল্পী গবেষণায় আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি শিশুর জন্মলগ্নে তাহার জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্র বা রাশিচক্রের প্রভাব নির্ধারণে hayladj/hyleg-এরও ব্যবহার করিতেন। তিনি রাজ্য ও রাজবংশের স্থায়িত্বকাল (তাহবীল সিনী'ল-'আলাম) [সম্ভবত Zurvanite বা ভারতীয় গণনা রীতির ঐতিহ্য হইতে উদ্ভূত] সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার জীবনীকার ইবনুল-কি'ফতীর ক্রোধের উদ্বেক করেন। ইবনুল-কি'ফতী অভিযোগ করেন যে, মিসরের উপর Sign of Gemini (মিথুন রাশি)-এর ভৌগোলিক প্রভাবের উপর ইবনুল-খাসীবের অসীম বিশ্বাসপ্রসূত ঐ সমস্ত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী তাহাকে (জীবনীকারকে) বিভ্রান্ত করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন তথ্যসম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিধিপত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার বিপুল তথ্যভাণ্ডার সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের সুদৃষ্টি অর্জনে সহায়ক হইয়াছিল এবং পরে ভিন দেশীয় সভ্যতার সাগ্রহ অনুমোদনও আনিয়া দিয়াছিল। যে গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইল মুগ'নী ফি'ল-মাওয়ালীদ, De nativitatibus, জ্যোতিষ বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থের আংশিক উদ্ধৃতি। তিনি উহার ফারসী নাম দিয়াছিলেন 'কার-ই মিহতার' (রাজপুরুষগণের করণীয়)। ইহার পাঠ Escorial-এর 'আরবী সংগ্রহশালায় রহিয়াছে। ল্যাটিন অনুবাদ রক্ষিত আছে Bibliothque Nationale-এর পাণ্ডুলিপি বিভাগে দুইটি Sessa সংস্করণে, যাহা ভেনিস হইতে ১৪৯২ ও ১৫০১ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছিল। ইবনুল-খাসীবের অনুবাদক ছিলেন যাহুদী পণ্ডিত Plato of Tivoli, তাঁহার পাণ্ডুলিপি ছিল Sessa সংস্করণের ভিত্তি। দুই শতাব্দী পরে Elector of Saxony-এর বিদ্বান গ্রন্থাগারিক Johannes Milius, Alubather-এর রচনাবলীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নিজে সেগুলির উপর টীকা ভাষ্য রচনা করেন। তখন হইতে De nativitatibus-এর সহিত Pseudo-Hermes Trismegistus-এর সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্য হইয়া যায়। Sessa এই উভয়টিকে এক খণ্ডে গ্রন্থিত করেন (Milius, Memorabilia bibliothecae ienensis sive Designatio manusciporum, 199)। জীবনের প্রথম ভাগে যেরূপ ছিল, তেমনি জীবনের শেষভাগেও Alubather-এর গ্রন্থাবলী মধ্যযুগীয় আলকিমিয়া বা অলৌকিক ঘটনা প্রভাবিত সাহিত্য (Hermetic Literature)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র.: (১) ফিহরিস্ত, পৃ. ২৭২; (২) ইবনুল-কি'ফতী, সম্পা. খানজী, কায়রো, পৃ. ১১৪; (৩) Brockelmann, I, 221, S I, 394।

J. C. Vadet (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবনুল-খাসীব (দ্র. আল-খাসীবী)

ইবনুল-গারাবীলী (দ্র. ইবন খাসিম আল-গায্বী)

ইবনুল-গাসীল (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন হানজালা)

ইবনুল-জাওযী (ابن الجوزی) : 'আবদুর-রাহমান ইবন আবিল-হাসান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ (হাজ্জী খালীফায় 'আবদুল্লাহ) আবুল-ফারাজ (আবুল-ফাদা'ইল) জামালুদ-দীন আল-কুরাশী আত-তামীমী আল-বাকরী আল-হাম্বালী আল-বাগদাদী, প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফাকীহ, মুহাদ্দিহ, ঐতিহাসিক, ধর্ম প্রচারক, বহু গ্রন্থের গণেতা, ৫১০/১১২৬ সালে বাগদাদে জন্ম (জন্মসাল সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কারণ ইবনুল-জাওযীর নিজেরই তাঁহার সঠিক জন্মসাল জানা ছিল না। এই সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি অনেকটা অস্পষ্ট জবাব দিতেন)। তবে তিনি সম্ভবত হিজরী ৫০৮-৫১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে (ইবন রাজাব, যায়ল 'আলা তাবাকগতি'ল-হানাবিলা, পত্রক ১৩১খ.)। সিবত ইবনুল-জাওযী তাঁহার জন্মসাল ৫১০ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মির'আতু'য-যামান, পৃ. ৪৮৩)।

তাঁহার নিস্বা (সম্বন্ধবাচক নাম) আল-জাওযী সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। সঠিক বর্ণনা এই যে, বসরার একটি মহল্লা জাওয়া-র সহিত নিস্বা-টি সম্পর্কিত (জাওয়া, শায'রাতু'য-যাহাব, কায়রো সংস্করণ, ৪খ., ৩৩০) এবং তাঁহার একজন পূর্বপুরুষ জাফার সেই মহল্লার অধিবাসী ছিলেন (ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, যায়ল 'আলা তাবাকগতি'ল-হানাবিলা, কোপল্লু পাণ্ডু. ইস্তাবুল, নং ১১১৫, পত্রক ১৩০ক; ইবনুল-ইসাদ, শায'রাতু'য-যাহাব, পৃ. স্থা.; মির'আতু'য-যামান, পৃ. ৪৮১)।

তিনি বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। অতঃপর তাঁহার মাতা ও ফুফু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সমসাময়িক প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার উত্তাদগণের তালিকায় ৭৮ জন 'আলিমের নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ইবনুল-যাগুনী (মৃ. ৫২৭/১১৩৩), আবু বাকুর আদ-দীনাওয়ারী (মৃ. ৫৩২/১১৩৭-৩৮), আবু মানসুর আল-জাওয়ালীকী (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪-৪৫), আবুল-ফাদল ইবনুন-নাদির (মৃ. ৫৫০/১১৫৫), আবু হাকীম আন-নাহরাওয়ারী (মৃ. ৫৫৬/১১৬১) ও কাদী আবু য়া'লা ইবনুল-ফাবরা'-এর পৌত্র আবু য়া'লা (৫৫৮/১১৬৩)-এর নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে আবু বাকুর আদ-দীনাওয়ারীর নিকট ফিকহ ও তর্কশাস্ত্র (তু. ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, কিতাবু'য-যায়ল, সম্পা. H. Laoust-ও সামী দাহহান, দামিশক ১৯৫১ খ., Institut Francais, দামিশক, ১খ., ২২৮-৩০) এবং আবু মানসুর আল-জাওয়ালীকীল নিকট বিশেষত 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন (দ্র. ইবন রাজাব, পৃ. গ্র., ১খ., ২৪৪-৪৬; Brockelmann, ১খ., ২৮০; পরিশিষ্ট, ১খ., ৪৯২)। যেহেতু তাঁহার বংশের লোকেরা তামার ব্যবসায় করিতেন, এইজন্য প্রাচীন নামের সংরক্ষণের সময় তাঁহার নিস্বা আস-সাফহার-ও উল্লেখ করা হয়।

ইবনুল-জাওযী প্রথর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার উসতাদ ইবনুল-যাগুনী (ইবন রাজাব, পৃ. গ্র., পৃ. সং., ১খ., ২১৬-২০) লোকদেরকে ধর্মোপদেশ দান করিতেন। তৎকালে ইহা একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় ছিল। উস্তাদের মৃত্যুর পর ইবনুল-জাওযী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত

হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন তিনি এই মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। তবে পরে তাঁহার ওয়ায শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জামি'উল-মানসুর-এ ওয়ায করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাঁহার সাধনা আরও তীব্র হয়। যেহেতু তাঁহার নিকট উত্তম নফল ইবাদাত ছিল জ্ঞানার্জন, সেহেতু মুহুদ (কৃষ্ণসাধনা)-এর প্রতি তাঁহার কোনরূপ অনুরাগ ছিল না; বরং তিনি পানাহার ও স্মরণশক্তি বর্ধক খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।

ইবনুল-জাওযী তাঁহার ওয়াযের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সকল ওয়াযে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও আলংকারিক বাক্যবিন্যাস চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। খলীফা আল-মুকতফীর শাসনামলে (৫৩০-৫৫/১১৩৬-৬০) ইবনুল-জাওযী তাঁহার উমীর ইবন হুযায়রার বিশেষ সমর্থন ও অনুগ্রহ লাভ করেন। ইবনুল-জাওযী প্রতি গুরুবার ইবন হুযায়রার গৃহে অনুষ্ঠিত ওয়ায মাহফিলে ওয়ায করিতেন (যায়ল, ১খ, ৪০২)। খলীফা আল-মুস্তানজিদের শাসনামলে (৫৫৫-৬৬/১১৬০-৭০) ইবনুল-জাওযী শাহী মসজিদে ওয়ায করিবার অনুমতি লাভ করেন। খলীফা বাগদাদের অন্যান্য শায়খ ও 'আলিমগণের সঙ্গে তাঁহাকেও খিল'আত প্রদান করিয়াছেন। খলীফা আল-মুস্তাদী'র শাসনামলেও (৫৬৬-৭৪/১১৭১-৯) তিনি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তিনি খলীফার নামে আল-মিসবাহ'ল-মুদী ফী দাওলাতি'ল-মুস্তাদী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর হি. ৫৬৮ সালে মিসরে ফাতিমীদের পতন এবং আব্বাসী খলীফার নামে খুবুবা প্রবর্তিত হইলে তিনি কিতাবুন-নাসুর 'আলা মিসুর নামক অপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁহাকে বহু পুরস্কার প্রদান ছাড়াও বারুদ-দারাব-এ ওয়ায করার অনুমতি দান করেন।

বিভিন্ন খলীফা ও উমীরের সঙ্গে ইবনুল-জাওযীর এই সম্পর্ক সম্পদ লাভ বা কোনরূপ পার্থিব সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং ইহা ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁহার মর্যাদার স্বাভাবিক স্বীকৃতিরই প্রকাশ। তাঁহার পুত্র আবুল-কাসিমের জন্য রচিত গ্রন্থ 'লিফতাতু'ল-কাবিদ ফী নাসীহাতি'ল-ওয়ালাদ' (ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু., ইস্তাবুল, নং ৫৭৯৪; তাহা ছাড়া কায়রোতে প্রকাশিত ১৩৫৯ হি.)-এ তিনি বর্ণনা করেন, "জীবিকার্জনের জন্য আমি কখনও কোন আমীরের তোষামোদ করি নাই।"

হি. ৫৭০ সালে ইবনুল-জাওযী বাগদাদের দারুব দীনার-এ একটি মাদারাসা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে দারুস দেওয়া শুরু করেন। সেই বৎসরই তিনি তাঁহার ওয়াযসমূহে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর সমাণ্ড করেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওয়ায অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তাফসীর সমাণ্ড করেন (ইবন রাজাব, পৃ. পাণ্ডু., পত্রক-১৩৩ ক)। ইহা ছিল সেই সময়, যখন ইবনুল-আরাবীর খ্যাতি শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। সমকালীন খলীফা কেবল ইবনুল-জাওযীর ওয়ায অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। বাগদাদের অধিকাংশ লোক নিয়মিতভাবে তাঁহার ওয়াযে মাহফিলে অংশগ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার দারুস অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার লোকের সমাগম হইত বলিয়া কথিত এবং ওয়ায মাহফিলে প্রায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত হইত (ইবন রাজাব, পৃ. পাণ্ডু., পত্রক ১৩৪ খ; ইবন জুযায়র, রিহলা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২০ ও ৪)। জনগণের উপর তাঁহার ওয়াযের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, প্রায় লক্ষাধিক

লোক তাঁহার হাতে তাওবা করিয়াছিল। তিনি নিজেও স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল-কুসাসা ওয়া'ল-মুযাক্কিরীন'-এ ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় বিশ হাজার যাহুদী ও খৃষ্টান তাঁহার হাতে ইসলাম/ধর্ম গ্রহণ করেন। অধিকাংশ বরাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, শেষ বয়সে ইবনুল-জাওযী বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিপদের কারণ এই ছিল যে, শায়খ আবদুল-কা'দির জীলানী (র)-র পুত্র ও তাঁহার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ ইবনুল-জাওযী তাঁহার পিতার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইহা ছাড়া অন্যান্য কিছু কারণও ছিল, যাহার ফলে ইবনুল-জাওযী ওয়াসিত শহরে গ্রেফতার হন এবং পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে খলীফার মাতার হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তিলাভ করেন [আর-রাফি'ঈ, মিরআতু'য-যামান ওয়া 'ইব্রাতুল'-য়াক্কান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৮ হি., ৩খ., ৪৭৭-৭৮]। অতঃপর তিনি বাগ'দাদে ফিরিয়া আসেন এবং রামাদান ৫৯৭/১২০০ সালে মামুলী রোগ ভোগের পর ইনতিকাল করেন। সেইদিন বাগ'দাদের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং সমস্ত শহরে মাতম পড়িয়া গিয়াছিল। জানা যায় যে, ইবনুল-জাওযীর অধিকতর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ওয়ায-নসীহত। তিনি তাঁহার এই সকল ওয়াযে উহা মসজিদেই অনুষ্ঠিত হউক অথবা গৃহে, রাস্তায় চলমান অবস্থায় অথন্ত্রত পরিবেশে হউক অথবা নিয়ম মাফিক প্রস্তুতির মাধ্যমেই হউক, সর্বাবস্থায় হাসালী মায'হাবের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তিনি বিদ'আতের অনুসারীদের এত কঠোর সমালোচনা করিতেন যে, খোদ তাঁহার মায'হাবের অনুসারীদের মধ্যেই ফিতনার আশংকা দেখা দেয়। তাহারা তাঁহাকে অনুরূপ সমালোচনা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি ইমাম গাযালী (র) রচিত 'ইহুয়া' 'উলুমিদ-দীন গ্রন্থটিকে দুর্বল হাদীছ' হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশে গ্রন্থটির নতুন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

রচনা-সংকলনেও ইবনুল-জাওযীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তিনি যে গতিতে ওয়ায করিতেন, একই গতিতে রচনার কাজেও ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি তিন শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইগুলির কয়েকটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। এইজন্য অধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। তাঁহার সময় পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম লেখক এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইবনুল-জাওযী নিজে তাঁহার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা সংকলন প্রস্তুত করিয়াছেন, ইবন রাজাব প্রণীত যায়লু'ত-তাবাকাতিল-হানাবিলা-য় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (পূর্বোক্ত পাণ্ডু, পত্রক ১৩৫খ-১৩৮খ)। সিব্ত ইবনুল-জাওযীও মিরআতু'য-যামান-এ বিষয়ানুসারে একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় আড়াই শত পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে বর্তমানে পাওয়া যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি (ডু. Brockelmann, ১খ., ৫০১; পরিশিষ্ট, ১খ, ৯১৪ প.; হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৫২০-২৩)। নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর নাম দেওয়া হইলঃ

১। আল-মুনতাজাম ফী তা'রীখিল-মুলুক ওয়া'ল-উমাম : ইহা একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটির অধ্যায়সমূহে ইবন জারীর আত-তাবারী রচিত ত'রীখুল-রসুল ওয়া'ল-মুলুক'-এর সারসংক্ষেপ দেওয়া হইয়াছে। শেষাংশকে, যাহাতে ৫৭৩/১১৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ইবনুল-জাওযীর সময়ের সংশ্লিষ্ট বিবরণের মূল বরাবরূপে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে বিশেষত খুরাসানের সালজুকদের অবস্থা ও 'আব্বাসী খলীফাদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়।

এখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অপেক্ষা ব্যক্তি জীবনের ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সময়ে সময়ে বাগদাদে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তির, বিশেষত মুহাদ্দিছ ও 'আলিমগণের অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন, যাহারা সেই বৎসরসমূহে ইনতিকাল করিয়াছেন। অতএব ইহা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আল-মুনতাজাম একটি প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ যে অর্থে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে বুঝিয়া থাকেন, তৎপরিবর্তে জীবনী সম্বলিত এমন একটি গ্রন্থ বলা যায়, যাহাতে সালের-ক্রমানুসারে ঘটনা বিন্যস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিতঃ (১) প্যারিস, জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলাশা শেফার সংগৃহীত পাণ্ডু.-র তালিকা, নং ৫৯০৯; (২) লন্ডন, বৃটিশ মিউজিয়াম, নং Add. 7320; ডু. Amedroz, JRAS, 1906, পৃ. ৮৫১; পূর্বোক্ত সাময়িকী, ১৯০৪ খ., পৃ., ২৭৩ প.; (৩) দামিশ্ক, হাবীব যায্যাত, খাযা'ইনুল-কুতুব ফী দিমাশ্ক, পৃ. ৭৮, নং ৬২; (৪) ইস্তাবুল, Horovitz, Mitt. Sem. Or. Spr., ১০খ, ৬; আযা সোফিয়া (ইস্তাবুল)-এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (নং ৩০৯৬) যাহা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি, ইহার অনুসরণে গ্রন্থটি দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, হায়দারাবাদ (দা'ইরাতুল'-মা'আরিফ আল-'উছ'মানিয়া), ১৩৫৫-৫৭ হি.।

(২) সিকাভু'স-সাফওয়া : (সাফওয়া, ডু. আয-যাহাবী, তায্কিরাতুল-হফফাজ), চারি খণ্ডে সমাপ্ত, হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে মুদ্রিত (দা'ইরাতুল'-মা'আরিফ আল-'উছ'মানিয়া), ১৩৫৫-১৩৫৭ হি.; এই গ্রন্থটি মূলত আবু নু'আয়ম ইসফাহানীর হিলয়াতুল'-আওলিয়া'-র সমালোচনাসহ সারসংক্ষেপ। ইহাতে স্তরানুসারে সূফীদের জীবনী ও উক্তি সমূহকে একত্র করা হইয়াছে।

(৩) তাল্বীসু ইবলীস (কায়রো ১৯২৮ খ.), একটি ওয়ায গ্রন্থ। ইহাতে তিনি জনসাধারণের ইসলামী শারী'আত বিরোধী ক্রিয়াকর্মকে শয়তানী প্রভাবের ফল বলিয়া উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে অনুরূপ ক্রিয়াকর্ম হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। ইহাতে তিনি দার্শনিক, নূবুওয়াত অস্বীকারকারী, খারিজী, অধ্যাত্মবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার সূফীদের মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং তাহাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তাহা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামী দলের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থটি সর্বদিক দিয়া উত্তম ও উপকারী।

(৪) কিতাবুল-আয'কিয়া (কায়রো ১৩০৪ ও ১৩০৬ হি.) : গ্রন্থটি মেথার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুরু করা হইয়াছে। অতঃপর সমাজের প্রতিটি স্তরের মেধাবী ব্যক্তিদের মেধা সম্পর্কিত ছোট ছোট কাহিনী নকল করা হইয়াছে।

(৫) কিতাবুল-হাছুছ 'আলা হিফজিল-ইলম : (কোপোরোলু গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাবুল, নং ৪/১১৫৭; আরও ডু. GALS, ১খ, ৯১৭, নং ৭৮)। এই গ্রন্থে কু'রআন-হাদীছ হিফজ-এর উপকার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইবনুল-জাওযী দাবি করেন যে, মুসলিম জাতি স্বীয় গ্রন্থাবলী হিফজ-এর মাধ্যমেই অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অতঃপর তিনি সেই সকল মৌল ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যাহা হিফজ করার জন্য অপরিহার্য। তিনি স্বরণশক্তি

বর্ধক খাদ্য ও ঔষধেরও বিবরণ দিয়াছেন। পরিশেষে বর্ণনাক্রমিকভাবে প্রসিদ্ধ হাফিজদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণও পেশ করিয়াছেন।

(৬) কিতাবুল-হু'মাকা ওয়া'ল-মুগাফ'ফিলীন (দামিশক সংস্করণ ১৩৪৫ হি., শহীদ আলী পাশার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু., ইস্তাযুল, নং ২১৪০, তু. GALS, ১খ., ৯১৬)। গ্রন্থটিতে আহাম্মক ও অলসদের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭) আল-মাওদু'আতুল-কুবরা মিনা'ল-আহাদীছিল-মারফু'আত (দ্র. GALS, ১খ., ৯১৭, সংখ্যা ২৬); ইহার আলোচ্য বিষয় প্রক্ষিপ্ত হাদীছের সমালোচনা। ইহাতে সেই সকল হাদীছই উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা জনসাধারণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাল করা হইয়াছিল। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ।

(৮) যাম্মুল-হাওয়া (দ্র. GALS, পৃ. স্থা., নং ৬০)। ইহাতে প্রবৃত্তি, প্রেম ও অনুরাগের ক্ষতিসমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা হইতে মুক্তির বিষয়সমূহও আলোচিত হইয়াছে।

(৯) কিতাবুল-কুসাস ওয়া'ল-মুযাক্কিরীন (দ্র. GALS, ১খ., ৫০৩, নং ১০)। ইহা ইবনুল-জাওযীর একটি উন্নত মানের মনোরম গ্রন্থ। ইহাতে খ্যাতনামা ধর্মীয় কাহিনীকারদের উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাঁহারা যে ভিত্তিহীন ও হাস্যকর কাহিনীর অবতারণা করিয়াছিলেন ইহার আলোচনা করিয়াছেন। যেমন একদিন একজন কাহিনীকার ওয়ায করিতেছেন, যে ব্যাঘ্রটি যুসুফ ('আ)-কে ভক্ষণ করিয়াছিল ইহার নাম ছিল অমুক। উপস্থিতদের একজন বলেন যে, যুসুফ ('আ)-কে তো কোন ব্যাঘ্র খায় নাই। তৎক্ষণাৎ কাহিনীকার বলেন, যে ব্যাঘ্রটি যুসুফ ('আ)-কে খায় নাই, উহার নাম ছিল এই। গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বের কারণ এই যে, গ্রন্থকার ইহাতে তাঁহার সময়ের সকল নিরর্থক ভিত্তিহীন 'আকা'ইদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশ বর্তমান কাল পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

এখানে তাঁহার ওয়ায ও খুতবাসমূহের সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, বর্ণনা রীতির বিচারে যেইগুলি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে উক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে অনুমিত হয়। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপঃ (১) কিতাবু 'আজাবিল-খুতাব (ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু. ইস্তাযুল, নং ৪/৫২৯৫)। ইহাতে তেইশটি খুতবা রহিয়াছে। প্রথম খুতবাটির অন্ত্যমিলের বর্ণ 'আলিফ', দ্বিতীয়টির 'বা', তৃতীয়টির 'জিম'...। শেষের খুতবাসমূহে কেবল নুকতাবিহীন বর্ণবিশিষ্ট বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে; (২) কিতাবুল-য়াকূ'তা ফিল-ওয়ায অথবা যাকূ'তাতুল-ওয়া'ইয ওয়া'ল-মাও'ইযা, দ্র. কাশফু'জ-জুনূ; 'উছ'মান আতহারী প্রণীত রাওনাকুল-মাজালিস-এর সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. GALS, ১খ., ৯১৯, নং ৪৭)। ইহাতে নমুনাধরূপ বিন্যস্ত খুতবাসমূহ রহিয়াছে; (৩) আন-নুতফুল-মাফহূম মিন আহলিল-স-সামুতিল-মা'লূম (দ্র. GALS, নং ২২)। ইহাতে উদ্ভিদ, পদার্থ ও জীবজন্তু, ইহাদের ভাষা বা অবস্থা দ্বারা মানুষকেও উপদেশ প্রদানের উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় কাহিনী ও হাদীছেরও উল্লেখ আছে; (৪) আখবারু আহলিল-রুসূখ বি-মিকদারিল-ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ, ইবন হাজারের 'মারাতিবুল-মুদাল্লিসীন গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত, মিসর ১৩২২ হি.; (৫) কিতাবুল-আয'কিয়া', মিসর ১৩০৪ হি.; (৬) তালকীহ ফাহূম আহলিল-আছার ফী মুখতাসারিল-স-সিয়া'ল-আখবার, ইহার একটি খণ্ড লাইডেন-ব্রাসেলস হইতে মুদ্রিত, ১৮৯২ খ., সম্পা. Brockelmann; (৭) তানবীছ'ন-

না'ইমিল-গামার; (৮) রুহ'ল-আরওয়াহ, মিসর ১৩০৯ হি.; (৯) রু'উসুল-কাওয়ারীর ফিল-খুতাব..., মিসর ১৩৩২ হি.; (১০) সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদি'ল-আযীয, মিসর ১৩৩১ হি.; (১১) মানাকিবু 'উমার ইবন 'আবদি'ল-আযীয, সম্পা. C. H. Beeker, Leipzig-Berlin 1899-1900; (১২) মুলতাক'াতুল-হিকায়াত, মুখতাসারু রাওনাকিল-মাজালিস-এর হাশিয়ায় মুদ্রিত, ১৩০৯ হি.; (১৩) মাওলিদুন-নাবিয়্য (স) (লিখো.), মিসর ১৩০০ হি., বৈরুত ১৩৩০ হি.; (১৪) আল-ওয়াফা ফী ফাদা'ইলিল-মুস্তাফা, সম্পা. Brockelmann.

যদি 'আরবী সাহিত্যে ইবনুল-জাওযীর স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, ওয়াযে ও খুতবায় তিনি ছিলেন অনন্য। এই বিষয়ে রচিত তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার খুতবা ও ওয়াযসমূহ ভাষা ও বর্ণনারীতির বিচারে মাকামাত-ই হারীরীর সহিত তুলনীয়। কারণ তিনি ইহাতে সহজ ও সাবলীল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যবিন্যাসে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। ইহা ছাড়া এই সকল ওয়াযে তিনি এমন সব গল্প-কাহিনীর উল্লেখ করেন, যাহা ধর্ম ও চরিত্র সম্বন্ধীয় নসীহতগুলিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। পাঠকগণ এই সকল খুতবা পাঠে স্বাস্থ্য বোধ করেন। কিন্তু ইবনুল-জাওযীর অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন 'আলিমের মতে তাঁহার সকল রচনা প্রশংসার যোগ্য। তথাপি ইবনুল-জাওযী নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি এই সকল বিষয়ের রচয়িতা নন, সংকলকমাত্র (ইবন রাজাব, যায়ল, পূর্বোক্ত পাণ্ডু., পত্রক ১৩৫ খ)। এই কারণে স্বয়ং তাঁহার মায'হাবের অনুসারীগণ তাঁহার গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের অভিমত এই যে, ইবনুল-জাওযী হাদীছ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেও তিনি কালামশাস্ত্রবিদদের জটিলতার মীমাংসা করিতে জানিতেন না। কিন্তু ইহা বলা অপরিহার্য যে, অনুরূপ সমালোচনা তাঁহার হাদীছ-শাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথায় তাঁহার অন্যান্য রচনা উন্নততর ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই সকল রচনার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ব্যাপক আলোচনা রহিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাঁহার এই সকল গ্রন্থ স্বীয় বিষয়ে মূল বরাতের যোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াঃ (১) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান (বৃলাক ১২৯৯ হি.), ১খ ৩৫০ প.; (২) আয-যাহাবী, তাবাকাতুল-হুফ'ফাজ, সম্পা. Wustefeld, ৩খ, ৪৫; (৩) আয-যাহাবী, তায'কিরাতুল-হুফ'ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে মুদ্রিত, ৪খ, ১৩৫-১৪১; (৪) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতুল-জিনান, ৩খ, ৪৮৯-৯১; (৫) আস-সুযু'তী, তাবাকাতুল-মুফাসসিরীন, পৃ. ১৭, নং ৫০; (৬) সিবত ইবনুল-জাওযী, মির'আতুল-য-যামান, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫২ খ, ৮খ, ২য় অধ্যায়, পৃ. ৪৮১, ৫২৪; (৭) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, পৃ. ৪২৭; (৮) তাশ কোপরুওযাদাহ, মিফতাহ'স-সা'আদা, ১খ, ২৬০; (৯) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩খ, ২৮; (১০) ইবনুল-ইমাদ শায'রাতুল-য-যাহাব, মিসর ১৩৫০ হি., ৪খ, ৩২৯; (১১) খায়রু'দ-দীন আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ২খ, ৪৯৯; (১২) Brockelmann, ১খ, ৬৫৬-৬৬ এবং পরিশিষ্ট ১খ, ৯১৪-২০; (১৩) 'আবদুল-হামীদ আল-আলসী, মু'আল্লাফাত ইবনিল-জাওযী, বাগ'দাদ ১৩৮৫/১৯৬৫; (১৪) E.I.², III, Leiden 1979; (১৫) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূ, দারুল-ফিকর, ১৪০২/১৯৮২, ৫খ, ৫২০-২৩।

আহ'মাদ আতাশ (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-জাওয়ী, সিব্বত (بسط ابن الجوزى) : শামসু'দ-দীন আবু'ল-মুজাফ্ফার যুসুফ, ইবন কীযুগলু (Kizoghlu) (সঠিক ফারগালী; তু. ইবন খাল্লিকান ও শাযারাত) আল-হা'যালী অতঃপর আল-হানাতী, প্রখ্যাত লেখক আবুল-ফারাজ 'আবদুর-রাহমান আল-জাওয়ীর দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা কীযুগলু, উযীর ইবন হুবায়রা (দ্র.)-এর একজন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তী কালে উযীর তাঁহাকে আযাদ করিয়া দেন। আয-যিরিকলী লিখিয়াছেন যে, কীযুগলু (অর্থ ভাগিনা) সিব্বত ইবনুল-জাওয়ীর পিতার উপাধি ছিল না, বরং স্বয়ং সিব্বত ইবনুল-জাওয়ীর উপাধি ছিল (আল-আ'লাম, ৩খ, ১১৮৩)। তাঁহার মাতার নাম ছিল রাবি'আ। সিব্বত ইবনুল-জাওয়ী ৫২৮/১১৮৬ (অথবা ৫৮১/১১৮৫) সালে বাগ'দাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার নানা তাঁহাকে লালন-পালন করেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতেই শিক্ষালাভ করেন। ৬০০ হিজরীতে তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হন এবং পরিশেষে দামিশ্কে শিক্ষক ও ওয়া'ইয (নসীহতকারী) নিযুক্ত হন। ২০ যু'ল-হিজ্জা, ৬৮৪/১৭ ফেব্রুয়ারী, ১২৮৫ সালে তিনি সেইখানেই ইনতিকাল করেন (ভিন্নমতে তাঁহার মৃত্যুর সন ৬৫৪/১২৫৬, E.I.²)। তাঁহার দাফনের সময় সিরিয়ার সুলতান আল-মালিকু'ন-নাসির উপস্থিত ছিলেন। তিনি "মির'আতু'য-যামান ফী তা'রীখি'ল-আ'য়ান" নামক একখানা ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত (দ্র. ইবন খাল্লিকান)। ইহাতে সৃষ্টির প্রথম হইতে হি. ৬৫৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। হি. ৪৯৫-৬৫৪ সালের বর্ণনা সম্বলিত ইহার শেষ খণ্ডের ফটোকপি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক James Richard Jowett প্রকাশ করিয়াছেন (শিকাগো ১৯০৭ খৃ.)। এই অংশটি হায়দরাবাদ হইতেও দুই খণ্ডে ১৯৫১ ও ১৯৫২ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। শিকাগো-এ মুদ্রিত সংস্করণটিতে গ্রন্থটি আবু'ল-ফারাজ আল-জাওয়ীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভূমিকাসহ খোদ সেই গ্রন্থেই উক্ত ভুলের সংশোধন করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের হি. ৪৫০-৫৩২ সাল পর্যন্ত সময়ের বর্ণনা সম্বলিত অংশের কতিপয় উদ্ধৃতি (ফরাসী অনুবাদসহ) Recueil des Historiens des Croisades কর্তৃক Historiens Orientaux, ৩খ, ৬৫ প. (প্যারিস ১৮৭২ খৃ.)-এ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অপর গ্রন্থ تركة خواص الامة بذكر خصائص الائمة (তেহরান ১২৮৫ হি.)। তাহা ছাড়া তিনি তাফসীরুল-কুরআন (২৭ খণ্ডে) শাহুহ জামি'ই'ল-কাবীর ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুব্বী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ৫খ, ৯৮; (২) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, মিসর ১২৯৯ হি., আল-ওয়ায়ীর য়া'ইয়া ইবন হুবায়রা-এর জীবনী শীর্ষক নিবন্ধ, ৩খ, ২৩৫; (৩) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৫খ, ২৬৬; (৪) তাশ কোপরুয়াদাহ, মিফতাহ'স-সা'আদা, ১খ, ২০৮; (৫) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৩খ, ১১৮৩; (৬) ইবন কুতুবু'গা, নং ২৫৬; (৭) 'আবদুল-হা'য়ী লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়া, পৃ. ২৩০; (৮) Brockelmann, I, 347, S. I, 589; (৯) E.I.² দ্র. শিরো.; (১০) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, ৬খ, ৫৫৪-৫।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-জাদ্দ (ابن الجدد) : একটি পরিবারের সদস্যদের নাম (বানুল-জাদ্দ) যাঁহারা ৫ম-৬ষ্ঠ/১১শ ১২শ শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ছিলেন, যাঁহাদের মূল ইবন তাগ'রীবি'রদী (৬খ, ১১২) অনুসারে জনৈক আল-ফারাহ ইবনুল-জাদ্দ আল-ফিহরী পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁহারা Seville ও Niebla-তে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যেখানে তাঁহাদের বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিল। এই পরিবারের চারিজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) আবুল-হা'সান (অথবা আল-হুসায়ন) যুসুফ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবনুল-জাদ্দ (ইবন বাসসাম, যাখীরা, ১/২খ, ১০৯ প.; ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ৩৪০; ইবন ফাদলিল্লাহ'ল-'উমারী, মাসালিকুল-আবসার, পাণ্ডু. দারুল-কুতুব, কায়রো, নং ৪৩১)। তাঁহার সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আসক্তি এ চাপল্য তাঁহার প্রাপ্য উচ্চ শিখরে পৌঁছিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ইবন 'আম্মার (দ্র.) স্বল্প সময় Murcia-তে রাজত্ব করাকালে তিনি তাঁহার অধীনে সচিব (কাতিব) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) তাঁহার চাচাতো ভাই ও সমসাময়িক আবুল-কাসিম মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনুল-জাদ্দ ছিলেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উক্ত পরিবারের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি এবং হাদীছ, ফিক'হ, সাহিত্য ও কুলজীতে তৎকালীন বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। আল-মু'তামিদ ইবন 'আব্বাসের পুত্র য়াযীদ আর-রাঈ যখন তাঁহার পিতা কর্তৃক Algeciras-এর গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে স্বীয় উযীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবার তিনি যখন রোন্দা-র গভর্নর হইয়া যান তখন তিনি আবু'ল-কাসিমকেও নিজের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন। ৪৮৪/১০৯১ সনে আল-মুরাবিতদের হাতে য়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন (ইবনুল-আব্বার, ছদ্মা, apud De Abbadidis, II, 75; ed. Mones, II, 71)। অতঃপর তিনি Seville-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন Niebla-এর অধিবাসীরা তাঁহাকে শহরটির আইনজ্ঞের Jurisconsult (খুস্তাতু'শ-শুরা)-এর আসন প্রদান করেন। তিনি নিষ্পৃহভাবে পদটি গ্রহণ করেন। যুসুফ ইবন তাশফীন তাঁহাকে স্বীয় দফতরে কাতিব (সচিব) নিয়োগ করা পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তিনি ৫১৫/১১২১ সনে মাররাকুশে মৃত্যু পর্যন্ত সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (ইবন বাশকুওয়াল, সিল্লা, নং ১১৪৯; ইবন খাক'ান, কাল্লা'ইদ, কায়রো ১২৮৩ হি., ১০৯ প.; ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ৩৪১-২; আল-মাররাকুশী, মু'জিব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১৭৩; ইবন দিহ'য়া, মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১৯০-২; ইবন বাসসাম, যাখীরা, পাণ্ডু. বাগদাদ, ২খ, fols ১৮৫-২১৩)। আবু'ল-কাসিম ইবনুল-জাদ্দ একজন উত্তম গদ্য লেখক ছিলেন, তাঁহার রচনা ভিন্ন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লেখক (মুহ'াম্মাদ ইবন আবি'ল-খিসাল, তাঁহার ভ্রাতা আবু মারওয়ান, আবু বাকুর ইবনুল-কাবতুরনু প্রমুখ) তুলনায় এমন উচ্চ স্তরে ছিল যাহাকে মুসলিম স্পেনে গদ্য রচনার সর্বোচ্চ শিখর বলা যায়।

(৩) উক্ত পরিবারের তৃতীয় সদস্য আবু 'আমির আহ'মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনুল-জাদ্দ একজন সুবিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ছিলেন, ৫৫০/১১৫৫ সনে আল-মুওয়াহহিদুন-এর অনুরোধে কর্তৃক বন্দী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, যদিও তিনি রাজনীতিতে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেন নাই (ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ৩৪২-৩; আল-মাক্করী, Analectes, ২খ, ৪৬৮; আস-সুয়ুতী, বুগয়া, পৃ. ২৭৫)।

(৪) পরিবারের চতুর্থ ও শেষ প্রতিনিধি হিসাবে যাহাকে উল্লেখ করা যায়, তিনি আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন যাহ'য়া ইবনিল'ল-ফারাহ ইবনিল'ল-জাদ। তিনি পরিবারের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইবনুল-আব্বার তাকমিলায় তাঁহার প্রতি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ উৎসর্গ করেন (নং ৮২৫)। জ. ১ রাবী'উল-আওওয়াল ৪৯৬/ডিসেম্বর ১১০২ সনে Niebla-তে। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যেমন ইবন রুশদ ও আবু বাকর ইবনুল-'আরাবী। ইবন রুশদ তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন নিজকে শুধু ব্যাকরণ, সাহিত্য ও হাদীছ পাঠে সীমাবদ্ধ না রাখেন, বরং ফিকহ ও উসুল অধ্যয়নে ব্রতী হন। তাঁহার সেই উপদেশ মত তিনি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং অচিরেই ইবন রুশদের একজন প্রিয় শাগরিদে পরিণত হন। প্রায় ৫২১/১১২৭ সনে তিনি Seville আইনজ্ঞ (Jurisconsult) নিযুক্ত হন এবং শাওওয়াল ৫৮৬/নভেম্বর ১১৯০ সালে ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই উচ্চ পদে দীর্ঘ ৬৫ বৎসরকাল অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার প্রতি আবু যুসুফ যাকুব আল-মানসুর (৫৮০-৯৫/১১৮৪-৯৮)-এর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী আবি যাকুব যুসুফের, (৫৫৮-৮০/১১৬২-৮৪) রাজত্বকালে অন্যান্য অভিজ্ঞতার শিকার হইয়াছিলেন। Sanarem (৫৮০/১১৮৪)-এর বিরুদ্ধে একটি দুর্ভাগ্যজনক ও বিফল অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। এই কষ্টদায়ক দিনগুলিতে তিনি Niebla-তে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যক্তির সহিত ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন (তু. A Huici Miranda, Hist. pol. del imperio almohade, ১খ, ২৫৫-৩০৯)। তিনি একজন ফাকীহ ও শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁহার কোন রচনা রাখিয়া যান নাই, কিন্তু স্বীয় পদমর্যাদার গুণে সম্পদ অর্জনে সমর্থ হন। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিজের শহর Niebla-র প্রধান ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উদ্ধৃত সূত্রগুলি ব্যতীতঃ (১) ইবন সাঈদ, মুগ'রিব, ১খ, ২৪৩; (২) ইবন ফারহুন, দীবাজ, পৃ. ৩০২; (৩) ইবনুল-'ইমাদ, শায়রাহাত, কায়রো ১৩৫০ হি., ৪খ, ২৮৬; (৪) সাফাদী, ওয়াফী, ফটোকপি দারুল-কুতুব, কায়রো, ৩/১খ., fol. ৫৮; (৫) মাক্কারী, Analectes, ১খ, ৫৬৩; (৬) এম. এ. মাক্কারী, ওয়াছা'ইক জাদীদা 'আন 'আসারিল-মুরাবিতীন, in RIEI, মাদ্রিদ, ৭-৮খ, ১১৬, ১৮২-৬; (৭) E. Teres, Linajes arabes en al-Andalus, in al-Andalus, ২২/১খ, ১৯৫৭ খ., ৫৫, ১১১, ২৪২খ, ৩৩৭-৭৬।

H. Mones (E.I²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবনুল-জায্যার (ابن الجزار) : আবু জা'ফার আহ'মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আবী খালিদ, কায়রাওয়ানের বিখ্যাত চিকিৎসক, আনু. ৩৯৫/১০০৪-৫ সনে অতি বৃদ্ধ বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা ও চাচা আবু বাকরও চিকিৎসক ছিলেন। ইফরীকিয়ার বাহিরে তিনি কখনও ভ্রমণে যান নাই। তিনি বিখ্যাত ইসহাক ইবন সুলায়মান আল-ইসরা'ঈলী (দ্র.)-র শাগরিদ ছিলেন, জনহিতৈষী ছিলেন এবং একান্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তিনি ধনী-দরিদ্র সকলেরই সেবা করিতেন এবং দরিদ্রের জন্য কিতাব তিব্বিল-ফকারা' (দরিদ্রদের চিকিৎসা পুস্তক) নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। দুঃখের বিষয়, চিকিৎসা বিষয়ক তাঁহার রচিত প্রায় বিশখানা গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থখানিও বিলুপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট আছে কেবল

রিসালা: ফী ইবদালিল'ল-আদবিয়া (বিকল্প ঔষধ) ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাদুল-মুসাফির (পর্যটকের পাথর)। তাঁহার শাগরিদ 'উমার ইবন হাফস ইবন বারীক দ্বারা শোমোক্ত গ্রন্থখানি স্পেনে প্রবর্তিত হয়। উহা ইটালিতে পরিচিত এবং গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্তী কালে ইহা ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয় তাঁহার কতিপয় গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তিনটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেনঃ কিতাব মাগ'যী ইফরীকিয়া ('আরব বিজয় সম্পর্কে), কিতাবু আখবারিদ-দাওলা (ফাতিমী রাজবংশ সম্পর্কে), কিতাবু'ত-তারীফ বি-সাহীহ'ত-তারীখ (জীবনী সংগ্রহ, যাকূত কর্তৃক ব্যবহৃত) এবং সম্ভবত কিতাবু ত'বাক'াতিল'ল-কুদাত (বিচারকদের স্তর বিভাগ) এবং একটি ভৌগোলিক গ্রন্থ কিতাবু 'আজা'ইবিল'ল-বুলদান (বিভিন্ন দেশের বিষয়)। এই পুস্তকগুলি বিলুপ্ত, তবে কিতাবুল-'উয়ুন-এর অজ্ঞাতনামা লেখক ও আল-বাকরী, ইবন হা'য়ান, আবু বাকর আল-মালিকী ও আস-সাফাদী দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, i, 238/274, S. I, 424; (২) সুযুতী, বুগয়া, ১১৭; (৩) হাজ্জী খালীফা, ইস্তাযুল সং., ২খ., ৩১৮; (৪) ইবন আবী উসায়বি'আ, আলজিয়াস ১৯৫৮ খ., ৮-১২; (৫) যাকূত, উদাবা', ২খ, ১৩৬; (৬) মাক্কারী, ইত্তি'আজ, সম্পা. শায়্যাল, কায়রো ১৯৪৮ খ., পৃ. ১৩২; (৭) আবু বাকর আল-মালিকী, রিয়াদুল-নুফুস, প্যারিস MS, fol. ৯৭r, ১০১v; (৮) সাঈদ ইবন আহ'মাদ আল-আন্দালুসী, ত'বাক'াতুল-'উমাম, tr. R. Blächere, পৃ. ১১৯; (৯) ইবন জুলজুল, ত'বাক'াতুল-'আতিক'আ, কায়রো ১৯৫৫ খ., পৃ. ৮৮-৯১ ও ৮৮ পৃ. নোট; (১০) A. Ben Milad, L'ecole, medicale de Kairouan, প্যারিস ১৯৩৩ খ.; (১১) H. R. Idris, La Berberte orientale sous les Zirides, i-ii, প্যারিস ১৯৬২ খ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris (E.I²)/মুহাম্মদ নওয়াব আলী

ইবনুল-জায্যারী, শামসুদ-দীন (ابن الجزرى شمس الدين) : আবুল-খায়র মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন যুসুফ আল-জায্যারী, ফাকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ), কারী (কিরা'আত বিশেষজ্ঞ) ও ক'াদী (বিচারক)। ২৫ রামাদান, ৭৫১/২৬ নভেম্বর, ১৩৫০ তারিখে দামিশকে জন্ম। স্থানীয় শহরে ধর্মীয় শিক্ষা, বিশেষত হাদীছ ও কিরা'আত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ৭৬৮/১৩৬৭ সনে তিনি মক্কায় গমন করিয়া হজ্জ করেন। অতঃপর কায়রো গমন করিয়া কিরা'আত শিক্ষা চালাইয়া যাইতে থাকেন। পরে দামিশকে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হাদীছ ও ফিকহ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এতদুপলক্ষে আদ-দিময়াতী, আল-আবারকূহী ও আল-আসনাবীর শাগরিদ দলের বৈঠকে যোগদান করিতে থাকেন। ইহার পর তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করিয়া অলংকারশাস্ত্র ও শারী'আতের উসুলুল-ফিকহ (ইসলামী আইনের মূল সূত্র) অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ইবন 'আবদিল'স-সালামের শাগরিদ দলের সম্পর্কে আসেন। তিনি মুফতী'র দায়িত্ব পালনের জন্য ৭৭৪/১৩৭৩ সনে ইসমাঈল ইবন কাছীর (দ্র.)-এর, ৭৭৮/১৩৭৬ সনে দিয়া'উ'দ-দীনের এবং অবশেষে ৭৮৫/১৩৮৩ সনে শায়খুল-ইসলাম আল-বুলকীনী (দ্র.)-র অনুমোদন লাভ করেন। তিনি দামিশকে প্রত্যাবর্তনের পর কিরা'আত শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, অতঃপর ৭৯৩/১৩৯১ সনে কাদী

(বিচারক) পদে নিযুক্ত হন। যাহা হউক, ৭৯৮/১৩৯৬ সনে তাঁহার মিসরস্থ সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হইলে তিনি উছমানী সুলতান বায়াযীদের রাজধানী বুর্সায় চলিয়া যান। আংকারার যুদ্ধের (৮০৫/১৪০২) পর বায়াযীদ বন্দী হইলে তায়মূর লং অন্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁহাকে সামারকান্দে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি তাঁহার শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত রাখেন। শা'রান ৮০৭/ফেব্রুয়ারী ১৪০৫ সনে তায়মূরের মৃত্যু হইলে ইবনুল-জায়ারী প্রথমে খুরাসান, পরে তথা হইতে হিরাত, য়াযুদ, ইসফাহান হইয়া অবশেষে শীরায নগরীতে গমন করেন। তিনি সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ইহার পর তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পীর মুহাম্মাদ তাঁহাকে ঐ শহরের কাদী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বসরায় যান এবং ৮২৩/১৪২০ সনে মক্কা ও পরে মদীনায গমন করিয়া কয়েক বৎসর কাটাইয়া শীরাযে ফিরিয়া আসেন। ৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৮৩৩/৬ ডিসেম্বর, ১৪২৯ তারিখে তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন।

ইবনুল-জায়ারী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে অধিকাংশই কিরা'আত, ফিক্'হ ও হাদীছ' বিষয়ক। উহার কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে, বাকীগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে।

(১) গায়াতু'ন-নিহায়া ফী তাবাকাতিল-কুর'া, সম্পা. Bergstrasser ও Pretzl, ইস্তাভুল ১৯৩৩-৫, ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। (২) তায়্যিবাতু'ন-নাশুর ফিল-কিরা'আতি'ল-আশর, শা'বান ৭৯৯/মে ১৩৯৬ সনে সমাপ্ত আল-কুরআনের দশজন ঐতিহাসিক কারী সম্পর্কে এক হাজার চরণবিশিষ্ট একটি উরজু'য়া, সং. কায়রো ১২৮২ হি., ২৩০৭; (৩) আদ-দুরাতুল-মুদিয়া ফী কিরা'আতিল-আ'ইম্মাতিছ-ছালাছাতিল-মারদিয়া, ৮২৩/১৪২০ সনে সমাপ্ত ২৪১ চরণবিশিষ্ট একটি কবিতা, সম্পা. কায়রো ১২৮৫ ও ১৩০৮ হি। (৪) মুন্জিদুল-মুকারি'ঈন ওয়া মুরশিদু'ত-তালিবীন, আল-কুরআন পাঠের আয়াসসাধ্যতা বিষয়ক, সম্পা. কায়রো ১৩৫০ হি.; (৫) আল-মুকাদ্দিমাতুল-জায়ারিয়া, আল-কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে রচিত ১০৭ চরণের একটি উরজু'য়া, সং. কায়রো ১২৮২, ১৩০৭। গ্রন্থকারের পুত্র আবু বাকুর আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ উহার একখানা টীকা রচনা করিয়াছেন। (৬) ৮০৬/১৪০৩ সনে সমাপ্ত উল্লিখিত পুস্তকের নাম আল-হাওয়ালিল-মুফাহিহিয়া ফী শারহিল-মুকাদ্দিমা, সং. দিল্লী ১২৮৮ হি., কায়রো ১৩০৯ হি। (৭) আল-হিসনুল-হাসীন মিন কালামি সায্যিদিল-মুরসালীন, মুনাযাতে ব্যবহৃত হাদীছের একখানা সংকলন, সং. কায়রো ১২৭৯, ১৩১৫ হি., আলজিয়ার্স ১৩২৮ হি., উর্দু অনু. দিল্লী ১৮৭১ খৃ। (৮) আয-যাহরুল-ফা'ইহ ফী যিকুর মান তানায়যাহা 'আনি'য-যুব্ব ওয়া'ল-কাবা'ইহু, কায়রো ১৩০৫, ১৩১০ হি। (৯) আল-মুস'ইদুল-আহ'মাদ ফী খাতমি মুসনাদিন-ইমাম আহ'মাদ, কায়রো ১৩৪৭/১৯২৯।

আল-জায়ারীর যে সকল গ্রন্থ আজও বর্তমান, অথচ এখনও প্রকাশিত হয় নাই (পাণ্ডুলিপির জন্য Brockelmann, Dr.) তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য : (১) কিতাবুল-নাশুর ফিল-কিরা'আতি'ল-আশর, আদ-দানী (Dr.) প্রণীত তায়সীর-এর টীকা। (২) তাহবীরু'ত-তায়সীর ফিল-কিরা'আত, উচ্চারণ সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ। (৩) গ্রন্থকারের যৌবন বয়সে লিখিত (৭৬৯/১৩৬৭) আছ-তামহীদ ফী 'ইলমি'ত-তাজবীদ'; (৪) তাবাকাতুল-কুর'া সম্পর্কিত মুখতাসার অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা (প্রাণ্ডক্ত Dr.); (৫) হাদীছের প্রয়োগবিদ্যাগত পরিভাষা সম্পর্কে একখানা গবেষণামূলক পুস্তক, মুকাদ্দিমা 'ইলমি'ল-হাদীছ'; (৬) আল-কুরআনের ১১ঃ ৪৩

নং আয়াত সম্পর্কে একটি পুস্তিকা কিফায়াতুল-আলমা'ঈ ফী আয়াতি "যা আরদু'বলা'ঈ"; (৭) আল-হিদায়া ইলা মা'আলিমি'র-রিওয়য়া, আল-কুরআনের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একখানা 'উরজু'য়া'; (৮) মুখতাসারুল-নাসীহা বি'ল-আদিল্লাতি'স-সাহীহা, নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তক। (৯) আল-ইসা'বা ফী লাওয়ামিমি'ল-কিতাবা, লিপিকৌশল বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক গ্রন্থ। (১০) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একখানা সংক্ষিপ্ত 'উরজু'য়া'। মহানবী (স) সম্পর্কে রচিত কতিপয় গ্রন্থঃ (১১) আর-রিসালাতুল-বায়ানিয়া ফী হাক্কি আবাওয়ায়িন-নাবিয়্যি, নবী কারীম (স)-এর মাতাপিতার ইসলাম গ্রহণ বিষয়ক; (১২) আল-মাওলিদুল-কাবীর, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী; (১৩) যাতু'শ-শিফা' ফী সীরাতি'ন-নাবিয়্যি ওয়া'ল-খুলাফা'; মহানবী (স), নিষ্ঠাবান খলীফাগণ ও ১ম বায়াযীদের শাসনকাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) গায়াতু'ন-নিহায়া, ২খ, ২৪৭., ইহাতে তাঁহার জনৈক শাগরিদ গ্রন্থকারের জীবনী সম্পর্কে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; (২) তাশকোপন্নয়াদে, আশ-শাকা'কু'ন-নু'মানিয়া, ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০, ১খ., ৩৯-এর হাশিয়াতে লিপিবদ্ধ; (৩) সুযুতী, তাবাকাতুল-ছফফাজ, ২৪খ, ৫; (৪) সাখাবী, দাও', ৮খ., ২৫৬; (৫) ইবন খাওয়ান্দ-শাহ, রাওদাতুল-সাফা', লখনৌ ১৮৭৪ খৃ, ৬খ., ১২৪; (৬) খানদামীর, হাবীবু'স-সিয়ার, বোম্বাই ১২৭৩/১৮৫৭, ৩খ., ৯০; (৭) শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০, ২খ., ২৫১; (৮) মা'আরিফ (উর্দু মাসিক), আজমগড়, ৮১/৫ খ. (নতে. ১৯৫৭), ৩২৫-৪৪, ৮১/৬ খ. (১৯৫৭ খৃ.), ৪৪১-৫২, ৮২/১ খ. (জানুয়ারী ১৯৫৮), ৬২-৭৬; (৯) যাহাবী, যায়ল তাবাকাতিল-ছফফাজ, দামিশক ১৩৪৭/ ১৯৪৯, পৃ. ৩৭৭; (১০) সিদ্দীক হাসান খান কান্দৌজী, ইতহাফুল-নুব্বালা'আল-মুস্তাক্বীন, কানপুর ১২৮৮/১৮৭১, পৃ. ৩৯২; (১১) Brocklmann, II, ২০১-৩, S II, ২৭৪-৭৮; (১২) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪০৫-৬; (১৩) দা.মা.ই. (উর্দু), ১খ, ৪৬২-৪; (১৪) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, ইস্তাভুল ১৯৫৫ খৃ., ৬খ, ১৮৭-৮।

M. Ben Cheneb (E.I.²)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

ইবনুল-জায়ারী (ابن الجراح) : দুইজন উযীরের নাম। (১) 'আব্দু'র রাহমান ইবন 'ঈসা ইবন দাউদ, ৩২৪/৯৩৬ সালে ইবন মুকলা পদচ্যুত হইলে খলীফা আর-রাদী প্রাক্তন উযীর 'আলী ইবন 'ঈসাকে উযীরের শূন্য পদটি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি স্বীয় দুর্বলতা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। ফলে তাঁহার ভ্রাতা 'আব্দু'র-রাহমানকে উযীরের পদটি প্রদত্ত হয়। কিন্তু 'আব্দু'র-রাহমান উক্ত পদের গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য ছিলেন না। তিনি মাত্র তিন মাস উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইহার পর ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহাকেও বন্দী করা হয় এবং তাঁহার উপর যেটা অংকের জরিমানাও ধার্য করা হয়। ৩২৯/৯৪১ সালে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ইতিহাসের পাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। কুরতোগীন আমীরুল-উমারা' নিযুক্ত হইলে তিনি খলীফা আল-মুস্তাক্বীর দরবারে কিছুকাল উযীরের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাকে উযীরের পদবী দেওয়া হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ত-তিকতাকা, আল-ফাখরী (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৮১ প.; (২) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৮১ প.; (২) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Tornberg), ৮খ, ১৩৫,

২১১, ২৩৪ প., ২৮০; (৩) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ৬৬২; (৪) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ, ১৫৪; (৫) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ৩০০।

(২) আবুল-হাসান 'আলী ইবন সৈদা ইবন দাউদ, তিনি প্রথমোক্ত 'আবদুর-রাহমানের ভ্রাতা। তিনি ২৪৫/৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খিলাফাতের দাবিদার 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মু'তায়-এর সমর্থক হওয়ার কারণে 'আবদুল্লাহর হত্যার পর ২৯৬/৯০৮ সালে 'আলীকে ওয়াসিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু আল-মুকতাদিরের উযীর ইবনুল-ফুরাত তাঁহাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ৩০০/৯১২-১৩ সালে খলীফা তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তী বৎসরের শুরুতে তিনি রাজধানীতে পৌছেন। তিনি মিতব্যয়িতার সাহায্যে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা সংশোধন করেন, কিন্তু সামরিক বাহিনীর বেতনহ্রাস করার ফলে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য দিকে তাঁহার ব্যবস্থাগুলি অন্য লোকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ইহাতে তিনি খলীফার নিকট স্বীয় ইস্তফাপত্র পেশ করেন এবং তাহা মঞ্জুর করার জন্য খলীফার নিকট আবেদন করেন; কিন্তু খলীফা তাঁহার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাহা সত্ত্বেও ৩০৪/৯১৭ সালের শেষদিকে তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া বন্দি করা হয় এবং ইবনুল-ফুরাত এক অথবা দুই বৎসর পর্যন্ত অতি কষ্টে উক্ত পদের কাজ চালাইয়া যান কিন্তু জুমাদা'ল-উলা ৩০৬/নভেম্বর ৯১৮ সালে তাঁহার পদটি হামিদ ইবনুল-'আব্বাসকে প্রদান করা হয়, যিনি একজন বয়স্ক ও দুর্বল লোক ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি 'আলী ইবন সৈদার পরামর্শের উপর নির্ভর করিতেন; কিন্তু অল্পকাল পর 'আলী ও হামিদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। ৩০৮/৯২০-২১ সালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্খল্যের দরুন গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার পর 'আলীকে উযীরের পদ পেশ করা হয়; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। যেহেতু হামিদের উপর খলীফার সুনজর ছিল না এবং 'আলীর কার্পণ্যের দরুন অশান্তি বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেইজন্য ৩১১/আগস্ট ৯২৩ সালে ইবনুল-ফুরাতকে আবার উযীরের পদ প্রদান করা হয়। 'আলীকে বন্দি করা হয় এবং বিরাট অংকের অর্থ প্রদানে বাধ্য করত ইবনুল-ফুরাত তাঁহাকে মক্কায় নির্বাসিত করেন। মক্কার গভর্নর (ওয়ালী)-কে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন 'আলীকে সান'আ'-য় প্রেরণ করেন। ইবনুল-ফুরাতের পদচ্যুতির পর পুলিশ প্রধান মু'নিসের সুপারিশে 'আলীকে ক্ষমা করা হয়। ৩১২/৯২৫ সালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। যুল-কা'দা ৩১৪/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ৯২৭ সালে মু'নিসের প্রভাবে তখনকার মত দামিশকে অবস্থানকারী 'আলীকে বাগদাদে আমন্ত্রণক্রমে উযীরের পদ প্রদান করা হয়। কার্যত তিনি পরবর্তী বৎসরের প্রথমদিকে উক্ত পদ গ্রহণ করিলেও যখন জানিতে পারেন যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে পুনরায় এক প্রকার অস্থিরতা দেখা দিয়াছে এবং খলীফাও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে অনিচ্ছুক, তখন তিনি উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণস্বরূপ শারীরিক দুর্বলতার জন্য উক্ত দায়িত্ব পালনে স্বীয় অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। প্রথমদিকে খলীফা ইহার অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেও শেষদিকে তাঁহাকে সম্মত করা হয়। এইভাবে রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩১৬/মে ৯২৮ সালে 'আলীকে পদচ্যুত করা হয় এবং তদস্থলে ইবন মুক্লা (দ্র.)-কে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী কালে খলীফা আর-রাদী তাহাকে দুইবার উযীরের পদ প্রদান করেন, প্রথমবার তিনি খিলাফাত লাভের পরপরই এবং দ্বিতীয়বার ৩২৪/৯৩৬ সালে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উক্ত

পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে প্রথমবার ইবন মুক্লা ও দ্বিতীয়বার 'আলী ভ্রাতা 'আবদুর-রাহমানকে উযীরের পদ প্রদান করা হয়। 'আলী ইবন সৈদা যুল-হিজ্জা ৩৩৪/জুলাই-আগস্ট ৯৪৬ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হিলালু'স-সাবি, কিতাবুল-উযারা' (সম্পা. Amed-roz), পৃ. ২৮১-৩৬৪; (২) যাকূত, ইরশাদুল-আরীব (সম্পা. Margo-louth), ৫খ, ২৭৭-৮০; (৩) ইবনুল-তি'ক'তাকা, আল-ফাখরী (সম্পা. Derenbourg), পৃ. ৩৬৪-৩৬৬; (৪) তাবারী, ৩খ, ২১৯০ প.; (৫) আরীব (সম্পা. de Geoje), স্থা.; (৬) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Tornberg), ৮খ, নির্ঘণ্ট; (৭) ইবন খালদুন, ইবার, ৩খ, ৩৫৯ প.; (৮) Weil, Gesch. d. Chalifen, ২খ, ৫৪৪ প.; (৯) Muller, Der Islam im Margen-und Abendland, ১খ, ৫৩৩; (১০) ইবন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; (১১) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ২খ, ৩৩৬।

K.V. Zettersteen (দা.মা.ই.)/

এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-জাসাস (ابن الجصاص) : অর্থাৎ প্লাস্টারকারীর (বা বিক্রেতার) পুত্র; ইহা অন্তত এমন দুই ব্যক্তির উপনাম যাহারা প্রসিদ্ধি লাভের যোগ্য, তাহারা হইলেনঃ (১) আবু যাকূ'ব ইসহাক ইবন 'আম্মার আল-কুফী। তিনি তাঁহার রচিত 'আব্বাসী কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন। 'আব্বাসী যুবরাজ 'সৈদা ইবন মুসা (দ্র.)-র সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : যাকূত, উদাবা' ৬খ, ৭৪-৬ (= ইরশাদ, ২খ, ২৩২)। (২) আবু 'আবদিল্লাহ হু'সায়ন (অথবা হাসান) ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনুল-জাসাস আল-জাওহারী, যিনি ছিলেন 'আব্বাসী যুগের প্রসিদ্ধ মণিকার ও মূলধন বিনিয়োগকারী ধনী ব্যক্তি। তুলনী খুমারায়য়াহ পরিবারের অন্তঃপুর (হ'রেম)-এ যাতায়াতকারী দালালরূপে তাঁহার কর্মজীবনের শুরু। অনুমিত হয় যে, একখানি কণ্ঠহারের বদৌলতে তাঁহার সৌভাগ্যের সূচনা হয়। তাঁহাকে এই কণ্ঠহারের মুক্তাগুলিকে আকারে ছোট করিয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইলে তিনি তদস্থলে ক্ষুদ্রতর আকারের মুক্তা বসাইয়া দিলেন। এইগুলির মূল্যের পার্থক্য তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক হয়। তাঁহার মনিব তাঁহার কন্যা কাতরু'ন-নাদা'-র সঙ্গে মু'তাদিদ-এর পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে স্থাপন করিতে নির্দেশ দিলে ২৮০/৮৯৩ সনে তিনি নিজেই কন্যাটিকে বাগদাদে লইয়া আসেন (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কন্যাটি স্বয়ং খলীফার স্ত্রী হইলেন) এবং 'আব্বাসী রাজধানীতে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি কাতরু'ন-নাদা'-র অলংকারাদি তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং কয়েক বৎসর পর খলীফা-পত্নীর মৃত্যুর পরও তিনি সেগুলি রাখিয়া দেন। ফলে তাঁহার ধন-সম্পদ তৎ-পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইবনুল-মু'তায় (দ্র.)-কে আশ্রয়দানের অপরাধে ২৯৬/৯০৮ সনে তাঁহাকে খেফতার করিয়া জরিমানা করা হয়। কিন্তু অচিরেই আল-মুকতাদির-এর আর্থিক সংকট তাঁহাকে গুরুতর দুর্দশায় নিপতিত করে। ৩০২/৯১৪-৫ সনে তাঁহাকে পুনরায় খেফতার করা হয়। সুক্‌য়াহয়া এলাকায় অবস্থিত প্রাসাদ ও তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তি, যাহার মোট মূল্য (বহু লক্ষ দীনার) রূপকাহিনীসুলভ অঙ্কে উপনীত হইয়াছিল, বাজেয়াফত করা হয়। অবশ্য তিনি তাঁহার ধন-সম্পদের অংশবিশেষ রক্ষা করিতে সক্ষম হন এবং পরবর্তী জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি ৩১৫/৯২৭-৮ সনে ইনতিকাল করেন।

যাহা হউক, তাঁহার বিপুল ধন-দৌলত এবং তিনি যে অতিমাত্রায় বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন, উহাই তাঁহাকে তাঁহার উত্তরপুরুষের কাছে মুখ্যত পরিচিত করে নাই। বহুত অনেক ক্ষুদ্র কাহিনীই তাঁহার খ্যাতির ভিত্তি। এই কাহিনীগুলির নায়ক তিনি নিজেই। ক্ষীণ বুদ্ধির এক ব্যক্তিকে পাইয়া বসিয়াছে কতগুলি অদ্ভুত ও হাস্যকর মন্তব্য প্রকাশের প্রবণতা, ঐ কাহিনীগুলিতে তাঁহাকে এমনভাবেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যাদি কোনক্রমেই তাঁহার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। এই সকল উপস্থিত বুদ্ধিপ্রসূত জওয়ামূলক মন্তব্যের মধ্যে যতখানি প্রামাণ্য মনে হয় তাহা খুব সম্ভব ইবনুল-জাসাস-এর নিজ ইচ্ছার তাগিদেই রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনি অতিশয় সুরসিক ব্যক্তি, অথচ নিজেকে অজাতশব্দরূপে পরিচিত করিয়া তাঁহার ধন-সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তাঁহার নামে প্রচলিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কাহিনী আরোপ করা। তবে লক্ষণীয়, আসল কথাটি হইল তাঁড় জাতীয় ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার নামের সংযোগ। কারণ বিত্তবান মূলধন বিনিয়োগকারীরা কদাচিৎ ইহাদের সমগোত্রীয় হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, ৩খ, ২১৩৩ প.; (২) Miskawayh, in Amedroz and Margoliouth, Eclipse, ১খ, ৮; (৩) হিলালু'স-সাবি', সম্পা. Amedroz, পৃ. ২৩; (৪) 'আরবী, Tab. cont., পৃ. ২৮-৯, ৪৬; (৫) সুলী, আখবার'র-রাদী ... অনু. M. Canard, পৃ. ৬৪ ও নির্ঘণ্ট; (৬) হ'স'রী, জাম', পৃ. ২৪৯ প.; (৭) মাস'উদী, মুরুজ, ৮খ, ১১৭-৯, ২৮৩; (৮) তান্বী, নিশওয়ার, ১খ, ১৮-৩২; (৯) ইবনুল-জাওযী, হ'মক'১, পৃ. ৩০-৪১; (১০) ঐ লেখক, মুন্তাজাম, ৬খ, ২১১-৪; (১১) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট; (১২) F. Rosenthal, Humor, পৃ. ১৩; (১৩) F. Bustani, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪০৯-১০।

Ch. Pellat (E.I.2)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবনুল-জাহম (দ্র. 'আলী ইবনুল-জাহম; মুহাম্মাদ ইবনুল-জাহম)।

ইবনুল-জিল্লীকী (দ্র. 'আবদুর-রাহমান ইবন মারওয়ান)।

ইবনুল-ফাকীহ (ابن الفقيه) : আবু বাকর আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-হামায়ানী, 'আরবী ভাষায় রচিত একখানি ভূগোলার ইরানী গ্রন্থকার। ইনি ২য়/৯ম শতকে জীবিত ছিলেন (মু. ৩৪০/৯৫১, হাজ্জী খালীফা)। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যে মাত্র একখানি এখনও সংক্ষিপ্ত আকারে টিকিয়া রহিয়াছে। De Goeje একটি প্রামাণ্য ভূমিকা সংযোজন করিয়া এই পুস্তকটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৮৫ খৃ.)। ইবনুল-নাদীম ও ভূগোলবিদ আল-মুকাদ্দাসী ইবনুল-ফাকীহ সম্পর্কে যে সকল তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, De Goeje সেইগুলি উক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত করেন। তন্মধ্যে সকল তথ্য সমানভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। ইবনুল-নাদীমকৃত 'ফিহরিস্ত' গ্রন্থে (পৃ. ১৫৪) বলা হইয়াছে, "তিনি দুই হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি কিতাবুল-বুলদান প্রণয়ন করেন। উহা বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, বিশেষত আল-জায়হানীকৃত পুস্তকাদি ও ('আরবী ভাষার) হাল আমলের শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দ সম্পর্কে একখানি পুস্তক হইতে নির্বাচিত অংশের সঙ্কলন।" পাঁচখানি পুস্তকের একসঙ্গে একটি রচনা তৎকৃত বলিয়া আল-মুকাদ্দাসী আহ'সানুল-তাকাসীম (সম্পা. De Goeje পৃ. ৪-৫) মনে করেন। উহার সকল

ভৌগোলিক তথ্য যথাযথ না হওয়ায় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত আলোচনা থাকায় তিনি উহার সমালোচনা করিয়াছেন। যাকৃত তাঁহার গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ('উদাবা', ২খ, ৬৩) বলিয়াছেন যে, ইবনুল-ফাকীহ ও তাঁহার পিতা সুপরিচিত হাদীছবেত্তা ছিলেন।

ইবনুল-ফাকীহ-কৃত মৌলিক রচনাবলী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির তিনখানি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে। তদুপরি De Goeje-কৃত সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার পর চতুর্থ পাণ্ডুলিপিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ তিনখানা পাণ্ডুলিপির রচয়িতা, প্রকাশক ও প্রকাশনার স্থান-কাল সম্বলিত শেষ পৃষ্ঠাগুলি দৃষ্টে De Goeje এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি সম্ভবত আবুল-হাসান 'আলী ইবন জা'ফার আশ-শায়যারী কর্তৃক রচিত। গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে বাদ দিয়া অথচ মামুলি অনুচ্ছেদগুলিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি গ্রন্থখানির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিনষ্ট করিয়াছেন (মন্তব্যটি আল-মুকাদ্দাসীর সমালোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। ইবনুল-ফাকীহ-কৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতে যাকৃত তৎকৃত মু'জামুল-বুলদান পুস্তকে অনেক অনুচ্ছেদ ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভূমিকা De Goeje, পৃ. ৯; যাকৃত, বিষয়সূচী, পৃ. ৩০০ দ্র.)। ইবনুল-ফাকীহ-এর রচনা যে অধিকতর অনাবশ্যিক বাহুল্যবর্জিত ছিল, ইহা তাহারই একটি প্রমাণ। কেননা কোনও ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর যে, গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না করিয়াই যাকৃত তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

Sprengr (Post-und Reisroutin, p. xvii প.) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইবনুল-ফাকীহ ২৯০/৯০৩ সনের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর আমলে ২৮৭ ও ২৮৮ সনে ঘটিয়াছে এমন দুইটি ঘটনা ইবনুল-ফাকীহ বর্ণনা (মূল পাঠ, ৫৩ ও ৩১৯) করিয়া তাঁহাকে "আমাদের খলীফা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৫৩)। সুতরাং অনুচ্ছেদটি নিশ্চিতভাবেই খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছে। অপরপক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মুকতাদীফীর ক্ষমতা প্রাপ্তির পূর্বেকার একটি ঘটনার বিবরণ গেশ (পৃ. ২৭০) উপলক্ষে তিনি দুইবার তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ২৫৩ ও ২৭০)। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ইবনুল-ফাকীহ তাঁহার গ্রন্থের রচনাকার্য খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর ইনতিকালের পর সমাপ্ত করেন। 'আমর ইবন লায়ছকে যে খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর আদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (পৃ. ৫৩, ১১৭), তৎসম্পর্কিত একটি অনুচ্ছেদে এই বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেননা আত'-তাবারী (৩খ, ২২০৮) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মৃত্যুশয্যায়ায় শায়িত থাকাকালে এই খলীফাই তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন, কিন্তু ঐ দণ্ডদেশ খলীফার ইনতিকালের পূর্বে কার্যকর হয় নাই। সুতরাং দেখা যায়, ইবনুল-ফাকীহ ২৮৯-৯০/৯০২-৩ সনে তাঁহার পুস্তক রচনা করেন (ঐ তারিখের পরবর্তী কালের কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা উহাতে উল্লিখিত হয় নাই)।

ইবনুল-ফাকীহ যে হামায়ান শহরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা কেবল তাঁহার নিসবা (জন্মস্থানগত উপাধি) দ্বারাই সমর্থিত হয় তাহা নহে, তিনি ঐ শহরটির ও ইহার জেলার যে পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতেও প্রমাণিত হয়। বিবরণটির পরপরই তিনি তাঁহার জন্মভূমি সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সকল দেশের বিবরণ দিয়াছেন আর একের পর এক যেভাবে আলোচনার স্থান সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ক্রমাগত

সেইভাবে আমরা এখানে দেশগুলির নামের তালিকা প্রদান করিতেছিঃ ইরান, আরব, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, রুম, জাযীরা, নুবিয়া ও আবিসিনিয়া। মাগ-রিব বা পশ্চিম আফ্রিকা, আন্দালুসিয়া বা দক্ষিণ স্পেন ও সূদান সম্পর্কে উহাতে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন দেশের জন্য যে যে পরিমাণ স্থান বন্টন করা হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সম্পাদকই সম্ভবত উহাদের অনুপাত নির্ধারণ করিয়াছেন। ইরানকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিই এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ইবনুল-নাদীম বলেন, গ্রন্থখানির নাম কিতাবুল-বুলদান। কিন্তু উহার নামপত্র (নাম, লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, মূল্য প্রভৃতির বিবরণ সম্বলিত পৃষ্ঠা) ও ভূমিকা না থাকায় এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। চতুর্থ পাণ্ডুলিপিখানিতেও (মাশহাদ নগরীস্থিত ইমাম রিদার মাযারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত) ১৯২৩ খৃ. Z. V. Togan যাহা লইয়া গবেষণা করেন, পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা না থাকায় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু Z. V. Togan স্বীকার করিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থখানির প্রকৃত পাঠ্যাংশের বেশ বড় অংশই পাণ্ডুলিপিতে স্থান পাইয়াছে। উহাতে ইরাক ও মধ্যাশিয়া সম্পর্কে মূল্যবান অতিরিক্ত তথ্যাদিও রহিয়াছে (যদ্বারা De Goeje-কৃত সংস্করণের পরিবর্তন ও সংশোধন সম্ভবপর হইয়াছে)।

সাহিত্য সম্পর্কিত যে আলোচনাকে অপ্রাসঙ্গিক ভাবিয়া আল-মুকাদাসী সমালোচনা করিয়াছেন তাহা গুরুত্বহীন বা অপ্রয়োজনীয় নহে, উহা গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঐগুলি বইখানির ভৌগোলিক অধ্যয়নগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (যেইগুলি অট্টালিকাদি ও নীতিকথামূলক গল্পাদি সম্পর্কে গ্রন্থকারের সুরকচির দৃষ্টান্ত)। ইহা দ্বারা প্রকৃত তথ্যাদি সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি যোগে পাঠকের মনোযোগ বজায় রাখিবার জন্য গ্রন্থকারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশের মহিমা কীর্তন করিয়া রচিত একটি নিবন্ধ ভিন্ন অন্যন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল এইরূপঃ গুরুতর বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় আলোচনা চলিতে চলিতে শ্রুতিমধুর রসাত্মক কথায় সমাপ্তি, আর ঠাট্টাচ্ছলে লঘু বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করিয়া গুরুতর বিষয়ে সমাপ্তি (পৃ. ৪১), সিরিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে বসরা নগরীর বাসিন্দাদের কোনও বিষয়ে বাকবিভাষণ, তাল জাতীয় গাছ হইতে আড়ুর গাছের শ্রেষ্ঠত্ব (পৃ. ১১৮), অট্টালিকার মহিমা কীর্তন (পৃ. ১৫১), গ্রন্থকারের দায়িত্ব-কর্তব্য, উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মূল্য-অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই সকল আলোচনা সমগ্র গ্রন্থটির ভূমিকারূপে গৃহীত হইতে পারে (পৃ. ১৯৩), বিগ্ধ পানির প্রশংসা (পৃ. ২২০), আর প্রতিটি দেশকে আল্লাহ এক বিশেষ সম্পদ উপহার দিয়া থাকেন যাহা অন্যন্য দেশকে দেওয়া হয় না (২৫১)। আল-মুকাদাসী বলেন, ইবনুল-ফাকীহ অনেক ক্ষেত্রেই আল-জাহিজ-এর রচনার ভিত্তিতে লিখিয়াছেন (শেষোক্ত লেখকের নাম ইনি তিনটি স্থানে উল্লেখ করিয়াছেনঃ পৃ. ১১৬, ১৬৫ ও ২৫৩), কিন্তু এই সকল অপ্রাসঙ্গিক রচনার ফলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আল-জাহিজ-এর রচনা হইতে সরাসরি উদ্ধৃত না করিয়া ইনি তৎকর্তৃক প্রভাবিত হন। De Goeje রচনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানে উহাদের বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্ণনা তাঁহার মূল্যায়নের ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে, “আমি ভাবিয়াছিলাম যে, গ্রন্থগুলি হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশ অধ্যয়নই ইহার মূল্য নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট হইবে; কিন্তু আরও বিশদভাবে পরীক্ষার ফলে এই সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাইতে হইয়াছে।”

৩য়/৯ম শতকের শেষার্ধের সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রন্থটি অতি মূল্যবান অবদান রাখিয়াছে। ইহাতে ভূগোল ও ইতিহাসের অনেক বিস্তারিত

আলোচনা আছে যাহা এ যাবত জানা যায় নাই কিংবা অস্পূর্ণভাবে জানা গিয়াছিল। এইগুলি যাকৃত-এর প্রধান উৎস গ্রন্থাদির অন্তর্গত হওয়ায় আর সেইগুলি হইতে মুকাদাসী অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দেওয়ায় উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্য গ্রন্থকার A. Miqueel, যিনি উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত ইহার সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারে, “কালক্রম অনুযায়ী ‘আরবী ভাষার ভূগোলের ইতিহাসে ইবনুল-ফাকীহ এক অপরিহার্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মূলত ব্যবহারিক ভূগোল-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণীত গ্রন্থাদির পর তিনি তাঁহার রচনায় একাধারে সাহিত্য ও কৃষ্টির কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রায়োগিক-ভূগোল রচনারীতির শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং অপরপক্ষে বিশ্বের গ্রন্থকারগণকে মুসলিম বিশ্বের প্রতি কৌতূহল নিবদ্ধ করিতে সহায়তা করেন।”

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-ফাকীহ, Compendium libri Kitab al-boldan, সম্পা. M. J. De Goeje (=BGA, V), লাইডেন ১৮৮৫ খৃ; (২) Brockelmann, I. 227. no 4, S I. 405, no. 4-406 (E. Braunlich একটি নূতন সংস্করণ প্রণয়ন করিতেছেন); (৩) R. Blachere, Extraits des principaux geographes arabes du moyen-age, পৃ. ৭০ প. (ইবনুল-ফাকীহ তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত লোকাচারবিদ্যা বিষয়ক বহু সংখ্যক উপকথা, মতাদর্শ ও ধারণা অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন); (৪) G. Wiet, Introduction a la Litterature Arabe, নির্ধক্ট; (৫) I. Yu. Krackovskiy, Izbranniye, socineniya, ৪খ, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৫৬-৯ (‘আ. অনু. ১৬২-৪); (৬) A. Z. Validov(=Z.V. Togan), Meshkhedskaya rukopis Ibnu-l- Fakikha, in Izvestiya Russkoy Akad. Nauk, 1994, 237-48 [j. Deny কর্তৃক JA-তে রিভিউকৃত, cciv (1924), 149; G. Ferrand কর্তৃক JA-তে রিভিউকৃত, ccviii (1926), 146]; (৭) P. Kahle Zu Ibn al-Fakih, in ZDMG, lxxxviii (1934), 43-5; (৮) A. Miquel, La geographe humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XI^e siecle j.-C., Paris 1967, p. XXII, chap. v and index; (৯) বর্তমানে (১৯৬৭ খৃ.) উল্লিখিত চারিখানি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে একখানি ফরাসী অনুবাদ রচিত হইয়াছে; (১০) দা.মা.ই. (উর্দু), ১খ, ৬৩৩; (১১) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনুন, ৬২।

H. Masse (E.I.2)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইবনুল-ফাররা' (ابن الفراء) : মুহাম্মাদ ইবনুল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালাফ ইবন আহমাদ ইবনুল-লফারার', ইনি কাদী আবু য়া'লা নামে সমধিক পরিচিত। আল-কা'দির (৪২২-৬৭/১০৩১-৭৫)-এর রাজত্বকালের শেষদিকে এবং আল-কা'ইম-এর রাজত্বকালে (৩৮১-৪২২/৯৯১-১০৩১) তিনি বাগদাদের হাশ্বালী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার জন্ম মুহাম্মারাম ৩৮০/এপ্রিল ৯৯০। সালে এবং ১৯ রামাদান, ৪৫৮/আগস্ট ১০৬৬-এ তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পিতা (মৃ. ৩৯০/১০০০) ছিলেন একজন হানাফী, তিনি নোটরীর (شاهد) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, খলীফা আল-মুতী' ও

বুওয়ায়হী নৃপতি শাহযাদা মু'ইয়্যাদ-দওলা তাঁহাকে কাদি'ল-কুদাত-এর পদ প্রদান করিলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তরুণ ইবনুল ফাররা'-কে হাশালী মাযহাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কথিত আছে, কালক্রমে তিনি ইবনুল-হা'মিদ-এর অন্যতম প্রিয় শাগরিদে পরিণত হন। ইবনুল-হা'মিদ-এর নিকট তিনি আল-খিরাকী (মু. ৩৬৩/৯৭৪)-র বিখ্যাত মুখতাসার গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

৪০৩/১০১২ সালে ইবনুল-হা'মিদ-এর মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, ৪১৪/১০২৫ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করিতে যান এবং প্রত্যাবর্তনের পর হাদীছ ও হাশালী ফিক্হ অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ৪২১/১০৩০ অথবা ৪২২/১০৩১ সালে তিনি হানাফী প্রধান কাযী আবু 'আবদিল্লাহ ইবন মাক্বলা (মু. ৪৪৭/১০৫৫)-এর নোটারীর পদটি প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও এই পদ গ্রহণের জন্য 'শারীফ' আবু 'আলী আল-হাশিমী (মু. ৪২৮/১০৩৭) তাঁহাকে রাযী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার কয়েক বৎসর পর সম্ভবত ৪২৮/১০৩৭ সালে হাশালী মায'হাবের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক আবু মানসূর ইবন য়ুসুফ (মু. ৪৬০/১০৬৭) ও আবু 'আবদিল্লাহ ইবন জারাদা (৪৭০/১০৭৭)-এর হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি পদটি গ্রহণ করেন। ৪২৯/১০৩৮ সালে কতিপয় আশ'আরী ধর্মশাস্ত্রবিদ তীব্র ভাষায় তাঁহাকে এই মর্মে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি তাঁহার কিতাবু'স-সিফাত (كتاب الصفات) গ্রন্থে আল্লাহর মানবীয় গুণ ও মানবিক দেহ মতবাদের সমর্থন করিয়াছেন (ক'ামিল, ৮খ, ১৬ ও ১০৪)। ৪৩২/১০৪০ (অথবা অন্যান্য উৎস অনুযায়ী ৪৩৩/১০৪১) সালে তিনি খলীফার প্রাসাদে অনুষ্ঠিত কাদিরিয়্যা নামক গ্রন্থের পবিত্র পঠনকালে সমবেত বিশাল শ্রোতাবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত যাহিদ আবু'ল-হাসান আল-কায্বীনী (মু. ৪৪২/১০৫০)-ও উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া একরূপ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, তিনি ৪৪৫/১০৫৩ সালে ইবনুল-মুসলিমার সভাপতিত্বে দারুল-খিলাফায়-অনুষ্ঠিত সভায় হাযির ছিলেন। এই সভার লক্ষ্য ছিল ধর্মমত সম্পর্কিত বিষয়সমূহে খিলাফাতের সরকারী মতবাদ নির্ধারণ করা, বিশেষত আল্লাহর গুণাবলী ও কুরআন-এর অসৃষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করা। এই সকল ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনুল-ফাররা' সম্ভবত তাঁহার সমসাময়িক শাফি'ঈ আল-মাওয়ারদীর ন্যায় উযীর ইবনুল-মুসলিমার পারিষদবর্গের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে ইবন মাক্বলার মৃত্যুর পর ইবনুল-মুসলিমার উপদেশে ও আবু মানসূর ইবন য়ুসুফ-এর সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ৪৪৭/১০৫৫ সালে ইবনুল ফাররা' খলীফার প্রাসাদের এক অংশ, হারীম-এর কাযী হইতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি নিজের কতিপয় শর্ত আরোপ করেন। সরকারী শোভাযাত্রাসমূহে তাঁহার অংশগ্রহণ অথবা খলীফার সহিত সাক্ষাতপ্রার্থী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাত প্রত্যাশিত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না এবং প্রাসাদে তাঁহার শরীহী উপস্থিতি হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে; প্রতি মাসে একদিন করিয়া তাঁহাকে নাহরুল-মু'আলা ও বাবুল-আযাজ-এ অবস্থান করার অনুমতি দিতে হইবে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হারীম-এ তাঁহার পক্ষে একজন প্রতিনিধি (نائب) নিয়োগ করা হইবে। এই স্থানে তাঁহার দায়িত্বের সহিত পরবর্তী কালে হাররান ও হুলওয়ান-এর দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ইবনুল-ফাররা' তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার আল-মানসূর মসজিদে হাদীছ শিক্ষা দান করিতেন।

ইবনুল-ফাররা' বহু গ্রন্থের রচয়িতা। এইগুলির মধ্যে যেইগুলি প্রধান সেইগুলি তাঁহার পুত্র কাদী আবু'ল-হুসায়ন (মু. ৫২৭/১১৩৩) প্রণীত তাবাকাতুল-হানাবিলা (২খ, ২০৫; তু. Brockmann; ১খ, ৫০২ ও পরি. ১, ৬৮৬) গ্রন্থে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আল-খিরাকী প্রণীত মুখতাসার গ্রন্থে তাঁহার রচিত ভাষ্য বহুকালব্যাপী গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইত। লোক-আইন বিষয়ক তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুল-আহ'কামিস-সুলতানিয়া (১৩৫৭/১৯৩৮ সালে কায়রোতে প্রকাশিত) একই বিষয়ে আল-মাওয়ারদী রচিত গ্রন্থের সহিত কোন কোন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যপূর্ণ হইলেও বহুতর ক্ষেত্রে তাহা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের এই ব্যাপারটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, উভয় ব্যক্তিই ইবনুল-মুসলিমার পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, একজন ছিলেন শাফি'ঈ এবং অপরজন হাশালী মায'হাবের অনুসারী।

সম্ভবত ইবনুল-ফাররা'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে তাঁহার কিতাবুল-মু'তামাদ (كتاب المعتمد), তিনি অসমান দৈর্ঘ্যের ইহার দুইটি বিন্যস্ত রূপ প্রস্তুত করেন (ক্ষুদ্রাকার রূপটি পাণ্ডুলিপি আকারে দামিশকের জাহিরিয়্যা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে)। কালাম সম্পর্কিত পুস্তকাবলীর অনুকরণে লিখিত মু'তামাদ কোন হাশালী অনুসারী রচিত এই শ্রেণীর প্রথম প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্যতম। ইহার মুখবন্ধে জ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব সম্পর্কে রূপরেখা রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন উসুলুল-ফিক'হ ও ফুর্ক'-এই উভয় ক্ষেত্রেই হাশালী মায'হাবের ব্যাখ্যামূলক কতিপয় পুস্তকের রচনা ইবনুল-ফাররা'-এর কীর্তি।

সমসাময়িক কালের ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ইবনুল-ফাররা' গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তিনি প্রচুর সংখ্যক প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সকল রচনার প্রতিধ্বনি প্রায়শই মু'তামাদ-এ দৃষ্ট হইলেও এইগুলির মূল পাণ্ডুলিপিসমূহ বর্তমানে বিলুপ্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল কাররামিয়্যা, বাতিনিয়্যা, মুজাস্‌সিমা, আশ'আরী ও সাধারণভাবে কালাম-এর সমর্থকবৃন্দের, যথা ইবনুল-লাক্বান (মু. ৪৪৬/১০৫৪)-এর সম্পর্কিত মতের খণ্ডনসমূহ (ردود)। ইহা ভিন্ন অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে, তাঁহার কিতাবুল-ঈমান (كتاب الايمان) (পাণ্ডুলিপি জাহিরিয়্যাতে) ও বিশেষত কিতাবু ইবতালি'ত-তাবীলাত লি-আখবারিস-সিফাত, যাহাতে তিনি হাশালীগণের প্রশ্নাতীত বিশ্বাস (تأويل) -এর সহিত আশ'আরীগণের অর্ধ-যুক্তিবাদের (تأويل) পার্থক্য ও তুলনা করিয়াছেন (এই রচনাটি সম্পর্কে তু. তাবাকাতুল-হানাবিলা, ২খ, ২০৭ প.; ইবন তায়মিয়া, in MRK, পৃ. ৪৪৫)।

অধিকাংশ হাশালী, যাহারা ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনতিকাল করেন তাঁহারা বিভিন্ন মাত্রায় ইবনুল-ফাররা'-এর শিক্ষা অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন অতিশয় সক্রিয় আশ'আরীবাদের অন্যতম প্রধান ও প্রবলতম বিরোধী শারীফ আবু জা'ফার (মু. ৪৭০/১০৭৭); হাররান-এর কাদী আবু'ল-ফাত'হ আল-হাররানী (৪৭৬/১০৮৩), যিনি তাঁহার দুই পুত্রসহ শী'ঈ আমীর মুসলিম ইবন কুরায়শ-এর সহিত এক সংঘর্ষে নিহত হন; আবু'ল-ফারাজ আশ-শীরাযী (মু. ৪৮৬/১০৯৪) আমীর তুতুশ-এর সমর্থনপুষ্ট হইয়া ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় হাশালী মায'হাবে প্রসারে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। আবু মুহাম্মাদ আত'-তামীমী (মু. ৪৮৮/১০৯৫), আবু'ল-ফাত'হ আল-হুলওয়ানী (৫০৫/১১১২) ও আবু'ল-খাত্বাব আল-কালওয়ানী (মু. ৫১০/১১১৬)-সহ অপরপর বহু ব্যক্তিকে প্রায়শই ইবনুল-ফাররা'-এর অনুসারীরূপে বিবেচনা করা হয়।

ইবনুল-ফারাদী তিন পুত্র রাখিয়া যান, যাঁহাদের নাম তাঁহার 'মায়' হাব'-এর ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন শায়খ আবু'ল-হু'সায়ন (মৃ. ৫২৫/১১৩১; যায়ল, ১খ, ২১২-৪; Brockelmann, পরি. ১, ৫৫৭)। তিনি তাবাকাতুল-হানাবিলা গ্রন্থের প্রণেতা।

ইবনুল-ফারাদী-এর জনৈক ভ্রাতা মুহ'াদ্দিছ' আবু খামিম ইবনুল-ফারাদী (মৃ. ৪৩০/১০৩৯; মুন্তাজাম, ৮খ, ১০২)-কে সময় সময় একজন মু'তামিলীরূপে উল্লেখ করা হয়। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র আবু খামিম ইবন 'আবী য়া'লা (মৃ. ৫২৭/১১৩৩)-এর সহিত গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়। শেযোক্ত জন ছিলেন একজন ফাকীহ ও মুহ'াদ্দিছ'।

তাঁহার অনুসারিগণের মধ্যে ইবনুল-ফারাদী-এর সম্মান এত উচ্চে ছিল যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীকাল সকল হা'যালীর নিকট তিনি কেবল 'আল-কাদী' নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার পরে অবশ্য মুওয়ালফকু'দ-দীন ইবন কুদামা (মৃ. ৬২০/১২২২) এবং ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষদিকে হা'যালীগণ আল-মার্দাবী (মৃ. ৮৮৫/১৪৮৪; Brockelmann, পরি. ১, ১৩০)-কে আল-কাদী উপাধি দ্বারা অভিহিত করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) খাত্বী বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২৫৬ (নং ৭৩০); (২) আবু'ল-হুসায়ন, তা'বাকাতুল-হানাবিলা, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ১৯৩-২৩১ (রচনাবলীর তালিকাসহ, পৃ. ২০৫); (৩) ইবনুল-জাওয়ী, মুন্তাজাম, ৮খ, ২৪৩-৪; (৪) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১২খ, ৯৪-৫; (৫) নাবুলুসী, কিতাবুল-ইখতিসার, দামিশক ১৩৫০/১৯৩২, পৃ. ৩৮৯-৪১৫; (৬) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ৩০৬-৭; (৭) Brockelmann, ১খ, ৫০২ ও পরি. ১, ৬৮৬। আরও দ্র.: (৮) H. Laoust, La Profession de foi d'Ibn Batta, দামিশক, (PIFD) ১৯৫৮ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad, in REI, ১০৫৯ খৃ., পৃ. ৯৬-৮; (১০) গ. মাক'দিসী, Ibn 'Aqil et la resurgence de l'Islam traditionneliste au XIe siecle (V^e siecle de l'hegire), দামিশক (PIFD) ১৯৬৩ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. Laoust (E.I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইবনুল-ফারাদী (ابن الفرضى) : আবু'ল-ওয়ালীদ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ ইবন নাসর আল-আব্দী ইবনুল-ফারাদী, আন্দালুসীয় বিদ্বান, জ. ২২ যুল-কা'দা, ৩৫১ দিবাগত রাতে/২২-২৩ ডিসেম্বর ৯৬২, কর্ডোভায়। তিনি নিজ শহরেই ফিক্হ, হাদীছ', সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, বিশেষ করিয়া আবু যাকারিয়া যাহ'য়া ইবন মালিক ইবন 'আ'ইয় ও কাদী মুহাম্মাদ ইবন যাহ'য়া ইবন 'আবদিল'-আবীয আল-খাররাযের নিকট। ৩৮২/৯৯২ সালে কায়রাওয়ান হইয়া হজ্জ-এ গমন করেন। ফাকীহ ইবন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী (দ্র.) ও আবু'ল-হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-কাবিসীর দারুসে (ক্লাসে) যোগদান করেন। তিনি কায়রো, মক্কা ও মদীনায় আরও অধ্যয়ন করেন। স্পেনে ফিরিয়া তিনি কিছুকাল কর্ডোভায় অধ্যাপনা করেন। তৎপর মারওয়ান বংশীয় শাসক মুহাম্মাদ আল-মাহ্দী শাসনামলে তিনি Valencia-র কাদী নিযুক্ত হন। বাস্তবারণ কর্ডোভা অধিকার করিয়া হত্যা-লুণ্ঠন শুরু করিলে ইবনুল-ফারাদী ৬ শাওওয়াল, ৪০৩/২০ এপ্রিল, ১০১৩ সালে নিজ গৃহে

নিহত হন। তিনদিন তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া থাকে; চতুর্থ দিন বিকৃত ও গলিত অবস্থায় একটি আবর্জনা স্তূপ হইতে উহা আবিষ্কার করত গোসল ও কাফন ব্যতীতই দাফন করা হয়। কথিত আছে, মক্কায় হজ্জের সময় তিনি কা'বার গিলাফ ধরিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ যেন তাঁহাকে শহীদের মৃত্যু দান করেন।

ইবনুল-ফারাদী ফিক্হ, হাদীছ', সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভ্রমণকালে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কেবল তা'রীখ 'উলামা'ই'-আন্দালুস, সম্পা. Codera, BAH, vii-viii, মাদ্রিদ ১৮৯১ খৃ. বিদ্যমান। গ্রন্থটির সতর্ক ও সঠিক পরিবেশন ও পর্যাপ্ত তথ্যের সমাবেশ ইবনুল-ফারাদীকে সমগ্র আইবেরীয় উপদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধারাবাহিক জীবনচরিত রচনায় পথিকৃতের মর্যাদা দান করিয়াছে। ৫ম/১১শ ও ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীতে ইবন বাশকুওয়াল (দ্র.) তাঁহার সিলা' সংযোজনের মাধ্যমে এই ধারাটি অব্যাহত রাখিয়া ও সম্প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইবনুল-আব্বার (দ্র.) তাঁহার তাকমিলাতু'স-সিলা দ্বারা ঐ গ্রন্থটিকে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করেন। পরিশেষে ইবনুল-ফারাদীর তা'রীখের সংযোজনের এই প্রক্রিয়া ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু'য-যুবায়েরের রচিত সিলাতু'স-সিলা-র মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইহার একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থপ্রিয় সীদা মুহাম্মাদ 'আবদুল-হা'য়ি আল-কাত্তানীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপিটির 'আয়ন বর্ণ দ্বারা আরও একটি আংশিক সংস্করণ Levi-Provencal কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, রাবাত ১৯৩৭ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০/১৮৯২, ১খ, ২৬৮; (২) যাহাবী, হুফফাজ, ৩খ, ২৭৭; (৩) মাক্কারী, নাফহ'ত-তীব, কায়রো ১৩০২ হি., ১খ, ৩৮৩; (৪) ইবন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৫৬৭; (৫) ইবন ফারহুন, দীবাজ, ফেয ১৩১৬/১৮৯৮, পৃ. ১৪৯, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ১৪৩; (৬) ইবন খাকান, মাতমাহ'ল-আনফুস, ইস্তাবুল ১৩০২/১৮৮৪, পৃ. ৫৭; (৭) দাব্বী, বুগ'য়াতুল-মুলতামিস, পৃ. ৩২১, নং ৮৮৮; (৮) সুযূতী, তা'বাকাতুল-হুফফাজ, ১৩খ, ৫১; (৯) Wustenfeld, Geschichtschreiber der Araber, পৃ. ৫৫, নং ১৬৫; (১০) Codera, Aben Alfaradhi Hist. Vir. Doct. iii, (Bibl. Arab. Hisp. viii); নির্ঘণ্ট; (১১) Pons Boigues, Ensyô bio-bibliografico, পৃ. ১০৫, নং ৭১০; (১২) Brockelmann, ১খ, ৩৩৮, S. I., ৫৭৭-৮; (১৩) ইবন বাস্‌সাম, যাযীরা, ১/২খ, ১৩০-২; (১৪) Huart, Arabic Lit., পৃ. ২০৩; (১৫) দা.মা.ই. (উর্দু), ১খ, ৬৩২।

M. Ben. Cheneb-A. Huici Miranda (E.I.²)/ এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান জু'এ

ইবনুল-ফারিদ (ابن الفارض) : 'উমার ইবন 'আলী (শারাহু'দ-দীন) আবু'ল-কাসিম আল-মিসরী আস-সাদী একজন বিখ্যাত সূফী কবি। আল-ফারিদ (উত্তরাধিকারের অংশ বিভরণকারী) নামটি তাঁহার পিতার পেশা নির্দেশক (দ্র. দীওয়ান, কায়রো ১৩১৯ হি., পৃ. ৩), যিনি হামাত-এর বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কায়রো চলিয়া আসেন। এখানেই তাঁহার পুত্র 'উমার ৫৭৬/১১৮১ সালে জনগ্রহণ করেন। বাল্যকালে 'উমার শাফি'ঈ আইন ও হাদীছ' অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি সূফী মতবাদে দীক্ষিত হন

এবং বহু বৎসর নির্জন 'ইবাদতে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি কায়রোর পূর্বদিকের পাহাড়ে (আল-মুকাভাতাম), মরুভূমিতে, বন্য পশুদের মধ্যে, অতঃপর হিজায়ে নিঃসংগ সাধকের জীবন যাপন করেন এবং মহানবী (স)-কে স্বপ্নে দর্শন করেন। কায়রো প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার মৃত্যু (৬৩২/১২৩৫) পর্যন্ত একজন ওয়ালীরূপে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে থাকেন। আল-মুকাভাতামের পাদদেশে অবস্থিত তাঁহার মাযারে এখনও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইবনুল-ফারিদের 'দীওয়ান' আকারে ছোট হইলেও ইহা 'আরবী সাহিত্যের অত্যন্ত মৌলিক কাব্যগুলির অন্যতম। তাঁহার অপ্রধান কবিতাগুলি রচনা রীতির উৎকর্ষে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং অলংকার শাস্ত্রের রচনা কৌশলে অল্প বিস্তর প্রয়োগসমৃদ্ধ। এই কবিতাগুলি সম্ভবত সূফী সমাবেশে সুর সহকারে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত (Nallino, in RSO, viii, 17)। এইগুলির বাহ্য ও গূঢ় অর্থসমূহ এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, ঐগুলিকে ধ্রুমে কবিতা অথবা আধ্যাত্মিক স্তবগান— উভয়রূপেই পাঠ করা চলে। কিন্তু দীওয়ানটিতে দুইটি পুরাপুরি আধ্যাত্মিক কবিতাও রহিয়াছে: (১) খামরিয়্যা বা মদ্যের বর্ণনা সম্বলিত কবিতা, যাহাতে আল্লাহ-প্রেমের 'সুরা' হইতে উৎপন্ন 'মস্তজার' বর্ণনা রহিয়াছে এবং (২) নাজমু'স-সুলুক বা 'আধ্যাত্মিক সাধনার কবিতা'; ৭৬০ চরণের এই কবিতাটিকে প্রায়শ আত-তা'ইয়্যা আল-কুবরা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং এই নামকরণের উদ্দেশ্যে একই হরফ তা (ط)-এর সহিত ছন্দমিল রাখিয়া রচিত অতি সর্ফিক্ত অপর একটি কবিতা হইতে ইহাকে পৃথকরূপে চিহ্নিতকরণ। দৈর্ঘ্যে দীওয়ানের বাকী অংশের প্রায় সমান এই সুবিখ্যাত কাসীদাটিতে ইবনুল-ফারিদ আধ্যাত্মিকতার সমগ্র অভিজ্ঞতার এক মর্মস্পর্শী মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ দান করিয়াছেন। ফলে এই কাসীদাটি এক অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অবদান ও শিক্ষামূলক রচনা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে অধ্যাত্মবাদীর অভিজ্ঞতা মুসলিম মৌলবাদের বাস্তব প্রকাশরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সূফীগণের মধ্যে 'তা'ইয়্যা' এক অত্যুচ্চ রচনার স্থান দখল করিয়া আছে এবং উহার অনেক ভাষ্যও রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, I, 262 ও S I, 462 প., দীওয়ানের প্রথম সম্পাদক কবির পৌত্র 'আলী রচিত কবির একটি জীবনী রুশায়িদ্ ইবন গালিব আদ-দাহুদা সংস্করণ, Marseille ১৮৫৩ খৃ.-এর ভূমিকারূপে মুদ্রিত হইয়াছে, আরও ড্র. ইবন খাল্লিকান, নং ৫১১; (২) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ৫খ, ১৪৯ প.; (৩) সুযুতী, হ-সনুল-মুহাদারা, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১খ, ২৪৬; ও Di Matteo (নীচে ড্র.) ও Nallino প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. স্থা., পৃ. ৮। অন্যান্য সংস্করণ: কায়রো ১৩১৯ হি. (দুইটি ভাষ্যসহ) এবং ১৩৩৫ হি. (সর্ফিক্ত টীকাসহ)। তা'ইয়্যা আল-কুবরার অনুবাদসমূহ : (৪) Von Hammer, Das arabische hohe Lied der Liebe, ভিয়েনা ১৮৫৪ খৃ. ('আরবী মূল ও জার্মান কাব্যানুবাদ, শেষোক্তটি অর্থহীন); (৫) Di Matteo (রোম ১৯১৭ খৃ.); (৬) Nicholson, Studies in Islamic mysticism, কেম্ব্রিজ ১৯২১ খৃ., অধ্যায় ৩, "The odes of Ibn al-Farid", পৃ. ১৯৯-২৬৬ (ব্যাক্যামূলক টীকাসহ); (৭) খামরিয়্যার অনুবাদ (a) ইংরেজী, A. Sefi, in BSOS, ii (1922), 235-48; (b) ফরাসী, E. Dermeinghem, L'eloge du vin, প্যারিস ১৯৩১ খৃ. (আন-নাবুলুসীর ভাষ্যের অনুবাদসহ); (c) ড্যানিশ, in j. Pedersen, Muhammedansk

Mystik, কোপেনহেগেন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫৪-১৩৩; (৮) Nallino ইবনুল-ফারিদ সম্পর্কে পূর্ণ সমালোচনামূলক রচনা Di Matteo-এর অনুবাদের সমালোচনাতে লিখিয়াছেন, in RSO, viii (1919-20), 1-106 and 501-62। আরও ড্র. Pearson, নং ২৩৬৩১, ২৩৬৩৪।

R.A. Nicholson [J Pedersen] (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

ইবনুল-ফাহহাম (ابن الفحام) : তাঁহার পূর্ণ নাম আবুল-কাশিম 'আবদুল-রাহ-মান ইবন 'আত'ীক ইবন খালাফ আস-সিকিল্লী (৪২২-৫১৬/১০৩০-১১২২), মুক্কার, সম্ভবত সিসিলীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে মিসরে হিজরত করেন। সেখানে ৪৩৮/১০৪৬-৭ সনে অর্থাৎ খলীফা আল-মুস্তানসির-এর সময়ে (৪২৭-৯৭/১০৩৬-৯৪) তাঁহাকে আমরা কিরা'আত শিক্ষার্থী হিসাবে দেখিতে পাই। ইহাতে কিছুটা ব্যুৎপত্তি লাভ করার ফলে তিনি আহ'মাদ ইবন 'আলী ইবন হাশিম, ইবন নাসীফ, 'আবদুল-বাকী ইবন ফাসির, আবুল-হ-সায়ন আল-ফারিসী আশ-শীরাযী প্রমুখের মত 'আলিমদের ভাষা শ্রবণের যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁহার ব্যাকরণের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত তাহির ইবন আহ'মাদ ইবন বাবাশাদ (ড্র.) এবং বিখ্যাত মুক'াদ্দিমার দুইটি সম্পাদিত ভাষ্যের একটি পরবর্তী পাঠকদের কাছে পৌছাইয়া দিবার কৃতিত্বের বিশেষ দাবিদার হইতেছেন ইবনুল-ফাহহাম; ছাত্রগণ শিক্ষকের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ইহা লিপিবদ্ধ করেন। অন্য ভাষ্যটি খালাফ ইবন ইব্রাহীম (মু. ৫১১/১১১৭ খৃ.)-এর নামের সঙ্গে যুক্ত।

তাঁহার সিসিলীয় জীবনের কোন কিছুই তেমন জানা যায় না এবং মিসরে তাঁহার দীর্ঘকালীন অবস্থানের বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কেও আমরা কিছুই জানি না। তিনি ৫০৪/১১১০--১১ সালে অজানার উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করেন। জীবনীকারগণ শুধু এইটুকুই বলেন যে, একজন কিরা'আত শাস্ত্রের পণ্ডিত হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁহার খ্যাতি এত বেশী ছিল যে, তিনি শায়খুল-ইস্কাফারিয়্যা উপাধি লাভ করেন। ঐ শহরে তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য: আবু তাহির আস-সিলাফী (ড্র.) এবং অন্যজন সিসিলীর বংশোদ্ভূত ভাষাবিজ্ঞানী ও ব্যাকরণবিদ 'উছমান আস-সিকিল্লী (সময়কাল ৫ম-৬ষ্ঠ/১১শ-১২শ শতাব্দী)।

ইবনুল-ফাহহাম, আত-তাজরীদ ফী বুগ'য়াতিল-মুরীদ শিরোনামে কিরা'আত শাস্ত্রের উপর রচিত পুস্তকের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। অন্যদিকে তাঁহার মুফরাতাদ যাকুবও ঐতিহ্যগত মুসলিম শাস্ত্রীয় সাহিত্যানুশীলনে বিমুতপ্রায়।

গ্রন্থপঞ্জী : জীবন-বৃত্তান্ত সূত্রের জন্য, পাণ্ডুলিপিসমূহ; সমালোচনাসমূহ, কবিতাগুলি ইত্যাদির জন্য বাবাশাদ-এর রচনা; অধিকন্তু তাজরীদের অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ ও প্রমাণের জন্য দেখুন U. Rizzitano, Ibn al-Fahham muqri' "Siciliano", in Studi Or. in onore de G. Levi Della Vida, রোম ১৯৫৬ খৃ., ২খ., ৪০৩-২৪।

U. Rizzitano (E.I.²)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবনুল-ফুওয়াতী (ابن الفوطى) : ইবনুল-সাবুনী বলা হয়। কামালুদ-দীন আবুল-ফাদাইল 'আবদুল-রাযযাক ইবন আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হাযালী একজন প্রখ্যাত হাদীছবেত্তা, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। জ. ১৭ মুহাম্মাদ, ৫৪২/২৫ বা ২৬ জুন, ১২৪৪ সনে

বাগদাদের, মা'ন ইবন যাইদা আশ-শায়বানী (দ্র.)-র বংশধর ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মারব (مرو)-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতামহ মুওয়াফফাকু'দ-দীন আবদুল-কাহির আল-বাগ'দাদী আল-হা'ম্বালী যিনি ফুওয়াত (ডোরাকাটা কাপড় যাহা সিন্ধু প্রদেশ হইতে আমদানী এবং সাধারণত লুঙ্গী হিসাবে ব্যবহৃত হইত, নামক এক ধরনের কাপড়ের ব্যবসা করিতেন)-এর সহিত সম্পর্কিত করিয়া তাহাকে ফুওয়াতী বলা হইত।

তিনি শৈশবেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। খলীফা আল-মুসতা'সিম বিলাহ-এর গৃহশিক্ষক মুহ্ময়'দ-দীন যুসুফ ইবন আবি'ল-ফারাজ 'আবদুর-রাহমান ইবনি'ল-জাওযী (দ্র.) এবং তাঁহার সমপর্যায়ের অপরাপর বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট হইতে তিনি প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণকালে তাঁহার বয়স ছিল ১৪ বৎসর এবং তখন তিনিও অন্যদের সঙ্গে বন্দী হন, সত্ত্বেও দুই বৎসর পর মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ৬৬০/১২৬১ সনে তিনি বিখ্যাত বিদ্বান ও উযীর খাজা নাসীরু'দ-দীন আত-তুসী (দ্র.)-র সঙ্গে মারাগা গমন করেন। সেইখানে তিনি মানতিক, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ইহা ছাড়া 'আরবী ও ফারসী ভাষায়ও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উভয় ভাষায়ই তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মারাগায় মুবারাক ইবনুল-খালীফা আল-মু'তাসিমও ছিলেন তাঁহার একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক। অতঃপর ৬৬৯ হিজরীর প্রথমদিকে তিনি নাসীরু'দ-দীন তুসীর মানমন্দির-গ্রন্থাগারিক (খাযানাতু'র-রাসাদ Observatory Libray)-এর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কথিত আছে, এই পাঠাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল চার লক্ষাধিক। ইবনুল-ফুওয়াতী এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারিয়া খুবই উপকৃত হন এবং এইখানে ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যয়নের অধিকতর সুযোগ পান। ৬৭৯/১২৮০-৮১ সনে তিনি তাঁহার স্বদেশ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। শীঘ্রই আল-মাদরাসাতুল-মুস্তানসিরিয়্যা গ্রন্থাগারের পরিচালক নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু সেই পদে বহাল থাকেন। তিনি ৩ মুহাররাম, ৭২৩/১৭ জানুয়ারী, ১৩২৩ সনে ইনতিকাল করেন। শূন্যিয়া-তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি পরপর তিনবার আয়ারবায়জান গমন করিয়া ঈলখানী ওলজীয়তু (Ilkhanid Oldjeytu) রাজদরবার ও ইহার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয়বার আয়ারবায়জান হইতে বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের পর প্রশাসনিক রদবদলের দরুন তিনি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি বাগদাদে পক্ষাঘাতের আক্রমণে অচল হইয়া ইনতিকাল করেন।

জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশে ইবনুল-ফুওয়াতীকে দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করিতে হয় নাই। তবে তাঁহার রচনাবলীর মাধ্যমে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণের জন্য ৬৮১ হি. কুফা, হি'ল্লা, সালমাস (হি. ৭০০), হামাদান (হি. ৬০৪), আররান (হি. ৭০৫) ও তাবরীয় (হি. ৭০৬) ভ্রমণ করেন।

তিনি অনেক পাণ্ডুলিপি নিজ হাতে নকল করেন কিন্তু ইহার অধিকাংশই বিলুপ্ত। তিনি ইতিহাস ও জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ধরনের রচনা ও সংকলনকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। কথিত আছে, তিনি মোট ৮৩ টি সংকলন ও রচনার কাজ সমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এইগুলির মধ্যে অল্প

সংখ্যকই আমাদের যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎরচিত কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনাঃ (১) মু'জামুল-(মাজমা'উ'ল?)-আদাব ফী মু'জামি'ল-আসমা' 'আলা মু'জামি'ল-আলকাব (তালখীস)। ইহা একখানা প্রথম শ্রেণীর চরিতাভিধান যাহা উপনাম ও উপাধি অনুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার চল্লিশতম খণ্ড লেখকের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। ইহার চতুর্থ খণ্ড 'ইয়্যু'দ-দীন হইতে কায়ল পর্যন্ত, ৭১২/১৩১২ সনে লিখিত (দামিশ্‌ক জাহিরিয়্যা, তালিকা, ইশশ পৃ. ১৬৫) এবং পঞ্চম খণ্ড ج. ل এবং م বর্ণ লইয়া রচিত (লাহোর-এ, এবং ইহাও গ্রন্থকারের স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি)। পরবর্তী খণ্ডটি এম. 'আবদুল-কুদ্দুস আল-কাসিমী কর্তৃক লাহোরের গুরিয়েন্টাল কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হইয়াছে (পরিশিষ্ট, ১৯২৯ ও খ. ১৬-২৩, ১৯৪০-৪৭ খৃ.)। মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক সম্পা. ৪র্থ খণ্ডটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দামিশ্‌ক-এ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। (২) আল-হাওয়াদিহুল-জামি'য়া ওয়া'ত-তা'জারিবুন-নাফি'আ মিনা'ল-মি'আতি'স- সাবি'আ। ইহা ৬২৬-৭০০/১২২৮-১৩০১ সনের বর্ষক্রমিক ঘটনাবলীর ইতিহাস গ্রন্থ। ইহা মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে প্রকাশিত; (৩) মুখতাসার আখবারিল-খুলাফা'ই'ল- আক্বাসিয়্যায় (Brockelmann, তাক্মিলা, ১খ, ৫৯০); (৪) তালখীসু মাজমা'ই'ল-আদাব। ইহা গ্রন্থকারের মু'জামুল-আদাব-এর সংক্ষিপ্তসার। সত্ত্বেও ইহা দশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ইহার একটি দুস্পাণ্ড শোভন লিপি শাফি'ঈয়্যা'-তে বিদ্যমান, ২০৯ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট ও শেবাংশবিহীন, চারি হাযার 'আলিমের জীবনী সম্বলিত; (৫) যায়ল 'আলা তা'রীখি শায়খিহী ইবনি'স-সা'ঈ। ইবনুল-ফুওয়াতীর শিক্ষক তাজু'দ-দীন 'আলী ইবন আনজাব আস-সা'ঈ রচিত পঁচিশ খণ্ডবিশিষ্ট তা'রীখের পরিশিষ্ট হিসাবে আঠার খণ্ডে গ্রন্থটি আল-জুওয়ানীর জন্য রচনা করিয়াছিলেন; (৬) দুরারু'ল-আসুদাফ ফী গুরারিল-আওসাফ। ইহা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁহার সঙ্গে মানবজাতির দীদার সংক্রান্ত একখানা বিশদ ও বৃহৎ গ্রন্থ। সহস্রাধিক গ্রন্থ অনুশীলনের পর 'ইবনুল-ফুওয়াতী ইহা রচনা করেন; (৭) তালকীহুল-আফহাম ফি'ল-মু'তালাফ ওয়া'ল-মুখতালাফ (তা'রীখ); (৮) কিতাবু'ত-তা'রীখ 'আলা'ল-হাওয়াদিছ (সাধারণ ইতিহাস); (৯) নাজমু'দ-দুরারিন-নাসিআ ফী শি'রিল-মি'আতি'স-সা'বি'আ (একাধিক খণ্ডে রচিত); (১০) মু'জামু'শ-শুযুখ, এই গ্রন্থে ইবনুল-ফুওয়াতী স্বীয় পাঁচ শত শিক্ষকের জীবনী সন্নিবেশিত করেন; (১১) তিনি 'আবদুল-কারীম নামধারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে (আদ-দুরারুন-নাজীম ফী মান তাসামা 'আবদুল-কারীম, তালখীস, ৪খ, ১৯১৫), বংশানুক্রমিক (কিতাবুন-নাসাবিল-মুশাজ্জার, তালখীস, ৪খ, ভূমিকা, ৫৯ প.) ও পেশা ও কারিগরি শিল্প হইতে উদ্ভূত বংশধারার বিদ্বানগণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (বাদা'ই'উ'ত-তুহাফ ফী যিকরি মান নুসিবা মিনা'ল-'উলামা' ইলাস-সানা'ই' ওয়া'ল-হিরায়ফ, তু. তালখীস, ৪খ, ভূমিকা, ৬০ প.) এবং অনুরূপভাবে সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থবোধক শব্দের একটি তালিকা ছক আকারে রচনা করেন; (আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখতালাফ); (১২) কিশোর বয়সের রচনাবলীর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম মোমবাতির প্রশংসায় (ফী ওয়াসফি'শ-শামা', তালখীস, ৪খ, ৪৫) গ্রন্থ রচনা করেন; (১৩) প্রথম দিককার অন্য একখানি গ্রন্থ মারাগায় অবস্থানকালে লিখিত, সত্ত্বেও ইহা মানমন্দিরে কার্যরত ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশিকা পুস্তক হিসাবে রচনা করেন, কিতাব মান কাসাদা'র-রাসাদ (তালখীস, ৪খ, ৫৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন শাকির আল-কুতবী, ফুওয়াত, ব্লাক' ১২৯৯ হি., ১খ., ২৭৪-২৭৬; (২) আয-যাহাবী, তামকিরাতুল-হফফাজ, হায়দরাবাদ ১৩৩৪ হি., ৪খ., ২৭৪-২৭৬; (৩) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, আদ-দুরারুল-কামিনা, হায়দরাবাদ ১৩৪৯ হি., ২খ., ৩৬৪-৩৬৫; (৪) ইবনুল-'ইমাদ আল-হাশ্বালী, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৬খ., ৬০, আরও দ্র. ৫খ., ২৭৮, ২৮৬; (৫) আশ-শাওক'ানী, আল-বাদরু'ত'-তালি', কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ., ৩৫৬-৩৫৭ (ইহাতে ইবনুল-ফুওয়াতীর পরিবর্তে ইবনুল-কুরাতী লিপিবদ্ধ হইয়াছে); (৬) আল-কাত্তানী, আল-ফিহরিস, ২খ., ২৭৫; (৭) মুহাম্মাদ ইকবাল, ইবনুল-ফুওয়াতী (ইসলামিক কালচার-এ), ১৯৩৭ খ., ৫১৬-৫৪৩; (৮) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ২খ., ২০২; (৯) এতদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত আধুনিক নির্ভরযোগ্য রচনাবলী যাহাতে ইবনুল-ফুওয়াতীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মুসতাফা জাওয়াদ কর্তৃক রচিত তালখীস গ্রন্থে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাইতে পারে; (১০) মুহাম্মাদ রিদাউ'শ-শাব্বাবী, মু'আররিখুল-'ইরাক ইবনুল-ফুওয়াতী, ২খ (বাগদাদ ১৩৭০-৭৮/১৯৫০-৫৮); (১১) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1952, 414; (১২) কুরকীস 'আওয়াদ, in Sumer, ১৩খ (১৯৫৭ খ.), ৫৩ প.; (১৩) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, ৫খ., ৫৬৬-৭।

ইহসান ইলাহী রানা-F. Rosenthal
(E.I.² ও দা. মা. ই.)/ এ. বি. এম. আবদুর রব

ইবনুল-ফুরাত (ابن الفرات) : একটি শী'ঈ পরিবারের সদস্য এবং 'আব্বাসী খলীফা অথবা ইখ্বানী আমীরগণের অধীনে উযীর অথবা সচিব পদের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তির নাম। এই পরিবারের প্রাচীনতম যে সদস্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় তিনি 'উমার ইবনুল-ফুরাত। ইনি 'আলী বংশীয় 'আলী আর-রিদা-এর প্রতিনিধি আল-মা'মূনের শী'ঈ নীতির বিরুদ্ধে ইরাকীগণের বিদ্রোহের সময় ইব্রাহীম ইবনুল-মাহ্দীর আদেশে ২০৩/৮১৮-৯ সালে বাগদাদে নিহত হন। আপাতদৃষ্টিতে জনৈক মুহাম্মাদ ইবন মুসা এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহার পুত্রগণই অর্থাৎ ফুরাত বংশ ৩য়/৯ম শতাব্দীতে শী'ঈ উযীর ইসমা'ঈল ইবন বুলবুল (দ্র.)-এর পরিষদ সদস্যরূপে রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন।

(১) আবুল-আব্বাস আহম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবনুল-হাসান ইবনুল-ফুরাত, ইসমা'ঈল ইবন বুলবুলের সুনজর হইতে বর্ণিত হওয়ার পর আল-মু'তামিদ-এর শাসনকালের শেষভাগে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। খলীফা আল-মু'তামিদ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব প্রদান করেন। প্রথমে তাঁহাকে ইরাকের ভূমি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং পরে কয়েক মাস তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। আবুল-আব্বাস তাঁহার ভ্রাতা আবুল-হাসান 'আলীর সহায়তায় সুন্নী সচিববৃন্দ, বিশেষত জাব্বরাহ খান্দানের সদস্যগণের নিকট হইতে সম্পত্তির হিসাবপত্র গ্রহণ করিতে শুরু করেন। আল-মুকুতাফীর শাসনামলেও তিনি তাঁহার পদে বহাল থাকেন। তবে এই সময় তিনি নূতন উযীর আল-কাসিম ইবন 'উবায়দিল্লাহ-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। অবশ্য শেষোক্ত জন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই তিনি (২৯১/৯০৪) ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. Sourdel, Vizirat, index. (২) আবুল-হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, জন্ম ২৪১/৮৫৫ সালে, ইনি কয়েকবারই খলীফা আল-মুকুতাফীর-এর উযীর ছিলেন। প্রথমদিকে আল-মু'তামিদ ও আল-মুকুতাফীর শাসনকালে তিনি তাঁহার ভ্রাতা আবুল-আব্বাস আহম্মাদ-এর সহকারী ছিলেন। পরে তিনি উযীর আল-আব্বাস ইবনুল-হাসান-এর দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠেন এবং ইবনুল-মু'তাম্য-এর যডযন্ত্র বার্থ হইলে (রাবী'উ'ল-আওয়াল ২৯৬/ডিসেম্বর ৯০৮) তরুণ খলীফা আল-মুকুতাফীর তাঁহাকে উযীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। উযীর হিসাবে তাঁহার এই পর্বে ইবনুল-ফুরাত ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁহার উপর শুধু খলীফার মাতা ও প্রাসাদের প্রধান খোজাগণ সমন্বয়ে গঠিত গণ্যমান্য গোষ্ঠীর (সাদাত) পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ফলে তিনি উদ্ভক্ত ও হঠকারিতাপূর্ণ কার্যাবলীতে মাতিয়া উঠেন এবং কয়েকবার বিশাল অঙ্কের রাষ্ট্রীয় অর্থ তসরুফ করেন। এই কারণে যুল-হিজ্জা ২৯৯/জুলাই ৯১২-এ তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। পুনরায় যুল-হিজ্জা ৩০৪/জুন ৯১৭-এ তাঁহাকে উযীর নিয়োগ করা হয় এবং এইবার তিনি আয়ারবায়জানের গভর্নরের বিদ্রোহজনিত সমস্যাসমূহের শিকারে পরিণত হন। পুনরায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় (জুমাদা'ছ'-ছানী ৩০৬/নভেম্বর ৯১৮)। তাঁহার উত্তরাধিকারীর উযীর থাকাকালে সম্পূর্ণ সময় তিনি প্রাসাদে বন্দী জীবন কাটান এবং হামিদ ইবনুল-'আব্বাস (দ্র.)-এর বিপ্লবের সময় তিনি মুক্তিলাভ করেন। পুনরায় তিনি উযীর নিযুক্ত হন (রাবী'উ'ছ'-ছানী ৩১১/আগস্ট ৯২৩)। ইবন ফুরাত-এর এই তৃতীয় ও চূড়ান্ত ওয়ারাতকাল অত্যন্ত নাটকীয় প্রমাণিত হয়। তাঁহার পুত্র আল-মুহাসসিন-এর পরামর্শক্রমে তিনি নিঃসংকোচে বিগত বৎসরসমূহে তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পূর্বসূরী উযীরের আমলে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির নিকট হইতে শক্তি প্রয়োগে বিপুল অর্থ আদায় করেন।

ইবনুল-ফুরাত ও তাঁহার পুত্রের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ এইবার শীঘ্রই খলীফার পারিষদবর্গের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করে। এই উম্মা আরও বৃদ্ধি পায় যখন মুহাম্মাদ ৩১২/এপ্রিল-মে ৯২৪-এ কারমাতীগণের দ্বারা হজ্জযাত্রীদের উপর হামলার সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছায়। আল-হাজিব ও গার্ড বাহিনীর কতিপয় অফিসারের চাপের মুখে আল-মুকুতাফীর অবশেষে উযীরকে শ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (রাবী'উ'ল-আওয়াল ৩১২/জুন ৯২৪)। ইবনুল-ফুরাত ও তাঁহার পুত্রকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়, কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রী কিছুটা উদ্ধত আচরণের ফলে খলীফা তাঁহার প্রতি বিরূপ হন। একই সঙ্গে নবনিযুক্ত উযীর সেনাবাহিনীর এক অংশকে এই মর্মে প্ররোচিত করিতে থাকেন যে, বন্দীদের অবিলম্বে হত্যা করা হউক। খলীফা জনতার ক্রোধের শ্রেণিতে পুলিশ প্রধান নাযুককে উহাদের হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন (রাবী'উ'ছ'-ছানী ৩১২/জুলাই ৯২৪)।

এইভাবে শোচনীয় পতন ঘটে এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি ছিলেন বিচক্ষণ অর্থ সংস্থানকারী ও রাজনীতিবিদ, যিনি কখনও নিজকে খলীফার একজন অনুগত সেবকরূপে প্রমাণ দেন নাই। তিনি শুধু শিক্ষিত ও অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ছিলেন না, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন। অত্যন্ত জটিল সমস্যাদির তাৎক্ষণিক সমাধানে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে এই সময়ে যে সকল প্রভারণা ও আত্মসাতের ঘটনা অতি সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রয়োজনমত তাহা তিনি অত্যন্ত কার্যকরভাবে দমন করেন! তাঁহার প্রতি

আরোপিত মন্তব্যসমূহ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আব্বাসী সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনধারণার ও কোষাগারের সম্পদ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুবক্তারূপে ইবনুল-ফুরাত তরুণ আল- মুকতাদির-এর সহমর্মিতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন আল-মুকতাদির-এর শিক্ষক এবং আল-মুকতাদির শেষ পর্যন্ত তাহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন নিখুঁত সভাসদ। তাহার বাহ্যিক বদান্যতা ও বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ তাহার সম্মান বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। সময়ে সময়ে খলীফার স্বার্থের সহিত অভিন্ন থাকিলেও প্রধানত তাঁহার নিজ গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই তিনি ফারস-এর ন্যায় প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নিজ সম্পদ বৃদ্ধি, তাঁহার সহযোগীদের ধন বৃদ্ধি ও যে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের তিনি সদস্য ছিলেন তাহার সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, এই দলটি ছিল ইছনা আশারিয়া আন্দোলনের একটি চরমপন্থী অংশ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Massignon, Les origines shiites de la famille vizirale des Banul furat, in Melanges, Gaudefroy-Demombynes, কায়রো ১৯৩৫-৪৫ খৃ., পৃ. ২৫-৯; (২) ঐ লেখক, Recherches sur les Shiites extremistes a Bagdad a la fin du troisiems siecle de l'Hegire, in ZDMG, xcii (1938), 378-82; (৩) H. Bowen, The Life and Times of Ali ibn Isa, the Good Vizier, Cambridge and London 1928, index; (৪) D. Sourdel, Vizirat, index.

(৩) আবুল খাতাব জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ, উপরিউক্ত ব্যক্তির ডাডা; তাঁহাকে ২৯৬/৯০৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূমি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ২৯৭/৯০৯-১০ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

(৪) আবুল ফাত্হ আল ফাদ'ল ইবন জা'ফার, ইবন হিনযাবা (তাহার মাতার নামানুসারে) নামেও পরিচিত; পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র ও উম্মীরের ভ্রাতৃপুত্র। ২৯৭/৯০৯-১০ সালে পূর্ব অঞ্চলের ভূমি বিভাগের দায়িত্বে তিনি তাহার পিতার পরিবর্তে নিয়োগ লাভ করেন এবং সেইখানে ২৯৯/৯১১-২ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁহার পিতৃত্বের দ্বিতীয় ওয়ারতির সময় ৩০৪/৯১৭ হইতে ৩০৬/৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি পুনরায় এই পদে নিয়োজিত ছিলেন; অতঃপর ৩১৫/৯২৭ হইতে ৩১৮/৯৩০ সাল পর্যন্ত 'আলী ইবন ঈসা (দ্র.)-র দ্বিতীয়বার ওয়ারতি করেন এবং ইবন মুকলা (দ্র.)-এর ওয়ারতের আমলে তিনি এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। ৩১৯/৯৩১ সালে আমীর মুনিস-এর সহায়তায় তিনি সাওয়াদ-এর ভূমি বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। পুনরায় তিনি পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন ৩১৯/৯৩১ হইতে ৩২০/৯৩২ সাল পর্যন্ত। এই সময় উম্মীর ছিলেন আল-হুসায়ন ইবনুল-কাসিম। এই উম্মীর ছিলেন শী'ঈ মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তিনি নিজ চতুষ্পার্শ্বে ইবনুল-ফুরাতের প্রাক্তন সহযোগীদের একত্র করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩২০/৯৩২ সালে তিনি স্বয়ং উম্মীর পদ লাভ করেন, যদিও তাহা ছিল কয়েক মাসের জন্য। অত্যন্ত বিপজ্জনক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি খলীফাকে সেনা-সর্বাধিনায়ক মুনিস-এর অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য

উৎসাহিত করেন। উজান মেসোপটেমিয়া হইতে মুনিস তখন প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, বিদ্রোহী সেনাপতির বিরুদ্ধে নির্জ সেনাদলের নেতৃত্ব দান করিতে তিনি খলীফাকে উৎসাহিত করেন। অচিরেই যে সংঘর্ষ ঘটিল তাহাতে খলীফা নিহত হন। পরবর্তী কালে আর-রাদীর রাজত্বকালে আল-ফাদলকে মিসর ও সিরিয়ায় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়; তাঁহার উপাধি ছিল পরিদর্শক। তিনি অতঃপর মিসরের খিলাফাতে মুহাম্মাদ ইবন তুগ'জ-এর দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রধান আমীর ইবন রাইক ৩২৫/৯৩৭ সালে তাঁহাকে উম্মীর সভায় নিয়োগ করেন। আমীরের কন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ হয়। ৩২৬/৯৩৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ইরাক ত্যাগ করিয়া মিসরে গমন করেন। ফিলিস্তীনের রামলাতে ৩২৭/৯৩৮ সালে তাহার মৃত্যু হয়। সেইখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. Bowen, Ali Ibn Isa, index.; (২) D. Sourdel, Vizirat, index; (৩) Suli, Akhbar, ar-Radi Billah, tr. M. Canard, Algiers 1946-50, index, i, 154, n. 11.

(৫) আবুল ফাদ'ল জা'ফার ইবনুল ফাদ'ল, উপরিউক্ত ব্যক্তির পুত্র, জন্ম ৩০৮/৯২১ সালে, ইনি দেশ প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত মিসরের ইখশীদীগণের উম্মীর ছিলেন; আমীর আনজুর (৩৩৪/৯৪৫-৬) ও 'আলী (৩৪৯/৯৬০)-র রাজত্বকালে এবং ইহার পর খোজা কাফুর (৩৫৫-৭/৯৬৬-৮)-এর সময়ে। কাফুর প্রথমত রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু পরে বাগদাদের খলীফার নিকট হইতে শাসকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অনতিকাল পরেই ইনতিকাল করেন। কাফুরের মৃত্যু ও ফাতিমীগণের আগমনের মধ্যবর্তী ঘটনাবল্ল সময়ে জা'ফার নিজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তিনি বহির্দেশীয় হুমকি ও বংশভিত্তিক সংকটকালে স্ট্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিতে ব্যর্থ হন। বলপূর্বক বিভিন্ন প্রকার অর্থ আদায়ের ফলে কাফুরী ও ইখশীদী সেনাদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশেষে দুইবার এইরূপ ঘটবার পর জা'ফার-এর প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয় এবং তিনি আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। নূতন আমীরের জনৈক আত্মীয় ও সিরিয়ার গভর্নর আল-হাসান ইবন উবায়দিল্লাহ এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করা নিজ দায়িত্বরূপে গ্রহণ করত জা'ফারকে গ্রেফতার করেন। অবশ্য অনতিকাল পরেই তাহাকে মুক্তি দান এবং মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এই অবস্থায় তিনি ফাতিমী জেনারেল জাওহার (দ্র.)-এর দূতগণকে সাক্ষাত দান করেন এবং মিসরে ফাতিমী সেনাবাহিনীর প্রবেশে সাহায্য করেন। পরে তাঁহাকে উম্মীর পদ প্রদান করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা আল হাকিমের রাজত্বকালে ৩৯১/১০০১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। আল- হাকিম তাঁহার পুত্র আবুল-আব্বাসকে কয়েক দিনের জন্য উম্মীর নিয়োগ করিয়া ৪০৫/১০১৪-৫ সালে হত্যা করেন।

জা'ফার ইবনুল-ফাদ'ল কবি ও বিদ্বজ্জনের বদান্য সমর্থক ও উৎসাহদাতারূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, বিশেষত তিনি প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা আদ-দারা কুতনীকে মিসরে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি একজন খামখেয়ালী ব্যক্তিরূপেও পরিচিত ছিলেন। তাহার সর্প ও বৃশ্চিকের ভীতিপ্রদ সংগ্রহ তাঁহার প্রতিবেশিগণকে সদা সন্ত্রস্ত ও ভীত রাখিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. Wiet, L. Egypte arabe, in G Hanotaux, Histoire de la nation egyptienne.

প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., ৪খ, ১৪৯-৫০, ১৫৩; (২) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ৩১৯ প.; (৩) যাকূত, উদাবা, ২খ, ৪০৫-১২; (৪) ইবনুল আছীর, ৯খ., ১১৯, ১২০; (৫) ইবন তাগ-রীবিরদী, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E.I.²)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইবনুল-ফুরাত (ابن الفرات) : নাসি-রুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদির-রাহীম ইবন আলী আল-মিসরী আল-হানাবী (৭৩৫-৮০৭/১৩৩৪-১৪০৫), মিসরীয় ঐতিহাসিক, কায়রোর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি কায়রোর মাদরাসা মুইযযিয়া-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি কায়রোতে ইনতিকাল করেন এবং সমাহিত হন। তিনি তারীখুদ দুওয়াল ওয়াল-মুলুক নামক এক বিরাট গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে তিনি ৫০০/১১০৬-৭ সালের পরবর্তী সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে (প্রধানত ভিয়েনায়)। পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে মনে হয় ইহার অনুলিপি বেশী সংখ্যায় প্রস্তুত করা হয় নাই অথবা সমসাময়িক কালে ইহা তেমন মূল্যবান বিবেচিত হয় নাই (সম্ভবত ইহার রচনারীতির মান সম্পর্কে সন্দেহ ও গৌড়া মতবাদের কারণে)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আল-মাকরীযী ও অন্যান্য পণ্ডিত এই পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ণনার বিস্তৃতির জন্যই নয়, বরং সূত্রের অধিকার জন্যই এই সমস্ত সূত্র পাশাপাশি ও হুবহু উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহাদের চয়নে উদারতার পরিচয় রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি গৌড়াপন্থী মুসলিম লেখকদের সাথে শী'আ নেতা ইবন আবী তায়ী ও খু'তান ইবনুল-আমীদকেও একইরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থের সব কয়টি খণ্ড বর্তমানে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় নয়। এইগুলির মূল্য ব্যবহৃত ঐতিহাসিক সূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ও বিদ্যমানতার উপর নির্ভরশীল। ইহার প্রথম দুই-তৃতীয়াংশের অধ্যয়নসমূহে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর আলেক্সান্দার শী'আ ইবন আবী তায়ী, মিসরের ইবন তুওয়ায়র প্রমুখের বিস্মৃত, অথচ উল্লেখযোগ্য পঞ্জীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় আয়্যুবী ও প্রাথমিক যুগের মামলুক শাসনের বিবরণ আছে, ইহার গুরুত্ব কম হইলেও একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। এই ঘটনা প্রবাহ গ্রন্থকারের নিজের জীবনকালের হওয়ায় ইহা গুরুত্বের দাবিদার। এই গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন অংশ ৭৮৯/৯৯/১৩৮৭-৯৭ সালের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত দুই খণ্ড (৯ম খণ্ডে, ভিয়েনা, সম্পা. সি. কে, যুরায়ক, বৈরুত ১৯৩৬ খৃ. ও নাজলা ইয়যুদ্দীনসহ ১৯৩৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া ৬৭২-৯৬/১২৭৪-৯৭ সালের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত অন্য দুইটি খণ্ড (৬খ ও ৭খ) উপরিউক্ত সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদনায় ১৯৩৯-৪২ খৃ. প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডগুলির মাঝের এক শতাব্দীর তথ্যসম্বলিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। প্রাথমিক যুগের কতিপয় খণ্ডের মধ্যে বেশ কিছুই অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান (প্যারিস, লন্ডন ও বুরসায়)। ইহাদের সবই হি. ৫০০-৬৫ ও ৫৮৫-৬৯৬ সালের (হি. ৬২৫-৬৩৮-এর ফাঁকে কিছুদিন পূর্বেও যাহা বিদ্যমান ছিল সম্প্রতি মরক্কোতে অবস্থিত একটি খণ্ডের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইয়াছে, ইহার ফটোকপি বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে এবং যুরায়কের সম্পাদনায় উক্ত খণ্ডসমূহ তথা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে)। অনুরূপভাবে হি. ৫৬৩-৮ ও ৫৮৫ সালের ইতিহাস (এই দুই সময়ের তথ্যদি ভিয়েনা পাণ্ডুলিপির ৪র্থ খণ্ডে একত্রে পাওয়া যায়) এম. হা'সান এম. আশ-শাম্মা কর্তৃক ১৯৬৭ খৃ. বসরায় প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ, ৭ম/১৩শ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি যাহার সমস্তই লেখকের হস্তলিখিত সেইগুলি হস্তলিখিত সিরিজ হিসাবে রক্ষিত আছে ভিয়েনা এ. এফ. ৮১৪-এ,

Vatican V 720 পাণ্ড. (৬৩৯-৫৮ হি.) এবং মরক্কোর পাণ্ডুলিপিদ্বয় উক্ত সিরিজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যায়। আস-সাখাবী (দ্র. যেমন F. Rosenthal, *Historiography*, 419) রচনায় অশিষ্ট রীতির জন্য ইবনুল ফুরাতকে দোষী করিয়াছেন। কিন্তু রচনারীতির এই সমালোচনা কেবল পরবর্তী কালের তথ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে। উক্ত গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ প্রাথমিক যুগের লেখকের উদ্ধৃতি সম্বলিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, II, 50, S II, 49; (২) Cl. Cahen, in *Comptes-rendus de l'Acad. des Inscr.*, 1935; (৩) ঐ লেখক, In BIFAO, 1937; (৪) ঐ লেখক, *Syrie Nord*, 85-6; (৫) C. Zurayk তৎপ্রকাশিত সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা (ix/i, 1936), Zurayk সংস্করণের অতিরিক্ত প্রকাশিত উদ্ধৃতি, ed. Levi Della Vida, in *Orientalia* (সিরিয়ায় মোঙ্গল অভিযান সম্পর্কে); (৬) Le Strange, in *JRAS*, 1900 (মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগ'দাদ অধিকার সম্পর্কিত); (৭) Karabacek, *Beitrag zur Geschichte der mazyaditen*, Leipzig 1874, 117; (৮) Michaud, *Bibliothèque des Croisades*, iiv (by Reinaud, ১৩শ শতাব্দীর বিভিন্ন উদ্ধৃতি); (৯) প্যারিস পাণ্ডুলিপি, *Bibl. Nat.* 1596. Amable Jourdain মামলুক বংশের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ।

Cl. Cahen (E.I.²)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইবনুল-বাওওয়ান (ابن اليوان) : আবুল-হাসান আলী ইবন হিলাল, বুওয়ায়হী শাসনামলের একজন খ্যাতনামা 'আরব হস্তলিপি বিশারদ। তিনি ইবনুস-সিত-রী নামেও পরিচিত, ৪১৩/১০২২ সালে (এই সালটি ৪২৩/১০৩২ অপেক্ষা অধিকতর সম্ভব) তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে ইমাম আহ-মাদ ইবন হা'ম্বাল (র)-এর মাযারের পার্শ্বে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন বাগদাদের খলীফাদের দরবারের একজন দারওয়ানের পুত্র। এইজন্য তাঁহাকে ইবনুল-বাওওয়ান (দারওয়ানের পুত্র) নামে অভিহিত করা হয় এবং এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। বাগদাদের উযীর ফাখরুল-মুলক আবু গালিব মুহাম্মাদ ইবন খালাফের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতাহেতু সমসাময়িক সরকারী মহলে তাঁহার অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি কিছুকাল শীরাযে বুওয়ায়হী বাহাউদ দাওলা গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রঙ্গীন আলংকারিক হস্তলিপিকার (তাঁহার হস্তলিপির একটি মাত্র নমুনা অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে), একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং একজন হাফিজ-ই কু'রআন। তিনি কুরআনের ৬৪টি হস্তলিখিত অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি ছিলেন মুসলিম আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি লিখনশিল্প সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক কাব্য ও একটি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাথমিক যুগের 'আরব গ্রন্থকারদের মতে তাঁহার খ্যাতির মূল কারণ, তাহার এক শত বৎসর পূর্বকার প্রখ্যাত পূর্বসূরী উযীর ইবন মুক্লা (দ্র) যে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইবনুল-বাওওয়ান ইহাকে পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন এবং উহার চূড়ান্ত রূপ দান করেন। পরবর্তী কালে কেবল যাকূত আল-মুসতাসিমী (দ্র.) তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। এইভাবে একটি উল্লেখযোগ্য পন্থায় ইবনুল বাওওয়ান সু-আনুপাতিক লিপি (আল-খাত্ব-ল-মানসুব)-কে প্রসিদ্ধি দান করেন। E. Robertson N.

Abbott হস্তলিপিবিদ্যার উপর রচিত পরবর্তী পুস্তকাদিতে বর্ণিত বর্ণের তাত্ত্বিক পরিমাণ পদ্ধতি দ্বারা ইহার (আল-খাতুল-মানসুব-এর) মৌলিক জ্যামিতিক নক্সা পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষত খোদ শিরোনামটির অর্থ সম্ভবত “সুন্দর হস্তলিপি” ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা সত্ত্বেও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, Chester Beatty গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত (পাণ্ডুলিপি k.১৬) ইবনুল-বাওয়ালের ৩৯১/১০০০-১ সালে লিখিত ও স্বাক্ষরিত কুরআনের একখানি অনন্য নমুনা দ্বারা আধুনিক কালে আমরা তাঁহার হস্তলিপির মূল্যায়ন করিতে সক্ষম। ইহার হস্তলিপি ইহার রঙ্গিন অলংকারের ন্যায় মনোরম। ইহাতে নাসখী টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছিল; ইহার স্টাইল ছিল জ্যামিতিক এবং ইহার ভূষণ D.S.Rice-এর বহুদিনের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। তিনি এই নমুনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে নিজকে নিবিষ্ট করেন এবং এই বিখ্যাত হস্তলিপি বিশারদের নামে আরোপিত অন্য পাঁচটি পাণ্ডুলিপির জালিয়াতি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন (উক্ত পাঁচটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে সালামা ইবন জান্দালের দীওয়ানের দুইটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত রহিয়াছে; এই পাণ্ডুলিপি দুইটি ৫ম/১১শ শতাব্দীর রচিত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহাতে জাল স্বাক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে)।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবনুল-বাওয়ালের জীবনী সম্পর্কে আরব গ্রন্থকারদের রচিত গ্রন্থে বিস্তারিত বরাতসহ পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও হস্তলিপিশাস্ত্রে তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে রচিত সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীর জন্য দ্রঃ (১) D. S. Rice, The unique Ibn al-Bawwab manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin 1955। তাঁহার লিখন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দ্রঃ (২) Cl. Huart, Les calligraphes et les miniaturistes de l'Orient Musulman, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৮০-৮৪; (৩) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, নং ৪৬৮, অনু. de Slane, ২খ, ২৮২; (৪) হাবীব এফেন্দী, খাতু ওয়া খাতাতান, পৃ. ৪৪।

J. Sourdél Thomine (E.I.²)/

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-বাকিল্লানী (দ্র. আল-বাকিল্লানী)।

ইবনুল বান্না (ابن البناء) : আবু 'আলী আল-হাসান ইবন আহ-মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাগদাদী (৩৯৬/১০৫-৪৭১/১০৭৯), কুরআনী 'আলিম, হাদীছ-বিদ এবং বাগদাদে হাদ্বালী মাযহাবের আইন উপদেষ্টা। তিনি প্রথমে কাদী আবু 'আলী ইবন আবী মুসা আল-হাশিমী (মৃ. ৪২৮/১০৩৭)-র এবং পরে কাদী আবু য়া'লা ইবনুল-ফাররা (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬)-র পরিচালনাধীনে ফিকহ শিক্ষা করেন। প্রাপ্য সূত্রাদি হইতে তাঁহার পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি সারা জীবন বাগদাদেই বসবাস করেন বলিয়া মনে হয় এবং সেখানে ৫ রাজাব, ৪৭১/১১ জানুয়ারী, ১০৭৯ সনে ইনতিকাল করেন। আল মুতামান আস-সাজী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ম/১৫শ শতকে ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) পর্যন্ত শাফিঈগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের সমালোচনা ও প্রশংসা উভয়ই করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষক কাদী আবু য়া'লার জীবনকালেই বাগদাদের পূর্ব অঞ্চলের তাঁহার শিক্ষক জীবনের সূচনা হয়। সেখায় তাহার দুইটি শিক্ষক ছিল একটি প্রাসাদ জামি' মসজিদে (জামিউল-কাসর) এবং অপরটি আল-মানসূরের জামি' মসজিদে। ধনাঢ্য হাদ্বালী বণিক আবু 'আবদিল্লাহ ইবন জারাদা স্বনির্মিত ও স্বীয় নামে পরিচিত

হুইবন জারাদা মসজিদ কলেজে শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তিনি এই বণিক পরিবারের একজন বিশেষ শিক্ষকও ছিলেন।

ইবনুল-বান্না এক শত পঞ্চাশটি পর্যন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত (কেহ কেহ পাঁচ শত বলেন; তবে মনে হয় ইহা নকল নবীসের ভ্রম)। তিনি ইতিহাস, জীবনী, ফিকহ, ধর্মীয় সাধনা, হাদীছ, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাপ্রণালী ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকার ইবন রাজাব তাঁহার রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে আটশটি শিরোনাম উল্লিখিত। দামিশ্কেব জাহিরিয়া গ্রন্থাগারে তাঁহার চারিটি রচনার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে (এইগুলির একটি ইবন রাজাবের তালিকায় স্থান পায় নাই)।

ইবন রাজাবের তালিকায় “আত-তারীখ” ইতিহাস বা ঘটনাপঞ্জী (Chronicle) নামে উল্লিখিত ইবনুল-বান্নার দিনপঞ্জীটি (diary) ৫ম/১১ম শতাব্দীতে বাগদাদের সামাজিক ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রচনাটি বহুতর একটি দিনপঞ্জী, যাহাতে লেখক আব্বাসী নগরীটির দৈনন্দিন ধর্মীয় সামাজিক জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত দিনপঞ্জীটির একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র সংরক্ষিত, যাহা ১ শাওয়াল, ৪৬০/৩ আগস্ট, ১০৬৮ হইতে ১৪ যুল-কা'দা, ৪৬১/৪ সেপ্টেম্বর ১০৬৯ সালের বিবরণমাত্র। লেখক ৪৭০/১০৭৭-৮ সন অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত দিনপঞ্জী লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি কোন সময় হইতে ইহা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। মুসলিমগণের ইতিহাস রচনার ইতিহাসে ইবনুল-বান্নার দিনপঞ্জী তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এত প্রাথমিক যুগে নিয়মিতভাবে লিখিত দিনপঞ্জীটির অস্তিত্ব ছিল প্রায় অভাবিত (ড্র. F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, 151)। দিনপঞ্জীটির রক্ষাপ্রাপ্ত অংশটিতে প্রধানত হাদ্বালীগণ ও তাহাদের কার্যকলাপ আলোচিত। এই সময়েই বিখ্যাত হাদ্বালী ব্যক্তিত্ব ইবন 'আকীল (দ্র.) মুতায়িলী চিন্তাদারার প্রতি আগ্রহের কারণে স্বীয় মায'হাবের একটি দল দ্বারা নির্যাতিত হইতেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবনুল-বান্নার দিনপঞ্জীর বিদ্যমান অংশটির জন্য দ্রঃ (১) G. Makdisi, Autograph diary of an eleventh century Historian of Baghdad, in BSOAS, xviii (1956), 9-31, 239-60, xix (1957), 13-48, 281-303, 426-43। তাঁহার জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কে আরও বর্ণনার জন্য দ্রঃ (২) পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, xviii, 1-31। ইবনুল বান্না সম্পর্কে আরও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রঃ (৩) পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, xviii, P.I.n.2. ইবন 'আকীল সম্পর্কিত ঘটনার উৎস হিসাবে দিনপঞ্জীটির জন্য দ্র. (৪) G. Makdisi, Nouveaux details sur l'affaire d Ibn Aqil in Melanges Louis Massignon, iii, 91-126।

G. Makdisi (E.I.²)/আবু মুহাম্মদ আসাদ

ইবনুল-বান্না' আল-মার্বারাকুশী (ابن البناء المراكشي) :

আবুল-আব্বাস আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'উছ-মান আল-আয্দি, মরক্কোর একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী। প্রধানত অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ ও গূঢ় বিজ্ঞানরাজির জ্ঞানের উপর তাঁহার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ৯ যুল-হিজ্জা, ৬৫৪/২৯ ডিসেম্বর, ১২৫৬ সনে মার্বারাকুশে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার জন্ম শহরে ঐতিহ্যগত বিজ্ঞানরাজি

যথা 'আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, কু'রআন, হাদীছ ও ফিক্হ' অধ্যয়ন করেন। সেইখানে যে সকল উস্তাদের নিকট তিনি গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের সনাক্তকরণ লইয়া এখনও বিতর্ক চলিতেছে; তবে তিনি নিজকে আগমাত (দ্র.)-এর দরবেশ আবু যায়দ আবদুর রাহ'মান আল-হায্মীরীর অনুরক্তদের শামিল করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই দরবেশ তাঁহার গণিতশাস্ত্রের জ্ঞানকে গুণ রহস্য উদ্ঘাটন উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালনা করেন। মারীনী সুলতানদের দ্বারা কয়েকবার ফাস-এ গমনের জন্য আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজধানী ও মাররাকুশ উভয় স্থানে কিছু সংখ্যক শাগরিদ সংগ্রহ করেন। মনীষী ও সূফী হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সময় সময় বহু দূরবর্তী স্থান হইতে আগমন করিতেন। মুসলিম পাশ্চাত্যে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ঐতিহ্য বজায় রাখিতে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রে, বিশেষত যে অংকে ভগ্নাংশ ও বর্গমূলসমূহের সমাবেশ রহিয়াছে (আসন্ন মান নির্ণয়ের ফরমুলা $(\sqrt{a+2r} \text{ for } r > 0) : \sqrt{a+2r} = a + \frac{r}{2a+1}$) ইহার জন্য মনে হয় তিনি প্রধানত একজন চমৎকার জনপ্রিয়তা সৃষ্টিকারী এবং গুণের রাশি (দ্র. হিসাবুল-গুবার)-সমূহের গণনায় একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। খুব সম্ভব তিনি ৫ রাজাব শুক্রবার, ৭২১/৩১ জুলাই, ১৩২১ মাররাকুশে ইনতিকাল করেন এবং অচিরেই কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন। ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদুবিদ্যায় প্রযুক্ত তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে অসৌকিক কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাসহ তিনি এক প্রকার যাদুকর বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রকারগণ তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, মহান চরিত্র ও অনিন্দনীয় আচরণের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ইবনুল-বান্নার প্রতি আরোপিত গ্রন্থমালার ফিরিস্তি মোটামুটি দীর্ঘ। আশিটির উপর রচনা ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে এবং বিদ্যার সর্বাঙ্গের বিসদৃশ শাখাসমূহে রচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত 'আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা, অলংকারশাস্ত্র, তাফসীর, উসুলুদ্দীন ও ফিক্হ, উত্তরাধিকার বণ্টন, ন্যায়শাস্ত্র, ইন্দ্ৰজাল, ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র, এমনকি আল-গাযালীর ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও তন্মধ্যে রহিয়াছে। তবে তাঁহার গ্রন্থরাজির অল্প কয়েকখানা মাত্র রক্ষা পাইয়াছে (দ্র. Brockelmann)। কেবল একটি মাত্র রিসালা ফিল-আন-ওয়া (সম্পা. ও অনু. H. P. Rennaud, Le calendrier d Ibn al-Banna de Marrakech, Paris 1948) পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সন্দেহাতীতভাবে সর্বাঙ্গের সুপরিচিত হইল তাল্খীস 'আমালিল-হিসাব। ইহা কয়েকটি ভাষ্যের বিষয়বস্তু (দ্র. Suter ও তাহাতে যোগ করুন ইবন কুনফুয M. S. Rabat 531 যাহা Levi-Provencal তালিকায় ইবন হায়দুরের প্রতি আরোপিত)। A. Marre কর্তৃক ইহা Atti Ac. Lincei, xvii (1864)-এ অনূদিত হইয়াছে এবং ১৮৬৫ সনে রোমে পৃথকভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে। আরও লক্ষণীয় হইল রাফউল হিজাব 'আন ইলুমিল-হিসাব (তিউনিস পাণ্ড. ১০৩০১, ২০৬ R ১৮৪ R. তাল্খীস অপেক্ষা ইহা অধিকতর বিবরণ সম্বলিত)। মাসাইল ফিল-আদাদিত তাখি ওয়ান নাকিস (তিউনিস পাণ্ড. ২৮৪০), কানুন লি-ফাসুলিশ (ফাদ্লা) শামস্ ওয়াল-কামার ওয়া আওকাতুল-লায়ল ওয়ান-নাহার (Escorial পাণ্ড., ৭৮৮/১৬) ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি ছক : মিনহাজুত-তালিব লি-তা'দীলিল-কাওয়াকিব (MS. Escorial 909/I; আলজিয়ার্স ১৪৫৪/১)। আশা করা যায়, বর্তমানের অসম্পূর্ণ গবেষণা ছাড়া এই মনীষী

সম্পর্কে আরও কাজ করা হইবে। তিনি ছিলেন মাগ'রিবের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যাঁহার জ্ঞান ইবন খালদুনেরও গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহ'মাদ বাবা, নায়লুল-ইবতিহাজ, ফাস ১৩১৭ হি., পৃ. ৪১ (অনু. A Marre, in Atti. Ac. Lincei, xix, I প.); (২) ইবন খালদুন, মুক'াদ্দিমা, নির্যণ্ট; (৩) মাক্কারী, আযহারুর-রিয়াদ, নির্যণ্ট; (৪) ইবনুল-কাদী, জায়ওয়ালুল ইক'তিবাস, ফাস ১৩০৯ হি., পৃ. ৭৩; (৫) ঐ লেখক, দুররাতুল হিজাল, Allouche সম্পাদিত, রাবাত ১৯৩৪ খ., ১খ, ৫; (৬) ইবনুল-মুওয়াক্কিত, আস-সাআদাতুল আবাদিয়া, ফাস ১৩৩৬ হি, ১খ, ৭০ প.; (৭) 'আব্বাস ইবন ইব্রাহীম, আল-ই'লাম বিমান হান্না মাররাকুশ ওয়া আগমাত মিনাল আ'লাম, ফাস ১৯৩৬খ., ১খ, ৩৭৫ প.; (৮) সালাবী, ইস্তিকসা, ২খ, ৮৮; (৯) কাস্তানী, সালওয়ালুল আনফাস, ফাস ১৩১৬ হি., ২খ, ৪৮; (১০) J. A. Sanchez Perez, Biografhias de los matematicos arbes que florecieron en Espana, Madrid 1921, 51; (১১) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ii, 1000; (১২) Suter, no. 899; (১৩) Brockelmann, II, 330, S II, 363; (১৪) H. P.J. Renaud, Ibn al-Banna de Marrakech, sufi et mathematicien (XIII^e-XIV^e s J.-C.) in Hesperis, xxv/I (1938), 13-42. with a complete list of the works of Ibn al Banna; (১৫) J. Vernet, Contribucion al estudio de la labor astronomica de Ibn al-Banna, Tetuan 1952; (১৬) M. al Fasi, Ibn al-Banna al adadi l-Marrakushi, in RIEI, Madrid, vi/I-2 (1958), 1-10.

H. Suter-M. Ben Cheneb (E.I.²)/
ড. এম. আবদুল কাদের

ইবনুল-বায়যায় আল-আরদাবীলী (ابن البزاز الازديلي) : তাওয়াল্লী (তুকলী) ইবন ইসমাঈল শায়খ সাদরুদ্দীন আল-আরদাবীলী (মু. ৭৯৪/১৩৯১-২)-র মুরীদ। এই শেখোক্ত ব্যক্তি ছিলেন সাফাবিয়া সূফী তারীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাহ ইসমাঈল (মু. ৯৩০/১৫২৪) [দ্র.]-এর পূর্বপুরুষ হিসাবে সাফাবী (দ্র.) পদবীর উৎস শায়খ সাফিয়ুদ্দীন আল-আরদাবীলী (মু. ৭৩৫/১৩৩৪)-র পুত্র ও উত্তরাধিকারী (আরও দেখুন আরদাবীল)। ইবনুল বায়যায়ের সঠিক সময়কাল জানা যায় না। শায়খ সাদরুদ্দীনের প্রেরণায় তিনি "সাফওয়ালুস-সাফা" বা মাওয়ালিবুস সানিয়্যা ফী মানাকিবিস সাফাবিয়া" শীর্ষক শায়খ সাফিয়ুদ্দীনের একটি জীবনী রচনা করেন। অলংকারবহুল বাগাড়ম্বরতা বর্জিত সরল শৈলীতে লিখিত এই বিশাল গ্রন্থটি সর্বপ্রথমে শায়খের কারামাত ও সূফী মত সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে। ইহা এই তারীকার খানকাহয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও বিশদ বর্ণনা দান করে এবং ঈলখানীগণ (দ্র.)-এর আমলের ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের সহিত শায়খের সম্পর্কেরও একটি বিবরণ প্রদান করে।

India office no. 1842 (Ethe', Cat. of pers. mss. i. col. 1008) পাতুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পুস্তকের নাম, প্রকাশনার স্থান ও তারিখ যাহাতে সম্ভবত ভুলক্রমে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনুল বায়যায় শাবান ৭৫৯/

জুলাই- আগস্ট ১৩৫৮ সনে ইহার রচনা শেষ করেন। সাফওয়াতুস- সাফার অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, যেইগুলির মধ্যে তুর্কী অনুবাদও রহিয়াছে, এই গুরুত্বপূর্ণ সাধু জীবনান্ধিত সাহিত্য কর্মের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। ইহার এখনও কোন সমালোচনামূলক সংস্করণ পাওয়া যায় না। আহ-মাদ ইবন কারীম তাবরীযী বোম্বাইতে ১৩২৯/১৯১১ সনে ইহার একটি লিখো, মুদ্রণ প্রকাশ করেন।

১০ম/১৬শ শতকে সাফাবী রাজবংশের ঘনটাপঞ্জী লেখকগণ সাফাবিয়া তরীকার প্রথম যুগের জন্য এবং সপ্তম ইমাম মুসা আল-কাজিমের বংশধর বলিয়া দাবিদার সাফাবীদের বংশবিবরণের জন্য সাফওয়াতুস-সাফাকেই প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহার করিত। অবশ্য এই বংশবিবরণী অত্যন্ত বিতর্কিত, কারণ এই গ্রন্থে সাফাবীদের বংশতালিকা অন্ততপক্ষে পূর্ণরূপে আবুল ফাতহ আল-হুসায়নী কর্তৃক সন্নিবেশিত হয়, যিনি সাফাবী শাহ তাহমাস্প-১ (মু. ৯৮৪/১৫৭৬)-এর আদেশক্রমে সাফওয়াতুস- সাফার পরিমার্জন করেন (Storey, i/l, 13 প, ও i/2, 1196প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Storey, i/2, 939; (২) Browne, LHP, ii, iv, 34-40; (৩) Nikitine, Essai danalyse du Safwat us-safa, in JA (1957), 385-94; (৪) Z. V. Togan, Sur l'origine des Safavides, in Melanges Massignon, iii, দামিশক' ১৯৫৭ খ., ৩৪৫-৫৭; (৫) Hanna Sohrweide, Der Sieg der Safawiden in Persien und seine Ruckwirkungen auf die shiiten Anatoliens im 16 Jahrhundert, in Isl., xli (1965), 97; (৬) Mahmud Bina-Motlagh, Scheich Safi von Ardabil diss, Gottingen 1969, 19-22 ও স্থা.; (৭) Erika Glassen, Die fruhen Safawiden nach Qazi Ahmad Qumi, Islamkundliche Untersuchungen 5, Freiburg i. Br. 1970, 18 প., 21-52; (৮) M. M. Mazzaoui, The origins of the Safawids, Shiism, Sufism and Gulat, Freiburger Islamstudien 3, Wiesbaden 1972, 47 প.। সাফওয়াতুস সাফার একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ Utah and Freiburg im Breisgau বিশ্ববিদ্যালয়ঘয়ে Mazzaoui -এর নির্দেশনাধীনে কর্মরত একটি যুগ্ম দল কর্তৃক প্রণীত হইতেছে।

E. Glassen (E.I.² Suppl.) আবু মুহাম্মদ আসাদ

ইবনুল বায়তার (ابن البيطار) : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আহ-মাদ দিয়াউদ্দীন ইবন'ল বায়তার আল-মালাকী, একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ঔষধবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আন্দালুসের মালাগা (مálaga) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত তিনি মালাগার ইবন'ল বায়তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন (ডু. ইবন'ল-আব্বার, আল-মু'জাম, নং ৩৫, ১৬৫, ২৪১)। তিনি সেভিলে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার উস্তাদ আবুল-আব্বাস আন-নাবাতী, আবদুল্লাহ ইবন সালিহ ও আবু'ল-হাজ্জাজের সঙ্গে সেবিলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে লতাগুলা সংগ্রহ করিতেন। ৬১৭/১২২০ সালের দিকে তিনি প্রাচ্যের দিকে হিজরত করেন। উত্তর আফ্রিকা (মরক্কো, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া) অতিক্রম করার পর তিনি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পরিভ্রমণ করেন। মিসরে পৌঁছার পর তথাকার আয়্যুবী সুলতান আল-মালিকুল-কামিল

তাঁহাকে ঔষধি সঞ্চয়ী বিশেষজ্ঞদের প্রধান (رئيس على سائر الشايبين) নিয়োগ করেন। কায়রো হইতে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনা করেন। পরে তিনি দামিশকে বসতি স্থাপন করেন, যেইখানে তাঁহার ছাত্র ছিলেন ইবন আবী উসায়বিআ, যাহার সঙ্গে তিনি একত্রে লতাগুলা সংগ্রহ করিতেন। তিনি ৬৪৬/১২৪৮ সালে দামিশকে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার প্রধান রচনাবলী : (১) আল-মুগ্নী ফিল আদবিয়াতি'ল-মুফরাদা (المغنى فى الادوية المفردة), গ্রন্থটি আল-মালিকুল-সালিহ নাজমুদ্দীনের নামে উৎসর্গিত। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে প্রতিটি রোগের সঠিক ঔষধির বর্ণনা দিয়াছেন। (২) আল-জামি' লি-মুফরাদাতি'ল আদবিয়া ওয়া'ল-আগ'যিয়া (الجامع لمفرداة ردية والاغذية), এই গ্রন্থটিও নাজমুদ্দীন আয়্যুবের নামে উৎসর্গিত (কায়রোতে ১২৯১/১৮৭৪ সালে মুদ্রিত; ইহার চমৎকার ফরাসী অনু. L. Leclerc কর্তৃক Notices et extraits, এ, ২৩, ২৫ ও ২৬খ, ১৮৭৭-৮৩ খ.; জার্মান অনু. J. Sontheimer কর্তৃক, স্টুটগার্ট ১৮৪০-২ খ.)। এই গ্রন্থে লেখক স্বীয় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১৪০০টি ঔষধি প্রাণী, শাক-সবজি ও খনিজ দ্রব্যের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে তিনি আর-রাযী, ইবন সীনা, আল-ইদরীসী ও আল-গাফিকীসহ প্রায় ১৫০ জনেরও অধিক বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। Meyerhof sobhy [(The abridged version of the book of simple drugs... of al-Ghaffiqi by Dregorius Abu-l-Farag (Barhebraeus)] কায়রো, গুচ্ছ ১ (১৯৩২ খ., পৃ. ৩২-৩) মনে করেন যে, ইবনুল-বায়তারের জামি' গ্রন্থটি তাঁহার উস্তাদগণের গ্রন্থাবলী হইতে কিছু বিষয়বস্তুর সংযোজনসহ আল-গাফিকী রচিত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সঞ্চয়ী গ্রন্থ হইতে নকলের মাধ্যমে রচিত। এই সন্দেহজনক বক্তব্য ছাড়াও (বিশেষত যেহেতু মধ্যযুগের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত সততার ধারণা বর্তমান কালের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল) ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধীত ঔষধির মোট সংখ্যার প্রায় ১০০০টি ইতোপূর্বেই লেখকদের জানা ছিল। মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই গ্রন্থটির বিশেষ প্রভাব ছিল, উদাহরণস্বরূপ আর্মেনীয় আর্মীর দাওলাতের নাম উল্লেখ করা যায়; (৩) মীযানুত-তাবীব (ميزان الطبيب) (৪) রিসালা ফিল-আগ'যিয়া ওয়া'ল- আদবিয়া (رسالة فى الاغذية والادوية) (৫) মাক'লা ফিল-লীমুন (مقالة فى الليمون); (৬) ডিওসকোরিই'ডিস (Dioscorides)-এর ভাষ্য, ইহার একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ৫৫০টি ঔষধির তালিকা রহিয়াছে। Dioscorides-এর প্রথম চারিটি পুস্তকে এইগুলি আলোচনা করা হইয়াছে; ব্যবহারিক পরিভাষাগুলির পাশাপাশি ল্যাটিন ও বার্বার ভাষার সমার্থক শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে [দ্র. MMMA, 3/1 (১৯৫৭ খ.), পৃ. ১০৫-১২]।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আবী উসায়বিআ, সম্পা. Muller, ২খ, ১৩৩; (২) যিরিকলী, আ'শাম, ৪খ, ১৯২-এ অন্যান্য আরবী উৎসের তালিকা দিয়াছেন; (৩) Brockelmann, ১খ, ৪৯২, পরিশিষ্ট, ১, ৮৯৬; (৪) Sarton, Introduction, ২খ, ৬৬৩; (৫) Wustefeld, Arab, Aerzte..., নং, ২৩১; (৬) Fr. R. Dietz, Analecta medica. 1/1 Elenchus materiae medicae Ibn Baitharis pars prima (লাইপসিগ ১৮৮৩ খ.); (৭) L.

Leclerc, Etudes historiques et philologiques sur Ebn Beithar, in JA. ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৪৩৩-৫৯; (৮) ঐ লেখক, Hist. de la medecine arabe, ২খ, ২২৫। Somtheimer-এর অনুবাদ সম্বন্ধে দ্র. (৯) R. Dozy, in ZDMG, ২৩ খ, ১৮৩-২০০; (১০) R. Basset, Les noms berberes des plantes dans le traite des simples d Ibn beitar, in Giornale Soc. As. It, ১২খ. (১৮৯৯ খৃ.), ৫৩-৬৬; (১১) E. Sickenberger, Les plantes egyptiennes d Ibn b., BIE-তে, ২য় সিরিজ, ১০খ. (১৮৯০ খৃ.); (১২) A. dietrich, Medicinalia arabica, নং ৬১, পৃ. ১৪৭; (১৩) Meyerhof, al Andulus-এ, ৩খ. (১৯৩৫ খৃ.), ৩১; (১৪) C. Dubler, I.B, en armenio, al-andalus-এ, ২১খ. (১৯৫৬ খৃ.), ১২৫-৩০; (১৫) দা. মা. ই. (উর্দু), ১খ, ৪৩৯-৪০; (১৬) হাঞ্জী খালীফা, কাশফ, ৫খ, ৪৬১।

J. Vernet (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল বালখী (ابن البلخي) : সালজুক যুগের ইরানী গ্রন্থকার;

তিনি তাঁহার জন্মস্থান ফারস প্রদেশের স্থানীয় ইতিহাস, স্থান বিবরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পারস নামাহ লিখেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তথ্য ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই, এমনকি তাঁহার সঠিক নামও জানা যায় নাই; তবে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বালখ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ ছিলেন বার্কয়ারুক ইবন মালিক শাহের গভর্নর আতাবিক রুকনুদ-দাওলা অথবা নাজমুদ-দাওলা কুমারভিগীন-এর অধীনে ফারসের মুসতাওফী বা হিসাবরক্ষক। ইবনুল-বালখী তাহার পিতামহের সহিত থাকিয়া ফারসের প্রভূত স্থানীয় জ্ঞান অর্জন করেন। তদনুসারে তিনি প্রদেশের একটি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ রচনা করিবার জন্য সুলতান মুহাম্মাদ ইবন মালিক শাহ কর্তৃক আদিষ্ট হন। যেহেতু এই গ্রন্থে তিনি ফারসের আতাবিক ফাখরুদ্দীন চাওলী তখনও জীবিত বলিয়া উল্লেখ করেন— তাই ফারসনামাহর রচনাকাল ৪৯৮/১১০৫ সনে মুহাম্মাদের সিংহাসন আরোহণ এবং চাওলীর মৃত্যুকাল ৫১০/১১১৬ এর মধ্যবর্তী সময় হইবে।

ফারসনামাহর প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ হাম্বা ইসফাহানীর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া পারস্যের ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস ও আরবদের ফারস বিজয় কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সংকলিত; কিন্তু অবশিষ্টাংশটি প্রদেশের স্থান-বিবরণ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধীয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ। ইহার পরিশিষ্ট শাবানকারা ফুর্দী ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি অংশ। এই বইটির শেষ তৃতীয়াংশ ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে হামদুল্লাহ মুসতাওফী (দ্র.) কর্তৃক তাহার মুখহাতুল-কুলুব-এর ভৌগোলিক অংশের জন্য খুব বেশী ব্যবহার করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-বালখী, ফারসনামাহর শেষ তৃতীয়াংশ, সম্পা.

G. Le Strange ও R. A. Nicholson, GMS, N. S., ১খ, লন্ডন ১৯২১ খৃ.; (২) ইতিপূর্বে ইহা Le Strange কর্তৃক অনূদিত হয়, JRAS (১৯১২ খৃ.); (৩) আরও দ্র. পারস্যের ফারস প্রদেশের একটি স্বতন্ত্র বর্ণনা, Description of the province of Fars in Persia, লন্ডন ১৯১২ খৃ.; (৪) আরও দ্র. Storey, ১খ, ৩৫০-১ ও Storey-Bregel, ২খ, ১০২৭-৪।

C.E. Bosworth (E.I.² Suppl.) মোঃ আনোয়ার শাহ

ইবনুল বালাদী (ابن البلدي) : শারফুদ্দীন আবু জা'ফার আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ছিলেন আল-মুসতানজিদ-এর উযীর। ইবনুল বালাদী ওয়াসিত-এ নাজির থাকাকালে ৫৬৩/১১৬৭/৮ সনে উযীর নিযুক্ত হন। উস্তাদদার আদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদিলাহর সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। রাবীউছ-হানী ৫৬৬/ডিসেম্বর ১১৭০ সালে আদুদ্দীন ও আমীর কুতবুদ্দীন কর্তৃক খলীফা নিহত হইবার পর আদুদ্দীনকে উযীর নিযুক্ত করিবার জন্য খলীফার উত্তরাধিকারী আল-মুসতাদীকে তাহারা বাধ্য করিয়াছিলেন যাহার ফলে আল-বালাদীর প্রাণদণ্ড হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-তিকতাকা, আল-ফাখরী, ed. Derenbourg, পৃ. ৪২৬-৯ (Eng. tr. Whitting 305 f.); (২) ইবনুল-আছীর, ১১খ, ২১৬ প., ২৩০, ২৩৭।

K.V.Zettersteen (E.I.²)/মুহাম্মাদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবনুল বিতরীক (দ্র. সাঈদ ইবনুল-বিতরীক)

ইবনুল-বিরযালী (দ্র. আল-বিরযালী)

ইবনুল বিরর (ابن البر) : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবনিল হা'সান (অথবা আল-হুসায়ন) আস-সিকিল্লী, অভিধান রচয়িতা ও ভাষাতাত্ত্বিক, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষের দিকে সিসিলী দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচ্যদেশে অধ্যয়ন শেষে কালবী শাসনামলের শেষার্ধ্বে তিনি সিসিলীতে প্রত্যাবর্তন করেন (৪১৫/১০২৪ সালে তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া ও মাহুদিয়া নগরে আবৃত তাহির ইসমাঈল আত-তুজিবী আল-বারকীর সহিত ছিলেন)। এই সময়ে সিসিলীতে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী কাইদ (নেতা)-এর ক্ষমতার দন্দু জাতিকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কাইদগণের অন্যতম মাযারার শাসনকর্তা ইবন মানকুদ (Mankud) সূত্রগুলি তাঁহার নামের বানান সম্পর্কে একমত নহে। তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ইবনুল বিরর তাহার নূতন বাসস্থানে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। কখনো কখনো তাহার সহিত কবি ইবন রাসীক আল-কায়রাওয়ালী (দ্র.)-র সাক্ষাত হইত। কিন্তু এই সিসিলীয় কবির মদ্যপানে আসক্তির জন্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ইবন মানকুদ তাঁহাকে মাযারা হইতে অন্যত্র সরাইয়া দিতে বাধ্য হন। অতঃপর এই বিদ্বান ব্যক্তি পালেরমো নগরীতে চলিয়া যান এবং ভাষাতত্ত্ববিদের পেশায় ব্যাপৃত থাকেন এবং ইবন আক্বার-এর মতে তিনি ৪৬০/১০৬৭ সাল পর্যন্ত তথায় বসবাস করেন।

যে সকল সূত্র তাঁহার অবদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব তাহারাও সকলেই একবাক্যে ইবনুল বিরর-এর তিনটি প্রধান কৃতিত্বের বিষয়ে একমত (১) তিনি তাহার শিক্ষাগুরু ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ আন-নীশাপুরীর নিকট হইতে প্রাপ্ত আল-জাওহারীর প্রসিদ্ধ অভিধান সিহাহ তাহার শাগরিদ ইবনুল কাত্তা (দ্র.)-এর নিকট হস্তান্তর করিয়া যান এবং যিনি এই অভিধানটি মিসরে প্রচার করিতে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু আন-নীশাপুরী, ইবনুল বিরর, ইবনুল-কাত্তা— এই তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কোন জীবনীকার সন্দেহ পোষণ করেন।

(২) মিসরে আল-মুতানাব্বীর কাব্যধারার ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাহার অবদান (তাহার শিক্ষক সালিহ ইবন রিশদীন এই বিষয়ে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন) ও সিসিলীতেও যেথায় মুতানাব্বীর রাবী আলী ইবন 'আলী

হামযা আল-বাসরীর বসতি স্থাপনের তারিখ (৩৭৫/৯৮৫) হইতে শায়খুদ-দাওলার স্মৃতিকারের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) তাছকীফুল-লিসান ওয়া তালকীহুল-জানান গ্রন্থের সংশোধন, গ্রন্থটি সিকিউলো (Siculo) মাগরিবী সম্পর্কে রচিত এবং তাহার শাগরিদ আবু হাফস উমার ইবন মাক্কী (দ্র.) কর্তৃক সংকলিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) U. Rizzitano, Notizie bio-bibliografiche su Ibn al-Qatta il "siciliano, in Rend. Lin., ix/5-6 (1954), 269-70 and 280-81; (২) ঐ লেখক, Un Commento di Ibn al-Qatta il 'siciliano' ad alcuni versi di al-Mutanabbi, in RSO, xxx (1955), 208-9; (৩) ঐ লেখক, Il tathqif al-lisan wa-talqih al-ganan di Abu Hafis Umar b. Makki, in Studia Orientalia (of the Centro di Studi Orientali della custodia Francescana di Terra Santa), Cairo, i (1956), 194-207; (৪) ইবন আব্বারের তাকমিলা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাহা ইহসান আব্বাসের আল-আরাব ফী সিকিলিয়া, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১০৯-১০, গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা সংযোজন করা উচিত।

U. Rizzitano, (E.I.²)/ইবরাহিম ভূইয়া

ইবনুল-মাওলা (ابن المولى) : মুহাম্মাদ ইবন আবদিলাহ ইবন মুসলিম, কবি, খলীফা আল-মাহ্দীর শাসনামলে জীবিত ছিলেন, তাহার জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি মদীনার সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমর ইবন আওফ গোত্রের প্রতিপালিত হন এবং মালিকী আইনবেত্তা ও হাদীছবেত্তা ইবনুল-মাজিশূন-এর সঙ্গে পড়াশুনা করেন। তিনি কতকটা বিমর্ষ ও স্পর্শকাতর মেয়াজের মানুষ ছিলেন। আগানীতে উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, তিনি স্বীয় অস্পষ্ট চিন্তাধারার কবিতা আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন। এই কবিতাসমূহে তাঁহার এক প্রকার উদাসীন বীরত্বের মানসিকতা প্রকাশ পায়, যাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে প্রেমের বিষণ্ণতাবোধ, কাল ও জীবনের ভয়। ইহা ছাড়া তাহার মধ্যে একটি স্ববিরোধিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যে অমূলক ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি বিদ্যমান থাকিলেও প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দূর-দূরান্তে অপরিচিত গুণী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনি প্রশস্তি পাঠ্য রচনা করিতেন (যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা প্রতিচ্ছায়া যে সম্পর্কে 'আরব কবিগণ কবিতা রচনায় প্রলুব্ধ হইতেন)। যেমন তিনি মিসরের গভর্নর ও এককালের বাশশার ইবন বুর্দ-এর পৃষ্ঠপোষক য়াযীদ ইবন হা'তিম (মৃ. ১৭০/৭৮৮), 'আব্বাসী শাহযাদা জাফার ইবন সুলায়মান (নাসাব কুরায়শ, ২৯, ৩১) ও মহানবী (স)-এর চাচাত ভাই কুছাম ইবনুল আব্বাস (যাহার মাযার সমরকান্দে অবস্থিত) [ঐ. ৩৩]-এর মত ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণের প্রশস্তি রচনা করেন। তিনি খলীফা আল-মাহ্দীর সভাকবি হইবার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। ইহা সুবিদিত ঘটনা যে, অতীতের প্রতি ও দক্ষিণ 'আরবের তমদ্দুনের প্রতি এই খলীফার অশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি আন্তরিকভাবে মদীনাবাসিগণের সহযোগিতা কামনা করিতেন, যদিও তাহারা 'আলী বংশীয় বিদ্রোহী মুহাম্মাদ ইবন আবদিলাহ ইবনুল হা'সান (নাসাব কুরায়শ, ৫৩)-এর স্মৃতির প্রীতি বিস্তৃত ও অনুগত ছিলেন। ইবনুল-মাওলা তাহার আরও বহু স্বদেশবাসীর ন্যায় দক্ষিণ আরবীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আন্তরিক

সহানুভূতি সহকারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গৃহকাতর ও কখনও কখনও দুর্বীর কল্পনাপ্রবণ মদীনাবাসীদের সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার সেই শক্তিশালী প্রচার দ্বারা তিনি তাহাদেরকে নূতন আব্বাসী খলীফা, তাঁহার সভাসদ ও তাঁহার প্রশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী, ৩খ, ৮৮-৯৬, ৪খ, ১১৫; (২) দাইরাতুল-মাআরিফ, ৫খ, ৩২।

J-C.Vadet (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

ইবনুল-মারযুবান (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন খালাফ)

ইবনুল-মাশিতা (ابن الماشطة) : আবুল-হা'সান 'আলী ইবনুল-হা'সান, 'আব্বাসী যুগের সচিব, যিনি ৩০৬/৯১৮ হইতে ৩১১/৯২৩ পর্যন্ত হামিদ ইবনুল-আব্বাস (দ্র.)-এর মন্ত্রিত্বের আমলে বায়তুল-মালের পরিচালক ছিলেন। তিনি কিতাবুল উযারা (উমীরদের গ্রন্থ) নামক একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন যাহা বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রন্থকার, বিশেষত আল-মাসউদী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) D. Sourdél, Vizirat, নির্যটক।

D. Sourdél (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবনুল-মাহয (দ্র. উবায়দুল্লাহ ইবন বাশীর)।

ইবনুল-মুআযযাল (ابن المعذل) : আবুল-কাসিম আবদুস সামাদ ইবনুল-মুআযযাল ইবন গায়লান ইবনুল হাকাম আল-আবদী, বসরা নগরীর আরবী বিদ্বপাথক কবিতার একজন রচয়িতা (মৃ. ২৪০/৮৫৪-৫)। তিনি আবদুল-কায়স পরিবারভুক্ত ছিলেন। এই পরিবারের অনেকেই কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন তথ্যপঞ্জীতে তাহার পিতামহ গায়লানকে কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাঁহার পিতা, বিশেষত আবান আল-নাহিকী (দ্র.)-র সহিত বিদ্বপাথক ও সরস কবিতা বিনিময় করিতেন। এই সকল কবিতার একটি আবু নুওয়াস (১২৭৭ হি. সংস্করণ; ৭৯ পৃ. ১৩৩২ হি. সংস্করণ, পৃ. ১৫১; কায়রো সংস্করণ-এর ১৯৫৩ খৃ., ইহা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, ছন্দ রামাল, অন্ত্যমিল আনা)-এর দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত করিবার মত যথেষ্ট মৌলিকতা গুণসম্পন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইবনুল-নাদীম (ফিহরিস্ত, কায়রো, পৃ. ২৩৪) পঞ্চাশ পাতার একটি কবিতা সংগ্রহ আল-মুআযযালের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কবিতাই আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে (আস-সুনী, আওরাক, কার্য সম্পর্কে আলোচনার অধ্যায়, আগানী, ১২খ, ৫৭-৮-বৈরাত সংস্করণ, ১৩খ, ২২৮-৩০; Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৬৭-৮)।

আবদুস সামাদের ভ্রাতৃহ্ম আহামাদ ইসা ও আবদুল্লাহও কবি ছিলেন। কিন্তু ইবনুল-নাদীমের (ঐ) মতে তাহাদের রচনার পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। প্রথমোক্ত কবি আবুল-ফাদুল আহামাদ ইবনুল-মুআযযাল প্রাচীন রীতিনীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার কিছু কবিতা সংরক্ষিত আছে। তাঁহার কবিতার প্রধান আকর্ষণ ছিল বাকপটুতা ও ধর্মীয় অনুরাগ। ইহা আবদুস-সামাদের নৈতিক শিথিলতার বিপরীতধর্মী গুণ। মনে হয় তিনি কাব্যজগত হইতে অনেক দূরবর্তী কোন ক্ষেত্রে প্রসিক্তি অর্জন করেন। অবশ্য আগানী (১২খ, ৫৭-বৈরাত সং., ১৩খ, ২২৮) যখন তাঁহাকে মু'তাযিলী বলিয়া আখ্যায়িত করেন তখন আল-জাহিজ (বায়ান, ১খ, ১০৩, ২খ, ৩০৬) তাঁহাকে মালিকী মায'হাবের বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অবশ্য ফিহরিস্ত (পৃ. ২৮২) তাঁহাকে

মালিকী মাযহাবের বলিয়াই উল্লেখ করে। ফিহরিতে ইবনুল-মাজিশূন নামে তাঁহার শিক্ষকদের একজনের ও ইসমাইল ইবন ইসহাক আল-কাদী নামে তাঁহার ছাত্রবৃন্দের একজনের কথা উল্লিখিত আছে। যদিও এই বর্ণনা বিকৃত, তথাপি ইহাতে তাকে কিছু পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে কিবাতুল ইন্না (আল-কুতুবী, ফাওয়াত, শিরো. দ্র.)। কোন কোন মতানুযায়ী আহ-মাদকে বসরা নগরীর একজন প্রসিদ্ধ লোক হিসাবে গণ্য করা হয় - যিনি বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে কিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, এমনকি সামাররার খলীফার নিকটও তাহার যাতায়াত ছিল (ইবনুল মুতায়্য, তাবাকাত, পৃ. ১৭৫; আল-হসরী, যাহর, পৃ. ৬৫১ প.)।

অবশ্য এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় সদস্য ছিলেন আবদুস সামাদাল-মারযুবানী (মুওয়াশশাহ, পৃ. ৯ ও তাঁহার সম্বন্ধে আখবার আবদিস সামাদ ইবনিল-মুআযযাল নামে দুই শত পৃষ্ঠার (ফিহরিত, ১৯১) এক বিবরণী রচনা করেন। ইবনুল-নাদীমের পৃ. ২৩৪) মতানুযায়ী তাঁহার দীওয়ান ১৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত। আল-হসরী (যাহর, পৃ. ৬৫৪) তাঁহাকে তাঁহার সময়ে বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি আহ-ছাআলিবী (খাসসুল-খাসস, তিউনিস ১২৯৩ হি., পৃ. ১০০) সমর্থিত উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু মনে হয় এইরূপ সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নহে। অবশ্য আবু হিলাল আল-আসকারীর ন্যায় একজন সমালোচক তাঁহার কিছু কিছু কবিতাকে আল-বুহতুরীর কাব্যগ্রন্থের (সিনাআতায়ন, পৃ. ২৩৪) তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করিতেন। আগানীতে (১২খ, ৫৭-৭২, বৈরুত সংস্করণ, ১৩খ, ২২৮-৫৯) তাঁহার সম্বন্ধে দীর্ঘ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে, তাহা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব অল্পই জানি। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল খবর (তথ্য) রহিয়াছে তাহা হইতে আল-আসমাস, বসরার গভর্নর ও স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা মাত্র জানা যায়। যদিও ২২৬/৮৪১ সালের পূর্বে তিনি সামাররাতে ছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীর মত তিনি কখনও রাজধানীতে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একটি উদ্যানের বর্ণনা অথবা আপ্যায়নের বিবরণী তাঁহার কবিতায় সরসতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সংরক্ষিত কবিতার অধিকাংশই সরাসরি তাঁহার নৈতিক শৈথিল্য, অহংকার, অন্যান্য কবির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এবং সকলকে তীব্র বিদ্বেষের কশাঘাতে জর্জরিত করিবার প্রবণতা এই সকল বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দেয়। এই মনোভাব হইতে কেহই নিস্তার পান নাই, তাহার বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশী, এমনকি তাঁহার ভ্রাতা আহমাদ পর্যন্ত নহেন। নিজ শহরে আহমাদের খ্যাতির জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ঈর্ষাবোধ করিতেন। তাঁহার বিদ্রোহী কবিতার শিকার ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই সমানভাবে সেইগুলির জবাব দিতেন। ইহাদের মধ্যে হামদান ইবন আবান আল-লাহিকী, আল-জাম্মায (দ্র.), যাহ-য়া ইবন আকছাম (দ্র.) ও আবু তাম্মামের মত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন। আহ-ছাআলিবীর (পৃ. ৫) মতানুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তি আবদুস সামাদের আক্রমণের দরুন বসরায় আসিবার বাসনা পরিত্যাগ করেন (কিন্তু আগানীতে ব্যাপারটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে আবু তাম্মামকে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে)। এই সকল বিদ্রোহপূর্ণ আলাপনের জন্য তাঁহাকে আবুস সুম্ম উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। ফলে লোকেরা তাকে যথেষ্ট ভয় করিত। ইহাও কথিত আছে, কিছু বিদ্রোহী স্তবকে একজন কায়না ও একজন গায়ক এমনভাবে নিশ্চিত হইয়াছেন যে, জীবিকার্জনের জন্য তাহাদেরকে

বসরা ত্যাগ করিতে হয়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকা বিবরণাদি ও খণ্ডলিপি হইতে ইবনুল-মুআযযালের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বসরার ২য়-৩য়/৮ম-৯ম শতকের ঐ সকল কবির আদর্শ প্রতিনিধিত্ব করে যাহারা লম্পট ও বিদ্রোহপরাগ ছিল। তাহারা অপরের সুনাম নষ্ট করিতে, কুৎসা রটনা করিতে এবং প্রেম ও সুরা সম্পর্কিত ঐসব গান গাহিতে ভালবাসিত যাহাতে অশ্লীলতার প্রকাশ ও ব্যঙ্গরসের অনস্বীকার্য প্রতিভার স্বাক্ষর যুগপৎ বিধৃত হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : বিবরণে উল্লিখিত উৎসসমূহ ছাড়াও দ্র. (১) সুলী, আওরাক, কবিদের উপর রচিত অংশ, সম্পা. J. Heyworth Dunne, কায়রো ১৯৩৪ খ., নির্ঘণ্ট; (২) ইবনুল-মুতায়্য, তাবাকাত, পৃ. ১৭৫-৬; (৩) আবু তাম্মাম, হামাসা, ১খ, ১০২ (বেনামে উল্লিখিত কবিতাসমূহ); (৪) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, পৃ. ৩৪৬; (৫) ইবনুল জাররাহ, ওয়ারাক, নির্ঘণ্ট; (৬) মুবাররাদ, কামিল, নির্ঘণ্ট; (৭) কালী, আমালী, নির্ঘণ্ট; (৮) ইবন আবী আওন, তাশবীহাত, পৃ. ১৯, ৫৮, ৫৯, ৭৬, ৯১, ৯৫, ১৭৫, ২০০, ২২১, ২৫৯, ৩১২; (৯) ইবনুশ-শাজারী, হামাসা, পৃ. ৯২, ১৮১, ১৯৬, ২২৪; (১০) জাহিজ, আল-মাহাসিন ওয়াল-মাসাবী, পৃ. ৩৮২; (১১) ইবন আবদ রাব্বিহ, ইক'দ, কায়রো ১৯৪০ খ., ২খ, ১৪৪; ২১৮, ৩খ, ২৪৪; ৭খ, ৫৩; (১২) ইবন রাশীক, উমদা, ১খ, ৯০; (১৩) হসরী, যাহর, ৬৫১-৬; (১৪) ঐ লেখক, জাম', পৃ. ৩১০; (১৫) সীরাফী, নাহবিয়ান, পৃ. ৩৩-৫; (১৬) আসকারী, সিনাআতায়ন, পৃ. ২৩১, ২৩৪, ৪৫৫; (১৭) ঐ লেখক, দীওয়ানুল মাআনী, নির্ঘণ্ট; (১৮) ছাআলিবী, ছি'মারুল-কুলুয, পৃ. ২১৭; (১৯) আমিদী, মুওয়াযানা, ইস্তাখুল ১২৮৭ হি., পৃ. ১৩৬; (২০) কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ, ৫৭৫; (২১) মুওয়াযরী, নিহায়া, ৩খ, ৯০; (২২) শুয়লী, মাত'লি, ১খ, ৯-১০; (২৩) এফ. বুস্তানী, দাইরাতুল মাআরিফ, ৪খ, ৫২; (২৪) Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৬৮; (২৫) ঐ লেখক, ইবনুল-মুআযযাল ওয়া আশ'আরুহ।

Ch. Pellat (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবনুল-মু'আল্লিম (দ্র. আল-মুফীদ)

ইবনুল-মুওয়াক্কিত (ابن الوقت) : মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিলাহ আল-মাররাকুশী, ১৮৯৪ খ. মাররাকুশে জন্মগ্রহণ করেন, সেইখানেই ৩০ নভে., ১৯৪৯ খ. মারা যান। তাঁহার পিতা মাররাকুশের ইবন যুসুফ মসজিদে মুওয়াক্কিত (সময় নির্ধারক) পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই কারণেই পুত্র লেখক জীবনের শুরুতে ইবনুল মুওয়াক্কিত এই লেখক নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তিনি যখন পিতার পদে নিযুক্ত হন তখন হইতে নিজেই আল-মুওয়াক্কিত নামে পরিচিত হন।

১৯১৭ খ. হইতে তিনি মরক্কো সম্বন্ধে উৎসাহী পণ্ডিতগণের নিকট তাহার চারখানি জীবনীমূলক গ্রন্থের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। সেইগুলির মধ্যে প্রধান ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির নাম আস-সাআদাতুল আবাদিয়্যা ফিত-তা'রীফ বি-মাশাহীরিল হাদরা! আল-মাররাকুশিয়্যা (লিখেগ্রাফ, ফাস ১৯১৭-১৮ খ., ২খ.)। দ্বিতীয় গ্রন্থ তা'তীকুল-আনফাস ফিত-তা'রীফ বিশ-শায়খ আবিল-আব্বাস, একখানি গবেষণা গ্রন্থ, উহা মাররাকুশের সাতজন শহর-কু'তবের অন্যতম আবুল-আব্বাস আস-সাব্তী সম্বন্ধে রচিত। লেখক গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠার পৃষ্ঠের খালি জায়গায় তাহার পিতা মুহাম্মাদ ইবন আবদিলাহ আল-মুবারাক-এর জীবনীগ্রন্থ ইজহারুল-মাহামিদ ফিত-তা'রীফ বি-মাওলানাল-ওয়রিদ (লিখেগ্রাফ, ফাস, ১৩৩৬/

১৯১৮) নামে সংযোজন করিয়াছেন। এই পর্বে চতুর্থ ও শেষ গ্রন্থখানির নাম আল-ইনবিসাত বিতাল খাসিল-ইগতিবাত, ইহা সীদি মুহাম্মাদ বু জানদার (Dr. Allouche and Regragui, cat des mss, arabes de Rabat II, 226)-এর রচিত কিতাবুল-ইগতিবাক বি-তারাজিম আলামির-রিবাত গ্রন্থখানির অবশিষ্টাংশ।

ইবনুল-মুওয়াক্কিত সেই সকল 'আলিমের বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ ও মানসিক গড়ন লাভ করিয়াছিলেন যাহারা সুফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজকে অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার পিতা, যিনি আল-জায়ুলীর দালাইল গ্রন্থখানির অতি নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন—স্বীয় পুত্রকে পড়াশনাতে উৎসাহদান এবং নিজ জীবনে মহত্ত্ব ও দয়া-দাক্ষিণ্য আচরণের পরাকাষ্ঠা দ্বারা তাহার সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই তিনি নিজের রচিত গ্রন্থসমূহে মরক্কোর পবিত্র জীবনী গ্রন্থ রচয়িতাগণ কর্তৃক অতি সম্মানীয়ভাবে গৃহীত বাক্য 'বিখিকরি 'স-সুলাহা' তানযিলু'র-রাহমা'—সুফী দরবেশগণের আলোচনা করিলে আল্লাহর রাহমাত নাথিল হয়—কথাটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ইবনুল-মুওয়াক্কিত সন্তুষ্টির সঙ্গেই তাঁহার স্বদেশের ইবন আসকার, ইবনুল-কাদী ও আহমাদ বাবার ন্যায় জীবনীকারগণের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি কায়রোর সুবিখ্যাত নিষ্ঠাবান সংস্কারক মুহাম্মাদ আবদুহ ও মুহাম্মাদ রাশীদ রিদার রচনাবলী এবং মুহাম্মাদ হাফিজ ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ আল-মুওয়ালিহী-এর ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলিহুন-এর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং নব-দীক্ষিত সুলভ উদ্ভীর্ণা নিয়া তৎকালীন গোঁড়াপন্থী সংস্কারকগণ কর্তৃক পরিচালিত ধর্মীয় রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

তিনি বিদা-এর উপরে আল-কাশফ ওয়াত-তিবয়ান 'আন হালি আহলিয-যামান (কায়রো ১৯৩২ খৃ.) নামক একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে নূতনভাবে লেখক জীবন শুরু করেন। উহার প্রায় পরপরই আর-রিহ্লাতুল-মাররাকুশিয়া (কায়রো ১৯৩৩ খৃ.) প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি একটি সহজ সরল নীতিকথাপূর্ণ গল্পের মাধ্যমে সমসাময়িক মুসলিম সমাজের অন্ধকার দিকের নৈরাশ্যময় চিত্র অঙ্কন করেন। তখন হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ দেশের ভিতরে বিভিন্ন ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজের বিরুদ্ধে ফাকীর দরবেশ ও তাঁহাদের মাযারের প্রতি অত্যধিক আসক্তিপরায়ণ ও বিদআতীদের বিরুদ্ধে এবং কাদী ও কাইদগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। তাঁহাদেরকে তিনি গভীর দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি আধুনিক রীতিনীতির সমালোচনা করিতেন, গতানুগতিক 'উলামাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সর্বসাধারণকে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের আচরিত সুন্নাহ আস-সালাফিস সালাহ-এর প্রতি আহ্বান জানাইতেন এবং স্বীয় বিরুদ্ধ শক্তির প্রতি সমালোচনামূলক মারাত্মক পুস্তিকাটি প্রকাশ করিতেন।

জীবনের শেষভাগে ইবনুল-মুওয়াক্কিত কঠোর নৈতিকতাবাদী, ন্যায়বিচারের প্রতি অতি একনিষ্ঠ এবং একান্তভাবেই মৌলিক নীতিপন্থী হইয়া পড়েন। তৎকালীন পরিবেশও তাহার এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য উপযোগীই ছিল। মনে হয় যে, তিনি প্রাচীন হিব্রু নবীগণের আত্মারই মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি ধর্মীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যাহার এক কপি তিনি স্বয়ং সুলতান সীদী মুহাম্মাদ ইবন যুসুফকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সেই পুস্তিকাতে তিনি কিছু

সংখ্যক অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যত ঘটনাবলীর কথা বলেন, সেইগুলির মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ১৯৮০ খৃ.-এর শুরুতে দুনিয়াতে ঈসা মাসীহ (আ)-এর আবির্ভাব।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) E. Levi-Provencal, Chorfa (বিশেষ করিয়া ৪৫ ও ৪৬); (২) A. Faure, Un reformateur marocain, Muhammad b. Muhammad b. Abd Allah al-Muwaqqit al Marrakusi, Hesperis-এ, ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১-২, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী সমেত।

A Faure (E.I. 2)/হুমায়ুন খান

ইবনুল-মুকাফফা* (ابن المقفع) : আবু আমর (পরে আবু মুহাম্মাদ) রুযবেহ (Rozbeh) পরে আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক দায়বেহ (Dadoye) আল-মুকাফফা (১০৬-১৪২/ ৭২৩-৭৫৯), একজন প্রসিদ্ধ 'আরবী গদ্যকার, ভারত ও পারসিক সভ্যতার সাহিত্য গ্রন্থাবলীর 'আরবী ভাষায় প্রথম অনুবাদকগণের একজন। তিনি ছিলেন 'আরবী গদ্য সাহিত্যের উদগাতাদের অন্যতম। তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাঁহার আসল নাম ছিল রুযবেহ। তাহার পিতা দায়বেহ, যিনি পরবর্তী কালে আল-মুবারাক নামে পরিচিত, ইরানের সম্রাট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হাজ্জাজ অথবা খালিদ আল-কাসরীর অধীনে একজন কর আদায়কারী ছিলেন। তিনি ১০২/৭২০ (মতান্তরে ১০৬/৭২৬) সালের দিকে সম্ভবত ফার্সে (বর্তমান নাম ফীরুযাবাদ, ড্র. মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. Wustefeld, ২খ, ১২৬ প.; ফীরুযাবাদী, কামুস, জুর শীর্ষক নিবন্ধ) জুর শহরের এক সম্রাট ইরানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা তহসীলদার থাকাকালে প্রজাদের নিপীড়ন করিয়া অর্থ উপার্জন এবং কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ করেন। ইহার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে এমনভাবে পীড়ন করা হয় যে, তিনি পশু হইয়া যান। ফলে তাঁহাকে আল-মুকাফফা (পশু) ডাকনামে অভিহিত করা হয়। তাহার পুত্র রুযবেহও (তিনি সম্ভবত পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) ইবনুল-মুকাফফা নামে পরিচিত লাভ করেন।

ইবনুল-মুকাফফা বসরায় লালিত-পালিত হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য আবুল-খামুস ছাওর ইবন য়াযীদ ও আবুল-গাওলকে তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইবনুল-মুকাফফা তাঁহাদের সাহচর্যে ও দীক্ষায় ভাষা ও সাহিত্যে এতখানি দক্ষতা অর্জন করেন যে, আল-আসমাদির ন্যায় একজন উচ্চ মানের ব্যাকরণবিদেরও ধারণা, তাহার রচনাবলীতে ভাষাগত কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহা কেবল ইবনুল মুকাফফাকেই ধরিতে পারিতেন।

'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি কিরমান গমন করেন এবং দাউদ ইবন য়াযীদ ইবন উমার ইবন হবায়রা প্রমুখ উমায়্য গভর্নরদের দরবারে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এইখানে দায়িত্ব পালন করা অবস্থায়ই তিনি সম্রাট সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হন। পরে 'আব্বাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে আল-মানসুরের পিতৃত্ব ঈসা ইবন আলীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাতা সুলায়মান বসরার গভর্নর ছিলেন। ইবনুল-মুকাফফা তাহার জীবনের উত্তম বৎসরগুলি কূফা ও বসরায় অতিবাহিত করেন। বাগদাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইরাকের এই দুইটি শহর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। এই সময় সেখানে মুত্তী ইবন ইয়াস, ওয়ালিবা ইবন হবাব, হামাদ আজরাদ, বাশশার ইবন বুরদ প্রমুখ শিক্ষিত ও

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মিলনক্ষেত্র ছিল। তাঁহাদেরকে যানাদিকা (দ্র. যিনদীক) বলিয়া সন্দেহ করা হইত। ১৩৯/৭৫৬ (মতান্তরে ১৪২/৭৫৯) সালে অথবা ইহার কিছু পরে তাহার যে অকাল করুণ মৃত্যু ঘটয়াছিল, তাহার পশ্চাতে কোন ধর্মীয় কারণ ছিল না; বরং ব্যক্তিগত আক্রোশ ও রাজনৈতিক কারণে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। ইবনুল-মুকাফফার পৃষ্ঠপোষক ঈসা ইবন আলীর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ভ্রাতৃস্পৃহ আল-মানসুরের খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু খলীফা তাহাকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি লজ্জিত হইয়া ভ্রাতা ঈসা ইবন আলীর কাছে গমন করেন। ঈসা তাহার অপর ভ্রাতা সুলায়মানকে সঙ্গে লইয়া খলীফার দরবারে গমন করেন এবং বিদ্রোহী ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবার সুপারিশ করেন। খলীফা তাঁহাকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হয়। এই চুক্তিপত্র লেখার ভার পড়ে ইবনুল-মুকাফফার উপর। তিনি এমন আবেগময়ী ভাষায় ও অপরিসীম অঙ্গীকার আরোপে শান্তিচুক্তি রচনা করেন যে, খলীফা বিদ্রোহীকে ক্ষমা করার শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং তিনি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইহাতে আল-মানসুরের সন্দেহত্রণ মন বিদেহ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। তিনি এই দাপ্তিক সচিবকে অপসারণের নির্দেশ দেন। বসরার নূতন গভর্নর সুফয়ান ইবন মুআবিয়া আল-মুহাল্লাবী নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ইবনুল-মুকাফফার সঙ্গে তাহার দীর্ঘ দিনের বিরোধ ছিল। তিনি গভর্নরের প্রাসাদে নীত হন এবং তাঁহাকে পীড়ন করিয়া হত্যা করা হয়। ঈসা ইবন আলী ও সুলায়মান তাঁহাদের মাওলার হত্যার প্রতিশোধ দাবি করেন। খলীফা সুফয়ানকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁহাকে পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হাযির করার নির্দেশ দেন। পরে সুফয়ানের সমর্থকদের সুপারিশক্রমে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। ইবনুল-মুকাফফার এক পুত্র মুহাম্মাদ পরবর্তী সময় আল-মানসুরের সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এরিস্টোটলের কিছু কিছু তর্কশাস্ত্রীয় পুস্তক তাহার পুত্র মুহাম্মাদ গ্রীক ও সুরয়ানী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সাধারণত এইগুলি তাহার পিতার নামে আরোপিত হইয়া থাকে।

ইবনুল-মুকাফফা ৩৬ বৎসর বয়সে নিহত হইলেও তিনি অনেক অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলির মাত্র কিয়দংশ বর্তমান রহিয়াছে। ইহারও কোন কোনটি এমন অবস্থায় রহিয়াছে যে, ইহা ইবনুল-মুকাফফার রচনা কি না তাহা অনিশ্চিত। ইবনুল মুকাফফার গদ্য রচনাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ অনুবাদ গ্রন্থ ও মৌলিক রচনা। নিম্নে তাহার অনুবাদ গ্রন্থগুলির বর্ণনা দেওয়া হইলঃ

(১) কালীলা ওয়া দিমনা (দ্র.) : ভারতীয় উপকথার একটি বিখ্যাত সংগ্রহ। ইহা পাহলাবী ভাষার Pancatantra Tantrakh-yayka-এর আরবী অনুবাদ। এই পাণ্ডুলিপিটি প্রথম কিসরা আনোশীর-ওয়ানের শাসনামলে Burzoe-এর মাধ্যমে ভারত হইতে ইরান পৌঁছে। তিনি সংস্কৃত হইতে পাহলাবী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (দ্র. কালীলা ওয়া দিমনা শীর্ষক নিবন্ধ)। অল্প দিনেই ইহার পরিচিতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, ত্রিশটিরও অধিক ভাষায় ইহার অনুবাদ করা হয় (V. Chauvin, Bibliographies des ouvrages arabes ou raltifs aux arabes II, Leipzig 1897); তবে ইবনুল- মুকাফফাকৃত 'আরবী অনুবাদ "কালীলা ওয়া দিমনা" সমধিক প্রসিদ্ধ (বিস্তারিত বিবরণের জন্য কালীলা ও দিমনা দ্র.)।

(২) সিয়াক'ল-মুলুক অথবা সিয়াক' মুলুক'ল-আজাম : ইহা ভারীখ মুলুক'ল-আজামের পূর্ণ অনুবাদ যাহা খুদায়নামা নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়

য়াযদিগিরদের শাসনামলে সরকারের ব্যবহৃত বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে একজন অথবা একাধিক রচয়িতার হাতে লিখিত। খুদায়নামা-এর কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে টিকিয়া নাই; কিন্তু অনারব বাদশাহদের সম্পর্কে আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীতে যে সকল বিবরণ রহিয়াছে, ইহাদের একক ভিত্তিও উপরিউক্ত গ্রন্থ। ফিরদাওসীর শাহনামাও এই শ্রেণীর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, খুদায়নামা-এর আরও কয়েকটি অনুবাদ বর্তমান ছিল; এমনকি শাহনামা-ই ফিরদাওসীর সূত্র ও অপর একটি শাহনামা যাহা আবু মানসুর আবদুর -রাযযাকের সম্মানে গদ্যাকারে সংকলিত হইয়াছিল (ড্র. A. Christensen, Le regne du roi Kowadh I et le communisme Mazdekite, কোপেনহেগেন ১৯২৫ খৃ., পৃ. ২২ প.; ঐ লেখক, L' Iran sous les Sassanides, পৃ. ৪৫ প.; যাবীহুল্লাহ সাফা, হামাসা সারাঈ দার ঈরান, তেহরান ১৩২৪ হি শ., পৃ. ৯৫ প.; উক্ত গ্রন্থাবলীতে অন্যান্য বরাতেরও উল্লেখ রহিয়াছে)।

(৩) কিতাবুর রুসুম বা কিতাবুল-আঈন : আয়ীননামাগ-এর অনুবাদ। ইহাতে সাসানীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং সেই সময়ের আইন-কানুন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অনুবাদটিরও কোন পাণ্ডুলিপির সাক্ষাত পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে (দ্র. A. Christensen, L' Iran, পৃ. ৫৭প.)।

(৪) রিসালা তানসার জ নৈতিক বিষয়ে লিখিত একটি চিঠি, যাহা তানসারের পক্ষ হইতে তাবারিস্তানের শাসকের নিকট লিখিত হইয়াছিল। এই অনুবাদটির একটি ফারসী সারসংক্ষেপ ইস্ফিনদিয়ার রচিত ভারীখ তাবারিস্তান-এ উল্লিখিত রহিয়াছে। I. Darmesteter ইহার সম্পাদনা করেন এবং ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (JA., 1894, পৃ. ১৮৫ প., ৫০২ প.; ড্র. C. A. Storey, Persian Literature, ২য় অধ্যায়, ২খ., পৃ. ২৬০, টীকা ১)। মুহাম্মাদ মীনাবী ইহার প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুকরণে চিঠিটি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিকতর বিস্তৃত Tan-sar's epistle to goshnasp. treating of the Political social and religious Problems of Sassanian Times (A. Christensen, পৃ. স্থা., পৃ. ৫৮ প.)।

(৫) কিতাবুত-তাজ ফী সীরাতি আনোশীরওয়ান, পাহলাবী ভাষা হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইবন কুতায়বা রচিত উয়ুনুল আখবার-এ ইহার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে (দ্র. A. Christensen, পৃ. গ্র., পৃ. ৫৬ প.; যাবীহুল্লাহ সাফা, পৃ. গ্র., পৃ. ৪৫)।

(৬) কিতাব-ই সাগীসরান (=কিতাব-ই সাইদারান সীসতান), আল-মাসউদীর সূত্র হইতে তিনি ইহা বর্ণনা করেন (মুরুজুয যাহাব, সম্পা. B. de Meynard P. de Courteil, প্যারিস ১৮৬৩ খৃ., ২খ., ১১৮)। ইহাতে তুর্কী ও ইরানীদের প্রাচীন যুদ্ধাবলী, সিয়াওশ (سیاوش)-এর মৃত্যু, রুস্তোমের কাহিনী ইত্যাদির বর্ণনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহাতে এমন কিছু বিবরণ রহিয়াছে, যাহা খুদায়নামা-এ পাওয়া যায় না। এইজন্য গ্রন্থটি ইরানীদের খুব পসন্দনীয় ছিল (ড্র. A. Christensen, Les Kayanides, কোপেনহেগেন ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১৪২ প.; যাবীহুল্লাহ সাফা, পৃ. গ্র., পৃ. ৪৩ প.)।

(৭) কিতাবুল বায়কার : ইহার বিষয়বস্তু কিয়ানী বংশের ইতিহাস। আল-মাসউদী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. মুরুজুয যাহাব, পূর্বোক্ত

সংস্করণ, ২খ, ১৪৩; ঐ লেখক, কিজাবুত-তান্বীহ ওয়াল-ইশরাফ, ফরাসী অনু. C. de Vaux, প্যারিস ১৮৯৬ খ., পৃ. ১৩৬; ড. A. Christensen. Les Kayanides, পৃ. ১৪৩ প.)।

(৮) কিতাব মাযদাক : ইহাতে মাযদাকের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি সাসানী শাসনামলে একটি নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা ছিল সমাজতন্ত্রীদের মতবাদের সহিত অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রথম কুবায-এর শাসনকালের সহিত ইহা সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থাবলীতে ইহার বহু উদ্ধৃতির উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. A. Christensen, Le regne du roi kowadh, I, পৃ. ৪৪ প.; ঐ লেখক, L Iran sous les Sassanides, পৃ. ৬৩ ও ৩৩০, হাশিয়া)।

ইবন আবি উসায়বিআ (উয়নুল-আনবা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ৩০৮) ও অন্যান্য রচয়িতা বলেন যে, ইবনুল-মুকাফফা এরিস্টোটেলের রচনাবলী কিতাব কাতীগোরিয়াস (Categories) কিতাব বারীমীনিয়াস ও কিতাব আনালিকা (Analyties) এবং ফারফ্রেবিয়াস-এর ঈসাওজীতে ও পাহ্লাবী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নূতন পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন জাওহারের পরিবর্তে তিনি আয়ন পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, দ্র. মিফতাছল-উলুম, সম্পা. G. Van Vloten, ১৮৯০ খ., পৃ. ১৪৮)। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতের অভিমত এই যে, এই অনুবাদগুলি ইবনুল-মুকাফফা-কৃত নহে, বরং তাহার পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবনুল-মুকাফফা ঐগুলির অনুবাদ করিয়াছেন (ড. C.A. Nallino, Noterelle su Ibn al Muqaffa e suo figlio, in RSO, ১৯ খ. (১৯৩৩-৩৪ খ.), ১৩০ প. Raccolta di scritte editi, inediti, রোম ১৯৪৮ খ., ৬খ, ১৭৫ প.)।

ইবনুল-মুকাফফার রচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, নীতিকথা ও রাজনীতি। তাহা ছাড়া ইবনুল-মুকাফফার কিছু চিঠিপত্র রহিয়াছে, যেগুলিকে তাহার রচনার উত্তম নমুনা হিসাবে গণ্য করা হয়। নিম্নে তাহার রচনাবলীর উল্লেখ করা হইল :

(১) আল-আদাবুস সাগীর, ইহা নীতিকথা সম্বলিত একটি ছোট পুস্তিকা (সম্পা. আহ'মাদ যাকী পাশা, আলেকজান্দ্রিয়া ১৩২৯ হি.; মুহাম্মাদ কুরদ আলী, রাসাইলুল-বুলাগা, ৩য় সংস্করণ, কায়রো ১৩৬৫ হি., পৃ. ৩৪-৩৭)।

(২) আদ-দুরাতুল-য়াতীমা অথবা আল-আদাবুল-কাবীর ফী তাআতি'ল-মুলুক, একটি পুস্তিকা। ইহাতে বাদশাহ ও আমীরদের সঙ্গে মেলামেশা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (আহমাদ যাকী পাশা প্রথমোক্ত নামে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ১৩৩০ হি. এবং মুহাম্মাদ হা'সান নাইল আল-মুরসাফী কায়রো হইতে ১৩০০ হি. প্রকাশ করেন; দ্বিতীয় নামে শাকীর আরসালান কায়রো হইতে ১৯১০ খ. এবং পরে উভয় নামে মুহাম্মাদ কুরদ আলী, রাসাইলুল-বুলাগা গ্রন্থে, পৃ. ৪০-১৬০)। ফরাসী ও জার্মান অনুবাদের জন্য দ্র. Brockelmann, পরি. ১, পৃ. ২৩৫, নং ১।

(৩) রাসাইল, চিঠিপত্রের একটি সংকলন, খেদীবিয়া গ্রন্থাগারে ইহা সংরক্ষিত ছিল মুহাম্মাদ কুরদ আলীর তত্ত্বাবধানে। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে (রাসাইলুল-বুলাগা, পৃ. ১৩৬-৪৪)।

(৪) রিসালাতুস-সাহাবা, এই পুস্তিকায় ইবনুল-মুকাফফা রাজনৈতিক বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আমীরুল মুমিনীন (সম্ভবত আব্বাসী খলীফা আল-মানসূর)-কে কিছু উপদেশ দিয়াছেন। সম্ভবত এই

পুস্তিকাটিকেই আর-রিসালাতুস সি'য়াসিয়া বলা হইয়াছে। মুহাম্মাদ কুরদ আলীর তত্ত্বাবধানে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে (রাসাইলুল-বুলাগা, পৃ. ১১৭-৩৪)। এই পুস্তিকাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্র. S. D. Goitei, A turning point in the History of Muslim State, in Islamic Culture, 32 (১৯৪৯ খ.), পৃ. ১২০-৩৫।

(৫) হিকায়ু ইবনিল-মুকাফফা, এই পুস্তিকায় জ্ঞানগর্ভ ছোট ছোট প্রবচনের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হি. ১৩২৪ সালে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং মুহাম্মাদ কুরদ আলী রচিত রাসাইলুল-বুলাগা গ্রন্থেও ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে (পৃ. সং., পৃ. ১১২-১৬)।

(৬) আল-য়াতীমাতুছ-ছানিয়া, এই পুস্তিকার কিছু অংশ আহ'মাদ ইবন আবি তাহির (মৃ. ৭৮০ হি.) রচিত আল-মানজুম ওয়াল-মানছূ'র-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং ইহা হইতে রাসাইলুল-বুলাগায় মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ১০৮-১১।

(৭) আল-আদাবুল-ওয়াজীয লিল-ওয়ালাদিস-সাগীর, উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তিকা, ইহার মূল 'আরবী পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব নাসীরুদ্দীন তুসী ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডুলিপি জন্য দ্র. Brockelmann, Suppl. . ১খ, ২৩৬; কিতাব খানা-ই কোপক্লু, ইস্তাম্বুল, নং ১৫৮৯, পত্রক ২৬১খ-২৭১খ, একটি উত্তম পাণ্ডুলিপি, ইহা ৭৫০ হি. সালে লিখিত। বাহ্যত ইবনুল-মুকাফফা এই পুস্তিকাটি স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিটি শ্লোক এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা শুরু করা হইয়াছে, যাহার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় : 'হে পুত্র! যে সকল গুণ অর্জনের জন্য তিনি তাহার পুত্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নরূপঃ কৃতজ্ঞতা, কর্মমুখী হওয়া, সত্যবাদিতার উপর সুদৃঢ় থাকা— যদিও তাহাতে ক্ষতির আশংকা দেখা যায়, সদালাপ, ধৈর্য, চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী হইতে দূরে থাকা, স্বৈর্য, গাভীর্য ইত্যাদি।

কথিত আছে, ইবনুল-মুকাফফা উপরিউক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও কুরআনের মুকাবিলায় "আল-মুআরিদাতুল-লিল-কুরআন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একজন যায়দী ইমাম আল-কাসিম ইবন ইব্রাহীম (মৃ. ২৪৬/৮৬০) উহার জওয়াবে "আর-রাদু আলায-যিনদীকিল-লাসিন ইবনিল-মুকাফফা" নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি M. Guidi প্রকাশ করিয়াছেন La Lottava I islame il manicheismo, un libro di Ibn-al-Muqaffa Contro corano Confutato da al-Q-b-I, রোম ১৯২৭ খ., ড. C. A. Nallino, Noterella su I. M. e. suo figlio, in RSO, ১৯৩৩, ১৯৩৪ খ., ১৪খ, ১৩০ প.; G. Vajda, in JA., ১৯৩৬ খ., ২৮৮খ, ৩৪৯প.।

কিন্তু বর্ণনাটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত আল-কাসিম ইবন ইব্রাহীমের রচিত গ্রন্থটির যথার্থতা সম্পর্কে সমকালীন কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত, উক্ত বর্ণনাটিকে সঠিক বলিয়া ধরা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে, ইবনুল-মুকাফফা স্বীয় পুত্রকে আত্মার বিশুদ্ধতা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে ইহার উপর আমল করেন নাই। ইহাতে তাহার সকল উপদেশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কোন কোন লেখক তাহাকে যিনদীক বলিয়াছেন (দ্র. যথা আস-সায়্যিদ আল-মুরতাদা, আল-আমালী, কায়রো ১৯০৭ খ., ১খ, ৯৩ প.; ইহারই অনুলিপি

আবদুল-কাদির আল-বাগ-দাদী, খিয়ানা তুল-আদাব, কায়রো ১২৯৯ হি., ৩খ, ২০৯ প.; আল-বীরুনী, মা লিল-হিনদ, সম্পা. E. Sachau, লন্ডন ১৮৮৭ খ., পৃ. ১৩২; আল-বাকিল্লানী, ই'জায়ুল-কু'রআন, কায়রো ১৩৪৯ হি., পৃ. ২৫ প.)। কিন্তু এই দাবিটি বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই যে, ইবনুল-মুকাফফা স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তা-ভাবনার কারণে স্বীয় রচনাবলীতে এমন মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা অনুধাবন করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা তাহার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। ইহা একটি চিন্তার বিষয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহার ফল সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি যদি “আল-মাআরিদাতু লিল-কু'রআন”-এর ন্যায় কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা হইলে বস্কার গভর্নর সুফয়ান ইবন মুআবিয়ার ন্যায় দুষমনের জন্য তাহাকে হত্যা করার আর কোন কারণ খুঁজিতে হইত না এবং খলীফা তাহাকে হত্যার জন্য তিরস্কার করিতেন না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবনুল-মুকাফফা কু'রআনের বিপরীতে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তবে ইহা সম্ভব যে, ইবনুল-মুকাফফার খ্যাতি সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি উক্ত নামের একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন এবং আল-কাসিম ইবন ইব্রাহীম ইহার জওয়াবে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, ইবনুল-মুকাফফা তাহার স্বল্প পরিসর জীবনে বিভিন্ন অনুবাদ ও জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর মাধ্যমে ‘আরবী গদ্য সাহিত্যকে প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার প্রচেষ্টায় ‘আরবী ভাষায় বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিতে থাকে। তাহার অনুবাদ ও রচনা পরবর্তী কালেও এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহাকে আধুনিক ‘আরবী সাহিত্যের উদগাতাদের মধ্যে গণ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া : (১) আল-বালায়ুরী, আনসবুল-আশরাফ, শাহীদ আলী পাশা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (ইস্তাবুল), নং ৫৯৭ ক-৩২০ক; (২) আল-জাহ্‌শিয়ারী, কিতাবুল-ওয়াযারা ওয়াল-কুতাব, H. Von Mzik-কৃত ফটো সংস্করণ, লাইপসিগ ১৯২৬ খ., তাহা ছাড়া মুসতাফা আস-সাক্বা সংস্করণ, কায়রো ১৩৫৭ হি., পৃ. ৭৯ প., ১০৩-১১০; (৩) ইবনুল-মাদীম, কিতাবুল-ফিহরিস্ত, Flugel ed., ১খ, ১১৮; (৪) আল-আগানী, প্রথম সংস্করণ, ১২খ, ৮১, ১৩ খ, ১৩২; ১৬খ, ১৪৮; ১৮খ, ৭৬, ২০০; (৫) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফয়াতুল-আয়ান, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ., ১৮৭ প. (মানসূ'র হাল্লাজের অবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনায়); (৬) ইবনুল-কিফতী, আখবারুল-উলামা, কায়রো ১৩৫৫ হি., ১খ, ৯৯-১৭৯; (৭) S. de Sacy, Calila et Dimna, প্যারিস ১৮১৬ খ., পৃ. ১০ প.; (৮) Brockelmann, Arabe, ১খ, ১৫১ প. ও Suppl. ১খ, ২৩৩ প.; (৯) Cl. Huart, Litterature, পৃ. ২২১১; (১০) JA. ক্রমিক ১০, ১৭ খ, ৫৫৪; (১১) যাকী মুবারাক, La prose arabe, প্যারিস ১৯৩১ খ., পৃ. ৪৯ প.; (১২) আবদুল জালীল, Breve histoire de la Litterature arabe, প্যারিস ১৯৪৭ খ., পৃ. ১০৭ প.; (১৩) F. Gabrieli, Lopera di Ibn al-Muqaffa, in RSO, ১৩খ. (১৯৩১-৩৪ খ.), পৃ. ১৯৭-২৪৭; (১৪) P. Kraus, Zu Ibn-al Muqaffa, in RSO, ১৯৩৪ খ., ১৪খ, ১-২০; (১৫) Ch. Pellat, La milieu Basrien et la formation de Gahiz, প্যারিস ১৯৫৩ খ., নির্ঘণ্ট; (১৬)

Dominique Sourdel, La Gographie d Ibn al maqafa dapes les sources anciennes arabica, ১খ. (১৯৫৪ খ.), ৩০৬-৩২৩ (এই নিবন্ধে ইবনুল মুকাফফা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা রহিয়াছে); (১৭) E.I.২, ৩খ., ৮৮৩-৫।

আহ-মাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল মুকাফফা (ابن المقفع) : উশমুনায়ন-এর বিশপ Severus-এর আরবী নাম। মঠবাসী হইবার পূর্বে তাহার নাম ছিল আবুল বিশর। তাহাকে কেন ইবনুল-মুকাফফা (খঞ্জের পুত্র) নামে ডাকা হইত তাহা অজ্ঞাত। তিনি ঈসা (আ)-এর প্রকৃতির একত্বের প্রবক্তা ছিলেন এবং কপটিক প্যাট্রিয়ার্ক ফিলোথিয়স (Patriarch Philotheos, ৯৭৯-১০০৩ খ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তাহার জীবনী সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায় যে, ফাতিমী খলীফা আল মুইযা তাহাকে ধর্মীয় ব্যাপারে কাষীদের সঙ্গে বিতর্কের অনুমতি দিয়াছিলেন (Huart, Hist. des Arabes, 1, 344)। যে সকল গির্জাধিপতি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্যাট্রিয়ার্কের পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ইতিহাস রচনা করেন। Abbe Renudot স্বীয় সঙ্কলন (Historia Patriacha-rum Alexandrinorum Jacobitarum, প্যারিস ১৭১৩ খ.)-এর রচনায় উক্ত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হামবুর্গ মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (নং ১২৬৬)। এই পাণ্ডুলিপিটি সাধারণত প্রাপ্য মূল পাঠের পাণ্ডুলিপিগুলি অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু ইহাতে কেবল প্রথম খণ্ড রহিয়াছে এবং সেন্ট মার্ক হইতে শুরু করিয়া প্রথম Michael-1 পর্যন্ত ইহার আলোচনা শেষ হইয়াছে। Chr. F. Seybold ইহার মূল পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন (Veroffentlichungen aus der Hamburger Stadtbibliothek, ৩খ, ১৯১৩ খ.; Brockelmann Katal. d. orient. Hss. der Stadtbibl. Zu Hamburg, I, xlii 160 f.; A v. gutschmid, Kleine Schriften, ii, 511)। Seybold ইহার মূল পাঠের একটি সংস্করণ Corpus Script Chistian Orientalium (Script. arabici, ক্রমিক-৩, ৯খ, ১ম ও ২য় অধ্যায়, প্যারিস-লাইপসিগ ১৯০৪-১৯১০ খ.)-এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে Evetts, Patrologia Orientalis- এ (১ম খণ্ড, ২য় ও ৪র্থ অধ্যায়; History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria) ইহা প্রকাশ করেন। প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং ৩৩০-এ ঊনপঞ্চাশতম প্যাট্রিয়ার্ক দ্বিতীয় মার্ক ৭৯৯-৮১৯ (খ.) হইতে Sanuthios (১০৩২-১০৪৬ খ.) পর্যন্ত প্যাট্রিয়ার্কদের তালিকা ক্রমানুসারে সাজান হইয়াছে। ইবনুল-মুকাফফাই প্রথম কপটিক খৃষ্টান, যিনি খৃষ্ট ধর্মীয় সাহিত্যে ‘আরবী ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদের “প্রথম চারি পরিষদের ইতিহাস” L. Leroy S. Grebaut ‘আরবী, হাবশী ও ফরাসী ভাষায় R. Graffin F. Nau-এর রচিত Patrologia Orientalis- এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি একই, এই বিশ্বাসের সমর্থনে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। তাহার অপর একটি রচনার পাণ্ডুলিপিও প্যারিস ও জ্যাটিকানে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, Gesch. der Christl. Literaturen des Orients, Leipzig 1907, p. 71; (২)

G. Christlicherarabische Literatur, Graf, Die Freiburg in Breisgau, 1905, p. 42-46; (৩) Baumstark, Die christl. Literaturen des Orients (Sammlung Goschen 1911), ii, ll, 24,31-32, 55; দা. মা. ই., ১খ, ৭০২-৩।

CL. Huart (E.I.²) এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ডুগ্রা

ইবনুল-মুজাবির (ابن الماور) : জামালু (নাজমুদ্দীন আবুল-ফাতহু যুসুফ ইবন যাকুব ইবন মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী আদ-দিমাশ্কী, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ 'আরবের ভূগোল, ইতিহাস ও রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রধান উৎস গ্রন্থ তারীখুল-মুসতাবসির (বা মুসতানসির)-এর প্রণেতা হিসাবে বিখ্যাত।

পারসিক বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত দামিশকের অধিবাসী যুসুফ ইবন যাকুব ৬০১/১২০৪-৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৯০/১২৯১ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে যে যৎসামান্য উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতে তাহার কর্মজীবন সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়।

তারীখুল-মুসতাবসির প্রণেতা আমাদের উৎসূকা নিবারণের জন্য তাহার নিজের সম্পর্কে বেশী কিছু বলেন নাই। তিনি ৬১৮ হিজরীতে ভারতে ছিলেন, কিন্তু কিভাবে তিনি সেখানে আসিলেন অথবা সেখানে তিনি কি করিতেন, ইহার কোন কিছুই তিনি বলেন নাই। ৬১৮/১২২২ সালের শেষদিকে তিনি ভারত হইতে জাহাজযোগে এডেন গমন করেন। তিনি হি. ৬১৯, ৬২৪ ও ৬২৬ সালে অন্তত তিনবার যাবীদ পরিভ্রমণ করেন; তিনি হি. ৬২১ সালে মক্কায় ছিলেন এবং একই বৎসর বিবি হাওয়ার সমাধি ধ্বংসের পূর্বে ও পরে জিদ্দাতেও ছিলেন। য়ামানের গুলাফিকা বন্দরেও গমন করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে তিনি 'আরবের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা কোথাও উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় সর্বশেষ তারিখ যুল-হিজ্জা ৬২৬/১২২৯ উল্লিখিত হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে বুঝা যায় গ্রন্থটির রচনা উহার বেশী দিন পরে হয় নাই।

গ্রন্থটির প্রণেতা হিসাবে যুসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল-মুজাবির আদ-দিমাশকীর সাধারণভাবে স্বীকৃত পরিচিতিই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইত। কিন্তু O. Lofgren-এর সংস্করণের (১৯৫১-৪ খৃ.) ২৫২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত একটি মাত্র বাক্যের কারণে তাহা সন্দেহ হয় নাই। বাক্যটিতে লেখক নিজের পরিচয় এইরূপে দান করিয়াছেন, "আমার পিতা মুহাম্মাদ ইবন মাসউদ ইবন 'আলী ইবন আহমাদ ইবনুল-মুজাবির আল-বাগদাদী আন নায়সাবুরী।" আলোচ্য সংস্করণটি প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে মুহাম্মাদ জাওয়াদ গ্রন্থটির প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি গ্রন্থটির লেখক হিসাবে যুসুফ ইবন যাকুবকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। জাওয়াদ আরও লিখিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন যে, এইরূপ একটি গ্রন্থ এক ব্যক্তি তাহার বিশ-পচিশ বৎসর বয়সের সময় লিখিয়া থাকিবেন, যিনি তাহার অবশিষ্ট ষাট বৎসরের জীবনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর কিছুই লিখেন নাই। জাওয়াদের অনুরূপ আপত্তির মুখে আরও উল্লেখ করা যায় যে, ইবনুল-ইমাদ যুসুফ ইবন যাকুবের মৃত্যুতে এক শোকবাণীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাগদাদের ইতিহাসে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু 'আরবের ইতিহাসে তাহার অনুরূপ কোন আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন নাই। ইবন তাগরীবিরদী যুসুফ

ইবন যাকুবকে কেবল একজন হাদীছ বর্ণনাকারীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবু (বাবা) মাখরামা মৃ. ৯৪৭/১৫৪০)-এর দক্ষিণ 'আরবের উপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তকও Lofgren সম্পাদনা করিয়াছেন। এই আবু মাখরামা বহুবার তারীখুল-মুসতাবসিরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একবারও উহার প্রণেতারূপে ইবনুল-মুজাবিরের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি সাধারণত "আল-মুসতাবসির তাঁহার ইতিহাসে" এই বলিয়া গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছেন। আবু মাখরামা আল-জানাদী (মৃ. ৭৩২/১৩৩২) ও আল-আহদাল (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) রচিত এবং Lofgren সম্পাদিত ২৬০ পৃষ্ঠার দক্ষিণ 'আরবের জীবন চরিতসমূহের কোথাও ইবনুল-মুজাবিরের জীবন সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ নাই।

গ্রন্থটির নাম তারীখুল-মুসতাবসির হইলেও ইহা ততটা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ নহে যতটা সফরসূচীর বিবরণ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন শহর ও উপজাতি এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। ইহাতে 'আরবের পরবর্তী আয়ুর্বি, য়ামানের প্রাথমিক রাসূলী ও লেখকের এই এলাকায় গমনের পূর্বক্ষণে মক্কায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী কাতাদী শারীফদের সম্পর্কে কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিভিন্ন শহরের মধ্যকার গমনপথ ও ফারসাখ হিসাবে প্রতিটি পর্যায়ের দৈর্ঘ্য বর্ণনায় অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। ভৌগোলিক বর্ণনায় উত্তরে মদীনার চতুর্পার্শ্বস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে শুরু করা হইয়াছে, কিন্তু মহানবী (স)-এর এই শহরটি সম্পর্কে উহাতে আদৌ কোন বর্ণনা স্থান পায় নাই। জিদ্দা, যাবীদ ও এডেনের বিবরণ বিশেষভাবে বিস্তারিত এবং ঐ তিনটি শহরের সুবিন্যস্ত মানচিত্র ও অন্যান্য অনেক স্থানের অনুরূপ মানচিত্রও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। উমান উপসাগর তীরবর্তী কালহাত, মুসকাত ও সুহার পর্যন্ত বিস্তৃত আরবের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা সম্পর্কে অন্যান্য অনেক 'আরব ভূগোলবিদের তুলনায় অনেক ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। পারস্য উপসাগরীয় এলাকার একমাত্র যে স্থানটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা হইল কায়স (কীশ) দ্বীপ। গ্রন্থটির সর্বশেষে রহিয়াছে আল-বাহরায়নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ। সেখানে তখন ৩৬০টি গ্রাম ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রামগুলির একটি ব্যতীত সব কয়টিতেই ইমামী (দ্বাদশ শীর্ষ) সম্প্রদায়ের বাস ছিল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে ৩৬০টি গ্রাম স্পষ্টতই অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থটিতে ইসলামী দল-উপদল, বিবাহপ্রথা, দাসপ্রথা, ওজন ও পরিমাপ, মুদ্রা, বস্ত্র, মদ্য, কৃষি, জাহাজ চলাচল ও শুদ্ধ সম্পর্কে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। হিন্দু বানর দেবতা ছনুমান সংক্রান্ত লোককাহিনীর উল্লেখ থাকায় এডনকে শ্রীলঙ্কার স্থানে কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সন্দেহ নাই কোন কোন গল্প দারুণভাবে অবিশ্বাস্য, কিন্তু অনেক গল্পেই বিশুদ্ধতার ছাপ বর্তমান। লেখক তাহার অনেক তথ্য স্থানীয়ভাবে বেদুঈন ও শহরবাসী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী লেখকগণের লেখা হইতে তিনি প্রচুর তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন মক্কার ঐতিহাসিক আল-ফাকিহী, যাবীদের ঐতিহাসিক উমারা ও ভূগোলবিদ ইবন হাওকাল। কখনও কখনও স্বীকৃতি ব্যতীতই ইহাদেরকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তারীখুল-মুসতাবসির-এর লেখক স্পষ্টতই পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতেন। কিন্তু 'আরব উপদ্বীপের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতা বাস্তবিকই সীমাহীন, যেরূপ এডেনের এক যাহুদী

স্বর্ণকারের নিকট শোনা একটি কাহিনীর বারবার উল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত কাহিনী অনুযায়ী হিজায়ের ঠিক পারপরই 'শনিবার নদী, (নাহরুস-সাবত) নামে একটি নদী ছিল নদীটি বালুকাময় এবং সপ্তাহে মাত্র একদিন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। নদীর অপর পারে দশ কোটি য়াহুদীর বাস ছিল, যাহারা সকলেই মহানবী (স)-এর আমলে খায়বার ও ওয়াদিল-কুরা হইতে আগত য়াহুদীদের বংশধর। লেখক অর্ধডজন স্থানে স্বপ্ন যোগেপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ধরনের তথ্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (তিনি তাঁহার স্বপ্নের তারিখ বর্ণনায় যতখানি সুনির্দিষ্ট, গ্রন্থটির প্রায় অন্য যে কোন বিষয়ের তারিখ বর্ণনায় ততখানি সুনির্দিষ্ট নহেন)। লেখক 'আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত তাহার বিভিন্ন কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবি হিসাবে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রন্থটি প্রথম A. Sprenger কর্তৃক পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে আনীত হয়। তিনি 'আরবের বিভিন্ন পথের বর্ণনাকালে ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করেন। F. Hunter তাঁহার এডেন সম্পর্কিত পুস্তকে তারীখুল-মুসতাবসির-এর এক দীর্ঘ অংশের S. B. Miles-কৃত অনুবাদ সংযোজিত করিয়াছেন। C. de Landberg ফারসী অনুবাদসহ মূল 'আরবী গ্রন্থের অনেক অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। G. Ferrand এডেন সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যের ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। Logren সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সম্পাদনার পূর্বে এডেন সম্পর্কে লিখিত অংশ তাঁহার Arabische Texte (১৯৩৬ খৃ.)-এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিস্তৃত টীকার কারণে উহার অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা এখনও প্রয়োজন।

তারীখুল-মুসতাবসির-এর প্রণেতারূপে উপরে উল্লিখিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ইবনুল-মুজাবির নামের একমাত্র ব্যক্তি নহেন। এই নামের অপর একজন হইলেন নাজমুদ্দীন আবুল-ফাত্তহ য়ুসুফ ইবনুল-হুসায়ন ইবনিল-মুজাবির আশ-শীরাযী। তাঁহার পিতা শীরায হইতে দামিশক আসিয়াছিলেন। দামিশকে ছেলেদের শিক্ষক হিসাবে য়ুসুফ সালাহুদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। সালাহুদ্দীন তাঁহাকে তাঁহার পুত্র আল-আযীয 'উছমানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। আল-আযীয যখন মিসরের অধিপতি হন তখন য়ুসুফকে তাঁহার উযীর নিযুক্ত করেন। এই য়ুসুফ হিজরী ৬০১ সালে, যে বৎসর য়ুসুফ ইবন য়াকুব ইবনিল-মুজাবিরের জন্ম হয়, ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, দামিশকের বানুল মুজাবির পরিবারের নামকরণ তাহাদের এক পূর্বপুরুষের কারণে হইয়াছে, যিনি সিরীয় রাজধানীর পার্থিব স্বর্ণ অপেক্ষা মক্কায় (আল-মুজাওয়রা) বাস করিতে পসন্দ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী : Brockelmann, I, 482 (634), SI, 883; (২) A. Sprenger, Die Post-und Reiserouten des Orients, লাইপসিগ ১৮৬৪; (৩) F. Hunter, An account of the British settlement of Aden in Arabia, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ.; (৪) C. de Landberg, Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale, লাইডেন ১৯০১-১৩ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Glossaire Datinois, লাইডেন ১৯২০-৪২ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Arabica, ৪-৫খ., লাইডেন, ১৮৯৭-৯৮ খৃ.; (৭) G. Ferrand, in JA, ser. xi, t. xiii (1919 খৃ.) ৪৭১-৮৩; (৮) O. Lofgren, Arabische Texte zur kenntnis der Stadt Aden im Mittelalter, = তারীখ খাগরু-আদান (আবু মাখরামা, ইবনুল-মুজাবির, আল-জানাদী ও আল-আহদাল), Uppsala

১৯৩৬-৫০ খৃ.; (৯) ম. জাওয়াদ, in REI, ১২খ. (১৯৩৮ খৃ.), ২৮৬; (১০) O. Lofgren, সম্পা. Ibn al- Mugawir, Dscriptio Arabiae Meridionalis তারীখুল মুসতাবসির, লাইডেন ১৯৫১-৫ খৃ.; (১১) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাত, ৫খ, ৪১৭; (১২) ইবন তাগরীবিরদী, কায়রো, ৮খ, ৩৩; (১৩) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (য়ুসুফ ইবনুল-হুসায়ন ইবনিল-মুজাবির ও য়ুসুফ ইবন য়াকুব ইবনিল-মুজাবির), কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ৯খ, ৩০১-২ ও ৩৪১।

G. Rentz (E.I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

ইবনুল-মুতায্য (ابن المعتز) : আবুল-আব্বাস আবদুল্লাহ (২৪৭-২৯৬/৮৬১-৯০৮), 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতায্য-এর পুত্র এবং 'আরবের অতি প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক। তিনি আবুল-আব্বাস আল-মুবাররাদ, ছা'লাব ও তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধভাষী বেদুঈনদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ও সংস্রব ছিল। স্বীয় চাচাত ভাই খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর দরবারে যদিও তাহার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান ছিল, তবুও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকের সাহচর্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। আল-মুকতাকীর মৃত্যুর পর যখন আল-মুক'তাদির খলীফা হইলেন, তখন তাহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন অমাত্যগণ ইবনুল-মু'তায্যকে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করিয়া মুক'তাদিরকে পদচ্যুত করিলেন (২০ অথবা ২৩ রাবীউল-আওয়াল, ২৯৬ হি.) এবং তাঁহাকে খলীফা ঘোষণা করিলেন। তিনি শুধু একদিনের জন্য খলীফা ছিলেন। একদিন পর তিনি একজন মণিকার (ইবনুল হাঙ্গাসাস)-এর বাড়ীতে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। সেই স্থান হইতে তিনি বন্দী হন এবং মুনিস নামক একজন চাকর তাহাকে স্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে (২ রাবীউল-ছানী, ২৯৬/২৯ ডিসেম্বর, ৯০৮)।

এই দুঃখজনক ঘটনার পূর্বে কতিপয় পুস্তক রচনা করার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। পুস্তকগুলির নাম I. Kratschkovsky লিখিত একটি প্রবন্ধে Une liste des oeuvres d' Ibn al Mutazz, in Rocznik Orientalistyczny, ১৯২৭ খৃ., ৩খ, ২৫৫-২৬৮ শিরো, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সাহিত্যের বিবেচনায় ইবনুল-মুতায্য-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা হইতেছে তাঁহার দীওয়ান। আবু বাকুর মুহাম্মাদ য়াহয়া আস-সুলী (মৃ. ৩৩৫/৯৪৬) সর্বপ্রথম উহার বিন্যাস ও গ্রহণা করেন। আস-সুলী তাঁহার কবিতাগুলিকে বিষয় ভিত্তিক বিশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রতিটি অংশে কবিতার অন্ত্যমিল 'আরবী বর্ণমালা অনুসারে বিন্যস্ত করিয়াছেন। অতঃপর আরও কয়েক ব্যক্তি তাঁহার কবিতাগুলি ভিন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করিয়াছেন। B. Lewin, Der Diwan des Abdallah Ibn al-Mutazz শিরো, যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখন সংরক্ষিত আছে, ৪খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ., ৩খ, ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ., (Bibliotheca Islamica 17 d. c.)। ইবনুল-মুতায্য-এর এই দুইটি কাব্য গ্রন্থের অধ্যায়গুলি معانيات طرديات اوصاف مرثى و مرثى و مرثى এবং شراب مرثى و مرثى و مرثى (যথাক্রমে মদ্য, ভর্ৎসনা, শিকার, প্রশংসা, শোকগাতা ও সংসারে অনাসক্তি) শিরোনামে বিভক্ত।

ইবনুল-মুতায্য 'আরবী কবিতা ও সাহিত্যে স্বীয় যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম তাবাকাতু'শ-

সুআরাইল মুহ-দাহীন যাহা 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অতীত গুরুত্বপূর্ণ। ১২৮৫ হি. সনে হস্তলিখিত একমাত্র পরিপূর্ণ তেহরানে রক্ষিত কপির ভিত্তিতে ইকবাল 'আব্বাস একটি ফটো অফসেট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার শিরোনাম The Tabqa-al-Shuara al-Muhdatin of Ibn al-mutazz, London 1939 A. D., in QMNS, ১৩খ.। ঐ পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত কপি Escural- এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (দ্র. উল্লিখিত সং, ভূমিকা, পৃ. ২৪), কিন্তু এই কিতাব সাকুল্যে ইবনুল-মুতায়্য-এর রচিত নহে।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবনুল-মুতায়্য-এর আরেকটি গ্রন্থ কিতাবুল-বাদায়ি, যাহা Escural- গ্রন্থাগারে রক্ষিত একমাত্র কপির ভিত্তিতে I. Kratschkovsky প্রকাশ করিয়াছেন (GMS, ১০খ, লন্ডন ১৯৩৫ খৃ.)। উক্ত গ্রন্থে সাহিত্যিক সৌকর্য (صنائع ادبي) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহা সর্বপ্রথম গ্রন্থ, যাহা ইসলামী সাহিত্যে ও বিষয়ে রচিত হইয়াছে। বাহ্যত মনে হয় যে, এই বিদ্যা بدیع ও ইহার পরিভাষা ইবনুল-মুতায়্য-এর সৃষ্টি। কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, তিনি এই বিদ্যার উদ্ভাবক নহেন, বরং তিনি সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিষয়গুলিকে একত্র করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাহার লেখনী চালনার কারণ পুরাতন ও নূতন কাব্যের আলোচনা। কেননা ইবনুল-মুতায়্য-এর সমকালে অভিজ্ঞ সমালোচকগণ সাহিত্যিক সৌকর্যের ভিত্তিতে আধুনিক কবিতার বিরূপ সমালোচনা করিতেন। ইবনুল-মুতায়্য আধুনিক কবিগণের সমর্থনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তিনিও আধুনিক কবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যেই নৈপুণ্যকে 'বাদী' (অভিনব) বলা হয়, উহা অতীত কাল হইতেই বড় বড় 'আরবী কবির কবিতায়, এমনকি কুরআন মাজীদ ও রাসুলুল্লাহ (স)-এর হাদীছে ও পাওয়া যায়।

ইবনুল-মুতায়্য-এর অন্যান্য রচনার জন্য দ্র. J. Kratschkovsky-এর পৃ. প্রবন্ধ; Brockelmann, দ্বিতীয় সং., ১খ, ৭৯, ৮০-এর পরিশিষ্ট, ১খ, ১২৯-১৩০।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস-সুলী, আশ'আরু আওলাদি'ল খুলাফা ওয়া আখবারুহুম মিন কিতাবিল-আওরাক (اشعار اولاد الخلفاء), সং. J. Heyworth Dunne, কায়রো-লন্ডন ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১০৭-২৯৬ (শুধু তাহার কবিতা ও গদ্যের নমুনা সম্বলিত); (২) আল-খাতীব, তারীখ বাগ'দাদ, ১০খ, ৯৫-১০১; (৩) কিতাবুল আগ'ানী, ৯খ, ১৪০ পৃ.; (৪) ফাওয়াতুল-ওয়াকফায়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ১খ, ৩০৮ পৃ.; (৫) আত-তাবারী, তারীখ, সম্পা. de Geoye, ৩খ, ২২৮১ পৃ.; (৬) Otto Loth, Leben und werke des Abdullah Ibn al-Mutazz, Leipzig ১৮৮২ খৃ.; (৭) C. Lang, Mutadid als Prinz und Regent, in ZDMG, ৪০ খ, ৫৬৩ পৃ.; (৮) E.I.2, ৩খ., ৮৯২-৩; (৯) হাজ্জী খালীফা, কাশফ, ইস্তাবুল ১৯৫১ খৃ., ৫খ, ৪৪৩।

আহমাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/আ. ন. ম. রফীকুর রহমান

ইবনুল-মুদাক্বির (ابن المدبر) : ৩য়/৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাররা, মিসর ও সিরিয়ায় আবু'দ হাসান আহ'মাদ ও আবু ইসহাক (আবু যুসর) ইবরাহীম ইবন মুহ'মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনিল-মুদাক্বির নামক ভ্রাতৃত্ব উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, রাজকর্মচারী, সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই পরিবার পারস্য বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। ভ্রাতৃত্বের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ সেই সম্পর্কে কিছু উল্লিখিত নাই।

(১) আবু'ল-হাসান (মৃ. ২৭০/৮৮৩ বা ২৭১/৮৮৪), খলীফা আল-ওয়ালিদ (২২৭/৮৪২-২৩২/৮৪৭)-এর শাসনামলে দীওয়ানুল জায়শ পরিচালনা করেন। আল-মুতাওয়ালিদ (২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১)-এর শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি সাতটি দীওয়ানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সম্ভবত অনেকটা উপ-উযীরের মত। আল-মুতাওয়ালিদ তাঁহাকে কবির সম্মান দিতেন। এইভাবে আবু'ল-হাসান আহমাদ একজন প্রভাবশালী রাজসভাসদে পরিণত হন। ২৪০/৮৫৪ সালে সন্দেহপ্রবণ উযীর উবায়দুল্লাহ ইবন খাকান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই তিনি দামিশকে ও উরদুন (জর্দান)-এর রাজস্ব পরিচালক (عامل الخراج) নিযুক্ত হন এবং দামিশকে' চলিয়া যান (ঐ নগরীর প্রশস্তিমূলক তাহার রচিত একটি কবিতার বন্দৌলতে, যাকুত, ৩খ, ২৪৩)। ২৪৭/৮৬১ সালে তিনি মিসরে ঐ একই পদ গ্রহণ করেন। গোখাদ্য (المعاري) এবং কটিক সোভার একচেটিয়া ব্যবসায়ের মতন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নূতন কর (مكوس) আরোপ করেন (C.H. Becker, Beitrage, পৃ. ১৪৪; ভূ. প.; A. Grohmann, Apercu..., পৃ. ৭৪., প্যাপিরাস-এর পাতায় লিখিত প্রমাণসমূহ আলোচনা করত)। এইভাবে তিনি বহু শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত অর্থ পরিচালক হিসাবে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালে মিসরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি। রামাদান ২৫৪/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৮৬৮ সালে যখন আহ'মাদ ইবন তুলুন নবনিযুক্ত গভর্নর হিসাবে আল-ফুসতাত-এ প্রবেশ করেন, আহ'মাদ ইবনুল মুদাক্বির উৎকোচ হিসাবে মূল্যবান উপহারাদি দিয়া তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। কারণ ইবন তুলুন সেইগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে যেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় মিসরে ও সামাররার রাজদরবারে তাহা পরিণতি লাভ করে। এই বিরোধে আহ'মাদ ইবন তুলুন বিজয়ী হন। তিনি আহ'মাদ ইবনুল-মুদাক্বিরকে গদিচ্যুত করিয়া তাহাকে বন্দী করিতে এবং তাহার ধন-সম্পদ বাজেয়াফত করিতে সমর্থ হন। ২৫৮/৮৭২ সালের শেষভাগে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং দামিশকে, উরদু ও ফিলিস্তীন-এর অর্থ পরিচালক হিসাবে আবার সিরিয়াতে বদলি করা হয়। আহ'মাদ ইবন তুলুন কর্তৃক দামিশকে' অধিকারের অল্পকাল পরেই আবার ইবনুল-মুদাক্বিরকে প্রেফতার করা হয় (ইবন আসাকির, ২খ, ৬২) এবং বিচারে তাহাকে ৬,০০,০০০ দিরহাম জরিমানা (مصارفة) দিতে বলা হয়। তাহাকে মিসরে প্রেরণ করা হয় এবং আমৃত্যু কারারুদ্ধ রাখা হয়। ফিহরিস্ত অনুযায়ী আহ'মাদ ইবনুল মুদাক্বির বাহ্যত বিলুপ্ত কিতাবুল-মুজালাসা ওয়াল-মুযাকারা (كتاب المجالسة والمذاكرة)-এর রচয়িতা ছিলেন। তাহার রচিত কিছু কবিতা এবং তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান আগ'ানী, যুরুজ, তারীখ দিমাশক প্রভৃতি গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।

(২) আবু ইসহাক (আবু যুসর) ইবরাহীম (মৃ. শাওয়াল ২৭৯/ডিসেম্বর ৮৯২-জানুয়ারী ৮৯৩) ছিলেন খলীফা আল-মুতাওয়ালিদ-এর অনুগ্রহভাজন এবং তাহার ফর্তিবাজ সঙ্গীদের (ندماء) মধ্যে একজন। সেই সূত্রে তিনি খলীফার উপর ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ২৪০/৮৫৫ সালের দিকে উযীর উবায়দুল্লাহ ইবন খাকান তাঁহাকে সম্ভবত তদীয় ভ্রাতা আহমাদসহ অপসারিত করেন। ইবরাহীমকে কারাগারে নিক্ষেপ

করা হয় এবং তিনি পরবর্তী বৎসরগুলি সেইখানেই অভিযাত্রিত করেন। কোন সময় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় তাহা জানা যায় নাই।-কিছুকাল পর তাঁহাকে আহওয়াস প্রদেশের কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয়। সম্ভবত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি বিদ্রোহী যানজ (২৫৫/৮৬৮- ২৭০/৮৮৩)-এর সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া বসরায় আনা হয় এবং সেইখানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কারাগারের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। আল-মাসউদী, মুরূজ, ৮খ, ১৩ ও ইবন খাল্লিকান, পৃ. ৬১৫, অনু. de Slane, ৩খ., ৫৬-৭ এই সকল সূত্রে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ২৬৯/৮৮২ সালে তিনি খলীফা আল-মু'তামিদ (২৫৬/৮৭০-২৭৯/৮৯২)-কে সিরিয়া সফরে সঙ্গদান করেন এবং অল্প কিছু কালের জন্য তাঁহার উযীরদের মধ্যে একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভূমি প্রশাসন বিভাগ (ديوان الضياع)-এর পরিচালক হিসাবে ইনতিকাল করেন। ইবরাহীম ইবনুল-মুদাব্বির সম্ভবত আল-আযরা ফী মাওয়াযীনি'ল-বালাগা ওয়া আদাওয়াতি'ল-কিতাবা (العذراء فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة) নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা প্রশাসন ও বেসামরিক চাকুরী বিষয়ে রচিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অন্যতম (W. Bjorkman, Staatskanzlei, পৃ. ৮ ও পাদটীকা, কিছু আল-ফিহরিস্ত কিংবা হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লেখ করা হয় নাই; দ্র. বায়ান, ১১১৫ ক)। তাঁহার রচিত অনেক কবিতা, যেইগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক গায়ক 'আরীব-কে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং অনেক উপাখ্যান কিতাবুল-আগানী, যাকূত-এর ইরশাদ, আত-তানুখীর নিশ্ওয়ান ইত্যাদিতে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আর. আল-আযরা, সম্পা. এম. কুর্দ আলী, রাসা'ইলুল-বুলাগা, কায়রো ১৩৩১/১৯১৩ খৃ. পৃ. ১৭৬-৯৩; (২) ফিহরিস্ত, পৃ. ১২৩ ও নির্ঘণ্ট; (৩) তাবারী, নির্ঘণ্ট (শুধু ইবরাহীম); (৪) ইবনুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৫) যাকুবী, ২খ, ৫৯৬, ৫৯৯, ৬১৩, ৬১৫ প. (শুধু আহমাদ); (৬) মাস'উদী, মুরূজ, ৭খ, ১৬০-৪ (ইবরাহীম), ৮খ, ১৩-৮ (আহমাদ); (৭) ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, সম্পা. K. Vollers, বার্লিন ১৯০৪ খৃ. (Semitistische Studien, hersg. C. Bezold, Heft I), পৃ. ৯ প.; (৮) মাক'রীযী, খিতাত বুলাক সং., ১খ, ১০৩ প., ১০৭, ৩১৫; (৯) যাকূত, উদাবা (ইবরাহীম); (১০) আগানী, ১৯খ, ১১৪-৩৪ (ইবরাহীমী, তালিকাসমূহ শিরো, ইবরাহীম ও আহমাদ); (১১) আত-তানুখী, নিশ্ওয়ান'ল-মুহাদারা, সম্পা. D. S. Margoliouth, লন্ডন ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৩১-৩ (শুধু ইবরাহীম); (১২) ইবন আসাকির, তারীখ দিমাশক, দামিশক' ১৩৩০/১৯১১-২, পৃ. ৫৯-৬২ (আহমাদ); (১৩) C. H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam, strassburg 1902-3 খৃ., পৃ. ১৪২ প., ও ১৫৪ প.; (১৪) W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten, হামবুর্গ ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮ ও নির্ঘণ্ট; (১৫) A. Grohmann, Apercu de Papyrologie arade, কায়রো ১৯৩২ খৃ. (Étude de papyrologie Tome I), পৃ. ৭৪ প.; (১৬) যাকী মুহাম্মাদ হাস্‌সান, Les tulunides, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৭) D. Sourdel, La vizirat abbaside, দামিশক ১৯৫৯-৬০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৮) Brockmann, SI, ১৫২-৩; (১৯) G. Gabrieli,

Nota bibliographica, in Rend. Lin., ২১খ. (১৯১২ খৃ.), পৃ. ৩৭৩।

H.L. Gottschalk (E.I.²)/পারসা বেগম

ইবনুল-মুনকিয় (দ্র. উসামা; মুনকিয় বানু)

ইবনুল-মুনযির (ابن المنذر) : আবু বাকর ইবন বাদর, আল-বায়তার আন-নাসিরী উপনামে পরিচিত, মিসরের মামলুক সুলতান আন-নাসির, নাসিরু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন কালাউনের (যিনি ৬৯৩/১২৯৪, ৬৯৮/১২৯৯ হইতে ৭০৮/১৩০৯ পর্যন্ত এবং ৭০৯/১৩১০ হইতে ৭৪১/১৩৪১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন) আন্তবালের অধিনায়ক ও প্রধান পশু চিকিৎসক ছিলেন। এই সুলতানের অনুরোধেই তিনি ৭৪০/১৩৩৯-৪০ সালে "কাশিফ হাম্মিল-ওয়াল ফী মা'রিফতি আমরাদি'ল খায়ল" শিরোনামে অশ্ববিদ্যা বিষয়ে নিবন্ধ লিখেন। প্রাচীন উৎস, বিশেষত কামিলু'স-সিনা'আতায়ন (আল-বায়তারা ওয়া'য-যারতাফা) ও নিশ্চতরুপে ৩য়/৯ম অথবা ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর জনৈক ইবন আবী খায়ম অথবা ইবন আখী হিয়ামের রচনা অবলম্বনে এই নিবন্ধ সংকলিত হয়। লিপিকারণণ অচিরেই মামলুক আমলের এই পশু চিকিৎসকের গ্রন্থের দ্বিতীয় নামকরণ করেন। ইহা আরও সহজতরভাবে "কিতাবু'ন-নাসিরী" নামে পরিদৃষ্ট হয় (MSS Paris, Bibl. Nat. 2813-14 and Vienna, Flugel 1481)। Le Nacéri: la perfection des deux arts ou traite complet d'hippologie et d'hippiatrie arabes, trad. de l'arabe d'Abou Bekr Ibn Bedr শিরোনামে তিন খণ্ডে A. Perron এই নিবন্ধের বিস্তারিত আলোচনাসহ একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত ইহার প্রথম খণ্ডে পরিচিতি হিসাবে 'আরবী অশ্ব ও অশ্বের প্রজনন সম্বন্ধীয় প্রভূত তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে (দ্র. ফারাস এবং ফুরুসিয়া)। মিসরে অশ্ব পালন খামারের উন্নয়নের ব্যাপারে সুলতান আন-নাসিরের বিশেষ প্রচেষ্টার বিষয়টি ইহাতে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু অশ্ব সম্বন্ধীয় নির্বাচিত প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রথম খণ্ডের ভূমিকা J. Bon Hammer-Purgstall (in Das Pferd bei den Arabern, Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien, vi, 1855-6) কর্তৃক বিশেষ মুরবিয়ানা ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং ইহার অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রকাশকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার সংশোধন করিতেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৫৯ খৃ.) অশ্ববিদ্যা বিষয়ক অধ্যায়ের অনুবাদ এবং তৃতীয় খণ্ডে (১৮৬০ খৃ.) অশ্ব পালন ও প্রজনন বিষয়ক অংশের অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রভূত বিস্তৃত অধ্য-প্রমাণসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট উৎস হইলেও A. Perron-এর Le Nacéri গ্রন্থটি প্রাচীন 'আরব অশ্ববিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের আর আদৌ মৌলিক আকর গ্রন্থ নহে। কেননা বিগত শতাব্দীতে এই বিষয়ের উপর অসংখ্য প্রামাণিক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি মাত্র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিতাবু হিলয়াতি'ল-ফুরসা...এর গ্রন্থকার আন্দালুসিয়ার ইবন হযায়ল (দ্র.) ছিলেন ইবনুল-মুনযির-এর সমসাময়িক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) in addition to the reference given above, Brockelmann, II, 136 and S II, 169; (২) দা. মা. ই., ১খ, ৭১১-২।

J. Ruska-(F. Vire)(E.I.²)/শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

ইবনুল-মুবারাক (ابن المبارك) : (র), 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক ইবন ওয়াদিহ্, কুন'য়া আবু 'আবদি'র-রাহমান আল-হানজালী আত-তামীমী আল-মাক্বী আল-ইমাম আল-হাফিজ শায়খুল-ইসলাম ফাখরুল-মুজাহিদীন কুদওয়াতু'য-যাহিদীন, তাবা'আ-তাবি'ঈন, জ. ১১৮/৭৩৬ অথবা ১১৯/৭৩৭ সনে। আল-'আব্বাস ইবন মুস'আবের মতে তাঁহার পিতা ছিলেন তুকাী এবং মাতা খাওয়ারিযম বংশোদ্ভূতা। তিনি যুগপৎভাবে জ্ঞানান্বেষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এই উদ্দেশে তিনি ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর, যামান প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বহু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খের নামঃ ইমাম আবু হানীফা, যাহুয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, 'আসিম আল-আহওয়াল, ইবন 'আওন, মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, মুসা ইবন 'উকবা, আল-আমাশ, হিশাম ইবন 'উরওয়া, সুফয়ান আল-ছাওরী, ও'বা, আল-আওয়া'ঈ, ইবন জুরায়জ, ইমাম মালিক, লায়হ, 'আমর ইবন মায়মূন ইবন মিহরান, মা'মার ইবন রাশিদ, য়ুনুস ইবন য়াযীদ আল-আয়লী প্রমুখ।

তিনি ইমাম মালিক (র)-এর 'মুওয়াজ্জা' পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌছাইয়া দেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সাহীহ্ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত কতিপয় হাদীছ' অন্তর্ভুক্ত করেন। অসংখ্য রাবী তাঁহার নিকট হাদীছ' শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কতিপয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হইলঃ সুফয়ান আছ-ছাওরী, ইবন রাশিদ, আবু ইসহাক আল-ফযারী, ইবন 'উয়ায়না, ফুদায়ল ইবন 'ইয়াদ, মু'তামির ইবন সুলায়মান, আল-ওয়ালীদ ইবন মুসলিম প্রমুখ। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে নু'আয়ম ইবন হাম্মাদ, ইবন মাহ্দী, আল-কাত্তান, ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ্, যাহু'য়া ইবন মুঈন, ইবরাহীম, ইবন ইসহাক আত-তালিকানী, আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ মারদাবিয়্যা, ইসমা'ঈল ইবন আবান আল-ওয়রাক বিখ্যাত।

তিনি ছিলেন একাধারে হাদীছ'বেত্তা, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, কবি ও ফাকীহ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বিশেষত ফিক'হ্, গাযওয়া, যুহুদ, রিকাক ইত্যাদি বিষয়ের উপর। তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন ও বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণেও তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে বলিলেন, "আমি যদি তোমার বইগুলি পাই তবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিব।" তখন আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার কি? ইহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত আছে।" তিনি ছিলেন হাদীছ'র হাফিজ এবং আবু উসামার মতে আমীরুল-মু'মিনীন ফিল-হাদীছ' (امير المؤمنين في الحديث)। ইমাম আহ'মাদ ইবন হা'য্বাল (র) ও আবু উসামা বলেন, "ইবনুল-মুবারাকের যুগে তাঁহার তুলনায় অধিক জ্ঞানপিপাসু আর কেহই ছিলেন না। তিনি জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" ইবনুল-মাহ্দী বলেন, "ইমাম চারিজনঃ আছ-ছাওরী, মালিক, হাম্মাদ ইবন য়ায়দ ও ইবনুল-মুবারাক।" ইবন মা'ঈন বলেন, "তিনি ছিলেন মহান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও ছিকহ রাবী, হাদীছ'র সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁহার গ্রন্থসমূহে বিশ অথবা একুশ হাজার হাদীছ' সংরক্ষিত ছিল।" ইসমা'ঈল ইবন 'আয়্যাসের মতে সমকালীন 'আলিমগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। ইমাম হাকিমের মতে তিনি ছিলেন তাঁহার যুগের ইমাম। 'আলী ইবনুল-হাসান বলেন, "এক শীতের রাত্রে আমি ইবনুল-মুবারাকের সঙ্গে মসজিদ হইতে বাহির হইতেছিলাম। তিনি দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া আমাকে একটি হাদীছ শুনাইলেন এবং আমিও

তাঁহাকে হাদীছ' শুনাইলাম। এই আলোচনায় রাত্রি শেষ হইয়া গেল এবং মু'আযযিন আসিয়া ফজরের আযান দিল।"

হাদীছ'র শিক্ষালাভ ও ইহার বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনুল-মুবারাকের মূলনীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁহার মতে যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ'র সন্তোষ লাভের জন্য জ্ঞানচর্চা করে শুধু তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে, নির্ভরযোগ্য ছিকা রাবীর নিকট হইতে হাদীছ' গ্রহণ করিবে এবং নির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট তাহা বর্ণনা করিবে। ছিকা রাবীর নিকট হইতে হাদীছ' গ্রহণ করিয়া তাহা অনির্ভরযোগ্য (غير ثقة) রাবীর নিকট বর্ণনা করিবে না। অনুরূপভাবে অনির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট হইতে হাদীছ' শ্রবণ করিয়া তাহা নির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট বর্ণনা করিবে না। ইবনুল-মুবারাক বলেন, "আমি চার হাজার শায়খের নিকট হাদীছ' শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক হাজার জনের সূত্রে হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছি।" আল-'আব্বাস ইবন মুস'আব বলেন, "আমি তাঁহার আট শত শায়খের সাক্ষাত লাভ করিয়াছি।"

নু'আয়ম ইবন হাম্মাদ বলেন, "আমি ইবনুল-মুবারাকের তুলনায় বড় জ্ঞানী ও মুজ্তাহিদ আর দেখি নাই।" আবদুল্লাহ ইবন সিনান বলেন, ইবনুল-মুবারাক মক্কা মু'আজ্জামায় আগমন করিলেন এবং আমি তখন সেইখানে ছিলাম। বিদায়ের সময় সুফয়ান ইবন 'উয়ায়না ও আল-ফুদায়ল ইবন 'ইয়াদ তাঁহাকে বিদায় জানাইতে আসিলেন। তাঁহাদের একজন বলিলেন, "তিনি প্রাচ্যবাসীর ফাকীহ" (فقيه أهل المشرق), তখন অপরজন বলিলেন, "তিনি পাশ্চাত্যবাসীরও ফাকীহ" (فقيه أهل المغرب)। যাহুয়া ইবন আদাম বলেন, "আমি কোন কঠিন মাস'আলার সমাধান ইবনুল-মুবারাকের গ্রন্থাবলীতে খুঁজিয়া না পাইলে নিরাশ হইয়া পড়িতাম, হয়ত আর কোথাও ইহার উত্তর পায় যাইবে না এই ভাবিয়া।" আল-খালীলী তাঁহার আল-ইরশাদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উম্মাতের একমত অনুযায়ী ইবনুল-মুবারাক ছিলেন ইমাম। তাঁহার মাধ্যমে এত কারামাত প্রকাশ পাইয়াছে যেইগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তাঁহাকে আল-আবদাল'দ্রে.-ও বলা হয়। ইমাম নাসা'ঈ বলেন, ইবনুল-মুবারাকের যুগে তাঁহার তুলনায় বড় জ্ঞানী কেহ ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। আল-ফুদায়ল বলেন, "এই (কা'বা) ঘরের প্রতিপালকের শপথ! আমি তাঁহার সমকক্ষ কোন লোক দেখি নাই।"

ইবন মু'ঈন ইবন সা'দ, আল-ইজলী ও ইবন হিব্বানের মতে তিনি ছিলেন ক্রটিমুক্ত, নিরাপদ ও শক্তিশালী ছিকহ রাবী (كان ثقة مثبته)। আল্লাহ তা'আলা যত সৎ গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইবনুল-মুবারাকের মধ্যে সেইগুলির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ইবন 'উয়ায়না বলেন, "আমি তাঁহার ও সাহাবাগণের বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া ইবনুল-মুবারাকের উপর তাঁহাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই নাই। কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহারা তাঁহার উপর অধিক মর্যাদাবান। তাঁহারা রাসুল্লাহ (স)-এর বরকতময় সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।" ইমাম মালিক (র)-এর অন্যতম শাগরিদ যাহুয়া আল-আন্দালুসী বলেন, "আমরা ইমাম মালিকের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইবনুল-মুবারাকের প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হইলে তিনি তাঁহাকে আসার অনুমতি দিলেন। আমরা লক্ষ্য করিলাম, তিনি স্বস্থান হইতে সরিয়া ইবনুল-মুবারাকের জন্য জায়গা করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নিজের পাশে বসাইলেন, অথচ তিনি অন্য ক্রাহারও বেলায় তাহা করেন নাই। মালিকের সম্মুখে হাদীছ' পাঠ করা হইত এবং তিনি কোনও ব্যাপারে উপস্থিত লোকদের

জিজ্ঞাসা করিতেন, এই বিষয়ে তোমাদের কি জানা আছে? ইবনুল-মুবারাক অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইহার জওয়াব দিতেন। ইমাম মালিক তাঁহার এই ভদ্রতা ও বিনয়ে অবাক হইলেন এবং তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর বলিলেন, “ইনি হইলেন ইবনুল-মুবারাক, খুরাসানের ফাকীহ।”

একদা ইবনুল-মুবারাকের কতিপয় শাগরিদ একত্র হইয়া বলিলেন, “আস, আমরা তাঁহার অবদান ও সংগুণাবলী হিসাব করিয়া দেখি। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, ‘ইলমুল-ফিকহ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, কবিতা, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী, সাহসী যোদ্ধা, কল্পসাধনাকারী, অনর্থক কথা পরিহারকারী, রাত্রি জাগরণকারী ‘আবিদ, ন্যায়-ইনসাফের ধারক ও সত্যবাদী, সংগী-সাখীদের সহিত তাঁহার খুব কমই মতবিরোধ হইত। তিনি পর্যায়ক্রমে এক বৎসর হজ্জ্ব এবং এক বৎসর জিহাদে যাইতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের আয় হইতে প্রতি বৎসর গরীব-মিসকীনদেরকে এক লক্ষ দিরহাম দান করিতেন। তিনি ছিলেন অন্যান্যের প্রতি আপোষহীন।” আবু সূলায়মান বলেন, “একদা খলীফা হারুনুর-রশীদ ‘আয়ন যারবা (দ্র.)-তে আগমন করিয়া ইবনুল-মুবারাককে তলব করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ‘ইবনুল-মুবারাক হইলেন খুরাসানের অধিবাসী। তিনি আমীরুল-মুমিনীনের অপসন্দনীয় কাজে ও কথায় সাড়া দেওয়ার মত ব্যক্তি নহেন। ফলে খলীফা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। অতএব আমি যদি তাঁহাকে ডাকিয়া আনি তবে খলীফাও ধ্বংস হইবেন, ইবনুল-মুবারাকও নিহত হইবেন এবং আমিও ধ্বংস হইব। তাই আমি আর তাঁহাকে ডাকিলাম না। খলীফা পুনর্বীর তাঁহাকে তলব করিলে আমি বলিলাম, ‘হে আমীরুল-মুমিনীন! এই লোকটি অশিষ্ট ও বদমেজাজী। অতএব তিনি আর তাঁহাকে ডাকিলেন না। তিনি ছিলেন খালক-ই কুরআন (القران مخلوق) মতবাদের চরম বিরোধী। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন সৃষ্ট (مخلوق) বলিয়া ধারণা করে সে মহান আল্লাহর অবাধ্যচরণ করে।

ইবন সাদের মতে তিনি জিহাদ হইতে ফিরিবার পথে ফুরাতের তীরে অবস্থিত (বাগদাদের নিকটবর্তী) হীত (هيت) নামক স্থানে রামাদান ১৮১/১৯৭ সনে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাযার যিয়ারতের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার, তাহযীবু’ত-তাহযীব, ১ম সং, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩২৬ হি., ৫খ, ৩৮২-৭, নং ৬৫৭; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু’ত-তাহযীব, ২য় সং, বৈরুত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ৪৪৫, নং ৫৮৩; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-ল-হফফাজ, বৈরুত তা. বি., ১খ, ২৭৪-৯, তাবাকা ৬, নং ২৬০; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুল-য-যাহাব, ২য় সং, বৈরুত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ২৯৫-৭; (৫) ইবন সাদ, আত-তাবাকা’ল-কুবরা, বৈরুত তা. বি., ৫খ, ৪৬৯, ৪৮৮, ৫৪৭, ৬খ, ৪০৭, ৪০৯, ৭খ, ২৬৯, ৩৪২, ৩৫০, ৩৭০, ৪৭২, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯; (৬) ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল-কাবীর, ২য় সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯০/১৯৭০, ৩/১খ, ২১২, নং ৬৮০; (৭) ‘আবদুর-রাহমান ইবনুল-জাওযী, কিতাব সিফাতিল-স-সাফওয়া, ১ম সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯২/১৯৭২, ৪খ, ১০৮-২১; (৮) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ২য় সং, ঢাকা ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৩৯০-৯২; (৯) যাকূত, মুজামু’ল-বুলদান, বৈরুত ১৩৯৭/১৯৭৭, ৫খ, ৮২০-২১; (১০) মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান আল-বুসতী, মাশাহীর ‘উলামাই’ল-আমসার

(Bibl. Isl., xxii), পৃ. ১৯৪ প.; (১১) ইবনুল-কায়সারানী, কিতাবুল-জাম’, পৃ. ২৫৯ প.; (১২) আস-সাম’আনী, পৃ. ১৭৯ a; (১) The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Leiden-London 1979, ৩খ, ৮৭৯; (১৪) ইবন কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান-নিহায়াতু, ২য় সং, বৈরুত ১৯৭৮ খৃ., ১০খ, ১৭৭-৯।

মুহাম্মদ মুসা

ইবনুল-মুযাওবিক (দ্র. ইবনুল-সাদীদ)

ইবনুল-মুযাহিম (দ্র. নাসর ইবন মুযাহিম)

ইবনুল-মুরতাদা (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন য়াহায়া)

ইবনুল-মুরাবি (ابن المرابي) : আবু মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-আযদী, ৮ম/১৪শ শতকের আন্দালুসিয়ার একজন লেখক ও কবি, জ. ভেলেয-মালাগা (Velez-Malaga Ballish)-এ। ইবনুল-খাত্তীবের মতে তিনি ছিলেন সাধারণ মেধার একজন প্রাদেশিক সাহিত্যিক এবং বিদ্রোহী কবিরূপে লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। তারীকা আদাবিয়া-র তারীকা সাসানিয়ার (দ্র. সাসান) প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বিশেষ পরিচিত। ক্ষমতাসীনদের কৃপা লাভের প্রত্যাশায় আজীবন তিনি তাঁহার দক্ষতা ও লেখনীর সাহায্যে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করেন; কিন্তু অধিকতর সাফল্য লাভে ব্যর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। তাঁহার কতিপয় কবিতা পরিচিত; কিন্তু একটি কুজুট ছানার মৃত্যুতে রচিত সুন্দর শোকগাথা ব্যতীত অন্য কোন কবিতায় তেমন বিশেষত্ব নাই। শাহযাদা আবু সাঈদ ফারাজ-কে উৎসর্গীকৃত একটি মাকামা তাঁহার শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য রচনা, যাহাতে ‘ঈদুল-আযহা উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে একটি মেস সংগ্রহার্থে তাঁহার দুঃসাহস ও পাগলামীর কাহিনী বর্ণিত আছে। আন্দালুসিয়ায় ‘মাকামা’ সাহিত্যের দুঃপ্রাপ্য নিদর্শন হিসাবে রচনাটির গুরুত্ব আছে। ইহাতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজের ভবমুখে জীবনের আলোখাই রচনা করিয়াছেন যাহা সম্পূর্ণরূপে তৎকালীন রুচিগ্রাহ্য এবং যাহা জটিল ও দুর্ভ্রূ শৈলীতে রচিত জনপ্রিয় বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয়। ৭৫০/১৩৫০ সালে যুরোপের প্রলয়ঙ্কর মহামারীতে (Black Death) তিনি তাঁহার নিজ শহরে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-খাত্তীব, ইহাতা, MS Escorial no. 1673, 226-30; (২) মাকারী, নাফহত-জীব, Cairo ed, 1949, vi, 315 viii, 209-13, 363-4; (৩) A. M. al-Abbadi, (مقامات العبد لابن محمد عبد الله الازدي), in Revista del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid, ii (1954), 159-73; (৪) F. de la Granja, La “Maquama de la Fiesta-” de Ibn al-Marabi al-Azdi, in Etudes d’orientalisme dediees a la memoire de Levi Provençal, Paris 1962, ii, 591-603.

F. de la Granja (E.I.²)/শেখ মোঃ তবীপুর রহমান

ইবনুল-মুসলিমা (ابن المسلمة) : উপনাম, প্রথমে আল-আর-রাকীল পরিবারের আহমাদ ইবন ‘উমারকে (মৃ. ৪১৫/১০২৪) প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে এই নামে তাঁহার বংশধরণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতক পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন। এই বংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তাঁহার

পৌত্র আব্দুল-কাসিম 'আলী ইবনুল-হুসায়ন, যিনি সম্মানজনক উপাধি রা'ঈসু'র-রু'আসা' নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ৪৩৭/১০৪৫ হইতে ৪৫০/১০৫৮ পর্যন্ত বাগদাদের খলীফার উযীর ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যেইগুলির অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই। বুওয়ায়হীগণ কর্তৃক ৩৩৪/৯৪৫ সালে বাগদাদ বিজয়ের পরে খলীফার উযীরের পদ বিলুপ্ত করা হয়। এই বংশের অবক্ষয় ও পরিবারের পরবর্তী সদস্যগণের পরস্পর প্রতিযোগিতার জন্যই খলীফার পক্ষে আল-কাসিমকে পুনরায় সরকারীভাবে উযীর পদে পুনর্নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় এবং তদ্বারা তাঁহার পক্ষে কতকাংশে সত্যিকারের কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এই পদটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল বা কি শিক্ষাগত যোগ্যতা বা খিদমতের কারণে খলীফা সওদাগর পরিবার হইতে উদ্ভূত জনৈক আইনজীবী আব্দুল-কাসিমকে সর্বপ্রথম সেই পুনরুদ্ধারিত উযীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে অতি সামান্যই জানা যায়।

ইবনুল-মুসলিমা ছিলেন একজন উদার হাফলী, তিনি সম্ভবত হান্বালী ও আশ'আরী বিরোধী থাকিয়াও শাফি'ঈ মাযহাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাগদাদের সুন্নীগণের মধ্যে উদ্ভূত নী'ঈ প্রবণতায়ুক্ত মুতাকাল্লিমূনের বিরোধিতায় হাদীছের পুনঃপ্রবর্তন আন্দোলনে ও খিলাফাত কর্তৃক ইসমা'ঈলিয়াবাদের বিরুদ্ধে গৃহীত এবং বুওয়ায়হী অভিব্যক্ত (রক্ষাকর্তাগণ) কর্তৃক সমর্থিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতিগত ভূমিকাতে নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইবনুল-মুসলিমা ও খাতনামা আইনজ্ঞ আল-মাওয়ারী, সেই সময়কার খলীফাগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্য (তাঁহার নিকটে) আমন্ত্রণা স্বীকৃত, এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারিলে বিষয়টি অবশ্যই অতি চিত্তাকর্ষক হইত। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ও অবশ্যই এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সমসাময়িকগণ মনে করিতেন যে, ইবনুল-মুসলিমা ইবনুল-মুসলিমার সালজুক বংশীয় সুলতান ও তাঁহার অধীনে তুর্কীগণকে আনয়নের জন্য দায়ী ছিলেন। সন্দেহ নাই যে, তিনিই ছিলেন সক্রিয় কর্মকর্তা এবং সম্ভবত সেই নীতির উদ্যোক্তা, যদিও বা পরবর্তী কালে তাঁহার ব্যাখ্যা বা সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে তাঁহার অনুমান নবাগত শক্তিশালী অভিব্যক্তদের ব্যাখ্যার সঙ্গে খুব মিল নাই। কিন্তু ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না যে, তাঁহার এই ভূমিকার যথার্থ কারণ কি ছিল এবং খলীফা আল-কা'ইম কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ (যদি কিছু দিয়া থাকেন) তিনি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কতটুকু লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে, তুগরিল বেগ-এর বাগদাদ প্রবেশের (৪৪৭/১০৪৪) ঠিক পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর যাবত ইবনুল-মুসলিমার সঙ্গে তুর্কী বৃত্তী বেতনভোগী সৈন্যদের নেতা আল-বাসাসীরীর মধ্যে সংঘাত চলিতেছিল। শেখোক্ত জন সর্বদা অর্ধ বিদ্রোহভাবাপন্ন অবস্থায় ছিলেন। তিনি (আল-বাসাসীরী) শেষ পর্যন্ত সালজুকদের স্থলে ফাতিমীদেরকেই স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথমদিকে ইচ্ছুক ছিলেন কিনা বা থাকিলেও কতটুকু ছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরে তুগরিল বেগ সম্বন্ধে খিলাফাত ও খিলাফাতের মৌলিক নীতি-পদ্ধতিসমূহের প্রতি তাঁহার আনুগত্য বিশেষভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন যেহেতু ইবনুল-মুসলিমা কর্তৃক অনেক পূর্বেই তাঁহাকে প্রদত্ত খিতাবসমূহ যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং এই আনুগত্যও স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয়।

তুর্কীগণ বাগদাদে তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলে ইবনুল-মুসলিমা পলাতক আল-বাসাসীরীর পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হস্তগত করেন এবং তাহাদের উপর নূতন শাসকগণ কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক দাবিসমূহ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। কাজেই তুগরিল যখন তাঁহার ভ্রাতার বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত ইরানে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন এবং আল-বাসাসীরী মেসোপটেমিয়ার 'আরবদের সমর্থন ও ফাতিমীদের অর্থপুষ্টি হইয়া পুনরায় বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি ইবনুল-মুসলিমার উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সেই নিষ্ঠুরতা 'আরব রাজপুরুষের নিকটে 'আব্বাসী খলীফা যেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভোগ করিতেন অবশ্যই তাহা হইতে ভিন্নতর ছিল। সালজুক সুলতান কর্তৃক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পূর্বেই নির্ধাতনের ফলে এই উযীরের মৃত্যু হয় (৪৫০/১০৫৮)।

তাঁহার পুত্র আব্দুল-ফাত্হ আল-মুজাফফার কিছু কালের জন্য (৪৭৬/১০৮৩) খলীফার উযীর ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র 'আদুদু-দ-দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হিবাতিল্লাহ ইবন 'ল-মুজাফফারও বেশ কিছু কালের জন্য (৫৬৬-৫৭৩/১১৭১-১১৭৮) খলীফা আল-মুস্তাদীর উযীর ছিলেন। সত্য যে, খলীফা তুর্ক কায়মায়-এর চাপের মুখে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তুর্কীগণ সেই সুযোগে উযীরের বাড়ীও তখনই করিয়াছিল। কায়মায় বাগদাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (৫৭০/১১৭৪) 'আদুদু-দীন তাঁহার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি যখন হাজ্জ গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন জনৈক বাতিনীর হস্তে নিহত হন (৫৭৩/১১৭৮)। তাঁহাদের বংশের অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 'ইমাদুদ-দীন তাঁহার 'খারীদা' গ্রন্থের একটি বিশেষ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। কবি সিব্বত ইবনুল-তা'আবিধী তাঁহার প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবনুল-মুসলিমার (রা'ঈসু'র-রু'আসা') জন্য প্রধান তথ্যসূত্র হইলঃ (১) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৮খ; (২) ইবনুল-আছীর-এর কামিল, ৮-৯ খ. এবং বিবেশভাবেঃ (৩) সিব্বত ইবনুল-জাওযী রচিত (অপ্রকাশিত) মির'আতু'য-যামান। খাতিমী দৃষ্টিভঙ্গী জানার জন্য দ্রঃ (৪) ধর্ম প্রচারক আল-মু'আয়্যাদ আশ-শীরাযী রচিত সীরাঃ, সম্পা. কামিল হু'সায়ন, কায়রো ১৯৪৯ খ. (নির্ঘণ্ট)। তাঁহার তৎপরতা ও ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রঃ (৫) G. Makdisi, Ibn 'Aqil et la resurgence de l'Islam traditionnelle, 1963, মনে হয় যেন যেই খলীফা ইবনুল-মুসলিমাকে ক্ষমতায় রাখিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে মতবিরোধের বিষয়টি ইনি বিশেষ জোর দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরও দ্রঃ (৬) প্রবন্ধ আল-বাসাসীরী। তাঁহার বংশের পরবর্তী সদস্যগণের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্রঃ (৭) মুনতাজাম, ৯ ও ১০খ. (নির্ঘণ্ট) ও (৮) কামিল, ৯-১১ খ., (নির্ঘণ্ট)।

CI. Cahen (E.I.²)/হুমাযুন খান

ইবনুল-লাক্বাদ (দ্র. 'আবদুল-লাতীফ আল-বাগদাদী)।

ইবনুল-লাক্বানা (ابن اللبانه) : আব্দুল-বাক্বর মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আল-লাখ্বামী, ৫ম/১১শ শতকের আন্দালুসীয় কবি। তিনি দেনিয়া (Denla)-তে জন্মগ্রহণ করেন, যাহা হইতে তাঁহার নিস্বা আদ-দানী হইয়াছে এবং যে নিস্বা দ্বারা তিনি প্রায়শ উল্লিখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন ইবনুল-লাক্বানা (গোয়ালিনীর পুত্র) নামে।

ইবন বাস্‌সাম (যাখীরা, ৩খ, apud ইবন সা'ঈদ, মুগরিব, সম্পা. শ. দায়ফ, ২খ, ৪০৯)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁহার মাতা দুধ বিক্রয় করিতেন। জানা যায় যে, তাঁহার এক ভাই 'আবদুল'-আযীযও কবি ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি কাব্যচর্চা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন।

ইবনুল-লাক্বানার জীবন সম্বন্ধে সামান্যই তথ্য অবগত হওয়া যায়। উহা সম্ভবত সমসাময়িক যুগের আরও বহু কবির জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, যাহারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ কোন পৃষ্ঠপোষক কামনা করিতেন যাহার উদ্দেশ্যে তাঁহারা কাব্যিক প্রশংসা পাঠ করিতেন। প্রথমে তিনি বহু কবির পৃষ্ঠপোষক আলমেরিয়ার আল-মু'তাসিম-এর দরবারে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যান, পরে টলেডোর আল-মা'মুন-এর দরবারে ও বাদাজোয়ের আল-মুতাওয়াক্কিল-এর দরবারেও গমন করিয়া তথাকার রাজপুরুষগণের সামনে তুতি কাব্য পাঠ করেন। বিভিন্ন উৎস গ্রন্থে এই সকল শহরে তাঁহার (সম্ভবত সংক্ষিপ্ত) অবস্থানের সাহিত্যিক কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেভিলের শাসক আল-মু'তামিদ ইবনুল-'আব্বাদ (দ্র.) পরে যাহার দরবারের সহিত তিনি আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই দরবারে ইবনুল-লাক্বানার অবস্থান বিষয়ে মোটামুটি যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সেইগুলি হইতে জানা যায় যে, রাদশাহ ও শাহাদাগণ কর্তৃক তিনি আপনজনের ন্যায়ই গৃহীত হইয়াছিলেন। আর তিনিও তাঁহাদের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ মমত্ব বোধ করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল প্রশস্তিমূলক কাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেইগুলিতেও আন্তরিকতার পরিচয় রহিয়াছে। ৪৮৪/১০৯১ আল-মু'তামিদ যখন আল-মুরাবিতগণ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন, তখন Garcia Gomez-এর ভাষায় যে স্বল্প সংখ্যক 'আরব কবির অশ্রু প্রবাহিত করার ক্ষমতা ছিল তাঁহাদের অন্যতম ইবনুল-লাক্বানা। তিনি ক্ষমতাচ্যুত শাসক ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বহনকারী জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিবার দৃশ্যটিকে অত্যন্ত গভীর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। সাবেক মনিবের প্রতি ইবনুল-লাক্বানার আনুগত্য এই ঘটনাতেই শেষ হয় নাই, তিনি কবি-সুলতানের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি-কাব্য রচনা অব্যাহত রাখেন এবং আফ্রিকাতে নির্বাসিত শাসককে দেখিবার জন্য আগমাত-এ গমন করেন।

আল-মু'তামিদের মৃত্যুর পরে ইবনুল-লাক্বানা বুগিতে গমন করিয়া সেইখানে আল-মু'তাসিমের অন্যতম পুত্র 'ইযু'দ-দাওলার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং সেই সাক্ষাতের ঘটনা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন (আল-মাক্বারী, Analectes, ২খ, ২৫০)। অতঃপর ৪৮৯/১০৯৬ সনে তিনি ম্যাজর্কাতে গমন করেন এবং সেইখানে শাসক মুবাশশির ইবন সুলায়মানের প্রশস্তিতে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আল-মাক্বারীর মতে (পৃ. ২খ, ৬০৯) কবি কর্তৃক আল-মু'তামিদকে উৎসর্গীকৃত কবিতাসমূহের সঙ্গে পরবর্তী এই সকল কবিতার কোন মানগত তুলনা হয় না। কবির জীবনের শেষভাগ একের পর এক ষড়যন্ত্র দ্বারা বিঘ্নিত হয় এবং তিনি ৫০৭/১১১৩ সালে ম্যাজর্কাতে ইনতিকাল করেন।

ইবনুল-'আব্বাদের মতে (ডাকমিলা, নং ৫১১) তাঁহার কবিতাসমূহ একটি দীওয়ানে সংকলিত হইয়াছিল, কিন্তু সেইগুলির একটি কপিও এ পর্যন্ত টিকিয়া নাই। বর্তমানে তাঁহার কিছু কিছু কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের শুধু নাম ও বিষয় অবগত হওয়া যায়। সব কবিতাই বানু 'আব্বাদ সম্পর্কিত।

সকল সমালোচক এবং কাব্য সঙ্কলক ইবনুল-লাক্বানার চমৎকার কবি প্রতিভার প্রশংসায় এবং কাব্যিকে সৌন্দর্যের বিষয়ে একমত। কিন্তু 'আরবী

সাহিত্যে তাঁহার সার্বজনীন খ্যাতি সেভিলের শাসকের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের কারণে। তাঁহার সেই আনুগত্য অব্যাহত ছিল। সিমতুল-জুমান গ্রন্থের রচয়িতা ইবনুল-'ইমাম এই কারণে তাঁহাকে কবিদের সামাওয়াল (The Sama'wal of the poets) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন (apud Ibn Sa'id, Mughrib, ii, 411) এবং অন্যান্য যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সকলেই তাঁহার এই গুণটির প্রশংসা করিয়াছেন।

ইবনুল-লাক্বানা মুওয়াশ্‌শাহাতেরও রচয়িতা ছিলেন। সেইগুলির মধ্যে একটি বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে। উহার সমাপ্তি অংশে একটি চমৎকার প্রশয় কাহিনীমূলক "খারজা" (দ্র. মুওয়াশ্‌শাহ) রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত দ্র.ঃ (১) আল-মু'তামিদ ও 'আব্বাদীগণ প্রবন্ধ দুইটির শেষের গ্রন্থপঞ্জী। অতিরিক্ত দ্র.ঃ (২) দাব্বী, বুগ'য়া, নং ২১৩; (৩) ইবন দিহয়া, মুত্তরিব, কায়রো সং. ১৯৫৪ খ., ১৭৮-৯; (৪) ইবন খাকান, কালা'ইদ, ব্লাক ১২৮৩ হি., পৃ. ২৪৫-৫২; (৫) Pons Boigues, Ensayo, 172-75; (৬) E. Garcia Gomez, Qasidas, ed. Andalucía, Madrid 1940, 83-95। মুওয়াশ্‌শাহাত রচয়িতা হিসাবে ইবনুল-লাক্বানা বিষয়ে পাঠের জন্য দ্র.ঃ (৭) E. Garcia Gomez, Las Jarchas romances de la serie arabe en su marco, Madrid 1965, 283-8; (৮) এ লেখক, আল-আন্দালুস-এ, xxvii (1962), 72-3, 75-9; (৯) S.M. Stern, in Arabica, ii (1955), 60।

F. de la Granja (E.I.²)/হুমায়ুন খান

ইবনুল-হাওওয়াস (ابن الحواس) : আলী ইবন নি'মা, সর্বশেষে কাশ্বী আমীর আল-হাসান আস-সামসাম-এর পর যেসব কা'ইদ সিসিলীর শাসনের অংশীদার হন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আমীর আহমাদ আল-আকহাল (৪০৯/১০১৯-৪২৯/১০৩৮)-এর ভ্রাতা। তিনি ৪৪৪/১০৫২-৫৩ সালে সিংহাসনচ্যুত হন (ইবন খালদুনের মতানুসারে ৪৩১/১০৬৯-৪০)। ইহা ছিল মুসলিম সিসিলীর সর্বাপেক্ষা দুর্যোগপূর্ণ সময়। দেশটি ছিল গৃহযুদ্ধ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জরিত। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ একই সময়ে বায়যাকীয়দের হস্তক্ষেপ এবং দেশের মাটিতে যীর্দী (Zirid) সৈন্যবাহিনীর অবতরণের প্রত্যাশী ছিলেন। এই গোলাযোগপূর্ণ পরিবেশে যখন কা'ইদ ইবনুল-হাওওয়াস এগ্রিজেন্টো (Agrigento) ক্যাস্ট্রোজিওভ্যানো (Castro-giovan-ni), ক্যাস্ট্রোনুভো (Castronuovo) ও ইহাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক হিসাবে বহাল থাকিতে সক্ষম হন তখন তাঁহার ভগ্নিপতি ইবনুল-মাক্বলাতী কাটানিয়া (Catania) দখল করিয়া লন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সিরাকাস (Syracuse)-এর শাসক ইবনুল-ছুমনা উহা শীঘ্রই তাঁহার নিকট হইতে হিনাইয়া লন। ইবনুল-মাক্বলাতী স্ত্রী মায়মুনা (ইবন হাওওয়াসের ভগ্নি)-সহ বন্দী ও নিহত হন।

সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক ব্যাপার লইয়া দুই শ্যালক-ভগ্নিপতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কিছুকাল পর ক্যাস্ট্রোজিওভ্যানির (Castro-geovanni) সন্নিকটে প্রতিপক্ষের উপর বিজয় লাভ করিয়া ইবনুল-হাওওয়াস প্রায় গোটা সিসিলীর একমাত্র শক্তিশালী কা'ইদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তিনি নরম্যানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নিজের অবস্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হন। পরাজিত ইবনুল-ছুমনা প্রণালী

অতিক্রম করিবার জন্য নরম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান। তাহারা ১০৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে সিসিলীতে অবতরণ করে। মুসলিম বাহিনীর সহিত কাউন্ট রজার্সের প্রথম যুদ্ধবিলা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হন। ফলে নরম্যানরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েক মাস পর আক্রমণকারীদের হাতে 'মেসিনা' (Messina)-র পতন ঘটে। আক্রমণকারীরা ইবনুল-ছুমনার বাহিনী দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং ক্যাস্ট্রোজিওভ্যানির সন্নিহিতে তাহাদেরকে পরাজিত করে।

কিন্তু তাহারা দুর্গে অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে পারে নাই। এই ঘটনাবলীর দুই অথবা তিন বৎসর পর ইবনুল-হাওওয়াস ও তামিম ইবনুল-মু'ইযা-এর পুত্র ঘীরা আয়ুবের বাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহাতে ইবনুল-হাওওয়াসের পতন ঘটে। নরম্যানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সমর্থন দানের জন্য ইফ্রীকিয়া হইতে আগত বাহিনী দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া আয়ুব সিসিলীতে অবতরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-হাওওয়াস প্রধানত যে সকল ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট, সেইগুলির গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যায় এম. আমারী কর্তৃক নির্দেশিত উৎসসমূহে; *Storia del Musulmani di Sicilia*², কাটানিয়া ১৯৩৩-৯ খৃ. (দ্র.) এবং তাহার *Biblioteca arabo-Sicula*, Leipzig 1857-তে প্রকাশিত। আরো দেখুনঃ (২) এইচ. আর. ইদরীস, *Zirides*, সূচী।

U. Rizzitano (E.I.²)/মু. মকবুলুর রহমান

ইবনুল-হাজ্জ (ابن الحاج) : কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম, বিশেষত একজন মশহুর মালিকী ফাকীহ, চারিজন বৈয়াকরণ, দুইজন নাসিরী আমলের আন্দালুসীয় সাহিত্যিক এবং একজন কবি ও ধর্মতত্ত্ববিদ যিনি আস-সানুসীর জন্ম লিখিয়াছেন।

এই মালিকী ফাকীহ-এর নামঃ (১) আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-'আবদারী আল-ফাসী কায়রোতে ৭৩৭/১৩৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ করিয়া তাহার মাদ-খালু'-শ-শার'ই'-শ-শারীফ (مدخل الشرع الشريف)-এর জন্য পরিচিত। ইহা হি. ১৩২৯ সালে কায়রোতে মুদ্রিত হয়। ইহাতে তাহার পাণ্ডিত্যকে জনপ্রিয় করার বাসনাই প্রকটিত হইয়াছে। একজন ফাকীহ, যিনি অনেকটা বিবেক দ্বারাই পরিচালিত, এমন লোক যিনি 'জ্ঞান' ও 'কর্ম'-কে অভিন্ন মনে করিতেন। তিনি তাহার গ্রন্থখানা এমন কতিপয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যেই নীতিগুলি অনুযায়ী 'ইবাদতের কর্ম প্রকৃত নিয়াত বা উদ্দেশ্যবিহীন হইলে শারী'আত মুতাবিক হয় না। তিনি ব্যক্ত করেন, "ইবাদত কর্মের দুইটি দিক আছেঃ প্রথমটি শরীরের ভঙ্গি, দ্বিতীয় মনের উদ্দেশ্য; তবে দ্বিতীয়টিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।" ইহাতে ইহুয়া'উলুম [তিনি আল-গাযালী (র.), ১খ., ১২-এর উদ্ধৃতি দেন]-এর নীতিসমূহের মালিকী রীতিতে-প্রয়োগ পরিষ্কার দেখা যায়, যাঁহা উদ্দেশ্য বা নিয়াতের নামে ফিকহশাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক (تصوف)-বিষয়সমূহের বিশ্লেষণের সহিত চিহ্নিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, পরি-২, পৃ. ৯৫; (২) বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪২৮।

বৈয়াকরণদের মধ্যে ছিলেনঃ (২) আবুল-'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-আযদী ইশবীলী (মু. ৬৪৭ অথবা ৬৫১/১২৪৯ অথবা

১২৫৩)। তিনি সীবাওয়য়হ-এর আল-কিতাব-এর অন্যতম ভাষ্যকার এবং আল-গাযালী (র)-র আল-মুস্তাসফাফা উসুলী'ল ফিকহ-এর সংক্ষিপ্তসার ও ইমামাত বিষয়ে লিখিত একখানা গ্রন্থ ইত্যাদির প্রণেতা ছিলেন (দ্র. আস-সুযুতী, বুগয়া, পৃ. ১৫৬)।

(৩) শীখ ইবন ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন হায়দার আল-কিনাবী আল-কিফতী (মু. ৫৯৮ অথবা ৫৯৯/১২০২-৩) ছিলেন একজন কবি, রসিক, মুহাদ্দিস' ও বৈয়াকরণ। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার আবু তাহির আস-সিলাফীর ছাত্র ছিলেন। উপদেশমূলক কাব্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার প্রচুর বিদ্যাবত্তার প্রেক্ষিতে তাহা বিশেষ উপযোগী ছিল। তিনি সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রে নিজেও এক প্রখ্যাত বাকচতুর ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাহার অনেক গ্রন্থ ছাড়াও সালাহ'দ-দীনকে লিখিত একটি উপদেশমূলক হিতবাণী আছে। তিনি মালিকী ফিকহশাস্ত্র সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন (দ্র. যাকূত কায়রো সং, ১১খ, ১৭৮; তু. আস-সুযুতী, বুগয়া, পৃ. ২৬৭)।

দুইজন ১৯শ শতকের বৈয়াকরণকেও ইবনুল-হাজ্জ বলা হইয়া থাকে। তাহাদের নাম (৪) আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আস-সুলামী (মু. ১২৭৩/১৮৫৬) ও (৫) আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন হামদূন আস-সুলামী (মু. ১২৭৪/১৮৫৭)। তাহারা উভয়ে প্রাচীন আল-আলফিয়া-র ভাষ্য লিখিয়াছিলেন (দ্র. সারকীস, পৃ. ৭০)।

আন্দালুসীয়দের মধ্যেঃ (৬) আবুল-বারাকাত মুহাম্মাদ আল-বালফিকী (মু. ৭৭১/১৩৭০) অন্যতম। তিনি তাহার যুগের সার্থক লেখক। মাদাম সোলোদাদ গিলবার্ট (Soledad Gilbert) আল-আন্দালুস সাময়িকীতে তাহার সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ২৭খ. (১৯৬৩ খৃ.), ৩৮১-৪২৪। ইবন জাযারী তাহার অন্যান্য কৃতিত্ব ছাড়াও তাঁহাকে একজন কিরাআত বিশেষজ্ঞ (قاری) হিসাবে গণ্য করিয়াছেন (সম্পা: Bergstrasser, নং ৩৩৯১)।

(৭) আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উছ'মান ইবন য়াকুব ইবন সা'ঈদ কর্তৃক আস-সানুসী (দ্র.) প্রণীত ক্ষুদ্র 'আকীদা গ্রন্থখানা কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল [(দ্র.) Brockelmann, পরি. ২, ৩৫৫; বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪২৮]।

J.-C. Vadet (E.I.²)/ওহীদুল আলম

ইবনুল-হাজ্জ (ابن الحاج) : আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ আন-নুসায়রী, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় পণ্ডিত ও কবি। তিনি ৭১৩/১৩১৩ সালে থানাডায় জন্মগ্রহণ করেন, ৭৩৭/১৩৩৭ সালে স্পেন ত্যাগ করেন এবং ৭৫৯/১৩৫৮ সনের পূর্বে ফিরিয়া আসেন নাই। এই সময় তিনি পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে দুইবার সফর করেন এবং মারীনী ও হাফসী রাজত্বকালে কাতিব হিসাবে কাজ করেন। ৭৮৫/১৩৮৩ সালে তাহার ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কাযী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু তিনি নাসরীদের শাসনামলে দৌত্যকার্যও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যিকর্ম বিশিষ্ট শিরোনাম দ্বারা পরিচিত। কিন্তু ইহার কিছুই বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা নাই। তবে কবিতার কিছু কিছু খণ্ডাংশ বিভিন্ন কাব্য-সংগ্রহে, জীবনী, অভিধান ইত্যাদিতে ছড়াইয়া আছে। এই সংগ্রহ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। ইহা তিনটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত। অবশ্য ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এইগুলি একই ইবনুল-হাজ্জ-এর রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J.F.P Hopkins, An Andalusian Poet of fourteenth century: Ibn al-Hajj, in BSOAS, ২৪খ. (১৯৬১ খ.), ৫৭-৬৪।

J.F.P. Hopkins (E.I.²)/ওহীদুল আলম

ইবনুল-হাজ্জ (ابن الحاج) : হামদুন ইবন আবদি'র-রাহমান আস-সুলামী আল-মিরদাসী আল-ফাসী, ১১৭৪-১২৩২/১৭৬০-১৮১৭, মাওলায় সুলায়মান-এর শাসনামলের (১২০৬-৩৮/১৭৯২-১৮২৩) অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ Levi-Provencal তাঁহার Les historiens des chorfa গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (প্যারিস ১৯২২ খ., পৃ ৩৪২, নং ৫)।

মরক্কোর উল্লিখিত সুলতান তাঁহাকে ফাকীহরূপে নিযুক্ত করিলে তিনি প্রথমে ফাস (ফেজ) নগরের মুহতাসিব, অতঃপর গান্নব-এর কা'ইদরূপে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তৎপূর্বে জীবনের একটা বড় অংশ ব্যাপিয়া তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। তিনি কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ ও ভাষ্য রচনা করেন, ধর্মীয় ধরনের কয়েকখানি পত্রসাহিত্যও রচনা করেন এবং নিজে যে হজ্জ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহা ছাড়া একখানা মাকসূরা (দ্র.), ইবন আতাইল্লাহ আল-ইসকান্দারী (দ্র.)-র হিকাম গ্রন্থের একটি কাব্যরূপ রচনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিসূচক প্রায় ৪,০০০ ছত্রের একখানি কাব্য (উহার টীকা ও ব্যাখ্যাসহ ৫ খণ্ডে) এবং সুলতানের প্রশংসা জ্ঞাপক কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রাবাতে রক্ষিত আছে। [দ্র. Levi-Provencal, Les manuscrits arabes de Rabat, Paris 1921, nos. 292 (৫), 305, 337, 338, 434, 497 (11-12) এবং তাঁহার কাব্য রচনার কিছু কিছু অংশ (উল্লিখিত mss. 337 ও 338 বর্তমানে K 963 ও K 1707) একত্র করিয়া একটি দীওয়ানে সংকলিত করিয়া ফাস হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক মুওয়াশশাহাত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কাব্যবিশারদের বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ সুখ্যাতি রহিয়াছে। কখনও কখনও তিনি অদ্ভুত রকমের ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়া খেলা করিতেন। এম. লাখদার (দ্র. Vie litteraire, 283-4) তাঁহার রচিত একটি কবিতা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, উহা বাসীত ছন্দে ২৬ বয়াতে রচিত, প্রতি মাত্রা 'দী' অন্তিমালযুক্ত প্রতিটি অর্ধ বয়াতে চারিটি ভাগে বিভক্ত। তাহা আবার ক্রমান্বয়ে লাল, কালো, নীল ও কালো কালিতে লেখা, নীল ছত্র বাদ দিলে মুনসারিহ ছন্দ হয়, নীল ও লাল বাদ দিলে মুকতাদাব ছন্দ হয়। আর শুধু লাল বাদ দিলে মাদীদ মাখবুন হয়।

হামদুন ইবনুল-হাজ্জ-এর বংশলতিকা ও মানাকিব (দ্র.) বিষয়ে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আত-তালিব একখানি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন, নাম রিয়াদুল-ওয়াদু' (দ্র. Levi-Provencal, Chorfa, 342-5), উহার পাণ্ডুলিপি রাবাতে রক্ষিত, নং ৩৯৬।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) নাসিরী, কিতাবুল-ইসতিক'সা, ৬খ., ১৫১; (২) কাতানী, সালওয়াতুল-আনফাস, লিখো' মুদ্রণ, ফাস ১৩১৬/১৮৯৮, ৩খ, ৪; (৩) ফুদায়লী, আদ-দুরাতুল-বাহিয়া, লিখো' মুদ্রণ, ফাস ১৩১৪/১৮৯৬, ২খ, ৩২৭; (৪) সা'ইহু, আল-মুনজাখাতুল-আবকারিয়া, রাবাত ১৯২০ খ., পৃ. ৮৩; (৫) এ. গান্নব, আল-নুবুশুল-মাগরিবী, বৈরুত ১৯৬১ খ., ১খ, ২৯৬-৭, ২খ, ২৫৭, ২৮২-৭; (৬) ইবন সূদা, দালীল মুআররিখিল-মাগরিবিল-আকসা, কাসাল্লাংকা ১৯০৬ খ., ১খ, ২১৫, ২খ, ৩৪৯,

৩৯০, ৪২১-২; (৭) এ. আল-জিরারী, মুওয়াশশাহাত মাগরিবিয়া, কাসাল্লাংকা ১৯৭৩ খ., পৃ. ১৮২-৫; (৮) এম. লাখদার, vie litteraire, পৃ. ২৮১-৪।

সম্পাদক মঞ্জলী (E.I.², Suppl.)/হামাযুন খান

ইবনুল-হাজ্জাজ (ابن الحاج) : আবু আবদিলাহ আল-হুসায়ন ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ বুওয়ায়হী আমলের একজন শী'আ 'আরব কবি। তিনি ৩৩০/৯৪১ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ বংশপরম্পরায় সরকারী কর্মকর্তা ও সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আবু ইসহাক ইব্রাহীম আস-সাবি' (৩১৩-৮৪/৯২৫-৯৪, দ্র. আস-সাবি')-এর নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। তিনিই তাঁহাকে প্রশাসনিক পেশা গ্রহণ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার কাব্য প্রতিভা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে, তিনি সরকারী পদ ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি উযীর আল-মুহাল্লাবীর সহিত সংযুক্ত ছিলেন, যাঁহার প্রশংসায় তিনি স্তুতিকাব্য লেখেন এবং আল-মুতানাব্বী সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন (দ্র. R.Blachere, আবু'ত-ভায়িব আল-মুতানাব্বী, প্যারিস ১৯৩৫ খ., পৃ. ২২৪-২৫) এবং মুহাল্লাবীর মৃত্যুতে তিনি শোকগাথা (৩৫৩/৯৬৩) রচনা করেন। পরে তিনি উযীর আবুল ফাদল আল-আব্বাস আশ-শীরাযী ও আবুল-আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনুল-আব্বাস-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চিত্তবিনোদনকারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। 'ইযু'দ-দাওলার একজন হাজিব (প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক)-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাঁধে। ফলে কিছু কালের জন্য তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। অতঃপর 'ইযু'দ-দাওলার প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি বাগদাদের 'মুহতাসিব' নিযুক্ত হইতে কৃতকার্য হন। ইবন বাকিয়্যার মন্ত্রীত্বের আমলে (৩৬২-৬/৯৭৩-৭) এবং ইহার আমলেই এই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার পর ইহা পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হন। এই সময় তিনি আবুল-ফাতহ ইবনুল-আমীদ-এর (দ্র. ইবনুল-আমীদ-২) সম্পর্কে আসেন, যিনি তাঁহার কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, অতঃপর ইবন 'আব্বাস (দ্র.) হইতে কিছু বৃত্তি লাভ করেন এবং বুওয়ায়হী শাসকদের বদান্যতা হইতে উপকৃত হন। তবে তিনি প্রধানত মন্ত্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহচর্যই চাহিতেন, তাঁহাদের আশ্রয় ও বদান্যতা তিনি ভোগ করিতেন। মনে হয় ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফাতি'মী বংশের ঙনৈক ব্যক্তি যাঁহার স্তুতিবাদ তিনি গাহিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার কাব্যরোষ ভয় করিতেন, তাঁহার নিকট হইতে তিনি এক হাজার দীনারও লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে পদ-প্রতিপত্তির সুযোগে অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারী ক্রয় করেন, এমনকি কোন কোন গ্রামের খাজনার মালিকও হইয়াছিলেন। মোটকথা, এইভাবে নিজকে একজন প্রতিপত্তিশালী লোক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মৃত্যু পর্যন্ত সুখে-সম্পদে বসবাস করেন। তাঁহার নিজ জমিদারী এষ্টেটে (জুমাদাছানী, ৩৯১/মে ১০০১) তাঁহার ইনতিকাল হয়। বাগদাদে মুসা আল-কাজিম-এর মাযারের পার্শ্ব তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইবনুল-হাজ্জাজ-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, একজন মুহতাসিব ও জুসম্পতির অধিকারী সংসারী লোক হইয়াও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর রাখিতেন। ইবনুল-হাজ্জাজের কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ভিন্নতর একটি রূপ প্রকাশ পায়। তিনি একদিকে যেমন প্রচলিত রীতিতে স্তুতি ও

নিশ্চামূলক কাব্য রচনা করিয়াছেন, অন্যদিকে বহু যৌন আবেদনমূলক অপ্রীল কবিতাও রচনা করিয়াছেন। এই রীতিটিকে তিনি সুখফ (سُخْف) (দ্র.) নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার সাধারণ কাব্য ভাষা বেশ মার্জিত। এইগুলিতে তাঁহার মৌলিক কাব্য প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। পক্ষান্তরে সুখফ রীতির রচনায় তাঁহাকে অত্যন্ত আবেগাপ্ত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ফলে অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই জাতীয় কবিতায় তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে।

ইবনুল-হাজিজের দীওয়ান এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, কোন কোন সরকারকে ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারী করিতে হইয়াছে (দ্র. Machriq, ১০খ, ১০৮৫)। তাঁহার সমসাময়িক ও বন্ধু আশ-শারীফ আর-রাদী (মৃ. ৪০৬/১১১৬ দ্র.) তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলির আন-নাযীফ মিনা'স-সাখীফ (النظيف من السخيف) নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আসতু'রলাবী (মৃ. ৫৩৪/১১৩৯-৪০), বিশেষত 'সুখফ' জাতীয় লেখাগুলি লইয়া গবেষণা করেন এবং দুহরা'ত-ত-তাজ ফী শি'র ইবনি'ল-হাজ্জাজ (فِي التاج في شعر ابن الحجاج) নামে একটি সংকলন তৈরি করেন (পাণ্ডু. প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগার, ৫৯১৩)। ইহা ইবনুল-খাশশাব (দ্র.)-এর মন্তব্যসহ তৎকর্তৃক অনুলিখিত হয়। ইহা একটি অপ্রকাশিত রচনার বিষয়বস্তু, যাহা Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৩ খৃ. ইবনুল-হাজ্জাজ সম্বন্ধে গবেষণা-সন্দর্ভ হিসাবে 'আলী আত-তাহির পেশ করিয়াছিলেন। ইবন নুবাভ আল-মিসরী ৬৮৬=৭৬৮/১২৮৭-১৩৬৬ দ্র.] ও লাভাইফু'ত-তালতীফ (الطائف التلظيف) (পাণ্ডু. কোপেনহেগেন, ২৬০) নামে একটি কাব্য সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ছা'আলিবী, যাতীমা, ৩খ., ৩০-১০২; (২) ইবন তাগ্গীরিবরদী, সম্পা. Popper, ১খ, ৮৯; (৩) যাকু'ত, ইরশাদ, ৪খ, ৬-১৬-উদাবা', ১০খ, ২০৬-৩২; (৪) 'আব্বাসী, মা'আহিদু'ত-তানসীস, কায়রো ১৩২৬ হি., ১খ, ১১, ২খ, ৬২ প.; (৫) খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, পৃ. ২৩৯-৪০; (৬) ইবনুল-জাওযী, মুনতাজাম, ৭খ, ২১৬; (৭) হিলাল আস-সাবি' তা'রীখুল-উয়ারা', সম্পা. Amedroz, লাইডেন ১৯০৪ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৮) ইবন খাল্লিকান, ১খ., ১৫৫ প.; (৯) খাতীব বাগ'দাদী, ৮খ, ১৪; (১০) A. Mez, Renaissance, নির্ঘণ্ট; (১১) Brocklmann, পরি.-১, ১৩০; (১২) এফ. বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ, ৪৩৩-৫।

D.S.Margoliouth [Ch. Pellat] (E.I.²)/ওহীদুল আলম

ইবনুল-হাজিব (ابن الحاجب) : জামালু'দ-দীন আবু 'আমর 'উছ'মান ইবন 'উমার ইবন 'আবী বাকর আল-মালিকী, একজন মালিকী ফাকীহ ও ব্যাকরণবিদ। তাঁহার কুর্দী পিতা আমীর 'ইযু'দ-দীন মুসাগ আস-সালাহীর গৃহাধ্যক্ষ বা হাজিব ছিলেন বলিয়া তিনি ইবনুল-হাজিব নামে পরিচিত। জন্ম ৫৭০/১১৭৪-৭৫ সালে, পরে দক্ষিণ মিসরের (Upper Egypt) 'আসনা' নামক পল্লীতে। তিনি কায়রোতে কৃতিত্বের সঙ্গে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ কুরআন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, মালিকী ফিক্হ ও উসুল, 'আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদি, বিশেষত আশ-শাতিবী ও মুহাম্মাদ আল-গাযালীর নিকট অধ্যয়ন করেন। ইহার পর অন্তত কয়েক বৎসর তিনি কায়রোতে বসবাস এবং তথায় অধ্যাপনা করেন। 'আমালী গ্রন্থে কায়রো শহরে তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে প্রদত্ত তারিখ, সর্বপ্রথম ৬০৯/১২১২-৩ সাল,

সর্বশেষ ৬১৬/১২১৯-২০ সাল ইবন কাদী শুহবা (৪০১) দামিশ্কে'র উদ্দেশে তাঁহার যাত্রার তারিখ ৬১৭/১২২০-১ বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। ইবনুল-হাজিব দামিশ্কে' উমায়্যা জামি মসজিদের মালিকী যাবিয়ায় অধ্যাপনা করেন। আয়ুবী ইসমা'ঈল আস-সালিহ-এর সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে ইবনুল-হাজিব দামিশক' হইতে বহিষ্কৃত হন (৬৩৯/১২৪১-২, in Brockelmann, 1², ৩৬৭; ৬৩৮/১২৪০-৪১, ইবন কাদী শুহবা, ৪০১)। তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন, তৎপর আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। কিছুকাল পর তিনি বৃহস্পতিবার ২৬ শাওয়াল, ৬৪৬/১১ ফেব্রুয়ারী, ১২৪৯ সালে তথায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে আবু হায়্যান আল-গারনাভীর একজন শিক্ষক ইবনুল-মুনায়্যির-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

ইবনুল-হাজিব মালিকী ফাকীহরূপে খ্যাতি অর্জন করিলেও তাঁহার প্রধান পরিচিতি ছিল ব্যাকরণবিদরূপে। ফাকীহরূপে তিনিই প্রথম মিসরী মালিকী চিন্তাধারাকে মাগরিবের মালিকী চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন। ব্যাকরণবিদ হিসাবে তাঁহার পদ্ধতি ছিল দীর্ঘকাল অনুসৃত সারসংক্ষেপ ও ভাষ্য রচনার। কিন্তু ইহাতে তিনি এত উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন যে, তিনি 'আরবী ব্যাকরণকে দুইটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পুস্তকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুস্তক দুইটিঃ (১) আশ-শাফিয়া, সারফ (শব্দ প্রকরণ) সম্পর্কে; (২) আল-কাফিয়া, নাহও (বাক্য প্রকরণ) সম্পর্কে। গ্রন্থ দুইটি বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ফলে ইবনুল-হাজিব অনন্য সুনাম অর্জন করেন। বহু ভাষ্যকার পুস্তক দুইটির ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি আয-যামাখ্শারীর মুফাসসালকে অতিক্রম করত সারফ ও নাহও-কে পৃথক করিয়া ইবন জিন্নী ও আল-মাযিনীর প্রতিহ্যকে পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছেন।

রচনাবলীঃ (১) আশ-শাফিয়া, অনেকবার মুদ্রিত, কায়রো সংস্করণটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইবনুল-হাজিব নিজেও ইহার একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, যাহা ইস্তাবুল হইতে ১৩১১ হি. সালে প্রকাশিত হইয়াছে (হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত, ৪, ৩)। বহু সংখ্যক ভাষ্যের মধ্যে রাদিয়ু'দ-দীন আল-আসতারাবাযী রচিত ভাষ্যটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও বহুবার মুদ্রিত। একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে একটি উন্নত মানের সংস্করণটির সঙ্গে 'আবদুল-কাদির আল-কাফিয়া, শারহ-এর ন্যায় এখন পর্যন্ত এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির উন্নত মানের সংস্করণ তিন খণ্ডে ১৩৫৮/১৯৩৯ সালে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণটির সঙ্গে 'আবদুল-কাদির আল-বাগ'দাদী রচিত শারহি শাওয়ালিহী-র একটি খণ্ড সংযোজিত। (২) আল-কাফিয়া, ১৫৯২ খৃ. রোমে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়; ইহার পর দিল্লী, কানপুর, কলিকাতা, তাশখন্দ, ইস্তাবুল ও ব্লাক হইতে বহুবার মুদ্রিত। হি. ১২৭৫ সালে ইস্তাবুল হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত সংস্করণটি সর্বাধিক প্রশংসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত শাফিয়া-র শারহ-এর ন্যায় এখন পর্যন্ত এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির উন্নত মানের কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ভাষ্যসমূহ ও বিদ্যমান পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, 1², 367-8, SI, 531-5। (৩) আল-আমালীঃ ইহা তাঁহার পুত্র আল-মুফাদ্দাল অথবা তাঁহার শাগরিদদেরকে প্রদত্ত মৌলিক পাঠ। Brockelmann বিভিন্ন তারিখসহ ইহাকে দুইটি সিরিজে বিভক্ত করিয়াছেনঃ (ক) কুরআন সম্পর্কে মুতানাব্বী, অন্যান্য কবি প্রভৃতি; (খ) কুরআনের কিছু কিছু আয়াত সম্পর্কে, বিশেষত আয-যামাখ্শারী রচিত

মুফাসসাল সম্পর্কে। (৪) আল-কাসীদাতুল-মুওয়াজ্জাহা বি'ল-আসমা'ইল-মু'আল্লাহ (القصيد الموشحة بالاسماء المونثة) জীবিতচক্র অন্তর্গত ছাড়া জীবিতচক্র বিশেষ্যসমূহের একটি ছন্দোবদ্ধ বিবরণ (কামিল ছন্দে রচিত); A. Haffner and L. Cheikho, *Dix anciens traites de philologie arabe* (২য় সং. বৈরুত ১৯১৪ খ.), 157-এ প্রকাশিত; এফ. এ. বুনানী রচিত দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ. (১৯৫৮ খ.); ৪২৬-এ পুনঃপ্রকাশিত। (৫) রিসালা ফিল-'উশুর, বিশেষরূপে আওওয়াল ও আখির, 'উশুর (দশম ভাগ)-এর সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, বার্লিন পাবলিশি, ৬৮৯৪; (৬) শারহুল-মুকাদ্দিমা আল-জুয়ুলিয়া, পাণ্ডু. ফাস, কারাবিয়ান (দ্র. Brockelmann, S I, 539 ও 541); (৭) কিতাবুল-মাকসাদিল-জালীল ফী 'ইলমিল-খালীল (كتاب المقصد الجليل في علم الخليل), 'আরবী ছন্দ প্রকরণের একটি ছন্দোবদ্ধ বিবরণ (বাসিত ছন্দে); পাণ্ডু. বিভিন্ন গ্রন্থাগারে (Brockelmann, I², 371, S I, 537); অধিকন্তু (ঐ) পাণ্ডু. সম্পর্কে সাতজন ভাষ্যকারের বরাত। Freytag তাঁহার *Darstellung der arabischen Verkunst Bnn* (1830)-এ 'আরবী ছন্দ প্রকরণের এই ছন্দোবদ্ধ বিবরণটি (৩৩৪-৪৩) জার্মান অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন; (৮) 'আকীদা ইসলামী, ধর্মবিদ্যা, পাণ্ডু. (Brockelmann, S. I, 539; সংশোধনের জন্য Esc², 1561, 6), (৯) ই'রাব বা'দি আয়াতিম-মিনা'ল কুরআনিল-'আজীম (اعراب بعض آيات من القرآن العظيم), পাণ্ডু. আলেক্সা, 'উছ-মানিয়া মাদরাসা (মক্কা নহে); দ্র. MMIA, xii, 470 and 471 foot; (১০) মুনতাহা'স-সু'আল ওয়া'ল-'আমাল ফী 'ইলমায়িল-উসুল ওয়া'ল-জাদাল (منتهى السؤال والعمل في علمي الأصول والجدل) মালিকী মায'হাব অনুসারে আইনের উৎস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ, পাণ্ডু. (Brockelmann, I², 372 ও S I, 537)। ইবনুল হাজিব ইহার একটি সংকলন, 'উয়ুনুল-আদিয়া (পাণ্ডু. প্যারিস, ৫৩১৮) ও একটি সংক্ষিপ্তসার মুখতাসারুল-মুনতাহা ফিল-উসুল (বহু পাণ্ডু. Brockelmann, ঐ)। এই মুখতাসার-এর বহুভাষ্য রচিত হয় (তৎপর ভাষ্যের টীকা ও অধিক টীকা; দ্র. ঐ)। 'আদুদ-দ-দীন আল-ইজী লিখিত ভাষ্যও (আল-'আদুদিয়া) বিভিন্ন টীকাসহ ইহা প্রকাশিত হইয়াছে (বুলাক ১৩১৬-১৯ হি.)। হি. ১৩২৬ সালে কায়রো হইতেও প্রকাশিত হয়। (১১) আল-মুখতাসার ফিল-ফুরূ' অথবা জামি'উল-উম্মাহাত অথবা কেবল আল-মুখতাসারুল-ফার'ঈ (M. Ben Cheneb-কর্তৃক EI²-এ প্রদত্ত শিরোনাম অনুসারে, দ্র. ইবনুল-হাজিব) মালিকী আইনের এই সারসংক্ষেপ এখনও পাবলিশি আকারে বিদ্যমান (দ্র. Brockelmann, I², 373 ও S I, 538-9)। খালীল ইবন ইসহাক আল-জুনদী (আলজিরিয়ান সীদী খালীল) ইহার ভাষ্য (التوضيح) লিখিয়াছেন, যিনি আইন সম্পর্কে ইবনুল হাজিবকে তাঁহার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; টীকাসমূহের ন্যায় পাবলিশি আকারে বিদ্যমান (দ্র. Brockelmann, ঐ)।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া (১) Brockelmann, I², 367-73 ও S I, 531-9; (২) M. Ben Cheneb, *Etude sur Les personnages mentionnés dans L'Idiata du Cheikh Abd el-Qadir al-Fasi*, Paris 1907, no. 191; (৩) M. Morand, *Le droit musul-*

man algerien (rite malikite), Les origines, Algiers 1913, 9 ff. 'আরবী বরাতসমূহঃ (৪) সুয়ুতী, বুগ'য়া, ৩২৩; (৫) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো, ২খ., ৪১৩-৪ (নং ৩৮৬); (৬) তাকি'য়িদ-দীন ইবন কাদী শুহ'বা, তা'বাকাতুন-নুহাত ওয়া'ল-লুগাবিয়ান, পাণ্ডু. দামিশুক, জাহিরিয়া, ৪৩৮ তা'রীখ, ৪০১-২; (৭) ইবন ফারহুন, আদ-দীবাজ, কায়রো ১৩২৯ হি., ১৮৯-৯১; (৮) ইবন খালদুন, মুকাদ্দিমা, ৩খ, ১৩-১৪ (অনু. Rosenthal, ৩খ, ১৮-১৯); (৯) M. S. Howell, *Grammar of the Classical Arabic Language*, i. preface, xviii-xix; (১০) হাজ্জী খালীফা, কাশফ, ইস্তাফুল ১৯৫১ খ., ৫খ।

H. Fleisch (E.I.2)/এ. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবনুল-হাদরামী (ابن الحضرمي) : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (অথবা 'আমির) ইবনিল-হাদরামী মু'আবিয়া (রা)-র একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি সিক্ফীন (দ্র.) যুদ্ধ ও সালিশ ঘটনার উত্তরকালে ৩৮/৬৫৮ সালের এক ঘটনার জন্য স্মরণীয় হইয়া আছেন। 'আমর ইবনুল-'আস (রা) কর্তৃক মিসর স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের পর মু'আবিয়া (রা) ইরাকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং চিন্তা-ভাবনার পর ইহা উপলব্ধি করেন যে, কূফা অপেক্ষা বসরায়-ই তিনি অধিক সংখ্যক সমর্থক লাভ করিতে পারেন। কাজেই ইরাকে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইলে তাঁহাকে বসরা হইতেই কার্যরম্ভ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তিনি 'আমর ইবনুল-'আস (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিয়া ইবনুল-হাদরামীকে বসরায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিলেন, বসরাবাসীদের সমর্থন লাভের জন্য তাঁহাকে উমায়্যাদের সাম্প্রতিক কালের বিজয় ও উদ্ভের যুদ্ধের করুণ স্মৃতির উপর ভিত্তি করিয়া সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য চালাইতে হইবে, রাবী'আ ('আবদুল-কায়স)-কে বিশ্বাস করা চলিবে না; কিন্তু আযদ গোত্রের বন্ধুত্ব অর্জন করিতে হইবে; তাহার পর সালিশের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন লাভ করিবার জন্য প্রধানত মুদার গোত্রের (তামীম) উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং শহরটি হযরত 'আদী (রা)-র প্রভাবমুক্ত করিবার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন চলমান ঘটনাবলীর ব্যাপারে বসরাবাসীদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য বিরাজমান ছিল এবং শান্তি-শৃঙ্খলাই ছিল তাহাদের নিকট প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কাজেই বসরায় গমন করিয়াই তাঁহাকে কঠিন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাঁহার চূড়ান্ত ব্যর্থতার সাথে আল-আই-নাফ ইবন কায়স (দ্র.)-এর নিরপেক্ষতার কোন সন্দেহ ছিল না—এমন কথা জোর দিয়া বলা চলে না। যাহাই হউক, হযরত 'উছ-মান (রা)-এর রক্তের বদলা নিতে প্রস্তুত এমন কিছু সংখ্যক বসরাবাসীকে তিনি তাঁহার পাশে এমনই ময়বুতভাবে একত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অস্থায়ী গভর্নর যিয়াদ ইবন আবীহি আতঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং দাক'ল-ইমারা ত্যাগ করিয়া আযদ গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইবনুল-হাদরামীর সমর্থকগণ গভর্নরের বাসভবন বলপূর্বক দখল করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আল-আহনাফ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং সাময়িকভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত 'আদী (রা) ঠিক এই সময়ে আ'য়ান ইবন দুবায়'আ আল-মুজাশি'ঈকে বসরায় প্রেরণ করেন। কিন্তু বসরায় উপস্থিতির পরের দিনই অর্থাৎ বিরোধী দলগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হইবার মত যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিবার পূর্বেই তিনি খুব সম্ভব খারিজীদের হস্তে নিহত হন। এই অবস্থায়ও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অসম্মত

‘আয্হদের আয্হ-উদ্দীপনার অভাবে ঘটনাচক্রের গতি আরও স্তিমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু হযরত ‘আলী (রা) কর্তৃক প্রেরিত জারিয়া ইবন কুদামা (দ্র.)-র বসরায় আগমনের পর আতিথ্য প্রদানকারী জনৈক সুনবীল-এর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। জারিয়া অনুকূল অবস্থার সুযোগ লইয়া ইবনুল-হাদ্দারামীর আশ্রয়স্থল অবরোধ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। ফলে হাদ্দারামী তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ নিশ্চিহ্ন হইয়া যান। এমতাবস্থায় আশা ভঙ্গের বেদনা বৃকে চাপিয়া মু‘আবিয়া (রা)-কে ৪১/৬৬১ সাল পর্যন্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। অবশেষে বসর ইবন আবী আরতাভ (দ্র.)-এর সবল হস্তক্ষেপের ফলে বসরা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আসে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, ১খ, ৩৪১৩-৭; (২) ইবন হাবীব, মুহাব্বার, ২৯০; (৩) বালানুয়রী, আনসাব, ১খ, ৫৫৬ ক; (৪) ইবন, আবি’ল-হাদ্দাদ, শারহ্ নাহজুল-বালাগা, ১খ, ৩৪৮-৫৫ (ওয়াকি’দী ও ইসমাঈল ইবন হিলাল আছ-ছাকফী কিতাবুল-গারাত অনুসরণে লিখিত); (৫) ইবন সা’দ, তাবাকগত, ৭/১ খ., ৩৮-৯; (৬) ‘আস্কালানী, ইসাবা, নং ৪৮৪০; (৭) ইবন হায্হম, জামহার, ২১০; (৮) Caetani, Annali, ১০খ., ১৫১-৬৭; আরও দেখুন জারিয়া ইবন কুদামার গ্রন্থপঞ্জী।

Ch. Pellat (E.I.2)/খান মুহলেহ উদ্দীন আহমদ

ইবনুল-হাদ্দাদ (ابن الحاداد) : আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উছমান আল-কায়সী, Cadix (ওয়াদী আশ) হইতে আগত আন্দালুসীয় কবি, যাহার ফলে তিনি আল-ওয়াদী আশী নামে পরিচিত। ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, ১৩৩-এর বর্ণনামতে তাঁহাকে মাশিনও বলা হইত। তিনি তাঁহার জীবনের বৃহৎ অংশ আল-মু‘তাসিম (মুহাম্মাদ ইবন মান ইবন সুমাদিহ, ৪৪৩-৯০/১০৫১-৯৭)-এর দরবারী কবি হিসাবে আলমেরিয়া (Almeria)-তে অতিবাহিত করেন। ইবন সুমাদিহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার প্রচণ্ড রোষ এড়ানোর জন্য ৪৬১/১০৬৮-৯ সালের দিকে তিনি আলমেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া কিছু দিনের জন্য Saragossa-তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে আলমেরিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া ৪৮০/১০৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সেইখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইবনুল-হাদ্দাদ একজন কবি, গদ্য লেখক ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কবিতা প্রচুর, বিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং মনোরম ভাবমূর্তি ও সূক্ষ্ম রূপালংকারে পরিপূর্ণ, কিন্তু উপরিউক্ত গুণগুলি তাঁহার স্তুতি কবিতায় এতটা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে সুপরিচিত হইল নুওয়ায়রা (Nuwayra) নামের একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীর নামে উৎসর্গীকৃত কবিতা। ইবন ফাদলিল্লাহ আল-‘উমারী (মাসালিকুল-আবসার, কায়রো ১৯২৪ খ., ১খ, ৩৮৫) অনুসারে উক্ত সন্ন্যাসিনী নীল নদের পূর্বতীরে আসযুত-এর উত্তরে ‘রীফা-র মঠে বসবাস করিত। ইবনুল-হাদ্দাদ হিজাবে গমনের উদ্দেশ্যে কূস হইতে ‘আয্হাব অতিক্রম করিবার সময় তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তাহার সৌন্দর্য কবিকে এতটা মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার হৃৎকণ্ঠের কথা ভুলিয়া গিয়া অনেক দিন পর্যন্ত এই মঠের কাছে বসবাস করেন। কবি স্পেনে প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘকাল পরেও নুওয়ায়রা তাঁহাকে অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছিল। নুওয়ায়রার উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাগুলি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইবনুল-হাদ্দাদের দীওয়ান বিরাট আকারের, এমনকি কবিতাগুলির অন্ত্যমিলের বর্ণনাক্রমে বিন্যস্ত ছিল। তিনি সীন (س) বর্ণের একটি কাসীদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে গর্বিত ছিলেন, যাহাকে তিনি

হাদীকাতুল-হাকীকা (সত্যকুঞ্জ) বলিতেন এবং যাহার মাত্র দুইটি চরণ আমরা পাই। এইগুলি তাঁহার ধ্যানের প্রবণতা ও হিকমা কবিতার প্রতি তাঁহার আয্হ প্রদর্শন করে যাহাকে তিনি ফালসাফিয়াতী (আমরা দার্শনিক কবিতা) বলিতেন। তাঁহার গদ্যহীন পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টা ও অদ্ভুত উপমায় পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট। ইবন বাসসাম কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁহার অধিকাংশ গদ্য রচনা গভীর দুঃখ ও একটি বিবদমান মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। আল-মুসতাম্মাত নামে অভিহিত ছন্দশাস্ত্রের একটি পুস্তিকা ইবনুল-আব্বার তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, ১৩৩; (২) ইবন বাসসাম, যাখীরা, ১/২খ, ৩০১-৩৬; (৩) ইবন সাঈদ, মুপরিব, কায়রো ১৯৫৩ খ., ১খ, ১৪৩-৫; (৪) ঐ লেখক, রায়াত, মাদ্রিদ ১৯৪২ খ., ৭৪-৫/২৩৪-৫; (৫) ইবনুল-খাত্তীব, ইহাতা, কায়রো ১৩১৯ হি., ২খ, ২৫০-১; (৬) ইবন ঞ্জকান, মাতমাহ, ৮০; (৭) সাফাদী, ওয়াফী, ২খ, ৮৬; (৮) কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, ১৬৭; (৯) ইবন ফাদলিল্লাহ আল-‘উমারী, মাসালিকুল-আবসার, ১খ, কায়রো ১৯২৪ খ., ৩৮৪-৬; (১০) ইবনুল-ইমাদ আল-ইসফাহানী, খারীদা, পাণ্ডু. দারুল-কুতুব, কায়রো ১২ খ, পত্র ৫৪; (১১) কিফতী, মুহাম্মাদুন, পাণ্ডু. দারুল-কুতুব, পত্র ৩২; (১২) মাক্কারী, Analectes, ২খ, ৩৩৮-৯ ও নির্ঘণ্ট; (১৩) Dozy, Recherches², ১খ, ২৫৩-৬; (১৪) Nykl, Hispano-Arabic poetry, Baltimore ১৯৪৬ খ., ১৯৪-৫; (১৫) H. Peres, Andalous, নির্ঘণ্ট।

H. Mones (E.I.2)/উম্মে সালমা বেগম

ইবনুল-হান্নাত (ابن الحنات) : আবু ‘আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান আর-রু‘আয়নী আল-কুরতুবী আল-কাফীফ, একজন আন্দালুসীয় কবি লেখক। ৫ম/১১শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হিসাবে বিবেচিত হইতেন। তিনি ছিলেন একজন শস্য ব্যবসায়ীর পুত্র (এইহেতু সাধারণত তিনি যে নামে পরিচিত ছিলেন তুলক্রমে তাহা প্রায়ই ইবনুল-খায়াত ابن الخياط লেখা হইতে)। বিদ্যার্জনের সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি কর্ডোভার বানু যাকওয়ান নামে এক কাদী পরিবারের নিকট ঋণী ছিলেন (দ্র. ইবন যাকওয়ান ابن ذكوان)। তাঁহার তাহাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন। জন্মগতভাবে তাঁহারা চক্ষুর গঠন ত্রুটিপূর্ণ থাকায় তিনি অল্প বয়সেই দৃষ্টিশক্তি হারান। তথাপি ইহা তাঁহার ব্যাপক জ্ঞানার্জনে, এমনকি জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর মনোনিবেশে এবং জীবন সায়াহ্নে সাফল্যের সহিত রোগ চিকিৎসার কলা-কৌশল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ৫ম/১১শ শতকের গোড়ার দিকে তিনি হাম্বুদীগণের ‘আলী ও আল-কাসিম ইবন হাম্বুদ-এর প্রশংসায় কিছু কবিতা রচনা করেন। তাঁহার কিছু কবিতায় আলীপন্থী মানসিকতা পরিলক্ষিত হইলেও ইহা দ্বারা তাহাকে শী‘আ মতাবলম্বী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হইবে না। অধিকন্তু তিনি উমায়্যা খলীফা তৃতীয় হিশাম কর্তৃক কাতিব (দ্র.) নিযুক্ত হন (৪১৮-২২/১০২৭-৩১)। তাঁহার জীবনীকারদের মতে তর্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগের ফলেই তিনি ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং কর্ডোভা হইতে নির্বাসিত হন। তিনি আলজেসিরাস-এ মুহাম্মাদ ইবনুল-কাসিম ইবন হাম্বুদ (৪২৮-৪০/১০৩৬-৪৮)-এর শরণাপন্ন হন। এখানে তিনি অনেক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। যেমন তিনি

ইবন 'আব্বাদ (মৃ. ৪৩৪/১০৪২)-কে অভিনন্দন জানান, আবুল-হায্বম জাওহার (মৃ. ৪৩৫/১০৪৩) স্বরণে শোকগাথা রচনা করেন এবং ৪৩৭/১০৪৫ সালে বাদাজোয (দ্র. Aftasids)-এ আল-মুজাফফারের সাক্ষাত লাভের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে ইনতিকাল করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ইবন শুহায়দ (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার বিরোধ সর্বজনবিদিত। প্রকৃত প্রস্তাবে দুইজনই পরিপূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী ধারণা পোষণ করিতেন। ইবনুল-হান্নাত এমন এক রচনাশৈলীর সমর্থক ছিলেন যাহা কখনও কখনও বাদী' ও গারীব (بيع و غريب)-এর অপরিমিত ব্যবহার দ্বারা বৈশিষ্ট্যময় হইত। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দীর্ঘ ঋণ বাক্যে লিখিত তাঁহার ছন্দময় গদ্য এখনও পাঠককে আনন্দ দান করে।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রধান উৎসঃ (১) ইবন বাস্‌সাম, যাযীরা, ১/১খ, ৩৮৩ প., তিনি ইবন হায়্যান হইতে উদ্ধৃতি এবং ইবনুল-হান্নাতের কবিতা ও গদ্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। আরো দেখুন (২) ইবন সাঈদ, মুগ্‌রিব, সম্পা. শাহ দায়ফ, পৃ. ১২১-৪; (৩) ইবন বাশ্কুওয়াল, সিলা, পৃ. ৬৪০; (৪) মাল্‌কারী, Analectes, সূচী (দ্র. ইবনুল-খায়্যাতি); (৫) দাব্বী, বুগ্‌য়া, পৃ. ৬৭; (৬) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, পৃ. ১২২; (৭) H. Masse, in Mel. rene Basset, i, 256-7; (৮) H. Peres, Poesie andalouse, সূচী।

Ch. Pellat (E.I.²)/মকবুলুর রহমান

ইবনুল-হান্নাফিয়া (দ্র. মুহাম্মাদ ইবনুল-হান্নাফিয়া)

ইবনুল-হাব্বারিয়া (ابن الهبارية) : আবুল-আশ-শারীফ নিজামু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-'আব্বাসী আল-হাশিমী, সালজুক আমলের একজন 'আরব কবি, 'আব্বাসী যুবরাজ 'ঈসা ইবন মুসা (দ্র.)-র বংশধর। তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল তাঁহার কোন এক মাতামহ হাব্বার-এর নামানুসারে। তিনি সম্ভবত পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু পূর্বে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন (আযারবায়জানে জন্মের কথাও বলা হয়)। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার ফলে তিনি হাদীছের বর্ণনাকারী (রাবী)-দের মধ্যে গণ্য হইয়া যান। কিন্তু ধর্মীয় আলোচনার প্রতি কোন আকর্ষণ তিনি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি ঐ সময়ের রং-রসিক ব্যক্তি ও ধনী যুবকদের সহিত কুতরাবুল (দ্র.)-এর নিশাচক্রগুলিতে যাতায়াত করাকে অগ্রাধিকার দিতেন। এই সকল স্থানে যাতায়াত তাঁহার মধ্যে বিকৃত কামপ্রবণতা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কথার সত্যতা তিনি নিজেই তাঁহার কবিতায় স্বীকার করেন। যাহা হউক, তাঁহার বিশিষ্ট কাব্যিক মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও 'আরবী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহাকে কবিতা রচনায় নিয়োজিত হইবার প্রতি অনুরাগী করিয়া সম্পূর্ণ অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, প্রথমত বাগদাদের জাহীরীদের (দ্র. জাহীর) স্তুতি গান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহপন্থক রচনার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে এই ধরনের দাসত্বসুলভ তোষামোদী কর্মের অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে তিনি অচিরেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের শত্রুতে পরিণত হন। উদাহরণস্বরূপ যখন ৪৪৮/১০৯১ সালে যুবক ইবন জাহীর দ্বিতীয়বারের মত খলীফার উযীর

নিযুক্ত হইলেন, তিনি এই পদোন্নতিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এমন এক দারুণ বিদ্রোহপন্থক কবিতার মাধ্যমে যাহা অচিরেই জনগণের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমসাময়িকদের প্রতি তাঁহার আক্রমণাত্মক স্বভাব তাঁহাকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে বাধ্য হইয়া ইসফাহানে গিয়া নিজামুল-মুলক (দ্র.)-এর সুধীমঞ্জলীতে স্থান লাভের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত নিজামুল-মুলক তাঁহাকে তাঁহার অনুগামীমঞ্জলী (entourage)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার কর্মকুশলতার অভাবে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের দারুণ রোষে পতিত হন। নিজামুল-মুলক তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিয়াও শেষ পর্যন্ত ফাকীহ সাদরু'দ-দীন মুহাম্মাদ আল-খুশানদীর সুপারিশে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তিনি তাজুল-মুলক ও মাজু'ল-মুলক-এর পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একটি কবিতায় তিনি তৎকালীন সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এমনকি খলীফা আল-মুক্তাদী (৪৬৭-৮৭/১০৭৫-৯৪), মালিক শাহ (৪৬৫-৮৫/১০৭২-৯২), নিজামুল-মুলক ও স্বয়ং তাজুল-মুলকের বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া একসঙ্গে অনেকের শত্রুতা কুড়াইলেন। তাজুল-মুলক তাঁহাকে স্বীয় আনুকূলে পুনর্বহাল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাজুল-মুলকের গুণ্ডহত্যার (৪৮৬/১০৯৩) পর অগত্যা ইসফাহান ত্যাগ করিয়া ইবন হাব্বারিয়া কিরমানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি উযীর মুক্‌রাম ইবনুল-'আলা', বিশেষত সালজুক বংশীয় ঈরানশাহ (দ্র.) [রাজত্বকাল ৪৮৯-৪৯৪/১০৯৬-১১০১]-এর উদ্দেশ্যে স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক মাজু'ল-মুলক-এর নামে উৎসর্গ করিলেন (হি. ৪৮৯ ও ৪৯২-এর মধ্যে)। তাঁহার রচিত নাভা'ইজুল-ফিতনা ফী নাজমি কালীলা ওয়া দিমনাঃ (কালীলাঃ ওয়া দিমনা-র কাব্যানুবাদ) এবং আল-হিল্লা-র প্রতিষ্ঠার (৪৯৫/১১০১-২) পর মায্যাদী সাদাকা ইবন মানসুরকে প্রেরণ করিলেন তাঁহার অন্য গ্রন্থটি আস-সাদিহ ওয়া'ল-বাগিম। তখনও তিনি কিরমান ত্যাগ করেন নাই যখন সম্ভবত ৫০৯/১০১৫-৬ সালে (বাস্তবিকপক্ষে ৫০৪/১০১০-১) অতি বৃদ্ধ বয়সে (বলা হইয়া থাকে ৯৫ বৎসর বয়সে) সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ইবনুল-হাব্বারিয়া একটি দীওয়ান রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিন বা চারিটি খণ্ডে সমাপ্ত এই দীওয়ান অবশ্যই খুব ব্যাপক হইয়া থাকিবে; কিন্তু ইহার কেবল কিছু উদ্ধৃতাংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা 'ইমামু'দ-দীন আল-ইসফাহানীর (খারীদাতুল-কাসর, পাণ্ডু. Leiden or. 21a) কল্যাণে এখনও টিকিয়া আছে। এই উদ্ধৃতিগুলিতে বেশীর ভাগে স্থান পাইয়াছে سَخَف (নির্বুদ্ধিতামূলক) ও هَجْر (বিদ্রোহপন্থক) কবিতা এবং পররতী পর্যায়ে প্রশংসামূলক কাব্য ও প্রেমকাব্য। 'ইমামু'দ-দীনের মন্তব্য অনুসারে প্রথমে দুই প্রকারের কবিতায় কবি ইবনুল-হাজ্জাজ (দ্র.)-এর অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু মনে হয় তিনি তাঁহার আদর্শের মত কৌতুহলোদ্দীপক-ভাবে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কারণ তিনি কোন কোন উপলক্ষে উন্নততর মানের কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। অধিকন্তু তিনি নিজেকে উচ্চ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন প্রচারকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ করিতেন। ইবনুল-হাব্বারিয়া প্রকৃতপক্ষে কেবল উল্লিখিত কালীলা ওয়া দিমনা-র রাজায় ছন্দে কাব্যানুবাদকই [বোষাই ১৩০৪/১৮৮৬ ও ১৩১৭/১৮৯৯, বা'আবদাঃ (সেবানন) ১৯০০; নি'মাতুল্লাহ আল-আসমার, যিনি মূল পাঠে কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন] ছিলেন না, বরং তিনি

কিতাবু'স-সাদিহ ওয়া'ল-বাগিম-এরও রচয়িতা ছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি ছিল সর্বমোট ২,০০০ চরণের উরযুজা (রাজ্য ছন্দে রচিত কবিতা সংগ্রহ)। ইহার সূচনায় ছিল একটি মনোমগ্ন গল্প, যাহার একজন নায়ক (চরিত্র) একটি গল্প বলার মাঝে পর্যায়েক্রমে ভিন্ন একটি গল্পের অবতারণা করে, ইহার পর আছে কালীলা ওয়া দিমনা-র অনুপ্রেরণায় রচিত কতক জল্প-জানোয়ার বিষয়ক গল্প এবং সর্বশেষে রহিয়াছে কতক নৈতিক উপদেশমূলক অনুচ্ছেদ। উক্ত হইয়াছে যে, রচয়িতা এই গ্রন্থের রচনায় দশটি বৎসর ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং প্রকাশিত হইয়াছে তিনটি সংস্করণেঃ কায়রো ১২৯২/১৮৭৫-৬, বৈরুত ১৮৮৬ খৃ., কায়রো ১৯৩৬ খৃ.। ফুলকুল-মা'আনী একটি কবিতা সংগ্রহ, দ্বাদশ অধ্যায় বিভক্ত যাহাতে গদ্যে ও কবিতায় রচিত গল্পের সমাবেশ (দ্র. সিব্বত ইবনুল-জাওবী, মিরআতু'য-যামান, পাণ্ডু. প্যারিস ১৫০৫, ২৮১ ক-২৮৪ ক; Barthold, in Zap. Vost. Otd. Imp. Arkh. Obc., xviii, 0144 ff.)। যাকৃত প্রসঙ্গক্রমে কিতাবুল-লাকা'ইত নামে একটি গ্রন্থের নামও (ইরশাদ, ৬খ, ২৯৭) উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সম্ভবত একটি অভিধান ছিল। দাবাখেলা সম্বন্ধে তাঁহার 'উরযুজা' সাদিহ গ্রন্থের একটি অংশবিশেষ/খারীদাতুল- 'আজা'ইব-এর প্যারিস পাণ্ডুলিপির শেষের দিকে এই উরযুজা পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী এ প্রক্কে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও দ্রঃ (১) সাম'আনী, আনসাব, ৫৮৭ b; (২) ইবনুল-আনবারী, নুযহাতুল-আলিব্বা', কায়রো ১২৯৪ হি., পৃ. ৪৩৭; (৩) ইমামু'দ-দীন আল-ইসফাহানী, মুসরাফুল- ফাতরা, পাণ্ডু. প্যারিস পৃ. ২১৪৬, ৫৮a, ৬০a, ১০৩a, ১০৪-৫; (৪) যাকৃত, ১খ, ৫৫৫, ৬৯৪, ২খ, ৪৬, ৪খ, ৮০৯; (৫) 'আসফালানী, লিসানুল-মীযান, ৫খ, ৩৬৭-৮; (৬) ইবন খাল্লিকান, ১খ, ২৮৩, ২খ, ৩৮৬-৯, ৪৮৪, ৩খ, ৪৩৫; (৭) ইবনুল-তিক্তাকা, ফাখরী, ১খ, ২৬৬-৭; (৮) সাফাদী, ওয়াফী, ইস্তাবুল ১৯৩১ খৃ, ১খ, ১২৪, ১৩০-৩; (৯) সারকীস, পৃ. ২৭১-২; (১০) Recueil de textes relatifs a l'hist. des Seldj., ২খ., ৬৫ ও নির্ঘণ্ট; (১১) Chauvin, Bibliographie, ২খ., ১৭১-৪; (১২) ফুআদ আল- বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ৪খ., ১১৬-৭; (১৩) Brockelmann, I, 252-3, S I, ৪৪০; (১৪) A. Dj. আত-আহির, আশ-শি'ফুল- 'আরাবী ফি'ল- 'ইরাক ওয়া বিলাদিল- 'আজাম ফি'ল- 'আসরি'স-সালজুকী, বাগদাদ ১৯৬১ খৃ., ১খ, ১২৪-৪৫ ও নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E.I.²)/মনোয়ারা বেগম

ইবনুল-হাবহাব (দ্র. 'উবায়দুল্লাহ ইবনুল-হাবহাব)

ইবনুল-হায়ছাম (ابن الهيثم) : আবু 'আলী আল-হাসান (মতান্তরে মুহাম্মাদ) ইবনুল-হাসান (মতান্তরে আল-হুসায়ন) ইবনুল-হায়ছাম আল-বাসরী আল-মিসরীকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গ্রন্থে আলহাযেন (Alhazen), আভেন্নাহান (Avenna- than) ও আভেনেতান (Avenetan) বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। তিনি 'আরবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ এবং নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে।

যতদূর জানা যায়, ইবনুল-হায়ছাম ৩৫৪/৯৬৫ সালে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য এই তারিখ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কাহারও

কাহারও মতে তাঁহার জন্ম ৩৫৫/৯৬৫-৬৬ সালে। এই সময়ে বাগদাদে খলীফা ছিলেন আল মুতী' লিদ্দাহ (৯৪৬-৭৪ খৃ.)। বসরা জন্মস্থান বলিয়া ইবনুল-হায়ছামের নামের সঙ্গে আল-বাসরী নিস্বাটিও সংযুক্ত হয়। তিনি বসরাতেই শিক্ষালাভ করেন এবং সেখানেই সরকারী রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চাকুরীরত অবস্থাতেই বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ফলে সরকারী কার্যে অন্যমনস্কতার অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। বরখাস্ত হওয়ার পর তিনি জ্ঞানান্বেষণের জন্য তখনকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত নানা স্থান পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি প্রকৌশল বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং ঐ বিষয়ে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি মিসরের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেখানকার নীল নদের উপর বাঁধ দিয়া নদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং তদনুযায়ী একখানি নকশাও প্রস্তুত করেন। এই সময়ে মিসরের খলীফা ছিলেন ফাতি'মী বংশের আল-হাকিম (৩৮৬-৪১১/৯৯৬-১০২১)। ইবনুল হায়ছাম নকশাটি খলীফা আল-হাকিমের নিকট প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁহাকে মিসরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন।

ইবনুল-হায়ছাম মিসরে আসিয়া নীল নদ পর্যবেক্ষণ করেন এবং বর্তমানে যে স্থানে আসওয়ান বাঁধ স্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানই বাঁধের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই অনুসারে পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি দ্বারা তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং খলীফাকেও সে কথা জানানিয়া দেন।

খলীফা স্বভাবতই অত্যন্ত স্কন্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তখনকার মত বৈজ্ঞানিককে রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত করেন। চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও খলীফার ক্ষোভ ও খামখেয়ালী মরজীর কথা মনে করিয়া বৈজ্ঞানিক স্বতি পাইতেছিলেন না। সুতরাং কিছুদিন চাকুরী করার পর মস্তিষ্ক বিকৃতির ভান করিয়া অনুপস্থিত রহিলেন। খলীফা তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিলেন। খলীফার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই অবস্থায়ই জীবন যাপন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপান্তরিত করা অসম্ভব বলিয়া জানাইয়া দিয়া গোপনে মিসর ত্যাগ করিয়া সিরিয়া চলিয়া যান এবং খলীফার মৃত্যুর পর পুনরায় মিসরে ফিরিয়া আসেন।

যাহা হউক, ইহার পর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত মিসরেই বাস করেন। এই সময়ে কোন চাকুরী গ্রহণ না করিয়া নকলনবিসি পেশা অবলম্বন করেন। তাঁহার হস্তলিপি ছিল খুবই সুন্দর। জ্ঞানানুরাগিণী তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির জন্য তাঁহা দ্বারা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সকল নবিসি কার্যের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এমনভাবেই তাঁহার জীবনের শেষ ১৯/২০ বৎসরে অনেক কয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪৩০/১০৩৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইবনুল-হায়ছাম বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে এই পর্যন্ত তাঁহার ১৮২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশের নানা লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি বর্তমান রহিয়াছে। ইস্তাবুলের অধ্যাপক ইসমাঈল পাশা (মৃ. ১৯০২ খৃ.) বিষয় অনুযায়ী ইবনুল-হায়ছামের গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সংখ্যা হইলঃ (১) অংকশাস্ত্র ২৫; (২)

জ্যোতির্বিজ্ঞান ২৩; (৩) ন্যায়শাস্ত্র ১৫; (৪) পদার্থ বিজ্ঞান ১১; (৫) দর্শন ১১; (৬) মনোবিজ্ঞান ৬; (৭) ভূগোল বিজ্ঞান ৬; (৮) প্রাণি বিজ্ঞান ৩; (৯) রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান ৩; (১০) চিকিৎসা বিজ্ঞান ২; (১১) সাহিত্য ২; (১২) ক্ষেত্রতত্ত্ব ২; (১৩) যুদ্ধ বিজ্ঞান ১; (১৪) হস্তলিপিবিদ্যা ১; (১৫) ধর্মশাস্ত্র ১; (১৬) রসায়ন বিজ্ঞান ১; (১৭) জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) (১৮) জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of knowledge) ১। ইহা ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলি নানা বিষয় লইয়া লিখিত।

এই তালিকাকে কিছুতেই সঠিক বলা চলে না। ইবন আবি উসায়বি'আ বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াই অল্পশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয়ের গ্রন্থের সংখ্যা হইল ৪১ এবং ইহার মধ্যে জ্যামিতির সংখ্যাই হইল ২৬। অধ্যাপক ইসমা'ঈল ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে ১ খানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইবন আবি উসায়বি'আর তালিকায় ৩ খানা ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ১৩ খানা পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতির ২১ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল গ্রন্থের অনেক কয়টিই আকারে ক্ষুদ্র। তাঁহার বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে গ্রীক গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করিয়া টলেমী সম্বন্ধে। তিনি টলেমীর গ্রন্থ অধ্যয়ন, সম্পাদনা ও সমালোচনা করেন। *Dr. Pines, Congres Int. Hist. des Sciences, x (1962)* ও *M. Schramm, Ibn al-Haythams Wey Zur Physik, 1963, bibliographical lists, iii, 38* এবং *iii, 64*।

সৃষ্টির জগতে ইবনুল-হায়ছামকে যাহা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইল বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার অবদান। ইহার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান ও তৎসঙ্গে বিজড়িত সমস্যা সম্বন্ধে অবদান শুধু সে যুগেই বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, এ যুগের বৈজ্ঞানিকদেরও বিন্ময়াভিত্ত করিয়াছে! এই বিংশ শতাব্দীতেও তাঁহার এই সমস্ত সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকগণ horribly Prolix বলিয়া অভিহিত করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আল্লেন (Prof. J. F. Allen F. R. S.)-এর কথায় Al-Hazen could be said to have a 20th century mind in a 10th century setting. এই শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞান ঐতিহাসিক অধ্যাপক সারটনের কথায় Ibn al-Haitham is the greatest Muslim physicist and one of the greatest students of Optics for all times who must also be rated among the most prodigious figures in the world of Scholarship.

'আলো সম্বন্ধে তাঁহার কিতাবুল-মানাজির গ্রন্থে প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মতবাদ বিজ্ঞান জগতকে সঠিক পন্থার সন্ধান দেয়। তাঁহার পূর্বে ইউক্লিড, এরিস্টোটল, টলেমী প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানী-দার্শনিকগণ প্রচার করেন যে, আলোর রশ্মি কোন বস্তুর উপর পতিত হইলেই বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। এই মতবাদটি স্বতঃসিদ্ধ তথা অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। ইবনুল-হায়ছাম সর্বপ্রথম তাঁহার কিতাবুল-মানাজির গ্রন্থে এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু হইতে আলোর রশ্মি চোখের উপর পতিত হইলেই সেই বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। ইবনুল-হায়ছামের মতবাদটি পরবর্তী কালে বিজ্ঞান জগতে সঠিক মতবাদ

বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আল-বীরুনী ও ইবন সীনাও এই মতবাদ পোষণ করিতেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রসর হন নাই। ইবনুল-হায়ছামের কিতাবুল-মানাজির পরবর্তী কালে Greater work than those of Euclid and Ptolemy বলিয়া স্বীকৃতি পায়। অধ্যাপক সারটনের মতে, "Kitab al-Manazir must be listed among the listed Classics, indeed it influenced scientific thought for six centuries"।

ইবনুল-হায়ছাম আলোর প্রবাহ, আলোর সহিত বিভিন্ন রংয়ের সম্পর্ক, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং সেইজন্য নানাবিধ দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সেইগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এইভাবে তিনি ইউক্লিড ও টলেমীর বহু মতবাদ সংশোধন ও সম্প্রসারণ করেন। ইউক্লিডের মতে আলোর প্রতিফলন (angle of incidence) সমান। ইবনুল-হায়ছাম ইহার সঙ্গে সংযোজন করেন যে, আপতিত কোণ প্রতিফলিত কোণ ও আপতন তলের উপরকার লম্ব (normal-a line Perpendicular to the surface) একই সমতলে অবস্থিত। টলেমীর মতে দুইটি বিভিন্ন মাধ্যমে (যেমন বাতাস ও পানি) আলোর প্রতিসরণের সময় আলোর পথ যে আপতন ও প্রতিসরণ কোণ সৃষ্টি করে তাহাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রহিয়াছে। ইবনুল-হায়ছাম প্রমাণ করেন যে, এই নিয়ম শুধু ক্ষুদ্র কোণ ১৫° হইতে ২০° কোণের বেলায়ই প্রযোজ্য। আপতন কোণ ইহার অপেক্ষা বেশী হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না, অনুপাতও পরিবর্তিত হইবে। ১৭শ শতাব্দীতে অধ্যাপক স্নেল (Prof. Wilbord Snell, d. 1650) প্রমাণ করেন যে, আল-হায়ছামের সিদ্ধান্ত সঠিক। তবে এই দুই কোণের সাইন অনুপাত (Ratio of Sines) একটি নিত্যঙ্ক (Constant)। ইহা বর্তমানে Snell's Law নামে পরিচিত। বলা যায় যে, এই দুইটি কোণের মধ্যে যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা ইবনুল-হায়ছামের নজর এড়াইয়া যায় এবং প্রায় ছয় শত বৎসর আগে সেই সম্বন্ধটি আবিষ্কার করিতে।

একটি হাল্কা স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে অপেক্ষাকৃত ভারী আর একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় আলোর যে প্রতিসরণ বা দিক পরিবর্তন হয় ইবনুল-হায়ছামের মতে তাহা হয় বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর গতিবেগের তারতম্যের কারণেই। বর্তমানেও ইহা সঠিক বলিয়া গৃহীত। তিনি নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত করেন, যে পথে গেলে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে এ-জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়, আলো সেই পথই (Optical path) অবলম্বন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ফারমাট (Prof. Pierre de Fermat, মৃ. ১৬৬৫ খৃ.) ১৬৫৮ খৃ. এই সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক রূপ দেন তাঁহার ন্যূনতম সময়ের (Principle of Least time) প্রস্তাবনায়। তিনি ইহার জন্য বিজ্ঞান জগতে বিশেষ স্বীকৃতি পান। ইবনুল-হায়ছাম এই সকলের গোড়াপত্তন করিলেও শেষ পর্যন্ত আগাইয়া যান নাই।

তাঁহার যে সমস্ত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত, এইগুলির মধ্যে রহিয়াছেঃ (১) মাকাল্লা ফী ইসতিখরাজ সামাতি'ল-কিব্লা [তু. C. Schoy, Abhandlung uber die Bestimmung der Richtung der Qibla, in ZDMG, lxxv (1921),

242-53], ইহাতে তিনি কোট্যানজেন্ট (Cotangent-কট) সূত্র প্রমাণ করেন :

$$\text{Cotg. } \alpha = \frac{\text{Sin } \phi_1, \text{ cos. } (\lambda_2 - \lambda_1) - \text{cos. } \phi_1 \text{ tg. } \phi_2}{\text{Sin. } (\lambda_2 - \lambda_1)}$$

(২) মাকাল ফী হায়'আতি'ল-'আলাম, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ, এই গ্রন্থের দুইটি হিফ্র অনুবাদ, তিনটি ল্যাটিন অনুবাদ, একটি জে. এম. মিলাস (J. M. Millas) কর্তৃক সম্পাদিত Las traducciones orientales..., 285-312, একটি ফারসী ও একটি ক্যাটিলিয়ান ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালের আবু রুশ্দ, আল-কাযবীনী ও Peurbach প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে (ড. W. Hartner, The Mercury Horoscope, ১২২-৩৫)। (৩) কিতাবু ফি'ল-মানাজির বা কিতাবু'ল-মানাজির গ্রন্থখানি যে পদার্থবিদ্যার অন্যতম শাখা আলোক বিজ্ঞানে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধেও উচ্চাঙ্গের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক কামালু'দ-দীন আল-ফারিসী (মৃ. আনু. ৭২০/১৩২০) এই গ্রন্থের একখানি সাবলীল ভাষ্য প্রণয়ন করেন (সং হায়দরাবাদ ১৩৪৭-৮/১৯২৮-৩০)। গ্রন্থখানি Thesaurus Opticus নামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এবং ১৫৭২ খৃ. Basle হইতে F. Risner কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের পঞ্চম মাকালায় ইবনুল-হায়ছামের গাণিতিক প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। ইহাতে তিনি বর্তমানে তাহার নামে পরিচিত উপপাদ্যটির প্রমাণ করেনঃ A ও B দুইটি বিন্দু O কেন্দ্র এবং R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমতলে অবস্থিত। বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু M নির্ণয় করিতে হইবে—যেখানে A হইতে নির্গত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া B বিন্দুর ভিতর দিয়া গমন করিবে। ইবনুল-হায়ছামের প্রদত্ত প্রমাণ যাহা খুবই জটিল, চার মাত্রার একটি সমীকরণের সৃষ্টি করে এবং উহা একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত ও একটি বৃত্তের ছেদ দ্বারা সমাধান করা হয়। পরবর্তী কালে লিওনার্দো দ্যা ভিন্সি এই সম্পাদ্যটির প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু গাণিতিক পদ্ধতির অভাবে তিনি উহাকে যান্ত্রিকভাবে সমাধান করেন। C. Huygens (মৃ. ১৬৯৬ খৃ.) শেষ পর্যন্ত ইহার সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সহজ প্রমাণ দেন (ড. Encyclopaedia delle matematiche elementari, i/2, 388-9); (৪) মাকাল ফী দাও'ইল-কামার (مقالة فى ضوء القمر) ইহা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, কারণ ইহাতে আলোক, বর্ণ ও নভোমণ্ডলীয় গতি সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; (৫) ফি'ল-মারায়াল-মুহরিকা বি'দ-দাওয়া'ইর (ড. Schramm, ii, 18 ও iii, 8) E. Wiedemann কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত, Bibliotheca Mathematica, x (1910), 293-307; (৬) ফি'ল-মারায়াল-মুহরিকা বি'ল-কুতু', গ্রন্থখানি পরাবৃত্তাকার আয়না সম্বন্ধে লিখিত [J. L. Heiberg and E. Wiedemann কর্তৃক অনূদিত, Bibliotheca Mathematica, x (1910), 201-37]; (৭) ফী আন্বা'ল-কুরাঃ আওসা'উ'ল-আশকালিল মুজাস্‌সামা আন্বাতী ইহাতুহা মুতাসাবিয়া ওয়া আন্বা'ল-দা'ইরা আওসা'উ'ল-আশকালিল-মুসাত্তা'হা আন্বাতী ইহাতুহা মুতাসাবিয়া (فى ان الكرة اوسع الاشكال الجسمة التى احاطها متساوية وان الدائرة اوسع الاشكال المسطحة التى احاطها متساوية) H. Dilgan কর্তৃক জার্মান

ভাষায় অনূদিত এবং ভাষ্যকৃত (Actes IX^e Congres Internat. d'Hist. des Sciences, 1959, 453-60)। এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে, একই বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত দুইটি সুষম বহুভুজের মধ্যে যাহার বাহু সংখ্যা বেশী, তাহার তল ও পরিসমাপ্তি বেশী; (৮) ফী কায়ফিয়াতি'ল-ইয়লাল [E. Wiedemann কর্তৃক সংক্ষেপিত অনুবাদ, in SBPMS Erlg., xxxix (1907), 226-48]; (৯) ফী আছারিল্লাযী ফি'ল-কামার (Carl Schoy কর্তৃক অনূদিত, 'Hanover ১৯২৫ খৃ.); (১০) ফি'দ-দাও' J. Haarmann কর্তৃক সম্পাদিত এবং Adhandung uber des Licht নামে জার্মান ভাষায় অনূদিত, in ZDMG, xxxvi (1882), 195-237 এবং কায়রো ১৯৩৬ খৃ. পুনঃপ্রকাশিত; (১১) ফি'ল-মাকান [E. Wiedmann কর্তৃক সংক্ষেপিত অনুবাদ, in SBPMS Erlg., xli (1909), 1-25], ইহার সহিত পরবর্তী বইটির কোন সম্পর্ক নাই; (১২) ফি'ল-মাকান ওয়া'য-যামান (ড. Schramm, ii, 2 ও iv, 68)। ইহা Prof. Schramm কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত; (১৩) ফী ইরতিফা'ই'ল-কুতব [অনু. Carl Schoy, in De Zee, x (1920), 586-601]; (১৪) ফী সুরাতি'ল-কুসুফ [ই. উইডম্যান কর্তৃক অনূদিত, in SBPMS Erlg., xli (1914), 155-69] পুস্তকে সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য Camera obscura ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে; (১৫) ফী ইসতিখরাজ মাসআলা আদ-দিয়া [E. Wiedemann কর্তৃক ১৯০৯ খৃ. অনূদিত, in SBPMS, Erlg. xli (1909), 11-13]; (১৬) Cremona-এর Gerard কর্তৃক একখানা গ্রন্থঃ Liber de crepusculis et nubium ascensionibus নামে অনূদিত হয়। De crepusculis নামীয় গ্রন্থটির সহিত প্রকাশিত হয় (লিসবন ১৫৪২ খৃ.) ও Risner কর্তৃক "Thesaurus" পুস্তকের পরিশিষ্ট হিসাবে পুনর্মুদ্রিত; (১৭) ফি'ল-মালুমাত [অংশবিশেষ L. A. Sedillot কর্তৃক অনূদিত; in JA, xxii (1834), 435-58]; (১৮) ফী ভার্বি'ই'দ-দা'ইরা, H. Suter কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, Zeitsch. fur Mathematik und Physik. Hist. Abt., xli (1899), 33-47; (১৯) ফী মিসাহতি'ল-মুজাস্‌সাম (আল-জিসম) আল-মুকাফী', অনু. H. Suter, in Biblio-theca Mathematica, xii (১৯১২ খৃ.), ২৮৯-৩৩২; (২০) ফি'শ-শাফাক, প্রদোষ সম্বন্ধে গ্রন্থঃ Cremona-এর Gerad কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এবং ১৫৪২ খৃ. লিসবন হইতে প্রকাশিত; (২১) ফী শাকলি বানী মুসা, E. Wiedmann কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত; (২২) ফী উসুল'ল-মিসাহা, E. Wiedmann কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত; (২৩) ফী আদওয়া'ই'ল-কাওয়াকিব (فى اذواء الكواكب), E. Wiedmann কর্তৃক ১৯১৪ খৃ. জার্মান ভাষায় অনূদিত।

উল্লেখ্য যে, ইবনুল-হায়ছাম ইহাও প্রমাণ করেন যে, জ্যোতির্বিদ্যায় গোপুলি গুরু অথবা শেষ হয় যখন সূর্যের উচ্চতা ১৯°-তে পৌঁছায় এবং সেখান হইতে গুরু করিয়া তিনি বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা ৫২,০০০ পাদ (Pace) বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। তিনি বায়ব প্রতিসরণের সঠিক ব্যাখ্যা দাঁত করেন, দিগন্তের কাছে চন্দ্র ও সূর্যের আনাত ব্যাসের বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি গোলকীয় অপেরণ আবিষ্কার করেন; কিন্তু তিনি তীব্র বক্রতা

(Caustic curve) বিবেচনা করেন নাই। তিনি দেখান যে, ছায়াপথ পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং ইহা বায়ুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ ইহার কোন লম্বন নাই। গণিতের জগতে তিনি আল-মাহানীর সম্পাদ্যটি সুন্দরভাবে সমাধান করেন। ম্যাজিক স্কোয়ার (magic squares) সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন এবং বাণিজ্যিক গণিতেও কিছু অবদান রাখেন [তু. E. Wiedemann, *Über eine besondere Art des Gesellschafts-rechens.....*, SBPMS Erlg., lviii (1928) 191-96].

তঁাহার “রিসালা ফী সিনা’আতি’শ-শি’র মুমতাবিজা মিনা’ল-য়ুনানী ওয়া’ল-আরাবী” গ্রন্থে ইবনু’ল-হায়ছাম সম্ভবত গ্রীক স ‘আরবী সাহিত্য-সমালোচনার ধারার সংযোগ সাধন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত পুস্তক ছাড়াও দ্রষ্টব্যঃ (১) Brockelmann, i, 469, S I, 851; (২) Sarton, Introduction to the History of Science, I, 721; (৩) Steinschneider, *Aven Natan e la teoria dell' origine della luce lunare e delle stelle*, in Bull. di bibliogr. e di storia delle scienze matematiche e fis che, i, Rome 1868, 33-40; (৪) মুস্তাফা নাযীফ বেক, ইবনু’ল-হায়ছাম ওয়া বহুহুহু ওয়া কুশফুহু’ন-নাজারিয়া, কায়রো ১৯৪২-৪৩ খ., ২ খণ্ড; (৫) H. J. J. Winster, The optical researches of Ibn al-Haytham, in Centaurus, iii, (1954), 190-210; (৬) এফ. বুস্তানী, দা’ইরাতুল-মা’আরিফ, ৪খ, ১২৮-৩০; (৭) Vaux, Baron Carra de Ibn al-Haitham; (৮) Max Meyerhoff, The Legacy of Islam; (৯) Dempier, Welham, A. Short History of Science; (১০) Dunlop D. M., Arab Civilization to 1500 A. D.; (১১) Mason, Stephen, F, A History of the Sciences; (১২) ইবন আবী উসায়বি’আ, “উয়ুনু’ল-আনবা” ফী তাবাক’আতি’ল-আতিব্বা, সম্পা. Muller, ২খ, ৯০-৯৮; (১৩) Richtencye, Introduction to Modern Physics; (১৪) আল-কিফতী, তারীখুল-হুকা’মা’, সম্পা. Lippurt, পৃ. ১৬৫; (১৫) A. Mackenzie, A. E, The Major Achievement of Science; (১৬) Mich, Aldo, La Science Arabe; (১৭) Hall A. R., The Scientific Revolution; (১৮) Myers E. A., Arabic Thought and the Western World; (১৯) দা.মা.ই., ১খ, ৭৩০-২; (২০) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফ, বৈরুত ১৪০২/১৯৮২; ৬খ, ৬৬-৮।

J. Vernet (E.I.2)/এম. আকবর আলী ও এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

ইবনুল-হাসান আন-নুবাহী (দ্র. আন-নুবাহী)

ইবনুশ-শাজারী আল-বাগদাদী (ابن الشجرى البغدادي) : আবু’স-সা’আদাত হিবাতুল্লাহ ইবন ‘আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্মা হযরত ‘আলী (রা) ইবন আবী তালিবের একজন বংশধর (এইজন্য তঁাহাকে আশ-শারীফুল-হাসানী আল-আলাবী বলা হয়), বাগদাদের একজন ব্যাকরণবিদ ও কবি। তঁাহার জন্ম রামাদান ৪৫০/নভেম্বর ১০৫৮ সনে।

অনেক শিক্ষকের নির্দেশনাধীনে পুরুষাঙ্গ ক্রমিক বিদ্যা শিক্ষার পর তঁাহার ছাত্র ইবনু’ল-আনবারী (দ্র.) কর্তৃক তঁাহার মুহা গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত তঁাহার ব্যাকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত ‘আলী (রা) পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন শিক্ষকের তালিকা দ্রষ্টব্য। তিনি ৭০ বৎসর যাবত ব্যাকরণ শাস্ত্রের শিক্ষকতা করেন। একই সময়ে তিনি তঁাহার বাসভূমি আল-কারখ-এর অন্তর্গত তালিবীস-এর নাকীবের সহকারী (না’ইব) ছিলেন। তিনি রামাদান ৫৪২/ফেব্রুয়ারী ১১৪৮ সনে ইনতিকাল করেন এবং তঁাহার গৃহেই তঁাহাকে দাফন করা হয়।

৪৮টি অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সমষ্টি গ্রন্থটিই ‘আমালী’ নামে পরিচিত এবং ইহাই তঁাহার প্রধান রচনা (সং হায়দরাবাদ ১৩৪৯ হি.) যাহা ইবনু’ল-খাশ্শাব (দ্র.)-এর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে রচিত তঁাহার ইনতিসার-এর দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তিনি একটি হামাসারও (সম্পা. Krenkow, হায়দরাবাদ ১৩৪৫ হি, কায়রো ১৩০৬ হি., মুখতারাত শু’আরা’ই’ল-‘আরাব শীর্ষক) সংকলক ছিলেন। তঁাহার অন্যান্য রচনার মধ্যে ইবন জিন্নী (দ্র.)-র লুমা’-এর একটি ভাষ্য এবং মা’ত্তাফাকা লাফজুহ ওয়া’খতালাফা মা’নাহ্” শীর্ষক একটি নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তঁাহার গাযাল আকারের কবিতা, স্তুতিবাদ ও মারছিয়া কবিতাসমূহে বিশেষ কোন মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু’ল-আনবারী, মুহা (শেষ জীবনে রচিত); (২) যাকুত, উদাবা’, ১৯খ, ২৮২-৪; (৩) ইবন খাল্লিকান, নিখষ্ট, দ্র. শিরো.; (৪) সুযুতী, বুগয়া, ৪০৭-৮; (৫) Brockelmann, S I, 493; (৬) F. Krenkow, in JRAS, ১৯২৯ খ., পৃ. ৯৬-১০০; (৭) ফুআদ বুস্তানী, দা’ইরাতুল-মা’আরিফ, ৩খ, ২৫২।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবনুশ-শালমাগানী (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আশ-শালমাগানী)

ইবনুশ-শাহীদ (ابن الشهيد) : আবু হাফস ‘উমার আত-তুজীবী, ৫ম/১১শ শতাব্দীর আন্দালুসীয় বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব। তিনি আলমেরিয়ার শাসক আল-মু’তাসিম ইবন সুমাদিহ-এর স্তুতিকাব্য রচয়িতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া তঁাহার জীবন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইবন বাসসাম তঁাহার যথার্থ গ্রন্থে (১/২খ, ১৮০-২০০) তঁাহার সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তঁাহার কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইবন সা’ঈদও তঁাহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন বর্ণনায় না যাইয়া মুগরিব (সম্পা. শাওকী দায়ফ, ২খ, ২০৯-১০)-এ কেবল তঁাহার বিষয় উল্লেখ করেন।

কবি হিসাবে ইবনুশ-শাহীদ বিশেষ খ্যাতির দাবিদার না হইলেও সমকালীন বহু উদীয়মান কবির অন্যতম ছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি একজন গদ্য রচয়িতা হিসাবেও গুরুত্বের দাবিদার। তবে ইহা বিচার করিবার সুযোগও ইবন বাসসাম কর্তৃক পেশকৃত একটি রিসালা ও একটি মাকামা-তে (শেষোক্তটি আংশিক বিদ্যমান) সীমাবদ্ধ। মাকামাটিতে ললিত ছন্দোবদ্ধ গদ্যে অতিরিক্ত অলংকার ব্যবহার ব্যতিরেকে একটি ছোট গল্পের ধারায় বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। তবে ভাব ও গঠনের ব্যাপারে ইহা প্রাচ্যের মাকামা-র উচ্চাঙ্গ রচনাবলী হইতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল বিবরণে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও দ্র. (১) হুমায়দী, জায়ওয়াতুল-মুকতাবিস, কায়রো ১৯৫২ খ., পৃ. ২৮৩-৪; (২) দাব্বী, বুগয়া, নং ১০৬৫; (৩) H. Peres, Poesie andalouse, পৃ. ৩৭, ৮৩, ৩৬৮ (বইটিতে ইবন সুহায়দের স্থলে ইবনু’স-শাহীদ পড়িতে হইবে

এবং ইবন ওহায়দের সহিত তাঁহার সম্পর্কিত হওয়ার বরাতটি উপেক্ষণীয়); (8) F. de la Granja. Los fragmentos en prosa de Abu Hafs Umar Ibn al-Sahid, আল আন্দালুস-এ, ২৫ খ. (১৯৬০ খ.), ৭১-১২।

F. de La Cranja (E.I.²)/আবু মুহাম্মাদ আসাদ

ইবনুশ-শিহনা (ابن الشحنة) : মুহিবু'দ-দীন আবু'ল-ফাদল মুহাম্মাদ জ. ১৪০২-১৪০৫, ৮৬৬/১৪৬৩ হইতে ৮৭৬/১৪৭১ পর্যন্ত কায়রোর প্রধান হানাফী কাদী; ইনতিকাল ৮৯০/১৪৮৫ সালে। তিনি আলেক্সোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্যভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ মাহমুদ আল-খুতলুকী বা ইবনু'ল-খুতলু নামীয় একজন মুক্তদাস ছিলেন, যিনি ৬১৬/১২১৯ সনের দিকে আয়্যুবী শাসক আল-মালিকু'ল-‘আযীযের আলেক্সোর কাদী ছিলেন এবং আলেক্সো দুর্গের মসজিদের অনুকূলে একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বরণীয় হইয়া আছেন। উক্ত মসজিদের স্মৃতিফলক হিসাবে ৮১১/১৪০৮ তারিখের একটি উৎসর্গপত্র এখনও বিদ্যমান। তিনি নিজে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে “আদ-দুরারু'ল-মুনতাখাব ফী তা'রীখ মামলাকাতি হালাব” (الدرر المنتخب في تاريخ مملكة حلب) শিরোনামে আলেক্সো ও উত্তর সিরিয়ার বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থটি। ইহা (ইয়্যু'দ-দীন) ইবন শাদ্দাদ (দ্র.) কর্তৃক পূর্বে রচিত গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ। J. Sauvaget উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থটির রচয়িতারূপে তাঁহার নামে সন্দেহ প্রকাশ ভিত্তিহীন। কেননা লেখক নিজে তাঁহার পিতা কর্তৃক ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জ : (১) Brockelmann, II, ৫৩, SII, ৪০; (২) J. Sauvaget, “Les perles choisies”, d'Ibn ach-Chichna, বৈরুত ১৯৩৩ খ., ভূমিকা; (৩) E. Herzfeld, Materiaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum ২খ., Syrie du nord, Inscriptions et monuments d'Alep, কায়রো ১৯৫৫ খ., ১৩০-১।

D. Sourdel (E.I.²)/মোঃ আবদুল মান্নান

ইবনুস-সাইগ (ابن الساعاتي) : (ঘড়ি প্রস্তুতকারকের পুত্র), পূর্ণ নাম ফাখরু'দ-দীন রিদওয়ান (অথবা রুদওয়ান) ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন রুস্তাম আল-খুরাসানী, দামিশকে জনগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন যিনি দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার পিতা একজন দক্ষ ঘড়ি প্রস্তুতকারক ছিলেন, তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হইতেছে দামিশকে'র জামি' মসজিদের প্রবেশ-পথের ঘড়িসমূহ, তিনি যাদী বংশীয় আল-মালিকু'ল-‘আদিল নুরু'দ-দীন মাহমুদ (মু. শাওওয়াল ৫৬৯/মে ১১৭৪) কর্তৃক এই কাজে নিয়োজিত হন। তাঁহার পিতা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইবনু'স-সাইগ একজন চিকিৎসক ও সুদক্ষ সাহিত্য বিশারদ ছিলেন। যুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য দার্শনিক বিষয়েও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। অধিকন্তু ঘড়ি প্রস্তুতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সুদক্ষ। প্রথমত তিনি আল-মালিকু'ল-ফা'ইয ইবনু'ল-মালিক আল-‘আদিল মুহাম্মাদ ইবন আয়্যুব (সোলাহু'দ-দীনের ভাগিনা)-এর উযীর ছিলেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আল-মালিকু'ল-মু'আজ্জাম ইবনু'ল-মালিক আল-‘আদিল (মু. ৬২৪/১২২৭) সনের উযীর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দামিশকে

৬২৭/১২৩০ সনের দিকে ইনতিকাল করেন। ঘড়ি প্রস্তুত সংক্রান্ত তাঁহার একখানি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান, রিসালা ফী ‘আমালি'স-সাইগত ওয়া ইসতি'মালিহা (E. Wiedemann ও Fritz Hauser-কৃত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, Uber die Uhren im Bereich der islamischen Kultur, in Nova acta academiae naturae curiosorum, c (1915), 176-267), যাহাতে তিনি প্রথমত তাঁহার পিতার ঘড়ি সম্পর্কে বলিয়াছেন, যাহা তিনি মেরামত ও উৎকর্ষ সাধন করেন।

তাঁহার ভ্রাতা বাহা'উ'দ-দীন আবু'ল-হাসান 'আলী, তিনিও ইবনু'স-সাইগ নামে একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন যাহার ‘দীওয়ান' A. E. Khuri সম্পাদনা করেন (বৈরুত ১৯৩৮-৯ খ.)। তিনি ৬০৪/১২০৭ সালের দিকে কায়রোতে ইনতিকাল করেন; তাঁহার বিস্তৃত জীবনীর জন্য দ্র. ইবন খাল্লিকান, নং ৪৮৯।

হানাফী ফাখীহ মুজাফফারু'দ-দীন আহমাদ ইবন 'আলী আল-বাগদাদী (মু. ৬৯৪/১২৯৫)-কে এই একই নাম (ইবনু'স-সাইগ) দেওয়া হইয়াছে। তিনি বহুল ব্যবহৃত ফিকহশাস্ত্রের সারসংক্ষেপ মাজমা'উ'ল-বাহরায়ন ওয়া মুলতাকা'ন-নায়িরায়ন গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। গ্রন্থটি ছিল আল-কুদুরী (দ্র.)-র মুখতাসার এবং আন-নাফাসী-এর মানজুমা গ্রন্থের একটি অভিযোজন; বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. তাবাকাতুল-হানাফিয়া, সম্পা. Flugel, ৪।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন আযী উসায়বি'আ, ২খ, ১৮৩; (২) Suter, Abhand. z. Gesch. d. Mathem. Wissensch., ১০খ, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৪; (৩) ঘড়ি ও মুসলিমদের ঘড়ি প্রস্তুত সম্পর্কে দেখুন E. Wiedemann, Beitrage zur Gesch. d. Naturwissensch., iii, v, vi, x, in Sitzungsber. physmediz. Soz. Erlangen, xxxvii (1905), xxxviii (1906); (৪) Brockelmann, I, 256, 382-3, 473; S I, 456, 658, 866; (৫) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ii, 631-2; (৬) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen den Araber, পৃ. ১৩৬, ১৭৪, ২১৮।

H. Suter-[J. Vernet] (E.I.²)/মোঃ রেজাউল করিম

ইবনুস-সাইগ আল-‘আরুদী (ابن الصانغ العروضي) :

আবু 'আব্দিল্লাহ শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান ইবন সিবা' আল-জুমামী, যিনি ইবন শায়বি'স-সালামিয়া নামেও পরিচিত; কবি, ব্যাকরণবিদ ও শব্দকোষ সংকলক; জ. ৬৪৫/১২৪৭ সনে দামিশকে এবং মু. সেখানে আনুমানিক ৭২২/১৩২২ সালে। ইবনু'স-সাইগ স্বর্ণকার পাড়ার একটি দোকানে ব্যাকরণ, ছন্দ প্রকরণ ও রম্য রচনা শিক্ষা দিতেন। তিনি বেশ কিছু সংখ্যক টীকার লেখক এবং বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্তকারক (ইবন দুরায়দের মাকসূরা-র ব্যাখ্যা আল-জাওহারীর সিহাহ-এর একটি সংক্ষিপ্তসার, ইবন খাল্লফ ও আস-সীরাফী কর্তৃক প্রদত্ত সীবাওয়য়হ-এর কিতাবের ব্যাখ্যাসমূহের একটি সংক্ষিপ্তসার (কারাবিয়্যানে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি) প্রভৃতিসহ একটি মাকামা বিশিষ্ট বড় দীওয়ানের সংক্ষিপ্তকারক ছিলেন। শেষোক্তটিতে তিনি স্বীয় শহর হইতে অনেক দূরে থাকায় স্বদেশের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংকলন বিখ্যাত যাহরিয়্যাসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতুবী, ফাওয়াত দ্র.; (২) সাফাদী, ওয়াফী, ২খ, ৩৪০; (৩) হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৯৫; (৪) কাহহালা, ৯খ, ১৯২; (৫) ফুআদ, কুতুবী, DM, iii, 281-2, ইবন সা'ইগ নামে পরিচিত অন্যান্য ব্যক্তির জন্য দ্র. DM, iii, 281-282।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/এম. আলী আসগর খান

ইবনুস-সাদ্ (ابن الساعي) : আবু-তালিব তাজু'দ-দীন 'আলী ইবন আনজাব ছিলেন ইরাকের একজন ঐতিহাসিক (১৪ শা'বান, ৫৯৩/২ জুলাই, ১১৯৭-২০ রামাদান, ৬৭৪/৮ মার্চ, ১২৭৬) বাগদাদে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন বলিয়া মনে হয়। পর্যায়ক্রমে তিনি নিজামিয়া ও মুসতানসিরিয়া—উভয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। সূফীবাদের প্রতি অনুরক্ত থাকায় ৬০৮/১২১১-১২ সালে তিনি ('উমার ইবন মুহাম্মাদ) আস-সুহরাওয়াদী কর্তৃক সূফী তারীকায় দীক্ষিত হন। 'উবায়দুল্লাহ নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল, তিনি ৭ শা'বান, ৬৩২/২৭ এপ্রিল, ১২৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এইগুলিই তাঁহার জীবনের জানা ঘটনা। তাঁহার জীবন শুরু হইয়াছিল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী যুগে, কিন্তু মোজল হামলার ঝটিকায় পড়িয়া তাহা পরবর্তী কালে পর্যুস্ত হয়।

ইবনুস-সাদ্ এমন এক সময়ে বাগদাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন, যখন ইতিহাস রচনা প্রভূত উন্নতি লাভ করিতেছিল। তিনি বহু সখ্যক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও বেশ বৃহদাকারের হাদীছ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন, সেইগুলিকে প্রধানত রচনা বিলাস বলা যাইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রচনা করেন আল-হারীরী রচিত মাকামাত-এর বহু খণ্ড সম্বলিত ভাব্যের কয়েকখানা, ছা'লাব রচিত ফাসীহ-এর ও নাহজুল-বালাগার ভাষ্যসমূহ এবং সমসাময়িক কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থ। 'আশিক ও মাসূক ও "যাহিদগণ" (শেষোক্ত পুস্তকটি মনে হয় তাঁহার শেষ রচনা) সম্ভবত সূফীতন্ত্র সম্বন্ধে রচিত। তাঁহার ইতিহাস সংক্রান্ত রচনার সংখ্যা অনেক। তিনি আন-নাসির হইতে আল-মুসতা'সিম পর্যন্ত শেষ চারিজন 'আব্বাসী খলীফার জীবনচরিত রচনা করেন; জীবনী সংগ্রহসমূহ, যেমন বাগদাদের ইতিহাসের ধরাবাহিকতা, ফাকীহদের শ্রেণীবিভাগ, 'আব্বাসী খলীফাদের গুণাবলী ও নিজামিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকবৃন্দের জীবনচরিত, ধারাবাহিক ইতিহাস ও আরও অনেক কিছু। সম্ভবত শতাধিক গ্রন্থের লেখক হইলেও নিশ্চিতভাবে তাঁহার রচনার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ঐ কালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ইরাকের অন্যান্য ঐতিহাসিকের রচনার মত ইবনুস-সাদ্ রচিত অধিকাংশ লেখাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী লেখকদের রচনায় কিছু কিছু উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁহার একটিমাত্র বিস্তারিত বর্ণনাক্রমিক ইতিহাস গ্রন্থ এই পর্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহার নাম আল জামি'উল-মুখতাসার (৯ম ভাগ, যাহার মধ্যে আছে হি. ৫৯৫-৬০১ সনের ঘটনাবলীর আলোচনা, সম্পা. মুস্তাফা জাওয়াদ, বাগদাদ ১৩৫৩/১৯৩৪) এবং 'আব্বাসী খলীফাদের কতিপয় স্ত্রী সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যাহার নাম জিহাতুল-আইম্মাতিল খুলাফা মিনাদ-দারাইর ওয়া'ল-ইমা, যাহা ইবনুস-সাদ্ রচনা বলিয়া স্বীকৃত এবং মুস্তাফা জাওয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (নিসাউ'ল-খুলাফা, কায়রো তা. বি. [১৯৬০প]।) আখ্বাবুল খুলাফা নামক 'আব্বাসী খলীফাদের সম্বন্ধে লিখিত একখানা সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ ইতিহাস তাঁহার রচনা হওয়া সম্ভব নয়। একটি পাঁচ খণ্ড সম্বলিত গ্রন্থ

আখ্বাবুল-উদাবার অস্তিত্ব (P. Sbath কর্তৃক দাবিকৃত al-Fihris, Supplement, Cairo 1940, 38; Brockelmann, S II, 935, No. 58) তাঁহার সহিত সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারটি পুরাপুরি অনিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) (ইবনুল-ফুওয়াতী), আল-হাওয়াদিছুল জামি'আ, বাগদাদ ১৩৫১ খ., ৩৮৬; (২) আদ-দিময়্যাতি, মু'জাম, দ্র. G. Vajda, Le Dictionnaire des autorites de Abd al Mumin al-Dimyati, প্যারিস ১৯৬২ খ., পৃ. ৭১; (৩) আয-যাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, বর্ষ ৬৭৪; (৪) মু'জাম (অথবা ইহার তালখীস) ইবন কাদী শুহ্বা প্রণীত (অপ্রাপ্য); (৫) আস-সাফাদী (অপ্রাপ্য); (৬) আবদুল-কাদির আল-কুরাশী, জাওয়াহির, ১খ, হায়দরাবাদ ১৩৩২ হি., পৃ. ৩৫৪; (৭) তাকিয়্যুদ্দীন আল-ফাসী, মুস্তাখাবুল-মুখতার, বাগদাদ ১৩৫৭ হি., ১৩৭-৯; (৮) ইবনুল ইমাদ, শায'রাত ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ৫খ, ৩৪৩ প.; আরও হু. Brockelmann, S I, ৫৯০ প., (S II, 935??); (৯) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, পৃ. ৫৬, ৫৮, ৩০৫ প., ৪১০; ৪১৩, ৪২৪, ৪৬২ প., ৪৯১; (১০) 'আব্বাস 'আযযাবী, আত-তারীফ বিল-মু'আররিখীন, ১খ, বাগদাদ ১৩৭৬/১৯৫৭, পৃ. ৯০-৫; (১১) মুস্তাফা জাওয়াদ, তাঁহার সম্পাদিত নিসাউল-খুলাফার ভূমিকা।

F. Rosenthal (S I.2)/মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইবনুস-সাদ্দা (দ্র. আবদুল্লাহ ইবন সাবা)

ইবনুল সাগীর (ابن الصغیر) : ঐতিহাসিক ও তাহিরত-এর রুস্তামী ইমামগণ সম্পর্কে লিখিত ইতিবৃত্ত প্রণেতা। ইবন সালাম ইবন 'উমার (দ্র.)-এর রচনার সারাংশ ব্যতীত উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের সম্পর্কে তাঁহার রচনাই বর্তমানে টিকিয়া থাকার প্রাচীনতম দলীল। ইবনুস-সাগীরের ইতিবৃত্ত মাগরিবের ইবাদী ঐতিহাসিকগণের নিকট অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইজন আল-বাররাঈনী (দ্র.) ও আশ-শামমাখী ইহা হইতে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দান করিয়াছেন। রচনার এক পর্যায়ে একটি ইবাদী বিরোধী মন্তব্য থাকিলেও তাহিরত-এর ইবাদীগণ, বিশেষত রুস্তামীগণ সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁহার মতামত নিশ্চিতভাবেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন শী'ঈপন্থী এবং তাঁহার গ্রন্থের একাধিক স্থানে তাঁহার শী'ঈপন্থী প্রবণতা দৃশ্যমান। তরুণ বয়সে তিনি তাহিরত-এর আর-রাহাদিনা মহল্লার একটি দোকানের মালিক ছিলেন এবং উক্ত মহল্লায় অবস্থিত মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য যাইতেন। ইমাম আবুল-য়াকজান (امام ابو اليقظان)-এর রাজত্বকালের কিছু সময়ে এবং ইমাম আবু রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন এবং এই সময় সম্ভবত ২৯০/৯০৩ সনের কোনও সময় তিনি তাঁহার ইতিবৃত্ত রচনা করেন।

ইবনুস-সাগীরের রচনা বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক ইতিহাসের স্থলে একটি কাহিনী ভিত্তিক ইতিহাস এবং A. de C. Motylinski সঠিকভাবেই ইহাকে La monographie de la Tahert abadhite dans sa vie intime-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মূল উৎসরূপে গ্রন্থকার তাহিরত-এর বিভিন্ন ব্যক্তি, বিশেষত ইবাদীগণের বর্ণিত কাহিনী ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী প্রায়শ তাহাদের পূর্বপুরুষগণের প্রদত্ত বিভিন্ন ঘটনার মতামত সম্পর্কীয়। খুব কম ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার তথ্য

সরবরাহকারীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জনৈক আহ'মাদ ইবন বাশীর-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Chronique d' Ibn Saghir Sur les imams rostemides de Tahert, সম্পা. ও ফরাসী অনু. A de C. Motylinski, in Actes du XIV^e Congres Intern. des Orient, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., তৃতীয় খণ্ড (সংযুক্তি), প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ৩-১৩২; (২) A. de C. Motylinski, Bibliographie du Mzab. Les livres de la secte abadhite, in Bull. de correspondance, Africaine, ৩খ. (১৮৮৫ খৃ.), ৪৫-৬; (৩) আবুল 'আব্বাস আশ-শামমাযী, কিতাবুস-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ১৯২, ১৯৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২৬২, ২৬৩; (৪) T. Lewicki, Une Chronique ibadite in REI, ১৯৩৬/৩, ৬৯; (৫) ঐ লেখক, Les Historiens, biographes et traditionnistes ibadites-wahabites de l' Afrique de Nord du VIII^e au XVI^e siecle, in Folia Orientalia, ৩খ. (১৯৬১-২ খৃ.), ১০৫-৬।

T. Lewicki (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবনুস-সাদীদ (ابن السديد) : তিনি ইবনুল-মুযাওবিহ নামেও পরিচিত। ফাখরুদ্দীন মাজিদ ইবন আবি'ল-ফাদাইল ইবন সানাইল-মুলক যাহাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু'স সাদীদ আল-কিবতীও বলা হয়, মৃ. ৮৩৩/১৪৩০ সনে। প্রভাবশালী সচিব সা'দুদ্দীন ইবন গুরাব-এর অনুকম্পায় তিনি একজন প্রশাসনিক কর্মচারীরূপে বিভিন্ন সরকারী পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্যই জানা যায়। ইবন গুরাব (দ্র.)-এর ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন কিবতী। মামলুক সুলতান আন-নাসির ফারাজ (রাজত্বকাল ৮০১-১৫/১৩৯৯ ১৪১২) [দ্র.]-এর রাজত্বকালে তিনি একাটির পর একাটি উচ্চ পদ অলংকৃত করেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত পদসমূহের মধ্যে ছিল ৮০৭/১৪০৪-৫ সনে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক (ناظر الحبيش) এবং ৮০৮/১৪০৫-৬ সনে ছয় মাস কালের জন্য ইবন গুরাব-এর স্থলাভিষিক্তরূপে একান্ত সচিব (كاتب السر)। এই সময় ইবন গুরাব প্রথম শ্রেণীর আমীরের পদে উন্নীত হইয়া পরিষদের প্রধানরূপে পদোন্নতি লাভ করেন। ইবন গুরাবের মৃত্যুর পর সুলতানের অনুগ্রহ অভিলাষী তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতহুদ্দীন ফাতহুদ্দাহ (মৃ. ৮১৬/১৪১৩ সন) সচিব নিযুক্ত হন এবং ইবনু'স সাদীদ উক্ত পদ হইতে অপসারিত হইয়া রাজকীয় আস্তাবলের নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হন। সুলতান ফারাজ তাঁহার রাজত্বের অবসানকারী সংঘাতের সময় ইবনু'স-সাদীদকে দ্বিতীয়বার সচিব পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু এই নিয়োগ কার্যকর হইবার পূর্বেই সুলতান নিহত হন। অতঃপর ইবনুস সাদীদ অখ্যাতভাবে জীবন নির্বাহ করেন। সুলতান আল-আশরাফ বারস্বায় (রাজত্বকাল ৮২৫-৪১/১৪২২-৩৮) [দ্র. বারস্বায়]-এর পরম প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর জানিবেক আস-সুফী তখন কারাগারে নিষ্কিপ্ত হন। ইবনু'স-সাদীদের উক্ত জানিবেকের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ও দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব না থাকিলে হয়ত তিনি শাস্তিতে তাঁহার জীবন নির্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু কারাগার হইতে পলায়নের পর সুলতান বারস্বায়ের সিংহাসন ও জীবনের প্রতি জানিবেকের উপর্যুপরি হামলার প্রচেষ্টা সুলতানকে বহুকাল যাবত ভীত ও সন্ত্রস্ত রাখে এবং তিনি পুনঃপুনঃ জানিবেকের সম্ভাব্য লুকাইবার স্থানে

হামলা করিয়া সন্দেহভাজন ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করেন। রাবীউল-আওয়াল ৮২৯/মার্চ ১৪২৬ সনে ইবনু'স-সাদীদকে গ্রেফতার করা হয় এবং যদিও কোন দৃঢ়ভাবে এই মর্মে প্রতিবাদ করেন যে, তিনি জানিবেকের অবস্থানের কোন তথ্য জানেন না এবং কারাগারে নিষ্কিপ্ত হওয়ার পর তাঁহার সহিত কখনও সাক্ষাত হয় নাই, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে মুদগর দ্বারা নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। ইবনু'স-সাদীদ কায়রো হইতে নির্বাসিত হন এবং জানিবেকের কারণে সর্বক্ষণ ভীতি ও দুর্দশার মধ্যে চারি বৎসর অতিবাহিত করিবার পর ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wiet, Manhal, নং ১৯৫০; (২) ইবন তাগরীবিরদী (Popper), ৬খ, ১৬৭, ১৭৩, ৩০৬, ৫৯৮, ৮১৫; (৩) মাক'রীযী, সুলুক', ২খ, ৩২১, ৪২০; (৪) সাখারী, দাও, ৫খ, ২৩৫; (৫) সংক্ষিপ্ত জীবনী, in Wiet, Les secretaires, পৃ. ২৮৩।

W.M. Brinner (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবনুস-সাদীদ (ابن السديد) : কারীমুদ্দীন আবুল ফাদাইল আক্রাম ইবন হিবাতিল্লাহ আল-কিবতী আল-মিসরী, কারীমুদ্দীন আল-কাবীর নামে পরিচিত (আনু. ৬৫৪-৭২৪/১২৫৬-১৩২৪), কন্স্ট কেরানী শ্রেণীর সদস্য, পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবদুল কারীম নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামে তিনি সময় সময় পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সরকারী কর্মজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় সুলতানুল-মুজাফফার বায়বারস (৭০৮-৯/১৩০৮-৯)-এর সচিব (كاتب)-রূপে। সুলতানের পতনের ফলে কিছুকাল বিপদগ্রস্ত হইলেও তিনি বায়বারস-এর উত্তরসূরি আন-নাসির মুহাম্মাদ ইবন কালাউন (৭০৯-৪১/১৩০৯-৪০)-এর অধীনে উন্নতি লাভ করেন। উক্ত শাসকের তৃতীয়বারের রাজত্বকালে ইবনু'স সাদীদ কিছু কালের জন্য সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বাধিকারী শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

সাধারণভাবে খালীল ইবন আয়বাক আস-সাফাদী রচিত একটি জীবনীর ভিত্তিতে প্রদত্ত প্রায় সকল সাময়িক ও পরবর্তী বিবরণীতে দাবি করা হয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম "গোপনীয় তোষাগার নিয়ন্ত্রক" (الخواص الخاص) উপাধি লাভ করেন। তবে আল-মাক'রীযীর মতে (তু. খিতাত, বুলুক সং., ২খ, ২২৭) উপাধিটি ফাতিমী আমল হইতে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ কর্তৃক মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত করিয়া ইবনু'স-সাদীদকে নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করিবার পূর্বে পদটির গুরুত্ব ছিল অতি সামান্য। এই পদে তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রশাসক। ইহা ছাড়াও তিনি অন্যান্য উপাধির অধিকারী ছিলেন, যথাঃ সুলতানের ওয়াকীল ও সাদীমুদ দাওলা। তাহার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল মানসুরী হাসপাতাল ও মাদরাসার আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং আহ'মাদ ইবন তুলুন-এর মসজিদের ওয়াকফ তত্ত্বাবধান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুলতানের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবস্থায় ইবনু'স-সাদীদের চরম নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই নিয়ন্ত্রণ এত কঠোর ছিল যে, একটি কাহিনীমতে সুলতান তাঁহার নিয়ন্ত্রকের অনুপস্থিতিতে একটি হাঁস ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেও উহার মূল্য প্রদানে অক্ষম ছিলেন। তথাপি সেই সময়ের সকল রাজকর্মচারীর ন্যায় ইবনু'স-সাদীদও তাঁহার পদোন্নতির জন্য তাঁহার প্রভুর ব্যক্তিগত অভিরূচি ও আর্থিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বহু কাহিনীতে বর্ণিত সুলতানের সহিত তাঁহার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং উচ্চ পদ সত্ত্বেও ইবনুস-সাদীদ এমন এক অদৃষ্ট বরণ করেন,

যাহা কতিপয় কাহিনীকার বারমাকীদেব সহিত তুলনা করিয়াছেন। কি কারণে সুলতানের অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হন তাহা অজ্ঞাত; তবে ৭২৩/১৩২৩ সনে তাঁহাকে শ্রেফতার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। প্রধান কাপদীর উপস্থিতিতে তিনি এই মর্মে একটি স্বীকারোক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন যে, তাঁহার অধিকারভুক্ত সকল সম্পদ প্রকৃতপক্ষে সুলতানের সম্পত্তি এবং ইহার কোন অংশই তাঁহার নিজের নয় (খিতাত, বুলাক, ২খ, ৫৯)। ইহার পর তাঁহাকে একের পর এক স্থানে কয়েদ রাখা হয়, কায়রোর উপকণ্ঠে আল-কারাফাতে তাঁহার স্বনির্মিত সমাধি ভবন হইতে কারাকুশ শাওবাক, তথা হইতে জেফসালেম এবং শেখাবধি উত্তর মিসরের আসওয়ানে, তথায় তাঁহার শ্রেফতারের কয়েক মাস পরে তাহাকে নিজ পাগড়ী দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যদিও কিছু কাহিনীকার ইহাকে আত্মহত্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপরাপরগণ ইহার পশ্চাতে সুলতানের নির্দেশ থাকা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। ইবনু'স-সাদীদেব মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর সুলতান তাঁহার পুত্র আলামুদ্দীন আবদুল্লাহকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করান এবং জোরপূর্বক তাঁহার পিতার বিপুল লুকাইত সম্পদের অবস্থান প্রকাশ করিতে বাধ্য করেন। একটি সমসাময়িক বিবরণীতে (আদ-দাওয়াদারী, কানযুদ-দুরার, ৯খ, ৩১৫) দাবি করা হয় যে, ইবনু'স-সাদীদ মিসরের যুরোপীয় বণিকগণের নিকট বিপুল অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং যে বৎসর তিনি শ্রেফতার হন, সেই বৎসরই কোন যুরোপীয় শাসিত অঞ্চল, সম্ভবত সাইপ্রাসে পলায়নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই বিবরণীতে আরও বলা হয় যে, তিনি লাজিকিয়া বন্দরটিকে তাঁহার পলায়নের পথ হিসাবে ব্যবহার করার মানসে ইহাকে আলেকজান্দ্রিয়ার সমকক্ষতা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণে সুলতানকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। অপরপক্ষে ইবন তাগরীবির্দী (কায়রো সং., ৯খ, ৭৭) পূর্ব নজীর অনুসরণে তাঁহার আন্তরিক ইসলামী মনোভাব, তাঁহার উদারতা, বিশ্বস্ততা ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন।

তাঁহার ভগ্নীর পুত্রের নামও ছিল কারীমুদ্দীন আকরাম (মানহাল, নং ৫১৬) এবং মাতুলের সহিত পার্থক্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে বলা হইত কারীমুদ্দীন আস-সাগীর। ইনি নাজিরুদ-দাওলারূপে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁহাকেও আসওয়ানে নির্বাসিত করা হয়। তথায় ৭২৬/১৩২৬ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নয় বৎসর পর কারীমুদ্দীন আস-সাগীর ও তাঁহার মাতুল ইবনুস-সাদীদ উভয়ের পুত্রদ্বয়কে শ্রেফতার করা হয়।

যদিও সুলতানের ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিবর্তনকে ইবনুস-সাদীদেব পতনের কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়, তথাপি জটিলতর ঐতিহাসিক কারণসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা যাইতে পারে। ইহার একটি হইতেছে ইবনুস-সাদীদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৃহীত সুলতানের অর্থ ব্যবস্থার পুনঃসংস্কারে প্রতিফলিত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত সম্ভাব্য যোগাযোগ। অপর একটি হইতেছে ৭২১/১৩২১ সনে সংঘটিত কায়রো ও মিসরের অন্যত্র খৃষ্টান বিরোধী সংঘর্ষের সহিত সংযুক্ত ঘটনাবলীর সহিত ইবনু'স-সাদীদেব জড়িত থাকার স্পষ্ট সন্দেহ। ইহাও লিপিবদ্ধ আছে যে, অগ্নি সংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত খৃষ্টানদের পক্ষে মধ্যস্থতা করার জন্য জনতা তাঁহাকে প্রস্তর বর্ষণ করে এবং বিধ্বস্ত একটি খৃষ্টান গীর্জার স্থানে নির্মিত একটি মিহরাব ধ্বংস করার আদেশ দানে সুলতানকে রাহী করার জন্য ধার্মিক মুসলমানগণ তাঁহার নিন্দা করেন (তু. খিতাত, পৃ. ৫১১, ৫১৪-৬)। কতিপয় নির্মাণ প্রকল্প ইবনু'স-সাদীদেব কীর্তি বলিয়া

ধারণা করা হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে কায়রোর একটি মসজিদ, একটি খানকাহ ও দামিশুকের উপকণ্ঠে অবস্থিত তাঁহার নাম ধারণকারী দুইটি মসজিদ।

গ্রন্থপঞ্জী : উল্লিখিত প্রায় সকল প্রাপ্তব্য জীবনীই অদ্যাবধি অপ্রকাশিত আস-সাফাদীর রচনার ভিত্তিতে রচিত এবং একইভাবে তথ্যপূর্ণ। (১) ইবন হাজার-কৃত দুরার যাহাতে আকরাম (১খ, ৪০১-৪) ও 'আবদুল'-কারীম (২খ, ৪০১-৪) শিরোনামে দুইটি জীবনী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; (২) আল-কুতুবী-কৃত ফাওয়াত, ২খ, ৮-১৫; (৩) ইবন তাগরীবির্দী (কায়রো)। ৯খ, বিশেষভাবে ৭৫-৭; (৪) আয-যিরিকলী-কৃত, আল-আ'লাম, ৪খ, ১৮০ ও (৫) দাইরা'তু'ল-মা'আরিফ, ৩খ, ১৬৪-এর ন্যায় আধুনিক রচনাও এই পর্যায়ে পড়ে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ (৬) দাওয়াদারী, কানযু, ৯খ. (সম্পা. Roemer), ১৮৮, ২০৩, ২১৭, ২৪৭, ২৮২, ২৯৬, ৩০২, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩১৪-১৫, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৭৬, ৩৯০, ৩৯৪ ও (৭) খিতাত (বুলাক), ২খ, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ১৩১, ১৬৪, ১৮৬, ২২৫, ২২৭, ২৬৯, ৩৯২, ৪২৫, ৪২৬, ৫১১, ৫১৪, ১৬। অপরপর সহায়িকাঃ (৮) Sauvair, in JA, ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ২৩১, ২৬৭-৬৮; (৯) Wiet, Manhal, নং ১৪৬৩; (১০) ঐ লেখক, Lampes, app. no. 21-2; (১১) 'আলী পাশা, ২খ, ২৮, ৩খ, ৯৯-১০০।

W. M. Brinner (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবনুস-সাফফার (ابن الصفار) : আবু'ল-কাসিম আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার আল-গাফিকী আল-আন্দালুসী, স্পেনীয় জ্যোতির্বিদ এবং গাণিতিক মাসলামা আল-মাজরীতী (দ্র.)-র শাগরিদ, গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পর পর্যন্ত তিনি কর্ডোভায় বসবাস করিতেন। অতঃপর তিনি দেনিয়াতে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করেন এবং সেই স্থানে ৪২৬/১০৩৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। সা'ইদ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৬২/১০৭০ হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ইবনু'স-সাফফার সিদ্ধিহিন্দ পদ্ধতিতে এক প্রস্থ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা ও অক্ষাংশ নির্ণয়ক যন্ত্রের (Astrolabe) ব্যবহার সম্পর্কিত একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মনে হয় আংশিকভাবে হিব্রু অক্ষরে 'আরবী ভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে (পাণ্ডু. Paris, hebr., 1102)। পরবর্তী J. M. Millas Vallicrosa কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র সম্পর্কিত এই নিবন্ধটির দুইটি ল্যাটিন তরজমা রহিয়াছে Johannes Hispalensis-কৃত অনুবাদটি আল মাজরীতীর রচনা (Alcacim de Magerit qui dicitur Al macherita) এবং অপরটি টিভোলির প্র্যাটো অনূদিত এবং ইবনু'স সাফফার-এর রচনা বলিয়া ধারণা করা হয় (Abucazin filio Asafar)। যেহেতু উভয় রচনাই ইবনু'স সাফফার-এর 'আরবী মূল পাঠের প্রতিনিধিত্ব করে, সেইহেতু Millas Vallicrosa তাঁহার ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রবন্ধে যুক্তি দেখান যে, একটি তরজমায় আস-সাফফারের স্থানে আল-মাজরীতীর নাম স্থান পাওয়ার কারণ তাহাদের উভয়েরই একটি উপনাম (আবু'ল-কাসিম) জনিত বিভ্রান্তি। দুইটি পৃথক সংস্করণে Jacob ben Makhir-কৃত একটি হিব্রু এবং আর একটি স্পেনীয় অনুবাদও পাওয়া যায়। ইবনু'স-সাফফার প্রণীত অন্য কোন প্রবন্ধের খোঁজ পাওয়া যায় না।

সাইদ আল-আন্দালুসী, আবু'ল-কাসিম ইবনুস-সাফফার-এর এক ভ্রাতা মুহাম্মাদকে একজন অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্রের নির্মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি যে অন্তত একটি অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্রের নির্মাতা (৪২০/১০২৯) তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় [তু. L. A. Meyer, Islamic astrolabists and their works, Geneva ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৭৫]।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Steinschneider, Die hebraischen Übersetzungen des Mittelalters, Berlin ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ৫৮০; (২) H. Suter, Die Math und Astron. d. Araber und ihre Werke, in Abh. z. Gesch. d. math Wissensch., ১০ খ. (১৯০০ খৃ.), ৮৬; (৩) Brockelmann, I, 256, S I, 401; (৪) সাইদ আল-আন্দালুসী, কিতাব তাবাকাতিল-উমাম, সম্পা. Cheikho, 70 (R. Blachere, 131); (৫) J. M. Millas Vallicrosa, Las traducciones orientales en los manuscritos de la biblioteca Catedral de Toledo, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., ২৬১-৮৪ (অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র সম্পর্কিত ইবনুস সাফফার-এর প্রবন্ধের Johannes Hispalensis-কৃত ল্যাটিন তরজমার একটি সংস্করণ); (৬) ঐ লেখক, Los Primeros tratados de astrolabio en la Espana arabe in Revista de Instituto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, ৩খ. (১৯৫৫ খৃ.), ৩৫-৪৯ (অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র সম্পর্কে ইবনুস-সাফফার-এর 'আরবী মূল পাঠ পৃথকভাবে পৃষ্ঠা নম্বরসহ পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত, পৃ. ৪৭-৭৬)।

B.R. Goldstein (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইবনুস-সামহ (ابن السمح) : আবু'ল-কাসিম আসবাগ ইবন মুহাম্মাদ, জ্যামিতিবিদ, প্রধানত তাঁহার শাগরিদ আবু মারওয়ান সলায়মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন'ন-নাশীর বিবরণ হইতে জানা যায় এবং উহা সাইদ আল-আন্দালুসী (P. 70 of Cheikho ed.) এবং পরে ইবনুল-আব্বার (Pp. 246-7 of Bel and Ben Cheneb ed.) ও ইবন আবী উসায়বিআ (বৈরুত সং, ৩খ, ৬২-৬৩) কর্তৃক উদ্ধৃত। এই বিশেষজ্ঞের মতে তিনি মঙ্গলবার ১৮ রাজাব, ৪২৬/শুক্রবার (!) ২৯ মে, ১০৩৬ সৌর বৎসর জীবিত থাকিয়া গ্রানাডায় ইনতিকাল করেন। অতএব, তিনি ৯৭৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। ইবনুল আব্বার আরও জানান যে, তিনি আসলে কর্ডোভার একটি জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারের লোক; কিন্তু ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের গণ্ডগোলের সময় তিনি গ্রানাডার হাবুস ইবন মাক্সানের আশ্রয়ে পলায়ন করেন (আনু. ৪১০-২৯/১০১৯-৩৮)।

মাসলামা আল-মাজরীতীর (মৃ. ৩৯৮/১০০৭-৮; দ্র. ইবনুল আব্বার ও ইবন খালদুন, মুকাদ্দিম, অনু. Rosenthal, iii, 126-7 ও ১৩০) শাগরিদ ইবনু'স সামহ গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি ও তালিকা এবং সম্ভবত চিকিৎসাসাশ্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনু-নাশী নিম্নলিখিত রচনাগুলি তাঁহার প্রণীত বলিয়া তালিকাভুক্ত করেন (১) কিতাবুল মাদখাল ইলাল-হান্দাসা ফী তাফসীর কিতাব উকলীদুস (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪৭); (২) কিতাব ছিমারিল-আদান, আল-মুআমালাত হিসাবে পরিচিত

(তু. হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৪৯৩); (৩) কিতাব তাবীআতি'ল 'আদাদ; (৪) কিতাবুল কাবীর ফিল-হান্দাসা (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ১৭২); (৫) নাবিকদের কোণ মাপক (astrolabe) যন্ত্র তৈরির দুই প্রবন্ধ সম্বলিত একটি বই (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪০-১); (৬) কোণ মাপক (astrolabe) ব্যবহার সম্বলিত ২০০ অধ্যায়ের একটি বই; পাণ্ডুলিপি আকারে British Museum-এ সংরক্ষিত (Arab 495; অংশত Esc. Arab 972 ff. 29-29v, তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪০-১ ও Millas, Vallicrosa, Los Primeros tratados, 48); (৭) যীজুস-সিন্দহিন্দ-এর উপর ভিত্তি করিয়া দুই জুয- এর একটি যীজ (তু. আল-খাওয়ারিজম), একটি সারণী সম্বলিত এবং অপরটি ভাষ্যসহ মূল পাঠ আয়-যারকালীর কিতাবুল-আমাল বিস-সাফীহার ৬৩তম অধ্যায় (the Libros del Saber, সম্পা. Rico y Sinobas, iii, 209-11) যাহাতে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় স্থানসমূহের সমতা বিধানে যীজের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ বলা হয় যে, এই বিষয়ে ইবন সামহ হারমেসকে অনুসরণ করেন। ৬৪তম অধ্যায় কিরণ নিষ্ক্ষেপকরণের উপর এবং ৬৫তম অধ্যায় তারকাসমূহ উদিত হওয়া সম্বন্ধে যাহাতে হারমেসের মতবাদ অনুসরণ করা হয় বলিয়া কথিত এবং হয়ত ইবনু'স-সামহ-এর যীজ হইতে গৃহীত। যীজের একমাত্র বিদ্যমান অন্য অংশটি আল-জাহানী কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া মনে হয় (ed. I. Heller, Noribergae, 1549)। তাহা Niii' প্রতীকটি যীশু খৃষ্ট ও সিদ্ধান্তের মধ্যবর্তী বিরতি এবং Yii' প্রতীকটি কিরণের অভিক্ষেপ বুঝাইতে [তু. ইবন হাযমের রিসালা ফী ফাদলিল-আন্দালুস (আল-মাক্কারী, Analectes, ii, 119; ফরাসী অনু. Ch. Pellat, in al-and., xix/i. (1954), 89) ও হাজ্জী খালীফা, ৩খ, ৫৫৭]; (৮) কিতাবুল-কাফী ফিল-হিসাবিল-হাওয়াঈ, যাহা মোটামুটি MSS. Esc. Arab 973 ff. 1-30 ও Berlin Arab 6010 ff. 1-23-এ বিদ্যমান (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ২০-১); (৯) কিতাবুল-কামিল ফিল-হিসাবিল-হাওয়াঈ (তু. হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ২৭)।

ইবনুস-সামহ প্লানেটারিয়াম (Planetarium) সম্বন্ধেও একটি পুস্তক রচনা করেন। ইহা স্পেনীয় ভাষায় Libro des las laminas de Las vii Planetas -এর প্রথম গ্রন্থ হিসাবে অনূদিত হয়। ইহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৪১৬/১০২৫ সনের গ্রহসমূহের অপভূর (apogees) দ্রাঘিমা দেওয়া হইয়াছে (Libros del Saber, iii, 241-71)। ইবন খালদুন (৩খ, ১৩৫) তাঁহাকে টলেমীর Alamgest-এর সংক্ষিপ্ত সারের লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Steinschneider (Heb. uber., 584) মনে করেন যে, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি বস্তু সম্বন্ধে লিখিত একটি পুস্তিকা Kalonymos ben Kalonymos -এর ১৩১২ খৃ. সমাপ্ত হিব্রু অনুবাদ যাহার লেখক হিসাবে "সাম্মাহ"-কে দেখান হইয়াছে উহারও লেখক ইবনু'স-সামহ। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, (Die europ. Uber., Sect. 182) ল্যাটিন ভাষায় লিখিত Abnacad-এর antidotarium-ও তাঁহারই রচনা। কিন্তু কেবল নামের অস্পষ্ট সামঞ্জস্য ছাড়া কোনটিতেই এই কৃতিত্ব তাহার প্রতি আরোপণের সমর্থনে কিছুই নাই। উপরন্তু Millas Vallicrosa (Azarquel, 4, 247 and 278)-এর ধারণা যে, আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু'স, সামহ যাহার পর্যবেক্ষণ কার্যাবলী

আয-যারকালী কর্তৃক উল্লিখিত তিনিই আমাদের এই লেখক— এই মত তুল, বরং তিনি আমাদের লেখকের পিতা হইতে পারিতেন। পরিশেষে তাঁহার সমসাময়িক আল-মাজরীতীর ছাত্র আবু বাকর ইবন বিশরুন (দ্র. ইবন খালদুন, ৩খ, ২৩০) কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত রসায়নশাস্ত্রের উপর একটি পুস্তিকার গ্রহীতা হিসাবে ইবনু'স-সামহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং F. Rosenthal (গ্র, ২খ, ৬৯৬) উল্লেখ করেন যে, মাসলামার একটি জীবনীতে আল-মাজরীতী ও ইবনু'স-সামহের মধ্যে মতবিরোধী ছিল এই মন্তব্যটির প্রামাণিক রচয়িতা হিসাবে ইবন বিশরুনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, Rosenthal মন্তব্য করেন যে, ইবন বিশরুনের পুস্তকটি ছদ্মলিপি সম্বলিত; এইজন্য অদ্যাবধি অস্পষ্ট। ইবনু'স সামহ সম্বন্ধে ইহা অতিরিক্ত কোনও আলোকপাত করে না।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবনুস সামহের উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর জন্য দ্র. (১) Steinschneider, Heb. Ueber., 585; (২) Suter, 85; (৩) Sanchez Perez. Biografias de matematicos arabes, Madrid 1921 67; (৪) Brockelmann, I, 623, S I., 861; (৫) E. S. Kennedy, Islamic astronomical tables, Philadelphia 1956, no. 26. নিম্নলিখিত রচনাবলীতে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে : (৬) J. M. Millas-Vallicrosa, Estudios sobre Azarquied, Madrid Granada 1943-50, Los Primeros tratados de astrolabia en la Espana arabe, in Rev. Inst. Egipcio de Est. Isl. en Madrid, iiii (1955), 35-49- এ একটি প্রবন্ধ যাহা তাঁহার Nuevos estudios sobre historia de la ciencia espanola, Barcelana 1960, 61-68-তে পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার রচনাবলী ও প্রভাব সম্বন্ধে কোনও গবেষণা হয় নাই।

D. Pingree (E.I.2)/মু. আলী আসগর খান

ইবনুস-সায়রাফী (ابن الصيرفي) : আবু বাকর য়াহ'য়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ আল-আনসারী, আন্দালুসীয় কবি, ঐতিহাসিক, জনশ্রুতি সংগ্রাহক। তিনি ৪৬৮/১০৭৪ সনে গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং তিনি যথেষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, বিশেষত মুওয়ালিদ-এর ক্ষেত্রে। তিনি গ্রানাডায় আমীর আবু মুহাম্মাদ তামফীন-এর কাতিব (সচিব) ছিলেন। তারীখুদ-দাওলাতি'ল লামতুনিয়া অথবা আল-আনওয়ারুল-জালিয়া ফী আখবারিদ দাওলাতি'ল-মুরাবিতিয়া নামক আল-মুরাবিত রাজবংশের একখানি ইতিহাস রচনার উপর তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। এই ইতিহাস প্রথমে সমাপ্ত হয় ৫৩০/১১৩৫-৬ সনে; অতঃপর লেখক ইহার রচনা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত চালাইয়া গিয়াছেন। সম্ভবত ৫৫৭/১১৬২ সনে (অপর একটি সূত্রমতে তিনি ৫৭০/১১৭৪-৫ সনে মারা গিয়াছেন, কিন্তু ইহা খুব অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়)। তিনি উরিহুইলা (Orhuela)-য় মারা যান। তাঁহার এই ইতিহাস গ্রন্থখানি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, বিশেষত ইবন ইয়ারীর বায়ান-এর মধ্যে উহা সংরক্ষিত এবং ইহার প্রকাশনা সম্পর্কে E. Levi-Provencal প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন (দ্র. Levi-Provencal and R. Menendez Pidal, in al-Andalus, ১৩খ. (১৯৪৮ খ.), ১৫৭, ১৬০, ১৬১) এই ইতিহাস

সম্পর্কে আল-হুলালুল-মাওশিয়াতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা হইতে কতকগুলি অনুচ্ছেদ ইবনু'ল-খাতীব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃক পুনর্বিধিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ল-আব্বার, তাকমিলা, নং ২০৪৫; (২) ইবনু'য-যুবার, সিলাতু'স-সিলা, সম্পা. E. Levi-Provencal, রাবাত ১৯৩৭ খ., পৃ. ১৮৩; (৩) ইবনু'ল-খাতীব, ইহাতা, MS Escorial, ৪১৬; (৪) সুয়ূতী, বুগয়া, ৪১৬ (ইবনুয যুবারের অনুসরণে); (৫) Pons-Boigues, Ensayo, নং ১৯৩, পৃ. ২৪০-১ এবং সেখানে প্রদত্ত বরাতসমূহ; (৬) এফ. বুস্তানী, দাইরাতুল-মাআরিফ, ৩খ, ২৯২।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবনুস-সায়রাফী (ابن الصيرفي) : তাজুর রিয়াসা আমীনুদ্দীন আবু'ল-কাসিম 'আলী ইবন মুনজিব ইবন সুলায়মান, একজন মিসর দেশীয় রাজকর্মচারী এবং অজস্র গদ্য ও কবিতার লেখক। তিনি ২২ শাবান, ৪৬৩/২৫ মে, ১০৭১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ একজন কাতিব এবং পিতা একজন পোন্দার (money changer) ছিলেন। সেনা বিভাগের ওয়ালী (দীওয়ানুল-জায়শ) ও পরবর্তী কালে প্রধান দীওয়ানের পদে উন্নীত ইবন মুফাররিজ-এর নিকট তিনি কাতিব-এর পেশা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৪৯৫/১১০২ সনে উযীর আল-আফদাল ইবন বাদর (দ্র.) তাঁহাকে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে (দীওয়ানুল-ইনশ') বদলি করেন। ইহার প্রধান সানাউল-মুলক আবু মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পর ইবনু'স সায়রাফী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং সেখানে তিনি ২০ সাফার, ৫৪২/২১ জুলাই, ১১৪৭ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর কর্মরত ছিলেন।

নিম্নে তাঁহার রচিত সাহিত্যকর্মের মোটামুটি একটি তালিকা প্রদত্ত হইলঃ (১) সিজিলাত (রাসাইল নামে কথিত), ইহা তিনি তাঁহার অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রচনা করিয়াছিলেন। যাকূত হইতে জানা যায় যে, তিনি সরকারী চিঠির একটি সংকলন (চারি খণ্ডেরও অধিক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অথচ ইবন সাঈদ (আল-মুরকিসাত, পৃ. ১১১) বলেন, তিনি এইরূপ পত্র সংকলনের কুড়িটি খণ্ড দেখিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরেও যেইগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং যাহা বিভিন্ন ইতিহাস ও সাহিত্য পুস্তকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য দ্র. জামালুদ্দীন আশ-শায়াল, মাজমুআতুল-ওয়াল্ছাইকিল ফাতিমিয়া। (২) কানুন দীওয়ানির-রাসাইল, ইহা Chancery-তে অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির প্রদর্শক, সম্পা. আলী বাহজাত, কায়রো ১৯০৫ খ., বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ফরাসী অনুবাদ H. Masse, Code de la Chancellerie, in BIFAO, xi (1914), 65-120, পুস্তকখানি আল-আফদাল কুতায়ফাত (দ্র.)-কে উৎসর্গীকৃত। (৩) আল-ইশারা ইলা মান নালাল-বিযারা, ইহা ইবন কিন্নিস হইতে আল-বাতাইহী (দ্র.) পর্যন্ত ফাতিমী উযীরদের ইতিহাস, সম্পা. 'আবদুল্লাহ মুখলিস, in BIFAO, xxv (1924), 49-112, addendum, xxvi (1926), 49-70; (৪) আল-আফদালিয়াত, ইহা আল-আফদাল ইবন বাদর-এর জন্য লিখিত চিঠি ও প্রবন্ধসমূহের সংকলন। একটি অনুপম পাণ্ডুলিপি (ইস্তাখুল, ফাতিহ ৫৪১০; Institute of Arabic manuscripts, Cairo-এর একখানিতে Microfilm) নিম্নলিখিত শিরোনামযুক্ত সাতটি ক্ষুদ্র রচনা (opuscula) সম্মিলিত রহিয়াছেঃ (ক) রিসালাতুর আফও (উযীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা); (খ)

রাদুল-মালিম (ক্ষুদ্র উপাখ্যান ও উপযুক্ত কবিতার উদ্ধৃতিসহ উমীরের ন্যায় বিচারের প্রশংসা); (গ) লুমা'ল-মুলাহ; (ঘ) মানাইহুল-কারাইহ; (ঙ) মুনা'জাতু শাহরি রামাদান; (চ) আকাইল-ল-ফাদাইল ও (ছ) আত-তাদাত্তী ফি'ত তাসাত্তী। যাকূত প্রদত্ত ইবনু'স-সায়রাফীর “পুস্তকগুলির” তালিকার মধ্যে এইগুলির চারটির উল্লেখ আছে; সুতরাং সম্ভবত যাকূত অপর যে তিনখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে তিনখানির অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত জানা যায় না (উমদাতুল-ল-মুহাদাছা, ইস্তিনযালুর-রাহমা কিতাব ফিস-সুকর) সেইগুলি ছিল একই ধরনের রিসালা। ইবনু'স- সায়রাফীর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ দৃশ্যত একখানি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাথমিক যুগের ফাতিমী উপাখ্যানের অনুক্রম। ইহা ইবন আয়বাক আদ-দাওয়াদারী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে (কানযুদ-দুরার, ৫খ., সম্পা. এস. মুনা'জ্জিদ, কায়রো ১৯৬১ খ., পৃ. ১১১ ইত্যাদি; তু. B. Lewis, in BSOAS, xxvi, 1963, 430)। সর্বপ্রথম উদ্ধৃতি আল-কাইম-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে এবং সর্বশেষ উদ্ধৃতি ৫২৬/১১৩২ সনে আল হাফিজ-এর সিংহাসনে আরোহণ সম্পর্কে। ইবন আয়বাক বহুবার, বিশেষত ফাতিমী খলীফাদের প্রশংসাসূচক কবিতাবলীর জন্য এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার ঐতিহাসিক ও পত্রকাব্য (epistolary) রচনা ছাড়াও কয়েকখানি সুন্দর কবিতা সংকলন (anthology)-এর জন্যও তাঁহার প্রশংসা করা হয়। তন্মধ্যে সিসিলীয় ও স্পেন দেশীয় আরব কবিদের সম্বন্ধে লিখিত অন্ততপক্ষে দুইখানি সংকলন এখনও বিদ্যমান। ইবনু'স-সায়রাফী লিখিত পত্রগুলি ফাতিমী যুগের গদ্য রচনামালীর মূল্যবান পথপ্রদর্শক।

গ্রন্থপঞ্জী : জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় (১) ইবন মুয়াসসার, তারীখ মিসর, ed. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খ., ৮৭-৮ (যাকরীযী কর্তৃক অনুসৃত, ইত্তিআজ, পাণ্ডুলিপি ১৪১ ক); (২) যাকূত, উদাবা, ৫খ, ৪২২-২৩; আরও দ্র. Brockelmann, S I, 489-90; (৩) জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, মাজমুআতুল-ওয়াজাহিক ল ফাতিমিয়া, ১খ, কায়রো ১৯৫৮ খ., ২য় সং, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৬৫ খ.; (৪) মুহাম্মাদ কামিল হ-সায়ন, ফী আদাবি মিসরিল-ফাতি'মিয়া, কায়রো ১৯৫০খ.; (৫) F. Gabrieli, L'antologia di Ibn as-sairafi sui poeti arabo-siciliani, in Boll. del Centro di Studi filologici e linguistici Siciliani, II (1954), 1-15; (৬) O. Kaak, De la poesie arabo-sicilienne, in Atti del cong. Intern. di poesia e di filologia per il VII centenario della poesia e della lingua italiana, Palermo 1953, 155-64.

জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল (E.I.2)/ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ইবনুস-সাররাজ (ابن السراج) : আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনুস সারী আস-সাররাজ (জিন প্রকৃতকারক) আন-নাহবী আল বাগ'দাদী, আরব ব্যাকরণবিদ। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত, কিন্তু তিনি বাগদাদে বসবাস করিতেন। তিনি আবু'ল-আক্বাস আল-মুবাররাদের কনিষ্ঠতম ছাত্র ছিলেন, এই কারণে মুবাররাদ তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। কিছু দিনের জন্য তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়নের পরিবর্তে তর্কশাস্ত্র ও সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু পরে ব্যাকরণ অধ্যয়নে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগদাদে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কয়কজকজন খ্যাতিমান ব্যাকরণবিদ তাঁহার শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত হন, যেমন আবু'ল-কাসিম আল-যাজাজ্জী, আবু

সা'ঈদ আস-সীরাফী, আলী ইবন 'ঈসা আর-রুম্মানী ও আবু 'আলী আল-ফারিসী। তাঁহার মর্জিত আচরণ ও যুক্তিপূর্ণ শিক্ষাদানের উল্লেখ পাওয়া যায় (ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ৩খ, ৪৬২)।

যেই সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের ফলে 'আরব ব্যাকরণবিদগণ নীবাওয়ায়হ-এর কিতাবকে তাহাদের গ্রন্থের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন, আল-মুবাররাদের ছাত্র হিসাবে ইবনু'স-সাররাজও উক্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকতার ফসল হিসাবে তিনি উক্ত কিতাব-এর একটি শারহ (ভাষ্য) রচনা করেন। তিনি কিতাব-এর মতবাদগুলির পুনরুল্লেখ করেন বিভিন্ন নীতিমূলক গ্রন্থে; যথা কিতাবুল-উসুলুল-কাক্বীর, যাহা খুবই প্রশংসিত হইয়াছিল। অতঃপর কিতাবু জুমালিল উসুল (যাকূতের মতে ওয়াহয়্যাল-উসুলু'স সাগীর, মু'জাম ১৮খ, ২০০)। ফিহরিস্ত (৬২)-এ আরও উল্লিখিত হইয়াছে কিতাবুল-মুজায়, কিতাবুল-জুমাল, কিতাবুল- মুওয়াসালাত ফিল-আখবার ওয়া'ল-মুযাকারাত (كتاب المواصلات في الاخبار والمذاكرات) ও কিতাবুল ইশতিকাক (যাকূত-এর মতে ইহা তিনি সমাপ্ত করেন নাই, স্থা.)। যাকূত কিতাবুল-খাত ও কিতাবুল হিজা নামক আরও দুইটি গ্রন্থ যোগ করিয়াছেন।

ইবনুস সাররাজ “কিতাবুর রিয়াহ ওয়াল-হাওয়া ওয়ান-নার” গ্রন্থে অভিধান-সঙ্কলন সম্পর্কে, কিতাবুল-ইহতিজাজিল কুররা ও কিতাবুল-শাকল ওয়ান-নাকত (আল-কিফতী কর্তৃক উল্লিখিত, ইনবাহ, ২খ, ২৯৫) গ্রন্থ দুইটিতে কুরআনী বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রত্যুত্তর প্রদানে আগ্রহী ইবনু'স সাররাজ কিতাবুল শি'র ওয়াশ-ত'আরা রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি খুবই সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী ছিলেন। যৌবনেই যুল-হিজ্জা ৩১৬/ফেব্রুয়ারী ৯২৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

অনেক লেখক, যাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইবন খাল্লিকান (ওয়াফায়াত, ৩খ, ৪৬৩), আবু'ল-বারাকাত ইবনু'ল-আনবারী (নুহহাতুল-আলিক্বা, সম্পা. A. Amer, 150) ও আল-কিফতী (ইনবাহ, ৩খ., ১৪৬) ইবনু'স সাররাজের ইনতিকালের তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এইভাবে : “ফী য়াওমিল-আহাদ লি ছালাছি লায়লাতিন বাকীনা মিন যিল-হিজ্জা” (في يوم الاحد الثالث ليلة يقين من ذى الحجة) অর্থাৎ ২৭ যুল-হিজ্জা, রবিবার/১০ ফেব্রুয়ারী; কিন্তু এই ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার ছিল না (H.G. Cattenoz-এর দিনপঞ্জী (table) ২য়, সং.। এই তথ্যের উৎস ছিল ব্যাকরণবিদ আবু'ল-ফাত্হ উবায়দুল্লাহ ইবন আহমাদ (তাঁহার সম্পর্কে দ্র. আস-সুহুত্বী, বুগয়া, পৃ. ৩১৯)।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে : কিতাবুল-উসুল (Br. Mus. suppl. 916; Brockelmann, S I, 274); ইহাই অবশ্য আল-কাবীর; কিতাবুল হিজা, কিতাবুল-মুজায়, রাবাত-এর সাধারণ গ্রন্থাগারে সম্প্রতি সংযোজিত একটি মাজমুআতে কিতাবদ্বয় সন্নিবেশিত, নং ১০০ ق (শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন Moustafa el-Chouemi and Bensalem damerdji., বৈরুত ১৩৮৫/১৯৬৫); কিতাবুল 'আরাদ (অন্য সূত্রে উল্লিখিত হয় নাই), একই মাজমুআতে সন্নিবেশিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, পৃ. ৬২; (২) আবু বাকর আম-যুবায়দী, তাবাকাতুন-নাহবিয়ীন ওয়া'ল-লুগাবিয়ীন, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪,

১২২-৫; (৩) যাক্ব'ত, মুজাম্ব'ল-উদাবা, ১৮খ., ১৯৭-২০১; (৪) ইরশাদ, ৭খ., ৯-১২; (৫) কিফতী, ইন্বাহর কুওয়াত 'আলা আন্বাহিন-নুহাত, কায়রো ১৩৬৭/১৯৫৫, ৩খ, ১৪৫-৯; (৬) ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ৩খ, ৪৬২-৩; (৭) মুজায-এর সম্পাদকবৃন্দের মুকাদ্দিমা (ভূমিকা), উল্লিখিত মাজমু'আ সম্পর্কেও তথ্য ইহাতে আছে।

H. Fleisch (E.I.2)/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইবনুস-সাররাজ (ابن السراج) : মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন আবদি'র-রাহমান আল-কুরাশী আদ-দিমশকী ছিলেন একজন 'আরব অতীন্দ্রিয়বাদী সূফী। তিনি ৭১৪/১৩১৪ সালের দিকে আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক কাহিনীর একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ইহার শিরোনাম ছিল তুহফাহুল-আরওয়াহ ওয়া মিসফাহুল আরবাহ। ইহা ছিল তাঁহার বিলুপ্ত গ্রন্থ তাশবীহুল-আরওয়াহ ওয়া'ল-কুলুব ইলা যিকরি 'আল্লামিল-ওয়ুব (تسويح الأرواح والقلوب الى ذكر علام الغيوب)-এর একটি অংশ (Dr. Ahlwardt, Verzeichnis der ar. Hdss. von Berlin, no. 8794)

C. Brockelmann (E.I.2)/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

ইবনুস-সাররাজ (ابن السراج) : ঞানাডার নাসরী রাজ্যের ৯ম/১৫শ শতকের ইতিহাসে বিখ্যাত এক পরিবারের পিতৃকুলীয় পদবী (appellative)। স্পেনীয় সাহিত্যে খৃ. ১৬শ শতকে "আবেনসেরাজ" (Abencerraje)-রূপে এই পদবী উল্লিখিত আছে (১৫শ শতকের শেষ পাণ্ডে Benserrge-এর উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে)। এক শতাব্দীরও অধিক পরে ফরাসী সাহিত্যে Abencerage (Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 351)-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে Levi-Provencal-এর প্রতি শ্রদ্ধার (Pace) সহিত বলিতে হয় যে, ইহা সিরাজ হইতে গঠিত নহে। পরিশেষে ইংরেজী সাহিত্যে আবেনসিরাজ [Abencerraje]-রূপে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

'ইবনু'স-সাররাজ এই পিতৃকুলীয় পদবীটি ৯ম/১৫শ শতকের বহু পূর্বেও পরিচিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মালাগার আবু আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ (৫শ/১১শ শতকের হাম্বুদী [দ্র.]-গণের স্তাবক) জনৈক কবি ৭ম/১৩শ শতকে আলমেরিয়াবাসী পেচিনা (pechina)-র জনৈক ব্যাকরণবিদ ও আবু 'আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ (ঞানাডার জামি' মসজিদের ফাকীহ ও খাতীব) নামক অপর একজনেরও এই পদবী ছিল। পরবর্তী শতকের প্রথম ভাগে আবু 'আবদিদ্বাহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীমের নামের পরে "ইবনু'স-সাররাজ" খিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন ঞানাডার একজন চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, যাঁহার রচনাবলী বর্তমানে লুপ্ত হইলেও ঐ সময় সমাদৃত হইয়াছিল। ৮ম/১৪শ শতকের শুরু পর্যন্ত এই পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, যদিও তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক অনিশ্চয়। "বানু সাররাজ" সম্ভ্রান্ত 'আরব বংশীয় দৃশ্যত প্রাচীন য়ামানী বংশীয় পদবী বলিয়া দাবি করা হইলেও বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, বিখ্যাত স্পেনীয় 'আরব কুলাজি গ্রন্থসমূহে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮ম/১৪শ শতকের মধ্যভাগ হইতে ঞানাডায় লক্ষ্য করা যায় সুপরিচিত একটি পরিবারের উদ্ভব—যাঁহার সদস্যগণ সামরিক কৃতিত্ব ও ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই পরিবারের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন আবী 'আবদিদ্বাহ ইবনিস' সাররাজ (মৃ. ৭৬৬/১৩৬৪) যিনি ছিলেন রোডার কাসাবার সেনাপতি এবং ইহার অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চলের শাসক। ৯ম/১৫শ শতকের প্রথমভাগে এই পরিবার নাসরী রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং জিহাদে সাহসিকতার জন্য খ্যাতি লাভ করে। উক্ত শতাব্দীর মাঝমাঝি সময়ের পূর্বেই পরিবারটি একটি শক্তিশালী ও নির্মম উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

খৃ. ১৪১৯ সালে এই দল Guadix Illora-এ কর্তৃত্ব সম্পন্ন নেতাদের মাধ্যমে প্রথম বিদ্রোহ ঘটায়। নাসরী বংশের অপ্রাপ্তবয়স্ক শাসক ৮ম মুহাম্মাদ (El Pequeno)-এর পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন (regent) 'আলী আল-আমীনের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণতায় তাঁহাকে হত্যা করত ৮ম মুহাম্মাদের স্থলে ৫ম মুহাম্মাদের পৌত্র ৯ম মুহাম্মাদকে (Elzurdo) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। অভ্যুত্থানের সংগঠক আবু'ল-হাজ্জাজ যুসুফ ইবনু'স-সাররাজের হাতে আসে প্রধান উযীরের দায়িত্ব এবং পরবর্তী আট বৎসর যাবত ইবনু'স সাররাজ পরিবার ঞানাডায় কর্তৃত্ব করে।

১৪২৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন রিদওয়ান বানীগাশ (Bane-gass)-এর নেতৃত্বে রাজানুগত সমর্থকগণ মুহাম্মাদ (৮ম)-কে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তখন যুসুফ ইবনু'স-সাররাজ ও তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহাদের সুলতানের সহিত তিউনিসের হাফসী আবু ফারিসের দরবারে নির্বাসনে গমনের পরিবর্তে ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় থাকিয়া ক্ষমা প্রাপ্তির সুযোগ লাভের পক্ষে গোপন তৎপরতা চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্ষমা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ক্যাস্টিলের দ্বিতীয় জুয়ান ও আবু ফারিসের সহায়তায় ৯ম মুহাম্মাদকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। খৃ. ১৪২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই যুসুফ ইবনু'স-সাররাজ ও তাঁহার সুলতান ঞানাডার ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৪৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন যখন ইবনু'স-সাররাজ ক্যাস্টিলীয় রাজানুগত ঞানাডীয় মুক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে লোজা (Loja)-র যুদ্ধে নিহত হন। এই যৌথ বাহিনীর সাফল্য চতুর্থ যুসুফকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু যুসুফের শাসনামল ছিল সংক্ষিপ্ত। ১৪৩২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ৯ম মুহাম্মাদ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং যুসুফ ইনতিকাল করেন। ৯ম মুহাম্মাদের তৃতীয় পর্যায়ে সারা শাসনামলে অর্থাৎ ১৪৪৫ সাল পর্যন্ত যুসুফ ইবনু'স-সাররাজের পুত্রদের (মুহাম্মাদ ও আবু'ল-কাসিম) ও তাহাদের পরিবার ও দলের অন্য সদস্যদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পঞ্চাশতের খৃ. ১৪৪৫-১৪৬০ সাল পর্যন্ত ছিল উত্থান-পতনের সময়। কেননা ঐ সময়ে নাসরী সিংহাসন প্রথমে ১০ম মুহাম্মাদ এল কোজো El cojo) ও ৫ম যুসুফ, পুনরায় ১০ম মুহাম্মাদ এবং আবার ৯ম মুহাম্মাদের দখলে আসে যিনি ১৪৫৩ সালের শেষভাগ কিংবা ১৪৫৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শাসন করেন। সুলতান সাদ (Ciriza/Muley Zad/Cah; reg. 1454-62, 1462-4) তাঁহার ক্ষমতার জন্য যেহেতু বানু সাররাজের (যাহাদের তখনকার নেতা ছিলেন আবুস সুরুর আল-মুফাররিজ) নিকট ঋণী ছিলেন। সেইজন্য এই পরিবার কিছু সময় সুলতান সাদের অনুগ্রহ লাভ করে। ১৪৬০ সালে উপরিউক্ত আবু'ল-কাসিমের পুত্র, অন্য এক আবু'ল-হাজ্জাজ যুসুফকে রাজ্যের একজন প্রভাবশালী কাইদ (নেতা) হিসাবে এবং আরও একজন যুসুফ ইবনুস-সাররাজকে মুফাররিজ-এর আমলের একজন উযীররূপে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু শীঘ্রই এই সম্পর্কে ফাটল ধরে। অভিভাবকত্বাধীন অবস্থায় বিরক্ত এবং সন্তুষ্ট তদস্থলে তৎপূত্র আবু'ল-হাসান 'আলীকে (Muley Haen) প্রতিষ্ঠিত করিবার

গোপন প্রয়াসে ক্রুদ্ধ হইয়া সাদ আলহামরা (১৪৬২ খৃ. জুলাই)-এর মুফাররিজ ও উযীর যুসুফকে সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেন। মুহাম্মাদ ও 'আলী ইবনু'স-সাররাজ মালাগায় পলায়ন করিয়া Castile- এর সাহায্যের নিশ্চিত প্রতিজ্ঞাপ্রাপ্ত মে যুসুফকে (Aben Ismael) সিংহাসনের পাল্টা দাবিদার হিসাবে দাঁড় করান। তাঁহার অকাল মৃত্যু আবুল হা'সান 'আলীকে পুনরায় অগ্রগামী করিয়া দেয় এবং খৃ. ১৪৬৪ সালের আগস্ট মাসে তিনি বানুস-সাররাজ-এর যোগসাজশে সাদকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। ফলে ইবনু'স-সাররাজ পরিবার পুনরায় ক্ষমতায় আসে। এই পরিবারে বিবাহ করেন প্রভাবশালী কাইদ জনৈক ইব্রাহীম ইবনু'ল-আশ'আর যিনি প্রধান উযীর হন এবং তাঁহার প্রশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হন উপরিউক্ত মুহাম্মাদ ইবনু যুসুফ আস-সাররাজ-এর পুত্র আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি শীঘ্রই তাঁহাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৪১৯ খৃ. আবুল-হা'সান 'আলী ১ম মুহাম্মাদের কন্যা ফাতি'মাকে বিবাহ করেন। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর জনগণের রক্ষকরূপে তিনি শত্রুর পাত্র ছিলেন; সেই শত্রু ফাতি'মার ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। এই কারণে বয়স্ক আবুল-হা'সান 'আলী যখন একজন ধর্মত্যাগী খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করেন তখন এই বিবাহকে ফাতিমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রকাশ্য অপমান বিবেচনা করিয়া জনগণ বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে জঘন্যতম প্রতিশোধের আশুদ জুলিয়া উঠে। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া যায় তাহারা পলায়ন করে। কেহ কেহ মদীনা, সিনোনিয়া ও আগুইলার (Aguilar)-এর বিশিষ্ট পরিবারে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যরা ক্যান্টালিয়ার বিভিন্ন সীমান্ত শহরে চলিয়া যায়। ১৪৮২ খৃ. গোপনে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা 'আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাহার স্থলে ফাতি'মার গর্ভজাত তাঁহার প্রথম পুত্র আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (দ্বাদশ বিখ্যাত Boabdil)-কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। Boabdil-এর শাসনামল ও মুসলিম ঞানাজার শেষ দিন পর্যন্ত এই পরিবারের দল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। একবার ঞানাডা খৃষ্টানদের দখলে চলিয়া গেলে (১৪৯২ খৃ.) ইবনু'স-সাররাজ পরিবার তল্লিতল্লা গুটাইয়া আলপুজাররা (Alpujarra) এবং পরে ১৪৯৩ সালের মার্চ মাসে প্রায় সকলেই একযোগে আল-মাগরিবে দেশান্তরী হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যেই পরিবার স্পেনে এত দক্ষতার সহিত ইসলামের গৌরব সমৃদ্ধ রাখিয়াছিল, কয়েকটি আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে সেই পরিবারটিই ইহার পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী হইল।

Perez de Hita রচিত Historia de los vandos de Zegries y Abencerrajes (১৫৯৫, ১৬১৯ খৃ.) গ্রন্থে বর্ণিত ইবনুস সাররাজ পরিবারের ইতিবৃত্ত কয়েক কণা সত্যকে কেন্দ্র করিয়া রচিত একটি কাঙ্ক্ষনিক কাহিনীমাত্র। Motos de Granada (ঞানাডার মূরণ) সম্পর্কীয় পরবর্তী সাহিত্যিক বিবরণ এই প্রসিদ্ধ উপন্যাসের ছাঁচে ঢালাই হয়। এই উপন্যাসে ইবনু'স-সাররাজ পরিবারের সদস্যগণ বীরত্ব, বীরধর্ম ও মোহনীয়তার প্রতীকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ছিল সাহসী কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ও চরম বিশ্বাসঘাতক যোগরিসগণ (Zegries)। যোগরিস শব্দটি ছাগরী (ثغرى) (সীমান্তরক্ষী) শব্দ হইতে উদ্ভূত। অনুমিত হয় যে, স্পেনে এই শব্দটির প্রয়োগ হইতে মাগরিবী মুজাহিদীন (যাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বহুত ৯ম/১৫শ শতাব্দীর বহু পূর্বে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল)-এর সম্পর্কে। Boabdil-এর অবমাননা ও

তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে মিথ্যা ও গোপনে প্রচারিত অভিযোগে ইবনুস সাররাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় নিঃসংশয় ব্যক্তিগণকে আল-হামরা (الحمراء) প্রাসাদে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করা হয়। সব কিছু ত ধ্বংস হয় না। এই হত্যাযজ্ঞের খবর প্রকাশ পায়, ফলে বিদ্রোহ শুরু হয়। ভয়াবহ যুদ্ধের পর Muley Hacen-কে শাসকরূপে ঘোষণা করা হয়; তবে পরিশেষে বিদ্রোহীদেরকে শান্ত ও Boabdil-কে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইবনু'স-সাররাজ পরিবারের সদস্যগণকে নির্বাসিত করা হয়, তাহারা Fastile- এ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাদেরকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

Zegres-গণ এই নাটকের শুরুতেই Boabdil-কে ইবনুস সাররাজ পরিবারের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে boabdil-এর স্ত্রীর মর্বাদায় যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল পরিণামে তাহা অপনোদিত হইল এবং খৃষ্টান Knight-গণ অভিযোগকারীদেরকে হত্যা করিল। ১৭শ ও ১৮শ শতকে যুরোপের অন্যান্য লেখকও ইবনুস সাররাজ পরিবারকে তাহাদের রচনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য Chateau brand ও তাহার রচনা Les aventures du dernier Abencerrage।

আল-হামরার Cuarto de Los Leones sala de Los Abencerrajes নামটির উদ্ভব হইয়াছে বিভিন্ন কাহিনী হইতে, যাহাতে বিবৃত হইয়াছে, ইবনুস সাররাজ পরিবারের ৩১ জনেরও অধিক সদস্য নিহত হয় ১০ম মুহাম্মাদ মতান্তরে Muley Hacen বা Boabdil-এর হস্তে। কল্পকাহিনীর মূল সত্ত্বত (ক) সাদ কর্তৃক মুফাররিজ ও উপরিউক্ত যুসুফ হত্যার কাহিনীতে এবং (খ) Cuarto de Los Leones Hamando de Baeza কর্তৃক বর্ণিত সাদ ও আবুল-হা'সান আলী কর্তৃক ৯ম মুহাম্মাদ ও তাহার সন্তানগণের হত্যার কাহিনীতে।

গ্রন্থপঞ্জী ১ (১) L. Ceco de Lucena Pardes, los Abencerrajes leyenda e historia, ঞানাডা ১৯৬০ খৃ., ও গ্রন্থপঞ্জী (৭৩-৫); (২) R. Arie, L. Espagne musulmane au temps des Narrides, প্যারিস ১৯৭৩ খৃ., ১৩০ প.।

J. D. Lathama (E.I.² Suppl.)/মনজুর আলম ওয়াহরা

ইবনুস-সাররাজ (দ্র. ইবনুল কিত্ত)

ইবনুস সারায়্যা (দ্র. সাক্ষিয়াদ্দীন আল-হিল্লী)

ইবনুস-সালাহ (দ্র. আল-আদিল ইবনুস-সালাহ)

ইবনুস-সালাহ (ابن الصلاح) : তাকিয়াদ্দীন আবু আমর উজ্জমান ইবন আবদির-রাহ'মান আল কুর্দী আশ-শাহরাযুরী, শাফিঈ মায'হাবের অনুসারী ছিলেন। শাহরাযুরের সন্নিকটে ইরবিল জেলার শারাখান নামক গ্রামে ৫৭৭/১১৮১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৪৩/১২৪৫ সনে দামিশ্কে ইনতিকাল করেন। তিনি শাহরাযুরে পিতার নিকট ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা পরে তাহাকে মাওসিল (Mosul)-এ লইয়া যান; তথায় তিনি হাদীছ' অধ্যয়ন করেন। তিনি বাগদাদ, নীশাপুর, মারব (مرو), দামিশ্ক', আলেক্সো, হাররান ও জেরুসালেমসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করেন। ইবন খাল্লিকান শাওয়াল ৬৩২/জুন-জুলাই ১২৩৫ সনে দামিশ্কে এক বৎসর তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন এবং তাহাকে তাকসীর, হাদীছ', ফিক্হ', ইলমুর রিজাল ও হাদীছ' শাস্ত্রের সমস্ত

শাখায় ও ভাষাতত্ত্বে তাহার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি জেরুসালেমের সাল্লাহিয়া মাদ্রাসায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন এবং পরে দামিশকে যান। সেইখানেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। তিনি রাওয়াহি'য়া মাদ্রাসায় ও শিক্ষাদান করেন। মালিক আল-আশরাফ যখন দামিশকে দারুল-হাদীছ' নির্মাণ করেন, তখন সেখানে ইবনু'স সালাহ' অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি সিত্তূশ-শাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবনির্মিত শামিয়া জুওয়ানিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইবন খাল্লিকান বলেন যে, তিনি একই সঙ্গে তিনটি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার দায়িত্ব তিনি যথাযথ পালন করেন। তিনি তাঁহার ফাতওয়্যার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, হাদীছ'শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এমন শিক্ষক ছিলেন যাহার ক্লাসসমূহে বহু শিক্ষার্থীর সমাগম হইত। তাঁহার রচনাবলী সংখ্যায় বেশী না হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত। তিনি হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা সম্বলিত একটি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উহা বিদ্যমান থাকিলেও এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার ফাতওয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো-১৩৪৮ হি.)। হাদীছ' শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থটিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি ইহাকে "কিতাব মা'রিফতি আনওয়া 'ইলমিল-হাদীছ' হাযা" (হাদীছ'শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার পরিচয় গ্রন্থ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা গ্রন্থটির শিরোনাম কিনা তাহা স্পষ্ট নয়। ১৩০৪ হিজরীতে লঙ্কৌতে "মুকাদ্দিমাতু ইবনি'স সালাহ' ফী 'উলুমিল-হাদীছ' শিরোনামে এবং আলেক্সান্দ্রেতে (১৩৫০/১৯৩১) ইরাকীর ভায্যসহ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাগিব আত'-তা'ব্বাখের টীকাসহ "উলুমুল-হাদীছ' ল মা'রুফ বি-মুকাদ্দিমাতু ইবনি'স সালাহ'" শিরোনামে উহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ৬৫টি পরিচ্ছেদে (নাও) বিভক্ত এবং হাদীছ'শাস্ত্রের উপর একটি উচ্চ মানের গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইবার দাবিদার। ইহার অনেক ভাষ্য ও সংক্ষিপ্তসার লিখিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন-নাওয়াবীর "তাকরীব" যাহা JA, Serie ix, vols. xvi-xviii, W. Marçais কর্তৃক অনূদিত। অনুরূপ অন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ইবন কাছীর কর্তৃক ইহার সংক্ষিপ্তসার যাহা ব্যাখ্যাসহ আল-বিছুল-হাদীছ' (কায়রো ১৩৭০/১৯৫১) শিরোনামে আহ'মাদ মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খাল্লিকান, সম্পা. de Slane, ২খ, ১৮৮-৯০; (২) আয-যাহাবী, ভায'-কিরাতুল-ছফফাজ, ৪খ, ২১৪ প.; (৩) আস-সুব্বী, তাবাকাতুল-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুবরা, ৫খ, ১৩৭-৪২; (৪) ইবন হাজার আল-আস্কালানী, নুখবাতুল-ফিকর, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৪, পৃ. ২প.; (৫) ইবনুল-ইমাদ, শায'ারাত, হি. ৬৪৩ সাল; (৬) হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ৮৭৬৬; (৭) Brockelmann, I, 440-42, SI, 610-12.

J. Robson (E.I.2)/মু. আলী আসগর খান

ইবনুস সিক্কীত (ابن السكيت) : তাঁহার পূর্ণ নাম আবু যুসুফ য়াকুব ইবন ইসহাক; একজন বিখ্যাত আরব ভাষাবিদ ও অভিধান রচয়িতা। তিনি খুযিস্তানের দাওরাক নামক স্থানের অধিবাসী এক পরিবারের বংশধর। তিনি সম্ভবত ১৮৬/৮০২ সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার ডাকনাম আস-সিক্কীত (অল্পভাষী)। কবিতা ও অভিধান রচনায় অভিজ্ঞ বলিয়া তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস শুরু করেন, অতঃপর তাঁহার শিক্ষাজীবন আবু আমর

আশ-শায়বানী, আল-ফাররা, ইবনুল 'আরাবী' প্রমুখ খ্যাতনামা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সমসাময়িকদের ন্যায় তিনি আরবী ভাষায় পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য কিছুদিন বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাগদাদের দারুল-কানতারায় শিক্ষাদানের পর তিনি উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ছাত্রদেরকে পাঠ দানকালে শ্রুতলিপি আকারে লিখাইয়াছিলেন। আল-মুতাওয়াক্কিলের দুই পুত্র আল-মু'তায্য ও আল-মু'আয়্যাদ-এর শিক্ষা দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই সূত্রে খলীফার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। আলী (রা)-র বংশধরদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সম্মুখে এই অনুরাগের অবিবেচনা প্রসূত প্রকাশ তাঁহার অধঃপতন ডাকিয়া আনে। তুর্কী রক্ষী সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে পদদলিত করা হয় (এমনকি বলা হয় তাঁহার জিহ্বা ছিড়িয়া ফেলা হইয়াছিল)। ৫ রাজাব, ২৪৪/১৭ অক্টোবর, ৮৫৮ সনে ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬ ইত্যাদি বিভিন্ন সনের কথা উল্লেখ করা হয়।

ব্যাকরণে ইবনু'স-সিক্কীত কৃষ্ণী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ হিসাবে পরিগণিত করা হয় না। অপরদিকে তাঁহার রচিত অভিধান ও ভাষ্যসমূহ (যেইগুলির জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন) তাঁহাকে বসরী মতবাদের সহিত কিছুটা সম্পৃক্ত করে। কেননা তিনি বসরার সুবিখ্যাত প্রভাবশালী পণ্ডিতবর্গ আল-আসমা'ঈ, আবু উবায়দা, আবু যায়দ আল-আনসারী প্রমুখের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাগদাদ মতবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনপ্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করিতেন।

অভিধান রচনা ও আরবী কবিতায় পারদর্শী ইবনু'স-সিক্কীত মোট বিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় : কিতাবু ইসলাহি'ল-মানতিক (كتاب إصلاح المنطق) (সম্পা. শাকির ও হারুন, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯; তু. Oriens, ১ ৩খ, ১৯৫০ খ., ৩২৫ প.), কিতাবুল আলফাজ (كتاب الالفاظ), সম্পা. Cheikho, বৈরুত ১৮৯৭ খ. (আল-খাতীব আত-তা'ব্বারীযীর ভাষ্য কানযুল-ছফফাজ, সম্পা. Cheikho, বৈরুত ১৮৯৫-৮ খ.); এতদ্ব্যতীত Haffner কিতাবুল-কাল্ব ওয়াল-ইবদাল (كتاب القلب والابدال) (in texte zur arabischen Lexicographie, Leipzig ১৯০৫ খ., পৃ. ৩-৬৫) ও কিতাবুল-আদদাদ (كتاب الاضداد) (in Drei Quellenwerke uber dieaddad, বৈরুত ১৯১৩ খ.) নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন দীওয়ানসমূহের সমালোচনামূলক সংশোধনের ক্ষেত্রে একদিকে আল-আসমা'ঈ, আবু উবায়দা ও আরও কতিপয় বিদ্বান বিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং অপরদিকে আস-সুক্কারী (দ্র.) উক্ত পদ্ধতির পূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন; কালক্রমানুসারে ইবনু'স-সিক্কীতে অবস্থান হইল এই দুইয়ের মাঝখানে। সেই কারণে ইবনু'স-সিক্কীত কর্তৃক অতি সতর্কতার সহিত সংগৃহীত ও ভাষ্যকৃত ফিহরিস্ত (১খ, ১৫৭-৮)-এর তালিকাভুক্ত প্রাচীন কবিদের দীওয়ান সাধারণত সমালোচকদের শঙ্কাবোধ জগ্ৰত করে। তাঁহার রচনার মাত্র কয়েকটি এখনও টিকিয়া আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল আল-খান্সা সম্পর্কিত (দ্র. কবির দীওয়ান, সম্পা. Cheikho, বৈরুত ১৮৯৬ খ.); ইবনুল-ওয়াদ সম্পর্কিত (দ্র. Noldeke, die

Gedichte des Urwa ibn Alward, Göttingen ১৮৮৩ খৃ.), কায়স ইবনুল-খাতীম সম্পর্কিত (সম্পা. Th. Kowalski, লাইপসিগ ১৯১৪ খৃ.) এবং আল-ছতায়'আ সম্পর্কিত (সম্পা. ন. আ. তাহা ও ম. হালাবী, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফিহরিস্ত, ১খ, ৭২, ১৫৭-৮ (কায়রো সৎ., পৃ. ১০৭-২২৪-৫); (২) আল-আনবারী, নুয'হা, সম্পা. A. Amer, পৃ. ১০৯-১১; (৩) যুবায়দী, তা'বাকাগ'ত, RSO-তে, ৮খ; (৪) ইবন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহরাসা, পৃ. ৩৮২; (৫) যাকূ'ত, উদাবা, ২০খ, ৫০-২; (৬) ইবন খাল্লিকান, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ, ৩০৯; (৭) সুযূতী, বুগ'য়া, পৃ. ১৮; (৮) Flugel, Die grammetischen Schulen der Araber, লাইপসিগ ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১৫৯; (৯) M. Ben Cheneb, Etude sur la fahrasa, পৃ. ৪৩৩, শাখা ২৩৭; (১০) R. Blachere, HLA, ১খ, ১১৩; (১১) ম., মাখ'যুমী, মাদ্রাসাতুল-কুফা, বাগদাদ ১৩৭৪/১৯৫৫, পৃ. ১৫৫; (১২) স. আ. আহ'মাদ আলী, ইবনুস-সিন্দীত, লাহোর তা. বি.; (১৩) ঐ লেখক, ZDMG-তে, ৯০ খ. (১৯৩৬ খৃ.), ২০১-৮; (১৪) R. Sellheim, Die klassisch arabischen Sprichwortsammlungen, হেগ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১১২ ও নির্যন্ত; (১৫) H. Fleisch, traite de philologie arabe, ১খ, বৈরুত ১৯৮১ খৃ., নির্যন্ত; (১৬) Brockelmann, I², ১২১, পরি—১, পৃ. ১৮০।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ মু. মাহবুবুর রহমান

ইবনুস-সিতরী (দ্র. ইবনুল-বাওয়ায)

ইবনুস-সীদ (দ্র. আল-বাতালয়াসী)

ইবনুস-সুনী (ابن السني) : আবু বাকর আহ'মাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইস'হাক। তিনি ইবনুস-সুনী আদ-দীনাওয়ালী আশ-শাফি'ঈ নামে পরিচিত, প্রখ্যাত হাদীছবিদ এবং জাফার ইবন আবী তালিবের আযাদকৃত দাস, যিনি আশি বৎসরেরও অধিক সময় জীবিত ছিলেন এবং ৩৬৪/৯৭৪ সালে ইনতিকাল করেন। হাদীছের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি অধিকাংশ সময় ভ্রমণে কাটাইতেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন (১) 'আমালুল য়াওম ওয়াল-লায়লা অথবা আমালুয়াওমিন ওয়া লায়লাতিন (দ্র. শাযারাত)। ইহাতে দিবারাত্তির সময় কিভাবে অতিবাহিত করা হইবে সেই সম্পর্কীয় নবী আকরাম (স)-এর হাদীছসমূহ একত্র করা হইয়াছে। এই বিষয়ের উপর ইমাম নাসা'ঈ, আবু নু'আয়ম ইসফাহানী, সুযূতী ও আল-মুনযিরীও হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইবনুস-সুনীর গ্রন্থখানিই অধিক হাদীছ সম্বলিত, উহার পাণ্ডুলিপিসমূহ বাকীপুর, রামপুর ও বার্লিনে সংরক্ষিত আছে, প্রথম সং হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৫ হি., ২৪৮ পৃ. সম্বলিত; (২) কানা'আত (অল্পে তুষ্টি) বিষয়ে একটি পুস্তিকা; (৩) আল-মুজতাবা, সুনান নাসা'ঈর সারসংক্ষেপ।

হাদীছ-বিশারদগণ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ইমাম নাসা'ঈ, উমার ইবন আবদান বাগ'দাদী, আবু খালীফা আল-জুমাঈ, আবু আব্দুল আল-হাররানী, যাকারিয়া আস-সাজী, আয-যামলাকানী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। আলী ইবন উমার আল-আসাদ আবাদী, আবদুল্লাহ আল-ইসফাহানী, আহ'মাদ আল কাস্‌সার প্রমুখ ছিলেন তাঁহার ছাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, হায়দরাবাদ, (দাক্ষিণাত্য), ২খ, পৃ. ৩৮; (২) সুবকী, তা'বাকাতুল-শাফি'ইয়া, ১ম সৎ., ২খ., পৃ. ৯২; (৩) যাহাবী, তায'কিরাতুল-ছফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ৩খ., পৃ. ১৫১; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শায'রাতুল-যাহাব, ৩খ, ৪খ; (৫) হাজ্জী খালীফা, কাশফুজ জুনূন, ৪খ, ২৬৮; (৬) Brockelmann, ১খ, ১৬৫ ও পরিশিষ্ট, ১খ, ২৭৪।

'আবদুল-মান্নান উমার (দা. মা. ই.)/
আ. ফ. সাইয়েদ মাসুউদ হোসেন

ইব্ব (إب) : য়ামানের তা'ইয়া নামক সানজাক-এর ইব্ব নামক কাদা (কাদী বা বিচারকের এলাকা)-এর সাবেক রাজধানী। বর্তমানে ১৯৪৬ খৃ. হইতে ইহা একটি পৃথক লিওয়া এবং ইব্ব, উদায়মী, সুফাল, কুতাবা ও যারীম নামক কাদাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। য়ামানের প্রকৃতিগত 'ই'-সহকারে এই শহরটির নামের উচ্চারণ ছাড়াও আক' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (Niebuhr-এ Aebb)। কিছুকাল পূর্বে আনুমানিক ৪,০০০ জন সংখ্যা অধ্যুষিত এই প্রাচীরবেষ্টিত শহরটি যু-জিবলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা 'আদান হইতে সান'আ অভিমুখী উর্ধ্বগামী রাস্তার ধারে অবস্থিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের A. Beneyton মিশনের প্রস্তাবে আল-ছদায়দা হইতে তাইয়া পর্যন্ত যেই রেলপথ নির্মাণের কথা ছিল, সেই প্রস্তাব অনুসারে এই শহরটিতে উক্ত রেলপথের একটি স্টেশন স্থাপন করিবার প্রস্তাব ছিল। বর্তমানে ইহা অনুরূপভাবে তাইয়া হইতে সান 'আগামী মহাসড়কের ধারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই রেলপথ প্রকল্পটি কখনও বাস্তবায়িত হয় নাই এবং পরবর্তী কালে মোটরযান চলাচলের উন্নয়নের ফলে উহা অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৫^০ মি. উর্ধ্বে এক উর্বর অঞ্চলে অবস্থিত। এইখানে খাদ্যশস্য ও ফলমূল ছাড়াও কফি, কাত, নীল ও ওয়ারুস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শহরটির মধ্যে প্রায় ৬০টি মসজিদ রহিয়াছে, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয় কৃত্রিম প্রণালীর সাহায্যে কয়েকটি পর্বত হইতে যেইগুলি প্রায় ৩২০০ মি. উচ্চ। পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক সময় একটি রৌপ্য খনি বিদ্যমান ছিল (leiden Islam stichting-এর ছবি)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াকূ'ত, ১খ., ৭৮; (২) আল-হামদানী, পৃ. ১৮৯; (৩) C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Copenhagen ১৭৭২ খৃ., পৃ. 239; (৪) A. Sprenger, Die Post-und Reiserouten des Orients (Abh. d. Deutschen Morgenl. Ges., iii/3, Leipzig 1864), 154; (৫) H. Burchardt, Reiseskizzen aus dem Yemen, in ZG Erdk, Berl., 1902, 605; (৬) A. Grohmann, Sudarabien als Wirtschaftsgebiet, i, Vienna 1922, 165, 206, 213, 216, 223, 225, 230, 251f.; ii Brunn 1933, 129., 138, 141-3, 149; (৭) Western Arabia and the Red Sea, Naval Intelligence Division 1946, 360, 574 প.।

A Grohmann (E.I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

ইবরাইল (إبرئيل) : রুমানীয় ভাষার ব্রাইলা (Braila) শব্দ হইতে গৃহীত, দানিউব (Danube) নদীর বাম তীরে অবস্থিত রুমানিয়া Wallachia (Tara Romaneasca) শহর, সিরেট (Siret)

নদী যেখানে আসিয়া দানিউবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেইখান হইতে ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কয়েকটি বাণিজ্যপথের মিলনস্থলে অবস্থানহেতু ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। ৮ম/১৪শ ও ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে ট্রানসিলবানিয়ার ব্রাসভ (Brasov)-এর সঙ্গে এবং পোলাভের লেমবার্গ (Lemberg)-এর সঙ্গে ব্রাইলার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। এই নগরীর বন্দরে শুধু যে দানিউবের বিভিন্ন বাণিজ্য-শহরের নৌকা আসিত তাহাই নহে, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর হইতেও জাহাজ আসিয়া ভিড়িত, এমনকি ১০ম/১৬শ শতকে বসফরাস ও কৃষ্ণসাগর যখন তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল তখনও এইখানে প্রতিদিন গড়ে ৭০ হইতে ৮০টি জাহাজ ভিড়িত। তুরস্কের সুলতান ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক ওয়াল্লাচিয়ার নৃপতি ভলড টেপেস (Vlad Tepes)-এর বিরুদ্ধে অভিযানকালে একটি তুর্কী নৌবহর এই ব্রাইলাতে সৈন্য অবতরণ করাইয়াছিল (৮৬৬/১৪৬২)। কিন্তু সুলতান ১ম সুলায়মান কর্তৃক রাবী-২, ৯৪৫/সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ সালে মোলডাভিয়া (Moldavia) অভিযানের পরেই শহরটি তুরস্কের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে। তখন ওয়াল্লাচিয়ার নৃপতি মডু পাইসী (Radu Paisie) শহরটি সুলতানের কাছে সশ্রমণ করিতে বাধ্য হন (৮৪৬/১৫৩৯)। সুলতান তখন শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত এলাকাও স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ব্রাইলা উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হইলে তখন নূতন শাসকগণ ইহার পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়—কর, ভূমি-আইন ইত্যাদি সম্পর্কীয় ১০ম/১৬শ শতকের একটি নিয়ন্ত্রণ বিধির সংগ্রহ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। উছমানী তুর্কীদের অধীনে ব্রাইলা (ইবরাইল) একটি সরবরাহ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এইখান হইতে ওয়াল্লাচিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ইস্তাম্বুলে প্রেরিত হইত। পরবর্তী তিন শতাব্দী যাবত ইহার ইতিহাস উছমানী সুলতানগণ কর্তৃক বিজিত দানিউব উপর্যুপরি অন্যান্য বাণিজ্য বন্দরের সঙ্গে অভিন্নই ছিল। অতঃপর রুম্যানিয়ার নৃপতিগণের নেতৃত্বে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে এই শহরটি তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়। ৯৮২/১৫৭৪ সালে মোলডাভিয়ার রাজা আইওয়ান সেল কুমপ্লিট (Ioan cel Cumplit) এই শহরটি জ্বালাইয়া দেন, কিন্তু তিনি দুর্গ দখল করিতে ব্যর্থ হন। রাজ্যে ১০০৩/মার্চ ১৫৯৫ সালে ওয়াল্লাচিয়ার মিহাই ভিটিয়ায়ুল (Mihai Viteazul) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া দুর্গের সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন, কিন্তু সেই সময়েই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাহার মৃত্যু হইলে ব্রাইলা পুনরায় সুলতানেরই হস্তগত হয়। ১০৬৯/১৬৫৯ সালে রাজা মিহনিয় (Prince Mihnea) সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বল্প সময়ের জন্য শহরটি দখল করেন। রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া কর্তৃক ব্রাইলা অধিকৃত হইলেও পুনরায় সুলতানের নিকট প্রত্যর্পিত হয়। পরবর্তী অপর একটি যুদ্ধে রুশগণ ব্রাইলা অধিকার করিতে সক্ষম হয় (৬ জুন, ১৮২৮) এবং অবশেষে খৃ. ১৮৩০ সালে সম্পাদিত আড্রিয়ানোপোলের সন্ধি দ্বারা শহরটি ওয়াল্লাচিয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে শহরটি বুলগেরীয় স্বদেশত্যাগী স্বাধীনতাসেকারীদের কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যাহার ফলে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতার পথ সুগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Irene Beldiceanu-Steinherr N. Beldiceanu. Acte du régime de Selim I concernant quelques echelles danubiennes de Valachie, de

Bulgarië et de Dobrudja in Sudost-Forschungen ২৩খ. (১৯৬৪ খৃ.), ১০৫-৬; (২) L. Chalkondylas, De rebus turcicis, বন ১৮৪৩ খৃ., পৃ. ৫০৫; (৩) M. Costachescu, Documente moldovenesti inainte de Stefan cel Mare, ২খ, Jassy ১৯৩২ খৃ., ৬৩৫-৬৩৬; (৪) C. C. Giurescu, Istoria pescuitului si a pisciculturii in Romania ১খ, বুখারেস্ট ১৯৬৪ খৃ., ৫৮, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৯৩, ৯৪, ১১৪, ২০১, ২০৮, ২১৯, ২৩৩, ২৩৫, ২৪০, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৫৬, ৩০৫, ৩১৬; (৫) D. C. Giurescu, Ion Voda cel Viteaz. বুখারেস্ট ১৯৬৩; (৬) Istoria Romaniei, বুখারেস্ট ১৯৬২ খৃ., ২খ., ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৪, ৯১৬; বুখারেস্ট ১৯৬৪ খৃ., ৩খ., ১৯১, ২১৭, ৪৭৯, ৬০৯, ৯২৬, ৯২৯, ৯৯২-৪; (৭) I. R. Mircea, Tara Romaneasca si inchinarea raleii Braila, in Balcania, ৪খ., (১৯৪১ খৃ.), ৪৬১, ৭৫; (৮) মুকরিমীন খালীল (সম্পা.), দাসতুরনামেই এনবেরী, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১০০; (৯) P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, বুখারেস্ট ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১১৩, ১২৩, ২৪৮; (১০) এঁ লেখক, Mircea cel Batran, বুখারেস্ট ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৯১-৭., ১০৩; (১১) P. P. Panaitescu, D. Mioc, b. Tara Romaneasca, I, 1247-1500, বুখারেস্ট ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১০৯, ১৩০-১; (১২) R. I. Perianu, Raiua Brailei, in Revista Istorica Romana, ১৫/৩খ. (১৯৪৫ খৃ.), ২৮৭-৩৩৩; (১৩) H. Schiltberger, Reiscbuch, সম্পা. V. Langmantel, Tubingen ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ৫২; (১৪) Hadiye Tuncer, Osmanli imparatorlugunda toprak hukukları, arazi kanunlari ve kanun aciklamalari, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১৯৬-২০৭, ২১০-১৬।

N. Beldiceanu (E.I.²)/ছমায়ুন খান

ইবরাহীম (আ) (ابراهيم عليه السلام) : খালীলুল্লাহ, 'আরব ঐতিহাসিকগণ (আত-তাবারী, ইবন হাবীব, আল-মাসউদী) তাঁহার বংশতালিকা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : ইবরাহীম ইবন তেরহ ইবন নাহোর ইবন সারুগ ইবন রিয়ু ইবন পেলগ ইবন এবর ইবন শেলাহ (শালাহ) ইবন অরফুশাদ ইবন সাম ইবন নূহ, যাহা সম্ভবত বাইবেলের আদিপুস্তক ১১শ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অধিকাংশ 'আলিম ইবরাহীম শব্দটিকে অনারব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শব্দটির কয়েকটি রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা ইবরাহীম (যাহা প্রসিদ্ধ), ইব্রাহাম, ইব্রাহিমু, ইব্রাহিম, ইব্রাহাম, ইব্রাহাম, বারাহিম ও বারাহিমা (আন-নাওয়ালী, আল-জাওয়ালীবি)। আদিপুস্তক (১১ অধ্যায়, ২৬ প.)-এ এই নামটি দুইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; প্রথমত অবরাম অর্থাৎ মর্যাদাবান-এর পিতা, অতঃপর আদিপুস্তক (১৭ অধ্যায়, ৫ প.)-এ বর্ণিত হইয়াছে, তোমার নাম এখন হইতে আর আবরাম বলা হইবে না, বরং তোমার নাম হইবে আব্রাহাম ইব্রাহীম (আবু রাহম অর্থাৎ বহু গোত্রের পিতা)।

আল-কুরআনে ২৫টি সূরায় ৬৯ বার তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। "ইবরাহীম" নামে আল-কুরআনুল-কারীমে একটি সূরা (নং ১৪)-ও

রহিয়াছে, যাহা মক্কায় নাযিল হয়। ইব্রাহীম (আ) বিশিষ্ট নবীগণের অন্যতম [‘আরবের কুরায়শ গোত্রের আদি পিতা ইসমাঈল (আ) [দ্র.] তাঁহার প্রথম সন্তান, ইসরাঈল (দ্র.) বংশের আদি পিতা ইসহাক (আ) [দ্র.] তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান। কুরআনের সূরা ৬ : ৭৫-এ দেখা যায় তাঁহার পিতার নাম আযার (দ্র.)। তিনি বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত প্রাচীন “উর” নগরের অধিবাসী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে “উয়াহ” তু. ১৬ঃ১২০ ও “ইমামুন-নাস” তু. ২ঃ১২৪ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আল-কুরআনুল কারীম বারংবার তাঁহাকে “হানীফ” ও “মুসলিম” (যেমন তু. ৩ঃ৬৭) শীর্ষক গুণবাচক নামে উল্লেখ করিয়াছে এবং ইব্রাহীম-এর বংশধরকে “কিতাব”, “হিকম” ও মূলকই আজীম (বিশাল সাম্রাজ্য) দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, তু. ৪ : ৫৪। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বন্ধু (খালীল)-এর মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন এবং সকল উম্মাতের নিকট তাঁহাকে প্রিয়পাত্র করিয়াছেন। অধিকাংশ নবী তাঁহারই বংশধর।

কুরআনুল-কারীমে ইব্রাহীম (আ)-এর অবস্থা ও গুণবালী সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শিরক, তারকা পূজা ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার কাওম ও অন্যদের সহিত তাঁহার বিতর্ক অত্যন্ত জোরালোভাবে পেশ করা হইয়াছে।

ইব্রাহীম (আ)-কে বাল্যকালেই আল্লাহ তাআলা “রুশদ” (সৎ পথের জ্ঞান) [২১ : ৫১] দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে “কাল্ব সালীম” (বিতর্ক চিত্ত, ৩৭ : ৮৪) দান করিয়াছেন। সৃষ্টি রহস্য, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি পরিচালনা বাবেস্থা দেখিয়া ইব্রাহীম (আ)-এর তাওহীদের বিশ্বাস পূর্ণতা ও দৃঢ়তা লাভ করে (৬ : ৭৫)। মৃতকে জীবিতকরণের গোপন তত্ত্ব জানিতে চাহিলে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন (২ : ৬০)।

মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ইব্রাহীম (আ)-এর জিহাদের কথাও আল-কুরআনুল-কারীমে কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তাঁহার ও তাঁহার অভিভাবক আযার-এর তর্ক-বিতর্ক সূরা মারয়াম-এ উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশেষে তিনি তাঁহাকে বিদায়ী সালাম দেন এবং সকল মুশরিক হইতে পৃথক হইয়া যান (১৯ : ৪২-৪৭)।

ইব্রাহীম (আ)-এর প্রশ্ন ছিল, “এই মূর্তিগুলি কি, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ?” উত্তরে তাঁহাকে বলা হইল, “আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইগুলির পূজা করিতে দেখিয়াছি।” অতঃপর ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, “তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও স্পষ্ট গুমরাহীতে রহিয়াছ।” এই তাবলীগেরও প্রভাব কমপক্ষে এতটুকু হইয়াছিল যে, তাহারা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইব্রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনিয়াছ, না কৌতুক করিতেছ?” তু. ২১ : ৫২-৫৫; আরও দ্র. ২৯ : ১৬ পৃ.; ২৬ : ৭০ প. ও ৩৭ : ৮৫ প.।

একদিন শহরবাসীরা কোন উৎসব উপলক্ষে শহরের বাহিরে চলিয়া গেলে ইব্রাহীম (আ) অসুস্থার অজুহাতে শহরে রহিয়া যান এবং একখানি কুঠার লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন যেইখানে অনেক মূর্তির সম্মুখে নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রীর ভোগ সাজান ছিল। তিনি মূর্তিগুলির উদ্দেশে বলিলেন, “তোমরা খাও না কেন?” অতঃপর তিনি কুঠারাঘাতে কোনটির হাত, কোনটির পা ও কোনটির মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং বৃহত্তম মূর্তির হাতে কুঠারখানি রাখিয়া দিলেন। শহরবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া এই কাণ্ড দেখিল এবং ইব্রাহীম (আ)-কে ইহার জন্য অভিযুক্ত করিল। তিনি বলিলেন,

“তোমাদের বড় ঠাকুর ইহা করিয়াছে। উহারা কথা বলিতে পারিলে তোমরা উহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।” তখন তাহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিল এবং বলিল, “তুমি তো জান যে, উহারা কথা বলিতে পারে না।” এমনভাবে ইব্রাহীম (আ) যখন কার্যত মূর্তির অসহায়তা তাঁহার কাওমের মন-মগজে বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন এবং বুঝাইলেন, “আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর উপাসনা কর যাহা তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করিতে পারে না।” তাহারা যখন ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না, তখন কেহ কেহ বলিল, “ইব্রাহীমকে হত্যা কর।” অন্যরা বলিল, “তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া ভস্মীভূত কর।” অতঃপর একটি চুল্লী নির্মাণ করিয়া তাহাতে আগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল এবং ইব্রাহীম (আ)-কে উহাতে নিক্ষেপ করা হইল; কিন্তু আল্লাহ তা’আলা হুকুম দিলেন, يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ “হে আগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও” (২১ : ৬৯)। অতঃপর ইব্রাহীম (আ) সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে উহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই সময়ে ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত একজন কাফির [নামরুদ ইবন কানআন ইবন সাল হারীব ইবন নামরুদ ইবন কুশ ইবন কানআন ইবন হাম ইবন নূহ, দ্র. আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৯৩, ৪৬৫-৬৬]-ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। সে বলে, “আমার প্রভু আমাকে বাদশাহী ও কর্তৃত্ব দিয়াছেন।” ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, “তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।” নামরুদ বলিল, “আমিও (যাহাকে ইচ্ছা) জীবিত রাখিতে পারি এবং (যাহাকে ইচ্ছা) মৃত্যু ঘটাইতে পারি।” ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, “আচ্ছা, আল্লাহ সূর্য পূর্বদিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও।” অতঃপর সে কাফির হতবুদ্ধি হইয়া গেল (২ : ২৫৭)।

আগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইবার পর ইব্রাহীম (আ) লূত (আ)-সহ তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া দেশত্যাগ করত ইরাক হইতে শাম চলিয়া যান। কুরআনুল-কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ও তাঁহার সঙ্গী-সাথীগণ মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ (৬০ : ৪)। সূতরাং প্রাসঙ্গিকভাবেই এই কথা মানিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা হিজরত করিয়া শামে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আযার ছিল না, যাহাকে ইব্রাহীম (আ) বিদায়ী সালাম দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন (১৯ : ৪৭)। যাকূত আল-হামাবীও আযার-এর শামে গমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন (মু’জামুল-বুলদান, ১খ, ৭৮০)। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা, যাহার অধিকাংশের উৎসই হইল ইসরাঈলী বর্ণনা, জানা যায় যে, ইব্রাহীম (আ)-এর পিতা তেরহ হাররান-এ ইনতিকাল করেন (দ্র. আল-মুহাব্বার, পৃ. ৪)। ইহাতে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে, আযার ও তেরহ দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তি (আরও দ্র. আযার শিরো.)।

বিদেশ-বিড়ুইয়ে পৌছিয়া ইব্রাহীম (আ) অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি কান’আন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যন্ত বাসনা ছিল এবং তিনি আল্লাহ তা’আলার নিকট দু’আও করিয়াছিলেন رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মপরায়ণ ছেলে দান কর” (৩৭ : ১০০)। তাঁহার স্ত্রী | সারা বিনত লাবিন ইবন বাছবীল ইবন নাহোর, যিনি ইব্রাহীম (আ)-এর পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন-দ্র. আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৯৪;

আল-মাস'উদী, ১খ, ৮৫]-র কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি ইব্রাহীম (আ)-কে এক স্থিরবুদ্ধি (حليم) পুত্র (ইসমাঈল)-এর সূসংবাদ দেন। [অতঃপর হাজার (হাজিরা)-এর গর্ভে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহ্র আদেশে ভক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষারূপক বৃদ্ধ বয়সের প্রথম সন্তান (১৪ : ৩৯) ও হাজারকে অকুষ্ঠ চিত্তে নির্বাসনে দিয়া আসেন মরুময় মক্কায় আল্লাহ্র নির্দেশিত অবলুগু আদি কা'বা সন্নিহিত একটি স্থানে (১৪ : ৩৭)। ধু ধু সেই মরুভূমিতে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। ইহাই সেই অফুরন্ত উৎস যাহা “যামযাম” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঝর্ণার উদ্ভবে জনসমাগমের শুরু হইল। আগভুক্তগণ মা ও শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইল (১৪ : ৩৭)। কারণ তাহারা বুঝিল, উহাদের কল্যাণেই ঝর্ণা প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের যত্নে উভয়েই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে হযরত ইব্রাহীম (আ) আসিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত যোগদান করিলেন। তখন ইসমাঈল (আ) বেশ কার্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন ইব্রাহীম (আ) স্বপ্নে পুত্রের কুরবানীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে কুরবানী করিতে দেখিয়াছি— ইহাতে তোমার কি মত?” অতঃপর ইসমাঈলের পূর্ণ সম্মতিতে ইব্রাহীম (আ) পুত্রকে কুরবানী করিবার জন্য উদ্যত হইলেন (৩৭ : ১০২-১০৭)। মিনা নামক স্থানে ইব্রাহীম (আ) এই মহান কুরবানীর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহ সন্তানের পরিবর্তে কুরবানীর জন্য এক মহান জন্তু দান করেন। সেই কুরবানীর রীতি আজও মিনায় এবং মুসলিম জগতের সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ইব্রাহীম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা “মানুষের ইমাম” (امام للناس)-এর মর্যাদায় বিভূষিত করেন (২:১২৪) এবং তাঁহাকে ইসহাক নামক আরও এক পুত্রের সূসংবাদ দেন (৩৭:১০১)।

[কান'আন অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম স্ত্রী সারার গর্ভে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক-এর জন্ম হয় (১১ : ৭১-৭৩)। হযরত ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায়, ইসহাক (আ)-কে ফিলিস্তীনে (কান'আনে) ও লূত (আ)-কে মরু সাগর (জর্দান) অঞ্চলে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ) এবং তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত নবুওয়াত ও নেতৃত্বভার অর্পিত থাকে।]

কুরআন কারীমে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) উভয়ে মিলিয়া কা'বা পুনর্নির্মাণ করেন। নির্মাণের সময় তাহারা দু'আ করেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উন্মাত করিও, আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও, যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে; তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবে। তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়” (২ : ১২৭-১২৯)। কা'বা গৃহ নির্মাণের পর মক্কার জনপদের জন্যও ইব্রাহীম (আ)-দু'আ করেন, “হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও” ১৪ : ৩৫ প.)।

ইব্রাহীম (আ)-এর সাহীফারাজী (صحف ابراهيم) (গ্রন্থসমূহের)-এর উল্লেখও কুরআনে কারীমে রহিয়াছে (৫৩ : ৩৬, ৩৭; ৮৭ : ১৯)। ঐতিহাসিকগণের মতে কয়েকখানি সাহীফা তাঁহার উপর নাযিল হয়। কথিত একখানি সাহীফা, যাহা তাঁহার উপর নাযিল হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা হয়— ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. G. H. Box, Testament of Abraham, London 1927)।

ইব্রাহীম (আ)-এর সন্তানাদির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ ইসমাঈল (আ) [হাজার-এর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র], ইসহাক (আ) [সারার গর্ভজাত]; কান'আনী স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার আরও কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল (দ্র. আল-মুহায্বার, পৃ. ৩৯৪)।

আন-নাওয়াবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আ) বাবিল অঞ্চলের “কুছা” নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল নুনা (দ্র. মু'জামুল-বুলদান, ৪খ, ২১৭)। [এক বর্ণনামতে তাঁহার মাতার নাম ছিল “উশা”। তিনি “কুছা” নামক স্থানে একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কারণ বাদশাহ নামরুদ একটি দুঃস্থ পুত্র দেখিয়া সমস্ত নবজাত শিশুকে হত্যা করিবার উদ্দেশে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দেয়। এই পর্বত গুহাতে ইব্রাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন (ছা'লাবী, পৃ. ৪৪; তাবারী, ১খ, ২৫৬; যামাখশারী, ১খ., ১৭২; বায়দাবী, ১খ, ১৩৩; ইবনু'ল আছীর, ১খ, ৯৬; য়াকূত, দ্র. কুছা; আল-বাকরী, পৃ. ৪৮৫; আল-মুকাদ্দাসী, পৃ. ৮৬১)। আর এক বর্ণনামতে ইব্রাহীম (আ) বালদানিয়া শহরের “উর” নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন [এবং ১৭৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন]। ইনতিকালের পর তাঁহাকে “হাবরুন”-এর Machpelah (মাকফালা) নামক গুহায় দাফন করা হয়। উক্ত স্থানটি বর্তমানে “আল-খালীল” নামে পরিচিত (য়াকূত, ২খ, ১৯৪) যাহা আল-বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে এক মনযিল (১০/১২ মাইল) দূরে অবস্থিত (নাওয়াবী)।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ (১) কুর'আন মাজীদ, স্থা., তাফসীরসহ; (২) বাইবেল; (৩) ইবন হাবীব, আল-মুহায্বার, হায়দরাবাদ ১৯৪২ খ., স্থা.; (৪) আল-জাওয়ালিকী, আল-মুআয্বার, লিবসিয়া, ১৮৬৭ খ., পৃ. ৮; (৫) আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ২২০ প.; (৬) আছ-ছা'লাবী, কিসাসুল-আযিয়া, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ৪৩-৪৮, ৫৯-৬০; (৭) আল-কিসা'ঈ, কিসাসুল-আযিয়া, লাইডেন ১৯২২ খ., ১খ, ১২৮-১৪৫, ১৫৩; (৮) আল-মাস'উদী, মরুজুয যাহাব, প্যারিস ১৮৬১ খ., ১খ, ৮২ প.; (৯) ইবন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩ হি., পৃ. ১৫; (১০) আন-নাওয়াবী, তাহযীবুল-আসমা, কায়রো ১৮, পৃ. ৯৮, ১০২; (১১) মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, হায়াতুল-কুলুব, লখনৌ ১২৯৫ হি., পৃ. ১৮৫-২৩৫; (১২) Gesenius, Hebrew and English Lexicon, London 1857, p. 9; (১৩) Jewish Encyclopaedia, New York 1901, vol./1, 83-91; (১৪) Pinnock, Analysis of Scripture History, কেব্রিজ (তা.বি.), নির্ঘণ্ট; (১৫) সুলায়মান নাদাবী, আরদুল-কুর'আন, ৪র্থ সং., ১৯৫৬ খ.।

ইহসান ইলাহী (দা. মা. ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

E.I. প্রথম সংস্করণে ইব্রাহীম শিরোনামে এই প্রবন্ধ করা হইয়াছে যে, কুরআন কারীমে একটি নীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইব্রাহীম (আ)-কে কা'বা গৃহের নির্মাতা এবং দীন-ই হানীফ-এর প্রবর্তক হিসাবে তুলিয়া ধরা হয় নাই।

অবশ্য দীর্ঘকাল পর তাঁহাকে এই সকল বিশেষণে বিশেষিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাক্কী সূরাগুলির কোথাও ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত ইসমাঈল (আ)-এর সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় না এবং তাঁহাকে প্রথম মুসলমান বলিয়াও কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই, বরং তাঁহাকে কেবল একজন নবী ও পয়গাম্বর হিসাবে দেখা যায়। সেখানে তাঁহাকে কা'বা গৃহের প্রতিষ্ঠাতা, ইসমাঈলের পিতা, 'আরব-এর পয়গাম্বর ও পথপ্রদর্শক এবং দীন-ই হানীফ-এর প্রচারক বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য মুহাম্মাদ (স)-এর মাদানী যিন্দগী শুরু হইলে তখন মাদানী সুরায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উল্লেখকালে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখও করিতে দেখা যায়। প্রশ্নকারিগণ ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাক্কী যিন্দগীতে তিনি (স) সকল বিষয়েই যাহুদীদের উপর নির্ভর করিতেন এবং তাহাদের রীতি-নীতি পসন্দ করিতেন। তাই ইব্রাহীম (আ)-কেও সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতেন যাহুদীগণ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিত। কিন্তু মদীনায় যখন যাহুদীগণ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল তখন তিনি যাহুদীদের যাহুদীবাদ হইতে পৃথক ইব্রাহীমী দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং ইব্রাহীম (আ)-কে দীনে হানীফ-এর প্রচারক, 'আরবের পয়গাম্বর, ইসমাঈল (আ)-এর পিতা এবং কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসাবে পেশ করিলেন। এই প্রশ্ন ও এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মুহাম্মাদ হিফজুর-রাহ-মান সিউহাববী, কাসাসুল-কুরআন, দিল্লী, ১খ, ১৪০-১৫১। এই সম্পর্কে দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ১/১খ., ২৮ প.-এ মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদীর একটি সংযোজন দেওয়া হইয়াছে যাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :

মুসলিম-অমুসলিম কোন ঐতিহাসিকই এই কথা বলেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী দাওয়াত প্রচার-প্রসারের জন্য যাহুদীদের সাহায্য লইয়াছেন, বরং তাঁহারা সকলেই ইহার বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কা ও মদীনা উভয় জায়গার যাহুদী তাহার ঘোরবিরোধী ছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জনগণকে উক্কানি দিত। খোদ কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে, "তুমি যাহুদী ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি সর্বাধিক কষ্টের দূশমনরূপে দেখিতে পাইবে এবং তাহাদেরকে তুমি মুমিনদের সর্বাধিক নিকটতম বন্ধুরূপে দেখিতে পাইবে যাহারা নিজদেরকে খৃস্টান বলিয়া দাবি করে" (৫ : ৮২)।

জাহিলী যুগে 'আরবগণ যাহুদীগণকে কোন মূল্যই দিত না, বরং তাহাদের সম্পর্কে এমনও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যাহুদীদের প্রতিবেশী থাকাও তাহারা পসন্দ করিত না এবং যে সকল স্থান তাহারা নিজেদের হিজরতের জন্য মনোনীত করিয়াছিল সেইস্থান হইতে যাহুদীগণকে তাহারা বিতাড়নের পক্ষপাতী ছিল।

ইসমাঈল (আ)-এর জন্মদাতা বা আদনানী 'আরবের প্রথম পুরুষ যে ইব্রাহীম— কুরআন কারীমেই এই কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় নাই, বরং তাওরাতে ইহার পূর্বেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইব্রাহীম তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী (১) হাজার ও তাঁহার সন্তান ইসমাঈলকে 'আরব ভূমিতে নির্বাসিত করেন এবং সেইস্থান হইতেই ইসমাঈলী 'আরবের সৃষ্টি হয়।

ইসলাম ইব্রাহীম (আ)-কে যাহুদীবাদের সহিত সম্পৃক্ত হওয়াকে কখনও সম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করে নাই, বরং উল্টাভাবে যাহুদীদের এই দাবি যে, ইব্রাহীম যাহুদী ছিলেন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই ইরশাদ হইয়াছে (অনু.), "ইব্রাহীম-যাহুদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম" (৩৪৬)। "তুমি বল, হে কিতাবীগণ! ইব্রাহীম

সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাহার পরেই নাথিল হইয়াছিল, তোমরা কি বুঝ না?" (৩ : ৬৫)।

ইসলাম কখনও যাহুদীবাদের সহায়তায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার পক্ষপাতী ছিল না। কারণ কুরআনের শিক্ষাই হইল, ইসলাম বনী আদমের জন্য মনোনীত সেই প্রাচীন দীন যাহা আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিভিন্ন দীন ও মতবাদের প্রবক্তাগণ উহাতে পরিবর্তন করিয়া উহার আসল পথ হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে উহাকে পাক পবিত্র করিবার জন্য যুগে যুগে রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এইভাবে শেষ নবী হযরত-মুহাম্মাদ (স) আগমন করিয়াছেন।

কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে (অনু.), "তিনি তোমাদের জন্য দীন-এর সেই পথই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবল বিদ্বৈষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে। সুতরাং তুমি উহার দিকেই আহ্বান কর (অর্থাৎ সেই সম্মিলিত ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করিতে যাহা সকল দীন-এর মধ্যে রহিয়াছে— যাহাতে সকল দীন এক হইয়া যায়—ওয়াজদী) এবং উহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ যে কিতাব নাথিল করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি (সকল দীনের ঐক্য প্রতীয়মান করার জন্য) এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহই আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই অর্থাৎ কোন শত্রুতা ও ঝগড়া নাই, আল্লাহই আমাদেরকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট" (এই সকল আয়াত সূরা আশ-শূরার, যাহা মক্কায় নাথিল হয়) (৪২ : ১৩-১৫)।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন দীনকে ইহার প্রথম ভিত্তির প্রতি ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহে যাহা নূহ (আ)-এর যুগে কায়েম হইয়াছিল, ইব্রাহীম (আ)-এর যুগে নহে। স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ইব্রাহীম (আ) সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ব্যাপারে নূহ (আ)-এর অনুসারীমাত্র, নূতন ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা নহেন।

কুরআন কারীমে প্রত্যক্ষভাবে মিল্লাতে ইব্রাহীম-এর অনুসরণ করার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইজন্য নহে যে, তিনি ইসলামের প্রথম প্রবর্তক, বরং এইজন্য যে, তিনি 'আরবের একটি বৃহৎ গোত্রের আদি পিতা। তাই এমনিভাবে তাহাদের মধ্যে তাঁহার অনুসরণের আখ্র সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কা'বা সম্পর্কে কথা হইল যে, উহা অদ্ভুত আকৃতির কোন মন্দির ছিল না, যেমন কারনায়ক (দ্র. ৫০৭) অথবা জনগণের পসন্দমত কোন সুরম্য অট্টালিকা ছিল না— যাহাতে বিচিত্র কারুকার্য খচিত থাকিবে এবং বিভিন্ন গোত্র উহা দখল করিতে বিবাদে লিপ্ত হইবে। উহা ছিল নিতান্তই সাধারণ

চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটি ইমারত। আর আরবগণ চতুষ্কোণবিশিষ্ট ইমারতকেই কা'বা বলে। আর তাহা ছিল সেই ধরনের ইমারত যাহা লোকে স্বহস্তে নির্মাণ করে, তাই তাহাতে স্থাপত্যের কোন অলঙ্করণ নাই, কারণ উহাই ইবাদতখানা। অতএব ইব্রাহীম (আ) যাহাকে সকল উম্মাতই নবী বলিয়া মান্য করে নিজের জন্য ও নিজের সন্তানদের সালাত আদায় করার জন্য এমনি একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন— ইহা কি অসম্ভব?

আর ইহা যখন প্রমাণিত যে, ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পুত্রকে এই অঞ্চলে বসবাস করিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যেমন তাওরতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে— তখন সেইখানে তাঁহার জন্য সাধারণ একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করা ছিল অতীব জরুরী। আর আজ পর্যন্ত কেহই এই ব্যাপারে মতভেদ করেন নাই যে, ইব্রাহীম (আ)-ই উক্ত ইবাদতখানার ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর এই উক্তি করা কিভাবে সঠিক হইতে পারে যে, মুহাম্মাদ (স) কেবল উক্ত গৃহের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য উহাকে ইব্রাহীম (আ)-এর নির্মিত বলিতেছেন (যদিও ইব্রাহীম (আ) ইহার নির্মাতা ছিলেন না)। এই গৃহের নাম বায়তুল্লাহ হওয়া কা'বার কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে নহে। মুসলমানদের নিকট সকল মসজিদই বায়তুল্লাহ। কাবার মর্যাদা এইজন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা মক্কায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বায়তুল্লাহ যাহা মানুষের ইবাদতের জন্য নবী রাসূল গণকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ইসলামের প্রচারের ভিত্তিসমূহের মধ্যে কা'বাকে যে একটি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন নাই তাহার প্রমাণ হইল, মক্কায় অবস্থানের গোটা সময়টিতে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেই মুখ করিয়া সালাত আদায় করেন।

তিনি যে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি দীন-ই ইব্রাহীম-এর উপর স্থাপন করেন নাই তাহা স্বয়ং Springer-এর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মদীনা গমনের পূর্বে ইহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন নাই। অতএব তাহাদের দাবি সঠিক বলিয়া বিবেচনা করা হইলে ইহাই হওয়া উচিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায়ই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতেন যখন তিনি এমন সকল গোত্রের মধ্যে ছিলেন যাহারা নিজদেরকে ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া দাবি করিত। কিন্তু তিনি যখন মদীনায় পৌঁছিলেন যেখানকার সকল গোত্রই ছিল যামানী, তাহারা ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত নিজদেরকে সম্পৃক্ত করিত না (তু. সুলায়মান নাদাবী আরদুল কুরআন, ৪র্থ সং, ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ৮৫ প.)। তখন যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, তিনি আকর্ষণ সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইতেন—তবুও বলা যায় যে, তাঁহার আকর্ষণ সৃষ্টির এই পদ্ধতি হইতে পারে না যে, তিনি ইসলামকে দীন-ই ইব্রাহীম বলিবেন। কারণ ইহা তখন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

ইসলাম যেই জিনিসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে তাঁহার দাওয়াতের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইল বিশ্বের সর্বপ্রথম রাসূলের এই দীন। আর এই দীন-এর দ্বারাই ইসলাম মানুষের মধ্যকার মতপার্থক্যের অবসান করিতে প্রয়াসী। তাই ইসলাম বলে, “লোকসকল! তোমরা বুদ্ধি ও বিদ্যা (علم)-এর সাহায্য গ্রহণ কর এবং পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা সত্যতার যে সকল আলামত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন— নিজেদের আকীদা ও শারীআতের ভিত্তি তাহারই উপর স্থাপন কর।” কোন রাসূলের ব্যক্তিগত বুয়ুগী ও মর্যাদার উপর তাহার ভিত্তি রাখা যায় না। ইসলাম প্রত্যেককে সৃষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ আমলের যিহাদার এবং তার জন্য জওয়াবদিহি করিতে হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা

ইরশাদ করেন (অনু.), “যাকুব-এর নিকট যখন মওত আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে? তখন তাহারা বলিয়াছিল, ‘আমরা আপনার ইলাহ-এর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ইলাহ-এরই ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী। যেই উম্মাত অতীত হইয়াছে— উহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা উহাদের, তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাঁহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না” (২ : ১৩৩-১৩৪)।

উপরের বক্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কোনও ব্যক্তি, গোত্র বা বংশের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষপাতী নহে, বরং আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানের উপরই উহা নির্ভরশীল, অন্য কিছু উপর নহে। তাই ইসলাম বংশ, দেশ ও বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিতক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন” (৪৯ : ১৩)। অতঃপর ইসলাম ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে যে, মানুষের ঐক্যের চাহিদা হইল, তাহাদের দীনও এক হইবে, আর তাহাই হইল সেই সর্বপ্রাচীন দীন যাহা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে দ্বিতীয় আদাম (হযরত নূহ) [আ]-কে প্রদান করিয়াছিলেন যাহা ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, এই দীন একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ভিত্তির উপর কায়েম হওয়া উচিত। আর তাহা হইল, মানুষের ফিতরাত (দ্র.) এবং বুদ্ধি ও বিদ্যা উহার মূল বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই দুইটি বিষয়ই জাহিরী ও বাতিনী উন্নতির মূল উৎস। ইহা ছাড়া মানুষের আর কোনও গত্যন্তর নাই। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের মানসিক প্রশান্তির জন্য এই দীনের বিকল্প আর কোন পস্থা নাই (দাইরাতুল-মাআরিফ আল-ইসলামিয়া)।

মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী (দা.মা.ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

ইব্রাহীম (إبراهيم) : কুরআন মাজীদের চতুর্দশ সূরার শিরোনাম, মাক্কী সূরা, আয়াত সংখ্যা পঞ্চাশ। হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন বৃদ্ধ বয়সের শিশু সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ) এবং তাঁহার মাতা হযরত হাজারকে আল্লাহর নির্দেশে লুণ্ড কা'বার সন্নিহিত স্থানে মক্কার তরলতাবিহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রাখিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে যে দু'আ করিয়াছিলেন তাহাই এই সূরার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং এইজন্য সূরার শিরোনাম “ইব্রাহীম”। তিনি দু'আ করিলেন, আল্লাহ যেন মক্কা নগরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন, তাঁহাকে ও তাহার আওলাদকে পৌত্তলিকতা হইতে দূরে রাখেন (আয়াত নং ৩৫), যে পরিজনকে তিনি বায়তুল্লাহর নিকটস্থ শস্যহীন স্থানে বসবাস করিবার জন্য রাখিয়া যাইতেছেন তাঁহারা (ও তাঁহাদের বংশধর) যেন সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, লোকের হৃদয় যেন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের জীবিকার জন্য আল্লাহ যেন খাদ্যশস্যের (ثمرات) ব্যবস্থা করেন, যাহাতে সম্ভবত তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৩৭)। এই সঙ্গে ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) বৃদ্ধ বয়সে এই দুই সন্তান দানের জন্য তিনি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করেন

(৩৯)। তিনি আরও বলেন, “হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমাকে ও আমার বংশধরকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারীতে পরিণত কর, আমার দু’আ কবুল কর (৪০)।” সমাপ্তিতে তিনি নিজের, নিজ পিতামাতার ও হিসাব-নিকাশের দিনে মুমিনগণের মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন (৪১)।

এই সূরায় দুইটি প্রাথমিক উপমার অবতারণা করা হইয়াছে : (১) কাফিরগণের সংকর্মাঙ্গি যেন ভয় ভুপ, প্রবল বাতাস তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায় তাহাদের নাগালের বাহিরে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত সংকর্মাঙ্গি মূল্যহীন (১৮)। (২) পবিত্র কথা (ঈমান) যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় এবং শাখাগুলি দিগন্ত প্রসারিত, আল্লাহর অনুমতিতে ইহা সর্বক্ষণ ফল দান করে (২৪-২৫)। অন্যপক্ষে অপবিত্র বাক্য (কুফর) একটি অপবিত্র বৃক্ষতুল্য যাহাকে মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে সহজে উপড়াইয়া ফেলা হয়, স্থিতি বলিতে ইহার কিছুই নাই (২৬)। আল্লাহ মু’মিনগণকে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্যের সাহায্যে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন অর্থাৎ ঈমান তাহাদেরকে জয়যুক্ত করিবে এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ পথত্রুস্ত করিবেন (২৭)।

অন্য বহু সূরাতে যেমন, অদ্বৈত এই সূরাতেও উপলক্ষের তারতম্যে, কাফিরদের নামা অজুহাতের জওয়াবে, কিছু পরিবর্তিত বাকধারায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা আল্লাহ প্রতিটি কাণ্ডের নিকট তাহাদেরই ভাষাভাষী নবী পাঠাইয়াছেন (৪), তোমরা যদি শোকরগুয়ারী কর তবে তিনি তাঁহার দান বৃদ্ধি করিবেন, কুফরীর বদলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে (৭)। জালিমগণকে ধ্বংস করিয়া মু’মিনগণকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেন (১৩-১৪), নূতন মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে আদৌ শক্ত ব্যাপার নহে (১৯-২০)। কিয়ামতের দিন শয়তান নিজকে দায়মুক্ত করিবার ছলে কাফিরদেরকে বলিবে, তোমাদের উপর আমার ত কোন কর্তৃত্ব ছিল না, তবে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করিয়াছিলাম আর তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে; সুতরাং আমার কি দোষ? আজিকার এই সংকটে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারিব না, তোমরাও আমার সাহায্যকারী হইবে না (২৩)। রাসূলুল্লাহ (স)-কে ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, “তুমি মনে করিও না, জালিমগণ যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন, তবে তিনি তাহাদেরকে অবকাশ দিয়াছেন সেই বিশেষ দিনটি পর্যন্ত যখন... (৪২) তুমি মনে করিও না আল্লাহ তাহা রাসূলগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন (৪৭)।

এতদ্ব্যতীত এই সূরাতেও আল্লাহ তাঁহার একত্ব, কুদ্রাত ও সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলকে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অবধারিত জয়ের কথা বলিতে গিয়া পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের উল্লেখ ও তাঁহাদের অবাধ্য উন্মাতের পরিণাম সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবন জারীর, যামাখশারী, বায়দাবী ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলী।

আহমদ হোসাইন

ইব্রাহীম (إبراهيم) : অষ্টাদশ ‘উছম’নী সুলতান, প্রথম আহমাদ (দ্র.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। ১২ শাওয়াল, ১০২৪/৪ নভেম্বর, ১৬১৫ জন্মগ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ বাল্যজীবন তিনি নিশ্চিন্দ কারাবাসেই অতিবাহিত করেন, তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে (যেইভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ চারি ভ্রাতাকে হত্যা করা হইয়াছিল) এই ভীতি সর্বদা তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।

ফলে যখন চতুর্থ মুবাদ (দ্র.) ইনতিকাল করেন এবং ইব্রাহীম ছিলেন বংশের একমাত্র জীবিত রাজপুত্র, তখন তাহার মাতা কোসেম ও প্রধান উযীর কারা মুসতাফা পাশার যৌথ অনুরোধ-উপরোধে তিনি কারাগার হইতে বাহির হন (১৬ শাওয়াল, ১০৪৯/ফেব্রুয়ারী ১৬৪০)।

ইব্রাহীমের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর কারা মুসতাফা যোগ্যতার সঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পারস্যের সহিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি বিধান করেন; Szon চুক্তি (১৫ মার্চ, ১৬৪২)-র মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের নবায়ন করেন এবং এই সময়ে (১০৫১/১৬৪২) কোসাকগণ (Cossacks) হইতে Azov [Azok, দ্র.] পুনরুদ্ধার করেন। তিনি মুদ্রণ সংস্কার ব্যবস্থা (দ্র. সিকা) কার্যে পরিণত করেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে নূতন সূত্রে ভূমির জরীপ কার্য [তাহরীর (দ্র.) সম্পন্ন করেন এবং ইস্তাবুলের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবাধ্য প্রাদেশিক গভর্নরগণের (১০৫৩/১৬৪৩) নাসুহ পাশা-যাদা হসায়ন পাশার বিদ্রোহ দমন) বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইব্রাহীম তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের কল্যাণ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করিতে সক্ষম হন। প্রধান উযীর তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নূতন প্রভুর নামে সরকারী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করেন [F. R. Unat, Sadrazam Kemenkes Kara Mustafa Pasa layihasi, in Tarih Vesikalari, 1/6 (1942), 443-80]; Koci Beg (দ্র.) ও শাসন সম্পর্কিত উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্তসার পেশ করেন (Ms Revan 1323? autograph) ও Topkapisarayi- তে সংরক্ষিত সুলতানের নিজ হস্তে লিখিত দলীলপত্র প্রতীয়মান হয়— তিনি প্রধান উযীরকে, উদাহরণস্বরূপ, ইস্তাবুলে অস্ত্র-রসদ সরবরাহ পর্যাপ্ত করিবার দিকে মনোযোগ দিতে জোর তাকীদ দিয়াছিলেন [C. Ulucay, Sultan Ibrahim deli mi, hastami idi? in Tarih Dunyasi, no. 12 (1950) at p. 498; cf. IA, art. Ibrahim, 880 b.]। সম্ভবত বাল্যকালের ভীতি ও মানিসক উত্তেজনার ফলশ্রুতিতেই তিনি স্থায়ী মাথাব্যথায ভুগিতে থাকেন এবং শারীরিক অবসন্নতায় আক্রান্ত হন। অধিকন্তু তিনি হয়ত নপুংসক এবং বংশের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করিতে পারিবেন না, এই সন্দেহের বশে তাঁহার মাতা ও অনুগামিগণ তাঁহাকে হারেম (harem)-এর ভোগ-বিলাসে গা ভাসাইয়া দিতে উৎসাহিত করেন। শীঘ্রই তিনি দ্রুত গতিতে অনেক সন্তানের পিতা হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যত সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদ, দ্বিতীয় সুলায়মান ও দ্বিতীয় আহমাদ (দ্র.)। এইভাবে তিনি স্ত্রীগণ ও শ্রিয়পাত্রদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পতিত হন এবং সুলতানের বেসামাল অবস্থার চিকিৎসায় সক্ষম চিকিৎসক জিন্জি খোজার (দ্র. হসায়ন, জিন্জি খোজা) এই দাবির প্রেক্ষিতে হাতুড়ের কবলে পড়েন।

জিন্জি খোজা ও তাঁহার সহচর রিকাবদার যুসুফ ও সুলতানযাদা মুহাম্মাদ পাশা ক্রমাগত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। উৎকোচ গ্রহণে তাঁহারা ধনী হইতে থাকেন। অবশেষে ন্যায়পরায়ণ কিন্তু বোকা কারা মুসতাফার মৃত্যুদণ্ডের (২১ যুল-কাদা, ১০৫৩/৩১ জানুয়ারী, ১৬৪৪)-এর ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। সুলতান যাদা মুসতাফা এখন প্রধান উযীর পদে নিযুক্ত হন, জিন্জি খোজাকে আনাদোলু-এর কাদী আসকার-এর পদে নিয়োগ করা হয় এবং

যুসুফ কাপুদান পাশা হন নূতন প্রধান উযীর। সুলতানের অমিতব্যয় ও খামখেয়ালী স্বভাবকে সংযত করিবার কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নাই। এই বিপদকালে মাল্টা দ্বীপের জলদস্যু কর্তৃক মিসরগামী একটি হুজ্জাত্বীবাহী জাহাজের গ্রেফতারের দরুন সুলতান ক্রোধান্বিত হন। তিনি যুসুফের অনুপ্রেরণায় ক্রিট আক্রমণ করেন (১ জুলাই-১, ১০৫৫/জুন ১৬৪৫)। ফলে সুলতান লিগু হইয়া পড়েন ভেনিসের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, যাহা ২৪ বৎসর যাবত চলে (দ্র. ইকরীতিশ; কানদিয়া)। Canea (Hanya)-কে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করার ব্যাপারে যুসুফ পাশার প্রাথমিক সাফল্যে প্রধান উযীর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। দুইজনের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও একশ্বয়ে সুলতানকে বশে আনিবার জন্য উভয়ের প্রচেষ্টার পরিণতিতে পরপর মুসতাকা চাকুরিচ্যুত হন (শাওওয়াল ১০৫৫/ ডিসেম্বর ১৬৪৫) এবং যুসুফ মৃত্যুদণ্ডে (যুল-হিজ্জা ১০৫৫/জানুয়ারী ১৬৪৬) দণ্ডিত হন।

হারেম-এর সুন্দরী রমণীদের প্রতি সুলতানের আসক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছিল যখন তিনি তাহাদের একজনকে (তেলি খাসসেকি)-কে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন [বিবাহের পর মল্লভূমি (Hippodrom) পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত ইব্রাহীম পাশার প্রাসাদ পত্নীর নিকট হস্তান্তর করিয়া উহাকে পশু লোমে (fur) নির্মিত গালিচার দ্বারা আবৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়]। যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে নহে, বরং খামখেয়ালীপনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান জনসাধারণের উপর যে অত্যধিক কর ধার্য করিয়াছিলেন তাহা ক্রমাগত প্রদেশসমূহ [সিভাস-এ ভারভার আলী পাশার বিদ্রোহ ইপশীর মুসতাকা পাশা (দ্র.) দমন করিয়াছিলেন] এবং ইস্তাম্বুলে অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন জানিসারী অফিসার কতিপয় 'উলামা সদস্যকে ষড়যন্ত্রে যোগদানে প্ররোচিত করেন, প্রথমে প্রধান উযীর আহমাদ পাশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়, ১৮ রাজাব, ১০৫৮/৮ আগস্ট, ১৬৪৮ তাঁহাকে স্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় এবং তাঁহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করা হয় (এই ঘটনা হইতে তাঁহার পরবর্তী উপনাম হয় "হামার পারে")। একই দিনে ইব্রাহীমকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহাকে রুদ্ধ প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মাদ (চতুর্থ)-কে সিংহাসনে উপবিষ্ট করা হয়। ইব্রাহীমের সমর্থকগণ তাঁহাকে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন করিতে পারেন— এই আশঙ্কায় দশ দিন পরে নূতন-প্রধান উযীর সোফু মেহমেদ পাশা, শায়খুল-ইসলামকে (তিনি তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের ফাতওয়া দিয়াছিলেন) সঙ্গে লইয়া সুলতানকে স্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা (২৮ রাজাব, ১০৫৮/১৮ আগস্ট, ১৬৪৮) করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : সাধারণ ইতিহাসঃ (১) P. Rycout, The History of the Turkish Empire, London 1680; (২) Hammer-Purgstall, v, 295-454; (৩) Zinkeisen, iv, 530-802; (৪) Ranke, Die Osmanen und die Spanische Monarchie..2, iv, 64-71; (৫) Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, iii/1, 212-44; (৬) T. Yilmaz Oztuna, Turkiye Tarihi, ix, Istanbul 1966, 98-141. Fara Popular account of the Period, দ্র. আহমাদ রাফীক, সামুরদেওরি, ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ. ও এ. কাদিনলার সালতানাত, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি.। 'উছামানী ইতিবৃত্তঃ (৭)

হাজ্জী খালীফা, ফেযলেকে, ২খ, ২১৯-৩৩০, ৩৩৯-৪০; (৮) না'ইমা, ৩খ, ৪৫২-৪, ৩৩৪; (৯) কারাচেলেবিয়াদে 'আবদুল-আযীয, রাওদাতুল-আব্বার, ৬১৪; (১০) মুনেজ্জিম-বাসী, ৩খ, ৬৭৯-৯৩; (১১) সোলাকম্বাদা, পৃ. ৭৬৬-৭৩।

উপরের বিবরণ ইব্রাহীম শীর্ষক নিবন্ধ (in A. fasc. 49, pp. 88-5)-এর সংক্ষিপ্তসার। উক্ত নিবন্ধে মুহাফিজখানার দলীল-দস্তাবেজের বরাত, উদ্ধৃতি ও আরও গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে।

M. Tayyib Gokbilgin (E.I.²)/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্রাহীম ১ম (ابراهيم الاول) : ইবনুল-আগলাব ইবন সালিম ইবন ইকগাল (১৮৪-৯৬/৮০০-১২), আগলাবী-ইফরীকী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সা'দ ইবন যায়দ মানাত গোত্রের একজন তামিমী ছিলেন। মুসলমানদের বিজয়ের ফলে এই গোত্রে বহু পূর্ব হইতেই খুরাসানে বসতি স্থাপন করে। এইখানে তাহারা, বিশেষ করিয়া মুহাল্লাবীগণের শত্রুতে পরিণত হয়। পরে ইব্রাহীমকে পুনরায় মিসরে এবং পরবর্তী কালে ইফরীকিয়ায় তাহাদের মুকাবিলা করিতে হয়। আগলাবীগণের পূর্বপুরুষ আল-আগলাব মারুব আর-রুয-এ জনগ্রহণ করেন। তিনি সাধুই 'আব্বাসীদের পক্ষ নেন এবং আবু মুসলিম আল-খুরাসানীর সঙ্গে তাহাদের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হন। তাহাদের বদৌলতে তিনি ইবনুল-আশ'আছ-এর সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাগরিব-এ প্রথম সফর করেন। পরে (১৪৪/৭৬১) তাঁহাকে যাব অঞ্চলের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়, ইহা বর্তমান constantinois-এর দক্ষিণে অবস্থিত Aures-এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল। ১৪৮/৭৬৫ সালে ইবনুল-আশ'আছ তাঁহার নিজ সৈন্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইলে আল-আগলাব কায়রাওয়ানে তাঁহার স্থলে অপর একজনকে নিযুক্ত করেন। অসংখ্য বিদ্রোহের ফলে দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। এই ধরনের এক বিদ্রোহের সময়ে দেওয়ালের পাদদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

তাঁহার পরিবার মিসরে ফিরিয়া যায়। এই সময়ে ইব্রাহীমের বয়স ছিল দশ বৎসর। তিনি ফিকহ-শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা শুরু করেন এবং আল-লায়হ ইবন সা'দ (মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এর একজন সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হন। কিন্তু 'আব্বাসী সেনাবাহিনীর একজন প্রখ্যাত কর্মকর্তার বংশধর বলিয়া তিনি স্বাভাবিকভাবেই বংশগত ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেন। তিনি মিসরের জুন্দ (সেনাবাহিনী)-এ যোগদান করেন এবং বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিদ্রোহ দেশকে বিশৃঙ্খলার দিকে লইয়া যায়। তিনি ১৭৪/৭৯০ সালে সরকারী খাযাঈখানা লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেন। আল-বালায়ুরীর মতানুসারে তাঁহার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত কিছু তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই কার্যের জন্য মিসরের মুহাল্লাবী গভর্নর তাঁহাকে নির্বাসনদণ্ড দেন এবং তাঁহার পরিবারের ঐতিহ্যগত শত্রু অপর মুহাল্লাবীর তত্ত্বাবধানে তাঁহারই শাসিত রাজ্য যাব-এ তাঁহাকে বাস করিতে বাধ্য করেন।

যে অসুবিধাগুলি ইফরীকিয়ায় জনা ক্রমাগত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল সেগুলি ইব্রাহীমের অনুকূলে আসায় তিনি যাব-এ নিজের অবস্থান সুসংহত করিতে সক্ষম হন। তাঁহার পিতার স্মৃতি সেখানে অল্পান ছিল। আইনের সীমাকে লঙ্ঘন করা যাইবে না— সর্বোপরি তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় দুঃখ-কষ্টের দরুন নমনীয় পন্থা গ্রহণপূর্বক নিজেকে তিনি বিদ্রোহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন। ফলে যাব-এ যখন ক্ষমতার

শূন্যতা সৃষ্টি হয় (উল্লিখিত বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে) তখন তিনি প্রকৃত কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আগাইয়া আসেন। ১৭৯/৭৯৫ সালে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাগদাদ হইতে হারছামায় গমন করেন, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন। আনুমানিক দুই বৎসর পরে তাঁহার কাজে সম্মুখ হইয়া আর-রাশীদ তাঁহাকে ডেপুটি গভর্নর হইতে পদোন্নতি দিয়া যাব-এর গভর্নর নিযুক্ত করিয়া সরাসরি স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে লইয়া আসেন।

শীঘ্রই একটি নূতন বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে কায়রাওয়ান ও তাঁহার হস্তগত হয়। রামাদান ১৮৩/অক্টোবর ৭৯৯ সনে তিউনিসিয়ার তামীমী গভর্নর তাম্মান (মালিক ইবন য়াদ মানাত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার সা'দ ইবন য়াদ মানাত গোত্রের শত্রু ছিল) ইবনু'ল-'আক্কীকে কায়রাওয়ান হইতে বিতাড়িত করেন। ইব্রাহীম গভর্নরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাব হইতে সেইখানে ছুটিয়া গেলেন। কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা বাস্তবিকপক্ষে খলীফা কিংবা ইফরীকীদের কাহারো সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। বাগদাদী ও ইফরীকীর নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণে ইব্রাহীমকে ইবনু'ল-'আক্কীর দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আর-রাশীদকে সুবিধা প্রদানের ওয়াদা দেওয়ায় তিনি ইব্রাহীমের জন্য বংশগত আমীর পদের প্রবর্তন করেন। এইভাবে বিনা ক্রেশে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইফরীকি'য়্যা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

সহজে এই ক্ষমতা প্রাপ্তি ইব্রাহীমের জন্য কোন রকম অসুবিধা যে সৃষ্টি করে নাই তাহা নহে। ফুকাহা' ও জুন্দ সদস্যদের শত্রুতার কারণে তাহাদের সঙ্গে ইব্রাহীমকে বিরোধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। তাঁহার কর্তৃত্বকে সুসংহত করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অপমান সহ্য করিতে হয় এবং অনেক ধৈর্য, বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ক্ষমতা হস্তগত হইবার পর তিনি কায়রাওয়ান-এর দুই মাইল দক্ষিণে আল-'আব্বাসিয়া নামে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত সুদৃঢ় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, কৃষ্ণকায় সৈন্যদের একটি শক্তিশালী প্রহরী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদল পরবর্তী কালে বহুবার এই আমীর বংশকে রক্ষা করিয়াছিল। ১৮৬/৮০২ সনে তিউনিসিয়ায় বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত ঘটে, ইহার পরে ত্রিপোলীতে (১৮৯/৮০৫) আরও একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু জুন্দ-এর বিদ্রোহই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সময়মত খলীফা কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের ফলেই এই বিদ্রোহ যথাসময়ে দমন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রথম ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর (২১ শাওওয়াল, ১৯৬/৫ জুলাই, ৮১২) তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'আবদুল্লাহ ত্রিপোলীতে অপরুদ্ধ হইয়া পড়েন।

প্রথম ইব্রাহীম একজন সংস্কৃতিবান, শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে স্বর্ণীয় ছিলেন। আন-নুওয়ায়রী লিখিয়াছেন, "তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত, বক্তা ও কবি ছিলেন। তিনি শক্তিশালী ও ন্যায়বিচারকও ছিলেন। তাঁহার পূর্বে সচ্চরিত্রের এমন ধারক, সুনীতির এমন রক্ষক, স্বীয় প্রজাসাধারণের এমন কল্যাণকামী ও সাংগঠনিক বিষয়ে এমন শক্তিশালী কোন আমীর ইফরীকি'য়্যা শাসন করে নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বালায়ুরী, ফুতুহ, বৈরুত সং. ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৩২৬-৮; (২) ইবনু'ল-'আক্কীর, হুন্না, সম্পা. H. Munis, কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৯৩-১০১; (৩) ইবনু'ল-'আছীর, কামিল, কায়রো সং. ১৯৩৮-৯ খৃ., ৫খ, ৯৬, ১০৪, ১২১, ১৪১, ১৫৬-৭, ৬খ, ৬৩; (৪) ইবন 'ইযারী, বায়ান, সম্পা. G. S. Colin ও E. Levi-Provencal, Leiden

1948, i, 90-5; (৫) ইবন খালদুন, 'ইবার, বৈরুত সং. ১৯৫৮ খৃ., ৪খ, ৪১৭-২১; (৬) ইবনু'ল-খাতীব, আ'মাল, in centenario Amari, ii, 434-6; (৭) নুওয়ায়রী, নিহায়া, সম্পা. স্পেনীয় অনু. সহ G. Remiro, Granada 1917-9, ii, 60-5; (৮) M. Vonderheyden, La Berberie Orientale Sous la dynastie des Benou l-Arlab, Paris 1927; (৯) M. Talbi, L'Emirat aghlabide, Paris 1966.

M. Talbi (E.I. 2)/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্রাহীম ২য় (ابراهيم الثاني) : আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-আগলাব ইবন ইব্রাহীম ইবনিল-আগলাব ১০ যু'ল'-হিজ্জা, ২৩৫/২৭ জুন, ৮৫০ জন্মগ্রহণ করেন। ১ম ইব্রাহীম-এর পরে আগলাবী রাজবংশে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ব্যতিক্রমধর্মী গুণাবলীর জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। বৈধ উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া রাজপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের উৎসাহে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞ প্রশাসক হিসাবে রাজত্ব শুরু (২৫১/৮৭৫) করেন। এই লক্ষ্য হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই, বরং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন, যথা প্রচলিত মূল্যহীন খণ্ড খণ্ড মুদ্রা (কিতা') প্রত্যাহার করেন। ইহার ফলে কায়রাওয়ানে ভয়াবহ দাঙ্গার (ছ'ওয়ারা'তু-দ-দারাহিম) সূত্রপাত ঘটে। রক্তপাত এড়ানোর জন্য ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার সংকল্পে অবিচল থাকেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনয়ন করেন।

কিন্তু মানসিক অসুস্থতা তাঁহাকে ক্রমশ অবনতির দিকে লইয়া যায়। শীঘ্রই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যাহার ফলে শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং ক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহার হয়। ফলে যথেষ্ট রক্তপাত হয়। তাঁহার লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এমনকি অকারণেও তিনি বহু অপরাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অপরাধ তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে।

এইভাবে পরবর্তী বংশধরের নিকট তিনি একজন দানব হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন এবং অসংখ্য ভয়াবহ ঘটনার প্রধান নায়ক হিসাবে স্বর্ণীয় হইয়া আছেন। এই সকল ভয়াবহ ঘটনার শিকার ছিল তাঁহার পুত্র-কন্যা, চাকর-বাকর, দাস-দাসী, তাঁহার অনুরক্তগণ ও আরও অনেকে। যে সকল সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐতিহাসিক তাঁহার এইরূপ ভীতিপ্রদ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ইসমা'ঈলীদের প্রচারণার ফলশ্রুতি। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে এই প্রচারণা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহীম-এর স্বৈরাচার ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। বারবার্গণই অন্যদের তুলনায় বেশী এই স্বৈরাচারের শিকার হইয়াছিল। তাহারাই প্রথম দেশব্যাপী বিদ্রোহের সূত্রপাত করে (২৬৮-৯/৮৮১-৩) এবং ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করে। ইহাতে যাহারা প্রাণ হারাইল তাহাদের লাশ মালবাহী গাড়ীতে বহন করিয়া গণকবরে নিক্ষেপ করা হইল। বার বৎসর পরে (২৮০-৮৯৩) এই সংগ্রামের নেতৃত্বে সামন্ত প্রভুদের পালা আসিল। ক্ষমতাস্বার্থী ব্যক্তিদেরকে পর্যুদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমীর যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলশ্রুতিতেই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। যাহারা এই নীতির শিকার হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বালায়মা-র নগর দুর্গের গর্ভিত যোদ্ধাগণ। বালায়মা ছিল কুতামা পর্বমালার কেন্দ্রীয় পর্বত স্থূপ এবং এই স্থান হইতে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল

তাহাই আগ-লাবী রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করে। দ্বিতীয় ইব্রাহীমের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তিনি প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা “জুনদ”-এর যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ১ম যিয়াদতুল্লাহ-কে প্রায় সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি। বাস্তবিকপক্ষে তিনি সহজেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাভূত করিলেন। তাহারা তাহাদের শক্তিকে একত্রীভূত করিবার চেষ্টাও করিল না। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি নাফুসা বারবারদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত (২৮৩-৪/৮৯৬-৭) হইয়া পড়েন এবং তাহাদের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। অতঃপর তাঁহার চাচাতো ভাই ত্রিপোলীর শাসনকর্তাকে চরম নিষ্ঠুর অবস্থায় হত্যা করিয়া তিউনিসিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি মিসর (যেই স্থান হইতে আবু'ল-আব্বাস ইবন ভুলুন ২৬৭/৮৮০-১ সালে ইফরীকিয়ায় বিরুদ্ধে ব্যর্থ যুদ্ধ অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন) আক্রমণের অভিনয় করেন।

কয়েক বৎসর পরে (২৮৯/৯০২) তিনি তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আবদুল্লাহ-কে সিসিলী হইতে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার সপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং দরবেশের জোড়াতালিযুক্ত পোশাকে আহলুল-বাসা'ইর (জ্ঞানিগণ) পরিবেষ্টিত হইয়া অনুশোচনাগ্রস্ত তপস্বীর ন্যায় কসেনযা-র দেওয়ালের নীচে শাহাদত বরণের উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং তাহা লাভ করেন (১৭ যুল-কা'দা, ২৮৯/২৩ অক্টোবর, ৯০২)। সমগ্র দক্ষিণ ইতালিতে আর্মীর পদার্পণ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল এবং কথিত আছে, তাঁহার পরিকল্পনা রোমের পথে বায়যানটিয়ার অধিকার অপেক্ষা ন্যূনতর কিছু ছিল না। তাঁহার রাজত্বকাল একদিকে শক্তির এবং অন্যদিকে নির্বুদ্ধিতার স্বাক্ষর বহন করে। যে ব্যাধি তাঁহাকে ক্রমেই ক্ষয় করিতেছিল উহার প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসক হিসাবে তাঁহার অবনতি ঘটে। তাঁহার ভুল সিদ্ধান্ত ফাতিমীদের বিজয়ের পথ প্রস্তুত করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনুল-আব্বার, ছল্লা, সম্পা. এইচ. মু'নিস, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ১খ., ১৬, ১৬৫, ১৭১-৪, ১৭৯-৮১, ১৮৫, ১৮৭, ২৬৬; (২) ইবনুল-আছীর, কামিল, কায়রো সং. ১৯৩৮-৯ খৃ., ৫খ., ৫-৭, ৩৬, ৩৯, ৬৭, ৮২, ৯১, ১০৩; (৩) ইবন 'ইযারী, বায়ান, ed. G. S. Colin and E. Levi-Provencal, Leiden 1948, ১খ., 115-34; (৪) ইবন খালদুন, ইবার, বৈরুত সং. ১৯৫৮ খৃ., ৪খ., ৪৩৪-৬; (৫) ইবনুল-খাতীব, আ'মাল, in Centenario Amari, ii, 439-43; (৬) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ed. with Spanish tr. G. Remiro, Granada 1917-9, ii, 82-92; (৭) শামাখী, দিয়ার, কায়রো ১৮৪৩-৪ খৃ., ২১৫, ২২৯, ২৩৭, ২৬৭-৭২, ২৭৫, ৩২০; (৮) আল-কাদিন-নু'মান, ইফতিতাহ্-দ-দা'ওয়াল, সম্পা. in Preparation by F. Dachraoui, Tunis; (৯) M. Vonderheyden, La Berberie orientale sous la dynastie des Benou L-Arlab, Paris 1927; (১০) M. Talbi, L'Emirat aghlabide, Paris 1966.

M. Talbi (E.I.²)/ডঃ ফজলুর রহমান

ইব্রাহীম আদহাম পাশা (ابراهيم ادهم باشا) : সুলতান ২য় আবদুল-হামীদের অধীনে ইনি একজন উচ্চমানী প্রধান উযীর ছিলেন। তিনি সম্ভবত চিয়স (Chios) নামক স্থানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভূত। তিনি খুসরের পাশার (خسرو باشا) [দ্র.] একজন ক্রীতদাস হিসাবে লালিত-পালিত হন এবং

কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। একজন খনিজ প্রকৌশলী হিসাবে ১৮৩৯ খৃ. প্যারিসে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর তিনি ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহাকে কর্নেল পদমর্যাদায় শূরা-ই 'আস্কেরীর (উচ্চ সামরিক পরিষদ) সদস্য মনোনীত করা হয়। কয়েক বৎসর আনাতোলিয়ায় খনিজের প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে চাকুরী করার পর তাঁহাকে রাজপ্রাসাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য ১২৬৩/১৮৪৭ সনে ইস্তাম্বুলে ডাকিয়া পাঠান হয়। তাঁহাকে মীর লিওয়া (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) হিসাবে ১২৬৪/১৮৪৮ সনে এবং তিন বৎসর পর ফেরীক (লেফটেন্যান্ট জেনারেল) হিসাবে উন্নীত করা হয়। পরবর্তী কালে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে ১২৭১/১৮৫৫ সনে তাঁহাকে সামরিক পদ হইতে অপসারণ করা হয়। তথাপি মুহ'ররাম ১২৭১/অক্টোবর ১৮৫৪ সনে মাজলিস-ই তানজীমাত (সংস্কার পরিষদ)-এর একজন সদস্য মনোনীত হইয়া তিনি তাঁহার পদমর্যাদা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ২৬ রাবী'উল-আওওয়াল, ১২৭৩/২৪ নভেম্বর, ১৮৫৬ সনে মুস্তাফা রাশীদ পাশা (দ্র.)-র মন্ত্রীসভায় উযীরের পদমর্যাদায় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। ১৮ রামাদান, ১২৭৩/২ মে, ১৮৫৭ সনে ঐ পদ হইতে বরখাস্ত হইবার পর তিনি মাজলিস-ই তানজীমাত-এ প্রত্যাবর্তন করেন। ২৯ জুমাদা'ল-উলা, ১২৭৬/২৪ ডিসেম্বর, ১৮৫৯ সনে মেহমেদ রুসদু পাশা (দ্র.)-র মন্ত্রিসভায় তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৯ মুহ'ররাম, ১২৭৮/১৭ জুলাই, ১৮৬১ সনে বরখাস্তের পর তিনি একই দফতরে পরবর্তী ১৫ বৎসরে তিনবার মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি গণপূর্ত, জনশিক্ষা ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে তিরহালা ও য়ান্না-র গভর্নর হিসাবে, শূরা-ই দাওলাত (উচ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদ) ইত্যাদির একজন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ৫ রাবী'উল আওওয়াল, ১২৯৩/৩১ মার্চ, ১৮৭৬ সনে বর্লিনে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হইয়া তিনি মাত্র কয়েক মাস বিদেশে ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি বলকান সঙ্কট মীমাংসার জন্য কনস্টান্টিনোপল সম্মিলনে উচ্চমানী উপ-প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হন। ঐ সম্মিলনে তাঁহার দৃঢ় মনোভাবের জন্য তিনি নূতন সুলতান ২য় আবদুল-হামীদের আস্থাভাজন হন। তিনি তাঁহাকে ৯ যুল-হিজ্জা/২৬ ডিসেম্বর, শূরা-ই দাওলাত-এর সভাপতি এবং ২১ মুহ'ররাম, ১২৯৪/৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ সনে মিদহাত পাশা (দ্র.)-র স্থলে প্রধান উযীর নিযুক্ত করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বের বিশেষ ঘটনা হইল, ১৯ মার্চ 'উচ্চমানী সংসদ অধিবেশনের উদ্বোধন এবং ৯ এপ্রিল লণ্ডন চুক্তি পরিহার। ফলে রাশিয়া 'উচ্চমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 'উচ্চমানী সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে তিনি পরিষদের আস্থা হারাইলেন এবং প্রধানত সেই কারণে তাঁহাকে ৭ মুহ'ররাম, ১২৯৫/১১ জানুয়ারী, ১৮৭৮ সনে প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে বরখাস্ত করা হয়। ৯ রাবী'উল-আওওয়াল, ১২৯৬/৩ মার্চ, ১৮৭৯ সনে তাঁহাকে ভিয়েনায় রাষ্ট্রদূত মনোনীত করা হয়। ২০ রাবী'উল-আখির, ১৩০০/২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ কুচুক সা'ঈদ পাশা (দ্র.)-র মন্ত্রীসভায় তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। অবশেষে তিনি ১৪ যুল-হিজ্জা, ১৩০২/২৪, সপ্টেম্বর, ১৮৮৫ সনে বরখাস্ত হন। তিনি ২ রামাদান, ১৩১০/২০ মার্চ, ১৮৯৩ সনে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন এবং উসকুদার-এর মিহরিমাহ সুলতান-এর মন্ত্রীদের নিকট তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্রাহীম আদহাম পাশা একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হইতে পারেন নাই। ১৮৭৭ খৃ. সর্বনাশা তুর্কী-রুশ যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে

অনেকাংশে দায়ী করা যায়। তৎসঙ্গেও তুরস্কের আধুনিকীকরণে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৬ খৃ. জনশিক্ষা বিভাগে মন্ত্রী থাকাকালীন তোপকাপি প্রাসাদের নিকটে একটি আধুনিক ছাপাখানা (মাতব'আ-ই 'আমিরি) স্থাপন এবং ১৮৬৯ খৃ. গণপূর্ত পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন তুরস্কে দশমিক পদ্ধতির পরিমাপ চালুকরণ তাঁহার কীর্তির মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। মাজমু'আ-ই ফুনুন (১৮৬২ খৃ.)-এ প্রকাশিত তাঁহার ভূবিদ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ তুরস্কের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র 'উছ'মান হামদী (দ্র.), ইসমাঈল গানিব (দ্র.) ও খালীল আদহাম এলদেম (দ্র.)-ও তুরস্কের শিক্ষা ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সিজিল-ই উছ'মানী, ৪খ, ৮৪৪ পৃ.; (২) এম. কামাল ঈনাল, Osmanli devrinde son sadriazamlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪০-৫৩ খৃ., পৃ. ৬০০-৩৫; (৩) এম. যাকী পাকালিন, Son sadriazamlar ve basvekiller, ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ., ২খ, ৪০৩-৭৭; (৪) I. Alaettin Gövsa, Turk meshurlari ansiklopedisi, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., শিরো.; (৫) I. Hakki Uzuncarsili, Ibrahim Edhem Pasa allesi ve Halil Edhem Eldem, in Halil Edhem hatira kitabi, আঙ্কারা ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ৬৭-৭০; (৬) Turk Asiklopedisi, শিরো.। আরও দ্র.ঃ (৭) আহ'মাদ সা'ইব, 'আবদুল-হাম্মাদিন আওয়াল-ইল-ই সাল্তানাতি, কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ৭৪ পৃ., ১৪৪ পৃ., ১৯১; (৮) মাহ'মুদ জালালু'দ-দীন, মির'আত-ই হাকীকাত, ইস্তাম্বুল ১৩২৬-৭ হি., ১খ, ২৬৯ পৃ., ২৯২ পৃ., ৩খ, ২২ পৃ.; (৯) ই. যিয়া কারাল, Osmanli tarihi, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ., ৮খ, নির্ধিক্ত; (১০) R. Devereux, The first Ottoman constitutional period, বাল্টিমোর ১৯৬৩ খৃ., নির্ধিক্ত।

E. Kuran (E.I. 2)/মু. মাহরবুর রহমান

ইব্রাহীম ইবন আদহাম (إبراهيم بن ادھم) : (র) ইবন মানসূর ইবন যায়ীদ ইবন জাবির (আবু ইস্হাক) আল-ইজলী, খুরাসানের বালখ শহরে তাঁহার জন্ম। তিনি বাল্কুর ইবন ওয়া'ইল গোত্রভুক্ত কৃষার একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য উৎস গ্রন্থসমূহে তাঁহার মৃত্যু সন দেওয়া হইয়াছে ১৬১/৭৭৭-৭৮।

তিনি ছিলেন ২য়/৮ম শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সূফীদের অন্যতম। পরবর্তী সাধু জীবনীতে তিনি, বিশেষত তাঁহার বৈরাগ্যের জন্য বিখ্যাত। R. A. Nicholson তাঁহাকে "অপরিহার্যভাবে এমন একজন অনুশীলনকারী শ্রেণীর সংসার বিরোগী ও সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তি হিসাবে বিশিষ্ট করিয়াছেন," যিনি বৈরাগ্যবাদকে মরমীবাদ হইতে পৃথককারী সীমারেখা অতিক্রম করেন নাই। ইব্রাহীম সূফীদের পরবর্তী বংশধরগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বিশেষত দুইটি কারণে: (১) তাঁহার বদান্যতা, যাহা বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের অনেক কাহিনী দ্বারা বিশদকৃত এবং (২) তাঁহার আত্মত্যাগের কার্যবলী ঐসব বিলাসিতার সহিত সম্পর্কিত যাহা তিনি বর্জন করেন, অথচ তিনি প্রাথমিক জীবনে ঐগুলি উপভোগ করেন।

প্রাথমিক 'আরবী উৎস গ্রন্থগুলি, প্রধানত আবু নু'আয়ম আল-ইসফাহানী ও ইবন 'আস'াকির হইতে তাঁহার জীবনের একটি রূপরেখা অংকন করা যায়। আনুমানিক ১১২/৭৩০ সালে অথবা সম্ভবত ইহারও পূর্বে তিনি

বালখ-এ বসবাসকারী 'আরব সম্প্রদায়ে জনগ্রহণ করেন এবং ১৩৭/৭৫৪ সালের কিছু সময় পূর্বে চিরতরে খুরাসান ত্যাগ করিয়া সিরিয়া চলিয়া যান। প্রধানত এই ভূখণ্ডে তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশে কিছুটা যাবাবরের মত জীবন যাপন করেন। উত্তরে সুদূর সায়হুন নদী ও দক্ষিণে সুদূর গায্যা পর্যন্ত তিনি গমন করেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অনুমোদন করেন নাই, জীর্ষিকা অর্জনের জন্য স্বহস্তে কাজ করিতেন। তিনি শস্য কর্তন, কৃষকের ফসল কাটিয়া লওয়ার পরে পরিত্যক্ত শস্যাদি একটু একটু করিয়া সংগ্রহকরণ ও শস্য চূর্ণ করিতেন অথবা উদাহরণস্বরূপ, ফল বাগানের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সকল কাজ ছাড়া সম্ভবত তিনি বায়যাতীয় সীমান্তে সামরিক অভিযানে লিপ্ত ছিলেন। ছুগুর (সিরিয়ার উত্তরদিকে আধুনিক তুরস্কে অবস্থিত) অর্থাৎ সীমান্তের ঘাঁটিগুলি তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিতে বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীকারগণ আমাদেরকে বলিয়াছেন যে, তিনি বায়যাতীয়দের বিরুদ্ধে দুইটি স্থল ও দুইটি নৌ-অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নৌ-অভিযানে তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন (আবু নু'আয়ম, ৭খ, ৩৮৮)। ইবন 'আস'াকির (পৃ. ১৯৬) তাঁহার মৃত্যুর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর অবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করে। কতিপয় বর্ণনামতে এক বায়যাতীইন দ্বীপে সুকীন অথবা সুকানান নামক দুর্গের নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় হিসরে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিভিন্ন স্বল্পনির্ভযোগ্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কবর Tyre, বাগদাদ, দামিশক, "the city of Lot" (-কাফুর বারীক), জেরুসালেমের নিকটস্থ জোরিমি'আহ-এর ওহা ও সিরিয়ার উপকূলে অবস্থিত জাবালায় বিদ্যমান। এই শেষোক্ত মতটি সর্বাধিক প্রচলিত।

সাধু জীবনীতে ইব্রাহীম ইবন আদহাম বালখের রাজা হিসাবে সুপরিচিত— যিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্বপ্রথম আস-সুলামী-(মু. ৪১২/১৯২১) তাঁহাকে রাজকীয় মর্যাদা দান করেন। আস-সুলামীর বর্ণনার রূপকথা-প্রকৃতি যথেষ্ট স্পষ্ট। কারণ ইহাতে অমর নবী খিদর-এর সহিত ইব্রাহীমের সাক্ষাতের একটি বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, আস-সুলামীর পর হইতে এই রূপকথা ইব্রাহীমের জীবনের বর্ণনাগুলিতে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল পাওয়া যায়। এইরূপে ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিতে তাঁহার বৈরাগ্য জীবনে দীক্ষা গ্রহণ বা তাঁহার অনুশোচনা তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের সহিত সংযুক্ত। ইহার বর্ণনা প্রায় দশটি বিভিন্ন বিষয়ের অধীনে শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, যথা রাজপ্রাসাদের ছায়ায় উপবিষ্ট জনৈক ভিক্ষকের পূর্ণ সন্তোষ সম্পর্কে চিন্তা করার পর তিনি অনুতপ্ত হন অথবা ফকীরের বেশে খিদর এই দুনিয়ার অস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহাকে সারধান করিয়া দিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা পরিচিত বিষয়টি সর্বপ্রথমও বটে। ইহা কালাবায়ীর গ্রন্থে (পৃ. ১০৮) পাওয়া যায়, "তিনি আনন্দহলে শিকার করিতে বাহির হইয়া গেলেন। একটি কণ্ঠস্বর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, এই কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই এবং এই কাজ করিতে তোমাকে আদেশ দেওয়া হয় নাই। দুইবার কণ্ঠস্বরটি তাঁহাকে ডাকিয়া ইহা বলিল এবং তৃতীয়বার ডাক আসিল তাঁহার ঘোড়ার জিনের অগ্রভাগ হইতে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ! এখন হইতে আমি আর কখনও আল্লাহর অবাধ্য হইব না, যে পর্যন্ত আমার প্রভু আমাকে গুনাহ হইতে রক্ষা করেন।"

এইখানে মন্তব্য করা যাইতে পারে, ইব্রাহীমের সংসারত্যাগী জীবন গ্রহণের কাহিনী গৌতম বুদ্ধের কাহিনীর ধাঁচে তৈরি করা হইয়াছে, এই দাবির (সর্বপ্রথম Goldziher কর্তৃক উপস্থাপিত, দ্র. JRAS, ১৯০৪ খৃ., পৃ. ১৩২-৩৩) সত্যতা সম্পর্কে একাধিকবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। (উদাহরণস্বরূপ দ্র. L. Massignon, Essais sur les origines, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ৬৩; তু. R. C. Zaehner, Hindu and Muslim Mysticism, লন্ডন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১২১-২২)। সম্ভবত এখন আর এই দাবি মানিয়া লওয়া উচিত নয়।

বাল্ধ হইতে সিরিয়ায় ইব্রাহীমের দেশত্যাগ সুপ্রমাণিত এবং তাঁহার সংসারবিরাগী জীবন গ্রহণ সম্পর্কে যে বহুবিধ বিভিন্ন রূপকথা আছে তাহা হইতে তাঁহার দেশত্যাগের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যাহা হউক, ইবন 'আসাকির-এর গ্রন্থে (পৃ. ১৬৮) একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য আছে যাহা ইব্রাহীমের দেশত্যাগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "আবু মুসলিম হইতে পলায়ন করিয়া ইব্রাহীম ইবন আদহাম, জাহুদাম-এর সহিত খুরাসান ত্যাগ করেন; অতঃপর তিনি ছুসুর-এ বসবাসের জন্য গমন করেন।" আল-বুখারী (৬/১, পৃ. ২৩) ইহার সত্যতার দৃঢ় সমর্থনকারী তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, (য়ামামা-র) জাহুদাম (ইবন 'আবদিলাহ) এই সময় খুরাসান ত্যাগ করিয়াছিলেন। আবু মুসলিম (দ্র.)-এর বিদ্রোহের সাল ১২৯/৭৪৭-ও ইব্রাহীমের জীবন সম্পর্কে জানা তথ্যাদির মধ্যে কোন কাল নিরূপণ সম্পর্কিত অসঙ্গতি পাওয়া যাইবে না। এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্থান এইখানে নাই। শুধু ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, প্রাপ্তিসাধ্য উপাদানগুলি ভালভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইবন 'আসাকির-এর গ্রন্থের এই বর্ণনা গ্রহণ না করার কোন কারণ পাওয়া যাইবে না।

'আরবী ভাষায় মুদ্রিত রচনাটির আলোচনা এইখানেই শেষ। ইবন আদহাম সম্পর্কে মুদ্রিত রচনাবলী অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে; অনেক তথ্য হারাইয়া গিয়াছে, অথচ অধিকতর লোককাহিনী সংক্রান্ত ও কাল্পনিক বিষয় গৃহীত হইয়াছে এবং প্রায়ই এইগুলিকে অনেক অলংকৃত করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া ফারসী ভাষায় মুদ্রিত রচনাটির ক্ষেত্রে দেখা যাইতে পারে, এই ভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল উৎসগ্রন্থ হইতেছে ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার-এর তাব্কিরাতুল-আওলিয়া" (দ্র. 'আত্তার)। ইব্রাহীম সম্পর্কে ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় মুদ্রিত রচনাটির অনেক কয়টি ফারসী ভাষার মাধ্যমে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় লিখিত উৎসগ্রন্থগুলি প্রকৃত তথ্যবলী হিসাবে প্রায় সম্পূর্ণ মূল্যহীন; প্রামাণিক মনে হয় এমন বিশদ আলোচনার কিছু অংশ (যথা ফারসী উৎস গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত ইব্রাহীমের ইনতিকালের দিন ও মাস এবং মালয়ী উৎস গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত কতিপয় ব্যক্তির নাম) কাল্পনিকই হইতে পারে। 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় মুদ্রিত রচনাটির অন্য একটি দিক এই যে, এইগুলিতে ইব্রাহীম সম্পর্কে ক্ষুদ্র কাহিনীগুলির বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ আত্মচরিত পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মচরিতের পূর্বে তাঁহার পিতা আদহামের একটি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অতীব অলংকৃত জীবনী বিভিন্ন ভাষায় লিখিত; দারবীশ হাসান আর-রুমী লিখিয়াছেন তুর্কী ভাষায়, 'আরবী ভাষায় লিখিত ইহার একটি সারসংক্ষেপ অথবা উদ্ধৃতিসমূহের সংকলন হইতে ইহা জানা গিয়াছে। উর্দু ভাষায় লিখিয়াছেন মুহাম্মাদ আবুল-হাসান। "কাশ্মীরী ভাষায়" তাঁহার অতীব অলংকৃত জীবনী লিখিত

হইয়াছে, কিন্তু ইহার পাণ্ডুলিপি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মালয়ী ভাষায় লিখিত অলংকৃত জীবনী হাদরামাওত হইতে আগত শায়খ আবু বাকর-এর প্রতি সম্ভবত আরোপযোগ্য। মালয়ী সংস্করণের একটি প্রকাশিত সারসংক্ষেপ জাভা, সুন্দান ও বুগী ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র সংস্করণসমূহের উৎস বলিয়া মনে হয়। এই বর্ণনাগুলি ছাড়া ইব্রাহীম ইবন আদহাম সম্পর্কীয় ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি ইসলামী, বিশেষত সূফী রচনাদিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে সূফী দলগুলি তাঁহার স্মৃতি স্থায়ীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছে। বর্তমানে আদহামিয়া সূফী দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কিনা ইহার কোন প্রমাণ এই নিবন্ধ লেখকের জানা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ৪ চারটি সংক্ষিপ্ত প্রথমদিকের উৎসগ্রন্থ ('আরবী ভাষায়): (১) আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬/৮৭০), কিতাবু'ত-তা'রীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ ১৩৬১ হি., ১/১খ, ২৭৩; (২) ইবন হিব্বান আল-বুসতী (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫), কিতাব মাশাহীরি 'উনামাহ'ই'ল-আমসার, সম্পা. Fleischhammer, কায়রো/Wiesbaden ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৮৩; (৩) আগ'নী, ১২খ, ১১১, ১১৩; (৪) আল-কালাবায়ী (মৃ. আনু. ৩৮৫/৯৯৫), কিতাবু'ত-তা'আররুফ, সম্পা. A. J. Araberry, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১০৮ (অনু. A. J. Araberry, The Doctrine of the Sufis, Cambridge ১৯৩৫ খৃ.); (৫) আস-সুলামী (মৃ. ৪১২/১০২১), কিতাব তাবাক'তি'স-সুফিয়া (সম্পা. J. Pedersen, লাইডেন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৩ প.), ইহাতে সর্বপ্রথম একটি প্রকাশ্য রূপকথার রচিত সূক্ষ্ম পাওয়া যায়।

অত্যধিক পরিমাণে তথ্যবহুল উৎস গ্রন্থাবলী: (৬) আবু নু'আয়ম আল-ইসফাহানী (মৃ. ৪৩০/১০৩৮), হিলয়াতুল-আওলিয়া", কায়রো ১৯৩৭-৩৮ খৃ., ৭খ, ৩৬৭-৯৫, ৮খ, ৩-৫৮ ও (৭) ইবন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৬), আত-তা'রীখুল-কাবীর, দামিশক' ১৩৩০ হি., ২খ, ১৬৭-৯৬। আবু নু'আয়ম কর্তৃক লিখিত ইব্রাহীমের উক্তিগুলি ও তাঁহার সম্পর্কে রচিত ক্ষুদ্র কাহিনীসমূহ হইতে তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়।

ফারসী ভাষায় সর্বাধিক তথ্যবহুল উৎস গ্রন্থ: (৮) ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার, তাব্কিরাতুল-আওলিয়া" (সম্পা. R. A. Nicholson, লন্ডন ও লাইডেন ১৯০৫ খৃ., ১খ, ৮৫-১০৬)। A. Pavet de Courteille, J. Hallauer, Claud Field, Bankey Beheri ও A. J. Araberry তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে তাব্কিরাতুল-আওলিয়া"-র প্রাসঙ্গিক অংশাবলীর অনুবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি উদাহরণের জন্য দ্র.: (৯) আল্লাহ দিয়াহ চিশতী আল-'উছমানী (মৃ. ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের পরে), সিয়ারুল-আক'তাব, লখনৌ ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ২৯-৪৫।

তুর্কী ভাষায় রচিত ইব্রাহীমের জীবনীর 'আরবীতে সারসংক্ষেপ সম্পর্কে দ্র.: (১০) W. Ahlwardt, Die Handschriften zu Berlin, বার্লিন ১৮৯৬ খৃ., ৮খ, ৪৭-৪৯।

উর্দু কবিতা সম্পর্কে দ্র.: (১১) Garcin de Tassy, Histoire de la Litterature hindouie et hindoustanie, প্যারিস ১৮৭০ খৃ., ১খ, ১০১। মালয়ী সংস্করণ সম্পর্কে দ্র. (১২) Studies in Islam v/I, নূতন দিল্লী ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৭-২০।

ইবন আদহাম সম্পর্কে তথ্যের একটি উপযোগী সংকলন নিম্নলিখিত উৎস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাইতে পারে: (১৩) ZA, ২৬খ., (১৯১২ খৃ.), পৃ.

২১৫-২০-এর মধ্যে প্রকাশিত R. A. Nicholson-এর একটি নিবন্ধ; (১৪) H. Ritter-এর Das Meer der Sele, লাইডেন ১৯৫৫ খৃ. (দ্র. নির্ঘণ্ট); (১৫) E.I., ১ম সং-এ প্রকাশিত "Ibrahim b. Adham" শীর্ষক নিবন্ধ। এই সাধুপুরুষকে চিত্র দ্বারা বর্ণনা করার উল্লেখের জন্য দ্রঃ (১৬) W. G. Archer, Indian Painting in the Punjab Hill, লন্ডন ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯২।

Russell Jones (E.I.²)/ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম

ইব্রাহীম ইবন 'আবদি'র-রাহমান (ابراهيم بن عبد الرحمن)

ইবন 'আওফ' আয-যুহরী, মদীনানিবাসী একজন তাবি'ঈ। উপনাম আবু ইসহাক, কাহারও মতে আবু মুহাম্মাদ। কেহ আবু 'আবদি'রাহ ও বলিয়াছেন। ইনি প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন 'আওফ' (রা)-এর পুত্র, মাতার নাম উম্মু কুলছুম। তিনি 'উক'বা ইবন আবী মু'ঈত-এর কন্যা। ১০ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স'-এর জীবদ্দশায়ই ইব্রাহীম-এর জন্ম হইয়াছিল। আবু নু'আয়ম ও আবু ইসহাক তাঁহাকে সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন প্রথম সারির তাবি'ঈ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পিতা 'আবদু'র-রাহমান ইবন 'আওফ (রা), 'উছ'মান ইবন 'আফফান (রা), 'আলী (রা), সা'দ ইবন আবী ওয়া'ল্লাস (রা), তালহা (রা), 'আম্মার ইবন য়াসির (রা), আবু বাকর (রা), সুহায়ব (রা) ও জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা)-এর নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'উম্মার ফারুক (রা) হইতেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন কিনা সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আল-বায়হাকীর মতে তিনি 'উম্মার (রা)-এর নিকট সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়াকুব ইবন শায়বা-এর মতে তিনি 'উম্মার (রা)-এর নিকট হাদীছ শুনিয়াছেন। ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী ও আত-তাবারানীও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবন আবী যিব ইব্রাহীম-এর পুত্র সা'দ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম বলেন, 'উম্মার (রা) যখন রুওয়াশিদ আছ'-ছাকাফীর গৃহ পোড়াইয়া দেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। গৃহটিতে মদ্য বিক্রি হইত। ইব্রাহীম-এর শাগরিদদের মধ্যে তাঁহার পুত্র সা'দ ও সালিহ ও ইমাম আয-যুহরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হিজরী ৯৫ বা ৯৬ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৯৫, নং ৪০৪; (২) ইবনুল-'ইমাদ আদ-দিমাশকী, শায'রা'তু'য-যাহাব, বৈরুত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ১১১; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরুত তা.বি., ১খ, ২, নং ১৩; (৪) ওয়ালিয়ু'দ-দীন মুহাম্মাদ আল-খাতীব, আল-ইকমাল ফী আসমা'ই'র-রিজাল (মিশাকাতুল-'ল-মাসাবীহ-এর সহিত সংযুক্ত), দিল্লী তা.বি., পৃ. ৫৮৬; (৫) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহফী'বু'ত-তাহফীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ., ১৩৯, ১৪০; (৬) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত-তাহফীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ., ৩৮; (৭) ইবন হিব্বান, কিভাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ, ৪; (৮) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-'ল-কুবরা, বৈরুত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৫খ, ৫৫; (৯) ইবনুল-'আছীর, উসদুল-'গাবা, ১খ, ৪২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইবন 'আবদি'রাহ (ابراهيم بن عبد الله)

আন-নাফসু'য-যাকিয়া নামে পরিচিত এবং মুহাম্মাদ (দ্র.)-এর সহোদর ভ্রাতা। তাঁহার উভয়ই যৌথভাবে 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূ'র-এর বিরুদ্ধে ১৪৫/৭৬২-৩ সনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহাদের পিতা 'আবদুল্লাহ ছিলেন আল-হাসান (আল-মুছান্না) ইবনুল-হাসান ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব ও ফাতিমা বিনতুল-'ল-হুসায়ন ইবন 'আলীর পুত্র। এইভাবে তিনি ছিলেন পিতার দিকে হাসানী এবং মাতার সূত্রে হুসায়নী। ফলে তিনি আল-মাহুদ (বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী) উপনামে পরিচিতি লাভ করেন। খলীফা প্রথম আল-ওয়ালীদ-এর রাজত্বকালে তাঁহার পিতা আল-হাসানের মৃত্যু হইলে তিনি প্রচণ্ড কর্তৃত্বের অধিকারী হন এবং ফলে হাসানী ও হাশিমী ('আলী ও 'আব্বাসী)-গণের শায়খরূপে পরিগণিত হন। ইব্রাহীমের মাতা হিন্দ বিনত আবী 'উবায়দা 'আলীপত্নী 'আবদুল্লাহকে বিবাহ করিবার পূর্বে খলীফা 'আবদুল-মালিকের পুত্র 'আবদুল্লাহ-এর পত্নী ছিলেন। কবিরূপে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল এবং বিভিন্ন সূত্রে তাঁহার কিছু কিছু কাব্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

তাঁহাদের পরিবারের কোন একজনকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য 'আলীপত্নীগণের আন্দোলন শুরু হয় উমায়্যা আমলের প্রারম্ভেই। দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ (দ্র.)-এর হত্যার পর আল-আবওয়া'-তে অনুষ্ঠিত হাশিমীগণের এক সমাবেশে 'আবদুল্লাহ উপস্থিত সকলকে তৎকালীন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হুসায়নী জা'ফার আস-সাদিক (দ্র.) ব্যতীত এই মর্মে একমত করিতে সক্ষম হন যে, তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদকে খলীফা পদের দাবিদাররূপে স্বীকৃতি দান করিবেন। বত্রিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ মুহাম্মাদ এইভাবে বায়'আত লাভ করেন। তাহার পর দুই ভ্রাতা মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীম সাম্রাজ্যের সর্বত্র, বিশেষত সিন্ধু পর্যন্ত সুদূরতম প্রাচ্য অঞ্চলে এক প্রচণ্ড প্রচার অভিযানে লিপ্ত হন। 'আব্বাসী আস-সাফ'ফাহ রাজত্ব লাভ করিলে ব্যর্থমানোরথ হইয়া 'আলী অনুসারিগণ সাময়িকভাবে হাতোদ্যম হইলেও তাঁহাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ না করিয়া অপেক্ষমান থাকেন। দুই ভ্রাতা সঙ্গোপনে তাঁহাদের দল ভাঙ্গি করিবার প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল পরিবর্তন করিয়া 'আব্বাসীগণের শিকাররূপে চিহ্নিত করেন। আস-সাফ'ফাহ তাঁহাদের এই সকল কর্মতৎপরতা উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরসূরি আল-মানসূর ইহাতে বিক্ষুব্ধ হন। যেহেতু ১৩৬/৭৫৪ সনের হজ্জের সময় মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীম তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন নাই এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, সেহেতু ১৪৩/৭৫৩ সনে তিনি মদীনার একটি 'দার'-এ বৃদ্ধ 'আবদুল্লাহ ও অল্প কিছুকাল পরে অপর কতিপয় 'আলীপত্নীকে কারারুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে এই সকল বন্দীকে কুফা শহরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এক কুখ্যাত অন্ধকার কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। তাঁহার আশা ছিল ইহাতে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ তাঁহাদের গোপন তৎপরতা বর্জন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু পিতার উপদেশে তাঁহারা তাঁহাদের বৈপ্লবিক তৎপরতা মূলতবী রাখিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

আল-মানসূর তাঁহার অনুসন্ধান তীব্রতর করিলে মুহাম্মাদ 'আব্বাসীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১ রাজাব, ১৪৫/২৫ সেপ্টেম্বর, ৭৬২ সনে মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই তৎপরতার সময় তিনি ১৪ রামাদান, ১৪৫/৬ ডিসেম্বর, ৭৬২ সনে নিহত হন। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য মুহাম্মাদ আন-নাফসু'য-যাকিয়া।

ইব্রাহীম কিছুকাল বসরাতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় তাঁহার আন্দোলনের প্রচুর সমর্থক ছিল। মুহাম্মাদ পূর্বাঙ্কেই তাঁহাকে স্বীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করিলে ইব্রাহীমও ১ রামাদান, ১৪৫/২৩ নভেম্বর, ৭৬২ সনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মদীনার তুলনায় বসরাতে তাঁহার আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী। বাগদাদের নির্মাণকার্যে ব্যস্ত আল-মানসূর এই বিদ্রোহের ফলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং কূফার অধিবাসিগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য সৈন্য আনয়ন করেন এবং সৈন্যসংখ্যা বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশী প্রতীয়মান করার কৌশল অবলম্বন করেন। একই সঙ্গে তিনি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তৎপর 'ঈসা ইবন মুসা (দ্র.)-কে বিজয় লাভের পরই অবিলম্বে তাঁহার সৈন্যসহ ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান করেন। বসরার প্রশাসক বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁহার সহায়তায় ইব্রাহীম বসরার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, কোষাগার দখল করেন এবং অন্যান্য শহর ও অঞ্চল (আল-আহওয়য়া, ফার্স ও ওয়াসিত-এর কয়েকটি শহর) দখলের জন্য সশস্ত্র দল প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদের মৃত্যু সংবাদ বসরায় পৌঁছিলে বিদ্রোহিগণ ইব্রাহীমের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে এবং ইব্রাহীম তাঁহার সমর্থকগণের এক অংশের আস্থানে কূফা অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া পশাদপসরণ করেন। ইহার পর তিনি বসরায় 'ঈসা ইবন মুসার আক্রমণের অপেক্ষায় না থাকিয়া বাখামরায় গমন করেন (১ য়'ল-কা'দা, ১৪৫/২১ জানুয়ারী, ৭৬৩)। এই স্থানে 'আব্বাসী ও বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রাথমিকভাবে 'ঈসার অগ্রবর্তী বাহিনী বিধ্বস্ত হইলেও এই প্রাথমিক ব্যর্থতা শীঘ্রই সরকারী বাহিনীর বিজয়ে পরিণত হয়। তাঁহার অনুগামীদের অধিকাংশ বিশৃঙ্খলভাবে ছত্রভঙ্গ হইলে ইব্রাহীম মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত সমর্থকসহ একাকী মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ২৫ য়'ল-কা'দা, ১৪৫/১৪ ফেব্রু., ৭৬৩ ইনতিকাল করেন। অন্যমতে এই ঘটনা ঘটে য়'ল-হিজ্জা মাসে। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৭ বৎসর। দুই ভ্রাতার এই বিদ্রোহ ১৪৫ হি. সনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সম্পূর্ণ কাল স্থায়ী হয়।

এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার পশ্চাতে কতিপয় কারণ বিদ্যমান ছিল। মদীনায় মুহাম্মাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত ছিল অসময়োচিত, বিশেষত মদীনায় তাঁহার এই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল সংগ্রহে তিনি ব্যর্থ হন। আল-মানসূরের ত্বরিত প্রতিক্রিয়া এবং মদীনায় সংঘটিত প্রথম বিদ্রোহ তাৎক্ষণিকভাবে দমন করত অধিকতর সৈন্যসহ বসরা আক্রমণের সুযোগ লাভ, 'আলী অনুসারী সমর্থকগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব। শেষোক্ত কারণটি প্রমাণিত হয় নিম্নের ঘটনা-হইতেঃ মদীনাবাসিগণ প্রারম্ভিক পর্যায়ে অসমর্থকতাভেতু মুহাম্মাদকে সমর্থন দান করিলেও 'ঈসার অগ্রাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় খলীফার প্রতি আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করে। অন্যান্য শহরের সমর্থকগণ মাদীনা বা বসরা কোন শহরের সাহায্যেই আগাইয়া আসে নাই। অধিকাংশ ফাকীহ কেবল মৌখিক সমর্থন অথবা ইমাম আবু হানীফা (র)-র কথিত সাহায্যের ন্যায় আর্থিক সহায়তা দানের মধ্যে নিজেদের সমর্থন সীমাবদ্ধ রাখেন। কূফাবাসিগণ শেষ পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় থাকে। মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীমের ভ্রাতা মুসাকে তাঁহাদের অঞ্চলের প্রশাসকরূপে প্রেরণ করা হইলে সিরি়াবাসিগণ তাঁহাকে উক্ত স্থান হইতে বিতাড়িত করে। ওয়াসিত-এর সমর্থকগণ সংঘর্ষের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার জন্য অপেক্ষা করা শেষ বলিয়া মনে করে। বাখামরার

যুদ্ধের সময় ও ইহার পূর্বে অনেক দলত্যাগের ঘটনা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও ছত্রভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে 'আলীপন্থীদের ব্যর্থতার কারণ শুধু শেষ মুহূর্তের ঘটনাবলীই নহে, সম্ভবত ইহার পূর্বে 'আব্বাসীগণের ক্ষমতা অধিকারের পরিস্থিতিতে নিহিত। 'আলীপন্থিগণ সঠিকভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করিয়া উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। উভয় পক্ষের প্রচারের ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের গুণাবলী ও ক্ষমতা প্রাপ্তির অধিকার এবং উভয় পক্ষ সঠিক ধর্মপথে রাজ্য পরিচালনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু 'আব্বাসীগণ ক্ষমতা লাভের পর প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্গীকার পালন করিতে থাকে। ফলে 'আলীপন্থীদের পক্ষে এই নূতন শাসকগণের বিরোধিতা করিবার উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন কষ্টকর হইয়া পড়ে। যখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আংশিকভাবে ধর্মীয় সংস্কারের এক সক্রিয় ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল এবং জনগণ তাহাদের সমস্যা সমাধানে 'আব্বাসীগণের উপর আস্থাশীল তখন কেবল আইনানুগ অধিকারের ভিত্তিতে নয়া শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তাহাদের নিজস্ব পরিবারের সদস্যদের এই সংঘাত সৃষ্টিতে জনগণের সহায়তা ও সমর্থন দানের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। উপরন্তু 'আলীপন্থীদের হাসানী শাখাই কেবল এই দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয় এবং অপর প্রধান শাখা হু'সায়নীগণের ইহাতে অংশগ্রহণের কোন ইচ্ছাই ছিল না। হাসানীগণের অনুকূলে সাধারণভাবে মুসলিম জনগণের উদ্দীপনার অভাব অপর একটি সম্ভাব্য কারণ। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বকে নিপীড়নকারী বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে হাসানীগণের মনোভাব ছিল অস্পষ্ট অথবা বিতর্কমূলক। যদিও প্রাসঙ্গিক সম্পর্কে তথ্যাবলী তর্কাতীত নয়, তথাপি জানা যায় যে, ইব্রাহীম ও তাঁহার যায়দী সমর্থকগণের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান ছিল। ইহার কারণ, যায়দীগণ সন্দেহ করে এবং শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে, তাহাদের ও হাসানীগণের অভীষ্ট লক্ষ্য অভিন্ন নহে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে যায়দীগণ ছিল একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও তাহাদের লক্ষ্য ছিল সামাজিক সংস্কার (দ্র. L. Veccia Vaglieri, op. cit., গ্রন্থপঞ্জী)। ফলে বসরায় ইব্রাহীমের সহিত যায়দী দলগুলির অভিযানে যোগদানের শর্তরূপে দাবি করে যে, মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীমের সম্ভাব্য মৃত্যুতে সেনাপতিত্ব লাভ করিবে শহীদ যায়দ ইবন হু'সায়ন (দ্র.)-এর পুত্র 'ঈসা। ইব্রাহীমের সহিত শীঘ্রই তাহাদের মতানৈক্য দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্বদানের জন্য তাহাদের নিজস্ব একজনকে নির্বাচনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তবে শেষ পর্যন্ত আল-মানসূর তাহাদের এই অন্তর্কলহের সুযোগ গ্রহণ করিবেন আশঙ্কায় তাহারা উক্ত অভিপ্রায় ত্যাগ করে। তবে বিজয়ের পর আলোচনা অনুষ্ঠানে তাহারা তাহাদের অধিকার বজায় রাখে। ইহার পর তাহারা অনুষ্ঠানসমূহের পদ্ধতি, যুদ্ধে ব্যবহৃত কৌশলের রূপরেখা, রসদ ও অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে। ইহা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক যায়দী 'আলীপন্থীদের সহিত যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে এবং তিনি আহত হইলে বীরত্বের সহিত তাঁহার আহত দেহ রক্ষা করে।

ইব্রাহীম তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্ততপক্ষে নিম্নোক্ত ঘটনাটি ইহারই সত্যতা সমর্থন করেঃ মু'তামিলাবাদের প্রবর্তকদ্বয় ওয়াসিল ইবন 'আতা' ও 'আমর ইবন 'উবায়দ তখন তাঁহাদের কতিপয় অনুসারীসহ মদীনায় আগমন করেন এবং খিলাফাতের 'আলীপন্থী দাবিদারের সহিত সাক্ষাত করিতে চান তখন 'আবদুল্লাহ (তাঁহার উপদেষ্টাগণের সম্মতিক্রমে) এই মত ব্যক্ত করেন যে,

তঁাহারা মুহাম্মাদ নয়, বরং ইব্রাহীমের সহিত সাক্ষাত করুন। ইহার পশ্চাতে কারণ ছিল প্রশ্নকর্তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাক্ষাতকার জটিল সমস্যাপূর্ণ হইবে। মাকাভিল (পৃ. ১৯৩ প.) এই মর্মে সমর্থন দান করেন যে, ইব্রাহীম তাহাদের উপর বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে না হইলেও অন্তত সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি তঁাহার ভ্রাতার তুলনায় অধিকতর সুশিক্ষিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি কাব্যপ্রিয় ছিলেন এবং তঁাহার আশ্রয়দাতা ও সমর্থক মুফাদাল আদ-দাব্বী (দ্র.)-এর কবিতাবলীর একটি সঙ্কলন প্রণয়ন করেন। তিনি নিজেও কাব্যচর্চা করিতেন। তিনি ছিলেন সক্রিয় ও সাহসী। লুকায়িত থাকাকালেও তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সহিত অতি বিপদসংকুল পরিস্থিতি মুকাবিলা করেন (তাবারী, ৩খ, ২৮৪-৯০)। বিভিন্ন সূত্র তঁাহার ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। যেই সকল ঘটনায় তঁাহাকে উদারপন্থী ও ক্ষমাপরায়ণরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, সেইগুলি আরও চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থপঞ্জী : হি. ১৪৫ সনের বিদ্রোহের বিস্তৃত বর্ণনার জন্য দ্র.ঃ (১) আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানীর মাকাভিলু'ত-তালিবিয়ান; (২) তাবারী, ৩খ, ১৪৩, ১৪৭, ১৫২, ১৫৮, ১৬৩ প. (দুই ভ্রাতার আন্দোলন সম্পর্কে আল-মানসূরের উদ্বেগ এবং তঁাহার গৃহীত ব্যবস্থাবলী প্রসঙ্গে), ১৬৯-৯০ ('আলীপন্থী বন্দীদের কৃপায় স্থানান্তর ও তঁাহাদের দুঃখ-দুর্দশা), ২৮২-৩১৮ (ইব্রাহীমের বিদ্রোহ); (৩) মাকাভিল, সম্পা. A. SAKR, কায়রো ১৩৬৫ হি. ২০৫-২৯, ২৩২-৩০৯ (ইব্রাহীম ও মু'তামিলাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা, ২৯৩ প.), ৩১৫-৮৯ (ইব্রাহীমের বিদ্রোহ); যায়দীগণের প্রতিবাদ ৩৩৪, তু. ৩৩২, ৩৩৩-৫, ৩৪৪, ৩৭০, ৪০৫ প., ৪০৮; অধিকতর দ্র. (৪) বালায়ুরী, আনসাব, পাণ্ডু. প্যারিস, ৬১২ v-৬৩২ r; (৫) Fragmenta Historicorum arabicorum, সম্পা. De Goeje ও De Jong, Lieden ১৮৬৯ খ., ২৩০-৫ ও নির্ঘণ্ট; (৬) য়াক্ববী, Historiae, ২খ, ৪১৮ প., ৪২৪, ৪৩১ প., ৪৪৪ প., ৪৫০-৬; (৭) ইবন 'আবদি রাব্বিহ, 'ইক্'দ, কায়রো ১২৯৩ হি., ৩খ, ৩৪-৪১; (৮) মাস'উদী, মুরজ, ৬খ, ১৯৪-২০২; (৯) আগ'নী, ১৮খ, ২০৭ প. (ইব্রাহীমের মাতা হিন্দ-এর কাব্য ও এর বিবাহসমূহ), ২০৮ প., ১৫খ, ৮৯; (১০) য়াক্বুত, দ্র. বাখামুরা; (১১) ইবনুল-আছীর, ৫খ, ৪০২-২২, ৪২৮-৩৭ এবং নির্ঘণ্ট; (১২) আবু'ল-ফিদা', মুখতাসার তা'রীখিল-বাশার, ২খ, ১৬-২০; (১৩) য়াহাবী, আল-'ইবার ফী খাবার মান গামার, সম্পা. মুনায্জিদ, ১খ, ১৯৮-২০৩; (১৪) ইবন কাছীর, কায়রো ১৩৪৮-৫৩ হি., ১০খ, ৮০ প.; (১৫) ইবন ইনাবা, 'উমদাতু'ত-তালিব, নাজাফ ১৩৩৭/১৯১৮, ৮৭-৯২; (১৬) ইবন খালদুন, 'ইবার, ব্লাক' ১২৮৪ হি., ৩খ, ১৮৭-৯৬ (বৈরুত ১৯৫৮ খ., ৩৯৮ প.); (১৭) মুহসিনুল-আমীন আল-'আমিলী, আ'য়ানুল-শী'আ, ৫খ, ৩০৮।

পাশ্চাত্যের গ্রন্থকারবৃন্দ : (১৮) G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim ১৮৪৬-৫১ খ., ২খ, ৪০-৫৬; (১৯) W. Muir, The Caliphate, লন্ডন ১৮৯১ খ., পৃ. ৪৫০-৪; (২০) A. Noeldeke, Der Chalif Mansur, in Orientalische Skizzen, ১২৬-৩৪; (২১) C. van Arendonk, De Opkomst. van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden ১৯২১ খ., পৃ. ৪০-৫৩ (ফরাসী অনু. J.

Ryckmans, Les de buts de l'Imamat Zaidite au Yemen, Lieden ১৯৬০ খ., দুই ভ্রাতার সমর্থকবৃন্দ, পৃ. ২৮৫-৯০; (২২) Ch. Pellat, Milieu, পৃ. ১৯৭-৮; (২৩) L. Vecchia Vaglieri, Divagazioni su due rivolte alidi, in A Francesco Gabrieli, রোম ১৯৬৪ খ., পৃ. ৩১৫-২১, ৩২৮, ৩৩৭-৪১, ৩৪২ প.; (২৪) বিদ্রোহে কতিপয় মু'তামিলাপন্থীর যোগদান এবং "শী'আপন্থী মু'তামিলাবাদী" কর্তৃক দুই ভ্রাতাকে ইমামরূপে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে দ্র.ঃ W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen, বার্লিন ১৯৬৫ খ., ৭২-৪, ২১১।

L. Vecchia Vaglieri (E.I.2)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইব্রাহীম ইবন 'আবদিলাহ (ابراهيم بن عبد الله) : ইবন কারিজ আল-কিনানী একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিহ ও তাবি'ঈ, বানু যুহরার মিত্র বানু কিনানা গোত্রে তঁাহার জন্ম। তঁাহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি 'উমার (রা) ও 'আলী (রা)-এর দর্শন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তঁাহাদের সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। আবু ছুরায়রা (রা), জাবির ইবন 'আবদিলাহ (রা), মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ান (রা), আস-সা'ইব ইবন য়াযীদ (রা) প্রমুখ সপাহাবীর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তঁাহাদের সূত্রে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সমসাময়িক যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিহ গণ তঁাহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তঁাহাদের মধ্যে 'উমার ইবন 'আবদি'ল-'আযীয, আবু 'আবদিলাহ আল-আগার, আবু সালিম আস-সাযান, আবু সালামা ইবন 'আবদিলাহ ও য়াহ'য়া ইবন আবী কাছীর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাম আল-'আমাশ তঁাহার নিকট এক সহস্র হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তঁাহার নির্ভরযোগ্যতায় কোন দ্বিমত নাই। হাদীছ বিশারদগণ উচ্চ কণ্ঠে তঁাহার প্রশংসা করিয়াছেন। 'উমার ইবন 'আবদি'ল-'আযীয-এর খিলাফতকালে তিনি মিসরে গমন করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম ইবন 'আবদিলাহর নাম নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকে তঁাহাকে 'আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম বলিয়াছেন। ইবন আবী হাদীম (রা) ইব্রাহীম ইবন 'আবদিলাহ ইবন কারিজ ও আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন কারিজকে দুই ব্যক্তি সাব্যস্ত করত দুই শিরোনামে উপস্থাপন করিয়াছেন। বস্তুত তঁাহারা দুই ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। য়াহযা ইবন মা'সিন (রা)-এর মতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই মতভেদের কারণ হইল, ইমাম যুহরী (রা) তঁাহার নাম নির্ণয়ে ভুল করিতেন। কখনও তিনি ইব্রাহীম ইবন 'আবদিলাহ বলিতেন এবং কখনও বলিতেন 'আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম। তঁাহার শাগরিদ মা'মার, ইবন জুরায়জ, 'আবদুল-জাব্বার ও য়াহ'য়া ইবন কাছীর তঁাহার সূত্রে ইব্রাহীম ইবন 'আবদিলাহ বলিয়াছেন এবং অন্যান্য শাগরিদ বলিয়াছেন 'আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম। তিনি ১০১ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হিব্বান, কিতাবুল-ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৫৭, ৪খ, ৭; (২) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১৩৪, ১৩৫; (৩) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৩৭; (৪) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-ত'াবাকা'তুল-কুবরা, বৈরুত, ৫খ, ৫৮।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইবন আবদিলাহ আল-সানকানী (ابراهيم ابن عبد الله السنكاني) : (র), আশ-শায়খ (মৃ. ১৬ মুহাৱরাম, ৭৫৩/১৩৫২)। তিনি শায়খ 'আয়নু'দ-দীন বিজাপুরীর নিকট মারিফাতের জ্ঞান লাভ করেন এবং কিছুকাল দৌলতাবাদে তাঁহার সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ভাইরুল-এ এবং তথা হইতে বিজাপুরে চলিয়া আসেন। তিনি নিজ শায়খের জীবদ্দশায় বিজাপুরে ইনতিকাল করেন। শায়খ 'আয়নু'দ-দীন আতওয়াক'ল-আবরার (اطوار الابرار) গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী এবং কামিল ওয়ালী ছিলেন। বাসাতীনু'স-সালাতীন (السلطين) গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ আছে।

তারীখুল-আওলিয়া' (تاريخ الاولياء) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি শায়খ 'আলা'উ'দ-দীন আল-জীউরী, শায়খ শামসু'দ-দীন আদ-দামিগানী, শায়খ মিনহাজু'দ-দীন আত-তামীমী ও শায়খ 'আয়নু'দ-দীন বিজাপুরীর নিকট 'ইলমে মারিফাত লাভ করেন। বিজাপুর শহরে তাঁহার মাযার রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল-হায়ি লাখনাবী, নুহাতুল-খাওয়াতির, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ৩ (উর্দু অনু. আবু যাহু'য়া ইমাম খান, লাহোর ১৯৬৫ খৃ.)।

মুহাম্মদ মুসা

ইব্রাহীম ইবন আলী (দ্র. আশ-শীরাযী)

ইব্রাহীম ইবন আলী (ابراهيم بن علي) : ইবন আহ-মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়ালিদ আত-তারসূসী, সিরিয়া অঞ্চলের ৮ম/১৪শ শতকের বিখ্যাত মুফতী, ক'াদী ও গ্রন্থকার। ক'াদী ইব্রাহীম-এর উপাধি ছিল নাজমু'দ-দীন এবং তিনি ক'াদী নাজমু'দ-দীন আত-তারসূসী নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার পিতা ক'াদী 'ইমাদু'দ-দীন আলী ইবন আহ-মাদ আত-তারসূসী বিদ্যাবত্তা এবং দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে কুরআন মাজীদ খতমের কৃতিত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ৭২৭/১৩২৬ সালে তিনি দামিশক-এর ক'াদিল-কু'দাত (প্রধান বিচারপতি) পদে অধিষ্ঠিত হন এবং কিছুকাল পরে হীয পুত্র ইব্রাহীম-এর পক্ষে পদত্যাগ করেন। কাসিম ইবন কু'তলুবুগ'ার বর্ণনামতে ক'াদী ইব্রাহীম হি. ৭৪৬ সালে দামিশকের ক'াদী পদে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ক'াদী 'ইমাদু'দ-দীন আলী হি. ৭৪৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, অথচ মুল্লা 'আলী আল-কারী তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৭৩২ হি. উল্লেখ করিয়াছেন।

ক'াদী নাজমু'দ-দীন ইব্রাহীম শিক্ষক, লেখক, মুফতী ও ক'াদী হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার রচিত আনফা'উ'ল-ওয়াসা'ইল ফী তাহ-রীর'ল-মাসা'ইল (انفع الوسائل في تحرير المسائل) গ্রন্থটি যাহা সাধারণ্যে আল-ফাতওয়া'ত-তারসূসিয়া (الفتوى الطرسوسية) নামে সমধিক পরিচিত, মুসলিম জগতে বিপুলভাবে সমাদৃত। তিনি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল আত-তারসূস-এর মাযা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫৮/১৩৫৭ সালে দামিশকে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ক'াসিম ইবন কুতলুবুগা, তাজু'ত-তারাজিম, সম্পা. Flugel, লাইপসিগ ১৮৬২ খৃ., নির্ঘণ্ট; (২) মুল্লা 'আলী আল-কারী, আল-আছমার'ল-জানিয়া ফী তা'বাক'তি'ল-হানাফিয়া, নির্ঘণ্ট; (৩)

আবুল-হাসনাত মুহাম্মাদ 'আবদুল-হায়ি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়া'-ইদুল-বাহিয়া, ১ম সং, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ১০, ১১৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইবন আলী ইবন হাসান (ابراهيم بن علي ابن حسن)

: (বিন হাসন) : আস-সাক্বা' মিসরী শিক্ষক ও ধর্ম প্রচারক যাহার পিতৃ পরিবার শাবরাখুম, পূর্বেকার যিফতা-র মারকায এবং বর্তমান নিম্নাঞ্চলীয় মিসরের কুওয়ায়সনা গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার জ. ১২১২/১৭৯৭ সালে কায়রোতে এবং সেইখানেই সারা জীবন অতিবাহিত করেন। ১২৩৪/১৮১৯ সাল পর্যন্ত কুতাব এবং পরে আল-আযহার-এ (শাফিই জ্ঞান-বিজ্ঞান) পাঠক্রম সমাপ্ত করিবার পর তিনি আল-আযহার-এ শিক্ষক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনীকারগণ তাঁহার রচনাবলীর শিরোনাম লিপিবদ্ধ এবং তাঁহার কর্মপ্রীতি ও অধ্যয়ন-প্রীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। কারণ উনিশ শতকের আল-আযহারের শিক্ষকদের ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। মাদাম 'আফাফ লুতফী সাযিদ্-এর গবেষণা সবেমাত্র উক্ত বিষয়ের তথ্য সরবরাহ করিতে শুরু করিয়াছে। বিশ বৎসরেরও অধিক কাল আল-আযহার মসজিদে ওয়া'ইজ-এর ভূমিকায় তিনি বাগী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সব রকম পর্ব ও অনুষ্ঠানে খুতবা দিতেন। তিনি সুয়েজ খালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরবী ভাষায় একটি ভাষণ দান করেন (পোর্ট সা'ঈদ, ১৬ নভেম্বর, ১৮৬৯ খৃ., 'আবদুর-রাহ-মান আর-রাফি'ঈ, 'আসুর ইসমা'ঈল, ১খ, ১০২)। তাঁহার 'গায়াতুল-উমনিয়া ফি'ল-খুতাবিল-মিষারিয়া (غاية الامنية في الخطب المنبرية) পুস্তকটি বৎসরের সকল শুক্রবার, ঈদ উৎসবের দিনসমূহ ও বিশেষ ঘটনাবলীর (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি) উপযোগী খুতবার সংকলন। ইহাতে খৃ. উনিশ শতকে মুসলিমদের ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন রহিয়াছে। ১২৬৩/১৮৪৭ সনে তিনি হজ্জ পালন করেন। ১৫ রামাদান, ১২৮০/২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ তাঁহাকে ২,০২০ রৌপ্য মুদ্রার (piastres) একটি অবসর ভাতা মঞ্জুর করা হয় [আবদি'ন প্যালােস আর্কাইভ (Archives), মাদাম 'আফাফ লুতফী সাযিদ্]। জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি রুগ্ন ছিলেন এবং ১৪ জুমাদা'ছ-ছানিয়া, ১২৯৮/১৪ মে, ১৮৮১ সালে ইনতিকাল করেন। আধা-সরকারী মর্যাদায় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার দৌহিত্র হাসান ইবন মুহাম্মাদ আস-সাক্বা' ও (জ. ১২৬২/ ১৮৪৬) একজন 'আলিম এবং আল-আযহারে ওয়া'ইজ ছিলেন। তিনি ২৪ জুমাদা-১, ১৩২৬/২৪ জুন, ১৯০৮ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার মাতামহের কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যিরিকলী, আ'লাম, ১খ, ৪৮; (২) আহ-মাদ আল-হুসায়নী, মুকাদ্দিমাতুল-মুরশিদিল-আনাম লি-বিররি উম্মিল-ইমাম (مقدمة مرشد الانام لبرام الامام), (পাণ্ড. কায়রো, দারুল-কুতুব, ফিক্-হ শাফি'ঈ, নং ১৫২২, ২খ, ৬৩৮-৪৮, ৬৭৫); (৩) Brockelmann, II, 490, S II, 747 (গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণ তালিকা, আরও দ্র. পরবর্তী দুইটি বরাত); (৪) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতুল-জাদীদা, ১২খ, ১১৮; (৫) আল-মু'জামুল-আসগার লি-তারাজিম ওয়া মু'আল্লাফাতি 'উলামাই'ল-আযহার (المعجم الاصغر لتراجم ومؤلفات علماء الزهر), বিজ্ঞপ্তি নং ২৭। সাধারণভাবে আল-আযহারের সদস্যদের জন্য দ্রঃ (৬) 'আফাফ লুতফী

সায়িদ, The Role of the Ulama in Egypt during the early nineteenth century, in P. M. Holt (ed.), Political and social change in modern Egypt, Oxford 1968 ও (৭) The Beginning of modernization among the rectors of al-Azhar, in W. R. Polk and R. L. Chambers (ed.), The beginning of modernization in the Middle East : the nineteenth century, Chicago 1968.

J. Jomier (E.I.2)/মোহাম্মদ রুহুল আমীন

ইব্রাহীম ইবন 'আলী আল-আহদাব (ابراهيم بن علي الاحدب)

লেবাননের একজন হানাফী শায়খ ছিলেন। খ্রিপোলীতে ১২৪৩/১৮২৭ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২ রাজাব, ১৩০৮/৩ মার্চ, ১৮৯১ সনে খ্রিপোলীতে ইনতিকাল করেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর 'আরব সংস্কৃতির একজন বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন। ঐতিহ্যগত শিক্ষা সমাপনের পর তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন (১২৬৪-৮/১৮৪৮-৫২)। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুলে গমন করেন। তথায় তিনি সুলতান 'আবদুল-মাজীদ-এর সম্পর্কে স্তুতিমূলক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি কয়েক বৎসরের জন্য সা'ঈদ জাম্বুলাত-এর উপদেষ্টা এবং তাঁহার সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরিশেষে তিনি ১২৭৬/১৮৫৯ সনে বৈরুতে বিচারক নিযুক্ত হন। ছ'মারাতুল-ফুনুন নাটকে (revue) তিনি সহযোগী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিক কাজকর্মে তিনি এই সময় হইতে গভীরভাবে ব্যাপ্ত ছিলেন। ফলে তাঁহার নানাবিধ কবিতা সংকলন, সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী, ব্যাকরণ, রাসা'ইল, মাকামাত, নাটক, সংবাদপত্রের নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনাবলীর কিছু অংশ হারাইয়া গিয়াছে; অন্যগুলি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়। বারটি কিংবা অনুরূপ সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষত আল-মায়াদানী (বৈরুত ১৩১২/১৮৯৪, ২খণ্ডে) কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদ বাক্যের সংকলনকে তিনি "ফারা'ইদুল-লা'আল ফী মাজমা'ইল-আমছাল" নামে কবিতা আকারে রচনা করিয়াছেন। Brockelmann (S III, 533) প্রদত্ত তালিকা অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ (বিশেষত তাফসীলুল-স্বাক্বত যাহা... ইব্রাহীম-এর পুত্র সা'ঈদ প্রদত্ত); তবে জাব্বুর 'আবদুল-নূর-এর তালিকা (দা'ইরাতুল-লা'আল আরিফ, ৭খ, ১৭০-৪) প্রায় সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। যদিও নাহদা (نهضة Renaissance) আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় নামগুলি তাঁহার নামকে ম্মান করিয়া দিয়াছিল, তথাপি ইব্রাহীম আল-আহদাব তাঁহার অকৃত্রিম 'আরবী সংস্কৃতির দৌলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে এবং ইহা দ্বারা সেই ঐতিহ্য তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হন, অথচ ইহা তাঁহাকে সমসাময়িকভাবে (tentarity) হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য পুনর্জাগরণ আন্দোলনে অংশগ্রহণে বিরত করে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফারা'ইদুল-লা'আল-এর ভূমিকা, রচয়িতা সা'ঈদ ও ছ'সায়ন, আল-আহদাব-এর দুই পুত্র; (২) 'আবদুল-রাযযাক আল-বায়তার, হিলয়াতুল-লা'বশার ফী তা'রীখিল-কারনি'ছ'-ছালিছ 'আশার, ১খ, দামিশুক ১৯৬১ খৃ.; (৩) যিরিকলীর, গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত রচনাবলী, কাহ্‌হালা ও দাগির।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম ইবন ইসমা'ঈল (ابراهيم بن اسماعيل) : ইবন আহমাদ ইবন ইসহ'াক আস-সাফফার, বুখারার প্রখ্যাত 'আলিম, ফার্সী ও গ্রন্থকার। তাঁহার কন্যা (উপনাম) আবু ইসহ'াক, উপাধি রুকনুল-ইসলাম। ইব্রাহীমের পিতা আবু ইব্রাহীম ইসমা'ঈল আস-সাফফার, পিতামহ আবু নাসর আহমাদ আস-সাফফার ও প্রপিতামহ ইসহ'াক আস-সাফফার সকলেই ছিলেন হানাফী মায'হাবের অনুসারী, ইসলামী বিষয়সমূহে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান 'আলিম এবং সমাজ জীবন হইতে অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদে কর্মতৎপর।

আস-সাফফার শব্দের অর্থ পিতলের তৈজসপত্রাদি নির্মাতা অথবা বিক্রোতা। ইব্রাহীমের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ এই ব্যবসা করিবার কারণে বংশের নিস্বা হয় আস-সাফফার। ইসমা'ঈল শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ৪৬১/১০৬৮ সালে বুখারার তৎকালীন শাসক খাকান নাসর ইবন ইব্রাহীম এই অপরাধে তাঁহাকে হত্যা করেন। ইব্রাহীম হাদীছ, ফিক্‌হ, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সমসাময়িক কালের বুখারার শ্রেষ্ঠতম 'আলিমরূপে সুখ্যাত ছিলেন। তিনি মক্কা শারীফে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং তা'ইফ শহরে তাঁহার ইনতিকাল হইলে সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইব্রাহীম স্বীয় পিতার নিকট হাদীছ, ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন। ইমাম তাহাবী রচিত হাদীছ গ্রন্থও তিনি পিতার নিকটই অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হাদীছের হ'ফিজ শায়খ আবু হাফস 'উমার ইবন মানসূরের নিকট ইমাম মুহ'াম্মাদ রচিত আস-সিয়াকুল-কাবীর, শায়খ আবু য়াকুব-এর নিকট ইমাম আবু হানীফা (র) রচিত কিতাবুল-'আলিম ওয়াল-মুতা'আলিম ও শায়খ আবু মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল-মালিক ও অন্যান্য মুহ'াদিছের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইব্রাহীমের নিকট যাঁহারা হাদীছ ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের অন্যতম ফাখরু'দ-দীন কাদী খান আল-হ'াসান ইবন মানসূর। স্বীয় পুত্র আবুল-মাহ'মিদ হাম্মাদও তাঁহার শাগরিদ ছিলেন।

শায়খ ইব্রাহীমের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবুল-সুন্নাতিল ওয়াল-জামা'আ ও তালখীসু'য-যাহিদী উল্লেখ্য।

শায়খ ইব্রাহীম সু'ফী-দরবেশের ন্যায় সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন এবং বংশের ঐতিহ্যগত ধারায় নির্ভীক চিত্তে "আম্মর বিল-মা'রুফি ওয়াল-নাহয় 'আনি'ল-মুনকার" (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ) সম্পর্কিত আল-কুরআনের নির্দেশ পালনে আজীবন যত্নবান ছিলেন। শাসকবর্গের অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধে তাঁহার কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়। সম্ভবত এই কারণেই সুলতান আহ'মাদ সাঞ্জার ইবন মালিক শাহ (১০৯৬-১১৫৭ খৃ.) তাঁহাকে বুখারা হইতে মারুব (مرو)-এ লইয়া আসেন এবং সেইখানে তাঁহার বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শায়খ ইব্রাহীম ২৬ রাবী'উল-আওয়াল, ৫৩৪/১১৩৯ সালে বুখারায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল করীম আস-সাম'আনী, কিতাবুল-আনসাব, আস-সাফফার শিরোনাম; (২) মুল্লা 'আলী আল-কারী, আল-আছ'মারুল-জানিয়া ফী তা'বাক'াতি'ল হানাফিয়া, নির্ধক্ট; (৩) আল-হ'াকিম আবু 'আবদিল্লাহ আল-হাফিজ, তা'রীখ নায়সাবুর; (৪) 'আল্লামা আবুল-হাসনাত মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-হ'ায়ি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদুল-বাহিয়া ফী তারাজিমিল-হানাফিয়া, ১ম সং., ১৩২৪ হি., মাতবা'আতুল-স-সা'আদা; মিসর, পৃ. ৭, ১৪, ৪৪, ৪৬।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইবন ইসহাক (ابراهيم ابن اسحاق) : ইবন ইব্রাহীম ইবন বিশর আল-হারাবী, আবু ইসহাক (১৯৮-২৮৫/৮১১-৯৮) হাদীছ-বিদ, আইনবেত্তা ও বিদ্বান। হাদীছ-শাস্ত্র বিষয়ে তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আস-সুবকী তাঁহাকে শাফি'ঈ হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বসরাবাসী মুসাদ্দাদ ইবন মুসারহাদ, যিনি সর্বদা হাম্বলী মায-হাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন (Brockelmann, SI, 310), হাদীছ-বেত্তা 'আফ্ফান ইবন মুসলিম ও আল-কাসিম ইবন সাল্লাম নামক জনৈক বিদ্বান ও তাফসীরকার। ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য তিনি প্রায়শ বৈয়াকরণ ছা'লাব ও তদীয় ছাত্র মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-ওয়ালিদ-এর সম্পর্কে আসিতেন (Brockelmann, S I, 283)। হাদীছ-বর্ণনাকারীরূপে তিনি মুসা ইবন হারুনকে লাভ করিয়াছিলেন, যিনি আভ-তাবারীর তথ্য সরবরাহকারী ছিলেন। তিনি মু'তামিলীগণের, বিশেষ করিয়া কু'রআন স্ট্র গ্রন্থ, তাহাদের এই মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সুন্নাহর একনিষ্ঠ সমর্থক, অদৃষ্টবাদের প্রবক্তা ও বিখ্যাত উযীর ইবন 'আবী দু'আদ-এর শত্রু বলিয়া পরিচিত এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার কঠোর মুজাহাদার জন্য সমসাময়িকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। অশেষ ধৈর্য, তিতিক্ষা ও তাকদীরের উপর অবিচল আস্থার কারণে তিনি প্রায় বীরপুরুষের মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কাহিনী নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে; বহু গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়াও তাঁহাকে গণ্য করা হয়। যেমন (১) কিতাব মানাসিক'ল-হা'জ্জ; (২) কিতাবুল-হাদায়া ও (৩) কিতাবুল-হা'ম্মা; এতদ্ব্যতীত চকিবখানি হাদীছ সংগ্রহ গ্রন্থ। রাসুলুল্লাহ (স) যে দশজন সাহাবীকে জন্মাত লাভের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছসমূহ ব্যতীতও তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের উমায়্যা ও আব্বাসী যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তিগণের বর্ণিত হাদীছ ও শুধু সাহাবীদের নিজস্ব বর্ণিত হাদীছ-সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার রচিত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (দারীবুল-হাদীছ) ও নৈতিকতা বিষয়ক একখানি প্রবন্ধও (কিতাব ইকরামিদ-দায়ফ) অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। তবে এই দুইখানি গ্রন্থের কোনটিই প্রকাশিত হয় নাই। মু'তামিলী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সুন্নি প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারী ব্যক্তিত্ব, যথা ইবন আবী শায়বা, ইবনুল-মুনাদী, ইবন সা'ইদ ও ইবন মা'ঈন প্রমুখের সঙ্গে ইব্রাহীম-এর নামও উল্লেখ করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, S I, 188; (২) প্রধান উৎসগ্রন্থ যাকুত, উদাবা^২, ১খ, ১১২; (৩) শাফি'ঈ মায-হাবের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে সুবকী, তা'রাকাত, ১খ, ২৬; (৪) উহার বিরুদ্ধ মত পাওয়া যায় ইবন কাছীর ও য়াফি'ঈর লেখায় যাহারা তাঁহাকে হাম্বলী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন (মিরআতুল-জিনান, ২খ, ২১০ ও বিদায়া, ৯খ, ৭৯); (৫) আল-খাতীব, তারীখ বাগ-দাদ, ৬খ, ২৭-এ এই বিষয়টির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না (তু. তায্কির, ২খ, ১৬২)।

J.-C. Vadet (E.I.2)/হাম্মান খান

ইব্রাহীম ইবন খালিদ (দ্র. আবু ছাওর)

ইব্রাহীম ইবন তাহমান আল-খুরাসানী (ابراهيم ابن طهمان الخراساني) : তাব'উ তাবিঈ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, হিরাতে জন্ম, কিছুকাল নীশাপুরে বসবাস করিয়াছেন; অতঃপর বাগদাদে

আগমন করেন এবং সর্বশেষে মক্কায় নিবাস গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না। অসংখ্য মুহাদ্দিছের নিকট তিনি হাদীছ-শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ, আবু ইসহাক আশ-শায়বানী, 'আবদুল-আযীয ইবন সুহায়ব, আবু জামরা, নাস'র ইবন 'ইমরান, মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ আল-জুমাহী, আবু য-যুবায়র, আল-আ'মশ, ও'বা, সুফয়ান আছ-ছাওরী ও আল-হাজ্জাজ ইবনুল-হাজ্জাজ আল-বাহিলীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসাবে খ্যাত; হাদীছ-বিশারদগণ একবাক্যে তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক, ইমাম আহমাদ, আবু হা'তিম ও আবু দাউদ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'উছমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারিমী বলেন, তিনি (ইব্রাহীম) হাদীছ-শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। হাদীছের ইমামগণ সাগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ-আহরণ করিতেন এবং তাঁহার নির্ভরযোগ্যতার প্রত্যয়ন করিতেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবন রাহওয়ায়হ বলেন, হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ রাবী, তাঁহার বর্ণনা ছিল উৎকৃষ্ট এবং তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। সমগ্র খুরাসানে তাঁহার তুলনায় অধিক সংখ্যক হাদীছ কাহারও জানা ছিল না। যাহা ইবন আকছাম তো এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে খুরাসান, ইরাক ও হিজাজ-এর অন্যতম প্রধান মুহাদ্দিছ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আযার আল-মাওসিলী বাহরায়নের জুওয়াহয় সর্বপ্রথম জুমু'আর সালাত আদায় করা হইয়াছে বলিয়া যে হাদীছটি তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য নহে— এই মন্তব্য করিয়া তাঁহাকে হাদীছ বর্ণনায় দা'ঈফ (দুর্বল) উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হওয়ায় তাঁহার সম্পর্কে এই উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ঈমান-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্রাহীম-এর 'ইরজা' (একটি মতবাদ)-র দিকে কিছুটা ঝোঁক ছিল। এই 'ইরজা' মতবাদের কারণে কেহ কেহ তাঁহার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি 'ইরজা' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাহিমিয়া দলের বিরুদ্ধে সৌচ্চার ছিলেন। ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন, সঠিক কথা হইল, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। 'ইরজা' সম্পর্কে তাঁহার বাড়াবাড়ি প্রমাণিত নহে। তিনি এই মতের প্রচারকও ছিলেন না। উপরন্তু ইমাম হাকিম-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এই মত পরিভাগ করিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল তাঁহাকে সালিহীন (সৎ কর্মশীলগণ)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার স্মরণ করিতেন। আল-খাতীব বর্ণনা করেন যে, বায়তুল-মাল হইতে ইব্রাহীমের জন্য সামান্য পরিমাণ ওয়াজীফা (ভাতা) নির্ধারিত ছিল। একদা তাঁহার নিকট খলীফার দরবারে বসিয়া একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি জানি না। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, জনাব, প্রতি মাসে আপনি বায়তুল-মাল হইতে এই পরিমাণ ভাতা ভোগ করেন আর একটি মাসআলার উত্তর জানেন না? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, উহার সহিত উত্তর দিতে না পারার কি সম্পর্ক? আমি যাহার উত্তর দিতে ব্যর্থ হইলাম তাহারই বিনিময়ে (অর্থাৎ ইলম-এর বিনিময়ে) যদি আমাকে ভাতা প্রদান করা হইত তাহা হইলে বায়তুল-মাল নিঃশেষ হইয়া যাইত। জওয়াবটি খলীফার খুবই পছন্দ হইয়াছিল। সম্ভবত আল-মাহদী তখন খলীফা ছিলেন। ঐতিহাসিক আল-খাতীব, যাহা আয-যুহুলীর সূত্রে ইব্রাহীম-এর মৃত্যু তারিখ ১৫৮ হিজরী উল্লেখ করিয়াছেন। মালিক ইবন সুলায়মান-এর মতে তিনি ১৬৮ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন। আয-যাহাবী শেষোক্তটিকেই সঠিক

বলিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় ১৬৩ হি. সালও পাওয়া যায়। ইব্রাহীম-এর ছাত্রসংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে হাফস ইবন আবদিল্লাহ আস-সালামী খালিদ ইবন নিযার, আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক, আবু আমির, মুহাম্মাদ ইবন সিনান ও মুহাম্মাদ ইবন সাবিক আল-বাগাদাদীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উস্তাদ সাফওয়ান ইবন সুলায়মও তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ আহরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১২৯, ১৩০, ১৩১; (২) ঐ লেখক, তাকরীবুত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৩৬; (৩) আয-যাহাবী, তায-কিরাতুল-ছ'ফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/১৩৭৬, ১খ., ২১৩; (৪) আবদুর-রাহমান আল-মুবারাকপুরী, মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল-আহওয়ায়ী, বৈরুত তা. বি., পৃ. ২৫৩; (৫) ইবনুল-ইমাদ আদ-দিমাশকী, শায'ারাতুল-য-যাহাব, বৈরুত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ২৭৫।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইবন মায়সারা (ابراهيم بن ميسرة) : একজন খ্যাতনামা তাবিঈ, বংশানুক্রমে তা'ইফ-এর অধিবাসী ছিলেন, পরবর্তী কালে মক্কায় নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। তিনি মক্কাবাসী জনৈক ব্যক্তির মাওলা ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। প্রবীণ তাবিঈদের নিকট হইতে তিনি হাদীছ আহরণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তাবিঈ তাউস ও সাঈদ ইবনুল-মুসায়্যিব তাঁহার প্রধান উস্তাদ। তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অগণিত। আযুব আস-সুখতিয়ানী, ইবন জুরায়জ, সুফয়ান আছ-ছাওরী সুফয়ান ইবন উয়াননা তাঁহার উল্লেখযোগ্য ছাত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী। সমকালীন আলিম ও মুহাদ্দিসগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইবন উয়াননা বলেন, ইব্রাহীম ইবন মায়সারা ছিলেন সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী রাবী। ইবনুল-মাদীনী বলেন, আমি সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তা'উস-এর শাগরিদের মধ্যে তাঁহার পুত্র অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী না ইব্রাহীম? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি যদি ইব্রাহীমকে প্রাধান্য দেই তবে তাহা যথার্থ হইবে। ইমাম আল-বুখারীর মতে তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা অনন্য ঘটটি। হুমায়দী বলেন, সুফয়ান ইব্রাহীম হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলিতেন, তোমার চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, আল্লাহ তাহার ন্যায়। তিনি মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ-এর শাসনকালে ১৩২ হি. ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ওয়ালিয়াদু-দীন মুহাম্মাদ আল-খাতীব, আল-ইকমাল ফী আসমা'ই-র-রিজাল (মিশকাতুল-মাসাবীহ-র সহিত সংযোজিত), দিল্লী তা.বি., পৃ.৫৮৬; (২) মুহয়িদ-দীন ইবন শারফ আন-নাওয়াবী, তাহযীবুত-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর, তা. বি., ১খ, ১ম ভাগ, ১০৫; (৩) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১৭২; (৪) ঐ লেখক, তাকরীবুত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৪৪; (৫) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরুত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৫খ, ৪৮৪; (৬) ইবন হিব্বান, কিতাবুল-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ, ১৪।

আবুল বাশার মুহাঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইবন মাস'উদ (سلطان إبراهيم بن مسعود) : সুলতান ইবন মাহ'মুদ ইবন সাবুকতিগীন আল-গাযনাবী, সুলতান মাহ'মুদ-এর প্রপৌত্র এবং গাযনীর প্রজাবৎসল, উদার প্রকৃতির মহানুভব নৃপতি। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহ'মুদের মৃত্যুর পর যেই কয়জন শাসক গাযনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তন্মধ্যে সুলতান ইব্রাহীম বীরত্ব, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও কটকৌশলের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত। স্বীয় ভ্রাতা ফারুক যাদ (فروخ زاد)-এর মৃত্যুর পর ৪৫১/মার্চ ১০৫৯ সালে ইব্রাহীম গাযনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় সালজুক তুর্কী, গুরী সর্দারগণ তাহাদের ক্ষমতা বিস্তারে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে। ভারতবর্ষেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইব্রাহীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও বীর সেনানায়কোচিত সাহসিকতা দ্বারা স্বীয় শক্তি সংহত করিতে এবং কয়েকটি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই তিনি খুরাসান-এর অধিপতি দাউদ ইবন মীক'ঈল ইবন সালজুক-এর সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উভয় রাষ্ট্রই স্বীয় অন্তর্ভুক্ত এলাকার সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয় এবং পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। তিনি সালজুকীদের সহিত বৈরিতার অবসান ঘটাইয়া বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিবার লক্ষ্যে স্বীয় পুত্র ওয় মাস'উদকে সালজুক সাম্রাজ্যের তৎকালীন অধিপতি অলপ-আরসুলান-এর পুত্র মালিক শাহ-এর কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এইভাবে রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করিয়া ইব্রাহীম ভারতের হৃত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। ৪৭২/১০৭৯ সালে তিনি পাঞ্জাবের দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আজুধান (Ajudhan) শহর দখল করেন। আজুধান শহরের আধুনিক নাম পাক পত্তন (Pak-Pattan)। ইহা পাঞ্জাবের শাহীওয়াল জেলার অন্তর্গত এবং শতদ্রু (Sutlej) নদীর তীরস্থ প্রসিদ্ধ শহর, শাহীওয়াল (সাবেক মন্টগোমারী) হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং লাহোর হইতে প্রায় দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত। এইখান হইতে তিনি পশ্চিমভিমে অভিযান পরিচালনা করিয়া রূপাল (Rupal) নামক শহর অধিকার করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মতে ইহার পর তিনি প্রথম একটি দুর্গম অঞ্চল জয় করেন যেই অঞ্চলে বহু যুগ হইতে শুধু পৌত্তলিক খুরাসানীরাই বসবাস করিত যাহাদের পূর্বপুরুষদের আফ্রাসিয়াব দেশান্তর করিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। W. Haig-এর মতে এই স্থানটি গুজরাটের অন্তর্গত নাভাসারী (Navasari) এবং অধিবাসীরা ছিল পার্সী (Parsi), অগ্নি-উপাসক (The Cambridge History of India, ৩খ, ৩৪-৫)। তারীখ-ই ফিরিশতা-র লেখক এই শহরের নাম 'দির্রাহ' (دیرة Dirra) বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক জন ব্রিস মনে করেন, স্থানটি মূলতানের পার্শ্ববর্তী একটি শহর (History of the Rise of the Mohamedan Powers in India, ১খ, ৮০-৯৬)। তারীখ-ই ফিরিশতা-র উর্দু অনুবাদক উপরিউক্ত স্থানটি নৈনীগাল (نئينی گال) অঞ্চল বলিয়া ধারণা করেন (১খ, ৮১)।

ঐতিহাসিক ফিরিশতা এই দির্রাহ অঞ্চলটিকে চতুর্দিক হইতে নিবিড় অরণ্য পরিবেষ্টিত দুর্গম এলাকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেই কারণে স্থানীয় অধিবাসীরা নিরুপদ্রব স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছিল এবং সুলতান ইব্রাহীম-এর পূর্বে কেহই এই এলাকায় কোন অভিযান পরিচালনা করিবার

সাহস করে নাই। সুলতান দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে তাঁহার বিরাত বাহিনীসহ দিরব্রাহ-এর সন্নিকটে আসিলে কয়েক হাজার সৈন্যকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিরব্রাহ-তে প্রবেশের পথ সুগম করিবার নির্দেশ দেন। অত্যধিক বর্ষার কারণে তাঁহাকে তিন মাস এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়। বর্ষা মওসুমের শেষে তিনি এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া অধিবাসিগণকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু তাহারা এই আহ্বানে সাড়া না দিয়া বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে সুলতান জয়ী হন এবং এক লক্ষ বন্দীসহ গাযনী প্রত্যাবর্তন করেন। সুলতান বলিতেন, “আমার পিতামহের মৃত্যুর পর আবু মাস'উদের পরিবর্তে আমি তাঁহার স্থলাবিসিক্ত হইলে গাযনাবীদের বিশাল রাজত্ব এত সংকুচিত হইয়া যাইত না।”

সুলতান ইব্রাহীম-এর ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে কথিত আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর হইতে তিনি রাজাব, শা'বান ও রামাদান-এই তিন মাসের সাওম আজীবন রাখিয়াছেন। তাঁহার দানশীলতা ও দয়াদ্রুচিত্ততার বহু কাহিনী আছে। কথিত আছে, একদা একজন শ্রমিককে অতি কষ্টে একটি ভারী প্রস্তরখণ্ড মাথায় করিয়া বহন করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং শ্রমিককে রাস্তার উপরই প্রস্তর খণ্ডটি ফেলিয়া দিতে বলেন। বহুকাল যাবত রাস্তার উপর এই প্রস্তর খণ্ডটি এই ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুরোধ সত্ত্বেও পথিমধ্যে হইতে এই প্রস্তরখণ্ডটি অপসারণের তিনি অনুমতি দেন নাই। একটি শাহী ইমারতের নির্মাণকার্যে ব্যবহারের জন্য শ্রমিকটি ভারী প্রস্তর বহন করিতেছিল। বাহরাম শাহ-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত ঐ প্রস্তরখণ্ড রাস্তার উপর হইতে সরান হয় নাই।

সুলতান ইব্রাহীম-এর হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল। তিনি প্রতি বৎসর স্বহস্তে কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং উহা এক বৎসর মক্কা শারীফের আল-মাসজিদুল-হ'রাম-এ এবং অন্য বৎসর মদীনার মসজিদ নাবাবীতে প্রেরণ করিতেন। ন্যাযবিচার, বদান্যতা ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি জনগণের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁহার উপাধি ছিল আস্-সুলতানুল-আদিল, আল-মালিকুল-মু'আয়্যিদ, রাদিয়্যু'দ-দীন এবং উপনাম ছিল আবুল-মুজাফফার। তাঁহার মন্ত্রিগণের মধ্যে আবু সুহায়ল খুজান্দী, খাজা মাস'উদ রাজ্জী ও আবদুল-মাজীদ আহ'মাদ ইবন আবাদিস-সামাদ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ফিরিশতাহর বর্ণনামতে তাঁহার পুত্রের সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং কন্যার সংখ্যা ৪০। কন্যাগণকে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিদ্বানদের নিকট বিবাহ দেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সালজুক সম্রাট মালিক শাহের এক কন্যার সহিত তিনি স্বীয় পুত্র মাস'উদ (৩য়)-এর বিবাহ দেন এবং এই পুত্র পরবর্তীতে তাঁহার ইনতিকালের পর গাযনীর সুলতান হন।

সুলতান ইব্রাহীম-এর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে দুইটি বর্ণনা রহিয়াছে। একটি বর্ণনামতে ৪৮১/১০৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল ছিল ৩১ বৎসর। অন্য সূত্রে তাঁহার মৃত্যুকাল ৪৯২/১০৯৮ উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতানুসারে তাঁহার রাজত্বকাল ৪২ বৎসর। W. Haig-এর মতে সুলতান ইব্রাহীম সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর শান্তিপূর্ণ রাজত্ব করিয়া ২৫ আগস্ট, ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবুল-কাসিম ফিরিশতা, তারীখ-ই ফিরিশতা (উর্দু), নওল কিশোর, লাখনৌ ১৯৩৩ খৃ, ১খ, ৮০-৮২; (২) John Briggs, History of the Rise of the Mohamedan Powers in India (তারীখ-ই ফিরিশতা-র ইং. অনু.), ১খ, ৭৯-৮১, ভারতীয় সং.,

কলিকাতা ১৯৬৬ খৃ., vol. I, pp. 79-81; (৩) Lt. Colonel Sir Wolselyhaig (সম্পা.), The Cambridge History of India, এস. চান্দ এন্ড কোঃ লিঃ, রামনগর, নয়াদিল্লী ১৯৭৯ খৃ., ৩খ, ৩৪-৩৫; (৪) আবদুল-হাযিয়া আল-হ'সানী, মুফহাতুল-খাওয়াতির, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ আল-উছমানিয়া, হায়দরাবাদ (ভারত), ১৯৭৪ খৃ., ১খ., ৭৬-৭৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম (রা) ইবন মুহাম্মাদ (স) ابراهيم (رض) ابن (محمد ص) : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বশেষ সন্তান। হিজরী অষ্টম সনে ৮ য়'ল-হিজ্জা মাসে তিনি মদীনার উপকণ্ঠে 'আলিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা মারিয়া বিন্ত শাম'উন আল-কিবতিয়া (রা) উক্ত স্থানে অবস্থান করিতেন। মিসর-রাজ মুক'ওকিস তাঁহাকে ও তাঁহার ভগ্নী শীরীনকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপটৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবদুর-রাহমান ইবন যিয়াদ হইতে ইবন লাহীআ বর্ণনা করেন যে, মারিয়া (রা) যখন গর্ভবতী হইলেন তখন জিব্রীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, “হে ইব্রাহীমের জনক! আপনার উপর সালাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মারিয়ার গর্ভে একটি সন্তান দান করিয়াছেন। তিনি আপনাকে তাঁহার নাম ইব্রাহীম রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইহাতে আপনাকে বরকত দিন এবং ইহ ও পরলোকে এই সন্তান আপনার চক্ষু শীতলকারী হউক।” ইব্রাহীম (রা)-এর ভূমিষ্ঠকালে রাসূলুল্লাহ (স) বা তাঁহার ফুফু সাফিয়া (রা)-এর বাঁদী ও হযরত আবু রাফি' (রা)-এর স্ত্রী সালামা (রা) ধাত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আবু রাফি' (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার জন্মের সুসংবাদ প্রদান করিলেন তিনি আবু রাফি' (রা)-কে একটি দাস উপটৌকন দিয়াছিলেন। জন্মের সপ্তম দিবসে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার 'আকীকা সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁহার মাথা মুগ্ধ করিয়া চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করেন এবং তাঁহার নামকরণ করেন ইব্রাহীম। দুগ্ধদানের জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) উম্ম বুরদা খাওলা বিন্ত যায়দ আল-আনসারীয়া (রা)-কে এই সুমহান কাজের সুযোগ প্রদান করেন। বিনিময়ে তিনি তাঁহাকে কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইব্রাহীমকে দুগ্ধ পান করাইবার দায়িত্ব উম্ম সাযফ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কাদী আয়াদ-এর মতে উম্ম বুরদা ও উম্ম সাযফ অভিন্ন ব্যক্তি। উম্ম সাযফ (রা)-এর স্বামীর নাম বারা'আ ইবন আওস যিনি মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করিতেন এবং একজন কর্মকার ছিলেন। ফলে তাঁহার গৃহ সর্বদা ধূম্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। এতদসত্ত্বেও উদগ্র পিতৃস্নেহে রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, শিশু সন্তানকে কোলে লইতেন এবং আদর ও চুম্বন করিতেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায় স্নেহশীল কোন পিতা দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সহকারে প্রায়ই সেখানে যাইতেন এবং সন্তানকে আদর-সোহাগ করিতেন। ইব্রাহীম (রা) যখন আঠার মাস বয়সে উপনীত হন তখন উম্ম সাযফ-এর গৃহে থাকাকালেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মরণাপন্ন অবস্থা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ সেখানে চলিয়া গেলেন। তিনি ইব্রাহীম (রা)-কে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি তাঁহার বুকের উপর ছটফট করিতেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। এমতাবস্থায় ইব্রাহীম (রা) ইনতিকাল করেন। 'আবদুর-রাহমান ইবন আওফ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কাঁদিতেছেন। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ ইবন আওফ! ইহা মমত্ববোধ। আল্লাহ তা'আলা ইহা মানুষের অন্তরে গ্রথিত করিয়াছেন। 'আমর বলেন যে, ইব্রাহীম (রা)-এর যখন মৃত্যু হইল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ ইব্রাহীম আমার পুত্র। আমারই বক্ষদেশে তাহার ইনতিকাল হইয়াছে। তাহার জন্য দুইজন দুগ্ধ দানকারিণী রহিয়াছে। বেহেশতে বসিয়া তাহারা আমার পুত্রের দুগ্ধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করিবে। বারা'আ (রা) হইতে বর্ণিত, ইব্রাহীম (রা)-এর মৃত্যু হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ তোমরা তাহাকে জান্নাতুল-বাকীতে দাফন কর; জান্নাতে তাহার জন্য দুগ্ধ দানকারিণী রহিয়াছে এবং জান্নাতেই তাহার দুগ্ধপান সমাপ্ত হইবে। ইসমাঈল ইবন আবদির রহমান বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র ইব্রাহীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি শিশু বয়সে ইনতিকাল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে যদি কোন নবী হইত তাহা হইলে ইব্রাহীম জীবিত থাকিতেন।

ইবন আসাকির স্বীয় সনদে জাবির ইবন আবদিলাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেনঃ ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে নবী হইত। ইসমাঈল ইবন আবদির-রাহমান বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইব্রাহীম কত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, তিনি তাহার দোলনাকে ভরিয়া ফেলিয়াছিলেন। জীবিত থাকিলে তিনি নবী হইতেন। কিন্তু তোমাদের নবী (স)-ই সর্বশেষ নবী। সুতরাং তাহার আর জীবিত থাকা হইল না। ইমাম আহমাদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে সিদ্দীক ও নবী হইতেন। আসমা' বিন্ত য়াহীদ হইতে বর্ণিত যে, যখন ইব্রাহীম (রা) ইনতিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদিতেছিলেন। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) ও উমার ফারুক (রা) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহর হক সম্পর্কে আপনিই সর্বাধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় বেদনাহত হয়। আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ হইবে এমন কোন উক্তি আমি করি না। তাহার অপীকার তো সত্য, অবধারিত। নিশ্চয় আমাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীর অনুসারী হইবে। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার জন্য ব্যথা-বিহ্বল। হে ইব্রাহীম! তোমার জন্য আমরা বেদনাহত। ছোট্ট একটি তক্তপোষের উপর তাহার লাশ রাখা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাহার জানাযায় ইমামতি করেন এবং সালাতে চারবার তাকবীর পাঠ করেন। ইবন আসাকির বর্ণনা করেন, 'আলী আল-মুরতাদা (রা) বলেন, যখন ইব্রাহীম (রা)-এর ইনতিকাল হইল, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাহার মাতা মারিয়া (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহার কক্ষে ছিলেন। আমি ইব্রাহীম (রা)-এর মৃতদেহ একটি টুকরিতে ভরিয়া অশ্রুপূর্ণে আমার সম্মুখে তুলিয়া লইলাম। অতঃপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসিলাম। তিনি তাহাকে গোসল করাইলেন এবং কাফন পরিধান করাইলেন। অতঃপর তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। লোকেরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি তাহাকে মুহাম্মাদ ইবন য়ায়দ-এর বাড়ীর নিকটস্থ যমীনে দাফন করেন। তাহার কবরের পার্শ্বই ছিল 'উছমান ইবন মাজ্জ'উন (রা)-এর কবর। 'আলী (রা) কবরের ভিতরে নামিরাছিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে ফাদল ইবন আব্বাস (রা) ও উসামা ইবন য়ায়দ (রা) কবরে প্রবেশ

করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু তারিখ লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। আবু দাউদ ও বায়হাকীর বর্ণনা অনুসারে তিনি দুই মাস দশ দিন জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে তাহার ইনতিকাল হইয়াছিল হিজরী নবম সালে। আনাস (রা) ও বারা'আ (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম (রা) ষোল মাস বয়সে ইনতিকাল করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুসারে তিনি আঠার মাস বয়সে ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, ইব্রাহীম ইবন রাসূলুল্লাহ (স) দশম হিজরী সনের রাবী'উল-আওয়াল মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার ইনতিকাল করেন। তখন তাহার বয়স আঠার মাস। হযরত 'আইশা (রা)-এর বর্ণনা হিসাবেও তাহার বয়স হইয়াছিল আঠার মাস। ইব্রাহীম (রা)-এর ইনতিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। 'আরবদের ধারণা ছিল, কোন বড় ব্যক্তিত্বের ইনতিকাল হইলে সূর্যগ্রহণ হয়। ফলে সাধারণভাবে প্রচারিত হইল, ইব্রাহীম (রা)-এর ইনতিকালের কারণেই আজ সূর্যগ্রহণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) সালাতু-কুসুফ (সূর্যগ্রহণের সালাত) আদায় করার পর তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধরণা খণ্ডনকল্পে ইরশাদ করিলেনঃ হে লোকসকল! চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তা'আলার দুইটি নিদর্শন। কোন মানুষের মৃত্যুতে ইহাতে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা উহাতে গ্রহণ লাগিতে দেখ তখন উহা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সালাত পড়িতে থাক। সিহাহ সিন্তায় এই হাদিছটি হযরত 'আইশা (রা), আবু মাস'উদ (রা), জাবির (রা), আসমা' (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হুশ্বপঞ্জী : (১) ইমাম বুখারী, আল-জামি'উ'স-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ১খ, ১৪১, ১৭৪; (২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ১খ., ২৯৬; (৩) আবু দাউদ, আস-সুনান, কলিকাতা তা. বি., ১খ, ১৭৪, ১৭৫; (৪) হাফিজ ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরুত তা. বি., ৫খ., ৩০৯, ৩১০, ৩১১; (৫) ইমাম নাওয়াযী, রিয়াদু'স-সালিহীন, ভারত তা. বি., ৩৮৯; (৬) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪৩০, ৪৩১; (৭) হাকীম আবুল-বারাকাত দানাপুরী, আসাহু'ল-স-সিয়র, ঢাকা তা. বি., পৃ. ৫৬১; (৮) ইদরীস কান্ধলুবী, সীরাতুল-মুসতাফা, ভারত তা. বি., ২খ, ৫৮৯; (৯) ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, দিল্লী তা. বি., ১খ, ১২০; (১০) ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরুত ১৯৬৮/১৩৮৮, ১খ, ১৩৪, ২৬০, ৩খ, ৭, ৮খ, ৪৩৬; (১১) ইবন আবদি'ল-বারুর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ১খ, ৫৪; (১২) ইবনুল-আছীর আল-জাহারী, উসদুল-গ'াবা, বৈরুত ১৩৭৭ হি., ১খ, ৩৮; (১৩) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরুত তা. বি., ১খ, ১, নং ৫; (১৪) ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৯৫, নং ৩৯৮; (১৫) ইবনুল-জাওয়ী, আল-ওয়াকাফা, ২খ, ৬৪৮, ৬৫৬; (১৬) ঐ লেখক, সিফাতু'স-সাফওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৬৮/১৩৮৮, ১খ, ৫৭; (১৭) সায়্যিদ কাসিম মাহমুদ সম্পা., ইসলামী ইনসআইক্রোপেডিয়া (উর্দু), করাচী, তা. বি., পৃ. ৫২; (১৮) মুহাম্মাদ-দীন ইবন শাররাফ আন-নাবাবী, তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত, মিসর, তা. বি., ১খ, ১ ভাগ, ১০২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ (ابراهيم بن محمد) : আল-ইমাম ইবন 'আলী ইবন 'আবদিলাহ ইবন'ল-আব্বাস, কুন্যা আবু ইসহাক, তিনি ইব্রাহীম আল-ইমাম নামে অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন

জৈনকা মুক্তদাসীর পুত্র। তিনি ৮২/৭০১-২ সালে আল-হুমায়মা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মুসা ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবুল-আব্বাস আস-সাফ্ফাহু, আবু জা'ফার ও আল-আব্বাসের সঙ্গে লালিত-পালিত হন।

তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ আব্বাসী দা'ওয়া-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুফায় বানু মুসালিয়া-র হারিছী উপগোত্র এবং তখাকার মাওয়ালীদের মধ্যে ইহার প্রধান কেন্দ্র ছিল; কিন্তু শীঘ্রই ইহার কার্যকলাপ খুরাসানে স্থানান্তরিত করা হয়, অবশ্য কুফা ও আল-হুমায়মা-এর সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা হয়। কোন আন্দোলনকে ইহার নেতার সহিত সনাক্ত করা এবং আন্দোলনের কৃতিত্বের সম্মান নেতাকে প্রদান করিবার মুসলিম চরিতকারদের প্রবণতার ফলে আব্বাসী আন্দোলনের কতিপয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা নিরূপণে জটিলতা দেখা দেয়। ১২৫/৭৪২-৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর ইবরাহীম আন্দোলনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে একটি নব পর্যায়ের সূচনা হয়। তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, উদারতা ও হাশিমীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা দ্বারা সেই সময়ে তিনি সময়ের চাহিদা মিটাইবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। তাহা সত্ত্বেও আবু হাশিম বাকীর ইবন মাহান, সুলায়মান ইবন কাছীর আল-খুযা'ঈ প্রমুখ দা'ঈ-এর ভূমিকা ভুলিবার নহে, যাহারা ইবরাহীমের পিতা মুহাম্মাদের সময় হইতে দা'ওয়াদের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। সেই বৎসরই মক্কায় কিছু সংখ্যক দা'ঈ ইবরাহীমকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আহ্বান করেন; কিন্তু ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১২৭/৭৪৪-৫ সালে মৃত্যুশয্যায়া শায়িত বাকীরের পরামর্শে ইবরাহীম আল-ইমাম সুলায়মানের জামাতা আবু সালামা হাফ্ফু ইবন সুলায়মানকে কুফায় প্রধান দা'ঈ নিযুক্ত করেন।

পরিস্থিতি এক চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে উপলব্ধি করিয়া সুলায়মান আল-খুযা'ঈ তাঁহার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্যে আবু সালামার মাধ্যমে ইবরাহীমকে অনুরোধ জানান। সুলায়মান আল-খুযা'ঈ ও অন্যান্য দা'ঈ কেবল অস্বীকার করিলেই ইবরাহীম তাঁহার মাওলা আবু মুসলিম (দ্র.)-কে ১২৮/৭৪৫-৬ সালে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করেন। তিনি আবু মুসলিমকে সব সময় আবু সালামা-র পার্শ্বে থাকিতে এবং সুলায়মান আল-খুযা'ঈর নির্দেশ পালন করিতে আদেশ দেন। আবু মুসলিম ইবরাহীমের নিকট হইতে সকল 'আরবকে নির্বিশেষে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া যে বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত নহে। প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণও এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই। আব্বাসী দা'ওয়াদের কলাকৌশল এবং অবস্থার সঙ্গেও এই অভিযোগের কোন সঙ্গতি নাই। ইহা সম্ভবত 'আব্বাসী বিরোধী একটি অপপ্রচার। সুলায়মান আল-খুযা'ঈ প্রথমদিকে আবু মুসলিমকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ সম্ভবত তাঁহার মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ইবরাহীম তাঁহার 'আব্বাসী বংশীয় কোন লোক তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন; পরে তাঁহাকে ইহাতে সম্মত হইতে বাধ্য করান হয়; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি আপোসহীন ছিলেন যে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা তাঁহার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। যদিও 'আব্বাসী বিপ্লব ছিল একটি জটিল ব্যাপার, তথাপি ধারণা করা হয় যে, মূল আবেদন পেশ করা হইয়াছিল 'আরবদের মধ্যে, বিশেষত মার্ব (Marw) ও ইহার পল্লীসমূহে। দা'ঈগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 'আরবগণ ক্ষমতার চালিকা শক্তি এবং খুরাসানে আক্রমণকারী হিসাবে

অভ্যুত্থান একমাত্র 'আরবদের দ্বারাই সম্ভব ছিল। অতএব 'আরবদেরকে বশীভূত করাই হইল ক্ষমতা দখল করা। নাসর ইবন সায্যার ও ইবনুল-কারমানীর মধ্যকার বিরোধ অচলাবস্থায় পৌঁছা এবং উভয় দলের অনুগামী 'আরব উপজাতিগণ বিষণ্ণ ও পরিবর্তন কামনার পূর্ব পর্যন্ত দা'ঈগণ তাহাদের তৎপরতা চালাইতে পারেন নাই। 'আব্বাসী দা'ওয়াদের এই কেন্দ্রবিন্দুতে যামানী অনুগামীগণ তাহাদের অনুসারী উপজাতিগণকে আন্দোলনে শরীক হইতে আবেদন জানান, যেমনভাবে রাবী'ঈ ও মুদারীগণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল (আখবারুল-আব্বাস, পত্রক ১১৮ খ)। অসম্ভব 'আরবগণ উময়্যাদের রাজত্ব নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যোগদান করেন। উময়্যাগণ এই নীতির বলে স্থায়ী 'আরব অধিবাসীদের উপর কর ধার্য করিয়াছিল এবং এই কর দিহকান (দ্র.)-দের মাধ্যমে আদায় করা হইত। 'আরবগণ উময়্যায় সামরিক নীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেন। এই নীতিতে মুক'াতিলা-কে দীর্ঘ সময়ের জন্য সীমান্ত অঞ্চলে রাখা হইত (অর্থাৎ তাজমীরুল-বু'উছ) এবং একই সঙ্গে গানীমা-র একটি বর্ধিত অংশ দাবী করা হইত (শা'বান, The Social Background, 140 ff.)।

ইবরাহীমের নির্দেশে ১৫ রামাদান, ১২৯/৩০ মে, ৭৪৭ সনে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। আবু মুসলিম সাফিদহানজ-এর খুযা'ঈ পল্লীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যামানী 'আলী ইবন কারমানীকে খুরাসানের গভর্নররূপে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে বশীভূত করেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহাকে খারিজী শায়বান আস-সাগীর-এর তৎপরতা প্রতিরোধ করিতে ব্যবহার করেন। এইভাবে নাসর ইবন সায্যারকে মার্ব হইতে বিতাড়িত করা 'আব্বাসী অনুগামীদের পক্ষে সহজ হয়। ইবরাহীম খুরাসানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের পর কাহতাবা ইবন শাবীব আত-তা'ঈকে খুরাসানের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। এই সেনাবাহিনী ইরাকের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

'আব্বাসী আন্দোলনের অগ্রগতি ও সফলতার মুহূর্তেই ইবরাহীম আল-হুমায়মা প্রেফতার হন। দ্বিতীয় মারওয়ান কিভাবে একটি গোপন সংগঠনের প্রধানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এই সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত নাসরের প্রচেষ্টায় ইবরাহীমের প্রেফতার সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাকে হার্বানে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তথায় তিনি মুহ'ররাম ১৩২/আগস্ট ৭৪৯ সালে ইনতিকাল করেন। অভিযোগ করা হয় যে, তাঁহাকে মারওয়ানের নির্দেশে হত্যা করা হইয়াছিল অথবা বিষ পানে হত্যা করা হইয়াছিল। তবে তাঁহার মহামারীতে পতিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, যাহা সেই বৎসর সিরিয়াকে ধ্বংস করিয়াছিল। একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে তাঁহার মৃত্যুতে শক্তিশালী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দা'ঈ আবু সালামা ও আবু মুসলিমের হাতে নেতৃত্ব আসিয়া যায়। তাহাদের উভয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী এবং ভ্রাতা আবুল-আব্বাস (দ্র.)-এর খিলাফত লাভে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইবরাহীমের পুত্র 'আবদুল-ওয়াহাব ও মুহাম্মাদ খিলাফতের প্রতি অগ্রহী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁহারা তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ইবরাহীম ও তাঁহার সমকাল সম্পর্কে জানার জন্য অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যেঃ (১) বালায়ুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ইহার প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ প্রাথমিক গুরুত্বের দাবিদার, পাণ্ডু. ইস্তাবুল Asir Ef. 597-8 ও প্যারিস পাণ্ডু., পত্রক ৭৬৮ক-৭৭৫ ক; (২) আখবারুল-ল-

'আব্বাস... ওয়া বিলাদিহ, পাণ্ডু. Institute of Higher Islamic Studies, বাগদাদ, পত্রক ১১৩খ-২০৩খ, ইহাতে 'আব্বাসী তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে; (৩) ইবন আ'ছাম আল-কুফী, ফুতুহু, ইস্তাবুল পাণ্ডু, তৃতীয় আহমাদ ২৯৫৬, ইহাতে খুরাসানে বসতি স্থাপনকারী 'আরব বাসিন্দাদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে; (৪) আবু যাকারিয়া আল-আয্দী, তা'রীখুল-মাওসিল, MS Chester Beatty, পত্রক ৩৮ প., ইহা 'আব্বাসীদের প্রতি 'আরবদের সমর্থন সম্পর্কিত সার্বজনীন প্রবণতার একটি আঞ্চলিক ইতিহাস। ইহাতে সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাখ্যামূলক তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য তাবারীর (দ্র. নির্ঘণ্ট) কিছু অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাহা ছাড়া ইবরাহীম সম্পর্কে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অন্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ হইলঃ (৫) য়াকুবী, তা'রীখ, ২খ, ৩৯৩, ৩৯৮ প.; (৬) জাহিজ, ফাদলু বানী হাশিম, সম্পা. সানদুবী, ৭৯; (৭) ছত্র ইবন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা, ২খ, ২২১ প., ২১৭ প.; (৮) দীনাওয়ারী, পৃ. ৩৩৮ প., ৩৪৪-৬, ৩৫৭; (৯) Fragmenta Historab., সম্পা. De Goeje, পৃ. ১৮৩-৯৮; (১০) মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ৬১, ৬৯ প., ৮৯., ৯৭ প.; (১১) ঐ লেখক, তানবীহ, ৩৩৮-৯; (১২) P. A. Grvaznevie (সম্পা.), Arabskiy Anonim XI veka, মস্কো ১৯৬০ খ., পত্রক ২৫৫খ, ২৮৪ক, ২৮৯খ, ২৯৫ক। আরও দ্রঃ (১৩) ইবন সা'দ, তাবাকগত, ৮খ, ৬০; (১৪) আগানী, ২খ, ৭৪; পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এই যুগ সম্পর্কে লেখার সময় কেবল প্রাথমিক কালের এই গ্রন্থাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, অতিরিক্ত মূল্যবান তথ্যের জন্য দ্রঃ (১৫) বাল'আমী, অনু. H. Zotenberg, ১৮৬৭ খ.; (১৬) ইবনুল-আছীর, ৫খ, (নির্ঘণ্ট); (১৭) ইবন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, ২খ, ২৮৭ প., ২৯১, ২৯২; (১৮) যাহাবী, তা'রীখুল-ইসলাম MS British Mus. পত্রক ৪ক-৫খ; (১৯) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ইং অনু. De Slane, ১খ, ৫৭৫-৬, ২খ, ১০৩; (২০) মাকরীযী, আন-নিযা', পৃ. ৫; (২১) ঐ লেখক, মুনতাবাখ'ত- তাযকিরা, পাণ্ডু. প্যারিস, ar. 1514, পত্রক ৮৮খ-৮৯ক; (২২) আখবারু'দ-দুওয়ালিল-মুনকাতি'আ, MS British Mus. 3685, পত্রক ১০১ খ.; (২৩) ইবনু'দ-দায়া, মুকাফাত, কায়রো ১৯১৪ খ., পৃ. ৭৯; (২৪) ইবন খালদুন, মুকা'দিমা, কায়রো ১৯৫৭ খ., ১খ, ৫৭৯; (২৫) ঐ লেখক, 'ইবার, ৩খ, ২১৭ প., ২৫৩, ২৭৮, (২৬) আল-কালকাশান্দী, মাআছির'ল-ইনাফা, সম্পা. এ. ফাররাজ, কুয়েত ১৯৬৪ খ. (নির্ঘণ্ট); (২৭) অ-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি, ইবনুল-জাওযীর রচিত বলিয়া কথিত, বৃটিশ মিউজিয়াম, Add. 7320, fols. 80-92.

আধুনিক গ্রন্থাবলীঃ (২৮) G. van Vloten, Recherches sur la domination arabe, Amsterdam 1894; (২৯) J. Wellhausen, The Arab Kingdom, অনু. M. Weir, কলিকাতা ১৯২৭ খ., অধ্যায় ৮ ও ৯; (৩০) G. G. Sadighi, Les Mouvements religieux iraniens, ১৯৩৮ খ. (নির্ঘণ্ট); (৩১) 'আবদুল-আযীয আদ-দুরী, আল-'আসক'ল-'আব্বাসী আল-আওওয়াল, বাগদাদ ১৯৪৫ খ., প্রথম অধ্যায়; (৩২) Spuler, Iran, পৃ. ৩৪-৪৭; (৩৩) D. C. Dennett, মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ, পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ খ.; (৩৪) এম. এ.

শা'বান, The Social and political background of the Abbasid revolution in Khurasan, পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ খ.। ইহা খুরাসানে বসবাসকারী 'আরবদের সম্পর্কে জানার মূল ভিত্তি। (৩৫) গুলাম হুসায়ন যুসুফী, আবু মুসলিম সারদার-ই খুরাসান, তেহরান ১৯৬৬ খ.; (৩৬) সালিহ আল-'আলী, ইস্তীতানুল-'আরব ফী খুরাসান, in Bull. Coll Arts, বাগদাদ ১৯৫৭ খ.; (৩৭) C. Cahen, Points de vue sur la "Revolution abbaside", in Revue Historique, fasc. 468 (1963), 295-338; (৩৮) দুরী, দাও' জাদীদ 'আলা'দ-দা'ওয়ালিল-'আব্বাসিয়া, Bull. Coll Arts, বাগদাদ ১৯৬০ খ.; (৩৯) ঐ লেখক, নিজামু'দ-দারা'ইব ফী খুরাসান, Bull. Coll. Arts, বাগদাদ ১৯৬৫ খ.; (৪০) R. N. Frye, The Addasid conspiracy, in Indo-Iranica, ৫খ, (১৯৫২ খ.), ৯-১৪; (৪১) ঐ লেখক, The Role of Abu Muslim, in MW, xxxvii (1947), 28-39; (৪২) S. Moscati, Studi su Abu Muslim, in Rend. Lin., viii/4/(1949), 474-95; (৪৩) এফ. 'উমার, আল-জুযু'ত-তা'রীখিয়া লি'দ-দি'আই'ল-'আব্বাসিয়া বি'ল-খিলাফা, in Madj. Kull. al-dirasat al-Isl., ২খ., (বাগদাদ ১৯৬৮ খ.), ৭৭ প.।

F. Omar (E.I.²)/এ. এম. এম. মাহমুদুর রহমান জুএগ

ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ (ابراهيم بن محمد) : ইবন তালহা আত-তাযমী, একজন মুহাদ্দিছ' তাবি'ঈ, উপনাম আবু ইসহাক। কুরায়শী ব্যাঘ্র হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম খাওলা বিনত মানজুর ইবন যাবান। তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ উষ্ট্রযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নিহত হন। এই হিসাবে ইবরাহীম-এর জন্ম তারিখ হিজরী ৩৬ সাল। তিনি হযরত 'উমার (রা)-এর সূত্রে মুরসাল হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি হযরত 'আইশা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল-'আস (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে সরাসরি হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা) হইতেও তিনি হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন, তবে সরাসরি তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় না। তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র 'আবদুল্লাহ ইবন হা'সান-সহ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল ও 'আবদুল-রাহ'মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'র-রাহমান ইবন 'আওফ প্রমুখ মুহাদ্দিছ' তাঁহার সূত্রে হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একজন সং ও নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুযায়র (রা) তাঁহাকে কুফার খারাজ আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন। হিশাম ইবন 'আবদি'ল-মালিক-এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। হিজরী ১১০ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ১৪৫; (২) ঐ লেখক, তাকরী'বু'ত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৪১; (৩) ইবনুল-'ইমাদ আদ-দিমাশকী, শায়'রাতু'য-ফাহাব, বৈরুত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ১৩৬; (৪) ইবন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৮/১৩৯৮, ৪খ, ৫।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ, আশ-শায়খ (الشيخ ابراهيم بن محمد) : ইবন ইব্রাহীম ইবন আবদিলাহ আদ-দায়বুলী আস-সিন্দী, সিন্ধুর ৪র্থ/১০ম শতকের খ্যাতনামা 'আলিম ও মুহাদ্দিহ। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ ইবন কাসিম কর্তৃক ৯৩/৭১১ সালে সিন্ধু ও মুলতান বিজিত হইলে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বসতি ও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সিন্ধুর প্রধান শহর দাইবুল (দেবল, বর্তমান খাট্টা) ৪র্থ/১০ম শতকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। দাইবুলের খ্যাতনামা মুহাদ্দিহ-গণের মধ্যে শায়খ ইব্রাহীম অন্যতম। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত; তিনি সম্ভবত ৩৪৫/৯৫৬ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি মক্কার বিখ্যাত মুহাদ্দিহ মুহাম্মাদ ইবন আলী আস-সাইগ আল-কাবীর (الصائغ الكبير) (মৃ. ২৯১/৯০৩) এবং বাগদাদের হাফিজুল হাদীছ মুসা ইবন হারুন আল-বায়যায় (মৃ. ২৯৪/৯০৬) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, হাদীছ অধ্যয়নের জন্য শায়খ ইব্রাহীম মক্কা ও বাগদাদ গমন করিয়াছিলেন। আস-সাম'আনী ও আল-হামাবী তাঁহাকে একজন 'আলিম ও মুহাদ্দিহ'রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আস-সাম'আনী, আল-আনসাব (Gibb memorial series), পত্র ২৩৭ ক; (২) যাকূ'ত আল-হামাবী, মু'জাম'ল-বুলদান, সম্পা. Wustenfeld, Leipzig 1866. ২খ, ৬৩৮; (৩) আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতুল-খাওয়াতির, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪৭ খ., ১খ, ৬৪; (৪) ড. মোহাম্মদ এছহাক, India's Contribution to the study of Hadith Literature, Dhaka University, 2nd Ed. 1975. P. 32; (৫) নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৬ খ., ১খ, ১৭৭; (৬) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ই. ফা. বা., ২ সং., ১৯৮০ খ., পৃ. ৬৬৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইবন যাকুব আল-হাররানী (ابراهيم بن الزكوان الحراني) : তিনি আক্বাসী খলীফা আল-হাদীর উযীর ছিলেন। খলীফা শাসনভার গ্রহণের সময় প্রভাবশালী আর-রাবী'কে উযীর ও রাজপ্রাসাদের সরকার হিসাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ইব্রাহীম আল-হাররানীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। খলীফা যখন জুরজানের গভর্নর ছিলেন তিনি তখন তাঁহার উপদেষ্টা ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক ইব্রাহীমকে উযীর হিসাবে উল্লেখ করেন না, বরং অর্থ বিষয়ক পরিচালক হিসাবে উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : D. Sourdel, Vizirat, index.

D. Sourdel (E.I. 2)/মু. মাহুরবুর রহমান

ইব্রাহীম ইবন যাকুব (ابراهيم بن يعقوب) : আল ইসরাঈলী আত-তুরতুশী, স্পেন দেশীয় য়াহুদী পর্যটক, তুরতুশায় জন্ম — এই কথা তাঁহার নামের নিস্বা হইতে জানা যায়। ৩৫৪/৯৬৫ সনের কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব য়ুরোপে সুদীর্ঘ দেশ পর্যটনের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। তিনি অশ্ব বা দাস-ব্যবসায়ী ছিলেন, আর ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনি স্পেনের উমায়্যা খলীফাদের স্বার্থে গুণ্ঠচরবৃত্তির উদ্দেশে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে তিনি য়ুরোপের য়াহুদী উপনিবেশগুলির সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারিতেন—এই কারণেই তাঁহাকে এই কাজে মনোনীত করা হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহার ভ্রমণ পথেও যে কয়টি স্থানে তিনি অবস্থান করেন সেই সম্পর্কে এই পর্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণটাই অনুমানমাত্র। স্লাভনিক ভাষাভাষী দেশগুলিতে তাহার ভ্রমণ পথ সংক্রান্ত যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে Annales E.S.C. (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)-তে উপস্থাপিত পরিকল্পনা সামান্য সংশোধন করিয়া নিম্নবর্ণিত ভ্রমণ পথটিকে মোটামুটি সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারেঃ বোর্দো (Bordeaux), নয়ারমৌতিরার (Noirmoutier), সেন্ট-মালো (Saint-Malo), রোয়েন (Rouen), উটরেকট (Utrecht), এইক্স-লা-চ্যাপেল (Aix-la-Chapelle), মেইঞ্জ (Mainz), ফুলদা (Fulda), সোয়েস্ত (Soest), পাদারবর্ন (Paderborn), শ্লেসউইগ (Schleswig), মাগদাবার্গ (Magdeburg) [এখানে তিনি সম্রাট প্রথম অটো (Otto) -র রাজদরবারে অভ্যর্থনা লাভ করেন]; প্রাগ (Prague), ক্রাকো (Cracow), আগবার্গ (Augsburg), কোরটোনা (Cortona) ও ত্রাপানী (Trapani)। ইব্রাহীমের নিজের কথায় জার্মান জাতির ফ্রাঙ্ক শাখা অধ্যুষিত ও স্লাভনিক ভাষাভাষী জনসাধারণ অধ্যুষিত দুইটি দেশ যে তাঁহার ভ্রমণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত দেশগুলি হইল ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম য়ুরোপের ল্যাটিন এলাকাঃ ইটালী, রাইন নদীর পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলি ও জার্মানীর দক্ষিণাংশ।

পরবর্তী গ্রন্থকারগণ ইব্রাহীমের কথা যেইভাবে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, অতীতে এক সময় তাঁহার একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছিল যাহা এক্ষণে বিলুপ্ত। এখন প্রধানত আল-বাকরী (দ্র.) ও আল-কাযবীনী (দ্র.)-র মারফত হয় সরাসরি অথবা আল-উযরী (দ্র.)-র মাধ্যমে তাঁহার এই ভ্রমণ সম্পর্কে জানা যায়। য়ুরোরে স্লাভ দেশগুলি বিশেষত পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, Schwerin-mecklenburg- এর Salv Obodrites এলাকাগুলি ও স্পেনের কিছু কিছু বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনায় আল-বাকরী ইব্রাহীমের গ্রন্থকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, ইব্রাহীমের গ্রন্থখানি হয় য়ুরোপে ভ্রমণের সাদাসিধা বিবরণ ছাড়াও তথ্যবহুল অথবা তিনি এইখানা ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। স্লাভ দেশগুলির স্বার্থে আল-কাযবীনী পোল্যান্ড ও 'নারীদের শহর' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুইটি সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি ইহা উল্লেখ করুন আর না-ই করুন অথবা আল-উযরীর মধ্যস্থতার উল্লেখ করুন, পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপের শহরগুলি সম্পর্কে লিখিত টীকা রচনার জন্য আল-কাযবীনী ইব্রাহীমের নিকট ঋণী। মূল গ্রন্থখানি রচনার তারিখ ও উহার বর্তমানে বিদ্যমান খণ্ডিত অংশগুলির রচনার মান, বিশেষত স্লাভ জাতি সম্পর্কিত অংশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থটির এতখানি অংশের বিলুপ্তি বিশেষ দুঃখের বিষয়। ঐ অসম্পূর্ণ অংশগুলি বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, পর্যটকের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাচনিকভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি ঐ ভ্রমণ বৃত্তান্তে স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ফুলডার মঠ, সোয়েস্ট-এর লবণ কুপ বা লবণ খাত, আপসবার্গ বা প্রাগের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে সুবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যসমূহ এবং এমন প্রকৃত ঘটনার ইঙ্গিত যে, সুদূর জার্মানিতে ৩০১-২/৯১৪-৫ সনে সামারকান্দে প্রস্তুত সামানী দিরহাম পাওয়া গিয়াছে, ইত্যাকার বিবরণ সম্বলিত পূর্বোক্ত ধরনের পরিচ্ছেদগুলি অত্যন্ত সুপরিচিত। অবশ্য মৌখিকভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি অধিক পরিমাণে থাকিলেও উহা যথেষ্ট

মূল্যবান, তাহা বুলগেরিয়ার নাগরিকদের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি কিংবা আয়ারল্যান্ডের সমুদ্রতট হইতে দূরবর্তী এলাকায় তিনি শিকার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয়। পরিশেষে আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বলা যায়, একজন বিদেশী পর্যটকের কাছে সেদিনকার উন্নয়নশীল যুরোপের অবস্থা কেমন ছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার একখানি প্রকৃষ্ট আদর্শ গ্রন্থ।

ইব্রাহীম ইব্ন য়াহীদ প্রণীত গ্রন্থের স্নাত জাতি সম্পর্কিত খণ্ডিত অংশগুলি T. Kowalski (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) কর্তৃক সম্পাদিত এবং (প্রকৃত ঘটনাসমূহ পুরাপুরি সন্নিবেশিত করিয়া পোলিশ ও ল্যাটিন ভাষায়) অনূদিত হইয়াছে। A. Miquel পশ্চিম যুরোপ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদগুলির ফরাসী অনুবাদ (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) প্রকাশ করিয়াছেন। M. Canard কর্তৃক সমগ্র গ্রন্থখানির একটি ফরাসী অনুবাদ প্রণীত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. Kunik ও V. Rosen Izvestiya al-Bekri i drugikh avtorov o Rusi i Slavyanakh, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৭৮-১৯০৩ খৃ.; (২) G. Jacob, Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert uber Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere deutsche Stadte, বার্লিন ১৮৯১ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Studien in arabischen Geographien, বার্লিন ১৮৯২-৬ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Arabische Berichte von Gesandten an germanische Furstenhofe aus dem 9. und 10. Jahrhundert, বার্লিন-লাইপসিগ ১৯২৭ খৃ.; (৫) T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podrozy do'Krajow slowianskich w Przekazie al-Bekriego, ক্রাকো ১৯৪৬ খৃ.; (৬) I. Yu. Krachovskiy, Arabskaya geograficeskaya literatura, মস্কোলেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৯০-৩, এস. ডি. উছ'মান হাশিম কর্তৃক আরবী অনুবাদ (এ পর্যন্ত ১-১৬ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত), কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১৯০-২; (৭) M. Canard, Ibrahim Ibn Ya'qub et sa relation de voyage en Europe, in Et. Levi-Provencal, দ্র. প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ২খ, ৫০৩-৮ (আরও গ্রন্থপঞ্জী সমেত); (৮) A. Miquel, L' Europe occidentale dans la relation arabe d' Ibrahim b. Yaqub, in anna les E.S.C., ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১০৪৮-৬৪; (৯) ঐ লেখক, La geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du XI^e siecle, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১৪৬-৮।

A. Miquel (E.I.²) মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্রাহীম ইব্ন য়াহীদ আন-নাখঈ (ابراهيم بن يزيد النخعي) (র) প্রখ্যাত তাবিঈ ও মুহাদ্দিস। তিনি কুফায় বানুন-নাখা' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। উপনাম আবু ইমরান। বংশ পরিক্রমা এইরূপ : ইব্রাহীম ইব্ন য়াহীদ ইব্নিল-আসওয়াদ ইব্ন আমর ইব্ন রাবীআ ইব্ন হারিছা ইব্ন সা'দ ইব্ন মালিক ইব্নিল-নাখা'। তাঁহার মাতার নাম সুলায়কা বিন্ত কায়স এবং তিনি প্রখ্যাত তাবিঈ আলকামা ইব্ন কায়স-এর ভগিনী। খ্যাতনামা তাবিঈ আল-আসওয়াদ ইব্ন য়াহীদ তাঁহার পিতৃব্য। তিনি এক

চক্ষুহীন ছিলেন। শৈশবেই তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেন। এই সময় তিনি আইশা (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। আবু মা'শার বলেন, ইব্রাহীম জনৈকা (আইশা (রা)) নবী-পত্নীর নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি তাঁহার শরীরে লাল কাপড় দেখিয়াছেন। আয়ুব প্রশ্ন করিলেন, তিনি কিভাবে তাঁহার কাছে যাইতেন অর্থাৎ পর্দা লংঘন হইত না? আবু মা'শার বলেন, আলকামা ও আল-আসওয়াদের সহিত তিনি হজ্জ পালন করিতে যান। আইশা (রা)-র সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইব্রাহীম অপ্রাপ্তবয়স্ক বিধায় আইশা (রা)-র সম্মুখে চলিয়া যাইতেন। আইশা (রা)-র সূত্রে তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই।

তিনি অন্য কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন হিব্বান তাঁহার গ্রন্থ 'কিতাবুছ'-ছিকাত-এ বলেন যে, তিনি আইশা (রা) ছাড়াও হযরত মুগীরা ইব্ন শ'বা (রা) ও আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের উভয়ের নিকট রাসূলুল্লাহ (স'-এর হাদীছও শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আবু হাতিম বলেন যে, ইব্রাহীম একমাত্র আইশা (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন নাই। আর তিনি আইশা (রা)-র নিকট হইতেও রাসূলুল্লাহ (স'-এর কোন হাদীছ শ্রবণ করেন নাই। তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাল পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাত লাভ করেন নাই। ইব্ন হাজার আল-আসকালানী বলেন, ইব্রাহীম-এর জন্ম হইয়াছিল হিজরী ৫০ সালে (১) আর মুগীরা (রা) হিজরী ৫০ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন। সুতরাং ইব্রাহীম তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিতে পারেন না। তবে ইহা সত্য যে, সাহাবীর দর্শন ও সাক্ষাত লাভ হিসাবে ইব্রাহীম তাবিঈ ছিলেন। কিন্তু হাদীছ বর্ণনার দিক হইতে তিনি তাবঈ তাবিঈ ছিলেন।

তাঁহার উস্তাদের সংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে আলকামা, মাসরুক ও আল-আসওয়াদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলকামা ও আল-আসওয়াদের সূত্রে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ফিকহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হিসাবে তৎকালীন উলামা কিরামের স্বীকৃতি লাভ করেন। মুগীরা বলেন, আমরা ইব্রাহীমকে এমন ভয় করিতাম যেমন একজন শাসককে ভয় করা হইয়া থাকে। আ'মাশ বলেন, অনেক সময় তিনি সালাতশেষে যখন আমাদের নিকট আগমন করিতেন তখন কিছু সময় এইভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন যে, তখন তাঁহাকে অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ মনে হইত। আ'মাশ আরও বলেন, ইব্রাহীম হাদীছ-শাফ্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ভালহা বলেন, কুফায় আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হইলেন ইব্রাহীম ও খায়ছাম।

ইব্রাহীম লেখার উপর আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি তাঁহার ঋণ শক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতেন। তিনি বলিতেন, যখনই কেহ কোন কিছু লিখিয়াছে তখনই সে তাহার লেখার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ইব্ন আওন বলেন, ইব্রাহীম হাদীছের রিওয়ায়াত বিল-মা'আনী (হাদীছের অর্থ বর্ণনা) করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স'-এর বরাত দিয়া তিনি কখনও হাদীছ বর্ণনা করিতেন না। একদা আবু হাশিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু ইমরান! আপনার নিকট কি রাসূলুল্লাহ (স'-এর কোন হাদীছ পৌঁছে নাই যাহা আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করিবেন? তিনি বলিলেন, অবশ্যই পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমি সাহাবী বা উস্তাদের নাম লইয়া হাদীছ বর্ণনা করিতে পসন্দ করি। ইহা আমার জন্য সহজতর। ইব্রাহীম খ্যাতি পসন্দ

করিতেন না। তিনি কখনও মঞ্চে উপবেশন করিতেন না। কোন বিষয়ে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তিনি সেই বিষয়ে কিছু বলিতেন না। তিনি ইহাও চাহিতেন না যে, তাঁহার নিকট সকলে প্রশ্ন লইয়া আসুক। তাঁহার ছাত্র যুযায়দ বলেন, আমি যখনই ইব্রাহীমের নিকট কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, তখনই তাঁহার চেহারা বিরক্তির ছাপ দেখিয়াছি। তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদ ইবন আওন বলেন, একদা আমরা তাঁহার মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। ইতাবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আবু ইমরান! আল্লাহর কাছে আমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি অত্যন্ত রিবক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি হু'যায়ফা (রা)-এর সমীপে আসিয়া আরম্ভ করিল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। হু'যায়ফা (রা) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা না করুন। ইহা শুনিয়া আগন্তুক মজলিসের এক পাশ্বে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর হু'যায়ফা (রা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হু'যায়ফার স্থলে পৌঁছান। এইবারে সন্তুষ্ট হইয়াছো? অতঃপর ইব্রাহীম বলিলেন, দেখ তোমরা এক একজন মানুষের নিকট এইভাবে আস যেন তোমরা তাহার অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। মনে কর যে, সে এইরূপ ঐরূপ। ইহার পর তিনি হাদীসের গুরুত্ব তুলিয়া ধরিলেন এবং ইহার উপর অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। আর বিদআতের নিন্দা জ্ঞাপন করিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার নিকট জ্ঞান পিপাসুগণের সমাবেশ ঘটত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিত। সাঈদ ইবন জুবায়র-এর ন্যায় প্রখ্যাত তাবিঈকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, তোমরা আমার নিকট ফাতওয়া চাও, অথচ তোমাদের মাঝে ইব্রাহীম বিদ্যমান। ইমাম আবু রুযায়নকে কোন প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিতেন, ইব্রাহীম-এর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর এবং তিনি যে উত্তর প্রদান করেন সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করিও। ইব্রাহীম স্বীয় মজলিসে অধিক লোক সমাগম পসন্দ করিতেন না। তিনি অত্যন্ত শাস্তিশিষ্ট স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথা বলিতেন না। শিক্ষা মজলিসেও তাঁহার এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিত। মুহ'ম্মাদ ইবন সীরীন বলেন, তোমরা কি ঐ যুবকের কথাই বলিতেছ যে আমাদের সহিত একত্রে মাসরুক-এর মজলিসে বসিত, কিন্তু এত চূপচাপ থাকিত যে, মনেই হইত না সে আমাদের সঙ্গে উপবিষ্ট আছে?

ইব্রাহীম স্বয়ং বলেন, আমি জীবনে কোন দিন কাহারও সহিত বগড়া করি নাই। তিনি তাঁহার কোন দাসকে কখনও শাস্তি দিতেন না। আর বিশেষ প্রয়োজনে শাস্তি দিলেও তাহা হইত নামমাত্র শাস্তি। তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে বিরক্ত করিতেন না। ফুদায়ল বলেন, ইব্রাহীম কাহাকেও তাহার পেশার ব্যাপারে নিন্দা করা পসন্দ করিতেন না। জীবনের সুখ-দুঃখ সকল অবস্থাতেই তিনি শান্ত থাকিতেন। আ'মাশ বলেন, অনেক সময় আমি তাঁহাকে কষ্টে জর্জরিত দেখিতাম। এতদসত্ত্বেও তিনি বলিতেন, আমি ইহাতে ছাওয়াবের আশা করি। মুগীরা বলেন, কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলিতেন, আল্লাহর কোন না কোন নিয়ামতের সহিত আছি। তদীয় পত্নী হুনায়দা বলেন, ইব্রাহীম একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন পানাহার করিতেন। আবু মিসকীন হইতে বর্ণিত যে, ইব্রাহীম তাঁহার গৃহে খেজুর থাকাকে খুবই পসন্দ করিতেন। তাঁহার নিকট কাহারও আগমন ঘটিলে যদি নিকটে কিছু না থাকিত তাহা হইলে ডাক দিয়া বলিতেন, খেজুর নিয়া আস। কোন ভিক্ষুক আসিলে তাহাকে খেজুর প্রদান করিতেন।

তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও সং সাহসের অধিকারী ছিলেন। হাজ্জাজ ইবন যুসুফ-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠ সোচ্চার ছিল। যায়দ বলেন, আমি ইব্রাহীমকে হাজ্জাজ-এর নিন্দা করিতে শুনিয়াছি। মানসূর বলেন, ইব্রাহীম বলিতেন, হাজ্জাজের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে, সে সত্যিকারের অন্ধ। তাঁহার নিকট হাজ্জাজ-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সিঁদা করিলেন। শাসক ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত তাঁহার উঠাবসা ছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া (উপঢৌকন) বিনিময় হইত। আ'মাশ বলেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিহ খায়ছামা একদিন আমাকে বলিলেন, তুমি ও ইব্রাহীম বড় মসজিদে গিয়া বসিয়া থাক। আর তোমাদের কাছে সরকারী বাহিনী ও নেতৃস্থানীয় লোক গিয়া ভিড় জমায়। আমি ইহা ইব্রাহীমের নিকট বলিলে, তিনি উক্তি করেন, হাঁ, তাহাদেরকে বর্জন করার তুলনায় ইহা অনেক শ্রেয়। কারণ তাহাদেরকে বর্জন করিলে আমাদের সম্পর্কে তাহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত উক্তি করিবে।

তাঁহার যুগে মুরজিআ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনিও তাহাদের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। হারিছ বলেন, ইব্রাহীম বলিতেন, তোমরা এই সম্প্রদায় হইতে সাবধান থাকিও। মুরজিআদের বিশ্বাস আল ইয়াজ্জা (অর্থাৎ ঈমানের পর গুনাহ মানুষের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না)-কে তিনি সর্বদা বিদ'আত বলিয়াছেন। যাহারা মোজার উপর মাসহ করাকে বৈধ মনে করিত না তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলিতেন, তাহারা প্রকারান্তরে সুন্নাহ হইতেই বিমুখ। কেহ কেহ তাঁহাকে শী'আ মতাবলম্বী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অমূলক। জনৈক ব্যক্তি একদা তাঁহার সম্মুখে বলিল, আমার কাছে আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) হইতে 'আলী (রা) অধিক প্রিয়। তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, যদি 'আলী (রা) তোমার এই কথা শুনিতেন তাহা হইলে তোমার পৃষ্ঠে চাবুক মারিতেন। অবশ্য তিনি উছমান (রা)-এর উপর 'আলী (রা)-কে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলিতেন, 'উছমান (রা) সম্পর্কে খারাপ মনোভাব পোষণ করা অপেক্ষা আকাশ হইতে পড়িয়া যাওয়াকে আমি অধিক ভালবাসি।

ইব্রাহীম-এর নির্ধারিত কোন পোশাক ছিল না, তবে গ্রীষ্মকালে সাধারণত লাল বর্ণের চাদর ও হলদে জুঙ্গী পরিধান করিতেন। জুম'আর দিন সাধারণত হলদে দুইটি চাদর পরিধান করিতেন। কখনও ঈশ্বৎ জাফরানী বর্ণের জামাও পরিধান করিয়াছেন। মুহিব্ব বলেন, আমি তাঁহাকে দীর্ঘ হাতাবিশিষ্ট চামড়ার জুঙ্গা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি। তখন তিনি তাঁহার হাত বাহির করিতেন না। তিনি তায়ালিসা নামক স্থানে প্রস্তুতকৃত টুপি পরিধান করিতেন। তিনি পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার একটি লৌহনির্মিত আংটি ছিল। ইহার নকশা ছিল (ذباب لله ونحن لله) অর্থাৎ মাছিও আল্লাহর আর আমরাও আল্লাহর। ইহা তিনি বাম হস্তে পরিধান করিতেন।

তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সামান্য মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে তিনি ৯৫ হিজরীতে কুফায় ইনতিকাল করেন। ভিন্নমতে তিনি ৯৬ হিজরীতে ইনতিকাল করিয়াছেন। আবু হুআয়ম এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেন, সম্ভবত তিনি ৯৬ হিজরীর প্রথম লগুে ইনতিকাল করিয়াছেন। ইহা ছিল ওয়ালাদ ইবন 'আবদিল-মালিকের শাসনকাল। তখন তিনি ৪৯ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। আবু'ল-হায়ছাম বলেন, ইনতিকালের আগের দিন আমি তাঁহার নিকট গিয়া দেখি যে, তিনি ক্রন্দন

করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাঁদিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, দুনিয়ার বিরহ যন্ত্রণায় নহে, বরং আমার এই কন্যা দুইটির জন্য। পরের দিন গিয়া দেখি তিনি ইনতিকাল করিয়াছেন। ইবন আওন বলেন, ইনতিকালের সংবাদ শুনিয়া আমরা তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কোন ওসিয়াত করিয়াছেন? উত্তর আসিল, তিনি কবর পাকা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য লাহুদ কবর করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, যেন তাঁহার কবরের নিকট আঙন না নেওয়া হয়। ইবন আওন বলেন, আমরা রাতে তাঁহার দাফনকার্য সম্পন্ন করি।

ইবন কুতায়বার বর্ণনামতে 'আবদুর-রাহমান ইবনুল-আসওয়াদ তাঁহার জানাযার সাল্লাতে ইমামতি করেন। ইবন আওন বলেন, ইবরাহীমের ইনতিকালের পর আমি ইমাম শা'বীর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইবরাহীমের দাফন কার্যে উপস্থিত ছিলে? আমি হাঁসূচক মাথা নাড়িলাম। তিনি বলিলেন, দেখ, আল্লাহর শপথ! তিনি তাঁহার মত জ্ঞানী-গুণী কাহাকেও রাখিয়া যান নাই। বলিলাম, কুফায়? শা'বী বলিলেন, কুফা, বসরা, শাম, হিজায়— কোথাও নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তা'বাকাতুল কুবরা, বৈরুত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ২৭০; (২) ইবন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৯৭৬/১৩৯৬, পৃ. ২০৪; (৩) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩২৫ হি., ১খ, ১৭৭, ১৭৮; (৪) আয-যাহাবী, তায'কিরাতুল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/১৩৭৬, ১খ, ৭৩; (৫) ইবন হিব্বান, কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৯৭৭/১৩৯০, ৪খ, ৮, ৯; (৬) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৪৬; (৭) ইবনুল-জাওযী, সিকাতিস-সাফওয়য়া হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭০/১৩৯০, ৩খ, ৪৬; (৮) মুহিয়দ্দীন ইবন শারায় আন-নাওয়াবী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত, মিসর তা. বি., ১খ, ১ম ভাগ, ১০৪।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইবরাহীম ইবন যুসুফ (ابراهيم بن يوسف) : ইবন মায়মুন কুদামা আল-বালখী, বর্তমান আফগানিস্তানের খুরাসান অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজধানী বালখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং হাদীছ ও ফিক'হশাফের একজন ইমাম হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। হাদ্দাদ ইবন যায়ীদ ও অন্যান্যের নিকট অধ্যয়নের পর শায়খ ইবরাহীম বাগদাদ গমন করেন এবং ইমাম আবু যুসুফ (র)-এর নিকট দীর্ঘকাল ফিক'হ অধ্যয়ন করত উহাতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইমাম আবু যুসুফের সূত্রে বর্ণনা করেন যে; ইমাম আবু হানীফা (র) বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাদের অভিমত অনুযায়ী ফাতওয়া (ইসলামী আইন বিষয়ক অভিমত) দেওয়া বৈধ হইবে না যদি না সে জানে যে, আমাদের অভিমতের সূত্র কি।"

ফিক'হ অধ্যয়নের পর শায়খ ইবরাহীম হাদীছ অধ্যয়ন করেন ইমাম সুফয়ান ইবন উয়ায়না (র) ও ইমাম ওয়াকী-এর নিকট এবং উভয়ের সূত্রে তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনা করেন। মদীনায় ইমাম মালিক (র)-এর হাদীছের দারসে একদিন মাত্র যোগদান করেন এবং তাঁহার সূত্রে একটামাত্র হাদীছ বর্ণনা করেন। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, শায়খ ইবরাহীম হাদীছ শ্রবণের উদ্দেশ্যে ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত হইলে কুতায়বা ইবন সা'দ ইমাম মালিককে বলেন, "ইনি ত মুরজিআপন্থী" (هذا

يرى الارجاع)। ইমাম মালিক এইজন্য শায়খ ইবরাহীমকে মজলিস ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি বিনা প্রতিবাদে মজলিস ত্যাগ করেন। মজলিসে থাকাকালে শায়খ ইবরাহীম মাদক দ্রব্য সম্পর্কে নীতি নির্ধারক অতি গুরুত্বপূর্ণ এই একটামাত্র হাদীছ ইমাম মালিকের নিকট শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন :

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

"সকল নেশাদায়ক দ্রব্যই খামর (মদ) এবং সকল নেশাদায়ক দ্রব্যই হারাম।"

কুরআনে উল্লিখিত খামর (মদ)-এর ব্যাখ্যা এই হাদীছ হইতে গৃহীত। হাদীছ গ্রন্থাদিতে শায়খ ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীছ রহিয়াছে। ইমাম যাহাবী ও ইমাম নাসাঈ তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত (ছি'কাহ) রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মুরজিআপন্থী হওয়া সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করা হয় সে সম্বন্ধে আল্লাম ইবন হিব্বান বলেন, বাহ্যত মুরজিআ ভাবাপন্ন মনে করা হইলেও তিনি ছিলেন আন্তরিকভাবে সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী।

এইখানে মুরজিআ মতবাদ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাইতে পারে। মূল প্রশ্নটি ঈমানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সহিত সম্পৃক্ত। খারিজী ও মু'তাজিলীদের মতে মুমিন ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ করিলে তাহার ঈমান অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই সে কাফির হইয়া যায় এবং এমতাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইলে সে জাহান্নামী হইবে। প্রশ্নটির সহিত সমসাময়িক রাজনীতি গভীরভাবে জড়িত ছিল। মধ্যপন্থী মুরজিআদের অভিমত হইল, কোন অবস্থায় একজন মুমিন ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ করিয়া ফেলিলে তাহার অন্তর হইতে ঈমান তিরোহিত হইয়া যায় না। অতএব তাহাকে কাফির বলা যায় না। সে একজন গুনাহগার মুমিন। পরকালে তাহার শাস্তি কি হইবে তাহা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। পরকালের পরিণতি সম্পর্কে মতামতদানে বিরত থাকায় (ইরজা) মুরজিআদের এইরূপ নামকরণ হয়। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের মতাদর্শের সহিত মধ্যপন্থী মুরজিআদের মতের অনেকটা মিল আছে। চরমপন্থী মুরজিআ সম্প্রদায় অবশ্য কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। ইমাম আবু হানীফা (র) ঈমান ও আমাল উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করিলেও তিনি আমালকে ঈমানের সংজ্ঞার অঙ্গীভূত করেন না। এই কারণে বিরোধী দলসমূহ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীগণকে মুরজিআ বলিয়া অপবাদ দিত। শায়খ ইবরাহীম এই মতাদর্শ জনিত বিরোধের কারণে গোঁড়া সুন্নীদের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইমাম মালিক (র)-এর মাজলিস হইতে নীরবে নির্গমন তাঁহার মতবাদের ও উদারের পরিচয় বহন করে। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা আবু ইসমাত ইবন যুসুফ আল-বালখী (দে.) উভয়েই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হাদীছ ও ফিক'হশাফের ইমামরূপে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শায়খ ইবরাহীম ২৪১/৮৫৫ সালে, মতান্তরে ২৩৯/৮৫৩ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবদুল-কারীম আস-সামআনী, কিতাবুল আনসাব, আল-বালখী শিরোনাম; (২) আয-যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল, নির্ঘণ্ট; (৩) 'আবদুর-রাহমান ইবন আবী হাতিম, কিতাবুস-রাফি আল্লাজ-জাহমিয়া; (৪) আবু হাতিম ইবন হিব্বান, কিতাবুস-সিফাত; (৫) আল্লাম 'আবদুল-হাম্মি আল লাখনাবী, আল-ফাওয়ইদুল-বাহিয়া, সা'আদা প্রেস, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ১১-১২।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম ইবন শাহরিয়ার আল-হামাযানী (ابراهيم بن شهریار الهمذانی) : শায়খ ফাখরুদ্দীন উপাধি, আল-ইরাকী নিসবা, তিনি শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার ভাগিনেয়, মতান্তরে শায়খ শিহাবুদ্দীন 'উমার সুহরাওয়ারদীর ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি হামাযানের মাকজান (বাকুনজান) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র জীবন শেষ করিয়া হামাযানের কোন এক মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। একটি সূত্র হইতে জানা যায়, তিনি হামাযান হইতে বাগদাদে আসেন এবং তথায় শায়খ সুহরাওয়ারদীর হাতে বায়'আত হন। তিনি তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং একাধারে কয়েক বৎসর ইবাদাত-বন্দেগী ও অনুশীলনে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহার মুরশিদ তাঁহাকে ভারতে যাইয়া ইসলাম প্রচার করিতে নির্দেশ দেন। এইখানে পৌছিয়া তিনি মুলতানের শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া তিনি বাতিনী জ্ঞান অর্জন করিতে থাকেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক দরবেশ দলের সহিত মুলতান আসেন এবং শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার সংসর্গে থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা করিতে থাকেন। শেষে তাঁহার নিকট হইতে খিরকা লাভ করেন। শায়খ বাহাউদ্দীন তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট স্থায়ী কন্যাকে বিবাহ দেন।

ইব্রাহীম শাহরিয়ার দীর্ঘ ২৫ বৎসর ঋণের সাহচর্যে কাটান। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি ঋণের প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হন। এশী প্রেমে আত্মহারা (مجذوب) অবস্থায় তিনি কবিতা ও গায়াল পাঠের মাধ্যমে নিজের আবেগ প্রকাশ করিতেন। শায়খ যাকারিয়ার অন্যান্য মুরীদ ইহাকে তাঁহাদের মুরশিদের তারীকা ও রীতিনীতির পরিপন্থী মনে করিতেন। তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়া এই পদ হইতে সরিয়া দাঁড়ান এবং এডেনের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া যান। এডেনের সুলতান তাঁহার আগমনের কথা অবগত হইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং শাহী মেহমানখানায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর হজ্জের উদ্দেশে তিনি মক্কা রওয়ানা হইয়া যান। মদীনায়া রাসুলুল্লাহ (স)-এর রাওযা মুবারক যিয়ারত করার পর এশিয়া মাইনর যান এবং কুনিয়া (قونية) পৌছিয়া শায়খ মুহ্যিদ-দীন ইবনুল 'আরাবীর খলীফা ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শায়খ সাদরুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া ফুসুসুল-হিকাম (فصوص الحکم) গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লুম'আত (لمعات) রচনা করেন।

পরে তিনি মিসর চলিয়া আসেন এবং বার্ককে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কায়রো শহরে বসবাস করেন। মিসরের তৎকালীন সম্রাট তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন দান করিলে তিনি ইহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং নিজের আয়াত পাঠ করেন, "বল, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুস্তাকী তাহার জন্য আখিরাতেই উত্তম" (৪ ৪৭৭)। অতঃপর তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া গুনান। সম্রাট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়েন। অতঃপর তিনি মিসর হইতে দামিশক চলিয়া আসেন। এখানে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহার পুত্র শায়খ কাবীরুদ্দীন ভারত হইতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে তিনি সন্তানকে নিকটে ডাকিয়া

এই আয়াত পড়িয়া গুনান, "সেই দিন (কিয়ামত) মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা, তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে। সেইদিন তাহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখিবে। সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল, সহস্য ও প্রফুল্ল, আর অনেক মুখমণ্ডল হইবে ধূলিধূসর, সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা। ইহারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারী" (৮০ : ৩৩-৪২)।

ইহার পর তিনি কলেমা তায়িবা পাঠ করিতে করিতে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৮ বৎসর আল-আমীর ইবন আহমাদ আর-রাযী তাঁহার হাফত ইকলীম (هفت اقلیم) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ৬৮৮ মতান্তরে ৭০৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কিন্তু দাওলাত শাহ তাঁহার তায়-কিরাতুশ-শুআরা (تذكرة الشعراء) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি ৭০৭ হিজরীতে (১৩০৭ খৃ.) দামিশকে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে মুহ্যিদীন ইবনুল-আরাবীর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবদুল-হায়্যি লাখনাবী, নুহাতুল খাওয়াতির, ২য় সং, হাদরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ১, ২; (২) ইসলামুল ইল্ল মাজাহিরী, তারীখ মাশাইখে হিন্দ, সাহারানপুর (ভারত), তা. বি., ১খ, ১২৭; (৩) রাসিস আহমাদ জাফরী, আনওয়ার-ই আওলিয়া, ৩য় সং, ভারত ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৪৬১-৮।

মুহাম্মদ মুসা

ইব্রাহীম ইবন শাহরুখ (ابراهيم بن شاه رخ) : (আবুল ফাতহ মিরযা ইব্রাহীম সুলতান বাহাদুর) তায়মূরীয় যুবরাজ শাহরুখ (দ্র.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ২৮ শাওয়াল, ৭৯৬/২৩ আগস্ট, ১৩৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ৮১২/১৪০৯ সালে ইব্রাহীম বালখ, কাবুল ও বাদাখশানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তুখারিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ৯১৭/১৪১৪ সালে ফারস-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব বিশ বৎসরকাল তিনি তাঁহার মৃত্যু (৪ শাওয়াল ৮৩৮/৩ মে, ১৪৩৫) পর্যন্ত পালন করেন। তিনি ৮২৩-৪/১৪২০-১ ও ৮৩২/১৪২৯ সালে আয়ারবায়জানে শাহরুখের সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ৮২৪/১৪২১ সালে তিনি খুযিস্তানকে তায়মূরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইব্রাহীমের দুই সন্তান ছিল ইসমাইল (মু. আনু. ৮৩৫/১৪৩২) ও আবদুল্লাহ (জ. ২৭ রাজাব, ১৩৬/১৯ মার্চ, ১৪৩৩ সালে)। আবদুল্লাহ অগ্রাণ্ড বয়সে ফারস-এর গভর্নর হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পরে তিনি সামারকান্ডের গভর্নর নিযুক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবদুর-রায়যাক ইবন ইসহাক কামালুদ্দীন সামারকান্দী, মাতলা'উল সা'দায়ন ওয়া মাজমা'উল বাহরায়ন (সম্পা. মুহাম্মাদ শাফী), ২/১খ, লাহোর ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৪৯-৫০, ২৮৫, ৪০০ প., ৪৭০-১, ৬০৪ প., ২/২-৩খ, লাহোর ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৬৪২, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৭৫-৬; (২) এ. London. School of Oriental and African Studies. MS. no. 46684, f. 92a.

R. M. Savory (E.I.2)/মনজুর আহসান

ইব্রাহীম ইবন শীরকুহ (ابراهيم ابن شيركوه) : আল-মালিক আল-মানসূর নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম ইবনুল-মালিক আল-মুজাহিদ আসাদুদ্দীন শীরকুহ দ্বিতীয়, সালাহুদ্দীনের চাচতো ভাই। রাজাব

৬৩৭/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১২৪০ সনে তাঁহার পিতা শীরক্ব (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার পিতা শীরক্ব আলেক্সো ও দামিশক-এর আমীর ছিলেন। তাদমুর, রাহ্বা ও মাকসীন অঞ্চল সম্বলিত হিমস প্রদেশ যখন তাহার করায়ত্ত তখন সিরীয় অঞ্চলে খাওয়ারিয়মীদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রবল হইতে থাকে। রাবীউছ-ছানী ৬৩৮/অক্টোবর-নভেম্বর ১২৪০ সনে বুয়াআতে আলেক্সো বাহিনীর পরাজয়ের খবর পাইয়া তিনি দামিশক হইতে সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া উত্তর দিকে রওয়ানা হন। রাজাব ৬৩৮/জানুয়ারী ১২৪১ সনে খাওয়ারিয়মীগণ আলেক্সোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে; কিন্তু শহর আক্রমণ না করিয়া উহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টনের চেষ্টা চালায় এবং তাহাতে ব্যর্থ হইয়া পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ করে। ইব্রাহীম তাহাদেরকে সুকৌশলে পর্যুস্ত করেন এবং শাওয়াল ৬৩৮/এপ্রিল ১২৪১ সনে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। তিনি তাহাদের উপর সাফার ৬৪০/আগস্ট ১২৪২ ও ৬৪১-এর শেষার্ধে এবং ৬৪২ সনের শুরু দিকে এপ্রিল-জুন ১২৪৪ সনে উপর্যুপরি আরও কয়েকটি বিজয় লাভ করেন। সম্ভবত ইহার পর খাওয়ারিয়মীরা সিরিয়া হইতে বিতাড়িত হয়।

ইব্রাহীম ইবন শীরক্ব কায়রোর সালিহ আয়্যুব ও দামিশক-এর সালিহ ইসমাঈলের মধ্যকার পারিবারিক কলহে জড়াইয়া পড়েন। ৬৪২/১২৪৪ সনের বসন্তকালে দামিশক ও কায়রোর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়; কারাকের আয়্যুবী যুবরাজ নাসির দাউদ ও ইব্রাহীম উভয়েই সালিহ ইসমাঈলের সহিত যৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহা ছাড়া ইব্রাহীম Templar-এর নাইটদেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম ব্যক্তিগতভাবে ফ্রাঙ্কদের সহিত চুক্তি নবায়ন করিবার উদ্দেশে আন্ধাতে গমন করেন। মিসরের শাসনকর্তা তাঁহার পক্ষে খাওয়ারিয়মীদের (যাহারা নিজদেরকে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর নিকট বিক্রি হওয়ার জন্য সব সময় রাযী থাকিত) সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কেননা জুমাদাল-উলা ৬২৪/১৮ অক্টোবর, ১২৪৪ সালে উত্তর-পূর্ব গায়যা এলাকায় হারবিয়া অথবা ফরবীহা (Forbie)-র যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে ফ্রাঙ্কো-সিরীয় বাহিনী পরাভূত হয়। পরবর্তী বৎসর সালিহ আয়্যুব যুল-হিজ্জা ৬৪২/মে ১২৪৫ সনে দামিশক অবরোধ করেন, ছয় মাস পরে শহরটির পতন হয় এবং ইসমাঈল ক্ষতিপূরণস্বরূপ বালাবাক লাভ করেন। খাওয়ারিয়মীরা সালিহ আয়্যুবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ৬৪৪/১৬৪৬ সনে ইসমাঈলের পক্ষে নিজেদের সাহায্যের প্রস্তাব করে যাহাতে ইসমাঈল দামিশক পুনর্দখল করিতে পারেন। সালিহ আয়্যুবের বেতনভুক্ত ইব্রাহীম ইবন শীরক্ব ও আলেক্সোর নাসির যুসুফ এক বিরাট বাহিনীসহ দক্ষিণাভিমুখে রওয়ানা হন। খাওয়ারিয়মীরা দামিশক অবরোধ তুলিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসে। তাহারা ৮ মুহররাম, ৬৪৪/২৬ মে, ১২৪৬ সনে হিমসের হ্রদের নিকট পরাজয় বরণ করে। ইব্রাহীম দামিশক-পৌছেন এবং শহরের পশ্চিমে নাইরাবে তাঁর ফেলেন। এখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১২ সাফার, ৬৪৪/২৮ জুন, ১২৪৬ সনে ইনতিকাল করেন। হিমসে তাঁহার পিতার কবরের পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পুত্র আবুল-ফাত্বহ মুসা আল-মালিকুল-আশ-ফ মুজাফফারদ-দাওলা উপাধি ধারণ করিয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং সালিহ আয়্যুবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু শামা, তারাজিম রিজাল, সম্পা. কাওছারী, ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১৭৮; (২) E. Blochet, Hist. d Alep de Kamal ad-din, 213-26; (৩) আল-মাকীন ইবনুল-আমীদ, Chronique des Ayyoubides, সম্পা. cl. Cahen, in

BEO, xv (1955-7), 109-84; (৪) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৫খ, ২২৯; (৫) ইবন খাল্লিকান, অনু. de Slane, ১খ, ৬২৭-৮; (৬) ইবন কাছীর, বিদায়া, ১৩খ, ১৫৪-৭২; (৭) R. grousset, Hist. des Croisades, iii, 416, 419; (৮) Cl. Cahen, syrie du Nord, 648-9; (৯) S. Runciman, Hist. of the Crusades, iii, 223, 225-6, 228; (১০) K. Setton সম্পা., A. History of the Crusades, ii, 561-4, 708-10.

N. Elisseeff (E.I.²)/মনজুর আহসান

ইব্রাহীম ইবন সায়াবা (ابراهيم بن سيابة) : দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধের একজন সাধারণ কবি ছিলেন, যিনি আনু. ১৯৩/৮০৯ সনে ইনতিকাল করেন। অখ্যাত বংশ পরিচিতি ও আব্বাসীদের একজন মাওলা এই ব্যক্তি ইবনুল-মু'তায়্য-এর মতে আল-মাহ্দীর দফতর-সচিব ছিলেন। কিন্তু জান্দাকা সন্দেহে তিনি পদচ্যুত হন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার সময়কার অনেকের মত তিনি চন্দ্রছাড়া জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কিত কিংবদন্তী অনুসারে তাহার মধ্যে বুদ্ধির অভাব ছিল না। ইবনুল-মু'তায়্য তাঁহাকে একজন স্বভাব কবি (মাতবু') বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অপরদিকে আগানীর লেখকের মত ভিন্নতর। তাঁহার মতে তিনি যেসব কবিতা লিখিয়াছিলেন ইহার গুরুত্ব সামান্যই। ইব্রাহীম আল-মাওসিলী ও তাঁহার পুত্র ইসহাক তাঁহার প্রতি বদ্ধত্বের কারণে এইসব কবিতায় সুর সংযোজন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি কিছু পরিমাণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি সমাজের উপর তলার লোকজনদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। মাহ্-য়া ইবন খালিদ আল-বারমাকীর উদ্দেশে (ইহা পরিষ্কার নহে যে, কী পরিস্থিতিতে) তিনি একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আল-জাহিজ-এর (বায়ান, ৩খ, ২১৫) মতে বাগদাদের অধিবাসীরা তখন ইহা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান ও বুখাশা, indexes; (২) জাহশিয়ারী, ২০৩ (অসঙ্গতভাবে ইব্রাহীম ইবন শাবাবা); (৩) ইবন কুতায়বা, উয়ুনুল-আখবার, ১খ, ২৯৩; (৪) ইবনুল মু'তায়্য, তা'বাকাত, ৩৬-৭; (৫) আগানী, ১০খ, ৫-৮ (Beirut ed., xii, 80-4)।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.²)/মনজুর আহসান

ইব্রাহীম ইবন সুলায়মান (ابراهيم بن سليمان) : আর-রুমী আল-কুনাবী, ৮ম/১৪শ শতকের এশিয়া মাইনরের কিরমান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর এবং সালজুক শাসনামলের রাজধানী কূনিয়ার একজন প্রখ্যাত 'আলিম, মুফাসসির, নীতিবিশারদ ও ব্যাকরণবিদ। তাঁহার উপাধি ছিল রাতিয়াদীন। খ্যাতনামা 'আলিমদের নিকট বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বিশেষভাবে 'আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র ও ন্যায়াশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং এইজন্য তাঁহার নামের সহিত আল-মানতিকী (ন্যায়াশাস্ত্রবিদ) ও আন-মাহ্বী (ব্যাকরণবিদ) শব্দদ্বয় সংযোজিত হয়। শিক্ষাকাল সমাপ্তির পর তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার বহু ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। তিনি সাতবার হজ্জ পালন করেন।

শায়খ ইবরাহীমের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রচিত আল-জামিউল কাবীর গ্রন্থের ছয় খণ্ডে বিভক্ত ভাষ্য শারহুল-জামিইল-কাবীর। তিনি শারহুল মানজুমা নামক পুস্তকটি ৭৩২/১৩৩১ সালে রচনা করেন। এই পুস্তকটির রচনাকাল হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ম/১৪শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মোল্লা আলী আল-কারী বলেন, শায়খ ইবরাহীম একজন বিজ্ঞ আলিম, ব্যাকরণবিদ ও তাফসীরকার ছিলেন এবং স্বভাব-চরিত্রে তিনি ছিলেন বিনয়ী ও সদাচারী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মোল্লা 'আলী আল-কারী, আল-আছ'মারুল জানিয়া ফী তাবাক'তি'ল-হানাফিয়া, নির্ঘণ্ট; (২) আল্লামা আব্দুল-হাসানাত মুহাম্মাদ আবদুল-হায়্য আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়া ফী তাবাক'তি'ল-হানাফিয়া, আস সা'আদা, প্রেস, ১ম সং, কায়রো, ১৩২৪ হি., পৃ. ৯।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইবরাহীম ইবন হিলাল (দ্র. আস-সাবি)

ইবরাহীম ইবনুল-আশতার (ابراهيم بن الاشتر) : মালিক ইবনুল-হারিছ আন-নাখাঈ নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র (দ্র. আল-আশতার) একজন সিপাহী, যিনি 'আলী (রা)-পক্ষিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইতঃপূর্বে তিনি সিমফীন (দ্র.)-এ 'আলী (রা)-র পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল-মুখতার ইবন আবী উবায়দ (দ্র.)-এর পক্ষ সমর্থনই তাঁহার ঐতিহাসিক গুরুত্বের ভিত্তি। বস্তুত মনে হয়, এই আন্দোলনকারীর সহিত যোগদানের পূর্বে তিনি ইতস্তত করিয়াছিলেন। স্বয়ং কাহিনীকারগণ মনে করেন যে, আল-মুখতারকে 'আলী (রা)-র পুত্রের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতিদানে সম্মতির পূর্বে মুহাম্মাদ ইবনুল-হানাফিয়া কর্তৃক ইবরাহীমের নিকট লিখিত বলিয়া একখানি চিঠি জাল করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন আল-মুখতার। ইবনুল আশতার [যাহার নাম বিখ্যাত খাশাবিয়া (দ্র.) দলের সহিত উল্লেখ করা হয়, হুসায়নিয়া দলের সহিত নহে, যাহা হুসায়ন ইবন 'আলী (রা) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তাঁহাদের আবেদন হইতে অনুমিত] খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন উমায়্যা বাহিনীর উপর পরাজয়ের আঘাত হানিয়া এবং এইজন্য যে, ১০ মুহ'ররাম, ৬৭/৬ আগস্ট, ৬৮৬ তারিখে আল-মাদাইন-এর নিকটস্থ আল জাযির-এর যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ (দ্র.) ও আরও কয়েকজন প্রধান প্রতিপক্ষকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করেন। নিহতদের মস্তকগুলি আল-মুখতার-এর কাছে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সেইগুলি 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়র-এর নিকট পাঠাইয়া দেন।

১৪ রামাদান, ৬৭/৩ এপ্রিল, ৬৮৭ মুস'আব ইবনু'য-যুবায়র-এর বাহিনী কর্তৃক কৃষ্ণ অবরোধকালে অবরুদ্ধদের প্রতিআক্রমণে আল-মুখতারের মৃত্যু হইলে এবং ইবনুল-আশতার-এর অবর্তমানে যুবায়রী দল এই সাহসী সেনাপতির সাহায্য লাভ করে (ইবনুল আশতার তাঁহার নেতা কর্তৃক আল-মাওসিল-এ প্রেরিত হইয়াছিল)। 'আবদুল-মালিক ইবন মারওয়ান তাঁহার শত্রুগণের নিকট হইতে ইবরাহীমকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি তাহাদের অনুগত রহিলেন। মুস'আব-এর সেনাদলে যুদ্ধ করিবার সময় তিনি জুমা-১, ৭২/অক্টোবর ৬৯১ তারিখে দায়রুল-জাছলীক (দ্র.) নামক যুদ্ধের প্রাক্কালে নিহত হন। আল-মাসউদী, ইবরাহীম-এর অন্তিম

মুহূর্তগুলির একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ শত্রুদের নিকট প্রেরিত হইলে পর উহাকে আগ্নেয় করা হয়।

ইবরাহীম ইবনুল-আশতারকে কখনও কখনও আবু ইমরান ইবরাহীম ইবন য়াযীদ ইবন কায়স আন-নাখাঈ নামক কৃষ্ণের একজন ফাকীহ ও মুহাদ্দিস্ ৯৫০-৬৫/৬৭৯-৭১৫) বলিয়া ভুল করা হয় (দ্র. ইবন হাজার, তাহবীব)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) ইবনুল-আছীর, Sub annis, পৃ. ৬৭, ৭২; (৩) বালায়ুরী, আনসাব, নির্ঘণ্ট; (৪) মাসউদী, মুরুজ, ৫খ., ২২২, ২২৩, ২২৪-৫, ২৪২-৬; (৫) ইবনুল-কালবী-Caskel, দ্র. জামহার, tab. 264 and register; (৬) আগ'নী, বৈরুত সং, ১৭খ., পৃ. ২৫২; (৭) দাইরাতুল মাআরিফ, ২খ., ১২২-৩।

সম্পাদনা পরিষদ E.I.2/ মুহাম্মদ রুহুল আমীন

ইবরাহীম ইবনুল ওয়ালীদ (ابراهيم بن الوليد) : ইবন

'আবদিল-মালিক আবু ইসহ'াক, খলীফা ১ম আল-ওয়ালীদ (দ্র.)-এর এক ক্রীতদাসীর পুত্র (আল-য়া'কুবীর গ্রন্থে তাঁহার নাম সুআর ও আল-মাসউদীতে দায়রা)। তাঁহার ভাই ২য় য়াযীদ (দ্র.) খিলাফাত লাভের (২০ জুমালাদ উখরা, ১২৬/৯ এপ্রিল, ৭৪৪) তিন দিন পর তাঁহাকে ওয়ালিয়ুল-আহদ পদে নিযুক্ত করেন। আত-তা'বারীর মতে কাদারিয়া (দ্র.)-দের জিদের দরুন এই নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহার সিংহাসনের জন্য এমন একজন উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিল, যিনি তাহাদের সাহায্যকারী হইবেন। ২য় য়াযীদ উরদুন জেলায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলে ইবরাহীমকে উহার আমীর (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। কেবল আল-য়া'কুবীর বিবৃতি মতে ইবরাহীম কর্তৃক বিষ প্রয়োগে য়াযীদের মৃত্যু হয় বলিয়া মনে করা হয়। য়াযীদের ইনতিকালের (৭ কিংবা ১৯ যুল-হিজ্জা, ১২৬/২০ সেপ্টেম্বর বা ২ অক্টোবর, ৭৪৪) পর ইবরাহীমের খিলাফাত কেবল সিরিয়ার দক্ষিণাংশ মানিয়া লয়। উত্তরাংশে হিমস-এর অধিবাসিগণ তাঁহার মামাতো ভাই 'আবদুল-আযীয ইবনুল-হাজ্জাজ (দ্র.)-কে, যাহাকে ইবরাহীম সেখানকার আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেখানে প্রবেশে বাধা দিলে তিনি শহরটি অবরোধ করিতে বাধ্য হন।

ইতিপূর্বে ২য় আল-ওয়ালীদের ইনতিকাল হইলে আর্মেনিয়া ও আয়ারবায়জানের শাসনকর্তা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ (দ্র.) সসৈন্যে জায়ীরায় গিয়া গোপনে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দের আনুগত্য গ্রহণ করেন। আল-ওয়ালীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে তিনি য়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে নূতন খলীফার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির ফলে আর্মেনিয়া ও আয়ারবায়জান ছাড়াও তিনি জায়ীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। চুক্তি সম্পাদনের পর মারওয়ান আর্মেনিয়ায় সসৈন্য প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় য়াযীদের ইনতিকাল ও ইবরাহীমের সিংহাসন লাভ তাঁহাকে সমরাভিযান পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি নূতন খলীফাকে সিংহানচ্যুত করিবার জন্য জায়ীরা ও আর্মেনিয়ার সৈন্যবাহিনী লইয়া সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ইবরাহীমের দুই ভাই বিশর (দ্র.) ও মাসরুরকে হালাব (ইবনুল-আছীর-এর মতে কিনাসরীন)-এর রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। ইহার পর তিনি 'আবদুল আযীয ইবনুল-হাজ্জাজ কর্তৃক আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহার করেন (অথবা কোন কোন সূত্রে জানা যায়, শেফোক্ ব্যক্তি আগেই শহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সেখান হইতে

বিভাঙিত করেন)। ঐ সময়ে 'আবদুল আযীয পলাইয়া দামিশকে পৌঁছিলে সেখানকার বাসিন্দাগণ তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ৮০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া মারওয়ান দামিশকের দিকে অগ্রসর হইলে ইব্রাহীম তাহার চাচাতো ভাই সুলায়মান ইবন হিশাম ইবন 'আবদির-মালিকের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ফলে দামিশকে'র নিকটবর্তী আয়নুল-জারর নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে সেনাদলটি দারুণভাবে পর্যুত হয় এবং (সাফার ১২৭/১৮ নভেম্বর ৭৪৪) উহার সেনাপতি দামিশকে পলায়ন করেন। এই পরিস্থিতিতে দামিশকে'র আমীরগণ ২য় আল-ওয়ালীদের দুই বন্দী পুত্র আল-হাকাম ও 'উছমানকে হত্যার সঙ্কল্প করে। কেননা মারওয়ান আয়নুল-জারর-এর যুদ্ধের পূর্বে ২য় আল-ওয়ালীদের পুত্ররূপে খিলাফাতে তাঁহাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে রায়ী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, উহাদের একজন খলীফা হইলে তিনি তাহার পিতার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এইভাবে সিংহাসনের দাবিদারদের ইনতিকাল হইলে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। তখন হইতে মারওয়ান তাঁহার নিজের দাবি পেশ করার সুযোগ পান। তিনি দামিশকে' পৌঁছিলে তথাকার অধিবাসিগণ অবিলম্বে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। মারওয়ান যখন দামিশকে প্রবেশ করেন তখন ইব্রাহীম কিরূপ আচরণ করেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আল-য়াকুবী বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দামিশকে'ই মারওয়ানকে নতুন খলীফারূপে স্বীকৃতি দেন। ৯১৫ সাফার, ১২৭/২৬ নভেম্বর, ৭৪৪)। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে তিনি সুলায়মান ইবন হিশামের সহিত তাদমুর (Palonyra) নামক স্থানে পলায়ন করেন।

অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তিনি নিজের উদ্যোগে মারওয়ানের নিকট হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ইহাতে (আল-মাখলু) বলিয়া তাঁহার ডাকনাম রটিয়া যায়। যাহা হউক, তখন হইতে ইব্রাহীম ২য় মারওয়ানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে থাকেন। তিনি খলীফার অন্যতম পারিষদ হওয়াতে সকলের নিকট হইতে সম্মানজনক ব্যবহার পাইতে থাকেন। যাব (দ্র.)-এর যুদ্ধে তাঁহার ইনতিকালের দিনটি (১১ জুমাদাল-উথ্বা, ১৩২/২৫ জানুয়ারী, ৭৫০) ইতিহাসে উমায়্যা আমলের সমাপ্তি দিবস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। কথিত আছে, যে সকল-পলাতক লোকজন নদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহের মধ্যে তাঁহার লাশ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অন্য ধরনের বিবরণও রহিয়াছে। ইবনুল-আছীরের মতে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী (দ্র.) কর্তৃক সিরিয়ায় নিহত হন। আল-মাসউদীর মতে মারওয়ান দামিশকে' অধিকার করিয়া ইব্রাহীমকে সেখান হইতে বিভাঙিত করেন এবং যাব-এর যুদ্ধের পূর্বে তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন এবং তাঁহার মৃতদেহ শূলে বিদ্ধ করেন। আদ-দীনায়ারী বলেন যে, মারওয়ান দামিশকে' প্রবেশের দিনেই তাঁহাকে হত্যা করেন।

স্পষ্টতই মনে হয়, তিনি সর্বসম্মতভাবে সিংহাসনে আসীন না হওয়ার কারণে আল-মাসউদী তাঁহাকে উমায়্যা খলীফাদের তালিকাভুক্ত করেন নাই। বস্তুত খলীফা আল-ওয়ালীদের ইনতিকালের পর যখন সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন ইব্রাহীম যে কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নাই তাহা অবশ্য সত্য। তাঁহার খলীফা হওয়ার পূর্বকার ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রগুলি একেবারে কিছুই উল্লেখ করে নাই এবং তাহারা তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনকালে তাঁহাকে কোনই গুরুত্ব দেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাবারী, ২খ, ৮৩৯, ১২৭০, ১৮৩৪, ১৮৬৯, ১৮৭৫, ১৮৭৬, ১৮৭৭, ১৮৯০, ১৮৯২, ১৮৯৩, ৩খ, ৪১ ও সূচী; (২) যাকুবী, ২খ, ৩৪৯, ৪০২, ৪০৩; (৩) দীনায়ারী, আল-আখবারুত-তিওয়াল, সম্পা. Guirgass, পৃ. ৩৫০; (৪) মাসউদী, মুরূজ, ৬খ, ১৯, ৩২, ৫০; ৭৩, ৭৪, ৩৫২, ৯খ, ৪৩; (৫) ইবনুল আছীর, ৫খ, ২২৩, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৩-৬, ৩২২ ও সূচী; (৬) ইবন কাছীর, বিদায়ী, ১০খ, ১৩, ২১-৩, ৪৩; (৭) G. Weil. Gesch d. Chalifen, ১খ, ৬৭৮-৮৫; (৮) J. Wellhausen, Das arabische Reich, ইং. অনু. The Arab kingdom and its fall. কলিকাতা ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮৪। অন্যান্য সূত্রের জন্য দ্র. (৯) L. Caetani, Chronographia. ৫খ, ১৫৯৯।

V. Cremonesi (E.I. 2)/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্রাহীম ইবনুল-মাহ্দী (ابراهيم بن المهدي) : তিনি ছিলেন একজন 'আব্বাসী শাহযাদা। ১৬২/জুলাই ৭৭৯ সনের শেষদিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং রামাদান ২২৪/জুলাই ৮৩৯ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি খলীফা আল-মাহ্দী (দ্র.) ও তাঁহার দায়লামী বংশোদ্ভূত শিকলা নামক ক্রীতদাসীর পুত্র। খলীফা আল-মামুন (দ্র.) মারবে অবস্থান করিয়া যখন 'আলী আর-রিদাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তখন তিনি বাগদাদে ছিলেন। বাগদাদের অধিবাসী ও 'আব্বাসী অভিজাতগণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কেননা ইহা 'আব্বাসী প্রথম খলীফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনসম্মত নিয়ম-নীতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়। অতঃপর আল-মামুনের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাঁহার স্থলে তাঁহার চাচা ইব্রাহীমকে খলীফারূপে ঘোষণা করা হয়। তিনি শাসনকালীন আল-মুবারাক নাম ধারণ করেন। ৫ মুহাররাম, ২০২/২৪ জুলাই, ৮১৭ সনে বৃহৎ মসজিদে সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইব্রাহীম-এর শাসনকাল ছিল স্বল্পকালীন। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথমত বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। মামুনের সম্মতি অনুসারে তাঁহার সেনাপতিদ্বয় সাদ্দ ইবন সাজ্জর ও 'ঈসা ইবন মুহাম্মাদ ওয়াসিত-এর নিকটে ২৬ রাজাব, ২০২/৭ ফেব্রুয়ারী, ৮১৮ সনে ইরাকের গভর্নর আল-হা'সান ইবন সাহল (দ্র.) কর্তৃক প্রস্তুত হন। তাহাদের পরাজয়ের পর 'ঈসা প্রকাশ্যে আল-মামুনের পক্ষ অবলম্বন করেন। সেই সময়ে অন্যান্য নেতা গোপনে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য কাজ করিয়াছিলেন। আল-মামুনের বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ইব্রাহীম তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করেন। খলীফার নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পূর্বে তিনি যুলহিজ্জা ২০৩/জুন ৮১৯ সনে পদত্যাগ করেন। খলীফা ১৪ সাফার, ২০৪/১১ আগস্ট, ৮১৯ সনে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। ইব্রাহীম কয়েক বৎসর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ২১০/৮২৫-৬ সালে কোন এক সময়ে তাঁহার নির্জন আবাস ফাঁস হইয়া যায়। তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং সম্ভবত পরবর্তী কালে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

ইব্রাহীম ইবনুল-মাহ্দীকে ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিকতায় জড়িত করা হইয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পাদনে যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না। তিনি একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, সঙ্গীত ও গান রচনার খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের দরায় ও কৃপায় তিনি ২১০/৮২৫-৬ সন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বাগদাদে এবং অতঃপর সামাররাতে একজন কবি-গায়কের জীবন যাপন করেন এবং অতঃপর তিনি খলীফার দরবারে একজন সরকারী স্তাবকের ভূমিকা পালন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Barbier de Meynard, Ibrahim fils de Mehdi, Paris 1869 (offprint from JA); (২) D. Sourdel, Le vizirat abbaside, নির্ঘণ্ট; (৩) তাবারী, ৩খ, নির্ঘণ্ট; (৪) য়া'কুবী, নির্ঘণ্ট; (৫) ইবন তায়ফুর, কিতাব বাগ'দাদ, নির্ঘণ্ট; (৬) মাস'উদী, মুরুজ, নির্ঘণ্ট; (৭) আগানী, তালিকাসমূহ; (৮) ইবনুল-আছীর, ৬খ., নির্ঘণ্ট; (৯) ইবন তাগরীবিব্বদী, ১খ., ৫৭৮ প.; (১০) ইবন খাল্লিকান, নং ৮; (১১) ইবন খাল্লিকান-de Slane, i, 16 ff.

D. Sourdel (E.I.2)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম ইবনুল-মুদাঈবির (দ্র. ইবনুল-মুদাঈবির)

ইব্রাহীম ইবনুস-সিন্দী (ابراهيم بن السندی) : ইবন শাহাক, 'আব্বাসী বংশের মিত্র (مولى)। ইনি বিশেষ দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁহার বিশদ জীবনী সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি বড় একটা জানা যায় নাই। তাঁহার পিতা আস-সিন্দী ইবন শাহাক-এর সম্পর্কেও একই ব্যাপার। সম্ভবত তিনি সিন্ধুদেশ হইতে আনীত ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরবর্তী কালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সিরিয়ায় ক'দী (ইবন কুতায়বা, 'উয়ুন, ১খ., ৭০) ও শাসনকর্তা (والى) ছিলেন (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ৫খ., ৩৯৩)। তবে খলীফা হারুন'র-রাশীদে প্রতি বিশেষ আনুগত্যের দায়িত্বসহ পুলিশ অফিসারের ভূমিকা পালনই তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল বলিয়া মনে হয়। খলীফা তাঁহাকে বারামিকা (দ্র.) পরিবার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করেন, এমনকি জা'ফার আল-বারমাকীর প্রাণদণ্ডদেশ কার্যকর হওয়ার পর তিনি সম্ভবত টাঁকশালের ভারপ্রাপ্ত হন (Father Anastase, নুহুদ, কায়রো-বাগদাদ ১৯৩৯ খু., পৃ. ৪৮, ৪৯, ৫৭)। সঠিকভাবে বলিতে গেলে তিনি পুলিশ প্রধান ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, বরং খলীফা হারুন'র-রাশীদ ও খলীফা আল-আমীনের আমলে সাহিব'শ-গুরতা (صاحب الشرطة)-এর অধীনে কর্মচারীরূপে তিনি বাগদাদের একটা এলাকায় দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি ঐ দুই খলীফার বিশুদ্ধ উপদেষ্টা ছিলেন। কবি কুশাজিম মাহ'মুদ ইবনুল-হুসায়ন ইবনিস-সিন্দী (মু. ৩৩০/৯৪১-২) ছিলেন তাঁহার পৌত্র (ফিহরিস্ত, কায়রো, পৃ. ২৪০; M. Canard, সায়াফুদ্দাওলা, পৃ. ২৯১)। আস-সিন্দী সম্পর্কে আরও দ্র. জাহিজ, Couronne, পৃ. ৪০; জাহশিয়ারী, উমারা', পৃ. ২৩৬-৭; তাবারী, ৩খ, ২৮১ প.; জাহিজ, হায়াওয়ান, ৪খ., ৪২৩, ৪২৫, ৫খ., ৩৩৯, ৩৯৩; ফাখরী, পৃ. ১৪৫; মাস'উদী, তানবীহ, সম্পা. সারী, পৃ. ৩০২; ঐ লেখক, মুরুজ, নির্ঘণ্ট; ইবন খাল্লিকান, ১খ., ১৩৫, ১৭৩; ইবন বাবুয়া, ইছবাতুল'ল-গায়বা, সম্পা. Moller, পৃ. ৩৭; D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

তাঁহার বন্ধু আল-জাহিজ কয়েকটি গ্রন্থে ইব্রাহীম আস-সিন্দীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সুপরিচিত। জাহিজ তাঁহাকে "এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, বাগী, কুলজীবীদ, ফাকীহ, বৈয়াকরণ ও ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, কবিতার প্রচারক (راوى) ও কবি, জ্যোতিষী ও চিকিৎসক" হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন (বায়ান, ১খ, ৩৩৫)। আল-জাহিজ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কালামা-বিদদের (متكلمون) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; তবে তিনি তাঁহার বংশবৃত্তান্ত ও রিজালু'দ-দা'ওয়া (সম্ভবত রাজনীতির প্রচারকগণ) সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থের অন্য এক অংশ (রাসা'ইল, সম্পা. হারুন, পৃ.

৭৭) তিনি বলিয়াছেন, ইব্রাহীম "তাঁহার মনিবগণকে সমর্থন করিতেন, তাঁহাদের সুখ্যাতির দাবীপ্রচার করিতেন (مُؤيد), তাঁহাদেরকে মানিয়া চলিবার জন্য জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেন, জনগণকে তাঁহাদের মানাকিব (সদৃশগণবলী) শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে" এবং তাঁহার বাকপটুতার জন্য মনিবদের কাছে তিনি "দশ হাজার উনুজ তরবারি অপেক্ষা বেশী কার্যকর ছিলেন"। আল-জাহিজ-এর মতে ইব্রাহীম-এর ভাই নাসুর (বায়ান, ১খ, ৩৩৫) ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় হাদীছসমূহ বিশুদ্ধতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাঁহার (ইব্রাহীম-এর) বর্ণনাসমূহ কুরায়শ ও 'আব্বাসীদের ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই গুলিতে এমন সব তথ্য রহিয়াছে যেইগুলির সহিত হায়ছাম ইবন 'আদী (দ্র.) ও ইবনুল-কালবী (দ্র.)-র গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত তথ্যসমূহের কোন মিল নাই, কিন্তু এগুলি অলঙ্কৃত (مصور) ছিল না। ৩য়/৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যেই ধরনের রাজনৈতিক প্রচারকার্য চলিত, সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়া খুবই দরকার। জাহিজ-এর তথ্যাদির অতিরিক্ত শুধু জানা যায় যে, ইব্রাহীম কুফায় একটি প্রশাসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন (ইবন কুতায়বা, 'উয়ুন, ৩খ., ১২১; আছ-ছা'আলিবী, হিমার, পৃ. ৩৫৫)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহের অতিরিক্তঃ (১) জাহিজ, বুখালা', সম্পা. হাজিরী, পৃ. ১৯, ২৬৫; (২) ঐ লেখক, বায়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৪) ঐ লেখক, মুখতার, বার্লিন ৫০৩২ দ্র. Oriens, ৭/১খ (১৯৫৪ খু.), পৃ. ৮৬; (৫) ইবন 'আব্দ রাক্বিহ, 'ইক্দ্, ১৯৪০ খু. সং, ১খ., ১৭৯, ২খ., ১৫, ২৮, ২৯, ২৭৯; (৬) মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৭৩৭; (৭) বায়হাকী, মাহাসিন, পৃ. ১৭৮; (৮) ইবন কুতায়বা, 'উয়ুনুল-আখবার, ২খ, ১২১ প.; (৯) এফ. বৃস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, ২খ., ১৩০।

Ch. Pellat (E.I.2/মুহম্মদ ইলহি বখশ

ইব্রাহীম আল-ইমাম (দ্র. ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ)

ইব্রাহীম কাজী (قاضى ابراهيم على) : মূল নাম ইব্রাহীম আলী, নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসাবে কাজী খেতাব যুক্ত হইয়াছে। মনে করা হয়, ১৯০৮ খু. সময় তৎকালীন সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বিয়ানী বাজার থানার বড়দেশ নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শিশু ইব্রাহীমের বয়স যখন পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর তখন তিনি পিতৃহারা হন। ফলে তিনি তাঁহার চাচাদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। অধুনালুপ্ত স্থানীয় বড়দেশ মাদরাসায় তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। ১৯২৮ সনে আসাম মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষায় (ফার্স্ট মাদরাসা একজামিনেশনে) তিনি বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা হইতে তিনি ১৯৩৪ সনে ফাইনাল মাদরাসা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৬ সনে তদানীন্তন অখণ্ড বাংলার মাদরাসা বোর্ডের কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মুমতায়ুল মুহাদ্দিসীন সনদ লাভ করেন। ছাত্র জীবন হইতে তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু ও অধ্যয়নে আন্তরিক। শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি ছিল তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা। শিক্ষকদের প্রতি অনুগত থাকা ছিল তাঁহার ছাত্র জীবনের ব্রত।

মাওলানা আতহার আলী (র) ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী মুংগাদিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্র হিসাবে কিশোরগঞ্জকে বাছিয়া লন এবং

তথায় সপরিবারে চলিয়া যান। এই সময় যুবক ইবরাহীমকে তিনি তথায় আহ্বান জানাইলে তিনিও কিশোরগঞ্জ চলিয়া যান। তাকে হায়বত নগর মাদরাসায় শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়।

মাওলানা সিরাজ উদ্দীন আহমদ 'বিয়ানী বাজার মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করিয়া মাওলানা ইবরাহীমকে নিজ এলাকায় চলিয়া আসিতে তাগিদ দেন। তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে তিনি স্বীয় এলাকায় ফিরিয়া আসিয়া ১৯৪৪ সনে উক্ত মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। কিশোরগঞ্জে অবস্থানকালে কাজী সাহেব মাওলানা আতাহার আলী (র)-এর নিকট আধ্যাত্মিকতার সবক গ্রহণ করেন। কাজী সাহেব ১৯৩৯ সনের রামযান মাসে থানাভবনে থানবী (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং তিনি তাঁহাকে বায়'আত করেন। অতঃপর থানবী (র) তাঁহাকে স্বীয় খলীফা মাওলানা আতাহার আলীর নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। মুরশিদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মাওলানা আতাহার আলী (র)-এর দরবারে ফিরিয়া আসেন। তদানীন্তন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ছিল নিখিল ভারতীয় 'আলিমদের একমাত্র সংগঠন। অখণ্ড ভারতের প্রাশ্বে তৎকালে উলামায়ে কিরাম দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলে থানবী (র)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পাণ্ডা জমিয়ত গঠিত হয়, যাহার নামকরণ করা হয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। মাওলানা আতাহার আলী হন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম আসাম প্রাদেশিক শাখার সভাপতি। তদানীন্তন সিলেট ও কাছাড় জেলাদ্বয়ে এই সংগঠনের শাখা গঠনের দায়িত্ব আরোপিত হয় কাজী ইবরাহীমের উপর।

সিলেটের গণভোট প্রশ্বে কাযী ইবরাহীম আলীর অবদান ইতিহাসে অম্লান থাকিবে। অবশ্য এই আন্দোলনের তিনি একটি মাত্র অংশ ছিলেন। সার্বিক আন্দোলনে তদানীন্তন পাকিস্তানের জাতীয় নেতা ও ছাত্র নেতারা পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে সিলেটে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিলেটের জনগণ পাকিস্তানের পক্ষে গণভোটে রায় দেন।

গণভোট শেষ হইলে মাওলানা আতাহার 'আলীর আমন্ত্রণে ১৯৪৮ সালে কাযী সাহেব পুনরায় কিশোরগঞ্জ চলিয়া যান। জামি'আ ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ মাদরাসার মুফতী পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। অত্যন্ত সুনামের সহিত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও বিয়ানী বাজারের জনগণ তাঁহাকে নিজ এলাকায় ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিতে থাকেন। তিনি এক বৎসর পরই ১৯৪৯ সনে আবার বিয়ানীবাজার ফিরিয়া আসেন। ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল ছিল নেজামে ইসলাম পার্টি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এই জয়লাভের পিছনে কাযী ইবরাহীম আলীর যথেষ্ট অবদান ছিল।

কাযী ইবরাহীম 'আলী ছিলেন একজন নীতিবান ব্যক্তি। অন্যায়ের সহিত তিনি কোন সময় আপোস করেন নাই। দীন ইসলামের বিপরীতে তিনি কোন দিন পার্থিব সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেন নাই। ১৯৬১ সনে ফিল্ড মার্শাল আয়্যুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন নামে একটি আইন জারী করিলে, তিনি কাযী পদ হইতে ইস্তফা দেন।

হযরত শাহজালাল (র)-এর কবরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার দরগাহে যে সকল বিদ'আত হয় উহার বিরুদ্ধেও কাযী সাহেব অভিযান চালাইয়াছিলেন। কিন্তু কায়মী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় থাকায় যেমনিভাবে এই অপকর্ম গোটা দেশ হইতে উৎখাত করা যায় নাই তেমনিভাবে সিলেট হইতেও উহা উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নাই। তবে এই কথা নির্দিষ্ট বলা চলে

যে শাহজালাল (র)-এর দরগাহে উহা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য ওয়ালীগণের কবরকে কেন্দ্র করিয়া যাহা হইতেছে সেই তুলনায় সিলেটে উহা খুবই কম।

১৯৬১ সনে বাংলাদেশের বিশেষত সিলেট অঞ্চলের সর্বস্তরের 'উলামায়ে কিরামকে লইয়া ঐতিহাসিক শাহী ঈদগাহ ময়দানে সাত দিনব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মৌলিক ইস্যুতে 'আলিমগণকে কাছাকাছি আনা। এই সেমিনারের মূল উদ্যোক্তা যদিও মরহুম মাওলানা শামচুল হক ফরিদপুরী (র) ছিলেন, কিন্তু উহার নেপথ্যে ছিলেন কাযী ইবরাহীম 'আলী। 'আলিম সমাজের মাঝে একেবারে প্রয়োজনীয়তার উপর কাযী সাহেব দুইটি অধিবেশনে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁহার অভিমত ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ইসলাম-প্রতিষ্ঠায় দাবিতে 'উলামায়ে কিরামের এক্ষেত্র কেবল অপরিহার্যই নয়, বরং তাহা ফরযে আইন। তাঁহার এই বক্তব্যে উপস্থিত জনতা অভিভূত হইয়া উহার সহিত একমত পোষণ করেন।

মাওলানা আতাহার 'আলীর ইনতিকালের পর তিনি হাফেজ্জী হুজুরের সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৮০ সনে হাফেজ্জী হুজুর তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করেন। এত উচ্চ পর্যায়ের একজন আধ্যাত্মিক নেতার খিলাফত লাভ করিলেও তিনি উহা গোপন রাখিতেন। অবশ্য উহা পরবর্তীতে আর গোপন থাকে নাই।

অধ্যয়ন ছিল তাঁহার নিত্য দিনের অপরিহার্য অংশ। কিতাব সংগ্রহ ছিল তাঁহার বিরাট সখের কাজ। ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। ফিকহশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থগুলির বিরাট একটি সঞ্চয় ছিল তাঁহার গৃহে।

শিরক বিদ'আতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোসহীন। আমাদের সমাজে শিরক বিদ'আত বিরাট ব্যাধি হিসাবে শিকড় গাঢ়িয়া বসিয়া আছে। অজ্ঞতা এবং একশ্রেণীর লোকের ক্রটি রোজীর ধাক্কার ফলে শিরক ও বিদ'আত সমাজে প্রসার লাভ করে। কাযী সাহেবের পরামর্শ ছিল, কোন আমল বিদ'আত হিসাবে চিহ্নিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে বিরত হইয়া তওবা করা হইল ঈমানের দাবি। কিন্তু বাপদাদার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে ফলে আমরা সেই পথই অনুসরণ করিব বলিয়া এই ব্যাপারে হটকারীর পথ বাছিয়া লওয়া হইল জাহিলী যুগের দাবি। কাযী সাহেবের দালীলিক যুক্তির আয়নায় শিরক-বিদ'আতের ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অজস্র মানুষ বহুদিনের লালিত বিদ'আত ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাযী ইবরাহীম ছিলেন ধীরস্থির ও মিষ্টভাষী, ভাবাবেগ মুক্ত। স্বীয় মতের বিরুদ্ধবাদীগণের সহিতও তাঁহার ব্যবহার ছিল মার্জিত ও রুচিপূর্ণ। প্রতিপক্ষের প্রতি ছিল তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ। তাঁহার জবান হইতে কেহ এতটুকু নিন্দাও শুনে নাই। তাঁহার সমালোচনা ছিল মমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ। পথ চলিতেন ধীর-স্থিরভাবে মন্থর গতিতে। তাহার ওয়াজ ছিল সুবিন্যস্ত ও যুক্তিনির্ভর।

কাযী ইবরাহীম 'আলী কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পর 'আলিম সমাজে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। এই কিতাবটির নাম আল-বিদআতু আলা দাওইল কুরআনি ওয়াস- সুলাহ (البدعة على ضوء القرآن والسنة)। এই কিতাবে তিনি বিদ'আতের স্বরূপ উদঘাটনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাযী সাহেব ছিলেন দুই ছেলে ও ছয় মেয়ের জনক। বার্বক্য জনিত কারণ ছাড়াও কাযী ইবরাহীম ছিলেন গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আর

হাপানী রোগ ছিল পূর্ব হইতেই; ফলে শয্যাশায়ী ছিলেন অনেক দিন। অবশেষে ১৩ শাবান, ১৩১৬ হি./ ২২ পৌষ, ১৩০২ বাংলা / ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৬ সন শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট ১৯৯৬ খ., ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত; (২) আবদুল হাকীম তপাদার, কাজী ইব্রাহীমের ইনতিকাল এক নক্ষত্রের পতন, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি; (৩) মরহুমের সন্তানাদি ও স্থানীয় পরিচিত জনপদের নিকট হইতে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

ফয়সল আহমদ জালালী

ইব্রাহীম (কারী, মুহাম্মাদ) (قاری محمد ابراهيم) : বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কারী, 'আলিম, 'ওয়া'ইজ ও চিশতিয়া তারীকার পীর। জ. নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার ননুয়া গ্রামে, তারিখ অজ্ঞাত। পিতার নাম পানাহ মিয়া। শৈশবে স্থানীয় মাদরাসায় 'আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কিছুদিন কলিকাতা মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি মক্কা মু'আজ্জামার সাওলাতিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন (দ্র. সাওলাতুন-নিসা')। এই মাদরাসার সূত্রসিদ্ধ কারী বারকসুস-এর নিকট তিনি 'ইলম কিরাআত শিক্ষা লাভ করেন এবং সন্ত-কিরাআতের সনদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে একজন বাঙালী মুসলিম ছাত্রের পক্ষে ইহা ছিল অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এই সময়টি ছিল শারীফ হু'সায়নের রাজত্বকাল। ঘটনাক্রমে একদিন বাদশাহ হুসায়ন কারী ইব্রাহীমের কিরাআত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে সাওলাতিয়া মাদরাসার 'ইলম কিরাআতের শিক্ষক নিযুক্ত করার আদেশ দান করেন। দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবত কারী ইব্রাহীম ঐ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ঐ সময় তিনি এক শিক্ষিতা 'আরব কন্যাকে বিবাহ করেন।

আনু. ৩০ বৎসর বয়সে তিনি সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নদীর ভাঙনে তাঁহার গ্রাম বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হওয়ায় লক্ষীপুর থানার (বর্তমান) জিলা মাছিমপুর গ্রামে তিনি জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামগঞ্জ থানার দৌলতপুর গ্রামের নিকটস্থ দশ ঘরিয়া বাজারে এক মাহফিলে তাঁহার মধুর তিরাওয়াত শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ দেবনগর গ্রামের তিতুমিয়া পাল নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহার এক কন্যাকে কারী সাহেবের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বসবাসের জন্য একটি বাড়ীর ব্যবস্থার আশ্বাস দান করেন। 'আরব স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল। বর্ণিত আছে যে, কারী সাহেব আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। কারী সাহেব দৌলতপুর গ্রামে বসবাস শুরু করিলেন। তিনি তথায় মসজিদ, একটি মাদরাসা ও বহিরাগত ছাত্রদের জন্য ছাত্রবাস নির্মাণ করেন। কারী সাহেব মাক্কী, মাদানী, নাজদী ও মিসরী লাহুজায় কিরাআত শিক্ষা দিতেন। অনতিকালের মধ্যে তাঁহার মাদরাসার সুখ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে তাঁহার কিরাআত অভূতপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

অতঃপর রূহানী তা'লীম হাসিল করিবার উদ্দেশে তিনি উত্তর ভারতের গাংগু শহরের প্রসিদ্ধ পীর মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাংগুই (র) দ্র. রাশীদ আহ'মাদ, মু. ১৯০৫ খৃ.-এর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন। কথিত আছে, মাত্র সতর দিনের অক্লান্ত সাধনায় কারী সাহেব তাঁহার মুরশিদের খিলাফাত লাভ করেন।

কারী সাহেবের ১১ পুত্র ও ৭ কন্যা জন্মলাভ করে। দৌলতপুরের ছোট বাড়ীতে স্থান সংকুলান হয় না বলিয়া তিনি এই বাড়ী বিক্রয় করিয়া তদানীন্তন

ত্রিপুরা জেলার উজানী গ্রামে একটি বৃহৎ বাগানবাড়ী ক্রয় করেন। এই বাড়ীতে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন যাহাতে দূর-দূরান্ত হইতে আগত ছাত্রগণ 'ইলম কিরাআত শিক্ষা করে। বাংলাদেশে বর্তমানে যত খ্যাতনামা কারী আছেন তাঁহাদের অধিকাংশ কারী ইব্রাহীমের ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র। ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৪৩ খৃ./১৩৫০ বাং সনের ২৭ ফাল্গুন তিনি উজানীর বাড়ীতে ইনতিকাল করেন।

কারী সাহেবের মুরীদানের মধ্যে বরিশাল জেলার চরমোনাই-এর মরহুম পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (দ্র.)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারীগণের নাম উল্লেখযোগ্যঃ (১) মুহাম্মদ ইস্‌মাঈল, (২) বশীরুল্লাহ, (৩) ইব্রাহীম, (৪) হাবিবুল্লাহ, (৫) আবদুস সুবহান, (৬) হাসান আহমাদ ও (৭) সাখাওয়াতুল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) এম. ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, ২য় সংস্করণ, ফেনী ১৯৮১ খৃ., ১খ., ১৬৬-১৭০; (২) নূরুর রহমান, তায়কিরাতুল-আওলিয়া, ২খ., ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; (৩) সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খান, চরমোনাই মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক ছাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ফাইন আর্ট প্রেস, বরিশাল, পৃ. ২-১৪, ১৬-১৭, ৫১; (৪) সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, হযরত কারী ইব্রাহীম ছাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, চরমোনাই, বরিশাল, দশম সংস্করণ ১৩৯০ বাংলা।

ড. সিরাজুল হক

ইব্রাহীম খাঁ, প্রিন্সিপাল (ابراهيم خان) : (১৮৯৪-১৯৭৮ খৃ.) শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ সাহিত্যিক। জন্ম টাংগাইল জেলার ভূয়াপুরের বিরামদী গ্রামে ১৮৯৪ খৃ। বিরামদী গ্রামের বর্তমান নাম শাহবাজ নগর। ইব্রাহীম খাঁর পিতার নাম শাহবাজ খাঁ, মাতার নাম রতন খানম। ইহার ছিলেন ছয় ভাই ও এক বোন। তন্মধ্যে ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন ষষ্ঠ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন টাংগাইলের বাসাইল উপজেলার বাসিন্দা। শিশু বয়সে ইব্রাহীম খাঁ মাতৃহারা হইলে পিতা ও সৎমার স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত-পালিত হন। তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয় পাশের গ্রাম লোকেরপারা পাঠশালায়। সেই পাঠশালা হইতেই ইব্রাহীম খাঁ নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারী পাস করিয়া ১৯০৬ খৃ. হেমনগর হাই স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি যে বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন সেই বাড়ির পরিবেশ লেখাপড়ার অনুকূল ছিল না। এই কারণে তিনি পরবর্তী বৎসর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পিনাং হাই স্কুলে চলিয়া যান এবং এই স্কুল হইতেই ইব্রাহীম খাঁ ১৯১২ খৃ. এন্ট্রাস পাস করেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ হইতে ১৯১৬ খৃ. আই. এ. পাস করেন। ইচ্ছা ছিল আলীগড়ে লেখাপড়া করিবেন। কিন্তু জনৈক প্রিয় শিক্ষকের পরামর্শে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইতে গিয়া এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা নিয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অপরাধ ছিল তিনি জাতিতে মুসলমান। পরে তিনি কলিকাতার রিপন কলেজ বি. এ. ভর্তি হন। কিন্তু থাকিবার জায়গা না থাকায় তিনি কলিকাতার সেন্ট পল কলেজে চলিয়া আসেন এবং সেই কলেজ হইতেই ১৯১৮ খৃ. ইব্রাহীম খাঁ ইংরেজীতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। এম. এ. পড়ার আশায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পড়াশুনা ইতি টানিতে হয়। পরবর্তী সময়ে ইব্রাহীম খাঁ ১৯১৯ খৃ. প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া এম. এ. পাস করেন এবং ১৯২৩ খৃ. 'ল' ডিগ্রী লাভ করেন।

মানসিকভাবে ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন ঐতিহ্য সচেতন মুসলমান স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা আর মমত্ববোধই ছিল ইব্রাহীম খাঁর প্রতি

কর্মের প্রেরণার উৎস। পিনাং স্কুলে অধ্যয়নকালেই ইব্রাহীম খাঁ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কুবি কায়কোবাদের মত ঐতিহ্য সচেতন মুসলিম মনীষীদের সাহচর্যে আসিবার সুযোগ পান। তৎকালীন পরিবেশ আর পরিস্থিতি ইব্রাহীম খাঁকে আত্মসচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। এই কারণে সরকারী চাকুরীর নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইব্রাহীম খাঁ কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষক হিসাবে, তাহাও বেসরকারী স্কুলে। করটিয়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে যোগ দেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে টাংগাইলের জমিদার মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অনুরোধে। ইব্রাহীম খাঁ শিক্ষাবিস্তার আর সমাজ সেবার প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে নিবেদিত। এই কারণে শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য করটিয়া হাই স্কুলে চারি বৎসর শিক্ষকতার পর ইব্রাহীম খাঁ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জর্জ কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি করটিয়ার জমিদারদের ছোট তরফের জুনিয়ার-উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ওকালতি পেশা তেমন জমিয়া উঠে নাই।

তাই আবার তিনি শিক্ষকতায় ফিরিয়া আসেন। ইব্রাহীম খাঁর প্রামাণ্যে করটিয়ার জমিদার চাঁন মিয়া'র সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় করটিয়া সাদত কলেজ। ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন করটিয়া সাদত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল। তৎকালে সমগ্র বাংলা, বিহার ও আসামে সাদত কলেজ ছিল প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিম পরিচালিত কলেজ। আর ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন প্রথম মুসলিম প্রিন্সিপাল। ইব্রাহীম খাঁ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এই উপমহাদেশের, বিশেষ করিয়া এই বাংলার মুসলিমদের অধঃগতির প্রধান কারণ অশিক্ষা। তাই শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মুসলিমদের বুকে জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার প্রত্যাশা নিয়াই তিনি এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় নামিয়াছিলেন। করটিয়ার মত এক অজ্ঞ পাড়াগায়ে কলেজ স্থাপন করিয়া ইব্রাহীম খাঁ সফল হইয়াছিলেন। সাদত কলেজ বাংলার আলিগড়রূপে খ্যাত হইয়াছিল। তিনি সাদত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন দীর্ঘ বাইশ বৎসর। ১৯২৬ খৃ. হইতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন করটিয়া সাদত কলেজের একজন নিষ্ঠাবান ও আদর্শবান প্রিন্সিপাল। তাই তিনি প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ নামেই সমধিক পরিচিত।

স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল কামনাই ইব্রাহীম খাঁকে রাজনীতি মনস্ক করিয়া তোলে। তাই তিনি শিক্ষকতা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, রায়ত আন্দোলন, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনে ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। ঐতিহ্য সচেতন ইব্রাহীম খাঁ তাহার রাজনৈতিক জীবনেও দেশ, জাতি এবং ধর্মকে অতীষ্ট করিয়াছিলেন। স্বধর্ম আর স্বজাতির কল্যাণ কামনাই ছিল ইব্রাহীম খাঁর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইব্রাহীম খাঁ পূর্ববঙ্গ সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে ছিলেন ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। তখন তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইব্রাহীম খাঁ ১৯৪৬ খৃ. প্রাদেশিক আইন পরিষদে, ১৯৫৩ খৃ. পাকিস্তান গণপরিষদে এবং ১৯৬২ খৃ. এম. এন. এ. নির্বাচিত হন। ইব্রাহীম খাঁ তাহার রাজনৈতিক জীবনেও দেশ, জাতি ও ধর্মকে অতীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর পরিচয় কেবল শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নহে, তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল

সাহিত্যিকও। অবশ্য তাহার সাহিত্য সৃষ্টির পিছনেও স্বধর্ম ও স্বজাতির কল্যাণ চিন্তাই জিন্মাশীল ছিল। তিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহার সব ধরনের লেখাই কেবল শিল্প নয়, এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পানে ধাবিত হইয়াছে এবং তাহা হইল জাতি-ধর্ম-ঐতিহ্যের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা তথা নিপীড়িত মানুষের মঙ্গল ভাবনা। কবিতা রচনা দিয়া শুরু হইয়াছিল ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্যিক জীবন। তবে কথা সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসাবেই ইব্রাহীম খাঁ সাহিত্য জগতে সমধিক পরিচিত। তাহার প্রথম প্রকাশিত লেখা 'মাদ্রাসায় অনাচার' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'মোসলেম হিতৈষী' নামক কাগজে। ইব্রাহীম খাঁ তখন মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাহার ভাষা সহজ-সরল। তিনি সমাজের অতি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে অনাড়ম্বর ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কুলি-চাষা, ধোপা-মেথর, মালি ও নাপিতরাই তাহার বেশীর ভাগ গল্প ও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। প্রকৃত অর্থে গল্প সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্য তাহাই। একজন সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসাবেও ইব্রাহীম খাঁর নাম অগ্রগণ্য। অনেক পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন। ইসলাম বিষয়ক বেশ কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখকও ইব্রাহীম খাঁ। কর্মজীবনে তিনি নানা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন 'ইস্তাখুল যাত্রীর পত্র' ও 'নয়া চীনে এক চক্কর'-এর মত আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাহিনী।

ব্যক্তি জীবনে ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন সদালাপী এবং রসিক প্রকৃতির লোক। তাহার বিভিন্ন লেখায় এই রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পুরাপুরিভাবেই। তাহার উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশিত গ্রন্থঃ উপন্যাস-বৌ-বেগম; নাটক-কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, কাফেলা, ঋণ পরিশোধ। ভ্রমণ কাহিনীঃ ইস্তাখুল যাত্রীর পত্র, পশ্চিম পাকিস্তানের পথেঘাটে, নয়া জগতের পথে, নয়াচীনে এক চক্কর। গল্পঃ লক্ষীছাড়া, সোনার শিকল, গায়ের গোলাব। রসগল্পঃ আলু বোখারা। ইসলাম ধর্ম বিষয়কঃ মহামতি মুহাম্মদ, ইসলাম সোপান, ইসলামের মর্মকথা। শিশু সাহিত্যঃ কবিতা-ক ব, শিয়াল পণ্ডিত ব্যাধু মামা, নীল হরিণ, দাদুর জাফিল, গুলবাগিচা, তুর্কী উপকথা, ছোটদের শাহনামা। নাটিকা (ছোটদের)ঃ জঙ্গা বেগম, নিজাম ডাকাত। জীবন্তিকাঃ নজরুল ইসলাম, গুন্নর ফারুক, বাবর, সালাহ উদ্দীন, আমাদের মহানবী। যুদ্ধ বিষয়কঃ খালেদের সময় স্মৃতি-জঙ্গী জীবন। শিক্ষা ও সমাজ বিষয়কঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা-ভাষণগুচ্ছ (শিক্ষা বিষয়ক)। জীবন স্মৃতিঃ বাতায়ন। ইংরেজী গ্রন্থঃ Anecdotes From Islam, Gleanings in Golden Fields, To My Students, A Peep into our Rebel Poet. এখানে উল্লেখ্য যে, ইব্রাহীম খাঁর Anecdotes from Islam গ্রন্থটি মালায়লাম, উর্দু ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় তর্জমা হইয়াছে। গ্রন্থটি ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলে পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃত।

এই সবার বাহিবেও ইব্রাহীম খাঁর আরো অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ রহিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখা ইব্রাহীম খাঁর একটি পত্র হইতে জানা যায়, তাহার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে ৫০ খানির মত। বিচিন্তা শিরোনামে ৫০টি খাতা আছে, এইগুলির প্রতিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা গড়ে ৩০০। এই খাতাগুলিতে আছে ইব্রাহীম খাঁর লেখা প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ও রচনা। ইব্রাহীম খাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাহার নিজের ও সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি এবং বই-পুস্তক, প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে

দান করিবেন। কিন্তু পারিবারিক জটিলতার কারণে ইব্রাহীম খাঁ তাঁহার অস্তিত্ব ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছেন।

ইব্রাহীম খাঁ ইনতিকালের পূর্বে তাঁহার শেষ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি রচনায় রত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বার্ষিক্যজনিত কারণে ইব্রাহীম খাঁ ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দেওয়ান আবদুল হামিদ, ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্য সাধনা, পৃ. ৫৫; (২) আবদুল লতিফ ভূঁইয়া সম্পা., ইব্রাহীম খাঁ স্বরণে, ইব্রাহীম খাঁ একাডেমী, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল ১৯৮০ খৃ.; (৩) সৈয়দ আবদুস সুলতান, খ্রিষ্টিপাল সাহেব স্বরণে, পৃ. ২৬; (৪) তোফায়েল আহমদ, অন্তরঙ্গ আলোকে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, পৃ. ১৯; (৫) আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, দখিণ হাওয়া, অন্তরঙ্গ আলোকে, পৃ. ৭৯; (৬) মুফাখখারুল ইসলাম, তার প্রভাব, পৃ. ১৩; (৭) আইরিন পারভীন খান, ইব্রাহীম খাঁর কথা, পৃ. ২৬-৩৫; (৮) আ. ফ. ম. খলিলুর রহমান সম্পা., ফাল্লুদী, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, মে ১৯৮৫; (৯) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৯ খৃ., স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ৪খ, ৩১, ১৬৫; (১০) ইব্রাহীম খাঁ, বাতায়ন, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ খৃ.; (১১) হোসেন মাহমুদ, ইব্রাহীম খাঁর লাইফ, কামাল পাশা, ৫ এপ্রিল, ১৯৮৪, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা; (১২) ইসরাহীল খান, ইব্রাহীম খাঁ : কর্ম ও জীবন, দৈনিক সংগ্রাম, ১ মার্চ, ১৯৮৩, ঢাকা।

সাজ্জাদ হোসাইন খান

ইব্রাহীম খান (ابراهيم خان) : ইব্রাহীম খান যাদে বংশের আদি পুরুষ। তিনি দ্বিতীয় সেন্নীম-এর কন্যা ইসমা খান সুলতান (খৃ. ৯৯৩/১৫৮৫)-এর পুত্র, প্রধান উখীর সুকুল্লু মাহ-মুদ পাশা (দ্র.)-র সঙ্গে তাঁহার প্রথম বিবাহ বন্ধনের ফল এই সন্তান। একটি পরবর্তী বৃত্তান্ত অনুযায়ী (হাদীকাতুল-জাওয়ামি', ২খ, ৩৮) শাহযাদীর পুত্রদের জীবিত থাকিতে দেওয়া হইত না সত্ত্বেও এই ভ্রাতৃ ধারণার বশবর্তী হইয়া (দেখুন-দামাদ) তাঁহার জন্মের ব্যাপারটি প্রথমে গোপন করা হয়। তিনি মুহাররাম ১০০৩/সেপ্টেম্বর ১৫৯৪ সালে কাপীজী-রাশী হিসাবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১০১৯/১৬১০ সালে বোসনা-র বেগলের বেগি নিযুক্ত হন, যদিও এইরূপ পদোন্নতি দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর বিধিবদ্ধ আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কেননা শাহযাদীদের পুত্রদের সানজাক বেগির পদের উর্ধ্বে পদোন্নতি সম্ভব ছিল না (ডু. কানুন নামা-ই আল-ই 'উছ'মান, TOEM supp, 1330, p. 29)। তাঁহার পদোন্নতি ও অন্যান্য উচ্চ রাজকীয় পদবীতে বিভূষিত হওয়া সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহা কেবল আল-মায়দান নামক স্থানের সম্পত্তি সুলতানকে প্রদান করারই পুরস্কারবিশেষ, যেইখানে তাঁহার পিতার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল এবং সেই স্থানের প্রয়োজন ছিল প্রথম আহমাদের মসজিদ নির্মাণের জন্য (Barozzi-Berchet, Relazioni, 181)। তিনি ১০৩১/১৬২১-২ সালের পর ইনতিকাল করেন।

তাঁহার বংশধর ইব্রাহীম খান যাদে-ইওরেনোস্‌য়াদে ও তুরখান যাদের ন্যায় সাম্রাজ্যে এক ঐতিহাসিক পরিবার গঠন করেন, যদিও তাঁহারা রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে কখনো অভিষিক্ত হন নাই। জীবনীকারগণ তাঁহার দৌহিত্র 'আলী বেগ-এর নাম বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন (রাশিদ, ২খ, ৩৬১; Hammer-Purgstall, ix, 563, no. 2696; de La

Motraye. Voyages, i, 326)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এই উপকথার জন্ম হয় যে, যদি 'উছমানী রাজবংশের অবসান হয়, তবে ইহার স্থলে ইব্রাহীম খান যাদে বংশ উত্তরাধিকারী হইবে। এই কারণে সুলতানগণ এই বংশের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য ছিলেন (de La Motraye, Voyages, i, 261 f; G. C. von den Driesch, Historische Nachricht..., Nurnberg 1723, 137; D. Cantemir. The History....of the Othman Empire, London 1734, 107; C. W. Ludeke, Beschreibung des Turkischen Reiches..., Leipzig 1771-8, i, 292 il. 63)। আয়ুব শহরতলীর গোস্টেন হর্ন (স্বর্ণশৃঙ্গ) এলাকায় তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ সুকুল্লু মাহ-মুদ পাশা (জেওদেত, তা'রীখ, ৬খ, ১৯৮)-এর ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মুক্তাওয়ালী হিসাবে তিনি কিছুকাল আগে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ছাড়া আরও দ্র. : (১) সিজিগ্ন-ই 'উছমানী, ১খ, ৯৯; (২) C. White, Three years in Constantinople, ii, 307; (৩) M. Tayyib Gokbilgin, art. Ibrahim Han, in IA, ইব্রাহীমের জীবনী ও তাঁহার বংশের অন্য সদস্যদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য অপ্রকাশিত ইতিবৃত্তের তথ্য ও 'উছ'মানী দলীল-পত্রাদির সংরক্ষণাগারের উৎসসমূহ ইহার ভিত্তি।

J. H. Mordtmann(E.I. 2)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম চতুলী (ابراهيم چتولی) : ইব্রাহীম চতুলী (১৮৯৪-১৯৮৪) খৃ. 'আলিম ও রাজনীতিক। জন্ম সিলেট জেলার জেস্তার চতুল পরগনায়। এই কারণে তিনি চতুলী নামে জনপ্রিয়। তাঁহার গ্রামের নাম হারাতৈল। পিতা মুনশী আব্দুল করীম। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। খিলাফত আন্দোলনের সময়ে চরকার চক্কর নামক পুঁথি লিখিয়া আব্দুল করীম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার নিজ পুত্র ইব্রাহীম চতুলীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, জন যাদু ইব্রাহীম, বলিছে আব্দুল করিম

বাবা যারে ডাকিছ সদয়,

বাছা, থাক জেলখানায়।

জেলের কষ্ট নিরঞ্জনে মিঠাইবা কোন দিনে

মনের সাধ পুরাইব আদ্বায়।

বাছা- জগতে মুসলিম যত, হইয়াছে পাগল মত

খেলাফত বেদিনে লুটায়।

বাছা- সে আশা উনিশ শ' বাইশে, পুরে সাত জানুয়ারী মাসে সিলেটের বৈরাভী জেলখানায়।"

বাছা-এই কবিতাংশ হইতে খিলাফত আন্দোলনে ইব্রাহীম চতুলীর অংশগ্রহণের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলে। তিনি লেখাগড়া ত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা 'আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা জানিতেন। নিজ বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঝিঙাবাড়ী ও ফুলবাড়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ভারতের রায়পুর মাদ্রাসায় তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দেওবন্দের মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানীর শিষ্য ছিলেন। তিনি সিলেটের নয়সড়ক মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতে এই মসজিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি

জামীআতুল উলামায়ে হিন্দের অন্যতম সক্রিয় নেতা ছিলেন। ১৯৪৬ খৃ. তৎকালীন আসাম প্রদেশের ৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৪টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী নির্বাচিত হইলেও ৩টি আসনে জামীআতে উলামায়ে হিন্দের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। জৈন্সায় ইব্রাহীম চতুলী ছিলেন তাহাদের অন্যতম। ইহাতে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাহার প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। রেফারেন্ডামে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলে তিনি ১৯৪৭ খৃ. প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ সহজ সরল অমায়িক নিরহংকার মানুষ। তিনি সমাজের কল্যাণে অবদান রাখেন। ১৯৮৪ খৃ. ৯০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

ধ্বংসপঞ্জী : (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ায় হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.; (২) ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, সিলেট ১৯৯৪ খৃ.; (৩) এ. লেখক, সিলেটের একশত একজন, সিলেট ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ২০৭-৯।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ায় হোসেন চৌধুরী

ইব্রাহীম আত-তায়মী (ابراهيم التيمى) : (র) প্রখ্যাত তাবিসি, উপনাম আবু আসমা, পিতার নাম য়াহীদ ইবন শারীফ। কূফার বানু তায়ম গোত্রে তিনি জনগ্রহণ করেন। তিনি একাধিক সাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন। ইবন হিব্বান-এর মতে তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-র নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি য়াহাদের নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন তাহারা হইলেন : হারিছ ইবন সুওয়ায়দ (র), আমর ইবন মায়মুন (রা) স্বীয় পিতা য়াহীদ ইবন শারীফ (রা)-এর নিকট হইতে তিনি বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাহার নিকট হইতে য়াহারা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বায়ান ইবন বিশর, য়ুনুস ইবন উবায়দ ও সুলায়মান ইবন মিহরান আল-আ'মাশ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন নিষ্ঠাবান তাপসপ্রবর হিসাবে সর্বজনখ্যাত ছিলেন। অনবরত ক্ষুৎ-পিপাসায় আসীম খৈয়ের পরিচয় দিতেন। আ'মাশ (র) বলেন, ইব্রাহীম আমাকে বলিলেন, কখনও এমনও হয় যে, পর্যায়ক্রমে দুই মাস যাবত আমি আহার করি না। আর শোন, তুমি কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ করিও না। আ'মাশ আরও বলেন, ইব্রাহীম পূর্ণ মাস রোযা রাখিতেন। ইহার মাঝে বিরতি দিতেন না এবং সামান্য দুধ বা ছাতুর শরবত দ্বারা ইফতার করিতেন, ইহার অধিক কিছুই খাইতেন না। তিনি সালাতে এত দীর্ঘ সিজদা করিতেন যে, অনেক সময় তাহার পৃষ্ঠদেশে পাহী বসিয়া ঠোকর দিত। তিনি বলিতেন, আমি আমার রুখাকে যখন কর্মের সহিত মিলাই তখন আমি সন্তুষ্ট হইয়া উঠি যে, আমি হযত মিথ্যাবাদী। হি. ৯২ সালে হাজ্জাজ ইবন য়ুসুফ কর্তৃক তিনি নিহত হন। ইমাম ওয়াকিদীর মতে ইহা ছিল হি. ৯৪ সাল। তখনও তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তিন্মতে তিনি ওয়াসিত-এর জেলখানায় ইনতিকাল করেন। আলী ইবন মুহাম্মাদ তাহার বন্দী হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে হাজ্জাজ ইবন য়ুসুফ ইব্রাহীম আন-নাখসিকে ধরিয়া আনার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ইব্রাহীম আত-তায়মীর নিকট আসিয়া বলে, আমরা ইব্রাহীমকে সন্ধান করিতেছি। তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য ইব্রাহীম আন-নাখসি। কিন্তু তিনি তাহার ন্যায় সম্মত ব্যক্তির সন্ধান

দেওয়াকে বৈধ মনে করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, হাজ্জাজের জিন্দানখানায় গেলে তিনি আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবেন না। সুতরাং তিনি জুওয়াবে বলিলেন, আমিই ইব্রাহীম। ফলে তিনি বন্দী হইয়া হাজ্জাজের সমক্ষে নীত হন। হাজ্জাজ তাহাকে অঙ্গকার কক্ষে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। সে কক্ষে আলো প্রবেশের কোন পথ ছিল না এবং নীত হইতে রক্ষার কোন বস্ত্র ছিল না। প্রতি দুইজনকে একটি শৃংখলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যেই ইব্রাহীম আত-তায়মীর অবস্থা এত নাড়ক হইয়া পড়িল যে, তাহার আকৃতি পর্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মাতা বন্দী পুত্রকে দেখিবার জন্য জেলখানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রকে তিনি কোনক্রমেই চিনিতে পারিলেন না, যতক্ষণ না ইব্রাহীম মায়ের সঙ্গে কথা বলিলেন। এইভাবে তিনি কিছু দিনের মধ্যেই ইনতিকাল করেন। হাজ্জাজ-রায়ে স্বপ্ন দেখিলেন, জনৈক ব্যক্তি বলিতেছে, অদ্য রায়ে এই নগরীতে একজন জান্নাতবাসীর ইনতিকাল হইয়াছে। প্রভাতকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওয়াসিত নগরীতে আজ রায়ে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কিনা? উত্তর হইল, হাঁ, জেলখানায় ইব্রাহীম আত-তায়মী ইনতিকাল করিয়াছেন। এতদশ্রবণে তিনি বলিলেন, আমার এই দর্শন সত্যিকারের স্বপ্ন নহে। ইহা শয়তানের ভেলুকিমাত্র। অতঃপর তিনি ইব্রাহীম (র)-এর লাল শ্রান্তকণ্ঠে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন।

ধ্বংসপঞ্জী : (১) আয-যাহাবী : তাযকিরাতুল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/১৩৭৬, ১খ, ৭৩; (২) ইবন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ, ৭, ৮; (৩) ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫ হি., ১খ, ১৭৬, ১৭৭; (৪) এ. লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ., ৪৫, ৪৬; (৫) মুহাম্মাদ ইবন সাদ, আত-আবাক'শুল-কুবরা, বৈরুত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ২৮৫, ২৮৬; (৬) ইবনুল-জাওযী, সিফাতুল-সাফওয়া, হায়দরাবাদ ১৯৭০/১৩৯০, ৩খ, ৪৮।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

ইব্রাহীম তিশনা (তাসনা) (مَوْلانا ابراهيم تشنا) : মাওলানা, খৃ. বিশ শতকে য়াহারা বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সিলেটের গাছবাড়ীর মাওলানা ইব্রাহীম তিশনার নাম বিশেষ স্মরণীয়। জ. কানাইঘাট উপজেলার বাটাই আইল গ্রামে ১২৮৯/১৮৭২ সালে। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের মহানায়ক সিলেট বিজেতা শাহজালাল (র)-এর কথিত অনুসারী ৩৬০ আওলিয়া'র অন্যতম শাহ তাকি'য়াদ-দীন (র)-এর বংশধররূপে পরিচিত শাহ আবদুর-রাহমান কাদিরী ছিলেন ইব্রাহীম তিশনার পিতা। তিনি সিলেটের বিখ্যাত ফুলবাড়ী মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দেওবন্দ, দিল্লী প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রে দীর্ঘ নয় বৎসর জ্ঞান সাধনার পর ইব্রাহীম তিশনা স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং ১৩১৭/১৮৯৯ সালে উমারগঞ্জে ইমদাদুল উলুম মাদরাসার প্রতিষ্ঠা এবং এই মাদরাসায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। আরও জ্ঞান হাসিলের উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম ১৩২২/১৯০৪ সালে কলিকাতা মাদরাসার প্রধান মুদাররিস (শিক্ষক) মাওলানা নাজির হাসান দেওবন্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর পর হাদীছের সনদ লাভ করেন। তাহার জ্ঞানপিপাসায় মুগ্ধ হইয়া উস্তাদ তাহাকে তিশনা (পিপাস) উপাধিতে ভূষিত করেন, ইহাতে তিনি ইব্রাহীম তিশনা নামে সুপরিচিত হন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি

মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশারাহ 'আলী থানাবী (র)-র বায়'আত গ্রহণ এবং মুরশিদের সান্নিধ্যে থাকিয়া কামালিয়াত হাসিল করেন। খিলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন।

তিশনা একজন মরমী কবিও ছিলেন। তিনি ৩০৮ টি মুরশিদী গান রচনা করেন, যেগুলিতে উদাত্ত আল্লাহ প্রেম অপকল্প রসে মূর্ত হইয়াছে। তিশনা বাংলা, 'আরবী, ফরসী, উর্দু ভাষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন এবং বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। বহু উর্দু কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সর্বদা তিনি স্ব-সমাজের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করিতেন। সূফী সাধক তিশনার বহু কারামাত-এর কথাও জানা যায়। তিনি ১৩৫০/১৯৩১ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খ., ২৩৬-৩৮; (২) মুহাম্মাদ আবদুল-জালীল বিস্মিল, সিলেট-মে-উর্দু, 'আজ্জমান-ই তারাকী-ই উর্দু, পাকিস্তান, করাচী ১৯৮০-৮১ খ., ১৪৪-৫১; (৩) ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২ খ., পৃ. ১১১-৪; (৪) বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লব, ঢাকা ১৯৮০ খ., পৃ. ২৪; (৫) মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ, হায়াতে তাইয়েবা, সিলেট ১৯৮৫ খ.; (৬) মাসিক মদীনা, ঢাকা, মার্চ ১৯৬১ খ., পৃ. ৩২-৪০।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ইব্রাহীম দারবীশ পাশা (ابراهيم درويش پاشا) : (১৮১২-৯৬ খ.), একজন তুর্কী সেনাপতি। তিনি জনৈক ইব্রাহীম আগার পুত্র এবং লোফচা (বুলগেরিয়ার Lovets)-র অন্যতম আ'য়ান [দ্র.] (সম্মানিত ব্যক্তি)। একজন স্বৈচ্ছাসেবক হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর তিনি কমিশনড অফিসার পদে উন্নীত হন। ১২৫২/১৮৩৬-৭ সনে তিনি বিনবাশী এবং ২৮ এপ্রিল, ১৮৬২ সনে মূশীর (general)-এর পদ লাভ করেন। তিনি মন্টেনগ্রোর (দ্র. কারাদাগ) সাময়িক অভিযানসমূহের অধিনায়ক ছিলেন এবং ১৮৬৫ খ. তাউরুস-এর কোয়ান অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আহমাদ জাওদেত পাশার সহিত চতুর্থ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। ১৮৭৫ খ. হারযেগোভিনা (Herzegovina)-র বিদ্রোহ দমনে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। ১৮৭৭-৮ খ. রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় তিনি অসাধারণ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন; লায়িস্তান রক্ষার সেনাপতি হিসাবে তিনি বারবার রুশ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত কৃতিত্বের সহিত বাতুমি (দ্র.) নিজেদের অধীনে রাখেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র তুর্কী সেনাপতি যিনি এই যুদ্ধে অপরাধিত ছিলেন। অতঃপর তিনি একের পর এক নিম্নবর্ণিত পদগুলি লাভ করেনঃ দিয়ার বাকুর ও স্যালোনিকার গভর্নর, নৌবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রী, সেনা কর্মকর্তাদের প্রধান এবং মিসরে নিযুক্ত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনার। তিনি ২২ জুন, ১৮৯৬ খ. ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে দীওয়ানয়োলা-তে সুলতান মাহমুদ-এর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাওদেত পাশা, মারুদাত, TTEM-এ, বর্ষ ১৫, নং ১০/৮৭ ও বর্ষ ১৬, নং ১৪/৯১; (২) লেখক, তাযাকির, ১-৩খ, সম্পা. C. Baysun. আঙ্কারা ১৯৬০-৭ খ. (নির্ঘণ্ট); (৩) মাহমুদ জালালু'দ-দীন পাশা, মির'আত-ই হাকীকাত, ইস্তাম্বুল-১৩২৬ হি., ১খ, ৪৬, ৪৮, ৭৯, ২খ, ১১৮; (৪) মেহমেদ 'আরিফ, Bashimiza gelenler,

ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি., পৃ. ২০৫; (৫) W. E. D. Allen ও P. Muratoff, Caucasian battlefields, লন্ডন ১৯৬৩ খ., পৃ. ২১৫, টীকা ১; (৬) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, ৫৫২ (ইহা হইতে উপরে উল্লিখিত নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে)।

M. C. Sihabeddin Tekindag (E.I. 2)/মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম পাশা (ابراهيم پاشا) : (১৪৯৩-৯৪২/১৫৩৬), সুলতান প্রথম সুলায়মানের প্রধান উযীর ছিলেন। তিনি ইতিহাসবেত্তাদের নিকটে 'মাকবুল' (প্রিয়) এবং 'মাকতুল' (প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত) হিসাবে পরিচিত। সম্ভবত তিনি এপিরাস (Epirus)-এর তীরে পারগা (Parga) শহরের নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে দাস হিসাবে ক্রীত হইয়া 'শাহী মহলে' লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর শাহযাদা সুলায়মান যখন মানীসায় (সান্তনীসীয়া) গভর্নর ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। অপর একটি বর্ণনানুসারে ইস্কান্দার পাশা কর্তৃক একটি আকস্মিক অভিযানের সময় তিনি বন্দী হন এবং কিফি [Kefe]-তে অবস্থানরত শাহযাদা সুলায়মানকে উপটোকন স্বরূপ অথবা জলদস্যুদের দ্বারা ধৃত হইয়া মানীসার নিকটবর্তী একজন বিধবা মহিলার নিকটে বিক্রীত হন ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি শাহযাদার আস্থা ও বন্ধুত্ব অর্জন করেন এবং সুলায়মানের সিংহাসনারোহণের (৯২৬/১৫২০) পর তিনি তাঁহার খাসস ওদা বাশী (خاص اوطة باشى) শাহী মহলের দারোগা [দ্র.] হিসাবে নিয়োজিত হন। পরবর্তী বৎসর সুলতান Hippodrome-এর উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে তাঁহার জন্য বিখ্যাত রাজপ্রাসাদটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন (z. Orgun, Ibrahim Pasa Sarayi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খ. ও Istanbul [দ্র.]) ইতোমধ্যে 'ইব্রাহীম আশা'-এর প্রভাব উযীরদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে এবং ১৩ শাবান, ৯২৯/২৭ জুন, ১৫২৩ সালে পীরী মুহাম্মাদ পাশা (দ্র.)-র স্থলে তাঁহাকে প্রধান উযীর ও রুমেলির বেগলার বেগি (গভর্নর)-এর পদে নিয়োগ করা হয় (দ্র. Pecewi, ১খ, ২০)। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বৎসর। এইরূপ অত্যুত্পূর্ণ পদোন্নতি সরাসরি রাজপ্রাসাদের চাকুরী হইতে রাষ্ট্রের দুইটি সর্বোচ্চ পদের একই সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ আহমাদ পাশাকে গভীরভাবে অসন্তুষ্ট করে (দ্র. আহমাদ পাশা খা'ইন)। তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণেই পদোন্নতির প্রত্যাশা করিতেন এবং তিনি মিসরের গভর্নর হিসাবে রাজধানী হইতে বিদায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজাব ৯৩০/মে ১৫২৪ সালে সুলায়মানের ভগিনী খাদীজা সহিত ইব্রাহীম পাশার বিবাহ অতি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। চারি মাস পরে তিনি আহমাদ পাশার বিদ্রোহের ফলে উদ্ভূত সংকট নিরসনের জন্য মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি এক বৎসর অনুপস্থিত থাকেন এবং অতঃপর সম্ভবত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক প্ররোচিত জেনিসারী বাহিনীর বিক্ষোভের ফলশ্রুতিতে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া পাঠান হয়। ৯৩২/১৫২৬ সালে হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে বিখ্যাত অভিযান প্রেরণের প্রেক্ষাপটে তাঁহাকে সেরদার (দ্র.) নিয়োজিত করা হয় [দ্র. Mohac]। ইব্রাহীম পাশা বুদা (T. Budin [দ্র.]) হইতে হারকিউলেস (Hercules), ডায়ানা (Diana) ও এ্যাপোলো (Apollp)-এর তিনটি তাম্র নির্মিত মূর্তি তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপনের উদ্দেশ্যে আনয়ন করেন [এই ঘটনা ফিগানী (দ্র.)-কে তাঁহার বিখ্যাত বিদ্যুৎপায়ক ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় প্ররোচিত করে যে কারণে কবিকে নিজের জীবন দিতে হইয়াছিল]। পরবর্তী বৎসর ইব্রাহীম পাশা আনাতোলিয়ার বিদ্রোহ দমন করেন

[Danismend, Kronoloji, ২খ, ১২১-৫; জালালী (in supplement) ও কালিন্দের শাহ]। ৯৩৫/১৫২৯ সালে (তাহার বেরাত-এর জন্য দ্র. ফেরীদুন, মুনশা'আত^২, ১খ, ৫৪৪-৬) তাহার খাসস ৩০ লক্ষ আকচে মূল্যমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; দ্র. Pecewi, ১খ, ১২৯) সেরদার হিসাবে তাহার পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে বুদীন (Budin) পুনরাধিকৃত এবং ভিয়েনা [Bec দ্র.] অবরুদ্ধ হয়। ৯৩৮/১৫৩২ সালে পরিচালিত তৃতীয় হাঙ্গেরীয় অভিযানের ফলশ্রুতিতে শুধু গুনস (Guns) দুর্গটি অধিকৃত হয় [(Hung. Koszeg; T. Kosek দ্র.)]। পরবর্তী বৎসর ফার্ডিন্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Cornelius Schepper-এর সহিত আপোস আলোচনায় ইব্রাহীম পাশা প্রায় পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট [A. von Gevay, Urkunden und Aktenstücke, ২খও, ভিয়েনা ১৮৪০-৪২ খৃ, অংশ-৬; Missions diplomatiques de... Scepperus- Mem. del' Ac. Roy. des Sciences de Belgique, ৩০, (১৮৫৭)] ইব্রাহীমের অধ্যক্ষ ও বিপজ্জনক উদ্ধৃত মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করে।

একই বৎসরের শরৎকালে পারস্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইব্রাহীম 'উছমানী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলেন্সোতে (হালাব) শীতকাল অতিবাহিত হইবার পর তিনি ২৫ মুহাৱরাম, ৯৪১/৬ আগস্ট, ১৫৩৪ সালে তাবরীয় অধিকার করেন। এইখানে সুলতান পরবর্তী মাসে তাহার সহিত যোগদান করেন। ২৪ জুমাদা-১, ৯৪১/১ ডিসেম্বর, ১৫৩৪ সালে বাগদাদ অধিকৃত হয়। এই অভিযানকালেই ইব্রাহীমের কর্তৃত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। এইখানে তাহাকে প্রেরিত একটি শাহী ফরমানে তাহার আলকাব (উপাধিসমূহ)-এর মধ্যে 'কা'ইম-মাকাম-ই সালতানা'ত' (Topkapi Sarayi archives, নং ২৭৫৯) উল্লেখ আছে এবং সেনাবাহিনীর ঘোষকগণ এই লাকাব-এর সহিত "সের আসকার সুলতান এমরিদূর" এই লাকাবটি যোগ করিয়া তাহাদের ঘোষণায় পরিসমাপ্তি ঘটায় (Pecewi, ১খ, ১৮৯)। অত্যন্ত ধনবান ও প্রভাবশালী বাশ-দেফতারদার ইসকান্দার চেলেবী ইহাতে আপত্তি করায় ইব্রাহীম পাশা প্রথমে তাহার পদচ্যুতির ব্যবস্থা করেন এবং পরে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রাজাব ৯৪২/জানুয়ারী ১৫৩৬ সালে সুলতান ও প্রধান উযীর ইস্তাযুল-প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরের মাসে ইব্রাহীম পাশা ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সহিত শর্তাধীন আত্মসমর্পণের আলোচনা পরিচালনা করেন (Charriere, Negotiations, ১খ, ২৫৫ প.)।

অতঃপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোন প্রকার আভাস ছাড়াই সুলতান তাহার আনুকূল্য রহিত করিয়া দেন। ২২ রামাদান, ৯৪২/১৪-১৫ মার্চ, ১৫৩৬ সালের রাত্রিতে তোপকাপী সারায়ির হারোমে ইব্রাহীমের শয়ন কক্ষে তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় (Pecewi, ১খ, ১৯১)। অস্ত্রাগারের পশ্চাতে জানফেদা যাবিয়িসিতে তাহার মৃতদেহ দাফন করা হয় (হাদীকাতুল-ল-জাওয়ামি', ১খ, ২৮; ২খ, ৩৯)। তাহার পতনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা পরিবেশন করা হয়ঃ সার্বভৌম ক্ষমতামূলক পদবীর জন্য অন্যায় দাবি, ইসকান্দার চেলেবীর মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে তাহার দায়িত্ব, ৯৪১/১৫৩৪ সনের অভিযান অত্যধিক ব্যয়, ধর্মবিরোধী মনোভাব, খুররাম সুলতান [দ্র.]-এর (Roxelana) ষড়যন্ত্র, ইব্রাহীমের অভিভাবক ওয়ালিদে হাফসা সুলতানের মৃত্যুর পর অবাধ ক্ষমতা লাভ এবং সম্ভবত তাহার অপর স্ত্রী মুহসিনার কারণে তাহার স্ত্রী প্রথম সুলায়মানের ভগ্নী খাদীজা সুলতান-এর ঈর্ষান্বিত মনোভাব ইত্যাদি।

খাদীজার গর্ভে মুহাম্মাদ শাহ নামক ইব্রাহীম পাশার একটি পুত্র সন্তান ছিল। ইব্রাহীমের মাতা-পিতা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা য়ুনুস নাম ধারণ করেন এবং তাহাকে একজন 'সানজাক-বেগি' হিসাবে নিয়োগ করা হয়। পরন্তু তাহার দুই ভ্রাতাও শাহী মহলে নিয়োগ লাভ করে (Aberl, Relazioni... ও ৩খ, ১০৩)। তাহার স্ত্রী মুহসিনা ও তিনি স্বয়ং ইস্তাযুল (হাদীকাতুল-ল-জাওয়ামি', ১খ, ২৮), গালাতা, মক্কা শরীফ, হাযারগারাদ প্রভৃতি স্থানে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আল-মায়দান-এ অবস্থিত তাহার প্রাসাদটি পরবর্তীতে একটি প্রশিক্ষণ স্কুল 'আজামী ওগলানস (দ্র. গুলাম, ১০৮৭ ক)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। পোল্ডেন হর্নে অবস্থিত সূতলুজে-তে তাহার উদ্যানগুলি অনেক দিন ধরিয়া জনপ্রিয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল ('আতা, ১খ, ১১১)।

গ্রন্থপঞ্জী : সাধারণ ইতিহাসসমূহঃ (১) Hammer-Purgstall, ৩খ, ৩২-১৬৩, ৯খ., ২৯-৩২; (২) Zinkeisen, GOR, ২খ., ৩খ., ৭০-৮১; (৩) I. H. Uzuncarsill, Osmanli Tarihi, ২খ., আংকারা ১৯৪৯ খৃ., ৩০৫-৪৬।

'উছমানী ইতিবৃত্ত : (১) Pecewi, ১খ, ২০, ৭৯-৯১; (২) জালাল-যাদে মুসতাকা (দ্র.), ত'াবাকাতুল-মামালিক (in MS, অপ্রকাশিত, অখচ গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু লেখক ইব্রাহীমের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন); (৩) 'আলী, কুন্হ'ল-আখবার (in MS); (৪) ঐ লেখক, মাহাসিনুল-আদাব (অপ্র.), হাদীকাতুল-ল-জাওয়ামি', ১খ, ২৯-এ উল্লিখিত; (৫) 'ফেরদী [দ্র.] (-বোসতানযাদে), সুলেমান নামে (পাণ্ডু-তে); (৬) কেমালা পাশা যাদে, পরিচ্ছেদ ১০ (=Pavet de Courteille, Histoire de la campagne de Mohacz., প্যারিস ১৮৫৯ খৃ.)।

সমসাময়িক পাকাত্য উৎস : (১) Marino Sanuto, Diarii, ৩৫খ, ২৫৮ প.; (২) Alberl, Relazioni, ৩য় সিরিজ, ৩খ, ৯৯ প. (Bragadino), ১১৩ প. (Minio); (৩) P. Giovio, Cose dei Turchi, ভেনিস ১৫৪১ খৃ.; (৪) A. Geuffroy, Briefve description de la mort du grand turc, প্যারিস ১৫৪৬ খৃ.; (৫) G. Postel, La tierce Partie des orientales histoires, Poitiers ১৫৬০ খৃ., ৪৮-৬১; (৬) দা.মা.ই., ১খ, ৩৬৭-৬৯।

তাহার স্ত্রীদের জন্য দ্রষ্টব্যঃ (১) Cagatay Ulucay, Osmanli rultanlarina ask mektupları, ইস্তাযুল ১৯৫০ খৃ.; (২) I. H. Uzuncarsili, Kanuni...Ibrahim Pasa padisah damadi degildi, in Buletten, ২৯/১১৪ (১৯৬৫ খৃ.), ৩৫৫-৬১।

আলোচ্য গ্রন্থটি IA, ৫০, ৯০৮-১৫-তে প্রকাশিত নিবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার। উহাতে আরও অধিক গ্রন্থপঞ্জী, বিশেষ করিয়া (৯১৫ ক) মুহাফিজ'খানা হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি সংযোজিত হইয়াছে।

M. Tayyib Gokbilzin (E.I.?)/মুহঃ আবু তাহের

ইব্রাহীম পাশা (ابراهيم باشا) : মুহাম্মাদ 'আলী (দ্র.)-র জ্যেষ্ঠ পুত্র, মিসরের প্রধান সেনাপতি ও রাজপ্রতিনিধি। তাহাকে প্রায়ই মুহাম্মাদ 'আলীর পালিত পুত্র বলা হইয়া থাকে। ১৭৮৭ খৃ. যখন মুহাম্মাদ 'আলী আমীনাকে বিবাহ করেন তখন নিঃসন্দেহে তিনি তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন। ইব্রাহীমের পালক-পিতা ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত কাভাল্লা (Kavalla)-র শাসনকর্তা (corbadji), আমীনা ছিলেন যাঁহার

আত্মীয়া। মুহাম্মাদ 'আলী তৎপুত্র তুসুনকে বেশী পসন্দ করিতেন— সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ১৮১৬ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর তুসুনের ইনতিকল হয়। ইব্রাহীম ও তুসুনের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অবশ্য তাঁহার জনৈক বৎসর সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নাই, সাধারণত ১৭৮৯ খৃ.-কে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় (কিন্তু কখনো কখনো ১৭৮৬ খৃ.-ও উল্লিখিত হইয়াছে)। জাবারতী-র ন্যায় প্রাচীনতর গ্রন্থকারদের বর্ণনায় ইব্রাহীম মুহাম্মাদ 'আলীর পুত্র ছিলেন না এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

মিসরে তাঁহার অবস্থা খানিকটা পাকাপোক্ত হইলে মুহাম্মাদ 'আলী ১৮০৫ খৃ. তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহীম ও তুসুনকে এবং ১৮০৯ খৃ. তাঁহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ সন্তানগণ, ইসমাঈল ও দুই কন্যাকে ডাকাইয়া আনেন। তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত প্রতিভূরূপে ১৮০৬ খৃ. কাপুদান পাশার সঙ্গে ইব্রাহীম পাশাকে ইস্তাবুলে প্রেরণ করা হয়। ১৮০৭ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বৃটিশ নৌবহর চলিয়া গেলে তুরস্কের কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে ফেরত পাঠান। সেই বৎসর ইব্রাহীম দেফতেরদার হন। ১৮১১ খৃ. মামলুকদের পাইকারী হত্যার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে উত্তর মিসরে পাঠাইয়া দেন। তিনি অবশিষ্ট মামলুকগণকে বিতাড়িত করিয়া নুবিয়ায় প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি বেদুঈনগণকে বশীভূত করিয়া দেশে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপিত করেন। মুহাম্মাদ আলীর মিসরের চাষআবাদযোগ্য জমি দখলের নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহার শাসনকালে সকল ইলতিযাম (দ্র.) ও ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয় এবং ১৮১২ খৃ. জমিজমার জরিপকার্য সমাপ্ত হয় (G. Baer, A. History of land ownership in modern Egypt. লন্ডন ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৪ ও ৬)। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত তিনি উজান (Upper) মিসরের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কেন্দ্রীয় তুর্কী সরকার তাঁহাকে পাশা খেতাব দান করেন।

তাঁহার পিতা ওয়াহাবীদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য ১৮১৬ খৃ. তাঁহাকে 'আরবে পাঠান। ১৮১১ হইতে ১৮১৩ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার ভাই তুসুন এবং ১৮১৩ হইতে ১৮১৫ খৃ. পর্যন্ত মুহাম্মাদ 'আলী নিজেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিন বৎসরব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধের পর লক্ষ্য অর্জিত হয়। ওয়াহাবীদের রাজধানী আদ-দিরইয়া (দ্র.) বিধ্বস্ত হয় এবং সপরিজন 'আবদুল্লাহ ইবনু'স সাউদ বন্দী হইয়া মিসরে প্রেরিত হন। ১৮১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ইব্রাহীম বিজয়ীর বেশে কায়রোয় প্রবেশ করেন। উহার অব্যবহিত পরেই সুলতান তাঁহাকে জেদ্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ 'আলীর তৃতীয় পুত্র ইসমাঈল নুবিয়া ও সিন্নার জয় করেন (১৮২০-২১ খৃ.) এবং অপর এক অভিযানকারী বাহিনী কোর্দাফান আক্রমণ করে। পুরাতন স্বর্ণখনি লুণ্ঠন ও তাঁহার পিতার নূতন সেনাবাহিনী গঠনের জন্য যুদ্ধবন্দী দাস সংগ্রহই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। ইব্রাহীম পাশাকে প্রধান সেনাপতিরূপে সিন্নারে পাঠানো হইলে তিনি সেখানে দাস সংগ্রহ কার্য ত্বরান্বিত করিয়া উহাদেরকে মিসরে প্রেরণ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন (R. Hill, Egypt in the Sudan 1820-1881, লন্ডন ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১১-১২)।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে ফরাসী কর্নেল Seves-এর অধীনে ন্যস্ত এই সকল নূতন সৈন্যের (নিজাম জাদীদ) প্রশিক্ষণদান কার্যে ইব্রাহীম পাশা

অংশগ্রহণ করেন। ইব্রাহীম ছিলেন এই যুরোপীয় উস্তাদের অধ্যবসায়ী ছাত্র। তাঁহার পরবর্তী সমর অভিযানগুলিতে এই ফরাসী শিক্ষকই সুলায়মান পাশা (দ্র.) নামে তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়ান।

গ্রীকদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী তারিখে জারিকৃত সুলতানের এক আদেশে Morea জয় করিবার জন্য মুহাম্মাদ 'আলীকে দায়িত্ব দেওয়া হইলে তিনি তৎপুত্র ইব্রাহীম পাশাকে ১৮২৪ সনের জুলাই মাসের শেষদিকে যুরোপীয় পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত একটি উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনী ও পর্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়া সেখানে প্রেরণ করেন। তাঁহার Navarino অধিকার ও Tripolitsa প্রবেশের ফলে উপদ্বীপটি কার্যত তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আসিয়া যায়। Missolonghi অবরোধ ও দখল করিতে তাঁহার ১৮২৬ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময় লাগে। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যস্থতার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় তুর্কী সরকার ও মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে নাভারিনোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ সরকারের সম্মিলিত মিত্রপক্ষীয় নৌবহর ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে মিসর-তুর্কী নৌবহরের বৃহত্তর অংশ ধ্বংস করিয়া দেয়। বৃটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতি এডমিরাল কডরিংটন আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে আসিয়া পড়িলে মুহাম্মাদ 'আলী তাঁহার পুত্র ও মিসরীয় সেনাদলটিকে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হন। ইব্রাহীম ১৮২৮ সনের ১০ অক্টোবর তারিখে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্রাহীম পাশাকে তাঁহার পিতা ১৮৩১ খৃ. সিরিয়া অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঐ বৎসর ১ নভেম্বর তারিখে সেনাবাহিনী নিয়া তিনি ফিলিস্তীনে উপনীত হন। ছয় মাস অবরোধের পর ১৮৩২ সনের ২৭ মে তারিখে তাঁহার হস্তে আকা দুর্গের পতন ঘটে। তৎপূর্বে হিম্‌স-এর দক্ষিণে অবস্থিত যারআর সমতল ভূমিতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে তিনি পরপর ত্রিপুরালী ও আলেক্সান্দ্র পাশাদ্বয়কে পরাজিত করেন। তিনি জুলাই মাসের ৮-৯ তারিখে আলেক্সান্দ্র মুহাম্মাদ পাশার অধীনে তুর্কী অগ্রবর্তী রক্ষীদলকে হিম্‌সের যুদ্ধে পরাজিত করেন; ২৯ জুলাই তারিখে বায়লান গিরিপথে হুসায়ান পাশার অধীনে মূল তুর্কী সেনাবাহিনীকে আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে এবং ২১ ডিসেম্বর তারিখে রাশীদ পাশার অধীনে তুর্কী সেনাদলকে কোনয়ার যুদ্ধে পরাভূত করেন। ইব্রাহীমের এই সকল বিজয়ের ফলে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া তাঁহার পরবর্তী সমর অভিযানগুলি সহজসাধ্য হইয়াছে।

এই বিজয়গুলি দ্বারা মিসরীয় সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেনাপতিরূপে ইব্রাহীমের দক্ষতা, তুর্কী শাসনের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তির ধূয়া তুলিয়া সিরিয়ার বিভিন্ন দলের সংহতি সাধন ও লেবাননের প্রভাবশালী আমীর বাশীর দ্বিতীয় শিহাবকে স্বপক্ষে আনয়নের সামর্থ্য দ্বারা তাঁহার নীতির চাতুর্য প্রমাণিত হইয়াছে। অভিযান পরিচালনা করিয়া ইব্রাহীম পাশা কুতাহিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে ১৮৩৩ সনের মে মাসে যুরোপীয় শক্তিবর্গের চাপের মুখে তুর্কী সুলতান ও মুহাম্মাদ 'আলীর মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদনুযায়ী সিরিয়া ও আদানা-এলাকা তাঁহার শাসনাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইব্রাহীম তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে আদানার মুহাসসিল খিটাব লাভ করেন এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে নববিজিত রাজ্যটির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একটি এককেন্দ্রিক প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাহা ছিল মুহাম্মাদ আলীর মিসর সরকারের একটি যন্ত্র, উহা চালু করার ফলে ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়ার বিভিন্ন জাতিভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় (ড্র. W. R. Polk,

The Opening of South Lebanon, 1788-1840, কেমব্রিজ Mass. ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১০৬-৪০)। ফলে বিক্ষিপ্তভাবে হইলেও ক্রমেই গুরুতর সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করা এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াফত করার যে কার্যক্রম ইব্রাহীম গ্রহণ করেন, বিশেষত এ ক্ষেত্রে উহাই প্ররোচনা দান করে। খৃষ্টানদের মর্যাদা উন্নীত হওয়ায় মুসলিম দ্রব্যগণ সঙ্কিত হয় এবং সমাজে ঐতিহ্যবাহী জীবন ধারণ প্রণালী ব্যাহত হয়, বিশেষত হাওরান-এর দ্রব্য বিদ্রোহ দমনের জন্য maronite-গণকে নিয়োগ করার পর ইব্রাহীমের সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরেও দুই যুগ ধরিয়া উহার অনেক কুফল ফলিয়াছে।

১৮৩৯ খৃ. তুরস্ক আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ঐ বৎসর ২৪ জুন তারিখে Biredjik-এর পশ্চিমে অবস্থিত নিযিব-এর যুদ্ধে হাফিজ পাশার অধীনে তুর্কী সেনাদলের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম এক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত নৌ-সেনাপতি ফাওযী পাশার নেতৃত্বাধীন তুর্কী নৌবহর মুহাম্মাদ আলীর পক্ষে চলিয়া যায়। যে সকল শক্তির মধ্যস্থতায় ১৮৪০ সনের ১৫ জুলাই তারিখে লন্ডন চুক্তি (তথাকথিত চারি শক্তির মিত্রতা চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়, তাহাদেরই হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সিরিয়ার আক্কা পর্যন্ত এলাকা হইতে তাহার দখল প্রত্যাহার করিয়া মিসরের বংশানুক্রমিক পাশা যিভাবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলিয়া মুহাম্মাদ আলীর কাছে দাবি করা হইলে ফরাসী সমর্থনের প্রত্যাশায় তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাকে কোন প্রকার সমর্থন না দিয়া মিত্রশক্তির নৌবহর সিরিয়া ও মিসরের উপকূল অবরোধ করে। তীরে অবতরণকারী তাহাদের সেনাদল আর লেবাননের যে সকল শত্রুতাবাপন্ন জনগণকে তাহার বিরুদ্ধে ক্ষেপানো হইয়াছিল, এতদুভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া ইব্রাহীম সংকটাপন্ন হইয়া পড়েন। বৃটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতি নেপিয়র (Napier) আক্কা অধিকার করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় মুহাম্মাদ আলীর সঙ্গে যে আপোস আলোচনা চালান, তাহার ফলে মুহাম্মাদ আলী ১৮৪০ সনের ২২ নভেম্বর তারিখে সিরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে রাযী হন। ২৯ ডিসেম্বর তারিখে সৈন্যদল লইয়া তিনি গাযযার (Gaza) পথ ধরিয়া মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা ছাড়া তাহার সেনাদলের একাংশকে তিনি সুলায়মান পাশার অধীনে আকাবা উপসাগরের পথেও স্বদেশে ফেরত পাঠান।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে ইব্রাহীম পাশা প্রধানত মিসরের শাসনকার্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন। কৃষিকার্য সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ও আগ্রহ প্রশংসিত হইয়াছে। তিনি কয়েক দফা যুরোপ ভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে তাহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য Wateringplave (যে স্থানে রোগ নিরাময়ের জন্য বিশেষ পানি পাওয়া যায়)-গুলিতেও কয়েকবার যান। পিতার বার্ধক্যের জন্য ইব্রাহীম ১৮৪৮ সনের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে মিসরের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি সুলতানের ফরমান পান। যাহা হউক, ১৮৪৮ সনের ১০ নভেম্বর তারিখে তাহার পিতার আগেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১ম আব্বাস হিলমী (দ্র.) তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার পুত্র ইসমাইলের (শাসনকাল ১৮৬৩০৭৯ খৃ.) মাধ্যমে তিনিই মিসরের প্রাক্তন খেদিভ রাজবংশের আদি পুরুষ।

গ্রন্থপঞ্জী : ইব্রাহীম পাশার জীবনী সম্পর্কে আদ্যোপান্ত গবেষণা আজও সমাপ্ত হয় নাই। তাহার কর্মজীবনের ধারা বা অগ্রগতি সম্পর্কে প্রাথমিক সূত্রাদি এখনও পর্যন্ত নিয়মানুগভাবে অনুসন্ধান করা হয় নাই। ঐগুলি হইতেছে : (১) (ক) আবদুর রাহমান আল-জাবারতী, আজাইবুল-আছার,

বুলাক ১২৯০ হি.; (২) (খ) সরকারী মুহাফিজখানায়, বিশেষত কায়রো ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত দলীল-পত্রাদি (দ্র. P. M. Holt সম্পাদিত) Political and Social change in modern Egypt, লন্ডন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৮-৫১। দলীল-পত্রাদির নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) আসাদ এইচ রুস্তাম কর্তৃক সিরীয় অধ্যায় হুরুব ইব্রাহীম পাশা আল-মিসরী ফী সুরিয়া ওয়াল-আনাদুলু, কায়রো ১৯২৭ খৃ. এবং (৪) A Corpus of Arabic documents relating to the history of Syria under Mehemet Ali Pasha, বৈরুত ১৯২৯-৩৪.; (৫) যুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী দলীল-পত্র সংরক্ষণাগার হইতে সংগৃহীত মুহাম্মাদ আলীর শাসনের বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস যাহা বাদশাহ ১ম ফুআদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে (Precis de l'histoire d Egypte par divers historiens et archeologues, ৩খ, কায়রো ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৬ দ্র.); (৬) (গ) দেশত্যাগী ব্যক্তি ও ভ্রমণকারীদের বিবরণ, যাহাদের অনেকেই ফরাসী (Jean-Marie Carre, Voyageurs et ecrivains francals en Egypte, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৬৯-৩২২ দ্র.)। প্রধানত মুহাম্মাদ আলী পাশা সম্পর্কে লিখিত বহু আধুনিক গ্রন্থে ইব্রাহীম পাশা সম্পর্কিত তথ্যাদি মিলিবে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত গ্রন্থটি নির্বাচিত করা হইয়াছে : (৭) H. Dodwell, The founder of modern Egypt, কেমব্রিজ ১৯৩১ খৃ.; (৮) আবদুর-রাহমান আর-রাফিঈ, আসর মুহাম্মাদ আলী, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (৯) Helen Anne B. Rivlin, The Agricultural policy of Muhammad Ali in Egypt, কেমব্রিজ Mass. ১৯৬১ খৃ.; (১০) সিনাসি আলতুনদাগ (Sinasi Altundag) তুর্কী মাহাফিজ খানার দলীল-পত্রাদি ব্যবহার করিয়া লিপিয়াছেন Kavalali Mehmet Ali Pasa isyani Misir meselesi ১৮৩১-১৮৪৩, আঙ্কারা ১৯৪৫ খৃ.; (১১) ইব্রাহীম পাশার সিরীয় জীবন সম্পর্কে আসাদ-জে. রুস্তাম, The Royal Archives of Egypt and the origins of the Egyptian expedition to Syria 1831-8141, বৈরুত ১৯৩৬ খৃ. ও (১২) The Royal Archives of Egypt and the disturbances in Palestine, 1834, বৈরুত ১৯৩৮ খৃ.।

P. Kahle [P. M. Holt] (E.I.²) মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

ইব্রাহীম পাশা কারা (إبراهيم باشا قرة) : উছমানী সুলতান ৪র্থ মুহাম্মাদ-এর প্রধান উযীর ১০৩০/১৬২০ সালে বায়বুর্ত (Bayburt)-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আবাযা হাসান পাশা (দ্র.)-র একজন লেভেন্দ (দ্র. Lewend) বা অনিয়মিত সৈন্য হিসাবে তাহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০৬৯/১৬৫৮ সালে আবাযা হাসান-এর বিদ্রোহ দমনের পর তিনি পর্যায়ক্রমে প্রথমে ফিরারী মুস্তাফা পাশার এবং সর্বশেষে কারা মুস্তাফা পাশার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি কারা মুস্তাফা পাশার পারিবারিক ব্যবস্থাপক বা কেতখুদা (کتخدا) নিযুক্ত হন। পাশাদের প্রতিপত্তির সাহায্যপুষ্ট ও সুলতানের আস্থাভাজন হইয়া তিনি রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। রাবীউল আখির ১০৮২/আগস্ট ১৬৭১ সালে তিনি কুচুক বা ছোট এবং পরে বুয়ুক মীর আকোর বা বড় আস্তাবলের

দারোগা নিযুক্ত হন (রাশিদ, ১খ, ২৫৫)। পরে যখন তাহার পৃষ্ঠপোষক কারা মুস্তাফা প্রধান উযীর নিযুক্ত হন (১০৮৭/১৬৭৬) তখন তাহাকে তৃতীয় উযীরের পদে নিযুক্ত করা হয় (সিলাহদার, ১খ, ৬৫৩)। যাহা হউক, সুলতানের সহিত ইব্রাহীমের ক্রমবর্ধমান অন্তরঙ্গতায় কারা মুস্তাফা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে শাহী দরবার হইতে অপসারণের উদ্দেশে কাপুদান পাশা (فیودان پاشا) পদে নিয়োগ করান (১৭ রামাদান, ১০৮৮/১৩ নভেম্বর, ১৬৭৭)। কিন্তু ইব্রাহীম অবিলম্বে তাঁহার জন্য প্রধান উযীরের কাইম মাকাম (قائم مقام) বা প্রতিনিধির অতিরিক্ত পদ যোগাড় করিয়া রাজধানীতে তাঁহার স্থায়ী অবস্থান সুনিশ্চিত করেন। প্রধান উযীর তাহাকে উভয় পদ হইতে বরখাস্ত করাইয়া পঞ্চম উযীরের পদে নামাইয়া আনিতে সফল হন (১০ শাওয়াল, ১০৮৯/২৫ নভেম্বর, ১৬৭৮; সাফীনাতুল-উযারা, সম্পা. Parmaksizoglu, ইস্তাবুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩৯-এ প্রদত্ত তারিখ ব্রমাখক)। কিন্তু তাহাতে সুলতানের উপর ইব্রাহীমের প্রভাব হ্রাস পায় নাই; তিনি পর্যায়ক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় উযীর হন এবং অস্ত্রিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কারা মুস্তাফা তাহাকে কাইম মাকাম পদে পুনর্নিয়োগ করা দুর্দশিতার কাজ বলিয়া মনে করেন। ভিয়েনা অবরোধকালে অভিযানে সহায়তা দানের উদ্দেশে তিনি বেলগ্রেডে অবস্থান করেন। কিন্তু এই অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ পাইবামাত্রই তিনি Edirne-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হইতে তিনি সক্রিয়ভাবে কারা মুস্তাফার বিরুদ্ধে সঙ্গোপনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকের প্রাণদণ্ড আদায়ে এবং প্রধান উযীর পদে নিজের নিযুক্তি লাভে সমর্থ হন (যুল-হিজ্জা ১০৯৪/ডিসেম্বর ১৬৮৩, দ্র. সিলাহদার, ২খ, ১১৯-২১)। যাহা হউক, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্ভূত মারাত্মক পরিস্থিতির মুকাবিলা করিতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম এবং একবারের জন্যও তিনি নিজে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। ফলে ২০ মুহাররাম, ১০৯৭/১৭ ডিসেম্বর, ১৬৮৫ (এইরূপ রাশিদ, ২খ, ৬) সালে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি হজেজ যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহার শত্রুগণ ইহাকে একটি ভাঙতা বলিয়া সুলতানকে সতর্ক করিয়া দিল যে, ইহা দ্বারা তিনি (ইব্রাহীম) তাঁহার প্রথম জীবনের "জালালী" (جلالی) কার্যকলাপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আনাতোলিয়ার উত্তেজনা বৃদ্ধিকরণে প্রয়াস পাইবেন। তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয় এবং তাহাকে রোডস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় (রাবীউল আখির ১০৯৭/মার্চ ১৬৮৬) এবং কিছু দিন পরেই তাঁহার প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (শাবান ১০৯৮/জুন ১৬৮৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কারা ইব্রাহীম পাশার জীবন বৃত্তান্তের দুইটি প্রধান উৎসের একটি হইতেছে : (১) রাশিদ (১খ, ২৫৫, ৩৩৪, ৩৯২, ৪২৯, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪৫, ৪৬৯, প., ৪৭৫, ৪৮৪, পৃ.; ২খ, ৬) এবং অপরটি (২) Fındıklılı Mehmed Agha Silihdar (১খ., ৬৫৩, ৬৫৬, ৬৬৩, ৬৬৯, ৬৭১, ৭১৬, ৭১৮, ৭২৬ প., ৭৩৮, ৭৪৯ প.; ২খ, ৭ প., ১২, ১৭, ১১৯ প., ১২৯, ১৮৯, ২০১ প., ২০৯ প., ২১৫, ২২৫ প., ২২৮ প., ২৩৭, ২৪২ প., ২৭৯, ২৮৮, ২৯৪)। সরকারী ইতিহাসবেত্তা হিসাবে রাশিদ, ইব্রাহীম পাশার ব্যর্থতার বিবরণ প্রদানে তৎপর। পঞ্চান্তরে সিলাহদার তাঁহার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি তুলিয়া ধরিতে ইতস্তত করেন নাই। আরও দ্র.: (৩) হাদীক'াতুল-উযারা, পৃ. ১১০-১; (৪) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ১খ, ১১০; (৫) Hammer-Purgstall, ৬খ., স্থা., এই নিবন্ধটি তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধটির সংক্ষিপ্ত

রূপ, fascs, ৪৯-৫০, পৃ. ৯০৬-৮; যেইখানে আরও অধিক বরাত দেওয়া হইয়াছে।

I. Parmaksizoglu (E.I.²)/শেখ মোঃ তবীবুর রহমান

ইব্রাহীম পাশা চানদারলী (দ্র. জানদারলি)।

ইব্রাহীম পাশা, দামাদ (ابراهيم پاشا داماد) : (১০১০/১৬০১) তুরস্কের 'উছমানীদের প্রধান উযীর। পেসেবীর মতে (Pecewi, ২খ, ২৮৪) ইব্রাহীম পাশা বোস্‌নীয় বংশোদ্ভূত। ভেনিসীয় উৎস তাহাকে "di nazione schiavoni" (Alberi, iii, ২৪১-২, ২৯০, ৩৬৭-৮) অথবা "di chersego" (Alberi, iii, ৪৩২, আরও তু. Soranzo, 10 "nativo della Provincia di herzecovina") বলিয়া উল্লেখ করে। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়াছেন, Mixadoi: তিনি ইব্রাহীম পাশাকে di nazione schiavona, del luoco detto Chianichii, una breve giornata discosto da Ragusi" (Historia 266) হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সিরিয়াস্থ ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূত Giovanni Michele-এর দোভাষী Chrestoforo de Boni- এর নিকট হইতে। ইব্রাহীম পাশার ন্যায় তিনিও Chrestoforo de Boni ছিলেন Ragusi রাজ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলের স্নাত বংশোদ্ভূত। ১৯৩/১৫৮৫ সালে লেবাননে দ্রুঘদের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম পাশার অভিযানকালে তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হন (Minadoi, Historia, 277)। ইব্রাহীম পাশার জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। Minadoi (Historia. 266) ১৫৮৮ সালের (তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের তারিখ) নিকটবর্তী সময়ে লিখিত বিবরণে ইব্রাহীম পাশার বয়ঃক্রম প্রায় ৩২ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইস্তাবুলে রক্ষিত ভেনিসীয় বেইলির (Venetian balio relazioni-তে উল্লিখিত বিবরণে ইব্রাহীম পাশার জন্মকাল ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে বলিয়া ইঙ্গিত রহিয়াছে।

devshirme (দ্র. জানিসারীরূপে পরবর্তী কালে গৃহীত)-এর শিও হিসাবে ইব্রাহীম পাশা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন, রিকাবদারের (জীনরক্ষক) পদে তিনি উন্নীত হন এবং ৯৮২/১৫৭৪ সালে তৃতীয় মুরাদের সিংহাসন আরোহণকালে সিলাহদার (অস্ত্ররক্ষক) হন। অতঃপর ৯৮৮/১৫৮০ সালে তিনি জানিসারী (রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী) প্রধান নিযুক্ত হন। ৯৯০/১৫৮২ সালে রুমেলীয় বেগলারবেগ (Beglerbeg of Rumeli) পদে নিযুক্ত হন এবং এই পদে সমাসীন থাকাকালে ঐ বৎসরের গ্রীষ্মকালে তৃতীয় মুরাদের পুত্র পরবর্তী কালের তৃতীয় মাহ্‌মুদের খৎনা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৯৯০/১৫৮৩ সালে তৃতীয় মুরাদের অন্যতম কন্যা আইশার সহিত তাঁহার বাগদান পর্ব সম্পন্ন হয় এবং তিনি উযীর পদে উন্নীত হন।

৯৯১/১৫৮৩ সালে তাহাকে মিসরে বেগলারবেগ হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। ৯৯৩/১৫৮৫ সালে সিরিয়ার মধ্য দিয়া মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লেবাননের দ্রুঘ সর্দারদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ইস্তাবুলের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই শাহযাদী আইশার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে তিনি সুলতানকে অপরিমিত উপঢৌকন (পেশকান-ই আযীম) প্রদান করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরে ইব্রাহীম পাশার পদ ও মর্যাদার অগ্রগতির

সঠিক চিত্র সূক্ষ্ম নয়। কোন তথ্যে তাঁহাকে পঞ্চম উযীর (Venetian relazione of 1583; alberti, iii, 241), কোন তথ্যে তাঁহাকে চতুর্থ উযীর (Venetian relazione of 1585; alberti, iii, 290) এবং কোন তথ্যে তাঁহাকে তৃতীয় উযীর (Solakzade, 609-narratin events of 993/1585) হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছু পরবর্তী কালের এক বিবরণে তাঁহাকে দ্বিতীয় উযীর বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে (তু. Giovanni Moro (1590) in Alberti, iii, 367 and Bernardo Lorenzo (1592) in Alberti, ii, 357)।

এই বৎসরগুলির মধ্যে অতি অল্প কালের জন্য ইব্রাহীম পাশা কাপুদান অর্থাৎ উচ্চমানী নৌবহরের প্রধান নৌ-সেনাপতি হিসাবে কাজ করেন (হাজ্জী খালীফার তুহফাতুল কিবান, ১৪০; Danishmend, Kronoloji iii, 543-এ নিম্নের তারিখগুলির উল্লেখ আছেঃ রাজাব ৯৯৫/জুলাই ১৫৮৭-জুমাদাল-উলা ৯৯৬/এপ্রিল ১৫৮৮)। ১৫৯০ খৃ. বেনিসীয় Bailo Giovanni Moro রাজ্যপরিষদের সদস্যদের নিকট পেশকৃত তাঁহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, অত্রাগারের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতান উলুজ হা'সান পাশাকে কাপুদান হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (Alberti, iii, 357; "senza che ibrahim ne Sapesse Parola")। সেলানীকীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায় যে, (তারীখ, পৃ., ২৫৪) ইব্রাহীমকে তাঁহার পদ হইতে জুমাদাল উলা ৯৯৬/এপ্রিল ১৫৮৮ সালে অপসারিত করা হয়। দানিশমাদ এই তারিখকে সংশোধন করিয়া kronoloji, iii, ১১১ ও ১১৩-এ জুমাদাল-উলা ৯৯৭/এপ্রিল ১৫৮৯ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১০০৩/১৫৯৫ সালে সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের সিংহাসনে আরোহণের ফলে ইব্রাহীম পাশা আর একবার দ্বিতীয় উযীর পদে নিযুক্ত হন (হাজ্জী খালীফা, Fedhlike, i, 10)। এই সময়ে উচ্চমানী সাম্রাজ্য অস্ত্রিয়ার সহিত এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয় (১০০১-১০১৫/১৫৯৩-১৬০৬)। শাবান ১০০৩/এপ্রিল ১৫৯৫ সালে ওয়াল্লাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানকালে প্রধান উযীর ফারহাদ পাশার অবর্তমানে দ্বিতীয় উযীর হিসাবে ইব্রাহীম পাশা ইস্তাম্বুলের প্রধান উযীরের স্থলাভিষিক্ত (কাইম-মাকাম) নিযুক্ত হন।

শাবান ১০০৪/এপ্রিল ১৫৯৩ সালে উযীর কোজা সিনান পাশার ইনতিকালের পর ইব্রাহীম পাশা উযীর পদে উন্নীত হন। সাত মাসের কিছু কম সময় তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চমানীগণ খৃষ্টানদের নিকট হইতে গুরুত্বপূর্ণ Egri অর্থাৎ হাঙ্গেরীয় ঈগার (Erlau) দুর্গ দখল করেন (মুহ'ররাম-সাফার ১০০৫/সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৫৯৬) এবং রাবীউল আওয়াল ১০০৫/অক্টোবর ১৫৯৬ সালে সংঘটিত Hac Wvasi (Mezo Keresztes)-এর যুদ্ধে সন্ন্যাসিত দ্বিতীয় রুডল্ফের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরে চিগালায়াদে সিনান পাশা (দ্র.) প্রধান উযীর নিযুক্ত হন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে রাবীউল-আখির ১০০৫/ডিসেম্বর ১৫৯৬ সালে ইব্রাহীম পাশাকে আরও একবার ঐ পদ প্রদান করা হয়। রাবীউল আওয়াল ১০০৬/নভেম্বর ১৫৯৭ সালে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার প্রধান উযীরের পদ হইতে বরখাস্ত করা হয়। জুমাদাল-উখরা ১০০৭/জানুয়ারী ১৫৯৯ সালে তৃতীয়বারের জন্য তিনি ঐ পদে পুনর্নিযুক্ত হন এবং ইনতিকাল পর্যন্ত আড়াই বৎসরকাল ঐ পদে বহাল থাকেন।

প্রধান উযীর ও সর্দার (প্রধান সেনাপতি) হিসাবে ইব্রাহীম পাশা হাঙ্গেরীর যুদ্ধে নিয়োজিত তুর্কী বাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১০০৮/১৫৯৯ সালের অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহের সংস্কার ও অধিকতর শক্তিশালীকরণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রতৃত ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় হাঙ্গেরীয়দের উচ্চমানীদের প্রতি অধিকতর অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি। ইব্রাহীম পাশা বেলগ্রেডে শীতকাল কাটাইয়া ১০০৯/১৬০০ সালে কানিযসা (kanizsa দ্র.)-র খৃষ্টান দুর্গ জয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৈন্য পরিচালনা করেন এবং অল্পকাল অবরোধের পর রাবীউল-আখির ১০০৯/অক্টোবর ১৬০০ সালে উহা দখল করেন। এই স্বর্ণীয় বিজয়ই কার্যত তাঁহার কর্মজীবনের শেষ কাজ। ৯ মুহ'ররাম, ১০১০/১০ জুলাই ১৬০১ সালে বেলগ্রেডের নিকটবর্তী যেমুন নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রাপ্ত তথ্যসমূহে ইব্রাহীম পাশাকে একজন সুদর্শন পুরুষ (Alberti, iii, 241-2; Minadoi, 266, "bello di sembianzi), উদার (Alberti, iii, 432), তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু শঠ (Alberti, iii, 290—তু. also Pecewi, ii, 229-231) "leggiero dicervello e vario" (Alberti ii, 357) ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে তিনি বিশেষ বিচক্ষণ ও উচ্চ পদমর্যাদার উপযোগী ব্যক্তি ছিলেন না (Alberti ii, 432; "none riputato prudente, ne atto a supremo comando"—relazione of matteo Zane, dated 1594) বলিয়াও মন্তব্য করা হয়। তৎসত্ত্বেও ১৫৯৬, ১৫৯৯ ও ১৬০০ খৃ. তাঁহার হাঙ্গেরী অভিযানে সাফল্য অনস্বীকার্য এবং উহা Matteo Zane-এর এই শেষের মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের উদ্ভেদ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সেলানীকী, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি., পৃ. ১৫৮, ১৬৮ প., ১৯৩, ২০৫, ২২২, ২৫৪; (২) Pecewi, Tarikh, Istanbul 1281-3, ii, 21, 25, 168, 170, 189 ff., 206 ff., 209, 224, 227, 231 ff., 284; (৩) হাজ্জী খালীফা, ফেয়লেকে, ইস্তাম্বুল ১২৮৬-৭ হি., পৃ. ১০, ৫৩, ৬৭, ৮৪, ৮৬ প., ৯২ প., ৯৯, ১০২, ১১৬ প., ১২৩ প., ১৩৫, ১৪২, ১৪৬ প.; (৪) ঐ লেখক, তুহফাতুল-কিবান, ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি., পৃ. ১৪০; (৫) নাস্ঈমা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮১-৩ হি., ১খ, ৮০, ১০৭, ১১০, ১১৭, ১২৩ প., ১২৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬৮, ১৭০, ১৭২, ১৮৪ প., ১৮৭, ২০৪, প., ২২১ প., ২২৮ প., ২৩৪ প., ২৪৭ প., ২৫১ প.; (৬) সোলাকযাদে, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯৮ হি., পৃ. ৬০৩, ৬০৮, ৬২৫ প., ৬৩১ প., ৬৩৯ প., ৬৪৪, ৬৫০, ৬৫১ প., ৬৫৬ প., ৬৬০ প.; (৭) উচ্চমানয়াদে তাইব, হাদীকাতুল উযারা, ইস্তাম্বুল ১২৭১ হি., পৃ. ৪৫; (৮) হু'সায়ন আয়ওয়ান সারায়ী, হাদীকাতুল-জাওয়ামি, ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি., ১খ, ১৬; (৯) সিজির-ই উচ্চমানী, ১খ, ৯৭; (১০) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devleti zamanında kullanılmis olan bazi muhurler hakkinda bir tetkik, in Belleten iv (1940), 506-7 (and plate XCI, No. 4); (১১) ঐ লেখক, Osmanli tarihi, iii/2, Ankara 1954, 351-4, 357, 359, 613; (Index); (১২) I. H. Denismend, Izahli Osmanli tarihi kronolojisi, iii, Istanbul 1950

III, 113, 543; (১৩) G. T. Minadoi, *Historia della guerra fra Turchi e Persiani*, Venice 1594, 266-7, 270-1, 275.-95, স্থা.; (১৪) L. Soranzo, *L'Ottomanno*, Ferrara 1598, 10; (১৫) E. Alberi, *Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato*, ser. 3. Florence 1840-55, ii, 357, iii, 241-2, 290, 357, 367-8, 432-3; (১৬) O. Burian, *The report of Lello*, third English ambassador to the Sublime Porte (Ankara Universitesi Dil ve Tarih- Cografya Fakultesi yayinlari no 83). Ankara 1952, 1-4; (১৭) Hammer-Purgstall, *Histoire*, vii, 125, 148, 167, 165-74, সম্পা. 300-3, 312, 319, 332, 341, 349-61., 431-2, and viii, 4, 6-7, 379-8; (১৮) IA. Ibrahim Pasa (by Ismet Parmaksizoglu)।

V.J. Parry (E.I.2)/শেখ মোঃ তবীবুর রহমান

ইব্রাহীম পাশা, নেভশেহিরলী (ابراهيم پاشا نيه) : তুরস্কের 'উছমানী সুলতান তৃতীয় আহমাদ (দ্র.)-এর প্রধান উমীর ইব্রাহীম পাশা নেভশেহিরলী, মুশকারায় (موشقره) [বর্তমান নেভসেহিরা] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনৈক আলী আগার পুত্র ছিলেন। ১১৪৩/১৭৩০ সনে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার জন্মতারিখ প্রায় ১০৭৩/১৬৬২ ছিল বলিয়া মনে করা হয়, মতান্তরে ১৬৭৮ খৃ.। তিনি ১১০০/১৬৮৯ সনে চাকুরীর অধ্বষণে ইস্তাযুলে আসেন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদের চাকুরী যোগাড় করিয়া দেন। এখানে তিনি পরপর হেলওয়াজী (হালওয়াজী), বালতাজী ও কাতিব হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। এড্রিনে (Edrine) তিনি যুবরাজ আহ-মাদের সহিত পরিচিত হন। আহমাদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে (১১১৫/১৭০৩) ইব্রাহীমকে খোজা প্রধানের (দারুস-সা'আদা আগাসী) সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি একটানা ছয় বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হওয়ায় ইব্রাহীমের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাকে এড্রিনে (Edrine) হইতে নির্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ১১২৭/১৭১৫ সনে দামাদ আলী পাশা কর্তৃক পরিচালিত গ্রীস (Greece) অভিযানে তিনি মিউকুফাতচী (দ্র.) হিসাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনর্বিজিত মোরিয়ান (Morea) তাঁহাকে তাহারীরের (দ্র.) দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। পরের বৎসর তিনি নীশ (Nish)-এর দফতরদার হিসাবে পেটারওয়ার্ডিন (Peterwardein) অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রধান উমীর নিহত হওয়ার পর তিনি সাফল্যের সহিত সমূহ বিপদ প্রতিহত করেন এবং এই পরাজয়ের সংবাদ সুলতান তৃতীয় আহ-মাদকে পরিবেশন করার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ইহার পর হইতে যাহাতে সুলতানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা যায়, এই ধরনের পদগুলি ইব্রাহীম অংলকৃত করেন। রাবীউল-আওয়াল ১১২৯/ফেব্রুয়ারী ১৭১৭ সনে তিনি দ্বিতীয় উমীরের মর্যাদা লাভ করিয়া আহ-মাদের প্রিয়তমা কন্যা ও 'আলী পাশার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বিধবা পত্নী ফাতি-মার পাণিগ্রহণ করেন। সুলতানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য সুলতানকে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেও তিনি প্রধান উমীর খালীল পাশার মতামতের বিরুদ্ধে জয়ী হইতে সমর্থ হন। যাহা হউক, বেলগ্রেড

(Belgrade) [দ্র.] হস্তচ্যুত হওয়ায় (রামাদান ১১২৯/আগস্ট ১৭১৭) 'উছমানীগণ আলোচনায় বসিতে বাধ্য হন। ১ ফেব্রুয়ারী, ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং অবশেষে "শান্তি নীতি"র প্রবক্তারূপে ইব্রাহীম পাশা ৮ জুলাই-ছানী, ১১৩০/৯ মে, ১৭১৮ সালে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন। শান্তি আলোচনা অব্যাহত রাখিতে তিনি সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। মাত্র দুই মাস পরেই তাহার অক্সাণ্ড প্রচেট্টার পুরস্কারস্বরূপ প্যাসারোভিজের (passarowitz) সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

তুরস্ক আরও বেশী পরিমাণে বিদেশ অভিযানে ব্যাপৃত থাকুক, ইব্রাহীম তাহা চাহিতেন না, বরং তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শুধু একটি সক্রিয় সেনাদলকে বেতনভুক্ত সৈনিক করিতে, নূতন কর ধার্য ও মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাহা হউক, প্যারিসের দৌত্যকর্মে নিযুক্ত ইরমিসেকিজ চেলেবি মেহমেদ ইফেন্দী (yirmisekez celebi Mehmed Efendi)-এর ভাসাই (Versailles) ও ফনটেইনবলু (fontainebleau) বর্ণনায় সম্ভবত তিনি ও সুলতান অনুপ্রাণিত হইয়া বস্ফোরাসের (Bosphorus) তীরে, ইয়ুব (Eyyub) ও কাগীদখানে (Kaghidkhane) [সাদাবাদ, যুরোপের মিষ্টি পানি] কল্পনার রসে রসীন, কোশকুস নামক বর্ণাধারা ও রাজপ্রাসাদ (এমনাবাদ, নেশাতাবাদ প্রভৃতি) নির্মাণে ব্যাপৃত হন। এখানে বিলাসবহুল প্রমোদ অনুষ্ঠান, সঙ্গীত ও কাব্য চর্চা অনুষ্ঠিত হইত। নেদিমের (দ্র.) কাব্যে ইহা জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই বিদগ্ধ, কিন্তু বেপরোয়া, ব্যয়বহুল বিলাসিতা "তুলিপোশানিয়ায়" (tulipoania) বিধৃত হইয়াছে। ইহা ইব্রাহীমের প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য "লালে দেউরী" (Lale dewri) খেতাব বহন করিয়া আনে। তুরস্কে ইসলামী বই-পুস্তক মুদ্রণের প্রচলন ছিল "পশ্চিমীকরণ" (Westernization) প্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন (ইব্রাহীম মুতাফাররিকা, মাতবা'আ দ্র.)। যাহা হউক, এই বিলাসবহুল অমিতব্যয়িতা ও অনুমোদিত চুক্তির ফলে দেশের কিয়দংশ হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং ইব্রাহীমকে সমালোচনা করার আরও যথেষ্ট কারণস্বরূপ, যেমন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও নির্ভরশীলদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন ও বিদেশী রাজদূতদের পালনে দেশের জনগণ বিরক্ত ও ব্যথিত হয়।

পারস্যের কোন একটি দূতাবাস হইতে প্রত্যাগত দুররী ইফেন্দী (Durri Efendi) সেখানকার আন্দোলনমুখর অবস্থা এবং আফগান ও রাশিয়ানদের দ্বারা পারস্য আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা শুনিয়া ইব্রাহীম দেশের বিখ্যাত নেতৃবর্গকে আহ্বান (রাজাব ১১৩৪/মে ১৭২২) করিয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত রক্ষাকল্পে 'উছমানী হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করেন। এই ধরনের নীতি ভীতিকর ও হুমকিস্বরূপ ছিল। বাস্তবে দেখা গেল, 'উছমানী সাম্রাজ্য পারস্যের সহিত নহে, বরং কাশ্মিয়ারের পশ্চিম তীরের রাজ্যগুলির অধিকার লইয়া রাশিয়ার সহিত সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়ে, তথাপি পারস্য ভাগাভাগির অভিপ্রায়ে ১৭২৩ খৃ. জুলাই মাসে Marquis de Bonnac-এর মধ্যস্থতায় রাশিয়ার Peter the Great-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (শাওয়াল ১১৩৬/জুন ১৭২৪)। সুতরাং যে যুদ্ধ ১১৩৫/১৭২৩ সনে শুরু হইয়াছিল (কার্যত যুদ্ধটি ১১৪৯/১৭৩৬ সন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল) তাহা তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে শত্রুতায় সীমাবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিল। হামায়ান, আনজা, তাবরীয়, রেওয়ান প্রভৃতি দখল করায় দ্বিতীয় তাহমাস্প

(দ্র.) শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ফলে ১৭ সাফার, ১১৪০/৪ অক্টোবর, ১৭২৭ সনে স্বল্পায়ু হামাযান চুক্তি সম্পাদিত হয়। পারস্যের একটি অভিযান তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়ায় ১৭৩০ খৃ. অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহমাদ পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু উসকুদার-এ শিবির স্থাপিত হইলেও সাহসিকতাপূর্ণ কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে চূড়ান্ত অসন্তোষের কারণে প্যাট্রোনা খালীল (দ্র.)-এর নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সুলতান প্রথমে ইব্রাহীম পাশাকে ইস্তাম্বুলে গিয়া বিক্ষোভ দমন করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু সুলতান পরে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের অবস্থান রক্ষা করার একমাত্র ভরসা (পরিণামে ব্যর্থ হইয়াছিলেন) তাঁহার প্রিয়পাত্রকে বিসর্জন দেওয়া। ১৭ রাবীউল-আওয়াল/৩০ সেপ্টেম্বর সুলতান তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেন। শায়খুল-ইসলাম ও দেশের অন্যান্য বিখ্যাত উলামা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের জন্য ফাতওয়া প্রদান করিলেন। তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তাঁহার মৃতদেহ বিদ্রোহীদের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়া ছিন্নভিন্ন করা হয়।

ইব্রাহীম জীবনের প্রথমাংশে এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন যে, কৌশলগত দিক হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ যুরোপীয় শক্তিসমূহের সহিত তুরস্কের জড়িত হওয়া সুবিবেচনা প্রসূত নহে। তিনি একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন এবং নাঈমা (দ্র.)-র নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তিনি 'আয়নীর 'ইকদুল-জুমান, 'আবদু'র-রাযযাক-এর মাতলা'উ'স সাদায়ন-এর ন্যায় বিখ্যাত পুস্তকগুলি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি কবি, শিল্পী ও হস্তলিপি বিশারদদের অত্যন্ত উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেক জায়গায়, বিশেষ করিয়া ইস্তাম্বুল, উরগুপ ও নিজের জায়গা মুশকারায় বহু ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইব্রাহীম মুশকারায় অনেক নূতন নূতন ইমারত নির্মাণ ও সন্নিহিত এলাকায় উপজাতিদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসে উৎসাহিত করিয়া একটি শহরে পরিণত করেন। এই শহরেরই নাম "নেভ-শেহির" (Nev-shehir)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'উজমানী ঘটনাপঞ্জী (তারীখ-ই রাশিদ) রাশিদ, ৩-৫খ. স্থা.; (২) চেলিবাদে আসিম, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., ("রাশিদ", ৬ষ্ঠ খণ্ড); (৩) সুবহী, ইস্তাম্বুল ১১৯৮ হি.; (৪) সিলাহদার মেহমেদ, নুসরেতনামে (অপ্রকাশিত MS); (৫) আবদী, আনকারা (TTK) ১৯৪৩ খৃ.।

সাধারণ ইতিহাসসমূহ : (৬) Hammer-Purgstall, ৭খ, স্থা.; (৭) Zinkeisen, GOR, ৫খ., স্থা.; (৮) I. H. Uzuncarsili, Osmanli tarihi, ৪/১-২খ, আনকারা ১৯৫৬-৯ খৃ.। এতদ্ব্যতীতঃ (৯) Gerard Cornelius von den Driesch, Historische Nachricht von der Kayserl, Gross-Botschaft nach Constantinopel, Nurnberg ১৭২৩ খৃ., পৃ. ১৭১ (ইব্রাহীমের ছবিসহ); (১০) C. Schefer (সম্পা.), Memoire historique sur l'ambassade par le marquis de Bonnac, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.; (১১) A. Vandal, Une ambassa de francaise en Orient sous Louis ১৫, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.; (১২) সিজিল্লই 'উছ-মানী, ১খ, ১২৩-৪; (১৩) 'উছ-মানযাদে তাইব, হাদীকা'তুল-উযারা, পৃ. ২৯ প.। অতিরিক্ত সূত্র : (১৪) আহমাদ রেফীক, দামাদ ইব্রাহীম পাশা জামানীনদা, উরগুপ ডি নেভসিহির, in TOEM, ১৪/৩ ৮০ খৃ. (১৩৪০), ১৫৬-৮৫; (১৫)

মুনীর আকতেপে, Damad Ibrahim Pasa devrinde lale, in TD, ৪/৭-৬/৯ (১৯৫৩-৪), (১৬) এ লেখক, in TM, ১১খ., (১৯৫৪ খৃ.), ১১৫-৩০ (তুলিপোমানিয়া সম্বন্ধে); (১৭) এ লেখক, Patrona isyani, ১৭৩০, ইস্তাম্বুল ১৮৫৮ খৃ. (পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ); (১৮) এ লেখক, Nevsehirli Damad Ibrahim Pasa'ya aid iki vakfiye, in TD, ১১/১৫ (১৯৬০ খৃ.), ১৪৯-৬০; (১৯) M. L Shay, The Ottoman Empire from 1720 to 1734 as revealed in despatches of the Venetian Baili (Illinois Studis in the Social sciences, xvii/3), Urbana 1944, উল্লিখিত বিষয়টি নেভশেহিরলি ইব্রাহীম পাশা in IA, 92, ২৩৪-৯ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তকরণ (আরও গ্রন্থপঞ্জী মূল গ্রন্থে সংযোজিত)।

M. Munir Aktepe (E.I.²)/মুহাঃ আবু তাহের

ইব্রাহীম পেচেবী (দ্র. পেচেবী)

ইব্রাহীম বালয়াবী (ابراهيم بليوبى) : মাওলানা ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক (সদর মুদাররিস)। তিনি ১৩০৪ হিজরী সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বালয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কিতাবসমূহ সেই সময়কার প্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা হাকীম জামিলুদ্দিন নগীনভী, মাওলানা ফারুক আহমাদ চরয়াকুটি, মাওলানা আবদুল গাফফার ও মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ খানের নিকট অধ্যয়ন শেষে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। তিনি শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান, মুফতী আযীযুর রহমান উসমানী ও হাকীম মুহাম্মদ হাসান (র) এর নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। ১৩২৭ হিজরী সালে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে দাওরায়ে হাদীছের সনদ প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীর ফতেহপুর 'আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। ইহার পর ১৩৮৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০ বৎসর পর্যায়ক্রমে মুরাদাবাদ জেলার উমরী মাদরাসা, আয়মগড় জেলার দারুল উলুম মেউ মাদরাসা, বিহার প্রদেশের দারভাঙ্গা জেলার ইমদাদীয়া মাদরাসা, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা ও দারুল উলুম দেওবন্দে মুহাদ্দিস ও প্রধান মুদাররিস হিসাবে কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় তিনি দুই বৎসর শায়খুল হাদীছ হিসাবে খিদমত আঞ্জাম দেন। শ্রেণীকক্ষে হাদীছের তাৎপর্য বিশ্লেষণের সময় তিনি দর্শন ও যুক্তির আশ্রয় লইতেন। ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, শ্রীলংকা, নেপাল এবং আফ্রিকার বহু দেশে তাঁহার বিপুল সংখ্যক ছাত্র দীনের বিভিন্নমুখী খিদমতে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে প্রকাশিত ১৩৩৩ সালের বার্ষিক রোয়েদাদে তাঁহার প্রতিভার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, মাওলভী মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব সকল শাস্ত্রে পারদর্শী একজন শিক্ষক। মানতিক ও ফালসাফার কিতাবসমূহ তিনি সুনামের সহিত পড়াইতেন। ফালসাফা, মানতিক ও কালাম শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাবলী তথা সারা, শামসে বাযেগাহ, কাযী মুবারক, হামদুল্লাহ ও উমুরে আয্মাহসহ শারহে মাতালী ও শারহে ইশারাত প্রভৃতির অধ্যাপনা তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

মাওলানা ইব্রাহীম বালয়াবী (র) তাফসীর, হাদীছ, আকাইদ ও কালাম শাস্ত্রে সমসাময়িক কালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হন।

শিক্ষার্থীগণ প্রবল উদ্দীপনা ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া তাহার ক্লাসে অংশগ্রহণ করিত। সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহ সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনা ছিল তাহার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাহার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে-

১. শারহু জামে তিরমিযী;
২. দিয়াউন নুজুম-শারহু সুন্নাহিল উলুম;
৩. রিসালায়ে মুসাফাহা;
৪. রিসালায়ে তারাবীহ;
৫. আনওয়ারুল হিকমাত।

মাওলানা ইব্রাহীম বালয়াবী (র) দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৩৮৭ সালে ৮৪ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে দেওবন্দের মাকবারা-ই কাসেমীতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সাযিাদ মাহবুব রিয়তী, দারুল 'উলুম দেওবন্দের ইতিহাস, অনুবাদ : মাওলানা আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহইয়া ও ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩/১৪২৪, ১ ও ২ খণ্ড, পৃ. ৬৯২-৪; (২) আনওয়ারুল বারী, ২ খণ্ড, পৃ. ২৭৫; (৩) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯২ খৃ., পৃ. ১৯১-২; (৪) মুফতী জসীম উদ্দীন, দারুল 'উলুম হাটহাজারীর ইতিহাস, বুখারী একাডেমী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ২০০২/১৪২৩ হি., পৃ. ১৯৬।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ইব্রাহীম বে আল-কাবীর আল-মুহাম্মাদী (ابراهيم بن محمد) : তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ বে আবুয-যাহাব-এর মামলুক। ১১৮২/১৭৬৮-৯ সনে তাঁহাকে "বে" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ১১৮৬/১৭৭২-৩ সনে আমীরুল-হজ্জ এবং ১১৮৭/১৭৭৩-৪ সনে দফতরদার পদে নিযুক্ত হন। আবুয-যাহাব যখন শায়খ জাহিরুল-'উমার (মুহাররাম ১১৮৯/মার্চ ১৭৭৫)-এর বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়াছিলেন তখন ইব্রাহীমকে মিসরে তাহার উপ-অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার ইনতিকালের পর মিসরের কর্তৃত্ব ইব্রাহীম ও মুরাদ বে-র নেতৃত্বে তাহার অনুগামীদের (মুহাম্মাদিয়া) নিকট চলিয়া যায়; প্রথমোক্ত ব্যক্তি শায়খুল-বালাদ হইয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তির চরিত্রে প্রবল বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুরাদ ছিলেন একগুঁয়ে, সাহসী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অন্যপক্ষে ইব্রাহীম ছিলেন আপোসকামী; কিন্তু কম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রকৃতির। মৃত আলী বে (দ্র.)-এর খুদাদা ও অনুচর ইসমাঈল বে, যিনি এ যাবত ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়। বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত অমাত্য ইব্রাহীম ও মুরাদকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তর মিসরে পলায়ন করেন। সেই সময়ে ইসমাঈল বে শায়খুল-বালাদ নিযুক্ত হন (জুমাদা-২, ১১৯১/জুলাই ১৭৭৭)। ইসমাঈল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে অক্ষম হন। মুরাদ ও ইব্রাহীম পুনরায় মিসরে প্রবেশ করেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি শায়খুল বালাদ-এর পদ পুনরাধিকার করেন (মুহাররাম ১১৯২/ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮)। আলী বংশীয়দের প্রধান (আলী বে-এর মামলুক) হাসান বে আল-জুদারীর পরিচালনায় একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুহাম্মাদিয়াগণের এই প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল। মুরাদ উপদলীয় কলহে প্ররোচনা দেন, আলী বংশীয়গণকে কায়রো হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদেরকে সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করা হয় (জুমাদা-১,

১১৯২/জুন ১৭৭৮)। যুগল কর্মকর্তা তাহাদেরকে আবার মিসর হইতে তাড়াইতে ব্যর্থ হন। ইসমাঈল বে সেখানে তাহাদের সহিত মিলিত হন এবং ১১৯৫/১৭৮১ সনে মুরাদ দক্ষিণের অনেকটা অংশ তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দেন। ১১৯৭/১৭৮৩ সালের শেষের দিকে কায়রোতে মুহাম্মাদিয়াদের উপদলীয় কোন্দল মুরাদ ও ইব্রাহীমের মধ্যে প্রকাশ্য কলহে পরিণত হয়। শাওয়াল ১১৯৮/সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ সনে ইব্রাহীমকে কায়রো হইতে বহিষ্কার করা হয় এবং মুরাদ ক্ষমতা দখল করেন। তাহার পুনরায় মতৈক্যে পৌঁছেন এবং ইব্রাহীম শায়খুল-বালাদ পদে রাবী-২, ১১৯৯/ফেব্রুয়ারী ১৭৮৫ সনে পুনরাধিষ্ঠিত হন। ইতোমধ্যে মিসরের নিরাপত্তা ও কৃষির মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটে। মরুপথে হজ্জযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রার সুযোগ-সুবিধার অভাব ঘটে এবং ১১৯৮/১৭৮৩-৪ ও ১১৯৯/১৭৮৪-৫ দুই বৎসর তাহারা মদীনা যিয়ারত করিতে ব্যর্থ হন। এই সঙ্কটকালে তুরস্কের সরকার জায়াইরলী গাযী হাসান পাশার নেতৃত্বে মিসরে অভিযানকারী বাহিনী প্রেরণ করিয়া হস্তক্ষেপ করেন। তাহারা বকেয়া কর, পবিত্র নগরঘরের পাণ্ডনার দাবি ও মরুপথে হজ্জযাত্রীদের মদীনা পৌঁছিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক নিন্দা জ্ঞাপন করে। যুগল কর্মকর্তা কিছুটা ইতস্তত করার পর প্রতিরোধ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (২১ রামাদান, ১২০০/১৮ জুলাই, ১৭৮৬)। কিন্তু মুরাদের নেতৃত্বে তাহাদের বাহিনী পরাজিত হয় এবং ৮ শাওয়াল/৪ আগস্ট ইব্রাহীম কায়রো ত্যাগ করেন। ইহার চারি দিন পর হাসান পাশা কায়রো পৌঁছেন এবং ইসমাঈল বে ও হাসান বে আল-জুদাবীকে আবার মিসর হইতে ডাকিয়া পাঠান এবং (১৪ মুহাররাম ১২০১/৬ নভেম্বর, ১৭৮৬ তারিখে) প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে শায়খুল-বালাদ ও শেষোক্ত জনকে আমীরুল-হজ্জ নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে ইব্রাহীম ও মুরাদ পালান্বে মিসরে আশ্রয় লাভ করেন। সেখান হইতে হাসান পাশা তাহাদেরকে উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হন। কায়রো ত্যাগের পূর্বে (২৩ যুল-হিজ্জা, ১২০১/৬ অক্টোবর, ১৭৮৭) তিনি এক রাজকীয় ফরমান জারী করিয়া কায়রো হইতে তাহাদেরকে বহিষ্কার করেন; কিন্তু আবার মিসরে বাস করিবার অনুমতি দেন। তখন এক পক্ষে ইসমাঈল এবং অন্য পক্ষে মুরাদ ও ইব্রাহীম— এই দুই দলের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়। কায়রোতে অশান্ত অমাত্যদের অতিরিক্ত দাবি অন্য দিকে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক আবার মিসরের সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার ফলে এই কয়েক বৎসর মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। মুহাররাম ১২০২/অক্টোবর ১৭৮৭ ও মুহাররাম ১২০৫/অক্টোবর ১৭৯০ সনে জনসাধারণ বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। প্লেগ মহামারীতে ইসমাঈল বে-র ইনতিকালে (রাজাব ১২০৫/মার্চ ১৭৯১) পরিস্থিতি ইব্রাহীম ও মুরাদ-এর অনুকূলে ঝুঁকিয়া পড়ে। উভয়ই যুলকা'দা ১২০৫/জুলাই ১৭৯১ সনে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে হাসান বে আল-জুদাবী আবার মিসরে পলায়ন করেন। যুগল কর্মকর্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাসনকাল Napolean Bonaparte-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সাত বৎসর স্থায়ী ছিল (মুহাররাম ১২১৩/জুলাই ১৭৯৮)। শুবরাখীত ও ইনবাবায় মুরাদ-এর পরাজয় এবং তাহার পর ইব্রাহীমের সিরিয়া পলায়ন (২১ জুলাই, ১৭৯৮) যুগল কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটায়। ইব্রাহীম ইহার পর আর মিসরে তাহার কর্তৃত্ব ফিরিয়া পান নাই। ফরাসীদের চলিয়া যাওয়ার পর মুহাম্মাদ 'আলী পাশা ভাইসরয় (Viceroy) হিসাবে নিযুক্ত (১৮০১-৫) হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষমতা

লাভের জন্য অন্য কয়েকজনের সঙ্গে ইব্রাহীম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। মুহাম্মাদ আলীকে অবিশ্বাস করিয়া তিনি আবার মিসরে থাকিয়া যান, যখন বহু সংখ্যক মামলুক সজ্জাত অমাত্য কায়রো চলিয়া যায় এবং এইভাবে তিনি কায়রোর নগরদুর্গের হত্যাকাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পান (৫ সাফার, ১১২৬/১ মার্চ, ১৮১১)। তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ নুবীয়ায় চলিয়া যান এবং বর্তমান Dongola (দ্র.)-য় স্থায়ী শিবির স্থাপন করেন (ordu, ইহা হইতে সুদানের জায়াগার নামকরণ হয় আল-উরদী)। জাবারতীর ভাষায় বলা যায়, “তাহারা এখানে ভুট্টার চাম্বাবাদ করিয়া খাইত এবং তাহাদের দেশের দাস ব্যবসায়ীরা যে রকম পোশাক পরিধান করে তাহারাও তাহাই পরিধান করিত।” কায়রোতে তাঁহার ইনতিকালের সংবাদ পৌঁছে রাবী-২, ১২৩১/মার্চ ১৮১৬ সনে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাবারতী, ‘আজাইবুল আছার (Bulaked), বিশেষ করিয়া ১১৮৯ সনের (vol. I) এবং ১১৯০-১২১২ (vol II) সনের নথিপত্রে তাঁহার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময়কার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং vol. IV, পৃ. ২৬৩-৪ তাঁহার ইনতিকালের সংবাদ।

P.M.Holt (E.I.2)/মু. মাহবুবুর রহান

ইব্রাহীম আল-মাওসিলী (ابراهيم الموصلى) : আবু ইসহাক, প্রাথমিক ‘আব্বাসী যুগের বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার। তিনি ১২৫/৭৪২ সালে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮/৮০৪ সালে বাগদাদে, ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা মাহান (ইব্রাহীম এই নাম পরিবর্তন করিয়া মায়মূন নামকরণ করেন) এবং তাঁহার মাতা দূশীর ফারুস-এর আররাজানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে ইরাক আগমন করেন। তিনি তাঁহার পিতাকে হারাইবার পর তাঁহার মাতা নিজ ভাইদের নিকট তাঁহাকে লইয়া যান এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন। কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হয়। কেননা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে সঙ্গীত অধ্যয়নের অনুমতি দিবেন না। তিনি প্রথমে মাওসিল নামক স্থানে গমন করেন। তখন হইতেই তাঁহার নিসবা হয় মাওসিলী, যদিও অন্যান্য ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি রায়-এ গমন করেন এবং সেখানে সঙ্গীতের পারস্য রীতি শিক্ষা করেন। খলীফা আল-মানসূর-এর একজন দূত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অর্থ প্রদান করেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি উবালার পার্শী (Māgīan) জুওয়ানাওয়াহ-এর অধীনে প্রশিক্ষণ লাভে সক্ষম হন। অতি অল্প পরেই তিনি মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ইবন ‘আলী কিংবা তাঁহার ভ্রাতা ‘আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। পরবর্তী কালে সঙ্গীতের মহান পৃষ্ঠপোষক খলীফা আল-মাহদীর শাহী দরবারে তাঁহাকে আস্থান করা হয়। সেইখানে সঙ্গীতজ্ঞ ফুলায়হ ইবন আবি'ল-আওরা আল-মাক্কী ও সিয়াত-এর সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হয় এবং শেষোক্ত জন প্রদত্ত শিক্ষায় তিনি লাভবান হন (আগানী^৩, ৬খ, ১৫২)। খলীফার পুত্র মুসা (পরবর্তী কালে খলীফা আল-হাদী নাম ধারণ) এবং হারুন-র-রাশীদ কূফাতে তাঁহাকে তাহাদের ভোজ উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। আল-মাহদী এই উৎসব সম্পর্কে অবগত হইয়া ইব্রাহীমকে কারারুদ্ধ করেন। অনুরূপ অবস্থায় আবুল-আতা'হিয়া অনতিকাল পূর্বে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ইব্রাহীম তাহাতে সুর সংযোজন করিয়া সাদ্ধনা লাভ করেন। ইব্রাহীম সমস্ত জীবন মদ্যাসক্ত ছিলেন। আল-হাদী ১৬৯/৭৮৫ সনে খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইব্রাহীমকে ডাকিয়া পাঠান। আল-হাদী তাঁহার প্রতি খুবই সদায়শ ছিলেন। কথিত আছে,

তিনি মাসিক সখানী ১০,০০০ দিরহাম ছাড়াও প্রচুর উপহার পাইতেন (আগানী^৩, ৫খ, '৬১, ৩)। ইহা ছাড়া তাহার ভূসম্পত্তি (ঐ, ৫খ, ১৯৩) ও সঙ্গীত শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক আয়ের উৎস ছিল। তাহার ছাত্রদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন সুলায়মান ইবন সাল্লাম ও মুখারিক। এতদ্ব্যতীত আল্লাওয়য়াইহ ও আমর ইবন বানা— উভয়ই পরবর্তী কালে ইবনু'ল-মাহদীর সঙ্গে যোগদান করেন, বংশীবাদক বারসাওমা ও বীণাবাদক যালুযাল— উভয়কেই আবিষ্কার করেন ইব্রাহীম। আল-মুআল্লা (ইবন আযুয) ইবন তারীফ পেশাগত শিল্পী না হইয়া তাঁহার ভ্রাতা লায়হ-এর ন্যায় প্রশাসনে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শ্বেতাংগিনী ক্রীতদাসিগণকে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন। ইহাদের মূল্য কৃষ্ণাঙ্গী ও পীতবর্ণা বালিকাদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল (আগানী^৩, ৫খ, ১৬৪ প.)। তিনি হারুন-র-রাশীদের আমলে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিলেন। এই প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতি তাঁহার ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। তাঁহাকে প্রত্যহ খলীফার সঙ্গে থাকিতে হইত। পরবর্তী কালে প্রতি শনিবার তাঁহাকে (আগানী, ৫খ, ৩৩) নিজ বাসভবনে অবস্থান করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ভ্রমণেও তাঁহাকে খলীফার সঙ্গী থাকিতে হইত।

হারুনের নির্দেশেই ইব্রাহীম তাঁহার সহকর্মী ইবন জামি' ও ফুলায়হ ইবন আবি'ল-আওরা-এর সহযোগিতায় ১০০টি গান নির্বাচন করেন (আল-আসওয়াতু'ল-মিআতি'ল-মুখতার)। এই গানগুলিকে ভিত্তি করিয়াই আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী কর্তৃক লিখিত কিতাবু'ল-আগানীর কাঠামো তৈরি হয়। ইব্রাহীম ও ইবন জামি'র এই পারম্পরিক সহযোগিতা খুবই উল্লেখযোগ্য। কেননা তাহাদের মধ্যে তাহাদের শিল্পকর্মের নিয়ম-নীতির ব্যাপারে মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইবন জামি' সঙ্গীতশিল্প, ছন্দবিদ্যা ও রাগিণীতে সামান্য পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে ইব্রাহীম প্রাচীন হিজায়ী রীতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, যাহাকে তিনি ক্লাসিক্যাল বা অত্যুত্তম মনে করিতেন। এই মতপার্থক্য প্রাচীন ও আধুনিকপন্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। প্রথমেজটির নেতৃত্ব প্রদান করেন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (দ্র.) এবং দ্বিতীয়টির নেতৃত্ব দান করেন ইব্রাহীম ইবনু'ল-মাহদী (দ্র.)। ক্লাসিকপন্থীদের চরম বিজয় সূচিত হওয়ার পর আল-মুতাওয়াক্কিল-এর আমলে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়। পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হইয়া ইব্রাহীম ৬৩ বৎসর বয়সে ১৮৮/৮০৪ সালে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী কালের লোকেরা তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়কদের একজন হিসাবে সব সময়ই স্মরণ করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীত এতই আবেগ সৃষ্টি করিত যে, খোদ শয়তান এইসব গানের প্রেরণা দিত বলিয়া লোকেরা মনে করিত।

গ্রন্থপঞ্জী : ইব্রাহীম ও তাঁহার পুত্র এবং তাহাদের সমকালীন গীতিকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকারদের সম্পর্কে প্রধান উৎসঃ (১) কিতাবু'ল-আগানী (দ্র. নির্ঘণ্ট, আগানী^৩ এ ইব্রাহীমের উপর প্রবন্ধ, ৫খ, ১৫৪-২৫৮); (২) তারীখ বাগদাদ, ৬খ, ১৭৫-৮; (৩) ফিহরিস্ত, পৃ. ১৪০; (৪) ইবন খাল্লিকান, নং, ৯; (৫) H. G. Farmer, History of Arab music, নির্ঘণ্ট; (৬) E. Neubauer, Musiker am Hofe der fruhen Abbasiden, Frankfurt am main 1965, 182 প.।

J. W. Fuck (E.I.2)/ মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম মুতাফাররিকা (ابراهيم متفرقة) : তুর্কী রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, প্রথম তুর্কী মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত। ইরদিল (ট্রান্সিলভানিয়া)-এর (বর্তমান হাঙ্গেরী) Kolozsvár (Cluj) নামক স্থানে কালভিনী (Calvinistive) খৃষ্টান মাতাপিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পারিবারিক ও খৃষ্টীয় নাম অজ্ঞাত। তিনি সম্ভবত ১৬৭০ ও ১৬৭৪ খৃ.-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার খৃষ্টান জীবন সম্পর্কিত কোন তথ্য তুর্কী সূত্রসমূহ হইতে পাওয়া যায় না। Czezarnak de Saussure নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত হাঙ্গেরীয় ক্যাথলিকের বর্ণনামতে ইব্রাহীম একজন কালভিনপন্থী (Calvinist) ধর্মযাজক হওয়ার জন্য Kolozsvár কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ইব্রাহীম তুরস্কে Ferenc Rakoczi-এর সাহচর্যে থাকাকালীন ১৭৩২ সালে Czezarnak de Saussure তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণার আলোকে ইব্রাহীমকে প্রথাগতভাবে দীক্ষিত একজন কালভিনীয় হিসাবে উপস্থাপন করা হইত। কিন্তু ইব্রাহীমের অপ্রকাশিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী রিসালা ইসলামী (رسالة اسلامي) Ms. Esad Ef. 1187)-এর ভিত্তিতে N. Berkes এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইব্রাহীম কালভিনপন্থী (Calvinist) ছিলেন না, বরং একত্ববাদী (ত্রিত্ববাদ বিরোধী) ছিলেন। যে সময়ে তুর্কীগণ হাঙ্গেরী নিয়ন্ত্রণ করিত এবং Habsburgs-এর কর্তৃত্ব হইতে ট্রান্সিলভানিয়ার স্বাধীনতার সমর্থক ছিল— সেই সময়ে ট্রান্সিলভানিয়ার একত্ববাদ খুব শক্তিশালী ছিল। ট্রান্সিলভানিয়া ও একত্ববাদের পক্ষে তুর্কী পৃষ্ঠপোষকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এবং Habsburgs যখন Kolozsvár দখল করে, তখন ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃত্ব অর্জন করে। ফলে ট্রান্সিলভানিয়ার একত্ববাদীগণকে Servetus David-এর রচনাবলী পাঠের অনুমতি দেওয়া হইত না। ইব্রাহীমকে কালভিনীয় বলিয়া বিশ্বাস করার সম্ভাব্য কারণ এই যে, তিনি ধর্মতত্ত্বের ছাত্র থাকাকালীন যে কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন তখন উহা নিপীড়িত ও গোপন একত্ববাদীগণের অধিকারে ছিল না, বরং উহা কালভিনীদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। তাহার রচনাবলীতে কিভাবে তিনি গোপনে ত্রিত্ববাদ বিরোধী মৌলিক পুস্তকাদি এবং সম্ভবত সারভিটাস-এর Biblica Sarca পাঠ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত বাইবেলের অংশসমূহকে ত্রিত্ববাদ দর্শনের প্রবক্তা অপসৃত অথবা বিকৃত করিয়াছিল। কিভাবে তিনি সংপথ (هداية) প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে “তুর্কীতে পরিণত” হইবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Czezarnak de Saussure ইব্রাহীমের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত বর্ণনার উৎপত্তির জন্য সূত্রভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই বর্ণনামতে যাহা সন্দেহাতীত নয় অথবা ইব্রাহীম বা অন্য কোন মৌলিক সূত্রের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়— অষ্ট্রীয় ও তুর্কী বাহিনীর সংঘর্ষের সময় তিনি তুর্কী বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং পরবর্তী কালে তাঁহাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হয়। তাঁহার মালিক ছিল নির্দয় এবং তাঁহার দরিদ্র আত্মীয়দের পক্ষে মুক্তিপণ প্রদান করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করার প্রত্যাশা করিতে না পারিয়া তিনি বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব তিনি ট্রান্সিলভানিয়ার Habsburgs- শাসন হইতে পলায়ন করিয়া ১৬৯১ সালে

Toky olimre-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন, যিনি তুর্কী সেনাবাহিনীর মিত্রতায় ট্রান্সিলভানিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য Habsburgs-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। সম্ভবত ইব্রাহীম Tokoly- এর পক্ষে তুর্কীদের সঙ্গে যোগাযোগ অফিসার হিসাবে কাজ করিয়াছেন। বস্তৃত পক্ষে তুর্কী চাকুরীতে তাঁহার পরবর্তী পেশায় ইহাই ছিল প্রধান কাজ।

ইব্রাহীম কিভাবে তুর্কী ও মুসলিম সংস্কৃতি আয়ত্ত করেন অথবা তিনি Enderun (দ্র.)-এ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন কিনা এ তথ্য অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁহাকে তুর্কী সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং পদোন্নতির মাধ্যমে তিনি পরবর্তী কালে তুর্কী আমলাতন্ত্রের সদস্যভুক্ত হইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দশ বৎসর পর তাঁহার রচিত “রিসালা-ই ইসলামিয়্যি” গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের পক্ষ সমর্থনমূলক রচনা নয়, যেমনভাবে Karacson ও তাঁহার অনুসারীরা দাবি করেন, বরং তাঁহার প্রথম জীবনের একত্ববাদ ও ইসলাম ধর্মে উত্তরণের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রমাণ করার জন্যই তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তুর্কী প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত কোন মতামতও এই গ্রন্থে নাই। এ বিষয়ে তিনি পরবর্তী কালে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অপরপক্ষে রচনাটিতে ক্যাথলিকবাদ ও পোপগণের পার্থিব ক্ষমতার প্রবল নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ক্যাথলিক বিশ্বের উপর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থখানিতে বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত তাওহীদবাদী ইসলামকে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং এই মহানবীর আগমন সম্পর্কে খোদ “ঈসা (আ) ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করিয়াছেন। এই যুক্তিগুলি তুর্কীদের নিকট নিশ্চয় আকর্ষণীয় ছিল। কেননা তুর্কীগণ তখন ক্যাথলিক বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করিয়াছিল।

তুর্কী সরকারী চাকুরীতে ইব্রাহীমের পেশাগত জীবন ও কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এই পুস্তকখানি রচনার পর হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহাকে মুতাফাররিকা (দ্র., শাহী দরবারের দারোগা যিনি প্রয়োজনমত বহু বিচিত্র দায়িত্ব পালন করিতেন)-এর স্থায়ী পদে উন্নীত করা হয় এবং তিনি তুর্কী সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টা ও দূত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই চাকুরীতে প্রবেশের সময় হইতে ইব্রাহীম ধর্মতত্ত্বীয় আলোচনায় বিরত থাকেন বলিয়া মনে হয়। তিনি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রিন্স ইউগেন (Eugene)-এর সঙ্গে আপোস-মীমাংসার জন্য ১১২৭/১৭১৫ সালে তাঁহাকে ভিয়েনা প্রেরণ করা হয়। ১১২৮/১৭১৬ সালে তুর্কী সমর্থিত স্বাধীনতাকামী হাঙ্গেরীয়গণ তাহাদের আন্দোলন জোরদার করিবার জন্য বেলগ্রেডে মিলিত হইলে তিনি সেখানে তুর্কী কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। ১৭১৭ সালে ফ্রান্স হইতে তুরস্কে আগত প্রিন্স Ferenc Rakoczi-এর যোগাযোগ অফিসার হিসাবে ১১৩২/১৭২০ সালে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। যদিও হাবসবুর্গের অধীন হাঙ্গেরীয়দের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টায় Rakoczi-এর তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে ইব্রাহীমের কার্যক্রম নিছক অবৈতনিক মর্খাদা লাভ করে। তথাপি ১৭৩৫ সালে Rakoczi-এর মৃত্যু পর্যন্ত ইব্রাহীম এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে আরও কূটনৈতিক মিশনে প্রেরিত হইতে থাকেন। ১১৫০/১৭৩৭ সালে পোল্যান্ড চুক্তির বিষয়ে সমঝোতার জন্য তিনি কিয়েভ

(Kiev)-এর রাজার নিকট প্রেরিত হন। ১১৫০-২/১৭৩৭-৯ সালে মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী-ফরাসী মিত্রতা উন্নয়নে তাঁহার ভূমিকা ছিল অন্যতম। অরসোভা (Orsova)-র দুর্গ তুর্কী সেনাবাহিনীর নিকট সমর্পণের সময় তিনি তুর্কী সরকার ও অস্ট্রিয়া বিরোধী হাপেরিয়ানদের পক্ষে আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কী-সুইডিশ সহযোগিতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি Comte de Bonneval-এর সংগে (দ্র. আহমাদ পাশা বনিভাল) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১১৫৬/১৭৪৩ সালে দাগেস্তানে একটি কূটনৈতিক মিশনে তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়।

সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে ইব্রাহীমের সুখ্যাতি তাঁহার সরকারী চাকুরী ও কূটনৈতিক কার্যকলাপের তুলনায় তুর্কী জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁহার বৃহত্তর অবদানের উপর নির্ভরশীল। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় ও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। Passarulicz (১১৩১/১৭১৯)-এর চুক্তির পরবর্তী কালে যুরোপীয় সামরিক পদ্ধতি প্রবর্তনের সূচনা হয়। ইব্রাহীম সম্ভবত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন যাহারা এই প্রক্রিয়ার পরিপুষ্টি সাধন করেন এবং ইহা ছাড়া নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সঞ্জাত তথ্যও সরবরাহ করেন। খুব সম্ভব তিনিই তৃতীয় আহমাদের নিকট প্রদত্ত প্রথম স্মারকলিপির উদ্যোক্তা, যাহাতে সামরিক বিভাগের পুনর্বিন্যাস ও তুর্কী সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য যুরোপীয় অফিসারগণকে নিযুক্ত করার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হইয়াছিল।

কিন্তু যে অসম সাহসী উদ্যোগ তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে উহা ছিল তাঁহার একটি তুর্কী মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা। মুদ্রণালয় সম্পর্কিত এই ধারণাটি ১৭১৯ সালে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যখন মুহাম্মাদকে— যিনি Yirmisekiz Celebi নামে পরিচিত কূটনৈতিক মিশনে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়, তখন ফরাসী সূত্রে দেখান হয় যে, তিনি ইতোমধ্যেই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও অনুমতি দানের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রধান উর্ঘীর ইব্রাহীম পাশা, মেহমেদ চেলেবি (Mehmed Celebi) ও শেষোক্ত জনের পুত্র সাঈদ আফেন্দী (পরবর্তী কালে 'পাশা' ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত) ও শায়খুল-ইসলাম ১১৪০/১৭২৭ সালে ইব্রাহীমকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমর্থন ও উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন। ওয়াসীলাতুত তিবা'আ (وسيلة الطباعة) শিরোনামে একটি নিবন্ধে ইব্রাহীম মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেন এবং মুসলমানগণের মধ্যে মুদ্রণশিল্পের অভাবে ইসলামী শিক্ষা যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন এবং ইহার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যত মুসলমানগণের ও তুর্কী রাষ্ট্রের জন্য কি উপকার বহন করিয়া আনিতে পারে তাহা জোরালোভাবে প্রকাশ করেন।

তিনি ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিতর্কিত কোন রচনা মুদ্রণের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে কোন প্রকার বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে যুক্তিহীন বিরোধিতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ধর্মীয় প্ররোচনা ছিল না, বরং উহা ছিল নকলনবীশ ও হস্তলেখাবিদদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সৃষ্টি। মুদ্রণের বিষয়ে ইব্রাহীমের প্রধান আগ্রহ ছিল তাঁহার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পেশার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামী সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়বস্তু। তাঁহার ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত রচনা ছিল পার্থিব বিষয়বস্তু ভিত্তিক, যেমন ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ও পদার্থ বিজ্ঞান (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মাতবা'আ (مطبع)। মুদ্রাকর হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা

ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সম্পাদক, সংকলক, অনুবাদক ও লেখক। তিনি অনেক মানচিত্রও অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং ঐগুলির অধিকাংশ মুদ্রণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ভূগোলবিদ ও মানচিত্র অঙ্কনবিদ হিসাবে গর্ববোধ করিতেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় “ওয়াআনকুলী” (وانقولى) নামক শব্দকোষ। ইহা বৃহদাকারের দুই খণ্ডে ১ রাজাব, ১১৪১/২০ জানুয়ারী, ১৭২৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৭৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ছাপাখানাটির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর বন্ধ থাকার পর পুনরায় মুদ্রণ কার্য শুরু হইলেও ১১৫৫/১৭৪২ সালে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত সময়ে অত্র মুদ্রণালয় হইতে সর্বমোট ১৭ খানা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, যাহা ইসলামী মুদ্রণের প্রাচীনতম গ্রন্থ (পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন ভন হ্যামার-এর Des Osmanischen Rieches, ৭খ, ৫৮৩, তা. বি.)।

১১৪৪/১৭৩১ সালে ইব্রাহীম তদীয় গ্রন্থ ‘উসুল’ল হিকাম ফী নিজামিল উমাম’ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য ছিল যুরোপের খৃষ্টান রাষ্ট্রশক্তির কাছে তুর্কী শক্তির পতনের কারণসমূহ তুলিয়া ধরা এবং আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ, উহাদের সামরিক বিন্যাস ও সংগঠন এবং সর্বশেষে তুর্কী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দোষমুক্ত করার পথনির্দেশ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করা (ইস্তাযুল মুদ্রিত ১১৪৫/১৭৩২; ফরাসী অনু. Baron Reviczki, Traite de la tactique, ভিয়েনা ১৭৬৯ খৃ.)। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। আধুনিক ভৌগোলিক অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান এবং যুরোপীয় জাতিসমূহের অবস্থা ও তাহাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেন। নৌ-শক্তি দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্যের পরিবেষ্টন ও ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের পরিণতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণকারীদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি না হইলেও পিটারের অধীনে রাশিয়ার আধুনিকীকরণের ফলশ্রুতি সম্পর্কে তুর্কী কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করিবার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম ব্যক্তি।

১১৫৮/১৭৪৫ সালে ইব্রাহীম ইনতিকাল করেন এবং গালাতা নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : ইব্রাহীমের মুদ্রণালয় হইতে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের তালিকা (১) মাতবা'আ অছে পাওয়া যাইবে। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের জন্য দ্রষ্টব্য : (২) Czezarnak de Saussure, Lettres de Turquie (1700-39) et Notices (1740), সম্পা. Thaly, বুদাপেস্ট ১৯০৯ খৃ.; (৩) G. Toderini, Letteratura turchesca, ভেনিস ১৭৮৭ খৃ., ৩খ.; (৪) A. Vandal, Une Ambassade francaise en Orient sous Louis XV, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২৮ প.; (৫) I. Karacson, ইব্রাহীম মুতাহাররিকা, in TOEM, ১খ. (১৩২৬ হি.), ১৭৮-৮৫; (৬) F. Babinger, Stambuler Buchwesen im 18. Jahrhundert, স্বাইপশিগ ১৯১৯ খৃ.; (৭) ইং-সান (Sungu), İlk Turk matjaasina dair yeni vesikalar, in Hayat, ৩খ. (১৯২৮ খৃ.), ৪১৩-৪; (৮) Selim, N. Gercek, Turk matbaaciligi, ইস্তাযুল ১৯৩৯ খৃ.; (৯) A. Adnan-Adivar, Osmanli Turklerinde. ilim, ইস্তাযুল ১৯৪৩ খৃ., ১৪৭-৫২; (১০) K. Mikes, Turkiye

mektuplari, আঙ্কারা ১৯৪৪ খ., ১১৭ প. ও ১৫২ প.; (১১) Aladar v. Simonffy, Ibrahim Muteferrika Bahnbrecher des Buchdrucks in der Turkei, বুদাপেস্ট ১৯৪৪ খ., তুর্কী অনু. ইব্রাহীম মুতাফাররিকা, Turkiyede matbaaciligin Banisi, আঙ্কারা ১৯৪৫ খ.; (১২) I. A. art Ibrahim Muteferrika (T. Halasi Kun); (১৩) N. Berkes, ilk Turk matbassi kurucusunun dini ve fikri kimligi, in Belleten, xxvi/104 (১৯৬২ খ.), ৭১৬-৩৭; (১৪) এ লেখক, The development of secularism in Turkey, McGill ১৯৬৪ খ., পৃ. ৩৬-৪৬।

Niyazi Berkes (E.I.²)/মুহাঃ সিরাজুর ইসলাম হুসাইনী

ইব্রাহীম মুফতী (مفتی ابراہیم)

মাওলানা, ১৯১৭ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ছত্তারহাট সংলগ্ন ভিৎকল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী হামিদ আলী। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে তিনি পটিয়া থানাধীন জিরা ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় জামায়াতে ছুয়াম পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর উচ্চতর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৩ সালে উত্তর ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। তথায় ছয় বৎসর তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, 'আরবী সাহিত্য ও ইসলামী দর্শন বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৩৯ সালে দাওরায়ে হাদীছ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ফিক্হ ও ফারায়দে (ইসলামী উত্তরাধীকার আইন) সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ তিনি মাওলানা মুফতী কিকায়াত উল্লাহ (র) ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর নিকট বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। হিন্দুস্তান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পর্যায়ক্রমে তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল 'উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৩৯-১৯৪২), চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৪৩-১৯৪৯), পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদ্রাসা (১৯৫০-১৯৫১) ও পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ায় (১৯৫১-১৯৭৯) মুহাদ্দিস, হেড মাওলানা ও প্রধান মুফতী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি বেশ কিছু সময়েব জন্য পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া কেন্দ্রিক ইওহাদুল মাদারিসুল ইসলামিয়া বাংলাদেশ নামক কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। শ্রেণীকক্ষে তাঁহার পাঠদান পদ্ধতি ছিল অতি আকর্ষণীয়। অতি মেধাবী ও কম মেধাবী নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্রগণ তাঁহার দারসে সমানভাবে উপকৃত হইত। তাঁহার ৩৮ বৎসরের শিক্ষকতা জীবনে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের হাজার হাজার ছাত্র দীনি 'ইলম হাসিল করিয়া সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইসলামী আইনের ভাষ্যকার হিসেবে তাঁহার দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ বিদেশ হইতে প্রেরিত বিভিন্ন শর'ইয়া প্রশ্নাবলীর সমাধানে তিনি তত্ত্ব ও যুক্তি নির্ভর ৩৭০০ ফতোয়া প্রদান করেন। পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার ফিক্হ বিভাগে এইসব ফতোয়া সাত খণ্ডে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। সময় জ্ঞান ছিল তাঁহার তীব্র। তিনি তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাইয়াছেন। ইলমে দীন আহরণ ও বিতরণ ছিল তাঁহার জীবন সাধনা। কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ ও দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয়। বিনয় ও তাকওয়া ছিল তাঁহার চারিত্রিক ভূষণ। মাওলানা মুফতী ইব্রাহীম (র) দারসে নিয়ামীর অনেক জটিল আরবী-ফার্সী কিতাবের উর্দু ভাষায় তরজমা ও ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁহার রচিত, অনূদিত ও

সংকলিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা প্রায় ২৭টি। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী বেশ আলোচিত।

১. সহীহ বুখারী-এর তাকরীর (আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র)
২. সহীহ মুসলিম-এর তাকরীর (আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী (র)
৩. তাহাবী-এর তাকরীর (আল্লামা শামসুর হক আফগানী (র)
৪. জামে তিরমিযী-এর তাকরীর (আল্লামা মিয়া আসগার হোসাইন (র)
৫. আত-তাওদীহ দারুরী লিহাল্লী মাসাইলিল কুদুরী;
৬. মুনিয়াতুর রাজী লিহাল্লীস সিরাজী;
৭. আত-তাকরীব লি হাল্লী শারহিত তাহযীব;
৮. আল-বায়ানুর রায়িক লি হাল্লী মীযানিল মানতিক;
৯. আত-তাওদীহাত লি হাল্লী মুআল্লাকাতিল আরবাবা;
১০. আল-বায়ানাৎ লিল মাকামাত;
১১. খুলাসাতুল হাওয়াশী লি হাল্লী উসূলিশ শাশী;
১২. আল-হাললুল জালী লিমা ফী দীওয়ানে আলী (রা);
১৩. আত-তাশরীহাত লিল-মিরকাত;
১৪. আত-তাকরীরুল মুনাযযাম লি হাল্লী মুশকিলাতিল মুসাল্লাম;
১৫. আনওয়ারুল দিরায় লিমান যুতালিউল হিদায়;
১৬. মুরাদুর রাগিবীন-শারহ মুফীদি তালিবীন;
১৭. সিরাজুল মুনীর-শারহ নাহ মীর;
১৮. দাফয়ে রাজ শারহে পাঞ্জগঞ্জ;
১৯. ইয়ালাতুল হাযান-শারহ নাফহাতিল যামান;
২০. শারহে মুসতাতুরাফ;
২১. শারহে মা লা বুদা মিনহ;
২২. শারহে হিদায়াতিন নাহ;
২৩. শারহে সুগরা কুবরা;
২৪. শারহে মিয়াতি 'আমিল মানযুম;
২৫. শারহে মীযান ওয়া মুনশায়িব;
২৬. ইছবতে দু'আ ওয়া মুনাজাত বাদ সালাতে মাকতুবাত;
২৭. আস-সাবীলুল আয়সার।

মাওলানা মুফতী ইব্রাহীম দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৮০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ৬৩ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। চট্টগ্রামের লোহগাড়া উপজেলাধীন চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার পূর্ব পার্শ্বে তাঁহারকে দাফন করা হয়।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ইব্রাহীম, মুহম্মদ (محمد ابراہیم) : (১৮৯৪-১৯৬৬ খ.)

বিচারপতি আইনজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার শৈলডুবি গ্রামে মাতামহের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন আহমদ। মুহম্মদ ইব্রাহীম বরিশাল জেলা স্কুল হইতে দুইটি স্বর্ণপদকসহ বৃত্তি লাভ করিয়া কৃতিত্বের সহিত মেট্রিক পাশ করেন। ১৯১৮ খ. ঢাকা কলেজ হইতে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পাশাপাশি আইন বিষয়েও অধ্যয়ন করেন। ১৯২১ খ. তিনি ঢাকা কলেজ হইতে আইন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯২২ খ. ফরিদপুর জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৯২৪ খ. ঢাকা বারে যোগদান করেন। খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ১৯২৪

হইতে ১৯৪৩ খৃ. পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৩৯ খৃ. ঢাকা জেলা কোর্টে পাবলিক প্রেসিকিউটর নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ খৃ. তিনি প্রাদেশিক বিচার বিভাগের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে মনোনয়ন লাভ করেন এবং ১৯৫০ খৃ. বিভিন্ন স্থানে জেলা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ খৃ. তিনি ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর সুনামের সহিত এই দায়িত্ব পালন করিয়া ১৯৫৬ খৃ. অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সততা ও স্পষ্টবাদিতার কারণে আইনজীবী ও বিচারক হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য নির্বাচন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ খৃ. নভেম্বর হইতে ১৯৫৮ খৃ. অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৮ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় আইন মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। আইয়ুব খানের প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি শীঘ্রই দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করিবেন। সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট মন্ত্রী সভায় পেশকালে তিনি অধিকাংশ বিষয়ে ভিন্নমতে পোষণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থ বিষয়ে এখতিয়ার থাকিবে কেন্দ্রের হাতে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশসমূহের অধীনে ন্যস্ত থাকিবে। সংসদীয় সরকারের প্রতি তাঁহার আগ্রহ থাকিলেও দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি সরকারের ব্যাপারেও তিনি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করেন। তাহার সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের স্বায়ত্ত্ব শাসনের বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভার সহকর্মী দ্বারা তিনি সমালোচিত হন। ১৫ এপ্রিল, ১৯৬২ খৃ. তিনি মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৪ খৃ. আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুহম্মদ ইবরাহিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া ১৯১৯ খৃ. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন"-এর সহিত (১৯২৬-৩৮ খৃ.) যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ খৃ. ইহার নবম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বুলবুল একাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর সভাপতি-অবৈতনিক প্রাদেশিক স্কাউট কমিশনার ও পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৬ খৃ. তিনি পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বৈষম্যমূলক মনোভাবের এবং গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক সংবিধান ঘোষণার বিরুদ্ধে তাঁহার অকুতোভয় ভূমিকার জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৩ খৃ., ৮খ., পৃ. ২৮৬; (২) মুহম্মদ ইবরাহিম : একজন সত্যিকার দেশ প্রেমিক, দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ১৩ অক্টোবর, ২০০৫ খৃ.; (৩) দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ১৩ অক্টোবর, ২০০৫ খৃ.,।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইবরাহিম, মুহম্মদ (محمد ابراهيم) : (১৮৮১-১৯৮৭ খৃ.) বিশিষ্ট 'আলিম, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী। মুহম্মদ ইবরাহিম বাংলাদেশের

ফেনী জেলার সদর উপজেলার বারাহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রিয়াজ উদ্দিন ভূঞা। তিনি ফেনীতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী কালে চট্টগ্রাম সরকারী মুহসিনিয়া মাদরাসা (বর্তমান হাজী মুহসীন কলেজ) হইতে ১৯০০ খৃ. ফাইনাল মাদরাসা পরীক্ষা পাশ করেন। শিক্ষাশেষে তিনি রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন।

তিনি ১৯১৯ খৃ. খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী জেলা খিলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও বৃটিশ বিরোধিতার কারণে বৃটিশ সরকার ১৯২১ খৃ. তাঁহাকে এক বৎসর কারাদণ্ড দেন। প্রথমে তাঁহাকে আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ও পরে মুর্শিদাবাদ কারাগারে দণ্ডভোগ করিতে হয়। ১৯২৯ খৃ. নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দেন এবং নোয়াখালী জেলা শাখার সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ খৃ. বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির মনোনয়নে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ সেনবাগ এলাকা হইতে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (এম.এল.এ.) নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তিনি মুসলীম লীগ প্রার্থী খান বাহাদুর আবদুল গোফরানকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৪৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৩৮ খৃ. হইতে ১৯৪৮ খৃ. ও ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৮ খৃ. পর্যন্ত তিনি ফেনী ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩২ খৃ. হইতে বহুদিন তিনি নোয়াখালী জেলা বোর্ড ও স্কুল বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১৯৫২ খৃ. নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হইলে মুহম্মদ ইবরাহিম ইহাতে যোগ দেন। তিনি সারা পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ফেনী মহকুমা কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৯ খৃ. সম্মিলিত বিরোধী দলীয় (COP) একজন নেতা হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমন্ত্রণে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করিয়া বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। মুহম্মদ ইবরাহিম ফেনী 'আলীয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ইহার সচিবের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। মাদরাসাটির উন্নয়নে তিনি নিজ অর্থ ও ভূমি দান করিয়াছেন এবং উন্নয়ন সহায়তার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান ও রেহমুন সফর করিয়াছেন। তিনি ফেনী কলেজ ও ফেনী হাই স্কুলের গর্তনিং বডিও সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি নোয়াখালী জেলায় বহু স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে ফেনীর বারাহীপুরে জামেয়া ইসলামীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতা করিয়াছেন। মুহম্মদ ইবরাহিম ভারতের প্রখ্যাত 'আলিম মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর (র) মুরিদ ছিলেন। ১৭ নভেম্বর, ১৯৮৭ খৃ. তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহাকে নিজ বাড়ীর মসজিদ সংলগ্ন স্থানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ. (২) ঐ লেখক বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইবরাহিম মুহম্মদ (محمد ابراهيم) : ডাক্তার, (১৯১১-১৯৮৯ খৃ.) চিকিৎসক, শিক্ষক, সংগঠক, সমাজকর্মী ও বাংলাদেশে ডায়াবেটিস

চিকিৎসার পথিকৃৎ। পুরা নাম শেখ আবু মুহম্মদ ইবরাহিম। তিনি ভারতের পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার কায়েরায় জনগ্রহণ করেন। মুহম্মদ ইবরাহিম ১৯৩৮ খৃ. কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম. বি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাউজ ফিজিশিয়ান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ খৃ. দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলিয়া আসেন। কিছু দিন চট্টগ্রামে সিভিল সার্জন পদে চাকুরী করিবার পর তিনি ১৯৪৮ খৃ. উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। ১৯৫০ খৃ. এম. আর. সিপি ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়া তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ডাঃ ইবরাহিম প্রথমে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কিছু একটি করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, যক্ষ্মা নিরাময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ অন্যান্য বহু সংখ্যক সংস্থা সারা বিশ্বে ব্যাপক কার্যক্রম চালাইতেছে। অথচ এমন অনেক অসংক্রামক রোগ রহিয়াছে যাহা সরাসরি প্রাণ সংহার না করিলেও ইহা হইতে অনেক জটিল রোগের উৎপত্তি হয়, যাহা প্রাণ সংহারের কারণ হইতে পারে। এই রোগের ভয়াবহতা লইয়া উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন ধারণা নাই। ডাঃ ইবরাহিম লক্ষ্য করিলেন ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যাহার দ্বারা কিডনী, হৃদপিণ্ড, স্নায়ু, পচনশীল ঘা, পায়ের ক্ষত, চোখের রোগসহ বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় আক্রান্ত হইয়া মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করিতেছে। ডায়াবেটিসকে সফল রোগের মা বলা হইয়া থাকে। তিনি স্থির করিলেন, ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য একটা কিছু করিতে হইবে। এই ভাবনা ও লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া ১৯৫৬ খৃ. ঢাকায় সেগুন বাগিচায় নিজ বাড়ীতে কিছু সংখ্যক সমাজকর্মীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করিলেন পাকিস্তান ডায়াবেটিক সমিতি।

পরবর্তী কালে তিনি করাচী ও লাহোরে ইহার শাখা স্থাপন করেন। ১৯৫৭ খৃ. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তিনি সেগুন বাগিচায় বহিঃ রোগী (out patient) ক্লিনিক স্থাপন করেন। এইখান হইতে তিনি তাঁহার চিকিৎসা সেবা শুরু করেন। ডাঃ ইবরাহিম ১৯৮০ খৃ. ঢাকার শাহবাগে বারডেম (Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders/BIRDEM) নামে একটি বহুমুত্র স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও গবেষণা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সেগুন বাগিচার ক্লিনিকটি তিনি এই বৃহৎ কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ লোকবল গঠনের উদ্দেশ্যে ডায়াবেটিস এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিজম বিষয়ে বারডেমে একটি একাডেমী ও গড়িয়া তোলেন। আশির দশকের মাঝামাঝি হইতে মেডিসিনের বিভিন্ন বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রী ও পিএইচডি প্রোগ্রাম এইখানে চালু রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইহা একটি আদর্শ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। সৃজনশীল স্বাস্থ্য সেবার জন্য বারডেম ১৯৮২ খৃ. হইতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। তিন দশকের অধিক কাল ধরিয়া ডাঃ ইবরাহিম বিনামূল্যে মানসম্পন্ন সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রনোদনার মাধ্যমে দেশ জুড়িয়া বহুমুত্র রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ডায়াবেটিক সমিতি দেশব্যাপী স্থানীয় পর্যায়ে অধিভুক্ত সমিতির মাধ্যমে ৫২টি জেলায় ৫৩ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে আট লাখেরও বেশী নিবন্ধিত ডায়াবেটিস রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করিতেছে। তিনি (Bangladesh Institute of Research and Training for Applied Netritior

(BIRTAN) প্রতিষ্ঠা করেন এবং দরিদ্র ও বেকার বহুমুত্র রোগীদের জন্য ঢাকার জুরাইনে একটি পুনর্বাসন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন।

তিনি ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৯ খৃ. পর্যন্ত Bangladesh Association of Geriatrics-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং Institute of Geriatric Medicine and Research প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। ডাঃ ইবরাহিম ১৯৭৬ হইতে ১৯৭৮ খৃ. পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রবীণ ও বয়স্কদের সেবার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি লণ্ডনস্থ International Federation of the Aged এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সদস্য ছিলেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সর্বপ্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৭৬-৭৭ খৃ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁহাকে জাতীয় অধ্যাপকও নিযুক্ত করেন। ডাঃ ইবরাহিম পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ও পাকিস্তান বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করিয়াছেন। ১৯৮৯ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পরে বারডেম কমপ্লেক্সকে ইবরাহিম মেমোরিয়েল ডায়াবেটিস সেন্টার নামকরণ করা হইয়াছে। বারডেম কমপ্লেক্সে ডায়াবেটিস চিকিৎসা ছাড়াও ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক, হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ইবরাহিম কার্ডিয়াক এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইবরাহিম মেডিকেল কলেজ এবং অধিভুক্ত সমিতির কার্যক্রম চলিতেছে। ডাঃ ইবরাহিম তাঁহার আপন মহিমায় হইয়াছিলেন বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতের কিংবদন্তি পুরুষ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অবদানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে পুরস্কার, পদক ও সম্মাননা প্রদান করিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা পদক (১৯৭৯ খৃ.), বেগম জেরুল্লাহা ও মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্ট স্বর্ণপদক (১৯৮১ খৃ.) মাহবুব আলী খান স্মৃতি ট্রাস্ট স্বর্ণপদক (১৯৮৫ খৃ.) ফেলো, বাংলা একাডেমী (১৯৮৫ খৃ.), ফেলো, ইসলামিক একাডেমী অব সায়েন্স, আম্মান, জর্ডান, (১৯৮৬ খৃ.); কুমিল্লা ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক (১৯৮৬ খৃ.), খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ মেমোরিয়েল ট্রাস্ট স্বর্ণপদক (১৯৮৯ খৃ.) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ স্বর্ণপদক (১৯৮৯ খৃ.), সিতারা-ই পাকিস্তান (১৯৬৩ খৃ.)। ডাঃ মুহম্মদ ইবরাহিম ১৯৮৯ খৃ. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ৮খ., পৃ. ৩৯৩; (২) এক স্বপ্নবান পুরুষ ডাঃ মুহম্মদ ইবরাহিম, দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১৭ মার্চ, ২০০৬ খৃ.; (৩) দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খৃ.; (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ডুএগ্র

ইবরাহীম-আল-য়াযিজী (দ্র. আল-য়াযিজী)

ইবরাহীম আর-রুমী (ابراهيم الرومى) : আস-সায়্যিদ, ইরানী বংশোদ্ভূত তুরস্কে বসবাসকারী একজন বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, ফিক্হ-শাফরিবিদ, মুফতী ও লিপিকলা বিশারদ। তাঁহার পিতা ইরানের সায়্যিদ বংশীয় একজন সূফী সাধক ছিলেন এবং উছ-মানী শাসনামলে সম্ভবত খৃ. পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে তুরস্কে আগমন করেন। তিনি আংকারার উত্তর-পূর্বে

অবস্থিত আমাসিয়া (اماسية) শহরের উপকণ্ঠে একটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সায়্যিদ ইব্রাহীম আমাসিয়া শহরেই লালিত-পালিত হন এবং পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইসলামী বিষয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন শায়খ সিনানুদ্দীন ও প্রখ্যাত 'আলিম শায়খ হা'সান ইবন 'আবদি'স-সামাদ আস-সাসুনীর নিকট। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তুরস্কের বিভিন্ন মাদরাসায় কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে তিনি আনাদুলু (اناضول) প্রদেশের শহর মারযাফুন (মারযীফুন, মারসীওয়ান (مرسيوان مرزيفون مرزيفون) মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে হিসার (حصار) ও কনস্টান্টিনোপল মাদরাসাতেও শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান বায়যীদ খান ইবন মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (১৪৮১-১৫১২ খৃ.) আমাসিয়া শহরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি পরিচালনার দায়িত্বভার সায়্যিদ ইব্রাহীমের উপর ন্যস্ত করেন। ফাতওয়া বিভাগের দায়িত্বভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

সায়্যিদ ইব্রাহীম ভোগ-বিলাসমুক্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। সপলাতে বসিবার রীতিতে তিনি সারা জীবন হাঁটু ভাঁজ করিয়া বসিতেন। তিনি কখনও শয্যা শয়ন করিতেন না এবং বসিয়া নিদ্রা যাইতেন—এইরূপ কথিত আছে। তিনি কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা ও কৃষ্ণসাধনার জীবন অতিবাহিত করেন। অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি বহু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি ৯৩৫/১৫২৮ সালে ইনতিকাল করেন এবং তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় নব্বই বৎসর। এই হিসাবে তাঁহার জনমতারিখ হয় ৮৪৫/১৪৪১ সাল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল্লামা আব্দুল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদুল হায়ি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদুল-বাহিয়্যা ফী তা'বাক'তি'ল-হানাফিয়্যা, আস-সা'আদা শ্রেস, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৯।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

ইব্রাহীম লোদী (ابراهيم لودي) : দিল্লীর লোদী সুলতানদের সর্বশেষ সুলতান। তিনি ৯৩২/১৫২৬ সালে ঐতিহাসিক প্রথম পানিপথ যুদ্ধে বাবুর (দ্র.) কর্তৃক পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা ইহা দিল্লীর সালতানাত (দ্র.)-এর পরিসমাপ্তি এবং মুগল শাসনের সূত্রপাত চিহ্নিত করে যাহা চারি শতাব্দীর অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

তিনি সিকান্দার লোদীর (reg. ৮৯৪/১৪৮৯—৯২৩/১৫১৭) জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন (৮ যুলকা'দা, ৯২৩/২২ নভেম্বর, ১৫১৭ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পর তিনি পিতার সিংহাসনে আসীন হন)। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং অনুদার ছিলেন। তাই ইব্রাহীমের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিপ্রায় উচ্চ পদস্থ অমাত্যগণ পসন্দ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে শাসক হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অসন্তুষ্টির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারা সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা করেন এবং ইব্রাহীমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খানকে জৌনপুর (দ্র.)-এর শারকী প্রদেশের শাসনকর্তা হিসাবে অধিষ্ঠিত করেন। পদস্থ অমাত্যগণের এই পদক্ষেপে বিপদ উপলব্ধি করিয়া ইব্রাহীম এই দ্বৈত শাসনের অবসানের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং জালাল খানকে সদ্যপ্রাপ্ত ক্ষমতা হইতে অপসারণের জন্য তৎপর হন। ইব্রাহীমের এই দুর্বলসিদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া জালাল খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু সুলতানের সেনাবাহিনীর শক্তি প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন

করেন। সেখানে তিনি মানসিংহের পুত্র বিক্রমাজিৎ-এর আশ্রয় লাভ করেন, যিনি এতদিন সাহসিকতার সহিত ইব্রাহীম লোদীকে প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। এই ব্যাপারটি ইব্রাহীমকে গোয়ালিয়র আক্রমণ ও অবরোধ করিতে তৎপর করিয়া তোলে। অবরোধ চলিতে থাকা অবস্থায় জালাল খানকে শ্রেফতার করা হয় এবং হানসীতে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাঁহাকে অন্যান্য বিদ্রোহী আফগান পদস্থ অমাত্যদের সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হয়। জালাল খান পরবর্তীতে কারাগারে ইনতিকাল করেন।

সাম্রাজ্যের অভিজাত অমাত্যদের অসন্তোষ আশংকা করিয়া ইব্রাহীম অমানুষিক নির্যাতন শুরু করেন। ইহার ফলে তিনি তাঁহার পিতার অভিজ্ঞ ও অনুগত রাজকর্মচারীদের সহানুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং “তাহাদেরকে বহিরাক্রমণকারীদের কোলে ঠেলিয়া দেন”। দুইজন নেতৃস্থানীয় অভিজাত অমাত্য সুলতান সিকান্দারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মিয়া ভোয়া ও কালপীর শাসনকর্তা আজাম হুমায়ুন সারওয়ানীকে সুলতানের প্ররোচনায় কারাগারে হত্যা করা হয়। তাঁহাদের এহেন পরিণতি অন্যান্য অমাত্যকে বিপদের আশংকায় শংকিত করিয়া তোলে। ফলে তাঁহারা নিজেদের নিরাপত্তা অনুসন্ধান শুরু করেন। তাঁহাদের অনেকে বিদ্রোহ করেন এবং এই কারণে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব কায়েম হয়। সেই সময়ে সুলতান বিদ্রোহীদেরকে দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তাতার খান লোদীর পুত্র দাওলাত খান লোদীর নেতৃত্বে পাঞ্জাব বিদ্রোহ করে। ইহাতে সুলতান অব্যাহত গভর্নরদেরকে দিল্লীতে ডাকিয়া আনিতে তৎপর হইয়া উঠেন। বিপদ আশংকায় দাওলাত খান তাঁহার পরিবর্তে নিজ পুত্র দিলাওয়ার খানকে রাজদরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহার ফলে সুলতান অত্যন্ত রাগান্বিত হন। কিছু সময়ের জন্য তিনি দিলাওয়ারকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সেইখানে তিনি অনেক অভিজাত অমাত্যদের অত্যাচার ও অপমান ভোগ করিতে দেখেন। তিনি রাজভক্তির বদৌলতে অতি নগণ্য পুরস্কার পাইয়া পাব প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার পিতাকে ইব্রাহীমের আসল অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, ইব্রাহীম সিংহাসন দখল করিয়া টিকিয়া থাকিলে তাঁহার ভাগ্যেও এইরূপ ঘটতে পারে। তাই দাওলাত খান বাবুরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার এই উপলব্ধিও হইল যে, তাঁহার এই কর্ম পাঠান সাম্রাজ্যের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি হইবে এবং নূতন বিদেশী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠার আহ্বান বহন করিয়া উপমহাদেশের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইবে।

বাবুরের অগ্রাভিযানের খবর পাইয়া ইব্রাহীম অসংখ্য সৈন্যসহ দুর্বার গতিতে আক্রমণকারীর মুকাবিলার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। কথিত আছে, এই সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী ছিল। দুই সেনাদল পানিপথ প্রান্তরে মুখামুখী হইল। বাবুরের গোলন্দাজ বাহিনী ও তাঁহার উচ্চতর কলাকৌশল শত্রুর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ইব্রাহীম বীরের মত বাধা দিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহিনী সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ তুর্কীদের সমকক্ষ ছিল না। তিনি মাথায় রাজমুকুট ধারণ করিয়া সকল প্রকার রাজকীয় তসমায় ভূষিত হইয়া ইনতিকাল করেন।

তিনি প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাবুর তাঁহার লোক-লশ্কারকে ইব্রাহীমের লাশ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁহার লাশ তাঁহার অভিজাত অমাত্য ও ব্যক্তিগত রক্ষীদের মৃতদেহের ভিতরে পাওয়া যায়। তাঁহার বিচ্ছিন্ন মস্তক বাবুরের নিকট আনা হইলে তাঁহাকে বীরের মর্যাদায় দাফন করা হয়। তিনি যে স্থানে ইনতিকাল করেন, ইহারই সন্নিকটে তাঁহার সাদামাটা চুনকাম করা

সমাধি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। কালক্রমে ইহা স্থানীয় অধিবাসীদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাঁহারা সর্বশেষ লোদী সুলতানকে একজন শহীদ হিসাবে গণ্য করে এবং একজন দরবেশের মত তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শুরু করে।

বাবুরের সাক্ষ্য (তু. বাবুর নামাহ, ইং অনু., পৃ. ৫৪১, ৪৭৮) হইতে আমরা অবগত হই যে, সুলতানের বিধবা মাতা তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হষ্ট চিতে গ্রহণ করেন নাই। বাবুর তাঁহার প্রতি উদার আচরণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং বাবুর রক্ষা পান। সকল ষড়যন্ত্রকারীকেই ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ইব্রাহীমের মাতাকে কাবুলে নির্বাসিত করা হয়। তৎসত্ত্বেও গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় কাবুলে যাওয়ার পথে নিজেই নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইব্রাহীমের নাবালগে পুত্রকেও তাহার মাতামহের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কাবুলে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তাঁহার ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহমাদ যাদগার, তারীখ-ই শাহী, কলিকাতা ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ৬৫-১১২; (২) মি'আতুল্লাহ, তারীখ-ই খানজাহানী, সম্পা. এস. এম. ইমামু'দ-দীন, ঢাকা ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২২৯-৫৯; (৩) 'আবদুল্লাহ, তারীখ-ই দাউদী, আলীগড় ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৮৫-১০৭; (৪) নিজামুদ্দীন আহমাদ, তাবাকাত-ই আকবারী (গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘণ্ট), ১খ, ৩৪১প.; (৫) ফিরিশতা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী, লাখনৌ ১৮৬৭ খৃ., ১খ, ৩৪৭ প.; (৬) 'আবদুল-বাকী নিহাওয়ান্দী, মা'আছির-ই রাহীমী (গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘণ্ট, ১খ, ৪৭৮ প.); (৭) 'আবদুল-কাদির বাদায়ুনী, মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ (গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘণ্ট), ১খ, ৩২৬; (৮) বাবুরনামা (memoirs of Babur), ইং. অনু. A.S. Beveridge, লন্ডন ১৯২২ খৃ., ২খ, ৪৭৮, ৫৪১ ও নির্ঘণ্ট; (৯) আবদুল হালিম, History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra, ঢাকা ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৩২-৯৮; (১০) Cambridge History of India, iii, 246-50.

A. S. Bazmee Ansari (E.I.²)/মু. মাহবুবুর রহমান

ইব্রাহীম শাহ শারকী (ابراهيم شاه شرقى) : সালাতীনুশ-শারক-এর তৃতীয় সুলতান ছিলেন। জৌনপুর রাজ্যের শাসকগণকে এই নামে অভিহিত করা হইত। ৮০৪-৪৪/১৪০২-৪০ সালে তিনি তাঁহার বড় ভাই মুবারাক শাহ কারানফুল-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা খোজা (eunuch) মালিক সারওয়ারের পোষ্যপুত্র ছিলেন। এই মালিক সারওয়ার ছিলেন জৌনপুরের প্রথম সুলতান, ইহারা হাবশী ছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। ইব্রাহীম একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; বিহারের পশ্চিমদিকে কয়েল (Koyl) [পরবর্তী আলীগড়] হইতে ইতাওয়া ও পূর্বে তিরহুত পর্যন্ত; ইহার আয়তন অষ্টমীয়া রাজ্যের প্রায় সমান ছিল। পরবর্তী কালে জৌনপুর যে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়, ইব্রাহীমের অবদান তাহাতে ছিল সর্বাধিক। সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার—এই উভয় উপায়ে তিনি তাঁহার অবদান রাখেন। অতঃপর তিনি উর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, উদ্দেশ্য স্বয়ং দিল্লীকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন; ৮০৯/১৪০৭ কনৌজ ও সজলকে আন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন; পশ্চিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, গুজরাটের প্রথম মুজাফফার শাহ দিল্লীর সুলতানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি দিল্লী আক্রমণ হইতে

নিবৃত্ত হইলেন, তিনি দিল্লী সুলতানাতের অন্যান্য রাজ্য আক্রমণ করিতে অকৃতকার্য হইলেন। বিয়ানা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রা ও কাল্পী আক্রমণ তৎপরতা হইতেও দুর্ভাগ্যবশত তিনি ৮৩৪/১৪৩১ সালে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। অনুরূপভাবে মালওয়ার হুসাং শাহ গুরী (দ্র.)-রও একই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। ইহার পর হইতে বিভিন্ন সময়ে (তিনি) বাংলার সালাতনাতের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন। এক বিবরণে জানা যায়, ইব্রাহীম শারকী পাণ্ডয়ার শেখ নূর কুতবুল 'আলাম-এর সহায়তায় অনধিকারী (usurper) রাজা গণেশের পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ইসলাম ধর্মানুসারী জীবন যাপন করিতে সফল হন। ৮৩৬/১৪৩২ সালে বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে বাংলার সুলতান তখন তায়মুরের পুত্র শাহরুখ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুলতান ইব্রাহীম তাঁহার সমগ্র রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। জৌনপুর সালাতনাতের অধীনে নূতন ভূখণ্ড আনয়নে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উত্তর ভারতের সর্বাধিক শক্তিশালী শাসক হিসাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁহার রাজত্বকাল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এইজন্যই জৌনপুর প্রাচ্যের শীরায নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার দরবারের উদার পরিবেশের জন্য মুসলিম বিশ্বের বহু 'আলিম ও বিদ্বজ্জন তথায় আকৃষ্ট হইতেন। জৌনপুরে মূল্যবান সাহিত্যকর্ম এবং অনুরূপভাবে কালাম ও ফিকহ-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার রাজধানীকে বহু সুদৃশ্য ইমারত দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আতালার সর্ববৃহৎ মসজিদটি তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : দ্র. জৌনপুর ও শারকী প্রবন্ধদ্বয়।

J. Burton-Page (E.I.²)/মোঃ লোকমান হোসেন

ইব্রাহীম শাহ, সায়্যিদ (سيد ابراهيم شاه) : সায়্যিদ, সিলেটের 'তরফ' বিজেতা সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন (র)-এর প্রপৌত্র সায়্যিদ ইব্রাহীম ইবন মুসাফির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ (১৪১৫-৩১) তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মালিকুল-উলামা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করেন। ময়মনসিংহের হযরত নগর (জঙ্গলবাড়ী)-এর জমিদার কালিদাস গজদানী তাঁহার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম 'দৈসা খাঁর পূর্বপুরুষ। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত তাঁহার বংশপরিচিতি সঠিক নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৬৩-৬৪; (২) সৈয়দ মুর্তাজা আলী, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ৩৮; (৩) সৈয়দ এমদাদুল হক, মোহনাবাদের ইতিহাস (প্রকাশের স্থান ও সন অজ্ঞাত), পৃ. ৩৪-৩৫; (৪) সৈয়দ আবদুল আগাফর, তরফের ইতিহাস, ১২৯২ বাংলা, পৃ. ৩৬; (৫) এস. এন. এইচ. রিজভী, সম্পা., সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯৭০ খৃ., মলাটে ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৩২৫; (৬) অধ্যাপক মুহম্মদ আসাদুর 'আলী, সিলেটের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারা, সম্পা. সৈয়দ মোস্তাফা কামাল, সিলেট ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৬। গ্রন্থগুলি নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিদ্যমান।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ইব্রাহীম শিনাসী (দ্র. শিনাসী)

ইব্রাহীম শীরাযী (ابراهيم شيرازى) : যিনি হাজ্জী ইব্রাহীম শীরাযী নামে সমধিক পরিচিত, কাজার বংশীয় শাসনামলের প্রথম দিকের একজন ইরানী প্রধান উমীর। তিনি যান্দ রাজবংশীয়দের হাত হইতে কাজারদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। যাহুদী বংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত তাঁহার পিতা একচক্ষু বিশিষ্ট হাজ্জী হাশিম শীরাযের কালান্তার (দ্র.) বিভাগে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের একটি পদে তাঁহার নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কারীম খান যান্দ-এর ইনতিকালের পরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তিনি তাঁহার দফতর প্রধান মীরযা মুহাম্মাদ কালান্তারের প্রতি যে তোষামোদের নীতি গ্রহণ করেন, তাহার ফলে তিনি যান্দ শাসক জা'ফার খানের অনুগ্রহ লাভ করেন। ইনি পরবর্তী কালে মীরযা মুহাম্মাদের পদচ্যুতি ও ইনতিকালের পরে তাঁহাকে শীরাযের কালান্তার নিয়োগ করেন (১২০০/১৭৮২)। জা'ফার খানের উত্তরাধিকারী ও যুবক পুত্র নুতফ আলী খান যান্দ এই ভূঁইফোড় ব্যক্তির প্রতি সাধারণ নিঃশর্ত সমর্থন দান করেন এবং কাজার আকা মুহাম্মাদ খানের সঙ্গে সংগ্রামকালে তাহার রাজধানীর দায়িত্বভারও এই সুযোগ সন্ধানী কালান্তারের হস্তেই অর্পণ করেন।

শাসকদের ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্তত পরিণাম হইতে সাধারণ নাগরিকবৃন্দকে রক্ষাকল্পে অথবা প্রায় নিশ্চল ও ব্যর্থ একটি লক্ষ্যের সহিত নিজেকে যুক্ত না রাখার ইচ্ছায় হাজ্জী ইব্রাহীম তাঁহার সাহসী কিন্তু অত্যচারী শাসকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এইভাবে ১২০৫/১৭৯১ সালে যখন নুতফ 'আলী রাজধানীর দায়িত্ব হাজ্জী ইব্রাহীমকে ন্যস্ত করেন এবং সসৈন্যে শীরায নগরের বহির্ভাগে সেনাশিবির স্থাপন করেন, তখন হাজ্জী ইব্রাহীম-এর ষড়যন্ত্রে শীরাযের যান্দ শিবিরে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এক বিস্ময়কর সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ফলে নুতফ 'আলী শিবির হইতে পলায়ন করেন এবং শীরায চিরতরে যান্দনগরের নিকট হস্তান্তরিত হয়। হাজ্জী ইব্রাহীম যান্দনগরের পাল্টা আক্রমণের ভয়ে কাজারদের নিকট আবেদন জানান। আকা মুহাম্মাদ খান শীরায নগরী দখল করেন এবং কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃন্দ কালান্তারকে সমগ্র ফারস প্রদেশের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেন (১২০৬/১৭৯১)। তবে যানদের উৎখাতের পর ও হাজ্জী ইব্রাহীমের আঞ্চলিক আধিপত্য রোধ করার জন্য শীরায ও সমগ্র ফারস প্রদেশ কাজার রাজপুত্র বাবা খান (যিনি পরে ফাতহ 'আলী শাহ নামে পরিচিত হন)-এর শাসনাধীনে দেওয়া হয় এবং হাজ্জীকে নামে মাত্র প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শাহের অনুচর করিয়া ইতিমাদুদ-দাওলা উপাধিতে ভূষিত করা হয় (১২০৯/১৭৯৫)।

ফাতহ 'আলী শাহ সিংহাসনে আরোহণের জন্য হাজ্জী ইব্রাহীমের বিজ্ঞ ব্যবস্থার কাছে ঋণী ছিলেন। ফলে হাজ্জী ইব্রাহীমের সম্মান ও সৌভাগ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পারস্যের প্রদেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদ ও অনেক জমিজমা লাভ করেন। যাহা হউক, তাঁহার ঔক্ষত ও আত্মীয়-স্বজনের দুর্বাবহার যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক বিরূপতার জন্য দেয় এবং তাঁহার কতিপয় বিরোধী ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজকর্মের কিছু বানোয়াট ও কিছু সঠিক তথ্য শাহের নিকট তুলিয়া ধরে। অতঃপর একটি গোপন রাজকীয় আদেশ জারী করিয়া রাজকীয় গুণ্ডাঘাতকদের দ্বারা হাজ্জী ইব্রাহীম ও তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজনকে পূর্ব-নির্ধারিত একই সময়ে তেহরান ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বন্দী

করিয়া হত্যা করা হয় (১২১৫/১৮০১)। তাঁহার পুরুষ বংশধরদের মধ্যে মাত্র দুইটি শিশু বালক প্রাণে রক্ষা পায়।

হাজ্জী ইব্রাহীমের পতনের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দী মীরযা শাফী মায়ানদারানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যিনি পরে ফাতহ 'আলী শাহ দ্বারা তিরস্কৃত হন। তাঁহার রাজনৈতিক বিরোধিগণ তাঁহার তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতা, হীন স্বার্থপরতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞাহীনতার জন্য তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী : 'আবদু'র-রাযযাক ইবন নাজাফ কুলী, মা'আছির-ই সুলতানিয়া, ৭১-৪; (২) যায়ল-ই মীর 'আবদুল-কারীম ওয়া আকা মুহাম্মাদ রিদা বার তারীখ-ই গীতীশায়, সম্পা. সাঈদ নাফীসী, তেহরান ১৩১৯ হি., ৩৩৯-৯৫; (৩) এম. হাসান খান, ইতিমাদুদ-সালতানা, সাদরুত-তাওয়ারীখ, তেহরান ১৩৪৯ হি., ১২-৪৩; (৪) হাজ্জী মীরযা হাসান ফাসাঈ, ফারস-নামায়ি নাসিরী, তেহরান ১৩১৪ হি., ২৪৯-৫০; (৫) আহ'মাদ মীরযা 'আবদু'দ-দাওলা, তারীখ-ই আদুদী, সম্পা. H. Kuhi-i Kirmani, তেহরান ১৩২৮ হি., ৫১; (৬) রিদা কুলী খান হিদায়াত, রাওদগাতু'স- সাফা-ই নাসিরী, নূতন সং. তেহরান ১৩৩৯ হি., ৯খ, ৩৬৭-৭০; (৭) মাহদী-য়ি বাগদাদ, তারীখ-ই রিজাল-ই ঈরান, কার্ন-ই ১২, ১৩, ১৪, তেহরান, ১খ, ২১-৮; (৮) Sir J. Malcolm, History of Persia, London 1861, ii, 217-24; (৯) Sir H. J. Brydges, The Dynasty of the Kadjars, London 1833, p. cxli; (১০) R.G. Watson, A History of Persia, লন্ডন ১৮৮৬ খৃ.; (১১) P. Horn, Geschichte Iran in islamischer Zeit, in Gr. Ir. Phil., ii, index; (১২) Sir P. Sykes, A History of Persia², লন্ডন ১৯৩০ খৃ., ii, 295-6, 302, see also the Bible. to Karim Khan Zand'.

A. H. Zarrinkoob (E.I.² Suppl.) মুঃ আবুল কালাম আযাদ

ইব্রাহীম হাক্কী পাশা (ابراهيم حقى باشا) : ১২৭৯-১৩৩৭/১৮৬৩-১৯১৮, 'উছমানী তুরস্কের রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক ও উমীরে আযাম (১৯১০-১১), ২২ শাওয়াল, ১২৭৯/১২ এপ্রিল, ১৮৬৩ সালে বেশীকতাশ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রেমযী এফেন্দী ছিলেন সাকীয (Chios)-এর মুতাসাররিফ ও বেশীকতাশ পৌর কাউন্সিলের সভাপতি। ইব্রাহীম হাক্কী স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। অতঃপর সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং স্কুলে (মাকতাব মুলকিয়্যি) ভর্তি হন এবং সেইখান হইতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি গৃহশিক্ষকের নিকটে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮৮২ খৃ. তিনি বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অবৈতনিক শিক্ষানবীশরূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পর বৎসর তিনি রাজপ্রাসাদে অনুবাদক পদে নিযুক্ত হইয়া সুলতান ২য় 'আবদুল-হামীদ-এর জন্য বিদেশী ভাষায় উপন্যাসসমূহ অনুবাদ করেন এবং ১৮৮৬ খৃ. রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস ও আইনের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ১৮৯৪ খৃ. তিনি তুরস্ক সরকারের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। এইভাবে অতি অল্প বয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি 'উছমানী শাসনতন্ত্রের উচ্চতর পদসমূহ লাভ করেন। আইন উপদেষ্টারূপে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিশনে ও দেশের বাহিরের কূটনৈতিক

মিশনসমূহেরও দায়িত্ব পালন করেন এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

নব্য তুর্কী আন্দোলনের পরে হাকী স্বল্পকালের জন্য মুহাম্মাদ কামিল পাশার মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ইতালীতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ইস্তাঙ্ঘুলে তখন ছিল মহারাজনৈতিক অস্থিরতার কাল, বিপ্লব-পরবর্তী প্রথম আঠার মাসের স্বল্প সময়ের মধ্যে পরপর পাঁচটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং পাঁচটিরই পতন ঘটে। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৯ খৃ. প্রধান মন্ত্রী হিলমী পাশা (দ্র.) পদত্যাগ করিলে তাহার উত্তরাধিকারী কে হইবেন ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। তখন সত্তাব্য অন্যদের মধ্যে হাকী পাশার নামও বিবেচনাধীন হয় এবং ১২ জানুয়ারী ১৯১০ খৃ. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার কারণে তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। সেই নিয়োগ ইউনিয়নপন্থী ও রক্ষণশীল— এই উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হওয়া হেতু হাকী পাশা সকল দলের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে মত বিনিময় করিতে পারিতেন, তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম হন। উম্মীরে আয়মরূপে তাঁহার অন্যতম প্রাথমিক কাজ ছিল তুর্কী সামরিক বাহিনীসমূহের সর্বাধিক নায়ক, দেশে সামরিক আইন প্রশাসক ও তুর্কী রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী মাহমুদ শাকাত (Sevket) পাশাকে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী নিয়োগ করা, যাহা দ্বারা তাঁহাকে মন্ত্রীসভার কর্তৃত্বাধীনে আনা সম্ভব হয়।

হাকী পাশার বিশ মাস স্থায়ী প্রধান মন্ত্রিত্বের কাল ছিল রাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক শক্তির যুগ। তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের মধ্যে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যাড প্রেসেস (দ্র. ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কী জামইয়্যাতি) ও বিরোধী দলীয়গণের মধ্যকার সংঘাত পূর্বের মতই প্রচণ্ডরূপে চলিতে থাকে। দেশের ভিতরে ইব্রাহীম হাকী মধ্যপন্থী প্রভাব সৃষ্টি করেন। দেশের বাহিরে তাহার ভূমিকা ছিল যথেষ্ট কর্মতৎপর। ১৯১০ খৃ. তিনি যুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানী সফর করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রনায়কগণের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯১১ খৃ. ৩০ সেপ্টেম্বর ইতালী চরম শর্তাবলী আরোপ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলে পরে তিনি পদত্যাগ করেন। 'উছ-মানী তুর্কী সাম্রাজ্য অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইবার এবং কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার দায়ে তাঁহাকে দায়ী করা হয় এবং তিনি প্রসন্নভাবেই সেই সকল অভিযোগের দায়দায়িত্ব মানিয়া নেন। হাকী পাশা অতঃপর আর কোন রকম কার্যকর বা খোলাখুলি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতে না পারিয়া নীরবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ফিরিয়া যান। কিন্তু অন্যদিকে বিরোধী দলীয়গণ ইতালী প্রশ্নে কূটনৈতিক ব্যর্থতার দায়ে তাঁহার প্রকাশ্য বিচার দাবি করিতে থাকে।

যাহা হউক, ১৯১৩ খৃ. জানুয়ারী মাসে ইউনিয়নপন্থী দল ক্ষমতা লাভ করিয়া বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক নূতনভাবে স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্কে তিজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল সেইগুলির মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হয়। হাকী পাশাকে লভনে প্রেরণ করা হয়, সেইখানে পরবর্তী সতের মাস যাবত তিনি একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। তুরস্ক সরকারের আইন উপদেষ্টা হওয়ায় চুক্তির শর্তাবলীও তিনিই রচনা করেন। ১৯১৫ খৃ. জুলাই মাসে হাকী পাশা বার্লিনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন, উহা ছিল সেই সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদ। এই নিযুক্তি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তুরস্ক তখন

তাহার মিত্র রাষ্ট্র জার্মানীর সঙ্গে অধিকতর কর্মতৎপরতার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছিল। তদুপরি সেই পরিবর্তনটির সূচনা করিবার জন্য যে ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করা হয় তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের একজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এবং তুরস্কের সর্বাধিক অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদগণের অন্যতম। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, জার্মানীতে রাষ্ট্রদূত পদে পূর্বে নিযুক্ত জনৈক সামরিক অফিসারের (মাহ-মুদ মুখতার পাশা) স্থলে এবারে একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়। বার্লিনে হাকী পাশা ১৯১৭ খৃ. নূতন তুর্কো-জার্মান চুক্তিসমূহ সম্পাদনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আধুনিক যুরোপীয় জাতিসমূহ সংক্রান্ত আইনগত শর্তসমূহের স্থলে নূতন খসড়া প্রকৃতির কার্যে সহায়তা করেন। রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের পর হাকী তুরস্কের অন্যতম সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে ১৯১৮ খৃ. মার্চ মাসে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির (Treaty of Brest-Litovsk) ব্যবস্থা করেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করেন। ১৯১৮ খৃ. ২৯ জুলাই তিনি বার্লিনে ইনতিকাল করেন। ৭ আগস্ট বেশিকতাসের যাহায়া এফেন্দি গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইব্রাহীম হাকী পাশার আমলাতান্ত্রিক ও সুশিক্ষাগত যে মনোভাব ছিল, উহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় তাঁহারই একটি বক্তব্য দ্বারা—যেইখানে তিনি সুলতান 'আবদুল-হামীদ ও ফরাসী সম্রাট ১১শ লুই-এর মধ্যে তুলনা করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃ. জনৈক বিদেশী পর্যবেক্ষকের নিকট তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "১১শ লুই, কার্ডিনাল বালান্ডেকে একটি লোহার খাঁচায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনিই ছিলেন আধুনিক ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার শাসন আমলের ঘটনাসমূহ আজ অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ফ্রান্স বর্তমান রহিয়াছে। ঠিক একই রকমভাবে ইতিহাস সেই দিন সুলতান 'আবদুল-হামীদ-এর শাসনামলকে বিচার করিবে, সেই দিন ক্ষুদ্র ঘটনাসমূহ সবই উপেক্ষিত হইবে এবং এই সত্যই প্রকাশিত হইবে যে, তিনি তুরস্ককে একটি দেশ হিসাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন" (Allen Upward, The east end of Europe, London 1908, 338-9)। ইউনিয়ন পার্টিপন্থী রাজনীতিকগণের প্রতি তাঁহার মনোভাবও একই রকম ছিল। তিনি তাঁহাদের পার্টিতে যোগদান করেন নাই, এমনকি তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে তিনি স্বীকার করিতেন যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা তাঁহাদেরই রহিয়াছে। ইহা রাজনীতির বুদ্ধিনির্ভর পন্থা হইলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক মনোভাবের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্কই ছিল না। ইহা দ্বারা রাজনীতিবিদ হিসাবে হাকী পাশার অসফলতার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশাসক ও কূটনীতিক হিসাবে তাঁহার যে অবদান তাহা ছিল সত্যই তুলনাহীন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Adnan-Adivar, in IA, v, 892-4; আরও দ্র. (২) K. M. Inal, Osmanli devrinde son sadria zamlar, Istanbul 1940-53, 1764-1804; (৩) 'আলী চানকায়া, মুলকিয়ে তারিহি ভি মুলকিয়েলিলের, আনকারা ১৯৫৪ খৃ., ৫৪-৮; (৪) এ. এফ. তুর্কগেলদি, গোরুপ ইস্তিক্বলেরিম, আনকারা ১৯৫১ খৃ., উহার বিভিন্ন স্থান দ্র.। হাকী পাশা ১৯১৩-১৪ খৃ. লভনে যে অ্যাংলো-তুর্কী আলোচনাসমূহের প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন সেজন্য দ্র. (৫) British documents in Public Record Office (London), F.O. 371/2125, 2126 ইত্যাদি। আরও দ্র.

সমসাময়িক তুর্কী সংবাদপত্রসমূহ, বিশেষ করিয়া তানীন ও ইকদাম। (৬) দা. মা.ই. ১/৩৭৩।

Feroz Ahmad (E.I. 2)/হুমায়ুন খান

ইব্রাহীম আল-হামিদী (দ্র. আল-হামিদী)

ইব্রাহীম আল-হালাবী (দ্র. আল-হালাবী)

ইব্রাহীম হিলমী পাশা (দ্র. কেচিবোয়নুয়)

(আল) ইব্রাহীমী (الابراهيمى) : মুহাম্মাদ আল-বাহীর, আলজিরিয়ায় সংস্কারক, পণ্ডিত ও লেখক, ১৩ শাওয়াল, ১৩০৬/১২ জুন, ১৮৮৯ সালে বুগি (Bougie)-তে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাহার আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমগ্র শৈশব ও যৌবনকালব্যাপী তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ইতোমধ্যে ১৪ বৎসর বয়সে তাহার চাচা মুহাম্মাদ আল-মাক্কী আল-ইব্রাহীমী পরিচালিত মাদরাসায় তিনি কুরআন অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ১৯১২ খৃ. হিজায় গমনের পথে তিনি তিন মাসকাল কায়রোতে অবস্থান করেন এবং সেখানে আল আয়হার বিশ্ববিদ্যালয় ও রাশীদ কর্তৃক রাওদা ধীপে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দারুল-ওয়াল-ওয়াল-ইরশাদ-এ অধ্যয়ন করেন। মদীনাতে বাশীর ইব্রাহীমী তাফসীর ও হাদীছ বিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন, বংশানুক্রমিক ইতিহাস পাঠ করেন এবং বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে গবেষণায় নিরত হন। মদীনা শারীফেই তিনি ইব্ন বাদীস (দ্র.)-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। তিন মাস যাবত এই দুই তরুণ পণ্ডিত ধর্মীয় সংস্কার কার্যের পরিকল্পনা, আলজিরিয়াতে 'আরবী শিক্ষার কার্যের পরিকল্পনা ও আলজিরিয়াতে 'আরবী শিক্ষার পুনঃপ্রচলনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় মনোনিবেশ করেন।

দামিষকের মাদরাসা সুলতানিয়াতে দুই বৎসরকাল (১৯১৭-১৮) অধ্যাপনা করিবার পর ইব্রাহীমী আলজিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ইব্ন বাদীস-এর সহযোগে কাজ শুরু করিয়া দেন, তাহারা ধর্মীয় সংস্কারের প্রচার কার্য শুরু করেন এবং একটি জাতীয় তামাদুনিক কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩১ খৃ. আলজিরিয়ায় মুসলিম 'উলামা প্রতিষ্ঠান স্থাপন হইতে শুরু করিয়া অবৈতনিক 'আরবী শিক্ষা দান পদ্ধতির প্রতিষ্ঠান এবং একটি সংস্কারমূলক 'আরবী প্রকাশনা সংস্থা (উহার প্রধান মুখপত্র ছিল আশ-শিহাব ও আল-বাসাইর) স্থাপিত হয়।

১৯৪০ খৃ. এপ্রিল মাসে ইব্ন বাদীস ইনতিকাল করিলে ইব্রাহীমী আলজিরিয়ায় সংস্কার আন্দোলনের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে (অন্তত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে) জাতীয়তাবাদী আদর্শের লক্ষ্য এক করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। দীর্ঘ দশ বৎসরকাল প্রচার কার্য চালাইবার ফলে তিনি দেশবাসীর জন্য যে দাবিসমূহ উত্থাপন করিয়াছিলেন সেইগুলিকে তিনটি শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা যায় : (১) রাষ্ট্রীয় (ঔপনিবেশিক) প্রভাব হইতে ইসলাম ধর্মকে পৃথক করা; (২) ইসলামী আইনের স্বাধীনতা এবং (৩) 'আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান। তাহা ছাড়া 'উলামা সংগঠনের উদ্যোগে 'আরবীতে অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও তিনি নিরলসভাবে চেষ্টা করেন। ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য ও মেধাবী ছাত্রগণকে 'আরবীতে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার জন্য 'উলামা সংগঠন অন্য

'আরব দেশসমূহের নিকট আর্থিক ও শিক্ষাগত সহায়তা কামনা করে। শায়খ ইব্রাহীমীকে একটি মিশনের সঙ্গে প্রাচ্যে প্রেরণ করা হয় যেন তাৎক্ষণিকভাবে তিনি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও কথাবার্তা চালাইতে পারেন (১৯৫২ খৃ.)। অতঃপর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

প্রাচ্যে অবস্থানকালে ইব্রাহীমী একটি 'আরব ও মুসলিম দেশরূপে বিবেচিত আলজিরিয়ার মুখপত্ররূপে কাজ করেন। যে সকল দেশে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন (মিসর, ইরাক, হিজায়, কুয়েত ও পাকিস্তান) সেখানকার ধর্মীয় ও বুদ্ধিজীবী মহলের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে তিনি অংশগ্রহণ করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই সমসাময়িক ইসলামের একজন বিশাল ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৬১ খৃ. তিনি কায়রোর 'আরবী ভাষা বিষয়ক একাডেমীর একজন কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন।

আলজিরিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পরে শায়খ ইব্রাহীমী তাহার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সদ্য-স্বাধীন আলজিরিয়ার প্রথম নেতাপণের সমর্থন হারান; তাহার রাজনৈতিক মত ছিল ইসলামী শূরা (দ্র.)-এর আদর্শ ভিত্তিক এবং তিনি "স্বাধীন ও ন্যায়বিচার রহিয়াছে এইরূপ একটি নগর প্রতিষ্ঠা"র প্রচারণা চালাইয়াছিলেন। তিনি ১৯ মুহ'ররাম, ১৩৮৫/২০ মে, ১৯৬৫ সালে আলজিয়ার্সে ইনতিকাল করেন।

বাহীর ইব্রাহীমী, ইব্রাহীম বাদীস ও তায়্যিব আল-উকবীর সমবায়ে আলজিরিয়ার মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম স্থপতি ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট বক্তা, লেখক ও নিষ্ঠাপন্থী ইসলামী নিয়ম-শৃঙ্খলার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাহাকে চিরায়ত 'আরবী তমদ্দুনের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি বলিয়াও বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

ইব্রাহীমীর রচনাবলীর পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু আল-বাসাইর-এর জন্য লিখিত সম্পাদকীয়সমূহ বাহা 'উয়ুনুল-বাসাইর নামে সংকলিত হইয়া (কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ৬৯৩ পৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যগুলি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে : (১) ভাষাগত বিষয়ক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে দশটির মত সংক্ষিপ্ত রচনা [আত-তাসমিয়া বিল-মাসদার আল-সিফাতুল্লাতী জাআত 'আলা ওয়ায়ন ফা'আল; আন-নুকায়াত ওয়ান নুফায়াত, বা ফু'আলা এইরূপের শব্দাবলী; আল-ইত্তিহাদ ওয়াশ-শুযুয; বাকায়্যা ফাসহ'ল-আরাবিয়া ফি'ল লাহজিল আবিয়া আল-জায়াইরিয়া; রিসাল ফী মাখারিজিল হুরফ ওয়া সিফাতিহা বায়নাল আরাবিয়া আল-ফুসাহা ওয়াল-আমিয়া প্রবাদ (আমছাল) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের সংযোজন ইত্যাদি]; (২) ধর্ম বিষয়ক কিছু সংখ্যক পঠন-পাঠন (হিকমাত মাশরুইয়াতিয-যাকাত ফি'ল-ইসলাম; ওআবুল-ঈমান); (৩) একটি নাটক কাহিনাত আওরাস ("La Kahena"); (৪) একখানি বিশাল দীর্ঘ উরজুয়া (৩৬,০০০ শ্লোক); লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এই মহাকাব্যখানি (মালহামা)-তে ইসলাম ও আলজিরিয়ার ইতিহাস এবং আলজিরিয়ার মুসলমানগণের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত্মজীবনীমূলক নোট, in RAAC, xxi (১৩৮/১৯৬৬), ১৩৫-৫৪, আনা (L1) এই সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত ; (২) A. Merad, Le Reformisme musulman en Algerie de 1925 a 1940, Pris-The Hgue 1967, নির্দেশিকা।

A. Merad (E.I. 2)/হুমায়ুন খান

ইব্রিশীম (দ্র. হারীর)

ইব্রী (عبرى) : পূর্ব 'আরব উপদ্বীপের ওমানের একটি শহর (উমান দ্র.)। ইব্রী, আল-হাজার পর্বতশ্রেণীর দেশ, অভ্যন্তর ভাগের ঢালু হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে আর-রুব'উল খালী মরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ ভূমি আজ-জাহিরা জেলার রাজধানী। পর্বতের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া যে বিশাল উপত্যকা (ওয়াদী) বালুকাময় ভূমির নিকটে গিয়া ওয়াদীল-কাবীর নাম পরিবর্তন করিয়া ওয়াদীল-আয়ন নামে পরিচিত হইয়াছে, শহরটি উহার নিকটে অবস্থিত। ওয়াদীর আরও উচ্চ ভূমিতে আল-আরাকী ও আন্দারীয় শহর দুইটি অবস্থিত। ইব্রীর ঠিক পূর্বে আস-সুলায়ফ জনপদ এবং আরও পূর্বে গেলে জাবালুল-কাওর পর্বতের সুউচ্চ রেখা, তাহারও পরে অবস্থিত নাফুয়া, যাহা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ওমান ইমামাতের রাজধানী ছিল। ইব্রীর দক্ষিণে ওমানের নতুন তৈল শোধনাগারসমূহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ফাহ্দ। ইব্রী শহরটি চুক্তিভুক্ত (trucial) উপকূলভূমি এবং আল-বুরায়মী (দ্র.) হইতে আশ-শারকিয়া ও জালান জেলাদ্বয় পর্যন্ত প্রধান অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পথে একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইব্রী হইতে আল-বুরায়মী পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিতে পথে আফলাজ বানী কিতাব নামক গ্রামশ্রেণী পার হইয়া যাইতে হয়।

ইব্রিয়ানী গোত্রের নাম হইতে শহরটির ইব্রী নামকরণ হইয়াছে। তাহার আঘদ গোত্র এবং তৎপূর্ববর্তী হযরত হুদ (আ) [দ্র.]-এর বংশধর বলিয়া দাবি করে। তবে ইব্রিয়ান-এর বর্তমান সদর দফতর বা কেন্দ্রীয় আবাসস্থল হইতেছে নাফুয়ার নিকটবর্তী আল-হামরাতে এবং ইব্রীর সঙ্গে তাহাদের তেমন কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই। ইব্রীর প্রভাবশালী গোত্র হইতেছে য়াআকীব, যাহারা আদিতে দক্ষিণ 'আরব হইতে আগত বলিয়া দাবি করিলেও বর্তমানে ওমানের গাফিরী (উত্তর 'আরবীয়) গোত্রীয়গণের অন্তর্ভুক্ত। ইব্রীর অন্য অধিবাসিগণের মধ্যে রহিয়াছে বানু কালবান গোত্রের লোকজন।

ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যতীত ইব্রী শহরটি আজ-জাহিরার যাবাবরদের বাজার হিসাবেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই যাবাবরদের মধ্যে দুর্গ (দ্র.) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যাবাবররা বিখ্যাত ওমানী উষ্ট্র বিক্রয় করে এবং ভৎপরিবর্তে স্থানীয় কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে। এখানকার কৃষিক্ষেত্রের বিশেষ দিক হইতেছে খজুর ও অন্যান্য ফলের বাগিচা, যেইগুলি পর্বতমালা হইতে অভ্যন্তর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত, সমগ্র ওমানে সম্ভবত সর্ববৃহৎ। উৎপাদিত ফলের মধ্যে রহিয়াছে আম, পিচ, খোবানি, নাশপাতি, কলা, কমলালেবু, বেদানা, কুল ও পেয়ারা।

ইবাদী ইমামগণের আমলে একটি জেলার রাজধানীরূপে ইব্রীতে যে মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল তাহা সম্ভবত সমগ্র ওমানের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদী মসজিদ। বিভিন্ন সময়ে এই শহরটি ওয়াহহাবীগণের অধিকারে আসে। ১২৫১/১৮৩৬ সনে বৃটিশ নৌবাহিনীর দুইজন অফিসার ওয়েলস্টিড (Wellsted) ও হোয়াইটলক (Whitelock) যুরোপীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম সেই অঞ্চল ভ্রমণকীরূপে যখন ইব্রীর উপকণ্ঠে পৌছেন তখন তাহার শহরটি ওয়াহহাবী বসতি দ্বারা পূর্ণ দেখিতে পান, তাহার পর্যটকদ্বয়কে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে। ১৩৭৫/১৯৫৫ সনে বৃটিশ সাংবাদিক জে. মরিস (J. Morris) যখন মস্কটের সুলতান সাঈদ ইবনু'ত তায়মূর-এর ট্রেন সহযাত্রীরূপে ইব্রীতে

গমন করেন তখন তিনি অবশ্য সেই পুরাতন কোনরূপ বিদেশী ভীতির সম্মুখীন হন নাই।

বহুপঞ্জী : (১) মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আস-সালিমী, নাহদা'তুল-আয়ান বি-হুররিয়াত উমান, কায়রো ১৩৮০ হি.; (২) J. Wellsted, Travels in Arabia, London 1838; (৩) Admiralty, A Handbook of Arabia, London 1916-7; (৪) J. Morris, Sultan in Oman, London 1957.

G. Rentz (E.I.²)/হুয়ায়ন খান

ইব্রী (দ্র. য়াহুদ)

ইব্রীক (البريق) : ইসলামী শিল্পে এই নামটি দ্বারা ব্যবহার ও উপাদান নির্বিশেষে যে কোন হাতলওয়ালা বড় জগ বা সোরাই ধরনের পানপাত্র বুঝায়। তবে সাধারণত ইহা দ্বারা পানি অথবা সুরা ঢালার পাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। অধিকন্তু সঙ্গে একটি চিলমুচি সহযোগে ইহা হাত ও পা ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ ধরনের ইব্রীক অন্য কয়েকটি নামেও পরিচিত, যেমন কুবরা বা বুলকুলা (দ্র. আবু নুওয়াস, দীওয়ান, সম্পা. Wagner, বৈরুত ১৯৫৮ খৃ., ১খ., ৫৪, ৩)।

৪র্থ/১০ম শতক পর্যন্ত প্রাথমিক যুগের ধাতব পানপাত্রের নির্মাণের ভৌগোলিক উৎস এখন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রকার অনুযায়ী সেইগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যাহা সাসানী ও সোগদীয় আদিরূপ হইতে প্রকৃত ইসলামী আকারের দিকে ধীরে ধীরে রূপ লাভ করে। এইগুলির সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত গড়ন হইল প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী অবয়ব ও পাত্রের নিম্নাংশের দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ; ক্রমে ঘাড়ের দিকে গুরুত্ব আরোপিত হয় অর্থাৎ পাত্রের আকারগত পরিবর্তন যাহাতে পাত্রটির দেহের সহিত উহার গলা, মুখ ও পায়ার রূপান্তর সুসাম্য স্যপূর্ণ ও পরিষ্কন্নভাবে ঘটে। এই সময়ে পাত্রের গায়ে পলকাকা করিবার প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এক ধরনের ইব্রীকের বৈশিষ্ট্য ছিল পাত্রে দ্বিধাবিভক্ত গলা তৈরি করা যাহা নিম্নের দিকে ক্রমেই সরু হইয়া গিয়াছে এবং উপরের অর্ধেক বেলুনাকার ও কাটা কাজ করা। ডিহাকারের অথবা বেলুনাকার পাত্রটি তিনটি ক্ষুদ্র পায়ার উপর স্থাপিত (দ্র. Survey, Pl 244A)। অন্যগুলি কায়রোতে রক্ষিত মারওয়ান ইব্রীক নামে পরিচিত (দ্র. Survey, Ps 245-6)। উমাইয়া স্বর্বাঙ্গী মারওয়ান ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কালক্রমানুসারে সর্বআকারের ইব্রীকগুলি ডিম্বাকৃতির এবং নীচু ঘেরযুক্ত পাদানি ও সরল, অথচ কিছুটা ঢেউ খেলানো গলা ও চ্যাপ্টা ঠোঁটবিশিষ্ট ছিল। ইহাদের সুন্দর ভারসাম্যযুক্ত এই আকারটি সালজুক আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এক প্রকারের ইব্রীক (মারওয়ান ইব্রীক) ব্যতীরেকে বাকী সকলই হাতল কানার নিকটে আসিয়া গলাতে মিলিয়াছে। প্রচলিত আকারের পাত্রগুলির আংটা (ধরিবার সময় বৃদ্ধ আঙ্গুল রাখিবার জায়গা) থাকিত জলিম বা বেদানা অথবা খেজুর পাতার নকশা।

৫ম/১১শ শতকের শুরু হইতে ৭ম/১৩শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত খুরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার কারখানাগুলিতে পিতলের ইব্রীক তৈরি হইত, সেগুলির নল হইত প্রদীপের নলের আকৃতির মত। প্রথমদিককার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন ফারগানাতে আখসীকাছ-এ ও প্রাচীন উশরুসানার শাহরান্তানে। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের শেষভাগ হইতে ৭ম/১৩শ শতকের শুরুর দিককার নমুনাগুলি রৌপ্য ও তাম্রখচিত। এই ধরনের একটি ইব্রীক

প্যারিসে রক্ষিত আছে, উহার নির্মাণ তারিখ ৫৮৬/১১৯০-৯১ সাল (দ্র. Survey, Pl 1309A)। ৫ম/১১শ শতকের শেষভাগ হইতে ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতক পর্যন্ত খুরাসানের কারখানাগুলি চালু ছিল, সেগুলিতে উঁচু নলবিশিষ্ট ইব্রীক তৈরি হইত। উহাদের কতকগুলি ছিল বর্তুলাকারের, আবার কতকগুলি ছিল খাঁজকাটা অথবা পলকাটা তরমুজ আকৃতির। এই ধরনের একটি পল ইব্রীক-এর গায়ে মাহ'মুদ ইবন মুহাম্মাদ-আল হারাবীর স্বাক্ষর খোদিত রহিয়াছে, উহার নির্মাণ তারিখ ৫৭৭/১১৮১ সাল (S. Mayer, Islamic Metalworkers, 1959, 59; উল্লিখিত সব প্রকারের বর্ণনা ও নিদর্শনের জন্য দ্র. আবুল-ফারাজ আল-'উশ, A bronze ewer with a high spout। সেখানে লেখক যে সকল তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি বিতর্কিত হইতে পারে।

৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মাওসিল, দামিশ্ক ও কায়রোর কারখানাগুলিতে জাঁকজমকপূর্ণ কারুকাজ করা পিতলের ইব্রীক তৈরি হইত, সেগুলির আকার ছিল অনেকটা নাশপাতির মত, পাত্রের গা হইত মসৃণ অথবা পলকাটা ও বর্তুলাকার; গলা হইত লম্বা ও সোজা। স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত বলাকাস ইব্রীকের নমুনা বৃটিশ মিউজিয়ামে (দ্র. Barret, Islamic metalwork, 1949, Pls. 12-13) এবং দুইটি ইব্রীক প্যারিসে রক্ষিত আছে (দ্র. Rice, Inlaid Brasses, পরিশিষ্ট, নং ১৬ ও ২১)। নাশপাতির ন্যায় গড়ন এবং সরল নলই ছিল ৮ম/১৪শ শতকের মামলুক আমলের ইব্রীক-র গড়নের বৈশিষ্ট্য। সেগুলির উঁচু আকার নিম্নাংশে ত্রুটি সংকুচিত এবং গলার উপরিভাগ একটি ভারী পিয়ালায়ুক্ত থাকিত (দ্র. The arts of Islam, Hayward Gallery 1976, no. 216)। বাকানো নল ও হাতলবিশিষ্ট মজবুত ক্ষীত আকারের চাপা অথবা কুপি (funnel) আকারের এবং উপরের দিকে উল্টানো চ্যাপ্টা উঁচু পা, এই আকারের ইব্রীক ৯ম/১৫শ শতকে মিসর ও ইরানে একই সময় দেখা যাইত (দ্র. J. Carswell, Six tiles)। কায়রো ও দামিশ্কের রঙিন টালিতে ইব্রীকের নক্সার প্রচলিত হইতে অনুমান করা যায় যে, যাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শনসমূহে যে যে এলাকার আভাস পাওয়া যায়, উহার তুলনায় এই পাত্র আরও ব্যাপক অঞ্চলে প্রচলন ছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তী ক্ষুদ্র চিত্রে ইব্রীক-র যে ছবি দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে, ১০ম/১৬শ শতকগুলিতেও এই আকারের ইব্রীক প্রচলিত ছিল। চীনা মাটির তৈরী ইব্রীকগুলিতেও ধাতব ইব্রীক-র গঠনই অনুসৃত হইত। প্রথমদিককার কিছু কিছু চীনা মাটির তৈরী ইব্রীক-এর, এমনকি জোড়ার অংশগুলি পর্যন্ত অনুকরণ করা হইত। উঁচু নলবিশিষ্ট গোলাকার অথবা বেলুনাকার ইব্রীকের প্রচলন হয় ৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতকে, বিশেষ করিয়া পারস্যের একরঙা খোদাইকৃত উজ্জ্বল চকচকে পাত্রের গায়ে।

মদ্য ঢালিবার ইব্রীক ও হাত ধুইবার ইব্রীক-র চিত্র প্রায়শ ক্ষুদ্র চিত্র (miniatures) এবং অন্যান্য মাধ্যমে দেখা যায় (৮ম/১৪শ শতকের হাত ধুইবার পাত্রাদির বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. M. S. Ipsiroglu, Saray alben, diez'sche Klebedande aus den Berliner Sammlungen, Wiesbaden 1964, Pls. xvii and xviii)।

গ্রন্থপঞ্জী : সাধারণ গ্রন্থসমূহ (১) A. U. Pope (ed.) A survey of Persian art, Oxford 1938-39; (২) G. Wiet, Objects en culvre. Cat. Gen. du Musee Arabe du

Caire, 1932. Monographs on single objects: (৩) K. Erdmann, Islamische Giessgefasse des II. Jahrhunderts, in Panteon, xxii (July-Dec. 1938), 251-4; (৪) D. S. Rice, Studies in Islamic metalwork, II, in BSOAS, xv/i (1935), 66-79; (৫) ঐ লেখক, An Unpublished 'Mosul' ewer dated 627/1229, in BSOAS, xv/2 (1953), 229-32; (৬) ঐ লেখক, Inlaid brasses from the workshop of Ahmad al-Dhaki al-Mawsili, in Ars Orientalis, ii (1957); (৭) U. Scerrato, Oggetti metallici di eta Islamica in Afghanistan, II: Il Ripostiglio di Maimana, in AIUON, N. S. xiv/2, Naples 1964; (৮) A. S. Melikian Chirvani, Cuivres inedits de l'epoque de Qa'itbay, in Kunst des Orients, vi/2 (1969), 119-24; (৯) B. Marshak, Bronze ewer from Samarkant, in A. A., Ivanov and S. S. Sorokin (সম্পা.) Srednyaya Aziya Iran (Central Asia and Iran), Leningrad 1972, 61-90 (With English summary); (১০) আবুল-ফারাজ আল-'উশ, A Bronze ewer with a high spout in the Metropolitan Museum of Art, in Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, সম্পা. R. Ettinghausen, New York 1972, 191 প.; (১১) J. Carswell, Six tiles, ঐ, পৃ. ১০১ প। চিত্র বা নমুনাসহ ইসলামী সোরাইয়ের নিয়মানুগ বিবর্তনের আলোচনার জন্য শেখুনঃ E. Baer, Metal Work in Islamic art and civilization.

Eva Baer (E.I.², Suppl.)/নাজমা খান মজলিস

ইব্রাহ (البرح) : (স্পেনীয় Ebro), উত্তর-পূর্ব স্পেনের নদী। 'আরবী ভাষায় স্পেনের ভৌগোলিক বিবরণ রচয়িতাগণের অধিকাংশই এবরো (Ebro) নদীটির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল বর্ণনাই গতানুগতিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, ইহা Nabarra পর্বত বা রুমে উৎপন্ন হইয়া তুদেলা (Tudela) ও সারাগোসা (Zaragoza)-র মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তুরতুশা (tortosa)-র সামান্য নিম্নে ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। মুসলমানরা কখনও ইব্রাহ নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটবর্তী অঞ্চলের পানি নিয়ন্ত্রণ করে নাই এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। একই কথা দুয়েরো (Duero) নদী সম্বন্ধে সত্য; যুহরীর বর্ণনানুসারে ইব্রাহ ও দুয়েরো (Duero) এই উভয় নদীর উৎপত্তি স্থান অভিন্ন। কখনও কখনও নদী ভীরবর্তী অন্যান্য শহরেও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন কালাহররা (Calahorra), মিকনাসা (Mequinenza) ও ইফলীশ (Flix); আবার উপনদীসমূহেরও উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন জাল্লাক (বা জিল্লিক বা জিল্লাক) [Gallego], শীকার (Segre) ও নাহর আয-বায়তুন (Cinca)। 'আবদুল-মুন'ইম আল-হিময়ারী ও ইবন সা'ঈদ নদীটির কথা জানিতেন, যদিও নাম উল্লেখ করেন নাই। বাকুরী আকুরী আইবেরীয়া (ইবারিয়া) ও এবরো (Ebro) নাম দুইটির শাব্দিক ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। যুহরী

উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই নদীতে স্বর্ণ পাওয়া যায় (নদীর ঠিক কোনখানে তাহা উল্লেখ করেন নাই) এবং আরও এক বিদ্রান্তিকর তথ্য সংযোজন করিয়াছেন যে, তুদেলা হইতে মিকনাসা পর্যন্ত এবং পুনরায় ইফলীশ হইতে তুরতুশ পর্যন্ত ১০০ মাইলব্যাপী নদীর তীরে লণ্ঠন বা আলো জ্বলাইয়া রাখা হইত (যাতা'আতাওনা'-স- সুরুজ)।

নদীটির নাম 'আরবীতে লেখা হয় 'আলিফ', 'বা', 'রা', 'হা' দিয়া, পাণ্ডুলিপিতে আলিফের আগে নুকতাবিহীন হামযা দেওয়া আছে; মাগ'রিবী রীতিতে উহা দ্বারা 'মাদ্দা' বুঝায়। উহা দ্বারা এইরূপ বুঝা যায় যে, প্রথম পদের স্বরবর্ণটি ফাত্বাহরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা আবরু (হ), আবরু (হ) ও উহা বাস্তবিক স্পেনীয় Ebro উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অপরপক্ষে যাঁহারা নামটিকে আইবেরিয়া-র সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন ইবরু (হ)। ঈবরুহ এই বানানরূপ কখনও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ড. প্রামাণিক ভূগোল গ্রন্থের লেখকগণ (২) যুহরী, কিতাবুল-জুগরাফিয়া, আলজিয়াস Bib. Nat., পাণ্ডুলিপি নং ১৫৫২ প., ৪১ক, ৫১খ, ৬৮খ., সম্পা. M. Hadj-Sadok, in BEt. Or., ২১ (১৯৬৮ খ.), নির্দেশিকা।

J. F. P. Hopkins (E.I.²)/ছমায়ুন খান

ইবলীস (ابليس) : শয়তানের আসল নাম। তাহাকে 'আদুবুল্লাহ (عدو الله) অর্থাৎ আল্লাহর দুশমন অথবা কেবল 'আদুবু' (عدو) বলা হইয়া থাকে। কুরআনের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বাহ্যত 'ইবলীস' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। শব্দটির ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে (অনারবী) ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। শব্দটি 'আরবী না 'আজামী, এই বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাবিদ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। আবু 'উবায়দা, আল-যাজ্জাজ, ইবনুল-আনবারী, সীবাওয়াসহ, আয-যামাখশারী ও অন্যান্য ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদের একটি বৃহৎ দল শব্দটিকে 'আজামী বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, 'ইবলীস' শব্দটি 'ب-ل-س' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই কারণে 'ইবলীস' শব্দটি غير منصرف কোন বিশেষ্য منصرف হওয়ার জন্য ৯টি কারণের যে কোন দুইটি কারণ উহাতে থাকিতে হইবে অথবা এমন একটি কারণ থাকিতে হইবে, যাহা দুইয়ের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু 'ইবলীস' শব্দটিতে কেবল علم ('আলাম-নাম) কারণটি ছাড়া অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় না। অন্যথায় افعیل-এর সমরূপের অন্যান্য শব্দ (যেমন اجفیل-اخريط-احلیل-اکلیل)-এর ন্যায় 'ইবলীস' শব্দটিও منصرف হইত।

ইবন জারীর আত'-তাবারী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের একটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে ابليس শব্দটিকে সক্রমক ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হইয়াছে إِبْلِيسَ ابْلِيسَهُ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّ 'ইবলীসকে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের কল্যাণ হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিয়াছেন'। তাবারী পরে আস-সুদীর একটি উক্তিও পেশ করেন, যাহাতে ابليس শব্দটি অক্রমক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে: كَانَ اسْمُ ابْلِيسَ الْحَارِثِ وَأَنَّمَا سُمِّيَ ابْلِيسَ حِينَ ابْلِيسَ مَتَحِيرًا (ইবলীসের নাম ছিল হারিছ, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ ও পেরেশান হওয়ার পর হইতে তাহার এইরূপ নামকরণ করা হয়)। প্রায় অনুরূপ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ

"যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে, সেই দিন অপরাধিগণ হতাশ হইয়া পড়িবে" (৩০:৪১২)।

D' Herbelot ও যুরোপের অন্য প্রাচ্যবিদগণ 'ইবলীস' শব্দটিকে গ্রীক শব্দ (-যায়াব্লুস)-এর 'আরবী রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই শব্দ দুইটির মধ্যকার সম্পর্ক ও সাদৃশ্য এবং ব্যুৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করা দুরূহ। স্বত্বাৎ যে, বাইবেলের (আদি পুস্তকের) যে স্থানে আদাম (আ) ও হাওওয়া' (আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, সেখানে 'আদাম' (আ) [অথবা হাওওয়া']-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে প্রলুদ্ধকারী অস্তিত্বরূপে ইবলীস বা যায়াব্লুস বা 'আযাযীল অথবা শয়তানের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, বরং হায়্যা (حية, সাপ-Serpent) নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অপর নাম একটি ভিন্ন শব্দ Gadreel বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খৃষ্টানদের কিংবদন্তীতে (Life of Adam and Eve, 15, Kautzsch Apokryphon) তাহাকে Devil, Daemon বা Satan বলা হইয়াছে।

'আরবী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দু সাহিত্যে 'ইবলীস'-কে 'শয়তান' (দ্র.)-এর সমার্থক গণ্য করা হইয়াছে। ফারসী সাহিত্যে 'আযাযীল' শব্দটিও বহুল ব্যবহৃত এবং ইবলীসকে ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা হয়। অধিকন্তু তাহাকে "ফেরেশতাদের প্রশিক্ষক" (معلم الملائكة) বলা হইয়াছে (এবং সাধারণের ভাষায় ইবলীসকে প্রথম প্রশিক্ষকও বলা হইয়া থাকে)। ইবন সাদ একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন : حضرهم ابليس في صورة شيخ كبير من اهل نجد (ইবলীস তাহাদের কাছে একজন বৃদ্ধ নাজ্জী বুয়ুর্গরূপে উপস্থিত হয়, তাবাকাত, ১/১খ, ১৫৩)। সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ফারসী সাহিত্যেও "শায়খ নাজ্জী" অর্থে ইবলীস (বা শয়তান) ব্যবহৃত হয়। কিতাবুল-আগানী গ্রন্থেও ইবলিস সম্পর্কে কিছু কাহিনী পাওয়া যায়। যেমন প্রসিদ্ধ 'আরবী কবি 'উম্মার ইবন রাবী' আ একবার কৃষা গমন করেন। সেখানে তিনি "সাহিবু ইবলীস" 'আবদুল্লাহ ইবন হিলারের কাছে অবস্থান করেন (আল-আগানী, ১খ, ৬৭)। ইবরাহীম ইবন মায়মুন আল-মাওসিলী এক জিন্ন-এর নিকট হইতে "মাখুরী রাগ" (আল-গিনাউল-মাখুরী) শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেই জিন্ন তাহার নাম ইবলীস জানায় এবং পরে অদৃশ্য হইয়া যায় (আল-আগানী, ৫খ, ৩৬-৩৮)। কবি ফিরদাওসী তাহার একটি কবিতায় জরোথুষ্ট্রীয়দের আহরীমান-এর জন্য 'ইবলীস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. শাহনামাহ, কলিকাতা ১৮২৯ খ., ৩খ, ১১৬৫, ছত্র ২)। এখানে ইহা উল্লেখ করা অত্যুক্তি হইবে না যে, ফারসী কবিতায় ছন্দমিলের প্রয়োজনে কোন সময় ইবলীস (ابليس) শব্দটির আলিফকে বিলুপ্ত করা হয় (দ্র. মাওলানা রামী, মাছ'নাবী, নিকলসন সংস্করণ, লন্ডন ১৯২৯ খ., ৬ষ্ঠ দফতর, ৩৬১৪, পৃ. ৪৯২)।

কুরআনে 'ইবলীস' শব্দটি মোট ১১ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, আদাম (আ)-কে সিজ্দা করার ঘটনা প্রসঙ্গে নয়বার উক্ত হইয়াছে: ২০ : ১১৬; ১৫ : ৩১, ৩২; ৩৮ : ৭৪, ৭৫; ১৭ : ৬১; ১৮ : ৫০; ৭ : ১১; ২ : ৩৪। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও 'ইবলীস' শব্দটি সূরা আশ'-ও 'আরায় وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ وَإِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (ইবলীসের বাহিনীর সকলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে-২৬ : ৯৫) এবং সূরা সাবা'য় عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْبَيْتِ (উহাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ সম্পা'কারীদের সম্পর্কে 'ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণিত করিল-৩৪ : ২০)-ও উক্ত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাল্কা জীবনের প্রথমদিকের সহিত সম্পর্কিত সূরা তাহা-য় আদাম ('আ) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য আদাম শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)। আদাম ('আ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সিজ্দা করার জন্য সকল ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন [এখানে সিজ্দা অর্থ 'ইবাদত নয়, বরং আদাম ('আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-বায়দাবী, ১খ, ৫০-৫১]। এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, 'ইবাদত অর্থে ফেরেশতাগণ 'আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করে নাই। কেননা 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও সিজ্দা করা শিরক ও কুফরী। আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করার বিষয়টির তিনটি ব্যাখ্যা হইতে পারে: (১) প্রকৃতপক্ষে সিজ্দাটি ছিল আল্লাহরই নির্দেশিত এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত, আদাম ('আ) ছিলেন কিব্বা মাত্র। কেননা মুসলমানগণ কা'বা-র দিকে মুখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সিজ্দা করিয়া থাকেন; (২) এখানে সিজ্দা অর্থ আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রকাশ করা, সাধারণত সিজ্দা অর্থে যাহা বুঝায়, এখানে তাহা নহে; (৩) আদাম ('আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের স্বীকৃতিরূপে সিজ্দা করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর 'ইবাদত। কেননা আল্লাহর নির্দেশেই এই সিজ্দা করা হইয়াছিল। সকল ফেরেশতা আদাম ('আ)-এর সামনে অবনত হয়। কিন্তু একমাত্র ইবলীস তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি জানায়। সে গর্ব ও অহংকারে মৌল উপাদানের বিচারে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। ইবলীস বলে, আমি আঙনের সৃষ্টি এবং আদাম মাটির, আমি কেন মাটির সৃষ্টিকে সিজ্দা করিব (তু. ইবনুল-কায়্যাম, বাদা 'ইউল-ফাওয়া'ইদ, ৪খ, ১৩৯-১৪১, সেখানে ১৫টি কারণে আঙনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে; তাহা ছাড়া দ্র. তাহীবুল-আসামা', পৃ. ৯৬-৯৭)। অতঃপর গর্ব ও অহংকার করিয়া আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে জান্নাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। তখন হইতেই ইবলীস আদাম ('আ) ও তাঁহার বংশধরদের শত্রুতে পরিণত হয়। ইবলীস আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সুযোগ প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ইবলীস আরম্ভ করে, হে পালনকর্তা! আমি তোমার বান্দাগণকে নানা প্রকার ধোকা দিয়া বিভ্রান্ত করিব। উত্তরে আল্লাহ বলেন: **انْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ** [আমার (খাস) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকিবে না-১৫ : ৪২, ১৭ : ৬৫]।

আদাম ('আ) ও তাঁহার স্ত্রী হাওয়া' ('আ) জান্নাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদেরকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বিরত রাখা হয়। কিন্তু ইবলীস তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া তাঁহাদেরকে ধোকায় নিপতিত করে। তাঁহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তাহাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা জান্নাতের বৃক্ষের পত্র দ্বারা নিজেদের শরীর আবৃত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। কিছুকাল পর আল্লাহ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। তাঁহাদেরকে ক্ষমা করা হয়। স্বীয় অনুগ্রহে তিনি তাঁহাদের মনে কিছু বিনয়বাক্যের উদ্রেক করেন এবং তাঁহাদের তাওবা কবুল করা হয়।

বিভিন্ন তাফসীর ও নবীদের কাহিনী বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে আদাম ('আ) ও ইবলীস সম্পর্কে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই যাহুদী উৎস হইতে গৃহীত। এই সকল বর্ণনা কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত নয়।

কোন কোন 'আলিম ইবলীসকে ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন (আন-নাওয়াবী, ১০৬)। ইবন জারীর আত-তাবারী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং বলেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি দল বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদেরকে আল-জিন্ন (দ্র.) (الجن) বলা হইত এবং তাহারা "নারু-স-সামুম" (অত্যধিক বায়ুর উত্তাপ, ১৫ : ২৭) হইতে সৃষ্ট। ইবলীসের নাম ছিল হারিছ এবং সে জান্নাতের রক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফেরেশতাগণকে নূর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাবারী অপর একটি বর্ণনায় বলেন, অন্যায় করার পূর্বে ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'আযাযীল। ইবলীস মর্ত্যল্লাসী ছিল (তাফসীর, ১খ, ৫০৩)। ইমামিয়া দলের কোন কোন 'আলিমও ইবলীসকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করেন।

ছা'নাব বলেন, ইবলীসকে যদি ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য করা হয় অথবা ফেরেশতাদের একটি দল বলিয়া মনে করা হয়, তবে **استثناء متصل** -রূপে **الْأَيْلِسُ** -এর মধ্যে **الْأَيْلِسُ** অব্যয়টি **الْأَيْلِسُ** -রূপে ব্যবহৃত হইবে; অন্যথায় **الْأَيْلِسُ** -রূপে ব্যবহৃত হয় (পৃ. ৭৩)।

ধর্মতত্ত্ববিদ ও তাফসীরকারদের মতে ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং জিন্নদের শ্রেণীভুক্ত ছিল। স্বয়ং ইবলীসের ভাষা, "তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা এবং তাহাকে (আদামকে) কদম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ" (৭ : ১২, ৩৮ : ৭৭)। তাহা ছাড়া আল্লাহর উক্তি: "এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধুম অগ্নিশিখা হইতে" (৫৫ : ১৫)। অনুরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, "এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন অত্যধিক বায়ুর উত্তাপ হইতে (১৫ : ২৭)।" শী'আ 'আলিমদের একটি বৃহৎ অংশের অভিমত এই যে, ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং ফেরেশতাদের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল এবং বাহ্যত তাহাদের সঙ্গে ছিল। কখনও ফেরেশতাগণকে সম্বোধন করা হইলে ইবলীসও সম্বোধিত হইত। ইমাম জা'ফার সাদিক (র) বলেন যে, ফেরেশতাদেরও ধারণা ছিল যে, ইবলীসও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত ছিলেন যে, ইবলীস তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব ইবলীসকে আদাম ('আ)-এর সিজ্দার নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহা হইতে যাহা প্রকাশ হওয়ার, তাহাই প্রকাশিত হইল (হায়াতুল-কুলুব, পৃ. ৬৯-৭০)।

আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, কুরআনে কেবল ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট আয়াতে এই ব্যাখ্যারও সুযোগ রহিয়াছে যে, আদাম ('আ)-কে সিজ্দা করার জন্য ইবলীসকে পৃথকভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কুরআনের আয়াত **اَنْ تَسْجُدَ اَنْ** **مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ** (আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি নত হইলে না? ৭ : ১২)-এ ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবলীস সিজ্দা না করার কারণও বর্ণনা করে: **لَمْ اَكُنْ لَاسْجُدَ لِبَشَرٍ** (আপনি ছাঁতে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাহাকে সিজ্দা করিবার নহি, ১৫ : ৩৩)। সে আরও বলে: **خَلَقْتَنِي مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآ مَسْنُونٍ** (আমি কি তাহাকে সিজ্দা করিব যাহাকে আপনি কদম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? ১৭ : ৬১)।

আদাম ('আ) ও ইবলীসের কাহিনীকে কোন কোন 'আলিম কেবল উপমা বলিয়া বর্ণনা করেন। এই কাহিনীর উপমার স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ড্র. মুহাম্মাদ আবদুহ, ১খ, ২৮১ প। অতএব ইবলীসের কুমন্ত্রণা ও প্রলুব্ধকরণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষের পশ্চাদানুসরণকারী অপবিত্র আত্মা তাহাকে বারামের প্রতি প্রলুব্ধ করে। ইহা দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে যে, স্বভাবগতভাবে মানুষ সং কাজের প্রয়াসী, কিন্তু অন্য কিছু দ্বারা প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হইয়া মানুষ অসৎ কাজের দিকে ধাবিত হয়।

আদাম ('আ) ও তাঁহাদের বংশধরদের পশ্চাদানুসরণের জন্য ইবলীসকে নিযুক্ত করা হয় নাই। ইবলীসকে ক্রিয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সুযোগ দিয়া আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের বিভ্রান্ত করার সরঞ্জাম সৃষ্টি করেন নাই। কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে, "খালিস বান্দাদের উপর তোমার (শয়তানের) কোন ক্ষমতা থাকিবে না" (১৫ : ৪২)। অতএব আল্লাহ ইবলীসকে আদাম ('আ) ও তাঁহার বংশধরদের উপর জয়ী করেন নাই।

কুরআনের আয়াত **اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ** (যখন আমি ফেরেশতগণকে বলিলাম) এই 'কাওল' শব্দের অর্থ আদ্বাহর পক্ষ হইতে ইলহাম। যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন" (১৬ : ৬৮; ইবন কুতায়বা, তাবীল মুশকিল-কুরআন, ৭৮)।

জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ইবলীস ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে নিষ্কণ্ট হইয়াছিল, কুরআন ও হাদীছে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সাধারণ কাহিনীমতে ইবলীস বায়সান নামক স্থানে নিষ্কণ্ট হইয়াছিল। আরব ঐতিহাসিকগণ ইবলীসের সন্তানদের নামও উল্লেখ করিয়াছেন: আছ-ছুবাব, যালফিয়ুন, দামিস (বা দাসিম), আল-আ'ওয়র ও মিসওয়াত (আল-মুহাব্বার, ৩৯৫), বায়যাখ বিন্ত (ইবন) ইবলীস (ফিহরিত্ত, পৃ. ৩১১)।

ঋষুপঞ্জী : মূল পাঠে যে সকল বরাভের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি ছাড়া: (১) তাফসীর গ্রন্থাবলীতে (সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ) যাহা (ক) আত-তাবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩৭৪ হি.; (খ) আয-যামাখশারী, আল-কাশাফ, ক্লাক ১৩১৮ হি., ২খ, ২২৫; (গ) আল-বায়দাবী, আনওয়াল-ত-তানবীল, Fleischel সংস্করণ, লাইপ্টিগ ১৮৪৬ খ., ১খ, ৫০-৫১, ৩২০; (ঘ) আন-রাযী, মাফাতীহ-ল-গায়ব, কায়রো ১৩০৮ হি., ১খ, ৫০ প., ২৬১ প., ৪খ, ৩৪১ প.; (ঙ) আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি-আছ-কামিল-কুরআন, কায়রো ১৩৫৩ হি., ১খ, ২৯৫; (চ) ইবন কাছীর, তাফসীর, কায়রো ১৯৩৭ খ.; (ছ) আবু'ল-কালাম আযাদ, তারজুমামুল-কুরআন, লাহোর ১৯৩৬ খ., ২খ, ৩; (২) আন-সিহা'হ-স-সিন্জা (নির্ধক্ট); (৩) ইবন সাদ, তপারাকুত, Sachau সংস্করণ, ১/১খ, ১৫৩; ১/২খ, ২৯, ৩১; (৪) আবু উবায়দা, মাজামুল-কুরআন, সিম্বলী সংস্করণ, কায়রো ১৯৫৪ খ., ১খ, ৩৮; (৫) মুহাম্মাদ ইবন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৯৪২ খ., ৩৯৩, ৩৯৫; (৬) ইবন কুতায়বা, তাবীল মুশকিল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৪ খ., ৭৮, ১৮৯, ২৪০; (৭) এ লেখক, গারীবুল-কুরআন, কায়রো (সংশ্লিষ্ট আয়াতের অধীনে); (৮) ছা'লাব, মাজালিস, কায়রো ১৩৪৮ হি., ৭৩, ১৭৫; (৯) আল-আশ'আরী, আল-ইবানা, কায়রো ১৩৪৮ হি., ২৬, ৩৯ প., ৬১; (১০) সীবাওয়য়হ, আল-কিতাব, প্যারিস ১৮৮১ খ., ১৯; (১১) ইবন দুরায়দ, জামহারাতুল-লুগা, হায়দরাবাদ ১৩৪৪-১৩৪৫ হি., ১খ, ২৮৮, ৩খ, ৩৭৭; (১২) ইবন ফারিস, মু'জামু মাকারীসিল-লুগা, কায়রো ১২৬৬ হি., ১খ, ২৯৯-৩০০; (১৩) সীসা ইবন ইব্রাহীম আর-

রাবা ইয়ী, নিজামুল-গারীব, ৩৮; (১৪) আবদুল-কাহির আল-বাগ'দাদী, আল-ফারকু বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো ১৯১০ খ., পৃ. ৩৯; (১৫) আল-মাস'উদী, মুকদ্দুয-যাহাব (প্যারিস সংস্করণ), ১খ, ৫০-৫৪, ৬০, ৬৬, ১২১; (১৬) আল-ইসফাহানী, আল-ফিহরিত্ত, Flugel সংস্করণ, ৩১১; (১৭) আর-রাযীব, আল-মুফরাদাত, কায়রো ১৩২৪ হি., ৫৯; (১৮) আল-কিসাদী, কাসাসুল-আযিয়া', লাইডেন ১৯২২-২৩ খ., ১খ, ২৩-৭৩; (১৯) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আযিয়া', কায়রো ১৩০১ হি., ১৯ প., ৩৭; (২০) আন-নাওয়বাবী, তাহযীবুল-আসমা', কায়রো ১খ, ৯৫-৯৭, ১০৬-১০৭; (২১) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, নিহায়া, কায়রো ১৩২২ হি., ১খ, ২৫-২৬, ১১১; (২২) আল-জাওয়ালীকী, আল-মু'আররাব, Sachau সংস্করণ, লাইপ্টিগ ১৮৬৭ খ., ৮; (২৩) আজ-জাওয়হারী, আ'স-সিহাহ, ক্লাক ১২৮২ হি., ১খ, ৪৪৩; (২৪) দাহখুদা, লুগাতনামা, তেহরান ১৩২৫ খুরশীদী, ১খ, ২৭৯-৮০; (২৫) মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, হায়াতুল-কুলুব, লাক্বনৌ ১২৯৫ হি., ৪১২ প., ৬০ প.; (২৬) ফিফজুর-রাহমান সিম্বহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১৩৬০ হি., ১খ, ৬, ৭, ১৫, ৩১-৩৩; (২৭) D. Herbelot, Bibliotheque-Orientale, প্যারিস ১৭৭৭ খ., ১খ, ৬২০ প.; (২৮) Pihan, Dictionaire Etymologique, প্যারিস ১৮৬৬ খ., ২১১; (২৯) Lane, Lexicon, ১খ, ২৪৮; (৩০) Jewish Encyclopaedia, লন্ডন-নিউ ইয়র্ক ১৮৯৫ খ., ১১খ, ২০ প., ৬৮ প.; (৩১) Hastings প্রমুখ, Dictionary of the Bible, এডিনবরা ১৯০৬ খ., ১খ, ৩৬; ৪খ, ৪০৭ প., ৪৬০; (৩২) Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, ১৯৫৯ খ., ৪খ, ৬১৭, ৬১৮-১৯; (৩৩) Pinnock, Analysis of Scripture History, Cambridge, ১০; (৩৪) Encyclopaedia of Islam, ১ম সংস্করণ, ইবলীস শীর্ষক নিবন্ধ (তাহা ছাড়া Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden, London 1953, 145-46)।

ইহুসান ইলাহী রানা (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ডুআ

ইমাম রাগিবের মতে 'আরবী ভাষায়: (১) ইবলাস সেই ভয়-ভীতিকে বলা হয়, যাহা চরম নিরাশা হইতে সৃষ্টি হয় (মুফরাদাত, মিসর, তা. বি., ১খ, ১২৮); (২) আবার ابلس অর্থ قل خيرہ অর্থাৎ 'তাহার মংগল-হাস প্রাপ্ত হইল'। আল-বলাস (البلس) তাহাকে বলা হয়, যাহা হইতে সকল প্রকার মঙ্গল বিদূরিত হইয়াছে (مناخير عنده); (৩) তাহা ছাড়া তাহাকেও بلس বলা হয়, যাহার মধ্যে মন্দের সাক্ষাত পাওয়া যায়; (৪) যখন তাহাকেও বলা হয়, بلس من رحمة الله তখন উহার অর্থ হয়, 'সে আদ্বাহর রহমাত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে'। এই অর্থে শব্দটি সর্কর্মক ক্রিয়ারূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, بلسه غيرہ 'তাহাকে কেহ নিরাশ করিয়া ফেলিয়াছে' (৫) ابلس في امره-এর অর্থ رهش و تحير অর্থাৎ 'সে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে'; (৬) ابلس فلان-এর অর্থ দুঃখ ও চিন্তার কারণে অমুখ ব্যক্তি নিচুপ ও নির্বাক হইয়া গিয়াছে (سكت غما); (৭) ابلس শব্দটি অসাধন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (তাজুল-আরুস, ৪খ, ১১১)। এই সকল শাব্দিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'ইবলীস' অর্থ দাঁড়ায় এমন একটি অন্তিত্ব, যাহা আদ্বাহর রহমাত হইতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহার অন্তিত্ব অকল্যাণে পরিপূর্ণ।

উল্লিখিত মন্দ গুণাবলীর জন্য হয়ত ইবলীসকে এই নামে ডাকা হয়। এই বিবেচনায় ইহা তাহার একটি গুণগত অথবা সত্তাগত নাম। ইবলীস কোন কাল্পনিক শক্তির নাম নয়, যাহা বাহ্যিক জগতে পরিদৃষ্ট হয়। আবার ইহা মানুষের সেই প্রকৃতিগত বা আত্মিক শক্তিরও নাম নহে, যাহা মানুষকে অন্যায়-অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করে। মূলত ইহা একটি এমন অস্তিত্ব যাহার স্বতন্ত্র বাহ্যিক সত্তা আছে। আল-কুরআনে উক্ত হইয়াছে: **كَانَ مِنْ الْجِنَّ فَنَفَسَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ** সে জিন্নদের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, ১৮ : ৫০ (তু. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, ১/১৩, ১০ম অধ্যায়)।

'আল্লামা ইবন সীরীন (মুনাখাতাবুল-কলাম, ১খ, ২, মিসর ১৩২৪ হি.) ও 'আবদুল-গানী আল-নাবুলসী (তা'তীরুল-আনাম, ১খ, ২, মিসর ১৩২৪ হি.) বর্ণনা করেন, শুধু জাহ্নত অবস্থায়ই মানুষের উপর শয়তানের প্রভাব পড়ে না, বরং স্বপ্নলোকেও শয়তান মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই স্বপ্নের শ্রেণীবিভাগ করিয়া তিনি লিখেন, স্বপ্ন তিন প্রকারঃ (১) মনের চিন্তা-ভাবনা (حديث نفسي); (২) শয়তানী স্বপ্ন; (৩) রহমানী স্বপ্ন। যাহারা স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তাহারা শয়তানের বাহ্যিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

ইবলীস ও শয়তান : কুরআনের যে সকল আয়াতে ইবলীসের আদাম ('আ)-কে সিজ্জাদা না করার উল্লেখ আছে, সেই সকল আয়াতে সাধারণত ইবলীস শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অপরদিকে যে সকল আয়াতে আদাম ('আ)-এর পদস্থলন ও তাঁহার বিভ্রান্ত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই আয়াতে 'শয়তান' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবলীস সেই অস্তিত্বের নাম, যে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করিয়াছে। আর শয়তান হইল সে, যে আদামকে প্রভারিত করে এবং মন্দ কর্মে ও অবাধ্যতায় প্রলুব্ধ করে। অতএব ইবলীস হইল সত্তাগত বা গুণগত নাম এবং শয়তান হইল সাধারণ নাম। যে ইবলীস আদাম ('আ)-কে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছিল, তাহাকেও গুণগত বিচারে সাধারণভাবে শয়তান বলা হয় এবং জিন্ন ও মানুষদের মধ্যে যাহারা ইবলীসের অনুসরণ করিয়া কুমন্ত্রণা দান করে এবং পাপ বিস্তার করে তাহারাও শয়তান নামে অভিহিত। কামুসের লেখক বর্ণনা করেন যে, **الشیطان معروف وكل عاد متمرّد من** 'এই আয়াতে শয়তানী শব্দ দ্বারা যাহুদী দলপতিগণকে বুঝান হইয়াছে, যাহারা তাহাদেরকে কুরআনে অবিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিত'। **إِنَّمَا زَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ** (শয়তানই তোমাদেরকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়, ৩ : ১৭৫)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে প্রাচীন ভাষ্যকারগণ লিখেন, ভীতি প্রদর্শনকারী এই শয়তান ছিল নাঈম ইবন মাস'উদ আশ'জা'ঈ। বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানগণকে মক্কার কাফিরদের সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শনের জন্য সে মদীনাতে আগমন করিয়াছিল (তু. ইবন কাছীর, উক্ত আয়াত)। মূল কথা কুরআনের বহু স্থানে মানুষের জন্য শয়তান শব্দটি

ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু 'ইবলীস' কেবল সেই অস্তিত্বকেই বলা হইয়াছে, যে আদাম ('আ)-কে সিজ্জাদা করিতে অস্বীকার করে।

'আবদুল মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

ইবলীস মুসতাতাফা পাশা (দ্র. ইবলীস মুসতাতাফা পাশা)

আল-ইবলীসী (الابشيهي) : বাহা'উ-দ-দীন আবুল-ফাত্হ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মান্নাসুর, মিসরীয় গ্রন্থকার (১৯০/১৩৮, ৮৫০/১৪৪৬-এর পরবর্তী কালে) ও একটি বিখ্যাত সঙ্কলনের প্রণেতা। তাঁহার জন্ম মিসরের ফায়ুম-এর আবশুয়া নামক একটি গ্রামে (ইহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধবাচক বিশেষণ আল-ইবলীসী-এর উৎপত্তি, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহাকে আল-ইবশায়হীরূপেও উচ্চারণ করা হয়)। তবে তাঁহার জীবনকালের অধিকাংশ অতিবাহিত হয় মাহাল্লা কুবরা অথবা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র শহর নাহারীর-এ। তিনি প্রায়শই কায়রো গমন করিতেন এবং তথায় শাফি'ঈ চিকিৎসক জালালু'দ-দীন আল-বুলকীনী'র পুত্র একই নামধারী জালালু'দ-দীন আল-বুলকীনী'র নিকট শিক্ষালাভে সক্ষম হন (Brockelmann, পরি. পৃ. ১৩৯)। কথিত আছে, ইবনুল-ফারিদ ও ইবন ফাহ্দ (ঐ, পৃ. ২২৫)-এর প্রতিদ্বন্দী আল-বিকা'ঈ (ঐ, পৃ. ১৭৭) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে আল-মুসতাতরাফ ফী কুল্লি ফান্নি মুসতাজারাফ (المستطرف في كل فننى مستطرف) নামক গ্রন্থ। ইহা হইতেছে 'আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য সংগ্রহ (ব্লাক ও কায়রোতে দশাধিক সং., ফরাসী অনু. G. Rat, প্যারিস-Toulon ১৮৯৯-১৯০২ খৃ.)। তবে আস-সাখাবী (দাও', ৭খ, ১০৯)-র মতে তিনি আতওয়াকুল-আযহার 'আলা সুদুরি'ল-আনহার (أتواق الأزهار على صدور النهار) নামক একটি উপদেশমূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং চিঠিগত লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত তায'কিরাতুল-'আরিফীন ওয়া তাবসিরাতুল-মুসতাবসিরীন (تذكرة العارفين وتبصرة) পাণ্ডুলিপি দামিশ্কে রক্ষিত, দ্র. আয-যায়্যাত, খাযা'ইনুল-কুতুব ফী দিমাশ্কে, পৃ. ৮০, নং ২৪) নামক গ্রন্থেরও প্রণেতা। মুসতাতরাফ গ্রন্থে গ্রন্থকার মূলত একজন কাব্য সংকলক হিসাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছেন, "যিনি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, উপদেশমূলক আলোচনা ও প্রাজ্ঞ প্রবচন" প্রকাশের জন্য উৎকর্ষিত। তাঁহার পূর্বসূরীরূপে তিনি আয-যামাখশারী (রাবী'উল-আব্রার) ও ইবন 'আবদ রাবিহু (আল-'ইকদুল-ফারীদ)-কে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি হ'াদীছ (মুওয়াযাতা', তিরমিযী) ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থসমূহ (ইবনুল-জাওযী) হইতে তাঁহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার কিছুটা এলোমেলো উপস্থপনা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক নয়। প্রারম্ভিক অংশে মানব মন ও বিচার-বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোকঃ ধর্ম, জ্ঞান, সুসংস্কার, বিভিন্ন সদগুণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন (পরিচ্ছেদ ১ হইতে ১৬)। ইহার পরের অংশে রহিয়াছে সমাজ ও ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যময় শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ (পরিচ্ছেদ ১৭-২২); ইহার পর পুস্তকটিতে বিপুল নৈতিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (পরিচ্ছেদ ৫২ পর্যন্ত); ইহার পর ভিন্নতর বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় এবং কাব্য ও সঙ্গীতের লৌকিক কলাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ফলে মুসতাতরাফ

বহুতপক্ষে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ বিশ্বকোষ” (M. Rat, তাহার অনুবাদের মুখবন্ধ, ১০)। ইহা ছিল সং মুসলিমগণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য পুস্তকস্বরূপ। পরস্পরের সহিত নীতিগতভাবে আলাদা থাকিয়াও ইহাতে সুকুমার সাহিত্য (أدب) ও অমিশ্র নীতিশাস্ত্র (أخلاق)-এর ক্ষেত্রে সম্মিলনে কোন দ্বিধা করা হয় নাই। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পুস্তকটি অত্যন্ত সুবিবেচনাপূর্ণ এবং কেবল অতি-প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচার পালনগুলিই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সামাজিক নীতি হিসাবে ইহা সাধু ব্যক্তিগণের ‘দারিদ্র্য’ ও কর্মজীবীর সং পরিশ্রম, উভয়েরই মর্যাদা বিবৃত করিয়াছে। ন্যায়নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণের পক্ষে উপদেশ দান করে। দানশীলতা ও উদারতা সম্পর্কে ইহাতে উদাত্ত ও উচ্ছসিত আলোচনা করা হইয়াছে যাহার চূড়ান্ত হইল ঈহার (الئار) [“অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার”]-এ। গ্রন্থকার লিখনভঙ্গীতে উচ্চ স্তর হইতে অতি সাধারণ স্তরে নামিয়া আসিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং তাঁহার রচনা একই সঙ্গে এক শ্রেণীর Furstenspiegel, সাহিত্য সম্পর্কিত পত্র ও কায়রোর জনপ্রিয় ভাষায় কথিত প্রবাদ বহুল কাহিনীসমূহের সংকলন। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে মিসরের কথ্য ভাষার অবস্থান ও রূপ সম্পর্কে মুসতাতরাফ অমূল্য তথ্য দান করে (Goldziher, in ZDMG, xxxv, 528, a review of the work by Spitta Bey: Grammatik des arabischen des vulgare Dialektes von Aegypten, 1880)। আক্ষরী সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীকে আল-ইব্বীহী যে স্বাভাবিকভাবে একটি কথ্য ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসংবৃত রচনা তৎসংগের একটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের স্থান লাভ করিয়াছে। মুহাম্মাদ আস’আদ (ইমামযাদে?)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এক মেসুতায়াদে আহ-মাদ-কৃত একটি তুর্কী অনুবাদ (ইস্তাভুল ১২৬১-৩/১৮৪৫-৭) আধুনিক কাল পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, যাহাতে “অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত কুরআনের বাণী, রাসূলের উপদেশ, ভাষাতত্ত্বীয় সমস্যাদি ও হাস্যরসাত্মক কাহিনীসমূহ” একসঙ্গে গ্রন্থিত হইয়াছে (তুর্কী ভূমিকা)। অনুবাদকের রচিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে (১-২৯) ইসলামের মূলনীতিসমূহ (ওয়াহদানিয়াত, ইবাদাতের পাঁচ রুকন, দরিদ্র লোকদের প্রতি ও ওয়ালীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) আলোচিত হইয়াছে।

আল-ইব্বীহী সঙ্কল্পসূচক বিশেষ্য (نسبة)-টি অপর কয়েকজন ব্যক্তিও ব্যবহার করিয়াছেনঃ (১) মিসরীয় মালিকী ফাকীহ ও সাহিত্যিক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুসা (৮৩৪-৯৮/১৪৩০-৯২)। তিনি সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন মালিকী আবুল-কাসিম আন-নুওয়ায়রীর নিকট এবং ফিকহশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষালাভ করেন প্রাচীন মালিকী গ্রন্থকার আবু যায়দ, সীদি খালীল ও কাদী ইয়াদ-এর নিকট, কুরআন পাঠবিদ্যা (علم القراءة) তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ এবং সম্ভবত তিনি তাহির ইবন আরাবশাহ-এর ছাত্র ছিলেন (Brockelmann, পরি. ২, পৃ. ২১)।

(২) শাফিঈ মতাবলম্বী মুহাম্মাদ শিহাবু’দ-দীন আহ-মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী (মৃ. ৮৯২/১৪৮৭)। ইনি তাঁহার বহু পর্যটন ও পাণ্ডিত্যের কারণে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইবন হারফুশ ও ইবন সাহুসাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আস-সাখাবীর যোগাযোগ ছিল এবং শেখোজ্জজন তাঁহাকে নকল করার ও তাঁহার হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ আল-মাকাসিদুল-হাসানা-র একটি অননুমোদিত রূপ প্রকাশের অভিযোগে

অভিযুক্ত করেন (Brockelmann, পরি. ২, পৃ. ৩১; সাখাবী, দাও’, ১খ, পৃ. ১৮৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, ২খ., ৫৬, পরি. ২, পৃ. ৫৫।
J.-C. Vadet(E.I.2)/আবদুল বাসেত

ইবাদ (দ্র. নাসারা)

ইবাদত (عبادة) : ইসলামী শারী‘আতের একটি পরিভাষা, ব. ব. ‘ইবাদাত (عبادات; ع-ب-د) ধাতু হইতে নির্গত। ‘আব্দ (দাস), ‘আবিদ (ইবাদতকারী), মা’বুদ (উপাস্য) ও মা’বাদ (ইবাদতের স্থান)-ও উক্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ‘আব্দ শব্দটি স্বাধীন-এর বিপরীত দাস বা পরাধীন বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে শব্দটির ৩টি অর্থ রহিয়াছেঃ (১) আরাধনা, উপাসনা, যেমন লিসানুল-‘আরাব-এ আছে عبد الله عبادته ای تاله له সে আল্লাহর ইবাদত করিয়াছে’, ইহার অর্থ সে একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিয়াছে। (২) নিজের চরম অসহায়ত্ব ও কাকুতি-মিনতির প্রকাশ (العبادة غاية التذلل)। (৩) আনুগত্য (العبادة الطاعة)।

ইমাম রাগিব (র) বলেন, ‘ইবাদত দুই প্রকারেরঃ (১) বাধ্যতামূলক ইবাদত। যেমন আল্লাহ বলেন, “আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, আল্লাহকেই সিজদা করে এবং সব জিনিসের ছায়া সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার সম্মুখে নত হয়” (১৩ : ১৫)। “তোমরা কি দেখ না, আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইয়া আছে-যাহারা রহিয়াছে আসমানে, আর যাহারা রহিয়াছে যমীনে-সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু ও বহু সংখ্যক মানুষ” (২২ : ১৮; আরও দ্র. ১৬ : ৪৯, ২৪ : ৪১)। (২) ইচ্ছামূলক ইবাদত— ইহা বিবেক ও বাকশক্তি সম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাহারা এই ইবাদত করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, “হে মানবজাতি! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত কর— যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন” (২ : ২১)।

‘আব্দ-ও চারি প্রকারের : (১) মানুষ, (২) সমগ্র সৃষ্টিকুল, (৩) ইবাদত ও খিদমতের মাধ্যমে ‘আব্দ; ইহা আবার দুই প্রকারের : (ক) আল্লাহর খাস বান্দা, যেমন “আরও স্মরণ কর আমাদের বান্দা (‘আব্দ) আয়ুব-এর” (৩৮ : ৪৯); “দয়াময় রহ-মানের বান্দাগণ (عباد) যমীনের বৃকে বিনম্রভাবে পদচারণা করে” (২৫ : ৬৩; আরও দ্র. ৩৮ : ৪৫, ৩৮ : ১৭, ১৯ : ২; ১৭ : ৩, ১৮ : ৬৫ ইত্যাদি); (খ) দুনিয়ার বান্দা (عبد الدنيا واعراضها), ইহারা সব সময় পার্থিব স্বার্থলাভ ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন হইয়া থাকে। ইহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : তাইসা ‘আব্দুদ-দিরহামি তাইসা ‘আব্দু’দ-দীনীর (দিরহাম ও দীনীর বান্দারা ধ্বংস হইয়াছে)।

শারী‘আতের পরিভাষায় ‘ইবাদতের অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় আল্লাহর উপাসনা করা, তাঁহার নিকট বিনয় প্রকাশ করা এবং তাঁহার নির্দেশের আনুগত্য করা। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বান্দার প্রতিটি কাজই ‘ইবাদত হিসাবে গণ্য যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সম্মুখে নিজের স্বীকৃত্যাকে বিসর্জন দেওয়া এবং তাঁহার হুকুম-আহুকামের আনুগত্য করা। মানুষের এমন প্রতিটি বৈধ কাজ যাহার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁহার নির্দেশাবলীর আনুগত্য— তাহাই ‘ইবাদত। ইমাম রাযী (র) বলেন,

আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি পোষণ করাই 'ইবাদত (التعظيم لامر الله) والشفقة على خلق الله)।

ইমাম ইবন তায়মিয়া (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ উহার অর্থ কি? তিনি জওয়াবে বলিলেন, 'ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইহার মধ্যে ঐ সমস্ত বাহ্যিক এবং গোপন কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় এবং যাহা তাঁহার সন্তোষ লাভের মাধ্যম। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখা, বিশ্বস্ততা, পিতা-মাতার আনুগত্য, ওয়াদা পালন, সং কাজের আদেশ ও অসং কাজ হইতে বিরত রাখার নির্দেশ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, প্রতিবেশী, যাতীম-মিসকীন ও অধীনদের সহিত, তাহারা মানুষ হউক অথবা জীব-জন্তু, উত্তম ব্যবহার, আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং এই ধরনের যাবতীয় নেক কাজ 'ইবাদতের অংশ ও অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের প্রতি মহব্বত, আল্লাহর রহমাতের আশা পোষণ, তাঁহার শক্তির ভয়ে, তাকওয়া, আমানত, ইখলাস, ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাওয়াক্কুল, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি উত্তম গুণাবলীও 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত (ইসলাম এক নাজার মে, পৃ. ২১১)।

ইমাম গাযালী (র) তাঁহার আরবান্টিন গ্রন্থে ১০ প্রকার 'ইবাদতের কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ সালাত, সাওম, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির, হালাল পছন্দ উপার্জনের প্রচেষ্টা, প্রতিবেশী ও সঙ্গী-সাথীদের হক (অধিকার) আদায়, মানুষকে সং কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুল্লাত পালন (মা'আরিফুল কুরআন, ১খ, ৮৬-৭)।

সূফী দর্শনে 'ইবাদত অর্থ— আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহের হিফাজত করা, তাঁহার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা, শিরক ও ইহার উপাদানসমূহ হইতে দূরে থাকা এবং স্বীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া সত্য দর্শনের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া (الفناء عن مشاهدك في مشاهدة الحق)। অতএব (১) যেই ব্যক্তি আল্লাহর শক্তির ভয়ে ও ছাওয়াব লাভের আশায় তাঁহার 'ইবাদত করে, যাহার নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) রহিয়াছে সে এই ধরনের 'ইবাদত করে; (২) যেই ব্যক্তি আল্লাহর বাসনা হওয়ার কারণে সন্তুষ্ট চিত্তে ও তাঁহার আয়োজিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ স্বীকার করিয়া তাঁহার 'ইবাদত করে (يعبده تشوقاً بعباده و قبول) (تكاليه) এবং যাহার অন্তর্দৃষ্টি (عين اليقين) রহিয়াছে সে এই ধরনের 'ইবাদত করে; (৩) যেই ব্যক্তি আল্লাহর ইলাহ (উপাস্য) হওয়ার কারণে ও নিজে আল্লাহর আব্দ হওয়ার কারণে তাঁহার 'ইবাদত করে এবং যাহার চূড়ান্তভাবে সত্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা (حق اليقين) রহিয়াছে, সে এই ধরনের 'ইবাদত করে (আল-মিরকাত, ১খ, ৬০)।

বহুত মহানবী (স)-এর শিক্ষা 'ইবাদতের গভিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা অনুযায়ী এমন প্রতিটি পুণ্যকাজ বাহা বিশেষভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের উপকার ও কল্যাণের জন্য করা হয় তাহাই 'ইবাদত। ইসলাম ধর্মে আল্লাহর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্যই এবং কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর উপকারার্থেই সম্পন্ন হইতে হইবে, কিন্তু ইহার পিছনে ব্যক্তিগত সুনাম, খ্যাতি অর্জন অথবা অন্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি পার্থিব কোন

হীন স্বার্থলাভের উদ্দেশ্য থাকিবে না; বরং কেবলমাত্র আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁহার নৈকট্য ও সন্তোষ অর্জনই উদ্দেশ্য। হালাল রুজী অন্বেষণ, গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্য, লোকদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটান ও সম্প্রীতি স্থাপন, রুগ্নদের সেবায়ত্ন ইত্যাদি সব 'ইবাদত; বরং কোনও কোনও 'ইবাদতের তুলনায় উত্তম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বিধবা ও গরীবদের সাহায্যের জন্য যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহর পথের সৈনিক এবং দিনের বেলায় যে ব্যক্তি রোযা রাখে ও রাত্রি জাগরণ করিয়া 'ইবাদত করে তাহার সমতুল্য (বুখারী, কিতাবুল-আদাব)। নবী (স) সাহাবীগণকে বলিলেন : আমি কি তোমাদেরকে নফল রোযা-নামায ও দান-খয়রাতের তুলনায় উত্তম কাজের কথা বলিয়া দিব না? সাহাবীগণ বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন : اصلاح ذات البين অর্থাৎ "পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ও সম্পর্কের উন্নয়ন" (আবু দাউদ, কিতাবুল-আদাব)। অপর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) 'ইবাদতের ব্যাপক ক্ষেত্রের কথা নিম্নোক্ত বাক্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে আদাম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা কর নাই। বান্দা বলিবে, হে প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার সেবা করিতে পারি? অথচ আপনি সারা জাহানের রব! তিনি বলিবেন, তুমি কি জানিতে না আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল? তুমি তাহার সেবা-যত্ন কর নাই। তুমি কি জানিতে না, তুমি যদি তাহার সেবা করিতে তবে আমাকে তাহার নিকটে পাইতে? হে আদাম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করায় নাই। বান্দা বলিবে, হে প্রতিপালক! আমি কেমন করিয়া আপনাকে আহার করাইতে পারি, অথচ আপনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক? তিনি বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাকে আহার করায় নাই। তুমি যদি তাহাকে আহার করাইতে তবে নিশ্চয়ই ইহার ছাওয়াব আমার নিকট পাইতে... (মুসলিম হইতে মিশকাতে উদ্ধৃত, কিতাবুল-জানাইয)।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, 'ইবাদত কেবল উপাসনা-আরাধনার নাম। সালাত, সাওম ইত্যাদি কয়েকটি 'ইবাদত ব্যতীত আর যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা 'ইবাদত নয়। শারী'আতের অনেক বিভাগের মধ্যে কেবল একটি বিভাগই 'ইবাদত, পোটা শারী'আত ও ইহার শাখা-প্রশাখা, 'ইবাদত নয়। এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, ইসলাম ব্যতীত দুনিয়ার আর সব প্রচলিত ধর্মে 'ইবাদতের এই সীমিত অর্থই প্রচলিত আছে। সেখানে 'ইবাদত' ও উপাসনা-আরাধনা' উভয়টিকে সমার্থক মনে করা হয়। তাহা ছাড়া সালাত, সাওম ইত্যাদির বিশেষ মর্যাদা ও মহিমা এবং অত্যন্ত ভাবগম্য পরিবেশে ইহার অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া মনের মধ্যে ইহাই একমাত্র 'ইবাদত হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। বহুত মহানবী (স)-এর শিক্ষা 'ইবাদতের গভিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা অনুযায়ী এমন প্রতিটি পুণ্য কাজ যাহা বিশেষভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের উপকার ও কল্যাণের জন্য করা হয় তাহাই 'ইবাদত।

'ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য : আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁহার 'ইবাদত করার জন্যই মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'ইবাদত করার আহ্বান জনাইবার জন্য তাহাদের নিকট অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যত কিতাব নাখিল করিয়াছেন তাহাতে কেবল একটিমাত্র নির্দেশ রহিয়াছে যে, সমস্ত পথ, পছা ও নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। অন্য কাহারও ইবাদত-উপাসনা ও আনুগত্য ইহার মধ্যে शामिल করা যাইবে না। মহান আল্লাহ বলেন, “আমি জিন্ন ও মানুষ এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা কেবল আমার ইবাদত করিবে” (৫১ : ৫৬)। “তাহাদেরকে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাহাদের আরোপিত শিরক হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র” (৯ : ৩১)। অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি প্রতি জাতিতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছি (এই আহ্বান জানাইবার জন্য) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত (দ্র.) হইতে দূরে থাক” (১৬ : ৩৬)। “আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠাইয়াছি তাহাকে এই ওহী দিয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর” (২১ : ২৫)। “আমি নূহ-কে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছি। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নাই” (৭ : ৫৯; আরও দ্র. ২৩ : ২৩ ও ৭১ : ৩)। “সে (হুদ) বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নাই” (৭ : ৬৫; আরও দ্র. ১১ : ৫০ ও ২৩ : ৩২)। “সে (সালিহ) বলিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নাই” (৭ : ৭৩; আরও দ্র. ১১ : ৬১ ও ২৮ : ৪৫)। “সে (ইব্রাহীম) তাহার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলিল, আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর” (২৯ : ১৬)। “সে (শু‘আয়ব) বলিল, হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নাই” (৭ : ৮৫; আরও দ্র. ১১ : ৮৪ ও ২৯ : ৩৬)। “অথচ আল-মাসীহ (ঈসা) বলিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর— যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব” (৫ : ৭২; আরও দ্র. ৫ : ১৭৭)। “বল (হে মুহাম্মাদ), হে আহলি কিতাব! আস একটি কথার দিকে যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তাহা এই যে, আমরা (উভয়ে) আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও ইবাদত করিব না, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না...” (৩ : ৬৪)।

ধর্মের পূর্ণতা বিধান ও সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অবদান এই যে, উহা দুনিয়ার ইবাদতগৃহসমূহ হইতে বাতিল ও কৃত্রিম মা'বুদ (উপাস্য)-গুলিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে, ঐগুলির পূজা-উপাসনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং একমাত্র আল্লাহর সম্মুখে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, “যমীন ও আসমানসমূহে যাহা কিছু আছে তাহা সবই রহমানের নিকট বান্দা (عبد) হিসাবে উপস্থিত হয়” (১৯ : ৯৩)। “বল, আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত অনুষ্ঠান (বা কুরবানী), আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য” (৬ : ১৬২)।

শিরক-এর সহিত আল্লাহর ইবাদত করিলে অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক বানাইলে তাহা গ্রহণযোগ্যও হইবে না এবং ইবাদত বলিয়াও গণ্য হইবে না। যে ব্যক্তিই মুশরিক অবস্থায় স্বীয় দৃষ্টিতে কোন নেক আমল করে— ইহার জন্য সে আখিরাতে কোন পুরস্কারের অধিকারী হইবে না, তাহার গোটা জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং পরিণামে সে

জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। মহামহিম আল্লাহ বলেন, “অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন সংকাজ করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে” (১৮ : ১১০)। “বল (হে রাসূল), যদি বাস্তবিকই দয়াময় রহমানের কোন সন্তান থাকিত তবে আমিই হইতাম তাঁহার সর্বপ্রথম ইবাদতকারী” (৪৩ : ৮১)। “আমি সেই সন্তান ইবাদত করিব না কেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমাদের সকলকেই ফিরিয়া যাইতে হইবে?” (৩৬ : ২২)। “আর তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না” (৪ : ৩৬)। “বল, আমাকে তো কেবল আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে” (১৩ : ৩৬)। “তাহারা শুধু আমার ইবাদত করিবে এবং আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না” (২৪ : ৫৫)। অতএব যে ইবাদতের সহিত শিরক মিশ্রিত তাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। “কিন্তু তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদের সব কৃতকর্ম বিফল হইয়া যাইত” (৬ : ৮৮)। “যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার যাবতীয় আমল নিষ্ফল হইয়া যাইবে” (৩৯ : ৬৫)।

ইসলাম কাফিরদেরকে দেবদেবী, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পাথর ও অন্যান্য সৃষ্টির ইবাদত পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায় এবং তাহাদেরকে যাবতীয় দলীল-প্রমাণের সাহায্যে বুঝান হয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই ইবাদতের যোগ্য নহে। কিন্তু ইহার পরও তাহারা যখন ইহা হইতে বিরত হইল না তখন ইসলামের পয়গাম্বরকে তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়ঃ “বলিয়া দাও, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি সেই সবেই ইবাদত করি না— তোমরা যেইগুলির ইবাদত কর। আর না তোমরা তাঁহার ইবাদত কর— যাঁহার ইবাদত আমি করি। আমি সেইগুলির ইবাদতকারী নহি— তোমরা যেইগুলির ইবাদত কর..” (১০৯ : ১-৬)।

ইবাদতে মধ্যস্থতা : দুনিয়ার মুশরিক সম্প্রদায় সাধারণত বলে যে, তাহারা অন্যান্য সন্তান ইবাদত করে বটে কিন্তু তাহাদেরকে সৃষ্টিকর্তা মনে করিয়া তাহা করে না। তাহারা আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য মানে কিন্তু তিনি হইলেন অসীম নিরাকার সত্তা এবং তাঁহার ইচ্ছত ও মর্ফাদা অতীব উচ্চ ও মহান। সেই পর্যন্ত তাহারা সরাসরি কি করিয়া পৌঁছিতে পারে? এইজন্য তাহারা ঐসব সৃষ্টিকে ওসীলা ও মাধ্যম বানাইতেছে, যেন ইহারা তাহাদের দু'আ ও আবেদন-নিবেদনগুলি তাঁহার দরবারে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। “আমরা তো ইহাদের ইবাদত করি কেবল এইজন্য যে, উহারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে” (৩৯ : ৩)। কিন্তু ইসলাম এই মাধ্যমের বিলোপ সাধন করিয়াছে। ইসলামী শারীআতে ইবাদতের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার বান্দাদের মধ্যে কোন বিশেষ গোষ্ঠী অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন নাই। বান্দা (আব্দ) সরাসরি তাহার মা'বুদকে সম্বোধন করিবে, তাঁহার নিকট স্বীয় আবেদন পেশ করিবে। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা আমাকে ডাক, আমিই তোমাদের ডাকে সাড়া দিব” (৪০ : ৬০)। “আমি নিকটেই আছি, যে আমাকে ডাকে আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই” (২ : ১৮৬)।

যে কোন স্থানে ইবাদত করা যায় : অন্যান্য ধর্ম ইবাদতকে উপাসনালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার বাহিরে কোন উপাসনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, অনির্বাণ শিখা হইতে দূরে অগ্নিপূজারীদের কোন পূজা হইতে পারে না, গির্জা বা প্যাগোডা ব্যতীত অন্য

কোথাও খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের কোন অর্চনা অনুষ্ঠিত হয় না, কিন্তু ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিজগতের যে কোন স্থানে আল্লাহর ইবাদত করা যাইতে পারে। ইসলামী শারী'আতে সমগ্র জগতটাই ইবাদতগাহ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ “আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ বানানো হইয়াছে” (বুখারী, কিতাবু'স-সলাত, বাব জুইলাত লিয়াল-আরদু মাসজিদান ওয়া ভূহরান)।

‘ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহর প্রয়োজনে নয়, বরং নিজের প্রয়োজনেই মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে। কারণ মহামহিম আল্লাহ কোন সৃষ্টির ইবাদতের মুখাপেক্ষী নহেন। ইবাদত করিলে আল্লাহর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অন্যথায় ক্ষুণ্ণ হইবে— এইরূপ ধারণা অমূলক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যবানীতে মহান আল্লাহ বলেন, “হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের জীবিত ও মৃত, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যক্তির এবং প্রাণী ও অপ্রাণী সকলে সম্মিলিতভাবে যদি আমার সর্বাধিক মুত্তাকী বান্দার অনুরূপ হইয়া যায়, তবে ইহাতে আমার রাজত্বের সামান্যতম শ্রী বৃদ্ধিও ঘটিবে না। পক্ষান্তরে তাহারা যদি সম্মিলিতভাবে আমার সর্বাধিক পাপিষ্ঠ বান্দার অনুরূপ হইয়া যায়, তবে ইহাতেও আমার রাজত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হইবে না” (তিরমিযী, ইবন মাজা)। শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ (র) লিখিয়াছেন, العبادۃ حق الله تعالى (আল্লাহ তাহা হার বান্দাদের নিকট হইতে ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। কেননা তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদেরকে অজস্র নিআমত ও পুরস্কার দান করিয়াছেন)। রাসূলুল্লাহ (স) মু'আয (রা)-কে বলিলেন, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রহিয়াছে? তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না (বুখারী ও মুসলিম হইতে মিশকাতে উদ্ধৃত, কিতাবুল ঈমান)।

বস্তুত মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্যই স্রষ্টার ইবাদত করে। তাহাদের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই আল্লাহর ইবাদত করার প্রবণতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ অহংকারে নিমজ্জিত হইয়া আল্লাহর এই অধিকারকে অস্বীকার করে তবে ইহার পরিণতি হইবে অধঃপতন ও জাহান্নাম। কারণ ইহা শয়তানের কাজ। পক্ষান্তরে আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করা এবং অবিচলভাবে তাহা হার ইবাদত করা ফেরেশতাসুলভ কাজ। ইহার পরিণতি হইতেছে সাফল্য, জান্নাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। মহান আল্লাহ বলেন, “যেসব লোক গর্ব-অহংকারে নিমজ্জিত হইয়া আমার ইবাদত হইতে বিমুখ থাকে তাহারা নিশ্চয়ই লাঞ্চিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে” (৪০ : ৬০)। “কেহ যদি তাহা হার ইবাদত করাকে নিজের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও অহংকার করে, তবে তিনি অচিরেই তাহাদেরকে পরিবেষ্টন করিয়া নিজের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন... অতঃপর তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন” (৪ : ৭২-৩)। “তোমার প্রতিপালকের নিকট যাহারা রহিয়াছে তাহারা কখনও অহংকারের বশবর্তী হইয়া তাহা হার ইবাদত হইতে বিমুখ হয় না” (৮ : ২০৬)।

নিষ্ঠা সহকারে ইবাদত : ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য ইখলাস (দ্র.) বা নিষ্ঠা অপরিহার্য শর্ত। ইখলাস ব্যতীত কোন আমল সহীহ হয় না। ইহা ইবাদতের সৌন্দর্য। ইহার প্রভাবে ইবাদতের মধ্যে লোক প্রদর্শনেষ্টা ও পার্থিব কোন প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে না। হাদীছে ইহাকে ইহসান (দ্র.) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা এমন একটি স্তর বা পর্যায় যেখানে পৌছিয়া আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত থাকার চেতনা জাগ্রত থাকে এবং মন অন্য সব দিক হইতে মুক্ত থাকে। সর্বশক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত জানিয়া তাহা হার মহত্ত্ব ও মর্যাদার কথা স্মরণে রাখিয়া

এবং তাহা হার ভয় ও প্রেম অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে প্রশান্ত মনে তাহা হার ইবাদত করাই ইহসান। মহানবী (স) ইহসান সম্বন্ধে বলেন : ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك “তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তাহাকে দেখিতেছ। কেননা যদিও তুমি তাহাকে দেখিতে পাও না, কিন্তু তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখিতেছেন” (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে তুমি যদি তাহাকে (আল্লাহ) দেখিতে না পাও তবে অন্তত মনের মধ্যে এই ভাব জাগ্রত কর যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে দেখিতেছেন। কেননা বান্দা যখন এই অনুভূতিসহ তাহা হার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তখন সে নিজের আমল ও ইবাদতকে যথাসাধ্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে এবং নিজের মনকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু দিকে নিবিষ্ট হইতে দেয় না। ইহসান কেবল সালাতের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নহে, বরং সমগ্র জীবন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এইরূপ ভাবধারাসহ আল্লাহর বান্দা (আব্দ) হইয়া জীবন যাপন করার নাম ইহসান। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য নফসকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হইবে এবং কিভাবে ইহার অনুশীলন করিতে হইবে তাহা নবী (স)-এর একটি হাদীছ হইতে জানা যায়ঃ “মহান আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিয়াছি। বান্দা যাহা কামনা করে তাহা পাইবে। সে যখন বলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে” (মুসলিম)। এই হাদীছের মর্মানুযায়ী ইবাদতে মশগুল হইলে আত্মচেতনা জাগ্রত থাকে এবং নিবিষ্ট মনে (حضور القلب) ইবাদতের অনুশীলনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়। মন আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং তাহা হার প্রেমে চিত্ত বিভোর হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে সালাতরত অবস্থায় হাত দিয়া দাড়ি নাড়িতে দেখিয়া বলিলেন : لو خشع قلبه خشعت جوارحه (তাহা হার মনে আল্লাহর ভয় থাকিলে তাহা হার অংগ-প্রত্যংগও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিত)।

‘ইবাদত আনুগত্য অর্থে : কুরআন মাজীদে ইবাদত শব্দটি আনুগত্য (ইতা'আত) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, “হে আদাম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত (আনুগত্য) করিও না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সোজা পথ” (৩৬ : ৬০-১)। ইমাম বাযী লিখিয়াছেন, لا تطيعوه -تعبدوا الشيطان-এর অর্থ (উহা হার আনুগত্য করিও না)। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের আনুগত্য করা, উহা হার নির্দেশ মানিয়া চলা ও উহা হার তাবেদারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতএব আনুগত্যও ‘ইবাদতের’ অন্তর্ভুক্ত। নিম্নোক্ত আয়াতে وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যেকার দায়িত্বশীল লোকদেরও (৪ : ৫৯)] আমাদেরকে নবী-রাসূল ও শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হার অর্থ শাসকদের আনুগত্য যদি আল্লাহর নির্দেশে হয় তবে তাহা আল্লাহর-ই ইবাদত ও তাহা হারই আনুগত্যরূপে গণ্য করা হইবে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুমে আদাম (আ)-কে জিসদা করিয়াছিলেন। ইহাও বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত ছিল না। শাসকদের আনুগত্য করিলে উহা কেবল তখনই শাসকদের ইবাদতরূপে গণ্য হইবে যখন তাহাদের আনুগত্য এমন সব ব্যাপারে করা হয় যাহাতে আল্লাহর কোন অনুমতি ছিল না।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, “কোন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসিয়া যদি তোমাদের কোন কাজের হুকুম দেয়, তখন তোমাদের দেখিতে হইবে তাহার এই হুকুম আল্লাহর হুকুমের অনুরূপ কিনা। তাহা আল্লাহর হুকুমের অনুরূপ ও উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে উহার সহিত শয়তানের যোগ রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তুমি যদি তাহার আনুগত্য কর তবে তুমি তাহার ও শয়তানের ইবাদত করিলে। অনুরূপ তোমাদের নফস (نفس) যদি তোমাদেরকে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত করে, তবে দেখিতে হইবে শারী‘আত সেই কাজের অনুমতি দিয়াছে কিনা। যদি অনুমতি না দিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে তোমার নফস একটা শয়তান অথবা শয়তান উহার সহিত রহিয়াছে। উহার কথামত কাজ করিলে তুমি নফসের ইবাদত করার অপরাধে অভিযুক্ত হইবে।”

তিনি আরও লিখিয়াছেন, “কিন্তু শয়তানের ইবাদতের কয়েকটি পর্যায় রহিয়াছে। কখনও এমন হয় যে, মানুষ একটা কাজ করে। তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ তাহার মুখও উহার সহিত আনুকূল্য করে, অন্তরও উহার সহিত সমানভাবে শরীক হয়। আবার কখনও এমন হয় যে, মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিয়া একটা কাজ তো সম্পন্ন করে কিন্তু তাহার অন্তর ও মুখ উহার সহিত শরীক হয় না। কোনও কোনও ব্যক্তি একটা পাপ কাজ করে এইরূপ অবস্থায় যে, তাহার অন্তর এই কাজে রাজী হয় না, আর মুখ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাহারা মুখে স্বীকার করে যে, তাহারা এই গুনাহর কাজ করিতেছে। তবে ইহা হইল বাহ্যিক অঙ্গ দ্বারা শয়তানের ইবাদত। আর যাহারা নিষিদ্ধায় অপরাধ করিয়া যায়, আর মুখেও নিজেদের কাজের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, বাহির ও ভিতর উভয় দিক দিয়াই তাহারা শয়তানের ইবাদত করে” (তাফসীর কবীর, ২৬খ, ৯৬-৭)।

দু‘আও ইবাদত : দু‘আই মূল ইবাদত, ইবাদতের প্রাণ হইল দু‘আ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাই ইবাদতের মূল ভাবধারা। কারণ দু‘আর মাধ্যমে বান্দা (আব্দ) নিজের প্রতিপালকের নিকট স্বীয় অভাব ও কষ্টের কথা পেশ করিয়া এবং তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়া আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রভুত্বের স্বীকৃতি দান করে, নিজের দাসত্বের অঙ্গীকার করে এবং নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। বন্দেগীর এইরূপ প্রকাশ নিছক একটি ইবাদত, বরং ইবাদতের সার। নূ‘মান ইবন বাশীর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعوني استجب لكم। দু‘আই ইবাদত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন : তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের (ডাকে) সাড়া দিব” (৪০ : ৬০) তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসঈ, ইবন মাজা, ইবন আবী হাতিম, ইবন জারীর।

আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে নবী (স) বলেন : الدعاء مع العبادة। “দু‘আই ইবাদতের সার” (তিরমিযী)।

আরকানে আরবা‘আর বিশেষ গুরুত্ব : ইবাদত হিসাবে ইসলামী শারী‘আতে ঈমানের পরেই আরকানে আরবা‘আ অর্থাৎ সগালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রহিয়াছে। সাধারণভাবে এই চারটি ইবাদত ফরয (فرض) বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফলে এই সন্দেহ হওয়া উচিত নয় যে, এই চারটি বিশেষ ফরয ইবাদতের ব্যাপক অর্থকে সীমিত করিয়া দিয়াছে। শারী‘আত মূলত ইবাদতের বহু শাখা-প্রশাখা ও অংশসমূহকে চারটি স্বতন্ত্র শিরোনামের আওতাভুক্ত করিয়া দিয়াছে। যেমন (১) বান্দার এমন সব নেক আমল যাহার সম্পর্ক একান্তভাবে মানুষ ও তাহার স্রষ্টার

সহিত—তাহাকে সালাত শিরোনামের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) এমন সব নেক আমল যাহা প্রত্যেক মানুষ অন্যের উপকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য করিয়া থাকে— তাহা যাকাত শিরোনামের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৩) আল্লাহর রাস্তায় যাবতীয় প্রকারের দৈহিক ও আত্মিক কুরবানী, কোন মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কষ্ট বরাদ্দাশত এবং এই পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী জৈবিক ও বস্তুগত ভোগ-লালসার মলিনতা হইতে নফসকে পবিত্র রাখা ইত্যাদিকে সাওম শিরোনামের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৪) মিল্লাতে ইব্রাহীমী ও ইসলামী আত্মত্বের এক অটুট রাখা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা-সাধনাকে হজ্জ শিরোনামের অধীন করা হইয়াছে (সীরাতুন-নাবী, ৫খ, ৫৬)।

অনন্তর এই ফরযগুলির মধ্যে অধিকাংশের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সহিত স্থাপিত হয়। এই ইবাদতগুলি অনুষ্ঠানের সময় একদিকে থাকে বান্দা আর অপরদিকে থাকেন আল্লাহ তাআলা। যেমন সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতের মধ্যে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তাহার সামনে উপস্থিত থাকেন” (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ)। অন্য সব ইবাদত ও আমল যদিও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়, কিন্তু মাঝখানে কোন না কোন সৃষ্টি বর্তমান থাকে এবং এই বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতীত তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ মানুষ যখন সগালাত আদায় করে তখন সরাসরি আল্লাহর সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু সে যখন আদালতের বিচারক হিসাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে, তখন সরাসরি আল্লাহর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরিবর্তে মানুষের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাহার কান, মুখ ও চোখ তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

তাহা ছাড়া এই রুকনগুলির মৌলিক কাঠামোও ইবাদতের কাঠামোর সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত অর্থাৎ এই রুকনগুলি যেভাবে সম্পাদন করা হয় তাহার উপর ইবাদতের বিশেষ ও গভীর ছাপ পড়িয়া যায়। ইহার অনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভিতর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, ইহা ইবাদতেরই কাজ। ইহা অন্য কোনও কাজ বলিয়া কখনও ধারণা হয় না। কিন্তু অন্যান্য আমলের অবস্থা তদ্রূপ নহে। ইহার বাহ্যিক কাঠামোর উপর ইবাদতের ছাপ থাকে না এবং তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মন সাক্ষ্য দেয় না যে, তাহাও ইবাদত। উপরন্তু মানুষের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতকারী হওয়ার অনুপ্রেরণা এবং ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই চারটি রুকন-এর বিশেষ অবদান রহিয়াছে, অন্যান্য ধর্মীয় আমলের মধ্যে, যাহা বর্তমান নাই। সঠিক অর্থে এই বিশেষ চারটি ইবাদত ব্যতীত মানুষের মধ্যে সেই স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হইতে পারে না— যাহা সমগ্র জীবনের কর্মতৎপরতাকে ইবাদতের ভাবধারায় পরিপূর্ণ করার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে এই চারটি বিশেষ ইবাদতকে ফরযে আয়ন বা অলংঘনীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে— যাহাতে প্রত্যেক মুমিনের নিকট শক্তির এই উৎস অবশ্যই বর্তমান থাকে— যাহার সাহায্যে সে সমগ্র ইবাদতের প্রতিটি অংশ পালনের শক্তি লাভ করিতে পারে। তাই এই রুকন কয়টি সমস্ত ইবাদতের প্রাণসত্ত্বস্বরূপ।

গ্রন্থপঞ্জী : তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দ্র., বিশেষত (১) ফাখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরুল কবীর, তেহরান তা. বি., ২৬খ, ৯৩-৭, ২৮খ, ২৩১, ২৩৩, ২খ, ৯৭-১০০; (২) সাযিদ আবু’ল আলা মাওদুদী, তাফহীমুল কু’রআন, ৪খ, (১১শ সং, লাহোর

১৯৮১ খৃ.), ৪২০, ২৬৭-৮, ৩৫৫, ৩৮২, ২খ. (১৬শ সৎ, লাহোর ১৪০২/১৯৮২), ২১, ৭৬-৭, ১১৫, ৫খ. (১১শ সৎ, লাহোর ১৯৮২ খৃ.), ১৫৫-৬; (৩) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী, মাআরিফুল-কুরআন, ১খ. (নূতন সৎ, করাচী ১৩৯৯/১৯৭৯), ৮৬-৭; (৪) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নাবী (স), ৩য় সৎ, আজমগড় (ভারত) ১৩৭১/১৯৫২, ৫খ, ১৭-৫৮; (৫) মাওলানা সাদরুদ্দীন ইসলামী, ইসলাম এক নাজার মে, ৪র্থ সৎ, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১৯৭-২১৪; (৬) আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরুত তা. বি., পৃ. ৩১৯-২০; (৭) ইবন মানজুর, লিসানুল-আরাব, ————— শিরোনামের অধীন; (৮) সায়্যিদ আবুল-আলা মাওদুদী, তাফহীমাত, ১ম সৎ, দিল্লী ১৯৭৯ খৃ., ১খ., "ইসলাম মে ইবাদাত কা তাসাব্বুর" প্রবন্ধ দ্র.; (৯) এ লেখক, কুরআন কী চার বুনয়াদী ইসতিলাহী, ৮ম সৎ, লাহোর-করাচী-ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১১৫-৩৮; (১০) এ লেখক, ইসলামী ইবাদাত পর এক তাহ-কীকী নাজার, ১৩শ সৎ, লাহোর ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৭-১৯; (১১) এ লেখক, খুতবাত, ২য় সৎ, লাহোর ১৯৮০ খৃ., পৃ. ১৩১-৪১; (১২) মুন্না আলী আল-কারী, আল-মিরকাত, মুলতান (পাকিস্তান) তা. বি., ১খ, ৫৯-৩০; (১৩) শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ, হুজাতুল্লাহিল-বালিগা, ১ম সৎ, দিল্লী ১৩৫৫ হি., ১খ, ৬৭, ২খ, ৬৬-৭; (১৪) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহু কিতাবুস সালাত, বাবঃ কাওলিন-নাবিয়্যি (স) জুইলাত লিয়াল-আরদু মাসজিদান ওয়া তাহুরান; কিতাবুল-আদাব, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল হিরাসা ফিল-গায়বি, কিতাবুর রিকাক, বাব মাওয়াজ্বা কা মিন ফিতনাতি'ল-মাল; (১৫) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল-ঈমান; (১৬) আত-তিরমিযী, আল-জামি', আবওয়াবুদ-দা'ওয়াত, বাব মা জাআ ফী ফাদলিদ-দুআ, আবওয়াবু সিফাতি'ল-কিয়ামা, হাদীছ নং ৭৮, আবওয়াবুল ঈমান, বাব-৪ (উর্দু অনু. মাওলানা বাদীউয়-যামান, করাচী তা. বি., ২খ, ১৯৭); (১৭) আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল-আদাব, বাব ইসলামু যাতিল-বায়ুন; (১৮) ইবন মাজা, আস-সুনান, কিতাবুয়-যুহুদ, বাব ফিল মুকাছছিরীন, হাদীছ নং ৪১৩৫, বাব ফী যিক্রিত-তাওরা; (১৯) মুওয়াজ্জা ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুস-সালাত, বাব আন নুখামা ফিল-মাসজিদ ওয়ামা যুকরাহ মিন যালিকা; (২০) আল-গাযালী, ইহুয়া উলুমিন্দীন, বৈরুত তা. বি., ৪খ, কিতাবু'ন-নিয়া ওয়া'ল-ইখলাস ওয়াস-সিদক, অনুচ্ছেদঃ ইখলাস, ১খ, ১৫০।

আবু সাঈদ মুহম্মদ ওমর আলী ও মুহাম্মদ মুসা

ইবাদাতখানা (عبادات خانہ) : আভিধানিক অর্থ নামায ঘর। ইহা মুগল সম্রাট আকবার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনার জন্য নির্ধারিত ভবন বা কক্ষ। আকবার কর্তৃক ১৬৩৩/১৫৭৫ সালে তাঁহার ফতেহপুর সিক্রি (দ্র.)-র শাহী দরবারে ইহা নির্মিত হয়। এই সময়ে তিনি মুসলিম আইনের সর্বজনগ্রহণযোগ্য সাধারণ ব্যাখ্যা নির্ধারণের জন্য উৎসাহী ও সচেতন ছিলেন এবং মুসলিম শাস্ত্রবিদ ও আইনবিদগণকে তাহাদের মধ্যকার অনৈক্য মীমাংসার জন্য আলোচনা করিবার এবং সমাধানে পৌঁছাইবার জন্য আহ্বান জানাইতেন। এইরূপ অনেক আলোচনায় তিনি নিজেও উপস্থিত থাকিতেন। এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয় যে, মুসলিম ধর্মবিশ্বাস কেবল আইনের সূক্ষ্ম বিষয়েই বিভক্ত নয়, বরং মৌলিক নীতিতেও মতনৈক্য রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতিপন্ন হয়। ইবাদাতখানার মুক্ত ও তিক্ত ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কের ফলে বাদায়ুনীর বর্ণনামতে মুসলমানদের তথাকথিত ধর্মীয় গৌড়ামির প্রতি আকবারের অনাসক্তি দেখা

দেয়। তিনি তখন ইবাদতখানার আলোচনায় অমুসলিম ধর্মযাজকগণকে আহ্বান করিয়া বিতর্কের পরিধিকে প্রশস্ত করেন, যাহার ফলে হিন্দু, খৃষ্টান ও ফরাসী ধর্মযাজকগণ (Gessuite Mission) তখন হইতে তাহাদের ধর্মকে ব্যাখ্যা করিতে এবং মুসলিম 'আলিমগণের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিকগণের চিন্তাকর্ষক আলোচনার বিবরণ দাবিস্তান-ই মাযাহিব-এ লিপিবদ্ধ আছে।

১৬৩৩/১৫৭৯ সালের মাহদার (Mahdar)-এর পরে একদল স্বার্থান্বেষী 'আলিম আকবারকে মুসলিম আইনের একজন বড় ব্যাখ্যাকারী ও প্রয়োগকারী বলিয়া ঘোষণা করিলে তখন হইতে ইবাদাতখানার আলোচনা বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু মাহদার সাধারণ মুসলমানদের মোটেই সমর্থন পায় নাই এবং তখন আকবার নিজেই বৃহত্তর ধর্মীয় ভাবধারা গ্রহণ করিতে শুরু করেন। অধিকন্তু তিনি পরে শীঘ্রই ফতেহপুর সিক্রি পরিভ্রমণ করেন এবং ধর্মীয় মনীষীদের সহিত তাঁহার এই আলোচনা অন্য কোথাও তাঁহার দরবারে অনুষ্ঠিত হইত। ফতেহপুর সিক্রির 'ইবাদাতখানা ভবনের প্রকৃত অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবুল-ফাদল, আয়ন-ই আকবারী, সম্পা. Blochmann, Bibl. Ind., Calcutta 1867-77; (২) এ লেখক, আকবার নামা, Bibl. Ind., Calcutta 1873-87; (৩) আবদুল-কাদির বাদায়ুনী, মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, Bibl. Ind., Calcutta 1864-69; (৪) অজ্ঞাতনামা লেখক, দাবিস্তান-ই মাযাহিব, নাওল কিশোর, লাখনৌ ১৯০৪ খৃ.; (৫) শ্রীরাম শর্মা, The Religious Policy of the Mughal Emperors, বোম্বে ১৯৬২ খৃ.; (৬) আযীয আহ-মাদ, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment., অক্সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৬৮-৬৯; (৭) এ লেখক, An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh 1969, পৃ. ২৯; (৮) S. A. A. Rizvi, Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign, New Delhi 1975, পৃ. ১১১ প. ও নির্ঘণ্ট।

M. Athar Ali (E.I.² Suppl.)/কাজী মুঃ কামরুজ্জামান

ইবাদান (إيدان) : নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল (Western Region)-এর অন্তর্ভুক্ত শহর, ১৮২০ খৃ. দশকে ইহার উৎপত্তি হয় একটি "Egba" পল্লীর অবস্থান স্থলে, প্রাচীন অয়ো সাম্রাজ্যের (Oyo Empire) ভ্রাম্যমাণ যুরুবা (Yoruba) সৈন্যগণের কয়েকটি দল (Ile, Ife, Ijebu) যুদ্ধ ছাউনীরূপে এই শহরের পত্তন করে। সেই সময়টি ছিল ইয়োরুবা (Yorubaland) দেশের ইতিহাসে প্রচণ্ড উত্থান পতনের সময়। অয়ো সাম্রাজ্য তখন মারাত্মক অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ক্রমবর্ধমান বহিঃশক্তির চাপের মুখে দ্রুত ক্ষীয়মাণ। এই সময়ে ফুলানী (Fulani) গোত্রভুক্ত উপদলের জোট ইলোরিন (Ilorin)-কে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং অবশেষে ১৮৩৭ সালে প্রাচীন অয়ের অধিবাসীদেরকে দেশত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। এই সকল উদ্বাস্তর কিছু সংখ্যক ১০০ মাইল দক্ষিণে নূতন অয়ো শহর পত্তন করে, অন্যরা ইবাদানে বসতি স্থাপন করে। দক্ষিণ ইয়োরুবাতে বিভিন্ন ইয়োরুবা রাজ্যের মধ্যে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা ও উপকূলীয় বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য তীব্র সংঘাত চলিতে থাকে।

ইয়োরুবালায়ান্ডের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শরণার্থীর আগমনের দরুন ইবাদান দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে, ইবাদানের পাহাড়গুলি ও ইহার সেনাদলের সমর শক্তি শরণার্থীগণকে এই স্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় প্রলুব্ধ করে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইবাদানের জনসংখ্যা ৬০,০০০ ও ১,০০,০০০-এর মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯১১ খৃ. সালের আমতমারী অনুসারে লোকসংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০ যাহা ১৯৫২ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৫৯,১৯৬-তে দাঁড়ায়। বর্তমানে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় আফ্রিকায় ইবাদানই সর্ববৃহৎ নগরী। সামান্য সংখ্যক পৃথক জাতিসত্তার দেশান্তরী বসতি স্থাপনকারী (১৯৫২ সালের হিসাবে ৫%) বাদে জনগোষ্ঠীর সকলেই ইয়োরুবালায়ান্ডের বিভিন্ন অংশের ইয়োরুবা গোত্রভুক্ত। ইবাদানকে প্রায়ই বলা হয় “গ্রাম-নগরী”। কারণ ইহার জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশের জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল নগরীর উপকণ্ঠস্থিত কৃষিভূমি চাষাবাদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইবাদানে উন্মেষ ঘটে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষামুখী এক বিশদ রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা যাহা ছিল এতদিনের ঐতিহ্যগত ইয়োরুবা রাজতন্ত্র হইতে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক। সামরিক শৌর্য ও দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যই ইবাদান ফুলানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ইয়োরুবা রাজ্যসমূহের চাপ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়। কালক্রমে ইহা নিজ সামর্থ্যে অনেক করদ রাজ্য লইয়া একটি মহাশক্তি হইয়া উঠে।

ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংকুল এই অবস্থার অবসান ঘটে যখন বৃটিশ উপকূল হইতে উত্তরাভিমুখী তাহাদের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করে এবং অবশেষে ১৮১৩ সালে ইবাদানের উপর একটি সন্ধিচুক্তি চাপাইয়া দেয়। শান্তি স্থাপন ও বৃটিশ শক্তির অগ্রগতি নগরীর অধিকর্তাদের ক্ষমতার ভিত্তিকে ধূলিসাৎ করে। ক্রমান্বয়ে পরোক্ষ শাসনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসকগণ ইবাদানকে অয়োর আলাফিন (Alafin of Oyo)-এর ধর্মীয় ও আইনগত কর্তৃত্ব ন্যস্ত করে এবং বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির সহযোগে আলাফিন নগর অধিকর্তাদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। কিন্তু এই দুর্বল ও ক্ষুদ্র অয়োর অধীনে ইবাদানের বশ্যতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৩৬ খৃ. ইবাদান সম্পূর্ণভাবে অয়োর কর্তৃত্ব হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং বেল (Bale) নূতন উপাধি অলুবাদান (Olubadan) গ্রহণ করে। ১৯৫২ খৃ. ইবাদান নাইজেরিয়া ফেডারেশনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত হয়।

ইবাদানের ইতিহাসের প্রারম্ভিক কালেই এইখানে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে, প্রধানত উত্তর হইতে আগত মুসলিম বণিক ও ইতস্তত পরিভ্রমণকারী মালামস (malams)-এর মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইবাদানের সামরিক প্রধানগণ যুদ্ধে সফলতা লাভের আশায় মুসলিম ইমাম নিয়োগ করেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে নগরীতে ইসলামের প্রসার শুরু হয় বৃটিশ শাসকদের আগমনের সময়। সেই সময় হইতেই এই প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ও দ্রুততার সহিত অব্যাহত রহিয়াছে অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর সুসংগঠিত ও আর্থিকভাবে সম্বল খৃষ্টান মিশনারী ও গির্জাসমূহের কার্যক্রমকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া।

নগরীর সর্বাধিক সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম মালিকী মায-হাবের সুন্নী। কিছু সংখ্যক মুসলিম কাদিরিয়া তরীকার অনুসারী, আরো কিছু রহিয়াছে তিজানিয়া (দ্র.) তরীকার সমর্থক। নগরীতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন রহিয়াছে যাহাদের প্রধানতম দায়িত্ব ইসলামী বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও

মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ। ইহা ছাড়া আছে কিছু ইসলামী সেবা ও প্রচার সংস্থা। উলামা পরিষদ নগরীর কেন্দ্রীয় মসজিদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নির্বাহ ছাড়াও প্রধান ইমাম ও তাহার দুই সহকারীকে মনোনীত করে। তবে অলুবাদান (Olubadan) তাহাদেরকে সরকারীভাবে নিযুক্ত করেন ও বিশেষ অনুষ্ঠানে।

গুরুবার সেখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদে সালাতুল-জুমু'আর ডামাআতে কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশ ঘটে। ১৯৪২ হইতে ১৯৫২ সনের মধ্যে নগরীর ইমামত ও বসতি স্থাপনকারী হাউসা (Hausa) সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগতভাবে কয়েকটি তীব্র বিবাদ ঘটে এবং হাউসাগণ প্রধানত ইয়োরুবা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় প্রধান মসজিদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাহাদের নিজস্ব এলাকাধীন সাবু (Sabo) নামে পরিচিত বিশেষ মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করে। অলুবাদান ও বৃটিশ কর্মকর্তাদের অব্যাহত বিরোধিতার মুখেও হাউসাগণ পৃথক জুমু'আর ব্যবস্থা চালু রাখে। ক্রমে আরো কয়েকটি মুসলিম গোষ্ঠী এই পথ অনুসরণ করে। বর্তমানে কেবল একটি উপলক্ষই নগরীর সকল মুসলিম একত্র হয়। এই উপলক্ষটি হইতেছে নগরীর উপকণ্ঠে আয়োজিত দুই সৈদের প্রতিটির উদ্বোধনী দিনের প্রভাতে সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশাল ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। উত্তর নাইজেরিয়ার অন্যান্য মুসলিম নগরীতে অবর্তমান গুরুবারের সালাতের এই বিচ্ছিন্নতা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদানে ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক কৃতিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : ইয়োরুবাবার ইতিহাস সম্পর্কিত সকল প্রকাশনাতাই ইবাদানের ইতিহাস অধ্যায় আছে। দ্রষ্টব্যঃ (১) S. Johnson, The History of the Yorubas, লন্ডন ১৯২১ খৃ.; (২) অলুবাদানকৃত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, I. B. Akinyele, The Outlines of Ibadan History, Lagos 1946; (৩) S. O. Biobaku, I. O. Dina P.C.Lloyd সম্পাদিত, Ibadan ১৯৪৯ খৃ.-এ আছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক পশ্চিম আফ্রিকা সম্মেলন (ইবাদান)-এ পঠিত কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ রচনা; (৪) G. Parrinder, Religion in an African City, অক্সফোর্ড ১৯৫৩ খৃ., ইহাতে ইবাদানে ধর্মের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবং নগরীতে ইসলামের অভ্যুদয় ও উন্নতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ তথ্য সম্বলিত আলোচনা রহিয়াছে; (৫) Akin Mabogunje, The growth of residential districts in Ibadan, in The Geographical Review, lii/I(১৯৬২ খৃ.), ৫৬-৭৭, হইতে নগরীর ভূ-বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে; (৬) দুইটি Ph. D. Thesis সরাসরি সুসংহতভাবে ইবাদানের ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে, Thesis-গুলি হইলঃ B Awe, The Rise of Ibadan as a Yoruba power in the nineteenth century, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ খৃ. ও G. Jenkins, Politics in Ibadan, Northwestern University ১৯৬৪ খৃ., প্রথমোক্তটি যেখানে আলোচনা শেষ করে, শেষোক্তটি সেখান হইতে আলোচনা শুরু করে। উভয় পুস্তকই বর্তমানে প্রকাশনার ব্যবস্থাধীন; (৭) নগরীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক, বিশেষ করিয়া ইসলাম সম্পর্কে একটি নিবন্ধে কতিপয় বিশেষজ্ঞ লিখিত কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে, P.C. Lloyd, A. Mabogunje ও B. Awe (eds.), The city of Ibadan, কেমব্রিজ ১৯৭৬ খৃ.।

A. Cohen (E.I.²) মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আল-ইবাদিয়া (الاباضية) : খারিজীগণ (দ্র.)-এর অন্যতম প্রধান শাখা, বর্তমানে ইহাদেরকে দেখা যায় উমান, পূর্ব আফ্রিকা, ত্রিপোলিতানিয়া (জাবাল নাফুসা ও যুআগা) ও দক্ষিণ আলজিরিয়াতে (ওয়ারগলা ও মযাব অঞ্চলে)। শাখাটির প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে একজন আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ আল-মুররী আত-তামীমীর নাম হইতে এই দলের নামটি আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। সচরাচর আবাদিয়া রূপটিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; ইহা শুধু উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ জাবাল নাফুসাতেই) নহে (দ্র. A. de C. Motylinski, *Le Djebel Nefousa, Paris 1898-9, 41* ও স্থা.), সেখানে ৯ম/১৫শ শতকে ইহার ব্যবহারের প্রত্যয়ন করিয়াছেন ইবাদী লেখক আল-বাররাদী (দ্র. কিতাব জাওয়াহিরিল-মুনতাকাত, কায়রো ১৩০২ হি., পৃ. ১৫৫), বরং উমানেও ব্যবহৃত হয় (দ্র. Niebuhr, *Voyage en Arabie, 1780. ii, 198*)। কিন্তু সমসাময়িক কালে ইবাদী লেখকগণ প্রথমোক্ত রূপটিকেই অর্থাৎ ইবাদিয়া রূপটিকেই সঠিক স্থানে প্রায়শ ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন যুসুফ আভফিয়াশ আল-মিযাবী, রিসালা শাফিয়া ফী বা'দিত-তাওয়ারীখ, আলজিয়ার্স তা. বি., ৪৯)। এই নামটির আরও একটি রূপের কথা জানা যায় ইবাদা (দ্র. আল-হামদানী, সিফাত জাযীরাতিল-আরাব, সম্পা. D. H. Muller, *Leiden 1884-91, i, 88; Niebuhr-এর মতে উপরে উল্লিখিত, ২খ., পৃ. ১৯৮, ২০০, ২০১*)। উমানের ইবাদীগণের বেইআসি (Beiasi), বিইআসি বা বেইআদি এই নামও ছিল (আরও দ্র. Badger, *History of the Imams and Seyyids of Oman by Salil ibn-Razik, London 1871, 387*)। মনে হয় যেন শেষ নামটি (বায়াদি= Bayadi-এর জন্য) মুবায়াদা নামটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সাধারণভাবে খারিজীগণকে এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে (দ্র. Brunnow, *Die Charidschiten unter den ersten Omayyaden, Leiden 1884, 30, n.*)। ইবাদীগণ নিজদেরকে ওরাত (দ্র.) নামেও পরিচয় দিয়া থাকে। উহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রথম খারিজীগণকে বা আল-মুহাক্কিমগণকে বুঝাইয়া থাকে [দ্র. (১) আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৭৫; (২) A. de C. Motylinski, *Chronique d Ibn Saghir, in Actes du xive congres Intrn. des orient., Algiers 1905, 81; (৩) তু. যাকুবী, বুলদান, পৃ. ৩৫২*]।

২য়/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবু মিখনাফ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী এই ধর্মীয় গোত্রটির উদ্ভব হয় ৬৫/৬৮৪-৫ সালে যখন আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ অপর শাখা আহলু'ত-তাওহীদগণের প্রতি কি ধরনের মনোভাব গ্রহণ করা হইবে সেই বিষয়ের প্রশ্নে চরমপন্থী খারিজীদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসেন [দ্র. (১) Brunnow, পৃ. গ্র., ৬০-১; (২) Wellhausen, *Die Religios Politischen Oppositionsparteien im alten Islam, Berlin 1901, 28-9*]। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে সময়ে বলিয়া ধারণা করেন, ইবাদীগণের উদ্ভব উহার অনেক আগে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমান লেখকের মত এই যে, এই ধর্মীয় দলটির এবং সেই সঙ্গে অপর মধ্যপন্থী খারিজীদল সুফরিয়্যাগণ (দ্র.)-এর আদি ইতিহাস কা'আদা নীরব বা শান্ত, দ্র. (১) Brunnow, পৃ. গ্র., ২৯; (২) Wellhausen, পৃ. গ্র.,

২৯] খারিজীগণের উদ্ভবের সঙ্গে অভিন্ন বা যুক্ত হওয়া উচিত। শেখোক্ত দলটি ১ম/৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বসরাতে খাওয়ারিজের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র আবু বিলাল মিরদাস ইবন উদায়্যা আত-তামীমীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইবাদী ঐতিহ্যে উল্লিখিত আছে যে, আবু বিলাল ছিলেন ইবাদিয়্যাগণের অন্যতম অগ্রদূত বা দলের প্রথম ইমামগণের অন্যতম [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, কিতাবু'স-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ৬৬প.; (২) আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৬৭ প.; (৩) আস-সালিমী, কিতাবু'ল-লুম'আ আল-মুরদিয়া, ১৩২৬ হি., পৃ. ১৮৭; (৪) সিয়াকু'ল-উমানিয়া, লউওউ (Lwow) বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু. নং, ১০৮২, ২খ., পৃ. ১৩৫, ৬৬৪-৫। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য লেখক আবু বিলালকে সুফরিয়্যাগণের ইমাম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, দ্র. যথাঃ আল-ইসফারা'ইনীর্ লেখা Haarbrucker-এর asch-Schahrastani's *Religio- npartheien und Philosophenschulen, Halle, 1850, ii, 406*]। এই প্রচলিত মতটিকেই অধিক সম্ভাব্য মনে হয়, বিশেষ করিয়া এই বিবেচনায় যে, আবু বিলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনই ছিলেন যাহারা বিশিষ্ট ইবাদিয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় দলটির প্রকৃত সংগঠক ছিলেন সেই জাবির ইবন যায়দ (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৯) ও আল-ওয়ালীদ আল-আবদী। ইনি চরমপন্থী খারিজী নেতা নাফি' ইবনু'ল-আযরাক-এর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মধ্যপন্থী খারিজী দলের অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৯। তদুপরি আবু বিলালের যে শিক্ষা, উদাহরণস্বরূপ, ইসতি'রাদ পালন করা (দ্র. Wellhausen, *op. cit., 25-6*), সেইগুলি বহুলাংশে ইবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে অভিন্ন।

আবু বিলাল ৬১ হিজরীতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন এবং উহার এক বৎসর পরে এক যুদ্ধে মারা যান। অতঃপর সম্ভবত 'আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ মধ্যপন্থী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৬৪ হিজরীতে প্রধান প্রধান খারিজী নেতার মধ্যে তাঁহার নাম দেখা যায়, [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৭; (২) Wellhausen, *op. cit., 27*]। ৬৫ হি. আযরাকীগণের দল ও মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। চরমপন্থীগণ যুবায়রীগণ হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বসরা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর ইবন ইবাদ প্রথমে কিছুটা দ্বিধাম্রস্ত থাকিবার পর স্বীয় সমর্থকগণকে লইয়া সেইখানেই থাকিয়া যান (দ্র. আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৫৫-৬)। ইবাদীগণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় এভাবে শুরু হয়, এই সময়টাকে বলা যায় কিতমান (গোপন, এই শব্দটির বিষয়ে দ্র. নিম্নে এবং আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৫৬ আমল। 'আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানিতে পারা যায়। ইবাদী সাহিত্য হইতে বুঝা যায় যে, এই ধর্মীয় দলের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম পণ্ডিত ব্যক্তি (দ্র. সিয়াকু'ল-উমানিয়া, পৃ. ৭৪, ১০৮)। ইবাদী তথ্য উৎস হইতে জানা যায় যে, দলের সদস্যগণ তাঁহাকে ইমাম আহলিত-তাহকীক, ইমামু'ল-মুসলিমীন ও ইমামুল-কাওম বলিয়া উল্লেখ করিত [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৭; (২) সিয়াকু'ল-উমানিয়া, পৃ. ১০৮, ১১১; (৩) আল-বাররাদী, পৃ. গ্র.; (৪) P. K. Hitti, *al-Baghdadis Characteristics of muslim Sects, কায়রো ১৯২৪ খ., পৃ. ৮৭*]। এই উপাধি ইবন ইবাদ যে সময়ে মদীনা প্রতিরোধের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (৬৪/৬৮৩-৪) শুধু তখনই ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৬৫ হি.

পরে ইবাদীগণ যে কিতমান অবস্থায় ছিল তাহাতে মনে হয় যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ইমামাত থাকার সম্ভাবনা ছিল না, অন্তত শব্দটির রাজনৈতিক যে অর্থ, সেইরূপ ইমাম তিনি ছিলেন না। সম্ভবত এই উপাধিটির মধ্যে এইরূপ কোন ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তিনি কোনরূপ গোপন ইবাদী ধর্মীয় সরকারের সভাপতি ছিলেন, দলের ঐতিহাসিকগণ জামাআতুল-মুসলিমীন নামে সেইরূপ সংগঠন বা সরকারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছিল একটি পরিষদ, দলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শায়খগণকে লইয়া ইহা গঠিত হইত (তন্মধ্যে একজন ছিলেন আল-ওয়ালীদ আল-আবদী)। ইহার সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের আযযাবা পরিষদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেইখানে বানু রুম্ভামগণের ইমামাতের পতনের পরে সেই পরিষদ গঠন করা হইয়াছিল। ইবন ইবাদ-এর কু'উদ (নীরবতাবাদ বা শান্তিবাদ) উহার মূলে সম্ভবত ছিল উমায়্যা খলীফা 'আবদুল-মালিক ইবন মারওয়ান (৬৫-৮৬/৬৮৫-৭০৫)-এর সহিত একটা সমঝোতা সৃষ্টির আশা। বস্তুত তিনি শাসক খলীফার সহিত পত্র যোগাযোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইবাদী কালপঞ্জীতে তাঁহার দুইখানি নাসাইহ (নসীহতপত্র) রক্ষিত আছে। পত্র দুইখানি তিনি খলীফাকে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি হইতে উভয়ের মধ্যকার সুসম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে একখানি পত্র খলীফা 'আবদুল-মালিক জনৈক সিনান ইবন 'আসিম-এর মারফত এই ইবাদী নেতাকে যে বার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন উহার উত্তর [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৭; (২) আল-বাররাদী, পৃ. ৬৬, পৃ. ১৫৬-৬৭; (৩) সিয়্যারুল-উমানিয়া, পৃ. ৪৪৫-৫৫; (৪) Sachau, Religiose Anschauungen der Ibaditischen Muhammedaner, in MSOS As., ii, 52-9]। এই দুইখানি পত্রের মধ্যে প্রথমখানি অবশ্যই ৬৭/৬৮৬-৭ সালের পরে লেখা হইয়া থাকিবে। কেননা উহাতে মুস'আব-এর নিকটে আল-মুখতার-এর পরাজয়ের বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। এই মুস'আব ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবার-এর ভাই, যুদ্ধটি সেই বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল [দ্র. (১) আল-বাররাদী, পৃ. ৬৬, পৃ. ১৬৩; (২) Brunnow, op. cit., 86-90]। ইবন ইবাদ-এর পত্রখানিতে ইবাদী তরীকার আহকামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়, সেসকল বিবরণযুক্ত পত্র উহাই ছিল প্রথম (ইবন ইবাদ ও খলীফা 'আবদুল-মালিক ইবন মারওয়ান-এর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আরও দ্র. R. Rubinacci, II Califfo Abd al-Malik b. Marwan e gli ibaditi, in AIUON, n. s. v 1954, 99-121]। আশ-শাম্মাখী অনুযায়ী (পৃ. ৭৭) ইবনু'ল-ইবাদ চরমপন্থী খারিজীগণের বিরুদ্ধে তর্কমূলক মুনাজারাতও রচনা করেন। তাঁহার ওফাতের সঠিক তারিখ জানা যায় না। ইবাদী জীবনীসমূহে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় তাবাকার হাকীম বা পণ্ডিত। শাহরাস্তানী যে লিখিয়াছেন (দ্র. মিলাল, ed. Cureton, 10) এবং আল-কাযবীনীও যে লিখিয়াছেন (দ্র. আজাইব, ed. Wustefeld, i, 37), ইবন ইবাদ একেবারে বৃদ্ধ বয়সে মারওয়ান ইবন মুহ'াম্মাদ-এর শাসনামল পর্যন্ত (১২৭-৩৪/৭৪৫-৫২) জীবিত ছিলেন তাহা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

বসরাতে ইবন ইবাদ উমায়্যা খলীফাগণের সঙ্গে যেরূপ সুসম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারী আবু'শ-শা'ছা জাবির ইবন যায়দ আল-আযদীও বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইবাদী ধর্মীয় দলের প্রধান পণ্ডিত এবং একজন খ্যাতনামা হাদীছবেত্তা। এই পণ্ডিতের বাড়ী ছিল

উমানের নাযওয়া শহরের নিকটে [দ্র. (১) সিয়্যারুল-উমানিয়া, পৃ. ৬৭৫; (২) যাকূত, ২খ, পৃ. ২৪৩-৪] আরব লেখকগণ তাঁহাকে প্রাথমিক যুগের অন্যতম প্রধান খারিজী বলিয়া মনে করেন (দ্র. আশ-শাহরাস্তানী, পৃ. ৬., পৃ. ১০২)। তাঁহার সম্ভাব্য জন্মতারিখ ছিল ১৮/৬৩৯ সাল এবং তাঁহার ওফাতের তারিখ ৯৩ হি., ৯৬ হি. ও ১০৩ হি. তিন রকমের পাওয়া যায় [দ্র. (১) আল-বাররাদী, পৃ. ৬., পৃ. ১৫৫; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., ৭৭; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৭২; (৪) সিয়্যারুল-উমানিয়া, পৃ. ৬৮৬]। সেই হিসাবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ-এর সমসাময়িক ছিলেন। জাবির ইবন যায়দ ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-আব্বাস (রা) [দ্র.]-এর একজন পরম বন্ধু ও শাগরিদ তাঁহার নিকট হইতে তিনি কিছু সংখ্যক হাদীছ গ্রহণ করিয়াছিলেন [দ্র. (১) যাকূত, ২খ, পৃ. ১৫৬-৭, ২৪৩-৪; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., পৃ. ৭০, ৯৬; (৩) আল-বাররাদী, পৃ. ৬., পৃ. ১৫১]। সম্ভবত এই কারণেই ও তাঁহার বিদ্যাবত্তার গুণে জাবির তৎকালীন মুসলিমগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আশ-শাম্মাখী এই প্রসঙ্গে (পৃ. ৬., পৃ. ৭০) মালিক ইবন আনাস (রা)-এর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি সম্ভবত সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলনের সংকলক ছিলেন। তাঁহার রচিত দীওয়ান পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল। বর্তমানে উহা হারাইয়া গিয়াছে; উহার একমাত্র সংগ্রহটি ৩য়/৯ম শতাব্দীতে বাগদাদে 'আব্বাসীগণের গ্রন্থাগারে ছিল [দ্র. (১) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৪; (২) E. Masqueray; Chronique d Abou Zakaria, Algiers-Paris 1878, 181-5]।

জাবির-এর ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন সুন্নী হাদীছবেত্তা এবং যাকূত (পৃ. ৬.) তাঁহাকে, এমনকি আহাদু আইম্মাতিস-সুন্নাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অপর দিকে আবার জাবির খারিজী চরমপন্থীগণের সঙ্গে মতদ্বৈততা পোষণ করিতেন, তিনিই ইবাদী মতবাদকে একটি যথার্থ রূপ দান করেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., পৃ. ৭৬০)। এই অবদানের কারণেই ইবাদী গ্রন্থসমূহে তাঁহাকে উমদাতুল-ইবাদিয়া বা আসলুল-মায'হাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., পৃ. ৭০; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, স্থা.)। তাঁহাকে ইমামুল-মুসলিমীন বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে (দ্র. সিয়্যারুল উমানিয়া, পৃ. ১১১)। ইবন ইবাদ না হইয়া সম্ভবত তিনিই ছিলেন এই ধর্মীয় দলটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দেখা যাইতেছে যে, এই সুবিখ্যাত ইবাদী বিদ্বান ও হাদীছবেত্তা যিনি সকল মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তিনিই বলিতে গেলে তাঁহার পূর্বসূরী কর্তৃক গৃহীত কার্যটি অর্থাৎ খলীফাগণের ইবাদী মতবাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখিবার মত পরিস্থিতি বজায় রাখিবার দায়িত্বটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, জাবির-এর দলটির সভাপতি থাকিবার প্রথম বৎসরগুলি ইবাদিয়াগণের জন্য খুবই অনুকূল ছিল। জাবির ইরাকের ক্ষমতাবান গভর্নর আল-হাজ্জাজ (৭৬-৯৫/৬৯৫-৭১৪) (দ্র.)-এর সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই সাফল্যে সহায়তা করিয়াছিলেন হাজ্জাজ-এর সচিব খারিজী যামীদ ইবন আবী মুসলিম [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., পৃ. ৭১, ৭৪; (২) আল-মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫৬]। তিনি, এমনকি তাঁহার নিকট হইতে একটা বেতনও লাভ করিতেন। ইহা ছিল আল-হাজ্জাজ যখন খারিজী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন সেই সময়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল-হাজ্জাজ-এর সঙ্গে জাবির-এর সুসম্পর্ক ছিল, এমনকি ওয়াসিত শহরের পত্তনের পরেও (৮৩-৬/৭০২-৫

সাল) জাবির-এর প্রতি ইরাকের গভর্নরের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিল (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৭৪)।

কিন্তু ১ম/৭ম শতকের শেষের দিকে তাঁহাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মনে হয় যেন সম্পর্কের এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল খলীফা 'আবদুল-মালিক-এর মৃত্যু (৮৬/৭০৫)। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই খলীফা ইবাদীগণের প্রতি সুদৃষ্টি রাখিতেন। অপর একটি কারণ ছিল যে, বসরার ইবাদীগণ সেই সময়ে মুহাল্লাবী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, ইরাকের গভর্নর তাঁহাদেরকে অপসন্দ করিতেন। বস্তুত বসরার অতি নিষ্ঠাবান ইবাদীগণের অন্যতম ছিলেন খুরাসানের সাবেক গভর্নর য়াযীদ ইবনুল-মুহাল্লাবের ভগ্নি আতিক। সেই গভর্নরকে আল-হাজ্জাজ চেষ্টা করিয়া পদচ্যুত করাইয়াছিলেন এবং ৮৬/৭০৫ সালে তাঁহাকে বন্দীও করিয়াছিলেন। মুহাল্লাবীগণের মধ্যে ইবাদী মতবাদ গ্রহণকারী ছিলেন হালবিয়া নামী অপর এক মহিলা, যিনি ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগের দিকে মক্কায় বাস করিতেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৮৮, ১১৭; (২) J. Perier, *Vie dal-hadjdjadj ibn Yousof*, Paris 1904, 221, 232]।

এই দুইটি ব্যতীত তৃতীয় আর একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বসরার ইবাদীগণের চরম পন্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তন্মধ্যে যাহারা বিপ্লবী ধরনের ছিল, তাহারা ই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিত অর্থাৎ যাহারা খুরজের সমর্থক ছিল তাহারা শূরাত হিসাবে নিজেদের যে শ্রীচয় ছিল তাহা বদলাইয়া কা'আদা হইতে চাহিতেছিল। এই ধর্মীয় গোত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে ও লেখা হইতে আমরা বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতার নাম জানিতে পারি বিস্তাম ইবন 'উমার ইবনিল-মুসীব আদ-দাব্বী। তিনি আল-মাসকাল নামেও পরিচিত ছিলেন। পূর্বে তিনি সুফরী ছিলেন এবং শাবীব (দ্র.)-এর সমর্থক ছিলেন। ৭৭/৬৯৬ সালে শাবীব-এর পরাজয়ের পরে তিনি ইবাদী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং বসরাতে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি শুধু একজন বিখ্যাত যোদ্ধাই ছিলেন না, একজন মৃত্যুকাল্লিম বা ধর্মতত্ত্ববিদও ছিলেন। মনে হয় যেন বসরার ইবাদীবাদের দৃঢ় সমর্থকগণ ৮১-২/৭০১-২ সালে 'আবদুল-রহ-মান ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-আশ-আহ-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বস্তুত 'আবদুল-রহ-মানের সেনাবাহিনীতে একটি দলই ছিল বসরা ও কূফার সৈন্যদের লইয়া গঠিত, উহাদের সেনাপতি ছিলেন জনৈক বিস্তাম ইবন মাসকাল (সম্ভবত উল্লিখিত মাসকালার সঙ্গে অভিন্ন)। যুদ্ধে তিনি নিজের সকল সৈন্যসমেত নিহত হইয়াছিলেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ১১১; (২) Wellhausen, op. cit., 46-7; (৩) Perier, op. cit., 173, 176, 184, 191-3]।

এই সকল অতি উৎসাহী ইবাদীগণের কার্যকলাপের ফলেই হাজ্জাজ তাহাদেরকে আর সমর্থন দান করেন নাই। জাবির-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল সম্ভবত একটি খুনের ঘটনা। জাবিরের প্ররোচনায় হাজ্জাজের একজন গুপ্তচর নিহত হইয়াছিল (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৭৫)। তিনি তখন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ইবাদীগণের উপর নির্ধাতন আরম্ভ করেন। ইবাদী নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট জনদের অধিকাংশকেই হয় উমানে নির্বাসিত করা হয় (যেমন স্বয়ং জাবির ও অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী শায়খ হুবায়াহ; দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৬, ৮১) অথবা কারারুদ্ধ করা হয় (এই বিষয়ে জানিবার জন্য আরও দ্র. সিয়াক'ল-উমানিয়া, পৃ. ২৫০)। যে সকল ইবাদী নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় তন্মধ্যে ছিলেন

জাবিরের ছাত্রগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান ও ইবাদী জামাআর সভাপতিরূপে বসরাতে তাঁহার উত্তরাধিকারী আবু 'উবায়দা মুসলিম ইবন আবী কারীমা আত-তামীমী (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৮৭)। আমাদের জ্ঞান অনুসারে সকল খারিজী নেতার মধ্যে সম্ভবত তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও নেতা। উমায়্যা বংশের শেষ শাসকগণের আমলে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন।

আবু 'উবায়দা সম্ভবত ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন (আগানী অনুসারে ২০খ, ৯৭, তাঁহার ডাকনাম ছিল কুদীন এবং আল-জাহিজ রচিত আল-বায়ান অনুসারে ১খ, ১৩৩ ও ২খ, ১২৬, ডাকনাম ছিল কারযীন বা কুরীন)। 'আরব বানু তামীম গোত্রের একজন মাওলা ছিলেন (আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৮৩)। তিনি জাবির-এর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় ত'াবাকার আরও অন্য বিখ্যাত ইবাদী শায়খগণের, যেমন জা'ফার ইবনু'স-সাম্মাক আল-আবদী ও সুহার আল-আবদীর সঙ্গে পড়াশুনা করেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৭৯, ৮১)। আল-হাজ্জাজের মৃত্যুর (৯৫/৭১৪) পরে য়াযীদ ইবনুল-মুহাল্লাব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আবু 'উবায়দা সমেত অন্যান্য ইবাদীকে জেল হইতে মুক্তি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে বসরাতে ইবাদীগণের নেতা নিযুক্ত করেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৮৭)। ইবাদী গ্রন্থসমূহে তাঁহাকে ইমামুল-মুসলিমীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. সিয়াক'ল-উমানিয়া, পৃ. ১১১)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার পূর্বসূরী জাবির-এর ন্যায়ই শুধু বসরার জামাআতুল-মুসলিমীন-এর সভাপতি ছিলেন এবং কাউন্সিলের অন্য সদস্যগণের, যেমন দুখান ইবনু'স-সাইব, আবু নুহ, এমনকি তাহার নিজেরও সাবেক শিক্ষক জা'ফার ইবনু'স-সাম্মাক-এরও মুকাদ্দাম (নেতা) ছিলেন (দ্র. সিয়াক'ল-উমানিয়া, পৃ. ৬৭২)।

আবু 'উবায়দা একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি জাবির ইবন যায়দ, জা'ফার ইবনু'স সাম্মাক ও সুহার আল-আবদী কর্তৃক বর্ণিত একখানি হাদীছ গ্রন্থ সম্পাদন করেন [দ্র. (১) Lewicki, *Une chronique ibadite*, in REI, 1934, 72; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৭৪, পৃ. ৮৩; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫]। মুসলিম দুনিয়ার সকল স্থান হইতে ইবাদীগণ অধ্যয়নের জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন (দ্র. 'আবদুল্লাহ ইবন য়াহ্য়্যা আল-বারুনী, রিসালাত সুন্নাহুল-আম্মা ওয়াল-মুবতাদিঈন ইলা মা'রিফাতি আইম্মাতিদ-দীন, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৬-৮)। আবু 'উবায়দ-এর ধর্মীয় নীতি প্রথম দিকে ইবন ইবাদ-এর উমায়্যাগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করিবার নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ইরাকের নূতন গভর্নর য়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের কল্যাণমূলক মনোভাবের কারণে সেই সম্পর্ক আরও অধিকতর সুফলবাহী হয়। ইবন মুহাল্লাব তাহার ভগ্নি আতিকার মাধ্যমে বসরার ইবাদীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই আতিক ছিলেন একজন অতি নিষ্ঠাবতী ইবাদী। মহান খলীফা ২য় 'উমার খিলাফাত লাভ করিলে (৯৯-১০১/৭১৭-২০ সালে) তখন ইবাদী শায়খগণ বিশেষভাবে আশাবাদী হইয়া উঠেন যে, তাহারা আরও বেশী উমায়্যা সুদৃষ্টি লাভ করিবেন। আবু 'উবায়দা এই খলীফার নিকট দূত্বরূপ কয়েকজন ইবাদী শায়খকে প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন সালিম আল-হিলালী ও বিখ্যাত বিদ্বান শায়খ জা'ফার ইবনু'স-সাম্মাক। এই শেখোক্ত জন তাঁহার বিশাল পাণ্ডিত্যের জন্য ইবাদী গ্রন্থাবলীতে ইমামুল-মুসলিমীন নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। খলীফার পুত্র 'আবদুল-মালিক ইবন 'উমার যখন মারা যান তখনও এই ইবাদী প্রতিদ্বি

দলটি তাঁহার দরবারে অবস্থান করিতেছিল [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৯-৮০; (২) সিয়াক'ল-উমানিয়া, পৃ. ১১১, ৬৬৫, ৬৬৬]।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একমাত্র এই ইবাদী গণই যে খলীফার সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহা নহে। জানা যায় যে, অপর একটি খারিজী দলও এই খলীফার নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহাদের নেতা ছিলেন শাওয়াক (তাহার বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Wellhausen, পৃ., গ্র., পৃ. ৪৮) এবং উহারা বাস করিত মেসোপটেমিয়ার রাবী'আ জেলাতে (দ্র. মাস'উদী, মুরূজ, ৫খ, ৪৩৪-৫)। এই ইবাদী প্রতিনিধি দলের দৌত্যের ফলাফল জানা যায় না; তবে ইহার ফলেই হয়ত ইবাদী ইয়াস ইবন মু'আবিয়া বসরার কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৮১)। কিন্তু ইবাদীগণের এই সুবিধাজনক অবস্থা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। খলীফা ২য় 'উমার ১০১/৭২০ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় য়াযীদ বসরার ইবাদীগণের পৃষ্ঠপোষক মুহাল্লাবাসীগণের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বসরার ইবাদীগণের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। তবে এই সময়ে তাহাদের মনোভাবের সম্পূর্ণ একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটয়া থাকিবে এবং প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী বিপ্লবী নেতাগণের মধ্যে ছিলেন আবু নূহ। ইনি একজন বিখ্যাত খাতীব ছিলেন এবং খিলাফাতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন। আবু মুহাম্মাদ আন-নাহদী, ইনি বসরার মসজিদে খুত'বা প্রদানকালে জনগণকে ইরাকের গভর্নর খালিদ ইবন আবদিলাহ (১০৫-২০/৭২৩-৩৮)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য উজ্জিত করিয়া তুলিতেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৮৮, ৯৭; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫]। বসরার উদ্যোগী ইবাদীগণের কার্যকলাপ শহরের গভর্নর বিলাল ইবন আবু বুরদা আল-আশ'আরীর উপেক্ষামূলক মনোভাবের কারণে বিশেষ উৎসাহ ও অগ্রগতি লাভ করে (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৯৭)।

আবু উবায়দা প্রথমে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি তখনও আশা করিতেছিলেন যে, খলীফাকে ইবাদীগণের প্রতি সন্তুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, আয়রাকী চরমপন্থীরা যেরূপ বিদ্রোহ করিয়াছিল, ইবাদীগণের পক্ষে সেরূপ খুরূজ-এর আশংকা খুবই কম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। কেননা তাহার ভয় ছিল, বসরার ইবাদীগণের মধ্যে সম্ভবত খিলাফ বা একাধিক দলের সৃষ্টি হইয়া যাইবে। তাহাদের অধিকাংশ নিজেদের কু'উদ অবস্থা হইতে জুহুর অবস্থায় চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল (নিম্নে দ্র., তু. আশ-শাম্মাখী, পৃ., গ্র., পৃ. ৮৩-৮)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তিনি চাহেন নাই যে, বসরার ইবাদীগণ নাকি 'ইবন'ল-আযরাক-এর অনুসরণে রাজধানীর বাহিরে কোথাও গিয়া একটি ইমামাত প্রতিষ্ঠিত করুক, বরং সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তিনি বসরার ধনী ও অগণিত ইবাদী সমাজকে একটি ইবাদী প্রচার— ভিত্তিরূপে ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতে তাহা প্রসারিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে তিনি ইবাদী উত্থান ঘটাইতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগান এবং উমায়্যা খিলাফাতের ধ্বংসাবশেষের উপর এক বিশৃঙ্খলিত ইবাদী ইমামাত সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য আবু 'উবায়দা বিপ্লবী ধরনের এক সরকার গঠন করেন। সেখানে তিনি স্বয়ং সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচার ও কার্যকলাপের

দায়িত্বে থাকেন এবং বসরার অপর একজন বিশিষ্ট ইবাদী শায়খ হাজিব আত-তা'ঈ থাকেন যুদ্ধ ও অর্থ বিষয়ের দায়িত্বে [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৯২, ১১৪; (২) সিয়াক'ল-উমানিয়া, পৃ. ৬৬৫]। একটি ব্যায়তুল-মাল গঠন করা হয়; ইহার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ নিশ্চয়ই যথেষ্ট ছিল। কেননা জানা যায় যে, মাত্র একজন ধনী ইবাদী সওদাগর, নাম আবু তাহির, একাই ১০,০০০ দিরহাম প্রদান করিয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১১৪-১৫)।

বসরাতে একটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়। সেখানে আবু 'উবায়দা স্বয়ং গোপনে ছাত্রগণকে প্রচারকার্য শিক্ষাদান করিতেন, সকল মুসলিম প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট ছাত্রগণ আগমন করিত। এই প্রচার কর্মিগণকে অতঃপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া হামালাতুল-'ইলম, "জ্ঞানের বাহক" বা নাকালাতুল-'ইলমরূপে বাহিরে পাঠান হইত। এইরূপ এক একটি দলের প্রধানরূপে আবু 'উবায়দা এমন একজনকে নির্বাচিত করিতেন যিনি ইমাম হইবার যোগ্য বা ভবিষ্যতে কাদী হইবার যোগ্য হইবেন। এই সকল হামালাতুল-'ইলমকে খিলাফাতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার কার্যের জন্য পাঠান হইত। সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুসারী গড়িয়া উঠিলে তখন জুহুর অবস্থা ঘোষণা করা হইত [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 19, 20, 21; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১২৪; (৩) সিয়াক'ল-উমানিয়া, পৃ. ৬৭৬; (৪) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫]। ইবাদী ঐতিহাসিকগণের মতে আবু 'উবায়দা এরূপ প্রচারক দল মাগ'রিবে, য়ামানে, হাদারামাওতে, 'উমানে এবং খুরাসানে প্রেরণ করিয়াছিলেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১১৪; (২) আস-সালিমী, পৃ. স্থা.]। এই প্রচার অভিযান অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। উময়্যাগণের পতনের পূর্বে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহার মধ্যে ইবাদী প্রচারকগণের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। মাত্র কয়েক বৎসর পরেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে মাগ'রিবে, হাদারামাওতে ও 'উমানে কয়েকটি ইবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। আর সেইগুলি আয়রাকী আন্দোলন অপেক্ষাও বেশী মারাত্মকভাবে খিলাফাতের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় (নিম্নে দ্র.)।

ইবাদী সম্প্রসারণের এই আমলে বসরার ইবাদিয়াগণ কিতমান অবস্থায় থাকে অর্থাৎ নিজেদের মতবাদকে তাহারা গোপন করিয়া রাখে। 'আব্বাসীগণ ক্ষমতায় আসার পরেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে নাই, কেবল ইবাদীগণ নূতন খলীফাগণের পরিবারের কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন খলীফা আল-মাহদী (১৫৮-৬৯/৭৭৫-৮৬)-র ফুফু (বা খালা) ও তাঁহার স্বামী 'আবদুল্লাহ ইবন রাবী'। তাহাদের এক ছেলে পর্যন্ত ইবাদী মতে দীক্ষিত হয় (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১০৭-৮)। এইরূপও মনে হয় যে, খলীফা আবু জা'ফার (১৩৬-৫৮/৭৫৩-৭৫) বেশ কিছুকাল যাবত ইবাদীগণের প্রতি বিশেষ সুদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। যেমন জানা যায়, তিনি হাজিব আত-তা'ঈ-এর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৯১)। আবু 'উবায়দা ও হাজিব উভয়েই আবু জা'ফার-এর শাসনামলে মারা যান (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৮৩, ৯১)। ৫ম/১১শ শতকের ইবাদী ঐতিহাসিক আবু যাকারিয়া'য়াহ ইবন আবী বাকুর আল-ওয়াজালানী যে লিখিয়াছেন, আবু 'উবায়দা রুম্মানী ইমাম 'আবদুল-ওয়াহ্বাহ ইবন 'আবদির-রাহ'মান-এর শাসনামলে (১৬৮-২০৮/৭৮৫-৮২৩; তু. Masqueray, op. cit., 51) মারা গিয়াছেন তাহা আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য নহে।

আবু 'উবায়দার ইনতিকালের পরে বসরার ইবাদী ধর্মীয় সমাজের পতন শুরু হয়। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর তথ্যানুযায়ী আরও আগেই খলীফা আবু জা'ফার সেই পতন লক্ষ্য করিয়াছিলেন (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬১, পৃ. ৯১)। যাহা হউক, আবু 'উবায়দার ইনতিকালের পর ইবাদিয়াগণের ধর্মীয় নেতা ও পরিষদের সভাপতি হন আর-রাবী' ইব্ন হাবীব আল-বাসরী। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে দলের কেন্দ্রীয় সভা বসরাতেই ছিল, এমনকি তখনও সেখানে হইতে নূতন হামালাতুল-'ইলুমগণকে 'উমানে পাঠান হয় (দ্র. (১) সিয়াকুল-'উমানিয়া, পৃ. ৬৬৭; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৬)। বসরার মাশা'ইখই ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে সংঘটিত আন-নুকার-এর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করিয়াছিলেন (নিম্নে দ্র.)। ইমাম আবদুল-ওয়াহাব ইব্ন আবদি'র-রাহ'মান-এর শাসনামলেও এই শহরই ইবাদী তমদুনের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি সেখানে ১,০০০ দিনারের বই ক্রয় করিয়াছিলেন (দ্র. আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৯৫)। আন-নুকার-এর ঘটনার অল্পকাল পরেই আর-রাবী' ও বসরার অন্যান্য ইবাদী শায়খ 'উমানে চলিয়া যান, সেখানে ইতোমধ্যে আর-রাবী'-র উত্তরাধিকারী আবু সুফয়ান মাহবুব ইব্ন 'র-রাহীল বসবাস করিতেছিলেন [আর-রাবী' ও আবু সুফয়ান সম্বন্ধে জর্নিবার জন্য দ্র. (১) সিয়াকুল-'উমানিয়া, পৃ. ৬৬৭; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫, ১৮৬; (৩) Masqueray, op. cit., 74, n. 2, p. 136-7; (৪) Lewicki. Une chronique, 70-2; (৫) এ লেখক, Notice sur la chronique ibadite d'ad-Dargini, in .RO, xi, 159-60]।

বসরার বাহিরে ইবাদী দলসমূহ : (ক) কুফাঃ Wellhausen দিও বলিয়াছেন যে, ৫৯/৬৭৯ সালের হত্যাকাণ্ডের পরে কুফার খারিজীরা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়, তথাপি প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে আমরা জানিতে পারি, ইবাদীরা এই শহরে অন্তত ২য়/৮ম শতাব্দীর সমগ্রকাল ব্যাপিয়া বসবাস করিতেছিল। বস্তুত এই কুফা শহর হইতেই ইবাদীগণের আল-হারিছিয়া উপদলের প্রতিষ্ঠাতার উদ্ভব হইয়াছিল (নিম্নে দ্র.)। এই দল দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিল। কুফার ইবাদী ওয়াহবী ফাকীহগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন আবুল-মুহাজির আল-কুফী, তিনি ২য়/৮ম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন (দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 139 n.; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬১, পৃ. ১২১; (৩) Wellhausen, op. cit., 24]।

(খ) ইরাকের অন্যান্য অংশেঃ বিভিন্ন উপদলের ইবাদীগণ সম্ভবত বসরা হইতে আল-মাওসিল পর্যন্ত সড়কের পার্শ্বের গ্রামগুলিতে বাস করিত (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬১, পৃ. ১২০-১)।

(গ) আল-মাওসিল : এখানেও ইবাদীদের দেখা যাইত। এই শহরের ইবাদী বিদ্বান ব্যক্তিগণের মধ্যে ইবাদী গ্রন্থসমূহ অনুসারে, আবু বাকর আল-মাওসিলী বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন। একটি বিষয় খুবই সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীতে লেখকগণ যে সকল খারিজীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ইবাদীও ছিল, তাহারা আল-মাওসিলের পশ্চিমে অবস্থিত আল-জায়ীরা প্রদেশে বাস করিত (দ্র. (১) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮০; (২) সিয়াকুল-'উমানিয়া, পৃ. ৬৬৭; (৩) আল-মাস'উদী, পৃ. ৬১, ৫৫, পৃ. ২৩০-১; (৪) হুদু'ল-'আলাম, পৃ. ১৪০]।

(ঘ) হিজাজ : মদীনা ও মক্কাতে যথেষ্ট সংখ্যক ইবাদী ছিল বলিয়া মনে হয়, এমনকি ২য়/৮ম শতাব্দীতেও এই দুই শহরে ইবাদী জামা'আ ছিল। ২য় হিজরী শতকে মক্কাতে সম্ভবত খুবই প্রবল ইবাদী প্রচারকেন্দ্র ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতেও মক্কাতে কিছু কিছু ইবাদী অবশিষ্ট ছিল। ২য় ও ৩য় হিজরী শতকে হিজায়ের খ্যাতনামা ইবাদী পণ্ডিত ও বিদ্বানগণের মধ্যে ছিলেন আবুল-হুর 'আলী ইব্নুল-হসায়ন আল-'আনবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও ইব্ন 'আব্বাদ আল-মাদানী (দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 64, 121-3, 147; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬১, পৃ. ৯৭-৯; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৩; (৪) সিয়াকুল-'উমানিয়া, পৃ. ৬৭৯)।

(ঙ) মধ্য আরব : আবু 'উবায়দা সম্ভবত 'আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের দিকে হামালাতুল-'ইলুম প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা যামামাতে হইতে পারে, যেখানে অল্পকাল আগে নাজদিয়া দলের একটি খারিজী ইমামাত ছিল, উহার সঙ্গে ইব্ন ইবাদ-এর নীতিগত মিল ছিল (দ্র. (১) আল-বারুনী, সুন্নাহ, পৃ. ৭; (২) Wellhausen, op. cit., 29-32; (৩) Brunnow, op. cit., 61]।

(চ) হাদরামাওত ও য়ামান : এই দুই অঞ্চলে ইবাদী মতবাদ যে কবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে সম্ভবত ইবাদী দলের প্রথম নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন ইবাদ-এর কর্মতৎপরতার সঙ্গে এই উভয় স্থান জড়িত। ইব্ন হাওকালের মতে (দ্র. ১খ, পৃ. ৩৭) ইব্ন ইবাদ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আল-মুয়ায়খিরা এলাকায় ইনতিকাল করেন। ইব্ন ইবাদ যে যামানে গিয়াছিলেন তাহা সম্ভবত খারিজীগণ কর্তৃক দক্ষিণ 'আরব বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, উহা ৬৫-৭৩/৬৮৫-৯২ সালের মধ্যকার ঘটনা। এই অঞ্চলে খারিজী অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, বরং ৭৩ হি. সালে উহার অবসান হয়। তবে এইরূপ মনে হয় যে, দক্ষিণ 'আরবে খারিজী প্রবণতা রহিয়া গিয়াছিল, উমায়্যা খিলাফাতের পতনকালে সেই প্রবণতার চূড়ান্ত রূপ এক বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রত্যুত করিয়াছিলেন বসরা হইতে ইবাদী প্রচারকগণ। তাহারা দক্ষিণ 'আরবে উমায়্যা বিরোধী মনোভাবকে উস্কানি দিয়া আসিতেছিল। এই মনোভাব সেখানে বিরাজিত ছিল খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ কর্তৃক সান'আ'র গভর্নররূপে নিযুক্ত আল-ক'াসিম ইব্ন 'উমার-এর শাসনামলে (ইবাদী গ্রন্থসমূহে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে কুওয়ায়সিম বলিয়া) এবং হাদরামাওতের উমায়্যা গভর্নর ও আল-ক'াসিম ইব্ন 'উমার-এর অধস্তন ইব্রাহীম ইব্ন জাবালা ইব্ন মাখরামা আল-কিন্দীর শাসনামলে।

বিচ্ছিন্নতাবাদিগণের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন যাহিয়া আল-কিন্দী, তিনি হাদরামাওতের গভর্নরের কাদী ছিলেন এবং তালিবুল-'হাক্ক নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি একজন পরহেযগার ও উদ্যোগী মানুষ ছিলেন। তিনি আবু 'উবায়দা মুসলিম ইব্ন আবি কারীমার সঙ্গে একটি সমঝোতা করেন। তিনি তাঁহাকে উমায়্যা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করেন। ইহা সম্ভবত ১২৭ হি-র শেষদিকে অথবা ১২৮ হি-র প্রথমদিকের ঘটনা। একই সঙ্গে আবু 'উবায়দা মুসলিম বসরার একদল বিশিষ্ট ইবাদীকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন যাহিয়ার সল্লিকটে প্রেরণ করেন, যেন তাঁহাকে হাদরামাওতের একটি ইমামাত সংগঠন করিবার কাজে সহায়তা করিতে পারেন। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন আবু হামযা আল-মুখতার ইব্ন 'আওফ আল-আযদী ও বাল্জ 'উকবা আল-আযদী। হাদরামাওতে পৌঁছিয়াই

এই প্রতিনিধিদল 'আবদুল্লাহ ইবন যাহ্যাকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন, এইভাবেই প্রথম ইবাদী ইমামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহিগণ হাদরামাওতের রাজধানী দখল করিয়া নেয় এবং পরে ১২৯/৭৪৬-৭ সালে সমগ্র দক্ষিণ 'আরবের রাজধানী সান'আ' অধিকার করে। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবন যাহ্যাদ দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা দখল করিবার সংকল্প করেন। ইবাদী সেনাবাহিনীতে মাত্র ৯০০ বা ১,০০০ শক্তিশালী সৈন্য ছিল। ফলে আবু হামযা আল-মুখতারের নেতৃত্বে তাহারা সহজেই মক্কা ও মদীনা অধিকার করিয়া নেয়। আবু হামযা আল-মুখতার এই দুই শহরে যে সকল খুত্বা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি 'আরব ইতিহাসে রক্ষিত আছে।

হিজায় অধিকার করিবার পরে ইবাদীগণ সিরিয়াতে উমায়্যা শাসনের তাৎক্ষণিক হুমকিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, উহাই ছিল খিলাফাতের কেন্দ্র-স্থলস্বরূপ। তখন খলীফা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ বাধ্য হইয়া এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি 'আবদুল-মালিক ইবন আতিয়া আস-সা'দীর নেতৃত্বে ৪,০০০ শক্তিশালী সিরীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি ইবাদীগণকে পরাজিত করিয়া প্রথমে মদীনা ও পরে মক্কা পুনর্দখল করেন। আবু হামযা আল-মুখতার যুদ্ধে নিহত হন। এই সংবাদ পাইয়া 'আবদুল্লাহ ইবন যাহ্যাদ সান'আ' হইতে ইবাদী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন যাহাতে সিরীয় বাহিনী য়ামানে প্রবেশ করিতে না পারে। জুরাশ-এর অনতিদূরে দুই বাহিনী পরস্পরের মুখামুখি হয়, যুদ্ধে ইবাদীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং তালিবুল-হাক্ক নিহত হন। বাদবাকী ইবাদীগণ সুরক্ষিত শহর শিবাম-এ গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে 'আবদুল-মালিক ইবন আতিয়া খলীফা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের নিকট হইতে মক্কাতে ফিরিয়া আসিবার আদেশ পান। ফলে তিনি হাদরামাওতের ইবাদীগণের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন (তিনি এমনকি তাহাদের স্বাধীনতা মানিয়া লইতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন)। তালিবুল-হাক্ক-এর মৃত্যুর পরে 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ আল-হাদরামীকে হাদরামাওতের ইবাদীগণ ইমাম হিসাবে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ধরিয়া নেয়; বসরার ইবাদী মাশা'ইখও তাঁহাকেই স্বীকার করিয়া নেন। ইবাদী ইমামত ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। আল-হামাদানীর মতানুসারে দাও'আন শহর (দো'আন) ৪র্থ হিজরী শতকে এই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। হাদরামাওতের ইবাদীগণ সম্বন্ধে সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় হিজরী ৫ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবন যাহ্যাদ পরাজয়ের পর য়ামানের ইবাদীগণের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ১৩০/৭৪৮ সালে 'আবদুল-মালিক ইবন আতিয়ার বাহিনীর নিকট পর্যুদস্ত হইবার পর তাহারা 'আব্বাসী রাষ্ট্রের প্রজাতে পরিণত হয়। ভূগোলবিদ আল-ইদরীসীর মতে অন্তত ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত য়ামানে কয়েকটি ইবাদী দল বর্তমান ছিল। মনে হয়, মধ্যযুগে হাদরামাওত ও 'উমানের উপকূলের মাঝখানে অবস্থিত মাহরা-র অধিবাসিগণও ইবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এই দেশের লোকেরা ৩য় হিজরী শতকের শুরুর দিকে 'উমানের ইমামকে কর দিত। সাবেক তালিবুল-হাক্ক ইমামাতের এলাকার বাহিরেও সকোত্রা দ্বীপে ইবাদীরা বাস করিত, সেখানকার অধিবাসিগণ মাহরার লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আল-হামাদানীর মতে এই দ্বীপে কিছু সংখ্যক আশ-শুরাত (এই লেখক ইবাদীগণকে এই নামেই উল্লেখ করিয়াছেন) ছিল, তাহারা সুন্নীদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল (দক্ষিণ 'আরবের ইবাদীগণের ইতিহাস সম্বন্ধে জানিবার জন্য ড. T. Lewicki, Les Ibadites dans l'

Arabie du Sud au moyen age. in Folia Orientalia, i. 1959, 3-18)।

(ছ) 'উমান : 'আরবের আর যে একটি অঞ্চলে ইবাদীরা সক্রিয় ছিল, তাহা হইল 'উমান। এই দেশের ইবাদীগণের উদ্ভব সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। এখানকার ইবাদীগণের পূর্ব ইতিহাস সম্ভবত আবু বিলাল-এর ইবাদী-পূর্ব খারিজী দলের কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রকৃত ঘটনা হিসাবেই জানা যায় যে, ১ম/৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে 'উমানের লোকেরা এই খারিজী নেতার গভীর অনুরাগী ছিল। তদুপরি ৭৩ হিজরী সাল পর্যন্ত কিছু কালের জন্য 'উমান 'আরবে গঠিত একটি ইমামাতের অধীনে ছিল, যাহা গঠন করিয়াছিল নাজাদাত-এর খারিজী দল। ১ম/৭ম শতকের শেষভাগ হইতে 'উমানের অধিবাসিগণের খারিজীবাদ পুরাপুরি ইবাদী বৈশিষ্ট্য লাভ করে— সম্ভবত জাবির ইবন য়াদ-এর কর্মতৎপরতার ফলে ও বসরা হইতে আগত ইবাদী বিদ্বান ব্যক্তিগণের প্রভাবের ফলে। এই সফল পণ্ডিত ব্যক্তি আল-হাজ্জাজ কর্তৃক বহিষ্কৃত হইয়া সেখানে গিয়াছিলেন।

আধুনিক ইবাদী পণ্ডিত আতফিয়াগ যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'উমানের ইবাদীয়ার ইতিহাস তাবিঈগণের আমল হইতে শুরু হইয়াছে, কিন্তু ইবাদী মতবাদের যথার্থ প্রচার শুরু হয় ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এবং তাহা সম্ভবত সেই সময়ে আবু 'উবায়দা সেখানে যে হামালাতুল-ইলম প্রেরণ করিয়াছিলেন উহার ফলে। এই সকল প্রচারককে সাহায্য করিয়াছিলেন 'উমানের একজন খ্যাতিনামা ফাকীহ, নাম খিয়ার ইবন সালিম আত-তা'ঈ এবং দেশের অপর একজন বিদ্বান ব্যক্তি, নাম মুসা ইবন আবী জাবির আল-আয়কানী। এই প্রচারকার্যের ফলে ১৩২/৭৫০ সালে 'উমানে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দেশের সাবেক রাজপুত্রগণের জনৈক বংশধর, আল-জুলানদা ইবন মা'উদ (আল-বাররাদী তাঁহার নাম আল-কুলান্দ ইবনুল-জুলান্দ উল্লেখ করিয়াছেন), তিনি তাহাদের ইমাম নির্বাচিত হন। এই ইবাদী ইমামাত হাদরামাওতে ও য়ামানে সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু ইহা খুবই স্বল্পস্থায়ী হয় এবং ১৩৪/৭৫২ সালে একটি 'আব্বাসী অভিযানের ফলে শেষ হইয়া যায়। সেই অভিযানের সেনাপতি ছিলেন খামিম ইবন খুযায়মা, ইমামও এক যুদ্ধে নিহত হন। এই পরাজয়ের ফলে 'উমানের ইবাদিয়াগণ যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও খলীফা আস-সাফফাহ কর্তৃক নিযুক্ত এই দেশের 'আব্বাসী গভর্নর ইবাদী মতবাদের প্রতি যথেষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে, এখানে আবু 'উবায়দার উত্তরাধিকারী আর-রাবী' ইবন হাবীব কর্তৃক নূতন হামালাতুল-ইলম (বিশেষ করিয়া বিখ্যাত আল-বাশীর ইবনুল-মুনযির) প্রেরণের ফলে এবং মুসা ইবন আবী জাবির-এর কর্মতৎপরতার ফলে 'উমানে পুনরায় ইবাদী উত্থান হয় এবং তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড আবার শুরু হয়। এই নূতন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয় নাযওয়া শহর এবং সেইখানেই ১৭৭/৭৯৩ সালে মুসা ইবন আবী জাবির আল-আয়কানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কাউন্সিল সভায় 'উমানের ইমামরূপে মুহাম্মাদ ইবন 'আফফান (ইনি মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবী 'আফফান বা মুহাম্মাদ ইবন আবী 'আফফান নামেও পরিচিত)-কে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি ছিলেন বানু যাহমাদ-এর আয়দী গোত্রের লোক। মনে হয়, তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-ওয়ালিদ ইবন কা'ব আল-খারসীর শাসনামলে (১৭৮-৯২/৭৯৫-৮০৮) বসরার মাশায়খ 'উমানে স্থানান্তরিত হন এবং তখন উহাই ইবাদীগণের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে

পরিণত হয়। ইবাদিয়া ইতিহাসে 'উমানের যে বিশেষ দান তাহা এই প্রবাদটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিধৃত হইয়াছেঃ বাদা'ল-'ইলুম বি'ল-'মাদীনা ওয়া-ফাররাখা বি'ল-'বাসরা ওয়াতারা ইলা 'উমান (জ্ঞানের ডিম প্রসব করে মদীনাতে, তা দেওয়া হয় বসরাতে এবং তাহা উড়িয়া 'উমানে যায়; দ্র. আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৩)।

এখানে আরও একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, আল-ওয়ারিছ ইবন কা'ব আল-খারুসী ও ২য়/৮ম শতাব্দীতে হাদরামাওতের ইবাদী ইমাম আল-ওয়ারিছ ইবন কা'ব আল-হাদরামী যে অভিনু ব্যক্তি ছিলেন তাহা বলা সম্ভব। 'উমানের অন্যান্য ইবাদী ইমামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গাসসান ইবন 'আবদিল্লাহ আল-য়াহমাদী আল-আযদী (মৃ. ২০৭-৮২২-৩), 'আবদুল-'ন-মালিক ইবন হামিদ (তিনি ১৮ বৎসরকাল শাসন করেন) ও আল-মুহান্না' ইবন জা'ফার (২২৬-৩৭/ ৮৪১-৫২)। শেষোক্ত জনের শাসনামলে হাদরামাওত 'উমান রাজ্যের অংশ ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী আস-'সালত ইবন মালিক ২৭৩/৮৮৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এই সময়কার অপর একজন ইবাদী ইমামের কথা জানা যায়ঃ রাশীদ ইবনু'ন-নাদ্দ, ইনি আস-সালত ইবন মালিক-এর ঠিক পরেই শাসন করেন। এই সময় হইতেই ইবাদীগণের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব (নিযারী ও হিনাবী গোত্রীয়গণের মধ্যকার যুদ্ধ) দেখা দেয়।

৩য়/৯ম শতাব্দীতে উমানের কোন কোন ইবাদী নেতা ওয়ালী (গভর্নর) উপাধি বা মুতাকাদিম (প্রধান) উপাধি গ্রহণ করেন। কেননা এই আমলে রুস্তামীগণই সর্বসম্মতভাবে ইবাদীগণের ইমাম বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। যাহা হউক, 'উমানের এই ইবাদী শাসকগণ দেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, মাগরিবের ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন না। 'উমান কয়েকটি জেলাতে বিভক্ত ছিল; প্রতিটি জেলার দায়িত্বে ছিলেন একজন করিয়া গভর্নর। ইমামগণ বা মুতাকাদিমগণ নাযওয়া-তে বাস করিতেন।

২৮০/৮৯৩ সালে 'আব্বাসী সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবন নূর-এর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধে জয়লাভের পর 'আব্বাসীগণ পুনরায় 'উমান জয় করেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে সেনাপতি নূর নিহত হন। 'উমান যে 'আব্বাসী খিলাফাতের উপরে নির্ভরশীল ছিল তাহা বাহ্যিক মাত্র, প্রকৃতপক্ষে সেখানে ইবাদী ইমামতই বিনা বাধায় চলিতে থাকে। ইবাদী তথ্যসূত্র হইতে জানা যায় যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে কয়েকজন ইবাদী ইমামের শাসনের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। সেই শতাব্দীর প্রথম দিকে 'উমানের ইমামগণ মাহরা দেশটির উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'উমানের ইবাদীগণের পরবর্তী ইতিহাসের জন্য এই অধ্যায়ের শেষে যে সকল গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি দেখা যাইতে পারে। এই বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, উপরে উল্লিখিত ঘটনাক্রমগুলি সবই একেবারে সঠিক না হইতে পারে এবং এই প্রবন্ধের তথ্যাবলীর সঙ্গে বর্তমান লেখকের ইতঃপূর্বে লিখিত গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাবলীরও কিছু কিছু গরমিল লক্ষিত হইবে।

মধ্যযুগে 'উমানে ইবাদী জনসংখ্যা কিরূপ হইয়াছিল সে বিষয়ে খুব অল্পই জানিতে পারা যায়। দেশটির ইতিহাস (যেমন সিয়াক'ল-'উমানিয়া, কাশফুল-'ন-গুম্মা ইত্যাদি) হইতে এইরূপ মত প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, 'উমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী দল বাস করিত সুহার ও তা'ওওয়াম (বর্তমানে আত-'তা'ওওয়াম বা আল-বেয়েইমা) শহরের মাঝে একটি কাল্পনিক রেখা টানিলে উহার দক্ষিণে। ইবাদীরা, বিশেষ করিয়া আল-বাতিনা জেলাতে এবং রুস্তাক-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বাস করিত, তথ্যসূত্রে

উল্লিখিত অঞ্চল ও জেলাসমূহ সেখানেই অবস্থিত। এই স্থানগুলির মধ্যে ছিলঃ 'উমানের সাবেক ইবাদী রাজধানী নাযওয়া ও উহার শহরতলী এলাকা, 'আক'র নাযওয়া ও সামাদ নাযওয়া, পরে আযকা, বাহলা, ফারক (ইহা জাবির ইবন যায়দ-এর বাসভূমি), মানহ, ফালজ, নাখল, সামা'ইল, আল-হাজার ও নাখল-এর বিপরীত উপকূলে অবস্থিত ওয়াদাম শহর, 'উমানের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মাসকাত, কারয়াত, তায়ওয়া ও কালহাত-এ এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে যেমন খারুস ও রিয়ামে যথেষ্ট সংখ্যক ইবাদী বাস করিত। 'উমানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের বিষয়ে প্রায় কিছুই জানা যায় না। মনে হয় যেন ইবাদিয়াগণের মূল অংশটা খরুস জেলা ও রিয়াম জেলার সীমান্তের দক্ষিণে বেশী দূরে যায় নাই। উত্তর 'উমানের প্রধানত আস-সিবর অঞ্চল ও জুলফার (বা জুল্ফার) শহর সম্বন্ধে তথ্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সেখানে ইবাদীগণ বাস করিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইবাদীদের অধিকৃত ও বসবাসের যে এলাকা, তাহার পরিমাণ খ্রাদ 'উমান অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ ছিল, বিশেষ করিয়া ৩য়/৯ম শতাব্দীতে ইবাদীগণের গৌরবময় আমলে অবস্থা সেইরূপ ছিল। বর্তমানে 'উমানী গোত্রের গাফিরী ও হিনা-র প্রধান প্রধান বিচ্ছিন্ন অংশের লোকেরা ইবাদী মতাবলম্বী দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৮, ৯৩ ও স্থা.: (২) আল-দারজীনী, কিতাব তাবাক'তি'ল-'মাশায়িখ, পাঠ, নং ২৭৫. Cracow collection, f. 14v-15r; (৩) আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৭০; (৪) সিয়াক'ল-'উমানিয়া, পৃ. ১৭৪, ২১৯, ২৭৭, ৬৬৭, ৬৭৬, ৬৭৭ ও স্থা.: (৫) Masqueray, op. cit., 136-43; (৬) আস-সালিমী, তুহফাতুল-'আ'য়ান বি-সিরাত আহল 'উমান, ১-২খ, কায়রো ১৩৪৭ হি., স্থা.: (৭) আত-'তা'বারী, ৩খ, পৃ. ৭৮, ৮১, ৪৮৪, ৫০১; (৮) সালীল ইবন রাযীক, History of the Imams and Seyyids of Oman..., অনু. G. P. Badger, London 1871, স্থা.: (৯) E. Sachau, Uber eine arabische Chronik aus Zanzibar, in MSOS, i, 1-19; (১০) C. Huart, Histoire des Arabes, ii, Paris 1913, 257-82; (১১) L. Massignon, Annuaire du monde musulman², 58-60; (১২) H. Klein, Kapitel xxxiii, der anonymen arabischen Chronik Kasf al-Gumma al-Gami li-ahbar al-umma betitelt Ahbar ahl-Oman min auwal islamihim ila' htilaf Kalimatihim...(theris), Hamburg 1938; (১৩) L. Vecchia Vaglieri, L'Imamato Ibadita dell Oman, in AIUON, n. s. iii, 1949, 245-82; (১৪) T. Lewicki, Les Ibadites dans l'Arabie du Sud. passim. সূত্রী 'আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণের লেখাতেও 'উমানের ইবাদীগণের বিষয়ে তথ্যাবলী পাওয়া যাইবে।

(জ) পূর্ব আফ্রিকা : আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে (মধ্যযুগের 'আরব লেখকগণ এই অঞ্চলকে বলিতেন বিলাদুল-'যান্জ) ইবাদীবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে তথ্যাবলী পাওয়া যায় না। সেখানে প্রথম ইবাদীবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সম্ভবত 'উমানের সওদাগরগণ, সেই প্রচার ৩য়/৯ম শতকে শুরু হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের পূর্ব আফ্রিকার ইবাদী শাখাগণের মধ্যে পণ্ডিত আল-ওয়ালীদ ইবন বারিক আল-কিলবী

আল-ইবাদী'র নাম জানা যায়, তিনি কিলওয়া শহরের অধিবাসী ছিলেন। বিলাদুল-যানজ-এ ইবাদী মতাবলম্বী গড়িয়া উঠে ১১-১২শ/১৭-১৮শ শতাব্দীতে, তখন পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের প্রধান প্রধান অংশের সঙ্গে উমানের যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে পূর্ব আফ্রিকার অধিকাংশ যানযিবারে বাস করে [দ্র. (১) সালীল ইবন রাযীক, পৃ. ৬২, ২০৫; (২) সিয়ারুল-উমানিয়া, পৃ. ৬৭১]।

(খ) কিশম : এই দ্বীপটি কিরমানের নিকটে রাস মাসনাদাম-এর বিপরীতে অবস্থিত, মধ্যযুগের আরব লেখকগণ ইহাকে জায়ীরাত ইবন কাওয়ান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসিগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী পর্যন্ত ইবাদী মতাবলম্বী ছিল [দ্র. আল-ইদরীসী, অনু. Jaubert, i, 158]।

(গ) পারস্য : ২য়/৮ম শতাব্দীর শুরু হইতেই খুরাসানে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের একটি ইবাদী দল ছিল, আবু 'উবায়দা সেখানে যে হামালাতুল-ইলম প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার ফলে। বিশেষ করিয়া এখানকার প্রথম ইবাদী প্রচারক হিলাল ইবন 'আতিয়া আল-খুরাসানীর কর্মতৎপরতার ফলে সেই দলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। খুরাসানের স্থানীয় অন্যান্য ইবাদী পণ্ডিতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন, বিশেষ করিয়া আবু গানিম বিশর ইবন গানিম আল-খুরাসানী (৩য়/৯ম শতক), তিনি ছিলেন আল-মুদাওওয়ানা নামে পরিচিত বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। ২য়/৮ম শতকের শুরুর দিকে ফার্স প্রদেশেও কিছু কিছু ইবাদী ছিল। আল-মাস'উদী পারস্যে হামযিয়াগণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, উহারা ইবাদী মতাবলম্বী হ'মযয়া আল-কুফী (নিম্নে দ্র.)-র অনুসারী ছিল কিনা অথবা 'আজারিদাগণের একটি উপগোত্র ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬৭, ৮৮, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১১৯; (২) সিয়ারুল-উমানিয়া, পৃ. ৬৬৭; (৩) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৫, ১৮৬; (৪) আল-মাস'উদী, পৃ. ৬২, ৫৫, পৃ. ২৩০-১; (৫) আশ-শাহরাস্তানী, অনু. Haarbrucker, i, 144-5; (৬) A. de C. Motylinski, Le nom berbère de Dieu chez les abadhites, in Rafr., 1905, 146]।

(ট) ভারত উপমহাদেশ ও চীন : উমানের ইবাদী ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথম হইতেই এই দেশের ইমামগণের সেনাবাহিনীতে হিন্দের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সৈন্যরা ছিল। সম্ভবত সেই সৈন্যদের মাধ্যমে এবং উমান, পারস্য ও জায়ীরাত ইবন কাওয়ানের সওদাগরণের মাধ্যমে সিন্ধুতে ইবাদী মতবাদ অনুপ্রবেশ করে। উমানের ইমাম রাশিদ ইবন সা'ঈদ-এর শাসনামলে সিন্ধুর রাজধানী আল-মানসুরা-তে ৪৪৫/১০৫৩ সালে তখনও কিছু কিছু ইবাদী বর্তমান ছিল, ইমাম সে সময়ে তাহাদের নিকটে একটি সিরাহ (চিঠি) পাঠাইয়াছিলেন। তবে সেখানে তাহারা কোনরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। আল-মাস'উদী কিরমান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলে ৪র্থ/১০ম শতকে যে খারিজীদের অস্তিত্বের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা এবং এই ইবাদীরা অভিন্ন হইতে পারে। চীনে যে সকল মুসলিম বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক ইবাদী থাকা সম্ভব। কেননা ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইবাদী প্রধান এলাকা হইতে গিয়াছিল, যেমন উমান, হাদরামাওত ইত্যাদি। ইবাদী মতাবলম্বী গ্রন্থসমূহে উমান ও বসরায় দুইজন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত রহিয়াছে যাহারা সওদাগরও ছিলেন,

আবার ইবাদী সৈনিকও ছিলেন, আবু 'উবায়দা 'আবদুল্লাহ ইবনুল-কাসিম আস-সাগীর ও আন-নাজার ইবন মায়মূন। তাঁহারা ২য়/৮ম শতকে চীনে গিয়াছিলেন [দ্র. (১) আল-মাস'উদী, পৃ. ৬২, ৫৫, পৃ. ২৩১; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৩; (৩) সালীল ইবন রাযীক, পৃ. ৬২, পৃ. ৩৫; (৪) Lewicki, Les Premiers commercants arabes en Chine, in RO, xi, 173-86]।

(ঠ) মিসর : অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে ইবাদী মতবাদ মিসরে বিস্তার লাভ করে, স্বল্পকালের মধ্যে বসরা ও মদীনাসহ সেই দেশ ইবাদীর বিদ্যা চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইবাদী গ্রন্থসমূহে এমন কয়েকজন পণ্ডিতের নাম লেখা রহিয়াছে যাহারা মিসরের অধিবাসী ছিলেন, যেমন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্বাদ [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬২, পৃ. ১২২; (২) আস-সালিমী, লুম'আ, পৃ. ১৮৬]।

(ড) ইফরীকিয়া ও মাগরিব : উত্তর আফ্রিকার ইবাদী দলসমূহ কিছু সময়ের জন্য এই গোত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে সর্বপ্রথম ইবাদী মতবাদ প্রচার করেন সালামা ইবন সা'ঈদ (সালমা ইবন সা'দ) নামক বসরার জনৈক শায়খ। তিনি ২য়/৮ম শতকের শুরুতে কায়রাওয়ানে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সুফরী প্রচারক 'ইকরিমা নামক ইবন 'আব্বাস (মু. ১০৭/৭২৫-৬)-এর একজন মাওলা [দ্র. (১) Masqueray, op. cit. 3-4; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬২, পৃ. ৯৮; (৩) আদ-দারজীনী পৃ. ৬২, প্রক ৪]। সালামার কর্মতৎপরতা যথেষ্ট সফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কেননা বৎসর বিশেক পরে ত্রিপোলিতানিয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক ইবাদী দেখা যায়, তাহাদের নেতা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ আত-তুজীবী। এই নেতা প্রথমে হাওওয়ারা (দ্র.)-র বারবার গোত্রীয় লোকদের মধ্য হইতে সমর্থক সংগ্রহ করিতেন, মধ্যযুগে হাওওয়ারার অন্তর্ভুক্ত ত্রিপোলী ও উহার পূর্বে অবস্থিত একেবারে তা'উরগা-র সেবখা পর্যন্ত।

কর্তৃত্ব অতঃপর দুইজন ইবাদী প্রধানের উপরে ন্যস্ত হয়, তাঁহাদের নাম 'আবদুল-জাব্বার ইবন কায়স আল-মুরাদী ও হারিছ ইবন তালিদ আল-হাদরামী। এই দুই নেতাও হাওওয়ারার উপরে নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁহাদের আমলে বর্তমান ত্রিপোলিতানিয়ার বাদবাকী অংশও ইবাদীগণের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই সময়ে যে সকল বারবার গোত্র ইবাদীবাদ গ্রহণ করে তন্মধ্যে ছিল ত্রিপোলিতানিয়ার যানা'তা ও নাফুসা। শেষোক্তগণ ত্রিপোলিতানিয়ার জেবেল-এর যে অংশে বাস করিত তাহা এখনও তাহাদের নাম বহন করিতেছে। আল-হারিছকে ইমামুল-আহ'কাম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তবে আল-হারিছ ও 'আবদুল-জাব্বার সম্ভবত একযোগেই শাসন করিতেছিলেন [দ্র. (১) ইবন 'আবদিল-হ'কাম, ফুতুহ মিসর, ed. Torrey, 244; (২) আল-বাররাদী, পৃ. ৬২, পৃ. ১৭০; (৩) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ১৭৫, ৫৯৭; (৪) T. Lewicki, La repartition géographique des groupements ibadites dans l. Afrique du Nord au moyen-âge, in RO, xxi, 1957, 308; (৫) ইবন খালদুন, Histoire des Berberes, tr. de Slane, i, 219]।

আল-হারিছ ও 'আবদুল-জাব্বার ১৩১/৭৪৮-৯ (বা ১৩২/৭৪৯-৫০) সালে একে অপরকে হত্যা করেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে ইসমা'ঈল ইবন যিয়াদ আন-নাফুসী (আবুল-যাজিব ইসমা'ঈল নামেও পরিচিত)

ত্রিপোলিতানিয়ার বারবার গোত্রসমূহ দ্বারা নেতা নির্বাচিত হন। তাঁহার উপাধি হয় ইমামু'দ-দিফা' (প্রতিষ্কার ইমাম)। 'আব্বাসীগণ যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন, সে সময়ে তিনি কাবিস (গাবেস) শহর ১৩২ হি. সনে অধিকার করেন, কিন্তু কায়রাওয়ানের 'আরব গভর্নর 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন হাবীব-এর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া এই শহরের নিকটেই তিনি নিহত হন। নেতা নির্বাচিত হইবার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় [দ্র. T. L. Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines. Part I, Warsaw 1957, 23, lilens 1-2 and 127-8]।

সম্ভবত এই সময়েই ইবাদী (বারবার গোত্র-উদ্ভূত) 'উমার ইব্ন ঈমকাতেন-এর আবির্ভাব ঘটে। প্রাথমিক ইবাদী ইতিহাস অনুসারে তিনিই সর্বপ্রথম জাবাল নাফুসাতে কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি নিজে শিখিয়াছিলেন মাগমাদাস এলাকায় [সুপ্রাচীন Macomades Syrtis ও আধুনিক মারসা যা'আফরান; দ্র. (১) আশ শাম্মাখী, পৃ. ৫., পৃ. ১৪২; (২) Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, 55] যে বড় উপকূলীয় সড়ক মাগরিব ও প্রাচ্য দেশসমূহকে যুক্ত করিয়াছে উহার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে।

ইসমা'ঈল ইব্ন যিয়াদ আন-নাফুসীর মৃত্যুর পরে ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু দেশের লোকেরা ইবাদীই থাকিয়া যায়। ত্রিপোলিতানিয়া হইতে অথবা দক্ষিণ তিউনিসিয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হইতেই ১৪০/৭৬০ সালে কয়েকজন বারবার বসরাতে গিয়া সেখানকার ইবাদী মাশায়খ-এর সভাপতি আবু 'উবায়দা আত-তামীমীর নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিগণই পরে ত্রিপোলিতানিয়াতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে ইবাদীবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইব্ন মাগতীর (বা ইব্ন মুগতীর) নামক জনৈক নাফুসী। তিনি ১৯৬ হি. সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন [দ্র. (১) Strothman, Berber und Ibaditen. in Isl. xvii, 266; (২) Lewicki, Etudes berberes nord-africaines, 93, 95]। একজনের নাম ছিল 'আসিম আস-সাদরাতী, পরবর্তী কালের আল-মাগরিবের ইবাদী সেনাপতিগণের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায় (মু. ১৫৫/৭৭২, দ্র. Lewicki op. cit., 77)। একজনের নাম ছিল আবু দাউদ আল-কিবিলী, ইনি দক্ষিণ তিউনিসিয়ার নাফয়াওয়া-র অধিবাসী ছিলেন এবং আরেকজনের নাম ছিল ইসমা'ঈল ইব্ন দাররার আল-গাদামিসী। শেষোক্ত জন 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন রুস্তাম নামক একজন পারস্যবাসী, ইনি আদিতে কায়রাওয়ানে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ 'আরব অঞ্চলের একজন 'আরব, নাম আবু'ল-খাত্তাব 'আবদু'ল-আ'লা আস-সামুহ আল-মা'আফিরী আল-হিময়ারী (ইনি আল-মা'আফিরা গোত্রের একজন মাওলা ছিলেন, দ্র. বায়ান, ১খ, পৃ. ৩১৭)-এর সহিত মিলিত হইয়া, আবু 'উবায়দ যেরূপ 'উমান ও খুরাসানে প্রচারক দল প্রেরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ একটি প্রচারক দল (হামালাতু'ল-'ইলম) গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আবু 'উবায়দার নিকট হইতে ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদীগণকে লইয়া একটি ইমামাত গঠন করিবার আদেশ লাভ করেন এবং তাঁহার স্বভাবসুলভ পূর্বজ্ঞান দ্বারা 'আবু'ল-খাত্তাবকে ভবিষ্যত ইমামরূপে অনুমোদন প্রদান করেন। হামালাতু'ল-'ইলম-এর কর্মতৎপরতা খুবই সফল হয়। ১৪০ হিজরীতে ত্রিপোলিতানিয়ার বিশিষ্ট ইবাদীগণ ত্রিপোলীর নিকটবর্তী সায়া্যদ-এ অনুষ্ঠিত এক গোপন সভায় মিলিত হন এবং আবু'ল-খাত্তাবকে ইমাম

নির্বাচিত করেন। হাওওয়ারা, নাফুসা ও অন্যান্য স্থানের ইবাদী বারবার গোত্রীয় লোকেরা নূতন ইমামের নেতৃত্বে সমগ্র ত্রিপোলিতানিয়া এবং সেই সঙ্গে ত্রিপোলী শহর দখল করিয়া নেয়, এই শহরই হয় ইমামের বাসভবন। অতঃপর তাহারা সাফার ১৪১/জুন-জুলাই ৭৫৮ সালে ইফরীকিয়ার 'আরব রাজধানী আল-কায়রাওয়ান অধিকার করে, সেই শহর তখন ওয়ারফাজ্জমা-র বারবার গোত্রীয় সুফরীদের দখলে ছিল। আবু'ল-খাত্তাবের এই সকল সাফল্যের ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বারকার পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া সমগ্র ত্রিপোলিতেনিয়া, তিউনিসিয়া ও বর্তমান আলজিরিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চল, সেই সঙ্গে কনষ্ট্যান্টাইন-এর উত্তরে অবস্থিত কোতামা অঞ্চল। এইরূপও অনুমিত হয় যে, আবু'ল-খাত্তাবের কিছুটা প্রভাব সিজিলমাসার সুফরীদের উপরও বিস্তৃত হইয়াছিল [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 34; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৫., পৃ. ১৩০ ও স্থা.; (৩) আল-বাকরী, কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. de Slane, 149, অনু. 285-6; (৪) ইব্ন খালদুন, পৃ. ৫., ১খ, পৃ. ৩৭৫; (৫) H. Fournel, Les Berbers, Paris 1875-81, i, 357; (৬) Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, 112-4]।

আবু'ল-খাত্তাবের ইমামাত বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ত্রিপোলীর পূর্বে তাওয়ারগা (বা তাউরগা)-তে সংঘটিত এক যুদ্ধের পরে মিসরের গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-আশ'আছ আল-খুযা'ঈর নেতৃত্বে পরিচালিত 'আব্বাসী বাহিনী ১৪৪/৭৬১ সালে উহা ধ্বংস করিয়া দেয়। আবু'ল-খাত্তাব ও তাঁহার কয়েক হাজার সমর্থক যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর ইব্নু'ল-আশ'আছ পুনরায় আল-কায়রাওয়ান দখল করেন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 37-8; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৫., পৃ. ১৩২; (৩) আল-বাকরী, পৃ. ৫., মূল পাঠ ৭, অনু. ২২; (৪) ইব্ন খালদুন, পৃ. ৫., ১খ, পৃ. ২২০, ৩৭৪-৫; (৫) Fournel, op. cit., i., 358-60; (৬) Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, 113-4]।

ইবাদীগণের বাকী অংশ হয় ত্রিপোলিতানিয়ার অভ্যন্তর ভাগে গিয়া আশ্রয় নিয়াছিল অথবা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মধ্যমাগরিব অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেখানে 'আব্বাসীগণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নূতন নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এইভাবেই 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন রুস্তাম যিনি পূর্বে কায়রাওয়ানের ইবাদী গভর্নর ছিলেন এবং অন্যতম হামালাতু'ল-'ইলম ছিলেন, তিনি ইফরীকিয়া পুনর্দখলকারী 'আরব সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন করিয়া বিলাদু'ল-জারীদের পশ্চিমে অবস্থিত সূফ আজ্জাজ, যেখানে ত্রিপোলিতানিয়া হইতে আগত কিছু সংখ্যক ইবাদী সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইয়া আধুনিক আলজিরিয়ার পশ্চিম দিকে গমন করেন, সেখানে তাহেরত শহরটির প্রতিষ্ঠা (বা পুনর্নির্মাণ) করেন। কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকটি ইবাদী গোত্রের বিচ্ছিন্ন অংশ (অধিকাংশই সম্ভবত ইফরীকিয়া হইতে আগত মুহাজির), যেমন লামায়াগণ, লাওয়াতাগণ ও নাফয়াওয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে সমর্থন দান করে। 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন রুস্তাম যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কেননা আবু'ল-খাত্তাবের মৃত্যুর পরে ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী নেতা হাওওয়ারা আবু হাতিম আল-মালযুমী কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহাকে যাকাত প্রদান করিতেন এবং তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিতেন। এই দুইজন নেতা ছাড়াও এই সময়ে উত্তর আফ্রিকাতে আরও অন্যান্য নেতা ছিলেন, যেমন

'আসিম আস-সাদরাতী, যাহাকে ইবাদী লেখকগণ এমনকি ইমাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আল-মিসওয়রা আল-বানাতিও [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 40-2; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৫., ১৩৩, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১; (৩) আল-বাকরী, পৃ. ৫., মূল পাঠ ৬৮, অনু. ১৪০; (৪) ইবন খালদুন পৃ. ৫., ১খ, পৃ. ২২০-২২১, ৩৭৫, ৩৮০; (৫) Fournel, op. cit., i, 37-1]।

এই সকল বিভিন্ন নেতার কর্মতৎপরতার ফলে ১৫১/৭৬৮ সালে উত্তর আফ্রিকাতে বিদ্রোহ দেখা দেয়, সুফরীগণও তাহাতে যোগদান করে। সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন আবু হাতিম, তিনি ইমামু'দ-দিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। 'আরবী তথ্য সূত্রসমূহ হইতে এই বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ ইহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ঘটনা হইতেছে আবু হাতিম কর্তৃক আল-কায়রাওয়ান দখল। তিনি 'আরবদের নিকট হইতে সেই শহর অধিকার করেন, অতঃপর তিনি যাব-এর অন্তর্গত তুবনা অবরোধ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে। অতঃপর আবু হাতিম, 'আব্বাসী সেনাপতি য়াযীদ ইবন হাতিম ত্রিপোলিতানিয়ার পূর্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সেই বাহিনীর নিকট পরাজিত হন, ১৫৫ হিজরীতে তিনি মারা যান [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 41-9; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৫., পৃ. ১৩৫-৮; (৩) ইবন খালদুন, পৃ. ৫., ১খ, পৃ. ২২১-৩, ৩৭৯-৮৫; (৪) আল-বাররাদী, পৃ. ৫., পৃ. ১৭৩; (৫) Fournel, op. cit., i, 364-80]।

আবু হাতিম-এর পরাজয়ের পরে এবং ত্রিপোলিতানিয়াতে ইবাদী ইমামাতের অবসান ঘটিলে তখন ত্রিপোলিতানিয়া ও তিউনিসিয়ার বিচ্ছিন্ন বারবার ইবাদীগণ পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। সম্ভবত এই অভিযানের অংশ হিসাবেই ইফরীকিয়া হইতে কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন খারিজী ১৫৬ হি. সনে সীমান্ত পার হইয়া কিতামাগণের দেশে গিয়া আশ্রয় নেয়; ইবন খালদুন-এর বিবরণ হইতে ইহা জানা যায়। এই মুহাজিরগণ সম্ভবত 'আবুদ'র-রাহমান ইবন রুস্তামী-এর সঙ্গে যোগদান করেন, তখন হইতে উত্তর আফ্রিকাতে ইবাদী তৎপরতার সদর দফতর হয় তাহেরত শহর। 'আবদু'র-রাহমান ইবন রুস্তামী ১৬০ বা ১৬২ হি.-তে ইমাম নির্বাচিত হন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., i, 49. ff.; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৫., পৃ. ১৩৮ প.; (৩) A. de C. Motilinski, Chnönique d'Ibn Saghir, 63-4]।

অতঃপর তাহেরতের ইমামগণকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। 'আবদু'র-রাহমান (১৬৮-২০৮/৭৮৪-৮২৩ সাল) ও আল-আল্লাহ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব (২০৮-৫৮৭/৮২৩-৭২৭)-এর আমলে মাগ-রিবে ইবাদীবাদ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব অনেক যুদ্ধের পরে ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে উত্তর আফ্রিকার সকল বারবার গোত্রকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিতে সক্ষম হন। এইরূপও মনে হয় যে, তিনি মূল ইফরীকিয়া প্রায় জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাস্তবিক ধারণা হয় যে, নাফযাওয়া গোত্র হইতে উদ্ভূত নুসায়র ইবন সালিহ আল-ইবাদীর যে বিদ্রোহ ইফরীকিয়াতে ১৭১/৭৮৭-৮ সালে ঘটিয়াছিল এবং উহার ফলে যে ১০,০০০ (হাজার) ইবাদী নিহত হইয়াছিল [দ্র. (১) ইবন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, পৃ. ৮২; (২) ইবন খালদুন, পৃ. ৫., ১খ., পৃ. ২২৪; (৩) Fournel, op. cit., i, 384] উহার উদ্দেশ্য ছিল এই দেশটিকে তাহেরত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। সম্ভবত এই বিদ্রোহ

ব্যর্থ হইবার কারণেই তাহেরত-এর ইমাম 'আব্বাসী খলীফার প্রতিনিধি, আল-কায়রাওয়ানের 'আরব গভর্নর রাওহ ইবন হাতিম-এর সহিত শান্তি চুক্তি করিতে বাধ্য হন। বস্তুত তাহেরত ও আল-কায়রাওয়ানের মধ্যকার সন্ধির কথাবার্তা ১৭১ হি. আফ্রিকার ইবাদীগণের বিপর্যয়ের সেই একই বৎসর শুরু হয় [দ্র. Fournel, op. cit., i, 387]।

এই সকল পারস্পরিক আলোচনার ফলে উত্তর আফ্রিকাতে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়। আল-কায়রাওয়ানের গভর্নরগণ ও আগলাবী আমীরগণ বারবার ইবাদী গোত্রগুলিকে খুব বেশী বিরক্ত করিতেন না, ইতঃপূর্বে উহারা প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল যাবত শাসিত হইয়াছিল। ইবনু'স-সাগীরের মতে (পৃ. ১৭, অনু. পৃ. ৭৩) এই সময়ে তাহেরতের ইমামাতের সীমানার মধ্যে ছিল তেলেমসেন (বা তেল্মসেন) ও ত্রিপোলীর মধ্যবর্তী সকল দেশ। পশ্চিম দিকে রুস্তামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহেরত-এর চতুর্পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ ও সেরসু অঞ্চল, সেখানে লামায়া, সাদারাতা, মাযাতা, লাওয়াতা, হাওওয়ারা, নাফুসা, যাওয়াগা, মাতামাতা, মিকনাসা, আযদাজা ও গুমারা, বারবার গোত্রসমূহের ইবাদিয়্যাগণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। এই সকল গোত্রের অধিকাংশ লোক ৩য়/৯ম শতকের শেষভাগে এবং ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমভাগে ইবাদীবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিমে তাহেরত রাষ্ট্রের সীমানা পৌঁছিয়াছিল ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত মারসা ফাররুখ ও মারসা'ল-খায়ায পর্যন্ত (আরযেও ও মোসতাগানেমের মধ্যবর্তী স্থান, বর্তমান নাম লা কাল্লে) বা মারসা'ল-দাজাজের নিকটে (আলজিয়াস ও বুগির মধ্যবর্তী স্থান)। দক্ষিণে রুস্তামী ইমামাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়াদী রীগ ও ওয়ারগলা-র মরুদ্যানসমূহ। হোদনা ও যাবে'র-অংশ ও জাবাল আওরাস লইয়া গঠিত একটি সরু অংশ যেখানে ইবাদীরা বাস করিত। ইহা দ্বারা তাহেরত ইমামাতের পশ্চিম অংশকে আধুনিক তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী জেলাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ৩য়/৯ম শতকের শুরুতে ইবাদী রাষ্ট্রের এই পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র দক্ষিণ তিউনিসিয়া অর্থাৎ কাফসা (বা গাফসা), আস-সাহিল জেলা (বর্তমান নাম সাহেল), বিলাদু'ল-জারীদ (মধ্যযুগের ইবাদী লেখকগণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন আল-কুসূর বলিয়া) এবং সেই সঙ্গে উহার বিভাগসমূহ, যথা কাসতালিয়া (তোঘিউর), কানত্রারা, নাফযাওয়া ও হারছ-নাফাছা, দক্ষিণ-পূর্ব তিউনিসিয়ার পর্বতাঞ্চল ও ত্রিপোলী শহর বাদে সমগ্র ত্রিপোলিতানিয়া। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রুস্তামী ইমামাতের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-ভাগ আগলাবী রাজ্যকে চতুর্দিক হইতেই ঘিরিয়া ছিল। ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত আগলাবী শক্তি ছিল তিউনিসিয়াতে ও উত্তর-পূর্ব আলজিরিয়াতে সীমাবদ্ধ।

২২৪/৮৩৯ সালের আগে আগলাবীগণ রুস্তামী বেটনী ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই বৎসর তাহারা ইবাদী রাজ্যের একটি সরু অংশ দখল করিতে সক্ষম হয়। সেই ভূ-ভাগ তাহেরত-এর সঙ্গে ত্রিপোলিতানিয়াকে যুক্ত করিয়াছিল অর্থাৎ কাফসা, আস-সাহিল ও বিলাদু'ল-জারীদ জেলাসমূহ। আগলাবী সেনাপতি 'স্বাস ইবন রায়'আন আল-আযদী উহা জয় করেন। ইবন 'ইযারী আমাদেরকে এই তথ্য প্রদান করিয়াছেন, তিনি দক্ষিণ তিউনিসিয়ার বারবারদের ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই, শুধু উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা ছিল লাওয়াতা, যাওয়াগা ও মিকনাসা গোত্রের লোক। কাফসা ও কাসতালিয়াগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে এই গোত্রের লোকেরা ব্যাপকভাবে নিহত হয় এবং ইহার ফলেই দক্ষিণ

তিউনিসিয়াতে রুস্তামী আধিপত্যের অবসান ঘটে, আর মাগ-রিবের ইবাদী রাজ্য দুইটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় [দ্র. (১) A. de C. Motylinski, *Chronique d' Ibn Saghir*, tr. 74, 78, 102, 122; (২) আল-বাকরী, পৃ. গ্র., মূল পাঠ ৫৫, ৭০, ৭২-৩, ৮১-২, অনু. ১১৭, ১৪৪, ১৪৮, ১৬৪, ১৬৬; (৩) আদ-দারজীনী, পৃ. গ্র., পত্রক ১০২৭; (৪) আল-বিসয়ানী, তা'লীফ, পাণ্ড. নং ২৭৭, Cracow সংগ্রহ, ৩৩-৪, ৫৮, ১৪০; (৫) আল-য়া'কুবী, বুলদান, পৃ. ৩৪৬, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৬; (৬) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., ১৫৪, ১৫৯, ১৬১-৫, ১৮১, ১৯৪, ১৯৬, ২০৩, ২১৪, ২৭৫, ৫৯০, ৫৯৬, ৫৯৭; (৭) ইবন খুররাদাযবিহ, মূল পাঠ পৃ. ৮৮-৯, অনু., পৃ. ৬৩; (৮) ইবনুল-ফাকীহ, আল-বুলদান, পৃ. ৭৯; (৯) M. Vonderheyden, *La Berberie orientale*, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., স্থা.; (১০) T. Lewicki, *La repartition Geographique des groupements ibadites dans l' Afrique du Nord au moyen-age*, in RO, xxi (1957), 301-43; (১১) ঐ লেখক, *Les Ibadites en Tunisie au moyen-age*, Rome 1959; (১২) ঐ লেখক, *Un document ibadite inedit sur l'emigration des Nafusa du gabal*, in *Folia Orientalia*, i/2 (1960), 175-91, ii (1950), 214-6।

উত্তর আফ্রিকার বাহিরে বসরা ও সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের ইবাদীপন্থী দলসমূহ ইবন রুস্তাম-এর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া নেয় এবং “তাঁহার নাম দ্বারা নিজেদের বই ও দলীলাদির তারিখ চিহ্নিত করে” [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 53; (২) A. de C. Motylinski, *Chronique d' Ibn Saghir*, tr. 65-71। সম্ভবত এই কারণেই হইবে যে, ‘উমানের ইবাদী শাসকগণ কখনও ৩য়/৯ম শতকে ইমাম উপাধির সঙ্গে ওয়ালী (গভর্নর) বা মুতাকাদ্দিম (নেতা) উপাধিও গ্রহণ করিতেন (উপরে-দ্র.)।

৩য় হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে তাহেরত-এর ইমামাত, আন-নুকারগণের, খালাফিয়াগণের, ইবন মাসসালাগণের (ইহার তাহেরত-এর নিকটই একটি স্বাধীন ইবাদী রাজ্য গঠন করিয়াছিল) ও অন্যদের (নিম্নে দ্র.) রাজনৈতিক বিভেদের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং আগলাবীগণ কর্তৃক সমগ্র দক্ষিণ তিউনিসিয়া বিজয়ে সাফল্য লাভের ফলে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ক্রমেই পতন ও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। ত্রিপোলিতানিয়াতে রুস্তামী প্রভাব সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় ২৮৩/৮৯৬ সালে এই কারণে যে, সেই বৎসর আগলাবী সেনাবাহিনী বিখ্যাত মানু-র যুদ্ধে (ত্রিপোলী ও কাবিসের মাঝখানে অবস্থিত) শক্তিশালী বারবার ইবাদী গোত্র নাফুসার সেনাদলকে পরাস্ত করে, আর সেই নাফুসার সেনাদলই ছিল ইফরীকিয়াতে রুস্তামী রাজ্যের প্রধান শক্তি [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ২৬৭-৯; (২) আদ-দারজীনী, পৃ. গ্র., fol. 31v; (৩) Masqueray, op. cit., 194-202; (৪) Ibn Idhari, op. cit., ১খ, পৃ. ১২৯; (৫) Fournel, op. cit., i, 575; (৬) Vonderheyden, op. cit., 44-5]।

তাহেরত রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ২৯৬/৯০৯ সাল পর্যন্ত কোনক্রমে টিকিয়া থাকে। অতঃপর আবু আবদিল্লাহ আশ-শী'ঈ-এর বাহিনীর নিকটে তাহাদের পতন ঘটে। তিনি আগলাবী, রুস্তামী ও সিজিলমাসার মিদরারী রাজ্যের

ধ্বংসাবশেষের উপর শক্তিশালী ফাতি'মী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতি'মী বাহিনী তাহেরত দখল করিয়া লইলে অতঃপর সর্বশেষ রুস্তামী ইমাম আবু যুসুফ য়াকুব সেখান হইতে সপরিবারে পালায়ন করেন। বিখ্যাত সকল পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তাহেরত হইতে সঙ্গে লইয়া তিনি তাহেরত রাজ্যেরই দক্ষিণ সীমান্তে, ওয়ারগলা মরুদ্যানে অবস্থিত সাদরাতা-তে গিয়া আশ্রয় নেন। সেখানে কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহারা সেই অঞ্চলে ইবাদী ইমামাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিতে থাকেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ৩৬৫; (২) Masqueray, op. cit., 251-8; (৩) Fournel, op. cit., ii, 52-95]। কিন্তু পরে সম্ভবত ওয়ারগলা মরুদ্যান অভিমুখে ফাতি'মী বাহিনী একটি অভিযান পরিচালনা করিলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিত্যক্ত হয় [দ্র. Masqueray, op. cit., 220-3]। তাহা ছাড়া ইতোমধ্যেই নাফুসাতে একটি নূতন ইবাদী ইমামাত গড়িয়া উঠিতেছিল, সেখানে ফাতি'মী বাহিনী আরও অনেক পরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে এখানে আবু যাহয়া যাকরিয়া' আল-ঈরজানীর কার্যকলাপের বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ করিতে হয়। এই নেতাকে হাকিম বা ইমাম মুদাফি' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ইবাদী তথ্যসূত্র হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি জাবাল নাফুসাতে বাস করিতেন এবং প্রায় পনের বৎসর যাবত সেখানে শাসন পরিচালনা করেন। বানু রুস্তাম-এর পতনের পর উত্তর আফ্রিকার কোন একজন ইবাদী ওয়াহ্বী প্রধানের ইমাম-উপাধি গ্রহণের উহাই ছিল প্রথম উদাহরণ। তাঁহার ক্ষমতা জাবাল নাফুসার সীমানার বাহিরে বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ফাতি'মীগণের রাজ্য হইতে তিনি স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ৩১১/৯২৩-৪ সালে মারা যান। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ হাকিম উপাধি ধারণ করিতেন এবং বস্তুত ফাতি'মী রাজ্য হইতে স্বাধীনই ছিলেন। পরবর্তী সময়ে জাবাল নাফুসার একজন হাকিমকে আনুমানিক ৪৩০-৫০ হিজরী সালের দিকে সিরীয়গণের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য ক-স হয়। অর্ধ স্বাধীন জাবাল নাফুসার হাকিমগণ (পরবর্তী কালে উপাধি শায়খ) ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত টিকিয়াছিলেন [দ্র. T. Lewicki, *Ibaditica*, 2: *Les Hakims du Gabal Nafusa*, in RO, xxvi (1962), 97-123]।

৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে উত্তর আফ্রিকাতে পুনরায় একটি ইবাদী রাজ্য গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা চলে। এইবারে নুকারী গোত্রের জনৈক সদস্য আবু য়াহীদ মাখলাদ ইবন কায়দাদ (মৃ. ৩৩৫/৯৪৬-৭) ত্রিপোলিতানিয়া, যাব ও মাগ-রিবের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন ইবাদী গোত্রীয়গণকে একত্রীভূত করেন [দ্র. E.I.2, পরিশিষ্ট, প্রবন্ধ আল-নুকার]। বিশ বৎসর পরে মাগরিবের ইবাদীগণ আরও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ৩৫৮ হি.-তে ফাতি'মীগণের বিরুদ্ধে খুরজ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দেখা দেয় বিলাদুল-জারীদ-এ, ইহার নেতৃত্ব দেন বানু বিসয়ান গোত্রের দুইজন ইবাদী-ওয়াহ্বী শায়খ, নাম আবুল-কাসিম এবং তাঁহার ইনতিকালের পর আবু খায়ার (ইবন খালদুনের মতে পৃ. গ্র., ২খ., পৃ. ৫৪২ঃ আবু জা'ফার আয-যানাভী)। ইহার ফলে ইবাদীগণ সাময়িকভাবে ত্রিপোলিতানিয়া, দক্ষিণ তিউনিসিয়া, যারবা দ্বীপ, যাব রীগ ও ওয়ারজলান (বা ওয়ারগলা) মরুদ্যান দুইটির উপরে আধিপত্য লাভ করে। বিলায়াতু'দ-দিফা' ঘোষণা করা হয়, প্রতি প্রদেশের জন্য গভর্নর নিয়োগ করা হয়, এমনকি এইরূপও

চিত্তা-ভাবনা করা হয় যে, তাহারা স্পেনের উমায়্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিবে। আবু খায়ার এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন, এক মাযাতা গোত্র হইতেই তিনি ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হয় এবং বাগায়-এ বিদ্রোহীরা নির্মূল হইয়া যাইবার পরে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ ফাতিমীগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 288-310; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., পৃ. ৩৪৬-৬২; (৩) Fournel, op. cit., ii, 349]।

এই বিদ্রোহের পরে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ আর কোন ইমামাত গঠনের চেষ্টা করে নাই এবং অতঃপর তাহারা কিতমান (গোপনীয়তা অবলম্বন) অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যাহা হউক, মাগরিবের বিভিন্ন স্থানে ও ইফরীকিয়াতে ছোট ছোট ইবাদী-ওয়াহ্বী রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি ফাতিমীগণ হইতে বা সুন্নি উত্তর আফ্রিকার রাজবংশগুলি হইতে স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ছিল। উপরে জাবাল নাফুসার ইবাদী হাকিমগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বর্তমান লেখক একটি বিশেষ গবেষণা গ্রন্থে (দ্র. T. Lewicki, La repartition géographique des groupements ibadites) ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেযযান-এর ইবাদী দলসমূহের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সেই দলগুলি রুস্তামী শাসনের পরেও টিকিয়াছিল (রুস্তামী শাসন উল্লিখিত প্রদেশসমূহের অধিকাংশগুলিতেই ৩য়/৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছিল)। এই সময়কার তিউনিসিয়াতে ইবাদী দলসমূহের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে T. Lewicki-এর Les Ibadites en Tunisie au moyen-age গ্রন্থে।

ওয়ারগলা মরুদ্যান ৪র্থ/১০ম শতকের দিকে শাসিত হইত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায় গঠিত একটি পরিষদ দ্বারা। উজ্জ্ব, আয়ান, আকাবির, তু. (১) আদ-দারজীনী, পৃ. ৬., পত্রক ৩৮; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৬., পৃ. ৩৬৫। পরবর্তী কালে ৫ম/১১শ শতকে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের মধ্যে (হাকিম, মুকাদ্দাম ও রাঈস ছাড়াও) এক নূতন পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত হয়ঃ একটি ধর্মীয় সরকার, উহা আল-আযযাবা বা বৈরাগী ধরনের দরবেশগণকে লইয়া গঠিত হইত, তাহাদের সভাপতি হইতেন একজন শায়খ। তিনি সকল ইবাদী দলের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতেন (দ্র. হালকা)।

গৃহযুদ্ধের ফলে ও ফাতিমীগণের নিকটে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের ফলে এবং তাহার পরে ফাতিমীগণ ও উত্তর আফ্রিকার অন্য সুন্নি শাসকগণের হাতে বিদ্রোহীদের অধিকতর নিপীড়নের ফলে উত্তর আফ্রিকাতে ইবাদীবাদের পতন শুরু হয়। সেই পতন বানু হিলালের স্থানান্তরে গমনের পরে আরও ত্বরান্বিত হয়। উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া কয়েকটি অতি দুর্গম অঞ্চলে চলিয়া যাইতে থাকে, সেখানে তাহারা অদ্যাবধি বসবাস করিয়া আসিতেছে। এইভাবেই ইবাদীগণ মধ্যমাগরিব হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে ওয়ারগলা মরুদ্যানে ও রীগ-এ গিয়া অন্য ইবাদী দলসমূহের সঙ্গে যোগদান করে এবং অতঃপর, এমনকি মযাব(Mzab)-এর নূতন উপনিবেশ পর্যন্ত গড়িয়া তোলে। সেখানে পরবর্তী কালে ওয়ারগলা ও রীগ হইতে অবশিষ্ট ইবাদীগণ আসিয়া আশ্রয় নেয়। ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদীগণ মধ্যযুগের শেষভাগে জাবাল নাফুসাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। বর্তমানে উত্তর আফ্রিকায় শুধু মযাবে, জেরবা দ্বীপের দুই-ভূতীয়ংশে, পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার উপকূল অঞ্চলের যুআরাতে ও

জাবাল নাফুসার অর্ধেক এলাকাতে ইবাদীবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। এখন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান গোত্র রহিয়াছে ওয়াহ্বীগণ ও নুকারীগণ। উহারাই এক সময়ের শক্তিশালী অধিবাসীর শেষ বংশধর, এককালে উত্তর আফ্রিকার ইতিহাসে উহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

উত্তর আফ্রিকার ইবাদী ইমামগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বসরা ও মক্কার মাশায়িখের সঙ্গে এবং উমানের বিদ্বানগণের সঙ্গে বেশ সক্রিয় সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন। উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ যে তাহাদের প্রাচ্যের স্ব-মতবাদীগণের সহিত পত্র বিনিময় করিতেন সেগুলির কিছু কিছু অংশ মাগরিবের ইবাদী ইতিহাস গ্রন্থে রক্ষিত আছে (দ্র. যথা Masqueray, op. cit., 65-6)। ইহা ব্যতীত প্রাচ্য দেশীয় ইবাদীগণ মাঝে মাঝে মাগরিবে সফর করিতে যাইতেন অথবা দূত প্রেরণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বানু রুস্তামীর শাসনামলে খুরাসানী জ্বানী পণ্ডিত আবু গানিম-এর মাগরিব অঞ্চল পর্যটনের কথা উল্লেখ করা যায় [দ্র. (১) A. de C. Motylinski, Chronique d Ibn Saghir, tr. 65-71; (২) Masqueray, op. cit., 51-3, 63-7, 74-5, 136-41]। অপরদিকে মাগরিব হইতেও আবার ইবাদী পণ্ডিতগণ প্রাচ্য দেশসমূহে তাহাদের স্ব-মতবাদী ভাইদের কাছে সফরে আসিতেন [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 180-5; (২) A. de C. Motylinski, op. cit. tr. 112]।

রুস্তামী ইমামাদের পতনের পরে উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের সঙ্গে প্রাচ্যের ইবাদীগণের মধ্যকার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা কমিয়া যায়। তথাপি একেবারে ৭ম/১৩শ শতকেও উমানের মাশায়িখ প্রাচ্যে লিখিত কয়েকখানি ইবাদী কিতাব মাগরিবে প্রেরণ করেন এবং উত্তর আফ্রিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ইবাদী লেখক আদ-দারজীনীকে উমানে ব্যবহারের জন্য উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণের ইতিহাস রচনার কাজে নিযুক্ত করেন (দ্র. T. Lewicki, Notice sur la chronique ibadite d' al-Dargini, in RO. xi, 1936, 156)। আরও পরবর্তী কালে ১০ম/১৬শ শতকের শুরুর দিকে মাগরিবের ইবাদী জীবনীকার আশ-শাম্মাখী উমানের আস-সামাইলী নামক জনৈক বিদ্বানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন (T. Lewicki, Une Chronique ibadite, in REI, 1934, 66)।

(৩) পশ্চিম ও মধ্যসুদান : Sur la diffusion des formes d architecture religieuse musulmane a travers le Sahara নামক Travaux de l Institut de Recherches Sahariennes-এ প্রকাশিত গ্রন্থে (xi, 1954, 11-27) J. Schacht দেখাইয়াছেন যে, দক্ষিণ তিউনিসিয়া, ওয়ারগলা ও মযাব-এর ইবাদীগণই মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া হাউসা (নাইজিরিয়া)-তে কানুরিস ও ফুলবে (peuls)-গণের দেশে আনিয়াছিল। সেভাবেই "মুরানো সিঁড়িযুক্ত" মীনার তিউনিসিয়া হইতে ওয়ারগলা হইয়া সুদানে পৌছিয়াছিল, আয়তাকৃতির মিহরাব গিয়াছিল মযাব হইতে এবং ফুলবেগণের মধ্যে যে মসজিদে মিহরাব করিবার রীতি নাই, তাহাও ইবাদীগণের প্রভাবের কারণে। J. Schacht-এর মতে এই ইবাদীরাই খোদ ইসলাম ধর্মকে "অন্ধকার আফ্রিকার" কোন কোন অংশে পরিচিত করাইয়াছিলেন।

মধ্যযুগীয় আরবী তথ্যসমূহ, বিশেষ করিয়া উত্তর আফ্রিকার ইবাদী তথ্য-উৎসসমূহে বস্তুত অনেক চিত্তাকর্ষক ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ

রহিয়াছে যে, ২য়/৮ম হইতে ৮ম/১৪ম শতক পর্যন্ত মধ্যসুদানে সওদাগরণের ও সম্ভবত ইবাদী প্রচারকগণের কার্যকলাপ ছিল। রুস্তামী রাজ্যের রাজধানী তাহেরত শহর ২য়/৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ শহরের পত্তনের পর হইতেই সুদানের সঙ্গে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল (সুদানের বাণিজ্য শহরগুলি ছিল সম্ভবত আওদাশুস্ত ও ঘানা) এবং রুস্তামী ইমাম আফলাহ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর শাসনামলে (২০৮-৫৮ হি.) ঘানার বা গাওয়ার রাজার দরবারে, এমনকি একজন ইবাদী রাজদূতও ছিলেন। আল বিসয়ানীর কিতাবু'স-সিয়ার গ্রন্থের (MS no. 277. of the Cracow collection 59) একটি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আফলাহ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব তাহার পিতার জীবিতকালে (অতএব অবশ্যই ২০৮/৮২৩ সালের আগে হইবে) ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সুদানের জাওজাও (GogoGao) জেলাতে সফর করিতে যাইবেন, কিন্তু ইমাম 'আবদুল-ওয়াহ্‌হাব নিষেধ করাতে তিনি আর পর্যটনে যাইতে পারেন নাই।

যে বাণিজ্য পথ প্রধানত সিজিলমাসা শহরের উপর দিয়া এবং পশ্চিম সাহারা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেই পথ অনুসরণ করিয়াই ইবাদীবাদ আওদাশুস্ত-এ প্রথম শিকড় বিস্তার করিয়াছিল (বর্তমান নাম Tagdaoust, আধুনিক মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে)। সেখানে ৪র্থ-৫ম/১০ম-১১শ শতকে নাফুসা, লাওয়াতা, নাফযাওয়া ও যানাতা বারবার গোত্রের বিচ্ছিন্ন অধিবাসীদের দেখা যাইত জানা যায়, ইহারা ছিল ইবাদী গোত্র। মধ্যযুগীয় ইবাদী তথ্যসূত্রে কয়েকজন ইবাদী সওদাগরের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন বিলাদুল-জারীদ-এর লোক। ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতকে তাহারা ঘানাতে গিয়াছিলেন। এই সওদাগরণের মধ্যে একজন পণ্ডিত আবু মুসা আল-বিসয়ানী, ওয়ারগলা মরুদ্যান হইয়া গায়ারা শহরে আসিয়াছিলেন (গায়ারো, গউনদিওউরো, আধুনিক সেনেগালের কায়সের নিকটে)। সেখানে তিনি "মূর্তিপূজারী লোকদের মাঝে মারা গিয়াছিলেন বলিয়া ইবাদী ইতিহাসে বিশেষ জোর সহকারে উল্লিখিত রহিয়াছে।

এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে যে, যে মুসলিম ধর্ম প্রচারক ৪০০ হি.-এর আগে মাল্লে (মালী)-এর প্রকৃতি পূজারী রাজাকে ইসলাম কবুল করাইয়াছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইবাদী। আদ-দারজীনী (৭ম/১০শ শতক) ও আশ-শাম্মাখী (১০ম/১৬শ শতক) যে একটি জনশ্রুতির বিবরণ দিয়া গিয়াছেন যে, বিলাদুল-জারীদের অধিবাসী জনৈক ইবাদী প্রচারক 'আলী ইবন যাকলাফ আন-নাফুসী যে, ৫৭৫/১১৭৯-৮০ সালে "ঘানার কেন্দ্রস্থলে" মালীর প্রকৃতি পূজারী রাজাকে ইবাদীবাদ কবুল করাইয়াছিলেন, উহারও কিঞ্চিৎ সত্যতা থাকিতে পারে। এই সকল যোগাযোগের একটি ফল হইয়াছিল যে, ৭৫৩/১৩৫২ সালের দিকে যাগারী এলাকাতে সাদা অধিবাসী অর্থাৎ বারবার জনগণের মধ্যে ইবাদীপন্থী ধর্মীয় দল দেখা যায়। যাগারী ছিল ওয়ালাতা ও নাইজারের মধ্যে অবস্থিত এলাকা, আধুনিক Dioura ture-ssangha Bacikounou-র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

এরূপ মনে হয় যে, ৩য়/৯ম শতাব্দীতে জাবাল নাফুসা ও তাকরুর নামক আধুনিক সেনেগালে অবস্থিত একটি নিগ্রো রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও বর্তমান ছিল (দ্র. আশ-শাম্মাখী, পৃ. ৫., পৃ. ২৭৩)।

উত্তর আফ্রিকার ইবাদীগণ ও সুদানের মধ্যে ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতকে চলমান বাণিজ্যের বিস্তারিত তথ্যাদি তাদেমেক্কো-এ বাণিজ্য

অভিযান বিষয়ক। এই তাদেমেক্কো বা তাদেমেক্কা দক্ষিণ সাহারার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র, ইহা Ifoghas-এর Adrar-এ নাইজার নদীর বাকের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে, এখন আস-সুক (বাজার) নামে পরিচিত। সেখানেই ৩য়/৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনগ্রহণ করেন আবু য়াযীদ মাখলাদ ইবন কায়দাদ। তিনিই পরবর্তী কালে ফাতীমিগণের বিরুদ্ধে ইবাদী গোত্র নুকারীদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আল-বাকরীর মতে তাদেমেক্কা হইতে আল-কায়রাওয়ান পর্যন্ত যে পথ সাহারা অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা (ইবাদী) মরুদ্যান ওয়ারগলা ও দক্ষিণ তিউনিসিয়ার উপর দিয়া গিয়াছিল, সেখানেও অগণিত ইবাদী জনসংখ্যা ছিল। এই তথ্যটি অন্যান্য সূত্র হইতেও জানা যায়। একটি কাফেলা পথও তাদেমেক্কোর সঙ্গে ত্রিপোলী শহরের সংযোগ করিয়াছিল, সেই পথ গাদামেস শহরের উপর দিয়া গিয়াছিল। এই শহরে ৮ম/১৪শ শতকে তখন পর্যন্ত ইবাদী অধিবাসী ছিল। উত্তর আফ্রিকার ইবাদী ইতিহাস হইতে বিভিন্ন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া একদিকে ওয়ারগলা মরুদ্যান, বিলাদুল-জারীদ ও জাবাল নাফুসার মধ্যকার এবং অপরদিকে তাদেমেক্কোর সঙ্গে বাণিজ্যিক তথ্যাদি লাভ করা যায়।

ইবাদীগণ ও মধ্যসুদান অর্থাৎ সাদ (চাদ)-হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়ে জানা যায় যে, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেযযানের সওদাগরণই প্রধানত এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতেন, বিশেষ করিয়া জাবাল নাফুসার ক্ষুদ্র ফেযযান রাজ্য যাওবীলার (বর্তমান নাম যৌইলা Zouila) ব্যবসায়ীগণ, সেইখানে সেই ১৪৫/৭৬২ সালেই ইবাদী অধিবাসী ছিল এবং ৩য়/৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আল-য়া'কুবীর আমলে তখন পর্যন্ত সেখানে ইবাদীগণের বসবাস ছিল। যাওবীলাকে বলা হইত মধ্যসুদানের প্রবেশ পথ, আর এইখানেই ছিল দেশের গোলাম বা ক্রীতদাস ব্যবসায়ের প্রায় একচেটিয়া কেন্দ্র স্থান। জাবাল নাফুসার ইবাদীগণের সঙ্গে সাদ (চাদ)-হ্রদ অববাহিকার নিগ্রো অধিবাসিগণের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রুস্তামী ইমামগণের প্রতিনিধি জাবাল নাফুসার গভর্নর আবু 'উবায়দ 'আবদুল-হামীদ আল-জানাওউনী (৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে) বারবার ভাষা ও 'আরবী ভাষা ছাড়াও কানেমী ভাষায় কথা বলিতেন, (সম্ভবত কানৌরী ভাষায়)। এই সকল বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলিতেছিল একটি অতি প্রাচীন পথ ধরিয়া, সেই পথ ফেযযান ও কাওয়ানের উপর দিয়া গিয়াছিল। আধুনিক ইবাদী লেখকগণের মতে (আল-বারনী, রিসালাতুল-আম্মা ওয়া'ল-মুবতাদি'ঈন, কায়রো ১৩২৪ হি., ২৩-৪), খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সুদানে ইবাদীবাদের সমর্থক ছিল দ্র. (১) J. Schacht, op. cit., Passim; (২) T. Lewcki, Quelques extraits inedites relatifs aux voyages des commercants et de missionnaires ibadites nord africains au Pays du soudan occidental au moyenage, in Folia Orientalia ii. 1960-1, 1-27; (৩) idem l'Etat nord-africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental a la fin du VIIe et au IXe siecle, in Cahiers d' Etudes Africaines, ii/4, 1962, 513-35; (৪) idem Traits d'histoire du commerce transsaharien, Marchands, et

missionnaires ibadites en soudan occidental et central ou cours des VIII^e-XIII^e siècles, in *Etnografia Polska*, viii, 1964, 291-311]

(ন) স্পেন ও সিসিলী : মাগ-রিব হইতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ইবাদীবাদ স্পেনে প্রবেশ করে। তাহেরতের শূরার যে ছয়জন সদস্য ছিলেন, যাহারা ১৬৮/৭৮৪-৫ সালে 'আবদু'র রাহমান ইব্ন রুস্তাম-এর মৃত্যুর পরে ইমাম নির্বাচিত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন স্পেনীয় মাস'উদ আল-আন্দালুসী ও 'উছ-মান ইব্ন মারওয়ান আল-আন্দালুসী [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 54-9; (২) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৪৫]। ৫ম/১১শ শতকে তখন পর্যন্ত স্পেনে কিছু কিছু ইবাদী বাস করিত (দ্র. ইব্ন হায়ম, ফিসাল, ৪খ, পৃ. ১৭৯, ১৯১)। এখানকারই মত সিসিলীতেও ৪র্থ ও ৫ম হি. শতকে একটি ইবাদী ওয়াহ্বাবী উপনিবেশ ছিল (দ্র. আল-বিসয়ানী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৫৯-৬০)।

মতবাদ : ইবাদিয়া ও অপর একটি সূফী গোত্র সুফরিয়া এই উভয়ই উদারপন্থী খাওয়ারিজ মতবাদ। চরমপন্থী খারিজী, যেমন আযরাকীগণ (দ্র. প্রবন্ধ আযরাক) হইতে উহার কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে যে খারিজী নহে এইরূপ মুসলমানকেই চরমপন্থী আযরাকীগণ কুফফার (অবিশ্বাসী, কাফির) জ্ঞান করিয়া থাকে, একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী মুশরিকূন বলিয়া মনে করে না। এই বিশ্বাসের পরিণামেই তাহারা ইসতি'রাদ (দ্র. ধর্মীয় কারণে গুওহত্যা)-কে বাতিল করিয়াছে, অথচ খারিজী চরমপন্থীরা বহু পূজারীদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমান স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে হত্যা করি বৈধ বলিয়া মনে করিত। অনুরূপভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করাও নিষিদ্ধ। অ-ইবাদীগণের সঙ্গে বিবাহের অনুমোদন আছে। একটি বাস্তব ঘটনায় জানা যায় যে, ইবাদী ইমাম 'আবদু'র-রাহ'মান-এর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল সিজিলমাসার সুফরী শাহযাদার সহিত (দ্র. ইব্ন খালদুন, পৃ. গ্র., ১খ., পৃ. ২৬২)।

ইবাদিয়া রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে একটি বিষয় জোর দিয়া বলা যায় যে, মুহাক্কিমাগণের (সর্বপ্রথম খারিজীগণ) মতবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহারা মনে করিত যে, ইমামাত থাকাটা একেবারে অত্যাব্যশ্যক নহে। যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা বাধ্য হইয়া ইমাম ছাড়াও চলিতে পারে উহাকে ইবাদী লেখকগণ বলিয়াছেন আল-কিতমান (দ্র. আদ-দারজীনী, পৃ. গ্র., পত্রক ৩ r)। এই অবস্থাতে ইবাদী মতবাদ আজ জুহুর বা প্রকাশরূপের বিরোধিতা করিয়া থাকে অর্থাৎ ইমামাত ঘোষণা করা যায় না (দ্র. আদ-দারজীনী, পৃ. স্থা.)। কিতমান অবস্থা হইতে যুহুর অবস্থায় যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন দেশের ইবাদী মাশায়িখ (দ্র. Masqueray, op. cit., 144, n.)।

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যে ইমাম নির্বাচন করা হইত তাহাকে বলা হইত ইমাম যুহুর (আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৩৮), আর আহলুল-কিতমান দ্বারা যখন ইমাম মানিয়া নেওয়া হয়, (দেশের জনগণ তখন গোপন অবস্থাতে থাকে, যেন কোন দুঃসময়ে তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে বলা হয় ইমামু'দ-দিফা' (প্রতিরক্ষার ইমাম, আর তাহার শাসনকে বলা হইত বিলায়াতু'দ-দিফা' [তু. (১) আদ-দারজীনী, পৃ. স্থা.; (২) আল-বীরুনী, রিসালাত সুল্লাম আহলিল-আম্মা, ১০, ২]। এই উপাধিগুলি ব্যতীত ইমামুল-আহ'কাম ও ইমাম আহলিল-তা'হ'কীক

উপাধিও পাওয়া যায়। ইবাদী ইমামগণকে প্রায়শই আমীর, আমীরুল-মুমিনীন ও আমীরুল-মুসলিমীনও বলা হইত [দ্র. (১) Masqueray, op. cit., 43, 53; (২) A. de C. Motylinski, *Chronique d Ibn Saghir*, tr. 131; (3) Wellhausen, op. cit., 14; (৪) তবে তুলনীয়, আশ-শাহরাস্তানী, মিলার, সম্পা. Cureton, 100] রা এমনকি খলীফা পর্যন্ত বলা হইত [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ২৬২; (২) ইব্ন খুরাদাযবিহ, পৃ. গ্র., 'আরবী পাঠ, পৃ. ৮৭; (২) ইবনুল-ফাকীহ, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৯]।

উত্তর আফ্রিকার বারবার ইবাদীগণ তাহাদের ইমামকে এমন কি মালিক (বাদশাহ) বলিয়াও সম্বোধন করিত [উদাহরণত তু. আবু যাকারিয়া, কিতাবুস-সীরা, MS of the Cracow collection, fol. 12v; (২) আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৭০, ইবাদিয়াগণের মধ্যে মুলক-এর বিষয়ে আলোচনা তু.]। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শেষোক্ত এই উপাধিটি খারিজী মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, সেই মতানুযায়ী মুলক বা রাজতন্ত্রের ধারণা শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা মিশ্রিত নহে। ইমাম নির্বাচিত হইতেন স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের বা শায়খগণের সমবায়ে গঠিত একটি সভা বা কাউন্সিলের নির্বাচন দ্বারা এবং সেই সভা গোপনভাবেই অনুষ্ঠিত হইত, পরে তাহা জনসাধারণকে জানান হইত। প্রথম দিককার ইমামগণ সাধারণত বসরার মাশায়িখ কর্তৃকই মনোনীত হইতেন, আর তাহারাই ছিলেন এই ধর্মীয় গোত্রের আধ্যাত্মিক নেতা। যেমন বসরার আবু 'উবায়দা মুসলিম ইব্ন আবী কারীমার প্রতিনিধি আবু হামযা আল-মুখতার ইব্ন আওফ আল-আযদী আস-সুলামী, ইমাম তালিবিল-হ'ক্বকে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলেন [(1) Masqueray, op. cit., 21-3, 51; (২) A. de C. Motylinski, *Chronique d Ibn Saghir*, tr. 63-4; (৩) Badger, op. cit., 30-1; (৪) Lewicki, *Les Ibadites dans l'Arabie du Sudaumoyen-age*, 7]।

অনেক সময়েই নির্বাচনের বিষয়টি কোন একটি বিশেষ গোত্র বা বিশেষ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত (যেমন তাহেরত-এর বানু রুস্তাম গোত্র)। ইমামগণ কুরআন ও সুন্নার নির্দেশ অনুযায়ী ও প্রথম ইমামগণের আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ইমামুল-বায়'আত যিনি হইতেন তিনি একই সঙ্গে যুদ্ধের, বিচার কার্যের ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়েরও নেতা হইতেন। তিনি সর্বময় শাসক হইতেন, কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধন ব্যতীতই তিনি ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করিতেন। কেহ যদি ইমামের ক্ষমতাকে সীমিত করিতে চেষ্টা করিত তবে সেই ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এইভাবে আন-নুকারীগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ইমাম নির্ধারিত মতবাদগুলি পালন না করিলে তাহাকে অপসারিত করা হইত। যে সকল বিচারক ইমামের সেরূপ অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন তাহারা সম্ভবত মাশায়িখই হইতেন, বিশেষ করিয়া বসরার (দ্র. Masqueray, op. cit., 144-5, n.)।

মনে হয়, রীতি অনুযায়ী মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে কয়েকজন ইবাদী ইমাম থাকিতে পারিতেন। বাস্তবিক একই সময়ে তাহেরত, উমান, হাদরামাওত ইত্যাদি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ইবাদী ইমাম ছিলেন। এই নীতিটি পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত ছিল আজারিদা গোত্রীয় খারিজী দলের একটি শাখা হামযিয়াগণের ধর্মীয় নীতিতে। উহাদের মতে সমগ্র

দুনিয়া খারিজীবাদে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে একই সময়ে একাধিক ইমাম থাকিতে পারিবেন (দ্র. আশ-শাহরাস্তানী, অনু. Haarbrucker, i. 145)।

তবে ইবাদী দুনিয়া জোড়াই একটি প্রবণতা ছিল যে, তাহারা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী একটি ইমামাত কায়েম করিবে এবং ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে বহুত তাহা সফলও হইয়াছিল, যদিও বা স্বল্প সময়ের জন্য। এখানে আমরা রুস্তামী ইমামগণের কথাই বলিতেছি, প্রাচ্য ও পশ্চিমের সকল ইবাদী দলই কিছু সময়ের জন্য তাহাদের ইমামাত মানিয়া লইয়াছিল, যদিও তাহাদের এক হইতে অপরের দূরত্ব থাকিবার কারণে এই সকল দল কখনও একত্রীভূতও হইতে পারে নাই, কখনও বিশ্বজনীনতাও অর্জন করিতে পারে নাই (দ্র. Masquray, op. cit., 51, 74-5)।

যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির মতপার্থক্য থাকিলেও এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, ইমামাত ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন আরেক ধরনের সরকার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল—এই যৌথ ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেমন ছিল আল-হারিছ ও 'আবদুল-জাব্বার-এর ক্ষেত্রে, আল-বাররাদীর মতে (পৃ. গ্র., পৃ. ১৭০) তাহারা ছিলেন মুশতারিকান ফিল মুল্ক। সত্য যে, এই ঘটনাটি মৌলিক খারিজী মতবাদকেই অস্বীকার করিবার শামিল ছিল এবং উহার ফলে দলের সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন (দ্র. আল-বাররাদী, পৃ. গ্র., পৃ. ১৭০-২)।

সাধারণভাবে ইবাদীগণের যে মতবাদ ও রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতবাদ সেগুলির সঙ্গে কতগুলি প্রধান বিষয়ে সূত্রী মতবাদেরই মিল লক্ষ্য করা যায়। ইবাদী মতবাদ মালিকীগণ হইতে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা যায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে কুরআন সৃষ্টির বিষয়ে এই দুই মতাবলম্বিগণের যে ধারণা তাহা (দ্র. Z. Smogorzewski, Un poeme abadite sur certains divergences entre les Malikites et les Abadites. in RO, ii, 260-8)। অনেকে ইবাদী মতবাদের সঙ্গে মু'তামিলাগণের মতবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন [দ্র. (১) Goldziher, Dogme, 163, 281; (২) C. Nallino, in RSO, vii, 455-60]। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির এরূপ কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না যে, মু'তামিলী ধারণাগুলি ইবাদী ধারণার সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করিতেই হয় যে, ইবাদী মতবাদের উপরে এই মু'তামিলী প্রভাব এতই অধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল যে, 'আরব ভূগোলবিদ আল-বাকরী ইবাদী দলকে আল-ওয়ালিলিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. গ্র., 'আরবী পাঠ, পৃ. ৭২)। এই দুই মতাবলম্বিগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে, এমনকি কয়েকটি মিশ্র মতবাদের ভিত্তিও সৃষ্টি হইয়াছিল।

আরও একটি বিষয় বলা দরকার যে, ইবাদীগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। সর্বাপেক্ষা আগের যে মুতাকাল্লিম-এর কথা জানা যায়, তিনি ছিলেন বসরার একজন ইবাদী, নাম বিস্তাম ইবন 'উমার ইবনিল-মুসীব আদ-দাক্বী (উপরে দ্র.)। তিনি ৭৭ হি. হইতে ৮১ হি. পর্যন্ত সেখানে কার্যরত ছিলেন [দ্র. (১) আশ-শাম্মাখী, পৃ. গ্র., পৃ. ১১১; (২) প্রাথমিক আমলের ইবাদী মুতাকাল্লিমগণ সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. ঐ. পৃ.

৮৩]। ইসলামী পণ্ডিতগণ যাহাদের সর্বপ্রাচীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন সেই মু'তামিলী মুতাকাল্লিমগণ ২য়/৮ম শতকের আগে আবির্ভূত হন নাই (দ্র. Goldziher, op. cit., 80)।

ইবাদী মতবাদ সম্বন্ধে জানিবার জন্য এই অধ্যায়ে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত আরও দেখা যাইতে পারে: (১) আশ-শাম্মাখী, কিতাবুল-ইদাহ, ১৩০৯ হি., ১-৪খ; (২) আয-যায়তালী, কানাতিররফল-খায়রাত, ১৩০৭ হি., ১-৩ খ; (৩) আস-সাদরাতী, কিতাবুদ-দালীল ওয়াল-বুরহান, ১৩০৬ হি; (৪) আবদুল-আযীয (বেনি ইসগুয়েনের), কিতাবুন-নীল, ১৩০৫ হি., ১-২খ; (৫) আতফিয়াশ, শারহ কিতাবীন-নীল; (৬) Zeys, Legislation mozabite. আলজিয়ার্স ১৮৮৬ খ; (৭) E. Sachau, Muhammadanisches Erbrecht nach der Lehre der ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika, in SB Pr. Ak. W., 1894; (৮) idem, Über die religiösen Anschauungen d. ibaditischen Muhammedaner in Oman und Ostafrika, in MSOS As., ii, 1899, 47-82; (৯) A. de C. Motylinski, L Aqida des Abadhites, in Recueil de Memoires et de Textes publie en l'Honneur du XIVE congres des Orientalistes; (১০) A. Imbert, Le droit ibadhite chez les musulmans de Zanzibar, Algiers 1903; (১১) M. Mercier, Etude sur le waqf abadite, Algiers 1927 and review by Z. Smogorzewski in RO, v, 243-58; (১২) M. M. Moreno, Note di teologia ibadita, in AIUON, n. s. ii, 1949, 299-313; (১৩) C. A Nallino, Rapport fra la dogmatica mutazlita e quella degli Ibaditi dell Africa Settentrionale, in RSO, vii, 1916-18, 455-60; (১৪) R. Rubinacci, La purita rituale secondo gli Ibaditi, in AIUON, n. s. vi, 1957, 1-41; (১৫) E. zeys, Droit mozabite, Algiers 1891.

ইবাদী তালীকাসমূহ : ইবাদী ধর্মীয় গোত্রের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক একা প্রায় প্রথমদিকেই বিভেদ (ইফতিরাক) ও মতবিচ্ছৃতির (খিলাফ, মুখালাফ) কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে তাহাদের মধ্যে অগুনতি আধা-রাজনৈতিক ফিরকা বা দল, উপদল সৃষ্টি হয়। এই বিভেদসমূহ প্রথমদিকে—কিতমান আমলে একান্তই গোঁড়াপন্থী ছিল। পরে ২য়/৮ম শতকের প্রথমার্ধ হইতে অন্যান্য ধর্মীয় দলের উদ্ভব হয়, সেগুলি হয় রাজনৈতিক সমস্যার কারণে, ইবাদিয়্যার ন্যায় একটি ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। সব সময়েই বিভেদরূপই দেখা দেয়। ইবাদী বিভেদের পিছনে যে রাজনৈতিক কারণসমূহ ছিল, তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় : আল-হারিছ ও 'আবদুল-জাব্বার যে যৌথ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন তাহা এবং পরবর্তীকালে ইমামের উপরে যে শর্তাবলী আরোপ করা হয় তাহা। এই শেষোক্ত কারণে ইবাদীবাদের প্রধান উপদল নুকারীগণের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী স্তরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদী ছিল বলিয়া মনে হয় আল-ইবাদিয়া আদ্ব-ওয়াহবিয়াগণ। আল-মাগরিবের ওয়াহ্বীগণ নিজদেরকে

আহলে মাযহাব বলিয়া পরিচয় দেয়। আল-ইবাদিয়া আল-ওয়াহবিয়াগণই ছিল সকল ইবাদী দলের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক এবং এই একমাত্র দলটিই সকল খারিজী দলের মধ্যে বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে। খাওয়ারিজ-এর এই দলটি মধ্যপন্থী।

অপর একটি ইবাদী দল ছিল আল-হারিছিয়া উপদল। এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক হামযা আল-কুফী। তিনি ২য়/৮ম শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। তিনি বসরার ইবাদী মাশায়িখের সভাপতি আবু উবায়দা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান এবং কাদা-এর প্রপঞ্চে খারিজী মত গ্রহণ করেন। অন্য যে সকল ইবাদী পণ্ডিত হামযার মত সমর্থন করিয়াছিলেন জনৈক আল-হারিছ ইবন মাযযাদ আল-ইবাদী, তাঁহার নাম হইতেই হারিছিয়া শাখার নাম হইয়াছিল।

আল-হারিছিয়া ছাড়াও অপর একটি ইবাদী উপদলের মধ্যেও ইবাদী মু'তায়িলী মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উহারা সেই দল "যাহারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত নহে সেইরূপ আনুগত্য গ্রহণ করিয়া থাকে"। এই দলটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ৩য়/৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরে।

আবু উবায়দার আমলে ইবাদীদের মধ্যে আরও একটি মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। সালিহ ইবন কুহায়র নামক জনৈক ইবাদী মুতাকাল্লিম ধর্মবিরোধী মত প্রকাশ করেন।

জনৈক সুফয়ানও একটি ধর্মীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। তিনি আবু উবায়দার ইবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে অন্ততঃ হইয়াছিলেন।

অপর একটি উপদল ছিল তারীফিয়া দক্ষিণ আরবে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন তারীফ, আনুমানিক ১২৯/৭৪৭ সালের দিকে। তিনি ইমাম তালিবি'ল-হাক্ক-এর অন্যতম সহচর ছিলেন। এই মতাবলম্বীদের সংখ্যা প্রাচ্য দেশেই বেশী ছিল, সেই অঞ্চলে ৩য়/৯ম শতকের প্রথমার্ধে তিনটি প্রধান ইবাদী শাখার অন্যতম ছিল, অপর দুইটি শাখা ছিল ওয়াহ্বী ইবাদী ও শারিয়া (নুকারী)।

নুকারীগণ (দ্র. প্রবন্ধ আন-নুকার) ছিল ইবাদীগণের অপর একটি প্রধান শাখা, মধ্যযুগ ব্যাপিয়া তাহারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। ৩য়/৯ম শতকের শেষভাগে তাহারা উত্তর আফ্রিকাতে একটি ইমামাত গঠন করিয়াছিল, উহা তাহেরতের ইমামাত হইতে ভিন্ন ছিল। এই সময়ের একজন নুকারী ইমামের নাম পর্যন্ত জানা যায় আবু আয্মার 'আবদুল-হামীদ আল-আ'মা। তিনি ছিলেন আবু য়াহীদ মাখলাদ ইবন কায়দাদ-এর শিক্ষক। পরে আবু 'আয্মার-এর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন আবু য়াহীদ। নুকারীগণ তাঁহাকে "মুমিনগণের শায়খ" নির্বাচিত করিয়াছিল, তিনি আযযাবা সম্বায়ে গঠিত কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে নুকারী ইমামাত পরিচালনা করিতেন। আবু য়াহীদ ধর্মীয় কারণে গুণ্ডহত্যা (ইসতি'বাদ) অনুমোদন করিয়া ইবাদী ধর্মীয় নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া যান। সেই অনুমোদন তিনি প্রদান করিয়াছিলেন আযরাকীগণ ও মাগ-রিবী সুফরীগণের অনুসরণে।

'আরবী তথ্যসূত্র হইতে জানা যায়, নুকারীগণের অন্য নামও ছিল, যেমন শাবিয়া, য়াহীদিয়া বা মিসতাওয়া। এই মতের অনুসারীগণ নিজদেরকে মাহবুবীয়ান বলিয়া পরিচয় দিত। মাগ-রিবেই তাহারা অগুনতি সংখ্যায় ছিল; তবে উমানে ও দক্ষিণ আরবেও তাহাদের দেখা যাইত। তাহাদের মধ্যকার বিশিষ্ট বিদ্বানগণের মধ্য একজন ছিলেন হারুন ইবনুল-য়ামানী। ইবাদী লেখকগণ তাহাকে হারুন আল-মুখালিফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার

রচিত ওয়াহবিয়াগণের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক তর্কমূলক লেখা 'উমানের ইবাদী সংগ্রহে রক্ষিত আছে। উহা সিয়া'ল-'উমানিয়া নামে পরিচিত।

ইবাদী উপশাখা আন-নাফাছিয়া (বা আন-নাফাছিয়া)-র উদ্ভব হইয়াছিল বিলাদুল-জারীদে সম্ভবত ৩য়/৯ম শতকের গোড়ার দিকে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা নাফাছ (বা নাফাছা) রুস্তামী ইমাম আফলাহ ইবন 'আবদিল-ওয়াহ্বাহকে দোষারোপ করেন যে, তিনি মুসাওবিদগণের অর্থাৎ আগলাবিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অবহেলা করিয়াছিলেন এবং বিলাসী জীবন যাপন করিতেন। নাফাছ-এর মতে খুব্বা একটি অপ্রয়োজনীয় সংযোজন বিধায় উহা বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। নাফাছ-এর মতবাদ একটি কিতাবে লিখিত হয়। পরবর্তী কালে ইফরীকিয়ার বিখ্যাত ওয়াহ্বী ইবাদী পণ্ডিত মাহ্দী আন-নাফুসী উহা বাতিল করিয়া দেন। দুঃখের বিষয় যে, সেই দুই কিতাবের কোনটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না। নাফাছ-এর অনুসারীগণ জাবাল নাফুসাতে ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত এবং তিউনিসিয়ার সর্বদক্ষিণে ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত বাস করিত। এই ধর্মীয় দলের অবশিষ্ট অনুসারীগণ বর্তমানে গারয়ান ও জাবাল নাফুসাতে বাস করে, তাহারা নাফফাতী নামে পরিচিত।

ইবাদী উপশাখা আল-খালাফিয়া একান্তই রাজনৈতিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল। ২য়/৮ম শতকের শেষভাগে ত্রিপোলিতানিয়াতে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খালাফ ইবনু'স-সামহ। তিনি ইমাম আবুল-খাত্তাব আবদুল-আলা ইবনু'স-সামহ আল-মা'আফিরী আল-হিমযারীর বংশধর ছিলেন। বেশ কিছুকাল ইহা গোড়া মতবাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিভেদের সৃষ্টি করে। এই শাখার অনেক অনুসারী ছিল, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়াতে।

৩য়/৯ম শতকে মাগ-রিবের ইবাদীবাদের মধ্যে আরও একটি রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি হয়। উহা ছিল হাওয়ারা গোত্রের ইবন মাসসালা আল-ইবাদীর বিদ্রোহ, তিনি তাহেরতের পাশ্বেই একটি স্বাধীন ইবাদী রাজ্য গঠন করেন।

আল-উমারিয়া নামে পরিচিত ইবাদী শাখাটি গঠন করিয়াছিলেন 'ঈসা ইবন 'উমার (বা 'উমায়র) সম্ভবত ২য়/৮ম শতকের প্রথমার্ধে। 'উমারিয়্যাগণ মতবাদের দিক হইতে ওয়াহ্বী ইবাদীগণ হইতে যথেষ্ট ভিন্নতা করিত। আবু য়াকারিয়া আল-ওয়ারজালানীর মতে এই দুইটি শাখার মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। কুরআনের বিষয়ে 'উমারীগণ 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)-র পাঠ অনুসরণ করিত। শুধু উত্তর আফ্রিকাতেই তাহাদের অনুসারী ছিল।

আল-হাসানিয়া (বা আল-হুসায়নিয়া) ইবাদী শাখার মতবাদের অনুরূপ ছিল। এই উপ-শাখাটির অনুসারী উত্তর আফ্রিকা ব্যাপিয়া ছিল, শাখার নামকরণ হয় প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইবনুল-হুসায়ন (বা আল-হাসান) আল-আতরাবুলুসী আল-ইবাদীর নামানুসারে। তিনি সম্ভবত ৩য়/৯ম শতকের প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত দীওয়ান ৪র্থ/১০ম শতকের গোড়ার দিকে ওয়ারগলাতে পরিচিত ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতক পর্যন্ত জাবাল নাফুসার পূর্বদিকের জেলাগুলিতে এই মতবাদের অনুসারীগণ বাস করিত।

৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে ফারছিয়া নামক ইবাদীদের আর একটি শাখা গঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা সুলায়মান ইবন য়াকুব ইবন আফলাহ

ছিলেন ওয়ারগলা মরুদ্যানে বসবাসকারী সন্তামী ইমামগণের বংশধর। তিনি ভেড়ার বৃহৎ অস্ত্র (ফারছা) খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা হইতেই শাখাটির নাম হয়। এরূপও হইতে পারে যে, সুলায়মান-এর মতবাদ আহমাদ ইবনুল-হুসায়ন আল-আতরাবুলুসীর দীওয়ান দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

অপর একটি ইবাদী ধর্মীয় শাখা সাক্কাকিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা সাক্কাক যে সময়ে মানুষকে ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন সেই আমল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই ধর্মজ্ঞানী মনে করিতেন যে, জামা'আতে সালাত আদায় করা এবং আযান এই দুইটি রীতি সংযোজিত, ঠিক স্বাভাবিক ইসলামের বিধান নহে। তিনি সুলাহুও বাতিল করিয়া দেন। ওয়াহ্বী ইবাদীরা এই সাক্কাকীগণকে মুশরিকুন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই শাখার অনুসারিগণ কোন সময়েই খুব বেশী সংখ্যায় ছিল না, আর ৫ম/১১শ শতকের শেষভাগের মধ্যে ইহাদের আর অস্তিত্বই ছিল না। ইহারা বিলাদুল জারীদের কানতারা দ্বারাও হই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

অপর একটি ইবাদী উপশাখা হাফসিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাফস ইবন আবিল-মিকদাম, কিন্তু কোন সময়ে তাহা জানা যায় না। তাহাদের মত ছিল যে, ঈমান (বিশ্বাস) ও শিরক (আল্লাহকে শরীক স্থাপনকারিগণ অর্থাৎ কাফির)-এর মাঝখানেই মা'রিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর জ্ঞান নিহিত আছে।

য়াযীদিয়া উপশাখার ইবাদীরা ছিল য়াযীদ ইবন আবী আনীসা (বা য়াযীদ ইবন উনায়স)-এর অনুসারী। এই একই নামের অপর ইবাদী উপদলীয়রা ছিল নুকারীদের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। পার্থক্য করিবার জন্য ইহাদের মূল বিশ্বাসের অন্যতম বিষয় এই ছিল যে, আল্লাহ পরে নূতন একটি কুরআন জনৈক পারসী পয়গাম্বরের উপরে নাযিল করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, য়াযীদ তাহারা এই ফাদাইল-এর ধারণাকে বহু দূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ধারণাটি ছিল এই যে, 'আরবদের তুলনায় পারসিকদের বা ইরানীদের ও বারবারদের বিশেষ গুণবলী অধিক ছিল। এই ধারণাটির বীজ ওয়াহ্বী ইবাদীগণের মধ্যেও নিহিত ছিল।

এই বিভিন্ন ইবাদী দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শক্রভাবাপন্ন ছিল। ইবাদী ঐতিহাসিকগণ প্রায়শ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন শাখা-উপশাখার মধ্যে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত, বিশেষ করিয়া নুকারীগণ, বানু মাসসালাগণ ও খালাফিয়্যাগণ প্রায়ই রুস্তামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। তবে তাহেরতের ইমামাতের পতনের পরে এই সকল বিবদমান দল-উপদলগুলির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ত্রিপোলিতানিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত যীযু জেলার অধিবাসিগণ ছিল বিভিন্ন মিশ্র ধরনের ইবাদী, যেমন ওয়াহ্বিয়া, নুকারী খালাফিয়্যা ও নাফফাছিয়্যা। তাহারা সকলে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিত, একটি সাধারণ পরিষদ তাহাদেরকে পরিচালনা করিত। ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে সেই পরিষদের প্রধান ছিলেন একজন ওয়াহ্বী। তিনি বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিয়াছিলেন একজন নুকারীর উপর, রামাদানের সালাত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন জনৈক খালাফীর উপর এবং আযানের দায়িত্ব দিয়াছিলেন একজন নাফফাছীর উপর (দ্র. T. Lewicki, Les subdivisions de l'ibadiyya, in Stud. Isl., 1958 ix, 71-82)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতে ব্যতীত দ্র. : (১) 'আলী যাহয়া মু'আম্মার, আল-ইবাদিয়া ফী মাওকিবিত-তারীখ, ১-৩ খ., কায়রো

১৩৮৪/১৯৬৪; (২) Annals of Oman from early times to the year 1728 A. D., from an Arabic MS by Sheykh Sirhan, tr. with notes by E.C. Ross, in JASB. xliii (1874), 111-96; (৩) বাগ'দাদী, ফারক; (৪) চাইখ বেকরি (শায়খ বাকরী), Le Kharijisme berbère, in AIEO Alger, xv (1957), 55-108; (৫) G. Crupi la Rosa, I trasmettitori della dottrina Ibadita, in AIUON, n. s. v. (1954), 123-39; (৬) H. Klein, Kapitel XXXIII der anonymen arabischen Chronik, Kasf al gumma al-gami'li-ahbar al umma, Hamburg 1938; (৭) T. Lewicki, Ibaditica, I. Tasmiya suyuh Nafusa, in RO, xxv/2 1961, 87-120; (৮) এ লেখক, Les Historiens, Biographes et traditionnistes ibadites wahbites de l'Afrique du Nord du VIII^e au XVI^e siècle in folia Orientalia iii (1961-2), 1-134; (৯) এ লেখক, Les ibadites dans l'Arabie du Sud au moyen age, in Akten des XXIV Intern. Orientalisten-Kongresses, 362-4; (১০) এ লেখক, Melanges berbères-ibadites, in REI, 1936/3, 267-85; (১১) এ লেখক, Quelques textes inédits en vieux berbère provenant d'une chronique ibadite anonyme, in REI, 1934/3, 275-96; (১২) A. de C. Motylinski, Bibliographie du Mzab, in Bulletin de Correspondence Africaine, iii (Algiers 1885), 15-72; (১৩) এ লেখক, L'Aqida des Abadhites in Recueil de Memoires et de Textes publie en l'honneur du XIV^e Congres des Orientalistes, Algeria 1905-505-45; (১৪) R. Rubinacci, II "Kitab al Gawahir" di al Barradi, in AIUON, n. s. iv (1952), 95-110; (১৫) এ লেখক, Notizia di alcuni monoscritti ibaditi esistenti presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, in AIUON n. s. iii (1949), 431-8; (১৬) এ লেখক, Un antico documento di vita cenobitica musulmana, ibid, x (1961), 37-78 and tabl. i-ix; (১৭) E. Sachau, Uber eine arabische Chronik aus Zanzibar, in MSOS, 1/2 (1898), 1-19; (১৮) সালিমী 'আবদুল্লাহ ইবন হুমায়দ তুহফাতুল-'আযান বি-সিরাতি আহুল 'উমান, সম্পা. আতফিয়াশ, ১-২খ, কায়রো ১৩৪৭-৫০ হি.; (১৯) J. Schacht, Bibliothèques et manuscrits abadites, in RAfr., c/446-8 (1956), 375-98; (২০) এ লেখক, Notes mozabites in al-Andalus, xxii/1 (1957), 1-20; (২১) Z. Smogorzewski, Essai de bio-bibliographie ibadite wahbite, Avant-propos, in RO, v, 45-57;

(২২) ঐ লেখক, Zrodla abadyckie do Historii Islamu (wzarysie), Lwow 1926; (২৩) ঐ লেখক, Materiaux pour une bio-bibliographie ibadite-wahbite (fragments of a larger work in manuscript); (২৪) R. Strothmann, Der, religionspolitische und dogmatische Ort der ibaditen, in Ephemerides orientales, no, 31 (March 1927), I ff.; (২৫) ঐ লেখক, Literatur der Ibaditen ibid, 9 ff.; (২৬) ঐ লেখক, Berber und Ibaditen, in Isl., xvii (1928), 258 ff.; (২৭) L. Veccia Vaglieri, Il conflitto Ali-Muawiya e la secessione kharigita riesaminati alla luce di fonti ibadite, in AIUON, n. s. iv (1952), 1-94, v (1954) 1-98; (২৮) ঐ লেখক, Le vicende del harigismo in epoca abbaside, in RSO, xxiv (1949), 34ff.; (২৯) ঐ লেখক, Sulla denominazione "Hawarig", in RSO xxvi (1951), 41-46.

T. Lewicki (E.I. 2)/হুমায়ুন খান

ইবাহা (১) (إباحت) : مصدر (ক্রিয়া বিশেষ্য), মূল অর্থ “কোন বস্তুকে দৃশ্যমান বা প্রতিভাত করা”, তাৎপর্য, “দর্শনকারী ইহাকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করিতে পারে”, ইহা হইতে “কোন বস্তুকে কাহারও জন্য অনুমতিযোগ্য করা বা গ্রহণযোগ্য করা” যদি সে চাহে। ইসলামী ফিক্-হ-এ ইবাহা অনেক পরস্পর সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত এবং একটি পরিভাষায় পরিণত হইয়াছে যথা ইস্তিবাহা (استباحة) অর্থ কোন জিনিসকে অনুমোদিত, মুক্ত বা আইনানুগ বলিয়া বিবেচনা বা গ্রহণ করা, মুবাহ (مباح) (বিপন্নিত محظور) অর্থ-“নিরপেক্ষ বা উদাসীন” অর্থাৎ কাহারও জন্য যেমন বাধ্যতামূলক বা সুপারিশকৃত নহে, আবার নিষিদ্ধ বা দৃশ্যগীও নহে। মুবাহ ইহার প্রায় সমার্থক শব্দ জাইয (جائز) অর্থাৎ “আপত্তিমুক্ত, বৈধ, অনুমতিপ্রাপ্ত” হইতে ভিন্নতর। যাহা নিষিদ্ধ নহে এই অর্থে হালাল-এর ধারণা (concept)-টি ব্যাপকতর।

শব্দটি কু-রআনে নাই। সর্বাগ্রে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সময় হইতে ক্রমাগত পারিভাষিকভাবে শব্দটির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে এমন সকল ব্যাপার বা বস্তু সম্পর্কে যাহা গ্রহণ বা ব্যবহারের অনুমতি সকলেরই আছে। পরিভাষারূপে ব্যবহৃত না হইলেও ইবাহার এই অর্থেটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছে-র সহিত যাহার মর্মার্থ এই, “সকল মুসলিমের তিনটি জিনিসে সমান অধিকার : পানীয়, পশুখাদ্য ও আগুন (ইবন মাজা, আহ-মাদ ইবন হাম্বল)। আবু দাউদ-এ রহিয়াছে ইহার একটি ভিন্ন পাঠ যাহা আরও পূর্বকাল অর্থাৎ আ-মশ (মু. ১৪৭ বা ১৪৮/৭৬৪-৫)-এর যুগের বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। তখন হইতে ইহা ইসলামী আইনের সাধারণ বিধিতে পরিণত হইয়াছে। মাজায়া (দ্র.)-তেও অনুরূপ একটি নিবন্ধ বিদ্যমান। সংকীর্ণতর অর্থে শব্দটি (ইবাহা), মালিক কর্তৃক তাহার সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্য (আংশিক) ভোগ করার অধিকার প্রদানকেও বুঝাইতে পারে; কিন্তু ভোক্তা কর্তৃক ইহাকে স্ব-সম্পত্তিতে পরিণত অথবা বিক্রয় করা ইবাহার আওতা বহির্ভূত। এই বিধানও মাজায়ায় বিদ্যমান।

কর্ম সম্পাদন সম্পর্কে ইবাহা-এর অর্থ এমন অনুমতি যদ্বারা নিয়োজিত ব্যক্তি (agent) ইচ্ছানুযায়ী কর্মটি সম্পন্ন করিতে পারে (জুরজানী) অথবা

এমন একটি নির্দেশ যাহা কর্মের অনুরোধ নহে; বরং করা বা না করা ঐচ্ছিক” (তাহানাবী)। মুবাহ কর্ম পালনে কোন পুণ্য নাই এবং বর্জন গর্হিতও নহে। ইবাহার বিশদ বিবরণে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা উসুল-ল-ফিক্-হ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে কু-রআনের ব্যাখ্যা অধ্যায়গুলিতে [অধ্যায় বিন্যাসের এই রীতি খাওয়ামি (৪র্থ/১০ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) কিতাবু মাফাতীহ-ল-উলুম-এ পূর্বেই দৃষ্ট ছিল]। এই বিতর্কগুলির সর্বপ্রথমটি যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দেয় তাহা এই, কু-রআনে পরিষ্কারভাবে যেই সকল খাদ্যদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নাই তাহা খাওয়া হালাল গণ্য হইবে না হারাম? সুনান আবী দাউদে বর্ণিত (আত ইমা, ৩০) এক হাদীছে-র রাসূলুল্লাহ (স)- বলেন, “মুশরিকরা কিছু কিছু জিনিস খাইত এবং অপবিত্র মনে করিয়া কতিপয় জিনিস হইতে বিরত থাকিত। এখন আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং যাহা হালাল বা হারাম তাহাকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা হালাল ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হালাল, যাহা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হারাম এবং যেই খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই তাহা আইনানুগ সুবিধা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত আয়াত আবৃত্তি করিলেন, “বল, আমার কাছে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, তবে যদি মৃত প্রাণী হয়”, (৬ : ১৪৫)। এতদ্ব্যতীত ৭ : ৩১ আয়াতের كَلُوا وَاشْرَبُوا পরোক্ষ অর্থে, যেই সমস্ত খাদ্য ও পানীয় পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নাই তাহা বৈধ বা হালালরূপে গণ্য হয়। বুখারীর একটি অধ্যায়ের (ই-তিসাম, ২৭) শিরোনামে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত নীতির বিরোধিতা না করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)- যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে অবৈধ গণ্য করিতে হইবে, যতক্ষণ না উহার মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হইবে।

খারিজীগণ, বিশেষত নাজদা-এর অনুসারীবৃন্দ (আল-আশ'আরী, মাকালাত, ১খ, ৯০, ১০-১৫, ১২৭, ৪-৬) অনুরূপ আর এক পর্যায়ের মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহাদের মতবাদ এই যে, সে সকল ধর্মীয় কর্ম বাধ্যতামূলক তাহা অবশ্যই কোন একজন রাসূলের দ্বারা ঘোষিত হইতে হইবে এবং কোন ব্যক্তি এমন কর্মকে বৈধ জ্ঞান করিতে পারে যাহা তাহার কাছে অবৈধ প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং কোন ব্যক্তি অবৈধতা সম্বন্ধে অনবহিত হইলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। বায়হাসিয়ায় দলটি এত দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা বলিত, মূলত মদ পানের অনুমতি ছিল, কু-রআনে ইহার নিষেধাজ্ঞা ছিল না, এমনকি মাতাল হইলেও নহে (ঐ, ১১৭, ৬ প.)।

মু'তামিলী (দ্র.)-গণের উত্থাপিত বিতর্কসমূহে এই প্রশ্নটি মানবীয় কার্যাবলীর বিমূর্ত (abstract) গণাবলী সম্পর্কীয় সাধারণ আলোচনায় পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ আল্লাহর বাণী নাযিল হওয়ার পূর্বে (অথবা দুই বাণী নাযিলের মধ্যবর্তী সময়ে) মানুষের কার্যাবলীকে নীতিগতভাবে বৈধ অথবা অবৈধ গণ্য করিতে হইবে। মু'তামিলীগণ, যাহারা আলোচনা শুরু করেন তাহাদের এই সূত্র (premise) হইতে যে, বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তিই (عقل) নির্ধারণ করে কোন কর্ম حسن (ভাল বা উপকারী) এবং কোন কর্ম قبيح (মন্দ বা অপকারী); তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে এই প্রশ্নে। যেই কার্যাবলীর মধ্যে ভাল (حسن) এবং মন্দ (قبيح) সমপরিমাণে বিদ্যমান যাহাতে কোনটির গ্রহণ অথবা বর্জন শ্রেয় বিবেচনা করিবার পথ পাওয়া যায় না এইরূপ কার্যাবলী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী কি হইবে? মনে হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ

পক্ষ এইরূপ কর্মকে নিরপেক্ষ বা সুবাহ গণ্য করেন, অন্যেরা ইহাকে নিষিদ্ধ (মাহজুর (محظور) মনে করেন। অপর এক দল মনে করেন, এই সম্পর্কে মত প্রকাশ স্থগিত (موقوف) থাকিবে যতদিন প্রত্যাদেশ (وحي)-এর মাধ্যমে ইহার স্বরূপ নির্ধারিত না হয়। এতদসত্ত্বেও যেহেতু নিশ্চিতভাবে মন্দ নহে, এইরূপ কার্যবলীকে حسن (ব্যাপকতর অর্থে)-এর শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। জাহিরী (ظاهري) ও কিয়াস (قياس)-এর অনুসারিগণের সহিত ইবন হায্মও ১০ : ৫৯ ও ১৬ : ১১৬ আয়াতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই জাতীয় কর্মের গুণ বর্ণনা স্থগিত থাকিবে। যাহারা মনে করেন, কোন কর্ম বা বস্তুর ছসন (حسن) বা কুব্বহ যুক্তির (عقل) ভিত্তিতে নহে, বরং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায় (যাহাতে তাহারা মু'তাযিলীগণের যুক্তির ভিত্তিকেই অস্বীকার করেন) সেই সুন্নী ফাকীহ ও কালামবিদমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিষয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উপরিউক্তরূপ কর্ম বা বস্তু নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ— এই মতের পক্ষে পেশ করা হয় ৫ : ১ ও ৫ : ৪ ৪ আয়াত ও বিপরীত মতের সমর্থনে ২ : ২৯ ও ২০ : ৫০ আয়াতের উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ হানাফীর মতে ঐগুলি সিদ্ধ (جائز)। মালিকী ও শাফিঈগণের মধ্যে ব্যাপকতর মত এই যে, প্রত্যাদেশ লাভের পূর্বে এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োগ অর্থহীন; হাফ্বালীরা এই ব্যাপারে বিভক্ত।

যাহা হউক, ইহা সর্বসম্মত যে, ইসলামের ব্যবহারিক আইনের সাধারণ নীতি এইঃ “যেই জিনিস স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ (বা নিন্দনীয়) নহে এবং যাহা দৃশ্যত ক্ষতির কারণ হয় না, তাহা সুবাহ”। প্রাথমিক যুগ হইতে ক্রমাগত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে এই সাধারণ নীতি প্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে, যদিও ইহা উসূলুল ফিক্-হ-এর নীতিমালায় কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। আদ্বাহর কুরআন ও রাসূলুয়াহ (স)-এর সুন্নাহতে যে সকল জিনিস নিষিদ্ধ নহে তাহা আল-জাহিজ-এর মতে সর্বতোভাবে সুবাহ (مباح مطلق) [রিসালাতুল কিয়ান, সম্পা. Finkel, কায়রো ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৫৬; অনু. Pellat, in arabica, ১০ খ. (১৯৬৩ খৃ.), ১২৫]।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Lane, Lexicon, শব্দমূল দ্র.; (২) তাহানাবী, Dictionary of Technical Terms, শব্দমূল দ্র.; (৩) আল-জুরজানী, তা'রীফাত, শব্দমূল দ্র.; (৪) Santillana, Istiuzion, ১খ., ৮, ১৪; (৫) J. Schacht, Introduction, 121; (৬) শাফিঈ, রিসালা, ব্লাক ১৩২১ হি., পৃ. ৪৯; (৭) ইবন রুশদ, বিদায়াতুল-মুজতাহিদ, কিতাবুল বুযু, অধ্যায় ৫ (অনু. A. Lameche, Averroes Livre des, echanges, আলজিয়ার্স ১৯৪০ খৃ., ৮৪); (৮) মাজায়া, arts. ৮৩৬, ৮৭৫, ১২৩৪; (৯) আল-কাদী 'আবদুল-জাব্বার, আল-মুগ'নী, ১৭খ., কায়রো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১৪৪-৮; (১০) আবুল-হুসায়ন আল-বাসরী, কিতাবুল মু'তামাদ ফী উসূলিল-ফিক্-হ, ২খ., দামিশক ১৯৬৫ খৃ., ৮৬৮ প. (অধ্যায়ঃ আল-কালাম ফিল-হাজুর ওয়াল-ইবাহা); (১১) ইবন হায্ম, আল-ইহকাম ফী উসূলিল-আহকাম, কায়রো ১৩৪৫ হি., ১খ., পৃ. ৫২ প., অধ্যায় ৬; (১২) ফাখরুল-ইসলাম আল-বায়দাবী, কানযুল-উসূল (وصول) ইলা মারিফাতিল-উসূল ('আবদুল-আযীয আল-বুখারীর ভাষ্য কাশফুল আসরারসহ), ইস্তাবুল ১৩০৮ হি., ৩খ., ৯৫প. (বাবুল মুআরাদা); (১৩) আল-গাযালী, আল-মুস্তাসফা, ব্লাক ১৩২২ হি., ১খ., ৬৩, ৭৫ (আল-কুত্বুল-আওয়াল,

ফানন ১ ও ২); (১৪) মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামা, রাওদাতুন-নাজির, কায়রো ১৩৪২ হি., ১খ., ১১৬-২৩ (অধ্যায় হাকীকাতুল-হুকুম, ৩য় ভাগ); (১৫) আল-কারাফী, শারহু' তানকীহিল-ফুসূল ফিল-উসূল, তিউনিস ১৩২৮/১৯১০, পৃ. ৭৭প. (অধ্যায় ১, ফাস'ল ৭), ১১৯ প. (অধ্যায় ৪, ফাস'ল ২); (১৬) তাজুদ্দীন আস-সুব'কী, জাম'উল-জাওয়ামি' (আল-মাহাল্লীর ভাষ্য ও আল-আত্তারের পরিমার্জনাসহ), কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭, ১খ., ৯৪ প. (আল-মুক'দ্দিমাত), ২খ., ৩৯৪ (অধ্যায় ৫, মাস'আলাতুল হুকুমিল-মানাফি' ওয়াল-মাদারর); (১৭) আশ-শাতিবী, আল-মুওয়াফফাকাত, সম্পা. 'আবদুল্লাহ দাররায, ১খ., ১০৯ প. (কিতাবুল-আহ'কাম, ১খ., শাখা ১-৫); (১৮) আস-সুযুতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর, মক্কা ১৩৩১ হি., পৃ. ৫৮-৬৩ (২য় ভাগ, কাইদা ২); (১৯) ইবন নুজায়ম, আল-আশ্বাহ ওয়ান-নাজাইর, কায়রো ১৩২২ হি., ২৬ প. (نوع-ا, কাইদা, ৬); (২০) ইবন আবিদীন, রাদ্দুল-মুহতার (আল-হাসকাফীর ভাষ্যসহ, ইস্তাবুল ১৩২৪-৬ হি., ৩খ., ৩৩৭ (কিতাবুল জিহাদ, বাব ইস্তী'লাই'ল-কুফফার); (২১) ইবন বাদরান, আল-মাদখাল ইলা মায'হাবিল ইমাম আহ'মাদ ইবন হা'যাল, কায়রো তা. বি., পৃ. ৬৪ প. (আল ইকদ'ল-খামিস) ও সাধারণভাবে উসূলুল-ফিক্-হ সম্পর্কীয় রচনাবলী; (২২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল-গায়ব, কুরআন ৭ : ৩১, ৪০ : ১৭-এর ভাষ্য; (২৩) Comte L. Ostrorog, Droit Public musulman, প্যারিস ১৯০১ খৃ., ১খ., ৬৪-৬ (পুনর্মুদ্রণ, El-Mawerdi, Li Droit du califat, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ৫৬-৮); (২৪) Goldziher, Vorlesungen, ৫৯-৬৩; (২৫) K. Faruk, in Islamic Studies (সাময়িকী), করাচী ১৯৬৬ খৃ., ৭৬ প.।

J. Schacht(E.I.2) এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

ইবাহা (২) (إباحة) : অর্থ অনুমতি, সাধারণভাবে নীতিশাস্ত্র বিরোধী (antinomian শিক্ষা অর্থাৎ নীতিমূলক অনুশাসন মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক নহে) মতবাদ বা কর্মের অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত, কতিপয় শী'আ, ও সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিত। প্রাথমিক কাল হইতেই অধিকতর চরমপন্থী শী'আদের মধ্যে নীতিবিরোধী প্রবণতা শক্তিশালী ছিল। “নিষিদ্ধের অনুমতি প্রদান”কারী (إباحة أو تحليل الحرام) শী'আমণ্ডলীর কতিপয় প্রান্তিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ইহা একটি পৌনঃপুনিকভাবে ক্রমাগত আরোপিত অভিযোগ। অন্যান্য মানদণ্ডের মধ্যে এই অভিযোগটি তাহাদেরকে (গুলাত, চরমপন্থী দ্র.) শ্রেণীভুক্ত করিবার সহায়ক হইয়াছে। প্রচলিত ধর্মমত বিরোধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লেখকগণ (Heresiographers) এমন অনেক দলের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা মুহাম্মাদ ইবনুল-হানাফিয়্যা অথবা মুহাম্মাদ আল-বাকির-এর মাধ্যমে ইমামাত-এর অধিকারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বা এই দলের শাখাতে পরিণত হয়।

এই সকল দলের মতে ইমাম-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশ্বাস, যেই জ্ঞান— সাধারণভাবে ইমামের প্রকৃত স্বরূপের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হইত— ছিল সর্বপ্রধান মৌল ধর্মীয় কর্তব্য। এই বিশ্বাস এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, অপর সকল দায়িত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কথিত এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রেক্ষিতে তখন কুরআনে বর্ণিত অনুশাসনগুলিকে ইমাম অথবা সত্যিকারের বিশ্বাসীমণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য

প্রকাশমূলক ব্যাখ্যা (تأويل) করা হইত। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক বিধানগুলিকে ধর্মের শত্রুদের প্রতি প্রয়োজ্য বিবেচিত হইত অথবা প্রকৃত ইমামকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, কুরআনের বিধি-বিধানগুলি যেন তাহাদের শাস্তিস্বরূপ “শৃঙ্খল ও বোঝা”। এই সকল দলের বিরুদ্ধে অবধারিতভাবে শারী‘আতপন্থিগণের আনীত লাম্পটের অভিযোগ সাবধানতা সহকারে বিচার্য।

প্রাথমিক যুগের ইসমা‘ঈলী মতবাদ এই প্রেক্ষিতে পরিবর্তন আনয়ন করে। ইসমা‘ঈলীগণ দাবি করে যে, সপ্তম যুগের নেতা (Master) মুহাম্মাদ ইবন ইসমা‘ঈলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ (স)-এর যুগের ও তৎপ্রদত্ত আইনসমূহের বৈধতার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং কুরআন ও ইহার আইনসমূহকে ইহাতে অন্তর্নিহিত (باطن) জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয়। ইহার বাহ্যিক (ظاهر) শব্দগত অর্থের বিপরীত উক্ত অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা চিরবৈধতার অধিকারী। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধীবাদ সরকারী ফাতিমী দা‘ওয়া-এর তীব্র বিরোধিতায় সমুখীন হয়। এই দা‘ওয়া সম্ভতিপূর্ণভাবে দাবি করিতে থাকে যে, জাহির ও বাতিন, শারী‘আ ও তা‘বীল, কর্মসমূহ ও জ্ঞান যুগপৎভাবে বাধ্যতামূলক। পরবর্তী কালে ফাতিমী দা‘ওয়াঃ হইতে বিদ্যুত, বিশেষত ড্রুজ (Druze) ও নিযারী আন্দোলনে এই মতবাদের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। (W. Madelung) সূফীগণের মধ্যে নৈতিকতাবিরোধীবাদের উন্মেষ বিলম্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রাথমিক যুগের সূফীগণ সাধারণত উপাসনা কর্মে কঠোরতাবাদী (rigorist) এবং বিবেকের ক্ষেত্রে tutiorist অর্থাৎ এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, যদি ধর্মীয় অনুশাসনের বিপরীতে কর্মের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয় স্বাধীনতা, তবে ইহার পক্ষে যুক্তি হইতে হইবে সুনিশ্চিত অথবা সকল রকমের মত হইতে অধিক সম্ভাব্য (দ্র. Websters New International Dictionary, (c) 1976)। কিন্তু সূফীগণের মাধ্যমে যেই আধ্যাত্মিক জীবনধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে, সেই ক্ষেত্রেও নৈতিকতাবিরোধী চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে। কখনও কখনও সূফীগণ সম্ভবত পূর্বতন শী‘আদের অভিজ্ঞতা, এমন কি তাহাদের ভাষাগত ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী হইয়া পড়েন।

শী‘আগণের ন্যায় সূফীগণও মনে করেন যে, কুরআন ও হাদীছের মূল পাঠের অন্তরালে একটি বাতিন অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে এবং কতিপয় সূফী উপলব্ধি করেন যে, বাতিনের অনুসরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি শাস্তিক অর্থে প্রকাশিত বিধান হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। কিন্তু শী‘আ নৈতিকতাবিরোধীবাদের মধ্যে যেই ক্ষেত্রে ইমাম ও তাহার সম্মানিত অনুসারীমণ্ডলীর ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিফলিত, সূফী মরমীবাদ অপরাপর সকল মরমীবাদের মতই সেই ক্ষেত্রে শাস্তিকভাবে প্রকাশিত ব্যবস্থাবলীকে অধিকতর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব করে। বাতিন বাক্যের কেবল একটি খামখেয়ালী রূপক অর্থ নহে, বরঞ্চ বাতিন একটি অন্তর্নিহিত মর্মার্থ (Spirit) এবং বাক্য কেবল ইহার একটি নিকট প্রতিরূপ, উদাহরণমূলক রূপ যাহা সংকেতরূপী উপাসনা পদ্ধতি (Symbolisation), এমন কি স্বল্প আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মনের জন্য অভিযোজিত (adapted)। সুতরাং যখনই কেহ এই মর্মার্থ উপলব্ধি করিবে তখন ইহা প্রত্যাপনা করা যাইতে পারে যে, তাহার নিকট বাক্য অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে এবং মর্মার্থ নিজেই তখন যথা প্রয়োজনীয় কর্মের উদ্ভব ঘটাইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যদি আল্লাহ স্রাসরিভাবে বিবেককে আলোকিত করেন, তাহা হইলে শারী‘আতপন্থী ‘আলিমগণ বিধি-নিষেধের যেই জ্ঞানপ্রসূত ব্যাখ্যাসমূহ দিয়াছেন তাহা তুলনামূলকভাবে কৃত্রিম। এই কারণে, এমন কি যেই সকল সূফী ‘উলামা’ দ্বারা স্থিরীকৃত জীবন-মানের সমর্থন করেন তাহারাও কেবল আনুগত্য ও দৃষ্টান্তমূলক আগ্রহের ভিত্তিতে বিতর্কের প্রবণতা প্রদর্শন করেন। শারী‘আতপন্থী ‘উলামা’ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছাকে অধিকতর সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়াছেন এইরূপ দাবীর ভিত্তিতে আলোচনা করেন না। সূফীগণের বিশ্বাস ছিল, অধ্যাত্ম জ্ঞানের অগ্রগামী মরমীঃ গণ আল্লাহর বন্ধুবিশেষ এবং যেমন শী‘আগণ মনে করিতেন, ইমামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে শারী‘আতী আইনের বিধি-বিধান হইতে মুক্ত না হইলেও তাহার পাপ ক্ষমা করা হইবে। অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক সূফী বিশ্বাস করিতেন যে, আল্লাহর বন্ধু ও তদ্রূপ মুক্ত, যদিও তাহার পক্ষে আল্লাহর আদেশ পালন করিয়া যাওয়া কেবল স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার কারণেই এবং তাহার পদাঙ্কলন হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে। কাহারও কাহারও ধারণা ছিল, প্রকৃতিগতভাবেই কামিল সূফী কোন পাপ করিতে অক্ষম, তাহার কৃত এমন কোন কর্মকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

সূফী মতবাদ স্বয়ং শারী‘আতের সহিত সংঘাতের সৃষ্টি করে। যেই সূফীভক্ত আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছেন তিনি হয়ত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হস্তে এমনই সমর্পিত যে, তিনি তাহার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নহেন। যদি তিনি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সম্পন্ন করেন, তবে তাহা অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়— আল্লাহ তাহার প্রেমাসক্ত বান্দার ইফাজত করেন। এই অবস্থায়, বিশেষত বেআইনী উক্তি (شطحيات)-সমূহকে দোষমুক্ত বিবেচনা করা হয়। সর্বাবস্থায় নবদীক্ষিত শাগরিদকে তাহার পীরের পূর্ণ আনুগত্যে সম্মত হইতে হয়; বহু জনের মতে, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে শারী‘আতের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও। উপরিউক্ত সূফীগণের প্রার্থনার রীতি প্রায়শই শারী‘আতবিরোধীরূপে প্রতিভাত হয়— সঙ্গীত ও নৃত্য, এমনকি পরিণামে মাদক সেবন বা সৌন্দর্যমগিত দেহের প্রতি অবলোকনের কারণে। সূফী কৈফিয়তদাতাগণ (apologists) দাবী করেন যে, যাহা কিছু ভক্তি যোগে করা হয় তাহা আইনের উর্ধ্বে। মালামাতিয়া (দ্র.) সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় সূফী তাহাদের সদগুণসমূহকে আড়াল করা এবং পাপগুলিকে প্রকাশ করা নীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় এই পাপকর্মসমূহ তাহারা কেবল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সূফী শিক্ষা, তাহা যত সাবধানতামূলক বাক্যে প্রদত্ত হউক না কেন, শারী‘আতী আইনের প্রতি সূফীর আনুগত্যকে অন্তত বৈশিষ্ট্যমগিত করে। কিন্তু সকল প্রকার সূফী শিক্ষাই রহস্যমূলকঃ কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিগণই যাহা শিক্ষা দান করা হয় তাহার পশ্চাতের প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। এই কারণে চরমপন্থিগণ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সূফীবাদে দীক্ষিতদের জন্য শারী‘আতী আইন প্রকৃতপক্ষে আদৌ প্রয়োজ্য নহে। উপরন্তু সূফীগণ মনে করেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সকল ধর্মই সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ না হইলেও সমান বৈধ পন্থা। সুতরাং কোন একটি ধর্মের আইনকে একটি অস্থায়ী সহায়কের উর্ধ্বে ধারণা করা যায় না। এই ধরনের চরমপন্থিগণ বহু পর্যায়ে বিভক্ত। এক প্রান্তে রহিয়াছেন যাহারা মনে করেন নীতিবিরোধিতাবাদ (anunio-mianism) কেবল একটি গূঢ় নীতিমাত্র, বাস্তবে অনুশীলনের জন্য

নহে; অপর প্রান্তে আছেন, যাঁহারা কোন না কোন ধর্মীয় অভ্যুত্থানে সকল প্রকার সামাজিক মান ও নীতিকে অস্বীকার করেন। সাধারণত ইবাহা অর্থ নৈতিকতাহীন আন্তর্জাতিক আচরণ নহে, বরং ইহা আনুষ্ঠানিক কৃত্য ও ব্যক্তিগত বিধি (যথাঃ খাদ্য গ্রহণ, যৌনতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে শারী'আতের মানদণ্ড বর্জন করা। সূফীগণের মধ্যে যাঁহারা শারী'আত সমর্থন করেন তাঁহারা ইবাহাঃ গ্রহণকারী (কখনও 'ইবাহিয়াঃ' নামে আখ্যায়িত)-দের সকলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।

কতিপয় তারীকাঃ (طريقة) শারী'আত অনুসরণে দৃঢ়তার জন্য বিশেষ লক্ষণীয়, যথাঃ নাকশবান্দিয়া (দ্র.) ও কাদিরিয়া (দ্র.): অন্যান্য তারীকা, যথা বেক্তাশিয়া (দ্র.) অবজ্ঞার সহিত নৈতিকতা লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত। এই প্রকার তারীকাসমূহকে ফারসীতে বে-শার' বলা হয়। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চরমপন্থী নৈতিকতাবিরোধী দরবেশগণকে কালান্দার (দ্র.)-রূপে অভিহিত করা হইত। কিন্তু শারী'আতপন্থী তারীকার অভ্যুত্থরেও কতিপয় শায়খ ব্যক্তিগতভাবে বে-শার' অবস্থান গ্রহণ করিতে পারিতেন।

শী'আঃ নৈতিকতা-বিরোধীবাদ জন্মগ্রহণ করে chiliastic hops (যীভর পুনরাগমন ও সহস্র বৎসরব্যাপী পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপন [=millennium] সংক্রান্ত অশীর্বাদ অর্থাৎ মাহ্‌দীর আগমন প্রত্যাশা) হইতে যে, আল্লাহর প্রতিনিধি কপটতাময় অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ এই পৃথিবীকে রূপান্তরিত করিয়া ইহাকে সুবিচারে পরিপূর্ণ করিবেন। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল— এই পৃথিবী ও ইহার রীতিনীতি হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করা এবং নূতন বিধান সমর্থনের জন্য প্রস্তুত থাকা। অন্যপক্ষে সূফী নৈতিকতাবিরোধীদের উদ্ভব হয় এক প্রকার মরমী অভিজ্ঞান ও দৃষ্টি হইতে, যাহাতে অন্তর্নিহিত নৈতিক প্রতিবেদনশীলতা সকল বাহ্যিক বিধি-বিধানকে নগণ্য অথবা খামখেয়ালী (arbitrary) রূপ প্রদান করে। কিন্তু এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী— অবতার-আগমন আশাবাদ ও মরমীবাদ সময়ে সময়ে একীভূত হইয়া যায়, বিশেষত মধ্যযুগের শেষভাগে যখন নিযারী ইসমা'ঈলীগণের ন্যায় একটি শী'আঃ সম্প্রদায় একটি সূফী তারীকার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে একাধিক সূফী তারীকাঃ একটি শী'আ ও কমবেশী সহস্র বর্ষব্যাপী ধর্মরাজ্যের আশাবাদমূলক (chiliastic) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী : অধিকাংশ সূফী রচনাবলী শারী'আত সমর্থক হইলেও উল্লিখিত ইবাহার প্রতি এক বা একাধিক প্রবণতা তাহাতে পরিদৃষ্ট। জালালু'দ-দীন রুমীর মাহ্‌দাবী এইরূপ প্রবণতার প্রায় সব কয়টিকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে প্রদর্শন করে। গাফানীরকৃত আহলুল-ইবাহা-র সমালোচনা গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাঃ Otto Pro... কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে "Der Antinomismus der islamischen Mystik"-সহ Die Streitschrift des Gazali gegen die Ibahija, মিউনিখ ১৯৩৩ খৃ. (SB Bayer. Ak., Phil.-hist. Abt., Jahrgang ১৯৩৩ খৃ. Heft 7)।

M.G.S. Hodgson, (E.I.2)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইবাহতিয়া (إباحية) : হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়। কতিপয় ভারতীয়-মুসলিম (Indo-Muslim) ঐতিহাসিক ইবাহতিয়া ও ইবাহিয়া বা আসহাবুল-ইবাহা-এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। যেহেতু ইসমা'ঈলীগণ শেখোক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু ঐ সমস্ত লেখক মনে করেন যে, ইবাহতিয়া পদটি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য। যাহা

হউক, এতদসংক্রান্ত প্রশ্নাদির গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই উল্লেখসমূহ দ্বারা হিন্দু "তান্ত্রিক" সম্প্রদায়কে বুঝান হইয়াছে। যাহারা "বামমার্গী" কিংবা "বামচারী" (বামপন্থী) নামেও পরিচিত এবং "শাও-দের" একটি উপ-সম্প্রদায়। এই তন্ত্রগুলি "বামমার্গীদের" ধর্মশাস্ত্র। 'তান্ত্রিকদের' পূজা পদ্ধতির অপরিহার্য করণীয় হইল "পঞ্চমকর" বা পঞ্চসাধন, যথাঃ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মেমন-(রহস্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ও যৌন সহম): তাহারা স্ত্রী-জননেত্রিয়ের পূজা করে। এই পূজা অনুষ্ঠানটিকে 'ভৈরবী চক্র' বলা হয় (S. H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim history, ১খ, ৩৪২)। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ মুসলিম শাসনামলে উড়িষ্যাতে সবিশেষে শক্তিশালী ছিল। ফুতুহাত-ই ফীরুয শাহী-তে উল্লেখ আছে যে, ইবাহতিয়াঃ সম্প্রদায় প্রতিমা তৈরি করিয়া উহার পূজা করিত। সম্ভবত উহা স্ত্রী যৌনেত্রিয়ের প্রতীকরূপী মূর্তি। সীরাতে-ই ফীরুয শাহী (পৃ. ১৪৬)-তে বর্ণিত আছে যে, ইবাহতিয়াঃ সম্প্রদায়ের লোকদের একটি নির্দিষ্ট দিন আছে যখন তাহারা এক নির্ধারিত স্থানে এই উদ্দেশ্য একত্র হয়। তাহারা গোবর দ্বারা লেপন করে এবং পৌত্তলিকদের প্রধান্যায়ী তথায় চাউল ও ময়দা ছিটাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা যাহাকে এই সম্প্রদায়ের দীক্ষা দিতে চায়, এই স্থানে আসিয়া তাহাকে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িতে আদেশ করে এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে অবিস্থাসের (كفر) মন্ত্রাদি শিক্ষা দান করে এবং সে তাহাদের অনুসারী হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করার আহ্বান জানায়। ঐ রাত্রিতে তাহারা তাহাদের কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও ভগ্নিদেবকে একত্র করে এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান করিতে দেয়। পুস্তকে ঐ রাত্রির যৌন অনাচারের বর্ণনাও রহিয়াছে। ইহাই হইল বামমার্গীদের মর্মকাণ্ড। গ্রন্থখানার মূল পাঠের পরবর্তী পর্যায়ে (পৃ. ৫৯) স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, জাজনগর (উড়িষ্যা)-এর অধিবসিগণ সকলেই ইবাহতি মতাবলম্বী ও মূর্তিপূজক। প্রতিটি শহরেই তাহাদের মন্দির আছে, জগন্নাথের মন্দিরই তাহাদের প্রধান উপাসনালয়। তৎকালে উড়িষ্যাতে বামমার্গী তান্ত্রিক মতবাদ অর্থাৎ প্রবল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফীরুয শাহ, ফুতুহাত-ই ফীরুয শাহী, বুটিশ মিউজিয়াম, MS. Or. ২০৩৯; (২) সীরাতে-ই ফীরুয শাহী, পাণ্ডু বাকীপুঃ পাবলিক লাইব্রেরী (মূল পাঠের পৃষ্ঠার বরাতগুলি লিটন লাইব্রেরী কপিখানায় দেওয়া হইয়াছে, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়); (৩) H. H. Wilson, The religious sect of the Hindus, মাদ্রাজ ১৯০৪ খৃ.; (৪) S. H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim history, ১খ, বোম্বাই ১৯৩৪ খৃ.; (৫) I. H. Qureshi, The administration of the Sultanate of Dehli, করাচী ১৯৫৮ খৃ.।

I. H. Qureshi (E.I.2)/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইবাহিয়া [দ্র. ইবাহাঃ (২)]

ইবিল (إبل) : 'আরবী শব্দ, সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। ইহা camelidae বা উষ্ট্রের দুইটি প্রধান জাতের সমষ্টিগত নাম। উহারা এক কুঁজবিশিষ্ট camelus dromedarius বা dromedary এবং দুই কুঁজবিশিষ্ট camelus bactrianus বা মামুলি উট। সচরাচর মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম চীন ও উত্তর ইরানে আরবদের কাছে ফালিজ (বেহবচনে ফাওয়ালিজ) নামে পরিচিত শেখোক্ত শ্রেণীর উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়।

'ইরাব নামী 'আরবী উষ্ট্রের সঙ্গে জোড়া কুঁজবিশিষ্ট প্রজনিস্থ উষ্ট্রের সম্মের ফলে শাবক উৎপাদনে অক্ষম বুখত নামক (একবচনে বুখতী, ব. ব. বাখাতী) সঙ্কর শ্রেণীর উষ্ট্র জনগ্রহণ করিত। ইহার প্রধানত ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হইত (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ভূমিকা দ্র.; আল-মাস'উদী, মুরাজ, ৩খ, ৪-৫; আল-বায়হাকী, মাহাসিন, পৃ. ১১০; আদ-দামীরী, আলোচ্য শিরোনাম দ্র.; লিসানুল-'আরাব, আলোচ্য শিরোনাম দ্র.; Leo Africanus, অনু. Epaulard, ২খ, ৫৫৬)। বাদও (BADW) শীর্ষক নিবন্ধে [নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিও এক্ষণে উহার গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত F. Gabrieli (সম্পা.), L'Antica societa beduina, রোম ১৯৫৯ খৃ.: R. Mauny, Tableau géographique.... পৃ. ২৮৭ প. ও গ্রন্থপঞ্জী]। 'আরব ও উত্তর আফ্রিকার উষ্ট্রপালক গোষ্ঠীগুলির বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমান নিবন্ধে আমরা কেবল camelus dromedarius সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। সিদ্ধ উপত্যকা হইতে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত ও কঙ্গো অঞ্চলে এই জাতের উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা উহারকে শুধু 'উষ্ট্র' বা 'উট' নামে আখ্যায়িত করিব।

পশুটির বর্ণনা দানের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ সম্বন্ধে 'আরবী ভাষা যে বিশ্বয়কররূপে সমৃদ্ধ, উহার প্রাচীন কবিতা ও অভিধানের শব্দভাণ্ডার হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। উষ্ট্র মরুচারী বেদুঈনদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়স্থলের প্রধান যোগানদার। মরুযাত্রীরা উহাদের পিঠে চড়িত এবং উহাদের দ্বারা ভারী মোট বহন করাইত (দ্র. ইবন সীদুহ, মুখাসাস, ৭খ, ১-১৭৪; F. Hoinmel, Die Namen der Säugethiere bei den sudsematischen Volkern, লাইপযিগ ১৮৭৯ খৃ., ১৬০-এর অধিক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন)। বয়সের ক্রমবৃদ্ধি অনুযায়ী উষ্ট্রের বিভিন্ন নাম রহিয়াছে (আধুনিক যুগের জন্য Jaussen, Moab, পৃ. ২৭০ দ্র.)। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উহার অনেক শ্রেণীবিভাগও রূপকালঙ্কারের সাহায্যে তদ্রূপ আরও বহু শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও উহার চারিটি নাম বাস্তবিকই সুনির্দিষ্টঃ ইবিল (স্বীলিঙ্গ) বলিতে উষ্ট্র জাতিকে ও উষ্ট্রীগুলিকে, বা'ঈর বলিতে লিঙ্গ নির্বিশেষে কোন একটি, নাকাঃ বলিতে মাদী এবং জামাল বলিতে নর উষ্ট্র [(কখনও কখনও পুং জাতি বুঝাইতে ইবিল-এর সঙ্গে ইহা সমার্থক যুগ্ম শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়; দ্র. Ch. Pellat, Sur quelques noms d'animaux domestiques in arabe classique, in GLECS, viii (২৫ মে, ১৯৬০ খৃ.), পৃ. ৯৫-৯]। আল-কুরআনে উষ্ট্রের চারিটি নাম দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে নাকাঃ নামটি বিশেষত সালিহ, ছামূদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে (৭ঃ ৭৩ ও ৭৭, ১১ঃ ৬৪, ১৭ঃ ৫৯, ২৬ঃ ১৫৫, ৫৪ঃ ২৭, ৯১ঃ ১৩ দ্র.)। মনে হয় উটের (গলার আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করত) হিব্রু শব্দ gimel হইতে জামাল শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। উহা হইতে গ্রীক ও ল্যাটিন (camelus) শব্দটিরও উৎপত্তি হইয়াছে।

আল-কুরআন অবশ্যই বলিয়াছে (৮ঃ ১৭), "তবে কি উহার দৃষ্টিপাত করে না উষ্ট্রের (ইবিল) দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?" কিন্তু কেহ কেহ এই আয়াতটির ব্যাখ্যা বলেন যে, ইহাতে পরোক্ষভাবে মেঘের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শয়তানের বংশধর (ব.ব. শায়াতীন)-রূপে পশুটির উদ্ভব ঘটয়াছে বলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাস রহিয়াছে (তু.

আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ১খ, ২৯৭ ও ৩৪৩: ইবন কুতায়বা, মুখতালিফুল-হাদীছ, পৃ. ১৬৩)। অধুনা প্রচলিত একটি লোক কাহিনী মতে উষ্ট্র পশুদ্বিকে প্রভাব করে: কারণ হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর দেহ যাহাতে ময়লায় কলুষিত না হয়, সেজন্য উহার আকৃতির পরিবর্তন ঘটান হইয়াছে (বিশেষত দ্র. H. Masse, Croyances et coutumes persanes, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., ১খ, ১৮৭)। প্রাচীন 'আরবরা বিশ্বাস করিত যে, 'আদ, ছামূদ প্রভৃতি বিলুপ্ত জাতিরা যে সকল উষ্ট্রমূত্থের মালিক ছিল উহাদের বংশধররা-ওয়াবার (দ্র.) দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বন্য জীবন (হু'শ) যাপন করিয়াছিল। ঐ সময়ে উহাদের নরগুলি 'আরব মাদী উষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইলে উহার মেহারা জাতের (মাহরিয়া) উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণীর উষ্ট্র কৃশদেহ, হালকা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গতির দ্রুততার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত স্বল্পখ্যাত কতিপয় অন্যান্য জাতেরও উদ্ভব হইয়াছে। 'আরবে যে যুগে বন্য জন্তুরূপে উষ্ট্র ঘুরিয়া বেড়াইত তখন হইতেই এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহাও লক্ষণীয় যে, জিরাফকে হয় camelidae অর্থাৎ উষ্ট্র গোত্রভুক্ত, না হয় বৃহদাকার চিতা বাঘ বা অন্য কোন জন্তুর সাথে উষ্ট্রের মিলনজাত সঙ্কর প্রাণীভুক্ত মনে করা হইয়া থাকে (আল-জাহিজ, ভারবী', নিযফ্ট, যারারফাঃ শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)।

উষ্ট্র কুরবানী অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। জাহিলী যুগে মক্কায় হাজ্জ পালনকালে শাস্ত্রীয় আচারমতে উষ্ট্র কুরবানী দেওয়া হইত (J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., নিযফ্ট, hady শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)। যুধবদ্ধ উষ্ট্রের সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হইলে চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইত: আর উহাদের সংখ্যা ততোধিক হইলে তাহার দ্বিতীয় চক্ষুটির দশাও তদ্রূপ হইত (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ১খ, ১৭)। (শক্রর) অশুভ দৃষ্টি হইতে হিফাজতের জন্য, পশুগুলির বদনে জাজ এড়াইবার এবং শত্রু গোষ্ঠীর আক্রমণ হইতে উহাদেরকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রথা অনুসৃত হইত। ইহাকে 'আতীরাঃ (দ্র.)-র সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। চর্মরোগ ('উবর)-গ্রস্ত জন্তুগুলির রোগ নিরাময়ের জন্য সুস্থ জন্তুর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হইত। দানশীল কর্তারা মেহমান আপ্যায়নে সর্বদা উষ্ট্র যবেহ করিতেন। আর হতভাগ্য উষ্ট্রকেই মায়সির (দ্র.) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শিকার হইতে হইত। জীবদ্দশায় বেদুঈন মালিকের নিতাসঙ্গী, উষ্ট্র কিয়ামতের দিন তাহাকে সেবার উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুকালেও তাহার অনুযঙ্গী হইত (বালিয়া দ্র.)। এমনকি, সম্প্রতি এক উষ্ট্রপালক গোত্র তাহাদের উষ্ট্রী ও শাবকগুলিকে শোকাকর্ষ চীৎকারের অনুরূপ শব্দ করিয়া শোকযাত্রার বিলাপে অংশগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে (A. Dhina Nomadisme, পৃ. ৪২৭-৮ দ্র.)। উট বরকতময় পশু, উহার গোশত ভক্ষণ ঈমানের কাজ (তু. J. Wellhausen, Reste, 115, n.2)। মরুকোতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মহানবী (স) বলিয়াছেন, "উষ্ট্র আমার প্রিয়: যে ব্যক্তি তাহার গোশত ভক্ষণ করে না সে আমার উম্মাত নয়" (Westermarck, Survivals, পৃ. ১০৫-৬)। বাস্তবিক নৈতিকতার দৃষ্টিতে উহার গোশত বৈধ হইলেও খুর বিভক্ত না হওয়ায় যাহুদীরা তাহা অবজ্ঞার সঙ্গে পরিহার করে (Lev., ১১ঃ ৪; Daut., ১৪ঃ ৭)। স্বপ্নে উষ্ট্র দর্শন সাধারণত শুভ লক্ষণ। যদি কোন উষ্ট্র ইরান দেশের গৃহের দরজায় নিদ্রিত থাকে তবে গৃহস্থায়ীর মৃত্যু ঘটবে বলিয়া তথ্য ধারণা করা হয় (H. Masse, Croyances, ১খ, ১৯৩)।

বেদুঈনদের প্রিয় বাহন উষ্ট্রকে জাহিলিয়া যুগের কবিতায় গৌরবের স্থান দেওয়া হইয়াছে। কাসীদা কবিতায় উষ্ট্র পৃষ্ঠে ভ্রমণ সম্পর্কিত বর্ণনায় উচ্চ প্রশংসাত্মক বহু বিশেষণযুক্ত উষ্ট্রের বিস্তারিত বিবরণ পওয়া যায়। কবি তারাফাঃ-র মু'আল্লাকাঃ এইজন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ (ফরাসী অনু. Caussin de Perceval, apud I. Machuel, Auteurs arabes, প্যারিস ১৯২৪ খ., পৃ. ৪৫-৭; ইং. অনু. A. J. Araberry, The seven odes, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৫৭ খ., পৃ. ৮৩-৫)। কিন্তু আরও অনেক কবিতায় যাহাতে কবি উট সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কবিতার মৌলিক ভাবধারার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য আধুনিক কবিদের মধ্যে যাহারা কদাচিত্ত বাহক উষ্ট্র দেখিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ উপলব্ধি করেন যে, তাহারাও উক্ত ঐতিহ্যের সহিত একমত থাকিতে বাধ্য। 'মরুভূমির জাহাজ' উষ্ট্রের চলনভঙ্গি, বেগ, গাভীর্য ও সহনশীলতাকেই কবিরা সর্বাধিক শ্রদ্ধা করেন (সায়ীনা'তুল-বারুর; দ্র. I. Goldziher, in ZDMG, ৪৪খ, (১৮৯০ খ.), পৃ. ১৬৫ প., বিশ্লেষণঃ G. H. Bousquet, in Arabica, ৭/৩ (১৯৬০ খ.), পৃ. ২৫৫-৬)। মরুভূমি অতিক্রম করিবার জন্য দীর্ঘ পথ যাত্রাকালে বেদুঈনগণ পানি সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত পানির মশকাদি (রাবিয়া) উষ্ট্রের পিঠে বোঝাই করিত। কিন্তু কোন কোন সময় তাহাদের কতকগুলির মুখ রজু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখা হইত যেন তাহারা রোমন্থন করিতে না পারে, যাহাতে তাহাদের পাকস্থলীতে পানযোগ্য যতটুকু পানি তখনও রক্ষিত থাকিত, প্রয়োজনবোধে তাহা যেন পাওয়া যায় (ফাজ্জ, দ্র. লিসানুল-'আরাব, আলোচ্য শিরোনাম)। অন্য সময়ে তাহারা একটি উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রের গলা কাটিয়া তাহার রক্ত (মাজদূহ) সংগ্রহ করিয়া পান করিত (দ্র. Arabica ২/৩ (১৯৫৫ খ.), পৃ. ৩২৭)। ইহাও কথিত আছে যে, উষ্ট্র রক্তপাত ঘটান বন্ধ করিত। কেননা উহাদেরকে রক্তপণ (দ্র. দিয়াঃ) পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হইত এবং কনের মোহরানাও উষ্ট্রের দ্বারা পরিশোধ করা হইত। তাই বলা হইয়াছে: উষ্ট্রের নিন্দা করিও না; কেননা উহারা রক্তপাত (রাকু'উ'দ-দাম) এড়াইবার এবং অভিজাত বংশীয়া মহিলাঃ মোহরানা পরিশোধের উপায়মাত্র। একটি হাদীছে বলা হইয়াছে, 'কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত উষ্ট্র উহার মালিকের শক্তির উৎস, মেঘ একটি আশীর্বাদ ও অশ্বের কপালের কেশগুলো মঙ্গলের সম্পর্ক বর্তমান থাকিবে।'

উষ্ট্রের চরিত্রে প্রায়ই অসূয়াপূর্ণ আচরণ (তু. H. Masse, পৃ. ৬., পৃ. ১৮৭) ও একগুয়েমী লক্ষ্য করা যায়। প্রজনন উষ্ট্র (তু. Leo Africanus, ২খ, ৫৫৭) বিষয়করূপে শক্তিশালী, আর সে যে দলের পথিকৃৎ কাহাকেও উহার সন্নিহিতে আসতে দেয় না। সে প্রচণ্ড নাড়ে তাহার তালু (শিকশিকাঃ)-কে মুখের বাহিরে অভিক্ষিপ্ত করে। যে সকল পুং উষ্ট্র শাবককে প্রজননের উদ্দেশ্যে বাছাই করা হয়, কেবল উহাদেরই সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা হয়। ইহাতে পুং উষ্ট্রগুলির মধ্যে কঠোর লড়াই এড়ান সম্ভবপর হয়। উহাদের যেগুলি বাহক ও যেগুলি ভারবাহী হইবে তাহাদিগকে শাবক অবস্থাতেই বাছাই করা হয়। প্রতিটি গোত্র একটি লাল উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দ্বারা তাহাদের উষ্ট্রপালকে চিহ্নিত করিয়া দিত এবং এতদুপলক্ষে যে উৎসব পালিত হইত কালক্রমে তাহার তাৎপর্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে (দ্র. মাওসিম)।

উষ্ট্রের শারীরিক শক্তি ও উহার পিঠে ভারী বোঝা থাকা সত্ত্বেও যেরূপ অবলীলাক্রমে উহা মাটি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার প্রশংসা করা

হইয়া থাকে। 'আরবী সাহিত্যে উহাকে হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এক অর্থে হস্তী যেমন ভারতীয়দের প্রতীক, তেমনি উষ্ট্র 'আরবদের প্রতীক।

প্রাচীন 'আরবরা পরিবহণ কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গদির উপর আদিম ধরনের জিন (ইকাফ) বা কুঁজের আকারবিশিষ্ট কাতাদ স্থাপন করিত। W. Dostal (in L' antica societa beduina, পৃ. ১৫ প.) বাহক উষ্ট্রের ও উহার কুঁজের সঙ্গে উষ্ট্রারোহীর সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। এই লেখকের মতে কুঁজের পশ্চাতে আসন গ্রহণের রীতি সরাসরি কুঁজ বা ককুদের উপরে জিন স্থাপন প্রথা অপেক্ষা পুরাতন। খৃষ্টীয় সনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত রীতির প্রচলন হইয়াছে। Leo Africanus (১খ, ৩৫) উষ্ট্রের ককুদ ও খ্রীবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহৃত এক প্রকার জিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আজকালকার উষ্ট্রারোহী সেনাদলের রাহলাঃ অর্থাৎ গদির অনুকরণ, যাহা জন্তুর দুই অংশ ফলকের মধ্যবর্তী উচ্চ সন্ধির উপরে স্থাপিত বিশেষ এক ধরনের হাল্কা জিন। আদিম 'আরবরা নিশ্চয়ই উষ্ট্রের খালি পিঠে চড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহারা সাধারণত একটা গদি (রাহুল) ব্যবহার করিত, চর্মসজ্জিত হইলে যাহাকে রিহালাঃ বলা হইত। চর্মের ফালি দ্বারা সংযুক্ত দুই খণ্ড বক্র কাঠ দ্বারা এই জিন (কাতাদ) প্রস্তুত হইত। একটা তাকিয়ার সাহায্যে ককুদ হইতে ইহার পার্থক্য বজায় রাখা হইত এবং বুক (গুরদাঃ), পেট (হাকাব) ও কটিদেশ (রাবাদ)-এর তলা দিয়া যে সকল বেট বাঁধা হইত তাহারা উহাকে যথাস্থানে বিন্যস্ত রাখিত। মামুলি গলার দড়ি (রাসান) অপেক্ষা নাহে ঝুলানো আঁটের (খিয়ামাঃ) ভিতর দিয়া পরানো দড়ির সাহায্যেই পশুটিকে বেশী সহজে আয়ত্তে আনা যাইত। আর উহাকে পরিচালনা করিতে একখানা বাঁকা ছড়ি (মিহ্জান) ব্যবহার করা হইত। এক শ্রেণীর বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মহিলারা পালকিতে (হাওদাজ) চড়িতেন। দোদুল্যমান বস্ত্রাদি-আবৃত চক্রাদি দ্বারা গম্বুজের আকৃতিতে উহা প্রস্তুত হইত এইভাবে যাহাতে মহিলা যাত্রীরা পুরুষদের চোরচাহনী হইতে পরদা বজায় রাখিতে পারে। এই ধরনের একটি পালকি যাহাতে উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত 'আ'ইশাঃ (রা) চড়িয়াছিলেন তাহা ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে (আল-জামাল দ্র.)। আজকালও বিশেষত বিবাহ উৎসবে এই ধরনের পালকির প্রচলন রহিয়াছে, উহার 'আতুল'শ, বাসূ'র ইত্যাদি নামে আখ্যাত। তদুপরি যতদূর জানা যায়, উষ্ট্রের আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের বর্ণনা প্রাচীনকালে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ। আর বিষয়ের নাম তরিকার রদবদল সামান্যই হইয়াছে (দ্র. Jaussen, Moab, পৃ. ২৭২-৩)। সাহারা মরুভূমির Touareg [তাওয়ারীক দ্র.] জাতির উষ্ট্রের উষ্ট্রারোহী সেনাদের রাহলা ছাড়াও চারি প্রকারের গদি রহিয়াছে: তারিক, ক্রুশের আকারের অগ্রভাগবিশিষ্ট জিন; তাম্বাক একই আকারের, তবে অধিকতর বিলাসপূর্ণ; তাহ্যাস্ত, আরও সাদাসিধা, জিনের অগ্রভাগে আয়তাকারবিশিষ্ট আড়াআড়ি বাঁধা ব্যাটেন সমন্বিত; আখাজী, স্ত্রীলোকের উপযোগী জিন অধিক প্রশস্ত, অধিক ভারী ও পার্শ্বে ঝুলানো অর্ধবৃত্তাকার চক্র সমন্বিত (Ch. de Foucauld, Dict. touareg-francais, প্যারিস ১৯৫১ খ., ২খ, ৫৪৭, ৭২৩; ৩খ, ১২৭৩; ৪খ, ১৬২৩)।

যে সকল গোত্রের লোকেরা অন্তত আংশিকভাবে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এখনও জমি চাষ, শস্য মাড়াই প্রভৃতি কৃষিকার্যের জন্য উষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে (G. Boris, Documents, স্থা., ছবি ও শব্দ তালিকাসহ), আর Leo Africanus (২খ, ৪০) সমগ্র

Numidia এলাকায় একটি অশ্ব ও একটি উষ্ট্রকে একই জোয়ালে আবদ্ধ করিয়া চাষকার্য করার প্রথার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল Cape Bon (তিউনিসিয়া)-এর কৃষকগণ সচরাচর দুই চাকাওয়ালা গাড়ীতে উষ্ট্র জুড়িয়া থাকে। পাকিস্তানের করাচি নগরের রাস্তায় উষ্ট্রকে চারি চাকাবিশিষ্ট মালগাড়ী টানিতে দেখা যায়।

তবু এই ধরনের কাজকর্মে উষ্ট্রের কার্যক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। কেননা উষ্ট্রের গুণাবলী উত্তম মরুময় পরিবেশে সম্পূর্ণ উপযোগী। আর বিশাল মরুভূমির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে এবং যে সকল অঞ্চলের আবহাওয়া, বৃক্ষলতা বিপুল সংখ্যায় অশ্বের লালন-পালনের অনুপযোগী সেখানে আকস্মিক আক্রমণ (দ্র. গাযওয়াঃ) পরিচালনা করিতে উষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অভিযানগুলিতে বাহক ও ভারবাহী পশুরূপে উষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ইরাক বিজয়কালে ইরানের সেনাপতি নিজেই একটি এক কুঁজবিশিষ্ট Dromedary শ্রেণীর উষ্ট্র পৃষ্ঠে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোদ্ধারা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই শত্রুর মুকাবিলা করিতে অভ্যস্ত ছিল। আর অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই অশ্বারোহী যোদ্ধারা আক্রমণ শুরুর জন্য যুদ্ধব্যহ রচনা করিত (তু. 'তানযালা' ক্রিয়া পদটির অর্থ যুদ্ধের জন্য উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ)। তখন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব প্রথম সারিতে থাকিল না। ইতিবৃত্তকারগণ বর্ণনা করেন যে, যে সকল বিদ্রোহী বসরায় হযরত 'আলী (রা)-র সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক উষ্ট্র ছিল (আল-জামাল দ্র.); কিন্তু যখন অধিক দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তখন কেবল লটবহর বহনের জন্যই উষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর ইহা উল্লেখযোগ্য যে, G. Wiet কর্তৃক সংকলিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থে (Grandeur de l' Islam, প্যারিস ১৯৬১ খ.) উষ্ট্রের যুদ্ধের পরে আর উষ্ট্রের উল্লেখ দেখা যায় না, এমন কি যখন 'উকবাঃ ইবন নফি' (দ্র.) ফাযযান (দ্র.) জয়ের জন্য রওয়ানা হন, তখন তিনি আট শত পানির মশকবাহী চারি শত উষ্ট্রসমেত চারি শত অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটান (ইবন 'আবদিল'-হাকাম, Conquete de l'Afrique du Nord2, সম্পা. ও অনু. A. Gateau, আলজিয়াস ১৯৪৭ খ., পৃ. ৬১)। ইতিবৃত্তকার ও ভৌগোলিকগণ যখন উত্তর আফ্রিকার শুষ্ক ভূগাবৃত প্রান্তরের উষ্ট্রদলগুলির কথা বলেন তখন তাঁহার, অনেক বড় বড় সংখ্যার উল্লেখ করেন (R. Mauny, পৃ. ৫., পৃ. ২৮৯-৯১)। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুরাবিতগণ কিরূপে সিজিলমাসা সরকারের পঞ্চাশ হাজার পশু লইয়া পালাইয়া গিয়াছিল তাহা ইবন খালদুন (Berberes, ২খ, ৭০) বর্ণনা করিয়াছেন। যখন খেয়াল করা হয় যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একমাত্র ওরান প্রদেশেই এক লক্ষ আশি হাজার উষ্ট্র ছিল, তখন এ সকল সংখ্যাকে আর অতিশয়োক্তি মনে হয় না। 'আরবীভাষী জনগণের মধ্যে শুধু আন্দালুসীয়রাই উষ্ট্র আরোহণ ও ভারবাহী উষ্ট্রের অতি পরিচিত দৃশ্য দর্শনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে (H. Peres, Poesie andalouse, ভূমিকা) ১০ম/১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে Leo Africanus উষ্ট্র সম্পর্কে একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করেন (Description de l'Afrique, ২খ, ৫৫৫-৮)। তিনি যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে সকল 'আরব উষ্ট্রের মালিক তাহারা অভিজাত শ্রেণীর এবং তাহারা স্বাধীন জীবন যাপন করে। কেননা এই সকল পশুর সাহায্যে তাহারা মরুভূমিতে টিকিয়া থাকিতে পারে। তাহার কোন কোন উক্তি অতি কথন হইতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন তিনি বলিয়াছেন যে, আফ্রিকার উষ্ট্র চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ দিন যাবত তাহাদের বোঝা বহন করিতে পারে। আর এই সময়ে ইহাদেরকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় খাওয়ারিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। কেননা তাহাদের বোঝা নামান হইলে তাহাদেরকে সেখানে কিছু ঘাস, কাটা গুলা ও কয়েকটি ডাল খাইতে দেওয়া হয় কিংবা তিনি দূরত্বের উল্লেখ করিলে স্পষ্টতই অতিশয়োক্তি করেন। তদুপরি তিনি উল্লেখ করেন যে, একাদিক্রমে পাঁচদিন যাবত অনাহারে পথ চলিতে থাকিলে উষ্ট্রের কুঁজ-মধ্যস্থ চর্বি ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত চর্বি প্রাচীন 'আরবদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি বলেন যে, চালকগণ হিদা' (দ্র. গিনা') নামক গীত গাহিয়া পরিশ্রান্ত উষ্ট্রগুলিকে চলিতে থেরণা যোগায়। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি কায়রোয় দামামার তালে তালে একটি উষ্ট্র নাচিতে দেখিয়াছেন। Leo Africanus সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রলিয়াছেন যে, তিনি একটি ভগ্নস্বাস্থ্য উষ্ট্রকে মাত্র কয়েক দীনার মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এক শত উষ্ট্রের মূল্য এক হাজার ডুকাট মাত্র। এতদপেক্ষা সুনির্দিষ্ট অংকের হিসাব উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। কেননা জন্তুটির শারীরিক অবস্থা, বিক্রয় এলাকা ও বাহনরূপে উহার উপযুক্ততার ভিত্তিতে উহার মূল্য বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। তিনি কাফেলা (কাফিলাঃ দ্র.) সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এই বিষয়ে Leo Africanus-এর সংক্ষিপ্ত টীকা প্রাসঙ্গিক। আজকালও বড় বড় শহরে শ্রমিক উষ্ট্র ও ভারবাহী উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি অবশ্য ভূগাবৃত অঞ্চলের কাছাকাছি নহে। ঐ উষ্ট্রগুলির মাংস এমন গোত্র যাহাদের মালিকানায দীর্ঘ গতি, সবল, ভারবাহী উষ্ট্র রহিয়াছে। তদুপরি একটা চলনসই সহজ প্রশিক্ষণের পর বাহক-উষ্ট্র 'মিহারি' (মাহরী)-গুলিকে দ্রুত ভ্রমণের জন্য মরুভূমি অঞ্চলে প্রতিপালন করা হয়। এক বৎসর গর্ভধারণ করিয়া প্রসবান্তে মাহরিয়্যাঃ উষ্ট্রী উহার শাবককে শেহশীলা মাতার মত যত্ন করে। উহার অন্তগুলিকে আটকাইয়া পেটের মধ্যে রাখিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া উহার শরীরটা চওড়া বেঁট দ্বারা বাঁধা থাকে; আর মানুষের সংসর্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য উহাকে তাঁবুর মধ্যে রাখা হয়। উহার লোম বসন্তকালে ছাঁটিয়া ফেলা হয় এবং শাবকের বয়স এক বৎসর হইলেই উহার একটি নাকে ছিদ্র করা হয়। পরে উহাতে লোহার আংটি পরাইয়া তাহাতে দড়ি পরানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাতে একখণ্ড সূঁচালো কাঠ পরানো হয়। ফলে যখন উহা মায়ের স্তন চুষিতে যায় তখন মাকে উহা খোঁচা দিলে সে লাথি খাইয়া স্তন ছাড়িয়া কচি ঘাসের সন্ধান করিতে থাকে। দুই বৎসর বয়স হইলে তাহার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সর্বপ্রথমে তাহাকে স্থান ত্যাগ না করিয়া নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর তাহার পিঠে জিন পরাইয়া নাকে আংটি পরাইয়া উহার ভিতর দিয়া একটি নিয়ন্ত্রণকারী রজ্জু পরাইয়া দেওয়া হয়। হালকা বেত্রাঘাত দিয়া যথাসাধ্য দ্রুত দৌড়াইতে এবং মালিকের আজ্ঞা শোনামাত্র তাহাকে হাঁটু গাড়িতে শিখানো হয়। উষ্ট্রের চর্মে লঘুতম আঘাত দ্বারা উহার সূক্ষ্ম অনুভবশীলতাকে জাগ্রত করিলে পূর্ব হইতে শিক্ষা লাভের ফলে আপন স্বভাববহির্ভূত ক্ষেত্রেও তাহার প্রতিক্রিয়া একান্ত সহজ হইয়া থাকে। উষ্ট্র প্রায় ২৫ বৎসর বাঁচে। ইহার চলার গতি ঘণ্টায় ৫ হইতে ১২ মাইল এবং ১৫ হইতে ২০ ঘণ্টায় ইহা নব্বই মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু তাহার পর বিশ্রাম গ্রহণ উহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারবাহী উষ্ট্র গড়পড়তা ৩৩৬ পাউন্ড বা ৪ মণ বোঝা লইয়া ঘণ্টায় ২ ১/৩ মাইল চলিয়া একটানা ১৫/২০

মহিলা পথ অভিক্রম করিতে পারে। 'মরুভূমির জাহাজ' উষ্ট্রের গাধীর্ষ ও সহিষ্ণুতার কথা রূপকভাবে পরিণত হইয়াছে। উহার দেহাভ্যন্তরে যে পাঁচটি পানির বাসতি রহিয়াছে, উহাতে সে পর্দাগু পানি সংরক্ষণ করিয়া রাখে। আর উহার শরীরের উজ্জ্বল বৈচিত্র্যকে ধন্যবাদ, যাহা ৩৪° হইতে ৪০.৭° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠানামা করে। উহার পিপাসা যৎসামান্যই। এইভাবে উহার একটানা দুয়েক দিন ধরিয়া পানি পান না করিয়াই চলিতে পারে, আর দূর পরিমাণে ঘোপের ভালপালা খাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে। তবে পানি ছাড়া এক সপ্তাহ কাটাইলে উহার ওজন দুই শত পাউন্ডেরও অধিক কমিয়া যায়। তখন উহার স্বাস্থ্যকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে ২৫ গ্যালন পানি, পর্দাগু খাদ্য ও দীর্ঘ বিশ্রামের দরকার হয়। বেদুঈনরা যদিও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অশ্বের সেবায়ত্ন করে, উষ্ট্রের বেলায় তদ্রূপ না করিলেও প্রাচীনকাল হইতে তাহাদের উষ্ট্রের জন্য চারণভূমি ও পানির অল্পেই তাহারা সর্বদা তৎপর রহিয়াছে। এই কারণে তাহাদের মধ্যে প্রায়শ সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : নিম্নে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াওঃ (১) Gen Daumas, Moeurs et coutumes de l' Algerie. প্যারিস ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৩৫২-৯; (২) Cdt. Cauvet, Le dromadaire d'Afrique, in Bull. Soc. Geog. d'Alger, ১৯২০ খৃ.; (৩) এ লেখক, Le chameau. প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (৪) এ লেখক, Le chameau, histoire, religion, litterature. প্যারিস ১৯২৬ খৃ.; (৫) M. Benhazera, Six mois chez les touareg du Ahaggar, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (৬) Th. Monod, Meharecs, প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (৭) Leo Africanus, অনু. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ.; (৮) G. Doutressoule, L'eleavage en AOF. প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ২৭১-৭; (৯) A. Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab^২, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২৬৯-৭৬; (১০) R. Montagne, La civilisation du lesert, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ.; (১১) E. Finbert, Le chameau, vaisseau du desert, প্যারিস; (১২) H. Lhote, Les Touaregs du Hoggar, প্যারিস ১৯৪৪ খৃ.; (১৩) A. Dhina, Contribution a' l'etude du nomadisme, in Mel. L. Massignon, দামিশক ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ৪১৭-২৮; (১৪) R. Mauny, tableau géographique de l' Ouest africain au moyen age, ডাকার ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৫) G. Boris, Documents linguistiques et ethnographiques sur une region du Sud tunisien (Nefzaoua), প্যারিস ১৯৫১ খৃ.; (১৬) E. Demongeot, Le chameau dans l'Afrique du Nord romaine, in Annales ESC, ১৯৬০ খৃ.; (১৭) J. P. Roux, Le chameau en Asie centrale: Lon nom, son elevage, sa place dans la mythologie, in Central Asiatic Journal, ৫খ (১৯৫৯ খৃ.); (১৮) বাদুও শীর্ষক নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীও দ্র.: (১৯) 'উছমানী সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর পরিবহন ও সরবরাহ কার্যে উষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে হারব, ৫ম শীর্ষক নিবন্ধ দ্র।

Ch. Pelat (E.I.2)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইমজাদ : (বারবার) অথবা আমজাদ, ইমজাদ (المجد) স্থানীয় ভাষায় অর্থ হইল "চুল, পশম"। ইহা তুয়ারেগ (Tuareg) [তাওয়ারিক দ্র.] গোত্রীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত একটি বাদ্যযন্ত্র এবং সাধারণভাবে বেহালার সহিত তুল্য। ধ্বনি প্রকাশক বাক্সটি (Sounding-box) বিভিন্ন ব্যাসের (২০ হইতে ৫০ সেন্টিমিটার) ক্যালাবাশ (calabash) জাতীয় লাউয়ের খোলার অর্ধেকের উপর তুরিৎ পাকা করা এবং লোমবিহীন ছাগচর্ম বিছাইয়া দিয়া রজ্জু বা বাবলা জাতীয় বৃক্ষের কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া দিয়া তৈরি করা হয়; প্রায়শ উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত চিত্রশোভিত অথবা তিফিনাপ (দ্র. বারবার, ৬ষ্ঠ) বর্ণমালার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা সুশোভিত ছাগচর্মটির একটি অথবা দুইটি জায়গায় শব্দ ছিদ্র (Sound-hole) করা হয় [এই ছিদ্রকে আহাগুগার উপভাষায় টিস্ত (চক্ষু) বলা হয়]। এই ছিদ্র করা হয় সাধারণত ব্রিজ (bridge)-এর ডাইনে অথবা বামে অথবা ব্রিজ এবং টান করিয়া বাঁধা ছাগচর্মের নিম্নে প্রতীয়মান যে কাষ্ঠদণ্ডের গ্রীবা একদিক হইতে গিয়া আর একদিকে উঠিয়াছে তাহার মধ্যে। আর এই গ্রীবার প্রতিটি প্রান্তে একটি তন্ত্রী, রজন-চর্চিত অশ্ব লাঙ্গুল লোম-নির্মিত, চামড়ার একটি পাতলা টুকরা দ্বারা আটকান থাকে; তন্ত্রীটির টান ভাবে, যাহা দেখিতে 'ক্রস'-এর মত, একত্রবন্ধ দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা গঠিত ব্রিজের মাধ্যমে ছাগচর্মের উপর ধরিয়া রাখা হইয়াছে; গ্রীবায় এতদ্বারা সাহায্যে বন্ধ একটি সঞ্চালনশীল ডোরা দিয়া তৈরী 'ফাঁসের' সাহায্যে উহা নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং প্রান্ত হইতে ইহার দূরত্বের সমন্বয় সাধন করা যায়। ছড়টি (bow) অর্থ বৃত্তাকারবিশিষ্ট একটি বক্র কাঠের সরু দণ্ড যাহা দুই প্রান্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং যাহা হইতে একটি তন্ত্রী প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এই তন্ত্রীটিও রজনের পরিবর্তে গঁদের বৃক্ষ (gum-tree) হইতে প্রস্তুত জতু দ্বারা চর্চিত ঘোড়ার চুল দ্বারা তৈরী (পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্র দ্র.)।

বান্দক (মহিলা) ইমজাদটিকে তাহার উরুর উপরে রাখে। কেননা সে পা পিছনে গুটাইয়া মাটির উপর নীচু হইয়া বসে, তাহার বাম হাত গ্রীবাটির বাহিরের দিক ধরিয়া রাখে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ফাঁসের উপর থাকে, ডান হাত ছড়টিকে তন্ত্রীর সহিত সমকোণে ধরিয়া বৃকের দিকে ঝুঁকাইয়া ধরিয়া রাখে। এইভাবে ইমজাদটি "আংশিকভাবে আনন্দ বাদ্যযন্ত্ররূপে তৈরী, চয়নকৃত তন্ত্রীসম্বলিত বাদ্যযন্ত্রের মত ধরা হইয়া থাকে এবং ছড়বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মত বাজান হইয়া থাকে"। ইমজাদ বাজাইবার ব্যাপারটি প্রায়োগিক শিক্ষার (গ্রন্থপঞ্জী দেখুন) একটি বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই যন্ত্রে যে সুর-লহরী বাজান হয় তাহা প্রাচীন ধরনের এবং ইহা ইসলামের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন।

Father Ch. de Foucauld-এর সময়ে ইমজাদ ছিল "জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র— অভিজাত, মার্জিত ও সুস্বমণ্ডিত" এবং ইহা কিয়ৎ পরিমাণে তুয়ারেগ (tuareg) পিতৃভূমির প্রতীকস্বরূপ আহাল নামে পরিচিত প্রেমগীতির আসরে বাজান হইত এবং লোকদেরকে গান হইতে বঞ্চিত করা ছিল চরম শাস্তি, বিশেষ করিয়া কোন নিম্মল আক্রমণের পর বাজান অথবা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, বেহালায় (আওত ইমজাদ) ঝংকার তোলা "চিত্তাকর্ষক ও মন ভুলানো শব্দের উচ্চারণ" বুঝাইত। যদিও তৎকালে অভিজাত মহিলাদের অর্ধেক ইহা বাজাইত— যদিও ভাল বাদকের সংখ্যা ছিল চার অথবা পাঁচ— বর্তমানে এই বাদ্য যন্ত্রটি প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং যুবক-যুবতীদের উপর ইহার অনিষ্টকর প্রভাব থাকায় কোন কোন শিবিরে ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

AB = ঞ্রীবা

$\alpha\beta$ = চামড়া ও ক্যাল্যাব্যাসের মধ্য দিয়া চামড়ার নিচ দিয়া প্রবিষ্ট করান কাঠদণ্ডের অংশ।

$\alpha\beta K$ = ক্যাল্যাবাশ

$\alpha P\beta Q$ = চামড়া

$\pi\pi\pi\pi$ = ক্যাল্যাব্যাসের উপর চামড়াকে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া রাখার "চামড়ার ফালি"।

$\alpha\beta c' c'' \beta c' c''$ = ব্রিজ

O.O = শব্দ ছিদ্র

E = সুর বাঁধার ফাঁস

$\beta\phi E A \gamma$ = তন্ত্রী (String)

β, γ = যে বিন্দুতে আটকানো থাকে।

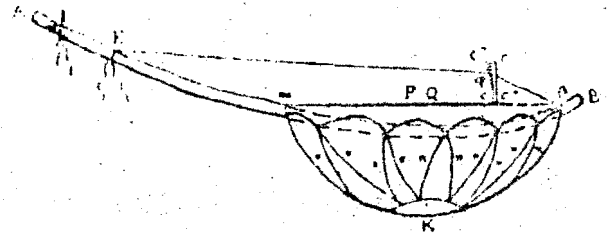
μl = ছড়ের তন্ত্রী

[Ch. de foucauld, *Dictionnaire touaregfranceis*, Paris 1952, III, P. 1271 হইতে]

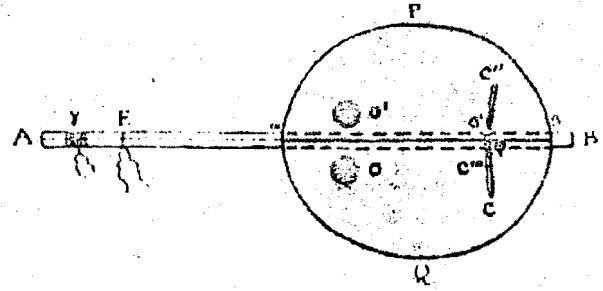
গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Benhazera, Six mois chez les Touareg du Ahaggar, আলজিয়াস ১৯০৮ খৃ.; (২) A. Lavignac, Encyclopedie de la musique, ১৯২২ খৃ, ৫খ, ২৯২৫-৬; (৩) H. Lhote, Les Touaregs du Hoggar, প্যারিস ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ২৮৭-৮; (৪) Ch. de Foucauld, *Dict. touareg-francais*, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., ৩খ, ১২৭০-৩; (৫) L. Balout, and A. Sautin, Le jeu de l'imzad, in AIEO Alger, ১৬খ, (১৯৫৮ খৃ.), ২০৭-১৯; (৬) L. Balout (সম্পা.), Collections ethnographiques., প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., Plates Lxxv-Lxxvi.

Ch. Pellat (E.I.2)/আ. র. মামুন

ইমতিয়াযাত (امتيازات) : বাণিজ্যিক সুবিধাবলী ও শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ (চুক্তি)। ১। বাণিজ্যিক সুবিধাবলীর সর্বপ্রথম দলীলী সাক্ষ্য পাওয়া যায় ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে যাহা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিম মুহাজিরখানাসমূহে প্রাপ্ত। এই সকল দলীল 'উছমানী সাম্রাজ্যের শর্তাধীনে (আত্মসমর্পণ) সুবিধা প্রদান করিবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম-খৃষ্টান সাম্রাজ্যের শাসকগণের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সর্বপ্রথম প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে এমন মনে করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই সময়ের পূর্বে এই ধরনের দলীলের রূপরেখা অথবা পদ্ধতিগত ভাষা কি ছিল সেই সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভবত অর্থহীন। মুসলিম স্পেন হইতে মিসর ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই সকল প্রচলিত দলীল অভ্যন্তরীণভাবে ফুসূল, গুরত, মারসুম, আমান, কিতাব আমান এবং মাঝে মাঝে সুলহ নামে পরিচিত। অতি নগণ্য ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক তরফা ও আইনগত দৃষ্টিকোণ হইতে ডিট্রী (মারাসীম)-মূলক প্রকৃতির, কিন্তু সনদপ্রাপ্ত দলীল



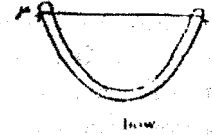
side view of imzad



imzad from above



bridge



bowl

(হুজাজ) নয়। চানসেরী (Chancery) বা মুহাজির-খানার রীতি-পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হইতে বাণিজ্যিক সুবিধাবলী: উদ্ভূত হইত আমান নীতি প্রতিফলিত দলীল হইতে, বিশেষভাবে ইহা নির্ধারিত হইত আমান 'আম্য নামে বর্ণিত বিধিসমূহের একটি উপরিতাপ হইতে। এই শ্রেণীকরণের এইরূপ দলীলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল জনগোষ্ঠীর প্রধান (ইমাম) বা তাঁহার প্রতিনিধির (না'ইব) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। প্রায়োগিক শব্দ আমান-এর ব্যবহার এই স্থলে কেবল অলংকারের মাধ্যম দ্বারা আইনগত পরিবর্তন লুকায়িত করার প্রচেষ্টা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সকল বাণিজ্যিক সুবিধাতেই স্পষ্টভাবে অথবা অস্পষ্টভাবে দারুল-ইসলামে অ-মুসলিম, অ-যিম্মী রাবসায়ীদের মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১। ব্যক্তি ও সম্পদের উপর সর্বাঙ্গিক নিরাপত্তা বিধান ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: (ক) ধর্মীয় অধিকার, উপাসনার স্বাধীনতা, দাফন ও পোশাকের স্বাধীনতা। (খ) জাহাজসমূহের মেরামত, জরুরী রসদ, জলদস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য ও জাহাজডুবি আইন Lex nsufragii-এর বিলুপ্তি সাধন। (গ) মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধানের নিকট অভিযোগ প্রেরণের অনুমতি লাভ।

২। রাস্টেসীমা বহির্ভূত ক্ষমতা ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে: (ক) বাণিজ্য দূতের ইখতিয়ার। (খ) বাণিজ্য দূতের বেতন ও অন্যান্য (প্রাপ্ত) রেহাই।

৩। যৌথ দায়িত্বের বিলুপ্তি সাধন।

এই সকল সুবিধা যাহা বিনিময় দলীল (Instrumentum reciprocum) বলিয়া গণ্য হইত অথবা যেইগুলি দারুল-হারব-এ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইত কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই শপথ গ্রহণ ও সত্যায়ন সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেধতার সময়সীমা সম্পর্কে

উত্তর আফ্রিকার দলীলে মাঝে মধ্যে উল্লেখ থাকিলেও লেভান্টীয় দলীলে কদাচিৎ ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে দলীলসমূহের অতিরিক্ত উৎসাবলী হইতে ধারণা পাওয়া যায় যে, এই সময়সীমা ছিল অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য অথবা দুই বৎসর পর নবায়নযোগ্য যাহা বিশেষ কোনও বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যদূত হিসাবে প্রেরিত প্রতিনিধি নিয়োগের সহিত সমকালীন।

বাণিজ্যিক সুবিধাদির ক্রমবিকাশ, জনস্বাস্থ্যসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার (ius soli) এবং মাতাপিতা সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার (ius Sanguinis)-এর পরস্পর বিরোধী নীতিমানার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সরকারী ও ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতিমানার রাষ্ট্রবহির্ভূত সদ্যপরিবর্তনশীল প্রয়োগে ইহা প্রকটিত হয়। যদি বাণিজ্য দূত তাঁহার জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ মামলা বা উইলবিহীন মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্পষ্ট জটিলতার ব্যাপারে আইনগত ইখতিয়ার বহাল রাখেন তবে তাঁহাকে তাঁহার জনগোষ্ঠীর যে কোন সদস্য দ্বারা গৃহীত ঋণের দায়ে দায়ী ও বিবেচনা করা যাইবে। শ্রেণীনিবেশিত “কাফালাঃ” (মোটামুটি অর্থঃ জামিন)-এর ধারণায় বিধৃত হইয়াছে যৌথ দায়িত্ব নির্দেশক “আমান ‘আম্ম’-এর মূলত তাত্ত্বিক ধারণা, মৌলিক আমান ‘আম্ম-এর তাত্ত্বিক ধারণাকে একটি যৌথ পদ্ধতির বাস্তব রূপ দান করা হয়। এই পর্যায়ে ইহাকে যুরোপীয় বাণিজ্য আইনের ‘আমমোক্রানামা (Procuratio)-এর ক্রমবিকাশের সহিত সদৃশ বলিয়া মনে করা যায়। বাণিজ্যদূত একজন প্রতিভূ (রাহীনাঃ) এই ধারণাটি ছিল একটি সুবিধাজনক প্রস্তাবনা। সুতরাং দেখা যায় যে, একতরফা ডিক্রীর মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদানের যুক্তিসম্মত সঙ্গতি ছিল। ইহাতে প্রধানত রাজন্যাশাসিত একক শাসনে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির জরুরী প্রয়োজনের সহিত সুসামঞ্জস্য রক্ষা হইত এবং একই সাথে ‘রুসিমাঃ নামক উদ্বোধনী প্রথা দ্বারা প্রতীকীকৃত চানসারীর আইনমানার নীতির সহিত মিলাইয়া চলিতে পারিত। এ ঘটনাবলীর এই অবস্থানের প্রায় কোন ব্যতিক্রম ছিল না এবং এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে ১১৩০/১৫০৭ সনের নামলুক ভেনিসীয় চুক্তি, যাহা শেষ পর্যন্ত কখনই সুলতান দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই।

ইসলামী বণিক আইন ও মধ্যযুগীয় যুরোপীয় আইনের যৌগিক মিলনের প্রশ্নটি অত্যন্ত হয়রানিকর এবং শেষ পর্যন্ত ইহার উত্তর লাভের জন্য আইনগত সাক্ষ্যের বদলে ভাষ্যগত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারস্থ হইতে হয়। একটি সুস্পষ্ট সম্ভাবনা হইতেছে যে, এইরূপ ‘আরবীয় দলীলের সমকালীন যুরোপীয় ‘অনুবাদ’ যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা বস্তুত ‘আরবী রূপটিরই ‘মৌলিক রূপ’। স্বভাবতই ইহা সহজতর শব্দান্তরে প্রকাশিত এবং মুসলিম চানসারী পদ্ধতির জন্য স্থূলভাবে পরিবর্তিত। এই বিষয়ে অধুনা প্রচলিত দলীলসমূহের মধ্যে বর্তমান ‘ইনশা’ নামক পদ্ধতি পুস্তকে বর্ণিত রূপেরখা হইতে মিলযুক্ত পরিবর্তন ও সাধিত রূপ স্বর্তব্য।

গ্রন্থপঞ্জী : নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহ দ্রঃ আমান, বাণিজ্যদূত, দামান, কুটনৈতিক, জিওয়ার, কাফালাঃ এবং J. Wansbrough, The safeconduct in Muslim Chancery practice, in BSOAS, ৩৪খ, (১৯৭১ খ.), ২০-৩৫।

J. Wansbrough (E.I.²)/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

২. ‘উছমানী সাম্রাজ্য

(ক) ‘শর্তাধীন আত্মসমর্পণের’ চরিত্র ও বিষয়বস্তু : হারবীগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী দানের ক্ষেত্রে ‘উছমানীগণ সব সময়ই ফিক্হ-এর নীতিসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট থাকিতেন (হানাক্ফী মাযহাব মতে: দ্র. ইব্রাহীম

আল-হালাবী, মূলতঃকাল-আবহর, তুর্কী অনু. মেভকু’ফাতী, ইস্তাযুল ১৩২০ হি., ১খ, ৩৪৭-৯)। নূতন শর্তাধীন আত্মসমর্পণের প্রণালী শায়খুল-ইসলামের নিকট উপদেশের জন্য প্রেরিত হইত (তু. G. F. abbott under the Turk..., ১৪৯; Charriere, ৩খ, ৯২) এবং একজন মুসলিম ও একজন ‘মুসতা’মিন’-এর মধ্যে উদ্ভূত কোন নূতন সমস্যার ক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রশ্নে নূতন একটি ‘ফাতাওয়া’ আনীত হইত (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১০৪৬/১৬৩৭ সনের একটি ‘ফাতাওয়া’ যাহাতে বলা হইয়াছে, কোন মুসলিম একতরফাভাবে কোন বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করিতে পরিবে না। ইস্তাযুল, বাস ডেকালেত আরসি ভি, DHY, Francalu নং ২৬/১)।

কোন হারবীকে আমান (দ্র.)-এর নিশ্চয়তা প্রদানের প্রাথমিক পূর্বশর্ত ছিল যে, তাহাকে এই নিশ্চয়তা প্রাপ্তির জন্য শান্তি ও বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করিয়া আবেদন করিতে হইবে। এই শর্তটি প্রতি ‘আহ্দ নামাহ-এর প্রথম পংক্তিতে উল্লিখিত আছে এবং এই অঙ্গীকারপত্রের বিনিময়ে ‘ইমাম’ স্বয়ং নিজকে আমান-এর নিশ্চয়তায় আবদ্ধ করেন। আমানটিকে অতঃপর একটি ‘চুক্তি’ (‘আহ্দ’) দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়। এই শর্তসমূহসম্বলিত দলীলকে বলা হয় ‘আহ্দনামাহ এবং ইহাতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুকে বলা হয় ‘উছ্দ অথবা শুরুত : ‘উছমানীগণ এই পরিভাষা বহাল রাখেন; কিন্তু অন্য সকল সুবিধা দানকারী দলীলের ন্যায় ‘আহ্দনামাহ লিখিত হইত ‘বেরাতে’ (নিশান নামেও অভিহিত)-এর ন্যায় পদ্ধতিতে। দলীলে শপথ অংশটি আলাহূর সম্মুখে সুলতান-এর অঙ্গীকার এবং ইহাই মুসতা’মিন (নিরাপত্তাকামী)-এর প্রতি অঙ্গীকারের নিশ্চয়তা (শপথের ধারা প্রণালীর জন্য দ্রষ্টব্য V. L. Menage, in Documents from Islamic chancelleries, অক্সফোর্ড ১৯৬৫ খ., পৃ. ৯৪)। ‘আহ্দনামাহ-এর একতরফারূপ এবং ইহার সুবিধা প্রদানের স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে J. Porter-কৃত রচনায় (Observations, লন্ডন ১৭৭১ খ., পৃ. ৩৬২)। কোন মুসতা’মিন কখন তাঁহার বন্ধুত্ব ও আন্তরিক গুণেচ্ছার (ইখলাস) অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে এবং ফলে কখন তাহাকে প্রদত্ত ‘আহ্দনামাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে তাহা নির্ধারণ করার একতরফা ক্ষমতা একমাত্র সুলতানের। এই কারণেই ‘উছমানী কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরিত ফরমান ও অন্যান্য পত্রে একটি পংক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকিত যে, আলোচ্য মুসতা’মিন “বন্ধু ও আস্থাভাজনরূপে” আচরণ করার অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছে (দোস্তলুক ভে সাদাকাত উযেরে)। সকল ‘বেরাতে-এর’ ন্যায় ‘আহ্দনামাহ’-সমূহ সুলতান কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত হইত এবং তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কর্তৃক পুনরানুমোদিত হইত।

‘আহ্দনামাহ অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ‘উছমানী কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ শর্তসমূহ বিবেচনা করিতেন : (১) ফিক্হ সম্পর্কিত নীতিমালা; (২) আবেদনকারী দেশ হইতে প্রাপ্তব্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক সুবিধা; (৩) সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও আর্থিক সুবিধাদি। নির্ধারক হেতুসমূহের মধ্যে ছিল খৃষ্টান জগতের মধ্যে রাজনৈতিক মিত্র লাভের সুযোগ, বস্ত্র, টিন ও ইস্পাতের ন্যায় দুর্লভ সামগ্রী ও কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিশেষভাবে রাজকোষের নগদ অর্থের প্রধান উৎস শুক্ক রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ। যুরোপীয় শক্তিটি তাঁহার বাণিজ্যদূত অথবা বণিক সম্প্রদায়ের সহিত আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের মতে প্রয়োজনীয় বিধান উক্ত ‘আহ্দনামায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করিত।

এই লক্ষ্যে তাহারা তাহাদের ইচ্ছা জোরপূর্বক চাপাইয়া দেওয়ার জন্য 'উছমানী বন্দরসমূহ বজনের হুমকি প্রদানেও সচেষ্ট হইত। যদি 'আহুদনামাহ সম্পন্ন করার পর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে এমন প্রশ্নের উত্থাপন হয়, তবে সেইগুলির পরিপূরক খান্-ই-শারীফ দ্বারা সমঝোতা আনয়ন করা হইত। পরবর্তী পুনর্বায়নকৃত 'আহুদনামায় এইগুলি সম্পূরক অনুচ্ছেদরূপে অন্তর্ভুক্ত হইত (উদাহরণস্বরূপ ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ১০৮৬/১৬৭৫)। সংঘাতের ক্ষেত্রে 'আহুদনামাহ কেবল স্থানীয় প্রয়োগমূলক কানুন, ফরমান ও প্রবিধানসমূহকে বাতিল করিত। এমন কতিপয় ফরমানের অস্তিত্ব বর্তমান যাহাতে 'আহুদনামাহ-এর পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এমন কিছু পূর্ববর্তী আদেশ বাতিল করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে (উদাহরণঃ লন্ডন পাবলিক রেকর্ড অফিস, SP ১০৫/২১৬. ১১১১/ ১৬৯৯-এর ফরমান)। কোন 'আহুদনামাহ-এর সম্পন্ন হইবার পর সুলতান সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহে ফরমান প্রেরণের মাধ্যমে তাহাদের উক্ত 'আহুদনামার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে অবহিত করিতেন এবং এই শর্তাবলী পালনের আদেশ দান করিতেন।

অলিখিতভাবে ইহা পারস্পরিকভাবে উপলব্ধি করা হইত যে, দানকৃত সুবিধাবলীর প্রতিদানে সমরূপ সুবিধা প্রত্যাশিত এবং এই প্রত্যাশা পূরণ না হইলে মুসলিম শাসক 'বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা'র পূর্বশর্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারিতেন (তু. Man Latrie, Traites de paix, পৃ. ১১৪-৫)। যখন ভেনিসীয়গণ ভেনিসে তৎপর মুসলিম ব্যবসায়ীগণকে সমুদ্র ও স্থলপথে নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যর্থ হয় (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য A. Sagredo-F. Berchat, Il Fondaco dei Turchi in Venezia, মিলান ১৮৬০ খৃ., S. Turan, Venedik'te Turk ticaret merkezi, in Belleten, ৩২/১২৬ (১৯৬৮ খৃ.), ২৭৪-৮৩) তখন 'উছমানী সরকার তাহাদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা প্রদানে তাহাদের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করার জন্য হুশিয়ারী প্রদান করে (কসুতেম পাশা-এর পত্র Belgeler ১/২, ১৬১-তে T. Gokbilgin দ্বারা প্রকাশিত; Turan, পৃ. ৬., ২৭৬)। আনাতোলিয়ার তুর্কমেন রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাধীন আত্মসমর্পণে (নিম্নে দ্রষ্টব্য) ও 'উছমানী 'আহুদনামাতে পারস্পরিক সুবিধা দানের নীতিমালা কতিপয় বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইত। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে সমুদ্রবন্দে আক্রান্ত ও ক্ষতির জন্য খেসারত, ঋণগ্রস্ততার ক্ষেত্রে একক দায়িত্ব গ্রহণ (যৌথ দায়িত্ব নয়), পলাতক দেনাদারকে আটককরণ ও জাহাজডুবির ক্ষেত্রে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও মালামালের সুরক্ষাকরণ (তু. ৯৪৭/১৫৪০ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, প্রকাশক Gokbilgin, Belgeler, ১/২, ২৪৮-৫০)।

এই পারস্পরিক প্রতিরক্ষা প্রদানের নীতি বিশেষভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যের যিম্মী প্রজাগণ (যাহুদী, আর্মেনীয়, গ্রীক ও স্লাভ)-এর পক্ষে যুরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ দান করিয়াছিল, পূর্ব যুরোপ বিশেষত পোলাভে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় আঞ্চলিক (Levant) বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে সুলতানের আমানপ্রাপ্ত যিম্মীগণের হাতে চলিয়া যায়। বহু যিম্মী পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরসমূহে প্রাচ্য দোভাষী প্রতিনিধি ও দালালরূপে পশ্চিমী বণিকগণকে সেবা করার পর লেগহর্ন ও ভেনিসের পশ্চিমী বণিকগণের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। ফলে ভেনিসীয় ও ফরাসীগণ ইহাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে শুরু করে

[Ch. Roux, পৃ. ১৫৩; Porter, পৃ. ৪৩৩-৭; H. Inalcik, Capital Formation in the Ottoman Empire, in J. Econ. Hist. ২৯ খ. (১৯৬৯ খৃ.) ৯৭-১৪৯]। 'উছমানী সুরক্ষার ফলে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয় 'খারাজ-গুয়ার'-এর পদমর্যাদাপ্রাপ্ত রাণসানগণ। এইভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল একটি বাস্তবতা যাহা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যকে লাভবান করিয়াছিল।

১. মুস্তা'মিন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি এবং ইহাদের প্রাপ্ত সুবিধাবলী : কোন 'উছমানী নগর বা বন্দরে বসবাসকারী বিদেশী বণিক সম্প্রদায় কর্তৃপক্ষের সহিত লেনদেন সম্পাদনের জন্য তাহারা তাহাদের পক্ষে কাজ করার জন্য নিজেরাই একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিত। ইহারা বিভিন্নভাবে 'বাইলো' (=তুর্কী বালিওঘ), কসাল (=তুর্কী কোনসোলোস) অথবা ফলোরেসবাসীদের ক্ষেত্রে 'এমিনো' (=তুর্কী এমীন) নামে পরিচিত ছিল। সুলতান তাহাকে তাহার কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতার গণ্ডি এবং তাহার দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্ট ঘোষণা সমন্বিত একটি 'বেরাত' প্রদান করিতেন এবং এইভাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত একটি শ্রেণী, একটি তা'ইফে বা একটি মিল্লাত অস্তিত্ব লাভ করে। এই পদ্ধতিটি বণিক সমবায়ের 'কেতখুদা' বা ধর্মীয় নেতা (বিশপ প্যাউরিয়ার্ক ইত্যাদি) নির্বাচন ও বেরাত প্রদানের মাধ্যমে সরকারী স্বীকৃতি দানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অন্ততপক্ষে প্রথম শতাব্দীতে মুস্তা'মিন জনগোষ্ঠীর প্রতি 'উছমানী সাম্রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে, উদাহরণস্বরূপ ১০৪৪/১৬৩৪ সনের ন্যায় আধুনিককালেও সুলতান ফরাসী সম্রাটের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া এক খান্-ই-শেরীফ দ্বারা comte de Cesy-কে ফরাসী দূত নিয়োগ করেন (Togas, ৩২-৩)। তবে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী বৎসরসমূহে অন্য পশ্চিমী দেশসমূহের শর্তাধীন আত্মসমর্পণ অর্জনের মাধ্যমে তাহাদের দ্বারা নূতন ধারণার আমদানী ঘটে এবং এই সকল বণিকদলের জন্য পূর্ণ বহির্দেশীয় মর্যাদা অর্জনের প্রচেষ্টা চালান হয় যাহার ফলে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ইহা সত্য যে, 'উছমানীগণ কখনই এই সকল দলকে নিজস্ব দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত বাসস্থানে বসবাসে সক্ষম স্ব-শাসিত উপনিবেশে পরিণত হইতে দেয় নাই যাহা বায়যানটায় সাম্রাজ্য ও Golden Horde-এর এলাকায় সঞ্চার হইয়াছিল। তথাপি দলসমূহের নিজস্ব সরকার বা কোম্পানী সময় সময় প্রবিধানের বিধি প্রণয়ন দ্বারা দলের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত অথবা উহাদের উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করিত (ফরাসী রূপের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Comte de Saint Priest, Memoires; P. Masson, Un type de reglem-entation commerciale... in Vierteljs. f. Soz und Wirt. gesch, ৭খ, ২৪৯-৯৫; Fr. Ch.-Roux, Les Echelles..., পৃ. ১৭১-৯৩; R. Paris, Hist, du commerce de Marseille, ৫খ, ১৯৯-২৩৭; ভেনিসীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজী পদ্ধতির মধ্যে তুলনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ N. Steensgaard, Consuls and Nations in the Levant, in the Scandinavian Economic History Review, ১৫/১-২, (১৯৬৭ খৃ.), ১৩-৫৫)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশসমূহ 'উছমানী সরকারের উপর বাণিজ্যদূতের মর্যাদা সম্পর্কে তাহাদের নিজস্ব অভিমত চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চালায়। এই লক্ষ্যে তাহারা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের শর্তে নূতন অনুচ্ছেদ আনয়ন করে যে, বাণিজ্যদূত রাজদূতের সহকারীমাত্র,

তাহাকে কারারুদ্ধ করা যাইবে না, তাহার বিরুদ্ধে আনীত আইনগত মোকদ্দমা বিবেচনা ও ফয়সালার জন্য তুর্কী সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইবে এবং কেবল রাজদূতই তাহাকে অপসারণ অথবা স্থানান্তরকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১০১০/১৬০১ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, ফেরীদুন-এ মুনশাআত ২খ, ৫৫০)। ইস্তাযুলে আবাসিক রাজদূতগণ প্রথমত বাণিজ্যে বসবাসরত তাহাদের মিল্লাত-এর সাধারণ প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইতেন। বাণিজ্যদূত ও বন্দরসমূহে দোভাষী নিয়োগের মত কার্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত মিল্লাত-এর অন্য সকল কার্যের মত কেবল রাজদূতের মাধ্যমেই সম্পন্ন হইতে পারিত। রাজদূতের সহিত তাহার নিজস্ব দেশীয় সরকার ও স্বদেশীয় মিল্লাতের সম্পর্ক বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র—ভেনিস, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড—এর জন্য ছিল বিভিন্ন রকম (শিষ্টারিত বর্ণনার জন্য দ্র. Steensgaard-কৃত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ)।

তাঁহাকে প্রদত্ত বেরাত-এর ক্ষমতাবলে বাণিজ্যদূত তাঁহার মিল্লাত-এর বিষয়াবলী তত্ত্বাবধান, আমদানীকৃত মালের নিবন্ধীকরণ এবং রাজদূত ও বাণিজ্যদূতের প্রাপ্য যথাযোগ্য কর সংগ্রহের কার্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার 'দেশের' কোন জাহাজ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে বন্দর ত্যাগের অনুমতি পাইত না এবং তাঁহার স্বদেশিগণের মধ্যে উদ্ভূত কোন বিতর্ক ও মোকদ্দমা তিনি তাঁহার দেশের আইন ও রীতিনীতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতেন। তিনি স্বয়ং, তাঁহার ভৃত্য ও তাঁহার পত বাহিনী, তাঁহার আবাসস্থল, ভ্রমণকালে ও রাত্রিকালীন বিশ্রামস্থলে সকল বাধা-বিপত্তির উর্ধ্বে বিবেচিত হইত। তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পদসামগ্রী সকল কর হইতে মুক্ত ছিল (বাণিজ্যদূতের বেরাত-এর একটি উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য, লন্ডন, PRO. SP. ১০৫/৩৩৪, W. Rye-এর জন্য, ১০৩৯/১৬২৯ সনের)। এই সকল দায়িত্ব পালনের স্বার্থে বাণিজ্যদূত 'উছমানী কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করিতে পারিতেন (এই ক্ষমতা লাভ করার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উভয়েই একটি চাভুশ ও এক বা একাধিক জানিস্যুরী (য়াসাক্চী নামেও পরিচিত) মঞ্জুরীরূপে প্রাপ্ত হইতেন (ডু. ফুরাত, তুর্ক-ইংগলিষ মুনাসেবেতলেরী . . . পৃ. ১৯৭, দলীল ৯)।

বাণিজ্যদূতের বিচার-সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ছিল 'আইনের ব্যক্তিত্ব' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ৯২৭/১৫২১-এর অনুচ্ছেদ ১৬, ৯৭৭/১৫৬৯ সনে ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১২; ৯৮৮/১৫৮০ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১৬)। এই নীতিটি প্রাচীনতম সমর্পণ চুক্তির সময় হইতে চালু ছিল (Mas. Latrie, Traites. ৮৭-৯)। ফরাসী সরকার 'উছমানী সাম্রাজ্যে ইহাকে বিস্তৃত আইনও প্রবিধান দ্বারা সংগঠিত করে (K. Lippmann, Die Konsular-jurisdiction im Orient, Leipzig 1898; A. Benoit, Etude sur les capitulations..., Nancy ১৮৯০)। কোন মুসতামিন ও মুসলিমের মধ্যে সংঘটিত ফৌজদারী মামলা ও মোকদ্দমা 'উছমানী বিচারালয়ে' অনুষ্ঠিত হইত। উক্ত আদালতসমূহে মুসতামিনগণের ন্যায্য বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পরে প্রচুর সংখ্যক নূতন অনুচ্ছেদ 'আহুদনামাতে' সন্নিবেশিত করা হয়। কেবল কাযীর নিবন্ধন পুস্তকে উল্লিখিত এবং হুজ্জাতপ্রাপ্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেই আদালতী পদ্ধতির সাহায্য কামনা করা সম্ভব ছিল (৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ৬; ৯৮৮/১৫৮০ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ৬)। মুসতামিনের দোভাষীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন

মামলার ওনানী সম্ভব হইত না (৯২৭/১৫২১ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১৭; ৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১১; ৯৮৮/১৫৮০ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১৫)। কোন মুসতামিন ও যিম্মীর মধ্যে অনুষ্ঠিত মামলার ক্ষেত্রে যিম্মীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইত (৯২৭/১৫২১-এর ভেনিসীয় সমর্পণ, অনু. ২৩)। চারি সহস্রধিক "আকটির" (Akces) মামলা ও আপীলসমূহ কেবল দীওয়ান-ই-হুমায়ূন-এ অনুষ্ঠিত হইত (১০১০/১৬০১ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ২৪)। মিথ্যা সাক্ষ্য হইতে উদ্ভূত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আনীত মামলার বিবেচনা করা হইত না (৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৭)। যদিও ৯ম/১৫শ ও ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে মুসতামিনগণ, এমন কি নিজেদের মধ্যে আনীত মামলার ক্ষেত্রেও প্রায়শই 'উছমানী দরবারে' গমন করিত (দ্র. Belleten, ২৪/৯৩ (১৯৬৯ খৃ., ৭১)। পরবর্তী-কালে তুলনামূলকভাবে কম কোর্ট ফিস সময় সময় মুসলিমগণকে বাণিজ্যদূতের আদালতের ব্যবহারে অগ্রহী করিয়া তুলে (Steen-gaard. ২৩)।

৯৪৩/১৫৩৬ সনের খসড়া শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ অনুসারে (নিম্নে দ্রষ্টব্য) 'উছমানী সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপনকারী কোন মুসতামিনকে দশ বৎসর বসবাসের পর যিম্মী মর্যাদা গ্রহণ করিয়া জিয়্যা কর দানের কর্তব্য পালন করিতে হইত (যদিও হানাকী আইন অনুযায়ী কোন বিদেশী ব্যক্তি কেবল এক বৎসরের জন্য মুসতামিনরূপে অধিকার প্রাপ্তির অনুমতি পাইত; মেডকুফাতী, ১খ ৩৪৮)। বাস্তবপক্ষে মুসতামিনকে সর্বদা আগমন ও বহির্গমনে ব্যস্ত বণিকরূপে বিবেচনা করিয়া উছমানীগণ কোন বিধি বলবৎ করেন নাই। তথাপি সময় সময় তাহাদের জিয়্যা কর প্রদানে বাধা করার চেষ্টা চলিতে থাকে (উদাহরণস্বরূপ, ১০২৫/১৬১৬ সনে; দ্র. Belin. Les capitulations. ৮৯; Wood, ৫০ ও পরবর্তী দ্র. Basve-kalet Arsivi, DAY. Francalu নং ২৬, রাজাব ১০৬১ ও রাবী 'উছ-ছানী, ১০৫৯-এর দলীল-পত্রাদি)।

ইস্তাযুলের পর সর্বাপেক্ষা জনবহুল বিদেশী মিল্লাত (millet)-সমূহের কেন্দ্র ছিল স্মার্না (Smyrna) ১০ম/১৬শ শতাব্দীর অস্তিমভাগ হইতে; প্রধানত ইংরেজ, তৎপর ফরাসী ও ওলন্দাজ জাতি এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক ভেনিসীয়; সিদন (ফরাসী); আলেক্সো (ফরাসী, ভেনিসীয়, ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ); স্যালোনিকা (১০৯৬/১৬৮৫ সন হইতে ফরাসীগণ, ইহার পরে অন্যান্য জাতীয় সদস্য); কায়রো (ফরাসী, ভেনিসীয় এবং কিছু কালের জন্য ইংরেজগণ)। দ্বিতীয় মুহাম্মাদ গালাতা জেনোয়াবাসী বণিকগণকে বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই সকল সুবিধা পরবর্তীকালে 'লাতীন মিল্লাত'-এর উপরও কার্যকর হয় (Magnifica Communita di pera), hs. M.A. Belin, Hist. de la Latinite de Constantinople, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ১৬৬)। এই মর্মে প্রচলিত দলীল-পত্র পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন [এই মুহূর্তে দ্রষ্টব্য, Berlin, পৃ. ৫., 156-65; E. Dallegio d' Alessio, Traite entre les Genoies de Galata et Mehmet II, in Echos d' Orient, 29U, 161-175; T.C. Skeat, Two Byzantine documents, in BMQ, ১৮খ., (১৯৫৩ খৃ.), ৭১-৩। ২৩ জুমাদা'ল-উলা, ৮৫৭/১ জুন, ১৪৫৩ সনের তারিখ সম্বলিত 'আহুদ-নামাহ' (গ্রীক ভাষায়)-এর মূল পাঠে (Skeat-প্রদত্ত পূর্ণ

পাঠ, পূর্বোল্লিখিত স্থানে) বর্ণিত আছে। সুলতান শপথের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি সৈন্যবাহিনী আনয়ন করিবেন না বা প্রাচীর ধ্বংস করিবেন না (কতিপয় অপর অনুবাদকের মতে তিনি এই সকল প্রাচীর ধ্বংস করিবেন) এবং জেনোয়াবাসিগণ তথায় তাহাদের নিজেদের মধ্যে নির্বাচিত একজন 'কেতখুদা'-এর অধীনে তাহাদের স্বদেশীয় আইন ও প্রথা অনুসারে বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু ৩ জুন ইদির্নে (Edirne) অভিমুখে যাত্রার পথে পেরা (pera) সফরের সময় তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন (সার্বিক প্রতিরক্ষার দাবীর আলোকে), স্থানে স্থানে স্থল প্রাচীরসমূহের ধ্বংস সাধন করেন এবং এই কার্যের মাধ্যমে 'আহুদনামার একটি মূলনীতি বাতিল বলিয়া পরিগণিত করেন; পেরা ক্রমে একজন কাযী ও একজন সুবাসী (subashi)-র নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণরূপে একটি 'উছমানী শহরে পরিণত হয় [দ্র. ইস্তাঙ্কুল]।

অতি প্রারম্ভিককাল হইতেই অপরাধ [দ্র.দিয়াত] অথবা ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিল্লাত-এর যৌথ দায়িত্ব পালনের নীতি বর্জন করা হয় (তু. Mas Latrie, ৯২); তথাপি পূর্বতন অন্যান্য ইসলামী প্রশাসনের ন্যায় 'উছমানী সরকারও অতিথি (guest) রপ্তি বা তাহার জনগণ দ্বারা দা'ওয়াতকারী (host) দেশের ক্ষতি হয় এমন কার্য সংঘটিত হইলে তাহার জন্য মুসতা'মিন জনগোষ্ঠীকে এক প্রকার যৌথ জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিত। এই সকল ক্ষতিকর কার্যের মধ্যে ছিল জলদস্যু দলের আক্রমণ, রাজস্ব উৎপাদক খাতে উৎপাদনের মাধ্যমে স্ট্র সরকারী দেনা পরিশোধে ব্যর্থতা ('ইলতিয়াম' দ্র. মুলতামিম) অথবা জাল মুদ্রার ব্যবহার ও প্রচার (উদাহরণস্বরূপ দ্র. Chardin, ১খ, ১৫; Abbott, Under the turk, ২৩৭-৪৩; Masson, ১খ, ১৭৬); এইরূপ ব্যবহারের 'উছমানী ব্যাখ্যা ছিল যে, এইরূপ কার্যের মাধ্যমে 'অতিথি' রপ্তি তাহাদের 'বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা' পালনের অঙ্গীকার প্রত্যক্ষভাবে ভঙ্গ করিয়াছে। এই সকল আদায়কৃত কর পাশাগণের নিজস্ব ব্যক্তিগত লাভের জন্য আদায়কৃত খাজনা যাহা আভানিয়াস (ফরাসী avanies) নামে পরিচিত তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (B. Homsy-Fr Les capitulations, ৫৭-এর মতে যে কোন প্রকার আদায়কৃত যৌথ জরিমানামূলক কর বুঝাইতে ব্যবহৃত শব্দ আভানিয়া 'আরবী শব্দ 'হাওয়ানা' হইতে উদ্ভূত; কিন্তু মনে হয় ইহার উৎপত্তির অধিকতর সম্ভাবনাময় উৎস হইতেছে 'আওয়ান, 'জোরপূর্বক কিছু আদায় করা' এবং ইহার মূল عنى 'আওয়রিদ'-এর সহিত কোনরূপ সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব)। পাশাগণ কর্তৃক আদায়কৃত আভানিয়া সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট 'দেশ'র সহিত সেই মুহূর্তে বিরাজমান সম্পর্কের গভীরতার উপর পরিবর্তনশীল। 'উছমানী সরকারী মুহাফিজখানায় এমন দলীলও বর্তমানে আছে যাহাতে আদায়কৃত আভানিয়া সম্পূর্ণভাবে ফেরত প্রদানের আদেশ দান করা হইয়াছে (Basvekalet Arsivi, DHY Ecnebi derter-leri)। এই সকল ঘটনার পরিসমাণ্ডি ঘটাইবার লক্ষ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পৃথীত শর্তাধীনে সমর্পণ দলীলে নূতন অনুচ্ছেদসমূহের সংযুক্তি ঘটে (১০১৩/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ১৬; ১০১০/১৬০১ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ২০ ও ৩০; সাধারণভাবে আভানিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রষ্টব্য Masson, ১খ, ১-৪; Roux, ৫৩-৬; R. Paris, ২৯৪-৩১৬; Svornos, ৫৬-৬৬)। তাহাদের মিল্লাত-এর পক্ষে রাজদূত বা বাণিজ্যদূত দ্বারা আভানিয়া সংক্রান্ত

দাবীর প্রতিবাদ জানান হইত। আভানিয়া প্রদানের লক্ষ্যে তাহাদের মিল্লাতের বাণিজ্য সম্ভারের উপর বাণিজ্যদূতের প্রবর্তিত cottimo শুক ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক আদায় হইয়া দাঁড়ায়। ভেনিসীয়গণ কতিপয় সম্ভার, বিশেষত বস্ত্রের উপর ১ শতাংশ আদায় করিত (দ্র. বৃটিশ মিউজিয়াম, Ms Or. ৯০৫৩, পত্রক ২৮২), 'উছমানী বন্দরে পণ্য বোঝাইকারী সকল জাহাজের উপর ফরাসীগণ জাহাজের আকারের উপর নির্দিষ্ট হারে শুক আদায় করিত (Masson, ১খ, ১৭৬, Svornos, ৭০-৫)।

২. ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ্ড সুবিধাবলী : 'আহুদনামায় সংযোজিত নূতন নূতন অনুচ্ছেদের ফলে কোন বিশেষ বণিক ব্যক্তিকে প্রদেয় সুবিধাবলীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বস্তুতপক্ষে এইগুলি ছিল প্রথাসিদ্ধ বহুকালব্যাপী চালু অধিকার যাহা পরে মুসতা'মিনগণের চাপের ফলে ক্রমান্বয়ে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর অনুচ্ছেদসমূহে বিশেষ ধারা হিসাবে স্থান লাভ করে (এই সকল পুরাতন অনুচ্ছেদের সুসংবদ্ধ আলোচনার জন্য দ্র. Mas Latrie, ৮৩-১১৬)।

হারবীর দাসত্ব বরণ না করিয়া দার'ল-ইসলামের মধ্যে পরিভ্রমণ করার ও তাহার পণ্যদ্রব্য গানীমা (দ্র.)-রূপে লুণ্ঠিত না হইবার নিশ্চয়তা দানকারী আমান সম্পূর্ণ 'উছমানী সাম্রাজ্যের জন্য বৈধ ছিল (বি'ল-জুমলে মেমালিক-ই 'উছমানিয়া)। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য এই সাধারণ আমানের কার্যকারিতা লাভের জন্য কোন মুসতা'মিনকে ভ্রমণ করিবার পূর্বে তাঁহার রাজদূতের মাধ্যমে সুলতানের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও তাহা সঙ্গে বহন করিতে হইত। ইহাকে বলা হইত উযন-ই-ছমায়ুন (দ্র. j. H. Mordtmann, Zwei osmanische passbriefe..., in MO G, ১খ, ১৭৭-২০১; Menage, পৃ. স্থা., ৯৬-৯; এই দলীলকে বলা হইত মুররনামে; একজন কাযী বা অন্য কোন কর্মকর্তা প্রদত্ত অনুরূপ অনুমতিকে বলা হইত য়োল তেয কিরেসি; এই প্রসঙ্গ সম্পর্কিত একটি অনুচ্ছেদের জন্য দ্র. ৯২৮/১৫২১ মনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনু. ২১)। প্রকৃতপক্ষে সাধারণত মুসতা'মিনগণের বসবাস কেবল কতিপয় বন্দর এবং এই সকল বন্দরের নিকটস্থ স্থানের ও খানসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল (সিদ্-এর বণিকগণকে তাহাদের খানের মধ্যে তাহাদের কর্ম তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইত, দ্র. DHY, Francalu, ২৬/১, ১০৫৯/১৬৪৯ সনের একটি দলীল; তবে অন্যান্য স্থান, যেমন শার্না, আলেক্সো ও গালাতায় বণিকগণের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার ছিল)। কাযীর রেজিস্ট্রি খাতায় বর্ণিত ঘটনা হইতে মুসলিমগণ কর্তৃক বিদেশী নাগরিককে দাসত্বে আবদ্ধ করার নজীর পাওয়া যায় (যথা Bursa, সিজিদ্দাত; তু. Dernschwam, Tagebuch, সম্পা. এ. Babinger, Munich ১৯২৩, ৪২)। অপরাপর অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে তাহারা উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য মুসলিম পোশাক পরিধানের ও অস্ত্র বহন করার অনুমতি প্রাণ্ড হইত।

মুসতা'মিনগণের আবাসস্থল কোন 'উছমানী কর্মকর্তা দ্বারা পলাতক আসামী বা দাস এবং লুক্কায়িত স্থান বা চোরাচালানকৃত পণ্যদ্রব্যেরও দাস হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এই সন্দেহের ক্ষেত্রেই তল্লাসী করা হইত। এই ব্যতিক্রমের অপব্যবহারের ফলে নূতন নূতন অনুচ্ছেদের উদ্ভব ঘটে (উদাহরণত ১১৫৩/১৭৪০ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৬৫)।

মুসতা'মিনের সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নে ব্যবস্থাবলী ছিল, 'উছমানী সাম্রাজ্যে মৃত্যুবরণকারী কোন ব্যক্তি যদি উইল রাখিয়া যায় তবে তাহার সম্পত্তি তাহার

নির্বাচিত উত্তরাধিকারিগণের নিকট সমর্পিত হইত, যদি সে উইল না করিয়া ইনতিকাল করে অথবা তাহার উত্তরাধিকারিগণ অন্য এলাকার অধিবাসী হয়, তবে তাহার সম্পত্তি কাযীর তত্ত্বাবধানে সমর্পিত হইত এবং তিনি তাহা বাণিজ্যদূত বা মৃত ব্যক্তির অংশীদার বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট হস্তান্তর করিতেন। এই নিয়ম-কানুন ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি [ড. মেভকুফাতী, ২খ, ২৪৮, 'উছমানী কানুন-এর সাধারণ সংকলনে একটি পৃথক সংবিধি (Statute) [ড.] TOEM, ১৩২৯ সনের ইলাভি, পৃ. ৫২]।

৩. সমুদ্রপথে আমান : আমানের নীতি হইতে আহত সমুদ্র পথে ভ্রমণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ফিকহ-এর প্রথম দিককার প্রস্থাবলীতে দেখা যায় না (ডু. মু. খাদ্দুরী, ১০৯-১৭)। তবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের প্রথম পর্যায়ের দলীলসমূহে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (Mas Latrie, ৯৭)। ফলে কোন মুসলিম জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হইলে মুসতামিনের পক্ষে আমানের সুরক্ষা কামনা করার অধিকার ছিল। তবে ইহা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, পারস্পরিকতার নীতিটি সমুদ্রবক্ষ সম্পর্কিত বিষয়ে ঐ সকল অনুচ্ছেদসমূহে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'উছমানীগণ তাহাদের আধিপত্য ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর, লোহিত সাগর, বস-ফোরাস প্রণালী, দার্দানেলিস প্রণালী ও ওট্রান্টো (Otranto) প্রণালী (৯২৮/১৫২১ সনের ভেনিসীয় চুক্তি দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে করিতেন। অন্য কথায় এই সকল বারিরাশিকে তাঁহারা দারুল-ইসলামের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। ১১৫৯/১৭৪৭ সনে অস্ট্রিয়া অধিকারের যুদ্ধের সময় 'উছমানীগণ মোরিয়ার প্রান্ত হইতে ক্রীটের পশ্চিম প্রান্ত এবং তথা হইতে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার পূর্ব পার্শ্বে ফরাসী ও ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজসমূহের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১১০৯/১৬৯৭ সনে 'উছমানী বন্দরসমূহের উপকূলে নগর-দুর্গ হইতে কামানের গোলা বর্ষণের সকল সামরিক সংঘর্ষসূচক প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় (PRO, Sp ১০৫, ১১০৯/১৬৯৮ সনের দলীল)। গোড়ার দিকে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ন্যায় 'উছমানী 'আহদনামাসমূহে ও মুসতামিনগণকে সমুদ্রপথে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। উপরন্তু ইহাতে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা ছিলঃ মুসলিম জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, মুসলিম পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর ফেলার অধিকার ও উপকূলের যে কোন স্থানে পানি ও রসদ গ্রহণের অধিকার, যে কোন আনগারয়া (angarya) দায়িত্ব পালনের জন্য জাহাজ ও নাবিকগণকে জবরদস্তিমূলক কাজ হইতে রক্ষাকরণ, সমুদ্রবক্ষে অথবা যদি স্থলে চড়ায় আটকাইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য ও সুরক্ষা, কোন কারণবশত স্থলভাগে অবতরণে বাধ্য হইলে ব্যক্তিবিশেষ ও তাহাদের পণ্যের সুরক্ষা প্রদান, জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা ও জলদস্যুতার কারণে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ (৯২৮/১৫২১ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ৭, ১৩, ১৪, ২২, ২৫ ও ২৬; ৯৭৭/১৫৬৯ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১, ২, ১৩, ১৫ এবং ১৭; ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১, ৩, ৪, ৬, ১৭, ও ১৯)। যতদিন পর্যন্ত 'বারবারী জলদস্যু' বাহিনী 'উছমানী আধিপত্যের অধীন ছিল, তাহাদের নিকট হইতে সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য নূতন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয় (১০১২/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১৯, ২০; ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৪৭)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে মুসতামিন

জাহাজসমূহকে 'উছমানী বন্দরসমূহের মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হইলে এই নূতন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য নূতন অনুচ্ছেদের আবির্ভাব হয় (উদাহরণ ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদসমূহ ৪১-৪৪)।

৪. স্বাধীনভাবে পণ্য বিক্রয় ও পরিবহনের নিশ্চয়তা : সাধারণত আমান প্রদানের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই প্রথম দিকের অনুচ্ছেদসমূহে এই সকল বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ইহার সহিত পরবর্তীকালে অপব্যবহারজনিত নূতন সংযোজিত অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজন করা হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও 'উছমানী যুদ্ধ জাহাজসমূহের অধিনায়কগণের নিষিদ্ধ অথবা চোরাচালানকৃত পণ্যদ্রব্যের জন্য তদ্বাসী করার ক্ষমতা সংরক্ষিত করা হইয়াছে (এই বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রণীত অনুচ্ছেদসমূহঃ ১০১৩/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদসমূহ ৩০, ৩২, ৪৪; ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদসমূহ, ১৭, ২০, ২৩ ও ৫৩)। ইহাতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইস্তাফুল ও বসফোরাসে জাহাজসমূহ পরীক্ষা করার পর ইহাদের পুনরায় গ্যালিপোলীতে পরীক্ষার প্রয়োজন নাই (৯২৮/১৫২১ সনের ভেনিসীয় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ২৬)। সময় সময় কোন গুরু কর্মকর্তা কোন বণিককে তাহার মতের বিরুদ্ধে পণ্যদ্রব্য খালাস করিতে বাধ্য করিত (ইহার ফলে প্রণীত হয় ১০১৩/১৬০৪ সনের ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীল, অনু. ১৭)। স্থানীয় বণিকগণের চাপ প্রয়োগ অথবা চক্রান্তের মাধ্যমে তাহাদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করিত (ফলাফল শেষোক্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, ৩৩তম অনুচ্ছেদ ও ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ৫ম অনুচ্ছেদ) অথবা তাহাদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের চেষ্টা করিত (ফলে DHY-তে Francalu নং ২৬/১-এর দলীলসমূহ)।

বিদেশী বণিকগণকে প্রায়শই নানাবিধ অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হইতে হইতে। উদাহরণস্বরূপ অভ্যন্তরীণ বাজারের অস্থিতিশীলতা রোধের জন্য 'উছমানী সরকার সময় সময় বিভিন্ন পণ্যের (বিশেষত শস্য, চামড়া, তুলা ও ধাতব দ্রব্য) রফতানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করিত অথবা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ফলে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহে নূতন নূতন অনুচ্ছেদের সংযোজন করা হয় (ফরাসী অনুচ্ছেদ ১৪, ইংরেজী অনুচ্ছেদ ৫৩), যদিও সাধারণভাবে ইহার প্রতিকার ছিল বিস্তৃতভাবে সংগঠিত চোরাচালানের আশ্রয় গ্রহণ (Masson, ১খ, ৪১৭)।

সর্বপ্রথম 'আহদনামাসমূহে 'উছমানী কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হার উল্লেখ না করিয়া 'প্রচলিত প্রবিধান ও প্রথা অনুযায়ী' (আদেত ভে কানুন উযীরি) গুরু ও অন্যান্য প্রাপ্তব্য কর আদায়ের ব্যবস্থাতেই পরিভূক্ত ছিল। ইহার ফলে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর পক্ষে গুরু হার ২ শতাংশ হইতে ৪ শতাংশ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে স্বাভাবিক হার ছিল ৫ শতাংশ; কিন্তু 'উছমানী গুরু হার আমদানীকারকের মর্যাদা, পণ্যের প্রকৃতি ও কোন্ স্থানে তাহা কার্যকর হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিত এবং সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইত। ইহা ছাড়াও যুরোপের অভ্যন্তরে চলাচলকারী পণ্যের উপর আরোপিত কর হইতেও ইহাকে সুস্পষ্টভাবে পৃথকীকৃত করা হয় নাই (ড্র. MAKs)। এই সকল অসঙ্গতির ফলে সৃষ্ট কতিপয় বিতর্কের প্রেক্ষিতে মুসতামিনগণ প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও সর্বনিম্ন গুরু হার ৩

শতাংশে নির্ধারিত করাইতে সক্ষম হয় (এই সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে (দ্র. Wood, ২৭) এবং অন্য সকল কর হইতে অব্যাহতি লাভ করে (যথাঃ প্রধানত কাস্‌সাবিয়া অথবা কাস্‌সাব-আক্‌সেসী, মাসদারিয়া, রেফতিয়া, য়াসাক্‌চী বাজ—ইহাদের জন্য দ্র. MAKS)। শুধু বিভাগের কেরানী বা অন্যান্য কর্মচারীর নিকট পাওনা পরিশোধের ঐতিহাগত প্রথা শুধু হারকে পুনরায় সরকারী ৩% হইতে প্রকৃত ৪.৫%-এ উন্নীত করে। কতিপয় পণ্যকেও অতিরিক্ত করসাপেক্ষে যুক্ত করা হয়ঃ তুলার ক্ষেত্রে কান্তার-রেসমী, সিক্কের ক্ষেত্রে মীযান-রেসমী, মোহায়ের-এর জন্য তামগা-রেসমী ইত্যাদি। পুনরায় প্রতিটি জাহাজকে তাহাদের নোঙ্গরকৃত বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণকে সেলামলীক বা সেলামেতিয়া নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইত (প্রথমদিকে ৩০০ আকচি, ১১/১৭শ শতাব্দীতে ৯৬০০ আকচী)। মুসতামিন বণিকগণকে তাহাদের রাজদূত ও বাণিজ্যদূতের ব্যয়ভার বহনের জন্য অতিরিক্ত ২.৫% 'Consulage' (তুর্ক কোনসোলোস হাক্কী অথবা কায়লাজ হাক্কী) শুধু হারের সহিত যুক্ত করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে চালু শুল্ক হারকে বাড়াইয়া ৯ শতাংশে উন্নীত করে। বিতর্ক এড়ইবার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজদূতগণ নির্দিষ্ট শুধু হার প্রবর্তনে এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীলে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হন (উদাহরণ ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজগণ কর্তৃক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীল, অনুচ্ছেদ ৬২-৫)।

(খ) ঐতিহাসিক পর্যালোচনা : (১) সমুদ্র তীরবর্তী ইতালীয় রাষ্ট্রসমূহের আমল (৭০০/১৩০০-৯৭৭/১৫৬৯)।

আনাতোলিয়ার সালজুক সুলতানগণ সাইপ্রাস-রাজন্যবর্গ ও ভেনিসীয়গণকে ৬০৩/১২০৭ সনের প্রারম্ভেই বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে (O. Turan, Turkiye Selcuklulari hakkinda resmi vesikalar, আংকারা ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১০৮-১৯, ১২১-৩৭)। বর্তমানে বিদ্যমান এমন প্রাচীনতম 'আহুদনামাটি য়ুল-কা'দা ৬১৬/জানুয়ারী ১২২০ তারিখের (Tafel and Thomas, ১খ, ৪৩৮, ২খ, ১৪৩; O. Turan, পৃ. ৫., ১২৪-৩৭; ১২২৫ খৃ. কোনিয়াতে একজন ফরাসী বণিকের জন্য দ্র. Belin, ৩৭)।

'উছমানীগণ যখন প্রথম ৭৫৩/১৩৫২ সনে রুমেলিতে প্রবেশ করে (দ্র. Gelibolu) তখন তাহাদের সহিত জেনোয়ার (তখন ভেনিসের সহিত যুদ্ধরত) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং জেনোয়াকে তাহারা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ শর্তসমূহের প্রথমটি প্রদান করে। যদিও এই প্রথম মূল পাঠটি বর্তমানে পাওয়া যায় না, তবুও ১৯ জুমাদা'ল-উলা, ৭৮৯/৯ জুন, ১৩৮৭ সনেরটি বর্তমানে টিকিয়া আছে (ল্যাটিন পাঠ Silvestre de Sacy-Pf, Notices et extraits. ১১/১খ, ৫৯-৬১; তু. M. Belgrano, in Atti della Soc. Lig., ১৩খ, ১৪৬-৯)। আনাতোলিয়ার কোন তুর্কমেন রাজন্য কর্তৃক কোন ল্যাটিন রাষ্ট্রকে প্রদত্ত প্রাচীনতম বাণিজ্যিক সুবিধাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ১০৪৮ সনে সম্পাদিত আয়দীন ওগলু খিদের বেগ ও The Holy League (পোপের রাজ্য, ভেনিস, রোডসের নাইটগণ ও সাইপ্রাস)-এর মধ্যকার শান্তিচুক্তিতে (মূল পাঠের জন্য দ্র. Tafel ও Thomas, ৪খ, ৩১৩)। কিন্তু ৭১১/১৩১১ সনের প্রারম্ভেই রোডসের বণিকগণ মেনতিশি (Mentishi) রাজ্যে সক্রিয় ছিল (Heyd, ২খ, ৩৬) এবং পরে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বৎসরগুলিতে আলতোলুগো (আয়া

হোলুক) [Altolugo (Ayatholuk)] ও পালাতিয়া (বালাত)-তে ভেনিসীয় বাণিজ্য দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় (Heyd, ১খ, ৫৪৫)। প্রথম বায়েযীদ-এর রাজত্বকালে এই সকল স্থান উছমানী আধিপত্যের অধীনে আসিলে সুলতান এই সমস্ত প্রাপ্ত সুবিধার স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং 'আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার সমুদ্র ও স্থলপথে তাঁহার শাসনাধীন' সমস্ত অঞ্চলে প্রসারিত করেন। (মূল পাঠের জন্য দ্র. G.M. Thomas, Diplomatarium, ৪খ, নং ১৩৪)। 'উছমানীগণ কর্তৃক এদির্নে (Edirne) অধিকৃত হওয়ার সময় হইতেই (৭৬২/১৩৬১ সন) ভেনিস সুলতানের নিকট হইতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি লাভের চেষ্টা করিতেছিল (I. Bratianu, Etudes Byzantines, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ১৬৭)। ৭৬৮/১৩৮৪ সনে 'উছমানী রাজ্যভুক্ত এলাকা হইতে শস্য সংগ্রহ এবং 'উছমানী ভূমিতে, সম্ভব হইলে গালাতা-র বিপরীত দিকে অবস্থিত উসকুদার-এ একটি বাণিজ্যিক বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভের জন্যও ভেনিস কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করিতেছিল (Thomas, Dipl., ২খ, নং ১৪১; F. Thiriet, Regestes, ১খ, ১৬৫)। ৮২২/১৪১৯ সনের শান্তিচুক্তি ভেনিস ও প্রথম মুহাম্মাদ-এর পিতামহ অর্থাৎ প্রথম মুরাদ-এর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির উল্লেখ করে (Thomas, Dipl., নং ১৭২)। প্রথম বায়েযীদ শস্য রফতানীর অনুমতি প্রদান অথবা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা ভেনিসের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক অন্তরূপে ব্যবহার করেন (M. Silber-schmidt, Das Orient, Problem..., লাইপসিগ ১৯২৩ খৃ.)। আংকারা-র যুদ্ধের পর গৃহযুদ্ধের সময়কালে 'উছমানী দাবিদারগণ ভেনিসকে খুশী করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। সুলায়মান চেলেবী সক্রিয়ভাবে ভেনিসীয় সমর্থন কামনা করেন (Iorga, Notes, ১খ, ১২২) এবং ৮০৬/১৪০৩ সনের শান্তিচুক্তিতে প্রথমবারের মত সংঘ সদস্যগণকে (ভেনিস, বায়যান্টাইন, জেনোয়া, রোডসের নাইটবাহিনী) গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাবলী প্রদান করা হয় (মূল পাঠ in Thomas, Dipl., ২খ, নং ১৫৯)। মুসা চেলেবি ১৩ জুমাদা'ল-উলা, ৮১৪/৩ সেপ্টেম্বর, ১৪১১ সনে ফানার-এ এই সমস্ত সুবিধা অনুমোদন করেন (Thomas, Dipl., নং ১৬৪)। ইহার পর ক্রমান্বয়ে ১৭ শাওওয়াল, ৮২২/৬ নভেম্বর, ১৪১৯ (Thomas, Dipl., নং ১৭২), ১৫ য়ুল-হিজ্জাঃ, ৮৩৩/৪ সেপ্টেম্বর ১৪৩০ (ঐ, নং ১৮২) এবং ২৫ য়ুল-কা'দাঃ, ৮৪৯/২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৬ (F. Babinger and F. Dolger, Mehmed's II, fruhesten Staatsvertrag, ১৪৪৬ খৃ., in Or. chr. per., ১৫/৩-৪ খৃ., ১৯৪৯ খৃ., ২২৫-৫৮)-এর চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়।

তাঁহার প্রপিতামহ ১ম বায়েযীদের ন্যায় ২য় মুহাম্মাদ ও ইতালীয় উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের মর্যাদা হ্রাস করিয়া তাহাদেরকে শুধু রাজস্ব প্রদানকারীর মর্যাদা দান করিবার নীতি অনুসরণ করেন। ৮৬৭/১৪৬৩-৮৮৪/১৪৭৯ সনের 'উছমানী—ভেনিসীয় যুদ্ধ ভেনিসীয় বাণিজ্যের প্রতি প্রবল আঘাত হানিলেও ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় নাই এবং ৪ রাবী'উল-আখিরা, ৮৮৪/২৫ জুন, ১৪৭৯ (তু. A. Bombaci, in BZ, ৪৭খ, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২৯৮-৩১৯)-এর চুক্তি এবং ২য় বায়েযীদ দ্বারা ইহার নবায়ন (য়ুল-কা'দাঃ-এর শেষ ৮৮৬/জানুয়ারী ১৪৮২, মূল পাঠ, Archivio di Strato, Venice)-এর মাধ্যমে ভেনিস তাহার ইতোপূর্বে প্রাপ্ত সুবিধাবলী ছাড়াও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী কিফি ও

ক্রাবিয়োন-এর সহিত ব্যবসায় করার অনুমতি লাভ করে। ১০৪/১৪৯৮ সনে পুনরায় ভেনিসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্বে 'উছমানীগণ নেপলস-এর রাজাকে একটি শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির সুবিধা প্রদান করে (S.N. Fisher, The foreign relations of Turkey.... উরবানা ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৬১)। ২৪ রামাদান, ৯০৯/২০ মার্চ, ১৫০৩ তারিখে 'উছমানী-ভেনিসীয় চুক্তিতে এই সকল সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করা হয় (Marino Sanuto, ৫খ, ৪২-৭; তু. Bonelli, II, trattato..., ৩৬৩)। এই সকল চুক্তি পরে ১ম সেলীম (১৬ শা'বান, ৯১৯/১৭ অক্টোবর, ১৫১৩) ও ১ম সুলায়মান (১৭ মুহাররাম, ৯২৮/১৭ ডিসেম্বর, ১৫২১) দ্বারা নবায়িত হয় (তুর্কী মূল রূপ Archivio di Stato-তে)। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ 'জুমাদা'ল-উখরা', ৯৪৭/২ অক্টোবর, ১৫৪০-এর সন্ধিপত্রের মাধ্যমে [L. Bonelli, II trattato..., ৩৩২-৩; W. Lehmann, Der Friede- nsvertrag এবং বর্তমানে (তুর্কী মূল পাঠ) ক. Gokbilgin, in Belgeler, ১/২খ, ১২১-৮] বাণিজ্যিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছিল—'আরব ভূমি ও বসনিয়া অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রাবিয়োন ও কিফি-কে বাদ দেওয়া হয়। ৯৭৮/১৫৭০-৯৮০/১৫৭২ সনের বৎসরগুলিতে ভেনিস ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতামূলক পরিস্থিতি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নূতন এক প্রতিযোগী ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের সুযোগ দান করে। এই পর্যন্ত ভেনিস পূর্ব ভূমধ্যসাগর, ইস্তাম্বুল ও মিসরে বাণিজ্যিক প্রাধান্য উপভোগ করিয়া আসিতেছিল [পরবর্তীকালীন ভেনিসীয় সম্পূর্ণ চুক্তির জন্য দ্র. ৩য় মুরাদ, তুর্কী পাঠ, সুলায়মানিয়াঃ লাইব্রেরী, পাণ্ডু. Esad Ef. ২৩৬২, ৬৩-৭০; (রাবী'উ'ছ-ছানী ১০০৪/ডিসেম্বর ১৫৯৫) Belin, in JA, VIIe Serie, ৮খ, ৩৮৪-৪৪২, তু. Noradounghian, ১খ, ৪০৮-৯]।

'উছমানীগণ কর্তৃক সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের ফলে Capitulation চুক্তিসমূহের মূল্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১ম সেলীম মামলুক সুলতানগণ কর্তৃক ভেনিস (দ্র. B. Moritz, Ein Firman des Sultan Selim Fur die Venetianer, in Festschrift Sachau, ৪২২ প.) এবং কাটালান ও ফরাসীগণের বাণিজ্যদূত (গাঘ্যা-তে রাবী'উ'ছ-ছানী ৯২৩/মে ১৫১৭ তারিখে ১ম সুলায়মান কর্তৃক পুনর্নবায়িত শর্তাবলী, উহার ইতালীয় ও ফরাসী পাঠের মূল্যায়নের জন্য দ্রষ্টব্য Charriere, ১খ, পৃ. ১২১-৯)-কে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি পরবর্তীকালে পশ্চিম যুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্ম-সমর্পণের মডেলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ ধারণা অমূলক, 'উছমানীগণ আনাতোলীয় আমীর শাহীর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় [J.H. Mordtmann, Die islamisch- frankischen Staatsver- trage, in Zeitaehrift fur Politik, ১১খ (১৯১৮ খৃ.)]।

মিসরে অবস্থিত কাটালানীয়-ফরাসী যৌথ বাণিজ্যদূতকে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পাদিত ছিল না। অবশ্য ৯৪৩/১৫৩৬ সনে সুলতানের সহিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে সুবিধা লাভের প্রচেষ্টা হিসাবে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সের জন্য একটি প্রত্যক্ষ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি আদায়ের প্রচেষ্টা চালান। তাঁহার রাষ্ট্রদূত J. de la Forest ইব্রাহীম পাশা (Charriere, ১খ, ২৮৫, ভূমিকা)-এর

সহিত আলোচনার ভিত্তিতে যে Traite প্রণয়ন করেন সুলায়মান তাহা অনুমোদন করেন নাই (তু. Charriere, ১খ, ২৯৩-৪ অনুচ্ছেদ ১৭) এবং ইহার অল্পকাল পরেই ইব্রাহীমকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (২২ রামাদান, ৯৪২/১৫ মার্চ, ১৫৩৬)। J. de la Forest- এর সম্পাদিত একটি চুক্তির অনুরূপঃ 'শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ'-সমূহের মধ্যে এক প্রকার 'সন্ধির উদাহরণ কেবল এই একটিই (অপর সকলই একতরফাভাবে প্রদত্ত 'আহুদনামারূপে দেওয়া হয়) এবং ইহা আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছে (Belin, ৫৯; যু. খান্দুরী, Warand Peace...., পৃ. ২৩৭; I. Soysal, in TD, ৩/৫-৬খ, ৭৮; H.J. Liebesney, ৩১৭)। এই দলীলটি যে শেষ পর্যন্ত খসড়াভূমিতে থাকিয়া যায় তাহা ইস্তাম্বুল হইতে প্রেরিত Rincon- এর পত্রাদি হইতে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় (Charriere, ১খ, ৩৮৯, ৩৯৬-৭, ৪১৩-৪)। ইহার বক্তব্য কেবল ১৭৭৭ খৃ., Comte de Saint-Priest দ্বারা d'Aramon-এর দলীল-পত্রাদির মধ্যে আবিষ্কৃত হয় [দ্র. G. Zeller, Une legende qui dure... in Revue d' hist. mod. et contemporaine, (১৯৫৫ খৃ.), ২খ, ১২৭-৩২ ও (উত্তর প্রদানে) M.E., Les capitulations de 1535 ne sont pas une legende, in Annales E.S.C., ১৯খ, (১৯৬৪ খৃ.)]।

(২) পশ্চিম যুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্যের কাল : (৯৭৭/ ১৫৬৯-১১৮৮/১৭৭৪)

'উছমানী-ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির প্রথম প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় ৭ জুমাদা'ল-উলা, ৯৭৭/১৮ অক্টোবর, ১৫৬৯-এ। সুলায়মান-এর রাজত্বকালে (Belin, ৮৯) সংঘটিত বর্ণনাসমূহ নিশ্চিতভাবেই মামলুক সুলতানগণের প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির পুনর্নবায়ন যাহা তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ 'উছমানী সাম্রাজ্যব্যাপী বর্ধিত করিয়াছেন (Charriere, ১খ, ১২৩)। ৯৭৭/১৫৬৯ সনে ২য় সেলীম-এর সিংহাসন লাভ এবং মিসরে নূতন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে (দ্র. Safvet, in TOEM, ৩খ, ৯৯৩ এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের ভূমিকা)। ফরাসী রাজা এই পরিস্থিতিটি মুকাবিলা করার জন্য Calude du Bourg-কে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন (Charriere, ৩খ, ৬৪, নোট ১; Mission diplomatique de Claude du Bourg, in Revue d'Hist dipl. ১৮৯৫ খৃ.) এবং তিনি অতি সহজেই 'আহুদনামা লাভ করেন (তুর্কী পাঠ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, MS Or. ৯০৫৩, প., ২৫২-৫; ফরাসী পাঠ Testa-তে, ১খ, ৯১-৬) যাহাকে রাষ্ট্রদূত Noailles ১৫৭২ খৃ., "le plus ample et avantageux traite qui jamais fut tire du Levant" নামে অভিহিত করিয়াছেন (Testa ১খ, ১১১)। যেহেতু উক্ত বৎসর 'উছমানীগণ সেই সময়ে ভেনিসের অধিকারভুক্ত সাইপ্রাস আক্রমণের প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছিল, তাহারা স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত ছিল। এই ক্যাপিচুলেশনটি প্রস্তুত করা হয় ভেনিসীয় ক্যাপিচুলেশনের ভিত্তিতে (তু. ধারা ১৬, ও Charriere, ৩খ, ৯১ নোট ১)। অতিরিক্ত শেষ ধারাটি (১৭)-এর মতে (Charriere, G) শায়খুল-ইসলাম-এর প্রতিবাদ ও ভেনিসের হিংসার কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই সকল সুবিধার ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ফরাসী

বাণিজ্য দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া শীঘ্রই ভেনিসের তুলনায় বৃহত্তর হইয়া দাঁড়ায় এবং এই প্রাচুর্যের অংশীদার হওয়ার মানসে অন্যান্য পশ্চিম যুরোপীয় রাষ্ট্রের বণিকগণকে ফরাসী জাহাজ ফরাসী পতাকার আশ্রয়ে সমুদ্র যাত্রায় উৎসাহিত করিয়া তোলে (৯৮৯/১৫৮১ সনের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ অনুযায়ী এই সকল বিদেশী বণিকেরা ছিল ইংরেজ, পর্তুগীজ, স্পেনীয়, কাটালানীয়, সিসিলীয়, আনকোনায়ী ও রাগুসানীয়)। এই সময় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণকারী দেশসমূহের মধ্যে সুলতান কেবল ফ্রান্স, ভেনিস ও পোল্যান্ডকে স্বীকার করিতেন (২০ শা'বান, ৯৬০/১ আগস্ট, ১৫৫৩ সনের পোলীস শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের তুর্কী মূল পাঠ দ্রষ্টব্য, প্রকাশনা T. Gokbilgin, in Belgeler, ১/২খ, ১৯৬৩ খ., ১২৮-৩০)। ফ্রান্সের উপর ক্রমাগত স্পেনীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে (৯৮১/১৫৭৩ সন) ইহার প্রতি 'উছমানীগণ সন্দেহভাজন হইয়া উঠেন এবং ৯৮৩/১৫৭৫ সনে নূতন সুলতান ৩য় মুরাদ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ পুনর্নবায়ন করিবার পূর্বে ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের নিজেদের জন্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ লাভের আশায় অনুমতি ভিক্ষা করে [Wood, 7; Jenkinson-কে ৯৬০/১৫৫৩ সনে প্রদত্ত (Hakluyt, ৫খ., ১০৯)]। সুবিধাবলী কখনই বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজ বণিকগণ মস্কো, ককেশাস ও হারমুয হইয়া একটি বাণিজ্য পথ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত ছিল। 'উছমানীগণ কর্তৃক আযারবায়জান দখলের ফলে (৯৮৬/১৫৭৮) তাহাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে তাহারা পুনরায় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রতি তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে (W. Foster England's quest of Eastern trade, লন্ডন ১৯৩৩ খ., পৃ. ২১-৭১)। দুইজন উদ্যমী ইংরেজ ব্যবসায়ী Osborne FmÅ Staper. সুলতানের নিকট লিখিত রাণী এলিজাবেথ-এর একটি পত্রসহ তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে William Harborne-কে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন। Harborne এই তিন মুখ্য উদ্যোগ্যগণের জন্য সীমিত একটি ইজাযাত-ই-ছমায়ূন সংগ্রহ করেন যাহা তাঁহাদের ইস্তাম্বুলে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে (মুহাররাম ৯৮৮/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৫৮০, পাঠ প্রকাশনী I.H. Uzuncarsile, in Belleten ৪২/৫১ (১৯৫০ খ.), ৬১৫, দলীল ২)। রাণীকে প্রদত্ত উত্তরে (পৃ. স্থা, দলীল-১) ২য় মুরাদ ইংরেজ বণিকগণকে 'বন্ধুত্ব ও সরল বিশ্বাস' বজায় রাখার শর্তে আমান-প্রদান করেন। দুই রাজকীয় সরকারের মধ্যে এই পুনর্মিলনের পশ্চাতে ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে নির্দেশিত রাজনৈতিক পরিকল্পনা (CSP, ভেনিস, ৮খ, মুখবন্ধ, পৃ. ৩৯-৪৬); অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও 'উছমানী কর্তৃপক্ষ অধিকতর সুলাভে ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ও অস্ত্র প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যেমন টিন ও ইস্পাত সংগ্রহের সুযোগ লাভের সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। ৪ রামাদান, ৯৮৭/২৫ অক্টোবর, ১৫৭৯-তে লিখিত এক পত্রে এলিজাবেথ এই বাণিজ্যিক সুবিধা তাঁহার সমস্ত প্রজার জন্য প্রযোজ্য করিতে অনুরোধ করেন (ল্যাটিন হইতে ইংরেজী অনুবাদ, in Kurat, Turk-Ingiliz, ১৮১) এবং যোহেতু সেই সময় ইস্তাম্বুলে কতিপয় রাষ্ট্রনায়ক স্পেনের বিরুদ্ধে ইংরেজগণের সহিত বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন (in Koprulu armagain, ৩০৮-১৫), ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে (অনুচ্ছেদ ১৯ দ্র.) একটি পূর্ণাঙ্গ 'আহুদনামা প্রদান করেন [রাবী'উ'ল-আখির ৯৮৮/মে ১৫৮০; Kurat প্রকাশিত তুর্কী পাঠ Turk-Ingiliz

১৮২-৬, কতিপয় ভ্রান্তিপূর্ণ ও Uzuncarsili কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ (Belleten ৬১৭-৯), বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাঠ MS Or. ৯০৫৩, প. ২৪৮-৫০ এবং অন্যান্য পরবর্তী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের পাঠ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ইংরেজী পাঠটি জুন ১৫৮০ সনের তারিখ সম্পন্ন, দ্র. Hakluyt, ৫খ, ১৭৮-৮৩, তু. P. Wittek, in Bull. of the Inst. of Historical Research, ১৯/৫৭ (১৯৪২ খ.), ১২১-৩৯]।

পুনর্নবায়িত ফরাসী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণে M. de Germigny কিন্তু এই মর্মে একটি দফা সংযোজনে সক্ষম হন যে, ইংরেজ বণিকগণ পূর্বের মতই ফরাসী পতাকার তলে সমুদ্র যাত্রা অব্যাহত রাখিবে। তদসত্ত্বেও ফরাসী ও ভেনিসীয়গণের চক্রান্তের মুখে Horborne একটি নূতন 'আহুদনামা লাভ করেন (রাবী'উ'ছ-ছানী ৯৯২/মে ১৫৮৩) এবং সুলতান রাণীর নিকট একটি অনুমোদনপত্র প্রেরণ করেন (একই মাসের শেষ দিকে, Kurat, Turk-Ingiliz, ১৮৭, দলীল-৫)।

এইভাবে শুরু হয় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফরাসী ও ইংরেজগণের মধ্যে এক দীর্ঘ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও সংঘাত (Testa, ১খ, ১৫১-১৭১; A. Horniker, William Harborne and the beginning of Anglo-Turkish diplomatic and commercial relations, in J. Mod. Hist., ১৮খ, ১৯৪৬ খ.)। ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির নব অবস্থান স্বীকার করিয়া লয় (১০১২/১৬০৪ সনের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ৪)। কিন্তু ওলন্দাজগণ পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে ইংরেজ পতাকা তলে সমুদ্র যাত্রায় অগ্রহী হইয়া উঠিলে পুনরায় নূতন করিয়া সংঘাতের সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে 'উছমানী সরকার ওলন্দাজগণকে পৃথক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ দান করেন (৭ জুমাদা'ল-উলা, ১০২১/৬ জুলাই, ১৬১২; Dumont-এ অন্তর্ভুক্ত পাঠ, Corpe diplomatique ৫/২খ, ২০৫; দ্র.), A. Ernstberger, Europas Widerstand gegen Hollands erste Gesandtschaft bei der pforte (১৬১২ খ.), মিউনিখ ১৯৫৬ খ.)। কিন্তু ১০৬২/১৬৫২ সনের মত পরবর্তীকালেও ফ্রান্স এই মর্মে তুর্কী সম্রাটের সমর্থন আদায় করে যে, যে সমস্ত খৃষ্টান রাষ্ট্রের ইস্তাম্বুলে নিজস্ব দূতাবাস নাই তাহাদের সকল বণিককে ফরাসী পতাকাতলে বাণিজ্য করিতে হইবে (ইস্তাম্বুল, Basvekalet Arsivi, DHY, Francalu defterleri, নং ২৬)। ৯৮০/১৫৭২ সনের দিকে রাগুসা নিজকে সুলতানের করদ রাজ্য (খারাজ-গুয়ার) বলিয়া দাবী করিয়া ফরাসী নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে (Testa, ১খ, ১০১)। ফরাসীগণ বহুকাল পর্যন্ত মিসরে একটি ইংরেজ বণিক উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় (R. Fedden, Notes on the British consulate, in Egypt, in BIE, ২৭খ., ১৯৪৬ খ., ১-২১)। জুমাদা'ল-উলা ১০৫৪/জুলাই ১৬৪৪-এর এক ফরমানে সুলতান মিসরে নিযুক্ত ইংরেজ বাণিজ্যদূতকে জেনোয়া ও সিসিলীয় বণিকগণের নিকট হইতে দূতাবাসের পাওনা আদায় করা নিষিদ্ধ করেন (Basvekalet Arsivi, DHY, Francalu, নং ২৬)। কিন্তু ১০৩০/১৬২০ এবং ১০৯৪/১৬৮৩-এর মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে ইংরেজগণ সঠিকভাবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। দারু'ল-হারব-এর রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিততর ও অপেক্ষাকৃত

কম ব্যয়বহুল হিসাবে ইংরেজগণের নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 'উছমানী সরকার ফরাসী প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া হারবীগণকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শক্তির ছত্রছায়ায় সমুদ্রযাত্রা করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

যুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে এই সময়ে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহে একটি 'সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্র' দফা প্রধবাবারের মত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে (উদাহরণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, অনুচ্ছেদ ১৯)। অন্য যে সকল নূতন দফা পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের দলীলে সংযুক্ত করিতে সমর্থ হয় সেইগুলি সমসাময়িক পরিস্থিতি ও চাপের প্রতিবিম্বমাত্র। ১০১০/১৬০১ সনে Lello কর্তৃক প্রাপ্ত নূতন ইংরেজ ক্যাপিচুলেশনে (ফেরীদুন, মুনশা'আত, ২খ., ৩৮১-৫-এ তুর্কী পাঠ) ১৭টি নূতন দফা দেখা দেয় (ফরাসীদের জন্য ইহা ছিল একটি পরাজয়)। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে শুদ্ধ হার হইতে রেহাই দেওয়া হয় এবং বাধাহীনভাবে উহা ব্যবহৃত হইতে অনুমতি দেওয়া হয়। এই শেষ দফাটি ছিল তৎকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্ন—রৌপ্য মুদ্রার বাণিজ্যিক বিনিময়ের সহিত জড়িত (দ্র. H. Inalcik, in Belleten ১৫/৬০, ১৯৫১ খ., পৃ. ৬৫৬-৬১)। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিল, ভেনিস ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে আনীত দ্রব্যাদির উপর মূল্য ভিত্তিতে ইংরেজগণের জন্য তিন-শতাংশ হারে শুদ্ধ নির্ধারণ। এই ব্যবস্থা তখন পাঁচ-শতাংশ হারে শুদ্ধ সাপেক্ষে বাধ্য অন্যান্য রাষ্ট্রকে ইংরেজ পতাকাতে তাহাদের রফতানী পণ্য চালান দিতে উৎসাহী করিয়া তোলে। পরবর্তী একটি নবায়নে ছত্র অপব্যবহার রোধে একটি দফা সংযোজিত হয় (Noradounghian, ১খ, ১৬৫, অনুচ্ছেদ ৫৮)।

জুমানা'ল-উখরা ১০৮৬/সেপ্টেম্বর ১৬৭৫ সনে John Finch-এর রাজদূত থাকাকালীন সময়ের পূর্বের প্রদত্ত সুবিধাবলী এবং এতকাল যাবত প্রদত্ত সকল খাত-ই শেরীফ-এর সমন্বয়ে একটি নূতন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয় (G. F. Abbott, Under the Turk.... লণ্ডন ১৯২০ খ.)। এই সময় অন্তর্ভুক্ত প্রধান অনচ্ছেদসমূহ ছিল (Noradounghian, ১খ, ১৬৭-৮, অনুচ্ছেদ ৭২-৫) পশমী ও রেশমী সামগ্রীর উপর ধার্যকৃত মাত্রাতিরিক্ত কর হারের অবলোপন। স্বর্নাতে ইংরেজ বণিকগণের প্রধান রফতানী পণ্য ছিল রেশম ও পশমী পণ্য এবং মাত্রাতিরিক্ত এই কর বিতর্কের সৃষ্টি করিতেছিল। এই সময়ে Finch তাঁহার রাজার জন্য পাদিশাহ উপাদি লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেন, এই উপাধি ফরাসী সম্রাট ১০১৪/১৬০৩ সন হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন (ফেরীদুন, ২খ, ৪০০)। Finch-এর সম্পাদিত আত্মসমর্পণ চুক্তি ফরাসী ও ভেনিসীয়গণের ঈর্ষার উদ্রেক করে (Abbott, ১৪৭)।

১১শ/১৭শ শতাব্দীতে ফরাসী ক্যাপিচুলেশন ও ইহার কার্যকারিতা 'উছমানী-ফরাসী রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইত। ৩য় মুহাম্মাদ (১০০৫/১৫৯৭; পাঠ P. de Rausas-এ) ও ১ম আহমাদ (১০১২/১৬০৪; পাঠ Testa, ১খ, ১৪১-৫১-এ ও Noradounghian, ১খ., ৯৩-১০২-এ; তুর্কী পাঠ ফেরীদুন-এ, ২খ, ৪০০-৪)-এর আমলে সম্পাদিত চুক্তির নবায়ন সংঘটিত হইয়াছিল। বিশেষ অন্তরঙ্গতার ফলে ফরাসীগণ ইহাতে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নূতন অনচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় (F.S. de Breves, Relation..., প্যারিস ১৬৩০ খ., অনুচ্ছেদসমূহের পর্যালোচনা Belin, ৮৪-৯; J. de

Gontaut-Biron, Ambassade en Turquie..., 1605-1610, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৮৮-৯ খ.)। পূর্বোক্তির প্রধান অনচ্ছেদসমূহে ভেনিসীয় ও ইংরেজ বণিক ব্যতীত সকল 'রাষ্ট্র'-কে ফরাসী পতাকাতে ভ্রমণ করার, শস্য রফতানী করার, রৌপ্য মুদ্রায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ও (এই বিষয়ে একটি ফরমান দ্র. Basvekalet Arsivi, Fekete tasnifi নং ২৩৯৬) বারবারী জলদস্যু হইতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের (অনচ্ছেদ, ১, ৪, ৮) ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শেষোক্তটি জেরুসালেম অভিমুখী খৃষ্টান তীর্থযাত্রী ও জেরুসালেম অভিমুখে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফরাসীদের হস্তে সমর্পণ করে (অনচ্ছেদ ৪-৫)। এই দফাসমূহের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ফরাসীগণ 'উছমানী সাম্রাজ্যের সকল ক্যাথোলিক ধর্মাবলম্বী ও ক্যাথোলিক মিশনারীর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী উত্থাপন করে। ১০২৮/১৬১৯ সনে Comte de Cesy কর্তৃক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ নবায়ন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে (Tongas, ২০) ইহার পর হইতে তুর্কী সম্রাটের দরবারে ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাজারে ফরাসী প্রভাবহ্রাস পাইতে থাকে (Masson ১খ, ১২৪-৩০; Tongas, ১৩৯-২১৫)। জেনোয়া এই যাবত ফরাসী পতাকাতে কর্মরত ছিল। তুর্কী সম্রাট জেনোয়াকে একটি পৃথক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি করেন এবং তাহাদের শুদ্ধ হার ৩ শতাংশ হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় (১০৭৬/১৬৬৫; Chardin, Voyages, ১খ, আমস্টার্ডাম ১৭১১ খ., ৬-১৭; Noradounghian-এ ইতালীয় পাঠ দ্র., ১খ, ১২৪-৩২)। Koprulu-গণের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের সময় কিছুকাল ফ্রান্সের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত থাকে এবং ফরাসী বাণিজ্য ১০২৯/১৬২০ সনের তুলনায় এক-দশমাংশে নামিয়া আসে (Masson, ১খ, ৩১; Tongas, ৫-৬৫)। শেষ পর্যন্ত পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে Colbert-এর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ফরাসীগণ ১০৮৪/১৬৭৩ সনে গুরুত্বপূর্ণ নূতন দফাগুলির অন্তর্ভুক্তিসহ তাহাদের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি নবায়ন করিতে সমর্থ হয় (তুর্কী পাঠ, মু'আহিদ্দাত মাজমু'আসী, ১খ, ৪-১৪; ফরাসী পাঠের জন্য দ্র. Noradounghian, ১খ, ১৩৬-৪৫; 'আহুদনামা সম্পর্কে চতুর্থ মুহাম্মাদ-এর একটি পত্র, Testa-তে, ২খ, ১৬৯; আলোচনার বিবরণের জন্য দ্র. A. Vandal, Les voyages du Marquis de Nointel, 1670-1680, প্যারিস ১৯০০ খ., পৃ. ৯৯-১১২)। গুরুত্বপূর্ণ নূতন দফাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুদ্ধ হার ৩ শতাংশে হ্রাস করা, সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ এবং তুর্কী সম্রাটের দরবারে জেসুইট ও কাপুচিন মিশনারীগণের নিরাপত্তা প্রদানের ফরাসী অধিকার প্রাপ্তি।

১০৯৪/১৬৮৩ সন হইতে পরবর্তী কালে যুরোপে 'উছমানী সাম্রাজ্য বিপদের সম্মুখীন হইলে এবং তুর্কী সুলতানের জন্য পশ্চিমী শক্তিসমূহের কূটনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন হইয়া পড়িলে ক্যাপিচুলেশন বা শর্তাধীন আত্মসমর্পণের প্রথা এক নূতন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হইতে নূতন সুবিধাবলী রাজনৈতিক সহায়তার বিনিময়ে প্রকাশ্য প্রদত্ত ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হইতে থাকে। ১১০১/১৬৯০ সনের এক খাত-ই শেরীফ-এর বলে ফরাসীগণ মিসরে তাহাদের জন্য কার্যকর শুদ্ধ হার ১০ শতাংশ হইতে ৩ শতাংশে হ্রাস করিতে সমর্থ হয় এবং জেরুসালেমের বিভিন্ন পবিত্র স্থান ক্যাথলিকগণকে ফেরত দেওয়া হয় (প্যারিস, Hist. de

Marseille, ৮৯-৯০)। ১১০৯/১৬৯৭ সনে ফরাসীগণ হ্যাবসবুর্গগণের সহিত শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে তুর্কী সুলতান ইংল্যান্ডের দিকে মনোযোগী হন, ইংরেজগণকে মিসর ও ইস্তাম্বুলের মধ্যে সমুদ্র পথে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয় এং মিসরে একটি ইংরেজ বাণিজ্য দূতাবাসের উদ্বোধন করা হয় (Fedden, পৃ. ৫., ১৩-১৪)। ১১২৮/ ১৭১৬ ও ১১৫৩/১৭৪০-এর মধ্যে ফ্রান্সের সহিত সমঝোতা আনয়নের ফলে পুনরায় দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়। বেলগ্রেড চুক্তিতে (১১৫২/১৭৩৯) সমাণ্ড আলাপ-আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী ও এক চুক্তির পক্ষে তাঁহার সম্রাটের নিশ্চয়তা আনয়নকারী Marquis de Villeneuve (দ্র. A. Vandal, Une Ambassade française en Orient sous Louis xv.... প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.) এই পর্যন্ত প্রদত্ত সুবিধাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ও বৃহৎ সুবিধাবলী আদায় করিতে সক্ষম হন (১১৫৩/১৭৪০; তুর্কী পাঠ in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ, ১৪-১৫; ফরাসী পাঠ in Testa, ১খ, ১৮৬-২১০; Noradounghian, ১খ, ২৭৭-৩০০)। সুলতান এই সকল প্রদত্ত সুবিধাবলী তাঁহার উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হইতেও অনুমোদন করেন (তু. in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ, ৯০, ১১৭৪/১৭৬১ সনের খ্রীশীয় শতাব্দীর আত্মসমর্পণ চুক্তি)। এইভাবে 'উছমানী সরকার একটি মূল্যবান দরকম্বাকবির অস্ত্র পরিত্যাগ করে, যাহার ফলে এতদিন পর্যন্ত নূতন দফাগুলির প্রতিটি নূতন রাজত্বকালের শুরুতে আলোচনার মাধ্যমে নিরূপণ করা হইত। নূতন দফাসমূহে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোন অন্তর্ভুক্তি ছিল না। ইহার পরবর্তী বৎসরগুলিতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যে ফরাসীগণ এক অপ্রতিহত অবস্থান বজায় রাখে এবং 'উছমানী বন্দরসমূহে তাহাদের কোন প্রতিযোগী ছিল না (দ্র. R. Pares ৯৩-১০৯)। যুরোপের যে কোন রাষ্ট্র এই সময় সামান্যতম অর্থনৈতিক উন্নতির পর্যায়ে থাকিলেই একটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় কোম্পানী গঠন করিয়া তুর্কী সম্রাটের নিকট শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের চুক্তি আদায়ের প্রচেষ্টায় রত হইত। ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির অবস্থান দুর্বল করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতির কার্যকারিতায় 'উছমানীগণ সাদা প্রদান করে (সুইডেনঃ ১১৪৯/১৭০৭, পাঠ in Noradounghian, ১খ, ২৩৯; তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ, ১৪৬; দুই সিসিলীর রাজ্যঃ ১১৫৩/১৭৪০, text in Noradounghian, ১খ, ২৭০; ডেনমার্কঃ ১১৭০/১৭৫৬, ফরাসী পাঠ, in Noradounghian, ১খ, ৩০৮; তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ, ৫২; প্রশিয়াঃ ১১৭৪/১৭৬১, ফরাসী পাঠ in Noradounghian, ১খ, ৩১৫, তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ., ৮৩; স্পেনঃ ১১৯৭/২৭৮৩, তুর্কী পাঠ, in জেওদেত, তা'রীখ, ২খ., ৩৩৮-৪৩ এবং মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ., ২১২; ফরাসী পাঠ, in Noradounghian, ১খ, ৩৪৪)। এই সমস্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ দানকালে তুর্কী সুলতান প্রধানত যুরোপে বন্ধু লাভের রাজনৈতিক লক্ষ্য দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য জেওদেত, ২খ, ১৮৪-২০৩-এ স্পেনীয় আলোচনার বিবরণী)।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উছমানী সাম্রাজ্যের দুই শক্তিমান শত্রু হাবসবুর্গ ও রাশিয়াকে চাপের মুখে অনিচ্ছুকভাবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এইভাবে নূতন পর্যায় পূর্ণতা লাভ করে।

(৩) যুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়াররূপে শর্তাধীনে আত্ম-সমর্পণ চুক্তি : ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আগস্‌বার্গ ও নুরেনবার্গের জার্মান ব্যবসায়ীগণ ভেনিসীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাবধীনে ইস্তাম্বুলে সক্রিয় ছিল (দ্র. H. Kellenbenz, Handelsverbindung zwischen Mitteleuropa und Istanbul, in Studi Veneziane, ৯খ, ১৯৩-৯)। শুধু বিভাগীয় দলীলসমূহ হইতেও 'উছমানী হাঙ্গেরীতে স্থলপথে ব্রেসলো হইতে বন্ধ আমদানীর প্রমাণ মিলে [L. Fekete এবং Gy. Kaldy-Nagy, Rechnungsbucher turkischer Finanzstellen in Buda (offen), বুদাপেস্ট ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৭৩০]। সম্রাট ৫ম চার্লস ও ফার্ডিনান্ডকে প্রদত্ত ১৫৪/১৫৪৭ সনের সক্রিয় শর্ত হিসাবে বণিকগণকে যাতায়াতের নিরাপত্তা (আমন ও আমান emn u aman) দেওয়া হয় (ফেব্রুয়ারি, ২খ, ৩৪০ ও ৩৪১)। ১০২৫/১৬১৬ সনে Zsitva-torok-এর চুক্তির নবায়নের ফলে (ফেব্রুয়ারি, ২খ, ৩২৪; মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৭৫, অনুচ্ছেদ ৯-১০; Latin text in Noradounghian, ১খ, ১১৩-৮), বণিকগণ সম্রাট, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও ফার্দার্স-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ৩ শতাংশ শুক হারে বাণিজ্য ও ভ্রমণ করিতে অনুমতি লাভ করে। তদুপরি জেসুইট পুরোহিতগণকে 'উছমানী এলাকায় বসবাস ও গির্জা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৭)। ১০৭৮/১৬৬৭ সনে অস্ট্রিয়া একটি বাণিজ্যিক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের চেষ্টা করে (H. Hassinger, Die erste Wiener Handels kompanie, 1667-1683, in Viertel. fur Soz. und Wirtschaftsgeschichte, ৩৫/১ খ., ১৯৪২ খৃ., ৫৩)। ইহার ফলে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে সৃষ্ট শত্রুতার জন্য এই সকল বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণভাবে কাছে লাগান সম্ভব হয় নাই। যদিও ১১১১/১৬৯৯ সনের Carlowitz-এর চুক্তিমত (অনুচ্ছেদ ১৪) 'উছমানীগণ অন্য যুরোপীয় জাতিসমূহকে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাবলী হ্যাবস্‌বার্গ সম্রাটের অধীন রাষ্ট্রসমূহের জন্যও কার্যকর করিতে স্বীকৃত হয়, তথাপি শোষোক্তগণ কেবল Passarowitz চুক্তির পরই পূর্ণ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি লাভ করে (১১৩০/১৭১৮; ফরাসী পাঠ, in Noradounghian, ১খ, ২২০-৭; তুর্কী পাঠ in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৩খ, ১১২-২০)। ইহার শর্তানুসারে জাহাজসমূহকে দানিয়ুবে স্বাধীনভাবে চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়। তবে ইহাদের জন্য কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের অনুমতি ছিল না (অনু. ২০)। সম্রাট কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্য দূতাবাস আছে এমন যে কোন স্থানে এবং তাঁহার ইচ্ছাধীন অপর যে কোন স্থানে বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের অধিকার লাভ করেন। অস্ট্রিয়া ও পারস্য দেশীয় বণিকগণ ৫ শতাংশ হারে শুক প্রদানে দানিয়ুবে ও কৃষ্ণ সাগরের মাধ্যমে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ দলীলে কোন শপথের উল্লেখ নাই। জার্মানীর সহিত বাণিজ্য প্রধানত Trieste, Venice ও দানিয়ুবে মাধ্যমে প্রসার লাভ করিতে থাকে (H. Grenville, Observations, সম্পা. A.S. Ehrenkreutz, Ann Arbor, ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৫৪)। ১১৬০/১৭৪৭ সনে এই আত্মসমর্পণসমূহ নবায়িত হয় (তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৩খ, ১৩৫-৪২) এবং সম্রাট এই মর্মে সুবিধা আদায় করেন যে, টুসক্যানি (Tuscany), হামবুর্গ ও লুবেক

(Lubeck)-এর গ্রান্ড ড্যুচির (Grand Duchey) বণিকগণ তাঁহার পতাকার আশ্রয়ে ভ্রমণ করিবে (যেমন জেনোয়াবাসী বণিকগণ ১১৩৭/১৭২৫ সন হইতেই করিয়া আসিতেছিল)। রাশিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অস্ট্রিয়া নূতন দফা আদায়ে সচেষ্ট হয় এবং এই সকল শর্ত রক্ষিত হইবে তাঁহার নিশ্চয়তা প্রদানে একটি সনদ লাভ করে (১১৯৮/১৭৮৪, ফরাসী পাঠ in Noradounghian, ১খ, ৩৭৯-৮২, তুর্কী পাঠ, in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৩খ, ১৫২-৫)। এই সকল দফার মধ্যে ছিল মোলদাভিয়া ও ওয়াল্লাচিয়া (Wallachia)-তে বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের অধিকার, রাশিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত সকল প্রধান নদী ও সাগরে (কৃষ্ণসাগরসহ) জাহাজ চলাচলের অধিকারের ন্যায় অনুরূপ অধিকার এবং এই মর্মে ঘোষণা করে যে, কেবল অস্ট্রীয় ছাড়পত্রই কোন পরিব্রাজকের জন্য যথেষ্ট।

৯ম/১৫শ শতাব্দীতে রুশ বণিকেরা আযাক (আজোভ) ও কিফি-তে বাণিজ্যরত ছিল এবং এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বুরসাতে তাহাদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় (৯০৩/১৪৯৭ সনে তৃতীয় ইভান তাঁহার দূত Pleshceyev-কে রুশ বণিকগণের জন্য সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ইস্তাবুল প্রেরণ করেন)। তাহারা হয় ব্যক্তিগত ইয়ন-ই ছমায়ুন অথবা মুসলিম বণিকগণের ইসতি'মান-এর মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষরূপে ভ্রমণ করিত। উদাহরণের জন্য দ্র. F. Dalsar, Bursa'da ipekciik. (ইস্তাবুল ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৯১)। লোমশ পশুচর্মের সুবিখ্যাত বাজার কাযান জার (Czar) কর্তৃক অধিকৃত (৯৫৯/১৫৫২) হইলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়। সুলতান তাঁহার প্রাসাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বণিকগণকে লোমশ পশুচর্ম সংগ্রহে মস্কো প্রেরণ করেন (উদাহরণত দ্র. Dalsar, পৃ. ১৯২-৩) এবং জারের বণিকগণ ব্যক্তিগত অনুমতিপত্রসহ সিন্ধ সামগ্রী ক্রয় করিতে বুরসায় আগমন করে। ১১১২/১৭০০ সনের ইস্তাবুল চুক্তিতে বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানের প্রশ্নটি পরবর্তী আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ১০)। কিন্তু একটি বিশেষ অনুচ্ছেদের (১২) দ্বারা রুশ সন্ন্যাসিগণকে জেরুসালেমে তীর্থযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়। বেলগ্রেড চুক্তির (১১৫২/১৭৩৯) ৯ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উভয় পক্ষের ব্যবসায়িগণের জন্য বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, কৃষ্ণসাগরে পণ্যদ্রব্য কেবল তুর্কী জাহাজে পরিবহন করা হইবে। Kucuk Kaynardja [(দ্র.), ১১৮৮/১৭৭৪]-এর চুক্তি অনুসারে তুর্কী সম্রাট পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় রাশিয়াকেও 'উচ্ছমানী অধিকারভুক্ত পানিসীমায় নৌ চালনার অধিকার দান করেন। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণসাগর প্রণালীসমূহ ও দানিয়ুবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। স্থল ও নৌপথে আগমনকারী রুশ বণিকেরা 'সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিবে। ফরাসী ও ইংরেজ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সকল শর্ত রাশিয়াকেও দান করা হয় এবং জার-কে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী স্থানে বাণিজ্য দূতাবাস ও উপ-বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। অন্যান্য দফার মধ্যে ছিলঃ অপরাধীদের সম্পর্কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান (অনুচ্ছেদ ৬), রাজদূত ও দোষাভিগণকে কূটনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান (অনুচ্ছেদ ৭, ৮ ও ১৪) এবং পরিশেষে জার-কে পাদিশাহ উপাধি প্রদান (অনুচ্ছেদ ১৩)। যেহেতু সুবিধাবলী একটি পারস্পরিক ও দ্বিপাক্ষিক সন্ধিতে (আধুনিক মতে) অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে প্রদত্ত তুর্কী সম্রাটের একতরফা 'আহুদনামা হইতে কাঠামো ও আইনগত চরিত্র—উভয় দিক হইতেই পৃথক ছিল এবং স্বভাবতই পাঁচ

বৎসর পর তুর্কী সম্রাট ইস্তাবুলকে সরবরাহ করিতে প্রয়োজনীয় রাশিয়াগামী পণ্যবাহী জাহাজসমূহকে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলে রাশিয়া ইহাকে চুক্তির বরখোলাফ বলিয়া বিবেচনা করে (নাক্দ-ই 'আহুদ জেওদেত, ২খ, ১৩৫)। ওয়াল্লাচিয়া, মোলদাভিয়া ও সিনোপ-এর মত সংবেদনশীল স্থানসমূহে রুশ বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপনের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় (জেওদেত, ২খ, ১৪৪; ৩খ, ১২৫-৭)। তুর্কী সম্রাট আপাত দৃষ্টিতে এখনও শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিকে বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের প্রজাদেরকে ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তিসমূহকে ইচ্ছানুযায়ী প্রদত্ত সুবিধা বলিয়াই গণ্য করিতে থাকেন। কিন্তু রাশিয়া এই সময়ে চাপ প্রয়োগ করিতে শুরু করেঃ আয়নালী কাভাক (১১৯৩/১৭৭৯ঃ তুর্কী পাঠ দ্র. মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৩খ, ৩৭৫-৮৪; ফরাসী পাঠ, দ্র. Noradounghian, ১খ, ৩৩৮)-এর ব্যাখ্যা প্রদায়ক সম্মেলনে Kucuk Kaynardja-এর চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ-এর গঠন পর্যালোচনা করা হয় এবং ইহা পুনরুল্লেখ করা হয় যে, (অনুচ্ছেদ ৬) ইহা একটি পারস্পরিক চুক্তি এবং ইহাকে একতরফাভাবে বাতিল ঘোষণা করা যাইবে না। শেষ পর্যন্ত ক্রিমিয়া অধিকার করিয়া রাশিয়া তুর্কী সম্রাটকে এই অধিকার স্বীকার করিতে এবং ফরাসী ও ইংরেজগণকে প্রদত্ত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে ৮১ দফাসম্পন্ন একটি পূর্ণ শর্তাধীনে সম্পূর্ণ চুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য করে (১১৯৭/১৭৮৩ঃ তুর্কী পাঠ in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৩খ, ২৮৫-৩১৯; ফরাসী পাঠ in Noradounghian, ১খ, ৩৭১-৩)। প্রস্তাবনা ও উপসংহারে বলা হইয়াছে, এই 'আহুদনামা একটি চুক্তি বাহা Kucuk Kaynardja-এর চুক্তির সম্পূরক। এই দলীলটি পশ্চিমী দেশসমূহের সহিত সম্পাদিত তুর্কী সম্রাটের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে এক নূতন বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে, বিশেষভাবে তাহারা কৃষ্ণসাগরে রুশ জাহাজ প্রবেশের অনুমতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং প্রথমদিকে তাহার বাণিজ্য সম্প্রসারণের আশায় রাশিয়া ইহাদের উৎসাহিত করিতে থাকে (Wood, ১৮০-১)। ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতেই ইংরেজগণ (Wood, ৪৯; Grenville, ৪৯-৫৪) ও ফরাসীগণ (Masson, ২খ, ৬৩৭-৫৫; R. Paris, ৪৫৫) বারংবার কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এখন রাশিয়াকে এই অধিকার প্রদান করা হইলে তাহারা নিজেরাও তাহাদের শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির ("সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের") দফার ভিত্তিতে একই অধিকার প্রাপ্তির দাবি করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দাবি মানিয়া নেওয়া হয় নাই। ইংরেজগণ এই অধিকার লাভ করে ১২১৪/১৭৯৯ সনের এক স্মারকলিপি 'নোটের' মাধ্যমে (পাঠ in Noradounghian, ২খ, ৩৫-৬) এবং ফ্রান্স প্যারিস চুক্তির ২নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে (১২১৭/১৮০২ঃ text in মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৩৬; আলোচনার বিবরণীর জন্য দ্র. I. Soysal, Fransiz Ihtilali ve Turk-Fransiz munase- betleri, 1789-1802; আঙ্কারা ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩১৫-৩৭)। এই একই অধিকার পরে অন্য শক্তিসমূহকে প্রদান করা হয় (সারাদিনিয়া, ডেনমার্ক, স্পেন, দুই সিসিলী টুস্কানী; দ্র. Noradounghian, ২খ, ১০২, ১৩৭, ১৪০, ২১৯)।

(৪) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অপব্যবহার ও ইহাদের বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টাঃ ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যুরোপীয় বাণিজ্যিক দেশসমূহের সহিত আচরণে 'উচ্ছমানীগণ তাহাদের ঐতিহ্যগত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখে এবং আমান ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া

উহার সুবিধাবলী প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে তাহারা ইহা হইতে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপজ্জনক ফলাফলের কথা বিবেচনা করে নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের দিকে তুর্কী সুলতান বিবেচনা করেন, (Observations, ৩৫৭-৪৬৪) যে, তখন বর্তমান সুবিধাবলীর অধিক কিছু দাবি করার সম্ভাবনা খুবই কম। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মতে (Masson, ১খ, ৪৭৩) 'উছমানীগণ এই ব্যাপারে (toute la securite et toutes les facilites necessaires) 'সামগ্রিক নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রিক সুবিধাবলী' দিয়াছিলেন। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, যুরোপীয়গণ ঘোরতর দৌরাভ্যপূর্ণভাবে এই সকল বিশেষ সুবিধার অপব্যবহার করে। এই ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম বৎসরগুলিতে 'উছমানী সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম যুরোপের আধিপত্যে পতিত হয়। ফলে ১৭৮৮ খৃ. ফরাসী রাজদূত Choiseul- Gouffier 'উছমানী সাম্রাজ্যকে ফ্রান্সের সমৃদ্ধতম উপনিবেশসমূহের অন্যতম' (une des Plus riches colonies de la France) বলিয়া অভিহিত করিতে পারিয়াছিলেন (Masson, ২খ, ২৭৯)। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে এই সকল বিশেষ সুবিধা 'উছমানী রাষ্ট্র ও অর্থনীতির জন্য কোন হুমকি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'উছমানী সরকার তখনও অপব্যবহার রোধ করার মত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এই সময়ে যুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ চাপ ও হুমকি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বল হইয়া পড়া 'উছমানী রাষ্ট্রকে সুবিধাবলী সম্প্রসারিত ও নবায়িত করিতে বাধ্য করে এবং অপব্যবহার রোধে আনীত সংশোধনীয়সমূহ বাধা দিতে সমর্থ হয়।

যে অপব্যবহারটি প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়াছিল তাহা তুর্কী সুলতানের যিম্মী প্রজাদের জন্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের অধিকারের সম্প্রসারণ। হারবী (শত্রু) রাজ্যের একজন মুসতামিন একজন 'উছমানী প্রজা অপেক্ষা অধিক সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করিত। কিছু সংখ্যক যিম্মী নিজেদের জন্য এই সকল সুবিধা আদায়ের এক পন্থা বাহির করে। ইহা বিদেশী রাষ্ট্রদূত অথবা বাণিজ্যদূতকে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে দোভাষী পদে নিয়োগের অনুমতি (ঘেরাত) লাভ। শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্যদূতগণের নির্দিষ্ট সংখ্যক দোভাষী নিয়োগের অধিকার ছিল এবং এইরূপ কোন দোভাষীকে প্রদত্ত বেরাত দ্বারা (নমুনীর জন্য দ্র. Basvekalet Arsivi, DHY Ecnebi defterleri; London, Public Record office, Sp ১০৫/৩৩৪) সুলতান বেরাতধারীকে, তাহার পুত্র ও ভৃত্যগণকে জিয্যা ও রা'আয়া (الرعایة)-দের জন্য দেয় অন্যান্য কর হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশসমূহ তাহাদের দোভাষীদের জন্য বিভিন্ন কূটনৈতিক নিরাপত্তার শর্ত আদায় করিয়া নেয়। উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১০৮৬/১৬৭৫ সনের ইংরেজ আত্মসমর্পণের ৪৫ নং অনুচ্ছেদ, মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ১খ., ২৫১; Noradounghian, ১খ., ১৫৭)। রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্যদূতগণ অর্থ মূল্যের বিনিময়ে দোভাষী হইতে মোটেই ইচ্ছুক নয় এমন যিম্মীদের জন্য বেরাত সংগ্রহ করিতে থাকে এবং এই উপায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করে। এই সকল বেরাতধারী [দ্র.] অথবা "barataires" ও তাহাদের ভৃত্য (Sous-barataires) মুসতামিনগণের ন্যায় একই বিশেষ আর্থিক ও আইনগত সুবিধাদি ভোগ করিত এবং অনুরূপ হ্রাসকৃত শুল্ক হার প্রদান করিত। ১২০৮/১৭৯৩ সনে কেবল আলেক্সান্দ্রিয়া শহরেই ১৫০০ জন যিম্মী বণিক দোভাষীর বেরাতের

অধিকারী ছিল—পরীক্ষা করা হইলে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে মাত্র ছয়জন প্রকৃত দোভাষীরূপে কর্মরত (কিস্বী তা'রাখি, তৎসহ দ্র. জেওদেত, ৬খ, ১৩০; ১১৭৮/১৭৬৪ সনে স্যালোনিকায় অনুষ্ঠিত পরীক্ষা সম্পর্কে দ্র. Svoronos ১৫২; ১২০০/১৭৮৫ সন ও ১২২১/১৮০৬ সনে অনুষ্ঠিত অপরাপর পরীক্ষার জন্য দ্র. জেওদেত, ৩খ, ১৩০, ২৭০; ৮খ, ১০৭)।

ইহাই একমাত্র অপব্যবহার ছিল না। শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রাপ্ত সুবিধাবলী তাহাদের নাগরিক নয় এমন 'প্রতিরক্ষিত ব্যক্তিগণের' জন্য প্রসারিত করার অধিকার ছিল। ইহাতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ফলে বিদেশী নাগরিকগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী ভোগ করার জন্য কোন 'উছমানী প্রজার জন্য কেবল কোন ইচ্ছুক বাণিজ্যদূত বা রাষ্ট্রদূতের নিকট হইতে নিয়োগের অনুমতি (patente) প্রাপ্তি যথেষ্ট ছিল। ১২২৩/১৮০৮ সনের দিকে রুশগণ ১২০,০০০ জন গ্রীককে 'প্রতিরক্ষিত ব্যক্তি' হিসাবে তালিকাভুক্ত করে (barataires ও Proteges-এর জন্য দ্র. বিশেষভাবে F. Rey, La Protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, প্যারিস ১৮৯৯ খৃ.)। তৃতীয় সেলীমের রাজত্বকালে 'উছমানী রাষ্ট্রনায়কগণ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং তাহাদের বিশেষ সুবিধা বহির্ভূত অবস্থা হইতে 'উছমানী প্রজাগণকে উদ্ধার করিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেইরূপে ১২০৭/১৭৯২ সনে প্রদত্ত এক বেরাতের মাধ্যমে যুরোপের সহিত বাণিজ্যরত কোন যিম্মী বণিক ও তাহার দুই সহকারীকে কোন মুসতামিন-এর দোভাষী ও তাহার ভৃত্যদের ভোগ করা সকল সুবিধা ও রেহাই প্রদান করা হয় (দ্র. ও নূরী, মেজেল্লি-ই উমার-ই বিলিদিয়ী, ১খ, ৬৭৫-৮)। এই সকল বণিককে বলা হইত 'আভরুপা তুজ্জারী' (Avrupa tudjdjari)। স্বল্পকাল পরেই পারস্য ও ভারতের সহিত বাণিজ্যরত কতিপয় মুসলিম ব্যবসায়ীকে বেরাতের মাধ্যমে একই সুবিধাবলী প্রদান করা হয় এবং ইহাদের বলা হয় 'খায়রিয়া তুজ্জারী' (Khayriyye tudjdjari)। তাহাদের সকল বিষয় বিশেষ প্রশাসনিক পদ্ধতি ও একটি বিশেষ আদালত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

আ'য়ানগণ অর্থাৎ স্থানীয় স্বৈরাচারী শাসকগণ এই সকল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল (ফিলিস্তীনে শায়খ জাহির ও পরবর্তী কালে জায্যার আহমাদ পাশা, মিসরে মুহাম্মাদ আলী, রুমেলীতে তেপেদেলেনলি 'আলী পাশা [দ্র.] তাহাদের নিজস্ব কোষাগারের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাহারা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের অপব্যবহারের ফলে উদ্ভূত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ প্রদান করেন। তাহাদের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে ছিল বিশেষ কিছু পণ্যের রফতানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, একচেটিয়া ব্যবস্থা আরোপ, একচেটিয়া পণ্যের বিক্রয় নির্ধারণ, রফতানীযোগ্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও মুসতামিনগণের ভোগকৃত নৌচলাচলের অধিকারের বিলোপ সাধন। কেন্দ্রীয় সরকারও ক্রমবর্ধমানভাবে একচেটিয়া ব্যবস্থা (মাদ-ই ওয়াহিদ) ও ইলতিয়াম (দ্র.) প্রয়োগের মাধ্যমে রফতানী পণ্য হইতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করিতে শুরু করে। ইহা ছিল সরকারের সম্পূর্ণ এখতিয়ারভুক্ত একটি প্রাচীন নীতি। আবার অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর প্রযোজ্য অন্য করসমূহ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের এখতিয়ারের সম্পূর্ণ বাহিরে। এতদসত্ত্বেও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষভাবে ইংল্যান্ড, শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নূতন পরিস্থিতিতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয়

অঞ্চলের বাজারে আরও অধিক প্রবেশ্য, নিরাপদ ও স্থিতিশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। একটি রাজনৈতিক সংকটকে পূঁজি করিয়া ইংল্যান্ড বাল্‌তালিমানের সম্মেলনের (পাঠ গ্রেট বৃটেন, সংসদীয় দলীল, ১৮৩০, ২৯১-৯৫; Noradounghian, ২খ, ২৪৯ ও ২৫৪ পৃষ্ঠায় নোট; V. J. Puryear, International Economics and Diplomacy in the Near East², ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১১৭-২৬) মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে সকল বিদ্যমান শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাবলী সর্বকালের জন্য স্থায়ী বলিয়া গণ্য হয় (অনুচ্ছেদ ১) এবং একই সাথে আমদানীর উপর মূল্য হারে ৩ শতাংশ ও রফতানীর উপর ৯ শতাংশ হারে শুল্ক হার নির্দিষ্ট হয় (অনুচ্ছেদ ৪)। এই ৯ শতাংশ শুল্ক হার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আরোপিত বিভিন্ন করের ক্ষতিপূরণের জন্য আরোপিত কররূপে বর্ণিত হয় এবং এইভাবে উছমানী সরকারের শুদ্ধনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। তদুপরি ইংরেজগণ সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহাদের চলাচলের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধকারী পুরাতন শর্তাবলীর বিলোপ আদায় করে (ভ্রমণ ছাড়পত্র, নিরাপদ চলাচলের প্রয়োজন ইত্যাদি) এবং একচেটিয়া ব্যবস্থাসমূহ রহিত করে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তাহারা সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত উছমানী নাগরিকের মর্যাদা পাইবে এবং তাহাদের ক্রয় করা পণ্য সাম্রাজ্যের যে কোনও স্থানে স্বাধীনভাবে বিক্রয় বা রফতানী করিতে পারিবে। এই চুক্তির পরে অন্যান্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিদারী দেশের সহিতও নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয় (Noradounghian, ২খ.)। এই সকল পরিবর্তনের ফলে যখন যুরোপীয় যান্ত্রিক শিল্প তাহার উৎপাদনের জন্য বহির্গমন পথ খুঁজিতেছিল তখন উছমানী সাম্রাজ্য একটি সম্পূর্ণ খোলা বাজারে পরিণত হয়। পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে স্থানীয় শিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় [O. C. Sarc, Ottoman Industrial Policy, in Ch. Issawi (সম্পা.), The Economic History of the Middle East, লন্ডন ও শিকাগো ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৪৬-৬০]।

ক্রিমীয় যুদ্ধের একটি মূল কারণ ছিল, পুরাতন একটি শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের অপব্যবস্থা দ্বারা রাশিয়া এই মর্মে দাবি উত্থাপন করে যে, উছমানী সাম্রাজ্যের সকল অর্থেডক্স খৃষ্টান প্রজার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাহার। ইহার প্রতিরোধার্থে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে (১৮৮৬ খৃ.) আলী পাশা রক্তব্য পেশ করেন যে, যেহেতু উছমানী সাম্রাজ্য এখন যুরোপীয় রাষ্ট্র সংঘের সদস্য, ইহাকে সংঘ স্বীকৃত রাষ্ট্রের অনুরূপ ব্যবহার প্রদান করিতে হইবে এবং সেই হেতু শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ (উহুদ-ই 'আতীকা) বিলোপ করা উচিত। স্থির হয় যে, প্রশ্নটি একটি পৃথক সম্মেলনে আলোচিত হইবে। এই সম্মেলন আহ্বান করা হইবে ইস্তাম্বুলে (L.-J.-D. Feraud Giraud, De la Jurisdiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ., পৃ. ৫৪-৮)। এই সংবাদটি ইস্তাম্বুলে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয় (আ. ফু'আদ, রিজাল-ই মুহিম্বি-ই সিয়াসিয়া, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৭০)। কিন্তু এই বৈঠক কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৬১ ও ১৮৬২ খৃ. যখন বাণিজ্য চুক্তিসমূহ নবায়ন করা হয় (Noradounghian, ২খ, ১৩০-৯১), শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ সম্পূর্ণভাবে পুনঃঅনুমোদিত হয় এবং কেবল শুল্ক হার সংক্রান্ত কয়েকটি সংশোধনী গৃহীত হয় [দ্র. মার্কস]। তানজীমাত-এর সময়কালীন রাষ্ট্রনায়কগণ সেই সময় দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতে থাকেন যে, সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের কবল হইতে মুক্তি লাভ। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাহারা প্রশাসন ও আইন ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ ও পশ্চিমীকরণের জন্য গৃহীত মৌলিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের অন্তত সর্বাংশে মারাত্মক অপব্যবহারসমূহ দমনে সচেষ্ট হন। ১২৮৪/১৮৬৭ সনের এক ফরমান অনুসারে (text in Testa, ৭খ, ৭৪৫-৭; Aristarchi, ১খ, ১৯-২১; তুর্কী পাঠ দূসতুর, ১খ, ২৩০) বিদেশী নাগরিকগণকে সম্পত্তির মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করা হইলেও এই আইন জারী করা হয় যে, ইহাদের ব্যাপারে উছমানী প্রজাদের ন্যায় অনুরূপ শর্ত আরোপ করা হইবে, একই প্রকার কর প্রদান করিতে হইবে এবং উছমানী আদালতের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। ফরাসী রাষ্ট্রদূত এই নূতন সুবিধা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইহা 'য়ুরোপীয় পুঁজির জন্য উছমানী সাম্রাজ্যের খনিজ, কৃষিজ এবং বনজ সম্পদকে অবাধভাবে ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করিয়াছে (La Turquie [সংবাদপত্র], ১৮৬৮ সনের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যা)। শক্তিসমূহ অভিযোগ করে যে, পুরাতন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণে প্রাপ্তব্য রেহাইসমূহ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শর্তাবলী স্বীকার করিয়া নেয় (পাঠ in Testa, ৭খ, ৭৩০-৩; নূতন সুবিধাবলীর প্রতি যিয়া পাশার আপত্তির জন্য দ্রষ্টব্য তানজীমাত, ১খ, আংকারা ১৯৪০ খৃ., ৮৩৫-৬)। দলীলের শেষ পর্যায়ে তুর্কী সম্রাট সম্পূর্ণ ভাবার উল্লেখ করেন, 'উহুদ-ই 'আতীকা অর্থাৎ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ পরিবর্তন করার সর্বক্ষমতা তিনি সংরক্ষণ করেন। 'আলী পাশা এক পর্যায়ে (১৮৬৭ খৃ.) যুরোপীয় শক্তিসমূহের আপত্তি সর্বকালের জন্য বিলোপ করার লক্ষ্যে ফরাসী দেওয়ানী কার্যবিধি গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করেন (R. Davison, Reform in the Ottoman Empire, Princeton ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৫২)। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ কালেই বিভিন্ন চরম সংস্কার ও বিশেষত ধর্মনিরপেক্ষতা আনয়নের প্রচেষ্টার মূল কারণ ছিল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ বিলোপ করার আকাঙ্ক্ষা।

১৮৬৯ খৃ. তাহার উছমানী জাতীয়তা প্রসঙ্গে গণয়নকৃত আইনের বলে 'আলী পাশা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের একটি গুরুতর অপব্যবহারের চূড়ান্ত সমাপ্তি সাধনের আশা করেন (তুর্কী পাঠ: দূসতুর, ১খ, ১৬-১৮; ফরাসী পাঠ, দ্র. Testa, ৭খ, ৫১৬-৭)। এই আইনে উছমানী সরকারের সম্মতি ব্যতীত যে কোনও জাতীয়তার প্রবর্তন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এই শর্তটিও বিদেশী শক্তিসমূহ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ইহার অল্পকাল পরেই বিভিন্ন শক্তির নিকট প্রচারিত এক স্মারকলিপিতে (Testa, ৭খ, ৫৪৮-৫৪) 'আলী পাশা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের (traite) বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়াও তাহাদের লক্ষ্য ইহার প্রতি আকৃষ্ট করেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তাবলীর অপব্যবহার করা হইয়াছে এবং দাবি করেন যে, এই অপব্যবহার শুধু 'জাতিসমূহের আইনে'র পরিপন্থীই নয়— ইহা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের শর্তের পরিপন্থী এবং 'উছমানী সরকার এই সকল অপব্যবহারের পরিণতি দেখিতে চান। প্রধান অপব্যবহারসমূহ ছিল সুরক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা; উছমানী প্রজাদের পাওনা কর হইতে রেহাই প্রাপ্তি, বাণিজ্যদূতগণের বহির্দেশীয় ক্ষমতা; বিদেশী অপরাধীদের বিচারকার্যে সৃষ্ট অসুবিধা; বস্তুত বিদেশীরা উছমানী আইন ও দেওয়ানী আদালতের নিকট দায়ী ছিল না এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের নিজস্ব সরকারও স্বীকার করিত না; উছমানী আদালতের কার্যক্রমে বাণিজ্যদূতের আদালতের হস্তক্ষেপ; 'উছমানী বিচারকের সিদ্ধান্তে

দোভাষিগণের অংশগ্রহণের দাবি (দ্র. J. de Testa, Observations sur le memoire de la Sublime Porte relatif aux capitulations. ইস্তাম্বুল ১৮৬৯ খৃ.)। এই স্বাক্ষরকলিপটি প্রেরিত হয় বাণিজ্যদূতগণের সম্পর্কে একটি বিধিসম্মত পদ্ধতিতে (নিজামনামে), ১৮৬৩ খৃ., text in Aristarchi. ৪খ, ১৫-১৯) এবং বিদেশী অপরাধিগণের সম্পর্কে অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে একটি খসড়া (মাজবাতা), ১৮৬৭ খৃ.) প্রণয়নের পর, কিন্তু সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ শুষ্ক ব্যবস্থা, দরবারে দোভাষিগণের অবস্থিতি, সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকে মিশন বিদ্যালয় খোলা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও পরিবর্তন অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্য চুক্তি নবায়নের সময় অনুষ্ঠিত আলোচনায় জার্মানী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের বিলোপে স্বীকৃত হইতে অন্য শক্তিসমূহ বিশেষ অপমানিত বোধ করে। কিন্তু জার্মানী এই স্বীকৃতি কেবল অন্য শক্তিসমূহের সম্মতি সাপেক্ষে প্রদান করে। এই সময় শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ আরও দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়া বসে। যুরোপীয় শক্তিসমূহ তাহাদের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিতে থাকে এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাবলী উক্ত কর্মতৎপরতায় প্রসারিত করিতে থাকে। ফলে এই সময় 'উছমানী সাম্রাজ্যের মর্যাদা একটি আধা উপনিবেশের অতিরিক্ত কিছু ছিল না। ব্যাংক, রেলপথ, খনিসমূহ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বন্দর প্রতিষ্ঠান ও টেলিফোন, প্রকৃতপক্ষে সকল গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক ব্যবস্থাই এখন সুবিধাভোগী যুরোপীয় কোম্পানীসমূহের কর্তৃত্বে নিপতিত হয় (দ্র. N. Verney ও G. Dambmann, Les Puissances etrangeres dans le Levant, প্যারিস ১৯০০ খৃ.; C. Morawitz, Les finances de la Turquie, প্যারিস ১৯০২ খৃ.)।

শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অপব্যবহার ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগের হুমকির কারণে শেষ পর্যন্ত তুরস্কের জনমত আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯০৮ খৃ. হইতে প্রতিটি সরকার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহের অবলুপ্তি তাহাদের কার্যক্রমের প্রথম কর্তব্য বলিয়া স্থির করে (C. Bilsel, Lozan, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ., ৬৩)। ১৯৩৩ সনের মে মাসে বৃটিশ সরকারকে প্রদত্ত দুইটি স্বাক্ষরকলিপিতে প্রধান মন্ত্রী হাক্কী পাশা কয়েকটি জরুরী পরিবর্তন প্রস্তাব করেন, ইহাদের মধ্যে ছিল শুষ্ক হার ১৫ শতাংশে উন্নীত করা, বিদেশী ডাকঘরের অবলুপ্তি সাধন, বিদেশীদের অর্জিত লভ্যাংশের উপর কর ধার্যকরণ এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি সাধনের লক্ষ্যে আইনজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন। গ্রেট বৃটেন দাবি করে যে, ইহার জন্য সকল শক্তির মতৈক্য প্রয়োজন এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিধিসমূহ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে নয়, বরং তাহা সম্প্রতি সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের জন্য প্রযোজ্য (British document on the origins of the War, x/2, দলীল নং ৬৪, ৮০, ৯৫, ৯৭)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে 'উছমানী সরকার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিলোপ সাধনের বিষয়টি বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ সরকারের নিকট উত্থাপন করেন এবং ইহাকে যুদ্ধে তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মনোভাব নির্ধারণের প্রধান মাধ্যম বলিয়া চিহ্নিত করেন, কিন্তু মিত্র রাষ্ট্রসমূহ কোন সুস্পষ্ট অস্বীকার দানে ব্যর্থ হয় (Y. H. Bayur, Turk Inkilabi

Tarihi, ৩/১প, আংকারা ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৫৬-৬২)। ইহার পর ১৭ শাওওয়াল, ১৩৩২/৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ সনের একটি ফরমান দ্বারা সুলতান সকল বিদ্যমান বৈদেশিক সুবিধাবলী, যথা অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক নামধারী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ অবলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এখন হইতে 'উছমানী সাম্রাজ্যে বসবাসরত বিদেশী নাগরিকগণ জাতিসমূহের সাধারণ আইনের আওতায় আছে এইরূপ বিবেচিত হইবে (Bayur, পৃ. ৫., ৩/১খ, ১৬২; রাষ্ট্রসমূহকে প্রেরিত স্বাক্ষরকলিপির পাঠ, দ্র. Bilsel, পৃ. ৫., ৬৫-৭)।

ইহার অব্যবহিত পরে শার'ঈ আদালত ও নিজামী আদালত পৃথক করিয়া একটি প্রবিধান বিধি প্রণয়ন করা হয়। শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধা লাভকারী রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবাদ জানায় এবং ইহাকে চুক্তিবদ্ধ অধিকারের এক তরফা ও স্বেচ্ছাচারী ভিত্তিক বাতিলকরণ বলিয়া নিন্দা করে। Sevres-এর চুক্তির ফলে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণসমূহ পুনরায় পরিবর্তন ছাড়াই পুনঃপ্রদান করা হয় এবং এই অধিকার অন্যান্য বিজয়ী মিত্র রাষ্ট্রের জন্য বিস্তৃত করা হয়। কিন্তু Lausanne-এর চুক্তির (২৪ জুলাই, ১৯২৩ খৃ.) ফলে মিত্র পক্ষ ইহাদের সম্পূর্ণ বিলোপ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহাম্মিজ খানার তথ্যাদিঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'উছমানী উৎসঃ দীওয়ান-ই হুমাযুন দেফতেরলেরি সিরিজে ১০৬টি একনেবী দেফতেরলেরী সিরিজ, ইহাতে রহিয়াছে ১১শ/১৭শ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কালে যুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সম্পাদিত শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত দলীলের নকলঃ ১১১১/১৬৯৯ হইতে নামি-ই হুমাযুন দেফতেরলেরিতে রহিয়াছে 'আহ্দনামার নকলঃ উনবিংশ শতাব্দীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত সিরিজেঃ মুকাভেলেনামে দেফতেরলেরি, ইমতিয়ায দেফতেরলেরি, মুকতেযা দেফতেরলেরি, ইয়ন-ই সেফিন দেফতেরলেরি, কিলিসি দেফতেরলেরি, সেহবেন্দার দেফতেরলেরি ও গুমরুক দেফতেরলেরি। যুরোপীয় মুহাম্মিজ খানাসমূহে এই বিষয়ে মূল 'উছমানী দলীল পাওয়া যায়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Archivio di Stato. Venice: ইহার জন্য দ্রষ্টব্য A. Bombaci, La collezione di documenti turchi dell' Archivio di Stato di Venezia, in RSO, ২৪খ. (১৯৪৯ খৃ.), ৯৫-১০৭; বৃটিশ মুহাম্মিজখানার জন্য দ্রষ্টব্য A. N. Kurat, Ingiliz devlet arshivinde ve Kutupha- nelerinde Turkiye tarihine ait bazi malzemeye dair, in AUDTCRD, ৭খ. (১৯৪৯ খৃ.), গুরুত্বপূর্ণ সিরিজসমূহ হইতেছে PRO Sp. ১০৫/২১৬ ও ১০৫/৩৩৪। ফরাসী মুহাম্মিজখানায় রক্ষিত পশ্চিমী ভাষায় লিখিত অসংখ্য উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন P. Mason, A. Vandal, Ch-Roux, E. Charriere, G. Tongas, V. Svoronos ও R. Paris. ইংরেজী ভাষায় দলীলসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন A. C. Wood, A History of the Levant Company. পুনঃপ্রকাশ ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৯-১২।

(২) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের মুদ্রিত পাঠ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি : (১) G. L. F. Tafel ও G. M. Thomas, Urkunden zur alteren Handels und Staatsgeschichte der Republik, Venedig..., i-iii (=Fontes Rerum Austri carum, 2nd series,

xii-xiv); (২) G. M. Thomas, *Diplomatarium Veneto-Levantinum*, ২ খণ্ডে, ভেনিস ১৮৮০-৯ খৃ.; (৩) G. Masi, *Statuti delle colonie fiorentine all'estero* (secc. xv-xvi), মিলান ১৯৪১ খৃ.; (৪) I. T. Belgrano, *Documenti rignardanti la colonia genovese di Pera, Genoa ১৮৮৮ খৃ.*; (৫) G. Muller, *Documenti sulle relazioni delle citta toscane coll. oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno 1531*, পুনর্মুদ্রণ, রোম ১৯৬৬ খৃ.; (৬) *Treates between Turkey and foreign powers, 1535-1855*, লন্ডন (বৈদেশিক দফতর) ১৮৫৫ খৃ.; (৭) I. de. Testa, *Recueil des traites de la Porte Ottomane avec les puissances etrangeres*, ৮ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৬৫-৯৬ খৃ.; A. de Testa, ও L. de Testa, *কর্তৃক অনুসৃত* (খণ্ড ৯ ও ১০), প্যারিস ১৮৯৮-১৯০১ খৃ.; (৮) G. Noradounghian, *Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman*, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৯৭-১৯০৩ খৃ.; (৯) মু'আহিদাত মাজমু'আসী, ৫ খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১২৯৪-৮ হি.; (১০) E. Charriere, *Negociations de la France dans le Levant*, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪৮-৬০ খৃ.।

(৩) **স্মৃতিকথা ও বিভিন্ন গবেষণামূলক পাঠ** : (১১) Ch. Schefer (সম্পা.), *De Bonnac, Memoire Historique sur l'ambassade de France a Constantinople*, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.; (১২) De Saint-Priest, *Memoire et journal sur l'ambassade de Turquie et le commerce des Francais dans le Levant*, প্যারিস ১৮৭৭ খৃ.; (১৩) J. de Gontaut Biron, *Ambassade en Turquie...*, 1605-10, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৮৮-৯ খৃ.; (১৪) Comte de Guilleragues, *Ambassade de M. le Comte de Guilleragues et de M. de Girardin aupres du Grand Seigneur*, প্যারিস ১৬৯৬ খৃ.; (১৫) F. de la Croix, *Memoires du Sieur de la Croix, ci-devant secretaire de l'ambassade de Constantinople*, প্যারিস ১৬৭৫ খৃ.; (১৬) L. L. d'Arvieux *Memoires du Chevalier d'Arvieux*, সম্পা. J.B. Labat, ৬ খণ্ডে, প্যারিস ১৭৩৫ খৃ.; (১৭) F. Savary de Breves, *Relation de Voyage...*, প্যারিস ১৬৩০ খৃ.; (১৮) Sir Thomas Roe, *The Negotiations of Sir Thomas Roe...*, 1621-1628, লন্ডন ১৭৪০ খৃ.; (১৯) Sir. A. Paget, *Diplomatic and other correspondence*, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৮৯৬ খৃ.; (২০) G. F. Abbott, *Under the Turk in Constantinople*, লন্ডন ১৯২০ খৃ.; (২১) Sir J. Porter, *Observtions on the Religion, Law, Government and Manners of the Turks*, লন্ডন ১৭৭১ খৃ.; (২২) L. Deshayes, *Voyage de Levant...*, 1621, প্যারিস ১৬২৪ খৃ.; (২৩) G. Gongas, *L'ambassadeur Louis Deshayes de Cormenin. (1600-1632)*, প্যারিস

১৯৩৭ খৃ.; (২৪) H. Grenville, *Observations sur L'etat actuel de l'Empire Ottoman (1765)*, সম্পা. A. S. Ehrenkreutz. Ann Arbor ১৯৬৫ খৃ.; (২৫) R. Davis, *Aleppo and Devonshire Square*, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (২৬) G. Ambrose, *English traders at Aleppo, 1658-1756*, in *Econ. Hist. Rev.* (Oct. 1931); (২৭) G. Tongas, *Les relations de la France avec l'Empire Ottoman*, Toulouse ১৯২৪ খৃ.; (২৮) N. H. Biegan, *The Turco-Ragusan relationship*, দি হেগ-প্যারিস ১৯৬৭ খৃ.।

(৪) **শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ও বাণিজ্য বিষয় সংক্রান্ত** : (২৯) P. Masson, *Histoire, du commerce Francais dans le Levant au XVII^e, siecle*, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ.; (৩০) ঐ লেখক, *Hist. du commerce...au XVIII^e Siecle*, প্যারিস ১৯১১ খৃ.; (৩১) U. Heyd, *Hist. du commerce du Levant au Moyen-Age²*, ২ খণ্ডে, Leipzig ১৯৩৬ খৃ.; (৩২) R. Paris, *Hist. de commerce de Marseille, v 1660-1789: Le Levant*, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.; (৩৩) Fr. Ch.-Roux, *Les Echelles de Syrie et de Palestine au XVIII^e siecle*, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (৩৪) Peyssonel, *Traite sur le commerce de la Mer Noire*, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৭৮৭ খৃ.; (৩৫) G.-B. Depping, *Hist. du commerce entre le Levant et l'Europe depuis les Croisades Jusqu'a la fondation des colonies d'amerique*, প্যারিস ১৮৩০ খৃ.।

(৫) **ক্যাপিচুলেশন ও মিশনারী কর্মতৎপরতা** : (৩৬) C. Famin, *Hist. de la rivalite et du Protectorat des eglises chretiennes en Orient*, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ.; (৩৭) Pere H. de Barenton, *La France catholique en Orient*, প্যারিস ১৯০২ খৃ.; (৩৮) G. de Mun, *L'establissement des Jesuites a Constantinople*, in *Rev. des Questions historiques*, নং ৮৪ (১৯০৩ খৃ.), ১৬৩-৭২; (৩৯) M. Belin, *Hist. de la Latinite de Constantinople*, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.; (৪০) B. Homsy, *Les Capitulations et la Protection des Chretiens au Proche-Orient, Harissa (Lebanon)* ১৯৫৬ খৃ.।

(৬) **সাধারণ রচনাধর্মী** : (৪১) L. Mas Latrie, *Traites de Paix et de commerce et documents divers*, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ.; (৪২) M. Belin, *Des capitulations et des traites de la France en Orient*, প্যারিস ১৮৭০ খৃ.; (৪৩) G. Pelissie du Rausas, *Le regime des capitulations dans l'Empire Ottoman*, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৯০২-৫ খৃ.; (৪৪) F. Rey, *La protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie*, প্যারিস ১৮৯৯ খৃ.; (৪৫) A. Benoit, *Etude sur les capitulations entre*

l'Empire Ottoman et la France et sur la reforme judiciaire de l'Egypte, ন্যানসী ১৮৯০ খৃ.; (৪৬) F. Abelous, L'Evolution de la Turquie dans ses rapports avec les etrangers, Toulouse ১৯২৮ খৃ.; (৪৭) N. Sousa, The capitulary regime of Turkey, Baltimore ১৯৩৩ খৃ.; (৪৮) H. J. Liebesny, The development of western judicial privileges, in Law in the Middle East, সম্পা. M. Khadduri ও H. J. Liebesny, ওয়াশিংটন ডি. সি. ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩০৯-৩৩; (৪৯) Mahmoud Essad, Du regime des capitulations ottomanes, leur caractere juridique d'apres l'histoire et les textes, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ.; (৫০) K. Lippamann, Die Konsularjurisdiction im Orient, Leipzig ১৮৯৮ খৃ.।

H. Inalcik (E.I. 2)/আবদুল বাসেত

(৩) পারস্য : সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্যে যুরোপীয় বাণিজ্য চালু ছিল ব্যক্তিবিশেষ বা কোম্পানীকে প্রদত্ত শাহ-এর ফরমানের মাধ্যমে প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ। এই সকল ফরমান সময় সময় প্রদান করা হইত সাধারণ অনুমতি হিসাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে বিশেষ সুবিধা ও রেহাইসমূহও প্রদত্ত হইত। এই সকল ফরমানের জন্য আবেদনকারী ব্যবসায়ী ও এই ফরমান প্রদানকারী শাহগণ— উভয় পক্ষই সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'উছমানী সাম্রাজ্যের ফরাসী নাগরিকগণকে বহির্দেশীয় সুবিধা প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল (দ্র. J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, a Documentary Record: 1535-1914, প্রিন্সটন ১৯৫৬ খৃ.)। ১৫৬৬ ও ১৫৬৮ খৃ. শাহ তাহমাস্প Muscovy Company-কে ফরমান প্রদান করেন যাহাতে তিনি এই কোম্পানীকে গুজ ও টোল হইতে রেহাই, সমগ্র দেশে যে কোন স্থানে ভ্রমণের স্বাধীনতা, 'সকল দুষ্টলোক' হইতে তাহাদের বণিকগণের নিরাপত্তা, ন্যায্য ঋণের ক্ষেত্রে ইহার উদ্ধার, লুণ্ঠন হইতে সঠিক নিরাপত্তা, তাহাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য গৃহ নির্মাণ বা ক্রয়ের অনুমতি এবং পণ্য খালাসের কাজে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দান করেন (text in Hurewitz, পৃ. ৫., ১খ, ৬-৭)। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা মস্কোভী কোম্পানী কর্তৃক বাণিজ্য পরিচালনার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৫৭৯-৮১ খৃ. ৬ষ্ঠ প্রচেষ্টার পর রুশ পথের মাধ্যমে বাণিজ্য পরিচালনার প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১০০৯/১৬০০ সালে অ্যানথনী শের্লে (Anthony Sherley) শাহ 'আব্বাস-এর নিকট হইতে একটি ফরমান লাভ করেন। ইহাতে সকল খৃষ্টান বণিককে পারস্যে বাণিজ্যের অনুমতি দান করা হয় এবং উৎপীড়ন হইতে রক্ষা ও পারসিক আদালত হইতে তাহাদের জান ও মালের রেহাই, ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ আইনের সাহায্যে আদায়ের সুবিধা এবং টোল ও গুজ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় (text in Hurewitz, পৃ. ৫., ১খ, ১৫-১৬)।

কয়েক বৎসর পরে ১৬২৩ খৃ. শাহ 'আব্বাস ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে এক ফরমান প্রদান করেন। ইহাতে তাহাদের বাণিজ্যের স্বাধীনতা, নেদারল্যান্ডস-এ প্রেরিত তাহাদের মালামালকে পরিদর্শন হইতে রেহাই, কেবল নাজির (পরিদর্শক)-কে প্রদত্ত কর ব্যতীত সকল কর, গুজ ও

টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। অনুচ্ছেদ ১০-এ বর্ণিত হইয়াছে, "পারস্যদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস জাতি ভবন কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল স্বাধীনতা ভোগ করিবে এবং পুলিশ বা আদালতের লোক আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত জাতির প্রধান প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঙ্গনাদিসহ অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং যদি কেহ বলপূর্বক উক্ত এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করে, তবে নেদারল্যান্ডস শক্তি প্রয়োগে তাহাকে বাধা দান করিতে পারিবে।" অনুচ্ছেদ নং ১৪-এ লিখিত আছে, "যদি নেদারল্যান্ডস জাতির কোন সদস্য (খোদা না করুন) অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে সে যে জাতিরই হউক না কেন বা অপর কোন অপরাধ বা আইন ভঙ্গ করুক না কেন, তাহাকে পারস্য সাম্রাজ্যের কোনও বিচারে অভিযুক্ত করা যাইবে না, তাহাকে কেবল তাহার প্রেসিডেন্ট অথবা নেতা তাহাদের বিবেচনা মূর্তাবিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের মতানুসারে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন।" অনুচ্ছেদ নং ১৭ নেদারল্যান্ডস-ভবনের যে কোনও দোভাষী বা অনুবাদককে নেদারল্যান্ডস জাতির সমান সুবিধা ও অধিকার প্রদান করিয়াছে (text in Hurewitz, পৃ. ৫., ১খ, ১৬-১৮)। ১৬৪২ ও ১৬৯৪ খৃ. নূতন ফরমান প্রদান করা হয়। ১৬৩১ সনের ৭ ফেব্রুয়ারী শাহ সাফী-এর একজন গুলন্দাজ প্রতিনিধি নেদারল্যান্ডস-এ পারস্য দেশীয় বণিকগণের জন্য বহির্দেশীয় সুবিধাবলী অর্জন করিতে সমর্থ হয়। এই দলীলটি ছিল যুরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে চালু সমসাময়িক ব্যবস্থার অনুরূপ ধাঁচে রচিত (text in Hurewitz, পৃ. ৫., ১খ, ২০-২১)। বাস্তবিকপক্ষে ইহা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। কারণ পারস্য দেশীয় বণিকগণ নেদারল্যান্ডস-এ স্থায়ীভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হয়।

১৬১৫ সনের অক্টোবর মাসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাহ 'আব্বাসের নিকট হইতে একটি সাধারণ ফরমান লাভে সমর্থ হয়। দুই বৎসর পর ১৬১৭ খৃ. এডওয়ার্ড কনোক (Edward Conock) আরও সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহিত শর্তাবলীর অপর একটি ফরমান লাভ করেন যাহা ১৬২৯ খৃ. শাহ সাফী অনুমোদন করেন। ইহাতে বাণিজ্য ও ধর্মবিশ্বাস ('আকীদা)-এর স্বাধীনতা এবং পারস্যবাসী বণিকগণের অনুরূপ হারে গুজ প্রদান করা হয়। ইংরেজ প্রজাগণ যদি কোন আইন ভঙ্গ করে তবে তাহারা তাহাদের নিজ রাজদূত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। যদি ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ইংরেজ নাগরিক ও পারস্যবাসীর মধ্যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয় এবং যদি 'এই পার্থক্য বিশ তোমাণ্ড (Twenty tomands) অথবা ইহার অধিক হয়, তবে বিচারক তাহাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজদূতের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করিবেন এবং তিনি আমাদের বিচারকের উপস্থিতিতে সম্মানজনক ও মহান আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যাহা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন' (text in Hurewitz, পৃ. ৫., ১খ, ১৮-২০)। এই ফরমানটি শাহ সুন্নাযমান কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং শাহ সুলতান হুসায়নের সহিত ১৬৯৭ খৃ. অথবা সমসাময়িক কালে James Bruce কর্তৃক পুনরালোচিত হয় (India Office Records, E/3/52/ 6410; আরও দ্র. R. W. Ferrier, British-Persian Relations in the 17th Century, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, কেমব্রিজ ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৪৫৫ প.। আরো দ্র. Calendar of State Papers, Colonial, vol. IV, No. 852, E/3/12/1224 এবং ঐ, No. 857. E/3/12/1296।

ফরাসীগণ ফেব্রুয়ারী ১৬৬৫ ও ডিসেম্বর ১৬৭১ খৃ.-এ ফরমান লাভ করে এবং এই সকল ফরমান দ্বারা ফরাসী বণিকগণকে ইংরেজ ও ওলন্দাজগণের অনুরূপ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করা হয়। যাহা হউক ৭ সেপ্টেম্বর, ১৭০৮ সনে শাহ সুলতান হুসায়ন ও চতুর্দশ লুই-এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার শর্তে ফরাসী বণিকগণকে পারস্যের সর্বত্র ভ্রমণ ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার কারণে তাহাদেরকে পাঁচ বৎসরের জন্য কতিপয় আমদানী শুল্ক হইতে রেহাই প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২)। তাহাদের নিজ বাসস্থানের জন্য গৃহ অথবা হোস্টেল ক্রয় বা নির্মাণের অনুমতি দান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৪) এবং অন্যান্য যুরোপীয় জাতি যেরূপ তাহাদের অট্টালিকার উপর তাহাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেইরূপ ফরাসীগণকেও তাহাদের অট্টালিকার শীর্ষে ফরাসী পতাকা উত্তোলনের অধিকার দেওয়া হয় (অনুচ্ছেদ ৫)। ফরাসী নাগরিক ও বণিক, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যুরোপীয়, তাহাদের দোভাষী, গৃহভৃত্য, তাহাদের আর্মেনীয় ও ভারতীয় অনুচরবর্গ বিশজন পর্যন্ত রাজস্ব ও খারাজ প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করে (অনুচ্ছেদ ১১)। অনুচ্ছেদ নং ১৬ অনুযায়ী ফরাসী নাগরিকগণের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ ফরাসী আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে; ফরাসী ও অন্য দেশীয় নাগরিকগণের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে পারস্য দেশীয় কর্মকর্তাগণ তাহাদের বাণিজ্যদূতের উপস্থিতিতে ঘটনার প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং 'মুসলিম আইন ও সার্বজনীন সত্যের ভিত্তিতে ইহার নিষ্পত্তি করিবেন'। যে কোনও পারস্য দেশীয় বন্দরে বাণিজ্যদূত, ক্যাপ্টেন অথবা কারখানাপ্রধান নিয়োগের সম্মতি দান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৩)। যদি কোনও ফরাসী নাগরিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হয় তবে বাদীকে তাহার বক্তব্য আঞ্চলিক প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি বাণিজ্যদূতের দোভাষীকে সমন করিবেন এবং তাহাকে বিবাদ মীমাংসার জন্য বাণিজ্যদূতের নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যদি বাণিজ্যদূত অন্য কার্যে ব্যস্ত থাকেন তবে যুক্তিসঙ্গত সময়কাল অপেক্ষা করার পর পারস্য কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন (অনুচ্ছেদ ২৪; text in Hurewitz, পৃ. ৭., ১খ, ৩২-৮)।

১৩ আগস্ট, ১৭১৫ সনে চুক্তিটি সংশোধিত হয়। ফরাসী নাগরিকগণ আমদানী ও রফতানী কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করে (অনুচ্ছেদ ২)। সকল ফরাসী নাগরিক ও কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাহাদের ভৃত্য ও দাসগণকে মাথাপিছু দেয় কর, খারাজ ও ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের চুক্তিতে অনুচ্ছেদ ১১-তে বর্ণিত সকল কর ও রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৬)। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার তদন্ত সম্পর্কিত কিছু শর্তাবলীও পরিবর্তন করা হয়। অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিবাদ প্রসঙ্গে কোন ফরাসী নাগরিক ও অপর কোন জাতির সদস্যের মধ্যে উপস্থিত মামলা মুসলিম বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা ফরাসী জাতির বাণিজ্যদূত অথবা তাহার নির্বাচিত অপর যে কোনও ব্যক্তির উপস্থিতিতে তদন্ত ও বিচার হইবে। বাণিজ্যদূত অথবা ফরাসী জাতির অনুবাদক ও অপর জাতির কোন নাগরিকের মধ্যে সৃষ্ট কোন সম্ভাব্য বিবাদের ক্ষেত্রে স্বয়ং পারস্য সশ্রী এই ব্যাপারে নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত দান করিবেন। এই সকল মামলার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে উহা সম্পর্কে অবগতির স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারেন না এবং কোনও অবস্থাতেই ফরাসী নাগরিক বাস করে এমন কোনও গৃহে তাহার সরকারী সীলমোহর লাগাইতে পারিবেন না।

১৭১৫ খৃ. আপোসকৃত পৃথক অনুচ্ছেদসমূহের প্রথম অনুচ্ছেদে 'পারস্য দেশীয় বণিকগণকে খৃষ্টান সম্রাট (His Very Christian Majesty)-এর বণিক প্রজাদের অনুরূপ সুবিধা ও অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। তবে ইহাতে শর্ত ছিল যে, তাহারা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনও পণ্য ফ্রান্সে আমদানী করিবে না, তাহারা অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী পরিবহনে ফরাসী জাহাজ ব্যবহার করিবে, সকল পণ্য পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহের উৎপাদন হইতে হইবে এবং ইহা প্রমাণে তাহারা ফরাসী জাতির বাণিজ্যদূতের নিকট প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিবে'। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পারস্য বণিকগণের একজন বাণিজ্যদূত মার্সেই (Marseilles) বন্দরে নিয়োগের অধিকার লাভ করে এবং তাহাকে মাথাপিছু কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে তাহাকে পারস্যবাসিগণের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসার একক ক্ষমতা দান করা হয়, কিন্তু পারস্যবাসী ও অপর জাতির কোন ব্যক্তির মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির ভার স্থানীয় বিচারকের হস্তে সমর্পিত থাকিবে (text in Hurewitz, পৃ. ৭., ১খ, ৪০-২)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স উভয় ক্ষেত্রেই অন্তত কাগজপত্র (in theory) ব্যবস্থাবলীর মধ্যে কিছু পরিমাণ হইলেও ধারাবাহিকতা বজায় ছিল।

১৭২২ খৃ. আফগান আক্রমণের ফলে সাফাবী বংশের সমাপ্তি ঘটে। ইহার ফলে সৃষ্ট অরাজকতার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময়কালে তাহা কেবল ক্ষণস্থায়ী ও বিচ্ছিন্নভাবে পুনরায় আরম্ভ হয়। সাফাবী ফরমানের অধীনে যুরোপীয় বণিকগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী অবশেষে বাতিল হইয়া যায়।

২১ জানুয়ারী ১৭৩২/১ ফেব্রুয়ারী পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নাদির কুলী মীরযা (পরবর্তীকালে নাদির শাহ) কর্তৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সাফাবী ক্রীড়নক তাহমাসপ কুশ নাগরিকগণকে অবাধে পারস্যে বাণিজ্য করার অনুমতি দানের ব্যবস্থা করেন। রাশিয়া হইতে পারস্যে বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য আনীত পণ্যসামগ্রীর উপর হইতে কর দান রহিত করেন এবং কুশ বণিকগণকে গৃহ নির্মাণ ও তাহাদের পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য ওদাম নির্মাণের অনুমতি দান করেন (অনুচ্ছেদ ৩)। অপরপক্ষে কুশ সম্রাজ্ঞী অঙ্গীকার করেন যে, শাহের প্রজাকুল যাহারা তাহার রাজ্যে বাণিজ্যের জন্য গমন করিবে অথবা অন্য রাষ্ট্রে গমনের জন্য তাহার রাজ্যে অতিক্রম করিবে তাহাদের তিনি তাহার সাম্রাজ্যের বিধি ও নীতিনিতি অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল সুবিধা ও স্বাধীনতা দান করিবেন (অনুচ্ছেদ-৪)। উভয় পক্ষই তাহাদের মতে প্রয়োজনীয় শহরসমূহে বাণিজ্যদূত অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার প্রাপ্ত হয় (অনুচ্ছেদ-৬)। ১৭৩৬ খৃ. ইংরেজগণ তাহাদের প্রায় সকল সুবিধার নবায়নকারী একটি রাকাম লাভ করে (Selections from State Papers বোম্বাই ১৯০৮ খৃ. পৃ. ৪৮), কিন্তু তাহারা বা ওলন্দাজ বা ফরাসী বণিকগণ কেহই তাহাদের সুবিধাবলীর পুনর্নবায়ন লাভে সমর্থ হয় নাই।

১৭৬৩ সনের ১২ এপ্রিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি বুশায়রে-এর শায়খ সা'দুন-এর সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাতে ইংরেজ বণিকগণকে আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যে শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং স্থির হয় যে, ইংরেজ বণিকগণের সহিত ক্রয় ও বিক্রয়ে নিযুক্ত বণিকগণের নিকট হইতে কেবল ৩% আদায় করা হইবে (অনুচ্ছেদ-১)। পশমী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে

ইংরেজগণের হস্তে থাকিবে (অনুচ্ছেদ-২)। কারখানা স্থাপনের জন্য ইংরেজগণকে জামিন প্রদান করা হইবে এবং ইহাতে তাহারা তাহাদের পতাকা উত্তোলন করিতে পারিবে এবং তোপধ্বনি প্রদানের জন্য একশটি কামান রাখিতে পারিবে (অনুচ্ছেদ-৬)। যতদিন ইংরেজগণের কারখানা থাকিবে ততদিন বুশায়ারে অপর কোন যুরোপীয় জাতিকে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না (অনুচ্ছেদ-৩)। ইংরেজগণের সকল দালাল, দোভাষী, ভৃত্য ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণভাবে তাহাদের ছত্রছায়ায় ও কর্তৃত্ব থাকিবে (অনুচ্ছেদ-৪)। ১৯৬৩ সনের ২ জুলাই কারীম খান অনুরূপ শর্তে একটি অনুমতি প্রদান করেন। তাহাদের বুশায়ারে বা উপসাগরের অপর যে কোন বন্দরে কারখানা স্থাপনের জন্য জমি প্রাপ্তির অনুমতি দান করা হয়। ইহা ছাড়াও তাহাদেরকে পারস্য রাজ্যের যে কোন স্থানে কারখানা গৃহ স্থাপনের অনুমতি ও শায়খ সা'দুন কর্তৃক প্রদত্ত রেহাই, একচেটিয়া ক্ষমতা ও সুবিধাবলী সকলই দান করা হয় (text in C.U. Aitchison, A collection of treaties, engagements and sands relating to India and the neighbouring countries, কলিকাতা ১৯৩৩ খৃ., ১৩খ, ৪১-৪)। কারীম খানের মৃত্যুর পর পুনরায় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। তাঁহার ভাগিনেয় জা'ফার খান ইংরেজগণকে পারস্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য ও সকল শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিয়া একটি ফরমান প্রদান করেন (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫)। কিন্তু বাস্তবে ইহার মূল্য ছিল অতি নগণ্য, কারণ জা'ফার খানের আদেশ ফারস-প্রদেশের সর্বত্র কার্যকর হইতে পারে নাই। পারস্যের অপরাপর অংশ তাই স্বাভাবিকই ইহার কর্তৃত্বের বাহিরে ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পারস্য ও যুরোপের মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়; তবে এইবার সম্পর্কের পটভূমি ছিল সাফাবী বংশের আমলের তুলনায় কতকটা ভিন্নতর। ১৮০১ খৃ. একই দিনে সম্পাদিত রাজনৈতিক চুক্তির সংযুক্তি হিসাবে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন ফাখ 'আলী শাহ ও ইংরেজ সরকারের পক্ষে Sir John Malcolm, অনুচ্ছেদ-১ চুক্তির পারস্পরিকতা বর্ণনা করিয়াছে এবং ঘোষণা করে যে, চুক্তিবদ্ধ দুই দেশের বণিকগণ উভয় দেশের যে কোন স্থানে পূর্ণ নিরাপত্তা ও আস্থার পরিস্থিতিতে ভ্রমণ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে এবং সকল নগরীর শাসক ও প্রশাসকগণ ইহাদের পশুসম্পদ ও মালামালকে যে কোনও ক্ষতি হইতে রক্ষা করা তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের অধীন ইংল্যান্ড ও হিন্দুস্থানের বণিকগণকে পারস্যে বসতি স্থাপনের অনুমতি দান করা হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে উভয় সরকারের মালিকানাধীন সম্পত্তি ও মালামালের উপর কোন প্রকার সরকারী কর, শুল্ক বা বিধিসম্মত দাবী আদায় করা যাইবে না। এই সকল পণ্যের উপর ধার্যকৃত প্রচলিত করসমূহ ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হইবে (অনুচ্ছেদ-২)। অপর একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানাগত যে সকল ক্রীত সামগ্রী, যেমন লৌহ, সীসা, ইম্পাত, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও পুতুল (Puppett) সংগৃহীত হইবে, ইহার উপর ধার্য কর ১%-এর অধিক হইবে না। এই সময় পারস্য ও ভারতে ইতিমধ্যে চালু অন্যান্য কর, আমদানী বা শুল্ক কর (অন্যান্য পণ্যে) নির্ধারিত হারে স্থির থাকিবে এবং বর্ধিত করা হইবে না। অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী যদি পারস্য সাম্রাজ্যের কোন ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের নিকট ঋণী অবস্থায় ইনতিকাল করেন তবে সেই স্থানের প্রশাসক তাহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগে

অপর যে কোন পাওনাদারের পূর্বে ইংরেজ সরকারের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন। পারস্য দেশে বসবাসরত ইংরেজ সরকারের কোন কর্মচারী তাহার কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় লোক ভাড়া করিতে পারিবে এবং দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজ বিবেচনা মতে শাস্তি প্রদানের কর্তৃত্ব তাহাকে দেওয়া হইবে। তবে এই শাস্তি কোনও অবস্থায় জীবন বা অঙ্গহানির কারণ হইতে পারিবে না, সেক্ষেত্রে ঐ স্থানের শাসক বা প্রশাসক দ্বারা ইহার শাস্তি বিধান করিতে হইবে। পারস্যের যে কোনও নগর বা বন্দরে গৃহ নির্মাণ ও উহা বিক্রয় করা বা ভাড়া দেওয়ার স্বাধীনতাও প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ৫) (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৫০-৩)। এই চুক্তিটি কখনও অনুমোদিত হয় নাই।

১৮০৮ সনের জানুয়ারীতে জেনারেল গারডেন (Gardane)-কে ফরাসী মিশনের প্রধান হিসাবে পারস্যে পাঠান হয় এবং তিনি ফিংকেনস্টাইন (Finkenstien)-এর চুক্তি স্বাক্ষরের (১৮০৭ খৃ.) পর একটি ফরাসী বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। ইহাতে ১৭০৮ খৃ. শাহ সুলতান হ'সায়নের ফরমান এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ফরাসী পারস্য চুক্তিমতে ফরাসীদের পক্ষে সকল ব্যবস্থা পুনঃসমর্থিত হয়।

উল্লিখিত সকল ফরমান ও চুক্তি বিদেশী নাগরিকগণের জন্য বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত প্রদান করে। ইহার কোন কোনটি তাহাদের বাণিজ্য ও করারোপের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকগণের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থান প্রদান করে এবং তাহাদের সম্পর্কিত বিবাদ বা বিতর্ক স্থানীয় আদালতের ইখতিয়ার হইতে স্থানান্তর করে। ফরমানসমূহ ছিল বৈশিষ্ট্যগতভাবে একতরফা দলীল বিশেষ। যুরোপে পারস্য দেশীয় বণিকগণ অতি দুর্লভ ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারা ছাড়াও চুক্তিসমূহের বাস্তবায়নে দেখা যায় যে, যেখানে চুক্তির শর্তাবলীতে ধারাবাহিকতা বর্তমান, সেখানেও কেবল এক পক্ষই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকিত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে পারস্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির উৎপত্তির মূলে ছিল এই সকল ফরমান ও চুক্তিসমূহ, বিশেষত ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ফরাসী চুক্তি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পারস্যে যুরোপীয় শক্তিসমূহের ভোগকৃত সুবিধাবলী ও রেয়াতসমূহের সহিত এই সকল চুক্তি ও ফরমানের কতিপয় শর্তের অত্যন্ত চমকপ্রদ সাদৃশ্য রহিয়াছে। তথাপি পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের তুর্কোমানচায় (Turkomancay)-এর চুক্তি ও উক্ত চুক্তির অনুচ্ছেদ ১০-এর অধীনে একই দিনে সম্পাদিত বাণিজ্য সম্পর্কিত একটি পৃথক বিধিকে সাধারণভাবে পারস্য শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির উৎস বলিয়া ধরা হয়। এই দুইটি দলীলে প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত পূর্বের দলীলে প্রাপ্ত সুবিধা ও রেহাই-এর অনুরূপ সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু যেখানে ফরমানসমূহ ছিল অনুদানরূপে প্রদত্ত দান এবং প্রারম্ভিক চুক্তিসমূহ ছিল স্বাধীনভাবে আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত, সেখানে তুর্কোমানচায়-এর চুক্তি সম্পাদিত হয় একটি শোচনীয় যুদ্ধের পর চাপের মুখে এবং ইহা উত্তর পারস্যে রুশ প্রভাবকে স্থায়ী করে। এই চুক্তিতে প্রদত্ত সুবিধাবলী ও অব্যাহতিসমূহ ছিল বিদেশী আধিপত্যের ভয় ও শংকার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং প্রায়শই ইহাদের ব্যবহার আদায় করা হইয়াছে শক্তি বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। আধুনিক পারস্য ব্যবহার বিধিতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল তুর্কোমানচায়-এর চুক্তির অধীনে স্থাপিত বিভিন্ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সঠিকভাবে বলিতে গেলে এই শব্দটি উক্ত চুক্তি মুতাবিক প্রদত্ত বহির্দেশীয় ক্ষমতা এবং সর্বাধিক অক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের আওতাধীনে অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য সম্প্রসারিত সুবিধাবলী বুঝায়। বাস্তবে কিন্তু এই শর্তাধীনে

আত্মসমর্পণের প্রথা বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানেও ব্যবহৃত হইত অথবা উহার সহিত সম্পর্কিত ছিল। উহার ফলে ইহা নিরাপত্তা প্রদানের প্রশ্নের সহিত গভীরভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়ে যাহা পুনরায় আশ্রয় প্রদানের সহিত জড়িত, উভয় বিষয়ই একপক্ষে পারস্য ও অপরপক্ষে গ্রেট ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বহু বিতর্কের মূল বলিয়া চিহ্নিত হয়।

বাণিজ্য সংক্রান্ত পৃথক আইনের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদত্ত রুশ নাগরিকগণ পারস্যের সর্বত্র অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করিবে। পারস্যের নাগরিকগণ তাহাদের পণ্য কম্পিয়ান সাগর অথবা পারস্য ও রাশিয়ার সীমান্ত পথে আমদানী করিতে অনুমতি পাইবে এবং সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী চুক্তি, বিনিময় হাণ্ডি, জামানত এবং ইরানী ও রুশদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত আদান-প্রদানের অন্যান্য কার্যকলাপ রুশ বাণিজ্যদূত ও পারস্য গভর্নর (হাকিম)-এর সম্মুখে রেজিস্ট্রিকৃত হইবে। রুশ নাগরিকগণ কর্তৃক পারস্যে আমদানীকৃত বা পারস্য হইতে রফতানীকৃত মালামাল এবং পারস্য দেশীয় পণ্য বা রাশিয়া হইতে পারস্যের বণিকগণ কর্তৃক রফতানীকৃত রুশ পণ্য একবার আগমন বা নির্গমনকালে মাত্র ৫ শতাংশ হারে শুদ্ধ আরোপিত হইবে। রাশিয়া অঙ্গীকার প্রদান করে যে, সে নূতন শুদ্ধ ব্যবস্থা ও কর নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও ৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করিবে না (অনুচ্ছেদ নং ৩)।

অনুচ্ছেদ ৫, ৭ ও ৮ সুনির্দিষ্টভাবে শতধীনে আত্মসমর্পণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অনুচ্ছেদ নং ৫-এর বর্ণনামতে যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে চালু ব্যবস্থাবধীনে পারস্যে কোন বিদেশী নাগরিকের গৃহ সন্ধান করা অথবা তাহাদের মালামালের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান বা গুদামঘরের সন্ধান ও ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, পারস্যে বসবাসরত রুশ নাগরিকগণকে তাই শুধু ভাড়া নয়, মালিকানার সকল ক্ষমতায়, বসবাসের জন্য গৃহ এবং তাহাদের মালামাল গুদামজাত করিবার জন্য উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করা হইতেছে। পারস্য সরকারের কোন কর্মচারী উক্ত গৃহ, গুদাম বা স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কেবল তাহারা দূতাবাস কর্মকর্তা অথবা চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা রুশ বাণিজ্যদূতের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষে তাহা করিবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে উক্ত গৃহ বা মালামাল পরিদর্শনের সময় তাহাদের প্রেরিত একজন কর্মকর্তা বা দোভাষী উপস্থিত থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে রুশ নাগরিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ সকল মালামালমোকদ্দমা কেবল রুশ বাণিজ্যদূত বা রুশ মিশনের মাধ্যমে রুশ সাম্রাজ্যের প্রথা ও আইন অনুযায়ী তদন্ত করা হইবে এবং রায় প্রদান করা হইবে। একই পদ্ধতি অনুসৃত হইবে যদি বিবাদ বা মামলার পক্ষ হয় রুশ ও অন্য কোনও দেশের নাগরিক, যদি উভয় পক্ষ এইরূপ বিচারে একমত হয়। যখনই কোন রুশ নাগরিক ও পারস্য দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ বা মামলার সূত্রপাত হইবে, উক্ত মামলা বা বিবাদ গভর্নর বা হাকিমের সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং উক্ত মামলার তদন্ত বা বিচার বাণিজ্য দূতাবাস বা মিশনের দোভাষীর উপস্থিতি ব্যতীত হইবে না। একবার বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর এই সকল বিবাদ দ্বিতীয়বার বিচারের অনুমতি দান করা যাইবে না। তথাপি যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, পুনর্বিচার অত্যাবশ্যিক তবে তাহা রুশ বাণিজ্যদূত, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা দূতাবাস কর্মকর্তাকে পূর্বেই সংবাদ প্রদান ব্যতীত উহা অনুষ্ঠিত হইবে না এবং সেইক্ষেত্রে এই বিচার কেবল দক্ষতরে আনীত ও সংঘটিত হইবে অর্থাৎ বলা যাইতে পারে, ইহা সংঘটিত হইবে তাবরীয়

বা তেহরানে অবস্থিত শাহ-এর সুপ্রীম কোর্টে ও তাহা পূর্বের ন্যায় রুশ বাণিজ্য দূতাবাস বা মিশনের দোভাষীর উপস্থিতিতে সংঘটিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৮-এর শর্তানুসারে রুশ নাগরিকগণের মধ্যে সংঘটিত কোন অপরাধ বা খুনের ক্ষেত্রে ইহার তদন্ত ও বিচারের একক অধিকার বর্তাইবে দূতাবাস কর্মকর্তা, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা রুশ বাণিজ্য দূতের উপর এবং তাহারা তাহাদেরকে প্রদত্ত তাহাদের দেশবাসীর বিচার কার্যের প্রাপ্ত অধিকার বলে ইহা নির্বাহ করিবেন। যদি কোন রুশ নাগরিক কোনভাবে অন্য কোন দেশীয় নাগরিকের সহিত কোন ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে, তবে উক্ত অপরাধে তাহার অংশগ্রহণের যথাযথ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে আদালতে প্রেরণ বা কোন প্রকারে শারীরিক হয়রানি করা যাইবে না এবং সেইক্ষেত্রেও সরাসরিভাবে অপরাধ প্রমাণিত কোন রুশ ব্যক্তির বিচারের ন্যায় রুশ বাণিজ্যদূতাবাস বা মিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত দেশের কোন বিচারালয়ের উক্ত বিচার নির্বাহ করার যোগ্যতা থাকিবে না। যদি অপরাধ সংঘটনের স্থানে অনুরূপ কোন রুশ প্রতিনিধি না থাকে তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধকে এমন স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যেখানে রুশ বাণিজ্য দূতাবাস বা মঞ্জুরীকৃত রুশ প্রতিনিধি বর্তমান। অপরাধের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য হাকিম ও উক্ত স্থানের বিচারক বিশ্বস্ততার সহিত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহাদের স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়নপূর্বক এই অবস্থায় তাহা অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের স্থানে প্রেরণ করা হইবে। এই সাক্ষ্য একটি বিচার বিভাগীয় দলীল বলিয়া বা বিচার পদ্ধতির সত্যায়িত সারসংক্ষেপরূপে বিবেচিত হইবে, যদি না উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারেন। অভিযুক্তকে সাজা প্রদান করা হইলে এবং তাহার রায় প্রকাশিত হইলে তাহাকে দূতাবাস কর্মকর্তা, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ারস বা মহামান্য সম্রাট (His Imperial Majesty)-এর বাণিজ্যদূতের নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। তাহারা অভিযুক্তকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাইবেন এবং সেখানে সে প্রদত্ত আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ২৩-৪১)।

সময় সময় শুদ্ধ হার প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ টোল ও সড়ক কর হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য যুরোপীয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে রুশগণের অনুরূপ ব্যবস্থাবধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাটি পারস্য প্রতিরোধ করে এবং ১৮৫১ খৃ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে যে, পারস্যের সহিত অতঃপর যে সকল রাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি নাই তাহাদের নাগরিকগণকে পারস্য দেশীয় বণিকগণের অনুরূপ কর প্রদান করিতে হইবে। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যে অনেক যুরোপীয় ও আমেরিকান রাষ্ট্র পারস্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির সুবিধা লাভ করে। ইহা সম্ভব হয় পারস্য ও এই সকল দেশের মধ্যে বর্তমান চুক্তিসমূহে বিশেষ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অথবা সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার সম্বলিত একটি দফার অন্তর্ভুক্তিতে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন উক্ত বৎসর পারস্যের সহিত স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুচ্ছেদ নং ১-এর মাধ্যমে শুদ্ধ ব্যবস্থার বিষয়ে সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্যারিস চুক্তির ৯ ও ১২ নং অনুচ্ছেদ ও ফ্রান্সকে সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার দান করে (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৬৭-৯, ৮১-৫)। ১৮৪২ খৃ. সম্পাদিত একটি বাণিজ্যচুক্তির অধীনে স্পেন সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করে (পাঠ দ্র. ঐ, পৃ. ৪২-৪৪)। অনুরূপ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অন্যান্য দেশ ছিল ফ্রান্স (১৮৫৫ খৃ.) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৮৫৬), অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক,

নরওয়ে ও সুইডেন (১৮৫৭ খৃ.), গ্রীস (১৮৬১ খৃ.), ইতালী (১৮৬২ খৃ.), জার্মানী ও সুইজারল্যান্ড (১৮৭৩ খৃ.), মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনা (১৯০২ খৃ.) এবং চিলি, উরুগুয়ে ও ব্রাজিল ১৯০৩ খৃ. (দ্র. A. Matine-Daftary, La suppression des capitulations en Perse, প্যারিস ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৬৭ প.)।

পারস্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ ছিল উচ্ছমানী সাম্রাজ্যের তুলনায় কম বিস্তারিত ও কম দুর্বল। তথাপি ইহা দেশের জন্য ছিল এক ক্ষতিকর ব্যাপার, বিশেষত ইহার ফলে সৃষ্ট সার্বভৌমত্বের অবক্ষয় ও অপমান, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীদের প্রাণ্ড বিশেষ সুবিধাবলী, তাহাদের ব্যক্তিগত, অনুচর ও মালামালের অলংঘনীয়তা এবং পারস্য দেশীয়গণের জন্য প্রাণ্ড সুযোগ যাহার ফলে ইহারা কোন একটি বিদেশী শক্তির প্রতিরক্ষা প্রাপ্তি দ্বারা পরোক্ষ আইনের ইখতিয়ারের বাহিরে চলিয়া যাইবার সুবিধা পাইত। এইগুলি দেশের জন্য ছিল অপমানজনক। এই শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করিত তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণের মেয়াজের উপর।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগের অধীনে দীওয়ান-ই-মুহাকামাত-ই খারিজা নামক বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ দ্বারা গঠিত এই সকল আদালত রাজধানীতে স্থাপন করা হয় এবং ইহার মাধ্যমে পারস্য দেশীয় ও বিদেশী নাগরিকগণের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়। দেশসমূহে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ একই কার্যে গঠিত আদালতে আসীন হইতেন এবং সাধারণভাবে বিদেশী নাগরিকগণের কর্মতৎপরতার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহাদেরকে বলা হইত কারওয়ান। উচ্ছমানী সাম্রাজ্যের আদালতসমূহের বিপরীতে এই সকল আদালতের বিবাদ মীমাংসার জন্য ব্যবহৃত কার্য পদ্ধতি ও আচার ছিল অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির (দ্র. A. C. Wratislaw, A consul in the East. লন্ডন ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৯০) বিদেশী বাণিজ্য দূতগণের কার্যত ভেটো প্রদানের ক্ষমতা ছিল; কারণ এই সকল আদালতের সিদ্ধান্ত বাণিজ্য দূতের প্রতিস্বাক্ষর ব্যতীত কার্যে পরিণত করা যাইত না (Matine-Daftary, পৃ. ৭৯-৮০)।

সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সর্বসময়ে সরকার ও বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বক্ষণিক দাবী-দাওয়া ও সংঘাতের পরিস্থিতি চলিতে থাকে। কিন্তু ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ না ঘটা পর্যন্ত এবং তুরস্ক কর্তৃক ১৯১৪ খৃ. একতরফাভাবে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি ঘোষণা না করা পর্যন্ত পারস্যে ইহার অবলুপ্তি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয় নাই। ১৯১৮ খৃ. সামসামু'দ-দাওলার মন্ত্রীসভা ইহার একতরফা অবলুপ্তি ঘোষণা করেন। সম্ভবত ইহা ছিল কেবল তাঁহার অভিপ্রায়ের ঘোষণা এবং তাৎক্ষণিকভাবে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই। ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে পারস্য সরকার কর্তৃক ইহাদের অবলুপ্তি সাধনের পেশকৃত দাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই দাবীর সহিত সম্পর্কহীন কিছু কারণ দর্শাইয়া প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করা হয় নাই। তথাপি ২৬ জুন, ১৯১৯ সনে সোভিয়েত সরকারের সহিত রুশ বাণিজ্য কর্তৃত্বের অবলুপ্তির ব্যাপারে কতিপয় নোট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তী বৎসর ১ জুন চীনের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহাতে কোনও বহির্দেশীয় ব্যবস্থা ছিল না, যাহা পারস্য সরকারের চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা প্রদর্শন করে। ১৯২১ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারী একই বৎসর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন

নূতন পারস্য সরকারের সহিত সোভিয়েত সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটি ছিল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ অবলুপ্তির পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনুচ্ছেদ ১-এর ঘোষণামতে জার-শাসিত রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। অনুচ্ছেদ ১৬, ২৬ জুন, ১৯১৯-এর স্মারকলিপি অনুযায়ী রুশ নাগরিকগণের উপর বাণিজ্যদূতের কর্তৃত্ব বিলোপের কথা পুনর্ব্যক্ত করে এবং ঘোষণা করে যে, পারস্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে পারস্যের নাগরিকগণ উক্ত দেশসমূহে স্থানীয় নাগরিকগণের সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং স্থানীয় আদালতের বিচার ইখতিয়ারভুক্ত থাকিবে (পাঠ দ্র. Aitchison পৃ. ৫., ৮৬-৯৬; আরো দ্র. Matine Daftary, পৃ. ৫., ১৫১-৩)।

রিদা খানের নেতৃত্বে (মিনি ১৯২৫ খৃ. রিদা শাহরূপে অধিষ্ঠিত হন) পারস্য সরকার এই সময় এক শক্তিশালী প্রচেষ্টার মাধ্যমে আধুনিকতা অবলম্বনে মনোযোগী হন। এই পরিকল্পনার অন্যতম বিষয় ছিল দেওয়ানী, বাণিজ্য ও ফৌজদারী দণ্ডবিধিসমূহ প্রণয়ন, এই সকল নূতন আইন কার্যকর করার জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ এবং শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি সাধন। বাণিজ্যিক নীতিমালা তিন খণ্ডে ১৯২৫ সনের ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল ও জুন মাসে প্রণয়ন করা হয় এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয় ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে। ১৯২৭ খৃ. সরকারের পুনর্গঠনের পর সকল বিচার বিভাগীয় আদালত বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং নূতন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব দাভার-কে বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিলসমূহ প্রণয়নের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এই কার্যের জন্য নিয়োজিত ও গঠিত কমিশনের প্রথম সভায় ১৯২৭ সনের ২৬ এপ্রিল রিদা শাহ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি সাধনে তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করেন (Matine-Daftary, পৃ. ৫., পৃ. ১৮০-২১০)। ইহার পর পরই মন্ত্রীসভার সভাপতি, মুসতাওফী আল-মামালিক ৩০ এপ্রিল জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন, সরকার তাহার কার্যক্রমে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি সাধন অন্তর্ভুক্ত করিবেন (এ, ২১১)। একই বৎসরের শেষ দিকে দেওয়ানী কার্যবিধি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯২৮ সনের ১০ মে এই কমিশন অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করে। একই দিন অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরিত স্মারক-লিপিতে সকল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণযুক্ত চুক্তির নিন্দা করেন এবং ইহা ঘোষণা করেন যে, এই সকল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাবলী ১৯২৮ সনের ১০মে হইতে কার্যকর থাকিবে না এবং যে সকল রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের অধিকারে অনুরূপ সুবিধা ভোগ করে তাহারাও ১৯২৮ সনের ১০ মে হইতে উক্ত সুবিধাবলী হইতে বঞ্চিত হইবে। ১২ শাহরিভার ১৩০৬/৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ (এ, ২২২-৫) তারিখে প্রণীত আইনে কারওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সকল প্রাদেশিক আদালত বাতিল ঘোষণা করা হয়।

প্রস্তাবনা : ৪ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য

৪. আধুনিক মিসর : মিসরকে যথাসম্ভব শীঘ্র আধুনিকীকরণ ও যুরোপীয়করণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ আলী ও তাঁহার পরবর্তী শাসকগণ, বিশেষত সাঈদ ও ইসমাঈল মিসরে বিদেশিগণকে আকৃষ্ট করিতে এবং তথায় তাহাদের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় উৎসাহ প্রদানে অগ্রহী ছিলেন। উপরন্তু রাজনৈতিক কারণে তাহারা যুরোপীয় শক্তিসমূহকে সর্বদা সন্তুষ্ট

রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। ফলে তাঁহারা বিদেশী নাগরিকগণের প্রাপ্য সুবিধাবলী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের পাঠসমূহে যাহা বর্ণিত তাঁহার বাহিরেও অতিরিক্ত সুবিধা দানে সম্মত হন। “উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় মিসরে এই সকল বিশেষ সুবিধা ব্যবহারিক দিক হইতে অনেক ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

(ক) মিসরে বিদেশী নাগরিকগণকে প্রদত্ত সুবিধাবলী

(১) করারোপ : শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অর্থবিষয়ক ধারাসমূহ মূলত পশ্চিম যুরোপীয় বণিকগোষ্ঠীকে জিয্যা ও অন্যান্য গুরুভার কর হইতে অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মিসরে ইহার নূতন ব্যাখ্যা দান করা হয় এবং বলা হয়, ইহা হইতেছে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুবিধাপ্রাপ্ত দেশসমূহের নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজ সরকারের পূর্ণ সম্মতি ব্যতীত কোনরূপ কর আরোপের মিসরীয় সরকারের ক্ষমতার অবলুপ্তি। এই আইনের কেবল একটি ব্যতিক্রম ছিল, ভূমি কর প্রদানের দায়িত্ব বিদেশী নাগরিকরা নিশ্চুপভাবে গ্রহণ করে এবং তাহাদের বিবেচনায় ইহা ছিল জমির মালিকানা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় একটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থামাত্র। মিসরে জমির মালিকানা লাভ সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাটি ১৮৬৭ খৃ. আইনের মাধ্যমে “উছমানী সাম্রাজ্যে প্রচলিত হওয়ার বহু পূর্বেই বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এই একটি মাত্র কর প্রদানের ক্ষেত্রে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয় (ড্র. G. Baer, A history of landownership in modern Egypt. লন্ডন ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৬৫-৬)। বিদেশী নাগরিকগণের উপর আরোপিত অপর সকল কর যুরোপীয় শক্তিসমূহের সুস্পষ্ট সম্মতি সাপেক্ষে ধার্য হইত। শুধু হার নিয়ন্ত্রিত হইতে বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের মাধ্যমে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। ১৮৮৫ সালের ১৭ মার্চ লন্ডনে ছয়টি প্রধান যুরোপীয় শক্তির স্বাক্ষরিত সম্মেলনে ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চের গৃহকর সম্পর্কিত ডিক্রি গৃহীত হয় (কর নিরূপণ কমিশনে বিদেশিগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে গৃহীত কতিপয় পরিবর্তনসহ)। ১৮৯০ খৃ. যুরোপীয় শক্তিসমূহ স্বীকার করে যে, নব প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার পৌর কর্তৃপক্ষ বিদেশী নাগরিকগণের উপর পৌর কর ধার্যকরণ ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৩০ খৃ. পাহারাদারগণের বেতন প্রদানের জন্য নগর এলাকার সম্পত্তিসমূহের উপর অতিরিক্ত কর ধার্যকরণ স্বীকৃত হয়। একইভাবে ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোটর গাড়ীর উপর কর ও অপর কতিপয় ক্ষুদ্র কর সম্পর্কে তাহারা স্বীকৃতি দান করে। তবে ১৯৩৭ খৃ. শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শক্তিসমূহ মিসরে বহু প্রকার কর আরোপে বাধা প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে আয়করও ছিল।

(২) শুদ্ধ : মিসরের খেদীবকে বাণিজ্যিক সমঝোতা সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদানের পূর্বে (১৮৬৭ খৃ. ও পুনরায় ১৮৭৩ খৃ.) “উছমানী সাম্রাজ্য ও মিসরের মধ্যে শুদ্ধ ব্যবস্থার কোনও ভারতম্য ছিল না। উক্ত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে মিসরীয় বাণিজ্যিক প্রথাসমূহ যুরোপীয় রাষ্ট্রের বণিকগণের জন্য “উছমানী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাবলীর তুলনায় অধিক সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু ১৯০২ খৃ. ফ্রান্স আমদানী শুদ্ধ হার মূল্য ভিত্তিতে ৮ শতাংশ হ্রাস করাইতে সক্ষম হয় এবং সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের ধারার ব্যবহারের ফলে এই শুদ্ধ হার মিসরের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছে তেমন অপর সকল রাষ্ট্রের জন্য স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে সম্পাদিত সকল চুক্তি একের পর এক কার্যকারিতা হারাতে থাকে। তবে এই সকল চুক্তির শেষটির কার্যকারিতার শেষ সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া

পর্যন্ত শুদ্ধ হার পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। শেষ চুক্তিটি ছিল ১৯৩০ খৃ. কার্যকারিতা অবলুপ্তিপ্রাপ্ত মিসর-ইতালী চুক্তি। একই বৎসর ১৭ ফেব্রুয়ারী মিসর নূতন একটি শুদ্ধ বিধি প্রণয়ন করে। ইহার লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও সদ্য গঠিত স্থানীয় শিল্পকে কিছু মাত্রায় সংরক্ষণ প্রদান করা।

(৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা : দুইটি বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মিসরে বিদেশী নাগরিকগণ “উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে অধিকতর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিত। প্রথমত, কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট ও পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন গির্জা নির্মাণ বা মেরামত করা যাইবে না, এই “উছমানী বিধি মিসরে কোনও সময় বলবৎ করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ১৮৪৪ ও ১৮৬৯ খৃ. জারিকৃত বিদেশী নাগরিকগণের স্বাধীনতার উপর “উছমানী নিয়ন্ত্রণ মিসরীয় ব্যবস্থাপনায় কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরে আগমনকারী ভ্রমণকারিগণকে সাধারণভাবে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ কখনও ছাড়পত্রের জন্য হয়রান করিতেন না অথবা তাহাদের ভ্রমণকালে তাযকিরা [দ্র.] বহন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

(৪) স্থায়ী নিবাসের অলঙ্ঘনীয়তা : স্থায়ী নিবাসের অলঙ্ঘনীয়তার নীতি মিসরে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে প্রসার লাভ করে এবং যে কোনও ব্যবসায়ের স্থান এই নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তুরস্কে পোতাশ্রয়ে আগমনকারী সকল জাহাজ শুদ্ধ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করিতেন এবং সকল মাল খালাস হওয়া পর্যন্ত জাহাজে তাহাদের কর্মকর্তা বহাল রাখিতেন। অপরপক্ষে মিসরে তাহারা কেবল মাল খালাস পরিদর্শন করিতে পারিতেন এবং কোনও বেআইনী পণ্য কেবল তীরে পৌছাইবার পর বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন। জাহাজ তল্লাশীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অব্যাহতির এই অধিকার, এমন কি মাছ ধরা জাহাজের ক্ষেত্রেও দাবী করা হয়। এই সকল মৎস্য শিকারী জাহাজের মালিক ছিল মাল্টাবাসী, গ্রীক ও ইতালীয়গণ। ১৮৬৮ ও ১৮৭৪ খৃ. তুর্কী সুলতান ও বহির্শক্তিসমূহের মধ্যে স্বীকৃত এই সকল সুবিধা সংকোচন মিসরের জন্য প্রযোজ্য ছিল না এবং কেবল ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে মিসর ও বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে মিসর শেষ পর্যন্ত বেআইনী মালামাল সন্ধানের জন্য জাহাজসমূহ তল্লাশী করার বাস্তব অধিকার লাভ করে।

(৫) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত অব্যাহতি : যদিও তুরস্কে তানজীমাত আইনসমূহ, যেমন সংবাদ সংক্রান্ত আইন, বিদেশী নাগরিকগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল (Scott, ১ পৃ. 198), মিসরে স্থানীয় আইন হইতে বিদেশীদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি ছিল। যুরোপীয় শক্তিসমূহের সুস্পষ্ট সম্মতি প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কোন মিসরীয় আইনই বিদেশী নাগরিকগণের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারিত না। এই নীতির ফলে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা বারবার নস্যাৎ হয় (উদাহরণ, সাঈদ-এর প্রস্তাবিত পুলিশ বিধি; পৌর এলাকাসমূহের উন্নতিতে ইহার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ড্র. G. Baer, The beginnings of municipal government in Egypt, in Middle Eastern Studies, 8/2 জানুয়ারী ১৯৬৮)।

(৬) ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আইনগত অধিকার : আইনের স্থানিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের রূপ লাভ মিসরেই সর্বাপেক্ষা চরম রূপ প্রাপ্ত হয়। ধীরে ধীরে “actor sequitur forum rei” এই প্রবচনটি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং “উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যত্র বিদ্যমান কেবল বিভিন্ন জাতীয়তার ব্যক্তি জড়িত মামলাসমূহ ছাড়াও বিবাদীর আদালত সকল মামলার ক্ষেত্রে আইনগত অধিকার লাভ করে।

ফলে বাণিজ্যদূতের আদালতসমূহ তাহাদের কোন নাগরিক অথবা এমন কি আশ্রিত ব্যক্তি জড়িত যে কোন ফৌজদারী, বাণিজ্যিক বা দেওয়ানী মামলায় তাহাদের আইনগত অধিকার দাবী করে। উপরন্তু তুরস্কে না হইলেও মিসরে, বিভিন্ন জাতীয়তার নাগরিক জড়িত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল মামলার বিচার বিবাদী নিজ দেশীয় বাণিজ্যদূতের আদালতে হইত। বাণিজ্যদূতগণ সাধারণত তাহার নিজ দেশের আইন প্রয়োগ করিতেন। কোনরূপ আপীলের ক্ষেত্রে তাহা বিবাদীর স্বদেশীয় আদালতে প্রেরণ করা হইত এবং ফৌজদারী মামলাসমূহে বাণিজ্যদূতের প্রদত্ত বিচারের রায়ের কার্যকারণের জন্য প্রায়ই বিদেশী অপরাধীকে তাহার স্বদেশে প্রেরণ করা হইত।

মিসরে বিদেশীদের প্রাপ্ত সুবিধাবলীর বিস্তার লাভের উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও মিসর ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যত্র বিদ্যমান পার্থক্য একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের শর্ত, অনুযায়ী কোনও বিদেশী নাগরিক ও 'উছমানী প্রজার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অর্থের অধিক মূল্যবান বিশিষ্ট বিচারসমূহ রাজকীয় দীওয়ানে বিচার করা হইবে। যেহেতু মিসর হইতে ইস্তাম্বুলের ভ্রমণ ছিল সুদীর্ঘ ও ব্যয়সাধ্য, সাধারণভাবে তাই বিবাদীর আদালতে মামলা দায়ের করাই ছিল শ্রেয়তর (বারাকাত, পৃ. ১৭৩)।

(খ) বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তি-সমূহের অবলুপ্তি

(১) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মিশ্র আদালতসমূহ : বিভিন্ন জাতীয়তার ব্যক্তি জড়িত সকল মামলার বিচার কার্যে এবং যে সমস্ত মামলার বাদী পক্ষ মিসরীয় তাহাতে বিচারকের সারিতে মিসরীয় প্রতিনিধিত্ব আনয়নের জন্য একটি সম্মিলিত বিচার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের প্রচেষ্টা তুরস্কের পূর্বে মিসরে বলবৎ করার চেষ্টা করা হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে মুহাম্মাদ আলী প্রতিনিধি প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ আল মাহ'রুকাবীর সভাপতিত্বে একটি মিশ্র বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয় (F. Mengin, Histoire de; l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed Aly, প্যারিস ১৮২৩ খৃ., ২খ, ৪৪১; ১২৪৩/১৮২৭-৮ সালের জন্য ড্র. আমীন সামী, তাক'বীয়ুন-নীল, কায়রো ১৯২৮ খৃ., ২খ, ৩৩৩)। দীর্ঘ সময়ের নিক্রিয়তার পর আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে মিশ্র বাণিজ্যিক আদালতসমূহ পুনর্গঠিত হয় এবং ১৮৬১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এই নির্দেশ অনুযায়ী একজন মিসরীয় সভাপতি এবং মিসরীয় ও বিদেশী প্রতিনিধিত্বশীল সভ্যগণের নিয়োগ ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। তবে এই সকল আদালত কখনই কার্যকরভাবে কর্মক্ষম ছিল না। কারণ যে সমস্ত মামলায় বিদেশিগণ বিবাদী থাকিত সেই সমস্ত মামলায় তাহারা এই আদালতের যোগ্যতা স্বীকার করিত না এবং কেবল বাদী হিসাবেই তাহারা এই সকল আদালতের শরণাপন্ন হইত; (Stoddart হইতে Aberdeen ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৪৫, Public Record Office, লন্ডন, F.O. ৭৮/৬২৪ ও বাণিজ্যদূত Green-এর রিপোর্ট, ২ এপ্রিল ১৮৫৬. F.O. ৭৮/১২২২)।

(২) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার : ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এক রিপোর্টে তৎকালীন মিসরীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী নূবার পাশা মিশ্র আদালত গঠনের প্রস্তাব করেন। তাহার প্রস্তাবিত এই সকল আদালত বিদেশী ব্যক্তি জড়িত সকল মামলা—দেওয়ানী, ফৌজদারী বা বাণিজ্যিক মামলায় ইখতিয়ার প্রাপ্ত থাকিবে। সুদীর্ঘ আলোচনার পর নূবার পাশা তাহার মূল পরিকল্পনা সংকোচন

করিতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭৫ খৃ. Reglement d, Organisation Judiciaire পাস করা হয়। ১৮৭৬ খৃ. এই Reglement-এর অধীনে গঠিত আদালতসমূহের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই সকল আদালতের ইখতিয়ার ছিল বিভিন্ন জাতীয়তার বিদেশী নাগরিকগণের মধ্যে এবং মিসরীয় ও বিদেশিগণের মধ্যে সংঘটিত সকল দেওয়ানী ও বাণিজ্যিক মামলা। ইহাদের ক্ষমতা একই জাতীয়তার সকল বিদেশিগণের মধ্যে মিসরে অবস্থিত জমি সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমা ও এমনকি মিসরীয় কোন ব্যক্তি ও কোন মিসরীয় সংস্থার মধ্যে সৃষ্ট মোকদ্দমা, বিশেষত যে সমস্ত সংস্থায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বর্তমান ছিল (তথাকথিত মিশ্র স্বার্থ) তাহাদের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে মিশ্র আদালতসমূহ বিদেশী নাগরিকগণকে কেবল পুলিশী অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিল। এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মিসরীয় এক পাউন্ড জরিমানা অথবা এক সপ্তাহের কারাবাস। ইহা ছাড়াও মিশ্র আদালত প্রত্যক্ষভাবে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিল। ইহা ভিন্ন বিদেশিগণ কর্তৃক সংঘটিত সকল অপরাধের বিচার বাণিজ্যদূতের আদালতে নিষ্পত্তি হইত এবং এই আদালত বিদেশিগণের ব্যক্তিগত মর্খাদার ব্যাপারে এবং একই জাতীয়তার ব্যক্তিদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ব্যতীত অন্যান্য দেওয়ানী মামলার ব্যাপারে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ছিল।

মিশ্র আদালতের বিদেশী বিচারকগণ মিসরীয় সরকার কর্তৃক উক্ত বিচারকগণের নিজ দেশীয় বিচার বিভাগীয় মন্ত্রিগণের সহিত আলোচনার পর নিয়োজিত হইতেন এবং মিসরীয় বিচারকগণের সংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইত। তিনটি জেলা আদালত ও একটি আপীল আদালতের গঠন ছিল নিম্নরূপ (১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী) :

মিসরীয় বিচারক	বিদেশী বিচারক
আপীল আদালত, আলেকজান্দ্রিয়া	৬
জেলা আদালত, কায়রো	৮
জেলা আদালত, আলেকজান্দ্রিয়া	৬
জেলা আদালত, মানসূরা	৩
মোট =	২৩
	৪৪

যেহেতু মিশ্র আদালতসমূহ সকল রাষ্ট্রের নাগরিকগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, ইহাদের প্রতিষ্ঠার ফলে শর্তাধীনে সমর্পণহীন দেশের নাগরিকগণের জন্যও নূতন সুবিধাবলী প্রসারিত করিতে হইয়াছিল।

মিশ্র আদালত মিশ্রিত আইনের ভিত্তিতে বিচার পরিচালনা করিত এবং এই আইনের ভিত্তি ছিল ফরাসী আইন ও নেপোলিয়নীয় নীতিমালা। যেহেতু এই নীতিমালা পনেরটি সরকারের সর্বসম্মত সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না, ১৯১১ খৃ. তাই একটি আইনসভা প্রতিষ্ঠিত করা হয় যাহার সংযুক্তি ও পরিবর্তন সাধনের অনুমোদন দানের যোগ্যতা ছিল (তবে বিদেশী নাগরিকগণের অর্থনৈতিক অব্যাহতির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন ব্যবস্থা অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল না)।

(৩) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের ও বিদেশী নাগরিকদের বিশেষ ইখতিয়ারসমূহের অবলুপ্তি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কী সরকার শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহের অবলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের লুসান চুক্তির ২৮ নং অনুচ্ছেদে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসম্পন্ন শক্তিসমূহের স্বীকৃতি লাভ করে। এই চুক্তি মিসরের জন্য প্রযোজ্য হয় নাই। কারণ মিসরে তুর্কী আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব ১৯১৪ খৃ. মিসরকে একটি ব্রিটিশ আশ্রিত রাষ্ট্রের মর্খাদা দানের

মাধ্যমে সমাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে তুরস্ক লুজান (Lausanne) চুক্তির ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫ নভেম্বর ১৯১৪ হইতে তাহার পূর্ব অধিকার ত্যাগ করে। তবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা স্থির হয় যে, শীঘ্র শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তিসমূহ অবলুপ্ত করা হইবে, মিসর আইন প্রণয়নের সর্বময় স্বাধীনতা লাভ করিবে (অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নসহ) এবং একটি ক্রান্তিকালীন সময়ের পর বাণিজ্যদূতের আদালতের ক্ষমতাবলী হস্তান্তরের মাধ্যমে মিশ্র আদালতসমূহের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হইবে।

ইহার ফলস্বরূপ মিসরীয় সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালের ১২ এপ্রিল Montreux-এ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ সুবিধাসম্পন্ন শক্তিসমূহের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের শেষ বিধিটির মূল পাঠ ১৯৩৭ সালের ৮ মে স্বাক্ষরিত হয়। শর্তাধীনে সমর্পণ চুক্তিসমূহ অবলুপ্ত করা হয় এবং একই সঙ্গে বিদেশীদের ভোগকৃত আইনগত ও অর্থনৈতিক অব্যাহতিসমূহ অবলুপ্ত হয়। ১২ বৎসরব্যাপী ক্রান্তিকালীন সময়ে (১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত) ফৌজদারী ইখতিয়ার ও বাণিজ্যদূতের আদালত দ্বারা তখনও ব্যবহৃত অন্য দেওয়ানী ইখতিয়ারসমূহ মিশ্র আদালতে হস্তান্তর করা হয় এবং বাণিজ্যদূত কেবল ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রসঙ্গে ইখতিয়ার সংরক্ষণ করেন। সাধারণভাবে মিশ্র আদালতের ইখতিয়ারভুক্ত বিদেশী নাগরিকগণ স্থানীয় আদালতে বিচার প্রার্থনার অনুমতি লাভ করে। জেলা আদালতসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সকল শূন্য পদ মিসরীয় বিচারক দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং প্রথমবারের মত মিসরীয় নাগরিকগণকে এই সকল আদালতের সভাপতি পদে অধিষ্ঠানের অনুমতি দান করা হয়। বিচারের রায় একটি যুরোপীয় ভাষা ছাড়াও 'আরবীতে প্রদান করার ব্যবস্থা' গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর মিশ্র আদালত ও বাণিজ্যদূতের আদালত বাতিল ঘোষণা করা হয়, সকল বিচার বিভাগীয় ইখতিয়ার জাতীয় আদালতে সমর্পিত হয় এবং আইন বিধিসমূহ পর্যালোচনা ও একীভূত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. Pelissie du Rausas, Le regime des capitulations dans l'empire ottoman, প্যারিস ১৯০৫ খৃ., ২খ, ১৭৭ প., l'Egypte.; (2) J. H. Scott. The law affecting foreigners in Egypt, এডিনবার্গ ১৯০৭ খৃ.; (৩) M. Bahi ed Dine Barakat, Des privileges et immunités dont jouissent les étrangers en Egypte vis-a-vis des autorités locales, প্যারিস ১৯১২ খৃ.; (৪) মুহাম্মাদ আবদুল বারী, আল-ইমতিয়াযাতুল-আজনাবিয়া, কায়রো ১৯৩০ খৃ.; (৫) Le Groupe d'Etudes de l'Isam, L'Egypte independante, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ১১১-২৪৬; (৬) H. Beeley in survey of International Affairs 1937, লন্ডন, ১৯৩৮ খৃ., ১খ, ৫৮১-৬০৫; (৭) Documents on International Affairs 1937, লন্ডন ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫৩৩-৫৩ (৮) J. Y. Brinton, The Mixed Courts of Egypt, সংশোধিত সংস্করণ, নিউ হ্যাভেন ১৯৬৮খৃ.।

G. Baer(E.I.2) আবদুল বাসেত

ইমদাদুল হক, কাজী (قاضى إمداد الحق) : কাদী ইমদাদুল হাফ্ফ। খানবাহাদুর, শিক্ষাবিদ, বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা উপন্যাসিক ও কথাসিদ্ধী। জন্ম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর খুলনা জেলার

গদাইপুর গ্রামে। পিতার নাম কাজী আতাউল হক। পিতা ছিলেন নামকরা আইন ব্যবসায়ী।

কাজী ইমদাদুল হক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলা স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে এফ. এ. এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাস্টার ডিগ্রী লাভের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগে এবং একই সঙ্গে আইন ডিগ্রী লাভের জন্য তিনি বি. এল. ক্লাসেও ভর্তি হন। যথাসময়ে তিনি উভয় ডিগ্রীই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করিবার পর তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার ছিল খুবই আকর্ষণ। চাকুরীতে থাকা কালেই তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বি. টি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কাজী ইমদাদুল হক চাকুরী জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষা বিভাগে অতিবাহিত করেন। তিনি কলিকাতা ও ঢাকা মাদরাসায় শিক্ষকতা করা ছাড়াও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময়ে তিনি ঢাকার বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন-এর সেক্রেটারী ছিলেন। চাকুরী ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁহাকে প্রথমে খান সাহেব ও পরে খান বাহাদুর উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

চাকুরীর পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বৃটিশশাসিত এই দেশের গণজাগরণের জন্য প্রয়োজন মুসলিম সমাজের অশিক্ষাপ্রসূত কুসংস্কারগুলির মূলাংগাটন। তাই তিনি তাঁহার সাহিত্য চর্চাকে মূলত সেই দিকেই পরিচালিত করেন। ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উপরও তিনি সাহিত্য রচনা করেন।

সাহিত্য চর্চায় কাজী ইমদাদুল হক বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছেন। শিশু সাহিত্যেও তাঁহার অবদান রহিয়াছে। বেশ কিছু পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও মাত্র একখানি উপন্যাসের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপন্যাসের নাম 'আবদুল্লাহ'। আবদুল্লাহ উপন্যাসখানি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি তদানীন্তন বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সার্থকতার সহিত তুলিয়া ধরেন। সেকালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার ফলে যে নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত হইতেছিল তাহারই একটি প্রতিচ্ছবি অর্থকিত হইয়াছে এই উপন্যাসে। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে এই গ্রন্থখানি সকল মহলের প্রশংসা লাভ করে।

কাজী ইমদাদুল হক শিশু কিশোরদের মনে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করিবার লক্ষ্যে নবী কাহিনী নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে হযরত আদাম (আ) হইতে হযরত 'ঈসা' (আ) পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নবীর জীবন কাহিনী বিধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা হইলেও ইহা বয়স্ক পাঠকদেরকেও আকৃষ্ট করে।

শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁহার রচিত 'খুতখুত', 'সীসার মূল্য', 'সু আর কু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির

মূল উপজীব্য বিষয় মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী নৈতিক শিক্ষা। তিনি তাঁহার অধিকাংশ রচনাতেই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটাইতে সচেষ্ট ছিলেন। 'বাগদাদী গল্প' নামে তাঁহার অন্য একটি মজার গল্পসমৃদ্ধ পুস্তক রইয়াছে। এই গ্রন্থে কাজী ইমদাদুল হক বাগদাদ নগরীর কিছু ইসলামী ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ঘটনা গল্পের আঙ্গিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ভাষায়। তিনি 'প্রবন্ধমালা' নামে একখানি মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তাঁহার রচিত মূল্যবান কিছু প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটয়াছে। প্রবন্ধসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলঃ মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা, আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার, সুলতান সালাহুদ-দীন, আবদুর রহমানের কীর্তি, ফ্রুসেড, আল-হামরা প্রভৃতি। সব প্রবন্ধই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত এবং তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণে তিনি একজন শক্তিশালী অগ্রদূত হিসাবে সাহিত্যজগতে আপন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বকীয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। মুসলিম বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় চিত্রিত হইয়াছে তাঁহার বেশ কয়েকটি গল্পে। কাজী ইমদাদুল হক প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিয়া খ্যাত হইলেও তিনি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন কবি হিসাবে। তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম 'আঁখিজল'। এই কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহার ছাত্র জীবনে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময় তাঁহার অন্য একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির নাম 'লতিফা'।

কাজী ইমদাদুল হক শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করিয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বেশ কিছু সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। যেমন ঐতিহাসিক পাঠ ১ম ভাগ, ঐতিহাসিক পাঠ ২য় ভাগ, ভূগোল শিক্ষা প্রণালী ১ম ভাগ, ভূগোল শিক্ষা প্রণালী ২য় ভাগ, সরল সাহিত্য, প্রাথমিক জ্যামিতি প্রভৃতি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কাজী ইমদাদুল হকের অবদান কম নহে। বাংলা ১৩২৭/১৯২০ খৃ. সালে তিনি 'শিক্ষক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাটির নামকরণের মধ্যেই ইহার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সুস্পষ্ট। 'শিক্ষক' পত্রিকাটি তৎকালীন মুসলিম যুব সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি নামে একটি সমিতিও গড়িয়া তোলেন। সেকালে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে এই সমিতির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

কাজী ইমদাদুল হক মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইনতিকাল করেন। কাজী সাহেবের গ্রন্থাবলী বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ড. মুহম্মদ এনায়েতুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮ খৃ.; (২) মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রতন পাবলিশার্স, ঢাকা, তৃতীয় সং. ১৯৮১ খৃ.; (৩) এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৭৬ খৃ.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ১ম সং, পৃ. ৫৫।
হাসান আবদুল কাইয়ুম

ইমদাদুল্লাহ (হাজ্জী) : (حاجي إمداد الله) : (র) মুহাজিরে মাক্কী আল-হিন্দী ইবন মুহাম্মাদ আমীন আল ফারুকী, তৎকালীন ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত ধর্মীয় মনীষীর মুর্শিদ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ কাসিম

নানাওতাবী, তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাম্মদ ফারুকী, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত গাঙ্গোহ অধিবাসী রাশীদ আহমাদ আনসারী (মৃ. ১৩২৩/১৯০৫) ও আশরাফ 'আলী খানাবী (দ্র.) অন্যতম। তিনি ১২৩১/১৮১৫ সনে সাহারানপুর জেলার নানাওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন এবং ফারসী, 'আরবী, ব্যাকরণ ও আইনশাস্ত্রে বেশ শিক্ষিত ছিলেন; তবে গতানুগতিক অর্থে বিখ্যাত 'আলিমরূপে পরিচিতি ছিলেন না। তিনি তাঁহার যৌবনকাল তাসাওউফ-এর উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার নিজ শহর থানা ভবন (মুযাফফার নগর হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে)-এর একটি মসজিদে নিজেই শায়খরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন যাহা পরবর্তীকালে তৎপ্রবর্তিত ভারীকণর কেন্দ্রস্থল খানকাহ-ই ইমদাদিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৫৭ খৃ. কতিপয় স্থানীয় লোক প্রতিহিংসা বশে ইহা পোড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহা পুনর্নির্মিত হয় এবং কালক্রমে এখান হইতে আশরাফ 'আলী খানাবী-এর ন্যায় মহান ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে।

১২৬১/১৮৪৫ সালে তিনি প্রথম হজ্জ পালন করেন। তখন হইতে হাজ্জী শব্দটি তাঁহার নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ১২৭৪/১৮৫৭ সালে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইমদাদুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গিগণও বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে থানা ভবন-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবদুর-রাহীম বিদ্রোহীদের সহিত সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। শহরে সামন্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা নিকটস্থ ছোট শহর শ্যামলী আক্রমণ করেন, কিন্তু ইংরেজগণ তাঁহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইমদাদুল্লাহ সুকৌশলে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হন কিন্তু বিদ্রোহের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেফতার হন। তবে তাঁহারা তেমন নির্যাতনের শিকার হন নাই। গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় হাজ্জী ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া যান (১২৭৬/১৮৬০) এবং সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। বহিরাগত লোক হওয়ার দরুন তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে উচ্চ মর্যাদা পান নাই এবং প্রথম কিছু দিন যাবত নিদারুণ অর্থ-কষ্টে কাটান। তিনি তাঁহার অন্যান্য কর্মসূচী ছাড়াও হারাম শারীফে জালালুদ্দীন রুমী (র)-এর মাছনাবীর উপর ভাষণ দিতেন। ক্রমাগতই একজন সূফী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুদূর ভারতবর্ষ হইতে লোকজন বিশেষ করিয়া দেওবন্দের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সাগর পাড়ি দিয়া তাঁহার নিকট বার-আত হওয়ার জন্য গিয়াছিলেন। আশরাফ 'আলী খানাবী (র) তাঁহাদের অন্যতম। খ্রীষ্ট বয়সে তিনি তথায় তিনটি বিবাহ করেন কিন্তু কাহারও গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই।

তাঁহার রচনাবলী : (১) দি'য়াউল-কুলূব (ফার্সী ভাষায়, দিল্লী সং. ১৮৭৭ খৃ., ১২৮২/১৮৬৫ সালে চিশতিয়া (দ্র.) তপসীরকার আয়কার ও আশগাল (মিকর ও চর্চা) পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত; (২) গিয়া-ই-রহ (উর্দু) শয়তানের ছলনার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক কৌতূহল উদ্দীপক কাহিনীসম্বলিত কবিতা; (৩) জিহাদ-ই আকবার, উর্দু ভাষায় একটি দীর্ঘ কবিতা, ১২৬৮/১৮৫২ সালে কিতাল (যুদ্ধ)-এর বৈশিষ্ট্য ও পুরস্কার সম্পর্কে রচিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা ফার্সী ভাষায় লিখিত কয়েকটি বেনামী প্রবন্ধের অনুবাদ, যাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই তিনি জিহাদী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং অবশেষে শ্যামলিতে সামরিক অগ্রাভিানে পরাজয় বরণ করেন; (৪) তুহফাতুল 'উশশাক' (ইহাও একটি উর্দু মাছনাবী, রচনা কাল (১২৮১/১৮৬৪), আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আল-হাকীকা

ওয়াল-মাজায় বিষয়ে রচিত; (৫) দারদ নামা-ই গামনাক, একটি উর্দু কাব্য, এক পরিত্যক্ত প্রেমিকের সক্রমণ বিলাপ; (৬) ইরশাদ-ই মুরশিদ (ইহাও একটি উর্দু কাব্য, ১২৯৩/১৮৭৬ সালে রচিত), আধ্যাত্মিক রহস্যের অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার নৈতিক পরামর্শ ও নীতিবাক্য সম্বলিত; (৭) ওয়াহদাতুল-উজুদ (ফার্সিতে রচিত), ১২৯৯/১৮৮৩ সালে রচিত, একক অস্তিত্বের উপরে রচিত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, ইবমুল-'আরাবীর উপস্থাপিত আলোচনার অনুরূপ; (৮) ফায়সালা-ই হাফত মাস'আলা, সমসাময়িক কালের বিতর্কমূলক ৭টি বিষয় সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ, যেমন-সিমা', কবরের প্রশ্নোত্তর, পীর-বুয়ুর্গ ও সাধু জনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন ইত্যাদি, যেইগুলি তাঁহার আপন অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল; (৯) গুলযার-ই মা'রিফাত, আধ্যাত্মিক ও গুপ্ত রহস্যপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার ফার্সী ও উর্দু কবিতার সংকলন; (১০) মাছনাবী গ্রন্থের ফার্সী হাশিয়া (পাশ্চটিকা) (কানপুর সং, ১৩১৪-১৩২১/ ১৮৯৬-১৯০৩), লেখকের মৃত্যুর পরে আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়; (১১) মাকতূবাত-ই ইমদাদিয়া (সম্পা. আশরাফ 'আলী থানাভী, লাহোর ১৯৬৬ খৃ.), তাঁহার জীবনের শেষ দিকে মক্কা হইতে লেখা ৫০টি উর্দু পত্রের সংকলন (সর্বশেষ পত্রের তারিখ ১৩১৭/১৮৯৯); (১২) মাকতূবাত-ই ইমদাদিয়া, ফার্সী ভাষায় লিখিত ৬১টি পত্র, ইহা ইমদাদুল মুশতাক নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে (সম্পা. আশরাফ 'আলী থানাভী, লক্ষ্ণৌ ১৯১৫ খৃ.); (১৩) কুল্লিয়াত-ই ইমদাদিয়া, ইহা তাঁহার কবিতাবলীর একটি সম্বলন, ইহা ভারত ও পাকিস্তানে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে (সং. কানপুর, ১৩১৫/১৮৯৮, শাহকোট, জেলা শেয়খপুরা, তা. বি.)। এই সব রচনার অধিকাংশই কবিতায় লেখা, কিন্তু তিনি কখনও বড় কবি হওয়ার দাবী করেন নাই। মাছনাবীর হাশিয়া ব্যতীত তাঁহার এই সমুদয় রচনা ভারত ও পাকিস্তানে বহুবার ছাপা হইয়াছে।

৮৪ বৎসরের পরিণত বয়সে আধ্যাত্মিক জগতের মহান শিক্ষক হিসাবে বিশ্ব-নন্দিত এই মহান পুরুষ ১৩৭১/১৮৯৯ সালে মক্কায় ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিক আল-মা'লা গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এইখানেই মহানবী (স)-এর প্রথম সহধর্মিনী খাদীজা (রা) ও চাচা আবু তালিব-এর কবর বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আশরাফ 'আলী থানাভী, ইমদাদুল-মুশতাক, থানাভবন ১৩৪৭/১৯২৯; (২) ঐ লেখক, কারামাত-ই ইমদাদিয়া, শাহকোট (জেলা, শেয়খপুরা) তা. বি.; (৩) ঐ লেখক, কামালাত-ই ইমদাদিয়া, শাহকোট, তা. বি.; (৪) ঐ লেখক, মাকতূবাত-ই ইমদাদিয়া, লাহোর ১৯৬৬ খৃ.; (৫) মুহাম্মাদ ইরতিদা খান ও মুহাম্মাদ আহসান নাগরামী, শামা'ইম-ই ইমদাদিয়া (নাফাহাত-ই মক্কিয়্যার উর্দু অনু.) লখনৌ ১৮৯৭ খৃ.; (৬) আমীর শাহ খান, আমীরুল-রিওয়য়াত, সম্পা. মুহাম্মাদ তায়িব, আরওয়াহ-ই ছালাছা শিরোনামে, দেওবন্দ তা. বি.; (৭) আশিক ইলাহী, তায়কিরাতুল-রাশীদ, ২ ও ৩খ, মীরাত ১৯০৫ খৃ.; (৮) মুহাম্মাদ আনওয়ারুল-হাসান আনওয়ার, হায়াত-ই ইমদাদ, করাচী ১৯৬৫ খৃ.; (৯) আযীযুর রাহমান, তায়কিরাত-ই মাশাইখ-ই দেওবন্দ, করাচী ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৫৯-৯০; (১০) ইমদাদ সাবিরী, সীরাতেই হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ, দিল্লী ১৯৫১ খৃ.; (১১) রাশীদ আহমাদ গাসোসী, ইমদাদুস-সুলুক, ইহা রিসালা মাক্কিয়া নামক প্রবন্ধের ফার্সী অনুবাদ, শাহকোট তা. বি.; (১২) অজ্ঞাতনামা, হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ, থানা ভবন তা. বি.; (১৩) হ'সায়ন আহমাদ মাদানী, নাকশ-ই হায়াত, দিল্লী ১৯৫৪ খৃ., ২খ, পৃ. ৪২-৫, ৫৩-৬৩; (১৪) মুযাফফার নগর জেলার গেজেটিয়ার; (১৫) রাহমান 'আলী, তায়কিরাত-ই 'উলামাই হিন্দ, কানপুর

১৯১৪ খৃ., ২৮-৯; (১৬) আবদুল-হায়ি আল-লাখনাবী, নুহাতুল খাওয়াতি'র, হায়দরাবাদ (ভারত), ৮খ (পাণ্ড.); (১৭) ইমদাদ সাবিরী, ফারাসীয়ুল কা জাল, দিল্লী ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৭-১২; (১৮) নাযীর আহমাদ দেওবান্দী, তায়-কিরাতুল 'আবিদীন ওয়া ইমদাদুল আরিফীন, দিল্লী ১৩৩৩/ ১৯১৫; (১৯) মুহাম্মাদ হ'সায়ন ইবন বাখশিশ 'আলী, মাজহারুল-'উলামা ফী তারাজিমিল-'উলামা ওয়া'ল কুমাল (১৩১৭/১৮৯৯ সালে রচিত) কাদিরিয়া মাদরাসা বাদাউন-এ সংরক্ষিত পাণ্ড.; (২০) মুহাম্মাদ আযুব কাদিরী (সম্পা.), মাকতূবাত হাদরাত হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, আল 'ইলম-এ, করাচী (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৪১-৯; (২১) সায়িদ মুহাম্মাদ মিয়া, 'উলামা-ই হাক্ক আওর উনকে মুজাহিদানা'হ কারনামে, ১খ, দিল্লী তা. বি.; (২২) Storey, ১২খ, ১০৫৫, ১৩৪৫।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.2)/বোরহান উদ্দীন

ইমরান (عمران) : হিব্রু 'আমরাম, রূপান্তরিত 'আরবী নাম (তু. Horovitz, Koranische Untersuchungen 128)। উহা মুসলিম গ্রন্থকারদের লিখিত ইসরাঈলী ইতিহাসে বর্ণিত দুই ব্যক্তির নাম। প্রথমটি বাইবেলে আছে কিন্তু কুরআনে নাই; দ্বিতীয়টি তাহার বিপরীত। প্রথম ব্যক্তি মূসা, হারুন ও মারয়াম (দ্র.)-এর পিতা যিনি কাহিছ (কোহাছ)-এর পুত্র, যিনি বাইবেলের বংশতালিকা অনুযায়ী লাবী (লেভি)-র পুত্র (Exodus, vi, 20), যাহা আল-রা'কুবী অনুসরণ করিয়াছেন, ed. Houtsma, 31 (tr. G. Smit, Bijbel en legende, 39); আল-মাস'উদী, মুরূজ, i, 92, tr. Pellat, i, ss 85; অন্যেরা, উদাহরণস্বরূপঃ আত-তাবারী, ১খ., ৪৪৩ ও কিতাবুল-'বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, iii, 81/83, 'ইমরান ও কাহিছের মধ্যস্থলে Yishar, যিনি বাইবেলের বর্ণনায় 'আমরাম (দ্র.)-এর ভ্রাতা ছিলেন, পিতা নহেন। Rabbinical উপাখ্যানে 'আমরাম-কে মিসরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা হইয়াছে। আল-কিসা'ঈর উপকথায় 'ইমরান ফির'আওনের উযীর ও দেহরক্ষী পদে উন্নীত হন। ফলে আল্লাহর অলৌকিক বিধানে মূসা ('আ) প্রকৃতপক্ষে অভ্যাচারী ফির'আওনের প্রাসাদে গর্তস্থ হন। কুরআন (২৭ঃ ৭-৮ ও অন্যান্য আয়াত)-এর বর্ণনায় দেখা যায়, ফির'আওনের প্রাসাদে স্থান লাভের পূর্বেই মূসা ('আ) গর্তস্থ ও ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন, ফির'আওন পরিবারের কেহ তাঁহাকে তুলিয়া প্রাসাদে আনয়ন করে এবং স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে ফির'আওন তাঁহাকে লালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে ফির'আওন কর্তৃক জারিকৃত ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তান হত্যার আদেশ হইতে তিনি রক্ষা পান।

দ্বিতীয় 'ইমরান (ঐতিহাসিকদের মতে মাছানের পুত্র) আল- কুরআনের ৩ঃ ৩৫ দৃষ্টে 'ঈসা ('আ)-এর মাতা মারয়ামের পিতা। খৃষ্টানগণ কুরআনে বর্ণিত বংশতালিকার সত্যতা অস্বীকার করেন (বিতর্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন R. Blachere, Le Coran, note to XIX, 29/28, Paris 1949, ii, 229-1957 ed., p. 331)।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে বর্ণিত বরাতেগুলি ব্যতীত দ্র. (১) তাবারী, তায়ফীর, কায়রো ১৩২১/১৯০৩, ১৬খ, ৫০ প.; (২) ছা'লাবী, 'আরাইসুল-'মাজালিস, কায়রো ১৩৭১/১৯৫১, ১০২, ১১৯; (৩) আল-কিসাঈ, কিসাসুল-'আযিয়া', সম্পা. Eisenberg, ১৯৩-৫, ২০১; (৪) M. Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Paris ১৯৫৭ খৃ., নির্ঘণ্ট Imran/Amran; (৫) যাহুদী উপকথার জন্য দেখুন L.

Ginzberg, The Legends of the Jews, ii, ১৯১০ খৃ.,
২৫৮-৬৫, ৫খ, ১৯২৫ খৃ., ৩৯০-৭।

(J. Eisenberg—[G. Vajda])
(E.I.2)/শামসুর রহমান

ইমরান ইবন ইসাম আদ-দাবাঈ (عمران بن عصام الضبي) : ইবন আবদি'ন-বারুর তাঁহার পিতার এই নামই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম নূহ ইবন মাখালিদ অথবা মাখলাদ। তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি সাহাবী নহেন। তিনি বসরার কাদী (বিচারপতি) ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র আবু জামরা নাসর, কাতাদা, আবু'ত-তায়্যাহ প্রমুখ রাবীগণ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-র সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার 'তা'রীখ' গ্রন্থে (৩/২খ, নং ২৮৩৭) ইহা সর্মথন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৭।

মুহাম্মদ মুসা

ইমরান ইবন উওয়ায়ম (عمران بن عويم) : তাঁহার পিতার নাম 'উওয়ায়মির (عويمر) বলিয়াও উল্লেখ আছে। তিনি হুযায়ল গোত্রের লোক। তাবারানী 'উছমান ইবন সা'ঈদের সূত্রে ও ইবন মান্দা 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দুইজন স্ত্রীলোককে হাযির করা হইল। তাহারা ছিল দুই সতীন এবং হুযায়ল গোত্রের হামুল ইবন মালিক ছিলেন তাহাদের স্বামী। তাহাদের এক সতীন অপর সতীনের গায়ে তাঁর খুঁটা নিষ্ক্ষেপ করে। ফলে তাহার গর্ভপাত হইয়া যায় এবং সে মৃত সন্তান প্রসব করে। খুঁটা নিষ্ক্ষেপকারিণী ছিল 'ইমরান ইবন উওয়ায়ম-এর ভগ্নী। তিনি তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দিয়াত (দ্র.) পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে কি এমন ব্যক্তির দিয়াত আদায় করিতে হইবে যে না পান করিয়াছে, না খাইয়াছে আর না চিৎকার করিয়াছে? তাহার প্রসূত সন্তানের কিসাস তো অর্থহীন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, জাহিলী যুগের কবিদের মত কবিতা আওড়াইলে চলিবে না। ইহার দিয়াত হিসাবে সন্তানের মাকে একটি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী দিতে হইবে।

'উছমান ইবন সা'ঈদ-এর বর্ণনায় আছে, দুই সতীনের একজন ছিল হুযায়ল গোত্রের নারী এবং অপরজন ছিল বানু 'আমির গোত্রের নারী। হুযায়ল গোত্রের স্ত্রীলোকটি 'আমির গোত্রের স্ত্রীলোকটির উপর আঘাত হানে। এই বর্ণনায় ক্রীতদাসী শব্দের শেষে আরও আছে অথবা একটি ঘোড়া অথবা এক শত বিশটি ছাগল অথবা পাঁচ শত দিরহাম দিয়াত হিসাবে এদান করিতে হইবে। এই বর্ণনায় 'ইমরান-এর পিতার নাম 'উওয়ায়মির উল্লেখ আছে। 'ইমরান বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! তাহার দুইটি পুত্র সন্তান আছে, তাহারা বংশের প্রভাবশালী লোক। তাহারা ই তাহাদের মায়ের কৃত অপরাধের দিয়াত পরিশোধ করিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন : না, তোমাকেই তোমার বোনের পক্ষ হইতে তাহার সতীনের দিয়াত পরিশোধ করিতে হইবে। তিনি পুনরায় বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! তাহার দিয়াত পরিশোধ করার মত সম্পদ আমার নাই। তিনি তাহাদের স্বামী ও নিহত সন্তানের পিতা হামুল ইবন মালিক-কে বলিলেন, তোমার হাতে হুযায়ল গোত্রের যেই যাকাত রহিয়াছে তাহা হইতে এক শত বিশটি ছাগল লইয়া

যাও। হামুল এই সময় হুজায়ল গোত্রের যাকাত আদায় করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী ১২০টি ছাগল নিলেন।

আবু বাকর আল-হানাফীর সূত্রে তাবারানীর অপর বর্ণনায় আছে, হামুল ইবন মালিকের দুই স্ত্রী ছিল। তাহাদের একজন ছিল বানু লিহয়ান গোত্রের নারী এবং অপরজন ছিল বানু মু'আবিয়া গোত্রের নারী। মু'আবিয়া গোত্রের স্ত্রীলোকটি লিহয়ান গোত্রের স্ত্রীলোকটির উপর একটি পাথর তুলিয়া নিষ্ক্ষেপ করে। ফলে তাহার গর্ভপাত হইয়া যায় এবং সে একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করে। হামুল 'ইমরান ইবন উওয়ায়মিরকে বলিলেন, তুমি আমার স্ত্রীর দিয়াত পরিশোধ কর। কিন্তু তিনি দিয়াতের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি রায় দিলেন: 'আসাবা (দ্র.)-কে দিয়াত পরিশোধ করিতে হইবে। এই ঘটনারটির উল্লেখ হাদীছের প্রায় সব নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেই রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ ২৭-৮।

মুহাম্মদ মুসা

ইমরান ইবন উমায়র (عمران بن عمير) : (রা) একজন সাহাবী। 'আলী ইবন সা'ঈদ আল-'আসকারী তাঁহাকে একটি হাদীছের বর্ণনাকারী সাহাবীদের তালিকাতুক্ত রিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১ম সং মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, পৃ. ২৭।

মুহাম্মদ মুসা

ইমরান ইবন মুসা (عمران بن موسى) : ইবন যাহুয়া ইবন খালিদ আল-বারমাকী, 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ ইবন হারুন-এর শাসনামলে (২১৮-২২৭/৮৩৩-৪২) সিন্ধু অঞ্চলের গভর্নর। খলীফা আল-মামুন (১৯৮-২১৮/৮১২-৩৩) গাস্‌সান ইবন 'আব্বাদ আল-কুফীকে ২১৩/৮২৮ সালে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং গাস্‌সান-এর সাহায্যকারীরূপে 'ইমরানের পিতা মুসা আল-বারমাকী সিন্ধু আগমন করেন। মুসা সম্ভবত সপরিবারে সিন্ধু আগমন করেন এবং 'ইমরানও পিতার সঙ্গী হইয়াছিলেন। গাস্‌সান তিন বৎসর সিন্ধুর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ২১৬/৮৩১ সনে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করিলে খলীফা আল-মামুন তদন্তে মুসা ইবন যাহুয়া আল-বারমাকীকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন। মুসা যোগ্যতার সহিত পাঁচ বৎসর সিন্ধুর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ২২১/৮৩৫ সালে ইনতিকাল করিলে খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ 'ইমরান ইবন মুসাকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন। 'ইমরান তাঁহার পিতার সহিত ২১৩/৮২৮ সাল হইতেই সিন্ধুতে অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই সিন্ধুর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলে-বসবাসকারী দুর্ধর্ষ জাতি, কচ্ছ এলাকার শক্তিশালী মিদি গোত্র (Medes) ও স্থানীয় অন্যান্য মুসলিম বিরোধী যোদ্ধা সম্প্রদায়ের নিরবস্থিত আক্রমণসমূহ তিনি যেভাবে প্রতিহত করেন তাহাতে তাঁহার দুর্জয় সাহসিকতা, রণনৈপুণ্য ও বিচক্ষণ কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা শক্তি জোরদার করিবার উদ্দেশে আল-বায়দা' (البيضاء) নামক একটি সুরক্ষিত সেনাশহর নির্মাণ করেন।

কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থান ও যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধার কারণে সিদ্ধুর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় ক্ষমতালোভী কোন কোন দলীয় নেতা স্বাধীন শহর বা অঞ্চল গঠনের সুযোগ লাভ করে। বেলুচিস্তানের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত কান্দাবীল (قنڊا بيل) নামক শহরে এই সময় মুহাম্মাদ ইবনুল-খালীল নামক জনৈক ব্যক্তি কেন্দ্রের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 'ইমরান আল-বারমাকী এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রথমে মানসূরা আসিয়া শক্তি সংহত করেন এবং তখা হইতে কান্দাবীল গমন করেন। তিনি যুদ্ধে ইবনুল-খালীলকে পরাভূত করিয়া শহর অধিকার করেন এবং তখাকার বিদ্রোহী সর্দারগণকে বন্দী করিয়া কুসদার (قصدار) লইয়া আসেন। কুসদার শহর কুসদার (قزدار) নামেও অভিহিত, ইহা বেলুচিস্তানের কালাত স্টেটের বর্তমান খাসদার। তৎকালে ইহা আফগানিস্তান, কিরমান ও ফারস অঞ্চলের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ বেলুচিস্তানের সমগ্র এলাকা সেই সময় কুসদার এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীদ বা মীদী (Medes) গোত্রের সঙ্গে এই অঞ্চল ও শহরের অধিকার লইয়া দীর্ঘকাল আরবদের সংগ্রাম চলে। 'ইমরান বারমাকী কুসদার শহরে সমাবেশ করিয়া মীদ সম্প্রদায়ের আশ্রাসন প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হন। এই যুদ্ধে তিন সহস্র মীদ নিহত হয়। এই স্থানে তিনি মীদের বাঁধ নামে একটি বাঁধও নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রুদ নদী (نهر الرود)-র তীরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া জাঠ সম্প্রদায়কে আনুগত্য স্বীকার ও জিম্মা প্রদানের আহ্বান জানান। তাহারা বশ্যতা স্বীকার ও জিম্মা প্রদান করিলে তিনি জাঠ সর্দারগণসহ মীদ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান পরিচালনা করেন। 'ইমরান বারমাকী মীদদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য এবং সম্ভবত তাহাদেরকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র হইতে একটি খাল খনন করিয়া তখাকার একটি খরস্রোতা নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। ফলে সেই অঞ্চল লোনা পানিতে প্রাণিত হইয়া যায়।

'ইমরান বারমাকী যখন সিদ্ধু অঞ্চলে আরব শাসন সুদৃঢ় করিবার আশ্রণ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, তখন শী'আ ও সুন্নীদের তীব্র মতবিরোধ তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। ইরান ও য়ামানের শী'আ মতাবলম্বিগণ, বিশেষত ইসমা'ঈলীপন্থিগণ পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলে তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি ও শাসন ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সিদ্ধুতে বসবাসকারী উত্তর 'আরবের নায্‌য়ারিয়া গোত্র সুন্নী ছিল, অপরদিকে য়ামানীগণ ছিল শী'আ। 'ইমরানের শাসনামলে শী'আদের কর্মতৎপরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই ধারণার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐতিহ্যগতভাবে বারামকীগণ শী'আদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন—এই সন্দেহ জনগণের মধ্যে প্রথম হইতেই যেন বদ্ধমূল ছিল। বাগদাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা হইতে বারামকীগণের চিরবিদায়ের অন্যান্য কারণের ইহা ছিল অন্যতম। সিদ্ধুর ঘটনা প্রবাহও অনুরূপভাবে 'ইমরানের আকস্মিক পতনের জন্য দায়ী। সুন্নী 'আরব, বিশেষত নায্‌য়ারিয়া গোত্রের জনগণ তখন সিদ্ধুতে বসবাসকারী কুরায়শ বংশীয় নেতা 'উমার ইবন 'আবদিল-আমীয আল-হাব্বারী (হোবারী?) [দ্র.]-এর নেতৃত্বে শী'আ যড়যন্ত্র নস্যৎ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হন। ফুতুহুল বুলদানের বর্ণনামতে শী'আ মতানুসারী য়ামানীদের সমর্থক 'ইমরান আল-বারমাকী অসতর্ক অবস্থায় 'উমার ইবন আবদিল আমীয আল-কুরায়শী কর্তৃক নিহত হন। এই 'উমার আল-কুরায়শী (দ্র.) পরবর্তী কালে খলীফা আল-মুতাওয়ালিক 'আলাব্বাহ (২০২-৪৭/ ৮৪৭-৬১)-এর শাসনামলে ২৪০/৮৬০ সালে সিদ্ধুর শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ সিদ্ধুর গভর্নর পদে 'ইমরানের পরে 'আনবাসা ইবন ইসহাক আদ-দাব্বী (عيسى بن اسحاق الضبي)-কে নিযুক্ত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী (১) আল-বালায়ুরী, ফুতুহুল-বুলদান, সিদ্ধু অধ্যায়, ইংরেজী অনুবাদ De Goeje, Leiden 1866; (২) শারীফ 'আবদুল-হায়ি আল-হাসানী, নুয্‌হাতুল-খাওয়াতির, ১খ, ৫৭-৫৮; (৩) দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, আল-জামি'আতুল-উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, হিন্দ ১৯৪৭ খৃ.; (৪) Kalich Beg, Fredun Beg, Eng. transl. of the Chach Nama, Karachi 1940; (৫) মীর মা'সুমী, ভারীখ-ই সিন্দুহ, সম্পা. দাউদ পোতা, পুনা ১৯৩৮ খৃ.; (৬) যাকূত, মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. Wustenfeld, Leipzig 1866; (৭) Cunningham, An Ancient Geography of India, ed. S. N. Majumdar, Patna 1924।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

'ইমরান ইবন শাহীন (عمران بن شاهين) : সুবিখ্যাত দস্যু সর্দারদের অন্যতম। এই দস্যু সর্দারেরা বাতাইহ (দ্র.)-এর জলাভূমিতে অবস্থান করিত, সেখানে তাহারা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সেই স্থান হইতেই তাহারা বাগদাদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া চলিত এবং মাঝে মাঝে বাগদাদ কর্তৃপক্ষের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করিত। 'ইমরান ওয়াসিত ও বসরার মধ্যবর্তী একটি জায়গা আল-জামিদা-র বাসিন্দা ছিলেন। একটি অপরাধ সংঘটিত করিবার পর তিনি আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন এবং তখন হইতে দস্যুর জীবন যাপন করেন এবং যে স্থানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, দস্যুবৃতির জন্য তাহা বেশ উপযোগী ছিল। ইহার পর তিনি আবুল-কাসিম আল-বারাদীর সহিত (দ্র. আল-বারাদী) সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন, যিনি শত্রুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে জলাভূমি রক্ষা করার জন্য 'ইমরানকে কাজে লাগান। যেহেতু তাহার দস্যুদল বসরাগামী রাস্তার উপর হুমকি সৃষ্টি করিতেছিল, তাই বুওয়ায়হী বংশীয় আমীর মু'ইযযু'দ-দাওলা তাহার বিরুদ্ধে কয়েক দফা সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। অবশ্য স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে এইসব আক্রমণ সফল হয় নাই এবং সরকারী সৈন্যরা স্বাভাবিক কারণে প্রলুদ্ধ হইয়া এমন সব স্থানে প্রবেশ করে যে স্থান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত মু'ইযযু'দ-দাওলা বাধ্য হইয়া সরকারীভাবেই 'ইমরানকে সেই এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহাও 'ইমরান ও তাহার দলবলকে দস্যুবৃতি হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে নাই, বরং মাঝে মাঝেই তাহারা তাহাদের প্রলুদ্ধ পেশায় লিপ্ত হইত। মু'ইযযু'দ-দাওলা ও তাঁহার উত্তরসূরি বাখতিয়ার এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য পুনঃপুনঃ শক্তি প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাহাদের এই সকল প্রচেষ্টাও পূর্বের মত নিফল প্রমাণিত হয়, এমনকি বাখতিয়ার এক পর্যায়ে 'আবদু'দ-দাওলা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য 'ইমরানের সাহায্য কামনা করেন। ৩৬৯/৯৭৯ সালে তাহার ইনতিকাল পর্যন্ত এই জলাভূমির উপর তিনি তাহার প্রভুত্ব বজায় রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাহার পুত্র হুসায়নকে ইহার কর্তৃত্ব দিয়া যান। হুসায়নের সহিত 'আবদু'দ-দাওলা'র একইরূপ সম্পর্ক থাকে যেইরূপ হুসায়নের পিতার সহিত তাহার পূর্বসূরীদের ছিল। যাহা হউক, ৩৭২/৯৮২-৮৩ সালে হুসায়ন তাহার ভ্রাতা আবুল-ফারাজ কর্তৃক নিহত হন। আবুল-ফারাজকেও পরবর্তী বৎসর একই ভাগ্য বরণ করিতে হয়। তাহাকে হত্যা করেন হাজিব আল-মুজাফফার ইবন 'আলী (দ্র.) যিনি তাহার পিতার শাসনামলে

একজন সেনাপতি ছিলেন। অতঃপর আল-মুজাফ্ফার হুসায়নের এক নাবালক পুত্র আবু'ল-মা'আলীকে শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই তিনি বুওয়ায়হী বংশীয় আমীর সামসামু'দ-দাওলার স্বাক্ষর জাল করিয়া মিথ্যা অভিষেক সনদের ভিত্তিতে নিজেকেই আবু'ল-মা'আলীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৪১২/১০২১ সালে 'ইমরানের এক পুত্র আবু'ল-হায়জা' মুহাম্মাদ একবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি ব্যর্থ হন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দেখুন বিশেষভাবে মিসকাওয়য়হ ও 'আবদুল-মালিক আল-হামায়ানী, তাকমিলা; (২) আরও দ্র. আল-বুওয়ায়হিয়ুন প্রবন্ধ।

সম্পাদনা (E.I.²/মোঃ মনিরুল ইসলাম

'ইমরান ইবন হিত্তান (عمران بن حطان) : আস্-সাদুসী, আল-খারিজী, একজন 'আরব কবি ও গৌড়া ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বানু শায়বান ইবন যুহল গোত্রের শাখা বানু'ল-হারিছ ইবন সাদুস-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি একজন সূন্নী ছিলেন এবং ইবন সা'দ (৭/১খ, ১১৩) তাহাকে বসরার একজন দ্বিতীয় তাবাকার তারিফ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, আবু দাউদ ও নাসা'ঈর হাদীছ সঙ্কলনসমূহে একজন হাদীছ বর্ণনাকারী (রাবী) হিসাবে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রী কর্তৃক খারিজীদের (দ্র.) মতবাদে দীক্ষিত হন এবং তাহাদের মধ্যমপন্থী শাখা 'সুফরিয়া' (দ্র.)-র নেতৃত্বে সমাসীন হন। খারিজীদের এই শাখা নির্বিচারে রাজনৈতিক হত্যার নীতি (ইসতি'রাদ দ্র.) পরিত্যাগ করে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত খারিজী কখনও কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া নিজেদের ঘরে অবস্থান করিত (আল-কা'আদ), তাহাদের প্রতিও এই শাখা নমনীয় মনোভাব গোষণ করিত। তাহারা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্ন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলীতেই বেশী আগ্রহ পোষণ করিত। তাহাদের মধ্যে মুফতী ও তাহাদের মতবাদের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে 'ইমরানের সমতুল্য কেহ ছিল না। তাঁহার জীবন সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। খলীফা 'আবদুল-মালিকের রাজত্বকালে যখন খাওয়ারিজের মহাবিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তখন আল-হাজ্জাজের নির্দেশে 'ইমরান নিগৃহীত হন। ফলে বাধ্য হইয়া তিনি বসরা গমন করেন। ছদ্মনাম ধারণ করিয়া তিনি মরুভূমির বেদুঈন সর্দারদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যখনই তাহার অবস্থানের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িত, তখনই তাঁহাকে আবার পলাইয়া যাইতে হইত। তিনি এক বৎসর যাবত সিরিয়াতে খলীফা 'আবদুল-মালিকের বিশেষ প্রিয়পাত্র 'রাওহ ইবন যিনবা' আল-জুযামী'র সহিত অবস্থান করেন, যিনি অসাধনতাবশত খলীফার নিকট তাঁহার মেহমানের পরিচিতি প্রকাশ করিয়া দেন। সুতরাং 'ইমরান সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কায়স 'আয়লান গোত্রের নেতা যুফার ইবনু'ল-হারিছ আল-কিলাবীর নিকট গমন করেন। স্পষ্টত ৭১/৬৯১ সালে খলীফা কর্তৃক যুফারকে অবরোধ ও দমন করার পূর্বেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার পর 'ইমরান 'উমানে পলায়ন করেন, সেখানে আবু বিলালের (দ্র. মিরদাস ইবন উদায়্য) অনেক অনুসারী বসবাস করিত। তাহারা তাহাকে সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি আবার প্রতারিত হন এবং সেই স্থান হইতে পলায়ন করেন। এইবার তিনি কুফার নিকটবর্তী রুয মায়সানের আয়দের নিকট গমন করেন অথবা মতান্তরে (যাকুত, ৩খ., ৮৮৯) তিনি ওয়াসিত জেলার ফারীছ গমন করেন। সেখানে তিনি ৮৪/৭০৩ সালে ইনতিকাল করেন।

কবি হিসাবে 'ইমরানের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ফারায়দাকের মতানুসারে (আগানী^১, ৭খ, ২৩২) তিনি যদি তাহার সমস্ত কবিতা খাওয়ারিজের

সমর্থনে ও তাহাদের মতবাদের প্রতি নিবেদিত না করিতেন, তবে তিনি তাহার যুগের সর্বাপেক্ষা বড় কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাহার 'দীওয়ান' (কবিতা সঙ্কলন), যাহার কথা যাকুত উল্লেখ করিয়াছেন (উদাবা', ৬খ, ১৩৯, ১), বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। ৬১/৬৮০ সালে যুদ্ধে নিহত আবু বিলালের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তিনি কবিতা রচনা করেন (কামিল, ৫৫০ প্রভৃতি); হযরত 'আলী (রা)-র হত্যাকারী ইবন মুলজামের স্তুতিবাদ করিয়াও তিনি কবিতা লিখেন (আগানী^১, ১৬খ, ১৫৩ ইত্যাদি—পূর্ণ কবিতাটি আল-হামাসাতুল-বাসরিয়া'র মধ্যে এখনও বর্তমান)। ইহা ছাড়া অন্যান্য কবিতায় তিনি তাঁহার বিভিন্ন আশ্রয়দাতার প্রশংসা করেন, যেমন যুফার (কামিল, পৃ. ৫৩২ প.; আগানী^১, ১৬খ, ২৫৪), রাওহ (আগানী^১, ১৬খ, ১৫৩) ও আযদ (আগানী^১, ১৬খ, ১৫৪); আরও দেখুন যাকুত, ১খ, ৪৫১)। তাঁহার কোন কোন কবিতায় জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারা ব্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, ৭/১খ, ১১৩; (২) জাহিজ, বায়ান, ২খ, ১৩২, ১৩৬; (৩) মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৫৩০-৩৮ (সুফরিয়া দলভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া, ৫২৭, ৭); (৪) আশ'আরী, মাকালাত, পৃ. ১২০, ৫; (৫) আগানী^১, ১৬খ, ১৫২-৫৭; (৬) আমিদি, মু'তালিফ; পৃ. ৯১; (৭) যাহাবী, মীযান, ২খ, ২৭৬; (৮) ইবন হাজার, ইসাবা, ৩খ, ১৭৮; (৯) ঐ লেখক, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৮খ, ১২৭ প.; (১০) 'আয়নী, মাকাসিদ, খিফনা গ্রন্থের হাশিয়া-য় লিখিত, ২খ, ২২৯ প.; (১১) সুযুতী, শারহ শাওয়ারিহিদিল-মুগনী, পৃ. ৩১৩; (১২) 'আবদুল-কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাতুল-আদাব, ২খ, ৪৩৬-৪১; (১৩) মাদাইনী 'ইমরান সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (ফিহরিস্ত, পৃ. ১০৪, ৭; ত্র. আগানী^১ ১৬খ, ১৫৫)।

J. W. Fuck (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

'ইমরান ইবন হুসায়ন (عمران بن حسين) : (রা) একজন প্রখ্যাত সাহাবী ও হাদীছ বর্ণনাকারী, খুযা'আ গোত্রে জনগ্রহণ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না, উপনাম আবু নুজায়দ। তাঁহার বংশ তালিকা হইলঃ 'ইমরান ইবন হুসায়ন ইবন 'উবায়দ ইবন খালাফ ইবন 'আবদ নুহম ইবন খুরায়বা ইবন জাহমা ইবন গাদিরা ইবন হাবাশিয়া ইবন কা'ব ইবন 'আমর আল-খুযা'ঈ।

ইবন সা'দ ও তাবারানীর মতে তিনি, তাঁহার পিতা ও ভগ্নি প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন হাজার, ইবন 'আবদিল-বার'র প্রমুখের বর্ণনামতে আবু হুরায়রা (রা) ও তিনি মুহাররাম ৭/মে ৬২৮ সনে (খায়বার বিজয়ের বৎসর) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় গোত্রের সহিত দেশেই থাকিয়া যান। কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি মদীনায় আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে কাটাইতেন (তাবাকাত, ৭খ, ৯; আল-ইসাবা, ৩খ, ২৬)। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন খুযা'আ গোত্রের পতাকা ছিল তাঁহার হাতে। হুনায়েন ও তা'ইফ-এর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

শারী'আতের সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমিত। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ। বসরা শহর আবাদ হইলে হযরত 'উমার (রা) সেখানকার অধিবাসীদেরকে দীনী 'ইলম (ফিক্হ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-কে প্রেরণ করেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বসরায় আগমন করেন এবং আমৃত্যু সেইখানে বসবাস

করেন। আবদুল্লাহ ইবন 'আমির তাঁহাকে বসরার কাদী নিযুক্ত করেন। অতি অল্প সময়ই তিনি কাদীর দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর তিনি পদত্যাগ করিতে চাহিলে ইবন 'আমির তাঁহার সেই পদত্যাগ মঞ্জুর করেন। তাঁহার পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে কোন একটি ফায়সালা দান করেন তখন সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আল্লাহর কসম! আপনি আমার উপর জুলুমমূলক ফায়সালা চাপাইয়া দিয়াছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিভাবে?" লোকটি বলিল, "আমার সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতেই আপনি ফায়সালা করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, 'তোমার উপর যে জরিমানা ধার্য করিয়াছি উহা আমার সম্পদ হইতে আদায় করিব। আর আল্লাহর কসম! আমি আমার এই স্থানে (কাদীর পদে) আর উপবেশন করিব না' (তাবাকাত, ৭খ, ১০)।

তিনি ছিলেন আল্লাহর নৈকট্য লাভে সদা আগ্রহী। তাঁহার দু'আ কবুল হইত (উসদুল-গাবা, ৪খ, ১৩৮)। ইবন সীরীন বলেন, বসরায় যত সাহাবী আগমন করিয়াছেন তন্মধ্যে 'ইমরান ইবন হুসায়ন ও আবু বাকরা (রা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। হযরত 'আলী (রা)-র খিলাফত কালে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের (সিফফীন) সময় তিনি কোন পক্ষেই যুদ্ধ করেন নাই, বরং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি প্রায়ই রোগাক্রান্ত থাকিতেন। রোগের ফলে তাঁহার পেটে পানি জমিয়াছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত এই রোগ যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁহাকে ইহার নিরাময়ের জন্য দাগ লাগাইতে বলা হইলে তিনি উহা অস্বীকার করিতেন। অবশেষে মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ইবন যিয়াদের পরামর্শে তিনি দাগ লাগান। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলেন, "আমি আঙনের দ্বারা দাগ লাগাইয়াছি; কিন্তু আমার যন্ত্রণার উপশম হয় নাই এবং রোগও নিরাময় হয় নাই।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) দাগ লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আমি দাগ লাগাইয়াছি। তাহাতে আমার মঙ্গলও হয় নাই আর আমি নাজাতও পাই নাই" (তাবাকাত, ৭খ, ১১; উসদুল-গাবা, ৪খ, ১৩৮)। তিনি আল্লাহ তা'আলার এতই প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার রোগশয্যায় ফেরেশতাগণ আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিত। দাগ লাগাইবার পর এই সালাম বন্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুর কিছু পূর্বে উহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলে ফেরেশতাদিগের পক্ষ হইতে আবার সালাম দেওয়া শুরু হয় (ঐ)।

বার্ষিকের কারণে তাঁহার চুল-দাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা)-র শাসনামলে যিয়াদ ইবন আবি সুফয়ানের ইনতিকালের এক বৎসর পূর্বে ৫২ হি. (মতান্তরে ৫৩ হি.) তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে ওসিয়াত করিয়া যান, আমার ইনতিকালের পরে আমার খাটিয়া পাগড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দিবে; কবরস্থানে লইয়া যাওয়ার সময় দ্রুত চলিবে, যাহুদী-নাসারাদের ন্যায় ধীর পদক্ষেপে গমন করিবে না; চীৎকার করিয়া বা বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিবে না; আমার কবরকে চতুষ্পাশ্বকৃতির করিবে এবং দাফন শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জন্তু কুরবানী করিয়া লোকজনকে আহার করাইবে (তাবাকাত, ৭খ, ১০-১১)।

রাসূলুল্লাহ (স) হইতে তিনি বহু হাদীছ (প্রায় ১৩০টি) বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ বুখারী-মুসলিমসহ সকল সাহীহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বসরা ও কুফার বহু সংখ্যক তাবি'ঈ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার পুত্র নুজায়দ, আবুল-আসওয়াদ আদ-দ'আলী, আবু রাজা আল-উতারিদী; রিব'ঈ ইবন হিরাশ, মুতাররিফ ও য়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন'শ-শিখখীর, হাকাম ইবনুল-আ'রাজ, যাহদাম আল-

জারামী, সাফওয়ান ইবন মুহরিয, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ আল-আনসারী, 'আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, হাসান আল-বাসরী, আবু কাতাদা আল-'আদাবী, আবু'স-সিওয়াল আল-'আদাবী, আবুল-মুহাল্লাব আল-জারামী, যুরারা ইবন আবি আওফা, আবু নাদরা আল-'আবদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য (তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৮খ, ১২৫-২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরুত তা. বি., ৭খ, ৯-১২, ৪খ, ২৮৭-৯১; (২) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬-২৭, নং ৬০১০; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, বৈরুত ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১৩৭-৩৮; (৪) ইবন 'আবদিল-বারুর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১২০, নং ১৯৬৯; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরুত তা. বি., ১খ, ৪২০, নং ৪৫৩৯; (৬) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরুত ১৯৬৮ খ., ৮খ, ১২৫-২৬, নং ২১৯; (৭) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরুত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ৮২, নং ৭২০; (৮) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফাজ, বৈরুত তা. বি., ১খ, ২৯-৩০, নং ১৪; (৯) মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৯৭৩ খ., ৩খ, ২৮৭-৮৮; (১০) 'আবদুল-রাহমান ইবন 'আলী আল-জাতমী, সিফাতুল-সাফওয়ান, দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়া, হায়দরাবাদ ১৩৮৮/১৯৬৮, ১খ, ২৮৩-৮৪; (১১) যুসুফ কানখলাবী, হায়াতুল-স-সাহাবা, লাহোর তা. বি., ২খ, ৬১, ৩খ, ১৯৫, ২০৬, ৫০৪-৪১; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ খ., ১খ, ৩৩২; (১৩) বুখারীর তা'রীখ, নং ২৮০৬।

ড. আবদুল জলীল

'ইমরান ইবনুল-ফাসীল (عمران بن الفصیل) : (রা), সাহাবী, ডাকনাম আবু খালিদ, বানু তামীম গোত্রের লোক। 'ইমরান ইবনুল-ফসীল (রা) বলেন যে, তিনি তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে আদর-যত্ন করেন। তিনি বলেন, "আমি বলিলাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে নবুওয়ত দানের মাধ্যমে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে সম্মানিত করিয়াছেন! বান্দার জন্য মহামহিম আল্লাহর নৈকট্য লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা কি?" তিনি বলিলেন : প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, তাঁহার নির্দেশ কার্যকর করার মাধ্যমে তাঁহার আনুগত্য কর, মিথ্যা পরিহার কর, সত্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কর....।" এই হাদীছে আরো আছে, "সন্দেহাতীত জিনিসগুলি গ্রহণ করার জন্য সন্দেহপূর্ণ জিনিসগুলি পরিত্যাগ কর।"

'ইমরান ইবনুল-ফাসীল (রা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে ছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই তাঁহার জানাযা পড়ান এবং নিজ হাতে তাঁহাকে দাফন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১ম সং., ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৮; (২) ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ৫খ, ৪৫-৬।

মুহাম্মাদ মুসা

(আল) 'ইমরানী মু'ঈনুদ-দীন আল-হিন্দী (معين الدين الهندي العمراني) : দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। শায়খ 'আবদুল-হাক্ক মুহাম্মাদিছ তাঁহাকে উস্তাদ-ই শাহর' অর্থাৎ (সমগ্র) শহরের শিক্ষক নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি কানযু'দ-

দাকাইক, আল-মানার, আল-মিফতাহ, আত-তালখীস, আল- হুসামী, তালবীহ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন (পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য ড্র. যুবায়দ আহমাদ, নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে)। মুহাম্মাদ ইবন তুগলাক তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন এবং কাদী 'আদুদ'-দীন-কে ভারতবর্ষে আসিতে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁহাকে শীরায প্রেরণ করেন। শীরাযের শাসক তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দিল্লীর আমল্রণ গ্রহণ করার ব্যাপারে কাযীকে নিরুৎসাহিত করেন। ইমরানী প্রথমে সূফীদের সমালোচক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ছাত্র মাওলানা খাজগী ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাসাওউফের পথে টানিয়া আনেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁহার মনে শায়খ নাসীর'-দীন চিরাগ (ড্র.)-এর প্রতি ভক্তির ভাব গড়িয়া উঠে, এমনকি 'মা'আরিজু'ল-বিলায়াত'-এর গ্রন্থকারের মতে তিনি তাঁহার নিকট হইতে খিলাফাতও লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদুল-হাক্ক, আখবারুল-আখয়ার, দিল্লী ১৩০৯ হি., পৃ. ১৪২; (২) মুহাম্মাদ গাওছী শাতারী, গুলবার-ই আব্বার (পাণ্ডুলিপি As. soc. of Bengal, পত্রক ২২-২৩৩); (৩) ফাকীর মুহাম্মাদ, হাদাইকুল-হানাফিয়া, নওল কিশোর ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৩০৪-৫; (৪) গুলাম মু'ঈনুদ-দীন 'আবদুল্লাহ, মা'আরিজু'ল-বিলায়াত, ব্যক্তিগত সংগ্রহভূক্ত পাণ্ডুলিপি, ১খ, ৪৫০-৫১; (৫) রাহমান আলী, তাযকিরা 'উলামা-ই হিন্দ, লখনৌ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ২২৮-৯ (কাদিরীর উর্দু অনু., করাচী ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৪৯৯-৫০০); (৬) Elliot ও Dowson, ৬খ, ৪৮৬; (৭) গুলাম 'আলী আযাদ, মাআছিকুল-কিরাম, অর্থাৎ ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৮৪-৫; (৮) ঐ লেখক, সুবহাতুল-মারজান ফী আছার হিন্দুস্তান, বোম্বাই ১৮৮৬ খৃ., পৃ. ৩৭; (৯) এম. জি. যুবায়দ আহমাদ, The Contribution of India to Arabic Literature, এলাহাবাদ ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ২৬৬, ৩৯৯।

কে. এ. নিজামী (E.I. 2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইমরু'উল-কায়স (امرؤ القيس) : খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 'আরব কবি। তাঁহার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে, যেমন হুন্দুজ ইবন হজর (حندج بن حجر), মুলায়কা (مليكة) ও 'আদী (عدي) (আস-সানদুবী, ভূমিকা)। তিনি কিন্দা গোত্রের লোক ছিলেন, যাহারা য়ামান হইতে উত্তর 'আরবে হিজরত করিয়া আসেন। তাঁহার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হজর (আকিলুল-মুরার اكل المرار) প্রায় ৪৮০ খৃ. নাজ্জে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন যাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে পতনোন্মুখ হয়। তাঁহার পিতা হজর তাঁহাকে তাঁহার আনু. ২০ বৎসর বয়সে দাম্বুন (دمون)-এ নির্বাসিত করেন এইজন্য যে, প্রেম সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে তাহার আসক্তি ছিল। এই নির্বাসনের বিশেষ কারণ ছিল তাহার একটি কবিতা, যাহাতে তিনি তাহার প্রিয়া ফাতিমা বিনতুল-উবায়দ আল 'উমরিয়া-র প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার পিতা তাহাকে হত্যা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং এই কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাহার মাওলা (যুজুদাস) রাবী'আ-কে। রাবী'আ একটি বন্য গাভীর বাছুর যবেহ করিয়া উহার চক্ষু হজর-এর নিকট লইয়া আসে (ইবন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শির, পৃ. ৪৮, লাইন ৭-১১)। বিদ্রোহী গোত্র আবু আসাদের সঙ্গে যুদ্ধে হজর মারা যান। ফলে ইমরু'উল-কায়স রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হন এবং এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন (এই জন্য তাঁহাকে আল-মালিকুল-দিল্লীল (الملك الضليل) অর্থাৎ ভবঘুরে রাজা বলা হয়)। শক্ররা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তিনি তায়মা-র

অধিপতি সামওয়াল ইবন 'আদিয়া-র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সামওয়াল তাঁহার আবলাক নামক দুর্গে বাস করিতেন।

প্রায় ৫৩০ খৃ. বায়যান্টাইন সম্রাট জাসটিনিয়ান সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার সামন্ত গাসসানী মুকাদ্দাম (Phylorch)-এর পরামর্শে ইমরু'উল-কায়সকে কনস্টান্টিনোপল ডাকিয়া পাঠান। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগাইবেন। রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে তিনি বেশ কিছু দিন অবস্থান করার পর সম্রাট তাঁহাকে মুকাদ্দাম উপাধি দান করেন এবং ফিলিস্তীন ও সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার পদে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন পথে আঙ্কারায় (৫৩০ ও ৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) মৃত্যুবরণ করেন (তু. Ency. Britannica-তে Noldeke-এর মু'আল্লাকাত প্রবন্ধ)। আস-নাসদুবীর গবেষণা অনুযায়ী ৫৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয় (দীওয়ান ইমরু'উল-কায়স, সম্পা. আস-সানদুবী, পৃ. ১১)। 'আরবী কিংবদন্তী অনুযায়ী জাসটিনিয়ানের নির্দেশে বিষমিশ্রিত একটি জোকা তাঁহাকে দেওয়া হয়, যাহা পরিধান করিবার পর তাঁহার দেহে বিষফোঁড়া (কুরূহ) বাহির হইয়া আসে, যেই কারণে যুল-কুরূহ (ذو القروح) তাঁহার উপাধি হয়। এই বর্ণনাটি তাঁহারই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমরু'উল-কায়স সম্রাটের কন্যার প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ায় সম্রাটের সম্মানহানি ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল (ইবন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শির'র ওয়া'শ-ও'আরা', পৃ. ৩৯)। কিন্তু এক বর্ণনায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাসটিনিয়ান অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় জাসটিনিয়ানের পরিবারে ঐ বিবরণের কোন রাজকন্যার অস্তিত্বই ছিল না। আর এক বর্ণনামতে তাঁহার বসন্ত রোগ হইয়াছিল। জাসটিনিয়ান তাঁহার একটি মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া উহা তাঁহার কবরের উপর স্থাপন করেন যাহা খলীফা আল-মা'মূনের আমল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (আস-সানদুবী, পৃ. ৫)।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইমরু'উল-কায়সই প্রথম 'আরবী কবিতায় সুনির্দিষ্ট নিয়মে কাসীদা রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং কাফিয়া (অন্ত্যমিল)-এর নিয়মনীতি নির্ধারিত করেন। তিনিই প্রথমে এই ধরনের কাসীদারও প্রবর্তন করেন, যাহাতে কবি তাহার প্রিয়ার বাস্তুভিত্তায় দুই সাথীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রিয়ার স্বরণে অশ্রু বিসর্জন করিতে অনুরোধ করেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন :

قفا نيك من ذكري حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

"দাঁড়াও বন্ধুদয়, কাঁদিয়া লই, আমার প্রেমিকার প্রেমের কথা আর তাহার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার স্বরণে যে বাস্তুভিটা দাখুল ও হাওমাল-এর মধ্যবর্তী বালির টিলায় অবস্থিত"।

তিনি 'আরবী কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, কিন্তু যেইভাবে তাঁহার কবিতাসমূহ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে সেইগুলি সমস্তই তাঁহার রচিত কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভেদ হইয়াছে। ডক্টর তাহা হুসায়ন (মু. ১৩৭৩/১৯৭৩)-এর সম্পষ্ট মত এই যে, ইমরু'উল-কায়সের নাম ও তাঁহার সম্পর্কে কিছু কল্পিত কাহিনী ছাড়া দুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সঠিকভাবে আর কিছুই জানে না। তাঁহার মতে ইমরু'উল-কায়সের উপাধি আদ-দিল্লীল এইজন্য নয় যে, তিনি 'আরবের প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বরং ইহা দাল ইবন কাল (ضل بن قل) প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যাহার অর্থ 'অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, যাহার অবস্থা জানা নাই'। তাহা হুসায়নের মতে

ইমরু'উ'ল-কায়সের জীবন ইতিহাস 'আবদুর-রাহমান ইবন আশ'আছ-এর জীবন ইতিহাসের অনুরূপ। কাহিনীকারগণ যামানী গোত্রসমূহের ইচ্ছা পূরণের জন্য এই সকল বিবরণ ইরাকে উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহা হুসায়ন বলেন, যে সকল কবিতা তাঁহার রচনা বলিয়া প্রচলিত উহার অধিকাংশই জাহিলী যুগের নয়, বরং ইসলামী যুগের কবিতা, 'আরব গোত্রসমূহের মধ্যে তাঁহার যোরাফেরা সংক্রান্ত কবিতাগুলিও পরবর্তী কালে রচিত। সামওয়াল ইবন 'আদিয়ার প্রশংসায় রচিত কাসীদাটি প্রকৃতপক্ষে সামওয়ালের পুত্র দারিম রচনা করিয়াছেন। এই প্রক্ষিপ্ত কাসীদাটিই আর একটি কাহিনী সৃষ্টির কারণ হয় অর্থাৎ ইমরু'উ'ল-কায়সের কন্সট্যান্টিনোপল গমনের ঘটনাটি এবং এই প্রসঙ্গে কিছু কবিতা রচনার বিষয়টি সেই দীর্ঘ কাসীদা রাইয়া (অন্ত্যমিলে রা ُ হরফ)-রই অনুরূপ। ঐ কবিতাগুলিও প্রক্ষিপ্ত মনে হয় যেইগুলি তিনি এশিয়া মাইনর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় জাস্টিনিয়ন কর্তৃক প্রেরিত পোশাক পরিধানের পর দেহে উহার বিষক্রিয়া অনুভব করিয়া রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাহা হুসায়নের অভিমত হইল, ইমরু'উ'ল-কায়সের রচিত বলিয়া কথিত অধিকাংশ কবিতার সঙ্গে ইমরু'উ'ল-কায়সের কোন সম্পর্ক নাই, এইগুলি অনর্থক তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে সকল কবিতা বর্ণনাকারী (রাবী) জাহিলী যুগের কবিতা সংকলন করিয়াছেন তাহাদেরই অতি উৎসাহের ফলে কতক কবিতার এইরূপ প্রক্ষেপণ ঘটিয়াছে। এই ধরনের কবিতার কতক কবি ফারায়দাক (মৃ. ১১০/৭২৮)-এর এবং কতক 'উমার ইবন আবি রাবী'আ (মৃ. ৮৩/৭০২)-র রচিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইমরু'উ'ল-কায়স কর্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণিত সকল কবিতাই ইমরু'উ'ল-কায়সের নয়। যেমন আগানীতে উল্লেখ আছে যে, ইমরুউল-কায়সের কাসীদা রাইয়া যাহা সামওয়ালের প্রশংসায় তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত, প্রকৃতপক্ষে উহা সামওয়ালের পুত্র দারিম রচনা করিয়াছেন (৮খ, ৭০)।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, ইমরু'উ'ল-কায়সের ব্যক্তিত্ব শুধু একটি কল্পনা এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার সমস্ত কবিতাই পরবর্তী কালের রচনা, এমনকি তাঁহার মু'আল্লাকা সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে (দ্র. শায়খ খিদির হুসায়ন, আর-রাদ্দু 'আলা'শ-শি'রি'ল-জাহিলী)। ইমরু'উ'ল-কায়স ও 'আবীদ ইবনুল-আব্বাস-এর রচনাশৈলীর মধ্যে যে তুলনামূলক বিচারের উল্লেখ আছে, উহা ইহারই প্রমাণ যে, ইমরু'উ'ল-কায়সের মু'আল্লাকা সকল বিবেচনায় প্রামাণিক, যদিও ইমরু'উ'ল-কায়স কাসীদার প্রবর্তক নন। কিন্তু স্যার চার্লস লায়ল এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, তিনি বাসীত ছন্দের এক বিশেষ আকারের ব্যবহার করিয়া মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তদুপরি তিনি হাযাজ ও মুতাকারিব ছন্দদ্বয়, যাহাদের ব্যবহার খুবই বিরল, অধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

ইমরু'উ'ল-কায়স ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইতে অদৃষ্ট বাধা দিতেছে, তখন তিনি তাবালা (تَبَالَا) শহরে শুভ-অশুভ নির্ধারণের তিন তিনটি তীরকেই যুল-খালাসা দেবীর মাথায় ছুঁড়িয়া মারেন।

কবিতায় তাঁহার স্থান সম্পর্কে আস-সানদুবী নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন, "ইমরু'উ'ল-কায়সের কাব্য প্রতিভাও অন্যান্য কবি অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব এখন একটি মীমাংসিত বিষয়। উহা সম্পর্কে এত অধিক গবেষণা হইয়াছে যে, উহা লইয়া এখন আর তর্ক-বিতর্কের অবকাশ নাই।"

জুরজী যায়দান লিখিয়াছেন, ইমরু'উ'ল-কায়স অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি তাঁহার কবিতায় এমন কিছু

বিষয়বস্তু বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পূর্বে যাহার বর্ণনা কেহ করে নাই। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি দিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে, উহা তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ও অনেক ভ্রমণেরই ফসল। ইমরু'উ'ল-কায়সের দীওয়ানে যে সকল কবিতা আছে সেগুলি সম্পর্কে যায়দান বলিয়াছেন, এইগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি অশ্ব, শিকার ও বর্শার বিস্তারিত বর্ণনাদানে পারদর্শী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক নূতন ধারণা পেশ করিয়াছেন যেই সম্পর্কে তাঁহার পূর্ববর্তীগণ অবহিত ছিলেন না। তিনি এক অভিনব পদ্ধতিতে দ্রুতগামী অশ্বসমূহের বর্ণনা দিয়াছেন, সেই অশ্বগুলি দেখিতে যেন বন্য গাভীসমূহের সারিসারি তরণি, তিনি অশ্বের ক্ষীণ দেহকে সরু যষ্টির সঙ্গে এবং উহার দ্রুত ধাবনকে বাজ পক্ষীর উড়ড়ায়নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সমালোচকগণ উক্তি করিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় চমৎকার শব্দ নির্বাচন, অত্যুৎকৃষ্ট উপমা, রচনাশৈলীর সুমধুর প্রবাহ, মনোহর ও বৈচিত্র্যময় ছবি এবং সর্বোপরি সেই অনুভূতি যাহা যৌবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত (মিকলসন, পৃ. ১০৫)। সমালোচকগণ তাঁহার কবিতার যাদুকরী প্রভাবের কথাও স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জীবন-জ্যোতি দ্বারা প্রেমিকদের জীবন কুটিরকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি কবিতার যাদুকর। তাঁহার অভিনব রচনাশৈলী, অনিন্দ্যসুন্দর উপমা-উৎপ্রেক্ষা, অনুপম রূপক ও তেজোদ্দীপ্ত বাণীভঙ্গির যাদু কবিতায় বিকশিত।

ইমরু'উ'ল-কায়সের কবিতার সজীবতা আরও অগ্নান। তাঁহার কবিতা 'আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিবিম্বই শুধু নহে, বরং 'আরবীয় ধ্যান-ধারণা, 'আরব ইতিহাস, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও ধারক ও বাহক। তাঁহার কবিতায় সাধারণত নাজদ অঞ্চলের আসাব গোত্রের নিদর্শনাদি ও বসতিসমূহের বিবরণ বিধৃত হইয়াছে। লাবীদ ইবন রাবী'আ (মৃ. ৪১/৬৬১)-এর ন্যায় অভিজ্ঞ কবিও ইমরু'উ'ল-কায়সকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করেন (ইবন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র)।

তাঁহার নামের অর্থ 'কায়স-এর পুরুষ ব্যক্তি' অথবা 'কায়সের বীর পুরুষ' (দ্র. সিমতুল-লা'আলী)। কিন্তু ইহা সঠিকভাবে বলা যায় না যে, ইহা কায়স নামক দেবীর পুরুষবাচক শব্দের রূপ অথবা দেবীর মন্দিরের নাম (Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien, সংখ্যা ২; Ph. Berger, Histoire de l'écriture, পৃ. ২৭৪ প.; Corpus inscr. Semit., ২খ, ১৯৮; Dussaud, Hist. des Arabes avant l'Islam, পৃ. ১২৫; Wellhausen, Reste arab. Heidentums, ২য় সং, পৃ. ৬৭)।

আস-সাব'উ'ল-মু'আল্লাকাত কবিতা সংকলনের প্রথম কবিতাটিই (কাসীদা) ইমরু'উ'ল-কায়স রচিত। তাঁহার মু'আল্লাকাটি অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে : Warner, Lette সং; ইংরেজী অনু. Sir W. Jones, লন্ডন ১৭৮২ খ., Bolmeier Lund কর্তৃক সুইডিশ অনু., ১৮২৪ খ.; de Sacy কর্তৃক ফরাসী অনু., in Mem. de L' Acad. des Inscr., ১খ, ৪১১; Noldeke ও Gands কর্তৃক জার্মান অনু. (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী); কাঙ্গী জাফারু'দ-দীন কর্তৃক উর্দু অনু., 'ইলক নাফীস, লাহোর ১৮৮৮ খ.; আবুল-হাসান, হানুল-মুগল্যাকাত লি-সাব'ই'ল-মু'আল্লাকাত, উর্দু ভাষা, ১৩০১ হি.)। আল-মু'আল্লাকাত-এর বিভিন্ন সংস্করণে ইমরু'উ'ল-কায়সের মু'আল্লাকার সঙ্গে সাধারণত আয-যাওয়ানীর ভাষা দেওয়া হইয়াছে যাহা প্রথমবার Hengstenberg প্রকাশ করিয়াছেন (Bonn 1823)। Lette আন-নাহাস-এর ভাষ্যের কিছু উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছেন (লাইডেন ১৭৪৮ খ.)। E. Frenkel উহার সম্পূর্ণ মূল পাঠ

Halle হইতে ১৮৭৬ খৃ. প্রকাশ করিয়াছেন। চার্লস লায়ল আত-ভাব্রীযীর ভাষ্য A Commentary on Ten Ancient Arabic Poems এই নামে ১৮৯৪ খৃ. কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইমরু'উল- কায়সের দীওয়ান de Slane (Le Diwan d'Amro'l kais, প্যারিস ১৮৩৭ খৃ.) ও Ahlwardt (The Diwans of the Six Ancient Arabic Poets, লন্ডন ১৮৭০ খৃ., পৃ. ১১৫ প., তু. পৃ. ১৯৬ প.) প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটি ১৩১৩ হি. সনে বোয়াই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল পাঠ আবু বাকর আসিম ইবন আয়ুব আল- বাতলায়ুসী-এর ভাষ্যসহ কায়রোতে ১২৮২ হি. সনে প্রকাশিত হইয়াছে (অনন্তর কায়রো ১৩২৪/১৯০৬)। Ruckert জার্মান ভাষায় উহার একটি ভাবানুবাদ করিয়াছেন (Amrilkais der Dichter und Konig, Stuttgart ও Tubingen ১৮১৩ খৃ.)। হাসান আস- সানদুবী তাঁহার দীওয়ান শাব্দিক বিশ্লেষণ ও গ্রন্থপঞ্জীসহ ১৯২০ খৃ. মিসর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। আল-ইকদু'ছ-ছামীন (Ahlwardt-এর সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈরুত ১৮৮৬ খৃ.)। গ্রন্থেও ইমরু'উল- কায়সের দীওয়ান অন্তর্ভুক্ত আছে (সারিম কর্তৃক উর্দু অনুবাদ, লাহোর ১৯৬২ খৃ.)।

বাংলা ভাষায়ও মু'আল্লাকাত অনুবাদ করা হইয়াছে (বাংলা একাডেমী)। ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন "এই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার কোন কোন কবিতার অংশবিশেষ কাব্যে অনুবাদ করেন" (১৯৩৩ খৃ. মাসিক মোহাম্মদী-তে ধারাবাহিকভাবে ইহা প্রকাশিত হয়)। কবি আবদুস সাত্তারও ইহার কোন কোন অংশের কবিতায় ভাবানুবাদ করেন (আরবী কবিতা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২৩ আষাঢ়, ১৩৭২)। মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ পূর্ণ আস-সাব'উল-মু'আল্লাকাত-এর কাব্যানুবাদ করিয়াছেন (কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের সারগর্ভ ভূমিকাসহ ১৯৭২ খৃ. ইহা প্রকাশিত হয়)। অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই কবিতাগুলির, কবির জীবন কথা ও কাব্যকীর্তির আলোচনাসহ এইগুলির গদ্যানুবাদ করিয়াছেন (শিরোনাম প্রাচীন 'আরবী কবিতা, কলিকাতা ১৯৭৮ খৃ.)।

ইমরু'উল-কায়সের কবিতায় যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলির পরিচয় ও বিস্তারিত বিবরণ ইবন বুলায়হাদ তাঁহার সাহীহ'ল-আখবার গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল স্থানের বিবরণের জন্য আরও ড. আল-বাকরী, মু'জাম মা'সতা'জাম, আবু'ল-ফাদল ইব্রাহীম, দীওয়ান ইমরু'উল-কায়স-এর ভাষ্য, মিসর ১৯৫৮ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-আগানী, ৮খ, ৬২ প. (=দারু'ল কুতুব, কায়রো ৯খ, ৭৭); (২) ইবন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৩৭ প., উর্দু অনু. সারিম, লাহোর ১৯৬২ খৃ.; (৩) Cheikho, Poetes arabes chretiens, পৃ. ৬-৬৯; (৪) ইবন আবি'ল-খাত্তাব, জামহার, পৃ. ২৯-৪৭; (৫) আল-বুহতুরী, হামাসা, উদ্ধৃতিসমূহ, লিপো মুদ্রণ, লাইডেন ১৯০৯ খৃ. (সম্পা. Cheikho, ১৯১০ খৃ.); ড. শিরো.; (৬) F. A. Muller, Imruulkaisi Mu'allaka, Halle 1869; (৭) Noldeke, in Sitz ungsber. der K. Akad, in Wien, দর্শন ও ইতিহাস অংশে, ১৪০ খ. (১৮৯৯ খৃ.); (৮) S. Grandz, Die Muallqa des Imrulqais ubers. und erkl, in Sitzungsber der wiener Akad, দর্শন ও ইতিহাস অংশে, ১৭০খ. (১৯১৩ খৃ.); (৯)

E. Griffni, Una nuova qasida attribuita ad Imru'l-Qais, Riv. di Studi orient., ১খ, ৫৯৫ প.; (১০) R. Geyer, Imru'l alqais' Munsarih-Qasidah aufisu, in ZDMG, ৬৮খ, ৫৪৭ প., ৭২০; (১১) ইস্কানদার আগা, জাফ'সিন নিহায়াতিল-আরাব, বৈরুত ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৫৯-৬৬; (১২) Caussin de Perceval, Essai, ২খ, ৩০২-৩৩২; (১৩) Perron, Femmes Arabes, পৃ. ৯১-১০১; (১৪) Ahlwardt, Bemerkungen uber die Aechtheit der alten arab. Gedichte, Griefswald 1872, 72 প.; (১৫) ঐ লেখক, Uber Poesie und Poetik der Araber, Gotha 1856, 10 প.; (১৬) H. Derenbourg, in Etudes de critique et dhist, ৭খ., Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অংশে; (১৭) Charles Lyal, Translation of Ancient Arabian Poetry, পৃ. ১০৩-০৬; (১৮) Diwans of Abid ibn al-Abras, etc., পৃ. ৪ প (১৯) Brockelmann, I. 24; (20) Huart, litter arabe, 10 (২১) I. Pizzi, Letteratura araba, 39; (২২) R. A. Nicholson, A literary History of the Arabs, 103-07; (২৩) সালীম আল জুনদী, হয়াত 'ইমরি'ই'ল-কায়স; (২৪) মুহাম্মাদ আবু ফারীদ, আল-মালিকুদ দিল্লীল, 'ইমরু'উল-কায়স (ঐতিহাসিক উপন্যাস); (২৫) আদীব লাহদ, 'ইমরু'উল-কায়স ওয়া'ল-ফানা'তু-ত-তাইয়া, বৈরুত ১৯৫২ খৃ.) (ঐতিহাসিক নাটক); (২৬) মুহাম্মাদ হাদী, 'ইমরু'উল-কায়স ওয়া আশ'আরুহ; (২৭) মুহাম্মাদ সালিহ সামাক, আমীরুশ-শির ফিল-'আসরি'ল কাদীম, মিসর ১৯৩২ খৃ.; (২৮) রা'সফ আল-খুরী, 'ইমরু'উল কায়স; (২৯) আল-বাগদাদী, খিয়ানা'তু'ল-আদাব, ১খ, ১৬০, ৩খ, ৬০৯ প.; (৩০) আবদুল-কায়ুম, ফিহরিস্ত শু'আরা লিসানিল-'আরাব, লাহোর ১৯৩৮ খৃ.; (৩১) আল-বালায়ুরী আনসাব, সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ দারু'ল-'আরিফ, মিসর ১৯৫৯ খৃ., ১খ, ২০, ৫৩৮; (৩২) ইবন সাব্বাম আল-জুমাহী তাবাকাতু'শ-শু'আরা, নির্ঘন্টি; (৩৩) ইবন হায়ম, জামহার, সম্পা. 'আবদু'স-সালাম হারুন, মিসর ১৯৬৩ খৃ., নির্ঘন্টি; (৩৪) ইবন হাবীব, আল মুহাক্বার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪২ খৃ., নির্ঘন্টি; (৩৫) আল মারযুকী, শারহ দীওয়ানিল-হামাসা, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৩, নির্ঘন্টি; (৩৬) আল-মুজিব ফিল আদাবিল-'আরাবী ওয়া তারীখিহ, মিসর তা.বি., ১খ, ১১২-১২৬; (৩৭) ইবন রাশীক, আল উমদা, সম্পা. মুহাম্মাদ মুহয়ীদীন আবদুল-হামীদ, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., নির্ঘন্টি (৩৮) আল-বাকরী, আস-সিমতু'ল-না'আলী, মিসর ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ৩৮; (৩৯) 'আবদু'ল-আজীম 'আলী কাছাবী, আল-ওয়াকফ ফিশ-শিরিল-'আরাবী, কায়রো ১৯৪৯ খৃ. ১খ.; (৪০) সায়্যিদ নাওফাল, শিরু'ত-তাবী'আ ফিল আদাবিল-'আরাবী, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (৪১) তাহা হুসায়ন, ফিল-আদাবিল জাহিলী, কায়রো ১৯৩৩ খৃ.; (৪২) উমার ফাররুখ, খামসা শু'আরা জাহিলিয়্যুন, ২য় মুদ্রণ, বৈরুত ১৯৫১ খৃ.; (৪৩) ঐ লেখক, তারীখুল-ফিকরিল-'আরাবী, বৈরুত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১১১; (৪৪) সাকা মুস্তাফা আফিন্দী, মুখতারুশ-শিরিল-জাহিলী, কায়রো সং. তা. বি., ১খ.; (৪৫) আল-হামাযানী, আল-মাকামাত (আল মাকামাতুল-কারীদিয়া); (৪৬) আয-যিরিকুলী, আল-আলাম, ১খ.; (৪৭) Brockelmann, 'আরাবী অনু. আবদুল-হালীম আন নাজ্জার, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, ১খ, ৯৭-১০১,

১ম প্রকাশ, দারুল-মা'আরিফ, মিসর ১৯৬০ খ., নির্ধক্ট; (৪৮) আল-আমিদী, আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখ'তালিফ, সম্পা. ক্রেনকো, পৃ. ৯-১২; (৪৯) শাওকী দায়ফ, আল-ফানু ওয়া মাযাহিরুহ ফি'শ-শিরিল 'আরাবী; (৫০) 'আবদুল-মুতা'আল আস-সা'ঈদী, যি'আমাতু'শ শিরিল-জাহিলী বায়না 'ইমরিইল-কায়স ওয়া আদী ইবন যায়দ মিসর ১৯৩৪ খ.; (৫১) আল-বুসতানী, রাওয়া'ই, সংখ্যা ৭ বৈরুত ১৯২৭ খ.; (৫২) আত-তুফী, মাআ'ইদুল-হায়স ফী ফাওয়াইদি 'ইমরিইল-কায়স (পাণ্ড. উমুমিয়া গ্রন্থাগার, ইস্তাভুল, নং ২৩২); (৫৩) আল মারযুবানী, মু'জামু'শ-ও'আরা, সম্পা. 'আবদুল-সাত্তার ফাররাজ, মিসর ১৯৬০ খ., পৃ. ১১৪; (৫৪) ঐ লেখক, আল মুও'য়াশশাহ, পৃ. ৩৪ (৫৫) আস-সুযুতী, আল-মুযহির, ২য় প্রকাশ, মিসর, ২খ, ২৫৩ প.; (৫৬) ঐ লেখক, শারহ মাওয়াহিদি'ল মুগনী, পৃ. ৬; (৫৭) মুহাম্মাদ ইবন শারফ আল-কায়রাওয়ানী, আলামুল-কালাম, পৃ. ২৯ (৫৮) কুদামা ইবন জা'ফার, নাকদু'শ-শি'র, পৃ. ১৪ প.; (৫৯) ইবনুল-মুতাযা, তাবাকাতুশ ও'আরা; (৬০) নাসিরুদ্দীন আল-আসাদ, মাসাদিরু'শ-শি'রি'ল জাহিলী ওয়া কীমাতুহা'ত-তারীখিয়া, কায়রো তা. বি. (৬১); E.I.² P. 1177-8.

আবদুল-মাল্লান উমার ও 'আবদুল-কায়ুম এবং সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

ইমরু'উল-কায়স (امرؤ القيس) : (কায়স [দেবতা] এর ক্রীতদাস), কয়েকজন আরব কবির ডাকনাম। আল-আমিদী তাঁহাদের দশ জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখ'তালিফ, কায়রো ১৯৬১ খ., পৃ. ৫-৯, ফীরুয়াবাদীর তালিকায় এগার জনের নাম দেখা যায় (দ্র. আল-কামুসুল-মুহীত, কায়রো ১৯১৩ খ., ২খ, ২৪৪), আর আস-সুযুতী পনের জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. মুযহির, কায়রো ১৯৮৫ খ., ২খ, ৪৫৬)। ইহাদের বংশপঞ্জীর মধ্যকার সকল পার্থক্য বিচার-বিবেচনা করিয়া হাসান সানদুবী একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পঁচিশ জন (দ্র. আখ'বারুল-মারাকিসা ওয়া আশ-'আরুহুম ফি'ল-জাহিলিয়া ওয়া সাদিরিল-ইসলাম, ইহা শারহ দীওয়ান 'ইমরু'উল-কায়স, কায়রো ১৯৫৯ খ.-এর পরবর্তী অংশরূপে প্রকাশিত হয়, পৃ. ২২৩-৩৬৮)। এই কবিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইতেছেন 'ইমরু'উল-কায়স ইবন হুজর (পূর্ববর্তী নিবন্ধ দ্র.)। অন্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইজনও উল্লেখযোগ্য (১) 'ইমরু'উল-কায়স আদী ইবন রাবী'আ আত-তাগলিবী, ইনি আল-মুহালহিল নামেই সমধিক পরিচিত। ইনি বিখ্যাত 'ইমরু'উল কায়স ইবন হুজর-এর মাতুল ছিলেন এবং কাহারও কাহারও মতে ইনিই প্রাচীন কাসীদা কাব্যরীতির প্রবর্তক [দ্র. (ক) ইবন কুতায়বা, শির, পৃ. ১৬৪-৬; (খ) আগানী, ৮খ, ৬৩; (গ) খিযানাতুল-আদাব, ১খ, ৩০২-৪; (ঘ) ফু'আদ বস্তানী, রাওয়া'ই' এবং উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থনির্দেশ; (ঙ) সানদুবী, পৃ. গ্র., পৃ. ২৩১-৩০৩]; (২) 'ইমরু'উল-কায়স ইবন 'আবিস আল-কিন্দী (রা), ইনি রাসূলুল্লাহ (স) এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন (দ্র. সানদুবী, পৃ. গ্র., পৃ. ৩৩৯-৪৭. এবং উহাতে প্রদত্ত গ্রন্থনির্দেশ।

S. Boustany (E.I.²)/শায়খ ফজলুর রহমান:

ইমরু'উল-কায়স ইবন আবি'স (امرؤ القيس بن عابيس) : (রা), ইবনিল-মুনযির ইবন 'ইমরিইল-কায়স ইবন আমর ইবন মু'আবিয়া, একজন সাহাবী। তিনি কিনদা গোত্রের লোক ছিলেন এবং কুফায় বসবাস করিতেন। বাগাবীর বর্ণনামতে 'ইমাম বুখারী (রা) প্রণীত গ্রন্থে হাদীছ

বর্ণনাকারী সাহাবীদের নামের তালিকায় 'ইমরু'উল কায়স ইবন আবি'স-এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাগাবী, নাসা'ঈ ও আহমাদ প্রণীত হাদীছ গ্রন্থসমূহে আদী ইবন হামীরা হইতে বর্ণিত আছে যে, 'ইমরু'উল-কায়স ইবন আবি'স (রা) এবং হাদরামাওতের একটি লোকের মধ্যে এক খণ্ড জমি লইয়া বিবাদ ছিল। তাঁহারা উভয়ে বিষয়টি মহানবী (স)-এর গোচরে আনিলেন। মহানবী (স) হাদরামাওতের লোকটিকে বলিলেনঃ তুমি প্রমাণ দাখিল কর নতুবা এই সম্পর্কে উমরু'উল-কায়স-এর হলফ গ্রহণ করা হইবে। সে বলিলঃ হে আল্লাহর রাসূল! হলফ করিলে সে আমার জমি লইয়া যাইবে। মহানবী (স) বলিলেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করিয়া তাহার অন্য ভাইয়ের অধিকার হিনাইয়া লয়, সে যখন আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে, তিনি তখন তাহার উপর ক্রুদ্ধ থাকিবেন। 'ইমরু'উল-কায়স বলিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি তাহার ন্যায় অধিকার জানিয়াও ছাড়িয়া দেয় তাহার কি হইবে? তিনি বলিলেনঃ জান্নাত 'ইমরু'উল-কায়স বলিলেন আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি ইহা ছাড়িয়া দিলাম। 'ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ সিজিস্তানী এবং তিরমিযী তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে 'ইমরু'উল কায়সের নাম নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। বলা হইয়াছে, কিন্দার এক ব্যক্তি ও হাদরামাওতের এক ব্যক্তির মধ্যে। ইবন 'আবদিল-বারর-এর বর্ণনামতে হাদরামাওতের লোকটির নাম ছিল রাবী'আ ইবন 'আয়দান।

য়ারমুকের যুদ্ধে 'ইমরু'উল-কায়স (রা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর বানু কিন্দার কতিপয় লোক মুরতাদ (দ্র.) হইয়া দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগকে সেখান অবরোধ করিয়া রাখা হয়। এই অবরোধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর মুরতাদ লোকগুলিকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনা হইলে তিনি স্বীয় পিতৃত্বকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলেন। পিতৃত্ব বলিল, ধিক! আমি তোমার পিতৃত্ব হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে হত্যা করিবে? তিনি বলিলেন, আপনি আমার পিতৃত্ব, পক্ষান্তরে আল্লাহ আমার প্রভু। এই বলিয়া তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। মারযুবানী এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনু'স সাকান বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ইসলামের উপর অটল ছিলেন। 'আশ'আহ ধর্মান্তরিত হইলে তিনি তাহার সমালোচনা করেন। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ইসলামের প্রতি অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করিয়া কতিপয় কবিতা পাঠ করেন। ইবন কাহাস-ই তাঁহার কবিতার কতিপয় চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইবন হাজার আসকালানীর বর্ণনা মতে তাঁহার প্রপিতামহের নাম ছিল 'ইমরু'উল কায়স ইবন সামু'ত। 'ইমরু'উল-কায়স ইবন তামলিক নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তামলিক তাঁহার মাতার নাম। ইবনুল কালবীর বর্ণনামতে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ রাজা ইবন হায়্যা তাঁহারই বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল-'আযীয (র)-এর অন্যতম সহচর ছিলেন তাহার পিতা মহানবী (স)-এর যামান পাইলেও তাহার সাহাবী হওয়ার বিষয়টির কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হযত মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইবনুল-আছীরের বর্ণনামতে ইবন মানদা, ইবন 'আবদিল বারির ও আবু নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থে 'ইমরু'উল-কায়স ইবন আবি'স সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আসকালানী; ইসাবা, মিসর ১৩২৮ খ., ১খ, ৬৩, ক্রমিক নং ২৫০; (২) ইবন 'আবদিল-বারর, ইসতী'আব (উক্ত ইসাবা, ১খ, ১০৬, হাশিয়া); (৩) যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা,

বৈরুত, তা. বি., ১খ; ২৮ ক্রমিক নং ২৪০; (৪) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, বৈরুত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১১৫।

লিয়াকত আলী

ইমরুউল-কায়স ইবনুল আসবাগ (امرؤ القيس بن اصبغ الكلبي) : আল-কাম্বী (রা) একজন সাহাবী। তিনি তাহার এলাকার জন্য মহানবী (স)-এর প্রতিনিধি ছিলেন। মহানবী (স) তাঁহাকে বানু কুদাআর দায়িত্ব প্রদানের সময় বানু কাব্ব-এর দায়িত্বভারও তাহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের সময় তিনি এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন। ইবন 'আবদিল বারর-এর ধারণামতে তিনি আবু সালামা ইবন 'আবদিল-রাহমান ইবন আওফের মামা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৬৩ ক্রমিক নং ২৪৯; (২) ইবন 'আবদিল বারর ইসতীজাব (উক্ত ইসাবা, ১খ, ১০৭, হাশিয়া); (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, বৈরুত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১১৫; (৪) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, বৈরুত তা. বি., ১খ, ২৮, ক্রমিক নং ২৩৯।

লিয়াকত আলী

ইমরুউল-কায়স ইবনুল-ফাখির (امرؤ القيس بن الفاجر) : (রা) ইবনিত -তিমাখ খাওলানী একজন সাহাবী। তাঁহার উপনাম ছিল আবু শুরাহ্বীল। তিনি মিসর বিজয়ের অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ইবন মানদা ও আবু নু'আয়ম তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইবন মানদা তাঁহার সাহাবী হওয়ার বিষয়ে আবু সাঈদ ইবন যুনুসের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইবন হাজার আসকালানী এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হাজার আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৬৪, ক্রমিক নং ২৫১; (২) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, বৈরুত তা. বি., ১খ, ২৮, ক্রমিক নং ২৪১; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, বৈরুত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১১৬।

লিয়াকত আলী

ইমরোয (إمروز) : ইজিয়ান সাগরে অবস্থিত ইমব্রস (Imbros) দ্বীপের তুর্কী নাম, গ্যালিপলি উপদ্বীপ (খ্রিস্টীয় উপদ্বীপ) এর দক্ষিণ প্রান্তসীমার প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে দার্দানেলিস প্রণালী (চানাক-কাল ই বাগাঘী) (দ্র.) এর প্রবেশ পথের মুখে অবস্থিত বলিয়া দ্বীপটি সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৪৪৪ খৃ. ইতালীর অন্তর্গত এ্যানকোনার অধিপতি সাইরিয়াকাস (Cyriacus of Ancona) যখন ইমরোয সফরে আসেন তখনও ইহা বায়যানটীয়দের অধীনে ছিল (যদিও নিকটবর্তী থাসোস ও স্যামোথ্রেস দ্বীপদ্বয় [islands of Thasos and Samothrace] গ্যাটিলুসীয় পরিবারের দখলেছিল)। ৮৫৭/১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের সংবাদ ইমরোয দ্বীপে পৌঁছিলে ইহার নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিবর্গের অনেকেই পলায়ন করেন, কিন্তু বিশিষ্ট ইমব্রসীয় ঐতিহাসিক ক্রিটোবউলস (Critoboulos) তুর্কী আক্রমণের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য তুর্কী নৌ-সেনাপতি হামযার নিকট হইতে অস্থায়ী সন্দপত্র সংগ্রহ করিলেন এবং ইদিরনে (Edirne) তে তুর্কী সুলতানের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ একই সময়ে সুলতানের প্রাসাদে লেসবস ও এনস-এর গ্যাটিলুসীয় সামন্তদের একটি প্রতিনিধিদলও অবস্থান করিতেছিল। যাহা হউক, সুলতান এনসের পালামেডি

গ্যাটিলুসীয় (Palamede Gattilusio) কে বার্ষিক ১২০০ ভিউকাট (=৯ সি. ৪ প. মূস্যের স্বর্ণমুদ্রা) রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে ইমব্রস দ্বীপটির ইজারা মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর ৮৬০/১৪৫৬ সালে যখন সুলতান এনস দ্বীপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ নৌ-সেনাপতি যুনুসকে উহার অধীনস্থ সামুদ্রিক এলাকাগুলি দখল করিতে প্রেরণ করিলেন, তখন ইমব্রসের গভর্নর পদে ক্রিটোবউলসকে নিয়োগ করিলেন। গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করিয়া ঐ বৎসরই হেমন্তকালে ক্রিটোবউলস পাপাল (Papal)-এর নৌবহরের অধিনায়ককে দ্বীপটি দখল করা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। তাহারই পরামর্শে ১৪৫৮-৯ খৃ. মিট্রা-এর স্বৈচ্ছাচারী শাসক ডিমিট্রিয়াস প্যালিওলোগাস (Demetrius Palaeologus) তুরস্কের সুলতানের নিকট লেম্নস ও ইমব্রস (Lemnos and Imbros) দ্বীপ দুইটির ইজারা পাইবার জন্য আবেদন করেন। ইহার ফলে ১৪৬০ খৃ. সুলতান ডিমিট্রিয়াসকে (এই সময় তিনি মোরিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন) এনস থাসোস ও স্যামোথ্রেসসহ উক্ত দ্বীপ দুইটির ইজারা মঞ্জুর করেন। ১৪৬৬ খৃ. ভেনিসীয়রা ইমব্রস (ইমরোয) দখল করিয়া লয়, কিন্তু ১৪৭০ খৃ. একটি তুর্কী নৌ-বহর উহা পুনর্দখল করে। তখন হইতে ১৯১২ খৃ. পর্যন্ত ইমরোড উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম বন্ধন যুদ্ধের সময় গ্রীসের নৌ-বহর ইজিয়ান সাগরের অন্যান্য দ্বীপসহ ইমরোড দ্বীপটি দখল করে (নেভের-ডিসেম্বর, ১৯১২ খৃ.); গ্রীস দ্বীপটি নিজেদের দখলে রাখে, অতঃপর সেভারস চুক্তি (Treaty of Sevres, আগস্ট, ১৯২০ খৃ.)-এর শর্ত অনুসারে দ্বীপটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রীসকে দেওয়া হয়। Lausanne চুক্তি (জুলাই, ১৯২৩ খৃ.) অনুসারে দ্বীপটি তুরস্ককে ফেরত দেওয়া হয়, তবে শর্ত থাকে যে, ইহা অসামরিকীকরণ করা হইবে এবং ইহার বিপুলসংখ্যাপরিষ্ঠ গ্রীক বাসিন্দাগণকে প্রস্তাবিত লোক বিনিময় (মুবাদেলি) হইতে বাদ দেওয়া হইবে। দ্বীপটি বর্তমানে চানাককালে প্রদেশের অংশবিশেষ। লোক সংখ্যা (১৯৬০ খৃ.) ৫, ৭৭৬।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Pauly-Wissowa, Imbros; (2) W. Miller, The Gattilusj of Lesbos (1355-1462), in Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921 (পুনর্মুদ্রণ, Amsterdam 1946), 313-53; (৩) ঐ লেখক, The Ottoman Empire and its successors, 1801-1927³, Cambridge 1927 (পুনর্মুদ্রণ London 1966), নির্ধক; (৪) Piri Reis, Kitabı Bahriye, ইস্তাবুল ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৯৪-৬; (৫) I. H. Danismend, Kronoloji, ১খ ও ৪খ, নির্ধক; (৬) V. cuinet, La Turquie d Asie, 1. Paris 1890, 484-7; (৭) কামুসুল-আ'লাম, ২খ, ১০৩৫; (৮) ৯২৫/১৫১৫ সালের কানুন নামে (যাহা দ্বারা এই দ্বীপের বাসিন্দাগণকে কোন কোন ব্যাপারে অব্যাহতি দেওয়া হয়), ইহার জন্য দ্র. O. L. Barkan Kanunlar, Istanbul 1943, 237-8; (৯) দ্বীপটির সাম্প্রতিক বিবরণের জন্য দ্র. Turkey (Naval Intelligence geographical handbook) 1943, 1, 76; (১০) আরও দ্র. বোয়জাআদা, সেমেনদারিক, তাশোয ও (বিশেষত) লিমনি দ্বীপগুলি সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি, ইহাদের ইতিবৃত্তের সহিত ইমরোয-এর ইতিবৃত্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/শায়খ ফজলুর রহমান